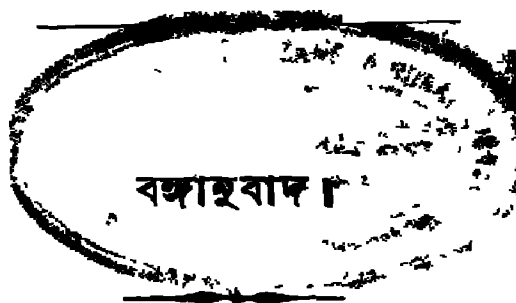
যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ



বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-

পণ্ডিতবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক

সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেশিন যন্ত্রে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

ভূমিকা

অনন্তমনুষ্যের অনন্তপ্রকার দেহ, কাহারও সহিত কাহার [illegible] নাই। যেমন দেহ, তেমনই অন্তঃকরণ প্রত্যেক মনুষ্যের বিভিন্ন। দেহের ভেদ [illegible] ইত্যাদি শ্রেণী বিশেষ দ্বারা সামান্যরূপে কথিত হয়। ধর্ম্মানুরক্ত, [illegible] এবং মোক্ষানুরক্ত এইরূপ চতুঃশ্রেণী দ্বারা অন্তঃকরণেরও সামান্যতঃ ভেদ কীর্ত্তিত [illegible]। এইরূপে অন্তঃকরণ ভেদই অধিকারভেদের হেতু। কোন্ মানব কোন বিষয়ে [illegible] অনুসারে হয়।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের আলোচনা করিয়া তাঁহারা বিষয়ের [illegible] করুন, সংসারবৈরাগ্য লাভ করুন, তাহার পর অন্য কথা। প্রথমেই কিন্তু সকল দিক্ [illegible] না, ইহা আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। যেমন গ্রন্থ, তেমন অনুবাদ হইবার আ[illegible], তবে অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ যোগবাশিষ্ঠের এ[illegible] শ্লোকে শ্লোকে অনুবাদ আর নাই, এজন্য আশা করিতেছি, যাঁহারা সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারাও এই অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্যে মূলগ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের অনুবাদক কাশীরাজার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ [illegible] সংস্কৃত-কলেজে অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, সংস্কৃত-কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রা[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] তর্কভূষণ, ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কমলকৃ[illegible] টি. এন, জুবিলি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সরস্বতী, বর্দ্ধমা[illegible] চতুষ্পাঠীর বেদান্তাদি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণি, ভাটপাড়ার পণ্ডিতব[illegible] বিদ্যার্ণব, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ এবং আমি।

আমাদের শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য মুক্তি, কিন্তু ঐ প্রকার বিভিন্ন অধিকারীর [illegible]। সাধারণ লোকে ইহাতেই শাস্ত্রের মতভেদ মনে করিয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠ [illegible] প্রধান অবলম্বনীয় শাস্ত্র। ধর্ম্মাধিকারী প্রভৃতি মানবগণ ইহার আলোচনা [illegible] মোক্ষাধিকারী হইয়া থাকেন। নিজের অন্তঃকরণ নিজের অবিদিত থাকে [illegible] অনুরক্ত কি না শত্রু-মিত্রে সমদর্শী কিনা, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি [illegible] আপনাকে মোক্ষাধিকারী স্থির করিলে যোগবাশিষ্ঠের সকল কথা আপনাতেই প্রত্যক্ষ করিব। কিন্তু আমি যদি আত্মবঞ্চক হই, নিজে ঘোর বিষয়াসক্ত হইয়াও লোকের নিকট [illegible] কারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে যোগবাশিষ্ঠের উপদিষ্ট-আচরণে আ[illegible] অনধিকারী। স্থলচর জীব উড়িতে যাইলে যে দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়, অনধিকারী মানব [illegible] হইতে যাইলেও সেই দুর্দ্দশা ভোগ করে,—অধঃপতিত হয়।

সাধারণে যোগবাশিষ্ঠ আলোচনা [illegible] মুক্তির উপযোগী এমন বিশদ বিস্তৃত উপদেশ গ্রন্থ আর নাই।

এই অনুবাদ অনেক স্থলেই টীকার অনুযায়ী। কোন কোন স্থলে অন্যরূপ। যে যে স্থলে টীকার মত পরিত্যক্ত হইয়াছে, টিপ্পনীতে অনেক স্থলেই তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে পাঠকগণের তৃপ্তি হইলেই শ্রম সাফল্য হয়। ইতি—

সম্পাদক—

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা।

ভাটপাড়া ২৪ পরগণা।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ-সূচী [illegible]

বিষয়

স্থিতিপ্রকরণ।

উপশমপ্রকরণ।

নির্ব্বাণপ্রকরণ—পূর্ব্বভাগ।

নির্ব্বা[illegible]প্রকরণ—উত্তরভাগ।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

বৈরাগ্য-প্রকরণ

—:০:—

প্রথম সর্গ।

যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের আবির্ভাব, রক্ষা এবং পরিশেষে যাহাতেই লয় হয়, সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার, * জ্ঞাতা (ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ) জ্ঞান (অজ্ঞানবৃত্তিবিশেষ) এবং জ্ঞেয় (অজ্ঞান), দ্রষ্টা (সূত্রাত্মা ও তৈজস) দর্শন (মনোবৃত্তিবিশেষ) এবং দৃশ্য (সূক্ষ্মবিষয়সমূহ), কর্ত্তা (বিরাট্ ও বিশ্ব) হেতু (ইন্দ্রিয়ব্যাপার) ক্রিয়া (বচনাদি এবং শব্দস্পর্শাদি অনুভব) যাঁহার অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত প্রকাশিত হন, সেই নিত্যজ্ঞানরূপী ব্রহ্মকে নমস্কার, † যে মহানন্দসাগরের কণিকাস্বরূপ বিষয়-আনন্দকণা ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ এবং মনুষ্য[illegible] প্রকাশ পায়—এবং যাঁর আনন্দকণিকা সকলেরই [illegible] সেই [illegible]ানন্দরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার *। ১—৩।

সুতীক্ষ্ণ নামে কোন [illegible] উদিত হওয়ায়, অগস্তি মুনির আশ্রমে [illegible] তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! [illegible] আপনার সুপরিজ্ঞাত, আমার একটী প্রশ্ন [illegible] কৃপা করিয়া তাহার সমাধান করিয়া দিন। [illegible] কারণ, না, জ্ঞান—মুক্তির কারণ ?—অথবা কর্ম্ম[illegible] মুক্তির কারণ ? ইহার মধ্যে নিশ্চয় করিয়া একটী কা[illegible] অগস্তি বলিলেন, যেমন পক্ষিগণ, উভয় পক্ষের [illegible] বিচরণ করে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে[illegible] ?

---

* সকলেরই উৎপত্তি স্থিতি লয় আছে, কিন্তু ব্রহ্মের উৎপত্তি স্থিতি লয় নাই। তাঁহার সত্তা নিত্য। তাঁহার সত্তা লইয়াই, জগতের সত্তা ব্যবহৃত হয়; যেমন সূর্য্যের তেজ লইয়াই চন্দ্রকে জ্যোতির্ম্ময় বলা যায়, তদ্রূপ। ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্ত-কারণ। ব্রহ্ম উপাদান-কারণ বলিয়াই সত্তা, প্রকাশ এবং আনন্দ জগতেও আংশিকভাবে আছে, উপাদান-কারণ ও কার্য্যে প্রকৃতপক্ষে ভেদ নাই। এইজন্য লয় অবস্থায় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। সুতরাং ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ বা আত্মা। তিনি সর্ব্বময়, তাঁহাকে নমস্কার করিলে, আর কোন দেবতাকেই নমস্কার করা অবশিষ্ট থাকিল না।

† আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় এবং অন্নময়, এই পঞ্চ কোষ। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান বা কারণদেহ আনন্দময় কোষ, স্থূলদেহ অন্নময় কোষ এবং অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ বিশিষ্ট কোষত্রয়—ইহার নামান্তর সূক্ষ্মদেহ। এই ত্রিবিধ দেহই সমষ্টি এবং ব্যষ্টিরূপে দুইভাগে বিভক্ত। সমষ্টি-কারণ-দেহ-উপহিত চৈতন্য 'ঈশ্বর', ব্যষ্টি-কারণ-দেহ-উপহিত চৈতন্য 'প্রাজ্ঞ'; ইঁহাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সম্ভূত নয় বলিয়া ইঁহাদিগকে দ্রষ্টা বলা যায় নাই, 'জ্ঞাতা' বলা হইয়াছে। সমষ্টি-সূক্ষ্ম[illegible]-উপহিত চৈতন্য 'সূত্রাত্মা', ব্যষ্টি-সূক্ষ্ম-দেহ-উপহিত চৈতন্য 'তৈজস'; ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সম্ভূত জ্ঞান ইঁহাদের আছে কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়-সাধ্য বচনাদির সহিত সম্বন্ধ ইঁহাদের নাই বলিয়া ইঁহাদিগকে 'কর্ত্তা' বলা যায় নাই, 'দ্রষ্টা' বলা হইয়াছে। [illegible] উপহিত চৈতন্য 'বিরাট্', ব্যষ্টি[illegible] কর্ম্মেন্দ্রিয়-সাধ্য বচনাদিকার্য্যের [illegible] দিগকে 'কর্ত্তা' বলা হইয়াছে। সুষুপ্তি [illegible] অর্থাৎ কারণ-দেহ ব্যতীত আর কোন উপাধি থাকে না, তখন 'আমি কিছু জানিতে পারি নাই', এইরূপ অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান থাকে; সেই জ্ঞান অজ্ঞানেরই ফল। স্বপ্নাবস্থায় কারণশরীর ও সূক্ষ্মশরীর থাকে। তখন মন দ্বারা [illegible] বিষয় অনুভূত হয়, সে অনুভব ইন্দ্রিয়-লৌকিক-ব্যাপারের অধীন নহে, মানস-ব্যাপারের অধীন, মনোবৃত্তিবিশেষ। জাগ্রদবস্থায় শরীরত্রয়ই থাকে; তখন [illegible] ক্রিয়াযুক্ত, কর্ত্তৃত্ব[illegible]—সকলই ইন্দ্রিয়-লৌকিক-ব্যাপারের অধীন। উপাধিভেদে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এক—[illegible]; কোন সত্তাই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

* '[illegible]'—[illegible] মহাবাক্যের অন্তর্গত 'তৎ' পদার্থ 'সৎ' [illegible] 'ত্বং' পদার্থ '[illegible]' দ্বিতীয় শ্লোকে, এবং [illegible] তৃতীয় শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

[illegible] কর্ম্ম বিহিত [illegible] লোকের [illegible] হইয়া [illegible]। কর্ম্ম দ্বারা [illegible] জ্ঞান হয়, [illegible]

হইয়া থাকে। কেবল কর্ম্ম বা কেবল জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয় না, কিন্তু উভয়ের সাহায্যে মুক্তি হয়, এইজন্য জ্ঞানিগণ জ্ঞান-কর্ম্ম উভয়কেই মোক্ষের উপযোগী বিবেচনা করেন। ৪—৮। এই বিষয়ে তোমাকে প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি,—পূর্ব্বকালে অগ্নিবেশ্য ঋষির পুত্র কারুণ্যনামক ব্রাহ্মণ বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া, সেই সকল শাস্ত্রে পারগামী হইয়াছিলেন। গুরুর নিকটে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগত হন। তখন তিনি সংশয়াকুল-চিত্তে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীভাবে গৃহে থাকিলেন। অনন্তর পিতা অগ্নিবেশ্য পুত্রকে কর্ম্মপরিত্যাগী দেখিয়া হিতের জন্য এই উত্তম কথা বলিলেন যে, পুত্র! এ কি! স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতেছ না যে? কর্ম্মপরায়ণ না হইলে, কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা বল, (বিশেষজ্ঞ) এই কর্ম্ম হইতে যে নিবৃত্ত হইয়াছ, তাহার কারণই বা কি, তাহা নিবেদন কর। কারুণ্য বলিলেন,—যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র এবং নিত্য সন্ধ্যা-উপাসনা, এই সব প্রবৃত্তিধর্ম্ম শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত। ধন, কর্ম্ম বা সন্তান উৎপাদন দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, কিন্তু কর্ম্মত্যাগমাত্রেই প্রধান যতিগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন (ইহাও শ্রুতি), হে গুরো! এই দ্বিবিধ শ্রুতির মধ্যে কোন্ পক্ষ আমার অবলম্বনীয়? এই প্রকার সন্দেহক্রমেই আমি কর্ম্মপালনে তূষ্ণীভূত হইয়া আছি। অগস্তি বলিলেন,—বৎস! সেই ব্রাহ্মণ কারুণ্য এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। পিতা পুত্রকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া পুনরায় বলিলেন,—পুত্র! একটী কথা আমার নিকট শুন, তাহার নিখিল অর্থ হৃদয়ে অবধারণ কর, তৎপরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও। বহুতর কামসন্তপ্তা কিন্নরীগণ, কিন্নরগণের সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত, মহাপাপরাশি বিনাশী গঙ্গা-প্রবাহ-পরিপূত মত্তময়ূর-সঙ্কুল সেই হিমালয় শিখরে অপ্সরোগণশ্রেষ্ঠা সুরুচি নাম্নী এক রমণী উপবিষ্টা ছিলেন। ৯—২০। ইত্যবসরে সেই মহাভাগা অপ্সরশ্রেষ্ঠা সুরুচি গগনপথে ইন্দ্রদূতকে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে মহাভাগ দেবদূত! কোথা হইতে আপনি আসিতেছেন, এখন কোথাই বা যাইবেন—এই সমস্ত কৃপা করিয়া বলুন। দেবদূত বলিলেন,—হে সুভ্রু! তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তোমার নিকট তাহা যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি অরিষ্টনেমি, বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া পুত্রকে রাজ্য অর্পণপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনগমন করিয়াছেন, সেই রাজা এখন গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছেন। আমি তথায় কার্য্যসম্পাদন করিয়া, এখন সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য তথা হইতে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিতেছি। অপ্সরা বলিলেন,—প্রভো! সেখানের বৃত্তান্ত কিরূপ * আমাকে বলুন, আমি জিজ্ঞাসু এবং বিনীতা, উদ্বেগ করিবেন না। দেবদূত বলিলেন,—ভদ্রে! তথাকার বৃত্তান্ত আমি সবিস্তারে তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর, হে সুভ্রু! উক্ত রাজা গন্ধমাদন-পর্ব্বতের অরণ্যে দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে, দেবরাজ আমাকে আদেশ করিলেন, দূত! অপ্সরো-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-যক্ষ-কিন্নরাদি-পরিশোভিত, করতাল-বেণু-মৃদঙ্গ-প্রভৃতি-বিবিধবাদ্য-নিনাদিত এই বিমান লইয়া শীঘ্র গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গমন কর। নানাপাদপসঙ্কুল সেই শুভ গিরিবরে উপস্থিত হইয়া রাজা অরিষ্টনেমিকে বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গভোগের জন্য অমরাবতী নগরীতে লইয়া আইস। দূত বলিলেন, ইন্দ্রের এই আদেশ পাইয়া, বিবিধ প্রকারে সুসজ্জিত সেই বিমান গ্রহণ পূর্ব্বক আমি গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গমন করি (আমার গমন এখন বুঝিতেছি অসম্ভব), আমি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা অরিষ্টনেমির আশ্রমে গিয়া, দেবরাজের সমস্ত আজ্ঞা তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। হে শুভে! আমার সেই কথা শুনিয়া সংশয়াকুলচিত্তে রাজা আমাকে বলিলেন, হে দূত! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা তোমার আমাকে বলিতে হইবে, স্বর্গে কি কি গুণ আছে এবং কি কি দোষ আছে, তাহা আমার নিকট বল। সেস্থানের অবস্থা অবগত হইলে, যেমন রুচি হয়, তাহা করিব। ২১—৩৫। দূত বলিলেন পুণ্যফলে স্বর্গে পরম সুখ ভোগ করা যায়। উত্তম পুণ্যযোগে উত্তম স্বর্গ, মধ্যম পুণ্যযোগে মধ্যম স্বর্গ এবং অল্পপুণ্যে অল্পস্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। যাবৎকাল পুণ্যক্ষয় না হয় তাবৎকালভোগ্য স্বর্গমধ্যে পরোৎকর্ষ-কাতরতা, সমানে সমানে স্পর্দ্ধা এবং নিম্নশ্রেণীদিগের প্রতি সন্তোষ ঘটিয়া থাকে। পুণ্যক্ষয় হইলে, স্বর্গের লোক এই মর্ত্ত্য লোকে নিপতিত হন এবং দুর্লভ মানবজন্মও লাভ করেন, হে রাজন! স্বর্গে এই প্রকার দোষ-গুণ আছে। হে ভদ্রে! এই কথা শুনিয়া রাজা অরিষ্টনেমি উত্তর করিলেন,—হে দেবদূত! এই প্রকার ফলসম্পন্ন স্বর্গ আমি ইচ্ছা করি না। অতঃপর সর্প যেরূপ জীর্ণ কঞ্চুক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি মহোগ্রতপস্যা করিয়া, অশুদ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিব, আর ধারণ করিব না,—মুক্তিলাভ করিব। হে দেবদূত, এই বিমান লইয়া তুমি যেমন আসিয়াছ, সেইরূপেই ইন্দ্রসমীপে গমন কর, তোমাকে নমস্কার *। ৩৬—৪২। হে ভদ্রে! রাজা আমাকে এই কথা বলিলে, আমি তাহা ইন্দ্রের নিকট নিবেদন করিতে গমন করি। আমি যথাযথ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, ইন্দ্রসভায় সকলেই বিস্মিত হইলেন। দেবরাজ পুনর্ব্বার মধুর বাক্যে কোমলভাবে আমাকে বলিলেন, দূত! পুনর্ব্বার তুমি তথায় যাও, বৈরাগ্যসম্পন্ন রাজা অরিষ্টনেমিকে তত্ত্বজ্ঞানী বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আত্মজ্ঞানের জন্য লইয়া যাও। তুমি মহর্ষি বাল্মীকিকে আমার এই কথা বলিবে যে, হে মহর্ষে! বৈরাগ্য-যুক্ত, বিনীত এবং স্বর্গকামনাতেও পরাঙ্মুখ এই রাজাকে তত্ত্বজ্ঞান

মুক্তির উপযোগী, ইহা নব্যমত। প্রাচীন মতে মূলের শ্লোকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। নব্যমতে দৃষ্টান্তে আংশিক বৈষম্য আছে। অর্থাৎ পক্ষদ্বয় যেমন আকাশগমনের উপযোগী, তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ম্মও মুক্তির উপযোগী—এই মাত্রই শ্লোকের তাৎপর্য্য, কিন্তু পক্ষদ্বয়ের যুগপৎ সাহায্যে পক্ষিগণের আকাশগমন সম্পন্ন হয়, জ্ঞান-কর্ম্মেরও যুগপৎ সাহায্যে মুক্তিলাভ হয়, এতদূর পর্য্যন্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। পরবর্ত্তী বহুতর শ্লোকেও [illegible]তে জ্ঞান কর্ম্মসমুচ্চয়। এবং নব্যমতে কর্ম্ম ও জ্ঞানে [illegible]তা-তাৎপর্য্যে অর্থ বোধ করিবে।

* 'বৃত্তান্ত কিরূপ' ইহার আর একটী যে গূঢ় অর্থ আছে, তাহা এই—বৃত্তান্ত কিনা সংসারের অন্তপ্রাপ্ত। সংসারের অন্ত প্রাপ্ত রাজা অরিষ্টনেমী এক্ষণে কিরূপ?

* অর্থান্তর—হে দেবদূত! আমি তোমার কথারক্ষা করিয়া, মান রাখিতে পারিলাম না বটে! কিন্তু তোমায় নমস্কার করিতেছি। এই (বিমান) লইয়া তুমি যেমন আসিয়াছ—তেমনই ইন্দ্রসমীপে গমন কর।

উপদেশ দিন , সংসার-দুখ-কাতর এই রাজা তাহা হইলেই, ক্রমে মুক্তিলাভ করিবেন। হে মহামুনে! দেবরাজ এই কথা বলিয়া দিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। ৪৩—৪৭। (তখন) আমি পুনর্ব্বার তথায় আসিয়া, রাজাকে মহর্ষি বাল্মীকির গোচর করিলাম; রাজার মোক্ষচেষ্টা এবং তৎসম্বন্ধে দেবরাজের কার্য্যও সেই মহর্ষির নিকট নিবেদন করিলাম *। অনন্তর বাল্মীকিমুনি অতিপ্রীতি-সহকারে কুশল-প্রশ্নবাক্যে রাজাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ,আপনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ এবং লোকতত্ত্বজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ , আপনার দর্শনলাভেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি—সেই কৃতার্থতাই আমার কুশল। ভগবন্! আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, নির্ব্বিঘ্নে তাহা বলুন—সংসার-দুঃখ-ব্যাধি হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করি, বলুন। ৪৮—৫১। বাল্মীকি বলিলেন,—রাজন্! অখণ্ড রামায়ণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর , ইহা শ্রবণ এবং যত্নপূর্ব্বক তাহার অর্থাবধারণ করিলে জীবন্মুক্ত হইবে। হে রাজেন্দ্র! আমি আত্মতত্ত্ব জানিয়াছি, তদনুসারে আমি তোমাকে রাম ও বশিষ্ঠের কথোপকথনরূপে মুক্তির উত্তম উপায়-কথা বলিতেছি, হে জ্ঞাননিষ্ঠ! তুমি তাহা শ্রবণ কর। রাজা বলিলেন, রাম কে, কিরূপ এবং কাহার সামগ্রী? তিনি বদ্ধ, না মুক্ত? হে তত্ত্বজ্ঞপ্রবর! নিশ্চয় করিয়া এই জ্ঞান আমাকে উপদেশ দিন। বাল্মীকি বলিলেন,—আপনার ইষ্টদেব † নারায়ণই ভক্তপ্রদত্ত শাপবাক্য সফল করিবার ছলে রাজবেশে অবতীর্ণ হইয়া ইচ্ছাপরিগৃহীত অজ্ঞানবশে অল্পজ্ঞরূপে প্রকাশিত হন। ৫২—৫৫। রাজা বলিলেন,—চিদানন্দময় রাম চৈতন্যময় শরীর গ্রহণ করিয়াই অবতীর্ণ হন , তাঁহার প্রতি শাপের কারণ কি এবং কে-ই বা শাপদাতা, ইহা আমাকে বলুন। বাল্মীকি বলিলেন,—নিষ্কাম সনৎকুমার ব্রহ্মলোকে ছিলেন, এমন সময় ত্রৈলোক্যাধিপতি প্রভু বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মা এবং সত্যলোকবাসী সকলেই তথায় তাঁহাকে পূজা করেন, সনৎকুমার কোন পূজা করেন নাই , তাঁহাকে দেখিয়া প্রভু ঈশ্বর বলিলেন,—সনৎকুমার! তুমি কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানহীন, তোমার চেষ্টাও নিষ্কাম-গর্ব্বের সূচক , অতএব তুমি কামাসক্ত এবং শরজন্মা অর্থাৎ কার্ত্তিকের নামে খ্যাত হও। সনৎকুমারও বিষ্ণুকে প্রতিশাপ দিলেন,—আপনার যে সর্ব্বজ্ঞতা আছে, কিছুকাল তাহা পরিত্যাগ করিয়া, আপনি অজ্ঞানী হইবেন। ভৃগু, স্বীয় ভার্য্যাকে বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া, অতি ক্রোধে বলিলেন, বিষ্ণো! তোমারও ভার্য্যার সহিত বিচ্ছেদ হইবে। বৃন্দা (শঙ্খচূড়পত্নী) বিষ্ণুকে শাপপ্রদান করেন, তুমি যে ছলনা (পতিরূপ ধারণ করিয়া আমার পাতিব্রত্যভঙ্গ) করিলে, সেইজন্য আমার বাক্যে তুমি ভার্য্যাবিরহ প্রাপ্ত হইবে। পয়োষ্ণী-নদীতীরে অবস্থিতা দেবদত্ত-পত্নী নৃসিংহরূপী বিষ্ণুকে দেখিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন , দেবদত্ত ভার্য্যাবিরহে কাতর হইয়া, দুর্নিরীক্ষ্যদর্শন নৃসিংহকেও অভিশাপপ্রদান করেন, তোমার পত্নীবিয়োগ হইবে। বিষ্ণু এইরূপে সনৎকুমার, ভৃগু, বৃন্দা এবং দেবদত্ত শর্ম্মার অভিশাপগ্রস্ত

* মহেন্দ্রস্য সাধনং রাজ্ঞা মোক্ষস্য সাধনং রাজকর্ত্তৃকং মোক্ষসাধনঞ্চ ইত্যর্থঃ নিবেদিতমিতি মূলার্থঃ, নতু টীকাপ্রদর্শিতঃ [illegible] দিতোঽর্থঃ।

† 'প্রভু নারায়ণ' এরূপ অর্থও হয়। কিন্তু এ অর্থে [illegible] ব্যাকরণসিদ্ধ না হওয়ায় আর্ষ বলিতে হয়।

হইয়া, [illegible] হন। এই [illegible] শাপ-ছলের [illegible] সমগ্র বলিতেছি, [illegible]

[illegible]

[illegible]

যিনি [illegible] ([illegible]) [illegible]ক, অথচ ব্যাবহারিক ও প্রাতি-ভাসিক সত্তার হেতু [illegible], মর্ত্ত, আকাশ, পাতালে, অন্তরে ও বাহিরে ([illegible]) [illegible]রূপে প্রকাশমান, সেই সর্ব্বময় ব্রহ্মকে নমস্কার [illegible] বাল্মীকি বলিলেন, আমি (সংসার-কারাগার) [illegible] মুক্তিলাভ করি—এইরূপ নিশ্চয় [illegible] তাহার কাছে [illegible] শাস্ত্রশ্রবণের অধিকারী হইবে; [illegible] শ্লোক অথবা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে [illegible] এ [illegible] মোক্ষপ্রযোজক চতুর্ব্বিংশতি সহস্র-শ্লোকাত্মক [illegible] কীর্ত্তন করিয়া, যে পুরুষ মোক্ষসাধন পরম [illegible] করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত [illegible] শান্ত করেন। হে রিপুসূদন! [illegible] শ্লোকময় রামায়ণগ্রন্থে প্রথমে [illegible] রামকথাময় চতুর্ব্বিংশতিসহস্র [illegible] রত্নপ্রার্থীকে যেমন রত্নদান করে, [illegible] একাগ্রভাবে তদ্রূপ দান করিয়াছি। [illegible] সুমেরুপর্ব্বতস্থ এক অরণ্যে যে [illegible] সেই [illegible] রামকথা ব্রহ্মার নিকটে কীর্ত্তন করেন; তৎ [illegible] মহাশয় ভগবান্ ব্রহ্মা ভরদ্বাজের প্রতি তুষ্ট হইয়া, [illegible] —পুত্র বর লও। ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে ভগবন্! [illegible] , এক্ষণে আমার এই বরে রুচি হইয়াছে [illegible] এই সমস্ত লোক কিসে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা আপনি [illegible] "তুমি শীঘ্রই এ বিষয়ে গুরু বাল্মীকির নিকট [illegible] [illegible] যে অপূর্ব্ব রামায়ণ-রচনা আরম্ভ করিয়াছেন, [illegible] করিলে, অপারগুণশালী সেতুযোগে যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায়, তদ্রূপ সমগ্র মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভরদ্বাজকে এই কথা বলিয়া, [illegible] আমার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। [illegible]—১১। আমি তাঁহাকে সত্বর পাদ্যার্ঘ্যাদি-দ্বারা পূজা করিলে, সেই [illegible] সর্ব্বভূতহিতপরায়ণ ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন,—হে মুনিবর! আনন্দিত রামচরিত-রচনা আরম্ভ করিয়াছ, [illegible] বলিয়া [illegible] পূর্ব্বে যেন তাহা পরিত্যাগ করিও না। পোতযোগে লোকে শীঘ্র যেমন সাগর পার হয়, সেইরূপ এই [illegible] লোক এই গ্রন্থের সাহায্যে শীঘ্রই সংসার-সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। এই আমি [illegible] দিবার জন্যই আসিয়াছি, তুমি লোক[illegible]ের জন্য [illegible] [illegible] [illegible] সংকার্য্য [illegible] [illegible] পূর্ব্বকালের [illegible] জল [illegible] [illegible]—১৩। [illegible] বিস্ময়াপন্ন [illegible] চিত্তে ভরদ্বাজকে [illegible] জিজ্ঞাসা [illegible] ,—ভর-[illegible] কি বলিলেন, তাহা [illegible] আমার [illegible] আমি এই কথা

বলিলে, ভরদ্বাজ পুনরায় আমাকে কহিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা এই বলিয়াছেন যে, "সংসার-সমুদ্র-পারহেতু অবশিষ্ট রামায়ণ সর্ব্বলোক-হিতের জন্য রচনা কর।" হে ভগবন্! আমাকে বলুন—সংসার-সঙ্কটে শ্রীরাম, মহাত্মা ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন,যশস্বিনী সীতা এবং রামানুচর মহামতি মন্ত্রিপুত্রগণ সংসারী, না, জীবন্মুক্তের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন? ইঁহারা যেরূপে দুঃখমুক্ত হইয়াছেন, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন,—তদনুসারে আমি এবং উপদেশ-প্রাপ্ত সমস্ত ব্যক্তি দুঃখমুক্ত হইতে পারিব, অতএব উপদেশ দিন। ১৭—২২। হে রাজেন্দ্র! ভরদ্বাজ সাদরে এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, আমি ব্রহ্মার আদেশপালনে প্রবৃত্ত হইলাম,—বৎস! ভরদ্বাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে মোহমল দূর করিতে পারিবে। হে প্রাজ্ঞ! রাজীবলোচন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, মহামনা শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা, দশরথ, কৃতাস্ত্র ও অবিরোধ নামে শ্রীরামের দুই বন্ধু, বশিষ্ঠ, বামদেব ও অপর অষ্টমন্ত্রী—এই সকল তত্ত্বজ্ঞানী যেরূপ নির্লিপ্তভাবে ব্যবহার করিয়া আনন্দ ভোগ করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ ব্যবহার কর। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, ভাস, সত্যবক্তা বিজয়, বিভীষণ, সুষেণ, হনুমান্ এবং সুগ্রীবসচিব ইন্দ্রজিৎ—এই অষ্টমন্ত্রী সমদর্শী এবং বিরক্তচিত্ত। এই সকল মহাত্মা—জীবন্মুক্ত এবং প্রারব্ধমাত্রের অনুবর্ত্তী। ইঁহারা যেরূপে হোম, দান, গ্রহণ, বাস এবং স্মরণ করিয়া থাকেন, হে পুত্র! তুমি যদি সেইরূপ ব্যবহার কর, সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। অপার-সংসার-সমুদ্র-মগ্ন ব্যক্তি পরম-যোগ-লাভে পরমোৎকৃষ্ট-জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া, শোকদৈন্যশূন্য নিরভিমান ও নিত্যতৃপ্তভাবে অবস্থিত হন। ২৩—৩১।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

ভরদ্বাজ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ক্রমে ক্রমে যেরূপে জীবন্মুক্ত অবস্থা হয়, শ্রীরামকে অবলম্বন করিয়া তাহা আমাকে বলুন, তাহা হইলে আমি সুখী হইতে পারিব। শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—হে সাধো! আকাশে বস্তুতঃ রূপ না থাকিলেও যেমন আকাশে নীলিমা ভ্রম হয়, তদ্রূপ জগতের বাস্তবিক সত্তা না থাকিলেও ব্রহ্মেই জগৎ-ভ্রম হয়, সেই ভ্রান্ত জগৎ কখন আর মনে না আসে, এইরূপ যে বিস্মরণ,তাহাই মুক্তির স্বরূপ,—ইহা আমার অনুভবসিদ্ধ। দৃশ্যমাত্রই একেবারেই অস্তিত্বশূন্য—এ জ্ঞান না হইলে, কেহ কখন পূর্ব্বোক্ত মুক্তির স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না, অতএব, (তাদৃশ জ্ঞানের সাধক) আত্মসাক্ষাৎকারের অনুসন্ধান কর (দৃশ্যমাত্রই যে অস্তিত্বশূন্য, সে জ্ঞান—আত্মসাক্ষাৎকারেরই ফল কিনা)। এ শাস্ত্রে অধিকার হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হইবারই সম্ভব; যদি তুমি আত্মসাক্ষাৎকার উদ্দেশে এই বিস্তৃত শাস্ত্র শ্রবণ কর, ত, সেই তত্ত্ব পাইবে,—নতুবা নহে। ১—৪। হে অনঘ! এই ভ্রান্তি-কল্পিত জগৎ দৃশ্য হইলেও আকাশের বর্ণের ন্যায় অস্তিত্বশূন্য; শাস্ত্রোক্ত বিচারে ইহা অনায়াসেই অনুভূত হয়। দৃশ্য বস্তু প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীন, এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানে মন হইতে যদি দৃশ্য বস্তু মুছিয়া যায় ত, তাহা হইতেই নির্ব্বাণ-মুক্তির পরম আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। নতুবা স্বাভাবিক অজ্ঞানের বশবর্ত্তী, সংসারচক্রে আবর্ত্তনশীল ব্যক্তি বহুকল্পকাল শাস্ত্রগর্ত্তে গড়াগড়ি দিলেও, আনন্দ লাভ করিতে পারে না। হে ব্রহ্মন্! বাসনাসমূহের যে নিঃশেষরূপে পরিহার—তাহাই প্রধান মুক্তি নামে অভিহিত, চিত্তশুদ্ধি হইতেই পরম্পরাক্রমে সেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ৫—৮। হে ব্রহ্মন্! শীত-অবসানে তুষারকণার ন্যায় বাসনাক্ষয় হইলেই, চিত্ত সত্বর লয় প্রাপ্ত হয়। প্রাণিগণের পঞ্জরস্থানীয় দেহ, অন্তর্নিবিষ্ট সূক্ষ্ম সূত্রে মুক্তাকলাপের ন্যায়, বাসনাবলেই রক্ষিত হইয়া থাকে। কথিত আছে,—বাসনা দ্বিবিধ,—শুদ্ধা এবং মলিনা। মলিন-বাসনা হইতে জন্ম এবং শুদ্ধ-বাসনা হইতে জঠর-যন্ত্রণা-বিনাশ হয়। পণ্ডিতেরা বলেন,—মলিন বাসনা (কৃষিজীবিসদৃশ) প্রবল অহঙ্কারের গুণে অজ্ঞান-ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে উদ্ভূতা হইয়া, পুনর্জ্জন্মরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। কথিত আছে,—শুদ্ধ-বাসনা তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিনী,—পুনর্জ্জন্মের অঙ্কুর পর্য্যন্ত তাহাতে থাকে না, তাহা ভৃষ্ট বীজের ন্যায় অবস্থিত, তাৎকালিক শরীর-ধারণই তাহার ফল। শুদ্ধ-বাসনা—জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহে চক্র-ভ্রমণের ন্যায় থাকে, পুনর্জ্জন্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয় না*। যে সকল পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান-ফলে শুদ্ধ-বাসনার আশ্রয় হইয়াছেন বলিয়া, পুনর্জ্জন্ম-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত, সেই সব মহামতিই জীবন্মুক্ত নামে কথিত হন। ৯—১৫। মহামতি রাম, যেরূপে জীবন্মুক্ত-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি,—জরামরণ-শান্তির উদ্দেশে শ্রবণ কর। হে মহামতি ভরদ্বাজ! এই শুভ রামচরিত বলিতেছি শ্রবণ কর, তাহা হইতেই নিখিল কালের নির্ম্মল বন্ধ পরিজ্ঞাত হইবে। কমল-লোচন রাম বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজগৃহে অকুতোভয়ে বিবিধ লীলায় কিছু দিন অতিবাহিত করিলেন। কিছু কাল অতীত হইল, রাজা দশরথের ভূমণ্ডল-পালন-গুণে প্রজাপুঞ্জ শোক-হীন এবং জরাদি-উপদ্রবশূন্য। সেই সময় একদা গুণাকর শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত তীর্থ এবং পবিত্র আশ্রম-মণ্ডলী দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। ১৬—২০। শ্রীরাম এইরূপ উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে সমীপে আগমনপূর্ব্বক হংসের নবপ্রফুল্ল-কমলযুগল-অবলম্বনের ন্যায়, নখর-কেশর-বিরাজিত পিতৃ-পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, হে তাত! হে প্রভো! তীর্থ, দেবালয়, বন এবং মুনিগণের আশ্রমদর্শনে আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। আমার এই প্রথম প্রার্থনা সফল করিতে আজ্ঞা হয়, হে নাথ! আপনি মান রক্ষা করেন নাই এমন প্রার্থী ত্রিভুবনে কেহ নাই। শ্রীরাম এইরূপ প্রার্থনা করিলে, রাজা দশরথ বশিষ্ঠের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রথমপ্রার্থী রামকে তীর্থাদিদর্শনে স্বাধীনতা দিলেন। ২১—২৪। শুভদিন শুভ নক্ষত্রে, ভ্রাতৃদ্বয় (লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন) সহ রাঘব, মাঙ্গল্য অলঙ্কারে

* চক্র একবার ঘুরাইয়া দিলে, কিয়ৎক্ষণ তাহা আপনা হইতেই ঘুরিতে থাকে, কিন্তু আর তাহাতে কেহ হস্তক্ষেপ না করিলে, সেই ভ্রমণ ক্রমে বন্ধ হয়—চক্র স্থিরভাব ধারণ করে। জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর শুদ্ধ-বাসনার অধীন। একবার-ঘুরাইয়া দেওয়া চক্রের ন্যায় শুদ্ধ-বাসনার অধীন শরীরও প্রারব্ধ অনুসারে চলিতে থাকে, কিন্তু নূতন বাসনার যোগ না হওয়ায় প্রারব্ধক্ষয়েই নিষ্পন্দ হয়। তাহার পর আর শরীরান্তর হয় না।

অলঙ্কৃত হইলেন, দ্বিজগণ স্বস্ত্যয়ন করিলেন। বশিষ্ঠ-প্রেরিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এবং প্রণয়পাত্র প্রধান প্রধান কতিপয় রাজপুত্র সহচর হইলেন। মাতৃগণ আশীর্ব্বাদ এবং বারংবার আলিঙ্গন করিয়া সাজাইয়া দিলেন। শ্রীরাম এইরূপে তীর্থযাত্রায় উদ্যত হইয়া স্বীয় নিকেতন হইতে নির্গত হইলেন। পৌরগণ তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিল, পুরনারীগণের ভ্রমর-বিভ্রম-সতৃষ্ণ-দৃষ্টিপাত-পথবর্ত্তী হইয়া শ্রীরাম রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। গ্রাম্য রমণীগণের কম্পিত-করকমল-বিক্ষিপ্ত লাজ-বর্ষণে তুষারজালে হিমালয়-পর্ব্বতের ন্যায়, শ্রীরামের কলেবর আবৃত হইল। শ্রীরাম, ব্রাহ্মণগণের মনোরঞ্জন প্রকৃতি-পুঞ্জের আশীর্ব্বাদ শ্রবণ এবং দিগ্‌দিগন্ত অবলোকন করত জাঙ্গল দেশ পরিক্রমণ করিলেন। ২৫—৩০। শ্রীরাম আপনা-দিগের কোশলমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া যথাযোগ্য দান, স্নান, উপবাস এবং ধ্যান-অনুষ্ঠান সহকারে ক্রমে পবিত্র নদীতীর, পবিত্র অরণ্য, পবিত্র আশ্রম, জনপদ-প্রান্তবর্ত্তী জঙ্গল, সমুদ্রতট, পর্ব্বতভূমি, শশাঙ্ক-ধবলা মন্দাকিনী, ইন্দীবর-শ্যামলা যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বেণী কৃষ্ণবেণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বিতস্তা, বাহুদা, বিপাশা প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, ধর্ম্মারণ্য, বারাণসী, গয়া, কেদার, শ্রীশৈল, পুষ্কর, মানস-সরোবর, চক্রতীর্থ, * উত্তর-মানস, বড়বামুখ, অগ্নিতীর্থ মহাতীর্থ, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর—এই সকল তীর্থ, সরিৎ-সরোবর ও নদহ্রদ-শ্রেণী, স্বামী কার্ত্তিকেয়, শালগ্রাম নারায়ণহরিহরের চতুঃষষ্টি স্থান বিবিধ আশ্চর্য্যময় চতুঃসমুদ্রতীর বিন্ধ্য-মন্দর শৈলের নিকুঞ্জপুঞ্জ কুলাচলভূমি প্রধান প্রধান রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের শুভ-পাবন আশ্রমমণ্ডল সকল সাদরে দর্শন করিলেন। মানবর্দ্ধন শ্রীরাম, ভ্রাতৃদ্বয়-সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে সমগ্র ভূমণ্ডলই বারংবার পরিভ্রমণ করিলেন। সুর-নর-কিন্নর-পূজিত রঘুনন্দন নিখিল ভূমণ্ডল অবলোকন করিয়া, নিজ নগরে প্রত্যাগত হইলেন,—যেমন দেবাদিদেব দিগন্ত-বিহার করিয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। ৩১—৪১।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত যেরূপ স্বর্গে প্রবেশ করেন, পুরবাসি-জনগণের প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলিসমূহে পরিবৃত হইয়া, শ্রীরাম সেইরূপ রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রথম সমাগত রাঘব,—পিতা, (মাতা), বশিষ্ঠ, জ্ঞাতি-ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং কুল-বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর পিতা, মাতৃগণ এবং সুহৃদ্বর্গ বারংবার আলিঙ্গন করিলে, শ্রীরাম তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া আনন্দে স্ফীত হইলেন। সেই গৃহে শ্রীরামের মৃদুল মুরলী-রব সদৃশ সুমধুর প্রীতিপ্রদ কথোপকথনে (শ্রোতৃমণ্ডলীর) আশা পূরিতেই লাগিল, অর্থাৎ শ্রীরামের মধুর কথা [illegible] শেষ [illegible] মিটিল না।* শ্রীরামের প্রত্যাগমনে আটদিন [illegible] উৎসব হইল, তাহা [illegible] অপারের সুখোন্মুক্ত মধুর কোলাহলে পরিব্যাপ্ত ছিল। [illegible] তদবধি শ্রীরাম নানা [illegible] দেশাচার [illegible] করত সুখে গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা [illegible]পূর্ব্বক, সভামধ্যে আসীন ইন্দ্রতুল্য স্বীয় পিতাকে [illegible] করিতেন। তথায় তিনি বশিষ্ঠাদির সহিত সুবিচিত্র [illegible] কথোপকথনে দিবসের প্রথম প্রহর সাদরে অবস্থান করিত। [illegible] অনুমতি-মতে মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া, মৃগয়াভিলাষে বরাহ-মহিষ-সঙ্কুল অরণ্যে গমন করিতেন। ৬—১১। (অনন্তর) তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্নানাদি কার্য্য সমাপন করত মিত্র বান্ধব এবং সুহৃৎ সমভিব্যাহারে ভোজন করিয়া নিশা যাপন করিতেন। তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগত শ্রীরাম ভ্রাতৃদ্বয়ের [illegible] এইরূপেই দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করত পিতৃগৃহে সুখে [illegible] করিতে লাগিলেন। হে অনঘ! রাজ-গণের প্রতি উপযুক্ত [illegible] ব্যবহারে প্রশস্ত-পীযূষ-রস-মধুর-সুমধুর সুজন-হৃদয়-কৌমুদী [illegible] সকল ব্যাপারে শ্রীরাম দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। [illegible]

চতুর্থ সর্গ [illegible] ॥ ৪ ॥

পঞ্চম [illegible]

শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—অনন্তর [illegible] শ্রীরাম শরৎকালে নির্ম্মল সরোবরের ন্যায়, [illegible] লাগিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ঊনষোড়শ ব[illegible] লক্ষণ শত্রুঘ্ন সতত তাঁহার আজ্ঞাকারী, [illegible] সুখে কালযাপন করিতেন, রাজা দশরথ [illegible] নিয়মে পালন করিতেছেন এবং সেই [illegible] মহাপ্রাজ্ঞ রাজা পুত্রগণের বিবাহের জন্য প্রতিদিন মন্ত্রণা করিতেছেন; (এদিকে) তাঁহার তীর্থভ্রমণও করা হইয়াছে,—[illegible] রূপেই সাংসারিক দুঃখ বা চিন্তার কারণ না থাকিলেও, [illegible] কৃশ হইতে লাগিলেন। কুমার রামচন্দ্রের বিশাল[illegible] মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া, ভ্রমর-মালা-চুম্বিত প্রস্ফুটিত শুভ্র শতদলের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল। ১—৫। চিন্তাপরবশ শ্রীরাম করতলে গণ্ড[illegible] বিন্যস্ত করিয়া, পদ্মাসনে তূষ্ণীভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতেন। তিনি চিন্তাযোগে কৃশাঙ্গ খেদযুক্ত এবং অত্যন্ত বিমনায়মান হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায়, অবস্থান করিতেন, কাহাকেও কিছু [illegible] পরিজনেরা বার-বার প্রার্থনা করিলে, তিনি দৈনিক কার্য্য [illegible] নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার মুখকমল বিশুষ্ক হইল। অনেকগুণাকর শ্রীরামকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ও প্রায় [illegible] প্রাপ্ত

* টীকাকারমতে—"মানসঞ্চ ক্রমসরঃ" এইরূপ পাঠ,—তাহার অনুবাদ—'ক্রমে উপস্থিত মানস সরোবর'। "মানসং চক্রমসরঃ" পাঠের অনুবাদ—'মানস-সরোবর এবং চক্রতীর্থ'।

* টীকাকার-মতে—এখানে [illegible] অর্থ দিব। [illegible] গৃহে শ্রীরামের মৃদুল মুরলী-নিক্কণ-সদৃশ মধুর প্রিয়বাক্য [illegible] আনন্দিত জনগণ পরস্পর (আনন্দের আধিক্যে তন্ময় হইয়া) দিতে, দিতে [illegible] লাগিল—ইত্যাদি তিন প্রকার অনুবাদ টীকাকারের।

হইলেন। এইরূপে সেই পুত্রগণ খেদযুক্ত এবং কৃশ হইতে থাকিলে, মহীপতি দশরথ পত্নীগণের সহিত চিন্তিত হইলেন। ৬—১০। "পুত্র! তোমার এত প্রবল চিন্তা কি ?"—রাজা বারংবার স্নেহপূর্ণবাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও, কমললোচন রাম, কিছুই বলিলেন না, কেবল "পিতঃ! আমার কোন দুঃখ (চিন্তা) নাই"*—ইহা বলিয়া পিতার ক্রোড়ে তূষ্ণীম্ভাবে বসিয়া রহিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ, মুনিবর সর্ব্বকার্য্যাভিজ্ঞ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম খেদযুক্ত হইল কেন ?" তখন বশিষ্ঠমুনি ধ্যান করিয়া রাজাকে বলিলেন, শ্রীমন্ রাজন্! ইহার কারণ আছে, তোমার কিন্তু দুঃখিত হইবার কথা কিছুই নাই। মহাপুরুষগণ সামান্য কারণে ক্রোধ, বিষাদ বা বিপুল হর্ষ প্রাপ্ত হন না, রাজন্! এই যে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত জগতের অঙ্গ—ইহারা কি সৃষ্টি বা সংহারবেগ ব্যতীত বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ? ১৩—১৫।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে, রাজার সংশয় হইল, বিশেষ চিন্তা হইল; কিন্তু মৌনাবলম্বন করিয়া কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীগণ নৃপ-নিকেতনে খিন্নভাবে অবস্থিত, শ্রীরামের প্রত্যেক আচরণে সকলে সর্ব্বতোভাবে মনোযোগ রাখিয়াছে—এমন সময়ে বিশ্বামিত্র নামে বিখ্যাত মহর্ষি অযোধ্যানরপতি দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহামতি মহর্ষির যজ্ঞ স্ব-বীর্য্য-বলে উন্মত্ত রাক্ষসগণ এই প্রকারে বিনষ্ট করে যে, বিঘ্নে সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করা তাঁহার নিজের পক্ষে অসাধ্য হয়, বাং যজ্ঞরক্ষার্থ তাঁহার রাজসন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়া- ১—৫। অনন্তর তপোনিধি মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই সকল রাক্ষসের বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া, অযোধ্যানগরীতে সমাগত হইলেন। তিনি রাজদর্শনে অভিলাষী হইয়া দ্বারপালগণকে বলিলেন, শীঘ্র রাজাকে সংবাদ দেও, আমি গাধি-নন্দন কৌশিক উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার সেই কথা শ্রবণে দ্বারপালগণ সকলে সম্ভ্রান্ত চিত্তে রাজভবনে গমন করিল। বিশ্বামিত্র-বাক্য-প্রেরিত দ্বারপালগণ, রাজভবনে উপস্থিত হইয়া, বিশ্বামিত্র ঋষির আগমন-সংবাদ আপনাদিগের কর্ত্তাকে প্রদান করিল। ৬—৯। অনন্তর দ্বারপালপ্রধান সেই যাষ্টীক,সভাস্থলে সামন্ত-রাজমণ্ডলমধ্যে আসীন রাজার সমীপে ত্বরাযুক্ত হইয়া আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল,—দেব! নবোদিত দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল-কান্তি শ্রীমান্ পুরুষ দ্বারদেশে উপস্থিত, তাঁহার জটাজূট অনলশিখার ন্যায় তাম্রবর্ণ, উচ্চ উদ্দীপ্ত পতাকা, অশ্ব, হস্তী, সৈন্য এবং অস্ত্রসহ সেই স্থানকে তিনি স্বীয় তেজে যেন সুবর্ণব্যাপ্ত করিয়াছেন। রাজা যাষ্টীকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, যাষ্টীক নম্রবাক্যে নিবেদন করিল, (তিনি আর কেহ নহেন) স্বয়ং বিশ্বামিত্র মুনি আসিয়াছেন। এই কথা শ্রবণমাত্র রাজসত্তম দশরথ যষ্টীকের উপর হইতে দৃষ্টি প্রত্যাহরণ না করিয়াই মন্ত্রী ও সামন্ত সমভিব্যাহারে সুবর্ণ-সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ১০—১৪। যথায় মহামুনি বিশ্বামিত্র অবস্থিত ছিলেন, রাজা দশরথ স্তুতিপরায়ণ সামন্ত-রাজ-বৃন্দে পরিবৃত হইয়া বশিষ্ঠ ও বামদেবের সহিত তৎক্ষণাৎ পদব্রজে তথায় গমন করিলেন। রাজা, ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়-মহাপ্রভাবে উজ্জ্বল দ্বারদেশে দণ্ডায়মান মুনিপুঙ্গবকে দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ সূর্য্যদেব কোন কারণে ভূতলে অবতরণ করিয়াছেন। তিনি জরাপরিণত নিরন্তর কঠোর তপশ্চর্য্যা বশতঃ রুক্ষ। জটাজূট ঋষিবরের স্কন্ধদেশ আবৃত করাতে তিনি, সন্ধ্যাকালীন আরক্ত জলদজালে মণ্ডিত পর্ব্বতের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ১৫—১৮। তাঁহার শরীর প্রশান্ত, কান্ত, দীপ্ত, অপ্রধৃষ্য, বিনীত, উজ্জ্বল এবং সতেজ অবয়বে গঠিত। কমনীয়-ভীষণ প্রসন্ন-জটিল বিশাল-গম্ভীর শারীরিক তেজে তাঁহার প্রভামণ্ডল যেন অনুরঞ্জিত ছিল। করে—দীর্ঘজীবনসহচর সুস্নিগ্ধ প্রশস্ত কমণ্ডলু, চিত্ত প্রসন্ন। করুণাপূর্ণ হৃদয়ের গুণে তিনি মধুর-সম্ভাষণ-সম্বলিত সৌম্যদর্শন দ্বারা নিখিল প্রজাগণকে যেন অমৃতে অভিষিক্ত করিতেছিলেন। উপযুক্ত যজ্ঞোপবীত স্কন্ধলম্বিত ভ্রূযুগল শুভ্র ও সমুন্নত, যে তাঁহাকে দেখিবে, তাহারই মনে যেন তিনি অসীম বিস্ময় ঢালিয়া দিতেছিলেন। ১৯—২৩। রাজা দশরথ দূর হইতেই মুনিকে অবলোকন করিয়া ভূতল-বিলুণ্ঠিত-শরীরে প্রণাম করিলেন রাজার মৌলি-মণিমালা ভূতলে বিগলিত হইল। সূর্য্য যেমন ইন্দ্রকে প্রত্যভিবাদন করেন, তদ্রূপ মুনি বিশ্বামিত্রও উন্নত-মধুর আশীর্ব্বচনে অবনিপতিকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠপ্রমুখ সকল ব্রাহ্মণই স্বাগত-প্রশ্নাদি-পরিপাটো সাদরে বিশ্বামিত্র মুনিকে আপ্যায়িত করিলেন। দশরথ বলিলেন,—মহাশয়! সূর্য্যোদয়ে কমলাকরের ন্যায় আমরা আপনার এই অতর্কিতলব্ধ পবিত্রদর্শনে পরম অনুগৃহীত হইলাম। মুনিবর! আপনার দর্শনে আমি বুঝি, সেই অনাদি অনন্ত অক্ষুণ্ন আনন্দসুখ প্রাপ্ত হইলাম। আপনার আগমনের লক্ষ্য পাত্র হইয়াছি বলিয়া, আজ আমরা নিশ্চই ধর্ম্মবলে ধন্যব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য হইলাম। ২৪—২৯। ভূপালবৃন্দ এবং মহর্ষিগণ এই প্রকার নানা কথা বলিতে বলিতে সভামণ্ডপে আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা অপূর্ব্বতপঃ-শোভা-সমন্বিত ঋষিশ্রেষ্ঠকে অবলোকন করিয়া, অপরাধশঙ্কায় ভীত হইয়া, আপনিই হৃষ্টমুখে তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র মুনি শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে রাজার নিকট অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে, মুনিবর তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। তখন মুনিবর রাজা দশরথের পূজা প্রাপ্ত হইয়া, প্রফুল্লমুখে রাজাকে দৈহিক এবং আর্থিক মঙ্গল-প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের সহিত সম্মিলিত হইয়া, হাস্যমুখে তাঁহাকে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া মঙ্গল-প্রশ্ন করিলেন। মহারাজের আলয়ে যথাযোগ্য আসনে আসীন তাঁহারা সকলেই ক্ষণকালের জন্য পরস্পর সমাগমে হৃষ্টচিত্তে পরস্পর আদর-আপ্যায়িত করিলে, (উৎসাহ-আনন্দে) পরস্পরেরই তেজোবৃদ্ধি হইল, তখন তাঁহারা সাদরে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৩০—৩৬। মহামতি বিশ্বামিত্র আসীন হইলে, রাজা

* টীকাকার বলেন,—"পিতঃ! আমার দুঃখ আপনি পরিহার করিতে পারিবেন না" ইহাই শ্রীরাম কথিত সংস্কৃত বাক্যের তাৎপর্য্য। অতএব শ্রীরামের মিথ্যাভাসন হইল না।

তাঁহাকে বারংবার পাদ্য, অর্ঘ্য এবং গো নিবেদন করিলেন। রাজা, বিশ্বামিত্রকে যথাবিধি পূজা করিয়া প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপুটে সংযতভাবে এই কথা বলিলেন যে, আমাদের পক্ষে আপনার এ শুভাগমন,—মানবের অমৃতলাভ, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ এবং অন্ধের দর্শন লাভের তুল্য। আমাদের পক্ষে আপনার এই শুভাগমন,—নিঃসন্তান পুরুষের অভিলষিত পত্নীসহযোগে পুত্রপ্রাপ্তি এবং দরিদ্রের স্বপ্নদৃষ্ট অর্থপ্রাপ্তির তুল্য। আমাদের পক্ষে আপনার এই শুভাগমন,—চিরদিনের অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি, বহুদূরগত প্রিয় জনের গৃহাগমন এবং প্রনষ্ট (হারাণ) ধনের পুনঃপ্রাপ্তির তুল্য। হে ব্রহ্মন্। স্থলচর প্রাণীর আকাশগমনে যেমন আনন্দ হয়, মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হইলে আত্মীয়গণের যেমন আনন্দ হয়, আপনার আগমনে আমাদেরও সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে, হে মহর্ষে। আপনার আগমনে কোন ক্লেশ হয় নাই ত ? মুনিবর। ব্রহ্মলোকে বাস কাহার না প্রীতিপ্রদ ? আপনার আগমনও যে সেই ব্রহ্মলোকে বাসের তুল্য, ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি। ৩৭—৪৩। হে বিপ্র। আপনার মুখ্য প্রয়োজন কি ? এবং আমাকে কি করিতে হইবে ? আপনি পরমধার্ম্মিক এবং আমার দানপাত্ররূপেই উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবন্। পূর্ব্বে যখন আপনি রাজর্ষি নামে অভিহিত হইতেন, তখনও আপনার মহিমা অতিশয় ছিল, এখন ত তপোবলে আপনি ব্রহ্মর্ষি হইয়া আমার পূজ্য হইয়াছেন। গঙ্গাজলে স্নান করিলে আমার যাদৃশ প্রীতি হয়, ভবদীয় দর্শনজনিত তাদৃশ প্রীতি আমার অন্তঃকরণ শীতল করিতেছে। হে রাজন্। আপনার কামনা, ভয় ও ক্রোধ নাই,—অনুরাগ আময় নাই, তথাপি যে আপনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা অতি বিচিত্র। হে তত্ত্বজ্ঞ-প্রবর। আমি আত্মাকে পাপহীন, পবিত্র ধামে অবস্থিত এবং চন্দ্রমণ্ডলে ভাসমান বিবেচনা করিতেছি, অর্থাৎ আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র ও আত্মা পবিত্র হইল এবং আনন্দে বোধ হইতেছে—আমি চন্দ্রমণ্ডলে ভাসিতেছি। ৪৪—৪৮। আমি আপনার আগমনকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মার আগমন মনে করিতেছি, হে মুনে। আপনার আগমনে আমি পবিত্র এবং অনুগৃহীত হইলাম। হে সাধো। আপনার আগমনপুণ্যে অনুরঞ্জিত হওয়াতে অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, জীবন সার্থক হইল। চন্দ্রদর্শনে সাগর-সলিলের যেমন সীমাভ্যন্তরে স্থান-সঙ্কুলন হয় না, তদ্রূপ আপনাকে গৃহে সমাগত দেখিয়া এবং পূজা ও প্রণাম করিয়া আমারও যেন শরীরে স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না; অর্থাৎ অসীম আনন্দে স্ফীত হইয়াছি। হে মুনিপুঙ্গব। যাহা আমাকে করিতে হইবে এবং যে উদ্দেশে আপনি আসিয়াছেন,—আপনি আমার সতত পূজনীয়, অতএব জানিবেন,—তাহা সম্পন্নই হইয়াছে। হে ভগবন্। কৌশিক। আপনার প্রয়োজন সম্বন্ধে কুণ্ঠিত হইবার আবশ্যক নাই, কেননা, আপনার কার্য্যোপযোগী কোন বস্তুই আপনাকে আমার অদেয় নাই। (আবার বলি) কার্য্যবিচার আপনাকে করিতে হইবে না, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে করিতে বাধ্য, কেননা, আপনি পরম-দেবতা। বিশ্বামিত্র-স্বভাববেত্তা রাজা দশরথের এই প্রকার বিনীতভাবে কথিত শ্রবণ-সুখকর অতিমধুর সুপ্রশস্ত বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, প্রসিদ্ধ গুণাকর যশস্বী মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। ৪৯—৫৫।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

[illegible]—মহাতেজা বিশ্বামিত্র নৃপবরের সেই বিচিত্র [illegible] করিয়া রোমাঞ্চিত-শরীরে বলিতে লাগিলেন, [illegible] তুমি [illegible] উৎপন্ন এবং [illegible] বশিষ্ঠের [illegible] ভূমণ্ডলে একমাত্র তোমারই [illegible] হে নৃপবর। আমি মনোগত কথা বলিতেছি, [illegible] কর্ত্তব্য-নিশ্চয় করিয়া ধর্ম্মরক্ষা কর। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। [illegible] জন্য যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করি, [illegible] উপস্থিত হইয়া সেই কার্য্যে বিঘ্ন-সম্পাদন করিয়া [illegible] যে যে সময়ে দেবগণের উদ্দেশে [illegible] নিশাচরেরা ধ্বংসবিদ্ধ করে। ১—৫। [illegible] করিয়াছি, কিন্তু রাক্ষসপতিগণ প্রত্যেকবারেই [illegible] যজ্ঞভূমি আকীর্ণ (আবৃত) করিয়াছে। সেই [illegible] সমাপ্ত হইলে, অনেক শ্রম করিয়াও নিরুৎসাহ হইয়া, সেই স্থান হইতে আসিতেছি; হে রাজন্! [illegible] আমার [illegible] প্রবর্ত্তিত [illegible] এবং সে কার্য্যও এমন যে, তাহাতে [illegible] যো নাই। সেই যজ্ঞদীক্ষাই এইরূপ, [illegible]; এখন তোমার অনুগ্রহ হয়, ত, আমি [illegible] সুমহৎ ফল লাভ করিতে পারি। [illegible] আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত, [illegible] নিন্দা। ৬—১০। তোমার পুত্র [illegible] ন্যায় বিক্রান্ত, বীরত্বে ইন্দ্রতুল্য [illegible] বিনাশে সমর্থ। হে নৃপশার্দ্দূল! যেই সত্য-পরাক্রম [illegible] শৌর্য্যসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামকে তুমি আমার সঙ্গে [illegible] তেজে রক্ষিত হইয়া রাম,—বজ্রবিঘাতী [illegible] নিশ্চয় সমর্থ হইবেন। আমি শ্রীরামের এরূপ অসীম [illegible] সাধন করিব যে, তাহাতে ইনি ত্রিলোক-পূজ্য হইবেন। অধিকন্তু, ক্রুদ্ধ সিংহকে অবলোকন করিলে হরিণগণ যেমন অবস্থান করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ সমরে শ্রীরামের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে রাক্ষসগণের সামর্থ্য হইবে না। ১১—১৫। ক্রুদ্ধ কেশরী ব্যতীত আর কোন প্রাণীই যেমন মত্ত হস্তীর প্রতিযোদ্ধা হইতে উৎসাহী হয় না, তদ্রূপ [illegible] শ্রীরাম ব্যতীত আর কোন পুরুষই সেই সকল নিশাচরগণের প্রতিযোদ্ধা হইতে উৎসাহ করে না। কৃষ্ণগিরি-শৃঙ্গ-সন্নিভ [illegible] নিশাচরগণ বল-বীর্য্য-গর্ব্বিত এবং খর-দূষণের ভৃত্য, তাহারা সমরে কুপিত কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ। কিন্তু হে রাজ-শার্দ্দূল! যেমন ধূলিসমূহ মেঘমুক্ত অবিরল জলধারা সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তাহারাও শ্রীরামের শরনিকর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। হে রাজন্! পুত্রস্নেহ প্রকাশ করা তোমার উচিত নয়, কেননা, মহাত্মাদিগের অদেয় জগতে কিছুই নাই। আহা! আমি নিশ্চয় জানি এবং তুমিও মনে কর যে, সেই রাক্ষসগণ নিহতই হইয়াছে; কেননা অস্মাদৃশ ব্যক্তিগণ সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না। ১৬—২০।

* কুপিত-শমন-সন্নিভ [illegible] নিশাচরগণ বল-বীর্য্য-গর্ব্বিত এবং খরদূষণের ভৃত্য; তাহারা সমরে কালকূটসদৃশ, সদাস্থায়ী [illegible]। ইহা বৈকল্পিক অনুবাদ।

আমি কমললোচন মহাত্মা রামকে জানি, মহাতেজা বশিষ্ঠ এবং অন্য যে সব জ্ঞানী আছেন, তাঁহারাও জানেন। যদি ধর্ম্ম, মহত্ত্ব এবং যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে আমার অভিপ্রেত তোমার পুত্রটীকে আমার নিকট অর্পণ করিবে। আমার এইবারের যজ্ঞ দশরাত্র-নিষ্পাদ্য, ইহাতেই শ্রীরাম আমার যজ্ঞবৈরী বিঘ্নকর্ত্তা রাক্ষসগণকে উন্মূলিত করিবেন। হে কাকুৎস্থ দশরথ! বশিষ্ঠপ্রমুখ তোমার সকল মন্ত্রণাদাতৃগণই এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন, অতএব রামকে আমার নিকট অর্পণ কর। ২১—২৪। হে সমরজ্ঞ রাঘব! যাহাতে আমার কাল অতীত না হয়, তাহা তোমার কর্ত্তব্য, তোমার মঙ্গল হউক, পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কা-জনিত শোকে মন দিও না। যথাকালে সামান্য কার্য্য করিলেও তাহা উপকার-পদবাচ্য হয়, অসময়ে উপকারার্থ মহৎ কার্য্য করিলেও তাহা অকিঞ্চিৎকর হয়। ধর্ম্মাত্মা মহাতেজা মুনিবর বিশ্বামিত্র, এই ধর্ম্মার্থ-সমন্বিত কথা বলিয়া বিরত হইলেন। মহানুভব রাজা, মুনিবরের কথা শ্রবণ করিয়া যুক্তিযুক্ত উত্তর প্রদানের জন্য (কিয়ৎক্ষণ) তুষ্ণীম্ভাবে থাকিলেন। ...ন্ এবং অপূর্ণ-মনোরথ সাধারণ লোক যুক্তিযুক্ত কথা ...লাভ করেন না *। ২৫—২৮।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—নৃপবর দশরথ বিশ্বামিত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট থাকিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, কমললোচন শ্রীরামের বয়ঃক্রম ষোড়শবৎসরেরও ন্যূন, ...ক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ত আমি ইহার দেখিতেছি ... প্রভো! এই পূর্ণ অক্ষৌহিণী সেনা আছে, আমি এই সেনার অধিপতি, এই সৈন্যমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া আমিই রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার এই সৈন্যগণ—শৌর্য্য-বিক্রমসম্পন্ন ও মন্ত্র-বিশারদ। আমি স্বয়ং রণক্ষেত্রের সম্মুখে শরাসন গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিব। সিংহ ...ন মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করে, তদ্রূপ আমিও ইহাদের ...হায্যে ইন্দ্রাধিক বীরবর্গের সহিতও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। ১—৫। রাম শিশু, সৈন্যগণের বলাবল জানে না, রাম নগরীমধ্যস্থ ক্রীড়া-রণক্ষেত্র ব্যতীত প্রকৃত রণক্ষেত্র ক[illegible]খে নাই। উত্তম অস্ত্র-শস্ত্রও তাহার আয়ত্ত নাই, সমরে বিচক্ষণতা জন্মে নাই, (বিচক্ষণতা ত দূরের কথা) কোটি কোটি বীরের সমর-ভূমিতে যুদ্ধ কেমন করিয়া করিতে হয়, রাম তাহাই এখনও শিখে নাই। কেবল পুষ্পোদ্যান, নগর, উপবন, উদ্যান, বন এবং কুঞ্জেই সতত বিচরণ করাই রামের অভ্যাস। শিশু রাম, বয়স্ক রাজকুমারগণের সহিত পুষ্পোপহার-সমাকীর্ণ স্বীয় প্রাঙ্গণভূমিতেই বিহার করিতে জানে। হে ব্রহ্মন্! অধুনা আবার আমার দুর্ভাগ্যে রাম, তুষারপাতে কমলাকরের ন্যায়, শ্রীহীন এবং পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়াছে। অন্নভোজন করিতে পারে না, গৃহভূমিতেও বিচরণ করিতে পারে না, মনের খেদে কেবল তূষ্ণীম্ভাবে বসিয়া থাকে। হে মুনিবর! আমি তাহার জন্য পত্নী ও ভৃত্যগণসহ শরৎকালীন মেঘের ন্যায়, সারহীন হইয়া পড়িতেছি। ৬—১২। আমার পুত্র রাম বালক এবং মনের খেদে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে,—রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমি তাহাকে আপনার হস্তে কেমন করিয়া সমর্পণ করিব? হে মহামতি সাধু! পুত্রস্নেহ—নবযুবতী-সংসর্গ অমৃতরস এবং রাজ্য অপেক্ষাও সুখজনক। ত্রিজগতে যে সকল প্রধান কার্য্য দুরন্ত এবং কষ্টজনক, ধার্ম্মিকেরাও পুত্রস্নেহে নিঃসন্দেহে তাহা আচরণ করেন। হে মুনিবর! মনুষ্যগণ ধন প্রাণ পত্নীকেও (সময়-বিশেষে) সুখে পরিত্যাগ করিতে পারে, * কিন্তু পুত্র পরিত্যাগ করিতে পারে না,—ইহা প্রাণিমাত্রেরই স্বভাব। রাক্ষসেরা ক্রূরকর্ম্মা কূটযুদ্ধে বিচক্ষণ,—রাম তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করুক এরূপ যুক্তিই অত্যন্ত অসম্ভব। ১৩—১৭। আমি রামবিরহে মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারি না, অতএব আমাকে জীবিত রাখা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, ত রামকে লইয়া যাইবেন না। হে কৌশিক! আমার নবসহস্র বৎসর বয়সে † আমি অনেক কষ্টে এই চারিটী পুত্র পাইয়াছি। তন্মধ্যে কমললোচন রামই প্রধান, রাম বিনা অন্য তিন জনেও জীবিত থাকিবে না। সেই রামকেই আপনি রাক্ষসগণের অভিমুখে যদি লইয়া যান, তাহা হইলে, জানিবেন, আমি শীঘ্রই পুত্রহীন ও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব। চারি পুত্রের মধ্যে রামেই আমার পরম প্রীতি। অতএব জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মময় রামকে লইয়া যাইবেন না। মুনে! যদি রাক্ষস সৈন্য বিনাশ করা আপনার অভিলষিত হয়, তাহা হইলে, আমাকে এবং আমার চতুরঙ্গিণী সেনাকে লইয়া চলুন। ১৮—২৩। সেই রাক্ষসগণের বীরত্ব কেমন, কিরূপ আকার, নাম কি, সংখ্যা কত এবং তাহারা কাহারই বা পুত্র?—ইহা সুস্পষ্ট-রূপে আমার নিকট বর্ণনা করুন। ব্রহ্মন্! রাম অথবা মদীয় শিশু-গণ, কিংবা আমি কিরূপে সেই কূটযোদ্ধা রাক্ষসগণের প্রতিকার করিব? এবং হে ভগবন্! সেই দুষ্টভাগ্য রাক্ষসগণের মহাসমরে আমাকে কিরূপ অবস্থিত হইতে হইবে, তাহার অবধারণ জন্য জিজ্ঞাসিত সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলুন, কেননা রাক্ষসগণ বীর্য্যগর্ব্বিত। শুনা যায়, মহাবীর্য্য রাবণ নামে রাক্ষস অত্যন্ত বীর্য্যশালী, রাবণ কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং বিশ্রবা মুনির পুত্র। সেই দুর্ম্মতি রাক্ষস যদি আপনার যজ্ঞবিঘ্নকারী হয়, তাহা হইলে সে দুরাত্মার সহিত যুদ্ধ করিতে আমরাও অসমর্থ। ২৪—২৮। ব্রহ্মন্! প্রচুর বীর্য্য-বিভূতি সময়ে সময়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রাণীতে সমাবিষ্ট এবং কালভেদে বিলীন হয়। উপস্থিত সময়ে আমরা রাবণপ্রমুখ শত্রুর সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ, ইহা নিয়তিরই অবধারণ। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমার শিশু পুত্রের এবং অল্পভাগ্য আমার প্রতি অনুকম্পা করুন, আপনিই পরম দেবতা। পক্ষী, পন্নগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য-দানবেরা পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্রে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, মানব ত কোন্ ছার? রাবণ, সমরে

* অপূর্ণ-মনোরথ বুদ্ধিমান পুরুষ যুক্তিযুক্ত কথা ব্যতীত সন্তোষলাভ করেন না। এইরূপ অনুবাদও হইতে পারে। কিন্তু এ অনুবাদ প্রশস্ত নহে।

* "ধন, প্রাণ, পত্নী এবং সুখও মানবে ছাড়িতে পারে" ইহা টীকাসম্মত অনুবাদ।

† 'নবসহস্র বৎসর পুত্র কামনা করিবার পর' ইহা গ্রন্থান্তর-সংবাদী অনুবাদ।

মহাবীরেরও বীর্য্য হরণ করে, আমরাও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অশক্ত, বালকেরা তাহার কি করিবে? এই সেই কাল উপস্থিত, এখন সজ্জনেরা দুর্ব্বল, এমন কি, আমি রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও জরাজীর্ণতা প্রযুক্ত কাতর-ভাবাপন্ন হইতেছি। ২৯—৩৪। অথবা হে ব্রহ্মন্! যদি বলেন, মধু-পুত্র লবণাসুর আপনার যজ্ঞবিঘ্নকারী, তাহা হইলেও আমি পুত্রকে ছাড়িব না। অথবা যদি বলেন, সুন্দ উপসুন্দের যমোপম তনয়দ্বয় (মারীচ সুবাহু) আপনার যজ্ঞ-বিঘ্নকারী, তাহা হইলেও আমার পুত্রকে অর্পণ করিব না। হে ব্রহ্মন্! তথাপি যদি লইয়া যান, তবে আমাকেই আপনার বিনাশ করা হয়। আর আমার বিনাশ ব্যতীত নিজের নিশ্চিত জয় (হিত) প্রকারান্তরে ত দেখিতেছি না। মহাত্মা রঘুকুল শ্রেষ্ঠ দশরথ, এইরূপে বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিয়াও বিশ্বামিত্রের আদিষ্ট কার্য্যে উদ্দাম সংশয়ে নিপতিত হইয়া, উত্তাল-তরঙ্গসঙ্কুল সাগরে নিপতিত মানবের ন্যায়, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন, ক্ষণ-কালের জন্যও কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেন না। ৩৫—৩৮।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—স্নেহাকুল নয়নে কথিত রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র সক্রোধে রাজাকে উত্তর দিলেন,—তুমি প্রসিদ্ধ ও মান্য, আমার প্রয়োজন সম্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তোমার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে যাওয়াতে, সিংহ হইয়া যেন মৃগ হইবার বাসনা করা হইতেছে। এই যে বৈপরীত্য, ইহা রঘুকুলের অযুক্ত, চন্দ্র হইতে কখনই উষ্ণ কিরণ নিঃসৃত হয় না। হে রাজন্! হে কাকুৎস্থ! যদি তুমি সমর্থ নাই হও, ত আমি যথাস্থানে প্রস্থান করি, তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সবান্ধবে সুখে থাক। ১—৪। শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—মহাত্মা বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হওয়াতে সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইলেন, দেবগণে ভয়াবেশ হইল। ধৈর্য্যশালী মহামতি সুব্রত বশিষ্ঠ, মহামুনি বিশ্বামিত্রকে রোষাভিভূত বুঝিয়া বলিলেন,—তুমি ইক্ষাকু-কুলে উৎপন্ন শ্রীমান্ দশরথ যেন মূর্ত্তিমান্ দ্বিতীয় ধর্ম্ম, ত্রিভুবন-গুণ-ভূষিত ধৈর্য্যশালী এবং সুব্রত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত ধার্ম্মিক ও যশস্বী, স্বধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। বিশ্বামিত্র মুনির আদেশ পালন করা তোমার উচিত। ৫—৯। হে রাজন্! করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা না করিলে ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, অতএব রামকে প্রদান কর। ইক্ষাকুবংশে উৎপন্ন হইয়া ও স্বয়ং রাজা দশরথ হইয়াও যদি আত্মবাক্য রক্ষা না কর, ত কে আর করিবে? সাধারণ লোকে ভবাদৃশ সৎপুরুষের প্রবর্ত্তিত ব্যবহার দর্শনেই শাস্ত্রমর্য্যাদার অনুবর্ত্তী হয়, সেই মর্য্যাদা-লঙ্ঘন তোমার কর্ত্তব্য নহে। এই পুরুষ-সিংহ-পরিরক্ষিত অস্ত্রশিক্ষিতই হউন আর নাই হউন, তাঁহাকে রাক্ষসগণ [illegible]প্রাকার-পরিরক্ষিত অমৃতের ন্যায় দর্শন করিতেও সমর্থ হয় [illegible]। এই মুনি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, ইনি তপোবীর্য্য-সম্পন্নদিগের [illegible]ধান। ইনি বুদ্ধিবলে লোকোত্তর এবং তপস্যার পরম আশ্রয়। [illegible] বিবিধ অস্ত্র অবগত আছেন, চরাচর ত্রৈলোক্যে অন্য কোন পুরুষ এরূপ [illegible] জানিবেনও না, জানিতেও পারিবে না। যে কোন দেবতা, ঋষি, [illegible] রাক্ষস, গন্ধর্ব এবং পন্নগ সমবেত হইলেও মুনি বিশ্বামিত্রের [illegible] হইতে পারে না। ১০—১৬। কৌশিক বিশ্বামিত্র যখন রাজ্য প্রাপ্ত হন, তখন শত্রুর দর্পমর্দ্দন অস্ত্র কৃশাশ্ব মুনি ইঁহাকে প্রদান করেন। সেই কৃশাশ্ব-পুত্র অস্ত্র-দেবগণ সংহার-কার্য্যে সমুদ্যত, বীর, দীপ্তিশালী এবং মহা-তেজা, তাঁহারা বিশ্বামিত্রের [illegible]। জয়া এবং সুপ্রভা, এই সুমধ্যমা রমণীদ্বয় দক্ষের কন্যা (কৃশাশ্বের পত্নী)। তাঁহাদের উভয়ের শত সন্তান, সকলেই পরম দুর্জ্জয়, (ইহারাই অস্ত্র-দেব)। জয়া স্বামীর বর পাইয়া—দেবসৈন্যগণের অসুর-বিনাশার্থ পঞ্চাশত পুত্র প্রসব করেন, এই জয়া-পুত্রগণ কামচারী এবং উদ্দেশ্য-সাধনে সমর্থ। সুপ্রভা অপর পঞ্চাশ পুত্র প্রসব করেন, তাহারা সকলেই বলিষ্ঠ, দুর্দ্ধর্ষ এবং দুরাকৃতি সেই পুত্রগণের নাম [illegible] সংহার। মহাতেজা বিশ্বামিত্রের এই প্রকার বীর্য্য, [illegible] বিকলমতি হইও না। হে সাধো! এই মহাসত্ত্ব-প্রধান মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র নিকটে থাকিলে সুর্য্যাংশু রক্ষকরূপে অবস্থিত হইলে, আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিও [illegible] এবং সে হয়, অতএব অজ্ঞ লোকের ন্যায় কাতর হইও না। [illegible] নাই।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম [illegible]

শ্রীবাল্মীকি বলিলেন, বশিষ্ঠ [illegible] বলিলে, রাজা দশরথ অতি আহ্লাদিত-চিত্তে পুত্র রাম-লক্ষ্মণকে আহ্বান করিবার জন্য দৌবারিককে বলিলেন, প্রতিহার! মহা[illegible] শ্রীরামকে লক্ষ্মণের সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে শীঘ্র লইয়া আইস, [illegible] আছে। এইরূপ রাজপ্রেরিত দৌবারিক [illegible] মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রত্যাগমন করত রাজাকে বলিল, হে [illegible] শত্রুবৃন্দ! মহারাজ! রাত্রিযোগে ভ্রমর কমলে যেরূপ [illegible] করে, শ্রীরামও সেইরূপ বিমনা হইয়া নিজ গৃহে আছেন। 'ক্ষণ-কালের মধ্যেই আসিতেছি' ইহা তিনি একদিকে বলিতেছেন, অন্য-দিকে চিন্তা করিতেছেন, ম্লানচিত্ত বলিয়া তিনি কাহারও [illegible] থাকিতে ইচ্ছা করেন না। ১—৫। দৌবারিক এই কথা বলি-তাহার সঙ্গে আগত রামের অনুচরকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক যথাক্রমে সকল কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম কি প্রকারে আছেন, এবং কেমন আছেন?" রাজার এই প্রশ্নে রামভৃত্য সখেদে রাজাকে এই বলিল, আপনার পুত্র শ্রীরাম খেদ বশত. [illegible] হওয়াতেই, আমরাও কৃশদেহ ধারণপূর্ব্বক [illegible] করিতেছি। কমলদল-লোচন রাম ব্রাহ্মণগণ-অনুমতিযোগে যদবধি তীর্থ-যাত্রা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, সেই অবধিই তিনি বিমনায়মান। আমাদের যত্ন ও প্রার্থনায় রাম স্বীয় দৈনিক কৃত্য ম্লানমুখে কখন করেন, কখন বা করেন না। ৬—১০। [illegible] স্নান, দেবপূজা, দান এবং ভোজন প্রভৃতি [illegible]-সম্বোধশূন্য এবং তৃপ্তি [illegible] পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার কথা বহু অনুরোধ ও তাঁহার ঘটে না। চাতক [illegible] জলধারার সহিত ক্রীড়া করে, তদ্রূপ রাম এখন আর [illegible] লোলুপ অন্তঃপুর-রমণীগণের সহিত লীলাসহকারে [illegible] করেন না। হে রাজন্!

পতনোন্মুখ স্বর্গবাসীকে স্বর্গ যেমন আনন্দিত করে না, তদ্রূপ মাণিক্যমুকুল-খচিত কেয়ূর-কটকমালা রাঘবেও আনন্দিত করে না। ক্রীড়াপরায়ণ রমণীগণের কটাক্ষ-পাত-সমুদ্ভাসিত কুসুম-সমীরণ-সেবিত-লতাকুঞ্জে শ্রীরাম বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে দ্রব্য রাজোচিত স্বাদু কোমল এবং মনোহর, তাহাতেই তিনি খেদযুক্ত হন এবং তাঁহার নয়নযুগল যেন বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠে। "এই দুঃখ দায়িনীগণ কি জন্য ?" নৃত্য-বিলাসে হাবভাবলাবণ্য-বতী কামিনী পুররমণীদিগকে অবলোকন করিয়া রাম তাহাদিগকে এইরূপ নিন্দা করিয়া থাকেন। ১১—১৬। শ্রীরাম, উন্মত্তের ন্যায় উত্তম ভোজ্য, শয্যা, যান, আসন, স্নানীয় এবং বিলাসদ্রব্য অভিনন্দন করেন না। সম্পদ্, বিপদ্, গৃহ এবং মনোরথে কাজ কি,—এ সমস্তই ত অসার, শ্রীরাম এই কথা বলিয়া একাকী চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। শ্রীরাম না পরিহাসে উদ্যত হন, না ভোগে আসক্ত হন, না কার্য্যে আস্থা স্থাপন করেন, তিনি কেবল চুপ করিয়াই থাকেন. দোদুল্যমান-অলকমঞ্জরী-পরিশোভিতা লীলাচপল-নয়না রমণীগণ, অরণ্য-পাদপে হরিণীগণের ন্যায়, শ্রীরাম-হৃদয়ে আনন্দসঞ্চারে অসমর্থ হইয়াছে। ১৭—২০। বস্তু মানবের নিকট বিক্রীত গ্রাম্য মানবের ন্যায় শ্রীরাম এখন নির্জ্জন দিগন্ত, তীরভূমি এবং বনমধ্যে থাকিতে ভাল বাসেন। হে রাজন্। বস্ত্র-অন্ন-পান গ্রহণে তাদৃশ বিতৃষ্ণা দ্বারা তিনি তপস্বী পরিব্রাজকের সাদৃশ্যলাভ করিয়াছেন। হে জননাথ। তিনি একাগ্রচিত্তে একাকীই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া থাকেন, হাস্য গান বা রোদন কিছুই করেন না। তিনি 'পদ্মাসন' করিয়া বাম-করতলে কপোল স্থাপনপূর্ব্বক শূন্যমনে কেবল বসিয়া থাকেন। তাঁহার অভিমান আসে না, রাজপদে অভিলাষ নাই, সুখ-দুঃখ-সমাগমে হর্ষ-বিষাদ নাই। ২১—২৫। তিনি কেন গমনাগমন করেন, কি করেন, কি ভাবেন, কি অনুসন্ধান করেন, কেন অনু-সন্ধান করেন এবং কি অভিলাষ করেন আমরা জানি না। তিনি দিন দিন কৃশ হইতেছেন, দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ হইতে-ছেন এবং দিন দিন বিরাগ-প্রাপ্ত হইতেছেন,—হেমন্তকালের বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার অবস্থা হইয়াছে। রাজন্। তদীয় অনুচর লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নও তাদৃশ অবস্থাপন্ন, তাঁহার প্রতিবিম্বের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। ভৃত্যগণ, নৃপতিবর্গ এবং মাতৃগণ পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শ্রীরাম 'কিছুই না' বলিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে চুপ করিয়া থাকেন। "আপাত-মনোরম ভোগে মন দিও না" এই উপদেশ পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্য সুহৃৎকে শ্রীরাম দিয়া থাকেন। ২৬—৩০। শ্রীরাম, প্রমোদ-সভা-সমাসীন বিপুল-বিভব রমণীয় রমণীকুলের প্রতি প্রীতি-প্রকাশ ত করেন না, প্রত্যুত সাক্ষাৎ মৃত্যুই যেন সম্মুখে উপস্থিত ইহা বিবেচনা করেন। "মুক্তিপদ-প্রাপ্তির অনুপযোগী চেষ্টায় আয়ুঃক্ষয় করা গেল" এইরূপ গান অস্ফুট মধুরাক্ষরে তিনি পুনঃপুনঃ করিয়া থাকেন। পার্শ্ববর্ত্তী কোনও অনুজীবী আত্মমনন-পরায়ণ শ্রীরামকে 'সম্রাট্ হউন' এই কথা বলিলে, তিনি তাহাকে প্রলাপ-পরায়ণ উন্মত্তের মত করিয়া অন্য মনে উপহাস করেন। তিনি কথা বলিলে, তাহা শ্রবণ করেন না, সম্মুখের বস্তু দর্শন করেন না, সকল বস্তুতেই, এমন কি, উত্তম এবং অনুরূপ বস্তু হইলেও, তাহাতে অবজ্ঞা-প্রদর্শন করেন। আকাশ-কমলিনী হইতে আকাশস্থ মহারণ্য এবং আকাশস্থ সরোবর-সৃষ্টি একান্ত অলীক, জগৎ এবং মনও (বুদ্ধিও) এই প্রকার অলীক— এইজন্য তাঁহার বিস্ময় হয় না, (প্রত্যুত অলীক বলিয়া অবজ্ঞাই হয়) অর্থাৎ আকাশ-কমলিনী বা আকাশ-কুসুম যেমন অলীক, মনও সেই প্রকার অলীক, আকাশস্থ অরণ্য ও সরোবর যেমন অলীক, জগৎ ও সেই প্রকার অলীক; বুদ্ধি হইতে জগতের সৃষ্টি— তাহাও কমলিনী হইতে অরণ্য ও জল সৃষ্টির ন্যায় অলীক, এই বিবেচনা করায় তাঁহার বিস্ময় হয় না *। ৩১—৩৫। শ্রীরাম কামিনী-কুলের মধ্যে অবস্থিত হইলেও, বৃষ্টি-জলধারা যেমন দুর্ভেদ্য মহাপ্রস্তর ভেদ করিতে পারে না, তদ্রূপ মদনবাণ সেই দুর্ভেদ্য মহাপুরুষকে বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়। 'বিপদের এক-মাত্র আশ্রয় ধনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ কি' ইহা বলিয়া সর্ব্বস্বই তিনি প্রার্থীকে প্রদান করেন। 'এই আপদ্ আর এই সম্পদ্ এই প্রকার কল্পনা-বিজৃম্ভিত মোহ মন হইতেই উদ্ভূত' এই মর্ম্মের শ্লোকাবলী কীর্ত্তন করেন। 'হায় আমি মরিলাম, আমি অনাথ হইলাম—এই প্রকার বিলাপ করিয়াও লোকে যে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় না, ইহা আশ্চর্য্য' রাম এই কথাই বলেন। রঘুকুল-কাননের শালতরুবরতুল্য, রিপুসূদন রাম এইরূপ অবস্থাপন্ন হওয়াতে আমরা অত্যন্ত খেদান্বিত হইয়াছি। ৩৬—৪০। হে কমল-দল-লোচন মহাবাহু। তাদৃশ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন শ্রীরামের আমরা কি করিব, বুঝিতেছি না, এ বিষয়ে আপনিই আমাদের অবলম্বন। প্রভো। রাজা কি কোন ব্রাহ্মণ (তাঁহার আচরণের প্রতিকূলে) সম্মুখে উপদেশ করিতে আসিলে, ধীরভাবে তাঁহার উদ্দেশে হাস্য করেন এবং অজ্ঞ-বাক্যের ন্যায় তাঁহার কথায় আস্থা-স্থাপন করেন না। জগৎ নামে এই যে বিশাল পদার্থ উঠিয়াছে, ইহা নশ্বর, অতএব বস্তুমধ্যে গণ্য নহে, 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহাও বস্তু নহে, ইহা অবধারণ করিয়া শ্রীরাম, তত্ত্বজিজ্ঞাসুভাবে অবস্থান করিতেছেন। হে বিভো। শত্রু, মিত্র, রাজ্য, মাতা, এমন কি স্বীয় শরীর পর্য্যন্ত বাহ্য-পদার্থ-সমূহে বিপদ্-সম্পদে তাঁহার আস্থা নাই। তিনি আস্থাহীন আশা-হীন চেষ্টাহীন এবং শান্তিহীন, তিনি না মূঢ়, না মুক্ত, এইজন্যই আমরা বিশেষ অনুতাপ ভোগ করিতেছি। ৪১—৪৫। তিনি ধন, মাতৃগণ, রাজ্য এবং চেষ্টায় কোন ফল নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রাণত্যাগে অভিলাষী হইয়া আছেন। যেমন অনাবৃষ্টি চাতকের উদ্বেগকারণ হয়, তদ্রূপ ভোগ, আয়ুঃ রাজ্য, মিত্র, পিতা এবং মাতা এ সকলও তাঁহার পরম উদ্বেগের হেতু হইয়াছেন। আপনার সন্তান সম্বন্ধে এই প্রকার বিপদ্ উপস্থিত, ক্রমেই তাহা শাখাপ্রশাখাযুক্ত হইতেছে, আপনি দয়া করিয়া সেই আপদ্ দূর করিতে উদ্যোগী হউন। প্রভো। তাদৃশ-স্বভাবসম্পন্ন শ্রীরাম কৃত্রিমবেশ-সজ্জিত সমগ্রবিভবপূর্ণ সংসারজালকে বিষবৎ

* টীকাকার মতে—'আকাশ-সরোজিন্যাঃ' ষষ্ঠী বিভক্তি, 'আকাশমহাবনে' সপ্তমী বিভক্তি। 'সদৃশং' উহ্য। অর্থাৎ যে মনে বাহ্য-বস্তু সম্বন্ধে বিস্ময় উপস্থিত হয়, সেই মনই বিস্ময়াবহ, কেননা তাহা আকাশস্থিত মহাঅরণ্যে আকাশ কমলিনীর ন্যায় অলীক—আকাশে যেমন অরণ্য অসম্ভব এবং অরণ্যে যেমন কমলিনী অসম্ভব, তদ্রূপ আত্মার মনঃসম্বন্ধ এবং মনে বিস্ময়-সম্বন্ধও তদ্রূপ। আমার মতে—'সরোজিন্যাঃ' পঞ্চমী বিভক্তি, 'মহাবনে' প্রথমা-দ্বিবচন। 'স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম জগৎ' দুইই গ্রাহ্য, এই জন্য দৃষ্টান্তে দ্বিবচন।

প্রতিকূল জ্ঞান করেন। এই মহীমণ্ডলে এমন মহাশক্তিশালী (আপনি ভিন্ন আর) কে আছেন, যিনি তাঁহাকে সাংসারিক ব্যবহারে নিবিষ্ট করিতে পারেন? হায়! অত্যন্ত খেদযুক্ত মহামনা শ্রীরাম মানসিক নিখিল-মোহ (সাংসারিক কার্য্যে অমনোযোগ) পরিত্যাগ করিয়া, ভূমণ্ডলে দিনকর যেরূপ (প্রভা-বিস্তার করিয়া) অন্ধকার হরণ করত নিজের ভাস্কর নাম সার্থক করেন, তদ্রূপ প্রজাপুঞ্জের দুঃখ হরণ করত আপনার সাধুতা সার্থক করিবেন ত? * ৪৬—৫১।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে মহামতিগণ! এইরূপ হইয়া থাকে, ও,—যূথপতি হরিণকে হরিণগণ যে লইয়া আসে, তদ্রূপ তোমরাও শীঘ্র শ্রীরামকে এইখানে লইয়া আইস। রঘুনাথের এই ভাব আপদ্-মূলক বা অনুরাগ-মূলক যে মোহ, তাহা নহে। কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন পুরুষের পরম মঙ্গল প্রযোজক যে জ্ঞান, তাহাই। শীঘ্রই রাম এইখানে আসুন, আমরাও এইস্থানে ক্ষণ-কালমধ্যে বায়ু যেমন পর্ব্বতের মেঘজাল অপসারিত করেন, তদ্রূপ তাহার অজ্ঞান অপনীত করিব। এই অজ্ঞান যুক্তিবলে অপনীত হইলে, শ্রীরাম আমাদেরই ন্যায় পরমপদে বিশ্রামলাভ করিবেন। সত্য-স্বরূপতা, আনন্দ-সম্বলিত জ্ঞান, বিশ্রাম, তাপহীনতা, পীনতা এবং উত্তমবর্ণ—অমৃতপান করিলে যেমন হয়, (অজ্ঞান অপনীত হইলে) শ্রীরামেরও সেইরূপ হইবে। তিনি পরিতৃপ্তচিত্ত ও শান্ত হইয়া, স্বীয় প্রচলিত ব্যবহারপরম্পরা সম্পূর্ণরূপে অনুবর্তন করিবেন। তখন তাঁহার জ্ঞানবল সত্ত্বগুণ বাড়িবে, তিনি জগতের কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব জানিতে পারিবেন, সুখ-দুঃখের দশা থাকিবে না, লোষ্ট্র প্রস্তর এবং সুবর্ণে সমজ্ঞান হইবে। ১—৭। মুনিবর বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলেন, রাজা পরিতৃপ্তমনে রামকে আনিবার জন্য পুনরায় অনেকগুলি দূত পাঠাইলেন। অনন্তর এতক্ষণ শ্রীরাম পিতাকে দেখিবার জন্য, উদয়াচল হইতে সূর্য্যের ন্যায়, নিজ গৃহ-আসন হইতে উত্থিত হইলেন। তিনি কতিপয় ভৃত্য ও ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের অমরাবতীসদৃশ পবিত্র পিতৃসমীপে যাত্রা করিলেন। শ্রীরাম দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন, রাজা দশরথ রাজমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া, অমরনিকর-পরিবৃত বাসবের ন্যায়, বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উভয় পার্শ্বে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আসীন সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা [illegible] চ [illegible] চামর-ধারিণী রমণী[illegible] যথাযোগ্যভাবে তাঁহাকে [illegible] হইতে-ছিল, যেন দিগ্বধূগণই শরীর গ্রহণপূর্ব্বক [illegible] হইয়া, তাঁহার সেবা করিতেছেন। ৮—১৩। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং দশরথ প্রভৃতি রাজগণও দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, সত্ত্বগর্ভ, সকলসেব্য, অগাধ এবং সুব্যক্ত, [illegible] হিমালয়-পর্ব্বতসদৃশ, * (রূপে ও মাধুর্য্যে) কার্ত্তিকেয়-সদৃশ শ্রীরাম নিকটে আসিতে-ছেন,—তাঁহার শরীর শ্রম, [illegible], কমনীয়, প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ-দর্শন, হৃদয় বিনয়পূর্ণ উন্নত; [illegible] অতি উচ্চ। প্রথম যৌবনের সম্পূর্ণ বিকাশ ও বার্দ্ধক্যের শান্তভাব তাঁহাকে ভূষিত করিতেছে, তাঁহার মনোরথ পূর্ণপ্রায়, উদ্বেগও নাই, আনন্দও নাই তিনি সংসারযাত্রা-বিচারে নিরত এবং নির্ম্মল গুণে বিভূষিত, নিখিল-গুণাবলী একমাত্র মহাজন প্রাপ্তির আশাতেই যেন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। উদার, উন্নত, উৎকর্ষ এবং তুচ্ছপ্রায় অন্তঃকরণ-দৃষ্ট তাঁহার সরলব্যবহারে সদাই প্রকাশিত। ১৪—১৯। এই প্রকার গুণাবলী-বিভূষিত এবং স্বীয় ঔজ্জ্বল্যবৎ সুনির্ম্মল ও পরিমিত হার ও বসন-পল্লবে শোভিত শ্রীরাম, দূর হইতে পিতাকে প্রণাম করিলেন,—তখন চূড়ামণি-মরীচিমালার [illegible] হেতু, তাঁহার শিরোভাগ, ভূমিকম্পে দোদুল্যমান সুমেরুর [illegible]। মুনিবর বিশ্বামিত্র পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতেছেন, [illegible] কমললোচন রাম পিতার চরণবন্দনা করিতে [illegible]। শোভা-[illegible] শ্রীরাম প্রথম পিতাকে, অনন্তর মা[illegible] বিশ্বা-মিত্র মুনিযুগলকে, তৎপরে বিপ্রগণ[illegible] প্রভৃতি বন্ধুগণকে পরিশেষে গুরুজনগণ[illegible] ভূপালবৃন্দের আচরিত প্রণতি-পর[illegible] চালন এবং সম্ভাষণ দ্বারা স্বীকার [illegible]। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র আশীর্ব্বাদ করিলে, সুসমচেতা [illegible] পবিত্র পিতৃপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অবিরত[illegible] পুত্রস্নেহপূর্ণ রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ, পাদবন্দনপর শ্রীরামকে এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে শীঘ্র আলিঙ্গন করিয়া, রাজহংসের কমলচুম্বনের ন্যায়, বারংবার তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন †। পুত্র! "ক্রোড়ে উপবেশন কর।" রাজা এই কথা বলিলে, (আত্ম-সমভিব্যাহারী রাম ভূতলে পরিজনোপনীত অংশুকাসনে আসীন হইলেন। রাজা বলিলেন, বৎস! তুমি নিখিল-মঙ্গলের আস্পদ এবং জ্ঞানী, অজ্ঞানীর ন্যায় অক্ষমবুদ্ধির অধীন হইয়া আমাকে খেদগ্রস্ত করিও না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও গুরুজন যাহা বলেন, তাহা অনুষ্ঠান করিয়াই তোমার ন্যায় ব্যক্তি পবিত্র পদ পাইয়া থাকেন, মোহের অধীন হইয়া নয়।

---

* আর্ত্তস্য আর্ত্তিঃ, তদস্যাস্তীতি আর্ত্তী, অয়মেষামতিশয়েন আর্ত্তী, খিন্নতম ইত্যর্থঃ। কিম সম্ভাবনায়াং খেদে চ। টীকাকার বলেন, 'আর্ত্তিতমঃ' পদটী 'মোহং' ইহার বিশেষণ। কিন্তু মোহশব্দ ক্লীবলিঙ্গ—শব্দশাস্ত্রসম্মত নহে। আর এ মতে পূর্ব্ব শ্লোকের 'ক ইব'—টানিয়া আনিতে হয়। তাঁহার মতে সমুদয়ের শ্লোকানু-বাদ,—দিনকর যেমন ভূমণ্ডলে অন্ধকার-হরণ করত স্বীয় ভাস্কর নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন, তদ্রূপ রাম-হৃদয়-স্থিত আর্ত্তি-রূপ অন্ধকারের মূলীভূত মোহ দূর করিয়া, স্বীয় উপদেশশক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন, জগতে এরূপ মহামনা আর কে আছেন?

*সত্ত্ব—সত্ত্বগুণ ও প্রাণী। সকল—সমস্ত এবং চন্দ্র। শীতলতা বা শৈত্য—মধুর প্রকৃতি এবং 'হিম'। শ্রীরাম সত্ত্বগুণসূচক সমস্ত জনসেব্য অগাধ সুব্যক্ত মধুর প্রকৃতি-সম্পন্ন। হিমালয় শীত-প্রধান দেশোপযুক্ত প্রাণিবৃন্দের পোষক, চন্দ্রেরও সেবনীয় অগাধ সুব্যক্ত শীতলতার আশ্রয়, ইহা জড় পদার্থ। সংস্কৃত শ্লোকে শ্লিষ্ট উপমা অতি মধুর, বাঙ্গালায় বিভিন্ন অর্থ বুঝাইলে উপমার কিছুই থাকে না, এইজন্য উপরে শ্লিষ্টভাবেই তাহা প্রদর্শিত করা গেল।

† 'আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, রাজহংসের কমল-চুম্বনের ন্যায়, তাঁহাদের মুখচুম্বন করিলেন।' টীকাকার উহ্য করিয়া এইরূপ অর্থ করিবার আভাস দিয়াছেন।

হে পুত্র। যতদিন মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া না যায়, ততদিনই আপদ্ দূরে থাকে,' (নিকটে আসিলেও) কিছু করিতে পারে না। ২৫—৩১। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহাবাহু রাজপুত্র! তুমি বীর, কেননা বিষয়রূপ শত্রু দুর্জ্জয় এবং দুঃসাধ্য হইলেও তাহাদিগকে তুমি পরাজয় করিয়াছ। কিন্তু তুমি অযোগ্য কল্লোল-ভূয়িষ্ঠ জড়াময় ভ্রান্তিসাগরে অজ্ঞানীর ন্যায় নিমগ্ন হইতেছ কেন? বিশ্বামিত্র বলিলেন, চপল-নীলকমল-নিকরের ন্যায় নয়ন-যুগলের মনোবিকারজনিত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া বল, কি কারণে তুমি ভ্রান্ত হইতেছ? মূষিকেরা যেমন গৃহ নষ্ট করে, তদ্রূপ তোমার যে মানসিক খেদ মনকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে, তাহা কিরূপ? তাহার অবলম্বন কি, কারণ কি এবং সংখ্যাই বা কত? আমি বিবেচনা করি, তুমি সেই সমস্ত অসম্ভব মনঃপীড়ার যোগ্য নহ, আপদের প্রতীকার ও তোমার (পিতৃপ্রভাবে সিদ্ধ) চেষ্টা-সাপেক্ষ নয়, মনঃপীড়াও ত (কারণ না থাকায়) আপনা হইতেই অস্তিত্ব-হীন। হে অনঘ! শীঘ্র মনোগত ভাব প্রকাশ কর, তাহা হইলে সকল অভীষ্ট লাভ করিবে এবং আর আধিক্লিষ্ট হইবে না। তখন বিশ্বামিত্রের এই প্রকার উচিতার্থ প্রকাশক-বাক্য শ্রবণে, মেঘ-গর্জ্জনে ময়ূরের ন্যায়, ইষ্টসিদ্ধি অনুমান করিয়া রাম খেদ পরিত্যাগ করিলেন। ৩২—৩৮।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—মুনিবর বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে, রাঘব সম্পূর্ণ আশ্বাস পাইয়া অর্থপূর্ণ-বাক্য মধুর ও ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন আমি অজ্ঞান হইলেও এখন সমগ্র কথা যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, সাধুবাক্য লঙ্ঘন করিতে কে পারে? পরিদৃশ্যমান আমি জন্মগ্রহণ করিয়া এই পিতৃগৃহেই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি, পরে বিদ্যা-লাভ করিয়া এখানেই ছিলাম। হে মুনিবর! তাহার পর সদাচার-পরায়ণ হইয়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সসাগরা ধরামণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি। তৎপরে এতদিনে আমার মনে যে বিচার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই সংসারে আস্থাশূন্য হইয়াছি। আমি তাদৃশ বিবেকযুক্ত-চিত্তে ভোগ-পরাঙ্মুখ বুদ্ধিতে স্বতই যে সেই বিচার করিয়াছি, তাহা এই,—এই যে সংসারচক্র, ইহাতে কি সুখ আছে? ইহাতে কেবল লোকে মরিবার জন্য জন্মিতেছে এবং জন্মিবার জন্য মরিতেছে। ১—৭। এই যে চরাচর-চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য বিষয়, এ সমস্তই অস্থির, ইহা আপদের মূল এবং পাপের হেতু। বিষয়সমূহের যে পরস্পর সম্বন্ধ, (ইহা হইতেই সুখের উৎপত্তি, অথবা প্রত্যেক বিষয় অস্থির হইলেও পরস্পর সম্বন্ধ বশতঃ তাহা স্থির হয়—যদি ইহা বল, তাহার উত্তর এই) তাহা স্বীয় মানসিক কল্পনামাত্র। কেননা ঐ বিষয়সমূহ লৌহশলাকার ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধহীন। এই কৃত্রিম-বেশ-সজ্জিত জগৎ মনেরই সম্পূর্ণ আয়ত্ত, মনও ত অস্তিত্ব-হীনের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তবে আমরা কি জন্য মোহিত হইয়াছি? হায়! হরিণগণ অরণ্যে যেরূপ মরীচিকায় জলভ্রমে দূরে নীত হয়, তদ্রূপ মূঢ়মতি আমরাও অলীক বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া থাকি। হায়! মায়া বলিয়া জানিতে পারিলেও মূঢ় আমরা সকলে কাহারও বিক্রীত না হইয়াও বিক্রীতবৎ পরাধীন হইয়া আছি। ৮—১২। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে ভোগপদার্থ টা কি? উহাও ত দুর্ভাগ্য মধ্যেই গণ্য, আমরা বৃথা ভ্রান্তি বশতই আমাদের বাসনাকে ভোগের অধীন করিয়া রাখিয়াছি। ওঃ! বহুকালে বুঝিয়াছি, মৃগগণ ভ্রান্তি বশতঃ যেরূপ গর্ত্তে নিপতিত হয়, আমরাও তদ্রূপ অকারণ মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়াছি। আমি কে? এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ কি পদার্থ? কেন ইহা আসিল? আমার রাজ্য বা ভোগে প্রয়োজন কি? (আমি বুঝি) ইহার মধ্যে যাহা অলীক, তাহা অলীক হইয়াই থাকুক, (সত্য পদার্থের ন্যায় তাহাকে লইয়া ব্যবহার করা উচিত নহে) তাহাতে কাহার কি আসে যায়? হে ব্রহ্মন্! পথিকের যেমন মরুভূমিতে বিতৃষ্ণা, এইরূপ বিচার করাতে আমারও সকল বিষয়ে তদ্রূপ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। হে ভগবন্! তবে ইহা উপদেশ করুন যে, এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ (মরীচিকাজলের ন্যায়) বিনষ্ট হয় কেন? আবার উৎপন্ন হয় কেন এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তই বা হয় কেন? * জন্ম মৃত্যু জরা আপদ সম্পদ্ † এই সমগ্র দুঃখ-দায়ক সামগ্রীর পুনঃপুনঃ আবির্ভাব-তিরোভাবপ্রযুক্ত সংখ্যাবৃদ্ধিই হইতেছে। দেখুন, পুরাতন তুচ্ছ ভোগেই এই আমরা, পবনবেগে গিরিশিখরস্থিত তরুগণের ন্যায়, শিথিল হইয়া পড়িয়াছি। লোকে যেন অচেতন, এ সব বুঝে না, যেমন কীচক নামে কোন (বাঁশ) বায়ুবলে শব্দায়মান হয়, তদ্রূপ তাহারাও প্রাণ নামক বায়ুর বলেই শব্দ করিয়া থাকে, কীচকের ন্যায় তাহাতে তাহাদিগের চৈতন্যের বা পুরুষত্বের পরিচয় নাই। ১৩—২০। এ দুঃখ কেমন করিয়া দূর হইবে এই চিন্তায়, কোটরস্থ উগ্র অনলে জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায়, আমি দগ্ধ হইতেছি। সংসারদুঃখ আমার হৃদয়ে শ্মশানের ন্যায় কর্কশ, নীরন্ধ্র (নাবেট) হইলেও আমি কেবল স্বজনগণের ভয়েই নয়নজল-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক রোদন করিতে পারি না। কেবল মদীয় হৃদয়স্থিত বিবেক-অশ্রু-হীন-রোদনে বিরস নৈরাশ্যব্যঞ্জক আমার তাৎকালিক মুখের ভাব নির্জ্জনে অবলোকন করিতে পার। বনবান্ পুরুষ শুভাদৃষ্টের অবসানে দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া যেমন মোহ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমিও সংসার-চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলে, সংসারে উৎপত্তি-বিনাশ-শীলতা ‡ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হইয়া থাকি। ২১—২৭। কুহকিনী লক্ষ্মী মানবের মন ভুলাইয়া গুণাবলী বিনাশ করত বিবিধদুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। (মধু-চক্রে যেমন মধু সঞ্চিত থাকে, সেইরূপ যে চক্রে কত চিন্তা সঞ্চিত থাকে—সেই) চিন্তা-সকল-চক্র ধনরাশি, অত্যন্ত-ভীষণ-বিপজ্জালপতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে পুত্র-কলত্র-সম-ন্বিত গৃহের ন্যায়, আমার পক্ষে আনন্দপ্রদ হয় না।" গর্ত্তের উপর তৃণপ্রবণ কাষ্ঠাদি স্থাপনাদিরূপ কৌশলে বন্য হস্তীকে বন্ধন করিতে হয়, শৃঙ্খলবদ্ধ বন্য হস্তী যেমন তাহা স্মরণপূর্ব্বক আপনার বিবিধ দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া মনে কিছুমাত্র 'স্বস্তি' লাভ করে না, তদ্রূপ আমিও সংসারের বিশাল কারণ-

---

* এই তিন প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে উৎপত্তি, স্থিতি এবং উপশম প্রকরণ কথিত হইবে।

† নশ্বরত্ব প্রভৃতি দোষে সম্পদ্ ও দুঃখের হেতু।

‡ ভাবাভাবময়ী স্থিতি—'উৎপত্তি-বিনাশশীলতা'। টীকাকার বলেন, 'বিষয়বিনাশবহুলা অবস্থা' অথবা 'অজ্ঞানজনিত অবস্থা'।

পরম্পরার নশ্বরত্ব হেতু * সংসারের বিবিধ দোষ এবং বিবিধ অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া মনে শান্তি পাইতেছি না। অজ্ঞান-রজনীতে নিশিত (তীক্ষ্ণ অর্থাৎ দুর্ভেদ্য) মোহজালরূপ প্রবল তুষারধূমে জ্ঞানালোক অন্তর্হিত হইলে, শত শত বিষয়রূপ মহাচতুর ও খল চৌরগণ বিবেকরত্ন-হরণোদ্যত হইয়া সকল-সময়ে সকল স্থানেই ফিরিয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞগণ-ব্যতীত এমন নিপুণ যোদ্ধা কাহারা আছে, —যাহারা তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে? ২৫—২৮।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ

রাম বলিলেন,—হে মুনিবর! মূঢ়গণ মনে করে, লক্ষ্মীই (ধনই) ইহসংসারে থাকিয়া সুখ প্রদান করেন, এইজন্য ইনি উৎকৃষ্টা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে লক্ষ্মীও লোকের মোহের এবং অনিষ্টের হেতু। বর্ষাকালীন তরঙ্গিণী যেরূপ আবিল-বিশাল আবর্ত্তময় উত্তাল মহাতরঙ্গমালা ইতস্ততঃ পরিচালিত করে, তদ্রূপ এই লক্ষ্মী উৎসাহ-বহুল-অনন্ত-মনোরথ-সম্পন্ন অতীব আকুল অনেক মূর্খকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। তটিনী হইতে বীচিমালার ন্যায়, চিন্তানাম্নী বহুতর দুহিতা লক্ষ্মী হইতে আবির্ভূত, এই দুহিতৃগণ দুষ্ট-চেষ্টায় প্রবর্দ্ধিত এবং তরঙ্গবৎ চঞ্চল। এই দুর্ভাগিনী লক্ষ্মী যেন চরণদাহে কাতরা হইয়া একস্থলে পদস্থাপন করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। যেমন দীপলেখা অঙ্গস্পর্শমাত্রেই অত্যন্ত তাপ সম্পাদন করত মধ্য হইতে কজ্জলপাতের হেতু হয়, তদ্রূপ লক্ষ্মীও কিয়দংশে স্পর্শমাত্রেই অত্যন্ত তাপ সম্পাদন করত মধ্যদশাতেই সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া থাকেন। ১—৫। রাজপ্রকৃতির ন্যায় মূঢ়া ও আয়ত্তবহির্ভূতা লক্ষ্মী, যে পুরুষ কোনরূপে নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছে, গুণাগুণ বিচার না করিয়া, তাহাকেই অবলম্বন করেন। দুগ্ধ যেমন সর্পবেগ বর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ যে কর্ম্ম দোষবেগ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, লক্ষ্মী সেই সেই কর্ম্মেই বিস্তার প্রাপ্ত হন। বাত্যা-স্পর্শে তুষারের ন্যায়, মানব যে পর্য্যন্ত লক্ষ্মী-সংস্পর্শে শুষ্ক † হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি আত্ম-পরে শীতল ও মৃদুস্পর্শ থাকে অর্থাৎ শীতল ও কোমল প্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। যাহারা প্রাজ্ঞ শূর, কৃতজ্ঞ, কোমল এবং বিনীতপ্রকৃতি, ধূলিমুষ্টি যেমন মণিকে মলিন করে, তদ্রূপ লক্ষ্মী তাঁহাদিগকেও মলিন করেন। ভগবন্! লক্ষ্মীর বৃদ্ধি সুখের হেতু নহে, কিন্তু দুঃখেরই মূল, তাহাকে রক্ষা করিলে সুরক্ষিতা বিষলতার ন্যায় বিনাশের কারণই হইয়া থাকে। ৬—১০। লোকনিন্দাবর্জ্জিত ধনী, শ্লাঘাহীন বীর এবং অপক্ষপাতী প্রভু এই ত্রিবিধ পুরুষ জগতে দুর্লভ। এই বিষমা লক্ষ্মী দুঃখ-পন্নগ-সর্পের [illegible] গুহা এবং প্রবল মোহরূপ গজরাজগণের সুবিশাল বিন্ধ্যতটভূমি। অর্থাৎ পন্নগগণ যেমন গহন গুহা আশ্রয় করিয়া থাকে এবং গজরাজগণ যেমন বিন্ধ্য পর্ব্বতের বিশাল তটভূমি আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ দুঃখ এবং প্রবল মোহজাল এই লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। ইনি সৎকার্য্যরূপ কমলকুলের পক্ষে রজনী-স্বরূপা, দুঃখরূপ কৈরবকুলের পক্ষে চন্দ্রিকা-স্বরূপা, পরমার্থ-দৃষ্টিরূপ ক্ষুদ্রদীপের পক্ষে ইনি বাত্যা, মনোরথপরম্পরারূপ বীচিমালার পক্ষে ইনিই তরঙ্গিণী *। এই লক্ষ্মীই ভয়ভ্রান্তিরূপ জলদবৃন্দের প্রথম পথ, বিবাদ-বিষবল্লরীর মূল, ইনিই বিকল্পজালের ক্ষেত্রবিভাগরচনা এবং বিভীষিকার জননী, খেদের নিদানই ইনি। বৈরাগ্য-লতিকার ইনিই হিমানী, কামাদি বিকাররূপ পেচকবৃন্দের ইনিই যামিনী, বিবেক-শশধরের ইনিই রাহুদন্ত এবং ইনিই সৌজন্য-অম্বুজবৃন্দের কৌমুদী। ১১—১৫। এই লক্ষ্মী ইন্দ্রধনুর ন্যায় অচিরস্থায়ী বিবিধ রাগে † মনোহর বিদ্যুতের ন্যায় চপলা, উৎপত্তি মাত্রেই বিনাশশীলা এবং জড় আশ্রয় করিয়া অবস্থিতা। চাপল্যগুণে বন্য নকুলীও লক্ষ্মীর নিকট পরাস্ত, সৎকুল-সম্ভূত ব্যক্তিতে ইহার সংস্রব থাকা বলিলেই হয়। প্রতারণা-পটুতায় দারুণ মরীচিকাও ইহার নিকট পরাজিত। লহরী যেমন (চঞ্চলতা প্রযুক্ত) ক্ষণকালের জন্যও কোথাও একরূপে অবস্থান করে না, তদ্রূপ লক্ষ্মীও ক্ষণকালের জন্যও কোথাও একরূপে থাকেন না; লক্ষ্মী দীপশিখার ন্যায় [illegible] এবং ইহার গতি ও স্থিতি অতর্কিত। সিংহীর ন্যায় ইহার [illegible] করিরাজকুলের সংহার স্বাভাবিক [illegible] ইনিও শীতলা হইলেও তীক্ষ্ণা এবং [illegible]। [illegible] বৈমুখ্য-সম্পাদনী এই অভব্যা [illegible] সকল নিকটে ডাকিয়া লইয়া থাকেন, ইহার [illegible] কণামাত্র সুখ নাই। (সপত্নী-সদৃশী) অলক্ষ্মী ইহাকে যে পুরুষের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, ছি, ছি। এই [illegible] দুর্জ্জনা লক্ষ্মী কিনা সেই পুরুষকে আদরে আবার যেন আলিঙ্গনই করে। লক্ষ্মী সাহসলভ্যা এবং ক্ষণভঙ্গুরা। [illegible] জীর্ণকূপাদি-সমুদ্ভূত কুসুম-লতিকার ন্যায় মনোরমা এই লক্ষ্মী [illegible] বৃত্তি আয়ত্ত করিয়া থাকেন। ১৬—২২।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—পত্রাগ্রে লম্বমান সলিলকণার ন্যায় অস্থির আয়ুঃ, উন্মত্তের ন্যায় এই কুৎসিত শরীরকে সহসা পরিত্যাগ করিয়া যায়। যাহারা বিষয়-বিষধরের সংসর্গে অত্যন্ত জর্জ্জরচিত্ত এবং আত্ম-বিবেক-উদয় যাহাদের হয় নাই, আয়ু তাহাদের পক্ষেই দুঃখের হেতু। যাহারা জ্ঞেয়জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপদে শান্তিলাভ

---

* বিততভঙ্গুরকারণকল্পিতৈঃ' ইহার অর্থ—'বিততনশ্বরকারণপ্রযুক্তৈঃ। চিন্তাবিষয়ং সংসারং প্রতি কারণত্বাৎ চিন্তাংপ্রতি প্রয়োজকত্বম্'। টীকাকারমতে অর্থ—দেহাদিভাবানাং সততসন্তানিতভঙ্গুরত্বহেতুসমর্থিতৈঃ'। "দেহাদি পদার্থের সতত সন্তানিত নশ্বরতারূপ যে হেতু তদ্দ্বারা সমর্থিত" ইতি অনুবাদ।

† শুষ্ক—বিলুপ্ত এবং কর্কশ। টীকাকার-মতে—'শুষ্ক" নহে, "অসহ্য"। "অসহ্য হইয়া না উঠে" ইহা অনুবাদ।

* টীকাকার মতে—"পরমার্থদৃষ্টিরূপ ক্ষুদ্রদীপের পক্ষে ইনি বাত্যা এবং তরঙ্গ-সঙ্কুল তটিনী" নদী ও দীপনিধন করেন কিনা।

† রাগ—কামনা এবং রং। জড়—মূর্খ, জল; বিদ্যুতের আশ্রয় মেঘ, তাহা জলময় কিনা।

করিয়াছে, লাভালাভে সমান উৎসাহশীল, তাহাদিগের জীবন সুখেরই জন্য। হে মুনিবর। এই পরিমিত স্থূল শরীরেই আমাদের আত্মনিশ্চয়; এইজন্য সংসার জলদজালে সৌদামনী-সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর আয়ুতে আমার শান্তি নাই। বরং বায়ুবেষ্টন, আকাশের কর্ত্তন এবং তরঙ্গমালার যোজনা সম্ভব-পর হয়, কিন্তু আয়ুর প্রতি আস্থা একেবারেই অসম্ভব। ১—৫। জীবন শরৎ-কালীন মেঘের ন্যায়, তৈলহীন দীপের ন্যায় অসার ও অস্থায়ী এবং তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল; ইহাকে অতীতই মনে করা উচিত। তরঙ্গ, বিদ্যুৎ-পুঞ্জ, চন্দ্রের প্রতিবিম্ব এবং আকাশ-কমলকে গ্রহণ করিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, কিন্তু অস্থির-জীবনে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। জীবন অসার হইলেও বিমূঢ় ব্যক্তি ব্যাকুল-চিত্তে দীর্ঘজীবন কামনা করে, কিন্তু তাহা অশ্বতরীর গর্ভকামনার ন্যায় দুঃখেরই নিদান। হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টির-সাগরে শরীর-লতিকারূপ সলিলের ফেনস্বরূপ (অতি অস্থায়ী) যে সংসার-ভ্রমণোপযোগী জীবন, তাহাতে আমার রুচি নাই *। যদ্দ্বারা পরম পুরুষার্থ-প্রাপ্তি হয় এবং পুনর্জ্জন্ম-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর যাহা পরম শান্তির আস্পদ, তাহাই (প্রকৃত) জীবন-পদবাচ্য। ৬—১০। তরুগণেরও জীবন থাকে, পশুপক্ষিগণেরও জীবন থাকে, (সেরূপ জীবন কিন্তু জীবনই নয়), তত্ত্বজ্ঞানফলে যাহার মন নির্জ্জীব, তাহার জীবনই প্রকৃত জীবন। সংসারে যাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে না, জগতে সেই সকল প্রাণীই যথার্থ জীবিত; এতদ্ভিন্ন দীর্ঘ আয়ুঃ মাত্র যাহাদের আছে, তাহারা ত বৃদ্ধ গর্দ্দভ। অবিবেকীর পক্ষে শাস্ত্র ভারভূত (অর্থাৎ বৃথা শ্রমের হেতু), কামনাপরতন্ত্রের পক্ষে জ্ঞান ভারভূত, যাহার শান্তি নাই, মন তাহার পক্ষে ভারভূত এবং যাহার আত্মজ্ঞান নাই, শরীরও তাহার পক্ষে ভারভূত। যেমন ভার ভারবাহীর দুঃখের হেতু, সেইরূপ দুর্ম্মতি ব্যক্তির রূপ, আয়ু, মনঃ, বুদ্ধি অহঙ্কার এবং চেষ্টা সকলই দুঃখের হেতু হইয়া থাকে। আয়ুই অশান্তি, অতৃপ্তি, আপদ্ এবং পরিশ্রমের প্রধান হেতু, আয়ুই রোগ-বিহঙ্গগণের কুলায়স্বরূপ। মূষিক যেমন প্রতিদিনের কষ্ট গণনা না করিয়া নিত্য অল্পে অল্পে পুরাতন গর্ত্ত কর্ত্তন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালও উক্তরূপেই লোকের আয়ুঃ কর্ত্তন করেন। ১১—১৬। সর্প যেমন বনবায়ু পান করে, তদ্রূপ রোগও আয়ুঃ পান (হরণ) করিয়া থাকে, এই রোগ-সর্পকুলের আবাস শরীর-গর্ত্তে, বিষদাহপ্রদান এবং [illegible]রতা ইহাদের ধর্ম্ম। ঘুণ যেমন অন্তরে থাকিয়া পুরাতন শুষ্ক [illegible] কর্ত্তন করে, তদ্রূপ রোগাদি দুঃখও অন্তরে থাকিয়া আয়ুঃ কেবল [illegible] থাকে। অবিচ্ছেদে ক্ষরণ করা (দুঃখপক্ষে মরিতেছে। ১—দিপাতন এবং ঘুণপক্ষে—কাঠের গুঁড়া ঝরান) [illegible] সমস্তই অতি তুচ্ছতা (দুঃখপক্ষে—অসারতা এবং ঘুণপক্ষে—[illegible]) ইহাদের ধর্ম্ম †। মার্জ্জার যেরূপ মূষিককে লক্ষ্য করে [illegible]

মৃত্যু সেইরূপ গ্রাস করিবার জন্য অতি লোভ সহকারে আয়ুর প্রতি (অথবা জীবিত মনুষ্যের প্রতি) লক্ষ্য করিয়া থাকে। গন্ধাদি-গুণগর্ভিণী (জরাপক্ষে—গন্ধাদি বিষয়জাল যাহার উদরস্থ অর্থাৎ যে অবস্থায় বিষয়ের স্মৃতি মাত্র আছে, ভোগসামর্থ্য তিরোহিত হইয়াছে, বেশ্যাপক্ষে—গন্ধরূপাদিসম্পন্না) অসারা বেশ্যাসদৃশী জরা, বহুভোজী পুরুষ যেমন অন্ন জীর্ণ করে, সেইরূপ বলক্ষয়ের সঙ্গে আয়ু জীর্ণ করিয়া থাকে। সুজন যেমন দুর্জ্জনকে কয়েকদিনেই পরিচয় পাইয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করে, যৌবনও পুরুষকে ঠিক্ সেইরূপেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। রূপ যেমন বিনাশসুহৃৎ জরা-মরণবন্ধু (ধনক্ষয় জরামরণ যাঁহার সাহায্যে শীঘ্র হয়) বিটবরের লোভনীয়, সেইরূপ আয়ুও বিনাশ-সুহৃৎ, জরামরণ-বন্ধু (রোগ-জরা-মৃত্যুর প্রভু) যমরাজের লোভনীয় বস্তু। আয়ু যেমন স্থায়িত্ব-হীন, প্রসিদ্ধ আনন্দালোকবিবর্জ্জিত, অতি অসারগুণ-সম্বন্ধশূন্য এবং মরণের আয়ত্ত, এগতে এমন আর কিছুই নাই। ১৭—২৩।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

রাম বলিলেন,—অহঙ্কারের মূল অজ্ঞান, কিন্তু এই অহঙ্কারের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি একেবারেই নিরর্থক। এই মিথ্যাময় দুষ্ট শত্রু অহঙ্কারের নিকট আমি ভীত। কর্ম্মফলাদিময় বিবিধ আকৃতি-সম্পন্ন সংসার, জ্ঞানধনে বর্জ্জিত দীন-হীনগণকে যে রাগ-দ্বেষ-প্রযোজক ধনভাণ্ডারের তুচ্ছধনে আধিপত্য প্রদান করে, তাহার মূলও অহঙ্কার (অহঙ্কার সহকারে যাগযজ্ঞাদি করিলে তাহার ফলে ধনী হওয়া যায়, কিন্তু বিষয়ে আসক্তি তাহাতে বাড়ে বৈ কমে না)। বিপদ্, দারুণ মনঃপীড়া এবং কামনা এ সকলেরই মূল অহঙ্কার অহঙ্কারই ত আমার রোগ। মুনিবর! চিরদিনের পরম শত্রু সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া অন্নভোজন জলপান পর্য্যন্ত করিতে চাহি না, বিষয় ভোগ করিব কি? ব্যাধ যেমন জাল বিস্তার করে, সেইরূপ অহঙ্কার-দোষও জীবের মনে মোহিনী মায়া বিস্তার করে। সংসার-বিভাবরী যেমন দীর্ঘ, এই মোহিনী মায়াও তদনুরূপ দীর্ঘ *। ১—৫। দীর্ঘ (উচ্চ), বিষম (বন্ধুর-রুক্ষ) এবং মহান্ খদির-পাদপশ্রেণী যেমন পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ দীর্ঘ (বহুকালস্থায়ী) বিষম (নানাপ্রকার) এবং মহান্ (প্রবল) প্রসিদ্ধ দুঃখজাল এই অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন। অহঙ্কার শান্তি-শশধরের

---

* টীকাকার-মতে—"হে ব্রহ্মন্! এই সংসার-পর্য্যটনোপযোগিনী শরীরলতিকা সৃষ্টিসাগরের সলিলফেনা, এই অস্থায়ী পদার্থের জীবনে রুচি আমার নাই।" আমার মতে কায়বল্যাতসঃ এক পদ। এইস্থলে উত্তর পদ বা উত্তর পদের বৃদ্ধি হইয়াছে। কায়বল্লীরূপং যদ্ অতঃ তদ্বিকারঃ ইতি অণ্। "অথবা কায়বল্ল্যা" অভেদে তৃতীয়া, "অতসঃ" পৃথক্ পদ।

† আমার মতে—১৬শ এবং ১৮শ শ্লোকের অর্থান্তর হইতে পারে। ১৬শ শ্লোকের 'জরজ্জুভং' পদ—'জরন্ শ্বভ্রমিব' এই সমাসে এবং ১৮শ শ্লোকে 'জরদ্দ্রুমঃ' পদ 'জরন্ দ্রুম ইব' এই সমাসে নিষ্পন্ন করিতে হয়। মূষিকোপম কাল প্রতিদিনের শ্রম গণনা না করিয়া অল্পে অল্পে অথচ নিত্য গর্ত্তসদৃশ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কর্ত্তন করে অর্থাৎ মূষিকে যেমন গর্ত্ত কর্ত্তন করে তদ্রূপ কাল বৃদ্ধকে কর্ত্তন করিয়া থাকে। ১৬। নিরন্তর ক্ষরণকারী কঠোর এবং তুচ্ছ অন্তরবাসী ঘুণসদৃশ দুঃখরাশি তরুসদৃশ বৃদ্ধকে কর্ত্তন করিয়া থাকে। ১৮।

* টীকাকার মতে—'সংসার-রজনী দীর্ঘা' এই পদ 'সংসার-রজন্যাং দীর্ঘা' এই বাক্যে নিষ্পন্ন। 'সংসাররূপ অন্ধকার-রজনীতে দীর্ঘ' ইহাই টীকার উক্তির অক্ষরানুবাদ। আমার মতে—'সংসার-রজনীর দীর্ঘা' এই বাক্য, এই অনুসারেই উপরের অনুবাদ।

রাহু-বক্ত্র, অহঙ্কার গুণনিকর-কমলকুলের তুষারময় বজ্র, অহঙ্কার সাম্য-জলধরের শরৎকাল ;—আমি সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিতে চাহি। আমি রাম নহি, আমার বিষয়-স্পৃহা নাই, মনই যে আমার নহে, আমি বুদ্ধদেবের ন্যায় শান্তভাবে সর্ব্বভূতেই আত্মবৎ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি। আমি অহঙ্কারবশে যে ভোজন করিয়াছি, যে আহুতি দিয়াছি এবং যাহা করিয়াছি, তৎসমস্তই অসার, এক অহঙ্কার-বর্জ্জনই সার। 'অহং'ভাব থাকে ত আপদে অহং-পদবাচ্য বা আমি দুঃখিত হইতে পারি, আর তাহা যদি না থাকে ত কাহার দুঃখ হইবে? দুঃখ না হওয়াই সুখ, অতএব নিরহঙ্কারভাবই ভাল। ৬—১০। মুনিবর! অহঙ্কার পরিত্যাগ বশতঃ মনের শান্তি হওয়ায় আমি নিরুদ্বেগে আছি, ভোগসমূহ নশ্বর পদার্থের অধীন (তদ্দ্বারা এ ভাব আসিতে পারে না)। যে পর্য্যন্ত অহঙ্কার-জলদজালের অভ্যুদয়, কামনা-রূপিণী কুটজকুসুম-মঞ্জরী সেই পর্য্যন্ত বিকশিত হইতে থাকে। অহঙ্কার-জলদজাল লীন হইলে, কামনারূপিণী নবীন বিদ্যুল্লতা নির্ব্বাণ-দীপশিখার ন্যায়, অতি সত্বরই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। মেঘ যেমন গর্জ্জন দ্বারা আড়ম্বর প্রকাশ করে, তদ্রূপ মনোরূপ মত্ত-মহাহস্তী অহঙ্কাররূপী বিন্ধ্য-পর্ব্বতে নিরন্তর উৎসাহ দ্বারা আড়ম্বর প্রকাশ করিয়া থাকে। এই শরীর-রূপিণী অরণ্যানী মধ্যে এই যে প্রবল অহঙ্কাররূপ কেশরী বিরাজ করিতেছেন, তাঁহা হইতেই জগতের বিস্তার। ১১—১৫। অনন্ত জন্মপরম্পরা কামনারূপ সূত্রে গ্রথিত, অহঙ্কার-রূপী নটবরই মুক্তাবলীরূপে তাহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। এই অহঙ্কার নামক বৈরীই জগতে পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিরূপ জাল বিস্তার করিয়াছে, তন্ত্র-মন্ত্রে সে জাল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। 'অহং' এই পদ দূরীকৃত হইলে, সকল দুরন্ত মনঃপীড়াই শীঘ্রই আপনা হইতেই দূরীভূত হয়। অহঙ্কাররূপিণী কুজ্ঝটিকা দূর হইলে, মনোগগনসংস্থিতা শান্তিনাশিনী মোহ-নীহার-কণিকা কোথায় লীন হইয়া যায়। ব্রহ্মন্! আমি অহঙ্কার-বর্জ্জিত, কিন্তু অজ্ঞান বশতই দুঃখে অবসন্ন হইতেছি, আমার পক্ষে যাহা আবশ্যক তাহা বিবৃত করিতে আজ্ঞা হয়। হে মহানুভব! যাহা অন্তরে থাকিলে সর্ব্বপ্রকার বিপদ উপস্থিত হয়, সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বা শান্তিপ্রভৃতি সদ্গুণ যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে দুঃখপ্রদ সেই অহঙ্কার-কলঙ্ককে আমি যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছি, (তাহার উপযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া) অবশিষ্ট কর্ত্তব্যের সঙ্গে আমাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিন। ১৬—২১।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত। ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—মন, মুমুক্ষুগণের অবশ্যকর্ত্তব্য-সাধুসেব পরিত্যাগ করিয়া কামনা প্রভৃতি দোষের দৌরাত্ম্যে প্রকৃত প্রয়োজন সাধনে অপটু হইয়া থাকে, আর পবন বহিতে থাকিলে তাহার অন্তর্ভুক্ত ময়ূরপিচ্ছের অগ্রভাগের ন্যায় স্বাভাবিক চাঞ্চল্যপ্রযুক্তই চঞ্চল হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে কুকুরের ন্যায় মন অকারণ ব্যাকুল ও দীনভাবে ইতস্ততঃ এবং দূরদূরান্তর ছুটাছুটি করে মন কোথাও কিছু পায় না; এবং কোথাও ধনরাশি প্রাপ্ত হইলেও করণ্ডক-নামক ক্ষরণশীল বেত্রপাত্র যেমন কখনই জলে পূর্ণ হয় না, তদ্রূপ অন্তরে তদ্দ্বারাও পূর্ণ (পরিতৃপ্ত) হয় না। মুনিবর! সতত শূন্যাকার দুরাশা-জড়িত মন, শৃঙ্খলিত বাগুরাবদ্ধ যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায়, কখনই শান্তি লাভ করে না। মনের বৃত্তিতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল কখন স্থূল-অবয়বের [illegible] বা সূক্ষ্ম-অবয়বের বিশ্লেষ মনের আছেই, এই স্থূল-অবয়ব-বিশ্লেষ [illegible] আনুলম্ব্য এবং সূক্ষ্ম অবয়ব-বিশ্লেষ বা শীর্ণতা বিষয়ানুরক্ত [illegible] স্বাভাবিক ধর্ম্ম। [illegible] * তাহা ত্যাগ করিয়া স্থিরলাভ [illegible] ক্ষণও মানস [illegible] না। ১—৫। বিষয়ানুসন্ধান-বিমুক্ত [illegible] মন্দর পর্ব্বতের আলোড়নে উত্থাপিত ক্ষীরোদ-সাগরের সলিলকণার ন্যায়, দশদিকে ধাবমান হইতেছে। কল্লোলকলিতাকার (মনোরথ-পরম্পরা বহু বিবিধ-বৃত্তিসম্পন্ন, সমুদ্রপক্ষে—মহাতরঙ্গ-সঙ্কুল আবর্ত্তময়) বঞ্চনা-মকর-পূর্ণ মানস-মহাসাগর রুদ্ধ করিতে আমি সমর্থ। ব্রহ্মন্! মনঃস্বরূপ-হরিণশাবক-ভোগরূপ দূর্ব্বাঙ্কুরের লোভে শভ্র-পতনের (নরক-পতনের, মৃগপক্ষে—গর্ত্তে পড়িবার) শঙ্কা না করিয়া দূরে ধাবমান হইতেছে। আমার মনোবৃত্তি আকুলতাপূর্ণ, বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে সমুদ্র যেমন চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই আকুলবৃত্তির সাহায্যে মদীয় মন কখনই স্বীয় আনুলম্ব্য এবং বিশীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ [illegible] বৃত্তি-রোধ দ্বারা অন্তর্ম্মুখ হয়, বিষয়স্বরূপ [illegible] পারে, তবেই মনের এই অবয়ব-বিশ্লেষ বা [illegible] হইতে পারে—কিন্তু বৃত্তিবিক্ষেপ থাকিতে [illegible]) চিন্তানিচয়ে চঞ্চলতম মন, বন্ধন-[illegible] বশে একত্র স্থির থাকিতে পারে না। [illegible] হংস দুগ্ধ মিশ্রিত জল হইতে দুগ্ধ যেমন আত্মসাৎ করে, [illegible] আরূঢ় মন, উদ্বেগনাশক সাম্য-সুখকে (সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞানকে) [illegible] হইতে সেইরূপ হরণ করিতে থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! [illegible]-শয্যায় শয়ান চিত্তবৃত্তিসমূহ জাগরিত হয় না, আমি সেই [illegible] আকুল হইয়া দুঃখভোগ করিতেছি। ব্রহ্মন্! যেমন ব্যাধ জাল-সূত্রের দৃঢ়গ্রন্থি ক্রোড়ে রাখিয়া বিস্তৃত জালে পক্ষিগণকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ চিত্ত, তৃষ্ণার দৃঢ় গ্রন্থি মমতাদি অন্তরে রাখিয়া নিজের দ্বারাই আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে। মুনিবর! প্রবল রোষ-ধূমাধৃত চিন্তাজ্বালাকীর্ণ অনলোপম চিত্ত, শুষ্ক তৃণের ন্যায়, আমাকে দগ্ধ করিতেছে। ভার্য্যানুগামী ক্ষুধার্ত্ত কুকুর অচেতন শবকে যেমন ভোজন করে, তদ্রূপ তৃষ্ণানুগামী ক্রূরচিত্ত জ্ঞানহীন আমাকে উদরসাৎ করিতেছে। ১১—১৫। হে ব্রহ্মন্! তীরভূমি-[illegible] চঞ্চল-তরঙ্গসঙ্কুল জলময় নদীপ্রবাহ যেমন তীরস্থ বৃক্ষকে [illegible] করে, সেই প্রকার তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল এবং প্রতি[illegible]শার ন্যায় অস্থির শালী অজ্ঞানসম্ভূত চিত্তও আমাকে আত্মসাৎ [illegible] সহসা পরিত্যাগ বায়ু যেমন মধ্যপথে নিক্ষেপ বা ঘূর্ণমার্গে ঘুরাইয়া [illegible] জর্জ্জরচিত্ত দূরে নীত করে, সেইরূপ চিত্তও আমাকে মধ্যপথে [illegible] পঙ্কেই নিপতিত বা শূন্যময় এই পৃথিবীমধ্যে কীট-পতঙ্গাদি নানা[illegible] ভ্রমণ করাইবার জন্য দূরে লইয়া ফেলিয়াছে। জলপ্রবাহ যেমন সেতু দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, আমি মৃৎসারসাগর হইতে উদ্ধার পাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইলেও চিত্তকর্ত্তৃক সেইরূপ অবরুদ্ধ হইয়াছি ঊর্দ্ধ হইতে অধোদেশে অবনত এবং অধোদেশ হইতে উ[illegible]

* হৃদয়ে—হৃৎ + অয়ে ইতি পদদ্বয়ম্। অয়ে—বিষাদে।

উত্থিত স্থূল রজ্জু দ্বারা কূপকাষ্ঠের * ন্যায়, আমিও কখন ঊর্দ্ধগামী কখন অধোগামী কুৎসিত মন দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছি। বালক যেমন ভূতাবিষ্ট হয়, তদ্রূপ আমিও কুৎসিত চিত্তকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াছি। এই চিত্ত-ভূত মিথ্যা, ইহার রূপের বাহুল্য কল্পনা-বলেই হয়, আবার বিচার করিয়া প্রকৃত বুঝিলে সরিয়া যায়—মিথ্যা বলিয়াই উপলব্ধি হয়। ১৬—২০। মনঃস্বরূপ যে 'ভূত', ইহাকে নিগৃহীত করা অতি কষ্ট-সাধ্য। ইহা বহ্নি অপেক্ষাও অধিক সন্তাপক, ইহাকে অতিক্রম করা পর্ব্বত অতিক্রম অপেক্ষাও কষ্টকর, ইহার দৃঢ়তা বজ্রাপেক্ষাও অধিক। পক্ষী যেমন লোভনীয় আমিষে সহসা নিপতিত হয়, তদ্রূপ চিত্তও সহসা বিষয়ে আসক্ত হয়। বালক যেমন 'খেলনা' পাইয়া ক্ষণকাল খেলার পরেই তাহা হইতে বিরত হয়, তদ্রূপ চিত্তও ক্ষণকালের মধ্যেই প্রাপ্ত বিষয় হইতে বিরত হয়, অর্থাৎ চঞ্চল মন কোন একটী বিষয়েই যে একাগ্র থাকিতে পারে, তাহা নহে,—একবার এ বিষয়, একবার ও-বিষয়—এই করিয়া বেড়ায় †। হে তাত! যাহার প্রকৃতি (জড় সমুদ্রপক্ষে—জল,) বৃত্তি বিপুল আবর্ত্ত, কামাদি ষড় রিপু সর্প, তাদৃশ বিক্ষুব্ধ মনঃসমুদ্র আমাকে দূরে [illegible] করিতেছে। হে সাধো! মনকে বশ করা নিঃশেষে সমুদ্রপান, [illegible] রূপর্ব্বত-উৎপাটন এবং অনলভক্ষণ হইতেও কষ্টসাধ্য, চিত্তই বিষয়ের কারণ, চিত্ত থাকিলেই ত্রিজগতের অস্তিত্ব চিত্ত ক্ষীণ [illegible] বাসনাশূন্য হইলে জগ নষ্ট হয়, অতএব রোগের ন্যায় প্রযত্ন-সহকারে মনেরই চিকিৎসা করা উচিত। এই যে শত শত সুখ-দুঃখ, ইহা বড় বড় পর্ব্বত হইতে অরণ্যের ন্যায়, মন হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। হে মুনে! বিবেকবশে মন ক্ষীণ হইলে সেই সব সুখ দুঃখ বিনষ্ট হয়, ইহা আমি প্রকৃতই মনে করিতেছি। 'ইহা দ্বারাই কাম-কর্ম্মাদি-সহকৃত অবিদ্যার জয় হইবে'—প্রধান ব্যক্তিগণ মনের উপর এই আশা রাখেন, আমি তাহাকেই শত্রুবোধ করিয়া তাহাকে এই দেহেই জয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি ‡। জলভার নীলকান্তি জলদাবলীতে চন্দ্রের যেমন অরুচি, জড়-মলিন-জন-বিলাসিনী লক্ষ্মীর প্রতি বৈরাগ্যবশে আমারও সেইরূপ আন্তরিক অরুচি হইয়াছে। ২১—২৭।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

* কূপের নিকট একটী বড় বাঁশ বক্রভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহার অগ্রভাগে দড়ি জড়ান থাকে আর গোড়ার দিকে প্রস্তরাদি ভার-দ্রব্য বাঁধা থাকে। অগ্রভাগের দড়ি টানিলে দড়ির সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঁশ নত হয়. তাহার পর রজ্জুবদ্ধ কলস কূপের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জলপূর্ণ হইলে, দড়ির টান ছাড়িয়া দিলে বাঁশের গোড়ার ভারের বলে দড়ির সঙ্গে বাঁশ উপরে উঠিয়া থাকে, ঐ যে বাঁশ বা তত্তুল্য কাষ্ঠ, তাহাকে কূপকাষ্ঠ বলে।

† টীকাকার বলেন,—'বালক যেমন খেলনা পাইলে ক্ষণকালের মধ্যেই অধ্যয়ন হইতে নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ চিত্তও বিষয় পাইলে ক্ষণকালের মধ্যেই সৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়'। এ 'অর্থে 'অধ্যয়ন হইতে'-ইত্যাদি পদ উহ্য করিতে হয়।

‡ টীকাকার বলেন,—'চিত্তের জয় হইলে কামাদি সহকৃত অবিদ্যার জয় হইবে' এই আশা প্রধান ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন।

সপ্তদশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—সংসারে তৃষ্ণার উচ্ছেদসাধনও দুষ্কর, এই তৃষ্ণা আত্মতত্ত্ব-উদ্ভাসনপক্ষে অন্ধকার-রজনী, রাগদ্বেষাদি-পেচক-বৃন্দ এই রজনীতেই জীবগগনে বিহার করিয়া থাকে। অন্তর্দ্দাহ-প্রদায়িনী দিনকর-কিরণমালা যেরূপ সরস কোমল পঙ্ককে বিশুষ্ক করে, অন্তর্দ্দাহ-প্রদায়িনী চিন্তাও স্নেহদয়াযুক্ত আমাকে তদ্রূপ বিশুষ্ক করিতেছে। আমার অজ্ঞান-তিমির-সঙ্কুল শূন্য মানস-মহাবনে আশা-পিশাচী অত্যন্তনৃত্য করিতেছে। চণক-মঞ্জরীই যেন চিন্তারূপে বিকশিত হইতেছে, বচনাবলীই এই মঞ্জরীর জীবনোপযোগিনী হিমকণা, কাঞ্চনরূপ উপবনেই ইহার অধিকতর শোভা হইয়া থাকে *। যেমন তরঙ্গ সমুদ্রগর্ভ আলোড়ন করত অতিশয় আবর্ত্তের সৃষ্টির জন্যই বন্ধুরভাবে সঞ্চরণ করে তদ্রূপ তৃষ্ণা মনের বিক্ষোভ সম্পাদন করত আন্তরিক অধিক ভ্রম উৎপাদনের জন্যই বিষম উৎসাহ সঞ্চার করিয়া থাকে। ১—৫। বিবিধবিষয়-সঞ্চারিণী তৃষ্ণা, তরঙ্গিণীরূপেই আমার এই শরীর গিরিবরে প্রবাহিতা হইয়াছে, উদ্দাম অসত্য-কথনাদিই এই তরঙ্গিণীর মহাতরঙ্গধ্বনি, প্রবৃত্তিই ইহার বিলোল-তরঙ্গ। বাত্যা-বেগ-প্রতিকূলে উত্থিত জীর্ণতৃণ, ধূলিময় বাত্যাবশে যেমন কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে অপসারিত হয়, তৃষ্ণাবেগ-নিবৃত্তির জন্য উদ্যত চিত্ত চাতকও ঘোর তৃষ্ণায় কোন অনির্দ্দিষ্ট দেশে সেইরূপ নীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ চাতক তৃষ্ণাবেগ সংবরণের জন্য 'স্ফটিক জল' রবে গগনে বা পাদপশাখায় উত্থিত হয়, কিন্তু কণ্ঠ-শোষকরী দারুণ পিপাসায় অধিক ক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না, কোথায় উড়িয়া যায়, চিত্তও তৃষ্ণাবেগ-সংবরণের জন্য ধর্ম্ম-উপার্জ্জনে উদ্যত হইলেও পাপরূপিণী তৃষ্ণায় স্থানান্তরে নীত হয়। আমি বিবেক-বৈরাগ্যাদি-গুণ-সম্পত্তি বিষয়ে যে যে আস্থা স্থাপন করি, কুৎসিত মূষিক যেমন তন্ত্রীচ্ছেদন করে, তদ্রূপ তৃষ্ণা আমার সেই সেই আস্থা কর্ত্তন করিয়া দেয়। সলিলোপরি গলিত পত্রের ন্যায় বায়ুপ্রবাহে জীর্ণতৃণের ন্যায় এবং গগনমণ্ডলে শারদ জলধরের ন্যায় আমি চিন্তাচক্রে ভ্রমণ করিতেছি। আমরা বুদ্ধিযোগে স্বস্থান-লাভে অসমর্থ হইয়া পক্ষিগণ যেমন ভ্রান্ত হইয়া জালে পতিত হয়, তদ্রূপ চিন্তাজালে বিমূঢ়ভাবে নিপতিত হইতেছি। তাত! আমি তৃষ্ণাজ্বালায় এমন দগ্ধ হইয়াছি যে, অমৃত দ্বারাও সেই দাহ-শান্তির আশা করিতে পারি না। ৬—১১। তৃষ্ণারূপিণী উন্মত্ত বড়বা স্বস্থান হইতে দূরে দূরে গিয়া এবং বার বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তৃষ্ণার কূপকাষ্ঠের অগ্রলম্বিত রজ্জুর তুল্য জড়সংসর্গ ঊর্দ্ধ-অধোগমনাগমন সঙ্কলন ও গ্রন্থি উভয়েরই সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ কূপকাষ্ঠের জড়সংসর্গ—সলিল-সংস্পর্শ ঊর্দ্ধ-অধোগমনাগমন—উপরি নীচে নামা উঠা সঙ্কলন—আকর্ষণ আর গ্রন্থি—গাঁট। তৃষ্ণার জড়সংসর্গ বিষয়াসক্তি ঊর্দ্ধ-অধোগমন—স্বর্গনরক-গমনের হেতুতা, সঙ্কলন—অস্থিরতা এবং গ্রন্থি—অজ্ঞান দেহের অভ্যন্তরে গ্রথিত সকলেরই অচ্ছেদ্য এই

* নৈশনীহারবর্দ্ধিতা নিকটস্থিত ধুস্তুর-কানন-সঙ্গ-শোভিতা চণকমঞ্জরীই যেন বিলাপ-নয়ন জলজড়িতা সুবর্ণ-কামনাতিশয়ে পাণ্ডুভাব-প্রদায়িনী চিন্তারূপে বিকশিত হইতেছে। ইহা মূলের টীকাসম্মত কষ্টকল্পিত অর্থ।

তৃষ্ণাবলে নাসিকাভ্যন্তরে গ্রথিত সকল বলিবর্দ্দেরই অচ্ছেদ্য রজ্জু-যোগে বলীবর্দ্দের ন্যায়, লোকেও ভারবহন করিতে বাধ্য হইতেছে। পুত্র-মিত্র-কলত্রাদি-রূপিণী কিরাত-রমণী, পক্ষিগণসদৃশ লোক-সমূহে জাল বিস্তার করত সতত আকর্ষণ করিতেছে। অন্ধকার-রজনীর ন্যায় তৃষ্ণা—আমি ধীর হইলেও আমাকে ভীত করিয়াছে; চক্ষু থাকিতে অন্ধ করিয়াছে এবং আনন্দময় হইলেও কেমন দুঃখিত করিয়াছে। কুটিলা কোমলস্পর্শা বিষবর্দ্ধিনী (বিষ-তুল্য যে শত্রুতা প্রভৃতি কার্য্য, তাহার হেতু, পক্ষান্তরে বিষবিষ উদ্গারিণী) কালসর্পীসদৃশী এই তৃষ্ণাকে অতি অল্প স্পর্শ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করে। ১২—১৭। দুর্ভাগ্যদায়িনী মায়াময়-কার্য্য-সম্পাদিকা দীনা তৃষ্ণা, কৃষ্ণরাক্ষসীর ন্যায়, পুরুষের হৃদয় ভেদ করিয়া থাকে। ব্রহ্মন্! আলস্য-প্রযুক্ত-ছিন্নতন্ত্রী-দীবনে পরিবেষ্টিত স্ফুটিত অলাবু লম্বিতা বীণা যেমন আনন্দ-উৎসবে শোভা পায় না, তদ্রূপ নিদ্রা ও নাড়ীনিকর-পরিবেষ্টিত-শরীরকোষশালিনী তৃষ্ণা, মহানন্দতত্ত্বে বিরাজিত হয় না। তৃষ্ণারূপিণী পর্ব্বতগহ্বর-সম্ভূতা লতা নিরন্তর অত্যন্ত মলিনা (নীচ প্রকৃতির হেতু, লতাপক্ষে—সূর্য্যকিরণসংস্পর্শের অভাবে শ্যামা), কটুকোন্মাদদায়িনী (বিষম-উন্মাদ-দায়িনী লতাপক্ষে—কটুরসযুক্তা এবং উন্মাদকরী), দীর্ঘতন্ত্রী (সুবিস্তৃতা) এবং ঘনস্নেহা (প্রবল স্নেহের মূল, লতাপক্ষে—ঘননির্য্যাসবতী)। তৃষ্ণা ক্ষীণমঞ্জরীর ন্যায় শূন্যা, নিষ্ফলা বৃথা উন্নতা অমঙ্গল-করী, নিরানন্দ-দায়িনী এবং কঠোরা। বৃদ্ধবেশ্যা-সদৃশী তৃষ্ণা মন হরণ করিতে না পারিলেও সকলেরই অনুসরণ করিয়া থাকে, অথচ কোন ফল প্রাপ্ত হয় না। বিবিধ-রসপূর্ণ মহা সংসাররূপে ভুবনস্থ কৃত্রিম রঙ্গমঞ্চে তৃষ্ণাই পরিপক্ব নর্ত্তকী। তৃষ্ণারূপিণী বদ্ধমূল বিষলতা এই দীর্ঘসংসারজঙ্গলে বিস্তৃত হইয়া আছে। জরা ইহার পুষ্প, উন্নতি অবনতি ইহার ফল। ১৮—২৩। জরতী-নর্ত্তকীসদৃশী তৃষ্ণা অসাধ্য হইলেও তাণ্ডব-গমন এবং নিরানন্দে নৃত্য করিয়া থাকে। চিন্তারূপিণী চপলা ময়ূরী, বর্ষাসার-সদৃশ মোহ বরণের সময়ে নৃত্য করে, বিবেকালোক প্রকাশিত হইলে বিরত হয় এবং দুর্গম্য স্থলে পদন্যাস অপ্রাপ্য বিষয়ে আসক্তি, পক্ষান্তরে—দুর্গম স্থানে নীড়াদি নির্ম্মাণ) করিয়া থাকে। তৃষ্ণা, বর্ষাকালমাত্র-প্রবাহিণী তরঙ্গিণীর ন্যায়, ক্ষণকালের জন্য উল্লসিত হইতেছে। জড়কল্লোলবহুলতা, সময়ান্তরে সম্পূর্ণরূপে শূন্যতা এবং তৎকালে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্নতা উভয়েরই ধর্ম্ম (জড়-কল্লোল-বহুলতা—অজ্ঞানপ্রবৃত্তিবাহুল্য, অথচ জলের তরঙ্গাধিক্য। সময়ান্তরে সম্পূর্ণরূপে শূন্যতা—লয়কালে অলীকতা, অথচ বর্ষা-বাদে জলাভাব। তৎকালে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বিরোধিবৃত্তির জন্য তৃষ্ণার বিচ্ছেদ, অথচ মধ্যে মধ্যে জলাভাব)। ক্ষুধাতৃষ্ণা-ব্যাকুলা পক্ষিণী যেমন বিনষ্ট বৃক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান পাদপ অবলম্বন করে, তদ্রূপ তৃষ্ণাও এক পুরুষ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়া থাকে। ২৫—২৮। তৃষ্ণারূপিণী চঞ্চল-বানরী অলঙ্ঘনীয় স্থলেও পদন্যাস করে, পরিতৃপ্তা হইলেও ফল আকাঙ্ক্ষা করে, অনেক সময় এক স্থলে অবস্থিতি করেনা (অলঙ্ঘনীয় স্থল—দুষ্প্রাপ্য বস্তু, অথচ অতি উচ্চ স্থান, পদন্যাস—আসক্তি, অথচ পদক্ষেপ, পরিতৃপ্তি—উদরপূর্ণতা, অথচ অভাব না থাকা, ফল—বিষয়, অথচ গাছের ফল। চঞ্চল বানরী অতি উচ্চ স্থানে উঠিয়া থাকে, উদর পূর্ণ থাকিতেও গাছের ফল আহরণ করে আর এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, তৃষ্ণা অপ্রাপ্য বস্তুতেও আসক্ত হয়, অভাব না থাকিলেও বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে এবং অনেক ক্ষণ এক বস্তুতেই আসক্ত থাকে না—[illegible] তাহার [illegible]। এই তুচ্ছ কার্য্য—আবার তাহার পরেই [illegible] সমস্তই অদ্ভুত কার্য্য—এবং শুভাশুভ কার্য্যের [illegible] দ্বয়—এতৎসম্বন্ধে তৃষ্ণা ঈশ্বরেচ্ছার ন্যায়ই কারণ। [illegible] তৃষ্ণা ক্ষণে আকাশ ক্ষণে পাতাল এবং ক্ষণে [illegible] ভ্রমণ করিয়া থাকে। সমস্ত সংসারদোষের মধ্যে একমাত্র তৃষ্ণাই চিরদুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, অন্তঃপুরে যাহারা [illegible] তাহাকেও অতি দুঃসহ সঙ্কটে লইয়া যাওয়া এই [illegible] কার্য্য [illegible]—৩২। মোহনীয় পরি-বৃতা তৃষ্ণারূপিণী কুজ্ঝটিকা (বা মেঘমালা) পরম আলোক গ্রাস করিয়া অত্যন্ত জাড্য প্রদান করিয়া থাকে। (পরম আলোক—আত্মা, সূর্য্য। জাড্য—অজ্ঞতা শীত।) হিমবর্ষিণী কুজ্ঝটিকা বা হিম-সদৃশ-জল বিন্দুবর্ষিণী জলদাবলী [illegible] করিয়া শীত প্রদান করিয়া থাকে, অন্য মোহ অর্থাৎ অবিবেক পরিব্যাপ্ত তৃষ্ণা আত্মতত্ত্ব আবরণপূর্ব্বক লোকের অজ্ঞানাধিক্য জন্মাইতেছে।) যেমন বহু পশুর কণ্ঠবন্ধনরজ্জু একটী দীর্ঘ বন্ধনরজ্জুতে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সাংসারিক প্রাণিমাত্রেরই মন এই তৃষ্ণায় গ্রথিত আছে। তৃষ্ণা আর ইন্দ্রধনু—দুই সমান; উভয়েই বিচিত্র বিগুণ, দীর্ঘ, মলিনাবলম্ব, শূন্য এবং [illegible]। (বিচিত্র—বিবিধ বিষয়রাগে রঞ্জিত, অথচ নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট। [illegible] দোষের মূল, অথচ [illegible] পুরুষে অবস্থিত, অথচ মেঘের [illegible]। শূন্য—ফলতঃ কিছুই নহে। শূন্যাশ্রয়—মনঃ[illegible] উপর আশ্রিত, অথচ আকাশে উদিত ইন্দ্রধনু বা [illegible] আকাশে মেঘের মধ্যে দেখা যায়—বিস্তৃত, তাহার [illegible] সুন্দর, কিন্তু জলকণা আর সূর্য্যতেজ ভিন্ন [illegible] কিছুই নাই। ঐ বস্তুটী মরীচিকা-সলিলের ন্যায়। সকল [illegible] রহিয়া আছে, ইহার তাল নাই। বিষয়ভেদে [illegible] প্রকার এবং কত বড়!—অথচ কিছুই নহে—[illegible] তাহা লোকের মূল, অজ্ঞান পুরুষের অসার মনে হইয়া থাকে। ৩৩—৩৫। এই তৃষ্ণাই বিবেকাদি গুণস্বরূপ শস্যসমূহের বজ্র, আপৎ-শস্য-কলনে শরৎকাল, জ্ঞান-কমলের হিমানী, অজ্ঞানান্ধকারের হেমন্ত-রজনী, সংসারনাটকে নটী, গৃহবিটপে পক্ষিণী, মানসকাননে হরিণী এবং স্মরসঙ্গীতে বিপঞ্চী। তৃষ্ণাই ব্যবহারসমুদ্রের তরঙ্গ, তৃষ্ণাই মোহরূপ হস্তীকে শৃঙ্খলার ন্যায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে; (তাহার পলায়নে সুযোগ নাই), তৃষ্ণাতেই সংসারবটবৃক্ষের প্ররোহ-বল্লী (ঝুরি) এবং তৃষ্ণাই দুঃখকুমুদের কৌমুদী। এই তৃষ্ণাই জরামরণ দুঃখের রত্নময়ী সমুদ্গিকা (কৌটা), আর সেই তৃষ্ণারূপিণী নিত্যমত্তা বিলাসিনী রমণীর আধিব্যাধি বিলাস-সামগ্রী। তৃষ্ণা আকাশপথেরই তুল্য, কোন [illegible] কখন আলোক, কখন অন্ধকার এবং কখন নিবারিত যেমন আকাশের ধর্ম্ম, সেইরূপ কখন ঈষদ্বিবেকপ্রকাশ, কখন অবিবেক এবং কখন অজ্ঞান তৃষ্ণা-রও সাধর্ম্ম্য। যেমন অন্ধকারবিহীনা রজনীর অবসান হইলে রাক্ষসগণ দূরে যায়, তদ্রূপ তৃষ্ণার উপশমে [illegible] দূর হয়। যেমন বিষবিশেষজনিত বিসূচিকা রোগ যে সময় পর্য্যন্ত নিবৃত্ত না হয়, সে সময় পর্য্যন্ত রোগী বাক্শক্তিহীন এবং [illegible] হইয়া থাকে, সেইরূপ তৃষ্ণাও যতদিন নিবৃত্ত না হয়, [illegible] কুমারী

পুরুষ অধ্যাত্মশাস্ত্রে মূক ব্যাকুলচিত্ত ও মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। চিন্তা ত্যাগ করিলেই লোকে সকল দুঃখ হইতে অব্যাহতি পায়। কথিত আছে,—চিন্তাপরিবর্জ্জনই তৃষ্ণারূপ বিসূচিকা রোগের উপশম-মন্ত্র। ৩৬—৪৩। যেমন হ্রদ-চারিণী মৎসী তৃণ পাষাণ কাষ্ঠ প্রভৃতি সকল বস্তুকেই আমিষভ্রমে গ্রহণ করত বড়িশবিদ্ধ হইয়াও ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, তৃষ্ণাও তদ্রূপ; অর্থাৎ অন্তসময় পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তাহার আসক্তি থাকে। যেরূপ দিনকর-কিরণাবলী কমলকে উত্তান (ঊর্দ্ধবিকশিত) করে, সেইরূপ রোগ-যন্ত্রণা আর কামিনীকামনা গম্ভীর মানবকেও উত্তান (অধীর) করিয়া থাকে। তৃষ্ণা বেণু-যষ্টির ন্যায় শূন্যগর্ভ, গ্রন্থিসম্পন্ন, দীর্ঘাঙ্কুর-দীর্ঘকণ্টকবিশিষ্ট এবং মুক্তামণি-প্রিয় (গ্রন্থি—শরীরাদি জড়পদার্থে চেতনত্ববুদ্ধি এবং গাঁট। তৃষ্ণার অঙ্কুর—চিন্তা; কণ্টক—বিবেষ। মুক্তামণি—তৃষ্ণার সামগ্রী আর মুক্তা নামক রত্ন বেণু হইতে উৎপন্ন হয়। বেণুর গর্ভ শূন্য, গ্রন্থি আছে, অঙ্কুর ও কণ্টক দীর্ঘ, লোকলোভনীয় মুক্তা বেণু হইতে উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণাও অন্তঃসারশূন্য, শরীরাদি জড়পদার্থে চেতনত্ব-বুদ্ধিরূপ গ্রন্থি তৃষ্ণাতে আছে, চিন্তাঙ্কুর, বিদ্বেষ কণ্টক এবং মণিমুক্তাপ্রীতি তৃষ্ণার ধর্ম্ম)। ৪৪—৪৬। অহো! কি আশ্চর্য্য! তৃষ্ণাকে ... করা দুঃসাধ্য হইলেও জ্ঞানিগণ বিবেকরূপ শাণিত খড়্গে ... ছেদন করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন! এই হৃদয়সংস্থিত চিন্তাই ...র তীক্ষ্ণ খড়্গের ধার, অশনির তেজ এবং তপ্ত-লৌহ-... অনলজ্বালাও তেমন তীক্ষ্ণ নহে। তৃষ্ণা—উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, মলিনাগ্র, দাহভয়ে দুঃস্পর্শ, স্নেহময়-দীর্ঘদশাসম্পন্ন, প্রত্যক্ষ-গোচর উৎকৃষ্ট দীপশিখার তুল্য, কেননা তৃষ্ণাতেও ঐশ্বর্য্য উজ্জ্বলতা থাকে, কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ পরিণাম মলিন ও কষ্টকর, এবং দীর্ঘকালই স্নেহময়, তৃষ্ণাও অন্তর্দ্দাহের জন্য অসহ্য, লোকের স্পষ্ট উপলব্ধির বিষয়ও বটে। এক তৃষ্ণা, সুমেরুতুল্য স্থির শূর প্রাজ্ঞ পুরুষপ্রধানকেও তৃণবৎ অপদার্থ করিয়া ফেলে। বিস্তীর্ণগহনশালিনী নিবিড়লতাজাল-ধূলিবহুলা অন্ধকার-হিমানী-সম্পন্না ভয়ঙ্কর বিন্ধ্যভূমি আর তৃষ্ণা একই, কেননা, এই তৃষ্ণাও নানারূপে বিস্তীর্ণ এবং গহন (দুর্লক্ষ্য) নিবিড়জালসদৃশ রজোগুণ প্রচুর পরিমাণে ইহাতে আছে অজ্ঞানই ইহার হিমানী, ভীষণতা আছে। যেমন এক মাধুর্য্যশক্তি—সমুদয় সলিলে অবস্থিত হইলেও নদী-সমুদ্রাদির ক্ষীর, উদক, অম্বু ইত্যাদি নামে পরিচিত নানাবিধ সলিলে একরূপে লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ এক শরীরতৃষ্ণাই নিখিলভুবনস্থ যাবতীয় ভোগ্য বিষয়েই আবদ্ধ হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে তাহা সেই শরীরতৃষ্ণারূপেই লক্ষ্য হয় না (কিন্তু আশা কাম ইত্যাদিরূপে লক্ষ্য হয়)। ৪৭—৫২।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন সরস-অন্ত্র-নাড়ীজটিল বিকারযুক্ত এবং ভঙ্গুর যে দেহ সংসারে শোভা পায়, তাহাও কেবল দুঃখের নিদান। দেহ জ্ঞানহীন হইলেও পঞ্চকোষবেষ্টিত আত্মার বিচিত্র সংসর্গে চেতনের ন্যায় প্রতিভাত, অসার হইলেও মোক্ষে উপযোগী, তাহা সাধারণ জড়ের ন্যায় নহে এবং চেতনও নহে। দেহ জড় কি চেতন এইরূপ সংশয়ে দোদুল্যমান মন এবং বিমূঢ় আত্মার আশ্রয় বিবেকের অনুপযুক্ত শরীর মোহ অর্পণই করিয়া থাকে। দেহের অল্পেই আনন্দ এবং অল্পেই দুঃখ হয়, অতএব দেহের ন্যায় নীচ, শোচনীয় এবং গুণহীন আর কিছুই নাই। গুল্ম (রোগবিশেষ ও মূল-শিকড়), ছায়া (কান্তি ও রৌদ্রের অভাব) এবং বিহঙ্গম-কুলায়-(মন ও পক্ষিনীড়)-সম্পন্ন, ছেদন-ভেদনাদিযোগ্য এই দেহরূপ বনস্পতি সময়-বিশেষে উৎপত্তি বিনাশশালী, দশনকেশরবিরাজিত, বিকশিত-স্মিতকুসুমে অলঙ্কৃত, দশননিকররূপ বিহঙ্গকুলের আশ্রয়-স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান ভুজযুগল ইহার শাখা, দৃঢ় স্কন্ধই (বাহুর উপরিভাগ) বিশাল স্কন্ধ (শাখার মূল), নয়নযুগলই ভ্রমরকোটর শিরোভাগই বৃহৎ ফল, কর্ণযুগলই কাষ্ঠকুট্টক (কাঠঠোকরা) পক্ষীর চঞ্চুপ্রহার-জনিত ছিদ্র, কর-চরণই পল্লব এবং জীবরূপ পথিকবৃন্দ ইহারই আশ্রয়ে বাস করে,—এবংবিধ দেহবনস্পতি—কাহার আত্মীয়, কাহারই বা পর, ইহাতে আবার আস্থা-অনাস্থা কি? হে তাত! সংসারসাগর পার হইবার জন্যই বারংবার আশ্রিত পোতপ্রতিম দেহলতাকে আত্মা মনে করিবে কে? ১—৯। লোমরাজিরূপ অসংখ্য পাদপসঙ্কুল, বহুবিবরপূর্ণ দেহনামক শূন্য অরণ্যে চিরদিন নিঃশঙ্কভাবে বাস করিতে কাহার বিশ্বাস হয়? হে তাত! ধ্বনিহীন সচ্ছিদ্র চর্ম্মাদিনির্ম্মিত পটহে মার্জ্জারের ন্যায়, আমি এই মাংস-স্নায়ু-অস্থিগঠিত অসার শরীরে বাস করিতেছি, কি উপায়ে ইহা হইতে নির্গত হওয়া যাইবে সে উপদেশ-শব্দ ইহাতে পাইবার যো নাই। কামনামক-পথিক সেবিত সরসচ্ছায়াসম্পন্ন ব্যায়ামবিরস ছিদ্রগর্ভ উন্নত সুন্দর দেহরূপী বটবৃক্ষ আমার সুখের হেতু নহে (সরসচ্ছায়া—যৌবনকান্তি ও শীতল ছায়া, ব্যায়ামবিরস—শ্রমকর দীর্ঘ শাখার জন্য সঙ্কোচভাব প্রাপ্ত, ছিদ্রগর্ভ—উদরই ছিদ্রস্বরূপ)। এই বটবৃক্ষ সংসার অরণ্যে উদ্ভূত অসীম দুঃখরূপ ঘুণে ক্ষত-বিক্ষত, চিত্তরূপ বানর ইহাতে বিহার করিয়া থাকে, চিন্তাই ইহার মঞ্জরী তৃষ্ণা-পন্নগী, ক্রোধ-বায়স, নিখিল ইন্দ্রিয়রূপী বিহঙ্গমগণ এবং অহঙ্কার-গৃধ্রের এই বৃক্ষেই বাস, ঈষৎ হাস্য ইহার পবিত্রতা, শুভ অশুভই মহৎ ফল, বাহু—শাখা, হস্ত—স্তবক প্রাণবায়ু-বিকম্পিত অবয়বই পবনকম্পিত-কলেবর পল্লবদল, উরুযুগল—স্তম্ভোপম নিম্নভাগ এবং কুন্তলকলাপ—শীর্ষদেশ-উৎপন্ন ক্ষুদ্র তৃণরাজি। নানাপ্রকারে বিভক্ত বাসনারূপ জটাজাল মূলভাগ বেষ্টন করাতে এই দেহ-বটতরুর উচ্ছেদ সাধন অতি দুরূহ। ১০—১৭। হে মুনিবর! অহঙ্কাররূপ গৃহস্থের মহামন্দির এই কলেবর ভূতলে বিলুণ্ঠিতই হউক বা স্থির হইয়াই থাকুক—তাহাতে আমার কি? ইন্দ্রিয়পশুগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত, সর্ব্ব অবয়ব রাগে (অনুরাগ ও চিত্রণ দ্রব্য) রঞ্জিত, বলবতী তৃষ্ণা গৃহস্বামিনী—এমন যে কলেবরমন্দির, ইহাতে আমার ইষ্ট নাই। পৃষ্ঠকঙ্কালরূপ কাষ্ঠ-সংহতির সংযোজনে অঙ্গকোটর এবং অন্ত্রময় রজ্জু দ্বারা বদ্ধ শরীরনিকেতন আমার অভিলষিত বস্তু নহে। বিস্তৃতস্নায়ু-সূত্র, শোণিতসলিলে কর্দ্দমাক্ত, বার্দ্ধক্যরূপ সুধাবিলেপনে ধবলিত শরীরমন্দির আমার অভীষ্ট বস্তু নহে। চিত্তরূপী ভৃত্যের অসীম চেষ্টায় যাহা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, মিথ্যা মোহই যাহার মহাস্তম্ভ, তাদৃশ শরীরমন্দির আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নহে। দুঃখরূপী বালকের ক্রন্দনধ্বনি, সুখরূপিণী শয্যাসজ্জার সৌন্দর্য্য, দুশ্চেষ্টা-রূপিণী দুষ্টদাসীর (পোড়া-চাকরাণীর) অস্তিত্ব যেখানে আছে, সেই

শরীরনিকেতন আমার অভীষ্ট বস্তু নহে। দোষান্বিত বিষয়রূপী অসম্মার্জ্জিত ভাণ্ড ও গৃহোপকরণ-সমাকীর্ণ, অজ্ঞানরূপী ক্ষার নানা স্থানে স্ফুটিত,—এমন যে শরীরমন্দির, তাহা আমার অভীষ্ট বস্তু নহে। জঙ্ঘাস্তম্ভের আধারকাষ্ঠ গুল্ফ, জানুর ঊর্দ্ধ ভাগ সেই স্তম্ভের শীর্ষদেশ, দীর্ঘ বাহুদ্বয়রূপী দারুযোজনায় দৃঢ়ীকৃত—এতাদৃশ শরীরমন্দির আমার অভীষ্ট বস্তু নহে। ১৮—২৫। হে ব্রহ্মন্। যথায় প্রজ্ঞারূপিণী গৃহিণী জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপী গবাক্ষের অভ্যন্তরে ক্রীড়া করে এবং চিন্তা যথায় বিরাজ করে, সেই শরীরমন্দির আমার অভীষ্ট বস্তু নহে। যাহার কুন্তলপাশ—ছদি (ছাদ), কর্ণযুগল—ছদি-আচ্ছাদিত শোভন শিরোগৃহ এবং অনতিদীর্ঘ অঙ্গুলিনিকর—কাষ্ঠচিত্র, তাদৃশ শরীরমন্দির আমার অভীষ্ট বস্তু নহে। সর্ব্বাঙ্গ—কুড্য (দেয়াল), তাহাতে উৎপন্ন ঘন রোমাবলী যবাঙ্কুর, উদরচ্ছিদ্রই অভ্যন্তর-অবকাশ—এমন যে শরীরমন্দির, তাহা আমার অভীষ্ট নহে। যথায় নখরনিকর ঊর্ণনাভ-জাল, ক্ষুধারূপিণী কুক্কুরী অন্তরকে আকুল করিয়া থাকে, প্রাণাদিরূপী প্রভঞ্জন যথায় 'ভাঁ ভাঁ' (ভোঁ ভোঁ) শব্দ করে, সেই শরীরমন্দির আমার ঈপ্সিত নহে। যথায় বেগবান্ সমীরণ প্রবেশ ও নিঃসরণে সতত ব্যগ্র, ইন্দ্রিয়রূপী গবাক্ষবৃন্দ বিস্তীর্ণ, সেই শরীরমন্দির আমার ইষ্ট নহে। জিহ্বা-অর্গলযুক্ত বদনদ্বার যাহাকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে, দন্তরূপ নাগদন্ত-অস্থিখণ্ড যথায় পরিদৃশ্যমান, সেই শরীরমন্দির আমার অভিলষিত নহে। ২৬—৩২। চর্ম্মরূপ সুধালিপনে সুচিক্কণ, শকটাদিগমনে কম্পিত, মনঃস্বরূপ চিরজীবী মূষিককর্ত্তৃক উৎখাত শরীরমন্দির আমার অভীপ্সিত নহে। কখন ঈষৎ হাস্যরূপ দীপপ্রভায় উদ্ভাসিত, কখন বা শোকদুঃখরূপ অন্ধকারপটলে পরিব্যাপ্ত শরীরমন্দির আমার অভীপ্সিত নহে। সমস্ত রোগের আশ্রয়, বলি (মাংসলোলতা) ও পলিতের (পক্ককেশতার) আবাসভূমি, সর্ব্ববিধ মনঃপীড়ারূপ [illegible]ধনে পরিপূর্ণ এই শরীরমন্দির আমার অভীষ্ট নহে। এই [illegible] দেহ-অরণ্য আমার অভিলষিত নহে,—ইহা ইন্দ্রিয়রূপী ভল্লুকগণের দৌরাত্ম্যে ভীষণ, ইহার নবদ্বার-কোটর অসার এবং [illegible]ম দক্ষিণ প্রভৃতি অবয়বরূপী নিকুঞ্জ অজ্ঞানান্ধকারপূর্ণ। [illegible]হ মুনিবর। যেমন দুর্ব্বল ব্যক্তি পঙ্কমগ্ন হস্তীকে উদ্ধার করিতে [illegible]ারে না, সেইরূপ আমিও এই শরীরমন্দির-ধারণে অক্ষম [illegible]ইতেছি। লক্ষ্মী, রাজ্য, দেহ এবং বিষয়চেষ্টার ফল কি? [illegible]তিপয় দিনের মধ্যেই কাল সকলই ত খণ্ডন করিয়া থাকেন। [illegible]নিবর। এই রক্তমাংসময় নশ্বর শরীরের বাহ্য অভ্যন্তর বিবে[illegible]না করিয়া বলুন, ইহার আবার রমণীয়তা কি? হে তাত। মরণ[illegible]লে যাহারা জীবের অনুগামী না হয়, সেই কৃতঘ্ন শরীরবৃন্দের [illegible]তি (জন্ম জন্মের কত শরীর) বুদ্ধিমান্ লোকেরা আস্থাসম্পন্ন [illegible]ইবে কেন? শরীর—মত্ত হস্তীর কর্ণাগ্রের ন্যায় চঞ্চল, পতনোন্মুখ [illegible]লবিন্দুর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, এই শরীর আমাকে পরিত্যাগ করিতে [illegible] করিতে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করি। ৩৩—৪০। এই কোমল [illegible]রীর-পল্লব, প্রাণবায়ুস্পন্দনে চঞ্চল, 'জর-জর' এবং স্বভাবতঃ [illegible]দ্র, ইহা কটু এবং নীরস, আমি ইহাকে ভাল বাসি না। [illegible]রীর চিরকাল পান-ভোজন করিয়াও নবকিশলয়ের ন্যায় কোমলতা [illegible] কৃশতা প্রাপ্ত হয় এবং বিনা যত্নে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হয়। [illegible]রীর, ভাবাভাবময় যে সকল সুখ-দুঃখ প্রতিবারেই ভোগ [illegible]র, পুনর্ব্বার তাহাই ভোগ করে, অথচ লজ্জিত হয় না, অধমের কি লজ্জা আছে! শরীর [illegible]কাল প্রভুতা করে, ঐশ্বর্য্য ভোগ করে—তথাপি উৎকর্ষ বা স্থায়িত্ব লাভ করে না, তবে শরীর-পালনের প্রয়োজন কি? শরীর—ধনী দরিদ্র উভয়ের পক্ষেই সমান—বিশেষ কোন তাহার [illegible]; যথা সময়ে জরা এবং আয়ুশেষে মৃত্যু উভয়ের শরীরেই ঘটিয়া থাকে। ৪১—৪৫। এই শরীররূপী কচ্ছপ—সংসার-সমুদ্রের গর্ত্তে [illegible]-বিবরের অভ্যন্তরে উদ্ধারচেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইয়া 'চুপ' করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করে। এই সংসার-সমুদ্রে ভাসমান বহুতর শরীরই কাষ্ঠভারের ন্যায় মাত্র ব্যবহারযোগ্য, তন্মধ্যে কোন কোন ([illegible] বিবেকোপযুক্ত) দেহই সদ্দেহ; চিরস্থায়ী, দৌরাত্ম্যরূপ [illegible]শালী, মরণরূপ ফলভারে অবনত* দেহলতায় বিবেকীর কোন প্রয়োজন নাই। বিষয়কর্দ্দমে নিমগ্ন, সহসা জরাগ্রস্ত শরীররূপী [illegible] অচিরকালের মধ্যেই কিরূপে কোথায় যাইবে জানা যায় না। কলেবররূপী ঝঞ্ঝা-পবনের সমগ্র কার্য্যই নিঃসার (অসার ও নীরস), রজোমার্গেই তাহার গতি (অর্থাৎ ঝঞ্ঝা-পবন বহিতে থাকিলে প্রচুর ধূলি উড্ডীন হয়, পক্ষান্তরে রাজস প্রবৃত্তি অনুসারে শরীরের অবস্থা), কেহ ইহাকে সংসারে প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পান না। ৪৬—৫০। হে ভগবন্, গমন-আগমনশীল (অস্থির) বায়ু, [illegible] এবং মনের গমন [illegible] অবস্থা† বরং পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, [illegible] শরীরের [illegible]—কখনই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। [illegible] শরীরকে [illegible]—বলিয়া বিশ্বাস করে এবং জগতের স্থায়িত্ব [illegible] মোহমদিরায় উন্মত্ত, তাহাদিগকে [illegible]। হে মুনিবর। 'দেহের সম্বন্ধ আমাতে নাই, আমার [illegible] নাই, এই দেহ ও আমি এক নয়' এইরূপ বিচার করিয়া [illegible] শান্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই পুরুষশ্রেষ্ঠ। [illegible], মান, অপমান, বিবিধ লাভ দেখাইয়া লোকের মনোহরণ [illegible] যাহাতে আছে, তাদৃশ অজ্ঞানদৃষ্টি—দেহাত্মবাদী [illegible] বিনাশসাধন করে। শরীর-বিবর-শায়িনী কোমলাঙ্গী পিশাচীসদৃশ অহঙ্কারজনিত বিষয়তৃষ্ণার প্রতারণায় আমরা প্রতারিত হইয়াছি। ৫১—৫৫। হায়। দুর্ব্বলা অসহায়া নিখিল সদ্বুদ্ধিই শরীরের স্থায়িত্ব-বিশ্বাসে মূল-কারণ মিথ্যা-জ্ঞানরূপিণী দুষ্ট রাক্ষসীর ছলনায় প্রতারিত হইয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কিছুমাত্র সত্তা না থাকিলেও অস্তিত্বহীন দগ্ধ দেহ (পোড়া-শরীর) যে লোকসমূহকে প্রতারিত করে, ইহা বিচিত্র। কিয়দ্দিবসের মধ্যেই শরীরপল্লব পরিপক্ব হইয়া, প্রস্রবণ-ক্ষরিত জলবিন্দুর ন্যায়, আপনা-আপনিই ঝরিয়া পড়ে। সমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণধ্বংসী এবং অসার এই শরীর ভীষণ সাংসারিক কার্য্যাবর্ত্তে বৃথা ঘূর্ণিত হয়। হে দ্বিজ। এই শরীর মিথ্যাজ্ঞানেরই পরিণাম, স্বপ্নবৎ ভ্রান্তিময়, ইহার নশ্বরত্ব সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এজন্য ইহার প্রতি আমার ক্ষণকালের জন্যও আস্থা নাই। গন্ধর্ব্বনগর (মানসিক ভ্রমে আকাশে যে তেজোময় গৃহাকার বস্তু কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই গন্ধর্ব্বনগর), শরৎকালের মেঘ এবং বিদ্যুল্লতায় যাহার স্থায়িত্ব-নিশ্চয় হয়, সেই ব্যক্তিই শরীরকে স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করুক। অস্থায়িত্বের মূল অনেক দোষ শরীরে আছে, এইজন্যই ভঙ্গুর

* 'মৃত্যু যাহার অধোগতিমূলক', অথবা [illegible] অধঃপতিত' ইতি টীকা।

† শরীর ও দীপের গমনাগমন উৎপত্তি বিনাশ।

গুণে বহুতর কণভঙ্গুর বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি হইতেও ইহার উৎকর্ষ, এতাদৃশ এই শরীরকে তৃণ জ্ঞান করিয়া আমি সুখে আছি। ৫৩—৬২।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—নানাকার্য্য কলাপতরঙ্গ-সঙ্কুল তরলাকার (অস্থির শরীরসম্পন্ন অথচ বিক্ষোভচঞ্চল) সংসার-সাগরে মনুষ্য-জন্মলাভেও বাল্যাবস্থা কেবল দুঃখেরই মূল। অসামর্থ্য, নানা আপদ্ তৃষ্ণা, বাক্‌শক্তির অভাব, বুদ্ধিমোহ, ক্রীড়াদি বিষয়ে কামনা, চাপল্য এবং কাতরতা, এ সমস্তই বাল্যাবস্থার ধর্ম্ম। যেমন হস্তী আলানে বদ্ধ হইলে, বিবিধ অবস্থাপন্ন হয়, তদ্রূপ মানবও বাল্য অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া রোষ, রোদন, দৌরাত্ম্য এবং দৈন্যে জর্জ্জরিত বিবিধ অবস্থা ভোগ করে। শৈশবে যে সব চিন্তা হৃদয় কর্ত্তন করে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, রোগে, বিপদে, এমন কি মৃত্যুতে পর্য্যন্ত সে সকল চিন্তা থাকে না। শৈশবচরিত্র—মরণাধিক দুঃখপ্রদ, সকলেরই অবজ্ঞাত এবং চঞ্চল, তাহার কার্য্যও পশুপক্ষীর কার্য্যের অনুরূপ। ১—৫। বাল্যাবস্থা—অজ্ঞান এবং অজ্ঞানপ্রতিবিম্ব উভয় স্বরূপ * (অথবা প্রতিবিম্বসমন্বিত নিবিড় অজ্ঞানের আশ্রয়), বিবিধ অস্থির সঙ্কল্পে অসার এবং ইহাতে মন বিচ্ছিন্ন-সন্ধুচিত্তের ন্যায় সতত দুঃখিত থাকে, অতএব বাল্যাবস্থা কাহারও সুখাবহ নহে। শৈশবে অজ্ঞান বশতঃ জল অনল এবং বায়ু হইতে প্রচুর ভয়ে পদে পদে যে প্রকার দুঃখ-ভোগ হয়, সেরূপ দুঃখভোগ বিশেষ বিপদেও কোন্ (শৈশবো-ত্তীর্ণ) ব্যক্তির ঘটিয়া থাকে? বালক লীলা ও 'দৌরাত্ম্য' সূচক বিলাসচেষ্টা এবং অভিপ্রায়ে প্রবলরূপে আসক্ত হইয়া অধিক অজ্ঞানের পরিচয় দেয়। শৈশবে নিষ্ফল কার্য্যের জন্যও উদ্যোগ-আড়ম্বর হয়, দুষ্টামি শৈশবের ধর্ম্ম, প্রতিষ্ঠাবর্জ্জিত এবংবিধ শৈশব পুরুষের শাসনদুঃখ-ভোগের জন্যই হয়, শান্তির জন্য নয়। দোষ, দুরন্ত দুরাচার এবং বিষম মনঃকষ্ট—এ সমস্তই, অন্ধকারগর্ত্তে পেচকের ন্যায়, শৈশবাবস্থাতেই অবস্থিত। হে ব্রহ্মন্! যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, বাল্য-অবস্থাকে রম্য মনে করে, সেই চৈতন্য-হীন মূর্খ পুরুষদিগকে ধিক্ থাক। যে অবস্থায় চিত্ত সর্ব্ববিধ ব্যব-হারেই দোদুল্যমান থাকে, জগতের অমঙ্গলাস্পদ সে অবস্থাও কিরূপে সন্তোষকর হইতে পারে? ৬—১২। হে মুনে! সকল প্রাণীরই বাল্যাবস্থায় সকল অবস্থা অপেক্ষা দশগুণ মন চঞ্চল হয়। মন স্বভাবতই চঞ্চল, বাল্যাবস্থাও অত্যন্ত চাপল্যসম্পন্ন, তদুভয়ের সংমিশ্রণজনিত আভ্যন্তরিক কুৎসিত চাপল্য হইতে কে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়? ব্রহ্মন্! কামিনীকটাক্ষ, তড়িৎপুঞ্জ, অনল-শিখাসমূহ এবং ঊর্ম্মিমালা—বালকের মন হইতেই চপলতা শিক্ষা করিয়াছে। শৈশব এবং মন সকল সময়ে সকল কার্য্যেই চঞ্চল। চাঞ্চল্যগুণে শৈশব ও মন ভ্রাতৃযুগলের ন্যায় লক্ষিত হয়। লোকে যেমন ধনীর অনুবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ যাবতীয় দুঃখ, যাবতীয় দোষ এবং যাবতীয় বিষম মনঃপীড়া বালকেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। শিশু যদি প্রতিদিন নূতন নূতন প্রীতিকর সামগ্রী না পায়, তাহা হইলে কালকূটোপম দুঃসহ মনঃক্ষোভে কাতর হইয়া পড়ে। বালক কুক্কুরবৎ অল্পেই বশীভূত হয়, অল্পেই অসন্তুষ্ট হয় এবং অতি অপবিত্র-অবস্থাতেই ক্রীড়া করিয়া থাকে। বর্ষাসিক্ত উত্তপ্ত স্থলী এবং শিশু—উভয়েই সমান; উভয়েই অজস্র বাষ্প (অশ্রু অথচ উষ্মোদ্গাম) মোচন করে, উভয়েই কর্দ্দমাক্ত-কলেবর এবং জড়-প্রকৃতি (অজ্ঞ এবং স্থাবর)। ১৩—২০। ভয়, আহার, চঞ্চল বুদ্ধি, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বস্তুতে অভিলাষ এবং কাতরতা, বাল্যের ধর্ম্ম, শরীর—কেবল দুঃখের জন্যই এতাদৃশ বাল্য অবস্থা ভোগ করে। শিশু দুর্ব্বল, নিজের অভিলষিত বস্তু না পাইলেই তাহার হৃদয়ের তাপ উপস্থিত হয়, হৃদয় উন্মূলিত হওয়ার ন্যায় দুঃখ ভোগ করে, বালকের যত দুঃখ, এত দুঃখ আর কাহারও নাই,, এই সকল দুঃখের মূল 'দুরন্তপণা এবং দারুণতার হেতু বিবিধ চাতুরী। গ্রীষ্ম-উত্তাপে বনস্থলী যেরূপ নিত্য উত্তপ্ত হয়, মনোরথের অনুগামী স্বীয় বেগশালী মন দ্বারা বালকও সেইরূপ নিত্য পরিতপ্ত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়প্রবিষ্ট বালক আলানবদ্ধ গজরাজের ন্যায়, গরল-বিলাস-ভীষণ পরম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ২১—২৫। নানামনোরথময় মিথ্যাকল্পনভূয়িষ্ঠ অসার আশয়ের আস্পদ শৈশব—অত্যন্ত দীর্ঘ দুঃখভোগেরই হেতু। যে অবস্থায় অজ্ঞান বশতঃ ভুবন ভোজন এবং আকাশ হইতে চন্দ্র-আহরণের আশয়ে হৃষ্ট হয়, সেই বাল্য অবস্থা কেমন করিয়া সুখের মূল হইতে পারে? হে মহামতে! বালক আর পক্ষী পার্থক্য কি আছে?—(দেখুন) উভয়েরই অন্তরে জ্ঞান অথচ শীত-রৌদ্র-নিবারণে শক্তি নাই। বালকেরা ভয় পাইলে বা ক্ষুধা হইলে, পক্ষীর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে ইচ্ছাও করিয়া থাকে। শৈশবে অধ্যাপক, মাতা, পিতা, অপরিচিত ব্যক্তি এবং জ্যেষ্ঠবালক হইতে ভয় হইয়া থাকে, অতএব শৈশব ভয়ের মন্দির। হে মহামুনে! যাহাতে সকল দোষের অবস্থা হইতে অন্তঃকরণ মলিন হয়, যাহা অবিবেকরূপী বিলাসী পুরুষের আশ্রয়, তাদৃশ বাল্য-অবস্থা সংসারে কাহারও সন্তোষসাধনে সমর্থ * হয় না। ২৬—৩১।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—অনন্তর পুরুষ, শৈশবের অনর্থ হইতে অব্যাহতি পাইয়া ভ্রমাকুল হৃদয় যৌবনারূঢ় হয়, এই আরো-হণের ফল অধঃপাত। অজ্ঞান যুবা, অনন্তবিলাসময় স্বীয় চপল চিত্তের বিবিধ বৃত্তিবশে এক দুঃখ হইতে অপর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। হৃদয় বিবরে অবস্থিত বিবিধ সম্ভ্রম (ভয়-ভ্রান্তি) হেতু মদন-পিশাচ অক্ষম যুবাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। অঞ্জন যেরূপ বালকদিগকে (নয়নরোগ দূর করিয়া) স্বচ্ছন্দচারী করে, তদ্রূপ অবশ মন রমণীপ্রতিম চঞ্চলস্বভাব চিন্তানিচয়কেও স্বচ্ছন্দগামী

*"প্রতিবিম্বেন সহিতং নিবিড়মজ্ঞানং প্রতিবিম্ববহুলীকৃত-মজ্ঞানমিত্যর্থঃ, তদ্রূপ ইতি বা" টীকাকার বলেন, সম্মুখস্থ প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সুস্পষ্ট নিবিড় অজ্ঞানের আশ্রয়।

* অলং ভবতি সমর্থো ভবতি ইত্যর্থঃ। 'অলম্ অত্যর্থঃ' ইতি টীকা।

করিয়া থাকি * । হে মুনে। যৌবন-দূষিত ব্যসন-হেতু দোষনিচয় কামচিন্তাব্ধি-পরতন্ত্র দুশ্চিন্তাময় যুবাকে নষ্ট করিয়া থাকে। ম। নরকের মুগীভূত, সর্ব্বদা ভ্রান্তিপ্রদ যৌবন যাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারে না, সেই সব লোক আর কাহারও হস্তে নষ্ট হয় না। নানারসময়ী বিচিত্র-বৃত্তান্তনিচয়-পূর্ণা ভীষণা যৌবনারণ্যভূমিকে যে পার হইতে পারিয়াছে, তাহাকে ধীর বলা যায় (রস বিষয়াভিলাষ, এবং জল, যৌবনপক্ষে—বিবিধ বিষয়াভিলাষময়ী, অরণ্যভূমিপক্ষে—দুস্তর জলময়ী, বিচিত্র বৃত্তান্ত—যৌবনপক্ষে—লোভ-কামাদির আশ্চর্য্য বিবরণ, অরণ্যভূমিপক্ষে—চৌর-ব্যাঘ্রাদির বিচিত্র বিবরণ)। ১—৭। নিমেষকালমাত্র উজ্জ্বলদেহ চঞ্চল-ঘন-গর্জ্জনসম্পন্ন সৌদামিনীর ন্যায় প্রকাশমান অমঙ্গলদায়ক যৌবন আমার ভাল লাগে না (নিমেষকালমাত্র উজ্জ্বলদেহ অতি অল্পদিন দেহকে উজ্জ্বল রাখে যে, অথচ ক্ষণকালমাত্র যাহার দেহ উজ্জ্বল। চঞ্চল-ঘন-গর্জ্জনসম্পন্ন—অভিমানাদিসূচক বহু চপল-বাক্য-প্রয়োগ-হেতু অথচ অস্থির-মেঘ-গর্জ্জনসম্পন্ন, ঘন—নিবিড়, বহু এবং মেঘ)। আপাতমধুর মুখরোচক পরিণামতিক্ত দোষাবহ এবং দোষভূষণ—অতএব সুধারাশিসদৃশ যৌবন আমার ভাল লাগে না। যৌবন এবং স্বপ্নে-স্ত্রীসঙ্গ—সমান, উভয়ই অসত্য, কিন্তু সত্যবৎ প্রতীয়মান, এবং আশু প্রতারণায় সমর্থ, এতাদৃশ যৌবন আমার ভাল লাগে না। ক্ষণিক মনোহর যুবতীর পদার্থের শ্রেষ্ঠ এবং সকল পুরুষেরই ক্ষণমাত্র (অল্পকাল) মনোহর যৌবন—গন্ধর্ব্বনগরেরই সদৃশ, উহা আমার ভাল লাগে না। শর-পতন-কালমাত্র (শরাসন-মুক্ত বাণ যতটুকু সময়ের মধ্যে ভূতলে পতিত হয়, ততটুকু সময় অর্থাৎ অতি অল্প সময় সুখজনক, দুঃখপূর্ণ, সতত-হৃদয় দাহ-দোষহেতু যৌবন আমার ভাল লাগে না। বেশ্যাসংসর্গ এবং যৌবন আপাততঃ সুখহেতু, কিন্তু অন্দ্যমান অথচ পরিণামে সত্ত্বহীন, সেই বেশ্যাসংসর্গসদৃশ যৌবন আমার ভাল লাগে না। যে সকল কার্য্য সকলেরই দুঃখহেতু, তৎসমস্তই, প্রলয়কালে প্রবল উপদ্রবের ন্যায় যৌবনে অধিষ্ঠিত। ৮—১৪। ভ্রমান্ধকারকারিণী যৌবনবিজৃম্ভিত-অজ্ঞানরূপিণী রজনী-সকাশে ভৈরবাকৃতি ভগবানও বুঝি ভীত হইয়া থাকেন। যৌবনমোহ যে আত্যন্তিক ভ্রম প্রদান করে, তাহাতে সদাচার-বিস্মরণ এবং বুদ্ধিহীনতা উপস্থিত হয়। তরু যেমন দাবানলে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ লোকেও যৌবনে রমণী-বিরহ সম্ভূত হৃদয় দুঃসহ অনলে দগ্ধ হইয়া থাকে। বুদ্ধি সুনির্ম্মলা, বিস্তৃতা এবং বিশুদ্ধহেতু হইলেও, বর্ষাকালে নদীর ন্যায়, যৌবনে মলিনভাব প্রাপ্ত হয়। ঘনকল্লোলমালিনী ভয়ঙ্করী নদী লঙ্ঘন করিতে পারা যায়, কিন্তু যৌবনচপলা চিত্তচাঞ্চল্যকারিণী তৃষ্ণা অতিক্রম ‡ করিতে পারা যায় না। 'আহা। সেই কান্তা, সেই পীন-স্তন-যুগল, সেই সব বিলাস, সেই মুখ—এই সব চিন্তায় পুরুষ যৌবনে জর জর হয়। যে যুবা পুরুষের তৃষ্ণাপীড়া অস্থায়ী, সাধুগণ (জীর্ণ তৃণ অপেক্ষা নবতৃণের প্রশংসার ন্যায় বরং) তাহার প্রশংসা করেন, কিন্তু তৃষ্ণা-পীড়া যাহাকে ছেদন করিয়াছে, তাহাকে গলিত তৃণের ন্যায় জ্ঞান করত (একেবারেই) প্রশংসা করেন না *। দোষরূপ-মুক্তাসম্পন্ন অভিমান-প্রাচুর্য্যে মত্ত গজরাজসদৃশ অবিবেকী পুরুষের যৌবনই অধঃপাত হেতু সতত বন্ধন স্তম্ভ। ১৫—২২। হায়। যৌবনই অন্তর্দাহজনিত বিশুষ্কতা ও রোদনরূপী তরুরাজির অরণ্য, মনই এই তরুরাজির বিশাল মূল এবং দোষরূপ ভুজগ বলী তাহাতে অবস্থিত। যৌবনকে দুশ্চিন্তারূপী মধুকরকুলের অরবিন্দ বলিয়া জানিবে, সুখলব—মকরন্দ, অনুরাগাদি—কেশর এবং বিবিধ অলীক বিকল্পই উহার দলশ্রেণী। নবযৌবন—পাপপুণ্যরূপ অসার পঙ্কসম্পন্ন হৃদয়-সরোবর-তীরবিহারী আধিব্যাধিরূপ বিহঙ্গকুলের আশ্রয়। নবযৌবন, জড়রূপী (অজ্ঞানময় অথচ জলময়) বিরাজমান অসংখ্য বিকল্প-মহাতরঙ্গের কূলপ্লাবী সমুদ্র। রজঃপটল উদ্ধৃত করিয়া তমোজালবিস্তারে সমর্থ প্রচণ্ড সমীরণ যেমন ঊর্ণনাভ-তন্তুজালের অস্তিত্ব-বিলোপ-সাধনে কুশল, রজোগুণ ও তমোগুণ বৃদ্ধির হেতু বিষম যৌবনকালও প্রযত্নসম্পাদিত সদ্গুণ-সমূহের অস্তিত্ববিনাশে সেইরূপ দক্ষ। ২৩—২৭। ইতস্ততঃ-পরিচালিত ইন্দ্রিয়রূপ আবর্জ্জনার সংসর্গে দুঃসহ রুক্ষ যৌবন-ধূলিরাশি, লোকের বদনমণ্ডলে পাণ্ডুবর্ণ সম্পাদন করত উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। পাপ-সম্পদের বিলাস-হেতু-মানবগণের যৌবনোল্লাস—দোষাবলী উদ্বোধন এবং গুণাবলী উন্মূলন করিয়া থাকে। এই নবযৌবনরূপী চন্দ্র—শরীরসরোজ-পরাগলোলুপা মতিরূপিণী মধুকরীকে (মুকুলিত-সরোজগর্ভে) নিবদ্ধ করিয়া বিমোহিত করিয়া থাকে। শরীররূপ ক্ষুদ্র নিকুঞ্জে উদ্ভূত রমণীয় যৌবন-কুসুমমঞ্জরী উন্নতিলাভ করিয়া মানসভৃঙ্গকে সঙ্গমাত্রেই মোহিত করিয়া থাকে। মনোরূপ মৃগযূথ—শরীররূপ মরুভূমি হইতে কামতাপসংসর্গে উদ্ভূত যৌবনমরীচিকার প্রতি (দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য ভাবে) ধাবমান হইয়া বিষয়গর্ত্তে নিপতিত হয়। যৌবন—শরীরযামিনীর চন্দ্রিকা, হৃদয়সিংহের জটাকলাপ এবং জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গ, ইহাতে আমার সন্তোষ নাই। এই যে যৌবনরূপ শরৎকাল, ইহা কয়েক দিনের জন্য দেহজঙ্গলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে অতএব এই নশ্বর যৌবনে আশ্বস্ত হওয়া উচিত নয়। ২৮—৩৪। যেমন (বিশেষ সাধনা-বশে প্রাপ্ত) চিন্তামণি ক্ষণ কালমধ্যে মন্দভাগ্য ব্যক্তির হস্তভ্রষ্ট হয়, সেইরূপ যৌবন বিহঙ্গ অতি অল্পকালের মধ্যেই শরীর হইতে উড়িয়া যায়। যৌবন যে যে সময়ে পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, সেই সেই সময়ে যুবার কেবল অধঃপাতের জন্যই সন্তাপসঙ্কুল কামের প্রাবল্য হইয়া থাকে। যাবৎ সমস্ত যৌবনযামিনীর অবসান না হয়, তাবৎকালই রাগদ্বেষ-রূপী পিশাচবৃন্দের প্রাবল্য থাকে। নানা-উপসর্গবহুল ক্ষণ-বিনাশী অসার যৌবনের প্রতি, মুমূর্ষু পুত্রের ন্যায়, করুণাপ্রদর্শন কর্ত্তব্য। যে পুরুষ ক্ষণভঙ্গুর যৌবনে মহামুগ্ধ হইয়া অজ্ঞান-বশতঃ হৃষ্ট হয়, তাহার নাম নর-পশু। যে ব্যক্তি অভিমান-মোহে আচ্ছন্ন হইয়া মদমত্ত যৌবন অভিলাষ করে, সেই দুর্ম্মতি অচিরকাল মধ্যেই অনুতপ্ত হইয়া থাকে। হে সাধো। যাঁহারা যৌবনসঙ্কট অনায়াসে পার হইয়াছেন, তাঁহারা পূজ্য, তাঁহারা মহাত্মা এবং তাঁহারাই পৃথিবীতে পুরুষ। প্রবল-মকরনিকর-পরিপূর্ণ সাগরও সুখে পার

* টীকাকার বলেন, "সিদ্ধাঞ্জন করতলে অর্পণ করিলে ভূগর্ভস্থ নিধি দর্শনে সামর্থ্যরূপ স্বচ্ছন্দচারিতা নয়নপ্রভাব হয়।"

‡ টীকাকার বলেন, "ভোগ তৃষ্ণা দ্বারা অন্তঃকরণ বিকারবিধায়িনী যৌবনচপলা তি স্বরূপি অতিক্রম"।

* টীকাকার বলেন, "সাধুগণ চপলতৃষ্ণার্ত্ত যুবা পুরুষকে ছিন্ন জীর্ণ তৃণের ন্যায় কেবল যে সম্মান করেন না, তা নয়, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকেন" ইহাই শ্লোকার্থ।

হওয়া যায়, কিন্তু অনুরাগাদি-কল্লোলবল-স্ফীত দোষসম্পন্ন কদর্য্য যৌবন উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। হে মুনিবর! বিনয়ভূষিত, সাধুজন-শান্তিভূমি, করুণোজ্জ্বল গুণপরিবৃত যে যৌবন, তাহা সুযৌবন, ইহ জগতে সেরূপ সুযৌবন আকাশ-কাননের আকাশ-কুসুম, (আকাশ-কানন একজাতীয়) ন্যায় দুর্লভ। ৩৫—৪৩।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—শিরাকঙ্কাল-গ্রন্থিশালিনী মাংস পুত্তলী রমণীর যন্ত্রবৎ চঞ্চল অঙ্গসমূহে প্রকৃতপক্ষে শোভার সামগ্রী কি আছে? হে জীব! কুরঙ্গনয়নার (খঞ্জনগঞ্জন) লোচন—ত্বক্, মাংস, রক্ত এবং বাষ্পজল বিশ্লেষ করিয়া দেখ,—রমণীয় হয় ত আসক্ত হইও, নতুবা বৃথা মুগ্ধ হও কেন? এখানে কেশ ওখানে শোণিত,—এই সব লইয়াই ত প্রমদার কলেবর, মহামতি ব্যক্তি এই নিন্দিত নারীদেহ লইয়া কি করিবেন? অহো! যে সব অঙ্গ বস্ত্র-অনুলেপন দ্বারা বারংবার লালিত হইয়া থাকে, প্রাণী মাত্রেরই সেই সকল অবয়ব—শৃগাল প্রভৃতি মাংসাশী জীব উদরসাৎ করে। যে পয়োধরে, সুমেরুশিখরভূমি-সঞ্চারিণী মন্দাকিনী-জলধারার ন্যায়, মুক্তহারের অপূর্ব্বশোভা নয়ন-গোচর হইয়া থাকে, কালে, সারমেয়গণ রমণীর সেই রমণীয় পয়োধর, শ্মশানের একপ্রান্তে, ক্ষুদ্র অন্নপিণ্ডের ন্যায় রুচিপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়া থাকে। ১—৬। যেমন অরণ্যচর উষ্ট্রের অবয়ব—অস্থি-মাংস-শোণিতে সংগঠিত কামিনীরও তদ্রূপ, তবে এহেন কামিনীর প্রতি এত আগ্রহ কেন? মুনিবর! (পরিণাম) রমণীয়তা না থাকিলেও) রমণীর আপাত রমণীয়তাই কেবল স্থিরীকৃত আছে; কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, আপাতরমণীয়তাও রমণীতে নাই, তাহাও ভ্রম-প্রযুক্তমাত্র। মদিরা এবং মদির-নয়নায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, কেননা, মদনমত্ততা বা মত্ততা সম্পাদন দ্বারা বিপুল উল্লাস ও চিত্তবিকার * উৎপাদন উভয়েরই কার্য্য। হে মুনিবর! ললনারূপ বন্ধনস্তম্ভে বদ্ধ হইয়া সুসুপ্ত মানবরূপী হস্তীবৃন্দ, শমরূপী দৃঢ় অঙ্কুশের তাড়নাতেও প্রবুদ্ধ হয় না। ৭—১০। কজ্জল-কুন্তলশালিনী প্রিয়দর্শনা দুঃসহা দুষ্কৃতি-অনল-শিখারূপিণী রমণীজাতি পুরুষকে তৃণবৎ দগ্ধ করিয়া থাকে, দীর্ঘকাষ্ঠ দূরপ্রজ্বলিত অনলেরও ইন্ধন হয়, সরস থাকিলেও নীরস হইয়া যায় এবং দেখিতে সুন্দর হইলেও ক্রমে দগ্ধ হইয়া দারুণ অঙ্গার-আকারে পরিণত হয়, এইরূপ কামিনীকুলও অতিদূরপ্রজ্বলিত নরকানলের ইন্ধনস্বরূপ, তাহা দেখিতে সরস হইলেও প্রকৃত পক্ষে নীরস (অসার), সেই ইন্ধন আপাততঃ মনোরম হইলেও পরিণাম দারুণ (সংসারযন্ত্রণার মূল)। কবরীভারসদৃশ বিপুল অন্ধকার, চঞ্চলনয়নসদৃশ গতিশীল নক্ষত্র-পুঞ্জ, বদনস্থলীয় পূর্ণ শশধর, কুসুমনিকরের প্রকাশ, পুরুষের লীলাবিনোদন এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিলোপন—হেমন্তযামিনীর আয়ত্ত। আর সেই অন্ধকারসদৃশ বিপুল কবরীভার, সেই নক্ষত্রসদৃশ চঞ্চল-তারক নয়ন, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বদন, কুসুমকোমল হাস্য, পুরুষের লীলাবিনোদন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিলোপসাধন—রমণীরও আয়ত্ত। এবংবিধা কামিনীরূপিণী হেমন্তবিভাবরী (কামান্ধতা এবং সুষুপ্তি দ্বারা) জ্ঞানহরণে পরমনিপুণা। কুসুমকমনীয়মধুরা কর-কিশলয়-শোভিতা ভ্রমরসন্নিভ-নয়নবিভ্রমশালিনী স্তবকাকৃতিপয়োধরবিরাজিত। পুষ্পকেশরসন্নিভ গৌরাঙ্গী পুরুষনাশনপটীয়সী সংমত্তিনী, উন্মত্ত ভোক্তৃবৃন্দকে, কুসুমকমনীয়মধুরা করসদৃশকিশলয় শোভিতা নয়ন-বিভ্রমসন্নিভ ভ্রমর শালিনী স্তনপ্রতিম-স্তবকবিনম্রা পুষ্পকেশরগৌরী নরবধকারিণী বিষলতার ন্যায়, চেতনাহীন করিয়া ফেলে। ১১—১৬ ভল্লুক-রমণী যেরূপ পন্নগদলনে উৎকণ্ঠিতা হইয়া শ্বাস আকর্ষণ যোগে গর্ত্ত হইতে সর্পকে আপনার আয়ত্ত করে, তদ্রূপ কামিনী লম্পট-দলনে (সর্ব্বস্বহরণে) উৎকণ্ঠিতা হইয়া অলীক আদর-গৌরবের আভান মাত্রে সেই লম্পট জীবকে নিজের আয়ত্ত করিয়া থাকে। মদন নামক কিরাত রমণীদিগকে মুগ্ধচিত্ত মানব বিহঙ্গ কুলের বন্ধন-বাগুরারূপে বিস্তারকরিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মন্! মনোরূপ মত্তহস্তী, ললনারূপী বিপুল বন্ধনস্তম্ভে রতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, মূকবৎ অবস্থান করিয়া থাকে। পুরুষগণ সংসার-পল্বলের মৎস্য, চিত্তরূপ কর্দ্দম তাহাদিগের বিহার-ক্ষেত্র, দুষ্ট বাসনা সেই মৎস্য-সংগ্রহের বড়িশসূত্র এবং রমণীগণ সেই বড়িশাগত পিষ্টক-পিণ্ড (পিটুলির টোপ)। যেমন তুরঙ্গগণের মন্দুরা, হস্তিবৃন্দের আলান এবং সর্পকুলের মন্ত্রই বন্ধনের উপযোগী, তদ্রূপ পুরুষগণের কামিনীকুলই বন্ধন-হেতু। হে মুনিবর! নানারসসম্পন্না এই বিচিত্রা ভোগভূমি রমণীর আশ্রয় পাইয়াই সংসারে বদ্ধমূল হইয়াছে। রমণী সর্ব্ববিধ দোষরত্নাকরের উৎকৃষ্ট সমুদ্গক (কৌটা), এবং দুঃখস্থিরীকরণে শৃঙ্খলা, এহেন রমণীতে আমার প্রয়োজন নাই। স্তন বল, চক্ষু বল, নিতম্ব বল, ভ্রূ বল,—কেবল মাংসই ত সকলের সার।—তা, এমন অপদার্থ লইয়া আমি কি করিব? ১৭—২৪। ব্রহ্মন্! কামিনী কতিপয় দিবসের মধ্যেই—এখানে মাংস, ওখানে রক্ত, ঐখানে অস্থি—এইরূপ বিশীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে তাত! পুরুষনামধারী স্থূলদর্শী মানবগণ, যাহাদিগকে প্রিয়াবোধে লালন করিয়াছে মুনিবর! সে কামিনীগণের করচরণাদি অবয়ব সকল শ্মশানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাহারা মহানিদ্রায় শয়ান। প্রিয়তম কামিনীর যে কমনীয় বদনমণ্ডলে পরম প্রেমে পত্রাবলী রচনা করিয়াছিল, আজ, তাহা জঙ্গলে বিলুপ্ত হইতেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই কামিনীর কুন্তলভার শ্মশানপাদপে চামরচিত্র অর্পণ করে, আর কঙ্কালমালা ভূতলে তারকাপুঞ্জের শোভা প্রকাশ করে। ধূলিপটল এবং শৃগাল প্রভৃতি বিবিধ মাংসাশী জীবগণ শোণিত শোষণ করে, শৃগালে চর্ম্ম চর্ব্বণ করে এবং প্রাণবায়ু আকাশে উড়িয়া যায়। ২৫—২৯ আমি যেরূপ বলিলাম, ললনাকুলের অবয়বের অবস্থা অচিরকালমধ্যেই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে (জীবগণ) ভ্রমের বশবর্ত্তী হও কেন? পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের মেলনে যে একটা আকার হয়, তাহারই নাম কামিনী (কামিনী একটা অসামান্য বস্তু নয়), বুদ্ধিমান্ লোক, অনুরাগ বশে সেই কামিনীতে কি জন্য আসক্ত হইবে? শাখা-প্রশাখা-জটিলা দুঃখস্বরূপ-কটু-অম্লফলসম্পন্না কান্তাবিষয়িণী চিন্তা,—শাখা-প্রশাখা জটিলা কটুরসযুক্ত অপরিপক্ব-ফলে এবং অম্লরসযুক্ত শুষ্ক-ফলে ভূষিতা দুগোলা নাম্নী বনলতার ন্যায়, অভ্যন্তবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতি কামনাপরতন্ত্র চিত্ত, যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায়, দিগ্‌ভ্রান্ত

* "বিপুল উল্লাস প্রদান ও বিকারসম্বন্ধে উভয়েরই ধর্ম্ম। বিকার অর্থে—গুড়ত্বগুলাদিবিকার এবং কলহাদিবিকার" ইহা টীকার মত।

ভাবে আকুল হইয়া অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। সংসারে তরুণীর প্রতি আসক্ত যুবা পুরুষ বিন্ধ্য শৈলের গর্ত্তে করিণী-লোলুপ করীর ন্যায়, আবদ্ধ হইয়া অতীব শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। যাহার রমণী আছে, তাহারই ভোগকামনা আছে, রমণী-বর্জ্জিতের ভোগস্থান কোথায়? অতএব রমণীত্যাগ কর্ত্তব্য, কিন্তু রমণী ত্যাগ করিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়, জগৎ পরিত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। হে ব্রহ্মন্! আপাতমাত্রে রমণীয় ভ্রমরপক্ষের ন্যায় চঞ্চল অতি দুরতিক্রম ভোগে আমি জরা রোগ ও মরণাদির ভয়ে আসক্ত হই না, পরন্তু শান্তিগুণাবলম্বী হইয়া প্রযত্নসহকারে পরম পদ প্রাপ্ত হইব (এইরূপ আশা)। ৩০—৩৬।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন, যৌবন অপূর্ণমনোরথ বালককে বলপূর্ব্বকই পান করিয়া থাকে, পরে জরা আবার যৌবনকে পান করে,—দেখুন একবার পরস্পরের কর্কশ ব্যবহার! যেমন তুষাররূপী বজ্র পঙ্কজের বিনাশ সাধন করে, যেমন প্রবলবায়ু শরতের বৃষ্টি * অপনীত করে এবং যেমন কূলঙ্কষা নদী তীরস্থ পাদপকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ জরা শরীরের বিনাশ সম্পাদন করিয়া থাকে। কাল-চটকণাসদৃশী জরা লোকের সর্ব্বাঙ্গ জরজর করিয়া 'কিন্তুত-কিমাকার' করিয়া ফেলে। তাহাতেই বোধ হয়, জরা নিজেও অতি জীর্ণ-দেহা। কামিনীগণ জরাজীর্ণ-কলেবর যাবতীয় পুরুষকেই শিথিল ও সঙ্কুচিত-দেহ বলিয়া গর্দ্দভের ন্যায় (ঘৃণার চক্ষে) অবলোকন করিয়া থাকে †। মানব, অবলীলা-ক্রমে দৈন্য-প্রদায়িনী জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বুদ্ধি সপত্নী-তাড়িতা সীমন্তিনীর ন্যায়, পলায়ন করিয়া থাকে। ১—৭। স্ত্রী-পুত্র, সুহৃদ্-বান্ধব, দাস-দাসী—সকলেই জরা-কম্পিত পুরুষকে হীন-উন্মত্তবোধে উপহাস করিয়া থাকে। গৃধ্র যেমন অতি দীর্ঘ বনস্পতি আশ্রয় করে তদ্রূপ লোভ আসিয়া দুর্দ্দর্শ নির্গুণ পরাক্রম-হীন কাতর জীর্ণ বৃদ্ধকে অবলম্বন করিয়া থাকে। হৃদয়তাপপ্রদায়িনী দৈন্যদোষময়ী সর্ব্ববিধ বিপদের প্রধান সহচরী কামনা বার্দ্ধক্য-সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "আমি করিব কি—পরকালে যে প্রতীকারের অযোগ্য দারুণ কষ্ট"—‡ বৃদ্ধাবস্থায় এই ভয় বাড়িয়া থাকে। "আমি ক্ষুদ্র। কি করি—কেমন করিয়াই বা করি। চুপ করিয়াই থাকা ভাল"—বৃদ্ধাবস্থায় এইরূপ নিরুৎসাহ-কাতরতা উপস্থিত হয়। "কেমন করিয়া, কবে এবং কিরূপ স্বাদুভোজন আমার জুটিবে" এইরূপ অজস্র চিন্তাজ্বর বৃদ্ধাবস্থায় মানুষের মন দগ্ধ করিয়া থাকে। অত্যন্ত স্পৃহা হয়, কিন্তু উল্লাসসহকারে উপভোগ করিতে শক্তি হয় না, বৃদ্ধাবস্থায় এইরূপ শক্তির অভাবে নিশ্চয়ই হৃদয় দগ্ধ হইয়া থাকে। হে মুনে! শরীররূপ বৃক্ষশিখরে অবস্থিতা কায়ক্লেশদায়িনী অপকারিণী জরারূপিণী জীর্ণা বক-বনিতা, রোগভুজঙ্গে আক্রান্ত হইয়া, যখন কাতরধ্বনি করিতে থাকে, প্রবল-মূর্চ্ছা-তিমিরপ্রয়াসী মরণরূপী পেচক সেই সময়ে কোথা হইতে আসিয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ৮—১৪। সায়ংসন্ধ্যা উপস্থিত দেখিলেই অন্ধকার পশ্চাদ্ধাবিত হয়, আর শরীরে জরা উপস্থিত দেখিলেই মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়। মুনে! মরণ-রূপী বানর, শরীর-বনস্পতিকে জরাকুসুমিত অবলোকন করিলেই, সবেগে তাহাতে আপতিত হয়। জনশূন্য নগর, লতাবিযুক্ত পাদপ এবং অনাবৃষ্টিদগ্ধ দেশ শোভা পায়, কিন্তু জরাজীর্ণ শরীর শোভা পায় না। যেরূপ কূজনকারিণী গৃধ্রী ক্ষণমধ্যে উদরস্থ করিবার জন্যই সবেগে আমিষ গ্রহণ করে, তদ্রূপ কাসনিস্বন-বিধায়িনী জরা ক্ষণমধ্যে গ্রাস করিবার জন্যই সবেগে নরদেহ আয়ত্ত করিয়া থাকে। যেমন বালিকা কুমুদকুসুম দর্শনমাত্রেই ঔৎসুক্য সহকারে ক্ষণকাল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পরে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ জরা দৃষ্টিমাত্রে যেন উৎকণ্ঠিত চিত্তেই ক্ষণকাল শিরোদেশ আশ্রয় করিয়া অবশেষে সমগ্র দেহ জর্জ্জরিত করিয়া দেয়। যেমন ধূলি-মলিন প্রবল প্রভঞ্জনে শরীর শিহরিয়া উঠে, জর্জ্জর তরুপল্লব নিপতিত হয়, তদ্রূপ ধূলিসন্নিভ রুক্ষভাবপ্রসূতি জরা উপস্থিত হইলে শরীর শিহরিতে থাকে এবং জর্জ্জরীভূত শরীর নিপতিত হইয়া যায়। ১৫—২০। জরাগ্রস্ত জীর্ণ-শীর্ণ দেহ, হিমানীসিক্ত মৃদু কমলের ন্যায়, প্রকাশ পাইয়া থাকে। জরারূপিণী কৌমুদী শিরো-ভাগরূপ পর্ব্বতপৃষ্ঠে উদিত হইয়া বাতরোগ ও কাসরোগরূপা কুমুদিনীকে উদ্যোগ-সহকারে বিকসিত করিয়া থাকে। 'মস্তকরূপী কুষ্মাণ্ড জরারূপ ক্ষারযোগে ধূসরিত, সুতরাং পরিপক্ক হইয়াছে—কালরূপী প্রভু ইহা দেখিলে ভোজন করিয়া থাকেন। জরারূপিণী জাহ্নবী সত্বর প্রবহমাণ আয়ুঃস্রোতে শরীররূপী তীরবনস্পতির মূল উদ্যম সহকারে ছেদন করিয়া ফেলেন। উদ্ধত জরা-বিড়ালী যৌবন-মূষিককে ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং শরীর-আমিষের লোভে অধিক উল্লাসিত হইয়া থাকে। জরা—শরীর-জঙ্গলের শৃগালী, তাহার বিকট শব্দ, জগতে এরূপ অশুভ-হেতু আর কিছুই নাই। ২১—২৬। যাহাতে এই জরাজ্বালা জ্বলিতে থাকে, সে ত নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়া যায়, কাস-শ্বাস এই জ্বালার শীৎকার (সোঁ-সোঁ শব্দ) দুঃখই ইহার ধূমান্ধকার। হে তাত! মানবগণের কৃশদেহ পুষ্পভারাবনতা লতিকার ন্যায়, অবয়বরূপী পল্লবে পুষ্পশুভ্র কান্তি বহন করত জরা-প্রভাবে ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে। জরারূপ কর্পূর দ্বারা ধবলীকৃত শরীররূপী কর্পূরতরুকে মৃত্যুরূপ মাতঙ্গ ক্ষণমধ্যেই উৎপাটিত করিয়া থাকে। মুনিবর! মরণই রাজা, তাহার আগমন-সময়ে যে আধিব্যাধি-সেনা অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়, জরা তাহাদেরই শুভ্র চামর। হে মুনিবর! দেখুন, যাহারা গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট থাকে, রিপুগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে না, কিন্তু জরারূপিণী জীর্ণ-রাক্ষসী তাহাদিগকেও অচিরে জয় করিয়া থাকে। জরারূপ শিশিরনিকরে পরিপূর্ণ শরীররূপ গুহাভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়রূপী শিশুগণ অল্পমাত্র স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয় না। ২৭—৩২। জরারূপিণী রমণী উত্তম নৃত্য করিয়া থাকে, দণ্ডাত্মক সঙ্গীতের তৃতীয় চরণে নর্ত্তকীর যেমন পুনঃপুনঃ চরণক্ষেপে উচ্চ নীচ হইতে হয়, সেরূপ ইহারও যষ্টিরূপ তৃতীয় পদের অবলম্বনে স্খলিত হইতে হয়, (আর বাদ্যেরও অভাব নাই, কেননা) কাস ও বাতকর্ম্মই ইহার মুরজ।

* টীকাকার বলেন, 'তৃণের অগ্রভাগস্থিত জলবিন্দু সংহার করে।'

† টীকাকার বলেন, 'শিথিল লম্বদেহ বলিয়া উষ্ট্রের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে, অবলোকন করিয়া থাকে।'

‡ 'হায় আমি কি করিব। পরকালে যে প্রতীকারহীন দারুণ-অবস্থা'— টীকার মত।

[বাদ্য। সংসার-রাজের ব্যবহার্য্য গন্ধমন্দিরে (বিষয়ভোগস্থান অথচ চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের অনুলেপন-গৃহ) দেহ-যষ্টির শিরোভাগে চামরের শুভ্রতাই জরা নামে প্রকাশ পাইতেছে। মুনিবর। জরারূপী শশধরের উদয়ে শরীরনগরী শুভ্রবর্ণ ধারণ করিলে (জীবনাশা-সরোবরে) মরণরূপ কৈরব-কুসুম ক্ষণমধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। জরারূপ সুধাবিলেপন দ্বারা শুভ্রীকৃত শরীররূপ অন্তঃপুরাভ্যন্তরে অশক্তি, পীড়া এবং বিপত্তি নাম্নী অঙ্গনাগণ সুখে অবস্থান করে। হে মুনিবর। যে চতুর্ব্বিধ জীব-দেহে জরা অগ্রসর হয় এবং পশ্চাৎ মৃত্যু আসিয়া জয় লাভ করে,* তন্মধ্যে অন্যতম এই শরীরে—আমি মূঢ়মতি—আমারও ত স্থিতি যথার্থ হয় না। হে তাত! জরাগ্রস্ত হইয়াও বাঁচিতে হইবে জীবনের প্রতি এত অনুচিত-আগ্রহ কেন? জগতে জরাকে পরাজয় করিতেও কেহ পারেনা এবং এই অজেয়া জরা সকল কামনাকেই অপূর্ণ করিয়া রাখে। ৩৩—৩৮।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন, ভ্রান্তকল্পনামূলক বহুতর বাক্যপ্রয়োগে নিপুণ অল্পবুদ্ধি (অতত্ত্বদর্শী) ব্যক্তিগণ রাগ-দ্বেষাদির বিজৃম্ভণে সন্দেহকুহরে বহুল ভ্রমের অবতারণা করিয়া থাকে। এইরূপ বিষয়-জালপঞ্জরে সজ্জনের কিরূপে আস্থা হইতে পারে? বালকগণই দর্পণপ্রতিবিম্বিত-ফলভোজনে অভিলাষী হয়। ঈদৃশ সংসারেও যাহাদের অসার সুখভাবনা হয়,—মূষিক যেমন নিঃশেষরূপে ঊর্ণনাভ-তন্তু ছেদন করে,—তদ্রূপ কাল তাহাদিগকেও ছেদন করিয়া থাকে। জগতে উৎপন্ন এমন বস্তু নাই, যাহা—স্ফীত সমুদ্র যেমন বাড়বানলের কবলে পতিত হয়, তদ্রূপ—সর্ব্বগ্রাসী কালের করালগ্রাসে পতিত না হয়। কাল—ভীষণ, কাল—মহেশ্বর, সর্ব্ব-সাধারণভাবে তিনি সমগ্র দৃশ্যবস্তুর অস্তিত্বগ্রাসে উদ্যত। ১—৫। অনন্ত-বিশ্বগ্রাসী বিশ্বরূপ কালদেব প্রধান ব্যক্তিগণেরও ক্ষণমাত্র অপেক্ষা রাখেন না। কালের রূপ ও আত্মা লক্ষ্যের অগোচর, যুগ, বৎসর, কল্পাদি নামক ঔপাধিক-রূপে আংশিক প্রকট হইয়া বিশ্ব অধিকারপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। যাহা যাহা রম্য পদার্থ, যে সব বস্তুর গঠনপ্রণালী দৃঢ় এবং যে সব পদার্থ সুমেরুবৎ বা সুমেরুর অপেক্ষাও সারবান্, গরুড়-কবলিত পন্নগাবলীর ন্যায়, তাহারাও কাল-কবলিত হইয়া থাকে। নির্দ্দয়, কঠিন, ক্রূর, পরুষভাষী, কৃপণ এবং অন্যান্য কারণে অপকৃষ্ট এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে কালগ্রাসে পতিত না হয়। গ্রাস করিতেই কালের একান্ত ইচ্ছা, এক বস্তু গ্রাস করিবার সময়েও অন্য বস্তু ভোজন তিনি করিয়া থাকেন, অনন্ত-লোকসমূহ-ভোজনেও এই বহুভোজীর তৃপ্তিলাভ হয় না। ৬—১০। কাল, নটের ন্যায়, হরণ, অপায়, সৃষ্টি, গ্রাস এবং সংহার দ্বারা সংসারনৃত্য নানারূপে করিয়া থাকেন। যেমন শুক পক্ষী, অসার আবরণে আবৃত বীজপূর্ণ দাড়িম্বফল বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ কাল জগতে যথাবিভাগে অবস্থিত, অসদ্ভাবনে আবদ্ধ, প্রাণিরূপ বীজ সকল বিদীর্ণ করিয়া থাকে*। কাল হস্তিস্বরূপে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, অতিমাত্রস্ফীত জনসমূহের জীবাত্মারূপী মহারণ্যে তাহার আশ্রয়, শুভ এবং অশুভ কর্ম্মফলই তাহার দন্তদ্বয়, প্রাণিরূপ পল্লবসমূহ কালগম্ভীর দশনচূর্ণনে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডরূপ যে মহাবৃক্ষ আছে তাহার মূল ব্রহ্মা, স্কন্ধ দেবতাগণ, ব্রহ্মরূপ বিশাল অরণ্য তাদৃশ বৃক্ষের আশ্রয়, কাল এই অরণ্যকে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই কালপুরুষ, রজনীরূপ মধুকরে পূর্ণ, দিবসরূপ-মঞ্জরী-বিরাজিত, বৎসর কল্প এবং কলা প্রভৃতিরূপ পত্রিকাবলী অনবরত রচনা করিয়াও কখনই খেদযুক্ত হইতেছেন না। ১১—১৫। হে মুনে! ধূর্ত্তচূড়ামণি কাল একমূর্ত্তিতে ভগ্ন হইলেও অন্যমূর্ত্তিতে ভগ্ন হয় না; একমূর্ত্তিতে দগ্ধ হইলেও অন্যমূর্ত্তিতে অদাহ্য এবং একমূর্ত্তিতে দৃশ্য হইলেও অন্যমূর্ত্তিতে অদৃশ্য। (একমূর্ত্তি-অর্থে কার্য্যমূর্ত্তি—ঘটপটাদি। অন্যমূর্ত্তি-অর্থে কারণমূর্ত্তি-মহাকাশ)। সুবিস্তৃত কাল, মনঃ-কল্পিত রাজ্যের ন্যায়, নিমেষমাত্রে কোন বস্তুকে উত্তমরূপে গঠন করিয়া থাকেন এবং কোন বস্তুকে একবারে অধঃপতিত করিয়া থাকেন। কাল, শরীর নামক দ্রব্যের সহিত অভেদভাবপ্রাপ্ত জীবকে দুর্ব্বিলাস-বাসিনী কষ্টপালিকা যুগান্তরূপ চেষ্টা দ্বারা বারংবার স্বর্গ-নরকে সম্মিলিত করেন। কাল আত্মস্ফুরিতাগুণে তৃণ, পত্র, ধূলি, ইন্দ্র সুমেরু এবং সমুদ্রকেও উদরসাৎ করিতে উদ্যত। ক্রূরতা, লোভ, সর্ব্ববিধ দুর্ভাগ্য ও দুঃসহ চপলতা—সমুদয়ই কালে অবস্থিত ১৬—২০। যেমন কোন বালক আপন (স্বীয়) কন্দুকবৃন্দ নিক্ষেপণ-উৎক্ষেপণপূর্ব্বক ক্রীড়া করে, সেইরূপ কালও গগনমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্যকে প্রেরণ (উদয় অস্ত) করত ক্রীড়া করিতেছেন। এই কাল কল্পান্তে সমুদয় প্রাণি-বিভাগ বিনাশ করত তাহাদের ভূতপঞ্চকময় অস্থিমালায় আপাদ-মস্তক বেষ্টিত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। কালের চরিত্র (কার্য্য) অনিবার্য্য। প্রলয়কালে ইহারই অঙ্গনিঃসৃত মহাবায়ু সুমেরু পর্ব্বতকেও ভূর্জ্জপত্রের ন্যায়, শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেয়। এই কাল কখন রুদ্র, কখন এক ইন্দ্র, কখন অন্য ইন্দ্র, কখন কুবের আবার কখন কিছুই নহেন অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার রূপ থাকে না। যদ্রূপ সমুদ্র স্বীয় শরীরে এক তরঙ্গমালা ধারণ করতই অন্য তরঙ্গমালার উৎপাদন ও সংহার করে, তদ্রূপ কালও আপনাতে এক সৃষ্টিপ্রবাহ ধারণ করত অন্য সৃষ্টিপ্রবাহের উৎপাদন ও সংহার নিরন্তর করিয়া থাকেন। কাল মহাকল্পরূপ বৃক্ষ হইতে দেবতা ও অসুররূপ পক্ব-ফলসমূহ পাতিত করিয়া থাকেন ২১—২৬। ব্রহ্মন্। পতনশীল উড়ুম্বরফল অসংখ্যব্রহ্মাণ্ড প্রাণী সকল তন্মধ্যস্থিত মশক, তাহারা কিছুকাল ঘুং ঘুং করিয়া থাকে, কাল এই উড়ুম্বর-ফলের প্রসব-পাদপ। মুনিবর। ব্রহ্ম—চন্দ্রিকা জগতের সত্তা—কুমুদিনী, সেই চন্দ্রিকার সন্নিধান বশতঃ পরিস্ফুট সত্তা-কুমুদিনীর সাহায্যে কাল স্বীয় অদ্বিতীয় শরীরের বিনোদন করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার সহচরী প্রাণিগণের শুভাশুভ-ক্রিয়ারূপিণী প্রিয়তমা। কাল, অনন্ত-অপার প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ভূতলে পূর্ব্বাপর-সীমাবর্জ্জিত

* 'যে জীবদেহে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও জরা জয়লাভ করে" টীকাসম্মত অনুবাদ।

* টীকাকার বলেন, "শুক যেমন দাড়িম্ববীজ বিদীর্ণ করিয়া ভোজন করে, কাল সেইরূপ সংহার দ্বারা জগতের প্রবিভক্ত প্রাণি-বীজ সকলকে অস্তিত্বহীন করায় বোধ হয় যেন তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়াই ভোজন করিয়া থাকে।"

প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত পর্ব্বতের ন্যায়, উত্তুঙ্গ অনন্ত অপারপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠিত নিজ বপু অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। মহর্ষে! কাল কোথাও বা গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কোথাও বা কমনীয়বর্ণ, কোথাও বা তদুভয়বর্জ্জিত কার্য্য উৎপাদন করত অবস্থিতি করিতেছেন।২৭—৩০। কাল, বিলুপ্ত-অসংখ্য-জীব-সংসারের সারভাগের ন্যায় অবশিষ্ট এবং পৃথিবীর ন্যায় ভারসহ স্বীয় সত্তায় বদ্ধমূল হইয়াই আছেন। বহুশত মহাকল্প অতীত হইলেও কাল খেদান্বিত হন না, আদরও করেন না, কালের গতি, স্থিতি, উদয় ও অস্ত কিছুই নাই। কাল অনায়াস-সম্পাদিত জগৎসৃষ্টিরূপ ক্রীড়ায় নিরহঙ্কারভাবে আপনিই বিষ্ণুরূপ আপনাকে পালন করিতেছেন। কাল, সরোবরসদৃশ নিজ স্বরূপে রজনীপঙ্কমিলিত জলদ-ভ্রমরচুম্বিত দিনরূপিণী কোকনদশ্রেণী ধারণ করত অবস্থান করিতেছেন। কাল কৃপণ-পুরুষ, রজনী তাহার কৃষ্ণবর্ণ পুরাতন সম্মার্জ্জনী, ইহা দ্বারা উক্ত কৃপণ-পুরুষ সূর্য্যের আলোকরূপ সুবর্ণখণ্ড সুমেরুপার্শ্ব হইতে আহরণ করিয়া থাকে। গৃহের কোণে কোথায় কি আছে, অঙ্গুলিযোগে দীপসঞ্চালন করিয়া কৃপণ ব্যক্তি তাহা দেখিয়া থাকে, কালেরও ঐরূপ করা আছে,—সূর্য্যের ক্রিয়াই অঙ্গুলি—সূর্য্যই প্রদীপ, জগৎই গৃহ, কাল,ক্রিয়াঙ্গুলি দ্বারা সূর্য্যদীপ সঞ্চালনপূর্ব্বক ঐ গৃহের সকলদিকে কোথায় কি আছে দেখিয়া থাকে। কাল সূর্য্যরূপ নেত্রে দিনরূপী উন্মীলন-সাহায্যে অবলোকন করিয়া জগৎরূপ জীর্ণারণ্য হইতে লোকপালরূপ পক্ক-ফল চয়ন করত ভক্ষণ করিতেছে। ৩১—৩৭। কাল, জগৎস্বরূপ জীর্ণকুটীরে বিকীর্ণ মণিসদৃশ গুণশালী লোকদিগকে যত্নসহকারে মৃত্যুরূপ পেটিকামধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখে এবং রত্নমালার ন্যায় গুণ-গুম্ফিত লোকসমূহকে ভূষণার্থ অঙ্গে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার ছিন্নভিন্ন করিয়া থাকে। নিতান্ত চপল কাল, দিনরূপ হংসান্তর্গত তারাকপ কেশরযুক্ত নিশারূপ ইন্দীবরমালা বলয়িত করিয়া ধারণ করিতেছে। শৈল, সিন্ধু, স্বর্গ ও পৃথিবী এই শৃঙ্গচতুষ্টয়শালী জগদ্রূপ মেষের হিংসক কাল—নক্ষত্রপুঞ্জরূপ তদীয় শোণিতবিন্দু সন্দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যহ ভক্ষণ করিতেছে। কাল যৌবনরূপ নলিনীর পক্ষে হিমকর ও আয়ুরূপ মাতঙ্গের পক্ষে সিংহ, জগতে কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, এমন কোন বস্তু নাই, কাল যাহা অপহরণ না করে। সংহারক কাল কল্পান্তক্রীড়াবিলাস-চ্ছলে সমুদায় প্রাণী সংহার করিয়া অজ্ঞানপ্রকাশক স্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মমাত্র অবলম্বনে অবস্থিতি করে। কালই বিশ্বের কর্ত্তা ভোক্তা, সংহর্ত্তা ও স্মর্ত্তা এবং কালই সুভগ দুর্ভগরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, কেহই বুদ্ধির কৌশলে কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহে এবং সমুদায় জীবলোকের মধ্যে একমাত্র কালই সর্ব্বাধিক বলবান্। ৩৮—৪৫।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—মহর্ষে! কালের লীলা উদ্ভট ও পরাক্রম অচিন্ত্য, এই সংসারে রাজপুত্ররূপ (রাজা—ব্রহ্ম, তাহার পুত্র—যুবরাজ) কালের চরিত্র বর্ণন করি, শ্রবণ করুন। ঐ রাজপুত্র কাল এই অত্যন্ত জীর্ণ জগৎ-অরণ্যে মুগ্ধ কাতর প্রাণিসমূহরূপ পশুকুলের মৃগয়া করিতেছে। মহর্ষে! জগৎ-জঙ্গলের প্রান্তে অবস্থিত কল্পান্তকালের মহার্ণব, উক্ত মৃগয়াচারী রাজপুত্রের রম্য ক্রীড়াপুষ্করিণী, বাড়বানল সেই পুষ্করিণীর পঙ্কজ। প্রাণিসমূহ কটু-তিক্ত-অম্লাদি-স্থানীয় এই সকল এবং দধিসমুদ্র ও ক্ষীরসমুদ্রপ্রভৃতির সহিত মিশ্রিত জগৎস্বরূপ পর্য্যুষিত (পুরাতন ও বাসি) অন্ন দ্বারা যুবরাজ কালের প্রাতরাশ (প্রাতর্ভক্ষ্য) নির্ব্বাহ হয়। কালের প্রণয়িনী কালরাত্রি। ব্যাঘ্রীর ন্যায় সর্ব্বভূতবিনাশিনী সেই কাল-রাত্রি মাতৃগণ-পরিবৃতা হইয়া নিরন্তর এই সংসারবনে বিহার করিয়া থাকে। ১—৫। সর্ব্বরস-সমন্বিতা কমল-কুমুদ-কহ্লার-বিলোল-মৃত্তিকা-পরিবৃতা এই পৃথিবী কালের করতলস্থিত বিশাল পানপাত্র। মহর্ষে! যাহার ভুজাস্ফালন নিতান্ত দুঃসহ, যাহার কেশর নিতান্ত দুর্দর্শ ও স্কন্ধদেশ পীবর, সেই সিংহনর্দ্দী নৃসিংহদেব প্রতাপরূপ ক্ষুদ্র-পক্ষিবধের জন্য কাল-যুবরাজের ভুজপিঞ্জরস্থ ক্রীড়াশকুন্ত (বাজ-পক্ষী)। স্বরে বা আকারে বহু অলাবুঘটিত বীণার ন্যায় সুন্দর শারদ-নির্ম্মল-নভোমণ্ডলসন্নিভ-নীলকান্তি সংহারভৈরব-নামধেয় মহাকালও এই কালনামক যুবরাজের ক্রীড়া-কোকিল কালান্তিম রাজপুত্রের অভাব নামে কোদণ্ড সর্ব্বত্রই বিরাজমান। সে ধনুর টঙ্কাররব অনবরত শ্রুতিগোচর হয় এবং তাহা হইতে অজস্র দুঃখকণা নিঃসৃত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! অধিক-বিলাসচতুর রাজপুত্র কাল দিকে ধাবিত হইয়া স্বীয় দুর্ণাম ন লক্ষ্যকেও দুঃখবাণে বিদীর্ণ করিতেছে। এই কালনামক রাজপুত্রই এই জীর্ণ জগৎ-কাননে মর্কটদিগকে (বিষয়লাম্পট ও বানর) অধিকতর চঞ্চল করত উক্ত প্রকারে বিরাজমান থাকিয়া মৃগয়াবিহার করিতেছে। ৬—১০।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মহর্ষে! কাল দুর্বিলাসীদিগের চূড়ামণি অর্থাৎ দুষ্টাশয়গণের বরিষ্ঠ। ইনি পূর্ব্বোক্ত মহাকাল নহেন, খণ্ড কাল। এই কাল ইহলোকে পদার্থ নিচয় সৃজন করে, আবার সংহারও করে। ইহা অবস্থাভেদে কাল ও দৈব দুই নামে আখ্যাত। একমাত্র ক্রিয়াই কালের স্বরূপ। অন্য কোন স্বরূপ দৃষ্ট হয় না। কর্ম্মফল নিষ্পাদন ব্যতীত ইহার অন্য কোন কার্য্য বা চেষ্টাও নাই। যেমন খরতাপ দ্বারা হিমানী বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম বা কাল দ্বারা এই নিখিল সংসার প্রাণিকুল বিনষ্ট হইতেছে। এই যে পরিদৃশ্যমান বিশাল জগন্মণ্ডল ইহা উক্ত কালের নর্ত্তনাগার এবং ইহাতে সে নিরন্তর নৃত্য করিতেছে। দৈব নামক কাল পূর্ব্বোক্ত মহাকাল অপেক্ষা তৃতীয়। ইহার নামান্তর কৃতান্ত। ভীষণ মত্ত কাপালিক বেশে ইহা নৃত্য করিয়া থাকে ১—৫। মহর্ষে এই নর্ত্তনশীল ও নিতান্ত অনুরক্তবৎ প্রতীয়মান কৃতান্ত স্বীয় ভার্য্যা নিয়তির প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত। শশিকলাশুভ্র অনন্ত এবং শশিকলাশুভ্র ত্রিধাবিভক্ত গঙ্গাপ্রবাহ তাহার সংসাররূপ বক্ষঃস্থলে উপবীত ও অবীত যুগলরূপে বিরাজিত। হে ব্রহ্মন্! চন্দ্র ও সূর্য্য কালের করভূষণ এবং সুমেরু তাহার ক্রীড়াসরোজ। কালের—বিচিত্র-নক্ষত্রবিন্দুশোভী পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক প্রলয়মেঘ-যুগল-রূপ পল্লব (পাড়) যুগলসম্পন্ন এই অসীম নভোমণ্ডলরূপী এক বস্ত্র একার্ণব জলে ধৌত হইয়া থাকে। এবম্বিধ কালের পুরোভাগে নিয়তিনাম্নী তদীয় নিত্যসহচরী কামিনী আনন্দপরিপূর্ণা ও প্রাণিভোগানুকূল কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া অনবরত নৃত্য করিতেছে।

৬—১০। প্রাণিগণও সেই চঞ্চলা অনিবার্য্যক্রিয়াশক্তিবিশিষ্টা নৃত্যশীলা কৃতান্তকামিনীর নৃত্যদর্শনার্থ জগদ্রূপ মণ্ডপের অভ্যন্তরে নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে দেবলোকাদি সমুদয় লোক উক্ত কালকামিনী নিয়তির মনোহর অঙ্গভূষণ এবং পাতালাদি নভঃস্থল পর্য্যন্ত তাহার লম্বমান কেশ-কবরী। নিয়তির পাতালরূপ চরণে নরকশ্রেণী নূপুরের ন্যায় বিরাজমান, সে নূপুর দুষ্কৃতসূত্রে গ্রথিত, নরকানলে উজ্জ্বল এবং রোদনকোলাহল তাহার নিক্কণ। চিত্রগুপ্ত—শুভ-ক্রিয়ারূপা তদীয় সখীকর্ত্তৃক উপকল্পিত কস্তূরিতিলক, উক্ত কালকামিনী নিয়তির যমরূপ মুখমণ্ডলে উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়া থাকে। এই কালকামিনী নিয়তি কল্পান্তসময়ে স্বীয় স্বামীর ইঙ্গিত যুক্ত মুখভাব বুঝিয়া অতিশয় চাঞ্চল্য সহকারে নৃত্য করিয়া থাকে। তখন পর্ব্বতস্ফোটাদিজনিত ভয়ঙ্কর শব্দ তাহার নর্ত্তনশীল চরণের ধ্বনিরূপে প্রতীয়মান হয়। ১১—১৫। নিয়তির পশ্চাদ্ভাগে লম্বমান মৃত কার্ত্তিকেয়ময়ূরগণ বর্ণিত হয়, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শিবপঞ্চমুণ্ড জটাজূট ও শশিকলা বিলোল ও লম্বমান নেত্রত্রয়ের বৃহৎ রন্ধ্র (বায়ুপ্রবেশ প্রযুক্ত ভোঁ ভোঁ শব্দ হওয়ায় প্রত্যেক মুণ্ডই ভীষণ-ভাবাপন্ন (যে মুণ্ড কাল-কাপালিকের মুণ্ডমালা) রুচিরমন্দার-কুসুমভূষিত গৌরীকবরীই চামর, তাণ্ডবমত্ত পর্ব্বতাকার ভৈরবের উদরই অলাবুপাত্র এবং শতচ্ছিদ্রযুক্ত ক্বণিত বাসব শরীরকঙ্কালই ভিক্ষাকপাল আর শুষ্ক পাককঙ্কালই খট্টাঙ্গ হইয়া থাকে। সর্ব্ব-সংহারকারিণী নিয়তি এইরূপে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করত আপনা আপনি ভীত হইয়া থাকে। তাণ্ডববিলোল নানাপ্রকার মস্তকরূপ কমলমালিকা দ্বারা নিয়তি মহাপ্রলয়ে শোভা পাইয়া থাকেন ১৬—২০। প্রলয়োন্মত্ত পুষ্কর-আবর্ত্ত মেঘরূপ ডমরুবাদ্যের উদ্ভট শব্দে তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ মহাপ্রলয়ে কালকামিনীর নিকট হইতে পলায়ন করেন। মহর্ষে! চন্দ্রমণ্ডল তাদৃশ নৃত্যশালার অভ্যন্তরস্থ সমুদ্ভাসিত কৃতান্তের তারকা চন্দ্রিকা বিরাজিত নভো-মণ্ডলরূপী ময়ূরপিচ্ছ কেশভূষণ। তাহার এক কর্ণে হিমালয়-পর্ব্বতরূপী প্রদীপ্ত অস্থিময় আভরণ আর বামকর্ণে সুমেরু—কমনীয় কাঞ্চনময় কর্ণভূষণ। চন্দ্র ও সূর্য্য কাল কৃতান্তের গণ্ডমণ্ডল-বিলম্বিত কুণ্ডল এবং লোকালোক পর্ব্বত তদীয় কটিতটের মেখলা। মহর্ষে! ইতস্ততঃ বিলোল বিদ্যুৎ—কালের বলয়, অপিচ জলদজাল ইহার বিচিত্র অংশুপট্টিকা, এ অংশুপট্টিকা বায়ুবশে সঞ্চালিত হইয়া শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। ২১—২৫। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টি বিনাশ হইলে তাহা হইতে নির্গত মৃত্যুগণই যেন মিলিত হইয়া মুষল-মুদ্গর-তীক্ষ্ণশূল প্রাস-তোমর পট্টিশরূপে পরিণত হইয়াছে, সংসরণশীল-জীব মৃগবন্ধনার্থ দীর্ঘীকৃত উক্ত মহাকালের করচ্যুত এবং অনন্তদেব প্রভৃতির শরীররূপী মহাসূত্র দ্বারা প্রস্তুত রজ্জুতে উক্ত মুষলাদি গ্রথিত হইয়া কৃতান্তের মালাকারে বিরাজমান হয়। বিবিধরত্নসমুজ্জ্বল জীবরূপ মকরলাঞ্ছিত সপ্তসাগররূপ কঙ্কণশ্রেণী তদীয় করদ্বয়ের আভরণ। অপিচ অলৌকিক ও বৈদিক ব্যবহাররূপ রোমাবর্ত্ত (রোমের ঘূর্ণি) যুক্ত সুখদুঃখপরম্পরাসূচক রজঃ-পূর্ণ তমোগুণ তদীয় কৃষ্ণবর্ণ রোমাবলিরূপে বিরাজ করিতেছে। এবংপ্রকার কৃতান্তরূপী কাল কল্পশেষে তাণ্ডবোদ্ভব নৃত্যচেষ্টা উপসংহার করত বিশ্রাম করেন। পরে পুনর্ব্বার ব্রহ্মাদির সহিত এই জগৎ সৃষ্টি করত এই জন্ম-মরণ-শোক-দুঃখ-অভিভব-বিভু-বিতা সৃষ্টিরূপিণী স্বীয় নাট্যলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। বালক যেমন কর্দ্দম লইয়া নানাপ্রকার পুত্তলিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, কিন্তু শ্রমবোধ করে না, তেমনি কালও কত জগৎ, বিবিধ দেশ বন, অসংখ্য ও বিবিধ জীব ও তাহাদের স্থির অস্থির আচার-পরম্পরা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রান্ত হন না। ২৬—৩২।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

শ্রীরাম কহিলেন,—মহর্ষে মহামুনে! এই মহাকাল প্রভৃতির উক্তরূপ লীলাক্ষেত্র সংসারে মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে আস্থাবান্ হইতে পারে বলুন। হে মুনিবর! প্রপঞ্চরচনা-চতুর উক্ত দৈব প্রভৃতি কর্ত্তৃক যেন আমরা বিক্রীত এবং তদীয় মোহে অভিভূত হইয়া, আরণ্য মৃগের ন্যায়, অবস্থান করিতেছি। অনার্য্যচরিত্ত সংহারসমুদ্যত কাল, লোক সকলকে নিরন্তর আপদ্‌সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। অগ্নি যেমন দারুণ-ভাবাপন্ন হইয়া উষ্ণপ্রকাশ শিখা-দ্বারা লোক দগ্ধ করে, সেইরূপ কালও দারুণ চেষ্টায় দুরাশা উদ্দীপিত করিয়া লোকদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে। নিয়তি এই কালমর্য্যাদারূপ কৃতান্তের প্রিয়া ভার্য্যা। সে স্ত্রীস্বভাবসুলভ চাপল্য-বশতঃ সমাধিপরায়ণ যোগীদিগকেও ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া থাকে। ১—৫। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, ক্রূরহৃদয় কৃতান্ত প্রাণিগণের তরুণশরীরে জরা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে সেইরূপ গ্রাস করিতেছে। আত্মব্যক্তিও এই নৃশংস পাপচক্রবর্ত্তী কালের করুণাপাত্র নহে। (কেবল কাল কেন, সকলেই নির্দ্দয়।) সর্ব্বভূতে দয়ালু উদারহৃদয় লোক ত দেখি না। হে মুনিবর! অজ্ঞলোক যাহাকে ভোগস্থান বলিয়া জানে, সে সমস্তই দারুণ দুঃখের আধার এবং তৃণাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লোকশ্রেণীও দুঃখের আবাসভূমি। তাহাদের ঐশ্বর্য্য নিতান্ত অসার। আয়ুঃ নিতান্ত চঞ্চল, মৃত্যু অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যৌবন অচিরস্থায়ী এবং বাল্যকাল মোহাচ্ছন্ন। লোক সকল বিষয়ানুসন্ধানে কলঙ্কিত, বন্ধু-বান্ধব ভববন্ধনের রজ্জু, ভোগ সকল সংসারের মহারোগ এবং সুখ মরীচিকাসদৃশ। ইন্দ্রিয়গণই পরমশত্রু, সত্য—অসত্যবৎ প্রতীয়-মান, মন—আত্মার পরমরিপু, আত্মা তৎসহবাসে আপনিই আপনাকে ক্লেশ দিতেছেন। ৬—১১। অহঙ্কার—মাত্রকলঙ্কের কারণ, বুদ্ধি—নিতান্ত মৃদু, ক্রিয়া—ক্লেশপ্রসবিনী, লীলা—রমণী-সঙ্গে পর্য্যাপ্ত। বাসনা—বিষয়ের প্রতিই ধাবমানা, আত্মস্ফূর্ত্তি—দুর্লভ, রমণীগণ—দোষের সেনা, অনুরাগ—নীরস হইয়াছে। বস্তু অবস্তু বলিয়া প্রতীত হইতেছে, চিত্ত অহঙ্কারে অর্পিত হইয়াছে, বিষয় সকল ক্ষণধ্বংসী বিষয়ের অবলম্বনভূমি এবং আত্মাও অপ্রাপ্য হইয়াছেন। হে সাধো! সকলেই নিরন্তর দহ্যমান সকলেরই বুদ্ধি ব্যাকুল এবং সকলেরই রাগরূপ রোগ নিতান্তই প্রবল। সুতরাং বৈরাগ্য নিতান্ত দুর্লভ। লোকের দৃষ্টি রজোগুণে কলুষিত, তমোগুণ অনবরত বর্দ্ধিত হইতেছে, সত্ত্বগুণ দূরে পলায়ন করিয়াছে, কাজেই তত্ত্বজ্ঞান সুদূরপরাহত। জীবন অস্থির, মৃত্যু আগমনোন্মুখ, ধৈর্য্য বিকল, আসক্তি কেবল অসার বিষয়সুখে। ১২—১৭। বুদ্ধি মূর্খতাদোষে মলিনা, শরীর বিনাশের বশীভূত, জরা এই শরীরে যেন জ্বলিতেছে ও পাপ অনবরত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যৌবন যত্ন করিলেও থাকে না, সৎসঙ্গ দূরপরাহত, সত্যের উদয় কোথাও নাই, আর গতি নাই।

অন্তঃকরণ মোহজালে আচ্ছন্ন, মুদিতা-বৃত্তি (পরমানন্দ-সন্তোষ) দূরে পলায়ন করিয়াছে, উজ্জ্বল করুণাবৃত্তি উদিত হয় না, কেবল নীচতাই অদূরবর্ত্তিনী হইতেছে। ধীরতা অধীরা, লোক সকল জন্মমৃত্যুপরায়ণ দুর্জ্জনসঙ্গই সর্ব্বত্র সুলভ ও সাধুসঙ্গ দুর্লভ। দৃশ্য-মাত্রেই জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত ও বিষয়বাসনা বন্ধনের হেতু। মৃত্যু এই জীবসমূহকে নিত্য কোথায় লইয়া যাইতেছে! দিক্‌গুলও (মহা-প্রলয়ে) অদৃশ্য হয়, দেশ অন্যনামে ব্যবহৃত হয়, * পর্ব্বত সকলও বিশীর্ণ হয়, অর্থাৎ সকলই নশ্বর, এ অবস্থায় মাদৃশ ব্যক্তির প্রতি আস্থা কি? সংস্বরূপ ঈশ্বর আকাশ ও ভুবন গ্রাস করেন, সর্ব্বসংহারও সংহার হয়, সুতরাং মাদৃশ লোকের প্রতি আস্থা কি? সমুদ্রও শুষ্ক হয়, নক্ষত্রপুঞ্জও বিশীর্ণ হয়, সিদ্ধগণও বিনষ্ট হন, —আমাদের ন্যায় লোকের প্রতি স্থায়িত্ববিশ্বাস কি? দানবেরাও বিদীর্ণ হয়, ধ্রুবের জীবনও চিরস্থায়ী নয়, অমরকুলেরও মৃত্যু আছে,—মাদৃশ ব্যক্তির প্রতি আস্থা কি? ১৮—২৬। দেবরাজ ইন্দ্রও কালবদনে চর্ব্বিত হন, যমও নিয়ন্ত্রিত হন, বায়ু প্রাণবায়ুশূন্য হন, সোম ব্যোমশূন্য হন, মার্ত্তণ্ডও খণ্ডিত হন, ভগবান্ অগ্নিও চিরকালের নিমিত্ত নির্ব্বাপিত হন, সুতরাং আমার ন্যায় লোকের প্রতি স্থায়িত্ব-বিশ্বাস বা আস্থা কি? ব্রহ্মারও সমাপ্তি আছে, হরিও সংহারদশা-প্রাপ্ত হন, সকলহর হরও অভাবপ্রাপ্ত হন, সুতরাং মাদৃশ লোকের প্রতি আস্থা কি? কালের কাল, নিয়তির বিলয় ও আকাশের বিনাশ সুস্থির, সুতরাং মাদৃশ অসার ব্যক্তির প্রতি আস্থা কি? ব্রহ্মন্! শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবিষয়, বাগিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অজ্ঞাতমূর্ত্তি—এমন এক বস্তু আছেন, তিনি আপনিই আপনাতে আপনার ভ্রমদায়িনী মায়াশক্তি দ্বারা বিশ্বভুবন দেখাইতেছেন ত্রিলোকমধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা তাঁহার বাধ্য নহে। তিনি মহদন্তরাবিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান। যদ্রূপ প্রস্তরগণও প্রস্রবণবেগ প্রবণ হইয়া পর্ব্বত হইতে নিপাতিত হয়, তদ্রূপ অপ্রমেয় নিরাকার সেই পরমাত্মা-বস্তু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিলা শৈল বপ্র প্রভৃতি প্রদেশে (রথের ন্যায়) পরিচালিত হইতেছেন যেমন শক অক্ষোটফল (আখরোট) ত্বক্-বেষ্টিত, এই সুরাসুরগণের আশ্রয় ভূগোলও সেইরূপ তদীয়-ভাব-প্রাপ্ত জ্যোতিশ্চক্রে বেষ্টিত থাকে †। ২৭—৩০। স্বর্গে দেবগণ, পৃথিবীতে মনুষ্যগণ, পাতালে ভুজঙ্গগণ, তাঁহারই কল্পনা-সমুৎপন্ন এবং বিনষ্ট হইয়া থাকে। দুরাচার কন্দর্প সেই দর্পাতিরেকে নিতান্ত বিসদৃশরূপে লোক সকলকে আক্রমণপূর্ব্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে: যেমন মত্ত মাতঙ্গ মদবর্ষণ করত চতুর্দ্দিক্ সুরভিত করে, তেমনি ঋতুরাজ বসন্ত কলিত কুসুমের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া লোকের অন্তঃকরণ বিচলিত করিয়া থাকে। অনুরাগিণী রমণীকুলের বিলোল

* টীকাকার বলেন, "হে ঋষে! যেদিকে কালভয় নাই, মৃত্যুভয় নবারিত আছে, তাহা এ সংসারে দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা সুদেশ, তাহাও এ সংসারে বিরুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইতেছে।"

† ভূ—পৃথিবী। গোল—বর্ত্তুল। পৃথিবী কদম্বফুলের মত গোল। ধিষ্ণ্যচক্র—স্বর্গে স্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহ প্রভৃতির সংস্থান। বিষ্ণ্যচক্রের অন্য নাম জ্যোতিশ্চক্র। চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে বলিয়া চক্র। জ্যোতিশ্চক্র পৃথিবী বেষ্টন করিতেছে।

কটাক্ষে চঞ্চল চিত্ত সুস্থির করা মহাবিবেকেরও কর্ম্ম নয়। মহর্ষে! যাঁহারা পরোপকারকারিণী ও পরদুঃখকাতরা বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, আমি বিবেচনা করি, তাঁহারাই সুখী। জীবিত-সাগরের উৎপাদ-বিনাশশীল কালবাড়বানল-পরিতপ্ত মহা তরঙ্গরাশির সংখ্যা করা কাহার সাধ্য? মৃগ যেমন অরণ্য মধ্যে লতাজালে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হয়, সেইরূপ মানবগণও মোহ বশতঃ জীবনরূপ অরণ্যে দুরাশাপাশে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হই-তেছে। হে ব্রহ্মন্! লোক সকল পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিয়া স্ব স্ব আয়ুঃ বৃথা নষ্ট করিতেছে। তাহাদিগের কাম্যফল—আকাশজাত বৃক্ষের লতা-বিরচিত কণ্ঠ-রজ্জুর তুল্য অর্থাৎ অলীক দুঃখপ্রদ, সেই ফল বিচার-বেত্তার অজ্ঞেয়। ঋষিপ্রবর! লোক সকল 'আজ উৎসব, আজ এই ঋতু, আজ এই যাত্রা, এই আমার বন্ধু, এই সুখ, এই বিশিষ্ট ভোগ'—ইত্যাদি মিথ্যাভাবে ভাবিত হইয়া এবং চপল-অসার-বুদ্ধিবিজৃম্ভিত সুখময়ী কল্পনায় মোহিত হইয়া দিবারাত্র বিগলিত হইতেছে। ৩৫—৪৩।

ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২৬॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন, তাত! আরও দেখুন,—এই অতীব কুৎ-সিত অথচ (অজ্ঞব্যক্তিগণের) মনোরম জগতে এমন কোন পদার্থ নাই—যদ্দ্বারা চিত্ত পরম শান্তি লাভ করিতে পারে। বাল্যকাল অতীত, মনোরূপী মৃগ—কল্পনাপ্রসূত ক্রীড়ায় লোলুপ হইয়া পল্লীরূপ গিরিগহ্বরে জীর্ণদশা প্রাপ্ত (নিস্তেজ) এবং অসার শরীর—জরাগ্রস্ত হইলে লোকে কেবল কষ্ট ভোগ করে, তখন আর নিস্তারের উপায় থাকে না। জরারূপ হিমানী-পাতে বিশীর্ণ শরীর-কামিনী কমলিনীকে অতি দূরে পরিত্যাগ করিয়া জীবন-মধুকর ক্ষণ-কাল মধ্যে পলায়ন করিবামাত্র ইহলোকরূপী সরোবর শুষ্ক হইয়া থাকে। জরার আতিশয্যরূপী নবপ্রস্ফুটিত বকুসুমে পরিশোভিতা শিথিল-বন্ধ দেহলতা যতই পুরাতন হয় ততই প্রিয় হইতে থাকে*। সমীপস্থিত সন্তোষ-পাদপের মূলোৎপাটনে সুনিপুণা তৃষ্ণারূপিণী তটিনী প্রবল প্রবাহ দ্বারা অখিল পদার্থ উদরস্থ করত ইহলোকে প্রবহমাণা আছে। ১—৫। চর্ম্মাবরণে আবদ্ধ বিবেকি-কর্ণধার বিহীন শরীররূপিণী তরণী আকুলিতভাবে সংসার-সাগরে ভ্রমণ করত মজ্জনোন্মুখী হয়, তাহার উপর আবার পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপী মকরনিকর তাহাকে আলোড়িত করিয়া থাকে। তৃষ্ণা কাননচারী এই মনোরূপী বানর কাম-পাদপের শতশাখা পরিভ্রমণ করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করে, ফললাভে সমর্থ হয় না। বিপদে যাঁহাদের বিষাদ বা মোহ হয় না, সম্পদে যাঁহারা গর্ব্বহীনতায় কমনীয় এবং সুন্দরীগণ যাঁহাদের অন্তঃকরণে আঘাতদানে অসমর্থ, তাদৃশ মহাপুরুষগণ সংসারে অতি দুর্লভ। যাঁহারা গজঘটা-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমরসাগর উত্তীর্ণ হন আমার বিবেচনায়, তাঁহারা শৌর্য্য-সম্পন্ন নহেন, কিন্তু যাঁহারা হৃদয়-তরঙ্গবিক্ষুব্ধ শরীর-ইন্দ্রিয়রূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হন, তাঁহারাই প্রকৃত শূর। যাহার চরম ফল পর্য্যন্ত

* টীকাকার বলেন, "মৃত্যুর সন্তোষজনক হইতে থাকে।"

ক্লেশদায়ক নয় এবং দুরাশাগ্রস্ত-মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানব যাহা অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে কোন পুরুষেরই এমন কোন কার্য্য দেখা যায় না। ৬—১০। যাহারা প্রকৃত ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত না হইয়া কীর্ত্তিতে জগৎ, প্রতাপে দিঙ্মণ্ডল এবং সম্পদে ভুবন পূর্ণ করেন এবং সত্ত্বগুণে লক্ষ্মীকে পরিতৃপ্ত করেন, তাদৃশ মহাপুরুষগণ সংসারে দুর্লভ। পর্ব্বতের প্রস্তরময় ভিত্তির অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং বজ্রময় ভবনের অভ্যন্তরে আসীন হইলেও সকলেই সর্ব্বদা (অদৃষ্ট অনুসারে) সত্বর সিদ্ধি, বিবিধ সম্পদ্ এবং আপদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে তাত! লোকে বুদ্ধিবলে কল্পনা করে, পুত্র কলত্র এবং ধন—সমস্তই রসায়নের তুল্য, কিন্তু অতি রমণীয় ভোগ সকলও যখন বিষমূর্চ্ছাবৎ যন্ত্রণাদায়ক হয়, সেই অন্তকালে পুত্রাদি কোন উপকারেই লাগে না। দেহ এবং বয়সের শেষ দশায় বিষম অবস্থায় বিষণ্ন মনে নিজের পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মহীন কার্য্য স্মরণ করিয়া জরাগ্রস্ত জীব অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হয়। লোকে ধর্ম্মাচরণের প্রতিবন্ধক অর্থ-কামের উপযোগী কার্য্য দ্বারা প্রথমে কালক্ষেপ করিলে, পরে চলিত ময়ূরপুচ্ছবৎ চঞ্চল চিত্ত কি উপায়ে শান্তিলাভ করিবে? ১১—১৫ সংকর্ম্মের ফলও, নদীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গের ন্যায়, ভঙ্গপ্রবণ, সঞ্চিত থাকিলেও প্রায়ই তাহার ভোগ হয় না, দৈববশে প্রারব্ধরূপে পরিণত হইলেই ভোগ সময় উপস্থিত হয়, তখন দেহাদি অসার বস্তুতে আসক্ত জীবগণ (তাহাকে লাভ মনে করিয়া) বঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহাদের জন্য অনবরত ভাবনা করিতে হয়, সেই সকল পরিণামবিরস বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কার্য্যাবলী রমণী ও আত্মীয়গণের মনোরঞ্জনেই আ-মরণ লোকের চিত্ত জরজর করিয়া থাকে। যেমন বৃক্ষের পত্রশ্রেণী উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যে জীর্ণ ও পরিশেষে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মবিবেক-হীন লোক সকল উৎপত্তির পর কতিপয় দিবসের মধ্যেই ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া থাকে। দিনে যদি বিবেকি-পুরুষের অন্বেষণ ও সংকর্ম্ম না হয়, ত ইতস্ততঃ সুদূর প্রদেশে বিচার করিবার পর দিবাবসানে গৃহ প্রবিষ্ট হইলে রাত্রি-কালে কাহার নিদ্রা হয়? সমস্ত রিপুকুল নিস্পন্দিত এবং সমগ্র ঐশ্বর্য্য-লাভ হওয়ায় যখন নানাবিধ সুখভোগের সময় হয়, তখন মৃত্যু কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৫—২৭। বিষয়মাত্রেই ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টিগোচর এবং ক্ষণমধ্যেই বিনাশশীল, তাহাদিগের অনায় রূপ কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অহো! সেই বিষয়-রাশি-বিলোড়িত জগতের জনসমূহ উপস্থিত মৃত্যুও অবগত হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানিগণ, কর্ম্মপাশবদ্ধ-মেষতুল্য অর্থাৎ মূঢ় জনগণকে যম-বদনের ন্যায় ভাবিয়া থাকেন, উক্ত জ্ঞানিগণ সর্ব্ববিধ শরীর-বন্ধন হইতে মুক্ত, এই হেতু অসীমতা প্রাপ্ত হওয়ায় পুনর্জ্জন্মভোগ তাঁহাদিগকে করিতে হয় না। তরঙ্গমালার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর অস্থির লোক-পরম্পরা জগতে কোথা হইতে সবেগে অনবরত গতায়াত করিতেছে। বিষবৃক্ষে বিজড়িত-লতা এবং কামিনীগণ, সৌন্দর্য্য-গুণে পুরুষের মন হরণ করে, প্রাণহরণই কিন্তু তাহাদের মুখ্য-কার্য্য, তাহাদের ছদ (অর্থাৎ পত্র এবং ওষ্ঠাধর) আরক্ত এবং ভ্রমরনয়ন (অর্থাৎ ভ্রমররূপ নয়ন ও ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন) সুচঞ্চল। যাত্রাদিস্থলে পরস্পর-সমাগম এবং সংসারে মায়াবিজৃম্ভিত স্ত্রী ও সুহৃৎ-ব্যবহার সমান। এখান হইতে ওখান হইতে আগমন (এপাড়া-ওপাড়া হইতে এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নরক হইতে আগমন) এবং অনুরূপ সঙ্কেতমত কার্য্যসম্পাদন (অনুরূপ সঙ্কেত—পরস্পর উপযুক্ত ভাব প্রকাশ এবং অদৃষ্টানুরূপ ভগবৎপ্রেরণা উভয়েরই মূল। ২১—২৫। প্রচুর দশা (শক্তি এবং অবস্থা) অনে[illegible] স্নেহ সম্বন্ধ (স্নেহ তৈল ও অনুরাগ) এবং অস্থিরতাপ্রযুক্ত নির্ব্বা[illegible] ণোন্মুখ প্রদীপ-তুল্য অসার সংসারে সারতত্ত্ব কি, অবগত হও[illegible] যায় না। সংসারপ্রবৃত্তিরূপ কুচক্র বর্ষাকালীন সলিলবুদ্বুদবৎ ক্ষণ[illegible] ভঙ্গুর হইলেও প্রমাদী পুরুষের চিত্তে নিজের চিরস্থিরত্ব বিশ্বা[illegible] স্থাপনে সমর্থ হয়। কমলোপম মানবের শরৎকালসন্নিভ যৌবন কালে, শোভা-সমুজ্জ্বল যে সকল গুণ থাকে, অধুনা হেমন্তকালসদৃ[illegible] বার্দ্ধক্যদশায় তৎসমস্তই নষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে আশ্বাস-প্রদান তখন* সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। অদৃষ্টবশে উৎপন্ন বনস্পতি নিজের দেহভারে ছায়া-পুষ্প-ফলাদি-প্রদান দ্বারা লোকের বারংবা[illegible] উপকার করিলেও যখন কুঠার দ্বারা ছিন্ন হয়, তখন সংসা[illegible] আশ্বাসের সম্ভাবনা কি আছে? মনোরম হইলেও অতি দুষ্ট স্বভাব এবং অন্তরের (অর্থাৎ শান্তির ও জীবনের) বিনাশে জন্য উত্থিত বিষবৃক্ষপ্রতিম লোকের সংসর্গে মোহপ্রাপ্তিই ঘটি থাকে। ২৬—৩০। দোষহীন দৃষ্টি কৈ? দুঃখদাহ-পরিশূন্য দিঙ্মণ্ড[illegible] কৈ? অবিনশ্বর প্রকৃতিপুঞ্জ কৈ? ছলশূন্য লৌকিক ব্যাপারই বা কৈ ব্রহ্মলোকবাসিগণের জীবনও কল্পনাত্মক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী, সুতরাং কল্পসমূহের সংখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে† বুঝা যায়, ব্রহ্মলোক বাসীরাও অসত্য—নশ্বর, (অর্থাৎ একটী কল্প ব্যতীত যদি অ[illegible] কাল না থাকিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, ব্রহ্মলোকবাসিগণ সর্ব্বকা[illegible] ব্যাপক, তা' ত নয়, অসংখ্য কল্প, কালের অন্তরে এত কল্প আ[illegible] যে কালের পক্ষে কল্পও যা, ক্ষণও তাই, সেই কল্পমাত্রস্থায়ী যাহারা তাহারাও ক্ষণিকের মধ্যেই গণ্য) এবং এই ক্ষণ-ক্রতু আদি ঘটি কালচক্রে অনন্ততা ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে যে পরিজ্ঞান তাহাও মিথ্যা সর্ব্বত্রই পর্ব্বত সকল প্রস্তর-বিকার, ভূমি মৃন্ময়, বৃক্ষ দারুময় এ[illegible] জনগণ মাংসাদি-বিকারমাত্র, লোকব্যবহারেই তাহারা বিভিন্ন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত (বস্তুতঃ পর্ব্বতাদি, প্রস্তরাদি হইতে অভিন্ন সংসারে কোন পদার্থই কারণ হইতে অতিরিক্ত নহে, এইরূ[illegible] বিকারহীন ব্রহ্মেই সকলের পর্য্যবসান হইয়া থাকে। হায় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ পরস্পর মিলিত হইয়া পদার্থলক্ষ্মীর লীলাক্ষেত্র এই জগৎস্বরূপে অবিবেকী পুরুষে বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু বিবেকিগণের বুদ্ধিগোচর—এ[illegible] একটী করিয়া পঞ্চভূতমাত্র, আর কিছু নাই, অর্থাৎ ঘট প[illegible] ইত্যাদি নানামূর্ত্তি অবিবেকিগণের দৃশ্য, বিবেকিগণ উহাদে[illegible] পঞ্চভূত হইতে অভিন্ন দর্শন করিয়া থাকেন। সাধো! মিথ[illegible] জগতে মনস্বিগণের বিস্ময়কর ব্যবহার-বৈচিত্র্যও অসম্ভব নহে কেননা, স্বপ্নে মিথ্যা বিষয় লইয়াও ত অনেকের ব্যবহারবৈচি[illegible] ঘটিয়া থাকে। ৩১—৩৫। আকাশলতার ফলের ন্যায় অলী[illegible] ভোগকল্পনা অজ্ঞানবশে প্রবল হইলে, সামান্য লোকে আকুলচিত্ত ব্যক্তিগণের নবীন বয়স অতীত হইলেও পরমার্থ সম্বন্ধে কথাও উঠে না। লোকে উৎকৃষ্ট ভোগস্থান-লাভে

---

* 'সেই নষ্ট গুণাবলী—আশ্বাসনা অর্থাৎ চিত্তসমাধান এ[illegible] আঘাণ হইতে দূর হইয়া যায়।' ইতি টীকাকারমত।

† টীকাকার বলেন, "অসংখ্য কল্পের সংখ্যা অবগত হও[illegible] যায় না এমন যদি হইল ত".

প্রাপ্তিলাষী হইয়া নিজের মনের দোষেই অতর্কিতভাবে অধঃপতিত হয়; ছাগাদি পশু, হরিত-লতার ফলকামনায় গিরি-শিখর হইতেও অতর্কিত-পতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্গমস্থানে অবস্থিত যদীয় ছায়া, লতা, পত্র, ফল এবং পুষ্প সর্ব্বাংশেই লোকোপকার-বর্জ্জিত, সেই সকল গর্ত্তমধ্যস্থ বৃক্ষ এবং আধুনিক (অজ্ঞানী) মানবগণের গুণ তাহাদের শরীররক্ষাতেই পর্য্যবসিত। যেমন কৃষ্ণসার-মৃগগণ কোমল-প্রদেশে এবং কঠোর নিবিড় অরণ্য-ভূভাগে বিচরণ করে, তদ্রূপ মানবেরাও কচিৎ কোমল মনোবৃত্তি এবং কচিৎ কঠোর মনোবৃত্তিতে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। শব্বৎ দয়া-মায়াশূন্য বিধাতার আপাত-রমণীয় পরিণাম-ভীষণ নব নব কার্য্যাবলী চরমে যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া আরম্ভেও দূষিত হইলেও অতি-অবিবেকী পুরুষগণের আসক্তিকর, কিন্তু কোন্ বিবেকী পুরুষ ইহার কার্য্যে বিস্মিত না হন? লোকে প্রায়ই বিবিধ কৌটিল্যাদি-চেষ্টানিরত এবং কামাসক্ত, বিবেকী পুরুষ জগতে এখন স্বপ্নেও দুর্লভ, জানিনা, ক্রিয়াদুঃখ-সঙ্গিনী অতি-খেদময়ী * এই সমগ্র জীবিত-অবস্থা কিরূপে অতিবাহিত হইবে। ৩৬—৪১।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই যে কিছু চরাচর-জগৎ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, তৎসমস্তই স্বপ্নসমাগমসদৃশ অস্থির। হে মুনে! আজ যাহা শুষ্ক-সাগরসদৃশ খাতরূপে নয়নগোচর হইতেছে, প্রাতঃকালে তাহাই মেঘমালাপরিবেষ্টিত পর্ব্বতরূপে পরিণত হইতে পারে। এই যে অরণ্য-বহুল গগনস্পর্শী মহাগিরি, ইহা কয়েকদিনেই ভূমি-সমতল হইতে পারে, কূপও হইতে পারে। অদ্য যে অঙ্গ কৌষেয় বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপনে ভূষিত, কল্য তাহাই বস্ত্র-পর্য্যন্ত-বর্জ্জিত হইয়া দূরতর-গর্ত্তে বিশীর্ণ হইবে। অদ্য যে স্থানে বিচিত্র আচারপূর্ণ নগর অবলোকিত হইতেছে, সে স্থানে কয়েকদিনের মধ্যেই শূন্য অরণ্যের সমাবেশ হইয়া থাকে। ১—৫। অদ্য যে তেজস্বী পুরুষ মণ্ডলের অধীশ্বর, সেই বিরাজমান পুরুষই কয়েকদিনে ভস্মস্তূপরূপে পরিণত হয়। মহাভীম গগনসদৃশ শূন্য বিস্তীর্ণ অরণ্যানীও (কালবশে) এমন নগরীরূপে পরিণত হয় যে, তাহার পতাকাসমূহে গগনমণ্ডল আবৃত থাকে। অদ্য যাহা লতামণ্ডিত ভীম অরণ্যশ্রেণীরূপে প্রকাশমান, কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা মরুভূমিরূপে পরিণত হইতে পারে। জল—স্থল হয়, স্থল—জল হয়, কাষ্ঠ-জল-তৃণ-সমন্বিত সমগ্র বিশ্বই পরিবর্ত্তনশীল। বাল্য, যৌবন, শরীর এবং দ্রব্যসমূহ—সকলই অনিত্য, তরঙ্গের ন্যায় নিরন্তর এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি তাহাদিগের ধর্ম্ম। ৬—১০। জগতে জীবন, প্রভঞ্জন-মধ্যস্থিত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চল, আর ত্রৈলোক্যের পদার্থশোভা, বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায়, অস্থির। অনবরত উপচয়-অপচয়-প্রাপ্ত বীজ-রাশির ন্যায় সমগ্র পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল। জগতের অবস্থা সংসাররূপ আরভটী-ব্যাপারে * (নানা-বিচিত্র-কার্য্যকলাপসঙ্কুল ব্যাপারে) নৃত্যলীলাময়ী নটীর ন্যায়, দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কেননা, বস্তূত্থাপন, সম্ফেট, সংক্ষিপ্তি এবং অবপাতন—এই চারি প্রকার আরভটীই জগৎ-অবস্থায় বিদ্যমান। মায়াদি-বলে অলীক পদার্থকে সত্যবৎ প্রতিপন্ন করাই বস্তূত্থাপন,—বিবিধ ভ্রান্তির মূল হওয়ায় জগতের অবস্থা 'বস্তূত্থাপন'-বিভূষিতা বটে, মনোরূপ-পবন-বেগে তদীয় ভূত-বৃন্দরূপ ধূলি-ধূসরিত বসন বিপর্য্যস্ত এবং পতন-উৎপতন-পরিবর্ত্তন-পর-অভিনয়েও তাহা বিভূষিত ('পর-অভিনয়' কথাটীর দুটী অর্থ, এক—পরের অভিনয়, আর—পতনাদি তৎপর অভিনয়—পতনাদি প্রদর্শন। প্রথম অর্থ লইয়া সম্ফেট নামক আরভটীর † আরোপ হইল। পরিবর্ত্তন—সংক্ষিপ্তি আরভটী, পতন-উৎপতন—অবপাতন আরভটী, জগতের অবস্থা পক্ষে পতন-উৎপতন-অর্থে—নরক স্বর্গ) ‡ হে রাজন্! সংসার-রচনা নর্ত্তকীর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে, কেননা গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় ভ্রান্তি-উৎপাদন, কটাক্ষ-চাঞ্চল্যপূর্ণ (কটাক্ষের ন্যায় চাঞ্চল্যপূর্ণ, অথচ কটাক্ষের চাঞ্চল্যপূর্ণ, উদার ব্যবহার এবং বিদ্যুদ্দাম-প্রকাশচপল আলোকদান (দর্শন দান অথচ আলো করা) ইহার সাধর্ম্ম্য। ১১—১৬। প্রত্যহ ক্ষয় এবং পুনর্ব্বার প্রত্যহ উৎপত্তি হইতেছে, কিন্তু এই হতমুক্তি দগ্ধসংসারের অবসান ত নাই। মানুষ তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইতেছে, তির্য্যগ্‌জাতি মনুষ্যজন্ম পাইতেছে, দেবতাগণ দেবভাব হারাইতেছেন, অতএব হে বিভো! জগতে সুস্থির কি আছে? কালরূপী সূর্য্য স্বীয় রশ্মিজালে পুনঃপুনঃ দিবারাত্রি গঠন ও অতিবাহন করত প্রাণিবৃন্দের বিনাশের সীমা নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অথবা এক কথায় বলিতে গেলে সকল প্রাণিবৃন্দই, বাড়বানলানুবর্ত্তী সলিলের ন্যায়, ধ্বংসমুখেই ধাবিত হইতেছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী এবং দিঙ্মণ্ডল—সমস্তই ধ্বংসরূপী বাড়বানলের বিশুষ্ক ইন্ধন। মৃত্যুভয়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ধন, বন্ধু, ভৃত্য, মিত্র এবং সম্পত্তি—কিছুই প্রীতিপ্রদ হয় না। মৃত্যুরাক্ষস যাবৎ স্মৃতিপথে উদিত না হয়, তাবৎকালই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উক্ত সমস্ত বিষয় ভাল লাগে। ক্ষণকাল ঐশ্বর্য্য, ক্ষণকাল দারিদ্র্য-ভোগ, ক্ষণকাল রোগ এবং ক্ষণকাল আরোগ্য-লাভ হয়। ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তিদায়ী বিনশ্বর ভ্রমময় জগৎ কোন্ বুদ্ধিমান্‌কে মোহিত না করে? ১৭—২৬। আকাশমণ্ডল কোন সময়ে তমঃ-পঙ্কপিণ্ডে বিলিপ্ত এবং কোন সময়ে কনকদ্রব্য-কমনীয় আলোকে

* 'নিখিল-দুঃখ-শূন্য-উপায়বিবর্জ্জিত সমস্ত জীবিত-অবস্থা' হা টীকাসম্মত অনুবাদ।

* মায়া, ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ, ক্রোধ, উদ্‌ভ্রান্ত-চেষ্টা, বধ এবং বন্ধন এই সকল কার্য্যকলাপময় ব্যাপারের নাম আরভটী। কৌশিকী প্রভৃতি চারিটী বৃত্তি—নাট্যের বিশিষ্ট-উপযোগী। আরভটী তন্মধ্যে অন্যতম।

† ক্রুদ্ধ এবং সত্বর ব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষ—সম্ফেট। ভূতরূপ-বসনবিপর্য্যাস ক্রোধ-সত্বরতার প্রকাশক, পরের ঐ প্রকার অভিনয় হইলেই 'সম্ফেট' আরভটী হয়। যে কার্য্য দ্বারা এক ব্যক্তিকেই বিরুদ্ধ-গুণাক্রান্ত বলিয়া অনুভব করা যায়, তাহা 'সংক্ষিপ্তি' আরভটী। প্রবেশ নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা 'অবপাতন' আরভটী হয়।

‡ টীকাকার 'আরভটী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'আড়ম্বরাতিশয়' আর কোন ছোঁয়া-থাওয়া দেন নাই।

পরিশোভিত হইয়া থাকে। আকাশ-বিবর কোন সময়ে জলদাবলী-রূপ নীল কমলমালায় আচ্ছন্ন, কোন সময়ে উচ্চশব্দে পূর্ণ এবং কোন সময়ে মূকবৎ নিঃশব্দে অবস্থিত। গগনমণ্ডল কোন সময়ে নক্ষত্রখচিত, কোন সময়ে দিনকর-পরিশোভিত, কোন সময়ে শশধরবিরাজিত, কোন সময়ে বা নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য কিছুই থাকে না। উপচয়-অপচয়শালিনী উৎপত্তি-বিনাশশীলা জাগতিক অবস্থা দ্বারা সংসারে ভীত না হয় কে? ক্ষণে আপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়, ক্ষণে সম্পদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়, ক্ষণে জন্ম এবং ক্ষণে মৃত্যু হইয়া থাকে, হে মুনে! কোন্ বস্তু ক্ষণিক নয়? পূর্ব্বে এক অবস্থা, জন্মকালে অন্য অবস্থা এবং কয়েক দিন পরে পুনরায় অবস্থান্তর মানবের ঘটে, ভগবন্! সর্ব্বদা এক প্রকার স্থির বস্তু কিছুই নাই। ঘটও পট হয়, আবার পটও ঘট হয় (ঘট ভাঙ্গিয়া চূর করিয়া কার্পাসক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে, তাহা ক্রমে কার্পাসবৃক্ষরূপে, পরে ফল, অনন্তর তূলা—সূত্র—পট-রূপে পরিণত হয়। বস্ত্র মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে, তাহা মৃত্তিকা-রূপে এবং ক্রমে ঘটরূপে পরিণত হয়)। সংসারে এমন কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহার পরিবর্ত্তন নাই। বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, অপচয়, বিনাশ এবং পুনর্জ্জন্ম মনুষ্যগণের নিকট, দিবারাত্রির ন্যায়, নিরত পরিবর্ত্তনশীল দুর্ব্বলও বলবান্‌কে নিহত করে, এক ব্যক্তিও শত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে, নীচ-ব্যক্তিগণও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ সমস্ত জগতেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ২১—৩৫। জড়-(জল)-স্পন্দসংসর্গ তরঙ্গাবলীর ন্যায় জনসমূহ নিরন্তর বিপর্য্যস্ত হইতেছে। অল্পদিন বাল্য, তাহার পর যৌবনশোভা এবং ইহার পর জরা উপস্থিত হয়, এইরূপে শরীরেই যখন পরি-বর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তখন বাহ্যবস্তুর আর কথা কি? মন, নটের ন্যায়, সকল বিষয়েই ক্ষণিক আনন্দ, ক্ষণিক বিষাদ এবং ক্ষণিক প্রসন্নতা অনুভব করে। এখানে হর্ষের বস্তু, ওখানে বিষাদের বস্তু এবং অপর স্থানে মোহের সামগ্রী—এইরূপে ইতস্ততঃ নিখিল-বস্তু রচনা করত বিধাতা ক্রীড়াব্যাপারে, বালকের ন্যায়, শ্রান্তি বোধ করেন না। বিধাতা জগতের উপচয়, অপচয়, রূপান্তরপ্রাপণ, সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন, আর হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি ভাব —বিধি-সৃষ্ট মানবগণের পক্ষে দিবারাত্রির ন্যায় নিরত পরিবর্ত্তন-শীল। সংসারভোগী জনগণের আবির্ভাব-তিরোভাব আছে—অর্থাৎ অস্থির। তাহাদের আপদ্ বিপদ্‌ও অস্থির। এই কাল—প্রায় সকলকেই বিপদ্-সাগরে নিক্ষেপ করত ক্রীড়া করিতেছেন। অবলীলাক্রমে নিখিল-চতুরবৃন্দকেও বিচলিত করিবার ব্যাপারে কাল সুনিপুণ। ত্রিলোকস্থ যাবতীয় প্রাণিবৃন্দ ফল-সমূহ স্বরূপ, সমপাক এবং বিষম-পাক বশতঃ তৎসমস্তই বিভিন্ন প্রকার। সেই সব ফল সময়রূপ সমীরণবেগে চালিত হইয়া বিশাল সংসার-পাদপ হইতে প্রতিদিন নিপতিত হইতেছে। ৩৬—৪৩।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

শ্রীরাম কহিলেন, এইরূপ দোষ-দুর্দ্দিন-দাবানলে দগ্ধ মদীয় বনবৎ চিত্তে, সরোবরে মরীচিকার ন্যায়, ভোগাভিলাষ উদিত হয় না। নিম্বতরু-সমাশ্রিতা লতিকার ন্যায়, সাময়িক পরিণাম-বশে রস-তারতম্য-সম্পন্ন বিস্বাদ সাংসারিক অবস্থা প্রতিদিনই অধিক-তর কটু হইতেছে। রাজন্! করঞ্জবৃক্ষবৎ কর্কশ মানব-হৃদয়ে প্রতিদিন দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি এবং সৌজন্যের হ্রাস হইতেছে। সাংসারিক অবস্থা, শুষ্ক মাষশিম্বীর ন্যায়, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভগ্ন হইতেছে, প্রভেদের মধ্যে এই যে, মাষ-শিম্বী-ভঙ্গে টঙ্কার শব্দ হয় আর সংসার-অবস্থাভঙ্গে তাহা হয় না। হে মুনিবর! রাজ্য এবং যাবতীয় ভোগ—চিন্তার আস্পদ, চিন্তা-সম্বন্ধবির্জ্জিত নির্জ্জন-সেবা তদপেক্ষা উত্তম। ১—৫। উদ্যানে আমার আনন্দ নাই, রমণীকুলে আমার সুখ নাই, ধনাশায় আমার হর্ষ নাই, মনের সহিত আমার শান্তি-উপভোগেই আমার সব। কিন্তু তাত! জগৎ অনিত্য এবং সুখহীন, তৃষ্ণা দুর্ব্বহ, চিত্ত চাঞ্চল্যে দূষিত, আমি কেমন করিয়া শান্তি পাইব? আমি মরণ আকাঙ্ক্ষাও করি না, জীবন আকাঙ্ক্ষাও করি না, আমি যেমন থাকিতে হয়, নিশ্চিন্তভাবে তাই থাকি। রাজ্য, ভোগ, ধন এবং কামনায় আমার কোন ফল নাই, কেননা এতৎসমস্তেরই মূল যে অহঙ্কার, আমার তাহাই অপগত হইয়াছে। স্বীয় জন্মপরম্পরা-রূপ বরত্রায় অর্থাৎ চর্ম্মরজ্জুতে (পাদুকাবিশেষ) যে সব দৃঢ়তর ইন্দ্রিয়-গ্রন্থি বদ্ধ আছে, তাহা মোচন করিতে যাহারা উদ্যোগী তাহারা প্রশংসনীয় ব্যক্তি * (গ্রন্থিমোচনে বরত্রা শিথিল হইলে, অনায়াসেই বরত্রা-উন্মোচনে সামর্থ্য হয়)। ৬—১০। যেরূপ হস্তী, পদ-নিষ্পেষণ দ্বারা কোমল কমলকুল দলিত করে, তদ্রূপ কন্দর্প কামিনীকুল দ্বারা পুরুষের হৃদয় দলিত করিয়া থাকে। মুনিবর! নির্ম্মল বুদ্ধিযোগে এখন যদি মনের চিকিৎসা করা না যায়, তাহা হইলে ইহার পর আর তাহার চিকিৎসার সময় পাইব কোথায়? বিষম বিষয়ই বিষ, লোকে যাহাকে বিষ বলে, তাহা বিষপদবাচ্য নয়, কেননা একজন্মের বিষয়বিষ জন্মান্তরেও মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে (মোক্ষলাভে ব্যাঘাত জন্মায়), আর বিষ—এক-জন্মের দেহই নষ্ট করিয়া থাকে। সুখ দুঃখ, সুহৃৎ-মিত্র, মরণ জীবন—কিছুই তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তবন্ধনে সমর্থ হয় না। হে পূর্ব্বাপর-অভিজ্ঞ-প্রবর ব্রহ্মন্! যাহাতে আমি তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া শোক, ভয় এবং আয়াস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, শীঘ্র আমাকে সেই উপদেশ দিন। ১১—১৫। ভীষণ অজ্ঞানরূপ অরণ্যানী বাসনা-জালে জটিল, দুঃখকণ্টকে সঙ্কুল এবং নিপাত-উৎপাত (অর্থাৎ বন্ধুরভূমি অথচ বিপদ্-সম্পদ্) ইহাতে অনেক। মুনিবর! আমি করপাত্রের (করাতের) অগ্রভাগ দ্বারাও কর্ত্তন সহ্য করিতে পারি কিন্তু সংসার-ব্যবহারসম্ভূত আশা ও বিষয়কৃত কর্ত্তন সহ্য করিতে পারি না। বায়ু যেমন ধূলিরাশি উদ্ধৃত করে,—এই আছে, এই নাই—ইত্যাদি ব্যবহাররূপ অজ্ঞানাঞ্জন-জনিত ভ্রান্তি-চঞ্চল মনকে সেইরূপ চালিত করিয়া থাকে। সংসার হারস্বরূপ, তাহা তৃষ্ণারূপ সূত্রে গ্রথিত, জীবসমূহ তাহার মুক্তাকলাপ, সাক্ষি-চৈতন্য-নির্ম্মল মনই তাহার নিত্য ভাস্বর মধ্যমণি, তাহা কালরূপ লম্পটের অলঙ্কার,—সিংহ যেমন বাগুরা ছেদন করে, আমি বৈরাগ্যবশে—কিন্তু ক্রোধাদিবশে নহে—তদ্রূপ তাহা ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করি।

---

* টীকাকার বলেন, "দৃঢ় ইন্দ্রিয়গ্রন্থিযোগে জন্মপরম্পরারূপ চর্ম্মরজ্জুতে আবদ্ধ জীবগণের মধ্যে যাহারা সেই বন্ধন-মোচনে উদ্যত, তাহারা প্রশংসনীয়।" এ অর্থ মূলের সংস্কৃত হইতে আইসে না।

হে তত্ত্বজ্ঞ-প্রবর! আমার হৃদয়-স্থানের কুজ্ঝটিকা—মনঃস্বরূপ অন্ধকার ("মনের অন্ধকার" টীকা) সুখজনক বিজ্ঞানদীপ দ্বারা নিবারিত করিতে আজ্ঞা হয়। হে মহাত্মন! নিশাকরের উদয়ে নৈশ অন্ধকারের ন্যায় সৎসঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না—এমন দুশ্চিন্তাই নাই। আয়ুঃ, সমীরণ পরিচালিত-জলদজাল-মুক্ত সলিল-বিন্দুর ন্যায় ক্ষণ-ধ্বংসী, ভোগমাত্রেই মেঘ-পটলমধ্যস্ফুরিত সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল,—যৌবনবিলাস জলস্রোতের ন্যায় অস্থির, ইহা আমি অচির-কাল মধ্যেই বিচার করিয়া এখন চিরশান্তির জন্য মন মুদ্রিত করিয়াছি। ১৬—২৩।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—এইরূপ উপস্থিত শত শত অনিষ্টসঙ্কুল মনোবৃত্তি-কর্দ্দমপূর্ণ * সংসার-কোটরে জগৎকে নিমগ্ন দেখিয়া আমার মন যেন মর্দ্দিত হইতেছে ভয় হইতেছে এবং জীর্ণ বনস্পতির পত্র-নিকরের ন্যায় আমার শরীর কম্পিত হইতেছে। উত্তম সন্তোষ এবং ধৈর্য্যের ক্রোড় না পাইয়া আকুলীভূত বুদ্ধি লক্ষ্যহীন অবস্থায়, দুর্ব্বল-পতিবিহীনা বালিকার ন্যায়, সংসারক্ষেত্রে ভীত হইয়াছে, তুচ্ছ তৃণাদি-আচ্ছাদনে প্রতারিত মৃগগণ যেমন আচ্ছাদিত গর্ত্তে নিপতিত হইবার জন্যই বিলুণ্ঠিত হয়—তুচ্ছ বিষয়লাভে প্রতারিত মনোবৃত্তি সকলও তদ্রূপ দুঃখভোগের জন্যই বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সামান্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়—অবিবেকী পুরুষে অধিষ্ঠিত, ভ্রষ্ট অন্ধকূপ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় কষ্টকর স্থানে অধিরূঢ়—নিত্যবস্তুতে অধিরূঢ় নহে। ১—৫। জীবরূপী ঈশ্বরের অধীন চিন্তা প্রিয়-নিকেতনে নববধূর ন্যায় স্থির থাকিতেও পারে না অভিলষিত (বিষয় ও দেশ) লাভেও সমর্থ হয় না। সংসার, পৌষমাসের লতিকার ন্যায়, কোন কোন পুরাতন বস্তু (বিষয় ও পত্র) ত্যাগ এবং কোন কোন বস্তু গ্রহণ করত ক্রমেই অবসাদপ্রাপ্ত হইতেছে। চিত্তের অস্থিরতায় আমার সাংসারিক এবং পারমার্থিক সর্ব্ববিধ সুখ দূর হইয়াছে, এক্ষণে সংসারের অবস্থা আমাকে কিয়দংশে পরিত্যাগ এবং কিয়দংশে গ্রহণ করিয়া অবস্থিত। আমার বুদ্ধি এক্ষণে আত্মতত্ত্ব-নিশ্চয়শূন্য, সুতরাং দূর হইতে) শাখাস্কন্ধ-বিহীন বৃক্ষের মূল-ভাগ দর্শনে লোকে যেমন "এটী চোর না—গাছের গোড়া" এইরূপ সংশয়ে আকুল হয়, তদ্রূপ আমার বুদ্ধিও "এটী তত্ত্ব, না—ঐটী তত্ত্ব, এইরূপ সংশয়ে আকুল হইতেছে। চিত্ত চঞ্চল, বিবিধ-ভোগবাসনাপূর্ণ এবং ত্রিভুবন তাহার বিহার-ক্ষেত্র, অমরগণ যেমন দ্রুতগামী ভোগ-সামগ্রীপূর্ণ ত্রিভুবন-বিহারী স্ব স্ব বিমান পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ চিত্তও ভ্রান্তি † পরিত্যাগ করে না ৬—১০। অতএব হে সাধো! যথায় শোক নাই—সেই উপাধি-বর্জ্জিত ভ্রান্তিনাশক, খেদহীন সার বিশ্রামস্থান কি? জনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সাংসারিক ব্যবহার রক্ষা করিয়াছেন এবং সকল কার্য্য কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন কিরূপে? হে বহুমানপ্রদ মুনিবর! সংসারপঙ্ক নানাপ্রকারে অঙ্গলগ্ন হইলেও পুরুষের তাহাতে লিপ্ত না হওয়া কিরূপে ঘটে? ভবাদৃশ দোষসম্বন্ধশূন্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ মহাশয়গণ কিরূপ-দৃষ্টিতে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করেন? কুটিলগতি ভয়প্রদ পন্নগো-পম ভোগভীষণ নশ্বর অস্থির সম্পদ্ বিষয়জাল পরিণামে নরকের জন্যই প্রবৃদ্ধ করে, কিন্তু তাহা কি উপায়ে মঙ্গলাবহ হইয়া থাকে? ১১—১৫। মোহরূপ মাতঙ্গের আলোড়নে কলুষভাবাপন্ন বুদ্ধিরূপ সরোবর কিরূপে অত্যন্ত স্বচ্ছতালাভে সমর্থ হয়? লোক সংসার-ক্ষেত্রে ব্যবহারপরায়ণ হইলেও কমলদলে সলিলের ন্যায়, নির্লিপ্ত থাকিতে পারে—ইহার কি উপায়? লোকে কি উপায়ে কামাদি-বৃত্তি স্পর্শ না করিয়া জগৎকে অন্তর্দৃষ্টিতে আত্মবৎ এবং বাহ্যদৃষ্টিতে তৃণবৎ বোধ করত পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে? অজ্ঞানসমুদ্রের পারপ্রাপ্ত কোন্ মহাপুরুষের অনুরূপ আচরণ করিলে লোকে দুঃখভোগ হইতে অব্যাহতি পায়? প্রকৃতপক্ষে অনু-সরণীয় মঙ্গল কিরূপ এবং লভ্য ফল কিরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংসারে কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়? ১৬—২০। প্রভো! বিধাতৃনির্ম্মিত অস্থির জগতের পূর্ব্বাপরভাব যাহাতে অবগত হইতে পারি, এমন তত্ত্ব-উপদেশ কিছু আমাকে দিন। হে ব্রহ্মন্! হৃদয়স্থান গগন-মণ্ডলের শশধরস্বরূপ-চৈতন্য-উজ্জ্বল অন্তঃকরণের মলিনভাব যাহাতে দূর হয়, নির্ব্বিঘ্নে তাহা সম্পাদন করুন। সংসারে হেয় কি, উপাদেয় কি এবং অহেয়-অনুপাদেয়ই বা কি? চঞ্চল-চিত্ত কি উপায়ে পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়? শত-যন্ত্রণা-দায়িনী অসার-সংসারবিসূচিকা কোন পাবন-মন্ত্রে অনায়াসে উপশম প্রাপ্ত হয়? আমি কোন্ উপায়ে, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, আনন্দপাদপ-মঞ্জরীরূপিণী পূর্ণ শীতলতা প্রাপ্ত হইতে পারি? আপনারা সাধু তত্ত্বজ্ঞানী, আমাকে এইরূপ উপদেশ দিন, যেন আমি আন্তরিক-অভাবশূন্য হওয়ায় পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার দুঃখ-ভোগ না করি। হে মহাত্মন! যে ক্ষুদ্রজীব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমানন্দ-পদে আত্যন্তিক স্থিরতা প্রাপ্ত না হইয়াছে,—যেরূপ কুক্কুর অরণ্যে মৃতপ্রায় শরীরের দুর্দ্দশা করে, মনোবৃত্তি সকল তাহাকে তদ্রূপ দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকে। ২১-২৭।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—আয়ু, উচ্চ পাদপের কম্পিত-পত্র-বিলম্বিত জলবিন্দুর ন্যায়, পতনোন্মুখ, শরীর—হর-চূড়ামণি শশিকলার ন্যায় দেখিতেই পাওয়া যায় না এবং শালিক্ষেত্রবিহারী শব্দায়মান ভেক-কুলের স্ফীতগলনালীচর্ম্মের ন্যায় অস্থির, জীবের সুহৃৎ-সজ্জন-সমাগম বাগুরাবেষ্টনসদৃশ, বাসনারূপ সমীরণে পরিবেষ্টিত, দুরাশা-রূপিণী-সৌদামিনী-বিজড়িত, মোহরূপী ঘোর কুজ্ঝটিকাময় জলদা-বলী নিরন্তর অশনিপাত এবং গর্জ্জন করিতেছে,—লোভরূপী প্রচণ্ড

* "এইরূপ শত শত অনিষ্টসঙ্কুল সংসার-কোটরে জগৎকে মগ্ন দেখিয়া আমার মন চিন্তাকর্দ্দমে মগ্ন হইয়াছে" ইহা টীকাকারের কষ্টকল্পিত অর্থ।

† "অস্থিরতা"—ইতি টীকাকার।

উন্মত্ত ময়ূর তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে। অনর্থরূপী কুটজকুসুম-পাদপ আস্ফোট (স্পর্দ্ধা এবং কলিকাভেদ) সহকারে সুবিকসিত হইতেছে, ক্রূর কৃতান্ত-মার্জ্জার সর্ব্বভূতরূপি-মূষিককুল-ভক্ষণে ব্যগ্র; কোথা হইতে নিরন্তর জলস্রোতঃসম প্রাণিসঞ্চার হইতেছে, পতনের (অধঃপতন ও বৃষ্টি) প্রাচুর্য্যও আছে—এমন অবস্থায় আমার উপায় কি? গতি কি? আশ্রয় কি? কোন্ বিষয়ের চিন্তা করা যায়? এই জীবিত অরণ্যের পরিণাম কিসে অশুভাবহ না হয়? ১—৬। এমন কোন বস্তুই পৃথিবীতে, আকাশে বা স্বর্গে নাই—যাহা অতি তুচ্ছ হইলেও ভবাদৃশ মহাত্মগণের ইচ্ছায় রমণীয় হইতে না পারে। নিরন্তর দুঃখযন্ত্রণাকুল এই নীরস দগ্ধসংসার সুস্বাদু হইবে—কিন্তু মোহগ্রস্ত থাকিব না—ইহার উপায় কি? পুষ্পধবলিত বসন্ত-ঋতুযোগে বসুন্ধরার ন্যায়, পরিতৃপ্তিরূপ চন্দ্রমানে সংসার কিরূপে রমণীয় হইবে? কিরূপ ক্ষালন করিলে কামকলঙ্কিত মনঃশশধরের মলয়সম্বন্ধশূন্য অমৃতময়ী চন্দ্রিকা উদিত হইবে?' আমরা সংসার-গতিদর্শী ঐহিক-আমুষ্মিক ভোগশূন্য কোন মহাপুরুষের ন্যায় সংসার-অরণ্যানী মধ্যে বিচরণ করিব। রাগদ্বেষ মহারোগকল্প ভোগবহুল ঐশ্বর্য্যরাশি, সংসারসমুদ্রচারী প্রাণীকে কি করিলে পীড়িত করে না। হে ধীরবর! রসরূপী রসপ্রদ পারদ অনলে পতিত হইলেও যেমন দগ্ধ হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানরস-সম্পন্ন সংসারী সংসারানলে পতিত হইলেও কি উপায়ে দাহ হইতে অব্যাহতি পায়? ৭—১৩। যেমন সমুদ্রে পতিত হইলে জল লাগিবে না—এমন ভাবে ভাসা যায় না, তদ্রূপ সংসারে পড়িয়া ব্যবহার-কার্য্য করিতে হইবে না—এমন ভাবে থাকা যায় না। অনলের যেমন দাহহীন শিখা নাই, তদ্রূপ রাগ-দ্বেষসম্পর্কশূন্য সুখদুঃখ-বিবর্জ্জিত সদনুষ্ঠানও সংসারে অসম্ভব এবং ত্রিভুবনের অস্তিত্ব মনোবৃত্তির উপরেই আছে—সেই অস্তিত্বের অবসান, তত্ত্ববোধক যুক্তি-উপাসনা ব্যতীত হয় না, অতএব সেই উত্তম যুক্তি বিশেষ করিয়া বলুন। ব্যবহার সম্পন্ন হইলে অথবা ব্যবহার ত্যাগ করিলে-দুঃখভোগ হইবে না, এবিষয়ে যে উত্তম যোগোপদেশ, তাহা বিশেষ রূপে বলুন। যাহা করিলে মন পবিত্র এবং পরম শান্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্ব্বে কোন্ মনস্বী করিয়াছেন, কিরূপে করিয়াছেন এবং কেনই বা করিয়াছেন? হে ভগবন! সাধুগণ যেরূপে দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন তাহা যেমন অবগত আছেন, মোহ-নিবৃত্তির জন্য সেইরূপই বলুন। ১০—১৯। হে ব্রহ্মন্! আর যদি তাদৃশ যুক্তি না থাকে, অথবা থাকিলেও আমাকে যদি কেহ তাহা স্পষ্টভাবে উপদেশ না দেন, অথবা উপদেশ পাইয়াও যদি আমি অত্যুত্তম শান্তিলাভে অধিকারী না হই, তাহা হইলে আমি সর্ব্বকামনা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিব, কিছু আহার করিব না, জল পান করিব না, বসন পরিধান করিব না, স্নান দান উপবেশন প্রভৃতি কার্য্যও করিব না। হে মুনে! সম্পদ্ বিপদ্—কোন অবস্থাতেই কার্য্যব্যাপৃত হইব না, দেহত্যাগ ব্যতীত আর কিছু আকাঙ্ক্ষাও করিব না। আশঙ্কা, মমতা এবং মৎসর ত্যাগ করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় কেবল মৌনভাবে কালযাপন করিব। অনন্তর ক্রমে শ্বাস, প্রশ্বাস ও জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহ নামক এই অনিষ্টজনক সামগ্রী পরিত্যাগ করিব। আমি দেহের নই, এ দেহও আমার নয়, অন্য দেহাদিও আমার নয়, 'আমি তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ হইব—সকল পরিত্যাগ করিয়া 'কলেবরও ত্যাগ করিব। নির্ম্মলশশধর-কমনীয় রামচন্দ্র মহত্তর বিবেক-উদ্রিক্ত-মনে এই সব কীর্ত্তন করিয়া, মহামেঘজালের সম্মুখে কেকারব-বিধায়ী ময়ূরের ন্যায়, যেন শ্রান্তি বশতই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ২০—২৭।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—কমলদল-লোচন রাজনন্দন শ্রীরাম মনের মোহবিনাশক এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে, তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি বিস্ময়বশে বিকশিতনেত্র হইলেন, তাঁহাদের রোমসমূহ যেন সেই সকল বাক্যশ্রবণে ব্যগ্র হইয়াই বসনাবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। বৈরাগ্যবাসনায় তাঁহাদের সমস্ত সংসার-বাসনা দূরীভূত হইল তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল অমৃতসাগরের লহরীমালায় আন্দোলিত হইলেন। শ্রবণকুশল ব্যক্তিগণ আনন্দচিত্তে পরিপুষ্ট হইয়া চিত্রার্পিতবৎ শ্রীরামের সেই সব কথা শ্রবণ করিলেন। সভামণ্ডপে অবস্থিত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ মন্ত্রণাকুশল জয়ন্ত-ধৃষ্টিপ্রমুখ সচিববৃন্দ দশরথ এবং তৎসদৃশ পাণ্ডুদেশাধিপতি প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ, পৌরগণ, রাজপুত্রগণ, বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ, ভৃত্যগণ, অমাত্যগণ এবং পঞ্জরস্থ বিহগগণ শ্রীরামের সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন ক্রীড়ামৃগগণ নিস্তব্ধভাবে, তুরঙ্গগণ চর্ব্বণ-বিরত হইয়া এবং কৌশল্যাপ্রমুখ বনিতাবৃন্দ স্ব স্ব বাতায়নে অবস্থিত হইয়া নিস্পন্দভাবে শ্রীরামের কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের ভূষণধ্বনিও নিরস্ত ছিল। উদ্যান-লতা-পুঞ্জ এবং সৌধ বিটঙ্কে অধিষ্ঠিত পক্ষিগণ পক্ষস্পন্দন এবং কূজন নিরস্ত করিয়া শ্রীরামের বাক্য শুনিতে লাগিল। সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতি খেচরগণ, নারদ ব্যাস পুলহ প্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠগণ এবং এতদ্ভিন্ন সুর সুরবর বিদ্যাধর এবং মহাভুজগগণ সেই বিচিত্র-অর্থ-সম্পন্ন ঔদার্য্যপূর্ণ রামবাক্য শ্রবণ করিলেন। ১—১১। অনন্তর রঘুকুল-গগন-সুধাকর শশধর-সুন্দর কমললোচন রাম তূষ্ণীম্ভূত হইলেন, গগনমণ্ডল হইতে সিদ্ধসমূহ সাধুবাদ এবং পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, সেই পুষ্পবর্ষণে নভস্তল যেন চন্দ্রাতপ-সংবৃত হইল। মন্দারকুসুম-গর্ভে সুষুপ্ত মধুকরমিথুন (বর্ষণবেগে প্রবুদ্ধ হইয়া) ডাকিয়া উঠিল, মানবগণ তাহার মধুর-সৌরভ-মিশ্রিত সৌন্দর্য্যে আনন্দবিহ্বল হইল। তখন বোধ হইল, যেন প্রবহ-বায়ু তারকাচক্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, যেন অমরললনার হাস্যদীপ্তি অবনীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল, যেন বর্ষণ-বিমুখ স্বচ্ছ * অভ্রখণ্ড ভূতলে পরিভ্রষ্ট হইল, যেন রাশি রাশি হৈয়ঙ্গবীনপিণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল, যেন মুক্তাহার নিকর-সন্নিভ মহতী তুষারবৃষ্টি হইল, যেন শশধরের কিরণমালা অথবা ক্ষীরোদ-সাগরের ঊর্ম্মিমালা বিস্তৃত হইল। সেই পুষ্পবৃষ্টি—কেশরবিরাজিত কমলশ্রেণীর বিলোলন, কেতকী-সমূহের ঘূর্ণন, কুমুদনিকরের প্রস্ফুরণ, কুন্দ-পুষ্পাবলীর পতন এবং কুবলয়কুলের বলনে পরিশোভিত হইল; মধুকর-নিকর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, সীৎকার-গীতিপরায়ণ সুরভি

* টীকাকার বলেন, "বর্ষণকারী গর্জ্জনহীন বিদ্যুদ্দীপ্ত অভ্রখণ্ড"।

মধুর সমীরণ কুসুম-নিকরের পরিচালনে নিযুক্ত হইল। নীলকমল-কান্তি নির্ম্মল-গগনের অসঙ্কীর্ণ কুসুমবৃষ্টিতে প্রাঙ্গণ-ভূমি, গৃহচ্ছাদ এবং গৃহ-চত্বর (রোয়াক) পূর্ণ হইল, নগরবাসী নরনারী উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিল, তাদৃশ অপূর্ব্ব ব্যাপার কেহ কখন দেখে নাই,—সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইল, আকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত সিদ্ধগণের স্বহস্ত-নিক্ষিপ্ত কুসুমবৃষ্টি অর্দ্ধ দণ্ড কাল নিপতিত হইল। ১২—২২। সভামণ্ডপ এবং সভ্যবৃন্দ কুসুমনিকরে আচ্ছন্ন হইল। ক্রমে এইরূপ পুষ্পবৃষ্টি বিরত হইলে সভ্যবৃন্দ সিদ্ধগণের নিম্নলিখিত বচনাবলী শুনিতে পাইলেন,—"কল্পের আরম্ভ হইতে স্বর্গের চতুর্দ্দিকে সিদ্ধমণ্ডলী মধ্যে আমরা ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু আজ যাহা শ্রবণ করিলাম, ইতিপূর্ব্বে এরূপ শ্রবণসুখকর কথা কখন শ্রবণ করি নাই। রঘুকুলচন্দ্র শ্রীরাম বৈরাগ্যবশে যে মহৎ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা বৃহস্পতিরও অগোচর। ওঃ। আজ আমরা এই শ্রীরাম-মুখ-নিঃসৃত হৃদয়ানন্দকর মহাপবিত্র বাক্য শ্রবণ করিলাম। এই শ্রীরঘুনন্দন, শান্তি-পীযূষ-মনোহর উৎকর্ষ-প্রাপ্তির পরিচায়ক এই যে উচিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন, আমরা তাহাতেই জ্ঞান লাভ করিলাম।"২৩—২৭

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

সিদ্ধগণ বলিলেন,—রঘুবর শ্রীরাম যে পাবন কথা কীর্ত্তন করিলেন, মহর্ষিগণ ইহার উত্তরে যে সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা তাহা শুনিতে অভিলাষী। নারদ-ব্যাস-পুলহ-প্রমুখ মুনিপুঙ্গবগণ এবং এতদ্ভিন্ন যত মহর্ষি আছেন, সকলেই নির্ব্বিঘ্নে আগমন করুন। যেরূপ মধুকরগণ কনকরুচির-কেশরমালিনী কমলিনীকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ আমরাও কাঞ্চন-মণ্ডিতা সমৃদ্ধ দশরথ-সভাকেও চতুর্দ্দিক হইতে আশ্রয় করিতে যত্ন করি। বিমান-স্থিত সমগ্র দিব্য মুনিমণ্ডলী এই কথা বলিয়া সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। সেই মুনিমণ্ডলীর অগ্রভাগে বীণাবাদনপরায়ণ দেবর্ষি নারদ এবং সজল-পীনঘনশ্যামল বেদব্যাস পশ্চাতে ছিলেন, আর মধ্যে ছিলেন ভৃগু অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য প্রভৃতি মুনিবরগণ এবং চ্যবন, উদ্দালক, উশীর ও শরলোমা প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ। পরস্পরের গাত্র-সঙ্ঘর্ষে মৃগচর্ম্ম 'এলোমেলো' হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের অক্ষমালা বিলোলিত, হস্তে উত্তম কমণ্ডলু। তেজের আতিশয্য-বশতঃ পাটলবর্ণ সেই মুনিমণ্ডল, গগনমণ্ডলে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় এবং মুখমণ্ডলপ্রভায় পরস্পরেই সূর্য্যশ্রেণীর ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পরে রত্নাবলীর ন্যায় নানাবর্ণ-শোভিত এবং মুক্তামালার ন্যায় সুষমাসম্পন্ন। তাঁহাদের উদয়ে যেন দ্বিতীয় কৌমুদীবৃষ্টি, দ্বিতীয় সূর্য্যমণ্ডলী এবং যেন চিরসম্ভৃত পূর্ণচন্দ্রশ্রেণীর প্রকাশ হইল। ১—১০। যথায় ব্যাস অবস্থিত ছিলেন, তথায় নক্ষত্রপুঞ্জসমীপে জলধরের ন্যায় শোভা হইল এবং যেখানে নারদ ছিলেন, সেখানে তারাদল-সমীপে শশধরের ন্যায় শোভা হইয়াছিল। মুনিমণ্ডলীমধ্যে পুলস্ত্য, দেবমণ্ডলীমধ্যে দেবরাজের ন্যায়, এবং অঙ্গিরা দেবগণ-মধ্যে সূর্য্যের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সিদ্ধ-সমূহ গগনমণ্ডল হইতে ভূতল অভিমুখে অবতীর্ণ হইলে, মুনিগণ-পরিবৃত দশরথ-সভায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন খেচর এবং ভূচরগণ মিলিত হইয়া পরস্পর-সমাচ্ছাদনকর দেহ-প্রভায় দিগ্‌গুণ উদ্ভাসিত করত শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তে বেণুদণ্ড ও লীলাকমল, শিখায় দূর্ব্বাঙ্কুর এবং কুন্তলে চূড়ামণি পরিশোভিত। তাঁহাদের কপিলবর্ণ জটাজুট, মস্তকের সম্মুখভাগ মাল্য-বেষ্টিত, হস্তে অক্ষ-বলয় এবং মল্লিকা-বলয়, পরিধানে চীরবল্কল, মাল্য এবং কৌষেয়বসন পরিচ্ছদ, মেখলাপাশ বিলোল এবং তাঁহারা দোদুল্যমান মুক্তাকলাপে পরিশোভিত। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র পাদ্য, অর্ঘ্য এবং মধুর-বাক্যে সমাগত খেচর-বৃন্দকে যথাক্রমে অর্চ্চনা করিলেন। খেচরবৃন্দও পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুরবচনে সাদরে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে পূজা করিলেন। রাজা দশরথ সম্পূর্ণ সমাদরে সেই সিদ্ধবৃন্দকে পূজা করিলেন, সিদ্ধগণও কুশলপ্রশ্ন ও সম্ভাষণে রাজাকে আপ্যায়িত করিলেন। ১১—২০। খেচর এবং ভূচরগণ তথাবিধ সপ্রণয়-ব্যবহারে পরস্পর সৎকার-প্রাপ্ত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। শ্রীরাম প্রণতিপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, মধুরবাক্য, পুষ্পবর্ষণ এবং সাধুবাদে সকলেই তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। রাজ্য-লক্ষ্মী-বিরাজিত শ্রীরামও (তাঁহাদের অনুমতি-ক্রমে) তথায় আসীন হইলেন। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, সচিববৃন্দ, নারদ, দেবপুত্র, মুনিপুঙ্গব ব্যাস, মরীচি, দুর্ব্বাসা, আঙ্গিরস মুনি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, মুনিবর শরলোমা, বাৎস্যায়ন, ভরদ্বাজ, মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি, উদ্দালক, ঋচীক, শর্য্যাতি চ্যবন—এই সমস্ত এবং আরও বেদবেদাঙ্গপরায়ণ বহুতর শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মগণ তথায় উপবিষ্ট হইলেন। ২১—২৭। নারদ প্রভৃতি বেদজ্ঞগণ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সহিত মিলিত হইয়া, নতশিরে অবস্থিত শ্রীরামকে এইকথা বলিলেন,—ও! কুমার শ্রীরাম বৈরাগ্যরসপূর্ণ কল্যাণগুণশালিনী পরম উদার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাঘবের এই সব কথায় বক্তব্য বিষয়ের ব্যবস্থা আছে (অথবা বক্তব্য বিষয় পরিসমাপ্ত হইয়াছে) জ্ঞানের পরিচয় সবিশেষ আছে এবং ইহা উপযুক্ত, সুব্যক্ত, উৎকৃষ্ট, প্রিয়, আর্য্যজনোচিত, বিহ্বলতা-বিবর্জ্জিত ও প্রাঞ্জল। ইহা বিশুদ্ধপদ, উচ্চারণ-দোষহীন, নিঃসংশয়ে হিতজনক এবং সন্তোষের পরিচায়ক। এই শ্রীরাম-বাক্য কাহার না বিস্ময়কর হইতেছে? শত বাগ্মিগণের মধ্যে কোন একজন প্রধানতম পুরুষের বাক্যই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, চমৎকার এবং মনোগত-ভাব-প্রকাশে বিশেষ সমর্থ হইয়া থাকে। কুমার! প্রজ্ঞারূপিণী বিবেক-ফল-সমন্বিতা বিশাল শরলতা—তোমা ব্যতীত আর কাহার প্রকৃষ্ট উপচয় প্রাপ্ত হইয়াছে? আত্মপ্রকাশিনী প্রজ্ঞারূপিণী অসাধারণ আলোক-প্রদায়িনী দীপশিখা, রামের ন্যায়, যে পুরুষের হৃদয়ে প্রজ্বলিত, তিনিই পুরুষ। বহুতর ব্যক্তিই রক্ত মাংস ও অস্থিময় যন্ত্র-স্বরূপ, তাহারা শব্দস্পর্শাদি বিষয়জালে জড়িত, পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞা-দীপধারী চেতনপুরুষ তাহাদের অন্তর্গত নহেন *। সেই সব ব্যক্তি পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু-জরা-যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, সংসার যে কি, তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা মোহবশে পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৮—৩৬। কোথাও কোন মতে একএকটী পূর্ব্বাপর-বিচারকুশল নির্ম্মলচেতা পুরুষ নয়নগোচর হইয়া থাকেন—

* টীকাকার বলেন "তাহাদের আর সচেতন আত্মা নাই"।

যেমন এই রিপুসূদন শ্রীরাম। অতি উৎকৃষ্ট মধুর ফলশালী সুদৃশ্য সহকার-বৃক্ষের ন্যায় তত্ত্বসাক্ষাৎকার-পরিণাম সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষগণ জগতে বিরল। মাননীয় মনীষাসম্পন্ন শ্রীরাম এই বয়সেই অন্তরে আত্মবিবেকমাধুর্য্য অনুভব করিয়াছেন, জগতের অবস্থাও সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। সুন্দর ফল-পল্লব-শোভিত আরোহণ-ক্ষম তরুরাজি নানা দেশে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু চন্দনতরু উৎপন্ন হয় না; প্রতি বনেই ফলপল্লব-শোভিত বৃক্ষশ্রেণী নিত্যই সুপ্রাপ্য হয় বটে, কিন্তু অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন লবঙ্গ সর্ব্বদা সুলভ নহে। চন্দ্র হইতে শীতল জ্যোৎস্নার ন্যায়, উত্তম পাদপ হইতে মঞ্জরীর ন্যায়, কুসুম হইতে পরিমল-প্রবাহের ন্যায়, শ্রীরাম হইতে অপূর্ব্বভাবের দর্শন হইল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! উদ্দাম-দৌরাত্ম্যসম্পন্ন দৈব-সৃষ্টি-গঠিত দগ্ধসংসারে সার অতীব দুর্লভ। যে সব যশোনিধিগণ বুদ্ধিবলে সারপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই ধন্য, সজ্জনগণের অগ্রগণ্য এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ। ইহলোকে রামের ন্যায় বিবেকসম্পন্ন মহাত্মা আর কেহ নয়নগোচর হয় না, হইবেও না, ইহা আমার ধারণা। সকললোক-চমৎকারকারী রাম-হৃদয়ের অভিমত-সিদ্ধি (আমাদের দ্বারা) যদি না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুনি-নামধারী আমাদের বুদ্ধি একেবারেই নিষ্ফল। ৩৭—৫৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৩॥

বৈরাগ্য-প্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণ।

-:০:-

প্রথম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—সভায় উপস্থিত জনগণ উক্ত প্রকার বাক্য চ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে, বিশ্বামিত্র, সম্মুখে অবস্থিত শ্রীরামকে প্রীতিসহকারে বলিলেন, হে জ্ঞানি-প্রবর রাঘব! তোমার আর কছু জ্ঞাতব্য নাই, তুমি স্বীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হইছ। তবে তোমার স্বভাব নির্ম্মল বুদ্ধিরূপ দর্পণে কেবল স্বল্প ার্জ্জনামাত্র আবশ্যক (বুদ্ধির মার্জ্জনা গুরুবাক্যাদি দ্বারা হয়)। যেমন ব্যাসপুত্র শুকের ন্যায় তোমার বুদ্ধিও জ্ঞাতব্য বিষয় অবত হইলেও অন্তরে শান্তিমাত্র অপেক্ষা করিতেছে। শ্রীরাম লিলেন,—হে ভগবন্! ভগবান বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের দ্ধি, বিচার দ্বারা জ্ঞানসামর্থ্য সত্ত্বেও প্রথমে শান্তি প্রাপ্ত হইল া, কিন্তু পরে শান্তি পাইল কিরূপে? ১—৫। বিশ্বামিত্র বলিন,—হে রাম! আমি শুকদেবের বৃত্তান্ত বলিতেছি,—নিজ ত্তান্তের ন্যায় পুনর্জ্জন্ম-নির্ম্মূলন সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। এই অঞ্জনশৈলসন্নিভ, ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী ভগবান্, তোমার তার পার্শ্বে হৈম আসনে আসীন—ইনি ব্যাস,—চন্দ্রবদন, সুপ্রাজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ শুকদেব ইঁহার পুত্র, তিনি মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞের ায় অবস্থিত ছিলেন। সাংসারিক অবস্থা মনে মনে চিন্তা রিতে করিতে, তোমার ন্যায়, তাঁহার মনেও এইপ্রকার বিবেক পস্থিত হইল। মহামনা শুকদেব স্বীয় বিবেকবলে নিজেই দিন বিচার করিয়া, যাহা প্রকৃত, সুন্দর, সত্য, তাহাই প্রাপ্ত ইয়াছিলেন। ৬—১০। আপনা হইতে পরম বস্তু প্রাপ্ত ইলেও তাঁহার মনের শান্তি হয় নাই। 'ইহাই প্রকৃত বস্তু' বিশ্বাস তিনি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। চাতক মন বৃষ্টিধারা ব্যতীত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদী প্রভৃতির জলেও স্পৃহ,* তদ্রূপ শুকদেবের সুস্থির চিত্ত, কেবল ক্ষণভঙ্গুর ষয়ভোগে বিতৃষ্ণ হইল। একদা বিমলমতি শুকদেব সুমেরুশৈলে নির্জ্জনে সমাসীন পিতা মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ভক্তিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর! এই সংসার-আড়ম্বর কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? কত কাল এবং কত দেশে ইহার অস্তিত্ব? কবে এবং কিরূপে ইহার অবসান হয়? ইহা দেহের না অপর কোন বস্তুর সামগ্রী? ১১—১৪। পুত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আত্মজ্ঞ মুনি বেদব্যাস, নিখিল বক্তব্য যথাযথরূপে নির্ম্মলভাবে তাঁহাকে বলিলেন। 'আমি পূর্ব্বেও এ সকল তত্ত্ব জানিতাম' এইরূপ বিবেচন' করিয়া শুকদেব সেই পিতৃবাক্য অপূর্ব্ববোধে আদর করিতে পারিলেন না। ভগবান্ বেদব্যাসও পুত্রের তাদৃশ ভাব বুঝিতে পারিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, আমি এতদতিরিক্ত তত্ত্ব যথার্থরূপে অবগত নহি, ভূমণ্ডলে জনক নামে এক রাজা আছেন, তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় যথাযথ অবগত আছেন, তাঁহার নিকট সমস্ত জানিতে পারিবে। পিতা এইরূপ বলিলে, শুকদেব সুমেরুশৈল হইতে ভূতলে সমাগত হইয়া জনক-পালিতা মিথিলা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। 'রাজন! বেদব্যাস-পুত্র শুক এই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন' এইরূপে দৌবারিকেরা মহাত্মা জনকের নিকটে শুকদেবের উপস্থিতি নিবেদন করিলে, জনক শুকদেবের পরীক্ষার্থ অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—'তা থাক'; এই বলিয়া সাত দিন আর কোন কথা বলিলেন না। ১৫—২১। অনন্তর জনক শুকদেবের প্রাঙ্গণপ্রবেশের অনুমতি দিলেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য উৎকণ্ঠিত শুকদেব, সাত দিন প্রাঙ্গণে থাকিলেন। অনন্তর জনক শুকদেবকে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। 'এখন ত রাজসাক্ষাৎকার হইবে না' এইরূপ জানাইয়া রাজা জনকই সাতদিন মদমত্ত কামিনী, বিবিধ ভোজনদ্রব্য এবং অন্যান্য ভোগ্য বস্তু দ্বারা চন্দ্রানন শুকদেবের পরিচর্য্যা করাইলেন। ভোগ্যমাত্রেই দুঃখস্বরূপ, মন্দ সমীরণ যেমন দৃঢ়মূল-শৈল-সঞ্চালনে অক্ষম হয়, তদ্রূপ ভোগ্যনিচয়, ব্যাসপুত্রের সেই সুস্থির হৃদয় বিচলিত করিতে সক্ষম হইল না। ২১—২৫। শুকদেব কেবল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুসম (আদর অনাদরে সমদর্শী অথচ সুবর্ত্তুল) স্বস্থ (শান্ত অথচ হৃলোকস্থিত), মুদিতচিত্ত (আনন্দিত অথচ জনমনোরঞ্জন) অবস্থায় মৌনাবলম্বনে থাকিলেন। এইরূপে রাজা জনক শুকদেবের স্বভাবের পরিচয় পাইলেন।

* 'ভূরিতরঙ্গেভ্যোঽম্বুধারাভ্যঃ' এইরূপ পাঠ,—অকার লুপ্ত ধারাভ্যঃ' ধারাভিপ্রেভ্যঃ ভূরিতরঙ্গেভ্যঃ ইতি শ্লিষ্টপদম্। নিরুারিণামেন ভূরিতরঙ্গাভ্যঃ ইতি অর্থান্তরম্। টীকাকারস্ত রাভ্য ইত্যস্ত অবাধিকজলধারাভ্যঃ ইত্যর্থমাহ তচ্চিন্ত্যম্।

অনন্তর মুদিতচিত্ত ব্যাসপুত্রকে (তাঁহার আদেশক্রমে সমীপে) আনীত অবলোকন করিয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাজা স্বাগত প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, আপনি জগতের সমুদয় কর্তব্য-কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, আপনার নিখিল মনোরথ পরিপূর্ণ, আপনার অভিলষিত কি আছে? শুক বলিলেন, হে গুরো! এই সংসার-আড়ম্বর কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? কিরূপেই বা অবসান হয়? ইহা যথাযথভাবে শীঘ্র আমাকে বলুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—এইরূপ প্রশ্নে পূর্ব্বে শুকদেবের পিতা মহাত্মা বেদব্যাস যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তখন জনকও শুকদেবের নিকট সেইরূপ উত্তর দিলেন। ২৬—৩০। শুক বলিলেন, আমি পূর্ব্বে বিবেকবশে নিজেই এ তত্ত্ব অবগত হই, জিজ্ঞাসা করায় আমার পিতাও এইরূপ বলিয়াছেন। হে শাস্ত্রজ্ঞপ্রবর! আপনিও সেইরূপ বলিলেন, শাস্ত্রেও এইরূপ সিদ্ধান্ত অবলোকন করা যায় যে, এই অসার দগ্ধ-সংসার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞানক্ষয়ে ইহারও অবসান হয়, ইহা নিশ্চয়। হে মহাবাহো! ইহাই কি তবে সত্য? আমার যাহাতে সংশয় না থাকে, এমন ভাবে এই তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন, তত্ত্বসংশয় প্রযুক্ত ইতস্তত ঘূর্ণমান এই হৃদয়ে যেন আপন হইতেই স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারি। জনক বলিলেন, মুনে! তুমি যাহা স্বয়ং বুঝিতে পারিয়াছ এবং গুরুমুখ হইতে পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়াছ, তদতিরিক্ত জ্ঞাতব্য আর কিছু নাই। ৩০—৩৫। জগতে প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্ব পুরুষেরই আছে, সমস্তই অস্তিত্বহীন, অখণ্ড চৈতন্যই পুরুষের স্বরূপ এবং তিনি অদ্বিতীয়। (পুরুষশব্দে আত্মা ব্রহ্ম) তিনি অজ্ঞানরূপে সংসারবদ্ধ এবং অজ্ঞানক্ষয়ে স্বরূপাবস্থাপ্রাপ্ত হন। হে মহাত্মন্! ভোগ না করিতেই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চে তোমার এখন বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পূর্ণরূপই অবগত হইয়াছ। শৈশবেই তোমার বিষয়-বৈরাগ্যে মহাবীরত্ব প্রকটিত, মহারোগস্বরূপ ভোগজাল হইতে তোমার বুদ্ধি বিরত হইয়াছে, আর কি শুনিতে চাহিতেছ? তোমার যেরূপ কামনা-নিবৃত্তি হইয়াছে, সর্ব্বজ্ঞান-মহানিধি মহাতপোনিরত স্বদীয় পিতৃদেবেরও সেরূপ হয় নাই। বেদব্যাস অপেক্ষা আমার শ্রেষ্ঠতা জন্মিয়াছে, আপনি বেদব্যাসের পুত্র এবং শিষ্য বটেন, কিন্তু ভোগাভিলাষ-পরিহার দ্বারা আপনি আমা হইতেও অনেক শ্রেষ্ঠ। ৩৬—৪০। যাহা লাভ করিতে হয়, তৎসমস্তই আপনি লাভ করিয়াছেন, আপনার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, ব্রহ্মন্! দৃশ্যপ্রপঞ্চে আর পতিত হইবেন না, ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর, তুমি মুক্ত হইয়াছ। মহাত্মা জনক এইরূপ উপদেশ করিলে, শুকদেব তূষ্ণীভূত হইয়া সুনির্ম্মল পরমপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন শুকদেব আয়াস-শোক-ভীতিবর্জ্জিত, নিঃসংশয় এবং নিষ্কাম হইয়া সমাধির জন্য প্রশান্ত সুমেরু-শিখরে গমন করিলেন। তথায় দশসহস্র বৎসর নির্ব্বিকল্প-সমাধিযোগে অবস্থান করিয়া, তৈলহীন দীপের ন্যায় আত্মস্বরূপে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্থক্য ও মেঘসম্বন্ধবিযুক্ত হইয়া জলবিন্দু যেরূপ সাগরে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ শুকদেবও দৃশ্যসম্বন্ধ এবং অজ্ঞানের অবসানে নির্ম্মল হইয়া সংস্কার-ক্ষয় সহকারে সুনির্ম্মল স্বরূপ পরম পাবন পরমাত্মায় মিশিয়া গেলেন। ৪১—৪৫।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ব্যাসপুত্র শুকদেবের যেরূপ সামান্য একটু মল-মার্জ্জনা আবশ্যক হইয়াছিল, হে রাম! তোমারও সেইরূপ একটু আবশ্যক আছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই শ্রীরাম, নিখিল জ্ঞাতব্যই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। কেননা, এই মহামতি শ্রীরামের ভোগ সমূহে রোগের ন্যায়, বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। সমগ্র ভোগজালে অরুচিই তত্ত্বজ্ঞ-মনের লক্ষণ। সংসারবন্ধন বাস্তব না হইলেও ভোগ-ভাবনায় তাহা দৃঢ় হইতে থাকে, ভোগ-ভাবনা-শান্তি দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। হে রাম! পণ্ডিতেরা বাসনাক্ষয়কেই 'মুক্তি' এবং বিষয়-বাসনার আতিশয্যকেই 'বন্ধন' বলিয়া থাকেন। ১—৫। হে মুনে! আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে স্থূল জ্ঞান সামান্য প্রয়াসেই লোকের হইয়া থাকে, কিন্তু বিষয়বিতৃষ্ণা অতি ক্লেশে জন্মিয়া থাকে। অনুরাগ ও বিদ্বেষে যাঁহার জ্ঞানশক্তি প্রতিহত না হয়, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত এবং যাহা জানিবার, তাহাই তিনি জানিয়াছেন। সেই মহাত্মারই ভোগে বলবতী অরুচি। যিনি যশঃপ্রভৃতির উদ্দেশ না করিয়া ভোগ-তৃষ্ণা-নিরত হইয়াছেন, ভূমণ্ডলে তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া খ্যাত। জ্ঞাতব্য তত্ত্বের পরিজ্ঞান যত দিন না হয়, মরুভূমিতে লতা-উৎপত্তির ন্যায়, তত দিন লোকের বিষয়বিতৃষ্ণা হওয়া অসম্ভব, অতএব রঘুপ্রবর শ্রীরামকে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অবগত হও, কেননা রমণীয় ভোগসামগ্রী ইহাঁকে আকৃষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ৬—১০। হে মুনিপ্রবরগণ! রাম অন্তরে যাহা জানিয়াছেন, তাহাই সত্য, জ্ঞানী বশিষ্ঠের মুখে এই কথা শুনিলেই শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। যেরূপ শারদী শোভা মেঘসম্পর্ক-বিবর্জ্জিত নীল নির্ম্মল অম্বরের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ শ্রীরামের বুদ্ধিও মাত্র কৈবল্যশান্তি অপেক্ষা করিতেছে। এক্ষণে মহাত্মা রাঘবের চিত্তশান্তির জন্য, এই শ্রীমান ভগবান বশিষ্ঠই এতৎ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। সমগ্র রঘুকুলের উপর এই বশিষ্ঠেরই চিরন্তন প্রভুত্ব আছে, ইনি ইহাঁদের কুলগুরু, (তদ্ভিন্ন) ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী এবং নির্ম্মল ভাবে ত্রিকালদর্শী। (এই জন্য শ্রীরামকে উপদেশ প্রদান মহর্ষি বশিষ্ঠেরই কর্ত্তব্য)। হে ভগবন বশিষ্ঠ! স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মা * আমাদিগের উভয়ের বৈর-শান্তির জন্য এবং মহামতি মুনিগণের মঙ্গলের জন্য সরল-পাদপ-পরিবৃত নিষধ-গিরিপ্রস্থে যে সকল জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আপনার স্মরণ হইতেছে ত? ব্রহ্মন্! সেই যুক্তিপূর্ণ জ্ঞান উপদেশে সংসার-বাসনা, সূর্য্যোদয়ে রজনীর ন্যায়, অবসান প্রাপ্ত হয়। ১১—১৫। ব্রহ্মন্! সেই জ্ঞেয় তত্ত্ব শিষ্য শ্রীরামকে যুক্তি সহকারে উপদেশ করুন তাহাতেই শ্রীরামের শান্তিলাভ হইবে। এরূপ উপদেশ সম্পূর্ণ সার্থক, কেননা, শ্রীরাম—বিশুদ্ধ উপদেশপাত্র। নির্ম্মল দর্পণেই অনায়াসে মুখ-প্রতিবিম্ব পতিত হয়। হে সাধুবর! বৈরাগ্য-সম্পন্ন তৎ-শিষ্যকে যে জ্ঞান এবং শাস্ত্রার্থ উপদেশ করা যায়, তাহাই সার্থক, এবং তদ্দ্বারাই পাণ্ডিত্যের প্রশংসা হইয়া থাকে। ১৬—২০। বৈরাগ্যবর্জ্জিত কুশিষ্য এবং অশিষ্টকে যে কিছু জ্ঞান উপদেশ করা যায়, কুক্কুর-চর্ম্মপাত্রে গো-দুগ্ধের ন্যায়, তাহা অপবিত্র-ভাবাপন্ন হয়। বৈরাগ্য-

*মূলে 'ত্বং স্বয়ং' শুদ্ধ পাঠ। 'স্বয়ম্' অশুদ্ধ

সম্পন্ন, ভয়-ক্রোধ-হীন, নিরভিমান এবং নির্ম্মলপ্রকৃতি ভবাদৃশ সাধুগণ যে বিষয়ে উপদেশ করেন, উপদেশ করিতে করিতেই সেই জ্ঞাতব্য তত্ত্বে বুদ্ধি-বিশ্রাম হইয়া থাকে। বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে, বেদব্যাস নারদ প্রভৃতি সেই সকল মুনি ঋষি 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথের পার্শ্বস্থ আসনে আসীন ব্রহ্ম-নন্দন ব্রহ্মপ্রতিম মহাতেজা ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি বলিতে লাগিলেন, মুনিবর! আপনি আমাকে যে আজ্ঞা করিতেছেন তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতেছি, (আমি ত সামান্য লোক) ক্ষমতাপন্ন হইলেও কোন্ ব্যক্তি সজ্জনের বাক্য-লঙ্ঘনে সমর্থ হয়? ২১—২৫। আমি জ্ঞান উপদেশ দ্বারা শ্রীরাম প্রভৃতি রাজ-পুত্রগণের মানস অন্ধকার, দীপসাহায্যে নৈশ অন্ধকারের ন্যায়, শীঘ্রই হরণ করিতেছি। পূর্ব্বে ব্রহ্মা অস্মদীয় সংসারভ্রান্তি অপনীত করিবার জন্য নিষধ পর্ব্বতে যে জ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা ধারাবাহিক রূপে সমগ্রই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক আছে। বাল্মীকি বলিলেন, সেই মহাত্মা বশিষ্ঠ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করত কটীবন্ধনাদি-পূর্ব্বক বক্তার উপযুক্ত শোভায় শোভিত হইয়া এই পরম তত্ত্ববোধক শাস্ত্র অজ্ঞানশান্তির জন্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬—২৮।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় ভগবান্ ব্রহ্মা জগতের শান্তির জন্য যে জ্ঞানশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি তাহা এই বলিতেছি। শ্রীরাম বলিলেন,—ভগবন্! আপনি বিস্তীর্ণ মুক্তিশাস্ত্র পরে বলিবেন, এক্ষণে আমার উপস্থিত সংশয় দূর করুন। শুকদেবের পিতা ও গুরু মহামতি বেদব্যাস সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কেনই বা নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র শুকদেব নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করিলেন, ইহারই বা কারণ কি? অর্থাৎ শুকবৃত্তান্তে অবগত হওয়া যাইতেছে,—তত্ত্ব-জ্ঞানের ফল নির্ব্বাণমুক্তি। ব্যাস তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও নির্ব্বাণ মুক্ত হইলেন না কেন? যদি বলেন, তত্ত্বজ্ঞানের ফল নির্ব্বাণ মুক্তি নহে, মুক্তিমাত্র। তত্ত্বজ্ঞানীর দেহনাশ হইলে, তবে নির্ব্বাণমুক্তি হয়, তাহাতে প্রশ্ন এই যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয়, অজ্ঞানই দেহের মল, অজ্ঞাননাশ হইলেই দেহ-নাশ হওয়া উচিত, সুতরাং এক নির্ব্বাণমুক্তিই তত্ত্বজ্ঞানের ফল হইতে পারে? জীবন্মুক্তি কথার কথা মাত্র। কিন্তু ব্যাস নির্ব্বাণমুক্তিতে বঞ্চিত হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানের ফলে সংশয় হইতেছে? বশিষ্ঠ (কিন্তু এই প্রশ্নের সাক্ষাৎ উত্তর না দিয়া তত্ত্ব পরিষ্কার করত) বলিলেন, মহাসূর্য্যরূপী পরমাত্মার প্রকাশ-মান চৈতন্য-শক্তির মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপী ত্রসরেণু কত যে উত্থিত ও লীন হইতেছে, তাহা অসংখ্য। বর্ত্তমান সময়েও (এই একটী নহে এমন) যে কত কোটি কোটি ত্রিভুবন আছে, তাহারও কেহ সংখ্যা করিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মস্বরূপ সাগরে যে কত ত্রিভুবন-সৃষ্টিরূপী তরঙ্গ উত্থিত হইবে, তাহার ত সংখ্যা করিবার কথাই নাই। ১—৬। শ্রীরাম বলিলেন,—ভূত-ভবিষ্যৎ ত্রিভুবন-সৃষ্টিপ্রবাহ বিচারের বিষয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ত্রৈলোক্য-সৃষ্টিসমূহ তদুভয়ের মধ্যে কোন সৃষ্টিরই সমান নহে। অর্থাৎ বর্ত্তমান সৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্মের অখণ্ডভাব বুঝান হয় না। তবে ভূত-ভবিষ্যৎ দ্বারা হইয়া থাকে, আপনার কৃপায় আমি সেই অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়াছি। বশিষ্ঠ (এই কথায় আনন্দিত হইয়া) বলিলেন, পশু-পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতির মধ্যে যে প্রাণী যেস্থানে যখন বিনষ্ট হয়, সেই প্রাণীর জীবাত্মা তখন সেই স্থানেই আতিবাহিক নামক সূক্ষ্ম শরীরে স্বীয় হৃদয়াকাশ—বাসনাময় ত্রিজগৎ অবলোকন করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেই জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। এবং জন্ম প্রভৃতি বিকার-বর্জ্জিত। এইরূপেই কোটি কোটি প্রাণিগণ মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। মৃত্যুসময়ে অনুভূয়মান বাসনাময় ত্রিজগৎ, (অদৃষ্টবশে) দেবতা-মনুষ্যাদি ভেদে যে বিভিন্ন প্রকার বাসনা অর্থাৎ আমি দেবতা হই বা মনুষ্য হই ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটী বাসনা উদ্রিক্ত করিয়া থাকে, তদনুসারেই ভোগ জীবাত্মার হইয়া থাকে। ৬—১০। মানস-পূজাকালে কল্পিত রত্নপ্রাসাদ প্রভৃতি, মনঃকল্পিত রাজ্য, ইন্দ্রজাল-রচিত মালা, উপন্যাসের ঘটনা, বায়ুরোগ বশতঃ ভূমিকম্প, শিশু-বিভীষিকার জন্য কল্পিত ভূত, নির্ম্মল আকাশে বিলম্বিত মুক্তা-মালা, নৌকারোহীর দৃষ্টিতে তীরস্থ বৃক্ষের প্রচলন, স্বপ্নদৃষ্ট নগরী এবং মনঃকল্পিত আকাশকুসুমের ন্যায় জগৎ-সংসারও অলীক। মৃত্যুকালে স্বীয় হৃদয়াকাশে ইহা অনুভূত হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে অনুভূত বাসনাময় দৃশ্য প্রপঞ্চই অজ্ঞানজনিত অতি পরিচয় প্রভাবে পঞ্চীকরণক্রমে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া জীবরূপী আকাশে ইহলোক নামে প্রকাশ পাইয়া থাকে। জন্ম, জীবন-চেষ্টা এবং মরণাদি অনুভব সেই ইহলোকেই হইয়া থাকে, মৃত্যুর পরই তাহার পরলোক হয়—পরলোকেও সেইরূপ জন্ম-মরণাদি অনুভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মের যেটী ইহলোক, তাহাই অতীত জন্মের পরলোক এবং ভবিষ্যৎ জন্মের ইহলোকই বর্ত্তমান জন্মের পরলোক। এই জন্য দেবতা প্রভৃতি বিবিধরূপে হইতে পারে। ১১—১৫। এই স্থূলদেহের অভ্যন্তরে অন্য দেহ আছে (তাহার নাম সূক্ষ্মদেহ), তাহারও অভ্যন্তরে অন্যদেহ অর্থাৎ কারণ-দেহ আছে। কদলীবৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত এই ত্রিবিধ দেহই সংসার-সংজ্ঞায় বিরাজমান। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের সম্বন্ধ এবং পঞ্চভূত-সম্বন্ধের অধীন জাগতিক নিয়ম—মৃত্যু অবস্থায় থাকে না, তথাপি সেই সব জীবের জগৎভ্রম হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্থূলদেহ ব্যতীত সংসার না থাকিলে, স্থূলদেহ-অবসানেই জীবের মুক্তি হইত, কিন্তু তাহা ত হয় না। অতএব জগৎভ্রমের অন্য কারণ বা সংসার নামক আর কোন পদার্থ আছে, যাহা স্থূলদেহ-নাশেও বর্ত্তমান থাকে, এই যুক্তিদ্বারা সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল। জড়তা অর্থাৎ সুষুপ্তি বা প্রকৃতির লয় অবস্থায় অনন্ত অবিদ্যাই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতেই বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। তরঙ্গচঞ্চলা মহানদী এবং সৃষ্টিবিক্ষুব্ধা বিশাল অবিদ্যা সমান। অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় অবিদ্যা তরঙ্গহীন-স্থির-সলিলা এবং স্বপ্নাদি সময়ে তরঙ্গবিক্ষুব্ধা বিশালা স্রোতস্বিনী। সুষুপ্তি বা প্রকৃতিলয় অবস্থায় সূক্ষ্মদেহও থাকে না—অথচ নিদ্রাভ্রম থাকে এবং সুষুপ্তি-অপগমে বা বিশেষ-সৃষ্টিসময়ে আবার সূক্ষ্ম-দেহ স্থূলদেহ ইত্যাদির অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সুতরাং সূক্ষ্মদেহ

ভিন্নও সংসার আছে, নতুবা সূক্ষ্মদেহনাশেই জীবের মুক্তি হইত। সুষুপ্তের আর বন্ধন থাকিত না। সেই সংসার-কারণ দেহ—অবিদ্যাই সেই কারণদেহ *। হে রাম! বিশাল ব্রহ্ম-সাগরে ভূরি ভূরি সংসারলহরী লীলাসদৃশরূপে এবং বিভিন্নরূপে পুনঃপুনঃ হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ এই দেহত্রয়ের সম্বন্ধ অনাদিকাল ব্রহ্মের সহিতই আছে। দেহত্রয় হেতু ব্রহ্মই—দেহ-সম্বন্ধে জীবভাবে আখ্যাত। উহার পুনঃপুনঃ গৃহীত দেহ কখন সমান কখন বা বিভিন্ন প্রকারও হইয়া থাকে। নানা জীবের নানা জন্মের অনেক দেহরূপ সংসারতরঙ্গ—বংশ, মানসিক গুণ এবং রূপাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমান, কোন কোন দেহে অর্দ্ধেক সাদৃশ্য থাকে, কোন কোন দেহ বা সর্ব্বাংশে সাদৃশ্যহীন। ১৬—২০। আমার যতদূর বিজ্ঞানদৃষ্টি সম্ভব, তদ্দ্বারা দেখিতেছি, সেই সংসারতরঙ্গ মধ্যে এই বেদব্যাস-দেহ দ্বাত্রিংশ ব্যাসদেহ, অর্থাৎ ইঁহার পূর্ব্বে আর একত্রিংশৎ ব্যাস ছিলেন। তন্মধ্যে দ্বাদশ ব্যাসদেহ কুল, আকৃতি এবং চেষ্টায় সদৃশ, কিন্তু জ্ঞানাংশে ন্যূন, দশ দেহ সর্ব্বাংশে সমান এবং অবশিষ্ট দশ দেহ বংশ-(অর্থাৎ বংশাদিক্রমে)-বিসদৃশ। এখনও অন্য অনেক ব্যাস, বাল্মীকি ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য প্রভৃতি উৎপন্ন হইবেন, কাহারও কাহারও দেহ পূর্ব্ববৎ হইবে কাহারও কাহারও বা অন্য প্রকার হইবে। কত কত মনুষ্য, দেবতা ও দেবর্ষিগণ—এককালেই উৎপন্ন এবং এককালেই লয়-প্রাপ্ত হন, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকেন। ব্রহ্মকল্পের দ্বাসপ্ততী (৭২) ত্রেতা বর্ত্তমান, ব্রহ্ম-কল্পের দ্বাসপ্ততী ত্রেতা আবার অতীতও হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে। (অর্থাৎ ধারাবাহিক সংসারে কত কল্প অতীত, কত কল্প ভবিষ্যৎ, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সব কল্পেও দ্বাসপ্ততী (৭২) ত্রেতা ত আছে)। আমি বুঝিতেছি—পূর্ব্বত্রেতার ন্যায় এক্ষণেও তুমি আমি এবং অন্যান্য লোকও আছে, তদ্ভিন্ন লোকও আছে। ২১—২৫। (এই কল্পে) অদ্ভুতকর্ম্মা দীর্ঘদর্শী এই বর্ত্তমান মহর্ষি ব্যাস-শরীর পরিচ্ছিন্ন জীবের দশম অবতার পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরাও অনেকবার ব্যাস-বাল্মীকি সমকালে আবির্ভূত হইয়াছি এবং আমরা ও ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি সকলে বহুবার বিভিন্নকালেও আবির্ভূত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমরা, ইঁহারা এবং অন্যান্য অনেক জ্ঞানী এইরূপ আকৃতিসম্পন্ন হইয়াও আবির্ভূত হইয়াছি এবং অন্যবিধ আকার এবং এই জাতীয় মনোভাব লইয়াও জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যাস-শরীর পরিচ্ছিন্ন জীবকে এখনও আটবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই ব্যাস-জীব হইতেই (পূর্ব্বকল্পস্থিত ব্যাসজীবের ন্যায়) পুনর্ব্বার মহাভারত ইতিহাস প্রকাশ হইবে, বিভাগ হইবে, বংশের খ্যাতি হইবে এবং অনন্তর আত্মার বিদেহ-মুক্তিসম্পাদন প্রযুক্ত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি ইঁহার ঘটিবে † (অথবা—"অনন্তর ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির পর বিদেহমুক্তি ইঁহার হইবে" এইরূপ অর্থ)। ২৬—৩০। এই ব্যাস এক্ষণে জীবন্মুক্ত, ইনি মনোজয়ী, শান্ত, মোহাচরণ-বিমুক্ত এবং মমতারূপ অলীক কল্পনা অবগত হওয়ায় ইঁহার শোক বা ভীতি কিছুই নাই। এই যে ধন, জন, বয়ঃক্রম, কর্ম্ম, বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং চেষ্টায় সদৃশ বহুজীব কোন সময়ে বর্ত্তমান থাকে, কখন বা তাহাদের পরস্পর সাদৃশ্য থাকে না, কোন সময়ে শত শত সৃষ্টির মধ্যেও তাহাদের উৎপত্তি হয় না, কখন বা ঐ সব সৃষ্টির প্রত্যেকটীতেই তাহাদের উৎপত্তি হয়, এ সমস্তই মায়া, ইহার অবসান হয় না বলিলেও চলে। যেমন ধান্যাদি বীজরাশি মাপিবার সময় যতবার মানপাত্রে পূর্ণ করিবে, ততবারই বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকিবে—(পূর্ব্বে যে ধান্যস্তরের উপর অপর স্তর সন্নিবেশিত ছিল, ঠিক সেইরূপ রীতিক্রমে থাকে না।) তদ্রূপ—জীব-পরম্পরাও পূর্ব্বাপেক্ষা বিপর্য্যস্তভাবেও সন্নিবেশিত হয়। কাল-সাগরের লহরীমালা কখন পূর্ব্বানুরূপ সংস্থানক্রমে কখন বা অন্যরূপে সৃষ্টি-আকারে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, অজ্ঞান-জনিত-বিকল্প-পরিশূন্য, তাঁহার এই সব তরঙ্গে অন্তঃকরণ বিক্ষুব্ধ হয় না, তিনি পরম শান্তিসুধায় সন্তৃপ্ত, আবরণ-অপগম বশত তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপেই অবস্থান করেন। (অতএব তত্ত্বজ্ঞানের ফল জীবন্মুক্তি বেদব্যাসের ত তাহা হইয়াছে)। ৩১—৩৫।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সাগরের তরঙ্গ অবস্থাই হউক আর নিশ্চল অবস্থাই হউক, জলের জলত্ব সকল অবস্থাতেই সমান। সেইরূপ মুনিদিগের সদেহ অবস্থাই হউক আর বিদেহ অবস্থাই হউক, মুক্তি সকল অবস্থাতেই তুল্য। সদেহ-মুক্তিই হউক আর বিদেহ-মুক্তিই হউক অর্থাৎ জীবন্মুক্তিই হউক আর নির্ব্বাণ-মুক্তিই হউক—মুক্তি বিষয়ের অধীন নহে, বিষয়কে বিষয় বলিয়া যাহার আস্বাদন নাই, তাহার বিষয়রসবোধ কিরূপে হইবে? (যদি জীবন্মুক্তি অবস্থায় বিষয়-রসের বোধ থাকিত, তাহা হইলে নির্ব্বাণ-মুক্তির সহিত তাহার প্রভেদ এবং মুক্তিবিশেষের বিষয়সঙ্গ প্রমাণিত হইত, কিন্তু তাহাত নাই, বিষয়রসবোধ জীবন্মুক্তি কালেও থাকে না, নির্ব্বাণ-মুক্তি কালেও থাকে না)। মুনিবর বেদব্যাস জীবন্মুক্ত, কেবল ঘট-পটাদি পদার্থের ন্যায় এই ব্যাস-দেহ আমরা সম্মুখে দেখিতেছি বটে কিন্তু ইহার আন্তরিক আশয় আমাদের অবিদিত। জীবন্মুক্ত ও নির্ব্বাণ-মুক্ত উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ, ইঁহাদের পরস্পর ভেদ নাই,

* ১৬—১৮ শ্লোকের টীকাকার—ভাবান্তর প্রকাশ করিতে গিয়া শ্লোকের কষ্টকল্পিত অর্থ করিয়াছেন।

† বিদেহমোক্ষণং কৃত্বা ব্রহ্মত্বং ভাব্যং ইত্যন্বয়ঃ। বৈদেহ মুক্তিপ্রযোজকব্যাপারসম্পাদনেন ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরস্য ভবিষ্যতীতি বাক্যার্থঃ। ব্রহ্মত্বং হৈরণ্যগর্ভাধিকারমিতি কেচিৎ। তন্মনোরমম্, উত্তরশ্লোকে বর্ণিতজীবন্মুক্তেরসঙ্গত্যাপত্তেঃ। যদি ভবিষ্যদবতারাষ্টকস্যৈব হৈরণ্যগর্ভাধিকারস্যাপি পরকীয়াজ্ঞানফলত্বং স্বীক্রিয়তে তদা তদপি নাম কামমযানৈর্নাসোঢমেব। নমু কিমিদমুচ্যতে ভবিষ্যদবতারস্য পরকীয়াজ্ঞানফলত্বমিতি চেৎ শৃণু—যথা ঘটাদি ভোগ্যজাতম্ অজ্ঞানিনং প্রত্যেব তদজ্ঞানফলত্বেন সদিতি প্রতিভাসতে তথা জীবন্মুক্তস্য ব্যাসস্য জ্ঞানদগ্ধপ্ররোহাজ্ঞানবীজস্য ভবিষ্যৎস্থূলশরীরাদিকমপি অজ্ঞানিনং প্রত্যেব তদজ্ঞানফলতয়া প্রতিভাসিষ্যতে। এবমেব ভগবতো রামাদ্যবতারত্বমুপপদ্যতে। অত এবাত্রাবতারশব্দপ্রয়োগ ইতি ধ্যেয়ম্।

(পূর্ব্বেই ও বলিয়াছি) তরঙ্গ অবস্থাতেও যাহা জল, নিশ্চল অবস্থাতেও তাহা তাই থাকে (জলের জলত্ব দূর হয় না)। জীবন্মুক্ত ও নির্ব্বাণ-মুক্তের অল্পমাত্র ভেদও নাই, প্রবাহিত হউক আর নাই হউক, বায়ু বায়ুই থাকে। ১—৫। আমার বা বেদব্যাসের পরমার্থদৃষ্টি, সদেহ-মুক্তি বা বিদেহ-মুক্তির প্রতি নাই, কিন্তু দ্বৈত-হীন জীবব্রহ্মের অভেদই আমাদের পরমার্থদৃষ্টির বিষয়ীভূত। অনন্তর প্রস্তুত তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর, এই উপদেশ অজ্ঞানরূপ অন্ধতা বিনষ্ট করে এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভূষণস্বরূপ। হে রঘুনন্দন। ইহ সংসারে যথাযোগ্যরূপে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিলেই সকলে সকল বিষয় সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রিয়াস্বরূপ কালের নিয়মানুসারে, চন্দ্র হইতে যেমন শীতল ও আনন্দহেতু অমৃত লাভ হয় তদ্রূপ পৌরুষ হইতেই জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা কামাদি-সন্তাপনাশক জীবন্মুক্তিসুখ লাভ হইয়া থাকে অন্যরূপে হয় না। পুরুষকারের ফল কর্ম্ম,—পুরুষকার কর্ম্ম দ্বারা দেশান্তর বা তৃপ্তি লাভ সম্পাদন করে, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে (গমন ভোজন ইহার দৃষ্টান্ত)। দৈব ত মন্দমতি মূঢ়গণের কল্পিত, প্রকৃতপক্ষে তাহা অলীক, (কেননা—দৈবও পূর্ব্বজন্মের পুরুষকার ভিন্ন আর কিছু নহে)। ৬—১০। সাধুর উপদিষ্ট পন্থা অনুসারে মন বাক্য এবং শরীরের যে চালনা তাহাই প্রকৃত পুরুষকার এবং তাহাই সফল, অন্য পুরুষকার উন্মত্তচেষ্টামাত্র। যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রার্থনা করে, তাহার জন্য যদি শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে অবশ্যই সেই বস্তুপ্রাপ্তি তাহার হইয়া থাকে, শাস্ত্রোক্ত প্রণালীর ব্যত্যয় ঘটিলে অর্দ্ধপথ হইতেও নিবৃত্ত হইতে হয়। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য হইতে যে ইন্দ্রত্বের এত গৌরব, কোন জীববিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলেই সেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন জীববিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নফলেই কমলাসনে ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত। কোন পুরুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকার-বলেই গরুড়ধ্বজ পুরুষোত্তম হইয়াছেন। ১১—১৫। ইহসংসারে কোনও এক প্রাণী পুরুষকার নামক প্রযত্নবলেই অর্দ্ধনারীশ্বর শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই পুরুষকার দ্বিবিধ—প্রাক্তন এবং অদ্যতন (বর্ত্তমান)। প্রাক্তন পুরুষকার অর্থাৎ দৈব বর্ত্তমান পুরুষকার দ্বারা জয় করা যায়। সহায় এবং উৎসাহ সমন্বিত দৃঢ়াভ্যাসী যত্নশীল পুরুষগণ কত শত সুমেরুকেও জীর্ণ করিতে পারেন, প্রাক্তন পুরুষকারের কথা ত অতি সামান্য। (মনে কর, তপস্যাবলে কি না হয়।) পুরুষের যে প্রযত্ন শাস্ত্রশাসিত কর্ম্মসম্পাদনেই তৎপর, তাহাই সমগ্র অভিমত ফলসিদ্ধির মূল—শাস্ত্রগর্হিত কর্ম্মপ্রযোজক প্রযত্ন অনিষ্টের মূল। (দেখ,) স্বীয় বিপথগামিতা বশতঃ কোন অবস্থায় পুরুষকার অঙ্গুলি-সঙ্কোচ-সাহায্যে গণ্ডূষ করাও, দুঃসাধ্য হয় এবং পিপাসার ব্যবহারের জন্য সেই গণ্ডূষের এক বিন্দু জলও অতি আদরের সামগ্রী হয়। আবার স্বীয় সুপথগামিতাবশতঃ কোন অবস্থায় পুরুষের এত দ্রব্যসম্ভার হয় যে, পোষ্যবর্গের উদ্দেশে তাহা বিভাগ করিতে গিয়া সসাগর-গিরি-নগর-সদ্বীপ বসুন্ধরামণ্ডলকেও ক্ষুদ্রায়তন বোধ করিতে হয়। ১৬—২০।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যেরূপ আলোক শ্বেত পীত প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের অভিব্যক্তির প্রতি কারণ, তদ্রূপ প্রবৃত্তিই শাস্ত্রানুসারী অধিকারীদিগের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন-সিদ্ধির হেতু। মনে মনে কামনা করিয়া শাস্ত্রানুসারী কর্ম্ম দ্বারা তাহা সাধন না করা—উন্মত্তের ক্রীড়ার তুল্য, তাহাতে প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না, প্রত্যুত মোহেরই হেতু হইয়া থাকে। যে যে প্রকার যত্ন করে, তাহার সেইরূপ কর্ম্ম ঘটিয়া থাকে, দৈবও কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু নহে। কর্ম্ম দ্বিবিধ—শাস্ত্রবহির্ভূত এবং শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত। তন্মধ্যে শাস্ত্রবহির্ভূত কর্ম্ম অনিষ্টের মূল, শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম পরম-ইষ্ট-সাধক। সমবল এবং ন্যূনাধিক বল-সম্পন্ন ঐহিক এবং প্রাক্তন কর্ম্ম, মেষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর নিরাকরণে যত্ন করে, তন্মধ্যে যাহার শক্তি অক্ষম হইয়া পড়ে, সেই নিরস্ত হয়। (সমবল ঐহিক পারত্রিক কর্ম্মও ঐহিক কর্ম্মান্তরের সাহায্যে ন্যূনাধিক বল-সম্পন্ন হইয়া উঠে)। ১—৫। অতএব লোকে শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত পুরুষকার সহকারে সেইরূপ যত্ন করিবে, যাহাতে (প্রাক্তন-প্রতিদ্বন্দ্বী) ঐহিক কর্ম্ম—অন্য ঐহিক সৎ-কর্ম্মের সাহায্যে প্রাক্তনকে পরাজয় করিতে পারে। সমবল এবং ন্যূনাধিক বল-সম্পন্ন স্বীয় ও পরকীয় কর্ম্ম, মেষ-দ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর নিরাকরণে প্রবৃত্ত হয় (ইহার দৃষ্টান্ত মনুষ্যদিগের তপস্যায়—দেবতাদের বিঘ্নাচরণ), তন্মধ্যে যাহার শক্তি অধিক হয়, তাহাই জয়ী হইয়া থাকে। যথায় শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম করিলেও অনিষ্টাপাত হয়, তথায় বুঝিবে, অনিষ্ট-জনক স্বীয় দুষ্কর্ম্ম প্রবল আছে। অতি দৃঢ়ভাবে কল্যাণ-জনক ঐহিক-কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ফলোন্মুখ-প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মকেও জয় করিতে পারিবে। প্রাক্তন কর্ম্ম আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে—ইত্যাকারক বুদ্ধিতে জোর করিয়া নিপাতিত করিবে, প্রত্যক্ষ কর্ম্মের নিকট সে বুদ্ধির আধিক্য নাই। ৬—১০। যতক্ষণ না ঐহিক সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয়, ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্মে যত্ন করিবে। প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয় ভাবী দোষ যে ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা দূরীভূত হয়, তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। স্বীয় উদ্যোগশীল বুদ্ধিবলে প্রাক্তন নিত্য অশুভ দূর করিয়া আপনাকে সংসার হইতে উত্তীর্ণ করিবার জন্য শম দম প্রভৃতি লাভের উদ্দেশে যত্ন করিবে। উদ্যোগহীন পুরুষ-গর্দ্দভগণের সমান হওয়া অকর্ত্তব্য, শাস্ত্রানুসারী উদ্যোগ ইহলোক এবং পরলোকের উপকারী। বিষ্ণু যেরূপ অসুর-পঞ্জর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সংসার-কুহর হইতে স্বয়ং বলপূর্ব্বক নির্গত হওয়া আবশ্যক। ১১—১৫। স্বীয় দেহ যে নশ্বর, ইহা প্রতিদিন বিবেচনা করিবে, পশুগণের সদৃশ মূঢ়তা পরিত্যাগ করিবে, সৎপুরুষের কর্ত্তব্য অবলম্বন করিবে। কীট যেমন ব্রণে রস আস্বাদন করে, তদ্রূপ গৃহে বনিতাভোগ ও অন্নপান প্রভৃতি, আপাত-রমণীয় বিষয়রস আস্বাদন করিয়া বয়স ভস্মীভূত (মাটি) করা উচিত নয়। নিত্যই শুভকর্ম্ম দ্বারা শুভফলপ্রাপ্তি হয়, অশুভ কর্ম্ম দ্বারা অশুভ ফললাভ হয়, দৈব নামে স্বতন্ত্র বস্তু আর কিছু নাই (অথবা শুভ ঐহিক কর্ম্মে শুভ ফল এবং অশুভ ঐহিক কর্ম্মে অশুভ ফল লাভ হয়, দৈব কোন কার্য্যেরই নহে)। প্রত্যক্ষপ্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্বীয় ভুজযুগল-দর্শনে ভীত হইয়া সর্পভ্রমে পলায়ন করিতে হয়।

"দৈবই আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে" এইরূপ হতবুদ্ধি-সম্পন্ন, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তজ্ঞানশূন্য, পুরুষকারহীন জনগণের মুখাবলোকন করিতে স্বয়ং লক্ষ্মী পরাঙ্মুখী। ১৬—২০। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমেই নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয় আশ্রয় করিবে এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্র আলোচনা করিবে। যে সকল মূঢ় মনে মনে কোন অভিলাষ করিয়া যথা-শাস্ত্র স্বীয় চেষ্টা দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হয় তাহাদিগের ইষ্টভোগ লিপ্সায় ধিক্। শাস্ত্রীয় পুরুষকারের যে অবধি নাই, তাহাও নয়, কিন্তু তাহা প্রযত্নসাপেক্ষ, অথচ মহাযত্ন করিলেও প্রস্তর হইতে রত্ন লাভ হয় না—অর্থাৎ প্রস্তর হইতে রত্নলাভে বহু যত্ন করিলেও তাহা বিফল হয়, কিন্তু শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রযত্ন কখনই নিষ্ফল হয় না (তবে ফলতারতম্য আছে বটে) যেমন ঘটের পরিমাণ আছে, পটেরও পরিমাণ আছে, তদ্রূপ পুরুষার্থেরও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে—অর্থাৎ ঘট হইলেই যে তাহাতে এক প্রকার জল ধরে তা নয়, ঘটের পরিমাণ অনুসারে ন্যূনাধিক জল ধরিয়া থাকে, বস্ত্র হইলেই যে তাহা সকলেরই পরিধানযোগ্য বা সমান দীর্ঘ হয় তা নয়, কিন্তু পরিমাণ অনুসারে তাহারও তারতম্য হয়, তদ্রূপ পুরুষার্থ হইলেই যে তাহা সমান ফলের হেতু, তাহা নহে, পরিমাণনির্দ্দেশ ইহাতেও আছে। সৎ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সৎসঙ্গে থাকিয়া এবং সদাচার পূর্ব্বক পুরুষার্থ (কর্ম্ম) করিলে, তাহা সম্পূর্ণ ফল দান করিয়া থাকে, নতুবা উপযুক্তফলজনক হয় না, ইহাই কর্ম্মের স্বভাব। ২১—২৫। এই হইল পুরুষার্থের স্বরূপ। এই সব বুঝিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে, কোন মানবই কখন বিফলযত্ন হয় না। হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পুরুষপ্রবরগণ দারিদ্র্য-দুঃখ শোকে কাতর হইয়াও পুরুষ-কারপ্রভাবে দেবরাজের সমকক্ষ হইয়াছেন। আশৈশব বিশেষ-রূপে বারংবার অনুষ্ঠিত শাস্ত্রচর্চ্চা ও সৎসঙ্গ প্রভৃতির গুণ দ্বারা স্বার্থলাভ পুরুষকারের ফল—অতএব যাহারা প্রত্যক্ষদৃষ্ট অনুভূত শ্রুত এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীকে দৈবাক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, সেই সব কুমতিমানবগণের অস্তিত্বই নাই। আলস্যই যদি জগতের অনর্থহেতু না হইত, তাহা হইলে জগতে বহুধনী বা সুপণ্ডিত না হইত কে? আলস্যদোষেই এই সসাগর ধরামণ্ডল মূর্খ ও দরিদ্র মানবে পরিপূর্ণ। ২৬—৩০। নিরন্তর কল্পিত ক্রীড়াচপল শৈশব অতিক্রান্ত হইলে, মানব পদপদার্থ-পরীক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া যৌবন কাল হইতেই প্রযত্ন সহকারে সৎসঙ্গ করিয়া স্বীয় গুণ দোষ বিচার করিবে (মুক্তির জন্য নিত্য-অনিত্য-বস্তু-বিবেক প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয় আশ্রয় করিতে যত্ন করিবে)। এই সমস্ত বাল্মীকির কথা বলিয়া দেবদূত বলিলেন, বাল্মীকি মুনি ভরদ্বাজকে এই সব কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে সায়ংকালের কার্য্য নির্ব্বাহের মূলীভূত সূর্য্যাস্ত সম্পন্ন হইল, ভরদ্বাজাদি মুনিসমিতিও বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়া স্নান করিতে গেলেন, অনন্তর রাত্রি অতীত হইলে সূর্য্য কিরণের সহিত প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল*। ৩০—৩২।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম দিন ॥ ১ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অতএব প্রাক্তন পৌরুষ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র দৈব নাই, অতএব উক্ত দৈব দূরে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা বলপূর্ব্বক জীবকে উদ্ধার করিতে হইবে যেরূপ যত্ন করা যাইবে, ফলও তাদৃশ হইবে, এইরূপ যে পৌরুষ, দৈব তাহারই অনুগামী হইবে। যেমন দুঃখের সময় লোকে দুঃখে 'হা কষ্ট' বলিয়া থাকে, সেইরূপ (পূর্ব্বতন কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই) 'হা অদৃষ্ট' এইরূপ বলিয়া থাকে। প্রাক্তন কর্ম্ম ব্যতীত দৈব আর নাই, প্রবল পুরুষ যেমন বালককে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে, সেইরূপ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা সেই দৈবকেও অনায়াসে জয় (আয়ত্ত) করা যাইতে পারে। পূর্ব্বকৃত অসৎকর্ম্ম যেমন সৎকর্ম্ম দ্বারা শুভে পরিণত করা যায়, প্রাক্তন কর্ম্মও সেই-রূপ করা যাইতে পারে। ১—৫। যাহারা লোভপরবশ হইয়া সেই দৈবের (প্রাক্তন কর্ম্মের) জয়ার্থ যত্ন করে না, সেই দৈবপরায়ণ ব্যক্তিগণ দীন হীন পামর ও মূঢ়। যথায় পুরুষকারকৃত কর্ম্ম দৈবাৎ বিফল হয়, তথায় বুঝিবে, সেই কর্ম্মনাশক ব্যক্তির পুরুষকার আরও প্রবল। একবৃন্তস্থিত ফলদ্বয়ের মধ্যে একটীকে রসশূন্য দেখা যাইলে বুঝিতে হইবে, রসভোক্তার পূর্ব্বকর্ম্মই সেই ফলরস-বিঘাতক। প্রসিদ্ধ জগৎ-পদার্থও যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবিষয়ে ক্ষয়কর্ত্তার প্রযত্নেরই মহৎ বল বুঝিতে হইবে। প্রাক্তন ও ঐহিক পুরুষকারদ্বয়, মেষদ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর যুদ্ধ করে, তন্মধ্যে যাহার বল অধিক তাহারই ক্ষণমধ্যে জয় হইয়া থাকে। ৬—১০। রাজবংশের অভাবে আমাত্যগণ যদি মঙ্গলালঙ্কার ভূষিত গজাদিদ্বারা ভিক্ষুককে নৃপ করে, সে বিষয়ে অমাত্য ও পৌরপ্রভৃতিরই প্রযত্নের বল জানিবে। যেমন পুরুষকারবলেই অন্ন লইয়া দন্ত দ্বারা চূর্ণ করা হয়, সেইরূপ বলবান্ ব্যক্তি পৌরুষবলেই অন্যকে চূর্ণিত করিয়া থাকে। অতএব অল্পবল ব্যক্তিগণ প্রযত্নশালী বলবান্ ব্যক্তিগণের উপভোগ্য স্বরূপ, তাহারা লোষ্টের ন্যায় স্বেচ্ছামত কর্ম্মে নিযোজিত হইয়া থাকে। সমর্থ ব্যক্তির পুরুষকার দৃশ্যই হউক বা অদৃশ্যই হউক, অক্ষম নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি তাহাকেই দৈব বলিয়া থাকে। সেই সমর্থ ব্যক্তি অপেক্ষাও আবার সমর্থ ব্যক্তি আছে, দৈব নাই ইহা স্পষ্টই বুঝিতে হইবে। ১১—১৫। শাস্ত্র, অমাত্য, হস্তী ও পৌরগণের যে একমত স্বাভাবিক বুদ্ধি, তাহাই ভিক্ষুকের রাজ্য-কর্ত্রী, প্রজাস্থিতির ধারণকর্ত্রী। কোন স্থলে ভিক্ষুককে যদি মঙ্গলালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজা করা হয়, সে বিষয়ে ভিক্ষুকের বলবান্ প্রাক্তন পৌরুষই কারণ। ঐহিক পৌরুষ প্রাক্তনকে নষ্ট করে, প্রাক্তন আবার ঐহিককে বলপূর্ব্বক নষ্ট করে, সে স্থলে উদ্বেগহীন (অনলস) ব্যক্তিরই জয়। প্রাক্তন ও ঐহিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ বলিয়া ঐহিকেরই বল অধিক বলিতে হইবে; একারণে যুবা যেমন বালককে অনায়াসে জয় করিতে পারে

---

* এই শ্লোকের বক্তা প্রভৃতির নির্দ্দেশ টীকাকারের মতানু-সারে করিলাম। কিন্তু ইহার সরলার্থ—"বাল্মীকি বলিলেন, মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা বলিতে থাকিলে সূর্য্যাস্ত হইল। নৃপতি ও মুনিমণ্ডলীও বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন।" এই অর্থে ভবিষ্যৎ সন্দর্ভ বিরোধ হইবে কি না তাহা পরে বিচার্য্য। এক্ষণে এইটুকু জানিবে যে, দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে, বশিষ্ঠদেব যে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা লইয়াই পরবর্ত্তী সর্গ।

সেইরূপ দৈবকে যত্ন করিলে জয় করা যায়। সংবৎসরে উপার্জ্জিত কৃষকের শস্য মেঘে একদিনেই নষ্ট করিয়া থাকে, সে স্থলে উগ্র মেঘের পুরুষার্থ, ফলত অধিক প্রযত্নশালী ব্যক্তিরই জয়। ১৬—২০। উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট হইয়া গেলে খেদ করা উচিত নহে, আর যে বিষয়ে আমি অশক্ত, তজ্জন্য দুঃখ করাও বিফল। যাহা করিতে পারি না, তাহার নিমিত্ত যদি দুঃখ করি, তাহা হইলে, আমি মৃত্যুকেও ত মারিতে পারি না, অতএব আমার প্রত্যহই রোদন করা উচিত। এই জগতের পদার্থসমুদয় দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যের শক্তি অনুসারে স্ফুরিত হয়, ইহাতে কেবল অধিক যত্ন-শালীরই জয়। অতএব পৌরুষবলে সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গ দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল করিয়া সংসারসমুদ্র পার হওয়া উচিত। এই নিখিল পুরুষরূপ অরণ্যের মধ্যে প্রাক্তন ও ঐহিক পুরুষকারদ্বয় ফলবান্ বৃক্ষস্বরূপ, ইহাদের যেটী অধিক হইবে তাহারই উৎকর্ষ। ২১—২৫। যে ব্যক্তি শুভ চেষ্টা দ্বারা তুচ্ছ প্রাক্তন কর্ম্মকে নষ্ট করে না, ঐ অজ্ঞ ব্যক্তি নিজ সুখ-দুঃখেও অসমর্থ হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া স্বর্গ কিংবা নরকে যাইয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরাধীন পশুতুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি প্রযত্নকৌশলসম্পন্ন ও সদাচারী, সে ব্যক্তি, সিংহ যেরূপ পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ এই জগৎ-মোহ হইতে বিনি-ক্রান্ত হয়। অর্থাৎ তাহার জগন্মোহ কিছুই থাকে না। পুরুষকার ছাড়িয়া যে ব্যক্তি 'আমাকে কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন' এইপ্রকার অনর্থ কুকল্পনায় অবস্থিত, সেই অধমকে দূর হইতে পরিত্যাগ করা উচিত। অর্থাৎ ব্যবহারী জীব—তত্ত্বজ্ঞানহীন, তাহার দৃষ্টিতে জীবের স্বাধীনতা আছে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তিই সহসা ঈশ্বর-প্রসাদে ঈশ্বর নির্ভর করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে থাকে, তাহাদের কোন উপায় নাই—সে যেমন অধিকারী, তদনুসারে আলস্য পরিহারপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ক্রমে শান্তিলাভ করিতে পারিবে। সহস্র সহস্র ব্যবহার আমাদের সম্মুখে আসিতেছে ও যাইতেছে, তাহাতে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুসারেই ব্যবহার করা উচিত। ২৬—৩০। যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র স্বীয় মর্য্যাদা পরিত্যাগ করে না, সাগরে রত্নের ন্যায়, তাহার নিকট সমুদায় অভীষ্ট উপস্থিত হয়। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির ঘটক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নকেই বুধগণ পৌরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই শাস্ত্রবিহিত যত্নই পরম-পুরুষার্থ-লাভের হেতু। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শুশ্রূষা, শ্রবণাদি ক্রিয়া, সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল করিয়া স্বার্থ সাধন করেন। বুধগণ অজ্ঞানকৃত বৈষম্য-নিবৃত্তিকেই অসীম পুরুষার্থ বলিয়া জানেন। যাহা দ্বারা তাহা লাভ করা যায়, সেই শাস্ত্র ও সাধুগণের সতত সেবা করা বিধেয়। দেবলোক হইতে ভুক্তাবশিষ্ট-উভয়-লোক-হিতকারী প্রাক্তন পৌরুষকেই দৈব বলিয়া থাকে। ৩১—৩৫। যাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত দৈবনিন্দক, তাহাদিগকে নিন্দা করি না, তবে যাহারা পুরুষকার পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়কল্পিত দৈবকে মান্য করে, তাহাদিগকে নিন্দা করি। তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সতত নিজ পৌরুষবলেই উভয় লোকের হিত সাধন হইয়া থাকে। যেমন প্রাক্তন দুষ্কার্য্য সৎকর্ম্ম দ্বারা শুভে পরিণত হয়, এইরূপ অদ্যতনী ক্রিয়া দ্বারা প্রাক্তনী ক্রিয়ার শোভা হইয়া থাকে, অতএব যে ব্যক্তি কার্য্যবান্ হইবে, তাহার পৌরুষবলে, করস্থিত আমলকের ন্যায়, ফল দৃষ্ট হইবে। মূঢ় ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দৈবমোহে নিমগ্ন হয়। হে শুভাশয়! সমুদয় কার্য্যকারণ-বিবর্জ্জিত নিজ বিকল্পবলে * কল্পিত মিথ্যা দৈবের অপেক্ষা না করিয়া নিজ পৌরুষ আশ্রয় কর। বেদাদি শাস্ত্র সদাচার দ্বারা প্রকাশিত দেশধর্ম্ম (সদনুষ্ঠান) দ্বারা যে চিরপ্রসিদ্ধ চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানরূপ ফল লাভ হয়, তাহা হৃদয়ে উপনত হইলে তৎসাধনেচ্ছা ও তৎপরে তদর্থ শারীরচেষ্টা হয়, ইহাকেই পৌরুষ বলিয়া থাকে। ৩৫—৪০। বুদ্ধিবলে পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সতত যত্নবান হওয়া উচিত, তাহার পর সৎশাস্ত্র সাধুগণ ও পণ্ডিতগণের সেবা দ্বারা ঐ যত্নকে সফল করা কর্ত্তব্য। দৈব ও পৌরুষের উৎকর্ষ বিচারে পটু ব্যক্তিগণ এইরূপ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইহাই সফল হয়, অতএব আর্য্যগণের সেবায় যত্ন করা বিধেয়। জীবগণ স্বাভাবিক ঐহিক পৌরুষকেই কার্য্যসিদ্ধির উপায় ভাবিয়া নিত্য সন্তুষ্ট উৎকৃষ্ট পণ্ডিতগণের সেবারূপ অব্যর্থ মহৌষধ দ্বারা জন্মমৃত্যুরূপ রোগের শান্তি করুক। ৪১—৪৩।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জীব, ব্যাধিশূন্য অল্পমনঃকষ্টবিশিষ্ট দেহ প্রাপ্ত হইয়া, সেইরূপ আত্মসমাধান করুক, যাহাতে আর পুনর্জন্ম লাভ করিতে না হয়। যিনি পুরুষকার দ্বারা দৈবনিরাকরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে সম্পূর্ণ অভীষ্টলাভ করিতে সমর্থ হন। যাহারা দৈবপরায়ণ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অব-স্থান করে, সেই আত্মবিদ্বেষ্টাগণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিতয়ের নাশ করিয়া থাকে। সংবিৎস্পন্দ (তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ) তৎপরে মনঃস্পন্দ (পুরুষার্থ সাধনেচ্ছা), পরে ইন্দ্রিয়স্পন্দ (অঙ্গচালনার্থ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি); এই তিনটী পুরুষার্থের স্বরূপ, ইহা হইতেই ফলোদয় হইয়া থাকে। চিত্তে যাদৃশ বিষয়স্ফূর্ত্তি হয়, চিত্তও তাদৃশ স্পন্দ প্রাপ্ত হয়, শারীরচেষ্টাও তথাবিধ হইয়া থাকে, ফলভোগও তদনুরূপ ঘটে। ১—৫। বাল্যাবধি যে যে বিষয়ে যেরূপ যত্ন করা যায় ফললাভও তাদৃশ হইয়া থাকে, দৈব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, অতএব জগতে কেবলমাত্র পৌরুষই বিদ্যমান। বৃহস্পতি পুরুষ-কার দ্বারা দেবগুরু হইয়াছেন, শুক্রাচার্য্যও পুরুষকারবলে দৈত্য-গুরু হইয়াছেন। হে সাধো! প্রযত্নশালী কত শত মানবগণ দৈন্য দারিদ্র্য দুঃখে পীড়িত হইয়াও পুরুষকারের বলে ইন্দ্রতুল্য হইয়া-ছেন। আবার অভূতপূর্ব্ব সম্পত্তিশালী নহুষ প্রভৃতি রাজগণ বহুবিভব আস্বাদন করিয়াও পৌরুষদোষে নরকের অতিথি হইয়াছেন। জীবগণ সহস্র সহস্র বিপৎ সম্পদ্ ও বিবিধ দশা নিজ পৌরুষবলেই অতিক্রম করিয়া থাকে। ৬—১০। শাস্ত্রালো-চনা, গুরূপদেশ ও স্বীয় প্রযত্ন, এই ত্রিতয়-সাহায্যেই সর্ব্বত্র পুরুষার্থসিদ্ধি হয়, ইহাতে কদাচ দৈবের অপেক্ষা করে না। অশুভপথে প্রধাবিত চিত্তকে যত্নবলে শুভপথে লইয়া যাইতে হইবে, ইহাই সমুদয় শাস্ত্রের অর্থ। "হে বৎস! যাহা মঙ্গলজনক, যাহা যথার্থ সত্য ও যাহাতে কোন অপায়শঙ্কা নাই, তাদৃশ কর্ম্মই যত্নপূর্ব্বক করিবে," ইহাই গুরুগণ উপদেশ করেন। আমার যাদৃশ

* নিষ্ফল চিত্তবৃত্তি।

প্রযত্ন, ফলও শীঘ্র তাদৃশ ঘটিবে। সুতরাং পৌরুষবলেই আমি ফলভাগী, দৈববলে নহে। পৌরুষবলেই সিদ্ধি হয়, ধীমান্‌গণ পৌরুষ লইয়াই কার্য্য করেন। যাহারা অল্পবুদ্ধি, দুঃখের সময় রোদন করিতে থাকে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার নিমিত্তই দৈবশব্দের ব্যবহার। ১১—১৫। এই লোকে দেশান্তর-গমনাদি পুরুষকার প্রত্যক্ষ প্রমাণেই ফলবান্ দৃষ্ট হয়। ভোজনকর্ত্তারই তৃপ্তিলাভ হয়, অভোক্তার কিরূপে তৃপ্তি হইবে? গমনশীল ব্যক্তিই গমন করে, গতিহীন কিরূপে যাইবে? বক্তাই বলে, অবক্তা কি বলিতে পারে? অতএব মনুষ্যের পৌরুষই সফল হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পৌরুষ-বলেই অনায়াসে দুরন্ত সঙ্কট হইতে উদ্ধার হন, দৈব আশ্রয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে কিছুই করিতে পারেন না। যে যে ব্যক্তি যেরূপ প্রযত্নবান্ হন, তিনি তত্তৎফলভাগী হন, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলে কেহই কোন ফল লাভ করিতে পারে না। শুভ পুরুষকারে শুভ ফল লাভ করা যায়, অশুভ পৌরুষে অশুভ ফল। হে রাম! তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই করিতে পার। ১৬—২০। বিলম্বেই হউক বা সত্বরই হউক দেশকালবশে পৌরুষবলে যে ফল লাভ করা যায়, তাহাকেই দৈব কহে। চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি হয় না বা লোকান্তরেও অবস্থিত নহে, স্বর্গে যে কর্ম্মফলভোগ করা যায়, তাহাই দৈবশব্দে কথিত হয়। পুরুষ ইহলোকে জন্মিতেছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং পুনর্ব্বার জরাগ্রস্ত হইতেছে কিন্তু তথায় জরা, যৌবন ও বাল্যের ন্যায়, দৈবের প্রত্যক্ষতা ত হয় না। বুধগণ পরমার্থসাধক কার্য্যে যত্ন-পরতাকেই পৌরুষ কহেন, ইহাতেই সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন, হস্ত দ্বারা দ্রব্যধারণ ও অন্যান্যরূপে আঙ্গিক ব্যাপার সমুদয়ই পৌরুষ-বলে, দৈববলে নহে। অনর্থসাধক কার্য্যে যত্ন করা উন্মত্তের চেষ্টা, ইহা দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। ২১—২৬। সৎসঙ্গ ও সৎ-শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করিয়া অঙ্গস্পন্দ ব্যাপারে স্বয়ংই স্বার্থসাধন হইয়া থাকে। অজ্ঞানকৃত-বৈষম্য-নিবৃত্তিসহ অসীম আনন্দলাভ করাকেই নিজ পরমার্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন, সেই পরমার্থ যাহাতে লাভ করা যায়, সেই শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধুসেবা যত্নপূর্ব্বক করা উচিত। যেমন বর্ষাকালে সরোবর ও পদ্ম পরস্পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অভ্যাসবলে বুদ্ধি দ্বারা সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গের অনুশীলনশীলতা ও তদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাল্যাবধি সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ অভ্যাস করিতে পারিলে তদ্দ্বারা পৌরুষযত্নেই হিতপ্রদ স্বার্থসাধন হইয়া থাকে। বিষ্ণু পৌরুষবলেই দৈত্যবিজয়, জগৎসংস্থাপন ও জগৎরচনা করিয়াছেন, দৈববলে নহে। হে রঘুনাথ! এজগতে পুরুষকারই ইষ্টসিদ্ধির কারণ, হে সুভগ। এখানে চিরকাল অশঙ্কভাবে সেইরূপ যত্ন কর, যাহাতে পাদপ সরীসৃপ প্রভৃতির দশা প্রাপ্ত হইতে না হয়। ২৬—৩২।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—দৈব যে কি, তাহা বলা যায় না, উহা মিথ্যাজ্ঞানের ন্যায় রূঢ়, ঐ দৈবের আকার নাই, কোন কর্ম্ম নাই, স্পন্দ নাই ও পরাক্রম নাই। ফলতঃ স্বীয় কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইলে 'এই কর্ম্মে এই ফল হয়' এই প্রকার বাক্যই দৈব নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতেই মূঢ়মতি ব্যক্তিগণ ভ্রান্তিবশতঃ, রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায়, 'দৈব আছে' বলিয়া নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছে। পূর্ব্বতন কুকার্য্য যেমন সৎকর্ম্ম দ্বারা বিমল হইয়া শুভে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্মও হইবে, অতএব যত্নপূর্ব্বক সৎকার্য্যে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। যে দুর্ম্মতি, মূঢ়ব্যক্তির অনুমানসিদ্ধ দৈব মানিয়া থাকে, তাহার 'অগ্নিতেও দৈবাৎ দগ্ধ হইবে না' এই স্থির করিয়া অগ্নিতে পড়া উচিত। ১—৫। এই জগতে দৈবেরই যদি কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের (সকল কার্য্যেই) চেষ্টায় প্রয়োজন কি? দৈবই স্নান, দান ও মন্ত্রো-চ্চারণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে। শাস্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? দৈবই সকল কর্ম্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক। শবত্ব ব্যতীত এই জগতে নিস্পন্দভাব আর দেখা যায় না, স্পন্দ (হস্তপদাদিচালন) হইতেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অতএব দৈব নিষ্প্রয়োজন। মূর্ত্তিহীন দৈবের সহিত মূর্ত্তিমান পুরুষের সমান কর্ত্তৃত্ব (সম্ভবে না) দেখা যায় না, অতএব দৈব নিষ্প্রয়োজন। লেখনী বা ক্ষুর প্রভৃতি উপকরণ পাইলে হস্তদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে একটী-না একটী কর্ত্তা হয়, যুগপৎ হস্তদ্বয় দ্বারা লেখন অসম্ভব হইলেও অন্ততঃ একটীর কর্ত্তৃত্ব থাকে, কিন্তু হস্তপদাদি অঙ্গ নষ্ট হইলে দৈব কি কাহারও কিছু করিয়া দিয়া থাকে? —১০। এই জগতে এই দৈবকে গোপাল (রাখাল) হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ পর্য্যন্ত কেহই মন ও বুদ্ধির ন্যায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন নাই। কর্ম্ম-নির্ব্বাহের উপযোগিনী বুদ্ধি এবং দৈব যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে, দৈবকল্পনা নিরর্থক, যদি দৈব উক্ত প্রকার বুদ্ধিই হয়, তবে বুদ্ধি হইতে তাহার প্রভেদ থাকে না—অর্থাৎ দৈব একটী স্বতন্ত্রবস্তু, ইহা মানা চলে না। কোন দুই ব্যক্তির কর্ম্মনির্ব্বাহোপযোগিনী বুদ্ধি সমান, দুই জনেই কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিয়াছে, কিন্তু এক জনের আশা পূর্ণ হয় নাই, আর একজন পূর্ণমনোরথ হইয়াছে, ইহার কারণ কি, না দৈব— এইরূপ কল্পনাবলে দৈব প্রমাণ করত তাদৃশ বৈষম্যের কারণ-স্বরূপে— পৌরুষকেই কল্পনা না কর কেন? পৌরুষ-কল্পনার দোষ কি? আকাশের সহিত যেমন শরীরীর সঙ্গ হইতে পারে না, সেইরূপ মূর্ত্তিহীন দৈবের সহিত কারণান্তরের সংযোগ সম্ভবে না, মূর্ত্তিমান্ পদার্থদ্বয়ই পরস্পর সংযুক্ত হয়, অতএব দৈব নাই। এই জগত্রয়ে দৈবই যদি জীবসমূহের নিয়োগ-কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে জীবসমূহ সকলে শয়ন করিয়া থাকুক, দৈবই সমুদয় করিবে। 'আমি দৈবপ্রেরিত হইয়া সমুদয় কার্য্য করি, সমস্তই দৈবসঙ্কল্পসিদ্ধ' ইহা আশ্বাস-বাক্যমাত্র, বস্তুতঃ দৈব নাই। ১১—১৫। মূঢ় ব্যক্তিরাই দৈব কল্পনা করিয়াছে, যাহারা দৈবপরায়ণ, তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরুষকারেই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। যাহারা শূর, যাহারা বিক্রমশালী, যাহারা বুদ্ধিমান্ ও যাহারা পণ্ডিত, বল দেখি, এই জগতে তাহারা কি নিমিত্ত দৈবের প্রতীক্ষা করিবে? কালবিদ্‌গণ যাহাকে অতি চিরজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে ব্যক্তি যদি ছিন্নমস্তক হইলে, জীবিত থাকে, তাহা হইলে (বলিব বটে) দৈবই উত্তম। হে রাঘব! দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, 'এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে" কিন্তু তাহাকে অধ্যয়ন না করাইলেও

যদি সে পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বলিব, দৈবই উত্তম। হে রাম! বিশ্বামিত্র ঋষি দৈবকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পুরুষকার-বলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, অন্য কোন প্রকারে নহে। ১১—২০। হে রাম! আমরাও পৌরুষবলে মুনি হইয়াছি ও এই ত্রিভুবনমধ্যে বহু সময় ব্যাপিয়া আকাশগমন করিতে শিখিয়াছি। দৈত্যাধিপতিগণ কেবল পৌরুষ-বলেই দেবসমূহকে উৎসাদিত করিয়া ত্রিভুবনমধ্যে সাম্রাজ্য করিয়াছে। আবার সুরপতিগণ পৌরুষবলেই অসুরগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, বিশীর্ণ এই বিশাল-জগৎ আহরণ করিয়া লয়েন। হে রাম! পুরুষের যুক্তিবলেই বংশচ্ছিদ্রমধ্যে বহুক্ষণ যেমন মনোহর জল অবস্থিত থাকে, দৈব কিছু সে স্থানে কারণ হইতে পারে না। হে রাম! স্বজনপোষণ, বলপূর্ব্বক শত্রুরাজ্য-হরণ, ভোগ বিলাস ও অন্যান্য কষ্টসাধ্য পুরুষব্যাপারসমুদয় বিষয়েই ওষধির ন্যায়, দৈবের কোন ক্ষমতা দেখা যায় না। হে শুভমতে! তুমি সমুদয় কার্য্য-কারণ-বিহীন নিজ ভ্রান্তিকল্পিত মিথ্যাভূত, দৈবের অপেক্ষা না করিয়া উত্তম পৌরুষ অবলম্বন কর। ২১—২৬।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভগবন্ ব্রহ্মন্! জগদ্বিখ্যাত এই দৈব-পদার্থ সত্য কি না তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! পৌরুষই সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও ফল-ভোক্তা, অন্য কিছুই নহে, দৈব তদ্বিষয়ে কারণ নহে। দৈব কিছুই করে না, কিছুই ভোগ করে না, দৈবের অস্তিত্ব নাই, কেহ উহাকে দেখিতে পায় না এবং আদরও করে না উহা ঐ প্রকার কল্পনামাত্র। ফলশালী পৌরুষ দ্বারা যে শুভ অশুভ ফল সিদ্ধ হয়, তাহাকে লোকে দৈবশব্দে নির্দ্দেশ করে। পৌরুষ-প্রযুক্ত যে ইষ্ট ও অনিষ্ট বস্তুর নিত্যই প্রাপ্তি হইতেছে, উহা ইষ্টই হউক বা অনিষ্টই হউক, উহাকে অজ্ঞলোকে দৈব কহে। (অনিষ্ট-বস্তু-লাভার্থ কেহ পৌরুষ প্রয়োগ করে না, তবে ইষ্ট-বোধে পৌরুষ প্রয়োগ করে, পরে তাহা অনিষ্ট হইয়া যায়, কাজেই অনিষ্টপ্রাপ্তিও পৌরুষনিবন্ধন)। ১—৫। একমাত্র পুরুষার্থ দ্বারা মধ্যে অবশ্যম্ভাবী ফল এই জগতে দৈব নামে কথিত হয়। দৈব শূন্যাকার, কোন দৈব কাহারও যে ফলজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা ভ্রম, বস্তুগত্যা দৈব কিছুই করে না। পুরুষার্থ অনুসারে শুভ বা অশুভ ফলপ্রাপ্তি হইলে, লোকে কথায় বলে, 'ইহার অদৃষ্টে এইরূপ ছিল'—এই বাচিক ব্যবহারের বিষয়ই দৈব। কর্ম্মফল-প্রাপ্তি হইলে পর, লোকে যে বলে, 'আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল, এইরূপ নিশ্চয় হইল, তবে ফল লাভ হইল' এই উক্তিই দৈবকল্পনার মূল। ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইয়া গেলে 'এই প্রাক্তন কর্ম্মই এই ফলের প্রদাতা" এই প্রকার আশ্বাস-বাক্যই দৈব। ৬—১০। রাম কহিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভগবন্! যাহা পূর্ব্বকর্ম্মসঞ্চিত, তাহাই দৈব, আপনিই পুনঃপুনঃ ইহা বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অপলাপ করিতেছেন কিরূপে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! তুমি ঠিক শিখিতে পার, তোমাকে আমি সমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ কর, যাহাতে তোমার "দৈব নাই" এই বুদ্ধিই স্থির হইবে। পূর্ব্বে যে বহুবিধ মনোবাসনা সমুদিত হয়, তাহাই মনুষ্যদিগের কর্ম্মভাবে পরিণত হয়। হে রাম! জীব যে বিষয়-বাসনা-সম্পন্ন হয়, শীঘ্রই তদ্বিষয় কার্য্যে পরিণত করে, কর্ম্ম এক প্রকার ও মনোভাব অন্য প্রকার, এরূপ হয় না। যে গ্রামে গমনোদ্যত, সে গ্রাম প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি পুরগমনপ্রার্থী, সে পুর প্রাপ্ত হয়, যাহার যেরূপ বাসনা সে সর্ব্বদা সেই বিষয়েই যত্নবান্ হয়। ১১—১৫। ফলাভিলাষের আতিশয্যে পূর্ব্বে অতি যত্নে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই দৈব-শব্দে কথিত হয়। দৈব ঐরূপ কর্ম্মের পর্য্যায়মাত্র। কর্ত্তৃকগণের সকল কর্ম্মই উক্তরীতিতে সম্পন্ন হয়, পরিপুষ্ট মনোবাসনাই কর্ম্ম, বাসনাও মন হইতে পৃথক নহে, মনও আত্মা হইতে বিভিন্ন নহে। হে সাধো! যাহাকে দৈব বলিতেছ, তাহা কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম—মন; সেই মন—পুরুষ, অতএব পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন, সকলই অসত্য, সুতরাং দৈবও নাই, ইহা নিশ্চয়। এই জীবই মনঃস্বরূপে যে যে হিতকার্য্যের জন্য যত্ন করে, স্বস্বরূপী দৈব হইতেই তত্তৎকার্য্যের সিদ্ধি লাভ করে। হে রাম! মন, চিত্ত, বাসনা, কর্ম্ম ও দৈব এই সমুদয় দুর্নিশ্চেয় মনোভাবাপন্ন পুরুষের সংজ্ঞারূপে কথিত হইয়া থাকে। ১৬—২০। হে রাম! এতাদৃশ পুরুষ দৃঢ় ভাবনাবলে অনুক্ষণ যেরূপ যত্নবান্ হয়, তদনুসারে ফললাভ করিয়া থাকে। হে রঘুকুলধুরন্ধর! এই প্রকার পুরুষকারেই সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অন্য কিছুতে নহে, অতএব সেই পুরুষকারই তোমার শুভফল-প্রদ হউক। রাম কহিলেন,—হে মুনিবর! প্রাক্তন বাসনা-সমূহ আমাকে যেরূপে নিয়োজিত করিতেছে, আমি সেইরূপে রহিয়াছি, আমি পরবশ, কি করিব বলুন! বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাম! সেই জন্যই ত এক্ষণে স্বপ্রযত্নকৃত পুরুষকার দ্বারাই তোমার শাশ্বত শ্রেয়োলাভ করিতে হইবে, অন্য কোন প্রকারে নহে। হে রাম! শুভ অশুভ দ্বিবিধ প্রাক্তন বাসনাজাল তোমার আছে অথবা এতদন্যতর অর্থাৎ হয় শুভ না হয় অশুভ বাসনাজাল তোমার আছে। ২১—২৫। অধুনা তুমি যদি প্রাক্তন শুভ বাসনাজালে পরিচালিত হও, ত, তদীয় মঙ্গলময় পরিণামরূপী পৌরুষ দ্বারাই নিত্য-পদ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি প্রাক্তন অশুভ-বাসনাজাল তোমাকে সঙ্কটপথে প্রবর্ত্তিত করে, ত, তাহাকে প্রযত্ন-সহকারে বল-পূর্ব্বক পরাজয় করিবে। (দ্বিবিধ বাসনা থাকিলেও এই উত্তর অর্থাৎ শুভাশুভ-বাসনা সত্ত্বে শুভ-বাসনার প্রাবল্য পক্ষে ২৬ শ্লোক এবং অশুভ-বাসনার প্রাবল্য পক্ষে ২৭ শ্লোক জানিবে) তুমি প্রাজ্ঞ চেতনমাত্র, তুমি জড়াত্মকদেহ নহ, তুমি চিন্মাত্রস্বরূপ, অতএব অন্য চেতন দ্বারা তুমি চেতিত নহ অর্থাৎ অন্যের অধীনতা তোমাতে নাই। যদি তোমাকে অন্য কেহ চেতিত করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার কে চেতিত করিল? সেই চেতয়িতারই বা আবার চেতয়িতা কে? এইরূপ অনবস্থা হয়, তাহাই বস্তুসিদ্ধির প্রতিবন্ধক। এই বাসনা-নদী শুভ অশুভ উভয় পথে প্রবাহিত। পৌরুষ-প্রযত্ন দ্বারা উহাকে শুভ পথেই যোজিত করিতে হইবে। ২৬—৩০। হে বলিষ্ঠপ্রবর! তুমি, স্বীয় মন অশুভপথে প্রবিষ্ট হইলেও তাহাকে পুরুষার্থবলে শুভপথে অবতীর্ণ করিবে। প্রাণীর চিত্ত শিশুর ন্যায় অস্থির, তাহাকে অশুভ হইতে অপসারিত করিলে শুভপথে গমন করে,

আবার শুভ হইতে অপসারিত করিলে অশুভপথে গমন করে অতএব চিত্তকে বলপূর্ব্বক (শুভপথে) পরিচালিত করিবে। এইরূপে চিত্তরূপ শিশুকে সত্বরই উপায়বলে (রাগাদি বৈষম্য-ত্যাগ করাইয়া) স্বাভাবিক সমতাপ্রাপ্ত করিবে, পরে শনৈঃ শনৈঃ আত্মস্বরূপে নিরোধরূপ পৌরুষপ্রযত্নে পালন করিবে, হঠাৎ নিরোধ করিবে না (কারণ তাহাতে সমাধান-ভ্রংশ হইতে পারে)। তুমি পূর্ব্বে শুভ বা অশুভ বাসনাসমূহকে অভ্যাসবশে গাঢ় করিয়াছ, অদ্য কিন্তু শুভবাসনাকে প্রগাঢ় কর। হে অরিনিসূদন! যখন পূর্ব্বকৃত অভ্যাস-বলেই বাসনা প্রগাঢ় হইয়াছে তখন অভ্যাসকে নিষ্ফল ভাবিতে পার না। ৩১—৩৫। হে অনঘ! এক্ষণেও অভ্যাসবশতঃ তোমার বাসনা প্রাগাঢ়তা প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব শুভ অভ্যাস করিতে থাক। যদি মনে কর, পূর্ব্বতন দুর্বাসনা অভ্যাসবশে প্রগাঢ় হয় নাই, তাহা হইলে এক্ষণেও তাহা দুর্ব্বাসনা বশে বৰ্দ্ধিত হইতে পারিবে না, সুতরাং হে বৎস! তোমার অসুখী হইবার কারণ নাই। অর্থাৎ দুর্ব্বাসনাবৃদ্ধি প্রযুক্ত অনর্থ সম্ভাবনা করিয়া বিষাদ করা তোমার উচিত নহে। অভ্যাসবশতঃ বাসনা বৃদ্ধি হয় কি না, এইরূপ সন্দেহ থাকিলেও তুমি শুভ বাসনা আহরণ কর। শুভ আচরণে শুভবাসনা বৃদ্ধি হইলে কোন দোষ নাই *। এই জগতে যাহা অভ্যাস করা যায়, তন্ময়ই হওয়া যায় ইহার পরিচয় আবাল বৃদ্ধে আছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব তুমি কল্যাণলাভের জন্য পরম পৌরুষ অবলম্বন করিয়া শুভবাসনানুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়পঞ্চক জয় কর। ৩৬—৪০। তুমি যতদিন পর্য্যন্ত মনের স্বরূপ অবস্থা না বুঝিবে এবং তৎপদ অবগত হইতে না পারিবে, ততদিন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত গুরু, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুভবাদি দ্বারা নির্ণীত কর্ম্ম আচরণ কর। অনন্তর রাগাদিবাসনাকষায় শিথিল হইয়া গেলে যখন আত্মতত্ত্ব অবগত হইবে, তখন তোমার মানস-দুঃখ কিছুই থাকিবে না, তখন তোমার ঐ শুভবাসনাও থাকিবেনা। অতএব তুমি আর্য্যগণ-সেবিত সেই অতি সুন্দর শুভপথে শুভবাসনানুদ্ধিতে সর্ব্বদাই অনুসরণ করত বিশোক (শোকহীন) পরমার্থ বস্তু সাক্ষাৎ কর, সেই শুভবাসনানুসরণও পরিত্যাগ করিয়া সৎস্বরূপে অবস্থিত হও। ৪১—৪৩।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত, এই জগৎ-প্রপঞ্চের সত্তা ব্রহ্মসম্বন্ধপ্রযুক্তই ব্যবহৃত হয়। সেই সত্তাই ভবিষ্যৎকালের সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া নিয়তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কারণের কারণত্ব এবং কার্য্যের কার্য্যত্বও সেই সত্তা হইতে অভিন্ন। সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ব্রহ্মসত্তাই যখন নিয়তি, তখন প্রতিকূলতার শঙ্কা নাই, আমার কথা শুন, মঙ্গললাভের জন্য পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক নিত্যবদ্ধ চিত্তকেই একাগ্র কর, ইন্দ্রিয় সকল মনোরথে আরোহণ করিলে মুক্তির বিঘ্নকর ঐহিক সুখে নিপতিত হইয়া থাকে, অতএব ইহারা যাহাতে মনোরথে না আরোহণ করে, সেইরূপ পুরুষকারে সংযত করিয়া মনের সমতা সাধন কর। আমি তোমার নিকট মর্ত্তলোকবাসী ও স্বর্গবাসী অধিকারীদিগের জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত পুরুষার্থফলপ্রদাত্রী মোক্ষোপায়ভূতা সারনির্ম্মিতা সংহিতা কহিব (শ্রবণ কর)। যাহার নিমিত্ত পুনর্জ্জন্ম-নিরাকরণার্থ সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া উদারবুদ্ধিতে সম্পূর্ণ শম ও সন্তোষ অবলম্বন করিতে হয়, এবং কর্ম্মকাণ্ড শ্রুতিরূপ পূর্ব্ববাক্য ও উপাসনাপর-শ্রুতিনামক উত্তরবাক্যের অর্থবিচার পূর্ব্বক বিষয়ে অসংলগ্ন মনকে সমরস (অর্থাৎ মনের স্বাভাবরূপ একরসতা সম্পাদন) করিয়া আত্মানুসন্ধান করিতে হয় সুখ-দুঃখের ক্ষয়হেতু মহানন্দের একমাত্র কারণ সেই মোক্ষের উপায় এই আমি বলিতেছি। হে রাম! শ্রবণ কর। ১—৭। এই মোক্ষকথা সমুদয় বিবেকী পুরুষদিগের সহিত শ্রবণ করিলে অক্ষয় দুঃখশূন্য পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। সর্ব্বদুঃখক্ষয়কর বুদ্ধির পরম আশ্বাসন এই মোক্ষোপায় কল্পের আদিসময়ে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হয়। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু কি কারণে ইহা বলেন, আপনিই বা তাহা কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন, প্রভো! আমাকে তৎসমুদয় বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্ত মায়িক বিলাসের অধিষ্ঠান, সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী, সর্ব্বাধার, চিদাত্মা ও সর্ব্ব বস্তুতে প্রদীপস্বরূপ, অবিনশ্বর আত্মা আছেন। মায়া ও মায়াকার্য্যের স্পন্দ বা অস্পন্দ উভয় কালে সমানাকার অর্থাৎ নির্ব্বিকার সেই আত্মা হইতে বিক্ষোভ এবং স্থিরতঃ উভয় অবস্থার জলদভাবাপন্ন, সাগর হইতে তরঙ্গের ন্যায়, বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়। সেই বিষ্ণুর সুমেরুরূপ কর্ণিকাসমন্বিত, দিকরূপ দলবিশিষ্ট ও তারকারূপ কেশরযুক্ত হৃদয়পদ্ম হইতে পরমেষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। ৮—১৩। মন যেমন বিকল্পসমূহ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ বেদ বেদার্থবিৎ সেই পরমেষ্ঠী দেবগণ ও মুনিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া * প্রাণিসমূহের সৃষ্টি করেন। তিনি জম্বুদ্বীপের একাংশ এই ভারতবর্ষে আধি ও ব্যাধি দ্বারা সমাক্রান্ত জনসমূহের সৃষ্টি করিলেন। এই প্রাণিসর্গে লাভ ও অলাভে জনগণের অঙ্গ বিষণ্ণ হইতে লাগিল, জনগণ উৎপত্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং নানাবিধ বিষয়ভোগ-ব্যসনে সঙ্কুল হইয়া উঠিল। জনগণের ঈদৃশ দুঃখ অবলোকন করিয়া, পিতা যেমন পুত্রদুঃখে কাতর হয়, সকললোককর্ত্তা ঈশ্বর (ব্রহ্মা) তদ্রূপ কাতর হইয়া করুণাপ্রাপ্ত হইলেন। "হতাশ অল্পায়ু এই জনগণের দুঃখনিবৃত্তি কিরূপে হইবে" ইহা ক্ষণকাল উঁহাদিগের কল্যাণার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ ঈশ্বরশক্তিসম্পন্ন পরমেষ্ঠী, তপস্যা, ধর্ম্ম, দান, সত্য ও তীর্থের সৃষ্টি

* শুভাবেব সমাহর' মূলের এই পাঠ ও টীকার অনুসারে উল্লিখিত অনুবাদ হইয়াছে। ফলে 'শুভমেব সমাহর' এই পাঠ গ্রাহ্য। 'শুভমেব' পাঠ প্রকৃত হইলে বিশেষ্য উহ্য করিয়া—'শুভাং ক্রিয়ামেব' এইরূপ অর্থ করা উচিত। তাহার অনুবাদ হইবে—"পুনঃপুনঃ শুভকর্ম্ম দ্বারা শুভবাসনা বৃদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও শুভকর্ম্মই বৰ্দ্ধিত কর, শুভকর্ম্মে ত কোন দোষ নাই"

* মূল—'মনিমণ্ডলমণ্ডিতম্' পাঠ হইলে ভাল হয়। তাহার অনুবাদ,—দেবতা ও মুনিগণে পরিশোভিত প্রাণিবৃন্দ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেবতা ও মুনিগণ প্রভৃতি প্রাণিগণের সৃষ্টি করেন।

করিলেন। দেব-ভূতগণ-স্রষ্টা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন, "কেবল ইহাতে পুরুষদিগের দুঃখনিবৃত্তি হইবে না। যাহাতে জীবের জন্ম মৃত্যু কিছুই থাকিবে না, সেই পরম-পদ নির্ব্বাণ জ্ঞানবলেই লাভ করা যায়। জীবের এই সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় একমাত্র জ্ঞানই তপস্যা, দান বা তীর্থ ইহারা উপায় নহে। অতএব আমি হতাস্থা এই জনগণের দুঃখ-বিমুক্তির নিমিত্ত সংসার হইতে উদ্ধারের অভিনব সুদৃঢ় উপায় সত্বর প্রকাশ করি"। ১৪—২৩। এই ভাবিয়া ভগবান্ কমলযোনি মন দ্বারা সঙ্কল্পবলে আমাকে উৎপন্ন করিলেন। হে অনঘ। আমি কোনও স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াই সত্বর, তরঙ্গ যেমন তরঙ্গের নিকট গত হয়, সেইরূপ সেই পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি কমণ্ডলু ও অক্ষমালা লইয়া কমণ্ডলুধারী অক্ষমালাবান্ সেই ব্রহ্মাকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিলাম। তিনিও আমাকে 'আইস পুত্র' এই বলিয়া, শুক্র মেঘমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায়, স্বীয় আসনপদ্মের উত্তরদলে হস্তধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন। যেমন সুন্দর হংস সারসের মনোভাব প্রকাশ করে, তদ্রূপ মৃগচর্ম্ম-পরিধানকারী মদীয় পিতা ব্রহ্মা মৃগচর্ম্মধারণকারী আমার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "হে বৎস। বানর জাতির ন্যায় চঞ্চল অজ্ঞান, শশধরে কলঙ্কের ন্যায়, তোমার চিত্তে মুহূর্ত্তকাল প্রবেশ করুক।' আমি তাঁহার এই প্রকার শাপে তাঁহার সঙ্কল্পের পরেই নির্ম্মল পূর্ণস্বরূপ ভুলিয়া যাইলাম। ২৪—৩০। অনন্তর আমি অপ্রবুদ্ধ বুদ্ধিতে দীনভাবাপন্ন হইয়া নির্দ্ধন লোকের দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া রহিলাম। কেবল মনে মনে "হায়' এই সংসার নামক দোষ কেন উপস্থিত হইল" এইরূপ ভাবিতাম এবং তূষ্ণীম্ভাবাপন্ন হইয়া থাকিতাম। অনন্তর সেই পিতা আমাকে কহিলেন, "হে পুত্র। তুমি কি জন্য দুঃখিত হইয়া আছ? দুঃখনিবারক উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা কর নিত্য সুখী হইবে।" অনন্তর স্বর্ণ-পদ্ম-দলস্থিত আমি সকললোক-নির্ম্মাতা সেই ভগবানকে সংসাররূপ ব্যাধির ঔষধ জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হে প্রভো। কিরূপে জীবের এই মহা দুঃখময় সংসার আসিল এবং কিরূপেই বা ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়?" এইরূপ আমাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি সুবহু তত্ত্বজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) কহিলেন। আমি সেই পরম পবিত্র জ্ঞাত হইয়া পিতা অপেক্ষাও অধিকনির্ম্মল পরিপূর্ণভাব তত্ত্বজ্ঞানরূপেই যেন অবস্থিত হইলাম। ৩১—৩৬। অনন্তর বিদিতবেদ্য নিজপ্রকৃতিপ্রাপ্ত আমাকে সকল কারণের বক্তা সেই জগৎকর্ত্তা কহিলেন, "হে পুত্র। আমি সকল অধিকারীদিগের এই জ্ঞানসারসিদ্ধির নিমিত্ত অভিশাপ দ্বারা তোমাকে অজ্ঞ করিয়া পরে তোমাকে প্রষ্টা করিলাম। এক্ষণ তোমার শাপ গত হইল, তুমি পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে। মালিন্যসংসর্গে অকনকভাবাপন্ন কনক যেমন পুনঃ শোধন দ্বারা কনকরূপে অবস্থিত হয়, তুমিও তদ্রূপ আমার ন্যায় এক আত্মা-রূপে অবস্থিত হইতেছ। হে সাধো। এক্ষণে তুমি জনগণের অনুগ্রহার্থ মহীপৃষ্ঠে জম্বুদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষে গমন কর। ৩৬—৪০। হে পুত্র। তুমি মহাধী-শক্তি-সম্পন্ন, তুমি তথায় গিয়া ক্রিয়াকাণ্ডপর জনগণকে ক্রিয়াকাণ্ডক্রমে উপদেশ দিবে। হে সাধো। তুমি আনন্দদায়ী জ্ঞান দ্বারা বিচারশীল ও বিরক্তচিত্ত মহাপ্রাজ্ঞগণকে উপদেশ দিবে।" হে রাঘব। সেই কমলযোনি পিতাকর্ত্তৃক আমি এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, যাবৎকাল অধিকারী জনগণ থাকিবে, আমিও তাবৎকাল এইস্থানে থাকিব। আমার অন্য কোনই কর্ত্তব্য প্রয়োজন নাই, নির্দ্মনস্ক হইয়া আমি এই পৃথিবীতে রহিয়াছি। আমি নিরভিমান ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা যথাপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুবর্ত্তন করি। স্ববুদ্ধি দ্বারা কিছুই করি না। ৪১—৪৫।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। পৃথিবীতে যেরূপে জ্ঞানের অবতরণ হইয়াছে, আমি যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও আমার চেষ্টা ও কমলযোনির চেষ্টা সমুদয়ই তোমাকে কহিলাম। হে অনঘ। বিপুল পুণ্যপরিপাক বশতই তোমার চিত্ত অদ্য এই পরম জ্ঞান শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত। রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন। ভগবান পরমেষ্ঠীর সৃষ্টির পরে এই লোকে জ্ঞানের অবতরণে বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইল কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন—ব্রহ্মা, জলধিতে তরঙ্গের ন্যায়, পরমব্রহ্মে স্বভাববশতঃ স্বয়ংই ক্রিয়াশক্তিময় হইয়া উৎপন্ন হন। পরমেশ্বর ঐ ব্রহ্মা স্বসৃষ্ট জীবনিবহকে এইরূপ আতুর অর্থাৎ জন্ম-জরাদিগ্রস্ত দেখিয়া সমুদয় সৃষ্টির ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন। ১—৫। তখন প্রভু স্বর্গ ও অপবর্গাদি সাধনের অনুষ্ঠান-যোগ্য সত্যযুগাদির ক্ষয় হইলে লোকগণের মোহ পর্য্যালোচনা করিয়া কারুণ্যপরবশ হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা আমাকে সৃজন করিয়া বারংবার উপদেশে জ্ঞানযুক্ত করিয়া লোকের অজ্ঞান-নিবারণার্থ মহীতলে প্রেরণ করিলেন। আমাকে যেমন প্রেরণ করিলেন, এইরূপ সনৎকুমার ও নারদ প্রভৃতি বহু অপর মহর্ষিগণকেও প্রেরণ করিলেন। এইরূপে মনোমোহ-রূপ আময়গ্রস্ত জনগণকে ক্রিয়াপরিপাটী পুণ্য ও জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মহাত্মগণ নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর সত্যযুগক্ষয়ে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপও পৃথিবীতে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন ঐ মহর্ষিগণও ক্রিয়াকলাপানুষ্ঠানার্থ ও মর্য্যাদা নিয়মের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ দেশ বিভাগ করিয়া ভূপাল কল্পনা করিতে লাগিলেন। ৬—১০। তখন ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত ভূমণ্ডলে সমুচিত স্মৃতিশাস্ত্র ও যজ্ঞশাস্ত্র প্রচারিত হইল। এইরূপ কালচক্রের পরিবর্ত্তনে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইতে লাগিল, প্রত্যহ জনগণ ধনসংগ্রহ-তৎপর ও ভোজনব্যগ্র হইয়া উঠিল। বিষয় লইয়া রাজগণের বিবাদ হইতে লাগিল। তখন পৃথিবীতে অনেক জনগণ (অত্যাচারে) দণ্ডার্হ হইয়া উঠিল। ভূপগণ তখন যুদ্ধ ব্যতিরেকে মহীপালনে সমর্থ হইতে পারিত না, ক্রমে প্রজাগণের সহিত দীন-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। ১১—১৫। তখন আমাদিগকেও তাহাদের দৈন্যাপনোদন ও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান প্রচার নিমিত্ত মহতী জ্ঞানদৃষ্টি প্রকটিত করিতে হইল। এই কারণে এই অধ্যাত্ম-বিদ্যা প্রথমে রাজগণের নিকট বর্ণিত হয়, পরে লোকে প্রচারিত হয়, এইজন্য এই অধ্যাত্ম-বিদ্যাকে রাজবিদ্যাও কহে। হে রাঘব। রাজাদিগের গুহ্য অধ্যাত্মজ্ঞানরূপ উত্তম রাজবিদ্যা জ্ঞাত হইয়া রাজগণ

দুঃখোন্মূলনে সমর্থ হইতেন। অনন্তর অনেক নির্ম্মল-কীর্ত্তি রাজগণ অতীত হইলেন। হে রাম! তুমি মহীমণ্ডলে এই দশরথ হইতে এক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে অরিমর্দ্দন! তোমার অতিপ্রসন্নমনে বিনা কারণে মনোহর এই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে। হে রাম! বিবেকীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ সকল সাধুরও নির্ব্বেদ প্রভৃতি কারণবিশেষেই প্রথমতঃ রাজস-বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার এই অপূর্ব্ব সুবিবেক জনিত সাত্ত্বিকবৈরাগ্য তাদৃশ কারণ ব্যতীতই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সাধুদিগেরও বিস্ময়কর।১৬—২২। বীভৎস বিষয় দেখিয়া কে বিরাগী হয় না? কিন্তু সাধুগণের উত্তম বৈরাগ্য বিবেক বশতই হইয়া থাকে। যাঁহাদের বিনা কারণে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়, সেই মহৎ ব্যক্তিগণই মহাপ্রাজ্ঞ এবং তাঁহাদেরই মন নির্ম্মল। বর-মালা দ্বারা যুবা যেরূপ শোভিত হয়, সেইরূপ বিবেক বশতঃ উৎপন্ন তত্ত্ব-বিষয়ক আভিমুখ্য নিবন্ধন বিরাগযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা লোক (অধিকতর) শোভিত হইয়া থাকে। যাহারা বিবেক দ্বারা এই সংসাররচনা বিচার করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তাহারাই পুরুষদিগের শ্রেষ্ঠ। নিজ বিবেক বশতঃ বারংবার বিচার-পূর্ব্বক, ইন্দ্রজালের ন্যায়, মায়িক এই দৃশ্যসমূহ বাহ্য ও আভ্যন্তর দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অবিদ্যা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা উচিত। শ্মশান, বিপদ ও দৈন্য দর্শন করিয়া কে বিরাগী না হয়? যে বৈরাগ্য স্বতই উদিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ। তুমি অকৃত্রিম বৈরাগ্য ও অতিশয় মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, মৃদুল (নরম) স্থল যেমন বীজবপনের যোগ্য, তুমিও সেইরূপ আত্মবিদ্যার পাত্র হইয়াছ। পরমেশ্বর পরমাত্মার প্রসাদেই ভবাদৃশ ব্যক্তির শুভ-... বিবেকানুসারিণী হইতেছে।২৩—৩০। যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া-কলাপ, মহৎ তপস্যা, নিয়ম ও তীর্থযাত্রা দ্বারা এবং চিরকাল বিবেক-বশতঃ দুষ্কৃত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কাকতালীয়ন্যায়ে মনুষ্যের পরমার্থ-বিচারে বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়। জনগণ যাবৎকাল পরমপদ দর্শন করিতে সমর্থ হয় ..., ...ৎকাল চক্রবৎ আবর্ত্তনকারী রাগাদি দ্বারা আবৃত ... অত ঐহিক-আমুষ্মিক ভোগের সাধন ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হয়। ...সন... পারকে (বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা) ...স্তুত অসার অবগত হই... ...গারে, গজ যেমন বন্ধনস্তম্ভ ছেদন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ ... মায়াময়ী বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তৎপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে রাম! এই সংসারগতি অতি বিষমা, ইহার অন্ত নাই। দেহযুক্ত মহাজন্তু (জীব) জ্ঞান ব্যতিরেকে (উত্তর অসারত্ব) অ... ত হইতে পারে না।৩১—৩৫। হে রঘূদ্বহ! মহাবুদ্ধিগণ জ্ঞান-যুক্তিরূপ ভেলক দ্বারাই নিমেষ মধ্যে এই দুস্তর সংসার-সমুদ্রের পারে গমন করিতে পারে। অতএব তুমি সংসার-সমুদ্র নিস্তারিণী এই জ্ঞানযুক্তি সতত ...চারাভ্যাস-তৎপর বুদ্ধি দ্বারা একাগ্রভাবে শ্রবণ কর। যেহেতু অনিন্দিত ঐ জ্ঞান যুক্তি ব্যতিরেকে অনন্তবেগসম্পন্ন জগতে এই দুঃখভীতি সকল চিরকাল অন্তরে দাহ উৎপন্ন করে। হে রাঘব! জ্ঞানযুক্তি ব্যতীত সাধুগণ শীত, বাত ও আতপাদি দুঃখ কিরূপে সহ্য করিবেন? ঐ শীত বাত ও আতপাদির দুঃখচিন্তা অনুক্ষণ মূঢ় জনের নিকট বর্ষাকালে আপতিত হইতেছে, এবং অনলশিখার ন্যায় দাহ করিতেছে।৩৫—৪০। বর্ষাসিক্ত অরণ্যকে যেমন অগ্নিশিখা দগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ অধ্যাত্ম-শাস্ত্র যে বিচার-পূর্ব্বক জানিতে সমর্থ হয় এবং ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে সমর্থ, তাদৃশ ব্যক্তিকে আধি কিছুই করিতে পারে না। আধিব্যাধিরূপ আবর্ত্তযুক্ত সংসাররূপ মরীচিকা-বায়ু সঙ্কলিত হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, কল্পবৃক্ষের ন্যায়, (কখনই) ভগ্ন হয় না। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তত্ত্ব জানিতে হইলে, প্রমাণপটু প্রবুদ্ধাত্মা ধীমান্ ব্যক্তিকে যত্ন সহকারে প্রণয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবে। বসন দ্বারা যেমন কুঙ্কুম গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ উত্তমচেতা প্রামাণিক বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার বাক্য গ্রহণ করা উচিত। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! অতত্ত্বজ্ঞ উপদেশদানে অযোগ্য ব্যক্তিকে যে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তাহার অপেক্ষা অতি মূঢ় আর নাই। ৪১—৪৫। প্রামাণিক-তত্ত্ব-বক্তাকে যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বাক্যানুসারে যে কার্য্য না করে, তদপেক্ষাও নরাধম আর নাই। যে ব্যক্তি পূর্ব্বেই বক্তার অতত্ত্ব বা তত্ত্বজ্ঞত্ব নির্ণয় করিয়া কার্য্যের জন্য প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্নকর্ত্তাই মহামতিসম্পন্ন। যে মূঢ় ব্যক্তি বক্তার নির্ণয় না করিয়া প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্নকর্ত্তা অধম; সে কখনই পরমার্থের পাত্র হইতে পারে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া তত্ত্বাবধারণে সমর্থ অনিন্দিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিবেন, পশুধর্ম্মী অধম ব্যক্তিকে (কোন কথা) বলিবেন না। যে ব্যক্তি, বক্তার উপদেশ গ্রহণে প্রশ্নকর্ত্তার সামর্থ্য বিচার না করিয়া উপদেশ দেন, প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকে মূঢ়-লোক বলিয়া জানেন।৪৬—৫০। হে রঘুনন্দন! তুমি অত্যন্ত গুণপক্ষপাতী প্রশ্নকর্ত্তা, আমিও সদ্বক্তা, আমাদের উভয়ের উপযুক্ত সম্মিলনই হইয়াছে। হে শব্দার্থজ্ঞাননিপুণ! আমি যাহা বলিব, তুমি তাহা যত্নপূর্ব্বক "ইহাই তত্ত্ব" এইরূপ অবধারণ করিয়া অখণ্ডিতভাবে কার্য্য করিবে। তুমি মহৎ ব্যক্তি, তুমি বৈরাগ্য-বিশিষ্ট ও জীবের গতিবিষয় অবগত আছ, তোমাকে যাহা বলা যাইবে, সমুদয়ই তোমাতে, বস্ত্রে কুঙ্কুম-সলিলের ন্যায়, সংলগ্ন হইবে। যেমন আদিত্যপ্রভা জলমধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি একাগ্রভাবে উপদেশ-গ্রহণে ও পরমার্থবিবেচনে সমর্থা, ত্বদীয় বুদ্ধি তত্ত্বার্থমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। আমি যাহা যাহা বলিব তুমি তাহা হৃদয়ে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ কর ও তদনুসারে কার্য্য কর। নতুবা আমাকে নিরর্থক জিজ্ঞাসা করিও না।৫১—৫৫। হে রাম! এই চপল মন সংসাররূপ বনের শাখামৃগস্বরূপ, ইহাকে সংশোধন করিয়া যত্নপূর্ব্বক পরমার্থ বাক্য শ্রবণ কর। অবিবেকী অজ্ঞ অসৎ-সংসর্গী লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণের পূজা করিবে। সতত সৎসংসর্গে বিবেক উৎপন্ন হয়, ভোগ মোক্ষ এই দুইটী বিবেক-বৃক্ষেরই ফল। শম, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ এই চারিটি মোক্ষদ্বারে দ্বারপালস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই চারিটী বা তিনটী (অন্ততঃপক্ষে) দুইটীকে যত্নপূর্ব্বক সেবা করিবে, কারণ ইহারা মোক্ষরাজের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া থাকে।৫৬—৬০। অথবা সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও ইহাদের মধ্যে একটীকেও আশ্রয় করিবে, কারণ ইহাদের একটী আয়ত্ত করিতে পারিলে চারিটীই বশীভূত হইতে পারে। বিবেকবান্ পুরুষই শাস্ত্র, জ্ঞান, তপস্যা ও শ্রুতির পাত্র হয়। সূর্য্য যেমন তেজঃপদার্থের মধ্যে ভূষণস্বরূপ, বিবেকী পুরুষও তদ্রূপ (জানিবে)। মন্দচিত্ত ব্যক্তিগণেরই বুদ্ধিমান্দ্য ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া যায়। শৈত্যের আতিশয্য হেতুকই সলিল পাষাণের ন্যায় কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হে রাঘব! তুমি সৌজন্য, গুণ ও শাস্ত্রার্থদৃষ্টি দ্বারা, সূর্য্যোদয়ে পদ্মের ন্যায়, বিকসিতান্তঃকরণ হইয়াছ। হে সাধুমতে! উর্দ্ধীকৃতকর্ণ

জন্তু (মৃগ প্রভৃতি) যেমন বীণাধ্বনি শুনিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ তুমিই এই জ্ঞানবাক্য শুনিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইবে। ৬১—৬৫। হে রাম! বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা সৌজন্যসম্পদের উপার্জ্জন কর, যাহাতে নাশ নাই। প্রথমে সংসার পরিত্যাগ নিমিত্ত শাস্ত্র ও সজ্জনের সংসর্গপূর্ব্বক তপস্যা ও দম দ্বারা প্রজ্ঞাশক্তির বর্দ্ধন করিবে। সংস্কৃত বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিলে মূর্খত্বের একেবারে ধ্বংস হইবে জানিবে। এই সংসার-বিষবৃক্ষ এক আপদের আশ্রয়স্থল, ইহা অজ্ঞ ব্যক্তিকে সতত মুগ্ধ করে, অতএব মূর্খত্ব যত্নপূর্ব্বক নাশ করিবে। দুরাশাবশতঃ সর্পের ন্যায় কুটিলগতিসম্পন্ন মূর্খতা হৃদয়ে সংলগ্ন থাকিলে চিত্ত, অনলসংলগ্ন চর্ম্মের ন্যায়, সঙ্কুচিত হয়। ৬৬—৭০। এই যথার্থ তত্ত্বদৃষ্টি, জলদহীন নভোমণ্ডলে নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টির ন্যায়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতেই প্রসন্নভাবে পরিস্ফুরিত হয়। যাহার বুদ্ধি পূর্ব্বাপর বিচারপূর্ব্বক অর্থজ্ঞানে সুচারু-চতুরতা সম্পন্ন হয়, সেই ব্যক্তিই পুরুষপদবাচ্য। তমোনিরসনকারী নির্ম্মল শশধর দ্বারা আকাশ যেমন শোভা পায়, সেইরূপ তুমি বিকসিত নির্ম্মল তমোদূরকারী বস্তুবিচারণতৎপর গুণশালী হৃদয় দ্বারা শোভিত হইতেছে। ৭১—৭৩।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! তোমার মন উক্ত গুণসমূহে পূর্ণ, তুমি জিজ্ঞাসা করিতে জান এবং কথিত বিষয় বুঝিতেও পার, এই কারণে আমি সাদরে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি জ্ঞান শুনিবার নিমিত্ত, রজ ও তমোগুণশূন্য শুদ্ধ সত্ত্বানুগামিনী মতি আত্মাতে স্থাপন কর এবং স্থির হও। তোমাতে প্রশ্নকর্ত্তার সমুদয় গুণাবলীই রহিয়াছে, আমাতেও, সাগরে রত্নশ্রীর ন্যায়, বক্তার গুণাবলী রহিয়াছে। হে বৎস! তুমি বিবেক ও অসঙ্গ হইতে উৎপন্ন বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতে, চন্দ্রকিরণ-সম্পর্কে চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায়, (তোমার চিত্ত) আর্দ্রভাবাপন্ন হইয়াছে। পদ্ম যেমন বিশুদ্ধ সদ্গুণের (জন্ত ও সৌরভ্যাদি) সহিত সম্প্‌ক্ত হয়, তোমারও সেইরূপ শৈশবাবধি শুদ্ধ অবিচ্ছিন্ন সদ্গুণের অভ্যাস আছে। ১—৫। অতএব আমি যে কথা বলিব, তাহা শ্রবণ কর। তুমিই ঈদৃশ উপদেশের পাত্র, চন্দ্র ব্যতিরেকে বিশুদ্ধা কুমুদিনীর বিকাস হয় না। এই যাহা কিছু (বাহ্য) আড়ম্বরও দৃষ্টি, এ সমুদয়ই পরপদ দৃষ্ট হইলে শান্তি প্রাপ্ত (অর্থাৎ বিলীন) হইয়া যায়। যদি সাধুমনা ব্যক্তির (এই উপদেশ শ্রবণে) জ্ঞানলাভজনিত বিশ্রাম সুখ না হইত, তাহা হইলে এই সংসারে কোন্ বিবেকী পুরুষ এইরূপ চিন্তামূঢ়তা সহ্য করিত? প্রলয়দিবাকরগণ-সম্পর্কে কুলশৈলগণ যেমন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ পরপদ প্রাপ্ত হইলে সমুদয় মননব্যাপার বিলীন (ক্ষয় প্রাপ্ত) হইয়া যায়। হে রাম! এই দুঃসহ সংসারবিষের আবেশজনিত বিসূচিকা পবিত্র যোগরূপ গারুড়মন্ত্র দ্বারা প্রশান্ত হয়। ৬—১০। সেই পরমার্থ জ্ঞানরূপ (গারুড়মন্ত্র) সজ্জনের সহিত শাস্ত্রনির্ণয়ে নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। বিচার করিলে সকল দুঃখের প্রশান্তি হয়, ইহা অবশ্যই জানিতে হইবে; অতএব বিচার দৃষ্টিকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক দেখা উচিত নহে। সর্প যেমন পুরাতন কঞ্চুক (খোলোস) পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বিবেকবান্ পুরুষ অগ্রে এই সমুদয় আধিপঞ্জর পরিত্যাগ করিবে, পরে সম্যগ্দর্শন লাভ করিয়া বিপত্তস্ম ও শীতলান্তঃকরণ হইয়া এই অখিল জগৎ, ইন্দ্রজালের ন্যায় দৃষ্টি করিবে। যে সম্যগ্ দর্শন লাভ করে নাই, তাহার কেবলই দুঃখ ভোগ। এই সংসারাসক্তি অতি বিষম, ইহা অনর্থ শঙ্কাহীন মোহগ্রস্ত লোককে সর্পের ন্যায় দংশন করে, অসির ন্যায় ছেদন করে, কুন্তাগ্রের ন্যায় বিদ্ধ করে, রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করে, অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করে, রাত্রির ন্যায় দৃষ্টিহীন করে, পাষাণের ন্যায় অবশ করিয়া ফেলে, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্থিতি (মর্য্যাদা) নষ্ট করিয়া দেয়, মোহান্ধ-কূপে নিপাতিত করে এবং ভোগাভিলাষে পুরুষকে একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলে। এমন দুঃখ নাই, সংসারী ব্যক্তি যাহা ভোগ করে না। এই দুরন্ত বিষয়-বিসূচিকার যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে নরকের নগরস্বরূপ শরীরসমূহ আপনার ও স্বজনবর্গের দেহে পুরুষকে দৃঢ় বদ্ধ করে এবং সেই সেই নরক-দুর্দ্দশা ভোগ করায়। ১১—১৫। (সেই নরকে) শিলাবর্ষণ, অসি-দ্বারা খণ্ডন (পর্ব্বতাদি হইতে) পতন, শিলাঘাত অগ্নিদাহ, হিমসেক, অঙ্গকর্ত্তন চন্দনকাষ্ঠের ন্যায় শিলায় ঘর্ষণ, সর্ব্বাঙ্গে কাষ্ঠযন্ত্রপীড়ন, তপ্তলৌহশৃঙ্খলাদি বেষ্টন, কণ্টকমার্জ্জনী দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন, যুদ্ধে অনবরত অনলোদ্গারী নারাচ বর্ষণ, (ছায়াশ্রয় ব্যতীত) গ্রীষ্ম কালাতিপাত, শীতকালে ধারাগৃহে শীতল জল বর্ষণ, শিরশ্ছেদ, সুখনিদ্রাভাব, মুখ মুদ্রা, অঙ্গ সকল নিরোধ হওয়ায় ব্যবহারে অশক্তি, (পর্ব্বতের ন্যায়) দেহবৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অতএব রাঘব! বিবিধ কষ্ট-চেষ্টাসহস্রে এই সংসারযন্ত্র অতিতীক্ষ্ণ, ইহাতে অবহেলা করিবে না। শাস্ত্রবিচারে শ্রেয়োলাভ হয়, ইহা অবশ্যই স্থির করিয়া বুঝা উচিত। হে রঘুকুলচন্দ্র! আরও দেখ, বশিষ্ঠ এই মহামুনিগণ, মহর্ষিগণ ও রাজর্ষিগণ জ্ঞানকবচ দ্বারা আবৃতশরীর ও দুঃখানর্হ হইয়াও দুঃখকরী শক্তিপূর্ব্বক এই সংসার-প্রপীড়ন অনুভব করিয়া থাকেন, ... হইলেও, তাঁহারা সতত হৃষ্টচিত্ত ছিলেন ও থাকেন। হরি ... হর ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা এই সংসারে ... ও বিক্ষেপহীন হইয়া আছেন, বিশুদ্ধচিত্ত মানবেরা ... আত্মদীপ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত হন। মোহ ক্ষীণ হইয়া গেলে, যখন জ্ঞানমেঘ উদিত হইলে বিচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন তাদৃশ জীবের জগদ্ভ্রমণ সুখাবহ ক্রীড়াব্যাপার হইয়া উঠে (ফলত কোন কষ্টদায়ক হয় না)। ১৬—২০। হে রাঘব! আরও বলি, চৈতন্যমাত্রস্বভাব আত্মা প্রসন্ন হইলে পরম শান্তির উদয় হয়, সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি শান্তিরসাস্বাদরূপ হয়, তখন অন্তঃকরণ-ব্যাপার ব্রহ্মরস আস্বাদনপূর্ব্বক সমভাবাপন্ন হয় (অর্থাৎ 'জগৎ ও আত্মা একই' এইরূপ জ্ঞান হয়)। তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই জগদ্ভ্রমণ সুখকর-ক্রীড়াস্বরূপই (সে বিষয়ে সন্দেহ নাই)। আরও দেখ, ছিন্ন তরুর ন্যায় অচেতন এই দেহ রথস্বরূপ, ইন্দ্রিয়-গতি রথগতিস্বরূপ, প্রাণবায়ু দ্বারা এই রথ চালিত হইতেছে, মন ইহার রশ্মি, আনন্দ এই রথের গন্তব্য বিষয়, এই দেহরথে আরোহী দেহী (জীব) ক্ষুদ্র হইলেও সমাধিসময়ে মহৎ, নিষ্পাপ বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বদর্শন হইলে এই জগদ্ভ্রমণ সুখের ক্রীড়া। ২১।২২।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব। এই সংসারে সুবুদ্ধিগণ এই জ্ঞান-দৃষ্টিলাভ করিয়া আত্ম-সাক্ষাৎকার করত, রাজ্যাভ্যুদয়প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, মহান্ হইয়া বিচরণ করেন। ইঁহারা শোক করেন না, কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না, শুভাশুভ কিছুই প্রার্থনা করেন না। ইঁহারা সকল কার্য্যই করেন অথচ কিছুই করেন না। তাঁহারা বিশুদ্ধ-ভাবেই অবস্থান করেন, যাহা কিছু করেন, তাহা সমুদয়ই বিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ পথেই গমন করে। ইঁহারা "ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়" এরূপ জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া আত্মনিষ্ঠ হন। ইঁহাদের গতায়াতও বুদ্ধি-পূর্ব্বক নহে। যাহা কিছু করেন এবং বলেন, তাহাও স্ব-বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। পরম পদ অধিগত হইলে, যাহা কিছু কার্য্য ও যে কোন দর্শন, তাহাও হেয়-উপাদেয় এই ভাবদ্বয়-বিবর্জিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১—৫। সর্ব্বপ্রকার-চেষ্টাবিবর্জ্জিত মন মধুর বৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া, যেন চন্দ্রবিম্বে নিলীন হইয়াই সর্ব্ববিধ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন পূর্ণচন্দ্রস্থিত সুধারসের পরিমাণ করা যায় না, তেমনই বিষয়াভিলাষশূন্য অখিল-কৌতুক-পরিত্যাগী মনের সুখের পরিমাণ করা যায় না। (আত্মতত্ত্ব-দর্শী) ইন্দ্রজাল দেখে না, বাসনায় অনুসরণ করে না, সে বালচাপল্য পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মসুখে বিরাজ করে। এই প্রকার জীবমুক্তাবস্থা আত্ম-তত্ত্ব-দর্শনেই লাভ করা যায়, অন্য কোন প্রকারে হয় না। অতএব বিচার-পূর্ব্বক পুরুষের যাবজ্জীবন আত্মারই অন্বেষণে উপাসনা ও জ্ঞান কর্ত্তব্যোচিত, আর কিছুই নহে। ৬—১০। যিনি অভ্যাস দ্বারা অনুভবশালী শাস্ত্রানুশীলন ও গুরূপদেশ-গ্রহণে তৎপর হন, তিনিই আত্ম-দর্শনে সমর্থ হন। ঐরূপ ব্যক্তি শাস্ত্রার্থের অবহেলাকারী মহাজনের অবজ্ঞাপটু মূঢ় লোকের ন্যায় দুঃখে কষ্ট পায় না। মনুষ্যদিগের স্ব-শরীরস্থ একমাত্র মূর্খতা যাদৃশ কষ্টকর, ভূতলে ব্যাধি, আধি, আপদ্ ও বিষ সেরূপ কষ্টকর নহে। কিঞ্চিৎ সংস্কারাপন্ন বুদ্ধিশালীদিগের এই শাস্ত্র শ্রবণে যেমন মূর্খতা দোষ নষ্ট হয়, অন্য কোন শাস্ত্রে তেমন হয় না। যাঁহারা পর-মাত্মাকে প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মনোহর দৃষ্টান্ত-সমন্বিত এই সুখকর শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত। ১১—১৫। যেমন খদির বৃক্ষ হইতে কণ্টক উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দুর্নিবার্য্য বিপদ্ ও তুচ্ছ দুর্যোনিসমূহ মূর্খতা হইতেই প্রসূত হয়। হে রাম। যদি শরাব হস্তে করিয়া চণ্ডাল-ভবন-রথ্যায় ভিক্ষা করিতে যাইতে হয়, তাহাও ভাল, কিন্তু মৌর্খ্য-দূষিত জীবন ভাল নহে। বরং ঘোর অন্ধকূপে বা বৃক্ষকোটরের একান্তে অন্ধ-কীট হইয়া থাকা ভাল, কিন্তু মূর্খতা-দূষিত জীবন কিছুই নহে। মোক্ষের উপায়ীভূত এই আলোক (জ্ঞানালোক) পাইলে কোন লোকই মহান্ধকারে অন্ধ হয় না। যাবৎ কাল বিবেক-সূর্য্যের বিমল জ্যোতি প্রকাশিত না হয়, তাবৎকাল, তৃষ্ণা মানব-পদ্মকে সঙ্কুচিত করে। ১৬—২০। হে রাঘব। সংসারদুঃখ বিমোচন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ বন্ধুগণের সহিত গুরুতর শাস্ত্র প্রমাণ করত আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া, হরি হর ও অন্যান্য মহর্ষিগণ যেমন জীবমুক্ত হইয়া সুখে বিচরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপে সুখে বিচরণ কর। এই সংসারে দুঃখই অনন্তসুখ তৃণলব সদৃশ, অতএব দুঃখানুবন্ধী সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। যাহা অনন্ত এবং আয়াসশূন্য (ক্লেশহীন,) জ্ঞানবান্ পুরুষের পরম-পুরুষার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে যত্নপূর্ব্বক সেই আত্মপদই সাধন করা উচিত। যাহাদের মন সর্ব্বোত্তম পদ অবলম্বন করিয়া বিগতজ্বর হইয়াছে, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণই পুরুষার্থের ভাজন হইয়া থাকেন। ২১—২৫। যাহারা রাজ্যাদি-সুখসম্ভোগ মাত্রেই সন্তুষ্ট হয়, সেই দুষ্টমনাগণকে অন্ধ-ভেকস্বরূপ জানিবে। দুরন্ত, শঠ, দুষ্কৃতকারী ও সম্ভোগী মিত্ররূপী শত্রুদিগের প্রতি যাহারা ভক্ত হয়, মোহমন্দবুদ্ধি সেই মূঢ়গণ সঙ্কট হইতে সঙ্কট, দুঃখ হইতে দুঃখ, ভয় হইতে ভয় ও নরক হইতে নরক প্রাপ্ত হয়। সুখ-দুঃখের অবস্থা পরস্পর-বিনাশশীল বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায় ক্ষণ-ভঙ্গুর, সুতরাং কখনই লোকে আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয় না। যে মহাত্মগণ তোমার ন্যায় বিরক্ত ও সম্যগ্ বিবেকী, সেই পুরুষগণই ভোগ মোক্ষের পাত্র ও বন্দনীয় জানিবে। ২৬—৩০। পরম বিবেক আশ্রয় করিয়া বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে পারিলে এই ঘোর সংসার-নদীরূপ আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বিবেকী জ্ঞানবান্ ব্যক্তির, বিষমূর্চ্ছার ন্যায়, মোহদায়িনী এই সংসার-মায়ায় নিদ্রিত হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি এই সংসার প্রাপ্ত হইয়া অবহেলা সহকারে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি প্রজ্বলিত গৃহের মধ্যে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। যে পদ প্রাপ্ত হইলে লোকে পুনর্ব্বার আর নিবৃত্ত হয় না, যাহা প্রাপ্ত হইলে কাহাকেও আর শোক করিতে হয় না, সেই (ব্রহ্ম) পদ কেবল মাত্র বুদ্ধি দ্বারা লভ্য হয়ই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি বল—ব্রহ্ম নাই, তাহা হইলেও বিচার করিতে দোষ কি? যদি থাকে, তাহা হইলে বিচার দ্বারা ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ৩১—৩৫। যখন পুরুষের মোক্ষের উপায় বিচারণে প্রবৃত্তি হইবে, তখন তাহাকে মোক্ষ-ভাগী বলা যাইবে। এই ভুবনত্রয়ে কেবলীভাব (মুক্তি) ব্যতীত অনপায়ী আশঙ্কাশূন্য বিভ্রমরহিত শাস্ত্য আর নাই। মোক্ষোপায়ের প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে কৈবল্য-প্রাপ্তি বিষয়ে আর ক্লেশ হয় না। ধন, মিত্র, বান্ধব, হস্ত-পাদ-চালন, দেশান্তরগমন, কায়ক্লেশ-কাতরতা ও তীর্থাদিসেবা সেই পদপ্রাপ্তির কোন উপকারী হয় না। কেবল পুরুষার্থ-সাধ্য ব্রহ্মাকার দৃঢ়-বাসারূপ কর্ম্ম দ্বারা একমাত্র মনোজয়েই ঐ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ৩৫—৪০। ঐ ব্রহ্মপদ কেবলমাত্র বিচার দ্বারাই নিশ্চয়-করণযোগ্য, উহা দুঃখনিবহবর্জ্জনকারী মনুষ্যেরই লভ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুখসেব্য আসনে বসিয়া স্বয়ং বিচার করত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আর শোক করিতে হয় না এবং পুনর্জ্জন্মও লাভ করিতে হয় না। সাধুগণ সেই ব্রহ্মপদকে সমস্ত সুখ ধারার (ধ্যানপরদিগের) অবধি সর্ব্বোত্তম নিস্পন্দ স্বরূপ পরম রসায়ন বলিয়া জানেন। সকল পদার্থেরই নশ্বরত্বনিবন্ধন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এতদুভয়ে মৃগতৃষ্ণিকার জলের ন্যায় সুখ নাই (ইহা স্থিরই), অতএব শান্তি ও সন্তোষ দ্বারা সাধ্য মনোজয়ের জন্যই চিন্তা করা উচিত, সেই মনোজয় হইতেই অনন্ত ব্রহ্মে সমান সংযোগ (একরসতা) রূপ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪১—৪৫। বিকসিত শান্তিরূপ-পুষ্পসমন্বিত, বিবেকরূপ উচ্চবৃক্ষের ফল স্বরূপ, মনঃশান্তিসম্ভূত সেই পরম সুখ, স্থিতিপর বা গমনকারী, ও পতনপর কিম্বা ভ্রমণপর রাক্ষস, দানব দেব কিম্বা মনুষ্য সকলেরই লভ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যবহারপর হইলেও সেই ব্যবহার কার্য্যসমূহ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু অম্বরহ ভানুর ন্যায়, তাহা পরিত্যাগ করে না.

বাঞ্ছাপূর্ব্বক প্রাপ্ত হয় না। মন যদি থাকে তথাপি তাহা প্রশান্ত, অতিনির্ম্মল, বিশ্রান্ত, বিগতভ্রম, অনীহ ও অভীষ্টশূন্য হওয়ায় ব্যবহার-কার্য্যবিষয়ক বাঞ্ছা ও ত্যাগ কিছুই থাকে না। আমি এই মোক্ষদ্বারস্থিত দ্বারপালের বিষয় যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর, ইহাদের মধ্যে কোন একটীতে অত্যন্তাসক্তি হইলেই মোক্ষদ্বারে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে। ৪৬—৫০। মৃগতৃষ্ণারূপ পিপাসা—দোষে দুর্লঙ্ঘ্য এই সংসাররূপ মরুস্থলী শীতরশ্মির প্রভার ন্যায় শম-গুণ দ্বারা জীবের নিকট শীতলতা প্রাপ্ত হয়। শমগুণ দ্বারা শ্রেয়ো-লাভ হয়, শমগুণই সেই পরম পদ, শমই শিব, শান্তি ও শমই ভ্রান্তি নিবারক। যে ব্যক্তি শম দ্বারা ভূষিতচিত্ত, তৃপ্ত ও শীতল ও নির্ম্মলাত্মা হইয়াছে, তাহার শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্ত শমরূপ চন্দ্র দ্বারা অলঙ্কৃত, ক্ষীরোদসাগরের ন্যায় তাহাদের পরম শুদ্ধি হইয়া থাকে। যে সাধুগণের হৃৎপদ্মকোষে শমপদ্ম বিকসিত হইয়াছে, সেই হৃৎপদ্ম-দ্বয়-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ হরির তুল্য (হরিরও হৃৎপদ্মের বাহিরে ব্রহ্মার আসনপদ্ম থাকায় পদ্মদ্বয়সম্পন্ন জানিবে)। ৫১—৫৫। যাহাদের অকলঙ্কিত মুখচন্দ্রে শমশ্রী শোভা পায় সেই গুণবশীকৃতেন্দ্রিয় সৎকুলচন্দ্র ব্যক্তিগণ লোকবন্দিত হন। সাম্রাজ্যসম্পৎসমান শমবিভূতি যেমন আনন্দপ্রদ, ত্রৈলোক্য-মধ্যবর্ত্তী সম্পত্তি তাদৃশ আনন্দ-প্রদ হয় না। দুঃখ, তৃষ্ণা ও দুঃসহ দুরাধি, এ সমুদয় শান্তব্যক্তির চিত্তে সূর্য্যে তমোনাশের ন্যায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সর্ব্বভূতের মন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হয় বলিয়া শান্ত ব্যক্তিতে যেরূপ প্রসন্ন হয়, চন্দ্রেও সেরূপ হয় না। শমবিশিষ্ট, সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি সৌহার্দ্দ্যসম্পন্ন সজ্জনে পরমতত্ত্ব স্বয়ংই প্রতিফলিত হয়। বিষম (ক্রূর-কুটিলাশয়) কিংবা মৃদু সকল প্রাণীই শমশালী ব্যক্তিতে মাতার ন্যায় বিশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন শমদ্বারা যেমন সুখপ্রাপ্ত হয়, সুধা-রসায়নপান বা লক্ষ্মীর আলিঙ্গনেও সেরূপ হয় না। হে রাঘব! সর্ব্বপ্রকার আধি ও ব্যাধি দ্বারা বিচলিত তৃষ্ণারূপ কর্ম্মরজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট মনকে শান্তিরূপ অমৃতের সেচন দ্বারা সমাশ্বস্ত কর। ৫৬—৬০। হে বৎস! শম-দ্বারা-শীতল বুদ্ধি দ্বারা যাহা করিবে ও যাহা ভোজন করিবে, তাহা মনে অতি উপাদেয় বোধ হইবে, অন্য কিছুই হইবে না। হে রাঘব! মন শান্তিরূপ-অমৃতের রসে আচ্ছন্ন হইয়া যে নির্ব্বৃতি (সুখ) প্রাপ্ত হয়, আমি বোধ করি, সেই নির্ব্বৃতিতে (সুখে) ছিন্ন অঙ্গও পুনঃ প্ররোহিত হয়। শমশালী ব্যক্তি পিশাচ, রাক্ষস, দৈত্য শত্রু, ব্যাঘ্র ও ভুজঙ্গ এ সকলের কাহারই ভয়ের পাত্র হয় না। বাণ যেমন বজ্রশিলাকে বিদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ শম-সুধারূপ বর্ম্ম দ্বারা যাহার সমস্ত অঙ্গ সন্নদ্ধ হইয়াছে, দুঃখ তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না। সম, স্বচ্ছ, উপশমশীল বুদ্ধি দ্বারা পুরুষ যেমন শোভিত হয়, অন্তঃপুরস্থিত রাজাও তাদৃশ শোভাসম্পন্ন হন না। ৬১—৬৮। মনুষ্য শমাশয় ব্যক্তিকে দেখিয়া যেরূপ শান্তি ও তুষ্টি প্রাপ্ত হয়, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরকে দেখিয়া তাদৃশ তুষ্টিপ্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি সম শমশালী লোক-প্রশংসিত-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সাধুভাবে অবস্থান করে, তাহারই জীবন সফল হয়, অন্য কাহারও নহে। অনুদ্ধতচিত্ত শান্ত সাধু ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে, এই প্রাণি-সমূহ সকলেই তাহার ঐ সকল কর্ম্মের অভিনন্দন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুভাশুভদর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ভোজন বা শুভাশুভজলে স্নান করিয়া, হর্ষ বা গ্লানিযুক্ত হয় না, সেই ব্যক্তিই শান্তপদবাচ্য হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়জয় করিয়াছেন এবং ভাবী সুখাদির আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং প্রাপ্তবিষয় পরিত্যাগ করেন না, তিনিই প্রকৃত শান্ত বলিয়া কথিত হন। যিনি পারের কৌটিল্যাদি অবগত হইয়াও অন্তরে ও বাহিরে স্বচ্ছবুদ্ধিতে কার্য্য করেন, তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া জানিবে। ৬৯—৭৪। যাহার মন চন্দ্রবিম্বসন্নিভ নির্ম্মল, মরণ, উৎসব বা যুদ্ধ সকল সময়েই নিরাকুল থাকে, তাহাকে শান্ত বলা যায়। যিনি সুষুপ্তের ন্যায় স্বদেহস্থিত হইলেও স্থিত নহেন, হর্ষ বা কোপ কিছুই যাঁহার নাই, তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া জানিবে। অমৃতস্পন্দের ন্যায় সুন্দর যাহার দৃষ্টি সকল লোকের প্রতিই প্রীতভাবে প্রসারিত হয়, তাহাকেই শান্ত কহে। যাঁহার অন্তর শীতল হইয়াছে ও যিনি বিষয়সমূহে ব্যবহারী হইলেও মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় আসক্ত হন না, তাঁহাকে শান্ত বলে। যাঁহার মনে দুরন্ত আপৎ-সময়ে বা মহাপ্রলয় সময়েও নশ্বর দেহাদিতে অহম্ভাব নাই, তিনিই শান্তপদবাচ্য হন। ব্যবহারী হইলেও যে পুরুষের বুদ্ধি আকাশসদৃশ স্বচ্ছ—(কখনই) কলঙ্কপ্রাপ্ত হয় না, তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া থাকে। তপস্বী, বহুদর্শী, যাজক, নৃপ, বলবান্ ও গুণবান্ সকলের মধ্যেই শমবানই অধিক শোভিত হইয়া থাকেন। যেমন চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না বিনির্গত হয়, সেইরূপ শমাসক্তচিত্ত গুণশালী মহৎ ব্যক্তির চিত্ত হইতে নির্ব্বৃতিই (সুখ অনবরত) উৎপন্ন হয়, কদাচ তাঁহারা দুঃখভোগ করেন না। গুণসমূহের অবধিস্বরূপ পৌরুষের প্রধান ভূষণসম্পন্ন শান্তিই সঙ্কট ও ভয়স্থানে (অক্ষুণ্ণভাবে) বিরাজমান থাকে। হে রঘু-তনয়! যেমন মহানুভব ব্যক্তিগণ পরকৃত হরণের অযোগ্য আর্য্যগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত শ্রেষ্ঠ শমরূপ অমৃত অবলম্বন করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের ক্রম পালন কর। ৭৫—৮৪।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কারণজ্ঞ ব্যক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মল পরম পবিত্র বুদ্ধি দ্বারা সতত আত্মবিচার করিবেন। বুদ্ধি বিচার-হেতুই তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। বিচারই এই দীর্ঘসংসাররূপ রোগের মহৌষধস্বরূপ। অনন্ত রাগাদি প্রবৃত্তি যাহার পল্লব, সেই আপৎরূপ অরণ্য বিচাররূপ করপত্র (করাত অস্ত্র) দ্বারা ছিন্ন হইলে আর প্ররূঢ় (অঙ্কুরিত) হইবে না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! বন্ধুনাশ সঙ্কট প্রভৃতি দুঃখস্থান সর্ব্বত্রই মোহে পরিব্যাপ্ত, সুতরাং বিচারই সাধুগণের গতি (বিচার না হইলে মোহভঙ্গ হইবে না)। বিচার ব্যতীত বিপশ্চিদ্গণের অন্য কোন উপায় নাই, সাধুগণের বুদ্ধি বিচারবলেই অশুভ পরিত্যাগ করিয়া শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—৫। বিচার দ্বারাই ধীমান্গণের বল, বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তৎফল এই সমুদায়ই সফল হইয়া থাকে। যুক্ত ও অযুক্তের প্রকাশে মহাদীপস্বরূপ অভীষ্টসাধক অক্ষয় বিচার আশ্রয় করিতে পারিলে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বিশুদ্ধাত্মা বিচার নামক সিংহ লোকের হৃদয়স্থ বিবেকপদ্মবিদারক মহামোহরূপ হস্তীদিগকে বিদীর্ণ করিয়া

থাকে। সংসার-সমুদ্রের তরণোপায়ে ব্যগ্র হইয়া, হতবুদ্ধি লোক সকল যে কালবশে পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাও বিচাররূপ প্রদীপেরই সর্ব্বোজ্জ্বল প্রকাশ। হে রাঘব! রাজ্য, বিশাল সম্পদ্, ভোগ ও নিত্য মোক্ষ এ সমুদয় বিচাররূপ কল্পবৃক্ষের ফল। ৬—১০। যেমন বারিতে শুষ্ক তুম্বীফল মগ্ন হয় না, সেইরূপ মহদ্ব্যক্তিগণের বিবেক দ্বারা বিকাসিত বুদ্ধি বিপদে নিমগ্ন হয় না। যাহারা বিচারবতী বুদ্ধি দ্বারা ব্যাহারপর হয়, তাহারাই শ্রেষ্ঠ ফলের অধিকারী হয়। দুঃখরীতি, পুরুষার্থবিষয়ক আশার (মুমুক্ষার) প্রথম রোধক, মূর্খদিগের হৃদয়কাননস্থিত অবিচাররূপ করঞ্জবল্লীর মঞ্জরীস্বরূপ। হে রাঘব! কজ্জলচূর্ণের ন্যায় মলিন, মদিরামদসদৃশ তোমার অবিচারময়ী নিদ্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হউক। তেজোরাশি যেমন অন্ধকারে নিমগ্ন হয় না, সেইরূপ সদ্বিচারতৎপর মানব, বিষয় বিপদসঙ্কুল অতিদীর্ঘ মোহে নিমগ্ন হয় না। ১১—১৫। যাহার স্বচ্ছ মানসসরোবরে বিচাররূপ কমলনিকর প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সে, হিমালয়ের ন্যায় শোভিত হয়। যে মূঢ় ব্যক্তির বুদ্ধি বিচারবিষয়ে মন্থর, তাহার নিকট, শিশুর সমীপে যক্ষাবির্ভাবের ন্যায়, মোহবশতঃ চন্দ্র হইতেও অশনি উৎপন্ন হয়। হে রাম! বিপদ্রূপ নবলতার বসন্তস্বরূপ অতি স্থূল দুঃখবীজের আধান-পাত্র বিবেকহীন নরাধমকে পরিত্যাগ করিবে। যেমন অন্ধকারে 'ঐ বেতাল' এইপ্রকার ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ যে কিছু দুষ্কার্য্য, দুর্ব্যাহার ও দুরাধি, এই সমুদয়ই অবিচার-বশতই প্রতিভাত হইয়া থাকে। হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি, সংকার্য্যে অক্ষম নির্জ্জনে স্থিত বনবৃক্ষের সমান অবিচারী ব্যক্তিকে দূরে পরিত্যাগ করিবে। ১৬—২০। যেমন পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে মন অত্যন্ত সুখী হয়, সেইরূপ জীবের আশার অনায়ত্ত বিচারবিশিষ্ট মন পরমাত্মায় অতিশয় সুখ অনুভব করে। যেমন জ্যোৎস্না ভুবনমণ্ডলকে শীতল ও অলঙ্কৃত করে, সেইরূপ মানবদেহে সমুদিত বিবেক সকলকে অত্যন্ত শীতল করে এবং সাতিশয় অলঙ্কৃত করে। রজনীতে চন্দ্রমা যেমন বিরাজিত হয়, সেইরূপ জীবের, পরমার্থের পতাকা স্বরূপ, শুদ্ধবুদ্ধির ধবল চামরস্বরূপ, বিচার বিরাজমান হয়। বিচারচারু ভবভয়-নিবারণকারী জীবগণ, দিবাকরের ন্যায়, দশদিক উজ্জ্বল করত শোভিত হইয়া থাকে। (বিচারই ভবভয়নিবৃত্তির হেতু) দেখ, রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে বালকের মনোমোহকল্পিত যে বেতাল প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বিচার দ্বারা সেই বেতালই আবার বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২১—২৫। এই সমুদয় জগৎপদার্থই অবিচারে মনোহর দেখায়, বিচারে উহা, শিলাক্ষালিত লোষ্ট্রের ন্যায় অসার হইয়া মিথ্যা হইয়া যায়। এই সংসাররূপ বিখ্যাত বেতাল, পুরুষের নিজ মনোমোহ-কল্পিত হইয়া, বহু দুঃখ প্রদান করে, কিন্তু উহারা বিচার দ্বারা লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগৎবৈষম্যশূন্য, সুখপ্রদ, বাধারহিত অনন্যাধীন অনন্ত এই কৈবল্য বিচাররূপ উন্নত বৃক্ষের ফলস্বরূপ। চন্দ্রের উদয় হইলে যেমন শৈত্য উদিত হয়, সেইরূপ বিচার দ্বারা মোক্ষের উদয়ে নিশ্চল, উদারপূর্ণ, আনন্দরসস্বরূপ নিষ্কামতা উদিত হইয়া থাকে। পুরুষ উত্তমপদপ্রদ চিত্তস্থিত বিচাররূপ মহৌষধি দ্বারা সিদ্ধ হইলে, কোন বিষয়ে বাঞ্ছা করে না এবং কোন বিষয় ত্যাগও করে না। ২৬—৩০। যখন চিত্ত তৎপর অবলম্বন করিয়াছে তখন সেই চিত্তের বাসনা প্রভৃতি সমস্তই দূরীভূত হয়, তৎকালে অন্তরে ব্রহ্মভাব অতি বিস্তৃত হওয়ায়, আকাশের ন্যায় তাহার অস্ত ও উদয় কিছুই থাকে না। তৎকালে পুরুষ এই বিশাল জগৎ কেবল সাক্ষীর ন্যায় অবলোকন করত অবস্থান করে অর্থাৎ তত্তৎপদার্থে অনুরাগবশতঃ মন প্রদান বা কোন বস্তুর গ্রহণ ও উদ্গমন কিছুই করে না, কেবল শান্তভাবে অবস্থান করে। তখন তাহারা কি অন্তরে কি বাহ্যে কোথাও অবস্থিতি করে না, কোন রূপেই বিষাদ প্রাপ্ত হয় না, কোন কর্ম্মে আসক্ত হয় না এবং নৈষ্কর্ম্ম্যলাভার্থও যত্নপর হয় না। গত বস্তুর উপেক্ষা করে, প্রাপ্ত বিষয়ের অনুবর্ত্তন করে, কিন্তু কিছুতেই, পূর্ণ জলধির ন্যায়, ক্ষুব্ধ হয় না এবং অক্ষুব্ধও হয় না। মহাত্মা মহাশয় যোগিগণ এইরূপে পূর্ণমনে জীবন্মুক্ত হইয়া এই জগতে বিচরণ করেন। ৩১—৩৫। সেই জীবন্মুক্ত ধীরগণ ইচ্ছানুসারে বহুকাল বাস করিয়া পরে উপাধি আভাসও পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন বিদেহ-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধীমান্ ব্যক্তি আপৎকালেও 'আমি কে? এই সংসার কাহার?" যত্নসহকারে প্রতীকারপন্থার সহিত এই প্রকার চিন্তা করিবেন। হে রাঘব! রাজা, কোন অবশ্য কর্ত্তব্য কষ্টসাধ্য কার্য্যে সন্দেহ উপস্থিত হইলে 'ইহা সফল হইবে, কি বিফল হইবে' বিচার দ্বারাই অবগত হইয়া থাকেন, অন্য কোন প্রকারে নহে। রাত্রিকালে দীপ দ্বারা যেমন ভূমি-নির্ণয় হয়, সেইরূপ বিচার দ্বারাই বেদ-বেদান্তের সিদ্ধান্ত পুরুষার্থ-প্রতিষ্ঠার কারণ, ইহা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই বিচাররূপ চারু-নয়ন, অন্ধকারে নষ্ট হয় না, বহু তেজে পড়িলে মন্থর হয় না ও ব্যবহিত-বিষয়ও দর্শন করিতে পারে। ৩৬—৪০। যে ব্যক্তি বিবেকান্ধ সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অন্ধ, সেই দুর্ম্মতি সকলেরই শোচনীয়। বিবেকপ্রধান পুরুষ দিব্যচক্ষু হইয়া জয়ী অর্থাৎ আপদ্ নরকলা ও পুরুষার্থলাভে সমর্থ হয়। বিচার অতি চমৎকৃত বস্তু, পরমাত্মরূপ মহানন্দ উহা দ্বারা সাধিত হয়, এই জন্য উহা মাননীয় ও ক্ষণকালের জন্যও ত্যাজ্য নহে। বিচারনিপুণ পুরুষ, পক্বতানিবন্ধন মাধুর্য্যাতিশয়-সম্পন্ন আম্রফলের ন্যায়, মহৎ ব্যক্তিগণেরও রুচিজনক। বিচার দ্বারা কমনীয়বুদ্ধি নরগণ অধ্বগতি অবগত হইতে পারিয়াছে, এ কারণে তাহারা বহুদুঃখরূপ গর্ত্তে বারংবার পতিত হয় না। অবিচার দ্বারা যে ব্যক্তি আত্মাকে বিনাশিতপ্রায় করিয়াছে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন জন্ম পরম্পরায় রোদন করিয়া বেড়ায়, বিষশস্ত্রঘাতাদি দ্বারা শিথিলাঙ্গ রোগীও তাদৃশ ক্লেশ অনুভব করে না। ৪১—৪৫। যদি কর্দ্দমে ভেক হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও ভাল, মল-কীট হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও ভাল, কিংবা যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় সর্প হইয়া থাকিতে হয় তাহাও ভাল, তথাপি বিচারহীন মানব হওয়াও কোনক্রমেই ভাল নহে। সকল অনর্থের আবাস-ভূমি, সকল সাধুগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অবধিস্বরূপ অবিচার পরিত্যাগ করা উচিত। মহানুভব ব্যক্তি সর্ব্বদাই বিচার-পরায়ণ হইবেন, অন্ধকূপে পড়িয়া গেলে বিচারই তখন অবলম্বন হয়। বিচারবলে স্বয়ংই আত্মাকে স্থির করিয়া সংসার-মোহরূপ সমুদ্র হইতে নিজ মনোরূপ মৃগকে উত্তীর্ণ করিবে। "আমি কে? এই সংসারনামক দোষ কিরূপে আসিল" প্রভৃতি-প্রভৃতি দর্শিত-যুক্তিবলে এই প্রকার পরামর্শকে বিচার কহে। ৪৬—৫০। অবিচারী দুর্ম্মতি ব্যক্তির হৃদয় শিলার ন্যায় ও অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ, মোহবলে সুদৃঢ় হইয়া কেবল চিরদুঃখের হেতু হইয়া থাকে। হে রাঘব! যাহারা সত্য বিষয়ের গ্রহণ ও অসত্য বিষয়ের ত্যাগ করিতে সমর্থ, তাদৃশ

বিচক্ষণ লোকদিগেরও বিচার ব্যতীত কোন প্রকার তত্ত্ব সম্যক্ পরিজ্ঞাত হয় না। বিচার হইতে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্মবিশ্রান্তি, আত্মবিশ্রান্তি হইতে মনে শান্তভাব এবং সেই শান্তভাবই সর্ব্ব-দুঃখক্ষয়কর জানিবে। লোক সকল বিচারদৃষ্টি দ্বারাই (লৌকিক ও বৈদিক) কর্ম্মসমূহের সাফল্য লাভ করিয়া উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে রাঘব! তুমি শমবান্, তোমারও এই বিচার প্রীতিকর হউক। ৫১—৫৪।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অরিন্দম! (মোক্ষের তৃতীয় দ্বারপাল) সন্তোষ। সন্তোষই পরম মঙ্গল, সন্তোষকেই সুখ বলা হয়, সন্তুষ্ট ব্যক্তি পরম বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা সন্তোষরূপ ঐশ্বর্য্যসুখ লাভ করিয়াছে, তাহারা চিরে চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাদৃশ শান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট সাম্রাজ্য, জীর্ণ তৃণখণ্ডের ন্যায়, অতি তুচ্ছ। হে রাম! সন্তোষ-সম্পন্না বুদ্ধি, বিষম সংসার ব্যাপারে কখন উদ্বিগ্ন হয় না ও কখনও হীনতা প্রাপ্ত হয় না। যে শান্ত ব্যক্তিগণ সন্তোষরূপ অমৃত পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন তাহাদের নিকট অতুল ভোগসম্পদ্ বিষসদৃশ, আশা-দৈন্যাদি-দোষ-নাশক অতি মধুরাস্বাদ সন্তোষ যেরূপ সুখকর হয়, অমৃত-রসতরঙ্গও তাদৃশ সুখপ্রদানে সমর্থ হয় না। ১—৫। যে ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বিষয়ের বাঞ্ছা নাই এবং প্রাপ্ত বিষয়েও তৎপ্রাপ্তিনিবন্ধন হর্ষাদি নাই, সুখ দুঃখ অনুভব করিতে হয় না, তাদৃশ ব্যক্তিকেই সন্তুষ্ট বলা হয়। মন যাবৎকাল আপনিই আপনাতে সন্তোষ প্রাপ্ত না হয়, তাবৎকাল মনোরূপ বিল হইতে আপদ্-লতা উদ্গত হইতে থাকে। যেমন সূর্য্যকিরণে পদ্ম বিকসিত হয়, সেইরূপ সন্তোষ দ্বারা শীতল চিত্তই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান দৃষ্টিদ্বারা অহর্নিশ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, সেইরূপ আশার অধীনতা হেতু ব্যাকুল সন্তোষহীন মানসে জ্ঞান প্রতিফলিত হয় না। যাহার সন্তোষ-ভাস্কর সতত উদিত রহিয়াছে, তাদৃশ মনুষ্যরূপ পদ্ম অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-রাত্রিতে সঙ্কোচ (মুকুলাবস্থা) প্রাপ্ত হয় না। ৬—১০। যাহার মন সন্তুষ্ট, তাহার মনঃপীড়া ও কোন প্রকার ব্যাধি থাকে না, ঐরূপ ব্যক্তি অকিঞ্চন হইলেও সাম্রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বিষয়ের বাঞ্ছা করে না, যথাক্রমে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করে, সাধুসমাচার-সম্পন্ন ঐ ব্যক্তিকেই সন্তুষ্ট বলা হয়। সন্তোষ দ্বারা পরম-তৃপ্ত পূর্ণচিত্ত বিশুদ্ধ মহৎ ব্যক্তির মুখে, ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায়, লক্ষ্মী বাস করেন (অর্থাৎ মুখপ্রসন্নতাই সন্তোষের চিহ্ন)। স্বয়ংই আপনাতে স্থিত আনন্দরূপ পূর্ণতা অবলম্বন করিয়া পৌরুষ-প্রযত্নে সর্ব্বদাই তৃষ্ণাকে জয় করিবে। যে ব্যক্তি, শীতাংশুর ন্যায়, সন্তোষরূপ অমৃত দ্বারা পূর্ণ, তাহার চিত্ত শান্ত শীতল বুদ্ধি দ্বারা স্বয়ংই নিত্য-স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়। ১১—১৫। যেমন ভৃত্যগণ রাজার উপাসনা করে, সেইরূপ সন্তোষ-পরিপুষ্টচিত্ত লোকের মহতী সমৃদ্ধি সকল কিঙ্করের ন্যায়, অনুগত হইয়া থাকে। যেমন বর্ষাকালে ধূলি প্রশমিত হয়, সেইরূপ স্বয়ংই স্বস্থ সন্তুষ্ট ব্যক্তিতে সমুদয় আধি প্রশমিত হয়। হে রাম! কলঙ্কহীন সুশীতল বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি দ্বারা পুরুষ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, শোভিত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র-সন্তোষ নিবন্ধন অবৈষম্য-বুদ্ধি হেতু সুন্দর পুরুষের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া লোকে যাদৃশ সন্তোষ লাভ করে, ধনসঞ্চয় দ্বারা তাদৃশ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। হে রঘুনন্দন! যে পুরুষ গুণশালীদিগের অভিমত অবৈষম্য-বুদ্ধি দ্বারা সমলঙ্কৃত, দেবগণ ও মহামুনিগণও সেই নির্ম্মল ব্যক্তিকে প্রণাম করিয়া থাকেন। ১০—২০।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহামতে! সাধুসমাগমও মনুষ্যদিগের সংসারতরণে বিশিষ্ট উপকারী। যে মহাত্মগণ ঐ সাধু-সঙ্গরূপ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বিবেকরূপ কুসুমের রক্ষা-বিধান করেন, তাঁহারাই ফলসম্পত্তি পাইয়া থাকেন। বিদ্বান্ লোকের সমাগমে শূন্য স্থানও জনসঙ্কীর্ণ বোধ হয়, মৃত্যুও উৎসবের ন্যায় হয় এবং আপদ্‌ও সম্পদের ন্যায় অনুভূত হয়। আপদ্‌রূপ পদ্মিনীর হিমস্বরূপ মোহরূপ শিশিরের মলয়-মারুত-স্বরূপ এবং জগতে একমাত্র প্রশস্ত সাধুসমাগমের জয় হউক। এই সাধুসমাগমে বুদ্ধিবৃদ্ধি, অজ্ঞানরূপ তরুর ছেদ ও আধিসমূহের উচ্ছেদ হইয়া থাকে, জানিবে। ১—৫। উদ্যানে যেমন জলসেকে পুষ্পগুচ্ছ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সাধুসমাগম হইতে মনোহর উজ্জ্বলদীপ স্বরূপ পরম বিবেক সমুদ্ভূত হয়। সাধুসঙ্গরূপ সমৃদ্ধি, অপায়হীন বিঘ্নশূন্য নিত্যই বর্ত্তমান পরম সুখ প্রদান করিয়া থাকে। কষ্টতর অবস্থায় পড়িয়া বিবশ হইয়া পড়িলেও সাধুসঙ্গ একটুকুও ত্যাগ করা মানবগণের উচিত নহে। এই সাধুসঙ্গতি, লোকে যতক্ষণ অজ্ঞানরাত্রি থাকে, ততক্ষণ সকলের সদাচারের দীপিকাস্বরূপে বিরাজমান থাকিয়া হৃদয়গত অন্ধকার দূর করিতে থাকে; পরে জ্ঞানরূপ সূর্য্যের কিরণরূপে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি শীতল ও শুভ্র সাধুসঙ্গতিরূপ গঙ্গায় স্নান করিয়াছে, তাহার দান, তীর্থ, যজ্ঞ ও তপস্যার প্রয়োজন কি? ৬—১০। হে অনঘ! রাগশূন্য সন্দেহচ্ছেদনকারী গ্রন্থিহীন সাধুগণ বিদ্যমান থাকিতে তপস্যা ও তীর্থসংগ্রহে প্রয়োজন কি? দরিদ্র যেমন মণি দর্শন করে, সেইরূপ পরমযত্নে, শান্তচিত্ত ধন্য সাধুগণকে দেখা উচিত। যেমন বিদ্যাধরীসমূহে সর্ব্বদাই শ্রী বিরাজমান, সেইরূপ ধীমান্‌দিগের সর্ব্বদাই সাধুসমাগমরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী বুদ্ধি বিরাজমান থাকে। যে ধন্য ব্যক্তি সাধুসঙ্গ ত্যাগ করে না, সেই ব্যক্তিই নির্ম্মল-বিচারলভ্য (ব্রহ্ম) পদকে শিরোভূষণ স্বরূপ করিয়া গ্রথিত করে। বিচ্ছিন্নগ্রন্থি পরম-পদজ্ঞ সর্ব্বসম্মত সাধুগণ সকল উপায়ে সেবনীয়, কারণ ভবসমুদ্রপারে তাঁহারাই উপায়। ১১—১৫। যাহারা নরকরূপ অগ্নির মেঘস্বরূপ (অর্থাৎ নরকপ্রশমনহেতু) সাধুগণকে অবজ্ঞা-পূর্ব্বক দর্শন করে, তাহারাই নরকাগ্নির শুষ্ক কাষ্ঠস্বরূপ হইয়া থাকে। দারিদ্র, মরণ ও দুঃখ প্রভৃতি বিষম-রোগ সাধুসমাগমরূপ ঔষধে সমূলে শান্তিপ্রাপ্ত হয়। সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, বিচার ও শম, এই (মোক্ষদ্বারপাল চতুষ্টয়) চারিটী মনুষ্যদিগের সংসার-সমুদ্রতরণের উপায়স্বরূপ। সন্তোষই পরম লাভ, সৎসঙ্গই পরম

গতি, বিচারই পরম জ্ঞান, শমই পরম সুখ। যাহারা, সংসার-ভেদনের নির্ম্মল উপায়স্বরূপ এই চারিটি অভ্যাস করিয়াছে, তাহারাই মোহরূপজলের আধার ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১৬—২০। ঐ চতুষ্টয়ের একটী যদি অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে, হে সুধীবর। চারিটীই অভ্যাস করা হয়। উহাদের এক একটী হইতেই চারিটী উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সকল সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক একটীকেও (অন্ততঃ) আশ্রয় করিবে। যেমন মহাপোত সকল সমুদ্রেই গিয়া থাকে, সেইরূপ সাধুসঙ্গ সন্তোষ ও বিচার অতি সাবধানভাবে শমগুণ দ্বারা নির্ম্মলীভূত ব্যক্তির নিকট গমন করে। যেমন কল্পবৃক্ষের আশ্রয়কারী ব্যক্তির নিকট শ্রী উপস্থিত হয়, সেইরূপ বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ যাহার আছে, তাহার নিকট জ্ঞানসম্পদ্ উপস্থিত হয়। যেমন পূর্ণচন্দ্রে সৌন্দর্য্যাদি গুণ আপনিই আসে সেইরূপ বিচার, সৎসঙ্গ শম ও সন্তোষ যাহার আছে তাদৃশ ব্যক্তির প্রসাদাদি গুণ স্বয়ংই হইয়া থাকে। ২১—২৫। যেমন মন্ত্রিতার্থ, গোপনকারী রাজার নিকট জয়লক্ষ্মী উপস্থিত হয়, সেইরূপ সৎসঙ্গ, সন্তোষ, শম ও বিচার যাহার আছে, তাদৃশ মতিমান্ ব্যক্তিতে স্বয়ংই জয়শ্রী উপগত হয়। অতএব হে রঘুনন্দন। পৌরুষ দ্বারা মনোজয় করিয়া ইহাদের মধ্যে একটী গুণ যত্নপূর্ব্বক সতত অবলম্বন করিবে। যাবৎকাল চিত্তহস্তীকে পরমপৌরুষ দ্বারা জয় করিয়া ঐ চতুষ্টয় গুণের একটীকে অন্তর্গত করিতে না পারা যায়, তাবৎ উত্তমগতি লাভের উপায় নাই। হে রাম! যতক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত গুণের অর্জ্জনে তোমার মন আসক্ত না হয়, ততক্ষণ পৌরুষ-প্রযত্নে দন্তদ্বারা দন্তবিচূর্ণন করিবে। হে মহাবাহো। তুমি দেব হও, যক্ষ হও, বা পুরুষ হও বা বৃক্ষ হও উক্ত গুণার্জ্জন যাবৎ না হয়, তাবৎ কোন প্রকারই উপায় নাই। ২৬—৩০। উহাদের মধ্যে একটী গুণ বদ্ধমূল হইয়া ফলপ্রদ হইলে বিবশ-চিত্তের সমুদায় দোষই সত্বর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গুণবৃদ্ধি হইলে দোষক্ষয়কারী অন্য গুণসমুদায়ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, আবার দোষবৃদ্ধি হইলে গুণবিনাশক দোষ সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই মনোমোহরূপ অরণ্যে বেগবতী বাসনারূপ নদী, ইহার শুভ অশুভ এই দুইটি প্রবাহ তীর, উহা জীবসমূহের উপর সতত প্রবাহিত হইতেছে। নিজ যত্ন দ্বারা উহার স্রোত যে-তীরে লওয়া যায়, সেই-তীর দ্বারাই প্রবাহিত হইয়া থাকে অতএব ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম কর। হে রাম। এই চিত্তারণ্যে পৌরুষবলে ঐ বাসনা-নদীকে ক্রমে শুভতীরানুগামিনী কর। হে শুদ্ধমতে। তাহাতে কদাচ অশুভ প্রবাহে নীত হইবে না। ৩১—৩৫।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব। যে ব্যক্তির অন্তরে বিবেকোদয় হইয়াছে, সেই মহান্ ব্যক্তিই, রাজা যেমন নীতিবাক্য-শ্রবণার্হ, সেইরূপ এই জ্ঞানগর্ভবাক্য শ্রবণের যোগ্য। যেমন মেঘসঙ্গ রহিত গগনমণ্ডল শারদেন্দুর অবস্থানযোগ্য, সেইরূপ মূর্খসঙ্গবিহীন, নির্ম্মল মহাশয় ব্যক্তি নির্ম্মল বিচারের যোগ্য পাত্র। তোমার উক্ত (বিচার) গুণসম্পদ আছে, অতএব আমি যে মনোমোহ-হরণকারী বাক্য বলিব, তাহা শ্রবণ কর। যাহার পুণ্য-কল্পবৃক্ষ ফলভরে নত হইয়া আছে, সেই ব্যক্তিরই মুক্তির নিমিত্ত এই বিষয় শ্রবণের উদ্যম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উক্ত গুণসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই উন্নতির নিমিত্ত পরম পবিত্র পরম জ্ঞানপ্রদ উপদেশের পাত্র হইয়া থাকে, অধম (উক্ত গুণ যাহার নাই) ব্যক্তি নহে। ১—৫। সারসম্মিত এই সংহিতার মোক্ষোপায় কথিত হইয়াছে ইহা অবগত হইতে পারিলে মুক্তিলাভ করা যায়, ইহার শ্লোকসংখ্যা দ্বাত্রিংশৎসহস্র। প্রজ্বলিত দীপ অভিমুখে থাকিলে সুপ্ত ব্যক্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেমন আলোক পায়, সেইরূপ এই সংহিতাপাঠে অনিচ্ছাসত্ত্বেও (অনায়াসে) নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেমন গঙ্গা সম্যক্রূপে বর্ণিত, জ্ঞাত ও শ্রুত হইলে ভ্রান্তিদর (ভ্রম হেতু সন্তাপ তাপের নিবারণ) করত সুখ প্রদান করিয়া থাকেন, তেমনি এই সংহিতা সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা বর্ণিত জ্ঞাত ও শ্রুত হইলে ভ্রান্তিদর করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রদান করে। যেমন রজ্জুতত্ত্ব অবগত হইলে রজ্জুতে সর্পভ্রম বিদূরিত হয়, সেইরূপ এই সংহিতা অবগত হইতে পারিলে সংসারদুঃখ ক্ষয় হইয়া থাকে। এই সংহিতায় ছয়টী প্রকরণ, তাহাতে যুক্তিযুক্ত অর্থসম্পন্ন বাক্যাবলী ও উত্তম উত্তম দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। ৬—১০। ইহার প্রথম প্রকরণের নাম বৈরাগ্য এই বৈরাগ্যপ্রকরণ পাঠ করিলে জলসেক দ্বারা মরুভূমিতেও যেমন বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (ইহাতে সাত্ত্বিক কাল প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।) বৈরাগ্য প্রকরণের শ্লোকসংখ্যা দেড় হাজার। মার্জ্জন দ্বারা মণির যেমন মলিনতা দূর হয়, তদ্রূপ এই বৈরাগ্য-প্রকরণস্থিত শ্লোকসমূহের বিচার দ্বারা অজ্ঞানজনিত বুদ্ধিমালিন্য ও বিনষ্ট হয়। তাহার পর মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণ, তাহার শ্লোকসংখ্যা এক হাজার মাত্র যুক্তিযুক্ত উপদেশাবলি থাকায় ইহা অতি সুন্দর। উহাতে মুমুক্ষু মনুষ্যদিগের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর উৎপত্তি নামক তৃতীয় প্রকরণ। ইহাতে নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকা আছে। এই জ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থভাগ সপ্তসহস্র শ্লোকে সমাপ্ত। ইহাতে 'আমি' 'তুমি' ইত্যাদিরূপ লৌকিক দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদ কথিত হইয়াছে। ঐ দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদ অনুৎপন্ন হইলেও উৎপন্নের ন্যায় প্রতীত হয় ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকরণ শুনিলে শ্রোতার হৃদয়ে আমি, তুমি, ব্রহ্মাণ্ডবিস্তার, সমুদয় লোক, আকাশ ও পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ—মূর্ত্তিহীন, অমূলক এবং পরমতত্ত্বরহিত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবিহীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই প্রকরণ শ্রবণ করিলে, মনঃকল্পিত নগর, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও মনোরাজ্যের ন্যায় এই সংসার নামমাত্রে বিস্তৃত পরিলক্ষিত হয়। তখন সংসার, গন্ধর্ব্বনগর মরীচিকাজল এবং ভ্রমদৃষ্ট চন্দ্রদ্বয়ের ন্যায়, অলীক বলিয়া অনুভূত হয়। নৌকাগমন কালে, নৌকারোহীর দৃষ্টিতে পর্ব্বতাদিসঞ্চলনের ন্যায়, ভ্রমকল্পিত পিশাচের ন্যায়—সত্য কারণ না থাকিলেও সময়বিশেষে প্রকাশমান এই সংসার তখন—অলীকরূপেই প্রতীয়মান হয়। বর্ণনা-প্রভাবে প্রত্যক্ষবৎ, হৃদয়প্রতিভাত পদার্থের ন্যায় ও গগন মুক্তাবলীর ন্যায়, সংসারও তখন মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হয়, কেননা, তখন বুঝা যায়, সংসারে সার কিছু নাই, প্রকৃত সত্তা নাই। "যেমন সুবর্ণবলয় এবং তরঙ্গ মিথ্যা—সুবর্ণ ও জল ব্যতীত

তাহা আর কিছুই নহে, তদ্রূপ জগৎও মিথ্যা ; তাহাও অধিষ্ঠান ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং ইহা আকাশে নীলরূপের ন্যায় অসৎ অথচ সদা-প্রতীত হইতেছে। বস্তুত উহা ভিত্তিহীন, বর্ণহীন, কর্তৃহীন। চিত্র যেমন স্বপ্নে বা আকাশে ভ্রমবশে পূর্বানুভবের স্মৃতিমাত্রে প্রকাশিত হয়, সেইরূপই এই জগৎ। চিত্রিত বহ্নি যেমন বহ্নি না হইলেও বহ্নির ন্যায় দেখায়, সেইরূপ সংসার অসৎ হইলেও জগৎপদবাচ্য হইয়া থাকে জলতরঙ্গে উৎপলমালা-ভ্রমের ন্যায়, পূর্বদৃষ্ট নৃত্যের পুনঃস্মরণে সাক্ষাৎ অনুভবের ন্যায়, চক্রবাক-চীৎকার-পূর্ণ গগনমণ্ডলে জলাশয়-কল্পনার ন্যায়, এই সংসার-কল্পনা তুচ্ছ।" উৎপত্তি-প্রকরণ শ্রবণে এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই সংসার, গ্রীষ্মকালের দীপের ছায়া শোভা-ফলাদি-বিহীন অরণ্যের ন্যায়, নীরস ও অসার ইহাও উৎপত্তি-প্রকরণ-শ্রোতৃবৃন্দের নিকট প্রতিপন্ন হয়। ১৬—২৫। এই সংসার মৃত্যুমুখপতিত জনের চিত্তের ন্যায়, সতত চঞ্চল ও অস্থির, পর্বতের গুহার ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্য ও ভীষণ উহা তিমিরাবৃত গুহায় একক-ব্যক্তির ন্যায়, উদ্ভ্রান্তবুদ্ধিবৎ প্রতিভাত হয়। সুস্থ-সন্দীপ, ভিত্তিলিখিত ছবি,নিশ্চিত সচেতন প্রতিমূর্তি ও অচেতন পদার্থের ন্যায় এই সংসারও যে অসৎ অর্থাৎ উপাদানসত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা তাহার নাই, ইহা বুঝা যায়। পরমার্থ-দর্শনে এই সংসার অন্ধকারাবরণশূন্য বিজ্ঞানময় শরদাকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাহার পর স্থিতি নামক চতুর্থ প্রকরণ ইহার শ্লোকসংখ্যা তিন হাজার। ইহা সবিস্তর সম্পন্ন পরমার্থতত্ত্বব্যাখ্যা ও নানাবিধ আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। এই জগৎ অহন্তারূপে স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ক্রম ইহাতে কীর্তিত হইয়াছে, বিস্তৃত দশদিঙ্মণ্ডলে তাপপূর্ণ এই জগৎ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও কথিত হইয়াছে। অনন্তর পঞ্চম উপশান্তি-প্রকরণ ইহার শ্লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার। উহা অতি পবিত্র ও নানাযুক্তিবাদে অতি সুশোভন। 'এই জগৎ, আমি, তুমি, সে' এই প্রকার উৎপন্ন ভ্রম যেরূপে প্রশান্ত হয়, তাহা ইহাতে কথিত হইয়াছে।২৬—৩২। এই উপশান্তি-প্রকরণ শ্রবণ করিলে ক্রমশঃ সংসারের উপশম হইতে থাকে অর্থাৎ তখন এই সংসার চিত্রিত বিশীর্ণ সৈন্যের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষিত হইতে থাকে। ইহার ভ্রান্তরূপ ক্রমশঃ শান্ত হওয়ায় শতাংশের একাংশে অবশিষ্ট হয়। কোন পুরুষ মনে মনে রাজ্যকল্পনা করিয়াছে। তাহার পার্শ্বে আর এক ব্যক্তি স্বপ্নে রাজ্যভোগ করিতেছে। স্বপ্নে সে রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করিতেছে শব্দ করিতেছে—কিন্তু তাহা হইতে প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র লাভ নাই। এতাদৃশ রাজ্য—কল্পনাকারীর পক্ষে ঈষৎ লক্ষ্য ও স্বপ্নদর্শীর পক্ষে সম্পূর্ণ লক্ষ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে অসত্য, তদ্রূপ সংসার, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ঈষৎ লক্ষ্য ও সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ লক্ষ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে অসত্য। ক্রমশঃ উহা স্বপ্নোপশমে সঙ্কল্পকল্পিত ঘোর ঘন-ঘটার ভীষণধ্বনির ন্যায় মিথ্যা এবং স্বপ্নকল্পিত বা সঙ্কল্পকল্পিত অর্থাৎ মনঃকল্পিত নগরের বিস্মৃতির ন্যায়, শূন্যময় হইয়া যায়। ৩৩—৩৬। এই সংসার তখন, ভাবী নগরোদ্যানে বন্ধ্যা-নারীর সন্তান-প্রসবের ন্যায় শূন্য—অলীক হইয়া থাকে এবং জিহ্বাহীন পুরুষকর্তৃক বন্ধ্যাপুত্রের বীর-চরিত্র বর্ণনায় অথবা বন্ধ্যার প্রসবযন্ত্রণা বর্ণনায় অর্থানুভব যেমন সত্য, সংসারও তখন সেইরূপ সত্য—অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতীত হয় *। (যাহার উপশম পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন, তাহার পক্ষে) অস্ফুট-চিত্রাবলী-রচনায় পরিব্যাপ্ত ভিত্তিভূমির ন্যায় ও বিস্মৃতিবিলুপ্ত-প্রায় কল্পনাপ্রসূত নগরীর ন্যায় সংসারও অস্পষ্ট ছায়ামাত্রে পর্যবসিত হয়। সকল ঋতুতেই সমভাবসম্পন্ন যে অরণ্য ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহিত, তাহার সঙ্কলনের ন্যায়, কল্পনামাত্রে ভাবিকুসুমকাননে বসন্তসমাগমের ন্যায়, সংসারও কল্পনা-প্রসূত বলিয়া অনুভূত হয়। কেহ বা এই সংসারকে অন্তর্নিহিত তরঙ্গরাজি প্রসন্ন-সলিলা নদীর ন্যায় প্রশান্ত অনুভব করে। ৩৭—৪০। তাহারপর নির্বাণনামক ষষ্ঠ প্রকরণ, ইহার শ্লোকসংখ্যা সার্দ্ধচতুর্দশ সহস্র। এই প্রকরণ জ্ঞানরূপ-মহার্থপ্রদ। এই প্রকরণ অবগত হইলে (মূল অবিদ্যার উচ্ছেদ হেতু) কল্পনাসমূহ বিদূরিত হইয়া যায় এবং নির্বাণরূপ (মোক্ষ শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। তখন জ্ঞাতা নির্বিষয় চিৎপ্রকাশ বিজ্ঞানময় নিরাময় আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তাঁহার সমুদয় সংসারভ্রম অপগত হয়, পরম আকাশকোষের ন্যায় স্বচ্ছ হন। তখন তাঁহার জগদ্‌যাত্রা নির্বাণপ্রাপ্ত হয়, কর্তব্যকর্মের সম্পাদন হওয়ায় তিনি তখন সুস্থির হন। হীরক-মণিস্তম্ভ যেরূপ প্রতিবিম্বরূপে সমাগত সমুদয় লোক ও তদীয় ব্যাপারের আশ্রয়, তদ্রূপ তিনিও তখন পূর্ণরূপ হইয়া সমুদয় লোক ও তদীয় কার্যাবলীর আশ্রয়রূপে বিরাজিত হন। এই সমুদয় জগৎজাল ভক্ষণ করেন বলিয়াই যেন তিনি পরিতৃপ্ত হন। তাঁহার সমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়ভোগ ও চিত্ত চিদাকাশে পরিণত হয়। তখন তাঁহার সমুদয় কার্যত্ব কারণত্ব ও কর্তৃত্বের প্রতি হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব জ্ঞান থাকে না। তিনি তখন সদেহ হইলেও নির্দেহ, সংসারসমন্বিত হইলেও অসংসার হন। ৪১—৪৫। তিনি কঠিন পাষাণোদরের ন্যায় নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ অখণ্ড চিন্ময় অবস্থার উপনীত হন। তখন তিনি লোকপ্রকাশক পরম জ্যোতির্ময় চিদাদিত্য। কিন্তু তাঁহার পক্ষে দৃশ্যমাত্রই বিনষ্ট হওয়ায় তিনি যেন গাঢ় অন্ধকারশিলাসম দুর্ভেদ্য অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার কুৎসিত সংসারলীলা আশারূপিণী বিসূচিকা এবং অহঙ্কাররূপী বেতাল বিনষ্ট হয়। তাঁহার দেহ থাকিলেও (আমাদের জ্ঞানগম্য হইলেও) তিনি দেহ-হীন অর্থাৎ দেহে দেহত্বজ্ঞান-পরিশূন্য হন। যেমন সুমেরুপর্বতস্থিত কোন পুষ্পে ভ্রমরী থাকে, সেইরূপ তাঁহার রোমাগ্রের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন অবিদ্যার কোন এক অংশে এই জগৎসমৃদ্ধি অবস্থিত †। চিন্ময় আকাশ নিজ অন্তরে কল্পিত আকাশরূপ প্রত্যেক পরমাণুতে সহস্র জগৎসমৃদ্ধি উৎপন্ন করিতে পারেন ও দর্শন করিতে পারেন। গতমতি জীবন্মুক্তের

* "তস্যা বন্ধ্যায়া জিহ্বয়া উচ্যমানা যে উগ্রাঃ স্বপুত্রযুদ্ধাদি-কথার্থাঃ" ইত্যর্থং টীকাকৃদাহ। তন্ন তস্যা ইত্যস্য ষষ্ঠীপ্রতিষেধেনা-সাধুত্বাৎ, 'জিহ্বয়া' ইতি পদস্য আনর্থক্যাৎ, স্বপুত্রেত্যস্যাপ্রাপ্ত-ত্বাচ্চ। তস্মাৎ 'তস্য অজিহ্বোচ্যমান' ইতি পদচ্ছেদ এব সাধী-য়ান্। অত্র প্রথমকল্পে পূর্বার্দ্ধস্থ প্রসূপদং পুত্রপরং, দ্বিতীয়-কল্পে প্রসবপরম্ ইতি বোধ্যম্।

† সঙ্কীর্ণ প্রদেশে অতি বিস্তৃত জগৎকল্পনা কিরূপে সঙ্গত হয়, এই আশঙ্কায় ৪৯শ শ্লোক কথিত হইতেছে,—তাহার ভাব এই যে, দর্পণ মধ্যে যেমন গ্রহনক্ষত্র সমন্বিত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ অবিদ্যাবলে ঐরূপ জগৎকল্পনাও হইতে পারে।

হৃদয় পরমাত্মা, বিস্তারে শত লক্ষ হরিহরাদির সহিতও তাঁহার তুলনা হইতে পারে না (অর্থাৎ তদপেক্ষাও বিস্তৃত), যেহেতু সত্তা আনন্ত্য ও আনন্দে যিনি সর্কোত্তম, সেই আত্মার সর্কোৎকৃষ্ট বিস্তার তদীয় হৃদয়ে বর্ত্তমান। ৪৬—৫০॥

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যেমন বিশিষ্টক্ষেত্রে যথাকালে উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিলে অবশ্যই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যায়, সেইরূপ এই ষট্‌-প্রকরণময় মোক্ষোপায়-সংহিতা পাঠ করিলে বা করাইলেও জ্ঞান লাভ হয়। যে শাস্ত্র, যুক্তিদ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের অনুকূল, তাহা মানুষ-প্রণীত হইলেও গ্রাহ্য, আর যাহা সেরূপ নহে, এমন শাস্ত্র বেদের অন্তর্গত হইলেও উপাদেয় নহে, ফলে ন্যায়সম্বলিত মার্গ সেবা করাই লোকের উচিত। (এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, যথাপদ্ধতি ক্রমে ব্রহ্ম জ্ঞানের অনুকূল শাস্ত্রমাত্রই মুমুক্ষুর গ্রাহ্য, কিন্তু কাম্য-কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্যও মুমুক্ষুর গ্রাহ্য নহে। কাম্য বর্জ্জন না করিলে জিজ্ঞাসার অধিকারই হয় না*।) যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকের নিকট হইতেও গ্রহণ করা উচিত, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কথিত হইলেও অযুক্ত বাক্য তৃণের ন্যায়, পরিত্যাগ করা উচিত। যে ব্যক্তি অগ্রবর্ত্তী গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া "ইহা আমার পিতার কূপ" এই বলিয়া কূপোদক পান করে, তাদৃশ অত্যনুরাগী ব্যক্তিকে কে উপদেশ দিবে? যেমন প্রভাত হইলে আলোক অবশ্যই হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সংহিতা পাঠে সুবিবেক অবশ্যই হয়। ১—৫। আদ্যোপান্ত এই সংহিতা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলে ক্রমে বুদ্ধি বিচার-বলে সংস্কারাপন্ন হইয়া থাকে। পরে বিশুদ্ধা লতার ন্যায় সভাস্থানের ভূষণ স্বরূপ আন্তরিক সংস্কারাপন্ন বাণী লাভ করা যায় এবং মহত্ত্বগুণ-সম্পন্ন পরম চাতুর্য্য লাভ করায় সেই চতুরতাগুণে রাজগণ ও পণ্ডিতগণের স্নেহের পাত্র হওয়া যায়। যেমন দর্শন শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি রাত্রিকালে প্রদীপ হস্তে করিয়া সমুদয় পদার্থ অবগত হইতে পারে, সেইরূপ এই শাস্ত্রজ্ঞান-প্রভাবে মানব বুদ্ধিমান পূর্ব্বাপরদর্শী ও সমুদয় পদার্থ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। শরৎপ্রারম্ভে দশদিকের যেমন নীহারমালিন্য অপগত হয়, এই শাস্ত্রসাহায্যে সেইরূপ বুদ্ধির লোভ-মোহাদি দোষসমুদয় ক্ষীণ হইতে থাকে। ৬—১০। এক্ষণে তোমার বুদ্ধির বিবেকাভ্যাস আবশ্যক হইয়াছে, কারণ কোন ক্রিয়াই অভ্যাস ব্যতীত ফলবতী হয় না। এই শাস্ত্র-বিচার-ফলে—মন শরৎকালে সরোবরের ন্যায়, নির্ম্মল এবং মন্দরবিলোড়ন-পরিশূন্য সাগরের ন্যায়, নির্ব্বিকার হইয়া থাকে। মোহকজ্জলবিহীনা অজ্ঞান-তিমির-বিনাশিনী পদার্থসমূহ-বিভাগ-সাধনী (অসামান্য) ধীশক্তি, রত্নদীপশিখার ন্যায়, অনুক্ষণ (উজ্জ্বল) হইতে থাকে। বাণপরম্পরা যেমন সন্নদ্ধব্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ দৈন্যদারিদ্র্যাদিদোষপূর্ণ সংসারদৃষ্টি এতৎশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মর্ম্মভেদ করিতে পারে না, কেননা, সংসার দৃষ্টির দোষ সেই ব্যক্তির পরিজ্ঞাত হয়। বাণ যেমন কঠিন প্রস্তরকে ভেদ করিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ভয়হেতুর অগ্রে থাকিলেও ভীষণ সংসারভীতি তাহার হৃদয় ভেদ-করণে সমর্থ হয় না। ১১—১৫। অগ্রেই জন্ম, তাহার পর কর্ম্ম, না, অগ্রে কর্ম্ম, তাহার পর জন্ম, দৈব অগ্রে, না, পুরুষকার অগ্রে? ইত্যাদি সংশয়সমূহ, দিবাভাগে অন্ধকারের ন্যায়, তত্ত্বদর্শীর নিকট বিদূরিত হয়। যেমন সূর্য্যালোক আসিলে যামিনী অপগত হয়, সেইরূপ প্রজ্ঞারূপ আলোক সমুদিত হইলে সমুদয় পদার্থে রাগ-দ্বেষাদি ক্ষোভ বিদূরিত হয়। এতৎ-শাস্ত্রবিচারশীল ব্যক্তি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হন, সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় ধীর হন ও চন্দ্রের ন্যায় অন্তঃশীতল হন। সেই ব্যক্তি ক্রমে জীবন্মুক্ত হন, ক্রমশঃ তাঁহার অজ্ঞানকৃত সমুদয় বৈলক্ষণ্য প্রশান্ত হয়। সেই জীবন্মুক্তি অবস্থা বাক্যের অগোচর। শারদীয় চন্দ্রজ্যোৎস্নার ন্যায় তাঁহার (এই গ্রন্থবিচারকের) বুদ্ধি পরম আত্মার সাক্ষাৎকারপ্রদ সর্ব্বার্থশীতল ও বিশুদ্ধ হইয়া পরমোজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়া থাকে। ১৬—২০। বিবেক-দিবাকর-সমন্বিত শম দ্বারা প্রকাশিত তদীয় নির্ম্মল হৃদয়াকাশে অনর্থকারী কামাদি-ধূমকেতু উদিত হয় না। যেমন স্বচ্ছ জলে তরঙ্গ প্রশান্ত হয় এবং শরৎকালে মেঘমালা প্রশান্ত হয়, সেইরূপ সেই জীবন্মুক্তগণ সর্ব্বোন্নত সুস্থির আত্মপদে প্রশান্ত হইয়া শুদ্ধ ও সৌম্যভাবে অবস্থান করেন। তখন তাঁহাদিগের পরবিদ্বেষাদিকারিণী পরমুখম্লানি-বিধায়িনী ক্রূর অশ্লীলবাদিতা, দিবসে পিশাচক্রীড়ার ন্যায় বিরত হয়। অতি স্থির ধর্ম্মভিত্তিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন বুদ্ধিকে আধি সকল বায়ু যেমন চিত্রিত লতাকে বিকম্পিত করিতে পারে না সেইরূপ বিচালিত করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বিষয়সঙ্কর্ষী মোহগর্ত্তে নিপতিত হন না, কোন অধ্বজ্ঞ ব্যক্তি গর্ত্তের দিকে দৌড়িয়া থাকে? ২১—২৫। তাই বলিয়া তাঁহারা যথেষ্টাচারী হন না তাঁহাদের বুদ্ধি সৎশাস্ত্র ও সদাচারের অবিরুদ্ধ যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মেই অন্তঃপুরে সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায়, আসক্ত থাকে। কোটি লক্ষ জগতে যত পরমাণু আছে, তাহাদের এক একটীই ব্রহ্মাণ্ড, অসক্তবুদ্ধি পুরুষ ঐ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড অন্তরের মধ্যেই নিরীক্ষণ করেন। যে ব্যক্তি মোক্ষোপায় অবগত হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়াছে, ভোগসমূহ তাহাকে কখন দুঃখিত করিতে পারে না এবং আনন্দিতও করিতে পারে না। প্রত্যেক পরমাণুতে কতই ব্রহ্মাণ্ড অসঙ্কীর্ণভাবে রহিয়াছে, তৎসমুদয় জলতরঙ্গবৎ উত্থিত ও পতিত হইতেছে, জীবন্মুক্ত তৎসমুদয়ই দেখিতে পান। এই জীবন্মুক্ত কার্য্যকলাদি-জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও জড় বৃক্ষের ন্যায় কার্য্যপ্রবৃত্তির প্রতি দ্বেষ বা কার্য্যনিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। ২৬—৩০। জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যবহারে সাধারণ লোকের ন্যায়, ইষ্ট ও অনিষ্ট যে ফল যখন উপস্থিত হয়, তখন সেই ফলই ভোগ করেন। অতএব এই শাস্ত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অর্থাবগতি পূর্ব্বক বিবেচনা কর; ইহা কেবল কথার-কথা নহে, ইহা হইতে, বর ও অভিশাপের ন্যায়, প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিবে। এই শাস্ত্র অনায়াসে বোধগম্য, ইহা মনোহরদৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ, অলঙ্কার-বিভূষিত একখানি রসময় কাব্য। যাহার পদ-পদার্থে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তিনি স্বয়ংই ইহা বুঝিতে পারিবেন, যাহার তাহা নাই, তিনি পণ্ডিতের নিকট শ্রবণ করিয়া ইহার অর্থ অবগত হইবেন। এই গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া বিচারপূর্ব্বক ইহার অর্থ অবগত হইতে পারিলে

* এই স্থলের যুক্তি আর ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের অর্থ—এখনকার প্রচলিত নহে। তাহা ভাবিলেই বিভ্রাট।

মনুষ্যের মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে তপস্যা ধ্যান ও জপ প্রভৃতি কিছুই প্রয়োজন হইবে না। ৩১—৩৫। এই শাস্ত্র পুনঃপুনঃ দর্শন ও বিশিষ্টরূপে অভ্যাস করিতে পারিলে চিত্তসংস্কার-সংস্কৃত অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়। যেমন সূর্য্যোদয়ে পিশাচ থাকে না, সেইরূপ এই শাস্ত্রাধ্যয়নে অনায়াসেই আমি, জগৎ ইত্যাদি প্রকার দ্রষ্টৃ দৃশ্যভেদ-পিশাচ স্বয়ংই নিরস্ত হয়। জগৎ ও আমি,—এই ভ্রম থাকিলেও উপশম প্রাপ্ত হয়, স্বপ্ন-মোহ যেমন পরিজ্ঞাত হইলে আর বিচলিত করে না, সেইরূপ উহা আর ভ্রম-জনক হয় না। যেমন মনঃকল্পিত নগর কল্পনামাত্র বলিয়া বিজ্ঞাত হইলে হর্ষ-বিষাদ পুরুষের কোন কষ্টদায়ক বা সুখদায়ক হয় না, সেইরূপ জগদ্ভ্রম জ্ঞাত হইলে কোন প্রকার পীড়াদায়ক হয় না। যেমন চিত্রিত সর্প পরিজ্ঞাত হইলে সর্পভয় প্রদান করে না, সেইরূপ এই দৃশ্য জগৎসর্প পরিজ্ঞাত হইলে সুখ-দুঃখপ্রদ হয় না। ৩৬—৪০। যেমন ইহা চিত্রিত' এইরূপ জ্ঞান হইলে, চিত্র-চিত্রিত সর্পের সর্পত্ব নষ্ট হয়, সেইরূপ—জ্ঞানফলে এই সংসার অধিষ্ঠানরূপে পর্য্যবসিত হইয়াই উপশান্ত হইয়া যায়। পুষ্প ও পল্লবের মর্দ্দনে একটু যত্ন করিতে হয় কিন্তু পরামার্থ লাভ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও যত্নের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ জ্ঞানপ্রভাবে স্বতই এই প্রপঞ্চ অলীক হইয়া পরম ব্রহ্মে পরিণত হয়)। পুষ্প ও পল্লবের মর্দনে অঙ্গ-পরিস্পন্দ আবশ্যক হয়, কিন্তু এই পরমার্থলাভে বুদ্ধিমাত্রেরও স্পন্দরোধেরই প্রয়োজন হয়, অঙ্গচালনার ত আবশ্যক নাই। সংসারশান্তিপ্রদ মহাজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সুখাসনে উপবেশন, যথাসম্ভব ভোগ্যভোগ, সদাচারবিরুদ্ধ কার্য্য না করা, যথাসময়ে গুরুর আদেশ মত যথাসম্ভব সৎসঙ্গে অবস্থিতিও এই শাস্ত্রের বা (এতাদৃশ) অন্য শাস্ত্রের বিচার আবশ্যক। সেই মহাজ্ঞান লাভ হইলে পুনর্জ্জন্ম ও যোনিযন্ত্রে পতিত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় না। ৪১—৪৫। যে পাপিগণ এই (অনায়াসসাধ্য) কর্ম্মেও ভীত হইয়া ভোগরসে আসক্ত হয়, সেই অধমগণ নিজ-মাতার বিষ্ঠায় কৃমি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। হে রাঘব! আমি এক্ষণে বিবেকবুদ্ধিগ্রাহ্য সারতর বিষয়সমূহের অবধিস্বরূপ এই জ্ঞান-বিস্তারক শাস্ত্র কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে দৃষ্টান্ত ও পরিভাষা (অর্থাৎ উপক্রম উপসংহারাদিরূপ তত্ত্ববোধের উপযোগী সঙ্কেত) দ্বারা এই শাস্ত্রের শ্রবণ ও সম্যক্ অর্থের বিচার হয়, তত্তদ্বিষয়ের অবধারণরূপ অবতরণিকা এক্ষণে শ্রবণ কর। যে দৃষ্ট অর্থ (অর্থাৎ সাদৃশ্য দ্বারা) অননুভূত অর্থের বোধ হয়, সেই বোধোপকার রূপ ফলের প্রদানকারী বিষয়কে দৃষ্টান্ত কহে। ৪৬—৫০। হে রাম! যেমন রাত্রিকালে গৃহস্থিত দ্রব্যাদি দীপের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ দৃষ্টান্ত ব্যতীত অপূর্ব্ব অর্থের বোধ হয় না। হে কাকুৎস্থ! তোমাকে আমি যে যে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইব, সে সমুদয় দৃষ্টান্তই কারণ-সমন্বিত, কেবল সেই জ্ঞেয় পরমার্থ সত্য পদার্থই কারণবিহীন (অর্থাৎ নিত্য)। কেবল পরম ব্রহ্ম ব্যতীত সমুদয় উপমান উপমেয়-পদার্থেরই কার্য্য-কারণভাব বিদ্যমান আছে। এই ব্রহ্মোপদেশ বিষয়ে তোমাকে আমি যে দৃষ্টান্ত কহিব, সেই দৃষ্টান্তে পরব্রহ্মের আংশিক সাধর্ম্ম্যই গৃহীত হইবে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত যে যে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইবে, সে সমুদয় স্বপ্নজাতের ন্যায় মিথ্যাভূত জগতের অন্তর্গত জানিবে। ৫১—৫৫। অতএব "যখন ব্রহ্ম নিরাকার, তখন সাকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় কিরূপে?" মূর্খদিগের মধ্যে এইপ্রকার বিকল্প-জল্পনা (তর্কবাদ) উত্থিত হইতে পারে না। (দৃষ্টান্তকথন অনুমানের উপযোগী; যেমন—যে যে স্থান ধূমের আশ্রয়, সেই সেই স্থান বহ্নির আশ্রয় হইবেই, দৃষ্টান্ত—রন্ধন-শালা। ধূম যেখানে দেখা যাইবে ঐ রন্ধন-শালার দৃষ্টান্তে সেই স্থানেই বহ্নির অনুমান হইবে। কিন্তু বেদান্তমতে দৃষ্টান্ত কোন কার্য্যেরই উপযোগী নহে কেননা, অনুমান করিতে হইলে, ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি আবশ্যক, যে যে স্থান ধূমের আশ্রয়, সেই সেই স্থান বহ্নির আশ্রয় হইবেই এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ দ্বারাই ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। তাহার পর যখন জানিতে পারে যে, তাদৃশ ধূম এই পর্ব্বতে বর্ত্তমান, তখন সেই পর্ব্বতে বহ্নি-জ্ঞান হয়—এই জ্ঞানই অনুমান বা অনুমিতি। কিন্তু ব্যাপ্তি অলীক হইলে, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিনামক হেত্বাভাস দোষ থাকে।) যখন দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা, তখন ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস এবং জাগতিক হেতু ও বিরোধ নামক হেত্বাভাসে দুষ্ট। যাহা অনুমান করিবে, তাহার আশ্রয়ে হেতু না থাকিলেই বিরোধ-হেত্বাভাস হয়, ব্রহ্মে সত্তা প্রভৃতির অনুমান স্থলেও কোন জাগতিক হেতু ব্রহ্মে থাকে না। অতএব বিরোধ-হেত্বাভাস হয় এইরূপ দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক অপর সম্প্রদায় অর্থাৎ তার্কিকেরা বেদান্ত-দৃষ্টান্ত দূষিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হয় না; কেননা জগৎ স্বপ্ন-সদৃশ। জাগ্রদবস্থায় যে সকল হেতু ব্যাপ্যত্বা-সিদ্ধ বা বিরুদ্ধ, স্বপ্নাবস্থায় তাহা সিদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ হইতে পারে, তদ্দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় নির্দ্দোষ অনুমানও হইতে পারে, স্বপ্নাবস্থায় তাহাতে অসিদ্ধি বা বিরোধ থাকিলেই স্বপ্নাবস্থায় সেই হেতু হেত্বাভাসদুষ্ট হইবে, নতুবা নহে। তদ্রূপ ব্যবহারক্ষেত্রে এ অনুমান অসঙ্গত হইতে পারে না। ৫৬।৫৭। ভূত ভবিষ্যৎ কালে যাহার অস্তিত্ব নাই, বর্ত্তমানেও যাহা বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না বা অবস্তু বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। (মনে কর—ঘট, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহা মৃত্তিকামাত্র, বিনাশের পরেও মৃত্তিকা মাত্র, সুতরাং বর্ত্তমানেও তাহা মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু নয়। ঘট—মৃত্তিকার সময়বিশেষের নাম মাত্র) তাদৃশ আশৈশব সহচর জাগ্রৎ-প্রপঞ্চ এবং স্বপ্ন-প্রপঞ্চ উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়ই মিথ্যা। নিদ্রা-বিষয়ক স্বপ্ন হয়, স্বপ্নে কার্য্যাকার্য্য বিচার করা যায়, স্বপ্নে চিন্তা-পূজাদি করা যায়, স্বপ্নেও দেবতা বা ঋষির অনুগ্রহ বা নিগ্রহের পাত্র হওয়া যায়, স্বপ্নে ঔষধাদিও পাওয়া যায়—অথচ তাহার ফল জাগ্রদবস্থাতেও ফলিয়া থাকে, এই স্বপ্নের যে ধর্ম্ম, সংসার যাত্রারই সেই ধর্ম্ম, সুতরাং স্বপ্নদৃষ্টান্তই মিথ্যা নহে অথবা স্বপ্নে বর অভি-শাপ ঔষধাদি লাভ, ধারণানুসারে বর অভিশাপ ঔষধাদি লাভ এবং ধ্যানপ্রভাবে বরাদি লাভ জাগ্রদবস্থাতেও কার্য্যকর হয়—সমগ্র সংসার-যাত্রাতেই সেই ভাব—সুতরাং স্বপ্ন, ধারণা বা সঙ্কল্প এবং ধ্যান (চিন্তাই) সংসারের দৃষ্টান্ত। এই মোক্ষোপায় গ্রন্থের রচয়িতা বাল্মীকি অন্য যে সমুদয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও এই নিয়ম জানিবে যে, দৃষ্টান্তসমূহের সম্ভবপর অংশের সহিতই সাম্য। ৫৮—৬০। এই জগৎ যে স্বপ্নতুল্য, তাহা এই শাস্ত্র শ্রবণে শীঘ্রই যে অবগত হইবে, ইহা বলিতে পারা যায় না, কারণ, বাক্যও ত যথাক্রমে শ্রোতাকে আয়ত্ত করিবে। (শ্রোতার কুসংস্কার-জাল ক্রমে বিনষ্ট করিয়া তবে ত বিশেষ অর্থ-গ্রহ করাইবে।) যেহেতু এই জগৎ—স্বপ্ন, মনঃকল্পিত ও ধ্যান-কল্পিত নগরের ন্যায়, অতএব সেই স্বপ্নাদিই এই গ্রন্থের দৃষ্টান্ত, অন্য দৃষ্টান্ত নাই। সুবর্ণ যেমন কুণ্ডলের কারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ জগৎ-কারণ, ব্রহ্ম পদার্থ বুঝাইবার জন্যই এই উপমা দেওয়া হইয়াছে

কিন্তু সুবর্ণের যেমন বিকার আছে ব্রহ্মে তাহা নাই, অতএব উপমা প্রয়োগ প্রযত্ন বলে, সুবর্ণের সম্পূর্ণরূপ সমধর্ম্মতা ব্রহ্মে সিদ্ধ হয় না। নির্ব্বিবাদ ধীমান্ ব্যক্তি তত্ত্বানগতির অনুরোধে একাংশমাত্রে উপমানের সহিত উপমেয়ের সাধর্ম্ম্য স্বীকার করিবেন। পদার্থদর্শনে দীপের আলোক ব্যতীত আধার তৈল বর্ত্তি প্রভৃতি কিছুই প্রয়োজনে লাগে না। ৬১—৬৫। পদার্থ-প্রকাশে দীপের আলোকমাত্রই যেমন উপযোগী, সেইরূপ উপমা এক দেশের শক্তি দ্বারাই উপমেয়ের অবগতি করাইতে পারে। দৃষ্টান্তের অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া জ্ঞাতব্যপদার্থ সম্বন্ধে পরিজ্ঞান হইলে মহাবাক্যার্থ বোধ—'ব্রহ্ম' নিশ্চয় করিবে। কুতার্কিক হইয়া 'অনুভবের অপলাপ হয়' এই প্রকার চরম কুতর্ক দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট করা উচিত নহে। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, যাহাদিগকে শত্রু ভাবিতেছি, সেই সংসার দোষদর্শক ঋষিগণের বাক্য পরমার্থের (ব্রহ্মের) জ্ঞানপ্রদ বলিয়া আমাদিগের উপাদেয়, পরমার্থ তত্ত্ব যাহাতে নাই, তাদৃশ বাক্য স্বীয় প্রেয়সী কর্ত্তৃক কথিত হইলেও প্রলাপ বাক্যমাত্র, তাহা কখন আগম হইবে না। হে রাম! যে বুদ্ধিবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ বুদ্ধি আমাদের আছে। তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত-রূপে সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্রেরই এক মহাবাক্যের অর্থ—এক অদ্বিতীয় অখণ্ড আত্মতত্ত্বে তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে। এই আত্মতত্ত্ব-তাৎপর্য্যাবধারণই পরম পুরুষার্থ-সাক্ষাৎকারের উপযোগী। বেদান্ত-বিরোধী শাস্ত্র শ্রুতির তাৎপর্য্য-রক্ষার অননুকূল তর্কাদি দ্বারা পরিপুষ্ট। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য তাহাদিগের মতপরি-পোষক নহে, কিন্তু আমাদিগের মতপরিপোষক। সুতরাং ইহাই বেদানুগত। ৬৬—৭০।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—বিশিষ্ট অংশের সাধর্ম্ম্যই উপমাস্থলে গৃহীত হয়, সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য হইলে উপমান-উপমেয়ের পার্থক্য রহিল কি? জীবব্রহ্মের স্বরূপবোধনে উপযোগী দৃষ্টান্ত জ্ঞাত হইলে, অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির উদয় হয়। মহাবাক্যার্থ আত্মতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি তাহাতেই হয়, সেই স্ফুরণ হইতেই অজ্ঞান ও অজ্ঞান-কার্য্যের শান্তি হয়, তাহাই নির্ব্বাণ, সুতরাং নির্ব্বাণই দৃষ্টান্ত-জ্ঞানের ফল। অতএব 'এই দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে না কতিপয় ধর্ম্মাংশে? দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক (অর্থাৎ দৃষ্টান্ত বোধ্য ব্রহ্মস্বরূপ) সম্বন্ধে এইরূপ বিতর্কে প্রয়োজন নাই, যে কোন যুক্তি দ্বারা মহাবাক্যার্থেরই আশ্রয় করিবে। শান্তিই পরম শ্রেয় জানিবে এবং সেই শান্তি লাভেই যত্নবান্ হইবে। অন্ন পাইলে ভোজন করিবে কিরূপে তাহা প্রস্তুত হইল ইহার তর্কে প্রয়োজন কি? একতর—কারণ-শূন্য, অন্যতর কারণ-সম্পন্ন—উপমান-উপমেয়ের এইরূপ বৈষম্যসত্ত্বেও পরস্পরের কিয়দংশে সাম্য হইয়াই উপমান উপমেয় প্রয়োগ পূর্ব্বক সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হয়। (তাহার ফল উপমেয়-জ্ঞান)। ১—৫। বিবেকবিহীন হইয়া, পাষাণমধ্যে জাত স্থূল অন্ধ ভেকের ন্যায়, ভোগে আসক্ত থাকা উচিত নহে। বিচারবান্ ও শান্তিরূপ শাস্ত্রার্থ গ্রহণপূর্ব্বক প্রযত্নসহকারে দৃষ্টান্ত-প্রতিপাদিত পরমপদ আয়ত্ত করা উচিত। যাবৎকাল আত্মবিশ্রান্তি না হয়, তাবৎ কাল প্রাজ্ঞব্যক্তি শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ, সৌজন্যাব-লম্বন বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সমাগম বলে যথাক্রমে ধর্ম্ম, গুরু-শুশ্রূষাদির উপযোগী অর্থ এবং শাস্ত্রের অপূর্ব্ব অর্থ সংগ্রহ করত বিচারপরায়ণ হইবেন। তাহা হইলে, অক্ষয় তুর্য্যপদ নাম্নী শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। যে ব্যক্তি তুর্য্যপদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন এবং ভবসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি গৃহস্থই হউন বা যতিই হউন, তিনি শ্রবণ মনন করুন বা না করুন, তাঁহাতে ঐহিক ও পারলৌকিক কোন ফলই নাই। তিনি, মন্দর-বিলোড়নমুক্ত সাগরের ন্যায়, নিশ্চলভাবে অব-স্থিত হন। ৬—১০। বোধ্য তত্ত্বের বোধের নিমিত্ত উপ-মান উপমেয়ের একাংশ-সাধর্ম্ম্যই বুঝিতে হইবে, বোধ কেবল লুপ্ত করিয়া থাকা উচিত নহে (অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত)। যে কোন যুক্তির দ্বারা বোধার্হ বিষয়ের অবশ্য বোধ করা উচিত। যাহারা বোধচ্যুত, তাহারা ব্যাকুল হইয়া যুক্ত অযুক্ত কিছুই দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি হৃদয়বিশ্রান্ত অনুভবাত্মা সংবিদা-কাশ ব্রহ্ম বস্তুতে অনর্থ কল্পনা করে, তাহাকে বোধচ্যুত বলা যায়। মেঘ যেমন নির্ম্মল আকাশকে মলিন করে, অজ্ঞ-প্রবাদ বোধচ্যুত ব্যক্তি অভিমান বিবশ হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানসাধন যুক্তিস্বরূপ জ্ঞানে বিকল্প উত্থাপিত করত সেইরূপ বোধকে মলিন করে। ১১—১৫। সমুদ্র যেমন জলরাশির আশ্রয়, তদ্রূপ সমুদয় প্রমাণতত্ত্ব প্রামাণ্যের আশ্রয়স্বরূপ এক মাত্র প্রত্যক্ষই মুখ্য তত্ত্ব, অতএব আমি তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুধীগণ প্রত্যক্ষ মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞানকেই উত্তমগুণ সার বলিয়া জানেন, সেই জ্ঞান—জ্ঞান জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতৃ-প্রত্যয় দ্বারা নিশ্চিত। সেই অপরোক্ষ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ। (জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-স্ফুরণ, তদ্রূপে বিষয় ব্যাপ্তি এবং জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় যথাক্রমে বেদন, প্রতিপত্তি এবং অনুভব পদার্থ।) এই অনুভব, বেদন এবং প্রতিপত্তি এতত্রয়াবচ্ছিন্ন সাক্ষী চৈতন্য প্রত্যক্ষ পদের যোগার্থ। আমাদের মতে তিনিই জীব। তাহাই বৃত্তি-আকারে সংবিৎ জ্ঞানপদবাচ্য হয়, অহং ইত্যাকারক জ্ঞানাত্মক পুরুষই জ্ঞাতা যে সংবিত্তি অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়াকার বৃত্তি দ্বারা তাঁহার বাহ্যরূপ আবির্ভাব হয়, তাহাকে বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় কহে। জল যেমন তরঙ্গাদিরূপে প্রকাশিত হয়, সেই-রূপ সেই চৈতন্য সঙ্কল্প-বিকল্প-প্রভৃতি নানাবিধ বৃত্তিক্রমে জগৎরূপে প্রতিভাসমান হয়। ১৬—২০। সেই প্রত্যক্ষ চৈতন্য পূর্ব্বে সৃষ্টির কারণীভূত না হইয়াও সৃষ্টিভাবাপন্ন আপনার কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। অবিচারোৎপন্ন জীবের অজ্ঞান অসত্য হইলেও কারণরূপে প্রতিপন্ন, সুতরাং সত্যবৎ প্রতীয়মান। অবিচার-সম্বলিত এই আত্মরূপ প্রকৃতিতে জগৎ-প্রপঞ্চ ও সত্যবৎ স্ফুরিত হইতেছে। বিচার করিয়া দেখিলে সেই প্রত্যক্ষ চৈতন্য স্বত উৎপন্ন শরীর অর্থাৎ জগৎকে আপনিই নষ্ট করিয়া পরম মহৎরূপে পরিস্ফুরিত হন। তখন বিচারবান পুরুষ আত্মাকে অবগত হইতে পারিলে বিচার ও শব্দাদির অবিষয়ীভূত পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হন। মন শান্ত ও নিরীহ হইলে, স্বীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেও কোন ফল নাই, অনুষ্ঠিত না হইলেও কোন ফল নাই, কেননা সেই কার্য্য

অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞান হইতে সংস্কার-উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। * (বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, বিষয়ভোগ হয়, সেই ভোগ জন্য সংস্কার হইয়া থাকে, তাহাই বাসনা, সেই বাসনাই জন্মান্তরের মূল, মন শান্ত হইলে, কিছুতেই তাদৃশ সংস্কার জন্মে না, সংস্কার না হওয়ায় জন্মান্তরও হয় না। সুতরাং সে অবস্থায় বিষয় ভোগ হওয়া না হওয়া সমান)। ।২১—২৫। মন নিরীহ ও শান্ত হইলে, তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ত কর্ম্মে প্রবৃত্তই হইবে না। যেমন যন্ত্রী না চালাইলে, যন্ত্র কোন কর্ম্মেই উপযোগী হয় না, তদ্রূপ। দুইটী কাষ্ঠনালিকার অন্তরে দুইটী কাষ্ঠময় মেষ থাকে, অন্তর্গত সূত্র টানিয়া তাহাদিগকে লড়াই করাইতে হয়, অতএব অন্তরের সূত্রেই সেই কাষ্ঠমেষের সংঘর্ষণের হেতু তদ্রূপ মনোযন্ত্রের স্পন্দনের মূল বিষয় বাসনা। মন হইতেই বিষয়ের আবির্ভাব হয়, সুতরাং বিষয়বাসনা না হইলে মন সঙ্কশিত হয় না, এ কথা কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তর এই যে) যেমন বায়ুর অভ্যন্তরে তাহার স্পন্দন শক্তি নিহিত আছে, তদ্রূপ বিষয়বাসনার অভ্যন্তরেই বাহ্যিক ভোগ ও চিন্তার বিষয়ীভূত জগৎ সংস্কার-রূপে বিরাজিত থাকে। সংস্কার অবস্থায় পরিণত বিষয়জাল বাসনা-বিক্ষুব্ধ মন হইতে—দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে)। ঈশ্বরের সত্ত্ব-গুণ প্রধান বাসনা উদিত হইবা মাত্র সুবিশাল দিক্ গুণী কাল এবং বাহ্য অভ্যন্তররূপ ইত্যাদি রূপে সেই বাসনার প্রকাশ হইয়া থাকে। অনন্তর ঈশ্বরই বিভিন্ন মলিন-উপাধির সংসর্গে দেহাদি দৃশ্য বস্তুকেই নিজের স্বরূপ মনে করিয়া, জীবভাবে অবস্থান করেন। বহুস্বরূপ প্রকাশ নিজের ধারণানুসারেই হইয়া থাকে। ।২৬—৩০। সেই সর্ব্বাত্মা,—যথায় যে ভাবে সমুল্লসিত, তথায় সেই ভাবে তাদৃশ রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদর্শী পরমাত্মা সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া যেন দৃশ্য-রূপীও হইয়া থাকেন কিন্তু দ্রষ্টা থাকিলে তবে ত প্রকৃত দৃশ্য হইবেন? (যদি সকলেই দৃশ্য, তবে দ্রষ্টা হইবে কে?) আর বাস্তবিক পক্ষে তিনি দৃশ্যই আছেন। অর্থাৎ কার্য্য মাত্রই ভোগ্য এবং সেই ভোগ্য বিষয় মাত্রই মরিচীকা-সলিলের ন্যায় মিথ্যা, যেরূপ ভ্রম-সলিলের আশ্রয় মরীচিকা, সেইরূপ ভোগ্য বস্তুরও আশ্রয় ব্রহ্ম। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির দোষে মরীচিকায় যেমন জলভ্রম হয়, অজ্ঞান দোষে ব্রহ্মেই সেইরূপ জগৎ ভ্রম হয়। আশ্রয়-প্রত্যক্ষ হইলে, ভ্রম অপনীত হয়, মরীচিকা প্রত্যক্ষ হইলে তাহাতে আর জল-ভ্রম থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইলেও তাঁহাতে আর জগৎভ্রম থাকে না বটে, কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাত হন। অতএব তিনি যদিচ ভোগ্যমধ্যে গণনীয় হইবার উপযুক্ত, তথাপি মরীচিকা প্রতিভাত সলিলের ধর্ম্ম, শৈত্য প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে যেরূপ মরীচিকায় থাকে না, সেইরূপ ভোগ্যতা বা দৃশ্যতা ব্রহ্মেও প্রকৃত পক্ষে নাই। জন্য মাত্রই যখন মিথ্যা, তখন—সত্য স্বরূপ এই ব্রহ্মের কারণান্তর নাই, প্রত্যক্ষ তত্ত্ব আলোচনাতেও এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মসিদ্ধি হয়। আর অনুমানাদি ত প্রত্যক্ষেরই অংশভেদ। অর্থাৎ ঘটশরাবাদি মৃত্তিকার ক্ষণিক সংজ্ঞামাত্র, ঘটশরাবাদি প্রকৃত পক্ষে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ সকল কার্য্য সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ করা যায় যে, তাহার কারণই সত্য—কার্য্য মিথ্যা—ব্যবহার করিবার সংজ্ঞামাত্র। যতদূর প্রত্যক্ষ চলে, ততদূর এইরূপই দেখিবে, প্রত্যক্ষ না চলিলে অনুমানাদি দ্বারা বুঝিবে, কার্য্যভাব বা জন্যভাব কতদূর পর্য্যন্ত আছে। ঘটের কারণ মৃত্তিকা, পরমাণু হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ঘটের তুলনায় ঘট-কারণ মৃৎপিণ্ড সত্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা মিথ্যা, কেননা মৃৎপিণ্ডের কারণ পার্থিব পরমাণুই মৃত্তিকার প্রকৃত অবস্থা—মৃৎপিণ্ড সংজ্ঞা-মাত্র, এইরূপ কারণ-পরম্পরা আলোচনা করিলে বুঝিবে, যাহা প্রকৃত সত্য, তাহার কারণ নাই। কারণ থাকিলে প্রকৃত সত্য বা 'পারমার্থিক সৎ' হয় না। যাহাতে সর্ব্বকারণের পর্য্যবসান, যাহার কারণ নাই তিনিই পরমার্থ সৎ, সেই সৎবস্তুই ব্রহ্ম। দৈব প্রাক্তন প্রযত্ন ভিন্ন দৈব পদার্থ আর কিছুই নহে। যে পুরুষ* সাধক অর্থাৎ মুমুক্ষু, তিনি ইন্দ্রিয়াদি বিজয় দ্বারা শূরস্বরূপে পরিচিত হইয়া সেই দৈব-পদার্থকে দূরে পরিহার করত স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে নিজ উদ্যমেই উক্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত স্বীয় বুদ্ধিবলে অনন্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎ না করিতে পার, সে পর্য্যন্ত আচার্য্যগণের প্রমাণসিদ্ধ সত্য মত অনুসরণ পূর্ব্বক তত্ত্ব বিচার কর। ৩১—৩৫।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন—মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে সাধুসঙ্গ, সাধুজনের উপদেশগ্রহণ ও সদাচারশিক্ষা দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে। অনন্তর মহাপুরুষের লক্ষণানুসারে স্বীয় মহাপুরুষত্ব সম্পাদন করিবে। যদি সমগ্র মহাপুরুষ-লক্ষণ কোন এক পুরুষে না পাওয়া যায় ত যে পুরুষ যে গুণের প্রভাবে জনসাধারণ হইতে উচ্চাসনে দেদীপ্যমান, সেই পুরুষের সেই গুণ শিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করিবে। হে রাম! শমদমাদি গুণ ও প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাই মহাপুরুষের লক্ষণ। সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত এই মহাপুরুষত্ব সিদ্ধ হয় না। যেমন নব অঙ্কুর—বৃষ্টিসলিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ফলসম্পদে প্রশস্ত হয়, তদ্রূপ শমদমাদি সদাচার জ্ঞানপ্রভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আন্তরিক ফল—আত্মসুখ উৎপাদন করত শ্লাঘ্য হইয়া থাকে। অন্ন দ্বারা যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে আবার অন্ন উৎপত্তি হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা শমদমাদি গুণের বৃদ্ধি হয়, আবার শমদমাদি গুণ হইতে উত্তম জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। ১—৫। যেমন পদ্ম হইতে সরোবরের শ্রীবৃদ্ধি এবং সরোবর হইতে পদ্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ জ্ঞান হইতে শমদমাদির বৃদ্ধি এবং শমদমাদি হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। সদাচার হইতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এবং জ্ঞান হইতে সদাচারের বৃদ্ধি হয়। এই জ্ঞান ও সদাচার পরস্পর পরস্পরের বর্দ্ধক। শম দম প্রজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা সুনিপুণ মহাপুরুষের চরিত্র আদর্শ

সহ মনসি শান্তে সতি' ইত্যাহ।

* টীকাকারস্তু—'প্রাক্তনপ্রযত্নমাত্রে দৈবমিতি কল্পিতা তদধীনোঽহমিতি তদুপাসনাপরো যঃ পুরুষঃ' ইত্যাদ্যাহ।

করিয়া মতিমান্ মুমুক্ষু জ্ঞান ও মহাপুরুষাচার অভ্যাস করিবে। হে বৎস। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ অভ্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত, তদুভয়ের কোনটীই সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না। যেমন কলমধান্যরক্ষিকা কৃষককামিনী উচ্চ করতালি দিয়া গান করায়, কলম-ধান্য-ভক্ষণার্থী বিহঙ্গমকুলের নিরাকরণ এবং সঙ্গীত প্রমোদ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মুমুক্ষু পুরুষ, কর্তৃত্বা-ভিমান পরিত্যাগ ও বিষয়-কামনা বর্জ্জন দ্বারা জ্ঞান এবং সদাচার পদ যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। * হে রঘুনন্দন। আমি সদাচারক্রম তোমাকে উপদেশ দিলাম। এক্ষণে উত্তর প্রকরণে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিব। এই যশস্কর, আয়ুস্কর, মোক্ষপ্রদ সৎশাস্ত্র তৎশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ বিশ্বস্ত পুরুষের নিকট মতিমান্ মুমুক্ষু শ্রবণ করিবে। তুমি এক্ষণে ইহা শ্রবণ করিয়া পরম পদ প্রাপ্তিহেতু মানসিক নির্ম্মলতা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে, যেমন আবিল সলিল, কতক (নির্ম্মল বীজ) সংসর্গে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়—তদ্রূপ। প্রকৃত সাধনপ্রভাবে মননশীল মুমুক্ষুর অন্তঃকরণ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, নিজের প্রেরণা না থাকিলেও পরম পদে প্রবিষ্ট হয়, শুধু যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা নহে, তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞানাদি নিরাকরণ পূর্ব্বক যে পরম পদ প্রকাশিত হইয়াছে, অন্তঃকরণ তাহাকে আর পরিত্যাগ করিতে পারে না, ৬—১৫।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

* অত্র পক্ষে জ্ঞানসৎপুরুষেহাভ্যাসিংাভেদে তৃতীয়া। তস্য পদমিত্যনেনান্বয়ঃ। টীকাকারমতে—'নিস্পৃহ কর্তৃত্বহীন মুমুক্ষু পুরুষ জ্ঞান সদাচার অনুষ্ঠান দ্বারা আনুষঙ্গিক বিঘ্ননাশের সহিত পরম পদ প্রাপ্ত হন—এইরূপ অনুবাদ।

মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

উৎপত্তি-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—জীব-ব্রহ্মের অভেদবোধক 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যের অর্থ-পর্য্যালোচনা গুণে যে ব্রহ্মের অর্থাৎ জীবের ও ব্রহ্ম এক কিন') আত্মপ্রকাশ হইয়াছে, তিনি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া পারমার্থিক সত্য মুক্ত পূর্ণব্রহ্মরূপেই প্রকাশ পান কেনন। জীব যে কারণে ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায় না, সেই সংসারবন্ধন -জীবে (প্রত্যক্ আত্মায়) স্বপ্নবৎ অবস্থিত। (সুতরাং জাগরণে যেমন স্বপ্নের অবসান হয়, তদ্রূপ আত্মপ্রকাশেই সেই বন্ধনেও অপনয়ন হইয়া থাকে)। এখনও যে সব মাদৃশ অধিকারী বেদ-বাক্য-শ্রবণাদি-উপায়যোগে ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হন, তাঁহারাও ব্রহ্মরূপে বিরাজ করেন। সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছি, তাহার মর্ম্মানুসারে সিদ্ধ হইল, জগৎ প্রপঞ্চ (রজ্জুতে ভ্রম-সর্পের ন্যায়) ব্রহ্মেই অধিষ্ঠিত, (ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত ব্রহ্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র-সত্তা তাহার নাই) সুতরাং ইহা কি, কাহার সৃষ্টি এবং কাহাতে অবস্থিত ইত্যাদি সমুদয় প্রশ্নেরই উত্তর হইয়াছে। হে বিচক্ষণ! এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ জ্ঞান, বস্তু, ক্রম ও স্বভাব অনুসারে আমি বিবৃত করিব, শ্রবণ কর। আত্মার স্বরূপ আকাশবৎ নিরাকার এবং চৈতন্য স্বরূপ। তিনি জীবরূপী হইয়া জগৎ দেখিতেছেন, এই জগৎ-দর্শন স্বপ্নদর্শনের তুল্য। তুমি, আমি, ইত্যাদিরূপ প্রতীয়মান জগৎসংসার স্বপ্ন-উপমায় উপমেয়। অর্থাৎ জগৎদর্শন সত্য, কিন্তু জগৎ মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদর্শন সত্য, কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় মিথ্যা হয়। মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ কীর্ত্তনের পর এক্ষণে জগতের উৎপত্তি-প্রকরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৫। দৃশ্যপ্রপঞ্চ আছে বলিয়াই বন্ধন। সুতরাং দৃশ্যের অভাব হইলে আর বন্ধন থাকে না। যে প্রকারে দৃশ্য অভাবপ্রাপ্ত হয়, তাহা বলি, ক্রমে শ্রবণ কর। এই জগতে যে জন্মে, সেই বৃদ্ধি পায়, সেই মুক্ত হয় এবং স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। যেহেতু তুমি নিজের স্বরূপজ্ঞান না থাকায় বদ্ধ আছ, সেই হেতু—আত্মা পূর্ব্বে যেমন থাকেন, পরেও সেইরূপ থাকিয়াই সংসারক্ষেত্রে উৎপত্তি সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন, এই সমস্ত বিষয় তোমার আত্মস্বরূপ-জ্ঞানার্থ বর্ণন করিব। হে রাঘব! এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য—সংসারের উৎপত্তি সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর। অনন্তর তোমায় ইচ্ছানুসারে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বলিব। স্বপ্ন যেমন সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এই চরাচর জগৎও প্রলয়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৬—১০। তৎকালে যে অনির্ব্বচনীয় সৎপদার্থ অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহার নাম নাই, তিনি তখন অভিব্যক্তিশূন্য, তিনি তেজ নহেন, অন্ধকারও নহেন, তিনি নিষ্ক্রিয় এবং অপরিচ্ছিন্ন। পণ্ডিতগণ বাক্য-প্রয়োগ-ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য পরমাত্মার ঋত, আত্মা, পরব্রহ্ম, সত্য, ইত্যাদি নাম কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি শুদ্ধচিৎস্বভাব হইলেও সৃষ্টিপ্রারম্ভ সময় আপনিই আত্মমায়ায় জড়রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জীবনাম বিড়ম্বিত জীবভাব যেন পরিগ্রহ করিয়া থাকেন (তিনি ঈশ্বর)। অনন্তর সেই চৈতন্যময় ব্রহ্ম মনোভাব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্প বিকল্প অবলম্বন হেতু জড় ভাবের সম্বন্ধ বাহুল্য প্রাপ্ত হইলে পর প্রাণরূপ ও পঞ্চভূতরূপ পরিগ্রহ করেন। মনোভাবপ্রাপ্তির পর যেরূপে প্রাণরূপাদি গ্রহণ করেন, তাহার পদ্ধতি এই যে, মনোভাবপ্রাপ্তি হেতু স্বীয় পরমাত্মভাব বিস্মরণ হওয়ায়, সুস্থির সাগর হইতে অস্থির তরঙ্গের ন্যায়, সেই চৈতন্য হইতেই সঙ্কল্প-বিকল্পাদি মনোধর্ম্ম প্রকটিত হয়। ১১—১৫। সেই সমষ্টি মনোভাবপ্রাপ্ত হিরণ্যগর্ভ নামক চৈতন্যই আপনিই পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে বিবিধ সঙ্কল্প করেন। সেই সত্যসঙ্কল্প প্রভাবেই প্রাণাদিভাব-প্রাপ্তি-পুরঃসর ইন্দ্রজালোপম এই জগতের আবির্ভাব হয়। যেমন সুবর্ণবলয় সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নয় এবং বলয়ের সুবর্ণকেও সুবর্ণবলয় হইতে পৃথক্ বলা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মের সত্তায় যাহার সত্তা—সেই জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, ব্রহ্মও জগৎ হইতে বিভিন্ন নহেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব ব্রহ্মভাবেই পর্য্যবসিত, কিন্তু জগদ্ভাবে পর্য্যবসিত নহে, যেমন সুবর্ণবলয়ের অস্তিতা সুবর্ণভাবেই পর্য্যবসিত, বলয়-ভাবে নহে, (বলয় ত ক্ষণিক নামমাত্র—সুবর্ণবলয়কে যদি সত্য বলিতে হয়, তাহা হইলে, তাহার সুবর্ণভাবকে গ্রহণ করিয়াই বলিতে হইবে।) যেমন মরু-মরীচিকায় নদীতরঙ্গ অসত্য হইলেও সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ এই ইন্দ্রজালময় জগৎ অসত্য হইলেও মনের প্রভাবে সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। সেই কারণে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই জগতের অবিদ্যা, সংসৃতি, বন্ধ, মায়া, মোহ, মহৎ, তম, এই সাতটী নাম প্রদান

করিয়া থাকেন। ১৬—২০। হে চন্দ্রানন! আমি প্রথমে তোমার নিকট বন্ধের স্বরূপ কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর পরে মোক্ষের স্বরূপ বর্ণন করিব। বৎস! দর্শনকর্ত্তার প্রতিবিম্বচৈতন্যের দৃশ্যপদার্থের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই বন্ধন। উক্ত দ্রষ্টাই দৃশ্য দ্বারা বদ্ধ এবং দৃশ্যের অভাবে মুক্ত। "তুমি, আমি" ইত্যাদিবিধ মিথ্যাভেদকল্পিত জগৎই দৃশ্য নামে অভিহিত হয়। যাবৎ ঐরূপ জগৎ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ মুক্তিলাভ হয় না। অনর্থক প্রলাপ বাক্যের ন্যায় 'ই নাই, ঐ সকল অলীক" ইত্যাদিবিধ বাক্য উচ্চারণ করিলে দৃশ্য বোধরূপ ব্যাধির শান্তি হয় না, অধিকন্তু তাহা বৃদ্ধিই পায়, কেননা, —ঐসকল মৌখিক বাক্য,মানসিক বিক্ষেপের জনকই হইয়া থাকে। বিচারকগণ বলিয়াছেন, তর্কের আতিশয্যে তীর্থসেবার ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে এই সত্যবৎ প্রতীয়মান দৃশ্য জগৎকে তুচ্ছ করা যায় না। কিন্তু যিনি মনকে আত্মবিচারে নিযুক্ত করেন, তিনি জগৎকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান *। এই দৃশ্য জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকে ত কদাচ ইহার অবসান হইতে পারে না। কারণ, জগতের সত্তা ও সতের অভাব সর্ব্বথা অসম্ভব। অপরিচ্ছেদ্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা—যাবৎ দৃশ্যনিবৃত্তি না হয়, তাবৎ—যথায় যথায় অবস্থান করিবেন, তথায় তথায় এমনকি পরমাণুগর্ভেও তাঁহার দৃশ্য দর্শন হইবে। আমি সেই কারণেই সুরাপানে তৃপ্তি আছে এই ধারণার পরিত্যাগ করার ন্যায় 'দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব আছে' এইরূপ ভ্রম, তপস্যা ধ্যান ও জপের অভ্যাসে চিত্তশুদ্ধি সাধনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে কোথাও তাহার কলঙ্কলেপ দেখা যায় না। হে রাম! যাবৎ জগতের দর্শন ঘটিবে, তাবৎ পরমাণু মধ্যে থাকিলেও চিৎস্বরূপ দর্পণে জগতের প্রতিবিম্বপাত হইবেই হইবে। যেমন দর্পণ বিস্তৃত বা সঙ্কীর্ণ যে স্থানেই থাকিবে, সেই স্থানেই তাহাতে শৈল সাগর ভূতল সলিল ও নদী প্রতিবিম্বিত হইবে, চিৎস্বরূপ দর্পণেও তদ্রূপ। সেই প্রতিবিম্বপাত বশতই চিৎস্বরূপ আত্মায় পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তনশীল, দুঃখ, জরা, মরণ, জন্ম, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ঘটিয়া থাকে। সমাধিকালেও "আমি দৃশ্য দেখিতেছি না, তাহা মার্জ্জন করিয়া অবস্থিতি করিতেছি" এইরূপ সংস্কার বিদ্যমান থাকে। সেই সংস্কার সংসার-স্মরণের অক্ষয় বীজ (সেই বীজ পুনঃপুনঃ সংস্কারাঙ্কুর প্রসব করে। অতএব সবিকল্পক সমাধি দৃশ্য মার্জ্জনের হেতু নহে)। তবে নির্ব্বিকল্পক সমাধি হইলে চৈতন্যরূপত্ব এমন কি নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু দৃশ্যসত্ত্বে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইবে কিরূপে? যেমন সুষুপ্তির অবসানে সমুদায় পূর্ব্বতন জ্ঞানের উদয় হয়, তদ্রূপ সমাধি হইতে উত্থিত হইলেও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত-দুঃখ-পরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। রাম! পুনর্ব্বার যখন অনর্থভোগে নিপতিত হইতে হয়, তখন এরূপ ক্ষণিক সমতা-সুখে ফল কি? ৩১—৩৫। যদি মনে কর, কস্মিন্ কালেও নির্ব্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ না হইলে অনন্ত সুষুপ্তিসম অমল ব্রহ্মপদ লাভ হইতে পারে, ত তাহার উত্তর এই যে, মনোনামক মূল দৃশ্য যখন আছে, তখন যত্নবান্ যোগীরাও সম্পূর্ণরূপ দৃশ্য মার্জ্জন করিবেন কিরূপে? তাদৃশ চিত্ত যে যে বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে, সেই সেই বিষয়েই জগদ্ভ্রম হইবে, দ্রষ্টা যদি আপনাকে বলপূর্ব্বক পাষাণ-ভাবনায় পাষাণপরিণামে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করেন তাহা হইলে, সে পরিণামের অবসানে পুনর্ব্বার তাহার দৃশ্য দর্শন হইবেই হইবে এবং এ পর্য্যন্ত কোনও যোগীর নির্ব্বিকল্প সমাধি পাষাণতুল্য হইয়া অনন্তকাল স্থিতিপ্রাপ্ত হয় না, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। পাষাণ-পরিণামী নির্ব্বিকল্প সমাধি অনন্তকাল স্থির থাকিলেও তাহা (জড়পরিণতি) অনাদি অনন্ত শান্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান স্বরূপ মুক্তিপ্রদ হইতে পারে না। ৩৬—৪০। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে দৃশ্য যদি সত্য হইত, তবে কখনই তাহার অবসান হইত না। তপ, জপ ও ধ্যান করিলে দৃশ্যের পরিহার সাধিত হয়, ইহাও অনভিজ্ঞের কল্পনামাত্র। (তবে তপস্যাদি চিত্ত-শুদ্ধির হেতু বটে)। যেমন পদ্মমধ্যে ভবিষ্যৎ কমললতিকার সূক্ষ্ম অবস্থা—পদ্মবীজ লুক্কায়িত থাকে, তেমনি, দ্রষ্টাতে দৃশ্য-সূক্ষ্ম অবস্থা—দৃশ্যবুদ্ধি লীন অর্থাৎ সংস্কাররূপে নিহিত থাকে। পদার্থ-বিশেষে রস, তিলে তৈল ও কুসুমে সুগন্ধের ন্যায় দর্শনকর্ত্তাতে দৃশ্য বিদ্যমান থাকে। যেমন কর্পূরাদি পদার্থ যে স্থানেই থাকুক না কেন, সেই স্থানেই গন্ধ উদ্ভব করে, সেইরূপ জীবভাবাপন্ন চিদাত্মা যেখানে থাকুন, তদীয় উদরে দৃশ্য জগতের উদ্ভব হইবেই। যেমন তুমি স্বীয় অনুভববলেই হৃদয়ে স্বপ্নসঙ্কল্প এবং মানস রাজ্যাদি বুঝিতে পার, তদ্রূপ দৃশ্যপদার্থও হৃদয়ে আছে ইহাও বুঝিতে পারিবে। যেমন স্বচিত্তের কল্পনাপ্রভব পিশাচ বালকগণকে বিনাশ করে, তেমনি, এই দৃশ্যরূপিণী পিশাচী দ্রষ্টাকেই হনন করিয়া থাকে। যেরূপ বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর উপযুক্ত দেশ কাল প্রাপ্ত হইলে বৃহৎ বৃক্ষ হয়, সেইরূপ, অন্তঃস্থ চিৎসংযুক্ত চিত্তে সংস্কাররূপে অবস্থিত দৃশ্যজ্ঞানও দেশ কাল ও অবস্থাদিক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন বীজাদির অন্তরে বৃক্ষশক্তি সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কখন সে শক্তি বিলুপ্ত, কখন বা পরিত্যক্ত বোধ হয়, সেইরূপ চিন্মাত্রশরীর জীবের অন্তরেও তদীয় স্বভাবরূপ জগৎ সর্ব্বদা অবস্থিত রহিয়াছে। সময়ভেদে মাত্র লুপ্ত বা ত্যক্ত বোধ হয়। ৪৩—৪৮।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! শ্রুতি-সুখকর আকাশজ (হিরণ্যগর্ভ) বিপ্রের উপাখ্যান শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে উৎপত্তি-প্রকরণ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে। ধ্যানপরায়ণ, সতত পরহিত-তৎপর, পরম ধার্ম্মিক আকাশজ নামে এক বিপ্র বাস করেন। তাঁহাকে চিরজীবী দেখিয়া মৃত্যু চিন্তা করিলেন, "আমি অবিনাশী এবং ক্রমশঃ সকল প্রাণীকেই ভক্ষণ করি, কিন্তু এই আকাশজ বিপ্রকে কি নিমিত্ত ভক্ষণ করিতে পারি না? খড়্গধারা যেমন পাষাণকর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হয়, সেইরূপ এই ব্রাহ্মণে আমার শক্তি পরাহত হয়। এই ভাবিয়া মৃত্যু সেই ব্রাহ্মণকে হনন করিতে (পুনরপি) তদ্‌গৃহে গমন করিলেন। কোন উদ্‌যোগশীলপুরুষ স্বকর্ম্মে উদ্যমত্যাগ করে না। ১—৫। অনন্তর মৃত্যু যখন তদ্‌গৃহে প্রবেশ করেন, তখন কল্পান্তবহ্নিসদৃশ অনল ইঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। (তথাপি) মৃত্যু অগ্নিশিখা বলয়ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কর

* বিচারং কারয়তি ইতি ক্বিপ বিচারকাঃ। ষষ্ঠী চানাদরে। টীকাকারস্তু বিচারকা ইতি সম্বোধনে, কর্ত্তৃপদক্ষোহমিত্যাত্তিষ্ঠেপ্রতি।

দ্বারা যত্নসহকারে ধরিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মৃত্যু বলবান্ হইয়াও সঙ্কল্পকল্পিত পুরুষকে যেমন ধরা যায় না, সেইরূপ ঐ ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখিলেও হস্তগত দ্বারা ধরিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মৃত্যু, সংশয়চ্ছেদকর্ত্তা যমকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো! আমি আকাশজ বিপ্রকে কি নিমিত্ত ভোজন করিতে সমর্থ হইতেছি না?" যম কহিলেন, "মৃত্যো। তুমি একাকী বল দ্বারা উহাকে মারিতে পারিবে না। বধ্য ব্যক্তির কর্ম্মই (প্রাক্‌সঞ্চিত কর্ম্ম) বধের হেতু, সেই কর্ম্ম উহাঁর নাই, বলিয়াই উহাঁকে তুমি বধ করিতে পারিতেছ না, অন্য কোন কারণে নহে। ৬—১০। অতএব তুমি যত্ন পূর্ব্বক বিনাশনীয় এই বিপ্রের কর্ম্ম সকল অন্বেষণ করিয়া আইস, তাহার সাহায্যেই ইহাকে উদরসাৎ করিতে পারিবে। অনন্তর মৃত্যু তাহার কর্ম্মান্বেষণে তৎপর হইয়া চতুর্দ্দিক্‌ নদী, সরোবর, বন-জঙ্গল, পর্ব্বত, দেশদেশান্তর-সাগরতীর, দ্বীপান্তর, গ্রাম, নিখিল রাষ্ট্র ও নগরসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই মৃত্যু এইরূপ যত্নপরায়ণ হইয়া ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু বন্ধ্যাপুত্র যেমন পাওয়া যায় না, একের সঙ্কল্পিত পর্ব্বত যেমন অন্যে পায় না, সেইরূপ কোন স্থানেই সেই আকাশজ বিপ্রের কর্ম্মের অনুসন্ধান পাইলেন না। ১১—১৫। অনন্তর সর্ব্বার্থকোবিদ যমের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অনুজীবিগণের কোন কর্ত্তব্য কার্য্যে সংশয় উপস্থিত হইলে প্রভুরাই তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। মৃত্যু কহিলেন, প্রভো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম কোথায় আছে বলুন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ কতক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মৃত্যো।" আকাশজ বিপ্রের কোন কর্ম্মই নাই, এই আকাশজ বিপ্র কেবল আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। যে পদার্থ আকাশ হইতে উৎপন্ন, তাহা নির্ম্মল আকাশই হইবে অভিমান বিষয়-বাসনাদি মরণের সহকারী কারণ, ঐহিক কর্ম্ম ইহার নাই। বন্ধ্যাপুত্র ও অনুৎপন্ন পদার্থের সম্বন্ধের ন্যায় প্রাক্তন কর্ম্মের সহিত ইহাঁর সম্বন্ধও একেবারেই অলীক। ১৬—২০। যখন আকাশ ভিন্ন অন্য কোন কারণই নাই, তখন তিনি আকাশই। আকাশে মহাবৃক্ষের ন্যায়, ইহাঁতেও প্রাক্তন কর্ম্ম নাই। পূর্ব্বকর্ম্ম না থাকায়, ইহাঁর চিত্ত অবনীভূত নহে এবং এই ব্রাহ্মণ অদ্য ভোগ্য কোন কর্ম্মই সঞ্চয় করেন নাই, সুতরাং এই আকাশজ বিপ্র অকাশকোষাত্মা বিশদাকাশরূপ স্বকারণেই (ব্রহ্মে) অবস্থিত এবং নিত্য, অন্য কোন কারণই (আকাশ ব্যতীত) ইহাঁর নাই। ইহাঁর কোন প্রাক্তন কর্ম্ম নাই এবং অদ্যতন কর্ম্মও ইনি কিছুই করেন না। ইনি কেবল বিজ্ঞান ও আকাশ স্বরূপ। তবে যে আমরা ইহাঁর প্রাণ ও দেহাদির ক্রিয়া লক্ষিত করি, তাহা কেবল স্বীয় অবিদ্যা-ভ্রম মাত্র। বাস্তবিক ইহাঁর তাহাতে কর্ম্মবুদ্ধি নাই। ২১—২৫। যেমন স্তম্ভোৎকীর্ণ কাষ্ঠপুত্তলিকা স্তম্ভ হইতে অভিন্ন হইলেও উহা হইতে বিভিন্ন-আকার দেখায়, সেইরূপ চিন্ময় ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত চিন্ময়ী প্রপঞ্চ-রচনাও স্বীয় আকার চিৎ হইতে বিভিন্ন দেখাইয়া থাকে। ফলত ঐ ব্রাহ্মণ আকাশাত্মা হইয়া অবস্থিত। যেমন জলে দ্রবত্ব, আকাশে শূন্যত্ব এবং বায়ুতে স্পন্দ অবস্থিত, সেইরূপ এই আকাশজ বিপ্র পরম পদে অবস্থিত (অর্থাৎ তাঁহা হইতে অভিন্ন)। ইহাঁর ইদানীন্তন কর্ম্মও সঞ্চিত নাই এবং পূর্ব্বকর্ম্মও নাই, সেই কারণে সংসারের বশতাপন্নও হন না। সহকারী কারণের অভাবে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা স্বকারণ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। ইহার অন্য কোন কারণ নাই, সেই জন্য ইহাঁকে স্বয়ম্ভূ (আপনিই উৎপন্ন) বলা হয়। ২৬—৩০। ইহার পূর্ব্বেও অদ্যাপিও যখন কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তখন উহাঁকে কিরূপে আক্রমণ করিবে? সত্যসঙ্কল্প যে জীব 'আমি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতেরই কার্য্য' এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়সম্পন্ন হইবেন, তখন তিনি পার্থিব বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং এই হিরণ্যগর্ভ ও বুদ্ধিতে মৃত্যুকল্পনা করিবেন। তৎকালেই হিরণ্যগর্ভের ব্যষ্টিভূত জীবকে ঝটিতি আক্রমণ করিতেও পারা যায়। পৃথিবী প্রভৃতির সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকাতেই ইহাঁর কোন আকার নাই। আকাশকে যেমন দৃঢ়-রজ্জু-দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সেইরূপ নিরাকার ঐ বিপ্রকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। মৃত্যু কহিলেন ভগবন্! আকাশ শূন্য, তাহা হইতে কিরূপে উনি উৎপন্ন হইলেন? পৃথিবী প্রভৃতির কখন সত্তা ও কখন অসত্তা হয় কেন? আমাকে বলুন। যম কহিলেন, ঐ আকাশজ বিপ্র কখনই উৎপন্ন হন নাই, চির দিন বিদ্যমান আছেন। উনি কেবলমাত্র বিজ্ঞান প্রভা ও নিরাকার রূপে অবস্থিত। ৩১—৩৫। মহাপ্রলয়কালে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কেবল একমাত্র শান্ত শূন্য নিত্য প্রকাশমান সূক্ষ্ম নিরুপাধি অনন্ত অজর পরব্রহ্মই থাকেন (সেই ব্রহ্মই ইহাঁর স্বরূপ)। তাহার পর সৃষ্টিপ্রারম্ভে বাসনা ও অদৃষ্টসঞ্চিত জীবের অবিদ্যানিবন্ধন, জ্ঞানমাত্র-স্বভাব ঐ ব্রহ্মের অতিসন্নিধানেই পর্ব্বত-প্রমাণ 'আমি দেহ' ইত্যাকার তেজোময় বিরাট্‌শরীর ঈষৎ স্ফুরিত হয়, তখন সেই অবিদ্যাকারণে ঐ মিথ্যাভূত আকার কাকতালীয়-বৎ সহসা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। (ব্রহ্ম আকাশবৎ, হিরণ্যগর্ভের উপাধি—অজ্ঞান জলাশয়তুল্য, ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব সেই উপাধিতে নিপতিত হইয়া জলাশয়ের ধর্ম্ম বিক্ষোভাদির আশ্রয় হন, সেই উপাধিই তেজোময় বিরাট্‌ শরীর নামে কথিত। জলাশয়ের ব্যষ্টি যেমন জলের কিয়দংশ, তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভের ব্যষ্টি প্রত্যেক স্বাপ্নজীব।) সেই হিরণ্যগর্ভই এই আকাশজ ব্রাহ্মণ। ইনি সৃষ্টি-প্রারম্ভেও আকাশোদরে নির্ব্বিকল্প আকাশরূপ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। ইহাঁর দেহ, কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব, বা বাসনা কিছুই নাই। ইনি বিশুদ্ধ চিদাকাশ বিজ্ঞানঘনরূপে স্ফুরিত আছেন। ইহাঁর প্রাক্তন বাসনা-জাল কিছুই নাই। যেমন তেজের দীপ্তিই রূপ, সেইরূপ আকাশ-রূপী ঐ ব্রহ্মার আকাশ ব্যতীত আর কোন রূপই নাই। বেদনা অর্থাৎ বহির্ম্মুখচিৎপ্রবৃত্তি পর্য্যন্ত শান্ত হইয়া গেলে উহাঁর ঐ প্রাতিভাসিক শরীরও থাকে না। চিদাকাশের স্বরূপ পরিচয় বেদনা-শান্তির হেতু। অতএব ইহাঁতে পৃথিবী প্রভৃতির সম্বন্ধ নাই। হে মৃত্যো! অতএব ইহাঁর আক্রমণে যত্নবান্ হইও না। আকাশকে কেহ কখন গ্রহণ করিতে পারে না। মৃত্যু ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া স্বমন্দিরে গমন করিল। ৩৬—৪৪। রাম কহিলেন,—ভগবন্! আমি বোধ করি, আপনি সেই স্বয়ম্ভূ অজ একাত্মা বিজ্ঞানময় (জীবসমষ্টি স্বরূপ) মদীয় প্রপিতামহ ব্রহ্মার কথাই বলিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাহাই বটে, আমি তোমাকে ঐ ব্রহ্মার কথাই বলিলাম, পূর্ব্বে মৃত্যু ইহাঁর নিমিত্তই যমের সহিত বিতর্ক করেন। মন্বন্তরকালে সর্ব্বভক্ষক মৃত্যু যখন প্রজাসমূহ ভক্ষণ করায় বলবান্ হইয়া ঐ ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করেন, তখন ধর্ম্মরাজ যম তাহাকে ঐরূপ উপদেশ দেন। যে যাহা নিত্য করে, তাহাতেই তাহার (অভ্যাস বশতঃ) প্রবৃত্তি হয়।

(মৃত্যুও অভ্যাসবশতঃ ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন) এই ব্রহ্মা আকাশশরীর, ইঁহাকে আক্রমণ করিবে কি রূপে? ঐ ব্রহ্মা মনোমাত্র—পৃথ্ব্যাদি-আকার-বিহীন সঙ্কল্পমাত্র। যিনি চিদাকাশ রূপেই আকারের অনুকরণ করেন, তিনি চিদাকাশই, তাঁহার কোন কারণ (উৎপাদক) নাই এবং তিনিও কাহারও কার্য্য (উৎপাদ্য) নহেন। ৪৪—৫০। যেমন এই আকাশ পার্থিব না হইলেও ইন্দ্রনীলময় মহা কটাহবৎ প্রকাশ পায়, মনোমধ্যে সঙ্কল্পিত পুরুষের আকার যেমন লক্ষিত হয়, তেমনি ইনি পৃথ্ব্যাদি-রহিত হইলেও আপনি প্রকাশমান হন, সেইজন্ত ইঁহাকে স্বয়ম্ভূ বলা যায়। পৃথিব্যাদি না থাকিলে নির্ম্মল আকাশে মুক্তাবলী ভ্রম এবং সঙ্কল্প ও স্বপ্নসময়ে নগরভ্রমের স্থায় (পার্থিব না হইলেও), ঐ স্বয়ম্ভূ শরীরের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইনি কেবল পরমাত্মা, সেই জন্য ইঁহাতে দ্রষ্টৃত্ব বা দৃশ্যত্ব কিছুই নাই। কেবল চিন্মাত্র স্বভাবতাই লক্ষিত হয়, তথাপি ইনি স্বয়ম্ভূ হইয়া প্রকাশমান হন। সঙ্কল্পই মনের রূপ, সেই মনকেই অর্থাৎ মনোভাবাপন্ন চৈতন্যকেই ব্রহ্মা বলা হয়, এই পুরুষ সঙ্কল্পাকাশরূপী, ইঁহাতে পৃথ্ব্যাদি নাই। যেমন চিত্রকরের অন্তঃকরণে (পুত্তলিকা-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে), দেহহীন পুত্তলিকা উদিত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মা চিদাকাশের স্বচ্ছ প্রতিবিম্বগ্রাহক মনঃস্বরূপ হইয়া চিদাকাশে প্রকাশমান হন। আদি-মধ্যবিহীন অনন্ত কেবল চিদাকাশই ঐ ব্রহ্মা, ইনি স্বয়ম্ভূ হইয়াও নিজচিত্ত দ্বারা আকার-বান্ পুরুষের ন্যায় প্রকাশিত হন। বাস্তবিক ইঁহার শরীর বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় মিথ্যা। ৫১—৫৪।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

রাম কহিলেন,—ভগবন্! আপনি মনকে শুদ্ধ ও পৃথিব্যাদি-রহিত কহিলেন, পৃথ্ব্যাদিরহিত ঐ মনই ব্রহ্মা কহিলেন ইহা সত্য বটে, কিন্তু ব্রহ্মন্! যেমন আপনার আমার ও অন্যান্য প্রাণিবর্গের শরীরের প্রতি প্রাক্তনী স্মৃতি কারণ হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মশরীরের প্রতি প্রাক্তনী স্মৃতি (সংস্কার) কারণ হয় না কেন? তাহা আমাকে বলুন। (পূর্ব্বে বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে মনোরূপ বলিয়াছেন, বাসনাজালকেই মন বলা হয়, তবে এই ব্রহ্মার প্রাক্তন বাসনাজাল কিছুই নাই, ইহা বলা সঙ্গত হয় কিরূপে? এই সন্দেহে রাম ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন)। বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন,—যাহার পূর্ব্বকর্ম্ম সমন্বিত পূর্ব্ব অর্থাৎ লিঙ্গদেহ বিদ্যমান আছে, তাহারই প্রাক্তনী স্মৃতি শরীরের কারণ হয়। ব্রহ্মার যখন কোনপ্রকারই প্রাক্তন কর্ম্ম নাই, তখন কিরূপে তাঁহার প্রাক্তনী স্মৃতি শরীরের কারণ হইবে? অতএব উঁহার শরীর স্বতই উৎপন্ন অথবা চিৎস্বরূপ যে মন, তাহাই সেই শরীরের কারণ। এই চিৎ হইতে তিনি পৃথক্ নহেন, অতএব তাঁহাকে স্বতই উৎপন্ন বলা যায়, এই জন্য তাঁহার নাম স্বয়ম্ভু। ১—৫। হে রাম! এই স্বয়ম্ভূর আতিবাহিক দেহই আছে। ইনি যখন জন্মবিবর্জ্জিত, তখন ইঁহার আধিভৌতিক দেহ উৎপন্ন হয় না। (বাসনা প্রভৃতির অভাব—হিরণ্যগর্ভের স্বরূপাবস্থা বা ব্রহ্মভাব লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে। যাদৃশ ফলোন্মুখী বাসনা-বলে মৃত্যুর অধিকার যোগ্য শরীর সম্বন্ধ হয়, তাদৃশ বাসনা হিরণ্য-গর্ভের নাই, তাদৃশ শরীর-সম্বন্ধও নাই।) রাম পুনরপি প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! সকল প্রাণীরই আতিবাহিক ও আধিভৌতিক এই দ্বিবিধ দেহ আছে, ব্রহ্মার এক দেহ কেন? (আমাকে বলুন) বশিষ্ঠ কহিলেন,—অন্য সকল প্রাণীর চক্ষুরাদি ব্যবহারিক প্রমাণ দ্বারা জ্ঞেয় পঞ্চীকৃত-ভূতসমষ্টিরূপ কারণ আছে বলিয়া দুই শরীর আছে। কিন্তু অজ ব্রহ্মার প্রোক্ত কারণ না থাকায় একই আতি-বাহিক দেহ আধিভৌতিক দেহ নাই। এই অজ ব্রহ্মা সকল ভূতের পরম কারণ, কিন্তু ইনি জন্মবিবর্জ্জিত বলিয়া ইঁহার কোন কারণ নাই, সেই কারণে ইঁহার এক দেহ। এই প্রথম প্রজাপতির আধিভৌতিক দেহ নাই, ইনি কেবল আতিবাহিক দেহধারী ও চিদাকাশস্বরূপে প্রকাশমান। ৬—১০। ঐ ব্রহ্মা চিত্ত (সঙ্কল্প)-মাত্র-শরীর, পৃথিবী প্রভৃতির ক্রম সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই। ঐ আদ্য প্রজাপতি আকাশ-শরীর হইয়া প্রজাসমূহের সৃষ্টি করেন। সেই সমুদয় প্রজাও চিদাকাশস্বরূপ, কারণান্তর সহকার ব্যতীত যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহা তাহাই (কারণই), ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। পরমবোধ স্বরূপ নির্ব্বাণ পুরুষ ভ্রান্তিবশত চিত্ত-মাত্র হইলেও তিনি বাস্তবিক চিদাকাশ, ভৌতিক-পুরুষাদিভাব-প্রাপ্তি তাঁহার হয় না। ঐ চিত্তদেহ সংসারব্যবহারী সমুদয় জীবের প্রথম প্রস্পন্দ ও তাহা হইতে প্রথম অহম্ভাবের উদয় হয়। যেমন বায়ু হইতে স্পন্দ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঐ প্রথম প্রতিস্পন্দ (ব্রহ্ম) হইতে অবিভিন্ন অর্থাৎ তৎস্বরূপ প্রজাসমূহের বিস্তার হয়। ১১—১৫। এই জীবসমূহ পরমার্থ চিন্মাত্রাকার ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় চিন্মাত্র স্বরূপ হইলেও এই প্রত্যক্ষ অচিন্ময় আকারে অর্থাৎ জড়াকারে প্রকাশমান হইতেছে এবং ইহাই সত্য বলিয়া জীবের অনুভব হইতেছে। অসদ্বস্তুও যে সত্যবৎ কার্য্যকর হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নদৃষ্ট-স্ত্রী-সুরত। ঐ স্বপ্নসঙ্গম অলীক হইলেও যেমন সত্যের ন্যায় কার্য্যকারী (ধাতু-ক্ষয়াদি) হওয়ায় সত্য বলিয়া প্রকাশমান হয়। সমস্ত ভূতের ঈশ্বর আকাশাকৃতি আত্মভূ পৃথ্ব্যাদি-বিহীন ও দেহবিবর্জ্জিত হইলেও দেহবান্ পুরুষের ন্যায় প্রকাশিত হন। ঐ ব্রহ্মা সংবিৎ ও সঙ্কল্পরূপতা এবং স্বীয় স্বভাবের (রূপের) স্বায়ত্ততা নিবন্ধন কখন সমুদিত হন না, কখন বা সমুদিত হন। এইরূপ পৃথ্ব্যাদি-বিবর্জ্জিত চিত্তমাত্র-শরীর সঙ্কল্প-পুরুষ ব্রহ্মাই কেবল ত্রিজগৎস্থিতির কারণ। ১৬—২০। প্রাণিগণের কর্ম্মের অনুসারে এই স্বয়ম্ভূর সঙ্কল্প যেরূপ আকারে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি তোমার সঙ্কল্প-প্রতিভাত পর্ব্বতের ন্যায় সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হন। সংসারী প্রাণীগণ, সুদৃঢ় অন্তর্বিস্মৃতি দ্বারা আতিবাহিক দেহ অর্থাৎ নিরাকারতা ভুলিয়া গিয়া আধিভৌতিক দেহ জ্ঞানে, পিশাচের ন্যায়, প্রতিভাত হইতে থাকে। কিন্তু এই বিরিঞ্চির রূপ মায়াশবলিত ব্রহ্মের সাহায্যে উৎপন্ন এবং সমুদয় স্থূলপ্রপঞ্চ অপেক্ষায় মূলকারণ সূক্ষ্মভূতাত্মক ও সেই সূক্ষ্মভূত-সঙ্কল্পেই প্রত্যক্ষ আবির্ভূত, অতএব উঁহাতে তমো-গুণের আচ্ছাদন নাই এবং শুদ্ধ সংবিৎস্বরূপ; এইকারণে তাঁহার আতিবাহিক ভাবের বিস্মৃতি হয় না। প্রথমে আধিভৌতিক দেহ-জাত উৎপন্ন হয় না, এই নিমিত্ত এই বিরিঞ্চির মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা-জড়তা ও ভ্রান্তি-রূপ-পিশাচিকা (আধিভৌতিক ভ্রম) উৎপন্ন হয় না। যখন ব্রহ্মা একমাত্র মনঃস্বরূপ, পৃথ্ব্যাদি স্বরূপ নহেন, তখন এই সমুদয় বিশ্ব মনঃস্বরূপই জানিবে অর্থাৎ ইহাতেও বাস্তবিক আধিভৌতিক ভাব নাই; কারণ,—যে বস্তু, যে বস্তু হইতে

উৎপন্ন, তাহা তাহাই, দৃষ্টান্ত—সুবর্ণ কুণ্ডল। ২১—২৫। জন্মবিবর্জ্জিত ব্রহ্মার কোন সহকারী কারণ নাই। সেই কারণে সেই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন এই জগতেরও কোন সহকারী কারণ নাই। কারণ হইতে কার্য্যের বৈচিত্র্য কিছুমাত্র নাই; যাদৃশ বিশুদ্ধ কারণ, কার্য্যও তাদৃশ হইবে, ইহা স্থির। কার্য্য ও কারণের যখন বাস্তবিক কোন পার্থক্যই উপপন্ন হয় না, তখন পরব্রহ্মও যাদৃশ, এই জগত্রয়ও তাদৃশ (তাহার কোন সন্দেহ নাই)। যখন ব্রহ্ম মনোভাবাপন্ন হইয়া এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন জলের দ্রবত্ব গুণ যেমন জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ এই জগৎ বিশুদ্ধ (অর্থাৎ অবিদ্যা-সম্পর্কবিহীন) আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। মনই সঙ্কল্প-নগরের ন্যায় ও গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় মিথ্যাভূত এই বিশাল প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়াছে। ২৬—৩০। রজ্জুতে সর্পত্বের ন্যায় বাস্তবিক আধিভৌতিকতা তাহাতে নাই। ব্রহ্মপ্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞগণ প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের ত আধিভৌতিকতা থাকিবার সম্ভাবনাই নাই। যখন প্রবুদ্ধমতির আতিবাহিক দেহই নাই, তখন তাহাদিগের আধি-ভৌতিক দেহের কথাই হইতে পারে না। এই জগৎ বিরিঞ্চি-আকারধারী মনোনামক মনুষ্যের মনোরাজ্য হইলেও মূঢ় লোক-দিগের নিকট তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। মনই বিরিঞ্চির শরীর, তাহাও সঙ্কল্পাত্মক, সেই সঙ্কল্পাত্মক মনোরূপী ব্রহ্মাই স্বশরীর (সঙ্কল্প) বিস্তার করিয়া এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। বিরিঞ্চি মনের রূপ, বিরিঞ্চির শরীর মন, পৃথ্ব্যাদি ইহাতে নাই, কিন্তু মন দ্বারাই ইহাতে পৃথ্ব্যাদি কল্পিত হয়। পদ্মবীজে কমললতিকার অবস্থিতির ন্যায় মনোমধ্যে দৃশ্যবর্গ অবস্থিত। মন ও দৃশ্যকে কখন কেহই ভিন্ন বলিতে পারে না, (মনের সত্তাতেই ঐ দৃশ্য দর্শন হইয়া থাকে, মনের উচ্ছেদ হইলে দৃশ্য দর্শনেরও উচ্ছেদ হইয়া থাকে।) ৩১—৩৬। যেমন তোমার মনোমধ্যে স্বপ্ন, সঙ্কল্পও মনোগঠিত রাজ্য অনুভূত হয়, দৃশ্যও সেইরূপ হৃদয়েই বিজ্ঞেয়। অতএব বালকের চিত্তকল্পনা-সম্ভূত পিশাচ যেমন বালককে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃতপ্রায় করে, (অর্থাৎ ফলতঃ ঐ পিশাচ অলীক, সেইরূপ দ্রষ্টারই অন্তর কল্পিত দৃশ্য দ্রষ্টাকে বিভীষিকা দেখায় ফলতঃ ইহাও ঐরূপ অলীক)। যেমন বীজের অন্তরস্থ অঙ্কুর উপযুক্ত দেশে ও কালে বৃহদাকার ধারণ করে; সেইরূপ এই দৃশ্য (মন) দেশ-কাল প্রাপ্ত হইয়া স্থূলরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। দৃশ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কদাচ দৃশ্যে দুঃখের শান্তি হয় না, দৃশ্যের উপশম না হইলে বোদ্ধা কৈবল্য লাভ করিতে পারেন না। দৃশ্য অসম্ভব হইলে বোদ্ধাতে বোদ্ধৃভাব শান্ত হয়, সেই বোধ্য-বোদ্ধৃভাব শান্তিনিবন্ধন কেবলত্বকেই পণ্ডিতগণ মোক্ষ কহেন। ৩৭—৪০।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥
দ্বিতীয় দিবস সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—হে বৎস! মহামুনি বশিষ্ঠ শ্রীরামকে এই প্রকার সারবান্ পরমোৎকৃষ্ট উপদেশ দিতে থাকিলে, তত্রস্থ সমবেত ব্যক্তিগণ শ্রবণ-বাসনায় মৌনী হইয়া একাগ্রচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তত্রত্য কিঙ্কিণী-জালও শব্দরহিত পঞ্জরস্থিত হারীত ও শুকপক্ষী সকল ক্রীড়ায় বিমুখ হইয়া ছিল। স্ত্রীগণেরা স্ব স্ব বিলাস বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তথায় সমবেত সকলেই চিত্রলিখিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। তখন মুহূর্ত্তাবশিষ্ট দিবস সহনীয়াতপ হইলে রবিকিরণের সহিতই লোকের ব্যবহার-সমুদয় অল্পতাব ধারণ করিল এবং প্রফুল্ল-পদ্ম-গন্ধবাহী সুখস্পর্শ সান্ধ্য সমীরণও সেই বাক্য শ্রবণ জন্যই যেন মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল। সূর্য্য যেন বশিষ্ঠোপদেশের সদর্থ অবধারণ করিবার জন্যই দিন রচনা হেতু ভ্রমণ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলের নির্জ্জন-প্রদেশে গমন করিলেন এবং বিজ্ঞান শ্রবণে অন্তঃশীলতা শান্তির ন্যায় তুষারপাতজনিত একাকারতা—বনভূমিকে আশ্রয় করিল। প্রাণিগণ স্ব স্ব কার্য্যত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই বাক্য-শ্রবণার্থে সমবেত হওয়ায়, দশদিক তাহাদের গমনাগমন রহিত ছিল এবং তখন সকল বস্তুর ছায়া দীর্ঘা হওয়ায় যেন বশিষ্ঠ-বাক্য শ্রবণ বাসনাতে স্কন্ধ উন্নমিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। এমন সময় দ্বারপাল আসিয়া সম্মুখে নম্র হইয়া মহারাজকে কহিল, হে দেব! স্নানের ও দেবার্চ্চনার কাল অতীত হইতেছে। ইহা শুনিয়া বশিষ্ঠ স্বীয় মধুর বাক্যের উপসংহার করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্য আপনারা এই পর্য্যন্তই শুনিলেন, প্রভাতে অবশিষ্ট কহিব। ইহাতে রাজা স্বীকার করিয়া কল্যাণ বাসনায় পুষ্প পাদ্য অর্ঘ্য ও দক্ষিণাদি প্রদানে দেবতা ঋষি মুনি ও ব্রাহ্মণদিগকে অতি সমাদরে পূজা করিলেন। ১—১৩। অনন্তর সভাস্থ নৃপতিগণ মুনিগণ ও অন্যান্য সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল মণ্ডলাকৃতি রত্নালঙ্কারে বিরাজিত, স্বর্ণপট্টোপম বক্ষঃস্থল সুন্দরহারে সুশোভিত এবং পরস্পরের অঙ্গসঙ্ঘর্ষণে কেয়ূর ও কঙ্কণভূষণের ধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের শিরঃস্থিত পুষ্পমাল্যের অভ্যন্তরে ভ্রমরনিকর নিদ্রিত ছিল, এক্ষণে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া 'গুন্ গুন্' ধ্বনি করিতে থাকায় বোধ হইল যেন তাঁহাদিগের কেশকলাপ উপদেশ শ্রবণ-জনিত সন্তোষ বাক্য প্রকাশ করিতেছে। তাহাদিগের স্বর্ণাভরণের প্রভায় দিঙ্মণ্ডল সুবর্ণময় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং সমবেত খেচর ও ভূচরগণ বশিষ্ঠ-বাক্যের সম্যক্ অর্থবোধে ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ও নিজ নিজ ভবনে দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এমন সময় শ্যামবর্ণা রজনী জনসজ্ঞা-নির্ম্মুক্ত-যুবতী কামিনীর মত নয়নগোচরা হইল। দিবাকর দেশান্তর প্রকা-শিত করিবার জন্য গমন করিলেন, সর্ব্বত্র সমান ভাবে আলোকদান করাই সৎপুরুষের ব্রত। ক্রমে স্ফুটিত-কিংশুককাননা বসন্তশোভার ন্যায় নক্ষত্রনিচয়শালিনী সন্ধ্যা দেবী উদিতা হইলেন। সাধুর চিত্তে বিশুদ্ধ-ব্যবহারের মত পক্ষিগণ চূত কদম্ব ও নীপ বৃক্ষের অগ্রভাগে গ্রামের চৈত্যে ও গৃহাভ্যন্তরে স্ব স্ব নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন পশ্চিমাচল, কুঙ্কুমকান্তি-সদৃশ অস্তোন্মুখ দিবা-করের কিরণজালে সুরঞ্জিত মেঘখণ্ড সমুদয় ধারণ করায় বোধ হইতে লাগিল যেন ঐ পর্ব্বতরাজ মেঘরূপ পীত-বসন ও নক্ষত্র-মালারূপ হার ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুর ন্যায় অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইয়া-ছেন। ক্রমে সন্ধ্যাদেবী পূজা গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, দেহধারী বেতালের ন্যায় ভীষণ-অন্ধকার সকল সমাগত হইল এবং হিমকণাবাহী কুমুদগন্ধী সুশীতল বায়ু পল্লবনিচয়কে মৃদু কম্পিত করিয়া বহিতে লাগিল। তখন পর্য্যন্ত নক্ষত্রনিচয় সম্যক্ প্রকাশিত

না হওয়ায় দিক্ সকল দীর্ঘ-কৃষ্ণ-কেশ-শালিনী শোকান্ধা বিধবা কামিনীর মত, অন্ধতাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনন্তর অমৃতময় চন্দ্ররূপী ক্ষীরসাগর জ্যোৎস্নারূপ দুগ্ধপ্রবাহে ত্রিভুবন পূরিত করত আকাশে উপস্থিত হইলেন। ৪—৭। বশিষ্ঠের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে রাজাদিগের চিত্ত হইতে অজ্ঞানের ন্যায় তিমিরনিকর পলায়নপূর্ব্বক কোথায় অদৃশ্য হইল। ঋষি মুনি ব্রাহ্মণ ও নৃপতিরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে যমের ন্যায় ভীমাকৃতি অন্ধকারময়ী রজনী অপসৃতা হইতে থাকিলে হিমশালিনী উষাদেবী নয়নগোচরা হইলেন। প্রভাতপবনের সম্পর্কে—নিপতিত পুষ্পনিকরের ন্যায় আকাশ হইতে প্রদীপ্ত নক্ষত্রনিচয় অন্তর্হিত হইল। মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণে বিবেক-বুদ্ধির ন্যায় প্রভাশালী দিবাকর পুনরায় অন্তরীক্ষে দৃষ্টিগোচর হইলেন। এক্ষণে পূর্ব্বাচলও কুঙ্কুমরাগের ন্যায় উদয়োন্মুখ সূর্য্যের কিরণজালে সুরঞ্জিত মেঘখণ্ড ধারণ করায় বোধ হইতে লাগিল যে, ঐ গিরিবর মেঘরূপ পীতবসন ও নক্ষত্ররাজি-রূপ হার ধারণ করিয়া বিষ্ণুর মত অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে খেচর ও ভূচর প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সমবেত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় সভা গঠিতা হইয়া বায়ুস্পর্শশূন্যা নিস্পন্দা পদ্মিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র কোন একটী প্রস্তাব করিয়া বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মুনিবর বশিষ্ঠকে মধুর বাক্যে কহিলেন,—হে প্রভো। যাহা হইতে এই নিখিল সংসার প্রকাশিত হইয়াছে সেই মনের কি প্রকার রূপ, তাহা আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম। যেমন শূন্যময় জড় আকাশের নাম ভিন্ন আর কিছুই নাই, তদ্রূপ এই শূন্যাত্মক মনের কোন প্রকার রূপ দেখা যায় না; এই মন কি বাহিরে কি অভ্যন্তরে কোন স্থানেই কোনরূপে নাই, অথচ সর্ব্বত্রই আকাশের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ৮—৯। সেই মন হইতে মৃগতৃষ্ণা-জলের ন্যায় এই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং তাহার রূপ নশ্বর সঙ্কল্প-জনিত দ্বিতীয়-চন্দ্র দর্শনের ন্যায় ভ্রমপূর্ণ। পূর্ব্বে নহে, পরেও নহে, মধ্যে যে সৎ অথবা অসৎ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাই মনের আকার, ইহা অবগত হও,—অর্থাৎ যাহা অন্তরে ও বাহিরে বস্তুর আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই মন, এতদ্ব্যতীত মনের অন্য আকার নাই। সঙ্কল্পই মন। যেমন দ্রবত্ব হইতে সলিল ও স্পন্দতা হইতে বায়ু ভিন্ন নহে, সেইরূপ মনও সঙ্কল্প হইতে ভিন্ন নহে, যাহাতে সঙ্কল্প, তাহাতেই মন; সুতরাং সঙ্কল্প ও মন ভিন্ন নহে। মন সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, পদার্থরূপে প্রকাশিত হওয়াই মন এবং উহাকেই অর্থাৎ সেই মনোভাবাপন্ন চৈতন্যই পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়া জানিবে। হে রাম। আতিবাহিক-দেহরূপী ব্রহ্মাই মনোনামে খ্যাত হইয়া আধিভৌতিক বুদ্ধি প্রদান করেন। মনীষিগণ এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চের অবিদ্যা, সংসৃতি, চিত্ত, মন, বন্ধন, মল এবং তমঃ এই প্রকার অনেক নামের উল্লেখ করেন। এই প্রপঞ্চ ব্যতীত মনের অন্যবিধ রূপ নাই এবং এই দৃশ্যও বাস্তবিক উৎপন্ন নহে। যেমন কমলবীজে কমল-বল্লরী (সূক্ষ্মাবস্থায়) অবস্থান করে, সেই মত মহাচিৎ-পরমাণুর মধ্যে এই দৃশ্যজগৎ অবস্থান করে, যেমন জ্যোতিঃপদার্থে আলোক, বায়ুতে চপলতা এবং জলে তরলতা, সেইরূপ দ্রষ্টা পরমাত্মায় দৃশ্যভাবে নিয়ত অবস্থিত এবং যেমন সুবর্ণে বলয়, মরীচিকায় জল এবং স্বপ্নদৃষ্ট অট্টালিকার ভিত্তি দর্শন সকলই অলীক, তদ্রূপ দ্রষ্টায় দৃশ্যবুদ্ধি ভ্রম মাত্র। এই দৃশ্য সকল যে দ্রষ্টায় উক্তপ্রকার অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা তুমি অচিরাৎ বোধগম্য করিতে পারিবে। হে রাম। শীঘ্রই আমি তোমার চিত্ত-দর্পণের উক্ত মালিন্য দূর করিব। ৪০—৫২। তোমার মন দৃশ্য অর্থাৎ বিশ্ব দেখিতেছে, তাহাই ত্বদীয় চিত্তের মালিন্য, তাহা পরিমার্জ্জিত হইলে তখন আর দৃশ্য দর্শন হইবে না এবং তখন তুমি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে। দৃশ্য দর্শনের অভাব হইলে দ্রষ্টা যে অদ্রষ্টা হয়, তাহারই নাম কৈবল্য। ঐ সময় সমস্তই সদ্রূপ আত্মায় অবশেষিত হয়। যেমন বায়ু স্পন্দন-শূন্য হইলে বৃক্ষলতাদি নিষ্কম্প হয়, সেইরূপ আত্মার সহিত একতা হইলে চিত্তস্পন্দন অপগত হইলে চিৎস্থিত রাগদ্বেষাদি ও বাসনানিচয় দূরীভূত হয়। যে প্রকাশে চৈতন্যময়—জ্ঞানে দিক্ ভূমি আকাশ ইত্যাদি প্রকাশ্য জ্ঞেয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, সে প্রকাশ প্রকাশ্যহীন অর্থাৎ দিগাদিহীন হইলে মদুক্ত নির্ম্মল আত্ম-প্রকাশের উদাহরণ হইতে পারে। যখন তুমি, আমি, ত্রিজগৎ সমুদয় দৃশ্য অসৎ বলিয়া বোধগম্য হইবে, তখনই জানিবে দর্শক মলশূন্য ও কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন দর্পণে শৈল প্রভৃতি বহিঃপদার্থের প্রতিবিম্ব না পড়িলে দর্পণ কেবল হয়, তেমনি দ্রষ্টায় 'তুমি আমি জগৎ' এভাব না হইলে বা এ দর্শন না থাকিলে দ্রষ্টারও আত্মকৈবল্য হইয়া থাকে। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো। যাহা সৎ, তাহা নষ্ট হইবার নহে এবং যাহা অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান, তাহারও ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি অসম্ভব। এই অশেষ দোষ সঙ্কুল সৎরূপে প্রতীয়মান দৃশ্য যে অসৎ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হে দেব। সেই কারণেই বলিতেছি, কিরূপে আমার এই ভ্রমকারিণী ও নানা দুঃখদায়িনী দৃশ্য-বিসূচিকার শান্তি হইবে, তাহা বলুন। ৫৩—৫৯। বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাম। এই দৃশ্য-পিশাচের শান্তির জন্য মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহা শুনিলে ঐ সমুদয় দূরীভূত হইবে। হে রাঘব। যাহা আছে, তাহার কদাচ বিনাশ নাই, পর পর অবস্থা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। সেই অদর্শনপ্রাপ্ত দৃশ্যের বীজ (সংস্কার) বুদ্ধিতে (সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিতে ও মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে) অবস্থিত থাকে। সেই বীজ (অর্থাৎ সংস্কারীভূত জগৎ) আবার চিদাকাশে পুনর্ব্বার লোক ও পর্ব্বতাদি সমুদয় দৃশ্য দ্রষ্টৃরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সংসারই হইত, মুক্তি হইত না, যেহেতু অনেক দেবতা ঋষি ও মুনিদিগকে জীবন্মুক্ত দেখা যায়, ইহাতে যদি এই দৃশ্য-জগৎ সত্য সত্যই থাকিত, তাহা হইলে কেহই মুক্ত হইতে পারিতেন না। দৃশ্য বাহিরে থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, পরন্তু তাহা অন্তরে থাকাই নাশের কারণ অর্থাৎ অন্তরে ঐ দৃশ্য দর্শন হইলে মুক্তি হয় না। হে রাম। আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর, যাহা বক্ষ্যমাণ বাক্যে তোমাকে বুঝাইব। এই যে সম্মুখে আকাশ ভূতাদি ও অন্তরে অহংরূপ প্রভৃতি দৃশ্যমান হইতেছে, সেই সমুদয় ব্যবহার-দশায় জগৎ, কিন্তু পরমার্থ দশায় অজর অমর ও অব্যয় ব্রহ্ম, ব্রহ্মব্যতিরেকে জগৎ শব্দের নামান্তর নাই। পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান, আকাশে আকাশের উদয় ও ব্রহ্মেই ব্রহ্ম অবস্থান করিয়া থাকে। বস্তুত দৃশ্য দ্রষ্টা ও দর্শন নাই, ইহা শূন্যও নয় জড়ও নয়, কেবল শান্তিময়। ৬১—৭০। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো। বন্ধ্যাপুত্র

পর্ব্বত পেষণ করিতেছে, শশশৃঙ্গ গান করিতেছে, প্রস্তর সমুদয় ভুজ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, বালুকারাশি হইতে তৈলক্ষরণ হইতেছে, প্রস্তরের পুত্তলিকা (পুতুল) অধ্যয়ন করিতেছে, চিত্রিত মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, যেমন এইরূপ বহুতর বাক্যই আছে, আপনার কথাও তাহারই অন্যতম বলিয়া জানিতেছি; কারণ যদি এই জরামরণাদি-দুঃখসঙ্কুল পর্ব্বতাকাশাদিময় সংসার কিছুই নাই, তবে এ সমুদায় কি দেখিতেছি? হে ব্রহ্মন্! এই বিশ্ব পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কিছু উৎপন্ন হয়ও নাই, উপস্থিতও কিছু নয়, ইহার মর্ম্ম কি, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রামচন্দ্র! আমার বাক্য অসঙ্গত নহে, যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যই ইহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক, তথাপি যে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া ইহা নাই। ইহা কেবল স্বপ্নানুভূত গৃহাদির ন্যায় মনেরই ভাব মাত্র। ঐ মনও বাস্তবিক অনুৎপন্ন ও অশরীরী। যাহা বলিলে এ বিষয় বুঝিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বপ্ন যেরূপ স্বপ্নান্তরকে দর্শন করায়, সেই মত মন স্বয়ং অসৎ হইলেও স্বকীয় ইচ্ছায় অগ্রে স্বদেহ কল্পনা করিয়া তাহারই দ্বারা ইন্দ্রজাল শোভার ন্যায়, এই জগৎ-শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। একমাত্র চলৎ-শক্তিমান্ মনই স্ফুরিত হইতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, যাতায়াত করিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে, নিমগ্ন হইতেছে, সংহার করিতেছে, নীচগামী হইতেছে ও মুক্তিলাভ করিতেছে। সকলই মনের কার্য্য, মন ব্যতীত বিশ্ব নাই (সেই মনই যদি অসৎ, তবে তদ্ভূত বিশ্বও তাহাই)। ৭১—৮০।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে মুনিবর! এই মনও যে মিথ্যা, ইহার কারণ কি এবং এই মায়াময় মন কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? হে বাগ্মিবর! তাহা আমাকে সংক্ষেপে বলুন, পরে অবশিষ্ট বক্তব্য বলিবেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! মহাপ্রলয়-কালে সমুদায় দৃশ্যসৃষ্টির লয় হইলে একমাত্র প্রশান্ত ব্রহ্মই অবস্থান করেন, তাঁহার জন্ম, প্রকাশ বা বিকার নাই, তিনি নিত্য সর্ব্বস্বরূপী, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমাত্মা এবং মহেশ্বর। যাঁহাকে বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না, কেবল মুক্ত পুরুষেরাই যাঁহাকে জ্ঞাত হন, যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম প্রভৃতি নাম সকল স্বাভাবিক নহে, কল্পিত মাত্র; যিনি সাংখ্যমতের পুরুষ ও বেদান্তীদিগের ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীদের সুনির্ম্মল বিজ্ঞান, শূন্যবাদীর শূন্য, সূর্য্যাদি তেজস্বীদেরও প্রকাশক, যিনিই বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও কর্ত্তারূপে প্রকাশ পাইতেছেন এবং যিনি সৎ হইয়াও অসৎ ও দেহমধ্যবর্ত্তী হইয়াও দূরস্থিত; সূর্য্যাদিপ্রভার ন্যায় যিনি চিৎপ্রকাশ, এক সূর্য্য হইতে কিরণ-জালের ন্যায় যাঁহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ প্রকাশ পাইয়াছেন; সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় যাঁহাতে এই নিখিল বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, জল-সমুদায় যেমন সমুদ্রাভিমুখে যায়, তদ্রূপ সমস্ত দৃশ্যবৃন্দ যদভিমুখেই গমন করিয়া থাকে; যিনি দীপের ন্যায় আপনাকে ও সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ করিতেছেন; এক যিনি আকাশে ও প্রাণিদিগের দেহে, প্রস্তরে, সলিলে, লতায়, ধূলিরাশিতে, পর্ব্বতে, বায়ুতে ও পাতালে নিত্য অবস্থিত আছেন; যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেছেন; মৃতগণ যাঁহা হইতেই মৃত হইতেছে, যিনি শিলা-সমূহকে নিশ্চল, আকাশকে শূন্য, পর্ব্বতকে কঠিন ও জলকে তরল করিয়াছেন, দীপ ও রবি যাঁহার প্রভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১—১৩। অক্ষয় সলিল-পূর্ণ মেঘ হইতে নিয়ত বর্ষণের ন্যায়, অক্ষয় সুখে পরিপূর্ণ, যাঁহা হইতে বিচিত্র সংসারের আসারবৃষ্টিবর্ষণ হইতেছে, মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় এই ত্রিভুবন-তরঙ্গ যাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বরূপে প্রকাশ পায়, যিনি সর্ব্বজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত ও স্বয়ং অবিনাশী হইলেও নশ্বর, যিনি সর্ব্বাতিশায়ী হইয়াও গুপ্তভাবে সর্ব্বভাবে অবস্থিত আছেন; যিনি বায়ুরূপী হইয়া স্বচিদাকাশস্থায়িনী ইন্দ্রিয়-দলশালিনী ব্রহ্মাণ্ডরূপফল-শালিনী চিন্মূলা প্রকৃতিরূপা লতাকে নর্ত্তিতা করিয়া থাকেন, যিনি প্রত্যেক দেহরূপ সম্পুটকে চিন্ময় মনে স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহার প্রশান্ত চিদ্ঘনে অর্থাৎ চিদা-কাশরূপ মেঘে সৃষ্টিরূপ বিদ্যুতের প্রকাশ ও প্রাণরূপ জলবর্ষণ হইয়া থাকে, যাঁহার প্রভায় সমস্ত বস্তুর প্রকাশ হয়, যিনি অসদ্বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহা হইতেই সদ্বস্তু সত্তাবান্ হইয়াছে, যাঁহার সন্নিধান বশতই এই জড়-শরীর চলচ্ছক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বসত্তাতিগামী যাঁহা হইতেই নিয়তি, দেশ, কাল ও চলন-স্পন্দনাদিক্রিয়া সকল সুসম্পন্ন হইতেছে, শুদ্ধ চিন্ময় যিনি ব্যোম-চিন্তায় আকাশরূপী, পদার্থ-চিন্তায় পদার্থ ভাব ধারণ করিতেছেন, যিনি এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াও কিছুই করেন নাই এবং যিনি নির্ব্বিকল্পস্বরূপ ও উদয়াস্ত-স্থিতি-গতি-বিহীন নির্ব্বিকার অদ্বৈত আত্মায় অবস্থিত আছেন, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ১৪—২৪।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই দেবদেব পরমাত্মার সহিত একতাসিদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ করা যায়, অন্য ক্লেশকর অনু-ষ্ঠানাদিতে তাহা হয় না। মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় এই সংসারভ্রমের একমাত্র শান্তিকারকরূপে তত্ত্বজ্ঞানই নিরূপিত আছে, জ্ঞান ভিন্ন কিছুই উপযোগী নহে। পরমাত্মা দূরস্থ নহেন, নিকটস্থও নহেন, সুলভও নহেন, দুর্লভও নহেন, সেই পূর্ণানন্দ ব্রহ্মকে নিজ শরীরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তপস্যা দান বা ব্রতাদি, এ সমুদায় তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী নহে, স্বরূপে অবস্থান ব্যতীত ইহার অন্য উপায় নাই; মোহজালের অকৃত্রিম বিনাশ-সাধন, সাধুসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্রের অনুশীলন এই দুইটী সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপায়। 'ইনি সেই দেব পরমাত্মা' এই জ্ঞান যাঁহার হয়, তাঁহার দুঃখভোগ হয় না এবং তিনি জীবন্মুক্ত হন। রাম কহিলেন,—হে প্রভো! জানিলাম যিনি আত্মযোগে সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, তাঁহাকে আর মরণাদি দোষ-নিচয় আক্রমণ করে না। কিন্তু সেই দেবদেবকে দূরস্থ ব্যক্তিও কিরূপ তীব্র তপস্যা বা কিরূপ ক্লেশকর অনুষ্ঠানে পাইয়া থাকেন, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ

কহিলেন,—হে রাম! পুরুষ স্বীয় পৌরুষাধিক্য দ্বারা বিবেকরূপ উপায়ে স্বদেহেই সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার পান, উহাতে তপস্যা ও স্নানাদি অনুষ্ঠান কিছুই নহে। হে রাম! রাগ, দ্বেষ, ভ্রম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ ব্যতীত তপস্যা দানাদি সমস্তই ক্লেশকরমাত্র, কিছুই ফলদায়ী নহে। ১—১০। রাগাদির বশীভূত হইয়া বঞ্চনা করিয়া যে ধন অর্জ্জন করা হয়, তাহা দান করিলে পূর্ব্বস্বামীই ফলভাগী হন এবং পুরুষ রাগাদির বশীভূত হইয়া যে কিছু ব্রতাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন সে সকলই দম্ভময় হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ফল হয় না। অতএব সাতিশয় যত্ন অবলম্বন করিয়া সংসাররূপ ব্যাধির বিনাশন সচ্ছাস্ত্রানুশীলন ও সাধুসঙ্গ এই দুইটী মহৌষধ সংগ্রহ করিবে। উক্ত রোগের উপশম বিষয়ে আত্যন্তিক-দুঃখবিনাশেচ্ছুর পক্ষে একমাত্র পুরুষকার ব্যতীত অন্য উপায় নাই। হে রাম! কিরূপে পৌরুষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর, যাহাকে আশ্রয় করিলে সমস্ত রাগদ্বেষাদি ব্যাধিরও উপশম হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রথমে লোক ও শাস্ত্রের অবিরোধী যথাসম্ভব জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিবে এবং অনুদ্বিগ্নচিত্তে যথাসম্ভব উদ্যোগী হইয়া সাধুসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্রের অনুশীলন করিবে। যে ব্যক্তি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া বেদবিরোধী কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্রানুশীলন করেন, তিনিই শীঘ্র মুক্ত হন। যে মহামতি সতর্ক দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হন, তাঁহার প্রতি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ দয়া করিয়া থাকেন। দেশের মধ্যে সজ্জন লোকেরা যাঁহাকে সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনিই বিশিষ্ট (অর্থাৎ বৈরাগ্যাদিগুণযুক্ত) সাধু; তাঁহাকেই পরম যত্নে আশ্রয় লইবে। অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ; উক্ত জ্ঞানকথা-সম্বলিত যে শাস্ত্র, তাহারই নাম সচ্ছাস্ত্র, ইহার আলোচনায় মুক্তিলাভ করা যায়। যেমন কতকফলের (নির্ম্মলী ফলের) সম্পর্কে জলের কলুষতা নষ্ট হয়, তদ্রূপ যোগাভ্যাসে বুদ্ধির মালিন্য দূর হয় এবং সচ্ছাস্ত্রের অনুশীলনে ও সাধুসঙ্গে যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারমায়া বিনষ্ট হয়। ১১—২২।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, যাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব মুক্তি লাভ করে, সেই দেব কোথায় আছেন ও আমি কি প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারিব, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি অতি সন্নিকটে আমাদের শরীরমধ্যেই চৈতন্যরূপে নিত্য অবস্থিত আছেন। এই বিশ্বসংসারই তিনি, অথচ ইনি কখন বিশ্ব নহেন, কারণ তিনিই একমাত্র আছেন, বিশ্বনামক পৃথক্ দৃশ্য নাই। সেই চিন্ময় ব্রহ্মই মহেশ্বর এবং তিনিই বিষ্ণু ও তিনিই ব্রহ্মা ও তাঁহাকেই সূর্য্য বলিয়া জানিবে। রাম কহিলেন,—হে দেব! যদি বিশ্ব চেতনস্বরূপ হইত, তাহা হইলে লোকেরা তাহা জানিতে পারিত; তবে ইহা জানিতে উপদেশের আবশ্যক কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যদি তুমি বিশ্বকে চিন্মাত্র বা চেতন বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কিছুমাত্র সংসারক্লেশ-বিনাশনের উপায় জানিতে পার নাই। কারণ এই পশুসংজ্ঞক চেতন জীবই সংসার নামে অভিহিত হয় এবং ইহা হইতেই জরা-মরণাদি ভয় উৎপন্ন হয়। এই জীব স্বয়ং অজ্ঞ হইয়া দুঃখের একমাত্র আকর ও অশরীরী আপনাকে অবগত হইতে পারে না ও নিজ চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকাতেই বৃথা অনর্থ ফল অনুভব করিতেছে, অতএব পূর্ণস্বভাব ও নিত্যচেতন আত্মার চেত্যদর্শন অর্থাৎ জগদ্দর্শন নিবৃত্ত হইলে অথবা বহির্ম্মুখী গতি রুদ্ধ হইয়া অন্তর্ম্মুখী গতি (আত্মাবগাহী জ্ঞান) উৎপন্ন হইলে তাঁহার তাৎকালিক যে পূর্ণাবস্থা প্রকাশ পায়, তাহারই নাম তত্ত্বসাক্ষাৎকার, তাহা জানিতে পারিলে আর শোক-মোহাদির বশীভূত হয় না। সেই পরাৎপর ব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার হৃদ্গ্রন্থি অর্থাৎ মায়ামোহ বিচ্ছিন্ন হয়, সমুদয় সন্দেহ দূর হয় এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সকল লয় প্রাপ্ত হয়। ১—১০ চিত্তনিরোধ করিলে চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত হয় না, একমাত্র "দৃশ্য সকল মিথ্যা, ভ্রান্তির পরিণাম" এ জ্ঞান ব্যতীত চিত্তের চেত্যোন্মুখতা নিরোধ করা যায় না, সুতরাং দৃশ্যদর্শনের শান্তি হওয়াও অসম্ভব। "দৃশ্য মাত্রেই অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যা" এ বোধ ব্যতীত দৃশ্যাতীত চিৎস্বরূপ মোক্ষেরও সম্ভাবনা নাই। যোগ দ্বারা দৃশ্য-দর্শনের নিরোধে ফল নাই, তাহাতে জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে দেব! যাঁহাকে জীব বলিয়া জানায় সংসারযন্ত্রণার মোচন হইতেছে না, সেই ব্যোমরূপী ও অজ্ঞ জীব কোন্ আধারে কিরূপে অবস্থান করিতেছে এবং ভবসাগরে উদ্ধারক যে পরমাত্মাকে সাধুসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্রানুশীলন দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহারই বা স্বরূপ কি, তাহা আমাকে বলুন। ১১—১৫। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। এই যে চেতন জীব জন্মরূপ নির্জ্জন অরণ্যে বিশীর্ণ হইতেছেন, ইহাঁকে যাহারা পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ; কারণ এই জীববুদ্ধিই সংসার ও দুঃখসমুদয়ের কারণ, সুতরাং ইহাঁকে জানিলে কিছুই জানা হয় না। যদি পরমাত্মাকে জ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ জীবের জীবভাব পরিহারপূর্ব্বক পরম ভাব গ্রহণ করা হয়, তবেই, বিষবেগ উপশান্ত হইলে বিসূচিকা রোগের ন্যায়, দুঃখসমুদয় এককালে বিদূরিত হইয়া থাকে। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে সেই পরমাত্মার যথোক্ত রূপ বর্ণন করুন, যাঁহাকে দেখিতে পারিলে সমস্ত মোহ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে বৎস! যে জ্ঞানের শরীর নিমেষমধ্যে দেশ হইতে দেশান্তর গমন করে, সেই জ্ঞানই পরমাত্মার রূপ; যে জ্ঞানরূপ মহাসমুদ্রে সংসারাবস্থিতির ত্রৈকালিক অভাব রহিয়াছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ, যাহাতে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন থাকিয়াও নাই ও যাহা আকাশ না হইয়াও বিপুলতায় আকাশের সহিত তুলিত, তাহাই পরমাত্মার রূপ, এই প্রপঞ্চ অসৎ হইয়াও যাহাতে সদ্রূপে অবস্থিত আছে ও সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি হইলেও এই জগৎ যাহাতে মিথ্যারূপেই অবভাসিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যিনি মহাচিন্ময় হইয়াও বৃহৎ পাষাণের ন্যায় নিশ্চেষ্ট আছেন ও জড় হইয়াও যিনি অজড়, তাহাই পরমাত্মার রূপ এবং যিনি বাহ্য ও আভ্যন্তরিক

বস্তুর সহিত সঙ্গত হইয়াই ব্যবহারযোগ্য হন, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যেমন প্রকাশক পদার্থের আলোক ও আকাশের শূন্যতাই রূপ, তদ্রূপ যাহাতে এই পরমাত্মা অবস্থিত আছেন তাহাই পরমাত্মার রূপ জানিবে। ১৬—২৫। রাম কহিলেন,—হে প্রভো! পরমাত্মা যে সদ্রূপী এবং এই দৃশ্য-জগৎ সকলই মিথ্যা, ইহা কিরূপে বুঝিব, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যেমন রূপহীন আকাশে নীলাদি গুণ দেখা যায় তেমনি চিন্ময় ব্রহ্মে এই ভ্রম-জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, এই জ্ঞানের উদয় হইলেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, এই দৃশ্যের মিথ্যাত্বজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের অন্য উপায় নাই। প্রলয়কালে এই দৃশ্য-সমুদয় কিছুই থাকে না, একমাত্র সেই পরম-পুরুষই থাকেন ও ছিলেন, তিনি বোধ স্বরূপ, তাঁহা হইতেই এই সকল উৎপন্ন হইয়াছে। হে রাম! যদি দৃশ্যবুদ্ধি না থাকে তাহা হইলে সেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পর্য্যন্ত থাকেনা এবং যেমন দর্পণাদি প্রতিবিম্ব ব্যতীত থাকে না, তদ্রূপ বাহিরে প্রপঞ্চসমুদয় ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই জন্য কেহই কখন জগৎনামক দৃশ্যের অসত্তাবধারণ ব্যতীত কোন প্রকারে পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। ২৬—৩১। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিবর! এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের কিরূপে অসত্তা ও কেমনেই এই সর্ষপ-মধ্যে সুমেরুর অবস্থানের ন্যায়, সূক্ষ্ম ব্রহ্মে এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাম! তুমি যদি কিছুদিন অনুদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া সাধুসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্রের অনুশীলন কর, তাহা হইলে আমি তোমার চিত্তের, মরীচিকার ন্যায়, দৃশ্যভ্রান্তি পরিমার্জ্জিত করিব। যখন দৃশ্যজ্ঞান পরিমার্জ্জিত হইবে, তখন দ্রষ্টৃত্ব-জ্ঞানও লুপ্ত হইবে। দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি, এ বোধের বিনাশ হইলে চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, দেখা যাইতেছে, এ বোধ থাকিলেই, দেখিতেছি, এ বোধ থাকিবে, দেখিতেছি, এ বোধ থাকিলেও, দেখা যাইতেছে, এ বোধ থাকিবে অর্থাৎ দর্শক দৃশ্যেরই অন্তর্গত যেমন দুয়ের অন্তর্গত এক, তেমনি এক দুয়ের অন্তর্গত না হইলেও দুয়ের অধীন হইয়া থাকে। এক আর এক যোগে দুই হয় বলিয়া এক দুয়ের অন্তর্গত, অর্থাৎ এই দ্বৈতবোধ প্রলুপ্ত হইলে একত্ববোধ প্রলুপ্ত হইয়া যায়, অতএব যেমন একত্বযোগী দ্বিত্বের অভাবে কেবলমাত্র তদনুবিদ্ধ অস্তিতা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব অন্তর্হিত হইলে, তদুভয়ের আশ্রয়ীভূত কেবল মাত্র ব্রহ্মসত্তাই সুস্থিরা হয়। ৩২—৩৬। হে রাম! আমি তোমার চিত্তরূপ দর্পণের, জগতের মিথ্যাত্ববোধসম্ভূত "অহং" ইত্যাদি জ্ঞানরূপ মল সকল দূর করিব। যাহা বাস্তবিক অসৎ, তাহার কোনকালেও অস্তিতা নাই, যাহা সৎ, তাহারও কদাচ অসত্তা নাই, সুতরাং যাহা, স্বাভাবিক মিথ্যা, তাহার উন্মার্জ্জনে কিছুই ক্লেশ নাই। এই যে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড, যাহা দেখা যাইতেছে, ইহা কখন উৎপন্ন হয় নাই; ইহা সেই নির্ম্মল ব্রহ্মচৈতন্যেই কল্পিত অর্থাৎ তাঁহারই স্বরূপ। যখন জগৎ নামে কোনই বস্তু নাই, কখন হয় নাই ও দেখাও যায় না, সুতরাং তাহার পরিমার্জ্জনে আর পরিশ্রম কি? এক্ষণে যেরূপে তুমি সহজে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে, সেইভাবে বহুযুক্তি দ্বারা বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি শ্রবণ কর। হে রাম! যেমন মরুভূমিতে জলাশয় ও চন্দ্রের দ্বিত্ব একান্তই অসম্ভব, তদ্রূপ যখন এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, তখন ইহার অস্তিত্ব কোথায়? যেমন বন্ধ্যার পুত্র নাই, মরুভূমিতে জল নাই ও আকাশে কদাচ বৃক্ষের সম্ভব হয় না, সেইমত জগৎ কিছুই নহে—ভ্রম মাত্র। হে রাম! যে কিছু দেখিতেছ, সমস্তই সেই ব্রহ্ম; এ বিষয়ে তোমাকে পরে বিশেষ যুক্তি দ্বারা বলিব। হে উদারমতে রাম! তত্ত্বজ্ঞানীরা যুক্তিপূর্ণ যে সকল উপদেশ দেন, তাহাতে অবহেলা করা উচিত নহে, যে মূঢ় সেই সমুদায় যুক্তিপূর্ণ বাক্যে অনাদর করিয়া অযৌক্তিক বাক্যে আদর করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অজ্ঞ বলিয়া থাকেন। ৩৭—৪৫।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মজ্ঞান কি? তাহা কোন্ যুক্তিবলে অবগত হওয়া যায়, তাহা বলুন এবং যদি যুক্তি দ্বারাই তাহা জানিতে পারি, তাহা হইলে আমার জ্ঞাতব্য বিষয় শেষ হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই জগৎ নামক মিথ্যা-জ্ঞানরূপ রোগ বহুকাল হইতেই বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, তত্ত্ব-জ্ঞান ব্যতীত ইহার কোন উপায়েই শান্তি হইবে না। হে সাধো! আমি তোমার জ্ঞানসিদ্ধির জন্য যে সকল আখ্যায়িকা বলিব, তাহা যদি শ্রবণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি সুবোধ ও মুক্তস্বভাব। আর যদি উদ্বেগ বশতঃ তাহার অর্দ্ধেক শুনিয়াই উঠিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি শাস্ত্রশ্রবণের অযোগ্য পশুধর্ম্মী হইবে ও তোমার সিদ্ধি লাভ হইবে না। যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তদ্বিষয়ে যত্নও করে এবং সেই যত্নের ফলও অবশ্য প্রাপ্ত হয়। যদি যত্ন করিতে পরিশ্রম বোধ করে, তাহা হইলে তাহার অভীষ্ট লাভ হয় না। হে রাম! যদি তুমি সাধুসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্র-পরায়ণ হইতে পার, তাহা হইলে তৎসংখ্য দিন বা মাসে পরম-পদ পাইতে পারিবে। ১—৬। রাম কহিলেন,—হে পণ্ডিতবর! যে সকল শাস্ত্রের অনুশীলনে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহার মধ্যে কোনটী প্রধান, যাহার আলোচনা করিলে জীব শোকমুক্ত হয় না, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহামতে! আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে এই মহারামায়ণই উত্তম এবং ইহা যাবৎ ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস; যেহেতু ইহা শ্রবণ মাত্রেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যে কারণে এই বাঙ্ময় শাস্ত্র রামায়ণ শ্রবণ করিলে অক্ষয় জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়, সেই হেতু ইহা পরম পবিত্র। যেমন স্বপ্নদর্শনের পর, ইহা স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলে তাহার সত্যতা থাকে না, তদ্রূপ এই জগৎ দৃশ্য হইলেও শাস্ত্রাবলম্বনে বিচার করিলে ইহা মিথ্যাই প্রমাণ হইবে। ইহাতে যাহা আছে, তাহা অন্য শাস্ত্রেও আছে, যাহা ইহাতে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই। সুতরাং পণ্ডিতেরা এই শাস্ত্রকে সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোষস্বরূপে কীর্ত্তন করেন। ৭—১২। যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র প্রত্যহ শ্রবণ করেন, সেই মহামতির বুদ্ধি অন্যশাস্ত্রজন্য জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহার অভাগ্য বশতঃ এই শাস্ত্রে রুচি না হইবে, সে ব্যক্তির প্রথমতঃ অপর কোন বাঙ্ময় শাস্ত্রের আলোচনা করা উচিত। যেমন রোগী উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিয়া রোগমুক্ত হয়, তদ্রূপ এই শাস্ত্র শ্রবণ করিলে জীবন্মুক্তি লাভ হয়। এই

শাস্ত্র শ্রবণ করিলে শ্রোতা নিজে বুঝিতে পারিবেন যে, আমি ইহার বিষয় যেরূপ বলিলাম, বর বা অভিশাপের ন্যায় সে সকল মিথ্যা নহে। হে রাম! আত্মবিচার ও আত্মকথা ব্যতীত তোমার সংসারক্লেশ নষ্ট হইবে না,—দানধ্যান, তপস্যা, বেদপাঠ ও বেদোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য বহুশত যত্ন কর, কিছুতেই সুখী হইবে না। ১৩—১৭।

সর্গ সমাপ্ত॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যাহারা ব্রহ্মে চিত্তস্থাপন করত ব্রহ্মগতপ্রাণ হইয়া পরস্পর ব্রহ্মকথারই নিত্য আলাপ করেন তাঁহারাই সন্তুষ্ট থাকেন ও আনন্দিত হন এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানবিচারী ব্রহ্মজ্ঞান-পরতন্ত্র সাধুদিগেরই জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে, যাহা সাধারণ মহাত্মাদের দেহান্তেই লাভ হয়। রাম কহিলেন,—হে প্রভো! দেহান্তে মুক্ত ও জীবন্মুক্ত এই উভয়ের লক্ষণ কি, তাহা বলুন, সে বিষয়ে আমি শাস্ত্ররূপ চক্ষু ও বুদ্ধি দ্বারা যত্ন করিব। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যিনি শাস্ত্রোক্ত বিধির অনুষ্ঠায়ী হইয়াও এই যথাস্থিত বিশ্বকে আকাশের ন্যায় স্বরূপ-শূন্য বোধ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত এবং যিনি ব্যবহর্ত্তা হইয়াও জ্ঞানমাত্র-পরতন্ত্র ও জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্তের ন্যায় নির্ব্বিকার, তিনিও জীবন্মুক্ত। যাঁহার মুখশ্রী সুখে প্রফুল্ল ও দুঃখকালে মলিন হয় না, সেই যথাপ্রাপ্ত জীবিকায় অবস্থিত ব্যক্তিকেও জীবন্মুক্ত জানিবে। ১—৬। যিনি নির্ব্বিকার আত্মায় সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়াও অবিদ্যার বিনাশহেতু সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকেন; যাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ জাগ্রৎ নাই এবং যাঁহার জ্ঞান বাসনাবিরহিত, তিনিও জীবন্মুক্ত, আর যিনি নটের ন্যায় বাহিরে রাগ দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ ব্যবহার করিয়াও অন্তরে, আকাশের ন্যায়, স্বচ্ছ চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিও জীবন্মুক্ত। যাঁহার কোন অভাবই অহংজ্ঞানে হয় না ও কর্ত্তা বা অকর্ত্তা হইলেও যাঁহার বুদ্ধি পাপপুণ্যাদিতে লিপ্ত হয় না, তিনিই জীবন্মুক্ত। যে চিদাত্মার উন্মেষে ত্রিভুবনের প্রলয় ও উৎপত্তি হয়, তিনি প্রকৃত জীবন্মুক্ত। যাহা হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না ও যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না এবং শোক বা আনন্দ যাঁহাকে আশ্রয় করে না, তিনিও জীবন্মুক্ত। ৭—১১। যিনি সংসারে অনাসক্ত এবং দেহী হইয়াও নিরাকার ও চিত্তবান্ হইলেও চিত্তরহিতের ন্যায়, তিনিও জীবন্মুক্ত। যিনি সমুদয় বিষয়-ব্যাপারে বিদ্যমান থাকিয়াও রাগাদি কর্ত্তৃক উপতাপিত হন না এবং সমুদয় পদার্থে যাঁহার পূর্ণতা আছে, তিনিও জীবন্মুক্ত। এবংবিধ জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহান্তে জীবন্মুক্তিপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেহমুক্ত হন। যেমন, বায়ু চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া স্থিরভাব গ্রহণ করেন, এইরূপ বিদেহমুক্ত পুরুষ উদিত হন না, অস্তগতও হন না এবং তিনি সৎ বা অসৎ হন না, দূরে বা নিকটে থাকেন না এবং 'আমি ও অন্য' এ ভেদজ্ঞান তাঁহার থাকে না। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন বলিয়া তিনিই সূর্য্যরূপে উত্তাপ দেন, বিষ্ণুরূপে ত্রিজগৎ রক্ষা করেন, রুদ্ররূপে সংহার করেন, ব্রহ্মা হইয়া বিশ্বসৃষ্টি করেন এবং তিনিই বায়ু হইয়া পবনস্কন্ধ অর্থাৎ (বায়বীয় স্তর) ধারণ করিতেছেন। তিনি হিমালয়াদি কুলাচল হইয়া ঋষি, দেবতা, অসুর ও লোকপালদিগকে ধারণ করিতেছেন। ১২—১৭। তিনি ভূমি হইয়া এই পূর্ব্বসংসারকে বহন করিতেছেন, তৃণ, গুল্ম ও লতাদি হইয়া অপূর্ব্ব ফলরাশি প্রদান করিতেছেন। তিনিই জলরূপী হইয়া দ্রবত্বকে ও অগ্নিরূপী হইয়া উষ্ণতাকে ধারণ করিতেছেন, চন্দ্র হইয়া সুধাবর্ষণ করিতেছেন হলাহল বিষ হইয়া মৃত্যুকে বিধান করিতেছেন এবং দিক্ হইয়া তেজঃপ্রকাশ ও তমোরূপে অন্ধকার বিস্তার করিতেছেন। ইনিই শূন্যরূপী হইয়া আকাশকে ও পর্ব্বত হইয়া বসুপ্রদেশকে আবরণ করিতেছেন। ইনিই ব্যক্ত চৈতন্য হইয়া জঙ্গমের ও অস্ফুট চৈতন্যরূপে স্থাবরাদির সৃষ্টি করিতেছেন এবং সমুদ্র হইয়া ভূরূপা রমণীর বলয়ের ন্যায়, ভূষণ হইয়া থাকেন। ইনিই অনাবৃত-চিদাত্মরূপে এই বিশাল বিশ্ব প্রকাশ করিয়া শান্তরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন, অধিক কি, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, পাইবে ও পাইতেছে, সে সমুদয় দৃশ্যই তিনি। ১৮—২৩। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সাধারণের সমদৃষ্টি দুষ্কর বলিয়া, ঐরূপ মুক্তি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য এবং চিত্তের অস্থিরতা নিবন্ধন কোন উপায়েই সুলভ নহে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই যাঁহাকে মুক্তি বলিতেছি, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইহাই নির্ব্বাণ যে উপায়ে উহা পাওয়া যায়, বলিতেছি শ্রবণ কর। যে কিছু অহংবুদ্ধি-সংশ্লিষ্ট দৃশ্য জগৎ দেখা যাইতেছে, এ সকলই বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক, এই বুদ্ধি হইতে মুক্তিলাভ হয়। রামচন্দ্র বলিলেন,—হে বেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ! আপনি যে বলিলেন, বিদেহ মুক্তেরাই ত্রৈলোক্য সম্পাদন করিতেছেন, ইহাতে আমি বিবেচনা করিতেছি, তাঁহারাই এরূপ সংসারভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যদি ত্রিভুবন থাকে, তবে সেই বিদেহ-মুক্তেরাই তৎস্বরূপ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু ত্রৈলোক্য-সংজ্ঞায় কোন পদার্থই নাই। সেই ব্রহ্মই চিৎশক্তিতে সংসারভাব প্রাপ্ত হন, এ বোধও ভ্রমমাত্র, সুতরাং এই জগৎশব্দ নিতান্ত কাল্পনিক। আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, শান্ত, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগৎ। হে রাম! আমি বিচার করিয়াও সুবর্ণময় বলয়ের বিশুদ্ধ সুবর্ণ ব্যতিরেকে বলয়স্বরূপ কিছুই স্বরূপ দেখিতে পাই না এবং জলপ্রবাহে জল ভিন্ন প্রবাহ বলিয়া কিছুই দেখিতে পাই না—সে সমস্তই জল, আর যেমন স্পন্দন বায়ু হইতে ভিন্ন নহে—সে সকলই বায়ু এবং যেমন আকাশের শূন্যতা, মরুর তাপ ও আলোকের তেজ এ সমুদয় অভিন্ন;—তদ্রূপ এ ত্রিভুবনও সেই পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—তিনিই সমস্ত। ২৪—৩৪। রাম কহিলেন,—হে মুনিবর! যে অত্যন্তাভাব-জ্ঞানে দৃশ্য-জগতের দর্শন হয়না, কোন্ যুক্তিতে সেই জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা আমাকে বলুন। হে দেব! পরস্পর-সাপেক্ষ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের অভাব হইলে যে প্রকারে নির্ব্বাণই অবশিষ্ট থাকে, জগতের অত্যন্তাভাব, এই বুদ্ধি দ্বারা যে স্বভাবস্থিত ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায় এবং যে যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধি হয়, যাহা পাইলে আর সাধনের প্রয়োজন হয় না, হে মুনিবর! সে বিষয় আমাকে উপদেশ দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! মনুষ্যের 'জগৎ' এই জ্ঞানটী বহুকাল হইতে বদ্ধমূল রহিয়াছে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে তাহা দূর হইতে

পারে। কিন্তু যেমন সমোন্নত পর্ব্বতে আরোহণ ও অবরোহণ দুঃসাধ্য, তদ্রূপ ঐ জ্ঞান সহসা উৎসারিত করা যায় না, তবে যেরূপ অভ্যাসযোগ, যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত উপদেশ দ্বারা এই জগদ্‌ভ্রম শান্ত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাম! এক্ষণে তোমার জ্ঞানসিদ্ধির জন্য যে আখ্যায়িকা বলিতেছি, তাহা যদি শ্রবণ কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। ৩৫—৪২। হে রাম! এক্ষণে আমি তোমায় উৎপত্তিপ্রকরণ বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই তোমার সংসারবন্ধন মুক্ত হইবে। এই জগদ্‌ভ্রম জন্মশূন্য আকাশের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, ইহা আমি সম্প্রতি উৎপত্তি-প্রকরণে বলিতেছি। হে রাম। এই যে দেবতা, দানব ও কিন্নরে অধিষ্ঠিত এবং সর্ব্ব প্রকার পদার্থে পরিপূর্ণ স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্ব দেখা যাইতেছে, এ সমস্তই মহাপ্রলয়সময়ে বিনষ্ট হইবে, রুদ্রাদি দেবগণও অদৃশ্য হইবেন, তখন আলোক বা অন্ধকার কিছুই থাকিবে না, কেবল এক অনির্দ্দেশ্য অনাখ্যেয় সৎই অবশিষ্ট থাকিবেন। তাহা শূন্য নহে, তথাপি নিরাকার এবং দৃশ্য নহে, দর্শনও নহে, পঞ্চভূতের অন্যতম নহে, কোন পদার্থই নহে, কোনরূপে অনির্দ্দেশ্য, পূর্ণ হইতেও পূর্ণ, সৎ নহে, অসৎ নহে, ভাব নহে, অভাব নহে, তবে তাহা কেবল চিন্ময় অনন্ত আদিমধ্যশূন্য অজর নিরাময় মঙ্গলস্বরূপ। যেমন হংসাকৃতি মুক্তাবিকারে হংসের বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাতেই এই জগতের বিকাশ হইতেছে। সেই সদসদ্রূপী দেব সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও কিছুই নহেন, তাঁহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এ সকল কিছুই না থাকিলেও তিনি শ্রবণ ঘ্রাণ স্পর্শ দর্শন ও আস্বাদন করিয়া থাকেন। ৪৩—৫২। যে আলোকে সদসদ্রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং যিনি অনাদি অনন্ত হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন, সেই নিরঞ্জন স্বস্বরূপ আলোকও তিনি। যিনি অর্দ্ধসঙ্কোচিত ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সদাভাস জগতের স্বরূপ অবলোকন করেন, তিনিই সেই আকাশরূপী। যে প্রভুর কারণের, শশশৃঙ্গের ন্যায়, নিতান্ত অভাব এবং জলরাশির প্রবাহরূপ কার্য্যের ন্যায় যাঁহারই এই জগৎকার্য্য হইতেছে, যিনি চিন্মাত্র দীপস্বরূপ হইয়া নিরন্তর চিত্তস্থানে অবস্থান করত, তেজ দ্বারা ত্রিজগৎকে উজ্জ্বলিত করিতেছেন, সূর্য্যাদি প্রকাশ পদার্থও যাঁহা ব্যতিরেকে, অন্ধকারের ন্যায়, নিষ্প্রভ হয়, যাঁহাকে পাইলে এই ত্রিভুবন, মরীচিকার ন্যায়, মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা হয়, যিনি সচেষ্ট হইলে, প্রজ্বলিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, জগতের প্রকাশ ও নিশ্চেষ্ট থাকিলে, উহার লয় হয়, জগতের নির্ম্মাণ ও লয় যাঁহার বিকাশ ও যে সর্ব্বব্যাপী মহতের অক্ষয় ও নির্ম্মল স্বভাব স্পন্দ ও অস্পন্দরূপী হইয়া থাকে, বায়ুর ন্যায় যাঁহার স্পন্দাস্পন্দময়ী সর্ব্বব্যাপিনী সত্তা নামতই ভিন্না, বাস্তবিক নহে, যিনি সর্ব্বদাই নিদ্রিত ও সর্ব্বদাই জাগরিত, যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বস্থানে নিদ্রিত থাকেন না, জাগরিতও থাকেন না, যিনি পুষ্পে গন্ধের ন্যায় নশ্বর-পদার্থে থাকিয়াও বিনষ্ট হন না, শুক্লবস্ত্রের শুক্লতার ন্যায় প্রত্যক্ষ হইয়াও অপ্রত্যক্ষ, মূক হইয়াও বাক্‌শক্তিসম্পন্ন, প্রস্তরতুল্য হইয়াও মননশীল, নিত্য পরিতুষ্ট থাকিয়াও ভোক্তা, ক্রিয়াতীত হইয়াও সমস্ত কর্ম্মেরই কর্ত্তা; যিনি নিরাকার হইয়াও অসংখ্য হস্তপদাদি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া-নিখিলবিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, যিনি ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্য হইয়াও সমুদয় ইন্দ্রিয়কার্য্য করিয়া থাকেন; যাঁহার মন না থাকিলেও সমস্ত মানসকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, যাঁহাকে না দেখিতে পাইয়াই জীবের ভ্রমজ্ঞান ও সংসাররূপ সর্প হইতে আত্যন্তিক ভয় হইয়া থাকে, যাঁহাকে দেখিলে সে সকল ভয় ও কামনা-সমুদয় দূরীভূত হয়, আর যেমন নট, সুপ্রকাশ দীপ থাকিলেই নিজকার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যিনি সাক্ষিস্বরূপ থাকাতেই চিত্তের স্পন্দপূর্ব্বক চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গ বীচি-কল্লোল প্রভৃতি বহুশত জলের ক্রিয়া হয়, তদ্রূপ যাঁহা হইতেই ঘটপটাদি অসংখ্য পদার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং যেমন এক সুবর্ণই কটক, কেয়ূর, অঙ্গদ ও নূপুর প্রভৃতি আকারে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই এক ব্রহ্মই বহুশত পদার্থে পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ৫৩—৭০। হে রাম! তোমার আত্মায় সেই চিন্ময়ের প্রকাশ হইলে বুঝিবে যে, কাহারও সহিত তোমার ভেদ নাই, কিন্তু যদি তুমি জ্ঞান লাভ করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি, আমি, ইহারা এ সকলই তোমার পৃথগ্‌বোধ হইবে। যেমন সলিলে তরঙ্গনিচয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহা হইতেই এ ভঙ্গুর দৃশ্য-জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। ইহা বাহ্য-দর্শনে তাঁহা হইতে পৃথক্ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। যাহা হইতে দৃশ্য-জগৎ দৃষ্ট হয়, কালের উৎপত্তি হয়, তেজের প্রকাশ ও মায়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে, হে রাম! ক্রিয়া, রূপ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও চেতনাদি যাহা কিছু জানিতেছ, এ সকলই সেই দেব এবং যাহার প্রভাবে জানিতেছ তাহাও তিনি। হে সাধো! দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এ তিনের মধ্যে সাক্ষী হইয়া যিনি আছেন, একাগ্রচিত্তে দেখ, সেই আত্মাকেই দেখিতে পাইবে এবং তাহাতে তোমার জ্ঞানলাভ হইবে। সেই ব্রহ্ম অজ, অমর, অনাদি, নিত্য শুদ্ধ, মঙ্গলময়, সকলেরই বন্দনীয়, শূন্যরূপী, সকল কারণেরও কারণভূত, অজ্ঞেয়, স্বানুভব-সংবেদ্য এবং বিশ্ব মধ্যে একমাত্র বেদ্য। ৭১—৭৬।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে দেব! মহাপ্রলয় হইলে যে সৎ অবশিষ্ট থাকেন, তাহা নিরাকারও নির্নাম, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা যে শূন্য নহে—প্রকাশও নহে, অন্ধকার নহে—আলোকও নহে, চিৎস্বরূপ নহে—জীবও নহে, বুদ্ধিতত্ত্ব নহে—মনও নহে, অধিক কি, কিছুই নহে, অথচ তিনিই সমস্ত, আপনার এই সমস্ত বাক্যে আমি বড়ই মোহমগ্ন হইতেছি, ইহার প্রতিবিধান করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহা অতি বিষম হইলেও, সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে নাশ করেন, তদ্রূপ আমি তোমার সে সন্দেহ অনায়াসে দূর করিতেছি। মহাপ্রলয় হইলে কেবল যে সৎ অবস্থান করেন, তিনি যে কারণে শূন্য নহেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন স্তম্ভে ক্ষোদিত-দশার ন্যায় অক্ষোদিত অবস্থায়ও কৃত্রিম পুত্তলিকা অবস্থান করে, তদ্রূপ এই বিশ্ব তাঁহাতেই রহিয়াছে বলিয়া উহা শূন্য নহে। এই বিশালব্রহ্মাণ্ড সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক, যে স্থানেই থাকুক, ইহার শূন্যতা নাই। যেমন যে স্তম্ভে পুত্তলিকা ক্ষোদিতা নাই, তাহাও পুত্তলিকাশূন্য নহে, সেইমত ব্রহ্মও জগচ্ছূন্য নহে;

সুতরাং ব্রহ্মপদ শূন্য নহে। আর যেমন প্রশান্তসলিলে তরঙ্গ আছে ও নাই, সেইমত এই বিশ্ব পরমব্রহ্মে শূন্য ও অশূন্য-স্থিররূপেই অবস্থিত আছে। "যেমন দেশ-কাল-পাত্রের সম্ভাব থাকিলেও, শিল্পীর ইচ্ছা ব্যতীত কাষ্ঠে পুত্তলিকা প্রস্তুত হয় না, তদ্রূপ কল্পান্তসময়ে ব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন জগৎসৃষ্টি হয় না। হে রাম! এই যে স্তম্ভ-পুত্তলিকাদিতে জগৎসৃষ্টির সাদৃশ্য রাখিলাম, ইহা আংশিক উপমা জানিবে, সর্ব্বাংশে নহে; বাস্তবিক এই সংসার কখনই ব্রহ্ম হইতে উদয় বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না, তবে ইহা ব্রহ্মভিন্ন নহে বলিয়া, সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মে নিত্য অবস্থিত আছে। ১—১৩। বিশ্বের শূন্য-কল্পনা অশূন্যাপেক্ষায়, নচেৎ অশূন্য হইতে শূন্যতা ও অশূন্যতা এই উভয়ের কিরূপে সম্ভব হয়? আর সেই ব্রহ্মে আলোক, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র ও তারাদি কোন ভূত হইতেই হয় না, কারণ অব্যয় পরমাত্মায় তাদৃশ ভৌতিক তেজের সম্ভব নাই। ভৌতিক তেজের অভাবকেই তমঃ বলিয়াছি, যদিচ ব্রহ্মে ঐ তেজঃ সকলের গতি নাই, তথাপি তাঁহাতে স্বীয় প্রকাশ থাকায় তিনি তমঃ নহেন এবং প্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হইয়া বুদ্ধ্যাদির মধ্যে অবস্থান করত তাহাদিগকেও প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাকে কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। ব্রহ্ম তমঃ ও প্রকাশের অতীত, সুতরাং ব্রহ্মপদ অজর ও অব্যয় এবং আকাশকোষের ন্যায় অসীম জগৎস্থিতির কোষ অর্থাৎ আগার স্বরূপ। যেমন বিল্বফলের সহিত তাহার অভ্যন্তরের কিছুই প্রভেদ নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগতে কিছুই পার্থক্য নাই এবং জলমধ্যে তরঙ্গের ন্যায়, মৃত্তিকায় ঘটের ন্যায়, সেই ব্রহ্মে জগৎসত্তা রহিয়াছে সুতরাং তাহা কিরূপে শূন্য হইবে? বস্তুতঃ ভূমি ও জলাদি সাকার বস্তুর সহিত ব্রহ্ম-জগতের তুলনা সুসদৃশী নহে, কারণ আকাশের ন্যায় শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তাহার মধ্যস্থিত জগৎও শূন্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আকাশরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ বলিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী জগৎ-সংজ্ঞিত দৃশ্যও তদ্রূপ নিরাকার, কিন্তু যেমন সূর্য্য-কিরণের তীক্ষ্ণতা ব্যতীত ভোক্তার আর কিছুই অনুভব হয় না, সেই মত চিদাকাশে চিন্ময়েরই দর্শন হইয়া থাকে, চিৎ অচিৎ উভয়ই পরমাত্মায় অবস্থিত আছেন, এবং বাহিরে রূপালোকাদিতে ও অন্তরে মনঃপ্রভৃতিতে উভয়বিধ জগৎও সেইরূপেই অবস্থান করিতেছে। ১৪—২৪। রূপাদি বাহ্যদর্শন ও অন্তর্বিজ্ঞান—সকলই তিনি, অন্য কিছুই নহে। বিশ্ব যে ভাবেই থাকুক, শেষে সুষুপ্ত বা তুরীয়-দশায় থাকিবে, সুতরাং শান্ত-চিত্ত যোগী ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া ও সুষুপ্তাত্মা হইয়া সর্ব্বপ্রকাশক অথচ অপ্রকাশ ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। যেমন প্রশান্ত-সলিলে নানাকারে তরঙ্গ সকল দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিরাকার পরব্রহ্মে তত্তুল্য এই জগৎ অবস্থিত আছে এবং পূর্ণব্রহ্ম হইতে যে কিছু ঔপাধিক-ভেদে প্রকাশ পায়, তাহাও নিরাকার। পূর্ণব্রহ্ম হইতে বিশ্বের প্রকাশ হইয়াছে, ইহাও স্বস্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা পূর্ণ হইতে নির্গত হইয়া থাকে, তাহাও পূর্ণ, সুতরাং বিবর্ত্তোৎপন্ন হইয়াও অনুৎপন্ন। জ্ঞানীর পক্ষে দৃশ্য-দর্শনের অসম্ভব হেতু ব্রহ্মের সহিত জগৎশব্দের প্রতীতি একই হইয়া থাকে। যেমন অনুভবী লোক না থাকিলে, সূর্য্য-রশ্মির তীক্ষ্ণতা জ্ঞাত হওয়া যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞানীর পক্ষে পূর্ব্ব প্রতীতি হয় না। এই সকল চেত্যভাব ও চিত্ত মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে এবং ইহা ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব মাত্র. যে ব্রহ্ম শুদ্ধ, সূক্ষ্ম ও আকাশের অভ্যন্তর অপেক্ষাও পরম-প্রশান্ত, তাঁহার কোন রূপ নাই ও দিক্-দেশ-কালে তাঁহার সীমা নাই, তিনি অনাদি ও স্বপ্রকাশ। যথায় চিদ্রূপ নাই, সে স্থানে নিত্য-বাসনা, বুদ্ধিতা, চিত্ততা ও ইন্দ্রিয়ত্ব, অধিক কি, জীবভাব পর্য্যন্ত থাকে না। হে রাম! এইরূপে সেই পূর্ণ, অজর, আকাশাপেক্ষা শূন্য ও প্রশান্ত পরমপদ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। রাম কহিলেন,—হে দেব। অনন্ত চিদাকৃতি পরমার্থের রূপ কি প্রকার, তাহা পুনরায় আমার জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য সূক্ষ্মরূপে বলুন। ২৫—৩৭। বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাম! মহা-প্রলয় হইলে সেই কারণ-সমুদ্রেরও কারণরূপী এক পরমব্রহ্মই যেরূপে অবস্থান করেন, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সময় তিনি সমাধি দ্বারা স্বীয় চিত্তের বৃত্তি সকল নিরোধ করিয়া, স্বপ্রতিবিম্ব জগতের ধ্বংস করত সৎরূপে অবস্থান করেন, তাঁহার তদবস্থা বাক্যের অতীত হইলেও বলিতেছি। দৃশ্যজগৎ নষ্ট হইলে দৃশ্যের অভাবে দ্রষ্টার বিলয় হয়, তখন যে প্রকাশ থাকে, তাহাই ব্রহ্মের রূপ। জীবস্বভাব চৈতন্যের চেত্যভাব বিলুপ্ত হইলে যে প্রশান্ত বিমল চিন্মাত্র বিদ্যমান থাকে, তাহাই পরমাত্মার রূপ এবং যখন জীবদেহে বাতাদিস্পর্শ হইলেও তচ্চিত্তে স্পর্শজনিত বিকার না হয়, চিত্তের তাদৃশ রূপই পর-মাত্মার রূপ। হে অনঘ! মন স্বপ্নশূন্য, জড়তারহিত ও অপরিচ্ছিন্ন হইলে যে সুষুপ্তি-দশা হয়, সেই রূপই মহাপ্রলয়ে অবশিষ্ট থাকে। আকাশ, পর্ব্বত ও বায়ুর যাহা হৃদয় ও অচেত্যভাব, তাহাই চিন্ময় ব্রহ্মের রূপ। চেত্যভাব ও চিত্তভাব-বিরহিত জীবের যে শান্তিরূপা সত্তা অবশিষ্টা থাকে, তাহাই আদ্যন্ত ব্রহ্মের রূপ এবং যাহা চিৎপ্রকাশের অন্তরে, আকাশ-প্রকাশের অন্তরে ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অন্তরে বিকাশ পায়, তাহাই ব্রহ্মের রূপ। যাহা হইতে দৃশ্য ঘটাদি ও অন্ধকার জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই অনাদি অনন্ত চিৎশক্তিই পরমাত্মার রূপ এবং নিত্য প্রকাশস্বরূপ এই জগৎ যাহা হইতেই উদিত হইয়া, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহাও ব্রহ্মের পারমার্থিক রূপ। যিনি ব্যবহারপর হইয়াও প্রস্তরের মত নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত আছেন এবং যাহা আকাশ না হইয়াও আকাশস্বরূপ, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাঁহা হইতে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ রূপেরই উদয় ও অস্ত হয়, তাহাই পরম দুর্লভ পরমাত্মার রূপ। ৩৮—৫০। বৃহৎ দর্পণে সাধারণ বস্তুর প্রতিবিম্বের ন্যায়, যাঁহাতেই জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান এই তিনটীই প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই ব্রহ্মের রূপ। মন স্বপ্ন ও জাগ্রদ্দশা-বিহীন হইলে মহাচৈতন্য যে সুষুপ্তদশায় অবস্থান করে, চরাচর বিশ্বের লয় হইলে তাহাই পরমাত্মার রূপ অবশিষ্ট থাকে। স্থাবরের রূপ যদি চৈতন্যশালী হয় ও তাহাতে মন বা বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়ের অধিষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত পরমাত্মার তুলনা করা যায়। হে রাম! এই ব্রহ্মা, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও সদাশিবাদি দেবগণ লয় প্রাপ্ত হইলে, একমাত্র এই পরম-শিবই অবস্থান করেন। তৎকালে ইঁহার কোন উপাধিই থাকে না বলিয়া নির্ব্বিকল্প-স্বরূপ হন এবং তখন ইনিই বিশ্ব-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করত চৈতন্যময় ব্রহ্ম হন। ৫১—৫৪।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। এই যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ, যাহা অতি বিশদরূপেই দৃষ্ট হইতেছে, ইহা মহাপ্রলয় হইলে কোথায় অবস্থান করিবে, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। বন্ধ্যা-পুত্র কিরূপ ও কোথা হইতে আসিয়া কোথায় গমন করে এবং আকাশ-কাননই বা কোথায় যায়, কোথা হইতে আসে, তাহা অগ্রে বল? রাম কহিলেন,—হে প্রভো। বন্ধ্যার পুত্র ও আকাশে কানন, এ দুটী কখনই নাই ও কদাপি হইবারও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহার অস্তিত্বই বা কি আর অভাবই বা কিরূপ? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশ-কানন কখনই নাই, তদ্রূপ এই সমগ্র দৃশ্য-জগৎ কদাচ নাই এবং অনুৎপন্ন, আদিতেও কিছু ছিল না, সুতরাং ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ কোথায়? ১—৫। রাম কহিলেন—হে দেব। যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশ-বৃক্ষের কল্পনা আছে ও ইহার নাশ ও উৎপত্তি আছে, তদ্রূপ কেননা জগতের হইবে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যাহার প্রতিবিম্ব নাই, সে পদার্থের তুলনা পণ্ডিতেরা তাহারই সহিত করেন, এখানেও বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত জগতের সাদৃশ্য হইয়া থাকে। যেমন সুবর্ণবলয়ে প্রত্যক্ষ দেখা যাইলেও বলয়ত্ব নাই, সুবর্ণই তাহা, এবং আকাশে আকাশত্ব ব্যতীত পৃথক্-শূন্যতা পদার্থ নাই, সেই মত দৃশ্য-জগৎ পরব্রহ্মে পৃথক্‌রূপে নাই। যেমন কজ্জলের সহিত শ্যামতার ও হিমের সহিত শৈত্যের পার্থক্য নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত জগতের পার্থক্য নাই, এবং যেমন চন্দ্র ও হিমের সহিত শীতলতার কিছুই প্রভেদ নাই, সেইমত ব্রহ্মের সহিত সৃষ্টির কোন অংশে পার্থক্য নাই। যেমন মরুস্থলীয় নদীর জল ও দ্বিতীয় চন্দ্র উভয়েরই অত্যন্তাভাব, তদ্রূপ এই জগৎ দৃষ্ট হইলেও শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মে ইহার অভাব নিশ্চিত। যাহা কারণের অভাব বশতঃ অগ্রে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, সুতরাং তাহার আবার নাশ কোথায়? পৃথ্বী প্রভৃতি জড়বস্তুর কারণ জড়বস্তুই হইতে পারে, ব্রহ্ম জড় নহেন, সুতরাং যেমন আতপ ছায়ার কারণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না। কারণের অভাবে কোন কার্য্যই হয় না সত্য, কিন্তু এস্থলে যে সেই আদি কারণ ব্রহ্ম, তিনিই কার্য্য-রূপে বিশ্বাকারে অবস্থিত আছেন এবং যদিচ অজ্ঞান বিশ্বের কারণ হইতেছে, কিন্তু উহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইতেছে না, কেবল আভাসিত হয় মাত্র। সুতরাং স্বপ্নকালীন বস্তু-দর্শনের ন্যায়ই এই জাগ্রদ্দশায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন স্বপ্নে সমুদয় প্রত্যক্ষ হইলেও সে সকল কিছুই নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগদ্রূপ বস্তু না থাকিলেও অজ্ঞান বশতই দৃষ্টিগোচর হয়। ৬—১৭। হে রাম! যে কিছু দেখা যাইতেছে, এ সমগ্র জগৎই পরমাত্মায় নিত্য অবস্থিত আছে, ইহা কখন উদয় বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না। যেমন সলিল দ্রবভাবে, বায়ু স্পন্দনরূপে ও প্রকাশ প্রভার আকারে অবস্থান করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও ত্রিভুবনাকারে অবস্থিত আছেন। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার বিজ্ঞানই অন্তরে নগরাদিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ স্বীয় আত্মাই ব্রহ্মে জগদাকারে শোভা পান। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যদি এই বিষময় দৃশ্য-জগৎ, স্বপ্নানুভূতের ন্যায় মিথ্যা, তবে কিরূপে ইহাতে অনাদিকাল হইতেই মনুষ্যের স্থির বিশ্বাস রহিয়াছে এবং দৃশ্য থাকিলেই দ্রষ্টা থাকে ও দ্রষ্টা থাকিলেই দৃশ্য থাকে; একটী থাকিলেই উভয়েরই বন্ধন থাকে ও একের অভাবে উভয়েরই মুক্তি হয়, অতএব যাবৎ বুদ্ধিতে দৃশ্যবুদ্ধির অত্যন্তাভাব বা ক্ষয় না হইবে, সে পর্য্যন্ত দ্রষ্টার দৃশ্যদর্শন হইবে ও তাহাতেই জ্ঞান জন্মাইবে না। আর যদি অগ্রে দৃশ্যজ্ঞান হইয়া পশ্চাৎ আত্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও দৃশ্যদর্শনে পুনরায় পূর্ব্বসংস্কার হয় বলিয়া কিছুই অনর্থশান্তি হইবে না। যেমন আদর্শ যে কোন স্থানে থাকিলেও প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ হয়, তদ্রূপ চিদাদর্শ যে কোন অবস্থায় থাকিলেও তাহাতে স্মৃতিজন্য সংসার-সংস্কার প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। দৃশ্য যদি আদৌ উৎপন্ন না হইয়া থাকে ও যদি তাহা সত্যই না থাকে, তাহা হইলে দ্রষ্টা মুক্ত হইতে পারেন। হে আত্মবিদ্বর! সুতরাং আমার মুক্তির অত্যন্তাসম্ভব দৃশ্য-জ্ঞানাদি যাহাতে উৎসারিত হয়, তাহা সদ্যুক্তি দ্বারা উপদেশ দিন। ১৮—২৭। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। এই সর্ব্বস্বরূপ জগৎ অসৎ হইলেও যেরূপে সৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা তোমাকে দীর্ঘ উপাখ্যান দ্বারা বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর। আমি যাবৎ প্রাচীন উপাখ্যান দ্বারা ঐ বিষয় বর্ণনা না করিতেছি, যতক্ষণ, হ্রদ হইতে যেমন ধূলি উত্থিত হয় না, তেমনি তোমার অন্তর হইতে দৃশ্যবুদ্ধি অপনীতা হইবে না। হে রাম! তুমি এই জগতের অবস্থানকে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক মিথ্যা বিবেচনা করিয়া এক ব্রহ্মের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিয়া ব্যবহার-পর হইবে, তাহা হইলে, যেমন মহাপর্ব্বতকে কোন বাণই বিদারণ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ভাবগ্রহ, অভাব-গ্রহ, স্থূল-সূক্ষ্মাদি-ধারণা, স্থিরবোধ, অস্থিরবোধ ও ব্যবহারদর্শন এ সকল তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। হে রাম! সেই একমাত্র আত্মাই আছেন, তাঁহার দ্বিতীয় কল্পনা নাই। তাঁহাতে যেরূপে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব প্রকাশ পাইয়াছে এবং সেই মহাত্মাই চক্ষুরাদি-গ্রাহ্য রূপাদিদর্শন ও অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য মননাদি সমুদয় পদার্থরূপে স্বয়ং প্রকাশ পাইতেছেন ও আপনিই বিলীন হইতেছেন। ২৮—৩৩।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। সেই পরম পবিত্র ও পরম শান্ত ব্রহ্মপদ হইতে যেরূপে এই দৃশ্যমান বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর। যেমন সুষুপ্ত্যবস্থা স্বপ্ন-বিশিষ্ট হইয়া দীপ্তি পায়, তেমনি যেরূপে সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মও সৃষ্টিযুক্ত হইয়া প্রতিভাত হন, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিশ্ব অনন্ত-প্রকাশ ও অনন্ত চিন্ময় পরমাত্মার স্বাভাবিক সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১—৩। তিনি আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল, তাঁহাতে প্রথমে যে কিছু চেত্যতার প্রকাশ হয়, সেই চেত্য জ্ঞান অহংজ্ঞানপূর্ব্বক হইয়া থাকে ও তাহাতেই সকল জ্ঞান-সংস্কার হয় ও তাহাই আমাদিগের সংস্কারবিশিষ্টচিত্তের উদ্বো-ধক। অনন্তর সেই চিত্তবৃত্তির ন্যায় বৃত্তিশালী চেতনাত্মক ব্রহ্মসত্তাই অনতিরিক্ত চিন্ময়ী পরম-সত্তা-রূপে ব্যবহৃত হন, পরে যখন তিনি চিরাগ্রযুক্ত ঈক্ষণ-সংবেদন বশতঃ জ্ঞানময় হন, তখন



তিনি আত্মভাব বিস্মৃত ও পরমপদ ত্যাগ করত পুনঃ সংসারোপাধিক জীবভাব প্রাপ্ত হন। জীবভাব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মভাব দূর হয় না, কারণ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসত্তাই ভাবনাবিশেষ দ্বারা প্রকাশোন্মুখী হয়, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ বিকৃতি হয় না। ঐ জীবসত্তার পরেই শূন্যতা-স্বরূপিণী আকাশসত্তার আবির্ভাব হয়, তাহাই শব্দাদি গুণের ও আকাশাদি ভাবী সংজ্ঞার কারণ। তৎপরে কালের সত্তাবধারণের সহিত জীবের, অহংজ্ঞ প্রভৃতি অভিমান জন্মিয়া থাকে, তাহাই ভাবিসৃষ্টি ও জগৎস্থিতির মূল এবং সেই পরমসত্তা হইতেই এই আত্মসংবেদ্য অসদ্রূপ জগৎ উৎপন্ন হইয়া সত্যের মত প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ অহংতত্ত্বাদিসম্বলিত সংবিদ্ সঙ্কল্পরূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ। তাহার অংশ হইতেই স্পন্দনধর্ম্মী বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে, সেইজন্য সেই অহংভাব-বিশিষ্ট আকাশরূপ সত্তাকে শব্দতন্মাত্র কহে ও তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে আকাশতন্মাত্র হইয়া থাকে। উক্ত শব্দতন্মাত্রেই শব্দময় বৃক্ষেরও কারণ, যে বৃক্ষ হইতে পদ বাক্য ও প্রমাণসমন্বিত বেদনিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। নিখিল-অর্থে সমবেত শব্দবৃন্দে পরিণত বেদাত্মা ব্রহ্ম হইতে এই অসীম জগল্লক্ষ্মী উদয় পাইতেছে। যে সমুদয় বায়্বাদি ভূতচয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তদ্যুক্ত চিন্ময় ব্রহ্মই জীব নামে অভিহিত হন, ইনিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদির কারণ এবং সেই মহাবায়ু হইতেই এই চতুর্দ্দশ ভুবন ও জরায়ুজাদি প্রাণিনিচয় সম্ভূত হইয়াছে। ৪—১৭। সেই চিৎশক্তির স্ফুরণে দেহের বিকাশ হইয়া থাকে এবং তাহাকেই স্পর্শতন্মাত্র কহে ও সেই স্পর্শতন্মাত্র-রূপ বৃক্ষ হইতে একোনপঞ্চাশৎ বায়ুস্কন্ধের বিস্তার হইতেছে ও সর্ব্বভূতের স্পন্দন-কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। তাহাতেই চিৎশক্তির বিলাসে তেজস্তন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত তন্মাত্র আলোকের বৃক্ষ বলিয়া উহা হইতেই সূর্য্য অগ্নি ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি তেজের উৎপত্তি হইয়াছে এবং রূপবিভাগে সংসার বিস্তৃত হইয়াছে। তিনিই সঙ্কল্পমাত্রে জলময় শরীর প্রাপ্ত হন ও তাঁহারই আস্বাদনকে রসতন্মাত্র কহে। ইহাই যাবৎ দ্রবপদার্থের কারণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া সংসারের বিস্তার করিতেছে। কল্পনাময় আত্মাই স্বীয় কল্পনাপ্রভাবে গন্ধতন্মাত্রকে অবলোকন করিয়া থাকেন এবং উক্ত মনুষ্যাদির আকৃতি-বৃক্ষস্বরূপা ও সকলের আধারভূতা গন্ধতন্মাত্রময়ী ভাবী ভূগোলকেরও মূলস্বরূপিণী পৃথিবী হইতে সংসারভাব প্রসৃত হইতেছে। যেমন বুদ্বুদনিচয় জলেই পরিণত হয়, তদ্রূপ চিৎশক্তির ভাবনায় সমুদ্ভূত তন্মাত্রনিচয়ই পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিণত হইতেছে। ইহারা কিছুকাল মিলিত থাকে, পরে পুনরায় বিশ্লেষ প্রাপ্ত হয়, যাবৎ সকলের ধ্বংস অর্থাৎ মহাপ্রলয় না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহাদিগকে বিশুদ্ধ চিৎশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া জানা যায় না। যেমন সূক্ষ্ম বটবীজের মধ্যে অসংখ্য বটবৃক্ষ নিবিষ্ট আছে, তদ্রূপ এই তন্মাত্র সকল গগনমধ্যেই অবস্থান করে, পুনরায় ইহাদিগের হইতেই গগনাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। ১৮—২৮। অঙ্কুরের উদ্গম, শতশাখাকারে প্রকাশ এবং ক্ষণমধ্যে ফলবান্ বৃক্ষে পরিণতি—সূক্ষ্ম পরমাণুমধ্যেও ভ্রান্তি দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। (স্বপ্নাবস্থায় অতি সূক্ষ্মনাড়ীছিদ্রেও ত বৃহৎ বস্তুর দর্শন ঘটে।) এ স্থূলভাব বাস্তবিক নহে। এ সকল কখন বিবর্ত্তকে অনুসরণ করিতেছে, পুনরায় বিবর্ত্তশূন্য হইয়া থাকিতেছে; কখন বা চিদাধারে সূক্ষ্ম হইতেছে ও ক্ষণমধ্যে পিণ্ডিত হইয়া স্থূল হইতেছে এবং সঙ্কল্পাত্মিকা চিৎশক্তিই তন্মাত্রগণ হইয়া ত্রসরেণুর (পরমাণুত্রয়ের) আকার ধারণ করিতেছে, কখন বা নিরাকারা দৃষ্টা হইতেছে। হে রাম! পঞ্চ-তন্মাত্রই এই দৃশ্যজগতের কারণ এবং পরমাত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ। আদি শক্তিই সেই পঞ্চ-তন্মাত্রেরও কারণ এবং অনুভূতিগ্রাহ্য আদিভূত অজ চিন্মাত্র সেই আদি শক্তিরও কারণ। এই কারণ-পরম্পরায় জগৎলক্ষ্মীর বিকাশ হইতেছে। ২৯—৩২।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! নভঃ, তেজঃ, তমঃ, সমস্তই অনুৎপন্ন, উহাদের সত্তার কারণ চিদাত্মা পরব্রহ্ম। উক্ত চিদাত্মাই মায়াকাশে বিকাশ পাইয়া প্রথমে চেত্যবিষয়িণী কল্পনাকে, পরে তৎসংযুক্ত জীবভাবকে ও অহংজ্ঞানকে উৎপাদন করেন। উক্ত অহংতার পরিণামে বুদ্ধির বিকাশ হয় ও বুদ্ধি হইতেই মননধর্ম্মী মনের উৎপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিই শব্দতন্মাত্রকাদি-বিশিষ্ট হইয়া মন হন। এই মনই তন্মাত্রপঞ্চকের মেলনে মহাভূতাকারে বর্দ্ধিত হইয়া জগদাকার মহাস্তম্ভ দৃষ্ট হন। যেমন স্বপ্নে অকৃত বা অদৃষ্ট বস্তুকে হঠাৎ দেখা যায়, তদ্রূপ চিদাত্মা মনের আবেশে জগৎ দেখিতেছেন, সুতরাং এই বিশ্ব চিন্ময় আকাশে বারংবার উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে। ১—৬। চিদাত্মাই জগদ্রূপ করঞ্জবৃক্ষকুঞ্জের অনুপ্ত বীজ। উক্ত বীজ ক্ষিতি বারি ও তেজের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং অঙ্কুরিত হয়। যাহা কেবল চিৎ, তাহাই স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় পৃথ্যাদি সৃষ্টি করিতেছেন ও যাহা কেবল চিন্ময় অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাহা যেখানেই থাকুক সর্ব্বত্রই জগদঙ্কুর তাঁহাকে পরিহার করিয়া আছে, স্থূলজগতের বীজ পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চতন্মাত্রের বীজ অব্যয়া চিৎ, যাহা বীজ, তাহাই ফল। সে ভাবেও এ জগৎ ব্রহ্মময়। এইরূপে সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাকাশে তন্মাত্রপঞ্চক থাকে। চিৎই স্বসামর্থ্যে পঞ্চতন্মাত্রার কল্পনা করেন, সুতরাং তাহা বাস্তব নহে। সেই পঞ্চতন্মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়াই স্থূল-জগৎ হইয়া থাকে, সুতরাং যাহা সৎ ও কল্পনাধিষ্ঠান, তাহাতে স্বপ্নকল্পনার ন্যায় কল্পিতভাবে অবস্থিত থাকায় এ সমস্তই তৎস্বরূপ, তাহার অতিরিক্ত নহে। যাহা কেবল কল্পনাবর্দ্ধিত, তাহা কিরূপে সত্য হইবে? যেমন তন্মাত্রপঞ্চক ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত আছে, সেইমত সৃষ্টির আদিকালে ব্রহ্মস্বরূপ বুদ্ধিতে জ্ঞানে তন্মাত্রাসম্ভূত এই ত্রিভুবনও ব্রহ্মচৈতন্যেই বিকাশ পাইয়া থাকে, যেহেতু ব্রহ্মই জগতের কার্য্য হইয়াও কারণ হইতেছেন বলিয়া জগৎ নামে কোন পৃথক্ পদার্থ এ পর্য্যন্ত জন্মায় নাই ও জাত বলিয়া দৃষ্টও হয় নাই। যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট নগরাদি অসৎ হইলেও সত্যের ন্যায় অনুভূত হয়, তেমনি পরমপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশসংজ্ঞক পরমাত্মায় জীবাকাশের কাল্পনিক অস্তিত্ব দেখা যায়। পূর্ব্বোক্তরূপে বিশুদ্ধ চিন্ময় আত্মায় পৃথিব্যাদির অবস্থানের অসম্ভব হেতু, আকাশে গন্ধর্ব্বনগরাদি দর্শনের ন্যায়, ব্রহ্মে জীবের প্রকাশ কল্পনায় কথিত হইয়া থাকে। ৭—১৭। হে রাম! সেই পরমেশ্বরেই জীবসমষ্টিরূপ আকাশ সংরূপে

প্রতীয়মান হইয়াও যেরূপে এই স্থূল দেহ আশ্রয় করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে পরমেশ্বরের কল্পিত জীবের কল্পনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অল্প উদিত হয় ও তাদৃশ কল্পনাবলে স্থূল জীবের প্রকাশ হয়; যেমন সঙ্কল্পিত চন্দ্র মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া জ্ঞাত হয়, তদ্রূপ ঐ ভাব অসৎ হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে ও ক্রমে ভাবনাবলেই দ্রষ্টার দৃশ্যরূপে পরিণত হয়। পরে সেই সূক্ষ্ম তেজঃ, স্ফুলিঙ্গভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে তারকার ন্যায় বুঝিতে থাকেন, তাহাতে তিনি স্থূল হন। স্বপ্নে নিজ মৃত্যুর অনুভবের ন্যায় একই বস্তু দ্বিরূপ হন, কিন্তু তাহা বাস্তবিক দুইটী নহে। সেই লিঙ্গদেহ জ্ঞান ও চিত্ত কল্পনা বশতঃ স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া সেই সেই উপাধিতে 'সোঽহং' ভাবে ভাবিত হয়, তাঁহার তারকাকার লিঙ্গভাবই ভবিষ্যৎ স্থূল দেহের কারণ। পুরুষ যেমন স্বপ্নে নিজের পথিকতা অনুভব করে, তেমনি জীবও আপনাকে শরীরী বলিয়া বোধ করে। চিত্ত যেমন যেমন চেত্যাকার অর্থাৎ বিষয়-স্বরূপ ধারণ করে, জীবও সেইমত উপাধি অবলম্বন করে। পর্ব্বত যেমন বহিঃস্থ হইয়াও দর্পণাদিতে তাহার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া দৃষ্ট হয় ও এই বাহ্য দেহ যেমন কূপমধ্যে নিপতিত হইলে কূপমাত্রেই গতিবিধি করে, অন্যত্র যাইতে পারে না, তদ্রূপ এই সর্ব্বগামী আত্মাও তারকামধ্যে অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গশরীরের মধ্যেই অহং অভিমান ধারণ করত অবস্থান করিতেছেন বলিয়া বিবেচনা করেন। যেমন স্বপ্নদর্শন ও সঙ্কল্প দেহ-মধ্যেই হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব স্ফুলিঙ্গরূপ উপাধিতে অহঙ্কার সংযোগে তন্মধ্যস্থিতের ন্যায় থাকিয়া কল্পনাময় দেহ অনুভব করেন। ১৮—২৬। সেই জীবাকাশ বুদ্ধি, চিত্তজ্ঞান ও সত্তাদি-স্বরূপে স্বতই জ্যোতিরাকাশমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। "আমি দেখিব" এই ভাবের উদয় হইলেই ভবিষ্যদ্বাহ্য দৃশ্য দেখিবার জন্য আকাশে ছিদ্রদ্বয়ে অর্থাৎ নেত্রদ্বয়ের দ্বারা দৃষ্টিপ্রসূত হয়। যাহা দ্বার দেখা যায়, তাহার নাম নয়ন, যাহা দ্বারা স্পর্শ করা যায়, তাহা ত্বক্, যাহা দ্বারা শ্রবণ করা যায়, তাহার নাম কর্ণ, যাহাতে ঘ্রাণকার্য্য হয়, তাহাকে নাসিকা বলে এবং তাহারই নাম জিহ্বা, যাহা দ্বারা বস্তুর আস্বাদন হয়। যাহা হইতে চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় ও যাহা স্পন্দিত হইতেছে, তাহাকে বায়ু বলে, এই বায়ুই বাহ্যবিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপে আতিবাহিকদেহী ব্রহ্মেরই স্থূলাকার হওয়ায় স্থূলদর্শন হয় এবং তিনিই স্ফুলিঙ্গাদি বাহ্য বিষয়ের মধ্যে আকাশের ন্যায় অবস্থিত আছেন। হে রাম! এইরূপে অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মানা কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্ম, জীবাপর নাম গ্রহণ করিয়াছেন ও সেই আতিবাহিকদেহী পরমাত্মা স্থূল দেহাবরণে থাকিয়া স্ববুদ্ধি-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডকে অবলোকন করিতেছেন, তন্মধ্যে কোন জীব জগৎকে, কেহ সম্রাট্-স্বরূপকে, কেহ বা ভাবী ব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন ও অনুভবও করিতেছেন। জীব নিজ অভ্যন্তর-গৃহরূপ চিত্ত হইতেই কল্পনানুসারে দেশ, কাল, কার্য্য ও দ্রব্যের কল্পনাও অনুভব করিতেছেন ও সেই সেই শব্দ দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছেন। বস্তুতঃ ইহা স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় অসৎ বলিয়া অত্যন্ত অলীক, সেই কারণেই ইহাকে অনুৎপন্ন বলে। বাস্তবিক অনুৎপন্ন হইলেও বিশ্বরূপ আদি প্রভু স্বয়ম্ভুই উক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইতেছেন বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ২৭—৩৮। এই উপস্থিত ব্রহ্মাণ্ডাকার ভ্রমে আতিবাহিক-দেহ-স্বরূপী আদিপ্রভু প্রজাপতি ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই; এবং ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই হয় নাই, কিছু নাই ও কিছুই দেখা যায় না। কেবল সেই অনন্ত আকাশের ন্যায় ব্রহ্মাকাশই অবস্থিত আছেন। ইহা সৎ বলিয়া জ্ঞাত হইলেও, স্বপ্নদৃষ্ট নগরের ন্যায় অলীক এবং ইহা কোন দ্রব্যনির্ম্মিত বা রঞ্জিত না হইলেও ইহা অত্যাশ্চর্য্য-রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই অলীক দৃষ্ট কাহা কর্ত্তৃক কৃত বা অনুভূত না হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়। যখন মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাদিরও লয় নিশ্চিত, তখন তাঁহাদিগেরই সৃষ্ট এই জগতের কথা কি বলিব, ইহার স্রষ্টা যেরূপ এই তৎসৃষ্ট জগৎও সেরূপ জানিবে, যে পরমাত্মা এই সৃষ্টিকার্য্যের কারণরূপে আছেন, এই জগৎ স্বপ্নের অন্তর্দ্ধান হইলে তিনিই কেবল অদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থান করেন। তৎকালে এ সমুদয় দৃশ্য থাকে না, স্বপ্ন দর্শনের পর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গৃহাদি কেবল স্মৃতির আকারেই অনুভূত হয়, আকাশ-স্বরূপ জগৎকারণও তদ্রূপ হন। দ্রবত্ব যেমন জল হইতে পৃথক্ নহে, সেইমত সৃষ্টিও পরমাত্মা হইতে অনতিরিক্ত। এই ব্রহ্মাণ্ড, আকাশের ন্যায় অতি নির্ম্মল ও প্রশান্ত এবং নিরাধার, নিরাধেয় অদ্বয়, অনুপম, ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াও কিছুই হয় নাই। যাহা কিছু রহিয়াছে ইহা পরমাকাশের ন্যায় শূন্য ও নির্ম্মল। বাস্তবিক সংসার বলিয়া কিছুই নহে ইহা আধেয় বা আধার ও দ্রষ্টা বা দৃশ্য নহে, অধিক কি ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাণ্ড নামেও কোন পদার্থই নাই, এ সকল বিতণ্ডা-বাদমাত্র। ৩৯—৫০। হে রাম! জঙ্গম বা স্থাবর কিছুই নাই, সকলই, জলে আবর্ত্তাদির প্রকাশের ন্যায়, সেই ব্রহ্মই আপনাতে আপনি প্রকাশ পাইয়া বিলীন হইতেছেন, সুতরাং ইহা দৃশ্য দশায় অসতের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াও সদ্রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নে স্বমরণ দেখিয়া নিদ্রাবসানে তাহা অলীক বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান জন্মিলে এই সংসার মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় ও কেবল সেই অখণ্ড অনাদি ব্রহ্মকেই জ্ঞানরূপ আকাশের মধ্যে দর্শন করা যায়। যে আদি প্রজাপতি সেই পরম আকাশে স্বয়ং শূন্য স্বরূপে নিত্য অবস্থিত আছেন, তিনি আতিবাহিত দেহধারী, তাঁহার দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে, সুতরাং, অন্যান্য শশশৃঙ্গাদির ন্যায় এই তৎসম্ভূত পৃথিবী প্রভৃতিও সৎ নহে জানিবে। ৫১—৫৪।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই সকল অহংভাবাপন্ন জন্মাদি দৃশ্যসমুদয় কিছুই নহে, ইহা অজাত বলিয়াই ইহা নাই। এক ব্রহ্মই সৎ, অন্য কিছুই নহে। যেমন নিশ্চল সাগরই চঞ্চল তরঙ্গাকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ প্রথমে পরমাকাশই স্বয়ং আকাশ-রূপ পরিত্যাগ না করিয়া জীবরূপে প্রকাশ পান। সঙ্কল্পরূপা চিদ্‌বৃত্তিই অসংখ্য জীবরূপ ধারণ করেন। প্রথমাবির্ভূত জীব ব্রহ্মা সেই বিরাট্‌রূপী প্রজাপতির চিৎস্বরূপ নভোময় দেহেরই আতিবাহিক সংজ্ঞা হইয়াছে; উহা স্বপ্নাচলের ন্যায় আভাসিত মাত্র এবং চিত্রকরের স্থিরচিত্তে কল্পিত সেনাদলের সহিত তাহার উপমা হইতে পারে। যদি কোন মহাস্তম্ভে শালভঞ্জিকা অনুৎকীর্ণ থাকে, তাহা হইলে, তাহার সহিতই সেই বিরাট্‌পুরুষের তুলনা হইতে পারে। ১—৬। আদি প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বকার্য্যের অভাব হেতু কারণ

বিহীন অর্থাৎ সামান্য প্রাণীর ন্যায় তাঁহার উৎপাদক কারণ নাই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতামহগণ মহাপ্রলয় সময়ে মুক্ত হইয়াছেন, প্রাক্তন কর্ম্ম তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করে নাই। আদি প্রজাপতি দর্পণ প্রতিবিম্বিত কুড্যের ন্যায়ই দৃশ্য হইলেও পৃথক্ সত্তা না থাকায় দর্শনের অযোগ্য, তিনি দৃশ্য দর্শক ও স্রষ্টা কিছুই না হইলেও সকলই তিনি। যেমন দীপ হইতে দীপসমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ, তাঁহা হইতে এই জীবসমষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পের ও স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরের উৎপত্তি, সেইরূপ তাঁহা হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে যেমন বৃক্ষ হইতে শাখার প্রকাশ, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মের স্পন্দনেই জীবের উৎপত্তি। সহকারী কারণ না থাকিলেই কার্য্য ও কারণ উভয়ে এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং সৃষ্টি ও পরমাত্মা উভয়েই এক। যাহা হইতে এই পৃথ্যাদি অলীক বস্তু সকল দৃষ্ট হইয়াছে, তিনি জীবাকাশ স্বরূপ আদি ব্রহ্মা এবং তিনিই বিরাড়াত্মা বলিয়া নির্দিষ্ট আছেন। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনে। এই জীব কি অপরিমিত না পরিমাণ আছে? কিংবা অসংখ্য বা সংখ্যা আছে? অথবা অসংখ্য হইলেও অচলের ন্যায় অনন্ত-স্বরূপ? হে প্রভো! মেঘ হইতে জলধারার ন্যায়, সমুদ্র হইতে জলকণার ন্যায়, তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গপ্রকাশের ন্যায়, এই জীবসঙ্ঘ কোথা হইতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন এবং যদিও আমি আপনার উপদেশে প্রায় সমস্তই জানিয়াছি, তথাপি সবিশেষ ব্যক্ত করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। যখন একটীও জীব নাই তখন জীবরাশি কোথায়? শশশৃঙ্গের উড্ডয়নের ন্যায় তোমার বাক্য সম্পূর্ণ অলীক। জীবও নাই, জীব রাশিও নাই এবং পর্ব্বতের ন্যায় জীবপিণ্ডও নাই। জীব প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শুদ্ধ চিন্ময় সর্ব্বগ অমল ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সুতরাং সর্ব্ব প্রকার কল্পনাকৌশল তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ৭—২১। সঙ্কল্পবৃত্তিক্রমে নিপতিত চৈতন্য প্রতিবিম্বের সম্বন্ধ বশতঃ সেই কল্পনা-কৌশলই সাকার ও নিরাকার পদার্থরূপে আবির্ভূত হয়, ইহা সেই ব্রহ্মেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই কল্পনাবৃত্তির ক্রমবিকাশ প্রফুল্লকুসুমশালিনী লতার অনুরূপ, অর্থাৎ লতা যেরূপ প্রথমে ক্ষুদ্রকায়া, ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে হইতে কুসুমকোরকশালিনী হয়, অনন্তর প্রফুল্লকুসুমসুশোভিতা হইয়া থাকে, তদ্রূপ জগৎকল্পনাকৌশলও চৈতন্যসংসর্গে ক্রমে বিকশিত হইয়া থাকে। তাহার দর্শনকর্ত্তাও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ নাই। জীব, বুদ্ধি, ক্রিয়া, স্পন্দন, মন, দ্বৈতভাব এবং একত্ব এইরূপ প্রতিভাত ব্রহ্মসত্তাই তাঁহার জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ অস্তিত্ব এক মাত্র ব্রহ্মেই বিদ্যমান, অন্য পদার্থের অস্তিত্ব ব্রহ্মের অস্তিত্ব লইয়াই হইয়া থাকে। তবে ব্রহ্মসত্তাকে তত্ত্বতঃ বুঝিতে না পারাতেই, তাহা অন্যের সত্তা বা অস্তিত্বরূপে প্রতিভাত হয়। আর তত্ত্বতঃ পরিজ্ঞাত হইলে, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে অজ্ঞান ব্রহ্মসত্তাকে আবরণ করিয়া রাখে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান তাহার বিনাশক। কিন্তু সেই অজ্ঞান যে কি, তাহা লক্ষ্য কি অলক্ষ্য ইহা বুঝা যায় না। * যেমন দিবালোকের প্রকাশে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, কিন্তু সে অন্ধকারের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, অজ্ঞানসম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে। এইরূপে সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্মই জীবাত্মা। তিনি অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি, অনন্ত এবং সত্য, চৈতন্য তাঁহার স্বরূপ। ২২—২৬। সেই ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ, কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। অতএব এই যে জগৎপ্রপঞ্চকৌশল, তাহাও সেই ব্রহ্ম স্বরূপই অপরোক্ষানুভবে পর্য্যবসিত হয়। রাম বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! ইহা এইরূপই বটে, কিন্তু মহাজীব অর্থাৎ জীবসমষ্টি ও ক্ষুদ্র বা ব্যষ্টিজীব যখন এক, তখন একটীমাত্র ব্যষ্টিজীবের ইচ্ছায় জগতের যাবতীয় ব্যষ্টিজীব সম্পৃক্ত না হয় কেন? অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবসমষ্টিই মহাজীব; মহাজীবের অঙ্গীভূত এক ক্ষুদ্রজীবে কোন বিষয়ে ইচ্ছাবিকাশ হইলে, সমগ্র জীবেরই ইচ্ছা হওয়া উচিত। পরস্পর জীবের ত কোন ভেদ নাই? বশিষ্ঠ বলিলেন,—ব্রহ্মই সমষ্টি-জীবরূপী হইয়া, পরে ব্যষ্টিজীবের স্বরূপ হন, জগতের ব্যবস্থা যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, সেইপ্রকার ইচ্ছা, সর্ব্বশক্তিমান মহাজীবরূপী অখণ্ড ব্রহ্মে থাকে, তিনি নিরন্তর যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সত্বর সফল হইয়া থাকে। সত্যসঙ্কল্প তাঁহার ইচ্ছার বিষয়ীভূত, পূর্ব্বে তাহা থাকায়, ব্যষ্টিবিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থাৎ সমষ্টিজীব যে, ব্যষ্টিজীবরূপে বিভক্ত হন, তাহা সেই সমষ্টিজীবরূপী ব্রহ্মেরই ইচ্ছালীলামাত্র। ২৭—৩০। পরে সেই বিভক্ত স্বীয় অংশ জীবসমষ্টির কর্ত্তব্যপদ্ধতি "ইহা এইরূপে হইয়া থাবে" এই প্রণালী অনুসারে তিনি কল্পনা করিয়া দিয়াছেন। কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন না করিলে, কার্য্যসিদ্ধি হইবেই না। অর্থাৎ সমষ্টি-জীবের সঙ্কল্পমাত্রে কার্য্যসিদ্ধি হয়, ব্যষ্টিজীবের যত্ন ও ব্যাপার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, ব্যষ্টিজীবের পক্ষে এই নিয়মসত্ত্বেও কোথাও কোথাও যে, তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ মুনি-ঋষিদিগের সঙ্কল্পমাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও মহাজীবের ইচ্ছা অনুমান করিতে হয়। যে ব্যষ্টিজীবের ইচ্ছা হইয়া থাকে, সেই ব্যষ্টিজীবের পক্ষে সমষ্টিজীবের শক্তিই কার্য্যকরী। ইহার সফলতার পক্ষেও তাহাই। সমষ্টিজীবশক্তির নিয়মানুষ্ঠান ব্যতীত ইচ্ছার সাফল্যলাভও হয় না *। সমষ্টিজীবের ইচ্ছা, ফলসিদ্ধির অনুকূল হইলেই, ব্যষ্টিজীবের ফললাভ হইয়া থাকে। কেননা, এ সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছার অধীন; অতএব ব্যষ্টিজীবের ইচ্ছামাত্রে কখনই ফললাভ হয় না। এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ মহাজীব অনাদি অনন্ত, তিনিই কোটি কোটি জীব এবং কোটি কোটি মহাজীব স্বরূপ; তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি এই তিনটী কারণ সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের ধর্ম্ম, সমষ্টিজীব এবং ব্যষ্টিজীব এক হইলে, তাঁহাদিগের জ্ঞানশক্তি-প্রভৃতিও এক হইয়া পড়ে—এই প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, জীবের চৈতন্যাংশ এক হইলেও উপাধিরও কোন অংশ এক হইলেও, সম্পূর্ণ উপাধির ভেদ আছেই। জীবসমষ্টি যাঁহাকে বলা হইয়াছে, তিনি কারণ এবং সূক্ষ্ম-শরীরবিশিষ্ট; ব্যষ্টিজীব তত্তুল্য-শরীরবিশিষ্ট হইলেও তাহার

টীকাকারস্ত প্রবোধ এব দুর্লভ ইত্যাহ ন তিতি।

* মুনিঋষিদিগের ইচ্ছা যে, সঙ্কল্পমাত্রেই সফল হয়, তাহাও সমষ্টিজীবের শক্তি। সেই সমষ্টিজীব বা ঈশ্বরের নিয়ম-বহির্ভূত কোন কার্য্যই হয় না। ঋষিগণ ইচ্ছা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এইরূপ ঐশ্বরিক নিয়ম থাকাতেই ঐরূপ হইয়া থাকে। ইহা টীকাকার-সম্মত ব্যাখ্যা।

আর একটী উপাধি স্থূল শরীর। এই স্থূল শরীরই ক্রিয়ার আশ্রয়। এই উপাধিঘটিত তারতম্যই বৃত্তিজ্ঞান, ইচ্ছা এবং ফল-তারতম্যের কারণ। জড়বস্তুর সংসর্গেই ব্রহ্মার জীবভাব-প্রাপ্তি এবং সংসার হইয়া থাকে, সেই সংসর্গ দূর হইলেই স্বীয় সমস্বরূপ লাভ হইয়া থাকে ৩১—৩৪। জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি সমষ্টি-জীবপ্রাপ্তি হইয়াও হইয়া থাকে, তাহা না হইয়াও হইয়া থাকে, যেমন তাম্রের সুবর্ণভাবপ্রাপ্তি রস-ঔষধাদির যোগে পাক করিলেও কখন হয়, কখন বা স্পর্শমণির স্পর্শমাত্রেই সুবর্ণভাবপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই হৃদয়প্রকাশিত গুহাকাশরূপী আত্মায় এই জগৎপ্রপঞ্চ অসৎ হইলেও, তদ্রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা চৈতন্য-চমৎকারী আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই যে চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি, ইনি আপনিই ভবিষ্যৎ নাম এবং রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই স্ফূর্ত্তির নামই অহংভাবনা। চৈতন্য—বিম্ব, চিদাভাস—প্রতিবিম্ব, এই চিদাভাস চিন্ময় ভিন্ন আর কিছুই নহে, অতএব ইহাও অনন্ত। সেই চিদাভাসই জগৎপ্রপঞ্চরূপে আত্মচৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্ফূর্ত্তিই চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি। সেই চিদাভাস চৈতন্য নিত্য এবং বিম্ব চৈতন্য হইতে অভিন্ন হইলেও পরিণাম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বিভিন্নবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার স্বীয় শক্তি। চেতন, জড় এবং জড়ের প্রকাশ এতৎত্রয়ের মিলিতরূপে যে অনুভব, তাহাই ভ্রান্তি-বশে জগৎপ্রপঞ্চরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। চিৎ বা চেতনস্বরূপ ব্রহ্মের বিশাল শক্তি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, অহংভাব দর্শন তাহাতেই হইয়া থাকে। এই চিৎশক্তির অন্তরে জলতরঙ্গের ন্যায় যাহা প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ পরিস্ফুরিত হয়, সেই অহন্তাবমূলক ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত প্রপঞ্চ আত্মস্বরূপে আপনার দ্বারাই ইনি স্বয়ং দর্শন করিয়া থাকেন। ৩৭—৪৪। এই চিৎ-শক্তি নিজরূপে স্বয়ং যে মনোহর বিবর্ত্ত-বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন, তাহারই নাম জগৎ। হে রাঘব! বুদ্ধি, অহঙ্কার চৈতন্য বা চিৎশক্তিরই বিবর্ত্তবিকাশ মাত্র, অতএব তাহা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পঞ্চ-তন্মাত্রাদিও চৈতন্য-বিবর্ত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব দ্বৈতভাব এবং একত্বের ত কথাই নাই। বাসনা এবং কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া 'তুমি আমি' ইত্যাদি ভেদ-কল্পনা পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে সৎ এবং অসতের মধ্যে সত্তামাত্রেই পর্য্যবসান হইবে। আকাশে মেঘ হইলে আকাশের স্বরূপ অনুভূত হয় না, মেঘ দূর হইলে, আকাশ আবার পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছ হইয়া থাকে। এই আকাশের অস্তিত্বও আকাশরূপেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দৃশ্য-প্রপঞ্চের অবসান হইলে, চিৎ-শক্তির স্বাভাবিক সত্তা উদিত হইয়া থাকে। এই সত্তা বা অস্তিত্বও তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। আমরা সত্তা বা অসত্তা জানি না, তিনি জ্ঞান স্বচ্ছ স্বরূপে অবস্থিত হন, এইটুকুই বলিতে পারি। এই মনশ্চেষ্টারূপ সূক্ষ্মজগৎ শূন্য মাত্র। আর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত স্থূল দেহ এবং দেববাস-যোগ্য ব্রহ্মাণ্ডও শূন্য মাত্র। এ সমস্তই সেই চৈতন্যের বিবর্ত্ত-পরিবর্ত্তন মাত্র। তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। ৪৫—৪৯। যে পদার্থ যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহা তাহা হইতে কদাচ ভিন্ন নহে। সাবয়ব পদার্থ সম্বন্ধেও যখন এই নিয়ম, তখন নিরবয়ব পদার্থ সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি আছে? "কার্য্য কারণের অভেদে দৃষ্টান্ত—সুবর্ণকুণ্ডল, মৃত্তিকাঘট ইত্যাদি।" চিৎ-শক্তি স্বতঃপ্রকাশ। তাঁহার নামই নাই, পরিচ্ছেদ নাই, তাঁহার যেরূপ তাহাই স্ফুরণরূপী জগতের রূপ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চভূত, ভূধর, দিঙ্মণ্ডল—ইত্যাকার যে যে রচনা, তৎসমস্তই চৈতন্যরচনা মাত্র। কেননা,—জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ চৈতন্যেই পর্য্যবসিত। জানিবে, জগৎপ্রপঞ্চ চিৎশক্তির ধর্ম্ম মাত্র। জগৎ পরিত্যাগ করিলে, চিৎশক্তিরও চিৎশক্তিত্ব থাকে না। জগদ্ভাব দূর হইলে, জড়পদার্থের পরিণামও চিৎশক্তিতে পর্য্যবসিত হয়, এবং তাহা দূর না হইলেই ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব জগতের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? চিৎশক্তির যে প্রপঞ্চ-প্রকটনশক্তি, তাহাই জীব এবং তন্মাত্ররূপে প্রতিভাত হইয়া, জগৎপ্রপঞ্চরূপে অবস্থান করিতেছে। চিৎভাবপ্রযুক্ত চিৎশক্তির অহংভাবরূপে যে স্বীয় শক্তিস্ফূর্ত্তি, তাহাই প্রাণ-সম্বলিত জীবরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। চিৎশক্তি এবং চিৎশক্তিত্বের যে স্ফূর্ত্তি, তাহা অহন্তাব প্রভৃতি বিকার দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া জীবাদি সংজ্ঞার মূল হইলেও ব্যবচ্ছেদ-ধর্ম্ম অলীক বলিয়া তাহার বস্তু-গত্যা ভেদ নাই। চৈতন্যপ্রধান অহঙ্কার—কর্ত্তা, ক্রিয়াপ্রধান প্রাণ—কর্ম্ম, কর্ত্তা ও কর্ম্মে ভেদ নাই (কর্ম্ম—কর্ত্তারই ধর্ম্মবিশেষ ভিন্ন আর কিছু ত নয়)। অতএব যাহা কর্ম্ম, তাহাই প্রকৃতপক্ষে জীব অর্থাৎ ক্রিয়া, চিৎশক্তি-সমাবেশই জীব-পদবাচ্য। এই যে ক্রিয়াময় জীব, ইনিই পুরুষের চিত্ত, সেই চিত্তই ইন্দ্রিয়রূপে প্রকটিত হইয়া নানাপ্রকারে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ ক্রিয়া ও চৈতন্য উভয়-সম্মিলনে জীব-পদার্থ হইলে আপাততঃ জীবের দুইটী অংশ দেখা যায়—একটী জ্ঞান ও একটী ক্রিয়া। ক্রিয়াংশই চিত্ত-পদার্থ, সুতরাং এই চিত্ত জীব হইতে অভিন্ন, আবার এই চিত্তেরই আকার ইন্দ্রিয়—সুতরাং ইন্দ্রিয়াদিও জীব হইতে অভিন্ন। আর এই জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহা বারংবার কথিত হইয়াছে। এই জগতের কার্য্য-কারণভাব অলীক। জগৎ চিৎপ্রকাশেরই অংশমাত্র। অতএব জগতের স্বরূপতঃ ভেদ একেবারেই নাই। ছেদ, দাহ, ক্লিন্নভাব বা শুষ্কতা অস্মৎ-পদবাচ্য অর্থাৎ আত্মার নাই; আত্মা নিত্য সর্ব্বগত স্থিরতর এবং অচল অর্থাৎ সর্ব্ববিকার-বর্জ্জিত। ৫০—৬০। নিজের ভ্রমে অপরকে নিপাতিত করা আর এই শাস্ত্র না বুঝিয়া বিবাদ করা সমান, আমাদের ভ্রম দূর হইয়াছে, এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়াছি। অজ্ঞের নিকটেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ মূর্ত্তিমান্ ও তাহার বিকারাদি পার্থক্য পরিস্ফুট, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট দৃশ্য-প্রপঞ্চ মূর্ত্তিহীন, তাঁহার নিকট পরিস্ফুরিত চিদাকাশে সৎ অসৎ সকল ভাবেরই পর্য্যবসান। মায়ারূপী বসন্তসমাগম জড়পদার্থে আসক্তিরূপ রসসঞ্চার-সাহায্যে চিৎপাদপ আকাশ-বিকাশিনী কালাদিনাম্নী মঞ্জরী বিকসিত করিয়া থাকেন। আকাশ, অপূর্ব্ব-স্পন্দী বায়ু, তেজ, অবদ্ধ জলরাশি, দেবাসুর-মনুষ্যভোগ্যা বসুন্ধরা, বিবিধ-ওষধিরস-সঞ্চার-কারণ চন্দ্রমা এবং মহালোক সূর্য্য এই সমস্তরূপেই স্বয়ং ব্রহ্মই পরিস্ফুরিত। ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। স্বরূপজ্ঞানে দৃশ্যপ্রপঞ্চের অবসান হইলে চিৎ-ব্রহ্ম পূর্ণভাবে অবস্থিত হন। সুষুপ্তি, জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন-ভাবে ব্রহ্মেরই ঘূর্ণন হয়। জড়ভাব সম্মেলন ক্রিয়া এবং মনোভাব * প্রাপ্তি হইতেই এই অবস্থাত্রয়। ব্রহ্মসত্তা লইয়াই

* টীকাকারস্তু 'অবিচারিস্পন্দস্বভাবপ্রাণাদ্যাত্মভাবকল্পনে স্পন্দিসংসার্য্যেব ভবতি' ইত্যাদ্যাহ।

জগতের সত্তা, স্বরূপতঃ কিন্তু জগৎ অসত্য। জগৎ চিৎস্বরূপ মহাকাশের একমাত্র শূন্য ভাব, জগৎ চিৎস্বরূপ সমীরণের স্পন্দশক্তি, জগৎ চিৎস্বরূপ ঘনান্ধকারের কালিমা, জগৎ চিৎস্বরূপ সূর্য্যালোকের চিত্ররচনা। সুতরাং তাহা স্বরূপতঃ অসত্য, কিন্তু অধিষ্ঠানরূপে সত্য। স্থায়িত্বপক্ষে কজ্জল ও তৈলযুক্ত দীপশিখার যেমন ভাব চিৎ ও জগতের সেই ভাব, অর্থাৎ তৈল-দীপশিখা নির্ব্বাণ হইলে তাহার কজ্জলরেখা মাত্র থাকে, জগন্নাশেও ব্রহ্ম-মাত্র থাকেন। ৬১—৭১। জগৎ চিৎস্বরূপ অনলের উষ্ণতা, চিৎস্বরূপ শঙ্খের শুক্লতা এবং চিৎস্বরূপ পর্ব্বতের কন্দর, জগৎ চিৎস্বরূপ সলিলের দ্রবভাব, চিৎস্বরূপ ইক্ষুরসের মধুরতা এবং চিৎস্বরূপ দুগ্ধের স্নেহভাব, জগৎ চিৎস্বরূপ তুষারের শীতলতা, চিৎস্বরূপ অনলশিখার উজ্জ্বলতা বা দাহিকা শক্তি এবং চিৎ-স্বরূপ সর্ষপের তৈলস্বরূপ, জগৎ চিৎ-স্রোতস্বতীর তরঙ্গ, চিৎ-মধুর মিষ্টতা এবং চিৎ-সুবর্ণের কেয়ূর, জগৎ চিৎ-কুসুমের সৌরভ, চিৎ-লতাগ্রের ফল, চিৎ-সত্তাই জগতের সত্তা এবং জগৎ-সত্তাই চিৎসত্তার আকার। ৭২—৭৫। আকাশে নীলিমার ন্যায়, ভেদ-বিকারাদি প্রতীত হইলেও ব্রহ্মে তাহা নাই। ভুবন-ত্রয় অসৎ হইলেও এইরূপে সন্ময় বলিয়া 'সৎ' শব্দে ব্যবহার যোগ্য। রজ্জু-সর্পের ন্যায়, কল্পিত পদার্থের সত্তা বা অসত্তা—সৎ যে অধিষ্ঠান, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং ভ্রান্ত পদার্থের সত্তা ও অসত্তা সমানই। যাহারা 'অরূপত্ব অপলাপ হয়' বলিয়া অবয়ব-অবয়বিত্ব শব্দের অর্থ কল্পনা করিয়া "নিরাকার সাকারের সমান সত্তা হয় না" এইরূপ দোষ দেয়, তাঁহাদিগকে ধিক্, ঐরূপ শব্দার্থ-কল্পনাও যে তাহাদের শশশৃঙ্গবৎ অলীক, ইহা বুঝা উচিত যথায় নদ-নদী-শৈল-সাগরশালিনী মেদিনীরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তথায় অবয়বাদি ভ্রমকল্পনার প্রসক্তি কি আছে, এটুকু তাহাদের বুঝা উচিত। স্ফটিকশিলা অন্তর্ব্বাহে পরিপূর্ণবৎ হইলেও তাহার বাহ্য-অভ্যন্তরে আকাশ আছে, সেই আকাশ স্বচ্ছ। অথচ সেই শিলা নানাপদার্থের প্রতিবিম্বাধিষ্ঠান হইয়া থাকে, (সেই স্ফটিক-শিলা প্রতিবিম্ব আকাশেরও আশ্রয় হয়, সেই নক্ষত্র-মালাখচিত আকাশ স্ফটিকের মালিন্যাদি দোষে মলিনরূপেও প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ) চিন্ময়ী মায়াও অন্তর্ব্বাহে জড়রূপ হইলেও তাহার বাহ্য অভ্যন্তরে চিৎ বিরাজমান, (চিৎপ্রতিবিম্বও তাহাতে নিপতিত) সেই চিৎপ্রতিবিম্ব-সমন্বিত মায়াতেই নিখিল অলীক জগৎ প্রতি-ভাত (মায়াদোষ প্রতিবিম্বিত-চিতে চিৎ-দোষরূপে প্রতীত হয়)। যখন পদার্থসমূহের অন্তর্গত স্থূল আকাশে আকাশজনিত বায়ু প্রভৃতির মলসম্পর্ক নাই, তখন তোমাতে অর্থাৎ চিদাকাশে ত সত্তা, অসত্তা বা তুমিত্ব আমিত্ব-রূপ মালিন্যের আশ্লেষ নাই। পল্লবের অন্তরে যেমন শিরারেখা থাকে, তাহা পল্লব হইতে অভিন্ন হইলেও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়; এই পল্লবশিরারেখা-সম্বন্ধবৎ ব্রহ্ম-জগৎ-সম্বন্ধ জানিবে। ব্রহ্ম জগৎ হইতে ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও এই জগৎকে ব্রহ্ম ধারণ করিতেছেন। ব্রহ্মা সমস্ত কারণজালের আদিকারণ, সেই ব্রহ্মা চিত্তাধিষ্ঠিত চিৎ, স্বরূপতঃ সেই চিত্তের কারণ নাই অর্থাৎ চিত্তের বা সকল পদার্থে-রই স্বরূপাবস্থা ব্রহ্ম। যেখানে বলা হইয়াছে, চিত্তের কারণ নাই, সেখানে চিত্তের স্বরূপাবস্থা লক্ষ্য করা হইয়াছে; যেখানে কারণের উল্লেখ আছে, সেখানে তাহার ঔপাধিক অবস্থা লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই চিত্ত অনুভবগম্য অর্থাৎ চেত্য; চেত্য পদার্থের ব্যবহারিক সত্তা অসত্তা আছে, কিন্তু অচেত্যচিতের অসত্তা ব্যবহার দ্বারাও অসিদ্ধ, কেননা,—দেখা যায়, বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় যাহা থাকে, তাহারই উদয় হয়। হে রাম! গগনবৎ এই মহাচিত্তের অভ্যন্তরে যে এই ভেদযুক্ত ত্রিভুবন আছে, তাহাতে অনুভব দ্বারা 'এ সমস্ত দৃশ্যই ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকার নিশ্চয়-সম্পন্ন হও। মুনিবর এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে দিবাবসান হইল, সায়ন্তন বিধির নির্ব্বাহহেতু সূর্য্যাস্ত হইল, সায়ন্তন স্নানের জন্য নমস্কারপূর্ব্বক সভ্যবৃন্দ প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাত্রিপ্রভাতে অংশুমালীর অংশুজালের সহিত তাঁহারা আবার উপস্থিত হইলেন। ৭৬—৮৬।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥
ইতি তৃতীয় দিবস ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কাহলেন,—হে রাম। এই দৃশ্যজগৎ চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যেমন নির্ম্মল আকাশে মুক্তাভ্রম হয়, তদ্রূপ নির্ম্মল আত্মায় জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে। এই ত্রিভুবনরূপ শাল-ভঞ্জিকা (কৃত্রিম পুত্তলিকা) চিদ্রূপ স্তম্ভে অনুৎকীর্ণাই রহিয়াছে। ইহার কেহ উৎকর্ত্তা নাই বলিয়া সর্ব্বদাই অক্ষোভিত থাকে। যেমন সাগরসলিলের বেগ ও চাঞ্চল্য স্বভাবেই হয়, তদ্রূপ এই দৃশ্য-জগতেরও পরম ব্রহ্মে প্রতীতি হইয়া থাকে। এই জগৎ অজ্ঞান দৃষ্টিতে স্থূল হইলেও, গবাক্ষচ্ছিদ্রে নিপতিত সূর্য্য-কিরণের সাহায্যে পরমাণু-সমষ্টির ন্যায়, জ্ঞানীর জ্ঞান-দৃষ্টিতে পরমাণু সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান হয়, যেমন গবাক্ষদ্বারে নিঃসৃত সূর্য্য কিরণের অভাবে পরমাণুনিচয় দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে এই জগতের সূক্ষ্মভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না। এই চিদাকাশ-স্বরূপ জগৎ পৃথিব্যাদিরূপে অনুভূত হইলেও, স্বপ্ন-সঙ্কল্পের কল্পনার ন্যায়, অলীক এবং মরুভূমির নদীতে সলিল-সঞ্চারের ন্যায়, এই বিজ্ঞান কোষ স্বরূপ জগতের অবয়ব-জ্ঞান কখনই সম্ভব হইতে পারে না। মরুভূমিতে নদীপ্রবাহের ন্যায় এই সঙ্কল্প-নগরোপম নিরাকার জগৎ যে দৃশ্য হইতেছে, তাহা ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যেমন জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্টের অসত্তা হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীরা এই দৃশ্য জগতের শোভাকে অসৎরূপে বুঝিয়া ব্রহ্মস্বরূপের অনতিরিক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। অজ্ঞেরাই ব্রহ্ম-শব্দের সহিত জগৎ-শব্দের পার্থক্য বুঝিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে জগৎ ও ব্রহ্ম শব্দের অর্থে কিছুই প্রভেদ নাই। যেমন আকাশে সূর্য্যালোক ও শূন্য মেঘে সঙ্কল্পাত্মক মেঘ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এই জগৎও চিন্ময়-ব্রহ্মে প্রকাশ পাইতেছে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নগর জাগ্রদ্দৃষ্ট নগরের সমান, তদ্রূপ এই নির্ম্মল দৃশ্য জগৎ সঙ্কল্প-জগতেরই সমান অর্থাৎ অলীক। ১—১২। সেই কারণে এই জগৎ চিন্ময় আকাশ ভিন্ন কিছুই নহে, সুতরাং এই জগৎ ও মহাকাশ, একার্থক ও চিন্ময় ব্রহ্মেরই রূপান্তর এবং এই কারণে জগদাদি দৃশ্যজাত কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, ইহা নিরুপাধিক ও অপ্রকাশ হইয়া যেভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহাই রহিয়াছে। এইরূপে জগৎ মহাকাশে রহিয়াছে, তথাপি ঐ চিদাকাশ (ব্রহ্ম) তাহাতে আবৃত নহেন, এই কল্পিত জগৎ

চিদাকাশের অণুমাত্রও আবরণ করিতে পারে না, ইহা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও নিরাকার হইয়া সঙ্কল্প নগরের ন্যায় মহাকাশেই আকাশময় চিত্র স্বরূপে অবস্থান করিতেছে। হে রাম! আমি এ বিষয়ে মণ্ডপোপাখ্যান নামে একটী শ্রুতিমধুর বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণ করিলে তোমার চিত্তের সন্দেহ দূর হইবে ও শান্তি লাভ করিবে। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট জ্ঞানবৃদ্ধির উপায়ীভূত সমগ্র মণ্ডপোপাখ্যান শীঘ্র সংক্ষেপে বর্ণন করুন, যাহা শ্রবণ করিলে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই ভূমণ্ডলে নিজ বংশরূপ সরোবরের বিকসিত পদ্মের স্বরূপ বিবেকশালী ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বহুপুত্রবান্ শ্রীমান্ পদ্ম নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি মর্য্যাদাপালনে সমুদ্রস্বরূপ, শত্রুরূপ অন্ধকারের সূর্য্যস্বরূপ কান্তারূপ কুমুদিনীর চন্দ্রস্বরূপ ও দোষরূপ তৃণরাশির অগ্নিস্বরূপ ছিলেন এবং তিনি দেবগণের সুমেরু, ভব সমুদ্রের যশোরূপ চন্দ্রমা, সদ্গুণরূপ হংস শ্রেণীর সরোবর, পদ্মশ্রেণীর নির্ম্মল সূর্য্যস্বরূপ, সংগ্রামরূপ লতার পবন ও মনোরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহস্বরূপ ছিলেন। সেই সকল আশ্চর্য্য গুণের আধার স্বরূপ রাজা সমগ্র বিদ্যার প্রিয় ছিলেন ও সমুদ্রমন্থন-কালে দেবদানবগণে পরিচালিত মন্দর-পর্ব্বতের ন্যায় সহিষ্ণু, বিলাসরূপ পুষ্পরাশির বসন্তকাল, সৌভাগ্যের কামদেব লীলারূপিণী লতার বিলাসবায়ু এবং সাহস ও উৎসাহে বিষ্ণুস্বরূপ ছিলেন। তিনি সৌজন্যরূপ কুমুদের পক্ষে চন্দ্রমাস্বরূপ দুশ্চেষ্টারূপ বিষলতার নিকট অগ্নিস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার লীলা নামে বিলাসিনী সৌভাগ্যবতী ভার্য্যা ছিল। তিনি সর্ব্বসৌভাগ্য-সম্পন্না ছিলেন বলিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা লক্ষ্মীর ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেন সেই মধুরভাষিণী লীলা স্বামী ও স্বজনগণের সর্ব্বাই অনুবৃত্তি করিতেন এবং সেই মৃদুমন্দগামিনীর হাস্যকালে দ্বিতীয় চন্দ্রমার উদয় অনুভব হইত। ১২—২৬। সেই গৌরাঙ্গী লীলার মুখপদ্ম অলকরূপ অলিগণে মনোহর থাকিত বলিয়া তিনি, গতিশীলা সরোজিনীর ন্যায়, শোভা পাইতেন এবং লতোপরি বিকসিত পুষ্পে বিভূষিতা সুরসিকা প্রবালধারিণী লীলা ঐরূপ পুষ্পশোভায় বিভূষিতা মূর্ত্তিমতী বসন্তলক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতেন। সেই নির্ম্মলকান্তি গঙ্গার ন্যায় পবিত্রতমা লীলাকে স্পর্শ করিলেও অসাধারণ আনন্দ লাভ হইত ও তাঁহাকে দেখিলে জীবগণের আনন্দদায়ী ভূতলাগত স্বপতি কামদেবের পরিচর্য্যা করিবার মানসে সমাগতা সাক্ষাৎ রতি বলিয়া বিবেচনা হইত। তিনি নিজ স্বামীকে উদ্বিগ্ন দেখিলে উদ্বিগ্না, আনন্দিত দেখিলে আনন্দিতা, ব্যাকুল দেখিলে ব্যাকুলা, কুপিত দেখিলে কেবল ভীতা হইয়া, স্বামীর ছায়ার ন্যায় থাকিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। ২৭—৩১।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! মহারাজ পদ্ম ভূতলচারিণী অপ্সরার সদৃশী সেই কান্তার সহিত অকৃত্রিম প্রেমরস অনুভব করিবার জন্য বক্ষ্যমাণ স্থানসমূদয়ে ক্রীড়া করিতেন। কখন উদ্যানে, কখন তমালবনে, কখন রমণীয় পুষ্পমণ্ডপে, কখন লতা-গৃহে, কখন অন্তঃপুরস্থ পুষ্পশয্যায়, কখন পুষ্পের কৃত্রিম বীথীতে, কখন চিরবসন্ত-শোভিত উদ্যান দোলায়, কখন কৃত্রিম পুষ্করিণীতে, কখন চন্দন বৃক্ষে, কখন পারিজাত বৃক্ষে, কখন কদম্বাদি বৃক্ষের কৃত্রিম গৃহে, কখন বা বিকসিত কুন্দ-মন্দারাদি পুষ্পের সৌরভ-শালী কোকিল-ধ্বনিযুক্ত বনরাজিতে, কখন দীপ্তিশালী তৃণ-পূর্ণ বনস্থলীতে, কখন বা শীকরাসার-বর্ষী নির্ঝরপ্রদেশে, কখন মণি-মাণিক্যাদি-পরিপূর্ণ পর্ব্বতপ্রদেশে, কখন বা দেবালয়ে ও মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে, কখন বা কুমুদবন বিকসিত হইলে রাত্রিকালে, কখন পদ্মজাল প্রস্ফুটিত হইলে দিবাভাগে পুষ্পফলাদিপরিপূর্ণ বন-স্থলীতে অবস্থান করিয়া পরস্পর প্রেমরসের উদ্দীপক সুরতপ্রভৃতি বিবিধ রমণীয় সবিলাস ব্যবহারে কালাতিপাত করিতেন। ১—৯। তাঁহারা কোন সময় পরিহাস-বাক্যে, কখন প্রাচীন ইতিহাস-পর্য্যা-লোচনায়, কখন বা নাটিকা আখ্যায়িকা অবিন্দুশ্লোক গুপ্ত চতুর্থ পাদ-শ্লোক আলোচনা করিয়া, কখন কাল-দেশ-পাত্রানুসারে বিচিত্র ব্যবহারে, কখন বিবিধ অলঙ্কারে ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত থাকিয়া, সবিলাসগমনে বিচিত্র স্বাদুভক্ষ্যের ভোজনে, কুঙ্কুম-কর্পূরবাসিত আর্দ্র তাম্বূলের চর্ব্বণে, কখন বা পুষ্পিত লতা-কুঞ্জের মধ্যে আত্ম-দেহের গোপনে, কখন নখব্রণে, কখন পরস্পর মাল্য-প্রহরণে, কখন আলিঙ্গনে, কখন ভবনমধ্যে পুষ্পের দোলায় পরস্পরের দোলনে, কখন বা নৌকায় হস্তীতে অশ্বে ও উষ্ট্রযানে গমনে, কখন জল-ক্রীড়ায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সস্পৃহ দর্শনে, কখন বা নৃত্যগীত-বীণা-মুরজাদি-বাদ্যের বাদনে ব্যাপৃত থাকিয়া, কখন উদ্যানে, কখন গৃহমধ্যে, কখন নদীতীরে বিহার করিতেন। এইরূপে পরম সুখিনী সেই রাজার প্রিয়তমা প্রণয়িনী লীলা একদা মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমার স্বামী পৃথিবীশ্বর যুবা ও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম, ইনি কোন উপায়ে অজর ও অমর হইয়া চিরকাল যুবা ও শ্রীমান্ থাকিবেন, আমি চিরযুবতী থাকিয়া কুসুম-ভবনে ইহাঁর সহিত শতযুগ কাল সুখে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আমি তপস্যা জপ ও সংযমাদি দ্বারা সেইরূপ যত্ন করিব, যাহাতে আমার চন্দ্রবদন রাজা-স্বামী অজর ও অমর হন। এক্ষণে আমি জ্ঞানবৃদ্ধ তপোবৃদ্ধ ও বিদ্যাবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে, কি করিলে মনুষ্যের মৃত্যু হয় না। লীলা এই বিবেচনা করিয়া তাদৃশ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করত যথাবিধানে প্রণামাদি-দ্বারা সৎকার করিয়া বারংবার কি উপায়ে অমর হওয়া যায়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ-গণ কহিলেন,—হে দেবি! তপস্যা-জপ ও সংযম করিলে সমস্ত সিদ্ধিই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল অমরত্ব কদাচ লাভ করা যায় না। ১০—২৪। ব্রাহ্মণদিগের নিকট এইকথা শুনিয়া লীলা ভাবী প্রিয়-বিয়োগে দুঃখিতা হইয়া স্ববুদ্ধিপ্রভাবে পুনরায় এইরূপ করিয়া-ছিলেন,—যদি দৈবঘটনায় স্বামীর অগ্রেই আমার মরণ হয়, তাহা হইলেই আমি সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া সুখলাভ করিতে পারিব। আর যদি স্বামী সহস্রবর্ষ পরেও আমার অগ্রেই কালপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে এমন উপায় করিব, যাহাতে স্বামীর জীব গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারেন। তখন পতিজীব এই অন্তঃপুরগৃহেই ভ্রমণ করিবেন, আমি তৎকর্ত্তৃক বিলোকিতা হইয়া যাবজ্জীব সুখে অবস্থান করিব। অতএব আজি অবধি স্বামীর অমরত্ব-সাধনের জন্য জপ-উপবাসাদির অনুষ্ঠান করিয়া সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিব। লীলা দেবী এইরূপ স্থির করিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই শাস্ত্রানুসারে কঠোর নিয়ম আচরণ করিতে লাগিলেন।

তিনি (উপবাসিনী থাকিয়া) দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পণ্ডিতদিগের পূজায় তৎপরা হইয়া প্রতি ত্রিরাত্রের অন্তে পারণা করিতেন ; স্নান, দান, তপস্যা ও ধ্যানাদি ক্লেশকর কার্য্যে শরীরকে নিযুক্ত রাখিয়া সমুদয় আস্তিক্য ও সদাচারের অনুষ্ঠান করিতেন এবং স্বামীর অজ্ঞাত ভাবে যথাসময়ে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সেবা করিয়া সন্তোষসাধন করিতেন। সেই বালিকা লীলা এইরূপ কষ্টকর তপস্যায় নিরতা থাকিয়া একশত ত্রিরাত্রব্রত করিলেন। পরে শতসংখ্যক ত্রিরাত্র ব্রত দ্বারা আরাধিতা ও সম্মানিতা ভগবতী বাগ্‌দেবী লীলার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া তদীয় দৃষ্টিপথে আসিয়া কহিলেন,—হে বৎসে। তোমার স্বামিভক্তি-সহকৃত এই কঠোর তপস্যায় বড়ই প্রীতা হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাজ্ঞী কহিলেন,—হে দেবি। আপনি জন্ম ও জরারূপ অগ্নিতে দগ্ধ জীবের নিকট জ্যোৎস্না-স্বরূপিণী এবং মূঢ়দিগের হৃদয়ের অন্ধকাররাশির পক্ষে সূর্য্য-কিরণরূপিণী, আপনি জয়যুক্তা হউন। হে মাতঃ। আপনি ত্রিভুবনের জননী। এক্ষণে আমি যে দুইটী বর প্রার্থনা করিতেছি, তাহা প্রদান করিয়া এই দুঃখিনী কন্যাকে রক্ষা করুন। প্রথম বর এই যে, হে মাতঃ। আমার স্বামীর দেহাবসান হইলেও যেন তাঁহার জীব এই মদীয় অন্তঃপুর-ভবন হইতে স্থানান্তরে গমন না করেন। হে মহাদেবি। দ্বিতীয় বর এই প্রার্থনা করি যে, যখনি আপনাকে দেখিতে বাসনা করিব, তখনি যেন আপনার দর্শন পাই। লীলার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করত, "তাহাই হইবে" এই স্বীকার করিয়া জগজ্জননী সমুদ্রে উত্থিত উর্ম্মির ন্যায় অন্তর্হিতা হইলেন। ২৫—৪১। অনন্তর রাজমহিষী ইষ্টদেবতাকে সন্তুষ্টা জানিয়া, গানশ্রবণ-তৎপর মৃগীর ন্যায়, আনন্দে বিহ্বলা হইলেন। পরে পক্ষ মাস ও ঋতু যাহার বলয়, দিবস যাহার শঙ্কু, বর্ষ যাহার দণ্ড, ক্ষণ যাহার নাভি, সেই সূর্য্যাদির স্পন্দনময় কালরূপ চক্র পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিলে, শুষ্কপত্রের রসের ন্যায়, লীলার স্বামীর স্থূলদেহের চৈতন্য দেখিতে দেখিতে লিঙ্গদেহে অন্তর্হিত হইল। তখন লীলা স্বামীকে গৃহ মধ্যে মৃত দেখিয়া জলশূন্য স্থানের নলিনীর ন্যায় অত্যন্ত ম্লানভাব ধারণ করিলেন, তাঁহার সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসে অধরপল্লব মলিন হইতে লাগিল। এমন কি, তিনিও, শল্যবিদ্ধা মৃগীর ন্যায়, মৃতকল্পা হইলেন এবং যেমন দীপ জ্যোতির্হীন হইলে অন্ধকারে গৃহশোভার হ্রাস হয়, তেমনি স্বামীর মৃত্যুতে লীলা তমসাচ্ছন্না হইয়া প্রবাহের অভাবে নদীর দুর্দ্দশার ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন এবং কখন রোদন, কখন মৌনী, কখন বা চক্রবাকীর ন্যায় মলিনী ও কখন মরণে কৃতনিশ্চয়া হইতে লাগিলেন। যেমন হ্রদের শুষ্কভাব দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিতা শফরীর প্রতি প্রথম বৃষ্টিপাতই দয়ার কার্য্য করে, তদ্রূপ পতিবিয়োগবিধুরা এই লীলার প্রতি আকাশবাণী সদয়া হইলেন। ৪২—৫১।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

শ্রীসরস্বতী কহিলেন,—হে বৎসে! তুমি এই শবরূপে পরিণত স্বামীকে পুষ্পরাশি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা কর, পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং দেখিবে ঐ সমুদয় পুষ্পের একটীও ম্লান হইবে না ও তোমার মৃত স্বামীর দেহও নষ্ট হইবে না, পরন্তু পুনরায় ইনি জীবিত হইয়া তোমাকে বরণ করিবেন এবং আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এতদীয় জীবাত্মা তোমার অন্তঃপুর হইতে কুত্রাপি গমন করিবেন না। ১—৩। সেই লীলা বন্ধুগণের সহিত এবংবিধ দৈববাণী শ্রবণ করত, নির্জ্জন স্থানের পদ্মিনীতে জলসম্পর্কের ন্যায় আশ্বাসিতা হইয়া পতিদেহ পুষ্পরাশির মধ্যে রক্ষা করিয়া, গুপ্তনিধানা দরিদ্রার ন্যায় দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ দিবস অর্দ্ধরাত্র সময়ে সমস্ত পরিজনবর্গ নিদ্রিত হইলে লীলা ধ্যানপরায়ণা হইয়া অতি দুঃখ সহকারে ভগবতী সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন, তাহাতে ভগবতী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে বৎসে। কিজন্য আমাকে স্মরণ করিতেছ, কেনই বা শোকাকুলা হইতেছ? তুমি কি জান না যে, এই সংসার ভ্রমময় ও মৃগতৃষ্ণা-সলিলের ন্যায় নিতান্ত মিথ্যা। লীলা কহিলেন,—হে মাতঃ। আমার স্বামী এখানে কোথায় রহিয়াছেন ও কি অবস্থায় থাকিয়া কোন্ কর্ম্ম করিতেছেন, আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন, আমি একাকিনী জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। দেবী বলিলেন,—হে বৎসে। চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও আকাশ এই ত্রিবিধ আকাশের মধ্যে চিদাকাশকে শূন্যতর জানিবে। ঐ চিদাকাশকোষেই তোমার পতির আত্মা অবস্থান করিতেছে, তুমি চিদাকাশের ধ্যান কর, তাহা হইলে সেই স্থান দেখিতে পাইবে ও ক্রমে তথায় গমন করিয়া সমস্ত অনুভবও করিতে পারিবে। নিমেষ সময় মধ্যে চিত্ত দূর হইতে দূর প্রদেশে গমন করে, কিন্তু সে সমুদয় চিদাকাশ ও তাহাকেই সংবিৎ বলিয়া জানিবে। যদি তুমি চিত্তের সমুদয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশে স্থিতিলাভ করিতে পার, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সর্ব্বাত্মক পরম তত্ত্বলাভ করিতে পারিবে এবং তত্ত্বলাভ হইলে দৃশ্য জগতের আত্যন্তিক অভাব অনুভব হইবে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জীবের দুঃসাধ্য হইলেও আমি বর দিলাম, তাহার প্রভাবে তুমি সহজেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। সরস্বতী দেবী এইরূপ উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর লীলা দেবী তাঁহার বরে অনায়াসে সমাধি আশ্রয় করিলেন, এবং পক্ষিণী যেমন স্বনীড় পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমধ্যে আকাশে উড্ডীনা হয়, তদ্রূপ লীলাও লৌহপঞ্জরের ন্যায় দুর্ভেদ্য অন্তঃকরণ-সমন্বিত নিজ স্থূলদেহ পরিহারপূর্ব্বক চিদাকাশে গমন করিলেন ও সেই চিদাকাশ ভবনে নিজ স্বামী পৃথিবীশ্বর পদ্মকে অসংখ্য রাজগণে পরিবৃত সভাস্থলে সিংহাসনোপরি সমারূঢ় দেখিলেন। ৪—১৭। ঐ সভাগৃহ পতাকামণ্ডলে পরিব্যাপ্ত, উহার পূর্ব্বদ্বারে অসংখ্য মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিয়া পদ্ম নরপতিকে "জয় জীব" ইত্যাকার আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, দক্ষিণদ্বারে অসংখ্য রাজা ও মহারাজগণ অবস্থান করিতেছেন; উত্তরদ্বারে অসংখ্য রথ হস্তী ও অশ্ব রক্ষিত আছে ও পশ্চিমদ্বারে অসংখ্য বামাগণ অবস্থান করিতেছেন; কোন এক দূত আসিয়া দক্ষিণাপথের যুদ্ধ সংবাদ বলিতেছে; কেহ বা বলিতেছে কর্ণাটাধিপতি পূর্ব্বদেশ আক্রমণ করিতেছেন, কেহবা

আসিয়া বলিতেছে মহারাজ! পুরাস্ত্রাক্ষিপতি উত্তরাপথের ম্লেচ্ছদিগকে বশীভূত করিয়াছেন; কোন এক দূত আসিয়া মালব দেশের আক্রমণের ও সমস্ত পাশ্চাত্য ভূমির বিদ্রোহের সংবাদ বলিতেছে কেহ বা দক্ষিণ-সমুদ্রের তটস্থিত লঙ্কানগরীর আক্রমণের সংবাদ দিতেছে। পূর্ব্বসমুদ্রের তটবাসী কোন এক তপস্বী আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাজ মহেন্দ্র পর্ব্বতের যে স্থানে গঙ্গা প্রবাহিতা আছেন, তথায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। কোন এক দূত আসিয়া বলিল উত্তর-সমুদ্রের তটে কুবেরানুচর গুহ্যকদিগের সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত। পশ্চিম সমুদ্রের তটবাসী দূত আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! তথায় ঘোর যুদ্ধ হইতেছে। আরও দেখিলেন, ঐ সভাগৃহের প্রাঙ্গণে বহুতর নৃপতি সমবেত আছে, যজ্ঞাগারে ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠে মধুর বাদ্যধ্বনিও তিরস্কৃত হইতেছে এবং বদ্ধ বন্যহস্তী সকল বন্দিগণের কোলাহলের প্রতিধ্বনি করিতেছে। গান ও বাদ্যের মধুর শব্দে গগনতল ধ্বনিত হইতেছিল। অশ্ব, হস্তী ও রথরাজিতে উত্থাপিত ধূলিনিচয়ে আকাশ মেঘাবৃত বলিয়া অনুমিত হইতেছিল এবং ঐ সভাগৃহ পুষ্প-কর্পূর-ধূপাদির গন্ধে আমোদিত হইতেছিল ও মণ্ডলেশ্বর রাজগণ নানাবিধ উপঢৌকন আনিয়া পদ্ম-রাজার আদেশ প্রতিপালন করিতেছিল। যশোরাশির ন্যায় ধবল অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকল গগন স্পর্শ করিয়া তাদৃশ স্তম্ভসমূহে নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছিল এবং কোন স্থানে বা অধীনস্থ রাজগণ গুরুতর কার্য্য সকলের আরম্ভে নিতান্ত ব্যগ্র হইতেছেন ও বহুতর নগরাদির নির্ম্মাণ-কার্য্যে আপনারা উদ্যোগী হইয়া সুদক্ষ ভৃত্য নিযুক্ত করিতেছেন। ১৮—৩০। যেমন অন্তরীক্ষ হইতে হিমজল নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই আকাশশরীরিণী লীলা এই সকল দর্শন করিয়া সকলের অদৃশ্যা থাকিয়া নিজ স্বামী পদ্ম নরপতির ব্যোমময়ী সভায় উপস্থিতা হইলেন, কিন্তু যেমন স্বসঙ্কল্পবলে রচিতা স্ত্রীকে কেহই দেখিতে পায় না, তেমনি সভায় সমাগতা হইলেও সভায় কোন ব্যক্তিই লীলাকে দেখিতে পাইল না এবং যেমন কল্পনায় রচিত নগরীকে কেহ দেখিতে পায় না, তদ্রূপ তখন লীলা সম্মুখে বিচরণ করিলেও কাহারই দৃষ্টিগোচর হইলেন না। লীলা দেখিলেন, মহারাজ সমস্তই পূর্ব্বতন অনুচর ভৃত্যাদিতে পরিবেষ্টিত আছেন,—যেন তিনি ভিন্নস্থানে নগর উঠাইয়া লইয়াছেন। অনুচরদিগের সেই পূর্ব্বের মত বেশ ও আচার, সেই বিশ্বস্ত মন্ত্রী, সেই সমুদায় বালক ও বালিকা, সেই সকলের অধীন রাজাও পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ সেই সকল রহস্যবেত্তা সখিগণ এবং সেই সকল পুরবাসী সুহৃদ্গণ পদ্ম নরপতির অনুবৃত্তি করিতেছে। তথায় সেই মধ্যাহ্নকাল, সেই দাবানলদগ্ধ দিক্ এবং সেই চন্দ্র, সূর্য্য, অন্তরীক্ষ, মেঘ ও বায়ু রহিয়াছে। ঐ স্থানে সেই বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, নানা নগর-বিন্যাস, গ্রাম, জঙ্গল ও সেই সমুদয় রমণীয় ভবনাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। জনতা ও গ্রামবাসী লোক সমুদয় সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় কেবল রাজাই প্রাক্তন জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া ষোড়শবর্ষীয় হইয়া রাজত্ব করিতেছেন। রাজ্ঞী লীলা এই সমুদয় নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলেন,—তবে কি মহারাজের সহিত নগরবাসী যাবৎ লোকই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া এখানে আসিয়াছে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেবীর অনুগ্রহে লীলার সমাধিভঙ্গ হইল; তাহাতে সেই অর্দ্ধরাত্র সময়ে বরজনেই স্বজন ও পরিচারিকাবর্গকে পূর্ব্ববৎ নিদ্রিত থাকিতে দেখিলেন।

অনন্তর লীলা নিদ্রাভিভূত সখীজনকে জাগরিত করিয়া বলিলেন আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে, আমাকে রাজসভায় লইয়া চল। আমি তথায় স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্বে থাকিয়া যদি পূর্ব্বের ন্যায় সভ্যদিগকে দেখিতে পাই, তবেই বাঁচিব, নচেৎ প্রাণত্যাগ করিব। তাঁহার এই কথা ক্রমশঃ সমস্ত পুরবাসিগণ শ্রবণ করিয়া নিদ্রা ত্যাগ করত প্রাণপণে তদীয় অভীষ্ট সাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। তখন যষ্টিধারী ভৃত্যেরা রাজকার্য্যের আলোচনার জন্য পুরবাসী সভ্যদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিল এবং যেমন বর্ষাকালীন মেঘ-সম্পর্কে মলিন আকাশকে শরৎকালীন দিবস পরিষ্কৃত করে, তদ্রূপ অন্য পরিজনেরা সভাস্থল পরিষ্কার করিতে লাগিল। ৩১—৪৭। তথায় স্থানে স্থানে আশ্চর্য্য দর্শনের জন্য সমাগত নক্ষত্রবৃন্দের ন্যায় দীপ্যমান দীপমালা প্রজ্বলিতা হইয়া অন্ধকাররূপ সলিল পান করিতে লাগিল। যেমন প্রলয়কালে শুষ্ক সমুদ্র জলবর্ষণে পরিপূর্ণ হয়, সেই মত ক্ষণকাল মধ্যে সেই সভাস্থল জনতায় পরিপূর্ণ হইল। যেমন সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমেই একে একে লোকপালগণ আবির্ভূত হইয়া আপন আপন দিক্ অধিকার করেন, সেই মত মন্ত্রী ও সামন্ত নরপতিগণ আসিয়া আপন আপন আসন অধিকার করিলেন। তখন কর্পূরসদৃশ শুভ্র হিমকণা পাতে শীতলস্পর্শ ও বিকশিত-কুসুম সৌরভবাহী বায়ু বহিতে লাগিল এবং যেমন ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সূর্য্যকিরণ-সন্তপ্ত ঋষিজনের শ্রান্তিদূরীকরণের জন্য মেঘমালা উদিতা হয়, তখন তেমনি সেই সভায় প্রতিদ্বারে দ্বারপালগণ শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। যেমন প্রলয়-কালীন বায়ুর তাড়নায় অন্তরীক্ষ হইতে নক্ষত্ররাশি বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ পদ্ম নৃপতির সভাস্থলে পুষ্পরাশি নিপাতিত হইয়া তমোরাশি দূর করিতে লাগিল এবং যেমন হংসশ্রেণী প্রফুল্ল কমলাকীর্ণ সরোবরের শোভাবৃদ্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ পদ্ম নরপতির অনুযায়ী রাজন্যবর্গ আসিয়া সেই সভাস্থল সুশোভিত করিয়াছিল। কামাতুরের চিত্তে শৃঙ্গারচেষ্টার ন্যায় সেই রাজ্ঞী লীলাদেবী সিংহাসনের সমীপে রক্ষিত নূতন স্বর্ণাসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথাবস্থিত রাজন্যবর্গ, গুরুজন, স্ত্রীজন, সুহৃদ্, সুধীজন, কুটুম্বিজন ও বান্ধবজনকে অবলোকন করিলেন। সেই লীলা পূর্ব্বের ন্যায়ই সমস্ত রহিয়াছে দেখিয়া, পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং স্থির করিলেন যে, মহারাজ ব্যতীত সকলেই জীবিত আছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৪৮—৫৭।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! লীলা আকার ইঙ্গিত দ্বারা "আমি এইরূপে দুঃখিত চিত্তের বিনোদন করিতেছি" এই কথা সমবেত রাজগণকে বুঝাইয়া সভাস্থল হইতে উঠিলেন এবং তথা হইতে আসিয়া অন্তঃপুর মধ্যে যে স্থানে পতিদেহ পুষ্পরাশির ভিতর রক্ষিত আছে, তথায় পতির পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য মায়া! এই সকল পৌরজনেরা বাহিরে যেরূপ এই স্বামীর স্থূলদেহের সন্নিধানে রহিয়াছে, আমি অন্তরেও চিদাকাশে পতির ব্যোমদেহের পার্শ্বে এইরূপই ইহাদিগকে দেখিয়াছি। এখানেও যেমন জল-তমাল-হিন্তালাদি বৃক্ষ-

সমুল পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতেছি, তথায়ও ঐরূপই সকলই দেখিয়াছি! অহো মায়ার মোহিনী শক্তি! যেমন দর্পণের মধ্যে ও বাহিরে একই পর্ব্বত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ বাহিরে ও আন্তরিক চিন্ময়দর্পণে সৃষ্টিকেও সমানই দেখিতেছি। কোন্ সৃষ্টি ভ্রান্তিপূর্ণ, কোন্‌টীই বা ভ্রমশূন্য, এ বিষয়ে এক্ষণেই বাগ্দেবীকে আরাধনা করিয়া জিজ্ঞাসা করত সন্দেহ দূর করিব। লীলা এইরূপ স্থির করিয়া দেবীর পূজা করিলেন এবং সম্মুখেই কুমারী-রূপধারিণী ভগবতীকে সমাগত দেখিতে পাইলেন। তখন লীলা মহাশক্তি-স্বরূপিণী সরস্বতী দেবীকে ভদ্রাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিতলে দণ্ডায়মানা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পরমেশ্বরি! আপনি যে সৃষ্টির আদিতে মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হওয়ায় আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি আপনি বলেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যে দয়া আছে, তাহা ফলবতী হইবে। প্রশস্তের আদর্শ আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল এবং তাঁহার নিকট কোটীযোজন বিস্তীর্ণ দৃশ্যও ক্ষুদ্র হয়, তাঁহাকেই বেদোক্ত মহাবাক্যে জ্যোতির্ম্ময়, সূক্ষ্ম ও শীতল বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। তিনি কাহা কর্ত্তৃক প্রকাশ্য না হইলেও সকলের প্রকাশক এবং নিরাবরণ। ১—১১। দিক্, কাল ও আকাশ তাঁহা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। তিনিই নিয়তির পরিণাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিক কি, তাঁহাতেই সমস্ত বস্তুজাতি প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। ত্রিভুবনের প্রতিবিম্বশ্রী সেই চিদাদর্শের বাহে ও অন্তরে উভয়ত্রই সংস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন্ প্রতিবিম্বটী কৃত্রিম ও কোন্‌টী অকৃত্রিম, তাহা বুঝিতেছি না। দেবী কহিলেন,—হে সুন্দরি! সৃষ্টির আবার কৃত্রিমত্ব কি অকৃত্রিমত্বই বা কি, তাহা আমার নিকট অগ্রে বর্ণন কর। লীলা কহিলেন,—হে দেবি! এই যে আমি ও আপনি উভয়ে এ স্থানে রহিয়াছি, ইহাই অকৃত্রিম সর্গ এবং এক্ষণে আমার স্বামী যেখানে রহিয়াছেন, তাহাই কৃত্রিম সৃষ্টি, ইহা আমি বিবেচনা করিতেছি, কারণ তাহা শূন্য এবং দেশ ও কাল তাহাকে পরিচ্ছেদ করিতে পারে না। ১২—১৭। দেবী কহিলেন,—হে বৎসে! অকৃত্রিম সৃষ্টি হইতে কৃত্রিম সৃষ্টি কখন উৎপন্ন হয় না, যেহেতু কোনও সময়ে কারণ হইতে বিজাতীয় কার্য্য জন্মাইতে পারে না। লীলা কহিলেন,—হে অম্বিকে! কারণ হইতে যে বিসদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বহুতরই আছে। দেখুন, ঘটকারণীভূত মৃত্তিকা জলধারণে অসমর্থ হইলেও তদুৎপন্ন ঘট তাহাতে সমর্থ হয়। দেবী কহিলেন,—যে কার্য্য সহকারি-কারণ-সহযোগে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই মুখ্য কারণের বৈজাত্য কিছু দৃষ্ট হইয়া থাকে। বল দেখি, তোমার সেই ভর্ত্তার সৃষ্টি বিষয়ে এমন কারণবিশেষ কি আছে, যাহাতে তিনি এখানে একরূপ থাকিয়া তথায় ভিন্নরূপ হইবেন? অতএব জানিবে, এই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত তোমার ভর্ত্তৃসৃষ্টির কারণ নহে। যদি বল, এই স্থানে জন্মিয়া তথায় গমন করিয়াছেন, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডলই বা কোথায় এবং ইহাই কি তথায় গমন করে? অথচ তথায় না যাইলে অনুরূপ সৃষ্টি কিরূপে হইতেছে? সুতরাং তোমার স্বামীর সৃষ্টি বিষয়ে ভিন্নজাতীয়ক কোনই সহকারী কারণ নাই; এবং তাহা না থাকায় ইহাই স্থির হল যে, অন্য কারণ না থাকিলেও যে যে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টি-কালীন কারণ-কর্ম্ম-বাসনাদিই পর পর সৃষ্টির কারণ হইতেছে। লীলা কহিলেন,—দেবি! এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, আমার স্বামীর উক্ত সৃষ্টিরই কারণ জন্মান্তরীয় জ্ঞান, তাহাই বৃদ্ধি পাইয়া সৃষ্টিসম্পাদন করিতেছে। ১৮—২৪। দেবী কহিলেন,—হে বৎসে! সংস্কার আকাশ স্বরূপ বলিয়া তোমার ভর্ত্তার উক্ত সংস্কারসম্ভূত সৃষ্টি অনুভূতা হইলেও আকাশময়ীই জানিবে। লীলা কহিলেন,—হে দেবি! আপনি বলিলেন, আমার স্বামীর সৃষ্টি স্মৃতি-সম্ভূত বলিয়াই আকাশস্বরূপ; ইহাতে দৃশ্যমান সৃষ্টি ও পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে আকাশ স্বরূপই বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। দেবী কহিলেন,—হে বৎসে! তুমি যাহা বুঝিতেছ, তাহাই সত্য, তোমার স্বামীর অসৎ সৃষ্টির ন্যায় এই দৃশ্যমান যাবৎ সৃষ্টিই প্রতিভাত হইতেছে, ইহা আমি দেখিতেছি। লীলা কহিলেন,—হে দেবি! এই মূর্ত্তিশূন্য আকাশ স্বরূপ সৃষ্টি হইতে যেরূপে আমার স্বামীর সেই ভ্রমাত্মক সৃষ্টি হইয়াছে, আমার জগদ্ভ্রম দূরীকরণার্থ আমার নিকট সেই বিষয় বর্ণন করুন। দেবী কহিলেন,—হে বৎসে! পূর্ব্বস্মৃতি হইতেই যেরূপে, স্বপ্নভ্রমের ন্যায়, এই অম্বর ভ্রমস্বরূপ পরসৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক চিদাকাশের কোন এক অংশে আকাশরূপ কাচদলে সমাচ্ছাদিতরূপ সংসাররূপ মণ্ডপ অবস্থিত আছে। ঐ গৃহের স্তম্ভস্থানীয় সুমেরুপর্ব্বতে লোকপালগণ অবস্থান করেন। উহাতে সুরনারীরূপ ক্ষোদিত শালভঞ্জিকা আছে এবং চতুর্দ্দশ ভুবন উক্ত গৃহের অন্তর্গৃহস্বরূপ। ত্রিভুবন-বিবর উহার গর্ত্ত, সূর্য্য উহার দীপ এবং প্রাণী সকল কোণস্থিত বল্মীকরাশি ও পর্ব্বত সকল লোষ্ট্র স্বরূপ এবং বহুপুত্র বৃদ্ধ প্রজাপতি ইহার ব্রাহ্মণ। জীবগণ ইহাতে কোষকার কীটের ন্যায় আপনা আপনি বদ্ধ হয়। ব্যোমমণ্ডল উহার ধূমরাশি স্বরূপ এবং অন্তরীক্ষচারী সিদ্ধগণ ঐ গৃহের মশক। উহার কোণ মেঘনিচয়রূপ ধূমরাশিতে পরিব্যাপ্ত এবং উহাতে বায়ুপথ সকল বৃহৎ বৃহৎ বংশ। বিমানচারীরা উহার কীট এবং ঐ গৃহক্রীড়াসক্ত সুরাসুরাদিরূপ বালকগণের কলকলে পরিপূর্ণ। লোকান্তর নগর ও গ্রাম সকল উহার ভাণ্ডস্বরূপ ও উহার ভূতল সমুদ্ররূপ সরোবরের সলিলে সিক্ত হইয়া আছে। পাতাল, ভূতল ও স্বর্গ ঐ গৃহের গর্ত্তস্বরূপ এবং উহার এক একটী কোণে পর্ব্বতরূপ লোষ্ট্রের নিম্নদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরূপ এক একটী গর্ত্ত আছে। সেই নদী পর্ব্বত ও বৃক্ষসঙ্কুল স্থানে সাত্ত্বিক, পুত্রবান্, নীরোগ এক ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সহিত বাস করিতেন। সেই ধার্ম্মিক অতিথিসেবাপরায়ণ ব্রাহ্মণের বহুতর পয়স্বিনী গাভী ছিল ও কখন তাঁহার রাজোপদ্রব ছিল না। ২৫—৩৮।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ সর্গ।

দেবী কহিলেন,—হে বৎসে! সেই ব্রাহ্মণ বিত্ত, বয়স, বিদ্যা, পরিচ্ছদ ও কর্ম্ম—সকল অংশেই বশিষ্ঠের তুল্য ছিলেন। কেবল বশিষ্ঠদেব রঘুবংশীয়দের পৌরোহিত্য-কার্য্য অপেক্ষা অধিক করিতেন। নচেৎ তিনিও বশিষ্ঠ নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহারও চন্দ্রতুল্য কান্তিশালিনী অরুন্ধতী নামে ভার্য্যা ছিল। তিনিও বিত্ত, বয়স, বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্বাংশেই বশিষ্ঠ-

পত্নীর সদৃশী ছিলেন। কেবল বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর সহিত তাঁহার এইমাত্র ভেদ ছিল যে, তিনি স্বর্গচারিণী ও ব্রাহ্মণপত্নী ভূচারিণী ছিলেন। মৃদুমন্থরগামিনী মধুরহাসিনী অরুন্ধতী সেই ব্রাহ্মণের অকৃত্রিম প্রেমরসের আস্পদ ও সংসারের সর্ব্বস্ব ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ কোন সময়ে তত্রত্য পর্ব্বতের হরিদ্বর্ণ তৃণসমাকীর্ণ তটপ্রদেশে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহার নিম্নভাগে দেখিলেন, এক রাজা মৃগয়া-মানসে সমুদয় স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছেন। তাঁহার সৈন্যদিগের ভীষণ নিনাদ সুমেরুকেও বিদীর্ণ করিতেছিল ; তদীয় চামর ও পতাকারাজি দ্বারা লতাবন জ্যোৎস্নাময় হইতেছিল এবং শ্বেত-ছত্রসমূহ দ্বারা আকাশ রৌপ্যসৌধ-সমাকুল বলিয়া বোধ হইতেছিল। তদীয় অশ্বদিগের চরণোৎখাত ভূতলের ধূলিপটল দ্বারা অম্বরতল সমাচ্ছন্ন ও হস্তীদিগের পৃষ্ঠস্থিত আস্তরণগৃহ দ্বারা বায়ুর গতিরোধ হইতেছিল। সৈন্যের কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল প্রপূরিত হইতেছিল এবং তত্রত্য সকল ব্যক্তিরই মণিখচিত সুবর্ণহার ও কেয়ূরাদি অলঙ্কার সমধিক শোভা পাইতেছিল। তখন ব্রাহ্মণ রাজাকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী রাজতা কি অপূর্ব্বরমণীয়া। কবে আমি ইহার ন্যায় রাজা হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ছত্র, পতাকা ও চামরাদি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিব ? কবে কুন্দ-মকরন্দ-সম্পর্কে সুগন্ধি পবন আমার অন্তঃপুরচারিণী নারীদিগের সুরতশ্রম-সঞ্জাত স্বেদবিন্দুকে দূর করিবে ? কত দিনেই বা আমি কর্পূরাদি দ্বারা পুরবাসিনী স্ত্রীগণের মুখমণ্ডলকে ও যশ দ্বারা দিঙ্মণ্ডলকে পূর্ণ করিয়া চন্দ্রোদয়ের ন্যায়, সুপ্রকাশিত করিব ? সেই ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ তদবধি যাবজ্জীবন নিত্য ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সলিলমধ্যস্থিত পদ্মজালকে যেমন হিমরূপ বজ্র বিরূপ করে, তদ্রূপ ক্রমশঃ জরা আসিয়া ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিয়া জীর্ণ করিতে লাগিল। তখন তাঁহার ভার্য্যা স্বামীর মরণ উপস্থিত দেখিয়া, বসন্তকালীন লতা যেমন গ্রীষ্মসমাগম-ভয়ে ম্লানা হইয়া যায়, তদ্রূপ দিন দিন ম্লানভাব ধারণ করিতে লাগিলেন। ১—১৬। অনন্তর সেই বিপ্রপত্নীও অমরত্ব সুদুর্লভ জানিয়া আমার আরাধনা করিয়া এই বরটী প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবি ! আমার স্বামীর মৃত্যু হইলেও যেন তাঁহার জীব আমার এই গৃহ হইতে অন্যত্র গমন না করেন। ইহাতে আমিও 'তাহাই হইবে' বলিয়া স্বীকার করিলাম। পরে কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তদীয় জীবাকাশ পূর্ব্বার্জ্জিত বিপুল বাসনা-প্রভাবে সেই গৃহাকাশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেই আকাশেই পরমশক্তিসম্পন্ন রাজা হইলেন। তিনি প্রভাবে পৃথিবী জয়, প্রতাপে স্বর্গ আক্রমণ ও দয়ায় পাতালতলে অধিষ্ঠান করিয়া ত্রিভুবনজেতা হইলেন এবং তিনি শত্রুরূপ বৃক্ষের প্রলয়বহ্নি, স্ত্রীগণের কামদেব, বিঘ্নরূপ বায়ুর সুমেরু, সাধুরূপ পদ্মের দিবাকর, সকল শাস্ত্রের আদর্শ, যাচকদিগের পক্ষে কল্পবৃক্ষ, ব্রাহ্মণদিগের চরণস্থাপন-স্থান ও সুধাকরের পূর্ণিমাতিথি ছিলেন। ব্রাহ্মণ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজগৃহ-মধ্যস্থিত আকাশে চিত্তাকাশময় শরীর ধারণ করিলে তদীয় পত্নী স্বামীকে শবীভূত দেখিয়া অত্যন্ত শোকে কাতরা হইলেন, ও তাঁহার হৃদয় মাষশিম্বীর ন্যায়, দ্বিধাভূত হইয়া গেল ; তাহাতে তিনিও তথায় শবীভূতা হইয়া স্বদেহ ত্যাগ করত আতিবাহিক দেহ ধারণপূর্ব্বক ভর্ত্তার অনুসরণ করিলেন এবং নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তিনি স্বামীর নিকট যাইয়া, বাসন্তী লতার ন্যায়, শোকশূন্যা হইয়া আনন্দিতা হইলেন। আজ আট দিন হইল মৃত সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতীর জীব গিরিগ্রামে স্বভবনমধ্যেই স্থূলশরীর ছাড়িয়া অবস্থান করিতেছেন। তথায় তাঁহার ভূমি ও স্থাবর অস্থাবর ধন-রত্ন-গৃহাদি সকলই সেইভাবে রহিয়াছে। ১৭—২৮।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

দেবী কহিলেন,—হে বৎসে ! সেই ব্রাহ্মণই তোমার স্বামী, যিনি অদ্য রাজত্ব পাইয়াছেন, আর যে অরুন্ধতী নামে ব্রাহ্মণপত্নী, সে তুমিই। তোমরাই পূর্ব্বে ভূমিস্থিত হরপার্ব্বতীর ন্যায়, ব্রাহ্মণদম্পতী ছিলে, এক্ষণে চক্রবাক-মিথুনের ন্যায় বিরহ প্রাপ্ত হইয়া রাজত্ব করিতেছ। পূর্ব্বসৃষ্টি যেরূপ ভ্রমপূর্ণ, তাহা তোমাকে কহিলাম। ব্রহ্মাকাশই ভ্রমের প্রভাবে জীবস্বারূপ্য গ্রহণ করেন। এই ভ্রম হইতে চিদাকাশে ভ্রমের প্রতিবিম্ব হয়। ইহা সত্য কি মিথ্যা, যখন ইহা স্থির হইবে, তখন আর কিছুই থাকিবে না, সুতরাং কোন্‌টী ভ্রমশূন্য, কোন্‌টী বা ভ্রমপূর্ণ ইহা জানিবার প্রয়াস পাইলে দেখিবে সৃষ্টি আত্যন্তিক শূন্য জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম ! লীলা বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রা হইয়া সরস্বতীর এইরূপ সুন্দর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া মৃদুবাক্য-বিন্যাসে কহিতে লাগিলেন,—হে দেবি ! আপনার কথা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ কিরূপে এ ঘটনা হইবে ? কোথায় ক্ষুদ্র নিজ গৃহমধ্যে সেই ব্রাহ্মণের জীব, আর কোথায় বা নিজ ভবনে আমরা অবস্থান. করিতেছি। আর আমার স্বামীকে যে স্থানে অবস্থিত দেখিলাম, সেই লোকান্তর, সেই পৃথিবী, সেই পর্ব্বতনিচয় ও সেই দশ দিক্ কিরূপে ক্ষুদ্র বিপ্রভবনে সন্নিবিষ্ট থাকিবে ? সর্ষপের মধ্যে কি মত্ত ঐরাবতকে বাঁধা যায় ? কিংবা মশক কি কখন সিংহদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে ? ভৃঙ্গশাবক কর্ত্তৃক পদ্মচক্রের মধ্যে সুমেরু পর্ব্বতকে গ্রাস. করা যেমন নিতান্ত অসম্ভব এবং যেমন স্বপ্নদৃষ্ট মেঘের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া ময়ূরদিগের নৃত্য বড়ই অসঙ্গত কথা, হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরি। তদ্রূপ এই সামান্য বিপ্রভবনমধ্যেও পৃথিবী ও পর্ব্বতাদির সন্নিবেশ বড়ই অসঙ্গত বাক্য বলিয়া বুঝিতেছি ; সুতরাং হে দেবি ! নির্ম্মল-বুদ্ধি-প্রদায়ক বাক্য দ্বারা বুঝাইয়া দিউন, কারণ মহাত্মারা অনুগ্রাহ্য ব্যক্তির অযথাপ্রশ্নেও উদ্বেজিত হন না। দেবী কহিলেন,—হে সুন্দরি ! আমি কিছুই মিথ্যা বলি নাই ; পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'কেহ মিথ্যা বলিবে না, এ নিয়ম আমাদেরই স্থাপিত, সুতরাং আমরা কিরূপে তাহা লঙ্ঘন করিব ? বিশেষতঃ এ নিয়ম যদি আমরাই গ্রাহ্য না করি, তবে ইহা পালন করিবে কোন্ ব্যক্তি ? ১—১৪। হে লীলে ! সেই ব্রাহ্মণের জীবাত্মা আকাশস্বরূপ স্বভবনে আকাশস্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া আকাশরাজ্য সন্দর্শন করিতেছেন, যেমন স্বপ্নে জাগ্রদ্দশার স্মৃতি বিলুপ্তা হয়, তেমনি মরণ হইলে পূর্ব্বস্মৃতি কিছুই থাকে না, সুতরাং তোমাদেরও এক্ষণে বিপ্রদম্পতীকালীন বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে না। যেমন স্বপ্নে ও কল্পনায় ত্রিভুবন-দর্শন ও মরুদেশে

জল দর্শন, সেই গৃহাকাশমধ্যে ব্রাহ্মণের বন-পর্ব্বতাদি-সঙ্কুলা পৃথিবীর দর্শনও তদ্রূপ। ক্ষুদ্রতম আদর্শে বৃহত্তম বস্তু ও সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে অতি সুবৃহৎ জগদ্দর্শন যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ অত্রত্য পৃথিব্যাদিও সেই সত্যস্বরূপ চিদ্ব্যোমের প্রতিফলন মাত্র, সুতরাং নির্ম্মল ব্যোমরূপী পরমাত্মার মধ্যে সমুদয় অসত্যসৃষ্টি সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ জগতের সত্যতা নাই, কোষান্তর্গত চিদাত্মার সত্যতাই আরোপিত জগতে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন মরীচিকা ও নদীর তরঙ্গ সৎ নহে, সেই মত অসত্য স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন পৃথিব্যাদিও সৎ নহে। এই তোমার গৃহে ও গৃহকাশমধ্যে স্থিত তুমি, আমি ও সকল বস্তুই চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। দীপ যেমন তমোবৃত বস্তুরই বোধের প্রতি প্রধান কারণ, সেই মত স্বপ্ন, সম্ভ্রম, সঙ্কল্প ও স্বানুভূতি প্রভৃতি উপাদান সকল জগতের মিথ্যাত্ব-বোধের প্রতি প্রধান প্রমাণ। ব্রাহ্মণ-গৃহের মধ্যে চিদাকাশে সেই বিপ্রজীব অবস্থিত আছে, ভ্রমর যেরূপ পদ্মকোষে অবস্থান করে, তদ্রূপ সসাগরা পৃথিবীও তন্মধ্যেই অবস্থিতা আছে এবং সেই আকাশের এক কোণে এই গৃহ দেহাদি সমুদয় পদার্থই, অম্বরতলে ভ্রম বশতঃ নীল কুঞ্চিত কেশদামের ন্যায় অবস্থিত আছে। হে তন্বি! এক ত্রসরেণুর মধ্যে জগদ্বৃন্দের ন্যায় সেই বিপ্রভবনে তাদৃশ নগরোপবনাদি অনায়াসেই থাকিতে পারে। হে বৎসে! যদি চিন্ময় পরমাণু অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় মনের মধ্যে জগৎ থাকিতে পারে, তবে কি জন্য তুমি সামান্য বিষয়ে আশঙ্কা করিতেছ? লীলা কহিলেন,—হে পরমেশ্বরি! আপনি বলিলেন, সেই ব্রাহ্মণ অদ্য আট দিন মরিয়াছেন, কিন্তু আমরা ত বহুবৎসর রাজত্ব করিতেছি, তবে ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? দেবী কহিলেন,—হে বৎসে। যেমন দেশের দৈর্ঘ্য বা হ্রস্বভাব নাই, তদ্রূপ যে প্রকারে কালেরও দীর্ঘতা বা অল্পতা নাই, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৫—২৮। যেমন এই জগৎ এক প্রকার প্রতিভাসমাত্র, অন্য কিছুই নহে, সেইমত ক্ষণ হইতে কল্প পর্য্যন্ত কালসমুদয়ও চিন্ময়েরই প্রতিভাস মাত্র এবং ক্ষণাদি কল্পান্তকাল, ত্রিভুবন ও অত্রত্য তুমি আমি এ সকলই পরমাত্মার প্রতিভাস। যেরূপে ইহার ঘটনা হইতেছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। জীব ক্ষণকাল মিথ্যা মরণমোহ অনুভব করিয়াই প্রাক্তন সংস্কার বিস্মৃত হইয়া অন্যরূপ অবলোকন করে। তখন ঐ চিদাকাশে আকাশরূপী জীব বিবেচনা করে, এই আমি আধেয় হইয়া এই আধারে রহিয়াছি, এই হস্তপদাদি-বিশিষ্ট দেহ আমারই; এই পিতার পুত্র হইয়া এত বয়স অতিবাহিত করিলাম; এই সকল বান্ধব ও সুরম্য ভবনাদি আমারই এবং আমি জন্মিয়াছি, বালক ছিলাম, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি ও সেই সকল বান্ধবগণ পূর্ব্বের মত আমারই রহিয়াছে। হে লীলে! চিত্তাকাশের প্রভাবেই এতাদৃশ ভ্রমজ্ঞান হইয়া থাকে; যেমন স্বপ্নাবস্থায় হয়, তেমনি পরলোকাবস্থাতেও হয়, এইজন্যই বলিয়াছি, দ্রষ্টা ও দৃশ্য সকলই চিৎ, বাস্তবিক এ সমুদয় নির্ম্মল-ব্যোম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই সর্ব্বগা চিৎশক্তিই স্বপ্নদ্রষ্ট্রী এবং তিনিই দৃশ্য ও দর্শন-স্বরূপিণী, তিনি যেমন স্বপ্নে উদিতা হন, তদ্রূপ পরলোকেও উদয় পাইয়া থাকেন। যেমন জল, বীচি ও তরঙ্গ তিনের ভেদ নাই, তদ্রূপ ইহলোক, পরলোক ও স্বপ্নলোকে কিছুই প্রভেদ নাই। ভেদ-বুদ্ধি ভ্রম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; জগদ্ভাবও ভ্রমের পরিণাম বলিয়া উহার অস্তিত্ব নাই এবং উহার অভাব বলিয়া জন্মাদি ও তাহাতেই অনশ্বর, কিন্তু যে কিছু প্রতিভাত হয়, তাহা চিৎ ভিন্ন কিছুই নহে। ঐ চিৎ সর্ব্বাবস্থাতেই আকাশ-স্বরূপিণী। দৃশ্য সকল দ্রষ্টাতে আরোপিত মাত্র—কাহারও সত্তা নাই এবং যেমন তরঙ্গ জলের অনতিরিক্ত, তদ্রূপ এই আরোপিত সৃষ্টিও চিদাকাশের অনতিরিক্ত। যেমন তরঙ্গ নিত্য মিথ্যা, তদ্রূপ চিদাকাশ হইতে ভিন্ন সৃষ্টিও নাই, একমাত্র চিদাকাশই স্বপ্রভাবে জগদাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং দৃশ্যপদার্থ কিছু নাই বলিয়াই দ্রষ্টা ও দৃশ্য বোধ কিছুই নাই। ২৯—৪৪। যেমন জীবের মরণরূপ মোহের পর নিমেষকাল মধ্যেই ত্রিভুবনরূপ দৃশ্য প্রতিভাত হয়, তাহা পূর্ব্বস্মৃতি-অনুসারী অর্থাৎ জীব পূর্ব্বে যেমন কাল, যেমন আরম্ভ ও যেমন ক্রমে জগৎ দেখিয়াছিল এবং পূর্ব্বে পিতা, মাতা, বয়স, জ্ঞান, বন্ধু, ভৃত্য, চেষ্টা, স্থান, ক্ষয়, উদয় এ সমস্ত যেমন যেমন ছিল, চিচ্ছরীরে জন্ম লাভ করিয়া ঐ সমুদয় সেইরূপেই অনুভব করে। এই আমি জন্মিলাম, আমি বালক ছিলাম, এই আমার মাতা ও ইনি পিতা, এই প্রকার বোধ তাহার পূর্ব্বস্মৃতিবলেই হইয়া থাকে এবং পরে, পুষ্প হইতে ফলোৎপত্তির ন্যায়, যখন তাহার পূর্ব্বস্মৃতি হয়, তখন হরিশ্চন্দ্র যেমন এক রাত্রিকে দ্বাদশবৎসর বোধ করিয়াছিলেন ও কান্তাবিরহীরা যেরূপ একটী দিনকে একবর্ষ বিবেচনা করে, তদ্রূপ তাঁহার নিকট নিমেষ-পরিমিত কাল একটী কল্প বলিয়া বোধ হইবে এবং তখন তাহার, অভুক্ত ব্যক্তির ভোজনভ্রান্তির ন্যায়, আমি জাত, আমি মৃত, এই আমার পিতা, এই আমার মাতা, এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে। শূন্যস্থান জনাকীর্ণ, বিপদ্ উৎসবময় ও প্রতারণা লাভের ন্যায় জ্ঞান হইবে। মরীচবীজে যেরূপ তীক্ষ্ণতা এবং স্তম্ভের মধ্যে অক্ষোদিত পুত্তলিকা এই উভয়ের মত ভ্রমময় দৃশ্য সমুদয় সেই অজ নিত্য পুরুষে অবস্থিত থাকিলেও উহার পৃথক্ সত্তা নাই, সকলই ব্রহ্মের আশ্রিত ও স্বীয় অজ্ঞানের বিলাস বলিয়াই মুক্তপুরুষেরা শান্ত হইয়া থাকেন।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

দেবী কহিলেন,—হে পুত্রি। যেমন চক্ষুরুন্মীলন করিলে নানাবিধ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইমত জীবের মরণ-মূর্চ্ছার পরক্ষণেই অসংখ্য দৃশ্য-জগৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং দেখিয়া থাকে,—দিক্, কাল, আকাশ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও কল্পান্তস্থায়ী অসংখ্য বস্তুনিচয় সেই চিদাত্মার প্রস্ফুরিত হইতেছে। জীব যাহা কখন অনুভব করে নাই, দেখে নাই ও করে নাই, স্বপ্নে নিজমৃত্যুর ন্যায়, সেই সকলও তৎক্ষণেই স্মরণপথে উপস্থিত হয়। এই অবস্থা ভ্রান্তি কাল্পনিক নগরীর ন্যায়, ভিত্তিশূন্যা হইয়া চিদাকাশে অবস্থান করে এবং তখন 'এই জগৎ, এই সৃষ্টি, ইহা দূর, ইহা নিকট, ইহা ক্ষণ, ইহা অল্পকাল' ইত্যাকার ভ্রমস্বরূপে পরিণতা হইয়া পূর্ব্বস্মৃতিই বিকাশ পাইতে থাকে। অনুভূত অননুভূত উভয়বিধ স্মরণই চিৎস্বরূপে অবস্থান করে; যাহা কখন অনুভূত হয় নাই, তাহাতেও অনুভূতের ন্যায় ভ্রম হয়, যেমন স্বপ্নকালীন ভ্রম কিংবা পিতার ন্যায় দেখিলে পিতার স্মরণ হইয়া থাকে। এই সঙ্কল্পরূপসংসার

সৃষ্টিকালেও বিধাতার কল্পনারূপেই অবস্থিত ছিল, পরে তাহাই স্থূল হইয়া বিভক্তাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে তন্বি! এই ত্রিভুবনাদি দৃশ্যজাত কাহারও স্মৃতিতে অনুভবাকারে থাকে, কাহাদের বা স্মৃতিতে অননুভূত হয়, কাহারও বা কাকতালীয় ন্যায়ে স্মরণ ব্যতিরেকেও অনুভূত হয়। বাস্তবিক এই সংসারের অত্যন্ত বিস্মৃতিই মুক্তি। সুতরাং ইহাতে কোন ব্যক্তিরই কিছু প্রার্থনীয় বা অপ্রার্থনীয় নাই। অহংজ্ঞান ও দৃশ্য-জগতের আত্যন্তিক অভাব ব্যতীত এই নিত্যা মুক্তি পাইবার উপায় নাই। যে পর্য্যন্ত সর্পশব্দ ও সেই শব্দের অর্থ রজ্জুতে ভ্রমরূপে অবস্থান করিবে,তাবৎ সর্পভয় শান্ত হইবে না। যোগ-সাহায্যে নিগৃহীত চিত্তের যে শান্তি, তাহা প্রকৃত শান্তি নহে, যেমন এক পিশাচের পর অন্য পিশাচ আসিয়া মৃতকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ ঐ যোগীর সমাধির অবসানেই পুনরায় সংসার উপস্থিত হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, ঐ জ্ঞান জন্মিলে অসীম সংসারকে পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না। লীলা বলিলেন,—দেবি! আপনার বাক্যে জানিলাম, পূর্ব্বসংস্কার সকলেরই কারণ। এক্ষণে যে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহার সংস্কার আমার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, আমি ত কখন উক্ত সৃষ্টির অনুভব করি নাই। ১—১৬। দেবী কহিলেন,—হে লীলে! মরণ-মোহের পর দৃশ্য-দর্শনের প্রতি জীবের সংস্কারই কারণ নহে, স্রষ্টার স্মৃতিও কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মা মুক্ত বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্টির স্মৃতি পরকল্পীয় সৃষ্টির প্রতি কারণ হয় না, অতএব যে মায়ায় পূর্ব্বকল্পীয় ব্রহ্মার দেহাদি জড়িত ছিল, সেই মায়ার প্রভাবেই সোপহিত চৈতন্য নূতন ব্রহ্মাকারে পরিণত হন, এইরূপে প্রজাপতি হইতে প্রজাপতি উৎপন্ন হন। তাঁহার এইমাত্র জ্ঞান থাকে যে, আমি প্রজাপতি ছিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে কাহারও বা কাকতালীয় ন্যায়ে সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি সহকারে প্রতিভার বিকাশ হইয়া থাকে। সৃষ্টিসমূহ ঐরূপ মিথ্যাভাবেই চৈতন্যাকাশে উদিত হয় ও দৃষ্ট হয়, অথচ সত্যরূপে কখন কিছু হয় না বা জন্মে না। পূর্ব্বানুভবজনিত ব্রহ্মার অনাদি এই দ্বিবিধ স্মৃতিরই কারণ পরমব্রহ্ম, তিনি একমাত্র হইয়া কার্য্যের ও কারণের স্বারূপ্য আশ্রয় করত চিদাকাশে অবস্থান করিতেছেন। কার্য্য, কারণ ও সহকারী কারণ তাঁহাতেই আছে, কার্য্য-কারণের অভেদজ্ঞানে মুক্তি, নচেৎ জ্ঞান লাভ হয় না। হে লীলে। অতএব পূর্ব্বস্মৃতিকেই অখণ্ড চিন্ময় বলিয়া জানিবে, তাঁহাতেই কার্য্য-কারণ-শব্দ রহিয়াছে, বাস্তবিক উহা ভিন্ন নহে, এজন্যই বলিয়াছি, জগদাদি দৃশ্য কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, কেবল পরমাত্মস্বরূপ চিদাকাশেই চিদাকাশ অবস্থিত আছে। লীলা কহিলেন,—হে দেবি! আপনি আমাকে যে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলেন, তাহাতে প্রাতঃকালে সূর্য্যালোকে স্থূল চক্ষু যেমন বহির্জ্জগৎ দর্শন করে, আমিও পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছি এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ-গৃহ দেখিতে কৌতূহল হইতেছে, আপনি আমাকে সেই গিরি-গ্রামের গৃহে লইয়া চলুন, যে গৃহে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সহিত সুখে অবস্থান করিতেছেন। দেবী কহিলেন,—হে লীলে! তুমি অগ্রে সমাধি-প্রভাবে স্থূলদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অচেত্য চিদ্রূপময়ী পবিত্রদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া অমলা হও, তাহা হইলে পরে, মর্ত্ত্যবাসী জীব যেরূপ কল্পনাবলে অন্তরীক্ষে নগর দর্শন করে, তুমিও চিদাকাশস্থিত ব্যোমাত্মস্বরূপ সৃষ্টি দর্শন করিতে পারিবে ও এইরূপ হইলে, আমরা উভয়েই তখন সেই সর্গ দর্শন করিতে পারিব; কারণ এই স্থূল দেহই সেই সৃষ্টিদর্শনের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ১৭—৩০। লীলা কহিলেন,—হে দেবি! এই দেহেই অন্যজগৎ-দর্শন কেন হয় না, সে বিষয়ের যাহা যুক্তি, আমার প্রতি দয়া করিয়া তাহা বলুন। দেবী কহিলেন,—হে বৎসে! এই দৃশ্য-জগৎ বাস্তবিক মূর্ত্তিশূন্য, তবে মিথ্যা-জ্ঞানেই মূর্ত্তিমান্ বলিয়া বোধ হয়। যেমন তোমরা সুবর্ণ আনিয়াও তাহাকে অঙ্গুরীয় বলিতেছ, কিন্তু অঙ্গুরীয়কাকৃতি সুবর্ণে যেমন বাস্তবিক অঙ্গুরীয়কতা নাই, তদ্রূপ দৃশ্যকে জগদ্রূপে দেখিলে পরব্রহ্মে ইহার সত্তা নাই। এই জগদাকাশ,ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে, তবে সমুদ্রেও প্রতিবিম্বধূলি যেরূপ দেখা যায়, সেইমত অমূর্ত্ত ব্রহ্মেরও মিথ্যা জগন্মূর্ত্তির দর্শন হইয়া থাকে। এই প্রপঞ্চ মিথ্যা, কেবল 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানই সত্য, এ বিষয়ে [illegible]তত্ত্ববিদ্ গুরুজন ও আত্মানুভব এই দুইটী প্রমাণ। ব্রহ্মই ব্রহ্মকে দেখিতে পান; যিনি ব্রহ্ম নহেন, তিনি দেখিতে পান না, এবং ব্রহ্মের এই স্বভাব যে, তিনি নিজকল্পিত সৃষ্টি জগদাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মে জগতের কার্য্য বা কারণের উদয় নাই, কারণ তাঁহাতে কোনরূপ সহকারী কারণ থাকে না। অভ্যাসযোগে যাবৎ তোমার ভেদজ্ঞান দূর না হইবে, সে পর্য্যন্ত তুমি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিবে না। এই আমরা সকলে যদি অভ্যাসবলে ব্রহ্মবিষয়ে দৃঢ় জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরাও সেই পরমপদ দর্শনের অধিকারী হইতে পারি। আমার এই দেহ, সঙ্কল্পনগরের ন্যায়, আকাশ-স্বরূপ, সুতরাং ইহার মধ্যেও আমি ব্রহ্মপদ দেখিতে পাই। এবং ব্রহ্মাদি মহাত্মাদের দেহও বিশুদ্ধ-জ্ঞানময় বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ জগতে থাকিয়াও ব্রহ্ম দেখিতেছেন। হে বালে! অভ্যাসের অভাবেই তোমার দেহ ব্রহ্মস্বরূপ হয় নাই এবং তাহাতেই তুমি আকাশনগর দেখিতে পাইতেছ না। তুমি যখন নিজ দেহেই নিজের সঙ্কল্পনগর দেখিতে পাইতেছ না, তখন কিরূপে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া অন্যের সঙ্কল্পনগর দেখিতে পাইবে? হে কার্য্যজ্ঞে! সুতরাং এই দেহত্যাগ করিয়া চিন্ময়ের স্বরূপ আশ্রয় কর, তবেই শীঘ্র তুমি ঐ সঙ্কল্পনগর দেখিতে পাইবে। সঙ্কল্পিত নগরের দর্শন ও অনুভবাদিকার্য্যে সঙ্কল্পই সত্য অর্থাৎ মানস-শরীরেই মানস-নগর দর্শন হয়, অন্য শরীরে হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে জগদ্ভ্রম যেরূপে স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তদবধি সেইরূপে জীবের অদৃষ্টরাশি বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। ৩১—৪৫। লীলা কহিলেন,—হে দেবি! আপনি বলিলেন, আমরা উভয়ে সেই বিপ্রদম্পতীর জগতে গমন করিব, এক্ষণে বলিতেছি, হে মাতঃ! কি উপায়ে তথায় গমন করিব, আমি এইস্থানে স্বদেহ রাখিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ চিত্তমাত্র অবলম্বন করিয়া তথায় যাইতেছি, আপনি কিরূপে যাইবেন, তাহা বলুন। দেবী বলিলেন,—হে বৎসে! যেমন তোমার কাল্পনিক বৃক্ষ দৃষ্ট হইলেও আকাশস্বরূপ, তদ্রূপ আমার দেহও আকাশময় জানিবে। কুড্যই কুড্যকে ভেদ করিতে পারে, উভয়ে মূর্ত্তিশূন্য হইলে কেহই কাহার প্রতিবন্ধকতা করে না। আমার দেহ একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বগুণে নির্ম্মিত বলিয়াই চিৎ-স্বরূপের প্রতিভাসমাত্র; সুতরাং পরমব্রহ্মের সহিত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই এবং আমারও এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আবশ্যক নাই। আমি এই দেহেই অভীষ্টস্থানে যাইব, যেমন গন্ধের সহিত বায়ু, জলের সহিত জল, অগ্নির সহিত অগ্নি ও বায়ুর সহিত বায়ু মিলিত হয়, তদ্রূপ আমার মনোময় দেহ অন্য মনোময়

দেহের সহিতই মিলিত হইবে। যেমন কল্পনাময় শৈলের সহিত বাস্তব-শৈলের কখন প্রতিঘাত হয় না, তদ্রূপ পার্থিবজ্ঞান অপার্থিবজ্ঞানের সহিত মিলিত হয় না। এই দেহ আতিবাহিক হইলেও চিরকাল আধিভৌতিক বোধে বিবেচিত হওয়ায়, পার্থিবতা প্রাপ্ত হইয়াছে ; এবং যেমন স্বপ্নে দীর্ঘকালচিন্তায়, ভ্রমে, সঙ্কল্পে বা গন্ধর্ব্বনগরে তত্তৎ জ্ঞানের অন্যতা হইতে থাকিলে উহাদের ক্ষয় হয়, তদ্রূপ তোমার বাসনাসমূহের যখনই ক্ষীণ হইবে, তখন তোমার দেহে পার্থিভাব ক্ষয় হইয়া আতিবাহিক-ভাব আসিয়া আশ্রয় করিবে। লীলা কহিলেন,—দেবি! সমাধি প্রভৃতি উপায়ে আতিবাহিক দেহত্ব-জ্ঞান সুদৃঢ় হইলে এই দেহের কোন অবস্থান্তর হয় কিংবা বিনষ্ট হইয়া যায়? দেবী কহিলেন,—হে লীলে! যাহা আছে, তাহার নাশ বা নাশাভাব হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক যাহার অভাব, তাহার আবার নাশ কি প্রকার? যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমের পর রজ্জু বলিয়া সত্য জ্ঞান হইলে, সর্প কোথায় গেল বা বিনষ্ট হইল এ বিষয়ে কোন তর্ক হয় না এবং সত্যজ্ঞানের পর যেমন রজ্জুতে আর সর্প দেখা যায় না, সেই মত আতিবাহিক জ্ঞানের পর আধিভৌতিক ভাব আর থাকে না। যদি কল্পনা কাহারও কল্পিতা হয়, তাহা হইলে উপদেশে তাহা শান্ত হইবে, যেমন যে শিলা কখন নাই, তাহার অত্যন্তাভাব রহিয়াছে। এই দেহাদি সমস্ত সেই পরমব্রহ্মেই পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত আছে, ইহা আমরা সত্যস্বরূপে অবলোকন করিতেছি। তোমার তাদৃশ জ্ঞান না থাকায় তুমি দেখিতে পাইতেছ না। ৪৬—৬১। সৃষ্টির আরম্ভে চিৎস্বভাব যেরূপ কল্পনায় কল্পিত হইয়াছে, তদবধি এক অদ্বয় সত্তাই দৃশ্যরূপে গৃহীত হইতেছে। লীলা বলিলেন,—হে দেবি। কাল ও দিগাদিতে অসম্বদ্ধ সেই অদ্বয় পরমতত্ত্বই বিদ্যমান, আর কিছু নাই, এস্থলে কল্পনার অবসর কোথায়? দেবী কহিলেন,—হে বৎসে! যেমন সুবর্ণে কটকতা, জলে তরঙ্গতা ও স্বপ্ন এবং সঙ্কল্প-নগরাদিতে সত্যতা নাই, সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বভাব নিরাময় ব্রহ্মে কল্পনা নাই। যেমন আকাশে ধূলি নাই, তদ্রূপ পরব্রহ্মে কোনরূপ সৃষ্ট্যাদি নাই, তিনি শান্ত, অদ্বিতীয় ও অজ। যে কিছু প্রকাশ পাইতেছে, সকলই মণি হইতে অভিন্ন, মণির প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় সেই নিরাময় ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব। লীলা কহিলেন,—হে দেবি! আমাদিগকে এতকাল কোন্ ব্যক্তি দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞানে মূঢ় করিয়া ভ্রমণ করাইতেছে, তাহা বলুন। দেবী কহিলেন,—হে চঞ্চলে। এতকাল তোমাকে স্বীয় অবিচাররূপ মোহই ভ্রমণ করাইয়াছে। নিজ স্বভাব হইতে অবিচারের প্রকাশ এবং বিচার-সম্পর্কে উহার নিমেষমধ্যে নাশ হয়, সে অবিদ্যাও অনন্তব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত নহে, সুতরাং অবিচার নাই, অবিদ্যা নাই, বন্ধন নাই ও নির্ব্বাধ মোক্ষ নাই, কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানই আছে, যাহাতে এই জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে বৎসে! তুমি এতাবৎকাল ইহার কিছু বিচার কর নাই বলিয়া ভ্রান্তিতে সমাকুলা ছিলে, এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ, অদ্যাবধি তুমি প্রবুদ্ধা হইয়াছ, বিবেক-জ্ঞান পাইয়াছ ও তাহাতেই মুক্তিলাভ করিয়াছ, তোমার চিত্তে সংসার-নামক দৃশ্য আর উৎপন্ন হইবে না এবং তাহাতে দ্বৈতভাব তোমাকে আর আক্রমণ করিতে পারিবে না। কারণ নির্বিকল্প-সমাধি দ্বারা চিত্ত অদ্বয় ব্রহ্মে অবস্থান করিলে তাহাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন ইহার কিছুই থাকে না এবং তখন হৃদয়ক্ষেত্রে বাসনারূপ অঙ্কুর-বীজ কিঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইয়া থাকিলেও রাগদ্বেষাদি ভাব-সমূহের বিলোপ হইয়া থাকে এবং সংসারের কারণ রাগদ্বেষাদি নিচ্ছিন্ন হওয়ায় নির্ম্মূল হইয়াই যায়, নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হে লীলে। এইরূপে সমাধির অভ্যাসে তোমার সংসারভাবনারূপ কালিমা দূর হইবে ও কিছুকাল মধ্যে, আকাশমধ্যের ন্যায়, নির্ম্মল পরমাত্মার অবলম্বনে ভ্রান্তিরূপ কার্য্যের ও তৎকারণীভূত সঙ্কল্পের নাশক মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৬২—৭১।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ২১

দ্বাবিংশ সর্গ।

দেবী কহিলেন,—হে বৎসে। যেমন স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান হইলে, স্বপ্নের মিথ্যাত্বই অবধারিত হয়, তদ্রূপ বাসনার ক্ষয় হইলে, স্থূল-দেহ অনুভূত হইলেও অসৎস্বরূপে প্রতীয়মান হয়, যেমন স্বপ্ন-জ্ঞানের পর স্বপ্নদেহ থাকে না, সেইরূপ বাসনাক্ষয়ে জাগ্রদ্দেহেরও ক্ষয় হইয়া থাকে এবং যেমন স্বপ্ন বা সঙ্কল্প দূর হইলে স্থূল দেহের দর্শন হয়, তদ্রূপ জাগ্রদ্বাসনার অবসানে আতিবাহিক দেহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন বাসনাবিরহিত স্বপ্নাবস্থায় সুষুপ্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্থূল-দেহেও বাসনাবীজ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে মুক্ত হইতে পারা যায়, জীবন্মুক্তদিগের যে বাসনা, তাহা বাসনা নহে, তাহা কেবল শুদ্ধসত্ত্ব নামক সামান্যসত্তা নামে অভিহিতা হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে বাসনার অভাব হইলেই সুষুপ্তি হয়, আর জাগ্রদ্দশায় বাসনার নাশকে মোহ কহে, বাসনাশূন্য নিদ্রা বা বাসনাশূন্য জাগ্রদ্দশা উভয়কে তুরীয় কহে, তুরীয় লাভকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি কহে, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই। সংসারে জীবিত ব্যক্তিদের যে বাসনাশূন্য জীবন, তাহাই জীবন্মুক্ত পদ, সংসারবদ্ধ ব্যক্তিরা উহা অনুভব করিতে পারে না। যেমন তাপসংযোগে হিমানিকর দ্রব্য হইয়া জলাকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ বাসনাশূন্যচিত্ত শুদ্ধসত্ত্বময় হইলেই আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানবলে প্রবুদ্ধ ও আতিবাহিকত্ব-প্রাপ্ত চিত্তই অন্যই চিত্তের সহিত এবং জন্মান্তরীয় ও সৃষ্ট্যন্তরীয় পদার্থের সহিত মিলিত হইতে পারে। হে বৎসে! যখন তোমার অভ্যাসবলে দেহাভিমান দূর হইবে, তখন তোমার দৃশ্যজ্ঞান দূর হইবে ও বিশাল জ্ঞান প্রকাশ পাইবে। যখন তোমার আতিবাহিক-জ্ঞান নিত্য স্থিতি প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি সঙ্কল্প-বিরহিত পবিত্র লোক সকল দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। হে আনন্দিতে! এক্ষণে যে উপায়ে বাসনাক্ষয় হয়, তাহাতেই যত্ন কর, বাসনাক্ষয় স্থিরতর হইলে তুমি জীবন্মুক্তা হইতে পারিবে। যে পর্য্যন্ত তোমার সুশীতল বোধচন্দ্র পরিপূর্ণ না হয়, তাবৎ এই স্থূলদেহ এখানে রাখিয়া লোকান্তর দর্শন কর। মাংসময় দেহ মাংস-দেহের সহিতেই মিলিত হয়, তদ্ভিন্ন চিন্ময় দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কোনই ব্যাবহারিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তুমি আমার দেহ অবলম্বন করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি তোমাকে নিজের অনুভব অনুসারেই এই সমুদয় কথা বলিলাম, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের ইহাই অনুভবে আছে, ইহা বর বা অভিশাপের ন্যায় সিদ্ধব্যক্তিদের নৈমিত্তিক, বাক্য নহে। নিরন্তর জ্ঞানাভ্যাসে সংসারের বাসনানিচয় ক্ষীণ হইলে, এই দেহেই

আতিবাহিক শরীর নিশ্চয়ই লাভ করা যায়, মরণের পর জীব-মাত্রেই আতিবাহিক দেহ পাইয়া থাকে, কিন্তু সেই আতিবাহিক দেহকে কেহই উৎপন্ন হইতে দেখিতে পায় না, লোকে কেবল মৃতজীবের স্থূল দেহই দর্শন করিয়া থাকে। ১—১৮। মুক্ত পুরুষের দৃষ্টিতে এই দেহের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই; তাঁহারা মরণ ও জীবনকে স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের ন্যায় ভ্রম মাত্র বলিয়া থাকেন। হে পুত্রি! সঙ্কল্পনির্ম্মিত-পুরুষের জীবন ও মরণ যেরূপ মিথ্যা, সেইমত এই দেহের জীবন-মরণও অবাস্তব জানিবে। লীলা কহিলেন,—হে দেবি। আপনি যে সকল জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা আমার কর্ণ-বিবরে যাইয়া দৃশ্য-দর্শনরূপ রোগ নাশ করিতেছে, কিন্তু এক্ষণে দয়া করিয়া বলুন, অভ্যাস কিরূপ কর্ত্তব্য এবং ঐ অভ্যাসের কি উপায়ে পুষ্টিসাধন করা যাইবে ও তাহা করিলেই বা কি ফল হইবে? দেবী কহিলেন,—হে বৎসে। যে ব্যক্তিই যখন যখন যে কিছু কার্য্য করেন, তাহা অভ্যাসব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং সেই ব্রহ্মের চিন্তা, ব্রহ্মকথালাপ, পরস্পর তৎকথারই উপদেশ ও তৎপরতা, ইহাকে পণ্ডিতেরা ব্রহ্মবিষয়ক অভ্যাস বলেন। যে মহাত্মগণ সংসারে বিরক্ত হইয়া জন্মজরাদি-জয়ের জন্য অন্তরে ভোগবাসনাকে স্থান না দেন, তাঁহারাই ভুবনে জয়ী হইয়া থাকেন। যাঁহাদের বুদ্ধি ঔদার্য্যরূপ সৌন্দর্য্যে সুরূপা ও বৈরাগ্য-রসে আপ্লুতা হইয়া পরমানন্দ অনুভব করে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, অভ্যাসী এবং যাঁহারা যুক্তির সহিত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর অত্যন্তাভাব জানিতে পারেন, তাঁহারাও ব্রহ্মাভ্যাসী। সৃষ্টির আদিতেও দৃশ্য হয় নাই ও সর্ব্বদা নাই, সুতরাং 'জগৎ নাই, তুমি নহ, আমি নহি' ইত্যাকার জ্ঞানকেই জ্ঞানাভ্যাস বলে। এইরূপে দৃশ্য নাই বলিয়া অসম্ভব প্রযুক্ত রাগদ্বেষাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পরমাত্মায় যে রতি হয়, তাহাকেই ব্রহ্মাভ্যাস বলে। দৃশ্যের অসম্ভব-জ্ঞান ও রাগদ্বেষাদির ক্ষয় ব্যতীত যে তপস্যা করা হয়, তাহা অজ্ঞান ও দুঃখের আশ্রয়। দৃশ্যের অসম্ভব-বোধই জ্ঞান ও জ্ঞেয় নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহার অভ্যাসই মহান্ অভ্যাস ও তাহাকেই নির্ব্বাণ কহে। যেমন শরৎকালে নীহারপাত প্রবল হিমশীতল জলপাতে অপগত হয়, তদ্রূপ নিরন্তর বিবেকরূপ-বারিসেকে চিত্তের সংসাররূপ-কৃষ্ণপক্ষনিশায় গাঢানুরাগরূপ নিদ্রা দূর হইয়া থাকে। মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে দিনাবসান হইল, সায়ন্তন বিধির নির্ব্বাহজন্য সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলেন, সভ্যবৃন্দ সায়ন্তন স্নানের জন্য নমস্কারপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরে রজনী প্রভাতে তাঁহারা আবার সূর্য্যকিরণের সহিত পূর্ব্বমত সমবেত হইলেন। ১৯—৩৩।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থ দিবস ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! লীলা ও সরস্বতী উভয়ে সেই রাত্রিকালে তথায় এইরূপ কথোপকথন করিয়া দেখিলেন, সেই গৃহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরিজনেরা বিশ্বস্ত-চিত্তে নিদ্রা যাইতেছে এবং সেই স্থান বিবিধ পুষ্পরাশির মনোহর গন্ধে আমোদিত রহিয়াছে। যে স্থানে রাজার মৃতদেহ অম্লানপুষ্পমাল্যে সমাবৃত রহিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে তাঁহারা উপবেশন করিয়া সমাধি আশ্রয় করত নিশ্চল দেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের পরিপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল মুখপ্রভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইতেছিল, তাঁহারা রত্নস্তম্ভে ক্ষোদিত চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন এবং সায়ংকালে পদ্মিনীযুগল যেমন সঙ্কোচ পাইতে থাকে, তদ্রূপ সঙ্কুচিত ও সমুদয় ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-রহিত হইতে থাকিলেন। নির্ব্বাত শরৎকালে পর্ব্বতের অগ্রভাগে মেঘমালা যেরূপ নিশ্চলভাবে থাকে, সেই মত তাঁহারা দুইজনেও নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কল্পবৃক্ষলতা যেরূপ পত্রাপগমাদি দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋতুর রস ত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহারা দুজনেও নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করত বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যখনই তাঁহারা জানিলেন যে আমি ও এই ভ্রমদৃশ্যজগৎ এই দুয়ের ঐকান্তিক উৎপত্তি নাই, তখনই তাঁহাদের অন্তর হইতে দৃশ্য-পিশাচিকা দূরীভূত হইল। হে রামচন্দ্র! আমাদিগের নিকটেও যাহা শশশৃঙ্গের ন্যায় পূর্ব্বে কখন ছিল না এবং বর্ত্তমানেও নাই, তাহা মৃগ-তৃষ্ণাবারির ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া থাকে। হে রাম! তখন সেই স্ত্রীদ্বয় দৃশ্য-দর্শনমুক্ত হইয়া, সূর্য্য-চন্দ্রাদিশূন্য অন্তরীক্ষের ন্যায়, শান্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং সরস্বতী দেবী জ্ঞানময় দেহে ও মানবী লীলা ভৌতিকাভিমান-শূন্য ধ্যান ও জ্ঞানময় দেহ অবলম্বন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই গৃহের প্রাদেশপরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই দূরস্থ আকাশে চিদাকাশস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। অনন্তর সেই ললিতলোচনা ললনাদ্বয় পূর্ব্বজ্ঞানের বশবর্ত্তিনী হইয়াই আকাশে বহুদূর গমন করিলেন ও তথায় থাকিয়াই চিদ্বৃত্তির সাহায্যে কোটিযোজনবিস্তীর্ণ আকাশের দূর হইতে দূরতরপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সখীদ্বয়ের দেহ যদিও চিদাকাশময়, তথাপি তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চের সঙ্কল্প-সমন্বিত মনঃস্বরূপ নিজ স্বভাববলে পরস্পরের আকার অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পর স্নেহরসে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। ১—১৬।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাঁহারা পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক অতিদূরপ্রদেশ লঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ উন্নত স্থানে অধিরূঢ় হইয়া নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বোধ করিতে লাগিলেন, ঐ আকাশমণ্ডল একবার অর্ণববৎ বহু বিস্তৃত, গম্ভীর, নির্ম্মল, কোমল ও মৃদুবাতস্পর্শে অতিসুখপ্রদ। আরও অনুভব করিতে লাগিলেন, ঐ গগনমণ্ডল চিত্তাহ্লাদকারী অতি সুন্দর, শূন্যময় প্রতীত হওয়ায় অতিগম্ভীর, জলনিমজ্জন-জনিত সুখানুভব হওয়ায় অতিশুদ্ধ ও সজ্জনের চিত্ত অপেক্ষাও প্রসন্ন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে মধ্যে মধ্যে সুমেরুশেখরস্থিত জলদখণ্ডের ন্যায়, সুবিশাল পূর্ণচন্দ্রের অভ্যন্তরের ন্যায় নির্ম্মল দেবগণের অট্টালিকায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চন্দ্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া

সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বদিগের মন্দার-কুসুমমাল্যের সৌরভবাহী সুমধুর বায়ু সেবন করত আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। ১—৫। তাঁহারা যখন বহু গ্রীষ্মতাপ অনুভব করিতেন, তখন রক্তকমল-সন্নিভ সৌদামিনীসঙ্কুল জলভরমন্থর জলদমণ্ডলে সরোবরের ন্যায়, স্নান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে বহু ভূতল, মহাশৈল ও কোটি কোটি মৃণালাঙ্কুরে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করত, বহুসরোবরে সচ্ছন্দভ্রমণকারিণী ভ্রমরীদ্বয়ের সাদৃশ্য অনুকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গঙ্গাপ্রবাহসম্পৃক্ত বায়ুবিচালিত মেঘমণ্ডলরূপ মণ্ডপে ধারাগৃহ (ফোয়ারা) ভ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন: অনন্তর মধুরগামিনী ঐ রমণীদ্বয় স্বীয় শক্তির অনুরূপ পরিশ্রম ও বিশ্রাম করত শূন্যপথে মহাব্রহ্মে অতিমন্থর আকাশদেশ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ আকাশদেশের অভ্যন্তরভাগ বহু ভুবনে পরস্পর পরিব্যাপ্ত, উহা এত সুবিস্তৃত যে, শতকোটি জগতেও পরিপূর্ণ হয় না অর্থাৎ উহার অভ্যন্তরে অনেক স্থল শূন্য রহিয়াছে। ৬—১০। উহার উপর্য্যুপরিভাগে বিচিত্রবিশোভিত বিচিত্রাকার সুবিমান-সমন্বিত সমুন্নত অসংখ্যভূভাগ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে অবস্থিত গগনমণ্ডলব্যাপী সুমেরু প্রভৃতি কুলপর্ব্বতসমূহের পদ্মরাগ-মণিময় তটপ্রদেশের আলোকে, উহার অভ্যন্তরভাগ প্রলয়ানলশিখাবৎ প্রতীত হইতেছে। উহার কোন স্থল মুক্তাময় শিখরের কিরণজালে হিমাদ্রিসানুবৎ সুন্দর ও কোন কোন স্থল কাঞ্চনপর্ব্বতের প্রভায় কাঞ্চনময়ী স্থলীর ন্যায় দেদীপ্যমান লক্ষিত হইতেছে। মহামরকত-মণির আভায় কোন স্থল, শষ্প শ্যামল ভূভাগের ন্যায়, নীলিমাক্রান্ত বোধ হইতেছে, যেন ভ্রষ্ট দৃশ্যের ক্ষয়নিবন্ধন সমুদ্ভূত অন্ধকারের কালিমা। কোন স্থলে পারিজাতবৃক্ষের শাখায় আহত হইয়া বিমানসমূহের ধ্বজা চঞ্চলিত হইতেছে। তত্তৎ স্থানে বোধ হইতেছে যেন মঞ্জরিকাকার বৈদূর্য্যমণিময় ভূমিভাগ। ১১—১৫। কোথাও বা মনের ন্যায় বেগগামী মহাসিদ্ধগণ গমনবেগে বায়ুকেও পরাজিত করিতেছে। বিমানগৃহে দেবস্ত্রীগণ গীতবাদ্য করিতেছে। ঐ ভুবনের অভ্যন্তরভাগে ত্রিভুবনের জীবসমূহ-সঞ্চরণেও স্থানসঙ্কীর্ণতা হয় না। ইহা এত বিস্তৃত যে, বহু সংখ্যক সুরগণ ও অসুরগণ পরস্পর পরস্পরের সঞ্চরণ-ব্যাপার অবগত হইতে পারিতেছে না। পর্য্যন্ত প্রদেশে কুষ্মাণ্ড (পিশাচবিশেষ), রাক্ষস ও পিশাচেরা অবস্থিত রহিয়াছে। কোথাও বা বৈমানিকগণ বায়ুস্তরে অতিবেগে গমন করিতেছে। কোন স্থলে প্রচলিত বিমানসমূহের ধ্বনির নিকট মেঘধ্বনি স্বল্প বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সেই ভুবনের আকাশমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্রের ঘনসঞ্চার হেতু বায়ুযন্ত্র প্রচলিত হইতেছে। সূর্য্যের সন্নিকটবর্ত্তী অল্পসিদ্ধ সিদ্ধগণ আতপদগ্ধ হইয়া স্থানত্যাগ করিতেছে। সূর্য্যসন্নিধিগত অজ্ঞ লোকদিগের বিমানসকল আতপদগ্ধ ও সূর্য্যাশ্বের মুখবায়ু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ১৬—২০। কোন কোন স্থল লোকপালগণ ও অপ্সরোগণের গমনাগমনব্যাপারে পরিস্পন্দন-ব্যাপার-বিশিষ্ট, কোথাও বা অন্তঃপুরবাসিনী দেবীগণ দ্বারা দগ্ধ ধূপের ধূমরাজিতে অম্বরতল মেঘমালাবৃত বোধ হইতেছে। স্ব স্ব স্বর্গে সমাহূত হইয়া "অগ্রে আমি যাইব" "অগ্রে আমি যাইব" এই প্রকার পরস্পর সবেগে গমনোদ্যত দেবস্ত্রীগণের অঙ্গ হইতে ভূষণসমূহ পরিচ্যুত হইতেছে। কোন কোন স্থলে সিদ্ধগণের তেজঃপুঞ্জে অন্ধকারনিকর অলীকৃত হইয়া যাইতেছে। বলবান্ সিদ্ধগণের গমনাগমন-সঙ্ঘর্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মেঘসমূহ আশ্রয় গ্রহণ করায় পার্শ্ববর্ত্তী হিমাচল, মেরু ও মন্দরপর্ব্বতসমূহ অংশুকপরিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কোন স্থলে চারিদিকে রাশি রাশি বায়স, পেচক, শকুনি ও ভাসপক্ষিগণ ঘিরিয়া রহিয়াছে। সাগরতরঙ্গের ন্যায় কোন স্থলে ডাকিনীগণ নৃত্য করিতেছে। কোথাও বা কুক্কুরমুখী, কাকমুখী, উষ্ট্রমুখী ও খরমুখী যোগিনীগণ নিরর্থক শতযোজন ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার একত্র সমবেত হইতেছে। ২১—২৫। কোথাও বা ধূমান্ধকারে সমাচ্ছন্ন অভ্রমন্দিরে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বমিথুন লোকপালগণের অগ্রেই সুরতোৎসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোথাও অধ্বগামী জীবগণ স্বর্গীয় গীত ও স্তবে উন্মত্ত হইতেছে। অনবরত ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিশ্চক্রে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষের বিভাগ লক্ষিত হইতেছে। স্থিরবায়ুর উপরে অবস্থিত আকাশগঙ্গার জল প্রবাহিত হইতেছে। দেব-বালকগণ ঐ আশ্চর্য্যসন্দর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়া ধাবিত হইতেছে। কোন স্থানে বজ্র, চক্র, শূল, অসি ও শক্তিপ্রভৃতি অস্ত্রগণ দেহধারণ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। কোন স্থানে ভিত্তিহীন গৃহ রহিয়াছে, কোথাও নারদ ও তুম্বুরু গান করিতেছেন। কোথাও বা মেঘপথে সুবৃহৎ মেঘ সকল মহাম্বর-সমন্বিত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা গর্জ্জনহীন নিশ্চল মেঘ সকল চিত্রার্পিতবৎ প্রতীত হইতেছে। ২৬—৩০। কোন স্থলে কজ্জল-পর্ব্বতের ন্যায় সুন্দর জলদমালা উত্থিত হইতেছে। কোথাও আতপাবসানে (সায়ংকালে) আতাম্র মেঘ সকল কনকনিষ্যন্দবৎ দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে দিগ্দাহে উত্তপ্ত শব্দহীন মেঘ সকল, শুভ্র বসনের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। কোথাও বা শূন্যভাগ, নির্ব্বাত নিশ্চল জলধি-সলিলের ন্যায়, দৃষ্ট হইতেছে। কোথাও বা বায়ুরূপ নদীর মধ্যে প্রধাবিত বিমানগণ তৃণপল্লবের সমান দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে উড্ডীয়মান ভ্রমরবৃন্দের নির্ম্মল পৃষ্ঠচর্ম্মের কান্তি শোভিতা হইতেছে। কোন স্থান বায়ুচালিত ধূলিপটলে মেরুনদীর ন্যায় ধূসরবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থলে বিমানচারী বিচিত্রবলশালী প্রভাশালী দেবগণ সুশোভিত রহিয়াছেন। কোন স্থলে অম্বরবিহীন উত্তম মাতৃমণ্ডল কোথাও নব উন্মত্ত, মুগ্ধ, যোগীশ্বরীগণ এবং কোথাও শান্ত সমাধিস্থিত বিভ্রান্ত মুনিগণ অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ সকল স্থান নির্ব্যাপার নিশ্চল সাধুচিত্তের ন্যায় মনোহর। ৩১—৩৬। কোন স্থানে কিন্নর গন্ধর্ব্ব ও দেবস্ত্রীগণ গান করিতেছেন। কোন স্থান নিস্তব্ধ পুরী দ্বারা সমাকীর্ণ, কোন স্থান কোলাহলপূর্ণ বিশাল পুরীসমূহে পরিব্যাপ্ত। কোন স্থানে রুদ্রপুরী, কোথাও ব্রহ্মার মহাপুরী, কোথাও মায়াকল্পিতপুরী, কোথাও ভবিষ্যনগর, কোথাও চঞ্চল চন্দ্রসরোবর, কোথাও বা নিষ্পন্দ সরোবর, কোন স্থানে সিদ্ধগণ গতাগতি করিতেছে, কোথাও বা চন্দ্রোদয় হইয়াছে। কোন স্থানে সূর্য্যোদয়, কোন স্থানে তিমিরাবৃত রজনী, কোন স্থান সন্ধ্যারাগে পিঙ্গলবর্ণ, কোন স্থান তুষাররাজি দ্বারা ধূসর। ৩৭—৪০। কোন স্থান হিমসদৃশ মেঘে ধবল, কোথাও বা মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতেছে। কোন স্থানে ভূতলের ন্যায় আকাশদেশেও লোকপালগণ বিশ্রাম করিতেছে। কোন স্থানে সুরাসুরগণ কেহ ঊর্দ্ধদেশে, কেহ অধোদেশে গমনে ব্যগ্র হইতেছে। কোন স্থানে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ সকল জনসঞ্চারে সঙ্কীর্ণ। কোথাও বা লক্ষযোজনব্যাপী স্থানের মধ্যে ভূধর পাওয়া যায় না, কোন স্থান বা অবিনশ্বর (গাঢ়) তমঃস্তোমে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় পর্ব্বতের গুহার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। কোন

স্থান অবিনাশী মহা তেজোরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় সূর্য্যও অনলের সমান লক্ষিত হইতেছে। কোন স্থানে চন্দ্রাদিভবন হিমরাশি দ্বারা অতি শীতল। কোন স্থানে কল্পবৃক্ষ ও লতার বন। কোথাও উত্তুঙ্গ দেবপুরী দৈত্যকর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া নিম্নে পতিত হইতেছে। ৪১—৪৫। কোন স্থানে বৈমানিকগণ নিম্নে পতিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন বহ্নির রেখা। কোন স্থানে শত শত পতাকা পরস্পর সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া উড্ডীন হইতেছে। কোন স্থানে শুভ গ্রহগণ উন্নত স্থানে অধিরূঢ় রহিয়াছে। কোন স্থান রাত্রির অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত, কোন স্থান দিবসালোকে প্রদীপ্ত, কোন স্থানে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, কোন স্থানে নির্ম্মল মেঘাবলী নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে বায়ুবিচ্ছিন্ন শুভ্র মেঘমণ্ডল সকল শুভ্র পুষ্পের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। কোন স্থান, পরপদস্থ ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায়, অত্যন্ত শূন্য, অবদাত, অবকাশবিহীন, আনন্দময়, মৃদু, শান্ত, নির্ম্মল ও বিস্তৃত। কোন স্থানে শুক্রবাহন ভেকসমূহ গলদেশ বিস্ফারিত করিয়া ধ্বনি করিতেছে। আকাশবাসীদিগের ক্ষেত্র শূন্যময় ঠিক্ যেন স্বচ্ছ জলময় বলিয়া বোধ হইতেছে। ৪৬—৫০। কোন স্থান ময়ূর ও হেমচূড় প্রভৃতি পক্ষিগণ দ্বারা সমাকীর্ণ, তত্তৎ পক্ষিগণ বিদ্যাধরী ও দেবনারীগণের বাহনরূপে কল্পিত। কোন স্থানে মেঘমণ্ডলের মধ্যে কার্ত্তিকেয়ের বাহন ময়ূরসমূহ নৃত্য করিতেছে। কোন স্থান শুকপক্ষিসমাকীর্ণ শাদ্বলস্থলের ন্যায় শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে যমরাজের মহিষ স্বানুরূপ বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিভ্রমে ধূম্র মেঘমণ্ডলকে অধঃকৃত করিতেছে। কোথাও বা অশ্বগণ তৃণভ্রমে কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ডকে গ্রাস করিতেছে। কোন স্থানে দেবপুরী, কোথাও বা দৈত্যপুরীর মধ্যে পর্ব্বতভেদকারী প্রবল অনিল প্রবাহিত হওয়ায় ঐ নগরী সকল পরস্পরের অপ্রাপ্য। কোন স্থানে কুলপর্ব্বতের ন্যায় বৃহদাকার ভৈরবগণ নৃত্য করিতেছে। কোথাও বা পক্ষবান্ বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় গরুড়পক্ষী নৃত্য করিতেছে ৫১—৫৫। কোন স্থলে প্রবল বাত্যায় পক্ষবান্ পর্ব্বত উড্ডীন হইতেছে। কোন স্থান গন্ধর্ব্বনগর ও দেবস্ত্রীসমূহে সঙ্কীর্ণ। কোথাও প্রচলিত গিরি হইতে পতিত লক্ষ লক্ষ বৃক্ষরাজি দ্বারা মেঘমণ্ডল সমুন্নত দেখা যাইতেছে। কোন স্থান মায়াকল্পিত আকাশনলিনী-সলিলে শীতল। কোন স্থলে চন্দ্রকিরণাকর্ষী আহ্লাদজনক শীতল বায়ু বহিতেছে। কোন স্থলে উত্তপ্ত অনিলে ক্রমরাজি, পর্ব্বতসমূহ ও জনপদপঙ্ক্তি দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। কোন স্থানে অতিপ্রশান্ত সমীরণ নিঃশব্দভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কোন স্থলে পর্ব্বততুল্য শত শত শৃঙ্গবিশিষ্ট মেঘের উদয় হইয়াছে। কোথাও বা বর্ষাকালের উন্মত্ত মেঘমালা ঘর্ঘরগর্জ্জন করিতেছে। কোন স্থান সুরাসুরগণের যুদ্ধব্যাপারে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। ৫৬—৬০। কোন স্থানে আকাশ-কমল-বিহারিণী হংসীগণের রব দ্বারা হংসগণ আহূত হইতেছে। কোন স্থলে মন্দাকিনীতীরে অনিল নলিনীর সৌরভ হরণ করিতেছে। গঙ্গাদি নদীর সান্নিধ্য বশতঃ মৎস্য, মকর, কুম্ভীরক, শঙ্খ ও কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তুগণ সশরীরে উড্ডীন হইতেছে। সূর্য্য পাতালগামী হওয়ায়, কোন স্থলে পৃথিবীর ছায়া পতিত হওয়ায়, কোন কোন মণ্ডলে চন্দ্রগ্রহণ, কোথাও বা (অন্তরূপে) সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হইতেছে। কোথাও বা স্বর্গীয় পবনে মায়া-কুসুমকানন বিধূনিত হইতেছে। কোথাও বা (উচ্চপ্রদেশ হইতে) পুষ্প ও হিমবিন্দু গাত্রে পতিত হওয়ায় বিমানচারিণী বামাগণ বিব্রত হইতেছে। সেই বরললনাদ্বয় (লীলা ও সরস্বতী) এই জগত্রয়ের মধ্যে ভূতসমূহ, উডুম্বরমধ্যগত মশকের ন্যায়, পরিভ্রমণ করিতেছে, তৎসমুদয় দৃষ্টিগোচর করিয়া অতিক্রম করিলেন। অনন্তর উচ্চ নভোমণ্ডল অতীত করিয়া পুনর্ব্বার মহীমণ্ডলে গমনোদ্যত হইলেন। ৬১—৬৫।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২৪॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই রমণীদ্বয়, নভঃস্থল হইতে কোন গিরিগ্রামে যাইতে যাইতে জ্ঞপ্তিদেবীর চিত্তস্থিত ভূমিতল সন্দর্শন করিলেন। (সরস্বতী দেবী লীলাকে ভূমিতল দেখাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কল্পনা বলে দেখাইলেন)। ঐ ভূমণ্ডল, ব্রহ্মাণ্ডরূপ মনুষ্যের হৃদয়পদ্ম, অষ্টদিক্ উহার দল, উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতরাজি কেশরস্বরূপ, ঐ ভূমণ্ডলপদ্ম স্বকীয় আমোদভরেই সুন্দর। নদীসমূহ উহার কেশরিকা-নাল, অন্তর্গত জল উহার হিমবিন্দু, শর্ব্বরীরূপ ভ্রমরী উহার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতেছে। প্রাণিসমূহ ইহার মশক। উহার অন্তর গুণগণে আকীর্ণ, স্থানে স্থানে ছিদ্র, পয়ঃপ্রবাহ উহার চতুষ্পার্শ্বে প্রবাহিত, দিবসালোকে উহা সুশোভিত হয়। ঐ ভূপদ্ম রসে আর্দ্র, আকাশে ভ্রমণকারী সূর্য্য ইহার হংস, রাত্রিকালে ঐ পদ্ম সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। পাতালরূপ পঙ্কে নিমগ্ন বাসুকি ইহার মৃণাল। ১—৫। সমুদ্র এই পদ্মের আস্পদ, কখন কখন সমুদ্রের কম্পে ঐ পদ্মের দিক্‌দল-সমুদয় কম্পিত হইয়া থাকে। এই ভূপদ্মের অধোনালগত অসংখ্য দৈত্যদানব ইহার কণ্টকস্বরূপ। পর্ব্বতসমূহ ইহার মহাবীজ, সেই মহাবীজে ভূতসমূহের বীজভূতা সম্ভোগ-সুকুমারী অসুরস্ত্রীগণরূপ বল্লরী (লতা) আশ্রয় করিয়া থাকে। জম্বুদ্বীপ নামে ইহার একটী বিপুল কর্ণিকা আছে, নদীসমূহ সেই কর্ণিকার নাল, নগর ও গ্রামসমূহ তাহার কেশর। ঐ কর্ণিকা উত্তুঙ্গ-সপ্ত-কুলাচলরূপ বীজে সুশোভিত, উহার মধ্যবর্ত্তী সুমেরুপর্ব্বতরূপ বীজ নভঃস্থল আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। সমুদয় সরোবর ঐ কর্ণিকাস্থ হিমকণা, অরণ্য-জঙ্গল ইহার ধূলি, ঐ ভূপদ্ম-কর্ণিকার মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী স্থল-প্রদেশস্থ জীবগণ ইহার অলিগণ। ৬—১০। ঐ কর্ণিকাকে (জম্বুদ্বীপকে), প্রত্যেক পূর্ণিমায় শতযোজন দীর্ঘ দিক্‌চতুষ্টয়-সমন্বিত সাগররূপ ভ্রমরসমূহ প্রবোধিত হইয়া (জাগরিত অথচ বর্দ্ধিত উচ্ছলিত-সলিল) বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহার অষ্টদিক্‌দলে সুরগণ ও সমুদ্রগণরূপ ষট্‌পদ বিশ্রাম করিতেছে। ভ্রাতৃস্বরূপ নয়জন ভূপতি ইহাকে (এই জম্বুদ্বীপরূপ কর্ণিকাকে) নবভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই মহাদ্বীপ লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ, রজঃকরণে আকীর্ণ, নানাবিধ জনপদসমূহ ইহার স্থায়ী হিমবিন্দু। এই দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ-পরিমাণ লবণ-সমুদ্র ইহার বহির্ভাগে, শঙ্খ (ভূষণ) যেমন হস্তপ্রকোষ্ঠ বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার পরে ইহার দ্বিগুণাকার শাকদ্বীপ বলয়াকারে অবস্থিত। ১১—১৫। ইহার চতুষ্পার্শ্বে দ্বিগুণ প্রমাণ অভিনব-ক্ষীরপূর্ণ সুস্বাদু শীতল সমুদ্র (ক্ষীরসমুদ্র) বেষ্টিত আছে। তাহার পরে ইহার দ্বিগুণ বহুজনসমূহে ভূষিত কুশদ্বীপ রহিয়াছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রভাবে দেবগণের

তৃপ্তিকারী দধিসমুদ্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার পরে এইরূপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ। পরিখা দ্বারা নব রাজপুরী যেমন বেষ্টিত থাকে, সেইরূপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা উহা পরিবেষ্টিত। তাহার পরে ঐরূপ প্রমাণ ঘৃতসমুদ্রে ঐ দ্বীপ বেষ্টিত আছে। তাহার পরে মলপূর্ণ শাল্মলীদ্বীপ ১৬—২০। অনন্তনাগের দেহলতা যেমন নারায়ণের মূর্ত্তি বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ পুষ্পশুভ্র সুরাসমুদ্র ঐ শাল্মলীদ্বীপের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার পরে এইরূপ প্রমাণ গোমেদক দ্বীপ, উহাকেও ঐরূপ হিমালয়-সানুসম্পর্কে বিশুদ্ধ ইক্ষুসমুদ্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার পরে তদ্দ্বিগুণ পুষ্করদ্বীপ, তাহার পার্শ্বও ঐরূপ স্বাদুসলিল এক সমুদ্রে বেষ্টিত। তাহার পর দশগুণপরিমিত পাতালতলগামী নিম্নভূমি গর্ত্তরূপে বিরাজমান, পাতাল-পর্য্যন্তগামী দীর্ঘ পথে ঐ ভূমি অতি ভীষণ। এই সমুদয় পাতালগামী পথের দশগুণ উচ্চে অবস্থিত আকাশ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে গর্ত্তসমূহে ভীষণ লোকালোক-পর্ব্বত, বিপুল উদ্দাম-মালারূপে অবস্থিত, উহার অর্দ্ধভাগ অন্ধকারে আবৃত, দেখিলে বোধ হয়, যেন নীলোৎপলমালায় আবৃত। উহার শিখর-দেশ নানা মাণিক্য ও কুমুদ-কহ্লারাদিতে ভূষিত। এই পর্ব্বতের অন্ধকারাবৃত অর্দ্ধাংশ দেখিলে বোধ হয়, যেন ত্রিভুবন-লক্ষ্মীর কেশদাম বিভূষিত রহিয়াছে। ২১—২৭। ইহার পরে ইহার দশগুণপ্রমাণ প্রাণসঞ্চাররহিত এক অরণ্য। তাহার পরে ঐ সমুদায়ের দশগুণপ্রমাণ অগাধ সলিলরাশি, আকাশের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। তাহার পর ঐ সমুদায়ের দশগুণপ্রমাণ মেরু-প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহের ভস্মীকরণোদ্যত অগ্নিশিখাসমূহে পরিব্যাপ্ত। তাহার পর এতৎসমুদয়ের দশগুণ অধিক অচলেন্দ্রবিদারণকারী প্রবলবেগশালী বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ঐ বায়ু মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহকে তৃণ ও ধূলির ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। শূন্যপ্রদেশ বলিয়া ঐ বায়ুর কোন শব্দই নাই। তাহার পর ঐ সমুদয়ের দশগুণপরিমিত শূন্য একাকার আকাশদেশে পরিব্যাপ্ত। তাহার পর প্রদেশ শতকোটিযোজন-ব্যাপী ঘনরূপী সুবর্ণময় দ্বিপর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডভিত্তিতে পরিব্যাপ্ত। সেই মানবী লীলা এইরূপে সাগর, মহাচল, লোকপালগণ, দেবপুরী, অম্বর ও ভূতলে পরিব্যাপ্ত ভুবনোদর অবলোকন করিয়া, পরে ভূমণ্ডল মধ্যে স্বীয় মন্দির-কোটর দর্শন করিলেন। ২৮—৩৫।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই বরবর্ণিনীদ্বয় এইরূপে সেই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া, যেখানে সেই ব্রাহ্মণের আবাস, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই সিদ্ধরমণীদ্বয় লোকসাধারণের অদৃশ্য হইয়া স্বীয় গৃহ সেই ব্রাহ্মণমণ্ডপ দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তথায় দাসীগণ চিন্তায় কাতর হইয়া আছে। রমণীগণের বদনমণ্ডল বাষ্পজলে স্নিগ্ধ, সকলেরই বদনমণ্ডল বিষণ্ণ, (ঠিক্ যেন) বিশীর্ণপর্ণ অম্বুজের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। সে পুরীতে আর উৎসব নাই, অগস্ত্যপীত সাগরের ন্যায় শূন্য হইয়াছে। সেই পুরীর অবস্থা তৎকালে, গ্রীষ্মদগ্ধ উদ্যানের ন্যায়, বিদ্যুদাহত তরুরাজির ন্যায়, বাতবিচ্ছিন্ন জলধরের ন্যায় ও হিমাহত পদ্মিনীর ন্যায় হইয়াছে। ঐ পুরী অল্পস্নেহ অল্পবর্ত্তিপ্রদীপের ন্যায় হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ১—৫। গৃহপতির বিরহে সেই গৃহ আসন্ন-মৃত্যু-ব্যক্তির কাতর মুখ-মণ্ডলের ন্যায় জীর্ণ-শীর্ণ-পর্ণ-বৃক্ষাদি-সম্পন্ন অরণ্যের ন্যায় ও বৃষ্টির অভাবে ধূলি-ধূসর প্রদেশের ন্যায় রুক্ষ হইয়াছে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর নির্ম্মলজ্ঞানের চিরাভ্যাস বশতঃ সত্যসঙ্কল্পা দেবতার ন্যায় স্বাধীনমনোরথা সুন্দরী সেই রাজমহিষী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই বন্ধুগণ এই দেবীকে এবং আমাকে সামান্যা রমণীর ন্যায় দর্শন করুক।" তাঁহার (উক্ত সঙ্কল্পের পরক্ষণেই) তত্রত্য গৃহজনসকল মন্দিরালোককারিণী সেই অঙ্গনাদ্বয়কে লক্ষ্মী ও গৌরীর ন্যায় অবলোকন করিল। তাহারা দেখিল, ঐ রমণীদ্বয় পাদপর্য্যন্ত-বিলম্বী বিবিধ কুসুমের মাল্যে সুশোভিত, ঠিক্ যেন কাননামোদকারিণী বসন্তলক্ষ্মীদ্বয়; উঁহারা স্বীয় গাত্রচন্দ্রিকা দ্বারা নিকটস্থ ওষধি, অরণ্য ও গ্রাম পূর্ণ করিতেছেন। আহ্লাদ-সুখকর উঁহাদের গাত্রশীতলতায় চতুর্দ্দিক্ শীতল হইয়া যাইতেছে, ঠিক্ যেন চন্দ্রদ্বয় উদিত হইয়াছে। ৬—১১। ইহাঁরা লম্বমান অলকদামে বিলোল স্বীয় নয়নভ্রমর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করত চতুর্দ্দিকে যেন কুবলয়সম্মিশ্র মালতী-কুসুমাবলি বিকিরণ করিতেছেন এবং গলিত সুবর্ণরসের প্রবাহপূর্ণ নদীপ্রবাহের সমান, স্বকীয় দেহপ্রবাহে অরণ্যস্থলী যেন সুবর্ণময়ী করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাঁদের সহজশরীর-লাবণ্য বিলাসের দোলা ও তরঙ্গপূর্ণ যেন বারিধি। অরুণবর্ণকরদ্বয়যুক্ত ইহাঁদের বিলোল বাহুলতিকাদ্বয়ের বিন্যাসে বোধ হইতেছে, যেন ইতস্ততঃ নব নব হেমময় কল্পতরুলতাবন বিকীর্ণ হইতেছে। ১২—১৫। ইহাঁরা অম্লান পুষ্পপল্লবের ন্যায় সুকোমল স্থলপদ্ম-মালা সদৃশ চরণযুগল দ্বারা ভূতলস্পর্শ করিলেন। তাঁহাদের অবলোকন-সুধার সেকে শুষ্ক পাণ্ডুবর্ণ তালী ও তমালবৃক্ষে যেন নবপল্লবোদয় হইল। অনন্তর জ্যেষ্ঠশর্ম্মা গৃহজনসমভি-ব্যাবহারে "বনদেবীদ্বয়কে প্রণাম" এই বলিয়া কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিল। সেই কুসুমাঞ্জলি, পদ্মিনীর পদ্মদ্বয়ে হিমবিন্দুপাতের ন্যায়, সেই দেবীদ্বয়ের চরণযুগলে পতিত হইল। জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রভৃতি সকলে কহিলেন,—"হে বনদেবীদ্বয়! আপনাদিগের জয় হউক, আপনারা আমাদিগের দুঃখ-নিবারণার্থ আসিয়াছেন, প্রায়ই পরের রক্ষা করাই সাধুগণের স্বীয় কর্ম্ম।" ১৬—২০। তাহাদের এই বাক্যাবসানে দেবীদ্বয় কহিলেন, এই সকল ব্যক্তি যে দুঃখে দুঃখিত লক্ষিত হইতেছে, তাহা বল। অনন্তর জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রভৃতি সকলেই সেই দেবীদ্বয়কে যথাক্রমে দ্বিজদম্পতীর বিপজ্জনিত দুঃখ বর্ণন করিলেন। জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রভৃতি সকলে কহিতে লাগিলেন,—"হে দেবীদ্বয়! এই স্থানে অতিথিবর্গের আশ্রয়দাতা, ব্রাহ্মণস্থিতির স্তম্ভস্বরূপ, দীনবর্গে স্নেহপরায়ণ ব্রাহ্মণদম্পতী ছিলেন। তাঁহারা আমার পিতা মাতা, অদ্য তাঁহারা পুত্র-বন্ধু-পরিজনাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। সেইজন্য আমরা সকলেই এই জগত্রয় শূন্য দেখিতেছি। ঐ দেখুন, বিহঙ্গগণ গৃহোপরি আরোহণ করিয়া প্রতিক্ষণে পক্ষ-বিক্ষেপ করত করুণস্বরে ভক্তিপূর্ব্বক এই মৃতদেহের উপর শোক প্রকাশ করিতেছে। ঐ পর্ব্বত গুহারূপ মুখের গুরুগুরুধ্বনিব্যাজে বিলাপ ও নদীরূপ স্থূল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করত দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। ২১—২৬। ঐ দিক্ সকল মুক্তাম্বর-পয়োধর হইয়া তপ্ত

নিশ্বাসপবনে বিধ্বস্ত ও বর্ণ্যপ্রাপ্ত হইয়া দেবগণের দুঃখপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুদয় গ্রামবাসী লোক সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত, উপবাসপরায়ণ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করত মরণোন্মুখ হইয়াছে। প্রতিদিন পাদপসমূহের পর্ণগুচ্ছরূপ লোচনকোষ হইতে তাপোষ্ণ হিমরূপ অশ্রুবিন্দু অধোদেশে পতিত হইতেছে। রথ্যা সমুদায় জনসঞ্চার-রহিতা আনন্দহীনা শূন্যহৃদয়া বিধবার ন্যায় ধূসরবর্ণ ধারণ করত অবস্থান করিতেছে। উষ্ণোষ্ণ শ্বাসপবন বিশিষ্ট বৃষ্টিরূপ বাষ্পে আহত লতারাজি-সমুদয় কোকিল-নিকরের প্রলাপ-ব্যপদেশে রোদন করত পল্লব-পাণি দ্বারা দেহে আঘাত করিতেছে। তাপতপ্ত এই নির্ঝর সকল আপনাকে শতধা করিবার অভিপ্রায়ে মহাশুভ্র শিলাতলে নিপতিত হইতেছে। গতশ্রী নিস্তব্ধ অন্ধতমঃপূর্ণ এই গৃহ সকল অরণ্যে পরিণত হইতেছে। ২০—৩৩

ঝিল্লীরধ্বনিব্যাজে রোদনপরায়ণ উদ্যানস্থিত পুষ্পরাজি হইতে বিনির্গত সুগন্ধ পূতিগন্ধের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। চৈত্যদ্রুম-সমূহের শাখাসমুদয় দিন দিন বিরস ও কৃশ হইতেছে, উহাদের গুচ্ছরূপ লোচনপঙক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। কলকলধ্বনিকারিণী নদী সকল জলধিতে দেহবিক্ষেপ করিবার নিমিত্তই গমনোদ্যত হইয়া ভূতলে দেহ দোলায়িত করিতেছে। বাপী সকল এইরূপ ভাবে নিঃস্পন্দ রহিয়াছে যে, উহাদিগের মশকপতনজনিত স্পন্দও অতি চঞ্চল বলিয়া বোধ হইতেছে। নিশ্চয় আজ আমার পিতৃদেবের আগমনজনিত আনন্দেই নভোমণ্ডলে, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও দেবীগণ গান করিতেছেন। ৩৪—৩৮। অতএব হে দেবীদ্বয়! অদ্য আমাদের শোকদূর করুন, মহতের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না। 'সেই লীলা পুত্রের (জ্যেষ্ঠশর্ম্মার) ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কর দ্বারা পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিলেন। বোধ হইল যেন পদ্মিনী আনত হইয়া পল্লব দ্বারা স্বীয় মূলগ্রন্থি স্পর্শ করিল। পর্ব্বত যেমন বর্ষাকালীন জলদের স্পর্শে গ্রীষ্মতাপ হইতে বিমুক্ত হয়, সেইরূপ ঐ জ্যেষ্ঠশর্ম্মা তাঁহার স্পর্শে দুঃখদৌর্ভাগ্য-সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইল। অনন্তর সেই দেবীদ্বয়ের অবলোকনে সমুদয় গৃহজন দুঃখনির্ম্মুক্ত ও শ্রীসম্পন্ন হইল। ৩৯—৪২। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই লীলা মাতা হইয়া পুত্র জ্যেষ্ঠশর্ম্মাকে কি নিমিত্ত মাতৃশরীরে দর্শন দিলেন না, আপনি আমার এই বিষয়ের সংশয় দূর করুন। বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন,—যে ব্যক্তি এই ক্ষিত্যাদি পদার্থ ক্ষিত্যাদিরূপে অবগত হয়, তাহার নিকট উহা তদ্রূপে প্রতিভাত হয়, অন্যের নিকট উহা আকাশ মাত্র। পৃথ্ব্যাদিভাবে জ্ঞান থাকিলে অসৎ পদার্থ সংরূপে প্রতিভাত হয়। 'যদি বেতাল বলিয়া একটা পদার্থ আছে, এইরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে কখনই বালকের চিত্তে বেতালমূর্ত্তি প্রতিভাত হয় না। যেমন স্বপ্নে 'ইহা স্বপ্ন' এইরূপ জ্ঞান হইলে আর তাহা দেখা যায় না (অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ অলীক হইয়া যায়) সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায়ও জ্ঞান হইলে পৃথ্ব্যাদিরূপে স্ফুরিত পদার্থও ক্ষণকাল মধ্যে অলীক হইয়া যায় (অর্থাৎ আর পৃথ্ব্যাদি বলিয়া বোধ হয় না)। পৃথিবী প্রভৃতির আকাশ জ্ঞান হইলে উহা আকাশরূপেই অনুভূত হইতে থাকে। দেখ না কেন, বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষের ভিত্তিতেও শূন্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে নগর বা পৃথিবী শূন্য বা [illegible] বলিয়া জ্ঞান হয়, আবার স্বপ্নদৃষ্ট কামিনী শূন্য হইলেও মানবগণের কার্য্যকারিণী হইয়া থাকে। আকাশকে পৃথ্ব্যাদিরূপে জ্ঞান করিলে উহা ক্ষণকাল মধ্যে পৃথ্ব্যাদিরূপে প্রতিভাত হয়। মূর্চ্ছাবস্থায় পরলোকও প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। বালক আকাশকে বেতাল বলিয়া জ্ঞান করে, মুমূর্ষু ব্যক্তি আকাশে অরণ্য অবলোকন করে, কেহ বা কেশোণ্ড্রক বলিয়া জ্ঞান করে, কেহ বা মুক্তা বলিয়া জ্ঞান করে, আবার কেহ আকাশ বলিয়াই দর্শন করে। ৪৩—৫০। যাহারা ভীত, উন্মত্ত, অর্দ্ধনিদ্রিত বা, নৌকারোহী, তাহারা সর্ব্বদাই আকাশে বেতাল, অরণ্য এবং বৃক্ষাদি দর্শন করে ও স্পর্শ অনুভবও করে। অতএব এই পদার্থসমুদয়ের আকার অভ্যাসবশে ভাবনারূপেই প্রতীত হইয়া থাকে, পারমার্থিক ইহাদের একটারও আকার নাই। কিন্তু লীলা পৃথ্ব্যাদির যথাযথ নাস্তিত্বই অনুভব করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, একমাত্র চিদাকাশ ভ্রান্তিবশে নানারূপে প্রতিভাত হয়। একমাত্র চিদাকাশ ব্রহ্মই সমুদয়, যিনি বুঝিয়াছেন, সেই মুনির নিকটে পুত্র, মিত্র ও কলত্র কখন কি সমুদিত হইতে পারে? (অর্থাৎ তাঁহার এ সমুদয়ের জ্ঞান থাকেই না)। প্রথমে দৃশ্য পদার্থের উৎপত্তিই হয় নাই, যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা সমুদয়ই সেই অজ ব্রহ্মই। যাহাদের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহাদের রাগ-দ্বেষদৃষ্টি কিরূপে হইতে পারে? লীলা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তকে যে হস্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা সেই জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতের প্রভাবে সংবুদ্ধ চিত্তির ফল (পুত্রস্নেহ প্রযুক্ত নহে)। হে রাঘব! যখন বোধ সমুদিত হয়, তখন আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম অতি বিশুদ্ধ ব্রহ্ম পদার্থেরই প্রতীতি হয়। স্বপ্নকালে বা সঙ্কল্পকল্পিত পুরীতে যাহা যাহা অনুভূত হইয়াছে, সেই সমস্ত পদার্থই একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে *। ৫১—৫৫।

ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই রমণীদ্বয় গিরিতটবর্ত্তী গ্রামে সেই ব্রাহ্মণের মন্দির মধ্যে থাকিয়াই সহসা অন্তর্হিত (অদৃশ্য) হইলেন। "বনদেবীদ্বয় আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন" এই ভাবিয়া তথাকার গৃহজনসকলে শান্তদুঃখ হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইল। এদিকে সেই মণ্ডপের আকাশদেশে লীলা, বিস্ময়ে তূষ্ণীম্ভাবাপন্না, আকাশরূপিণী লীলাকে আকাশরূপিণী সরস্বতী কহিতে লাগিলেন। (এই স্থলে বশিষ্ঠ রামকে অদৃশ্য রমণীদ্বয়ের কথোপকথনে একটু সন্দিহান দেখিয়া বলিলেন,) রাম। যাহাদের দেবানুগ্রহ সঙ্কল্প বা স্বপ্নে পরস্পর কথোপকথন হয়, তাহাদিগের সেই কথোপকথনও কার্য্যে পরিণত হইতেছে, সেইরূপ অদৃশ্যভাবে থাকিলে তাঁহাদের কথোপকথন-ব্যাপারও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাদের পার্থিব শরীর নাড়ী ও প্রাণাদি না থাকিলেও স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের ন্যায় পরস্পর

* ভাবার্থ এই,—লীলার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় জ্যেষ্ঠশর্ম্মার প্রতি পুত্রজ্ঞান নাই, কাজেই মাতৃভাবে দর্শন দেন নাই মস্তকে হস্ত প্রদান জ্যেষ্ঠশর্ম্মার তত্ত্বজ্ঞানোদ্বোধের নিমিত্ত, তাহাও তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতের ফল।



কথোপকথনে চেতনা হইয়াছিল *। সরস্বতী প্রথমে লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার যাহা জ্ঞাতব্য' তাহা নিরবশেষে জ্ঞাত হইয়াছ। এই দৃশ্য-পদার্থসমূহও দেখিলে। এই ব্রহ্মসত্তা এইরূপই (অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থায় জগৎভ্রম দেখায়, জ্ঞানোদয়ে স্বমাত্রে প্রকাশ পায়)। এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাস্য কি আছে, তাহা বল। ১—৬। লীলা কহিলেন,—যে স্থানে আমার ভর্ত্তার ঐ জীব রাজ্য করিতেছেন, তথায় আমাকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই অথচ আমার পুত্র দেখিতে পাইল কেন? সরস্বতী কহিলেন,—বৎসে! অভ্যাস না হওয়াতেই তখন তোমার দ্বৈত-নিশ্চয় ছিল; হে বরবর্ণিনি! ঐ দ্বৈতভাব এখনও তোমার নিশ্চয় অপগত হয় নাই। যে ব্যক্তি অদ্বৈতভাবাপন্ন হয় নাই, সে কখনই অদ্বৈত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না, আতপস্থিত ব্যক্তি কি ছায়াব-স্থান-সুখ অনুভব করিতে পারে? অভ্যাস না থাকায় যখন তোমার "আমি রাজমহিষী লীলা" এ ভাব অপগত হয় নাই, কাজেই তোমার সত্যসঙ্কল্পতা হয় নাই। ৭—১০। আজ তুমি সত্য-সঙ্কল্পা হইয়াছ, হে সুন্দরি! একারণে তোমার "পুত্র আমাকে দর্শন করুক" এই অভিলাষ সফল হইয়াছে। এক্ষণে যদি তুমি তোমার ভর্ত্তার নিকটে যাও, তাহা হইলে তাঁহার সহিত তোমার পূর্ব্ববৎ ব্যবহার চলিবে। লীলা কহিলেন,—এই মন্দিরাকাশেই এই ব্রাহ্মণ আমার পতি হইয়াছিলেন, এই স্থানেই তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া বসুধাধিপ হইয়াছিলেন। এই সংসারেই সেই এই ভূমণ্ডলের মধ্যেই সেই রাজধানীতেই আমি তাঁহার স্ত্রী ছিলাম। এই সেই অন্তঃপুরেই আমার ভূপতি মৃত হইয়া আছেন। এই সেই পুরের এই অন্তঃপুরাকাশেই সেই এই ভূমণ্ডলেই নানা জনপদের অধি-পতি রাজা হইয়াছিলেন। ১১—১৫। যেমন সম্পুটক মধ্যে সর্ষপ-রাজি অবস্থিত থাকে, আমার বোধ হয়, সেইরূপ এই গৃহাকাশেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডভূমি অবস্থিত রহিয়াছে। মদীয় ভর্ত্তার সেই স্বরূপ আমি সর্ব্বদা অদূরে স্থিত বলিয়া বোধ করি, আমি যাহাতে তাহা এই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাই, তাহা করুন। সরস্বতী কহিলেন,—হে পুত্রি! ভূতলের অরুন্ধতি! তোমার ভর্ত্তা অনেক, তন্মধ্যে ভর্ত্তৃত্রয় তোমার এক্ষণে হইয়াছে। সেই সন্নিহিত ভর্ত্তৃ-ত্রয়ের মধ্যে (বশিষ্ঠ) ব্রাহ্মণ ভস্মীভূত হইয়া (পদ্ম নামক) রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারই শবদেহ অন্তঃপুরে পুষ্পমাল্যমধ্যে স্থাপিত ছিল। ১৬—২০। আবার তিনি এই সংসারমণ্ডলে তৃতীয় (বিদূরথ নামে) বসুধাধিপ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে মহাসংসার-জলধিতে পতিত হইয়া ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। (সংসার সাগ-রের ভোগ-কল্লোলে পড়িয়া তিনি বিকল হইয়াছেন, তাঁহার চেতনা মলিন হইয়াছে, চিদ্বৃত্তি জড়তায় জীর্ণপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে তিনি সংসারসাগরের কচ্ছপস্বরূপ হইয়া বিষম বিচিত্র রাজকার্য্যে ব্যগ্র হইয়াছেন এবং তিনি এক্ষণে সুপ্ত হইয়াছেন, জাড্য বশতঃ সংসার-ভ্রমে তিনি জাগরিত হইতে পারিতেছেন না। "আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্ ও সুখী" এই প্রকার অনর্থরূপ মহারজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া তিনি অবশ হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব হে বরবর্ণিনি! বাত্যা যেমন গন্ধকণা এক বন হইতে বনান্তরে লইয়া যায়, সেইরূপ তোমাকে কোন্ ভর্ত্তার সমীপে লইয়া যাইব, তাহা বল। এই সংসার অন্য প্রকার, সেই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপও অন্য প্রকার, হে বৎসে! তথাকার ব্যবহারপরম্পরাও অন্য প্রকার ২১—২৬। সেই সমুদয় সংসারমণ্ডল (জ্ঞান-দৃষ্টিতে) তোমার পার্শ্বে রহিয়াছে বটে, কিন্তু (সংসারদৃষ্টিতে) তাহা কোটি-যোজন দূরে অবস্থিত। জ্ঞানদৃষ্টিতে এই সংসার-সমুদয়ের আকার আকাশ মাত্র; ইহাতেই আবার কোটি কোটি মন্দর প্রভৃতি পর্ব্বত অবস্থিত। যেমন সূর্য্যকিরণে অনেক ত্রসরেণু স্ফুরিত হইতে থাকে, সেইরূপ মহাচৈতন্য হইতে অনন্ত সৃষ্টি-সমূহ প্রত্যেক পরমাণুতে নিরর্গলভাবে বিকাশিত থাকে। ঐ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ যতই মহারম্ভশালী ও গুরু হউক না কেন, চিদ্দৃষ্টি-তুলনায় উহা বটবীজ-প্রমাণও হয় না। ২৭—৩০। যেমন আকাশে নানাবিধ বিমল রত্নকিরণ অরণ্যবৎ প্রতিভাত হয়, (জগৎ সেইরূপ) ফলতঃ চিতিরূপে চিন্তা করিলে উহা পৃথিব্যাদি ভূতপুঞ্জ বলিয়াই বোধ হইবে। এই আত্মাতে জ্ঞপ্তিই (ভ্রান্তি) এই জগদ্রূপে স্ফুরিত হয়, বস্তুতঃ সৃষ্টির আদিকালে পৃথ্ব্যাদি-সম্পন্ন কোন পদার্থ ছিল না। যেমন সরোবরে তরঙ্গ বারংবার উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয়, তেমনি বিচিত্রাকার কালের অঙ্গ দিবা, রাত্রি, পক্ষ ও মাসাদি দেশ-সমুদয়ই জ্ঞপ্তিতে (জ্ঞানরূপ চৈতন্যে) পুনঃপুনঃ উত্থিত ও বিলীন হইয়া থাকে। লীলা কহিলেন,—জগন্মাতঃ! ইহা এইরূপই বটে, এক্ষণে আমার স্মরণ হইল, আমার এ রাজস জন্ম, তামসিক বা সাত্ত্বিক জন্ম নহে। আমি ব্রহ্ম হইতে অবতীর্ণ হইয়া নানা যোনিতে অষ্টাধিকশত জন্ম অতি-বাহিত করিয়াছি, ইহা এক্ষণে পুনর্ব্বার স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ৩১—৩৫। হে দেবি! আমি পূর্ব্বে কোন সংসারমণ্ডলে বিদ্যাধর-লোকরূপ-পদ্মের ভ্রমরীস্বরূপ বিদ্যাধররমণী ছিলাম। পরে দুর্ব্বাসনাকলুষিত হইয়া মানুষী হইয়াছিলাম, পরে অন্য সংসারমণ্ডলে পন্নগেশ্বরপত্নী হই। অনন্তর আমি কদম্ব, কুন্দ, জম্বীর ও করঞ্জের অরণ্যে পত্রবসনধারিণী কৃষ্ণবর্ণা চাণ্ডালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই জন্মে আমি বনবাসহেতু ধর্ম্ম কার্য্যে মুগ্ধা ও উদ্ধতা ছিলাম; সে কারণে তাহার পরে গুচ্ছনম্রা পল্লবহস্তা বনবাসিনী লতা হইয়া জন্মগ্রহণ করি। আমি পুণ্যাশ্রমের লতা ছিলাম, সে কারণে ঋষিদিগের সংসর্গে পবিত্র হইয়াছিলাম। পরে সেই বনে দাবানলে দগ্ধ হইয়া তত্রত্য মহামুনির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করি। ৩৬—৪০। স্ত্রীত্বনাশক কর্ম্মের ফলে আমি রাজা হইয়া সুরাষ্ট্রপ্রদেশে শত বৎসর রাজত্ব করি। সেই রাজত্বদশায় দুষ্কর্ম্মের ফলে রাজদেহ ত্যাগ করিয়া তালতলস্থ জলপ্রায় দেশে নকুলী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। তথায় কুষ্ঠরোগে গলিতাবয়বা হইয়া নয় বৎসর অতীত করি। হে দেবি! তাহার পর সুরাষ্ট্রদেশে গোজাতিতে জন্মিয়া দুর্জ্জন দুষ্ট অজ্ঞ গোপশিশুদিগের সহিত লীলায় আট বৎসর অতিবাহিত করি। তাহার পরে বনভূমিতে বিহঙ্গী হই, একদিন ব্যাধবাগুরায় পতিত হইয়া অতি ক্লেশে অধম বাসনার ন্যায় সেই বাগুরাচ্ছেদ করি। তাহার পর ভ্রমরী হইয়া পদ্মকর্ণিকার অভ্যন্তরশয্যায় ভ্রমরের সহিত একত্রে বিশ্রাম করিতাম। কখনও পদ্ম-কোরককোষে কিঞ্জল্ক ভোজন করিতাম। ৪১—৪৫। তাহার পর মনোহরাঙ্গী হরিণী হইয়া উত্তুঙ্গশৃঙ্গ-বিশিষ্ট রমণীয় বনস্থলীতে ভ্রমণ করিতাম। একদিন এক ব্যাধকর্ত্তৃক মর্ম্মস্থলে আহত হইয়া দেহত্যাগ করি। তাহার পর মৎসী হইয়া সমুদ্র-কল্লোলে

* স্বপ্ন-ব্যাপারও অনেক সময়ে সত্য হইতে দেখা যায়, তখন ইহা সত্য হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

ভাসিতে ভাসিতে একদিন এক কচ্ছপের পৃষ্ঠে আরোহণ করি। তখন ধীবরাহত হইয়াছিলাম; কিন্তু সে ধীবরাঘাত বিফল হইয়াছিল, আমি সমুদ্রজলে পতিত হইয়াছিলাম। তাহার পর চর্ম্মণ্বতী নদীর তীরে কিরাতী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। তখন মধুরস্বরে গান করিতাম ও প্রিয়সঙ্গমাবসানে নারিকেলমধু পান করিতাম। তাহার পরে সারসী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। তখন শীৎকার ও মধুরস্বরে এবং সুরতক্রীড়ায় স্বৈরভাবে সারসেশ্বরের মনোরঞ্জন করিতাম। কখন কখন তাল-তমালকুঞ্জে তরলানন্দ-নয়নে মদিরোন্মত্ত দৃষ্টিতে কান্তকে অবলোকন করিতাম।৪৬—৫০। তাহার পর স্বর্গে অপ্সরা হইয়া পদ্মিনীর ন্যায় কনককুন্দ-সুন্দর অবয়বমাধুর্য্যে সুররূপ মধুকরগণের সন্তোষ উৎপাদন করিতাম। তৎকালে কখনও সুমেরুপর্ব্বতে কল্পবৃক্ষের বনে মণি, মাণিক্য, কাঞ্চন ও মুক্তানিকরে বিভূষিতভূতলে যুবাপুরুষের সহিত রতিক্রীড়া করিতাম। তদনন্তর সমুদ্রের তরঙ্গকুল কচ্ছপ্রদেশে লতাগুচ্ছবিশিষ্ট ফুলের বনরাজির মধ্যগত গুহায় কচ্ছপী হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করি। তাহার পর উত্তালতরঙ্গাকুল সরোবরের তীরে তরঙ্গচালিত পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের উপরে রাজহংসী হইয়া দুলিতাম। তাহার পর শাল্মলীবৃক্ষের পত্রে মশকাদিকে দুলিতে দেখিয়া আমার ঐরূপ দুলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে কারণে মশক হইয়া জন্মগ্রহণ করি। ৫১—৫৫। তাহার পরে বেতসলতা হইয়া উত্তালতরঙ্গাকুল শৈলনদীতে বিলোল তরঙ্গ দ্বারা আহত হইয়া বিচলিত হইতাম। অনন্তর বিদ্যাধরকুলে জন্মগ্রহণ করি, তথায় গন্ধমাদনপর্ব্বতের মন্দার-তরুরাজিমণ্ডিত মন্দিরে বিদ্যাধর-কুমারগণ মদনাতুর হইয়া আমার পদে পতিত হইত। সেস্থানে চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্রকান্তি যেমন অবস্থিত হয়, সেইরূপ কর্পূর-বিকীর্ণ তল্পে শয়ন করিতাম বটে, কিন্তু প্রায়ই অনেক সময়ে বিপন্ন হইয়া কালাতিপাত করিয়াছি। যেমন দুর্ব্বার বাত্যায় হরিণী বিভ্রান্ত হইয়া বেড়ায়, সেইরূপ আমি অনেকবিধ দুঃখসমাকুল নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসাররূপ দীর্ঘতটিনীর উত্তাল তরঙ্গমালায় কখন উন্নত, কখন অবসন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে ভ্রমণ করিয়াছি। ৫৬—৫৯।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—সেই অবলাদ্বয়, কোটিযোজন-বিস্তৃত বজ্রাবয়ববৎ কঠিন নিবিড় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ভেদ করিয়া কিরূপে নির্গত হইল? বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই ব্রহ্মাণ্ড কোথায়? সেই ভিত্তিই বা কোথায়, আর ঐ বজ্রসারতাই বা কোথায়? সেই অন্তঃপুরাকাশেই সেই দেবীদ্বয় ছিলেন, ইহা নিশ্চয় জানিও। সেই বশিষ্ঠ-নামা ব্রাহ্মণ সেই গিরিগ্রামেই সেই গৃহাকাশেই রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। সেই রাজা, শবমাত্র সেই মণ্ডপাকাশেই চতুঃসমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল অনুভব করিয়াছেন। সেই রাজা ও সেই অরুন্ধতী সেই আকাশেই যে ভূমণ্ডল সেই ভূমণ্ডলে রাজপুরী ও রাজগৃহ অনুভব করিয়াছেন। ১—৫। সেই অরুন্ধতীই তথায় লীলা নামে উৎপন্না হন, তিনি জ্ঞপ্তিদেবীর অর্চ্চনা করেন এবং জ্ঞপ্তিদেবীর সহিত আশ্চর্য্য মনোহর আকাশমণ্ডল লঙ্ঘন করেন। বস্তুতঃ সেই লীলা (জ্ঞপ্তিদেবীর সহিত) সেই গৃহেরই মধ্যগত প্রাদেশপ্রমাণ আকাশদেশেই নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন এক স্বপ্ন দেখিয়া আবার অন্তবিধ স্বপ্ন দর্শন করে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডান্তর প্রাপ্তি, গিরিগ্রাম-দর্শন তথা হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্তরগমন পুনর্ব্বার স্বগৃহে অবস্থিতি, এই সমুদয় অনুভব করেন। ফলতঃ এ সমুদয়ই প্রতিভামাত্র, সমুদয়ই আকাশমাত্র, ব্রহ্মাণ্ড, সংসার, ভিত্তিপ্রভৃতি ও দূরত্ব এসমুদয় কিছুই নহে। কেবলমাত্র বাসনাবশেই নিজ চিত্তে তাঁহাদের সেই প্রকার মনোহর দৃশ্য প্রতিফলিত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ডই বা কোথায়, আর সংসারই বা কোথায়। ৬—১০। যেমন আকাশকেই স্পন্দযোগে মারুতরূপে কল্পনা করা হয়, সেইরূপ স্বচিত্ত কল্পনাবলেই এই অনন্ত জ্ঞপ্ত্যাকাশ আবরণ-রহিত ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পিত হয়। এই চিদাকাশ সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই জন্মরহিত ও শান্ত; ইহাই চিত্তকল্পনায় স্বয়ংই আত্মাতে জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে ইহা আকাশ অপেক্ষাও শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। যে বুঝিতে পারে নাই, তাহার নিকট বজ্রসার অচলের ন্যায় বোধ হইবে। যেমন স্বপ্নদর্শন কালে গৃহে থাকিয়াই উজ্জ্বল নগর দর্শন করা যায়, সেইরূপ চিৎপদার্থে এই সংসার অসৎ হইলেও (সৎ ও) উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। যেমন মরুভূমিতে জলজ্ঞান ও সুবর্ণে কটককুণ্ডলাদি হয়, সেইরূপ আত্মাতে এই দৃশ্যসমূহ অসৎ হইলেও সৎ বলিয়া বোধ হয়। ১১—১৫। ললিতাকৃতি সেই ললনাদ্বয় এইরূপ কহিতে কহিতে ললিত-পদবিক্ষেপ করত গৃহের বাহিরে উপস্থিত হইলেন। গ্রাম্য-লোকের অদৃশ্য হইয়াই বহির্দ্দেশে সম্মুখেই এক গিরি দর্শন করিলেন। ঐ গিরি যেন গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া আদিত্যমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের অরণ্যপ্রদেশে নানাবর্ণের নানাবিধ বিচিত্র তরুরাজিতে বিকসিতপুষ্পসমূহে অতি সুনির্ম্মল হইয়াছে। কোথাও নির্ঝরের ধ্বনি, কোথাও বা বনবিহঙ্গমগণ কূজন করিতেছে। কোথাও অম্বুদমণ্ডল বিচিত্র মঞ্জরীপুঞ্জে পিঞ্জরবর্ণ হইয়াছে। কোথাও পুষ্পগুচ্ছাগ্রে সারস-পক্ষিগণ বিশ্রাম করিতেছে। তত্রত্য নিখিল নদীতট বিস্তৃত বেতসবনে আবৃত শিলাগর্ত্তে লতারাজি জড়িত থাকায় তথায় বায়ুর গতিরোধ হইতেছে। ১৬—২০। কোথাও বা বিকসিতপুষ্পসমাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজি আকাশব্যোমস্থিত জলদমণ্ডলকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। কোথাও দীর্ঘ নির্ঝর নদী হইতে স্রোত পাষাণে পতিত হইতেছে; সেই স্রোতের চতুর্দ্দিকে জলবিন্দুসমূহ মুক্তাকলাপের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কোথাও বা নদীতটে বায়ু দ্বারা বৃক্ষসঙ্কুল বনরাজি বিচালিত হইতেছে। তত্রত্য নিবিড় বনভূমির ছায়া সততই শীতল রহিয়াছে। অনন্তর তথায় সেই ললনাদ্বয় তখন নভোমণ্ডল হইতে পতিত স্বর্গখণ্ডের ন্যায় সেই গিরিগ্রাম অবলোকন করিলেন। সেই গ্রামের মধ্যে কোথাও ঘটযন্ত্রাদি প্রণালী সকল হইতে জলনির্গমধ্বনি নির্গত হইতেছে। স্থানে স্থানে পুষ্করিণী-সমূহ জলপূর্ণ রহিয়াছে। জলপ্রায় প্রদেশস্থ গর্ত্তসমূহ কুচকুচধ্বনি-কারী বিহঙ্গগণের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোথাও গোযূথ গমন করিতে করিতে হুঙ্কারধ্বনি করত নিখিল কুঞ্জবন ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। সেই কুঞ্জবনের মধ্যে কোথাও স্তম্বক খণ্ডে পরিপূর্ণ, কোথাও বা যবসপূর্ণ ছায়াসমন্বিত নিবিড় শাদ্বল-ভূমি। ২১—২৫। সেই অরণ্যের স্থানে স্থানে সূর্য্যকিরণেরও প্রবেশ হয় না, স্থানে স্থানে পাষাণ ও শিশিরে ধূসরবর্ণ হইয়াছে।

উন্নতাগ্র মঞ্জরীপুঞ্জে কোন কোন স্থলে বৃক্ষশাখাসমূহ জটার ন্যায়, লম্বমান হইয়া আছে। কোন কোন স্থলে শিলাকুহরে জলাস্ফালন হেতু মুক্তাসদৃশ বিন্দুসমূহ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, দেখিলে মন্দরাচল-বিধূনিত ক্ষীরোদ-সাগরের জলশোভা স্মৃতিপথে উদিত হয়। স্থানে স্থানে অঙ্গণস্থিত বৃক্ষরাজি বিবিধ-ফলশোভী ও পুষ্পভারধারী হইয়া অবস্থান করিতেছে। কোথাও বা তরঙ্গ-ঝঙ্কারকারী প্রকৃত ভ্রমরা বিকম্পিত হইয়া বৃক্ষসমূহও রসাকুল হইয়া অর্থিসমূহে পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। কোন স্থানে অন্তর্হিতভাবে অবস্থিত পক্ষিগণ শঙ্কা না থাকিলেও শিলাশিখর হইতে পতিত জলবিন্দুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কার্ম্মুকরব ভ্রমে ভীত ও বৃক্ষশাখা-বিলীন হইয়া কলরব করিতেছে। ২৬—৩০। কোন স্থানে নদীর উত্তাল তরঙ্গমালায় সমালীন বিভ্রান্ত হংসগণ তরঙ্গনীকরা-স্বাদনে ব্যগ্র হইয়া নক্ষত্রের ন্যায় এক দিক্ হইতে অপর দিকে পতিত হইতেছে। কোথাও বা প্রাতর্ভোজ্যসংগ্রহী বালকগণ বিশাল তালবৃক্ষে অবস্থিত বায়স দেখিয়া তাহারা পাছে ভোজন করে এই শঙ্কায়, আমিষখণ্ড গোপন করিয়া রাখিতেছে। কোন স্থানে পুষ্পশেখরধারী বসন-পরিহিত গ্রাম্য বালকগণ ক্রীড়া করিতেছে। কোন কোন স্থান খর্জ্জুর, নিম্ব ও জম্বীরবনে অতিনীল হইয়াছে। সেই সমুদয় অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী রথ্যায় গ্রামকীটের ন্যায় অধম দরিদ্র নীচ লোকদিগের অঙ্গনাগণ পুষ্পমঞ্জরীভূষিতকর্ণা, অতসীবল্কলাম্বরধারিণী ও ক্ষুধায় কাতরা হইয়া অবস্থান করিতেছে। কোন কোন স্থানে নদীর তরঙ্গের পরস্পর আঘাত-জনিত তার-ধ্বনিতে লোকের কথোপকথন শ্রবণগোচর হইতেছে না। কোথাও বা কর্ম্মাক্রম ভীত অলস ব্যক্তিগণ নির্জ্জনে সুখাবস্থান কামনা করিতেছে। ৩১—৩৫। কোথাও বা লগ্ন গোময়কর্দ্দম-লিপ্তাঙ্গ শিশুগণ মুখ, হস্ত ও স্কন্ধে দধি লেপন করিয়া সুরম্য পুষ্প ও লতা লইয়া ক্রীড়া করত প্রাঙ্গণভূমিতে ক্রীড়ামত্ত হইতেছে। কোথাও বা দধি-ক্ষীরের গন্ধে মত্ত মক্ষিকাগণ মন্দ মন্দ ভাবে উড্ডীন হইতেছে। কোথাও রোগপীড়িত বালকগণ স্বেচ্ছা ভোজনার্থে রোদন করিয়া বাষ্পজর্জ্জর হইতেছে। কোথাও বা গৃহকর্ম্মনিরত নারীগণ কর ও বলয়ে গোময়-লেপ-নিবন্ধন অসৌন্দর্য্যে ক্রুদ্ধ হইতেছে। কোথাও বা কেশবন্ধনব্যাকুলা লোক-দর্শনশঙ্কিতা রমণীগণকে দেখিয়া পরিজনবর্গ উপহাস করিতেছে। কোন স্থানে ঋষিদিগের বলিকর্ম্মে প্রদত্ত অক্ষতাদির ভোজন-সমাগত পর্ব্বতীয় বায়সগণকে জিতক্রোধ ঋষিগণ পুষ্প বা পত্র দ্বারা নিঃসারিত করিতেছেন। স্থানে স্থানে গৃহনির্গম পথের উপরে কঠিন কুরণ্টগুল্ম বিকীর্ণ রহিয়াছে। কোথাও প্রাঙ্গণে গৃহপার্শ্বস্থিত কুঞ্জ হইতে প্রতিদিন কুসুমরাশি পড়িয়া গুল্ফপ্রমাণ আকীর্ণ হইয়া আছে। ৩৬—৪১। কোথাও বা জঙ্গলখণ্ডমধ্যে চমর ও সারঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা গুল্মাবনমধ্যে সঞ্জাত ঘাসের উপরে মৃগশিশুগণ শয়ন করিয়া আছে। কোথাও বা এক পার্শ্বে সুপ্ত গোবৎসগণের কর্ণচালনে মক্ষিকানিকর নিরাসিত হইতেছে। কোথাও বা গোপগণের মুখলগ্ন দধিকণার উপরে মক্ষিকা পতিত হইয়া স্পন্দন করিতেছে। কোন কোন স্থলে গৃহপতিগণ কর্ত্তৃক মক্ষিকানিকর তাড়াইয়া গৃহমধ্যে মধু আনীত হইতেছে। কোন স্থানে অশোকবিটপীর উদ্যানমধ্যে জতুগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে বিকসিত পুষ্পরাজিসমন্বিত তরুসমূহ, সলিল-কণবাহী মারুত দ্বারা আর্দ্রীকৃত হইতেছে। স্থানে স্থানে গৃহাচ্ছাদন-তৃণোপরি তৃণ দ্বারা কদম্বমুকুল নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৪১—৪৫। কোন স্থানে বেষ্টিত লতাজাল ছেদন করিয়া দেওয়ায় কেতকীবৃক্ষ বিকসিত পুষ্পরাজি দ্বারা পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। কোন স্থানে প্রবাহিত জলপ্রণালী হইতে গুরুগুরু ধ্বনি নির্গত হইতেছে। কোথাও সৌধমধ্যে বিভ্রান্ত বারিদগণ বাতায়ন-পথ দ্বারা নির্গত হইতেছে। কোন কোন স্থলে জলপূর্ণ সরোবরে পূর্ণচন্দ্রে কমলনিকর বিকসিত হইয়া রমণীয় হইয়াছে। নির্ম্মল শাদ্বলস্থলী নিবিড় বিটপিচ্ছায়ায় শীতল হইয়াছে। কোন কোন স্থানে শষ্পশ্রেণীর উপরে বারিবিন্দু নিপতিত হইয়া তারকানিকরের শোভা ধারণ করিয়াছে। অনবরত পতিত পুষ্প ও তুষারে মন্দির-সকল শুক্লবর্ণ হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পাদপসমূহে বিচিত্র পুষ্পমঞ্জরী ও মধুর ফলসমূহ সুশোভিত রহিয়াছে। কোন স্থলে চির-পিতৃ-গৃহবাসিনী রমণীগণ গৃহকক্ষ নিলীন মেঘের উপরিভাগে শয়ন করিয়া আছে। সর্ব্বদা সৌধস্থিত মেঘে বিদ্যুৎ থাকায় কোন কোন গৃহে প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। ৪৬—৫০। কোথাও পর্ব্বতগুহামারুতের ভাঙ্কাররবে গৃহসকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। চকোর, হারীত ও হরিণীগণ বিচরণ করায় কোন কোন স্থলে গৃহসমূহ সুন্দর দেখাইতেছে। কোন কোন স্থলে বিকসিত কন্দলীপুষ্প হইতে বিনির্গত, অতি সুগন্ধে সুরভিত মৃদুমন্দ সমীরণ দ্বারা পল্লবসমূহ চঞ্চলিত হইতেছে। কোন কোন স্থলে ললনাগণ নিশ্চল হইয়া লাবক প্রভৃতি বিহগগণের আলাপ শ্রবণ করিতেছে। কোথাও বা কাক, কোকিল ও দ্রোণকাকগণ কোলাহল করিতেছে। কোন কোন স্থল ফলশালী তাল, নীপ, তমাল ও শালতরুগণে সমাকীর্ণ। কোথাও বৃক্ষসমূহে লতাবলয় সুন্দরভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। কোন স্থলে বিলোল পল্লবলতা দ্বারা পথ রুদ্ধ হইয়া আছে। কোন কোন স্থল বিকসিত কন্দলী ও শিলীন্ধ্রপুষ্পে সুরভিত। কোন স্থলে তালতমালপত্র দ্বারা গৃহ নির্ম্মিত রহিয়াছে। কোন স্থলে উদ্যানভূমি সকল বিকসিত পুষ্পসম্ভার-সমন্বিত বিটপিশ্রেণীতে শীতল। ৫১—৫৫। কোথাও বা গোবৃন্দ হ্রদমধ্যে জল হইতে উত্তীর্ণ হইতেছে, কোন প্রদেশ সুনীল শস্য ও কুসুম-নিকরে সুশোভিত। তীরতরুরাজি দ্বারা কোন কোন নদীর প্রবাহ আবদ্ধ হইতেছে। কোথাও বা বিকসিত নিবিড় লতাজাল বিতানের (চাঁদোয়া) শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথাও উদ্যান-কুসুমভূমি সকল, কুন্দপুষ্পের মকরন্দে সৌরভযুক্ত, অন্যত্র স্থলে গন্ধান্ধ ভ্রমরসমূহ পদ্মের উপরিভাগ আচ্ছাদন করিতেছে। কোথাও বা সুরম্য মন্দিরশ্রেণী, তাহার নিকট পুরন্দরপুরীও পরাজিত হয়। কোথাও অম্বরতল পদ্মপরাগে অরুণিত। কোথাও বা বেগপ্রবাহিত গিরিনদীর ঘর্ঘরধ্বনি। কোথাও কুন্দাবদাত জলদমালা, কোথাও অট্টালিকোপরি বিকসিত লতাসমূহ সুশোভিত। কোন স্থলে কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ ক্রীড়ামত্ত হইয়াছে। কোথাও বিকসিত কুসুমের আস্তরণে যুবকগণ শয়ান। কোথাও পাদপর্য্যন্ত লম্বমান মাল্য ধারণ করিয়া বিলাসিনীগণ অবস্থান করিতেছে। অনেক স্থলে সুন্দর নবাঙ্কুর সুশোভিত। কোন স্থলে শরস্তম্ব সুশোভিত লতাজড়িত রহিয়াছে। কোথাও কোমল লতা ও উৎপল সঞ্জাত হইয়াছে। কোন স্থলে ভবনমধ্যে পয়োদপঙ্ক্তি পটের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে! কোন কোন স্থল

নীহারবিন্দুরূপ হারে সুশোভিত; কোন স্থানে সৌধস্থিত মেঘের বিদ্যুতে অঙ্গনাগণ চমকিত হইতেছে। স্থানে স্থানে নীলোৎপল হইতে সৌরভ বিনির্গত হওয়ায় সুন্দর হইয়াছে, কোথাও বা গোমুখ মনোহর হম্বারব করিতে করিতে হরিত-তৃণ ভক্ষণে উন্মুখে হইতেছে। কোন স্থলে মুগ্ধ মৃগগণ গৃহপ্রাঙ্গণে বিশ্বস্তভাবে অবস্থান করিতেছে। ঘনীকরস্রাবী নির্ঝরের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ময়ূরগণ মেঘধ্বনি-ভ্রমে নৃত্য করিতেছে। স্থানে স্থানে সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় জনগণের বৈক্লব্য নিরাসিত হইতেছে, বপ্রস্থিত ওষধি সকলের দীপ্তিতে তথাকার জনগণ প্রদীপালোক বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। বিহগ-নীড়সমূহ সর্ব্বদাই কোলাহলে পরিপূর্ণ। কোন স্থানে সরিৎকূলের কল কল রবে জনসংলাপ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। স্থানে স্থানে মুক্তাফলের ন্যায় সুন্দর বিন্দুপাতে নিখিল বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও পল্লব সমূহ শীতল হইতেছে। বৃক্ষসমূহে সর্ব্বদাই কুসুমরাজি বিকসিত। অধিক আর কি বলিব, ঐ গিরিগ্রামস্থ মন্দিরসমূহের সৌন্দর্য্যসমুদয় বর্ণনা করিয়া উঠা দুঃসাধ্য। ৫৬—৬৩।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—শান্ত্যাদি-সাধনসম্পন্ন আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষে ভোগ ও মোক্ষশ্রী যেমন সমুপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই দেবীদ্বয় অন্তঃসুশীতল সেই গ্রামমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। সেই লীলা এতদিনে সেই অভ্যাসবলেই শুদ্ধ জ্ঞানময় দেহ হওয়ায় পরিস্ফুটভাবে ত্রিকালদর্শিনী হইয়াছিলেন। অনন্তর (এই কারণেই) সেই লীলা অনায়াসে পূর্ব্বতন জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সেই সেই সমুদয় সংসারগতি স্মৃতিপথারূঢ় করিলেন। লীলা কহিলেন,—দেবি! আমি আপনার প্রসাদেই এই দেশ দর্শন করিয়া সমুদয় প্রাক্তন ব্যাপার স্মরণ করিতে পারিয়াছি। আমি এই স্থানে পূর্ব্বে জীর্ণা, শিরালাঙ্গী, কৃশা, মলিনা ব্রাহ্মণী হইয়াছিলাম, শুষ্ক কুশাগ্র ছেদন করিয়া তৎকালে আমার পাণি-মধ্যভাগ রুক্ষ হইয়াছিল। ১—৫। আমি দোহনপাত্র ও মন্থদণ্ড ধারণ করত ভর্ত্তার কুলকরী ভার্য্যা ছিলাম, আমি বহুপুত্রের মাতা ও অতিথিদিগের প্রীতিসাধন-পরা ছিলাম। আমি তখন দেব, দ্বিজ ও সাধুগণের প্রতি ভক্তি করিতাম, গৃহকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে ঘৃত ও গোরসে সিক্তগাত্রী থাকিতাম এবং ভর্জ্জন-পাত্র, চরুস্থালী ও কুম্ভ প্রভৃতি গৃহোপকরণ পরিশুদ্ধ করিতাম। আমার কর-প্রকোষ্ঠ-পরিহিত একমাত্র কাচবলয় সতত অন্নকণাক্ত থাকিত। আমি জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, পিতা ও মাতার পূজাদি করিতাম। যতদিন পর্য্যন্ত আমার শরীরপাত না হইয়াছিল, তৎকাল পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্মে দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতাম। পরিজনবর্গের প্রতি গৃহকর্ম্মের ত্বরায় সর্ব্বদাই "সত্বর কার্য্য কর, বিলম্ব করিতেছ কেন?" এইরূপ বলিয়া ব্যাকুল হইতাম। আমি যেমন ছিলাম, শ্রোত্রিয়াধম দুর্ব্বুদ্ধি মদীয় স্বামীও তাদৃশ গৃহকর্ম্মব্যাসক্ত ছিলেন, "আমি কে? সংসারই বা কি?"—এইরূপ ভাবনা আমাদের স্বপ্নেও সমুদিত হয় নাই। ৬—১০। আমি, শিরাসমন্বিত কৃশগাত্রে মলিন কম্বল বেষ্টন করিয়া থাকিতাম এবং সমিধ, শাক, গোময় ও ইন্ধনের সংগ্রহে সতত ব্যগ্র থাকিতাম। কখন গোবৎসাগণের কর্ণমূলস্থ কৃমি-নিষ্কাসনে তৎপর থাকিতাম এবং গৃহসন্নিহিত শাকক্ষেত্রে কর্পূর দ্বারা জলসেক করিতাম। কখন নদীতীরজাত নীলবর্ণ যবস দ্বারা গোবৎসগণের পরিতৃপ্তি সাধন করিতাম। প্রতিক্ষণে গৃহদ্বারে আলেপন দিয়া তাহাতে বৃক্ষলতাদি চিত্রিত করিতাম। আমি নিজে সমুদ্র-বেলার ন্যায় মর্য্যাদানিয়ম হইতে কখন স্খলিত হইতাম না এবং গৃহভৃত্যগণকে বিনয়াচারাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহারা কোন অকার্য্য করিলে তাহার নিন্দা করিতাম। এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে মদীয় দেহ জীর্ণপর্ণ-সমান হইয়া উঠিল, শিরঃকম্পনিবন্ধন কর্ণকম্পনে কর্ণ ঠিক্ দোলার ন্যায় হইল। তখন যষ্টিতাড়নভীত ব্যক্তির ন্যায় জরাগমনে ভীত হইতে লাগিলাম, ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য-চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। ১১—১৫। সেই লীলা এইরূপ বলিয়া, সেই পর্ব্বতে ভ্রমণ করত সঙ্গে বিচরমাণা সরস্বতীকে সবিস্ময়ে সমুদয় দেখাইতে লাগিলেন,—এই আমার পাটলবৃক্ষ-বিমণ্ডিত পুষ্পবাটিকা, এই আমার উদ্যানমণ্ডপে পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের বন। এই আমার পুষ্করিণীতীরস্থ ক্রমে অল্পরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ সদ্যোজাত গোশিশু, এই আমার বিয়োগ-দুঃখকাতরা কর্ণিকানাম্নী গোবৎসা। এই আমার বিয়োগদুঃখে কার্য্যে অলসা ধূলিধূসরাঙ্গী দীনা জলবাহিকা (পরিচারিকা) বাষ্পাকুলিতনয়নে আজ আট দিন রোদন করিতেছে। হে দেবি! আমি এইস্থানে ভোজন করিতাম, এইস্থানে বসিতাম, এইস্থানে বাস করিতাম, এইস্থানে নিদ্রা যাইতাম, এইস্থানে জলপান করিতাম, এইস্থানে আমার দানকার্য্য-সমাধা হইত এবং এইস্থানে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ১৬—২০। এই আমার জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামে তনয় এই মন্দিরে রোদন করিতেছে। এই জঙ্গলে এই আমার দুগ্ধবতী গাভি শাদ্বল ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। এই আমার গৃহে বসন্তে অগ্নিরুদ্ধ ভস্মধূসরিত গবাক্ষপংক্তিসমন্বিত গৃহদ্বারপ্রকোষ্ঠ, এই স্থানটী আমার স্বদেহের ন্যায় প্রিয়। এই আমার পাকশালার উপরিভাগে আমার প্রতিপালিত উগ্র অলাবুবল্লী সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই গৃহটী যেন অপর একটী দেহ। এই আমার বান্ধবগণ আমার বিরহনিবন্ধন বৈরাগ্যে পাত্রের বলয়াভরণচ্ছলে রুদ্রাক্ষমালা পরিধান করত রোদন করিয়া লোহিতনয়ন হইয়া (প্রাণপরিত্যাগার্থ) অগ্নি ও কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। ২১—২৪। এই আমার গ্রামের কৃত্রিম নদীতে পরিবেষ্টিত গৃহমণ্ডপ, এই নদীতীরস্থিত বৃক্ষসমূহের অবনত শাখাগুচ্ছ শিলাময় জলপ্রায় দেশে জলতরঙ্গে অনবরত আন্দোলিত হইতেছে। স্থানে বৃক্ষসমূহের অবনত শাখারাজি কখন কখন তরঙ্গে আবৃতাঙ্গ হইয়া তীরভূমি স্পর্শ করিতেছে; ঐ বৃক্ষসমূহের শাখাসমূহে তরঙ্গ-সংস্পর্শে তথায় মধ্যাহ্ন-তপন-কিরণও শীতল হইয়া আছে। চতুর্দ্দিকে কিংশুকপুষ্প বিকসিত ঠিক্ যেন বিক্রমরাজি রহিয়াছে। বিকসিত পুষ্পরাশিতে এই স্থানের কেমন শোভা হইয়াছে। বিকসিত পুষ্পসমূহে বিচরণকারী ভ্রমরসমূহের গুঞ্জনরবে তটস্থিত বৃক্ষরাজি যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। এই নদীর তটস্থিত সুন্দর লতারাজি জলকণা পরিব্যাপ্ত হইতেছে। শিলাফলকে তরঙ্গাঘাতে স্থানে স্থানে চতুর্দ্দিকে ফেনাবিশিষ্ট উৎপল-সৌরভ-বাসিত শীকরে উত্থিত হইতেছে। এই নদীর প্রবাহে ভাসমান আম্র প্রভৃতি ফলগ্রহণে

উৎসুক হইয়া গ্রাম্য-বালকগণ আকুল হইতেছে। এই নদী মহাকলকল-পূর্ণ আবর্ত্তে অতিভীষণ এবং ইহার তলস্থ উপল-সমূহ জলাস্ফালনে ধৌত ও সুনির্ম্মল হইয়াছে। এই গৃহমণ্ডপের স্থানে স্থানে ঘন-পর্ণবিশিষ্ট তরুরাজি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় তত্তলস্থ ছায়াপ্রদেশ অতি শীতল। এই গৃহমণ্ডপ স্থানে স্থানে বিকসিত লতাপঙক্তি-বেষ্টিত হওয়ায় অতি সুন্দর দেখাইতেছে। ইহার গবাক্ষমার্গ বিকসিতপুষ্প ও ফলগুচ্ছে সমাচ্ছন্ন। ২৫—৩১। এই গৃহমণ্ডপে মদীয় ভর্ত্তার জীব জীবাকাশত্ব প্রযুক্ত নিষ্ক্রিয় হইলেও চতুঃসাগররূপ-মেখলাধারিণী সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর হইয়াছেন। এক্ষণে আমার স্মরণ হইল, ইনি পূর্ব্বে দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে "আমি শীঘ্রই রাজা হইব" এইরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন। হে পরমেশ্বরি। সেই অধ্যবসায় ও অভিলাষের ফলে ইনি আট দিনের মধ্যেই চিরাভিলষিত সমৃদ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন আকাশে বায়ু ও অনিলে সৌরভ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ মদীয় ভর্ত্তার জীবাকাশ নৃপ হইয়াও এই গৃহাকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছে। ৩২—৩৫। এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র আকাশেই মদীয় ভর্ত্তৃরাজ্য অবস্থিত; কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ উহা কোটিযোজন-ব্যাপী বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ঈশ্বরি। আমরা দুইজন (ভর্ত্তা এবং আমি) আকাশই এবং মদীয় ভর্ত্তার রাজ্যও আকাশে, তথাপি এই বিস্তৃত মহামায়ার এমনি মহিমা যে, ঐ রাজ্য সহস্র সহস্র শৈলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হে দেবি। আমার ঐ ভর্ত্তৃরাজ্য পুনর্ব্বার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আসুন আমরা যাই; ব্যবসায়ীদিগের আবার দূর কি? (অর্থাৎ দৃঢ় অধ্যবসায়বলে দূরস্থ হইলেও ঐ স্থানে আমরা যাইতে সমর্থ হইব)। বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই লীলা এই বলিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া সেই মণ্ডপে ঝটিতি প্রবেশ করত নিশিত-তরবারিসম স্বচ্ছ নভোমণ্ডলে বিহগীর ন্যায় দেবীর সহিত উড্ডীন হইলেন। তাহার পরে ভিন্নাঞ্জনের ন্যায়, নারায়ণের অঙ্গের ন্যায় ও ভ্রমরপৃষ্ঠের ন্যায় শ্যামল ও নির্ম্মল মেঘপঙক্তি ভেদ করত মেঘমার্গ অতিক্রম করিলেন। তাহার পরে ক্রমে বায়ুপথ, সূর্য্যপথ ও চন্দ্রপথ অতিক্রম করিলেন। ৩৬—৪১। তদনন্তর ধ্রুবলোকে গমন করিলেন। ধ্রুবলোক হইতে সাধ্যলোক, সাধ্যলোক হইতে সিদ্ধলোক ও সিদ্ধলোক হইতে উর্দ্ধলোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। পরে স্বর্গলোক হইতে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোক হইতে নিত্যসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণের আবাসস্থান বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন। তাহার পর বৈকুণ্ঠলোক হইতে শিবলোক, শিবলোক হইতে বিদেহ ও সদেহদিগের লোক অতিক্রম করিলেন। অনন্তর লীলা দূর হইতে দূরপথ অতীত করিয়া নিজ অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপতা বিস্মৃত হইয়া কিঞ্চিৎ মুগ্ধা হইলেন। পরে পশ্চাদ্ভাগে অতীত নভঃস্থলে দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু অধোবর্ত্তী চন্দ্র সূর্য্য ও তারাদি কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না; কেবলমাত্র দশদিগ্ব্যাপী একার্ণবাধার পাষাণোদরের ন্যায় গাঢ় গভীর অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। ৪২—৪৬। লীলা (তাহা দেখিয়া) সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবি। অধোদেশবর্ত্তী সেই সূর্য্যাদিতেজ কোথায় গেল? কেবল শিলাজঠরের ন্যায় নিশ্চল মুষ্টিগ্রাহ্য নিবিড় এই তমঃপুঞ্জ কোথা হইতে আসিল, তাহা আমাকে বলুন। দেবী কহিলেন—বৎসে। তুমি এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছ যে, তাহাতে অধোবর্ত্তী সূর্য্যাদি-তেজ কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। যেমন মহান্ অন্ধকূপের মধ্যবর্ত্তী খদ্যোত দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ পশ্চাদ্গামী হইলে এস্থান হইতে অধোবর্ত্তী সূর্য্য দৃশ্য হয় না। লীলা কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! আমরা এতদূরে আসিয়াছি যে, নিম্নে সূর্য্যদেব অণুকণার ন্যায় অল্পমাত্রও দৃষ্ট হইতেছেন না। ৪৭—৫০। মাতঃ! ইহার পরে আর কি পথ আছে? সে পথ কিরূপ, আমারই বা সে পথে কিরূপে যাইব, হে দেবি। ইহা আমাকে বলুন। সরস্বতী কহিলেন,—ইহার পরে তোমার সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ডপুটের * খর্পর দেখা যাইতেছে; এই চন্দ্রপ্রভৃতি তেজঃপদার্থগণ ঐ খর্পর হইতে সমুত্থিত ধূলিকণা। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভ্রমরীদ্বয় যেমন নিশ্ছিদ্র শৈলভিত্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহারা এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রহ্মাণ্ডখর্পরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তাঁহারা শূন্যপ্রদেশের ন্যায় অক্লেশে নির্গত হইলেন। যাহাতে সত্যবুদ্ধি আছে, তাহা বজ্রবৎ কঠিন বোধ হয়, যাহাতে মিথ্যাজ্ঞান আছে, তাহাকে শূন্য বলিয়া জানেন (সেই কারণেই ইহাঁরা মূঢ় ব্যক্তির সত্যবুদ্ধিতে বজ্রসারবৎ কঠিনরূপে কল্পিত ঐ খর্পর অনায়াসে শূন্যের ন্যায় অতিক্রম করিলেন। তাহার পরে অনাবরণ প্রজ্ঞা সেই রমণীদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডের পারে অতি মনোহর জলরূপ প্রথম আবরণ দেখিলেন (আবরণ অর্থাৎ প্রাচীরের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত জল); ৫১—৫৫। তথায় ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল সেই ব্রহ্মাণ্ডপুটকে, আক্ষোটবীজের পৃষ্ঠস্থিত ত্বকের ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার পরে তাহার দশগুণ বহ্নি, তাহার পরে ঐ সমুদায়ের দশগুণ বায়ু, তাহার পর তদ্দশগুণ বিশুদ্ধ চিদাকাশ। সেই পরমাকাশে, বন্ধ্যাপুত্রের কথার ন্যায় কোন প্রকারই আদি মধ্য ও অন্তকল্পনা নাই, অর্থাৎ ঐ পরমাকাশ আদি মধ্য ও অন্তবিহীন। ঐ বিশাল, শান্ত, অনাদি, অন্ত-মধ্যবিহীন পরমাকাশ মহান্ আত্মায় অবস্থিত; উহাতে কোন প্রকার অবিদ্যাভ্রম নাই। অধিক কি, যদি উর্দ্ধদেশ হইতে সেই স্থানে অতিবেগে কল্পপর্য্যন্ত শিলা পতিত হয়, যদি অতিবেগে পতগরাজ তথায় উপস্থিত হয়, যদি আকল্প অতিবেগশালী মারুত প্রবাহিত হয়, তথাপি ঐ নির্ম্মল আকাশের সীমা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। ৫৫—৬০।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাঁহারা ক্ষণকাল মধ্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডখর্পরে পর পর দশগুণ অধিক পৃথিবী, সলিল, তেজ, বায়ু ও আকাশ-রূপ আবরণ অতিক্রম করিয়া, প্রমাণবিবর্জ্জিত সেই পরমাকাশ দর্শন করিলেন এবং সেই পরমাকাশে এই বিশাল জগৎ এবং অণুপ্রমাণ অপর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন। যেমন আকাশে সূর্য্যাতপে কোটি ত্রসরেণু স্ফুরিত দেখা যায়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহে পূর্ব্বোক্ত প্রকার আবরণসমূহ দর্শন করিলেন। আরও দেখিলেন, মহাকাশরূপ মহাসমুদ্রের মহাশূন্যত্ব অবিদ্যা-রূপ জলে মহাচিত্তের দ্রবত্ব হইতে সমুৎপন্ন অর্ব্বুদপ্রমাণ জল

* ব্রহ্মাণ্ডটী ঠিক দুইখানি উপুড়-করা কটাহের ন্যায় তন্মধ্যে ভূমি ও স্বর্গাদি অবস্থিত। (খর্পর—তাহার খোলা)। *

বুদ্বুদস্বরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের কতক অধোদেশে পতিত হইতেছে, কতক ঊর্দ্ধদেশে গমন করিতেছে, কতক বক্রভাবে গমন করিতেছে এবং কতক নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে, ঐ সমুদায়ই তত্তদ্-ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবসমূহের সংবিদ্ অনুসারেই হইতেছে। ১—৫। যে যে স্থলে যাহাদের যাহাদের সংবিদ্ যে যে প্রকারে স্ফুরিত হয়, সেই সেই স্থলে তাহাদের নিকট সেই সেইরূপ আকৃতি পরিস্ফুরিত হয় (সংবিদ্—প্রাক্তনোপাসনা-জনিত সংস্কারে জ্ঞান)। ফলতঃ তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট ঊর্দ্ধ, অধঃ ও ব্রহ্মাণ্ডসমূহের গতাগতি কিছুই নাই, কেবলমাত্র অবাঙ্মনস-গোচর দিগ্বিভাগাদি দ্বৈতভাবশূন্য পরম পদই অবস্থিত; পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ কেবল অজ্ঞদৃষ্টিতে দেহপ্রাপ্তি অভিপ্রায়ে কল্পিত হইল। সংবিদের স্বভাববশেই সেই পরমপদে এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ, বালকের চিত্তকল্পনাসমূহের ন্যায়, স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং স্বসঙ্কল্পবলেই শান্তি প্রাপ্ত হয়। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! যদি এই ব্রহ্মাণ্ডাধারে, অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ না থাকে, তাহা হইলে এই কল্পিত সমুজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ডে উক্তবিধ কল্পনা কিরূপে হইতে পারে এবং কাহাকেই বা ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাগ কহে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—তিমির-দূষিত-দৃষ্টি-ব্যক্তি যেমন আকাশে কেশোণ্ড্রক দর্শন করে, সেইরূপ অন্তবিবর্জ্জিত মহৎপদে সমুদয় আবরণ সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ অবিদ্যাবশেই দৃষ্ট হয়। ৬—১০। সমুদয় পদার্থ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই প্রধাবিত হয়, তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। এই ব্রহ্মাণ্ডে পার্থিব ভাগ অধঃপ্রদেশ, তাহার বিপরীত ভাগ ঊর্দ্ধপ্রদেশ। আকাশভাগে অবস্থিত বর্ত্তুলাকার মৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠে সংলগ্ন পিপীলিকার চরণ অধঃপ্রদেশ ও তাহার পৃষ্ঠ ঊর্দ্ধপ্রদেশ, ইহা শাস্ত্রে-কথিত হইয়াছে। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূতল বৃক্ষ ও বল্মীকসমূহে বেষ্টিত অর্থাৎ মনুষ্য তাহাতে নাই, আর তাহার আকাশভাগ দেব, কিন্নর ও দৈত্যগণে বেষ্টিত। আক্ষোটবৃক্ষের ফল যেমন ত্বকের সহিত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড সদ্যঃ কল্পনাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রাণিবর্গ, গ্রাম, পুর ও পর্ব্বতের সহিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন বিন্ধ্যাচলের কোন কোন অরণ্যভাগে হস্তী উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পরমাত্মার মায়াসম্বলিত অংশে ত্রসরেণু সদৃশ অনেক ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। ১১—১৫। এই সমুদয় সেই চিদাকাশেই অবস্থিত, চিদাকাশ হইতেই উৎপন্ন এবং চিদাকাশেই লীন হয়, ঐ চিদাকাশ কাহারও প্রতি অণু হয়, সমুদয় চিদাকাশের অণু। শুদ্ধবোধস্বরূপ সেই চিদাকাশরূপ সমুদ্রে বহু ব্রহ্মাণ্ড নামক তরঙ্গমালা অনবরত উত্থিত হইতেছে এবং তাহাতেই বিলীন হইতেছে। সেই চিদাকাশ-সাগরের মধ্যে অনেক ব্রহ্মাণ্ডতরঙ্গ এখনও অনুৎপন্ন অর্থাৎ পরে হইবে, কোন কোন তরঙ্গ সঙ্কল্পক্ষয় হেতু অন্ধকারস্বরূপ হইয়া সুষুপ্ত অবস্থিত, সমুদ্র-সলিলে অনুমান দ্বারা ভাবী তরঙ্গের বোধ হয়, সেই সেই শূন্যতাসমুদ্রে ঐ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডতরঙ্গ তর্কিত হইতেছে। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডতরঙ্গের কল্পান্ত প্রবৃত্ত ঘর্ঘররব, স্বাভাবিক মোহে বিবশরসাকুল অন্ধ জীবগণের শ্রুতিগোচর বা বুদ্ধিগোচর হয় নাই। যেমন জলসিক্ত বীজের কোষে শুভ্র অঙ্কুর জন্মে, সেইরূপ কোন কোন প্রথমারব্ধ ব্রহ্মাণ্ডের বিশুদ্ধ ভুবনে বিশুদ্ধ জীবসমূহের সৃষ্টি হইতেছে। ১৬—২০। যেমন তাপসংযোগে দ্রবীভূত হিমবিন্দু গলিতে থাকে, সেইরূপ এই সময়ে কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় উপস্থিত হওয়ায় সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও পর্ব্বত প্রভৃতি (ভুবন দগ্ধ করিয়া) গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কতক ব্রহ্মাণ্ড আধার না পাইয়া আকল্প অধোভাগে নিপতিত হইতেছে। সকল ব্রহ্মাণ্ডের যে পতন অসম্ভব, তাহা মনে করিও না, যখন সমুদয়ই সংবিৎস্বরূপ, তখন যে কোন কল্পনা হইতে পারে,—ব্রহ্মাণ্ডের পতন উৎপতন সমস্তই সম্ভব হয়। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড আবার স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। যেমন আকাশে কেশোণ্ড্রক, বায়ুর স্পন্দ, সেইরূপ উক্ত প্রকার সংবিদের উদয়। যিনি পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত জ্ঞানের অনুষ্ঠানরূপ আচার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির বিধাতা, তাঁহার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অন্যসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের বৈলক্ষণ্য হইতে পারে, উহা শাস্ত্রসিদ্ধ (আমি যে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের পরস্পর বৈলক্ষণ্য দেখাইয়াছি, তাহা উক্ত প্রকারে, নচেৎ এক বিধাতার পরপর সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে পার্থক্য থাকে না, তাহাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়)। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ব্রহ্মা কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের বিষ্ণু, কোন ব্রহ্মাণ্ডের অন্য প্রজাপতি এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের কেহ নিয়ন্তা নাই, তাহা কেবল মৃগ-পক্ষ্যাদি-জন্তুপূর্ণ। ২১—২৫। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের সর্গাধিপতি বিচিত্র প্রকার (অনেকে মিলিত হইয়া সৃজন করেন,) কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড একাকার অর্ণবে পরিপূর্ণ, কতকগুলির উৎপত্তি নাই, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড জন্মবর্জ্জিত (উৎপত্তিবিহীন)। কোন ব্রহ্মাণ্ড কেবল পাষাণময়, কোনগুলি বা কৃমিময়, কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল দেবগণের বাস, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল মনুষ্যের বাস। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড সতত অন্ধকারে পরিপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে অন্ধকারপ্রিয় পেচকাদি জন্তু দ্বারা সমাকীর্ণ, কোন ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশময় ও প্রাণীদিগের নিবাসভূমি। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড কেবল মশকপূর্ণ হওয়ায়, মশকপূর্ণ উড়ুম্বর-ফলের শোভা ধারণ করিয়াছে। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড শূন্যমধ্য, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড নিঃস্পন্দ-বৃক্ষপূর্ণ। তথাবিধ সৃষ্টিপূর্ণ এত ব্রহ্মাণ্ড আছে যে, তৎসমুদয় যোগিগণেরও কল্পনাতীত। এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহে, ব্যোমপূর্ণ অচলের ন্যায় একমাত্র আকাশই অর্থাৎ শূন্যতাই অবস্থিত, ফলতঃ ঐ সমুদয় বিস্তৃত এক মহাকাশ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ আজীবন ধাবিত হইলেও ঐ মহাকাশের পরিমাণ করিতে পারেন না। ২৬—৩০। যেমন কটকে রত্ন পরিব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ঐ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ভূতাকর্ষণকারী পার্থিব শক্তিবিশেষ স্বকীয় স্বভাবেই অবস্থিত, (এই কারণেই উহাদের বাহ্য জলাদি আবরণের বিশ্লেষ হয় না)। হে মহামতে! এই জগৎ-বর্ণন বিষয়ে আমার যাহা ক্ষমতা, তৎসমুদয় দেখাইলাম, আর অধিক আমার বলিবার শক্তি নাই। যেমন ভীমান্ধকারপূর্ণ মহারণ্যে যক্ষগণ উন্মত্ত হইয়া অদৃশ্যভাবে নৃত্য করে, সেইরূপ বিতত এই মহাকাশের মধ্যে কত শত মহাজগৎ অদৃশ্যভাবে অবস্থিত (তৎসমুদয় বর্ণনাতীত)। ৩১—৩৪।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই লীলা ও সরস্বতী এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে নিজ জগৎ হইতে বাটীতে নির্গত হইয়া অন্তঃপুর দর্শন করিলেন। দেখিলেন তথায় পুষ্পস্তবকাচ্ছাদিত মহারাজের শবদেহ রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে সমাধিমগ্ন লীলাদেহও

অবস্থিত। শোকদীর্ঘ সেই রাত্রিতে তথায় জনগণ অজ্ঞান নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন, ধূপ, চন্দন ও কুঙ্কুমের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছে। লীলা ভর্ত্তার সেই অপরবিধ সংসার অবলোকন করিয়া তথায় গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং সঙ্কল্পদেহেই (আতিবাহিক শরীরেই) সেই মণ্ডপাকাশে পতিত হইলেন। আবার ব্রহ্মাণ্ডখর্পর ও সংসারাবরণ ভেদ করিয়া বিতত সেই ভর্ত্তার সঙ্কল্পসংসারে প্রবেশ করিলেন। ১—৫। সেই দেবীর সহিত প্রবেশ করত আবরণযুক্ত বিস্ফারিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ প্রাপ্ত হইয়া, অতি ত্বরায় তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া, পঙ্কিল পল্বলের ন্যায় ভর্ত্তার সঙ্কল্প-জগৎ অবলোকন করিলেন। সিংহীদ্বয় যেমন অন্ধকার ও মেঘে পঙ্কিল শৈলকুহরে প্রবেশ করে এবং পিপীলিকাদ্বয় যেমন পঙ্ক বিলে প্রবেশ করে, সেইরূপ আকাশ-শরীরা সেই দেবীদ্বয় সেই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত আকাশে প্রবেশ করিলেন। সেই ব্রহ্মাণ্ডাকাশে লোকান্তর, পর্ব্বত ও অন্তরিক্ষ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতসমূহ-সঙ্কুল, অম্ভোধিবেষ্টিত, সুমেরু দ্বারা অলঙ্কৃত, নব খণ্ডে বিভক্ত জম্বূদ্বীপ-ভূমিতে গমন করত ভারতবর্ষে লীলা-নাথের রাষ্ট্রে প্রবেশ করিলেন। ৬—১০। যখন লীলা ও সরস্বতী তথায় গমন করিলেন, তখন সামন্ত নরপতিগণের সাহায্যে উত্তেজিত সিন্ধুরাজ নামক কোন ভূপতি সেই লীলানাথের (বিদূরথের) মণ্ডলে আসিয়া সৈন্যাক্রমণ করিয়াছে। সেই কারণে বিদূরথের সহিত তাহার মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত ত্রিভুবনস্থ সমুদয় প্রাণিগণ তত্রত্য নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। লীলা ও সরস্বতী নিঃশব্দভাবে সেই আকাশে গমন করিয়া দেখিতে লাগিলেন, আকাশদেশ গগনচরগণ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় যেন মেঘমালা-বৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই আকাশ সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও বিদ্যাধরগণে বেষ্টিত। তথায় স্বর্গীয় অপ্সরোগণ বীরপুরুষের সংগ্রহে ব্যস্ত। রক্তমাংসলোলুপ ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বিদ্যাধরী (বিজয়ী পুরুষের গাত্রে নিক্ষেপার্থ) পুষ্পভার হস্তে করিয়া রহিয়াছে। ১১—১৫। যুদ্ধদর্শনোৎসুক বেতাল, যক্ষ ও কুষ্মাণ্ড নামক একজাতীয় পিশাচগণ অস্ত্রপাত-ভয়ে পর্ব্বততটে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছে। আকাশের যে যে ভাগে অস্ত্রসমূহের গতা-গতি, তথা হইতে ভূতগণ স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে। যোদ্ধৃগণ স্ব স্ব অহমিকা সহকারে যুদ্ধ করত দর্শকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে দর্শকবৃন্দ পরস্পর ভীষ্মসেনের যুদ্ধবার্ত্তা স্মরণ করিতেছে। গগনতলে লীলা-হাস-বিলাসে সমুৎসুক সুরসুন্দরীগণ (স্ব স্ব নায়কের অন্তিকে) চামর ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া অন্তরীক্ষবাসী, ধর্ম্মবলে অন্যের অদৃশ্যভাবাপন্ন, যোগপরায়ণ মুনিগণ জগতের মঙ্গলার্থ দেবস্তব পাঠ করিতেছেন। সেই অবসরে লোকপালবনিতাগণ স্তব পাঠ করিতেছে। স্বর্গবাস-যোগ্য শূরগণের আনয়নার্থ ইন্দ্রদূতগণ ব্যগ্র হইতেছে। কেহ কেহ বা শূরগণের আনয়নার্থ ঐরাবত প্রভৃতি গজ অলঙ্কৃত করিতেছে। ১৬—২০। স্বর্গাগমনকারী শূরগণের সম্মানার্থ গন্ধর্ব্বচারণগণ উন্মুখ হইতেছে। আগত শূরগণের সমাগমাভি-লাষিণী সুররমণীগণ উত্তমভটগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে; বীরগণের বাহুলতালিঙ্গনার্থ রমণীগণ ব্যগ্র হইতেছে এবং শূরগণের বিজয় যোগ্য ভক্ত যশে দিবাকর চন্দ্রীকৃত হইতেছেন। রাম কহিলেন,—ভগবন্! কীদৃশ যোদ্ধাকে শূর কহে এবং কে স্বর্গের অলঙ্কারস্বরূপ হয়, আর কে বা স্বর্গের অনুপযুক্ত? বশিষ্ঠ কহি-লেন,—যে ব্যক্তি, শাস্ত্রবিহিত ব্যবহারপরায়ণ প্রভুর প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত রণে প্রাণত্যাগ করে বা জয়ী হয়, তাহাকে শূর কহে; সেই ব্যক্তিই মৃত হইলে শূরলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার আচারের বিরুদ্ধাচারী প্রভুর নিমিত্ত রণে ছিন্নাঙ্গ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, সে স্বর্গের অনুপযুক্ত, নরকে তাহার গতি হয় নরকবাস হয়। যে ব্যক্তি অযথাশাস্ত্রব্যবহারী প্রভুর নিমিত্ত সংগ্রামে হত হয়, তাহার অক্ষয় নরকবাস হয়। যে ব্যক্তি যথাযথ শাস্ত্রানু-মোদিত লৌকিকাচারের অনুসরণ করত তথাবিধ প্রভুর অনুমতি-ক্রমে যুদ্ধ করে, তাহাকে ভক্ত শূর কহে। হে সাধুমতে! যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ বা মিত্রের নিমিত্ত বা শরণাগত পালনার্থ যুদ্ধ করিয়া মৃত হয়, সে ব্যক্তি স্বর্গের অলঙ্কারস্বরূপ। যে রাজা একমাত্র অবশ্য-প্রতিপাল্য স্বদেশের পালনে যত্নবান্ হয়, তাহার নিমিত্ত যাহারা প্রাণত্যাগ করে, সেই বীরগণ বীরলোকে গমন করে। যাহারা প্রজা-গণের উপদ্রবকারী রাজা বা অন্য প্রভুর নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগ করে, তাহারা নরকগামী হয়। ২৬—৩০। যাহারা, রাজাই হউন বা অরাজাই হউন, অযথা-শাস্ত্রব্যবহারী, তাঁহাদের নিমিত্ত যাহারা রণে ছিন্নাঙ্গ হইয়া দেহবিসর্জ্জন করে, তাহারা নরকগামী হয়। যে কোন প্রকারেই হউক যদি ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে স্বর্গে বাস হইবে। যদি অধর্ম্ম যুদ্ধে হত ব্যক্তির স্বর্গবাসের ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে পরলোক ভয় শূন্য হইয়া অধর্ম্মযুদ্ধেও মত্ত হইবে এবং অপরের প্রাণ বিনাশ করিবে। বীরপুরুষগণ সংগ্রামে হত হইলে স্বর্গে যাইবেন, ইহা প্রবাদমাত্র, ধর্ম্মযুদ্ধে হত শূর ব্যক্তিরই স্বর্গলাভ হয়, ইহাই শাস্ত্রকারগণের মত। যাঁহারা সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণের নিমিত্ত খড়্গধারা সহ্য করে অর্থাৎ যুদ্ধ করে, তাহা-দিগকেই শূর কহে, আর সমুদয়ই বালকযুদ্ধে হত অর্থাৎ স্বর্গে যাইতে পারে না। ধর্ম্মযুদ্ধকারী শূরগণকে লক্ষ্য করিয়া গগনতল-চারিণী সুরকামিনীগণ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বলিয়া থাকেন, "আমরা মহাবলশালী এই শূরগণের দয়িতা হইব।" সেই সংগ্রাম স্থলে আকাশমণ্ডলে বিদ্যাধরীগণ স্থানে স্থানে সুমধুর গান করিতেছে, কোথাও বা কামিনীগণ শূরবক্ষে প্রদান করিবার নিমিত্ত মন্দার-পুষ্পের মাল্য গ্রথনে ব্যাকুলা, কোন কোন স্থলে দেবগণ ও সিদ্ধ-গণের সুন্দর বিমানপঙ্ক্তি বিশ্রাম করিতেছে, ঐ সময়ে আকাশ সুশোভিত উৎসবময় স্থানের ন্যায় হইয়াছিল। ৩১—৩৬।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে স্থলে বীরবরগণের উৎকণ্ঠায় অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে, সেই নভোমণ্ডলে লীলা সরস্বতীসমন্বিতা হইয়া, সৈন্যসমূহ-সমন্বিত ভর্ত্তার রাষ্ট্রমণ্ডলে দ্বিতীয় আকাশের ন্যায়, ভীষণ বিস্তৃত অরণ্যভাগে দেখিতে লাগিলেন, ভূমণ্ডলে উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল অগাধ সাগরদ্বয়ের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া মহাড়ম্বর-সমন্বিত ও মত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। উভয় পক্ষীয় রাজদ্বয়ও তথায় সমাসীন। যুদ্ধসজ্জাবিশিষ্ট কবচাবৃত সৈন্যগণ প্রদীপ্ত হুতা-শনের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ পূর্ব্বপ্রহার ও অস্ত্রপাত

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছে। কেহ কেহ উদ্যত অমল খড়্গধারা জলধারার ন্যায় বহন করিতেছে। স্থানে স্থানে পরশু, প্রাস, ভিন্দিপাল, যষ্টি ও মুদ্গর অস্ত্রসমূহ শোভিত হইতেছে। ১—৫। পতগরাজ গরুড়ের পক্ষবিধূননে বিকম্পিত বনরাজির ন্যায় সৈন্যদল কম্পিত হইতে লাগিল, দিনকর-কিরণের ন্যায় কনক-কঙ্কণের কান্তিচ্ছটা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। যোদ্ধগণ পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্ব্বক সকোপে আয়ুধনিক্ষেপ করিতেছে। ক্রুদ্ধ যোধগণ পরস্পরের প্রতি নিশ্চলভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছে, দেখিলে ভিত্তি-ক্ষোদিত চিত্র বলিয়া বোধ হয়। উভয় পক্ষীয় সেনাদ্বয়ের স্থাপিত মধ্যরেখা অতিক্রম করিয়া কেহই যুদ্ধ করিতেছে না, চতুর্দ্দিকে অনিবার্য্য সৈন্য-ঝঙ্কারে লোকের আলাপ শুনা যাইতেছে না। কোন স্থলে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই যোধগণের প্রহারে বিস্মিত হইয়া দুন্দুভিধ্বনি ক্ষণকাল বিরত হইতেছে, (ঐরূপ স্থলে যুদ্ধমর্য্যাদা অতিক্রান্ত হইতেছে) যোধগণ সেই কারণে প্রধান সৈন্যগণকে অগ্রে, তৎপরে তদপেক্ষা হীনবল,—এইরূপ ক্রমে সৈন্য স্থাপন করিতেছে। প্রলয়বাত্যা উদ্বেল একার্ণবকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে যেমন দৃশ্য হয়, সেইরূপ উভয় পক্ষের সৈন্যদলের মধ্য-প্রদেশে দুই ধনুক-প্রমাণ স্থান, সেতুর ন্যায় বিভক্ত (বাঁক) হওয়ায় অতি ভীষণ দৃশ্য হইতেছে। ৬—১০। ঘোরতর যুদ্ধ-ব্যাপার দেখিয়া উভয় পক্ষীয় অধিপতি চিন্তামগ্ন হইলেন, ভয়ে ভীরুগণের হৃদয়গুহা, রবকারী ভেকের কণ্ঠত্বকের ন্যায়, কাঁপিতে লাগিল। অসংখ্য সৈন্যগণ প্রাণ-সর্ব্বস্ব-পণ করিয়া যুদ্ধব্যাপারে উদ্‌যোগী হইতেছে। ধনুর্দ্ধরগণ শরনিকর, আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ করিতেছে। আবার কোন দিকে অসংখ্য সৈন্য অস্ত্রাঘাত ও শরপতন নিশ্চল-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে। কেহ কেহ যুদ্ধোৎকণ্ঠায় পরস্পর সকোপে ভ্রূভঙ্গ করিতেছে। পরস্পর সংঘর্ষণে কঙ্কণের কটু-টঙ্কার নির্গত হইতেছে। বীর-যোধগণের কর্কশ-বচনানলে দগ্ধ হইয়া ভীরুগণ নিজ নিজ গিরিকোটরে গমন করিতেছে। দুর্ব্বল যোধগণ পরস্পর যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করিয়াই জীবনরক্ষায় সন্দেহ করিতেছে, হস্তী ও মানবগণের সকল লোমে ধূলি লাগায় তাহাদের অঙ্গপুষ্টি লক্ষিত হইতেছে। ১১—১৫। প্রথম প্রহার-বিলোকনে যোধগণ ব্যাকুল হইলে, ভয়ে সকলেরই কলরব নিবৃত্ত হইল, (ক্ষণকালমধ্যে) ঐ স্থান নিদ্রাক্রান্ত পল্লীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শঙ্খধ্বনি, তূর্য্যনিনাদ, দুন্দুভিধ্বনি সমুদয় নিবৃত্ত হইয়া গেল। ভূতল ও আকাশ আচ্ছাদন করত ধূলিপটল, জলধরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীরু-যোধগণ সেনানায়ককে পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পরে চতুর্দ্দিকে মৎস্যাকার ও মকরাকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিল, তত্তৎস্থান ঠিক সাগরের ন্যায় দৃশ্য হইল। পতাকাপুঞ্জ উত্থিত হইয়া গগনতলস্থ তারকানিকর সমাচ্ছাদিত করিয়া তুলিল। হস্তিসমূহ শুণ্ডাদণ্ড উত্তোলন করত নভোমণ্ডলকে কাননের ন্যায় করিল। ক্ষণকাল পরে আবার নিক্ষিপ্ত আয়ুধ-সকল তরল কান্তিপুঞ্জ দীপকবান্ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির ধম্ ধম্ শব্দে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। ১৬—২০। চক্রাকার-ব্যূহকারী যোধগণ দুর্ব্বৃত্ত বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন সুরগণ দানবগণকে আক্রমণ করিতেছে। কোথাও বা যোদ্ধৃগণ গরুড়ব্যূহ নির্ম্মাণ করত নাগগণকে (নাগ—সর্প ও গজ) বিতাড়িত করিতেছে। কোন স্থানে শ্যেনব্যূহরূপী সৈন্য-নিবাস হইতে তারধ্বনি নির্গত হইতেছে। পরস্পর যোধগণের ভুজাস্ফোটে ভূরি ভূরি সেনা নিঃশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। বিবিধ ব্যূহবিন্যাস হইতে বীরগণের উচ্চধ্বনি নির্গত হইতেছে। কোথাও বীরগণ কর দ্বারা উত্তোলন করিয়া মুদ্গরসমূহ বিঘূর্ণিত করিতেছে। শ্যামবর্ণ অস্ত্রজালের কান্তি-চ্ছটারূপ জলদপটলে সূর্য্যদেব শ্যামবর্ণ হইয়া গেলেন। অনিলাহত পল্লল-তৃণ হইতে যেমন শব্দ নির্গত হয়, সেইরূপ তথায় নিক্ষিপ্ত শরসমূহের 'সূৎসূৎ' ইত্যাকার শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যদ্বয়, কল্পান্তকালীন পুষ্কর-আবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘের ন্যায়, প্রলয়বায়ু-বিক্ষোভিত একাকার অর্ণবের ন্যায়, সদ্যঃকর্ত্তিত সুমেরুপর্ব্বতের পক্ষদ্বয়ের ন্যায়, বায়ুবিধূনিত কজ্জলপর্ব্বতের ন্যায় ও পাতালকুহর হইতে উদ্গত গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় ভীষণদৃশ্য হইল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন লোকালোক পর্ব্বত মহানরকসমূহ ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তদীয় তট সকল, উন্মত্তের ন্যায়, নৃত্য করিতেছে। সেই রণস্থলে বিচলিত কুন্ত, মুষল, অসি, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রের কিরণজালে শ্যামবর্ণ দিনকর-কিরণরূপ অগাধ জল-প্রবাহ অনন্ত প্রবাহ দ্বারা এই ভুবনমণ্ডলকে যেন অচিরে একার্ণব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ২১—২৮।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাম বলিলেন,—ভগবন্! ঐ যুদ্ধব্যাপার আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন, আপনি যাহা যাহা বর্ণন করিলেন তাহাতে আমার ঐ যুদ্ধব্যাপার অতি শ্রুতিসুখকর বলিয়া বোধ হইল। বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সেই দেবীদ্বয় সেই সংগ্রাম দেখিবার নিমিত্ত সত্যসঙ্কল্পে কল্পিত মনোহর বিমান আকাশে নিশ্চলভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে বিপক্ষ-পক্ষ হইতে প্রলয়-সাগরতরঙ্গের ন্যায় সৈন্য আসিয়া নির্ভয়চিত্তে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, লীলাপতি (বিদূরথ) তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব্বতের তটদেশে শিলাক্ষেপের ন্যায়, বিপক্ষবক্ষে মুদ্গরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রলয়ার্ণবের ন্যায় উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল আসিয়া শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল,—বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালী নিক্ষিপ্ত শাণিত শস্ত্র-সমূহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। ১—৫। আকাশে প্লবমান শস্ত্রসমূহের তরল ধারাগ্র দ্বারা নভস্তল রেখাঙ্কিত হইল। চতুর্দ্দিকে ধনুকের টঙ্কার শরসমূহের কণকণাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। কোন স্থানে বীরগণের হুঙ্কারধ্বনির সহিত মিশ্রিত ঘর্ঘরধ্বনি উত্থিত হইতেছে। শরধারাসমূহে প্রতিবিম্বিত ভাস্করকিরণাবলি, বিতানের ন্যায়, দৃশ্য হইতেছে। যোধগণের বর্ম্ম হইতে টঙ্কারধ্বনির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইতেছে। নভস্তলে উড্ডীয়মান হেতিসমূহরূপ বিহগশ্রেণী পরস্পর আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল। বীরগণের বাহুবৃক্ষের সঙ্কালনে গগনমণ্ডল অরণ্যের ন্যায় দৃশ্য হইল। কার্ম্মুকের ক্রেঙ্কাররবে বিমানচারীদিগের অঙ্গনাগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দিকে হলহল ধ্বনিতে মেঘগর্জ্জনধ্বনি, ভ্রমরধ্বনির ন্যায়, অজ্ঞ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেমন নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে কোন বাহ্য শব্দ শুনা যায় না, সেইরূপ সেই সংগ্রামে ঐরূপ ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। ৬—১০। নারাচ-ধারাগ্রের আঘাতে শূরগণের উত্তমাঙ্গ-প্রদেশ ছিন্ন হইতে লাগিল। পরস্পরের স্কন্ধঘর্ষণে বর্ম্মসমূহের ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতে লাগিল। হেতি-অস্ত্রসমূহের সঙ্ঘর্ষজনিত কটুরব বীরগণের হুঙ্কারধ্বনিতে প্রতিহত হইতে লাগিল। শস্ত্রধারা-তরঙ্গসমূহ উত্থিত হইয়া সমুদয় দিঙ্মণ্ডল, মেঘের ন্যায়, আচ্ছাদন করিল। হেতিসমূহের সঙ্ঘট্টে অতিপ্রবল ঝন্‌ঝন্ ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল। বীরগণের পরস্পর ভুজাঘাতে চটচট ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। কোষ-নিষ্কাশিত খড়্গাসমূহ হইতে 'সন্‌সন্' রব নির্গত হইতে লাগিল। কার্ম্মুকনির্গত শরসমূহের পথে থরথর ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল। ছিন্নকণ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রাণনির্গমের সহিত কণ্ঠ হইতে ধক্ ধক্ করিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। আহত ব্যক্তিগণের ছিন্ন বাহু, মস্তক ও খড়্গাধারায় আকাশদেশ অবকাশশূন্য হইল। ১১—১৫। পরস্পরসঙ্ঘর্ষে বীরগণের কঞ্চুক হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া, লোকের মস্তক স্পর্শ করিতে লাগিল। কোন স্থানে নিপতিত অসি-সমূহ হইতে বিকট ঝন্‌ঝন্ শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। কুন্তাস্ত্র দ্বারা আহত মাতঙ্গগণের দেহ হইতে তরঙ্গের ন্যায়, রক্তপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। কোন স্থানে হস্তিদন্তনিষ্পিষ্ট হইয়া জনগণ তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। মহা মুষলাঘাতে পিষ্ট ব্যক্তিগণের করুণ নিনাদ কোথাও শ্রুত হইতে লাগিল। আহত বীরগণের শিরঃকমলসমূহে আকাশদেশ সমাচ্ছন্ন হইল। কোথাও নভোমণ্ডলে বৃহদাকার ভুজঙ্গের ন্যায় আহত যোধগণের ছিন্ন বাহুসমূহ উৎপতিত হইল। জলদমালা ধূলিসমাচ্ছন্ন হইল। কোন স্থানে অস্ত্রহীন জনগণ কেশাকেশি যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কোন স্থানে বা নখানখি যুদ্ধ করিয়া পরস্পর অক্ষি, কর্ণ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কোথাও ছিন্নায়ুধ মল্লগণ তিরস্কার ও বাহুযুদ্ধ দ্বারা জয় লাভ করিতে লাগিল। ১৬—২০। উন্মত্ত মাতঙ্গগণ যখন রণাহত হইয়া নিপতিত হইতেছিল, তখন ধাবনাক্ষম দুর্ব্বল যোধগণ বিকম্পিত হইয়া মহীতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। রথচক্রক্ষুণ্ণ প্রণালী দ্বারা রক্তনদী প্রবাহিত হইল। স্থানে স্থানে উত্থিত ধূলিপটলে আকাশদেশ নীহারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। স্থানে স্থানে আয়ুধসমূহ বিস্ফারিত হইয়া দীপ্তিমান্ হইতেছিল, কোন কোন স্থানে মেঘধ্বনি সৈন্যগর্জ্জনের সহিত মিশ্রিত হইল, ঐ স্থলে বীরসংক্ষয় দেখিলে বোধ হয়, যেন মৃত্যু বিকট হাস্য করত জীবসমূহ চর্ব্বণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বড় বড় পর্ব্বতের ন্যায় বৃহদাকার হস্তিসমূহ সগর্ব্বে গর্জ্জন করত মেঘগর্জ্জনকে পরাভূত করিতেছিল। চক্র, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদ্গরাস্ত্র দ্বারা বৃক্ষ, গর্ত্ত ও তটপ্রদেশ সমাচ্ছন্ন হইল। স্থানে স্থানে যোধগণরূপ পর্ব্বত-মেখলাদেশ বাণসমূহরূপ ঊর্ণাতন্তু (মাকড়সা-জাল) দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গেল। যোধগণের উড্ডীন পতাকাবস্ত্র ও চামরসমূহ মেঘগমনাগমনে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইল। ক্ষেপণীযন্ত্র-বিমুক্ত পাষাণ ও চক্রসমূহের নিপাতে খেচর-জন্তুগণ বহুদূরে পলায়ন করিতে লাগিল। ২১—২৫। কোথাও বা মরণভয়ে ব্যাকুল ছিন্নাঙ্গ যোধগণ রোদন করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে কুঠারাঘাতে যোধগণের মস্তক বিদীর্ণ হইল। খড়্গাসমূহ বহুদূর আকাশে উত্থিত হওয়ায় বোধ হইল, যেন আকাশ তারকাময় হইয়াছে। বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত শক্তি-অস্ত্রসমূহ দ্বারা হস্তিসমূহ বিদারিত হইল। আবার স্থানে স্থানে বেতাল-ললনাগণ সৈন্যগণের উপরে মুদ্গরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। শূরগণ কর্ত্তৃক গগনোৎক্ষিপ্ত তোমরাস্ত্রনিকর, তোরণের ন্যায়, শোভিত হইয়া উঠিল। কোন স্থানে ভুষুণ্ডী-অস্ত্র দ্বারা ভগ্ন খড়্গাসমূহের খণ্ড সকল আকাশের কেশবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত কুন্তাস্ত্রসমূহ স্বীয় কান্তিচ্ছটায় দাবাগ্নিদগ্ধ বেণুবনের শোভা ধারণ করিল। কোথাও বা রাজগণ স্ব স্ব সৈনিকগণকে খড়্গ ও ঋষ্টি অস্ত্র বর্ষণ করিতে দেখিয়া তাহাদের শৌর্য্যসম্মাননা করিলেন। কোথাও বা অপ্সরাগণ শূলনিক্ষিপ্ত মৃতপ্রায় শূরগণের গ্রহণে উদ্যম করিতে লাগিল। ২৬—৩০। গদারূপ তুষারপাতে কেয়ূরধারী ভটগণের মুখকমল বিশীর্ণ হইয়া গেল। প্রাসাস্ত্র দ্বারা সহসা পিষ্ট হইয়া কোন স্থানে যোধগণ হীনচেষ্ট হইয়া পড়িল। কোথাও চক্র ও ক্রকচাস্ত্রের আঘাতে অশ্ব, নর ও হস্তিগণ ছিন্ন হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে পরশু-অস্ত্রসমূহের অপে সমদ গজগণ নিপতিত হইল। কোথাও বা প্রবলপরাক্রম ভটগণ বৃহৎ যষ্টি লইয়া লম্ফ প্রদান করিল। ক্ষেপণীযন্ত্রমুক্ত পাষাণসমূহের নিপাতে পতাকা, রথ ও বৃক্ষসমূহ সম্পিষ্ট হইয়া গেল। যোধগণের শিরোভূষণ পদ্ম ও ছত্রসমূহ কঙ্কবাণ দ্বারা ছিন্নাগ্র হইল। কোথাও বা সন্নিহিত ছিন্নমূর্দ্ধা আসন্নমৃত্যু যোধগণের আলিঙ্গনে সম্মুখস্থ যোধগণ পতিত হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী জনগণ সম্পিষ্ট হইয়া গেল। কোন স্থানে হস্তিপকদিগের অঙ্কুশাঘাতে আহত হইলেও, যুদ্ধস্থিত বীরগণ তাহাদের হস্তিসমূহকে পরাঙ্মুখ করিয়া নিষ্কাশিত করিতে লাগিল। ৩১—৩৫। পরশু-অস্ত্রের আঘাতে কোথাও মত্তহস্তী নিপতিত হইল। কোথাও যুদ্ধবিশারদ বীরগণ পাশ অস্ত্র লইয়া স্বামি-বিয়োগে কাতর হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোথাও জনগণ বিপক্ষগণের ক্ষুরিকাস্ত্রের আঘাতে, বিদীর্ণকুক্ষি, ভিন্নহৃদয় হইয়া নিপতিত হইল। বীরগণ ত্রিশূল লইয়া, শঙ্করের ন্যায়, নৃত্য করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধারী যোধগণ মধুর অস্ফুটধ্বনি করত ধাবিত হইতে লাগিল। কোথাও যোধগণ ভিন্দিপালরূপ কেশর সমুন্নত করিয়া, সগর্ব্বে হুঙ্কারধ্বনি করত নৃসিংহবেশধারী নটের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে প্রবল যোধগণ মল্লগণের বজ্রমুষ্টি দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। বিক্ষিপ্ত পট্টিশ অস্ত্রসমূহ নভোমার্গে, শ্যেনপক্ষীর ন্যায়, উৎপতিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে বিপক্ষগণের অঙ্কুশাস্ত্র দ্বারা প্রবল বীরগণ, রথ, হস্তী, অশ্ব ও পতাকাসমূহ আকৃষ্ট হইল। কোথাও বা কুলাচলবৎ উন্নত শত্রুগণ হলযুক্ত কতক হত ও আহত হইতে লাগিল। ৩৬—৪০। তালতরুর ন্যায় উন্নত পুরুষগণ কুদ্দালাস্ত্র দ্বারা রণভূমি উন্মূলিত ও সমীকৃত করিল। শর শরধিনিক্ষিপ্ত বাণবর যতদূর যাইতে পারে, ততদূর যুদ্ধভূমি-বিস্তারার্থ লোকসমূহ ও পাষাণসমূহ উৎসারিত করিতে লাগিল। ক্রকচাস্ত্রের উভয় পার্শ্ব দ্বারা মত্তমাতঙ্গগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল। সংগ্রামরূপ উদূখলে মুষলাস্ত্র দ্বারা যোধগণ-রূপ তণ্ডুল চূর্ণ হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অস্ত্ররূপ শূর্প দ্বারা সৈন্যগণরূপ বিহঙ্গ বদ্ধ হইতে লাগিল এবং তাহারা নিক্ষিপ্ত

তরবারিধারী যোধগণ কর্তৃক খড়্গ দ্বারা বৈবস্বত-ভবনে নীত হইল। স্থানে স্থানে ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ যুদ্ধনিপতিত বীর যোধগণকে একে একে লইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধমৃত যোধগণ চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। কোথাও বা যোধগণ অঙ্গুষ্ঠনখ দ্বারা পুঙ্খাকর্ষণ-পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিল, তাহার শব্দের সহিত অস্ত্র শব্দ মিশ্রিত হওয়ায়, মরিচমিশ্র ব্যঞ্জনের ন্যায়, সুমধুর হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ কর্তৃক বিক্ষিপ্ত কুন্তাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যোধগণ আয়ুধ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সৈন্যনিক্ষিপ্ত কুন্তাগ্নির উত্তপ্ত অঙ্গারে কাহারও বা চক্ষু দগ্ধ হইতে লাগিল। কোথাও বা সৈন্যগণ কুদ্ধ করিয়া বিষবারি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে বিপক্ষ সৈন্যগণ বিশীর্ণ হইয়া গেল। স্থানে স্থানে বীরগণরূপ মেঘমালা নারাচ-অস্ত্ররূপ জল বর্ষণ করিতে লাগিল, কোথাও বা কবন্ধগণ ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল, কোথাও বা অচলাকার মাতঙ্গগণ বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। অতএব ঐ রণস্থল যেন কল্পান্তকালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪১—৪৭।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর যুদ্ধেচ্ছু রাজগণ, অন্যান্য যোধগণ, মন্ত্রিগণ ও আকাশমণ্ডলস্থ দর্শকবৃন্দের এইরূপ বাক্য শুনা যাইতে লাগিল—শূরগণের ছিন্নমস্তকে আকীর্ণ হওয়ায়, এই সংগ্রামভূমির নভোমার্গ, 'চলিতপদ্ম বিহঙ্গসমূহাচ্ছন্ন সরোবরের ন্যায় ও তারকারাজি-সমন্বিতের ন্যায় শোভিত হইতেছে। ঐ দেখ, বহমান সমীরণ রক্তবিন্দুনিকরে, সিন্দূরের ন্যায়, অরুণবর্ণ হওয়ায় মধ্যাহ্নকালে এই দিবাকরকিরণ ও মেঘমালা সন্ধ্যাকাল-বৎ লোহিতবর্ণ প্রতীত হইতেছে। (কোন ব্যক্তি মান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেছে) ভগবন! এ কি? সহসা আকাশ পলালময় (তৃণপুঞ্জময়) হইল কেন? (সে উত্তর করিল) না, ইহা পলাল নহে, ইহা বীরগণের বিক্ষিপ্ত শরনিকর। কেহ কেহ বীরগণকে কহিতেছে, এই রণভূমিতে যত রেণু রুধিরসিক্ত হইয়াছে, যুদ্ধহত বীরগণ তত সহস্র বৎসর স্বর্গে অবস্থান করিবেন। ১—৫। ওহে বীরগণ! তোমরা ভয় করিও না, ঐ যে নীলোৎপলদলকান্তি নিস্ত্রিংশ দেখিতেছ উহা নিস্ত্রিংশ নহে, উহা বীরদর্শনাগতা জয়লক্ষ্মীর নয়নবিভ্রম। নভশ্চরগণ কহিতেছে, হে বীরগণ! কন্দর্প দেব, তোমাদিগের আলিঙ্গনে উৎসুকা সুরসুন্দরীগণের নিতম্বস্থিত মেখলা (চন্দ্রহার) শিথিল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তোমাদের আগমনের আশায়, বিলোল-ভুজলতাশালী রক্ত-করপল্লব মধুগন্ধে সুরভিত নন্দনোদ্যানস্থ দেবগণ, মঞ্জরীর ন্যায়, সমদ-নয়নে দৃষ্টিপাত ও মধুরভাবে গান করত নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কামিনী যেমন দৃষ্টিবিলাসে প্রিয়তমকে নিহতপ্রায় করে, সেইরূপ এই সেনাপতি কঠিন কুঠার দ্বারা প্রতিপক্ষ সৈন্যকে নিহত করিতেছে। ৬—১০। কোন যোধ কহিতেছে, সূর্য্যগ্রহণ-সময় যেমন রাহুকে সূর্য্যের নিকটে লইয়া যায়, হায়! সেইরূপ মদীয় পিতার উজ্জ্বল-কুণ্ডল-সমেত মস্তক, অস্ত্র দ্বারা সূর্য্যের নিকটে নীত হইতেছে। (আবার কেহ কহিতেছে) ঐ দেখ, ঊর্দ্ধ-বাহু এক যোদ্ধা পাদবিলম্বী শৃঙ্খলা দ্বারা আবদ্ধ স্থূল পাষাণদ্বয়ের সহিত চিত্রদণ্ডনামক চক্রাস্ত্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে সবেগে, যমের ন্যায়, দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিতেছে এবং চতুর্দ্দিকে সৈন্যসংহার করিতেছে; আইস, আমরা যেমন আসিয়াছি, অমনি ফিরিয়া যাই। ঐ দেখ, রণাঙ্গনে তালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত কবন্ধগণ নৃত্য করিতেছে, উহাদের সদ্যোনিকৃত্ত মস্তকের গর্ত্তে কঙ্কপক্ষিসমূহ রক্তপানার্থ বসিতেছে। দেবগণের সভাতেও পরস্পর কথোপ-কথন হইতে লাগিল,—কোন্ বীরগণ কখন কিরূপে লোকান্তর-গত হইবে? ১১—১৫। হায় হায়, ঐ সেনাগণ, নদীর ন্যায়, মৎস্য-মকরব্যূহ সমেত আসিতেছিল, সহসা বিষম যোদ্ধা আসিয়া সাগরের ন্যায়, উহাদিগকে গ্রাস করিল। করিগণের গণ্ডদেশে নারাচ অস্ত্র-সমূহের ধারা পতিত হওয়ায়, বোধ হইতেছে, যেন পর্ব্বত-শিখরে স্থূল বারিবিন্দু বৃষ্টি হইতেছে। কুন্তাস্ত্রে ছিন্নমস্তক যেন কোন ব্যক্তি 'হায়, কুন্তাস্ত্রে আমার মস্তক লইয়া গেল" এই বলিতে বলিতে তাহার মস্তক আকাশে উড্ডীন হইয়া, স্বর্গীয় উৎসব সন্দর্শনে "আমার মস্তক জীবিত আছে" এই প্রকার বিহগের ন্যায় শব্দ করিল। ঐ যে সৈন্য আমাদিগের প্রতি যন্ত্রপাষাণ নিক্ষেপ করিতেছে, উহাকে বলপূর্ব্বক শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। ১৬—১৯। ঐ দেখ স্বামীর যুদ্ধাগমনের পূর্ব্বে পতিব্রতা বীরনারী দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গের অপ্সরা হইয়া অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে তাহার স্বামী রণে দেহত্যাগ করিয়া, দেবভাবাপন্ন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছে। ঐ কুন্তাস্ত্রসমূহ আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত স্বর্গপর্য্যন্ত এইরূপভাবে বিকীর্ণ হইতেছে, যেন বীরগণের স্বর্গে আরোহণের সোপানপঙক্তি হইয়াছে। ঐ যে কামিনীকে স্বর্গে বিভূষিতাঙ্গ যুদ্ধহত স্বামীর বক্ষঃস্থলে মৃত দেখিয়াছ, এক্ষণে সে দেবনারী হইয়া স্বর্গে ভর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছে। যোধগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছে,—হায়! হায়! মহাপ্রলয়কালে সাগরতরঙ্গে সুমেরুগিরি যেমন আহত হয়, সেইরূপ বিপক্ষ যোধগণ দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা আমাদের সৈন্যগণকে আহত করিতেছে। হে মূঢ়গণ! সম্মুখে গিয়া যুদ্ধ কর, অর্দ্ধমৃত ব্যক্তিগণকে অপসারিত কর। হে অধমগণ! কর কি? এই আত্মীয়গণকে পদদলিত করিতেছ কেন? (অন্তরীক্ষে নভশ্চরগণ কহিতেছেন) ঐ দেখ, ভটগণ দিব্যশরীর প্রাপ্ত হইয়া কেশ-বন্ধনব্যগ্রা উৎকণ্ঠিতা অপ্সরাগণের পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। যুদ্ধহত বীরগণ আসিলে অপ্সরাগণ বলাবলি করিতেছে, ইনি দূর হইতে আসিয়াছেন, ইহাঁকে বিকাসি-সুবর্ণপদ্মসমন্বিত সুস্বচ্ছায় তটীতে লইয়া গিয়া শীতল-সলিল ও ব্যজনানিল দ্বারা সুস্থ কর। ২০—২৬। নভশ্চরগণ কহিতেছে, ঐ দেখ, বিবিধ অস্ত্র দ্বারা বিচূর্ণিত অসংখ্য নরাস্থি আকাশে উত্থিত হইয়া কণৎ কণৎ শব্দ করত বিসারী তারকারাজির ন্যায়, শোভিত হইতেছে। ঐ আকাশে জীবন-বাহিনী নদীর প্রবাহিত শরনিকররূপ জলের মধ্যে চক্ররূপ আবর্ত্তসমূহ এইরূপ ঘূর্ণিত হইতেছে যে, উহাতে পর্ব্বত সকলও পতিত হইলে ধূলিরূপে পরিণত হইয়া পঙ্কিলভাব ধারণ করে। আকাশে গ্রহপথে বীরভূপালগণের মস্তকসমূহ পদ্মের ন্যায় ভ্রমণ করায়, নভোমণ্ডল বিচলিত-পদ্মসরোবরের সাম্য ধারণ করিয়াছে। কারণ আয়ুধকিরণরূপ লতাজালে অসিদলরূপ কণ্টকসমূহ সংলগ্ন হইয়াছে। পতাকাপট্ট ঠিক মৃণালের ন্যায় হইয়াছে, শিলীমুখ (ভ্রমর ও বাণসমূহ) ভ্রমণ করিতেছে। পর্ব্বতে পিপীলিকা যেমন লীন থাকে ও কান্তমুখে কামিনী

যেমন বিলীন থাকে, ঐ দেখ সেইরূপ রাশীকৃত মৃত হস্তিসমূহের মধ্যে যুদ্ধভীরু ব্যক্তিগণ বিলীন অর্থাৎ পলায়িত রহিয়াছে। ঐ দেখ, বিদ্যাধররমণীদিগের অলকোল্লাসী অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যশালী প্রিয়তমের সমাগমসূচক সমীরণ বহিতেছে। ২৭—৩২। ছত্রসমূহ উড্ডীন হওয়ায় নভোমণ্ডল চন্দ্রময় হইয়াছে। বোধ হইতেছে, যেন বিজয়ী বীরগণের মূর্ত্তিমান্ কীর্ত্তিচন্দ্রেই গগনতল ঐরূপ শ্বেতছত্র-সঙ্কুল দেখাইতেছে। ঐ দেখ, আহত ভটগণ মরণরূপ মূর্চ্ছার অবসানেই নিজকর্ম্মরূপ শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত অমরদেহ, স্বপ্নলব্ধ পুরীর ন্যায়, নিমেষমধ্যে লাভ করিতেছে। আকাশ-সাগরের মধ্যে শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও চক্র অস্ত্রসমূহের বর্ষণে ঐ আকাশ-সাগর যেন মৎস্যমকরসঙ্কুল ও অসন্তোষশীল ব্যক্তির ন্যায় ব্যগ্র অর্থাৎ চঞ্চল হইতেছে। শরনিকর দ্বারা কর্ত্তিত শ্বেতচ্ছত্রসমূহ, কলহংসশ্রেণীর ন্যায়, আকাশে উত্থিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন আকাশ লক্ষ লক্ষ পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলে আবৃত। আকাশে উড্ডীন চামরসমূহ বায়ুচালিত তরঙ্গমালার সুষমা ধারণ করিয়াছে। ৩৩—৩৭। হেতি অস্ত্রে বিদলিত ছত্র, চামর ও পতাকানিচয় আকাশে উত্থিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন আকাশরূপ ক্ষেত্রে যশোরূপ শালিধান্যপঙ্ক্তি বপন করা হইয়াছে। হে ক্ষেমাস্পদগণ! ঐ দেখ, ঐ যে শক্তি-অস্ত্রসমূহ আকাশে আসিতেছিল শলভে (পঙ্গপালে) যেমন শস্য-শোভা নষ্ট করে, সেইরূপ ক্ষণকালমধ্যে ঐ শক্তিসমূহ শরবর্ষণে বিনষ্ট হইতেছে। বাহুদণ্ড প্রসারিত করিয়া যোদ্ধা কর্ত্তৃক বর্ম্মাচ্ছাদিত বিপক্ষদেহে খড়্গাঘাত করায় ঐ যে ছটাৎ করিয়া শব্দ হইল, উহা মৃত্যুরই হুঙ্কারধ্বনি। এই জনসমূহের ক্ষয়কালে হেতি অস্ত্ররূপ-কল্পান্তবায়ু দ্বারা আহত ঐ নাগগণ, পর্ব্বতের ন্যায়, দন্তরূপ নির্ঝরবারি বিসারিত করত ভগ্ন (মৃত্যু বিদীর্ণ) হইয়া যাইতেছে। হায় হায়, ঐ রথসমূহ নায়ক, সারথি, অশ্ব ও চক্রের সহিত রক্তরূপ মহাহ্রদে নিমগ্ন হইয়া রুদ্ধগতি হওয়ায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। খড়্গাঘাতে যোধগণের কর ও বর্ম্ম হইতে যে টঙ্কার ধ্বনি নির্গত হইতেছে, উহা টঙ্কারধ্বনি নহে, কালরাত্রি নৃত্য করত রণবীণা বাজাইতেছেন, তাহারই ঐ শব্দ। ৩৮—৪৩। নিহত নর, হস্তী ও বাজী হইতে যে রক্তপ্রবাহ গলিত হইতেছে, ঐ দেখ, ঐ রক্তবিন্দুসিক্ত বায়ুতে চতুর্দ্দিক্ লোহিতবর্ণ হইয়া গেল। অস্ত্রসমূহের কিরণে ব্যোমমণ্ডল জলদময় ও ভগবতী কালীর কেশকলাপের ন্যায়, শ্যামল হইয়াছে। ঐ আকাশে কলিকাকার শরসমূহ, পুষ্পমালার ন্যায়, উন্মীলিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন মেঘে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে। সমুদয় ভূতল ও অস্ত্ররাশি রক্তাক্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন জগৎ অগ্নিময় হইয়া গিয়াছে। যোদ্ধগণের হস্ত হইতে ভুষুণ্ডী, শক্তি, শূল, অসি, মুষল ও প্রাস অস্ত্রসমূহ পরস্পর ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। স্বপ্নযুদ্ধসদৃশ সেই যুদ্ধ আমার দৃষ্টিগোচর হইল। স্বপ্নযুদ্ধের বীরগণ প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াহীন একমাত্র বীররূপী, জাগ্রদবস্থায় সেই স্বপ্নবীরগণের বিনাশক রাক্ষসী মায়ার ন্যায় সেই যুদ্ধচেষ্টাও অলীক। আবেশবশে সে অবস্থায় আত্মপ্রজ্ঞার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তদ্রূপ এই যুদ্ধের এক পক্ষের বীরগণ নিঃস্পন্দ এবং বিপক্ষের কোন প্রধান বীর তাহাদিগকে অধিকতর প্রহার করিতেছে, এজন্য সেই বীরবরের কার্য্য রাক্ষসীমায়াসদৃশ, অন্যান্য যোদ্ধৃগণের বুদ্ধিও ক্রোধাবিষ্ট। এই রণস্থল হইতে অনবরত পরস্পর প্রহারনিবন্ধন ঝন্‌ঝন্ শব্দ নির্গত হওয়ায়, বোধ হইতেছে, যেন রণভৈরব, জনক্ষয়ে হৃষ্ট হইয়া গান করিতেছে। চতুর্দ্দিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্ত্রসমূহ পতিত হওয়ায় এই রণসমুদ্র যেন বালুকাময় হইয়া গিয়াছে এবং এই রণসমুদ্রে ছিন্নভিন্ন ছত্রসমূহ তরঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ৪৪—৫০। চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত রণতূর্য্যের সুমধুর নিনাদ-প্রতিধ্বনিতে দিক্‌পাললোক পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিতেছে। এই সংগ্রামস্থানরূপপর্ব্বত পরস্পর প্রতিকূলভাবে প্রচলিত উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণরূপ পক্ষদ্বয় দ্বারা, প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়ায়, যেন আকাশে উড়িতে প্রবৃত্ত হইতেছে। বাণসমূহ বিপক্ষদিগের বর্ম্মে পতিত হইয়া বিফল হওয়ায়, বীরগণ পরস্পর বলিতেছে,—"হায় হায়, ক্রেঙ্কার-রবে ধনুর্জ্যা হইতে নিঃসৃত আমাদের শরনিকর অতিকঠিন বিপক্ষদিগের বর্ম্ম ভেদ করিতে পারিতেছে না, পরন্তু ঐ বর্ম্মে আঘাতে বিদ্যুচ্ছটায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হওয়ায় তপ্ত হইয়া অবশেষে পর্ব্বতশিলা ভেদ করিতেছে। যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত কোন ব্যক্তি তাদৃশ কোন বন্ধুকে কহিতেছে,—"হে যুদ্ধবিশ্রান্ত মিত্র! জ্বলদনলসদৃশ ঐ শরনিকর আসিয়া যাবৎকাল-মধ্যে আমাদের শরীর ভেদ না করে, তাহার মধ্যেই সত্বর আইস, আমরা পলায়ন করি। এই চতুর্থ প্রহর যমদিনবৎ লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত, এক্ষণে আমাদের আর থাকা উচিত নহে। আমার হিতকথা শ্রবণ কর। ৫১—৫৩।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! সেই সংগ্রামসাগর ক্রমশঃ উদ্ধত ও ভীষণ হইয়া উঠিল, উর্ম্মিমালার ন্যায় তথায় অশ্ব সকল সঞ্চলিত হইতে লাগিল। সেই সংগ্রামসাগরে ছত্রসমূহ ফেনপটলের ন্যায়, শুভ্র শরনিকর শফরীসমূহের ন্যায় ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ মহা তরঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বিবিধ আয়ুধরূপ নদীপ্রবাহ ঐ সাগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে নিপতিত সৈন্যসমূহ আবর্ত্তবৎ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ঐ সাগরের অভ্যন্তরবর্ত্তী মাতঙ্গগণ, মন্দরাদি পর্ব্বতের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। ঘূর্ণমান চক্রসমূহরূপ আবর্ত্তের মধ্যে নিপতিত ছিন্ন মুণ্ডসমূহ আবর্ত্তপতিত তৃণের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ধূলিসমূহ-মেঘজালে খড়্গপ্রভারূপ সলিল পান করিতে লাগিল। মকরব্যূহের অভ্যন্তরে পতিত হইয়া ভটগণরূপ তরণিসকল ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন হইতে লাগিল (মকরব্যূহ—ভটগণপক্ষে বিপক্ষদিগের সেনা-সন্নিবেশ। নৌকাপক্ষে জলজন্তুসমূহ)। ভীষণ গুড়ু গুড়ু রবে মেঘ-কন্দর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ১—৫। মীনব্যূহ ভেদ করিয়া শরসমূহরূপ ডিম্ব বিনির্গত হইতে লাগিল (মীনব্যূহ—শরপক্ষে মৃতজনসমূহ। ডিম্বপক্ষে মৎস্যসমূহ। মৎস্যডিম্ব উদর ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া থাকে)। খড়্গতরঙ্গমালার আঘাতে পতাকারূপ তরঙ্গমালা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। শস্ত্ররূপ জলপ্রবাহ স্থানে স্থানে মেঘের ন্যায়, কুণ্ডলাকার আবর্ত্তরূপে পরিশোভিত হইতে লাগিল। ক্রোধান্ধ সৈন্যগণ, তিমি ও তিমিঙ্গিল প্রভৃতি ভীষণ মৎস্যের ন্যায়, ঘন ঘন বিচরণ করিতে লাগিল। লৌহকঞ্চুকাবৃত সৈন্যগণরূপ

সলিলরাশিতে সেই স্থান ভীষণ হইল। শত শত কবন্ধরূপ আবর্ত্তরাজির মধ্যে সৈন্যাদির অলঙ্কারসমূহ শোভিত হইতে লাগিল। শরনীকরনীহারে দিক্ সকল অন্ধকারাবৃত হইল। তত্রত্য ভীষণ ধ্বনিতে অন্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে পারিল না। সৈন্যগণের ছিন্ন মস্তক সকল এই মহার্ণব হইতে শীকরনিকরের ন্যায় উর্দ্ধগত ও অধঃপতিত হইতে লাগিল এবং চক্রব্যূহরূপ আবর্ত্তের মধ্যে ভটরূপ কাষ্ঠ সকল পরিভ্রান্ত হইতে লাগিল। ৬—১০। শব্দায়মান প্রতিযোদ্ধার কোদণ্ডরূপ সর্পশরীরের ছেদনে যোদ্ধাগণ ব্যাপৃত হইল। সৈন্যবাহুল্য দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল, যেন পাতাল হইতে এই সৈন্যতরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। এই সংগ্রাম-সাগর অনবরত গতায়াতকারী পতাকা ও ছত্র দ্বারা ফেনযুক্ত হইয়াছিল। রক্তনদীর স্রোত বহিতেছিল, যোদ্ধাগণ রথরূপ ক্রমে আরোহণ করিয়াছিল। গজপ্রতিম সমুদ্গত মহারুধির সকল বুদ্বুদাকার ধারণ করিয়াছিল। সৈন্যপ্রবাহে অশ্ব ও হস্তিরূপ জলচরগণ বিচরণ করিতে লাগিল। সেই সংগ্রাম দর্শকবৃন্দের গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, আশ্চর্য্যকর হইল। প্রলয়কালীন ভূকম্পে অচলগণ যেরূপ কম্পিত হয়, তদ্রূপ ঐ রণসাগর কম্পিত হইতে লাগিল। তখন বিহঙ্গরূপ তরঙ্গমালা প্রবাহিত করিসমূহরূপ পর্ব্বতশৃঙ্গে পতিত ও ভীত সৈন্যরূপ ভীরু মৃগগণের ঘুরঘুর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।১১—১৫। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শরসমূহরূপ শলভগণ দ্বারা সৈনিকগণ ভঙ্গুরপ্রায় হইল। তুরঙ্গরূপ শরভ সকল সেই স্থানে সন্তরণ করিতে লাগিল। শরধারী যোধমণ্ডল, বনসঙ্কুল ভূমির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রচলিত দ্বিরেফগণের নিনাদ-বাদ্যধ্বনিতে পর্ব্বতগুহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তথায় সৈন্যগণরূপ মেঘসমূহ ও যোদ্ধগণরূপ সিংহগণ বিচরণ করিতে লাগিল। ধূলিপটলরূপ জলদজাল বিস্তৃত, সৈন্যরূপ পর্ব্বতসমূহ বিগলিত, মহারথের অঙ্গসমূহ নিপতিত, কোন স্থানে খড়্গমণ্ডল পতিত, কোথাও বা সৈন্যগণের পদরূপ কুসুমসমূহ পতিত, কোথাও পতাকা ও ছত্ররূপ বারিদমণ্ডল সমুত্থিত এবং কোথাও রক্তনদীপ্রবাহে বারণগণ চীৎকার করত পতিত হইতে লাগিল। সেই সমররূপ প্রলয়কাল জগৎকবলনে উদ্যত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ ধ্বজ, ছত্র, পতাকাযুক্ত রথসমূহে বিধ্বস্ত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। ১৬—২০। নিপতিত নির্ম্মল অস্ত্র সকল প্রদীপ্ত সর্পবৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল। আহত যোদ্ধগণের কঠিন জীবনতাপে সকলের মানস সন্তপ্ত হইতে লাগিল। কোদণ্ডরূপ পুষ্কর ও আবর্ত্তনামক মেঘ হইতে অনবরত শররূপ বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। খড়্গসমূহের উজ্জ্বল কান্তিতে অম্বরপ্রদেশ বিদ্যুন্ময় হইয়া উঠিল। আহত ব্যক্তির রক্তসমুদ্রে মাতঙ্গরূপ কুলাচলগণ নিপতিত, শোণিত-বিন্দুরূপ তারকানিকর নভোমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ ও পতিত হইতে লাগিল। অস্ত্ররূপ কল্পাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া সৈন্যগণ লোকান্তরে গমন করিতে লাগিল, ভূতল ও নির্ম্মল ভূধরগণ অস্ত্রবর্ষরূপ বজ্র দ্বারা আচ্ছন্ন হইল। গজরাজ ও গিরিগণের পতন দ্বারা লোকগণ পিষ্ট হইতে লাগিল। শরধারা ও সৈন্যরূপ মেঘে মহী ও নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। ক্রমে মহা সৈন্যরূপ অর্ণবের সংক্ষোভ দ্বারা মহা সংঘট্ট উপস্থিত হইল। পরস্পর আঘাতে প্রবৃত্ত অসংখ্য শরনিকরে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কল্পান্তকালীন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা জলচর সর্পগণ সবেগে উত্থিত হইয়া সমুদ্রস্থ পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, শূল, অসি, চক্র, গদা, ভুষুণ্ডী ও প্রাস প্রভৃতি প্রদীপ্ত অস্ত্রগণ পরস্পর পরস্পরকে বিদলন করত শব্দ করিতে করিতে দশ দিকে ভ্রমণ করত প্রলয়বায়ু-চালিত পদার্থ-সমূহের শোভা ধারণ করিতে লাগিল। ২১—২৮

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব। অনন্তর সংগ্রামস্থলে শরসমূহ শৃঙ্গপ্রমাণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল, ভীরু যোদ্ধাগণ পরাজিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। শৈলাকারে পতিত মাতঙ্গগণের শবসমূহরূপ অম্বুদরাজি এক্ষণে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিল, কেননা যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচগণ সেই রুধিরার্ণবে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তখন ধন্য ও সৎ-স্বভাবসম্পন্ন, বল ও সত্ত্ব গুণে বিভূষিত, অপরাঙ্মুখ, বিশুদ্ধ কুলের উজ্জ্বলকারী বীরগণ মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরকে অভিভব করিতে উদ্যত হইয়া, আপগাপ্রবাহের ন্যায়, মিলিত হইল। যেমন সমুদ্রতরঙ্গ গর্জ্জন করত পরস্পর মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই রণক্ষেত্রে মাতঙ্গগণ মাতঙ্গসমূহের সহিত ও অশ্ব অশ্বগণের সহিত মিলিত হইল, দেখিলে বোধ হয়, যেন অরণ্য-পরিবৃত পর্ব্বত প্রতিপর্ব্বতের সহিত বলদর্পে মিলিত হইয়াছে। নরসৈন্যগণ অস্ত্র ধারণ করত, বায়ুচালিত বেণুসমূহের ন্যায়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দৈব নগর দ্বারা যেমন আসুর নগর নিষ্পেষিত হয়, তদ্রূপ বীরগণের রথসমূহ দ্বারা রথসমূহ নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। ১—৮। ধনুর্মুক্ত বাণসমূহ আকাশে উত্থিত হইয়া, অপূর্ব্ব বারিদের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধনুর্দ্ধরগণের পতাকিনীগণ আকাশদেশ আচ্ছাদিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোমলপ্রকৃতি যোদ্ধগণ বিষম আয়ুধযুদ্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, পলায়ন করিলে পর, রণরূপ প্রলয়াব্ধিস্থলে মিশ্রিত হইয়া চক্রধারিগণ চক্রধারীর সহিত, ধনুর্ধারিগণ ধনুর্ধারীর সহিত, খড়্গধারিগণ খড়্গধারীর সহিত, ভুষুণ্ডী-অস্ত্রধারী ভুষুণ্ডী-অস্ত্রধারীর সহিত, মুষলধারী মুষলধারীর সহিত, কুন্তধারী কুন্তধারীর সহিত, ঋষ্টিধারী ঋষ্টিধারীর সহিত, প্রাসপাণি প্রাসধারীর সহিত, মুদ্গরী মুদ্গরধারীর সহিত, গদাধারী গদাধারীর সহিত, শক্তিধারী শক্তিধারীর সহিত, শূলবিশারদগণ শূলধারীর সহিত, পরশুধারী পরশুধারীর সহিত, লকুটধারী লকুটীর সহিত, উপলধারী উপলীর সহিত, পাশধারী পাশপাণির সহিত, শঙ্কুধারী শঙ্কুধারীর সহিত, ক্ষুরিকাধারী ক্ষুরিকাধারীর সহিত, ভিন্দিপালধারী ভিন্দিপালীর সহিত, বজ্রধর বজ্রীর সহিত অঙ্কুশযুদ্ধনিপুণ অঙ্কুশবানের সহিত, হলধারী হলধরের সহিত, ত্রিশূলধারী ত্রিশূলীর সহিত এবং শৃঙ্খলাজালধারী শৃঙ্খলাযুধের সহিত, প্রলয়ক্ষুভিত সাগরতরঙ্গ-মালার ন্যায়, বিক্ষুব্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভ্রাম্যমাণ চক্রসমূহ যাহার আবর্ত্ত, বিক্ষিপ্ত শরসমূহ যাহার শীকরযুক্ত বায়ু, ভ্রমণশীল হেতি সকল যাহার মকর, উৎফুল্ল আয়ুধ সকল যাহার কল্লোল এবং শিরাসমূহ যাহার জলচর জন্তু, দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালস্থিত সেই রণমহাসমুদ্র তখন অমরগণেরও দুস্তর হইয়া উঠিয়াছিল। ৯—১৯। যাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, শৌর্য্য, অস্ত্র, অশ্ব, রথ ও ধনু এই অষ্টক সংগ্রাম-সহায় অপ্রতিহত; সেই দুই পক্ষীয়

যোধগণ সমান অর্দ্ধভাগে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কুপিত হইলে, সিন্ধুরাজ ও বিদূরথ রাজদ্বয়ও নিজ নিজ সৈন্যের আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। হে রাঘব! এই সময়ে লীলানাথ ও পদ্মের সাহায্যার্থ পূর্ব্বদিক্ হইতে এই যে বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন, ইহাদিগের জনপদ-নাম শ্রবণ কর। পূর্ব্বদিক্ হইতে কোশল, কাশী, মগধ, মিথিলা, উৎকল, মেকল, কর্কর, মুদ্র, সংগ্রামগৌণ্ড মুখ্যাহিম, রুদ্রমুখা, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ্জ্যোতিষ, বাজিমুখ অম্বষ্ঠ, নিষাদ, বর্ণকোষ্ঠ সবিশোত্র, আমমীনাশন, ব্যাঘ্রবক্ত্র, কিরাত, সৌবীর, একপাদক, মাল্যবান্ পর্ব্বত, শিবি, আঞ্জন বৃষলধ্বজ ও পদ্মাপ্ত, এই সকল দেশবাসী নৃপগণ আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-দক্ষিণ হইতে বিন্ধ্যাদিবাসিগণ, চেদিগণ, বৎস ও দশার্ণ দেশবাসিগণ, অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, জঠর, বিদর্ভ, মেকল, শবরানন, শবরবর্ণ, কর্ণ, ত্রিপুরপুরক, কণ্টকস্থল, পৃথগ্দ্বীপ, কোমল, কর্ণান্ধ্র চৌলিক, চার্ম্মণ্বত, কাকক, হেমকুড্য, শ্মশ্রুধর, বলিগ্রীব, মহাগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা, ও নালিকেরীবাসী বীরগণ আসিয়াছিলেন। ২০—২৯। অনন্তর লীলানাথের দক্ষিণদিক্ হইতে এই নৃপগণ আসিয়াছিলেন,—বিন্ধ্য কুসুমাপীড় মহেন্দ্র, দর্দ্দুর, মলয়, সূর্য্যবাদ, সমৃদ্ধ গণরাজ্য, অবন্তী, হাসবতী, দশপুর-কথাচক্র রেবিক, আতুর, কচ্ছপ বনবাসোপগিরি, ভদ্রগিরি, নাগর, দণ্ডক গণরাষ্ট্র, নূরাষ্ট্র, সাহ্য, শৈব, ঋষ্যমূক কর্কোট, বনবিম্বিল, পম্পানিবাসী, কৈরকগণ, কর্কবীরকগণ, স্বৈরিকগণ বাসিকগণ, ধর্ম্মপত্তন, পক্তিকগণ, কাশিক, ত্র্যম্বকস্থল, যাদগণ, তাম্রপর্ণক, গোনর্দ্দ, কণক, দীনপত্তন তাম্রীক, দন্তর, কৌর্য, সহকার, ঞ্ণক, বৈতুণ্ডক, তুম্বল, লাজীনদ্বীপ, কণিক, কর্ণিকাভ, শিবি, কোঙ্কণ, চিত্রকূটক, কর্ণাট, মণ্টবটক, মহাকটকিব, অন্ধ্রকোলগিরি, অচলান্তক, বিবেষিক, দেবনক, ক্রৌঞ্চবাহ, শিলাকারোদ, তোনন্দ মর্দ্দল, মলয় নামক চিত্রকূটশিখর এবং লঙ্কাস্থিত রাক্ষসগণ। ৩০—৩৯। অনন্তর দক্ষিণ দিক্ হইতে যে রাজগণ আসিয়াছেন, তাহাদের নাম যথা—মহারাজ্য সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, সৌবীর, শূদ্র, আভীর, দ্রবিড়, কীকট, সিদ্ধখণ্ড, কালিরুহ, হেমগিরি, (শৈল) রৈবতক, জয়কচ্ছ, ময়বর, যবন, বাহ্লীক, মার্গণ, আবস্ত, তুম্ব, তুম্বক, লাজগণ ও তক্রা গিরিবাসী এবং সমুদ্রতটবাসী অসংখ্য লীলাপতির পক্ষীয় নৃপগণ সমাগত হইল। রাঘব! অনন্তর পশ্চিম দিক্ হইতে আগত লীলানাথের প্রতিপক্ষ বীরগণ ও তত্তদ্দেশসমূহ শ্রবণ কর। পশ্চিমদিকস্থ তাঁহাদের অধিষ্ঠিত মহাপর্ব্বতের বিবরণ অগ্রে বলিতেছি,—মণিমান্, কুরার্পণ, বনোকহ, মেঘভব ও চক্রবাড় পর্ব্বত, এই সকল পর্ব্বতবাসী বীরগণ ও পঞ্চজন, কাশ, ব্রহ্মচয়, অন্তক, ভারক, পারক, শান্তিক, শৈব্য রমরক ছায়া, গুহক, নিয়ম, হৈরক, মুহগার, তাজিক, হূণক, কতকদ্বয়ের পার্শ্বস্থ কর্ক, গিরিপর্ণ, ধর্ম্মমর্য্যাদাত্যাগী অধম ম্লেচ্ছজাতি ও বিশতযোজন পরিমিত জনপদ-ভূমি, তৎপরবর্ত্তী মহেন্দ্র পর্ব্বত, মুক্তামণিময়-অবনি শঙ্খ পর্ব্বতযুক্ত রথাশপর্ব্বত, ভীম মহার্ণব এবং তত্তটবর্ত্তী পারিপাত্রগিরি। ৪০—৫০। পশ্চিমোত্তর দিগ্ভাগে পার্ব্বত্য-প্রদেশ, তথা হইতে বেণুপতি, উৎসবশালী নরপতি, ফল্গুনক, মাণ্ডব্য, অনেকনেত্রক, পুরুকন্দ, পার, ভানুমণ্ডলভাবনা, বনিজ, নলিনদেশস্থ দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ শ্মশ্রু ও বাহুবিশিষ্টগণ, রম, তনিক, গুরুহ, ও লুহদেশীয়গণ এবং গোরূপাপত্যভোজী স্ত্রীরাজ্যদেশীয়গণ আসিয়াছিলেন। উত্তরদিক্ হইতে হিমবান্, ক্রৌঞ্চ, মধুমান্, কৈলাস, বসুমান্ ও মেরু এবং তাহাদের প্রত্যন্ত-পর্ব্বতবাসী রাজগণ, মবরার, মালব ও শূরসেনীয় যোদ্ধাগণ, ত্রিগর্ত্ত, একপাৎ, ক্ষুদ্র, মবল, স্বর্ণবাসী জনগণ, অচুল্য প্রবল, শাক, ক্ষেমমূর্ত্তি, দশধান, ধানদ, সরক, বাটধানক, অন্তরদ্বীপ ও গান্ধারদেশীয় জনগণ, অবন্তিপুরগণ, তক্ষশিলা, উবীলগোধনী, বিখ্যাত পুষ্করাবর্ত্ত যশোবতী মহী, নাত্তিমতি, তিক্তকালবর, কাহকনগর, সুরভূতিপুর, রতিকাদর্শ, অন্তরাদর্শ, পিঙ্গলপাণ্ড্য, যমুনাবাসী যাতুধানকগণ, হেমতারদেশীয় স্বস্বমুখমানবগণ, হিমবান্, বসুমান্, ক্রৌঞ্চ, কৈলাস-পর্ব্বতের অধিত্যকাবাসী জনগণ এবং তদনন্তর অশীতিশতযোজনপরিমিত জনপদভূমি হইতে বীরগণ আসিতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ব্বোত্তর দিগ্বর্ত্তী জনপদের নাম শ্রবণ কর, ক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি। কালুতা, ব্রহ্মপুত্র, কুলিন্দ, খদিন, মালব, রন্ধ্ররাজ্য, বনরাজ্য, কেড়বস্ত সিংহপুত্র, সাবক, আপলবহ, কাশ্মীর, দরদ, অভিসার, জর্ব্বোক, পলোল, কুবিকৌতুক, কিরাত, যামুপাত, স্বর্ণমহী, দেবস্থল, উপবনভূমি, শ্রীসম্পন্ন বিশ্বাবসুর উত্তম মন্দিরভূমি, কৈলাসভূমি, মধুবন, শৈল এবং বিদ্যাধর ও অমরগণের বিমানসদৃশ ভূমি হইতে যোদ্ধৃগণ সমবেত হইয়া লীলানাথের প্রতিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। ৫১—৬৭॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! সেই হত বিধ্বস্ত নরবারণসঙ্কুল রণস্থলে, যোধগণ অহমহমিকায় আগ্রহসহকারে অগ্রগামী হইয়া পাবকে শলভবৎ ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। এই স্থলে লীলানাথের পক্ষীয় মধ্যদেশবর্ত্তী বীরগণের নাম পূর্ব্বে বলা হয় নাই, হে রাঘব! এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর। তদ্দেহিক, শূরসেন, গুড়, আখাদ্যনায়ক, উত্তম জ্যোতিষ্ক, মদমধ্যমিকাদি, শালুক, কেদ্যমাল, দৌর্জ্জেয়, কপিঞ্জায়ন, মাণ্ডব্য, পাণ্ডানগর, সৌগ্রীব, গুরুগ্রহ, পারিপাত্র, সুরাধ্র, যামুন, উডুম্বর, রাজানামা, উজ্জিহান, কালকোটী, মাথুর, পাঞ্চালদেশস্থ ধর্ম্মারণ্য এবং তাহার উত্তর-মধ্যস্থিত জনপদবাসিগণ, পাঞ্চালক, কুরুক্ষেত্র, সারস্বত জনপদগণ। অবন্তীবাসীর রথসমূহ, কুন্তি ও পাঞ্চনদদেশীয় বীরগণের তাড়নে কম্পিত হইয়া মহাগিরি-প্রপাতে গিয়া পড়িল। ও ব্রহ্মাসন জনপদবাসিগণ, বস্থিবতীদেশীয়কর্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ও মত্তহস্তী দ্বারা বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। ১—৯। বাণকিত্তিজ্ঞিগণ কর্তৃক দশপুরবাসী বীরগণ শস্ত্র দ্বারা ভিন্নোদর ও ছিন্নগ্রীব হইয়া পলায়ন করত শতযোজনব্যাপী হ্রদে নিমজ্জিত হইল। রাত্রিকালে যোধগণের বিদীর্ণ-উদরনিঃসৃত অন্ত্রতন্ত্রীসমূহ পিশাচগণ কর্তৃক চর্ব্বিত হইল, তৎস্থান শ্মশানময় হওয়াতে লোকের অগম্য হইয়া উঠিল। রণজলক্ষিত ভদ্রগিরিবাসী বীরগণ গভীর নিনাদ করত মদ্রগদেশীয় বীরগণকে কূর্ম্মবৎ কৌশিপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হৈহয়দেশীয় বীরগণ কর্তৃক দক্ষিকানগরবাসী মহাশস্ত্রবিদ্রাবণকারী বীরগণ বিদ্রাবিত ও রক্তাক্তদেহ হইয়া, বাতপ্রমী হরিণের ন্যায়, পলায়ন করিল। শত্রুদলনকারী দরদদেশীয় বীরগণ দীর্ঘ-

দিগের দন্ত দ্বারা বিদারিত হইয়া রক্ত-মহাসরিতের স্রোতে বৃক্ষ-পল্লবের ন্যায় ভাসিয়া গেল। চীনদেশীয় বীরগণ নারাচ অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া জীর্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়া তারভূত দেহসমূহ জলধিতে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। নলদেশীয় বীরগণ কর্ণাট-দেশীয় সুভটগণের কুন্তাস্ত্রে ছিন্নগ্রীব হইয়া, তারকানিকরের ন্যায়, ভগ্ন হইতে লাগিল। দাশক ও শকদেশীয় বীরগণ করীন্দ্র ও মকরসমূহের বেগে বিক্ষতাস্ত্র হইয়া কেশাকেশি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দশার্ণগণ, পাপদেশীয়-যোধগণ-বিমুক্ত শৃঙ্খল জালের ভয়ে বেতস-বনাশ্রয়ী তিমি-মৎস্যের ন্যায় রক্ত-জম্বালে নিলীন হইয়া রহিল। তঙ্গণদেশীয় যোধগণ, শত শত অসি ও শঙ্কু অস্ত্র দ্বারা গুর্জ্জরী সৈন্য ধ্বংস করিয়া গুর্জ্জরীদিগের দেশলুণ্ঠন করিল। অম্বুদপ্রভার ন্যায় হেতিপ্রভা-সম্পন্ন নিগড়দেশীয় যোধগণ, শরধারা দ্বারা বনরূপ গুহদেশীয় বীরগণকে অভিষিক্ত করিল। ১১—২০। শত্রুগণের মণ্ডলোদ্যত ভুষুণ্ডী অর্কমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করত আভীরদেশীয় যোধগণকে বিনষ্ট করিল। তাম্রাখ্য যবনগণের কামিনীগণ নানাবিধ কাঞ্চনে বিভূষিত হইয়া আসিয়াছিল, গৌড়দেশীয় যোধ-গণ দ্বারা তাহারা নখ ও কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক উপভুক্ত হইয়া-ছিল। সংগ্রামস্থলে ভাসকগণ তঙ্গণদিগের অদ্রিচ্ছেদনে সমর্থ অসংখ্য চক্রসমূহ নিকৃন্তন করিয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করত গৃধ্রকঙ্কসমাকুল স্থানে নিক্ষেপ করিল। গৌড়দেশীয় যোধগণের বিঘূর্ণিত লগুড়ের গুড়্গুড়-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গান্ধারদেশীয় বীরগণ সম্মুখে প্রধাবিত হইল। আকাশগামী সমুদ্রের ন্যায় শকদেশীয় বীরগণকে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া পারসীকগণের নৈশ-অন্ধকার ভ্রান্তি হইতেছিল। (শকদেশীয়গণ নীলাম্বরধারী ও পারসীকগণ শুক্লাম্বরধারী, এই কারণেই ঐ ভ্রম হয়)। ২১—২৫। যোধগণের বিঘূর্ণিত আয়ুধ সকল ক্ষীরসমুদ্র-মধ্যে আলোড়িত মন্দর পর্ব্বতের বন (বহু পর্ব্বত) বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। নভোমার্গে বীরগণ-চালিত অস্ত্রসমূহের গতি সমুদ্রের তরঙ্গমালার দ্রুত গতি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিক্ষিপ্ত শক্তি অস্ত্রে পরি-ব্যাপ্ত আকাশে শুভ্রবর্ণ অস্ত্র সকল শতচন্দ্রাকার ও শরসমূহ শলভ-সমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কেকয়গণ শত্রুগণকে কঙ্কাস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও ভীষণ আর্ত্তনাদকারী করিয়া আকাশ-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। অঙ্গদেশীয় বীরগণ কিরাতসৈন্যরূপ কন্যাগণকে কলকল রব করিতে করিতে অনঙ্গত্ব (অঙ্গহীনত্ব) প্রদান করিয়া ভৈরবগণের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। ২৬—৩০। কাশদেশীয় বীরগণ মায়াবলে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া, পবনোড্ডীন ধূলিপটলের ন্যায়, সঞ্চালিত স্বীয় পক্ষ দ্বারা আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইয়া অদৃশ্যভাবে ভদ্রেহিক-নিবাসী বীরগণের বিনাশ সাধন করিল। সমুদ্ধত নার্ম্মদগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শত্রুমধ্যে হেতি অস্ত্র প্রয়োগ করত হাস্য, নৃত্য ও গান করিতে লাগিল। যোধগণের ক্বণক্বণ শব্দকারী কিঙ্কিণীজাল শাল্বগণের বাণে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বিন্দুরূপে পরিণত হইল। শৈব্যগণ কুন্তীদেশীয় বীরগণের নিক্ষিপ্তকুন্তাস্ত্রে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল ও বিদ্যা-ধরের ন্যায় স্বর্গে গমন করিল। যুদ্ধভূমির আক্রমণে পটু ধীর অহীনদেশীয় সৈন্যগণ সোল্লাসে গমন করিয়াই পাণ্ডুনগরীর বীর-গণকে লুণ্ঠিত করিল। ৩১—৩৫। মাতঙ্গ যেমন বৃক্ষসমূহ দলন করে, তদ্রূপ পঞ্চনদ-নিবাসী বলোন্মত্ত বীরগণ কুন্ত, খড়্গ ও বাহুযুদ্ধে নিপুণ ভদ্রেহক-নিবাসী বীরগণকে বিদলিত করিল। ক্রকচোৎকৃত্ত কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় ব্রহ্মাবৎসনকদেশীয় বীরগণ নীপবাসীদের চক্রাস্ত্রে ছিন্ন হইয়া অশ্বসহ ভূতলগত হইল। জঠরদেশীয়দের কুঠারে খেতরায়দিগের মুখ ছিন্ন হইল; পার্শ্ববর্তী অদ্রেশগণ শরবহ্নি দ্বারা ইহাকে আবার দগ্ধ করিল। তঙ্গ-দেশীয় বীরগণরূপ মতঙ্গকাষ্ঠ যুদ্ধনিপুণ বীরগণরূপ মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, প্রদীপ্তবহ্নিপতিত ইন্ধনের ন্যায়, লয় প্রাপ্ত হইল। মিত্রগর্ত্তদেশীয় বীরগণ ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তৃণের ন্যায় ঊর্দ্ধদেশে ভ্রমণ করত অধঃশিরা হইয়া যেন পাতালে প্রবেশ করিতে লাগিল। ৩৬—৪০। বনিলদেশীয় বীরগণ, মন্দবায়ুচালিত অম্ভোধির ন্যায় পরিদৃশ্যমান মাগধ সৈন্যের মধ্যে পতিত হইয়া, পঙ্কপতিত গজের ন্যায়, অবসাদ প্রাপ্ত হইল। যেমন সূর্য্যতাপ পথিস্থিত পর্য্যুষিত পুষ্পের সৌকুমার্য্য অপহরণ করে, তদ্রূপ রণাঙ্গণে চেদিদেশীয় বীরগণ তঙ্গণবাসীদের চেতনা অপহরণ করিল। অন্তকসদৃশ কৌশলগণ পৌরবদিগের ভীষণ গর্জ্জন ও গদা, প্রাস, শর ও শক্তি বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাদের ভল্লাগ্রে নিকৃত্তদেহ হইয়া, পর্ব্বতে বিদ্রুম বৃক্ষের ন্যায়, রক্তাক্তকলেবর হইল। তাদৃশ মহাবীরগণকে শত্রু আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের অণুমাত্র বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল না, অনন্তর তাহারা নারাচসমূহ ও মহাহেতি অস্ত্ররূপ মারুত দ্বারা বিকম্পিতদেহ হইয়া ভ্রমরসমূহ তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ও জলধরের ন্যায়, বিকম্পিত হইতে লাগিল। ৪১—৪৫। তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন শরধারাধর মেঘ সকল কিংবা শররূপ-ঊর্ণাপূর্ণ মেঘ সকল অথবা শরপত্রাবৃত দ্রুম সকল ভ্রমণ করিতেছে ও গজের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে; এবং দন্দাকস্থলবাসী জন্তুগণ বন-রাজ্যবাসী বীররূপ জরা দ্বারা আক্রান্ত ও জীর্ণ হইয়া, কোমল সূত্রের ন্যায়, ছিন্ন হইতে লাগিল। রথসমূহের চক্রে গর্ত্তে বিধ্বস্ত হওয়ায় তদুপরিস্থিত জনসমূহ বনপর্ব্বতে মেঘসমূহের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। শাল ও তাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নতকায় যোধগণরূপ মহাবন সমরক্ষেত্ররূপ মহাবনে আগত হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভুজ ও মস্তক ছেদন করিলে, সেই সমর-ক্ষেত্ররূপ মহাবন যেন উন্নত স্থাণুশ্রেণী দ্বারা শোভমান হইল ৪৬—৪৯। যুদ্ধমৃত বীরগণের আশ্রিত মত্ত-যৌবনা সুরসুন্দরীগণ নন্দনকাননে, সুমেরু পর্ব্বতে উপবন প্রদেশে এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিল। এই রণাঙ্গণে সৈন্যরূপ কানন, যাবৎ পরপক্ষীয় প্রলয়-হুতাশন সদৃশ অগ্নিশিখা প্রাপ্ত না হইল, তাবৎ শোভাসম্পন্ন হইয়া উচ্চ নিনাদ করিতেছিল। কামরূপদেশীয় পিশাচগণের সহিত যুদ্ধ-প্রবৃত্ত দশার্ণদেশীয়গণ ভূতগণ কর্তৃক অপহৃতাস্ত্র হইয়া, তর্ণকের ন্যায়, পলায়নপর হইয়া পথিমধ্যে কর্ণপাতন করিয়া গমন করিতে লাগিল। হতস্বামিক সৈন্যগণ তাজিকীযবনদেশীয়দিগের বল-প্রভাবে সরোবর শুষ্ক হওয়ায় কমলের মত, কান্তিহীন হইল। তুষাকামেসলবাসী জনগণ কর্তৃক শর শক্তি অসিমুদ্গরাদি দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পলায়নপর কটকচ্ছলবাসিগণ নরকবাসী-দিগের প্রহারে ব্যতিব্যস্ত হইল। প্রস্থবাসী যোধগণ কর্তৃক আক্রান্ত ক্রৌঞ্চক্ষেত্রীয় বীরগণ, খলাক্রান্ত গুণের ন্যায় স্পন্দনেই অসমর্থ হইয়া পড়িল। দ্বিপিগণ ভল্লাস্ত্র দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে বাহ্লীকদিগের কমল সদৃশ মস্তক ছেদন করিয়া পলায়ন করিল। সিন্ধুতীরস্থ বীরগণ সমস্ত দিন পরস্পর যুদ্ধ করিয়া পণ্ডিতগণ যেমন বাদে উদ্বিগ্ন বা পরাজিত হন না, তদ্রূপ উদ্বিগ্ন

বা পরাজিত হইল না। ক্ষুদ্র খর্ব্বগণ সমরে বিদ্রাবিত হইলেও লব্ধাশ্রিত বাতুধানগণের সাহায্য পাইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি যেমন পুনঃ ইন্ধনপ্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ পরম তেজ প্রাপ্ত হইল। হে রাম। আমি এই যুদ্ধের বিষয় আর কত বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? এই রণ বর্ণন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বাসুকিও সহস্র জিহ্বা দ্বারা ইহা বর্ণন করিতে সমর্থ হন না। ৫১—৫৯

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! যখন ঐরূপ যুদ্ধস্থল মত্তকাশীদিগের আস্ফোটে ও পরাভূতদিগের ভয়ে সঙ্কুল ও অত্যাকুল হইয়া উঠিল, বীরগণের ভীষণ শরজালে সূর্য্যদেব অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়িলেন, তখন বীরগণের বিদীর্ণ মুণ্ড হইতে রক্তাম্বু প্রবাহিত হইল এবং কোথাও ঊর্দ্ধদেশে প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল, কোথাও বা প্রস্তরবৃষ্টি পাত হইতে লাগিল, প্রস্তরক্ষেপে নদীর পদ্মজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তৎকালে শরকলাপসমূহ হইতে নির্গত বহ্নিবিন্দুসমন্বিত শরনদীগণ দূরব্যাপী-প্রবাহসমন্বিত হইয়া (ইতস্ততঃ) গমনাগমন করিতে লাগিল। যোধগণের ছিন্নমস্তকরূপ পদ্মসমূহ পরিব্যাপ্ত চক্রসমূহ যাহার আবর্ত্ত, তাদৃশ তরঙ্গিত হেতিবৃন্দরূপ মন্দাকিনীগণে আকাশার্ণব পরিপূর্ণ হইল। সেই সময়ে কপিকচ্ছবাসীদিগের ব্যথাদায়ী বায়ু সদৃশ কনকন্ধ্বনিসম্পন্ন শস্ত্রসমূহ নিবিড় মেঘ মালার ন্যায়, গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছিল, তখন সিদ্ধগণ প্রলয়কাল বিবেচনা করিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। তখন দিবসের অষ্টম ভাগ শেষ হওয়ায়, যুদ্ধে হইয়া, দিবাও যেন প্রহারাহত বীর গণের ন্যায় ক্ষীণপ্রভাসম্পন্ন হইল। তখন অশ্ব ও হস্তিগণ পরিশ্রান্ত, হেতিসমূহের দীপ্তিশালন এবং সৈন্যগণ দিবসের সহিত মন্দপ্রতাপ হইল। উভয় পক্ষীয় সেনাপতিদ্বয় মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া যুদ্ধসংহারার্থ পরস্পর দূত প্রেরণ করিতে লাগিল, তৎকালে তাহাদের যত্ন, শস্ত্র, ও পরাক্রম মন্দ হওয়ায় সকলেই যুদ্ধবিরিতি স্বীকার করিল। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে এক একটি যোদ্ধা মহারথের উত্তুঙ্গ-কেতু-প্রান্তবর্ত্তী স্তম্ভদ্বয়ে আরো হণ করিয়া, ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। ১—১০ পতাকাস্তম্ভস্থিত সেই যোধদ্বয় পরস্পর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের যুদ্ধবিরামার্থ সঙ্কেতপ্রদান মানসে, রাত্রি যেমন শুভ্র চন্দ্রকে ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ সিত পতাকাবস্ত্র ঘুরাইতে লাগিল। অনন্তর মহা-প্রলয় সময়ে পুষ্কর ও আবর্ত্ত মেঘের গর্জ্জনের ন্যায়, দুন্দুভি-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। যেমন মানস সরোবর হইতে সরিদ্গণ নিম্নপ্রতিবন্ধে নিয়ে আগমন করে, সেইরূপ শরাদি হেতিরূপ সরিদ্গণ বিস্তীর্ণ গগনপথে নির্ব্বাধে আগমন করিতে (ভূতলে পড়িতে) লাগিল। যেমন ভূকম্পনের পর বনকম্পন ও শরৎকালে অর্ণব (প্রশান্ত) হয়, তদ্রূপ যোধগণের ভুজ-দুন্দসঞ্চালন ক্রমশঃ প্রশান্ত হইল। যেমন প্রলয়কালে সমুদ্র হইতে বারিপূর সবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ সংগ্রামস্থল হইতে বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল। যেমন মন্থনান্তে মন্দর পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া লইলে সমুদ্র ক্রমশঃ নিস্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ সৈন্যাবর্ত্ত ক্রমশঃ শান্ত ও সমতা প্রাপ্ত হইল। বিকটার উদ্গারবৎ ভীষণ রণাঙ্গণ ক্রমে মুহূর্ত্তের মধ্যে, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায় শূন্য হইয়া গেল। কোথাও রাশীকৃত শবসমূহ, কোথাও রক্তনদ প্রবাহিত হইল, দেখিলে বোধ হয়, যেন ভীষণ অরণ্যে ঝিল্লীগণ ঝঙ্কার করিতেছে। প্রবাহিত রক্তনদীর স্রোতে তরঙ্গধ্বনি হইতেছিল। অর্দ্ধমৃত মানবগণ উচ্চৈঃস্বরে প্রাণব্যগ্র মানবগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। মৃত ও অর্দ্ধমৃত জীবগণের দেহ হইতে নির্গত রক্তধারা নির্ঝরাকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সজীব দেহের স্পন্দনে তৎপৃষ্ঠস্থিত মৃতদেহ সকল স্পন্দিত হওয়ায় সেই সেই মৃত দেহ সজীব বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ১১—২০। মেঘসমূহ (পর্ব্বতভ্রমে) মৃত করীন্দ্রদিগের দেহরাশিতে অবস্থান করিতে (বিশ্রাম করিতে) লাগিল। বিশীর্ণ রথসমূহ, বাতচ্ছিন্ন মহাবনের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। রক্তনদীর প্রবাহে অশ্ব ও গজগণের দেহ ভাসিতে লাগিল। শর, শক্তি, ঋষ্টি, মুষল, গদা, প্রাস, অসি ও অসিকোষ সকল দ্বারা তৎস্থান সঙ্কুল হইয়া উঠিল। পর্য্যাণাবন, ও সন্নাহ কবচ দ্বারা ভূতল সমাচ্ছন্ন, কেতু ও চামর-সমূহ দ্বারা শবশরীর সকল আচ্ছন্ন রহিল। ফণিফণার ন্যায় সমুচ্ছ্রিত সচ্ছিদ্র তূণীর মধ্যে বায়ুর আঘাত লাগিয়া, বায়ু বেণুরন্ধ্রপ্রবিষ্ট হইলে যেরূপ শব্দ হয়, তদ্রূপ শব্দ হইতে লাগিল। শবরাশিরূপ পলালশয্যায় পিশাচগণ শুইয়া রহিল। যুদ্ধহত রাজগণের চূড়ামণি ও অঙ্গদের প্রভায় চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুর বন হইয়া উঠিল। এই সময়ে কুক্কুর ও শৃগালগণ শবসমূহের উদর হইতে সান্দ্র অন্ত্রসমূহরূপ দীর্ঘরজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে আসন্নমৃত্যু জীবগণ উদ্ঘাটিত-দন্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রক্তরূপ কর্দ্দমে সজীব নরগণরূপ ভেকগণ নিমগ্ন হইয়া গেল। তথায় উৎপাটিত যোধগণের অক্ষিসমূহ বিচিত্র কুমুদশোভা ধারণ করিল। ঘোর রক্তনদীসমূহের স্রোতে নিহত বীরগণের বাহু ও ঊরু সকল, কাষ্ঠসমূহের ন্যায় ভাসিতে লাগিল। মৃত ও অর্দ্ধমৃত মানবগণকে বেষ্টিত করিয়া তদীয় বন্ধুগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। শর, আয়ুধ, অশ্ব, হস্তী ও পর্য্যাণ প্রভৃতি দ্বারা যেই স্থান সমাচ্ছন্ন ছিল। নৃত্যপরায়ণ কবন্ধগণের সমুন্নত বাহুদণ্ডে অম্বরদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পীড়াদায়ক হস্তিমদ মেদ ও বসার দুর্গন্ধে জনগণের ঘ্রাণরন্ধ্র আর্দ্র হইয়াছিল। অর্দ্ধমৃত উদ্ধিতালু হস্তী ও অশ্বগণের বিমর্দ্দে অল্পজীবিত প্রাণিগণ মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রবাহিত রক্তনদীর তরঙ্গাঘাতে নিপতিত দুন্দুভিশব্দ সকলের শব্দ হইতে লাগিল। ২৬—৩০। মৃত নরসৈন্য-দিগের ফুৎকারে তাহাদিগের মুখ হইতে শোণিতপ্রণালী নির্গত হইতে লাগিল। শত শত শোণিতনদীতে মৃত হস্তী-অশ্বরূপ মকর বাহিত হইতে লাগিল। শরপূর্ণমুখ স্বল্পজীবনাবশিষ্ট সৈন্যগণের ক্রন্দনধ্বনি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ক্ষণকাল ঐ স্থানে থাকিলে পিত্তধর্য্যার অর্থাৎ বামকুক্ষিস্থ মাংসখণ্ডের বসাগন্ধে সংপৃক্ত বায়ুতে শরীরস্থ শোণিত ঘনীভূত হইয়া যায়। তথায় অর্দ্ধ-মৃত ঊর্দ্ধনাসিক হস্তিগণ শুণ্ড দ্বারা কবন্ধগণকে আক্রমণ করিয়াছিল। হস্তিপকহীন অনিরুদ্ধিত হস্তী ও অশ্বগণ উন্নত কবন্ধগণকে নিপাতিত করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রন্দনকারী ও নিপতিত সজীব ও মৃতগণ দ্বারা রক্তপ্রবাহ উচ্ছলিত হইতে লাগিল। কুলাঙ্গনাগণ মৃত ভর্ত্তার গলে আলিঙ্গন করত শস্ত্র দ্বারা প্রাণ-পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বিদেশী জনগণ স্ব স্ব স্বামীর আদেশে আসিয়া সংস্কার করিবার মানসে তীক্ষ্ণধারবাণশল্য

সন্তপ্তগণ স্ব আত্মীয়বর্গের শব পরীক্ষা করিতে লাগিল, শবানয়ন-প্রবৃত্ত সেই সেই মানবগণ কর্ত্তৃক তথায় পতিত জীবিত অনুচর-বর্গ করাকর্ষণ দ্বারা স্থানান্তরে নীত হইতে লাগিল। ৩১—৩৫। তত্রত্য রক্তনদীসমূহে মৃত ব্যক্তির কেশগণ শৈবাল, বক্ত্রসমূহ পদ্ম, চক্রাস্ত্রসমূহ আবর্ত্ত এবং ভাসমান তুরঙ্গসমূহ তরঙ্গরূপে শোভিত হইতে লাগিল। অর্দ্ধমৃত মানবগণ অঙ্গলগ্ন আয়ুধতোলনে ব্যগ্র হইতে লাগিল। কোন বিদেশী স্বজনব্যসন হওয়ায় ব্যাকুল হইয়া তদীয় অঙ্গভূষণাদি ও গজাদি অন্যকে প্রদান করিতে লাগিল। সৈন্যগণ প্রাণত্যাগকালে স্ব স্ব মাতা, পুত্র, ইষ্টদেব ও পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল এবং মর্ম্মব্যথায় হাহা ও হাঁহাঁ ধ্বনি করিতে লাগিল।* মরণকালে যোধগণ, স্ব স্ব প্রাবদ্ধকর্ম্ম যাহার যাহা অসমাপ্ত আছে, তজ্জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। দান্তযুদ্ধে অসমর্থ মৃতপ্রায় ব্যক্তিরা দন্তিগণনিকটে অবস্থান করত তাহাদের দন্তনিষ্পেষণভয়ে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতে লাগিল। মরণোন্মুখ ব্যক্তির উপর শত্রুদের পাদাঘাতাদি অপমান দেখিয়া পলায়নসমর্থ মৃতপ্রায় শূরগণ পলায়ন করিতে লাগিল, পলায়ন ব্যগ্রতায় তাহারা ভীষণ রক্তনদীর আবর্ত্তস্থানে গমনে শঙ্কা করিল না। ৩৬—৪০। মর্ম্মভেদী-শরাঘাত ব্যথা পাইয়া বীরগণ জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতিকে ইহার কারণ অনুমান করিতে লাগিল। কবন্ধগণের বদননির্গত-শোণিত-পানাশায় বেতালগণ তাহাদের ছিন্ন মস্তক আকর্ষণ করিতে লাগিল। রক্তস্রোতে ধ্বজ, ছত্র ও চারুচামররূপ পঙ্কজগণ বাহিত এবং রক্তনদীতে সন্ধ্যারাগ প্রতিফলিত হওয়ায় অরুণবর্ণ রক্তপদ্মাকার তেজঃসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। রথ, চক্র ও পর্ব্বতরূপ আবর্ত্তসমন্বিত, পতাকারূপ ফেনপুঞ্জে পরিপূর্ণ ও চারু-চামররূপ বুদ্‌বুদে পরিব্যাপ্ত রণস্থল অষ্টম রক্তার্ণব বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। রথ সকল উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। ভূমি সকল, পঙ্কমগ্ন পুরের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। সৈন্যগণ, উৎপাত-বাতবিকম্পিত দ্রুমরাজি-সমন্বিত অরণ্যের ন্যায়, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। প্রলয়দগ্ধ জগতের ন্যায়, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায়, অতিবৃষ্টিহত দেশের ন্যায়, এই জনশূন্য রণভূমি ভূষণ ও অস্ত্রাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ভূষুণ্ডীমণ্ডল দ্বারা সমাকুল এবং হস্তীর ন্যায় শবদেহ সকল, সর্পের ন্যায় তোমর ও মুদ্গর দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। রক্তনদীর তীরে কুন্তরূপ দ্রুম সকল উর্দ্ধোন্নত হইয়াছিল। শিলাশিখরজাত তালবৃক্ষসমূহের ন্যায় সেই স্থান দৃষ্ট হইতে লাগিল। গজদিগের অঙ্গপ্রোত হেতিসমূহরূপ বৃক্ষের কিরণ-কুসুমজালে তৎস্থান পরিব্যাপ্ত হইল। রক্তসরোবরের উর্দ্ধস্থ উড্ডীয়মান পতাকাগণ, নলিনীসমূহের ন্যায়, শোভিত হইল। রক্ত-কর্দ্দম-পতিত নরগণ নিজ নিজ সুহৃদ্বর্গকে আহ্বান করিতে লাগিল। মৃত করীন্দ্রগণের পতনে ভগ্নদেহ জনগণ তথা হইতে অপসৃত হইয়া তথায় পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ৪১—৫০। কবন্ধগণকে ছিন্নশাখ বৃক্ষরাজি বলিয়া লোকের ভ্রম হইতে লাগিল। অসৃক্‌নদীতে প্রবমান হস্তিগণের কটস্থগ ও পর্য্যাণবস্ত্র নৌকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রক্তস্রোতে শুক্লবস্ত্র সকল ফেনপিণ্ডে ভাসিতে লাগিল। আদিষ্ট ভৃত্যগণ রণক্ষেত্রে শীঘ্র আসিয়া অন্বেষণ করত, কে জীবিত বা মৃত, তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। ইতস্ততঃ কবন্ধরূপ নব দানবগণ নিপতিত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধ ও স্থূলছিদ্র চক্রসমূহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়া সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। অর্দ্ধমৃত মানবগণের রক্তনির্গমশব্দের সহিত ভাঙ্কার ও ফেৎকার শব্দ শ্রুত হইতে-লাগিল। খগগণ পক্ষবিধূনন দ্বারা ধূলির উদ্গম করায় শিলামুখ-লগ্ন রক্তধারা পানার্থ শুষ্ক হইল। উত্তাল বেতালগণ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। জীবিত ভটগণ পতিত রথকাষ্ঠ দ্বারা অর্দ্ধাচ্ছাদিত হইয়া গেল। অন্তর্জীবিত ভটগণের স্পন্দন দেখিয়া লোকের ভয় হইতে লাগিল। রক্তকর্দ্দমাক্তবদন অল্পাবশিষ্টজীবন মৃতকল্প লোকগণ কৃপাপরবশ ব্যক্তিগণ দ্বারা স্থানান্তরে নীত হইল। ঈষজ্জীবিত নরগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া অতি দুঃখে কুক্কুরও বায়স প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শব-ভক্ষণে একাধিপত্য লইতে ব্যগ্র ক্রব্যাদগণের পরস্পর যুদ্ধকোলাহলে তৎস্থান সমাকুল হইয়া সেই বিবাদে পরাজিত কোন কোন ক্রব্যাদকে প্রাণ পরিত্যাগও করাইতে লাগিল। এইরূপ মৃত অসংখ্য অশ্ব, হস্তী, মানবগণ ও উষ্ট্রদিগের গ্রীবাদেশ হইতে রক্তনদী প্রবাহিত হইলে রক্তস্রোতে আয়ুধলতা সকল প্লাবিত হওয়ায় প্রলয়কালে পর্ব্বতের সহিত বিপর্য্যাস প্রাপ্ত অখিল জগতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান ঐ রণভূমি মৃত্যুর উপবন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ৫১—৫৮।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! তখন বীরের ন্যায় সূর্য্যদেব আরক্ত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন, অস্ত্রতেজে পরিম্লান তাঁহার প্রতাপ অব্ধিতে পতিত হইল। সূর্য্যরূপ অশ্বের মস্তকচ্ছেদ হইলে আকাশদর্পণ-প্রতিবিম্বিত তাঁহার রক্তকান্তি আকাশদেশ পরিত্যাগ করিল অর্থাৎ আকাশের রক্তিমা গেল, ক্ষণকালের মধ্যে সন্ধ্যা হইল। তখন প্রলয়জলধির জলসমূহের ন্যায় ভূ, পাতাল, নভোমণ্ডল ও চতুর্দ্দিক্ হইতে করতাল ধ্বনি করিতে করিতে বেতালগণ বর্ত্তাকারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনরূপ নাগেন্দ্রের মস্তক অন্ধকাররূপ নিশিত অসি দ্বারা খণ্ডিত হইলে সন্ধ্যা-রক্তিমায় অরুণবর্ণ তারাসমূহরূপ মৌক্তিকগণ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যোধগণের হৃদয়পদ্ম, প্রাণরূপ হংসবিহীন ও মোহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইল। ১—৫। মৃতগণের অঙ্গে বিদ্ধ পক্ষবান্ অস্ত্র সকল এইরূপ ভাবে উর্দ্ধগত হইয়া ছিল যে, দূর হইতে দেখিলে, বোধ হয়, যেন পক্ষিগণ কুলায়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। বীরপত্নীর শ্রীর ন্যায় কুমুদাদি পুষ্পগণ চন্দ্রালোকে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যাহার অঙ্গে শিলী-মুখ সকল (ভ্রমর ও বাণ) গুপ্ত (পদ্মপক্ষে—মুদ্রিত পত্রের মধ্যে রণভূমির পক্ষে—শরাদির মধ্যে।) রহিয়াছে, তথাবিধ রক্তরূপা জলময়ী রণভূমির, পদ্মিনীর ন্যায়, মুখপদ্ম সঙ্কুচিত হইল। উর্দ্ধদেশে আকাশরূপ সরোবর নক্ষত্রগণরূপ কুমুদে মণ্ডিত হইল, অধোদেশের সরোবরে তারকারূপ কুমুদগণ বিকসিত হইল। যেমন অত্যতিক্রমী সমধিক সলিলরাশি সেতুহীন হইলে চতুর্দ্দিকে গমন করে, তদ্রূপ সেই অন্ধকারে ভূতগণ নির্ভীক হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে মিলিত হইল। ৬—১০। সেই রণাঙ্গনে বেতালসমূহে গান করিতে লাগিল, কণকণশব্দকারী নরসমূহের অঙ্গোপরি কঙ্ক ও কাকোল প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতে

লাগিল। বীরগণের চিতাগ্নি হইতে জলন্ত শিখাসমূহ উত্থিত হইয়া তারানিকরসঙ্কুল নভোমণ্ডল ভাস্বর করিয়া তুলিল। চিতানলে মেদ ও মাংসের পড়পড়া শব্দ ও অস্থিচয়ের স্ফুটন শব্দ হইতে লাগিল। বেতাল-স্ত্রীগণ জলক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই রণস্থল কুকুর, কাক, যক্ষ, বেতাল ও ভূতগণের কোলাহলে ভীষণ হইয়া উঠিল। ভূতগণের গমনাগমনে তৎস্থান, উদ্বেলমান অর্ণবের ন্যায়, হইয়া উঠিল। ডাকিনীগণ রক্ত, মাংস, বসা ও মেদ প্রভৃতির অপহরণে ব্যগ্র হইল। রক্ত, মাংস ও বসা চর্বণে প্রবৃত্ত পিশাচগণের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে রক্তাদি ক্ষরিত হইতে লাগিল। ১১—১৫। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে চিতার আলোকে রক্ত ও শবসমূহ দেখা যাইতে লাগিল। পূতনাগণ শবরাশি স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। উগ্রমূর্ত্তি কুষ্মাণ্ডগণ দলে দলে সঞ্চরণ করত রণস্থল ভীষণ করিল। চিতানলে ছিম ছিম শব্দ হইতে লাগিল। মেদ ও রক্তসমূহের দুর্গন্ধে তৎস্থল মেঘময় হইয়া গেল। প্রবাহিত রক্তনদীর স্রোতে খেচর ভূতগণের পদ নিমগ্ন হওয়ায় তাহারা ভূচরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কঙ্কোল-পক্ষিগণ বেতালকুলাহৃত আকৃষ্ট কঙ্কালসমূহ আকর্ষণ করিতে লাগিল। বেতাল-বালকগণ মৃত মাতঙ্গগণের উদর পেটিকায় শয়ন করিতে লাগিল। বিবিক্ত রণস্থলে রাক্ষসগণ রক্তপান করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বেতালগণ উন্মত্ত হইয়া চিতাঙ্গার লইয়া পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। তথাকার বায়ু রক্ত ও বসাগন্ধে পরিপূর্ণ হইল। ১৬—২০। পূতনাগণের করণ্ডের (পেটিকার) খট খট শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। যক্ষগণ অর্দ্ধপক্ব শবগণের আস্বাদ পাইয়া তাহার জন্য পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। নিশাচর পক্ষিগণ উন্নত বঙ্গ, কলিঙ্গ, অঙ্গ ও তঙ্গণ-দেশবাসীদিগের অঙ্গে সংলগ্ন রহিল। রূপিকাগণের হাস্যকালে তাহাদিগের মুখ হইতে তারাপাতোপম প্রভা নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদিগের সম্মুখে অগ্নি-জ্বালা অবস্থিত রহিয়াছে। রক্তপিচ্ছিল স্থলে বেতালগণকে নিপতিত দেখিয়া রক্তপ্রিয়া-মদ্যবর্ত্তী বিরূপিকাগণ হাস্য করিয়া উঠিল। পিশাচগণ যোগিনী নায়কগণকে নিকটে আহ্বান করিতে লাগিল। পিশাচগণ বীরগণের অস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে ঠিক বীণার ন্যায় ধ্বনি হইতে লাগিল। পিশাচভাবনায় মানবগণও পিশাচপ্রায় হইয়া গেল। জীবিত ভটগণ বিরূপিকা অবলোকন করিয়া অতি ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইয়া গেল। কোন কোন স্থলে বেতাল ও রক্ষোগণ আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। ২১—২৫। রাক্ষসীগণের স্কন্ধে নিপতিত শবরাশির শব্দে রাক্ষসগণ ভীত হইল। ভূতগণের পেটকে (পেটরায়) নভোমার্গ সঙ্কট হইয়া উঠিল। মৃত নরগণ আমিষ পিশাচগণ কর্তৃক অতি যত্নে আহৃত হইতে লাগিল। যে সমস্ত পিশাচগণ শবভক্ষণার্থ অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের আত্মীয়গণ রাশি রাশি শব লইয়া তাহাদের সম্মুখে আনিয়া দিতে লাগিল। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মুক্তাত্তদেহ মানবগণ মূর্চ্ছান্তে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া জম্বুকগণের মুখনির্গত অগ্নিশিখোপম উজ্জ্বল আলোকে, অশোক-পুষ্পগুচ্ছের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। বেতাল-বালকগণ কবন্ধদিগের কন্ধরাদেশে ছিন্ন মস্তক যোজনা করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। আকাশে ভ্রমণকারী যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচাদির উল্মুখ (জলন্ত অঙ্গার) আকাশমণ্ডলকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। আকাশ, ভূধর ও তদীয় নিকুঞ্জদেশ এবং গুহামধ্য সকল পিশাচাকৃতি অতি নিবিড় অন্ধকাররূপ মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত হইলে চঞ্চল ভূতগণের সমারোহে সমাকুল সেই রণস্থল, কল্পান্তবায়ু-বিক্ষোভিত ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, ভীষণ হইয়া উঠিল। ২৬—৩০।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৯॥

চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপ নিশাচরগণের ব্যবহারে অতি ভীষণ রণাঙ্গনে যমদূত ও পিশাচদিগের কার্য্যকলাপ, দিবাভাগে লোকচেষ্টার ন্যায়, অশঙ্কিত ভাবে সম্পন্ন হইতে থাকিল। হস্ত দ্বারা বহন করিতে পারায়, এইরূপ অতি গাঢ় অন্ধকার পিণ্ড যাহার ভিত্তি, তাদৃশ রাত্রিরূপ গৃহে, ভূতসমূহ ভক্ষ্যদ্রব্য লাভ করিয়া সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া আনন্দ সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিকস্থ প্রাণিগণ সকলেই নিদ্রাক্রান্ত ও নিঃশব্দ হইলে তখন উদারাত্মা লীলাপতি কিছু দুঃখিতচিত্ত হইয়া মন্ত্রণা-নিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত পরদিনের কর্তব্য অবধারণ করিয়া চন্দ্রোদরনিভ শিশির-কোটর-বিশিষ্ট মনোহর গৃহে দীর্ঘ-চন্দ্রাকৃতি ও হিমের ন্যায় শীতল শয্যায় শয়ন করত নয়নযুগ্ম মুদ্রিত করিয়া ক্ষণ কাল নিদ্রিত হইলেন। ১—৫। অনন্তর জ্ঞপ্তি ও লীলানামে সেই ললনাদ্বয় আকাশ পরিত্যাগ করিয়া বাতলেখা যেমন অজমুকুলে প্রবেশ করে তদ্রূপ, ছিদ্র দ্বারা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাম বলিলেন,—হে বাগ্মিবদাং বর! হে প্রভো! এত বড় এই স্থূল দেহ সূক্ষ্ম রন্ধ্র দ্বারা কিরূপে প্রবেশ করিল, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে পাবন (রাম)! যাহার "আমি আধিভৌতিক দেহশালী" এইরূপ মতিভ্রম আছে, তাহার ঐ স্থূলদেহ অণুপ্রমাণ রন্ধ্র দ্বারা প্রবেশ করিতে পারে না, 'আমি স্থূল-শরীরে নিরুদ্ধ, আমি এই ছিদ্রে যাইতে পারিব না' এইরূপ বুদ্ধি পূর্ব্ব হইতে যাহার রহিয়াছে, সে যে যাইতে পারে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তির স্থূল নরদেহ-বুদ্ধি নাই, আপনার আতিবাহিক-দেহত্ব নিশ্চয় আছে, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বকালীন দৃঢ়সংস্কারবলে সূক্ষ্মে গমনাগমন করিতে পারে। ৬—১০। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বহুবার অনুভব করিয়াছে যে, আমি অনলদ্রবভাব, সেজন্য আমি সূক্ষ্মতম ছিদ্রে গমন করিতে পারি, তাহার জীবচৈতন্যে তাদৃশ স্বভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে। তখন সে সর্ব্বত্রই অব্যাহত ভাবে গতি অবলম্বন করিতে পারে। যেমন অন্তরে, বাহিরেও তদ্রূপ। যে বস্তুর যে স্বভাব, তাহা সেইরূপ হইয়া থাকে, বারি কখনও ঊর্দ্ধগামী হয় না, পাবক কখন অধোদেশে গমন করে না, ছায়ায় বসিলে তাপ কিরূপে লাগিবে? পরমাত্মা সম্যক্‌রূপে বিদিত থাকিলে কোন প্রকার দুঃখ থাকে না। ১১—১২। চিত্ত চৈতন্যের অনুগামী হয়। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম জ্ঞানবলে বিনষ্ট হয়, রজ্জুজ্ঞানই তথাই থাকে, সেইরূপ প্রযত্ন-বিশেষ-শক্তিতে সম্বিৎপদার্থে ভ্রান্তিবিলসিত চিরনিরূঢ় স্থৌল্যের অন্যথা হইয়া থাকে। চিত্ত যেমন সংবিদের অনুসারী, সেইরূপ চেষ্টাও চিত্তের অনুসারিণী ইহা বালকেরও অনুভবসিদ্ধ। যাহার প্রকৃত আকার স্বপ্নের ও সঙ্কল্প-পুরুষের অনুরূপ অথবা আকাশের সদৃশ, কিরূপে তাহা অবরুদ্ধ হইতে পারে?

চিত্তাকৃতি আতিবাহিক দেহ কোন প্রকারে অবরুদ্ধ হয় না। জন্মান্তর-প্রভাবে এই ভৌতিক শরীর আতিবাহিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং চিত্তবৃত্তির উদয়াস্তানুসারে এই ভৌতিক দেহেরও উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে, জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে উৎপন্ন উৎপন্ন ভূত সকলের একীভাবই স্থূলদেহের কারণ। অবিনাভাব-প্রভাবে চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও মহাকাশ এই ত্রিতয় এক জানিবে এই চিত্তশরীরই সকল বস্তুতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেরূপ সংবেদনেচ্ছা হইবে, তদ্রূপই সংবেদনোদয় হইবে। এই চিত্তশরীর এত সূক্ষ্ম যে, তাহা ত্রসরেণু মধ্যে অবস্থিত, শিলোদরে অন্তর্হিত, অঙ্কুরমধ্যে বিলীন ও পল্লবমধ্যে রসরূপে অবস্থিতি করে। ১৩—২১। তাহাই জলে তরঙ্গভাব প্রাপ্ত হইয়া উল্লসিত হয়, শিলোদরে নৃত্য করে, অম্বুদরূপে জলধারা বর্ষণ করে শিলারূপে অবস্থান করে, যথেচ্ছায় আকাশে যাইতে পারে এবং পর্ব্বতের জঠরেও যাইয়া থাকে। এই শরীর অনন্তআকাশব্যাপী হইয়াও পরমাণু হইয়া থাকে। এই শরীর অনুস্পর্শী অগ্নিরূপে অবস্থান করে, দৃঢ়মূল হয়, দেহের বাহিরে ও অন্তরে বনরূপ তনুরুহ ধারণ করিয়া থাকে। যেমন সমুদ্রের আবর্ত্তরচনা সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ কোটি ব্রহ্মাণ্ড-রচনাও চিত্তস্বরূপের ভিন্ন নহে। এই চিত্তদেহই সৃষ্টির আদিতে অনুদ্বিগ্ন প্রবোধরূপে অবস্থিতি করে, পরে আকাশাত্মা হইয়া মহান্ হয় ও প্রারব্ধ-কর্ম্মানুরূপে প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। যেমন মরুমরীচিকাতে অসত্যই জলত্ববুদ্ধি দ্বারা উদিত হয়, এবং যেমন 'এই বন্ধ্যাপুত্র রহিয়াছে' এইরূপ প্রতীতি হয়, তদ্রূপ সেই আকাশাত্মাও স্বনিষ্ঠ অসত্যবুদ্ধি দ্বারা মহান্ ব্রহ্মাণ্ড হইয়া বিস্তৃত হন। রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আমাদের এই চিত্ত কি ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন? আর চিত্ত সদৃশই বা কেন নয় এবং আমাদের প্রত্যেকের চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভব করে, কি এক অভিন্ন জগৎ দর্শন করে? বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাম! প্রত্যেক চিত্তই ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন এবং প্রত্যেক চিত্তই পৃথক্ পৃথক্ জগদ্‌ভ্রম ধারণ করে। 'মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি" এ প্রবাদ যেরূপে সঙ্গত হয়, তাহা বলিতেছি, যে ক্রমে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য ও অনন্ত জগৎ সমুদিত ও বিগলিত হয় তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। এই জগতে মরণমূর্চ্ছা সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। হে সুমতে! ঐ মূর্চ্ছাই মহাপ্রলয়ের যামিনী স্বরূপ, সেই প্রলয়রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি বিস্তার করে। যাহার যেমন জ্ঞান ও যেমন কর্ম্ম, সে তদনুরূপ সৃষ্টি দর্শন ও অনুভব করে, অর্থাৎ যেমন বিকারগ্রস্ত রোগী চিত্তব্যামোহে পর্ব্বতের নৃত্য দেখে তাহার ন্যায়, অনাদি বিদ্যার প্রভাবে সংসারের সৃষ্টি অনুভূত হয়। যেরূপ মহাপ্রলয়ের অবসান হইলে সমষ্টি-মনোবপু হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি-ভোগপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, তাহার ন্যায়, ব্যষ্টি মনোবপু জীবও মৃত্যুর পরে স্ব স্ব ভোগ্য স্বর্গাদি ব্যষ্টিপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন। ২২—৩৩। রাম কহিলেন,—ভগবন্! যেমন ব্যষ্টিমনোবপু জীব মৃত্যুর পরে স্মৃতি দ্বারা স্বকৃত সৃষ্টি অনুভব করেন, সেইরূপ সমষ্টি ও মহাপ্রলয়ের পর স্বকীয় যথার্থ স্মৃতি দ্বারা সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অনুভব করেন; অতএব এই বিশ্ব অকারণ অর্থাৎ ব্রহ্মা ভিন্ন অপর সত্যকারণশূন্য, ইহা হইতে পারে না। কেননা, সত্যসঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভের সত্য সঙ্কল্পে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অসত্য হইবার কোন কারণ নাই। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! মহাপ্রলয়ে হরিহরাদি সকলেই বিদেহ-মুক্ত হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের স্মৃতি থাকারই সম্ভব নাই। যখন তত্ত্ববিৎ আমরা অবশ্য মুক্ত হইব, তখন যে পদ্মজাদি দেবতারা বিমুক্ত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। তোমার ন্যায়, অপর যে সকল জীব অপ্রবুদ্ধ থাকে, মোহভাব বশতঃ তাহাদেরই জন্মমৃত্যু স্মৃতিমূলক, অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কারই তাহাদের জন্মমৃত্যুর কারণ মরণমূর্চ্ছার পরেই জীবের অন্তরে যে অল্প সৃষ্টির ভাব উদিত হয়া অঙ্কিত হয়, তাহাই পুরাণাদিতে সৃষ্টির প্রকৃতি বলিয়া উদাহৃত আছে। তাহাকেই ব্যোমপ্রকৃতি বলা হয়, উহা অব্যক্ত, জড় ও অজড়ও বটে, সংসারোদয়ে সর্গ ও প্রলয়ের আদ্যন্ত অবধি এই সেই ব্যোমাত্মিকা প্রকৃতি যখন প্রবুদ্ধা বা চিৎপ্রতিফলিতা হয় অর্থাৎ যখন তাহাতে অহংভাবের উদয় হয়, তখন তাহাতে তন্মাত্রাপঞ্চক, দিক্ ও কাল প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভাব সকল প্রস্ফুরিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৩৪—৪০। অনন্তর তাহাই কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়পঞ্চক বিস্তারিত করে। সেই যে সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় ইন্দ্রিয়পঞ্চক তাহাই জীবের আতিবাহিক শরীর। অনেক কাল পরে সেই আতিবাহিক দেহ 'আমি স্থূল' এই প্রকার কল্পনা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আধিভৌতিকতা প্রাপ্ত হয়। তখন স্থূলদেহাশ্রিত চক্ষুরাদির বশবর্ত্তিতা বশতঃ তদ্দেশকাল-গত পদার্থ সকল, বায়ুর স্পন্দন-ক্রিয়ার ন্যায়, তাহারই অধীনে তাহাতেই মিথ্যাভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ভুবনভ্রান্তি বৃথাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, স্বপ্নে অঙ্গনা-সম্ভোগের ন্যায় অনুভূত হইয়াও অসত্য হইয়া যায়। জীব যেখানে মরে, সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ তাহার উক্ত প্রকার জ্ঞান হয়, সুতরাং সেই স্থানেই ভুবন দর্শন ঘটিয়া থাকে। ৪১—৪৫। হে রাম! ঐ প্রকারে আকাশ-সম সূক্ষ্ম জীব বাস্তব জন্মাদিশূন্য হইলেও আগন্তুক দেহাদি-ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া 'আমি জন্মিয়াছি', 'আমি জগৎ দেখিতেছি' এই প্রকার বিবিধ ভ্রম অনুভব করে। নভোমণ্ডল স্বতঃ নির্ম্মল অথচ অজ্ঞ লোকে তাহাতে ইন্দ্রনীল-কটাহাকার তল, মালিন্য, কেশোণ্ড্রক ও সুবর্ণভুবনাদি দর্শন করে। জগদ্‌ভ্রমের বিশেষণ অনেক। মর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্যবাসী, স্বর্গ ও স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেবতা, তাহাদের বাসস্থান অমরাবতী, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত, তাহার প্রদক্ষিণকারী সূর্য্য চন্দ্র ও তারানিকর, ইহা মর্ত্তলোক, অত্রস্থ মানব, তাহাদের জরা মরণ বৈক্লব্য ব্যাধি ও সঙ্কর, অনুকূল বিষয়ে উদ্‌যোগ ও প্রতিকূল বিষয়ে অনুদ্‌যোগ, ঐ সকলে সম্পন্ন স্থূল সূক্ষ্ম চর ও অচর প্রাণি-সমূহ, সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী, নদী, অধিপতি, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ ও কল্প এবং আমি এই স্থানে, এই আমি, এই পিতাকর্ত্তৃক জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, এই আমার আধার, এই আমার সুকৃত, এই আমার দুষ্কৃত, পূর্ব্বে বালক ছিলাম, এক্ষণে যুবা হইয়াছি, হৃদয়ে আমার বহু ভাব বিলাস করিতেছে,—প্রত্যেকেরই হৃদয়ে এইরূপ ভ্রমে সংসাররূপ বনখণ্ড উদিত হয়, যে বনখণ্ড "তারাগণ দ্বারা কুসুমিত ও নীল মেঘখণ্ড দ্বারা পল্লবিত, বিচরণকারী নরগণ যাহার মৃগগণ ও সুরাসুরগণ বিহঙ্গমস্বরূপ। আলোক ইহার কুসুমরাজির পরাগ, অন্ধকারনিবহ ইহার গহনকুঞ্জ, সমুদ্র ইহার পুষ্করিণী, মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতগণ ইহার লোষ্ট্ররাশি, চিত্ত ইহার পুষ্করবীজ এবং তাহার অন্তরে অনুভবরূপ অঙ্কুর নিহিত রহিয়াছে।৪৬—৫৩। যে স্থলে এই জীবদিগের মৃত্যু হয়, তথায় তাহারা ক্ষণকাল মধ্যে এই সমস্ত সংসার-বনখণ্ড দর্শন করে। কোটী কোটী ব্রহ্মা, রুদ্র,

মরুৎ, বিদ্যুৎ, বিবস্বান, গিরি, অব্ধিমণ্ডল ও দ্বীপ গত হইয়াছে। নিরাকার পরব্রহ্মে যে কত অসংস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে ও হইবে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? এই ভিত্তিবৎ স্থূল বিশ্ব মনন ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি বল মন চঞ্চলস্বভাব, স্থূল স্থিরস্বভাব; বিচার করিয়া দেখ ইহাও চঞ্চল (ক্ষণভঙ্গুর) যাহাকে চিদাকাশ বলা হইয়াছে, তাহাই মনন অর্থাৎ তাহা মনের অব্যতিরিক্ত আশ্রয়, যাহা চিদাকাশ, পরমার্থদৃষ্টিতে তাহাই পরমপদ। যাহা জল তাহাই আবর্ত্ত; যাহা দৃশ্য তাহাই দ্রষ্টা। জলের ও আবর্ত্তের অভিন্নতার দৃষ্টান্তে দৃশ্যও দ্রষ্টা হইতে ভিন্ন নহে। যেমন ঐন্দ্রজালিক মণি আকাশ-মণ্ডলে বিবিধ ছিদ্র ও তন্মধ্যে নানাবিধ বিচিত্র বস্তু প্রতীয়মান করায়, তেমনি মিথ্যারূপী অনাদি মায়াও চিদাকাশে অথবা সূক্ষ্মভূত-বিরচিত চিত্তাকাশে নামরূপাদিসম্পন্ন বিবিধ-বস্তু-দর্শনকারী জীবভাবের স্ফুরণ করাইয়া থাকে। চিত্তের সেই সেই স্ফুরণ একণে জগৎ। একমাত্র 'আমি' এই জ্ঞান থাকিলেই জগৎ শব্দ পরমার্থস্বরূপে অনুভূত হয় কিন্তু 'তুমি' এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জগৎ শব্দ আরোপিত বলিয়া বোধ হয়। হে রাঘব! চিদাকাশরূপিণী পরমাত্ম-স্থিতা অপ্রতিহতগামিনী সেই লীলা ও সরস্বতী এই কারণে উক্ত প্রকারে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে বিদূরথগৃহে আবির্ভূত হইতে পারিয়াছিলেন। চিদংশ সর্ব্বগামী এবং তাহাতেই যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় আর তাহা আতিবাহিক ও সূক্ষ্ম। অতএব এমন কি আছে যে তাদৃশ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বতোগামী আতিবাহিক দেহকে অবরোধ করিতে পারে? ৫৩—৬৪।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪০॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সেই দেবীদ্বয় সেই রাজগৃহে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রদ্বয়ের উদয়ে যেরূপ আলোক হয়, সেইরূপ ধবল আলোকে সেই গৃহ সুশোভিত হইল এবং মন্দার কুসুমের গন্ধবাহী কোমল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই দেবীদ্বয়ের প্রভাবে সেই গৃহে রাজা ভিন্ন অপর সকলেই নিদ্রিত হইয়া রহিল। সেই স্থান সৌভাগ্যে নন্দনকাননের ন্যায়, তথায় ব্যাধি-পীড়া একেবারে রহিল না, সুতরাং বসন্তকালীন বনের ন্যায় এবং প্রাতঃকালীন অম্বুজের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া রহিল। চন্দ্রের ক্ষরিত কিরণজালের ন্যায় শীতল তাঁহাদের দেহপ্রভাপ্রবাহে রাজা যেন অমৃতসিক্ত ও আহ্লাদিত হইয়া জাগরিত হইলেন এবং দেখিলেন, মেরুশৃঙ্গদ্বয়ে উদিত চন্দ্রবিম্বদ্বয়ের ন্যায় আসনদ্বয়ে সেই অপ্সরাদ্বয় শোভিত রহিয়াছেন। ১—৫। সেই রাজা বিস্মিতচিত্তে নিমেষ কাল চিন্তা করিয়া, অনন্তশয্যা হইতে চক্রগদাধরের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিলেন। কণ্ঠলম্বি মাল্য, হার ও অধোবাস সংযমিত (নিদ্রাবেশে বিপর্য্যস্ত ছিল, একণে যথাস্থানে নিবেশিত) করিয়া পুষ্পাহারের ন্যায় উপধানপ্রদেশস্থ পুষ্পকরণ্ডক হইতে উৎফুল্ল কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন এবং অবনত হইয়া ভূমিতে পদ্মাসনে অবস্থান করত কহিতে লাগিলেন,—'হে জন্ম দুঃখ ও ত্রিবিধ তাপের শশিপ্রভাস্বরূপা, বাহ্য ও অন্তর্গত তমোবিদূরকরণে রবি-প্রভাস্বরূপা দেবীদ্বয়! আপনাদের জয় হউক। এই কথা বলিয়া, বিকসিত তীরবৃক্ষ যেমন পদ্মিনীর পদ্মদ্বয়ে পুষ্পপ্রক্ষেপ করে, সেইরূপ রাজা তাঁহাদিগের পাদপদ্মে সেই কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ৬—১০। অনন্তর ঈশ্বরী সরস্বতী লীলাকে ভূপের জন্ম বলিবার নিমিত্ত পার্শ্বস্থ মন্ত্রীকে সঙ্কল্প দ্বারা জাগরিত করিলেন। মন্ত্রিবর জাগরিত হইয়া অপ্সরাদ্বয়কে অবলোকন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া নত ও অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের পাদপদ্মে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিলেন। দেবী কহিলেন,—হে রাজন্! তুমি কে? কাহার পুত্র? কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এই স্থলে কখন আসিলে? মন্ত্রী সরস্বতীর এই প্রশ্ন শুনিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে দেবীদ্বয়! আপনাদের অগ্রে যে আমি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা কেবল আপনাদের অনুগ্রহ, আমার প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ইক্ষ্বাকুবংশোৎপন্ন পদ্মনয়ন শ্রীমান মুকুন্দরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বাহু-বলে সমস্ত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১১—১৫। ভদ্ররথ নামে তাঁহার এক চন্দ্রবদন তনয় হয়। তাঁহার পুত্র বিশ্বরথ, বিশ্ব-রথের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র সিন্ধুরথ, সিন্ধুরথের পুত্র শৈলরথ, শৈলরথের পুত্র কামরথ, কামরথের পুত্র মহারথ, মহারথের পুত্র বিষ্ণুরথ এবং বিষ্ণুরথের পুত্র নভোরথ। সেই নভোরথের পুত্র আমাদের এই প্রভু, ইনি ক্ষীরোদসাগরের চন্দ্রমার ন্যায় অমৃত-সদৃশ স্নেহমাধুর্য্যাদি গুণসম্ভারে সমুদয় লোককে সন্তাপিত করেন। ইনি মহৎ পুণ্যসম্ভারে বিখ্যাত ও বিদূরথ নামে পরিচিত। যেমন কার্ত্তিকেয় গৌরী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রূপ সুমিত্রা মাতার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পিতা ইঁহাকে দশবর্ষবয়সে রাজ্য প্রদান করিয়া বনে গিয়াছেন। ১৬—২০। তদবধি ইনি ধর্ম্মতঃ ভূমণ্ডল প্রতিপালন করিতেছেন। অদ্য আপনাদিগের আগমনে আমাদিগের পুণ্য বৃক্ষ ফলিত হইল। শত শত কষ্ট-তপস্যা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিলেও আপনাদিগের দর্শন ঘটে না। হে দেবীদ্বয়! এই বসুধাধীশ আজ আপনাদের অনুগ্রহে অতি পবিত্র হইলেন। মন্ত্রী এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, অবনীপতিও কৃতাঞ্জলি ও নম্রবদনে অবনিতলে পদ্মাসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সরস্বতী "হে রাজন! বিবেক দ্বারা পূর্ব্বজাতি স্মরণ কর" এই বলিতে বলিতে তাঁহার মস্তকে করস্পর্শ করিলেন, অতঃপর পদ্মভূপতির হৃদয়স্থ জীবের আবরক তমোমায়া দূর হইল ২১—২৫। জ্ঞপ্তিদেবীর স্পর্শে তাঁহার হৃদয় বিকাশিত হইল। তিনি সমুদয় পূর্ব্বজাতিবৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন। তিনি সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার লীলানাম্নী মহিষী ছিল, তিনি রাজ্য ও দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রজ্ঞপ্তিবৃত্তান্ত, লীলার বিলাস ও আত্ম-বৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়া সমুদ্রে যেন ভাসিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! বিস্তৃত সংসারে এই মায়া আমি একণে দেবীদ্বয়ের অনুগ্রহে জানিতে পারি-লাম। রাজা কহিলেন,—হে দেবীদ্বয়! এ কি, আমি যে একদিন মরিয়াছি, কিন্তু আমার বয়স একণে সপ্ততি বর্ষ হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমার একণে সকল কার্য্যের স্মরণ হইতেছে। প্রপিতামহকে স্মরণ করিতেছি, বাল্য, যৌবন, মিত্র, বন্ধু ও পরি-চ্ছদ সমস্তই স্মৃতিপথে আসিয়াছে। ২৬—৩০। জ্ঞপ্তিদেবী কহিলেন,—রাজন্! মৃত্যুমূর্চ্ছার পর এই তোমার গৃহে তদধিষ্ঠিত চিদাকাশ মায়াবরণ দ্বারা তিরোহিত হইলে গিরিগ্রামবাসী বিপ্রের গৃহ, পদ্মভূপতির রাজ্য এবং তন্মধ্যস্থ প্রধান গৃহ ও গৃহাকাশ সমস্তই

তোমার অন্তরাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ, তাহা সমস্তই উক্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে অন্য কোথাও নহে। প্রত্যেক জগতই ঐরূপ। তোমারই জীব সেই গৃহাকাশে আমার উপাসক হইয়া অবস্থিত ও সেই প্রকারে প্রথিত হইয়াছিল। যেই স্থানে তোমার জীব ছিল, সেই স্থানেই পদ্মভূপালের পৃথিবী এবং সেই পৃথিবীতেই তাঁহার রাজ্যাদি ও সেই স্থানেই তোমার ঐ আরম্ভমন্থর গৃহ রহিয়াছে। নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও সুনির্ম্মল তদীয় চিদাকাশে ঐ সকল ভ্রমব্যবহারসমূহের বিস্তার প্রতিভাত হইয়াছিল "আমার এই নাম, এই জন্ম, এই আমার ইক্ষাকুকুল এই প্রকার নামে এই আমার পিতামহাদি পূর্ব্বে হইয়াছিলেন, আমি জন্মিয়াছি, আমি বালক—দশবর্ষবয়স্ক; আমাকে রাজ্যপ্রদান করিয়া আমার পিতা পরিব্রাজক হইয়া বিপিনে গিয়াছেন, তার পর আমি দিগ্বিজয় করত নিষ্কণ্টক রাজ্যে ঐ পুরবাসী মন্ত্রিগণের সহিত পৃথিবী পালন করিতেছি। আমি যজ্ঞক্রিয়ানিরত হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতেছি, আমার সপ্ততিবর্ষ বয়স অতীত হইয়াছে এই শত্রুবল উপস্থিত, দারুণ যুদ্ধ হইতেছে, এই যুদ্ধ করিয়া আসিয়া গৃহে উপস্থিত আছি, এই দেবীদ্বয় আমার গৃহে আসিয়াছেন, ইহাঁদিগকে আমি পূজা করি — দেবগণ পূজিত হইলে অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাঁদের দুইজনের মধ্যে এই দেবী, সূর্য্যকিরণ যেমন পদ্ম বিকাশিত করে, তদ্রূপ সেই আমার জাতিস্মৃতিপ্রদ জ্ঞানের বিকাসন করিয়াছেন এক্ষণে কৃতকৃত্য হইয়াছি, আমার সংশয় দূর হইয়াছে, এক্ষণে আমার কোন দুঃখ নাই আমি সর্ব্বতোভাবে সুখী হইলাম." (জ্ঞপ্তিদেবী কহিলেন,—) মহারাজ। এইপ্রকার লোকান্তরচারী বহুবিধ ভ্রান্তিই তোমায় বিস্তৃত হইয়াছে, আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে তুমি যে মুহূর্ত্তে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলে তখনই তোমার উদরে এই প্রতিভা স্বয়ং উদিত হয়। যেমন নদীপ্রবাহ এক আবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্য আবর্ত্তচলন গ্রহণ করে, জ্ঞান-প্রবাহও সেইরূপ এক দৃশ্য ত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য প্রতিভাসিত করে। যেমন আবর্ত্ত অন্য আবর্ত্তের সহিত সংমিশ্র হইয়া প্রবর্ত্ত হয়, তদ্রূপ সৃষ্টিশ্রীও মিশ্র ও অমিশ্রভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। ৩১—৪৫। এই জগজ্জাল সেই মৃত্যুমুহূর্ত্তে তোমার চিৎরূপ ভানুর নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, এই সমস্তই অসৎরূপ। যেমন স্বপ্নক্ষণমধ্যে সংবৎসর ভ্রম হয়, যেমন সঙ্কল্পরচনায় জীবন ও পুনর্ম্মরণ হয়, যেমন গন্ধর্ব্বনগরে ভিত্তিশোভার পরিজ্ঞান, নৌকাগমনবেগে যেমন বৃক্ষ পর্ব্বতাদির কম্পন অনুভূত হয় যেমন স্বীয় বাতপিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ-জাত সন্নিপাতরোগে অপূর্ব্ব পর্ব্বতনৃত্য দেখায় ও যেমন স্বপ্নে নিজ মস্তক কর্ত্তন অনুভূত হয়, বিস্তৃতরূপ এই ভ্রান্তিও তদ্রূপ মিথ্যা, বস্তুতঃ তুমি জন্মগ্রহণ কর নাই বা কখনই মৃত হও নাই। তুমি শুদ্ধবিজ্ঞানস্বরূপ শান্ত পরমাত্মায় অবস্থিতি করিতেছ। তুমি এই অখিল জগৎ দর্শন করিতেছ অথচ কিছুই দেখিতেছ না, সর্ব্বাত্ম-কতা হেতু তুমি আপনি আপন আত্মায় প্রকাশিত হইতেছ, এই যে মহামণির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর ভূপীঠ, ইহা বাস্তবিক ভূপীঠ নহে, তুমিও বাস্তবিক ঐরূপ নহ। এই সমস্ত গিরি বা গ্রাম নহে, এই আমরাও কিছুই নহি। গিরিগ্রামকবাসী বিপ্রের মণ্ডপাকাশে সকর্ত্তৃক লীলার সহিত ভাস্বর জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। সেই যে গৃহাকাশস্থিত আকাশমণ্ডল লীলা-রাজ-ধানীতে সুশোভিত রহিয়াছে, আমরা যে এই জগতে অবস্থিতি করিতেছি, এ সমস্তই সেই গৃহাকাশে অবস্থিত। সে মণ্ডপাকাশ কি? সে মণ্ডপাকাশ—নির্ম্মল ব্রহ্ম। সেই মণ্ডপে মহী, পত্তন, বন, শৈল, সরিৎ, অর্ণব, মানবগণ ও পর্ব্বত প্রভৃতি কিছুই নাই। জনগণের ভ্রমণ ও পরস্পর দর্শনাদি সমস্তই মিথ্যা এবং সমস্তই চিন্মাত্রে পরিপূর্ণ। ৪৬—৬১। বিদূরথ কহিলেন,—হে দেবি! যদি এ সমস্ত কিছুই নহে, তবে আমার এই সমস্ত অনুচরগণ কি আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত আছে, অথবা অন্য কিছুতে অবস্থিত আছে? যদি এই জগৎ স্বপ্নানুভূত পদার্থের ন্যায় হইল, তবে তত্রত্য নরগণ স্বপ্নানুভূত পদার্থ হইয়া কিরূপে আত্মাতে সত্যরূপে অবস্থিতি করিতেছে? কিংবা সত্য নহে, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলুন। সরস্বতী কহিলেন — রাজন। বিদিতবেদ্য শুদ্ধবোধ একরূপী চিদ্ব্যোম আত্মাসমূহে সদ্রূপ কিছুই নাই। শুদ্ধবোধ আত্মার কিরূপে জগদ্ভ্রম হইতে পারে? রজ্জুতে সর্পভ্রম নিবৃত্ত হইলে পুনঃ সর্পভ্রম কিরূপে হইবে? অসত্তাই যখন প্রতিপাদিত হইল, তখন জগদ্ভ্রমে সত্তা কি হেতু হইবে? মৃগতৃষ্ণিকার তথ্য অবগত হইলে তথায় আর জলভ্রম হয় না। স্বপ্নকালে প্রবোধ দ্বারা জীবস্বরূপ অবগত হইলে স্বপ্নমৃত্যু কিরূপে হইবে? যে মৃত নয়, স্বস্বপ্নে স্বপ্নমৃত্যুভয় তাহারই হইয়া থাকে। হে মহারাজ। অজ্ঞানরূপ মেঘের আবরণ ঘুচিলে, শরৎকালীন নভঃশ্রীর ন্যায়, স্বচ্ছ অবদাত ও অতি বিস্তৃতাশয় তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির 'এই আমি, এই জগৎ' এ প্রকার কুৎসিত শব্দার্থ হয় না, বাস্তবিক তাহা বাচিকমাত্র। বশিষ্ঠ মুনি এইরূপ বলিতে বলিতে দিবাবসান হইল, সায়ন্তন-বিধি অনুষ্ঠানার্থ রবি অস্তাচলে গমন করিলেন। সভাস্থ সভ্যগণও পরস্পর অভিবাদন করিয়া স্নান ও সায়ন্তন কার্য্যার্থে উঠিলেন. পরে রাত্রি অপগত হইলে, তাঁহারা আবার সূর্য্যকিরণের সহিত সমাগত হইলেন। ৬২—৬৯।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

ইতি পঞ্চম দিবস।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যে ব্যক্তি মূঢ় অবুদ্ধমতি ও পরম পদে দৃঢ়ব্যুৎপন্ন হয় নাই, এই অসৎ জগৎ তাহার নিকটে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সৎ বলিয়া বোধ হয়। বেতাল যেরূপ বালকের মরণ পর্য্যন্ত দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ অসদাকার এই জগৎ মূঢ়মতির নিকটে আকারসম্পন্ন হইয়া দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। মরুভূমিস্থ সূর্য্যকিরণ যেরূপ বারির ন্যায় দৃশ্য হইয়া মৃগদিগের ভ্রম উৎপাদন করে, তদ্রূপ মূঢ়মতির সকাশে অসত্য এই জগৎ সত্য-রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন প্রাণীর স্বপ্নদৃষ্ট মৃত্যু অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া স্বপ্নজনিত শোকদুঃখাদি কার্য্যের হেতু হয়, তদ্রূপই মূঢ়মতির নিকট এই জগৎ। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে যেমন কনক, কনক ও কটকে কটকবুদ্ধিই থাকে, অণুমাত্রও হেমবুদ্ধি হয় না, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির পুর, আগার, নগ ও নাগেন্দ্র প্রভৃতিই দৃশ্য হয়—পরমার্থদৃষ্টি হয় না। ১—৫। যেমন নভোমণ্ডলে মুক্তাবলি, পিচ্ছ ও কেশোণ্ড্রক প্রভৃতি অসত্য

হইলেও সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ পরমার্থদৃষ্টিহীন ব্যক্তির নিকটে জগৎ বোধ হয়। অহন্ত্বাদিযুক্ত এই বিশ্ব দীর্ঘ স্বপ্ন বলিয়া জানিবে। এই বিশ্বে স্বাতিরিক্ত স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষপ্রায় পুরুষগণ রহিয়াছে, তাহারা কতদূর সত্য তাহা শ্রবণ কর। ঐ যে অচেত্য চিন্মাত্রবপুঃ, শান্ত, নিরতিশয় সত্য, পরমাকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাই সর্বগত সর্বশক্তিমান্ ও সর্বাত্মক। ইনি স্বীয় সর্বধার ও সর্বশক্তি বলিয়া যে যে স্থানে অর্থক্রিয়োপযোগী হইয়া উদিত হন, সেই সেই স্থানে তদনুরূপ ক্রিয়াদি প্রথিত হইয়া থাকে ৬—১০। এই বিশ্বরূপ স্বপ্নপুরে দর্শক যাহাকে পুরবাসী নরগণ বলিয়া জানে, তাহার নিকট ক্ষণকালের জন্য সে নর বলিয়া প্রতিভাত হয়। দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্য স্বপ্নাকাশের অন্তরে অবস্থিত, সেই চৈতন্য স্বপ্নদ্রষ্টার বাসনানুসারে বাসনার আধার চিত্তের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পায়, তৎপ্রভাবেই সে আপনাকে নর বলিয়া বোধ করে। সেই চৈতন্যের ঐক্যপ্রভাবেই নরত্ব বোধ হয়। এই কারণে চিত্তলেই দুইয়েরই সত্যতা প্রকাশ পায়। রাম কহিলেন,—হে মুনে। যদি মাত্রিমাত্রশরীরী স্বপ্নে স্বপ্ন-পুরুষ সত্য না হয়, তাহা হইলে দোষ কি, আপনি বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! স্বপ্নকালেও পুরবাস্তব্য প্রভৃতি সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, প্রত্যক্ষ ভিন্ন এ বিষয়ের অন্য কোন প্রমাণ নাই। ১১—১৫। সৃষ্টির প্রথমে স্বয়ম্ভূ স্বপ্নাভ ও অনুভবাত্মক হইয়া প্রকাশ পান। তাঁহার সঙ্কল্পের ফলস্বরূপ এই বিশ্ব স্বপ্নতুল্যই। হে রাম! এইরূপে এই বিশ্ব স্বপ্নসদৃশ, এবিষয়ে তুমি যেরূপ আমার সম্বন্ধে সত্য, অন্য নরগণের নিকট অন্য নরগণও সেইরূপ সত্য, যদি স্বপ্নে নগরবাসীরা সত্য না হয়, তাহা হইলে আমার তদাকার-ইহাতেও অণুমাত্রও সত্যবুদ্ধি হয় না। তোমার নিকট আমি যেরূপ সত্যাত্মা, আমার নিকট সেইরূপ সকলই সত্যাত্মা। স্বপ্নকল্প এই সংসারে পরস্পর সিদ্ধির এই প্রমাণ। বিপুল সংসারে স্বপ্নে আমি যেমন তোমার নিকট সত্য, সেইরূপ তুমিও আমার নিকট সত্য, স্বপ্নের এই ক্রম। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! আমার বোধ হইতেছে, স্বপ্নদ্রষ্টা নিদ্রিত হইলেও তদ্দ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি সদ্রূপ বলিয়া সেইরূপই থাকে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা ঠিক, স্বপ্নদৃষ্ট পত্তনাদি সত্য বলিয়া তাহাই থাকে, স্বপ্নদ্রষ্টা নির্নিদ্র হইলেও আকাশের ন্যায় বিশদাকার থাকে। এ বিষয় এক্ষণে থাকুক। যাহা জাগ্রৎ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাও অন্তঃস্বাপ্নদেশকালাদিপূর্বক স্বপ্ন বলিয়া জানিবে। এইরূপ এ সমস্তই সত্য নহে, সত্যের ন্যায় অবস্থিত, স্বপ্নানুভূত পুরজোর ন্যায় মিথ্যাই রঞ্জনকারী। সমস্তই দেহের বাহিরে ও অন্তরে সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সংবিৎ সর্বদেশকালাদিপূর্বক বলিয়া সত্য ও মায়াশক্তিপ্রভাবে সর্বত্রই সর্বভাবে স্ফুরিত হয়। ২১—২৫। ধনাগারে যে দ্রব্য রহিয়াছে, দ্রষ্টা তাহা লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ চিদাকাশে সমস্ত রহিয়াছে, এই চিদাকাশই তাহা দেখায়। অনন্তর দেবী জ্ঞপ্তি বিদূরথের জ্ঞানামৃতসেক দ্বারা জ্ঞানাঙ্কুর উৎপন্ন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! আমি লীলার নিমিত্ত তোমার নিকট এই সমস্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, আমরা স্ব স্ব স্থানে গমন করি। লীলা তদীয় মণ্ডপান্তর্গত ব্রহ্মাণ্ড কল্পনারূপ জগতের মিথ্যাত্ব দৃষ্টান্ত দর্শন করিলেন। আমাদের আর থাকিয়া প্রয়োজন কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! দেবী সরস্বতী মধুরবাক্যে এইরূপ কহিলে ধীমান্ বিদূরথ মহীপতি কহিতে লাগিলেন,—হে দেবি! যাচকের নিকট আমারও দর্শন যখন বিফল হয় না, তখন মহাফল-প্রদাত্রী আপনকার দর্শন কি জন্য বিফল হইবে? ২৬—৩০। হে দেবি! স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরপ্রাপ্তির ন্যায় আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হই, আপনি আদেশ করুন। হে মাতঃ! এই বিপন্ন শরণাগতকে অবলোকন করুন। হে বরদাত্রি! ভক্তের প্রতি অবহেলা মহৎব্যক্তির শোভা পায় না। আমি যে প্রদেশে গমন করিব, আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারী যেন গমন করিতে পারে, আমার প্রতি দয়া করুন। সরস্বতী কহিলেন,—হে মহারাজ! তুমি আইস, নিঃশঙ্ক-চিত্তে যথাযোগ্য বিলাসসম্পন্ন রাজ্য পালন কর। আমাদিগের দ্বারা কোন যাচকের মনোরথ নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা কেহ কখনও দেখে নাই জানিবে। ৩১—৩৪।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

সরস্বতী কহিলেন,—হে মহারাজ। এই মহারণস্থলে তোমাকে মরিতে হইবে। অনন্তর তুমি সমস্ত প্রাক্তন রাজ্য প্রত্যক্ষই প্রাপ্ত হইবে। তুমি, তোমার মন্ত্রী ও কুমারী সেই প্রাক্তন পুরে যাইতে পারিবে এবং তথায় শবীভূত তত্তৎশরীর প্রাপ্ত হইবে। আমরা দুইজনেও যেমন আসিয়াছি, তথায় তদ্রূপ যাইব, তুমি বায়ুরূপে তথায় যাইবে, সেই স্থানে কুমারী ও মন্ত্রীও যাইবে। অশ্বের গতি অন্যবিধ, খর ও উষ্ট্রের গতিও অপর প্রকার, মদান্ধগণ্ডস্থল দন্তীর গতিও ভিন্নপ্রকার। যখন মধুরভাষী রাজা ও সরস্বতীর এই প্রকার পরস্পর কথোপকথন হইতেছিল, তখন সসম্ভ্রমে ঊর্দ্ধদিক্ দিয়া একটী লোক আসিয়া রাজার নিকট কহিল, দেব! সমুদ্ধত উদ্বেল মহাসাগরের ন্যায় দৃশ্যমান একদল বিপক্ষ সায়ক, চক্র, গদা ও পট্টিশ অস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা পরম আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে, প্রলয়বাতচালিত কুলাচল হইতে শিলাবর্ষণের ন্যায়, গদা, শক্তি ও ভুষুণ্ডী অস্ত্রের বর্ষণ করিতেছে। নগসদৃশ এই নগরের চতুর্দ্দিকে আগুন লাগিয়া চটচটা শব্দে এই শোভনা পুরী দগ্ধ করিতেছে। প্রলয়মেঘসমূহের ন্যায় সেই অগ্নির ধূমরাশিরূপ মহাদ্রি সকল পক্ষিরাজের ন্যায় উড্ডয়ন করিতেছে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই পুরুষ সসম্ভ্রমে এইরূপ বলিতে লাগিলে বহির্দ্দেশে গভীর শব্দে চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। ৬—১০। কোথা হইতে বলপূর্বক আকর্ণাকৃষ্ট শরবর্ষী ধনুর শব্দ হইতে লাগিল, কোথাও বা অতিমত্ত বেগবান্ কুঞ্জরের বৃংহিতধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। পুরদাহপ্রবৃত্ত হুতাশনের চটচটা শব্দ, দহ্যমান পুরবাসীদের মহা কোলাহল, ইতস্ততোবিকীর্ণ-অগ্নি-জন্য টাঙ্কারধ্বনি এবং জ্বলিত অগ্নিশিখার ধগ্ ধগ্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। অনন্তর দেবীদ্বয়, রাজা বিদূরথ ও মন্ত্রী বাতায়ন হইতে দেখিলেন, সেই মহানিশায় মহানগর—ভীষণ শব্দে পরিপূর্ণ, প্রলয়ানলে সংক্ষোভপ্রাপ্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় বেগ-সম্পন্ন, উগ্রহেতি-অন্তরূপ মেঘসম্পন্ন শত্রুদল কর্তৃক সমাক্রান্ত

প্রলয়াগ্নিতে দহ্যমান সুমেরুভূধরের ন্যায় পরিদৃশ্যমান আকাশব্যাপী অগ্নির মহাশিখা সকল পুরদাহ করিতেছে ১১—১৬। তথায় দস্যুগণ পরস্পরলুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইয়া মেঘের ন্যায় ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। পুষ্কর ও আবর্ত্ত মেঘের সমান ধূমাবলি দ্বারা আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল ও প্রোড্ডীয়মান হেমসদৃশ অগ্নিশিখাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইল। জ্বলৎকাষ্ঠরূপ তারাসমূহে অম্বরতল সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল প্রজ্বলিত গৃহসমূহ হইতে সমুত্থিত অগ্নিশিখাসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া প্রজ্বলিত পর্ব্বতরাজির শোভা ধারণ করিল। আহত সৈন্যগণ পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিকীর্ণ অঙ্গারসমূহ মেঘচ্ছিদ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অগ্নিদগ্ধ মানবগণ কর্কশ আক্রন্দন ও উগ্র গর্জ্জন করিতে লাগিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপ নারাচসমূহ অম্বরতল নিরন্তর হইয়া উঠিল। দগ্ধ পুরবাসিগণ বজ্র হেতি অস্ত্ররূপ শিলাজালে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল রণস্থলে হস্তিসমূহের সঙ্ঘর্ষণে প্রবলপরাক্রম বীরগণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইল। দ্রুতবেগে পলায়মান তস্করসমূহের মস্তকচ্ছেদনে তাহাদিগের অপহৃত মহাধন পথে বিকীর্ণ হইতে লাগিল. অঙ্গাররাশির আঘাতে নিপতিত হইয়া নরনারীগণ উগ্র রোদন করিতে আরম্ভ করিল। জ্বলিত কাষ্ঠসমূহ চটচটাশব্দে চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইল। বিপুল জ্বলন্ত অঙ্গারসমূহ নভোমণ্ডলে চক্রাকারে উত্থিত হইয়া শত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। জলন্ত অঙ্গারসমূহে সমস্ত বসুধাতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল। দগ্ধ কাষ্ঠসমূহের ক্রেঙ্কাররবের সহিত জ্বলন্ত বেণুসমূহের ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। দগ্ধ প্রাণীদিগের ঘোর চীৎকারে সকল সৈন্যগণ রোদন করিতে লাগিল। ধূলি শেষ করিয়া রাজশ্রী দগ্ধ করত হুতাশন প্রবৃদ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল। অগ্নিরূপ মহা অদ্রির সর্ব্বগ্রাসে আরম্ভ ও উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা দস্যুগণ আসিয়া গৃহস্বামীদিগকে প্রহার করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতে লাগিল, গৃহস্বামীরা চীৎকার করিতে লাগিল। অসংখ্য প্রাণিগণের ভোজ্য সকল বহ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেলে অবশিষ্ট দ্রব্য সকল কেহ কেহ বহিষ্কৃত করিতে আরম্ভ করিল। ১৭—২৭। অনন্তর রাজা বিদূরথ দগ্ধ স্ত্রী-পুত্রাদির দর্শন-মানসে অভিধাবিত যোধগণের এই বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন,—"হায় হায়! আতপনিবারক অতি উন্নত আমাদের গৃহরূপ সকল উন্মূলিত করিতে প্রচণ্ড বায়ু প্রখর শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে। হায় হায়! দারগণ পূর্ব্বে শীতে জড়ীভূত ছিল, এক্ষণে অগ্নিদগ্ধ হইয়া মহতের চিত্তে বিজ্ঞানমূর্ত্তি যেমন মগ্ন হয়, তদ্রূপ মৃত দন্তিগণের দেহে নিমগ্ন হইয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। হা তাত! আগ্নেয়াস্ত্র সকল তরুণীগণের কেশকলাপ-তৃণে লগ্ন হইয়া বীরগণ-প্রহিত মারুতাস্ত্র দ্বারা চালিত হইলে, তাহাদের কেশকলাপ, শুষ্ক পর্ণসমূহের ন্যায়, দগ্ধ হইতে লাগিল। ঐ দেখ, ধূম-যমুনা ঊর্দ্ধদেশে তরঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে নদীর ন্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ আবর্ত্ত পরিচালিত করত আকাশগঙ্গার দিকে প্রধাবিত হইতেছে! ধূমরাজি নদী হইয়া ঊর্দ্ধদেশে গমন করত বিমানচারীদিগকে অন্ধ করিয়া তুলিল! ঐ দেখ, ধূমনদীতে জ্বলদঙ্গারকাষ্ঠ সকল ভাসিয়া যাইতেছে! অগ্নিকণাসমূহ বুদ্বুদাকারে শোভা পাইতেছে। হে সুতে! এই অবস্থায় মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও তনয় নিত্তগণ দগ্ধ হওয়াতে, এই নারী অগ্নিদগ্ধ না হইলেও শোকদগ্ধ হইতেছে। হায় হায়! সত্বর আইস, তোমার এই মন্দির অঙ্গাররূপে পরিণত হইয়া প্রলয়-কালে সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় পতনোন্মুখ হইতেছে। হায়! শর, শিলা, শক্তি, কুন্ত, প্রাস ও অসি প্রভৃতি অস্ত্রগণ শলভের ন্যায় গবাক্ষমার্গ দ্বারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। যেমন অর্ণব হইতে জলপ্রবাহ উজ্জ্বল বাড়বানলে প্রবেশ করে, হায় হায়! তদ্রূপ অস্ত্রপ্রবাহ এই পুরীতে হুতাশনে প্রবেশ করিতেছে। ধূম সকল মহামেঘে লীন হইতেছে। অগ্নিশিখা সমুদয় প্রাসাদ-শিখরের অগ্রভাগে উঠিতেছে। রাণীদিগের হৃদয়ের ন্যায় সরসম্লান উদ্যান বাপী প্রভৃতি অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক হইতে লাগিল। দন্তিগণ চীৎকার করত কটকটা শব্দে আলান-স্তম্ভভ্রমে ক্রোধে বৃক্ষশ্রেণী ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে। ফলপুষ্পাদি-পূর্ণ বৃহৎস্কন্ধ গ্রাম্য বৃক্ষসমূহ অগ্নি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়ায় কান্তি-হীন ও তথাকার গৃহস্থের ন্যায় দীনভাবাপন্ন হইল। ২৮—৪০। হায়! পিতা ও মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বালকগণ বাণসমূহ পরি-ব্যাপ্ত রথ্যায় পতিত হইয়া ভিত্তিপতনে প্রাণ হারাইল। রণাঙ্গণে অঙ্গারোদ্গারী বৃক্ষসমূহের আচ্ছাদন সকল বায়ু দ্বারা উড্ডায়িত ও পতিত হওয়ায় করিণীগণ ভীত হইতে লাগিল। হায় হায়! তথায় অস্ত্রনির্ভিন্ন পুরুষ স্কন্ধে অঙ্গারপতনে একেই মৃতকল্প হইয়া-ছিল, তদুপরি আবার বজ্রকল্প যন্ত্রপাষাণ পতিত হইল। অহো! গো, অশ্ব, মহিষ, হস্তী, কুক্কুর, শৃগাল ও মেষপাল আকুল হইয়া যেন যুদ্ধ করিতেছে! দেখ, স্ত্রীগণ অগ্নিভয়ে জলার্দ্র বসন পরিধান করিয়া গমন করিতেছে, তাহাদের দেখিলে বোধ হয়, যেন স্থলপদ্ম বেষ্টিত রহিয়াছে, উহাদের ঐ বসনের পটপটা শব্দ হইতেছে! ঐ দেখ, করভগণ যেমন প্রলম্বিত বৃক্ষ শাখা আস্বাদনার্থ অবলম্বন করে, তদ্রূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল স্ত্রীগণের অলকাবলী অবলম্বন করত অশোকপুষ্পের শোভা বিস্তার করিতেছে। হায় হায়! হরিণ-নয়নাদিগের ভ্রমরপক্ষসদৃশ অক্ষিলোমে (চোকের পাতায়) কৃশানুশিখা সকল নিপতিত হইতেছে! মনুষ্যগণ দগ্ধ হইয়াও ভার্য্যাকে বহিষ্কৃত না করিতে পারায় বহির্গত হইতে পারিতেছে না অহো! (মনুষ্যদিগের) প্রাণিগণের স্নেহবাগুরা কি ভয়ানক দুশ্ছেদ্য! করী আলানস্তম্ভ বৃক্ষ সকল অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় বেগে সেই বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া দগ্ধতুণ্ড হইয়া পদ্মসরোবরে গিয়া নিমগ্ন হইতেছে। অন্তরে বহ্নিশিখারূপ বিদ্যুল্লতা লইয়া ধূম সকল উত্থিত হইয়া মেঘাকার ধারণ করত অঙ্গাররূপ নারাচ-অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে।"। ৪১—৫০। কেহ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে দেব! ঐ দেখুন, আকাশে ধূমের মধ্যে বহ্নিকণা আবর্ত্তের ন্যায় ঘুরিতেছে। শিখারূপ তরঙ্গবিশিষ্ট রত্নপূর্ণ অর্ণব যেন আকাশপথে শোভিত হইতেছে। নভোমণ্ডল বহ্নিশিখার তেজে পীতবর্ণ হওয়ায় বোধ হইল যেন মৃত্যুদেব জীবহিংসা উৎসবে কুঙ্কুমাক্ত পেটক দ্বারা দিগ্বধূগণকে বিভূষিত করিতেছেন। অহো! কি বিষম অসদ্-ব্যবহার উপস্থিত, যেহেতু বৈরিবীরগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া রাজনারী-দিগকে ধরিয়া লইতেছে। ঐ দেখ রমণীগণের অর্দ্ধদগ্ধ কবরীভারে বক্ষঃস্থল ও স্তনমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়াছে! উহাদের স্রগ্দামকুসুমে মার্গ সকল প্রাকারবিশিষ্ট হইয়াছে। আলোকস্বচ্ছ বসনে উহাদের নিতম্ব-জঘনস্থল দেখা যাইতেছে। বিচ্যুত মাণিক্য-বলয় দ্বারা অবনিতল সমাকীর্ণ হইয়াছে। ঐ নারীগণের ছিন্ন হারলতা হইতে অমল মৌক্তিকজাল নিপতিত হইতেছে। উহা-

দিগের স্তনযুগলের পার্শ্ব হইতে কঙ্কপ্রভা বিনির্গত হইতেছে। কুররীগণের ন্যায় ঐ নারীগণের কর্কশরবে সংগ্রামস্থলের কলরব মন্দীভূত হইয়াছে। উহারা এত চীৎকার করিতেছে যে, ঐ চীৎকারে রমণীগণের কুক্ষিপার্শ্ব যেন বিদীর্ণপ্রায় হইয়া যাইতেছে। রক্তকর্দম ও বাষ্পজলে উহাদের পরিধেয় বসন ভিজিয়া গিয়াছে। অচেতনপ্রায় ঐ নারীগণের বাহুমূল ধরিয়া জনগণ বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। যখন ঐ নারীগণ "কে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে" এই বলিয়া কাতরভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, তখন বোধ হইতেছে, উৎপলসমূহ বর্ষণ হইতেছে, সৈনিকগণ তদ্দর্শনে রোদন করিতেছে। মৃণালের ন্যায় কোমল ও সুনির্ম্মল ঐ নারীগণের উরুমূল সকল স্বচ্ছ অম্বর দ্বারা দৃষ্ট হওয়ায় বোধ হইল যেন আকাশনলিনীসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ নারীগণের মাল্য বসন ও অঙ্গরাগ সকল আলোল (অর্থাৎ বিমর্দ্দিত বিকম্পিত), উহাদিগের অলকলতা বাষ্প দ্বারা আকুল ও ইতস্তত বিকীর্ণ, উহারা যেন আনন্দরূপ মন্দরপর্ব্বত দ্বারা নিরন্তর বিমথিত কামসমুদ্র হইতে উত্থিত রাজলক্ষ্মী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ৫১—৬১।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই অবসরে আলোলমাল্যবসনা ভয়বিহ্বলা ভয়কম্পে বিচ্ছিন্নহার-লতাধারিণী পূর্ণযৌবনা রাজমহিষী বয়স্যা ও দাসীগণকে লইয়া, লক্ষ্মী যেমন পদ্মকোটরে প্রবেশ করেন তদ্রূপ সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রাননা অবদান-কলেবরা নিশ্বাস-কম্পিত-পয়োধরা তারকারাজিসম-দশন-সুশোভিতা ঐ রাজমহিষী মূর্ত্তিমতী আকাশ-দেবীর ন্যায় তথায় গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাণিসমূহের মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, অপ্সরাগণ যেমন অমরনাথের নিকট তাহার বৃত্তান্ত অবগত করিয়া থাকে তদ্রূপ মহিষীর এক বয়স্যা রাজাকে ঐ যুদ্ধসংক্ষোভ জানাইতে লাগিলেন,—"মহারাজ। বাতবিকম্পিতা লতা যেমন ক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ এই মহিষী অন্তঃপুর হইতে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়া আপনার শরণাগতা হইয়াছেন। মহাসমুদ্রের তরঙ্গজাল যেমন তীরদ্রুমলতা-সমূহকে আহরণ করিয়া লয়, তদ্রূপ বলবান্ যোধগণ আয়ুধহস্তে আপনার অন্যান্য দারগণকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সমস্ত অন্তঃপুর-রক্ষকগণকে উদ্ধত শত্রুগণ পিষিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। যেমন বেগসমুত্থিত বায়ুতে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণীকে চূর্ণ করিয়া ফেলে, বর্ষাকালের রাত্রিকালে মেঘবৃষ্ট সলিলধারা সশব্দে কমলবন যেমত উল্লুণ্ঠন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শত্রুগণ নিঃশঙ্কভাবে দূর হইতে আসিয়া আমাদের পুর লুণ্ঠন করিয়াছে বিশ্বগ্রসনোদ্যত ভীষণ জ্বালাসম্ভারসমন্বিত ধূমবর্ষণকারী বহ্নিরাশি ভীষণ নিনাদে আমাদের নগর আক্রমণ করিয়াছে, বহুতর শত্রুযোদ্ধগণ ধূমের ন্যায় শ্যামবর্ণ কবচধারী ও উগ্র খড়্গাসমূহ লইয়া নগরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত করিয়াছে। যেমন ধীবরগণ কেশে ধরিয়া কুররীগণকে লইয়া যায় তদ্রূপ শত্রুসৈন্যগণ ক্রন্দনকারী দেবীগণকে কেশে ধরিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। আমাদের এই যে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আপদ্ আসিয়াছে, আপনি ব্যতীত এ আপদের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।" ১—১১। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবীদ্বয়কে দর্শন করিয়া কহিলেন,—হে দেবীদ্বয়! আমি যুদ্ধে গমন করিতেছি, আপনারা ক্ষমা করিবেন। আমার এই ভার্য্যা আপনাদিগের পাদপদ্মের ভ্রমরী (রক্ষণীয়া) হইয়া রহিল। রাজা এই কথা বলিয়া মত্ত হস্তীর বিদারণকারী কেশরী যেমন অরণ্য হইতে নির্গত হয়, তদ্রূপ ক্রোধারক্তনয়নে বহির্গত হইলেন। অনন্তর প্রবুদ্ধলীলা, চারুদর্শনা (রাজমহিষী) লীলাকে, আদর্শে প্রতিবিম্বিত নিজ আকৃতির ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রবুদ্ধ লীলা সরস্বতীকে কহিলেন,—হে দেবি। এ কি! কি প্রকারে ইনি আমার সদৃশী? আমি পূর্ব্বে যাদৃশ হইয়াছিলাম, ইনিও আমার ন্যায় কেন হইলেন, তাহা বলুন। মন্ত্রী প্রভৃতি পৌরগণ সৈন্য ও বাহনাদি সমেত যোধগণ সমস্তই সেইরূপ রহিয়াছে, পূর্ব্বরাজ্যস্থিত বলিয়া বোধ হইতেছে। হে দেবী। ইহারা আদর্শ-প্রতিবিম্বের ন্যায় আমার বাহ্যে ও অন্তরেও কিরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহারা কি সচেতন? ১১—১৭। দেবী কহিলেন,—অন্তরে যেমন জ্ঞপ্তি উদিত হয়, তদ্রূপই ক্ষণ-কাল অনুভূতি হইয়া থাকে। যেমন চিত্ত স্বপ্নসময়ে জাগ্রদনুভূত পদার্থের আকার ধারণ করে, সেইরূপ চিতিও (চিৎশক্তি) চেত্যাকারিত্ব (চিত্তের আকার) প্রাপ্ত হয়। সংস্কারাত্মক জগৎ সেই চিত্তে ও চৈতন্যে যেমন প্রতিফলিত হয়, সেইরূপই উদ্বোধ-কালে উদিত হয়। তদ্বিষয়ে দেশ ও কালের দীর্ঘতা ও পদার্থের বৈচিত্র্য প্রতিবন্ধক হয় না। অন্তঃস্থ চৈতন্য অধ্যস্ত থাকিলেও বাহ্য বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নই এ বিষয়ের নিদর্শন। যেমন স্বপ্ন রচিত ও সঙ্কল্পনির্ম্মিত পুরী অন্তরে কল্পিত ও অবস্থিত হইলেও বহির্বিদ্যমানের ন্যায় বোধ হয়, তেমনি অন্তঃপরিকল্পিত জগৎও চৈতন্যের সর্ব্বব্যাপিত্বনিবন্ধন বাহ্যরূপে প্রতীত হইতে থাকে। ১৮—২০। এই কারণে অন্তরে উদীয়মান মিথ্যা জগৎ চিরা-ভ্যাস বশতঃ অবাধে বাহিরে সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। তোমার ভর্ত্তা যখন সেই পুরে যেরূপভাবে মৃত্যুগ্রস্ত হন, সেই স্থানেই সেইরূপভাবে উপস্থিত হইয়াছেন। মন্ত্রী প্রভৃতি এই সমস্ত ব্যক্তিগণ আকারগত সাদৃশ্যে ইহার পূর্ব্বমন্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় হইলেও তাহাদিগের সহিত ইহারা অভিন্ন নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রাজার অনুভূত বিষয় তাঁহার চিৎসত্যতায় সত্য, স্বপ্ন ও জাগ্রতের এই প্রভেদ যে, জাগ্রদনুভূত বস্তু যথার্থ সত্ত্ব হইলেও ব্যবহারে তত্ত্বের ন্যায় অবিসংবাদী। উত্তরকালে অস্থিরত্বনিবন্ধন যখন অবস্তু হইল, তখন তাহার কিরূপে সত্যতা হইতে পারে? এ সমস্তই এইরূপ নাস্তিতার অধিক কিছুতেই নাই। স্বপ্নে জাগ্রৎ যেরূপ অসৎরূপ, জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন তদ্রূপ অসন্ময় হইয়া থাকে। ২১—২৫। জন্ম সময়ে মৃত্যু যেরূপ অসদ্রূপ, তেমনি মৃত্যুকালেও জন্ম অসদ্রূপ হইয়া থাকে। বস্তু সকল নাশকালে অবয়ব-ধ্বংস-পূর্ব্বক অভাবগ্রস্ত হয় এবং বাধকালে তদ্বিষয়ক অনুভবের বিপর্য্যয় হয়। এইরূপে এই জগৎ সৎও নয় এবং অসৎও নয়, কেবল ভ্রান্তিমাত্রে বিরাজ করে। মহাপ্রলয়ে অদ্যাপি যাহা থাকে না, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না, এক ব্রহ্মই জগৎ; তন্মধ্যে সৃষ্টি নাম্নিকা এই ভ্রান্তিই রহিয়াছে। যেমন জলধিতে তরঙ্গ, তেমনি এই সৃষ্টি। প্রবল বায়ু হইয়া উঠিলে ধূলি যেমন উঠিয়া পড়িয়া যায়, তদ্রূপ এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া

আবার লীন হয়। অতএব 'তুমি আমি' এই প্রকার বিভাগাত্মা ভ্রান্তিময় আভাসমাত্র। মৃগতৃষ্ণা-জলের ন্যায় দগ্ধপটভস্মপ্রায় এই প্রপঞ্চে আবার আস্থা কি? যাহাতে কোন প্রকার ভ্রান্তি নাই, তাহাই পরমপদ। গাঢ় অন্ধকারে বালকদিগের যক্ষভ্রান্তি থাকে, বাস্তবিক তাহা যক্ষ নহে, অন্ধকারই। অতএব এই জন্ম-মৃত্যু-অজ্ঞান-মোহমাত্র এই বিতত জগৎ শান্তি হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সমহাকল্প ব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম ভিন্ন সত্য আর কিছুই নাই। আর যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। সত্য ও অসত্য এই উভয়ধর্ম্মী পদার্থ হয় না। আকাশে পরমাণুর মধ্যে ও দ্রব্যাদির অণুকের মধ্যেও যে যে স্থানে জীবাণু আছে, সেই স্থানেই এই জগৎ নিজাকার জানিতে পারে। যেমন অগ্নি নিজভাবনাক্রমে উষ্ণতা জানিয়া থাকে, বিশুদ্ধ চিদাত্মাও সেইরূপ এই জগৎকে আত্মভূত দেখিয়া থাকেন। ২৬—৩৫। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে গৃহে ত্রসরেণু সকল ভ্রমণ করিতেছে দেখা যায়, সেইরূপ পরমাকাশে এই ব্রাহ্মাণ্ড-রূপ ত্রসরেণু সকল ভ্রমণ করিতেছে। যেমন বায়ুতে স্পন্দ ও আমোদ এবং আকাশে শূন্যত্ব থাকে, সেইরূপ এই বিশ্ব স্থৌল্যরহিত, সেইরূপ আবির্ভাব, তিরোভাব, উপাদান, উৎসর্গ, স্থূল, সূক্ষ্ম, চরাচর সকল অবয়ববিহীন ব্রহ্মেরই অংশমাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে সাকারত্ববোধের জন্য নিরবয়ব এই বিশ্বকে তাদৃশ আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবে। ৩৬—৩৯। নিজভাবনাক্রমে উদিত এই বিশ্ব পূর্ণব্রহ্মে অবস্থিতিনিবন্ধন অর্থশূন্য নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় সত্য নয়, অসত্যও নয়, মিথ্যা অনুভূতি-নিবন্ধন সত্য পরীক্ষা করিলে অসত্য হইয়া যায়। মায়াপিহিতস্বরূপত্ব হেতু জীবত্ব পরম কারণ, চিরকাল অনুভব হেতু স্পষ্ট জীবত্বলাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ এই জগৎ সত্যই হউক বা অসত্যই হউক, চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই নাই। জীবের যে ভোগেচ্ছা, তাহাই সংসারের উৎপাদক কারণ, সে অংশে সত্য-মিথ্যার উপযোগিতা নাই। বিষয় সত্যই হউক বা অসত্যই হউক, তাহার অনুরঞ্জনাই সংসারের উৎপত্তির মূল কারণ। জীব অগ্রে স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ানুভবে অনুরঞ্জিত হয়, পরে সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল পুনরনুভব করে, অনুভবের মহিমা এমনি অপূর্ব্ব, কখনও তাহা পূর্ব্বানুভবের অবিকল মূর্ত্তি দেখায় এবং কখন অসম্পূর্ণ ও অর্দ্ধসমান অনুভবনীয় উপস্থিত করাইয়া পুনঃপুনঃ তাহাদের অনুভব করায়, কিন্তু সে সমস্তই অসত্য ও জীবাকাশে অবস্থিত। প্রতিভানে সেই কুলোৎপন্ন সেই প্রকার আচার, জন্ম ও চেষ্টা-সমন্বিত, সেই মন্ত্রী ও পৌরগণই বোধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহারা দেশ কাল ও আচার বিষয়ে সমশীল হইলেও আত্মভাবে সত্যস্বরূপে অবস্থিত। সর্ব্বগামী আত্মস্বরূপ প্রতিভার এই স্থিতি। যেমন রাজার আত্মাকাশে সত্যবৎ প্রতিভা উদিত হইতেছে, তদ্রূপ অব্যাকৃত আকাশরূপ ঈশ্বরে সত্যসঙ্কল্পরূপা প্রতিভা উদিত হয়। এই কারণে এই লীলা তোমার ন্যায় স্বভাব, সমাচার, কুল ও আকার-বিশিষ্ট। সর্ব্বগামী সংবিদাদর্শে প্রতিভা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যেখানে যেরূপ, সেই স্থানে নিরন্তর সেইরূপই প্রতিভা উদিত হয়। প্রতিভা জীবাকাশের অন্তরে সমুদিত হয়, পশ্চাৎ বাহিরে প্রকাশিত হয়। প্রতিবিম্বকণতই এইরূপে অবস্থিত। এই তুমি, আমি, আকাশ, ভুবন, পৃথিবী ও রাজা এ সমস্তই চিন্মাত্রস্বভাব; সেইজন্যই সমস্ত অহন্ত্বাবে স্ফুরিত। অপর তত্ত্বজ্ঞগণও এই সমস্তকে চিদাকাশরূপ বিশ্বের জঠর বলিয়া জানেন। হে লীলে! তুমিও তাহাই জানিবে, তাহা হইলে তুমিও স্বস্বাবস্থিতা ও নির্ম্মলা হইয়া শান্তভাবে অবস্থিতি করিবে। ৪০—৫২।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

সরস্বতী সমাগতা লীলাকে কহিলেন,—হে লীলে! তোমার ভর্ত্তা এই বিদূরথ রণাঙ্গনে শরীর পরিত্যাগ করিয়া সেই অন্তঃপুর প্রাপ্ত হইবেন এবং সেই পদ্মভূপালরূপে অবস্থিতি করিবেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই দ্বিতীয়া লীলা সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনম্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আমি ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীকে নিত্যই অর্চ্চনা করিয়াছি। হে দেবি! তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নসময়ে আমাকে দর্শন দিয়া থাকেন। হে মাতঃ দেবেশি! তিনি যাদৃশী, আপনিও সেইরূপ। হে বরাননে! অতএব দীনের প্রতি দয়া করিয়া আমাকে বরপ্রদান করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—দ্বিতীয়া লীলা এইরূপ কহিলে ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবী তাহার ভক্তির বিষয় স্মরণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া অগ্রবর্ত্তিনী সেই লীলাকে বলিলেন,—হে বৎসে! তুমি যাবজ্জীবন আমাকে অনন্য মনে ভক্তি করিয়া আসিয়াছ, তজ্জন্য আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অভিমত বর গ্রহণ কর। সমাগতা লীলা কহিলেন,—হে দেবি! আমার পতি রণে দেহ পরিত্যাগ করিয়া যথায় থাকিবেন, তথায় আমি এই শরীরেই যেন ইঁহার অঙ্গনা হইয়া থাকিতে পারি। দেবী কহিলেন,—বৎসে! তুমি অনন্য মনে বহু পুষ্প ধূপাদি দ্বারা অনেক দিন কাল ব্যাপিয়া আমার পূজা করিয়াছ, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক। বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর দেবীর বরপ্রদানে সমাগতা লীলা সন্তুষ্ট হইলে পূর্ব্বলীলা সন্দেহলোলচিত্তা হইয়া দেবীকে কহিলেন,—ভবাদৃশ সত্যকামনাপর ব্রহ্মরূপী এইরূপ সঙ্কল্পবান্ ব্যক্তিগণের সমস্ত অভিলষিতই সত্বর সিদ্ধ হয়। হে ঈশ্বরি! তবে আমি কি নিমিত্ত সেই শরীরে এই লোকান্তরে গিরিগ্রামকে নীত হই নাই, বলুন। ১—১০। দেবী কহিলেন,—হে বরবর্ণিনি! আমি নিজে কাহারও কিছুই করি না। জীবগণ স্বয়ংই সমস্ত স্ব স্ব অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি সংবিদ্মাত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞপ্তি। আমি সর্ব্বপ্রাণীর অভিলষিত শুভ প্রকাশ করি, জীবশক্তিস্বরূপা চিৎশক্তি প্রত্যেকেই আছে। যে যে জীবের যে শক্তি যেরূপে উদিত, তত্তৎ জীবের সেই শক্তি নিত্যই সেই সেই প্রকারে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। আমাকে যখন তুমি আরাধনা করিয়াছিলে, তৎকালে তোমার জীবশক্তি 'আমি মুক্ত হইয়া থাকিব' এই প্রকার ছিল। আমিও তোমাকে সেই সেই প্রকারেই প্রবোধ দিয়াছি, তখন তোমাকে যুক্তিপূর্ব্বক ঐ প্রকার অমলভাব প্রদান করিয়াছি। ১১—১৬। তোমার তখন মুক্ত হইবার বুদ্ধি ছিল, স্বীয় চিৎশক্তির প্রভাবে (সর্ব্বদা) সেই বিষয়ই প্রাপ্ত হইয়াছ। যে ব্যক্তির যে প্রকার চিৎপ্রবাহ চিরকাল উদিত থাকে, কালে তাহার সেইরূপই ফল হইয়া থাকে। আত্মার চিৎশক্তিই তপস্যা বা দেবতা হইয়া, আকাশ-ফলের ন্যায়, ফল প্রদান করিয়া

থাকে। স্বীয় চিৎপ্রযত্ন ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহাতেই আগুবর্তী পাওয়া যায়। তুমি যেরূপ ইচ্ছা কর, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। চিতিভাবই স্বর্গগত অন্তরাত্মা, সে যাহাতে ব্যাপৃত বা প্রযত্ন-পর হইবে, তখন তাহারই কল্পরূপা শ্রী উদিত হয়। যাহা রম্য বা যাহা অরম্য, তাহা বিচার করিয়া দেখ, যাহা পবিত্র তাহাই বুঝিয়া করিবে। ১৭—২১।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই গৃহের মধ্যে যখন তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহার পূর্ব্বে বিদূরথ ক্রোধে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি তখন কি করিতেছিলেন? বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিদূরথ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, নক্ষত্রসমূহ বেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায়, বহুসৈন্য-পরিবৃত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে কবচ পরিধান করিয়া, হারবিভূষণ যথাস্থানে দিয়া, সুরপতির ন্যায়, মহা জয় জয় শব্দে বাহির হইয়াছিলেন। রাজা যোধগণকে আদেশ করিলেন, মন্ত্রিগণের নিকট সৈন্যগণের অবস্থিতিক্রম শুনিলেন এবং বীরগণকে অবলোকন করত রথে আরোহণ করিলেন। তদীয় রথ পর্ব্বতশিখরের ন্যায় উচ্চ ও মুক্তা-মাণিক্য দ্বারা বিমণ্ডিত পাঁচটী পতাকা তদুপরি উড্ডীন। উহার চক্রভিত্তিতে স্বর্ণকীল নিখাত রহিয়াছে, এবং ইহার অগ্রভাগ মুক্তাজালে বিমণ্ডিত। ঐ রথখানি দেখিলে বোধ হয় যেন স্বর্গীয় বিমান। সুলক্ষণ-সম্পন্ন সুগ্রীব প্রশস্ত আটটী অশ্ব দিগ্‌ব্যাপী হ্রেষারব করিতে করিতে ঐ রথ লইয়া যাইতেছিল। ঐ অশ্বগণ এত বেগে যাইতেছিল যে, দেখিলে বোধ হয়, যেন বেগগণকে অন্তরীক্ষে লইয়া যাইতেছে। বায়ুর অপেক্ষা তাহাদের গমনবেগ অধিক বলিলে অত্যুক্তি হয় না, গমনকালে বোধ হয়, যেন পশ্চাদ্ধ বহন করত আকাশ-পানার্থই ঊর্দ্ধমুখ হইতেছে। উহাদের চামর সকল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী। ১—৯। অনন্তর উদ্দাম-গজরূপ মেঘের গর্জ্জন-মিশ্রিত দুন্দুভিধ্বনি শৈলভিত্তিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভীষণ হইয়া উঠিল। মত্ত সৈন্যগণের কলকল ধ্বনি, কিঙ্কিণীজাল ও হেতিসমূহের ধ্বনি, ধনুকের চট্‌চটা শব্দ, শরের চীৎকার শব্দ, পরস্পরের অঙ্গে নিষ্পিষ্ট কবচসমূহের ঝন্‌ঝন্ শব্দ, জ্বলন্ত হুতাশনের টংকার, পীড়িত ব্যক্তিগণের চীৎকাররব, যোদ্ধাদের পরস্পর আহ্বানজনিত ধ্বনি এবং বন্দীদিগের ভং সিত ও কাতর জনগণের রোদনধ্বনি-সমূহে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকুহর, শিলার ন্যায়, ঘনীভূত করিল। দশদিক্-পরিপূরক ঐ সমস্ত ধ্বনি এত ভীষণ হইয়া উঠিল, যেন হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনন্তর সূর্য্যপথের নিরোধকারী ধূলিসমূহ-ব্যপদেশে ভূপৃষ্ঠ আকাশে যেন উড্ডয়ন করিতে লাগিল। ১০—১৫। সেই মহাপুর সেই অন্ধকারে বোধ হইতে লাগিল, যেন গর্ভবাস করিতেছে। যৌবনে যেমন তমোগুণ প্রগাঢ় হয়, তদ্রূপ তমঃ (অন্ধকার) অতিগাঢ় হইয়া উঠিল। দিবসে যেমন তারকারাজির সন্ধান পাওয়া যায় না, তদ্রূপ দীপসমূহ অদৃশ্য হইল। পিশাচগণ সেই রণমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবীর প্রসাদে দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়া কেবল সেই লীলাদ্বয় ও বিদূরথ-কন্যা সেই মহাযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধস্থলে বিদূরথ নৃপতি গমন করিলে, যেমন প্রলয়ে মহার্ণবের পয়ঃপূরে অর্থাৎ একার্ণব হইলে বাড়বানল প্রশমিত হয়, তদ্রূপ নগর-লুণ্ঠকদিগের কটকটাশব্দ প্রশান্ত হইল। যেমন প্রলয়ে সুমেরুপর্ব্বত উড্ডীন হইয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিদূরথ রাজা স্বপক্ষ ও বিপক্ষদিগের সৈন্য-সাগরের প্রভেদ (তারতম্য) না জানিয়াই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৬—২০। অনন্তর ধনুর্জ্যার চটচট শব্দ হইতে লাগিল। অস্ত্রসমূহের নীলকান্তি-রূপ মেঘরাজি সৃজন করিয়া শক্রগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল। নানাবিধ অস্ত্ররূপ বিহঙ্গমগণ আকাশপথে গমনাগমন করিতে লাগিল। শস্ত্রসমূহের কান্তি পরপ্রাণাপহরণ-জনিত পাপেই যেন মলিন হইল। উল্কাগ্নিবৎ শস্ত্রসমূহ হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। বীরগণরূপ বারিদসমূহ শরধারা বর্ষণ করত গর্জ্জন করিতে লাগিল। করপত্রের ন্যায় খরধার অস্ত্রসমূহ বীরগণের অঙ্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। নভঃপ্রদেশে খড়্গপ্রহারের পটপটা শব্দ হইতে লাগিল, শস্ত্রানলদীপে অন্ধকার দূর হইল, অখিল সেনাগণ নারাচ অস্ত্রে অঙ্গ বিদ্ধ হওয়ায়, রোমশ পুরুষের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। ২১—২৫। কবন্ধরূপ নটশ্রেণী যমারাধনযাত্রা মহোৎসব করিতে উঠিল, পিশাচগণ, নটকন্যার ন্যায়, তাহাদের সহিত গান করিতে লাগিল। দন্তিগণের দন্তসমূহের সঙ্ঘর্ষজনিত টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডলে ক্ষিপ্ত পাষাণসমূহের মহাশ্রেণী প্রবাহিত হইল। বায়ুচালিত শুষ্কপর্ণের ন্যায় শরসমূহ পতিত হইতে লাগিল। প্রাণিমরণরূপ বৃষ্টি দ্বারা প্লাবিত রণপর্ব্বত হইতে রক্তনদীশ্রেণী নির্গত হইতে লাগিল। অনবরত রক্তপাতে ধূলি প্রশান্ত হইল। আয়ুধবহ্নিতে অন্ধকার দূরীভূত হইল। যুদ্ধে তন্ময় হওয়ায় বীরগণের পরস্পর বাক্‌বিতণ্ডাশব্দ নিবৃত্ত হইলে, স্ব স্ব মরণনিশ্চয়ে অনেক প্রাণী ভয়ে আকুল হইল। সেই যুদ্ধস্থল কেবল নিঃশব্দ প্রাণিগণের সন্ত্রমরহিত ও খড়্গের কিরণসমূহে বিদ্যোতিত হওয়ায়, নিবাত-নিষ্কম্প অম্বুবাহের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। তথায় শরসমূহের খৎখৎ ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল, টকটক শব্দে ভুষুণ্ডীগণ পতিত হইতে লাগিল এবং মহাশস্ত্রসমূহ ঝন্‌ঝন্ শব্দে পরস্পর আঘাতপ্রাপ্ত হইতে লাগিল অতএব সেই রণস্থল তিমিতিমি প্রহার-ধ্বনিতে দুস্তর হইয়া উঠিল। ২৬—৩১।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই সমরাঙ্গন ক্রমশঃ ভীষণ হইয়া উঠিলে, লীলাদ্বয় ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবি! এই ভীষণ সংগ্রামে আপনি প্রসন্ন থাকিলেও আমাদের ভর্ত্তা সহসা জয় লাভ করিতে পারিতেছেন না কেন, তাহা বলুন। সরস্বতী উত্তর করিলেন,—হে পুত্রি! এই বিদূরথ নৃপের শত্রু এই যুদ্ধে জয়লাভার্থ অনেকদিন আমার আরাধনা করিয়াছেন, বিদূরথ ভূপতি তাহা করেন নাই, সেই কারণে বিদূরথশত্রুর জয় হইল, বিদূরথ পরাজিত হইলেন। আমি সকলেরই মনোহর্গত সংবিৎ; যখন যে আমাকে যেরূপে স্ব কর্ম্ম-বাসনাবলে কল্পনোন্মুখ করে, তখন আমি তাহার

কার্য্য সম্পাদন করি, তাহার সেই ফলই প্রদান করি। বহ্নির উষ্ণতাগুণের ন্যায় স্বভাবের অন্যথা হয় না। এই বিদূরথ "আমি মুক্ত হইব" এইরূপে আমাকে প্রতিভারূপে ভাবিতেন, সেই কারণে মুক্তই হইবেন। এতদীয় শত্রু সিন্ধুনামা মহীপতি "সংগ্রামে আমি জয়লাভ করিব" এই কামনায় আমাকে পূজা করিতেন। অতএব এই বিদূরথ দেহমুক্তির পর, তোমার ও ইঁহার সহিত মুক্ত হইবেন এবং তদীয় শত্রু সিন্ধু মহীপতি ইঁহাকে বিনাশ করিয়া ইঁহার রাজ্যের অধিপতি হইবেন। ১—৯। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! দেবি এইরূপ বলিতেছেন, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতেছে, এমন সময় সূর্য্যদেব অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্তই যেন উদয়াচলে আগমন করিলেন। যাহাদের প্রভাবে রাত্রিকালে তারকারাজির ন্যায় পিশাচাদি জীবসমূহ আবির্ভূত হইয়াছিল, সূর্য্যের আগমনে তাঁহার সেই অরিরূপী অন্ধকারসমূহ সৈন্যগণের ন্যায়, বিচলিত (পলায়নপর) হইল। শনৈঃ শনৈঃ কন্দর, আকাশ ও পর্ব্বতভূমি সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্ধকারাপগমে বোধ হইতে লাগিল, যেন এই জগন্মণ্ডল কজ্জলসমুদ্র হইতে আনীত হইল। যুদ্ধস্থলে বীরগণের গাত্রে যেমন চতুর্দ্দিক্ হইতে রক্তচ্ছটা-পাত হইতেছে, সেইরূপ সূর্য্যদেবের, কনকনিস্যন্দের ন্যায়, সুন্দর রশ্মি পর্ব্বতোপরি পতিত হইতে লাগিল। তখন নভোমণ্ডল ও রণভূমিকে দেখা যাইতে লাগিল, বীরগণের বাহুরূপ ভুজঙ্গগণ ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে, সূর্য্যের কিরণাবলি, কাঞ্চনকান্তির ন্যায়, নিপতিত হইতেছে. কুণ্ডলের রত্নসমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। নিপতিত বীরগণের মস্তকাবলি পদ্মের ন্যায় দেখা গেল। বিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন ইতস্ততঃ খড়্গী মৃগগণ প্রধাবিত হইতেছে, শরসমূহ শলভের ন্যায় পড়িতেছে। চতুর্দ্দিকে রক্তধারা প্রবাহিত হওয়ায় পুনঃ সন্ধ্যাকাল বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। নিপতিত শরসমূহ দর্শনে সিদ্ধ পুরুষগণ সমাধিপর হইয়াছেন, বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ১০—১৭। নিপতিত হারসমূহ সর্পনির্ম্মোকের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই স্থান কঙ্কটসমূহে পরিব্যাপ্ত। পতাকাসমূহ লতার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। বীরগণের ছিন্ন ঊরুসমূহ তোরণের ন্যায় পড়িয়াছে। সেই স্থানে ছিন্ন হস্ত ও পদ-সমূহ পল্লবের ন্যায় ও পতিত শরসমূহ শরবণ সদৃশ দৃষ্টিগোচর হইল, শস্ত্রের কিরণ-সমূহে সেই ভূমি শাদ্বল-ভূমির ন্যায় শ্যামল তৃণসমূহে কেতকীকুসুম-কাননবৎ এবং আয়ুধ-মালা দ্বারা উন্মত্ত-ভৈরববৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল। শস্ত্রসমূহের সঙ্ঘর্ষণ-জনিত অনলে তৎস্থান বিকসিত অশোকবনের আকার ধারণ করিল। উদধির ন্যায় ঘুম্‌ঘুমরবে বড় বড় বীরগণ বিক্রান্ত হইতে লাগিল। অচিরোদিত সূর্য্যের ন্যায়, রক্তাক্ত আয়ুধকান্তিতে তৎস্থান সুবর্ণ-নগরাকারে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ১৭—২০। প্রাস, অসি, শক্তি, চক্র, ঋষ্টি ও মুদ্গরাস্ত্রের ধ্বনিতে অম্বরতল আরব্বিত হইতে লাগিল। রক্তনদীর প্রবাহে শব-সমূহ ভাসিতে থাকিল। ভুসুণ্ডী, শক্তি, কুন্ত, অসি, শূল ও পাষাণ দ্বারা তৎ-স্থান সঙ্কুল হইয়া উঠিল; শূল-শস্ত্রাঘাতে কবন্ধসমূহ ইতস্ততঃ পড়িতে লাগিল। বেতালগণ নৃত্য করত কোলাহল করিতে লাগিল। ক্রমশঃ রণাঙ্গন জনশূন্য হইয়া উঠিল, কেবল পদ্ম ভূপতি ও সিন্ধুরাজের রথদ্বয়, নভো মণ্ডলস্থ চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায়, দেখা যাইতে লাগিল। সেই রথে চক্র, শূল, ভুসুণ্ডী, ঋষ্টি, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্র-সমূহ দেদীপ্যমান। উহার চতুষ্পার্শ্বে সহস্র সহস্র বীরগণ ঘিরিয়া রহিয়াছে; ঐ রথদ্বয় বিভবরবে মণ্ডল-গতিতে বিচরণ করিতেছে; উহার বৃহৎ চক্র দ্বারা অনেক লোক নিষ্পেষিত হইয়া চীৎকার করত মৃত ও অর্দ্ধমৃত হইতেছে। মত্ত বারণের ন্যায় অবলীলাক্রমে ঐ রথদ্বয় রক্তনদীতে ভাসিতে লাগিল। ২১—২৬। ঐ রক্তনদীর শৈবাল-মৃত ব্যক্তির কেশসমূহ, চক্রসমূহ—উহার চক্রবাক ও জলপ্রতিবিম্বিত ইন্দু। চক্রাঘাতে হস্তিগণ নিষ্পেষিত হইয়া পতিত হইতেছে। মণি-মুক্তা ও রথকূবরকের ধ্বনি এবং বায়ুচালিত পতাকার পটপটা শব্দ হইতেছে। যাহাদের সৈনিকগণ ভীরু, তথাবিধ মহাবীরগণ কুন্ত, ধনুর্ব্বাণ, শক্তি, প্রাস, শঙ্কু ও চক্র অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আসিয়া ঐ রথের পশ্চাদ্গামী হইতেছে, সম্মুখে আসিতে পারিতেছে না। তথায় সেই রথদ্বয়, ক্ষণকাল রণভূমির কুণ্ডলের ন্যায় আবর্ত্তগতি করত মুখামুখি হইয়া পরস্পর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ২৭—৩০। তখন সেই রাজদ্বয় নারাচ-ধারানিকর বর্ষণ ও কুন্ত প্রভৃতি শিলা বিক্ষেপ করত, মত্ত সমুদ্র ও মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরস্পর-প্রহারকারী সেই পৃথিবী-নরসিংহদ্বয়ের পাষাণ ও মুষলের ন্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ বাণ-পরম্পরায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহাদের বাণ-সমূহ কতকগুলি করবালমুখ, কতকগুলি মুদ্গরমুখ, কোনগুলি নিশিত চক্রসদৃশ-মুখসম্পন্ন, কাহারও মুখ পরশুর ন্যায়, কাহারও মুখ শক্তিসদৃশ, কোনগুলির মুখ শূলশিখার সমান, কতকগুলি ত্রিশূলবদন, কোনগুলি মহাশিলার ন্যায় স্থূল। তখন প্রলয়-পবনে নিপাতিত শিলাসমূহের ন্যায় বাণসমূহ ইতস্ততঃ পড়িতে লাগিল। তৎকালে প্রলয়-বিবর্দ্ধিত সমুদ্রদ্বয়ের মেলনের ন্যায় সেই রাজদ্বয়ের পরস্পর যুদ্ধার্থ সমাগম অতিভীষণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ৩১—৩৫।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিদূরথ নৃপতি, উন্নতগ্রীব সিন্ধুরাজকে অভিমুখে আগত দেখিয়া, মধ্যাহ্নতপনের ন্যায়, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রলয়পবন যেমন মেরুগিরির তটকে আস্ফালিত করে, তদ্রূপ তিনি ধনুরাস্ফালন করত চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। প্রলয়কালে সূর্য্য যেমন অসহনীয় কিরণ প্রদানে সমস্ত জ্বলিত করেন, তেমনি অসীমপরাক্রম ঐ রাজা তূণীররূপ পদ্মে আবদ্ধ অসংখ্য শিলীমুখ (বাণ, পক্ষান্তরে ভ্রমর) বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুর্জ্যা হইতে বাণ যখন নিক্ষিপ্ত হয়, তখন একটী বলিয়া বোধ হয়; আকাশে যাইলে সহস্র হয় এবং পড়িবার সময় লক্ষ লক্ষ বলিয়া বোধ হয়। সিন্ধুরাজেরও সেই-রূপ সামর্থ্য ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখা গিয়াছিল, কারণ তাঁহারা উভ-য়েই বিষ্ণুর আরাধনায় বরলাভ করিয়া সমান-ধানুষ্কতা পাইয়া-ছিলেন। ১—৫। তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত মুষলাকার বাণ সকল, কল্পান্তবজ্রের ন্যায়, ভীষণ ধ্বনি করত আকাশদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। সৌবর্ণ নারাচ অস্ত্রসমূহ আকাশে উঠিয়া শব্দ করত প্রলয়বাত-বিচালিত তারকারাজির ন্যায়, পুনঃ পতিত হইতে

লাগিল। যেমন সূর্য্য হইতে মরীচিসমূহ নির্গত হয়, সমুদ্র হইতে পয়ঃপূর নির্গত হয়, প্রচণ্ড পবন-কম্পিত মহাতরু হইতে পুষ্পসমূহ পতিত হয়, উত্তপ্ত তাড়িত লৌহপিণ্ড হইতে কণাসমূহ নির্গত হয়, মেঘ হইতে জলধারা পড়ে, নির্ঝর হইতে যেমন শীকর নিঃসৃত হয় এবং সেই পুরদাহের অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, তদ্রূপ বিদূরথের ধনু হইতে অজস্র শর-বর্ষণ হইতে লাগিল। ৬—১০। সেই রাজদ্বয়ের কোদণ্ডদ্বয়ের চটচটা শব্দ শ্রবণ করিয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নির্ব্বাক্ ও জল-ধির ন্যায় শান্ত হইয়া রহিল। বিদূরথের ঘর্ঘরা-রবযুক্ত বেগবান্ শরসমূহ অম্বরতলে, গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায়, সিন্ধুর অভিমুখে পড়িতে লাগিল (সিন্ধু—রাজা। গঙ্গাপ্রবাহপক্ষে সমুদ্র)। তাঁহার ধনুর্মেঘ হইতে অনবরত শরশর শব্দে সৌবর্ণ নারাচ ও শরবর্ষণ হইতে লাগিল। তৎপুরবাসিনী লীলা গবাক্ষ হইতে দেখিতে লাগিলেন, স্বামীর বাণরূপ মন্দাকিনীপ্রবাহ সিন্ধুপূরণার্থ গমন করি-তেছে। সেই বাণসমূহ দেখিয়া লীলা ভর্ত্তার জয়াশা করিয়া আনন্দোৎফুল্লবদনে কহিলেন,—হে দেবি! আপনার জয় হউক। ঐ দেখুন, আমাদের নাথ জয় করিতেছেন। আরও দেখুন, ইঁহার শরসমূহে সুমেরুও বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ১১—১৬। সেই বিদূরথ-ভার্য্যা প্রগাঢ় স্নেহভরে আকুল হইয়া এইরূপ বলিলে যুদ্ধদর্শনব্যগ্র সেই দেবীদ্বয় অপ্রবুদ্ধা লীলার কথায় মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন সিন্ধুরূপ বাড়বানল শর-সন্তাপরূপ অগস্ত্য মুনি দ্বারা বিদূরথ-বিক্ষিপ্ত অগাধ শরসাগর পান করিয়া ফেলিলেন। সিন্ধু-ভূপতি বাণবর্ষণ দ্বারা বিদূরথের বাণরূপ মহামেঘ সকল খণ্ড খণ্ড করত ধূলি করিয়া ফেলিলেন এবং গগনার্ণবে নিক্ষেপ করিলেন। যেমন দীপ নির্ব্বাণ হইলে তাহা কোথায় যায় জানা যায় না, তদ্রূপ সেই বাণসমূহ কোথায় গেল, তাহা জানিতে পারা গেল না। ১৭—২০। শরশব্দিত বাণধারা সকল আকাশে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কল্পান্তবায়ু যেমন মত্ত জলধরকে নিবারিত করে, বিদূরথও তেমনি সেই বাণধারা উত্তম উত্তম সায়ক দ্বারা প্রশান্ত করিতে লাগিলেন। মহীপতিদ্বয় পরস্পর এইরূপ শরক্ষেপ ও তাহার প্রতীকার করত উভয়েই উভয়ের প্রহার ব্যর্থ করিয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সিন্ধুরাজ গন্ধর্ব্বের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া প্রাপ্ত মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সেই অস্ত্রে বিদূরথ ব্যতীত সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইল। মোহপ্রাপ্ত যোধগণ ব্যস্ত-শস্ত্রাস্ত্র নির্ব্বাক্ বিষণ্ণবদনেক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় মৃতবৎ অবস্থায় পতিত হইলে বিদূরথ তাহাদের মোহাপনয়নের অন্য উপায় না দেখিয়া প্রবোধাস্ত্র লইলেন। ২১—২৬। অনন্তর সৈন্যগণ প্রবোধাস্ত্রের সাহায্যে প্রাতঃকালে পদ্মের ন্যায়, প্রবোধ প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্বে সূর্য্য যেমন মন্দেহাখ্য রাক্ষসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সিন্ধুরাজ বিদূরথের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। সিন্ধুরাজ তখন পাশ বন্ধন করিবার নিমিত্ত নাগাস্ত্র লইলেন; তাহাতে নভোমণ্ডল পর্ব্বতসন্নিভ সর্পগণে পরিব্যাপ্ত হইল। যেমন সরোবরে মৃণাল শোভা পায়, তদ্রূপ সর্পসমূহ ভূমিতে বিলাস করিতে লাগিল। গিরিসমূহ তখন কৃষ্ণসর্পে পরিপূর্ণ হইল; সকল পদার্থ বিষময় হইয়া গেল; পর্ব্বত, বন ও মহীমণ্ডল বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। ২৭—৩০। শিশিরসম্পৃক্ত বায়ুও তখন বিষবিকৃত হওয়ায় রুক্ষ উষ্ণ অনলরেণু-সম হইয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি বিক্ষেপ করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাস্ত্রবিৎ বিদূরথ গরুড়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সেই গরুড়াস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে চতু-র্দ্দিকে পর্ব্বতাকার গরুড় সকল উড়িতে লাগিল। সর্ব্বদিগ্ব্যাপী ঐ গরুড় সকল সকল দিক্ সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পর্ব্বতাকার পক্ষের বেগে প্রলয়কালের ন্যায়, প্রবল বায়ু উৎপাদিত করিল; নাসিকা-বায়ুতে সর্পমণ্ডল আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের মহা ঘুরঘুর শব্দ সমুদ্র-পর্য্যন্ত-ব্যাপী হইতে লাগিল। যেমন অগস্ত্যমুনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঐ গরুড়সমূহ ভূমণ্ডল-ব্যাপী সর্পসমূহ পান করিয়া ফেলিল। ৩১—৩৫। তখন ভূমণ্ডল সর্পমণ্ডলরূপ আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, বারিরাশি হইতে উদ্ধৃত হইয়া যেরূপ দৃশ্য হইয়াছিল, তদ্রূপ শোভা ধারণ করিল। যেমন বায়ুতে দীপমণ্ডল নির্ব্বাণ হয়, শরৎকালে যেমন মেঘমণ্ডল অদৃশ্য হয়, বজ্রভয়ে পক্ষবান্ পর্ব্বত সকল যেমন পলায়ন করিয়াছিল এবং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ ও সঙ্কল্পস্থাপিত পুরসমূহ তৎক্ষণেই অদৃশ্য হয় তদ্রূপ সেই গরুড়দল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। অনন্তর সিন্ধুরাজ গাঢ়ান্ধকারপ্রদ তমোহস্ত্র বিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালে, ভূগর্ভের ন্যায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার বাড়িতে লাগিল। তখন সমস্ত জগৎ একার্ণব হইয়া গেল। সৈন্যগণ তমঃসাগরের মৎস্যের ন্যায় হইয়াছিল এবং তারকাগণ তাহার মণি হইয়াছিল। ৩৬—৪০। সেই গাঢ় অন্ধকারে বোধ হইল, যেন দিক্ সকল কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে, কিংবা প্রলয়বায়ু যেন কজ্জলপর্ব্বতসমূহ উৎপাদিত করিয়াছে। সকল লোক যেন অন্ধকূপে নিপতিত হইল। বোধ হইল, চতুর্দ্দিকের ব্যবহার সকল যেন কল্পান্তে শান্ত হইয়াছে। অনন্তর মন্ত্রজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য বিদূরথ ব্রহ্মাণ্ডগৃহের প্রদীপ স্বরূপ সূর্য্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, গুপ্তবিচার অপেক্ষা না করিয়াই জগতের পুনশ্চেষ্টা করাইলেন। যেমন নির্ম্মল শরৎকাল কৃষ্ণমেঘ পান করিয়া ফেলে, তেমনি সূর্য্যরূপ অগস্ত্য কিরণ দ্বারা সেই অন্ধকারসমুদ্র পান করিয়া ফেলিলেন। তখন ভূপতির অগ্রে অন্ধকাররূপ অম্বর দ্বারা বিমুক্ত হইয়া রম্য পয়োধরা নির্ম্মল দিক্ সকল, বস্ত্রবিমুক্ত রম্যপয়োধরা কান্তার ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল (পয়োধর—মেঘ। কান্তাপক্ষে স্তন)। লোভরূপ কজ্জল-শূন্য সাধুদিগের বুদ্ধির ন্যায় সমস্ত বনরাজির মধ্য পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৪১—৪৬। অনন্তর নরপতি সিন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রবলে মহাভয়প্রদ শরাত্মক রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন পাতালবাসী গজের ফুৎকারে মহার্ণব যেমন ক্ষুভিত হয়, তদ্রূপ ক্ষুভিত ভীষণ রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিতে লাগিল। তাহাদের দীর্ঘ দীর্ঘ জটা সকল পিঙ্গলবর্ণ, দীর্ঘ জিহ্বাসমূহ সকলকে গ্রাস করিবার আশায় যেন বহিষ্কৃত হইতে লাগিল। ধূম্রাকৃতি ঐ রাক্ষসগণ, আর্দ্রকাষ্ঠপ্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায়, চটচট ধ্বনি করিতে লাগিল। পুরদাহকালে নিবিড় ধূমজাল যেমন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলে, সেইরূপ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া তাহারা ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে আকাশে মণ্ডলা-কারে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাদের দংষ্ট্রারূপ মৃণালজাল মুখপঙ্কে রহিয়াছে, পুরাতন অসংস্কৃত জলাশয়ের তট প্রদে-শের ন্যায় লোমজঙ্গালে তাহাদের দেহ সকল আবৃত। তড়িৎ-পুঞ্জের ন্যায় জটাজালে বিভূষিত ঐ রাক্ষসগণ, সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করত প্রধাবিত হইয়া সকলকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত

হইল। এই সময়ে লীলাপতি বিদূরথ সেই দুষ্ট ভূতগণের নিবারণার্থ নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৪৭—৫৩। ঐ অস্ত্র প্রয়োগ মাত্রেই রাক্ষসাস্ত্র সমুদয়, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, উপশান্ত হইয়া গেল। শরৎকালে যেমন জলধরশূন্য হইয়া নভোমণ্ডল নির্ম্মল হয়, সেইরূপ ভুবনত্রয় রাক্ষসশূন্য হওয়ায় প্রশান্ত হইয়া গেল। অনন্তর সিন্ধু আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলে আকাশমণ্ডল ও দিক্‌সমূহ কল্পাগ্নি দ্বারা যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সকল দিক্ ধূম-জলদভরে আচ্ছন্ন হইল। বোধ হইল, যেন পাতাল-প্রোথিত তিমিরপটল আসিয়া সকল দিক্ অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। প্রজ্বলিত পর্ব্বতগণ কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিল, বোধ হইল, যেন পর্ব্বতসমুদয় বিকসিত চম্পক-বনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অগ্নিশিখাসমূহে পরিব্যাপ্ত আকাশ, পর্ব্বত ও দিক্‌সমুদয় রক্তবর্ণ ধারণ করায়, যমরাজের এই মহোৎসবে কুঙ্কুমলিপ্ত মাল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ জগৎ কেবল বহ্নি আর কিছুই নহে, এইরূপ শঙ্কাকুল জনসমূহ, সাগর হইতে লোহসহস্র দ্বারা আনীত নভোমণ্ডলব্যাপী বাড়-বানলে যেন প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। তখন বিদূরথ যাহাতে ঐ আগ্নেয়াস্ত্র প্রশমিত করিয়া শত্রুকে প্রহার করিতে পারেন এইরূপ ভাবে বারুণাস্ত্র পূজা করত প্রয়োগ করিলেন। ৫৪—৬১। অন্ধকার-প্রবাহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে জলপ্রবাহ বহিতে লাগিল; বোধ হইল যেন অধ ও ঊর্দ্ধদিক্ হইতে গিরিসমূহ জলরূপে পরিণত হইয়া পতিত হইতেছে। তখন আরও বোধ হইল, নভোমণ্ডলে জলদসমূহ যেন বদ্ধগতি হইয়াছে, মহাসমুদ্রসমূহ যেন উপরে উঠিয়াছে। কুলপর্ব্বতের প্রস্তররাজি ও তমালবন যেন উড়িতেছে, যেমন সমুদয় কালই রাত্রিময় হইয়াছে, লোকালোক পর্ব্বতসমূহ হইতে যেন কজ্জলসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে, পাতালগুহা সকল মহা ঘুরঘুর শব্দের বেগে স্ফীত-কলেবর হইয়া যেন আকাশদর্শনে আসিয়াছে। যেমন কৃষ্ণ রাত্রি সত্বর সন্ধ্যার অবসান করিয়া দেয়, তদ্রূপ জগদ্ব্যাপী সেই জলধারা সেই অগ্নি-সমূহকে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। ৬২—৬৬। যেমন নিদ্রা নয়নে আসিয়া ক্রমশঃ মানবের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অবসন্ন করে, তদ্রূপ সেই জলশ্রী অগ্নিসমূহ নির্ব্বাণ করিয়া সকল ভূত পরিব্যাপ্ত করিল। তখন মহারাজ সিন্ধুর সৈন্য ও সৈন্যরক্ষকগণ সেই জলে, তৃণের ন্যায়, ভাসিতে লাগিল। তাঁহার রথও জলে ভাসিতে লাগিল। এই অবকাশে সিন্ধু শোষণাস্ত্র স্মরণ করিলেন এবং আপত্রাণার্থ শররূপী ঐ শোষণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৬৭—৭০। সূর্য্য উঠিলে রাত্রি যেমন নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ শোষণাস্ত্রে ঐ জলময়ী মায়া নিবৃত্ত হইল। যাহারা মরিয়াছে, তাহারা মৃতই রহিল। ঐ শোষণাস্ত্রে ভূতল শুষ্ক হইয়া গেল। অনন্তর শুষ্কপর্ণাকীর্ণ বনভূমির ন্যায় কর্কশ অস্ত্রতাপ বর্দ্ধিত হইয়া, মূর্খ ব্যক্তির ক্রোধের ন্যায়, জনগণকে উত্তাপিত করিয়া তুলিল। তখন কনকদ্রব্যতুল্য অস্ত্রতাপ, রাজপত্নীগণের অঙ্গরাগের ন্যায়, দিক্ সকলকে রঞ্জিত করিতে লাগিল। সেই অস্ত্রতাপে, গ্রীষ্মতাপ-তপ্ত মৃদু পল্লবের ন্যায়, বিদূরথ-সৈন্যগণ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইল। তখন বিদূরথ জ্যাশব্দ করিতে করিতে কোদণ্ড কুণ্ডলীকৃত করিয়া মেঘাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৭১—৭৫। তাহাতে জলজম্বুর তমাল-বিপিনের ন্যায় [illegible] রা সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল, দেখিয়া বোধ হইল, যেন বহুরাত্রির একত্র সমাগম হইয়াছে। বারিভরে নত ঐ মেঘ সকল ভীষণ গর্জ্জন করত চতুর্দ্দিকে মন্দ মন্দ বিচরণ করিয়া জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। শিশির-জলকণ-বাহী সমীরণ মেঘাড়ম্বর ভেদ করত মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই মেঘে, সুবর্ণ-সর্পের ন্যায়, বিদ্যুৎপুঞ্জ বিদগ্ধা-কটাক্ষের ন্যায় স্ফুরিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গ সিংহ প্রভৃতির ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করত মেঘমণ্ডল চতুর্দ্দিক্ প্রপূরিত করিল। মহা মুষলধারে জলধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। কৃতান্তদৃষ্টির ন্যায় কঠিন করকাপাত হইতে লাগিল। প্রথম বৃষ্টিপাতেই অম্বুদের সহিত যুদ্ধ করিবার আশয়েই যেন শৌর্য্যবিলাস সহকারে পাতাল হইতে অনলপ্রভ উষ্ণবাষ্প উঠিতে লাগিল। আত্মসাক্ষাৎকারে যেমন সংসারবাসনা নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ নিমেষ মাত্রেই মেঘাস্ত্র দ্বারা সেই আতপ প্রশান্ত হইয়া গেল, সমস্ত ভূমণ্ডল পঙ্কিল হইয়া জনগণের অগম্য হইয়া উঠিল। যেমন জলধারায় সিন্ধু (নদী) পূর্ণ হয়, তদ্রূপ ঐ মেঘাস্ত্রের বারিধারায় ঐ সিন্ধু আচ্ছন্ন হইলেন। তখন সিন্ধু, প্রলয়-কালে নৃত্যোদ্যত উন্মত্ত বিকট-চীৎকারপর ভৈরবের ন্যায়, ভীষণ আকাশতলব্যাপী বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বজ্রপাতে জনগণের অঙ্গ পীড়িত হইল, শিলাসমূহ বিদারিত হইয়া দিঙ্মুখে বিক্ষিপ্ত হইল। প্রলয়-কাল-সূচক বায়ু, তটগণের শিলাঘাত-ধ্বনির সহিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৭৬—৮৬।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—তখন নীহারকণবাহী ধূলি-সমূহ-পরিব্যাপ্ত বায়ু চতুর্দ্দিকে বনপল্লব বিক্ষিপ্ত ও বৃক্ষসমূহ কম্পিত করত প্রবাহিত হইতে লাগিল, বায়ুবেগে বৃক্ষগণ পক্ষিবৎ ঘুরিতে লাগিল, তটগণ পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল, অট্টালিকাচয় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও মেঘসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। সেই অতিভীষণ বায়ুতে, জীর্ণ শুষ্ক পল্লব যেমন নদীতে প্রবাহিত ও ঘূর্ণিত হয়, বিদূরথের রথের অবস্থা তদ্রূপ হইল। অনন্তর মহাস্ত্রজ্ঞ বিদূরথ পর্ব্বতাস্ত্র ত্যাগ করিলেন, তখন ঐ পর্ব্বতাস্ত্র যেন মেঘোদকের সহিত আকাশ-গ্রাসে প্রবৃত্ত হইল। যেমন চৈতন্য-শান্তি (তত্ত্বাববোধ হওয়ায় চৈতন্যের মায়ালক্ষণ কারণ শান্তি) হইলে বিরাট্ প্রাণসমীরণ শান্ত হয়, তদ্রূপ সেই শৈলাস্ত্রাঘাতে বিস্তৃত বায়ু শান্ত হইয়া গেল। ১—৫। বায়ুবেগে অন্তরীক্ষ-নীত বৃক্ষ সকল, কাকসমূহের ন্যায়, ভূতলস্থ শবব্যূহোপরি পতিত হইতে দেখা গেল এবং চতুর্দ্দিকস্থ পুর, গ্রাম, বন, বীরুধ, মনুষ্য প্রভৃতির সূৎকার (নিশ্বাসশব্দ), লুণ্ঠনশব্দ, ঝাঙ্কার ও চীৎকার শব্দ সকল শান্ত হইয়া গেল। যেমন সিন্ধু (সাগর), উৎপক্ষ মৈনাকাদি পর্ব্বত সকলকে ইতস্তত উঠিতে দেখিয়াছিল, তদ্রূপ সিন্ধুরাজও আকাশ-পর্ণবৎ পতিত পর্ব্বতসমূহ দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ইতস্ততঃ বজ্র চালিত হইয়া অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ঐ বৃহৎ পর্ব্বতরূপ তিমির গ্রাস করিতে লাগিল। ঐ বজ্রাস্ত্রের চঞ্চুসদৃশ অগ্রভাগ দ্বারা সেই পর্ব্বতসমূহ খণ্ডিত হইয়া বায়ুচ্ছিন্ন ফলসমূহের ন্যায় ভূতলে পড়িতে লাগিল। ৬—১০। অনন্তর

বিদূরথ বজ্রাস্ত্র-নিবারণার্থ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলেন, তখন সেই বজ্রাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র যুগপৎ প্রশান্ত হইয়া গেল। তারপর সিন্ধু তমিস্রার ন্যায় ঘোরশ্যামবর্ণ পিশাচাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহাতে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ পিশাচশ্রেণী উদ্গত হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে যেমন দিবস শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পিশাচ-ভয়েই যেন দিবস শ্যামবর্ণ হইল। অন্ধকারপুঞ্জের ন্যায় পিশাচসমূহ আসিতে লাগিল। সেই পিশাচগণ দগ্ধস্তম্ভসদৃশ, তাল প্রদান করত উদ্ধত ভাবে নৃত্যপরায়ণ ও ভীষণাকৃতি, মুষ্টি দ্বারা উহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না। ইহারা কৃশাঙ্গ, দীর্ঘকেশ, কেহ কেহ শ্মশ্রুরাজিসম্পন্ন কৃষ্ণকলেবর, দরিদ্র জনসদৃশ মলিনাঙ্গ ও আকাশসঞ্চারী, উহাদের হস্তে অস্থি প্রভৃতি ছিল। মূঢ় লোকেরা ইহাদিগকে সভয়ে দেখিতে লাগিল। ঐ পিশাচগণ গ্রাম্যলোকের ন্যায়, দীনস্বভাবাপন্ন, বজ্র ও অসি অপেক্ষাও উহারা কঠিন, বৃক্ষ, কর্দ্দম, রথ্যামধ্য ও শূন্যগৃহে থাকিতে ভালবাসে এবং ইহারা চঞ্চল স্বক্কদ্বয় লেহন করিতেছিল। উহাদের আকার প্রেতের ন্যায়। তখন তাহারা উন্মত্ত হইয়া হতাবশিষ্ট শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে লাগিল। বিদূরথের সৈন্যগণ ভিন্নাস্ত্র, চেতনাহীন, আয়ুধ ও বর্ম্মহীন, ব্যাকুলপ্রাণ এবং স্খলিতগতি হইয়া নেত্র, অঙ্গ ও মুখ দ্বারা ঐ পিশাচাবেশ-বিকার প্রকাশ করিতে লাগিল এবং কৌপীন-বসনাদি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করত নৃত্য করিতে লাগিল। ১১—২০। ঐ পিশাচশ্রেণী বিদূরথকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ঐ বিচক্ষণ নরপতি তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি পিশাচসংগ্রামকারী মায়া জানিতেন; সেই মায়া দ্বারা পিশাচসৈন্য শত্রুসৈন্যে নিয়োজিত করিলেন। তখন বিদূরথের সৈন্যগণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইল, শত্রু-যোদ্ধগণ পিশাচাবিষ্ট হইল। তাহার পর বিদূরথ ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ পিশাচ-সৈন্যের সাহায্যার্থ অপর পূতনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন ঊর্দ্ধকেশী পূতনাগণ ভূতল ও গগনতল হইতে উঠিতে লাগিল। উহাদের বিকরাল নয়ন কোটরমগ্ন ও গমনবেগে শ্রোণি ও পয়োধর বিকম্পিত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ উদ্ভিন্ন-যৌবনা (নবযুবতি), কেহ বৃদ্ধা, কেহ পীবরাঙ্গী, কেহ জীর্ণা। উহাদের জঘনমণ্ডল আকারের অনুরূপ, নাভিমণ্ডল বিকট এবং উহাদিগের যোনিমণ্ডল অতি বিস্তৃত। উহাদিগের হস্তে মনুষ্যদিগের রক্ত ও শির অবস্থিত। গাত্রমণ্ডল সন্ধ্যারাগের ন্যায় অরুণবর্ণ এবং সৃক্ক হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত মাংস-রক্ত ক্ষরিত হইতেছে, উহাদের নানাবিধ অদ্ভুত চেষ্টাসম্পন্ন। উহাদিগের উরু, কটি, পার্শ্বদেশ, ভ্রূ প্রভৃতি অঙ্গসমুদয় শিলার ন্যায় কঠিন ও ভুজঙ্গগণের ন্যায় বক্র। বীরদর্পী, উদ্ধত ব্যক্তিরাও উহাদিগের দর্শনে নত হয়। উহারা শিশুশবসমূহ দ্বারা মাল্য-নির্ম্মাণ করিয়াছে, হস্ত দ্বারা অন্ত্ররজ্জু আকর্ষণ করিতেছে। কুক্কুর, বায়স ও উলূকের ন্যায় উহাদের বদন এবং বক্ত্র ও হনুর মধ্যভাগ নত। তাহারা, দুষ্কৃতপরায়ণ দুর্ব্বল বালকের ন্যায়, ঐ পিশাচগণকে গিয়া পতিত্বে গ্রহণ করিল। তখন সেই পিশাচ ও পূতনা-সৈন্যগণ একতাপ্রাপ্ত হইল, ক্রীড়ারসে মগ্ন হইয়া তাহারা উত্তান বদন, নয়ন ও অঙ্গ সকলের পরিচালন এবং নর্ত্তন করত পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। ২১—৩০। তাহারা মহাজিহ্বা বিকাশিত করিয়া নানা মুখবিকার করত বহু শবসমূহ পরস্পর আহরণ করিতে লাগিল। ঐ সকল লম্বোদর, লম্ববাহু, লম্বকর্ণ, লম্বৌষ্ঠ, লম্বনাসিক পিশাচগণ রক্ত-জলে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইতে লাগিল এবং রক্ত-মাংসরূপ মহাপঙ্কে পড়িয়া পরস্পর আলিঙ্গন অভ্যাস করিতে লাগিল। তখন মন্দর পর্ব্বত দ্বারা মথ্যমান দুগ্ধসমুদ্রের ন্যায় ভীষণ কলকল ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। বিদূরথ পূর্ব্বে মায়াসঞ্চার করিয়াছেন—সিন্ধুরাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রশমনার্থ বেতালাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই বেতালাবেশে সঞ্চালিত মস্তকহীন ও সমস্তক শবসমূহ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ৩১—৩৫। তখন পিশাচ, বেতাল ও পূতনাগণ একত্র মিলিত হইলে সেই সৈন্যসমূহ, সমুদয় পৃথিবীকে গ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অনন্তর ভূপতি বিদূরথ সেই মায়া সংহার করিয়া ত্রৈলোক্য গ্রাস করিতে সমর্থ রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে পর্ব্বতপ্রমাণ স্থূল রাক্ষসগণ আবির্ভূত হইল, বোধ হইল, যেন নরকগণ দেহ অবলম্বন করিয়া পাতাল হইতে বহির্গত হইল। সেই সৈন্যমণ্ডল সুরাসুরগণের ভয়প্রদ অতিভীষণ হইয়া উঠিল। গর্জ্জনকারী রাক্ষসদিগের মহাধ্বনিরূপ বাদ্যের সহিত কবন্ধগণ নৃত্য করিতে লাগিল। তখন মেদো-মাংস-চর্ব্বণ-পরায়ণ রুধিরাসবপায়ী উন্মত্ত বেতালগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ভূতগণ কুষ্মাণ্ডক নামক প্রেতগণের তাণ্ডবোদ্ধত বিজাতীয় পদাঘাতে উচ্ছলিত শোণিততরঙ্গে অভিষিক্ত হওয়ায়, সন্ধ্যাকালীন শ্যামল ঘনঘটার ন্যায়, রঞ্জিত হইয়া সেই সৈন্যসাগরের শোণিতস্রোতে সেতুস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ৩৬—৪১।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তখন সেই ঘোর সংগ্রামবিভ্রম দেখিয়া অধিক-ধৈর্য্যশালী সিন্ধুরাজ স্ববল রক্ষা ও সমস্ত শত্রুসৈন্য বিনাশ করিবার মানসে অসাধারণ কালরুদ্রবৎ সংহারকারী বৈষ্ণবাস্ত্র স্মরণ করিলেন। অনন্তর ঐ বৈষ্ণবাস্ত্র-বিনির্ম্মুক্ত শরের ফলা হইতে উল্মুকপ্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। তাহা হইতে বিনির্গত চক্রসমূহ চতুর্দ্দিকে, শত সূর্য্যের ন্যায়, প্রকাশ পাইতে লাগিল। গদাসমূহ গগনতলে, শত বংশের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। শতধার বজ্রসমূহে আকাশ, তৃণরাজি দ্বারা সমাচ্ছন্ন পল্বলের ন্যায়, দৃষ্ট হইল এবং বহুশাখাসমন্বিত পট্টিশ অস্ত্রে আকাশ বৃক্ষময়, নিশিত খড়্গে পুষ্পজালময় ও শ্যামল খড়্গে পত্ররাশিময় হইয়া উঠিল। ১—৬। অনন্তর বিদূরথ নরপতিও সেই বৈষ্ণবাস্ত্র-প্রশমনার্থ অন্য বৈষ্ণবাস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন, তাহা হইতেই শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অলরূপ অন্যান্য অস্ত্রের পরাভবকারী অস্ত্রনদী নির্গত হইতে লাগিল। গগনতলে সেই শস্ত্রনদীসমূহের পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই অস্ত্রসমূহে কুলপর্ব্বত সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল ও দ্যাবাপৃথিবী নিরবকাশ হইয়া উঠিল। শর দ্বারা শূল ও অসিসমূহ পতিত হইতে লাগিল। খড়্গ দ্বারা পট্টিশগণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। মুষল, প্রাস ও শূল অস্ত্র দ্বারা শক্তি-অস্ত্রসমূহ ছিন্ন হইল। ৭—১০। মুদ্গররূপ মন্দরে শরসমুদ্র মথিত হইতে লাগিল। গদাবদন হইতে দুর্ব্বার অসিসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। স্ব স্ব সৈন্য-হননরূপ

কুম্ভরূপ ইন্দুমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রাসাস্ত্র সকল, জল-বিনাশোদ্যত কৃতান্তের ন্যায়, ভ্রমণ করিতে লাগিল। সর্ব্বায়ুধ-ক্ষয়কারী ঊর্দ্ধগামী অস্ত্র সকল চক্রাস্ত্র দ্বারা খণ্ডিত হইল। পরস্পর যুদ্ধোদ্যত অস্ত্রসমূহের ভীষণ ধ্বনিতে বোধ হইল যেন ব্রহ্মাণ্ড স্ফুটিত ও কুলপর্ব্বত সকল ভগ্ন হইল। শত্রু দ্বারা হুৎকার-শব্দবিশিষ্ট শূল অস্ত্র ও শিলাসমূহ এবং ভুষুণ্ডী দ্বারা উদ্ধত দিগ্দিগপালসমূহ নির্জ্জিত হইতে দেখা গেল। ১১—১৫। সর্ব্ব-সংহারসমর্থ উৎকৃষ্ট শূলধারী রুদ্রের ন্যায় এক একটী শূল, অস্ত্র-সমুদায়কে কুণ্ঠিত করিতে লাগিল। ছিন্নির্গত ছিন্ন অস্ত্রসমূহ কুটিল ও বিষমভাবে পড়িতে লাগিল। তাহাদের চটচটাশব্দের বেগে আকাশগঙ্গার বেগ নিরুদ্ধ হইল। বিচূর্ণ হেতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল ধূমজাল-সমাচ্ছন্ন করিল। এইরূপে আকাশে অস্ত্র-সমূহ পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিদ্যুতের ন্যায়, অগ্নিশিখা সমূহ নির্গত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ ইহা দর্শন করিয়া মনে করিলেন যে, বিদূরথ কেবল আমার অস্ত্রনিবারণে কালক্ষেপ করিতেছে, আমার নিকট ইহার বল অতিতুচ্ছ। এই মনে করিয়া সিন্ধুরাজ অবহেলা করত অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে বিদূরথ, বজ্র-নিনাদের ন্যায়, গভীরধ্বনি উত্থাপন করত আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ১৬—২০। তখন সেই অস্ত্রের প্রভাবে সিন্ধুরাজের রথ, শুষ্কতৃণের ন্যায়, প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ঐ অবসরে হেতিপূর্ণ অম্বরতলে রাজদ্বয়ের অস্ত্রসমূহ, বর্ষাকালীন পয়োদ ও নদীর বেগের ন্যায়, বেগে পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ করিয়া প্রশান্ত হইলে, বিদূরথের আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নি সিন্ধুরাজের রথ ভস্মসাৎ করিয়া, বনানল বনদাহ করিয়া গুহা হইতে সিংহকে যেমন আক্রমণ করে, তদ্রূপ সিন্ধুকে আক্রমণ করিল। সিন্ধুও বারুণাস্ত্রের প্রয়োগে সেই অগ্নি প্রশমিত করিয়া, রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ লইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনিমেষমাত্রেই অনায়াসে করবাল দ্বারা মৃণালের ন্যায়, বিদূরথের রথাশ্বের খুরচ্ছেদন করিয়া দিলেন। বিদূরথও বিরথ হইয়া খড়্গমাত্র সহায় হইলেন। ২১—২৬। তাঁহারা উভয়ে তুল্য উৎসাহসম্পন্ন ও সমানায়ুধ হইয়া সৈন্যমণ্ডলের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরস্পরের প্রহারে উভয়ের খড়্গদ্বয় করপত্র হইয়া গেল। বিদূরথ খড়্গ পরিত্যাগ করিয়া শক্তি-অস্ত্র লইয়া সিন্ধুরাজের উপরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায়, ঘর্ঘরশব্দে মহোৎপাত-সূচক প্রলয়কালীন অশনির ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে, সিন্ধুরাজের বক্ষে পতিত হইল। কামিনী যেমন স্বভর্ত্তার অপ্রিয় অনুষ্ঠান করে না, তদ্রূপ সেই শক্তিও সিন্ধুরাজের কোন অনিষ্ট করিল না, কেবল হস্তী যেমন শুণ্ড দ্বারা জল উদ্গীর্ণ করে, সিন্ধুরাজও তেমনি রুধিরধারা বমন করিতে লাগিলেন। তখন অপ্রবুদ্ধা লীলা, নিশাকরাহত অন্ধকারের ন্যায়, সেই সিন্ধুরাজকে আহত দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া পূর্ব্বলীলাকে কহিলেন,—দেবি! ঐ দেখুন, আমাদের স্বামী নৃসিংহ, উন্নতগ্রীব ঐ সিন্ধুরাজকে হিরণ্যকশিপু দৈত্যের ন্যায় শক্তি অস্ত্রের ধারারূপ নখ দ্বারা প্রহার করিয়াছেন। ২৭—৩২। ঐ দেখুন, জলাশয়স্থিত নাগেন্দ্রের শুণ্ড হইতে ফুৎকৃত বারি যেমন নির্গত হয়, তদ্রূপ ইহার নিষ্পেষিত বক্ষঃস্থল হইতে চুলচুলশব্দে রক্তস্রাব হইতেছে। হায়! পুষ্করাবর্ত্ত মেঘ যেমন সুমেরুপর্ব্বতের সৌবর্ণশৃঙ্গে আরোহণ করে তদ্রূপ ঐ সিন্ধুরাজ পুনরানীত রথে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। দেবি! ঐ দেখুন, যেমন পার্থশর-নিপাতে নিবাতকবচগণের সৌবর্ণ-নগর বিচূর্ণিত হইয়াছিল, তদ্রূপ ঐ রথ মুদ্গরাঘাতে বিচূর্ণিত হইল। আমার এই স্বামীও বিচূর্ণিত আনীত ঐ সিন্ধুরথে সিন্ধুকে বঞ্চনা করিয়া আরোহণ করিয়া বেগে চলিয়াছেন। ৩৩—৩৬। হায়, হায়! কি কষ্ট, ঐ সিন্ধুরাজ আবার হরিদ্বর্ণ বৃক্ষের ন্যায় উন্নত ঐ রথে আরূঢ় আর্য্যপুত্রকে নিপীড়িত করিল! আর্য্যপুত্র এবার ছিন্নধ্বজ, ছিন্নরথ, হতাশ্ব, নিহতসারথি, ছিন্ন-কার্ম্মুক ও ছিন্নকবচ এবং সর্ব্বাঙ্গ বিদারিত হওয়ায় আকুল হইয়াছেন। ৩৭—৪০। হায়, হায়! ঐ সিন্ধুরাজ এবার শিলাপট্টের ন্যায় দৃঢ়, মদীয় স্বামীকে বক্ষঃস্থল ও পীবর মস্তকে বজ্রসম বাণ দ্বারা আহত করিয়া নিপাতিত করিল। ঐ মহারাজ চেতনলাভ করত সমানীত অন্য রথে আরোহণ করিতেছেন। হায়, হায়! ঐ দুর্ব্বৃত্ত ইঁহার স্কন্ধদেশ ছেদন করিল দেখুন! পদ্মরাগগিরির আরক্ত-প্রভার ন্যায় মদীয় ভর্ত্তার দেহ হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে! হায়, হায়। কি কষ্ট! কি কষ্ট! ঐ সিন্ধু খড়্গধারা দ্বারা, ক্রকচ দ্বারা বৃক্ষের ন্যায়, মদীয় ভর্ত্তার জঙ্ঘাদ্বয় ছেদন করিল। হায়, হায়! আমার কপাল পুড়িল। মরিলাম, আমার সর্ব্বনাশ হইল! আমার পতির জানুদ্বয়ও মৃণালবৎ ছিন্ন করিল। এই বলিয়া ভর্ত্তার সেই অবস্থাদর্শনে ভয়াতুরা সেই লীলা মূর্চ্ছিতা হইয়া, পরশুচ্ছিন্না লতার ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন। ৪১—৪৫। বিদূরথ জানুরহিত হইয়াও শত্রুকে প্রহার করত ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায়, রথের অধোদেশে পতিত হইলেন। পতিত হইবামাত্র ইঁহাকে সারথি আসিয়া রথে লইয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল। কিন্তু উদ্ধত সিন্ধুরাজ তখনই ভর্ত্তার কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিলেন। বিদূরথ অর্দ্ধচ্ছিন্নস্কন্ধ হইয়া, সূর্য্যকিরণ যেমন পদ্মে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সারথি-কর্ত্তৃক স্যন্দন দ্বারা গৃহে প্রবেশিত হইলেন। যেমন মশক অগ্নিশিখামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ সিন্ধু সরস্বতীর প্রভাবপূর্ণ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তখন সারথি অসিচ্ছিন্ন গলদেশ হইতে বিনিঃসৃত রক্তধারা দ্বারা বিলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ বিদূরথকে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া, ভগবতী সরস্বতীর সম্মুখে সুখ-মরণযোগ্য কোমল শয্যায় শয়ন করাইল। সিন্ধুরাজ ফিরিয়া গেলেন। ৪৬—৫০।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই যুদ্ধে প্রতিভূপতি সিন্ধু "রাজা হত হইয়াছে, রাজা হত হইয়াছে", এইরূপ ধ্বনি করিতে লাগিলে, সেই বিদূরথ-রাষ্ট্র অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল। কোথাও নানা দ্রব্য-সম্ভার-পূর্ণ শকট-সমূহ বেগে গমন করিতে লাগিল; কোথাও আর্ত্ত নারীগণের ক্রন্দন শ্রুত হইতে লাগিল; কোন স্থান পলায়নপর নগরবাসীদের সঙ্ঘর্ষে দুর্গম হইল, কোথাও বা আর্ত্তনাদ করত পলায়মানা বধূগণ আহৃত হইতে লাগিল, লোক-গণ পরস্পরের দ্রব্য লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সিন্ধুরাজের সৈন্য-গণের সোল্লাস-জয়ধ্বনি ও নৃত্য হইতে লাগিল। আরোহিশূন্য হস্তী ও অশ্বের রব এবং কপাট-পাটনশব্দ মিলিত হইয়া ভীষণ

হইয়া উঠিল। কৌশেয়-বস্ত্র-পরিধারী ভটসণের নিকট দস্যুগণ বস্ত্রাদি-লুণ্ঠনার্থ অভিধাবিত হইতে লাগিল। তখন চোরের উপদ্রব এতই বাড়িল যে, মৃত রাজার গৃহস্থিত অঙ্গনাগণের গাত্রাদি কর্ত্তন করিয়া দস্যুগণ অলঙ্কারাদি অপহরণ করিতে লাগিল। রাজার অন্তঃপুরে চণ্ডাল ও শ্বপচ প্রভৃতি হীনজাতীয়গণ সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিল। ১—৬। পামরগণ রাজগৃহ হইতে ভোজ্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া ভোজন করিতে লাগিল; হেমহার-লোভে প্রবল দস্যুগণ নানা অলঙ্কারে মণ্ডিত রাজ-শিশুগণকে পদাহত করিয়া কাড়িয়া লইতে লাগিল, অসহায় বালক রোদন করিতে লাগিল। দুরাশয় যুবকেরা অন্তঃপুর-নারীগণের কেশাকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রব্যসম্ভার লইয়া পলায়নপর দস্যুগণের হস্ত হইতে পতিত অমূল্য রত্নরাশি পথে পড়িয়া রহিল। সামন্ত রাজগণ নিজ নিজ হস্ত্যশ্ব সংগ্রহপূর্ব্বক একত্র স্থাপনে ব্যগ্র হইল। সিন্ধু-রাজের মন্ত্রিগণ অভিষেকোদ্যোগের আদেশ দিতে লাগিল। প্রধান প্রধান স্থপতিগণ (শিল্পিগণ) রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। রাজপুরুষগণ কারুগণকৃত গবাক্ষবিবর দিয়া অপূর্ব্ব নগর-সৌন্দর্য্য-দর্শনার্থ প্রবেশ করিতে লাগিল। ৭—১০। সিন্ধুরাজের পুত্র অভিষিক্ত হইলে জয়শব্দ উদ্বোষিত হইতে লাগিল। সিন্ধুপক্ষীয় রাজন্যবর্গ সিন্ধুরাজের রাষ্ট্রস্থিতি রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে লাগিল। বিদূরথের প্রিয় রাজপুরুষগণ প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করিলেও বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অসংখ্য চৌরগণ চৌর্য্যাভিলাষে পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। মহানুভব বিদূরথের বিরহে দিনাতপও আজ নীহারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মৃতবন্ধু জনগণের আর্ত্তনাদ, বিপক্ষদিগের সানন্দ তূর্য্যরব ও হস্ত্যশ্ব-রথসমূহের ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এত ভীষণ হইল, যেন তাহা পিণ্ডাকারে ধরিতে পারা যায়। জনগণ "ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি সিন্ধু-রাজের জয়" বলিয়া ভেরীবাদ্য করিতে লাগিল। ১১—১৫। যেমন এক মনুর অবসানে যুগান্তে প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত অপর মনু জগতে উপস্থিত হন, তদ্রূপ উন্নতকন্ধর সিন্ধুরাজ রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। যেমন রত্নসমূহ অম্বুমধ্যে গমন করে, তদ্রূপ দশদিক্ হইতে সিন্ধুরাজপুরে কর আসিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ ক্ষণকাল মধ্যে চতুর্দ্দিকে রাজনামাঙ্কিত চিহ্ন, শাসন ও নিয়মাদি স্থাপন করিতে লাগিল। প্রত্যেক দেশে ও নগরে অচিরকালেই যমের ন্যায় কঠোর রাজনিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। যেমন উৎপাত-বায়ু প্রশান্ত হইলে তৃণ-পর্ণাদি দ্রব্যনিচয়ের আবর্ত্তন প্রশান্ত হয়, তদ্রূপ নিমেষমধ্যে রাজার কঠোরনিয়মে দেশোপদ্রব-সমুদয় প্রশান্ত হইয়া গেল। তখন মন্থনাবসানে উদ্ধৃত-মন্দর ক্ষীরোদ-সাগরের ন্যায় দশদিক্ প্রশান্ত হইল। তৎকালে জলকণবাহী মৃদু সমীরণ সিন্ধুদেশবাসিনী কামিনীগণের মুখকমলে ভ্রমরগণ সদৃশ অলকাবলি মৃদুভাবে সঞ্চালিত করত এবং সন্তাপ-দুর্গন্ধাদির উপশম করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ১৬—২২।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এদিকে সরস্বতী-নিকটস্থিতা লীলা সম্মুখস্থিত ভর্ত্তাকে শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া সরস্বতীকে কহিলেন,—অম্বিকে! এই মদীয় ভর্ত্তা দেহ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরস্বতী কহিলেন,—এইরূপ মহা-রণে অদ্ভুত সংগ্রাম ও রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে রাষ্ট্র ও মহীতলের কিছুই হয় নাই; কারণ এই স্বপ্নাত্মক জগৎ কোথাও স্থির নাই। হে অনঘে! তোমার ভর্ত্তার এই রাজ্য ভূপতি-পদ্মের গৃহাকাশে এবং ভূপতি-পদ্মের রাজ্যও সেই বশিষ্ঠ-ব্রাহ্মণের গৃহা-কাশে অবস্থান করিতেছে। ১—৫। সেই বশিষ্ঠ-ব্রাহ্মণের গৃহমধ্যে শবগৃহে এই জগৎ ও এই জগন্মধ্যে বিদূরথ-ব্রহ্মাণ্ড এই উভয়ই অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি, আমি, এই লীলা, এই বিদূরথ ও সসাগরা এই অবনীমণ্ডল সেই গিরিগ্রামকবাসী বিপ্রের গৃহাভ্যন্তরস্থ গগনকোষে অবস্থান করিতেছে। স্বীয় আত্মাই কখন বৃথা প্রকাশ পায়, কখনও বা কোনও স্থানে প্রকাশিত হয় না। সেই আত্মাই উৎপত্তিনাশরহিত পরমপদ জানিবে। সেই অনাময় শান্ত পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, তিনিই মণ্ডপান্তে স্বীয় চিন্মাত্র স্বভাব দ্বারা স্বয়ংই আপনাতে সমুদিত আছেন। ৬—১০। সেই মণ্ডপদ্বয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা শূন্যমাত্র, ভ্রান্ত-জগৎ নাই। ভ্রমদর্শীর যদি অভাব হইল, তবে ভ্রমবিষয়ক ভ্রম আবার কিরূপ? এই কারণে ভ্রমসত্তাই হইতে পারে না, কেবলমাত্র সেই উৎপত্তি রহিত পরমপদ অবস্থিত আছেন। দ্রষ্টার ব্যাপার-ফলের আধারই দৃশ্য, কোনও দ্রষ্টা আপনাতে আপনার ব্যাপার আহিত করিতে পারে না। একত্র কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব এ উভয়ের সত্তা অসম্ভব, অতএব দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের দৃষ্টক্রম অদ্বৈতবাদের ভূষণ। উৎপত্তিনাশরহিত স্বয়ং প্রতিভাত শান্ত আদ্যভূত অনাময় সেইই পরমপদ জানিবে। সেই মণ্ডপগৃহে জনগণ স্বস্বভাবে সমু-দিতাত্মা হইয়া স্বস্ব-ব্যবস্থাতেই বিহার করিতেছেন। ১১—১৫। তাহাতে জগৎ বা সৃষ্টি কিছুই অনুভূত হয় না, সেই কারণেই জগৎ অজ ও আকাশস্বরূপ। এই সমস্ত মেরু প্রভৃতি গিরিসমূহ অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত, এই সকল কুড্যময় কিছুই নয়, স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। মনুষ্যেরা স্বপ্নে প্রাদেশপরিমিত স্থানে তৎপ্রদেশস্থ আত্মচৈতন্যই লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতাদিময় জগৎ বলিয়া দেখে। অণু-পরিমিতি স্থানেও বিবিধবেশে কদলীত্বকের ন্যায় স্তরে স্তরে সুবহু ভুবন অবস্থিত রহিয়াছে। স্বপ্ননির্ম্মিত পুর ও নগরাদির ন্যায় চিদণুর মধ্যে এই ত্রিজগৎ অবস্থিত। সেই ত্রিজগতের মধ্যে চিদণু ও চিদণুর মধ্যে আরও এক একটী জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। ১৬—২০। হে শুভে! সেই সকল জগতের মধ্যে এই পদ্ম-রাজারও শব অবস্থিত আছে। তোমার পূর্ব্বতরা সপত্নী লীলা তথায় আগেই গিয়াছেন। তোমার সম্মুখে এই লীলা যখনই মূর্চ্ছিত হইলেন, তখনই ভর্ত্তা পদ্মের শব-সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াছেন। লীলা কহিলেন,—দেবি! ইনি তথায় কি প্রকারে দেহধারিণী হইয়াছিলেন, আমিই বা কিরূপে তাঁহার সপত্নী হইয়াছি আর সেই মহারাজ পদ্মের গৃহবাসী জনগণ ইহাঁর রূপ কিরূপ দেখিতেছেন এবং কি বলিতেছেন, ইহা আমার নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন। দেবী কহিলেন,—লীলে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ

কর। শুনিলে নিজ বৃত্তান্ত ও দুর্দ্দশা সকল অবগত হইতে পারিবে। ২১—২৫। তোমার এই স্বামী বিদূরথরূপী সেই পদ্ম, সেই শবাশ্রয়গৃহে নগরাদিরূপে বিতত জগন্ময়ী ভ্রান্তি দর্শন করিতেছেন। এই যুদ্ধও ভ্রান্তিযুক্ত, এই সমস্ত জনও ভ্রান্তিমূলক এবং মরণও ভ্রান্তি বশতঃ হইয়া থাকে। এই ভ্রান্তিক্রমেই লীলা ইঁহার দয়িতা হইয়াছে। হে বরারোহে! তুমি এবং ঐ লীলাও স্বপ্নমাত্র। যেমন তোমরাও ইঁহার নিকট স্বপ্ন-প্রতিভাত, তোমাদিগের নিকটও তদ্রূপ এই তোমার ভর্ত্তা এবং আমি স্বপ্নে প্রতিভাত হইতেছি। এই জগৎ এইরূপেই প্রকাশিত হয়, এজন্য দৃশ্যপদে অভিহিতও হয়, সবিশেষ তত্ত্ব অবগত হইলে দৃশ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। ২৬—৩০। কেবল আত্মাই পরিপূর্ণ সত্য, তাঁহার আশ্রয়ে তুমি আমি ইনি ও এই রাজা তদীয় ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। এই রাজা প্রভৃতি ও আমরা সকলে যে প্রকারে চিদ্‌ঘনের সর্ব্বাত্মরূপে সংস্থিতি (মিথ্যাকল্পনা হেতু) সম্পন্ন হইতেছে, সুহাসিনী, বিলাসিনী, চঞ্চলবদনা, নবযৌবনশালিনী, কোমল-উদারস্বভাবা, মধুরহাসিনী, কোকিলের ন্যায় মধুর-ধ্বনিসম্পন্না, মদ ও কন্দর্পাবেশে মন্দগতি, অসিতোৎপলাক্ষী, পীনপয়োধরা, কাঞ্চনবৎ গৌরাঙ্গী, পক্ববিম্ববৎ রক্তাধরা, রাজমহিষী লীলাও সেইরূপে উৎপন্না হয়, তোমারই মনঃকল্পিত ভর্ত্তার মনোবৃত্তিময়ী এই লীলা। ৩১—৩৬। যে দিন তোমার ভর্ত্তার চিত্ত লীলা-মূর্ত্তির বাসনায় বাসিত হইয়াছিল, সেইদিন চমৎকারস্বভাব চৈতন্যাকাশে তোমার ন্যায় আকারবিশিষ্টা এই লীলা দৃশ্যত্বে পরিণতা হইয়াছিল। তোমার ভর্ত্তার মরণদিনে তিনি, বাসনাময়ী তোমার প্রতিবিম্বময়ী এই লীলাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। চিত্ত যখন আধিভৌতিক ভাব অনুভব করে, তখন আধিভৌতিক ভাবকে সৎস্বরূপ ও আতিবাহিক ভাবকে কল্পিত জ্ঞান করে। আর যখন চিত্ত আধিভৌতিক ভাবকে অসৎ বিবেচনা করে, তখন আতিবাহিক-স্বরূপই সত্য হয়। তোমার ভর্ত্তা মরণ-মূর্চ্ছার অবসানে পুনর্জ্জন্মময় ভ্রমে পতিত হইয়া এই বাসনাময়ী লীলার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সুতরাং সে লীলাও তুমি। ৩৭—৪০। চিদাত্মার সর্ব্বগত্ব হেতু তুমিও আপনার বাসনাময় শরীরান্তর দেখিয়াছ এবং বাসনাময়ী লীলাও তোমাকে দেখিয়াছে। এ সমস্তই তোমার বুদ্ধিস্থ বাসনার বিলাস। সর্ব্বগামী ব্রহ্ম, যে স্থানে যেরূপ বাসনা উদিত হয়, স্বপ্নলব্ধের ন্যায়, তথায় সেইরূপ দৃশ্য হন। আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, দৃঢ় অভিনিবেশ-বাসনায় যখন যে শক্তির উদয় হয়, তখন তাহারই অনুরূপে দৃশ্য হন, অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত হন। এই দম্পতি (পদ্ম ও লীলা) পূর্ব্বে মরণ-মূর্চ্ছাক্ষণে প্রতিভা বশতঃ মনে মনে এই অবগত হইয়াছিলেন, "এই আমাদের পিতা, এই আমাদের মাতা, এই আমাদের দেশ, এই আমাদের ধন এবং এই আমাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। এই আমরা বিবাহিত হইয়া এইরূপে একত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এই আমাদের সেই পরিজনবর্গ"। ৪১—৪৬। লীলে! এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বপ্ন। এই লীলা আমাকে এই ভাবে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং "আমি যেন বিধবা না হই" এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাই আমিও ঐ বর দিয়াছিলাম, এই কারণেই ইনি পূর্ব্বেই মরিয়াছেন, এখন ইনি বালিকা। আমি তোমাদের চেতনাংশের চেতন-ধর্ম্মিণী কুলদেবী ও সদাই পূজনীয়া। আমি স্বতই এইরূপ করিয়া থাকি। অনন্তর সেই লীলার জীব প্রাণবায়ু-সহকারে উহার দেহ হইতে নির্গত হইল। অনন্তর লীলা মরণ-মূর্চ্ছাবসানে স্বীয় সঙ্কল্পরচিত মূর্ত্তিরূপ আকাশে সেই সেই ভাব অনুভব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসনার উৎকর্ষে তিনি পূর্ব্ব-দেহ স্মরণ করিয়া, রবিকিরণ-বিকসিতা নলিনীর ন্যায়, বাসনানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইলেন এবং স্বীয় মনোহর কান্তকে উপভোগ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বস্মৃতি দ্বারা ভূপতি পদ্মের মণ্ডপে গমন করত নিজ ভর্ত্তার সহিত মিলিতা হইলেন। ৪৭—৫২।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর লব্ধবরা লীলা এই দেহেই স্বামী-পতি পতিকে পাইবার নিমিত্ত নভোমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি "পতি পাইবেন" এই আনন্দে কামাতুরা হইয়া, কোমলাকারা পক্ষিণীর ন্যায়, নভস্তল অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি জ্ঞপ্তিদেবীপ্রেরিত প্রিয়া কুমারীকে প্রাপ্ত হইলেন,—যেন তিনি লীলার সঙ্কল্পরূপ মহাদর্পণ হইতে অগ্রেই নির্গত হইয়াছেন। লীলার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কুমারী কহিলেন,—হে জ্ঞপ্তিসহচরি! আমি আপনার দুহিতা, আপনার মুখে আগমন জন্য আমি আপনার প্রতীক্ষায় আকাশপথে অবস্থিত রহিয়াছি। লীলা কুমারীকে দেবীজ্ঞানে কহিলেন,—হে দেবি পদ্মলোচনে! আমাকে ভর্ত্তার সমীপে লইয়া যান, যেহেতু মহতের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না। ১—৫। বশিষ্ঠ কহিলেন,—'আসুন, আমরা উভয়ে তথায় যাই' এই বলিয়া সেই কুমারী তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন এবং পথ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভাবিশুভাশুভলক্ষণস্বরূপ বিধাতৃকৃত কররেখা যেমন নির্ম্মল করসমূহে গমন করে, তদ্রূপ সেই লীলাও তাঁহার অনুগামিনী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডচ্ছিদ্র স্বরূপ অম্বরতলে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মেঘপথ অতিক্রম করিয়া বায়ুস্কন্ধমধ্যে গমন করিলেন, তথা হইতে সূর্য্যমার্গ অতিক্রম ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে তারাপথ অতিক্রম করিয়া অনায়াসে ক্রমে বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও সিদ্ধগণের লোক অতিক্রম করত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের লোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডখর্পর প্রাপ্ত হইলেন। জলের শৈত্য যেমন অছিদ্র কুম্ভেরও বহির্ভাগে নির্গত হয়, তেমনি সঙ্কল্পসিদ্ধা সেই লীলা ব্রহ্মাণ্ডেরও বহির্দেশে নির্গত হইলেন। ৬—১০। স্বচিন্মাত্রদেহা সেই লীলা সঙ্কল্প-স্বভাবজাত ঐ সকল বিভ্রম স্বীয় অন্তরেই অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রকারে ব্রহ্মাদি লোক অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডখর্পর-প্রাপ্তির পরে ব্রহ্মাণ্ডের পারগতা হইয়া জলাদি আবরণ লঙ্ঘন করিলেন এবং গরুড়ও শত কোটি কল্প অতিবেগে ধাবিত হইয়া যাহার পার দেখিতে সমর্থ নহেন, সেই মহাচিদাকাশের অন্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহা উদ্যানে যেমন অসংখ্য ফল থাকিলে তাহা গণিয়া উঠা যায় না, তদ্রূপ তথায় অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পরের দৃষ্ট নহে (অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ড অপর ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞাত নহে)। পরে কীট যেমন অলক্ষ্যে বদরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি সেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পুরোবর্ত্তী বিস্তৃত আবরণযুক্ত এক

ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। পুনর্ব্বার ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু প্রভৃতির লোক অতিক্রম করিয়া আকাশমণ্ডলের অধোবর্ত্তী সেই পদ্ম-ভূপতির মহীমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন। ১১—১৬। সেই মহীমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া তথায় পদ্ম-ভূপতির পুরে গমনপূর্ব্বক মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া পুষ্পাবৃত সেই শবের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ বরাঙ্গনা লীলা, পরিজ্ঞাত হইলে মায়া যেমন আর দেখা যায় না, তদ্রূপ সেই কুমারীকে আর দেখিতে পাইলেন না। লীলা শবরূপী স্বভর্ত্তার মুখ দেখিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিলেন। দেখিলেন, সংগ্রামে সিন্ধুকর্ত্তৃক নিহত আমার এই ভর্ত্তা এই বীরগণকে লইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। ১৭—২০। আমি দেবীর প্রসাদে সশরীরেই ঈদৃশ ভর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; মৎসদৃশী ধন্যা আর কেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই লীলা হস্তে চামর লইয়া, আকাশ যেমন চন্দ্ররূপ চামরে অবনিমণ্ডল বীজিত করে, তদ্রূপ বীজন করিতে লাগিলেন। প্রবুদ্ধ-লীলা জ্ঞপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি! সেই পদ্ম-ভূপতির ভৃত্য ও দাসীগণ এই ও সেই পদ্ম-ভূপতিও এই রহিয়াছেন, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁরা সমাগতা লীলাকে কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? দেবী কহিলেন,—সেই রাজা, লীলা ও ভৃত্যগণ ইহাঁরা সকলেই চিদাকাশের একতাবেশ ও আমাদের প্রভাব হেতু এবং মহাচিত্তের প্রতিভাস ও মহানিয়তির প্রেরণায় পরস্পর পরস্পরকে অপরিচিত বলিয়া জানিতেছে। রাজা "এই আমার সহজা ভার্য্যা" "এই আমার সহজা সখী" "এই আমার সহজ ভৃত্য" এই প্রকারে অনুভব করিতেছেন, কেবল তুমি, সেই লীলা এবং আমি অখণ্ডিত এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত জানি, অপর কেহ জানে না। ২১—২৭। প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন,—হে দেবি! এই মধুর-ভাষিণী লীলা আপনার বর-বলে এই শরীরে পতির নিকট যাইতে পারে নাই কেন? দেবী কহিলেন,—যেমন ছায়া আতপের নিকটে যাইতে পারে না তদ্রূপ অপ্রবুদ্ধ-বুদ্ধি ব্যক্তিরা পুণ্যবশ-প্রাপ্ত সিদ্ধলোকে সশরীরে যাইতে পারে না। সত্যসঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি রণসৃষ্টির আদিতেই এই নিয়ম করিয়াছেন, সত্য অলীকের সহিত কদাচ মিশ্রিত হয় না। দেখ, বালকের যেমন বেতাল-সঙ্কল্প থাকে, যাহাদের বেতালবুদ্ধি আদৌ নাই, তাহাদের নিকট সেরূপ বেতালের বুদ্ধি হয় না। ২৮—৩১। যাবৎ কাল আত্মাতে অবিবেক-জ্বরের উষ্ণতা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ বিবেকচন্দ্রের শৈত্য কিরূপে সমুদিত হইবে। "আমি পৃথ্যাদি-দেহধারী, আকাশপথে আমার গতি নাই" এইরূপ সিদ্ধান্ত যাহার হৃদয়ে নিহিত, তাহার অন্য সিদ্ধান্ত কিরূপে হইবে? এই কারণে জ্ঞান-বিবেক পূর্ণ ও বরের সামর্থ্যে জনগণ এই পুণ্যদেহে পরলোকে গিয়া থাকে। শুষ্কপর্ণ যেমন জলন্ত অঙ্গারে পড়িলে সহজেই দগ্ধ হয়, এই স্থূল-শরীরও তদ্রূপ অহঙ্কার-বাসনাময় আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে স্বতই বিশীর্ণ হয়। ৩২—৩৫। বর এবং শাপও প্রাক্তন-বাসনানুরূপ কর্ম্মের অনুসারেই হইয়া থাকে; যেমন কোন অভ্যস্ত বিষয় বিস্মৃত হইবার পর তাহা স্মরণ করিবার আবশ্যক হইলে, স্মরণ হইল না কিন্তু যদি কেহ স্মরণ করাইয়া দেয়, তখন স্মরণ হয়, শাপ ও বরও ঐরূপ পূর্ব্ববাসনা সমুদ্ভূত কর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দেয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় বটে, কিন্তু সে কি সর্পের কার্য্য করিতে পারে? সেইরূপ যাহা আত্মাতে নাই, অর্থাৎ মূলেই ভ্রান্তিমূলক তাহার আবার কার্য্যকারিতা কি? "ইহা-মৃত্যু হইয়াছে" এই প্রকার যে মিথ্যা অনুভব হয় ইহা পরিপুষ্ট পূর্ব্বাভ্যাসেরই বিজৃম্ভণমাত্র। স্বানুভূত জগজ্জালে সংস্মৃতি-ভ্রম অনায়াসেই হয়। এই প্রকার স্মৃতি প্রভৃতি অভ্যাস অন্ত, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ-সঙ্কল্পিত। অবিজ্ঞাত-তত্ত্বদৃষ্টি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অন্তরেই এই সংস্মৃতি সমুদিত হয়, জলবিম্বিত চন্দ্রমণ্ডল যেমন জলমধ্যগত বলিয়া বোধ হয়, বাহিরে বোধ হয় না, তদ্রূপ উহা বাহিরে আছে, তাহা বোধ হয় না। ৩৬—৪০।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৩

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

দেবী কহিলেন,—যাহারা তত্ত্বজ্ঞ এবং যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে, তাহারাই আতিবাহিক লোকে যাইতে পারে, অপরে পারে না। আধিভৌতিক দেহ মিথ্যা ভ্রমময়, উহা কিরূপে সত্য পদার্থে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে?—আতপে কি ছায়া থাকে? আমাদের এই লীলা তত্ত্বজ্ঞা, পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, সেই কারণেই কেবল ভর্ত্তৃকল্পিত নগরে যাইতে পারিলেন। প্রবুদ্ধ-লীলা কহিলেন,—'এই লীলা এইরূপে ভর্ত্তৃ-লোকগত হইতে পারে, আমি বুঝিলাম, কিন্তু হে অম্বিকে! দেখুন, মদীয় এই ভর্ত্তা প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? দেহাদির জীবন-সুখাদি-ভাবে ও দুঃখ-দৌর্ভাগ্যাদি-অভাবে পূর্ব্বে কি প্রকারে নিয়তি হইল এবং কি প্রকারেই বা আবার জন্ম-মৃত্যু দ্বারা সূচিত অনিয়তি আসিয়া উপস্থিত হইল? ১—৫। স্বভাব-সিদ্ধি কিরূপে হইল? পদার্থগত সত্তা কিরূপে ঘটিল? অগ্ন্যাদিতে উষ্ণত্ব, পৃথিবী প্রভৃতিতে স্থিরত্ব, হিমাদিতে শৈত্য এবং কাল-আকাশাদিতে দ্রবতা কিরূপে অনুভূত হয়? ভাবাভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গ, পদার্থের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা ইত্যাদি নিয়ম কিরূপে সঙ্ঘটিত হয়? তৃণ-গুল্ম ও লতাদির উচ্চ ও নীচ ধর্ম্ম কি প্রকারে সংসিদ্ধ হয়? কূপ সকল শাল-তালাদির ন্যায় উচ্চ না হয় কেন?—ইত্যাদি বিষয় আমাকে বলুন। দেবী কহিলেন,—মহাপ্রলয় হইলে, সকল পদার্থ বিনষ্ট হইলে, কেবল একমাত্র অনন্ত আকাশ-স্বরূপ প্রশান্ত সৎ ব্রহ্মই অবস্থান করেন। তুমি যেমন স্বপ্নে আকাশ-পত্তনাদি অনুভব করিয়া থাক, তেমনি সেই ব্রহ্ম চিদ্রূপে 'আমি তেজঃকণ' এইরূপ অনুভব করেন। ৬—১০। ঐ তেজঃকণ আমার আত্মা ভিন্নত্বরূপে কল্পিত জলাদি আবরণে কল্পনাবলে অন্তঃস্থূলত্ব লাভ করেন; এই সেই স্থূলরূপে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড অসত্য হইলেও সত্যাত্তরূপে প্রকাশিত হয়: ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিতি করত "আমি হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মা" এইরূপ অনুভব করেন এবং মনোরাজ্য বিস্তৃত করেন; সেই সত্যসঙ্কল্প মনোরাজ্যই এই জগৎ। সৃষ্টির প্রারম্ভে যেরূপ সঙ্কল্পবৃত্তি নিয়ম প্রকাশিত হয়, তাহাই অদ্যাপি নিশ্চলভাবে রহিয়াছে। চিত্ত যে প্রকারে প্রস্ফুরিত হয়, এই আত্মচৈতন্যও সেইভাবে প্রস্ফুরিত হয়। সেই কারণে এই জগতে অনিয়ত কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। বিবর্ত্তরূপীয় সমস্ত-বস্তু শূন্যত্বযুক্ত হয় না, সুবর্ণ কখনও কটক-কুণ্ডল ও পিণ্ডময়ত্বাদির অন্যতম ভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। ১১—১৫। সৃষ্টির আদিতে যে বস্তু যে ভাবে আবির্ভূত হয়, এখনও তাহা তাদৃশ

ভাবে অবস্থিত আছে, সেই কারণে মায়াশবলিত ব্রহ্মের স্বসত্তা পরিত্যাগ করা সঙ্গত হয় না। চিৎ যখন অবস্থিত, তখন এ নিয়তিও বিনষ্ট হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্যোমরূপী পার্থিবও যেরূপে প্রকাশিত হয়, অদ্যাপি তথাবিধ অবস্থিত। প্রতিপক্ষবিদ্ ব্যতীত চিৎ যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই চিৎ বেদনাভ্যাসবলে তাহা হইতে প্রচলিত হয় না। বস্তুতঃ জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই; এই যাহা অনুভূত হয়, তাহা স্বপ্নে স্ত্রী-পুরুষবৎ মিথ্যা, চিদাকাশের বিকাশমাত্র।১৬—২০। অসত্য হইলেও ইহা যে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অবস্থান ও অনুভব স্বভাবের মহিমা। বিকাশ স্বভাব সংবিৎ সর্গাদিতে যেরূপে প্রকটিত হয়, তাহা অদ্যাপি অঙ্গ দ্বারা অবিপর্য্যস্তভাবে রহিয়াছে। সেই চিদাকাশই ব্যোমসংবিদ্ গ্রহণ করিয়া ব্যোমত্ব প্রাপ্ত হয়, কালসংবিদ্ প্রাপ্ত হওয়ায় কালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, জলসংবিদ্ গ্রহণ করায় বারিবৎ অবস্থিত রহিয়াছে। স্বপ্নে যেমন পুরুষ আত্মাতে বারিভাব অবলোকন করে, সেইরূপ চিৎশক্তিও আকাশাদি দর্শন করে। মায়ার এমনই চাতুর্য্য যে, অসৎকে সত্য বলিয়া বিতর্কিত করে। এই চিতি স্বপ্নের ন্যায় সঙ্কল্পধ্যানে আকাশত্ব, জলত্ব, পৃথিবীত্ব, অগ্নিত্ব ও বায়ুত্ব অসৎ হইলেও, অন্তরে অনুভব করে। আমি তোমার সংশয়-নিরাস-মানসে তোমার সন্নিধানে জীবগণের মরণানন্তর স্বকর্ম্মানুরূপ ফলানুভব-ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণ করিলে লোকের মৃত্যুকালে কল্যাণকর হয়। সৃষ্টির আদি সময়ে পুরুষগণের আয়ুর সংখ্যা এরূপ নিয়মিত হয়, যথা,—সত্যযুগে চারিশত বর্ষ, ত্রেতায় ত্রিশত, দ্বাপরে দুইশত এবং কলিতে একশত এবং নরগণের স্ব স্ব কর্ম্মের দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধিও আয়ুর ন্যূনাধিক্যের হেতু, স্বীয় ধর্ম্মকার্য্যের হ্রাস হইলে আয়ুর হ্রাস, বৃদ্ধি হইলে আয়ুর বৃদ্ধি এবং সাম্য থাকিলে সমতা হইয়া থাকে।২৬—৩০। বাল্যকালে মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম করিলে বাল্যাবস্থায়ই মৃত্যু ঘটে, যৌবনে মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মে তরুণ বয়সেই মরিয়া থাকে ও বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম করিলে বার্দ্ধক্যেই মৃত্যু সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র আরব্ধ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই শ্রীমান্ ব্যক্তিই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্মানুসারেই জন্তু অন্তিম দশায় উপনীত হয়। মৃত্যুকালে মর্ম্মচ্ছেদন-বেদনা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। প্রবুদ্ধ-লীলা কহিলেন,—হে ইন্দুবদনে! আপনি যে মরণ-দুঃখের কথা কহিলেন, উহা কি সকলেরই সমান অথবা কাহারও বা সুখ হয়? এবং মরণের পর কাহার কিরূপ গতি, তাহা আমার নিকটে সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন। দেবী কহিলেন,—মুমূর্ষু ত্রিবিধ,—মূর্খ, ধারণাভ্যাসী, ও যুক্তিমান্। এই ত্রিবিধ মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের মধ্যে, অভ্যাসবলে যে ধারণানিষ্ঠ হইয়াছে ও যে যুক্তিযুক্ত, তাহারা সুখে দেহ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ। যাহার ধারণা অভ্যস্ত হয় নাই ও যে যুক্তিমান্ নহে, সেই মূর্খ। ঐ অবশ ব্যক্তি মৃত্যুকালে অশেষ দুঃখভোগ করে, ঐ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি বাসনার আবেশে বশীভূত হইয়া মৃত্যুকালে, খণ্ডিত-পত্রের ন্যায়, অতিশয় দীনতাপন্ন হয়। যাহার বুদ্ধি শাস্ত্রসংস্কৃত নহে এবং অসৎসঙ্গপরায়ণ, সে ব্যক্তি অগ্নিপতিতের ন্যায়, মরণ-কালে অশেষ দুঃখভোগ করে। যখন ঐ অবিবেকীরা আসন্নমৃত্যু হইয়া ঘর্ঘরকণ্ঠ এবং দৃষ্টি ও বর্ণের বৈরূপ্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা অতি কাতর হইয়া পড়ে, দিক্ সকল আলোক-বিহীন অন্ধকারময় দেখে, দিঙ্মণ্ডল গাঢ়মেঘাচ্ছন্ন বিলোকন করে, দিবাতেও তারার উদয় দেখে। তখন তাহারা মর্ম্মব্যথায় নিপীড়িত হয়, বসুধাকে আকাশের ন্যায় দেখে, আকাশ বসুধার ন্যায় দেখে, দিঙ্মণ্ডল যেন তাহাদের নিকট ঘুরিতে থাকে, দৃষ্টিমণ্ডল ঘুরিতে থাকে এবং আপনাকে কখন যেন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত, কখন আকাশে নীত, কখন প্রগাঢ় নিদ্রাবিষ্ট, কখন অন্ধকূপে পতিত এবং কখন প্রস্তরমধ্যে বিক্ষিপ্ত বোধ করে এবং বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও, বাক্যের জড়তা নিবন্ধন কিছুই বলিতে পারে না, হৃদয় যেন ছিন্ন হইয়া যায়। তাহারা কখন তৃণাবর্ত্তের ন্যায় নভোমার্গ হইতে ভূতলে পতিত হয়, কখনও দ্রুতগতি রথে সমারূঢ় হয়, কখন তুষারের ন্যায় গলিত বলিয়া বোধ করে। ৩১—৪৫। তখন তাহারা সংসার-দুঃখ বিস্তার করিয়া অন্যকে যেন দেখায়, বান্ধবগণের অস্পৃশ্য হইয়া যেন ক্ষেপণযন্ত্রে নিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত হয় এবং কখন বায়ুযন্ত্রে বিদ্যমান, কখন ভ্রমযন্ত্রে অবস্থিত, কখনও যেন তাহাদের রসনা কেহ আকর্ষণ করিয়া লয়, জলাবর্ত্তে যেন ঘুরিতে থাকে, শস্ত্রযন্ত্রে যেন অর্পিত হয় এবং ঝড়বৃষ্টির সময়ে তৃণের ন্যায় জলপ্রবাহসহ সমুদ্রে উৎক্ষিপ্ত হয়। তাহারা কখনও অনন্ত আকাশে কখনও গর্ত্তে ও কখনও চক্রাবর্ত্তে যেন নিপতিত হয়, সমুদ্র ও পৃথিবীর যেন বিপর্য্যাস-দশা অনুভব করিতে থাকে। তাহারা কখনও মনে করে, অনবরত ঊর্দ্ধ হইতে পড়িতেছে ও উঠিতেছে, স্বীয় নিশ্বাস-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হয় ও ইন্দ্রিয়সমূহে ব্রণজনিত পীড়া অনুভব করে।৪৬—৫০। সূর্য্য অস্তগত হইলে আলোকহীন হওয়ায় দিক্ সকল যেমন শ্যামল হয়, তেমনি তাহাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ আলোকহীন হইয়া মলিনভাব অবলম্বন করে, তখন তাহাদের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায় পূর্ব্বাপর জ্ঞান থাকে না। সন্ধ্যা সমাগত হইলে যেমন অষ্টদিক্ দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি তাহাদেরও দৃষ্টির অবস্থা হয় না। এই সময়ে তাহারা মনের কল্পনা-সামর্থ্য-রহিত ও বিবেকহীন হইয়া মহামোহে পতিত হয়। যাবৎকাল প্রাণবায়ু তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্তব্ধীভূত না করে, তৎক্ষণ তাহারা মোহাভিভূত হইয়া অবস্থিত থাকে। তখন মোহ, পূর্ব্বসংস্কার ও ভ্রান্তি পরস্পর পরিপুষ্ট হওয়ায় জন্তু, পাষাণের ন্যায় জড় হইয়া থাকে। ৫১—৫৫। প্রবুদ্ধলীলা কহিলেন,—দেবি! মস্তক, হস্ত, পাদ, গুহ্য, নাভি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ-সম্পন্ন হইলেও ঐ দেহে এইরূপ ব্যথা, মোহ, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, ব্যাধি ও অচেতনাবস্থা কেন উপস্থিত হয়? দেবী কহিলেন,—ক্রিয়াশক্তিপ্রধান ঈশ্বর এইরূপ কর্ম্ম-সঙ্কল্প বিধান করেন যে, আমা হইতে অভিন্ন জীব বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে এই এই প্রকার দুঃখভোগ করিবে। জীব স্বয়ংই চিত্তপরিকল্পিত তদনুরূপ স্বসঙ্কল্প-স্বভাবজনিত সেই দুঃখভোগ করিয়া থাকে। যখন জীবগণের দেহস্থিত নাড়ীগণ প্রতপ্তপিত্তাদি রসপূরিত হওয়ায় স্বীয় সঙ্কোচ ও বিকাসন দ্বারা বৈষম্যে ভুক্ত অন্ন ও পানীয় দ্রব্যের রস গ্রহণ করে, তখন দেহস্থ সমান বায়ু স্বকীয় ভুক্ত অন্নপানীয়াদির সমীকরণরূপ স্থিতি পরিত্যাগ করে। যখন নাড়ীদ্বারে প্রবিষ্ট বায়ু নির্গত হয় না ও নির্গত হইলে প্রবেশ করে না, তখন নাড়ী-ব্যাপার প্রশান্ত হওয়ায় চক্ষুরাদি নিঃস্পন্দ হয় এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ৫৬—৬০। যখন শারীর-নাড়ীর ব্যাপারবিরতি হইলে বায়ুর চলাচল বন্ধ হয়, তখনই জীব মৃত হয়। "আমি জন্মগ্রহণ করিব ও এই কালে মরিব" এইরূপ প্রাক্তন চিৎসঙ্কল্পরূপা নিয়তিই মৃত্যুর কারণ। "আমি এই স্থানে এইরূপ হইব" এই প্রকার সৃষ্টি-

প্রারব্ধ-সম্ভূত সঙ্কল্পমায়াশক্তি, কখনও নাশ প্রাপ্ত হয় না; অবিনাশ-স্বভাব সেই সঙ্কল্প মায়াশক্তির নাশ ও বিশ্লেষ হয় না। আদিসর্গসম্ভূত সংবিদ্নামক জ্ঞান স্বভাব হইতে ভিন্ন নহে এবং স্বভাবরূপ সংবিদ্ হইতে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ে ভিন্ন নহে। যেমন নদীর জল কোন স্থানে আবর্ত্তযুক্ত ও কলুষিত এবং কোন স্থানে নির্ম্মল, সেইরূপ এ চেতনও কখন সাধনাদি দ্বারা নির্ম্মল ও কখন জীবধর্ম্ম রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা কলুষিত। ৬১—৬৫। যেমন দীর্ঘ লতার মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি, সেইরূপ এই অচেতন-সত্তারও মধ্যে জন্ম-মৃত্যুরূপ গ্রন্থিসমুদয় আছে; কিন্তু চেতন-পুরুষ কখন জাত বা মৃত হয় না, এই প্রপঞ্চ কেবল স্বপ্নবৎ ভ্রান্ত দেখে। পুরুষ চেতনমাত্র, তাহার কখনও নাশ নাই, যাহা চেতন-ব্যতিরিক্ত, তাহাতে পুরুষত্ব কিরূপে থাকিবে? কাহার চেতন মৃত হইয়াছে, বল দেখি! কেবল লক্ষ লক্ষ দেহই নষ্ট হইয়া থাকে, চেতন অক্ষয়ভাবেই অবস্থিত থাকে। চেতনের নাশ স্বীকার করিলে, সকল জীবের যখন এক চৈতন্য, তখন একব্যক্তি-গত চৈতন্যের নাশে অপরের অবস্থিতি সম্ভব হইতে পারে না। ৬৬—৭০। ফলতঃ এই জীবের জন্ম-মৃত্যু বাস্তব নহে, তাহা কেবল বাসনার বৈচিত্র্য মাত্র। নামতঃ কেবল তাহাদের জন্ম-মৃত্যু পরিকল্পিত হয়, জীবের জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নাই, কেবল বাসনারূপ আবর্ত্ত-গর্ত্তে লুণ্ঠিত হয়। দৃঢবিচার দ্বারা দৃশ্য বস্তুর অত্যন্ত অসম্ভব বোধ সমুদিত হইলে বাসনা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন আর দৃশ্যসত্যতা থাকে না। বৈরাগ্যাদি-সাধন-সম্পন্ন অধিকারী জীব, ভ্রান্তি-সমুদিত এই জগৎপ্রপঞ্চ তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা মিথ্যা ভাবে অবলোকন করিয়া দ্বৈতবাসনাহীন হইয়া ভবভয় হইতে বিমুক্ত হয়, এই বিমুক্ত আত্মাই সত্যপদার্থ, আর সমস্তই অলীক। ৭১—৭৪।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

প্রবুদ্ধলীলা কহিলেন,—হে দেবেশি! জন্তুগণ যেরূপে মরে এবং পুনর্জন্ম লাভ করে, তাহা আমার নিকট বলিয়া জ্ঞান প্রদান করুন। দেবী কহিলেন,—নাড়ী নিঃস্পন্দ হইলে যখন জন্তুর প্রাণবায়ু প্রশান্ত হয়, তখন ইহার চেতনা যেন শান্ত হইল বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ চেতন শুদ্ধ ও নিত্য (অক্ষয়), উহার ক্ষয়োদয় নাই, স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, শৈল, অগ্নি ও পবন প্রভৃতি সমগ্র পদার্থেই বিরাজ করিতেছে। কেবল বায়ুরোধ বশতঃ নাড়ীস্পন্দন প্রশান্ত হয়, তখন ঐ জড়দেহ মৃত হইল, এই বলা হয়। সেই দেহ শবরূপে পরিণত হইলেও প্রাণবায়ু মহানিলে লীন হইলে চেতনা বাসনাযুক্ত হইয়া স্বাত্মতত্ত্বে অবস্থিত হয়। ১—৫। কিন্তু সূক্ষ্ম ঐ চেতনা পুনর্জন্মের বীজীভূত বাসনা-বিশিষ্ট হইয়া থাকায় জীব নামে কথিত হয়। সেই বাসনাবলে পৃথক্ পদার্থ না হইলেও উহা শবসমূহের অবস্থিতিস্থান গগনেই থাকে, পরলোকগমন বাস্তব নয়। সেই জীবকেই ব্যবহারিগণ প্রেত-শব্দে নির্দ্দেশ করে। যেমন বায়ুতে সুগন্ধ থাকে, তেমনি চেতনেও মিশ্রিত থাকে। যখন জীব প্রাক্তন দেহাদি দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য-দেহাদি দর্শনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে স্ববাসনানুরূপ পরলোকগমন ও তত্রত্য ভোগাদি অনুভব করে এবং সেই প্রদেশে আবার পূর্ব্বজন্মের ন্যায় স্মৃতিমান্ হইয়া পুনর্ব্বার মৃতিমূর্চ্ছা অনুভব করত অন্য শরীর অনুভব করে। আকাশ, পৃথিবী অথবা সমুদয় বিশ্ব মৃতপুরুষের আত্মায়, আকাশে মেঘঘটার ন্যায়, দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপরে তাহা দেখিতে পায় না, কেবল তাহারা গৃহাকাশই দেখে। ৬—১০। প্রেত ছয় প্রকার, তাহার ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সামান্য-পাপী, মধ্যপাপী, স্থূলপাপী, সামান্যধর্ম্মা, মধ্যমধর্ম্মা ও উত্তমধর্ম্মা, ইহাদের মধ্যে কাহার ভেদ দুই প্রকার, কাহারও বা তিন প্রকার ভেদ। উহাদের মধ্যে কোন মহাপাতকী পাষাণের ন্যায় জড়ীভূত হইয়া একবৎসরকাল মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিতে থাকে। পরে যথা-কালে প্রবুদ্ধ হইয়া বাসনার জঠরে অবস্থান করত বহুকাল নরক-দুঃখ ভোগ ও শত শত যোনিতে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বহুদুঃখ অনুভব করে। তাহার পর কখনও এই সংসাররূপ স্বপ্নব্যাপারে শান্তি (নির্ব্বাণ) লাভ করে। ১১—১৫। আবার কেহ মরণমোহের পর বহুদুঃখপূর্ণ জড়বৃক্ষাদি-ভাব হৃদয়ে অনুভব করে, পরে বাসনানু-রূপ নরকদুঃখভোগ করিয়া ভূতলে বহুযোনিতে ভ্রমণ করে। ষড়্বিধ প্রেতের মধ্যে যে মধ্যপাপী, সে মরণমূর্চ্ছার পর কিছুকাল শিলাজঠরের ন্যায় জাড্য অনুভব করে, অনন্তর যথাকালে প্রবুদ্ধ হইয়া তির্য্যগাদিক্রমে বহুযোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যে সামান্যপাতকী, সে মরিয়াই স্ববাসনানুসারে উৎপন্ন অক্ষত দেহ অনুভব করে এবং সে সঙ্কল্পের ন্যায়, স্বপ্নের ন্যায়, তাদৃশ দেহ অনুভব করত তৎকালে জননমরণাদির স্মরণও করিতে থাকে। যাহারা উত্তমপুণ্যশালী, তাহারা মরণমূর্চ্ছার পর স্মৃতি দ্বারা স্বর্গ-বিদ্যাধরপুর অনুভব করিতে থাকে। তাহার পরে অন্যত্র স্বকর্ম্মা-নুরূপ ফলভোগ করিয়া শ্রীযুক্ত সজ্জননিলয় মানুষ-লোকে জন্ম-গ্রহণ করে। ১৬—২৩। যাহারা মধ্যমধর্ম্মাবলম্বী তাহারা মরণ-মোহানন্তর ব্যোমবায়ু-চালিত হইয়া ওষধিপ্রধান চৈত্ররথাদি বনে কিন্নরাদিশরীরে গমন করে। তথায় সুফল ভোগপূর্ব্বক তথা হইতে প্রচ্যুত হইয়া খাদ্যের সংশ্লেষে ব্রাহ্মণাদি নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের রেতঃসংক্রমে নারীগণের গর্ভে বাস করত জন্মগ্রহণ করে। মৃতব্যক্তি মাত্রেই ক্রমেই হউক বা অক্রমেই হউক, মৃতিমূর্চ্ছাবসানে বাসনানুরূপ এই নিয়ম অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা মৃত্যুর পরে যাহা যাহা অনুভব করে, বলিতেছি। তাহারা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর 'আমি মরিয়াছি" এইরূপ মনে করে, পরে দাহকার্য্যের পর পুত্রাদি দ্বারা পিণ্ডাদি দেওয়া হইলে "আমার শরীর হইয়াছে" এইরূপ অনুভব করে। সে যমালয়গমনকালে অনুভব করে, "এই কালপাশযুক্ত যমভটগণ আমাকে যমপুরে লইয়া যাইতেছে।" যমালয়ে গিয়া উত্তম-পুণ্যশালী প্রেতগণ তথায় স্বকর্ম্মলব্ধ উত্তম উদ্যান ও দিব্যবিমান অনুভব করে। পাপিষ্ঠেরা বোধ করে, "আমরা স্বকর্ম্মফলে হিম, কণ্টক, গর্ত্ত, শস্ত্রসঙ্কুল অরণ্য প্রভৃতি পাইয়াছি।" ২৪—৩০। মধ্যমপুণ্যশীলেরা "এই সুন্দর শীতল তৃণযুক্ত পন্থা, এই স্নিগ্ধচ্ছায়া এই বাপী অগ্রে রহিয়াছে, এই আমি যমপুরে আসিয়াছি, এই ভূতপতি যম, এই কার্য্যের বিচার হইতেছে" এই প্রকার অনুভব করে। মরণের পর প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন পারলৌকিক অনুভব হয়, পরন্ত সকলেই এই অশেষাচারসম্পন্ন বিশাল সংসারখণ্ডকে সত্য বলিয়া বোধ করে। স্বরূপ দৃষ্টি থাকিলে তাহারা বুঝিতে

পারিত, একমাত্র আকাশসদৃশ অমূর্ত্ত অদ্বয় আত্মাই প্রবুদ্ধ এবং দেশ, কাল, ক্রিয়া ও হ্রস্ব-দীর্ঘাদি আকারবিশিষ্ট দৃশ্যসমূহ সত্য নহে। পরে যমপুরনীত ব্যক্তিগণ "এই আমাকে যমরাজ স্বকর্ম্ম-ফলভোগার্থ নিয়োগ করিলেন এই আমি সত্বর স্বর্গে যাই, এই আমি নরকে চলিলাম, এই আমি স্বর্গ অথবা নরকভোগ করিলাম, এই আমি পশ্বাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলাম, পুনরায় মনুষ্য-সংসারে আসিলাম, এই আমি ধান্যাঙ্কুর হইলাম এবং ক্রমে ফলরূপে অবস্থিত হইলাম," এই প্রকার উত্তরকাল-ফল অনুভব করিতে থাকে। ৩১—৩৭। শরীরাভাবে বাহ্যান্তঃকরণ-ক্রিয়াশূন্য ঐ ধান্যাঙ্কুর মনুষ্যশরীরে ভুক্তান্ন দ্বারা রেতোভাব প্রাপ্ত হয় এবং তাহাই যোনি দ্বারা মহাগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভরূপ ধারণ করে। সেই গর্ভই এই লোকে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে সৌভাগ্য-শালী বা অসৌভাগ্যশালী সুন্দরাকৃতি বালক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরে ইন্দুবৎ উপচয়াপচয়ধর্ম্মী মনোহর মদনোন্মুখ যৌবন অনুভব করে। তৎপরে পদ্মমুখে যেমন হিমরূপ অশনি চ্যুত হইয়া তাহা নষ্ট করে, তদ্রূপ জরা আসিয়া ঐ যৌবনকে বিকৃত করিয়া ফেলে। ৩৮—৪০। তাহার পর ব্যাধি, মরণ, পুনর্ম্মরণমূর্চ্ছা এবং বন্ধুদত্ত ঔর্দ্ধদেহিক পিণ্ডের সাহায্যে স্বপ্নবৎ দেহান্তর পরিগ্রহ করে, পুনর্ব্বার যমলোকে গমন করে এবং ভূয়োভূয়ঃ ভ্রান্তি অনুভব করত নানাযোনিতে বিচরণ করে। আকাশরূপী আত্মা আকাশেই জীবভাবপ্রাপ্তি অবধি মোক্ষ পর্য্যন্ত ঐ প্রকার মনোহর পরিবর্ত্তন বারংবার অনুভব করিয়া থাকে। প্রবুদ্ধ-লীলা কহিলেন,—দেবি। যেরূপে সৃষ্টির প্রথমে এই ভ্রম হয়, তাহা জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য আমার নিকট অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করুন। দেবী কহিলেন,—হে বৎসে। এই যত পর্ব্বত, বৃক্ষ, পৃথ্বী ও আকাশ দেখিতেছ, উহা সমস্তই পরমার্থপূর্ণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ-চৈতন্য। ৪১—৪৫।—বিশুদ্ধ-চৈতন্যেই এই সকল মায়িক প্রতিভাস মায়ার প্রভাবে উদিত হয়। চেতনাপ্রচুর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তিনি যখন যেস্থানে যেরূপে উদিত হন, তখন সেইরূপেই প্রথিত হইয়া থাকেন। তিনি স্বপ্ন অথবা সঙ্কল্পবান্ পুরুষের ন্যায় জীবসমষ্টি-রূপ প্রজাপতি হইয়া, সৃজ্যসঙ্কল্পবান্ হইয়া সপ্তলোকাকারে বিবর্ত্তিত হন, তাঁহার সৃষ্টিকালের সঙ্কল্প অদ্যাপি রহিয়াছে। ঐ প্রজাপতি ঈশ্বরের প্রথম সাঙ্কল্পিকরূপ এবং পদার্থসমূহের প্রতিবিম্বস্বরূপ ইহা হইতে যাহা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। দেহ-সমূহের ছিদ্রগত অনিল অঙ্গ সকলকে পরিস্পন্দিত করে, এইজন্য ঐ দেহকে জীবী বলা হয়। উহাদিগকে জঙ্গম বলে, চেতন হইলেও স্পন্দহীন পাদপাদিকে স্থাবর কহে। ৪৬—৫০। চিদা-কাশই অর্থাৎ ঈশ্বরই চেতনাবিস্তৃত অংশ অর্থাৎ জীববিভাগ করিয়া থাকেন, সেই অংশই সংবিৎ নামে কথিত হয়, উহার শেষ অর্থাৎ ক্ষয় নাই। বুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট সেই চিদাকাশ নর-শরীররূপ নগর প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরাদি গোলকস্থান প্রাপ্ত হয় এবং চাক্ষুষাদি বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বাহ্যার্থের প্রকাশ করে। কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বয়ং চেতন নহে; যেহেতু চিত্তের অধ্যারোপ-মাত্রেই কিছুরই জীবনপ্রসঙ্গ হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ববস্তু-ব্যবস্থাপক চিৎসঙ্কল্পই এই বিশৃঙ্খলার কারণ। শূন্যাকার চিৎসঙ্কল্পই আকাশ, স্থূলাকার চিৎসঙ্কল্পই ভূমি এবং জলশক্তিসম্পন্ন চিৎসঙ্কল্পই জল। তিনিই এইরূপ জঙ্গম-সঙ্কল্প দ্বারা জঙ্গম এবং স্থাবরসঙ্কল্প দ্বারা স্থাবর। চিৎশক্তি এবং-প্রকার বৃক্ষ ও শিলা প্রভৃতি মূর্ত্তিপরিগ্রহ করেন। তিনি যখন যেরূপ সঙ্কল্প করেন তখন সেইরূপে অবস্থিতি করেন। ৫১—৫৫। বৃক্ষ প্রভৃতি জড়পদার্থ যেরূপ ভাবনায় অবস্থিত ছিল, সেই বৃক্ষ শিলা ও তৃণ প্রভৃতি সেইরূপেই ভাবিত হইয়া আছে। জড়-নামক পৃথক্ পদার্থ নাই অথবা চেতননামকও পৃথক্ পদার্থ নাই। আদিসৃষ্টি হইতে জড়ের সহিত চেতনের সত্তাসামান্যের অভেদ রহিয়াছে। বৃক্ষ-উপলাদির অন্তরে যে স্বসংবিদ্ নিহিত আছে, তাহা বুদ্ধ্যাদি কল্পিত, বাস্তব নহে, উহাদের নাম ও রূপাদি সমস্তই তৎকৃত সংবিদন্তর্গত বৃক্ষ শৈল ইত্যাদি নাম সঙ্কেত ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃমি, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতির অন্তঃস্থ সংবিদ্ই বুদ্ধি প্রভৃতি; ঐ বুদ্ধ্যাদির বিকারভেদে তাহাদের ঐ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ আখ্যা হইয়া থাকে। ৫৬—৬০। যেমন কেহ না জানাইলে উত্তর-সমুদ্র-স্থিত জনগণ দক্ষিণসমুদ্রস্থিত জনগণের কিছুই সংবাদ জানিতে পারে না, তেমনি সংবিদ্ ব্যতিরেকে এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম সত্তাস্ফুরণ লাভ করিতে পারে না, সকলেই স্বস্ব-চৈতন্যসাক্ষিক জ্ঞান লইয়া অবস্থিত, অন্যবুদ্ধির কল্পনা অবগত নহে, সমস্তই পরস্পর বুদ্ধিসঙ্কেত-সাপেক্ষ। আরও বুঝিতে হইবে যে সচ্চিদ্রূপ পরব্রহ্মে বায়ু প্রভৃতি জড়পদার্থের যথার্থ সত্তা না থাকিলেও উহা যেমন কল্পনানুগত উক্তকারণাধীন নহে, যেমন প্রস্তর-মধ্যস্থিত ভেক ও তদ্বহিঃস্থ ভেক পরস্পর পরস্পরের কল্পনায় অন্তঃসংবিদ্‌শূন্য জড়স্থিতিশীল, সকল পদার্থেরই সেইরূপ অবস্থা। মহাপ্রলয়ে মায়ায় অন্তর্লীন সর্ব্বাত্মক সর্ব্বগত সমষ্টিচিত্ত যাহা এই জগতের সূক্ষ্মাবস্থা; পুনঃসৃষ্টির প্রারম্ভে তাহা প্রত্যক্-চৈতন্যনামক চিদাকাশ দ্বারা যেরূপ ও যেভাবে চেতিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপিও সেইরূপে সেইভাবেই চেতিত (অনুভূত) হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টিপ্রারম্ভে যাহা স্পন্দন-শীল বায়ুরূপে চেতিত হয়, তাহা অদ্যাপি সেইরূপ ভাবে অবস্থিত। ৬১—৬৫। যাহা ছিদ্রভাবে চেতিত হয়, তাহা এখনও আকাশরূপে অবস্থিত; ঐ আকাশে স্পন্দায়া মায়া অদ্যাপি অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন বায়ু সর্ব্বব্যাপী হইলেও তদ্দ্বারা গুরুতৃণাদি লঘুপদার্থ ব্যতীত অলঘুপদার্থ স্পন্দিত হয় না, তেমনি চিত্ত সর্ব্বগামী ও সর্ব্বত্রাবস্থিত হইলেও শারীর বায়ুর প্রচলন ও অপ্রচলন হেতু স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ বিশেষভাব ধারণ করিয়াছে। এইরূপে সেই সংবিদ্-চৈতন্যে ভ্রমময় বিশ্বের কৈবে পদার্থ, কিরণের ন্যায়, আদিসৃষ্টিকালে যে যে যেরূপে স্ফুরিত হইয়াছিল, সেই সেই স্ফুরণ অদ্যাপি চলিতেছে। হে লীলে। এই বিশ্বপদার্থের স্বভাব-বিজৃম্ভণ অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এখন দেখ, এই বিদূরথ-রাজা প্রায় অবসিত; ঐ দেখ, তিনি মৃত হইয়া পুষ্পমালাশিহিত-শবীভূত তোমার সেই ভর্ত্তা পদ্ম-নৃপতির হৃৎ-পদ্মে যাইবার উপক্রম করিতেছেন। প্রবুদ্ধ-লীলা কহিলেন,—হে দেবেশি! আসুন, ইনি কোন্ পথ দিয়া সেই শবমণ্ডপে গমন করেন, আমরা গিয়া ইহাকে দেখি। ৬৬—৭০। দেবী কহিলেন,—বৎসে! ঐ স্থির জীব "আমি দূরস্থ অপরলোকে যাইতেছি" এই ভাবিতে ভাবিতে অন্তরস্থ আসনাস্থ পথ অবলম্বন করিয়া যাইতেছে! আমরাও এই পথ দিয়া যাই, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। ইচ্ছাবিচ্ছেদ সৌহার্দ্যহেতু নহে অর্থাৎ তাহাতে সৌহার্দ্য

নষ্ট হইতে পারে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—সরস্বতীর ঐ বাক্যপরম্পরা দ্বারা নৃপতিবর-কন্যা লীলাদেবীর বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের সকল সন্তাপ বিদূরিত হইল এবং বিবোধ (জ্ঞানরূপী) সূর্য্য আবির্ভূত হইল। ঐ সময় নৃপতি বিদূরথও বিগলিতচিত্ত, মূর্চ্ছিত ও বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ৭১—৭৩।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ঐ সময় রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অক্ষিতারা বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অধর শুষ্ক হইল, কেবলমাত্র প্রাণ অবশিষ্ট রহিল। তদীয় দেহকান্তি জীর্ণপর্ণ সদৃশ, মুখচ্ছবি ক্ষীণ ও পাণ্ডুবর্ণ, ভৃঙ্গধ্বনির ন্যায়, প্রাণবায়ুর প্রচলন শব্দধ্বনি নাসিকারন্ধ্র হইতে নির্গত হইতে লাগিল। মৃত্যু-মূর্চ্ছারূপ মহা-অন্ধকূপে তাঁহার মন নিমগ্ন সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার অন্তর্নিলীন হইল। তাঁহার সকল অবয়ব নিঃস্পন্দ, অচেতন অবস্থায় তাঁহাকে চিত্রগুপ্ত ও প্রস্তরকোদিতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। অধিক আর কি বলিব, অল্পক্ষণমধ্যেই অন্তরীক্ষগামী পক্ষী যেমন স্বীয় বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তদীয় প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিল। ১—৫। যেমন ঘ্রাণজ-ব্যাপার নিহিত সংবিৎ অনিলস্থিত সূক্ষ্ম গন্ধলেশকে অনুভব করে, সেইরূপ দিব্যদৃষ্টি সেই রমণীদ্বয় রাজশরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত নভোগত সেই জীবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই বিদূরথের জীবচৈতন্য গগনে বায়ু-মিলিত হইয়া বাসনানুসারে দূর আকাশপথে যাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর যেমন ভ্রমরীদ্বয় বায়ুলগ্ন গন্ধলেশের অনুসরণ করে, সেইরূপ সেই স্ত্রীদ্বয় সেই জীব-সংবিদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্ত মধ্যে মরণমূর্চ্ছা প্রশান্ত হইলে সেই জীবসংবিদ্, বায়ুতে গন্ধলেশের ন্যায়, অম্বরতলে অনুভব-সম্পন্ন হইয়া বোধ করিতে লাগিল, যেন বন্ধুগণের পিণ্ড প্রদানে নিজ শরীর উৎপন্ন হইল, যমভটগণ আসিয়া সেই শরীর লইয়া যাইতে লাগিল এবং অতি দূরপথে স্থিত, প্রাণিগণের কর্ম্মফলপ্রকাশক ও জন্তুগণপরিবেষ্টিত যমনগরে গিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর বৈবস্বতপুরে উপস্থিত ঐ জীবকে দেখিয়া দূতগণকে যম আদেশ করিলেন, ইঁহার পাপকার্য্য কখনও সঙ্ঘটিত হয় নাই, এই ব্যক্তি নিত্যই পবিত্র কর্ম্ম করিয়াছেন, ভগবতী সরস্বতীর বরে ইনি পরি-বর্দ্ধিত ও ইঁহার শবীভূত প্রাক্তন দেহ কুসুমাকাশে রহিয়াছে, অতএব ইঁহাকে ছাড়িয়া দাও, ইনি সেই দেহে গিয়া প্রবেশ করুন। ৬—১৪। অনন্তর ক্ষেপণীযন্ত্র হইতে পরিচ্যুত প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়া ঐ জীবকলা অম্বরদেশে পতিত হইল। লীলা ও সরস্বতী তাঁহার প্রতীক্ষায় আকাশপথে অবস্থিত ছিলেন। অনন্তর বিদূরথ জীব আকাশপথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইঁহারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। আকৃতি-সম্পন্ন হইলেও ঐ রমণীদ্বয়কে বিদূরথ-জীব দেখিতে সমর্থ হয় নাই। সেই রমণীদ্বয় সেই সূক্ষ্ম জীবের অনুসরণ করত নভোমণ্ডল ও অন্যান্য লোক অতিক্রম করিয়া জগৎ-গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং দ্বিতীয় জগতে গিয়া পড়িলেন। আর ক্ষণকালগত হইয়া সঙ্কল্প-রূপিণী সেই রমণীদ্বয় সেই সূক্ষ্ম জীবের সহিত সঙ্গত হইয়া পদ্ম-রাজপুরে গিয়া পড়িলেন। বায়ুলেশ যেমন পদ্মমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সূর্য্যপ্রভা যেমন রন্ধ্রে গিয়া পড়ে, সৌগন্ধ্য যেমন পবনে গিয়া মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ তাঁহারা ক্ষণকালমধ্যে সেই লোক-লোকান্তর অতিক্রম করিয়া লীলার অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই মৃত লীলার জীব কুমারীর সাহায্যে পথ চিনিতে পারিয়া পদ্মরাজপুর যাইতে পারিয়াছিল, কিন্তু বিদূরথের জীবকলা কিরূপে পথ চিনিয়া ঐ শবের নিকট গৃহে গমন করিল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলুন। ১৫—২০। বশিষ্ঠ কহি-লেন,—হে রাম! সেই বিদূরথ-জীবের অন্তরে পদ্মরাজ-শরীরের অহম্ভাব স্ববাসনাবলে নিহিত ছিল, একারণে তদীয় পথ প্রভৃতি সমস্তই তাহার হৃদগত ছিল, সেই কারণেই পদ্ম-রাজভবনে পথ চিনিয়া যাইতে পারিয়াছিল। যেমন বটবীজ আপনার অন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বটবৃক্ষকে যথাসময়ে ও কারণসংযোগে পরিপুষ্ট দর্শন করে, তেমনি জীবের উপাধি সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে বাসনাময় অসংখ্য ভ্রান্তিনির্ম্মিত সূক্ষ্ম জগৎ অবস্থিত থাকে; উদ্বো-ধক দ্বারা যাহা যখন পরিপুষ্ট হয়, তাহাই তখন সে অনুভব করে। যেমন সজীব বীজ অন্তরে অঙ্কুর অনুভব করে, তেমনি চিৎকলা জীবও স্বীয় বুদ্ধিতে সংস্কারীভূত ত্রৈলোক্য অনুভব করে। যেমন সর্ব্বদা ভাবনাবলে একদেশস্থিত নর দূরদেশস্থিত স্বীয় নিধান (রত্নাদি) মনে মনে দর্শন করে, তেমনি জীবও শতজন্ম অতিক্রম করিয়া ভ্রমে পতিত হইলেও স্ববাসনার অন্তঃস্থ অভীষ্ট দর্শন করিয়া থাকে (উহা ভ্রান্তিমূলক হইলেও তাহাদের নিকট সত্যরূপে প্রতীত হয়।) ২১—২৫। রাম কহিলেন,—ভগবন্! যাহাকে পিণ্ড দেওয়া হয় নাই, তাহার ত পিণ্ডদানাদি বাসনা নাই, তবে সে কিরূপে সশরীর হয়, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—পিণ্ডদান হউক বা না হউক, মৃত জীব "যদি পিণ্ড-দেওয়া হইয়াছে" এই প্রকার বাসনা হৃদয়ে নিহিত রাখে, তাহা হইলে পিণ্ডফল প্রাপ্ত হয়। চিত্ত যেরূপ, জীবও তন্ময় অর্থাৎ তদাকৃতি, ইহা বিদ্বান্‌দিগের অনুভবসিদ্ধ, জীবিতই হউক বা মৃতই হউক কখনই ঐ নিয়মের ব্যভিচার হয় না। যে পিণ্ড পায় নাই, সে "সপিণ্ড হইলাম" এইরূপ জ্ঞানে সপিণ্ড হয় অর্থাৎ পিণ্ড লাভ করে, কিন্তু পিণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি 'পিণ্ড পাই নাই' এইরূপ জ্ঞান উদিত হইলে পিণ্ডবান্ হয় না অর্থাৎ পিণ্ডলাভের ফল প্রাপ্ত হয় না। ভাবনাবলেই এই পদার্থসমূহের সত্যতা অনুভূত হয়, সেই ভাবনাও কারণীভূত পদার্থ হইতে সমুদিত হয়। ২৬—৩০। যেমন ভাবনাবলে প্রাণিগণের বিষও অমৃততুল্য হয়, সেইরূপ অসত্য পদার্থও ভাবনাবলে সত্য হইয়া থাকে। কারণ ব্যতীত কখনও কাহারও কোন ভাবনা উদিত হয় না, ইহা সত্য জানিও। কেবল ব্রহ্মই স্বত নিত্য প্রকাশমান, উঁহার কারণ কিছুই নাই; তদ্ব্যতীত মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই জগতে কোন কার্য্যই কারণ ব্যতীত কেহ কখনও দেখে নাই বা শ্রবণ করে নাই (ইহার গূঢ়াভিপ্রায় এই যে, অনিত্য বস্তুর সত্তাপ্রতিপাদন করিতে গেলে কারণের অর্থাৎ যুক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে)। বিশুদ্ধ চিন্মাত্রই বাসনা, তাহাই স্বপ্নের ন্যায় কার্য্যকারণতাবাপন্ন হইয়া জগদাকারে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। রাম কহিলেন,—যদি মৃত ব্যক্তি "আমার ধর্ম্ম নাই" এই প্রকার বাসনাবিদ্ধ হয় এবং তাহার বন্ধু যদি তদুদ্দেশে বহুধর্ম্ম করে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম প্রেতের ফলদায়ক হয় কি না, সেস্থলে প্রেতবন্ধুর বাসনা ধর্ম্মসত্ত্বহেতু সত্যার্থা এবং প্রেতের বাসনা

অসত্যার্থা, এস্থলে কোন্ বাসনার প্রাবল্য বলিবেন? ৩১—৩৬। বশিষ্ঠ কহিলেন,—শাস্ত্রোক্ত দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্যও সম্পত্তিস্থলে সেই সুহৃদ্‌বাসনা উদিত হইয়া থাকে, সেস্থলে প্রেতবাসনা অপেক্ষা সুহৃদ্‌বাসনা বলবতী; কারণ প্রেতবাসনা শাস্ত্রপ্রমাণিত নহে। ধর্ম্মদাতার বাসনা দ্বারা প্রেতবাসনা পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ "আমি ধার্ম্মিক" এই প্রকার বাসনা জন্মে, অবশ্য প্রেত যদি বেদবিদ্বেষ্টা নাস্তিক হয়, তবে সেইস্থলে বন্ধুবাসনা প্রেতবাসনার নিকটে দুর্ব্বলা হয়। এইরূপ পরস্পর জয়স্থলে অতিবীর্য্যবানেরই জয় হইয়া থাকে, অতএব অতিযত্নে শুভাভ্যাস করা উচিত। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যদি দেশকালাদি দ্বারা বাসনা সমুদিত হয়, তাহা হইলে মহাকল্পসৃষ্টির প্রারম্ভে ত দেশকালাদি নাই, প্রথমসৃষ্টির কারণীভূত বাসনা তখন কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল? যদি দৃশ্যসমুদয় বাসনা-কার্য্য হয়, তাহা হইলে তখন (সৃষ্টির প্রারম্ভে) দেশকালাদি-সহকারি-কারণাভাবে কিরূপে বাসনা সমুদিত হইল? ৩৭—৪১। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। মহা-প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রারম্ভে দেশকাল কিছুই নাই। সহকারি-কারণের অভাবে দৃশ্যপদার্থের উৎপত্তি বা স্ফূর্ত্তি হয় না। দৃশ্য-পদার্থের অসম্ভব নিবন্ধন দৃশ্যবস্তু অভাবশালী, সেই হেতু এই যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা স্বচিদাকার অনাময় ব্রহ্মই, অপর কিছুই নহে। এবিষয় বহুযুক্তি দেখাইয়া তোমার নিকট বলিব, এই কথা বুঝাইবার জন্যই আমার এই প্রবন্ধ। এক্ষণে বর্ত্তমান কথা শ্রবণ কর। ৪২—৪৫। সেই জ্ঞপ্তিদেবী ও লীলা এইরূপে চতুর্দ্দিকে পুষ্পসমাচ্ছাদিত বসন্তকালের ন্যায় মনোহর ও শীতল সেই পদ্ম-ভূপতির মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীস্থ জননিবহ তথায় রহিয়াছে। মন্দার-কুন্দপুষ্পাদির মালা দ্বারা আচ্ছাদিত শবও সেই স্থানে রহিয়াছে। শবশয্যার শিরোভাগে পূর্ণকুম্ভাদি মাঙ্গল্যদ্রব্য স্থাপিত রহিয়াছে, গৃহদ্বার ও গবাক্ষের কঠিন অর্গল অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। প্রদীপালোক প্রশান্ত প্রায় হওয়ায় নির্ম্মল গৃহভিত্তি শ্যামল হইয়াছে, গৃহের একপার্শ্বে শয়িত জনগণের নিশ্বাসশব্দ সমভাবে নিঃসৃত হইতেছে। এই গৃহের বহির্দ্দেশে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে আলোকিত অভ্যন্তর-দেশ, ভগবান্ নারায়ণের নাভিপদ্ম-মুকুলের ন্যায়, সুশোভমান্, পুরন্দরমন্দির, সৌন্দর্য্যে ঐ মন্দিরের নিকট পরাজিত। ইন্দুবৎ মনোহর ঐ মন্দির নিঃশব্দ মূকের ন্যায় অবস্থিত। ৪৬—৫৬।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর জ্ঞপ্তিদেবী ও প্রবুদ্ধ-লীলা তথায় দেখিলেন যে, সেই অপ্রবুদ্ধলীলা বিদূরথের অগ্রেই মরিয়া প্রথমে আসিয়া শবশয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সেই লীলার বেশ, ব্যবহার, দেহ, বাসনা, আকার, রূপ, অবয়বস্পন্দন, পরিধেয় বসন ও ভূষণ সমস্তই প্রাক্তন; কেবল প্রাক্তন বিদূরথ-ভবন পরিত্যাগ করিয়া তথায় অবস্থিত আছেন। তিনি চামর গ্রহণ করিয়া মহীপতিকে বীজন করিতেছেন; চন্দ্রোদয়ে যেমন আকাশের শোভা হয়, তদ্রূপ তাঁহার অবস্থানে সেই মহীতল বিভূষিত। তিনি বাম হস্তে বদনেন্দু বিন্যস্ত করত মৌনাবলম্বন করিয়া আনতভাবে রহিয়াছেন। ভূষণসমূহের কিরণজাল পুষ্প-সমূহের ন্যায় বিস্ফুরিত হওয়ায় তিনি প্রফুল্লবনস্থলীর ন্যায় সুশোভিত হইয়াছেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত যেন মালতী-পুষ্প ও উপল বর্ষণ করিতেছে, আয়তনয়নে যেন আকাশে শত শত ইন্দু বিক্ষেপ করিতেছেন, যেন তিনি নরপালরূপী বিষ্ণুর লক্ষ্মী কিংবা যেন পুষ্পসম্ভার লইয়া সমাগতা বসন্তলক্ষ্মী। তিনি ভর্ত্তার বদনমণ্ডলে সাভিলাষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ ম্লান হওয়ায় ম্লানচন্দ্রা নিশার ন্যায়, পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। প্রবুদ্ধলীলা ও জ্ঞপ্তিদেবী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, তিনি কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। কারণ তাঁহারা সত্যসঙ্কল্প, ইনি তাহা নহেন। রাম কহিলেন,—ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছেন যে, পূর্ব্বলীলা সেই প্রদেশে (পদ্মভবনে) দেহ রাখিয়া ধ্যানযোগে জ্ঞপ্তিদেবীর সহিত বিদূরথভবনে গিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ত তথায় লীলার দেহের কথা বর্ণন করিলেন না। তাঁহার সেই দেহ কি হইল? কোথায় গেল? প্রভো! এই বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ১—১১। বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই লীলাশরীর কোথায় ছিল, তাহার কি সত্যতা আছে? মরুভূমিতে জলবুদ্ধির ন্যায় তাহা কেবল ভ্রান্তিমাত্র। এই জগৎ-সমুদয় আত্মাই, ইহাতে দেহাদিকল্পনা কিরূপে হইতে পারে? যাহা কিছু দেখিতেছ, তৎসমুদয়ই আনন্দ-রূপ চিন্ময় ব্রহ্ম। লীলার বোধ ক্রমে যতই পরিণত (অর্থাৎ পরিপক্ব) হইয়াছে, দেহও তেমনি হিমবৎ বিগলিত হইয়াছে (নাই বলিয়া স্থির করিয়াছে)। এক্ষণে লীলা আতিবাহিকদেহে যে দৃশ্য সকল দর্শন করিতেছে ইহাই পূর্ব্বে ভূম্যাদি নামে কথিত ও আধিভৌতিকরূপে অবস্থিত ছিল। ১২—১৫। বস্তুতঃ আধি-ভৌতিক কিছুই নাই, শব্দ অর্থ কিছুই সত্য নয়, সকলই শশ-শৃঙ্গবৎ অসত্য। স্বপ্নকালে যে পুরুষের 'আমি হরিণ' এই প্রকার মতি উদিত হয়, সে কি আপনার মৃগত্ব পরীক্ষার জন্য মৃগ অন্বেষণ করে? (অর্থাৎ 'আমি আধিভৌতিক' এইরূপ ভ্রমই স্থিরীকৃত হইলে তখন তাহার 'আমি আধিভৌতিক, কি আতি-বাহিক' সে বিচার থাকে না)। রজ্জুতে সর্পভ্রম অপগত হইলে ভ্রমবানের ভ্রান্তি যেমন বিদূরিত হইয়া 'উহা ভ্রান্তিমাত্র' এইরূপ বোধ উদিত হয়, তেমনি ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভ্রান্তি দূর হইলে যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞানে স্ফুরিত হয়। এই সমস্ত আধিভৌতিক প্রপঞ্চ অপ্রবুদ্ধ-মনঃকল্পিত। যেমন লোক ভূচক্রভ্রমণ অনু-ভব করে, (অর্থাৎ নৌকাদি আরোহণের পর) তেমনি অজ্ঞ-ব্যক্তিরা স্বপ্নোপম এই সৃষ্টিব্যাপার অনুভব করিয়া থাকে। ১৬—২০। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! স্বাত্মরূপ-প্রাপ্ত যোগীর দেহ আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়, উহা আধিভৌতিকতা প্রাপ্ত হয় না। এদিকে বলিলেন, আতিবাহিক দেহ অদৃশ্য ও অবিনশ্বর, তাহা হইলে লোকে ঐ আতিবাহিক যোগিদেহ কিরূপে দর্শন করে এবং উহা মুক্তিকালেও বিদ্যমান থাকে কি না? বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন স্বপ্নে পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ না হইলেও এক দেহ হইতে অন্যদেহপ্রাপ্তি হয়, সেইরূপ প্রাণীদিগেরও এই আতিবাহিক দেহেই দেহান্তরপ্রাপ্তি-কল্পনা সমুদিত হয়। যেমন সূর্য্যাতপে হিমকণা এবং শরৎকালের আকাশে শুভ্র মেঘ দৃষ্ট হইলেও অদৃশ্য হইয়া যায়; তেমনি যোগিদেহও দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ অদৃশ্য। 'ঝটিতি অদৃশ্য হউক' এই দৃঢ়-সঙ্কল্পের বলে

কোন কোন যোগীর দেহ আকাশে উড্ডীন পক্ষীর ন্যায়, এত শীঘ্র অদৃশ্য হয় যে, অপরের কথা দূরে থাকুক যোগীরাও তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না। কখন কোন কোন ব্যক্তি 'এই যোগী মৃত ও এই যোগী জীবিত' এই প্রকার যোগিদেহ দর্শন করে, তাহা তাহাদের স্ববাসনাভ্রমমাত্র। ২১—২৫। যেমন সত্য বোধ হইলে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান তিরোহিত হয় অর্থাৎ রজ্জু বলিয়াই বোধ হয়, তেমনি জ্ঞানোদয় হইলে পূর্ব্বের দেহদর্শন ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। তখন বোধ হয় দেহই বা কি তাহার সত্তা ও নাশই বা কি? অর্থাৎ সমস্তই অলীক, যাহা ছিল তাহা তাহাই আছে, কেবল অবোধই গিয়াছে। রাম কহিলেন,—প্রভো! যোগীদিগের আধিভৌতিক দেহই কি যোগবলে আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয় কিংবা উহা পৃথক্, ইহা আমার নিকট বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—আমি তোমাকে এ বিষয় বহুবার বলিয়াছি, তুমি তাহা গ্রহণ করিতেছ না কেন? একমাত্র আতিবাহিকই আছে, আধিভৌতিক নাই। আতিবাহিকে আধিভৌতিকত্ববুদ্ধি অভ্যাস দ্বারাই হইয়া থাকে। যখন অভ্যাসের উপশম হয়, তখন সেই প্রাক্তন আতিবাহিকতাই উদিত হয়। যেমন প্রবুদ্ধ হইলে স্বপ্ননগরের কাঠিন্যাদি থাকে না অর্থাৎ তাহার কাঠিন্যাদিজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি আতিবাহিকজ্ঞান সমুদিত হইলে এ দেহের আর গুরুত্ব-কাঠিন্যাদি জ্ঞান থাকে না, সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়। ২৬—৩১। যেমন স্বপ্নে 'ইহা স্বপ্ন' এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট স্বপ্নের বাধ হইয়া যায়, সেইরূপ আতিবাহিক বোধ সমুদিত হইলেই আধিভৌতিকত্বের বাধ হইয়া যায় এবং আধিভৌতিকের বাধ হইলে যোগীদিগের দেহ তুলবৎ লঘুতা প্রাপ্ত হয়। যেমন স্বপ্নকালে 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ পরিজ্ঞান হইলে দেহ লঘু হইয়া যায় অর্থাৎ দেহের গুরুত্ব অনুভব হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানোদয় হইলে এই স্থূল-দেহ প্লবনশীল অর্থাৎ আকাশ-গমনযোগ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা অনেক দিন ব্যাপিয়া সঙ্কল্পময় দেহে অবস্থিত হন, তাঁহাদের দেহ দগ্ধ হউক বা শবীভূত হইয়া থাকুক, তাঁহাদেরও লঘুদেহের অনুভব অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যোগীদের প্রবোধের আতিশয্য হেতু জীবিতাবস্থায়ও ঐ প্রকার সূক্ষ্ম-দেহ অনুভব হইয়া থাকে। ৩২—৩৫। স্বপ্নকালে জ্ঞানীদিগের "আমি সঙ্কল্পাত্মা" এই প্রকার স্মৃতি হইলে দেহ যে প্রকার স্বেচ্ছায় আকাশবিহারক্ষম সূক্ষ্ম অনুভূত হয়, প্রবোধবশতও তদ্রূপ হইয়া থাকে। রজ্জুতে ভুজঙ্গভ্রমের ন্যায়, এই স্থূলদেহানুভব ভ্রান্তিমাত্র। এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে সকলই বিদূরিত হয়, এই ভ্রান্তি হইলে সকলই হইতে পারে। রাম কহিলেন,—হে প্রভো! যদি পদ্মপুরবাসিগণ লীলাকে আতিবাহিক দেহধারী বলিয়া দর্শনাযোগ্য হইলেও লীলার সত্যসঙ্কল্পতাহেতু (অর্থাৎ ইহারা আমাকে দেখুক, এই প্রকার সত্যসঙ্কল্প দ্বারা) দেখে, তাহা হইলে উহাকে কিরূপ বোধ করিবে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাহারা এইরূপ বোধ করিবে যে, ইনি আমাদের সেই রাজ্ঞীই দুঃখিত-ভাবে অবস্থান করিতেছেন। দ্বিতীয় লীলাকে ইহার কোন সখী কোন স্থান হইতে আসিয়াছে, এইরূপ বোধ করিবে। দ্বিতীয় লীলা অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া কোন-সন্দেহই হইবে না; কারণ, অবিবেকী পশুরা দৃষ্টপদার্থানুরূপই ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহাদের বিচারশক্তি কিরূপে সম্ভবে? ৩৬—৪০। যেমন বলপূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্র বৃক্ষে লাগিয়া বৃক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, স্বয়ংই চূর্ণ হইয়া যায়, তেমনি জ্ঞানহীন জনগণ, পশুর ন্যায় কোন বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হয় না অর্থাৎ পদার্থের অন্তর্নিবেশে তাহাদের কোন সামর্থ্য নাই, তাহারা শরীর প্রভৃতি সেইরূপ প্রত্যক্ষ করে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগরণের পর কোথায় যায়, জানা যায় না, সেইরূপ বিচারক্ষম ব্যক্তিদের নিকট এই আধিভৌতিক দেহ অসত্য হইয়া যায়। রাম কহিলেন,—ভগবন্! প্রবোধাবস্থায় স্বপ্নশিখরী কোথায় যায়? বায়ু যেমন শরন্মেঘ সহজে ছিন্ন করিতে পারে, তদ্রূপ আমার এই সংশয় ছেদ করিয়া দিউন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন স্পন্দন অনিলেই বিলীন হয়, তদ্রূপ স্বপ্নভ্রম বা সঙ্কল্পক্ষণে অনুভূত পর্ব্বতাদি পদার্থ সকল সংবিদের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। যেমন স্পন্দহীন বায়ুর মধ্যে সস্পন্দ বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তেমনি তাত্ত্বিকস্বরূপ—শূন্য এই স্বাপ্নপদার্থও সংবিদের মলস্বরূপ অর্থাৎ তাহার আবরক হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ৪১—৪৫। স্বাপ্নাদি পদার্থরূপে যাহা প্রস্ফুরিত, তাহা সংবিদ্ অর্থাৎ আত্মচৈতন্যই। যখন তাহার ঐ প্রকার স্ফুরণ থাকে না, তখন তাহা অদ্বয় আত্মা থাকে। যেমন জল ও দ্রবত্বের (জলত্বের) পার্থক্য করা যায় না এবং বায়ু ও স্পন্দেরও দ্বিধাত্ব হয় না, তেমনি সংবিদ্ (আত্মচৈতন্য) ও স্বপ্ন পদার্থের কদাচ পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। সেই স্বপ্নপদার্থ ও আত্মচৈতন্যের একত্ব বোধ না থাকার ভ্রমই সর্ব্বোত্তম অজ্ঞান। ঐ অবস্থাকেই মিথ্যাজ্ঞানাত্মক সংসার বলা যায়। স্বপ্নে যে সংবিদ্ ও স্বপ্ন-পদার্থের পার্থক্য অনুভূত হয়, তাহা সহকারিকারণাভাবে নিরর্থক। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ-পদার্থ সমস্তই এক প্রকার, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ, স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি যেমন অসৎ, সৃষ্টির আদিতে অনুভূত (প্রতিভাত) এই জগৎও তদ্রূপ অসৎ। ৪৬—৫০। স্বাপ্ন-পদার্থ সত্য হইতে পারে না, কেবলমাত্র সংবিদ্‌ই (আত্মচৈতন্য) নিত্য ও সত্য, স্বপ্নপদার্থ সমুদয় অসত্য। যেমন জাগরিত হইলে স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত আকাশ হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞান হইলে এই আধিভৌতিক দেহাদি আকাশে অর্থাৎ শূন্যতায় পরিণত হইয়া যায়। নিকটস্থিত ব্যক্তি আতিবাহিকতা-প্রাপ্ত পরমপুরুষকে এ মৃত বা উড্ডীন এই প্রকার দর্শন করে, তাহাদের অজ্ঞানস্বভাবই তাহার কারণ। এই জগৎসৃষ্টি, মিথ্যা দৃষ্টি, মোহদৃষ্টি বা মায়া-দৃষ্টি কিংবা ভ্রান্তি, ফলে উহা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থানুভব সদৃশ শূন্যতায় পরিণত। অনাদি ভ্রমপ্রবাহে নিপতিত পুরুষ মরণ-মূর্চ্ছার প্রাক্‌ক্ষণে আতিবাহিক-শরীর প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তিক্রমে ভবিষ্যৎ-ভোগের উপযুক্ত সৃষ্টিপ্রতিভাস যাহা যাহা অনুভব করে, সে সমস্তই তাহাদের মনোমধ্যে, বাহিরে নহে, কিন্তু ভ্রান্তিবশে বহিঃস্থ বলিয়া বিবেচনা করে। ৫১—৫৫।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ঐ অবসরে জ্ঞপ্তিদেবী সঙ্কল্পবলেই মনের স্পন্দনরোধের ন্যায়, বিদূরথসম্বন্ধী জীবের রোধ করিলেন অর্থাৎ শবদেহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। লীলা কহিলেন,—দেবি! কতকাল এই মন্দিরে আমি সমাধিমগ্ন আছি ও মহারাজ শবরূপে

অবস্থান করিতেছেন? জ্ঞপ্তিদেবী উত্তর করিলেন, একমাস হইবে, এই তোমার দাসীদ্বয় দেহরক্ষার্থ অবহিত হইয়া বাসগৃহে শয়ান আছে। হে বরবর্ণিনি! তোমার দেহের কি হইয়াছিল শ্রবণ কর। তোমার শরীর পঞ্চদশ দিনে ক্লিন্ন হইয়া বাষ্পভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন শুষ্কপল্লব ভূমিতে পতিত থাকে, তেমনি নির্জীব অবস্থায় পতিত ছিল। তখন তোমার ঐ শবদেহ কাষ্ঠকুড্যতুল্য কঠিন ও হিমের স্থায় শীতল হইয়া পড়িল। ১—৫। অনন্তর মন্ত্রিগণ দেহের ঐ অবস্থা দেখিয়া "ইনি মরিয়াছেন" এই স্থির করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া গেল। অধিক আর কি বলিব, তাহারা চিতানলে প্রক্ষেপ করিয়া ঐ দেহ চন্দনকাষ্ঠ ও ঘৃতাদি দ্বারা দগ্ধ করত ভস্মসাৎ করিল। অনন্তর তোমার পরিজনবর্গ 'রাজ্ঞী মরিয়াছেন' বলিয়া অতিব্যাকুল হইয়া হাহারবে রোদন করত ত্বদীয় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। পরন্তু তোমাকে এক্ষণে সশরীরে সমাগত দেখিলে পরলোকাগত ভাবিয়া তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। হে সুতে। তুমি এক্ষণে আতিবাহিকদেহা বলিয়া অদৃশ্য হইলে, তোমার সত্যসঙ্কল্পতাপ্রভাবে স্বচ্ছ এই আতিবাহিক দেহ অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। ৬—১০। হে বালে। তোমার পূর্ব্বতন দেহের প্রতি যাদৃশ বাসনা ছিল, তোমার দেহ তদনুরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন হইয়াছে। সকলেই স্বস্ব বাসনানুসারে সমগ্র দর্শন করিয়া থাকে, বালকদিগের বেতালদর্শন এ বিষয়ে অবিসংবাদী নিদর্শন। সুন্দরি। তুমি এক্ষণে আতিবাহিকদেহসম্পন্ন এবং সিদ্ধ হইয়াছ, তোমার সেই প্রাক্তন-বাসনাসম্পন্ন দেহ ভুলিয়া গিয়াছ। আতিবাহিক দৃষ্টি প্রথিত হইলে আধিভৌতিক দেহ প্রশান্ত হয়। ঐ আধিভৌতিক দেহ অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির দৃশ্য হইলেও প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকটে উহা শরন্মেঘবৎ ক্ষণদৃশ্য হইয়া থাকে। আতিবাহিক ভাব বদ্ধমূল হইলে সকল দেহই জলহীন জলদ ও সৌরভরহিত কুসুমের সাম্য ধারণ করে। ১১—১৫। আতিবাহিক জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইলে নষ্টবাসনাশালী * ব্যক্তিগণের, যৌবনে বাল্যবিস্মরণের স্থায়, দেহ (আধিভৌতিক) বিস্মরণ হয়। একত্রিংশ দিবস অতীত হইল, আজ প্রভাতে আমরা অন্তরতলে আসিয়াছি। এক্ষণে এই তোমার দাসীদ্বয়কে আমি নিদ্রা দ্বারা মোহিত করিয়া রাখিয়াছি। হে বালে। আইস, আমরা সত্যসঙ্কল্প দ্বারা এই লীলাকে দর্শন দেই এবং আমাদের মনুষ্যোচিত ব্যবহার হউক। বশিষ্ঠ কহিলেন,—'জ্ঞপ্তিদেবী আমাদিগকে এই লীলা প্রত্যক্ষ করুক' এই প্রকার চিন্তা করিলে জ্ঞপ্তি ও লীলা প্রদীপ্তভাবে দৃশ্যা হইলেন। তাঁহাদের তেজঃপুঞ্জে সেই গৃহ আলোকিত হওয়ায় বিদূরথ-লীলা ব্যাকুলদৃষ্টিতে গৃহ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই গৃহ যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে উৎকীর্ণ হইল, যেন সুবর্ণদ্রব দ্বারা ধৌত হইল, সেই জ্ঞপ্তি ও লীলার শীতল-কান্তিদ্রবে গৃহভিত্তি বিলিপ্ত হইল। লীলা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাদের পদতলে পতিত হইলেন। 'হে দেবীদ্বয়! আপনারা আমার জন্যই আগত হইয়াছেন, আপনারা আমার জীবনপ্রদ, আপনাদের পরিচারিকা আমি পূর্ব্বেই এইস্থলে আসিয়াছি।' লীলা এইরূপ অভ্যুত্থান করিলে তাঁহারা সকলে, সুমেরুশৃঙ্গে লতার স্থায়, বিষ্টরে উপবেশন করিলেন। জ্ঞপ্তি কহিলেন, হে ... তুমি অগ্রে এস্থানে কিরূপে আসিলে, তাহা বল। তে... কি হইয়াছে? পথে এবং কোনস্থানে কিছু দর্শন করিয়াছ কি? বল। ১৬—২৫। বিদূরথ-লীলা কহিলেন,—দেবি। আমি সেই প্রদেশে কল্পান্ত-জ্বালাহত দ্বিতীয়া কলার স্থায় সূক্ষ্ম ও মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম। তখন আমার সম-বিষম-জ্ঞান কিছুই ছিল না। হে পরমেশ্বরি। তারপর আমার তরলপক্ষ নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল। পরে মরণ-মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে জাগরিত হইয়া দেখিলাম, আমি গগনতলে আপ্লুত হইয়াছি। পরে অনিলরথে সমারূঢ় হইয়া, গন্ধলেখার স্থায়, এইস্থানে উপনীত হইলাম। দেবি! তাহার পরে এস্থানে আসিয়া দেখিলাম, এই গৃহ নাগকে অলঙ্কৃত, দীপ দ্বারা উজ্জ্বলিত, বিবিক্ত ও মহার্হ-শয়নান্বিত। ২৬—৩০। এই আমার পতিকে দেখিতে পাইলাম। পুষ্পোদ্যানে বসন্ত যেমন অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইনি পুষ্পাচ্ছাদিত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। হে দেবেশ্বরি! ইনি সংগ্রামব্যাপারে পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন, এজন্য ইহাঁর নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। তাহার পর আপনারা এই স্থানে আসিয়াছেন। হে মদীয়-অনুগ্রহকারিণি! আমি যাহা যাহা অনুভব করিয়াছি, সমস্তই কহিলাম। জ্ঞপ্তিদেবী কহিলেন,—হে হংসগামিনী ললিতলোচনা লীলাদ্বয়! আমি শবশয্যাগত এই নৃপতিকে উঠাইতেছি। এই কথা বলিয়া, পদ্মিনী যেমন আমোদবিকিরণ করে, তদ্রূপ বিদূরথ-জীব পরিত্যাগ করিলেন। বায়ুরূপী সেই জীব বিদূরথ-শবের নাসা-নিকটে উপস্থিত হইল এবং অনিল যেমন বংশরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নাসাবিবরে প্রবেশ করিল। সমুদ্রমধ্যে যেমন শত শত মণি থাকে, তদ্রূপ ঐ জীবের অন্তরে শত শত বাসনা নিহিত রহিয়াছে। বদনাভ্যন্তরে জীব প্রবিষ্ট হইলে তদীয় বদন, অনাবৃষ্টির পর সুবৃষ্টি হইলে পদ্মের স্থায়, কান্তি ধারণ করিল। সেই রাজার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমুদয়, বসন্তকালে লতাজালের স্থায়, সরসভাব ধারণ করত প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর রাজা পূর্ণচন্দ্রের স্থায়, বদনেন্দুকান্তি দ্বারা জগৎ উদ্দ্যোতিত করত সুশোভিত হইলেন। সরস, মৃদু ও কনকোজ্জ্বলকান্তি তদীয় অবয়ব, বাসন্ত-পল্লবের স্থায়, পরিস্ফুরিত হইতে লাগিল। ৩১—৪০। এই জগৎ যেমন চন্দ্র-সূর্য্যরূপ নয়নদ্বয় উন্মীলিত করে, তদ্রূপ সেই রাজা বিমলতারাসুশোভিত সুন্দর ও বিশাল নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধিশীল বিন্ধ্যপর্ব্বতের স্থায়, মহারাজ উন্নতদেহ হইয়া উঠিলেন এবং জলদ-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'এ স্থানে কে আছ?' অনন্তর লীলাদ্বয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, 'আদেশ করুন কি করিতে হইবে?' অনন্তর বিদূরথ স্বীয় সম্মুখে দেখিলেন রূপে, আচার, আকার, রূপ, মর্য্যাদা, বাক্য, উদ্যোগ, আনন্দ ও উদয়ে সমান লীলাদ্বয় নম্রভাবে অবস্থিত। তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, ইনিই বা কে? কি জন্যই বা আসিয়াছেন?" লীলা তাঁহাকে কহিলেন,—"হে দেব! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনার পূর্ব্বতনী সহধর্ম্মিণী লীলা। বাক্য যেমন অর্থের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ, আমিও সেইরূপ আপনকার নিত্যসহচরী। এই দ্বিতীয়া লীলাও আপনার মহিলা, আপনার নিমিত্তই ইহাকে আমি প্রতিবিম্বরূপে উপার্জ্জন করি। ৪১—৪৮। আর এই যিনি আপনার শিরোভাগে হেমাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইনি

* যাহাদের আদৌ বাসনা নাই, একেবারেই তাহাদের আতিবাহিক দেহও হয় না।

ত্রৈলোক্যজননী ভগবতী সরস্বতী। আমাদিগের পুণ্যবলে আমাদিগের সাক্ষাতে উপাগতা হইয়াছেন। হে মহীপতে! ইনি আমাদিগকে পরলোক হইতে আনিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজীবলোচন রাজা সসম্ভ্রমে উঠিয়া বিলম্বিত মাল্য ও বসন গুটাইয়া লইয়া জ্ঞপ্তিদেবীর পাদপদ্মে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—হে সর্ব্বহিতপ্রদে দেবি সরস্বতি! আপনাকে নমস্কার করি। হে বরদে। আপনি মেধা, দীর্ঘায়ু ও ধন প্রদান করুন। রাজা এই কথা বলিলে জ্ঞপ্তিদেবী তাঁহার গাত্রে হস্ত-স্পর্শ করত কহিলেন,—হে বৎস! তুমি অভিমত অর্থ লাভ করত গৃহে অবস্থান কর। তোমার সকল আপদ্ ও দুষ্কৃতদৃষ্টি-সমূহ দূর হউক, অনন্ত সুখলাভ কর। ত্বদীয় প্রজাগণ নিত্য-সুখী হউক এবং তোমার রাজ্যে লক্ষ্মী অচলা হইয়া অবস্থান করুন। ৪৮—৫৩।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সরস্বতী তথাস্তু বলিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। প্রভাত হইলে পদ্মের সহিত সকল লোক প্রবুদ্ধ হইল। রাজা সেই লীলাকে আলিঙ্গন করিলেন। লীলাও মরণানন্তর, উজ্জীবিত স্বামীকে পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সেই রাজভবন আনন্দ-মন্থরমন্থর জনগণে পরিপূর্ণ ও বাদ্যগীতাদিধ্বনিতে সমাকুল হইল এবং জয় মঙ্গল ও পুণ্যাহধ্বনি হইতে লাগিল। সন্তুষ্ট পরিপুষ্ট জনগণ ও রাজগণে রাজভবন-চত্বর পরিপূর্ণ হইল। সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ সহস্র সহস্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। মৃদঙ্গ, মুরজ, কাহলা, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল; হস্তিগণ শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করত গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল, রাজাঙ্গন-প্রদেশে অঙ্গনাগণ, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক্ হইতে উপঢৌকনদ্রব্য লইয়া জনগণ রাজবাটী সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিল। সেই রাজসংসার উপহার-প্রদত্ত পুষ্পমাল্যে পরিপূর্ণ হইল। ১—৭। মন্ত্রী, সামন্ত ও নগরবাসিগণ ইতস্ততঃ কুসুম ও লাজাদি ছড়াইতে লাগিল, তাহাতে অম্বরতল যেন পট্টবস্ত্রময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে নৃত্যপরায়ণ নর্ত্তকীগণের ঊর্দ্ধ-চালিত রক্তবর্ণ করনিকরে নভোমণ্ডল পদ্মময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আনন্দমত্ত নারীগণের গ্রীবাদেশে (তাঁহাদের গমনাগমনের বেগে) কুণ্ডল সকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। জনগণের অনবরত-সঞ্চরণ-জনিত পাদাঘাতে নিপতিত পুষ্পনিকর বিমর্দ্দিত হওয়ায়, পথ সকল পুষ্পরসে কর্দ্দমময় হইল। স্থানে স্থানে উৎসবার্থ শারদ-জলধর-সন্নিভ পট্টবস্ত্রের বিতানক (চাঁদোয়া) সজ্জিত হইল। (উৎসবার্থ মিলিত) বরাঙ্গনাগণের মুখচন্দ্রে নভোমণ্ডল যেন নক্ষত্রচন্দ্রসমন্বিত হইল। ৮—১০। জনগণ দেশদেশান্তরে গীতস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল যে, 'মহারাজ ও রাজ্ঞী পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন'। পদ্মভূপতি সংক্ষেপোক্ত স্বমরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চতুঃসাগর-সমানীত জল দ্বারা স্নান করিলেন, অনন্তর অমরগণ যেমন নমুচি-বধে অভ্যুদয়প্রাপ্ত ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিপ্রগণ, মন্ত্রিগণ ও রাজার অধীন পাত্রগণ পুনরভ্যুদয়প্রাপ্ত সেই নরপতির অভিষেক করিলেন। জীবন্মুক্ত মহাধীসম্পন্ন লীলাদ্বয় ও রাজা পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত কথোপকথন করত (সুরতের ন্যায়) আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পদ্মভূপতি এইরূপ সরস্বতীর অনুগ্রহে নিজ পুণ্য-বলে ত্রিলোকমধ্যে শ্লাঘনীয় ঐরূপ পুনর্জ্জীবন, রাজ্য ও জ্ঞানাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১—১৫। সেই রাজা সরস্বতীর উপদেশে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া লীলাদ্বয়সহ আনন্দিত হৃদয়ে অষ্ট অযুতবর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতিপুঞ্জের সর্ব্বদা উন্নতি-সাধন, বিদ্যাবত্তা ও প্রজানুরঞ্জন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার-দোষরহিত, যশস্বী, ধার্ম্মিক, সৌভাগ্যাদি-গুণসমন্বিত হইয়া সন্তুষ্টভাবে বহুদিন রাজ্যপালন করিয়া জীবন্মুক্ত, সিদ্ধসংবিদ ও বিদেহমুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬—১৮।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রামচন্দ্র! দৃশ্যদোষ নিবৃত্তির নিমিত্ত তোমার নিকট এই লীলোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, তুমি এক্ষণে এই জগতের সত্যতা পরিত্যাগ কর। দৃশ্যপদার্থের সত্যতা-পরিত্যাগ ব্যতীত দৃশ্যমার্জ্জনের উপায় নাই। যতক্ষণ সত্যত্ববুদ্ধি থাকিবে, মার্জ্জনক্লেশ ততক্ষণ থাকে, সত্যত্ববুদ্ধি অপগত হইলে উহা আর থাকে না। জ্ঞানিগণ দৃশ্যপদার্থের স্বরূপ আকাশের ন্যায় বোধ করেন। এই সমস্ত প্রপঞ্চ এক অম্বরতুল্য এক পরম পুরুষ বিদ্যমান আছেন। পৃথ্যাদিরহিত চিন্মাত্রবপুঃ স্বয়ম্ভু আপনাতে যে কিছু বিবর্ত্তসৃষ্টি করিয়াছেন, তৎ সমুদায়ই সেই চিন্মাত্রস্বভাব পরমাত্মার মায়িক আভাস। সেই চৈতন্যরূপী স্বয়ম্ভূ যখন যে প্রকার যত্ন করেন, তখন সেই প্রকারই হন। সৃষ্টিবিৎ স্বয়ম্ভুর সৃষ্টিযত্নে সৃষ্টি, স্থিতিযত্নে স্থিতি এবং লয়যত্নে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। ১—৫। যদ্যপি ব্রহ্মাত্মস্বরূপ নির্ম্মল চিদাকাশে এই জগৎ আভাসিত (অর্থাৎ তদনুসারে জগৎ ব্রহ্মসৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়), বস্তুতঃ তাহা পরমার্থতঃ অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মবস্তুতে স্থান পায় না, সে বোধ বুদ্ধিবিকার বলিয়া বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন জীবে অবস্থিতি করিতেছে। এই প্রকার এই বৃথা ভ্রান্তির আবার সত্তা বা বাসনা কি? আত্মা কি? নিয়তি কি? অবস্তুভাবিত্বই বা কি বল দেখি। মায়া-দৃষ্টিতে এই সমুদয় প্রপঞ্চ যথাদৃষ্ট হইলেও পরমার্থদৃষ্টিতে উহা কিছুই নয়, এই সৃষ্টি অনন্ত মায়ার কার্য্য। বস্তুগত্যা মায়াপদার্থও সত্য নহে। রাম কহিলেন,—ভগবন্! আপনি পরমা দৃষ্টি দেখাইলেন; যেমন ইন্দুকলা দাবানলদগ্ধ তৃণসমূহের দাহনিবারক, এই দৃষ্টি তেমনি সংসারতাপতপ্ত ব্যক্তিদিগের শান্তিপ্রদ। আমি আজ বহুদিনের পর জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইলাম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! যেরূপভাবে যখন যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা আমার অজ্ঞাত নাই। ৬—১০। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার এই অপূর্ব্ব আখ্যান ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিচার করত তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি যেন শান্ত বা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলাম। হে সর্ব্বজ্ঞ! ভগবন্! আপনার বচনামৃত কর্ণপাত্র দ্বারা পান করিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই, এক্ষণে আমার এই সন্দেহ দূর করুন। বাশিষ্ঠ, পাদ্ম ও বৈদূরথ সৃষ্টিতে লীলাস্বামীর যে সময়

অতীত হইয়াছে, তাহা কি অহোরাত্রাত্মক বা মাসাত্মক কিংবা বহু-বর্ষব্যাপী যদ্বা ক্ষণস্থায়ী অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহা আমার সন্দেহের বিষয়। ভগবন্! অনুগ্রহ করিয়া উহা আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন, তৃণকুন্তপিণ্ডপতিত জলবিন্দুর ন্যায় একবার শ্রবণে উহা আমার মনে ধরে নাই।১১—১৫। বশিষ্ঠ কহিলেন—হে অনঘ। যে যে ব্যক্তি যখন যখন যে বিষয়ে যে যে প্রকার জ্ঞান লাভ করে, তখন তখন তাহার সেই প্রকারেই সে বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে। সর্ব্বদা অমৃত বলিয়া ভাবিলে বিষও অমৃত হইয়া যায়। মিত্র ভাবিলে শত্রুও মিত্র হয়। পদার্থ সকল যেভাবে ও যে আকারে ভাবিত হয়, ভাবনার আভাস ও প্রভাবের বলে সে সকল সেই সেই ভাবেই নিয়তিবশ্য হয়। স্ফুরণশীল সংবিদ্ চিত্ত-সকল দ্বারা যে প্রকারে ও যে ভাবে প্রস্ফুরিত হয়, সেই ভাব ও সেই আকারে তদনুসারী অর্থ ক্রিয়াকারী হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—যদি এক নিমেষ সময়ে কল্পসমূহের সংবিদ্ লাভ করা যায়, তাহা হইলে সেই নিমেষই কল্পরূপে পরিচিত হয় সন্দেহ নাই। ১৬—২০। আবার কল্পসময়ে যদি নিমেষসময়ের সংবিদ্‌লাভ হয়, তাহা হইলে উহাও নিমেষপদবাচ্য হয়। কারণ চিত্তের স্বরূপই ঐরূপ। দুঃখিত ব্যক্তির রাত্রি কল্প বলিয়া বোধ হয়, সুখী ব্যক্তির পক্ষে তাহা ক্ষণ, স্বপ্নকালে ক্ষণসময় কল্পবৎ প্রতীত হয়, কল্পও ক্ষণবৎ প্রতীত হয়। কারণ স্বপ্নে আমি এই মরিয়া জন্মগ্রহণ করিলাম, এই যুবা হইলাম, এই শতযোজন পথ গমন করিলাম, এই প্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে। হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকে দ্বাদশবর্ষ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, লবণ নামে রাজা এক রাত্রিতে শতবর্ষের আয়ুঃকাল ভোগ করিয়াছিলেন। প্রজাপতির যাহা মুহূর্ত্ত মহর্ষি মনুর তাহা জীবনকাল, ব্রহ্মার জীবিতকাল আবার চক্রপাণির দিবস, বিষ্ণুর যাহা জীবনকাল, বৃষভবাহনের তাহা দিন। ২১—২৫। যে ব্যক্তি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে লীন যোগী, তাহার দিনও নাই, রাত্রিও নাই পদার্থ বা জগৎ কিছুই নাই। তাহার কেবল আত্মাই সত্যপদার্থ। মধুরকে কটুভাবে চিন্তা করিলে তাহা কটুত্বই প্রাপ্ত হয়; আবার মধুরভাবে চিন্তা করিলে, কটুও মধুরতা প্রাপ্ত হয়। মিত্রবুদ্ধিতে শত্রু মিত্র হয়, রিপুবুদ্ধিতে মিত্রও রিপু হয়। হে মহাবাহো। এই জগৎ সংবেদনানুসারী। শাস্ত্রপাঠ ও জপ প্রভৃতি বিষয় অনভ্যস্ত থাকিলে, আয়ত্ত করা অতি দুরূহ বলিয়া বোধ হয়। আবার সম্যক্ জ্ঞানও পুনঃপুনঃ অনুশীলিত থাকিলে সহজে আয়ত্ত হয়। নৌকারোহী ব্যক্তিগণ নিরতিশয় ভ্রমবশতঃ বোধ করে—তীরস্থ ভূমিও ঘুরিতেছে। যাহারা তীরস্থ অর্থাৎ ঐরূপ ভ্রম যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে এই প্রকার ঘূর্ণন অনুভব হয় না। অসকৃৎ খেদন বশতঃ স্বপ্নদৃষ্টির ন্যায়, শূন্যও আকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। খেদন বশতঃ পীতবর্ণ পদার্থ নীল বা শুক্ল বলিয়া বোধ হয়। উৎসবকালেও যে বিপৎকালের ন্যায় কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে, তাহাও মোহাধীন। ২৬—৩২। অবিবেকী ব্যক্তির ভিত্তিতেও আকাশভ্রম হইয়া থাকে। বেদ দ্বারা উপস্থিত করিলে, মিথ্যাযক্ষও প্রাণঘাতী হইয়া থাকে। সত্যজ্ঞানবশতঃ স্বপ্নদৃষ্ট বনিতা জাগ্রৎ অবস্থার মত রতিপ্রদ হইয়া থাকে। যেরূপ যাহা ভাসমান হয়, তদ্রূপেই তাহা স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। জগৎ সমুদয়ই মিথ্যা আকাশমাত্র; ঐ আকাশই নিজাধার চিন্ময় আত্মাতে মেঘচ্ছায়ায় কল্পনাবলে দৃষ্ট শতহস্ত মিথ্যা-নটের অভিনয়বৎ, এই জগৎরূপে বিবর্ত্ত হয়। গগনে মানসপত্তনের ন্যায় জগৎ, উহা কোন পদার্থ নহে। বালকে যেমন মিথ্যাজ্ঞানে কল্পিত পিশাচস্পন্দন দর্শন করে, উহাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। তত্ত্ব-বিদেরা মায়ামাত্রকল্পিত বাস্তবমূর্ত্তির অভাবে অপরের বোধকত্ব-শক্তিহীন ও বোধক-বস্তুশূন্য পরিদৃশ্যমান ভাবর এই জগৎকে অনিদ্রিত মনুষ্যের অপূর্ব্ব স্বপ্ন বলিয়া থাকেন। অচেতন স্তম্ভ (থাম বা খোঁটা) যেমন আপনাতে শালভঞ্জিকা বলিয়া প্রথিত করে, সেই পরমার্থ সর্ব্বাধার চিন্ময় আত্মরূপ মহাস্তম্ভও সেইরূপ সৃষ্টি দেখে। স্বর্গে মৎপার্শ্বে মহাবোধগণকর্ত্তৃক বোধিত মনুষ্য প্রবুদ্ধ হইয়াও সুষুপ্তবৎ অর্থাৎ অজ্ঞানমাত্রবশতঃ, ব্রহ্মসৃষ্টিও তদ্রূপ শীত-ঋতুর অবসানে, বসন্তপ্রারম্ভে, পুষ্পাদিরূপে পরিণত হইবার নিমিত্ত, তৃণগুল্মাদিযুক্ত রস ভূমিতে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ এই জগৎসৃষ্টিও পরমপদে অবস্থিত। ৩৩—৪০। যেমন সুবর্ণা-ভ্যন্তরে অপ্রকাশিত ভাবে দ্রবত্ব থাকে, তদ্রূপ সূক্ষ্ম পরমচৈতন্যে, এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অবস্থিত। যেমন অঙ্গসন্নিবেশ অঙ্গীভূত আত্মা হইতে অপৃথগ্‌ভূত, সেইরূপ এই জগৎ জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে; কিন্তু সেই পরমাত্মা নিরঙ্গ। যেমন স্বপ্নে এক ব্যক্তি অপরের সহিত নিজের যুদ্ধ হইতেছে দেখিল, উহা স্বপ্নদ্রষ্টার তৎকালে সত্য বলিয়া বোধ হইল, অপরের নিকট উহা মিথ্যা, তদ্রূপ মায়িকদৃষ্টিতে এই জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হয়, বিশুদ্ধদৃষ্টিতে যে দেখে, তাহার নিকট অসত্য বলিয়া বোধ হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই জগৎ চিন্ময় পরমাত্মার স্বভাবমাত্রেই প্রতিভাত হয়। মুক্ত এই ব্রহ্মপদার্থে যদি স্মৃতিকল্পিত অপর ব্রহ্মের সত্তা কল্পিত হয়, তাহা হইলেও স্মৃতি ও জ্ঞপ্তিজনিত এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চে জ্ঞপ্তিমাত্রই পর্য্যবসিত সত্তা-পদার্থ, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ৪১—৪৫। রাম কহি-লেন,—তথায় বিদূরথ-কুলক্রম পুরবাসী ও মন্ত্রিগণ সকলেরই একরূপ প্রতিভাত হইল কেন? বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন,—যেমন সামান্য বায়ুলেখা বিপুল বাত্যার অনুসরণ করে, তদ্রূপ সকল প্রকার সংবিদ্ সেই মুখ্যা চিতির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই কারণে প্রজাপাল মন্ত্রী ও অন্যান্য নগরবাসী প্রজাগণ পরম্পরানু-সারে একরূপেই প্রতিভাত হইয়াছে। "ইনি আমাদের রাজা ও এই বংশ হইতে উৎপন্ন" বৈদূরথ পুরবাসিগণ এইরূপেই কথিত হই-য়াছে। সংবিদ্ ঐরূপ আরোপিত বিবর্ত্তের সত্তা জন্মায়, উহার কারণ অন্বেষণ করা যুক্ত নহে—কারণ উহা স্বভাবতই হইয়া থাকে স্বয়ং উদাসীন অর্থাৎ স্বপ্রভাকে অন্যত্র প্রসারিত করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও চিন্তামণির প্রভা, অন্যত্র যেমন স্বভাবতই প্রসৃত হয়, উহাও তদ্রূপ। চিন্তামণিরত্ন যেমন অভিলাষানুরূপ অর্থ প্রসব করে, "আমি এইরূপ বংশে এইরূপ আচারবিশিষ্ট রাজা হইব" এই বাসনাবলে, বিদূরথ-জীবচৈতন্যও তথাবিধ হইয়াছে। ৪৬—৫১। যে যে সৃষ্টিকালে যাবতীয় জীব-চৈতন্য তুল্যরূপে অধ্যস্ত হয়, তৎসমুদায়ই চিৎপদার্থের সর্ব্বগামিতা হেতু পরস্পর আদর্শ-ভাবাপন্ন হইয়াছে। সেই জীব-চৈতন্যের মধ্যে, যে জীব-চৈতন্য ব্রহ্মাকারে অবস্থিত ও বিষয়দোষে বিচলিত নহে, সেই জীব-চৈতন্যই মোক্ষ পর্য্যন্ত একরূপে অবস্থান করে এবং ব্রহ্মভাবে মুক্ত হইয়া যায়। বলভাবে চিন্ময়ের জগদাকারে পরিস্ফুরণ হেতু, স্বভাব সকল পরস্পর চিদাদর্শে স্বভাবতই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ঐরূপ চিন্ময়ের জগদাকারে পরিস্ফুরণ চিরাভ্যস্ত

হইলেও সত্যসংবিদের অপলাপ হয় না। সমুদ্রগামিনী মহানদী যেমন অন্যান্য ক্ষুদ্রনদী আত্মসাৎ করে, তদ্রূপ সত্য ব্রহ্মাকার সংবিদ্ অপদাকার চিত্তিলাঙ্ক সমুদয় আত্মাধীন করে, অর্থাৎ মুক্তিমার্গ তাহাতে একেবারে যায় না। ৫২—৫৫। যে সমস্ত জীবচৈতন্যে ব্রহ্মাকারতা দৃঢ়ভাবে পরিস্ফুরিত নাই, তাহাদের মধ্যে একে ব্রহ্মাকারত্বে পরিস্ফুরণ ও অপরের বাহ্যাকারে পরিস্ফুরণ হইলে, অবশিষ্টেরা ব্রহ্মাকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে যত্ন করে (মধ্যম অবস্থাপন্ন বহু ব্যক্তির মধ্যে চেষ্টাবলে একের উন্নতি ও নিশ্চেষ্টতায় অপরের অধোগতি দেখিলে অবশিষ্টদিগের চেষ্টা দ্বারা উন্নতি করিতেই প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ)। বাহ্য পরিসীমা করিয়া পরমাণুকণা হইতে ভ্রান্তি বশতঃ কত সৃষ্টি হইল এবং ভ্রান্ত্যপগমে সমস্তই বিলীন হইয়া গেল; কিন্তু জীব-কখনও কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই এবং উদাসীন হইয়াও কিছুই করিতে পারে নাই। যাহা যথার্থ অলীক, তাহার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি দুইয়ের কিছুই হইতে পারে না। কেবল এই ভিত্তিশূন্য শান্ত চিদাকাশই অবস্থিত। বিবেকদৃষ্টিশূন্য এই নিনিদ্র স্বপ্ন আভাসিত হইতেছে। অধিষ্ঠানাত্মসাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী হইলেও এবং পূর্ব্বে অনুভূত হইলেও উহা মিথ্যা। যেমন পত্র পুষ্প ফলরূপে বৃক্ষ একই পদার্থ, তেমনি অসীম সকল শক্তিসম্পন্ন নানাপ্রকারে পরিস্ফুরিত এই আত্মা একই বিভু। ৫৬—৬০। প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ আদি মায়াময় এই জন্মরহিত পরম পদ পরিজ্ঞাত হইলে, কদাচ বিস্মৃত হওয়া যায় না। আত্মা উদয়াস্তশূন্য তমঃপ্রকাশক দিক্কালরূপী হইলেও এক শুদ্ধ ও আদ্যন্তমধ্যরহিত, ঐ আত্মা সৌম্যতা ও মৃদুতরঙ্গ-সঙ্কলনযুক্ত নির্ম্মল অম্বুতুল্য অবস্থিত। দ্বৈত ও ঐক্যের সঙ্গম ও বিকল্পরূপ মন হইতে আমি তুমি এইপ্রকার জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়, উহা বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ ব্রহ্মেরই প্রকাশ মাত্র। যেমন আকাশমধ্যে আকাশের শূন্যতাই তলমলিনত্ব, মৌক্তিক কেশ উণ্ড্রক কটাহাদি আকারে পরিস্ফুরিত হয়, তেমনি ব্রহ্মেও উহা প্রকাশিত হয়। ৫৭—৬৩।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি ও জগৎ এই প্রকার ভ্রান্তি কারণ না থাকিলেও যে প্রকারে সমুদিত হয়, তাহা আমার নিকট পুনর্ব্বার সম্যক্রূপে বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—বোদ্ধা, এই সমুদয় ভ্রান্তি স্বরূপ চৈতন্যের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে পারেন, তদ্বহির্ভূত পদার্থও নহে ও বিষম পদার্থও নহে, উহা সর্ব্বদাই সর্ব্বাত্মক অঙ্গহীন ব্রহ্মই বাস্তবিক। এই সমুদয় শব্দার্থ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। বিষয়ীভূত ঐ শব্দার্থের রূপ নাই। কটকত্ব সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে,—তরঙ্গও জল হইতে পৃথক্ নহে; এইরূপ এই জগৎও ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নহে। এই ঈশ্বরই জগদ্রূপে স্ফুরিত হন, অথচ জগদ্রূপ ঈশ্বরে নাই।—সুবর্ণই কটকাদি অথচ কটকত্ব সুবর্ণে নাই। ১—৫। যেমন অবয়বীর রূপ অনেক অবয়বাত্মক, তেমনি অবয়বশূন্য হইলেও চিন্ময়ের সর্ব্বাত্মকতা হেতু অনেকত্ব সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ এক পরমাত্মা অনেক আত্মরূপে ভাসমান হন) সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরে যুগপৎ যে পরব্রহ্মে ব্রহ্মমাত্রে সর্ব্বশেষ অজ্ঞান, তাহাই জগৎ ও আমি এই নানাপ্রকারে ভাসমান হয়। যেমন বনরাজি-প্রতিবিম্ব স্ফটিক শিলাতে অভিন্ন হইলেও পৃথক্ সন্নিবিষ্ট বলিয়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বরে এই জগৎ ও আমি অভিন্ন হইলেও বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়। যেমন জলে তরঙ্গ উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে, অথচ ঐ তরঙ্গ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তেমনি পরমেশ্বরে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উত্থিত ও বিলীন হইতেছে ও তাহা হইতে পৃথক্ নহে। পরব্রহ্ম সৃষ্টিতেও অবস্থিত নহেন, সৃষ্টিও পরব্রহ্মে অবস্থিত নহে, অবয়ব অবয়বীর ন্যায় অনবয়বেই তাহাদিগের সত্তা। ৬—১০। বায়ুতে যেমন স্পন্দনকল্পনা হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা-প্রতিফলিত স্বসংবিত্তি দ্বারা চিন্ময় পরব্রহ্ম আত্মাতে অপর চিন্মাত্ররূপ আত্মপ্রপঞ্চ কল্পিত করে। তৎকালে কল্পনালীন শব্দতন্মাত্র আকাশরূপে আবির্ভূত হয়। সেই আকাশভূত ব্রহ্মই স্পর্শতন্মাত্র সমন্বিত অনিলত্ব অনুভব করে, স্থির পবন যেমন সময়ে স্পন্দত্ব অনুভব করে, ইহাও তদ্রূপ। সেই বায়ুরূপতাপন্ন ব্রহ্মই তেজঃপ্রকাশের ন্যায়, রূপতন্মাত্র-সমন্বিত তেজোময়ত্ব প্রাপ্ত হন। সেই তেজোরূপতাপন্ন ব্রহ্মই স্বয়ং রসতন্মাত্রসমন্বিত নিজ সত্তাত্মক জলত্ব প্রাপ্ত হন। উহা সলিলের দ্রবত্বপ্রাপ্তিবৎ জানিবে। ১১—১৫। উর্ব্বী যেমন স্থৈর্য্যকলা অনুভব করে তদ্রূপ সেই জলরূপতাপন্ন ব্রহ্মই, গন্ধতন্মাত্রসহিত সংহতৈকার্থময় পৃথিবীত্ব প্রাপ্ত হন। এই যে চিন্ময়ের জগদাকার প্রকাশ, উহা নিমেষের অলক্ষ্য লক্ষতম ভাগের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়। কিন্তু উহাই কল্পকোটি-সময়ব্যাপী সৃষ্টিপরম্পরা। শুদ্ধ সকৃৎপ্রতিভাত, অন্তরে সৃষ্টি-প্রলয়সমন্বিত, অনাময়, উদয়াস্তরহিত ব্রহ্ম অনাধারেই রহিয়াছেন। যদিও পরমার্থসত্তা বৈষম্যবর্জিত সেই পরমাত্মা সৃষ্টিসমন্বিত তথাপি বুদ্ধ হইলে অপবর্গসমন্বিত অর্থাৎ মুক্ত হন। বোদ্ধৃগণের মধ্যে যাহারা স্ব স্ব আত্মাতে ঐ চিন্ময় ব্রহ্মকে যেরূপে অবগত হন, মায়াবলে তিনি তদ্রূপেই স্ফুরিত হন। কারণ উহাতে সকলপ্রকার মায়াশক্তিই নিহিত আছে। ১৬—২০। সেই কারণে বলিতেছি এই জগৎ সেই ব্রহ্মের বিলাসানুভব ব্যতীত অন্য আর কিছু নহে। মনঃপ্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয় বহির্মুখী বৃত্তি দ্বারা যাহা যাহা দেখে, শুনে ও অনুভব করে, সে সমস্ত কেবল নাম ও কেবল কল্পনা, সুতরাং অসত্য। যেমন বায়ুতে গতি তেমনি পরব্রহ্মে জগৎ। বায়ু যেমন সঞ্চরণকালে সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু স্থিরভাবে অবস্থিত থাকিলে সত্য বলিয়া অর্থাৎ আছে বলিয়া অনুভূত হয় না, সেইরূপ এই জগৎও অজ্ঞানতা দ্বারা সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অসৎ অর্থাৎ নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তেজকে আলোক-দৃষ্টিতে না দেখিলে (আলোক না ভাবিলে) তাহা অসত্য এবং তেজ ও আলোক অভিন্ন, এ ভাবে দেখিলে তাহা সত্য। এই যেমন দৃষ্টান্ত—তেমনি ভেদ-ভাবে দেখিলে ভিন্ন, অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে অভিন্ন। যেমন তেজঃপদার্থের প্রকারভেদে আলোক তেমনি চিদ্ব্রহ্মের প্রকারভেদ এই বিশ্ব। অতএব বিশ্ব দৃষ্টিভেদে সত্য ও অসত্য উভয়রূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন মৃত্তিকায় ও কাষ্ঠপুত্তলিকায় ও মসীতে বর্ণ অনুৎকীর্ণ অবস্থাতেও অবস্থিত থাকে, সেইরূপ এই জগৎও এক সময়ে পরব্রহ্মে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত ছিল।

ইদানীং সেই পরব্রহ্মরূপ মরুভূমিতে এই ত্রিজগৎরূপ অসত্য মৃগতৃষ্ণিকা-সমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ২১—২৫। বীজ যেমন স্বাভ্যন্তর অঙ্কুররূপে বিকসিত করে, তেমনি চিন্ময়ব্রহ্ম ভ্রান্তি বশতঃ জীবরূপে পরিণত হইয়া, সর্গক্রম অনুভব করে। তত্ত্বদৃষ্টিতে উহা পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই লক্ষিত হয় না। যেমন ক্ষীরের মাধুর্য্য, মরিচের তৈক্ষ্ণ্য, জলের দ্রবত্ব ও পবনের স্পন্দন, ভিন্ন হইলে, কিছুই না, অর্থাৎ অসত্য হইয়া যায়, অভিন্ন হইলে সত্তা অনুভূত হয়, তদ্রূপ এই পরব্রহ্ম সৃষ্টির সহিত অসম্পৃক্ত হইলে, সত্তারূপে প্রতিভাত হয়, সৃষ্টিরূপে পৃথক্ হইলে অসত্য হইয়া যায়। ব্রহ্মরত্নের জগৎরূপে প্রতিভাস নিষ্কারণ। কারণ ঐ ব্রহ্ম অতিরিক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মের জগৎরূপে প্রকাশের কারণ নাই। তবে যে বাসনা চিত্ত জীবাদির অনুভব হয়, উহা মন হইতে উৎপন্ন। জ্ঞানযোগ ও দৃঢ় অভ্যাস-রূপ পুরুষের যত্নে মনের নাশ হইলে উহা আর উদিত হয় না। ২৬—৩০। সর্ব্বাত্মক, শান্ত, অজ, চিন্ময়, ব্রহ্ম নিত্যপ্রকাশ। তাঁহার কখনও নাশ বা উদয় নাই। পরমাণুর উপরে এই সৃষ্টিপরম্পরা প্রতিভাসিত হয়। উহা চিত্তসাহায্যে বহুভ্রান্তিই জানিবে। পরমাণুর মধ্যে সৃষ্টিসমূহ কিরূপে অবস্থিত হইতে পারে? উহা সমস্তই মিথ্যা। যেমন জলের মধ্যে ঊর্ম্মি প্রভৃতি গুপ্ত ও অগুপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ এই জীবের মধ্যে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থিতি করে। শ্রুতিতে অভিহিত আছে যে ভোগ বিলাসের প্রতি প্রাণীর যদি অণুমাত্র বিরাগ জন্মে, তাহাতেই ঐ জীব উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, সর্ব্বতো-ভাবে বিরাগ উপস্থিত হইলে, তখন জীব মুক্ত হইয়া যায়। অতএব দেহাদিতে অহম্ভাব যে না দেখে, সে কখন জন্মমৃত্যুভ্রান্তি প্রাপ্ত হয় না। ৩১—৩৫। যাহারা ঈশ্বরচৈতন্যাত্মিকা ও জীব-চৈতন্যাত্মিকা চিৎকে নামরূপাত্মক জগৎকল্পনা-উপাধিশূন্য চরাচর দেহাদিরূপ নিকৃষ্ট উপাধিশূন্য বলিয়া জানিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদেরই জয়। অর্থাৎ সংসারভোগ আর তাহাদিগের করিতে হয় না। জলে তরঙ্গের ন্যায়, জীবচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য হইতে পৃথক্ নহে, উহা অদ্বিতীয় ও স্বপ্রকাশ। সেই চৈতন্যই অহম্ভাবাপন্ন হইয়া, এই জগৎভাব ধারণ করে। ঈশ্বরচৈতন্যাত্মক, এই জগৎ সৎ নহে ও অসৎ নহে (অর্থাৎ ঈশ্বরচৈতন্য বলিয়া সৎও পৃথক্ করিতে গেলে অসৎ হইয়া যায়) অহম্ভাবাপন্ন যে চিন্ময় ব্রহ্মের ভাবনা, তাহাই সঙ্কল্পভেদে এই বিশ্ব বিস্তার করে এবং উহা অনন্ত (বিস্তৃত) নিমিষের কোটিভাগের একাংশ সময়ে যুগান্ত অনুভব করে। (উহা অপূর্ব্ব মায়ার ফল) ৩৬—৩৮।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কল্পনাপ্রভাবে এক পরমাণুকে লক্ষভাগ করিলেও এক নিমেষকে লক্ষভাগ করিলে, তাহার এক এক ভাগে এই সহস্র জগৎ ও সহস্র কল্প, সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। সেইরূপ আবার সেই জগতের মধ্যগত প্রত্যেক পর-মাণুতে ঐরূপ প্রতীতি হয়, হে রাম! ইহাই অসীম ভ্রান্তি বুলিয়া জানিবে। যেমন সলিলরাশির অজস্র আবর্ত্তপরিবর্ত্তন স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেইরূপ এই বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিপরম্পরা সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে। নদী ও তাহার তীরস্থিত বৃক্ষ ও লতা হইতে মরুভূমিতে পুষ্প বর্ষণ যেমন একান্ত মিথ্যা, সেইরূপ এই সৃষ্টিপরম্পরাও মিথ্যাই জানিবে। স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালক্রিয়ায় দৃষ্ট পুরী, কাল্পনিক নগরী ও পর্ব্বত প্রভৃতি অসত্য হইলেও যেমন অনুভূত হয়, সেইরূপ এই সৃষ্টিপরম্পরায় অসত্য হইলেও সঙ্কল্পবলে অনুভববিষয় হইয়া থাকে। ১—৫। রাম কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞপ্রবর! যখন তত্ত্ববিদ্গণের সম্যক্ বিচারবলে এক আত্মরূপে নির্ব্বিকল্প পরমাত্মার বিজ্ঞান হয়, তখন তাঁহাদের দৈবাক্রান্ত বলি প্রভৃতির দেহবৎ দেহ থাকে কেন? তাঁহাদের সম্বন্ধে দৈবই বা কি প্রকার? আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—স্পন্দরূপিণী অবশ্যম্ভাবিনী সুরূপ কল্পগামিনী ব্রহ্মের চিৎশক্তি, আদি মহানিয়তি; (অর্থাৎ প্রাণীর অদৃষ্ট, বস্তুশক্তি ও ঈশ্বরসঙ্কল্প এই ত্রিতয়সমাবেশে মহানিয়তি হয়, ঐ নিয়তিবলে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের লৌকিক ব্যবহারের ন্যায় দেহধারণ হয়)। ঐ নিয়তি আদি-সৃষ্টি কালে, "এই বহ্নি, এইরূপ ঊর্দ্ধজ্বলনাদি স্বভাব-সম্পন্ন সর্ব্বদাই হইবে" এইরূপ অক্ষয় পরব্রহ্মের সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তিরূপে উদ্রিক্ত হয়। ঐ মহানিয়তিই, মহাসত্তা, মহাচিতি, মহাশক্তি, মহাদৃষ্টি, মহাক্রিয়া, মহোদ্ভব, মহাস্পন্দ ও মহাত্মরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ৬—১১। ঐ মহানিয়তিবলেই ব্রহ্ম কর্তৃক জগৎ-সমূহ এইরূপে তৃণের ন্যায় পরিবর্ত্তিত এবং এই দৈত্যগণ, এই দেবগণ, এই নাগগণ প্রভৃতি এই প্রকার কল্পাবধি ব্যবস্থাপিত হইতেছে। যদি কখন ব্রহ্মসত্তার ব্যভিচার অনুমান করা যায় এবং আকাশফলকে চিত্রলেপন অনুমান করা যায় অর্থাৎ উহা অত্যন্ত অসম্ভব হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত নিয়তির কদাচ অন্যথা হয় না। ব্রহ্ম ঐ নিয়তি এবং সর্গ, ইহা তত্ত্বজ্ঞ বিরিঞ্চি প্রভৃতির জ্ঞানে একই, কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বোধের নিমিত্ত বিরিঞ্চি প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞগণ ব্রহ্মরূপিণী ঐ নিয়তিকে সর্গনামে অভিহিত করেন। ঐ ব্রহ্ম অচল হইলেও অজ্ঞদৃষ্টিতে চলবৎ প্রতীত হয়। অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতেই এই স্বর্গ, আকাশে বৃক্ষস্থিতির ন্যায়, আদিমধ্যবিহীন ঐ ব্রহ্মেই ব্যবস্থিত রহিয়াছে। ১২—১৫। যেমন স্ফটিকোপলের অন্তরস্থ বনরেখা ঐ মণির স্বচ্ছতা দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ মায়াশবলিত ব্রহ্মে অবস্থান করত প্রজাপতি, প্রসুপ্ত ব্যক্তির আকাশে স্বপ্নে কল্পনাবৎ, স্বমায়ায় অন্তরস্থিত ঐ নিয়তিবিজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ সৃষ্টি করেন। যেমন দেহীর দেহে হস্তপদাদিরূপে দেহসমূহ পৃথক্ লক্ষিত করা হয়, সেইরূপ ঐ ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ-ভাবাপন্ন হইয়া চিৎস্বভাববলে নিয়তি প্রভৃতি অঙ্গ-সমূহ অভিন্ন হইলেও পৃথক্ দর্শন করেন। এই মহানিয়তিকেই দৈব বলে, উহাই সমস্ত ও সর্ব্বকালগামী এবং সকল বস্তুব্যাপী। উহাই বিশুদ্ধ (মোহের সহিত অস্পৃষ্ট) ঈশ্বরাত্মক চৈতন্যরূপে অবস্থিত। "এই পদার্থ এই প্রকারে স্পন্দিত হইবে, এইরূপে, এই প্রকারে এই সময়ে উৎপন্ন হইবে" ইত্যাকার অবশ্যম্ভাবিতাকে দৈব কহে। ইহাকেই পুরুষস্পন্দ, নিখিল তৃণগুল্মাদি, সমুদয় জীব প্রভৃতি দিবারাত্র্যাদি কাল ও ক্রিয়া বলা হয়। ১৬—২০। এই নিয়তিবলেই পুরুষার্থের সত্তা এবং পুরুষার্থ দ্বারা এই নিয়তির সত্তা ত্রিভুবনের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে; তাহার পর

মহাপ্রলয় হইলে পুরুষাদৃষ্ট ও ঐ নিয়তি এক আত্মরূপে অবস্থিত হয় (ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া যায়)। ঐ নিয়তি ও পুরুষকার পুরুষের প্রবত্নসাধ্য। হে রাম! অধিক কি, তুমি যে আমাকে দৈব ও পুরুষকারের নির্ণয় জিজ্ঞাসা করিবে এবং আমি যে পুরুষকার করিতে বলিব, তাহা তুমি পালন করিও; ইহাও ঐ নিয়তির ফল। যে ব্যক্তি দৈবপরায়ণ হইয়া দৈবই আমাকে ভোজন করাইবে এই বিবেচনায় নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, ঐ নিষ্ক্রিয়তাও নিয়তির ফল সন্দেহ নাই। পুরুষ যদি পূর্ব্ব হইতেই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ম্ম এবং ঐ কর্ম্মপ্রযুক্ত ভৌতিক বিকার ও আকার প্রভৃতি কিছুই হইত না, অতএব কল্পারম্ভ হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পুরুষক্রিয়ামূল যে কিছু ব্যবহার চলিতেছে তৎসমুদয় ঐ নিয়তিবশেই হইয়া থাকে। ২১—২৫। এই অবশ্যম্ভাবী নিয়তি যাহা করিবে, তাহা রুদ্র প্রভৃতিগণেরও বুদ্ধি দ্বারা লঙ্ঘনীয় হয় না। অতএব ধীমান্ ব্যক্তি এই নিয়তি আশ্রয় করিয়া পুরুষকার ত্যাগ করিবেন না। কারণ, নিয়তি পুরুষকার আকারেই কর্ম্মের নিয়ন্তা হয়। ঐ নিয়তি যখন পুরুষপ্রযত্নে বিবর্জ্জিত হয় না, ঈশ্বরসত্তামাত্রেই অবস্থিত হয়, তখন সে নিয়তি-পদ-বাচ্য হয় এবং যখন সৃষ্টিফলসম্পৃক্ত হয়, তখন তাহাকে পুরুষকার কহে, অতএব পুরুষকাররূপে পরিণত না হইলে নিয়তি দ্বারা কোন ফল হয় না, পুরুষকারে পরিণত হইলেই সফলা হয়। যে ব্যক্তি নিয়তি আশ্রয়পূর্ব্বক নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করে, তাহার প্রাণবায়ুর স্পন্দ কোথায় যাইবে? অর্থাৎ ক্ষুধাতুর হইলেও নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করায় যে ক্ষণকাল জীবিত থাকে, তাহারও প্রাণবায়ুসঞ্চালনের অনুকূল যত্ন ও পুরুষকার থাকে, যখন তাহার অভাব হয়, তখন তাহারও অভাব হয়। নির্ব্বিকল্পসমাধি স্থলে যে চিরবিশামপ্রদ প্রাণবায়ুর রোধ করিয়া অবস্থান করে এবং সে সময় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ যে সকল পৌরুষের ফলস্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহাও তাহার প্রাণনিরোধাদিরূপ পুরুষকারের ফল, সুতরাং পুরুষকার ব্যতীত ফল, ইহা কিরূপে বলা যাইবে? ২৬—৩০ অতএব শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুরুষকার অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, সিদ্ধিকালে তৎফলস্থানীয় অত্যন্ত নিষ্কর্ম্মাত্মক মোক্ষও পরম শ্রেয়ঃ। সাধ্য ও সাধনরূপ দুইপ্রকার শ্রেয় অবস্থার মধ্যে যাহা জ্ঞানিদিগের অবস্থা, তাহাই সাধ্য। জ্ঞানিদিগের নিয়তিতেই কোন দুঃখের লেশ নাই; উহাতে অবিনাশী হইয়া থাকে। এই নিরূপ্য নিয়তিরূপ ব্রহ্মস্বরূপের স্ফুরণে যদি পরিণত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই পরমশুদ্ধ, পরমপ্রাপ্তি ও পরমগতিপ্রাপ্ত জানিবে। যেমন জলেরই দ্রবত্ব তৃণ, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতিরূপে ধরাতলে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বগামী ব্রহ্মই উক্তপ্রকার নিয়তি বিভাগে স্ফুরিত হন। ৩১—৩৩।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই যে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিলাম, ঐ ব্রহ্ম সর্ব্বদা সকল দেশে সকল শক্তি ও সকল প্রকার আকারসম্পন্ন সকলের ঈশ্বর সর্ব্বগামী ও সর্ব্বময়। এই ব্রহ্মই আত্মা; ইনি সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া কোন স্থানে চিৎশক্তি প্রকাশ করেন, কোথাও (সাত্ত্বিক উপাধিতে) শান্তি, কোথাও (তামস উপাধিতে) জড়শক্তি ও কোথাও (রাজস উপাধিতে) রাগ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তিরূপ উল্লাস স্বরূপে প্রকাশ করেন, এবং কোথাও (সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে) কিছুই প্রকাশ করেন না। ঐ আত্মা যখন যেখানে যে প্রকার যেরূপ ভাবনাবান্ (সত্যসঙ্কল্পবান্) হন, সেই স্থানে তখন তাহাই অবলোকন করেন। সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মের যে যে শক্তি যখন উদিত হয়, তখন তাহা সেই প্রকারেই পরিণত হইয়া থাকে। তাঁহার ঐ নানারূপিণী শক্তি ব্যবহার-দৃষ্টিতে বিভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে ঐ সমুদয় শক্তি একই আত্মা, পৃথক্ নহে। ১—৫। ধীমান্গণ লৌকিক ব্যবহারার্থ এই বিকল্পসমূহ (চিৎশক্তির ভেদ) কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তবিক উহা আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। যেমন জল, তরঙ্গ ও সাগরে পরস্পর ভেদ কাল্পনিক, কটক, অঙ্গদ ও কেয়ূরাদিতে সুবর্ণের ভেদ অবাস্তব এবং অবয়ব ও অবয়বীর ভেদ কাল্পনিক, পরমার্থতঃ উহা একই, সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বাস্তবিক অভিন্ন, উহার একতাই বাস্তবিক। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায়, যাহা যেরূপে বুদ্ধির বিষয় হয়, বাহ্যদৃষ্টিতে তাহা সেইরূপ সমুদিত হইয়া থাকে, পরমার্থদৃষ্টিতে উহা তথাবিধ নহে। এই ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বলিয়া সর্ব্বত্রই সমভাবে প্রকাশিত হন, (অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী) ভ্রান্তিবশতঃ কোথাও কিছু দেখেন, সর্ব্বত্র নহে এবং ঐ প্রকার দর্শন বাস্তবিকও নহে। এই সমুদয় প্রপঞ্চ সর্ব্বাংশরূপ ব্রহ্মই। যাহারা মিথ্যাজ্ঞানবান্ (অর্থাৎ ভ্রান্ত), তাহারাই এই শক্তি ও শক্তিমত্তা এবং অবয়বত্ব ও অবয়বিত্ব কল্পনা করিয়াছে, উহা পারমার্থিক নহে। সত্যই হউক, অসত্যই হউক, চিৎ যাহা সঙ্কল্প করে এবং যদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহা তদ্রূপেই অবলোকন করে, ফলতঃ ঐ সমুদয় একমাত্র সত্য ব্রহ্মই। ৬—১১।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই যে সর্ব্বগামী নির্ম্মল স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ মহেশ্বর এই আদ্যন্ত-বিবর্জ্জিত পরমাত্মা, বিশুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপ পরমানন্দময় পরমাত্মা হইতেই প্রথমে চিত্তবান্ জীব অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়; তাহার পর তাঁহার সেই চিত্ত হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। রাম কহিলেন,—অপরিচ্ছিন্ন অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ অখণ্ড ব্রহ্মে এই পরিচ্ছিন্ন সখণ্ড জীব কিরূপে পৃথক্ সত্তা লাভ করে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই ব্রহ্মে মিথ্যাভূত দ্বৈতভান হইয়া থাকে, এই ব্রহ্ম নির্ম্মলাত্মক ও সর্ব্বব্যাপী, ইঁহার বিশাল চিদাকার আত্মদর্শনে অসমর্থ ব্যক্তিগণের নিকট অতি ভীষণ। ইনি আনন্দময় এবং নিত্য অবস্থিত। তাঁহার যে উপাধিবিহীন পরিপূর্ণ সত্ত্বসাম্যাবস্থা, তাহা পণ্ডিতগণও নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারেন না, উহাকে শাস্ত্র পরমপদ কহে। (উহাই পরমাত্মার আদ্যস্বরূপ)। ১—৫। সেই ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন-চলনশক্তিস্বরূপ প্রাণধারণাত্মক যে রূপ উদিত বলিয়া বোধ হয়, তাবৎ না উক্ত ভাবের শান্তি হয় (মুক্তি পর্য্যন্ত), এবং ঐরূপ জীবশব্দবাচ্য হইয়া থাকে। সেই চিদাকাশস্বরূপ পরমাদর্শে অসংখ্য অনুভবাত্মক-

জগৎ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। হে রাঘব! বায়ুশূন্য জলধির ন্যায়, নির্ব্বাতপ্রদীপের ন্যায়, ঐ ব্রহ্মের যৎকিঞ্চিৎ স্ফুরণকে (চাঞ্চল্যকে) জীব কহে। হে রাম! ঐ নির্ম্মল ব্রহ্মের প্রাণচলন অধ্যারোপ হওয়ায় নিষ্ক্রিয়তা অপগত হইলে, চিদাকাশের পরিচ্ছেদাত্মক (আমি ইত্যাকার) যে স্বাভাবিক স্ফুরণ, তাহাই জীব। যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও তুষারের শীতলতা, ঐ আত্মার চাঞ্চল্যরূপ জীবত্বও সেইরূপ (মুক্তি পর্য্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া থাকে)। ৬—১০। সেই চিদ্রূপী আত্মতত্ত্বের স্বভাবতঃ স্বয়ং যে যৎকিঞ্চিৎ সংবেদন (পরিচ্ছিন্নতা), তাহাই জীবনামে অভিহিত হয়। যেমন অণুপ্রমাণ বহ্নি ইন্ধনাধিক্য বশতঃ স্বকীয় প্রকাশকত্ব প্রাপ্ত (উদ্দীপিত) হয়, সেইরূপ ঐ ব্রহ্মের পরিচ্ছেদাত্মক জীব গাঢ়-বাসনাবলে ক্রমে অহন্তাবাপন্ন হইয়া থাকে। যেমন আকাশ বাস্তবিক নীলিমাক্রান্ত না হইলেও ঐ আকাশের যে ভাগ দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয় না অর্থাৎ যে ভাগ দৃষ্টিপথের অতীত, তাহা নীলিমাক্রান্ত দেখায়, সেইরূপ ঐ জীব অহন্তাববিবর্জ্জিত হইলেও আপনাতে আত্মদর্শন না হওয়ায় আপনাকে অহন্তাবাপন্ন বোধ করে। যেমন আকাশ এই প্রত্যক্ষ গাঢ়তানিবন্ধন নীলিমা গ্রহণ করে অর্থাৎ নীলবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ উদ্ভূত পূর্ব্ব সঙ্কল্প সংস্কারের অভ্যাসে জীব অহঙ্কার ভাবনা করে। ঐ অহন্তাব দেশকালাদি রূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া স্বকীয় সঙ্কল্প-বলে দেহাদি আকার ধারণ করিয়া, বাতস্পন্দের ন্যায়, স্ফুরিত হইতে থাকে। ১১—১৫। পরে সঙ্কল্পোন্মুখী ঐ অহঙ্কার চিত্ত, জীব, মন, মায়া ও প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। সেই সঙ্কল্পাত্মক চিত্ত (ব্রহ্মা) সঙ্কল্পবলে ভূততন্মাত্র কল্পনা করত চেতনাত্মক পূর্ব্বাবস্থা হইতে প্রচ্যুত হয় এবং জড়-পঞ্চীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তন্মাত্র ও পঞ্চীভাব প্রাপ্ত হইয়া চিত্তই অনুৎপন্ন, জগৎ আকাশে অস্ফুট-প্রকাশ তারকার ন্যায়, তেজঃকণরূপে পরিণত হয়। ঐ চিত্ত তন্মাত্র-কল্পনাহেতু স্বকীয় পরিস্পন্দ বশত বীজের অঙ্কুরপ্রাপ্তির ন্যায়, শনৈঃ শনৈঃ ঐ তেজঃকণত্ব গ্রহণ করে। তাহার পর ঐ তেজঃকণার অন্তরে ব্রহ্মা স্ফুরিত হইতে থাকে এবং উহা কল্পনা দ্বারা, জলের করকাদি ঘনীভাবপ্রাপ্তির ন্যায়, অণুত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৬—২০। তাহার পর ঐ তেজঃকণ দিব্যদেহাদিকল্পনায় ঝটিতি দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া অহন্তাবশূন্য পদার্থে অহন্তাবরূপে ভ্রান্তিপ্রাপ্ত হয় এবং গন্ধর্ব্বাদিপালিত অমরাবতী প্রভৃতি পুরীতে গমন করে। কেহ স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়, কেহ জঙ্গমত্ব লাভ করে এবং কেহ বা খেচর হয়, এই সমুদয়ই স্বীয় সঙ্কল্প-মহিমায় হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে সঙ্কল্পসম্ভূত প্রথম যে জীবদেহ, তাহাই ক্রমে বিরিঞ্চিপদ প্রাপ্ত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করে। ঐ স্বয়ম্ভূ বিরিঞ্চি যাহা সঙ্কল্প করেন, ক্ষণকালমধ্যে স্বভাববশতঃ তাহাই উৎপন্ন দেখেন। তিনি চিৎস্বভাববশতঃ সকলের কারণস্বরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, তাহার পর সংসারের কারণ হইয়া কর্ম্মনির্ম্মাণ করিতে থাকেন। ২১—২৫। যেমন জল হইতে স্বভাবতই ফেনা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বভাবতই চিৎ হইতে চিত্ত স্ফুরিত (উৎপন্ন) হয়, পরে তাহা, ঐ জলফেন যেমন নৌকারজ্জুতে আবদ্ধ (সংলগ্ন) হয়, জলের কিছুই আবদ্ধ হয় না), সেইরূপ ঐ চিত্ত কর্ম্মে আবদ্ধ হয়; চিৎ বদ্ধ হয় না। আমরা যেমন প্রথমে নিঃসঙ্কল্প থাকি, পরে মনে মনে সঙ্কল্প দ্বারা ঘটপটাদি রচনা করি এবং তদনন্তর বাহিরে তাহাই নির্ম্মাণ করি, জীবও তদ্রূপ প্রথমে নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করে, পরে সঙ্কল্পরচনা করে এবং তাহার পর ক্রমে কর্ম্মকলাপ বিস্তার করে। যেমন বীজমধ্যে প্রথমে অঙ্কুর সূক্ষ্মভাবে উৎপন্ন হয়, পরে তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পত্র কাণ্ড শাখা পল্লব ও পুষ্প ফলাদিরূপে পরিণত হইয়া উঠে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভজীবের মধ্যে জীবসমূহ সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত ছিল, পরে তাহারা সঙ্কল্পবলে এইরূপে নানাবিধ হইয়াছে। অন্য ব্যষ্টিভূত জীবসমূহও আত্মাতে বাসনারূপে অবস্থিত এইপ্রকার দেহাদি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা, হিরণ্যগর্ভজীব-সঙ্কল্পের পূর্ব্বে উৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ডে মাতা পিতা প্রভৃতিরূপে যে প্রকার প্রাণিগণ অবস্থিত ছিল, তদনুরূপ দেহস্থিতি লাভ করিয়া থাকে। তদনন্তর জন্ম ও মৃত্যুর কারণস্বরূপ স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে ঊর্দ্ধদেশে বা অধোদেশে গমন করে। ঐ কর্ম্ম চিৎস্পন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ চিৎস্পন্দই কর্ম্ম, দৈবও ঐ চিৎস্পন্দ এবং শুভাশুভ চিত্তও ঐ চিৎস্পন্দ ব্যতীত আর কিছু নহে। যেমন তরু হইতে তদীয় অঙ্গভূত কুসুম পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া আবার পরে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঐ প্রথম চিৎস্পন্দ হইতেই—জগৎসমূহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। ২৬—৩১।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই পরমকারণ হইতে প্রথমে মনের উৎপত্তি হয়। ভোগ্যবস্তু-মাত্রই তদাত্মক অর্থাৎ মনোময়। দৃশ্য-পদার্থের স্থিতি মনে এবং মনও স্বকারণের অনতিরিক্ত। দোলার মত মন নিয়ত এদিক্‌-ওদিক্‌ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব রাম! প্রপঞ্চের সমস্ত ভেদই মনঃকল্পিত, সেই জন্য মনের অপগমে এই সকল প্রপঞ্চের অথবা ভেদেরও অপগম হয় এবং একমাত্র বস্তুর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। মনের বিলয় হইলে একমাত্র আত্মাই অবস্থিতি করেন, তখন ব্রহ্ম (ব্রহ্মা), জীব, মন, মায়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জগৎ এসমস্ত ভেদ কিছুই থাকে না। আত্মা স্বয়ং জ্ঞানসলিলময় চিদার্ণবে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এই জগৎ ও চিত্ত অনিত্য, সুতরাং অসৎ এবং আপাততঃ অজ্ঞানীর নিকটে সত্যবৎ প্রতিভাসমান হইয়া থাকে, অতএব ইহাকে সৎও বলা যায়, সুতরাং এই জগৎ সদসদাত্মক। জগৎ ও চিত্ত উভয়ই স্বপ্নের ন্যায় অলীক। ১—৫। চিত্তের জগদ্দর্শন এক প্রকার সৎ অর্থাৎ অজ্ঞানীর নিকট এই জগৎ সত্য এবং জ্ঞানীর নিকট অসৎ (অসত্য)। মনই এই সংসাররূপ বৃথাস্বপ্ন দর্শন করিতেছে। যেরূপ ভ্রান্তব্যক্তি স্থাণুতে পুরুষ দর্শন করে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত মনও পরমাত্মাতে মিথ্যা-জগদ্দর্শন করিতেছে। সেই অব্যক্ত সর্ব্বশাক্তিস্বরূপ আত্মার চেত্যোন্মুখতা (সৃজনেচ্ছা) হইতে চিৎ, চিত্ত হইতে জীবত্ব, জীবত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে চিত্ততা (চিত্তের বিষয় তন্মাত্র), চিত্ততা হইতে ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদি হইতে দেহাদি, দেহাদি হইতে দেহাদিগত-মোহ এবং মোহমাত্র হইতে বীজাঙ্কুরবৎ দেহ, কর্ম্ম, বন্ধন, মোক্ষ, স্বর্গ ও নরকাদি বিস্তৃত হইয়াছে। যেরূপ চিদাত্মা, ব্রহ্ম ও জীব এই তিন বস্তু বাস্তবিক একই;

সেইরূপ জীব ও চিত্ত এ উভয়েও এক পদার্থ। যেরূপ জীব ও চিত্ত অভিন্ন, সেইরূপ দেহ ও কর্ম্ম পরস্পর অভিন্ন। বাস্তবিক কর্ম্ম ভিন্ন দেহের পৃথক্ সত্তা নাই। সুতরাং সেই কর্ম্মই চিত্ত, সেই চিত্তই অহংজ্ঞানবিশিষ্ট জীব এবং সেই জীবই আবার চিৎব্রহ্মস্বরূপ। ৬—১৩।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব। যেরূপ এক দীপ হইতে অনেক দীপ উৎপন্ন হয় সেইরূপ একমাত্র পরমাত্মাই নানারূপে প্রতিভাসিত হন, সুতরাং বিচার-চক্ষে তাঁহার যথার্থ রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমাত্মজ্ঞানে চিত্তের জীবত্বকল্পনা ও তাহার বন্ধন মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং মোক্ষ হইয়া থাকে, কারণ, আত্মতত্ত্ব নানারূপ-বর্জ্জিত। চিত্তই জীবরূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিচার দ্বারা চিত্তের অপগম হইলে এই চিত্তারোপিত প্রপঞ্চও অপগত হয়। যে অজ্ঞজনের পদদ্বয় চর্ম্মপাদুকা-আচ্ছাদিত, সে যেরূপ পৃথিবীকেও চর্ম্মাচ্ছাদিত মনে করে, সেইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিও নির্ম্মুক্ত পরমাত্মাকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যেমন কতকগুলি পত্রসমষ্টিই কদলীতরুরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞানই প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। ভ্রমবশতঃ চিত্তই আপনার জন্ম, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মরণ, নরক প্রভৃতি পরিবর্ত্তন দর্শন করিতেছে। ১—৫। যেমন সুরাপান করিলে নিরাকার আকাশেও অসংখ্য বুদ্‌বুদপরম্পরা দৃষ্ট হইয়া থাকে, অজ্ঞানপ্রযুক্ত চিত্তেও সেইরূপ নানাপ্রকার বিচিত্র সৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। যেরূপ পিত্তদোষদূষিত ব্যক্তির চক্ষু শুক্লবর্ণ শঙ্খকেও পীতবর্ণ দর্শন করে এবং দূষিত-চক্ষু কখন কখন চন্দ্রাদিরও দ্বিত্ব দর্শন করে, সেইরূপ চিত্তরোগাক্রান্ত চৈতন্যও এইরূপ সংসারভ্রান্তি দর্শন করিতেছে। যেরূপ সুরাপানে মত্ততা প্রযুক্ত কখন কখন বৃক্ষকেও জঙ্গম বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ চিত্তসমাক্রান্ত হইয়া আত্ম-চৈতন্যকেও সংসার বলিয়া বোধ হয়। ঘূর্ণনক্রীড়া করিতে করিতে বালকগণ যেমন জগৎকেও কুম্ভকার-চক্রের মত ভ্রমণশীল বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ চিত্তেরই পরিবর্ত্তন বশতঃ এই সকল বিচিত্র দৃশ্য অনুভূত হয়। হে বৎস। চিত্তের দ্বিত্ব অনুভবকালেই একত্বে দ্বিত্বভ্রম হয় এবং দ্বিত্বানুভূতির ক্ষয় হইলেই দ্বৈতপ্রপঞ্চেরও বিলয় হইয়া একমাত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। হে বৎস রাঘব! ইন্ধনাভাবে যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে বিষয়দর্শনের অভাবে চিত্তেরও অপগম হইয়া থাকে। চিত্তের অতিরিক্ত বিষয় কিছুই নাই, এইরূপ জ্ঞান ও তদনুকূল সমাধি অভ্যাস দ্বারা চিত্তের বিষয়দর্শন বিলুপ্ত হয়। ৬—১১। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে জীব যখন তাদৃশ জ্ঞানযুক্ত হন, তখন তিনি কর্ম্মরত থাকিলেও মুক্তপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সুরাপান প্রযুক্ত অল্প মত্ততা হইলে, মনুষ্যের যেরূপ চিত্তবিক্ষোভমাত্র হইয়া থাকে, সেইরূপ চৈতন্যের অল্প-প্রকাশে চিত্তের বিষয়দর্শনমাত্র ঘটে এবং মত্ততা অধিক হইলে মনুষ্য যেরূপ জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হয়, সেইরূপ চৈতন্যের প্রকাশাধিক্যে চেত্য অর্থাৎ বিষয়দর্শনেরও বিলোপ ঘটিয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারাই চৈতন্যের প্রকাশাধিক্য হয়। সেই অতিপ্রকাশিত স্বতঃচৈতন্যই প্রকাশমান। নির্ব্বিকল্প-সমাধিসমারূঢ় ব্যক্তির চিত্তই নির্ব্বিষয় হইয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্যই চিত্ত দ্বারা চেত্য অর্থাৎ বিষয়বিশিষ্ট-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং "আমি কর্ত্তা, আমি দ্রষ্টা" ইত্যাদি ভ্রম সকল সত্যবৎ অনুভব করে। স্পন্দ ব্যতীত যেরূপ বায়ুর সত্তা নাই, সেইরূপ চেত্যাতিরিক্ত চিত্তেরও সত্তা নাই। উষ্ণতার সহিত বহ্নির অপগমের ন্যায় চেত্য অর্থাৎ বিষয়বিলোপের সহিত চিত্তেরও অপগম হইয়াথাকে। চিৎ অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যের অনুভূত বিষয়ের নাম চেত্য। মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যা-নিবন্ধন শুদ্ধচৈতন্যেও বিষয়ভ্রান্তি হয়। সংবিৎ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই এই সংসারব্যাধির একমাত্র ঔষধ। চিত্তের ক্রিয়া (সমাধি) ব্যতীত ঐ জ্ঞানার্জ্জনের আর অন্য উপায় নাই। হে রাম! যদি তুমি বাহ্যদৃশ্য দর্শন ও অন্তরের বাসনাদি পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলেই আশু মুক্ত হইতে পারিবে। যেরূপ প্রমাজ্ঞান হইলে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির অপগম হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সংসারভ্রান্তির অপগম হইয়া থাকে। হে সুধীর! বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় মোক্ষলাভ করা যায়; সুতরাং মোক্ষ অধিক দুষ্কর নহে। অভীপ্সিত বস্তুর জন্য যখন প্রিয়তম প্রাণকেও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, তখন কেবলমাত্র অভিলাষত্যাগের জন্য কেন কৃপণ হইবে? তুমি যদি ইচ্ছা ও ঈপ্সিত এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিকার-চিত্তে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তেই কৃতার্থ হইবে। করতলগত বিল্বফলের ন্যায়, সম্মুখস্থ পর্ব্বত ও প্রাসাদের ন্যায়, পরমাত্মার জন্ম মরণাদি বিকারশূন্যতা প্রত্যক্ষ। তরঙ্গভেদে ভিন্ন অপ্রমেয়-সমুদ্রের মত একমাত্র অপ্রমেয় পরমাত্মা অজ্ঞদিগের নিকট প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ ও সিদ্ধি করতলস্থ হয়, কিন্তু তাঁহাকে না জানিলে এই সংসারবন্ধন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। ১২—২৫।

ষটষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬

তম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবান! আপনি যে মন-উপাধিক জীবের কথা বলিলেন, তাহার সহিত পরমাত্মার কি প্রকার সম্বন্ধ? সেই জীবই বা কাহাকে বলে এবং কি প্রকারেই বা উহা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? এই সকল বিষয় আমার নিকট পুনর্ব্বার, বিশদরূপে ব্যক্ত করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ব্রহ্ম অবিদ্যোপাধিক হইয়া যখন যে শক্তিতে প্রকটিত হন, তখন আপনাকে তিনি সেই শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই বোধ করেন। অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম যে চেতনরূপিণী শক্তিতে প্রকটিত রহিয়াছেন, সেই চিৎশক্তির নামই জীব। সঙ্কল্প-স্বরূপিণী চিত্তসঙ্কল্পাত্মময়ী চিৎশক্তি আপনা-আপনিই সঙ্কল্পের উদ্রেকহেতু দ্বৈতভাব ও জনন-মরণাদি নানাপ্রকার ভাবোপহিত হন। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিবর। চিৎশক্তিই যদি স্বভাব-বশতঃ জনন-মরণাদি নানাভাব প্রাপ্ত হন তবে "ইহা দৈব, ইহা কর্ম্ম ও ইহা কারণ" এই সকল কথার অর্থ কি? বশিষ্ঠ

কহিলেন,—বৎস। যেমন স্পন্দাস্পন্দ স্বভাববিশিষ্ট বায়ু ভিন্ন আকাশের স্বতন্ত্র স্পন্দাস্পন্দ স্বভাব নাই, সেইরূপ স্পন্দাস্পন্দ-স্বভাববিশিষ্ট চিৎ ভিন্ন এই বিশ্বে অন্য কাহারও সত্তা স্বীকার করা যায় না। চিৎ সর্ব্বদাই শান্ত বা শুদ্ধ, কেবল যখন তাঁহার স্পন্দস্বভাব প্রকটিত হয়, তখনই তিনি সৃষ্ট্যুন্মুখী হন। অনির্ব্বচ-চিৎ যখন স্বীয় চিত্তাংশকে চিত্ত বলিয়া কল্পনা করেন, পণ্ডিতগণ তাহাতেই চিৎস্পন্দ বলিয়া থাকেন। সেই চিৎস্পন্দই সংসার এবং অস্পন্দই ব্রহ্ম। জীব কারণ, কর্ম্ম ও দৈব এই চিৎস্পন্দেরই অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র, ফলতঃ সাক্ষাৎ অনুভূতিস্বরূপ চৈতন্যই চিৎস্পন্দ এবং চিৎস্পন্দই সংসারকারণ জীবাদি নামে অভিহিত হয়। চিৎ স্বাশ্রিত অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইলে যে চিদাভাসরূপ দ্বৈতভ্রমের উৎপত্তি হয়, তাহাই দেহাদির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অতএব চিৎ স্ববিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি হইতে নানারূপ ধারণ করেন এবং সঙ্কল্পানুসারে বিবিধ যোনি প্রাপ্ত হন, সেই সকল যোনির মধ্যে কোন কোন জীব সহস্র জন্মে, কেহবা এক জন্মেই মুক্ত হইয়া থাকে। ১—১১। চিৎ যে উপাধির সহিত আকৃষ্ট হয়, সেই উপাধির আকারে আকারিত হইয়া থাকে, সেই জন্য স্বোৎপন্ন-দেহকারণ সূক্ষ্মভূতের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-শরীর হইতে শুক্রাদিরূপে বহির্গত হয় এবং স্বর্গ-মোক্ষদ্বন্দের কারণ দেহ লাভ করিয়া থাকে। অতএব রাম! পিতাপুত্রের প্রভেদ উপাধিকৃত। চৈতন্য একই, কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি দ্বারাই ভিন্নবৎ বোধ হয়। যেরূপ সমস্ত সুবর্ণ এক হইলেও বলয় কঙ্কণ প্রভৃতির আকারগত পার্থক্য দ্বারা ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ চৈতন্য একমাত্র পদার্থ হইলেও পৃথক্ দেহ আশ্রয় দ্বারা ভিন্ন বলিয়া ভ্রম হয়। দেহের উপাদান পঞ্চমহাভূত সর্ব্বদাই নানা প্রকার বিকারগ্রস্ত হয়, এইজন্য তাহার প্রভেদও অনেক প্রকার। চিৎ নিত্য হইলেও ঐ সকল কারণে "আমি জাত, আমি মৃত' ইত্যাদি ভ্রান্তিবোধ করে। যেরূপ স্বপ্নাদিতে আপনার মিথ্যাপতন সত্যবৎ অনুভূত হয়, সেইরূপ ভ্রমত্বাদি ভ্রান্তিবিশিষ্ট চিত্তও জনন-মরণাদি মিথ্যাভাব অনুভব করে। চণ্ডাল দ্বারা প্রতিপালিত মথুরারাজের যেরূপ আপনাকে চণ্ডাল-ভ্রম হইয়াছিল, সেইরূপ অবিদ্যামোহিত চিত্তেরও আত্মাতে জগৎভ্রম ঘটিতেছে। যেরূপ প্রশান্ত সমুদ্র হইতে অল্প তরঙ্গ প্রকটিত হয়, সেইরূপ শান্তিময় আদিকারণ পরমাত্মা হইতে সৃষ্ট্যুন্মুখী চিৎ সমুদিত হইয়া থাকে। সেই চিৎসলিলময় ব্রহ্ম-সাগরে জীবরূপ আবর্ত্ত, চিত্তরূপ তরঙ্গ ও স্বর্গনরকাদি বুদ্বুদের উৎপত্তি হয়। ১২—১৯। হে রাঘব! দৃশ্যবস্তুমাত্রেই সেই অবিদ্যাবিনাশক পরমাত্মার আত্মনিষ্ঠা মায়াবিজৃম্ভণ এবং তাহাই জীবরূপে অবস্থিত। জীবস্বরূপাত্মক মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, মায়া ইত্যাদি চিতেরই বিভিন্ন আখ্যামাত্র। মনই তন্মাত্রাদি কল্পনা-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বনগরের মত মিথ্যাজগৎকে সত্যের মত বিস্তার করিয়াছে। চিত্তের জগদ্দর্শন, আকাশে মিথ্যা মুক্তাবলী ও স্বপ্নে ভ্রান্তিদর্শনের ন্যায়। নিরঞ্জন নির্ব্বিকার পরমাত্মা একই রূপে অবস্থিত; তিনি কাহারও স্রষ্টা নহেন, অথচ স্বমায়া-রচিত এই চিত্তভ্রম অনুভব করেন। অতএব হে রাম! তুমি এই মিথ্যা জগদ্দর্শনকে জাগ্রদবস্থার অতীত, অহঙ্কার ও চিত্তকে যথাক্রমে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত এবং চিন্মাত্রকে তুর্য্য অর্থাৎ এই অবস্থাত্রয়ের অতীত বলিয়া জানিবে। সেই বিশুদ্ধ তন্মাত্র ও নিরাময় তুর্য্য অর্থাৎ অবস্থাত্রয়াতীত পদে অবস্থিত হইলে শোক ও দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হয়। যেমন নির্ম্মল আকাশে মিথ্যা মুক্তাবলীর ভান হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ তুর্য্য অর্থাৎ পরমপদে এই ব্রহ্মাণ্ডের ভান হইয়া আবার তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। বাস্তবিক যেরূপ মিথ্যা মুক্তাবলীর সত্তা নাই এবং নির্ম্মল আকাশও উহার আধার নহে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও সত্তা নাই এবং পরমপদ ব্রহ্মেও উহা অধিষ্ঠিত নহে। বৃক্ষবৃদ্ধির কারণ আকাশ না হইলেও অনিবারক বলিয়া' যেরূপ লোকে ও শাস্ত্রে আকাশকে বৃক্ষোন্নতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ, নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা কাহারও কারণ না হইলেও অনিবারকত্ব হেতু এই মায়াবিজৃম্ভিত সৃষ্টির কর্ত্তারূপে আখ্যাত হন। যেমন সন্নিধানমাত্র কারণে আদর্শকে প্রতিবিম্বের কারণ বলা হয়, সেইরূপ সন্নিধানহেতু আত্মচৈতন্যও এই সকল জ্ঞানের কারণ বলিয়া অভিহিত হন। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, পত্রাদি ও ক্রমে ফলের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ চিৎ হইতে চিত্ত, জীবাদি ও ক্রমে মনের উৎপত্তি হয়। যেরূপ জীব বৃষ্টি-জলবিন্দুর সহিত বৃক্ষশস্যাদিতে প্রবেশ করে এবং পুনর্ব্বার বীজরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ জীববাসনাময় চৈতন্য ও প্রলয়াবসানে পুনর্ব্বার সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত হয়। বীজের বৃক্ষজননশক্তি এবং ব্রহ্মের জগজ্জননশক্তি একাংশে সমান হইলেও উভয়ের মধ্যে শক্তি-ভেদের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। বীজই বৃক্ষ, এই জ্ঞান হইলেও বীজ ভিন্ন বৃক্ষের অস্তিত্ববোধ তিরোহিত হয় না, কিন্তু ব্রহ্মই বিশ্ব এই জ্ঞান উপস্থিত হইলে, ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্বের অস্তিত্ববোধ লোপ হয়। দীপে রূপাভিব্যক্তির ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়। পৃথিবীর যেস্থানে খনন করা যায়, সেই স্থানেই যেমন আকাশ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রত্যেক প্রপঞ্চই বিচারবিরূঢ় হইলে একমাত্র চৈতন্যেই পর্য্যবসিত হয়। যেরূপ অজ্ঞ লোকেরা স্ফটিকের উদরে বনের প্রতিবিম্বমাত্র দেখিয়া সত্যই বন বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ অবিদ্যামোহিত ব্যক্তিরা ব্রহ্মের উদরেও জগদ্দর্শন করিতেছে। যেমন স্ফটিকখণ্ড বাস্তবিক বন না হইলেও বৃক্ষলতাদি ও তাহাদের আধার মৃত্তিকারূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেইরূপ ব্রহ্মও এই সকল দৃশ্য প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হন। ২০—৩৬। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহর্ষে! কি আশ্চর্য্য! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণরূপে অসত্য হইয়াও সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে। প্রভো! জগৎ যে প্রকারে বৃহৎ, যে রূপে স্বচ্ছ ও প্রস্ফুট এবং যেরূপে সূক্ষ্ম, তাহা সকলই শ্রবণ করিলাম, যেরূপে পরব্রহ্মে এই নীহার-কণসদৃশ তন্মাত্রগুণ-সম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ফুরিত হইয়াছে তাহাও শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে যেরূপে সমষ্টি, ব্যষ্টিদেহ ও সমষ্টি-ব্যষ্টিস্থূল দেহাভিমানী যথাক্রমে ও বিশ্ব উৎপন্ন হন, তাহা আমার নিকট বিবৃত করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—বালকের হৃদয়ে নিরাকার ভূতও যেরূপ আকারবিশিষ্টের মত প্রকাশিত হয়, সেইরূপ জীব নিরাকার হইলেও প্রথমে পরব্রহ্মে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বকল্পীয় জীবের বাসনা অর্থাৎ সংস্কার থাকায় ব্রহ্মে ঐরূপ জীবভাব প্রকাশিত হয়, সুতরাং জীব একদিকে শুদ্ধ অথচ বাসনাযুক্ত, সত্য অথচ অসত্য, অভিন্ন অথচ পরমাত্মা হইতে পৃথক্, পরমাত্মার প্রস্ফুরণ-বিশেষ। যেরূপ জীবকল্পনা দ্বারা পরমাত্মা জীবভাব প্রাপ্ত

হন, সেইরূপ মননজ্ঞান দ্বারা জীবও মনোরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন মনঃ তন্মাত্রাবিষয়ক মনন দ্বারা আপনিই তন্মাত্ররূপে আবির্ভূত হন। পরে সেই বায়বীয় পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম তন্মাত্রক অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ মন চিদাকাশে স্ফূর্ত্তি পায়। যেমন সূর্য্যালোকে আকাশে অসংখ্য-নীহার-কণা ভাসমান হয়, তেমনি পূর্ব্বোক্ত চিত্তে (সমষ্টি মনোরূপ হিরণ্যগর্ভে) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত সূক্ষ্ম দেহাদি, চিত্রিতের ন্যায়, প্রকাশ পায়। তখন সেই চৈতন্য স্বরূপ মনঃ তাদৃশ আকার-বিশিষ্ট হইয়া আপনার বিশেষ পরিচয় পান না, সুতরাং আমি কি, এইরূপ সংবিদ্ অর্থাৎ অস্ফুটজ্ঞান অনুভব করেন। পরে পুরুষার্থবিচার সহিত প্রাক্তন সংস্কারের উদয় হইলে জগতত্ত্ব শব্দার্থ ও তদ্বিষয়ক অস্ফুটজ্ঞানের উদয় হয়। সেই অস্ফুট অহম্ভাব দেহোপরি প্রস্ফুট হওয়ায় বহির্ভাগে রসের ও ভিতরে রসগ্রাহক ইন্দ্রিয় জিহ্বার উৎপত্তি অনুভব করেন। ঐ প্রকারে রূপ ও রূপগ্রাহক ইন্দ্রিয় চক্ষুই এবং গন্ধ ও গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় নাসিকার উৎপত্তিও অনুভব করেন। শ্রোত্রাদিরূপে অবস্থিতি করিবার সময় জীব ঐরূপেই শব্দাদি অনুভব করিতে বাধ্য হন। জীবাত্মা ঐরূপ কাকতালীয় ন্যায় অল্পে অল্পে আপনার দেহিত্ব অনুভব করেন। সেই জীবমূল মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় সম্পন্ন বোধ হয়। জীবাত্মা আপনার যে অংশে শব্দগ্রহণ হয়, তাহাকে শ্রোত্র, যে অংশে স্পর্শগ্রহণ হয়, তাহাকে ত্বক্, যে অংশে রসগ্রহণ হয়, তাহাকে রসনা, যে অংশে রূপগ্রহণ হয়, তাহাকে চক্ষুঃ এবং যে অংশে গন্ধগ্রহণ হয়, তাহাকে নাসিকা বলিয়া বোধ করেন। ঐরূপে ভাবময় ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবাত্মা ভাবময় দেহকে বাহ্যবিষয়-প্রকাশকরণক্ষম ইন্দ্রিয়াখ্য রন্ধ্রবিশিষ্ট বোধ করেন। রাঘব। এইরূপে আদিজীব (সমষ্টি) ব্রহ্মার এবং আদ্যতন জীবের (ব্যষ্টি জীবের) ভাবময় আতিবাহিক দেহ উৎপন্ন হয়। অব্যক্ত পরমাত্মাই অজ্ঞানাবৃত হইয়া আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হন এবং অজ্ঞান বিগত হইলে আর তাহার সত্তা থাকে না। পরমাত্মজ্ঞান হইলে যখন প্রমাতৃ-প্রমেয় ও প্রমাণ ইহাদের কিছুই ভেদ থাকে না, তখন আতিবাহিক দেহের প্রসঙ্গ কোথায়? সেই পরা সত্তাই ব্রহ্মভাবনা দ্বারা ব্রহ্মরূপ এবং অন্য ভাবনা দ্বারা অন্যরূপে প্রতিভাত হন। রামচন্দ্র কহিলেন,—চিন্মাত্র ব্রহ্মে অজ্ঞান অবস্থান অসম্ভব, অতএব ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব স্বতঃসিদ্ধ, তবে মোক্ষ, বিচার প্রভৃতির ভেদকল্পনার আবশ্যক কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম। তুমি যথাসময়ে উপযুক্ত প্রশ্নই করিয়াছ। যেরূপ শোভনা হইলেও অকালকুসুম-মালা অমঙ্গলজনক বলিয়া আদৃতা হয় না, সেইরূপ অসাময়িক প্রশ্নও ফলদায়ক হয় না। বস্তু সকল যথাযোগ্য কালেই শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৭—৬২। জীবাত্মা যথাকালে আপনাতে পিতামহত্ব অনুভব করিয়া স্বপ্নাত্মা অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভরূপে আবির্ভূত হন। সেই হিরণ্যগর্ভ ওঙ্কাররূপ প্রণব উচ্চারণ ও তদর্থ সংবেদন পূর্ব্বক মনোরাজ্যে বিস্তৃত রহিয়াছেন। সমষ্টিমনোরাজ্য পরমাত্মায় যেরূপ অসৎ, ব্যষ্টি-মনোরাজ্যরূপ জগৎও চিদাকাশে সেইরূপ অসৎ। এই জগতে বাস্তবিক কেহ জাত অথবা মৃত হয় না, ব্রহ্মই জগৎ ও গন্ধর্ব্ব-নগরাদিরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। পঙ্কযোনি হইতে সরীসৃপ পর্য্যন্ত সকলের সত্তাই সদসন্ময়ী অর্থাৎ অজ্ঞাননিবন্ধন সকলেই সৎ বলিয়া বোধ হয়, আবার অজ্ঞান অপগত হইলে সকলেই অসৎ। কীট হইতে ব্রহ্মা অবধি সকলের উৎপত্তিই সমান, তবে বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান বলিয়া ব্রহ্মা মহৎ ও মলিনসত্ত্ব প্রধান বলিয়া কীটাদি তুচ্ছ। উপাধি যেরূপ, সেইরূপ জীব এবং পৌরুষও তদ্রূপ, আবার পৌরুষ যেরূপ, সেইরূপ কর্ম্ম এবং কর্ম্মানুভবও তদ্রূপ। সুকৃতের ফলে ব্রহ্মার ও দুষ্কৃতির ফলে কীটাদির উৎপত্তি, চিন্মাত্র জ্ঞানের অভাবেই এই সকল ভেদ বোধ হইয়া থাকে, জ্ঞানোদয়ে এই সকল ভেদের নাশ হয়। জ্ঞাতৃ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় চিন্মাত্র হইতে ভিন্ন নহে, সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ আকাশপদ্ম ও শশবিষাণের তুল্য। কোষকার কৃমি যেরূপ আপনার লালাদার্ঢ্যে আপনারই বন্ধন অনুভব করে, সেইরূপ আনন্দস্বরূপ আপনারই মায়া দ্বারা দ্বৈত অনুভব করেন। সমষ্টি মনোরূপ প্রজাপতি ব্যষ্টি জীবের কর্ম্মানুসারে যে বস্তুকে যেরূপে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, সুতরাং এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, স্থিতি ও নাশ সমুদায়ই অলীক। ৬৩—৭৬।

আত্মজ্ঞানের অভাবে শুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপী একমাত্র অনন্ত ব্রহ্মকেও অশুদ্ধ, অসৎ, পরিসীম ও অনেকরূপে বোধ হয়। অজ্ঞব্যক্তিগণ যেরূপ জল ও তরঙ্গকে ভিন্ন বোধ করে, সেইরূপ অতত্ত্ববিদ্‌গণ, রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায়, এই সকল ভেদ বোধ করিতেছে, বাস্তবিক ঐ সকল ভেদ কিছুই নহে। যেরূপ একই ব্যক্তিতে সম্বন্ধভেদে পরস্পরবিরোধী শত্রুতা ও মিত্রতা অবস্থান করে, সেইরূপ একই ব্রহ্মে পরস্পরবিরোধী, ভেদাভেদশক্তিও অবস্থান করিয়া থাকে। যেরূপ সলিলে তরঙ্গ কল্পনা করিলে তখন সলিল ও তরঙ্গ দুইটী পৃথক্ বলিয়া স্ফুরিত হয়, স্বর্ণের বলয় বলিলে সুবর্ণ ও বলয় দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া স্ফুরিত হয়, সেইরূপ একমাত্র বস্তু ব্রহ্মেও জগদাদি অবস্তুর আরোপ করিলে ব্রহ্ম ও জগৎ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং তাঁহাতে দ্বৈত ও অদ্বৈত, পৃথক্ ও অভিন্ন সমস্তই রহিয়াছে। আত্মাই প্রথমে মনোরূপে প্রকাশিত হন, সেই মন হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি। মন প্রথমে নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষের অনুরূপ, পরে তাহাই কল্পনার প্রভাবে অহন্তাবিশিষ্ট হয়। সেই অহম্ভাববিশিষ্ট মন হইতে পূর্ব্বানুভূত স্মৃতি দ্বারা তন্মাত্রার সৃষ্টি হয়। ঐরূপে ভূততন্মাত্র-কল্পনার পর চিত্তাত্মা জীব ব্রহ্মে কাকতালীয়বৎ জগদ্দর্শন করেন। সৎই হউক, অসৎই হউক, মন দীর্ঘকাল যাহাই সৎ বলিয়া ভাবনা করেন, তাহা সৎরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ৭৭—৮২।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম। অতঃপর আমি তোমার নিকট রাক্ষসীর জটিল প্রশ্ন-সমন্বিত এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। হিমগিরির উত্তরে কর্কটী নাম্নী এক ভয়ঙ্করা রাক্ষসী বাস করিত। ইহার আরও দুইটী নাম বিসূচিকা ও অন্যায়বাধিকা। ইহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় এবং কার্য্য সকলও অতি ভয়ানক। ঐ কৃশকায়া রাক্ষসী দেখিতে শুষ্ক, বিন্ধ্যাটবীর সদৃশ ইহার বল অসামান্য, চক্ষুর্দ্বয়

কোটরগত ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং নীলাম্বর পরিধান করাতে বোধ হইতেছিল যেন, মূর্ত্তিমতী রাত্রিই ইহার দেহে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার উত্তরীয় বস্ত্র সকল সজল-জলদের ন্যায়। রাক্ষসী লম্বমান মেঘবিম্বের ন্যায় নিরন্তর উন্নিদ্রিতা থাকিত, ইহার কেশ সকল ঊর্দ্ধমুখ ও তিমিরের ন্যায়, নেত্রদ্বয় বিদ্যুৎ উজ্জ্বল, জানুদ্বয় তালতরুর ন্যায় বিশাল; সূর্পাগ্রসদৃশ নখ সকল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় উজ্জ্বল। ঐ রাক্ষসী যখন হাস্য করিত, বোধ হইত যেন, ভস্ম অথবা নীহার সকল নির্গত হইতেছে। নরকঙ্কালমালাই ইহার পুষ্পমালাস্বরূপ ছিল। রাক্ষসী যখন বেতালগণের সহিত নৃত্য করিত, তখন নরকঙ্কালকুণ্ডলও ভীষণরূপে চালিত হইত, তখন ইহার ঊর্দ্ধোত্থিত ভুজদ্বয় দেখিলে বোধ হইত যেন, সূর্য্যকেই গ্রাস করিবে। উদরভরণের উপযুক্ত আহার না পাওয়ায় ঐ বিপুলকায়া রাক্ষসীর জঠরানল সর্ব্বদাই, বাড়বানলের ন্যায়, অতৃপ্ত থাকিত। ১—৯। একদা রাক্ষসী ক্ষুধার্ত্তা হইয়া চিন্তা করিল সমুদ্র যেরূপ নদী সকল গ্রাস করে, আমি যদি সেইরূপ এই জম্বুদ্বীপস্থ সমস্ত জন্তু একনিশ্বাসে গ্রাস করি, তাহা হইলে আমার ক্ষুধা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে, কিন্তু এককালে সকল লোক ভক্ষণ করিতে যাওয়াও যুক্তিসিদ্ধ কিনা? এই সকল লোকের মধ্যে অনেকেই মন্ত্র, ঔষধ, নীতি, দান ও দেবপূজাদি দ্বারা সুরক্ষিত, সুতরাং এই সকল ব্যক্তিকে যুগপৎ গ্রাস করা কখনই সুসাধ্য নহে। যাহা হউক আমি এরূপ উগ্রতম তপস্যা করিব, যাহাতে ঐ সকল লোক যুগপৎ ভক্ষণ করিতে পারি, কারণ, শুনিয়াছি, দুর্লভ বস্তুও তপস্যা দ্বারা সুলভ হয়। ১০—১৪। ঐরূপ চিন্তা করিয়া স্থিরবিদ্যুৎ-লোচনবিশিষ্টা রাক্ষসী, হস্তপদাদি-অবয়ববিশিষ্ট শ্যামল মেঘসমূহের ন্যায়, অতি দুর্গম হিমালয়শৃঙ্গে তপস্যার্থ আরোহণ করিল এবং তথায় গমনপূর্ব্বক একপদে ভর করিয়া তপস্যার্থ দণ্ডায়মান হইল। তখন তাহার স্থির নেত্রদ্বয় দেখিয়া বোধ হইল যেন, একটী চন্দ্র ও অপরটী সূর্য্য। এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে দিন, পক্ষ, মাস ও ঋতু সকল অতিবাহিত হইতে লাগিল। শীতাতপে রাক্ষসীর শরীর ক্রমে ক্রমে এতই কৃশ হইতে লাগিল, যেন শৈলের সহিত লীনা হইয়া রহিয়াছে। ঊর্দ্ধ রুক্ষকেশ-সমন্বিতা রাক্ষসী, স্থির অভ্রপটলের ন্যায়, স্তিমিতাকৃতি হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, আকাশ গ্রাস করিবে বলিয়াই তাহার দেহ উন্নত হইয়াছে। ভগবান পদ্মযোনি দেখিলেন, শীত-বাতে রাক্ষসীর শরীর জর্জ্জরিত, তাহার কৃশাঙ্গে লোল চর্ম্ম সকল, বস্ত্রের ন্যায়, লম্বমান রহিয়াছে এবং তাহার ঊর্দ্ধগামী রুক্ষকেশ সকল তারকার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে বোধ হইতেছিল, কেশাগ্র সকল যেন মুক্তামালায় সুশোভিত।১৫—২০।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! কর্কটী এইরূপে সহস্রবৎসর তপস্যা করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃপান্বিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। অতি দুষ্কর তপস্যা দ্বারা বিষ এবং অগ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয়, করুণাময় ব্রহ্মার কথা কি? রাক্ষসী ব্রহ্মাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই স্থানেই স্থিরভাবে রহিল এবং চিন্তা করিতে লাগিল, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমি কি বর গ্রহণ করিব? অবশেষে সে স্থির করিল, যাহাতে আমি অনায়সী (ব্যাধিস্বরূপা জীবসূচী) এবং আয়সী (লৌহময়ী জীবসূচী) সূচী হইতে পারি, বিভুর নিকট এরূপ বর গ্রহণ করি। এইরূপে দ্বিবিধ সূচী হইয়া প্রাণাকৃষ্ট সুরভির ন্যায় আমি মনুষ্যহৃদয়ে অনায়াসে প্রবেশ করিব এবং যথাভিমত সকল জগৎ গ্রাস করিয়া ফেলিব; তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে আমার ক্ষুধাশান্তি হইবে। ক্ষুন্নিবৃত্তিই পরম সুখ। সেই জীমূতের ন্যায় গলধ্বনিকারিণী রাক্ষসীকে এইরূপ চিন্তা করিতে দেখিয়া ভগবান ব্রহ্মা মধুরবচনে কহিলেন, পুত্রি কর্কটিকে! তুমি রাক্ষসকুলশৈলের অভ্রমালাস্বরূপ। আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি উঠিয়া যথাভিমত বর গ্রহণ কর। কর্কটী কহিল,—হে ভূতভব্যেশ ভগবন্! যদি আপনার বর দেওয়াই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে যাহাতে আমি অনায়সী এবং আয়সী জীবসূচীকা হইতে পারি, এরূপ বর দান করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—লোকপিতামহ ব্রহ্মা রাক্ষসীকে সেইরূপ বর দান করিয়া কহিলেন,—বৎসে! তুমি সূচিকারূপাই হইবে এবং উপসর্গের যোগে বিসূচিকা (রোগবিশেষ)-রূপাও হইবে। তুমি অতি সূক্ষ্মমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক কুভোজী, কুকর্ম্মরত ও কুদেশবাসী ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা হিংসা করিবে। তুমি বায়বীয়পরমাণুতুল্য হইয়া জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস অবলম্বনে তাহাদের অপানদেশ হইতে তাহাদের হৃদয় পর্য্যন্ত আক্রমণ করিবে এবং হৃৎপদ্মসন্নিহিত প্লীহা যকৃৎ ও বস্তি শিরাদির পীড়া উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। তুমি বাতলেখাত্মিকা বিসূচিকা ব্যাধি হইয়া গুণবান্ কিংবা গুণহীন উভয় ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিতে পারিবে। বৎসে! শুদ্ধাচার গুণবান ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার্থ আমি এই মন্ত্র কহিতেছি,—"হিমাদ্রির উত্তরপার্শ্বে কর্কটী নাম্নী এক রাক্ষসী আছে; বিসূচিকা (রোগবিশেষ) ও অন্যায়বাধিকা (কুপথগামিদিগের হিংসাকারী) তাহার আরও দুইটী নাম। (তদীয় মন্ত্রার্থ)—ওঙ্কারাদি-বীজরূপা বিষ্ণুশক্তিকে নমস্কার। হে ভগবতি বিষ্ণুশক্তে! তোমার অংশরূপা রোগাত্মিকা বিষ্ণুশক্তিকে হরণ কর হরণ কর, গ্রহণ কর গ্রহণ কর, পচন কর পচন কর, মন্থন কর মন্থন কর, উৎসাদন কর দূর কর। হে স্বাহারূপিণি রোগশক্তে! তুমি তোমার স্বস্থান চন্দ্রমণ্ডলে গমন কর।" মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই মহামন্ত্র বামকরতলে লিখিয়া রোগীর দেহ ঐ হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিবেন এবং সংযতচিত্ত হইয়া চিন্তা করিবেন যে, কর্কটী মন্ত্ররূপ মুদ্গর দ্বারা মর্দ্দিতা হইয়া রোগীর দেহ হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে হিমালয় অভিমুখে পলায়ন করিল। রোগীকে চন্দ্রমণ্ডল অন্তর্মধ্যস্থ, সর্ব্বব্যাধি-বিমুক্ত, জরামরণবর্জ্জিত রূপে চিন্তা করিবেন। সাধক শুচি হইয়া আচমন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে এই সকল বিধির অনুষ্ঠান করিলে সকল প্রকার বিসূচিকা নষ্ট হয়। ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া আকাশমার্গে যাইতে যাইতে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া গগনতলে সমাগত পুরন্দরকে উক্ত মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক স্বধামে গমন করিলেন। ১—১৮।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর অদ্রিশিখরসমানা অতিমলিনা সেই রাক্ষসী, অঞ্জন ও জলদলেখার ন্যায়, ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। প্রথমে সেই রাক্ষসী মেঘসদৃশী পরে বৃক্ষশাখারূপিণী, তাহার পর পুরুষপ্রমাণা, তদনন্তর হস্তমাত্রাকৃতি, তাহার পর মাষশিম্বীর ন্যায়, অনন্তর স্থূলসূচীর সদৃশ, পরে কৌষেয়বস্ত্র-সীবনোপযোগী সূচীবৎ সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল। তখন পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। শিখরসমাকারা সেই রাক্ষসী ক্রমে সঙ্কল্পকল্পিত ভূধরের ন্যায় অণুপ্রমাণ (অতি সূক্ষ্ম) হইয়া গেল। এইরূপে ঐ রাক্ষসী মলিনবর্ণা অয়োময়ী সূচিকা ও জীবসূচিকার আকার ধারণ করিয়া শোভিত হইতে লাগিল। তাহার পরে এই রাক্ষসী অতিসূক্ষ্মা হইয়াও আকাশমণ্ডলে অবস্থান করত আকাশে ও পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ মহাভূত, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ, অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম এই অষ্টকের সহিত গতাগত করিতে লাগিল। ১—৫। ঐ রাক্ষসী লৌহসূচীর ন্যায় দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক উহাতে লৌহ নাই। এই রাক্ষসী সংবিদ্ভ্রমসমূহের অন্তর্গত ভ্রমস্বরূপা ও সূচীবৎ লক্ষিত হইতে লাগিল। বৈদূর্য্যমণির কিরণরাজিতে ও চাকচিক্যশালিনী রত্নসূচিকাতে সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হইলে যেমন সুন্দর দেখায়, রাক্ষসীও সেইরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তবে উহাতে মনোমিলন ছিল। ঐ রাক্ষসী বায়ুকর্তৃক আহৃত কজ্জলময় মেঘের কণিকাবৎ বিরাজ করিতে লাগিল। সূক্ষ্মবিবরমধ্যে দৃষ্টিপ্রবেশ করাইলে তাহাতে যে মলিনবর্ণ জ্যোতি অবলোকিত হয়, ঐ রাক্ষসীর চক্ষুঃকনীনিকাদ্বয়ও তদ্রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাক্ষসী বরপ্রাপ্ত পরমাণুকল্প সূক্ষ্মপুচ্ছাগ্রবৎ সূচীরূপ প্রসন্নবদনে গ্রহণ করায় বোধ হইয়াছিল যেন সে স্বকীয় শরীরের স্থূলত্ব-নিবারণের নিমিত্তই মৌনব্রত অর্থাৎ তপস্যা করিয়াছিল। তাহার নেত্রদ্বয় দূর হইতে সূক্ষ্মদীপের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, উহার সূক্ষ্মসূচী শরীর দৃষ্ট না হওয়ায় আকাশের সাম্য ধারণ করিল। উহার শরীরমধ্যস্থিত আকাশ শরীরসূক্ষ্মতার সহিত সূক্ষ্ম হওয়ায় বোধ হইল যেন, প্রসন্নবদনে ঐ অন্তর্গত আকাশ উদ্গীরণ করিয়া ফেলিল। ৬—১০। নবপ্রসূত সদ্যঃস্নাত শিশুর কেশ যেমন দেখায়, দূরপ্রসারী দীপকিরণের ন্যায় সূক্ষ্মা ঐ রাক্ষসী একাগ্রচিত্তে চক্ষুঃ কুঞ্চিত করিয়া দেখিলেও তদ্রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ রাক্ষসীকে দেখিলে বোধ হইত যেন বহিঃসঞ্চরণ কৌতূহলে মৃণালসূত্র উড্ডীন হইতেছে, কিংবা ব্রহ্মনাড়ী (সুষুম্না) ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্যত হইতেছে। যথাযথ স্থানে ইন্দ্রিয়শক্তি-সমন্বিতা কেবল লিঙ্গদেহে বহির্দ্দেশে অবস্থিতা সেই রাক্ষসী, বৌদ্ধ ও তার্কিকদিগের বিজ্ঞানসন্তানবৎ সাধারণ লোকের অলক্ষ্যভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। অত্যন্ত অদৃশ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, ঐ রাক্ষসীই শূন্যবাদী সিদ্ধার্থগণকে প্রসব করিয়াছে। নভোগর্ভের ন্যায় নীলিমময়ী ঐ রাক্ষসী নিশ্চল ভাবে অদৃশ্য সূচীময় সূক্ষ্ম-লিঙ্গশরীরে সতত অবস্থান করিতে লাগিল। মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত বাসনামাত্রসার চিদাভাসরূপে ঐ রাক্ষসীর জীবসূচী, সূক্ষ্মদীপকিরণের ন্যায়, অদৃশ্য ও তীক্ষ্ণভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ১১—১৫। ঐ রাক্ষসী গ্রাসের সুবিধার নিমিত্ত তপস্যা দ্বারা সূচীভাব প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু উদর না থাকায় তাহা বিফল হইল। তখন সে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল,—হায়। আমি সূচীভাব গ্রহণ করিয়া কি মূর্খতার কাজই করিয়াছি? রাক্ষসী মনে মনে নিরর্থক গ্রাসের বিষয়ই ভাবিতে লাগিল, সূচীভাবাপন্ন হইয়া সে যে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিল না,—চিত্ত অভিলষিত বিষয়েই ধাবিত হয়। দুর্বুদ্ধি সেই রাক্ষসী বিচার না করিয়াই সূচীভাব গ্রহণ করিয়াছিল,—দুর্বুদ্ধির কখন পূর্ব্বাপরবিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। বিষয়ে অতিরিক্ত শ্রেয়স্কর নহে, কারণ, তাহা অতিশয় দৃঢ়প্রযত্নের বলে অনুবিদ্ধ হইয়া যায়, দর্পণকে অতিশয় আগ্রহে পুনঃপুনঃ সম্মুখবর্ত্তী করিলে নিশ্বাসে তাহা মলিন হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে মুখদর্শনরূপ অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। ঐ রাক্ষসী তৎকালে পীবরদেহ ত্যাগপূর্ব্বক সূচীভাব প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ইহা অপেক্ষা মহামৃত্যুও সুখের" অহো! এক বস্তুতে অত্যন্ত অনুরাগের কি বিষম গতি! যে হেতু, ঐ রাক্ষসী স্বেচ্ছায় নিজ দেহ, তৃণবৎ পরিত্যাগ করিল। এক বস্তুতে অত্যাসক্ত হইলে অন্য বিষয়ের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, রাক্ষসী গ্রাস বিষয়েই অত্যাসক্ত ছিল, সুতরাং দেহনাশ লক্ষিত করিতে পারে নাই। এক বস্তুতে অতিরাগী অজ্ঞ ব্যক্তি বিনাশেও সুখ অনুভব করে, ঐ রাক্ষসী সূচীভাবাপন্ন হইয়া দেহশূন্যা হইলেও সন্তুষ্ট ছিল। সে যে অন্যপ্রকার জীব-বিসূচিকা (জীবব্যাধিস্বরূপা) হইয়াছিল, ঐ বিসূচিকা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্মস্বভাব ও লিঙ্গশরীরাত্মক। উহার প্রত্যক্ষ কোন আধার নাই, উহা কেবল ব্যোমাত্মক। ১৬—২৪। এই বিসূচিকা, সূক্ষ্মতেজঃপ্রবাহের ন্যায় এবং প্রাণসূত্রময়ী। উহার আধার কুণ্ডলিনী শক্তির ন্যায়, চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণের ন্যায় উহা উজ্জ্বল। ঐ রাক্ষসীর পাপাত্মিকা অসিধারার ন্যায় ক্রূরা মনোবৃত্তি পৃথক্ই ছিল। ঐ পাপবৃত্তিবলে কুসুমগন্ধকণাবৎ অতিসূক্ষ্ম হইয়াও লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করত চতুরতার সহিত হিংসাদি ব্যাপার সম্পাদন করিত। বিশেষতঃ প্রাণিগণের প্রাণহরণই উহার পরম অভীষ্টসিদ্ধি ছিল। এই প্রকারে (সূচ্যাকার দেহ ও পাপবৃত্তি এই দ্বিবিধ প্রকারে) নীহারকণবৎ তরল ও কার্পাসসূত্রবৎ অতিসূক্ষ্ম দুইটী তনু, সূচীদ্বয়ের ন্যায়, অবস্থিত রহিল। ক্রূরা রাক্ষসী ঐ শরীরদ্বয়ে নরহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ করতঃ দশদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সকলেই স্বকীয় সঙ্কল্পবলে লঘু অথবা গুরু হইতে পারে। রাক্ষসীও উক্তপ্রকার সঙ্কল্পবলেই উগ্র আকৃতি পরিত্যাগ করিয়া সূচীভাব স্বীকার করিয়াছিল। ২৫—৩০। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণ তুচ্ছ বিষয়েরও প্রার্থনা করিয়া থাকে, যে হেতু, রাক্ষসী তপস্যা করিয়া ঐ তুচ্ছ সূচীভাবে পিশাচীত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সৎকর্ম্ম দ্বারা পবিত্রদেহ হইলেও স্বকীয় নীচজাতিত্বা কদাচ বিলুপ্ত হয় না, সেই কারণেই রাক্ষসী তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়াও সূক্ষ্ম-সূচীভাবপ্রাপ্তির সহিত রাক্ষসীভাবই প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার সে স্বজাতীয় ভাব অপগত হয় নাই। অনন্তর মহানিল-চালিত শরদভ্রের ন্যায় সেই রাক্ষসীর স্থূলদেহ বিগলিত হইলে সে সূক্ষ্মসূচীদেহ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন দুষ্টবুদ্ধি সেই রাক্ষসীর জীবসূচী বিষাদ ক্ষীণ ও স্থূল জনগণের অন্তরে অতি বিসূচিকা ব্যাধিরূপে এবং ক্ষুদ্র দেহ, স্বস্থ ও সুখী জনগণের হৃদয়ে অন্তর্বিসূচিকারূপে প্রবেশ করত মনোরথ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। কখনও কখনও

বিচক্ষণ জনগণ কর্ত্তৃক পুণ্য মন্ত্রৌষধি ও তপস্যানিয়ম দ্বারাও উচ্ছেদিত হইতে লাগিল। রাক্ষসী এইরূপে দেহদ্বয়ে গমন করত বহুবর্ষ ভূতল ও নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ রাক্ষসী ভূমিতে রজ দ্বারা, হস্তে অঙ্গুলি দ্বারা, আকাশে প্রভা দ্বারা ও বস্ত্রে সূত্র দ্বারা তিরোহিত হইতে আরম্ভ করিল। সে প্রাণিগণের অন্তঃস্থিত স্নায়ুপথে, ব্যভিচারাদিদুষ্ট যোনিতে, পাংশুপাণ্ডুরিত শুষ্ক নদীতে, হস্তপদাদি রেখারূপ নদীখাতে, সূক্ষ্মরোমরেখারূপ জীর্ণতৃণে, সৌভাগ্যলক্ষণহীন অঙ্গে, কান্তিহীন স্থানে মক্ষিকাসঙ্কুল দুর্গন্ধবাতদূষিত প্রদেশে, বিদ্যাদিবৃক্ষ-বিবর্জ্জিত অপবিত্র দেশে, মৃতনরাদির অস্থিরূপ গ্রন্থিসঙ্কুল স্থানে, বাত্যাপ্রকম্পিত প্রদেশে, নির্ম্মল আত্মনিষ্ঠ নীহারবৎ পরসন্তাপহারী সাধুগণ কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত স্থানে, অপবিত্র বসনধারী অশিষ্ট জনের সঞ্চরণস্থানে, মধুমক্ষিকা, কোকিল ও বায়সগণের বিচরণস্থলে, ছিন্নবৃক্ষশাখে, কোটরপ্রদেশে, শুষ্ক বাতাদের শব্দসমন্বিত অঙ্গুলিবৎ শাখাশালী বৃক্ষসমূহের অরণ্যে, শ্রেণীবদ্ধ নীহারপটলের সঞ্চরণস্থানে, লোকসমূহের বিদীর্ণ (ক্ষত) অঙ্গুলিবিবরে, হিমবিন্দুসংক্রান্ত দেশে, পুরুষ-পাদচিহ্নস্থানে, বল্মীকপিণ্ডে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে, ব্যাঘ্রাদিভীষণ অরণ্যে, যক্ষাকীর্ণ স্থলে, ভয়ে পলায়মান পথিকগণের অধিষ্ঠিত-স্থানে, কুৎসিতাকৃতি শুষ্কাঙ্গ পিশাচাদি কর্ত্তৃক দষ্ট অঙ্গুলসমূহ দ্বারা বেষ্টিত দুর্গন্ধি-জলপ্রায় দেশে, কুল্যাদি জলাশয়ের উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী শীত-বায়ুসমন্বিত পথিকজনের বিশ্রামস্থানে শুষ্কসমূহ গ্রাস করায় তাহাদের উদরস্থিত নররক্তে লিপ্তবদন লিপ্তনখ ও লিপ্তশ্মশ্রু বানরাদির দীর্ঘাঙ্গুলিসমন্বিত অপবিত্র দেহে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ৩১—৪৭। নানাবিধ বিচিত্র পটাদিশোভিত নগর ও সর্ব্বত্রই গতায়াত করিয়া ঐ রাক্ষসী সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। বলীবর্দ্দ যেমন হৃষ্ট হইয়া মৃত্তিকাস্তূপ ভেদ করে, সেইরূপ রাক্ষসীও নগর ও গ্রামে রথ্যাপ্রক্ষিপ্ত বস্ত্রাদি সংগ্রহপূর্ব্বক জ্বরাদিসন্তপ্ত প্রাণিগণের দেহবন্ধ ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিল। তখন সূচীরূপিণী সেই রাক্ষসীকে কেহ কেহ সীবন কার্য্যের নিমিত্ত গ্রহণ করিলে ঐ রাক্ষসী যেমন সীবন কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইত অমনি তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া যাইত এবং স্থানান্তরে প্রলীন হইয়া অদৃশ্য হইত। সেই রাক্ষসী ক্রূরা সত্য, কিন্তু কৌতুক বশতঃ সীবন-ব্যাপারে আসক্ত হইত বলিয়া সীবনকর্ত্তার হস্ত বিদ্ধ করিত না। পরে শীঘ্র সূচীর স্বভাব ত্যাগ করিয়া অপগত হইলে আর সীবনকারীর হস্ত বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না। নৌকাবদ্ধ গুরু শিলাখণ্ড যেমন নৌকার সহিত ভ্রমণ করে, আশা যেমন পলিতাঙ্গ বৃদ্ধের সহচরী হয়, সেইরূপ ঐ অয়ঃসূচী ঐ জীব-সূচীর সহিত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বায়ুচালিত তুষকণা যেমন ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই সূচী মনঃসন্তাপসমন্বিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ রাক্ষসী সূচীভাবাপন্ন হইয়া পরপ্রযুক্ত সূক্ষ্ম সূত্র মুখ দ্বারা গ্রাস করিত বলিয়াই যেন, পর দ্বারা উদরপূর্ত্তি হইয়াছে ভাবিয়া ঝটিতি স্বস্থ-চিত্ত হইত। ঐ সূচী পরবধপ্রবৃত্ত উদরপূরণের ইচ্ছায়, তপস্যাক্লেশ দ্বারা স্বীয় মনকে উল্লাসিত করিয়াছে, এই কারণে যেন সে পরযুক্ত সূক্ষ্ম সূত্র যখন অনবরত মুখে পতিত হইত, তখন সে নিশ্চল হইয়া থাকিত। দারিদ্র্যনিপীড়িত জনগণকে ক্রূর ব্যক্তিরাও দয়াপরবশ হইয়া প্রতিপালন করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, সূচীভূতা ক্রূরা ঐ রাক্ষসী জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডকে সূত্র দ্বারা পূর্ণ করিত, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। (ঐ রাক্ষসী স্বকীয় জঠরপূর্ত্তির নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা পরকীয় উদরপূরণে পরিণত হইল)। ৪৮—৫৫। ঐ রাক্ষসী তপস্যা দ্বারা সূত্রাগ্রের প্রবেশ ও নির্গমের যোগ্য জন্ম লাভ করিয়াছিল, ঐ সূচীরূপে প্রকাশও তাহার দুষ্কর্ম্মকরণের ন্যায় পরপূরণ অর্থাৎ পটাদিসীবনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, মনোমত স্বীয় উদরপূরণে সমর্থ হয় নাই। ঐ রাক্ষসী ক্ষীণোদরকারী তপস্যার ঐরূপ দুষ্পরিণামে অনুতপ্ত হইয়াছিল, তথাপি সে, নদী-প্রবাহের ন্যায়, স্বীয় রাক্ষসীভাবে ও ঐ সূচীস্বভাবে লোকবেধন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিল। যেমন মরণকালে জীবের কলত্রাদি-বিষয়ে সুদীর্ঘ বাসনারূপ তন্তু উদ্ভূত হইয়া তদনুরূপ শরীরে জীবচেতনা সঞ্চারিত করে (তাদৃশ বাসনা বশতঃ রমণীশরীরাদি-পরিগ্রহ হয়), তদ্রূপ ঐ সূচী চতুরতার সহিত বস্ত্রে সূত্র সঞ্চারিত করিত। সেই সূচী সীবনকার কর্ত্তৃক পটে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে নিজ মুখ বস্ত্রে গোপন করিয়াই যেন বিদ্ধ করিত, দুর্জ্জনেরা মুখ না দেখাইয়াই পরের মর্ম্ম বেধন করে। ৫৬—৬০। কখন কখন রমণীগণের কণ্ঠলগ্ন বস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া ঐ সূচী তাহাদের মুখবিলোকনপূর্ব্বক চিন্তা করিত, 'কিরূপে ইহাদিগকে বিদ্ধ করিব?' দুর্জ্জনগণের মনোভাবই এইপ্রকার। ঐ সূচী কি উৎকৃষ্ট কৌশেয় বস্ত্রে ও কি কাঠিন্যাদি-দোষযুক্ত কোন বস্ত্রে, সকল বস্ত্রেই ভৃত্যরূপেই প্রবিষ্ট হইত, মূর্খ কি কখন বস্তুর গুণাগুণ দেখিয়া থাকে? সেই সূচী যখন সীবনকারীর অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া বিস্তৃত সূত্র ধারণ করিত, তখন বোধ হইত যেন উহার উদরের অভ্যন্তরে অবকাশ না পাওয়ায় অন্ত্র সকল উদ্গীর্ণ হইতেছে। ঐ তীক্ষ্ণ সূচীর অন্তর হৃদয়শূন্য বলিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা ছিল না, এই কারণে সূত্রলগ্ন হইয়া সরস ও নীরস সকল পদার্থেই প্রবেশ করিত। ঐ সূচী নিষ্ঠুরভাষিণী না হইলেও মুখে সূত্র দ্বারা আবদ্ধ, পরসন্তাপিনী হইলেও স্বয়ং অনুতপ্তা, ছিদ্রবতী হইলেও উদরচ্ছিদ্রবিহীনা। হায়! সূচীর কি দুর্দ্দশা! যেমন কোন রাজকন্যা ভাগ্যহীনা হয়, এই সূচীও তদ্রূপ বুদ্ধিদোষে দুর্ভাগ্যা। ৬১—৬৫। সেই তীক্ষ্ণ সূচী নিরপরাধে জনগণের বধসাধন ইচ্ছা করিত, এক্ষণে সেই পাপে নিজবুদ্ধিদোষে সূত্রে রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইল। যখন ঐ সূচী সীবনকারীর করচ্যুত হইত, তখন করস্পর্শের অযোগ্য ভূমিবর্ত্তী অধোবর্ত্তী তাহাদের গাত্ররোমের সহিত মিত্রভাবশতই যেন তাহাদের সহিত নিলীন হইয়া শয়ন করিত অর্থাৎ গুপ্তভাবে থাকিত, অনুরূপ মিত্র কাহার না প্রীতি-কর হয়? ঐ রাক্ষসী মূঢ়চিত্ত নীচব্যক্তির সংসর্গেই থাকিত আপনার অনুরূপ জনকে কে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? ঐ সূচী যদি কখন লৌহসূচীর সহিত লৌহকারের হস্তগত হইয়া তাহাদের লৌহতাপিন অগ্নিতে পতিত হইত, তাহা হইলে তখন চর্ম্মভস্ত্রার বায়ুভরে বিচলিত হইয়া আকাশে উঠিয়া তিরোহিত হইয়া যাইত। কখন কখন ঐ সূচী জনগণের প্রাণ ও অপানবায়ুর প্রবাহস্থিত হৃৎপদ্মে বিচরণ করত দুঃখপ্রদা মহাঘোরা, তাহাদের জীবশক্তি-রূপে অবস্থান করিত। ৬৬—৭০। ঐ রূপে কখন বিপরীতভাবে তাহাদের সমান, উদান ও ব্যানবায়ুর সহিত গমন করত তাহাদের

সর্ব্বাঙ্গে রসসঞ্চার করিয়া ব্যাধি উৎপাদন করিত, কখনও বা জনগণের শূলরোগাত্মক বায়ুতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের হৃদয় ও কণ্ঠে বৈবর্ণ্য উৎপাদন ও তাহাদের উন্মাদ জনন করিত; কখন কখন কম্বলাদি-সীবনকালে মেষপালকের হস্তগত হইয়া মেষের গন্ধযুক্ত লোমকোটরে শয়ন করিত; কখন বালকগণের হস্তে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাদের হস্তাঙ্গুলি বিদ্ধ করিত, কখনও লোকের পাদপ্রবিষ্ট হইয়া রুধির পান করিত, কখন পুষ্পমালা-গ্রহণসময়ে যৎসামান্য পুষ্পগুচ্ছ ভোজন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইত এবং কখন কর্দ্দমকোষে অবস্থানপূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত অধোমুখী হইয়া শয়ন করিত—ইচ্ছানুরূপ স্থান পাইলে কে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে? ৭১—৭৫। ঐ রাক্ষসী স্বার্থ না থাকিলেও ক্রূরভাবশতঃ পরহিংসা দ্বারা আত্মাকে দূষিত করিত; কারণ, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণ উৎসব অপেক্ষা লোকের সহিত কলহ করাই সুখবোধ করে, অর্থাৎ তাহাতেই ঐ রাক্ষসী সুখ বোধ করিত। কৃপণ ব্যক্তি এক কপর্দ্দকের অর্দ্ধভাগ পাইলে 'যথেষ্ট পাইলাম' মনে করে, এই কারণেই সে রাক্ষসী অল্পরক্ত-লোভে জীবহত্যা করিত। প্রাণি-গণের অহঙ্কার দুরুচ্ছেদ্য, এইজন্য তাহার রাক্ষসকুলোচিত হিংসাভিমান অনিবার্য্য ছিল। সেই রাক্ষসী বিমূঢ়চিত্তে মনে মনে বিতর্ক করিত যে, জীবসূচী ও লৌহসূচী এই দুই প্রকার সূচী দ্বারাই সমুদয় প্রাণীর বধ সাধন করিতে পারিব, মূঢ়দিগের স্বার্থবিষয়ে যে মোহের উদয় হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। "আমি এই যে বস্ত্রতন্তু ভেদ করিতেছি, ইহাতে পরহিংসাবৃত্তি অভ্যাস করিতে পারিব।" এই প্রকার ধারণা করিয়াই সেই রাক্ষসী সুখিনী হইত। যেমন লৌহসূচী মৃত্তিকায় ঘর্ষণ না করিলে মলিন হইয়া যায়, সেইরূপ সেই রাক্ষসী যখন পরহিংসা করিতে পারিত না, তখন তাহার বড়ই কষ্টবোধ হইত। ৭৬—৮০। দৈবের উৎপাত চেষ্টার ন্যায় ক্রূরা পরচ্ছেদকারী তীক্ষ্ণা সূক্ষ্মা অদৃশ্যরূপা এ সূচী-রূপিণী রাক্ষসী ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃতি লাভ করিত। সে সূত্র বিদ্ধ করিয়াই "অন্যকে হত করিলাম" এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইত, দুর্জ্জন যে কোন প্রকারে হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলেই হৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ রাক্ষসী এইরূপে কখন পঙ্কে নিমগ্ন থাকিত, কখন আকাশে গমন করিত, কখন আকাশীয় বায়ুর সহিত দিক্তটে বিহার করিত এবং কখন পাংশুপটলে, কখন ভূতলে, কখন অরণ্যে, কখন অন্তঃপুরে, কখন পর্য্যঙ্কের পট্টাস্তরণে, কখন নরগণের হস্তে, কখন কর্ণপদ্মে, কখন মেষরোমের রাশিতে, কখন কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার বিবরে সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত শয়ন করিত এবং প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান লাভ করিত। মণিমন্ত্রাদি দ্রব্যের শক্তিতে মায়াবী বা যোগী পুরুষ যেমন যথেষ্ট সর্ব্বত্র বিচরণ করে, ঐ রাক্ষসীও তদ্রূপ সকল স্থানেই যথেচ্ছ বিচরণ করিত। বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠের এইরূপ কথা কহিতে কহিতে সেই দিবস শেষ হইল। সূর্য্যদেব সায়ংকৃত্য-সমাপনার্থ অস্তাচলে গমন করিলেন। সভাস্থ সকল লোক পরস্পর অভিবাদনপূর্ব্বক স্নানাদি-ক্রিয়া-সমাপনার্থ উঠিলেন এবং আবার রাত্রিশেষ হইলে সূর্য্যকিরণের সহিত (সূর্য্যোদয় সময়ে) সকলে সভায় আগমন করিলেন। ৮২—৮৫।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

ইতি ষষ্ঠদিবস ॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্ব্বে ঐ কর্কটী রাক্ষসী বহুকাল ব্যাপিয়া অসংখ্য নরমাংস ভোজনপূর্ব্বকও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু সেই রাক্ষসী সূচীভাবাপন্ন হইয়া রুধিরবিন্দু-ভোজনেই ঐ সময় তৃপ্তিলাভ করিত। সূচীর অভ্যন্তরে আর কতই ধরিবে? তথাপি ঐ সূচীর ক্ষুধা দুর্জ্জয়া ছিল। অনন্তর ঐ রাক্ষসী চিন্তা করিতে লাগিল,—হায়! কি কষ্ট। আমি কেন সূচী হইলাম? আমি এক্ষণে সূক্ষ্মা হইয়াছি, আমার শক্তি নষ্ট হইয়াছে, আমার উদরে আর ভক্ষ্যদ্রব্য স্থান পায় না। আমার সেই বিশাল অঙ্গসমূহ কোথায় গেল? আমার বুদ্ধিদোষে সেই সমুন্নত বিশাল দেহ, প্রলয়মেঘের ন্যায় ও জীর্ণপর্ণবৎ, বিশীর্ণ হইয়া গেল। আমি এমনি হতভাগিনী যে, এক্ষণে আর বসাগন্ধী স্বাদুমাংস আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদরে স্থান পায় না। ১—৫। আমি কখন পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হই, কখন ধরণীতলে পতিত হই, কখন জনসমূহের পদাহত হই এবং কখন বা শুক্রধাতুতে মলিন হইয়া থাকি। হায়! আমি মরিলাম, আমি অনাথা হইলাম, আমাকে আশ্বাস দিবার কেহ নাই। আমি আস্পদবিহীনা হইয়া অতি দুঃখে পতিত হইয়াছি, অতি সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। আমার সখী, দাসী, মাতা, পিতা, বন্ধু, ভৃত্য, ভ্রাতা ও পুত্র কেহই নাই। অধিক কি, আমার দেহ পর্য্যন্ত নাই, আমার থাকিবার স্থান নাই, আশ্রয়দাতা কেহ নাই, এক স্থানে আমি অবস্থান করিতে পাই না, বনের শুষ্কপর্ণবৎ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। আমি বিপদের চরমসীমায় অবস্থান করিতেছি, সুদারুণ বিষয়ে আমি নিবিষ্ট হইয়াছি, আমি ইচ্ছা করি, আমার মৃত্যু হউক, কিন্তু তাহাও হয় না। ৬—১০। আমি মোহবশতঃ কাচবুদ্ধিতে হস্ত হইতে চিন্তামণি ত্যাগ করার ন্যায়, স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার মনই মোহাকুল হইয়া এই বিপদ্ উপস্থিত করিয়াছে, পশ্চাৎ ঐ বিপদ্ নানাবিধ অনর্থরূপে প্রকাশিত হইতেছে? হায়! আমার দুঃখের অবধি নাই, আমি কখন ধূমময় স্থানে অবস্থান করি, কখন পথিমধ্যে পতিত হইয়া বিমর্দ্দিত হই, কখন বা তৃণমধ্যে প্রোথিত হই। আমি এক্ষণে পরপ্রেরিত ও সতত পরসঞ্চারিত হইতেছি, আমি অতিশয় কাতরা হইয়াছি, আমি এক্ষণে অত্যন্ত পরাধীনা। আমি তুচ্ছ রক্তাস্বাদনবিষয়ে অভিলাষ করি, তাহাও আমার পরবেধন ব্যতীত অন্য কোন ফলে (আস্বাদনে) পরিণত হয় না! হায়! আমি এমনি মন্দভাগিনী যে, আমার দৌর্ভাগ্যের সীমা নাই। ১১—১৫। আমি তপস্যা করিয়া সর্ব্বনাশ করিলাম। আমি বেতালশান্তি করিতে গেলাম, কিন্তু তাহা না হইয়া সেই বেতালেরই পুনর্ব্বার আবির্ভাব হইল। আমি মূঢ়বুদ্ধিতে কেন বা সেই বিশালদেহ ত্যাগ করিলাম? আমার এইরূপ সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া তাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল! আমি এত সূক্ষ্ম হইয়াছি যে, পাংশুরাশি দ্বারা আবৃত হইয়া কীটদেহের অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইতেছি। আমাকে কে উদ্ধার করিবে? কে জানিতে পারিবে? পর্ব্বতোপরিবাসীদিগের নিকট যেমন গ্রাম ও মার্গের তৃণ উপগত হয় না, সেইরূপ গিরিবাসী বিবিক্তচিত্ত সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণের দৃষ্টিপথে কি মাদৃশ হতভাগ্য পতিত হইবে যে, তাঁহারা আমাকে উদ্ধার করিবেন? আমি মোহসমুদ্রে পতিত

আছি, আমার কিরূপে মঙ্গল হইবে? অন্ধ কি কখনও খদ্যোতের অনুসরণে আলোক পায়? ১৬—২০। অতএব আমাকে যে কতদিন এইরূপ বিপন্ন ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিপদ্‌রূপ-গর্ত্তে লুণ্ঠিত হইতে হইবে তাহা জানি না। আবার কবে আমি অঞ্জন-মহাশৈলের অনুরূপিণী অর্থাৎ তাহার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশাল-দেহধারিণী হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর স্তম্ভরূপে অবস্থান করত প্রাণিসংহারে প্রবৃত্ত হইব। আবার কবে আমি মেঘমালার ন্যায় দীর্ঘবাহুযুগলশালিনী, বিদ্যুতের ন্যায় নয়নদ্বয়শোভিনী, নীহারজালসম বসনে আবৃতা, গগনতলস্পর্শী কেশকলাপে ভূষিতা, লম্বমানস্তনী শ্যামা ও শরীরসঞ্চালন-সমীরণে লোলায়িতপয়োধরা হইয়া মেঘদর্শনে নৃত্যপরায়ণা শিখণ্ডিনীর ন্যায়, শোভমানা হইব। জ্যোৎস্নাবদাত হাসচ্ছটায় কবে আমি সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিব। কবেই বা কৃতান্তের ন্যায় সমুদয় জীবের গ্রাসে ব্যাপৃতা হইব। ২১—২৫। আমি আবার কবে কৃশানুর ন্যায় প্রজ্বলিত ও উদূখলের ন্যায় অন্তর্নিমগ্ন নেত্রদ্বয়ে সুশোভমানা হইয়া সূর্য্যবিম্বের ন্যায় মাল্যভার ধারণ করত এ পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতের শৃঙ্গে পাদবিক্ষেপপূর্ব্বক বিহার করিয়া বেড়াইব। কবে আমি সুবিশাল গর্ত্তের ন্যায় মনোহর সেই মহান্ উদর লাভ করিব, কবেই বা শারদীয় মেঘবৎ নির্ম্মল নখরপঙ্ক্তি লাভ করিব। কবে আমার মহারাক্ষসের হৃদয়বিদারণকারী হাস্য হইবে। কবে আমি স্বকীয় কটিদেশ বাদনপূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইব। কবে আমি কলসী কলসী বসা, মদ্য, মৃতপ্রাণীর মাংস ও অস্থিসমূহ অনবরত ভোজন করিয়া বিশাল উদরের পূর্ত্তি করিব। কবে আমি সদর্পে বৃহৎ প্রাণীর রুধির পান করিয়া উন্মত্ত ও আনন্দিত হইয়া পরে নিদ্রাবিষ্ট হইব। ২৬—৩০। আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষেই কুতপস্যানলে, অনলে সুবর্ণভস্মীকরণের ন্যায়, স্বকীয় বিশাল উজ্জ্বল দেহ ভস্ম করিয়া এই সূচীভাব গ্রহণ করিয়াছি।" আমার সেই অঞ্জন-শৈলসদৃশ দিঙ্মণ্ডলব্যাপী বিশাল দেহ কোথায়। আর দীর্ঘচরণ লূতার (মাকড়সার) খুরপ্রমাণ তৃণবৎ কোমল এই সূচীভাব বা কোথায়? (হায়! বিধিবিপর্য্যয়) যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্তিকাবোধে কনককেয়ূর পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমি সূচীত্ব লাভ করিয়া সেই উজ্জ্বল দেহ পরিত্যাগ করিলাম। হে বিন্ধ্যাচলের নীহারাচ্ছন্ন গুহাসন্নিভ মহোদর! হায়! এক্ষণে তুমি সিংহ, মৃগ ও হস্তিগণের বিনাশ করিতেছ না কেন! হায়! বাহুদ্বয়! তোমার ভয়ে অদ্রিশিখর ভগ্ন হইত, এক্ষণে তোমরা চন্দ্রাকার নখর দ্বারা চন্দ্রকে পুরোডাশ (পিষ্টক) ভ্রমে বিদীর্ণ করিতেছ না কেন? ৩১—৩৫। হে বৈদূর্য্যমণিময় গিরীন্দ্রতটসদৃশ সুন্দর মদীয় বক্ষঃস্থল। তুমি এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় যুবকরূপ সিংহাদি পরিবৃত রোমবন ধারণ করিতেছ না কেন? হে কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর অন্ধকাররূপ শুষ্ক কাষ্ঠের উদ্দীপক মদীয় লোচনযুগল। তোমরা এক্ষণে দৃষ্টিরূপ জ্বালাসমূহ দ্বারা দিক্‌মণ্ডলকে বিভূষিত করিতেছ না কেন? হা বন্ধো স্কন্ধ! তুমি কি আমাকর্ত্তৃক মহীতলে পরিত্যক্ত হইয়া কাল কর্ত্তৃক নিষ্পেষিত ও শিলাতলে ঘর্ষিত হওয়ায় বিনষ্ট হইলে? হে প্রলয়ানলদগ্ধ চন্দ্রবৎ মনোহর শ্যামবর্ণ মদীয় মুখচন্দ্র! তোমার রশ্মি আজ কোথায় গেল! হা বিপুলাকার হস্তদ্বয়! তোমরা অদ্য কোথায় গমন করিলে? আমি অদ্য অতিক্ষুদ্র মহাসূচী হইয়াছি; মক্ষিকার পদাগ্র সংস্পর্শে আমি চালিত হই, এত ক্ষুদ্র হইয়াছি। হে স্থূল বৃক্ষমূলসমন্বিত গহ্বরের ন্যায় বিশাল যোনিচ্ছিদ্রে সুশোভমান বিন্ধ্যাচল অপেক্ষা বিপুল নির্ম্মল নিতম্বমণ্ডল! তুমি এক্ষণে কোথায়? আমার সেই গগনপূরক মহান্ আকার কোথায় এবং এই তুচ্ছ নূতন সূচীদেহই বা কোথায়। আমার সেই দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালসম মুখগহ্বর কোথায় আর এই সূচীমুখই বা কোথায়! আমার সেই বহল মাংসভারগ্রাস কোথায় এবং এক্ষণে সূচীমুখ দ্বারা জলবিন্দুপান বা কোথায়! কি আশ্চর্য্য! আমি এত সূক্ষ্ম হইয়াছি! হায়! হায়! আমি নিজেই এই আত্মক্ষয়-নাটকের অভিনয় করিলাম।" ৩৬—৪২।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই সূচী এইরূপ আক্ষেপের পর ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া ভাবিল, "আমি পুনর্ব্বার দেহলাভের নিমিত্ত তপস্যা করিব।" এই চিন্তা করত সেই রাক্ষসী জীবহিংসা হইতে বিরত হইয়া সেই হিমালয়শিখরে গমনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিল। ঐ রাক্ষসী প্রথমে আত্মাতে মনঃকল্পিত সূচীত্বই অবলোকন করিল, পরে প্রাণবায়ুময়ী হইয়া ঐ সূচীভাবে প্রাণ ও মনের সংযোগ করিল, তখন আত্মাতে মনোময় সূচীত্ব অনুভব করিল এবং ঐ প্রাণবায়ুযুক্ত শরীরে হিমালয়-শিখরে গমন করিল। (অর্থাৎ আত্মা নিষ্ক্রিয় সূচীও ইন্দ্রিয়হীন, অতএব উহা দ্বারা ক্রিয়া অসম্ভব, সুতরাং রাক্ষসীর ঐ ভাবে হিমালয়শিখরে গমন অসম্ভব, এই কারণে এক্ষণে কল্পনাবলে সে স্বীয় সূচীদেহে জীবদেহ নিবেশপূর্ব্বক প্রাণ মন ভাবনা করিয়া ক্রিয়াশক্তি লাভ করিল ও হিমালয়শিখরে গমন করিল।) মহান্ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় দৃশ্যমানা ঐ রাক্ষসী সেই হিমালয়-শৃঙ্গের সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিত দাবানলদগ্ধ শুষ্ক ধূলিপূসরিত তৃণহীন বিস্তৃত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল, ঐ স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন মরুভূমিতে সহস্র তৃণাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। ১—৬। ঐ রাক্ষসী সূচীময়ী হইলেও কল্পনাবলে মনুষ্য-তপস্বীর ন্যায় দ্বিপদ ভাবনা করিয়া এক চরণে তপস্যা করিতে লাগিল। সে সূক্ষ্ম পাদাগ্র দ্বারা ভূরেণু বিদ্ধ করত যত্নপূর্ব্বক অগ্র, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্‌ভাগে প্রসৃত দৃষ্টি রোধপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। (যদিও চতুর্দ্দিকের দৃষ্টিরোধ করিয়া ঐরূপ ধূলির উপরে পাদাগ্রে থাকা যায় না তথাপি) ঐ রাক্ষসী কৃষ্ণবর্ণতা, হিংসাবৃত্তি নিবন্ধন তীক্ষ্ণতা ও বায়ুভোজনের অভ্যাসে স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, সেই স্থৈর্য্য গুণে ঐরূপ ভাবে পদনিক্ষেপ করত ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিতে সমর্থা হইল। একচরণে ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিতা ঐ সূচীরূপা রাক্ষসী ঠিক্ বনমধ্যে ক্ষুধাতুর জনগণের দূর হইতে দর্শনমানসে ঊর্দ্ধবদন তৃণাদির অগ্রভাগে পুচ্ছাগ্র দ্বারা অবস্থিত বায়ুজনিত স্পন্দশূন্য জলৌকার (জোঁকের) ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। ৭—১০। তাহার মুখবিবর হইতে নির্গত হইয়া ভাস্করদীধিতি (সূচীতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণ) সূচীর ন্যায় দৃষ্ট হওয়ায় বোধ হইল যেন, উহা তদীয় সহচরী হইয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিল। আত্মীয় ব্যক্তি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রতি লোকের স্নেহ থাকে; যে হেতু,

সূচীকিরণসংমিশ্র ভাস্করদীধিতি উহার সখী হইয়াছিল। সূচীভূতা সেই রাক্ষসীর স্বীয় ছায়াও অপরা তাপসী সখীর স্থায় হইয়াছিল। সেই সূচী আপনার স্থায় মলিনা ঐ ছায়াকে যেন পৃষ্ঠরক্ষিকা করিয়াছিল। ঐ সূচীমুখবিনির্গত সূর্য্যদীধিতি ছায়াসূচীতে গ্রথিত হইয়া তাহার নেত্রস্বরূপ হইল, ঐ সূত্রসম সূর্য্যদীধিতি ছায়াসূচী ও সূচী ইহারা সখীভাবে একত্র হইলে বোধ হইল যেন পরস্পর সূচীর স্থৈর্য্য-সাহায্যরূপ সাধু ব্যবহার করিতে লাগিল। ঐ সূচীর তপস্যা দেখিয়া সম্মুখস্থ বৃক্ষলতাদিরও সমৃদ্ধি হইল, ঐ মহাতপস্বিনী সূচীকে দেখিয়া কাহার না উৎকণ্ঠা হইল? ১১—১৫। ক্রমলতাদিগণ তপস্যা বিষয়ে স্বকীয় মনোবৃত্তির স্থায় উদ্গতা স্থিরবদ্ধপদা ঐ সূচীকে মুখনির্গত ভাস্কর রবে যেন বায়ুভক্ষণ করাইল। আরও বোধ হইল যেন, বৃক্ষলতাগণ বিকসিত বা অবিকসিত পুষ্পসমূহের পরাগ দেবতাকে না দিয়া অবশ্য দেয় বিবেচনায় ঐ সূচীর মুখে প্রদান করত উহার মুখ পরিপূর্ণ করিল। তপোবিঘ্নমানসে বাসবপ্রেরিত আমিষরজ বাতচালিত হইয়া ঐ সূচীর ছিদ্রমুখে প্রবেশ করিল ও ঐ সূচীভূতা রাক্ষসী তাহা গলাধঃকরণ করিল না, কারণ, তাহা তাহার অপবিত্র বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইল। ক্ষুদ্র ব্যক্তিও অন্তরে সারভাগ উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অসাবধান হয় না। রাক্ষসী মুখমধ্যগত পুষ্পপরাগ ভক্ষণ করিল না দেখিয়া ইন্দ্রপ্রেরিত পবন সুমেরু উন্মীলিত হইলে যেরূপ বিস্মিত হইতে হয়, তদপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইলেন। ১৬—২০। ঐ সূচী তপস্বিনী কখন মস্তক পর্য্যন্ত পঙ্কে আচ্ছন্ন, কখন জলপূর্ণা, কখন বাতবিধূনিতা কখন বনানলে দগ্ধ, কখন শিলাপাতে বিদীর্ণ-দেহা এবং বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জনে ক্ষুদ্ধা হইলেও বর্ষসহস্র ব্যাপিয়া দৃঢ় নিশ্চয়ে চরণাগ্র পর্য্যন্ত ভূলীন হইয়া তপস্যা করত নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিল। ঐ সূচী বহিঃস্পন্দ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বহুকাল তপস্যা করিল। অনন্তর সত্যজ্ঞানময় আত্মবিচার করিতে করিতে তাহার আত্মাতে জ্ঞানময় আত্মা আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই সূচী পরাবরদর্শিনী ও নির্ম্মলা হইল, তাহার সূচীভাব অপগত হইয়া যাওয়ায় পরম পবিত্র হইয়া উঠিল। ২১—২৫। তখন ঐ রাক্ষসী তপোবলে স্ববুদ্ধি দ্বারাই বেদ্যপদার্থের জ্ঞানলাভ করিল। তপস্যা দ্বারা তাহার পাপক্ষয় হওয়ায় সে সূচীদেহেই সুখানুভব করিতে লাগিল। সেই সূচী ঊর্দ্ধমুখী হইয়া এইরূপে সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিল। তাহার তপস্যায় চতুর্দ্দশ ভুবন ও ভূরাদি লোক সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। প্রলয়ানলের স্থায় ভীষণ তদীয় তপস্যায় সেই মহাগিরি প্রজ্বলিত হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন, জগৎ প্রজ্বলিত হইয়াছে। অনন্তর সুররাজ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার তপস্যায় এই জগৎ আক্রান্ত হইল?" নারদ সেই সূচীতপস্যা ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "সূচীভূতা কর্কটী রাক্ষসী সপ্তসহস্র বৎসর দীর্ঘ তপস্যা করিয়া বিজ্ঞান-দেহা হইয়াছে; তাহাতেই এই জগৎ প্রজ্বলিত হইয়াছে, নাগগণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, পর্ব্বতসমূহ বিকম্পিত হইতেছে, বিমানচারিগণ ভূতলে পতিত হইতেছে, সমুদ্র ও মেঘসমূহ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে এবং সূর্য্যদেব ও দিঙ্মণ্ডল মলিন হইতেছে। হে সুরেশ্বর! ঐ সমুদয় ভীষণ ব্যাপারের কারণ প্রলয়রুদ্রের সংহার—সূচীতপস্যা।" ২৬—৩১।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বাসব কর্কটীর ঐ সমুদয় তপোবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর! শিশিরে জড়তাপন্না মক্ষিকার স্থায় জড়স্বভাবা সেই কর্কটী তপোবলে সূচীত্ব ও পিশাচের স্থায় অদৃশ্যস্বভাব উপার্জ্জন করিয়া কি কি প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিল, তাহা আমাকে বলুন। নারদ কহিলেন,—হে শক্র! সেই কর্কটীর জীবসূচী পিশাচবৎ অদৃশ্যস্বভাবা হইলে কৃষ্ণবর্ণা লৌহময়ী সূচী তাহার আশ্রয় ও সম্বল হইল। তদবধিই সে আশ্রয়স্বরূপা লৌহসূচী পরিত্যাগ করিয়া আকাশগামী বায়ুরূপ রথে অবস্থান করত প্রাণিবর্গের দেহমধ্যে প্রাণবায়ুপথ দ্বারা প্রবেশ করিত। সেই রাক্ষসী পাপিগণের দেহস্থিত অন্ত্রসূত্র, স্নায়ু ও মেদপ্রভৃতির ছিদ্র দ্বারা দেহমধ্যে প্রবেশ করত পক্ষীর স্থায় গুপ্তভাবে অবস্থান করিত। ১—৫। জীবগণের যে নাড়ীতে রোগাশ্রয় বাহ্যবায়ু প্রবাহিত হয়, সেই বায়ুভরে সেই নাড়ীতে (শিরাতে) প্রবেশ করত অবস্থান করিত এবং কৈলাসপর্ব্বতস্থ বটবৃক্ষে যেমন শিবশূল প্রোথিত থাকে, সেইরূপ তত্তৎশিরায় শূলরোগ জন্মাইয়া দিত। ঐ সমুদয় প্রাণিগণের শরীরে ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা প্রবেশপূর্ব্বক উদরমধ্যস্থিত আহার্য্যজাত ও পরিশেষে তাহাদের মাংস পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া ফেলিত। প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলে শয়ানা, তাহাদের বক্ষঃস্থলের মর্দ্দনে বিমর্দ্দিতপত্র-রচনা ও বহু পুষ্পমাল্যে বিভূষিতা যুবতিগণের সহিত কখন কখন শয়ন করত সে তাহাদের প্রাণসংহার করিত। কখন কল্পবৃক্ষের পুষ্প অপেক্ষা দ্বিগুণ সৌরভশালী পদ্মপুষ্পশ্রেণীতে ভূষিত সুখকর অরণ্যপথে বিহঙ্গীর শরীরে প্রবেশ করিয়া বিহার করিয়া বেড়াইত। কখন দেবপর্ব্বত অর্থাৎ সুমেরু প্রভৃতির অরণ্যভাগে ভ্রমরীদেহে প্রবেশ করিয়া ভ্রমরের সহিত ক্রীড়া করত সুরভি মন্দারপুষ্পের মকরন্দ মধু পান করিত। ৬—১০। কখন বৃদ্ধ শকুনিশরীরে প্রবেশ করিয়া শবদেহ চর্ব্বণ করিত। কখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিশিত খড়্গধারায় বিলীন হইয়া বীরদেহ কর্ত্তন করিত। যেমন বায়ুলেখা সকল দিকেই যুগপৎ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ঐ সূচী সমুদয় প্রাণীর অঙ্গ ও নাড়ীতে যুগপৎ প্রবিষ্ট ও নির্গত হইত এবং কাচসমূহের ন্যায় স্বচ্ছ নভোমার্গে উড়িয়া বেড়াইত। বিরাড়াত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মার হৃদয়ে সমুদয় প্রাণবায়ুসমষ্টির স্পন্দ স্ফুরিত হয় এবং সমুদয় প্রাণীর শরীরে যেমন চিৎশক্তি স্ফুরিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক দেহরূপ গৃহে ঐ সূচী স্ফুরিত হইত। চিৎশক্তির প্রভায় প্রকাশিত হইয়া, স্বগৃহে দীপপ্রভায় আলোকপ্রাপ্ত গৃহাধিকারিণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। ঐ রাক্ষসী জলে দ্রবশক্তির স্থায়, জীবরূধিরে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রমধ্যে আবর্ত্তের স্থায় প্রাণিজঠরে বর্দ্ধিত হইত। ১১—১৫। ফণিরাজদেহে বিধুর স্থায় শুভ্র মেদের উপরি ঐ রাক্ষসী শয়ন করিত এবং পানস্থলে প্রাণীদিগের দেহগন্ধ অমৃতের স্থায় আস্বাদন করিত। সে প্রাণীর বলারোগ্যবিবর্দ্ধক তরু, গুল্ম ও ওষধি প্রভৃতির অত্যুগ্র রস ও নির্য্যাসাদি বায়ুরূপিণী হইয়া ভক্ষণ করিত এবং লোকহিংসা-মানসে অবশিষ্ট তদীয় রসাদি ব্যাধিরূপে পরিণত করিত। একদা সেই রাক্ষসী-সূচী "আমি জীবময়ী সূচী হইব" এইরূপ স্থিরসঙ্কল্পে তপস্বিনী হইয়া পরমপাবনী

পাপরহিতা চৈতন্যময়ী হইয়াছে। এই জীবসূচীই পূর্ব্বে অদৃশ্যভাবে বায়ুরূপ-তুরঙ্গে আরূঢা হইয়া লৌহসূচীর সাহায্যে বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে অবাধে গতায়াত করিত, এবং অসংখ্য প্রাণি-দেহে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে পান, ভোজন, দান, আহরণ, নৃত্য, গীত, বিলাস, শয়ন ও উপবেশনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিত। ১৬—২০। আকাশরূপিণী ঐ সূচী মন ও বায়ুদেহে যখন ছিল, তখন অদৃশ্যভাবে করে নাই, এমন কার্য্য নাই। ঐ সূচী সমুদয় প্রাণীর সংহারে সমর্থা হইলেও কেবল কতিপয় প্রাণীর রক্তাস্বাদে মত্ত হইয়া মদমত্তা করিণীর ন্যায় কতিপয় প্রাণীর আয়ুঃকাল-রূপ আলান (বন্ধনস্তম্ভ) ভগ্ন করিত। প্রাণিদেহবিক্ষোভকারিণী ঐ সূচী বহুল তরঙ্গাকুল প্রাণিদেহ-রূপ প্রত্যক্ষ নদীতে উন্মত্ত হইয়া মকরের ন্যায় সবেগে ভ্রমণ করিত। ঐ সূচী প্রভূত মেদ মাংস ভোজন করিতে সমর্থ হইত না বলিয়া, কখন কখন ভোজন-লোলুপ অথচ ভোজনাক্ষম, ধনাঢ্য বৃদ্ধ ও আতুরের ন্যায় রোদন করিত। রঙ্গস্থলে নর্ত্তকীর নর্ত্তনকালে তদীয় বলয়াদি ভূষণও যেমন নর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ঐ রাক্ষসী, যখন, ছাগ, উষ্ট্র, হস্তী, অশ্ব, সিংহ ও ব্যাঘ্রাদির শরীরে প্রবেশ করত আনন্দে নৃত্য করিত তখন ঐ ছাগাদি জন্তুগণও নর্ত্তিত হইত। ২১—২৫। ঐ রোগরূপা সূচী গন্ধকণার ন্যায়, বহির্বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া বায়ুর সহিত জনগণের অন্তরে প্রবেশ করিত। কোন কোন দেহে প্রবিষ্ট হইয়া মন্ত্র, ওষধি, তপস্যা, দান ও দেবার্চ্চনাদি দ্বারা তাড়িত হইলে তদ্দেহে অবস্থান করিতে না পারায় গিরিনদীর তুঙ্গতরঙ্গমালার-ন্যায় বেগে বহির্দ্দেশে ধাবিত হইত। তাহার পর তথা হইতে নির্গত হইয়া দীপপ্রভার ন্যায় অলক্ষ্যভাবে লৌহসূচীতে বিলীন হইত এবং জননী-সন্নিধানে অবস্থিত সন্তান যাদৃশ সুখানুভব করে, সেইরূপ সেই রাক্ষসী লৌহসূচীতে অবস্থান করত সুখ-বোধ করিত। সকলেই স্ব স্ব বাসনানুরূপ আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, রাক্ষসীও সূচীর আশ্রয় বাসনা করায় তাহাই লাভ করিয়াছিল। যেমন জড় ব্যক্তি সকল-দিক্ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বিপন্ন হইয়া পড়িলে স্বকীয় আশয়স্থলে উপস্থিত হয়, সেইরূপ ঐ রাক্ষসীর জীবসূচী কোন স্থানে প্রতিহত হইলে লৌহসূচীতে আসিয়া লীন হইত। ২৬—৩০। সেই রাক্ষসী এইরূপ স্বেচ্ছামত দশ-দিকে বিহার করিয়া কেবল মানসী তৃপ্তি লাভ করিত, কদাচ শারীরিক তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইত না (কারণ তাহার শরীর ছিল না)। গুণের আশ্রয় থাকিলেই গুণ থাকে নতুবা কিরূপে থাকিবে? শরীরজন্য তৃপ্তি শরীরের গুণ, শরীর না থাকিলে তাহা কিরূপে হইবে? অনন্তর একদিন প্রাক্তন-দেহ-জনিত তৃপ্তি স্মরণ করিয়া সেই রাক্ষসী দুঃখিত হইয়া সেই প্রাক্তন বিশাল-জঠরের সুখ ইচ্ছা করিল। অনন্তর রাক্ষসী "প্রাক্তন-দেহের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিব" এই চিন্তা করিয়া তপস্যার স্থান নির্ণয় করিল। তাহার পর কুলায়-বাসিনী বিহগী যেমন কুলায়ের বিবরে প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রাণবায়ুর পথ দ্বারা আকাশগামী কোন তরুণবয়স্ক গৃধ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ৩১—৩৫। অনন্তর ঐ সূচী দ্বারা আবিষ্ট গৃধ্র ঐ সূচীকর্ত্তৃক চালিত হইয়া ঐ সূচীরই অভিলষিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ গৃধ্র সূচীকে অন্তরে লইয়া বায়ুচালিত মেঘের ন্যায়, অন্তরস্থ ঐ সূচী দ্বারা চালিত হইয়া সূচীর অভিপ্রেত গিরিতে গমন করিল। যেমন যোগী-পুরুষ সর্ব্বসঙ্কল্পরহিত পরব্রহ্মে স্বীয় চৈতন্য অর্পণ করেন, (অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত স্বীয় আত্মচৈতন্য এক করেন) সেইরূপ ঐ গৃধ্র সেই পর্ব্বতের মধ্যে নির্জ্জন মহারণ্যে সেই সূচীকে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সেই সূচী সেই গিরিতে একচরণের একভাগ দ্বারা নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন, সেই গৃধ্র অদ্রিশিখরে এক দেবতাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিল। সেই সূচী গিরিশিখরে ঐরূপে ধূলিকাস্থিত পরমাণুর অগ্রে সূক্ষ্মতম চরণাগ্রমাত্র ন্যস্ত করিয়া ময়ূরের ন্যায় উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ৩৬—৪০। গৃধ্রস্থাপিত ঐ সূচী ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিল, জীবসূচী বিহগশরীর হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বায়ু হইতে সৌরভকণা যেমন ঘ্রাণবায়ুর অভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ জীবসূচী খগদেহ হইতে নির্গত হইয়া লৌহসূচীকে আশ্রয় করিলে লৌহসূচী তখন চেতনাবতী হইল। ভারবাহী যেমন স্বকীয় মস্তকের ভার নামাইলে সুস্থতা বোধ করে, তদ্রূপ গৃধ্র ঐ সূচী-ত্যাগ করিয়া নির্ব্যাধি-পুরুষের ন্যায় অন্তরে স্বাস্থ্য লাভ করত স্বকীয় আবাসে গমন করিল। অনুরূপ পদার্থেরই পরস্পর যোগ হইলে শোভা হইয়া থাকে, এই কারণেই সেই জীব-সূচী লৌহসূচীকেই তপস্যার সুদৃঢ় আধার কল্পনা করিয়াছে। যাহার মূর্ত্তি নাই, তাহার আধার ব্যতীত ক্রিয়াসিদ্ধি হয় না। এই কারণে ঐ জীবসূচী আধারস্থিত হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ৪১—৪৫। পিশাচী যেমন শিংশপাবৃক্ষ ব্যাপিয়া থাকে এবং প্রবল সমীরণ যেমন গন্ধকণা ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ জীবসূচী লৌহসূচী ব্যাপিয়া রহিয়াছে। হে শক্র! সেই অবধি এই সূচী সেই মহারণ্যমধ্যে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া ঘোর তপস্যা করিতেছে। হে কর্ত্তব্য-কোবিদ সুরপতে! আপনি এক্ষণে সেই সূচীকে বর-প্রদানার্থ যত্নবান্ হউন, কারণ তদীয় উগ্র তপস্যা এক্ষণে আপনার চির-সঞ্চিত লোকসমূহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বশিষ্ঠ কহিলেন, সুররাজ মহর্ষি নারদের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া সূচীকে দেখিবার নিমিত্ত বায়ুকে দশদিকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মারুত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তাহাকে (সূচীকে) দেখিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। পরে গগন-মার্গ অতিক্রম করিয়া ত্বরা-সহকারে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৬—৫০। পরম-ব্রহ্মজ্যোতিঃ যেমন অবাধে সর্ব্বগত হইয়া সমুদয় পদার্থকে স্বগোচর করে, সেইরূপ সেই মারুতের সংবিৎ (দিব্যদৃষ্টিরূপ জ্ঞান) একাংশেন দ্বারা ঝটিতি সর্ব্বস্থলব্যাপী হইয়া নির্ব্বাধে সমুদয় প্রত্যক্ষ করিল। মারুত দেখিলেন, পৃথিবীর সপ্তসমুদ্রের পরে লোকালোক পর্ব্বতরূপ মেখলায় মণ্ডিত, জলশূন্য বিপুল কাঞ্চনভূমি, তাহার পরে সমুদ্র-বলয়ে বেষ্টিত স্বাদুসলিলা মণিময় ভূমি ও দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরাল-যুক্ত পুষ্কর-দ্বীপমণ্ডল, তাহার মধ্যে গিরিমণ্ডল, তাহার পর মদিরা-সমুদ্রে বেষ্টিত জলচর-প্রাণিসঙ্কুল নানাপদার্থপূর্ণ গোমেদকদ্বীপ। তাহার পরে ইক্ষুসমুদ্রে পরিবৃত বিশৃঙ্খলভাবে পর্ব্বতসমাকীর্ণ ক্রৌঞ্চদ্বীপভূভাগ। ৫১—৫৫। তাহার পরে চতুঃপার্শ্বে মুক্তা-বলয়াকারে ক্ষীরসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, মধ্যে নায়কশোভিত (নায়ক—অধিপতি, মুক্তাবলয় পক্ষে মধ্যমণি) প্রাণিগণের বিভাগ-সমন্বিত শ্বেতদ্বীপমণ্ডল। তাহার পরে ঘৃতসমুদ্রে বেষ্টিত, মধ্যে নানাবিধ নগর ও মন্দিরে সুশোভিত কুশদ্বীপ, উহার স্থানে স্থানে মহা-শৈল বিদ্যমান। তৎপরে দধিসমুদ্রে বেষ্টিত, মধ্যে জনসমূহ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত শাকদ্বীপভূভাগ। তাহার পরে লবণ-সমুদ্রে বেষ্টিত জম্বুদ্বীপ, তন্মধ্যে কুলপর্ব্বতবেষ্টিত মহান্ সুমেরু পর্ব্বত, তন্মধ্যে বহু

লোকালয় বিদ্যমান। সেই আনলসংবিৎ বায়ুমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া যুগপৎ ঐ সমুদয় প্রত্যক্ষ করিল। বায়ু ঐরূপে ক্রমে সেই ভূভাগে (জম্বুদ্বীপে) অবতীর্ণ হইলেন। ৫৯—৬০। অনন্তর জম্বুদ্বীপ অবলোকন করতঃ যেস্থানে সূচী তপস্যা করিতেছে, সেই হিমাদ্রিশিখরে গমন করিলেন। তৎপরে বায়ু হিমালয়ের বিশাল-শৃঙ্গের উপরিভাগে দ্বিতীয় আকাশের ন্যায় বিস্তৃত প্রাণীদিগের ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত বিশাল অরণ্যস্থলী প্রাপ্ত হইলেন। সেই অরণ্যস্থলী সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া তথায় তৃণাদি উৎপন্ন হয় না, ঐ অরণ্যস্থলী কেবল মরুবিস্তার সংসাররচনার ন্যায় রজোময়ী (ধূলিময়ী) সংসারপক্ষে রজোগুণের বিকার স্বরূপা)। ঐ বনস্থলীতে মরীচিকা নদীর ন্যায় সমুদ্র পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তথায় ইন্দ্রধনুর ন্যায় শতশত মরীচিকানদী বিদ্যমান। লোকপালগণও উহার মধ্যবর্ত্তী অনন্ত স্থানসমূহ দেখিয়া তাহার ইয়ত্তা করিয়া উঠিতে পারেন না। দুইপার্শ্বে প্রবলবাত্যাবেগে কুণ্ডলাকারে ধূলিপটল উত্থিত হইতেছে। ঐ বনস্থলী সূর্য্যকিরণরূপ কুঙ্কুমে লিপ্ত, চন্দ্রকিরণরূপ চন্দনে চর্চ্চিত, সতত বায়ুবেগে শব্দিত হওয়ায় বোধ হয় যেন ঐ বনস্থলী, কান্তালিঙ্গন জন্য হূৎকারধ্বনিকারিণী গগনরূপ নায়কের নায়িকা। ঐ বিশাল গিরিস্থলী যেন ভ্রমরনীল (ভ্রমরের ন্যায় নীলবর্ণ) গগনের অঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে (চতুর্দ্দিক্ শূন্য বলিয়া ঐরূপ বোধ হইতেছে)। অনন্তর দিঙ্মণ্ডলব্যাপী বিশাল দেহে সেই পবন, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও সমগ্র ভূপীঠ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ঐ গিরিস্থলীতে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৬১—৬৭।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পবন তথায় অবস্থান করত দেখিলেন, সেই গিরির ঊর্দ্ধশৃঙ্গে মহাবনভূমিতে সূচী ঊর্দ্ধমুখে তপস্যা করিতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, সেই শৃঙ্গের মধ্যবর্ত্তী শিখা। ঐ সূচী একপাদে অবস্থান করত তপস্যা করিতেছে, উগ্র রবি-তাপে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন বহুদিন অনশনে তাহার উদর-ত্বক্ শুষ্ক পিণ্ডাকার হইয়া গিয়াছে। এক একবার আস্য-বিস্তারপূর্ব্বক আতপ ও অনিল গ্রহণ করিয়া যেন উদরে রাখিবার স্থান হইতেছে না বলিয়া পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিতেছে। সূর্য্যকিরণে উহার দেহ শুষ্ক ও অরণ্য-সমীরণে জীর্ণপ্রায় হইয়া গিয়াছে, ঐ সূচী স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতেছে না, নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছে ও চন্দ্ররশ্মিতে স্নান করিয়া লইতেছে। অগ্রেই অণুপ্রমাণ কিঞ্চিন্মাত্র রজ উহার মস্তক-দেশ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে অন্য রজ আর স্থান পাইতেছে না, ইহাতে বোধ হইতেছে যেন, সূচী সেই পূর্ব্বরজ পাইয়া তাহাতে কৃতার্থ হইয়া অন্য রজকে আর স্থান দিতেছে না। ১—৫। ঐ শূন্য অরণ্যমধ্যে সূচীর আকার দেখিলে বোধ হয়, যেন উহা সূচী নহে, তবে ঐ অরণ্যস্থলী অন্য অরণ্যকে স্ববৈভব প্রদান করিয়া, তপস্যা দ্বারা ঐ সূচীরূপ চূড়া লাভ করিয়াছে। কিংবা জটাজূট লাভ করিয়াছে। পবনদেব সূচীকে তদবস্থ দেখিয়া বিস্ময়াকুলচিত্তে বহুক্ষণ অবলোকন করিতে লাগিলেন; অনন্তর প্রণাম করিয়া ভয়ে ভয়ে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঐ পবন তদীয় তেজ দ্বারা নির্জ্জিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, এই মহাতপস্বিনী সূচী কি নিমিত্ত তপস্যা করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কেবল "উঃ! ভগবতী মহাসূচীর কি অপূর্ব্ব তপস্যা!" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গগনতলে উত্থিত হইলেন। তাহার পর পবন ক্রমে মেঘপথ, বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধ লোকে গমন করিলেন, সিদ্ধ-লোক হইতে সূর্য্যপথ অতিক্রম করিয়া বিমানপথের ঊর্দ্ধে উঠিয়া ইন্দ্রভবনে উপস্থিত হইলেন। পুরন্দর সূচীদর্শনে পবিত্র ঐ পবনদেবকে দর্শন করিয়াই আলিঙ্গনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বায়ু সুরগণবেষ্টিত দেবরাজের সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেবরাজ! আমি সমুদয় দেখিয়া আসিলাম, শ্রবণ করুন। জম্বুদ্বীপে হিমালয় নামে অতি উচ্চ এক মহাগিরি আছে, ভগবান্ শশি-শেখর সেই মহাগিরির সাক্ষাৎ জামাতা। তাহার উত্তরদিক্স্থিত মহাশৃঙ্গের পৃষ্ঠে, পরম রূপবতী তপস্বিনী সূচী কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছেন। তাঁহার তপস্যা বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, তিনি বায়ুভক্ষণও ত্যাগ করিবার জন্য স্বকীয় উদরবিবর পিণ্ডাকার করিয়া লৌহের-ন্যায় ঘন করিয়াছেন। বায়ুভক্ষণও যাহাতে নিবারিত হয়, এই অভিপ্রায়েই বোধ হয়, ঐ সূচী অতি সূক্ষ্ম-ছিদ্র-বিশিষ্ট মুখকুহর বিকসিত করিয়া তাহাতে অনুপ্রমাণ ধূলি-নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ১—১৫। হে দেব! তদীয় তীব্র তপস্যায়, এক্ষণে হিমাচল শৈত্যভাব পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিময় লৌহ-পিণ্ডের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া দুঃসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হে সুরপতে, গাত্রোত্থান করুন, আমরা সকলে তাহাকে বর দিবার নিমিত্ত পিতামহের নিকট যাই, নচেৎ তদীয় কঠোর তপস্যা অনর্থ-কর হইবে জানিবেন। এই প্রকার বায়ুকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া বাসব, দেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং প্রভু পিতামহের নিকট উক্ত বিষয় প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রের প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিলেন যে, "আমি সূচীকে বরদিবার নিমিত্ত হিমাচল-শিখরে গমন করিতেছি", তাহার পর ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলেন। ১৬—২০। এদিকে সূচী সপ্তসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া, অতিপবিত্রা হইল। তদীয় তপস্তাপে অমরমন্দির পর্য্যন্ত তাপিত হইল। সূচীর মুখবিবরগত অর্ককিরণ (চতুর্দ্দিকে) প্রসারিত হওয়ায়, বোধ হইল যেন, সেই সূচী মুখপ্রবিষ্ট ঐ সূর্য্যকিরণরূপ দৃষ্টি দ্বারা চিত্তগত তপস্যাসঙ্কল্পিত বস্তু অবলোকন করিতেছে। ঐ সূচীর ছায়া রাত্রিকালে সূচীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইত কেন? ইহার কারণ বোধ হয় যে, ঐ সূচীর স্থৈর্য্যগুণে পরাজিত হইয়া সুমেরু-পর্ব্বত লজ্জায় নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে কিনা, ইহা দেখিবার নিমিত্ত সন্ধ্যাকালে সূচী-ছায়া দীর্ঘ হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্বে দেখিতে যাইয়া রাত্রি অতিবাহিত করিত। মধ্যাহ্নকালে ছায়া সূচীতে নিলীন হইয়া যাইত, এই কারণে দৃশ্য হইত না, কিন্তু, আমার বোধ হয়, সূচী ঐ সময়ে মধ্যাহ্নতাপভয়ে বায়ুমধ্যে নিলীন হইয়া থাকিত। প্রাতঃকালে ছায়া আসিয়া ঐ সূচীর প্রতি গৌরবেই যেন তাহাকে দূর হইতে দেখিত। মধ্যাহ্নকালেও সেই ছায়া সূচীকে দেখিত বটে, কিন্তু তৎকালে তীব্রতাপ-ভয়ে তদীয় অঙ্গে নিমগ্ন হইয়া পড়িত। লোক বিপদে পড়িলে গুরুজনের সম্মান করিতে বিস্মৃত হইয়া যায়। ২১—২৫। লৌহসূচী, ছায়াসূচী ও তাপসূচীর অন্তরালস্থিত ত্রিকোণস্থল তপস্যা দ্বারা বারাণসীধামের ন্যায়, বরণা

ও গঙ্গা এই ত্রিতয়ের মধ্যস্থিত স্থানের স্থায় অতি পবিত্র হইয়াছিল। মূর্ত্তিহীনা শ্যামা শুক্লা এই ত্রিবর্ণ সূচীরূপ নদী দ্বারা পরিখায়িত ত্রিকোণ-স্থান দিয়া যে বায়ু বা ধূলিপটল গতায়াত করিত তাহারাও পরম মুক্তি লাভ করিত। হে রাঘব! এতদিনের পর অদ্য সূচী স্বয়ং প্রত্যগাত্ম-বিচার করিয়া পরম-কারণ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়াছে। উহার উক্ত সাক্ষাৎকার সম্পাদনে অন্ত কেহ গুরু ছিল না, আত্মবিচারেই সে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল, কারণ আপনিই আত্মবিচার করিতে পারিলে অন্যগুরুর প্রয়োজন হয় না, সুকৃত আত্মবিচারই পরম-গুরু। ২৬—২৮।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ, কহিলেন—অনন্তর আর এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে পিতামহ সেই সূচীর নিকট আগমন করিয়া গগনতল হইতে কহিলেন "বৎসে, বর গ্রহণ কর"। সূচী কেবলমাত্র জীব-কলায় অবস্থিত, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, একারণে সে ব্রহ্মাকে কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেবল চিন্তা করিতে লাগিল, "আমি পূর্ণস্বরূপা হইয়াছি, আমার সন্দেহ এক্ষণে অপগত হইয়াছে আমি বর লইয়া কি করিব? আমি শান্তা ও নির্ব্বাণপদ প্রাপ্তা হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আত্মসুখে অবস্থান করিতেছি। নিখিল-জ্ঞাতব্য বিষয় আমার জানা হইয়াছে, আমার সমগ্র সন্দেহজালও গিয়াছে, আমার বিবেক এক্ষণে বিকাসপ্রাপ্ত, এক্ষণে আমার অন্য বিষয়ে প্রয়োজন কি? আমি এইস্থানে যেরূপে অবস্থান করিতেছি সেইরূপেই থাকিব। আমি সত্য (পরমার্থ) স্বরূপা, সেই সত্যকলা (পরমার্থ-স্বরূপতা) পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপর বিষয়ে আমার কি লাভ?। ১—৫। যেমন মূঢ়বুদ্ধি বালিকা স্বসঙ্কল্পদৃষ্ট বেতালের দ্বারা আবিষ্ট হয়, আমি সেইরূপ এতাবৎকাল অবিবেকাক্রান্তা ছিলাম। এক্ষণে আমার স্ববিবেকবলে ঐ অবিবেক নিবৃত্ত হইয়াছে, এক্ষণে আমার ঈপ্সিত অনীপ্সিত কোন বিষয়েই প্রয়োজন নাই। এইরূপ নিশ্চয়-যুক্তা কর্ম্মেন্দ্রিয়বিহীনা সেই সূচীকে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতা দেখিয়া কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতার নিয়ামক ঈশ্বরসঙ্কল্পের সহচর সেই পিতামহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রসন্নবুদ্ধি ব্রহ্মা বীতরাগা ঐ সূচীকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "পুত্রি, তুমি বর গ্রহণ কর এক্ষণে কিছুকাল ভূমণ্ডলে ভোগবৃত্তি চরিতার্থ কর, তাহার পর নির্ব্বাণ-পদপ্রাপ্ত হইবে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সকলের অনিবার্য্য নিয়তিরই নিশ্চয় জানিবে। ৬—১০। হে উত্তমে! এই তপস্যায় তোমার সঙ্কল্প সফল হউক। তুমি পুনর্ব্বার হিমালয়ের কাননে বিশাল রাক্ষসী-দেহ ধারণ কর। হে পুত্রি! তুমি যে দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়াছ, বীজের অন্তর্গত অঙ্কুরের বিশাল বৃক্ষতা-প্রাপ্তির ন্যায় সেই বিশাল-দেহ প্রাপ্ত হইবে, তুমি এক্ষণে বীজ-স্বরূপা হইয়া আছ, জলসেকে অঙ্কুর হইতে লতার ন্যায়, তোমার এই সূচীদেহ হইতে বাসনাবলে সেই দেহ উৎপন্ন হইবে। তুমি এক্ষণে বিদিতবেদ্য, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছ, এজন্য কাহারও বাধা উৎপাদন করিবে না, শারদীয় মেঘমালার ন্যায় অন্তর্নির্ম্মলা ও কেবল স্পন্দবতী হইয়া থাকিবে। তুমি সর্ব্বাত্মধ্যান-রূপিণী হইয়া অবিশ্রান্ত ধ্যানে নিরত হইবে এবং ব্যবহারাত্মক ধ্যান-ধারণার আধার-স্বরূপা হইয়া বায়ুস্বভাবের ন্যায় কেবল দেহ-পরিস্পন্দে বিলাস করিবে; হে পুত্রি! যদি কখন বাহ্যরূপিণী অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হও, তাহা হইলে রাক্ষসোচিত অশাস্ত্রীয় হিংসাদি হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিয়া কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য ন্যায়ানুসারে জীব-হিংসা করিবে। ১১—১৫। জীবন্মুক্ততানিবন্ধন লোকসমাজে তোমার অন্যায়বৃত্তির বিরোধিনী স্বকীয় বিবেকের রক্ষণকর্ত্রী ন্যায়বৃত্তি থাকিবেই"। ব্রহ্মা সূচীকে এইরূপ বর দিয়া গগনতলে গমন করিলেন। পরে সূচী চিন্তা করিতে লাগিল "ব্রহ্মা যাহা বলিলেন, আমার তাহাই হউক, ক্ষতি কি? কমলোদ্ভব ব্রহ্মার বাক্য বিফল করিবার আমার প্রয়োজন কি?" এই ভাবিয়া সূচী মনে মনে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইল, প্রথমে প্রাদেশপ্রমাণ হইল, পরে হস্তপ্রমাণ, তাহার পর দুইবাহু-প্রমাণ, তাহার পর বৃক্ষশাখা-প্রমাণ, তাহার পর মেঘমালা-প্রমাণ হইল। এইরূপে সেই সূচী নিমেষমধ্যে সঙ্কল্পকল্পিত বৃক্ষের বীজ অঙ্কুরাদির ন্যায় ক্রমে বিশাল দেহ প্রাপ্ত হইল। ১৬—২০। সেই দেহে পূর্ব্বতন ইন্দ্রিয়সমূহ ও তৎশক্তি অবিকল উদ্ভূত হইল, সঙ্গলবৃক্ষের পুষ্পের ন্যায় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদয়ও অবিকল আবির্ভূত হইল। ২১।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন অতিসূক্ষ্ম মেঘখণ্ডই বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে বিশালতা-ভাব ধারণ করে, তদ্রূপ সেই সূক্ষ্মসূচী পুনর্ব্বার বিকটাকৃতি কর্কটী-রাক্ষসীর দেহ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে রাক্ষসী তথাত্মসাক্ষাৎকার-নিবন্ধন প্রাক্তন বিশাল রাক্ষসভাব ভুজঙ্গনির্ম্মোকবৎ পরিত্যাগ করিল। রাক্ষসী পদ্মাসনবন্ধনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শুদ্ধ সম্বিদ্ অবলম্বনে ধ্যান-পরায়ণা হইয়া সেই হিমালয়শৃঙ্গেই গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর জলদনিনাদে শিখণ্ডিনী যেমন কামোন্মত্ত হয়, সেইরূপ সেই সূচী ছয় মাসের পর উক্ত সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইল। তখন সে বহির্ব্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্ষুধাক্লেশ অনুভব করিতে লাগিল। যতদিন দেহ থাকে ততদিনই ক্ষুধাদি-স্বভাব নিবৃত্ত হয় না। ১—৫। রাক্ষসী ক্ষুধাতুরা হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'আমি এক্ষণে কি গ্রাস করি, অন্যায়ে ত আমি জীবভক্ষণ করিতে পারিব না। যাহা আর্য্যজন-বিগর্হিত ও অন্যায়ে উপার্জ্জিত তাহা ভক্ষণ করা অপেক্ষা, দেহীদিগের মৃত্যুও ভাল বিবেচনা করি। যদি ন্যায়ানুসারে গ্রাস উপার্জ্জন না করিতে পারিয়া দেহত্যাগ করি, তাহা হইলে কোন অন্যায় হয় না, অন্যায়ে উপার্জ্জিত খাদ্য ভক্ষণ করিলে তাহা বিষে পরিণত হয়। যাহা লোকসম্মত ন্যায়-উপার্জ্জিত নহে, তাহা ভক্ষণ করিয়া কি হইবে? ফলতঃ আমার জীবন বা মরণে কোনই ইষ্টানিষ্ট নাই। আমি কে? আমি যে মনোমাত্র ছিলাম ঐ মন, দেহ প্রভৃতিও ভ্রমমাত্র, আত্মজ্ঞান লাভ লইলে ঐ ভ্রম ত কিছুই থাকে না, তখন আবার জীবনমরণ-ভ্রম কোথায়? অর্থাৎ সমস্তই অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।' ৬—১০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাক্ষসী এই ভাবিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। ইত্যবসরে পবনদেব রাক্ষসীর রাক্ষসভাব-ত্যাগ দেখিয়া আকাশ হইতে তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন,—"হে কর্কটি! তুমি যাও, মূঢ় ব্যক্তিগণকে সত্বর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা

প্রবোধিত কর, মূঢ় ব্যক্তির উদ্ধার করাই মহত্তের কার্য্য। তোমাকর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইবে না, সে আপনার বিনাশার্থ ই উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সে-ই তোমার যথার্থ ভক্ষ্য হইবে, তুমি তাহাকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবে।" কজ্জললিপ্ত অচলের ন্যায় দর্শনীয়া কর্কটী ঐ বাক্য শ্রবণকরিয়া উত্তর করিল, "আপনার নিকট আমি অনুগৃহীত হইলাম" এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত-শিখর হইতে অবতরণ করিল। ঝটিতি পর্ব্বতের অধিত্যকা হইতে উপত্যকায় গমন করিল, তথায় গিয়া হিমাচলের পার্শ্ববর্ত্তী এক ক্ষুদ্রপর্ব্বতে কিরাতনগরে প্রবেশ করিল। ১১—১৫। সেই কিরাতনগরে যথেষ্ট অন্ন, পশু, মনুষ্য, শষ্প, ওষধি, মাংস, মূল, পানীয়, কীট, পক্ষী প্রভৃতি তাহার খাদ্য বিদ্যমান। ঐ কিরাতনগর যে পর্ব্বতে ছিল, ঐ পর্ব্বত হিমাচলের পাদদেশে অবস্থিত। রাক্ষসী যখন তথায় গমন করে, তখন ঘোর-তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি, অন্ধকারে সমস্ত পথ একেবারে অদৃশ্য হইয়াছিল। ১৬।১৭।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—যে সময় কর্কটী কিরাত-জনপদে উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রি; মুষ্টিগ্রাহ্য ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন গগনমণ্ডল চন্দ্রশূন্য, কেবল নীলবর্ণ মেঘমালায় আবৃত, স্থানে স্থানে তমালবনে অতিগাঢ় অন্ধকার। দেখিলে বোধ হয় যেন রজনীর নেত্র-কজ্জল চতুর্দ্দিকে প্রলিপ্ত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে লতাসমূহের বন, দেখিলে অনুমান হয়, রজনীও তথায় অন্ধকার বলিয়া মন্থরভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। নগরমধ্যে প্রত্যেক গৃহচত্বরে দীপমালা সঞ্চারিত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে নবযৌবনা অভিসারিকা কামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। গবাক্ষবিবর হইতে দীপালোক বাহিরে নির্গত হইয়া অন্ধকারমধ্যে অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিল, অন্ধকারবাহুল্যে প্রদীপালোক মন্দীভূত হইল। ঐ কৃষ্ণা বিভাবরী যেন কর্কটীর বয়স্যা; ঐ সময়ে রজনীতে স্থানে স্থানে পিশাচী নৃত্য করিতেছে এবং বেতালগণ উন্মত্ত হইয়া নরকঙ্কাল আহরণ করিতেছে। রজনী যেন উহাদিগকে নিবারণ করিতে না পারায় কাষ্ঠবৎ মৌনাবলম্বন করিয়া (নিস্তব্ধভাবে) অবস্থান করিতেছে। ১—৫। মৃগাদি জীবনিবহ প্রসুপ্ত হওয়ায় এবং ঘন-নীহারের পাত হইতে থাকায় রজনীর অপূর্ব্ব শোভা হইল, মন্দ মন্দ সমীরণসঞ্চারে হিমশীকর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। তথাকার সরোবর মণ্ডূকনিকরে পরিব্যাপ্ত, বটবৃক্ষ বায়সগণে পরিপূর্ণ, তৎকালে অন্তঃপুরমধ্যে রমণকালে দম্পতীর সমালাপ শ্রুত হইতে লাগিল। জঙ্গলসমুদয় প্রলয়ানলবৎ দাবানলে জ্বলিতে আরম্ভ করিল। ক্ষেত্রপ্রদেশে জলসেকে আর্দ্র পরিপক্ব শস্যশ্রেণী শোভা-বিস্তার করিতেছে। দেখা গেল, নভোমণ্ডলে নক্ষত্রবৃন্দ যেন স্পন্দিত হইয়া বিভক্ত হইয়াছে। বনভূমিতে মারুতসঞ্চারে দ্রুমরাজি হইতে পুষ্প ও ফলসমূহ পতিত হইতেছে। বৃক্ষকোটরে পেচকধ্বনি শ্রবণ করিয়া বায়সগণ নিঃশব্দভাবে অবস্থিতি করিতেছে, (পেচক ও কাকের পরস্পর শত্রুতা আছে। রাত্রিকালে পেচকের দর্শনশক্তি-লাভে বলাধিক্য হয়, তখন কাক পেচককে ভয় করে, দিবাভাগে পেচক অন্ধ হওয়ায় কাকের নিকট সে ভয় করে) কোন কোন গৃহস্থ তস্করাক্রান্ত হইয়া ভয়ে চীৎকার করিতেছে। ৬—১০। বনভূমি ঈষৎ নিস্তব্ধ, নগরবাসিগণ সকলে নিদ্রিত, সুতরাং নগর একেবারে নিস্তব্ধ। অরণ্যে বায়ু সঞ্চারিত হইতেছে, কুলায়ে বিহগগণ নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছে। পর্ব্বতগুহায় সিংহগণ সুপ্ত, কুঞ্জমধ্যে হরিণগণ নিদ্রিত, আকাশে হিমবিন্দুপাত হইতেছে, অরণ্য-ভূমি মৌনভাবে অবস্থিত। ঐ রজনী কজ্জল-জলধরের মধ্যভাগের ন্যায় শ্যামল; তৎকালে কাচশৈলের সহিত ঐ রজনীর উপমা দেওয়া যাইতে পারে, ঐ রজনীর অন্ধকার পঙ্কপিণ্ডের ন্যায় গাঢ়, যেন খড্গ দ্বারা ছেদ্য। প্রলয়ানলে বিক্ষুব্ধ হইলে অঞ্জন-পর্ব্বতের যেমন শোভা হয় এবং প্রলয়কালে জগৎ একার্ণব হইয়া গেলে পঙ্কাবৃত পর্ব্বতের মধ্যভাগে যেমন শোভা হয়, ঐ রজনী সেইরূপে গাঢ়-অন্ধকারে অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ রাত্রি দগ্ধকাষ্ঠের কোটরের ন্যায় শ্যামলা, গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় সুন্দর, অজ্ঞান-নিদ্রার ন্যায় নিবিড়া ও ভৃঙ্গপৃষ্ঠের ন্যায় অমলচ্ছবি। ১১—১৫। ঐ ভীষণ রজনীতে কিরাত-নগরের সুধীরাত্মা কোন এক বিক্রম নামে নরপতি সুপ্তনাগর নগর হইতে মন্ত্রি-সমভিব্যাহারে নির্গত হইয়া তস্করাদিবধার্থ বিষম অটবীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই কর্কটী সেই অন্ধকার-রাত্রিতে বেতালদর্শনোন্মুখ অস্ত্রধারী ধীর ঐ রাজা ও ঐ মন্ত্রীকে অটবীমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিল। অনন্তর কর্কটী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি আজ ভাগ্যবলে ভক্ষ্য লাভ করিলাম, এই দুইজন অনাত্মজ্ঞ ও মূঢ়, ইহাদের দেহধারণ কেবল ভারস্বরূপ। মূঢ় ব্যক্তি কেবল ইহলোকে আত্মনাশের নিমিত্ত ও পরলোকে দুঃখভোগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে। ঐ মূঢ়কে আমার যত্নপূর্ব্বক বিনাশ করিতে হইবে, কারণ অনর্থককে রক্ষার ফল নাই। ১৬—২০। যখন মূঢ়ব্যক্তি স্বকীয় আত্মদর্শনে অসমর্থ, তখন তাহার জীবন মরণ একই কথা, বরং উহার মৃত্যুতে অভ্যুদয় আছে, কারণ তাহাতে আর পাপার্জ্জন করিতে হয় না, জীবিত থাকিলে কেবল পাপার্জ্জনই করিবে। সৃষ্টির প্রাক্‌কালেই পদ্মযোনি নিয়ম করিয়াছেন যে, মূঢ় ব্যক্তিই হিংস্রগণের ভোজ্য হইবে, আত্মদর্শী মহাপুরুষ নহে। এই দুইজন অদ্য আমার ভোজ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে আমার ভোজন করিতেই হইবে। অভাগ্য-ব্যক্তিই নির্দ্দোষ-সামগ্রী আসিলে তাহার উপেক্ষা করে। কিন্তু যদি ইহারা গুণযুক্ত মহাশয় (আত্মদর্শী) হয়, তাহা হইলে ইহাদের বধ করা আমার উচিত হইবে না। অতএব অগ্রে আমি ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখি, যদি তাদৃশ গুণশালী হয়, তাহা হইলে ভক্ষণ করিব না; কারণ আমি কখনই গুণবানের হিংসা করি না। ২১—২৫। যে ব্যক্তি অকৃত্রিম সুখ, কীর্ত্তি ও আয়ুঃ বাঞ্ছা করেন তাঁহার সমুদয় অভিমতবস্তু প্রদান করিয়াও গুণবান্ ব্যক্তিগণের পূজা করা উচিত। যদি আমার দেহ নষ্ট হয়, তাহাও ভাল কিন্তু কদাচ গুণান্বিত ব্যক্তিকে ভোজন করিব না, কারণ সাধুগণ স্বকীয় জীবন অপেক্ষাও চিত্ত-সুখকর হন। জীবন দিয়াও গুণী ব্যক্তির পরিপালন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, গুণবানের সহবাসরূপ ঔষধিতে মৃত্যুও মিত্র হইয়া থাকেন। যখন আমি রাক্ষসী হইয়াও গুণবানের রক্ষা করিতে উদ্যত, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি সেই গুণীকে হৃদয়ে অমলহারের ন্যায় সযত্নে ধারণ করিবে না?

উদারগুণশালী যে সাধুগণ এই ভূমণ্ডলে বিহার করেন, সেই ধরাতলচন্দ্র-সাধুগণের সংসর্গে এই ধরাতল অতিশীতল হয়। ২৬—৩০। গুণী ব্যক্তিকে তিরস্কার করাই মৃত্যু এবং তাঁহার সংবাসে থাকাই জীবন-ধারণ, এই ভূমণ্ডলে জীবিত থাকিয়া গুণি-সহবাস দ্বারাই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রভৃতি ফল লাভ করা যায়। অতএব আমি এই পদ্মলোচন পুরুষ-দ্বয়কে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া ইহাদের কতদূর জ্ঞান তাহা পরীক্ষা করি। প্রথমে ইহারা গুণী কি অগুণী, তাহা বিচার করিয়া দেখি পরে যদি গুণশালী হয় ভালই, নচেৎ ইহাদিগকে যথাযথ দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। যদি আমা অপেক্ষা অধিকতরগুণশালী হয়, তাহা হইলে আর বধ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ৩১—৩৩।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর রাক্ষসকুলকাননের মঞ্জরীস্বরূপা সেই রাক্ষসী, অন্ধকার রাত্রিতে মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যেমন গর্জ্জনের পর মেঘ হইতে কবকা ও অশনিপাত হইলে শব্দ হয় তদ্রূপ ঐ রাক্ষসী গম্ভীর গর্জ্জনের পর হুঙ্কার করত অতি কর্কশভাবে বলিতে লাগিল, 'ওহে মহামায়ান্ধকার-স্বরূপ শিলাকোটরের কীটদ্বয়। তোমরা কে? এই ঘোর অটবী-স্থঃ। আকাশের শশী ও ভাস্কর স্বরূপ হইয়া আসিয়াছ, তোমরা মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বা দুর্ব্বুদ্ধি, তোমরা মদীয় গ্রাসপথে আসিয়া মরণ প্রাপ্ত হইলে কি? রাজা উত্তর করিলেন—ওহে ভূত। তুমি কে? তুমি কোথায় থাক? তোমার দেহ দেখাও? ভ্রমরীধ্বনিসদৃশ তোমার ঐ বাক্য মাত্রে কে ভীত হয়? ১—৫। অর্থিগণ অর্থোপরি নিঃস্বরং মহাবেগে পতিত হইয়া থাকে, তুমি ক্রোধাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া স্বকীয় সামর্থ্য দেখাও। হে সুব্রতে। তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ বল আমি তাহা প্রদান করিতেছি, সক্রোধগর্জ্জনে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ কেন? তুমি কি ভীত হইয়াছ? স্বীয় মায়াবলে শরীর কল্পনা করিয়া আমার সম্মুখে গর্জ্জন কর। ধীসম্ভ্রান্তদিগের আত্মক্ষয় ব্যতীত কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। রাজা এই কহিলে রাক্ষসী চিন্তা করিল, 'ইহারা উত্তম বলিয়াছে।" তাহার পর রাক্ষসী আত্ম-প্রকাশের নিমিত্ত অধীরা হইয়া ভীষণ নিনাদ ও হাস্য করিতে লাগিল। ক্ষণকালমধ্যেই রাজা ও মন্ত্রী সম্মুখে দেখিলেন,—বিকটাকৃতি এক রাক্ষসী অট্টহাস্যের ঘনপ্রভাপুঞ্জে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করত বিকটরবে দশদিক্ পূর্ণ করিয়াছে। ৬—১০। তদীয় বিশাল দেহ যেন প্রলয়-জলধরের অশনি দ্বারা নিষ্পিষ্ট অদ্রিতট, রাক্ষসী স্বকীয় নেত্রদ্বয়রূপ বিদ্যুৎ ও দন্তবলয়রূপ বলাকা দ্বারা অম্বরতল সমুজ্জ্বল করিল। রাক্ষসী যেন সেই ভীষণ অন্ধকারস্বরূপ একার্ণবের মধ্যে বাড়বা-নলের জ্বালা, তদীয় কৃষ্ণবর্ণ গ্রীবা অতিস্থূল। ঐ রাক্ষসী ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। উহার দন্তঘর্ষণের কড় কড় নিনাদে নিশাচরগণ ভয়ে হাহা ধ্বনি করত মরিয়া যাইতে লাগিল। ঐ রাক্ষসী যেন দ্যাবাপৃথিবীর কজ্জলস্তম্ভরূপে আবির্ভূত হইল। ঊর্দ্ধকেশী শিরালাঙ্গী কপিলাক্ষী অন্ধকারময়ী ঐ রাক্ষসী যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচগণেরও অনর্থ ও ভয়ের হেতু হইয়া উঠিল। উহার নিশ্বাস-বায়ু যখন নাসিকা দ্বারা দেহরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, তখন উহার একটা বিকট ভাঙ্কার (ভাং ভাং ইত্যাকার) ধ্বনি হইতে লাগিল। উহার মস্তকে মুষল, উদূখল, অঙ্গার, হল, শূর্প, শেখর (শিরোভূষণ) রূপে অবস্থিত। ১১—১৫। যেন প্রলয়কালের বৈদূর্য্যমণি-পর্ব্বতের শিখর-স্থলী উদ্ভূত হইল, উহার বিকট হাস্যে দানবগণ মৃতপ্রায় হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন রাক্ষসী কালরাত্রিস্বরূপে উদিত হইয়াছে। শারদীয় সাভ্রগগনাটবী যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যেন মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষীয়া নিবিড়া রজনী সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যেন রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে ভূপৃষ্ঠে উপস্থিত হইয়াছে। উহার অসিতবর্ণ স্তনদ্বয় ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলবর্ণ এবং লম্বমান মেঘদ্বয়ের সহিত উপমিত এবং উদূখলাদি হারসমূহে ভূষিত, উহার বিশালদেহ অঙ্গার কাষ্ঠের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অঙ্গারের সমান বর্ণশালী। উহার বৃক্ষসদৃশ বিশাল শিরাল ভুজলতাদ্বয় নিষ্পন্দভাবে শোভমান সেই মহাবীর-দ্বয় তাদৃশ আকার দর্শন করিয়াও সেইরূপ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলেন, বিবেকশালী চিত্ত সত্য বা মিথ্যা কিছুতেই বিমুগ্ধ হয় না। অনন্তর মন্ত্রী কহিলেন, 'হে মহারাক্ষসি। তুমি যদি মহাত্মা হও তাহা হইলে তোমার ঈদৃশ সংরম্ভ (কোপ) কেন?। লঘু ব্যক্তিরাই সামান্য কার্য্যে অতি সম্ভ্রমশালী হয়। তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর, তোমার এরূপ আড়ম্বর শোভা পায় না, বুদ্ধিমানেরা ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াই কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধন করিয়া থাকেন। হে অবলে। তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র মশক আমাদের ধৈর্য্যরূপ বাত্যায় শুষ্ক-তৃণপর্ণের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। প্রাজ্ঞব্যক্তি ক্রোধরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া সমতানির্ম্মল বুদ্ধি ও প্রাজ্ঞোচিত যুক্তি দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকেন। ১৬—২৪। সমুচিত ব্যবহারে কার্য্যসিদ্ধি হউক বা না হউক, তথাপি এই সামগুণাবলম্বন মহা-নির্বৃতি-সিদ্ধ, কদাচ ভ্রান্তজনোচিত সংরম্ভ অবলম্বন করা বিধেয় নহে। তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ, তোমার অভিমত বিষয় প্রকাশ করিয়া বল স্বপ্নেও কখন আমাদের নিকট অর্থী বিমুখ হইয়া যায় নাই'। মন্ত্রী এইরূপ বলিলে সেই রাক্ষসী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এই পুরুষ-সিংহদ্বয়ের বিমল আচার ও ধৈর্য্য অতি অদ্ভুত। আমার বোধ হয়, ইঁহারা সামান্য লোক নহেন; কি চমৎকার। ইঁহাদের আলাপ ও মুখ দর্শনেই মনোগত ভাব ব্যক্ত হইতেছে। যেমন বিভিন্ন নদীসমূহের জলরাশি পরস্পর মিলিত হইলে এক হইয়া যায়, সেইরূপ বাক্য, মুখ ও নয়ন দ্বারা ধীমান-গণের পরস্পর মনোগত ভাব একীভূত হইয়া থাকে। (অর্থাৎ এক বলিয়া বোধ হয়)। ২৫—৩০। ইঁহারা আমার মনোগত ভাব প্রায় অবগত হইয়াছেন, আমিও ইঁহাদের মনোগতভাব বুঝিয়াছি, ইঁহারা আমার বধ্য নহেন, স্বয়ংই ইঁহারা অনশ্বর, কারণ আমি বোধ করি, ইহারা আত্মজ্ঞ হইবেন। আত্মজ্ঞানব্যতীত কদাচ অন্য উপায়ে নিশ্চয়ই জন্মমৃত্যুপ্রাপ্তি অবগত হয় না, সুতরাং মরণেও এইরূপ নির্ভীকতা হয় না। অতএব এক্ষণে আমি ইঁহাদিগকে আমার মনোগত সন্দেহের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করি। যাহারা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা না করে তাহারা নরাধম। রাক্ষসী এইরূপ চিন্তা করিয়া অকাল-প্রলয়ের ন্যায় বিকট হাস্যরব সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'হে অনঘ ধীর নরদ্বয়। তোমরা কে? আমাকে বল, তোমাদের প্রতি আমার সৌহার্দ্দ উদিত হইতেছে, কারণ নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি-

গণের দর্শন মাত্রেই মিত্রতা হইয়া থাকে।' ৩১—৩৫। মন্ত্রী উত্তর করিলেন, 'ইনি, কিরাতদিগের রাজা, আমি ইহাঁর মন্ত্রী, আমরা এই রাত্রিতে তোমার ন্যায় দুষ্ট জনগণের নিগ্রহার্থ উদ্যত হইয়াছি। দিবারাত্র দুষ্ট-প্রাণিগণের নিগ্রহ করাই রাজার ধর্ম্ম, যাহারা স্বধর্ম্ম-ত্যাগী, তাহাদের অনলের ইন্ধন-স্বরূপ হইয়া বিনষ্ট হওয়া উচিত।" রাক্ষসী কহিল, "রাজন! তুমি কুমন্ত্রিবেষ্টিত, যাহার মন্ত্রী নিন্দনীয় সে কখনই রাজা হইতে পারে না। মন্ত্রী সৎ হইবে এবং সেই সৎ মন্ত্রী যাহার সহায় সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। রাজা বিবেচনাপূর্ব্বক সুমন্ত্রী সংগ্রহ করিলেন, তবে রাজা ও তদীয় প্রজাগণ আর্য্যভাব ধারণ করিবে। এই জগতে যত প্রকার গুণ আছে, তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানই সর্ব্বোত্তম, রাজার সেই জ্ঞান থাকা উচিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞ ও মন্ত্রবিৎ হইবেন। ৩৬—৪০। প্রভুত্ব ও সমদর্শিতা আত্মবিদ্যার লব্ধ হইয়া থাকে; যে সেই আত্মবিদ্যা অবগত নহে, সে কখনই মন্ত্রী বা রাজা হইতে পারে না। যদি তোমরা সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সাধু হইয়া থাক, তবে তোমাদের মঙ্গল, নতুবা তোমরা কেবল প্রজাবর্গের অনর্থপ্রদ বলিয়া আমি তোমাদিগকে ভক্ষণ করিব। তবে এক উপায়ে আমার নিকট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পার, যদি সদ্‌যুক্তিযুক্ত উত্তর দ্বারা আমার এই প্রশ্নরূপ পিঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় আমার প্রীতিবর্দ্ধন করিতে পার। হে রাজন! মদীয় প্রশ্নগুলির উত্তর কর, কিংবা হে মন্ত্রিন! তুমিই উত্তর কর, আমি ঐ প্রশ্নোত্তরেরই প্রার্থিনী। সত্বর আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। তুমি আমার প্রার্থনাপূরণ করিবে অঙ্গীকারও করিয়াছ, অতএব জানিও অঙ্গীকৃত বিষয় প্রদান না করিলে কে না আপনার অনর্থই উৎপাদন করে? ৪১—৪৪।"

অষ্টসপ্ততিতমসর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাক্ষসীর ঐ কথার পর রাজা উহাকে প্রশ্ন কহিতে বলিলেন, রাক্ষসী বলিতে আরম্ভ করিল। হে রাঘব! সেই প্রশ্নগুলি শ্রবণ কর। রাক্ষসী কহিতে লাগিল, "এক অথচ অনেক-সংখ্যক এমন কোন অণুর (যাহার অপেক্ষা আর সূক্ষ্ম নাই), মধ্যে এই লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রমধ্যে জলবুদ্‌বুদবৎ লীন হয়? কোন্ বস্তু আকাশ অথচ আকাশ নহে? কোন্ বস্তু কিঞ্চিৎ? অথচ কিঞ্চিৎ নহে? তুমি কিরূপে অহন্ত্বান প্রাপ্ত হইয়াছ? অথচ আমি ইত্যাকার আত্মবোধ করিতেছ অর্থাৎ তুমি কে? আমিই বা কে? কে গমন করে অথচ গমন করে না? কে অবস্থান করে, অথচ অবস্থান করে না? কে চেতন হইলেও পাষাণ অর্থাৎ অচেতন? চিদাকাশে কে বিচিত্রচিত্র নির্ম্মাণ করে? বহ্নিস্বধর্ম্মী হইয়াও কে অদাহক? হে রাজন্! কোন্ অবহ্নি হইতে নিরন্তর বহ্নি উৎপন্ন হইতেছে?। ১—৫ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও তারাস্বরূপ না হইলেও কে প্রকাশক ও অবিনশ্বর? নেত্রলভ্য নহে এমন কোন্ বস্তু হইতে প্রকাশ প্রবর্ত্তিত হয়? জন্মান্ধ ইন্দ্রিয়বিহীন লতা, গুল্ম ও অঙ্কুরাদি ও অন্যান্য বস্তু সকলের উত্তম আলোক কি? আকাশাদির জনক কে? সত্তার সত্তা কে প্রদান করে? এই জগদ্রত্নের কোশ কি? এই জগৎ কোন্ মণির কোশ? কোন্ অণু তমোরূপী হইয়াও প্রকাশ হয়? কোন্ অণুর সত্তা ও অসত্তা? কোন্ অণু দূরে থাকিয়াও অদূরে অবস্থিত? কোন্ অণু মহাগিরি? কে নিমেষ হইয়াও কল্প? কে কল্প হইয়াও নিমেষ? কোন্ প্রত্যক্ষ অসদ্রূপ? কোন্ চেতন অচেতন?। ৬—১০। কে বায়ু হইয়াও বায়ু নহে? কে শব্দ হইয়াও শব্দ নহে? কে সমুদয় অথচ কিছুই নহে? কে আমি অথচ আমি নহি?। কোন্ বস্তু বহুযত্নলভ্য হয়? সে বস্তু কিছুই নহে অথচ পূর্ণ এবং দুর্লভ। কোন ব্যক্তি স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়াও আত্মা হারাইয়াছে? কোন্ অণু স্বমধ্যে মেরু অধিক কি ত্রিভুবন পর্য্যন্ত তৃণ করিয়াছে? কোন্ বস্তু অণু হইয়াও শতযোজনব্যাপী? কোন্ বস্তু অণু হইলেও শতযোজনপরিমিত হয় না? কাহার দর্শন মাত্রেই বালকের ন্যায় এই জগৎ নর্ত্তিত হয়? কোন্ অণুর মধ্যে পর্ব্বতসমূহ অবস্থিত?। ১১—১৫। কোন্ অণু অণুত্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় স্থূলাকৃতি? কেশাগ্রের শতভাগের একভাগ-স্বরূপ কোন্ অণু বিশাল পর্ব্বতের সমান? কোন অণু প্রকাশ ও অন্ধকার উভয়েরই প্রদীপবৎ প্রকাশকারী? সমগ্র জ্ঞান কোন্ অণুর মধ্যে অবস্থিত? কোন্ অণু মাধুর্য্যাদিরসবিহীন হইলেও অনবরত অতিস্বাদু হয়? কোন্ অণু সর্ব্বত্যাগী হইলেও সকলকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে? কোন অণু আত্মার আচ্ছাদনে অশক্ত হইয়াও জগৎ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে? প্রলয়ে তিরোহিত হইলেও জগৎ, কোন্ অণু হইতে পুনঃ উৎপন্ন হইয়া পুনর্জীবিত হয়? কোন্ অণু অবয়ব-শূন্য হইলেও সহস্রকরলোচন? কোন অণু মহৎ কল্পস্বরূপ? অধিক কি শতকোটিকল্পস্বরূপ? ১৬—২০। বৃক্ষে বীজাবস্থিতির ন্যায় কোন্ অণুতে জগৎসমূহ অবস্থিত? সমুদয় বীজ সকল সৃষ্টিকালে জগৎরূপে প্রকাশিত হইলেও কোন্ অণুতে সর্ব্বদাই অনুদিত, এই কল্প বীজের ন্যায় কোন নিমেষের মধ্যে অবস্থিত? কে কারক-সমূহের ব্যাপার প্রবর্ত্তন না করিলেও কারক হয়? নেত্রহীন কোন দ্রষ্টা দৃশ্যসম্পাদন নিমিত্ত স্বকীয় আত্মাকে দর্শন করিয়া ঐ আত্মাকে দৃশ্যরূপে দর্শন করে?। কে আবার, (জ্ঞানবলে) দৃশ্যসম্পাদন না করিবার অভিপ্রায়ে দৃশ্যবিহীন করিয়া অখণ্ডিত আত্মাকে দর্শন করত পুনরাবর্ত্তী (বাহ্য) দৃশ্য দেখিতে পায় না? কোন্ ব্যক্তি আত্মাকে দর্শন ও দৃশ্যরূপে প্রকাশিত করে? কোন্ ব্যক্তি সুবর্ণে কটকাদি আরোপের ন্যায় দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই তিন প্রকারে আত্মাকে আরোপিত করে?। ২১—২৫। জল হইতে তরঙ্গবৎ কোন বস্তু হইতে কিছুই পৃথক্ নহে? কাহার ইচ্ছায় জলে তরঙ্গভাবের ন্যায় এই সমুদয় পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে? দিক্-কালাদিরূপে অনবচ্ছিন্ন অসৎ (অতুলতা-নিবন্ধন) হইলেও সৎ এমন কোন্ বস্তু হইতে এই দ্বৈত দৃশ্য জলের দ্রবত্বধর্ম্মবৎ অপৃথক্? কোন ব্যক্তি আত্মা, দর্শন, দৃশ্য এই জগত্রয়কে সৎ ও অসৎ-রূপে বীজের ন্যায় অন্তরে ধারণ করত অবস্থিত এবং কে ত্রিকাল-গামী?। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ অবস্থিত সেইরূপ নিত্যই একরূপ কাহার মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই জগৎসমূহরূপ বিশালভ্রান্তি অবস্থিত? কোন্ ব্যক্তি অনুদিতস্বভাব এবং স্বকীয় এককপতা ত্যাগ না করিলেও বীজ যেমন বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয় ও বৃক্ষ যেমন বীজরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ (এই জগৎরূপে) উদিত হয়?। ২৬—৩০। হে রাজন্! যাহার নিকট মৃণালসূত্র মহামেরু বলিয়া প্রতীত হয় অর্থাৎ মৃণাল-তন্তু অপেক্ষা অতিসূক্ষ্মতম কোন্ বস্তুর

অভ্যন্তরে এই কোটি কোটি মেরু ও মন্দর অবস্থিত আছে। কে এই অনেক চিন্ময় বিশ্ব বিস্তার করিয়াছে? তোমাতেই বা কি সার-পদার্থ আছে যে, এইরূপ সাতিশয় স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছ, প্রজাপালন করিতেছ ও বধ্য বধ করিতেছ? তুমি কাহার দর্শনে নির্ম্মল-দৃষ্টি লাভ করিতেছ না, অথবা সর্ব্বদাই স্বকীয় শান্তি লাভ করিয়া সর্ব্বদাই সেই নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ হইতেছ?, স্বাত্মাকার বুদ্ধিরূপ চন্দ্রের আবরণ-স্বরূপ এই মদীয় সংশয়গুলি শীঘ্র দূর কর, যে সংশয়-চ্ছেদ না করিতে পারে, সে কখনই পণ্ডিতপদবাচ্য হয় না। হে সুবুদ্ধি রাজন্! অথবা মন্ত্রিন্! যদি তোমরা আমার এই ক্রমোক্ত সংশয় গুলি দূর করিতে না পার, তাহা হইলে ক্ষণকালমধ্যে তোমরা রাক্ষসের জঠরানলের কাষ্ঠ হইবে। তাহার পর বিশালোদরী আমি ত্বদীয় সমগ্র জনপদমণ্ডলী গ্রাস করিয়া ফেলিব। যদি প্রশ্নোত্তর করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সুরাজত্ব প্রতিপন্ন হইবে। মূঢ় অর্থাৎ আত্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অতিশয় ভোগাভিলাষ সংক্ষয়ের হেতু হইয়া থাকে। ৩১—৩৫। সেই রাক্ষসী এইরূপ জলদগম্ভীর নিনাদে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া অতি বিকটাকৃতি হইলেও নির্ম্মল শারদ-মেঘমালার ন্যায় মৌন-ভাব ধারণ করিল। ৩৬।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই মহারণ্যে মহানিশাকালে মহা-রাক্ষসীর ঐ প্রশ্ন শুনিয়া মন্ত্রিবর প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। হে জলদসন্নিভে! সিংহ যেমন হস্তীর দেহ ভেদ করে, সেইরূপ আমি তোমার ঐ ক্রমোক্ত প্রশ্নাবলী ভেদ করিতেছি, অর্থাৎ উত্তর করিতেছি শ্রবণ কর। হে কমললোচনে! তোমার বাক্য-ভঙ্গীতে বুঝিলাম, তুমি পরমাত্মার কথাই জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা ত প্রশ্নবিদের বোধযোগ্য (দুর্কোধ্য ত নহে)। অন্তঃকরণেও অগম্য ও অনাখ্যেয় বলিয়া চিন্মাত্র আত্মাণু আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ঐ চিৎরূপ পরমাণুর মধ্যে, বীজমধ্যে বৃক্ষস্থিতির ন্যায় এই জগৎ-কখন সৎ ও কখন অসৎরূপে স্ফুরিত হয়। —৫। এই জগৎ প্রপঞ্চে সর্ব্বময় আত্মাই সৎ, এ প্রপঞ্চও সর্ব্বময় আত্মস্বরূপে অনুভূত হয় বলিয়া সত্তাধারণ করিয়াছে। বাহ্য-শূন্য বলিয়া উহা আকাশ, চিৎস্বরূপতানিবন্ধন উহা অনাকাশ। অতীন্দ্রিয় বলিয়া উহা কিছুই নহে, উহাকেই অনন্ত-অণু বলা যায়। সেই আত্মা সর্ব্বাত্মক এই হেতু যখন তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, তখন তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ যাহা কিছু সমুদয় সেই আত্মাই, অপর কিছুই থাকে না। ঐ চিদণু এক হইয়াও অনেকসংখ্য বোধ হয়, তাহা কেবল চিদণুর প্রতিভামাত্র, বাস্তবিক নহে। সুবর্ণের কটকাদিস্বরূপে প্রতীতিবৎ ঐ অনেকতা আরোপমাত্র, বাস্তবিক কটকাদি একমাত্র সুবর্ণই, তদ্রূপ উঁহাও একই। এই অণুপরমাকাশ, সূক্ষ্ম বলিয়া উহা লক্ষ্য হয় না, উহা সর্ব্বস্বরূপ হইলেও মনোরূপ ষষ্ঠ-ইন্দ্রি-য়েরও অতীত (অগম্য)। সর্ব্বাত্মক বলিয়া উহা কদাচ শূন্য হয় না। তথাপি নাই বলিয়া উহার অপলাপ করা যায় না, কারণ, আছে কিংবা নাই ইহা যিনি বলেন বা বোধ করেন তিনিও সেই আত্মা। ৬—১০। কোন প্রকার যুক্তি দ্বারাই ঐ সৎপদার্থের (আত্মার) অসত্তা প্রতিপাদিত হইতে পারে না,. কর্পূর যেমন পেটিকায় আবৃত (ঢাকা) থাকিলে গন্ধদ্বারা উহার প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ প্রত্যক্-রূপে আচ্ছন্ন থাকিলেও ঐ সর্ব্বময় আত্মা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকেন। সেই চিন্মাত্র অণুই মনোরূপে অবস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ হয়, মনঃপরিচ্ছিন্নরূপ বলিয়া উহা সর্ব্ব, যখন উহা মনঃপরিচ্ছিন্ন হয় না, তখন কিঞ্চিৎ (কিছুই) হয় না, কেবল নির্ম্মলই থাকে। সেই অণুই এক হইলেও সকল ভূতে আত্মারূপে অনুভূত হয়, সুতরাং অনেক, সেই অণুই এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, জগ-ত্রয়ের কোশও তিনি। সেই অণু চিত্তরূপ ধারণ করত মহাসাগরের ন্যায়, বিকারী হইলে তাহাতে জলের আবর্ত্তের ন্যায়, চিত্তবিকল্প-রূপ এই ত্রিজগৎতরঙ্গ উদ্ভূত হইয়া থাকে। সেই অণু চিত্ত-ইন্দ্রিয়া-দির অলভ্য বলিয়া শূন্যস্বরূপ, স্বসম্বেদন-লভ্য বলিয়া আকাশরূপী হইলেও অশূন্য। ১১—১৫। 'তুমি,' 'আমি' ইত্যাদি-প্রকার ভেদ দ্বৈতভানে সমুদিত হইয়া থাকে, অদ্বৈতভানে ঐ সমুদয় ভেদ কিছুই থাকে না, তখন সেই একমাত্র বৃহদাকার জ্ঞানময় আত্মাই প্রতিভাত হন। জ্ঞানবলে 'তুমি', 'আমি' ইত্যাদি-প্রকার ভেদ দূর করিতে পারিলে, কেবল আত্মাই সর্ব্ব হইয়া প্রকটিত হয়েন। ঐ অণু (পরমাত্মা) গমন না করিলেও যোজন-সমূহ-ব্যাপী হইয়া গমনশীল হন। স্বপ্নকল্পনাবৎ এই যোজনসমূহ ঐ অণুর অন্তরে স্থিত বলিয়া বোধ হয়। দেশ ও কালের সত্তাস্বরূপ আকাশ-কোশের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ঐ অণু গমন করিলেও গমন করেন না, প্রাপ্ত হইলেও প্রাপ্ত হয়েন না। যাহা গম্য অর্থাৎ গমনস্থান তাহা ঐ অণুর অন্তরে অবস্থিত, সুতরাং সে অণু আবার কোথায় যাইবে? স্তন-মধ্যস্থিত (ক্রোড়গত) সন্তানকে মাতা কি অন্যত্র দর্শন করিয়া থাকেন?। ১৬—২০। যাহার অন্তরস্থ মহাপ্রদেশ সকলের গম্য, সর্ব্বকর্ত্তার অন্তঃস্থিত, সেই অক্ষয় অণু কিরূপে কোথায় গমন করিবে? যেমন আবৃত-মুখ ঘট-স্থানান্তরে লইয়া গেলে সেই ঘটাকাশের কোথাও গমন বা স্থানান্তর-হইতে আগমন কিছুই হয় না, তদ্রূপ আত্মারও কোথাও গতাগতি নাই। যখন ঐ অণুতে চেতনের চেতনত্ব ও জড়ের জড়ত্ব উভয়ই অনুভূত হয়, তখন ঐ অণু চেতন ও পাষাণ (জড়) উভয়ই হইতে পারে। হে নিশাচরি! আরও দেখ, চেতন ও পাষাণ উভয়ই যখন ঐ চিন্ময়াকার একমাত্র আত্মারই সত্তা, তখন তিনি চেতন হইলেও পাষাণ হইতে পারেন। সেই চিন্মাত্র পরমাত্মা আদ্যন্তবিহীন, তিনি এই পরমাকাশে যথার্থ নির্ম্মিত না হইলেও বিচিত্র জগত্রয়-রূপ চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ২১—২৫। বহ্নির সত্তাও সেই আত্ম-সংবিত্তিতে অনুভূত হয়, (অর্থাৎ ঐ আত্মাতেই বহ্নিত্ব) সুতরাং তিনি সর্ব্বগামী হইলেও বহ্নিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, অথচ তিনি অদাহক বহ্নি ও জগৎসমূহের প্রকাশক। যে নির্ম্মল-গগনে সূর্য্য জ্বলিত হইতেছেন, সেই নির্ম্মল-গগন হইতেই চৈতন্যময় আত্মা প্রকটিত হইতেছেন, সুতরাং তিনি অগ্নি হইতে পারেন। সেই চৈতন্যরূপী, আত্মা চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রকাশক ও অবিনাশী, ঐ আত্মপ্রভা মহাপ্রলয়ের জলদা-বরণেও হত হয় না। ঐ আত্মা চক্ষুর অগোচর জগদ্রূপ গৃহের দীপ-স্বরূপ, সমুদয় বস্তুর সত্তাপ্রদ এবং অনন্ত পরম-প্রকাশ, এই ইন্দ্রিয়াতীত আত্মাণু হইতেই আলোক প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ২৬—৩০। যিনি লতা, গুল্ম, অঙ্কুর ও অপরাপর অতীন্দ্রিয় বস্তুর পোষণ করেন, সেই অনুভবাত্মক পরমাত্মা, লতা গুল্মাদিরও উত্তম

আলোক। কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা, এই সমস্ত চৈতন্তে অবস্থিত ও বিজ্ঞাত, সুতরাং চৈতন্তই স্বামী, কর্তা, পিতা ও ভোক্তা। যে হেতু সমস্তই আত্মা, সেইহেতু ঐ গগনাদি সমগ্র-জগতের স্বাভাবিক অস্তিত্বের কারণ। সেইরূপ পরমাত্মরূপ অণু, স্বীয় অণুত্ব পরিত্যাগ না করিয়াই জগৎ-রত্নের কৌটিকাবৎ হইয়া আছেন। জগৎরূপ সম্পুটে থাকিয়া আত্মা প্রতীতির বিষয় হন বলিয়া এই জগৎ সেই পরমাত্মস্বরূপ মণির এবং পরমাত্মরূপ মণি এই জগতের (কোশস্বরূপ)। তিনি পরমসূক্ষ্ম বলিয়া অতীব দুর্জ্ঞেয়, পরমাত্মা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া তমঃ এবং চিন্মাত্র বলিয়া প্রকাশ। সম্বিৎরূপী বলিয়া, তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। এবং যে হেতু তিনি অতীন্দ্রিয়, সেই হেতু তাঁহার সত্তার উপলব্ধি হয় না। ৩১—৩৫। তিনিই দূরে ও নিকটে অবস্থান করেন অতীন্দ্রিয় বলিয়া তিনি দূরে এবং চিদ্রূপ বলিয়া অতিসমীপে অর্থাৎ হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি অণু হইয়াও সর্ব্বসম্বেদনতা হেতু মহাশৈলস্বরূপ। সকলেই তাঁহাকে 'অহং' অর্থাৎ আমি ইত্যাকার স্থানে অগ্রবর্ত্তিরূপে মহাশৈলের তুল্য স্মরণ করে। এই প্রকাশমান জগৎ তাঁহারই সম্বিত্তি অর্থাৎ জ্ঞান, অতএব তাহারই মধ্যে সুমেরু প্রভৃতির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়, যেহেতু পরম-সূক্ষ্ম আত্মচৈতন্তের একাংশে মেরুমন্দরাদির অস্তিত্বের অনুভব হয়, সেই হেতু পরমসূক্ষ্ম পরমাত্মা অণু হইয়াও মহামেরু বলিয়া গণ্য। তিনি যখন নিমেষরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি নিমেষ। যখন কল্পরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন কল্প। যেমন মনোমধ্যে কোটিযোজনবিস্তৃত মহাপুর দৃষ্ট হয়, তেমনি মনোমধ্যেই কল্পব্যাপিনী কালক্রিয়ার বিলাসও নিমেষরূপে অনুভূত হয়। যেমন ক্ষুদ্র মুকুরমধ্যে মহানগর প্রতিভাসিত হয়, তেমনি, নিমেষমধ্যেও কল্প সমুদিত বা প্রভাসিত হয়। ৩৬—৪০। নিমেষ, কল্প, পর্ব্বত, নগর সমস্তই যখন দুর্বোধ্য-স্বভাবচৈতন্তের মধ্যস্থ, তখন আর দ্বৈতই বা কি? অদ্বৈতই বা কি? সমস্তই ভ্রান্তি-বিলাস। মনে উদিত হইলে সত্যও অসত্য এবং অসত্যও সত্য হয়। অতএব কল্পও নিমেষ হয়, নিমেষও কল্পরূপে প্রতিভাসিত হয়, ইহার উদাহরণ স্বপ্ন। ফলতঃ কাল কষ্ট-দশায় সুদীর্ঘ ও সুখ-দশায় অত্যল্প বলিয়া অনুভূত হয়। তাহার উদাহরণ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রি দ্বাদশবর্ষের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিল। সুতরাং বোঝা উচিত যে নিমেষ, কল্প, দূর ও অদূর এ সকল বাস্তবিক নাই, সমস্ত চিদাত্মক অণুর প্রতিভাস মাত্র। সুবর্ণে হার-কেয়ূরাদির ন্যায় ঐ সকল সেই সত্যাত্মায় বিরাজিত। ৪১—৪৫। যেরূপ চিৎ ও দেহ পরস্পর অভিন্ন, সেইরূপ আলোক, অন্ধকার, দূর, অদূর, ক্ষণ, কল্প এ সমস্তই অভিন্ন। তিনি ইন্দ্রিয়গণের সার-অতএব তিনিই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। তিনি দৃষ্টির অগোচর সুতরাং তিনিই আবার অপ্রত্যক্ষ। অথবা তিনিই দৃশ্যরূপে সমুদিত হন বলিয়া প্রত্যক্ষ। যেমন যাবৎকাল বলয়জ্ঞানের সত্তা থাকে তাবৎকাল সুবর্জ্ঞান থাকে না, তেমনি যাবৎকাল দৃশ্যজ্ঞান থাকে তাবৎকাল দর্শন, অর্থাৎ আত্ম-চৈতন্ত-জ্ঞান থাকে না। যেমন কটকজ্ঞানের অভাব হইলেই সুবর্ণ-জ্ঞান স্থায়ী হয়, তেমনি কল্পিত দৃশ্যজালের জ্ঞান তিরোহিত হইলেই, সেই এক অব্যয় পরম নির্ম্মল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সর্ব্বত্বহেতুক সদ্রূপ এবং দুর্লক্ষ্যত্বহেতুক অসদ্রূপ। সেই আত্মা আত্মত্বরূপে চেতন এবং জগৎরূপত্বরূপে অচেতন। ৪৬—৫০। এই বায়ুসম চঞ্চল জগৎ চৈতন্তভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেমন প্রচণ্ড আতপের বিস্ফুরণই মৃগতৃষ্ণা, সেইরূপ চৈতন্তের আধিক্যই স্ফুরিত এবং চৈতন্তের প্রচ্ছাদন জগৎ। সূর্য্যকিরণ যে কাঞ্চনকণা নির্ম্মাণ করে তাহাতে যেমন অস্তি নাস্তি—দ্বিভাব বিরাজমান, তেমনি পরব্রহ্মে দ্বৈত-সৃষ্টিও অস্তি নাস্তি—এই দ্বিভাবে পরিচিত। অধিকাংশ সময়ে গগনে কিরণ-কণা-সমূহকে কাঞ্চনকণা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, সে ভ্রান্তি অজ্ঞানমূলক। সেইরূপ চিন্ময় আত্মাতে অজ্ঞানের বিলাসে ভ্রমের মহিমারূপ সৃষ্টি-দর্শন হইতেছে। ওহে রাক্ষসি। এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্বনগর ও সঙ্কল্পপুরীর ন্যায় অসৎ। ইহা একপ্রকার দীর্ঘ-ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ৫১—৫৫। যে সমস্ত মহাত্মা জগতের মিথ্যাত্ব সম্পাদন-যুক্তিবিষয়ে পটু, সেই সকল মহাত্মা বিগলান্তঃকরণ হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করেন। অজ্ঞান-বিনাশ হওয়ায় তাঁহাদের চিদাকাশে আর মিথ্যা সৃষ্টির উদয় হয় না। যুক্তি দ্বারা নির্ম্মলীকৃতচিত্ত-তত্ত্বজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদৌ হয় নাই এবং তাহার স্থায়িত্বই নাই। দৃশ্যই দর্শনের ভেদক। যখন দৃশ্যজ্ঞান লুপ্ত থাকে, তখন ভিত্তি ও আকাশ অভিন্ন হইয়া যায়। ইহা ব্রহ্মা হইতে সামান্যতৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের অনুভবনীয়। যেমন বীজের মধ্যস্থিত বৃক্ষ অতিসূক্ষ্মত্ব-হেতুক আকাশতুল্য, তদ্রূপ ব্রহ্মের অন্তর্গত জগৎ ও চিৎ ঐক্য-হেতু বিধায় ব্রহ্মসদৃশ সূক্ষ্ম, ইহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের দ্বারা বুঝিতে হইবে। ৫৬—৬০। হে নিশাচরি। সেই শান্ত সর্ব্বময় অজ অনাদি ও অনন্ত ক্ষয়-রহিত একমাত্র আত্মাই আভাসরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশমান রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ৬১। ৬২।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০

একাশীতিতম সর্গ।

রাক্ষসী বলিল,—মন্ত্রিন্। তোমার কথিত বিচিত্র পরমার্থ-বাক্য শ্রবণ করিলাম। এখন রাজীবলোচন রাজা অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দান করুন। রাজা বলিলেন,—নিশাচরি। জ্ঞানীরা যাহাকে জগৎপ্রতীতি-নিবর্ত্তক উৎকৃষ্ট প্রত্যয় বলেন এবং যাহা সমস্ত সঙ্কল্পত্যাগরূপী বা সমস্ত সঙ্কল্পের বিরামস্থল এবং যাহা তন্মাত্র নিষ্ঠারূপ চিত্তসংযমের ফলস্বরূপ। যাহার মায়িক সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা জগতের বিনাশ ও উৎপত্তি সম্পাদিত হইতেছে, যিনি বাক্যের অগোচর, যিনি বেদান্তবাক্যের চরম লক্ষ্য ও যিনি অস্তি নাস্তি এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী, অথচ উক্ত উভয় যাঁহার স্বরূপে সন্নিবিষ্ট, এই চরাচর জগৎ যাঁহার চিত্তময়ী লীলা এবং বিশ্বাত্মা হইলেও যাঁহার অপরিচ্ছিন্নতা লুপ্ত হয় না, আমি মনে করিতেছি, তুমি সেই নিত্য-ব্রহ্মের কথাই বলিতেছ। ১—৭। হে ভদ্রে। উক্ত নিত্য-ব্রহ্ম পরমসূক্ষ্ম বলিয়া অণু এবং উক্ত ব্রহ্মরূপ অণু আপনাকে বায়ু ভাবে দৃষ্টি করিয়া মায়ার বিবর্ত্তনে বায়ু হইয়াছেন। সেই জন্য তাহা অন্যপ্রকার-গ্রহণরূপ ভ্রান্তির মহিমা। অতএব পরমার্থ-দৃষ্টিতে তিনি অবায়ু ও ভ্রমদৃষ্টিতে তিনি বায়ু। ফলতঃ যাহা বায়ু, তাহা শুদ্ধচেতন ভিন্ন অন্য বস্তু নহে। সেইরূপ তিনি শব্দসংবেদন দ্বারা শব্দ ও তাহা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া শব্দ নহে। অর্থাৎ পরমার্থদর্শনে তিনি শব্দের দ্বারা অবোধ্য। আরও সেই অণু সর্ব্ব-

স্বরূপ অথচ তাহা কিছুই নহে, অর্থাৎ ভেদবর্জ্জিত। ঐরূপ অহম্ভাব-জন্য তিনি অহং এবং সেই ভাববিহীন বলিয়া তিনি 'অহং' নহেন। অপিচ তিনিই বাস্তব-অবাস্তব-বৈচিত্র্যের জনক ও সর্বশক্তিমান। তাঁহারই অবিদ্যার ভ্রান্তিপ্রতিভা অবাস্তবের ও স্বাভাবিক প্রতিভা বাস্তবের কারণ। সেই আত্মা নিরভিশয় যত্নেতে প্রাপ্য এবং তিনি অহংরূপে উপলব্ধ হইয়াও প্রকৃত পক্ষে তিনি অলব্ধ। তাঁহাকে উক্ত প্রকারে লাভ করা, না-করার মধ্যে গণ্য। যাবৎকাল না মূল অজ্ঞান-নাশক বোধের উদয় হয়, তাবৎকাল জন্ম বসন্ত ও সংসারলতা বিকশিত হইবেই হইবে। যে অণুরূপ ব্রহ্মের আকার চিৎসত্তা বলিলাম, সেই অণু আকার-অবস্থা প্রাপ্তির পর দৃশ্য তুল্য হইয়াছে। অতএব বলা যায়, তিনি স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়া আত্মহারা। ৬—১০। এই সম্বিদ্-অণুই অর্থাৎ চিদ্রূপ সূক্ষ্ম ব্রহ্মই ত্রিজগৎকে তৃণ তুল্য করিয়াছেন ও সুমেরুকে ক্রোড়ীকৃত করিয়াছেন। সেই বিমলচিদ্ ব্রহ্মই আপনাকে বাহিরে ও অন্তরে মায়াময়রূপে অবলোকন করেন। ফলতঃ চিদণুর অন্তরে যে যে দৃশ্য বিদ্যমান বাহিরেও সেই সেই দৃশ্য বিদ্যমান। ইহার উদাহরণ অনুরাগীদিগের সাঙ্কল্পিক অঙ্গনা-লিঙ্গন। সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বশক্তিমান্ নিত্যচিৎ যে ভাবে সমুদিত হন সৃষ্টির পরেও তিনি সেই ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। তাঁহার সেই প্রাথমিক সঙ্কল্প নিয়তি নামে খ্যাত। চিৎ যখন যেরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি সেই বিষয়ই দেখেন, তাহার অন্যথা হয় না, বালকদিগের মনই উক্ত বিষয়ের অন্যতম দৃষ্টান্ত। ১১—১৫। সূক্ষ্মতম চিদণুর দ্বারা (শতযোজন তো অতি সামান্য) সমস্ত বিশ্ব প্রপূরিত আছে। উক্ত অণু সর্ব্বগ, অনাদি ও রূপাদি-বিহীন অথচ তাহা লক্ষাধিক যোজনেও পরিমিত হয় না। যেমন কপট লম্পটেরা কটাক্ষপাতাদি দ্বারা যুবতীদিগকে বশীভূত করে, তেমনি চিদাত্মা, উপাধি-চেষ্টানুসারে এই পর্ব্বতাদি ও তৃণাদি বিশিষ্ট জগৎকে নাচাইতেছেন। সেই অনন্ত অণুব্রহ্ম স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা বস্ত্রের ন্যায় মেরু প্রভৃতি সমস্ত জগৎকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছেন। ১৬—২০। এই অণু দিক্‌কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সুতরাং মহাশৈল অপেক্ষাও বৃহৎ এবং মনোরূপী বলিয়া সূক্ষ্ম, তিনি উক্ত প্রকারে বৃহৎ বলিয়া স্থূলতমাকৃতি ও উচ্চ এবং জীব বলিয়া কেশাগ্রের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম (দুর্লক্ষ্য)। হে নিশাচরি! যেমন শৈলের সহিত সর্পের তুলনা হয় না, তেমনি সেই শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ আকাশাত্ম-পরমাত্মার সহ পরমাণুর তুল্যতাই হয় না, তবে যে তাহাতে অণু ও পরমাণু শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তাহা গৌণপ্রয়োগ মুখ্য নহে। পরমাণু অতি-শয় দুর্লক্ষ্য, পরমাত্মাও অতীব দুর্লক্ষ্য। সেইরূপে অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার পরিচ্ছিন্ন তমঃপরমাণুরও অণুশব্দে প্রযোজিত হয়। মায়াই পরমাত্মার "অণুত্ব" সৃজন করিয়াছে। মায়ার তাদৃক্ সৃষ্টি বিরুদ্ধ নয়। যেমন সুবর্ণবলয়ের সৃষ্টি, তেমনি পরমাত্মার নানাত্ব-সৃষ্টি। কথিত পরমাত্মরূপ প্রদীপ, আলোক ও অন্ধকার উভয়েরই প্রকাশক। যেহেতু আত্মভিন্ন অন্য কাহারও স্বতঃ প্রকাশের শক্তি নাই। অপিচ কোন সময়েই আত্মপ্রকাশের অভাব নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ইহারা সকলেই জড়, সুতরাং আত্ম-ব্যতিরেকে সমস্ত পদার্থের অসত্তা এবং আত্মার সত্তায় সমস্ত পদার্থের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ আত্মার প্রমাণ ও অনুভব উভয়ই বিরুদ্ধ। যাহা শুদ্ধ ও কেবল সৎ, তাহাই আত্মা। তাহাতে চিত্ত অবস্থিতি করিতেছে, আত্মা তাহারই দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে আলোক ও অন্ধকার কল্পনা করেন। সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নির তেজস্ত্বে পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল বর্ণের। অপিচ উহারা সকলেই জড়, সুতরাং কাহারই প্রকাশ নাই। কালবর্ণ নিবিড় নীহারই মেঘ। অতএব মেঘে ও নীহারে যেরূপ প্রভেদ, আলোক ও অন্ধকারে বস্তুতঃ সেইরূপই প্রভেদ। অধিক কি, সমস্ত জড়োপলব্ধির একমাত্র নিমিত্ত চিদ্রূপ মহান্ সূর্য্য নিয়তই বিদ্যমান আছেন। তিনিই ঐ সকল পদার্থের অস্তিত্বাদির প্রমাণ করেন। তিনি না থাকিলে ও সমস্ত কিছুই থাকিত না। সেই চিন্ময় আদিত্য নিরালস্য হইয়া দিবা নিশি সমভাবে সর্ব্বত্র এমন কি প্রস্তরমধ্যেও আলোক প্রদান করিতেছেন। তিনিই ত্রিলোক প্রকাশ করিতেছেন। যেহেতু চৈতন্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, বর্ত্তমানেও দুর্লভ নয়। এমন কি শিলোচ্চয়ের মধ্যেও তাঁহার প্রকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই শরীর যার পর নাই তমঃ। অথচ চৈতন্যালোক ইহাকে বিনাশ করে না, বরং প্রকাশই করে। প্রথম ইহাকে অর্থাৎ এই শরীরকে পরে জগৎকে প্রকাশ করে। যেরূপ সূর্য্য, পদ্মাদিকে বিকশিত করেন, সেইরূপ চিত্তও প্রকাশ ও তমঃ উভয়কেই প্রকাশিত করেন। সূর্য্য যেমন দিবা রাত্রি সৃজন করিয়া নিজ মহিমা প্রদর্শন করেন, সেইরূপ চিৎসূর্য্য সৎ ও অসৎ স্বপ্রকাশিত করিয়া নিজস্বরূপ দর্শন করেন। যেমন বসন্ত-শ্রীতে ফল-পুষ্পাদি নিহিত থাকে, তেমনি উক্ত চিদণুর মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান আছে। যেমন বসন্ত ঋতুর উদয়ে সৌন্দর্য্য-পরম্পরার উদয় হয়, সেইরূপ সমস্ত অনুভবই চিদণু হইতে উদয় হয়। সেই পরমাত্মাণু রসাদিরহিত, সুতরাং আস্বাদবিহীন অথচ তাহা হইতে সমস্ত স্বাদুসত্তার উৎপত্তি হয়। সুতরাং তিনি স্বয়ং নিঃস্বাদু হইয়াও স্বাদ গ্রহণ করেন। সকল রসই জলে অবস্থিত, সুতরাং জলই রসস্বরূপ। সেই জল আবার আত্ম-মূলক, সুতরাং মূল রস আত্মা সেই চিন্ময় পরমাণু সর্ব্বত্যাগী অথচ সকল পদার্থেই অবস্থিত। সেই জন্য বলা যায় সমস্তই তাঁহারই আশ্রিত। তাঁহার অস্ফুরণে জগতের অসত্তা এবং স্ফুরণে জগতের সত্তা পরিত্যাগ হয়। সুতরাং তাঁহারই স্ফুরণ সকল পদার্থের আশ্রয়। তিনি আপনাকে গোপন করিতে অশক্ত হইয়া চিদ্রূপ অণুবিস্তারপূর্ব্বক তদ্দ্বারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। যদ্রূপ হস্তী দূর্ব্বাক্ষেত্রে লুক্কায়িত হইতে শক্ত হয় না, সেইরূপ আকাশাত্মা পরমব্রহ্ম কোন স্থলেই অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। ২১—৪০। যেরূপ বাসন্তী-রসের উন্মেষে বন-সমূহ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে, সেইরূপ জগৎ প্রলয়ে পরিলীন হইলেও চিৎপরমাণুকে অবলম্বন করিয়া সজীব থাকে বস্তুতঃই বসন্তের উন্মেষে বনভাগের উল্লাসের ন্যায় একমাত্র চিৎসত্তা দ্বারা জগৎ সর্ব্বদা সমুল্লসিত হইয়া থাকে। যেমন পর্ব্বত ও গুল্ম বসন্তকালীন রস হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই জগৎকে তুমি সেই চিন্ময় হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবে। ৪১—৪৫। চিদ্বপুঃ পরমাত্মা সর্ব্বভূতের সার বলিয়া সহস্রকর-লোচন এবং যার পর নাই সূক্ষ্ম বলিয়া অনবয়ব। সেই চিদ নিমেষও বটে, কল্পও বটে। স্বপ্ন-দৃষ্ট বার্দ্ধক্য ও বাল্য যদ্রূপ নিমেষ, মহাকল্প এবং কোটিকল্প সেইরূপ জানিবে। ভোজন না করিলেও 'আমি ভোজন করিলাম', এরূপ জ্ঞানের ন্যায় এবং স্বপ্নানুভূত মরণজ্ঞানের ন্যায় নিমেষকেও কল্প বলিয়া নিশ্চয়

হইয়া থাকে। ৪৮—৫০। প্রলয়কালে এই জগৎসমূহ চিন্ময় পরমাণুতে অবস্থিত থাকে। বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ চিৎপরমাণুতে সমুদয় জগৎ অবস্থিত আছে। যাহাতে যাহা থাকে, তাহা হইতেই তাহার আবির্ভাব হয়, বিকার সাকার পদার্থেই দৃষ্ট হয়, নিরাকার পদার্থে নহে। বৃক্ষ যেমন বীজে অবস্থান করে, এ সমস্ত ভূতও সেইরূপ চিৎপরমাণু মধ্যে অবস্থান করে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়বিশিষ্ট জগৎও ঐ পরমাণুর মধ্যে অবস্থিতি করে। তণ্ডুল যেমন তুষদ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ নিয়ম ও কর্ম্ম উভয়ই অনুরূপ আত্মার এক-দেশ আশ্রয় করিয়া তদ্বেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করে। আত্মাণু উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন, কিছুতেই সংসৃষ্ট হন না, অথচ স্বমায়ার ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্বপ্রভৃতি অর্জ্জনপূর্ব্বক জগতের কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন। ৫১—৫৫। আত্মরূপ পরমাণু হইতে জগতের উদয় হয়, কিন্তু যাহা বিশুদ্ধ চিৎ তাহা ভোগসঙ্কল্প-বিহীন হইয়াই অবস্থিত। ফলতঃ পরমার্থ দৃষ্টিতে তিনি জগতের কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন। অপিচ ইঁহার কিছুই বিলয় হয় না। ইহা সেই চিত্তের ব্যবহারদৃষ্টি মাত্র। হে নিশাচরি! জগদ্ধেতুক তিনি স্বৎ, চিৎ এই উপশব্দে ব্যবহৃত হন, সেই চিদণু দুর্জ্জ্ঞভোগসিদ্ধির জন্য আন্তরিক চিৎচমৎকৃতিকে বাহ্যরূপে ধৃত করিয়া নির্নেত্র হইয়াও তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। হে রাক্ষসি! ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু না থাকিলেও সাধকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত অন্তস্থঃ বহিঃস্থ ইত্যাদি] কল্পিত হয়। ৫৬—৬০। ফলতঃ পূর্ণস্বভাব পরমাত্মার পদার্থান্তরে সত্তা অসম্ভব, সুতরাং জানা উচিত যে, যিনি দ্রষ্টা, তিনিই দৃশ্য, অর্থাৎ নিজেই নিজেকে দেখাইতেছেন অথচ নিজে অখণ্ডিত, হে নিশাচরি! পরমাত্মাতে কিছুরই বিস্তার হয় না, সুতরাং তিনি প্রকৃত দ্রষ্টৃত্ব দৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হন না। আত্মচৈতন্যই প্রকৃত লোচন, চক্ষুঃ তাহার দ্বার মাত্র। চেতনরূপ দৃষ্টি-বাসনা ভাববিহীন নিজ বপুকে দৃশ্যরূপে কল্পনা করিয়া দ্রষ্টৃরূপে সমুদিত হন। যেমন পুত্রের অভাবে পিতৃত্ব ও দ্বিত্বের অভাবে একত্ব সম্ভাবিত হয় না, তেমনি দ্রষ্টৃত্ববিরহে দৃশ্যত্ব কদাচ সম্ভাবিত হয় না, যেমন পিতা বিরহে পুত্র ও ভোক্তা বিরহে ভোগ্য সম্ভাবিত নহে, সেইরূপ দ্রষ্টৃত্ব বিরহে দৃশ্যত্বের সম্ভাবনা নাই। ৬১—৬৫। সুবর্ণশক্তি-নির্ম্মিত কটকাদিবৎ চিৎশক্তি দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্য নির্ম্মিত হয়, সুবর্ণই কটক প্রণয়ন করে, কটক সুবর্ণ প্রণয়ন করে না—দৃশ্যাত্মার জড়ত্ব হেতু দ্রষ্টৃপ্রণয়নে শক্ত নহে। যেমন সুবর্ণে কটকভ্রান্তি জন্মে, তেমনি চিৎই জগদ্ভাব-প্রকাশনে শক্ত হওয়ায় মোহের কারণীভূত অসৎ দৃশ্যকে সৎস্বরূপে কল্পনা করিয়া থাকে। কটকত্ব অবভাসিত হইলে যেমন সুবর্ণের সুবর্ণত্ব থাকে না, দৃশ্যতা অবভাসিত হইলে দ্রষ্টৃশরীর প্রকাশিত হয় না। কিন্তু কটকবুদ্ধিসত্ত্বেও যেমন সুবর্ণের সুবর্ণত্ববুদ্ধি বিলুপ্ত হয় না, তদ্রূপ দৃশ্যভাবে অবস্থান কালেও দ্রষ্টার দ্রষ্টৃভাব বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ যখন দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব এই সত্তাদ্বয়ের অন্তর অবভাসিত হয়, তৎকালে কখনই উভয়সত্তা প্রতিভাসিত হয় না। যেমন পুরুষ ইত্যাকার নিশ্চয়কালে পশু-জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না। ৬৬—৭০। সেইরূপ সুবর্ণে যখন বলয় জ্ঞান থাকে না, তখন হেমের অকটকত্ব প্রতিভাসিত হয়। উক্ত উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্যজ্ঞানের বিগলনে দ্রষ্টৃসত্তাই ভাসমান হইয়া থাকে। সেই চিদ্বপুঃ আত্মা দ্রষ্টা হইয়াও দৃশ্য দর্শন করেন। দ্রষ্টৃত্বকালে দৃশ্য দর্শন অবশ্যম্ভাবী। অপিচ দৃশ্য সকল দ্রষ্টাতেই ভাসমান হয়। যদি দৃশ্য জ্ঞানের তিরোধান হয়, 'তবে অহং দ্রষ্টা' এ জ্ঞানও বিলুপ্ত হয়, অহং দ্রষ্টা এজ্ঞান বিলুপ্ত হইলে ইহা আমি দেখিতেছি এজ্ঞানও বাধিত হয়। যেকালে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃ-জ্ঞান তিরোহিত হয়, সেকালে বাক্যপথাতীত স্বয়ং তত্ত্বমাত্র অব-শিষ্ট থাকে। দীপ যেমন স্বপরপ্রকাশক, তেমনি সেই চিদ্বপুঃ পরমাত্মাও আপনাকে, স্বয় দ্রষ্টৃত্বজ্ঞানকে ও দৃশ্যত্বকে প্রকা-শিত করিতেছেন, অধিক কি বলিব, সেই চিন্ময় আত্মাণুই এই সমস্ত করিতেছেন। প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব এ তিনই অসৎ ও আগন্তুক। ৭১—৭৫। সেই হেতু তত্ত্বজ্ঞান ঐ তিন জ্ঞানকে গ্রাস করে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে উক্ত জ্ঞানত্রয় তিরোহিত হয়। যেমন কোন ভৌতিক পদার্থ জল-ভূম্যাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ সেই স্বতঃসিদ্ধ অণু হইতে কোনও পদার্থ ভিন্ন নহে। যে হেতু তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বানুভাবাত্মক, সেই হেতু একত্বানুভবরূপ যুক্তিতে আত্মা অদ্বৈত নিরূঢ় হইয়া থাকে। তাহারই ইচ্ছায় ইচ্ছানুরূপ পার্থক্য সম্পন্ন হইতেছে। তরঙ্গ যেমন জলসমূহ হইতে অপৃথক্, সেইরূপ এসমস্তই সেই আত্মাণু হইতে অপৃথক্। তাঁহার ইচ্ছায় এসমস্ত জলরাশি হইতে বীচিমালার ন্যায় পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। ৭৭—৮০। কেবল অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন এক পরমাত্মাই আছেন। এবং তিনি সকলের আত্মা ও স্বতঃসিদ্ধ সাক্ষাৎ অনুভব। তিনি সর্ব্বভূতের চেতন ও দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর এই জন্য তিনি সৎ ও অসৎ। চেতনত্বরূপে সৎ এবং ইন্দ্রিয়গোচরত্বরূপে অসৎ। চিদ্রূপী বলিয়া তিনিই অসতের প্রকাশক। অপিচ উক্ত মহদাত্মায় দ্বিত্ব ও একত্ব উভয়ই উক্তরূপপ্রকারে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, যদি দ্বিত্ব থাকে, তবে একত্ব সিদ্ধ হয়। কেননা, দ্বিত্ব ও একত্ব, আতপ ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর পরস্পরের কারণ। উক্ত নিয়মের ফল এই যে, যখন দ্বিত্ব নাই, তখন একত্বও নাই। আরও একত্বের অসিদ্ধিতে উভয়ের অসিদ্ধি সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। যাহা তত্ত্ব, তাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত—এতদুভয়-ধর্ম্মবিহীন। যাহা উক্ত উভয়ধর্ম্মবিহীন হইয়াও উক্ত উভয়ধর্ম্মিবৎ অবস্থিত আছে, তাহা জল হইতে দ্রবত্বৎ সেই আত্মতত্ত্ব হইতে অভিন্ন। ৮১-৮৫। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থান, তেমনি ব্রহ্মের অন্তরে ত্রিজগতের স্থিতি। বলয় যেরূপ সুবর্ণ হইতে অভিন্ন, দ্বৈতও সেইরূপ অদ্বৈত হইতে অভিন্ন। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে ঐ দ্বৈতভাবও সৎ বলিয়া অনুভূত হয় না। ফলতঃ যেরূপ দ্রবত্ব, জল হইতে, স্পন্দন বায়ু হইতে ও শূন্য, আকাশ হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ, দ্বৈত ও অদ্বৈত ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এটী দ্বৈত ও এটী অদ্বৈত এরূপ জ্ঞান কেবল অনর্থকর। যাহা উভয়-ভাববর্জ্জিত সুতরাং কেবল সত্তা, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই পরব্রহ্ম বলেন। উক্ত পরমব্রহ্ম ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেই নিরত অবস্থিত আছেন। তদ্রূপ সর্ব্বসাক্ষী চিদাত্মরূপী পরমাণুতে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এ সকলই কল্পিত বুঝিতে হইবে। যেমন বায়ু শরীরে স্পন্দন তেমনি এই জগদাত্মক অণু পরমাণু শরীরে বিস্তৃত ও উপসংহৃত হইবে। ৮৬—৯০। অহো মায়া কি ভীষণ। মায়ার কি বিচিত্র শক্তি! পরমাণুর মধ্যে ত্রিজগৎ, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কি আশ্চর্য্য! প্রকৃত সত্তা না থাকিলেও চিন্ময় পরমাণুতে জগতের

সত্তা হইতেছে। অথবা ইহা অসম্ভব নহে,কারণ মায়া দ্বারা সমস্তই সম্ভব হয়, ত্রিজগৎ এক প্রকার অদ্ভুত ভ্রম। এজন্য কিছুই নাই,—ভ্রান্তিবশতঃ যাহা দৃষ্ট হয় না। যেরূপ ভাণ্ডস্থবীজে বৃহৎ বৃক্ষের অবস্থিতি, সেইরূপ চিদণুর মধ্যে জগতের অবস্থিতি। বৃক্ষ যেমন বীজকোটরে শাখা ও ফল-পুষ্পসহ বৃক্ষে অবস্থান করে, সেইরূপ চিদণুর মধ্যে জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, ইহা তত্ত্বদৃষ্টিতে অবগত হওয়া যায়। ৯১—৯৫। বৃক্ষ আপনার পত্রপুষ্পাদিযুক্ত শরীর পরিত্যাগ না করিয়া বীজমধ্যে অবস্থিতি করে, জগৎও আপনার বিশাল দ্বৈতভাব পরিত্যাগ না করিয়া চিৎপরমাণুর মধ্যে অবস্থিত আছে। কিন্তু চিৎপরমাণুর অন্তরস্থিত দ্বৈতস্বরূপ জগৎকে যিনি অদ্বৈতরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। ফলতঃ দ্বৈত বা অদ্বৈত এতদুভয়ের কিছুই তত্ত্ব নহে, ইহা জাত নহে,অজাতও নহে, ইহার সত্তাও নাই, অসত্তাও নাই। ইহা প্রশান্তও নহে ক্ষুব্ধ নহে, গগন ও পবন প্রভৃতি জগৎ চিদণুর মধ্যে বিদ্যমান নাই। একমাত্র শুদ্ধ চিৎই বর্ত্তমান আছেন। আর সকলই তুচ্ছ, সর্ব্ব-স্বরূপা চিৎ যখন যেখানে যেরূপে সৃষ্টির প্রভাব দ্বারা সমুদিতা হন, তখন সেস্থানে তিনি সেইরূপেই ব্যবহার প্রাপ্ত হন। ৯৬—১০০। এই পরমাত্মা পরমাণু অনুদিত-স্বভাব হইলাও প্রতিভাসক্রমে স্বস্থিরূপে উদিত হইয়া থাকেন। ইনি প্রপঞ্চবিহীন ও অভিন্ন হইয়া সকলের আত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পরমতত্ত্বই এই জগদ্রূপে সমুদিত হইয়া জন্মমরণাদির বশীভূত হইতেছেন। হে নিশাচরপুত্রি। সেই পরমতত্ত্ব এই জগদ্ভঙ্গিতে প্রকাশিত। সে তত্ত্ব ত্যাগাত্যাগরূপী। অসঙ্গস্বভাব বলিয়া সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বগত বলিয়া অত্যাগী। সে তত্ত্ব স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার। পরমাণুর নিকট মৃণালতন্তু মহামেরু, যেহেতু মৃণালতন্তু দেখা যায়, পরমাণু দৃষ্ট হয় না, আবার আত্মার নিকট পরমাণু মহামেরু। যেহেতু পরমাণু দৃষ্টির অগোচর হইলেও বুদ্ধিগম্য, কিন্তু পরমাত্মা সেইরূপ নহেন, তিনি পরমাণু অপেক্ষা সুদুর্লক্ষ্য, সেই পরমাণুর মধ্যেই কোটি কোটি মেরু-মন্দরাদি অবস্থিত আছে। ১০১—১০৫। হে রাক্ষসি। কেবল সেই শ্রেষ্ঠ পরমাণুই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরমাণু কর্ত্তৃকই এই জগৎ বিস্তৃত, বিরচিত বা উৎপাদিত হইয়াছে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আকাশে গন্ধর্ব্বনগরের স্থায় দৃষ্ট হইতেছে, ইহা বর্ণিত ও বিচিত্র হইলেও শূন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুন্দর দ্বৈতভাবহীন ক্ষুদ্র জগৎ উক্ত-প্রকারে পরমার্থ পিণ্ডরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ১০৬। ১০৭।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৮১।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—নিশাচরী কর্কটী কিরাতরাজ-সমীপে স্বীয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপদবিচ্যুতিজনক সংসারচপলতা পরিত্যাগ করিল। এবং সন্তাপশূন্যা হইয়া যেমন বর্ষাগমে ময়ূরী ও কৌমুদী-সমাগমে কুমুদ্বতী অন্তঃশীতলতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অন্তঃশীতলতা প্রাপ্ত হইয়া পরম বিশ্রান্তিপদ লাভ করিল। যেমন মেঘ-রব শ্রবণে বকীর আনন্দোচ্ছ্বাস হয়, সেইরূপ রাজার উক্ত বচনসমূহ শ্রবণে কর্কটীর আনন্দোদয় হইল। সে তখন কহিল, হে ধীরদ্বয়। এখন বুঝিলাম, আপনাদের বুদ্ধি অতি নির্ম্মলা, সারবতী ও জ্ঞান-ভাস্বরে উদ্ভাসিতা। যেন নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল হইতে শুভ্র সুশীতল জ্যোৎস্না প্রসূত হয়, তদ্রূপ আপনাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে জ্ঞানামৃত প্রসূত হইয়া আমাকে সুশীতল করিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, ভবাদৃশ জ্ঞানিগণ অতিশয় পূজ্য ও সেবনীয়, যেহেতু কুমুদ্বতী যেমন শশি-সংসর্গলাভে বিকসিত হয়, আজ আমিও সেইরূপ আপনাদের সংসর্গলাভে প্রফুল্লতা লাভ করিলাম। ১—৫। যেমন সৎকুসুমে সৌরভ পাওয়া যায়, সেইরূপ সাধুসংসর্গে শুভলাভ হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্য-সংসর্গে পদ্মিনীর ম্লানতা ক্ষয় হয়, সেইরূপ মহত্তের সংসর্গে দুঃখ বিনাশ হইয়া থাকে। প্রজ্বলিত-দীপ হস্তে থাকিলে কোন্ ব্যক্তি অন্ধকারে নিমগ্ন হয়? আজ আমি বনমধ্যে আপনাদিগকে ভুক্তসূর্য্যের ন্যায় পাইয়াছি, আপনারা আমার সৎকারার্হ। তন্নিমিত্ত আমার ইচ্ছা—আমি প্রদান করিয়া আপনাদিগের সৎকার করি। অতএব হে নরবরদ্বয়। আপনাদিগের অভীষ্ট কি, তাহা সত্বর বলুন। রাজা বলিলেন, হে নিশাচরকুলকাননমঞ্জরি! এই জনপদে জনসমূহ শূল, বিসূচিকা ইত্যাদি মহারোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকে। সেই হৃদয়-বিদারক ব্যাধি ঔষধে প্রশমিত হয় না দেখিয়া আমি রাত্রিচর্য্যায় বাহির হইয়াছি। আমাদের ইচ্ছা, ভবদ্বিধ ব্যক্তির নিকট ঐ রোগের মন্ত্র লাভ করি। যাহারা তোমার ন্যায় অজ্ঞলোকবিনাশী, তাহাদিগকে দমন করিব। ইহাও আমাদের অন্যতম ইচ্ছা। হে শুভে। এক্ষণে তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আর প্রাণিহিংসা করিও না। সম্প্রতি আমাদের প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুত হইলে আমরা কৃতার্থ হই। ৬—১০। তখন নিশাচরী হৃষ্টা হইয়া কহিল, রাজন্। আমি এই সত্য কহিতেছি, অদ্য হইতে আর জীবহিংসা করিব না। ১১—১৫। রাজা কহিলেন, হে ফুল্লপদ্মলোচনে। পরদেহ ভক্ষণ করাই তোমার একমাত্র জীবিকা। সেজন্য আমার আশঙ্কা এই—যদি তুমি পরদেহ ভক্ষণ না কর, তবে মৎসমীহিত অহিংসা ব্রত-গ্রহণে কিরূপে তোমার শরীর রক্ষা হইবে? তখন রাক্ষসী বলিল, রাজন্। আমি এই পর্ব্বতে ছয় মাস যাবৎ সমাধিস্থ ছিলাম। সম্প্রতি সমাধি হইতে উত্থিত হওয়ায় আমার ভোজনলালসা হইয়াছিল, এক্ষণে পুনর্ব্বার পর্ব্বতশিখরে যাইয়া সমাধি গ্রহণ করতঃ যতকাল ইচ্ছা, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে সুখে থাকিব। আমি স্থির করিতেছি, ধ্যানাবলম্বনে যতদিন ইচ্ছা, দেহ ধারণ করিব, পরে যথাসময়ে দেহ ত্যাগ করিব। মহারাজ। যতদিন এ দেহ থাকিবে, ততদিন আর আমি পরপ্রাণ বিনাশ করিব না। এক্ষণে যাহা বলি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। উত্তরে হিমবান্ নামে এক উন্নত মহাশৈল আছে। ঐ পর্ব্বত জ্যোৎস্নার ন্যায় সুশুভ্র এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি সেই পর্ব্বতের হেমশৃঙ্গনামক শৃঙ্গে, দরীরূপ গৃহে লৌহ সূচী হইয়া মেঘলেখার ন্যায় বাস করিতাম। আমি রাক্ষস-কুলোৎপন্না এবং আমার নাম কর্কটী। ১৬—২০। একদা আমি জনবিনাশ বাসনায় ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিলে, তিনি আমার তপস্যায় বশীভূত হইয়া স্বীয় প্রার্থনানুসারে আমাকে প্রাণবিনাশকারিণী সূচী ও বিসূচী হওয়ার বর দান করিলেন। আমি বর পাইয়া বহু বর্ষ যাবৎ বিসূচিকারূপে অসংখ্য প্রাণী ভক্ষণ করিয়াছি। পরন্তু আমি তাঁহারই নিয়মানুসারে তৎপ্রকাশিত মহামন্ত্রের বশবর্ত্তিনী হওয়ায় গুণী ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সমর্থা হই না। ২১—২৫। হে রাজন্। আপনি সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার হৃদয়শূল উপ-

শমিত হইবে। পূর্ব্বে আমি জনসমূহের হৃদয় আক্রমণ করতঃ শোণিতশোষণ করিলে তাহাদের নাড়ীসমূহ রক্তশূন্য হইত। আমি রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া যে সকল জনগণকে পরিত্যাগ করিতাম, সেই দুর্ব্বল-নাড়ীক মনুষ্য হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিত, তাহারাও তদনুরূপ রক্তশূন্য হইত, ফলকথা এই যে আমার আক্রমণ ভয়াবহ, পরন্তু যদি দৈবাৎ আমার আক্রমণ হইতে কেহ মুক্ত হইত, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান সন্ততি, রুগ্ন, ভুগ্ন ও বিবশেন্দ্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিত। হে রাজন্! ক্ষমাশালী মানবের কিছুই অসাধ্য নহে। অতএব আপনি অবশ্যই সেই বিসূচিকা-মন্ত্র পাইবেন হে নরপতে! নাড়ীকোশস্থিত শূলরোগের উপশমার্থ ভগবান্ ব্রহ্মা যে মন্ত্র বলিয়াছিলেন, আপনি অচিরে তাহা গ্রহণ করুন। হে ভূমিপাল! আসুন, আমরা নদীতীরে যাই, কৃতাচমন ও সংযত হই, পরে আপনি আমার নিকট সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করিবেন ২৬—৩০। বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই রাত্রে সেই রাক্ষসী, ভূপতি ও তন্মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পরস্পর মিত্ররূপে নদীতীরে গমন করিল। রাজা এবং মন্ত্রী, কর্কটীর মিত্রত্ব আনিতে পারিয়া তাহার শিষ্য হইলেন। পরে রাক্ষসী ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত, সেই বিসূচিকামন্ত্র তাহাদিগকে প্রদান করিল। অনন্তর রাক্ষসী মিত্রভাবাপন্ন ভূপতিকে এবং মন্ত্রীকে পরিত্যাগ করতঃ গমনোদ্যতা হইলে রাজা তাহাকে বলিলেন, হে মহাদেহশালিনি! আপনি আমাদের গুরু ও বয়স্যা, অতএব হে সুন্দরি! আমরা যত্নপূর্ব্বক আপনাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি আপনি কখনই আমাদের প্রণয় অবহেলা করিবেন না। আমরা জানি, সুজনের মিত্রতা দর্শনমাত্রই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাই আমাদের প্রার্থনা—আপনি সামান্য আভরণাদিযুক্ত আকার ধারণ করিয়া আমার গৃহে আগমনপূর্ব্বক যথাসুখে অবস্থান করুন। ৩১—৩৫। রাক্ষসী কহিল, রাজন্! আমি মানবীরূপ ধরিলে আপনি আমাকে মানবোচিত ভোজ্য ও পেয়াদি দানে সক্ষম হইবেন। আর যদি রাক্ষসী মূর্ত্তিতে থাকি, তবে কি দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিবেন? রাক্ষসদিগের ভক্ষ্য বস্তুতে আমার তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু সামান্য মনুষ্যের খাদ্যে আমার তৃপ্তি সাধন হইবে না, কেননা, যতদিন এ দেহ থাকিবে, ততদিন পূর্ব্বসিদ্ধ স্বভাব নিবৃত্ত হইবে না। ৩৬—৪০। রাজা কহিলেন, হে অনিন্দিতে! তুমি কিছুকাল মাল্যধারিণী হইয়া মানব স্ত্রীরূপে, ইচ্ছামত আমার গৃহে বাস কর। পরে, শত সহস্র পাপাচার-পরায়ণ চৌর ও অন্যান্য বধযোগ্য ব্যক্তি, আমার রাজ্য হইতে আনিয়া তোমাকে সুভোজন প্রদান করিব। তখন তুমি মানবীরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সমস্ত লইয়া হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিবে, পরে যথাসুখে ভক্ষণ করিবে। কারণ যাহারা মহাভোজী, নির্জ্জনে ভোজনেই তাহাদের সুখ। ঐরূপে তৃপ্ত হইয়া কিছুকাল নিদ্রাসুখানুভব করিবে, পরে আবার সমাধিস্থা হইবে। সমাধি হইতে বিরতা হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করতঃ অন্যান্য বধ্য জনসমূহ লইয়া যাইবে। এরূপ হিংসায় তোমার অধর্ম্ম হইবে না, ধর্ম্মবিদ্‌গণ বলেন, ধর্ম্মানুসারী হিংসা করুণা-সদৃশ। ভদ্রে! আশা করি, তুমি সমাধিবিরতা হইলে, নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিবে। আমরা জানি মিত্রতা একবার বদ্ধমূল হইয়া গেলে অসত্তেও তাহা যায় না। ৪১—৪৫। রাক্ষসী কহিল,—রাজন্! আপনি উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। অবশ্যই আপনার বাক্য পালন করিব, কোন্ ব্যক্তি, সুহৃদ্‌বাক্য অন্যথা করিতে পারে? বশিষ্ঠ বলিলেন,—অতঃপর সেই রাত্রিতে রাক্ষসী, হার, কেয়ূর, কটক ও মাল্যধারিণী বিলাস পরায়ণা রমণী হইয়া, "মহারাজ! আগমন করুন" এই বলিয়া সেই ভূপতির ও মন্ত্রীর অনুবর্ত্তিনী হইল। ৪৬—৫০। পরে রাজধানীতে যাইয়া এক রমণীয় গৃহে অবস্থান করতঃ তাহারা পরস্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিল। পরে রাক্ষসী প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীরূপে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাজা ও মন্ত্রী প্রজা-পালন ও ব্যবহার ইত্যাদি নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ছয়দিনের মধ্যে রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে তিনসহস্র বধ্য সংগ্রহ করতঃ রাক্ষসীকে প্রদান করিলে, তখন সে, নিশাকালে রাক্ষসী, ভীষণা রাক্ষসী হইয়া রাজার অনুমতি অনুসারে ধন পাইলে দরিদ্রের ন্যায় পরমানন্দে সেই তিন-সহস্র লোককে ভুজদণ্ডে গ্রহণ করিয়া হিমালয়-শৃঙ্গে গমন করিল। ৫১—৫৫। পরে সেই সমস্ত লোক ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া তিন দিন সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানমগ্না হইল। রাক্ষসী, সেইরূপ চারি বা পাঁচ বৎসর পরে জাগরিত হইয়া রাজসদনে গমনপূর্ব্বক মিত্রালাপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার বধ্য গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ ভক্ষণ করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই রাক্ষসী অদ্যাপি জীবন্মুক্ত হইয়া সেই গিরিস্থিত অরণ্যে ধ্যানমগ্না রহিয়াছে এবং সমাধি হইতে উত্থিত হইলে মিত্রভাবতঃ সেই কিরাতরাজ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক বধ্য-সংগ্রহ করিয়া স্বীয় উদর পরিপূরণ করিয়া থাকে। ৫৬—৬০।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তদবধি সেই কিরাত-রাজ্যে যে সমস্ত নরপতি উৎপন্ন হয়েন তাহাদিগের সহিত সেই নিশাচরীর মিত্রতা হইয়া থাকে। রাক্ষসীও সেই হইতে সেই কিরাতরাজ্যে পিশাচাদির ভয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মহোৎপাত এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নিবারণ করে। উক্ত রাক্ষসী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ধ্যানরতা থাকে ও ধ্যানভঙ্গের পর কিরাতমণ্ডলে গমন করিয়া রাজ-সঞ্চিত বধ্যদিগকে গ্রহণ করে। অদ্যাবধি তত্রস্থিত ভূপতিগণ সুহৃদের সম্মান রক্ষার-জন্য বধ্য-সংগ্রহ করিয়া থাকেন সেই রাক্ষসী কিরাত-রাজ্যে "কন্দরা ও মঙ্গলা" এই দুই নামে প্রতিষ্ঠাপিতা হইয়া তত্রত্য গগনস্পর্শী প্রাসাদমধ্যে অবস্থিতা রহিয়াছেন। সেই হইতে তথায় যিনি রাজপদে অধিরূঢ় হন, ভগবতী কন্দরার প্রতিমা নষ্ট হইলে তিনি অন্য প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। ১—৭। যে নৃপাধম ভগবতী কন্দরা দেবীর প্রতিষ্ঠা না করে কন্দরা তাহার প্রজাগণকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার পূজা করিলে জীবগণের বাসনা পূর্ণ হয় এবং তাঁহার পূজা না করিলে কাহার কোনও অভিলাষ পূর্ণ হয় না। অধিক কি বলিব, সেই ব্যক্তি বহুবিধ বিপদ্-পরম্পরার ভাজন হয়। সেই দেবী, বধ্যনরোপহার দ্বারা পূজিতা হইয়া থাকেন। আজিও তথায় মঙ্গল-বিধাত্রী তাঁহার চিত্রিতা প্রতিমা বিদ্যমানা আছেন। তিনি সর্ব্বপ্রকারে বালবৎসগণের মঙ্গল বিধান করেন এবং পরমজ্ঞানবতী সেই নিশাচরী কিরাত-মণ্ডলের দেবতা হইয়া জয়যুক্তা হইতেছেন। ৮—১১।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রঘুনাথ! আমি হিমালয়পর্ব্বতস্থা কর্কটী রাক্ষসীর মনোহর উপাখ্যান তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম। রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! হিমালয়গহ্বরস্থিতা রাক্ষসী কিরূপে কৃষ্ণবর্ণা হইল? এবং তাহার কর্কটী নামই বা কেন হইল? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসদিগের বংশ অসংখ্য। তাহারা স্বভাবতঃ কেহ শুক্ল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ হরিত, কেহ বা উজ্জ্বলবর্ণ হয়। এই রাক্ষসীর কৃষ্ণবর্ণতা কুলানুরূপ, কর্কট প্রাণিতুল্য কর্কট নামক রাক্ষস হইতে জন্মিয়াছিল বলিয়া কর্কটী নামে অভিহিতা হইয়াছে। ইহার আকার কর্কটের ন্যায়, অর্থাৎ কাঁকড়ার ন্যায় ইহার দীর্ঘ হস্তপদাদি ছিল। রাঘব! আমি বিশ্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মনিরূপণ উদ্দেশে ও অধ্যাত্ম-কথাপ্রসঙ্গে কর্কটীর প্রশ্ন স্মরণপূর্ব্বক সেই পরমার্থ-নির্ণয়-বিষয়িকা আখ্যায়িকা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ১—৫। এই অনাদি অবিনাশী অসম্পন্ন জগৎ সেই একমাত্র পরমকারণ হইতে সম্পন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। যেরূপ জলমধ্যে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, অসংখ্য তরঙ্গ অবস্থিতি করে, সেইরূপ সৃষ্টিপরম্পরাও সেই পরমপদে অবস্থিতি করে। যেরূপ কাষ্ঠ-মধ্যগত বহ্নি অপ্রজ্বলিত অবস্থাতেও বানরাদির শীত নিবৃত্তি করে, তেমনি ব্রহ্ম, নানা বর্ত্তার ন্যায় হইয়া নানারকম জগৎ সৃষ্টি করেন, অথচ তাহার স্বাভাবিক সৌম্যতা পরিত্যাগ হয় না। যেমন কাষ্ঠে মিথ্যা শালভঞ্জিকা, অর্থাৎ প্রতিমা-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তেমনি এই জগৎ সৃষ্ট না হইলেও সৃষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় না। ৬—১০। অঙ্কুর ও বীজ একই পদার্থ অথচ উহা বিভিন্ন প্রকারে সমুদিত হয়। সেইরূপ চিত্ত ও চৈত্য অর্থাৎ জগৎ-দর্শনশক্তি এক হইলেও ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। ভেদ অবিচারমূলক, সুতরাং ভেদ বাস্তবিক নহে। তাহার বিচার উপস্থিত হইলে আর ভেদ থাকে না। হে রঘুনাথ! এ ভ্রান্তি যেস্থান হইতে আসিয়াছে, ইহা সেই স্থানেই গমন করুক, অথবা তুমি প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মকে অবগত হইয়া ভ্রম পরিত্যাগ কর। আমার বাক্যরূপ অস্ত্র দ্বারা তোমার ভ্রমগ্রন্থি ছিন্ন হইলে তুমি নিজেই অভেদবুদ্ধি দ্বারা সেই পরম বস্তু অবগত হইতে পারিবে। অবশ্যই তুমি মদ্‌বাক্য শ্রবণ করিয়া এই চিৎসমুৎপন্ন মিথ্যা ঐশ্বর্য্য ও তাহার মূল কারণ অবিদ্যা বিনষ্ট করিতে পারিবে। তুমি আমার বাক্যাবলম্বনে প্রবুদ্ধ হইলে ‘জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম” এইরূপ বোধ সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ হয় নাই। ১১—১৭। রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ভিন্নরূপে দৃশ্যমান এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ কিরূপে সেই পরম কারণ হইতে অভিন্ন? বশিষ্ঠ বলিলেন, অভেদই প্রকৃত, ভেদ কাল্পনিক। কেবল উপদেশের নিমিত্তই অর্থাৎ শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্যই ভেদ-বোধক শব্দরাশি সৃষ্ট হইয়াছে অতএব পরমাত্মার সহিত জগতের যে ভেদ দেখা যায়, তাহা কেবল ব্যাবহারিক, প্রকৃত নহে, যেমন বালককে শিক্ষা দিবার জন্য উপদেষ্টাগণ বেতালাদির কল্পনা করেন, উক্ত ভেদও সেইরূপ কল্পনা মাত্র। ১৮—২০। ফলতঃ যাহার দ্বিত্ব ও একত্ব সংখ্যা কিছুই নাই, তাহাতে সঙ্কল্পবিকল্পের সম্ভাবনা কি? অজ্ঞ ব্যক্তিগণই ভেদজ্ঞান করিয়া বহুবিধ বিবাদ করে। কারণ, কার্য্য, স্বত্ব, স্বামিত্ব, হেতু, হেতুমান্, অবয়ব, অবয়বী, ব্যতিরেক, অব্যতিরেক, পরিণাম, অপরিণাম, বিদ্যা, অবিদ্যা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি যে কিছু ভেদ-ব্যবহার, সে সমস্ত অজ্ঞদিগের মিথ্যা কল্পনা ও অনভিজ্ঞদিগের যোথার্থ অনুবাদমাত্র। বস্তুতঃ যাহা বস্তু, তাহাতে কোনই ভেদ নাই, তাহা এক, অখণ্ড, অদ্বৈত; তত্ত্বজ্ঞান হইলে ঐ অদ্বৈতই পরিশেষিত হয়। ২১—২৫। রাম! যখন তোমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইবে, তখন তুমি, বুঝিবে, যে, আদ্যন্তবিহীন বিভাগরহিত এক অখণ্ডিত পরমাত্মাই সর্ব্বময় এবং তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। হে রঘুনাথ! যাহারা বুদ্ধ নহে, তাহারাই নিজ নিজ বিকল্পজ্ঞানের অর্থাৎ মিথ্যা ভেদ-জ্ঞানের প্রশ্রয়ে ঐরূপ বিবাদ করে, পরন্তু যাহারা প্রকৃত-জ্ঞানী তাহাদের দ্বিধাভাব থাকে না (অস্তমিত হইয়া যায়)। দ্বৈত মিথ্যা হইলেও ব্যবহার-দশায় তত্ত্ববোধের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় অর্থাৎ উপদেশের নিমিত্ত গৃহীত হয়। যেমন মিথ্যা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানে, সত্য ভয়কম্পাদি ফল উদ্ভূত হয়, তেমনি মিথ্যা দ্বৈতের অনুবাদ করিয়া উপদেশকগণ সত্যব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকেন। ব্যবহার-সিদ্ধ দ্বৈত অবলম্বন না করিলে অদ্বৈত বুঝান যায় না। যাহাদের শব্দের শক্তিজ্ঞান নাই অর্থাৎ ঘটশব্দ ঘটপদার্থের বাচক, ঘটপদার্থ ঘটশব্দের বাচ্য, এইরূপ অমুক শব্দ অমুক বস্তুর বাচক, অমুক বস্তু অমুক শব্দের বাচ্য ইত্যাদি বিধিবোধ নাই, সেই ব্যক্তিদিগকে কোন বিষয়ে কিছুই বুঝান যায় না। সেইজন্য ব্যবহার-সিদ্ধ দ্বৈত গ্রহণীয় হয়। নচেৎ বিচারদৃষ্টির অগ্রে দ্বৈতের অবস্থান অসিদ্ধ। অতএব হে রাঘব! তুমি শব্দজন্য ভেদ অনাদর করিয়া অর্থাৎ মিথ্যা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিকে মহাবাক্যার্থে নিমগ্ন করিয়া অর্থাৎ চিত্তকে এক অখণ্ড-অদ্বৈতাকার করিয়া আমার বাক্য-সকল শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই জগৎ গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র। হে অনঘ! যে প্রকারে এই জগদাত্মিকা মায়া বিস্তৃতা হইয়াছে, তাহা আমি দৃষ্টান্তসহ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। মদীয়বাক্য শ্রবণ করিয়া এই প্রপঞ্চের ভ্রমত্ব অবধারণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার কামনা-সমূহ বিধ্বস্ত হইবে। ২৬—৩০। এই ত্রিজগৎ মনের মনন অর্থাৎ কল্পনা দ্বারা বিনির্ম্মিত। ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিলে অর্থাৎ উক্ত জগতের অনিত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলে, তুমি শান্তাত্মা হইবে ও আপনি আপনাতেই থাকিবে অর্থাৎ নশ্বর জগৎ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরতিশয় শান্তিসুখভোগে সমর্থ হইবে। হে রাম! মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আমার বাক্যে মনঃ-সংযোগ করিবে ও বিবেকরূপ ঔষধির প্রতি যত্নবান্ হইবে। তুমি বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে সংসারে একমাত্র চিত্তই নিয়ত প্রকাশমান আছে, ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এমন কি শরীরাদিরও অস্তিত্ব নাই বলিয়া তখন বুঝিতে পারিবে, বস্তুতঃ, রাগদ্বেষ-বিমুগ্ধ চিত্তই সংসার, ঈদৃশ চিত্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই সংসারমুক্ত হওয়া যায়। ৩১—৩৫। চিত্তই সাধ্য অর্থাৎ সিদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক) জ্ঞানের বিধেয়, হেতু দ্বারা নির্দ্দেশ্য পালনীয়, অর্থাৎ সিদ্ধি হইলে রক্ষণীয়, (সর্ব্বদা অনুভবনীয়) বিচারণীয়, অর্থাৎ কি উপায়ে সত্বর অনুভববিষয় হইতে পারে ইত্যাদি বিবেচনাযোগ্য। আহরণীয়, অর্থাৎ আহরণ করিবার উপযুক্ত, ব্যবহরণীয়, অর্থাৎ আয়ত্তাধীন করণীয়, সঞ্চরণীয় ও ধারণীয়। আকাশসদৃশ শরীরবিহীন চিত্তই স্বীয় অন্তরে ত্রিজগৎ ধারণ

করিতেছে, চিত্তই অহঙ্কাররূপে দেহাদিতে ব্যাপ্ত আছে। যাহা চিত্তের চিদ্ভাগ অর্থাৎ চৈতন্য ভাগ, তাহাই সর্ব্বপ্রকার কল্পনার বা কল্পনাশক্তির বীজ। যাহা জড়ভাগ, তাহাই ভ্রান্তিময় জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্ত যখন অবর্ত্তমান বা অস্পষ্ট ছিল, তখন ব্রহ্মা এ সকল স্বপ্নের ন্যায় দেখিয়াও দেখিতেন না। পরে তিনি দীর্ঘ সম্বিদ্ দ্বারা এই প্রপঞ্চ, জড়সম্বিদ্ দ্বারা (জড়ভাবময়ী বুদ্ধি) শৈলাদি ও সূক্ষ্মসম্বিদ্ দ্বারা লিঙ্গসমষ্টিরূপাত্মক সূক্ষ্মহিরণ্যগর্ভ এই তিন প্রকার দেহ অনুভব করেন। অথচ উক্তদেহত্রয় শূন্যস্বরূপ সুতরাং উহা বাস্তব নহে। ৩৬—৪১। সেই মনোময় আত্মবপুঃ সর্ব্বগামী সর্ব্বব্যাপ্ত আছেন, চিত্তরূপ বালক অজ্ঞানতাবশতঃই জগৎকে স্বপ্নরূপেই অপূর্ব্ব বস্তুরূপ অবলোকন করিতেছে, আচার প্রবুদ্ধ হইলে অর্থাৎ অজ্ঞান দূরীভূত হইলে আবার এই জগৎকে নিরাময় আত্মরূপে দর্শন করিবে আত্মা যেরূপে স্থির ও ভ্রমদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হন, আমি বক্ষ্যমাণ বচনাবলির দ্বারা তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতেছি, তুমি প্রণিহিত হও। আমি সযৌক্তিক মধুরপদার্থান্বিত ও ঐন্দবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিব, তুমি তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিবে। সেই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে শ্রোতার হৃদয় সুশীতল হয়। হে অনঘ! একমাত্র স্বায়ম্ভ্রান্তিই আপনাকে জগৎ স্বরূপে বিস্তৃত করিয়াছে, যেরূপে জগন্মায়ার বিস্তার হইয়াছে, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৪২—৪৭।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে বিগতকল্মষ রাঘব! তুমি যখন জিজ্ঞাসু হইয়াছ, তখন তোমার নিকটে, ঐন্দবোপাখ্যান কথা দ্বারা পূর্ব্বে মৎসমীপে পদ্মযোনিকথিত জগতের মনোময়তা বর্ণন করিব (শ্রবণ কর)। আমি পূর্ব্বে ভগবান্ কমলযোনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "ব্রহ্মন্! এই সৃষ্টিপরম্পরা কিহেতু উপস্থিত হইয়াছে?" লোকপিতামহ ব্রহ্মা মৎকৃত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমাকে ঐন্দবোপাখ্যান সহিত বৃহৎ কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, যেমন জলাশয়মধ্যে একমাত্র জলই বিচিত্র আবর্ত্তাকারে স্ফুরিত হয়, তদ্রূপ ঐকমাত্র মনই জগৎশক্তিসম্পন্ন হইয়া এই নিখিল জগৎস্বরূপে স্ফুরিত হইতেছে। ওহে বশিষ্ঠ! আমি পূর্ব্বতন কোন এক কল্পের আদিতে প্রবুদ্ধ হইয়া সংসার (জগৎ) সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলে তৎকালে যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। ১—৫। একদিন আমার দিবাবসান (১) হইলে নিখিলসৃষ্টি সংহার করিয়া আমি একাকী একাগ্রচিত্ত ও স্বস্থ হইয়া উপস্থিত মদীয় রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিয়া প্রজাসৃষ্টিবাসনায় বিশাল আকাশে নয়নদ্বয় প্রসারিত করিলাম। দেখিলাম, একমাত্র অনন্ত শূন্য আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাতে তেজ বা অন্ধকার (২) কিছুই

নাই। পরে আমি মনে মনে "এই আকাশে সঙ্কল্পবলে সৃষ্টি করিব" এই নিশ্চয় করিয়া সূক্ষ্ম-চিত্ত দ্বারা সৃজ্য বস্তুর পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। অনন্তর মন দ্বারা দেখিলাম, সেই সুবিস্তৃত গগনে বিষ্ণুপ্রভৃতির, পালনাদির সুব্যবস্থায় বিশাল সৃষ্টি-সমূহ (কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড) সুশৃঙ্খলরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ৬—১০। সেই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে রাজহংসোপরি আরূঢ় মৎসদৃশাকৃতি কমল-কোশবাসী দশজন ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন। পৃথক্ ভাবে অবস্থিত সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডেও চতুর্ব্বিধ প্রাণিজাতি (স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ অণ্ডজ ও জরায়ুজ) উৎপন্ন হইতেছে, বিশুদ্ধ জলধরপটলও তথাকার জগতের মধ্যে জলবর্ষণ করিতেছে। তথায় সাগরবৎ কলকলনাদিনী মহানদীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে। আদিত্যগণ তাপদান করিতেছেন, আকাশে অনিল প্রবাহিত হইতেছে। স্বর্গে দেবগণ ক্রীড়া করিতেছেন, মর্ত্ত্যে মানবগণ ক্রীড়া করিতেছে, পাতালে দানবগণ ও সর্পগণ অবস্থান করিতেছে। কালচক্রে গ্রথিত বসন্ত প্রভৃতি ঋতুসমূহ যথাকালে স্ব স্ব শীত-আতপবর্ষাদি স্বভাব প্রকাশ করত স্ব স্ব ক্রিয়ার ফলে পূর্ণ হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে। ১১—১৫। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই স্মৃত্যুক্ত বিহিত-নিষিদ্ধ স্বর্গনরকফলপ্রদ শুভ অশুভ আচারসমূহের অনুষ্ঠান হইতেছে। নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে স্বর্গ বা মোক্ষফল যাহার যাহা অভিলষিত, সে তৎপ্রার্থী হইয়া যথাকালে স্ব স্ব অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বত্রই সপ্তলোক, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, ও সপ্ত পর্ব্বত, আপ্রলয় কাল গম্ভীর নিনাদে বিস্ফুরিত হইতেছে, প্রলয়বাণে ইহাদের আবার কোথাও লয় হইয়া যাইবে। কোন কোন স্থলে অন্ধকার হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে, কোথাও স্থিরতরভাবে রহিয়াছে, সমস্ত কুঞ্জেই অন্ধকার বিদ্যমান রহিয়াছে এবং গিরিগুহামধ্যে উক্ত অন্ধকার বিবরাগত আতপ-লেশে মিলিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। গগনরূপ নীলকমলের মধ্যে জলদপটলরূপ ভ্রমরপংক্তি বিচরণ করিতেছে। গগনস্থিত তারকানিকর উক্ত গগননীলোৎপলের কেসর-স্বরূপ। ১৬—২০। যেমন ফলকোশের অভ্যন্তরে শাল্মলীর নির্ম্মল (অতিশুভ্র) তুলারাশি থাকে, তেমনি সুমেরু-পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বতে অতি শুভ্র-ঘন-নীহাররাশি রহিয়াছে। লোকালোক পর্ব্বত যাহার কাঞ্চীকলাপ, সাগরগর্জ্জন যাহার নূপুরধ্বনি, প্রাণিগণের আস্বাদনীয় শালিধান্যাদি বীজ যাহার অধরসুধা, প্রাণিগণের ধ্বনি যাহার মঞ্জু বাগ্‌বিলাস, সেই গৌরাঙ্গী, রজনীসমূহরূপ অঙ্গরাগে রঞ্জিতা পৃথ্বীদেবী, অন্তঃপুর-মধ্যে অঙ্গনার ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। বৎসর-পরম্পরা ইহাঁর পদ্মোৎপল-মাল্যের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। আরও দেখিলাম,—পক্বদাড়িম্ব ফলের ন্যায় তেজোরঞ্জিত লোহিতায়মান ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছে। ঐ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের অভ্যন্তরবর্ত্তী ভুবনবিবরে দাড়িম্ববীজের ন্যায় প্রাণিসমূহ বিভাগবিন্যস্ত রহিয়াছে। ২১—২৫। ইন্দুকলার ন্যায় নির্ম্মলা ঊর্দ্ধ্ব ও অধোদেশে প্রবহমানা ভগবতী ত্রিপথ-গামিনী ত্রিস্রোতা (গঙ্গা) জগতের যজ্ঞোপবীতের ন্যায় শোভিত হইয়া রহিয়াছেন। চতুর্দ্দিকরূপ লতাপংক্তি হইতে তড়িদ্রূপ কুসুমশালী মেঘরূপ পল্লব সকল বায়ুবিধূনিত হইয়া ইতস্ততঃ প্রচলিত হইতেছে, বিশীর্ণ হইতেছে, আবার তথায় প্রোদ্ভূত (অঙ্কুরিত পক্ষান্তরে আবির্ভূত) হইতেছে। এই যে সমুদ্র, পৃথিবী ও গগনপদবী লক্ষিত হইতেছে,

(১) আমাদের এককল্পে ব্রহ্মার এক দিন, কল্পাবসানে যাবৎ পুনর্ব্বার কল্পোৎপত্তি না হয়, তাবৎকাল ব্রহ্মার রাত্রি।

(২) অন্ধকার থাকিলেও ব্রহ্মার দিব্যদৃষ্টি-প্রসারণে তাহা প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইত।

ইহা সুবিস্তৃত গন্ধর্ব্বনগরের উদ্যান-বল্লরীর ন্যায় অর্থাৎ যথার্থ সত্য নহে, যেমন উডুম্বর ফলের মধ্যে মশক দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করত গুঞ্জন করে, তেমনি উক্ত ভুবন-গর্ভে দলবদ্ধ হইয়া অবস্থিত সুরাসুর-নর ও উরগগণ কলরব করিতেছে। সেই ভুবনমধ্যে কল্প, যুগ, ক্ষণ, কলা ও কাষ্ঠারূপে বিভক্ত কাল, অলক্ষিত ভাবে সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করত প্রধাবিত হইতেছে। ২৭—৩০। আমি স্বকীয় পরমবিশুদ্ধচিত্ত দ্বারা এই সমস্ত অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং ভাবিলাম আমি চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা যাহার কিছুই দেখিতে পাই না, সেই অতুল মায়াজাল আজ আকাশমধ্যে মনের দ্বারা দেখিলাম। অনন্তর বহুক্ষণ মনে মনে অবলোকন করিয়া আকাশমধ্যগত সেই জগৎসমূহ হইতে একটী সূর্য্যকে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে দেবদেবেশ মহাদ্যুতে ভাস্কর! এইদিকে আগমন কর, তোমার মঙ্গল ত? আমি তাহাকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্! হে অনঘ! তুমি কে? তুমি, যে জগতে রহিয়াছ, এই জগৎ কিরূপ এবং কিজন্য উৎপন্ন হইল? এবং অপরাপর জগৎগুলিই বা কেন উৎপন্ন হইল? যদি ইহার কারণ অবগত থাক, তাহা হইলে আমাকে বল"। ৩১—৩৫। এইরূপ অভিহিত হইলে সেই ভানু আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং আমাকে অভিবাদন করিয়া সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে ঈশ্বর! আপনিই এই দৃশ্য প্রপঞ্চের শাশ্বত কারণ হইতেছেন, তবে জানিতে পারিতেছেন না কেন? আমাকে আবার কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? হে সর্ব্বগামিন্! যদি মদীয় বাক্য শ্রবণে আপনার কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে অচিন্তিতভাবে (আপনার সঙ্কল্প ব্যতিরেকে) যেরূপে আমার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে ঈশ্বরাত্মন! হে মহাত্মন! অবিরত জগৎ-রচনাকারী সদসদ্বিবেকবিষয়ে মোহপ্রদায়ী 'কখন সৎ কখন অসৎ' এইরূপে দেশকালে পরিচ্ছিন্ন জগৎ-সত্তার প্রদর্শন-কৌশলরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একমাত্র মনই বিস্তৃত হইয়া বিলাসিত হইতেছে ইহাই জানিবেন। ৩৬—৩৯।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

সূর্য্য কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! কল্পনামে বিখ্যাত ভবদীয় অতীত দিনে, প্রজাসৃষ্টিনিযুক্ত ভবৎপুত্রগণ, জম্বুদ্বীপের এক-দেশস্থিত কৈলাসপর্ব্বত-সমীপবর্ত্তী সুবর্ণজটনামে প্রসিদ্ধ সমতল ভূখণ্ডে বাসমণ্ডল রচনা করেন, তাহা বহু-সুখপ্রদ এবং অতিশয় শোভাসম্পন্ন। তথায় কশ্যপ-বংশসম্ভূত এক ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেন, তাঁহার নাম ইন্দু, তিনি পরম ধার্ম্মিক এবং অতীব শান্ত-স্বভাব। সেই স্বজন-মণ্ডল-সংস্থিত ইন্দুর প্রাণতুল্যা এক বনিতা ছিলেন। যেমন মরুভূমিতে তৃণ উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ মহাত্মা ইন্দুর ঔরসে ও তাঁহার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইল না। তদীয় বনিতা সরলা শরতৃণ-যষ্টির ন্যায় সরলা। গৌরবর্ণা এবং বিশুদ্ধ হইলেও ফলহীন পুষ্পের ন্যায়ই প্রকৃত শোভা তাঁহার হয় নাই। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণদম্পতি পুত্রের জন্য খেদযুক্ত হইয়া তপস্যার্থ প্রোদ্ভূত নবপাদপের ন্যায় কৈলাসপর্ব্বতের একদেশে অবস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ-দম্পতি জনপ্রাণিশূন্য কৈলাসনিকুঞ্জে জলাহারী হইয়া পাদপের ন্যায় নিশ্চলভাবে ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দিনান্তে এক গণ্ডূষমাত্র জল পান করিতেন, তাহাও যথাসম্ভব নিস্পন্দভাবে এবং দণ্ডায়মান হইয়া। এইরূপ বৃক্ষবৃত্তি আশ্রয়েই তাঁহারা ত্রেতা এবং দ্বাপর-যুগ অতিবাহিত করেন। অনন্তর শশিশেখর মহাদেব তাঁহাদের উভয়ের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া, সেই লতাপাদপ-মণ্ডিত প্রদেশে ঋতুরাজ বসন্তের ন্যায় উপস্থিত হইলেন। দিনাতপতাপিত কুমুদের পক্ষে যেন সুধাকরের উদয় হইল। তখন সেই ব্রাহ্মণদম্পতি শশাঙ্কশেখর উমাসহচর বৃষারূঢ় মহাদেবকে কুমুদ-কুসুম যেমন সুধাকরকে নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ প্রফুল্ল-মুখে দর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ণপূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই তুষারশুভ্র মহেশ্বরকে দ্যাবাপৃথিবীর ন্যায় তাঁহারা উভয়ে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শিব, কোকিলনাদ-কূজন-বিনিন্দি-স্বরে ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন। ১—১৪। হে বিপ্র! আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি তুমি অবিলম্বে অভিলষিত বর গ্রহণ করত মধুমাস-রসপূর্ণ পাদপের ন্যায় আমোদ প্রাপ্ত হও। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে ভগবন্! দেবদেব মহেশ্বর! পুত্রের জন্য কষ্ট পাইতে না হয়, এইরূপ কল্যাণ-সম্পন্ন মহামতি দশটী পুত্র যেন আমার হয়। অনন্তর মহেশ্বর, "তথাস্তু" বলিয়া আকাশে অন্তর্হিত হইলেন। যেন তরঙ্গায়িত বিপুলকায় বলাহক গর্জ্জন করত গগনমণ্ডলে তিরোহিত হইল। উমামহেশ্বর যেরূপ আকাশপথে গমন করিলেন, শিব-বরলাভে পরিতুষ্ট সেই দেব-সদৃশ ব্রাহ্মণ-দম্পতিও স্বগৃহে গমন করিলেন। গৃহে আসিয়া ব্রাহ্মণীর শুভ গর্ভ-সঞ্চার হইল। জলভরে পূর্ণগর্ভা মেঘলেখার ন্যায় ব্রাহ্মণীও পূর্ণগর্ভা শ্যাম ভাব * প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী যথাসময়ে প্রতিপচ্চন্দ্র-সন্নিভ আনন্দপ্রদ অতি সুন্দর দশটী পুত্র প্রসব করিলেন। যেন পৃথিবী নবীন অঙ্কুর উৎপাদন করিলেন। মহা-তেজা ব্রাহ্মণ-বালকবৃন্দ ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া স্বল্প কালেই বর্ষা-সমাগমে নবজলধরের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সপ্তমবর্ষ বয়সেই নানাশাস্ত্র অবগত হইয়া আকাশমণ্ডলে গ্রহগণের ন্যায়, মহাতেজে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালক্রমে ব্রহ্মজ্ঞ তদীয় পিতা মাতা দেহ-ত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিলেন। মাতৃহীন, পিতৃহীন, দশটী ব্রাহ্মণসন্তান দুঃখে গৃহপরিত্যাগ করিয়া কৈলাসশৃঙ্গে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা উদ্বিগ্নভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ স্থানে পরম শ্রেয়োলাভ কিরূপে হইবে? এবং তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? কি উপায়ে দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়? মহত্ত্ব কি? ঐশ্বর্য্য কি? মহৎ বিত্তই বা কি? লোকের যে ঐশ্বর্য্য দেখা যায়, তাহা ত সামান্য, কেননা, সামন্তই আমাদিগের অপেক্ষা প্রকৃষ্ট-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ১৫—২১। আবার দেখা যায় সামন্তের ঐশ্বর্য্যও সামান্য, কেননা রাজারাই প্রকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী। রাজগণের ঐশ্বর্য্যও কিছু নয়, কেননা সম্রাট্ই প্রকৃত পক্ষে মহৈশ্বর্য্য-শালী। সম্রাট্দিগের ঐশ্বর্য্যও কিছু নহে, কেননা প্রজাপতির

* ব্রাহ্মণীকে অনাদি অবয়বে কালিমা দেখা দিল।

ঐশ্বর্য্যের নিকটে তাহা মুহূর্ত্তকালস্থায়ী অর্থাৎ অতি অল্প। প্রলয়-কালেও যাহার নাশ হয় না, এমন কি পরম ঐশ্বর্য্য আছে? তাঁহারা এইরূপ পরস্পর বলাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সেই মহামতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, বোধ হইল যেন মৃগযূথপতি, স্বকীয় যূথস্থ সঙ্গিগণকে বলিতে লাগিল। ২৮—৩০। "হে ভ্রাতৃগণ! ঐশ্বর্য্যসমূহের মধ্যে মহাপ্রলয়াবধি যে ঐশ্বর্য্য অবিনাশী সেই ব্রহ্মস্বরূপ ঐশ্বর্য্যই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া রুচিকর হইতেছে, অন্য কোন ঐশ্বর্য্য নহে। ব্রাহ্মণ-ইন্দুর সেই ধীমান্ পুত্রগণ—সকলেই জ্যেষ্ঠের উক্ত বাক্যে সাধু সাধু বলিয়া অনুমোদন করিলেন। এবং বলিলেন, 'হে পূজ্য! যাহাতে নিখিলদুঃখের উপশান্তি হয়, সেই জগৎপূজ্য পদ্মাসন-ব্রহ্মভাব আমরা কিরূপে পাইতে পারি।' জ্যেষ্ঠ পুনর্ব্বার কহিলেন, 'হে মহাতেজস্বী ভ্রাতৃগণ! আমি যাহা বলি, তোমরা সকলেই তাহা প্রতিপালন কর। "আমি পদ্মাসনস্থিত তেজোময় ব্রহ্মা আমি তেজোবলে জগতের সৃষ্টি সংহার করিতেছি, তোমরা সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিতে থাক।" ৩১—৩৫। অগ্রজের উক্ত বাক্যে অনুমোদন করিয়া তাঁহারা সকলেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ফলপ্রাপ্তির দৃঢ় আশা করিয়া স্ব স্ব বুদ্ধিতে উক্তরূপ ধ্যানে মগ্ন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধ্যানাসক্তবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রগণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করত অন্তর্ব্বর্ত্তী চিত্ত দ্বারা পরমাদরে উক্ত বিষয়ের ভাবনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি উৎফুল্ল কমল বদন উচ্চাসন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা স্রষ্টা মহেশ্বর ব্রহ্মা শিক্ষাদি অঙ্গ ও পুরাণ প্রভৃতি উপাঙ্গসহ সরস্বতী ও গায়ত্রীযুক্ত আমার এই বেদ সকল মূর্ত্তিমান্ (মানবের ন্যায়) হইয়া অবস্থান করিতেছে। আমি যজ্ঞমূর্ত্তি, এই বেদ সকল আমার যাজক মহর্ষি স্বরূপ। ৩৬—৪০। পর্ব্বত, দ্বীপ, সাগর ও অরণ্যরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত, ত্রিলোকীর কর্ণকুণ্ডল-স্বরূপ এই ভূমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে। দৈত্যদানবগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এই পাতালপ্রদেশ এবং সুরস্ত্রীগণে শোভিত এই গগনতল গৃহের ন্যায় বোধ হইতেছে। প্রজার শোভাবিবর্দ্ধক নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, যজ্ঞাহুত-দ্রব্য-ভোজনকারী এই মহাবাহু মহেন্দ্র একাকী ত্রৈলোক্য নগরীর পালন করিতেছেন। এই মহাতেজা ভানুগণ (দ্বাদশ আদিত্য) প্রদীপ্ত কিরণমালারূপ রজ্জু দ্বারা দিক্‌সমূহকে বদ্ধ করিয়া যথাক্রমে (চৈত্রাদিমাসক্রমে একে একে) গমন করিতেছেন। বিশুদ্ধবৃত্তি এই লোকপালগণ, খাদ্য ব্যবহারে গোপালগণ যেমন গোরক্ষা করে, তদ্রূপ লোকরক্ষা করিতেছেন। ৪১—৪৫। এই জগদ্বাসী প্রজাবর্গ প্রতিদিন জলতরঙ্গবৎ উন্মগ্ন নিমগ্ন স্ফুরিত ও পতিত হইতেছে। আমি যত্নসহকারে এই সৃষ্টি করিতেছি, সৃষ্টির সংহার করিতেছি, এই আমি আত্মাতেই অবস্থিত আছি, আমি ভুবনেশ্বর, এই আমি শান্ত হইতেছি। এই এক বৎসর চলিয়া গেল, এই এক যুগ গেল, এই সৃষ্টির সময় উপস্থিত, এই সংহারের কাল উপস্থিত। এই এক কল্প চলিয়া গেল, এই ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত, এই আমি পূর্ণাত্মা পরমেশ্বর হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত আছি।" ইন্দুপুত্র সেই দশটী ব্রাহ্মণ উক্ত প্রকার ভাবনাময়ী-বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পাষাণ-খোদিত পুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুশাসনে সমাসীন সেই ঐন্দবগণ যখন কমলাসন ব্রহ্মার সত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের তুচ্ছ মনোবৃত্তি বিগলিত হইল; তাঁহারা আপনাকে ব্রহ্মভাবে ভাবনা করত পরমশোভা প্রাপ্ত হইলেন। ৪৬—৫১।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

ভানু কহিলেন,—হে পিতামহ! সেই ঐন্দবগণ উক্তপ্রকারে সমাধি-মগ্ন হইয়া আপনার ন্যায় দৃঢ়সঙ্কল্পবলে, জগৎ ও জাগতিক জীবগণের সৃষ্টিসংহার-কর্ম্মে আসক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের তপঃকৃশ দেহসমূহ আতপবিশুষ্ক ও শীতাহত হইয়া প্রখরবৃন্ত জীর্ণপর্ণবৎ বিগলিত হইয়া গেল। তত্রত্য মাংসাশী আরণ্য পশুপক্ষিসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাঁহাদের সেই বিশীর্ণ দেহ, বানরে যেমন সুফল ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। অনন্তর তাঁহারা একেবারে বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান-শূন্য হইয়া চতুর্যুগের অবসান অর্থাৎ কল্পক্ষয় পর্য্যন্ত আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন কল্পক্ষয়ের সময় উপস্থিত হইল, দ্বাদশ-সূর্য্য যুগপৎ উদিত হইয়া তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন, পুষ্করাবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘমালা অতি-গভীর গর্জ্জনে বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ১—৫। প্রলয় মারুত প্রবাহিত হইল, সমুদয় জগৎ একাকার হইয়া মহার্ণবে পরিণত হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভূতগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; তখনও তাঁহারা সেইরূপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে প্রভো! অনন্তর পরমাত্মস্বরূপ আপনি এই সমুদয়ের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া আপনার রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে যখন যোগনিদ্রায় অধিরূঢ় হইলেন, তখনও তাঁহারা সেইরূপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অদ্য পুনঃকল্পারম্ভে, আবার আপনি প্রবুদ্ধ হইয়া সংসার সৃজনের ইচ্ছা করিতেছেন, তথাপি তাহারা তদবস্থ হইয়াই আছেন। হে ভগবন্! হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মরূপী সেই দশটী ব্রাহ্মণই চিত্তাকাশে অবস্থিত দশটী সংসার। হে প্রভো! আমি সেই দশটী ব্রাহ্মণের দশবিধ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একব্রহ্মাণ্ডের ছিদ্র-স্বরূপ আকাশমন্দিরে সূর্য্যস্বরূপে অবস্থিত হইয়া এই জগতের কালবিভাগরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। হে কমলযোনে! কিরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি হইল তাহা বলিলাম, ঐ ঐন্দবগণের উৎপত্তিও আকাশ হইতে হইয়াছে, (ঐ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট থাকিলেও আপনার পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে কোন বাধা দেখি না) অতএব আপনার যথাভিলষিত কর্ম্ম আপনি সম্পাদন করুন। হে মহন্! বাহ্য ও অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়সমূহের বন্ধনস্বরূপ আসঙ্গকারী-দিগের মোহপ্রদ বিবিধকল্পনাপ্রসূত আকাশময় এই যে নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এ সমুদয়ই তাঁহাদের স্ব স্ব চিত্তের ভ্রমমাত্র (বস্তুতঃ সৎ নহে)। আপনার সৃষ্টিও তাহাই, সুতরাং উভয়ই একই। ৬—১২।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৭॥

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ! হে ব্রহ্মন্! সেই ভানু আমার নিকট "সেই দশজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাই অপর কেহ নহে" ইহা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিল। অনন্তর আমি বহুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহাকে কহিলাম, "হে ভানো, হে ভানো! তুমি শীঘ্র বল, আমি আর কি সৃষ্টি করিব? যখন এই দশ-জগৎ বিদ্যমান, তখন বল দেখি ভাস্কর, আমার আবার অন্য সৃষ্টিতে প্রয়োজন কি?" হে মহামুনে! আমি এইরূপ বলিলে পর। সেই ভানু বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমার ঐ প্রশ্নের অনুরূপ (যথাযথ) উত্তর দিতে লাগিলেন। ভানু কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি নিরীহ, আপনার কোন বিষয়ে ইচ্ছা নাই, তবে আপনার সৃষ্টিতে প্রয়োজন কি? হে জগৎপতে! এই ভবদীয় সৃষ্টি আপনার বিনোদনমাত্র, (কোন প্রয়োজন ইহাতে দেখি না)। ১—৫। হে প্রভো! যেমন সূর্য্যের কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা না থাকিলেও তদীয় মণ্ডল হইতে জলে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ আপনি নিষ্কাম ও নির্ম্মলস্ক হইলেও আপনা হইতে এই সৃষ্টি আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে ভগবন! সর্ব্বদাই আপনার নিষ্কাম ভাব, এই শরীরসন্নিবেশের ত্যাগ বা তাহাতে অহন্তাবানুরাগ কিছুই আপনার নাই, আপনি এই শরীরের ত্যাগ বা বাঞ্ছা কিছুই করেন না। হে ভূতপতে! হে দেব! দিনপতি যেমন পুনঃপুনঃ এই দিনের সৃজন ও সংহার করিতেছেন (ইহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই) সেইরূপ আপনিও কেবল মাত্র বিনোদনার্থ নিত্য এই জগতের সৃজন ও সংহার করিতেছেন. কেবল বিনোদনার্থ হইলেও এই জগৎ সৃজন আপনার নিজকর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইতেছে, তথাপি ইহাতে আপনার কোনরূপ আসক্তি বা উদ্যমেচ্ছা নাই। হে মহেশ! আপনি যদি সৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে আপনার নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করায় আর কি অপূর্ব্ব কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন, অর্থাৎ তাহা হইলে আপনার আর কোন কর্ম্মই থাকে না। ৬—১০। যেমন নিষ্কলঙ্ক (স্বচ্ছ মলহীন) আদর্শ ইচ্ছা বা আসক্তিশূন্য হইয়া বস্তুসমূহের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি নিত্যবস্তু জ্ঞানীরাও অনাসক্ত হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ধীমান্-দিগের কর্ম্মকরণবিষয়ে কোন কামনা নাই এবং কর্ম্মত্যাগ বিষয়েও কোন কামনা নাই। অতএব আপনি সুষুপ্তি সদৃশী সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নোপমা কামনাশূন্য বুদ্ধিদ্বারা যথোপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করুন। হে জগৎপতে! যদি আপনি ঐ ইন্দুপুত্রগণের সৃষ্টিক্রিয়ার সন্তোষ লাভ করেন, তাহা হইলে হে সুরেশ্বর! ইহারা পরেও সৃষ্টি দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিবে। আপনি চিত্তনেত্র-দ্বারাই পরসৃষ্টি দেখিতে পাইতেছেন। চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পাইতেছেন না। সৃষ্টিকারী কোন্ ব্যক্তি স্বকৃত সৃষ্টি "ইহা আমার কৃত" এইরূপে স্বীয়চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায়? ১১—১৫। হে পরমেশ্বর! যিনি মনর্দ্বারা এই সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন, তিনিই কেবল স্বীয় চর্ম্মচক্ষু দ্বারা তাহা দেখিতে পান, অপরের সেইরূপে দর্শন করিবার ক্ষমতা থাকে না। ঐ দশটী কমলযোনির (ব্রহ্মার) দশসংসার বা ঐ দশ কমলযোনিকে কেহই নাশ করিতে সমর্থ নহে, কারণ উহারা চিত্তের দৃঢ়ভাবশতঃ চিরস্থায়ী হইয়াছে। কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অপরে বিনষ্ট করিতে পারে, চিত্তনিশ্চয়ে যাহা উৎপন্ন, তাহা কেহই নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। হে ব্রহ্মন্! জীবের মনোমধ্যে যে নিশ্চয় বদ্ধমূল হইয়া থাকে, সেই নিশ্চয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত অপরের নিবারণ-যোগ্য হয় না। মনের দৃঢ়নিশ্চয়ে যাহা বহুকাল অভ্যস্ত হইয়া যায়, দেহ নষ্ট হইলেও এমন কি কাহারও অভিসম্পাতেও তাহার ক্ষয় হয় না। মনে যে ভাব স্থিরভাবে উদিত হইয়াছে, পুরুষও তদ্রূপই হয়, তাহার অন্যথা হয় না। অতএব এই সংসার নিবারণে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মূঢ়গণের অন্য উপায় (অঙ্কুরোদ্গমের আশায়) শৈলোপরি জলসেকের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল বিবেচনা করি। ১৬—২১।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সম্পূর্ণ ॥ ৮৮ ॥

একোনাশীতিতম সর্গ।

ভানু কহিলেন,—মনই জগৎকর্ত্তা, সমষ্টিভাবাপন্ন মনই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ, এই লোকে মনদ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহাই প্রকৃত কৃত, শরীর দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা বাস্তবিক কৃত নহে। ঐ ঐন্দবগণ সামান্য ব্রাহ্মণ হইয়া মনের ভাবনাবলেই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছেন, দেখুন—মনের কতদূর শক্তি। মনের ভাবনাবলেই দেহ দেহত্ব ধারণ করে, (দৃঢ়রূপে গ্রথিত হয়) যাহার দেহভাবনা নাই, সে দেহধর্ম্মের বাধ্য হয় না। যাহার দৃষ্টি বাহ্য-দেহাদিতেই অবস্থিত, সেই ব্যক্তিই নিয়ত সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, অন্তর্দৃষ্টিশালী যোগী স্বীয় দেহে সুখ দুঃখ কিছুই অনুভব করেন না। অতএব এই বিবিধ বিভ্রমসমন্বিত জগৎ যে একমাত্র মন হইতেই উৎপন্ন, ইন্দ্র ও অহল্যার বৃত্তান্ত তাহার একটী প্রসিদ্ধ নিদর্শন। ১—৫। ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! অধোপহ! হে ভানো! যাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণে এই পবিত্র সৃষ্টি অবগত হওয়া যায়, সেই অহল্যা কে? এবং ইন্দ্রই বা কে? ভানু কহিলেন,—হে দেব! কথিত আছে, মগধ-দেশে (পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধ অপর) ইন্দ্রদ্যুম্নের ন্যায় ইন্দ্রদ্যুম্ননামে পূর্ব্বে এক মহীপতি ছিলেন। তথায় সেই মহীপতির শশাঙ্কের রোহিণীর মত চন্দ্রকলাসদৃশী কমলাক্ষী অহল্যানাম্নী এক ভার্য্যা ছিল। সেই নগরেই শৃঙ্গারলম্পট সর্ব্বাঙ্গ লম্পটোচিত বেশভূষায় সজ্জিত, বিটবিদ্যায় নিপুণ ইন্দ্রনামে এক বিপ্রতনয় বাস করিত। অনন্তর ঐ রাজমহিষী অহল্যা কথাপ্রসঙ্গে কোন স্থানে শ্রবণ করিলেন যে, "পূর্ব্বে গৌতমপত্নী অহল্যা ইন্দ্রের (দেবরাজের) অভিলষিত হইয়াছিলেন। ৬—১০। অহল্যা ইহা শ্রবণ করিয়া সেই ইন্দ্রের উপরি অনুরক্তা হইল এবং "সেই ইন্দ্র আমার উপরে আসক্ত হইয়া কিজন্য আমার নিকট আসিতেছে না" এইরূপ ভাবনায় উৎকণ্ঠাবতী হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ সেই বালা ইন্দ্র-বিরহাতুরা হইয়া মৃণাল ও কদলীপত্রের আস্তরণে শয়ন করিয়াও ছিন্নবনলতার ন্যায় বিশুষ্ক ও সন্তাপিত হইতে লাগিল। যেমন নিদাঘতপ্ত স্বল্পসলিলে মৎসী দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হয়, সেই অহল্যাও তদ্রূপ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র রাজ্যৈশ্বর্য্যেও অসুখ বোধ করিতে লাগিল। "এই ইন্দ্র, এই ইন্দ্র," এই প্রকার প্রলাপবাক্য অহল্যার মুখ হইতে সর্ব্বদাই বিনির্গত হইতে লাগিল। সাতিশয় অধীরা হইয়া সেই কামিনী লজ্জাও পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তাহার এক সখী তাহার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ-বশতঃ অবস্থাসন্দর্শনে দুঃখিত হইয়া কহিল "প্রিয়সখি, আমি

তোমার প্রিয়তম ইন্দ্রকে নির্ব্বিঘ্নে আনয়ন করিতেছি”। ১২—১৫। এই কথা শ্রবণ মাত্রেই অহল্যা প্রফুল্লনয়নে নলিনী যেমন অস্ত নলিনীর নিকট নত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সখীর পাদতলে নত হইয়া পড়িল। তাহার পর রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে, সেই সখী ইন্দ্রনামা সেই দ্বিজকুমারের নিকট গমন করিল এবং ইন্দ্রের নিকট নিজসখীর বৃত্তান্ত যথাযথ প্রকাশ করিয়া সেই রাত্রিতেই অহল্যা-নিকটে তাহাকে আনয়ন করিল। অনন্তর অহল্যা বহুমাল্য ও বিলেপনদ্রব্যে ভূষিতা হইয়া, কোন গুপ্তভবনে কামলম্পট সেই ইন্দ্রের সহিত রতিক্রীড়ায় রত হইল। তখন সেই যুবতী, হার-কেয়ূরশোভী সেই যুবকের রতিক্রীড়ায় বশীভূতা হইয়া বসন্তাগমে লতার ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ১৬—২০। ক্রমে সেই পুরুষে অহল্যা এত অনুরক্ত হইল যে, এই জগৎ কেবল তন্ময়ই দেখিতে লাগিল; নিখিলগুণাধার হইলেও স্বীয়ভর্ত্তা আর তখন তাহার প্রীতিকর হয় নাই। মহারাজ কিন্তু তাহাকে স্বীয় বদনাকাশের চন্দ্রিকাসমান জানিতেন অর্থাৎ তাহাতে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন, অহল্যা ইন্দ্রানু-রক্তা হইয়াছে। সেই অহল্যা যখন ইন্দ্রবিষয়িণী কুচিন্তা করিত, তখন তদীয় বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কৈরববৎ প্রফুল্ল হইত। ইন্দ্রেরও তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাতেই আসক্ত, সে ক্ষণ-কালও তাহার বিরহে অবস্থান করিতে পারিত না। অনন্তর যখন তাহারা গাঢ় প্রণয় বশতঃ প্রকাশ্য ভাবেই পাপকর্ম্মে রত হইতে লাগিল, তখন তাহাদের ঐ দুঃসহ অযথা ব্যাপার রাজার শ্রুতিগোচর হইল। ২১—২৫। রাজা উভয়ের পরস্পর আসক্তি অবগত হইয়া দুইজনকেই কঠোর দণ্ডে শাসিত করিতে লাগিলেন। রাজা হেমন্তকালে উভয়কে সলিলমধ্যে প্রক্ষেপ করিলেন, তথাপি তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিল; কোন কষ্টই অনুভব করিল না। তখন রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দুর্ম্মতিদ্বয়! আমার এইরূপ কঠোর শাসনেও তোমরা কোন কষ্ট অনুভব করিতেছ না কেন? তাহার পর তাহারা জলাশয় হইতে উদ্ধৃত হইয়া মহীপতিকে কহিল। “আমরা পরস্পরের আনন্দিত মুখকান্তি স্মরণ করিতেছি। আমরা পরস্পর এরূপ প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ আছি যে, আমাদের স্বদেহজ্ঞানও নাই। আপনার এই কঠোর দণ্ডেও যে, পরস্পর নিশঙ্কভাবে একত্র সহবাস করিতেছি, তাহাতেই আমাদের সাতিশয় হর্ষ হইতেছে; হে মহীপাল! আমাদের অঙ্গসমূহ কর্ত্তন করিয়া দিলেও আমরা মোহপ্রাপ্ত হই না”। ২৬—৩০। তাহার পর রাজা তাহাদিগকে তপ্ত ভ্রাষ্ট্রে (খোলায়) প্রক্ষেপ করিলেন, তথাপি তাহারা অখিন্ন রহিল এবং পরস্পর পরস্পরকে স্মরণ করত হৃষ্টচিত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই উত্তর প্রদান করিল। অনন্তর তাহারা হস্তীর পদতলে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতেও তাহারা অখিন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিল এবং পরস্পরের স্মরণে আহ্লাদিত হইয়া রাজাকে পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর প্রদান করিল। অনন্তর কশাহত হইলেও ঐরূপ অখিন্ন হইয়া ঐরূপই উত্তর দিল। রাজা এইরূপে তাহাদের উপরে পুনঃ পুনঃ কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহারা তত্তৎক্লেশ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া রাজকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, বারম্বার পূর্ব্বরূপই উত্তর দিতে লাগিল। অবশেষে ইন্দ্র রাজাকে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই জগৎ আমার নিকট দয়িতাময় বোধ হইতেছে; এইজন্য শরীরকর্ত্তন দুঃখ হেতু হইলেও, আমার কোনরূপ দুঃখ উৎপাদন করিতে পারিবে না, এইরূপ অহল্যার নিকটও সমুদয় জগৎ মন্ময় (ইন্দ্রময়) প্রতিভাত হইতেছে। সেই কারণে ইহারও (অঙ্গের) পীড়নে কোন দুঃখ হইতেছে না, হে রাজন্! আমি ত মনোমাত্র, কারণ মনই পুরুষরূপে কথিত হয়। ৩১—৩৬। এই যে দেহ দেখিতেছেন, ইহা কল্পিত ঐ মনের বিস্তারমাত্র। যদি যুগপৎ নিখিল কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করা যায়, তথাপি বীর (ইষ্টার্থ স্থৈর্য্যহেতু শূর) মনের কিছুমাত্রও ভেদ করিতে পারা যায় না। মহারাজ, অনুভূয়মান বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় মনকে যে শক্তি দ্বারা ভেদ করিবেন, সে শক্তি কি প্রকার? কাহার বা সে শক্তি আছে? এই দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক বা বিগলিত হউক, স্বকীয় ভাবনাগোচর পদার্থে আসক্ত হইয়া মন পূর্ব্ববৎই অবস্থান করিবে। হে নৃপ! অভিলষিত অর্থে অভিনিবিষ্ট মনকে শরীরস্থ ভাব ও অভাব সমূহে কিছুই বাধা দিতে পারে না। ৩৭—৪০। হে মহীপতে! মন তীব্র-বেগে যে বিষয়ের ভাবনা করে, স্থিরভাবে তাহাই দেখে, তখন তাহার আর শরীর-চেষ্টার অনুভব থাকে না। হে রাজন্! তীব্র-বেগে অভীপ্সিত বিষয়ে নিশ্চল ভাবে আসক্ত মনকে বরদান বা শাপপ্রদানাদি কোন ক্রিয়াতেই বিচলিত করিতে পারে না, যেমন মৃগসকল মহাচলকে বিকম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ পুরুষ বাঞ্ছিত বিষয়ে দৃঢ়রূপে অভিনিবিষ্ট মনকে বাঞ্ছিত বিষয় হইতে বিচলিত করিতে পারে না। যেমন বিশাল সমুন্নত দেবাগারে ভগবতী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ এই অসিতাপাঙ্গী (যাহার অপাঙ্গদেশ শ্যামবর্ণ) মদীয় চিত্তকোণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন মেঘমালা আসিয়া পর্ব্বত-তটে লগ্ন হইলে পর্ব্বত গ্রীষ্মদাহ অনুভব করে না, আমিও সেইরূপ এই জীবরঙ্গিণীপ্রিয়া আমার সঙ্গিনী থাকায় কোন দুঃখ অনুভব করিতেছি না। ৪১—৪৫। হে রাজন্! আমি যে যে স্থানে যেরূপেই অবস্থিত বা পতিত হইনা কেন, তথায় এই প্রিয়া-সঙ্গমসুখ ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভব করি না। ইনি অহল্যা-নাম্নী দয়িতা বটে, কিন্তু ইনি এক্ষণে ইন্দ্রনামক মন অর্থাৎ এই অহল্যা আমার মন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; ইঁহাকে আমার মনো-ভাব হইতে কিছুতেই বিচ্যুত করিতে পারিবেন না। হে ভূপতে! ধীর ব্যক্তির মন এক কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলে, তাহা সুমেরু-পর্ব্বতের ন্যায় অটল হয়; বর প্রদান দ্বারা বা শাপপ্রদান দ্বারা কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারা যায় না। হে রাজন্! বর ও শাপদ্বারা দেহের অন্যথাভাব হয় বটে, কিন্তু ধীরজন বিজিগীষু হইয়া এক বিষয়েই নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। হে রাজন্! বৃথা উৎপন্ন এই জীব-শরীররূপ কল্পনার একাংশও মনের কারণ নহে; যেমন সমুদয় আরণ্য-লতাকুলগত-রসের প্রতি বারিই কারণ, সেইরূপ এই শরীরসমূহের প্রতি মনই কারণ। ৪৬—৫০। হে মহারাজ! আপনি জানিবেন, মনই প্রথম শরীর; তাহার পর তদ্দ্বারা এই শরীরসমূহ কল্পিত হয়, আত্মার প্রথম ভোগনিকেতন ঐ মনঃশরীর। ঐ মন অহংরূপে যে স্থানেই আবি-র্ভূত হয়, সেই স্থানেই তত্তৎদৃশ্য শরীর উৎপাদন করে, মন ব্যতীত উক্ত উৎপাদিকা-শক্তি অপর কাহারও নাই। হে সুজন! মনই প্রথমে পুরুষের অঙ্কুররূপে উৎপন্ন হয় জানিবেন, তাহার পরে দেহসমূহ তরুপল্লবের ন্যায় ঐ মনোরূপী অঙ্কুর হইতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অঙ্কুর নষ্ট হইলে আর পত্রোদ্গমের সম্ভাবনা

থাকে না, কিন্তু পল্লব নষ্ট হইলে অঙ্কুর নষ্ট হয় না। সেইরূপ এই স্বপ্নভূমিতে দেহ নষ্ট হইলে চিত্ত আবার নূতন নূতন বিবিধ দেহ ঝটিতি উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু চিত্তক্ষয় হইলে দেহের কিছুই ক্ষমতা থাকে না (দেহ নষ্ট হইয়া যায়)। অতএব চিত্তরত্নকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন। হে রাজন্! এই প্রিয়তমা যুবতী আমার মনঃস্বরূপা হওয়ায় আমি চতুর্দ্দিকে কেবল এই মৃগনয়নাকেই বিলোকন করিতেছি, এই কারণেই সর্ব্বদাই আনন্দিত হইতেছি। আপনি দুঃখপ্রদ কঠোর দণ্ড-ভাবিয়া যাহা আমাতে প্রয়োগ করিতেছেন, আমি ক্ষণকালের-জন্যও তজ্জনিত যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করিতেছি না। ৫১—৫৫।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম সর্গ।

ভানু কহিলেন,—অনন্তর রাজীবনয়ন নরপতি, ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভরত-নামক মুনিকে কহিলেন। হে ভগবন সর্ব্বধর্ম্মবিৎ! আমি মদীয়-দারহরণকারী এই অতি-দুরাত্মার মুখে সাতিশয় ধৃষ্টতা-প্রকাশ দেখিতেছি। হে মহামুনে! আপনি এই দুরাত্মার পাপানুরূপ শাপ প্রদান করুন। অবধ্যবধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বধ না করিলেও তদ্রূপ পাপ হইয়া থাকে (অতএব এই বধ্যকে আপনার বধকরা কর্ত্তব্য)। রাজসিংহ-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া মুনিসত্তম ভরত সেই দুরাত্মার যথাযথ পাপবিচার করিয়া শাপপ্রদান করিলেন যে, "হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি এই ভর্ত্তৃদ্রোহকারিণী পাপিনী রমণীর সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হও"। ১—৫। অনন্তর সেই ইন্দ্র ও অহল্যা, রাজা ও ভরতমুনিকে এই প্রত্যুত্তর দিল, "তোমরা অজ্ঞান, শাপপ্রদানে অনর্থক দুষ্কর তপস্যা ক্ষয় করিলে। আমাদের এই শাপপ্রদানে কিছুই হইবে না, আমরা ত চিত্তরূপী, দেহ নষ্ট হওয়ায় আমাদের কিছুই ক্ষতি হইবে না। চিত্তকে কেহ কখন নষ্ট করিতে পারে না, কারণ ঐ চিত্ত সূক্ষ্ম চিন্ময় এবং দুর্লক্ষ্য"। ভানু কহিলেন, অনন্তর গাঢ়স্নেহে আবদ্ধচিত্ত ঐ অহল্যা ও ইন্দ্র মুনিশাপে বৃক্ষচ্যুত পল্লবদ্বিতয়ের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর পরস্পর ঘোর অনুরক্ত ঐ অহল্যা ও ইন্দ্র মৃগযোনি প্রাপ্ত হইল, পরে মৃগযোনি হইতে তাহারা পুনর্ব্বার পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। ৬—১০। হে বিভো! অনন্তর সেই নরনারী পরস্পর প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে তপস্যা-পরায়ণ মহাপুণ্যশালী বিপ্রদম্পতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। হে প্রভো! ভরতমুনির শাপ কেবল উঁহাদিগের দেহনাশেই সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদের মনোনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা অদ্যাপি সেই মোহসংস্কারে যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে, তথায় দম্পতিভাবেই অবস্থান করে। অধিক কি বলিব, অকৃত্রিম প্রেমরসে অনুবিদ্ধ অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব তাহাদের সেই অনুরাগ দেখিলে (চেতনাহীন) বৃক্ষগণও প্রেমরসাবদ্ধ হইয়া শৃঙ্গারচেষ্টায় আকুল হইয়া উঠে। ১১—১৪।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম সর্গ।

ভানু কহিলেন,—হে ভগবন্! এইজন্য বলিতেছি, এই মন কঠোর শাপ দ্বারাও নিগৃহীত বা ভিন্ন হয় না। অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি সেই ঐন্দবগণের সৃষ্টিক্রমের বিনাশ করিতে পারিবেন না, আপনি মহাত্মা, সুতরাং আপনার তাহা করিতে যাওয়াও যুক্ত নহে। অপিচ বিবিধ জগৎ আছে, আপনার নিজ-জগৎসৃষ্টির বৈফল্য আশঙ্কা করিয়া খেদ করাও বাস্তবিক অমূলক, কারণ আপনি ত সকলেরই নাথ। মনই জগৎকর্ত্তা, মনই পুরুষ, মনের নিশ্চয়ে যাহা সম্পাদিত হয়, তাহা মণির প্রতিবিম্ববৎ অন্তর কল্পিত দ্রব্যশক্তি ঔষধি বা দণ্ড দ্বারা প্রতিহত হইবার নহে। অতএব এই ঐন্দবগণ সমুজ্জ্বল সৃষ্টিব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া অবস্থান করুন। ১—৫। আপনিও এই স্বচিত্তাকাশে প্রজাসৃষ্টি করিতে থাকুন। শুদ্ধাকাশ অনন্ত, চিদাভাসাকাশ, চিত্তাকাশ, ও আকাশ এই আকাশত্রয় সাক্ষিকূটস্থ চিদাকাশ হইতেই প্রকাশিত, সুতরাং এই আকাশ সমুদয়ও অনন্ত। হে জগৎপতে! আপনি মনে করিলে এক, দুই, তিন, বা বহুসৃষ্টি করিতে পারেন, আপনি স্বেচ্ছায় আত্মাতেই অবস্থিত হউন, ঐন্দবগণ আপনার কি ক্ষতি করিয়াছে? ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহামুনে! ভানু এইরূপে ঐন্দবজগৎ-সমূহের বর্ণন করিলে, আমি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিয়াছিলাম। হে ভানো! তুমি ঠিক বলিয়াছ, এই আকাশ বিস্তৃত (অনন্ত), মনও বিস্তৃত, চিদাকাশও বিস্তৃত, অতএব আমার অভিমত নিত্যকার্য্য যে জগৎসৃষ্টি, তাহা আমি সম্পাদন করি। ৬—১০। হে ভাস্কর! আমি সত্বর বহু-ভূতসমূহের কল্পনা করি। হে ভগবন্! তুমি সত্বর প্রথম মনু হও। তুমি আমার আদেশানুসারে যথাভিলষিত সৃষ্টি কর। অনন্তর সেই মহাতেজস্বী প্রভাকর, আমার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় আত্মাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিল। হে তপস্বিবর! এই সৃষ্টিতে প্রাক্তন এক দেহেই অন্য একটী সূর্য্য হইয়া, সেই ভানু, দিবস কল্পনা করিতে লাগিলেন। আর দ্বিতীয় শরীরভাগে মনু হইয়া ক্ষণকালমধ্যে আমার অভিমত সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। ১১—১৫। হে মুনিবর বশিষ্ঠ! তোমার নিকটে আমি এই মহাত্মা মনের স্বরূপ, সকল কর্ত্তৃত্ব ও শক্তিমত্তা সমস্তই কহিলাম। এই চিত্তের যে যে অংশ প্রতিভাসগত (চৈতন্যের প্রতিবিম্বপ্রাপ্ত) হয়, তাহাই প্রকাশিত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত ও সফল হয়। ঐ ঐন্দবগণ সামান্য ব্রাহ্মণ হইয়া প্রতিভাসবশেই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইল, দেখ মনের শক্তি কতদূর। ঐ ঐন্দবজীবগণ যেমন চৈতন্যশক্তি হইতে চৈতন্যভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলেন, আমরাও সেইরূপ আত্মচৈতন্য হইতে চিত্ততাপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছি। প্রতিভাসগত (বুদ্ধিস্থ) আত্মাই চিত্ত, সেই প্রতিভাসই মন ও দেহাদি, দেহপ্রতীতি চিত্তভিন্ন অপর কিছুতেই নাই। ১৬—২০। চিত্ত আত্মাতে-কল্পিত হয়, তাদৃশ কল্পনা মরিচিকাদির আস্বাদের ন্যায় স্ব স্ব কাম, কর্ম্ম ও বাসনার অনুসারে স্বতঃই বিভিন্নরূপে হইয়া থাকে। চিত্তবৎ প্রতিভাত সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহই ভ্রান্তিবশে আপনাতে স্থূলভাব ধারণ করিলে দেহ নামে অভিহিত হয়। যখন ঐ চিত্তের বাসনা ক্ষীণভাবে থাকে, তখন চিত্ত জীবনামে কথিত হয়। যখন ভ্রমবাহুল্য প্রাপ্ত হয়, তখন দেহ এবং যখন ঐ চিত্তের উক্ত দেহত্রয়কল্পনা শান্ত হইবে,

তখন উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। হে বশিষ্ঠ! আমি বা অপর কেহই পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত নহি, একমাত্র বিচিত্র-চিত্তই এই সমুদয় প্রপঞ্চরূপ বিভিন্নাকারে অবস্থিত। ঐ চিত্ত অসৎ হইলেও ঐন্দবগণের সন্বিদের ন্যায় সত্তা ধারণ করিয়াছে (মনের দৃঢ় নিশ্চয়ে সৎ হইয়াছে)। ঐন্দবগণের মন যেমন ব্রহ্ম, আমিও তেমনি ব্রহ্মা হইয়া রহিয়াছে; ঐন্দবকৃত চমৎকৃত এই সৃষ্টিপরম্পরা সমস্তই চিত্তকল্পনা। ২১—২৫। চিত্তের বিলাস স্বরূপ আমি ব্রহ্মা হইয়া অবস্থান করিতেছি। তুমি জানিবে, পরমাত্মাই সকল প্রপঞ্চশূন্য আত্মাকাশ হইতে পৃথক্ হইয়া দেহাদি-ভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই জীবই আবার বিশুদ্ধ (প্রপঞ্চ-শূন্য) চৈতন্য পরমার্থ-স্বরূপ (সত্যস্বরূপ) এইরূপ ভাবনা-বলে মন হইয়া দেহের মিথ্যাত্ব জ্ঞান করে। যেমন স্বকীয় অজ্ঞানশক্তি-জনিত স্বপ্ন জাগ্রদাস্বরূপে পরিণত হইয়া প্রতিভাত হয়, তেমনি চিৎশরীর এই পরমাত্মাই ঐন্দবসংসারের ন্যায় সর্ব্বস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়চন্দ্রের ভ্রান্তিবৎ যখন এই নিখিলজগৎ সূক্ষ্মতর বাসনাময় শব্দতন্মাত্রের অধ্যাসেই উদ্ভূত হয়, তখন ইহা ঐন্দবগণের চিত্তাকাশবৎ রূঢ় (প্রসিদ্ধ)। চিত্ত হইতেই সমুদ্ভূত এই যে অহংস্বরূপ (আমিত্ব) অনুভূত হইতেছে, ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে। যাহা হইতে সত্তা, অসত্তা—উভয়ই উদিত হইতেছে, তাহা সৎ অসৎ উভয়াত্মক, উপলব্ধি বিষয় বলিয়াই ইহা সৎ (আবার যথার্থ বিচারে) উপলব্ধির বিষয় হয় না বলিয়া অসৎ। ২৬—৩০। এই সঙ্কল্পাত্মক বৃহদাকার মনকে জড় ও অজড় উভয় বলিয়া জানিবে, ব্রহ্মরূপ বলিয়া ইহা অজড়, ও দৃশ্যআত্মা বলিয়া ইহা জড়। দৃশ্যানুভব সময়ে এই মন দৃশ্য হয়, ব্রহ্মানুভবকালে ব্রহ্ম হয়. সুবর্ণে যেমন সুবর্ণত্ব কটকত্ব উভয় ধর্ম্ম অবস্থিত, সেইরূপ এই মনে দৃশ্যত্ব ব্রহ্মত্ব উভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান। বস্তুতঃ চিন্ময় ব্রহ্ম যখন সর্ব্বময়, তখন এই সমস্ত জড় পদার্থ উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্ময়ই বলিতে হইবে। যদি স্থাবর পাষাণাদি পদার্থ উক্ত ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে উহা চেতনও হইতে পারে না, জড়ও হইতে পারে না। চৈতন্য না থাকিলেও আবার কাষ্ঠ-পাষাণাদির উপলব্ধি হইতে পারে না। কেননা পরস্পর সাদৃশ্য সম্বন্ধ না থাকিলে উপলব্ধি হয় না (তাৎপর্য্য এই—জ্ঞানচৈতন্যস্বরূপ পাষাণাদি কেবল জড় বলিয়া স্বীকার করিলে উহাতে চৈতন্য নাই বলিতে হইবে, সুতরাং উহার জ্ঞান কিরূপে হইবে, অথচ কাষ্ঠ পাষাণাদি ত লোকের জ্ঞানগোচর হইতেছে)। অতএব সাদৃশ্য সম্বন্ধে সাম্যভাবাপন্ন বস্তুদ্বয়ের যখন উপলব্ধি স্থির হইল, তখন উপলব্ধির বিষয় নিখিলপদার্থই অজড় বলিয়া জানিবে। ৩১—৩৫। ফলতঃ মহামরুভূমিতে যেমন পত্র লতা প্রভৃতি কিছুই জন্মে না, অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মপদেও তেমনি জড়ত্ব চেতনত্ব, ভাব, অভাবাদি কিছুই বিদ্যমান নহে (অর্থাৎ বাস্তবিক তিনি জড়ও নহেন অজড়ও নহেন)। তবে যখন চিৎ চেত্যরূপে কল্পিত হইয়া মন হন, তখন উহার চিদংশ অজড় ও চেত্যাংশ জড়। ঐ চিদংশই বোধাংশ ও চেত্যাংশ জড়রূপে দৃশ্য হয়। জীব এইরূপে জগদ্ভ্রম দর্শন করত চঞ্চলভাব ধারণ করে। বিশুদ্ধ চিৎস্বভাবই চিত্ত ও জগদ্রূপে দ্বিধাকৃত হইয়াছে, অতএব সমুদয় জগৎ চিদ্‌বুদ্ধি (অদ্বৈতবুদ্ধি) ও দ্বৈতদৃশ্য-বুদ্ধি—উভয়ত্রই সেই চিন্ময়। ঐচিৎ ভ্রমভ্রমেই নিজস্বরূপকে অন্যরূপে (দৃশ্যরূপে) দর্শন করিয়া বিভাগশূন্য হইলেও, আপনার বিভাগ কল্পনা করতঃ বিচরণ করেন। ৩৬—৪০। বাস্তবিক ভ্রান্তিনামক কোন পদার্থই নাই ও পুরুষও ভ্রান্ত নহেন, ইহা নিশ্চয়। তিনি পরিপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় অবস্থিত (চিৎপূর্ণব্রহ্ম) ইহা নিশ্চিত জানিবে। এই চিত্তের সমুদয়রূপ জড় হইলেও ইহা চিৎ, যেহেতু জড়ভাবেও চৈতন্যাংশের অনুভব করিতেছে, ইহার বোধাংশই চিদ্‌ভাগ, অহংভাগই জড়তা। যেমন জলের তরঙ্গাদি জল হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি পরমতত্ত্বে অণুমাত্রও পৃথক্ অহংভাব নাই, যেহেতু সেই পরমতত্ত্ব সম্বিৎসার (জ্ঞানের সারাংশ)। ঐ পরমতত্ত্বে অহংরূপে দৃশ্য যে চেত্যাংশ উদিত হইতেছে, বাস্তবিক উহা মরীচিকায় জলবৎ অলীক। নিরাময় ঐ আত্মবস্তুকে তুমি অহম্ভাবের আশ্রয় বলিয়া ভাবিও না, যেমন ঘনীভূত শৈত্যই হিম, তেমনি চিৎস্বভাবই ঘনীভূত বাসনায় অহংস্বরূপ হয়, ইহা সকলেই দেখিয়া থাকে। ৪১—৪৫। স্বপ্নে স্বকীয় মরণ দর্শনের ন্যায় চিৎ স্বয়ংই জাড্য দর্শন করেন, সর্ব্বাত্মস্বরূপ বলিয়া চিৎ সর্ব্ব-শক্তি আবিষ্কার করিতেছেন; জ্ঞানের দৃঢ়তা ব্যতীত চিৎ সাম্য-ভাব (পূর্ণভাব) ধারণ করেন না। মনই সমগ্র পদার্থের আদিরূপে সর্ব্বস্বরূপা হইয়া বিজৃম্ভিত হয়, নানাত্মক চিত্তই আতিবাহিক দেহ, উহা আকাশবৎ বিশদ অর্থাৎ নির্ম্মলাকার। ঐ চিত্তের স্থূল-দেহাদি দেহত্রয়ের প্রতিভাসস্বরূপ পরিত্যাগ করিলে "চিত্ত যে প্রাতিভাসিক" অহা স্বয়ংই বিচার করিতে পারা যায়। বিচার দ্বারা চিত্তরূপ তাম্র বিশোধিত হইলে পরমার্থ-স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে নিত্য নিরতিশয় আনন্দলাভ করা যায়। দেহ পাষাণ-খণ্ডস্বরূপ তাহার শোধনে কোন ফল হয় না, যাহা বিদ্যমান আছে, তাহাই শোধিত হইতে পারে, তাহারই বোধসকল হয় (দেহাদি ত বিদ্যমান নহে)। আকাশের-বৃক্ষ শোধন করিতে থাকিলে কি দেখিবে? অতএব আকাশে বৃক্ষ যেমন অলীক, আত্মা-তেও দেহাদি তেমনি অলীক বলিয়া জানিবে। দেহাদি-অবিদ্যা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তাহার শোধনের প্রতি আগ্রহ করা উচিত হইত। ৪৬—৫০। যাহারা অসত্য দেহাদিকে আত্মা বলে এবং নিজ মতের পরিপোষক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ করে সেই অজ্ঞব্যক্তিগণ পুরুষের মধ্যে মেষ-স্বরূপ। মূর্ত্তিহীন এই চিত্ত যেরূপে ভাবিত হয়, ক্ষণকাল মধ্যে তদনুরূপ মূর্ত্ত্যাদিভাব ধারণ করে, এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত ঐন্দবগণ ও অহল্যা ইন্দ্রপ্রভৃতির নিশ্চয়। প্রাতিভাসিক আত্মরূপ চিত্ত যে যে প্রকারে স্ফুরিত হয়, সেই সেই প্রকার দেহরূপে আবির্ভূত হয়। বাস্তবিক দেহও নাই, 'আমি'—ইহার পৃথক্ স্বরূপ নাই। অতএব তুমি একমাত্র একরস বিজ্ঞানময় আত্মচৈতন্য (স্বস্বরূপ) অবগত হইয়া ইচ্ছা-শূন্য হইয়া অবস্থান কর। কল্পনাবলেই এই আত্মা দেহ হয় এবং এই নিখিল-ভোগ্য পদার্থ উদ্ভূত হয়, ঐ কল্পনা পরিত্যাগ করিলে ঐ দেহাদিভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। বালকেও যক্ষকল্পনা করিয়া কেবল ভীত হয়, বাস্তবিক যক্ষ নাই বলিয়া হস্তগত করিতে বা ধরিতে পারে না। ৫১—৫৪।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুকুলধুরন্ধর! সেই ভগবান্ ভূতপতি কমলযোনি যখন এইরূপ কথা বলিতে ছিলেন, তখন আমি তাঁহার বাক্যে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। "ভগবন্, আপনিই ত শাপমন্ত্র প্রভৃতির শক্তি নির্দ্দেশ করিলেন, আবার সেই অমোঘশক্তি শাপাদিকে কিরূপ মোঘ (বিফল) করিলেন। শাপ ও মন্ত্রের বলে জন্তুগণের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সমস্তই বিমূঢ় হইয়াছে দেখা যায়। পবন ও তদীয় স্পন্দ যেমন অভিন্ন, তিল ও স্নেহ যেমন অভিন্ন, এই মন ও দেহ সেইরূপ অভিন্ন অর্থাৎ সেই আত্মাই মন ও দেহ। অথবা দেহ নাই কেবল মনেই ইহা স্বপ্নপদার্থের স্থায় মরীচিকা-সলিলের স্থায়, দ্বিতীয়চন্দ্রের স্থায় মিথ্যা ভ্রমক্রমে অনুভূত হয়। ১—৫। একের নাশে উভয়েরই নাশ যুক্তিযুক্ত হয়, মনের নাশ হইলে দেহনাশ অবশ্যম্ভাবী, অতএব হে প্রভো। মন একবার শাপাদিদোষে আক্রান্ত হইল আবার হইল না, হে পরমেশ্বর। ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, এই জগৎকোশে, শুভকর্ম্মানুসারী বিশুদ্ধ পৌরুষ দ্বারা লোকে যাহা লাভ করিতে পারে না, এমন কিছুই নাই। এই জগতে আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত সকল জাতি সকল শরীরীই সর্ব্বদাই দ্বিশরীরী। তন্মধ্যে মনঃশরীরই ক্ষিপ্রকারী ও সর্ব্বদা চঞ্চল, অন্য মাংসনির্ম্মিত দেহ অকিঞ্চিৎকর (তাহার কোন ক্ষমতা নাই)। ৬—১০। তাহার মধ্যে মাংসময় শরীরে সমস্তই হইতে পারে। ঐ মাংসময় শরীরই শাপ, অভিচারক্রিয়া প্রভৃতিদ্বারা আক্রান্ত হয়। ঐ দেহ মূকপ্রায় অশক্ত ক্ষণভঙ্গুর, পদ্মপত্রগতসলিলবিন্দুর স্থায় চঞ্চল ও দৈবাদির বশে অবস্থিতিসম্পন্ন হয়। এই জগত্রয়ে শরীরীদিগের মনোনামক দ্বিতীয় শরীর প্রাণিগণের আয়ত্ত হইয়াও আয়ত্ত হয় না। যদি সর্ব্বদা স্বকীয় পৌরুষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা যায়, তাহা হইলে দুঃখাদি আসিয়া ঐ চিত্ত-দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না, সেই দুঃখাদি দ্বারা উহা দূষিতও হয় না। দেহীদিগের ঐ মনোদেহ যে যে প্রকারে যত্নবান্ হয়, সেই সেই প্রকারেই উহা স্বীয় দৃঢ়প্রযত্নের ফল প্রাপ্ত হয়। ১১—১৫। কিন্তু মাংসময় শরীরের কোন পৌরুষই সফল হয় না, মনোদেহের সকল চেষ্টাই সফল হইয়া থাকে। যে চিত্ত সর্ব্বদা পবিত্র-বিষয়ের স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাতে শাপ-প্রভৃতি সকলক্রিয়াই শিলায় বাণক্ষেপবৎ নিষ্ফল হয়। মাংসশরীর কর্দ্দমে জলে বা বহ্নিতে নিপতিত হউক না কেন, মন যাহার অনুসন্ধান করে, তৎ-ক্ষণাৎই তাহা প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! সমুদয় দেহাদিভাবের উপ-শমেও যে নির্ব্বিঘ্নে সমুদয় প্রযত্নের ফললাভ হয়, তাহার হেতু এক-মাত্র মন। সেই কৃত্রিম ইন্দ্র পৌরুষবলেই অন্তঃকরণকে প্রিয়াময় করিয়া কোন প্রকার দুঃখ অনুভব করে না। ১৬—২০। দেখ মাণ্ডব্যমুনি শূলে আরোপিত হইলেও মনকে বিষয়রাগবিহীন ও বিগতজ্বর করিয়া সমুদয় ক্লেশ জয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দীর্ঘতপা নামে কোন ঋষি যাগ করিবার অভিলাষে যাগোপকরণ সংগ্রহার্থ বহির্গত হইয়া অন্ধকূপে নিপতিত হন, পরে সেই কূপ-মধ্যেই মানসিক যজ্ঞ করিয়া বিবুধপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দু পুত্রগণ নর হইয়াও পুরুষাধ্যবসায় ধ্যান বলে যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারি না। এইরূপ অন্যান্য ধীরস্বভাব দেবগণ ও মহর্ষিগণ চিত্ত হইতে আত্মানুসন্ধান একেবারে ত্যাগ করেন নাই। শরাঘাতে যেমন শিলা খণ্ডিত হয় না, সেইরূপ আধি, ব্যাধি, শাপ ও রাক্ষসগণদ্বারা চিত্ত খণ্ডিত হয় না। ২১—২৫। আর যাহারা শাপাদিরূপ বাণদ্বারা খণ্ডিত হয়, সে স্থলে বুঝিতে হইবে, তাহাদের মনই আত্মবিবেকে অক্ষম ও পৌরুষ-হীন। এই সংসারে অবহিতমনা কোন ব্যক্তিই স্বপ্ন বা জাগ্রদ-বস্থায় দোষজালে জড়িত হয় না। অতএব স্বীয় পৌরুষবলে মন-দ্বারা আপনিই আপনাকে পবিত্র-পথে নিযুক্ত করা উচিত। হে মুনে! মনের মধ্যে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা তদ্রূপই হইয়া থাকে। বালক যেমন বিশালকায় বেতাল সন্দর্শন করে, মনও তেমনি ক্ষণকালমধ্যে—(অসত্য) স্থূলভাব সন্দর্শন করে। কুম্ভ-কারের চেষ্টায় মৃৎপিণ্ড যেমন পিণ্ডভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘটভাব ধারণ করে, তেমনি প্রতিভাসের পর মন প্রাক্তনভাব পরিত্যাগ করিয়া নবভাব ধারণ করে। ২৬—৩০। হে মুনে! সলিল যেমন স্পন্দনমাত্রে উত্তাল-তরঙ্গভাব ধারণ করে, মনও তেমনি ক্ষণকাল-মধ্যে প্রতিভাসানুরূপ ভাব ধারণ করে। অন্তর্দ্ধাক্ষ (মন্ত্রপূত গুটিকায় স্তব্ধদৃষ্টি) ব্যক্তি যেমন চন্দ্রবিম্বে দ্বৈত দর্শন করে, তেমনি মন একমাত্র অনুসন্ধানবলে (ভাবনাবলে) সূর্য্যমণ্ডলেও যামিনী দর্শন করে। মন যাহা দর্শন করে, তাহাই সে ফল-স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ বা বিষাদের সহিত ভোগ করে। প্রতিভাসবশেই চিত্ত চন্দ্রেও অগ্নিশিখাসমূহ দর্শন করিয়া দাহ-প্রাপ্ত হয় এবং দগ্ধ হইয়া পরিতপ্ত হয়। আবার প্রতিভাসবলে ক্ষারেও মধুররস দেখিয়া তাহা পান করিয়া পরমতৃপ্তিলাভ-পূর্ব্বক কম্পিত ও নর্ত্তিত হয়। ৩১—৩৫। চিত্ত প্রতিভাসবলে আকাশেও মহারণ্য দেখিয়া তাহা ছেদন করে এবং ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার রোপিত করে। বৎস! এইরূপে মন ইন্দ্রজালের স্থায় যাহা কল্পনা করে, অচিরেই তাহাই দর্শন করে, অতএব জগৎ সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা অবগত হইয়া পরিচ্ছিন্ন ভেদদৃষ্টি পরি-ত্যাগ কর। ৩৬। ৩৭।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্ব্বে ভগবান্ কমলযোনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তোমাকে অদ্য আমি তাহাই বলিলাম। অতএব নামরূপবিহীন ব্রহ্ম হইতেই প্রথমে (সূক্ষ্ম বলিয়া) নামসম্বন্ধের অযোগ্যস্পন্দাত্মক নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের অনুরূপ (সূক্ষ্ম) সর্ব্বপ্রপঞ্চের বীজ উৎপন্ন হয়, তাহাই কালে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মননশক্তিবলে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া মনোরূপে সম্পন্ন হয়। তাহার পরে সেই মন আপনাতে সূক্ষ্মভূতের কল্পনা করে, পরে স্বপ্নশরীরের স্থায় বাসনাময় শরীর কল্পনা করে, অনন্তর সেই সমষ্টিভূত সূক্ষ্মশরীর তৈজস পুরুষ হয়, সেই তৈজস পুরুষই 'ব্রহ্মা' এইরূপ আত্মনাম-করণ করিয়া থাকেন। অতএব হে রাম! যিনি ঐ পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) তাঁহাকেই মনস্তত্ত্ব বলিয়া জানিবে। সেই মনস্তত্ত্বাকার ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়, তিনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই দেখিতে পান। ১—৫। সেই মনোরূপী ব্রহ্মাই আত্মভিন্নে আত্মাভিমান-স্বরূপা অবিদ্যা কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ক্রমে গিরি-তৃণ-জলধিময় এই জগৎ পরিকল্পিত হইয়াছে। এইরূপে এই সৃষ্টি ব্রহ্মতত্ত্ব

হইতে উৎপন্ন হইলেও তার্কিকেরা অনুমান করেন, ইহা জড়-প্রধান পরমাণুপ্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ হে রাম! যেমন অর্ণব হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ত্রৈলোক্যমধ্যবর্ত্তী সমগ্রপদার্থের উৎপত্তি। বাস্তবপক্ষে অনুৎপন্ন জগতে যে এই উৎপত্তি প্রকার এবং ব্রহ্মের যে মনোরূপা চিৎ তাহাই সমষ্টি অহঙ্কাররূপ উপাধিতে কল্পিত হইয়া ব্রহ্মতা (পরমেষ্ঠিতা) প্রাপ্ত হয়, বাস্তবিক উহা ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যষ্টিভূত অহঙ্কারোপাধিক অপর যে চিদাভাস কল্পিত হয়, তাহাও সর্ব্বশক্তিমান্ সমষ্টিভূত ঐ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ৬—১০। সেই সমুদয় চিদাভাস, প্রথমে অর্থাৎ জগৎ যখন স্ফারীভাব ধারণ করিতে থাকে, তখন পিতামহরূপ-সমষ্টিভূতমনোরূপে উল্লসিত হয়। সমষ্টিভূত এই মনকেই পরিবর্ত্তনশীল অসংখ্য-জীব বলা হয়। তাহারা চিদাকাশ হইতে উত্থিত ও মায়াকাশে ভূতোপাধির সহিত মিলিত হইয়া গগনস্থ বাতস্কন্ধ পবনের মধ্যবর্ত্তী যে চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে যে যে জীবসমূহে যাদৃশবাসনা কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়, পরে সেই সেই ভূতজাতির প্রাণশক্তি দ্বারা জঙ্গম বা স্থাবর শরীরে প্রবেশ করিয়া বীজভাব ধারণ করে। তাহার পর জগতে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর কাকতালীয়-ন্যায় উৎপন্ন বাসনা-পরম্পরার অনুরূপ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। তাহার পর তাহারা শুভাশুভ বাসনানুরূপ পুণ্যপাপকর্ম্মরূপ-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করত কখন ঊর্দ্ধগতি লাভ করে, কখন বা অধোগতি লাভ করে। ১১—১৫। সেই জীবগণ ইচ্ছাময় অর্থাৎ উহাদের কর্ম্ম ও তদ্বাসনার বীজ ইচ্ছাই। ঐ জীবগণের মধ্যে কোন কোন জীব সহস্র সহস্র জন্মে কর্ম্মরূপ-বাত্যা-বিভ্রান্ত হইয়া কখন গিরি-[illegible] কখনও বা অরণ্যপূর্ণবৎ নিপতিত হয়। কোন কোন জীব [illegible] অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া অসংখ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া বহুশত-কল্প কেবল জন্ম গ্রহণই করিতে থাকে। কেহ কেহ বা মনোহর জন্মান্তর অতীত করিয়া এই জগতে শুভ-কর্ম্মপরায়ণ হইয়া বিহার করে। কেহ কেহ পরমাত্ম-বিজ্ঞান অবগত হওত পরমপদ লাভ করিয়া সমুদ্রমধ্যে বায়ুচালিত জল-বিন্দুবৎ পরমাত্মায় লীন হয়। সমুদয় জীবের এইরূপ ব্রহ্মপদ হইতে উৎপত্তি, ইহাই আবির্ভাব ও তিরোভাবে নশ্বরসংসাররূপে পরিণত হয়। এই জীবোৎপত্তি বাসনাবিবধারিণী বৈবশ্যজ্বরকারিণী অনন্তসঙ্কটকারিণী, অনর্থকার্য্যের সৎকারকারিণী, নানাদিক্ দেশ, কাল ও শৈলকন্দরে চারিণী, অদূরদর্শী বিচিত্রময়ী ভ্রমদায়িনী ও অসত্য-স্বরূপা। বিক্ষেপবহুলমনঃ-শরীর-ধারিণী এই জগৎরূপা মোহ-জঙ্গলের জীর্ণবল্লী তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ কুঠারের দ্বারা যদি কর্ত্তিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে হে রামভদ্র! উহা আর পুনরঙ্কুরিত হয় না। ১৬—২৪।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব! এক্ষণে আমি উত্তম, মধ্যম ও অধম জীবোপাধির যে উৎপত্তিবিভাগ তাহা বলিব, শ্রবণ কর। যে জীব পূর্ব্বকল্পে [illegible] সমুদয় সাধনসম্পন্ন হইলেও গুরূপদেশাভাবে বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকে তত্ত্বজ্ঞানলাভ না করিয়া মৃত হয়, এই কল্পে তাদৃশগুণসম্পন্ন হইয়া তাহার প্রথম জন্মকে ইদং প্রথমতা অর্থাৎ প্রথম জন্ম (১) কহে, পূর্ব্বকল্পীয় শুভাভ্যাসে ঐ জন্ম হয়, উহাতেই মুক্তি হয়, এই জন্য উহাকে প্রথম অর্থাৎ উত্তম কহে। উক্ত প্রথমজাতব্যক্তি যদি প্রাক্তন বৈরাগ্যের অভাববশতঃ শুভলোক প্রাপ্তিকামনায় উপসনাদি করে এবং তন্নিবন্ধন বিচিত্র-সংসারবাসনা সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে পর পর কতিপয় শুভজন্ম গ্রহণ করিয়া বাসনা ক্ষয় করত সংসারমুক্ত হইয়া থাকে, সেই জন্ম গুণপীবরনামে (২) অভিহিত হয়। তৎ তৎ প্রকার সুখ-দুঃখরূপ লক্ষণ দ্বারা প্রাক্কল্পীয় কার্য্যাকার্য্যের অনুমান যে জন্মে হইয়া থাকে, হে রাম! তত্ত্বদর্শিগণ সেই জন্মকে সসত্ত্ব বলিয়া থাকেন। আর যে জন্মে বিচিত্র সংসার বাসনা ব্যবহার হয়, যে জন্মে প্রাক্তনকল্পসঞ্চিত বহুদুষ্কর্ম্ম ও দুর্ব্বাসনা-জনিত মালিন্য থাকে, সহস্র জন্মে যাহাতে জ্ঞান লাভ হয় এবং যাহাতে সেই সেই সুখদুঃখরূপ লক্ষণ দ্বারা প্রাক্কল্পীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অনুমান হয়, সাধুগণ সেই জন্মকে অধমসত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১—৬। তাদৃশলক্ষণাক্রান্ত যে জন্মে অসংখ্য অনন্ত-জন্ম পরম্পরার পর মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয়ে সন্দেহ, তাহাকে অত্যন্ত তামসী কহে। যে জন্ম পূর্ব্বকল্পীয় বাসনানুসারী ও তদনুরূপ চরিত্রসম্পাদনকারী আর যে জন্ম বর্ত্তমান কল্পের দুই তিন জন্মের মধ্যে মধ্যম অর্থাৎ মনুষ্যাদিরূপ ও মনুষ্যাদ্যুচিত স্বর্গ-নরকাদি প্রাপক, হে রাজসত্তম! সন্দিগ্ধমোক্ষ সেই জন্মকে রাজস কহে। সেই রাজসজন্মে দুঃখানুভব প্রযুক্ত বৈরাগ্যাদির উদয় হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞান নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহার পরজন্মকে কৃতবুদ্ধি মুমুক্ষুগণ মোক্ষযোগ্য বলিয়া থাকেন, আমি সেই জন্মকে রাজসসাত্ত্বিক বলিয়া অনুমান করি। সেই রাজসসাত্ত্বিক জন্মই আবার যদি যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি ইতর কতিপয় জন্মে মোক্ষোপযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তত্ত্ববিদ্গণ রাজস বলিয়া থাকেন। আবার তাহাই যদি শত শত জন্মের পরে মোক্ষোপযোগী হয়, তাহা হইলে সাধুগণ তাহাকে রাজসতামস বলিয়া থাকেন। সহস্র সহস্র জন্মেও যদি তাহাতে মোক্ষপ্রাপ্তি সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাজসাত্যন্ততামস বলিয়া থাকেন। যে উৎপত্তিতে সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ হয়, অথচ চিরকালে মোক্ষ হয় না, মহর্ষিগণ তাহাকে তামসজন্ম বলিয়া থাকেন। সেই প্রথম তামসজন্মে যদি মোক্ষ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ জন্মকে তত্ত্ববিদ্গণ তামসসত্ত্ব বলিয়া থাকেন। ৭—১৫। যদি কতিপয় জন্মের পরই মোক্ষোপযোগী হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই রজস্তমোগুণ বহুলা-উৎপত্তিকে তমোরাজস বলা হয়। যদি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র জন্ম অতিগত করিয়া, পরে শত শত জন্ম ভোগের পরও মোক্ষযোগ্য হওয়া না যায়, তাহাকে তত্ত্ববিদ্গণ তামস-তামস বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে লক্ষজন্ম অতিক্রান্ত করিয়া পরে আবার লক্ষজন্ম ভোগ করিলেও যদি মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অত্যন্ততামস বলে, যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, সেই ব্রহ্ম হইতেই এই সমুদায় জীবজন্ম ভোগবলে কিঞ্চিৎ প্রস্ফুরিত হইয়া উত্থিত হইতেছে। যেমন প্রদীপ হইতে কিরণপুঞ্জ বিনিঃসৃত হয়, সেই-রূপ আত্মচৈতন্য বশতঃ স্পন্দনশীল এই সমুদয় জীব বাসনাবলে ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। যেমন প্রজ্বলিত অনল হইতে কিরণপুঞ্জসমন্বিত স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্ম হইতেই এই সমুদয় জীবরাশি উত্থিত হইতেছে। মন্দারকুসুমের মঞ্জরীবৎ

কিরণাবলী যেমন চন্দ্রবিম্ব হইতে নিঃসৃত হয়, এই সমুদায় দৃশ্য-দৃষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। বৃক্ষ হইতে বিচিত্র শাখা শোভার ন্যায়, সমুদায় জীবরাশি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। হে রাম! যেমন এক স্বর্ণই কটক, অঙ্গদ ও কেয়ূর প্রভৃতি নানাবিধ আকারে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্মই এই সমুদায় জীব-ভেদে প্রকাশিত হন। ১৬—২৫। হে রাম! নির্ম্মল নির্ঝরপ্রদেশ হইতে যেমন জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, সেইরূপ এক অজব্রহ্ম হইতেই এই নিখিল ভূতসমূহের কল্পনা হইয়াছে। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি আকাশভেদ একমাত্র মহাকাশ হইতে কল্পিত, সেইরূপ ব্রহ্মপদ হইতেই এই সমস্ত জীবের কল্পনা উত্থিত হইয়াছে। যেমন শীকর, আবর্ত্ত ও তরঙ্গ একমাত্র জল হইতেই উত্থিত। হে রাম! সেইরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই সকল দৃশ্যদৃষ্টি উত্থিত হইয়াছে। মরীচিকা-নদী যেমন মরুভূমিস্থ সূর্য্যকিরণ হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ সূর্য্য-কিরণেই মরীচিকানদী ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয় দৃশ্যদৃষ্টি দ্রষ্টা হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন নহে। চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায়, তেজের প্রভার ন্যায় এই সমুদয় বিবিধ ভূতজাতি যাহা হইতে সমাগত হইতেছে, আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে অর্থাৎ উপাধির নাশে তাহার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হয়। এই জীবসমূহের মধ্যে কেহ কেহ সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ করিয়াও নিবৃত্ত হয় না। আবার কেহ কেহ কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়াই আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ বিবিধ জগতে সেই ভগবানের ইচ্ছায় ব্যবহারী সোপাধিক জীবসকল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ একজন্ম হইতে জন্মান্তরে আগত হইতেছে, গত হইতেছে, নিপতিত হইতেছে ও উৎপতিত হইতেছে। ২৬—৩২।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন তরু হইতে উৎপন্ন পুষ্প ও সৌরভ পরস্পর অভিন্ন ও যুগপৎ স্বয়ং প্রকাশিত, সেইরূপ কর্ত্তা ও কর্ম্ম পরপদ হইতে যুগপৎ স্বয়ংই প্রকাশিত ও পরস্পর অভিন্ন। যেমন এই বিস্তৃত নভোমণ্ডলে অজ্ঞদৃষ্টিতে নীলিমা স্ফুরিত হয়, সেইরূপ সর্ব্ব-সঙ্কল্প-বিহীন নির্ম্মল ব্রহ্মে জীবসমূহ স্ফুরিত হইতেছে। হে রাঘব! যে স্থানে দেখা যায়, অজ্ঞসম্মত ব্যবহারের প্রচলন, সেই স্থানেই কথিত হয়, 'জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন'। কিন্তু হে রাঘব! তত্ত্ববিদ্দিগের ব্যবহারে ঐ কথা বলা সঙ্গত হয় না, তত্ত্ববিদের মতে ব্রহ্ম হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহা উৎপন্ন নহে। হে রাঘব! যাবৎ দ্বিতীয় কল্পনা প্রথিত না হয়, তাবৎ লোকে উপদেষ্টা ও উপদেশ শোভা পায় না অর্থাৎ যখন অদ্বৈতভাবে পূর্ণব্রহ্ম বিরাজমান, তখন উপদেশাদি নিষ্প্রয়োজন। ১—৫। অত-এব শোচনীয় ভেদদৃষ্টি পর্য্যন্ত ব্যবহার স্বীকার করিয়া উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, 'এই জীব সমুদয় ব্রহ্মই''। নিঃসঙ্গ ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তত্ত্ব-দৃষ্টির বিকাশে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, তবে ভ্রান্তি-জ্ঞানে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। মেরু ও মন্দরের ন্যায় বিশাল অনেক জীবদেহ পরমপদ হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার পরম-পদেই বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে। যেমন চতুর্দ্দিকস্থ পাদপে নানাবিধ পল্লবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি, সেইরূপ ব্রহ্মেই সহস্র সহস্র জীবদেহের উৎপত্তি ও তাহাতেই স্ফূর্ত্তি হইতেছে। যেমন বসন্তকালে নূতন নূতন অঙ্কুরের উদ্ভব হয়, সেইরূপ অদ্যাপি জীবসমূহ সেই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইতেছে এবং গ্রীষ্মকালে বসন্ত-রসবৎ তাহাতেই বিলীন হইতেছে। ৬—১০। সেই সকল ও অন্যান্য অসংখ্য জীবরাশি যথাকালে পরব্রহ্মে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহাতেই লীন হয়। হে রাঘব! পুরুষ ও তৎকর্ম্ম, পুষ্প ও তদ্গন্ধের ন্যায় অভিন্ন, এই পুরুষ ও ইহার কর্ম্ম পরমেশ্বর হইতে আগত হইয়া পরমেশ্বরেই আবার প্রবিষ্ট হয়। আরও দেখা যায়, এই সমুদয় সুরাসুর, উরগ ও নরগণ এই জগতে উৎপন্ন হইয়া মোক্ষাভাবে পুনঃ পুনঃ প্রস্ফুরিত হইতেছে। হে সাধো! সেই জীবগণের ঐরূপ উৎপত্তির প্রতি পুনর্জন্মসম্পাদিকা আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত অন্য কোন কারণ লক্ষিত হয় না। রাম কহিলেন, যাঁহাদের দৃষ্টি অপরের প্রমাণস্বরূপ, সেই বীতরাগ মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ শ্রুতিমূলক যুক্তি দ্বারা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১—১৫। যাঁহারা অত্যন্তবিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণে ভূষিত ধীর ও সমদৃষ্টি হইয়া বাক্য দ্বারা অনির্দ্দেশ্য পরমানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ ফললাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সাধু বলিয়া উক্ত হন। যাঁহারা অজ্ঞাততত্ত্ব, তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সদাচার ও শাস্ত্র এই দুইটিই নিখিল কর্ম্ম সম্পাদক চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বর্গ ও মোক্ষের উপযোগী শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হয় না, সকলে তাহাকে বহিষ্কৃত করেন, সেই ব্যক্তি নরকে নিমগ্ন হয়। হে প্রভো! আদর্শভূত জনগণের মুখে এবং শ্রুতিতে ইহাও শ্রুত হয় যে, কর্ম্ম ও কর্ত্তা পর্য্যায়ক্রমে (হেতুফলভাবে) সমন্বিত হইতেছে। যে হেতু কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তা উৎপন্ন ও কর্ত্তা দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্গমের ন্যায় কর্ম্ম হইতে জন্তুগণ উৎপন্ন এবং অঙ্কুর হইতে বীজের ন্যায় জন্তুগণ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন। ইহা লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ। ১৬—২০। যেরূপ বাসনায় জন্তু সংসার পিঞ্জরে নীত হয়, সে সেই বাসনার অনুরূপই ফল অনুভব করিয়া থাকে। জীবগণের উৎপত্তির নিয়ম যখন একরূপ, তখন আপনি জন্মের বীজস্বরূপ কর্ম্ম ব্যতিরেকেই ব্রহ্মপদ হইতে জীবগণের উৎপত্তি ইহা কিরূপে বলিলেন। হে ভগবন্! আপনার পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত মতে এই জগতে কর্ম্ম ও জীবের অন্বয়ব্যতিরেকে যে হেতুফলভাব প্রমাণিত ছিল, এক্ষণে আপনার এই জীব ও কর্ম্মের মহোৎপত্তিমতে তাহা প্রত্যাখ্যাত হইল। হে ব্রহ্মন্! কারণ-বিহীন মায়াসবল ব্রহ্মে আকাশাদি স্থূলদেহাদি-ভোগসামগ্রীরূপ ফল আছে ও তৎফলভূত হিরণ্যগর্ভাদি স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিতেও যে ভোগ ফল আছে—এই প্রবাদদ্বয় আপনার উক্তপ্রকার বচনে প্রমার্জ্জিত হইল। ২১—২৫। আরও দোষ হইল এই যে, যদি কর্ম্মফল না থাকে, তাহা হইলে, লোকসঙ্কর উপস্থিত হইতে পারে এবং নরকাদি ভয় না থাকায় বলবানেরা মীনের ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে হিংসাপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে থাকিলে সর্ব্বনাশেরই সম্ভাবনা, অতএব হে ভগবন্! কৃত কর্ম্ম ফলে পরিণত হয় কিনা? তাহা আমাকে যথার্থরূপে বলুন, হে তত্ত্ববিদ্বর, আমার এই বিষয়ে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি যথাযথ উত্তর দিয়া তাহার নিরাশ করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ? যাহাতে তোমার সম্যগ্জ্ঞানোদয় হয়, সেইরূপ উপদেশই দিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ত্তব্যাত্মজ্ঞানরূপে মনের যে প্রথম

বিকাশ, তাহাই কর্ম্মের বীজ, কারণ তাহারই পরক্ষণে ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরূপ ফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মপদ হইতে যে সময়ে মনস্তত্ত্ব উত্থিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই জন্তুদিগের কর্ম্ম উত্থিত হইয়াছে ও তখন হইতেই জীব দেহ ধারণ করিয়া আসিতেছে। ২৬—৩০। যেমন পুষ্প ও তদন্তর্গত সৌরভ পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ উহাদের ভেদ নাই। তেমনি কর্ম্ম ও মনের পরস্পর কোন ভেদ নাই। এই জগতে বুধগণ স্পন্দাত্মক ক্রিয়াকে কর্ম্ম বলিয়া থাকেন এবং সেই কর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ দেহও পূর্ব্বে মন ছিল অতএব কর্ম্ম ও চিত্ত একই। যে স্থানে আত্মকৃত কর্ম্মের ফল নাই সে স্থানে শৈল, ব্যোম, অব্ধি ও জগৎ এসমুদয়ের কিছুই নাই, অর্থাৎ এই শৈলাদি সমুদয় আত্মকৃত কর্ম্মের ফল। সাবধানে নিষ্পাদিত যে ঐহিক বা প্রাক্তনকর্ম্ম তাহাই পরম পুরুষ-যত্ন, কখনও তাহা নিষ্ফল হয় না, যেমন কজ্জলের কালিমা নষ্ট হইলে কজ্জলেরও কিছুই থাকে না, তেমনি স্পন্দাত্মককর্ম্ম নষ্ট হইলে মনের কিছুই থাকে না। কর্ম্মনাশ হইলে মনোনাশ মনোনাশ হইলে কর্ম্মনাশ ইহা কেবল মুক্তপুরুষেরই হইয়া থাকে, অমুক্ত ব্যক্তির কখনও হয় না। বহ্নি ও উষ্ণতার ন্যায় চিত্ত ও কর্ম্ম অভিন্নরূপে মিলিত, সুতরাং একের নাশে অপরের নাশ অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু চিত্ত স্পন্দাত্মকক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যপাপাত্মক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আকারে পরিণত হয়, আবার কর্ম্মও চিত্তের ফলভোগানুরূপ স্পন্দাত্মক-বিলাস প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত হয়, এই কারণে চিত্ত ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্মনাম প্রাপ্ত হইয়া লোকে ধর্ম্ম ও কর্ম্মশব্দে ব্যবহৃত হয়। ৩১—৩৮।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, (অনুভূত শব্দের) ভাবনাই অর্থাৎ বিকল্পনামাত্রই মন, সেই ভাবনাই স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া বিহিত নিষিদ্ধ ক্রিয়া হয় সকল জন্তুই সূক্ষ্মঅনিবন্ধন অদৃষ্টরূপে অবস্থিত; সেই ক্রিয়ার জন্মান্তরাদিরূপে অবিতর্ক্য তাদৃশ ফলের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। রাম কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে বুঝিলাম, মন জড় হইলেও অজড় তাদৃশ মনের সঙ্কল্পারূঢ়স্বরূপ আমার নিকট সবিস্তর বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্ত আত্মতত্ত্বের সঙ্কল্পশক্তি দ্বারা কল্পিত যে রূপ, তাহাই মন। সৎ ও অসৎ এই দুই পক্ষের মধ্যে যে ভাব দোলায়মান হইয়া সঞ্চরণ করে অর্থাৎ উভয় পক্ষে অবস্থান হেতু একপক্ষে স্থায়ী হইতে পারে না, তাহাই মনের সঙ্কল্পারূঢ় অবস্থা। সেই আত্মতত্ত্ব হইতে নিরন্তর জায়মান "আমি চিৎস্বরূপ ভাসমান, আমি কিছুই জানি না অথচ আমি কর্ত্তা" ইত্যাকার নিশ্চয়কে মনের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ১—৫। এই জগতে যেমন গুণহীন গুণী নাই, সেই কল্পনাত্মক-কর্ম্মশক্তি-শূন্য মনও অসম্ভব। যেমন বহ্নি ও উষ্ণতার পৃথক্ সত্তা নাই, সেইরূপ কর্ম্ম ও মনের এবং জীব ও মনের পৃথক সত্তা নাই। সেইচিত্তরূপী মন ফলজনক কর্ম্মদ্বারা আপনার সঙ্কল্পশরীরকে নানারূপে বিস্তারিত করিয়া অনাময় অকারণ বাসনাকল্পনাময় বিন্যাস-বিহীন এই বিশ্ব বিস্তার করিয়াছে। যে স্থানে যাহার বাসনা যেরূপে আরোপিত হয়, তথায় সেইরূপেই তাহা ফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কর্ম্ম সেই বাসনারূপ বৃক্ষের বীজ,) মনস্পন্দ তাহার শরীর এবং বিবিধ ক্রিয়া তাহার বিচিত্র ফলশালিনী শাখা বলিয়া কথিত হয় এবং তাহার অনুভূতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। মন যাহার অনুসন্ধান করে, সমুদয় কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহাই সম্পাদন করে, সেই কারণেও মনকে কর্ম্ম বলা হয়। চিতি যখন কাকতালীয় ন্যায়ে সর্ব্বব্যাপী স্বকীয় চিৎস্বরূপতা পরিত্যাগ করিয়া চেত্যরূপে পরিণত হন অর্থাৎ আপনাকে বাহ্যরূপে কল্পনা করেন, তখন মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, কর্ম্ম, কল্পনা, সংসার, বাসনা, অবিদ্যা, প্রযত্ন, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া ও ক্রিয়া ইত্যাদি বিচিত্র শব্দ—ব্যবহার সমুদয় তাঁহার পর্য্যায়রূপে কল্পিত হয়। ৬—১৫। রাম জিজ্ঞাসিলেন, কল্প্যমান বিচিত্র এই মন বুদ্ধি প্রভৃতি যদি বিশুদ্ধ চিদ্‌ব্রহ্মের পর্য্যায় হয়, তাহা হইলে উহাও কিরূপে তদ্রূপে রূঢ় হইল, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, পরা চিতি (বিশুদ্ধ চিদ্‌ব্রহ্ম) অবিদ্যাবশে যেন কলঙ্ক প্রাপ্ত হইয়া, কখনও উন্মেষরূপিণী হইয়া যখন "আমি এইরূপ বা এইরূপ নহি" ইত্যাকার বিকল্পনায় নানা হন, তখন তিনি মন বলিয়া কীর্ত্তিত হন। প্রথম ঐরূপে বিকল্পের পর যখন বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া একতর কোটির অনুসন্ধান স্থির করিয়া সুস্থির হন, তখন তাঁহাকে বুদ্ধি কহে। যখন ঐ সম্বিৎ মিথ্যাদিতে আত্মাভিমান-পূর্ব্বক স্বীয় সত্তা কল্পনা করেন, তখন তাঁহাকে অহঙ্কার কহে এবং তখন তিনি সকল অনর্থের বীজ হন, এ কারণে তিনি ভববন্ধনী বলিয়া কথিত হন। যখন তিনি বালকের ন্যায় সুকোমল ভাবাপন্ন হইয়া বিচার অর্থাৎ পূর্ব্বাপর প্রতিসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া এক বিষয়ের পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিষয়ান্তরের স্মরণ করেন, তখন চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৬—২০। সেই সম্বিৎ যখন কর্ত্তাকে স্পন্দধর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া সেই স্পন্দের ফল শরীরের দেশান্তর সংযোগ (একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া) সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হন, তখন তাঁহাকে কর্ম্ম বলা হয়। যখন তিনি কাকতালীয় যোগে অকস্মাৎ বস্তন্তরের অবকাশ-শূন্য স্ব-স্বরূপ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বীয় পূর্ণতা বিস্মৃত হইয়া বাঞ্ছিত অপরিচ্ছিন্ন ভাব কল্পনা করেন, তখন তাঁহাকে কল্পনা বলা হয়। যখন সেই সম্বিৎ "পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে বা দৃষ্ট হয় নাই" এইরূপে পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত অন্তরে চেষ্টিত হন, তখন তিনি স্মৃতিনামে অভিহিত হন। যখন তিনি অন্য-চেষ্টাবিহীন হইয়া তিরোহিত পদার্থের ও পদার্থশক্তিসমূহের শূন্যপ্রায় অতিসূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে বাসনা বলা হয়। যখন তিনি "একমাত্র নির্ম্মল আত্মতত্ত্বই আছে, অবিদ্যাকলঙ্কিত হইয়া যে দ্বিতীয় সম্বিৎ জাত হইয়াছে, বাস্তবিক উহা ত্রিকালেই অবিদ্যমানা" ইত্যাকারে স্ফুরিত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে বিদ্যা বলা হয়। ২১—২৫। তিনি যখন তৎপদ বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে বিস্মৃতি বলা যায় এবং যখন তিনি আত্মাকে দেখিতে না পাইয়া মিথ্যা বিকল্পজালে স্ফুরিত হন, তখন তিনি মলরূপে কল্পিত হন অর্থাৎ আবরণশক্তির প্রাধান্য হেতুক তখন তাহাতে মল সঞ্চিত হয়। এই মনোরূপিণী সম্বিৎ যখন শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন ও ঘ্রাণাদি-ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্র অর্থাৎ কার্য্যকরণস্বামী জীবভাবাপন্ন পরমেশ্বরকে আনন্দিত করেন, তখন তাঁহাকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। সেই মনোভূতা সম্বিৎ অলক্ষিতভাবে পরমাত্মায় এই দৃশ্যসমূহের নির্ম্মাতা উপাদান কারণ হওয়ায় প্রকৃতি নামে অভিহিত হন। ঐ প্রকৃতি সৎকে অসৎ

করে ও অসৎকে সৎ করে। এই সত্যাসত্যঅবিকল ঐ প্রকৃতি হইতে উত্থিত হয় বলিয়া উহাকে মায়া বলা হয়। (মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী)। তিনি দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ কর্ম্ম দ্বারা কার্য্যকারণভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া নামে কথিত হন। ২৬—৩০। এইরূপে চিতি যখন চেত্যানুপাতী ও সকলঙ্কভাবপ্রাপ্ত হইয়া তত্তদাকারে স্ফুরিত হন, তখন উক্ত পর্য্যায়সমূহদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। চিত্তভাবাপন্ন হইয়া সংসারপদপ্রাপ্ত ঐ চিতির উক্ত পর্য্যায় শত শত স্বীয় সঙ্কল্পে অতিশয় রূঢ় হইয়া গিয়াছে। ঐ চিতি,"আমি অজ্ঞ" ইত্যাকার অজ্ঞানকলঙ্কের দ্বারা চেত্য বিষয় হইতে প্রাপ্ত দ্বৈতবাসনা কলঙ্কের সন্নিধান বশতঃ দেহাদি জড় পদার্থের অনুসারিণী হইয়া স্বকীয় পূর্ণভাবের বৈকল্যনিবন্ধন যেন আকুল হইয়া পড়েন, এই কারণে তাঁহাতে সংখ্যা ও বিভাগ কল্পনা উপস্থিত হয়। উক্ত প্রকার চিতিকে লোকে জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি-সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকে। বুধগণ পরমাত্মা হইতে বিচ্যুতা কলঙ্কিনী উক্ত চিতির নানা সঙ্কল্পসম্ভূত ঐ সমুদায় পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৩১—৩৫। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মন জড় কি? কি চেতন? হে তত্ত্ববিৎ! এই বিষয়ে আমি নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! মন জড়ও নহে, চেতনও নহে, অজড় চিৎ সংসারদশায় ম্লান অর্থাৎ উপাধি-নিমিত্তক মালিন্য অনুভব করেন বলিয়া, মন নামে অভিহিত হন। সৎ ও অসতের মধ্যে উক্ত চিতির যে আবিলারূপ জগতের কারণ হইয়া প্রত্যেক প্রাণীতে বিলসিত হয়, তাহাকেই চিত্ত বলা হয়। যে অবস্থায় আত্মার শাশ্বত (নিত্য) একরূপের (ব্রহ্ম স্বরূপের) নিশ্চয় থাকে না, তাদৃশ অবস্থায় তিনি চিত্ত নামে কথিত হন, সেই চিত্ত হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ম্লানরূপিণী চিতির যে রূপ জড় ও অজড়ের মধ্যে দোলায়মান হইয়া স্ব-কল্পনায় অবস্থিত তাহাকেই মন বলা হয়। ৩৬—৪০। চিতির গহিত মলিন যে ঔপাধিক চাঞ্চল্যভাব ও কলঙ্ক কলুষিত যেরূপ তাহাকেই মন বলা হয়। রাম! উক্তবিধ মন জড়ও নহে, চিন্ময়ও নহে। অহঙ্কার, মন বুদ্ধি ও জীব প্রভৃতি সমুদয় সেই মনেরই কল্পিত বিচিত্র নামমাত্র। যেমন নট বিভিন্ন ভূমিকায় নানাবিধরূপ ধারণ করে, মনও তেমনি কর্ম্মভেদে অনেক-বিধ নাম ধারণ করিয়া থাকে। যেমন নরগণ ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র অধিকারে বিভিন্ন বিচিত্র নাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে পাক করে সে পাচক, যে পাঠ করে সে পাঠক ইত্যাদি, সেইরূপ মনও বিভিন্ন কর্ম্মভেদে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। হে রাঘব! আমি তোমার নিকট মনের এই যে ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিলাম, বাদিগণ আবার ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা বলে ইহার অন্যবিধ বলিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব তর্কের অনুমোদিতদ্রব্যত্ব অণুত্বপ্রভৃতি-বিষয়ক বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আপন-ইচ্ছায় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বিচিত্র নামপ্রণালী কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মনকে জড় বলেন, কেহ অজড় বলেন, কেহ অহঙ্কার বলেন এবং কেহ উহাকে বুদ্ধি বলেন। হে রঘুনন্দন! আমি যে তোমার নিকট সঙ্কল্পবিকল্পাদি, বৃত্তিঅনুসারে এই একই মনের বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নাম প্রদান করিলাম। নৈয়ায়িকগণ তাহা অন্য প্রকার বলিয়াছেন, সাংখ্যেরা আর প্রকার বলিয়াছেন, এইরূপ চার্ব্বাক, জৈমিনিমতাবলম্বী আর্হতমতাবলম্বী, বৌদ্ধমতাবলম্বী, বৈশেষিকমতাবলম্বী এবং অন্যান্য পাঞ্চরাত্রমতাবলম্বীপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণ ইহা বিভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পথিকগণ যেমন স্ব স্ব ইচ্ছায় বিভিন্নপথে গমন করিয়া অবশেষে সকলে একই পুরীর মধ্যে প্রবেশ করে, ইঁহাদেরও সেইরূপ গন্তব্যপথ সকলেরই এক পরম পদ। ৪১—৫০। ইঁহারা কেবল পরমার্থ অবগত না হওয়ায়, বিপরীত বুদ্ধিতে স্ব স্ব বিকল্পবলে পরস্পরকে পরাভব করিবার জন্য বিবাদ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পথিকগণ যেমন স্ব-স্ব রুচি-অনুসারে, আপন আপন গন্তব্য পথের প্রশংসা করে, বিভিন্ন দেশকাল-সেই বাদিগণও তেমনি স্ব স্ব কাল দেশাদির অনুরূপ স্ব স্ব আ রুচিতে স্ব স্ব কল্পিত পক্ষের প্রশংসা করিয়া থাকে। হে রাঘব! তাঁহারা কার্য্যসাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিমিত্ত স্বকপোলকল্পিত যে সমুদয় যুক্তি বৈচিত্র্য উদ্ভাবন করিয়াছেন; তাহা মিথ্যা অর্থাৎ তাহা প্রধান প্রমাণ উপনিষদের সম্মত নহে, সুতরাং মুমুক্ষুগণের নিকট তদ্‌যুক্তি হেয়। যেমন একই পুরুষ স্নান, দান ও গ্রহণাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করত তত্তৎ-ক্রিয়াভেদে কর্ত্তৃ-বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্নাতা দাতা গৃহীতা ইত্যাদি বিভিন্ননামে প্রাপ্ত হয়, এই মনও সেইরূপ বিচিত্র কার্য্য করে বলিয়া জীব, বাসনা ও কর্ম্ম নামভেদে উল্লিখিত হয়। ৫১—৫৬। ফলতঃ চিত্তই এই সমুদয়, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। যাহার চিত্ত নাই, সে এই জগৎ দর্শন করিতে গেলেও দর্শন করিতে পায় না। যাহার মন আছে সেই ব্যক্তিই শুভ বা অশুভ বিষয়ের শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন ও আঘ্রাণ করিয়া অন্তরে হর্ষ বা বিষাদ প্রাপ্ত হয়। আলোক যেমন রূপপ্রতীতির কারণ, মনও তেমনি অর্থপ্রতীতির কারণ। যাহার চিত্ত বদ্ধ, সে বদ্ধ, যাহার চিত্ত মুক্ত, তিনি মুক্ত। যাহারা মনকে জড় বলিয়া জানে, মন তাহাদিগের নিকট জড়, যাহার নিকট চেতন, সে কিছু মনকে জড় বলিয়া জানে না, তাহার নিকট মন চেতন। ৫৭—৬০। বস্তুতঃ এই মন জড়ও নহে, চেতনও নহে এবং ঐ মন হইতেই বিচিত্র সুখদুঃখ-চেষ্টাবিশিষ্টজগৎ সমুত্থিত হইয়াছে। ঐ মন যখন একরূপ হয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে পরিণত হয়, তখন এ সংসার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। কারণ কলুষ জলের ন্যায় মলিন চিদাকারই সমষ্টিভূত ঐ মনের দ্বারা ভ্রান্তিক্রমে এই সংসারের কারণ হইয়াছে। হে রাঘব! অতএব নীলপীতাদিরূপের কারণ যেমন কেবল তেজ নহে ও কেবল পৃথি-ব্যাদিও নহে অর্থাৎ মলিনতেজই উহার কারণ, সেইরূপ কেবল চেতনমনও এই সংসারের কারণ নহে এবং কেবল (পাষাণবৎ) জড় মনও কারণ নহে। যদি চিত্ত ব্যতিরেকে অন্য কিছু থাকে, তাহা হইলে বল দেখি, যাহার চিত্ত নাই, তাহার নিকট জগৎ কি? চিত্ত নষ্ট হইলে সমুদয় প্রাণীর সমগ্র জগৎই বিলীন হইয়া যায়। ৬১—৬৫। যেমন একই কাল ঋতুভেদে বিচিত্রাকার ধারণ করে, মনও তেমনি এক হইয়াই বিবিধ কর্ম্মবশে বিচিত্র আকার ধারণ করে। যদি চিত্তের অযোগ ব্যতিরেকে অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া শরীরকে স্পন্দিত করিতে পারিত, তাহা হইলে বলিতাম, জীবাদি চিত্ত হইতে অতিরিক্ত। কুতর্কবাদিগণ কোন কোন দর্শনে তর্ক দ্বারা ঐ সমুদয়ের যে ভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, হে রাম! তাহার কিছুই তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। ব্যাসপ্রভৃতি তত্ত্ববিদ্-গণও তাহার কিছুই বিশেষ করিয়া বলেন নাই। তবে পরমাত্মার সর্ব্বগামী সকল শক্তিই সম্ভবে। যে সময় হইতে বিশুদ্ধ চিৎ-পদার্থে জড় শক্তির উদয় হইয়াছে, তখন হইতেই এই প্রকার জগদ্বৈচিত্র্য উপস্থিত হইয়াছে। ৬৬—৭০। যেমন

চেতন উর্ণনাভ (মাকড়শা) হইতে জড়তন্তু উৎপন্ন হয়, তেমনি নিত্য চেতন পরমপুরুষ-ব্রহ্ম হইতে এই জড় প্রকৃতি আবির্ভূত হইয়াছে। অবিদ্যাবশতঃ উক্ত বাদিগণের স্ব-স্ব চিত্ত-ভাবনা স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই জন্য তাহারা মনের নাম-রূপের ভেদ কল্পনা করিয়াছে (উহার কারণ একমাত্র ভ্রান্তি) মলিনা চিৎই জীব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামে প্রথিত হইয়া এই জগতে চেতন চিত্ত ও জীব ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে কোন বিবাদই নাই। ৭১—৭৩।

ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এক্ষণে আপনার বাক্যার্থে বুঝিলাম যে, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল-আড়ম্বর এক মাত্র মন হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে; সুতরাং ইহা মনেরই কার্য্য। বশিষ্ঠ কহিলেন, যেমন মরুভূমিতে মার্ত্তণ্ডকিরণের অপ্রতীতি বশতঃ তাহাই জলরূপে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের অস্ফুরণ বশতঃ মনই অজ্ঞান হইয়া দৃঢ় ভাবে সহসা এই বিশ্বরূপে স্ফুরিত হইতেছে। ব্রহ্মভূত এই জগতে মন একাকার হইয়াই কোথাও নররূপে, কোথাও সুররূপে, কোথাও নাগরূপে, কোথাও যক্ষরূপে, কোথাও গন্ধর্ব্বরূপে ও কোথাও কিন্নররূপে উদিত হইয়াছে। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, একমাত্র মনই নগর আকাশপ্রভৃতি বিতত-আকারে প্রকাশিত হইতেছে, সুতরাং জীব-দেহসমূহও তৃণকাষ্ঠাদিসদৃশ অর্থাৎ তৃণ-কাষ্ঠাদি হইতে ইহার পার্থক্য নাই। এ সকলের বিচারে প্রয়োজন নাই, এস্থলে আমাদের মনই বিচার্য্য। আমার মতে সেই মনই এই নিখিল-বিশাল-জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে, সেই মনের অভাবে একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। আত্মা সর্ব্বাতীত অথচ সর্ব্বগামী ও সর্ব্বাশ্রয়, সেই আত্মারই প্রসাদে সংসারে মন ধাবিত ও চেষ্টিত হইতেছে। মনই কর্ম্ম ও শরীরের প্রতি কারণ, সেই মনই জাত ও মৃত হয়। আত্মায় ঈদৃশ গুণ নাই, আমি জানি বিচার দ্বারা মন লয় প্রাপ্ত হয়, মনের বিলয় হইলেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। ৬—১০। স্পন্দন-শীল মনোনামক কর্ম্ম নষ্ট হইলে জীবকে মুক্ত বলা হয়, আর তাহার জন্ম হয় না। রাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি বলিলেন, জীবগণের জন্ম ত্রিবিধ, (সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস) সদসদাত্মক-মন তাহাদের প্রধান কারণ। (মনের উৎপত্তির পূর্ব্বে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, অতএব কূটস্থ চিন্মাত্রস্বভাব ব্রহ্ম হইতে মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ বুদ্ধিপূর্ব্বকই মনের সৃষ্টি) অতএব বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ চিন্মাত্র তত্ত্ব হইতে কিরূপে জগচ্চিত্রকর মন উত্থিত হইয়া বিস্তৃত হইল। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! বিশাল আকাশ ত্রিবিধ, চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ আকাশত্রয় সর্ব্বসাধারণ এবং সকল কার্য্যেই অবস্থিত এবং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের সত্তাতেই ঐ সকল আকাশ, সত্তালাভ করিয়াছে। ১১—১৫। যে আকাশ সকলেরই বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, সত্তা ও অসত্তার সাক্ষী ও সর্ব্বভূতব্যাপী, তাহাকে চিদাকাশ কহে। যে আকাশ, সমুদয় ব্যবহারের হেতু এবং হিতকর ও সকল কার্য্য কারণের নিয়ন্তা বলিয়া শ্রেষ্ঠ এবং যে আকাশের কল্পনাবলে এই সমগ্র-জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাকে চিত্তা-কাশ কহে। যে আকাশ দশ দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া অপরি-চ্ছিন্ন শরীরে অবস্থিত এবং যে আকাশ পবন ও মেঘাদির আশ্রয়, সেই আকাশ ভূতাকাশ নামে অভিহিত হয়। এই ভূতাকাশ ও চিত্তাকাশ, এক চিদাকাশ হইতেই উদ্ভূত। দিন যেমন সমুদয় কার্য্যের কারণ, তেমনি এই চিৎও "আমি জড়, অথচ জড় নহি" ইত্যাকার চিত্তের যে নিশ্চয় তাহা ব্রহ্মনামক চিত্তের মালিন্য, সেই মালিন্যযুক্ত চিৎকেই মন বলিয়া জানিবে, সেই মন হইতেই আকাশাদির কল্পনা হইয়াছে। ১৬—২০। এই প্রকার শাস্ত্রে যে আকাশত্রয়ের কল্পনা হইয়াছে, তাহা কেবল মাত্র অপ্রবুদ্ধ-ব্যক্তিগণের উপদেশ প্রদানার্থ। যাহারা প্রবুদ্ধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত ঈদৃশী কল্পনা নহে। পরন্তু যাহারা প্রবুদ্ধ, তাহাদের নিকট সর্ব্ব-প্রকার কল্পনা-বিবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় নিত্য এক পরব্রহ্মই বিরাজমান। এইরূপ বাক্য সন্দর্ভ-গ্রথিত দ্বৈতাদ্বৈত ভেদদ্বারা অজ্ঞব্যক্তিই উপদিষ্ট হইয়া থাকে, প্রবুদ্ধ ব্যক্তি কখনই এইরূপ উপদিষ্ট হন না, হে রাম! তুমি যাবৎকাল অপ্রবুদ্ধ থাকিবে, তাবৎকাল এই আকাশত্রয় কল্পনা করিয়া তোমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিব। যেমন প্রচণ্ড আতপযোগে মরুভূমিতে জলভ্রমের হেতু মরীচিকা উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মলিন চিদাকাশ হইতে আকাশ চিত্তাকাশ প্রভৃতির উৎপত্তি। ২১—২৫। চিদাকাশ চিত্তরূপে পরিণত হইয়া মলিনরূপই প্রসব করিয়া থাকে, ইন্দ্রজাল-স্বরূপ ত্রিজগৎরচনা এই চিত্তেরই কার্য্য, এই চিত্ত নিজেও মলিনাত্মক। যেমন বোধহীন ব্যক্তিগণ শুক্তিকাখণ্ডে রজতভাব দর্শন করে, সেইরূপ বোধহীন (আত্মজ্ঞান বিহীন) ব্যক্তিগণ স্বীয় অজ্ঞানবশে মলিন চিদাত্মক তত্ত্বে এই চিত্ততা অনুভব করে। যাহারা বোধ-যুক্ত তাহাদের নিকট ঐরূপ বোধ হয় না, অতএব স্বকীয় মূর্খতা বলেই বন্ধন এবং জ্ঞান-বলেই মোক্ষ হইয়া থাকে। ২৬—২৭।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! চিত্ত যে কোন প্রকারে উৎপন্ন বা যে কোন পদার্থ হউক না কেন, উহাকে মোক্ষ-কামনায় প্রযত্ন-বলে সর্ব্বদা পরমাত্মায় যোজিত করিতে হইবে। হে রাঘব! চিত্ত পরমাত্মায় সংযোজিত হইলে বাসনাহীন ও বিশুদ্ধ হইয়া পরে কল্পনাশূন্য হইয়া আত্মভাব প্রাপ্ত হইবেই হইবে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই সমগ্রজগৎ চিত্তের অধীন। হে রাম! বন্ধন ও মোক্ষও এই কারণে চিত্তের অধীন, ইহা নিশ্চিত। হে রাম। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই বিষয়ে যে অতি উত্তম চিত্তাখ্যান আমার নিকট বর্ণন করিয়া-ছেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। হে রাম! কোন স্থানে মৃগপক্ষ্যাদিশূন্য অতিভীষণ অতিবিস্তৃত এক অটবী আছে; শতযোজন-বিস্তৃত ভূমি এই অটবীর কণিকা-মাত্ররূপে লক্ষিত হয়। ১—৫। সেই অটবীতে সহস্রবাহু সহস্র-নয়ন ভীষণ ও বিশালদেহ ব্যাকুলবুদ্ধি এক পুরুষ বাস করে। সেই পুরুষ সহস্রবাহুদ্বারা সহস্রমুদ্গর গ্রহণপূর্ব্বক আত্ম-পৃষ্ঠে প্রহার করিতেছে এবং স্বয়ংই পলায়ন করিতেছে। সে

আপনিই আপনার প্রহারে ভীত হইয়া শতযোজন দূরে পলায়ন করিতেছে। পলায়নপর ঐ পুরুষ ক্রন্দন করিতে করিতে বহু দূরে গিয়া পরিশ্রান্ত বিবশশরীর শিথিলাবয়ব ও শীর্ণপাদ হইয়া অবশেষে কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় ভীষণ, নভোমণ্ডলের ন্যায় গভীর, এক অন্ধকূপে নিপতিত হইল। ৬—১০। অনন্তর বহুকালের পর অন্ধকূপ হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করত পলায়ন করিতে লাগিল এবং পুনর্ব্বার বহুদূরে গিয়া পতঙ্গ যেমন পাবকমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ কণ্টকব্যাপ্ত এক করঞ্জবন-গুল্মমধ্যে প্রবেশ করিল। আবার ক্ষণ-কালমধ্যে সেই করঞ্জগহন হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করতঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া হাস্য করিতে করিতে চন্দ্রকিরণ-শীতল মনোরম কদলীকাননে প্রবেশ করিল। আবার সেই কদলীকানন হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্ব্বার আপনাকে প্রহার করতঃ পলায়ন করিল। ১১—১৫। তাহার পর বহুদূর গিয়া গাঢ় অন্ধকূপে সত্বর প্রবেশ করিয়া বিশীর্ণদেহ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার-পর অন্ধকূপ হইতে উঠিয়া পুনঃ কদলীবনে, কদলীবন হইতে গভীর করঞ্জগুল্মে, তথা হইতে কূপে, কূপ হইতে আবার কদলী-বনে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি তাহার ঐরূপ আকৃতি ও কার্য্য বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া মুহূর্ত্তকাল পথে রোধ করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে? তুমি কিজন্য এইরূপ করিতেছ? তোমার কোন্ বিষয়ে ইচ্ছা? তুমি এরূপ মোহগ্রস্ত হইয়াছ কেন?" ১৬—২০। হে রঘুনন্দন! আমি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, "আমি কেহই নহি। হে মুনে! আমি কিছুই করিতেছি না, তুমি আমার গতিরোধ করিলে, অতএব তুমি আমার শত্রু। তুমি আমাকে দর্শন করিলে আমি সুখে ও দুঃখে নষ্ট হইলাম।" সেই পুরুষ এই কথা বলিয়া স্বকীয় বিবশ-অবয়ব অবলোকন করত অসন্তুষ্ট হইল এবং অতি কাতর হইয়া বিকটস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু-ধারা এত বিগলিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন, মেঘ সেই অটবীতে জলবর্ষণ করিল, ঐ পুরুষ আবার ক্ষণকালমধ্যে রোদন হইতে নিবৃত্ত স্বকীয় অঙ্গদর্শনপূর্ব্বক হাস্য ও চীৎকার করিতে লাগিল, অনন্তর ঐরূপ অট্টহাস্য করিয়া সেই পুরুষ আমার সম্মুখে ক্রমে স্বকীয় অঙ্গসকল পরিত্যাগ করিল। ২১—২৫। প্রথমে তাহার ভীষণ মস্তক নিপতিত হইল, তাহার পর বাহুসহস্র, তাহার পর বক্ষঃস্থল, তাহার পর উদর নিপতিত হইল, অনন্তর সেই পুরুষ ঐরূপ ক্রমে অঙ্গ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া নিয়তি-শক্তির বলে কোনও এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিল। আমি পুন-র্ব্বার অন্য এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া দেখিলাম, অপর একটী পুরুষও ঐরূপ স্বীয় বাহুসমূহ দ্বারা আপনি আপনাকে প্রহার করত ইত-স্ততঃ পলায়ন করিতেছে। কূপে পতিত হইয়া তাহা হইতে উত্থিত হইয়া ধাবিত হইতেছে, পুনর্ব্বার কুণ্ডমধ্যে পতিত এবং তাহা হইতে উত্থিত হইয়া অতি কাতরভাবে পলায়ন করিতেছে। কখন শিশির-কানন-মধ্যগত গর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। ২৬—৩০। ঐরূপ কষ্টেও সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ আপনাকে প্রহার করিতেছে। আমি বিস্মিত হইয়া বহুক্ষণ উহার ঐরূপ ব্যবহার নিরীক্ষণপূর্ব্বক যোগবলে উহাকে স্তম্ভিত করিয়া সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম। সেও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শন, রোদন ও হাস্য করিয়া বিশীর্ণদেহ হইয়া নিয়তিশক্তি-বিচারপূর্ব্বক কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। তাহার পর আমি অপর এক প্রান্তে অপর এক পুরুষকে দেখিলাম। ঐরূপ সেও আত্মপ্রহার করতঃ পলায়ন করিতেছে এবং পলায়ন করত প্রগাঢ় অন্ধকূপে পতিত হইল। আমি তাহার প্রতীক্ষায় সে স্থানে বহুকাল থাকিলাম, যখন দেখিলাম, সেই শঠ কূপ হইতে উঠিল না, তখন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে পুনরায় তাদৃশ এক পুরুষকে কূপ-পতনোন্মুখ দেখিলাম, তাহাকে অবরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। ৩১—৩৭। হে পদ্মপলাশলোচন! ঐ পুরুষ আমার সেই বাক্য বুঝিতে পারিল না, কেবল আমাকে "রে পাপিষ্ঠ! দুষ্ট দ্বিজ তুমি মূঢ় কিছুই জান না" এই কথা বলিয়া স্বীয় কর্ম্ম করিতে করিতে প্রস্থান করিল। আমি সেই মহারণ্যে বিচরণ করত তাদৃশ বহু পুরুষ অবলোকন করিয়াছি, আমার প্রশ্নের পরে কেহ স্বপ্নসম্ভ্রমবৎ শান্তি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার আকৃতিনাশ প্রাপ্ত হয়, কেহ বা শবশরীরবৎ মদীয় বাক্যে উপেক্ষা ও ঘৃণা করে। ৩৮—৪০। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্ধকূপ হইতে নির্গত ও তাহাতেই আবার নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কদলীবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা হইতে আর বিনির্গত হইল না। কেহ বিস্তৃত করঞ্জগুল্মমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া থাকে, কেহ কেহ বা কাম্যধর্ম্মে আসক্ত হইয়া স্থির থাকিতে পারে না। হে রঘুকুল-ধুরন্ধর! এই সুবিস্তৃত অটবী অদ্যাপি সেইরূপই আছে, তাহাতে সেই পুরুষগণ এখনও এইরূপ রহিয়াছে। হে রাম! তুমিও সেই অটবী দেখিয়াছ, ব্যবহার করিয়াছ, বুদ্ধি-তত্ত্ব অর্থাৎ বিবেক সম্যক্ স্ফুরিত না হওয়ায় তোমার তাহা স্মরণ হইতেছে না। সেই অটবী বিবিধ কণ্টক-সঙ্কুল, গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতিভীষণ হইলেও যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, তাহারাই তাহাতেই (পুষ্পোদ্যানে অবস্থিত ব্যক্তির ন্যায়) নিবৃত্তি লাভ করিয়া সেই অটবীর সেবা করিয়া থাকে। ৪১—৪৫।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

একোনশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ঐ মহাটবী কি প্রকার? আমি উহা কবে দেখিয়াছি, তথায় যে পুরুষগণের কথা বলিলেন, তাহারা কে? তাহারা কি করিবার জন্য ঐরূপ উদ্যম করিতেছে? বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মহাবাহো! রঘুনাথ! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট সমুদয় বলিতেছি, হে রাম! ঐ মহাটবী দূরে অবস্থিত নহে, সেই নরগণও দূরে অবস্থিত নহে। এই সংসারকেই সেই মহারণ্য বলিয়া জানিবে। পরমার্থদর্শীর চক্ষে ইহা শূন্যাকার হইলেও সংসারীর চক্ষে ইহা বিকার-বহুল এবং গভীর বিশাল-কোটরে পরিপূর্ণ। বিচারালোক দ্বারা দেখিলে ইহাকে এক অদ্বিতীয় বস্তু দ্বারা পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, অন্য সংযুক্ত বোধ হইবে না অর্থাৎ তখন শূন্য বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। তথায় যে বৃহদাকৃতি পুরুষগণ পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারা পুরুষ নহে, তুমি জানিবে তাহারা দুঃখনিপতিত মন। ১—৫। হে মহামতে! হে অনঘ! আমি বিবেকরূপেই তাহা দেখিয়াছি, অন্যরূপে নহে। যেমন

সতত সুপ্রকাশভানু কমলসমূহ প্রবোধিত (প্রস্ফুটিত) করেন, আমিও বিবেক বলিয়া সেই মনসমূহের বোধোদয় করিতে সমর্থ হই। হে মহামতে! কোন কোন মন আমারই প্রসাদে (বিবেক-প্রসাদে) আমার প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত ও উপশান্ত হইয়া পরপদ প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ মোহবশতঃ আমার (বিবেকের) অভিনন্দন করে না, তাহারা আমার তিরস্কারে (বিবেকের উপেক্ষা হেতু) কূপমধ্যে পতিত হয়। হে রঘূদ্বহ! সেই যে অন্ধকূপের কথা বলিয়াছি তাহা গহন নরক। আর ঐ যে কদলীকানন, উহা স্বর্গ, উহার মধ্যে যাহারা প্রবিষ্ট হইল, বুঝিতে হইবে, উহারা স্বর্গাস্বাদকারী মন। ৬—১০। হে রাঘব! যাহারা অন্ধকূপমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আর নির্গত হইল না, তাহারা মহাপাতকী মন। যাহারা তথা হইতে নির্গত হইয়া কদলীকাননে প্রবিষ্ট হইল তাহারা পুণ্যফলভোক্তা চিত্ত। যাহারা করঞ্জবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্গত হয় নাই বলিয়াছি, হে রঘুনন্দন! তাহাদিগকে মনুষ্যচিত্ত বলিয়া জানিবে। তন্মধ্যে কোন কোন চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়া (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে। কোন কোন বহুকল্পীমন একযোনি হইতে অন্য যোনিতে প্রবেশ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতেছে। সেই মন সকল ঐরূপ কখন স্থিত, কখন নিপতিত ও কখন উৎপতিত হইতেছে। ১১—১৫। সেই যে করঞ্জগহনের কথা বলিয়াছি, তাহাকে বুধগণ দুঃখরূপ কণ্টকে সমাকীর্ণ বিবিধ ইচ্ছায় পূর্ণ মনুষ্য-পদের কলত্ররস বলিয়া জানেন। সেই করঞ্জগহনে যে মন সকল প্রবিষ্ট হইতেছে তাহারা মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে ও তাহাতেই রসাস্বাদন করিতেছে। হে রঘূদ্বহ! চন্দ্রকিরণবৎ শীতল যে কদলীকাননের কথা বলিয়াছি, তাহা চিত্তাহ্লাদকর স্বর্গ বলিয়া জানিবে। কোন কোন চিত্ত শাস্ত্রবিহিত ধ্যান-ধারণাদি উপাসনা দ্বারা সপ্তর্ষি ধ্রুব প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্র দেহ ধারণ করত গগনমণ্ডলে উদিত হইতেছে। যে অবোধ পুরুষগণ আমাকে তিরস্কার করিল বলিয়াছি, তাহারা অনাত্মজ্ঞ মন, আত্মজ্ঞান না থাকায় তাহারা স্বকীয় বিবেকের তিরস্কার (উপেক্ষা) করিল। ১৬—২০। "তুমি আমাকে দেখিলে এইকারণ আমি বিনষ্ট হইলাম, অতএব তুমি আমার শত্রু" এই কথা কোন পুরুষ বলিয়াছিল যে বলিয়াছি, তাহা তত্ত্বজ্ঞানভ্রষ্ট কোন চিত্তের বিলাপ জানিবে। হে রাঘব! পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, কোন পুরুষ মহাচীৎকারে রোদন করিল, তাহা ভোগজাল-পরিত্যাগকারী মনের রোদন জানিবে। যে চিত্ত অর্দ্ধবিবেকী অমল পদ প্রাপ্ত হয় নাই, সেই চিত্তের ভোগজাল পরিত্যাগ করিবার সময় অত্যন্ত পরিতাপ হইয়া থাকে। ঐ যে পুরুষ স্বীয় অঙ্গ সকল দেখিয়াছিল উহা ঈষদ্বিবেক-প্রাপ্ত চিত্ত, ঐ চিত্ত স্ত্রীপুত্রাদিস্নেহে আবদ্ধ হইয়া ভাবিতেছিল "হায়! আমি এ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গমন করিব।" যে চিত্ত অর্দ্ধবিবেকমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, অমলপদ প্রাপ্ত হয় নাই, সেই চিত্ত যখন অঙ্গত্যাগ করে, তখন তাহার পরিতাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২১—২৫। ঐ যে পুরুষ আমাকে জানিতে পারিয়া আনন্দে হাস্য করিয়াছিল বলিয়াছি, হে রাম! তুমি জানিবে, ঐ চিত্ত বিবেকপ্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইল। চিত্ত যখন বিবেকপ্রাপ্ত হইয়া সংসারস্থিতি ত্যাগ করিয়া স্বকীয়রূপ ত্যাগ করে, তখন তাহার আনন্দই হইয়া থাকে। ঐ যে পুরুষ হাস্যপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গ দর্শন করিল, ইহার অর্থ এই যে, চিত্ত, আত্মবঞ্চনের হেতু অঙ্গ সকলকে দেখিয়া উপহাস করিল। ভাবিল "মিথ্যাসঙ্কল্প রচিত এই অঙ্গসমূহই আমাকে এতাবৎকাল বঞ্চনা করিয়াছে।" বিবেক প্রাপ্ত মন যখন বিতত পরম পদে বিশ্রাম করে, তখন প্রাক্তন-ক্লেশের আধার বিবশীকলকে দূর হইতে অবলোকনপূর্ব্বক উপহাস করে। ২৬—৩০। ঐ যে পুরুষকে আমি বলপূর্ব্বক স্তম্ভিত করিয়া সমাদরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ঐস্থলে বুঝিতে হইবে, বিবেক বলপূর্ব্বক চিত্তকে গ্রহণ করিল। ঐ যে অঙ্গ সকল বিশীর্ণ হইয়া অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইল, তাহা দ্বারা "চিত্ত ব্যতিরেকে বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা নষ্ট হইয়া যায়" তাহাই দেখাইয়াছি। পূর্ব্বে যে সহস্র-হস্ত সহস্র-নেত্র পুরুষের কথা বর্ণন করিয়াছি, উহাতে "চিত্তের আকার যে অনন্ত" তাহাই দেখাইয়াছি। ঐ যে পুরুষ আপনি আপনাকে প্রহার করিতেছে বলিয়াছি, ঐস্থানে বুঝিতে হইবে, মন কুকল্পনার আঘাতে আত্মাকে প্রহার করিতেছে। ঐ যে পুরুষ আপনি আপনাকে প্রহার করত পলায়ন করিতেছে, এস্থলে বুঝিবে মন স্বীয় বাসনা দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ৩১—৩৫। চিত্ত আপন ইচ্ছায় আপনাকে প্রহার করে ও আপনিই পলায়ন করে, দেখ অজ্ঞানের কার্য্য কতদূর। সকল মনই স্বীয় বাসনা দ্বারা উপতপ্ত হইয়া পরপদপ্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বই পলায়ন করে। মন নিজেই এই সুবিস্তৃত দুঃখ বিস্তার করে আবার তাহাতে অতিশয় খিন্ন হইয়া পলায়ন করে। কোশকার কীট যেমন আপনারই লালাসম্ভূত জালে বন্ধন প্রাপ্ত হয়, মন ও তেমনি স্বসম্ভূত সঙ্কল্পজালে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। চঞ্চল মন বালকের ন্যায় ভাবী দুঃখ দেখিতে পায় না, যাহাতে অনর্থ হয়, তাদৃশ ক্রীড়াই করিয়া থাকে। ৩৬—৪০। যেমন কীলোৎপাটী বানর কাষ্ঠরন্ধ্রস্থিত অণ্ডকোষের কাষ্ঠাক্রমণ দেখিতে না পাইয়া কীলোৎ-পাটন করিতে গিয়া মরণান্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, মনও তদ্রূপ জানিবে। বহুকাল অসঙ্গ আত্মার ভাবনা করিয়া ও নিঃসঙ্গভাবে থাকিয়া মন যখন জ্ঞানবাধ্য হয়, তখন তাহার আর বিষয়বাসনার জন্য অনুশোচনা থাকে না। মনের প্রমাদবশতঃই এই দুঃখজাল গিরি-শৃঙ্গের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আবার সেই মন যখন বশ্যভাব ধারণ করে, তখন সূর্য্যাতপের সন্নিধানে হিমের ন্যায় ঐ দুঃখজাল বিনষ্ট হইয়া যায়। যখন মন প্রথমে শাস্ত্রানুমোদিত অনিন্দ্য বাসনা রাগাদিবিষয়ের নিরোধ প্রাপ্ত হইয়া মুনির ন্যায় এক রসে আসক্ত হয়, তাহা হইলে পরে তত্ত্ববোধজনিত পরমপবিত্র জন্মাদি-বিকার-রহিত তাপত্রয়ে অস্পৃষ্ট পূর্ণব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করত জীবন্মুক্ত হয়, তখন সে প্রলয়কালেও শোচনীয় হয় না। ৪১—৪৪।

একোনশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই চিত্ত পরমপদ হইতে উৎপন্ন, যেমন সাগর হইতে সমুৎপন্ন তরঙ্গ একরূপে জলময় অন্যরূপে জলময় নহে, এই চিত্তও সেইরূপ (ব্রহ্মদৃষ্টিতে) ব্রহ্মময় ও (চিত্তদৃষ্টিতে) ব্রহ্মময় নহে অর্থাৎ চিত্তময়। হে রাম! মন প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট ব্রহ্মই অন্য কিছুই নহে। যাহারা জলের সত্তাই বলিতেছে, তাহাদের নিকট সমুদ্রতরঙ্গ জলের অতিরিক্ত নহে। হে রাম! যাহারা অপ্রবুদ্ধ, তাহাদেরই মন সংসার প্রাপ্তির কারণ হয়। যাহারা জলের স্বভাব অবগত নহে, তাহাদের নিকট জল ও তরঙ্গ

পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। যাহারা অপ্রবুদ্ধদৃষ্টি, কেবল তাহাদের তত্ত্ব বোধের নিমিত্তই এই আত্মতত্ত্বে বাচ্যবাচক সম্বন্ধের ভেদ-কল্পনা হইয়া থাকে। এই ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ নিত্যপূর্ণ ও অব্যয়। এই বিতত আত্মায় যাহা নাই, এমন কোন পদার্থই দেখা যায় না। ১—৫। এই পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ ও ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। ইহার যখন যে শক্তির অভিলাষ হয়, তখন সর্ব্বগামী পরমাত্মা সেই শক্তিকেই বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত করেন। হে রাম! ব্রহ্মেরই চিচ্ছক্তি ভূতশরীরে দৃষ্ট হইতেছে, যেমন বায়ুতে স্পন্দশক্তি, প্রস্তরে জড়শক্তি, জলে দ্রবশক্তি, অনলে তেজঃশক্তি ও আকাশে শূন্যশক্তি, সেইরূপ এই সংসারস্থিতিতে ব্যবহার শক্তি বিদ্যমান। ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তি দশদিগ্গামিনী। তাঁহার নাশশক্তি বিনাশে, শোকশক্তি শোকাতুর ব্যক্তিতে আনন্দ-শক্তি আনন্দে, বীর্য্যশক্তি সুখোদয়ে, সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিতে ও প্রলয়-কালে সর্ব্বশক্তিই দৃষ্ট হয়। ৬—১০। যেমন বৃক্ষবীজমধ্যে ফল, পুষ্প, লতা, পত্র ও শাখাদি সহ বৃক্ষ অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রহ্ম-মধ্যে এই সমুদয় অবস্থিত। ব্রহ্মমধ্যে প্রতিভাস বশতঃই (প্রতি-ভাস আবরণ শক্তির স্ফুরণ) চিৎ ও জড়ভাবের মধ্যবর্ত্তী চিত্ত দৃষ্ট হয়, ঐ চিত্তেরই অপর নাম জীব। যেহেতু পরমার্থতত্ত্ব অজ্ঞাত হওয়ায় এই জগৎ কল্পিত হয়, সেই হেতু নানাবিধ তরু, লতা ও গুল্মজাল প্রভৃতি সমুদয়ই নির্ব্বিকল্প চিন্মাত্র। হে রাঘব! তুমি দেখ, জগৎ ও "আমি" ইত্যাকারে ভাসমান জীবতত্ত্ব সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম সর্ব্বগামী, তাহার মহাশরীর নিত্যসমুদিত ব্রহ্ম ঈষৎ-মননধর্ম্মী হইলে তিনি মন নামে অভিহিত হন যেমন আকাশে পিচ্ছভ্রম (ময়ূরপুচ্ছভ্রান্তি) ও জলে আবর্ত্তবুদ্ধি, তেমনি আত্মাতে মন, জীব এ সকল প্রাতিভাসিক ভেদমাত্র, বস্তুতঃ নহে। এই যে মনের মননাত্মকরূপ উহা ব্রহ্মশক্তি, অতএব হে অরিন্দম! এ সমুদয় ব্যতীত অপর কিছুই নাই। তিনি ব্রহ্মা এই আমি ইত্যাদি বিভাগ প্রতিভাস হইতে উৎপন্ন প্রতিভাস-আত্মভ্রান্তি)। ১১—১৫। কাম, কর্ম্ম ও বাসনা প্রভৃতি যে সকল শক্তি জীব ও ব্রহ্মের ভেদাদি ভ্রান্তি বিষয়ে পরমকারণ বলিয়া লোকে কথিত হয় এবং মনেই আবির্ভাব ও তিরোভাবে সদসদাত্মক হয় (কখন সৎ বলিয়া ব্যবহার হয়, কখন অসৎ বলিয়া ব্যবহার হয়) ঐ সমুদয়ই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব। মনে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা সমস্তই ব্রহ্মরূপ। যেমন বসন্তাদি ঋতুর ধর্ম্ম বৃক্ষাদিতে অবস্থিত, সেইরূপ মনের ধর্ম্ম ঐ কামাদিও ব্রহ্মে অবস্থিত। যেমন সমগ্র ঋতুর কুসুমশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও ভূমি, স্থান ও বীজসংস্কারাদি কার্য্যের ভেদে সুব্যবস্থায় পুষ্পাদি উৎপাদনের হেতু হইয়া থাকে, লোকসৃষ্টি-কারী ব্রহ্মও তেমনি সুব্যবস্থায় চিত্তশক্তি ধারণ করেন অর্থাৎ চিত্তের বাসনার অনুরূপ জীবচেষ্টা হইয়া থাকে (সমুদয় ব্রহ্ম-শক্তি সকলজীবে সঙ্কীর্ণ হয় না)। ১৬—২০। যেমন দেশ কালাদির বৈচিত্র্যবশতঃ ভূতল হইতে ধান্যশক্তি উদ্ভূত হয়, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্ম হইতে শক্তিসমূহ কখন কোন কোন স্থলে আবির্ভূত হইয়া থাকে (একত্র একসময়ে সকলশক্তি উদিত হয় না)। যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই প্রতিভাসমাত্র; বস্তুতঃ কিছুই জাত নহে। প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদ (সম্বন্ধিনিয়ম), সংখ্যা ও রূপ প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইয়া মনঃশব্দের দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে, ঐ সমুদয়কে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। এই মনের যে প্রকার প্রতিভাস হয়, সেইরূপ বস্তুদর্শনই হইয়া থাকে, এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোক্ত ঐন্দবগণ। অম্বুর নির্ম্মল নীরে যেমন স্পন্দ উত্থিত হয়, সংসারের কারণ এই জীবও তেমনি পরমাত্মায় উত্থিত হয়। ২১—২৫। হে রাম! যেমন সমুদ্রে তরঙ্গাকারে জলই আবর্ত্তিত হয়, তেমনি পূর্ণ ব্রহ্মই বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত। যেমন বিবিধতরঙ্গময় সাগরে জলব্যতীত আর দ্বিতীয় কল্পনা নাই, তেমনি পরব্রহ্মে নাম, রূপ ও ক্রিয়া-স্বরূপ দ্বিতীয়-সত্তা আর নাই একই সত্তা বিদ্যমান। এই যাহা জন্মিতেছে, বিনষ্ট হইতেছে, স্থিতি করিতেছে এ সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই বিবর্ত্তিত হইতেছে। যেমন তীব্র আতপ মরীচিকারূপে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ (নামরূপাদি-রহিত হইলেও) আত্মা বিচিত্র বিশ্বাকারে স্ফুরিত হইতেছে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ও জনন, মরণ, স্থিতি এ সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-ব্যতীত অন্য কল্পনা নাই। ২৬—৩০। লোভ, মোহ, তৃষ্ণা বা রঞ্জনা এই সকল কিছুই নহে, আত্মার আবার লোভ, মোহ বা তৃষ্ণা কিরূপে উৎপন্ন হইবে? এই সমুদয় জগৎ আত্মাই, এই যে কল্পনাপ্রকার—ইহাও আত্মা। সুবর্ণ যেমন বলয়াদিরূপে উৎপন্ন হয়, আত্মাও তেমনি মনোরূপে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানাবৃত পরব্রহ্মই চিত্ত ও জীব নামে কথিত হয়। অপরিচিত-বন্ধু অবন্ধুমধ্যেই গণ্য হয়। যেমন গগন শূন্য না হইলেও শূন্যতা প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিন্ময়ব্রহ্ম অজ্ঞানাবৃত হইয়া সঙ্কল্প-বশতঃ আপনাকে জীবরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। যেমন দৃষ্টিদোষে একই চন্দ্র দুই বলিয়া দৃষ্ট হয়, তেমনি এই জীব আত্মা হইলেও দৃষ্টিদোষে (অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণে) আত্মভিন্ন বলিয়া প্রকাশিত হইতেছেন এবং সৎ, অসৎ উত্থিত হইতেছে। ৩১—৩৫। মোহনিমিত্তক এই বাহ্যদৃষ্টি একান্ত অসত্তবী, কেবলমাত্র আত্মাই সত্য (সত্তবী) সুতরাং আত্মা আবার কোথায় মুক্ত কোথায় বা বদ্ধ। যখন বন্ধন একান্ত অসম্ভব, তখন 'আমি বদ্ধ" ইহা কুকল্পনা। বন্ধন যখন কাল্পনিক, তখন মোক্ষও কাল্পনিক অর্থাৎ মিথ্যা, বাস্তবিক নহে। রাম কহিলেন, প্রভো! মন যে বিষয়ের নিশ্চয় করে, তখন তাহার অন্যথা হয় না, অতএব কাল্পনিক বন্ধ কেন নাই? বশিষ্ঠ কহিলেন, যেমন স্বপ্ন-কল্পনা জাগ্রদ্দৃষ্টিতে অলীক, তেমনি এই বন্ধন মূর্খ-দিগের কল্পনা,---অলীকমাত্র, তাহারা বন্ধ কল্পনা করিয়া আবার যে মোক্ষকল্পনা করিয়াছে, তাহাও অলীক অর্থাৎ আত্মার বন্ধ মোক্ষ কিছুই নাই। এইরূপ অজ্ঞানবশতঃই বন্ধ মোক্ষ দৃষ্টি উপস্থিত হয়, হে মহামতে। বাস্তবিক বন্ধ মোক্ষ কিছুই নাই। ৩৬—৪০। হে প্রাজ্ঞ! রজ্জুতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান অলীক বোধ হয়, সেইরূপ প্রবুদ্ধমতি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই কল্পনা অবাস্তব। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির এই বন্ধমোক্ষাদি মোহ কিছুই নাই। হে রাঘব! এই বন্ধমোক্ষাদি মোহ কেবল অজ্ঞ ব্যক্তির নিকটই স্ফুরিত হয়। হে সুভগ! প্রথমে মন, পরে বন্ধমোক্ষজ্ঞান তাহার পর এই ভুবননামক প্রপঞ্চের রচনা (জগৎপ্রপঞ্চের রচনা) এই-রূপ ক্রমে এই সমুদয় প্রপঞ্চ বালকের নিকট কথিত মিথ্যা আখ্যায়িকার (উপকথার) ন্যায় বদ্ধমূল হইয়াছে, বালকে যেমন মিথ্যাগল্প সত্য বলিয়া মনে করে, অজ্ঞব্যক্তির নিকট এই প্রপঞ্চ সেইরূপ সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ৪১—৪৪।

শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে মুনিবর! আপনি যে চিত্তবর্ণন-প্রসঙ্গে বালকাখ্যায়িকা দৃষ্টান্ত দিলেন, ইহা দ্বারা কি কহিলেন? ইহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাঘব! মূঢ়বুদ্ধি কোন শিশু, নিজ ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, ধাত্রি! চিত্তবিনোদনকারিণী কোন আখ্যায়িকা আমার নিকট বল। হে মহামতে! ধাত্রী বালকের চিত্তবিনোদনার্থ প্রস্তাবগুণসম্পন্ন সুমধুর আখ্যায়িকা (গল্প) কহিতে লাগিল। "বিস্তৃত জন-শূন্য শাখানগরসমন্বিত অত্যন্ত অসত্য কোন নগরে ধার্ম্মিক বীরত্ব সন্তুষ্ট সুন্দরাকৃতি মহাত্মা তিনটী রাজপুত্র আকাশে জলময় তারকাত্রয়ের ন্যায় একত্র অবস্থিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের জন্ম হয় নাই, একজন গর্ভেই বাস করেন নাই। ১—৫। কিছু দিন পরে সেই রাজপুত্রত্রয় বন্ধুজন বিরহে ও অর্থের অভাবে দুঃখে বিষণ্ণ হইলেন, পরে অধিক অর্থ লাভের আশায় সকলে মিলিত হইয়া বিদেশে যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহারা যখন সেই শূন্যনগর হইতে নির্গত হইয়া একত্র মিলিত হইয়া চলিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন, গগনে বুধ, শুক্র ও শনৈশ্চর গ্রহ একত্র মিলিত হইলেন। শিরীষকুসুমের ন্যায় সুকোমল-শরীর ঐ রাজপুত্রত্রয় দিবাভাগে পথিমধ্যে মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া নিদাঘ-তাপিত পল্লবরাজির ন্যায় পরিম্লান হইয়া পড়িলেন। পথিমধ্যস্থ উত্তপ্ত বালুকায় তাঁহাদের পাদকমল দগ্ধ হইতে লাগিল। যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় দুঃখকাতর হইয়া তাঁহারা "হা পিতঃ" বলিয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। চরণে কুশাগ্রবিদ্ধ হইতে লাগিল, রবিতাপে অঙ্গসন্ধি শিথিল হইয়া গেল, তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া ধূলিধূসরদেহ হইয়া পথিমধ্যে তিনটী বৃক্ষপ্রাপ্ত হইলেন। ঐ বৃক্ষত্রয়, ফল, পল্লব ও মঞ্জরীপুঞ্জে পরিপূর্ণ, বহু পশুপক্ষী ঐ বৃক্ষের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। ঐ বৃক্ষত্রয়ের মধ্যে দুইটীর উৎপত্তি হয় নাই, অপরটী সুখারোহণ-যোগ্য কিন্তু বীজহীন। ইন্দ্র, বায়ু ও যম যেমন পারিজাত বৃক্ষতলে বিশ্রাম করেন, তেমনি পরিশ্রান্ত রাজপুত্রত্রয়, তন্মধ্যে এক বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিলেন। তাঁহারা তথায় অমৃতকল্প সুস্বাদু ফল ভোজন, রসপান ও গুচ্ছলতামঞ্জরীর মাল্য ধারণ করত বহুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলেন। আবার বহুদূর গমনের পর মধ্যাহ্ন সমুপস্থিত হইলে তরঙ্গমালা মুখরিত তিনটী নদী প্রাপ্ত হইলেন। ৬—১৫। সেই নদীত্রয়ের মধ্যে একটী অতি শুষ্ক, অপর দুইটীতে জন্মান্ধের দর্শন-শক্তির ন্যায় একেবারে জলাভাব। নিদাঘ-তাপার্ত্ত রাজকুমারগণ, যে নদীটী অতিশুষ্ক তাঁহাতেই সমাদরে স্নান করিলেন, যেন হরি, হর ও ব্রহ্মা গঙ্গাস্নান করিলেন। রাজপুত্রগণ তথায় বহুক্ষণ জলক্রীড়া ও ক্ষীর সন্নিভ জলপান করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিবাবসানে দিনমণি অস্তাচল-বিলম্বী হইলে নবনির্ম্মিত পর্ব্বতপ্রমাণ বিশাল ভবিষ্যৎ নগর প্রাপ্ত হইলেন। ঐ নগরের সুনীল নভোমণ্ডলরূপ জলাশয়, পতাকা শ্রেণীরূপ পদ্মিনী-সমূহে মণ্ডিত *। এতন্নগরবাসী নাগরগণের গীতধ্বনি দূর হইতেই সকলের শ্রবণ-গোচর হয়। তাঁহারা তথায় সুমেরু-শৃঙ্গবৎ-মণি কাঞ্চনময় গৃহপূর্ণ রমণীয় তিনটী ভবন (বাড়ী) সন্দর্শন করিলেন ১৬—২১। সেই ভবনত্রয়ের মধ্যে দুইটী অনির্ম্মিত, একটীর ভিত্তি নাই; সেই গৃহত্রয় রমণীয় ভিত্তিহীন ভবনেই প্রবেশ করিলেন। চারুবদন রাজপুত্রগণ তথায় প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত তিনটী স্থালী (হাঁড়ী) প্রাপ্ত হইলেন। তন্মধ্যে দুইটী কর্পরভাবে পরিণত (ভাঙ্গাখোলা) হইয়া গিয়াছে, অপরটী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই বহুভোজী সুমতি রাজকুমারগণ চূর্ণীভূত সেই স্থালী গ্রহণ করিয়া তাহাতে শতদ্রোণ * হীন শতদ্রোণ পরিমিত তণ্ডুল পাক করিলেন। ২২—২৫। সেই রাজপুত্রগণ তিনটী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেন, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণত্রয়ের মধ্যে দুইজন দেহহীন, অপরটীর মুখ নাই। যাহার মুখ নাই সেই ব্রাহ্মণই সেই শতদ্রোণ পরিমিত তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলেন। রাজপুত্রগণ ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের পরম পরিতোষ হইল। বৎস! সেই ভবিষ্যৎনগরে রাজপুত্রত্রয় অদ্যাপি মৃগয়া-বিহার করতঃ পরম সুখে অবস্থান করিতেছেন। অনঘ! তোমাকে এই রমণীয় আখ্যায়িকা কহিলাম, যে প্রাজ্ঞ! ইহা হৃদয়ে ধারণ কর, তাহা হইলে পণ্ডিত হইতে পারিবে। হে রাম! ধাত্রী এই মনোহর আখ্যায়িকা কহিলে বালক শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। হে কমললোচন রাম! চিত্তবর্ণন কথার দৃষ্টান্ত স্বরূপে তোমাকে এই বালকাখ্যায়িকা কহিলাম। এই আখ্যায়িকা যেমন (সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইলেও) বালকের হৃদয়ে (সঙ্গত ও সত্য বলিয়া) দৃঢ়লগ্ন হইল, এই সংসারও তদ্রূপ অলীক হইলেও দৃঢ় কল্পিত সঙ্কল্প বলে স্থিরতর ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে। ২৬—৩০। হে অনঘ! এই সংসার প্রাতিভাসিক বিকল্পই ইহার জালস্বরূপ বন্ধ মোক্ষ প্রভৃতি কল্পনাময় ইহার পুষ্টি। ফলতঃ সঙ্কল্প ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই নাই, যাহা কিছু দেখ, সমস্তই সঙ্কল্পনিবন্ধন সঙ্কল্পাভাবে সকলই মিথ্যা। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, বায়ু আকাশ পর্ব্বত, নদী ও দিক্ সমুদয় সমস্তই সঙ্কল্প বিজৃম্ভিত, এতৎ সমস্তই আত্মার স্বপ্ন বলিয়া জানিবে। ভবিষ্যৎ নগরে রাজপুত্রত্রয় ও নদীত্রয় যদ্রূপ, মনের সঙ্কল্প যদ্রূপ, এই জগতের সত্তাও তদ্রূপ জানিবে। চতুর্দ্দিকে যে জলমাত্র চঞ্চল সাগরের জলরূপত্ব ব্যতীত যেমন অন্য কোন সত্তা নাই, তদ্রূপ সঙ্কল্পেরও আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য সত্তা নাই। প্রথমে পরমাত্মা হইতে যে একমাত্র সঙ্কল্প সমুদিত হয়, পরে এই সঙ্কল্প সূর্য্যের ক্রিয়ায় দিবসের ন্যায় লোক ব্যাপারে ক্রমশঃ বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়। হে রাম! এই নিখিল জগৎ একমাত্র সঙ্কল্প, রাগাদি মনোবৃত্তি ও যাবতীয় জ্ঞেয় পদার্থ সমস্তই সঙ্কল্প জানিবে। হে রাঘব! তুমি ঐ সঙ্কল্প সমুলোচ্ছেদ করিয়া নির্ব্বিকল্প আত্মনিশ্চয় লাভ করত শান্তি লাভ কর। ৩১—৩৯।

একাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত। ১০১॥

---

* শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে পতাকা পদ্মিনীব্যুহঃ এই স্থানে অনুস্বার সন্নিবেশ প্রামাদিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কেননা নীলাকাশ জলাশয়ের বিশেষণ হইলেই অর্থ সঙ্গত থাকে।

* চারিমুষ্টিতে এক কুড়ব, চারি কুড়বে এক প্রস্থ, চারি প্রস্থে এক আঢক, আট আঢকে এক দ্রোণ।

ষড়ধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মূঢ়ব্যক্তিই নিজ সঙ্কল্প দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, পণ্ডিতে হয় না।—বালকেই অলক্ষ্য পদার্থে যক্ষ সঙ্কল্প করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীরাম কহিলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞবর! এই সঙ্কল্পের কর্ত্তা কে? সঙ্কল্পিত যক্ষই বা কি? যে বস্তু অসত্য হইয়াও সতত মোহপ্রদানে নিরত, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হইয়াছে। বশিষ্ঠ কহিলেন, যেমন শিশুকর্ত্তৃক মিথ্যা বেতালকল্পিত হয়, তেমনি অবিদ্যোপহিত পরমাত্মা কল্পান্তরীয় জীবভাবের অহংভাবে সংস্কৃত হইয়া অহঙ্কার নামধারী যক্ষ কল্পনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু অহঙ্কার অলীক পদার্থ, একমাত্র পরমপদার্থ পূর্ণ-ব্রহ্মই সত্য আর সবই মিথ্যা, সুতরাং অহং পদার্থ যে কি, কোথা হইতে এবং কিরূপে যে তাহার উৎপত্তি, তাহা অজ্ঞেয়। অদ্বৈত পরমাত্মাতে বস্তুতঃই অহঙ্কার নাই, যেমন মরীচিকায় তীব্র-আতপে মৃগকুলের নদীভ্রম হয়, তেমনি অসম্যক্‌দর্শীর নিকটেই ঐ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত অহঙ্কার স্ফুরিত হয়। ১—৫। এই সংসার চিত্তরূপ চিন্তামণিরই বাহ্য বলিয়া লক্ষিত হয়। যেমন জল আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া আবর্ত্তরূপে স্ফুরিত হয়, তদ্রূপ মনই আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া সংসাররূপে স্ফুরিত হইতেছে। অতএব রাম! তুমি ভিত্তিহীন (অমূলক) অসম্যক্‌দৃষ্টি (সংসার দর্শন) পরিত্যাগ করিয়া সত্যমূলক সত্যস্বরূপ আনন্দপ্রদ সম্যক্ দৃষ্টি আশ্রয় কর। এক্ষণে তুমি মোহাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া বিবেকশালিনী বুদ্ধি দ্বারা সত্যস্বরূপের বিচার কর, অসত্য বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ কর। যিনি যথার্থ বদ্ধ নহেন, তাঁহাকে বদ্ধ বলিয়া কেন বৃথা শোক করিতেছ? অনন্ত আত্মতত্ত্বকে কেহ কি কখন বদ্ধ করিতে পারে? নানাত্ব অনানাত্ব উভয়ই ব্রহ্মতত্ত্বে কল্পিত ঐ কল্পনার যখন পরিহার হয়, তখন এক অভিন্ন সর্ব্বময় ব্রহ্মতত্ত্বই বিদ্যমান থাকেন। তখন আর কে বদ্ধ? কেই বা মুক্ত থাকিবে?। ৬—১০। আত্মা বস্তুতঃ আর্ত্ত হন না। তবে দেহ আর্ত্ত হওয়ায় তিনি আর্ত্ত বলিয়া প্রতিভাত হন, যেহেতু অঙ্গ কর্ত্তিত হইলে তিনি কষ্ট অনুভব করেন, ফলতঃ আত্মাতে ভেদাভেদ বিকার বা কোন প্রকার আর্ত্তি (পীড়া) নাই। সুতরাং দেহ নষ্ট ক্ষত বা জীর্ণ হইলে আত্মার ক্ষতি কি? ভস্ত্রা (কামারের জাতা) দগ্ধ হইলে তদন্তর্গত বায়ু কি কখন দগ্ধ হয়? দেহ পতিত হউক বা উত্থিত হউক আমাদের তাহাতে ক্ষতি কি? পুষ্প নষ্ট হইলে তদীয় সৌরভের ক্ষতি কি? সৌরভ আকাশ আশ্রয় করিবে। আমাদের শরীররূপ পদ্মে সুখ দুঃখরূপ তুষার-পাত হউক না কেন, আমাদের ক্ষতি কি? আমরা আকাশে উড্ডীয়নশীল মধুকর, আকাশে উড়িয়া যাইব। দেহ পতিত হউক, উত্থিত হউক, বা আকাশ মধ্যে গমন করুক, আমি যখন দেহ-হইতে পৃথক্, তখন আমার কি ক্ষতি হইবে?। ১১—১৫। মেঘের সহিত বায়ুর যেমন সম্বন্ধ, ভ্রমরের সহিত পদ্মের যেমন সম্বন্ধ, রাঘব! তোমার শরীরের সহিত তোমার আত্মারও সেইরূপ সম্বন্ধ জানিবে। রাম, মনই সমুদয় জগতের শরীর ও আদ্যাশক্তি; অধ্যাত্মচৈতন্যের কদাচ নাশ নাই। হে মহাবুদ্ধে! যিনি আত্মা, তিনি কোথাও গমন করেন না, কদাচ তাঁহার নাশ নাই, তবে কেন বৃথা খিন্ন হইতেছ? যেমন মেঘ বিশীর্ণ হইলে বায়ু ও পদ্ম শুষ্ক হইলে ভ্রমর অনন্ত আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি আত্মাও দেহক্ষয় হইলে অনন্ত আকাশে বিলীন হন। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরেকে এই সংসারবিহারী জীবের মনেরও যখন নাশ নাই, তখন আত্ম-নাশত সুদূরপরাহত। ১২—২০। কুণ্ড ও বদরীফলের অবস্থিতি যদ্রূপ, ঘট ও আকাশের অবস্থিতি যদ্রূপ, বিনশ্বর দেহ ও অবিনশ্বর আত্মার অবস্থিতিও তদ্রূপ। কুণ্ড ভগ্ন হইলে বদরীফল যেমন হস্তগত হয় অর্থাৎ আধারাভাবে যেমন হস্তে ধরিয়া রাখা হয়, দেহ নষ্ট হইলে তেমনি আত্মাও আকাশ প্রাপ্ত হন। কুম্ভের কুম্ভত্ব নাশ হইলে অর্থাৎ কুম্ভ ভাঙ্গিয়া গেলে কুম্ভাকাশ যেমন আকাশে (মহাকাশে) অবস্থিত হয়, তেমনি দেহক্ষয়ে নিরাময় দেহীও (আত্মাও) পরমাত্মায় অবস্থান করেন। জীবগণের, মনোরূপ দেহ দেশকাল হইতে তিরোহিত হইয়া বারংবার মৃত্যুরূপ পটদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, অতএব সেই শঠমনের জন্যে আবার আক্ষেপ কি?। হে মহাবাহো! দেশকাল বিশেষে আত্মার তিরোধানই মরণশব্দে অভিহিত হয়, মরণের তাদৃশ স্বরূপ অবগত হইলে মূঢ় ব্যক্তিও ভীত হয় না। আত্মার প্রকৃতনাশ কেহই প্রত্যক্ষ করেন নাই। ২১—২৫। অতএব হে রাম! পক্ষিশাবক যেমন আকাশে উড়িতে উৎসুক হইলে অণ্ড পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমিও 'আমি মিথ্যা" ইহা স্থির করিয়া অহম্ভাব কল্পনা পরিত্যাগ কর। এই বাসনাই মানসীশক্তি এবং ইহাই ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে রাগদ্বেষ উৎপাদন করিয়া থাকে। মিথ্যা-ভ্রান্তি-স্বরূপ এই বাসনা দ্বারাই স্বপ্নোপম জগতের কল্পনা হইয়া থাকে। ২১—২৫। এই বাসনাই দুরন্ত অবিদ্যা, ইহা কেবল দুঃখ প্রদান করিবার নিমিত্তই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অবিদ্যা যাবৎ অপরি-জ্ঞাত থাকে, তাবৎকালই এই মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করে। যেমন কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন দেখায়, কিন্তু আকাশ বাস্তবিক মলিন নহে, তেমনি মোহকারিণী এই বাসনার এইরূপই স্বভাব যে, ইহাতে বিমুগ্ধ জীবগণ আপনাকে মলিন দেখে। ঐ বাসনা-রূপিণী মানসী শক্তির বলেই দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় বিশালরূপে কল্পিত মহাড়ম্বরযুক্ত বিশ্ব অসৎ হইলেও সৎরূপে পরিস্ফুরিত হইতেছে। ২৬—৩০। একমাত্র ভাবনাই এই বাসনার কর্ত্তা ও স্বরূপ (ভাবনা ব্যতীত ইহার স্বরূপ বা কর্ত্তা কিছুই নাই)। যেমন দূষিতচক্ষুর্ব্যক্তি আকাশে কেশগুচ্ছাদি সন্দর্শন করে, তেমনি দূষিত অর্থাৎ অজ্ঞান কলুষিত হইয়াই আত্মা আপনাতে জগৎ সন্দর্শন করেন। হে রাম! যেমন সূর্য্যতাপে হিমশিলা (বরফ) বিলীন হইয়া যায়, তেমনি তুমি বিচারবলে এই বাসনারূপিণী মানসী শক্তির বিলয় সাধন কর। সূর্য্যদেব হিমবিনাশ করিবার নিমিত্ত উদিত হইয়া অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ করেন, এইরূপ যে মনোনাশ-প্রার্থী, বিচারবলে তাহার সে প্রার্থনা সফল হইবেই। অনর্থ-প্রদায়িনী দুর্জ্জেয় অবিদ্যারূপিণী মেঘমালা আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত শম্বরাসুরের ন্যায় বিশ্ববিস্তাররূপ ইন্দ্রজালময় দুর্বর্ণ বর্ষণ করিয়া থাকে এবং অনর্থ দুর্গম হইয়া থাকে। মন আপনার বিনাশ-ক্রিয়া আপনিই সাধন করে; আপনিই আত্মনাটকের অভিনয় করত নৃত্য করিয়া থাকে। মন কেবল আপনার বিনাশের নিমিত্তই আত্মসন্দর্শন করিয়া থাকে। (আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারে মনের নাশ হইয়া থাকে) দুর্ব্বুদ্ধি জানিতে পারে না যে, আপনার বিনাশ অতি নিকট, (না জানিতে পারিয়াই দুর্ব্বুদ্ধি মন আত্মসন্দর্শন করিয়া থাকে)। ৩১—৩৬। যাহারা মনোনাশ করিতে ইচ্ছা করে, মন স্বয়ংই সঙ্কল্পমাত্রে তাহাদের অভিলষিত (মনোবিনাশক্রিয়া) সাধন

করে, এ বিষয়ে কোন প্রকার ক্লেশেরই প্রয়োজন হয় না। মন বিবেক দ্বারা সংস্কৃত হইলে স্বীয় সঙ্কল্প বিকল্পরূপ অংশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাকারবিস্তাররূপ বিশাল আত্মরূপ অবগত হইতে পারে, মনের নাশই মহান্ অভ্যুদয় এবং সকল দুঃখোচ্ছেদের মূল। অতএব তুমি মনোনাশার্থ যত্ন কর, মনের বাহ্যব্যাপারে যত্ন করিও না। হে সুভগ! কৃতান্তরূপ মহাসর্পে ভীষণ, সুখ দুঃখরূপ বৃক্ষরাজি দ্বারা নিবিড় এই নিখিল সংসার-বিপিনে মহাবিপদের হেতু বিবেকবিহীন এই মনই প্রভু। (অর্থাৎ হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা) (বাল্মীকির উক্তি) মুনিবর বশিষ্ঠ এইরূপ বলিতেছেন, এমতসময় দিবস অতীত হইল, দিবাকর সায়ংকৃত্য সমাপনার্থ অস্তাচলে গমন করিলেন। সভাস্থ সকলে পরস্পর নমস্কার অভিবাদনাদি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং রজনীশেষে পরদিন দিবাকরকিরণের সহিত সকল একত্র সমবেত হইলেন। ৩০—৪১।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন,—যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গ হয়, তেমনি পরব্রহ্ম হইতে মন সমুত্থিত হইয়াছে। ঐ মন ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া এই বিশ্ব বিস্তার করিয়া থাকে। এই মনের এমনই শক্তি যে, হ্রস্বকে দীর্ঘ করিতে পারে, দীর্ঘকে হ্রস্ব করিতে পারে, আপনাকে পর করে, পরকে আপনার করে। যে বস্তু প্রাদেশ প্রমাণ, মন স্বয়ং সমুৎপন্ন ভাবনাবলে তাহাকে বাটিতি পর্ব্বত-প্রমাণ বিশাল করিয়া তুলে। পরমাত্মা হইতে উল্লসিত মন নিমেষ কালমধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ সংসার বিস্তার করে এবং সংহার করে। নিখিল বস্তুপূর্ণ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, এ সমস্তই চিত্ত হইতে সমুদ্ভূত। ১—৫। চঞ্চলস্বভাব মন দেশ কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যশক্তি দ্বারা পর্য্যাকুলিত হইয়া নটের ন্যায় একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। মন সৎকে অসৎ করে এবং অসৎকে সৎ করে, মন যাদৃশ ভাবনাগ্রস্ত হয়, তাদৃশই সুখ দুঃখ লাভ করে। চঞ্চল মন ভোগ্য-বিষয়জাল যেরূপ কল্পনা দ্বারা গ্রহণ করে, হস্তপদাদি সমূহও তদনুসারে বর্ত্তমান হয়। তখন হস্তপদাদি ক্রিয়াও ক্ষণকাল মধ্যে বর্ষাকালে জলসিক্ত লতার ন্যায় চিত্তবাঞ্ছিত ফলাফল প্রদান করে। হে রাম! বালকে যেমন মৃৎপিণ্ড লইয়া তাহা দ্বারা নানাবিধ ক্রীড়নক দ্রব্য নির্ম্মাণ করে, মনও তদ্রূপ অন্তঃস্থিত ভাব লইয়া জগৎবিকল্প নির্ম্মাণ করে। ৬—১০। অতএব মন পদার্থরূপ মৃৎপিণ্ড দ্বারা যে নরদেহাদিরূপ ক্রীড়নক খেলনা নির্ম্মাণ করিয়াছে, ইহার মধ্যে এমন পদার্থ নাই যাহা জগতে সত্য বলিয়া কল্পিত হইতে পারে অর্থাৎ সমস্তই অলীক। ঋতুবিভাজক কাল যেমন বৃক্ষের রূপ ভেদ সম্পাদন করে, চিত্তও তদ্রূপ পদার্থ সমুদয়ের ভিন্নরূপত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে। মনোরথ স্বপ্ন ও সঙ্কল্প এই সমুদয় মানসিক লীলায় দেখিতে পাইবে, গোষ্পদ প্রমাণ স্থান শতযোজন হইতেছে। (এই বিশ্ব বিবেকীর দৃষ্টিতে গোষ্পদ, অবিবেকীর দৃষ্টিতে শতযোজন)। মন কল্পকে ক্ষণ ও ক্ষণকে কল্প করিয়া থাকে, অতএব দেশ কালক্রিয়াও মনের আয়ত্ত জানিবে। যদি বল, "মন যদি সমুদয় নির্ম্মাণে সমর্থ হয়, তবে অস্মদাদি মনের সমগ্রসৃষ্টিশক্তি দেখা যায় না কেন?" তাহার কারণ এই রজোগুণের উৎকর্ষে মানসী শক্তির তীব্রতা হয়, তমোগুণের উৎকর্ষে মন্দতা আহারের উপচয়ে বাহুল্য, আহারের অপচয়ে অল্পত্ব, তত্তদ্বস্তু সৃষ্টির অনুকূল উপাসনাদির বিলম্ব—ইত্যাদি বিবিধ কারণে সকলের মনের সমুদয় সৃষ্টিশক্তি উপস্থিত থাকে না, বাস্তবিক যে, মনের সর্ব্বশক্তি নাই এমন নহে। ১১—১৫। যেমন বৃক্ষ হইতে পল্লবের উৎপত্তি হয়, তেমনি মোহ, সম্ভ্রম, অনর্থ, দেশ, কাল, গতি, অগতি সমুদয় চিত্ত হইতেই সমুদ্ভূত হয়। যেমন জলই সমুদ্র ও উষ্ণতাই অনল, তেমনি সংরম্ভাত্মক সংসার চিত্ত ভিন্ন আর কিছু নহে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ প্রভৃতি সঙ্কুল এই যে জগৎ এ সমুদয় চিত্তই, বস্তুতর নহে। সুবর্ণ-পরীক্ষক যেমন কেয়ূর, মৌলিক্য কটক প্রভৃতি ভেদে বর্ণিত সুবর্ণকে বিশুদ্ধ কাঞ্চনবুদ্ধিতে পরীক্ষা করিতে গিয়া একমাত্র কাঞ্চন বলিয়াই লক্ষ্য করে, তেমনি বনপর্ব্বতাদি সঙ্কুল এই জগৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইলেও একমাত্র চিত্ত বলিয়াই তত্ত্বদর্শীর নিকটে সংলক্ষিত হইয়া থাকে। ১৬—২১।

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই জাগতী চেষ্টারূপ ইন্দ্রজালক্রিয়া যে রূপে চিত্তের আয়ত্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটী উত্তম উপাখ্যান বলিব শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে বিবিধ বনসঙ্কুল 'উত্তরাপাণ্ডব' নামে এক বিশাল জনপদ আছে। তাপসগণ তাহার নিবিড় গভীর অরণ্যভাগে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, বিদ্যাধরগণ উহার উদ্যান ভূমিতে দোলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। জনপদের পর্ব্বতপ্রদেশ সমীরণচালিত কমল-কিঞ্জল্কপুঞ্জে পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে। বিকসিত-কুসুমরাজি বনভূমির শিরোভূষণ-স্বরূপে বিরাজমান। গ্রামপার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলসমূহ ও করঞ্জমঞ্জরী কুঞ্জ, পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া আছে। তত্রত্য গ্রামসমূহে খর্জ্জুরবন, আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষিপতঙ্গাদির ঘুমুঘুমু ধ্বনি দ্বারা প্রতিধ্বনিত. একাংশে পিঙ্গল বর্ণ শিলাশ্রেণী নির্ম্মিত শালিকেদারে সেই স্থান পিঙ্গল বর্ণ। ময়ূরনিনাদে প্রতিধ্বনিত বনজঙ্গল সকল অরণ্যপ্রদেশের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তত্রত্য সুবর্ণময় কাননসকল সারসপক্ষিগণের কলরবে প্রতিধ্বনিত। তমাল ও পাটলাবৃক্ষ সমূহের দ্বারা সুনীল পর্ব্বতপ্রদেশবর্ত্তী গ্রাম সকল ঐ জনপদের কুন্তলবৎ শোভমান হইতেছে। স্থানে স্থানে বিচিত্র বিহঙ্গমগণ সর্ব্বদা কাকলিধ্বনি করিতেছে। তথাকার অটবী সকল কুসুমিত নিম্বতরুগণে অরুণিত হইয়া রহিয়াছে। ধান্যক্ষেত্ররক্ষিকা কৃষকরমণীগণ মধুর গীতস্বরে পথিকবৃন্দের মদনোদ্দীপন করিয়া দিতেছে। ফলপুষ্পপাতকারী সমীরণে কুসুমরূপ জলদপংক্তি বিধূনিত হইতেছে। তত্রত্য পর্ব্বতগুহা হইতে সিদ্ধগণ, চারণগণ, ও বন্দিগণকে প্রায়ই নির্গত হইতে দেখা যায়। ঐ জনপদের সৌন্দর্য্য দেখিলে বোধ হয় যেন, স্বর্গের লাবণ্য অপহরণ করিয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ১—১০। ঐ দেশের কদলীমণ্ডপে গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ সর্ব্বদা গান করিয়া থাকে, তত্রত্য উদ্যানভূমি মন্দসঞ্চারী সমীরণে নিপাতিত কুসুমরাজি দ্বারা

পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ দেশে হরিশ্চন্দ্র রাজার বংশধর পরমধার্ম্মিক লবণনামে এক রাজা ভূতলে দিবাকরের ন্যায় অবস্থিতি করেন। উঁহার যশঃকুসুমে পাণ্ডুরবর্ণ শৈল সকল চিতাভস্ম-লিপ্ত মহাদেবের ন্যায় সর্ব্বদা শ্বেতবর্ণ। যাহারা খড়্গ-সাহায্যে নিখিল বিপক্ষমণ্ডলের দলনে কৃতকর্ম্মা, তাদৃশ প্রবলপরাক্রম অরাতিমণ্ডল ঐ লবণ ভূপতির নামস্মরণে জ্বরপ্রাপ্ত হয়। নারায়ণের ন্যায় উঁহার উদারতা, অদ্ভুত কার্য্যাবলী, প্রজাপালন ও সদাচার সমুদয় চিরদিন জনগণের স্মৃতিপথে বিরাজমান থাকিবে। ১১—১৫। সুমেরুশিখরস্থ দেবভবনে সুরসুন্দরীগণ তদীয়গুণরাশি পুলকিত শরীরে সর্ব্বদা গান করিয়া থাকে। সুরসভায় সুরসুন্দরী-গণ সতত তদীয় গুণগান করেন এবং লোকপালগণ তাহা চিরদিন সাদরে শ্রবণ করেন, অভ্যাসবশতঃ বিরিঞ্চির বাহন হংসগণও তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। হে রাম! তিনি অলোকসামান্য উদারতা গুণে বিভূষিত, তাঁহার কার্য্যকলাপে স্বপ্নমাত্রও দোষ স্পর্শেও কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। কৌটিল্য কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, উদ্ধতভাব কখন তাঁহার নাই। ব্রহ্মার করে যেমন সর্ব্বদাই অক্ষমালা সন্নিহিত, তেমনি উদারতাই তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিহিত। একদা নরপতি সভামধ্যে আকাশে চন্দ্রমার ন্যায় সুখাসীন আছেন, সমস্ত সৈন্যগণ সসম্ভ্রমে সভা-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, গায়কগণ সভায় গান করিতেছে, রাজগণ উপবেশন করিয়া আছেন, বীণা-বেণু-নিনাদ উপস্থিত জনগণের মনোরঞ্জন করিতেছে, চামরধারিণী বিলাসিনীগণ চামর ব্যজন করিতেছে, বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ মন্ত্রিবৃন্দ বিশ্রাম করিতেছেন, প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণ রাজকার্য্যের প্রস্তাব করিতে-ছেন, মন্ত্রণাকুশল অমাত্যগণ (বা দূতগণ) দেশবার্ত্তা কীর্ত্তন করি-তেছেন, পবিত্র ইতিহাস-পুস্তকের পাঠ হইতেছে, বন্দিগণ অগ্র-বর্ত্তী হইয়া বিনয় সহকারে পবিত্র স্তুতি পাঠ করিতেছে। ১৬—২৫ এমত সময়ে কোন ঐন্দ্রজালিক, ঘনবর্ষণকারী ঘোরজলধরের ন্যায় সগর্ব্বে সেই সভামধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। ফলবান তরু যেমন পর্ব্বত-সন্নিধানে নত হইয়া পড়ে, তেমনি সেই ঐন্দ্রজালিক গিরিশিখরতুল্য উন্নতগ্রীব নরপতির পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া পড়িল, তৎপরে ছায়াসমন্বিত উন্নতস্কন্ধ ফলবান পুষ্পভূষিত তরুর অগ্রে বানরের ন্যায় সেই ঐন্দ্রজালিক রাজার অগ্রে (সম্মুখভাগে) উপবেশন করিল (রাজাপক্ষে ছায়াসমন্বিত অর্থাৎ—সুন্দর, উন্নতস্কন্ধ অর্থাৎ উন্নতগ্রীব, ফলবান অর্থরূপ-ফলশালী, পুষ্প-ভূষিত পুষ্পমাল্যধারী)। আমোদযুক্ত মন্দমারুত-চালিত পদ্মের নিকট ষট্‌পদ যেমন গুনগুন রবে গুঞ্জন করেন, তেমনি অর্থ-লোলুপ ঐ ঐন্দ্রজালিক মন্দ-চামর-সমীরণসেবিত আমোদী উন্নতগ্রীব নরপতিকে বলিল 'প্রভো! চন্দ্র যেরূপ গগনে অবস্থান করিয়া ভূতলে নিখিল আশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শন করেন, তদ্রূপ আপনি আসনে উপবিষ্ট হইয়াই আমার একটী আশ্চর্য্যকৌতুক ক্রীড়া অব-লোকন করুন।" সেই ঐন্দ্রজালিক এই কথা বলিয়া লোকের মনো-মোহকারী এক ময়ূরপুচ্ছ ঘুরাইতে লাগিল, উহার ময়ূরপুচ্ছটী পর-মাত্মার মায়ার ন্যায় বিবিধ কল্পনার কারণস্বরূপ অর্থাৎ ঐ পুচ্ছদ্বারা অনেকবিধ কার্য্য বা পদার্থ প্রদর্শিত হয়। দেবরাজ যেমন ব্যোম-যানে অবস্থান করত স্বকীয় বিচিত্র ধনুঃ সন্দর্শন করেন, নরপতিও তেমনি বিবিধতেজঃপুঞ্জে বিরাজমান ঐ ময়ূরপুচ্ছ অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মেঘমধ্যে তারকানিকরমণ্ডিত গগনমার্গে যেমন জলধর আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি এক অশ্বপালক আসিয়া উপস্থিত হইল। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যেমন দেবগণের দিকে দৃষ্টিপাত-কারী পরিতুষ্ট (সুখাসীন) সুররাজের পশ্চাৎ সমুপস্থিত হয়, তেমনি মহাবেগশালী সুন্দর একটী অশ্ব ঐ অশ্বপালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া রাজার নিকটে আসিল। সেই অশ্বপালক অশ্বটি দেখাইয়া নরপতিকে বলিতে লাগিল, তৎকালে বোধ হইল যেন ক্ষীরসাগর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব লইয়া দেবরাজকে কিছু বলিতে উদ্যত হইতেছে। ২৬—৩৫। "হে রাজন্! এই অশ্বরত্ন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার সমান। এই অশ্ব এত বেগে দৌড়িতে পারে যে, ইহাকে মূর্ত্তিমান্ বায়ু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রভো! আমাদের প্রভু এই অশ্বটী আপনাকে দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, উৎকৃষ্টবস্তু মহৎ ব্যক্তিকে প্রদান করিলেই শোভা পায়। অশ্ববাহক এইরূপ বলিলে পর, ঐন্দ্রজালিক, মেঘগর্জ্জনের অবসানে মেঘের নিকট চাতকের ন্যায় পুনর্ব্বার মহীপতিকে কহিল। 'প্রভো! আপনি এই উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া, রবি যেমন স্বকীয় প্রতাপে ভূমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া বিচরণ করেন, তদ্রূপ এই জগন্মণ্ডলে বিচরণ করুন"। সেই ঐন্দ্রজালিক কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া নরপতি, ময়ূর যেমন ঘোরগর্জ্জন-কারী জলধরকে উৎসুক হইয়া দর্শন করে, তদ্রূপ অশ্বকে দর্শন করিলেন। রাজা অনিমিষ-লোচনে ঐ অশ্বকে নিরীক্ষণ করত বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া আলেখ্যপ্রতিমাবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৬—৪০। ক্ষণকাল দেখিয়া তিনি নিজ-আসনেই নিশ্চল-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। দেখিয়া মনে হইল, পূর্ব্বে সাগরপানোদ্যত অগস্ত্য মুনিকে দেখিয়া ভয়ে অন্তর্গত পর্ব্বত ও মীনাদি জলচর জন্তুগণ এইরূপ নিশ্চল হইয়াছিল। তিনি বিষয়-বিরাগী বাহ্যদৃষ্টিশূন্য পরমানন্দলব্ধ মুনির ন্যায় মুহূর্ত্তদ্বয় যেন ধ্যানাসক্ত হইয়া রহিলেন। প্রবলপ্রতাপশালী ঐ নরপতিকে ভয়ে কেহ প্রবোধ দিতে সাহস করিল না, তৎকালেও সকলে ভাবিল, ইনি বোধ হয় কোন নিগূঢ় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন আছেন"। রাজার অবস্থা দেখিয়া চামরধারিণীগণের করস্থিত শ্বেত-চামর নিশ্চল হইয়া রহিল, বোধ হইল, রজনী যেন ইন্দুকিরণ-পুঞ্জ স্তম্ভিত করিয়া রাখিল। ৪১—৪৫। সভাসদগণ সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিশ্চল-কেশর নিশ্চল-দল মৃন্ময় কমলের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সভামধ্যে পূর্ব্বে এত যে জন-কোলাহল হইতেছিল, তৎসমুদয় শনৈঃশনৈঃ বর্ষাবসানে জলদধ্বনির ন্যায় একেবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। গদাধর অসুর-সংগ্রামে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, দেবগণ যেমন সংশয়াকুল হইয়াছিলেন, তদ্রূপ মন্ত্রিগণ সন্দেহ-সাগরে মগ্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন। নরপতি নিশ্চল-দৃষ্টি হইয়া অবস্থান করিলে পর, তত্রত্য জনগণ বিস্ময়ে অলস ও অল্প মোহে বিষণ্ণ হইয়া মুকুলিত কমলকাননের কান্তি ধারণ করিল। ৪৬—৫৯।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর মহীপতি মুহূর্ত্তদ্বয় অতীত হইলে, বর্ষাজল-নির্ম্মুক্ত শোভন কমলের ন্যায় বোধ প্রাপ্ত হইলেন (বোধ—পদ্মপক্ষে বিকাস, রাজপক্ষে চৈতন্য) ভূমিকম্পকালে পর্ব্বত যেমন শিখর ও বনশ্রেণী প্রভৃতিসহ কাঁপিতে থাকে তেমনি নরপতি

প্রবুদ্ধ হইয়া আসনে থাকিয়াই অন্তর্বৃত্তিগণসহ থর থর কম্পিত হইতে লাগিলেন। কম্পনাবস্থায় তিনি দিগ্‌গজবিক্ষোভে বিকম্পিত কৈলাস পর্বতের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি যখন পতনোন্মুখ হইলেন, প্রলয়-বিক্ষুব্ধ পতনোন্মুখ সুমেরু-পর্বতকে কুলশৈলগণ যেমন তটদ্বারা ধারণ করে, তেমনি অগ্রবর্ত্তী জনগণ তখনই তাঁহাকে হস্তদ্বারা ধারণ করিল। অগ্রস্থিত জনগণ-কর্তৃক ম্রিয়মাণ ব্যাকুলচিত্ত ঐ নরপতি চন্দ্রোদয়ে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগরের সলিল-শোভা ধারণ করিলেন। ১—৫। অনন্তর নরপতি মুকুলিত কমলের অভ্যন্তরবর্ত্তী ষট্‌পদের ন্যায় "এ কোথায়? এই সভা কাহার?' এইরূপ অস্ফুটধ্বনি করিলেন। যেমন পদ্মিনী রাহুদর্শনভীত-আদিত্যকে ভৃঙ্গধ্বনিব্যপদেশে যেন কিছু বলে, তেমনি অস্ফুটস্বরে ঐ সভা (সভাস্থিত জনগণ) রাজার উক্ত বচন-শ্রবণে অস্ফুটস্বরে সাদরে কহিল "দেব! এ কি?" অনন্তর প্রলয়া-রম্ভে ভীত মার্কণ্ডেয় মুনিকে অমরগণ যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, তেমনি মন্ত্রিগণ অগ্রগামী হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন। "দেব! আপনার এইরূপ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া আমরা নিতান্তই ব্যাকুল হইতেছি অভেদ্য মনকেও ভ্রান্তি অকারণে ভেদ করিয়া থাকে বটে (ভ্রমনিবন্ধন ভয় বা বিষাদে মনের এইরূপ বিক্ষোভ হইয়া থাকে বটে) কিন্তু আপনার মন আপাতমধুর পরিণাম-বিরস বিষয়ভোগের ন্যায় কোন প্রকার বিক্ষোভে মোহগত হইয়াছে কি? আমাদের বোধ হয় ত হয় নাই, তবে কেন সতত বিবেকচর্চায় পরিশীলিত ভবদীয় নির্ম্মল-মন এইরূপ ভয়মূঢ় হইল? ৬—১১। তুচ্ছ-বিষয়াবলম্বী মনই বিষয়ধ্বংসে বিধ্বস্ত ও বিষয়-বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হইয়া লোকব্যবহারে বিমূঢ় হয়, ভবাদৃশ ব্যক্তির বিবেকপরিষ্কৃত মনের ত এরূপ হওয়া উচিত হয় না। দেহাভিমান-নিবন্ধন যাহার মনে প্রায়ই বিবেকস্পর্শও ঘটে না, তাহারই মন এইরূপ বিভ্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু ভবদীয় মন অতুচ্ছ বিষয়ের অবলম্বনকারী ধীর প্রবুদ্ধ ও গুণশালী হইয়াও যে এইরূপ বিক্ষুব্ধ হইল, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। যে মন বিবেক অভ্যাস করে না, দেশকালের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, সেই মনই মন্ত্র বা ঔষধির বলে এইরূপ হইয়া থাকে, উদার-প্রকৃতি মনের এইরূপ হইবার কথা নহে।" ১২—১৫। বিবেকশালী মনের এইরূপ আলুন বিলীর্ণ-ভাবে বিধূনিত হওয়া বাত্যায় সুমেরুর বিধূননের অনুরূপ, (বিধূনন কম্পন বা বিচলন)। চন্দ্র যেমন পূর্ণিমায় পূর্ণভাবে বিভূষিত হন, তেমনি সজ্জনগণের উক্তরূপ আশাসবাণীতে নরপতির আনন কমনীয় ভাবে বিভূষিত হইল অর্থাৎ বিষাদভঙ্গ হওয়ায় ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। শিশির ঋতুর অবসানে বিকাসিপুষ্পসম্ভার-সমন্বিত হইয়া বসন্ত-ঋতু যেমন শোভা পায়, তেমনি ঐ নরপতি নয়নোন্মীলন করিয়া ঈষৎ প্রফুল্লবদন হইয়া কিঞ্চিৎ শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। আসন্নগ্রাস চন্দ্রমা যেমন রাহুদর্শনে ভয় ও বিস্ময়ে বিবশ হইয়া পড়েন, তেমনি রাজাও ঐন্দ্রজালিকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার ভয়ে বিস্ময়ে ও পূর্ব্বাপর বৃত্তান্তের স্মরণে আকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর রাজা হিংস্রক নকুলের প্রতি সর্পরিপু-ভুজঙ্গের ন্যায় ঐন্দ্রজালিকের প্রতি সক্রোধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ সহাস্যে বলিলেন। ১৬—২০। রে অসমীক্ষ্যকারিন্! তুমি এ মায়াজাল বিস্তার করিয়া কি করিলে? দেখ দেখি প্রসন্ন-সমুদ্রের জলকল্লোলমধ্যে অবসন্ন করিয়া তুমি পদার্থসমূহের কি বিচিত্র শক্তি! বলবান্ মদীয় সুদৃঢ়-চিত্ত মোহবশ হইল! কোথায় নিখিল লোক-ব্যবহারের বিশুদ্ধ-বিজ্ঞাতা আমরা আর কোথায় এই মনোমোহকারী এই মায়াবিদ্ অর্থাৎ এইরূপ বিপদে মাদৃশব্যক্তির বিহ্বল হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য! অথবা তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মতিমানদিগের মন ও দেহসত্ত্বেও কদাচিৎ এইরূপ মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। * ওহে সভাসদ্‌গণ! এই শাম্বরিক মুহূর্ত্তকালমধ্যে আমাকে যাহা দেখাইয়াছে, সেই অপূর্ব্ব অত্যা-শ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ২১—২৫। আমি এই অবস্থায় বহুবিধ কষ্টকারী কার্য্যাবস্থা সন্দর্শন করিয়াছি। ইন্দ্র যখন মায়াবলে সৈন্য সৃষ্টি করিয়া বলিকে বদ্ধ করেন, তখন বলির প্রার্থনায় বিধাতা এক-বার ইন্দ্রের সৈন্য সমস্ত ধ্বংস করেন, আবার ইন্দ্রের প্রার্থনায় ঐ সৈন্য রক্ষা করেন, সেই অবস্থায় ইন্দ্রের যাদৃশদশা ঘটিয়াছিল, আমারও আজি ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। রাজার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সভ্যগণ সকলে শ্রবণার্থ উন্মুখ হইয়া উঠিল। রাজাও হাস্য করিয়া বিচিত্রবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। 'হ্রদ, নদ, পুর ও পর্ব্বতে আকীর্ণ কুলপর্ব্বত ও সমুদ্রে সঙ্কীর্ণ বিবিধপদার্থপূর্ণ এই ভূমণ্ডলমধ্যে বিভবপূর্ণ এই একটী দেশ। ২৬—২৮।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ১০৫

ষড়ধিকশততম সর্গ

রাজা কহিতেছেন,—উল্লিখিত এই দেশ যেন ভূমণ্ডলের কনিষ্ঠ সহোদর। স্বর্গের সুররাজের ন্যায় আমি এই দেশের রাজা হইয়া পুরবাসীদিগের অভিমত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি। আমি এই সভামধ্যে বসিয়া আছি, এই সময়ে রসাতল হইতে মায়াবী ময়-দানবের ন্যায় অজ্ঞাতনামা এই ঐন্দ্রজালিক স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রলয়বাতাহত-ঘনঘটায় যেমন ইন্দ্রধনু বিবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ এই ঐন্দ্রজালিক এই যে তেজোময়ী ময়ূরপিচ্ছিকা ঘূর্ণিত করিল, আমি ইহা দর্শন করিয়া এই অশ্বের অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভ্রান্ত-চিত্তে আপনি একাকী এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। ১—৫। আমি এই সুন্দর অশ্বের উপরি আরূঢ় হইয়া প্রলয়-বিক্ষুব্ধ পর্ব্বতোপরি পুষ্করাবর্ত্তকনামা জলধরের ন্যায় চলিতে লাগিলাম। মহাপ্রলয়কালে সাগরের তরঙ্গমালা যেমন মহীর উপরে প্রবল স্রোতে গমন করে, আমি তদ্রূপ অতি দ্রুত গতি একাকী মৃগয়া করিতে চলিলাম। বিষয়ভোগের দৃঢ়-অভ্যাসে জড়চিত্ত মূঢ়ব্যক্তি যেমন পরমার্থতত্ত্বের অতিদূরে নীত হয়, তেমনি সমীরণের ন্যায় বেগবান্ অশ্বের সাহায্যে আমি অতি দূরে নীত হইলাম। যখন আমার বাহন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন বৃক্ষহীন, জলহীন, নিবিড় এক মহারণ্যে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছি। ঐ অরণ্য দরিদ্রচিত্তের ন্যায় শূন্য, রমণীচিত্তের ন্যায় বিষম, প্রলয়-দগ্ধ-জগতের ন্যায় অতিভীষণ, উহাতে পক্ষিগণের সমাগম একেবারে নাই; যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্য জলও লবণময় *। ঐ প্রাণিশূন্য শুষ্ক বনভাগ বোধ হইল যেন দ্বিতীয় আকাশ, অষ্টম বা পঞ্চম সাগর †, এবং বুদ্ধিমানের চিত্তের ন্যায় বিস্তৃত (চিত্তপক্ষে বিস্তৃত—উদার) মুখ, ক্রোধের ন্যায় বিষম। ঐ বনে জনসমাগম

* টীকাকার মতে, "তথায় দুঃসহ শীত" এইরূপ অনুবাদ,—

† কেহ বলেন সাগর আটটী, কেহ বলেন পাঁচটী; দুই মতেই বলা হইল।

একেবারেই দৃষ্ট হয় না, তৃণ-পর্ণাদিও জন্মায় না। রমণী যেমন অন্নবস্ত্র-হীন পতির হস্তে পতিত হইলে দারিদ্র্য দুঃখে অতিখিন্ন হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আমিও ঐ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যারপর নাই খিন্ন হইয়া পড়িলাম। সেই মরুভূমিস্বরূপ বনস্থলীতে পানীয়জল একেবারেই নাই, মার্ত্তণ্ডমরীচিকারূপ মরীচিকাই কেবল সলিল-ভ্রম উৎপাদন করত দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া রহিয়াছে। আমি সেই অরণ্যে এতক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমি তথায় সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলাম। মোহাপগমে বিবেকবান্ পুরুষের যেমন এই অন্তঃসারশূন্য সংসার অতি কষ্ট-কর বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সেই স্থান আমার অতি কষ্টকর হইয়াছিল। ৬—১৫। সূর্য্য যেমন আকাশে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া খিন্নাশ্ব হইয়াও অস্তাচলে গমন করিতে থাকেন, আমিও তদ্রূপ সেই পরিশ্রান্ত অশ্বে আরোহণ করিয়াই সেই মরুস্থলী অতিক্রম করিয়া এক জঙ্গলে উপনীত হইলাম। ঐ জঙ্গলে পান্থগণের বন্ধুবর্গের ন্যায় বিহঙ্গশ্রেণী জম্বুকদম্ববহুল পাদপোপরি অবস্থান করিয়া কলস্বরে কূজন করিতেছিল। অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জনকারী কুটিলপ্রকৃতির হৃদয়ে আনন্দ যেমন অতিবিরল (তাহাদের মনে প্রায়ই শঙ্কা থাকে, কাজেই আনন্দ কম), তেমনি সেই জঙ্গলে শষ্পশ্রেণী অতিবিরল দৃষ্টিগোচর হয়। সেই জঙ্গল অতিভীষণ হইলেও প্রথমে যে বিরস (শুষ্ক) অরণ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুখাবহ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তদুঃখপ্রদ মৃত্যু অপেক্ষা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকা বরং ভাল। মহাপ্রলয়ের পর একার্ণবে ভাসমান মার্কণ্ডেয় মুনি যেমন এক বটবৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদ্রূপ আমিও তথায় এক জম্বীরকুঞ্জের তল প্রাপ্ত হইলাম। আমি এ যাবৎকাল অশ্বো-পরিই ছিলাম, কিন্তু তখন আমি অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া এক বৃক্ষের স্কন্ধলগ্ন এক লতা ধরিয়া নিদাঘতপ্ত পর্ব্বতের পার্শ্বে লগ্ন নীল জলদমালার ন্যায় (বর্ষারম্ভে মেঘ সকল পর্ব্বতের তটপার্শ্বে সংলগ্ন থাকে,) ঝুলিতে লাগিলাম। অশ্বটা সেই সময়ে দুষ্কৃতনাশিনী গঙ্গার আশ্রয়গ্রহণকারী মানবের দুষ্কৃতরাশির ন্যায় কোথায় চলিয়া গেল। ভানু যেমন অস্তাচলক্রোড়ে বিশ্রাম করেন, সুচিরপথ-পর্য্যটনকারী পথিকের ন্যায় আর্ত্তখিন্ন আমি তদ্রূপ কল্পতরুকল্প সেই লতালম্বিত বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। দিবাকর তখন সংসারীদিগের নিখিল দৈনিক ব্যাপার সঙ্গে লইয়া বিশ্রামার্থই যেন অস্তাচলপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলেন। ক্রমে নিখিলভুবন শ্যামল হইয়া উঠিল; সেই জঙ্গলমধ্যে সকলে স্বস্ব শয়ন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইল। রাত্রিকালে বিহঙ্গম যেমন পৃষ্ঠ-পক্ষমধ্যে চঞ্চুপুট সংবৃত করিয়া কুলায়মধ্যে নিলীন থাকে, আমিও তেমনি জম্বীরকুঞ্জমধ্যে নিলীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমার নিকট সেই রজনী এক কল্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমি বিষধরদষ্টের ন্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায়, বিক্রীত দীন ব্যক্তির ন্যায় ও অন্ধকূপে নিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া অতিকষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। আমার মনে তখন মহাপ্রলয়ের পর একার্ণবে ভাসমান মার্কণ্ডেয় ঋষির অবস্থা অনুভূত হইতে লাগিল, আমার সেই রাত্রিতে স্নান সন্ধ্যা-বন্দনা ও আহারাদি কিছুই হইল না। মনে হইতে লাগিল, এরূপ বিপদে আর কেহই কখন পড়ে নাই। আমি নিদ্রা ক্ষুধা ও শীতার্ত হইয়া বৃক্ষপল্লবের ন্যায় কম্পান্বিত কলেবরে সেই রাত্রি যাপন করিলাম; রাত্রিকেও কষ্টের সময় অতিদীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ১৬—২০। তাহার পর, ক্রমে রাত্রিশেষ হইল। তারকা-নিকরের সহিত তিমিরলেখা আমারই ন্যায় ম্লান হইয়া পড়িল। সেই জঙ্গলমধ্যে বেতালগণের উচ্চ চীৎকার প্রশান্ত হইয়া গেল। রাত্রিশেষ হওয়ায় শীতার্ত্ত প্রাণিগণের দন্তকড়মড় শব্দও করিতে লাগিল। দেখিলাম, পূর্ব্বদিক্ যেন মধুপানে অরুণায়িত হইয়া আমাকে বিপন্ন দেখিয়া উপহাস করিতেছে। অজ্ঞব্যক্তি যেমন জ্ঞান লাভ করিলে উৎফুল্ল হয়, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন কাঞ্চন দর্শনে আনন্দিত হয়, তেমনি আমি গগনমণ্ডলে পূর্ব্বদিগ্ভাগে আরোহণোন্মুখ দিবাকরকে দর্শন করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইলাম। কৈলাসনাথ যেমন সন্ধ্যাকালে নৃত্য করিতে উঠিয়া স্বকীয় পরিধেয়-গজচর্ম্ম ঝাড়িয়া লন, আমিও তেমনি তখন উঠিয়া স্বীয় আস্তরণ-বস্ত্র ঝাড়িয়া লইলাম। ২১—৩৫। প্রলয়কালে নিখিল জীবগণের দাহাবসানে কালরুদ্র যেমন শূন্যজগতে বিচরণ করেন, আমিও তদ্রূপ সেই বিস্তৃত প্রাণিশূন্য জঙ্গলপ্রদেশে বিচরণ করিতে লাগিলাম। যেমন মূর্খশরীরে কোন প্রকারই কমনীয়গুণ থাকে না, তেমনি সেই জীর্ণ জঙ্গলে জনপ্রাণীও দৃষ্ট হইল না। সেই বন-খণ্ডে কেবল বিহঙ্গমগণ নিঃশঙ্কিত ভাবে কিচ্ কিচ্ রব করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। রাত্রিতে লতা-পল্লব সকল নীহারজলে সিক্ত হইয়াছিল, ক্রমে নীহারজলবিন্দু শুষ্ক হইয়া গেল, দিননাথ আকাশের অষ্টম ভাগে উঠিলেন অর্থাৎ বেলা প্রায় এক প্রহর হইল, এমত সময়ে আমি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, মোহিনী-বেশধারী হরি যেমন অমৃতকুম্ভ লইয়া দানবগণের সম্মুখে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ একটী কন্যা অন্ন লইয়া আমার সম্মুখে আসিতেছে। ৩৬—৪০। তারকানেত্রশালিনী নীলাম্বরা শ্যামা রজনীর নিকটে চন্দ্রমার ন্যায় আমি সেই চঞ্চলতারক-নয়নযুগলশালিনী মলিনাম্বরা শ্যামবর্ণা বালিকার নিকটে উপস্থিত হইলাম (অম্বর—রাত্রিপক্ষে আকাশ, বালিকাপক্ষে বস্ত্র)। "বালিকে! আমি অতিবিপন্ন হইয়াছি, আমাকে তুমি সত্বর অন্ন প্রদান কর, দীন ব্যক্তির দুঃখ দূর করিলে সম্পদ্ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে বালিকে! আমার ক্ষুধা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জীর্ণ পাদপের কোটরস্থিত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় বিষম এই ক্ষুধাতেই আমাকে কৃতান্তভবনে গমন করিতে হইবে"। এই বলিয়া তাহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে বালিকা, আমাকর্ত্তৃক বহু-প্রার্থিত হইলেও লক্ষ্মী যেমন দুষ্কৃতকারীকে ধন প্রদান করেন না, তদ্রূপ আমাকে কিছুই প্রদান করিল না, তথা হইতে বনান্তরে চলিয়া যাইতে লাগিল, আমিও তাহার অনুগমনেই প্রবৃত্ত হইলাম। যখন ছায়ার ন্যায় তাহার অগ্র-বর্ত্তী হইয়া পড়িলাম, তখন সে উত্তর করিল "হে হারকেয়ূরধারী নরোত্তম! আপনার নিকটে আমার সত্য পরিচয় দিতেছি, আমি চণ্ডালী, আমি রাক্ষসীর ন্যায় পশুগজাদি ভক্ষণ করিয়া থাকি এবং অতিক্রূর-প্রকৃতি (আমার অন্ন আপনার ভক্ষ্য নহে)। ৪১—৪৬। হে রাজন্! গ্রাম্য লোকের নিকট যেমন তাহার মনো-রথসিদ্ধি না করিলে মনোমত সৌহৃদ্য লাভ করা যায় না, তেমনি মাদৃশব্যক্তির নিকটে কোন উপকার না করিয়া কেবল প্রার্থনামাত্রে আহার পাইবেন না" এই বলিয়া বালিকা লীলামন্থর গমনে কিঞ্চিৎ গমন করিয়া কুঞ্জমধ্যে বিলীন হইয়া লীলাবনত-ভাবে উত্তর করিল। "যদি তুমি আমাকে প্রাণ আসিয়া আমার স্বামী হও, তাহা হইলে তোমাকে অন্ন প্রদান করিতে পারি,

সামান্য-লোকে ভালবাসা ব্যতিরেকে উপকার করে না।' এই ক্ষেত্রমধ্যে মদীয়পিতা পুক্কস (চণ্ডাল) হল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছেন, তিনি শ্মশানবাসী বেতালের মত ক্ষুধায় কাতর ও ধূলিধূসর হইয়া রুক্ষভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিমিত্ত আমি এই অন্ন লইয়া যাইতেছি, তুমি যদি ভর্ত্তা হও, অগত্যা তোমাকেও ইহা দিতে হইবে, কেন না প্রিয় ব্যক্তিকে প্রাণ দিয়াও পূজা করিতে হয়। ৪৭—৫১। অনন্তর আমি তাহাকে উত্তর দিলাম,—হে সুব্রতে! আমি তোমার ভর্ত্তা হইতে বাধ্য হইলাম, বিপৎকালে কে নিজ-বর্ণধর্ম্ম ও কুলমর্য্যাদা বিচার করিয়া কার্য্য করে? তাহার পরে সেই রমণী, পূর্ব্বে মাধবী (মোহিনী-বেশধারী হরি) যেমন ইন্দ্রকে অমৃতের অর্দ্ধভাগ দিয়াছিলেন, তেমনি আমাকে সেই অন্নের অর্দ্ধভাগ প্রদান করিল। আমি অতিক্ষুধায় তাহাই যথেষ্ট মনে করিলাম, সেই চণ্ডালান্ন ভোজন ও জম্বুফলের রস পান করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলাম। জলদশ্যামলা বর্ষা যেমন আদিত্য-মণ্ডলকে নির্ম্মুক্ত করিয়া প্রয়াণ করে, তদ্রূপ শ্যামবর্ণা সেই নারী যেন আমার বহিশ্চরপ্রাণ লইয়া প্রস্থান করিল। ৫২—৫৫। অবীচিনামক মহানরকে যেমন যাতনা দিয়া উপস্থিত হয় (অবীচিনরকে পতিত পাপিগণ মহাযাতনাগ্রস্ত হয়), তেমনি চণ্ডালতনয়া কদাকার দুর্ব্ব্যাপারপরায়ণ পীবরতনু ভীষণ স্বীয় পিতার নিকটে উপস্থিত হইল। ভ্রমরসঙ্গিনী ভ্রমরী যেমন গুন্-গুনরবে মাতঙ্গের কর্ণে কি বলে, তেমনি মৎসঙ্গাভিলাষিণী ব্যাধ-তনয়া পিতার নিকট লজ্জায় অস্পষ্ট স্বরে এই বলিয়া স্বাভিলষিত প্রকাশ করিল,—"পিতঃ! ইনি আমার স্বামী হইবেন, তোমারও ইহা অভিমত হউক।" চণ্ডাল, তনয়ার বচনে অনুমতি প্রকাশ করিয়া দিবাবসান হইলে কৃতান্ত যেমন কিঙ্করদ্বয়কে মুক্ত করেন, তেমনি হলবাহী বলদ দুইটীকে বন্ধনমুক্ত করিল। ক্রমে দিঙ্মণ্ডল তুষারময় (ধূম্র) জলদের ন্যায় ধূসরবর্ণ হইয়া যেন মলিময় হইল। আমরা সেই সন্ধ্যাসময়ে পিশাচগণের আবাস-ভূমি সেই অরণ্যস্থলী হইতে চলিতে লাগিলাম। ক্ষণকালমধ্যেই সেই সুবিস্তৃত জঙ্গল হইতে চণ্ডালভবনে উপনীত হইলাম; যেন বেতালগণ এক শ্মশান হইতে অন্য একটী মহাশ্মশানে উপস্থিত হইল। ৫৬—৬০। সেই চণ্ডালভবনে গিয়া দেখিলাম, বানর, কুক্কুট ও বায়সের মাংসরাশি খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তিত রহিয়াছে। রক্তাক্ত ভূমিতলে মক্ষিকানিকর ভ্রমণ করিতেছে। মৃতজন্তুর আর্দ্র অন্ত্র-তন্ত্রী সকল শুষ্ক করিবার জন্য বাহিরে প্রসারিত রহিয়াছে, তদুপরি বিহগকুল আসিয়া বসিতেছে। গৃহপার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানে জম্বীর-কুঞ্জে পক্ষীরা রব করিতেছে। বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠে বসাপিণ্ড(চর্ব্বিরাশি) শুষ্ক করিতে দেওয়া রহিয়াছে। তাহার উপরে পক্ষী আসিয়া বসিতেছে। স্থানে স্থানে মৃতপশুগণের রক্তাক্ত আর্দ্র চর্ম্মরাশি হইতে রক্তবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। চণ্ডাল বালকগণের হস্তস্থিত মাংসখণ্ডেও মক্ষিকানিকর ভন্ভন্ করিতেছে (অপর স্থানের ত কথাই নাই)। তথাকার মাংসপণ্য বৃদ্ধ চণ্ডালগণ চীৎকারকারী প্রমত্ত চণ্ডাল শিশুগণকে তর্জ্জন করিতেছে। চারিদিকে শিরা ও অস্ত্রসমূহ (নাড়ীভুঁড়ী) বিকীর্ণ রহিয়াছে। প্রলয়কালে কৃতান্তের অনুচরগণ যেমন নিখিলজীবগণের শবরাশিতে পূর্ণ জগন্মধ্যে প্রবেশ করে, আমরাও তেমনি অসংখ্য মৃতজন্তুগণে পূর্ণ সেই ভীষণ চণ্ডালভবনে প্রবেশ করিলাম। ৬১—৬৫। আমার বসিবার জন্য সসম্ভ্রমে একখানি বৃহৎ কদলীপত্রাসন আনীত হইল, আমি নূতন শ্বশুর গৃহে সেই আসনে উপবেশন করিলাম। কুটিলনয়না মদীয়া শ্বশ্রূ আরক্তনয়নে * আমাকে নিরীক্ষণ করত "ইনিই জামাতা।" এইরূপ বাণী উদগীরণ করিলেন এবং 'উত্তম হইয়াছে' বলিয়া অভিনন্দনও করিলেন। অনন্তর আমি বিশ্রাম করিয়া অজিনাসনে উপবেশন করিয়া দুষ্কৃতরাশির ন্যায় চণ্ডালপ্রদত্ত অস্পৃশ্য খাদ্য-দ্রব্য ভোজন করিলাম। অনন্তদুঃখের বীজস্বরূপ অমনোহর অপ্রীতিকর উহাদের কতই প্রণয়বাক্য শ্রবণগোচর করিলাম। অনন্তর আকাশে মেঘ নাই, উজ্জ্বল নক্ষত্র পংক্তি সমুদিত, এমন এক দিবসে সেই কৃষ্ণকায় চণ্ডাল মহাসমারোহ করিয়া বসন-ভূষণ-প্রদানপূর্ব্বক ভূমণ্ড কর্ত্তৃক যাতনা প্রদানের ন্যায় আমাকে তৎপ্রদা অতিমলিনা সেই কুমারী প্রদান করিল। সেই মদীয় বিবাহ-মহোৎসবদিনে মহাপাপরাশিসদৃশ চণ্ডালগণ মদিরামদমত্ত ও সানন্দে উৎফুল্ল হইয়া এতই চীৎকার করিতে লাগিল যে, মহাঢক্কা-নিনাদও তাহাদের ধ্বনির নিকট পরাজিত হয়। ৬৬—৭২।

ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

রাজা কহিলেন,—অধিক কি বলিব, আমি সেই বিবাহোৎসবে চণ্ডালীপ্রেমে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই সময় হইতে এক প্রকার হৃষ্ট-পুষ্ট চণ্ডাল হইয়া গেলাম। বিবাহের পর সপ্তরাত্রি উৎসবে অতিবাহিত হইল, তাহার পর ক্রমে আট মাস অতীত হইলে মদীয়া সেই চণ্ডালী ভার্য্যা ঋতুমতী ও তৎপরে গর্ভবতী হইল বিপদ্ যেমন দুঃখপ্রদ ক্রিয়াই উৎপাদন করে, তেমনি সে একটি কন্যা প্রসব করিল। সেই কন্যা অল্পদিনেই মূর্খচিন্তার ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার পর বর্ষত্রয় অতীত হইলে মদীয়া ভার্য্যা, কুবুদ্ধি যেমন আশাপাশের হেতুভূত অনর্থেরই প্রসব করে, তেমনি আবার এক অসুন্দর পুত্র প্রসব করিল। যথাক্রমে আবার দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র প্রসব করিল। ক্রমে আমি রীতিমত এক চণ্ডালগৃহস্থ হইয়া পড়িলাম। ব্রহ্মহত্যা-কারী যেমন নরকে চিত্রগুপ্ত সহকারে বহু যাতনা ভোগ করে, আমিও তেমনি এইরূপ সেই চণ্ডালীর সহিত তথায় বহু বর্ষ ভোগ করিলাম (অতিবাহিত করিলাম)। ১—৬। আমি অনেক সময়ে বৃদ্ধকচ্ছপের ন্যায় শীত, বায়ু ও আতপ-ক্লেশে ব্যাকুল হইয়া বনমধ্যে পল্বলপ্রদেশে নিমগ্ন হইয়া অতিবাহিত করিয়াছি। সময়ে সময়ে কলত্র-পোষণচিন্তায় ব্যাকুল ও দগ্ধ-চিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতাম। তত্তৎসময়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও দারুণ কষ্ট হওয়ায়, বোধ হইত যেন দিগ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে। মস্তকে অতসীবল্কলনির্ম্মিত বহুদিনের জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের উপরি চেণ্ডক (মাথার বিড়ে) বসাইয়া বনমধ্য হইতে তদুপরি মূর্ত্তিমান্ দুষ্কৃতরাশির ন্যায় কাষ্ঠভার বহন করিয়া আনিতাম। যূকাকীর্ণ (উকুনময়) জীর্ণ ক্লেদযুক্ত দুর্গন্ধ কৌপীনবাস পরিধান করিয়া কত সময় ধবলীকুঞ্জের তলে অতিবাহিত করিয়াছি। ৭—১০। পরিবারবর্গের উদরপূর্ত্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আমি হেমন্তকালে

* পাঠকগণ ভাবিবেন না যেন, জামাতাকে দেখিয়া শ্বশ্রূ ক্রোধে আরক্তনয়না হইলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় স্বভাবতই রক্তিম।

শিশির সমীরণে জর্জ্জরিত হইয়া মণ্ডুকের ন্যায় বনমধ্যে নিলীন হইয়া থাকিতাম। কতসময়ে সংসারজ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া চণ্ডালীর সহিত কলহ করিয়া অশ্রুব্যপদেশে নয়নযুগল হইতে রক্তবিন্দু নির্গত করিয়াছি। বর্ষাকালে ক্লেদযুক্ত অরণ্যমধ্যে বরাহ-মাংস ভোজন ও শিলাতলে অবস্থান করিয়া, ঘনঘটাচ্ছন্ন গাঢান্ধকারাবৃত রজনী অতিবাহিত করিয়াছি। সুনীলজলদমালায় নিবিড় বীজবপনোযোগী বর্ষা ঋতুর শেষে আমি বন্ধুবর্গের অসৌহার্দ্দ ও দারুণকলহে সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া কখন অতিকাতরচিত্তে পরগৃহে গিয়া মুখর দুর্দান্ত সন্তানগণ লইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছি। ১১—১৫। মদীয় গৃহিণী চণ্ডালী কলহ করিয়া প্রতিবাসী চণ্ডালবর্গকে এতই উত্তেজিত করিয়া তুলিত যে, সদাই সেই চণ্ডালগণের তর্জ্জন-গর্জ্জনে মদীয় মুখমণ্ডল রাহুদর্শনে চন্দ্রের ন্যায় জর্জ্জরিত ও ম্লান হইয়া থাকিত। নরকবাসী পাপিগণ যেমন নরকবাসী অপর পাপী কর্ত্তৃক বিনীত নরকস্থ মৃত-জীবের আন্ত্ররজ্জু (নাড়ীভুঁড়ী) ভোজন করে, আমিও তেমনি খণ্ডিত ওষ্ঠদ্বারা ব্যাঘ্রের মাংসপেশী চর্ব্বণ করিয়াছি। শিশিরকালে প্রায়ই আমাকে হিমালয়-কন্দর হইতে উদ্গীর্ণ তুষার-শীকরবর্ষী দুরন্ত শীত, মৃত্যুবিক্ষিপ্ত শরধারার ন্যায় অনাবৃত-গাত্রে সহ্য করিতে হইয়াছে। ক্রমশঃ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য সুকৃত-মূলের ন্যায় কত জীর্ণ-বৃক্ষের মূল আমি একাকী উন্মূলন করিয়াছি। অটবীমধ্যে কুপরিবার লইয়া আমাকে কত সময় শরাবে করিয়া তৃণপত্র সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইয়াছে। আমি চণ্ডাল বলিয়া আমাকে কেহ স্পর্শ করিত না। শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে আমার বলক্ষয় হয়, (অর্থাৎ মরিয়া এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই) এই অভিপ্রায়ে আমি ঐ সিদ্ধ-পলাদি অরুচিকর বলিয়া মুখবিকৃতি করিয়া ভক্ষণ করিতাম। ১৬—২১। আমি কখন অন্য লোকের নিকট হইতে মৃগ ও মেষের মাংস ক্রয় করিয়া স্বকীয়-দেহ-মাংসবৎ বিক্রয় করিতাম, কখন বা নিজে প্রাণিবধ করিয়া মাংসভার লৌহপাত্রে ভর্জ্জনপূর্ব্বক বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থিত চণ্ডালপল্লীতে বিক্রয় করিতাম। বিক্রয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা জন্মসহস্রসঞ্চিত পাপরাশির ন্যায় চণ্ডালভবনে শুষ্ক করিয়া রাখিবার জন্য উদ্যানের পরিষ্কৃত ভূমিতে প্রসারিত করিয়া (ছড়াইয়া) দিতাম। সেই মাংসভার কতই অপবিত্র মলমূত্রাদিতে পরিব্যাপ্ত থাকিত। আমি অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া বোধ করিতাম, যেন রৌরব-নরকে পতিত হইয়াছি। তখন বিন্ধ্যপর্ব্বতবর্ত্তী তৃণগুল্মাদি আমার জীবিকার একমাত্র উপায়স্থল হইয়া উঠিল, এবং একমাত্র কুদ্দালই আমার পরম বন্ধু হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালের উপরে আমার একবারে স্নেহ ছিল না অর্থাৎ কুদ্দালের সাহায্যে বনের কন্দমূলাদি তুলিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিতাম, সন্ধ্যাকালে সে কার্য্য নির্ব্বাহ করা যাইত না বলিয়া সন্ধ্যা হইলে আমার বড়ই কষ্ট হইত, কেন সন্ধ্যা আসিল বলিয়া সন্ধ্যার উপরে বিরক্ত হইতাম। ২২—২৫। ঐরূপ দুর্দ্দশাতেও দুর্দ্দৈববশে কুপোষ্য পুত্র-পরিবারের পোষণভার আমার উপরে অর্পিত, উপায়াভাবে অতিনীচভোজ্য কদন্নদ্বারা আমাকে পুত্র-পরিবারের তৃপ্তিসাধন করিতে হইত অতিকষ্টলব্ধ, সেই অন্নের রক্ষার নিমিত্ত আমাকে যষ্টিসাহায্যে আবার কুক্কুরের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইত (যতটুকু আবাসে থাকিতাম তাহাতেও বিশ্রাম ছিল না)। বর্ষার প্রবল-বারিধারায় শুষ্ক-তালপত্রে চটপট শব্দ হইতেছে, সেই সময়েও আমাকে শেই অলম্বুকের তলে শীতে দন্ত-কড়মড় শব্দ করিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে বনবানরের সহিত বাস করিতে হইয়াছে। বর্ষাকালে ক্ষুধায় জলিত-জঠর হইয়া আমি মেষখণ্ডসদৃশ মাংসখণ্ডের লোভে মুক্তাফলসঙ্কাশ বারিধারা মস্তকে সহ্য করিয়াছি। শিশিরকালে শীতে কুঞ্চিতচক্ষু, কম্পজনিত ঘর্ষণে রণিতদন্ত হইয়া আমি বনমধ্যে পরিবারের সহিত তুমুল কলহ করিতাম ২৬—৩০। সমস্তগাত্রে মসী মাখিয়া বেতালের আত্মীয়বৎ প্রতীয়মান হইতাম, নদীতীরে মৎস্য ধরিবার জন্য বড়িশ লইয়া ভ্রমণ করিতাম। প্রলয়কালে জগৎনাশার্থ কৃতান্ত পাশাস্ত্র লইয়া এইরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে বহুদিন উপবাসের পর সদ্যোহত হরিণের বক্ষঃস্থল হইতে, জননীর স্তন্য দুগ্ধের ন্যায় কদুষ্ণ অভিনব-শোণিত পান করিতাম। আমি শ্মশানমধ্যে অপবিত্রমাংসভোজী ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া ভ্রমণ করিতাম, আমাকে দেখিয়া শ্মশানবাসী বেতালগণ যেন চণ্ডিকাকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াই অতিভয়ে পলায়ন করিত। যেমন পুত্রকলত্রাদিজনিত আশা প্রসারিত করিয়াছিলাম (পুত্রকলত্রাদি লইয়া আশা বাড়াইয়াছিলাম), তেমনি মৃগপক্ষীদিগের বন্ধনার্থ বাগুরা (ফাঁদ) প্রসারিত করিয়া (পাতিয়া) রাখিতাম। মায়াজালে জীবগণ যেমন জর্জ্জরিত হয়, তেমনি আমি চতুর্দ্দিকে তন্তুময় জাল পাতিয়া পক্ষিগণকে জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় করিতাম, আমার মন কেবল পাপ-কর্ম্মেই প্রধাবিত ছিল। ৩১—৩৬। বর্ষাতরঙ্গিণীর ন্যায় আমার আশা দূরপ্রসারিণী হইয়াছিল। সর্প যেমন তস্কীর অতিদূরে অবস্থান করে অর্থাৎ নিকটে যায় না, তেমনি আমিও ধর্ম্মবুদ্ধির অতিদূরে অবস্থান করিতাম, কদাপি আমার পুণ্যকর্ম্মে মতি ছিল না। ভুজঙ্গ যেমন নির্ম্মোক মোচন করে (খোলশ ছাড়ে), আমি তেমনি দয়া একবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। নিদাঘের অবসানে গগনমণ্ডল যেমন জলবর্ষী গর্জ্জনকারী কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা ধারণ করে, আমিও তেমনি বাণবর্ষণ প্রযোজক নিষ্ঠুরভাষণ ও তর্জ্জন-গর্জ্জনের কারণ একমাত্র ক্রূরতাই অনায়াসে অবলম্বন করিয়াছিলাম। নিবিড় বনের শ্বভ্রপ্রদেশ যেমন জনপরিহরণীয় ক্ষারবিকসিত কুৎসিত পুষ্পমঞ্জরীধারণ করে, আমিও তেমনি জনগণের দূরপরিহৃত ক্ষারবিকসিত আপদ্ চিরদিন অক্ষতভাবে বহন করিয়া আসিতে লাগিলাম। (পুষ্পমঞ্জরী পক্ষে ক্ষার উগ্রগন্ধ বলিয়া লোকে তাহার নিকট যায় না, আপদ্ পক্ষে ক্ষার-দুঃসহ, সেইরূপ আপদে কেহই কখন পড়েই নাই, বিকসিত বিস্ফারিত মহতী)। যাহাতে "এই সময় পর্য্যন্ত এইরূপে" এইরূপ নিরত কালরূপ বিকল্প বিদ্যমান আছে, তাদৃশ মহানরকভূমিতে মোহরূপ বৃষ্টি-যোগে আমি দুষ্কৃত-বীজমুষ্টি বপন করিতে লাগিলাম। কৃতান্ত যেমন জীবগণের প্রতি নির্দ্দয়ব্যবহার করেন, তেমনি আমি আমার প্রসারিত বাগুরায় মৃগ আসিয়া পড়িলে তাহার উপরে নির্দ্দয় ব্যবহার করিতাম ৩৭—৪১। যেমন শেষনাগের শরীরে শৌরি (হরি) সুখে নিদ্রিত থাকেন, তেমনি বিবেকবিহীন আমি চমর-মৃগের কণ্ঠভিত্তিতে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতাম। চলনসময়ে পদপ্রান্তে বিলোলবসন মলিন (রোমশ কর্দ্দম-সলিলাক্ত) মদীয় শরীর নীহাররঞ্জিত শষ্পশ্যামল বিন্ধ্যপর্ব্বতের জলবহুল প্রদেশের গুহার সহিত উপমিত হইত। মহাবরাহ যেমন স্পন্দমান জীবনিবহসহ মহীভার বহন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি গ্রীষ্মকালেও মলিন দেহে যূকাকীর্ণ (উকুনে পরিপূর্ণ) কন্থাভার বহন করিতাম। আমি অনেক সময়ে দাবানল দ্বারা প্রাণিগণকে

দগ্ধ করত প্রলয়ের কালানলে জগদ্গ্রাসোদ্যত কালরুদ্রের অনুকরণ করিতাম। ৪২—৪৫। অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরবশ-ব্যক্তি যেমন স্বদেহে বহুরোগ উৎপাদন করে, দুষ্টগ্রহ যেমন অনর্থ প্রসব করে, তেমনি দুঃখপ্রদ বল আর দুঃখপ্রদ বল মদীয়পত্নী ক্রমে অনেকগুলি সন্তান প্রসব করিল। আমি একমাত্র রাজপুত্র হইয়াও তখন নিরবচ্ছিন্ন পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়াই ষষ্টিবর্ষ অতিবাহিত করিলাম। ঐ ষষ্টিবর্ষ আমার নিকট এককল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে সভাসদ্‌গণ! আমি তথায় আক্রোশ করিয়াছি, বিপৎকালে রোদন করিয়া কাটাইয়াছি, কদন্নভোজন ও নিন্দিত চণ্ডালভবনে চৌর্য্যবৃত্তিও করিয়াছি এইরূপে দুর্ব্বাসনারূপ নিগড়দ্বারা আবদ্ধ ও মোহ-হত হইয়া আমি অনেক দিবস অতিবাহিত করিলাম। ৪৬—৪৮।

সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ১০৭

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রাজা কহিলেন,—এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে আমি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলাম, মদীয় শ্মশ্রুরাশি তুষারপূর্ণ শষ্পশ্রেণীর ন্যায় শোভমান হইয়া উঠিল। সরস অরস (সুখের দুঃখের) দিন সকল কর্ম্মরূপ সমীরণে চালিত হইয়া জীর্ণপর্ণবৎ নিগলিত (অতিবাহিত) হইতে লাগিল। সংগ্রামস্থলে শরধারার ন্যায় অনবরত সুখ দুঃখ, কলহ ও অকার্য্যাবলি আপতিত হইতে লাগিল। নিরালম্বন মদীয় জড়চিত্ত সাগরতরঙ্গবৎ এইরূপ বহুবিধ কল্পনাবর্ত্তে নিপতিত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। মদীয় ভ্রান্ত আত্মা চিন্তাচক্রে সমারূঢ় হইয়া কাল-সাগরের আবর্ত্তে তৃণবৎ ভাসমান হইতে লাগিল। আমি বিন্ধ্যবনভাগের ক্ষুদ্রকীট-স্বরূপ হইয়া একমাত্র উদরপূরণে ব্যস্ত হইয়াই কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। অধিক আর কি বলিব, আমি একটী দ্বিবাহু গর্দ্দভ হইয়া এইরূপে বহু বৎসর অতিবাহিত করিলাম। ১—৫। শবশরীরের বেগবত্তার ন্যায় মদীয় ভূপত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, আমি যে রাজা ছিলাম, তাহা আর স্মৃতিপথে আসিল না, ছিন্নপক্ষ অচলের ন্যায় আমার চণ্ডালতাই স্থিরীভূত হইয়া গেল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, দাবানল কাননে উত্থিত হইলে যেরূপ হয়, সমুদ্রজাত ঝড় উত্থিত হইলে যেরূপ হয়, শুষ্করক্ষে বজ্রপাত হইলে যেরূপ হয়, তৃণজলাদি-বিহীন সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতের কচ্ছপ্রদেশে সহসা জনক্ষয়কারী ঘোর দুর্ভিক্ষ আসিয়া প্রচণ্ডচণ্ডালগণের আবাসভূমি সেইরূপ অতিভয়াবহ করিয়া তুলিল। মেঘে বর্ষণ নাই, কোন স্থানে যদি মেঘ দৃষ্ট হয়, তাহা ক্ষণকালমধ্যে নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। অঙ্গারকণামিশ্র উত্তপ্ত-সমীরণ বহিতেলাগিল। গলিত মর্ম্মরধ্বনিত শুষ্কপত্রে আকীর্ণ সেই বনস্থলী দাবাগ্নি দগ্ধ হওয়ায় জলশূন্য হইয়া চিরপরিব্রাজিকার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল (অরণ্যে অগ্নি লাগায় অরণ্য পিঙ্গলবর্ণ হইল, পরিব্রাজিকারাও পিঙ্গলবর্ণ জটাধারিণী)। ৬—১০। ক্রমে ভীষণদুর্ভিক্ষ আসিয়া চণ্ডালপল্লী অধিকার করিয়া বসিল, বৃষ্টির অভাবে ভীষণ দাবানল উত্থিত হইয়া নিখিল বনভূমি শোষণ করিতে লাগিল। সমস্ত তৃণ-ঘাসাদি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। শুষ্ক সমীরণে এত ধূলি উত্থিত হইতে লাগিল যে, নিখিল জনগণ ধূলিধূসরিত হইয়া গেল। সকল মানবগণ ক্ষুধায় কাতর। দেশ সকল অন্নজলতৃণবিহীন হইয়া মহারণ্যে পরিণত হইল। মরুভূমিস্থ দিবাকরকিরণে মহিষগণ জলভ্রমে অবগাহন করিতে লাগিল। প্রবাহিত সমীরণে বনভূমিতে শীকরবিন্দুও লক্ষিত হইল না, ক্রমে জলের এত অভাব হইল যে, জনগণ "কে পানীয়শব্দ উচ্চারণ করে" ইহা শ্রবণ করিতেও উৎসুক হইতে লাগিল। নিখিল মানবগণ প্রখরতাপতাপিত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। ১১—১৫। ক্ষুধাদগ্ধ মানবগণের মধ্যে যদি কেহ পত্র প্রাপ্ত হইত তাহা লইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত পরস্পর কলহ করিয়া অবসন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। জনগণ খাদ্যাভাবে ক্রমশঃ ক্ষুধানলে এতই দগ্ধ হইল যে, স্ব স্ব গাত্রমাংস চর্ব্বণাভিলাষে স্বগাত্রে দশনাঘাত করিতে লাগিল। খদিরকাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড পাইলে ক্ষুধাতুর মানবগণ তাহা মাংসভ্রমে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। এমন কি ভূপতিত অসার পাষাণখণ্ডও পিষ্টকভ্রমে গিলিতে লাগিল। জনগণ পিতা মাতা ও পুত্রপ্রভৃতি পরমাত্মীয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। গৃধ্রগণ অন্য-মাংস না পাইয়া উৎকৃষ্ট সারিকা ধরিয়া জীবন্ত অবস্থায় এমনি ভাবে গিলিতে আরম্ভ করিল যে তাহাদের উদরগত হইয়াও সারিকাগণ চীৎকার করিতে লাগিল। প্রাণিগণ ক্ষুধায় পরস্পরের অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করায়, তাহাদের অঙ্গশোণিতে ধরাতল সিক্ত হইয়া গেল। ক্ষুধিত মত্ত-হস্তিগণ সিংহ ধরিয়া গ্রাস করিতে লাগিল। সিংহগণ আপনাদিগকে যদি অন্য কেহ আসিয়া গ্রাস করে, এই শঙ্কায় স্ব স্ব গুহমধ্যেই ভ্রমণ করিতে লাগিল (বাহিরে আসিতে সাহস করিল না)। পরস্পর পরস্পরকে খাইবার জন্য অনেকে মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল। অনলময় সমীরণে পাদপপংক্তি পত্রহীন হইয়া গেল। রক্তপানেচ্ছু মার্জ্জারগণ রক্তভ্রমে গৈরিকময় তটভূমি লেহন করিতে লাগিল। ১৬—২০। বহ্নিজ্বালাময় বনবায়ু প্রবলবেগে আবর্ত্তাকারে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই বহ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইয়া জঙ্গলপ্রদেশ পিঙ্গলবর্ণ করিয়া তুলিল। অগ্নিসংযোগে দগ্ধ বৃহৎকায় সর্পাদিসঙ্কুল-কুঞ্জ হইতে সমুত্থিত ধূমরাশিতে অরণ্যস্থিত বৃক্ষলতাদি শ্যামলবর্ণ হইয়া গেল। বায়ুচালিত প্রজ্বলিত বহ্নিরাশি গগনে উত্থিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল,—নভোমণ্ডল সান্ধ্যজলদে আবৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে দাবদগ্ধ জন্তুগণের বিকট চীৎকারধ্বনি হইতে লাগিল। ধূমরাশি গগনে উত্থিত হইয়া দণ্ডবিহীন ছত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। জনগণ স্ব স্ব দারা পুত্র লইয়া কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। শবদেহ সম্মুখে পাইলে ক্ষুধার্ত্ত জনগণ সন্নিভ্রমে তাহা দন্তবিখণ্ডিত করিতে লাগিল। শবদেহ কর্ত্তনপূর্ব্বক মাংসভক্ষণকালে অনেকে মাংসগন্ধে ক্ষুধায় অধীর হইয়া রক্তাক্ত স্ব স্ব অঙ্গুলি গ্রাস করিতে লাগিল। ২১—২৫। নীলবর্ণ-পত্র বা লতা শঙ্কা করিয়া কেহ কেহ গাঢ় ধূমকান্তি পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। গগনবিচরণকারী গৃধ্রগণ বায়ুবেগে প্রবাহমান অঙ্গারখণ্ড আমিষভ্রমে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। জনগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া পরস্পরের দ্বারা কর্ত্তিতদেহ হইয়া ব্যাকুলভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। বহ্নিদগ্ধ হইয়া কাহারও কাহারও হৃদয়োদর টনৎকারধ্বনিসহকারে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বিবরমধ্যে বায়ুপ্রবেশকালে যেমন একটা বিকট শব্দ হয়, তদ্রূপ ভীষণ দাবানলের শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। বহ্নিদাহে অঙ্গার বিশিষ্ট স্কন্ধসংস্থিত পাদপগণ ভীত অজগর সর্পের ফুৎকারে পড়িয়া গেল।

দুর্ভিক্ষ-প্রলয়ে ও দাবানলে দগ্ধ বিশুষ্ক সেই প্রদেশ তখন, বাড়ব-ক্রিয়াকরদগ্ধ জগতের সাদৃশ্য ধারণ করিল। প্রজ্বলিত তরুবহ্নের উত্তপ্ত পবনের স্পর্শমাত্রেই জনগণ নিতান্ত ব্যথিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই দেশ অগ্নি, সূর্য্য ও শনৈশ্চর গ্রহের ক্রীড়াভূমির অনুরূপ হইয়া উঠিল।২৬—৩০।

অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১০৮ ॥

নবাধিকশততম সর্গ।

রাজা কহিলেন,—তখন ঐরূপ অকাল মহাপ্রলয়সম নিতান্ত-তাপপ্রদ দারুণ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হওয়ায় কতক লোক, শরৎকালে আকাশ হইতে মেঘের ন্যায় তথা হইতে পুত্র-কলত্রবন্ধুবর্গ সমভি-ব্যাহারে দেশান্তরে প্রস্থান করিল। কতক লোক পুত্রদারাদি পরমস্নেহাধার বন্ধুবর্গকে, ক্রোড়ে করিয়া সেই স্থানেই ছিন্ন পাদপের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া গেল। কেহ কেহ স্বগৃহস্থিত হইয়াই শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক কুলায়স্থিত অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের ন্যায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল। শলভের ন্যায় কেহ কেহ প্রজ্বলিত অনলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। শৈলচ্যুত শিলাখণ্ডের ন্যায় কেহ কেহ খভ্রপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ১—৫। আমি তখন শ্বশুর প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অনুগমন-সমর্থ একমাত্র নিজপরিবার লইয়া সেই কষ্টকর প্রদেশ হইতে বহির্গত হইলাম। আমি মৃত্যুভয়ে অনল, অনিল ও ব্যাঘ্র-সর্পাদি হিংস্রজন্তুগণকে বঞ্চনা করিয়া (তাহাদের হাত এড়াইয়া) সপরিবারে বহির্গত হইলাম। বহির্গত হইয়া সেই প্রদেশেরই প্রান্তসীমায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় এক তালবৃক্ষের তলে স্কন্ধ হইতে বিষম অনর্থের সমান সেই শিশু-সন্তানগণকে অবতীর্ণ করিয়া রাখিলাম। আমি এযাবৎ দীর্ঘ দাবানলে তাপিত হইয়া, নিদাঘে জলহীন-প্রদেশে কমলের ন্যায় শুষ্ক অতিপরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিলাম বোধ হইল যেন রৌরবনরক হইতে উদ্ধার পাইলাম। সেই তরুতলের শীতলচ্ছায়ায় চণ্ডালকন্যা সন্তানদ্বয়কে ক্রোড়ে বেষ্টন করিয়া বিশ্রাম লাভ করত নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমার অতিপ্রিয় পুচ্ছকনামা কনিষ্ঠ পুত্র অতি-মুগ্ধ, সে আমার সম্মুখে ছিল। বাষ্পাকুলিতলোচনে ও কাতর-ভাবে সে আমাকে বলিল "পিতঃ। আমাকে সত্বর রক্ত ও মাংস দাও, আমি ভক্ষণ করি"। আমার সেই শিশুতনয় ক্রন্দন করত আমাকে এইরূপ বলিতে বলিতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া মৃতপ্রায় হইল। ৬—১৩। আমি তাহাকে বহুবার বলিলাম "পুত্র, মাংস নাই," তথাপি দুর্ম্মতি বালক বারংবার মাংস দাও মাংস দাও বলিতে লাগিল। অতঃপর আমি পুত্রবাৎসল্যে বিমুগ্ধ হইয়া অতি দুঃখে তাহাকে উত্তর দিলাম "বৎস, মদীয় মাংস পাক করিয়া খাও, অত্যন্ত ক্ষুধিত সেই শিশু পুনর্ব্বার 'দাও' বলিয়া মদীয় মাংস ভোজনেও অঙ্গীকার করিল এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। ১৪—১৬। আমি তাহার সেই কষ্ট দর্শন করত দুঃখভাবে পীড়িত স্নেহ ও কারুণ্যে মোহিত ও তীব্র বিপত্তি সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া সকল দুঃখ-শান্তির নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিলাম "এক্ষণে মরণই আমার পরমমিত্র"। তদনুসারে কাষ্ঠ আহরণ-পূর্ব্বক তথায় চিতা প্রস্তুত করিলাম। চিতা প্রজ্বলিত হইয়া চট-চট শব্দে আমার পতনাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। আমি যখনই চিতায় আত্মপ্রক্ষেপ করিতে যাইতেছি, তখনই রাজভাবপ্রাপ্ত হইয়া এই সিংহাসন হইতে সবেগে বিচলিত হইলাম, অনন্তর তূর্য্যনিনাদ ও জয়শব্দে আমার চৈতন্যসঞ্চার হইল। এই শাম্বরিক আমার এইরূপ মোহ উৎপাদন করিয়াছে, অজ্ঞানবশে জীবের শতদশা যেন আমার উপরে আপতিত হইল। ১৭—২১। অতি তেজস্বী রাজেন্দ্র লবণ এইরূপ বলিলে শাম্বরিক ক্ষণকালমধ্যেই তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সভ্যগণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বলিতে লাগিল "দেব। এই ব্যক্তি শাম্বরিক নহে, কেননা ইহার ধনাভিলাষ নাই (শাম্বরিক হইলে ধনাভিলাষ থাকিত), বোধ হয় সংসারস্থিতি এইরূপই" ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত কোন দৈবী মায়া সজ্ঘটিত হইল—যাহাতে মনের বিলাসই সংসার এইরূপ প্রতীতি হয়। সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত বিষ্ণুর মায়াবিলাসই মন, সেই মনই এই জগৎ। সর্ব্বশক্তিমান্ বিধির বিচিত্রশক্তি অসংখ্য। যেহেতু এই বিধি মায়াবলে বিবেকী পুরুষের মনও বিমোহিত করিল। কোথায় লোকবৃত্তান্তবিশারদ এই মহীপতি, আর কোথায় সামান্য লোকের মনোবৃত্তির উপযুক্ত এই বিষম মোহ! মনোমোহকারিণী এই মায়া শাম্বরিকের বাঞ্ছনীয় নহে। কেননা শাম্বরিকেরা সতত অর্থলাভেরই চেষ্টা করিয়া থাকে। ঈদৃশ মায়ায় তাহার অর্থসিদ্ধির সম্ভাবনা কি? হে রাজন্! শাম্বরিক হইলে যত্ন করিয়া অর্থ প্রার্থনা করিত, এরূপে অন্তর্হিত হইত না। ফলতঃ আমরা অতিশয় সংশয়াকুল হইয়াছি।" বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি সেই সভায় ছিলাম, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, আমি লোকমুখে শুনিয়া বলিতেছি না। হে মহাত্মন্! এইরূপ বিবিধ কল্পনায় বর্দ্ধিতশরীর বিশালরাজ্যশালী মনেরই চিরজয়। তুমি পরব্রহ্মের স্বভাবকে বিচার ও জ্ঞানযোগে বাসনা-শমতারূপ শান্তি প্রদান করিতে পারিলে পরমপবিত্র-পদ প্রাপ্ত হইবে। ২২—৩১।

নবাধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আত্মচৈতন্য প্রথমে স্বসঙ্কল্পিত অজ্ঞানবশে চেত্য অর্থাৎ জ্ঞেয়পদ প্রাপ্ত হন, এইরূপে সঙ্কল্পাকার ধারণ করিয়া ক্রমে বিবিধরূপ-বৈচিত্র্যে কালুষ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে (ইহাই বাসনার প্রথমাঙ্কুর)। হে রাম! ক্রমশঃ এবম্বিধস্থিতিশালী মিথ্যামোহ প্রগাঢ় হইয়া উঠিলে আত্মচৈতন্য স্বীয় পূর্ণস্বরূপ ভুলিয়া তুচ্ছ মনোরূপ প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল জন্মমরণাদি ভ্রমরূপ মোহ প্রাপ্ত হন। বালিকা যেমন মিথ্যা বেতালের উদ্ভাবনা করিয়া বৃথাই দুঃখ পায়, তেমনি তুচ্ছবাসনাদোষে ম্লান মনোবৃত্তি (মনোভাবাপন্ন আত্মচৈতন্য) বৃথা দুঃখ বিস্তার করিয়া থাকে (বাসনা-কলঙ্কিত হইয়া মনোবৃত্তি এইরূপ দুঃখ বিস্তার করিয়া থাকে)। যখন মনোবৃত্তি বাসনাক্ষয়হেতু কলঙ্কশূন্যাপন্ন হইয়া অর্থাৎ স্বাভাবিক চিদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন সূর্য্যকিরণে অন্ধকার যেমন মিথ্যা হইয়া যায়, (সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার একেবারে থাকে না বলিয়া) তেমনি পূর্ব্বে সত্যরূপে প্রতিভাত মহাদুঃখ মিথ্যা হইয়া থাকে। মনের এমনই শক্তি যে,—মন নিকটকে দূরে করিতে

পারে এবং দূরকে নিকট করিতে পারে। দুষ্ট-বালক যেমন পক্ষি-শাবক পাইলে তাহার উপরে যথেচ্ছ-আচরণপূর্ব্বক তাহা লইয়াই পরমানন্দে সময়ক্ষেপ করে, তেমনি মনও জীবের উপরই যথেচ্ছ-সুখব্যবহার করিয়া থাকে। ১—৫। বাসনামূঢ়-চিত্ত অভয়ের নিকটেও ভয় পাইয়া থাকে, যেমন মুগ্ধপথিক দূর হইতে স্থাণুকে (মুড়গাছকে) দেখিয়া পিশাচ বলিয়া ভয় পায়। কলঙ্কমলিন-মন মিত্রের উপরেও শক্রতা আশঙ্কা করিয়া থাকে, মদমত্ত ব্যক্তি ভূতলও ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া প্রত্যক্ষ করে। মন অত্যন্ত আকুল হইলে চন্দ্র হইতেও বজ্রপাত হইতেছে বলিয়া বোধ করে। বিষ ভাবিয়া ভোজন করিলে অমৃতও বিষের ক্রিয়া করিয়া থাকে। একমাত্র বাসনাবলেই মন গন্ধর্ব্বনগর অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া অনুভব করে, আবার জাগ্রৎ অবস্থাকেও স্বপ্নের ন্যায় অবলোকন করিয়া থাকে। অতএব একমাত্র তীব্র মনোবাসনাই জীবের মোহ-কারণ, যাহাতে ঐ বাসনার সমূলে উচ্ছেদ করা যায়, তৎপক্ষে যত্ন-করা একান্ত আবশ্যক। ৬—১০। নরগণের চিত্তহরিণ বাসনারূপিণী বাগুরায় আকৃষ্ট হইয়া এই সংসার-মহারণ্যে সাতিশয় কাতর হইয়া পড়ে। বিচারবলে যিনি জীবের ঐ বাসনা ছেদ করিতে পারিয়াছেন, নির্জ্জলদগগনে সূর্য্যালোকের ন্যায় তাঁহারই আলোক সম্যক্ শোভমান হয় (এস্থলে আলোক তত্ত্বদৃষ্টির পূর্ণস্বরূপে বিকাশ)। অতএব জানিবে মনই জীব, দেহ জীব নহে, দেহ জড়, পণ্ডিতগণ মনকে জড় বলিয়াও কীর্ত্তন করেন না, আবার অজড় বলিয়াও কীর্ত্তন করেন না। বৎস রাঘব। মনঃকর্ত্তৃক যাহা কৃত-হয় তাহাই কৃত বলিয়া জানিবে। হে অনঘ। মন যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাই ত্যক্ত বলিয়া জানিবে। এই নিখিল জগৎ একমাত্র মন, আকাশ, ভূমি, বায়ুপ্রভৃতি সমস্তই মন। মন যদি পদার্থসমুদয়কে উক্তভাবে (প্রকাশাদিরূপে) কল্পনা না করে, তাহা হইলে এই সূর্য্যাদি পদার্থও কদাচ প্রকাশ প্রাপ্ত হইত না। ১১—১৫। মন যাহার মোহগ্রস্ত হয়, তাহাকেই মূঢ় বলা হয়, শরীরের মোহপ্রযুক্ত শবকে মূঢ় বলা যায় না। একমাত্র মনই দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হওয়ায় চক্ষু, শ্রবণশক্তি প্রাপ্ত হওয়ায় কর্ণ, স্পর্শনশক্তিতে ত্বক্, ঘ্রাণশক্তিদ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও আস্বাদনশক্তি দ্বারা রসনা হইয়া থাকে উহাদের বৃত্তিগুলিও বিচিত্র ও পরস্পর ভিন্ন। নাটকাভিনয়কালে নট যেমন বিবিধমূর্ত্তি ধারণ করে, মনও তেমনি দেহমধ্যে বিবিধমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। হ্রস্বকে দীর্ঘ করি-তেছে, অসত্যকে সত্য করিতেছে, সুস্বাদুকে বিস্বাদু করিতেছে, ও শত্রুকে মিত্র করিতেছে। ১৬—২০। তদ্গতভাবে চিত্তে যাদৃশ প্রতিভাস হইবে, সেইরূপই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। একমাত্র প্রতি-ভাসবলে, রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বপ্নদশায় ব্যাকুল হইয়া একরাত্রি দ্বাদশ-বর্ষস্থলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। চিন্তানুভববশেই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বৈরিঞ্চ্যপুরমধ্যে (ব্রহ্মলোকে) অবস্থান করত একযুগ মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মনোবৃত্তি বিশুদ্ধ থাকিলে রৌরব-নরকেবাসও পরদিন যাহার রাজ্য পাইবার আশা আছে, তাদৃশ ব্যক্তির তাবৎকালিক বন্ধনের ন্যায় সুখকর হইয়া থাকে। একমাত্র মনোজয় করিতে পারিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই দমন করা হয়। সূত্র ছিন্ন হইলে মুক্তাফল আপনিই বিশীর্ণ হইয়া (ছড়াইয়া পড়িয়া) যায়। ২১—২৫। চিতিশক্তি সর্ব্বত্র স্থিত, সকল পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ, নির্ব্বিকার স্বচ্ছ সম সাক্ষিভূত ও চেত্যার্থ হইতে অবিচ্ছিন্ন। হে রাম, ঐ চিচ্ছক্তিতেই আত্মার সত্তা, মন ঐ চিতিশক্তিরূপা আত্ম-শক্তির সাহায্যে বাগাদিক্রিয়াশূন্য হইলেও, ব্রহ্মকে দেহের সহিত অধ্যাত্মকল্পনায় দেহের ন্যায় জড় করিয়া অন্তরে মনন ও সঙ্কল্প ইত্যাদি ভ্রান্তি ও বাহিরে গিরি, নদী, সমুদ্র, পুরী প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ কল্পনা করত, বৃথাই ভ্রমণ করিয়া থাকে। মন বিবেকজাগরূক হইলেও অস্বাদু উচ্ছিষ্ট কান্তাধরাদি বস্তু অনুরাগবশে অমৃতের ন্যায় স্বাদু বোধ করিয়া থাকে। আবার অমৃতও যদি অভিমত না হয়, তবে তাহাকে বিষবৎ হেয় বোধ করিয়া থাকে। যাহারা আত্মার সর্ব্বভাব অর্থাৎ পূর্ণস্বভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই, মন তাহাদের নিকটেই স্বস্ব অভিমত বিচিত্র রূপ সৃজন করিয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট কিছুই করিতে পারে না। কেন না, তাঁহাদিগের নিকট মনোবিজ্ঞান মিথ্যা-বুদ্ধি দ্বারা বাধিত, তাঁহারা জানেন—সমস্তই মিথ্যা। ২৬—৩০। চিৎশক্তিবলে স্ফুরিত মন স্পন্দধর্ম্মে বায়ুভাবাপন্ন, প্রকাশধর্ম্মে প্রকাশভাবাপন্ন, দ্রবধর্ম্মে দ্রব-ভাবাপন্ন, পার্থিবাংশে কঠিনভাবাপন্ন ও শূন্যভাবে শূন্যভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ঐ মন চিৎশক্তি দ্বারা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্রই ইচ্ছানুরূপ স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। মন শুক্লকে কৃষ্ণ করিয়া থাকে, কৃষ্ণকে শুক্ল করিয়া থাকে দেশকালব্যতিরেকেই অর্থাৎ দেশ-কালের অপেক্ষা না করিয়াই, এই মন যত দূর শক্তি ধরে, তাহা প্রত্যক্ষ কর। তোমার মন যদি অন্যত্র আসক্ত থাকে, তাহা হইলে ভক্ষ্য-দ্রব্য চর্ব্বণ করিলেও তাহার কিছুই আস্বাদ পাইবে না। যাহা চিত্ত কর্ত্তৃক দৃষ্ট নহে, তাহা দৃষ্টই নহে, আবার চিত্ত যাহা দর্শন করে নাই, এমন কোন বস্তুই নাই, (চিত্তে সমস্তই দৃষ্ট হয়, আবার চিত্তে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা কিছুই নহে।) ইন্দ্রিয়কে অন্ধকারের ন্যায় সাবয়ব নির্ম্মিত পদার্থ বলিয়া জানিবে। ৩১—৩৫। যদিচ ইন্দ্রিয়ালোচিত আকার ধারণ করায়, ইন্দ্রিয়বলে মন সাকার এবং ইন্দ্রিয়ও মনের আয়ত্তীভূত অর্থের আলোচনা করায়, মনোনিবন্ধন সাকার অর্থাৎ উভয়ই পরস্পরের সাহায্যে সাকার হওয়ায় উভয়ই সমান, তথাপি মন উৎকৃষ্ট, কেন না, মন হইতেই ইন্দ্রিয়ের উৎ-পত্তি ইন্দ্রিয় হইতে মনের উৎপত্তি নহে। যাঁহারা (অন্তর্দৃষ্টিতে) অত্যন্তভিন্ন চিত্ত ও শরীরের ঐক্য অবগত আছেন, সেই মহাত্মারাই জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছেন। তাঁহারাই সুপণ্ডিত, তাঁহারাই সকলের নমস্য। কুসুমোল্লাসি-কচভরশোভিনী কটাক্ষ-বিলো-কিনী রমণী—তাদৃশ চিত্তশূন্য মহাত্মাদিগের অঙ্গ-সংলগ্না হইলে, কাষ্ঠকুড্যসমানা অর্থাৎ তাঁহাদের কোন প্রকার বিকারের উৎপাদন করিতে সমর্থা নহে। বীতরাগনামা মুনি, বনমধ্যে ধ্যানকালে অক্লপ্রসারিত স্বকীয় কর ক্রব্যাদ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেও তাহা যে জানিতে পারেন নাই, চিত্তের অন্যত্র আসক্তিই তাহার একমাত্র কারণ। অতি দুঃখকে সুখে পরিণত করা ও সুখকে অতিদুঃখে পরিণত করা, একমাত্র মনেরই সাধ্যায়ত্ত। ঋষির চিত্ত অভ্যাস-বশে এতই দৃঢ়-ভাবনায় আবদ্ধ থাকে যে, তাঁহারা অনায়াসেই সুখ-সংযোজিত হইতে পারেন। ৩৬—৪০। শ্রোতা যদি অন্য-মনস্ক হন, তাহা হইলে প্রযত্নসহকারে কথ্যমান হইলেও বক্তার বাণী কুঠার কর্ত্তিতা লতার ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। (শ্রোতা শুনিতেছে না পাওয়ায়, বক্তাকে মৌনাবলম্বন করিতে হয়।) (১)

(১) অন্যমনস্ক হইয়া কোন কথা বলিতে গেলে অবিচ্ছিন্নভাবে কথা বলিবার যত্ন থাকিলেও, পরশুকৃত্তা লতার ন্যায় মধ্যে মধ্যে কথার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে, ইহা পাক্ষিক অনুবাদ।

মরু পর্ব্বততটে আরোহণ করিলে গৃহস্থিত ব্যক্তিকেও মেঘ-মেঘ-বেষ্টিত গিরিদরীমধ্যে ভ্রমণনিবন্ধন দুঃখ অনুভব করিতে হয়। স্বপ্নকালে বিস্তৃন-গগনের ন্যায়, মনোমধ্যেই নগরপর্ব্বতাদি পদার্থনিচয়কে স্বস্ব কার্য্যক্ষম হইতে দেখা যায়। মনের এমনই শক্তি যে, মন স্বপ্নকালে সাগরের তরঙ্গমালা বিস্তারের ন্যায় স্বতঃই হৃদয়মধ্যেই পর্ব্বত নগরাদি বিস্তার করে। দেহমধ্যস্থিত মনের যে স্বপ্নসময়ে অগ্নিনগরাদি দৃষ্ট হয়, উহা সমুদ্র-জলের মধ্যে তরঙ্গমালার অনুরূপ। ৪৯—৪৫। যেমন অঙ্কুর-হইতে পত্র, লতা ও পুষ্প সমুদ্গত হয়, তেমনি মন হইতে এই জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-বিলাস সমুদয় আবির্ভূত হয়। সুবর্ণময়ী প্রতিমা যেমন সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দ্বিবিধ অবস্থার ক্রিয়াও তদ্রূপ চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। যেমন একমাত্র জলেই ধারা, বিন্দু, তরঙ্গ ও ফেনা পৃথক্‌ভাবে লক্ষিত হয় (ফলতঃ উহা একই জল), বিচিত্র বিভবসমুদয়ও এতদ্রূপ একমাত্র চিত্ত হইতে সমুদিত হইয়াই পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হইতেছে। যেমন একজন নটই শৃঙ্গারাদিরসভেদে ও পাত্রভেদে বিবিধ বিচিত্র বেশ ও ভাব-ভঙ্গী প্রকাশ করে, তেমনি আপনার এক চিৎবৃত্তিই জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপে সমুদিত বিবিধ পদার্থস্বরূপ ধারণ করিতেছে। যেমন প্রতিভানবশে (তদ্ভাবের দৃঢ় অভ্যাসবশে), লবণ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ঘটিল। মননাত্মক মনই তদ্রূপ এই বিশাল জগৎরূপে স্ফুরিত হইতেছে। ৪৬—৫০। যে বিষয়েরই সংবেদনা (দৃঢ় ভাবনা) করা যাইবে, ঝটিতি তত্তদ্‌ভাবে উপনীত হইবে। মনের মননধর্ম্মকে তুমি যেরূপ করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পার। দেহীদিগের জাগ্রৎস্বপ্নময় মন, নানা পর্ব্বত, নদী ও নগররূপ ধারণ করিয়া অন্তরেই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে। চিত্তপ্রতিভাস-বশেই লবণ ভূপতির ন্যায় দেবত্ব হইতে দৈত্যত্ব ও নাগত্ব হইতে নরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (পূর্ব্বে যে দেব ছিল, পরে সে দৈত্য হইল, একমাত্র প্রতিভাসই তাহার কারণ।) যেমন পূর্ব্বজন্মে যে নর ছিল, পরজন্মে সে নারী, পূর্ব্বজন্মে যে পিতা ছিল, পরজন্মে সে পুত্র হইয়া থাকে। একমাত্র সঙ্কল্পই তাহার কারণ—অর্থাৎ ভাবীজন্মে হয়ত তাহার নারী বা পুত্র হইবার বাসনা ছিল, মনও তেমনি নিজ সঙ্কল্পবশে একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন নিজে নিরাকার হইলেও চিরন্তন অভ্যস্ত সঙ্কল্প-বশে জীব-ভাবাপন্ন হইয়া, মৃত এবং জাত হইয়া থাকে। ৫১—৫৫। মননসম্মূঢ় বাসনাময় এই বিশাল-মন সঙ্কল্পবলেই যোনিগত হইয়া সুখ, দুঃখ, ভয় ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিলে তৈলের ন্যায় মনোমধ্যে সুখ-দুঃখ নিয়তস্থিত তবে দেশকাল-বশতঃ কখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কখন বা অল্পতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন তিল পেষণ করিলে নিশ্চিতই তৈল বাহির হয়, তেমনি মননসংযোগে ঘনীভূত হইয়া চিত্তও সুখ বা দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। হে রাম! এই যে দেশকালের কথা বলিলাম, ইহা একমাত্র সঙ্কল্পই, কেননা একমাত্র সঙ্কল্পবলেই দেশকালের সত্তা বা স্থিতি হইয়াছে। মনোরূপী শরীরের সঙ্কল্প কলিত হইলেই এই স্থূল শরীর, প্রশান্ত, উল্লসিত, গমনশীল, আনন্দিত, বা চেষ্টিত হইয়া থাকে, স্থূল-শরীরের স্বাতন্ত্র্যভাবে কোন প্রকারই শক্তি বা ক্রিয়া নাই। ৫৬—৬০। রমণী যেমন কেবল অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে প্রগল্‌ভ ব্যবহার করিয়াথাকে, তেমনি এই মন দেহমধ্যেই নিজ সঙ্কল্পকল্পিত নানা উল্লাসসহকারে কল্পিত অর্থাৎ যথেচ্ছ প্রগল্‌ভব্যবহারী হইয়া থাকে, অতএব যিনি মনকে বিষয়ানুসন্ধানরূপ চপল কর্ম্মে প্রশ্রয় দেন না, তাঁহার মন আলানবদ্ধ করীর ন্যায় ক্ষীণ হইতে থাকে। যাঁহার চিত্ত স্বস্বরূপে স্থিরীকৃত ও মহান্ শত্রুর ন্যায় নিস্পন্দ অর্থাৎ নিশ্চল হইয়াথাকে, তিনিই যথার্থ পুরুষ। তদ্ভিন্ন অপর লোকগণ কর্দ্দমের কীট-স্বরূপ। যাহার চিত্ত নিশ্চল অর্থাৎ একবিষয়গামী হইতে শিক্ষা করিয়াছে, হে অনঘ! তিনিই সর্ব্বোত্তম পরমাত্মপদের ধ্যানে সমর্থ হইয়াছেন। মন্থনাবসানে মন্দরাচল নিস্পন্দ হইলে ক্ষীরমহাসাগর যেরূপ প্রশান্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ চিত্তসংযমে সংসারবিলাসের শান্তি হইয়া থাকে। ভোগসঙ্কল্পবিলাসে মনের যে যে বৃত্তি সমুদিত হয়, তাহাই সংসারবিষপাদপের অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ। এই মন্মোহরূঢ় নিখিল পুরুষরূপ ভ্রমরগণ সংসারনদীতে বিকসিত চিত্তরূপ তরঙ্গচালিত কুবলয়বন বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করতে গিয়া মহাজাড্যরূপ-জলপ্রবাহশালী বিশীর্ণ নিষ্করুণ চিন্তারূপ আবর্ত্তচক্রে নিপতিত হইতেছে। ৬১—৬৭।

দশাধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! এই চিত্তরূপ মহাব্যাধি-চিকিৎসার নিশ্চিতফলপ্রদ সকলেরই আয়ত্তাধীন এক সুস্বাদু মহৌষধ কহিতেছি শ্রবণ কর। স্বাত্মমাত্রাকারে বৃত্তিরূপ স্বকীয় পৌরুষবলেই যত্নপূর্ব্বক বিষয়-লালসা ত্যাগ করিতে পারিলে চিত্তরূপ বেতালের জয় করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি অভিমত বস্তু (বিষয়সমূহ) পরিত্যাগ করিয়া নিরাময় (অর্থাৎ রাগাদিরূপ চিত্তবিরাগশূন্য) হইয়া থাকিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তীক্ষ্ণদন্তশালি-হস্তী যেমন ভগ্নদন্ত হস্তীকে অক্লেশে জয় করিতে পারে, সেইরূপ অনায়াসে মনকে জয় করিতে পারে। স্বসংবেদন-বিষয়ক (অর্থাৎ স্বাত্ম-মাত্রাকারে অবস্থিতিবিষয়ক) দৃঢ়যত্ন করিতে পারিলে চিত্তরূপ বালককে বিষয়রাগচপলতাদি রোগ হইতে মুক্ত করিয়া রক্ষা করিতে পারা যায় এবং অবস্তু হইতে বস্তুতে (প্রকৃত পদার্থে) সংযোজিত ও বোধযুক্ত করা যাইতে পারা যায়। হে রাম! তুমি শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ দ্বারা ধীরতাপ্রাপ্ত অতপ্ত (সংসারতাপে অতাপিত) মনোময় লৌহ দ্বারা চিন্তারূপবহ্নিতে তপ্ত মনোরূপ লৌহ (অক্লেশে) কর্ত্তন কর। ১—৫। যেমন লালন ও ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি উপায়ে বালককে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইতে পারে মনকেও সেইরূপ করা যায়, এবিষয়ে দুঃসাধ্যতা ত কিছুই দেখি না। একাগ্রতার অভ্যাসরূপ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পরিণামে শুভফলপ্রদ মনকে নিজপৌরুষ ব্যাপারেই চিন্ময় আত্মার সহিত এক করা যায়। কামনা ত্যাগপূর্ব্বক বিষয়বৈরাগ্যই পরম-হিতপ্রদ, পুরুষের পক্ষে তাহা আয়াসসাধ্য নহে, যে তাহা করিতে অক্ষম তাদৃশ পুরুষকীটকে ধিক্! অরম্য বিষয়-সমূহ রম্য পরমার্থ ব্রহ্মরূপে ভাবিতে পারিলে মল্ল (বড়যোদ্ধা) যেমন শিশুকে অনায়াসে জয় করিতে পারে, সেইরূপ মনকে অক্লেশে জয় করিতে পারা যায়। পৌরুষপ্রযত্নেই ঝটিতি চিত্তজয় করা যায়। চিত্ত জিত হইলে অক্লেশেই পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬—১০। যাহারা স্বায়ত্ত (নিজেই আয়ত্ত) সুসাধ্য চিত্তনিগ্রহ মাত্র করিতেও অক্ষম, তাদৃশ পুরুষ-শৃগালদিগকে ধিক্!

একমাত্র স্বপৌরুষসাধ্য কামনাত্যাগরূপ মনঃশান্তি ব্যতিরেকে শুভ উপায় আর নাই। সুসাধ্য মনো-ধ্বংসহেতু স্বাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার দ্বারা মোহাদি শত্রুরহিত অনাদি অনন্ত নিশ্চল স্বরাজ্য সুখ (এই জীবন্মুক্তদেহেই) প্রাপ্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি। বাহ্যবিষয়ের অনবভাস-(অপ্রকাশ) রূপ চিত্তশান্তি না হইলে গুরূপদেশ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, মন্ত্র প্রভৃতি সাধন, সমস্তই তৃণতুল্য। অসঙ্গরূপ শস্ত্র দ্বারা যখন সমূলে চিত্তের উচ্ছেদ করিতে পারিবে তখনই সর্ব্বময় সর্ব্বগামী শান্ত ব্রহ্ম লাভ করিবে। ১১—১৫। ব্রহ্মাকার ভাবনা দ্বারা সঙ্কল্পরূপ অনর্থের শাসন অর্থাৎ নিবৃত্তি করিয়া শান্ত্যাদি সাধনসম্পন্ন জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিলে এই শরীরের জন্য পুরুষের কোনই ক্লেশ হয় না। দৈবকে অনাদর করিয়া পৌরুষবলে (স্বাত্মা চাল ভাবনা দ্বারা, জ্ঞানযোগদ্বারা মূঢ়সঙ্কল্পকল্পিত চিত্তের অচিত্তানয়ন অর্থাৎ নাশ কর। চিত্তকে সেই মহাপদবীতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতায় উপনীত করিয়া তৎপর (পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ বৃত্তিদ্বারা অবিদ্যার বাধহেতু) চিত্তকে চিদ্‌ভক্ষিত করিয়া চিত্তাতীত অর্থাৎ পূর্ণ-চিন্মাত্ররূপী হও। প্রথমে চিন্মাত্রে ভাবনাযুক্ত হও (কেবল চৈতন্যমাত্রের ভাবনা-তৎপর হও) পরে সেই ভাবনা দৃঢ় করিতে অতি অবহিত হইয়া থাক, অব্যগ্র অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া চিত্তগ্রাসকারী চিত্তাতীত পরমাত্মাকার ধারণ কর। পরম পুরুষকার আশ্রয় করিয়া চিত্তের অচিত্ততাসাধন করিলে সেই মহাপদবী প্রাপ্ত হওয়া যায়, উপস্থিত হইলে আর নাশের সম্ভাবনা নাই। ১৬—২০। দিঙ্মোহ উপস্থিত হইলে পশ্চিমদিকে পূর্ব্বদিক্‌ভ্রমদায়িনী যে বিপর্য্যস্তবুদ্ধি তাহা যেমন বিবেক ও স্থৈর্য্যরূপ পুরুষপ্রযত্ন দ্বারাই জয় (অর্থাৎ নষ্ট) করিতে পারা যায়, তদ্রূপ মনকে পৌরুষপ্রযত্নেই জয় করা যায়। অনুদ্বেগই রাজ্যাদি সম্পদের মূল, অনুদ্বেগ হইতে জীবের মনোজয় সাধন হয়, মনোজয় করিতে পারিলে ত্রিলোকী বিজয় তৃণস্বরূপ অতিতুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান হয়। রাজ্যাদি সুখলাভে শত্রুবিজয়াদি-ব্যাপারে যেমন যুদ্ধাদি ক্লেশ আছে, মনোজয়-সুখে তাদৃশ কোন ক্লেশই নাই, মনোজয় ত আর কিছুই নহে, কেবল স্বস্বভাবে অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মরূপে অবস্থিতি-মাত্র। তাহাতে আবার ক্লেশ কি? যাহারা আত্মজ্ঞানসাধন মনের নিগ্রহেও সমর্থ নহে, সেই নরাধমেরা লৌকিক বিপক্ষদলনাদি ব্যাপারে কি করিবে? আমি পুরুষ, আমি জন্মিলাম, আমি মরিলাম আমি জীবিত আছি ইত্যাদি কুদৃষ্টি চপল চিত্ত হইতেই উৎপন্ন মিথ্যা ব্যাপার মাত্র। ২১—২৫। কেননা বাস্তবিক কেহই মরে না, কেহই জন্মগ্রহণ করে না, মন আপনিই আপনাকে ও অপরকে মৃত জাত ইত্যাদি জ্ঞান করে। এই যে পরলোক-গমন ইহাও আর কিছুই নহে, মনেরই অন্যপ্রকারে স্ফুরণমাত্র, ইহাও যতদিন মুক্তি না ঘটে, তাবৎই হইয়া থাকে। অতএব মৃত্যুভয় কোথায়? চিত্ত ইহলোকে বিচরণ করুক অথবা পরলোকে বিচরণ করুক, যতদিন মুক্তি না হয় ততদিন চিত্ত একভাবেই থাকিবে, সুতরাং এই সংসারের চিত্তভিন্ন অন্যপ্রকাররূপ নাই। ভ্রাতা ও ভৃত্য প্রভৃতির মৃত্যুতে লোকে যে বৃথা শোক করে, উহাও আত্ম-চৈতন্যবিহীন (অজ্ঞ) চিত্তেরই ধর্ম, এই আমার সিদ্ধান্ত। সত্য সর্ব্বহিত শুভ্র (অর্থাৎ মায়ামালিন্যরহিত) প্রবুদ্ধাগ্রণী শ্রুতি দ্বারা বোধিত পরমাত্মাকে চিন্ময়ভাবে পর্য্যবসিত না করিতে পারিলে মুক্তির অন্য উপায় নাই, ইহা স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালবাসী সকলতত্ত্বদর্শিগণেরই বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত। চিত্তের প্রশান্তি অর্থাৎ মনোধ্বংস ব্যতীত সত্য অবিনাশী নির্ম্মূল অসীম এবং বেদ-প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অন্য উপায় নাই। মনোবিলয় হইলেই বিশ্রান্তি হইয়া থাকে, (অতএব হে রাম!) তুমি সুবিস্তৃত হৃদয়াকাশে চিৎরূপ চক্রধারা দ্বারা নিঃশঙ্কভাবে মনোনাশ কর, তাহা হইলে মানস দুঃখ আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যদি আপাত-রম্য বিষয় সকল (দোষানুসন্ধান দ্বারা) জ্ঞানবলে অরম্যরূপে অবগত হইতে পার, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, তুমি চিত্তের অঙ্গ সকল কর্ত্তন করিতে পারিয়াছ। "এ সেই আমি, এই আমার গৃহাদি" ইত্যাকার ভ্রমই মনের শরীর, তাদৃশভাবনার অভাবরূপ দাত্রদ্বারা ঐ চিত্তদেহ কর্ত্তন করা যায়। শরৎকালে নভোমণ্ডলে খণ্ডিত মেঘ সকল যেমন সামান্য বায়ু দ্বারা অক্লেশে বিধূনিত হয়, তদ্রূপ "আমি, আমার" ইত্যাকার কল্পনার অভাবদ্বারা মনও বিধূনিত (দূরীকৃত) হয়। ২৬—৩৫। যেস্থানে শস্ত্র, পবন, অনল থাকে সেই স্থানেই ভয় হয়। নিজেরই আয়ত্ত অনায়াসসাধ্য, নির্ম্মল সঙ্কল্পাভাবের সাধনে ভয় কি? ইহা ভাল, ইহা মন্দ, বালকেও তাহা বুঝিতে পারে, ইহা চিরন্তন প্রসিদ্ধ। বালক পুত্রের ন্যায় মনকে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। অক্ষয় সংসার-বিবর্দ্ধক বৃহৎ চিত্তরূপ সিংহকে যাহারা বধ করিতে পারে, এই সংসারে মোক্ষপদপ্রদাতা তাহাদিগেরই জয়। সঙ্কল্প-বশতঃই মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকাবৎ আবেগদায়িনী ভীষণ এই সকল বিপত্তি উৎপন্ন হয়। প্রলয়পবন বহমান হউক, বা সমস্ত সাগর একাকার ধারণ করুক, অথবা দ্বাদশ আদিত্য (এক সময়ে উদিত হইয়া) তাপ প্রদান করুক, মনোনাশকারীর তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই। ৩৬—৪০। মনোরূপ বীজ হইতেই সুখ-দুঃখ-শুভ-অশুভ-সংসার-বনখণ্ড এবং এই সপ্তলোকরূপ পল্লব প্ররোহিত হইয়াছে। একমাত্র অসঙ্কল্পে সাধ্য, সকল সিদ্ধিপ্রদ অসঙ্কল্পনরূপ সাম্রাজ্যে পরমাত্মপদরূপ সিংহাসন অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর। যে ব্যক্তি জলন্ত অঙ্গার নির্ব্বাপণ করিয়া বহ্নিতাপ-শান্তির ইচ্ছা করে, তাহার নিকট জলন্ত অঙ্গার যেমন কাষ্ঠ-ক্ষয়দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নির্ব্বাণ হইয়া তাপশান্তি করণপূর্ব্বক আনন্দ প্রদর্শন করে, মনও তদ্রূপ ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়া পরমানন্দ প্রদান করিতে থাকে। মনের ক্ষয় হইলে চিদণুর মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড পৃথক্‌ভাবে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা (কোটি) ব্রহ্মাণ্ডাদি পদার্থ সম্পাদন করিয়াছে। ঐ সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা জন্মমৃত্যু নরক প্রভৃতি মহানর্থ উৎপাদিত করিয়াছে। (হে রাম তুমি) নিরন্তর ভাবিত নিঃসঙ্কল্পবলে সন্তোষমাত্র দ্বারাই ঐ মনকে জয় করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ কর। মনোনাশের পর আত্মজ্ঞদিগের সম্মত পরমপাবন অবৈষম্যবৃত্তিদ্বারা অপরিমিত অহম্ভাব বিদূরিত করিয়া জন্মাদি-বিকার শূন্য অবশিষ্ট যে পদ (ব্রহ্মপদ) থাকে তোমার তাহাই হউক (অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মপদ লাভ কর)। ৪০—৪৮।

একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মন্ন যে যে পদার্থে যাদৃশ ইচ্ছাবলে যে প্রকার তীব্রবেগসম্পন্ন হয়, সেই সেই পদার্থে তাদৃশ ইচ্ছার বিষয়সিদ্ধি সেই প্রকারেই লাভ করে। মনের ঐ তীব্রবেগিতার কোন হেতু নাই, উহা স্বভাবতঃই জলবুদ্‌বুদ্‌ শ্রেণীবৎ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিলীন হইয়া যায়। হিমের যেরূপ যেমন শৈত্য, কজ্জলের রূপ যেমন কৃষ্ণত্ব, সেইরূপ তীব্রাতীব্ররূপী চাঞ্চল্যই মনের রূপ। ঐ সময়ে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! সংসারশক্তির একমাত্র কারণ অতি চঞ্চল মনোবেগ অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য বলপূর্ব্বক নিবারণ করা যায় কিরূপে? বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, এই সংসারে চাপল্যহীন মন কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বহ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা সেইরূপ চাঞ্চল্য মনের ধর্ম্ম। চিত্তত্ত্বে অর্থাৎ জগতের কারণ স্বরূপ মায়াসম্বলিত চৈতন্যের এই যে চঞ্চলা স্পন্দশক্তি (ক্রিয়া-শক্তি) জগদাড়ম্বরাত্মিকা ঐ শক্তিই মনোরূপে পরিণত জানিবে। যেমন স্পন্দ ব্যতিরেকে বায়ুর সত্তাই উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ চাঞ্চল্য বা স্পন্দন ব্যতিরেকে চিত্তের অস্তিত্বই নাই। চাঞ্চল্যহীন মনকেই মৃত বলা হয়, তাদৃশ অবস্থাই মনের মোক্ষ বলিয়া তপঃ শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। মনোনাশমাত্রেই অশেষ দুঃখশান্তি হয়, আবার মনের মনন (সঙ্কল্প) মাত্রেই অতিশয় দুঃখ পাইতে হয়। চিত্তরূপ রাক্ষস উৎপন্ন হইলে অনন্ত দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে অতএব অনন্ত সুখের নিমিত্ত প্রযত্নসহকারে উহার নিপাত কর। ১—১০। রাম! মনের যে চাপল্য তাহাই অবিদ্যা ও বাসনা বলিয়া কথিত হয়, বিচারবলে তুমি ঐ বাসনার বিনাশ-সাধন কর। বাহ্য বিষয়ের ত্যাগ দ্বারা চিত্তসত্তারূপিণী ঐ বাসনা বা অবিদ্যার বিলয় সাধন করিতে পারিলে, পরম শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। সৎ ও অসতের যে মধ্যভাগ বা মিশ্রভাব, চিন্ময়ত্ব ও জড়ত্বের যে মধ্যভাগ, হে রাম! ঐ অবস্থাকে মন কহে। মনের আকৃতি উক্ত উভয় দিকেই দোলায়িত অর্থাৎ অবস্থিত। অনুসন্ধানে বর্জিত হইয়া জড়তার দৃঢ়াভ্যাসবশে মন জড়তাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জড়-স্বরূপ হয়; আবার বিবেকের অনুসন্ধানদ্বারা দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ ঐ মন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, (চৈতন্যস্বরূপ হয়)। ১১—১৫। পৌরুষ-প্রযত্নে মনকে যে পদে উপনীত করা যাইবে, অভ্যাসবশতঃ মন সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তুমি পৌরুষবলে উক্ত প্রকার তদীয় জড় মনকে, উক্ত প্রকার চিন্ময়তাপ্রাপ্ত মন দ্বারা আক্রমণ করিয়া, বিগতশোক (পরমপদে) অধিরূঢ় হইয়া আশঙ্কা-শূন্য ও স্থির হও। রাম! ভব-ভাবনাগ্রস্ত মনকে বিবেক-নির্ম্মল-মন দ্বারা বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিতে না পারিলে, আর অপর উপায় নাই। তোমার মনই মনের দৃঢ় নিগ্রহ করিতে সমর্থ, হে রাঘব! রাজা ব্যতীত কে রাজাকে পরাজয় করিতে পারে? যাহারা সংসার-সমুদ্রের প্রবাহে পতিত ও তৃষ্ণারূপ গ্রাহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আবর্ত্তমধ্যে ভাসিতে থাকে, নিজ মনই তাঁহাদের তরণোপায় নৌকাস্বরূপ। * । ১৬—২০। যে ব্যক্তি মনের দ্বারাই দৃঢ় বদ্ধ মনরূপ পাশ ছেদন করিয়া আত্মাকে মুক্ত করিতে পারিল না, অন্য উপায়ে তাহার আর মোচনের উপায় নাই। মনোনাম্নী (অর্থাৎ বাহ্যার্থ মননাত্মক) যে যে বাসনা সমুদিত হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সেই বাসনার পরিহার (মার্জ্জন) করিতে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই অবিদ্যার ক্ষয় হইবে। হে রাম! তুমি ভোগসমূহের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভেদবাসনা পরি-ত্যাগ কর, তৎপরে ভাব ও অভাব অর্থাৎ চিত্ত ও চৈত্য পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিকল্প হইয়া সুখী হও। ভাবনার অর্থাৎ বাহ্য মিথ্যা-প্রপঞ্চের চিন্তা না করাই বাসনাক্ষয়, মনোনাশ বা অবিদ্যানাশ শব্দে অভিহিত হয়। * সাক্ষাৎ চিত্তদ্বারা বা সাক্ষীদ্বারা যে যে জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বেদন অর্থাৎ জ্ঞান হয়, তদ্বিষয়ের অসম্বেদন অর্থাৎ অজ্ঞানই মনোনাশ, তাহাই নির্ব্বাণ। উক্ত প্রকার সম্বেদনে (জ্ঞানে) কেবলই দুঃখই হয় (সকল প্রকার জ্ঞেয়-জ্ঞানের লোপই পরম মোক্ষ)। ২১—২৫। উক্ত প্রকার সম্বেদন যে স্বয়ংই হয় এমত নহে, উহাতে পুরুষপ্রযত্ন আবশ্যক হয়, কিন্তু সর্ব্বদা বিষয়ের উক্ত-প্রকার সম্বেদন শুভপ্রদ নহে, অসম্বেদনই শুভপ্রদ, অতএব অস-ম্বেদন যাহাতে হয়, তদ্বিষয়েই চেষ্টা করিবে। হে রাম! তোমার মনে যে যে বিষয়বাসনাদি রহিয়াছে, তৎসমুদয়কে অনর্থ বিবেচনা করত বীজমুখ হইতে উত্থিত অঙ্কুরের সমান ঐ সমুদয় 'বিষয়-রাগাদিতে পূর্ণ মনকে উন্মূলন করিয়া বাসনারূপ বীজের সহিত উচ্ছেদ করিয়া (পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থান রূপ সুখাপ্ত) পরিতৃপ্ত হও, তাহা হইলে আর শোক-হর্ষের বশীভূত হইবে না। ২৬।২৭।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! এই যে দ্বিচন্দ্রভ্রান্তিবৎ মিথ্যা বাসনা নিত্যই সমুদিত হইতেছে, উহার উচ্ছেদসাধন একান্ত আবশ্যক। বিবেকজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির নিকটেই উক্ত বাসনা দৃঢ়তর-রূপে যথার্থ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। যাহারা বিবেকাদি জ্ঞান-সম্পন্ন তাহাদের নিকট উহা নামমাত্রে অবস্থিত, কিন্তু তাহার কোন অর্থ নাই। হে রাম! তুমি সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া দেখ, অজ্ঞ হইও না প্রাজ্ঞ হও, আকাশে দ্বিতীয় চন্দ্র নাই কেবল ভ্রান্তিবশতঃই উহা লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন বিস্তৃত সমুদ্রে বারিপ্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেইরূপ এই সংসারে পর-মাত্মা ব্যতীত বস্তু (ভাব) অবস্তু (অভাব) কিছুই নাই। নিত্য দেহাদি বন্ধনশূন্য বিস্তীর্ণ শুদ্ধ পরমাত্মাতে অসম্ভব এই ভাব ও অভাবের আরোপ করিও না। কেবল স্বীয় বিকল্পই ভাব ও অভাবস্বরূপ। ১—৫। তুমি কর্ত্তা নহ, তবে কেন এই সমুদয় ক্রিয়ায় তোমার মমতা (মদীয় বলিয়া অভিমান)। যখন একমাত্র অদ্বিতীয় পর-

---

* মন বাস্তব ও অবাস্তব উভয় ধর্ম্মাত্মক। পূর্ব্বে মনের চাঞ্চল্যরূপ অবাস্তব ধর্ম্মাংশ বলা হইয়াছে, এক্ষণে চিন্ময়ত্ব-রূপ বাস্তবাংশেরও উল্লেখ হইতেছে; কারণ পূর্ব্বে মনের হেয়তা বলা হইয়াছে তাহাতে চিন্ময়ত্বরূপ বাস্তব-ধর্ম্মেরও পরি-হার বোধ হয়; তাহা নিবারণার্থে একত্র উভয়ের উল্লেখ হইল।

* টীকাকারস্তু ন ভাব্যতে পূর্ণতয়া অনুভূয়তে যেন অবিদ্যা-বরণেন তৎ অভাবনং অবিদ্যাবরণং ভাবনায়াঃ তত্ত্বসাক্ষাৎ-কারহেতোঃ ত্যক্ত্বা সুখী ভবেতি পূর্ব্বশ্লোকেন সম্বন্ধ ইত্যাহ — তাদৃশকষ্টকল্পনাম্বীকুর্ব্বাণৈরস্মাভিঃ অনুবাদে তদন্যথা কৃত-মিতি দিক্।

আত্মাই বিদ্যমান,—আর কিছুই নাই, তখন কে কিরূপে ক্রিয়া সম্পাদন করিবে? (ক্রিয়া ত এক কারকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না?) তাই বলিয়া তুমি অভিমানশূন্যও হইতে পারিবে না। কেন না, কর্তৃত্বাভিমান না থাকিলে, স্ব-প্রযত্ননিষ্পাদ্য ফললাভ করিতে পারিবে না। (নিশ্চেষ্ট হইলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না।) হে রঘুকুলধুরন্ধর! তুমি উক্ত প্রকারে কর্ত্তা হইলেও আসক্তি-শূন্য বলিয়া তোমার কর্তৃত্বাভিমান নাই, অতএব অকর্ত্তা হইলেও কর্তৃত্বের অনভিমান নাই, সে জন্য তুমি কর্ত্তাও বট, তব তোমারও কর্তৃত্ব অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় নহে, যেহেতু অজ্ঞ ব্যক্তির কর্তৃত্বে দেহস্পন্দন আছে, তোমার তাহা নাই। কেন না অজ্ঞ-ব্যক্তির দেহস্পন্দনক্রিয়া যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উপাদেয় বটে কিন্তু যদি মিথ্যা হয় তবে হেয়ই হইবে একমাত্র উপাদেয় বিষয়েই (পরব্রহ্মেই) আসক্তি আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং উক্ত হেয় ক্রিয়ায় আসক্তিযুক্ত হওয়া উচিত নহে। যখন সমস্তই ইন্দ্রজালসম মায়ামাত্র ও অসত্য তখন জগতে আমার আত্মাই বা কি? এবং হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব দৃষ্টিই বা কি প্রকারে হইতে পারে? ৬—১০। মিথ্যা বিষয়ের কোন প্রকারই কল্পনা হইতে পারে না। হে রঘুত্তম! সংসারের বীজকলিকাস্বরূপ এই অবিদ্যা উক্ত প্রকারে অবিদ্যমানা হইলেও, বিদ্যমানা অর্থাৎ সত্য হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই যে বিশাল নিঃসার সংসার-ডম্বরচক্র দেখিতেছ, ইহাকেই মোহপ্রদায়িনী মনোবাসনা বলিয়া জানিবে। ঐ সংসারবাসনা চারু-বংশযষ্টির ন্যায় অন্তঃশূন্য ও সারবিহীন কোটর-সমন্বিত। (মূল নাশ না করিতে পারিলে,) নদী-তরঙ্গমালার ন্যায় উচ্ছেদ করিলেও উহা নষ্ট হয় না। * ঐ বাসনা নির্ঝর তরঙ্গমালার ন্যায় মৃদুভাবাপন্ন অথচ তীক্ষ্ণা এবং হস্তে ধরিলেও ধরিতে পারা যায় না। এই বাসনা কার্য্যকারী কারণকলাপের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু সত্যপদার্থের সহিত ইহার কোন উপযোগিতা নাই, ইহা যথার্থ-তরঙ্গ-শূন্য মরীচিকা-নদীবৎ দূর হইতে প্রতীয়মান আকারেই পরিসমাপ্ত (তত্ত্বদর্শনে নদীপক্ষে নিকট-গমনে ইহার সত্তা কিছুই অনুভূত হয় না।) ১—১৫। উহার আকার কখন বক্র, কখন স্পষ্ট কোন স্থানে দীর্ঘ ও কোথাও খর্ব্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা কখনও স্থির, কখনও চঞ্চল দৃষ্ট হয়। যে বাসনা-চক্রের প্রসাদে ঐ আকৃতি সকলের উৎপত্তি, সেই বাসনা চক্র হইতে এসব সমুদয় পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই বাসনারূপিণী সংসার-চক্রিকা অন্তঃশূন্যা হইলেও সর্ব্বত্রই সারবতী ও সুন্দরী বলিয়া প্রতীয়মানা. কুত্রাপি উহা বিদ্যমানা না থাকিলেও সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়, উহা জাড্যশালিনী হইলেও চিন্ময়ীবৎ, এই বাসনা অন্তের (মনের) স্পন্দন অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে। নিমেষ-মাত্র কুত্রাপি স্থিরা না থাকিলেও স্থিরত্বাশঙ্কা প্রদান করে অর্থাৎ স্থিরা বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। উহা সত্ত্বগুণে বহ্নি-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধা হইলেও (তমোগুণে) মসীর ন্যায় মলিনা। পরমাত্মার সান্নিধ্যরূপ অনুগ্রহে বর্দ্ধিত (অর্থাৎ চালিত) হয় এবং তাঁহারই সাক্ষাৎকারে খণ্ডিত হয়। নির্ম্মল আত্মালোকে উহা ম্লান হয়। এবং অন্ধকারে (তমোগুণে) উহা প্রকাশিতা। অবিদ্যা মৃগতৃষ্ণার ন্যায় শূন্যস্বভাবা ও নানাবর্ণে বিলাসিনী। ১০—২০। তৃপ্তিরূপিণী ঐ বাসনা ক্ষীণা ও কোমলাঙ্গী হইলেও সঙ্কটহেতু বলিয়া কর্কশা বক্রা বিষময়ী কামিনীর ন্যায় চঞ্চলা ও সর্পীর ন্যায় ভীষণা। উহা স্নেহক্ষয় হইলে দীপশিখার ন্যায় স্বয়ংই সত্বর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আবার স্নেহব্যতিরেকেও সিন্দূরধূলিরেখার ন্যায় স্নেহবতী হইয়া প্রকাশিত হয়। উহা বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রকাশা জড়াশায় * স্থিতিমতী মুগ্ধব্যক্তিদিগের ত্রাসোৎপাদিকা এবং বক্রা। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুরা ঐ বাসনা যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দাহ প্রদান করে এবং উৎপন্ন হইয়াই বিলীন হইয়া যায়, আর অন্বেষণ করিয়াও পাওয়া যায় না। উক্ত বাসনা আকস্মিক কুসুমমালার ন্যায় অযাচিত ভাবেই উপস্থিত হয়, রমণীয় হইলেও অনর্থ প্রদান করে এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় উহার কেহ অভিনন্দন করে না। লোকে ভ্রান্তিবশতই উহাতে অতি সুখ অনুভব করে, ফলতঃ বিচার তর্ক দ্বারা অনুসন্ধান করিলে বোধ হইবে উহা দুঃস্বপ্নের ন্যায় অনর্থ প্রদ। প্রতিভাস-বশেই এই বাসনা মুহূর্ত্তমধ্যে এই ত্রিজগৎ উৎপন্ন করে, আবার গ্রাস করিয়া ফেলে। এই বাসনাই মুহূর্ত্তমাত্র সময় লবণরাজার নিকট বহু বৎসর করিয়া তুলিয়াছিল এবং হরিশ্চন্দ্র রাজার একরাত্রি দ্বাদশ-বৎসর করিয়াছিল। সেই বাসনার প্রভাবেই কান্তাসংযোগী ব্যক্তিদিগের একরাত্রি বিয়োগীদিগের নিকট বৎসরবৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। পরিবর্ত্তনশীল, যাহার অনুগ্রহে মানবগণের মধ্যে একই সময় সুখী ব্যক্তির নিকট অল্প ও দুঃখী ব্যক্তির নিকট দীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয় সেই বাসনার (অবিদ্যার) সান্নিধ্য মাত্রেই যে জগৎপ্রপঞ্চের উপরে কর্তৃত্ব (নিমিত্তত্ব) স্থাপিত হয়, উহা বাস্তবিক নহে, আলোকের প্রতি দীপের যেরূপ কর্তৃত্ব উহাও তদ্রূপ জানিবে। ২১—৩১। জগৎকর্তৃত্ব উহার নাই বলিয়া তাহাই কথিত হইতেছে। যেমন চিত্রলিখিত অযোগ্য নিতম্ব-স্তনবতী রমণী, রমণীর কোন কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ এই আকার চিন্তা অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত অর্থের বাসনাস্বরূপ অবিদ্যা কিছুই করিতে সমর্থ নহে। উহা প্রাকার ভাস্বর ও সহস্রশাখা-সমন্বিত হইলেও মনঃকল্পিত রাজ্যের ন্যায় সত্যবর্জ্জিত বস্তুতঃ উহা কিছুই নহে, উহা মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় বৃথাই আড়ম্বরময়ী হইয়া কেবল মৃগজাতীয় অজ্ঞব্যক্তিগণকে প্রতারিত করে। প্রকৃত (জ্ঞানবান্) মানুষের কিছুই করিতে পারে না। ফেনরাজির ন্যায় উহা উৎপন্নমাত্রেই বিলীন হয় এবং নিরন্তরই ঐরূপ হইতেছে। নীহার-পটলের (কুহেলিকার) ন্যায় চঞ্চলাকৃতি ঐ বাসনা আবার কখন প্রলয়বাত্যার ন্যায় ভুবন-মণ্ডল আক্রমণ করিয়া রজোধূসরা ও ভীষণাকৃতি হইয়া বিচরণ করে (বাত্যাপক্ষে রজোধূসরা ধূলিময়ী, বাসনাপক্ষেই রজোগুণে মলিনা)। ধূমাবলীর ন্যায় উহা অঙ্গসংলগ্ন হইলে অনলদাহক্লেশ প্রদান করে এবং অভ্যন্তরে রস (বাসনাপক্ষে রস—আত্মচৈতন্য, ধূমপক্ষে জল ধূম অন্তঃসলিল হইয়া মেঘ-রূপে জগদাক্রমণ করিয়া থাকে) ধারণ করিয়া জগৎ আক্রমণ-পূর্ব্বক ভ্রমণ করে। জলধরের জলধারার ন্যায় (ঐ বাসনা)

* নদীর তরঙ্গ যেমন ভাঙ্গিয়া দিলেও আবার হয়, তেমনি এই বাসনার মূলীভূত অজ্ঞাননাশ ব্যতিরেকে ধ্বংস করিতে গেলেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

* জড় আশাতেই উহার অস্তিত্ব হয়, নতুবা কিছুই নহে। বিদ্যুৎপক্ষে জড় অর্থাৎ জল, তাহার আশায় মেঘে স্থিতিমতী।

অতি দীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয় এবং অসার সংসাররূপে পরিণত হইয়া তৃণনির্ম্মিত রজ্জুর ন্যায় দৃঢ় বলিয়া প্রতীত হয়। উক্ত বাসনা কবিকল্পিত (অলীক) তরঙ্গমালা উৎপল-শ্রেণী ও মৃণালীর ন্যায় জড়স্বরূপা, পঙ্কময়া, ও বহুবিবরধারিণী (জড়ত্ব একপক্ষে মোহ, অন্য পক্ষে জলত্ব, পঙ্ক,—পাপ ও কর্দ্দম, পদ্ম-মৃণালের অনেক ছিদ্র থাকে, বাসনার বহুচ্ছিদ্রতা অন্তঃসারশূন্যতা) লোকে উহাকে বর্দ্ধনোন্মুখী দেখিয়া থাকে ফলতঃ উহার বৃদ্ধি নাই, উহা বিষের-ন্যায় আপাতমধুর ও পরিণামবিষম। ৩২—৪০। উহা যখন নষ্ট হইয়া যায়, দীপশিখার ন্যায় একেবারে কোথায় যে বিলীন হইয়া যায়, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কুহেলিকার ন্যায় সম্মুখবর্ত্তী দৃষ্ট হইলেও গ্রহণ করিতে গেলে কিছুই থাকে না। পরমাণুময় (অতি সূক্ষ্ম) ধূলিসমষ্টির ন্যায় উহা ছড়াইয়া দিলে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আকাশ-নীলিমার ন্যায় উহা অকারণই লক্ষিত হয়। চন্দ্রদ্বয়ের ভ্রান্তির ন্যায় উহা ভ্রান্তিমাত্র এবং স্বপ্নের ন্যায় ভ্রমজনক হইয়া থাকে। নৌকারোহী-ব্যক্তির নিকট তীরস্থ বৃক্ষ যেমন চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, উহাও তদ্রূপ। এই বাসনা দ্বারা আক্রান্তজনগণ আকুল হইয়া দীর্ঘকাল দীর্ঘ-সংসাররূপ স্বপ্নবিভ্রম কল্পনা করিয়া থাকে। আত্মা এই বাসনা দ্বারা দূষিত হইলে অর্থাৎ বাসনা আত্মার অবয়ব হইয়া আত্মাকে অসৎ স্বরূপ করিলে চিত্তে বিচিত্র বিভ্রমসমূহ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় উত্থিত ও বিনষ্ট হইতে থাকে। মনোহর ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্মও ইহার বলে অসৎস্বরূপে দৃষ্ট হন ও অমনোহর অসত্য জগৎও সত্যরূপে দৃষ্ট হয়। ঐ অবিদ্যার বিপর্য্যাসশক্তিই এইরূপ)। বাগুরা (মৃগবন্ধিনী জাল) যেমন পক্ষীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ উৎপন্ন বাসনা-রূপিণী ঐ অবিদ্যা পদার্থরূপ রথে আরোহণ করিয়া (অর্থাৎ বিষয়াকারতা প্রাপ্ত হইয়া) বলপূর্ব্বক মনকে আক্রমণ করে। ঐ অবিদ্যাই করুণাময়ী সজলনয়না প্রস্রুতক্ষীরস্তনী আনন্দময়ী জননী ও গৃহিণীরূপ ধারণ করিয়া থাকে। ঐ অবিদ্যাই আবার কখন সুধাদ্বারা ত্রিলোকসন্তর্পণকারী সুধাময় পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলকে বিষ করিয়া তুলে। মোহপ্রদায়িনী এই অবিদ্যার প্রভাবে ভ্রান্ত জনগণের চক্ষে অরণ্যে শাখাহীন জড়বৃক্ষশ্রেণী ও বিকট রবে নৃত্যকারী উন্মত্ত বেতালের ন্যায় সভয়ে অবলোকিত হইয়া থাকে। ৪১—৫০। এই অবিদ্যারই অনুগ্রহে লোষ্ট্র (ঢিল) পাষাণ ও ভিত্তি সকল সর্প ও অজগর প্রভৃতির ন্যায় দৃষ্ট হয়। ভ্রমবশতঃ এক চন্দ্রই যেমন দুইটা বলিয়া বোধ হয়, অবিদ্যাবলে এক পদার্থই তদ্রূপ দ্বিবিধরূপে উদিত হয়। স্বকীয় মৃত্যু যেমন বহু পশ্চাদ্ভাবী হইলে স্বপ্নেও তাহা উপস্থিত দৃষ্ট হয়, তেমনি অবিদ্যাবলে দূরস্থিত বস্তু সমীপাগত বলিয়া বোধ হয়। অবিদ্যার প্রভাবে অতি দীর্ঘ সময়ও ক্ষণের ন্যায় দৃষ্ট হয়, বিরহীদিগের নিকট যেমন ক্ষণপ্রমাণকাল অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়, তেমনি আবার কখন ক্ষণপরিমিত কালও রুদ্রের প্রলয়রাত্রির ন্যায় ভীষণ বর্ষপ্রমাণ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। হে রাঘব! এই উদ্ধতা অবিদ্যা দ্বারা যাহা সাধিত হয় না এমন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। এই অকিঞ্চনা অবিদ্যার সামর্থ্য একবার অবলোকন কর। একমাত্র বিবেকবুদ্ধিই প্রযত্নপূর্ব্বক উক্ত অবিদ্যারূপিণী বিষয়বুদ্ধিকে ঝটিতি নিরোধ করিতে সমর্থ হয়। স্রোত নিবারণ করিলে নদী যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ এই অবিদ্যা নিরোধ করিতে পারিলে মনোনদী শুষ্ক হইয়া যায়। রাম বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য! অবিদ্যমানা অতি কোমলা ও অতি তুচ্ছা এই মিথ্যা ভাবনা জগৎকে অন্ধ করিয়াছে। ঐ অবিদ্যার রূপ, আকার ও চেতনা কিছুই নাই, নিজে স্বয়ই অসত্যা ও নশ্বরী তথাপি জগৎকে অন্ধ করিল ইহা অতি আশ্চর্য্য। ঐ পেচকচক্ষুঃ-সদৃশী অবিদ্যা আলোকে নষ্ট হইয়া যায়, অন্ধকারমধ্যে বিকাশ পায়, এবং উহা অনবরত কুকর্ম্মকারিণী, লোকদর্শনসহনে অসমর্থা, জ্ঞানশক্তিশূন্য বলিয়া দেহজ্বলনেও অক্ষমা তথাপি জগৎকে অন্ধ করিয়াছে? বড়ই আশ্চর্য্য। ৫১—৬০। ঐ অবিদ্যা অতি অন্যাচারধর্ম্মিণী মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট রমণীয়া অসত্যা অন্তর্দুঃখাকুলা, সর্ব্বদাই মৃতকল্পা এবং বোধহীনা হইয়াও যে জগৎ অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে, ইহা আমার অতি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতেছে। কাম ক্রোধপূর্ণা তমোময়ী বক্রা জ্ঞানোদয়ে নষ্ট-শরীরা অবিদ্যার এইরূপ জগদন্ধীকরণ শক্তি বড়ই বিস্ময়কর। আত্মজ্ঞানবিমূঢ়দিগের আস্পদ-স্বরূপা নিজে জাড্য দোষে জীর্ণভাবাপন্না ও দুঃখে অতি দীর্ঘ-প্রলাপিনী এই অবিদ্যা কিরূপে জগৎ অন্ধকার করে ইহা বড় আশ্চর্য্য। যখন কোন পুরুষ ঐ অবিদ্যার তত্ত্ববিচার করিতে যায়, অবিদ্যা সে স্থল হইতে পলায়ন করিয়া থাকে, তথাপি আবার পুরুষসঙ্গিনী, পুরুষানুরাগিণী ও ক্রিয়াস্বরূপিণী হইয়া পুরুষকে অন্ধ-করিয়া ফেলে ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। এমন কি যে, পুরুষের সাক্ষাৎকারও সহ্য করিতে সমর্থ নহে, সেই আবরণ-রূপা অবিদ্যারূপা-স্ত্রী পুরুষকে অন্ধ করিল। কি আশ্চর্য্য! যাহার চেতনা নাই, যে অনষ্ট হইলেও নষ্ট নহে, সেই কঠোরা স্ত্রীরূপা অবিদ্যা পুরুষকে অন্ধ করিল ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। হে প্রভো! কেবল বহুদুশ্চেষ্টাপরায়ণা জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সুখ-দুঃখের উৎপাদিকা মনোরূপ গুহাবাসিনী ঐ বিষমা বাসনা কি প্রকারে নষ্ট হইবে! ৬১—৬৭।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! অবিদ্যাবিভ্রমজনিত পুরুষের নিবিড় এই মহামোহান্ধতা কিরূপে নষ্ট হইবে? বশিষ্ঠ কহিলেন, রাঘব! যেমন সূর্য্যের আলোকপ্রাপ্তি মাত্রেই ক্ষণকালমধ্যে তুষার-কণিকা শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মালোকেই এই অবিদ্যা নষ্ট হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত এই অবিদ্যার আত্মক্ষয়কারী আত্মদর্শনাভিলাষ স্বয়ং না উৎপন্ন হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই অবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখরূপ নিবিড় কণ্টক-সমাকীর্ণ সংসাররূপ পর্ব্বততটে দেহাভিমানী অহঙ্কার ও আত্মাকে আন্দোলিত (অধঃপাত দ্বারা আলোড়িত) করিতেছে। হে রাঘব! ছায়া যদি আতপ অনুভব করিতে চায়, তাহা হইলে যেমন ছায়াও নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি এই অবিদ্যার আত্মদর্শন করিতে গেলে আত্মনাশ ঘটিয়া থাকে *। ২—৫। যেমন সকলদিকে এককালে দ্বাদশ-সূর্য্য উদিত হইলে কোন স্থানেই ছায়া থাকে না, তদ্রূপ সর্ব্বগত পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে অবিদ্যা

* আত্মদর্শন পরমাত্মসাক্ষাৎকার, আত্মনাশ অবিদ্যার স্বরূপনাশ।

স্বয়ংই বিলীন হইয়া যায়। ইচ্ছামাত্রই অবিদ্যা, তাহার বিনাশই মোক্ষ। হে রাঘব! অসঙ্কল্পমাত্রেই সেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। মনোরূপ আকাশে বাসনারূপ রজনী প্রভাত হইলে চিন্ময়াদিত্যের মহোদয়েই অন্ধকার (অর্থাৎ অবিদ্যাবরণ) দূরীকৃত হইয়া যায়। যেমন সূর্য্য উদিত হইলে রাত্রি কোথায় চলিয়া যায়, সেইরূপ বিবেক আবির্ভূত হইলে অবিদ্যা কোথায় বিলীন হইয়া যায় (সন্ধান থাকে না)। সায়ংকালে যেমন দৃঢ়তর-ভাবনাকুলিত বালকের মনে বেতালসঙ্কল্প দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হয়, সেইরূপ দৃঢ়বাসনা বলে এই সংসারবাসনা প্রগাঢ় হইয়া থাকে। ৬—১০। এক্ষণে রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহা কিছু দৃশ্য হইতেছে সমুদয়ই অবিদ্যা। আত্মভাবনাতেই ঐ অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহা ত বুঝিলাম, কিন্তু ঐ আত্মা কি প্রকার? তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, বিষয়ব্যাপ্তি রহিত অবিদ্যাবরণরহিত সর্ব্বগামী যে চিন্ময় পদার্থ তিনিই আত্মা, তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলা হয়। হে অনঘ! তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত এই সমুদয় জগৎই সর্ব্বদা আত্মা বলিয়া কথিত হয়, অবিদ্যানামক কোন পদার্থ নাই। এই সমুদয়ই নিত্য অক্ষত চিন্ময় ব্রহ্ম, মনোনামে কোন কল্পনাই বিদ্যমান নাই। (উহা মিথ্যা) এই জগত্রয়ে কিছুই জন্মে না বা মরে না। বাস্তবিক এই দৃশ্য বিকারী পদার্থের কুত্রাপি সত্তা নাই। ১১—১৫। কেবল প্রকাশময় সর্ব্বানুগত সদ্রূপ অক্ষত বিষয়ব্যাপ্তিরহিত চিন্মাত্রই বিদ্যমান আছেন। নিত্য, বিস্তৃত, শুদ্ধ, উপদ্রবহীন, শান্ত, নির্ব্বিকারভাবে সমুদিত নিত্য সেই পরমাত্মার সাবরণ এই চিৎ জড়-দৃশ্য বিষয় কল্পনা করিয়া বিচরণ করে, সেই সাবরণ চিৎকে মন বলা হয়। যেমন জল হইতে তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বগ সর্ব্বশক্তিমান্ মহাত্মা এই পরমাত্মদেব হইতে বিভাগ সঙ্কলনশক্তি উত্থিত হইয়াছে। ফলতঃ এই সংসার সঙ্কল্পবলেই পরমাত্মায় প্রসিদ্ধ (সত্যরূপে প্রতিভাত) হইয়াছে। যে হেতু এক বিভু শান্ত সেই পরমাত্মাই আছেন অন্য কিছুই নাই। ১৬—২০। যেমন অগ্নিশিখা বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার বায়ু দ্বারাই নষ্ট হয়, তেমনি সঙ্কল্পসিদ্ধ এই সংসার সঙ্কল্পেই আবার নষ্ট হইয়া যায়। এই সংসাররূপ অবিদ্যা পুরুষপ্রযত্নসিদ্ধ সঙ্কল্পবলেই ভোগাশারূপে পরিণত হইয়াছে, আবার পুরুষপ্রযত্নসিদ্ধ আত্মসাক্ষাৎকারে পর্য্যবসায়ী উক্ত সঙ্কল্পের অভাবেই বিলীন হইয়া থাকে। মন "আমি ব্রহ্ম নহি" এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্পে বদ্ধ ও "সমস্তই ব্রহ্ম" এই প্রকার সুদৃঢ় সঙ্কল্পেই মুক্ত হয়, সঙ্কল্পই পরম বন্ধ, অসঙ্কল্পই মুক্তি, অতএব সঙ্কল্প জয় করিয়া যথাভিলষিত কার্য্য কর। যেমন বালকে ইচ্ছাবিলাসে ঐরূপ অসত্য কল্পনা করে যে, "এই স্থির আকাশপদ্মিনীতে স্বর্ণপদ্ম বিকশিত হইয়াছে। এই পদ্মের সৌরভে চতুর্দ্দিকে আমোদিত, বৈদূর্য্যমণিময় ভ্রমরকুল উহার উপরে চঞ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে, ঐ পদ্মিনী মৃণালরূপ বিশাল বাহুমণ্ডল প্রসারিত করিয়া চন্দ্রের রশ্মিমণ্ডলকে উপহাস করিতেছে"। তেমনি মূঢ়লোকে ভববন্ধনকারিণী এই চপলা অবিদ্যাকে অনন্তদুঃখের জন্যই স্বস্বরূপে কল্পনা করিয়াছে। ২১—২৮। সঙ্কল্পবলে ঐরূপে অবিদ্যাবলোকনকারী ব্যক্তিগণ "আমি কৃশ, আমি অতি দুঃখী, আমি বদ্ধ; আমি হস্তপদাদিমান্" এই প্রকার ভাবনার অনুযায়ী ব্যবহারে বদ্ধ হয়, এবং "আমি দুঃখী নহি, আমার দেহ নাই, বন্ধ আবার কোন আত্মার হইয়া থাকে?" এইরূপ ভাবনার অনুসারী ব্যবহারে মুক্ত হইয়া যায়। ২৯—৩০। "আমি মাংসময় নহি, অস্থিময়ও নহি, আমি দেহব্যতিরিক্ত পদার্থ" এইরূপ নিশ্চয়ী ব্যক্তিই 'ক্ষীণাবিদ্য' শব্দে অভিহিত হয়। যেমন স্বভাবজাত নভোনীলিমাকে প্রদীপ্ত স্বসঙ্কল্পবলে ভুবনবর্ত্তী জনগণের মধ্যে কেহ কেহ সুমেরু-শিখরজাত বৈদূর্য্যমণির (নীলবর্ণ মণিবিশেষের) কান্তি বলিয়া স্থির করে, কেহ বা সূর্য্যকিরণদুর্ভেদ্য অভ্যূর্দ্ধস্থানবর্ত্তী তিমিররাশি বলিয়া ভাবে, সেইরূপ অপ্রবুদ্ধপুরুষের নিকটেই অবিদ্যা আত্মভিন্নপদার্থে আত্মভাবনারূপ কল্পনা করে। হে রাঘব! প্রবুদ্ধ ব্যক্তির উক্তপ্রকার ভাবনা হয় না। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আকাশের ঐ যে নীলিমা (আপনার কথার আভাসে বুঝিলাম) উহা সুমেরুপার্শ্বস্থ নীলকান্তমণির কান্তিও নহে এবং তিমিরপ্রভাও নহে, তবে ঐ নীলিমা কিরূপে হইল, তাহা আমাকে বলুন। ৩০—৩৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, আকাশের যে নীলত্ব একটী গুণ তাহা বলা যাইতে পারে না, যেহেতু আকাশ শূন্যস্বরূপ; সুমেরুপর্ব্বতে অপরও পদ্মরাগাদি আছে, তাহার প্রভা যখন আকাশে নাই, তখন নীলকান্তমণির প্রভা কিরূপে হইবে। আকাশের ঐ-নীলিমা অন্ধকারও নহে, কারণ তদুপরি তেজোময় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তদীয় তেজও চতুর্দ্দিকে প্রসৃত এবং অন্তমধ্যবর্ত্তী আকাশের পরপারেও প্রকাশভাবে অবস্থিত (সুতরাং ঐস্থলে অন্ধকার থাকা সম্ভবপর নহে)। হে শ্রীমন্! উহা কেবল শূন্যতাই ঐরূপে লক্ষিত হইতেছে। উহা ঠিক অবিদ্যারই অনুরূপ, কারণ অবিদ্যাও অসন্ময়ী উহাও অসন্ময়। উহা সূর্য্যদুর্ভেদ্য অন্ধকার হইতে পারে না, তাহার কারণ সূর্য্যরশ্মি যেস্থানে যাইতে পারে না, তথায় দৃষ্টিশক্তি কিরূপে যাইবে? অতএব উহা আকাশেরই সহজনীলিমা বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ ইহার তত্ত্ব অবগত হইলে উহাতে আর নীলিমা বুদ্ধি থাকিবে না (শূন্য বলিয়া বোধ হইবে)। অবিদ্যা-তিমিরও ঐরূপ। ৩৬—৪০। বুধগণকর্ত্তৃক অসঙ্কল্পই অবিদ্যার নিগ্রহ বলিয়া কথিত হয়। গগনপদ্মিনী স্থলে ঐরূপ অসঙ্কল্প (ইহা বস্তুতঃ পদ্ম নহে এইরূপ) সহজেই হইয়া থাকে। হে সাধো! এই যে জগদ্ভ্রম হইয়াছে, ইহাও ঐ আকাশনীলিমবৎ জানিবে। ঐরূপ ভ্রমদৃষ্ট জগতের পুনর্ব্বার অস্মরণ কল্যাণকর। যেমন স্বপ্নে আমি মৃত হইলাম, এইরূপ সঙ্কল্পে লোক তদবস্থায় বাস্তবিকই মরণদুঃখ প্রাপ্ত হয়, আবার যেমন "প্রবুদ্ধ হইলাম" এইরূপ সঙ্কল্পে সুখ (স্বপ্নদুঃখের উচ্ছেদ) প্রাপ্ত হয়; মনও সেইরূপ মোহসঙ্কল্পে (এই জগদ্ভাবনারূপ ভ্রমসঙ্কল্পে) মূঢ়, প্রবোধ-সঙ্কল্পে (ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নাই এই সঙ্কল্পে) প্রবোধের নিমিত্ত ধাবিত হয়। "আমি অজ্ঞ" এই সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে অবিদ্যা নিত্যা বলিয়া সমুদিত হয়, উক্ত সঙ্কল্পের বিস্মরণে (অর্থাৎ সঙ্কল্পবাসনার মূলোচ্ছেদে) ঐ অবিদ্যা নশ্বরীরূপে পর্য্যবসিত হয়। এই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চের ভাবনারূপিণী এই বাসনা সর্ব্বপ্রাণীর মোহজননী, যাবৎ আত্মদর্শন না ঘটে, তাবৎ উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আত্মদর্শনে উহার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। ৪১—৪৬। যেমন মন্ত্রিগণ রাজার আজ্ঞাই সম্পাদিত করে, সেইরূপ মন যে বিষয়ের অনুসন্ধান করে, সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পাদন করে। সেই কারণে যে ব্যক্তি নিরন্তর ব্রহ্মভাবনাদ্বারা এই জগৎপদার্থে মনের অনুসন্ধান নিবারণ করে, সেই ব্যক্তিই শান্তি-

প্রকৃতি করে। প্রথমে যাহার অভাব তাহার অস্তিত্ব কখন হয় না। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয় একমাত্র অনিন্দিত শান্ত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে এইরূপ নির্ব্বিকার অনাদি অনন্ত সঙ্কোচহীন (পূর্ণ) মননীয় পদার্থ কোথাও কেহ কি কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? ৪৭—৫০। অতএব যত্নপূর্ব্বক নিপুণ বুদ্ধিবলে উপযুক্ত পুরুষকার আশ্রয় করিয়া চিত্ত হইতে ভোগাশাবিষয়ক ভাবনা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করিবে। জরামরণের হেতুভূত যে পরমমোহ সমুদিত হইয়া থাকে, তাহাই আশাপাশসঙ্কুল বাসনারূপে প্রকাশিত হয়। "এই আমার পুত্র, এই আমার ধন, এই সেই আমি, এই আমার (গৃহাদি)" এইরূপ ইন্দ্রজালাকারে বাসনা বিস্ফুরিত হইতে থাকে। যেমন বায়ুবেগে জলতরঙ্গ কখন কখন অস্থির আকার ধারণ করে, সেইরূপ শূন্য এই শরীরমধ্যে অসামাস্ত এই বাসনা অহন্তাবরূপ চঞ্চলসর্পাকার অর্পণ করিয়া থাকে। হে রাম। তুমি এক্ষণে নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়াছ, তুমি জানিবে "আমার এই দ্রব্য ও আমি" এই দুইটী কিছুই নয়। আত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে অপর সত্য পদার্থ আর কদাচ কিছুই দৃষ্ট হয় না। ৫১—৫৫। স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতি পদার্থসমূহ পুনঃপুনঃ দৃষ্টিসৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ ভ্রমমাত্র। সেই দৃষ্টিসৃষ্টি-রূপিণী অবিদ্যা নব নব রূপে ক্রীড়া করে, সঙ্কল্পমাত্রেই তাহার কার্য্যরূপে উদয় হয় এবং আত্মসাক্ষাৎকারেই লয় হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় সত্য পদার্থ আশ্রয় করিয়া অবিদ্যাজনিত পদার্থের প্রকাশ হয়। হে রাঘব। অজ্ঞব্যক্তির নিকট আকাশ, পর্ব্বত, সমুদ্র, পৃথিবী ও নদী প্রভৃতি পদার্থাত্মিকা এই যে অবিদ্যা উদিত হয়, জ্ঞানবানের ঐ অবিদ্যা নাই, তাঁহার নিকট তাঁহার নিজ মহিমায় উহা ব্রহ্মরূপে পর্য্যবসিত হয়। রজ্জু ও সর্পের বিকল্পদ্বয় অজ্ঞব্যক্তিই কল্পনা করিয়া থাকে, জ্ঞানবান্ কেবল এক অকৃত্রিম ব্রহ্মদৃষ্টিই স্থির করেন। অতএব তুমি অজ্ঞ হইও না প্রাজ্ঞ হও, সংসারবাসনা দূর কর।...আত্মভিন্নে আত্মভাবনা করিয়া অজ্ঞের ন্যায় কেন রোদন করিতেছ? ৫৬—৬০। হে রাঘব! তোমার এই মূক জড়দেহ কে? যাহার জন্য তুমি সুখ ও দুঃখ দ্বারা অবনীকৃত ও পরিভূত হইতেছ? যেমন কাষ্ঠ ও জতু এবং বদর ও কুণ্ড পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলেও এক পদার্থ নহে, তেমনি দেহ ও দেহবান্ এক নহে। যেমন ভস্ত্রা (কর্ম্মকার-জাঁতা) দগ্ধ হইলে তদন্তর্গত পবন দগ্ধ হয় না, সেইরূপ দেহনাশে আত্মনাশ হয় না। হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! "আমি সুখী, আমি দুঃখী" এইরূপ ভ্রান্তি মরীচিকা সমান ভাবিয়া উক্তভ্রান্তি পরিত্যাগ কর এবং একমাত্র সত্য (পদার্থের) আশ্রয় গ্রহণ কর। কি আশ্চর্য্য! সত্য পদার্থ যে ব্রহ্ম, নরগণ তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে, অবিদ্যাখ্য যে অসত্য পদার্থ তাহাই তাহাদের স্মৃতিপথারূঢ়। ৬১—৬৫। হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি অবিদ্যাকে প্রসর দিওনা (অবিদ্যার বশীভূত হইওনা) চিত্ত অবিদ্যাক্রান্ত হইলে অপার কষ্টে পড়িতে হয়। অনর্থকারিণী মনোমননব্যাপারে পীবরী দুঃখদায়িনী মহামোহে পর্য্যবসায়িনী মিথ্যা এই অবিদ্যা সুধাময় চন্দ্রবিম্বেও রৌরবনরক কল্পনা করিয়া নরকবাসজনিত দাহদোষ দুঃখ অনুভব করাইয়া থাকে। (ঐ অবিদ্যার প্রভাবে) তরঙ্গমালাচুম্বিত কহ্লারপুষ্পে সুশোভিত শীকরচালিত শীকরবিতরণকারী, সরোবরে মৃগতৃষ্ণিকার পূর্ণ মরুভূমির লক্ষিত হয়। এবং স্বপ্নাদিসময়েও (ঐ অবিদ্যাবলে) গন্ধর্ব্বনগর নির্ম্মাণ, পতন, উৎপতন ও সম্ভ্রম প্রভৃতি সুখদুঃখপ্রদ বিচিত্র ব্যাপারসমূহ অনুভূত হয়। ৬৬—৭০। যদি এই অবিদ্যা চিত্তমধ্যে সংসারবাসনা উপস্থিত না করে, তাহা হইলে কি এইরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার সমুদয় আত্মার উপর এই প্রকার আপদ্ উপস্থিত করিতে পারে। মিথ্যাজ্ঞানবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে স্বপ্নময় উপবন ভূমিতেও রৌরব অবীচি প্রভৃতি নরকের অনর্থক যাতনা অনুভূত হয়। মন অবিদ্যাবিদ্ধ হইয়া মৃণালতন্তুতেও কল্পকালমধ্যে নিখিল সংসারসাগরের অনর্থ বিস্তৃত অবলোকন করিয়া থাকে। অবিদ্যাবিকলিতচিত্ত হইয়া রাজ্যস্থিত নরগণও তথাবিধ অবস্থায়ই অযোগ্য চণ্ডাল হইয়া রাজ্যবহির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব হে রাম। তুমি ভববন্ধনী সর্ব্বরাগময়ী বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্ফটিকমণির ন্যায় রাগহীন হইয়া অবস্থান কর। ৭১—৭৫। বিচিত্র প্রতিবিম্বগ্রাহী স্ফটিকমণির ন্যায় তোমার কার্য্য থাকিলেও কার্য্যরূপ রাগে রঞ্জনা (অর্থাৎ আসক্তি) হইবে না। তুমি যদি তত্ত্ববিৎসমাজে দৃঢ়তর ব্রহ্মাহম্ভাব নিশ্চয়ে উজ্জ্বলা সমদৃষ্টিপ্রদায়িনী সুশীলতাবিধায়িনী অনাসঙ্গবুদ্ধিতে ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার অবিদ্যাপ্রযুক্ত জন্মমরণাদি-বিভ্রম আর থাকিবে না (নিত্য মুক্ত স্বরূপ হইবে) এবং (জীবন্মুক্ত মহাপ্রভাবসম্পন্ন হরি হর বা ব্রহ্মা) কাহারও সহিত আর তোমার উপমা হইবে না ৭৬,৭৭।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—মহাত্মা ভগবান্ বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পদ্মপলাশলোচন রাম যেন উন্মীলিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণ বিকসিত হইল। সূর্য্যদর্শনে অন্ধকার ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পদ্ম যেরূপ প্রমোদিত হইয়া শোভা ধারণ করে, তিনি উক্ত উপদেশে আশ্বস্ত হইয়া সেইরূপ শোভিত হইলে অপূর্ব্বজ্ঞানলাভজনিত বিস্ময়রসে সুমধুরস্মিতদ্বারা শুভ্রবদন হইয়া দশনাংশু-সুধাধৌত বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলী বলিতে লাগিলেন। রাম কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! মৃণালসূত্রদ্বারা পর্ব্বত বদ্ধ হইল। যাহার নিজের অস্তিত্ব নাই, সেই অবিদ্যা সকলকে বশীভূত করিল। ত্রিভুবনে (অবস্থিত) এই সংসারদুঃখ তৃণমাত্র হইয়াও অবিদ্যাবলে বজ্রবৎ দৃঢ় হইয়া উঠিল। যাহা অসৎ, অবিদ্যাবলে তাহা সৎ হইয়া দাঁড়াইল। ১—৫। মহাত্মন্! অনুগ্রহপূর্ব্বক আবার এই সংসার-নিদানভূত মায়ারূপ নদীর স্বরূপবর্ণন করিয়া আমার হৃদয়ে দৃঢ় জ্ঞানের সঞ্চার করুন। আমার মনে আরও কয়েকটি সন্দেহ রহিয়াছে, মহাভাগ! ঐ লবণ ভূপতি কিজন্য আপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ব্রহ্মন্! (জতুকাষ্ঠের ন্যায়) পরস্পর সংশ্লিষ্ট (জল ও মেঘের ন্যায়) পরস্পর পরস্পর দ্বারা আহত এই দেহ ও দেহীর মধ্যে কে সংসারী এবং কেবা শুভাশুভ কর্ম্মফলের ভোক্তা? এবং চপলকর্ম্মা সেই ঐন্দ্রজালিক, লবণভূপতিকে সেই ঘোর বিপদ্ প্রদান করিয়াই চলিয়া গেল কেন? ঐ ঐন্দ্রজালিক কে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই দেহ কাষ্ঠভিত্তির সমান (অচেতন), উহা সত্য বস্তু নহে, এই চিত্তই ঐ ব্যক্তিদেহের কল্পনা করিয়া থাকে। (অর্থাৎ অচেতন ও অসৎ বলিয়া দেহের কর্ত্তৃ-

তোত্পন্ন সম্ভবে না)। ৬—১০। (কিন্তু) চিত্ত চিৎশক্তিপ্রাপ্ত (অর্থাৎ চিন্ময়ের সহিত অভিন্ন) হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সংসারে অভিনিবিষ্ট হয়, ঐ চিত্ত বানরশিশুর ন্যায় অতিচঞ্চল (অস্থির) জানিবে। ঐ চিত্তই কর্ম্মফল ভোগ করে এবং বহুপ্রকার শরীর ধারণ করত অহঙ্কার, মন ও জীবনামে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। হে রাঘব! অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় সেই মনেরই এই অনন্ত সুখ ও দুঃখ হইয়া থাকে। শরীরের কিছুই হয় না। ঐ অপ্রবুদ্ধ মনই বিচিত্র বৃত্তিসমূহ প্রাপ্ত ও নানা আখ্যায় অভিহিত হইয়া বিচিত্র আকার ধারণ করে। যতদিন মন তত্ত্বজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত না হয়, ততদিনই তাহার নিদ্রাবস্থা, নিদ্রায় সংসার-স্বপ্ন মনেরই অনুভূত হয়, প্রবুদ্ধ মন সংসারস্বপ্ন অনুভব করে না। ১১—১৫। অজ্ঞান-নিদ্রাঘূর্ণিত জীব (মন) যতদিন না বোধ প্রাপ্ত হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত এই দুর্ভেদ্য সংসারাকাররূপ ভ্রান্তি অবলোকন করে। যেমন দিবাভাগে দিবাকরের আলোক নিপতিত হওয়ায় প্রবুদ্ধ অর্থাৎ বিকসিত কমলের অভ্যন্তরস্থ অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপ প্রবুদ্ধ মনের নিখিলতমঃ দূরীভূত হইয়া যায়। তত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাকে চিত্ত, অবিদ্যা, মন, জীব, ও বাসনা নামে এবং কর্ম্মাত্মনামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই দেহীই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। জড়দেহ দুঃখভোগ করিতে পারে না দেহীই অবিচারবশতঃ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, বিচারের অভাবও প্রগাঢ় অজ্ঞানবশতঃ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং অজ্ঞানই দুঃখের মূল, যেমন কোশের কোশকারকীট, (তন্তুকারকীট তুঁতপোকা) কোশে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ জীব একমাত্র অবিবেকদোষেই বদ্ধ হইয়া শুভ ও অশুভ ধর্ম্মসমূহের বিষয় হইয়া থাকে। ১৬—২০। অবিবেকরূপ রোগে আবদ্ধ বিবিধ-বৃত্তিবিশিষ্ট মন নানাবিধ আকারে বিহার করত চক্রবৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই শরীরে মনই উন্নত হয়, চীৎকারধ্বনি করে, হিংসা করে, ভোজন করে, গমন করে, আস্ফালন করে এবং নিন্দা করে। শরীরের কখনই সেইরূপ করিবার সামর্থ্য হয় না। হে রাম! গৃহমধ্যে গৃহপতি যেমন বিবিধ প্রকারে চেষ্টাসমন্বিত হয়, জড়গৃহ কখনই সেইরূপ হইতে পারে না, তদ্রূপ এই দেহরূপ গৃহের মধ্যে জীব নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু দেহের তাদৃশ চেষ্টার সামর্থ্য নাই। সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের মনই কর্ত্তা ও তৎফলভোক্তা, মনকেই মানব জানিবে। ঐ লবণ যেরূপে মনে ভ্রান্তি বশতঃ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই উত্তম বৃত্তান্ত তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। ২০—২৫। হে রাঘব! মনই শুভ অশুভ কর্ম্মফল ভোগ করে, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতেছ; ইহা যেরূপ বুঝিতেছ, সেইরূপ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। হে অনঘ! হরিশ্চন্দ্র-কুলসম্ভূত লবণ পূর্ব্বে একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে বহুকাল চিন্তা করিয়াছিলেন যে, মদীয় পিতামহ রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, আমি তাহার বংশে জন্মিয়াছি, আমিও সেইরূপ যজ্ঞ করিব। এই স্থির করিয়া মনে মনে দ্রব্যাদি আয়োজন করিলেন। রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার জন্য ঋত্বিগ্‌গণকে আহ্বান করিলেন, সাধু ও মুনিগণকে পূজা করিলেন এবং দেবগণের আমন্ত্রণপূর্ব্বক বহ্নি সংস্থাপন করিলেন। ২৬—৩০। এইরূপ মনে মনে উপবনের মধ্যে ইচ্ছানুসারে যজ্ঞ করিতে করিতে এবং, ঋষি ও বিপ্রদিগের পূজা করিতে করিতে তাঁহার একবৎসরকাল অতীত হইল। যজ্ঞান্তে দ্বিজ প্রভৃতি জনগণকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিলেন। সেইদিন অপরাহ্ণেই নরপতি সেই নিজ উপবনমধ্যেই প্রবোধ (বাহ্যদৃষ্টি) প্রাপ্ত হইলেন। লবণ রাজা এইরূপে সন্তুষ্টমনে রাজসূয়যজ্ঞের সমাপন করিলেন। সেই যজ্ঞের অনিষ্টফলও প্রাপ্ত হইলেন। অতএব হে রাঘব! চিত্তকেই সুখদুঃখভোগকারী মানব বলিয়া জানিবে এবং তাহাকে পবিত্রতার উপায় সত্যপদার্থে যোজিত কর। হে বুধগণ! এই মনোরূপিপুরুষ কালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য স্বাত্মাকারপ্রদ পরম আত্মগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ণ হয়। এবং নশ্বর (পরিচ্ছিন্ন) দেহাদিদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, অতএব যাহাদের "আমি দেহ" ইত্যাকার নিশ্চয় রহিয়াছে, তাহারা বৃথা। মন পরম বিবেকদ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রবুদ্ধ হইলে পবিত্রবুদ্ধি (অর্থাৎ ব্রহ্মাহম্ভাব প্রাপ্ত) ব্যক্তির সমুদয় দুঃখ বিগলিত হয়। দিবাকরকিরণে পদ্মসমূহ বিকসিত হইলে (তদন্তর্গত) সঙ্কোচ জাড্য ও তিমির একেবারে প্রধ্বস্ত হইয়া যায়। ৩১—৩৫।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—প্রভো! লবণ ভূপতি চণ্ডাল-ভাব-প্রাপ্তি কল্পনাকারী ঐন্দ্রজালিকের মায়াতে যে রাজসূয়-যজ্ঞের অনিষ্টফল প্রাপ্ত হইলেন, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,—যখন শাম্বরিক (ঐন্দ্রজালিক) লবণ নৃপতির সভায় উপস্থিত হয়, তখন আমি তথায় ছিলাম, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তারপর শাম্বরিক তথা হইতে চলিয়া গেলে লবণ ও সভ্যগণ যত্নপূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। "মহাশয়, এ কিরূপ ব্যাপার?" আমি ধ্যানবলে অবগত হইয়া শাম্বরিকের ব্যাপার তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, রাম! তোমাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। "যাহারা রাজসূয়যজ্ঞ করে তাহারা দ্বাদশবৎসরকাল নানাবিধ যন্ত্রণাসহ আপদ্দুঃখ প্রাপ্ত হয়। হে রাম! এই কারণে দেবরাজ ইন্দ্র লবণ ভূপতিকে দুঃখ দিবার জন্য স্বর্গ হইতে শাম্বরিকের আকারে দেবদূত পাঠাইয়াছিলেন। সেই শাম্বরিকরূপী দেবদূত রাজসূয়-ক্রিয়াকর্ত্তা লবণকে মহতী আপদ্ প্রদান করিয়া সুরগণ ও সিদ্ধগণের আশ্রয়স্থান স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিল। হে রাম! ইহা যে প্রত্যক্ষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মনই বিলক্ষণ ক্রিয়ার কর্ত্তা ও ভোক্তা। অতএব সেই চিত্তরত্নকে (হঠযোগ দ্বারা) ঘর্ষণ করিয়া (রাজযোগ দ্বারা) সংশোধন কর, পরে আতপে তুষারকণা যেমন বিলীন হয়, সেইরূপ বিবেকবলে মনকে বিলয় প্রাপ্ত কর। তাহা হইলে পরমমঙ্গল প্রাপ্ত হইবে। চিত্তকেই সকল ভূতস্বরূপ মহাড়ম্বরকারিণী অবিদ্যা বলিয়া জানিবে, এই চিত্তরূপিণী অবিদ্যাই বিবিধ-বিচিত্র-রচনাস্বভাবস্বরূপ যে ইন্দ্রজাল অর্থাৎ বাসনা তাহার দ্বারা এই প্রপঞ্চ উৎপাদিত করে। যেমন বৃক্ষ ও তরু একই, কেবল নামমাত্রে ভিন্ন, সেইরূপ অবিদ্যা, চিত্ত, জীব ও বুদ্ধি একই, অর্থগত ইহাদের কোন পার্থক্য নাই। এই সমুদয় অবগত হইয়া চিত্তকল্পনা পরিত্যাগ কর। চিত্তনৈর্ম্মল্যরূপ সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে সকল বিকল্পজনিত মোহরূপ তিমিরের ধ্বংস হইবে। হে রাঘব! যাহা দেখা যায় না, যাহাকে আত্মীয় করা যায় না, যাহা পরিত্যাগ

করা যায় না এবং যাহা মৃত হয় না তাদৃশ পদার্থ নাই। যখন সমুদয়ই আত্মীয় ও সকলই পরকীয়, তখন সমস্তই সর্ব্বপদবাচ্য হইতে পারে ইহাই নিস্কৃষ্টার্থ। যেমন অপক্ক (কাঁচা) বিভিন্ন নানা জাতীয় মৃত্তিকাভাণ্ড জলে রাখিলে গলিয়া একপিণ্ডাকার হয়, সেইরূপ (অবিদ্যাক্ষয়ে) দৃশ্য-পদার্থসমূহ এবং সেই পদার্থ-সমূহবিষয়ক বিভিন্ন বৃত্তিরূপ বোধ ও তদুপহিত জীবসমূহ এক-পিণ্ডময়ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মময় একরসত্ব প্রাপ্ত হয়। রাম কহিলেন, মহাত্মন! এইরূপে মনঃক্ষয় হইলে সমুদয় সুখ ও দুঃখের অবধিলাভ করা যায়, আপনি ইহা কহিলেন সত্য, কিন্তু চপলবৃত্তি-রূপ মনের ঐরূপ ক্ষয় কিরূপে হইতে পারে? । ৬—১০। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রঘুকুলচন্দ্র। মনের প্রশমনে যুক্তি শ্রবণ কর, যে সকল যুক্তি অবগত হইতে পারিলে স্ব স্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপারের দূরবর্ত্তী (অর্থাৎ অবিষয়) পরব্রহ্মে মনোবৃত্তিসমূহ যোজিত করিতে পারিবে। এই সংসারে ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বভূতের যে ত্রিবিধ উৎপত্তি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম মনঃসঙ্কল্প "আমি চতুর্মুখ দেহবান" এই প্রকার যে ব্রহ্মরূপিণী কল্পনা, তাহাই পুনঃসঙ্কল্পময়ী হইয়া যাহা অবলোকন করে, তাহাকেই এই জগৎ প্রপঞ্চ কহে। সেই জগৎপ্রপঞ্চে চতুর্মুখব্রহ্মাই কল্পনাত্মক। অবিদ্যা আবার জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি বিচিত্র সংসার কল্পনা করত দেবাসুর প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যাবিস্তার-পূর্ব্বক চতুঃসহস্রকল্প অবস্থান করে, পরে আপনিই আতপে হিম-কণার ন্যায় অনন্তশায়ী নারায়ণে লয়-প্রাপ্ত হয়। আবার যখন সৃষ্টিকাল উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রাক্তনীকল্পনা ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া অন্য প্রকারে (কল্পান্তরীয় ভিন্ন সৃষ্টিরূপে) উৎপন্ন হয় আবার বিলীন হয়, উক্তকল্পনারূপিণী অবিদ্যা এইরূপে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া সংসাররূপে পরিণতি লাভ করতঃ আবার স্বয়ংই নিবৃত্ত হয়। ১১—১৫। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেই আরও কত কোটিব্রহ্মা অতীত হইয়া গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে, অপরাপর ব্রহ্মাণ্ডেও এইরূপ কত অনন্ত অসংখ্যব্রহ্মা অতীত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। উক্ত প্রকারে সমষ্টিকল্পনা অর্থাৎ সমষ্টিভূত অবিদ্যা পরমাত্মায় বিদ্যমান, সেই পরমাত্মরূপী ঈশ্বর হইতে সমাগত ব্যষ্টিরূপে প্রত্যেক জীব যেরূপে জীবন ধারণ করে ও মুক্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর। 'ব্রহ্মা অর্থাৎ সমষ্টি জীবের সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট মনঃশক্তি আবির্ভূত হইয়া, সম্মুখোপনত শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশ-শক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক স্পন্দধর্ম্মী স্পর্শতন্মাত্র পবন-শক্তির অনুগামিনী হইয়া ঘনীভূত সঙ্কল্প মূর্ত্তিধারণ করে। তাহার পরে সম্মুখপ্রাপ্ত রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্রভাব প্রাপ্ত হয়। উক্তক্রমে অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণত্ব অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই প্রকার ব্যবহারের বীজ (জীবের উপাধিত্ব) প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পঞ্চতন্মাত্ররূপে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট উক্ত মনঃশক্তি পঞ্চীকৃত স্থূলভূতপ্রকৃতি হইয়া পঞ্চীকৃত গগন, পবন তেজোরূপে সঙ্কল্পিত হওয়ায়, ক্রমে নীহার বা বৃষ্টি-প্রভৃতি জলরূপে পরিণত হইয়া, শালিপ্রভৃতি শস্যের অন্তরে প্রবেশ করত অন্নরূপে পরিণত হয়। পরে সেই অন্ন পুরুষকর্ত্তৃক ভুক্ত হইলে, শুক্ররূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীযোনিতে নিষিক্ত হয় এবং গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সেই গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুরুষ হয়। ১৬—২০। জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই পুরুষের বিদ্যা গ্রহণ ও গুরুগণের অনুসরণ করা উচিত। তাহার পরে তোমার ন্যায়, সেই পুরুষই ক্রমে বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধন-সম্পন্ন হইতে পারে। পুরুষের চিত্তবৃত্তিতে সংসার হেয়, মোক্ষই উপাদেয়; এবম্বিধ বিচার একমাত্র স্বচ্ছ (নির্ম্মল) দৃষ্টিদ্বারাই সাধিত হয়। যে পুরুষ উক্ত প্রকার বিচারশালী বিমল সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি আর্য্যজাতীয় ও ধীর প্রকৃতি, তিনি প্রকৃত অধিকারী, তাদৃশ পুরুষেই পরমপুরুষার্থসাধিনী চিত্ত, প্রকাশকারিণী সপ্তবিধ যোগভূমিকা জ্ঞানবলে যথাক্রমে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। ২১—২৪।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৬॥

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! হে নিখিল তত্ত্ববিদ্বর! আপনি যে পুরুষার্থসাধিনী সপ্তপ্রকার যোগ-ভূমির কথা বলিলেন, উহা কি প্রকার তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, জ্ঞানভূমি যেমন সপ্তপদা, অজ্ঞানভূমিও সেইরূপ সপ্তপদা, ইহাদের আরও অসংখ্য পদান্তর আছে। পুরুষের স্বভাবপ্রযত্ন, বা প্রবৃত্তি এবং ভোগাভিলাষের দৃঢ়তা হইতেই এই অজ্ঞানভূমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুমত সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন শ্রবণ-মননাদি ব্যাপার হইতে জ্ঞানভূমির উৎপত্তি। অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মসত্তার উৎকর্ষের অধীন যে আত্মসত্তালাভ ইহা উভয়েরই কারণ,—উক্ত স্ব-স্ব কারণে জ্ঞানভূমি ও অজ্ঞানভূমি, যথাক্রমে মুক্তিজনিত নিরতিশয় আনন্দ-প্রাপ্তিরূপ এবং সংসারস্থিতি নিবন্ধন দুঃখপ্রাপ্তিরূপ ফল ফলিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সপ্তবিধ অজ্ঞানভূমির বিষয়ই অগ্রে শ্রবণ কর, তাহার পরে সপ্ত-প্রকার জ্ঞানভূমির বিষয় শ্রবণ করিবে। ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি, তাহার অভাবকে অহন্তাব (আমিত্বজ্ঞান) বা বন্ধ কহে, তজ্জ্ঞত্ব (ব্রহ্মজ্ঞান) ও তদজ্ঞত্বের (ব্রহ্মাজ্ঞানের) এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ কহিলাম। ১—৫। যাহারা রাগ ও দ্বেষের একেবারেই বশীভূত না হওয়ায় শুদ্ধ সন্মাত্র (ব্রহ্ম) জ্ঞানস্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না, তাহাদের অজ্ঞত্ব (কদাচ) সম্ভবে না। স্বরূপের (ব্রহ্মের) পরিভ্রংশ (অর্থাৎ অজ্ঞান) হেতু চেত্য অর্থে (জ্ঞেয়রূপ কল্পিত অসত্য পদার্থে) চিতির (চিদ্রূপ ব্রহ্মের) যে মজ্জন (মগ্ন হওয়া আচ্ছাদিত হওয়া অর্থাৎ অজ্ঞান) ইহা অপেক্ষা অন্য মোহ আর হয় নাই ও হইবেও না অর্থাৎ ইহাই বিষম মোহ। চিত্ত যখন এক এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, তখন অর্থাৎ পূর্ব্ব বিষয়ত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ান্তরে গমনকালে চিত্তের যে মননহীন অবস্থা তাহাকে স্বরূপস্থিতি কহে। যখন সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প প্রশান্ত হইয়াছে, জাড্য-নিদ্রা যখন নাই, তখন পরব্রহ্মের শিলাবৎ নিশ্চলভাবে যে অবস্থান, তাহা স্বরূপস্থিতি নামে অভিহিত হয়। অন্তরে আমিত্ব অংশ ও বাহিরে ভেদবুদ্ধি যখন একেবারে প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সমস্তই নিস্পন্দ হইয়াছে, তখন জাড্যদোষরহিত যে চিৎ স্বপ্রকাশমান থাকেন, তাঁহাকেই স্বরূপ বলা হয়। ৬—১০। স্বরূপে অবস্থিত সেই চৈতন্যে যে অজ্ঞান আরোপিত হয়, সেই অজ্ঞানভূমিসকল শ্রবণ কর; বীজজাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্নজাগ্রৎ ও সুষুপ্তি এই সপ্ত প্রকার মোহই পুনর্ব্বার পরস্পর শ্লিষ্ট হইয়া অনেকবিধ হয়।

ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ শ্রবণ কর। প্রথমে মায়াসম্বলিত চৈতন্যে চিদাভাসসম্বলিত আখ্যারহিত নির্ম্মল যে স্বরূপ, ভবিষ্যৎ চিত্ত, জীব প্রভৃতির ও অর্থের বীজরূপে অবস্থিত থাকে। তাহাকে বীজজাগ্রৎ বলা হয়। ইহাকেই জ্ঞপ্তির অভিনব অবস্থা কহে, এক্ষণে জাগ্রৎ কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। নবপ্রসূত উক্ত বীজ জাগ্রৎ অবস্থার পর "এই স্থূল-দেহ আমি, এই দেহভোগ্য বিষয়সমূহ আমারই" ইত্যাকার যে প্রত্যয় (বিশ্বাস), তাহাকে জাগ্রৎ কহে। ১১—১৫। "এই সেই আমি, এই সমুদয় আমার" এবংবিধ জাগ্রৎপ্রত্যয়ের অভ্যাস বশতঃ দৃঢ়, যে দৃঢ়ভাব, তাহাকে মহাজাগ্রৎ কহে। অনভ্যাসনিবন্ধন মৃদু অদৃঢ় অথবা অভ্যাসবশে দৃঢ় জাগ্রতের যে তন্ময়াত্মক মনোরাজ্য, তাহা জাগ্রৎ-স্বপ্ন বলিয়া কথিত হয়। আকাশে চন্দ্রদ্বয়, শুক্তিকায় রৌপ্য ও মরীচিকায় সলিল ইত্যাদি ভ্রান্তি ভেদে উক্ত জাগ্রৎস্বপ্ন অনেকবিধ। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসবশে স্বপ্ন জাগ্রদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া অনেকবিধ হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় বা নিদ্রার অবসানে 'এই মাত্র আমি ইহা দেখিলাম, ইহা সত্য নহে" এইরূপ স্বপ্নকালে অনুভূত বিষয়ে যে বিশ্বাস, তাহাকে স্বপ্ন কহে। মহাজাগ্রদবস্থায় স্থূলশরীরের হৃদয়মধ্যে অর্থাৎ কণ্ঠাদিহৃদয়ান্ত নাড়ীপ্রদেশে ঐ স্বপ্ন সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য স্থূলশরীর স্বপ্নের একেবারে অদৃষ্ট থাকায়, উহা তৎকালে প্রফুল্ল থাকে না। (দৃঢ় অভিনিবেশবশে বা চিরকালের জন্য স্থায়িত্ব কল্পনায় পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া) স্বপ্ন যখন জাগ্রদ্ভাবে পরিণত হইয়া মহাজাগ্রতের সাম্যপ্রাপ্ত হয়, দেহের কোন ক্ষতি হউক বা নাই হউক, তখন তাহাকে স্বপ্নজাগ্রৎ কহে। ১৬—২০। প্রথমোক্ত ষড়্‌বিধঅবস্থা পরিত্যাগ করিলে জীবের যে জড়রূপে অবস্থিতি, তাহাকে সুষুপ্তি কহে। ঐ সময়ে কেবল ভবিষ্যৎ দুঃখের বোধক বাসনাকার্য্যই বিদ্যমান থাকে। ঐ অবস্থায় এই তৃণ, লোষ্ট্র, শিলা প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ পরমাণুরূপে অবস্থান করে। হে রাঘব! তোমাকে এই অজ্ঞানের সাতপ্রকার অবস্থা কহিলাম, ইহাদের এক একটির আবার নানাপ্রকারিণী শত শত শাখা প্রশাখা আছে। পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎস্বপ্ন চিরপ্ররূঢ় (চিরাভ্যস্ত) হইলে জাগ্রদবস্থাতেই পরিণত হয় এবং নানাপদার্থাকারে বিকাস প্রাপ্ত হয়। ২১—২৫। এই জাগ্রদ্ভাবাপন্ন জাগ্রৎস্বপ্নদশাতেও মহাজাগ্রদ্দশা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। উক্ত দশাসমূহের মধ্যেও জীব একরূপ মোহ হইতে অন্য প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং নদী মধ্যগত আবর্ত্তের মধ্যে নৌকা পতিত হইলে যেমন ভ্রমিত হইতে থাকে, সেইরূপ উক্ত দশাসমূহের মধ্যে পতিত হইয়া মহামোহে বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন সংসার দীর্ঘকাল স্বপ্নজাগ্রদ্রূপে অবস্থিত থাকে, কোন কোন সংসার স্বপ্নজাগ্রদ্রূপে কতক আবার জাগ্রৎস্বপ্নরূপে স্ফুরিত হয়। আমি তোমাকে এই সপ্তপদা অজ্ঞান-ভূমির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, উহা নানাবিধ বিকার ও জগতের অন্তর্গত ভেদ বলিয়া অবশ্য হেয়। যদি সুচারুবিচারবলে বিমল বোধস্বরূপ আত্মদর্শন লাভ করিতে পার, তাহা হইলে এই অজ্ঞানভূমিকা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ২৬—২৯।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! এক্ষণে সপ্তপদা জ্ঞানভূমির বিষয় শ্রবণ কর। এই জ্ঞানভূমি অবগত হইতে পারিলে, পুনর্ব্বার আর মোহপঙ্কে নিমগ্ন হইবে না, যোগসাংখ্যবাদিগণ (অপর) বহুবিধ যোগভূমি বলিয়া থাকেন। আমার মতে এই জ্ঞানভূমিই নিশ্চিত শুভফলপ্রদ। এই সপ্তভূমির জ্ঞানকে বুধগণ অববোধ বলিয়া থাকেন, এই সপ্তভূমির জ্ঞানদ্বারা মুক্তিই জ্ঞেয়, ইহা কথিত হইয়াছে। সত্যাববোধ (সত্যস্বরূপের জ্ঞান) ও মোক্ষ ইহা এক পর্য্যায়মাত্র জীব মুক্ত হইয়াছে, আর সত্যস্বরূপের বোধপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা একই কথা, কারণ উভয়ত্রই তাহার আর অঙ্কুরোদয়ও হয় না। প্রথমা জ্ঞানভূমির নাম শুভেচ্ছা, (১) দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমির নাম বিচারণা (২), তৃতীয়ার নাম তনুমানসা (৩), চতুর্থীর নাম সত্ত্বাপত্তি (৪), পঞ্চমীর নাম অসংসক্তি (৫), ষষ্ঠীর নাম পদার্থভাবনী (৬), এবং সপ্তমী জ্ঞানভূমির নাম তুর্য্যগা (৭)। ১—৬। এই সপ্তপ্রকার জ্ঞানভূমির অবসানেই মুক্তিলাভ হয়, মুক্তিলাভ হইলে আর শোক করিতে হয় না। এই ভূমিকাসকলের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় 'আমি কেন মূঢ় হইয়াই রহিয়াছি? (এইরূপে থাকিব না) আমি গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্যে ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিব" এই প্রকার যে ইচ্ছা, বুধগণ তাহাকে শুভেচ্ছা (১) বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র ও সজ্জনের সম্পর্কে (সাহায্যে) বৈরাগ্যাভ্যাস-পূর্ব্বক যে সদাচার * প্রবৃত্তি তাহাকে বিচারণা (২) বলে। শুভেচ্ছা ও বিচারণা দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ (শব্দাদি) বিষয়ে যে অনাসক্তি তাহাকে তনুমানস (৩) কহে। ঐ অবস্থায় মন ক্ষীণ হয়, বলিয়া উহার নাম তনুমানসা হইয়াছে (তনু শব্দের অর্থ ক্ষীণ)। ৭—১০। ঐ ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাসবশতঃ বাহ্যবিষয় হইতে চিত্তের বিরতি হওয়ায় শুদ্ধ (ঐ অবস্থাত্রয়ের দ্বারা মায়া ও তৎকার্য্য হইতে পরিশোধিত অর্থাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠান সন্মাত্রস্বরূপ) আত্মার যে অবস্থিতি, তাহাকে সত্ত্বাপত্তি কহে। উক্ত দশাচতুষ্টয়ের অভ্যাসনিবন্ধন চিত্তের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ আকারের স্পর্শাভাব ও তজ্জন্য বাহ্য অভ্যন্তর বিষয়ের সংস্কারের লোপরূপ সমাধিফল লাভ হইলে পরমানন্দময় অপরোক্ষ নিত্য পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ চমৎকারিতা যখন অধিগত হওয়া যায়, তখনকার ঐরূপ অবস্থার নাম অসংসক্তি (৫) (আসক্তির অভাব) বলা হয়। যখন উক্ত ভূমিকাপঞ্চকের অভ্যাস হওয়ায় "আমিই সেই ব্রহ্ম" এবংবিধ ভাবনা দৃঢ় হইয়া যায়, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অন্য কোন পদার্থের ভাবনা থাকে না, তৎকালিক অবস্থাকে পদার্থভাবনা (৬) কহে। তখন ভেদ বুদ্ধি থাকে না, তবে মাত্র দেহধারণের উপযোগী বাহ্য ব্যাপার অপরের প্রযত্নে সম্পাদিত হয়, উহাতে নিজের কোন চেষ্টা থাকে না। ক্রমশঃ ঐ ছয় প্রকার ভূমিকা যখন দৃঢ় অভ্যস্ত হইয়া যায়, পরযত্নেও অর্থাৎ অন্যে ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া দিলেও ভেদজ্ঞান হয় না, একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিত হওয়ায়, সেই অবস্থাকে তখন তুর্য্যগা (৭)

* গুরুশুশ্রূষা, ভিক্ষাটন, শৌচপ্রভৃতি যতিধর্ম্মপালনপূর্ব্বক শ্রবণ মননই এখানে সদাচার।

কহে *। ১১—১৫। ইহজন্মেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ এই তুর্য্যগাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বিদেহ মুক্তি এই তুর্য্যগাবস্থার পরে হইয়া থাকে, (এই সপ্তভূমিকামধ্যে তাহা গণনীয় নহে)। হে রাম! যে মহাত্মারা এই সপ্তমী ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই আত্মারাম অর্থাৎ আত্মাতে ক্রীড়ারত হইয়া মহৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জীবন্মুক্তগণ কোন প্রকার সুখ বা দুঃখে আসক্ত হয় না। ঐ অবস্থায় তাঁহাদের কোন বাহ্য কর্ম্মে স্বতঃপ্রবৃত্তি থাকে না, ~~ষষ্ঠভূমিকায় যদিও~~ তাঁহারা কিছু ক্রিয়া করেন, কিন্তু সপ্তম ভূমিকায় আর কিছুই করেন না। তাই বলিয়া তাঁহারা যে স্বেচ্ছাচারী হন তাহা নহে, কারণ তাঁহারা পার্শ্বস্থকর্ত্তৃক বোধিত হইয়া সুপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় আশ্রমচারীদিগের সেই সেই কুলক্রমাগত ব্যবহার (সদাচার) অক্ষতভাবে পালন করেন। কিন্তু সুন্দরী রমণী যেমন নিজ সৌন্দর্য্য দেখাইয়া গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তির কোন প্রকার সুখোৎপাদন করিতে পারে না। তদ্রূপ কোন প্রকার ক্রিয়াই আত্মারাম জীবন্মুক্তগণের সুখ সম্পাদন করিতে পারে না। (অর্থাৎ স্ববুদ্ধিপূর্ব্বক কোন কার্য্য করেন না বলিয়া ঐরূপ ঘটে)। ১৬—২০। এই সপ্তভূমিকা ধীমানদিগেরই বুদ্ধিগোচর হয়, পশু স্থাবর ও ম্লেচ্ছজাতীয় দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণের গোচর হয় না। তবে যাঁহারা পশু † ও ম্লেচ্ছাদি হইয়াও এই জ্ঞান দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেহবানই হউন, বা বিদেহই হউন মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থিবিচ্ছেদকে (আত্মার মায়ারূপ) আবরণের উন্মোচনকে জ্ঞপ্তি কহে। জ্ঞপ্তি হইলে লোক বিমুক্ত হয়। ঐ মুক্তি ঠিক মরীচিকায় জলভ্রান্তির নিরাসের তুল্য। সপ্তবিধ ভূমিকায় উপনীত হইয়া সম্যক্ বিগত-মোহ হইলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারী কোন কোন মহাত্মারা একবারে মনোলয়নিবন্ধন নিরতিশয় পূর্ণানন্দরূপ বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন নাই। কেহ কেহ সমুদয় ভূমিকায় উপনীত হইয়াছেন, কেহ দুই তিন ভূমিকাতে উপনীত, কেহ সপ্তভূমিকার মধ্যে এক ভূমিকা প্রাপ্ত, কেহ ভূমিকাত্রয়গত, কেহ অন্ত্যভূমিকা প্রাপ্ত, কেহ ভূমিকা চতুষ্টয় প্রাপ্ত, কেহ ভূমিকাদ্বয়ে অবস্থিত, কেহ ভূমিকার অংশপ্রাপ্ত কেহবা সার্দ্ধত্রয়-ভূমিকাগত, কেহ বা সার্দ্ধচতুষ্টয়-ভূমিকাপ্রাপ্ত এবং কেহ সার্দ্ধষড়্-ভূমিকা প্রাপ্ত। এইরূপে বিবেকী নরগণ জ্ঞান-ভূমিকায় উপনীত হইয়া অন্তর্ব্বহিরিন্দ্রিয়জন্য ও শরীরজন্য তাপ দূর করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই সপ্তবিধ দশায় উপনীত হইয়া মনোজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই ধীরগণকেই সম্রাজা বলা যাইতে পারে, কারণ এই মনোজয়ের নিকট দিগ্‌গজ-তুল্য গজাশ্বাদি-সমন্বিত নিখিল শত্রুসৈন্যের জয় তৃণতুল্য। যাঁহারা উক্ত সপ্তবিধ ভূমিকায় উপনীত হইয়া মনোজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ইন্দ্রিয়-রিপুদমনকারী লোকবন্দনীয় ও মহান্। যে সপ্তম ভূমিকা প্রাপ্তি জন্য সুখের নিকট সাম্রাজ্যলাভ-নিবন্ধন সুখ ও বৈরাগ্য (প্রাজাপত্য) পদলাভনিবন্ধন সুখ অতিতুচ্ছ তৃণকল্প। উক্ত মহাত্মারা জগন্মণ্ডলে সেই সপ্তমভূমিকাগত সুখের অপেক্ষাও পরম সুখ (বিদেহ কৈবল্য নিবন্ধন) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬—৩০।

* তুর্য্যগা-শব্দের অর্থ এই যে, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় হইতে নির্ম্মুক্ত মঙ্গলময় অদ্বৈত ব্রহ্ম তুর্য্য শব্দে (চতুর্থ) অভিহিত হন, তদ্গামিনী অবস্থা তুর্য্যগা ভূমি।

† পশু—হনুমান্ প্রভৃতি, ম্লেচ্ছ—ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি, আদি-পদে অসুরপ্রহ্লাদ প্রভৃতি, ইহারাও মুক্ত।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

। ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ভাবে পরিণত হইলে আপনাকে অঙ্গুরীয় নামা পৃথক্ পদার্থ কল্পনা করিয়া, স্বীয় সুবর্ণত্ব বিস্মৃতিপূর্ব্বক বাহ্যমল সংক্রমণযুক্ত "আমি সুবর্ণ নহি, কাংস্যাদি-হইয়া গিয়াছি।" এইরূপ কল্পনায় যেমন রোদন * করে, তেমনি আত্মাও স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাতে অহংনামধারী পৃথক্ পদার্থ কল্পনায় রোদন করিয়া থাকেন। রাম কহিলেন, প্রভো! সুবর্ণের অঙ্গুরীয়কসন্দিৎ কেন উদিত হইল? আত্মারই বা অহন্তাবোদয় (আমি ইত্যাকার বুদ্ধি) কেন হইল? ইহার বিষয় যথাযথ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, সৎ অর্থাৎ সত্য পদার্থেরই উৎপত্তি বিনাশ জিজ্ঞাসা করা উচিত? অসত্যের উৎপত্তি বিনাশ (অপ্রসিদ্ধ বলিয়া) জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, অহন্তাব (আমিত্ব) ও অঙ্গুরীয়ত্ব কদাচ সৎ হয় না। (সে বিষয় আমার সিদ্ধান্ত কি?) কেহ সুবর্ণক্রয় করিতে আসিলে বিক্রেতা যদি তাহাকে সুবর্ণের অঙ্গুরীয়ক প্রদান করে, ক্রেতা তাহা সুবর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, "ইহা সুবর্ণ নহে, অঙ্গুরীয়ক নামা স্বতন্ত্র পদার্থ" এই ভাবিয়া তাহা অবজ্ঞা কখনই প্রত্যর্পণ করে না কেননা তাহাতেই তাহার সুবর্ণক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব সুবর্ণই সত্য তাহা অঙ্গুরীয়ক বেশে উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মও তদ্রূপ অহন্তাবে উৎপন্ন হন। রাম কহিলেন, প্রভো! অঙ্গুরীয়ক যদি সুবর্ণই হইল তবে স্পষ্ট যে আমরা অঙ্গুরীয়ক দেখিতেছি, ইহার সুবর্ণস্বরূপ ব্যতীত স্বতন্ত্র আকার কিরূপ? যদি তাহা না থাকে, তবে উহাকে অঙ্গুরীয়ক বলি কেন? এই বিষয়ের তথ্য নির্ণয় করিতে পারিলে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারিব। ১—৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাঘব! অসৎ পদার্থের কোন আকারই নাই, যদি আকার নিরূপণ করিতে যাও, তাহা হইলে বল দেখি, বন্ধ্যাপুত্রের আকার ও গুণ কিরূপ? ফলতঃ ঐ অঙ্গুরীয় বৃথা ভ্রান্তিমাত্র ইহা অসৎ-স্বরূপিণী মায়া (অবিদ্যা), বিচারপূর্ব্বক দেখিতে গেলে উহার যে অদর্শন হয়, ইহাই উহার রূপ বলিতে হইবে। মরীচিকা-সলিল, দ্বিচন্দ্র ও অহন্তাব প্রভৃতির আকৃতির সত্তা তাবৎকাল থাকে, যাবৎ বিচারদৃষ্টি দ্বারা অলভ্য না হয়। (বিচারদৃষ্টিতে উহার স্বরূপ যখন অলক্ষ্য হয়,) তখনই উহার আকৃতি অসত্য হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শুক্তিতে (ভ্রমবশতঃ) রজতাকার অবলোকন করে, সে ক্ষণকালের জন্যও কখনই তাহাতে অণুপ্রমাণ রজতের কণাও প্রাপ্ত হন না। বিচার দৃষ্টির অভাবেই শুক্তিতে রজত-বুদ্ধি ও মরীচিকায় জল-বুদ্ধি অসৎ হইলেও সৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়। ৬—১০। যাহা বস্তুতঃই

* সুবর্ণের রোদন অসম্ভব, এজন্য বুঝিতে হইবে কাংস্যময় অঙ্গুরীয় নামে অভিহিত হয় অথবা তৎস্বামীর রোদন তাহাতে উপচরিত।

নাই, সম্যক্‌রূপে দেখিলে তাহার নাস্তিত্বই (অস্তিত্বাভাব) প্রকাশ পায়; সম্যক্‌দৃষ্টি না থাকিলে মরীচিকায় জল-বুদ্ধির ন্যায় ঐ নাস্তিত্বেই আবার অস্তিত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, (যেমন শুক্তিকায় রজত) ঐ অসত্য বিষয়ই স্থিরীভূত (দৃঢ়) হইলে সত্যের কার্য্য করিয়া থাকে, দেখ মিথ্যা বেতাল দর্শন বালকের নিকট ভ্রমনিবন্ধন সত্যরূপে প্রতীয়মান বালকের ভয় রোদনাদি কারণ হইয়া পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটাইতে পারে। সুবর্ণে সুবর্ণত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। বালুকাপ্রদেশে যেমন তৈলাদি থাকে না, সেইরূপ উহাতে অঙ্গুরীয়কত্ব বা কটকত্বাদি বিদ্যমান নাই, এই সংসারে সত্য মিথ্যা কিছুই নাই। যাহা যদ্রূপে ভাবিত হয়, বাহকের নিকটে প্রতীয়মান মিথ্যা যক্ষের ন্যায় তাহা সেইরূপ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। সৎই হউক আর অসৎই হউক, হৃদয়ে যাহা দৃঢ়গ্রথিত হইয়াছে, বিষের অমৃতক্রিয়াকরণের ন্যায় সেই সেই কার্য্যের সাধক হইয়া থাকে। ১১—১৫। প্রতিষ্ঠাশূন্য অসৎ অহম্ভাবের (আমিত্বের) যে ভাবনা, ইহাই পরমা অবিদ্যা, ইহাই মায়া, ইহাকেই সংসার কহে। সুবর্ণে অঙ্গুরীয়কত্বাদি নাই। পরমাত্মাতেও সেইরূপ অহম্ভাব নাই। স্বচ্ছ, শান্ত, সিত, (প্রকাশময়) পরব্রহ্মে অহম্ভাব অসম্ভব। সনাতনত্ব ও বিরিঞ্চিত্ব কিছুই নহে, ব্রহ্মাণ্ডত্ব ও ব্রহ্মসুতত্ব (প্রজাপতিত্ব) প্রভৃতি কিছুই নহে। লোকান্তর, স্বর্গাদি, মেরু, অসুর, চিত্ত, দেহ মহাভূত, (ক্ষিত্যাদি) কারণ, কালত্রয় (ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান,) ভাববস্তু, অভাববস্তু ও তুমিও আমি এ সমুদয় ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নহে। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে ইহাদের পৃথক্ সত্তাই হয় না। ভেদ কল্পনা রঞ্জনদ্রব্য ও রঞ্জনা কদাপি বিদ্যমান নাই। ১৬—২১। শান্ত সর্ব্ব নিরালম্বনা শাশ্বত শিব ব্রহ্মই জগতের পারমার্থিক স্বরূপ। এবম্প্রকার নিরাময়, বিকারশূন্য, আভাসরহিত, নিরুপাধি কারণবিহীন জগদ্রূপের উৎপত্তি নাই, নাশ নাই, কোন বিকার নাই, উহা বাক্য ও মনের অগ্রহণীয় হয় না। শূন্য অপেক্ষাও শূন্য (অতিশূন্য) ও সুখাপেক্ষাও সুখস্বরূপ (পরমসুখস্বরূপ)। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি এক্ষণে বেশ বুঝিলাম, সমস্তই এক ব্রহ্ম, তবে কেন সৃষ্টি দৃষ্ট হইতেছে এ বিষয় আমাকে আবার বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—পরব্রহ্মে পরতত্ত্ব (ব্রহ্মস্বরূপ) স্বস্বভাবেই অবস্থিত অর্থাৎ তিনি পূর্ণস্বরূপ তাঁহাতে এই সৃষ্টি বা সৃষ্টিসংজ্ঞা পৃথক্ রূপে কখনই থাকে না। (ইহা কেবল পূর্ণস্বরূপের নামান্তরমাত্র)। মহাসমুদ্র সলিলে সলিল যেমন অবস্থিত পরমব্রহ্মে তেমনি সৃষ্টিসংজ্ঞা বিদ্যমান জানিবে। তবে সলিল দ্রবপদার্থ বলিয়া তাহার স্পন্দধর্ম্ম আছে, কিন্তু পরমপদের তাহা নাই, তিনি নিস্পন্দ। ২২—২৬। সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থের জ্যোতিঃ যেমন দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, পরম পদের কিন্তু দীপ্তিপ্রাপ্তি নাই, তিনি সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ। উক্ত জ্যোতিষ্কে দীপ্তিক্রিয়া আছে, পরম-পদের দীপ্তিক্রিয়া কাহারও অভিমত নহে, তিনি নিষ্ক্রিয়। যেমন সমুদ্রের ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে কিছুই নাই কেবল তাহার মধ্যভাগে জলভাগ থাকে, তেমনি পরমপদের আদ্যন্ত অংশ অব্যক্ত তাহা পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ সেই পরমপদের মধ্যভাগে (এক অংশে), বিবিধপ্রকার জগৎ স্ফুরিত হইতেছে, তাহাও বাস্তবিক চৈতন্যস্বরূপ। তুমি অপরিপক্কবুদ্ধি বলিয়া তোমার নিকট আত্ম চৈতন্য যেন চেত্য বলিয়া বোধ হইতেছেন; এজন্য তুমি উহাকে সৃষ্টিরূপে দেখিতেছ, জ্ঞানের পরিপক্কতা জন্মিলে উহাকে আবার ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবে। এই সৃষ্টি যখন পরম-পদের ব্রহ্মেরই নামান্তর ইহা স্থির হইল, তখন নানারূপে প্রতীয়মান এই সৃষ্টি আকাশের আকাশান্তরবৎ মিথ্যাই জানিবে। চিত্ত হইতে এই সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব, চিত্তধ্বংস হইলেই এই সৃষ্টির ক্ষয় হইয়া থাকে, এই সৃষ্টি পরমশান্তিময় সেই পরমপদে বিদ্যমান থাকিলেও চিত্তোপশমে সুবর্ণে কটকবুদ্ধির ন্যায় অসত্য হইয়া যায়। চিত্তের উদয়ে অসৎ বস্তুও স্বতঃই সৎ হইয়া থাকে। অহঙ্কারগ্রস্ত (আমি এইরূপ অভিমানযুক্ত) চিত্তই এই সৃষ্টিভ্রান্তি। সেই পরমব্রহ্ম, সম্বেদনের (চিত্তের) অতীত ও পরম শান্তিময় জানিবে, তিনি কদাচ জড় নহেন। উত্তম কারুদ্বারা নির্ম্মিত মৃন্ময় সৈন্য যেমন মৃত্তিকাপুঞ্জ হইলেও যুদ্ধাদি সৈন্যকর্ম্মপরায়ণ বাস্তবিক সৈন্য বলিয়া বোধ হয়, তেমনি এই সৃষ্টি (তত্ত্বদর্শীর নিকটে) একমাত্র মঙ্গলময় ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও (অজ্ঞের নিকটে) পৃথক্‌ভূত ও নানাবিধ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ফলতঃ উৎপত্তিনাশবিহীন নির্ব্বিকার একমাত্র পূর্ণব্রহ্মই পূর্ণস্বরূপে সর্ব্বব্যাপিরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই যে সৃষ্টি দর্শন করিতেছ তুমি জানিবে যে, ইহা ব্রহ্মে ব্রহ্ম অবস্থিতি করিতেছেন। আকাশে আকাশ রহিয়াছে, শান্তিময়ে শান্তিময় বিরাজ করিতেছেন, মঙ্গলময়ে মঙ্গলময় বিরাজ করিতেছেন, (আকাশাদিতে আকাশাদির অবস্থানবৎ এই সৃষ্টি পরব্রহ্মেই অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অবিভিন্ন। নবযোজনব্যাপী নগর দর্পণ-প্রতিবিম্বিত হইলে তাহার দূরত্ব যেমন অদূরত্ব হইয়া যায় অর্থাৎ ক্ষুদ্রদর্পণে তদপেক্ষ। অধিক স্থানব্যাপী বস্তু প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন দর্পণাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া যায়, পরব্রহ্মেই এই রীতি জানিবে, অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম ও বুদ্ধিবিম্বিত হইলে পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন। উক্ত প্রকারে এই বিশ্বকে সৎ ও অসৎ বলা যাইতে পারে, বুদ্ধিবিম্বিত চৈতন্য বলিয়া বিশ্ব সৎ, বিশ্বনামক পৃথক্ পদার্থ নাই বলিয়া আবার বিশ্বরূপে উহা অসৎ। আদর্শপ্রতিবিম্বিতনগরের ন্যায় মরীচিকা সলিলের সমুজ্জ্বল দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় ভ্রমময় এই দৃষ্টিতে আবার সত্যতা কি? মায়াচূর্ণপ্রক্ষেপে (ঐন্দ্রজালিকের মোহক চূর্ণপ্রক্ষেপে) আকাশে যেমন নগর ভ্রম হয়, তেমনি চিন্ময় পরমেশ্বরে অজ্ঞান ভ্রান্তি বা অবিদ্যাবলে বিজৃম্ভিত এই অসারসংসার নগরবৎ প্রতিভাত হইতেছে। জীর্ণ লতাসদৃশ এই অবিদ্যা বিচারানলে যাবৎ না দগ্ধ হয়, তাবৎ উহা, শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক অতিগহন হইয়া সুখ দুঃখাররূপিণী অরণ্যানীরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ৩৬—৪৫।

একোনবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! হেমাঙ্গুরীয়কাদির ন্যায় মিথ্যা এই যে অবিদ্যার কথা বলিলাম, এই অবিদ্যার কিরূপ মাহাত্ম্য তাহা শ্রবণ কর। ফলতঃ বিবেকদৃষ্টিতে ঐ অবিদ্যার মাহাত্ম্য কিছুই থাকে না। যৎকালে ঐ লবণ ভূপতি ঐরূপ ভ্রম সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার পরদিন তিনি আবার সেই মহাটবীতে যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। "যে মহাটবীতে আমি মহাদুঃখ পাইয়াছি সেই মহাটবী এক্ষণে আমার চিত্ত-দর্পণে উপস্থিত হওয়ায় স্মৃতিগোচর হইতেছে।

বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিলে বোধ হয়, সেই অরণ্যানী কখনও পাওয়া যাইতে পারে।" মনে মনে এই স্থির করিয়া মহীপতি সচিবগণ সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয় ব্যপদেশে পুনর্ব্বার সেই দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া নরপতি কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে নিখিল গগনতলে আদিত্যদেবের ন্যায় পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম সাগরের সমগ্র তীরভূমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১—৫। অনন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রদেশে সম্মুখবর্ত্তিনী চিন্তার ন্যায়, পরলোক-ভূমির ন্যায় পূর্ব্বদৃষ্ট সেই ভীষণ অরণ্যানী অবলোকন করিলেন। তথায় বিচরণ করত ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদয় প্রত্যক্ষগোচর করত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে লাগিলেন এবং বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পুক্কসনন্দন সেই ব্যাধগণকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। নরপতি এইরূপে বিস্মিত-চিত্ত হইয়া কৌতুক-বশতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে মহাটবী মধ্যে যথা-সময়—যে প্রদেশে তিনি চণ্ডাল হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, বিচরণ করিতে করিতে তথায় তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গ্রাম অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, তথায় সেই জনগণ, সেই স্ত্রীগণ, সেই বৈশ্বানর, সেই বিভিন্নাকৃতি লোকাশ্রয়, সেই ভূমিতট, আর স্থবিপিনে স্বস্থানচ্যুত সেই সেই বৃক্ষগণও যথাবস্থিত রহিয়াছে। নিজ অনুচরগণ এবং বন্ধুজনহীন স্বীয় ব্যাধ-সন্তানগণ যথাস্থানে অবস্থান করিতেছে। ৬—১০। আরও দেখিলেন, সেই অনাবৃষ্টিরূপ উগ্র অশনি দ্বারা দগ্ধ-প্রদেশে কৃশাঙ্গী ক্ষীণকুচা একটী অতিবৃদ্ধা নেত্রজল প্রবাহ উন্মোচন করত আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বাষ্পাকুল-নয়ন, আতঙ্কযুক্তা অপরাপর বৃদ্ধা সহচরীগণের নিকট সেই দুর্ভিক্ষ-দাহ-জনিত ভীষণ অরণ্যমধ্যে বিশীর্ণ বন্ধুগণের নিদারুণ দুঃখ বর্ণন করত এই বলিয়া রোদন করিতেছে। "হায় পুত্রি! তুমি তিন দিবস অনাহারে জীর্ণ-শীর্ণ-দেহে পুত্রগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া রক্ষা-করিয়া, তাদৃশ স্বামী সত্ত্বেও কোথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে।" মেঘবৎ উন্নত পর্ব্বতোপরি তোমার স্বামী গুঞ্জাফলমাল্যে সুশোভিত হইয়া জম্বুবৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক লোহিত বর্ণ (সুপক্ব) ফলগুলি দন্তে লইয়া অবতরণকালে হনুমানের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া তালীপত্র অবলম্বন করিত, হায় হায়। সেই সুন্দর দৃশ্য আজ আমার স্মরণ হইতেছে। ১১—১৫। হায়! আমার পুত্র (পুত্রস্থানীয় জামাতা) কদম্ব, জম্বীর, লবঙ্গ ও গুঞ্জালতার মধ্যে লুক্কায়িত তরক্ষুদিগের (ক্ষুদ্রকায় ব্যাঘ্র বিশেষের) বধ করিবার জন্য যে ভয়ঙ্কর লম্ফপ্রদান করিতেন, ইহা আমি আবার কবে দেখিতে পাইব? হা পুত্র! তুমি যখন তোমার প্রেয়সীর মুখ হইতে মাংসখণ্ড লইয়া চর্ব্বণ করিতে, তখন তোমার তমাল-পত্রের ন্যায় সুনীলশ্মশ্রুল চিবুক-প্রদেশে যে সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইত, কন্দর্পদেবের সুন্দর বদনেও তাদৃশ সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয় না। প্রবল পবন দ্বারা পুষ্পগুচ্ছ-সহিতা তমালবল্লী যেরূপ অপহৃত (নিপতিত) হয়, হায়! তদ্রূপ যমরাজ যমুনার ন্যায় নীলকান্তি মদীয় কন্যাকে তাহার ভর্ত্তার সহিত অপহরণ করিলেন। হা গুঞ্জাফলহারধারিণি! হা পীনস্তনি! হা স্থূলাঙ্গী-পুত্রি! তোমার শরীর-কান্তি বায়ুচালিত কজ্জলের ন্যায় উজ্জ্বল, হায়-হায়! তুমি পর্ণবসন পরিধান করিয়া কাল অতিবাহিত করিয়াছ, তোমার দন্তগুলি বদরীবীজ ও জম্বুবীজের ন্যায় সুন্দর ছিল, (হায়, আজ তুমি কোথায় গেলে?) হা ইন্দুতুল্য মনোহর রাজতনয়, তুমি স্বীয় অন্তঃপুরবিলাসিনীগণ পরিত্যাগ করিয়া আমার কন্যায় অনুরক্ত হইয়াছিলে, তোমার সে পত্নীও আজ পৃথিবীতে নাই। ১৬—২০। এই সংসাররূপ নদীর কার্য্যাবলীরূপ তরঙ্গমালার গতি দেখিলে বড়ই হাসি পায়! ইহা কি কুকর্ম্মই না সম্পাদিত করিল! দেখ দেখি, রাজাধিরাজকে চণ্ডাল-কন্যার সহিত সঙ্গত করিল। বহু-মনোরথসমন্বিত আশা যেমন ধনের সহিত নষ্ট হয়, হায়! সেইরূপ ভীত-কুরঙ্গীবৎ চকিতা সেই মদীয় কন্যা এবং বলদর্পিত শার্দ্দুলের ন্যায় বলশালী মদীয় জামাতা উভয়েই যুগপৎ অস্তমিত হইয়াছে। হায়! যমরাজ মদীয় কন্যাকে অপহরণ করিলেন। হায়, আমি দূরদেশে আসিয়া পড়িলাম, আমি দরিদ্রা, আমি নিন্দনীয়-জাতি-সমুৎপন্না, আমি মহা বিপদেই পড়িয়াছি, আর অধিক কি বলিব, আমি সাক্ষাৎ ভীতিস্বরূপা হইয়াছি, সাক্ষাৎ মহাবিপত্তিস্বরূপা হইয়াছি। হায়, বিধাতা আমাকে! নীচাবমানজনিত ক্রোধ, ক্ষুধাতুর পোষ্যবর্গের প্রতিপালনবিষয়ে অসামর্থ্য ও অসহ্য-শোক সহন ইত্যাদি অনন্ত দুঃখের আকর অনাথা নারীরূপে সৃজন করিয়াছেন। মহতী মনোব্যথায় আকুল বিগতবান্ধব দৈবোপহত মাদৃশ মূঢ় ব্যক্তির ঈদৃশী ঘোর বিপত্তিতে জীবিত থাকা ও মরণ একই কথা। মাদৃশী হতভাগিনীর অপেক্ষা জীবিতহীন পাষাণাদি জড়পদার্থও প্রার্থনীয়। ২১—২৫। যেমন বর্ষাকালে পর্ব্বতের তৃণসকল সহস্র শাখা বিস্তার করত অনন্তাকারে বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ স্বজনহীন কুদেশস্থিত ব্যক্তির দুঃখও অনন্ত হইয়া প্রকাশ পায়। "এইরূপে বিলাপকারিণী ঐ অতিবৃদ্ধা নারীকে নরপতি তদীয় সহচরীগণ দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? তুমি কে? তোমার কন্যা কে? পুত্রই বা কে?" মহারাজের এই কথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধা বাষ্পাকুলনয়নে কহিল, পুক্কসঘোষ নামক এই গ্রামে এক পুক্কস (ব্যাধ) আমার স্বামী ছিলেন। তাঁহার ঔরসে আমার এক চন্দ্রকলাসদৃশী কন্যা জন্মিয়াছিল। বস্ত্র-পত্রফলাদি-ভোজনকারিণী করভী (গর্দ্দভী বা উষ্ট্রী) যেমন সৌভাগ্যবশতঃ কদাচিৎ অনাবৃত্তমুখ মধুকুম্ভ পাইয়া থাকে, তেমনি মদীয়া সেই কন্যা দৈবাৎ এই স্থলে সমাগত ইন্দুসুন্দর এক রাজাকে সৌভাগ্যবশতঃ পতিরূপে প্রাপ্ত হয়। এই জীর্ণকাননে মদীয় কন্যা নরপতির সহিত বহুকাল সুখ ভোগ করত বহু পুত্র-কন্যা প্রসব করিয়া, বৃক্ষের আশ্রয় পাইলে অলাবুবল্লী (লাউ-গাছ) যেমন বর্দ্ধিত হয়, তেমনি উপযুক্ত স্বামীর আশ্রয় পাইয়া বর্দ্ধিত অর্থাৎ সম্যক্ ভরণপোষণে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। ২৬—৩০।

বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

চণ্ডালী কহিল, হে নরনাথ! অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে এই গ্রামে লোক-বিমর্দ্দনকারী ভীষণ অনাবৃষ্টিক্লেশ উপস্থিত হইল। ঐ মহাবিপদের সময়ে নিখিল গ্রামবাসী এই গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া বহুদূর গমন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। হে প্রভো, হে সাধো, সেই কারণে আমরা বান্ধবশূন্য হইয়া নিদারুণ শোকে অশ্রুধারা বিমোচন করত অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতেছি। রাজা চণ্ডালরমণীর মুখে উক্ত

প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মন্ত্রিগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত চিত্রাপিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন পুনর্বার সেই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার মনে মনে বিচার করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ১—৫। সম্যক্‌রূপে লোকতত্ত্বদর্শী নরপতি দয়াপরবশ হইয়া সমুচিত ধন বিতরণ ও সম্মান দ্বারা সেই চণ্ডালগণের দুঃখ দূর করিয়া দিলেন এবং কিয়ৎ-ক্ষণ তথায় অবস্থান করিয়া বিচিত্র দৈবের গতি চিন্তা করিতে করিতে রাজধানীতে আসিলেন এবং পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুরোমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রাতঃকালে নরপতি সভাস্থানে আসিয়া বিস্মিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মুনে! এই স্বপ্ন কেন এইরূপ প্রত্যক্ষ হইল"। তৎপরে আমি সেই নরপতির নিকট নিখিল নিগূঢ়তত্ত্ব যথাযথ বিবৃত করিলে সমীরণচালিত হইলে যেমন জলদাবলী আকাশ হইতে নিঃসারিত হয়, তেমনি নরপতির হৃদয় হইতে নিখিল সংশয় অপগত হইল। হে রাঘব! এইরূপে মহতী অবিদ্যা লোকের ভ্রমোৎপাদন করত অসৎকে সৎ এবং সৎকেও সহসা অসৎ করে। ৬—১০। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! স্বপ্ন কি জন্য এইরূপে সত্য হইল. মহাভ্রমের ন্যায় এই সংশয় আমার হৃদয়ে দৃঢ়লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, বিগলিত হইতেছে না। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! অবিদ্যায় এ সমস্তই সম্ভব হয়। এক অবিদ্যাবলেই স্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি স্থলে ঘটে পটত্ব ধর্ম্ম দেখা গিয়াছে। দর্পণবিম্বিত পর্ব্বতের ন্যায় দূরও নিকটবৎ প্রতিভাত হয়, সুখনিদ্রায় অতিবাহিত রজনীর ন্যায় চিরসময়ও শীঘ্রভাব ধারণ করে। স্বপ্নে নিজ মৃত্যু-দর্শনের ন্যায় অসম্ভব বিষয়ও সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। স্বপ্নে গগন গমনবৎ অসৎও সৎরূপে প্রতিভাত হয়। ভ্রম হইলে (ঘুর লাগিলে) যেমন অচলা ভূমিও ঘূর্ণিত হইতেছে বোধ হয়। তেমনি অবিদ্যাবলে স্থিরপদার্থও বিচলিত হয়, মদক্ষুব্ধ ব্যক্তির চিত্তে যেমন নিখিল দৃশ্য বিচলিত বলিয়া বোধ হয়, তেমনি অচল পদার্থও চলিত হয়। ১১—১৫। বাসনাকুলিত (বাসনা অবিদ্যা) চিত্ত যেরূপে যাহার ভাবনা করে; ঝটিতি তাহা তদ্রূপেই অনুভব করিয়া থাকে, এমন কি তাহা অসৎ হইলেও সৎ হইয়া দাঁড়ায়। যখনই, 'তুমি, আমি' ইত্যাদি আকারে ক্ষুদ্র অবিদ্যা প্রকটিত হয়, তখনই অনাদি অনন্ত অসংখ্য ভ্রম সমুদিত হইয়া থাকে। প্রতিভাসবশে (মায়ার প্রতিবিম্বিত হওয়ায়) সর্ব্বময় ব্রহ্মেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ক্ষণ, কল্প ও কল্প, ক্ষণ হইয়া থাকে। অবিদ্যা-বিপর্য্যস্তমতি জীব-আত্মাকে (আপনাকে) মেষরূপে সন্দর্শন করে, আবার সেই মেষ বাসনাবশতঃ আপনিই সিংহরূপ ধারণ করে। অবিদ্যা বিষম ভ্রম প্রদান করিয়া থাকে, মোহ অহম্ভাব প্রভৃতি সন্দ্বারাই অবিদ্যাসম্ভূত চিত্তবিপর্য্যাস নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। ১৬—২০। স্বকীয় চিত্তস্থ বাসনাবলেই মহারম্ভ লৌকিক ব্যবহার সকল কাকতালীয় ন্যায়ে পরস্পর সঙ্গত হইয়া থাকে। * ঐ চণ্ডালপল্লীতে পূর্ব্বে হয় ত লবণনামা কোন রাজার ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক; এই লবণ রাজার মনে তাহা প্রতিভাত হইল। (যদি বল ইহা ত এক প্রকার স্মৃতি, অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হইয়া থাকে, লবণ রাজার ঐ চণ্ডালীবিবাহাদি ত অনুভূত নহে, তবে কিরূপে উহার স্মৃতি হইল তাহার উত্তর এই) পূর্ব্বকৃত মনঃকার্য্য সুদৃঢ় হইলেও তাহার বিস্মরণ ঘটিয়া থাকে, আবার যাহা কখন করা হয় নাই, তাহা 'করিয়াছি' বলিয়া স্মরণ হয়, ইহা নিশ্চয়, (লবণ ভূপতির তাহাই ঘটিয়াছে)। সচরাচর দেখা যায়, লোকে ভোজন করিয়াও স্বপ্নাবস্থায়, দেশান্তরে গমন করিয়া মনে মনে বোধ করে "আমার খাওয়া হয় নাই"। স্বপ্নকালে যেমন অনেক সময় পুরাবৃত্ত ঘটনা হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তেমনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে চণ্ডালপল্লীর ঘটনা লবণ ভূপতির হৃদয়ে প্রতিভাসিত (প্রতিবিম্বিত) হইল। ২১—২৫। কিংবা লবণ ভূপতি যাহা তৎকালে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাই বিন্ধ্যবাসী চণ্ডালগণের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইল। কিংবা লবণ রাজার প্রতিভা বিন্ধ্যবাসী চণ্ডালগণের চিত্তে আরূঢ় হইল, কিংবা বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী চণ্ডালগণের প্রভা রাজার চিত্তে আরূঢ় হইল। যেমন বহুলোকের মনোগত কথা কখনও এক হইয়া যায় * সেইরূপ স্বপ্নে কাল, দেশ ও ক্রিয়াও একরূপ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ এককালে একদেশে অনেকে একরূপ স্বপ্ন দেখিতে পারে, উক্ত স্বপ্নানুভূত বিষয়ও প্রতিভাস অর্থাৎ অধিষ্ঠান চৈতন্যের সত্তাবশতঃ সত্য হইয়া যায়। বস্তুতঃ সম্বেদন অর্থাৎ অধিষ্ঠান চিৎসত্ত্ব ব্যতীত, কোন পদার্থেরই পৃথক্ সত্তা নাই) সর্ব্বাধার চিন্ময়ের সত্তাতেই সমুদয় বাহ্য অন্তর বিষয় সত্য-রূপে ভাসমান। চৈতন্যসত্তাই (সত্যস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপ প্রপঞ্চরূপে পরিগণিত হইয়া) চৈতন্যসত্তা হইতে পৃথক্ পদার্থরূপে প্রতিভাত হয়। যেমন জলে তরঙ্গ এবং বীজে বৃক্ষ, জল ও তরঙ্গ, বীজ ও বৃক্ষ এক হইলেও তরঙ্গ জল হইতে এবং বৃক্ষ বীজ হইতে পৃথগাকার ধারণ করায় পৃথক্‌রূপে প্রতি-ভাত হয়, ফলতঃ উহা একই পদার্থ)। ২৫—৩০। সৎরূপে জ্ঞান করিলে সৎ বলিয়া বোধ হইবে, অসৎরূপে জ্ঞান করিলে অসৎ বলিয়া বোধ হইবে। ঐ সত্তা বা অসত্তার নিষ্পাদক উক্ত বোধও ভ্রান্তিমাত্র। বালুকাময় স্থানে তৈলাদি দ্রবপদার্থ পড়িলে যেমন তাহার সত্তাই থাকে না, তেমনি (উক্ত ব্রহ্মচৈতন্যে) অবিদ্যা-নামক কোন পদার্থের সত্তাই নাই। সুবর্ণকটকে সুবর্ণত্ব ব্যতীত আর কি পদার্থ আছে যে, উহা সুবর্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু হইবে। যদি বল চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উহা এক পৃথক্ বস্তু হয় না কেন, তাহাতে বলি,—অবিদ্যার সহিত আত্মতত্ত্বের সম্বন্ধই হইতে পারে না। সম্বন্ধ সমান সমান বস্তুরই হইয়া থাকে এবং তাহা স্বীয় অনুভবেও স্পষ্ট দেখা যায় (অবিদ্যা ও আত্মতত্ত্ব ত পরস্পর সমান বস্তু নহে। পার্থিবত্ব ও দ্রবত্বরূপ সমান ও অসমান অংশের যোগে জতুকাষ্ঠাদির যে সম্বন্ধ ইহা উক্ত অসদৃশ অবিদ্যা ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইতে পারে না। কেননা, জতুকাষ্ঠাদিও উক্ত একমাত্র অবিদ্যারই বিলাস, তাহা হইতে পৃথক্ নহে, দৃষ্টান্ত পৃথক্ পদার্থের সহিত হইয়া থাকে।

* যদি চ চিত্তকল্পনাই সমস্ত, তথাপি ইহা সত্য, ইহা মিথ্যা, এইরূপ ব্যবহারের হেতু সম্বাদী ভ্রম, ও বিসম্বাদী ভ্রম। সম্বাদী (যাহাতে ফললাভ হয়), বিসম্বাদী (যাহাতে ফললাভ হয় না।)

* ভিন্ন ভিন্ন কবির লেখাও একরূপ হইয়া থাকে, তাহার কারণ একজন অপরের লেখা দেখিয়া লিখিল এইরূপ নহে উহা স্বতঃই এইরূপ হয়। স্থলের তাৎপর্য্য এই উক্ত চণ্ডালপল্লীর জনগণ এবং লবণ রাজা যুগপৎ একরূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিল।

(সুবর্ণের সহিত যাহার দৃষ্টান্ত দিলাম-সেই) সমস্ত চৈতন্যের সহিত কটকবৎ চৈতন্যেরই বিকার বা অবস্থান্তর। (অবিদ্যার) অবিদ্যাবিলাস নিখিল-প্রপঞ্চের সম্বন্ধ থাকায় উহা স্বস্বত্ব ইহাও বলিতে পার না, কারণ অবিদ্যার সহিত আত্মতত্ত্বের (চৈতন্যের) সম্বন্ধই নাই, তখন তাহার সম্বন্ধতা ত দূরের কথা। সম্বন্ধ ত পরস্পর সদৃশ পদার্থেরই হয়, ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। যদি বল জতুকাষ্ঠের যেমন পার্থিবাংশ ও দ্রবাংশ রূপ অসমান অংশ যোগ হয়, উহাও সেইরূপ, অসমান হইলেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এস্থলে বক্তব্য এই যে, জতুকাষ্ঠযোগ উক্ত অসদৃশ যোগের দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। কেন না জতুকাষ্ঠও ত সেই এক অবিদ্যারই সম্পাদন মাত্র, জতু ও কাষ্ঠ যখন একমাত্র অবিদ্যা তখন তাহা পরস্পর সদৃশ হইবে না কেন? উক্ত অবিদ্যা-প্রপঞ্চকে যদি চৈতন্যেরই সমান বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে চিত্তের সহিত উহাদের সম্বন্ধ থাকায় উক্ত সম্বন্ধে চিতি দ্বারাই উৎপলাদি জড়পদার্থ সমুদয়ের প্রকাশ ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেরূপ সম্বন্ধ কল্পনাপেক্ষা এই জগতের নিখিল-পদার্থ যখন চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ, তখন পরস্পর চিতির স্বপ্রকাশত্ববলে স্বতঃই প্রকাশিত হইতেছে, ইহা বলাই ভাল। চিত্তের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার নিরর্থক। ৩১—৩৬। যখন পরস্পর বিসদৃশ পদার্থ-সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইতে পারে না এবং পরস্পর সম্বন্ধ না থাকিলে যখন তাহাদের পরস্পর অনুভব হইতে পারে না (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের পরস্পর সাম্য থাকিলে তবে জ্ঞান হইবে) তখন সদৃশ বস্তুই সদৃশ বস্তুর সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া আভাসচৈতন্য অখণ্ড চৈতন্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া) একতানিবন্ধনই স্বীয় স্বরূপের প্রকাশ করে, নতুবা প্রকাশ করিতে পারে না, ইহা বলাই ভাল। মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট চৈতন্যের জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটীরূপে যে অনুভব অর্থাৎ দৃশ্যরূপে স্ফুরণ হইয়া থাকে, উক্ত অনুভব যে চৈতন্য ও জড়ের অভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া হয় তাহা নহে যেহেতু চৈতন্য ও জড় পরস্পর সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, কখনই একরূপ হইতে পারে না। (জড় জড়ের সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ হওত অভিজড় হইতে পারে কিন্তু) কি এক চিত্রে (ত্রিপুটীরূপ দৃশ্যে) চৈতন্য ও জড় কখনই মিলিত হইতে পারে না। তবে জড়ত্ব স্বীকার না করিয়া চিন্ময়ত্ব স্বীকার করিলে একমাত্র চৈতন্যেরই উপলব্ধি হইতে পারে, তাহা হইলে কাষ্ঠ পাষাণ প্রভৃতি জড়-পদার্থের আর অনুভব হইতে পারে না, কেন না কাষ্ঠপাষাণাদি ত চিন্ময় নহে। ৩৭—৪০। কাষ্ঠপাষাণাদি পদার্থ গৃহাদিরূপ ভিন্ন-পদার্থে পদার্থান্তরে পরিণত হইলে তাহা যেমন পৃথগ্ বস্তুরূপে অনুভূত হয়, চৈতন্যের তাদৃশ অনুভব অর্থাৎ জড়কেও চৈতন্যস্বরূপ করিয়া স্বীকার করিলে (জড়দৃশ্যরূপে) উহার বোধ হইতে পারে না। আস্বাদ্য বস্তুর রসের সহিত জিহ্বার যোগে যে রসনা চিত্ত-বৃত্তিরূপ আস্বাদ অনুভূত হয়, তাহার কারণ জিহ্বাও আস্বাদ্য-রসের সাজাত্য, সজাতীয় পদার্থের একীভাবকে সম্বন্ধ বলিয়া জানিবে, অসজাতীয় জড় ও চেতনের উক্ত সম্বন্ধ হইতে পারে না, অতএব কাষ্ঠপাষাণাদি জড়পদার্থ নহে, একমাত্র চিতিই কাষ্ঠপাষাণাদিরূপিণী। উহা চিত্তের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া দ্রষ্টা দৃশ্য প্রভৃতি ভ্রান্তি উৎপাদন করে। ফলতঃ নিখিল কাষ্ঠ পাষাণাদি সমস্তই পরমার্থ চৈতন্য স্বরূপ, তবে আত্মাতে যে দৃশ্যরূপে সত্তার স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা কল্পিত রূপে, বাস্তবিক চিদ্রূপে নহে। হে তত্ত্ববিদ্বর রাম! তুমি সর্ব্বপ্রকার পদার্থময় এই নিখিল বিশ্বকে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়াই অবগত হও, যেহেতু অনন্ত ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বরূপে প্রতিভাত হয়, অতএব হে তত্ত্ববিদ্বর! এই বিশ্ব সন্মাত্র জানিবে। ৪১—৪৫। মিথ্যাত্ববোধ নিবন্ধনই এই বিশ্ব মিথ্যা হইলেও সত্যরূপে স্ফুরিত হয় বলিয়াই বিশ্ব শতলক্ষ ভ্রমপূর্ণ। ফলতঃ উহা সমস্তই একমাত্র অপূর্ব্ব চিদ্বিলাস মাত্র, উহাতে অপর কিছুই নাই। সঙ্কল্প-পরম্পরারূপ নাগর-শ্রেণী নরগণের নিকট যেরূপে স্বীয় বিলাস প্রদর্শন করিতেছে, দেশ কালের নিরোধ করিতে হইলে এই সৃষ্টিমধ্যে আমাদের সেইরূপে অবস্থান করা উচিত নহে (দেশ কালের নিরোধ ও সঙ্কল্পত্যাগ একান্ত বিধেয়)। দ্বৈতবুদ্ধি হওয়াতেই এই সৃষ্টি এবং অহন্তা-বাদির উদয় হইতেছে, কটকাদিতে সুবর্ণবুদ্ধি পরিহার করিলে, কটকাদি নামে পৃথক্ পদার্থের ভ্রান্তি হইয়া থাকে। সুবর্ণে যে কটকাদি জ্ঞান ইহা বাস্তবিকই ভ্রম। যেহেতু কটকাদি সেই সুবর্ণাদিস্থানেই স্থান পায় এবং সুবর্ণের সত্তাতেই সত্তালাভ করে। ভেদদৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে কটকাদি একমাত্র সুবর্ণরূপেই প্রতীয়মান হইবে, এইরূপ ভেদদৃষ্টিনিবন্ধন যাহা পৃথক্ অবিদ্যার বিলাস বলিয়া বোধ হইতেছে, উক্ত ভেদদৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে তাহাও উপলব্ধ হইবে না, তাহা একমাত্র নির্ম্মল ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইবে। ৪৬—৫০। জ্ঞান পদার্থ একই, কখন বিভিন্ন নহে, (জ্ঞান-শব্দে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম) সেই কারণে অসৎস্বরূপ বিশ্বকে এই সৃষ্টি সৎ করিতে সমর্থ হয় (অর্থাৎ এই বিশ্ব উক্তজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে ভিন্ন বোধ করিলে অবশ্য অসৎ হইবে) মৃত্তিকাজ্ঞান থাকিলে বিচিত্র মৃন্ময়ী সেনা যেমন মৃত্তিকা বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত সেনা বলিয়া বোধ হয় না, এইরূপ জলজ্ঞানে তরঙ্গাদি যেমন জলস্বরূপ, কাষ্ঠ জ্ঞানে যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকা কাষ্ঠ এবং মৃত্তিকাজ্ঞানে কলসাদি কেবল মৃত্তিকা বোধ হয়, তেমনি এই ভ্রমকল্পিত জগত্রয় একমাত্র চৈতন্য জ্ঞানে চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই জানিবে। দৃশ্য ও দর্শনের সহিত সম্বন্ধ দ্রষ্টা ও দর্শনের মধ্যবর্ত্তী। দ্রষ্টার যে আকৃতি দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনাদি বিহীন সেই পরমপদ অর্থাৎ যাহাকে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ও জ্ঞান বলিয়া ভাবিতেছ, তাহাই উক্তভাববিহীন পরমপদ। (জ্ঞাতৃ জ্ঞান জ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটীশূন্যতা-অবস্থা, সুষুপ্তিপ্রভৃতি অবস্থাতে ও হইয়া থাকে) চিত্ত দেশান্তর গত হইলে (সমাধি-সুপ্তি প্রভৃতি কালে) চিত্তের যে অজাড্য-সংবিৎ-মননময়ী আকৃতি, তাহাতে উক্ত দ্রষ্টৃত্বাদি (জ্ঞাতৃত্বাদি) থাকে না, তুমি সর্ব্বদা তদ্রূপ হইতে চেষ্টা কর। জাগ্রৎস্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থাবিহীন হইলে তোমার যে, সনাতন (নিত্য) অজড় অচেতন রূপ বিদ্যমান থাকে, তুমি সর্ব্বদা তাদৃশ হও। ৫১—৫৫। শিলার জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাহার ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে হৃদয় যেরূপ হয় অর্থাৎ একমাত্র চিদ্ঘন হয়, তুমি সমাধিমান্ বা ব্যবহারী যাদৃশাবস্থা-পন্ন থাক না কেন, সর্ব্বদা তন্ময় অর্থাৎ চিদ্ঘন হও। বাস্তবিক কাহারও কিছুই উদয় বা লয় হইতেছে না, তুমি যাদৃশ অবস্থায় থাকে না কেন, পরমার্থ দৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়া যথাসুখে অবস্থান কর। দেহবিষয়ে যথার্থই পুরুষের কোনরূপ বাঞ্ছা বা বিদ্বেষ নাই, তুমিও ঐরূপে স্বস্থ হইয়া থাক, দৈহিক ব্যাপারে আসক্ত হইও না। তুমি যেন ভবিষ্যদ্গ্রামের গ্রাম্য-জনের ন্যায় কার্য্যপরায়ণ হইয়াছ, ইহা বোধ কর অর্থাৎ "যাহা

করিতেছি তাহা কিছুই নহে” এইরূপ বর্ত্তমান ব্যবহারের প্রতি মিথ্যাত্বদর্শী হইয়া চিত্তবৃত্তিতে আসক্ত হইও না, সত্য আত্মস্বরূপে অবস্থান কর। দূরস্থিত নর যেমন থাকিলেও না থাকার স্থায়, কাষ্ঠ পাষাণ যেমন সন্নিহিত হইলেও অচেতন বলিয়া তাহার কোন আসক্তি বা অভিমান নাই, তুমি আপন চিত্তকে তদ্রূপ মনে কর, বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া আত্মস্বরূপে দেখিলে চিত্তের অচিত্তত্বই মনীষিগণের অনুভবসিদ্ধ। ৫৬—৬০। যেমন পাষাণে জল নাই, আকাশে অনল নাই, তেমনি আপন আত্মাতেই যখন চিত্ত নাই, তখন পরমাত্মাতে তাহা কিরূপে থাকিবে। দেখিতে গেলে যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহা দ্বারা যদি কখন কিছু কৃত হয়, তাহা বাস্তবিক কৃত হয় না (যাহার মূলে সত্যতা নাই তাহার কার্য্যে আবার সত্যতা কিরূপে সম্ভবে!) অতএব চিত্তাতীত হইবে (চিত্তপথের অতীত হইবে) যে ব্যক্তি ঐবাহ্যিক অনাত্মভূত চিত্তের অনুবর্ত্তী হয়, সে কেন গ্রামপ্রান্তবাসী ম্লেচ্ছের অনুবর্ত্তী হয় না। তুমি সদা চিত্ত-চণ্ডালকে অবজ্ঞা সহকারে দূরে পরিহার করিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রতিমাদির স্থায় নিস্পন্দ হইয়া নিরাশঙ্কভাবে অবস্থান কর। “আমার চিত্ত একেবারেই নাই, অথবা ছিল, আজ মরিয়াছে” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পাষাণময় প্রতিমার স্থায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর। ৬১—৬৫। দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি চিত্ত দেখিতে পাইবে না। যথার্থতঃই তুমি চিত্তবিহীন তবে কেন তুমি অনর্থের হেতু মিথ্যা চিত্তকর্ত্তৃক উদ্বেজিত হইতেছ। মিথ্যাভূত চিত্তযক্ষ যাহাদিগকে মিথ্যা বশীভূত করিয়াছে, কোমল বুদ্ধি সেই ব্যক্তিগণের নিকট চন্দ্র হইতে অশনি নির্গত হয়। তুমি যে সে হও না কেন, চিত্তকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া স্থির হও, পরমযুক্তি অবলম্বন করিয়া ধ্যান বলে মুক্তিলাভ কর। যাহারা, অসত্যরূপী অক্রিয়মান চিত্তের অনুবর্ত্তন করে, তাহারা আকাশবিনাশ কর্ম্মে সময় ক্ষেপ করিতেছে, তাহাদিগকে ধিক্! তুমি তত্ত্বজ্ঞানতৎপর হইয়া প্রথমে বিগলিতমনা হও, পরে তত্ত্বজ্ঞানবলে নির্ম্মলাত্মা হইয়া সংসারপারে গমন কর। আমি অনেক বিচার করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু নির্ম্মল আত্মাতে মানসরূপ মল কিছুই পাই নাই। ৬৬—৭০।

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥১২১॥

দ্বাবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পুরুষ, জন্মগ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ বুদ্ধির বিকাসপ্রাপ্ত হইলে (ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইলে) সৎসঙ্গপরায়ণ হইবে। যেহেতু সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রালোচনা ব্যতিরেকে অনবরত বেগপ্রবাহিনী এই অবিদ্যাতটিনীসকলের পারে যাওয়া যায় না। সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বিবেক প্রাপ্ত হইলে পুরুষের হেয়োপাদেয় বিচার (ভালমন্দবিচার) সমুদিত হয়। উক্ত বিচারসামর্থ্য লাভ করিলে পুরুষ শুভেচ্ছানাম্নী বিবেকভূমিতে উপনীত হয়, পরে বিবেকবলে বিচারণা নাম্নী ভূমিতে উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হওয়ায় অসাধু বাসনা পরিত্যাগ করিতে থাকে, মনও সংসারভাবনা হইতে ক্ষীণতাব ধারণ করে (সংসারভাবনায় ক্রমশঃ লোপ হইতে থাকে)। ১—৬। ঐ অবস্থায় পুরুষ তনুমানসানাম্নী বিবেকভূমিতে অবতীর্ণ হয়। যখন যোগমার্গবর্ত্তী হইয়া পুরুষ ঐরূপে সম্যগ্‌ জ্ঞানলাভ করে, তাহার তদানীন্তন অবস্থা সত্ত্বাপত্তি নামে অভিহিত হয়। সেই সত্ত্বাপত্তি অবস্থাবলে যখন তাহার বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন ঐ ক্ষীণবাসন-পুরুষ অসংসক্তনামে অভিহিত হয় অর্থাৎ তখন আর সে কোন বিষয়ে আসক্ত হয় না, কর্ম্মফলেও আবদ্ধ হয় না। কথিতপ্রকারে বাসনা ক্ষীণ হইতে থাকিলে অসত্য বাহ্য বিষয়ের ভাবনাও ক্ষীণ করিতে অভ্যাস করে, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনায় বাহ্যার্থের একেবারে বিস্মৃতিলাভ করিতে থাকে। তখন সেই যোগী বাহ্যক্রিয়াশূন্য অর্থাৎ সমাধিস্থই বা ব্যবহারী অর্থাৎ ব্যুত্থিত অথবা অসত্য সংসার-ব্যাপারে অবস্থিত কিংবা অভ্যাসনিবন্ধন বাহ্যকর্ম্মকারী হইলেও মন আত্মাতে অবতীর্ণ হওয়ায় কোন বিষয়েরই দর্শন করেন না, বা রুচিপূর্ব্বক কোন বিষয়েরই সেবা করেন না, ‘কি করিলাম কিনা করিলাম” তাহার স্মরণও রাখে না। বাসনা ক্ষীণ হওয়ায় কেবল মূঢের স্থায়, অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধ-প্রবুদ্ধের স্থায় বাহ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। ৭—১১। উক্ত অবস্থার যোগী স্বীয়চিত্তকে সূক্ষ্মতম একমাত্র ব্রহ্মসমান করিয়া থাকেন এবং তখন বাহ্যবিষয়ের অভাবনরূপ যোগভূমিকাতে অধিরূঢ় হয়। এইরূপে অন্তর্লীনচিত্ত হইয়া কতিপয় বৎসর ব্রহ্মভাবনা অভ্যাস করে, তৎপরে বাহ্যকর্ম্ম করিলেও একেবারে তদ্‌গতভাবনাশূন্য হয়। তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হয়, উক্ত অবস্থায় যোগী জীবন্মুক্তি নামে * অভিহিত হন। তৎকালে অভিমত প্রাপ্তিজনিত হর্ষ বা অভীষ্ট বিষয়ের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন দুঃখপ্রকাশ কিছুই করেন না, কেবল নিরাশঙ্কভাবে যথাপ্রাপ্ত বিষয়েরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। হে রাঘব! তুমি অখিল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছ, তৃতীয় বাসনাও সমুদয়বাহ্য হইতে বিরত হইয়া ক্ষীণ হইয়াছে। ১২—১৫। তুমি শরীরাতীতবৃত্ত (অর্থাৎ সমাধিস্থ) অথবা শরীরস্থ (লোকব্যবহারী) হইয়া থাক না কেন! তুমিই নিরাময় আত্মা ইহা স্থির করিয়া শোক বা হর্ষ প্রাপ্ত হইও না। হে রাম! তুমিই স্বপ্রকাশ নির্ম্মল সর্ব্বগ সর্ব্বদা উদিত আত্মা, অতএব তোমার আবার সুখঃদুঃখ কোথায়? জন্ম মৃত্যুই বা তোমার কি নিমিত্ত হইবে? বাস্তবিক তোমার বন্ধু নাই, তবে, কি জন্য বন্ধুনিমিত্ত শোক করিতেছ। এই আত্মা অদ্বিতীয় ইহার আবার দ্বিতীয় বান্ধব কে? বল দেখি, বন্ধুদিগের দেহ নিমিত্ত লোকে শোক করে না, বন্ধুদিগের আত্মার জন্য, যদি বল দেহ নিমিত্ত, তাহাতে বলি, দেহ নিমিত্ত আবার শোক কি? (দেহ ত নশ্বর, দেহ দগ্ধ হইয়া গেলে কেবল পরমাণুসমূহ দৃষ্ট হয় (অতএব অচেতন দেহের নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে?) (আত্মার নিমিত্তও শোক উচিত নহে, কারণ আত্মা অনশ্বর) আত্মার উদয় বা লয় নাই। যাহার নাশ নাই, তাহার নিমিত্ত

* যদি চ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিকাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিবন্ধন জীবন্মুক্তের অবস্থা প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু সুখদুঃখস্পর্শ একেবারে যায় না, কিঞ্চিৎ থাকে। সপ্তভূমিকায় তাহা একেবারে থাকে না, সুতরাং তখনই প্রকৃত জীবন্মুক্তি অবস্থা, এই জন্য এই স্থলে জীবন্মুক্ত বলা হইল।

শোক কেন হইবে? তুমি অবিনাশী হইয়াও (বিনষ্ট হইবে) এই ভাবিয়া কেন শোক করিতেছ? স্বচ্ছ অবিনশ্বর আত্মার আবার বিনাশ কি?। ১১—২০। ঘট খর্পরভাবাপন্ন হইলে (ভাঙ্গিয়া খোলা হইয়া গেলেও) ঘটাকাশের যেমন নাশ নাই, সেইরূপ এই শরীরের নাশে আত্মার বিনাশ নাই, মরীচিকা নদী ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ মরীচিকাতে নদীবুদ্ধির নাশ হইলে) মরীচিকাস্থিত তীব্র সৌর আতপের যেমন নাশ হয় না (তাহা যেমন তেমনই থাকে) সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হন না। তোমার অন্তরে নিরর্থক ভ্রান্তি ও বাঞ্ছা কেন উদিত হইতেছে? আত্মা অদ্বিতীয়, তিনি আবার কেন দ্বিতীয় বস্তু বাঞ্ছা করিবেন? হে রাঘব! এই জগতে শ্রবণীয়, দর্শনীয়, স্পর্শনীয়, আস্বাদনীয় ও আঘ্রাণীয়, এমন কোন পদার্থ নাই—যাহা আত্মা হইতে পৃথক্। সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু অব্যক্ত আত্মাতে যে এই নিখিল সৃষ্টিশক্তি (মায়া) বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা আকাশে যেমন শূন্যতা রহিয়াছে তেমনি জানিবে। (১) হে রাঘব! এই লিলোকদামিনী চিত্ত হইতে উদ্গমলাভ করিয়া সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে ক্রমশঃ জন্মলাভ করিয়া শান্তি উৎপাদন করিতেছে—ইহা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। (২) বাসনাক্ষয়ই উক্ত চিত্তের শান্তি, সেই বাসনাক্ষয় সম্যক্‌রূপে সাধিত হইলে নিখিল ক্রিয়াদি শক্তির আধারভূতা এই মায়া আপনিই বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার জন্য আর স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না। হে রাঘব! এই বাসনা, সংসাররূপে বিপুল পেষণযন্ত্রের (জাঁতার) অধঃশিলার মধ্যবর্ত্তী শঙ্কুতে লগ্ন উপরিস্থিত শিলাখণ্ডবর্ত্তিনী রজ্জুস্বরূপ। তুমি এই রজ্জুরূপিণী বাসনাকে যত্নপূর্ব্বক ছেদন কর। এই অনন্ত-বাসনা অপরিজ্ঞাত থাকিলে মহামোহপ্রদান করে, পরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মপ্রদান করত সুখদায়িনী হয়। ব্রহ্ম হইতেই এই বাসনা আসিয়াছে, সংসারভোগ করিয়া নিজ লীলাস্বরূপ অধ্যাত্ম-বিদ্যাবলে ব্রহ্মস্মৃতি লাভ করিয়া আবার সেই ব্রহ্মেই লীন হয়। ২১—৩০। হে রাঘব! তেজ হইতে যেমন প্রকাশ আবির্ভূত হয়, সেইরূপ রূপহীন অপ্রমেয় নিরাময় মঙ্গলময় ব্রহ্ম হইতে এই ভূতসমূহ আবির্ভূত হইয়াছে। বৃক্ষপত্রে শিরাসমূহের ন্যায়, সলিলে তরঙ্গমালার ন্যায়, সুবর্ণে কটকাদির ন্যায় ও অনলের উষ্ণতাদির ন্যায় বাসনাত্মক ব্রহ্ম হইতেই এই ত্রিজগৎ উৎপন্ন, ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মেরই অংশ-স্বরূপ জানিবে। সেই ব্রহ্মই সর্ব্ব-ভূতের আত্মা বলিয়া কথিত হন। তিনি পরিজ্ঞাত হইলে জগত্রয় জ্ঞাত হওয়া যায়, এই জগত্রয়ে তিনিই জ্ঞাতা। যাহারা আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাদৃশ মহাত্মা যোগিগণ কেবল শাস্ত্রে ব্যবহার করিবার জন্যই সর্ব্বব্যাপী সেই এই ব্রহ্মের "চিৎ, ব্রহ্ম ও আত্মা," এই নাম কল্পনা করিয়াছেন। ৩১—৩৫। যাহাতে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রিয়াপ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযোগ জনিত হর্ষ, শোক হয়, তথাবিধ বিশুদ্ধ জীবন্মুক্তের অনুভূতিকে প্রসিদ্ধ অক্ষয় চিদাত্মা বলা হয়, (মূঢ়দিগের অনুভবগোচর সংসারভারকে আত্মা বলা হয় না)। আকাশবৎ অতিস্বচ্ছ সেই চিদাত্মায় এই জগৎ যেন পৃথক্‌রূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, (বিশুদ্ধ সাক্ষী চৈতন্যের উক্ত জগতের প্রিয় অপ্রিয়-রূপে বিবেচনাশক্তি হয় না বলিয়া আবার) উঁহাতে (জগৎ ও কূটস্থসাক্ষীর অন্তরালে) বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) প্রতিবিম্বিত হয়, সেই চিৎপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিই লোভমোহাদিভাবের অনুবর্ত্তী হয়, এইরূপ জগৎ, জগদ্‌গত বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রযুক্ত লোভ-মোহাদি পরস্পর অন্যান্য পার্থক্য বিভিন্ন হইয়া চিদাত্মায় প্রতিবিম্বিত হইতেছে বাস্তবিক ঐ সমুদয় আত্মস্বরূপ, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে। অতএব হে রাম! একমাত্র নির্ব্বিকল্প চিৎই তোমার আকৃতি, তদ্ভিন্ন তোমার দেহ নাই তবে কেন তোমার লজ্জা ভয় বা বিষাদজনিত মোহ উপস্থিত হইতেছে? তুমি স্বরূপতঃ দেহবিহীন হইলেও দেহজাত অসৎ লজ্জাদি বিকারজালের দ্বারা দুর্ব্বুদ্ধির ন্যায় কেন এরূপ অভিভূত হইতেছ? ৩৬—৪০। দেহ নষ্ট হইলে অসম্যগ্‌দর্শীর ও অখণ্ড চিদ্রূপ আত্মার নাশ নাই, যে ব্যক্তি সম্যগ্‌দর্শী তাহার ত কথাই নাই। হে রাম! আকাশপথেও যাহার সংঘাতের বোধ নাই সেই চিত্তবই পুরুষ অর্থাৎ সংসারী আত্মা জানিবে, এ জড় শরীর আত্মা নহে। হে রাম! শরীর থাক বা না থাক, এই জগত্রয়ে পুরুষ জ্ঞানবানই হউন বা অজ্ঞই হউন, তিনি সর্ব্বদা অবস্থিত থাকিবেন। দেহনাশে এই যে বিচিত্র দুঃখসকল দেখিতেছ, ইহা দেহেরই ধর্ম্ম জানিবে, চিন্ময়াত্মার নহে কারণ তিনি কাহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারেন না, যে চিৎ মনোমার্গ হইতে অতীত বলিয়া শূন্যের ন্যায় অবস্থিত আছেন, তিনি সুখদুঃখকর্ত্তৃক কিরূপে গৃহীত (গ্রস্ত) হইবেন। ৪১—৪৫। ভ্রমর যেমন পদ্ম হইতে উড়িয়া আকাশ আশ্রয় করে, সেইরূপ সেই সংসারী আত্মা দেহপঞ্জর হইতে স্বপ্রতিষ্ঠাভূত পরমাত্মায় অর্থাৎ প্রতিবিম্বভূত ঈশ্বরে গমন করে অর্থাৎ তাঁহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়, অত্যন্ত বাসনা সমূলে নির্ম্মূল হয় না বলিয়া একেবারে মুক্ত হয় না। হে রাম! এই আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীব যদি অসৎ হয়, তাহা হইলেও তোমার এই দেহপিঞ্জর নষ্ট হইলে তোমার কি নষ্ট হইবে? তুমি ত জীবনই, তুমি কি জন্য শোক করিতেছ? তুমি ঐ জীবভূত আত্মতত্ত্বকে সত্য বলিয়া ভাবনা কর, ভ্রান্ত অসৎ-দেহাদিরূপে ভাবিও না, নির্ম্মলস্বরূপ নিরীহ আত্মার কোন রূপেই ইচ্ছা নাই। (কারণ তিনি নিত্য পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপেই পরিতৃপ্ত আছেন)। দর্পণবৎ স্বচ্ছ নির্ব্বিকল্প, সম সাক্ষিভূত চিদাত্মায় এই জগৎ আত্মার অনিচ্ছাসত্ত্বেই প্রতিবিম্বিত হয়। উৎকৃষ্ট মণিতে রশ্মি যেমন স্বয়ংই প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ স্বচ্ছ সম নির্ব্বিকল্প সাক্ষিভূত আত্মায় এই জগৎ আপনিই প্রতিবিম্বিত দৃষ্ট হইতেছে। ৪৬—৫০। দর্পণ ও তৎপ্রতিবিম্বের ভেদাভেদ-ব্যবস্থা যেরূপ, আত্মা ও জগতেরও ভেদাভেদ-ব্যবস্থাও সেইরূপ জানিবে। দর্পণের প্রতিবিম্ব যেরূপ মনে করিয়া থাক, এই জগৎও তদ্রূপ মনে কর। সূর্য্যদেবের সন্নিধিমাত্রেই যেমন জাগতিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়, সেইরূপ চিতির সত্তামাত্রেই এই জগৎ নিষ্পন্ন হয়। হে রাম! এবম্প্রকারে এই জগতের সাকারতা নিরাকরণ হইল। হে শ্রোতৃবর্গ! বোধ হয়, আপনাদের চিত্তেও ইহা আকাশ বলিয়া ধারণা আছে, যেমন দীপের সত্তামাত্রে স্বভাবতঃই আলোক প্রকাশিত হয়,

(১) ২২ শ্লোকের দৃষ্টান্তে মরীচিকায় নদীভ্রম শক্তির ন্যায় সৃষ্টিশক্তি বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে উক্ত সৃষ্টিশক্তি আত্মা হইতে পৃথক্ হয়, এই আশঙ্কায় বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, আকাশের শূন্যতা যেমন কিছুই নহে, আত্মাতে সৃষ্টিশক্তি তদ্রূপ কিছুই নহে।

(২) তবে একান্ত মিথ্যা জগতের উৎপত্তির হেতু কি? রামের এইরূপ প্রশ্ন সম্ভাবনা করিয়া বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন,—চিত্ত হইতেই এই জগতের উৎপত্তি।

তদ্রূপ আত্মতত্ত্বের সত্তাতে স্বভাবতঃই এই জগতের উপস্থিত হইয়াছে। যেমন শূন্য আকাশের নীলবর্ণও বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও সুনীল-আকাশকে ইন্দ্রনীলমণিময় মহাকটাহের ন্যায় লোকে প্রত্যক্ষ করে, তেমনি প্রথমে পরমাত্মা হইতে সমুদিত মন অসৎ (মিথ্যা) হইলেও স্বীয় বিকল্পপরম্পরা দ্বারা বিশাল জগৎস্বরূপে বিস্তৃতিলাভ করায় সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ৫১—৫৫। সঙ্কল্পক্ষয় হওয়ায় চিত্ত যখন বিগলিত হয়, তখন এই সংসার-মোহরূপ হিমকণিকা আপনিই বিগলিত হইয়া যায়, তখন শরদাগমে আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ এক অজ আদ্য অনন্ত চিন্মাত্রই (চৈতন্যই) প্রত্যক্ আত্মস্বরূপে বিভাত হন। নিখিলপ্রাণীর কর্ম্মসমষ্টি স্বরূপ মন প্রথমে সমুদিত হয়, পরে তাহাই চিৎ প্রতিবিম্বিত কমলযোনি প্রভৃতি জীবভাবাপন্ন হইয়া বালককর্তৃক বেতাল শরীর-কল্পনার ন্যায় বিবিধাকৃতি এই জগৎ বৃথাই বিস্তার করিয়া থাকে। এই মন অসৎ অর্থাৎ অজ্ঞানময় হইলেও স্বাধিষ্ঠান চৈতন্যে জগদাকার ধারণ করত বহির্দৃষ্টিতে সদ্রূপে লক্ষিত হয়। মহাসাগরে তরঙ্গমালার ন্যায় উহা পূর্ণব্রহ্মে পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত ও বিলীন হইতেছে। ৫৬—৫৮।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

উৎপত্তি-প্রকরণ সমাপ্ত।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

স্থিতি-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! তোমার নিকট যে উৎপত্তি-প্রকরণের বিষয় বর্ণন করিলাম, ইহার পর সম্প্রতি স্থিতি-প্রকরণ শ্রবণ কর। এই স্থিতিপ্রকরণ পরিজ্ঞাত হইলে নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎও এইরূপ ভ্রমবিলসিত জানিবে, অহং ইত্যাকার জ্ঞানও অলীক ও ভ্রমমাত্র, ইহারও কো আকার নাই। রঞ্জনকর্ত্তা শ্বেত-পীতাদি কোন রঞ্জনদ্রব্য না থাকিলেও সময়ে সময়ে যেমন গগনপটে বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত চিত্র আমাদিগের নেত্রপথে পতিত হয়, এই দৃশ্য জগৎও অবিকল তদ্রূপ জানিবে। ইহার কেহ দর্শক নাই, অথচ দৃশ্যমান, সুতরাং নিদ্রা-বিহীন স্বপ্নদর্শনের তুল্য, অন্তরে যেরূপ ভাবী নগর নির্ম্মিত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে, ইহাও সেইরূপ কল্পনামাত্র। রাশীকৃত গুঞ্জাফল বা গৈরিকাদিস্তূপ দর্শনে মর্কটগণ যেরূপ তাহাকে অগ্নি-বোধ করিয়া শীতক্লেশ দূর করে এই বাহ্য জগৎও তদ্রূপ অলীক হইয়াও প্রয়োজনসাধন করিয়া থাকে। সলিলাবর্ত্ত যেরূপ সলিল হইতে পৃথক্ বস্তু না হইলেও বিভিন্নবস্তুবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার বিশ্বও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইয়াও পৃথক্‌রূপে প্রকাশমান হইতেছে। গগনে সূর্য্যালোকের ন্যায় ইহাকেও শূন্য হইতে পৃথক্ বাস্তব পদার্থ বলিয়া সকলে মনে করে। এই দৃশ্য জগৎ, আকাশে পরিদৃশ্যমান রত্নরাজীর প্রভাপুঞ্জসদৃশ ভিত্তিশূন্য গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় নিয়ত নেত্রগোচর হইতেছে। মরীচিকাজলবৎ ইহা অসত্য বস্তু হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয় এবং অলীক কল্পিত নগরের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। বাস্তবিক দৃশ্য জগৎ কবি-কল্পিত পর্ব্বতাদির ন্যায় কুত্রাপি অবস্থিত নহে, সুতরাং অসত্য। ইহা শূন্যমাত্র হইলেও ভূতাকাশের ন্যায় (অধোমুখ ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত বৃহৎ কটাহ তুল্য) দেদীপ্যমান। ইহাকে ধ্বংস করিতে পারা যায় না, ইহা অবিচ্ছেদরূপে অবস্থিত এবং শরৎকালীন মেঘ যেরূপ নিকটস্থ হইলেই আতপাদি নিবারণে সমর্থ, ইহাও সেইরূপ ভ্রান্তের নিকট কার্য্যকারী। দৃশ্যমান বস্তু সকল, আকাশের নীলিমার ন্যায় অলীক হইলেও বিবিধবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। স্বপ্নাবস্থায় কামিনী-সহবাস যেরূপ মিথ্যা হইলেও প্রয়োজনসাধক, ইহাও তদ্রূপ। ১—১০। চিত্রিত প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি-বিরাজিত উদ্যানবৎ ইহা শুষ্ক হইলেও রসযুক্ত জ্ঞান হয়। চিত্রিত সূর্য্য ও অনলের ন্যায় ইহা প্রকাশমান থাকিলেও নিস্তেজ। অন্তঃ-কল্পিত অসত্য রাজ্যের ন্যায় ইহাও অবাস্তব। চিত্রলিখিত পদ্মাকরবৎ ইহাতে কিছুমাত্র সার ও সৌগন্ধ নাই। গগনাঙ্গনে বিরাজমান বিবিধবর্ণে রঞ্জিত যে ইন্দ্রধনুঃ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, যাহার গগনব্যাপী আয়তনের ইয়ত্তা স্থির করিতে পারা যায় না, ইহাও অবিকল তদ্রূপ। ইহাকে অসার ও জড় কদলীস্তম্ভবৎ কল্পিত জানিবে, ভূতনিচয় ইহার কোমল পল্লবস্বরূপ এবং ভ্রান্তি-পূর্ণ কল্পনাতেই তাহাদিগকে শুষ্ক হইতে দেখিতেছি। গভীর তিমিরাবলীমধ্যে নিষ্ফুরিতনেত্রে যেরূপ কতপ্রকার চক্রচিত্র অব-লোকিত হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ অলীক হইলেও প্রত্যক্ষ-বৎ প্রতীয়মান হইতেছে। জলবুদ্বুদবৎ ইহাকেও অন্তঃশূন্য সুবিস্তৃত জানিবে এবং ইহা আপাততঃ রসাত্মক বোধ হইলেও বাস্তবিক নীরস, বাস্তবিক ইহা অবিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়োদয়-বিহীন সুবিস্তৃত নীহারমালা যেরূপ গৃহীত হইলে কিছুই নহে বলিয়া বোধ হয়, এই বিশ্বপ্রপঞ্চকেও তাদৃশ অসদ্বস্তু জানিও। এই দৃশ্য জগৎকে কেহ জড়াত্মক, কেহ জড়শূন্যাস্পদ, কেহ কেবলমাত্র শূন্য ও কেহ কেহ পরমাণুবৎ বলিয়াছেন। ইহা শূন্যমাত্র ও ভূতবিহীন হইলেও আমি এক প্রকার প্রাণী ইত্যাকার জ্ঞানহেতুকই ইহা প্রকাশ পাইতেছে। গৃহ্যমাণ হইলেও অমূর্ত্ত পিশাচবৎ ইহাকে অলীক বোধ করিবে। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বীজে অঙ্কুর যেমন অদৃশ্যভাবে অবস্থিত থাকে, মহাপ্রলয়েতেও এই দৃশ্য জগৎ পরমাত্মাতে তদ্রূপ অবস্থিত থাকিয়া পুনরায় তাঁহা হইতেই যে উদিত হয়, এই বাক্যের অর্থ কি বলুন। যাঁহারা ঈদৃশ স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা কি অজ্ঞ, না যথার্থই বুঝিয়াছেন, হে ভগবন্! মদীয় সংশয় নিবারণার্থ আপনি এই বিষয় যথাবৎ ব্যক্ত করুন। ১১—২০। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাপ্রলয়ে এই দৃশ্য জগৎ, বীজে অঙ্কুরবৎ অবস্থিতি করে, যে এইরূপ বলে, সে নিতান্তই অজ্ঞ, তাহার অদ্যাপি বালকতা আছে। ইহা যে কতদূর অসঙ্গত অলীক, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিপরীত বোধই বক্তা ও শ্রোতার মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। বীজে অঙ্কুরের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ অবস্থিত থাকে, এই বুদ্ধি নিতান্ত অসৎ,

প্রলাপার্থ ই ঐরূপ বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। উহা যে কি জন্য অসৎ, তাহা শ্রবণ কর। যদি বীজ স্বয়ংই চিত্তাদি ইন্দ্রিয়গোচর দৃশ্য হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা হইতে যে দৃশ্য পত্রাঙ্কুরোদ্গম, তাহা যুক্তি-সঙ্গত, কিন্তু অদৃশ্য ব্রহ্ম হইতে কিরূপে দৃশ্য জগৎ উৎপন্ন হইবে? আর যদি বল, কূটস্থ অদ্বিতীয় চিদাত্মাই বীজভাব প্রাপ্ত হন, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ, যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনেরও অগোচর, সেই সর্বজ্ঞ আত্মাই বা কিরূপে বীজতা প্রাপ্ত হইবেন? বস্তুতঃ আকাশ হইতেও সূক্ষ্মতর সর্ব্বাখ্যাবিবর্জ্জিত পরমাত্মার কোন প্রকারেই বীজতা সম্ভবিতে পারে না। সেই অদ্বিতীয় সূক্ষ্মতম পরমাত্ম অসদাভাস বলিয়াই একপ্রকার অসদ্বস্তু বলিলেও হয় সুতরাং তাহাতে কিরূপে বীজত্ব থাকিতে পারে? এবং বীজভাবে অঙ্কুরই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? আরও দেখ, গগন অপেক্ষাও সুবিমল শূন্যময় পরমাত্মতে কিরূপে সুমেরু, সমুদ্র ও গগনাদি অখিল জগৎ অবস্থিতি করিবে? ফলতঃ এরূপ কোন বস্তুই নাই, যাহা পরমাত্মতে থাকিতে পারে এবং যদি থাকে, তবে সেই বিদ্যমান বস্তু কি জন্য না দৃষ্টি-গোচর হয়? অতএব পরমাত্মার কিছুই নাই, কিরূপেই বা কোথা হইতে কিছু আসিবে? শূন্যরূপ বটাবাশ হইতে কবে কোথায় কিরূপ পর্ব্বত জন্মিয়াছে? আতপে ছায়ার অবস্থানের ন্যায় বিরুদ্ধ বস্তুতে কোনরূপে কি কোন বিরুদ্ধ বস্তু থাকিতে পারে? বস্তুতঃ সূর্য্যে অন্ধকার, অনলে হিম, ও পরমাণুতে সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় সেই নিরকার ব্রহ্মে কিরূপে কোন্ স্থূল দৃশ্য বস্তু থাকিবে? তেজঃ ও তিমিরের ন্যায় ভাব ও অভাব পদার্থের সামানাধিকরণ্য কোথায়? সাকার বটবীজাদিতে যে, অঙ্কুর আছে, ইহা যুক্তি-সঙ্গত, কিন্তু সেই নিরাকার ব্রহ্মে যে মহাকার জগৎ থাকে, ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। যে ঘট-পটাদি বুদ্ধি প্রভৃতি অখিল ইন্দ্রিয় শক্তিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই ঘট-পটাদিই যখন দেশান্তরে বিভিন্ন বোধ হয় এবং অন্য ব্যক্তি দেখিলেও সে অন্য প্রকার প্রতীত করিয়া থাকে, তখন উহা যে কিছুই নহে, ইহা সত্যই অভিহিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি, ব্রহ্মকেই জগৎকার্য্যের কারণ বলিয়াছেন, তিনি নিতান্ত মূঢ, কারণ কোন সহকারী কারণাদি দ্বারা তাহা হইতে জগৎকার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে? অতএব নিশ্চয় তিনি কার্য্যকারণভাব দূরে নিক্ষেপ করিয়াই, স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিবলে এতাদৃশ কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই জন্যই বলিতেছি, তিনি সত্য, তাঁহার আদি অন্ত বা মধ্য কিছুই নাই, এই অখিল জগৎই তিনি, তিনি ভিন্ন অপর কিছুই অবস্থিত নহে ২১—৩৬।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! তুমি জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, অতএব প্রলয়কালেও জগতের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহা বলিতেছি। সর্ব্বাতীত মহা-চিদাকাশরূপ নির্ম্মল ব্রহ্মে যদি জগতের আদিঅঙ্কুর অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে বল দেখি, কোন্ সহকারী কারণ সহকারে সেই অঙ্কুর প্ররূঢ় হয়? কেহ কখনও বন্ধ্যার কন্যার ন্যায় এই জগতে সহকারী কারণের অভাবেও অঙ্কুরোদ্গম দৃষ্টি-গোচর করেন নাই। আর যদি সহকারি-কারণাভাবেও রজ্জু-সর্পাদিবৎ জগৎ স্বতঃই আবির্ভূত বলিয়া বোধ কর, তবে মূল কারণ কল্পনাই বৃথা। দেখ, সৃষ্টির আদি সময়ে যখন জীব-চৈতন্যই নিরাকার পরমাত্মাতে তৎস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তখন জন্য ও জনকের ক্রম কিরূপ হইবে? যদি বল, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত বা অন্য কোন পদার্থ সহকারি-কারণরূপে সৃষ্টির উপকারক হয়, তবে তাহার পূর্ব্বেই বা তাহারা কিরূপে হইল? এ বিষয়ে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ ঘটিতেছে। অতএব প্রলয়-কালে এই জগৎ প্রকৃতি-পুরুষে বিলীনভাবে অবস্থিত থাকিয়া পুনরায় চিত্ত হইতে প্রসৃত হয়, ইত্যাদি বাক্য বালকেরই সম্ভব, পণ্ডিতের নহে। রাম! এই নিমিত্তই বলিতেছি এই সরিৎ-শৈলাদি দৃশ্য জগৎ কোন কালে ছিল না, বর্ত্তমান সময়েও নাই এবং পরেও থাকিবে না, কেবল চিদাকাশই পরমাত্মাতে ঈদৃশ ভ্রান্তিমূলক জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। এই জগতের যখন এইরূপ অত্যন্তাভাব আছে, তখন এই অখিল জগৎই যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে আর সংশয় কি? বিশেষ করিয়া দেখ, এবম্বিধ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে মুদ্গরাদি প্রহারে যে ঘটাদি বস্তু চূর্ণীকৃত হইলে ইহা এক্ষণে অন্য বস্তু, ইহা ঘটাদি নহে এতাদৃশ অভাব-জ্ঞানবশতঃ যে, ঘটাদি বিনাশ প্রতীত হয়, তাহা প্রকৃত বিলয় নহে, কারণ তৎকালেও চিত্তে সেই ঘটাদি প্রতীত হইতে থাকে, সুতরাং কেবল মাত্র তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গোচরতাই বিলীন হইয়া যায়, প্রকৃতরূপে তদ্বস্তুর বিলয় হয় না। আর যদি বাসনাদি বীজের সহিত উহার বিলয় হয়, তাহাতেই উহার আত্যন্তিক উচ্ছেদরূপ অত্যন্তাভাব ঘটিয়া থাকে। নতুবা যদি চিত্ত হইতে অন্তর্হিত না হয়, তবে কিরূপে উহার প্রকৃত দৃশ্যতা তিরোহিত হইবে? বস্তুতঃ তাহা সর্ব্বথা অসম্ভব। এই রূপেই দৃশ্য-জগতের সর্ব্বথা অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে ভববন্ধন মোচন বিষয়ে ঈদৃশ যুক্তি ভিন্ন অপর আর যুক্তি কিছুই নাই। ১—১২। ব্রহ্ম ভিন্ন যে অপর দৃশ্য জগৎ আছে, ইহা কেবল চিদাকাশের জ্ঞান মাত্র, বাস্তবিক জগৎ কিছুই নহে। এই সেই আমি, ইহা আমি নহি, ইত্যাদি জাগতিক ব্যবহার উপন্যাসবৎ অলীকমাত্র। এই সমুদ্র, এই পৃথিবী, এই অনল, এই বৎসর, এই মাস, এই কল্প, এই ক্ষণ, এই জন্ম-মৃত্যু, এই কল্পান্ত আরব্ধ, এই মহাকল্পান্ত, এই সেই সৃষ্টিপ্রারম্ভ, এইরূপ শ্রুতি-পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ আকাশাদির সৃষ্টিক্রম সমুদয় কল্পের ঈদৃশ লক্ষণ, এবম্বিধ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, এই সকল পদার্থ আমরা জানিয়াছি, ঐ সকলও জানিব, এই সকল তারকারাজি বিরাজ করিতেছে এবং এই দেশ, এই কাল ও এই কালাংশ ইত্যাদি জ্ঞান—ভ্রান্তিবশতঃ স্বতঃই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। নতুবা অনাদি অনন্ত মহাকাশস্বরূপ জ্ঞানময় পরব্রহ্মের বিকার নাই, তিনি পূর্ব্বেও যেরূপ, এক্ষণেও সেইরূপ, এবং পরেও সেইরূপে থাকিবেন, বস্তুতঃ তিনি সততই একরূপে অবস্থিত। নভোবিস্তৃত সূর্য্যালোকে যেরূপ অসংখ্য পরমাণুর ভেদ ও ভ্রমণ লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মহাকাশ ও মহা চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মেও এই অনন্ত জগৎ প্রতীয়মান হয়। অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীব-চৈতন্য হইতে যে জগৎ প্রতিফলিত হইতেছে, ইহা স্বতঃই চমৎকার বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইহাই সৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহার কোনরূপও ভিত্তি নাই। স্ফটিকশিলামধ্যে যেরূপ বিবিধ রেখা অচল ভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে

কিন্তু বস্তুতঃ উহা যেমন স্ফটিক ভিন্ন অপর কিছুই নহে, তদ্রূপ এই অখিল জগৎও পরব্রহ্মব্যতীত অন্য পদার্থ নহে, উহা কখনই উদিত বা বিনষ্ট হয় না এবং কোন স্থান হইতে আগমন বা কোথাও গমন করে না। নিরাকার আকাশে যেরূপ নিরাকার আকাশখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাপ্রভাবে নির্ম্মল পরমাত্মাতে আপনা হইতেই এই সৃষ্টি-ব্যাপার প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। জলে তরলতা, বায়ুতে স্পন্দনশীলতা, সাগরে আবর্ত্ত এবং সগুণ-পদার্থে গুণের ন্যায় এই উদয়াস্তময় সুবিস্তৃত অনন্ত-দিগ-ব্রহ্মাণ্ডই সেই উদয়াস্তবিহীন অদ্বিতীয় নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-ময় সুবিমল পরব্রহ্মই অবস্থিত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। সহকারী কারণাদির অভাবেও যে, শূন্যকল্প প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন এবং সেই অনাদি ব্রহ্মই যে জগৎ রূপে জায়মান হন, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত উন্মত্তের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব হে রাঘব! তুমি চিরদিনের জন্য অবিদ্যারূপ দীর্ঘনিদ্রা ও তজ্জ-নিত বিবিধ নশ্বর কল্পনারূপ কলঙ্ককল্প স্বপ্নভ্রম দূরে পরিহার পূর্ব্বক প্রবুদ্ধ ও বিকল্পময় শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানরূপ ভূষণে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সঁতাস্থল ভূষিত করত জন্ম-মৃত্যু-ভয় হইতে পরিত্রাণ পাও। ১৩—২৫।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত

তৃতীয় সর্গ।

রাম কহিলেন,—গুরো! মহাপ্রলয়ের অবসানে সৃষ্টিপ্রারম্ভে প্রথমে স্মৃত্যাত্মা অর্থাৎ স্মৃতিস্বরূপ প্রজাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার মনঃসঙ্কল্পজনিত বলিয়া এই জগৎও স্মৃত্যাত্মা, এজন্য সহকারী কারণাদি না থাকার আর বাধা কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি যে "মহা-প্রলয়ান্তে সৃষ্টিপ্রারম্ভে প্রথমে স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতি উৎপন্ন হন এবং তাঁহার সঙ্কল্পাত্মক জগৎও স্মৃত্যাত্মা" বলিতেছ তাহা যথার্থ সত্যই। সৃষ্টিপ্রথমে প্রজাপতির সঙ্কল্প রাজ্যস্বরূপ এই জগৎ বিরাজমান হইয়া থাকে, কিন্তু আকাশে যেরূপ বিশাল-তরুবরের সম্ভাবনা হয় না, তদ্রূপ পরমাত্মার জন্ম না থাকায় সৃষ্টিপ্রারম্ভে কিছুতেই তাঁহার স্মৃতি সম্ভবিতে পারে না। রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! সুষুপ্তির পর জাগরণে যেমন পুনরায় পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হয়, তদ্রূপ সৃষ্টিপ্রারম্ভে কি মনোময় প্রজাপতির পূর্ব্বস্মৃতি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না? মহাপ্রলয়রূপ সম্মোহবশে প্রাক্তন স্মৃতির কিরূপে লয় হইবে? বশিষ্ঠ বলিলেন,—পূর্ব্বে মহাপ্রলয়-কালে ব্রহ্মাদি যে সকল প্রজ্ঞপুরুষ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা অবশ্যই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব হে সুব্রত! বল-দেখি, পূর্ব্বতন স্মৃতিকর্ত্তা কে হইতে পারে? সুতরাং স্মৃতিকর্ত্তার মুক্তিহেতু অবশ্য স্মৃতিও বিলীন হইয়া যায়। এজন্য স্মৃতিকর্ত্তার অভাবে কিরূপে স্মৃতি উদিত হইবে? অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাপ্রলয়ে সকলেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাঘব! তুমি যাহাকে জগতের উৎপত্তির কারণ স্মৃতি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, উহা বাস্তবিক স্মৃতি নহে; উহাই সুবিস্তৃত দৃশ্য চিৎপ্রভারূপে, আদ্যন্তবিহীন প্রকাশমান সম্বিদ্রূপে, জগদ্রূপে স্বয়ম্ভূরূপে সেই জ্ঞানাতীত ও জ্ঞানাত্মা চিদাকাশেই বিরাজমান রহিয়াছে। অনাদিকালপ্রবহমান ব্রহ্মের যে ভান (প্রকাশ), উহাই বিরাজাত্মক আতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ এবং উহাই ব্রহ্মাণ্ড শরীরের উপাদান স্বরূপ। দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য এবং দিন ও রাত্রি-ক্রমসমন্বিত, কাননসঙ্কুল আকাশব্যাপ্ত ত্রিভুবনই সেই একমাত্র চিদণুতে প্রকাশমান হইতেছে। আবার সেই ব্রহ্মাণ্ডপরমাণু-মধ্যেও তাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডময় পরমাণু এবং তাহার অভ্যন্তরেও তাদৃশাকার কত শত জগৎ-পরমাণু যে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই রূপেই জগৎ অসংখ্যরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। হে সৌম্য! তুমি যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অবলোকন করিতেছ, ইহা সেই পরব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র, বাস্তবিক কিছুই নহে। ১—১৫। হে অনঘ! এবম্প্রকারে তত্ত্বজ্ঞদিগের সৎস্বরূপ ব্রহ্মময়-দৃষ্টি ও অজ্ঞদিগের অসংজগদ্দৃষ্টি এই উভয়বিধ দর্শনেই অনন্ত-জগৎ অভ্যুদিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদিগের নিকট একমাত্র নির্ব্বিকার অবিনশ্বর ব্রহ্মই প্রতীয়মান হয়, আর যাহারা অজ্ঞ, তাহাদিগের নেত্রে বিশাল বাহ্যজগৎ দেদীপ্যমান হইয়া থাকে। যেমন প্রত্যেক পরমাণুতে সহস্র সহস্র কোটি কোটি অপর পরমাণু সকল প্রকাশ পায় এবং যেমন স্তম্ভমধ্যে খচিত পুত্তলিকার প্রত্যেক অঙ্গে পুত্তলিকা ও তৎসমুদয় পুত্তলিকার গাত্রেও অসীম পুত্তলিকা দৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড ও তদভ্যন্তরে ত্রৈলোক্যপুত্তলিকা বিরাজমান হইতেছে। পর্ব্বতীয় পরমাণু সকল, যেমন অভিন্নরূপে অবস্থিত ও অসংখ্যেয়, তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিশাল মেরুমধ্যেও অনন্ত ত্রৈলোক্য-পরমাণু বিরাজমান রহিয়াছে। সূর্য্যাদির আলোক-মধ্যে প্রতিভাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুপুঞ্জ যেমন কিছুতেই সংখ্যা করিতে পারা যায় না সেইরূপ চিৎস্বরূপ সূর্য্যের অভ্যন্তরেও যে সকল ত্রৈলোক্যপরমাণু প্রকাশমান হইতেছে, তাহাও অগণ্য। সূর্য্যালোকমধ্যে, জলমধ্যে ও রজোরাশিমধ্যে যেমন অগণনীয় পরমাণু নিরন্তর ভ্রমমাণ হইতেছে, চিদাকাশের অভ্যন্তরেও তাদৃশ অনন্ত ত্রৈলোক্যপরমাণু নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ভূতাকাশ যেমন শব্দমাত্রাত্মক হইলেও অপর বস্তুবোধে অনুভূত হয়, সেইরূপ এই চিদাকাশও সৃষ্ট বস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। সর্গ শব্দকে যে সৃজন অর্থে বোধ করে, তাহার অধোগতি হয়, আর যে ব্যক্তি, উহা ব্রহ্মশব্দার্থে জ্ঞান করিতে পারে, তাহারই পরমকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যিনি, এই বিশ্বের বীজস্বরূপ, যিনি সকলের নিয়ন্তা, যিনি বিজ্ঞানময় জীবোপাধি গ্রহণ করিয়া-ছেন, যিনি পূর্ণ, যিনি সতত একরূপ, যাঁহা হইতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশমান হইতেছে, অন্তরে জ্ঞানোদয় হইলে যাঁহাকে বিশুদ্ধ চিন্মাত্র বলিয়া বোধ হয়, যিনি চিদাকাশমাত্র স্বরূপ হইয়া পরি-দৃশ্যমান অনন্ত জগৎরূপে বিরাজমান, সেই একমাত্র বেদ্য পরব্রহ্মকেই জানিতে যত্নবান হইবে। ১৬—২৪।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! এই জগতে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের পরাজয়রূপ সেতু দ্বারাই অপার সংসার-পারাবার পার হইতে পারা যায়; নতুবা অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারাই উহা সাধিত হয় না।" শাস্ত্রালোচনা ও সাধুসঙ্গরূপ উপায়-বলে বিবেকোদয়

হওয়ায়, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারে, তাহার নিকটেই এই দৃশ্য-জগৎ চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া থাকে। হে মানবপ্রবর! সংসাররূপ সাগরশ্রেণী যেরূপে প্রবাহিত ও বিলীন হয়, আমি তৎসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এ বিষয় আর অধিক কি কহিব। নিশ্চয় জানিও, একমাত্র মনই কর্ম্মরূপ বিশাল তরুবরের অঙ্কুর-স্বরূপ, সুতরাং মনের উচ্ছেদ হইলেই বৈধাবৈধ কর্ম্ম-শরীরময় সংসারবিটপী উন্মূলিত হইয়া থাকে। হে রাম! জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, সকলেরই নিদান মন, এজন্য একমাত্র মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসা করিলেই জগজ্জালরূপ অখিল রোগই চিকিৎসিত ও প্রশমিত হয়। ১—৫। অখিলক্রিয়াসমর্থ মনঃসঙ্কল্পই জগতে নানাদেহরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মন ভিন্ন কে কোথায় দেহ দেখিয়াছে? ঐ মনোরূপ পিশাচ দৃশ্যবস্তুর অত্যন্তাভাব-জ্ঞানব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই শত শত কল্পেও প্রকাশিত হয় না। এবং মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইলে, দৃশ্যবস্তুর অত্যন্তাভাবরূপ দিব্য ঔষধই উৎকৃষ্ট ও কার্য্যক্ষম বলিয়া সম্ভাবিত হয়। একমাত্র মনই মোহ উৎপাদন করে এবং মনই জায়মান ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। ৬—১০। মন নিজকল্পনা-বলে বদ্ধ ও জ্ঞানবশে মুক্ত হয়। বিশাল গগনাঙ্গনে শূন্যময় গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় সঙ্কল্পপূর্ণ মনোমধ্যেই এই বিপুল জগৎ প্রস্ফুরিত হইতেছে। পুষ্পগুচ্ছে সৌরভবৎ, একমাত্র মনেতেই এই সুবিস্তৃত অখিল জগৎ প্রস্ফুরিত ও অবস্থিত রহিয়াছে, অথচ যেন, তাহা হইতে জগৎ যথার্থ ভিন্ন বস্তু বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যেমন তিলে তৈল, গুণীতে গুণ, ধর্ম্মীতে ধর্ম্ম, সূর্য্যে কিরণমালা, তেজে আলোক, অনলে উষ্ণত্ব, শিশিরে শৈত্য, আকাশে শূন্যতা এবং বায়ুতে চঞ্চলতা অভিন্নভাবে অবস্থিত সেইরূপ মনেতেই এই জগৎ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুতরাং একমাত্র মনই অখিল জগৎ এবং অখিল জগৎই মন, উভয়েই সতত পরস্পর অভিন্নরূপে বিরাজমান। কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে মনের উচ্ছেদ হইলে যেমন জগৎ উচ্ছিন্ন হয়, সেরূপ জগৎ বিলুপ্ত হইলে মন বিলুপ্ত হয় না। ১১—১৮।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং যাঁহারা পূর্ব্বাপর সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন, আপনি তাঁহাদিগের অগ্রগণ্য, অতএব কি প্রকারে এই বিশাল জগৎ মনেতে বিকাশ পাইতেছে, তাহা আপনি পরিস্ফুট দৃষ্টান্তদ্বারা আমার বোধগম্য করিয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ঐন্দব-বিপ্রগণের শরীর না থাকিলেও যেমন অখিল জগৎ স্থিরতররূপে তাঁহাদিগের মনেতে প্রতীত হইয়াছিল, তদ্রূপ সকলের মনোমধ্যেই এই জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। ঐন্দ্রজালপ্রভাবে ব্যাকুলমতি লবণ রাজার যেরূপ চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে, সকলের চিত্তমধ্যেই সেইরূপ ভ্রমপূর্ণ-জগৎ অবস্থিত থাকিয়া বিবিধভাবে আক্রান্ত করিতেছে এবং ভৃগুপুত্র শুক্রের যেরূপ বহুকাল স্বর্গাদিভোগবাসনাহেতু স্বর্গধামে গমন, অপ্সরা-বিহার, সংসারিতা এবং তন্নিবন্ধন জন্মান্তরও ঘটিয়াছিল, সেইরূপে সকলের অন্তরেই এই জগৎ প্রকাশমান হইতেছে। রাম কহিলেন,—ভগবন! ভৃগুনন্দনের স্বর্গভোগ-বাসনায় কি প্রকারে অপ্সরা-উপভোগ ও সংসারিতা হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন। ১—৬। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ভৃগু ও কাব্যের সংবাদরূপ পুরাবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে তমাল-তরুপরিব্যাপ্ত, বিবিধপুষ্প-সুশোভিত মন্দর-শৈলের কোন সমতল ভূমিতে ভগবান্ ভৃগু, কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় নবযৌবনান্বিত মহামতি, মহাতেজস্বী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল মধুরাকৃতি, তদীয়পুত্র শুক্র, তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভৃগু, সেই অরণ্যমধ্যে সমাধিস্থ হইয়া বহুকাল বনশিলায় খোদিত পুত্তলিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকিলেন। তৎকালে বালক শুক্র, স্বর্ণময়-বেদিকার উপরিস্থ কুসুম-শয্যায় শয়ন এবং মন্দারতরু-নিবদ্ধ মনোহর দোলায় ক্রীড়া করিবার বাসনায়, পারমার্থিক আত্মতত্ত্ব-দর্শন ও ঐহিক-জগতের সত্যতা-বোধ-রূপ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অন্তরালস্থিত ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭—১২। অনন্তর তদীয় পিতা ভৃগু, নির্ব্বিকল্পসমাধিপ্রাপ্ত হইলে, একদা তিনি, একান্তে অবস্থিত ও কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অরাতিবিহীন ভূপতির ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন এমত সময়ে, ভগবান মধুসূদন যেমন ক্ষীরোদসাগর হইতে কমলাকে উত্থিত হইতে সন্দর্শন করিয়াছিলেন সেইরূপ তিনিও কোন অপ্সরাকে আকাশপথে গমন করিতে দেখিলেন। সেই মন্দার-মাল্যধারিণী সুরাঙ্গনার অলকরাজী মন্দ মন্দ অনিল-তরঙ্গে তরঙ্গিত এবং মণিময় হারের ঝঙ্কার-শব্দে তদীয় মন্থরগতি অনুমিত হইল। দেখিলেন, তাহার গলদেশস্থ মন্দার-পুষ্পমাল্যের সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গগনানিল আমোদিত করিতেছে। সেই মদগর্ব্বিত-লোচনা দিব্যরমণীর সুস্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল দেহ-সুধাকরের লাবণ্যময়ী প্রভায় আকাশমণ্ডল যেন সুধাময় হইতেছে। বস্তুতঃ তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন লাবণ্য-তরুর একটী কোমল শাখা ঊর্দ্ধে দোদুল্যমান হইতেছে। অগাধ-সাগরবারি যেরূপ সুবিমল পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে উচ্ছলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই অলৌকিক-রূপ-লাবণ্যবতী ললনাকে নিরীক্ষণ করিয়া ভৃগুকুমারের অন্তঃকরণও এককালে আকুলিত হইয়া উঠিল, এবং সেই সুরাঙ্গনারও তদীয় মনোহর-মুখমণ্ডল সন্দর্শনে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তৎকালে ভৃগুনন্দন, মন্মথশরে আহত স্বীয় হৃদয়কে যথাসাধ্য বাহ্যব্যাপার হইতে নিরুদ্ধ করিলেও, রমণী-বিষয়ে একাগ্রতাহেতু অখিল জগৎকেই রমণীময় বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। ১৩—১৯।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর শুক্রাচার্য্য একাকী তথায় নিমীলিত নেত্রে সেই রমণীকেই ধ্যান করত মনোময়-রাজ্য কল্পনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বোধ হইল, এই ত সেই ললনা বিহার করিতেছে এবং আমিও ত এই অমররুন্দে পরিব্যাপ্ত স্বর্গধামে উপস্থিত হইয়াছি। এইত সুরগণ বিরাজ করিতেছেন; আহা! সুকোমল মন্দারকুসুমের শিরোভূষণ ও কর্ণালঙ্কারে ইহাদিগের

কি সৌন্দর্য্যই হইয়াছে। ইহাঁদিগের কলেবর যেন গলিত-সুবর্ণ-ধারার ন্যায় সমুজ্জ্বল ও মনোহর। এই ত সেই কুরঙ্গনয়না মধুরহাসিনী বিলাসিনী কামিনীগণ, ইতস্ততঃ চঞ্চলনয়ন প্রসারিত করত নীলকমলমালার সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিস্তার করিতেছে। এই সেই আনন্দময় মরুদ্‌গণ, মন্দার-কুসুমমালায় সুশোভিত হইয়া, পরস্পরের সুবিমল শরীরে কেমন পরস্পর প্রতিবিম্বিত হইয়া অনন্তমূর্ত্তি বিশ্বরূপ হরির ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। এদিকে এইত সেই স্বরগণের সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতেছে। আহা। ঐ অলিনিকর, ঐরাবতের মদজলসিক্ত গণ্ডস্থলেও বিরাগ প্রদর্শন-পূর্ব্বক কেবল উহাই শ্রবণ করিতেছে। এই ত সেই মন্দাকিনী, আহা। হংস-সারসগণ, কেমন উহার স্বর্ণবর্ণ-কমল-নিচয়ে বিচরণ করিতেছে। এবং এদিকে তটস্থিত উদ্যানমধ্যে কেমন সুর-নায়কগণ বিশ্রাম-সুখ-উপভোগে আসক্ত রহিয়াছেন। এই সেই ইন্দ্র, চন্দ্র, বা বরুণাদি লোকপালগণ স্বীয় শরীরকান্তি দ্বারা যেন অনলপ্রভাকেও চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিতেছেন। ১—৮। এই ত সেই ঐরাবত হস্তী, সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ইহার দন্তাঘাতে দৈত্যেন্দ্রগণ বিদারিত হইয়া থাকে এবং যুদ্ধপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে ইহারই মুখমণ্ডল আয়ুধধারা যেন কণ্টকিত হয়। এই সেই বিমানবিহারী দেবগণ, ভূতল হইতে ইহারাই গগনাঙ্গনে তারকা-রাজীরূপে বিরাজমান হন এবং ইহাঁদিগের বিমান ও দেহের প্রভা যেন সুবিমল-স্বর্ণপ্রভাবৎ চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতে থাকে। এইত সেই আকাশগঙ্গার তরঙ্গাবলী, মন্দারতরুকুল-সকল অভিসিক্ত করিতেছে। আহা। ঐ বীচিমালা সুমেরুশিলায় প্রহত হওয়ায় ইতস্ততঃ প্রসৃত শীকরনিকর-সংস্পর্শে সুর-গণ কেমন পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই ত দেবরাজের উপবন-সকল দৃষ্ট হইতেছে, আহা! উহার অভ্যন্তরে সুরাঙ্গনাগণ কেমন দোলাধিরূঢ় হইয়া দোলায়িত হইতেছে এবং ঐ কামিনীকলেবর চতুর্দ্দিকে প্রসৃত মন্দার-কুসুমমঞ্জরীর রজঃপুঞ্জে কেমন পিঙ্গলবর্ণে শোভা পাইতেছে। সুধাকরের কিরণমালার ন্যায় সুশীতল সুখ-স্পর্শ মন্দ মন্দ সমীরণ কুন্দ, মন্দার ও পারিজাত পুষ্পসংসর্গে কেমন সুগন্ধ বহন করিতেছে। এই ত সেই লতা-সদৃশ অঙ্গনা-গণে পরিব্যাপ্ত নন্দনকানন লক্ষিত হইতেছে, আহা। ঐ অঙ্গনা-সকল কেমন পুষ্প-কেসর এবং হিমকণাসদৃশ পরাগ দ্বারা পরস্পর প্রহার করত সমরলীলা অভিনয় করিতেছে। এদিকে এই ত সেই নারদ ও তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্বযুগল বীণাবৎ সুমধুরস্বরে সঙ্গীত আরব্ধ করায় সুরাঙ্গনাগণ কেমন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এই ত অসংখ্য পুণ্যাত্মা সকল নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অন্ত-রীক্ষে উড্ডীয়মান বিমাননিচয়ে সুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ১—১৬। বনলতা সকল যেমন বনসেবায় নিযুক্ত সেইরূপ ঐ সুর-কামিনীগণও মন্মথমদে মত্ত হইয়া দেবরাজের সেবা করিতেছে। এই ত কল্পবৃক্ষসকল বিরাজ করিতেছে, আহা উহাদের কুসুমনিচয় যেন ইন্দ্রকান্তমণির গুচ্ছ সকল যেন চিন্তা-মণির এবং সুপক্ব ফল-স্তবক সকল যেন দশন-শ্রেণীর ন্যায় শোভমান হইতেছে। এদিকে এই দ্বিতীয় ত্রৈলোক্যস্রষ্টার ন্যায় সুররাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় রহিয়াছেন দেখিতেছি, অতএব আমি ইহাঁকে অভিবাদন করি। ভৃগুনন্দন শুক্র মনোমধ্যে এই-রূপ চিন্তা করিয়াই মনঃকল্পিত আকাশে দ্বিতীয় ভৃগুবৎ বিরাজমান সেই দেবরাজকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সেই কমলাক্ষ সুররাজ সাদরে শুক্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করত আপনার নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং কহিলেন, হে শুক্র! অদ্য আপনার আগমনে আমি ধন্য হইলাম এবং সুরপুরীও শোভিত হইল। আপনি চিরকাল এস্থানে সুখে অবস্থান করুন। তৎপরে ভৃগুকুমার প্রফুল্লমুখে তথায় উপবিষ্ট থাকিয়া, সুবিমল পূর্ণ-শশধরের শোভা ধারণ করিলেন। পুরন্দরের পার্শ্ববর্ত্তী সেই ভৃগুনন্দন, অখিল অমরবৃন্দকর্ত্তৃক বন্দিত ও সুর-পতির পরম প্রিয়পাত্র হইয়া, বহুকাল অতুল প্রীতি উপভোগ করিতে লাগিলেন। ১৭—২৪।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভৃগুতনয় স্বীয় পুণ্যবলে এইরূপে সুর-পুরে গমন করিয়া স্বভাবস্ত্রণাদ্যতীতও পূর্ব্বতন নিজ ভাব বিস্মৃত হইলেন। তিনি ঈদৃশ স্বর্গ-সুখে প্রহৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল মাত্র শচীপতির পার্শ্বে বিশ্রামপূর্ব্বক স্বর্গবিহারার্থ গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর রমণীগণের বাঞ্ছনীয় স্বর্গশোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় শরীরসৌন্দর্য্যকে কামিনীগণের সন্তোষজনক বোধে নলিনী-উদ্দেশে সারসের ন্যায় সুরাঙ্গনাদিগকে অবলোকনার্থ স্থানান্তরে গমন করিলেন। তৎপরে, তথায় বিপিনমধ্যবর্ত্তিনী চূতলতার ন্যায় সেই পূর্ব্বদৃষ্ট কুরঙ্গনয়না ললনাকে কামিনীগণের মধ্যে শোভমানা হইতে দেখিলেন। হে রাম! এদিকে সেই কামিনীও ভৃগুকুমারকে দৃষ্টিগোচর করিয়া পরবশ হইয়া পড়িল। কৌমুদীদর্শনে চন্দ্রকান্ত-মণি যেমন দ্রবীভূত হইয়া যায়, সেই প্রকার সেই মনোমুগ্ধকর বিলাসবতী সুরাঙ্গনাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কামরসে গলিতপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন তিনি গগন-বিলাসিনী সুশীতল জ্যোৎস্নার প্রতি চন্দ্রকান্তের ন্যায় দ্রবীভূত শরীরে সেই ললনার প্রতি একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং নিশাবসানে চক্রবাকের কণ্ঠস্বরে চক্রবাকী যেরূপ অনুরাগভরে উৎফুল্ল হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই সুরললনাও ভার্গবদর্শনে উৎফুল্ল ও তাঁহার একান্ত অধীন হইয়া পড়িল। তৎকালে প্রভাতকালীন প্রভাকর ও কমলিনীর ন্যায় সেই পরস্পরানুরক্ত দম্পতিযুগলের সৌন্দর্য্যের আর পরিসীমা রহিল না। নন্দন-প্রদেশ সকলকেই সঙ্কল্পিতার্থ প্রদান করিয়া থাকে বলিয়াই যেন, সেই ললনার সর্ব্বাঙ্গ বিবশ করিয়া মন্মথ-করে তাহাকে সমর্পণ করিল, তখন নলিনীপত্রে জলধারার ন্যায় তদীয় কোমলাঙ্গে ভূরি ভূরি মদন-শর নিপতিত হইতে লাগিল। ১—১১। সেই সুরললনা এইরূপে স্মরকম্পিতা হইয়া চঞ্চল-ভ্রমরাবলী-পরিব্যাপ্ত মৃদুমন্দ সমীরণে আন্দোলিত চূতমঞ্জরী-বৎ শোভমানা হইতে লাগিল। মত্তমাতঙ্গ যেমন কমলিনীকে দলিত করিয়া থাকে, তৎকালে মদন-দেবও সেই হংস-সারস-গামিনী ইন্দীবরাক্ষীকে তাদৃশরূপে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সজ্জনয় অভীষ্টভোগী ভৃগুকুমার তাহাকে তাদৃশভাবাপন্ন দেখিয়া, প্রলয়কালে রুদ্রদেবের ন্যায় অন্ধকার সৃজন করিবামাত্র ভূর্লোকের গভীর তিমিরাবলীতে লোকালোক-শৈলের তটদেশ যেমন আবৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুরলোকের সেই প্রদেশও প্রগাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইল। তখন সেই মিথুন-

যুগল যেমন পরস্পর স্থিরভাবাপন্ন, সেই প্রকার সেই লজ্জারূপ অন্ধকারের সূর্য্যস্বরূপ তিমিরজাল নন্দনপ্রদেশে স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলে, ভূমণ্ডলে দিবাবসানে বিহগগণের ন্যায় তদীয় সখীগণ সে স্থান হইতে অভিলষিত স্থানে গমন করিল। অনন্তর ময়ূরী যেমন জলধরের নিকটবর্ত্তিনী হইতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ সেই সুদীর্ঘনয়না চঞ্চলাপাঙ্গী সুরবালাও মদনব্যথা বর্দ্ধিত হওয়ায় ভৃগুনন্দনের সমীপে আগমনপূর্ব্বক লজ্জাবনতমুখে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কল্পনাময় সৌধমধ্যস্থিত পর্য্যঙ্কোপরি তাঁহার সহিত উপবেশন করিলে, ভগবান কমলাকান্ত যেমন ক্ষীরোদসাগরে কমলার সহিত অবস্থিতি করেন তিনিও সেইরূপ তথায় তাঁহার সহিত অবস্থিত হইলেন। তখন ঐরাবতের উরঃস্থল-লগ্ন কমলিনীর ন্যায় সেই সুর-কামিনীর অনুপম রূপমাধুরী প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১২—২০। অনন্তর সেই অপ্সরা আনন্দ ও বিলাসভরে গদ্গদস্বরে সুমধুর প্রণয়পূর্ণবচনে কহিল, হে বিমলচন্দ্রানন। অনঙ্গদেব আমাকে অবলা পাইয়া, শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক দেখ কিরূপ প্রহার করিতেছে। নাথ! আমি অতীব কাতরা হইয়া আপনার শরণাপন্না হইতেছি, এই অবলাকে রক্ষা করুন। হে সাধো! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, বিপন্ন-ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রদান করাই সাধুদিগের পরম ব্রত। মহামতে! যাহারা প্রণয়দৃষ্টির মর্ম্ম অবগত নহে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরাই পবিত্র প্রণয়কে অবমাননা করিয়া থাকে, কিন্তু প্রণয়রসজ্ঞ-জনগণ কখনই সেরূপ করিতে পারেন না। অয়ি প্রিয়! পরস্পর অনুরাগসূত্রে আবদ্ধ দম্পতিযুগলের বিচ্ছেদা-দিশঙ্কাশূন্য বিশুদ্ধ-প্রেমের নিকট অনুপম আনন্দপ্রদ সুধাস্রাবী সুধাকরও পরাজিত হইয়া থাকে। প্রথমানুরক্ত দম্পতির নির্ম্মল স্নেহ যেরূপ পরস্পরের আনন্দপ্রদ হয়, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও হৃদ-য়কে তাদৃশ আনন্দিত করিতে সমর্থ নহে। হে মানদ! রজনীতে কুমুদ্বতী যেরূপ কুমুদকান্তের পাদস্পর্শে আশ্বাসিতা হইয়া থাকে সেইরূপ এই অবলাও ভবদীয় পাদস্পর্শে আশ্বাসপ্রাপ্ত হইতেছে। চপলাচকোরী যেমন সুধাকরের সুধারসপানে জীবনীশক্তি লাভ করে, হে সুন্দর! তদ্রূপ আমিও ত্বদীয় সংস্পর্শরূপ অমৃতপানে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলাম। আমি আপনার চরণপঙ্কজাশ্রিতা ভ্রমরী, আমাকে করপল্লবদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহ-দয়াদি অমৃত-রসে পরিপূর্ণ স্বীয় হৃৎপদ্মে স্থানদান করুন। কুসুমসম কোম-লাঙ্গী সেই সুরাঙ্গনা, এইরূপ কহিয়া অলিবৎ সুনীল-তারকা-শোভিত লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত করত কল্পপাদপের মঞ্জরীর ন্যায় তদীয় উরঃস্থলে পতিতা হইল। অনন্তর পুষ্পপরাগ-সংস্পর্শে গৌরায়-মান সমীরণে বিঘূর্ণিত পদ্মিনীমধ্যে পরস্পরানুরক্ত মধুপযুগলের ন্যায়, তাদৃশ অনিল-তরঙ্গে তরঙ্গিত তত্রত্য বনস্থলীনিচয়ে বিলাসকান্তি-শোভিত সেই দম্পতি সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ২১—৩০।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মানসিক বিলাসকল্পনাতঃ সঙ্কল্পিত ঈদৃশ প্রেমপ্রণয়হেতুক সেই প্রয়োজনা-সম্মিলন ভৃগুকুমারের চিরজীবনের মনোরথস্বরূপ হইল। তৎকালে দ্বিতীয় সুবিমল শশধরের ন্যায় জ্যোৎস্নাবান্ ভৃগুনন্দন-প্রেমোন্মত্ত মরালগণে বিরাজিত হৈম-পঙ্কজ-শোভিত মন্দাকিনী-তটে সেই সুরবালার সহিত বিহার, কখন ইন্দু-সুধাপানে পরিবর্দ্ধিত অমরবৃন্দ এবং সিদ্ধ ও চারণ-গণের সহিত পারিজাত-লতাকুঞ্জে মনের উল্লাসে রসায়নপান, কখন কুবেরোদ্যানে বিদ্যাধরীগণের সহিত লতা-সন্ততিতে সমুৎসুকচিত্তে বহুক্ষণ দোলনক্রীড়া, কখন মন্দরগিরি যেরূপ সাগরকে আলোড়িত করিয়াছিল, তদ্রূপ শৈব প্রমথসমূহের সহিত নন্দনোপবন আলোড়ন, কখন সুমেরু প্রদেশে পদ্মবনে মদমত্ত মাতঙ্গবৎ নব নব হেমলতাজালে জটিল তটিনীসমূহে উদ্ভ্রান্তরূপে জল-ক্রীড়া, কখন কৈলাসবিপিনকুঞ্জে বিলাসপূর্ণ-মানসে সেই সুরকামিনীর সহিত প্রমথগণের সুমধুর-সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করত শঙ্করমৌলিস্থিত চন্দ্রকলার কিরণমালায় উদ্ভাসিত যামিনীনিচয় সুখে যাপন, কখন গন্ধমাদনশৈলের অত্যুচ্চ সানুপ্রদেশে বিশ্রাম-পূর্ব্বক কনকবর্ণ পঙ্কজনিকরে সেই সুরললনাকে আপাদ-মস্তক সুসজ্জিত এবং হে রাম! কখনও বা বিস্ময়কর বিচিত্র মনোহর লোকালোকপর্ব্বতের প্রতিতটভূমিতে সহাস্যবদনে তাহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতে লাগিলেন। ১—১০। অনন্তর মন্দর-শৈলের নিম্নপ্রদেশে কল্পিত দেবভোগ্য-ভবনে অবস্থিতি করত হরিণ-শাবকগণের সহিত ষষ্টিবর্ষ অতিবাহিত করিয়া পুন রায় ক্ষীরসাগরতটে বনিতার সহচর হইয়া শ্বেতদ্বীপনিবাসী জন-গণের সহিত সত্যযুগের অর্দ্ধসময় অতীত করিলেন। ভৃগুনন্দন এইরূপে কল্পনাপ্রভাবে গন্ধর্ব্বনগর ও উদ্যানাদি রচনাপূর্ব্বক তাহাতে বিহার করত অনন্ত জগৎসৃষ্ট কালের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হই-লেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সেই হরিণনয়নার সহিত পুরন্দরপুরে পরম সুখে দ্বাত্রিংশৎযুগ বাস করিলেন। পরে স্বীয় পুণ্যবল ক্ষয় হইয়াছে ভাবিয়া পতনভয়ে তাহাদিগের দিব্য দেহ বিগলিত হওয়ায়, সেই মানিনী সুরকামিনীর সহিত অবনীমণ্ডলে পতিত হইলেন। সংগ্রামক্ষেত্রে রথী যেরূপ রথাদিবিহীন ও বিশীর্ণকলেবর হইয়া চিন্তিতচিত্তে অধোগত হয়, তিনিও সেইরূপ বিমান ও বস্ত্রালঙ্কারাদি স্বকীয় ভোগ্যবস্তুবিহীন হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে জর্জ্জরিত শরীরে পত্নীসহ ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ায় শিলাখণ্ডপতিত নির্ঝরের ন্যায় তাহাদিগের শরীর শতধা চূর্ণিত হইয়া গেল। তৎকালে উভয়ের কলেবর বিশীর্ণ হওয়ায় তাদৃশ বিপদ্গ্রস্ত নিরাশ্রয় চিত্ত-দ্বয় কুলায়বিহীন বিহঙ্গমযুগলের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর চন্দ্রের রশ্মিতে প্রবেশপূর্ব্বক ত্বরায় শিশিররূপে পতিত হইয়া শালিধান্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে সেই শালি-ধান্য সুপক্ক হইলে দশার্ণদেশীয় কোন দ্বিজবর শুক্রের মনোময় সেই ধান্য ভোজন করিলেন। অতঃপর ভৃগুকুমার শুক্র, সেই ব্রাহ্মণের শুক্ররূপে পরিণত হইয়া তদীয় পত্নীর গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ১১—২০। এদিকে সেই সুরকামিনীও মুনিবিশেষের শাপ-প্রভাবে হরিণীরূপে উৎপন্ন হইল। অনন্তর মহামনা ভৃগুনন্দন, মুনিগণের সংসর্গবশতঃ কঠোর তপোনুষ্ঠানে আসক্ত-চিত্ত হইয়া মেরুগহনে মন্বন্তরকাল অতিবাহিত করিয়া পরে সেই হরিণীর গর্ভে এক মনুষ্যাকৃতি পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক পুনরায় তনয়স্নেহে পরম মোহ প্রাপ্ত হইলেন। মদীয় এই সন্তান কিরূপে ধনবান্ গুণবান্ ও দীর্ঘায়ুঃ হইবে, তিনি সতত এইরূপ চিন্তা করত সত্যপথ পরি-ত্যাগ করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মচিন্তা হইতে স্খলিত এবং পুত্রের নিমিত্ত সতত ভোগ-চিন্তায় আসক্ত হওয়ায় তাঁহার আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল; তখন ভুজঙ্গের অনিলভক্ষণের ন্যায় মৃত্যু তাঁহাকে

প্রাপ্ত করিল। তিনি, নিরবচ্ছিন্ন ভোগচিন্তার সহিত গতাসু হওয়ায়, মদ্ররাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মদ্রদেশের অধীশ্বর হইয়া বহুকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করেন। অনন্তর হিমরূপ-অশনি যেরূপ পঙ্কজকে বিশীর্ণ করে, তদ্রূপ জরা উপস্থিত হইয়া তদীয় কলেবর জীর্ণ করিল। পরে মৃত্যুকালে অন্তরে তপোনুষ্ঠান বাসনার সহিত সুন্দর নৃপশরীর পরিত্যাগ করায় কোন তাপসের পুত্র হন। হে রাম! অনন্তর সেই মহাবুদ্ধিশালী ভৃগুনন্দন, মায়ামোহ পরিহারপূর্ব্বক ক্লেশশূন্য হইয়া মহানদী সমঙ্গার তটদেশে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি, বিবিধপ্রকার বাসনা-হেতু এবম্বিধ বিবিধপ্রকার শরীর ও বিবিধপ্রকার দশা উপভোগান্তে বৈরাগ্য বশতঃ সমঙ্গানদীতটে বদ্ধমূল মহাতরুবরের ন্যায় পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১—২৯।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! ভৃগুনন্দন, পিতার সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক এইরূপ কল্পনাবলে বহুবৎসর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর কালক্রমে তদীয় কলেবর বাতাতপে জর্জ্জরিত হইয়া ছিন্নমূলতরুবরের ন্যায় ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইল। কুরঙ্গগণ যেমন বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিয়া থাকে এবং চক্রার্পিত বস্তু যেমন ভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহার যে চপলচিত্তও এতদিন উল্লিখিত-দশাসকলে ভ্রমণ করিতেছিল, এক্ষণে তাহা ঐ সমঙ্গাতটে বিশ্রাম করিল বটে, কিন্তু তিনি দেহবিহীন হইয়াও, অনন্ত-বস্তুস্তু-জটিল এবং অতি দৃঢ় হইলেও কোমলবৎ প্রতীয়মান সেই স্মৃতিদশা অনুভব করত অবস্থিত রহিলেন। তদীয় কলেবর, মন্দরাচলের সানুদেশে নিপতিত থাকিয়া প্রখরতাপে অতিমাত্র শুষ্ক ও চর্ম্মমাত্রে অবশিষ্ট হইল। তৎকালে শরীররন্ধ্রে সমীরণ প্রবেশপূর্ব্বক সীৎকার সহকারে সঞ্চরমাণ হইতে লাগিলে বোধ হইল যেন, সেই শরীর যাবতীয় দুঃখক্ষয়হেতু সানন্দহৃদয়ে মধুর অব্যক্তস্বরে আপনার দুর্গতিসকল গান করিতেছে এবং শারদীয়-মেঘমালার ন্যায় শুভ্রবর্ণদশনশ্রেণী বহির্গত করিয়া যেন ভব-ভূমিস্থ ভোগাশারূপ শুষ্কপল্বলে বারংবার বিলুণ্ঠিত স্বকীয়মনকে উপহাস করিতেছে। মুখমণ্ডলরূপ অরণ্যস্থিত জীর্ণকূপসদৃশ নয়নাদিরন্ধ্রসকল যেন বিবেকীদিগকে প্রত্যক্ষরূপে জগতের স্বাভাবিক শূন্যতা দেখাইতেছে। ১—৯। দিবাকরের প্রচণ্ড উত্তাপে উপতপ্ত সেই শুক্র-শরীর যখন বর্ষাকালীন জলধারায় অভিষিক্ত হইল, তখন সকলেরই মনে মনে বিবেচনা হইতে লাগিল, যেন পূর্ব্বতন ক্লেশ-পরম্পরা মনোমধ্যে জাগরূক হওয়ায় বাষ্প-বারিবর্ষণ করিতেছে। সেই শরীর, কখন প্রচণ্ডমারুতবেগে বনভূমিতে বিলুণ্ঠিত, কখন বর্ষার বারিধারায় বিগলিত, কখন গিরিনদীতটে বর্ষাকালীন নির্ঝরপতিত ধাতু-রাগে রঞ্জিত, কখন স্বীয়দুষ্কৃতস্বরূপ পবনোত্থিত ধূলিপটলে ধূসরিত এবং কখন বায়ুবশে তরুকাষ্ঠবৎ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত ও অব্যক্তশব্দায়মান হওয়ায় বোধ হইল যেন, প্রচণ্ড সমীরণের চীৎকারপূর্ণ বনস্থলীতে অনাহারে চর্ম্মমাত্রশেষোন্মুখ, তরুশাখাজালে পরিব্যাপ্ত, প্রাণিগণের ভীতিপ্রদ, মরুভূমিবাসকারী, বক্রতনু-অবলম্বী তপোনুষ্ঠান করিতেছে। ভৃগুমুনির তপস্যা-প্রভাবে তদীয়পুণ্যাশ্রমে অখিলপ্রাণীই রাগদ্বেষ-বিহীন বলিয়া, বন্যপশুপক্ষিগণ ঐ দেহ ভক্ষণ করিল না। এইরূপে ভৃগুনন্দনের দেহ বিগলিত হইলে, তদীয় চিত্ত, যম নিয়মবশে কৃশতনু হইয়া তথায় তপস্যা করিতে লাগিল এবং তদীয় সেই পাঞ্চভৌতিক শরীর, সমীরণে শুষ্কশোণিত হইয়া বিশাল-শিলাতলসমূহে বহুকাল এইরূপে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ১০—১৬।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ ভৃগু, দেব-পরিমিত সহস্র বৎসরান্তে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারপ্রদ সমাধি হইতে বিরত হইয়া, গুণগণরূপ-সেনার নায়ক এবং মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি-স্বরূপ বিনয়াবনতশিরাঃ তনয়কে সম্মুখে না দেখিয়া মূর্ত্তিমান্, অভাগ্য ও দারিদ্র্যের ন্যায়, কেবল সম্মুখস্থিত-তদীয়-কঙ্কালমাত্র অবলোকন করিলেন। আরও দেখিলেন, আতপ-শুষ্ক-শরীরের চর্ম্মরন্ধ্রমধ্যে তিত্তিরিপক্ষী সকল অবস্থিত রহিয়াছে। ভেকনিচয় উহার শুষ্ক নাড়ী আশ্রয় করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছে। নেত্রগহ্বরমধ্যে নবপ্রসূতকীটসমূহ সঞ্চরমাণ হইতেছে এবং পার্শ্বপঞ্জরমধ্যে তন্তুবায়কীটসকল কোশনির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। শারীরিক অস্থি যেমন বিচিত্র-গ্রন্থিময়, ভোগবাসনাও তদ্রূপ। এ জন্য বর্ষার বারিধারায় ধৌত অন্ত্রজালে জড়িত, শুক্র-শরীরের শুষ্ক-অস্থিমালা দর্শনে বোধ হইল যেন, উহারা ইষ্টানিষ্টফলদায়িনী প্রান্তনী-ভোগবাসনার এবং ইন্দুকলার ন্যায় দীপ্তিমান্ শুভ্র ও মসৃণ, ঘটাকৃতিমস্তকাস্থি যেন কর্পূরলিপ্তশিবলিঙ্গের শিরোভাগের অনুকরণ করিতেছে। বিশুষ্ক শিরাসমূহে পরিবৃত, অস্থিমাত্রাবশিষ্ট সরল-গ্রীবাদেশ যেন আমার অনুকরণ বাসনায় লম্বিত হইয়া তদীয়-দেহযষ্টিকে অধিকতর দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছে। জলধারায় মাংস গলিত হওয়ায়, মৃণালের ন্যায় প্রকাশমান, শুভ্রবর্ণ নাসিকাগ্রের অস্থি যেন মুখমণ্ডলে প্রোথিত শরীরের সীমামধ্যাবধারণের শঙ্কুস্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। তদীয় মুখমণ্ডল যেন কন্ধরদেশ উন্নত করিয়া অম্বরতলে উৎক্রান্ত স্বীয় প্রাণবায়ুকে নিরীক্ষণ করিতেছে। ১—১০। দ্বিগুণদীর্ঘতাপ্রাপ্ত জঙ্ঘাদ্বয়, উরুদ্বয়, জানুদ্বয় ও ভুজযুগল এই অষ্ট-অঙ্গ যেন শরীরকে বহন করিয়া পরলোকের দীর্ঘপথ-গমনশ্রমভয়ে ভীত হইয়া অষ্টদিক্প্রান্তে পলায়ন করিতেছে এবং চর্ম্মমাত্রাবশিষ্ট, শূন্যগর্ভ শুষ্কউদরদেশ যেন, অজ্ঞানান্ধজনগণকে হৃদয়ের শূন্যতা দেখাইতেছে। মহামুনি ভৃগু, দুঃখরূপ-মাতঙ্গের বন্ধনস্তম্ভ-স্বরূপ সেই শুষ্ককঙ্কালমাত্র দেখিয়া, পূর্ব্বাপর বিবেচনা পরিহারপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং দর্শনমাত্রেই তাঁহার ঈদৃশ বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, এ কি, এই কি আমার সেই পুত্র গতাসু হইয়া পতিত রহিয়াছে? পরে তিনি, স্বীয় পুত্রকে বিগতপ্রাণ স্থির করিয়া একেবারে অধীর হইলেন; ভবিতব্যতার বিষয় আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। মদীয় পুত্রকে অকালে আত্মসাৎ করিয়াছে ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার কালের প্রতি দারুণ ক্রোধ জন্মিল; অনন্তর কালকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলে অখিলপ্রাণিপুঞ্জের সংহারকারী

কাল, নিরাকার হইলেও আধিভৌতিক-দেহ ধারণ পূর্ব্বক, ভগবান্ ভৃগুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কলেবর, সমুজ্জ্বল-কান্তিময় ও চর্ম্মাবৃত ভুজযুগলে খড়্গ ও পাশ এবং কর্ণে কুণ্ডল বিরাজ করিতেছে। তাঁহার এক এক পার্শ্বের ষট্‌সংখ্যক দ্বাদশমাস-রূপ দ্বাদশবাহু এবং ছয় ঋতুরূপ ছয় মুখ। তিনি বহুলকিঙ্কর-সেনায় পরিবৃত। তৎকালে নভোমণ্ডল, তদীয় দেহোত্থিত প্রদীপ্ত জ্বালা-মালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রস্ফুটিত কিংশুক-তরুরাজি-বিরাজিত-পর্ব্বতবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় করস্থিত ত্রিশূলের অগ্র-ভাগ হইতে নিঃসৃত মণ্ডলাকৃতি অনলদর্শনে বোধ হইল যেন, দিক্-সকল কনককুণ্ডল পরিধান করিয়াছে। তদীয় নিঃশ্বাসবায়ুতে গিরি-শৃঙ্গসকল উৎপাটিত ও দূরে আক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং গিরিবর-সমূহ যেন দোলাধিরূঢ় হইয়া চলিত, ঘূর্ণিত ও পতিত হইতে থাকিল। ১১—২১। তাঁহার খড়্গমণ্ডলপ্রভায় সূর্য্যমণ্ডলও শ্যামলবর্ণ হওয়ায়, যেন প্রলয়কালীন দগ্ধজগতের ধূমপটল-পর্য্যা-কুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহাবাহো! এবংবিধ সেই মহাকাল, কুপিতমহামুনির নিকটে আগমন করিয়া কল্পান্তকালীন ক্ষুব্ধজলধির ন্যায় গম্ভীরস্বরে প্রিয়বচনপূর্ব্বক কহিলেন, মুনে! আপনি ত লোকমর্য্যাদা ও পূর্ব্বাপর বিষয় সকলই পরিজ্ঞাত আছেন, ভবাদৃশ মহাত্মারা মোহের হেতু উপস্থিত হইলেও মুগ্ধ হন না, হেতুর অনুপস্থিত হইলে ত কথাই নাই। হে সাধো! আপনি ত জানেন, আমরা নিয়তির আজ্ঞানুবর্ত্তী। আপনি পরমতপস্বী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, সেজন্য সকলেরই পূজ্য এবং সেই নিমিত্ত আমারও পূজনীয়, নতুবা অপর ইচ্ছায় নহে। হে অল্পবুদ্ধে! বৃথা তপোব্যয় করিবেন না, প্রলয়ের মহাপ্রচণ্ড অনলও আমাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং আপনি আর শাপানলে আমার কি দগ্ধ করিবেন? মুনে! আমরা কত শত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করি-য়াছি, কোটি কোটি রুদ্র কবলিত করিয়াছি এবং অসংখ্য বিষ্ণুকে ভক্ষণ করিয়াছি, অতএব আমরা ইচ্ছাকরিলে কি না করিতে পারি? ব্রহ্মন্! নিয়তিই এইরূপ যে, আমরা ভোক্তা ও আপনারা ভোজ্য; কিন্তু ইহা আমাদিগের ইচ্ছাধীন নহে। দেখুন, নিয়তি-বশে অগ্নি স্বয়ংই ঊর্দ্ধগামী ও সলিল স্বয়ংই নিম্নাভিমুখ এবং ভোজ্য স্বয়ংই ভোক্তার নিকট উপস্থিত হয় ও বিনাশকাল নিজেই সৃষ্টবস্তুকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু হে মুনে! এই জগতে বাস্তবিক কেহই ভক্ষক, বা ভক্ষ্য নহে, সকলই পরমাত্মা, তিনি ভিন্ন কিছুই নাই। সুতরাং আমিও সেই পরমাত্মা। এই সংসারে আমি যে ভক্ষক ও সকলই যে ভক্ষ্য, আপনাতেই আমার ঈদৃশরূপ কল্পিত হইয়া থাকে জানিবেন। কারণ পরমাত্মা স্বয়ংই স্বীয় আত্মাতে জগদ্রূপে প্রকাশমান হন; এজন্য তিনি স্বয়ংই যে, সমুদয় সংহার করেন, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? নির্ম্মলবিবেকদৃষ্টিতে দর্শন করুন, নিজেই জানিতে পারিবেন, এই জগতে কেহই কর্ত্তা বা ভোক্তা নাই, অজ্ঞানদৃষ্টিতেই বহু কর্ত্তা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! যাহাদিগের দর্শনশক্তি অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, তাহারাই অমুক কর্ত্তা অমুক কর্ত্তা নহে, এইরূপ কল্পনা করে; কিন্তু যাহার সম্যক্ [illegible]ক্তি আছে, সে কখন তাদৃশ ভ্রান্ত হয় না। ২২—৩২। তরুনিচয়ে পুষ্পসকল এবং অখিলভুবনে প্রাণিপুঞ্জ স্বয়ংই উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে; কিন্তু ভ্রান্তব্যক্তিরা তাহার হেতু ও নাম কল্পনা করিয়া থাকে। সলিলমধ্যে-প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের যেমন গমনাগমন বিষয়ে কর্ত্তৃতা ও অকর্ত্তৃতা কিছুই সত্য না হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তদ্রূপ এই জগৎসৃষ্টিতে কালেরও কর্ত্তৃতা বা অকর্ত্তৃতা জানিবেন। উহা কেবল মনের মিথ্যাভ্রম-বিলসিত। অন্ধদৃষ্টিই, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ঐ কর্ত্তৃতা ও অকর্ত্তৃতাময়ী ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব হে মুনে! বৃথা পুত্রশোকে অধীর হইয়া কোপ করিবেন না, কারণ ক্রোধ হইতেই বিষম-অনর্থ সঙ্ঘটিত হয়, আপনি যথার্থরূপে দর্শন করুন, দেখিবেন, যে বস্তু যেরূপ, সে সেইরূপই আছে, কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে নাই, হে তাত! আমাদিগের খ্যাতি বা প্রতিপত্তির অভিলাষ নাই, কারণ আমরা অভিমানের বশীভূত নই, কেবল স্বতঃই নিয়ত-নিয়তির বশতাপন্ন। এই জন্যই মুনিগণের সম্মান রক্ষাকরা কর্ত্তব্যরূপ নিয়তিবশেই আপনার নিকট আসিয়াছি, শাপভয়ে আসি নাই। দেখুন, প্রাজ্ঞমাত্রেই ঈশ্বরেচ্ছারূপ মহানিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্যপালনেচ্ছারূপ নিয়তির অনুসরণ করিয়া থাকেন, কেহই মহা-তমোগুণের অনুগামী নহেন। ব্যবহারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিয়ত কেবল কর্ত্তব্য-পরায়ণ হওয়াই উচিত, অতএব আপনি মোহের বশীভূত হইয়া কদাচ স্বীয় কর্ত্তব্য-বিষয়ে অবহেলা করিবেন না। আপনার সেই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি, এক্ষণে কোথায়? তাদৃশ মহত্ত্বই বা কোথায় এবং সেই ধীরতাই বা কোথায়? কিজন্য সর্ব্বজনবিদিত মার্গেও অন্ধবৎ মুগ্ধ হইতে ছেন? হে মুনে! ঈদৃশী দশা যে, স্বীয় কর্ম্মফলের পরিপাক-জনিত, তাহা বিচার না করিয়া কি জন্য মূর্খের ন্যায় আমাকে বৃথা অভিসম্পাত করিতে বাসনা করিতেছেন?। ৩৩—৪০। মুনে! আপনি কি জানেন না যে, অখিল দেহিগণেরই দেহ-দ্বিবিধ, পঞ্চভূতময় ও মনোময়। উহার মধ্যে পঞ্চভূতময় বাহ্য-স্থূলদেহ, নিতান্ত জড় ও ক্ষণভঙ্গুর এবং মনোময় প্রাতিভাসিক অন্তর্দ্দেহ অতিসূক্ষ্ম, ক্রোধাদি দ্বারা নিয়ত উহাই পীড়িত হইয়া থাকে। আপনারও সেই অন্তর্দ্দেহ রোষবশে বিকৃত হইয়াছে। হে সাধো! সুচতুর সারথি-দ্বারা যেমন রথ পরিচালিত হয়, তদ্রূপ মনই, অভিমান বশতঃ বাক্যাতীত কোন আভ্যন্তরীণব্যাপার-বলে বাহ্য-জড়দেহকে চালিত করিয়া থাকে। শিশু যেমন কর্দ্দমাদি-দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ মনই ক্ষণকালমধ্যে দেহান্তর সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বদেহকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। সংসারে মনই পুরুষ, মনের কার্য্যই পুরুষের কার্য্য। কল্পনাবশেই মন ভববন্ধনে বদ্ধ হয় এবং কল্পনা-বিহীন হইলেই মুক্ত হইয়া থাকে। এই আমার দেহ, এই ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এই মস্তক, একমাত্র মনেরই এই সকল বহুল-বিকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনই একজীব হইতে জীবান্তর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনঃকল্পিতবিষয়ে নিশ্চলত্ব-হেতু অহঙ্কার মনের অনুগামী হয় এবং অহম্ভাবজন্য অভিমান-বশেই মন স্বয়ং আপনার নানাবিধত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। দেহ-বাসনাবশতঃই মন, আপনার ও অন্যের অসত্য পার্থিব শরীর-সমূহ সন্দর্শন করে, কিন্তু যদি সত্যবিষয় দেখিতে পায়, তাহা হইলে অলীক শরীরচিন্তা পরিহারপূর্ব্বক পরম নির্বৃতি লাভ করিতে পারে। ৪১—৫০। আপনি সমাধিস্থ হইলে আপনার পুত্রের সেই মন স্বীয় মনোরথ-পথ আশ্রয় করিয়া বহুদূরে গমন করিয়া-ছিল। নীড় হইতে উড্ডীন বিহঙ্গমের ন্যায় তিনি এই, ভৃগু-শরীর মন্দরগহ্বরে পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরপুরে প্রস্থান করেন। হে

মুনে! অনন্তর মহাতেজাঃ ভবদীয়পুত্র, ভ্রমর যেমন পদ্মিনীকে উপভোগ করে, সেইরূপ তথায় কখন মন্দারতরুকুঞ্জে, কখন পারিজাত-তলে, কখন নন্দনোদ্যানে এবং কখনও বা লোকপালগণের পুরে সুরসুন্দরীবিশ্বাচীকে উপভোগ করত দ্বাত্রিংশৎযুগ অতিবাহিত করিয়াছেন। পরে স্বীয় তীব্র-কল্পনাপ্রভাবেই পুণ্যক্ষয় হইলে তদীয় কুসুমাবতংস ম্লান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অবসন্ন হইল, তখন তিনি গগনাঙ্গনেই সেই দেবদেহ পরিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে সুপক্ব-ফলের ন্যায় বিশ্বাচীর সহিত নিপতিত হইলেন। অনন্তর ভূতাকাশ প্রাপ্ত হইয়া বসুধাতলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে দশার্ণ-দেশে ব্রাহ্মণ,পরে কোশলদেশের অধীশ্বর, তৎপরে মহারণ্যমধ্যে ধীবর, তৎপরে ভাগীরথীতীরে হংস এবং পর পর পৌণ্ড্রদেশে সূর্য্যবংশীয় ভূপাল, শাল্বদেশে মন্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, কল্পকাল স্বর্গে ধীমান্ শ্রীমান্ বিদ্যাধর, মদ্রদেশে মহীপাল ও তৎপরে সমঙ্গা-নদীতটে বাসুদেবনামক তাপসকুমার হইয়াছেন॥ ৫১—৬০॥ ভবদীয়পুত্র, বিবিধবাসনাবশতঃ অন্যান্য বিচিত্র বিষম নীচ-যোনিতেও বার বার জন্মিয়াছেন। তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে ও কৈকটদেশে কিরাত, সৌবীরদেশে সামন্ত, ত্রিগর্ত্তদেশে গর্দ্দভ, কিরাতদেশে বংশগুল্ম, চীন-জঙ্গলে হরিণ, তালবৃক্ষে সরীসৃপ ও তমালবনে বনকুক্কুট হইয়া পুনর্ব্বার মন্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য দ্বিজদেহ ধারণপূর্ব্বক যাহাতে বিদ্যাধরলোকে গমন করা যায়, এরূপ মন্ত্র জপ করেন। হে ব্রহ্মন! তাহাতে তিনি পুনরায় গগনস্থিত বিদ্যাধরলোকে মহামান্য বিদ্যাধর হন। তৎকালে তাঁহার গলদেশে মণিময়-হার, কর্ণে রত্ন-কুণ্ডল ও ভুজযুগলে রত্নরাজিবিরাজিত হেমবলয় বিরাজমান হইত। তিনি দ্বিতীয় মন্মথের ন্যায় অলৌকিক রূপলাবণ্যবান কামিনীরূপ-নলিনীগণের প্রীতিপ্রদ-সূর্য্যস্বরূপ গন্ধর্ব্বপুরের ভূষণ ও বিদ্যাধরীগণের প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি যখন কল্পান্তে চরম সীমায় উপনীত হইলেন তখন প্রলয়-কাল আসিল, ঐ কল্পান্তকালে প্রাবকে প্রলয়বহ্নি-স্বরূপ উদিত দ্বাদশ আদিত্যের প্রচণ্ডময়ূখমালায় ভস্মসাৎ হন। তখন কুলায়বিহীন বিহগীর ন্যায় তদীয় বাসনা নিরাশ্রয় হইয়া অন্তবিহীন অনন্ত-শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর বহুকালান্তে ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাতা হইলে পুনর্ব্বার বিস্ময়কর সংসার-রচনা আরম্ভ হইল। হে মুনে। তৎপরে তাঁহার সেই বাসনা সমীরণ-বেগে চালিত হইয়া সম্প্রতি এই উপস্থিত সত্যযুগে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুনিবর! তাঁহার নাম এক্ষণে বাসুদেব। তিনি ধীশক্তিশালী, মানবগণের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং অখিল-বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। মহামুনে! ভবদীয় তনয় এইরূপে বিবিধপ্রকার বিষয়-বাসনার অনুবর্ত্তী হইয়া খদির-করঞ্জাদি বিবিধ তরুকোটরে, বিবিধ জঠরযোনিতে, বিবিধ গহনকাননে ভ্রমণপূর্ব্বক আকল্প-বিদ্যাধররূপে অবস্থান করিয়া অধুনা সমঙ্গা-নদীতটে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত আছেন॥ ৬১—৭৩॥

দশম সর্গ সমাপ্ত। ১০॥

একাদশ সর্গ।

কাল কহিলেন,—আপনার আত্মজ, এক্ষণে মস্তকে জটাজুট ও হস্তে অক্ষবলয় ধারণ করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া উত্তাল-তরঙ্গমালায় ভীষণবেগে শব্দিত, মৃদুমন্দসমীরণসঞ্চারে সুখসেব্য সমঙ্গাতীরে কঠোর তপস্যায় আসক্ত থাকিয়া আটশত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। মুনে! যদি সেই স্বপ্নতুল্য মনোভ্রম দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে ত্বরায় জ্ঞাননেত্র উন্মীলন-পূর্ব্বক অবলোকন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—জগতের নিয়ন্তা সমদর্শী কাল, এইরূপ কহিলে মুনিবর ভৃগু, জ্ঞাননেত্রে তনয়ের ব্যাপার-পরম্পরা সন্দর্শনার্থ ধ্যানস্থ হইলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে জ্ঞানপ্রভা প্রকাশমান হওয়ায় বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুত্রের অশেষ বৃত্তান্তই নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর ভগবান ভৃগু, সমঙ্গাতীর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মন্দর-সানুস্থিত, কালের সম্মুখবর্ত্তী স্বীয়স্থূলশরীরে পুনরায় প্রবেশ করিলেন, (অর্থাৎ তিনি, তচ্চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন।) তৎপরে সেই বিষয়াসক্তিবিহীন মুনিবর, বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বিষয়ে অনাসক্ত কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বিষয়, সকলই অবগত আছেন, কিন্তু দেব! আমাদিগের অন্তর, রাগাদিতে নিতান্ত মলিন, তজ্জন্য কিছুই দেখিতে পাই না, আপনারাই ধীশক্তিবলে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই সুস্পষ্টরূপে দেখিতেছেন এই জগৎ অসত্য হইলে নানাকারে সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া প্রাণিগণকে মহাভ্রমে নিপাতিত করিতেছে। দেব! মনোবৃত্তি যে, ইন্দ্রজালবৎ মহামায়ামোহ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা আপনিই পরিজ্ঞাত আছেন, যেহেতু আপনার অভ্যন্তরেই সমুদয় বিদ্যমান। ১—১০। ভগবন্! আমার এই পুত্রের কল্পকাল-মৃত্যু নাই জানিতাম, সেইজন্য তাঁহাকে মৃত দেখিয়া ঈদৃশ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। দেব! আমার চিরজীবী পুত্রকে, কাল কবলিত করিয়াছে ভাবিয়া নিয়তিবশে অভিসম্পাত-বাসনা নিতান্ত হেয় হইলেও তাহা আমার অন্তরে উদিত হইয়াছিল। হে বিভো! কি আশ্চর্য্য! আমরা সংসারের ঈদৃশ গতি পরিজ্ঞাত হইয়াও বিপদে বিষণ্ণ ও সম্পদে হৃষ্ট হইয়া থাকি। ভগবন্! অনিষ্টকারীর প্রতি ক্রোধ এবং উপকারীর প্রতি প্রসন্নতা যে কর্ত্তব্য, ইহা সংসারে চিরপ্রসিদ্ধ রীতি। হে জগদ্‌গুরো! যাবৎকাল না জগদ্‌ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, তাবৎকালই ইহা কর্ত্তব্য এবং ইহা অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এক্ষণে ভবদীয় কৃপায় তত্ত্ববোধ হওয়ায় সে ভ্রম, তিরোহিত হইয়াছে, এখন বুঝিতেছি, ক্রোধ বা প্রসন্নতার কর্ত্তব্যতা-নিয়ম নিতান্ত হেয়। হে ভগবন্! আমি আপনার বিষয় চিন্তা না করিয়াই যখন, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছি, তখন অবশ্যই আপনার নিকট আমি দণ্ড পাইবার উপযুক্ত। অধুনা আপনি আমার পুত্র বিবরণ স্মৃতিপথারূঢ় করাইলেন বলিয়াই, আমি সমঙ্গাতটে পুত্রকে অবলোকন করিতে পাইলাম। এক্ষণে স্থির জানিতেছি, মনঃকল্পিত জগতে প্রাণিমাত্রেরই বাহ্য ও অন্তর্ভেদে দ্বিবিধ শরীর, তন্মধ্যে অন্তঃশরীর মনই সর্ব্বত্রগামী, কারণ উহাদ্বারাই জগতের অখিল বিষয় অনুভূত হইয়া থাকে। কাল বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি যথার্থই কহিয়াছ, কুম্ভকার যেরূপ, আপনার কল্পনানুরূপ কুম্ভ গঠন করে, মনোময় শরীরও তদ্রূপ স্বীয় সঙ্কল্পবশে বাহ্য-শরীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এবং বালক যেরূপ, মনের মোহবশতঃ কল্পনাবলে নব নব অলীক বেতাল-শরীর গঠিত করে, সেই প্রকার এক মনই, ক্ষণকালমধ্যে নূতন নূতন কাল্পনিক আকার গঠন ও তাহা বিনষ্ট করিয়া থাকে। ১১—২০। মনের যে গন্ধর্ব্বনগরতুল্য অসত্যবিষয়-নির্ম্মাণক্ষম বলবতী শক্তি আছে এবং উহা যে ভ্রান্তি,

স্বপ্নও মিথ্যাজ্ঞানাদিবিলসিত, তাহা মনীষিগণের অনুভবসিদ্ধ। মুনিবর! অন্তর্বাহ্যভেদে পুরুষের যে দ্বিবিধশরীর কথিত হইয়াছে, ইহাও স্থূলদৃষ্টির কার্য্য জানিবেন, বস্তুতঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই ত্রিজগৎই মনের কল্পনামাত্রপ্রসূত। হে মুনে! উহা সম্পূর্ণ অলীকপদার্থ হইলেও সত্য সুবিস্তৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দৃষ্টি দূষিত হইলে সকলে যেরূপ দ্বিচন্দ্র দর্শন করে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃই চিত্তরূপদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ প্রগাঢ় বিভিন্ন বাসনাতেই জগতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে। একমাত্র মনই ঘটপটাদি অখিল পদার্থ বিভিন্ন প্রকার বাসনায় সন্দর্শন করত সর্ব্বত্রই বিভিন্নপ্রকার অবলোকন করিয়া থাকে। মন স্বীয় ভেদবুদ্ধিবশতঃ আমি কৃশ, আমি অতি দুঃখী, আমি মূঢ় ইত্যাদি চিন্তা করিয়াই সংসারিতা প্রাপ্ত হয় এবং যখন বুঝিতে পারে যে, "আমি যে মনন করিতেছি, উহা নিতান্ত কাল্পনিক, কারণ, ব্রহ্মভিন্ন আমি অপর কিছুই নই, সুতরাং আমিই যখন নাই, তখন আমার আবার মনন কি?" তৎকালে মন, মনন হইতে বিরত হইয়া সেই শান্ত সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে। ২১—২৫ বিপুল-তরঙ্গমালাপরিব্যাপ্ত সতত সমভাবাপন্ন, শুদ্ধ, স্বচ্ছ, সান্দ্র, শীতল অবিনাশী, বিস্তীর্ণ, সলিলময়, বিশাল, প্রশান্ত, মহাসাগরস্থিত ক্ষুদ্রতরঙ্গ যেমন, স্বীয় স্বভাবানুসারে স্বকীয় রূপের বিষয় চিন্তা করিলে, সম্ভবতঃ সাগরের সহিত আপনার ভেদবুদ্ধিবশতঃ আপনিই আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা করে এবং ঐরূপ বিশালতরঙ্গও আত্মভাবানুসারে আপনার বিষয় চিন্তা করিলে যেমন অবশ্যই ভেদবুদ্ধিবশে "আমি অতিপ্রকাণ্ড" তাহার কল্পনা হইতেই ঈদৃশ বোধ হয়, ঐক্ষুদ্রতরঙ্গ যেমন, স্বীয় তাদৃশ চিন্তাবশতঃ আমি অতিক্ষুদ্র, আমি অধঃপতিত হইতেছি বোধ করিয়াই যেন পাতালের বিষয় চিন্তা করত তাহাতে পতনভয়ে তীরভূমি উদ্দেশে গমন করে এবং নিমেষমাত্রে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যেন আপনাকে উন্নত মনে করত যেমন তীরস্থ শৈলমালার রত্নরশ্মিদ্বারা ভূষিত-কলেবরে পরমসৌন্দর্য্যে শোভমান হয়, আবার কখন যেমন চন্দ্রবিম্বে অবস্থিত হইয়া যেন আমি সুশীতল হইলাম বোধ করে, কখন যেমন, নিজশরীরে তীরস্থিত পর্ব্বতের দাবানলপ্রভা প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেন দগ্ধ হইলাম বোধ-করিয়াই ভীত ও নিঃশব্দে কম্পিত হইতে থাকে, কখন যেমন, তীরবর্ত্তী গিরিনিকরের সৈন্যগণ-সদৃশ বনতরু সকল প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেন আপনাকে মহারাজ্যলাভে কৃতার্থ জ্ঞান করত বিরাজমান হয়; এবং কখনও যেমন, সমীরণ-তাড়নে স্বীয় শরীর চূর্ণিত হওয়ায় আমি খণ্ডিত হইলাম বোধে যেন তৎকালীন অব্যক্ত শব্দ চ্ছলে ক্রন্দন করিতে থাকে, কিন্তু বাস্তবিক, সেই তরঙ্গসকল যেমন, জলধির জলরাশি হইতে ভিন্ন নহে, উহাদিগের কোন প্রকারই রূপ নাই, উহারা যেমন অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ২৬—৩৮। উহাদিগের যেমন ক্ষুদ্রতা বা দীর্ঘতাদি কোন গুণই নাই এবং উহারাও কোনগুণে অবস্থিত নহে। উহারা যেমন, সমুদ্রে অবস্থিত না থাকিলেও তাহাতে যে অবস্থিত নহে এরূপ জ্ঞান হয় না, উহারা যেমন, কেবল আমাদিগের স্বীয় স্বভাবদোষে ভেদজ্ঞানবশে যেন রূপান্তরিত হইয়া পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃপুনঃ বিনষ্ট হইতেছে দেখিতেছি, কিন্তু পরস্পর মিলিত হইলে আর যেমন ভেদজ্ঞান থাকে না, তখন সাগর ও তদীয় তরঙ্গমালাকে যেমন একমাত্র নিরাকারসলিলময় বলিয়াই বোধ-হয়, সেইরূপ, সেই সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ স্বচ্ছ নিরাময় সর্ব্বশক্তিমান্ অনাদি অনন্ত পরমাত্মাতেই বিচিত্রব্যাপারান্বিত অখিল জগৎই তাঁহা হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং ভ্রান্তিবশেই তাদৃশ বিবিধদশা উপভোগ করিতেছে। স্বীয় শরীরস্থ নানাশক্তিই জগতের এতাদৃশ নানা প্রকারতা উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু ফলতঃ একমাত্র ব্রহ্মই সলিলে তরঙ্গমালার ন্যায় আপনাতেই বিজৃম্ভিত হইয়া থাকেন এবং স্বয়ংই স্ত্রী-পুরুষাদি কল্পিতরূপ সহায়ে পরিবর্দ্ধিত হন। "জগৎ" ইহা কল্পনামাত্র, ইহা কখন ছিল না, উপস্থিতও নাই এবং থাকিবেও না। কারণ, ব্রহ্ম ও জগতের অণুমাত্র পার্থক্য নাই। পরিদৃশ্যমান অখিল-জগৎই কেবলমাত্র সম্পূর্ণ ব্রহ্মময়। হে রাঘবেন্দ্র! তুমি অপর সমস্ত কার্য্য পরিহারপূর্ব্বক যত্নসহকারে কেবল এইরূপই ভাবনা কর। সতত একরূপা হইলেও নানারূপিণী সত্তা, পদার্থমাত্রেই অধিষ্ঠিত আছে, প্রকৃতরূপে তাহার বিভিন্নপ্রকারতা না থাকিলেও সেই সত্তাই পদার্থ-নিচয়ের অসীম বিভিন্নতা উৎপাদন করিয়া থাকে। ৩৯—৪৭। জড় ও অজড় উভয়বিধ পদার্থেরই একরূপ সত্তা কিরূপে সম্ভব, এরূপ আশঙ্কাও করিও না, কারণ চিদাভাস-জীবাত্মা চিত্তপ্রাপ্ত হইলেই চিত্তের বাসনারূপিণী আত্মস্বরূপা শক্তিতেই 'ইহা জড় উহা অজড়' ইত্যাদি বোধ হইয়া থাকে, নতুবা জড় অজড় কিছুই নহে। হে অনঘ! সেই নিমিত্ত, প্রতিবিম্বিত বিবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় একমাত্র ব্রহ্মই সলিলময়-সমুদ্রে তদীয় সলিলের ন্যায়, একমাত্র আত্মাই আপনাতে আপনা দ্বারা নানারূপে বিহার করত নানারূপ ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র তরঙ্গমালা যেমন, সলিল ভিন্ন অপর কিছুই নহে, তদ্রূপ কল্পিত অখিল পদার্থই সেই বিশ্বেশ্বর পরমাত্মা ভিন্ন পৃথক্ বস্তু নহে বোধ করিও। একটী মাত্র বীজে যেমন শাখা পুষ্প পত্র ও কোরকাদি সমুদয়ই অবস্থিত থাকে, সেইরূপ এক মাত্র ব্রহ্মেই সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তি বিরাজ করিতেছে। প্রখরসূর্য্যকিরণে যেরূপ বিবিধ বিচিত্র-বর্ণ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ সেই দেবেশ্বর ব্রহ্মেতেই বিবিধ বিচিত্র-শক্তি অবস্থিত আছে। একবর্ণ-মেঘমালা হইতে যেরূপ বিবিধবর্ণে রঞ্জিত ইন্দ্রধনু উত্থিত হয়, সেইরূপ সতত একরূপ মঙ্গলময় পরমাত্মা হইতে বিবিধরূপ শক্তির উদয় হইতেছে। ৪৮—৫৪। সচেতন ঊর্ণনাভ হইতে যেমন তন্তুজাল এবং পুরুষ হইতে যেমন স্বপ্নজ-রথাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জড়তা ভাবনাহেতুক-অজড় সেই আত্মা হইতেই জড়তা উদ্ভূত হইয়া থাকে। কোশকার কীট যেমন, নিজ ইচ্ছায় আপনার বন্ধননিমিত্ত তন্তুময়-কোশ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ সেই পরমকল্যাণময় ব্রহ্মই, স্বীয় ইচ্ছানুসারে আপনার বন্ধনের জন্য জড়ময় চিত্তির শক্তিসমূহ বিস্তার করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! সেই আত্মা, আপনার ইচ্ছাবশতঃই আত্ম-বিস্মৃতি ভাবনা করিয়া ঐ কোশকারকীটবৎ আপনাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া থাকেন এবং তদ্রূপ নিজ অভিলাষানুসারেই নিজ প্রকৃতিপূর্ণ শরীরের বিষয় চিন্তা করত বন্ধনস্তম্ভ হইতে মাতঙ্গের ন্যায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। আত্মা যেরূপ ভাবনা করেন স্বয়ং সেই রূপই হন এবং তিনি পূর্ণ হইলেও অবিলম্বে ভাবনানুরূপ শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। বর্ষাকালীন মহতী হিমাবলী যেরূপ অখিল-গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া আপনার স্বরূপ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনি যেরূপ-শক্তি ভাবনা করেন, ক্ষণকালমধ্যে সেই শক্তিই তাঁহাকে স্বীয়-

সারূপ্যপ্রাপ্ত করিয়া থাকে। যখন যে ঋতু উপস্থিত হয়, বৃক্ষ যেমন তাহারই অধীন হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, যখন যে শক্তি সমুত্থিত হইয়া থাকে, আত্মাও তাহার তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ আত্মার বন্ধন-অবন্ধন মোক্ষ-অমোক্ষ কিছুই নাই। জানি না, এই জগতে কিরূপে তাঁহার বন্ধন-মোক্ষ কল্পনা উত্থিত হইয়াছে কি আশ্চর্য্য। এই মায়াময় জগৎ, অবিদ্যাপ্রসূত ভোগ্যভোক্তৃত্বাদি-বিবিধভাবে আচ্ছন্ন হওয়ায় তাঁহার বন্ধন বা মোক্ষ না থাকিলেও যেন তত্তদ্‌যুক্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সেই অখণ্ড ব্রহ্ম যখনই চিত্ত কল্পনা করেন, তখনই স্বরচিত আবরণে কোশকারকীটের ন্যায় তাহা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মন ও মনের শক্তি অভিন্ন রূপ মনের ঐ শক্তিতেই বিবিধ শরীর কল্পিত হইতেছে। এক আত্মা হইতেই ঐরূপ কোটি কোটি মনঃশক্তি নিয়ত নির্গত হইয়া থাকে। ৫৫—৬৫। সাগরের তরঙ্গাবলীর ন্যায় ঐ শক্তিনিচয় মন হইতে উৎপন্ন ও মনেতেই অবস্থিত থাকিলেও পৃথক্‌রূপ বলিয়া প্রতীত হয় এবং চন্দ্র হইতে উৎপন্ন মরীচিমালার ন্যায়, ঐরূপ মনঃপ্রসূত ও মনঃস্থিত হইলেও অন্যত্রও অবস্থিত বোধ হইয়া থাকে। মনোমধ্যে চিৎই যাঁহার সলিল-স্বরূপ, সেই বিশ্বব্যাপী চিৎ-রসাপ্লিত-সুবিমলপরমাত্মরূপ মহাসাগরে জলবিন্দুবৎ কোন স্থিরতরশক্তি ব্রহ্মা, কোন শক্তি বিষ্ণু, কতিপয় শক্তি একাদশ রুদ্র, কতিপয় অসংখ্য পুরুষ, কতিপয় দেবতানিচয়, কতিপয় কৃমি কীট, পতঙ্গ সর্প, গো, মশক ও অজগরাদি, কতিপয় জলজন্তু, কতিপয় গিরি-কুঞ্জাদিস্থিত বন-মনুষ্য, মৃগ, গৃধ্র ও জম্বুকাদি এবং কোন কোন শক্তি সাগরাদিতীরজাত ও বনস্থলীসম্ভূত তরু-গুল্মাদিরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। এই কর্ম্মময়সংসারক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ কেহ অল্পায়ুঃ, কাহারও শরীর তুচ্ছ, কাহারও বৃহৎ, কেহ স্থায়ী, কেহ অস্থায়ী, কেহ দৃঢ়বিকল্পবশে অস্থায়ী জগতের স্থিরত্ব কল্পনায় নিরত, কেহ অত্যল্পমাত্র চিন্তাশীল, কেহ দৈন্য-দোষের বশীভূত, কেহ কেহ আমি অতি দুঃখী আমি মূঢ় ইত্যাদি-দুঃখে আক্রান্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কেহ কেহ গন্ধর্ব্বগন্ধর্ব্বাদি ও অর্ণসাদিরূপে শুভাশুভ-কূপ জগতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং কেহ কেহ বা চন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রহ্মন্‌! সেই ব্রহ্ম অপার অর্ণবস্বরূপ। ঐ চিৎসংবিৎ সকল তাঁহারই বিলোল-লহরীরূপে উদিত ও প্রতিভাত হইতেছে। উক্ত চিৎসংবিতেরই অপর নাম মনন। ৬৬—৭৫।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

কাল কহিলেন,—হে মুনে! কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য সকলেই সেই ব্রহ্মের চিৎসংবিত, উহারা যে ব্রহ্মার্ণব হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই সত্য, অপর অখিল-সিদ্ধান্তই মিথ্যা। ইহারা, স্বীয় বিকল্পবশে মলিনচিত্ত বলিয়া মিথ্যা ভাবনাহেতু "আমরা ব্রহ্ম নহি" অন্তরে এইরূপ স্থির করিয়াই অধোগত হইয়া থাকে। উহারা ব্রহ্মরূপ অর্ণবের অন্তর্গত হইলেও সেই অপরিচ্ছিন্নব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বকল্পনাকরত জীবজন্মভূমিতে অশেষক্লেশ উপভোগ করে। ব্রহ্মসংবিৎ, পাপ-পুণ্যাদিকর্ম্মের বীজস্বরূপ মনন-দ্বারা কলঙ্কিত হইলেও উহাকে সেই নিষ্ক্রিয়ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে। মুনে! কর্ম্মজালরূপ করঞ্জবৃক্ষের করাল বীজ-মূর্ত্তি-স্বরূপ সঙ্কল্পানুরূপ কল্পনাবশেই, জগতে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত প্রস্তর-বৎ জড়-বিবিধশরীরনিচয় অবস্থিতি করিতেছে এবং উহারা কখন বায়ুর ন্যায় স্পন্দিত, কখন উল্লসিত, কখন আস্ফালননিরত, কখন রোরুদ্যমান, কখন হাস্যযুক্ত, কখন ম্লান ও কখন বিলীন হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি বিশুদ্ধচিত্ত, যেমন হরি হরাদি, কেহ কেহ অল্পমোহাভিভূত, যেমন অমর, নর ও উরগাদি। ১—৮। কেহ কেহ মোহের নিতান্ত বশীভূত, যেমন তরুতৃণাদি, কেহ কেহ সম্যক্‌রূপে অজ্ঞানমূঢ় হইয়া কৃমি-কীটাদি-দেহ ধারণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ বা ব্রহ্মরূপমহার্ণবের অতি-দূর-দেশে তুচ্ছতৃণবৎ প্রবাহিত হইতেছে। উরগ-নগাদির ন্যায় ইহাদিগেরও কোনরূপ কর্ত্তব্য-সৎকার্য্যেরই সূচনা নাই। কেহ কেহ মনুষ্যত্বাদি লাভ করিয়া শাস্ত্রে যোগাদি-সদ্বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক তৎসাধনে অগ্রসর হইয়া বারংবার জন্মগ্রহণ করিলেও দুরদৃষ্টরূপ নিষ্ঠুর মূষিক তাহাদিগের সেই কার্য্যের সূচনা-রজ্জু ছিন্ন করিয়া দেয়। কেহ কেহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদির ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বরত্না-সাগরের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সশরীরেই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মরূপমহার্ণবের আয়তন এরূপ বিশাল যে, কেহই তাহার তীরভূমি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। কেহ কেহ মাত্র বহুলরূপে মোহবিহীন হইয়া সমাধিদ্বারা তাঁহাকে অবলম্বন-পূর্ব্বক অনন্তকাল অবস্থিত আছে। কোন কোন প্রাণিগণ, কোটিকোটিবার জন্মগ্রহণ করিয়াও পুনরায় অসংখ্যবার জন্ম-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত বিষয়ানুরাগাদিতে অন্ধ হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। হস্তস্খলিত-বৃহৎফলের ন্যায় কেহ কেহ ঊর্দ্ধ হইতে অধোদেশে, কেহ কেহ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে এবং কেহ কেহ বা অধো হইতেও অধোদেশে গমন করে। জগতে এই জীবদশা, অক্ষয় এবং অনন্ত সুখ-দুঃখের নিদানভূত জন্ম-মৃত্যুর আকরস্বরূপ। পরমবস্তু ব্রহ্মকে বিস্মরণ হইলেই ঐ দশা ঘটিয়া থাকে এবং তাঁহাকে জানিতে পারিলেই গরুড়স্মরণে বিষব্যথার ন্যায় অখিল সংসার-যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ৯—১৬।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

কাল কহিলেন,—হে মুনিবর! অখিলভূতগণই মহাসাগরের তরঙ্গের ন্যায় এবং বৈশাখ-মাসীয় বিবিধ-বিচিত্র-লতা সন্ততির ন্যায় বিচিত্রভাবে বিরাজমান হইতেছে। উহাদের মধ্যে যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাদি, জগতের পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী অনুশীলনপূর্ব্বক মনোমোহ জয় করত জীবন্মুক্ত হইয়া এই সংসারে বিচরণ করিতেছেন। অন্য স্থাবর-জঙ্গমাদি, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভিত্তি ও কাষ্ঠাদির ন্যায় অবস্থিতি আছে। অপর যাহা-দিগের মায়ামোহ তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের আর বিচার্য্য-বিষয় কি আছে?—অর্থাৎ তাঁহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ের অতীত। সেই সকল আত্মতত্ত্ববিদগণ বিশুদ্ধচেতা প্রাণিগণের আত্মসিদ্ধি-লাভের নিমিত্ত যে সকল শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই অদ্যাপি

দেদীপ্যমান হইতেছে। স্বীয় পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হওয়ায় যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়, সেই সকলশাস্ত্রবিচারে তাঁহাদিগেরই নির্ম্মল-জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশমান হইয়া থাকে। দিবাকর গগনাঙ্গনে অধিরূঢ় হইলে নিশতিমির যেমন এক কালে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সৎশাস্ত্রের অনুশীলনে মনের অন্ধকারও তিরোহিত হইয়া যায়। মনোমোহ বিলীন না হইলে সিদ্ধিলাভের কথা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ গভীর মোহজালেই জড়িত হইতে হয়। উহা নীহারের ন্যায় চিত্তকে আবরণপূর্ব্বক বেতালের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে। মুনে! ইহ সংসারে অখিল-দেহীর মনোময়-দেহই সুখদুঃখের আকর মাংসময় দেহ নহে। মাংসাস্থি-সমষ্টিরূপ যে পঞ্চভূতময়-দেহ দেখিতেছ, উহা কেবল মনেরই বিকল্প জানিবে প্রকৃতরূপে উহা দেহ নহে। মুনিবর! ভবদীয় পুত্র ঐ মনোময়শরীরে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ত্বরায় তদনুরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ বিষয়ে আমরা অপরাধী নহি। ১—১০। যে ব্যক্তি স্বীয়বাসনাবশে যেরূপ কার্য্য করে, সে তদনুরূপফলই লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে অপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই স্বীয় মনোবাসনা, ক্ষণকাল মধ্যে অন্তরে যে কার্য্য সাধিত করিয়া থাকে, এমন কেহই ত্রিলোকের প্রভু নাই যে, সে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। জন্ম, মৃত্যু ও নরকভোগাদি সমস্তই মনের মননমাত্র; এবং ঐ মনন কেবলমাত্র দুঃখেরই নিদান। ভগবন! এ বিষয়ে নিরর্থক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। গাত্রোত্থান করুন, চলুন—যে স্থানে আপনার পুত্র রহিয়াছেন, তথায় গমন করা যাউক। আপনার পুত্র শুক্র, মনোময় শরীরদ্বারা ক্ষণকালমধ্যে সমুদয়-ভোগবিষয় উপভোগান্তে ইন্দুরশ্মিসংসর্গে সমঙ্গাতীরে তাপসরূপে সম্প্রতি অবস্থিত আছেন দেখিবেন।' মুনিবর! তিনি দেহত্যাগ করিলে তদীয় প্রাণবায়ু চৈতন্যশক্তি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া প্রথমে শিশির-ভাবে চন্দ্ররশ্মিসংসর্গে চন্দ্ররশ্মির স্বরূপত্বপ্রাপ্ত হয়, পরে তদ্দ্বারা তাহার ফলস্বরূপ ধান্যরূপে পরিণত হইয়া পুরুষ-জঠরে প্রবেশ জন্য শুক্ররূপে পরিণত হইয়াছিল, অনন্তর রমণীগর্ভে অবস্থিত হইয়া তাপস-দেহ লাভ করিয়াছে। ভগবান্ কাল এইরূপ কহিয়া জগতের অবস্থাকে যেন উপহাস করত সহাস্য-বদনে দিনকর যেমন স্বীয়-কর দ্বারা নিশাকরকে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ নিজ করদ্বারা ভৃগুর কর গ্রহণপূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলে ভগবান্ ভৃগু, অতি মৃদুস্বরে 'অহো নিয়তির কি বিচিত্র ব্যবস্থা!" এইরূপ বলিয়া উদয়াচল হইতে দিবাকরের ন্যায়, মন্দরাচল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। রাঘব! তৎকালে তমালতরুরাজি-বিরাজিত মন্দরাচলে সেই তেজোনিধি ভৃগু ও কাল উভয়ে একদা উত্থিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, জলদাবলীমণ্ডিত বিমল অম্বরতলে পূর্ণচন্দ্র ও দিনাকর বিহারার্থ যুগপৎ উদিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মুনিবর বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে দিনা অবসান হইল। ভগবান্ ভাস্কর যেন সায়ংকৃত্য-সমাধানার্থ অস্তাচলে গমন করিলেন। সভাসদ্গণ, পরস্পর পরস্পরকে নমস্কারপূর্ব্বক সায়ন্তন-স্নানক্রিয়া-সম্পাদনার্থ স্ব স্ব স্থানে উপনীত হইলেন এবং অনন্তর রজনীর অবসানে ভগবান্ ভাস্কর কিরণজাল বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে সকলে পূর্ব্ববৎ সভাগৃহে আগমন করিলেন। ১১—২০।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অতঃপর ভগবান্ ভৃগু ও কাল, মন্দরগিরির সানুদেশ হইতে অবনীতে অবতরণ পূর্ব্বক সমঙ্গাতটে গমন-বাসনায় যৎকালে সেই শৈল হইতে অবরোহণ করিতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন, কোন স্থানে নব নব কনকবৎ সমুজ্জ্বল-লতাজালে জড়িত কুঞ্জমধ্যে দেবগণ ও বিহঙ্গমগণসকল সুখে-নিদ্রা যাইতেছে। কোন স্থানে সুরাঙ্গনাগণ, লতাবলয়-দোলায় দোলায়মান হইতেছেন। এবং হরিণীর ন্যায় অতিমনোহর কটাক্ষবিক্ষেপে যেন নীলোৎপলনিচয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে। কোন স্থানে ভুবনত্রয়দর্শী সিদ্ধগণ সমুন্নত শিলাসনে মূর্ত্তিমান্ উৎসাহের ন্যায় সমাসীন রহিয়াছেন। কোন স্থানে মাতঙ্গযূথপতিসকল জলকণার ধারা সদৃশ নিরন্তর নিপতিত কুসুমরাশিমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া তালতরুপ্রতিম শুণ্ডাদণ্ড সকল সমুন্নত করিতেছে। উহারা মদগর্ব্বভরে এরূপভাবে নিদ্রা যাইতেছে যে দেখিলে বোধ হয় যেন, মূর্ত্তিমান মদগর্ব্ব অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নয়নাভিরাম-চমরমৃগনিকর বায়ুসঞ্চালনে পুষ্পপরাগ-রঞ্জিত স্বীয় লাঙ্গুলসকল পরিচালিত করত যেন পর্ব্বতরাজকে চামরদ্বারা বীজন করিতেছে। কোথাও কিন্নরগণ, আষাঢ়-ধারা সদৃশ অজস্র-পতিত-পুষ্পমধ্যে নিমগ্ন। কোন স্থানে উত্তম উত্তম খর্জ্জুর-তরুরাজি গগনাঙ্গনে সরল শাখানিচয় বিস্তৃত করিয়া শোভমান। কোন স্থানে গৈরিকবৎ পাটলাস্যমর্কটসকল খর্জ্জুর-ফলদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আহত ও সিংহনাদ সহকারে বেণুদণ্ড সকল আনমিত করিয়া নৃত্য করিতেছে। কোথাও সানুস্থিত উপবনগৃহ সকল লতাজালে আবৃত হইয়াছে। কোন স্থানে সুরাঙ্গনাগণ, রতিক্রীড়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জানাইবার জন্য মন্দারকুসুমনিচয় দ্বারা সিদ্ধগণকে প্রহার করিতেছে। কোন স্থানে নির্ঝর তটভূমি সকল গৈরিকের ন্যায় পাটলবর্ণ জলদজালে আবৃত ও জনসম্পর্কবিরহিত হওয়াতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ন্যায় শোভমান হইতেছে। কোথাও গিরিতরঙ্গিণী সকল, কুন্দমন্দরাদিকুসুমনিকরে পরিব্যাপ্ত, লহরী-মালায় মণ্ডিত হইয়া যেন সাগরসঙ্গমার্থ সমুৎসুকচিত্তে মধুমাসীন পুষ্পাভরণে স্বীয়শরীর সজ্জিত করিয়া সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। ১—১৯ কোথাও বা তরুনিচয়, কুসুমনিচয়ে পরিব্যাপ্ত ও পবনসঞ্চালনে কম্পিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া মধুকররূপনেত্রতারা সকল ঘূর্ণিত করিতেছে। তাঁহারা ইতস্ততঃ শৈলরাজের এতাদৃশ মনোহর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে নগরের ত্রিতল গৃহাদিশোভিত বসুমতীতলে অবতরণপূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে কুসুমনিকরে অলঙ্কৃত চঞ্চলতরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত, সুতরাং যেন পুষ্পময়ী-সমঙ্গানদীর তীরদেশে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ভৃগু, ঐ সমঙ্গাতটে কোন একস্থানে স্বীয়পুত্রকে অবলোকন করিলেন, পুত্রের আর সে ভাব নাই। তিনি এখন ভিন্নদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম শান্ত ও মনোমৃগ স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি তদবস্থায় সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক অনন্তকালের ভ্রমশান্তির নিমিত্তই যেন, চিরকালের জন্য বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে সংসারসাগরের হর্ষশোকাদিপূর্ণ যে প্রবাহবেগে ভাসমান হইয়াছিলেন এবং বহুকাল হইতে যাহা

হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এক্ষণে যেন সেই অনন্ত সংসার গতির বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন। তিনি অসীমকাল অপার সংসার পারাবারে যে সকল আবর্ত্ত-বিবর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ নিরতিশয় ঘূর্ণিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি যেন তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়া অতি ভ্রমিত চক্রের ন্যায় স্থিরভাবে একাকী একান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার কমনীয় কান্তিময় কলেবর দর্শনে জ্ঞান হয়, যেন স্বয়ং কান্তিদেবী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার আর কোন বিষয়ে চেষ্টা নাই, আর সে চিত্তসম্ভ্রমের সংস্পর্শও নাই, এখন তিনি শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদি হইতে বিরত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক সুবিমল ধীশক্তিসহকারে অখিল সংসারগতিকে যেন উপহাস করিতেছেন। তাঁহার আর কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই এবং কোনপ্রকার কল্পনা নাই। তাঁহার অখিল শুভাশুভ কর্ম্মফলই বিলীন হইয়াছে, তিনি এখন পূর্ণব্রহ্মানন্দ অবলম্বনে অনন্ত বিশ্রান্তির আধার পরমাত্মাতেই বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন। ১২—২১। তাঁহার হেয় বা উপাদেয় কোন প্রকার সংকল্প ও বিকল্প না থাকায় এবং চিত্তজ্ঞান প্রভায় প্রদীপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যাহাতে বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হইতেছে না, এরূপ যেন কোন সুবিমল সমুজ্জ্বল মণি অবস্থিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভৃগু, ঈদৃশ ভাবাপন্ন নিরতিশয় ধৈর্য্যান্বিত স্বীয় তনয়কে সন্দর্শন করিলে পর ভগবান কাল, সেই ভৃগুকুমারকে অবলোকনপূর্ব্বক সাগরবৎ গম্ভীরস্বরে ভৃগুকে কহিলেন,—"এই আপনার সেই পুত্র" অনন্তর "বিবুদ্ধ হউন" কালের এবংবিধ বাক্যে ভৃগুনন্দন, মেঘের গম্ভীর-ধ্বনিতে ময়ূরের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমাধি হইতে বিরত হইলেন এবং নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক যুগপৎ উদিত চন্দ্র-সূর্য্যবৎ সমীপোপস্থিত ভগবান কাল ও ভৃগুকে সন্দর্শন করিলেন। অতঃপর কদম্বলতিকা পীঠ হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মনোহর মূর্ত্তি বিপ্রবেশী হরি-হরের ন্যায় সমাগত সেই ভৃগু কালকে প্রণাম করিলেন এবং পরস্পর তৎকালোচিত আলাপনান্তে মেরুপৃষ্ঠে জগৎপূজ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের ন্যায় সকলেই শিলাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ২২—২৮। রাম! পরে সমঙ্গাতটবাসী সেই দ্বিজবর, জপ সমাপন করিয়া, শান্তিপূর্ণ অমৃতায়মান মধুরবচনে তাঁহাদের উভয়কে কহিলেন, একদা নিশানাথ ও দিননাথের ন্যায় সমাগত আপনাদিগের দর্শনে অদ্য আমি পরম নির্বৃতিলাভ করিয়াছি। বিবিধ শাস্ত্রের অনুশীলন, তপোনুষ্ঠান এবং জ্ঞান ও বিদ্যায় আমার যে মনোমোহ বিনষ্ট না হইয়াছিল, আজ আপনাদিগের দর্শনে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। মহাপুরুষগণের সন্দর্শনে যাদৃশ আনন্দোদয় হয়, নির্ম্মল অমৃতবর্ষণেও তাদৃশ সন্তোষ জন্মে না। চন্দ্র-সূর্য্য যেরূপ স্বীয় পাদস্পর্শে অম্বরতল পবিত্র করেন, আজ মহাতেজস্বী আপনাদিগের উভয়েরও পদার্পণে আমার এই আশ্রম প্রদেশ বিশুদ্ধ হইল, এক্ষণে বলুন, আপনারা কে? হে রঘূদ্বহ! তিনি এইরূপ কহিলে মহর্ষিভৃগু সেই জন্মান্তরের পুত্র দ্বিজবরকে বলিলেন, তুমিত অজ্ঞ নও, তোমার প্রবোধোদয় হইয়াছে, অতএব আপনার বিষয় স্মরণ কর। সেই তাপস ভৃগু কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইলে মুহূর্ত্তমাত্রে ধ্যানযোগে তাঁহার দিব্যনেত্র উন্মীলিত হইল, তখন নিজ জন্মান্তর দশা সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বদান্যবর দ্বিজ তাপস আশ্চর্য্য দর্শন হেতু আনন্দিত চিত্ত হইয়া সহাস্যবদনে বিতর্ক মন্থর বচনে কহিলেন, যাহার কার্য্য কেহই বিদিত হইতে সমর্থ নহে, যাহারই বশে এই বিশাল সংসারচক্র নিরন্ত পরিভ্রমণ করিতেছে, পরমাত্মার সেই মায়াশক্তিরই জয়। ২৯—৩৭। অহো কি অদ্ভুত ব্যাপার! যেন প্রলয়ের বর্ষণাদি-হেতু আমার অবিদিত অনন্ত জন্মান্তর ও দশাফল সকল অতীত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমি যে কঠোর ক্রোধপরায়ণ এবং উদ্যম শীল নৃপদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাও অধুনা দেখিলাম। যেখানে শোকের লেশমাত্র নাই, ঈদৃশ মেরুস্থলীতে কতই বিহার করিয়াছি, ঐ সুমেরুর কত স্থলে মন্দারকুসুমের কেশরসংসর্গে অরুণবর্ণ মন্দাকিনীর কহ্লার পুষ্প মিশ্রিত এবং তজ্জন্য পরম সুগন্ধময় সুরা কতই পান করিয়াছি। মন্দরাচলের প্রস্ফুটিত হেমলতাজালে জড়িত কুঞ্জনিচয়ে এবং কল্পপাদপের ছায়াপুষ্প সমন্বিত মনোমুগ্ধকর মেরুর সানুসমূহে কতই যে ভ্রমণ করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই, ফলে দেখিতেছি, অনুকূল ও প্রতিকূল এই উভয়বিধদশার মধ্যে এমত কোন ভোগ্য বিষয়ই নাই, যাহা ভোগ করি নাই এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা আমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং এমত কোন দৃশ্য বস্তুই নাই যাহা আমি দেখি নাই। অধুনা যাহা যথার্থ জানিবার তাহা জানিয়াছি, যাহা প্রকৃতরূপে দেখিবার তাহা দেখিয়াছি। সংসারচক্রের পরিভ্রমণে যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি চিরদিনের জন্য বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছি, আমার সকল ভ্রম দূর হইয়াছে। পিতঃ! গাত্রোত্থান করুন, মন্দরাচলে শুষ্ক বনলতার ন্যায় আমার যে, শুষ্ক দেহ পতিত রহিয়াছে, তাহা অবলোকন করি। যদিচ, আমার কিছুই সমীহিত বা অসমীহিত নাই, তথাপি কেবলমাত্র নিয়তির বিচিত্র রচনা দর্শনার্থই আমি উৎসুক হইতেছি। ইহাতে আমার পূর্ব্ববৎ সংসারাভিনিবেশের আশঙ্কা করিবেন না, কারণ, যেহেতু আমি একমাত্র পরমাত্মাই সত্য অপর সমস্তই মিথ্যা এইরূপ দৃঢনিশ্চয়-সহকারে যাহা অতি শুভাবহ, একাগ্রচিত্তে সেই আর্য্যগণসেবিত পথেরই অনুসরণ করিতেছি, অতএব এক্ষণে আপনার ও আমার অভিমত, পূর্ব্বদেহের জীবনাদিতে, আমার বাসনার সম্ভব নাই, তবে এই ব্যবহার আমার অবশিষ্ট প্রারব্ধের ফল বলিয়াই মনে করিতেছি জানিবেন। ৩৮—৪৫।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই তত্ত্বজ্ঞগণ, এইরূপে সংসার গতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সমঙ্গাতট হইতে ভৃগুর আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়া মেঘমধ্যস্থিত ছিদ্রযোগে ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক সিদ্ধগণের পথ দ্বারা অবিলম্বে মন্দরকন্দরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভৃগুনন্দন সেই পর্ব্বতের অধিত্যকাতে আর্দ্রপত্র নিচয়ে আচ্ছাদিত শুষ্ক পূর্ব্বদেহ দর্শন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি পূর্ব্বে পরম-যত্নসহকারে বিবিধ উপাদেয় বস্তু দ্বারা যাহা লালন পালন করিয়াছিলেন, এই দেখুন আমার সেই শরীর নিতান্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পতিত রহিয়াছে। হায়! ধাত্রী স্নেহভরে কর্পূর ও অগুরু চন্দনাদি দ্বারা যাহার অঙ্গসকল বহুকাল বিলেপন

করিয়াছিল, এই আমার সেই দেহ। যে দেহের সুখের নিমিত্ত সুমেরুশৈলের কত শত উপবন ভূমিতে মন্দারকুসুমনিকরে সুশীতল শয্যা রচিত হইত এবং প্রেমোন্মত্ত সুরাঙ্গনাগণ যাহার সেবা করিত। হায়! দেখুন এই আমার সেই দেহ ধরাতলে শায়িত থাকিয়া সরীসৃপগণ কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইতেছে। চন্দনোদ্যান নিচয়ে আমার যে তনু অসীমকাল বিহার করিয়াছে, আজ কিনা সেই দেহ শুষ্ক কঙ্কালরূপে পরিণত হইয়াছে। সুরাঙ্গনাদিগের অঙ্গসংসর্গে যাহার মদনাবেশ বর্দ্ধিত হইত, আজ সেই দেহ চিত্তবৃত্তি শূন্য হইয়া শুষ্ক হইতেছে। রে তুচ্ছ দেহ! যে তুই বিলাসের আবাস ভূমি দেবোদ্যানাদিতে এবং বাল্য যৌবনাদি দশাতে হাস্য গীতাদি বিবিধ ভাবে বিভোর হইতে, এক্ষণে সেই তুই কিরূপে সুস্থ হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিয়াছিস। ১—১০। রে ভাগ্যহীন কলেবর, হায়! এখন কেবলমাত্র শুষ্ক কঙ্কালশবরূপে পরিণত হইয়া আমাকেই ভীতি প্রদর্শন করিতেছিস। হা ধিক্! সংসারের কি বিপর্য্যয়! আমি যে দেহ আশ্রয়ে বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগে অতুল প্রীতি প্রাপ্ত হইতাম, আজ তাহাকে কঙ্কালমাত্র-সার দেখিয়া আমিও ভীত হইতেছি। পিতঃ! একবার দৃষ্টিপাত করুন, আমার যে বক্ষঃস্থল তারকারাজির ন্যায় সমুজ্জ্বল রত্নহার শোভা পাইত, আজ সেই স্থানে পিপীলিকা শ্রেণী অবস্থিতি করিতেছে। হায়! বরাঙ্গনাগণ যে শরীরের গলিত কাঞ্চনের ন্যায় কমনীয় কান্তি নয়নগোচর করিয়া রতিবিলাসের অভিলাষিণী হইত, ঐ দেখুন, তাহা এখন কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট হইয়াছে। ঐ দেখুন, প্রখরতাপে শুষ্ক চর্ম্মমাত্রে আবৃত কঙ্কালাবশিষ্ট দেহের মুখবিবর বিস্তৃত ও ভীষণ দৃশ্য হওয়ায় বন্য পশুগণও উহা দর্শনে শঙ্কিত হইতেছে। হায়! আমার শবদেহের সম্যক্‌রূপে শুষ্ক উদরগহ্বরে দিবাকরের রশ্মিজাল দেদীপ্যমান হওয়ায় আমি দেখিতেছি, যেন উহা বিবেক প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে। মদীয় এই দেহ শুষ্কাবস্থায় অচলশিলায় ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিত থাকিয়া শরীরের তুচ্ছতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধুদিগের চিত্তে যেন বৈরাগ্য উৎপাদন করিতেছে। আমার সেই শরীর আজ রূপরসাদির প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইয়া যেন শৈলোপরি নির্ব্বিকল্পসমাধি অবলম্বনে শুষ্ক হইতেছে। ঐ দেখুন, আমার শরীর যেন চিত্তরূপ পিশাচের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সুখে অবস্থিতি করিতেছে এবং দৈব-বিপদে অনুমাত্র ভীত হইতেছে না। চিত্তরূপবেতাল তিরোহিত হওয়ায় উহা যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছে, বোধ হয়, অখিলজগৎরাজ্য লাভেও তাদৃশ আনন্দের সম্ভব ছিল না। ১১—২০। দেখুন সংশয়পরম্পরানিবৃত্ত অখিল-কৌতুকজালতিরোহিত এবং বিবিধ কল্পনা অস্তমিত-হওয়ায় এই দেহ কেমন অরণ্যমধ্যে সুখে শয়ন করিতেছে। হে তাত! দেহ-রূপ পাদপ চিত্তরূপ মর্কটের উপদ্রবে ক্ষুব্ধ হইয়া এরূপ বেগে বিচলিত হয় যে, সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে। মদীয় কলেবর চিত্তরূপ অনর্থ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গিরিতলে গজাকৃতি জলদজালের সহিত সিংহগণের সংগ্রামব্যাপার সন্দর্শন করিতেছে না, এখন যেন সেই পরমানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছে, অতএব হে পিতঃ! এক্ষণে দেখিতেছি অখিল-আশারূপপঙ্করের নিদান-ভূত-মোহরূপ-মেঘজনক-বাষ্পের বিনাশকর শরৎ-ঋতু-স্বরূপ চিন্তাভাব-ভিন্ন আর কিছুতেই জীবগণের মঙ্গল নাই। যে সকল মহাত্মারা, স্বীয় মহাধীশক্তিসহায়ে মনঃক্রিয়াবিহীন হইয়া শান্তিমার্গে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারই সুখ সম্ভোগের চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। পিতঃ! অদ্য আমি পরম শুভাদৃষ্টবশেই এবিবিধ দুঃখ দশা হইতে বিমুক্ত মোহজ্বরবিরহিত মননক্রিয়াশূন্য অরণ্যপতিত এই শরীর সন্দর্শন করিলাম।

রাম কহিলেন, হে ভগবান্! আপনি ত সমুদয় ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছেন, অতএব বলুন, তৎকালে ভৃগুনন্দন ত পুনঃ পুনঃ বহুল দেহই ধারণ করেন, তবে কি নিমিত্ত ভৃগুর উৎপাদিত দেহের-প্রতি নিরতিশয় স্নেহপরবশ হইয়া অন্য-দেহাপেক্ষা তজ্জন্য তাদৃশ বিলাপ করিলেন। ২১—২৮। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! শুক্রের যে কল্পনা, জীবদশা প্রাপ্ত হইয়া ভৃগু হইতে কর্ম্মময় ভার্গবরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ ভাবি-শুক্র-দেহাকার প্রাক্তন কল্পনা উপস্থিত কল্পের প্রারম্ভে মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বর হইতে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভূতাকাশত্ব লাভ করে, পরে বায়ু চালিত হইয়া অন্নাদিরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়াতে ভৃগু-শরীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক রেতোরূপ ধারণ করত ক্রমে শুক্র দেহরূপে পরিণত হয় এবং পিতৃসন্নিধানে বিহিত বিধানে ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারকার্য্যে সংস্কৃত হইয়া বহুকালান্তে অধুনা শুষ্ককঙ্কালরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঐ শরীর ব্রহ্মের সন্নিধান হইতে প্রথমে প্রকাশমান হইয়াছিল বলিয়াই, তজ্জন্য শুক্র তাদৃশ বিলাপ করেন। ফল-কথা প্রারব্ধকে অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। শুক্র, তৎকালে অখিলবাসনা বিবর্জ্জিত বিষয়ানুরাগশূন্য সমঙ্গাতীর-বাসী বিপ্ররূপী হইয়াও যে, সেই শরীরের জন্য শোকপ্রকাশ করেন, ইহা দেহ ধারণেরই ফল। বস্তুতঃ জ্ঞানীই হউন, আর অজ্ঞানীই হউন, যতদিন পর্য্যন্ত দেহে জীবন থাকিবে, তাবৎ-কাল পর্য্যন্তই সর্ব্বদা ঈদৃশ লৌকিক ব্যবহারের অধীন থাকিতে হইবে, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম। তবে অজ্ঞলোকেরা আসক্তি সহকারে, আর জ্ঞানীরা অনাসক্তচিত্তে সেই নিয়মের বাধ্য হন, এইমাত্র বিশেষ। ফলে যাঁহারা সংসারের গতি পরিজ্ঞাত আছেন, কি তাঁহারা, আর কি পশুধর্ম্মী অজ্ঞগণ, সকলকেই সাধারণের ন্যায় লোকব্যবহারের বশতাপন্ন দেখা যায়। বাস্তবিক ব্যবহার-কার্য্যে অজ্ঞও যে প্রকার, জ্ঞানীও সেইরূপ, তবে বাসনার বিভিন্ন-তাই অজ্ঞের সংসারবন্ধনের ও জ্ঞানীর মুক্তির কারণ জানিবে। ২৯—৩৭। যাবৎকাল শরীর, তাবৎ বিষয়াসক্তি-বিহীন ধীর-ব্যক্তিরাও বিষয়াসক্তের ন্যায় সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে মহাত্মাদিগকেও যে সুখের সময় সুখী ও দুঃখের সময় দুঃখী দেখা যায়, সে কেবল তাঁহাদিগের ব্যবহারিক ভাব, আন্তরীণ নহে। যেমন সূর্য্যের সলিলস্থ প্রতিবিম্বই চঞ্চল হইয়া থাকে, কিন্তু গগনস্থ সূর্য্য কখন সেরূপ হন না, সেইরূপ জ্ঞানিগণও লৌকিকনিয়মের বাধ্য হইয়া বাহ্যশরীরের চঞ্চলতা দেখান বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তঃশরীর সতত একভাবাপন্ন। প্রতিবিম্বাবস্থিত সূর্য্য যেমন প্রকৃত পক্ষে স্বস্থ হইলেও চঞ্চলরূপে প্রতীত হন, তদ্রূপ প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ অন্তরে লৌকিককর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও বাহ্যতঃ অপ্রবুদ্ধের ন্যায় লোক ব্যবহারে বিচরণ করিয়া থাকেন। ফল কথা, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিলেও বিমুক্ত, আর যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইলেও তাঁহাকে বদ্ধ

তেজ যেমন প্রকাশের হেতু, সেইরূপ

সুখ দুঃখ ও বন্ধ মোক্ষের হেতু। অতএব হে রঘুবংশাবতংশ!

তুমি অখিলবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরে নিষ্ক্রিয় ও বৈষম্যশূন্য হইয়া বাহিরে লোকোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও। এবং কর্ম্মফলাসক্তি রহিত হইয়া পরমাত্মাতেই চিত্তসমর্পণ করত তদ্দ্বারা বিহিত-কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, কারণ কার্য্য করাই শরীরের স্বভাব। আধিব্যাধিসঙ্কুল: জন্ম মৃত্যুর জীবন-আবর্ত্তরূপ গভীর গর্ত্তযুক্ত সংসারপথে অবস্থিত অসীম সন্তাপপ্রদ মমতারূপ করাল-অন্ধকূপ মধ্যে পতিত হইও না। হে পদ্মপলাশলোচন। কোনরূপ দৃশ্যবস্তুতেই তুমি অবস্থিত নও এবং কোন দৃশ্য-বস্তুও তোমাতে অধিষ্ঠিত নাই। তুমি সেই নির্ম্মল জ্ঞানময় আত্মাভিন্ন অপর কিছুই নও, তুমি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া সুস্থির হও। তুমিই সেই সুবিমল বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, তুমিই সেই সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বাত্মা। তুমি অখিলবিশ্বকেই সেই শান্ত অজ সনাতন ব্রহ্মরূপে ভাবনা করত সুখী হও। হে মহাত্মন্। তুমি যদি জ্ঞানালোকে মমতারূপ ঘোর-অন্ধকারের সংহারপূর্ব্বক স্বীয় অনুভবদ্বারা অখিলবাসনা নিবর্ত্তক অবিদ্যাশূন্য পূর্ণানন্দময় নির্ম্মলপদ প্রাপ্ত হইয়া নিজ চিত্তকে জয় করিতে পার, তাহা হইলে তুমি অতি বুদ্ধিমান্, মহাত্মা ও পরম সাধু এবং আমাদিগের ও নমস্য হইবে। ৩৮—৪১।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়ষ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর ভগবান কাল, ভৃগুনন্দনের তাদৃশ বিলাপবাক্য আর শ্রবণ না করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, হে ভার্গব। তুমি সমঙ্গাতীরবাসী এই তাপসী-তনু পরিত্যাগ করিয়া নৃপতির নগরপ্রবেশের ন্যায় স্বীয় এই পূর্ব্বশরীরে প্রবিষ্ট হও। হে অনঘ। তুমি এই পূর্ব্বতন শুক্র-শরীরে অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক কালক্রমে অসুরেন্দ্রগণের গুরুত্বকার্য্য করিবে, পরে মহাকল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে পরিম্লানপুষ্পবৎ এই দেহ পরিত্যাগ করিবে, তখন তোমার আর দেহান্তর ধারণ করিতে হইবে না। হে মহামতে। তুমি এই প্রাক্তন-দেহে জীবন্মুক্তিপদ লাভ করিয়া মহা মহা অসুরেন্দ্রগণের গুরুতা করত সুখে অবস্থান কর। তোমাদিগের কল্যাণ হউক, আমি এক্ষণে অভিমত স্থানে প্রস্থান করি। কিন্তু ইহা জানিও, যে চিত্তের ইহা অভিমত ইহা অনভিমত বোধ হইয়া থাকে, পর্য্যালোচনা করিলে, সেই চিত্ত কিছুই নয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভগবান্ কাল এইরূপ কহিয়া সাশ্রুলোচন ভৃগু ও শুক্রের সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান কহিলেন। তখন জ্ঞান হইল যেন দিবাকর, স্বীয় অংশুজাল সঙ্কোচ করত উভয় পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যস্থলে অস্তমিত হইলেন। ভগবান্ কৃতান্তদেব এইরূপে তথা হইতে গমন করিলে ভৃগুনন্দন, ভবিতব্যতা অলঙ্ঘনীয় এবং ঈশ্বরেচ্ছারূপ নিয়তিও অনিবার্য্য বিবেচনা করিয়া, কালরূপ কারণবশে বিশুষ্ক এবং পুষ্পসদৃশ ভাবি শুভান্বিত সেই পতিত শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে বিবেচনা হইল, যেন ঋতুরাজ বসন্ত, শিশিরকালে শুষ্ক নবলতামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এ দিকে সেই তাপসতনু, বিবর্ণবদনে কম্পিত হইতে হইতে ছিন্নমূল-লতার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ১—১০। অনন্তর মহামুনি ভৃগু, পুত্র শরীরে জীব সঞ্চার করিয়া মন্ত্রপূত কমণ্ডলু-জল দ্বারা তাহার শান্তিকার্য্য করিলেন। তৎকালে বর্ষাকালীন জলপ্রবাহের শুষ্কগর্ত্ত সকল পরিপূর্ণ হওয়ায় তরঙ্গিণীগণ যেমন শোভমান হইতে থাকে সেইরূপ সেই শুক্রশরীর অখিলশিরাজালে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান হইতে লাগিল এবং বর্ষাগমে নলিনী ও বসন্তাগমে নবলতা যেমন পল্লবিত হয়, তদ্রূপ সেই শুক্র-শরীর, অঙ্গুলি নখ কেশাদি দ্বারা পল্লবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর জলদজাল, যেমন জলীয়বাষ্পপূর্ণ সমীরণ সংযোগে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই দেহও প্রাণবায়ু প্রবহমান হওয়ায় সম্পূর্ণতা লাভ করিলে, মহাযশা শুক্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নবজলধর যেমন ভূধরের নিকট প্রণত হয়, তদ্রূপ সম্মুখস্থিত পবিত্রাত্মা পিতৃচরণে প্রণত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর জলধর যেমন অদ্রিতটকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ তাঁহার পিতাও স্নেহার্দ্রহৃদয়ে স্বীয় শরীর দ্বারা তনয়কে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। ১১—১৬। মহামতি ভৃগু, স্নেহভরে পুত্রের শরীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং এই শরীর আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাকার ভাবনারূপ সংসারাস্থার প্রতি হাস্যও করিলেন। তৎকালে এই আমার পুত্র এইরূপ চিন্তা করায় পুত্রস্নেহ উপস্থিত হইয়া তদীয় হৃদয় অধিকার করিল। ফলে, যতদিন অবধি দেহে জীবন থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই শরীরে পরম-আত্মীয়তা অবস্থায়িনী। তৎকালে, নিশার অবসানে দিবাকর ও পদ্মাকরের ন্যায় সেই পিতাপুত্র পরস্পর পরম শোভমান হইতে লাগিলেন। বর্ষাগমন-প্রার্থী ময়ূর ও জলধরের ন্যায় পরস্পর সমাগমপ্রার্থী সেই ভৃগু ও ভৃগুনন্দন, বহুকালান্তে সম্মিলন হেতু চক্রবাক-দম্পতির ন্যায় পরস্পর দৃঢ়রূপে স্নেহাবদ্ধ হইলেন। দীর্ঘকাল বিয়োগবশতঃ তাঁহাদিগের পরস্পর সমাগমোৎকণ্ঠা দূরীভূত হওয়ায় তৎকালে উভয়ে উক্ত প্রকার তুল্য আনন্দাতিশয় উপভোগ করত মুহূর্ত্তকাল তথায় অবস্থিত থাকিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই সমঙ্গাতীরবাসি-দ্বিজ-দেহ দাহ করিলেন। কারণ, সংসারের কর্ত্তব্য সুধীরাই পালন করিয়া থাকেন। অনন্তর তাপসদ্বয় ভৃগুভার্গব, অম্বরতলে দেদীপ্যমান চন্দ্রসূর্য্যবৎ সেই পবিত্র অরণ্যমধ্যে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করত অখিল জ্ঞাতব্য বিষয় পরিজ্ঞাত, তীর্থযুক্ত, জগৎপূজ্য, বিবিধদেশকাল দশাতে সমতাপন্ন ও সুস্থির-চিত্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভৃগুনন্দন কালক্রমে অসুরগণের গুরুতালাভ করেন এবং মহর্ষি ভৃগুও আত্মযোগ্য নিরাময় প্রজাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাম! উদার কীর্ত্তি শুক্র, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই পরমপদ পরমাত্মা হইতে প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া বারংবার স্বকামিনীস্মৃতিপথে সমুদিত হওয়ায় তজ্জনিত মনোময় রাজ্য ভ্রমবশতঃ পরে অন্যান্য নানাবিধ জন্ম দশা উপভোগ করেন। ১৭—২৬।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—ভগবন্। ভৃগুনন্দনের বাসনাপ্রভিতা যেমন স্বর্গাদি অনুভব হেতু সফল হইয়াছিল, কি নিমিত্ত অন্য ব্যক্তির সেরূপ হয় না? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! শুক্রের সেই শরীর সৃষ্টিপ্রারম্ভে পরমবস্তু ব্রহ্ম হইতে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হয় এবং পূর্ব্বজন্মে চরমজন্মানুষ্ঠিত সৎকর্ম্মাদি দ্বারা প্রাক্তন দোষসকল খণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার যে ব্রাহ্মণত্ব জাতি, উহা অন্য

জন্মেরও কলঙ্ক রহিত বিশুদ্ধ ছিল। অখিল বাসনার শান্তি হইলে যে শুদ্ধ-চিত্তমাত্র অবস্থিত থাকে, মনীষিগণ তাহাকে সত্য চিৎ-স্বরূপে নির্দেশ করেন। সলিল যেমন আবর্ত্তরূপ ধারণ করে, সেইরূপ নির্ম্মল সত্ত্বময় মন, যেরূপ ভাবনা করিতে থাকে, ত্বরায় সেইরূপে পরিণত হয়। ভৃগুকুমারের সেই জগদ্ভ্রম স্বয়ং প্রোথিত হইয়াছিল, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তদ্রূপ হইয়া থাকে, ঐ ভৃগুনন্দনই এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। বীজস্থ অঙ্কুর-পত্রাদি যেমন স্বয়ং জনগণের চিত্তকে চমৎকৃত করিয়া থাকে সেইরূপ অখিল প্রাণি-পুঞ্জেরই ভ্রান্তিকৃত দ্বৈতজ্ঞান স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। আমরা যেমন মিথ্যা-জগৎ সন্দর্শন করিতেছি, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিত্তে মিথ্যা-জগৎ উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ জগতের উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই নাই, উহা ভ্রান্তিমাত্র। উহা কাহারও কোন বস্তু নহে। একমাত্র মায়াই উন্মত্তের ন্যায় পরিজৃম্ভিত হইতেছে। সংসার খণ্ড, যেমন আমাদিগের সুস্পষ্টরূপে অনুভব সিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ সহস্র সহস্র লোক সহস্র সহস্র মিথ্যা-জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। স্বপ্ন ও সঙ্কল্প-নগর ব্যবহার যেমন পরস্পর পৃথক্ বলিয়া বিবেচিত হয় না, সংসারভ্রমও সেই প্রকার জানিবে। ১—১০। জ্ঞানদৃষ্টির অভাবনিবন্ধন গগনাঙ্গনে সঙ্কল্প নগরসমূহের ন্যায় এই অখিল মিথ্যা-নগরবৃন্দও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই জগতে পিশাচ যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিপুঞ্জই স্ব স্ব সঙ্কল্প-মাত্র দ্বারা দেহধারী হইয়া বিবিধ সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে। হে রঘুনন্দন! এইরূপ আমরাও স্বীয় সঙ্কল্পাত্মক শরীরে সমুৎপন্ন হইয়া ভ্রান্তি বিলসিত মিথ্যা-জগতের সত্যত্ব কল্পনা করিতেছি। সেই হিরণ্যগর্ভেও এইরূপ সৃষ্টিপরম্পরা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহার কোন বস্তুতা নাই। ইহার বস্তুত্ব অবস্তুতেই অবস্থিত। হে রাম! বসন্তকালীন একমাত্র রস, যেমন বন-গুল্মাদিরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই প্রকার এক ব্রহ্মই প্রত্যেক বিশ্ব-রূপে প্রকাশমান হইতেছেন, ফলতঃ ইহা অলীক। স্বীয় প্রাথমিক সঙ্কল্প যেমন জগৎরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আবার পরমার্থ-দর্শন দ্বারা উহা ব্রহ্ম বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্বীয় অজ্ঞানভার উদরস্থিত প্রত্যেক চিত্তই এই বিবিধ বস্তুপূর্ণ জগৎ সন্দর্শন করিয়া থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞান বশে, উহা স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রতিভাসবশেই জগতের অস্তিত্ব, পরমবস্তু অব-লোকিত হইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না। এই দীর্ঘ স্বপ্নরূপ জগৎ প্রপঞ্চ চিত্তরূপ মাতঙ্গের বিজৃম্ভণস্বরূপ জানিও। চিৎসত্তাই জগৎসত্তা এবং জগৎসত্তাই চিত্ত। সত্যবিচার করিলে উহার একের অভাবে উভয়েরই বিলোপ হইয়া থাকে। এই জগতে মলিন-মণির যেমন প্রমার্জ্জনাদি দ্বারা বিশুদ্ধতা হইলে প্রতিভাস (উজ্জ্বলতা) দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ উপসনাদি উপায়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই তাহার কার্য্যকর প্রতিভাস হইয়া থাকে। বহুকাল একাগ্রতা সহ-কারে দৃঢ় অভ্যাস বশতঃ চিত্তের শুদ্ধি হইলেই সেই সঙ্কল্পবিরহিত বিশুদ্ধ চিত্তেরই প্রতিভাস সমুদিত হয়। মলিনবস্ত্রে শোভনবর্ণ স্থিতিপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ রাগাদি দূষিতচিত্তে অদ্বৈত আত্মজ্ঞান কখন সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। ১১—২২। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! শুক্রের স্বীয়চিত্তের প্রতিভাসহেতুক কল্পনাত্মক জগতে কিরূপে ও তদীয়কাল কার্য্যপরম্পরা সত্যরূপে উদয়াস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল? বশিষ্ঠ কহিলেন, ভৃগুনন্দন শুক্র পিতার মুখে শ্রুতি-শাস্ত্রাদিতে জগতের যাদৃশ বিবরণ শ্রবণ ও স্বয়ং দর্শন করিয়া-ছিলেন মরণান্তে মনুবৎ তৎসমুদয় তদীয় চিত্তে সংস্কাররূপে দৃঢ়-বদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপে স্বভাব কোষস্থিত তৎসমস্ত সংস্কার বীজস্থ অঙ্কুর-পত্রাদিবৎ ক্রমে ক্রমে সমুদিত হইয়াছিল। জীব যেরূপ বাস-নায় আবদ্ধ হয়, অন্তরে সেইরূপই অবলোকন করিয়া থাকে। এই জগৎ যে দীর্ঘ স্বপ্নময় এ বিষয়ে স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় কল্পিত শরীরই উত্তম দৃষ্টান্ত। রাম! যেমন সৈন্য-মধ্যবর্ত্তী মানবগণ দিবসের সৈন্য-চিন্তাহেতু রজনীতে প্রত্যেকেই স্বীয় অন্তরে সুস্পষ্টরূপে সৈন্যময় স্বপ্ন দর্শন করে, প্রত্যেক জীবেরই আত্মাতে সেইরূপ এই সংসার-সমূহ বাসনাবশে সমুদিত হইয়া থাকে। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই কল্পনাময় সংসারে যে সকল পদার্থ আমরা অব-লোকন করিতেছি, উহাদিগের কি পরস্পর সম্মেলন হইতে পারে, অথবা পারে না? আপনি এই বিষয় আমার নিকট যথাযথ ব্যক্ত করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাঘব! মলিন মন কখনই বিশুদ্ধ মনের সহিত পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে না, কারণ তাহার সম্মিলনের সামর্থ্য নাই, কিন্তু সেই মলিন-মন বিশুদ্ধ হইলে সন্তপ্ত বিশুদ্ধ লৌহ যেমন তাদৃশ সন্তপ্ত, শুদ্ধ লৌহের সহিত মিলিত হয় সেইরূপ বিশুদ্ধ মনও বিশুদ্ধ মনের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। একবিধ সুবিমল সলিল যেমন পরস্পর একতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মলিন হইলে তাহা সঙ্ঘটিত হয় না, তদ্রূপ নির্ম্মল চিত্ত সমূহই পরস্পর সম্মেলনে সক্ষম। যাহাতে ভূত বিষ-য়ের কোনরূপ অনুভূতি হয় না এবং যাহাতে সততই সমভাব বিরাজমান থাকে, তাদৃশ আত্যন্তিক বাসনাক্ষয়ই চিত্তের শুদ্ধতা, জীবগণ কেবলমাত্র সেই চিত্তশুদ্ধিলাভেই দৃঢ় তত্ত্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে পরমাত্মসংজ্ঞালাভ করিয়া থাকে। ২৩—৩১।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! অখিল জীবগণের স্ব স্ব কল্পিত সংসারসমূহে স্বপ্রকাশস্বরূপ চিদেকরসময় আত্মার (ব্রহ্মার) প্রতিনিয়ত আকার কল্পনা দ্বারা প্রতিজীবেই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ-রূপ প্রপঞ্চের বিভিন্নতা কল্পিত হইয়া থাকে। কারণ যাবতীয় জীবগণের সুষুপ্তির অব্যবহিত পরে দ্বৈতব্যবহারার্থ যে প্রবৃত্তি কিংবা স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, সমুদয়ই সেই চিদেকরস আত্মার জানিবে। কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি-যুক্ত জীবপুঞ্জ, সেই চিদ্রসাত্মক আত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জ্যোতিতেই পদার্থনিচয় প্রকাশমান হওয়ায় পরস্পর কল্পিত সৃষ্টি পরম্পরা নিরীক্ষণ করিতেছে। এবং উক্তরূপ চিন্মা-ত্রের একতা নিবন্ধনই কল্পিত সৃষ্ট জগদ্রূপ জলাশয় সকল পরস্পর সম্মিলিত ও সত্যভ্রান্তিতে নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশমান হইতেছে। গুঞ্জাফল-সদৃশ বিচিত্রদর্শন ঐ জগৎ-সমূহের মধ্যে কোন কোনটী পৃথগ্‌ভাবেই অবস্থিত থাকিয়া পৃথগ্-ভাবেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং কোন কোনটী বা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একরূপে অবস্থিতি করিতেছে। ফলকথা প্রতি পরমাণুতে যে সমুদয় অসংখ্য জগদ্‌গুচ্ছ প্রস্ফুরিত হইতেছে, উহারা পরস্পর অসংলগ্ন এবং ব্রহ্মনামধারী মায়াকানন মাত্র।

পরস্পরের সম্মিলন বশতঃ নিবিড়তা হেতুক সাধারণের ব্যবহারোপযোগী ঐ সমস্ত জগৎপুঞ্জের মধ্যে যে, যে ভাবে সম্বদ্ধ, সে সেই ভাবই অবলোকন করিয়া থাকে, অন্য ভাব-আর তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। এক মনের, অপর মনে বর্ত্তমান মনোরাজ্যের দর্শনোপভোগাদিতে অক্ষমতারূপ বৈকল্য প্রাপ্তি অবস্থায়ই মনোভেদের হেতু ও তন্নিবন্ধন জীব ভেদ জানিবে। এবংবিধ মনোরাজ্যরূপ সৃষ্ট বিষয়-সমূহের একবিধ কার্য্যবিষয়ক বাসনাদির যুগপৎ ফলোন্মুখতা হেতু যে সম্মিলন হয় তন্নিবন্ধনই ব্যাধিসমষ্টিরূপ স্থূলদেহের সত্তা এবং তাহার বিস্মৃতি হইলেই দেহের অভাব ঘটিয়া থাকে। সুবর্ণের যেমন স্বর্ণময় বলয়ের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি আত্মবিস্মৃতির পরিচায়ক, তদ্রূপ, চিৎশক্তিও দেহরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া যে মিথ্যা সংসাররূপ অবিদ্যাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহাও তাঁহার আত্মবিস্মৃতির পরিচায়ক। ১—১০। যেমন হঠযোগাভ্যাসবশতঃ বিশুদ্ধ প্রাণবায়ু অন্য দেহে প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় পঞ্চ-প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের স্বীয় বশ্যতাবোধে সেই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করে তদ্রূপ বিশুদ্ধচিত্তও সর্গান্তরাশ্রয় অপর মনোরাজ্য উপভোগ করিয়া থাকে। অখিল প্রাণিগণেরই আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাতে দেহ কারণ নহে, অর্থাৎ উহার প্রাপ্ত কিছুই হয় না। এইরূপে উক্ত অবস্থা ক্রমাগত আত্মাই জীবভাব প্রাপ্ত হইলে জলে তরঙ্গবৎ আত্মাতেই দেহভাব প্রস্ফুরিত হইতে থাকে এবং উহা সম্যক্ পর্য্যালোচিত হইলে আর জল হইতে তরঙ্গ যেমন পৃথক্ অনুভূত হয় না আত্মাতেও সেইরূপ পৃথক্ দেহতা প্রকাশ পায় না। তত্ত্বজ্ঞ জীব সুষুপ্তির অবসানভূত তুরীয়াবস্থায় অবস্থিত চৈতন্যময়পদ প্রাপ্ত হইয়া জীবভাব হইতে নিবৃত্ত এবং মূঢ়জীব স্বীয় কল্পনাবশে পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বেদে অজ্ঞব্যক্তিরও সুষুপ্তি অবস্থায় আনন্দাতিশয় উল্লিখিত থাকায় জ্ঞানবান্ ও অজ্ঞান্ উভয়েরই সুষুপ্তি বিষয়ে তারতম্য বিবেচনা করিও না, সুষুপ্তি উভয়েরই সমান, তবে অজ্ঞ সুষুপ্তি-অবস্থাতেও বাস্তবিক আত্মজ্ঞানহীন এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রমাত্মক বাসনাযুক্ত, তন্নিমিত্ত সে সংসারাবদ্ধ হয়, আর কেহ বা চিচ্ছক্তির সর্ব্বগামিত্ব আছে বলিয়া অপর মনোময় জগতে প্রবেশিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রতিজগতের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন জগৎপুঞ্জ এবং তত্তৎ জগতের মধ্যেও কদলীবৃক্ষের আবরণকোষের ন্যায়, জগৎসমূহ বিরাজমান আছে। কিন্তু হে রামচন্দ্র! ব্রহ্ম বাহ্য ও অন্তর অখিলজগৎপুঞ্জেরই অদূরবর্ত্তী অর্থাৎ সর্ব্বত্রেই সমভাবে বিরাজমান, ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ পত্রসমূহ দ্বারা কদলীস্তম্ভ যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া লক্ষিত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ জগৎসমূহ দ্বারা প্রকাণ্ড। ১১—১৭। যেমন কদলীতরু ও তাহার পত্রসমূহে কোন পার্থক্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিসমূহে কোন পার্থক্য নাই। যেমন একমাত্র বীজই জলসেকে বৃক্ষাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বীজরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্ম (অজ্ঞানবশতঃ) মনরূপে পরিণত হইয়া, পরে জ্ঞানবলে পরব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সরস বৃক্ষবীজ যেমন বীজগত রসের সাহায্যে ফলরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীবই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। বৃক্ষবীজে সরসতার কারণ কি? ইহা যেমন বলিতে পারা যায় না। তদ্রূপ ঐ ব্রহ্মের কারণ কি তাহা বলা যায় না। জগদন্তর্গত সত্ত্ববিশেষকেও কারণ বলা যাইতে পারে না, কারণ স্বতন্ত্র জগতে কোনও ভেদ নাই, স্বয়ং কারণবিহীন জগতের আদিকারণ, পরব্রহ্মের কোন কারণ নাই, তিনিই প্রথম কারণ; তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন কারণ নাই। তবে যদি বল জড় ও মিথ্যা দুঃখরূপ জগতের উক্তমিথ্যাদুঃখ ও জড়ত্বই কারণ, তাহা বলিতে পার না, কারণ তাহা অলীক। সুতরাং আমার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই, যাহা প্রকৃত সত্য তাহাই বিচারণীয়। বীজ বীজাকার পরিত্যাগ করিয়া ফলভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখা-যায়, কিন্তু ব্রহ্ম স্বকীয় আকৃতি ত্যাগ না করিয়া, জগদ্ভাব ধারণ করেন, বীজ ফলাকারে বিদ্যমান থাকে, বীজের আকৃতির অনুরূপই সমুদয় অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয়; কিন্তু ব্রহ্মের কোন প্রকার আকৃতি নাই, সুতরাং বীজের সহিত ব্রহ্মপদের তুলনা হইতে পারে না, শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় ঐ ব্রহ্মপদের উপমা নাই। ১৮—২৫। এই জগৎ—আত্মা, কিন্তু অজ্ঞদৃষ্টিতে আত্মাকারে তাহা প্রতিভাত হয় না, ফলতঃ আত্মা অন্যরূপে উৎপন্ন হন না, অতএব ঐ যে আকাশও জগদ্রূপে প্রতিভাত হয়, উহা উৎপন্নও নহে এবং অনুৎপন্নও নহে। দ্রষ্টা (জীব) স্বকীয় আত্মাকে দৃশ্যরূপে দর্শন করেন, স্বীয় আত্মরূপে দর্শন করেন না। (সুতরাং ভ্রান্ত হওয়ায় অনর্থাক্রান্ত হন)। তাহার সংবিৎ এই জগৎপ্রপঞ্চে আক্রান্ত হয়, কাজেই স্বকীয় স্থিতি অবগত হইতে পারেন না। ভ্রান্তিনিবন্ধন তাঁহার স্ব-প্রকাশতা পূর্ণানন্দতা কিছুই থাকে না, মৃগতৃষ্ণাতে জলভ্রমে বিদ্যাবত্তা (যথার্থ জ্ঞান) নাই, বিদ্যাবত্তা (তত্ত্বজ্ঞান) থাকিলে মৃগতৃষ্ণায় তাদৃশ ভ্রান্তি হয় না। দ্রষ্টা (জীব) আকাশবৎ বিশদ নির্ম্মলতা ও স্বপ্রকাশতাদিরূপ আত্মার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইলেও স্বকীয় নেত্রবৎ আত্মার দর্শনে সমর্থ হয় না, কি অদ্ভুত ভ্রান্তি! নিরুক্তভ্রান্তি অর্থাৎ মুক্তপুরুষ যেমন এই দৃশ্যদ্বৈত দর্শনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ উক্ত দ্রষ্টা (জীব) বাহ্য দৃষ্টি থাকিলেও পরকীয় আত্মাও দেখিতে পায় না। (বাহ্যদৃষ্টি বলিয়া স্বকীয় আত্মাকে দেখিতে পায় না, পরকীয় আত্মাকেও দর্শন করিতে শক্তি থাকে না)। আকাশ-বিশদ আত্মা প্রযত্নলভ্য নহে—অর্থাৎ দৃশ্যকে দৃশ্যরূপে দেখিলে কোন প্রকারেই আত্মদর্শন করিতে পারা যায় না; কেবল দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রে দেখিলে দেখা যায়। যদি বল অন্তর্গত আত্মা বহির্ম্মুখ-দৃষ্টি-দ্রষ্টার দর্শনের যোগ্য হয় না, কিন্তু ঘটাদি বাহ্য-বিষয়বৃত্তি আত্মা ত দেখা যাইতে পারে, তাহাতে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন কি? তাহাও হইতে পারে না। কারণ ঘটাদিবিষয়গত আত্মা বাহ্যঘটাদি আকারে রঞ্জিত, দ্রষ্টা, স্বয়ংও ঐরূপ বাহ্যভাবে রঞ্জিত না হইলে, ঐ ঘটাদি দর্শন করিতে পারেন না। সূক্ষ্ম চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত হইলে ত কোন পদার্থই দৃশ্য হয় না। অতএব হে রাম! দ্রষ্টা দৃশ্য দেখিতে পারেন, কিন্তু দ্রষ্টা কখনও দৃশ্য হইতে পারেন না। তাহা বলিয়া দ্রষ্টা নাই বলিতে পার না, যাহা কিছু সমস্তই একমাত্র দ্রষ্টা দৃশ্য ইহাতে কিছুই নাই। (দ্রষ্টা শব্দে আত্মা) কারণ দ্রষ্টাই সর্ব্বাত্মক, তিনি যদি দৃশ্য হন, তাহা হইলে, তাহার দ্রষ্টৃত্ব কিরূপে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, রাজার ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মা দৃশ্যসম্পাদন করিয়া দৃশ্য অনুভব করত দ্রষ্টা হন। তাহা হইলে কোন ক্ষতি হয় না, কারণ আত্মা স্বয়ং অবিকৃত হইয়াই রহিয়াছেন। তিনিই দৃশ্য স্বরূপে উদিত হইতেছেন। যেমন বসন্ত,

কালে বৃক্ষমধ্যে সরসতা আবির্ভূত হওয়ায় শোভাধারণ করে এবং সেই সরসভাবে বিবর্জ্জিত না হইয়া, ফল, পুষ্প ও শাখাদিরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ চিচ্ছক্তিতে ভাসমান জীব পুনর্ব্বার দেহী হয় এবং সেই চিন্মাত্রতা পরিত্যাগ না করিয়া, অন্তরে আত্মভাবে ভাবিত হইয়াই দৃশ্য দর্শনময় এই জগৎ স্বপ্নবৎ দর্শন করিয়া থাকে। যেমন পার্থিব রসে অর্থাৎ লবণাদিরসে খণ্ডকধর্ম্ম অর্থাৎ লবণাদিপক্ক বদরী প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত সুখাদ্য দ্রব্যবিশেষের ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, আত্মাতেও অহন্ত্বাবাদি তদ্রূপ বিদ্যমান, লবণাদি যেমন স্বস্বরূপ হইতে অভিন্ন নানাবিধ খণ্ডরূপে (ঐ পূর্ব্বোক্ত খাদ্যরূপে) বিভিন্ন প্রকারে উদিত হয়, সেইরূপ চিৎ ও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিভিন্ন প্রকারে উদিত হয়। চিৎরূপ রসে উল্লসিত আত্মাতে প্রকাশিত দৃশ্যরূপ শাখাসমূহে পূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহরূপ বৃক্ষের অবধি নাই, অর্থাৎ উহা অনন্ত। এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডকপবনখণ্ড যেরূপে স্বকীয়রসে অপূর্ব্ব আস্বাদ জন্মাইয়া থাকে, এই চিৎও তদ্রূপ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে স্বীয় সংস্থিতি অনুভব করে। যে জীবশক্তি হইতে যে যে সংসার যেরূপে উদিত হয়, সেই জীবশক্তি সেইরূপ আত্মচিদাকার জগতে সেই প্রকার অবস্থিতিলাভ করে। কোন কোন জীব সংসারে পরস্পর মিলিত হয়, (তাহার কারণ তাহাদের পরস্পর বাসনা একরূপ) এবং বহুকাল স্বয়ং বিহার করিয়া সংসারে শান্ত হইয়া যায়। হে রাম! তুমি জ্ঞানচিত্তে সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন কর, দেখিতে পাইবে, পরমাণু মধ্যেও সহস্র সহস্র জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। চিত্ত, আকাশ, পাষাণ, বহ্নিশিখা, অনল ও জল এই নিখিল পদার্থেই তিলে তৈলের ন্যায় লক্ষ লক্ষ জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন চিত্ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন জীব চিদ্রূপে পরিণত হয়, (সেই চিৎ বিশুদ্ধ ও সর্ব্বগত, সেই কারণেই পরস্পর চিত্তের মিলন হয়। (সেই ভক্তিবশেই পদ্মযোনি প্রভৃতি আমাদের সংসার দেখিতে পান) পদ্মযোনি প্রভৃতি সকলেরই অন্তরে এই ভ্রমকল্পিত জগদ্রূপ দীর্ঘ মহাস্বপ্ন উত্থিত হইয়াছে। ২৬—৪৬। কোন কোন জীব এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্ন দর্শন করে, তাহাতেই ভিত্তিতে পাষাণবৎ বাসনার দৃঢ়ভাবলে ঐ জগৎস্বপ্ন দৃঢ়তর হইয়াছে। বাসনাক্রান্তচিৎ যেরূপ ভাবনা করে, ঝটিতি তদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই চিৎ স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সত্যরূপে অনুভব করে। চিদণু মধ্যে সূক্ষ্ম জগদাকার বাসনা অবস্থিত। (যেমন বীজের মধ্যে পত্র, লতা, পুষ্প ও ফলের অণু বিদ্যমান থাকে) চিৎ ও জগৎ পরস্পর পরস্পরের অন্তরে প্রবিষ্ট ইহা অতি আশ্চর্য্য বোধ করি; অথবা ইহা আশ্চর্য্য নহে—চিদাকাশই জগদ্ভ্রমে বিভিন্নরূপে গৃহীত হয়, ফলতঃ উহা চিদাকাশেই লীন; অতএব হে রাম! তুমি দ্বৈতভ্রম পরিত্যাগ কর। ৪৭—৫০। একমাত্র চিৎ—দেশ কাল, ক্রিয়া, ও দ্রব্যরূপ স্ব স্ব সূক্ষ্ম অংশে আত্মভূত অণুসমূহ যেন, পৃথক্‌রূপে অনুভব করে। ফলতঃ তাহা পৃথক্ নহে। সূক্ষ্ম চিদংশ ব্রহ্ম হইতে কীটপর্য্যন্ত সকলেরই সমান। (প্রলয়কালে অস্ফুট হইলেও) সৃষ্টিস্বপ্ন হইলে তত্তদ্ দেহ দর্শনে তাহা অনুভূত হয়। যাহা অনুভূত হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়; বস্তুতঃ কিছুই নহে, চিৎপরমাণু সকল স্বয়ংই এই প্রপঞ্চকে সত্য ও দ্বৈতরূপে অনুভব করায়। এই চিৎপরমাণুখণ্ড বিশালদেহ হইয়া নেত্রাদিরূপকুসুমের দ্বারা সংবিৎ সৌরভ উদ্গীরণ করত স্বয়ংই (পরিস্ফুট) প্রকাশিত হয়। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ সমষ্টিচিৎ সর্ব্বগামী ও অবিনাশী বলিয়া কোন কোন ঘটসদৃশ স্থূলদেহ ব্যষ্টিচিৎ (দেশ ও কালে) বাহ্যরূপেই দ্রষ্টা হয়। ৫১—৫৫। কোন চিৎ (সমষ্টিস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডাত্মা) অন্তরেই এই নিখিল জগৎ দর্শন করে এবং চিরাভ্যাস বশতঃ তাদাত্ম্যাভিমানে লীন হয়, কখন উন্মগ্ন অর্থাৎ আবির্ভূত হয়। এবং বারংবার একবিধ স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর দর্শন করত শিখরচ্যুত শিলার ন্যায় মিথ্যা অবটে (গর্ত্তে এবং জগজ্জালে) পতিত হইয়া লুণ্ঠিত হয়। কোন কোন দেহখণ্ড পরস্পর মিলিত, কোন কোন দেহখণ্ড ভ্রান্তিশূন্য, আত্মায় অবস্থিত, কোন কোন দেহখণ্ড নিজ সংবিতে (তত্ত্বজ্ঞানে) নিমগ্ন। যাহারা অন্তরে এই জগজ্জীবের বিভ্রম দেখিতে পারে (এই সমস্তই ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বলিয়া জানিতে পারে) তাদৃশ কতিপয় লোক এই বিস্তৃত অসৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চকে স্বপ্নের ন্যায় আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বভাবের সর্ব্বাত্মতানিবন্ধন আত্মাতে তদ্দৃশ্য সত্যরূপে আবির্ভূত হয়, যে স্থানে সর্ব্বগবস্তু বিদ্যমান সে স্থানে সমস্তই হইতে পারে। ৫৬—৬০। জীবের মধ্যে জীব তাহার মধ্যে অন্য জীব তাহার মধ্যে আবার অন্য জীব এইরূপ সকলের মধ্যে জীবখণ্ড উদিত হয়। সর্ব্বত্রই কদলীদলের ন্যায় জীবমধ্যে জীব অবস্থিত। (অজ্ঞতাই ঐ সমুদয়ের কারণ) যখন দৃশ্যবুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে, (তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইবে) তখন এই সমুদয় ভেদজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সুবর্ণে কটকাদি জ্ঞানের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই জগৎপ্রপঞ্চ কি? আমি কে? এই বিষয়ে যাহার বিচার উদিত হয় নাই, তাহার অন্তরে ঐ দীর্ঘজীবজরভ্রান্তি প্রশান্ত হয় নাই। যে সদ্বুদ্ধিশালী ব্যক্তির ভোগাভিলাষ, দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহারই বিচার সফল হইতেছে। ৬১—৬৫। যেমন যথাযথ পথ্যাদি নিয়মে দেহে ঔষধপ্রয়োগ করিলে অবশ্যই আরোগ্যলাভ করা যায়। সেইরূপ ইন্দ্রিয় জয় অভ্যাস করিতে পারিলে, বিবেকও সফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কেবল কথায় অবস্থিত, তদনুসারে কার্য্য করে না, তাহার ঐ বিবেক, চিত্রিত অনলের ন্যায় বৃথা অর্থাৎ সে ব্যক্তি মূর্খহেতু অবিবেক পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। যেমন স্পর্শদ্বারাই বায়ুর সত্তার অনুভব হয়, বাক্য দ্বারা হয় না, সেইরূপ ইচ্ছাক্ষীণ হইলে (বাসনা ক্ষীণ হইলে) তদ্দ্বারা বিবেক অবগত হওয়া যায়। চিত্রলিখিত সুধা, সুধা নহে জানিবে, চিত্রিত বহ্নি, বহ্নি, নহে জানিবে, আলেখ্যগত অঙ্গনা, অঙ্গনা নহে জানিবে, সেইরূপ কথায় মাত্র বিবেক, অবিবেকই জানিবে। প্রথমে বিবেক দ্বারা বিষয়াভিলাষ ও বৈরাদি সমূলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরে ইষ্টের প্রাপ্তি ও অনিষ্টের পরিহার বিষয়ক বস্তুও পরিক্ষীণ হইয়া যায়। যিনি যথার্থ বিবেকী তিনিই পরম পবিত্র। ৬৬—৭০।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জীবের বীজস্বরূপ পরব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রই অবস্থিত। সুতরাং জীবের উদরগত জগতেও অনেকপ্রকার জীব থাকিতে পারে। চিন্ময় আত্মা যখন সর্ব্বত্রই অবস্থিত, তখন ধরামধ্যে কীটাবস্থিতির ন্যায় জীবমধ্যে জীবজাতি কদলীপত্রবৎ স্তরে স্তরে অবস্থিত আছে ইহা বিচিত্র নহে। যেমন

কালে (দেহান্তর্বর্ত্তী) মল ও স্বেদ হইতে কৃমি উৎপন্ন হয়, (সেই কৃমি সেই দেহগত মলাদির অন্তর্গত বলিতে হইবে) সেইরূপ বিশুদ্ধ চিদাকাশ (অন্তর্গত হউক বা বাহ্যই হউক) যে যে দৃশ্যরূপে পরিণত হন। সেই সেই জীবরূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন। জীবগণ স্ব স্ব আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত যে যে ভাবে যত্ন করে, ঝটিতি বিচিত্র উপাসনায় অনুরূপ তত্তদ্ভাব হইয়া থাকে। দেবোপাসকগণ দেবভাব প্রাপ্ত হয়, যক্ষগণ যক্ষলোকেই গমন করে, ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব যাহা তুচ্ছ নহে অর্থাৎ সত্য, তাহাই আশ্রয় করা উচিত। ১—৫। দেখ ভৃগুপুত্র (শুক্র) নির্ম্মল আত্মসংবিদ্ বলে মুক্ত হইয়াছিলেন, আবার প্রথম দৃষ্ট অপ্সরোরূপে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই আত্মসংবিৎ বালিকা-স্বরূপা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যাহা প্রথমে পায়, তাদৃশরূপশালিনী হইয়া থাকে, কখন অন্যবিধ হয় না। (অতএব বাস্তব ব্রহ্মাত্মভাবেই তাহাকে পরিচালিত করা কর্ত্তব্য, মিথ্যাজীবাদিভাবে নহে।) এই সময়ে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশার পার্থক্য কি? তাহা আমাকে বলিতে হইবে, জাগ্রৎ কিরূপে জাগ্রৎ (সত্য ব্যবহারের হেতু) হয় আবার স্বপ্ন কিরূপে জাগ্রদাকার ভ্রম হয়? বশিষ্ঠ উত্তর করিতে লাগিলেন, যাহাতে স্থিরপ্রতীতি থাকে তাহাই জাগ্রৎ, যাহাতে প্রতীতি অস্থির থাকে তাহাকেই স্বপ্ন কহে। যে জাগ্রৎদৃষ্ট পদার্থ ক্ষণস্থায়ী, তাহা স্বপ্ন, আর যে স্বপ্নদৃষ্টপদার্থ কালান্তরস্থায়ী তাহা জাগ্রদ্ভাবে পরিচিত। ৬—১০। স্থিরত্ব ও অস্থিরত্ব ব্যতীত জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশার ভেদ নাই। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন সমস্ত অনুভবই সমান। স্বপ্নও স্বপ্নকালে স্থিরতানিবন্ধন জাগ্রৎ বলিয়া বোধ হয়। আবার অস্থৈর্য্যবশতঃ জাগ্রৎও স্বপ্নবোধে স্বপ্ন হইয়া থাকে। স্বপ্নেরও যদি জাগ্রদ্বুদ্ধিতে স্থিরতাগ্রহণ করা যায়, ত[illegible] তাহা জাগ্রৎ হইয়া দাঁড়ায়, স্বপ্নবুদ্ধি হইলে, জাগ্রৎকেও স্বপ্ন বলিতে হইবে। যাহাতে স্থিরপ্রতীতি হইবে, তাহা জাগ্র[illegible] কিন্তু ক্ষণভঙ্গবশতঃ তাহা যাহাতে স্বপ্ন হয়, তাহা শ্রবণ কর। জীবধাতু শরীরের হেতুস্বরূপ সারপদার্থ, তদ্দ্বারাই তেজ অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধী উষ্মা ও বীর্য্য অর্থাৎ শরীরচেষ্টা শরীরমধ্যে বিদ্যমান ও জীবিত থাকে। যখন শরীর মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা ব্যবহারী হইতে চেষ্টা করে, তখন ঐ জীবধাতু বায়ুচালিত হইয়া, হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া সঞ্চরণ করে। জীবধাতু যখন ঐরূপে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন শরীরমধ্যগত নাড়ীতে সমুদয় সংবিদের (জ্ঞানের) সঞ্চার হয়, তখন ঐ সংবিৎ দৃষ্ট হওয়ায় জগদ্ভ্রম অন্তরে লীন থাকে এবং চিত্তনাম প্রাপ্ত হয়। তৎকালে সম্বিৎ চক্ষুরাদিছিদ্রে প্রসর্পিত হইয়া আত্মাতে নানা আকার ও বিকারে পূর্ণ বাহ্যরূপ সন্দর্শন করে। সেই অবস্থায় প্রতীতি স্থির থাকে বলিয়া তখন জাগ্রৎ বলিয়া বোধ হয়। উহাকেই জাগ্রদবস্থা কহে। এক্ষণে সুষুপ্ত্যাদি অবস্থা, ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। যখন মন, কর্ম্ম ও বাক্যে শরীরের কিছুমাত্র ক্ষুব্ধতা (চাঞ্চল্য) থাকে না, তখন আত্মা প্রশান্ত থাকেন, ঐ জীবধাতু তখন স্বস্থ হইয়া থাকে। ১১—২০। যেমন নির্ব্বাতগৃহে আলোকহেতু প্রদীপ নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ তখন শরীরস্থ বায়ুসমূহ সাম্যভাব ধারণ করায় হৃদয়াকাশ নিশ্চলভাবে থাকে, কোন প্রকার ক্ষুব্ধতা থাকে না, তখন অঙ্গে সংবিৎ চালনা হয় না, সেই কারণে কোন প্রকার ক্ষুব্ধতা থাকে না; চক্ষুরাদি রন্ধ্রে সংবিৎ চালিত হয় না (বাহিরে গমন করে না)। যেমন তিলমধ্যে তৈল সংবিৎ, হিমে হিম-শীত সংবিৎ ও ঘৃতে ঘৃত-সংবিৎ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ জীব অর্থাৎ আমি ইত্যাকার সংস্কার-সহায় ব্রহ্মও অন্তরে স্ফুরিত হইতে থাকে। জীবাকৃতি চৈতন্যকলা তখন নির্ম্মলতাহেতু, আত্মাতে পৃথক্ চেতনাবিহীন বায়ুক্ষোভশূন্য সুষুপ্তিনামক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐ জীবের চিত্ত যখন সর্ব্ব-ব্যবহারশূন্য হয়, তখন জীব চিৎ সমুদয়ের শাস্ত্রতঃ অবৈষম্য অবগত হইয়া (বিচার ও ঐকাগ্র্যবলে) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় ব্যবহারী হইয়া থাকে, তখন তাহাকে তুর্য্যাবস্থায় অবস্থিত বলে। ২১—২৫। সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণ সৌম্যভাবাপন্ন হয়, সেই জীবধাতু যখন ভোক্তার অদৃষ্ট পরিপাকবশতঃ বৈষম্যপ্রাপ্ত প্রাণবায়ুদ্বারা পরিচালিত হয়, তখন সেই জীব চৈতন্য (সেই সেই ভোগের অনুকূল সংস্কারের উদ্বোধ হওয়ায়) চিত্তরূপে আবির্ভূত হয়। যেমন যোগী যোগশক্তিবলে বীজমধ্যে ভাবী বিস্তৃত বৃক্ষ দেখিতে পায়, তদ্রূপ সেই চিত্ত অন্তঃস্থিত জগৎসমূহ ভাব ও অভাবরূপ ভ্রান্তিক্রমে অন্তরে দর্শন করিয়া থাকে। (ইহা স্বপ্ন দর্শন) ঐ জীবধাতু যখন বায়ুক্ষুব্ধ হয়, তখন আমি সুপ্ত আছি, এই প্রকার আত্মার আকাশগতি অনুভব করে। যখন ঐ জীবধাতু জলপ্লাবিত অর্থাৎ শীতল থাকে, তখন অন্তরে কুসুমের স্বকীয় সৌরভানুভবের ন্যায়, জলাদি সম্ভ্রম অর্থাৎ আমি জলে পড়িতেছি ইত্যাদি প্রকার অবলোকন করে। ২৬—২৯। যখন জীবধাতু পিত্তদূষিত থাকে, তখন বাহিরে যেমন গ্রীষ্মতাপাদি অনুভব হয়, তদ্রূপ অন্তরেই গ্রীষ্মতাপাদি অনুভব করিয়া থাকে। এবং যখন ঐ জীবধাতুই নাড়ী-মধ্যগত রুধিরে প্লাবিত থাকে, তখন বহির্দেশবৎ রক্তবর্ণ দেশকাল অন্তরেই দেখিতে থাকে অর্থাৎ সমুদয় তখন রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ করে। এবং তাদৃশ অনুভব থাকায় তাহাতেই মগ্ন থাকে। প্রাণবায়ুদ্বারা চালিত হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ে যেরূপ বাসনা করে, নিদ্রিত হইয়া অন্তরে তাহাই দেখে। ইন্দ্রিয় ছিদ্র আক্রমণ না করিয়া যাহাতে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া চৈতন্যানুভব করে, তাহাকে স্বপ্ন কহে। ইন্দ্রিয়রন্ধ্র আক্রমণ করিয়া বায়ুক্ষুব্ধ হইয়া যখন এই সমুদয় অনুভব করে, মহর্ষিগণ তাহাকে জাগ্রৎ বলেন। হে রাম! তুমি এই সমুদয় অবগত হইলে, এক্ষণে তোমার অন্তরে সদ্বুদ্ধি উদিত হইয়াছে; এক্ষণে আর এই অসত্য জগৎকে সত্যভাবে ভাবিও না। কারণ ঐরূপ সত্যজ্ঞান আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ মরণের হেতু। ৩০—৩৫।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! তোমাকে আমি এই সমুদয় মনোরূপ নিরূপণ করিয়া কহিলাম। এই যে জাগ্রদাদি বর্ণন করিলাম, ইহা কেবল মনঃস্বভাবের বোধের নিমিত্ত, ইহাতে অন্য কোন প্রয়োজন নাই। দৃঢ়নিশ্চয়সম্পন্ন হইয়া চিত্ত যখন যাহা ভাবনা [illegible] তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। সৎ, অসৎ, হেয়, উপাদেয় এই সমুদয়ই

চৈতন্তকল্পিত, ঐ সমুদয় দৃষ্টি অসত্যও নহে, সত্যও নহে, মনের চাঞ্চল্যই ঐ সমুদয়ের কারণ। মনই মোহকর্ত্তা ও জগৎস্থিতির কারণ। ঐ মলিন-মনই ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে এই বিশ্ববিস্তার করিতেছে। মনই পুরুষ, অতএব তাহাকে শুভপথে নিয়োগ করিবে। কারণ এই জগৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য (ও তত্ত্ববোধ) সমুদয়ই সেই মনোজয়েই বশীভূত হইয়া থাকে। ১—৫। শরীরই যদি পুরুষ হইবে তাহা হইলে মহামতি শুক্রাচার্য্য বিবিধ আকারে শতজন্ম ভ্রান্তি প্রাপ্ত হইবেন কেন? অতএব (শরীর পুরুষ নহে) চিত্তই পুরুষ শরীর চেত্য অর্থাৎ চিত্তলভ্য, এই মন আত্মাতে যে আকার ভাবনা করিবে, সেই সেই আকারই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যাহা অতুচ্ছ অর্থাৎ সত্য যাহাতে কোন আয়াস নাই, হে রাম। তুমি যত্নপূর্ব্বক উপাধিবিহীন ভ্রান্তিশূন্য সেই ব্রহ্মপদের অনুসন্ধান কর (অবশ্যই) তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইবে। শরীর মনোভিলষিত দেশেই গমন করে, মন কিন্তু শরীরের আচরিত কর্ম্মের অনুগমন করে না, অতএব হে সুভগ। তোমার মনও সত্য বিষয়ে অভিমুখী হউক, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অসত্যজাল-চৈতন্তকে পরিত্যাগ করুক। ৬—৯।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ভগবন্। আমার হৃদয়ে সাগরের তরঙ্গবৎ আর একটী মহান্ সংশয় উদ্বেলিত হইতেছে, তাহা দূর করুন। আত্মা ত দিক্ ও কালাদিরূপে অবচ্ছিন্ন হন না, সেই জন্য তিনি তত (বিস্তৃত) নিত্য ও নিরাময়; তাঁহাতে এই বিষয়াকারে কলুষিতা মনোনাম্নী সংবিৎ কিরূপে উপস্থিত হইল, এই সংবিৎই বা কে? (অর্থাৎ ইহার স্বরূপ কি?) যদি বলেন, উহা অবিদ্যা কলঙ্কবশতঃ হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? কারণ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে যাঁহার আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহাতে আবার কিরূপে কলঙ্ক সম্ভবে। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম। তুমি উত্তম বলিয়াছ, এক্ষণে তোমার মোক্ষোপযোগিনী মতি হইয়াছে, তোমার ঐ মতি পারিজাত-কুসুমের মঞ্জরীবৎ উত্তম নিষ্যন্দা (মঞ্জরী পক্ষে নিষ্যন্দ অর্থে মকরন্দ; বুদ্ধি পক্ষে বস্তু অনুভব) তোমার মতি এক্ষণে পূর্ব্বাপরবিচারে সমর্থ হইয়াছে; শঙ্কর প্রভৃতি মহাত্মগণ যে পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি সেই উচ্চপদপ্রাপ্ত হইবে। ১—৫॥ কিন্তু হে রাম! সম্প্রতি তোমার এই প্রশ্ন করিবার অবসর নহে। যখন সিদ্ধান্ত বিষয় কথিত হয়, তখনই ঈদৃশ প্রশ্ন করিতে হয়; অতএব আমি যখন সিদ্ধান্ত করিব, তৎকালে তুমি এই বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবে, তখন তোমার সেই সিদ্ধান্ত করস্থিত আমলকীদলের ন্যায় অনায়াসে আয়ত্ত হইবে। যেমন বর্ষাকালে ময়ূরের কেকারব ও শরৎকালে হংসের রব শোভা পায়; তদ্রূপ সিদ্ধান্তকালে তোমার এই প্রশ্নোক্তি অতি উত্তম হইবে। বর্ষা গত হইলে আকাশের স্বাভাবিক নীলিমা বিকাশ পায়, কোন মল থাকে না; বর্ষাকালে সেই নীলিমা উদগ্রজলদ পটলে আবৃত থাকে। এক্ষণে আমি যে মনোনির্ণয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি উহাই এক্ষণে কর্ত্তব্য। হে সুব্রত! ঐ মনোবশেই জলগণের জন্ম হয়, সেই মন কিপ্রকার তাহা শ্রবণ কর। ৬—১০। অজ্ঞানোপহিত এই চিৎ প্রকৃতি স্বরূপ হয় এবং তাহাই মননধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলে মন হয়, (দর্শনশক্তিবিশিষ্ট হইলে চক্ষু, শ্রবণ-শক্তি-বিশিষ্ট হইলে শ্রোত্র হয়, ইত্যাদি) হে রাম। ঐরূপে কর্ম্মেন্দ্রিয়ভাবাপন্ন হইলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম স্বয়ং হইয়া থাকে, ইহা মুমুক্ষুগণ (শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা) নির্ণয় করিয়াছেন। আরও শ্রবণ কর, বাগ্মিগণ বিচিত্র শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা দর্শনভেদে স্ব স্ব অভিমত নাম ও রূপাকারে কল্পনা করিয়াছেন। যেমন পরস্পর বিভিন্ন গন্ধবিশিষ্ট নানাপুষ্পের মধ্যস্থিত পবন, সেই সেই পুষ্পের গন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সুরভিত হয়, মননব্যাপারে চপল মনও সেইরূপ যে যে প্রকারে বাসনা ধারণ করে, তদনুরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাহার পর স্ব স্ব বাসনাকল্পিত সেই আকৃতিকে (যুক্তিবলে) নির্ণয় করিয়া অন্তঃস্থিত সানুরাগে তাহাকে স্বীয় অহঙ্কারে রঞ্জিত করত তাহাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্থাপন ও তাহাই পুনঃপুনঃ আস্বাদনপূর্ব্বক চমৎকারিতা অনুভব করে। শরীরে যাদৃশ ভাব, জ্ঞানেন্দ্রিয়েও তাদৃশ ভান, অর্থাৎ বিষয়াস্বাদনও তদনুরূপ করিয়া থাকে। ১১—১৫। হে রাম। মন যাদৃশ ভাবাপন্ন, সেই মনের বশবর্ত্তী শরীরও গন্ধানুবর্ত্তী পবনের গন্ধভাব প্রাপ্তির ন্যায় সেই মনের ভাব ধারণ করে,—অর্থাৎ মন শরীরে যেরূপভাবে বাসনা করে, শরীরও তদনুরূপ হয়। যেমন প্রবল সমীরণে পার্থিব রজ স্বতঃই উত্থিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও স্বয়ং তদনুরূপ কার্য্যে রত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ চালিত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলে, অনিলে ধূলি জালের ন্যায় ইতস্ততঃ বিসর্পী কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনের কর্ম্ম এই প্রকার, এইজন্য মনকে কর্ম্মবীজ বলা হয়। যেমন কুসুম ও গন্ধের সত্তা অভিন্ন, সেইরূপ কর্ম্ম ও মনের সত্তা অভিন্ন অর্থাৎ একই, দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ মন যাদৃশ ভাব ধারণ করে, তদনুসারে স্পন্দ ও কর্ম্মের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। ১৬—২০। তাহার পরে সমাদরে কার্য্যনিষ্পাদন করিয়া তৎফলের আস্বাদন করে এবং বদ্ধ হয়। (মন) যে যে বিষয় বাসনা ভাব গ্রহণ করে, তাহাকেই বস্তু বলিয়া লাভ করে, তখন মনের এইরূপ নিশ্চিত ধারণা হয় যে, ইহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর নাই। দৃঢবদ্ধ মন স্বীয় বুদ্ধিবলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সিদ্ধির সর্ব্বদা যত্ন করে, কপিলমতাবলম্বীরা কহেন, মনই স্বীয় জ্ঞান দ্বারা আত্মারস্বরূপ নির্ম্মলতা প্রদান করেন। তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে, সুখ দুঃখ মোহাত্মক এই জড়জগতের উপাদান কারণ। ঐ মনই ত্রিগুণাত্মকও প্রধান, সুতরাং তাঁহারা তাদৃশ মনকে তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়া তদনুসারে শাস্ত্রদৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। উক্ত উপায় ব্যতীত কাহারও মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে না, স্থির করিয়া তাহারা স্ব স্ব কল্পিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া স্বকীয় জ্ঞানগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া অপরকে অবগত করাইবার চেষ্টা করেন। বেদান্তবাদিগণ বলেন, এই জগৎ ব্রহ্মই, অপর কিছু নহে। তাঁহার উক্ত প্রকার স্থির বুদ্ধিতে শম অর্থাৎ সকল অনর্থের নিবৃত্তি করিয়া দম অর্থাৎ বাস্তব নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মভাবে আবির্ভাব; এই প্রকারে মুক্তি নির্ণয় করিয়াছেন। অন্য প্রকারে মুক্তিলাভ হয় না, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব কল্পিত নিয়মে স্বকীয় জ্ঞানদৃষ্টি শাস্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া জনগণের বোধোপায়

করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানবাদীরাও এই জগদ্‌ভ্রম স্বীকার করেন এবং তাঁহারা বলেন, প্রলয়োপদ্রবের শান্তি ও ইন্দ্রিয়দ্বারা-সংবরণপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ (আত্মার) পুরুষে বুদ্ধি দ্বারায় প্রবেশই মুক্তি। অন্যোপায়ে মুক্তিলাভ হয় না, ইহা স্থির করতঃ স্ব স্ব মুক্তির উপায়জ্ঞান স্ব স্ব কল্পিত নিয়মে শাস্ত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আর্হত প্রভৃতি অন্যান্য মতাবলম্বীরাও স্ব স্ব অভিমত ইচ্ছায় বিচিত্র আচারে (নগ্নভাব ও ভিক্ষাচর্য্যাদিরূপ) বিচিত্র শাস্ত্রদৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। ২১—৩০। যেমন জল হইতে অকারণে নানাপ্রকার সুন্দর বুদ্‌বুদ্ উত্থিত হয়, সেইরূপ নানাবিধ বাদিগণের নানাপ্রকার নিশ্চয়ে শাস্ত্র নিয়মের (মোক্ষোপায় শাস্ত্রের) রীতিও নানাবিধ হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু হে মহাবাহো! যেমন নানাবিধ মণির একমাত্র সাগরই আকর, সেইরূপ এই সমুদয় বিভিন্ন রীতিসমূহের এক মনই (মনঃ কল্পনা) আকর (মূল)। বাস্তবিক নিম্ব কটু ও ইক্ষু স্বাদু নহে, চন্দ্রও বাস্তবিক শীতল নহে, ও বহ্নিও বাস্তবিক উষ্ণ নহে, যে প্রকারে যাহা দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহা সেই রূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। যাহা অকৃত্রিম আনন্দস্বরূপ সকল মানবেরই তাহার নিমিত্ত যত্নবান হইয়া মনকে তন্ময় (আনন্দময়) করা উচিত। তাহা হইলে ঐ অকৃত্রিম আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (অজ্ঞদিগের নিকট) শিশুসন্তানের ন্যায় স্নেহাস্পদ বলিয়া প্রতীত তুচ্ছ (অসত্য) এই মনোরূপ দৃশ্য পরিত্যাগ করিতে পারিলে মনোজনিত সুখ-দুঃখে আর আকৃষ্ট হইতে হয় না ইহা স্থিরই। হে অনঘ! তুমি আপাত প্রতীয়মান অপবিত্র অসৎস্বরূপ মোহপ্রদ ভয়হেতু বন্ধনকারক এই বিস্তৃত দৃশ্যের ভাবনা করিও না। ইহাকেই মায়া বা অবিদ্যা কহে, ইহার ভাবনা করিলেই ভয় উৎপন্ন হয়। বুধগণ জানেন যে, আত্মচৈতন্যের এই মায়াসম্বন্ধই বন্ধনহেতু কর্ম্ম। হে রাম! তুমি এই মোহকারী মনকেই দৃশ্য বলিয়া জানিবে এবং অতি মলিন এই মিথ্যা মনরূপ কর্দ্দম তুমি প্রক্ষালন কর। এই যে স্বভাবজাত দৃশ্যতন্ময়ত্ব অনুভূত হইতেছে, ইহাকেই বুধগণ সংসার মদিরাস্বরূপা অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। লোক এই অবিদ্যায় উপহত (দূষিত) হইলে,—অন্ধ যেমন ভাস্বর সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হয় না,—সেইরূপ কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। ৩৬—৪০। সেই অবিদ্যা সঙ্কল্পকল্পিত, আকাশবৃক্ষবৎ স্বয়ংই সঙ্কল্পবলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে মহামতে! সঙ্কল্পমাত্র ত্যাগ করিলে, ঐ অবিদ্যাভাবনা ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার পর শ্রবণ-মননাত্মক বিচার দ্বারা সমাধি অবস্থায় দৃঢ়তা সম্পাদন করিলে, "আমি সেই আত্মা" এই প্রকার বোধ সকল পদার্থেই স্থিরতাপ্রাপ্ত হয়। সত্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত হইলে, অসত্য, ক্ষয় হইয়া যায়, তখন নির্ব্বিকল্প চিন্ময়, নির্ম্মল আত্মা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মার সত্তা বা অসত্তা কিছুই নাই, সুখ দুঃখও কিছুই নাই, কৈবল্যই তাঁহার স্বরূপ। অনর্থ হেতুভূত দেহাদিতে আত্মভাবনা, চিত্ত ও ইন্দ্রিয় দৃষ্টি সম্বন্ধ আত্মায় নাই। নির্ম্মল-গগন যেমন মেঘ-সম্বন্ধ, কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ অনন্ত বাসনাকর্ত্তৃক তিনি পরিবর্জ্জিত; যেমন সর্পাকৃতি রজ্জুতে স্বয়ংই সর্পত্ব প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ অবদ্ধ আত্মাতে স্বয়ংই বদ্ধভাব হয়। এই সমুদয় বস্তুই কল্পিত, ফলতঃ সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম, দিবা ও রাত্রিতে এক আকাশ যেমন বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ বিভিন্ন কল্পনাবলে একমাত্র ব্রহ্মই নানাকৃতি ধারণ করেন। একান্ত সত্য অনায়াস অনুপাধি ভ্রান্তিশূন্য যে পরম-পদ তাহা কল্পনাতীত, তাহাই পরমসুখের হেতু। যেমন শূন্য কুশূলে (ধান্যাগারে) সিংহ আছে বলিয়া, বালকে ভয় করে, সেইরূপ এই শূন্য শরীরে "আমি বদ্ধ আছি" বলিয়া, মূঢ়েরা ভীত হয়। যেমন ঐ শূন্য কুশূলে বাস্তবিক সিংহ আছে কিনা দেখিতে গেলে পাওয়া যায় না, সেইরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিলে এই সংসার-বন্ধে কিছুই লভ্য হয় না। ৪১—৫০। যেমন চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকগণ ছায়া দেখিলে, বেতাল বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ, "এই জগৎ, এই আমি" ইত্যাদি প্রকার ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক বেতালবৎ সমস্তই অলীক। জীবগণের বিত্তাবস্থা ও দারিদ্র্যাবস্থা প্রভৃতি শুভ অশুভ ভাব সমুদয় ক্ষণকাল মধ্যে (তত্ত্বজ্ঞানে) অসৎ হইয়া থাকে। আবার ক্ষণকাল মধ্যে সৎ হইয়া যায়। (ঐ সমুদয়ই তত্ত্বভাবে কল্পনার ফল,) অধিকন্তু মাতাকে যদি পত্নীভাবে ভাবা যায়, তাহা হইলে ঐ মাতা কণ্ঠলগ্নী হইলে, পত্নীর ন্যায় সুরতানন্দপ্রদা হইয়া থাকে। আবার পত্নীকে মাতৃভাবে গ্রহণ করিলে কণ্ঠে-গৃহীতা হইলেও মাতৃভাবনায় ঐ পত্নী নিশ্চিতই কামভাব বিস্মৃত করিয়া দেয়। জ্ঞানী পুরুষ ভাবনানুসারে ফলপ্রদ এই পদার্থসমূহ প্রত্যবেক্ষণ করিলে ইহাতে কোন প্রকার রূপ (সত্তা বা আকৃতি) দেখিতে পান না। ৫১—৫৫। দৃঢ়ভাবনা দ্বারা চিত্ত যতক্ষণ যাহা যেরূপে ভাবনা করে, তাবৎকাল তদাকারে তদনুরূপ দেখিয়া থাকে। যাহা সত্য নহে, এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা মিথ্যা নয় এমন কোন পদার্থই নাই, ভাবনাবলে সকলই সত্য ও মিথ্যা হইয়া থাকে। যে যাহা যে প্রকারে নির্ণয় করে সে তাহা তদাকারেই লক্ষ্য করে। আকাশে মাতঙ্গ-ভাবনায় ভাবিত হইলে মন-আকাশ হস্তিভাব ধারণ করত (কামাতুর হইয়া) কল্পিত আকাশরূপ কাননচারিণী মাতঙ্গীর অনুসরণ করে। অতএব হে রাম! যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলই সঙ্কল্প, তুমি ইহা পরিত্যাগ কর এবং সুষুপ্তি অবস্থায় থাকিয়া, স্বীয় পারমার্থিক অদ্বয়ানন্দ ভোগ কর। মণি জড়পদার্থ বলিয়া স্বপতিত অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পতন নিষেধ করিতে পারে না, কিন্তু হে রাম! ভবাদৃশ প্রাজ্ঞব্যক্তি ঐরূপ অসত্য-প্রতিবিম্বিত বস্তু আত্মা হইতে কেন দূরীকৃত করিতে পারিবেন না। ৫৬—৬০। হে রাম! তোমার আত্মায় যে জগৎ প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহাকে অবস্তু বলিয়া স্থির কর, তদ্ভাবে রঞ্জিত হইও না। আবার সেই জগৎকেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া, সত্য বলিয়া জানিবে এবং অনাদি অনন্ত আত্মাকে আপনি ভাবনা কর। হে রাঘব! তোমার চিত্তে যে সমুদয় পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সেই পদার্থ-নিবহ অত্যাসক্ত বলিয়া স্ফটিক-মণির ন্যায় তোমাকে যেন রঞ্জিত না করে। যেমন নির্ম্মল স্ফটিক-মণিতে কোন রঞ্জন-দ্রব্যের রাগ সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ মননহীন (অর্থাৎ আত্মায় প্রতিবিম্বিত পদার্থের পুনঃপুনঃ অনুসন্ধানজনিত রাগাদি বাসনা শূন্য) তোমাতে প্রারব্ধভোগের অনুরূপ জগৎ ব্যবহারেচ্ছা গাঢ়ভাবে প্রবেশ না করুক। ৬১—৬৪।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যখন অন্তর বিচার দ্বারা চিত্তবৃত্তি বিগলিত হয় কোন প্রকার মলই থাকে না, যখন জীব বিশুদ্ধ-আত্মভাবে কিঞ্চিৎ পরিণত, যখন এই হেয় দৃশ্য অজ্ঞানভূমিকা পরিত্যক্ত হয় ও উপাদেয় জ্ঞানভূমিকা প্রাপ্ত হয়, যখন সমুদয় দৃশ্য চিন্মাত্র দ্রষ্টারূপে দৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না এবং বোদ্ধব্য পরমতত্ত্বে বোধ উপস্থিত (তৎপ্রাপ্তির আশাতেই), আত্মা জীবিত এবং নিবিড় অন্ধকারাত্মক এই সংসারপথে প্রসুপ্ত, যখন অত্যন্ত বৈরাগ্যবশতঃ সরস, নীরস, আপাতমধুর ভোগজালে আত্মা বিরক্ত, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল উপহত হওয়ায় তাহাতে নিস্পৃহ, যখন এই জড় অজ্ঞানাবাশ বিগলিত হইয়া আত্মারূপ জলের সহিত একীভাবাপন্ন হওয়ায়, আতপে হিমবিন্দুবৎ নিরবশেষ হয়, যখন গ্রীষ্মকালের নদীর ন্যায় তরঙ্গিত তৃষ্ণাসমূহ প্রশান্ত হয়, যেমন মূষিকে পক্ষিবন্ধনজাল ছিন্ন করে, সেইরূপ যখন 'সংসার-বাসনাজাল ছিন্ন হয়, বৈরাগ্যবেগে হৃদয়গ্রন্থিও শিথিল হয়, তখন কতক-ফলরেণুতে বারি যেমন স্বচ্ছ হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানবশে মনও প্রসন্ন হয়। তখন নিষ্কাম বিষয়ানুসন্ধান-বিহীন দ্বন্দ্বরচিত (দ্বন্দ্ব-শব্দে অর্থাদিসহ নিঃশ্রীভাব। পুনঃপুনঃ ভোগলাভের ভূমি হইতে নিরত মন হইতে,—পিঞ্জর হইতে বিহগ যেমন নির্গত হয়, সেইরূপ মোহ নির্গত হয়। সন্দেহ-দৌরাত্ম্য তখন থাকে না সমুদয় বিভ্রম অপগত হয়, চিত্ত তখন পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান হয় ১—১০ যেমন বায়ু প্রশান্ত হইলে অর্ণবে সমতা হয়। (অর্থাৎ সাগরের জল স্থির থাকে) সেইরূপ তখন অন্যান্যভাব অপগত হওয়ায় সর্ব্বত্রই সমুন্নত সমদৃষ্টিতা উদিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যধারণ করে। তখন অন্ধকারময়ী মূকা অর্থাৎ বোধ ও বাগ্ব্যবহারশূন্য জড়তারূপ জর্জ্জরিতা (রাত্রিপক্ষে জড়তা- শৈত্য, বাসনাপক্ষে অজ্ঞান, মোহ) সংসারবাসনা ভাস্করোদয়ে রজনীর ন্যায় ক্ষীণ হইতে থাকে। তখন চিদ্ভাস্কর উদিত হইতেছে, দেখা যায়, পুণ্যপল্লবশালিনী বিবেক-কমলিনীও ঐ চিৎসূর্য্যের আলোকে বিকসিত হইতে থাকে, তখন দেখিলে বোধ হয় যেন নির্ম্মল প্রকাশ মূর্ত্তিমতী প্রাভাতিকগগনস্থলী বিরাজমান, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিবশতঃ লব্ধ মনোহারিণী [illegible]কলা প্রজ্ঞা (তত্ত্বজ্ঞান) পূর্ণচন্দ্রের অংশুজালের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অধিক আর কি বলিব, যে মহামতি জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছেন বাতাদিভূতচতুষ্টয়রহিত আকাশ-কোষের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন সেই মহাত্মার উদয় অস্ত কিছুই থাকে না। ১১—১৫। যে ব্যক্তি বিচার দ্বারা আত্মভাব পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মরূপে উদিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও মহেশ্বরও দয়ার্হ হন অর্থাৎ তদপেক্ষা ইঁহারা অনেক নিকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তাদৃশ নিরহঙ্কারচিত্ত যদি কখন সাকার হন, তথাপি হরিণের মরীচিকা-জল-প্রাপ্তির ন্যায় বিকল্পজাল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। এই জীবসমূহ তরঙ্গের ন্যায় চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইতেছে ও লীন হইতেছে, যে অজ্ঞ ইহা না জানে, তাহাকেই জন্মমৃত্যু আসিয়া ক্রোড়স্থ করে, জ্ঞানীর কিছুই করিতে পারে না। আবির্ভাব ও তিরোভাবও সংসারের স্বরূপ, অন্য কিছু নহে, ইহা জানিয়া যে জ্ঞানী আবির্ভাব-তিরোভাবে সমদৃষ্টি, তিনি কৌতুকদর্শনার্থ সংসারে ক্রীড়া করেন; কিন্তু আসক্ত হন না; কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হইয়া পড়ে। যেমন ঘটে ঘটাকাশের কখন উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই, সেইরূপ দেহ ভূষিত হউক, (নির্ম্মল হউক) বা দূষিত হউক (অর্থাৎ সংসারসংদর্শী হউক), আত্মা কদাচ তাদৃশ (উৎপন্ন বা বিনষ্ট) হন না। ১৬—২০। বিবেকরূপ শীতের উদয় হইলে মিথ্যাভ্রান্তিরূপ মরুভূমিতে উৎপন্ন এই বাসনা সায়ংকালে মরুভূমিতে মরীচিকাবৎ বিলয়প্রাপ্ত হয়। যাবৎকাল "আমি কে, এই জগৎই বা কিরূপে হইল" এইরূপ বিচার সমুদিত থাকে, তাবৎকাল এই সংসাররূপ আড়ম্বর অন্ধ-কারবৎ অবস্থিত থাকিবে। এই শরীর মিথ্যাভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন এবং বিপদের আস্পদ, যে ইহাকে আত্মভাবনায় দর্শন করে না, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। যিনি দেশ ও কালের বশে উৎপন্ন সুখদুঃখ স্বকীয় শরীরে মদীয় বলিয়া বোধ করেন না অর্থাৎ আত্মাতে যাঁহার সুখদুঃখ ভ্রান্তি নাই, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। পার ও পর্য্যন্ত বিহীন আকাশ দিক্ ও কাল প্রভৃতি স্থানে পরিচ্ছিন্ন উৎপত্তিচলনাদি ক্রিয়ান্বিত সমুদয় পদার্থে 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞান যাঁহার আছে অর্থাৎ সকল পদার্থে 'আমি অর্থাৎ আত্মা বলিয়া যাঁহার বোধ আছে, তিনি প্রকৃত আত্মদর্শী' ২১—২৫। যিনি জানেন যে, অহংপদার্থ (আত্মা) সর্ব্বব্যাপী হইলেও কেশাগ্রের কোটিলক্ষ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; তিনিই দ্রষ্টা। যিনি সতত একদৃষ্টিতে দেখেন যে, আত্মরূপে প্রসিদ্ধ জীব ও অন্যান্য দৃশ্য সমস্তই একমাত্র চিজ্জ্যোতি, তিনিই দেখিতে জানেন। যিনি অন্তরে দেখিতে পান যে, সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত-আত্মা সমুদয় পদার্থের অন্তরে অবস্থিত ও তিনিই অদ্বিতীয় চিৎপদার্থ, সেই ব্যক্তি দ্রষ্টা। আধি ও ব্যাধিভয়ে উদ্বিগ্ন জরা মৃত্যু-জন্মগ্রস্ত দেহই আমি (আত্মা) ইহা যে প্রাজ্ঞব্যক্তি স্থির করেন না, তিনি প্রকৃত দ্রষ্টা। যিনি দেখেন, "যে আমার মহিমা ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ দেশে পরিব্যাপ্ত, আমার দ্বিতীয় আর নাই,' তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। ২৬—৩০। আরও যিনি দেখেন, 'সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ সমুদয় পদার্থ আমাতেই গ্রথিত, আমি চিত্ত নহি" তিনি প্রকৃত দ্রষ্টা। যিনি দেখেন 'বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে আমিও অন্য কিছুই নাই, কেবল একমাত্র নিরাময় ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন," তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। যাহা কিছু এই ত্রৈলোক্য-সমুদয়ই সাগরের তরঙ্গবৎ আমারই অবয়ব, ইহা যিনি অন্তরে দেখিয়া থাকেন তিনিই দেখিতে জানেন। "এই ত্রিলোকী মদীয়া কনীয়সী ভগিনীস্বরূপা, ইহাকে আমার প্রতিপালন করা উচিত, ইহার দুঃখে আমার দুঃখী হওয়া উচিত, ইহা যিনি দেখেন, তিনিই দ্রষ্টা। যে মহাত্মার 'আত্মীয়' পরকীয়, তুমি আমি ইত্যাদি প্রকারভেদ, সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই সুনয়ন পুরুষেরই প্রকৃত দর্শন শক্তি হইয়াছে। ৩১—৩৫। যিনি দেখিতে পান যে, দৃশ্য সংবলনরহিত চিদাকারই এই জগন্মণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তিনিই দ্রষ্টা। সুখ, দুঃখ, দেহ, গুরু, দেবতা ও শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা, নিত্যানিত্যবিবেক প্রভৃতি সমুদয় বিষয়েই "আমি" ইত্যাকার জ্ঞান যাঁহার আছে, কদাচ তাঁহার অবসাদ হয় না। "এই সমুদয় জগৎ আত্মসত্তায় পূর্ণ,—অর্থাৎ ইহাতে আত্মভিন্ন কিছুই নাই, আমি ইহার একদেশে রহিয়াছি, আমি ইহার কি পরিত্যাগ করি ও কি গ্রহণ করি" ইহা যিনি বুঝিয়া থাকেন, তিনি প্রকৃত নয়নশালী। "এই প্রপঞ্চ ত্রিকোণশক্তি-বিহীন কেবল সন্মাত্র, ইহা লোকের তর্কেরও অগম্য এই ভাবিয়া

যাঁহার ইহাতে হেয়তা ও উপাদেয়তা জ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, তিনি প্রকৃত পুরুষ। যিনি আকাশবৎ একাত্মা ও সমুদয় পদার্থ-ব্যাপী হইলেও কোন পদার্থে রঞ্জিত হন না, সেই মহাত্মাই মহেশ্বর। ৩৬—৪০। যিনি স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগরণ হইতে বিমুক্ত, যিনি কাল অর্থাৎ মৃত্যুরও নিরতিশয় প্রেমাস্পদ হইয়াছেন, (মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন) সেই সৌম্য সমদর্শী তুরীয়াবস্থাগত ও পরমপদপ্রাপ্ত পুরুষকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার এই বিচিত্র জগদ্গত-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে অপরিচ্ছিন্নব্রহ্মাকার দৃষ্টি বিদ্যমান এবং সমুদয় জগৎই একমাত্র ব্রহ্ম, এই যাঁহার বুদ্ধি, তাদৃশ পরম বোধশালী সাক্ষাৎ শিবস্বরূপী (মহাপুরুষকে) নমস্কার করি। ৪১—৪২।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যিনি উত্তমপদ অবলম্বনপূর্ব্বক কুলাল-চক্রের ভ্রমণবৎ অবস্থিত, (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত) তিনি এই শরীর-নগরীতে রাজ্য করিলেও উহাতে লিপ্ত হন না (কারণ, তাহাতে সত্য-বুদ্ধি নাই)। পরমপদবিৎ সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের ভোগ-মোক্ষের নিমিত্ত উপবন-সদৃশী (ক্রীড়ামাত্রের স্থল বলিয়া) এই স্বকীয় শরীর-মহানগরী কেবল সুখের নিমিত্ত হয়; কোন দুঃখ-ভোগ করিতে হয় না (অসত্য বুদ্ধিই ইহার কারণ)। রাম কহিলেন, হে মহামুনে। এই শরীর কিরূপে নগরী হইল? এবং যোগী ইহাতে অধিষ্ঠান করত কিরূপে রাজ্য-সুখ লাভ করেন? (তাহা আমাকে বলুন।) বশিষ্ঠ কহিলেন হে রাম! এই শরীর-নগরী সর্ব্বগুণসম্পন্না ও রমণীয়া, ইহা জীবন্মুক্ত পুরুষের অনন্ত বিলাসের স্থান, আত্মালোকরূপ সূর্য্যে ইহা প্রকাশিত হয়। এই দেহনগরীর নেত্ররূপ গবাক্ষস্থিত ইন্দ্রিয়-প্রদীপদ্বয় দ্বারা সমুদয় জগন্মণ্ডল প্রকাশিত হয় এবং করদ্বয়রূপ বিস্তৃত রথ্যার পার্শ্বে আজানু-চরণদ্বয়রূপ জঙ্গলভূমি অবস্থিত। ১—৫। এই দেহ-নগরীর রোমরাজি লতাগুল্মস্বরূপ, ইহার স্থানে স্থানে শিরাজাল। এই দেহ-নগরীর গুল্ফ ও অঙ্গুলিতে জঙ্ঘাদ্বয়রূপ বৃহৎ স্তম্ভমণ্ডল পরিসমাপ্ত। ঐ দেহ-নগরী রেখাসমন্বিত পাদাগ্ররূপ শিলা দ্বারা প্রথমে নির্ম্মিত। বাহিরে চর্ম্ম, অন্তরে চর্ম্মস্থল, মধ্যে মধ্যে শিরা-শাখ ও অস্থিসন্ধি সকল ঐ দেহ-নগরীর সীমারূপে সন্নিবেশিত থাকায় উহা অতি মনোহর হয়। ঐ দেহনগরীর উরুদ্বয়ের ও মধ্যকারের সন্ধিস্থলে উপস্থেন্দ্রিয়-নদী নির্ম্মিত রহিয়াছে। নগরের মধ্যে নদী থাকে, দেহ-নগরীর মধ্যে উপস্থনদী বিদ্যমান এবং কেশাবলীরূপ নীলবর্ণ বৃক্ষপত্রে রাজিত, ক্রীড়া-শৈলের ন্যায় শিরোদেশ ও শ্মশ্রুকক্ষাদিরোমরূপ বনে ঐ দেহনগরী আবৃত। দেহনগরী ভ্রূ, ললাট ও ওষ্ঠরূপ পল্লবপুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত বদনরূপ উদ্যানে শোভিত। দেহনগরীর কপোলরূপ বিশাল বিহারস্থলী, কটাক্ষপাতরূপ নীলোৎপলে আকীর্ণ। উহার বক্ষঃ-স্থলরূপসরোবরে স্তনরূপপদ্মকোরক শোভিত রহিয়াছে। দেহ-নগরীর স্কন্ধরূপ পর্ব্বত নিবিড় রোমাবলী দ্বারা আচ্ছন্ন। ৬—১০। ঐ নগরীর উদরগর্ত্তে অন্ন ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্যরূপ ধনসমূহ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দীর্ঘ কণ্ঠনালী দ্বারা নির্গত প্রাণবায়ুর শব্দ দ্বারা বোধ হয় যেন, ঐ দেহনগরীর কপাটদেশ উদ্ঘাটিত হইতেছে। দেহনগরীর হৃদয়রূপবিপণিতে পরীক্ষকগণ (চক্ষুরাদি দ্বারা) যথাযোগ্য প্রাপ্ত অর্থসমূহ (শব্দাদি ও রত্নাদি) নির্ণয় করিয়া থাকে এবং সেই নির্ণীত যথাপ্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ঐ নগরী ভূষিত থাকে। ঐ নগরীর নবদ্বার দিয়া অনবরত প্রাণরূপ নাগরগণ গতায়াত করিয়া থাকে। দেহনগরীর মুখদেশে বিস্ফারিত দশন-পংক্তিরূপ অস্থিখণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ নগরীর মুখরূপস্থানে জিহ্বারূপিণী চণ্ডী ভোজ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া থাকেন। উহার কর্ণকোটররূপ কূপ রোমরাজিরূপ দীর্ঘতৃণ দ্বারা আচ্ছন্ন। ঐ নগরীর পৃষ্ঠপার্শ্বদেশ স্ফিক্-রূপ শৃঙ্খলাদ্বারা আবদ্ধ। পৃষ্ঠদেশটী যেন একটী বিস্তৃত জঙ্গল (মাঠ)। দেহনগরীর মূত্রস্থানরূপঘটীযন্ত্রের পার্শ্বে গুহ্যদেশ হইতে মলরূপ কর্দ্দম নির্গত হইয়া থাকে। উহার চিত্তরূপ উদ্যান-ভূমিতে আত্মচিন্তারূপ বরাঙ্গনা সতত ক্রীড়া করিয়া থাকে। ঐ দেহনগরীতে চপলইন্দ্রিয়রূপমর্কটগণ বুদ্ধিরূপশৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ এবং উহার বদনোদ্যানে সর্ব্বদাই স্মিত-কুসুম বিকসিত হইয়া থাকে। যিনি স্বকীয় শরীর ও মনের তত্ত্ব জানেন, তাদৃশ তত্ত্ববিদের ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেহনগরী সুখ ও পরম হিতের কারণ হইয়া থাকে, কদাচ দুঃখপ্রদ হয় না। এই দেহ-নগরী অজ্ঞ ব্যক্তির অনন্ত দুঃখের ভাণ্ডার, কিন্তু তত্ত্ববিদের ইহা অনন্ত সুখ-ভাণ্ডার। হে অরিনিসূদন। এই দেহনগরী নষ্ট হইলে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সামান্যমাত্র ক্ষতি (কেবল তুচ্ছ বস্তুই নষ্ট হয়, সত্য বস্তু নহে), ইহা থাকিলে তাঁহার সমস্তই থাকে, অতএব ইহা তত্ত্ববিদেরই কেবল সুখাবহ। তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি এই দেহনগরীতে আরোহণ করিয়া নিখিলভোগ ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত সংসারে বিহার করেন বলিয়া, ইহা তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির রথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১১—২০। এই দেহনগরী দ্বারাই তত্ত্ববিৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও বহুশ্রী লাভ করিয়া থাকেন। সেই কারণে দেহনগরী তত্ত্ব-বিদের লাভপ্রদ। হে রাম। এই দেহনগরী সুখ, দুঃখ ও ক্রিয়াসমূহ স্বয়ংই উদ্বহন করে, সেই কারণে ইহাকে তত্ত্ববিদের সমুদয় বস্তুর রক্ষণক্ষমা বলা হয়। অমরাবতীতে দেবরাজের ন্যায় তত্ত্ববিৎ, সেই শরীরনগরীতে রাজ্য করত বিগতজ্বর ও সুস্থ হইয়া অবস্থান করেন। তত্ত্ববিৎ মনোরূপ প্রমত্তবাজীকে কাম-ভোগে নিযুক্ত করেন না এবং লোভরূপ দুর্বৃক্ষের ফল যে ভোগ করে, তথাবিধ অধার্ম্মিক লোককেও কদাচ বিবেকিনী বুদ্ধিরূপিণী পুত্রী প্রদান করেন না। অজ্ঞানরূপ পররাষ্ট্র ইহার রন্ধ্র দেখিতে পায় না এবং এই তত্ত্ববিৎ সংসাররূপ শত্রুতন্ত্রের মূলচ্ছেদন করিয়া থাকেন। ২১—২৫। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কাম-সম্ভোগরূপ দুষ্ট-গ্রহবিশিষ্ট তৃষ্ণা নদীর প্রবাহ-বর্ত্তে কদাচ নিমগ্ন হন না। সুখ-দুঃখজ্ঞান তাঁহার কিছুতেই থাকে না। তিনি বাহিরে ও অন্তরে সতত পরমাত্মদর্শী হওয়ায়, সতত‌ই ইচ্ছানুরূপ সরিৎ-সঙ্গমাদি (গঙ্গা-সরস্বতীর সমাগমস্থল প্রভৃতি) প্রভৃতি তীর্থে স্নান করেন। সমুদয় ইন্দ্রিয়রূপ জনগণের আপাতমধুর বিষয়-সুখে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না, কেবল সতত ধ্যান-রূপ অন্তঃপুরমধ্যে অবস্থান করেন। এই দেহনগরী আত্মজ্ঞ পুরুষের সততই সুখাবহ; ইন্দ্রের অমরাবতীবৎ ইহা আত্মজ্ঞ-পুরুষের ভোগ-মোক্ষপ্রদ। যে মহীয়সী দেহনগরী বিদ্যমানে (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির) সমুদয়ই বিদ্যমান থাকে, নষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি হয় না, তাহা কেন সুখাবহ হইবে না? যেমন ঘটধ্বংসে ঘটাকাশের কোন ক্ষতি হয় না,—কারণ, ঘটাকাশ পরমাকাশ কর্ত্তৃক

আত্মসাৎকৃত হয়. সেইরূপ এই দেহনগরীর ক্ষয়ে তত্ত্বজ্ঞ-পুরুষের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন বায়ু,—ঘট থাকিলে, তাহার স্পর্শ করিয়া থাকে, না থাকিলে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ দেহী আত্মা। দেহনগরী থাকিলে, ইহাকে স্পর্শ করেন, নচেৎ কি করিবেন? এই দেহনগরীতে অবস্থিত আত্মা (তত্ত্ববিৎ) সর্ব্বব্যাপী হইয়াও পুরুষের বিশ্বকল্পনা-সম্ভূত ভোগজাল ভোগ করিয়া প্রাক্-সাক্ষাৎকৃত পূর্ণব্রহ্মরূপ মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। তিনি নিখিল কর্ম্মক্রিয়ায় উন্মুখ হইয়া (ব্যবহার-দৃষ্টিতে) কর্ম্ম করিলেও (পরমার্থ-দৃষ্টিতে) তাহা করেন না। কখনও বা প্রস্তুত সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠান করেন। তত্ত্ববিৎ ভোগাভিলাষী বিমল চিত্তের বিনোদনার্থে অব্যাহতগতি হইয়া কখন স্বেচ্ছাক্রমে বিমানারোহণ করেন। ৩১—৩৫। দেহনগরীতে অবস্থিত তত্ত্ববিৎ, সর্ব্বদাই ত্রিলোকসুন্দরী শীতলাঙ্গী মৈত্রীরূপ রামার সহিত রমণ করেন তাঁহার পার্শ্বদ্বয়ে দুইটী প্রিয়া থাকে, সত্যতা ও একতা, চন্দ্রের বিশাখাদ্বয়ের ন্যায় সততই উহারা তাঁহার চিত্তাহ্লাদকরী হইয়া থাকে। নভোমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশস্থিত দিবাকরের ন্যায় তত্ত্ববিৎ, অতি-দূরস্থ হইয়া পরস্পর বল্লীবেষ্টিত জঙ্গলের ন্যায় পরস্পর বেষ্টিত হইয়া অবস্থিত দুঃখরূপ একচক্র দ্বারা বিদারিত নিখিল লোক নিরীক্ষণ করেন, কেবল নিরীক্ষণই করেন, কদাচ তাহাতে লিপ্ত হন না। তত্ত্ববিদের সকল আশা পূর্ণ হইয়া যায়, তিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার-প্রযুক্ত নিখিল-সম্পত্তি পাইয়া সুশ্রী হন এবং অক্ষয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তিনি শোভিত হইয়া থাকেন। ভোগসমূহ তত্ত্বজ্ঞ-ব্যক্তির সেবিত হইলেও কোন কষ্ট প্রদান করে না। মহেশ্বরের গলে কালকূট বস্তুতঃ শোভা-বর্দ্ধনই করিয়াছে। ৩৬—৪০। যদি এই বিষয়-জাল তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক ভোগ করা যায়, তাহা হইলে তুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে। যদি এই ব্যক্তি চোর—ইহা জানিয়া তাহার সহিত মিত্রতা করা হয়, তাহাতে সে মিত্রই হইয়া থাকে, কখন শত্রুতা করে না। যেমন পথিক, একদল পথিক অন্য স্থানে গমন করিলে আবার অন্য পথিক-সঙ্গ অবলোকন করে,—অর্থাৎ সেই বিরহ ও লাভে সে যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ-ব্যক্তি এই ভোগশ্রী অবলোকন করিয়া থাকেন। পথিকগণ অতর্কিতভাবে উপনত গ্রাম-সমাগম যেরূপভাবে নিরীক্ষণ করে, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ সেইরূপ ব্যবহারময় ক্রিয়াসমূহ নিরীক্ষণ করেন। যেমন অযত্নসম্ভূত পর্ব্বত বন প্রভৃতি পদার্থে লোকচক্ষু অনুরাগ-শূন্য হইয়া (মমত্বাভিমান না থাকায়, অভাবে দুঃখ না হওয়ায়) নিপতিত হয়, ধীর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধিও সেইরূপ ব্যবহার-কার্য্যে নিপতিত হয়—অর্থাৎ তাহাতে তাহার আসক্তি থাকে না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বতন ইন্দ্রিয়-চেষ্টায় উপস্থিত অর্থ কখন প্রত্যা-খ্যান করেন না এবং অপ্রাপ্ত অর্থও যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করেন না; তিনি পূর্ণাবস্থায় বিরাজমান থাকেন। ৪১—৪৫। যেমন ময়ূর, পুচ্ছাঘাতে পর্ব্বত কখনই বিকম্পিত হইতে পারে না, সেইরূপ অপ্রাপ্তবিষয়ের চিন্তা ও প্রাপ্তবিষয়ের উপেক্ষানিবন্ধন অনুতাপ, তত্ত্বজ্ঞ-পুরুষের মতিকে বিচলিত করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞপুরুষ, নিখিলসন্দেহ দূর হওয়ায়, সকল বিষয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়ায়, (সমুদয় ভোগে মিথ্যাবুদ্ধিনিবন্ধন) এবং কল্পনা-শরীর ক্ষীণ হওয়ায়, সম্রাটের ন্যায় বিরাজমান হন। যেমন ক্ষীরসাগর স্বীয় আত্মায় স্থান পায় না, (দেখিলে বোধ হয়, যেন আধার অপেক্ষা জলাধেয় অধিক।) সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ স্বীয় আত্মায় অমিত হইয়া আত্মাতেই আপনি প্রকাশিত হন। অমৃতচিত্ত প্রশান্ত (তত্ত্ববিৎ) ভোগলালসাপরতন্ত্র দীনজন্তুগণ ও ইন্দ্রিয়নিবহ দেখিয়া উন্মত্তদর্শনবৎ হাস্য করেন। অন্যের পরিত্যক্ত জায়া অন্যে অভিলাষ করিতেছে দেখিলে অপরে যেমন হাস্য করে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি, আপনার পরিত্যক্ত ভোগ-ইন্দ্রিয় অপরে অভিলাষ করিতেছে দেখিয়া উপহাস করেন। ৪৬—৫০। মন, মনোহর-আত্মসাক্ষাৎকারজনিত-সুখ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বাসনায় ধাবিত হয়, অতএব হস্তীকে যেমন অঙ্কুশাঘাতে বশীভূত করে, সেইরূপ বিচার দ্বারা ঐ মনকে বশীভূতবিষয় হইতে বিরত করিয়া আত্মসুখে ধাবিত করিতে হয়। ভোগের দিকে যে মনোবৃত্তির গতি, তাদৃশ মনোবৃত্তিকে বিষের অঙ্কুরবৎ প্রথমেই বিনষ্ট করা উচিত। যদি বল, মনকে ঐরূপ নিগ্রহ করিলে পরে রুষ্ট হইয়া আত্মানুরক্ত হইবে না, তাহাতে এই বলি, প্রথমে অতিশয় নিগৃহীত করিলেও পরে সম্মান করায় সে রোষ থাকে না। কারণ, প্রথমে তাড়িত-ব্যক্তিকে পরে যদি সম্মান করা যায়, তাহা হইলে তাহা সে অনন্ত-সম্মান বলিয়া বোধ করে। গ্রীষ্মতপ্ত-ধাতুতে অল্পমাত্র জলসেক করিলে অমৃতবৎ যথেষ্ট উপকার বোধ হয়। আরও এক কথা, প্রথমে ক্লেশ না পাইলে পরে লব্ধসম্মানে বহুসুখ বোধ হয় না। জল-পূর্ণ-নদীর সামান্য বর্ষা-জলপ্রবাহে কি হইয়া থাকে? তাৎপর্য্য এই,—প্রথমে মনকে বিষয়বাসনা হইতে বলপূর্ব্বক বিরত করিয়া ক্লিষ্ট করিলে পরে লব্ধআত্মসুখে মন যথেষ্ট সুখীই হইবে, কদাচ বিরক্ত হইবে না। প্রথমে বিষয়াভিলাষ হইতে বিরত করায় নিগৃহীত হইয়া পরে মন, যে ভিক্ষারূপ অল্পবিষয় ভোগ লাভ করে, প্রথমে ক্লিষ্ট হয় বলিয়া তাহাই যথেষ্ট মনে করে। ৫১—৫৫। রাজা যদি কিছু দিন বদ্ধ হইয়া পরে মুক্ত হন, তখন তিনি সামান্য গ্রাস-ভোজনেই পরি-তৃপ্তি বোধ করেন, কখন বদ্ধ বা কাহারও কর্তৃক আক্রান্ত হইলে রাজ্যসুখেও রাজার তাদৃশ তৃপ্তি লাভ হয় না। হস্ত দ্বারা হস্তপীড়ন, দন্তদ্বারা দন্তবিচূর্ণন, অঙ্গদ্বারা অঙ্গ-আক্রমণ করিয়াও ইন্দ্রিয়শত্রু জয় করিবে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শত্রু জয় করিতে যদি যথেষ্ট ক্লেশস্বীকার করিতে হয়, তাহাও করিবে)। যে পণ্ডিতগণ শত্রুজয়ার্থে চেষ্টা করে, তাহাদের প্রথমে অন্তঃশত্রু ইন্দ্রিয়-সকলের জয় করা উচিত। এই ধরণীতলে যাহারা চিত্তজয় করিতে পারিয়াছে, তাহারাই সৌভাগ্যশালী, সংজ্ঞানসম্পন্ন ও পুরুষমধ্যে গণনীয়। যাহার হৃদয়বিবরে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত চিত্তরূপ মহা-সর্প উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, স্বকীয়রূপে (আত্মরূপে) আবির্ভূত সুনির্ম্মল সেই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের বন্দনা করি। ৫৬—৬১।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—(এই) মহানরকরূপ-সাম্রাজ্যে ইন্দ্রিয়-শত্রুগণ দুর্জ্জয়, দুষ্কৃতরাশি ঐ শত্রুর মত্তহস্তীস্বরূপ, আশা উগ্র অস্ত্রসমূহ। যে ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় আশ্রয়ীভূত দেহ প্রথমে নষ্ট করে, সেই কৃতঘ্ন পাপরাশিরূপ-ধনসঞ্চয়কারী ইন্দ্রিয়শত্রুগণ দুর্জ্জয়। কর্তব্য ও অকর্তব্যরূপ উগ্র-পক্ষদ্বয়যুক্ত ইন্দ্রিয়-গৃধ্রগণ দেহরূপ-কুলায় প্রাপ্ত হইয়া বিষয়রূপ-আমিষের লালসায় অস্থির হয়। যিনি বিবেকরূপ সূত্রজালদ্বারা সেই ধূর্ত্ত ইন্দ্রিয়-গৃধ্রগণকে ধরিতে পারিয়াছেন, পাশ (সাংসারজাল) যেমন হস্তিশাবককে আবদ্ধ

করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-গৃধ্র তাঁহার অঙ্গ ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি এই কুৎসিত কলেবর-নগরে বিবেক-ধনে ধনী হইয়া আপাত-রমণীয় বিষয় ভোগ করেন, যিনি বিবেক-ধন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তিনি কাহারও বশীভূত হন না, অন্তঃস্থিত ইন্দ্রিয়শত্রু তাহাকে পরাভব করিতে পারে না। ১—৫। যাঁহারা চিত্ত বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র স্বীয় শরীরনগরীর অধিপতি হইয়া যাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হন, মৃন্ময় বিশাল পুরীস্থিত রাজগণ তাদৃশ সুখী হইতে পারেন না। যিনি মনঃশত্রুকে বশীভূত করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়রূপ ভৃত্যের প্রতি যাঁহার আধিপত্য আছে, বসন্তকালে পুষ্পমঞ্জরীবৎ তাঁহার বিশুদ্ধ-বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাঁহার চিত্তদর্প ক্ষীণ হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়শত্রুও নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার ভোগবাসনা সমুদয় হেমন্তকালে পদ্মিনীর ন্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যাবৎকাল একমাত্র তত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মার দৃঢ়রূপ অভ্যাসে যাঁহার মন বিজিত হয় নাই, তাবৎকাল তাহার হৃদয়ে বাসনাসমূহ, অজ্ঞানদৃষ্ট বেতালের ন্যায় পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। আমি বোধ করি, বিবেকী পুরুষের মন অভিমত কার্য্য করে বলিয়া ভৃত্য, সৎকার্য্যের হেতু বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়সমূহকে আক্রমণ করিয়া থাকে বলিয়া সামন্ত (রাজা), লালন করে বলিয়া প্রণয়িনী কামিনী এবং পালন করে বলিয়া পবিত্র পিতা। ৬—১০। আমার ধারণা যে, মনীষীদিগের মন উত্তম-বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া সুহৃৎ। ঐ মনোরূপী পিতাকে যদি বুদ্ধিবলে ও শাস্ত্রজ্ঞানবলে অন্তরে আত্মরূপে অনুভাবিত ও আত্মরূপে অবলোকিত করা যায়, তাহা হইলে (মনঃপিতা) স্বকীয়-স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া পরমসিদ্ধি (মোক্ষ) প্রদান করেন। ঐ মনোরূপ-মণি (শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা) সুদৃষ্ট; সুদৃঢ়রূপে প্রবোধিত, (মণিপক্ষে সুদৃষ্ট-খনিমধ্যে ভাগ্যবশতঃ দৃষ্ট, প্রবোধিত (তেজো-ব্যঞ্জক রস দ্বারা ক্ষালিত) ও সুগুণে (উত্তম ভূমিকা-বিশেষে, মণিপক্ষে—শোভন-গুণশালী স্বর্ণহারাদিতে) যোজিত হইলে হৃদ্য হইয়া শোভিত হয়। এই মনোরূপ-মন্ত্রী শাস্ত্রীয় শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে জন্মরূপ-বৃক্ষের কুঠারস্বরূপ শুভোদর্ক কার্য্য করিতে আদেশ করে। হে রাম! বহুপঙ্কে (পাপে) কলঙ্কিত ঐ মনোমণিকে ইষ্টসাধনার্থ বিবেকবারি দ্বারা ধৌত করিয়া (পঙ্ক-দর করিয়া) আলোক-যুক্ত হও। ১১—১৫। এই ভীষণ-সংসার-ভূমিতে বিবেকহীন হইয়া আসক্ত হইও না, প্রাকৃতজনের ন্যায় উৎপাতপূর্ণ ঐ সংসার-ভূমিতে বিবশ হইয়া পতিত হইও না। মহামোহে পূর্ণ, অনর্থশতসঙ্কুল এই সংসারমায়াকে উপেক্ষা করিও না। পরম-বিবেক আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিবলে সত্য (আত্মা) অবলোকনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হও। এই শরীর অসৎ, ইহাতে সুখদুঃখও অসৎ, অতএব হে রাঘব! ইহাতে তোমার যেন দামব্যালকট ন্যায় না হয়, তাহা হইলে ভীম-ভাস-দৃঢ়-ন্যায়ে তুমি বিশোকভাব প্রাপ্ত হইবে (তোমার এ প্রকার অনর্থপ্রাপ্তি হইবে না)। হে মহামতে! তুমি স্ববুদ্ধিবলে,—এই দৃশ্য দেহই আমি—এই প্রকার বৃথা-নিশ্চয় পরিত্যাগ করিয়া, এতদ্ব্যতীত পরম-পদ (ব্রহ্মপদ) আশ্রয়পূর্ব্বক অমনস্ক হইয়া পান, ভোজন ও গমন কর, তাহাতে আর বিষয়বদ্ধ হইতে হইবে না। ১৬—২১।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! তুমি জনগণের বিশ্রামস্থান, ধীমান্, তুমি শমদমাদি অর্থসমূহ স্বীয়-আত্মায় প্রকাশ করিতেছ। এই সংসারে বিহার করত শ্রেয়ঃসাধনে যত্নবান্ হইতেছ। তোমার যেন কদাচ ঐ দামব্যালকট ন্যায় না হয় এবং ঐ ভীমভাসদৃঢ়ন্যায়ে বিশোক হও। রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন যে "তোমার দামব্যালকট ন্যায় না হউক" উহা কি আমি বুঝিতে পারিলাম না এবং আরও বলিলেন তুমি "ভীমভাসদৃঢ়ন্যায়ে বিশোক হও", প্রভো ইহা কি বলিলেন, কিছুই বুঝিলাম না। আপনি (উপদেশ দ্বারা) সকলের সংসারতাপ দূরকরণার্থ উদ্যত; অতএব বর্ষাকালে জলধর যেমন তাপনিবারণ ও নিনাদ দ্বারা ময়ূরকে প্রবোধিত (উল্লাসিত) করে, তদ্রূপ ঐ বিষয় বর্ণন করিয়া আমাকে বিশুদ্ধ বিষয়ে (আত্মতত্ত্ববিষয়ে) সম্প্রবুদ্ধ করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! তুমি দামব্যাল-কট ন্যায় ও ভীমভাসদৃঢ় ন্যায় শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিয়া যাহা তোমার অভিমত, তাহা সম্পাদন কর। অত্যদ্ভুত মনোহর এক পাতালকুহরে মায়ারূপ-মণির মহাসাগরে শম্বর নামে এক দৈত্য-পতি বাস করিত। ঐ দৈত্যপতি আকাশ-নগরীর উদ্যানমধ্যে অসুরদিগের মন্দির নির্ম্মাণ করে, তাহার কৃত্রিম চন্দ্রার্ক দ্বারা তদীয় নগর বিভূষিত হইয়াছিল। ঐ দানব অনায়াসলব্ধ শিলা-খণ্ডসম পদ্মরাগাদি-মণি দ্বারা বিভূষিত হইয়া হিমাদ্রির ন্যায় দৃষ্ট হইত। অনন্ত বিভবদ্বারা অপরাপর প্রতিবাসী দানবগণকে বিপুলৈশ্বর্য্যশালী করিয়াছিল। তদীয় গৃহস্থভূত অঙ্গনাগণের গীতে অমরকামিনীদিগের গীতধ্বনি পরাজিত হইত ও তদীয় বিলাসকাননের পাদপশ্রেণী সতত চন্দ্রকলায় উদ্ভাসিত থাকিত। ১—১০। ঐ দানবের ক্রীড়াভবন রাশি রাশি প্রফুল্ল নীলোৎপলে পরিব্যাপ্ত। তদীয় রক্তহংসগণ নিনাদদ্বারা হেমময়-পদ্মসারস-গণকে আহ্বান করিত। সেই দানব হিরণ্ময় পাদপের শাখাগ্রে পদ্মকলিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিত। তাহার রোপিত মন্দারতরু হইতে করঞ্জজালে (নিম্নস্থ লতা বিশেষে) কুসুমরাশি নিপতিত হইত। ঐ শম্বর কর্ত্তরীযন্ত্রধারী অনেক দৈত্যগণের সাহায্যে দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছিল। তদীয় উদ্যানমণ্ডপসকল হিমবৎ শীতল-বহ্নিশিখায় নির্ম্মিত। তদীয় পুরীর অনেক স্থলেই নন্দনকানন অপেক্ষা সুন্দর-কুসুমোদ্যান বিশোভমান ছিল। ঐ অসুর মায়াবলে মলয়স্থিত নিখিল-চন্দনতরু সর্পগণসহ হরণ করিয়া আনিয়াছিল। তদীয় অন্তঃপুর-নারীগণ সৌন্দর্য্যে স্বর্ণকান্তি ও নিখিলরমণীগণের লাবণ্য পরাভূত করিত। তাহার গৃহচত্বরে জানুপ্রমাণ বিবিধ কুসুমরাশি পতিত থাকিত। ১১—১৫। সেই দানব গদাচক্রধারী বিষ্ণুর পরাভবকারী এক মৃন্ময় ঈশান নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা ক্রীড়া করিত; তদীয় নগর মধ্যাকাশে অনবরত উড্ডীন (ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত) রত্নরাশিরূপনক্ষত্র-পংক্তিতে বিভূষিত থাকিত। সেই দৈত্য কৃষ্ণপক্ষের নিশীথকালেও নিখিলপাতাল-প্রদেশের গগনতলে শতচন্দ্রের উদয় করিত। তাহার স্বরচিত শালভঞ্জিকাসমূহ তদীয় যুদ্ধশক্তি গীত দ্বারা বর্ণন করিত। ঐ শম্বরাসুরের মায়াকল্পিত ঐরাবত-হস্তীর তাড়নায় ইন্দ্রহস্তী বিক্রস্ত হইত। তাহার অন্তঃপুরমধ্যে নিখিল ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যসার সমুদয় বিদ্যমান ছিল। নিখিল-সম্পত্তির অধিকারী ঐ দানবের

নিকট সকলের ঐশ্বর্য্য হীন ছিল। উহার কঠোর শাসন-প্রণালী সমস্ত দৈত্যসামন্তগণের বন্দিত ছিল। উহার বিশাল-বাহু-বনচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া অসুরমণ্ডল বিশ্রাম করিত। সকল বুদ্ধির আধার ঐ অসুর সতত রত্নমণ্ডলে মণ্ডিত থাকিত। ১৬—২০। কঠিন-ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া, ঐ শম্বর দেবগণের উৎসাদ-সাধন করিত। তাহার মায়াকল্পিত—সুরঘাতনকারী বিপুল অসুরসৈন্য ছিল। তদীয় ঐ সৈন্যগণ একদিন দেশান্তরগত হইয়া প্রসুপ্ত ছিল। দেবগণ ঐ অবকাশে আসিয়া সেই সৈন্যগণকে বধ করিলেন। অনন্তর শম্বরাসুর আত্মরক্ষার্থ মুণ্ডি, ক্রোধ ও ক্রম প্রভৃতি সামন্তগণকে সৈন্যকর্ম্মে নিয়োগ করিল। যেমন গগনমধ্যগত শ্যেন-পক্ষী ভয়াকুল-কলবিঙ্ক-পক্ষীর বধ করে, সেইরূপ ভীষণ দেবগণ রন্ধ্র পাইয়া তাহাদিগেরও প্রাণসংহার করিলেন। যেমন সাগর পূর্ব্বোত্থিত তরঙ্গাবসানে পুনঃ তরঙ্গ নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ ঐ অসুরসত্তম পুনর্ব্বার বিকটরবে চঞ্চল অন্য সেনাপতি মায়াবলে নির্ম্মাণ করিল। ২১—২৫। দেবগণ তাহাদিগকেও ঝটিতি সংহার করিলেন, তাহাতে সেই শম্বর কোপান্বিত হইয়া অমরগণের বিনাশার্থে দেবপূর্ণ-স্বর্গধামে গমন করিল। দেবগণ তাহার মায়ায় ভীত হইয়া গৌরীবাহন সিংহের নিকট ভয়প্রাপ্ত মৃগগণের ন্যায় সুমেরু-কাননকুঞ্জে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন। শম্বর দেখিল, পলায়নে অশক্ত এবং কৃপাযোগ্য দেবগণ রোরুদ্যমান, অপ্সরোগণের মুখারবিন্দ বাষ্পজলে সিক্ত। প্রলয়ারম্ভে ক্ষয়োন্মুখ জগতের ন্যায় শূন্যাকার-স্বর্গে ক্রুদ্ধ অসুররাজ বিচরণ করত যে সকল, সুন্দর বস্তু পাইল, তাহাই হরণ করিল। অনন্তর লোকপালগণের সমস্ত পুরী দগ্ধ করিয়া নিজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। দেবাসুরের বৈর এইরূপে দৃঢ়তর হইলে, দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে অদৃশ্য হইয়া রহিলেন। ২৬—৩০। এদিকে কিন্তু অসুররাজ শম্বর, যাঁহাকে যাঁহাকে স্বীয় সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিল, দেবগণ যত্নসহকারে (অতর্কিত যুদ্ধে) তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। শম্বর উদ্বিগ্ন হইয়া, ক্রোধে তৃণসম্ভূত অনলের ন্যায় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ও ক্রোধে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যেমন বিনা-পুণ্যে নিধিধন লাভ করা যায় না, তদ্রূপ শম্বর অত্যন্ত যত্নসহকারে অন্বেষণ করিলেও দেবগণের সন্ধান পাইল না। তখন সে মায়াবলে কালান্তক-যমোপম তিনটী ভীষণ মহাবল অসুর, সৈন্য-রক্ষার জন্য সৃষ্টি করিল। সেই মায়াময় ভীম অসুরত্রয় পক্ষচ্ছেদ-শূন্য পর্ব্বতের ন্যায় সৈন্যকানন রক্ষা করিতে লাগিল। ৩১—৩৫। সেই অসুরত্রয়ের নাম দাম, ব্যাল এবং কট। তাহাদের চৈতন্য মাত্র সম্বল, দুষ্কর-সুকর নির্ব্বিশেষে যে কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহাই করিতে সমর্থ। তাহাদের কোন কর্ম্ম না থাকায় প্রাক্তন বাসনাস্বরূপ নহে। তাহারা নির্ব্বিকল্পক চৈতন্যমাত্র, স্পন্দনমাত্র তাহাদের ধর্ম্ম (মায়াময় কি না)। অসার-সূক্ষ্ম-অপুষ্ট-কৃত্রিম-মনোময় কর্ম্মজীবাংশে অনুপ্রাণিত। সেই যোদ্ধৃগণ, অন্ধ-পরম্পরার ন্যায় কাকতালীয়ক্রমে উপস্থিত কর্ম্মে আসক্ত হয়, কিন্তু তাহাদের বাসনা নাই। দৈবাৎ কোন কারণে অন্ধশ্রেণীর অগ্রণী অন্ধ যদি একপথ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন পথে গমন করে, তাহা হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তী সকল অন্ধই তাহার অনুবর্ত্তী হয়, ইহাদিগেরও ভাব তদ্রূপ। যেমন অর্দ্ধসুপ্ত বালকেরা নিজের হস্ত-পদাদিসঞ্চালন মাত্র করে, কিন্তু তাহাদের বাসনা বা আত্মাভিমান থাকে না, ইহাদিগের চেষ্টাও তদ্রূপ। ৩৬—৪০। তাহারা পতন, উৎপতন, পলায়ন, জীবন, মরণ, রণ, জয় ও পরাজয় এসব কিছুই বুঝে না। কেবল তাহারা হননোদ্যত শত্রুসৈন্য অবলোকন করিলেই তৎপ্রতি ধাবমান হয় এবং এমন ঘোরতর প্রহার করে যে, তদ্দ্বারা পর্ব্বতপর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যায়। শম্বর তখন সন্তুষ্ট-চিত্তে ভাবিল, এইবারে আমার সৈন্যগণ মায়াময় অসুর কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়াছে, অতএব শত্রুগণের অতর্কিত আগমনেও পরাজিত হইবে না, প্রত্যুত জয়লাভ করিবে। ঐরাবতের শুণ্ড-প্রহারেও যেমন সুমেরু-সানু বিচলিত হয় না, তদ্রূপ মহাবল-সেনাপতিদিগের বাহুপাদপ-পালিত মদীয় সেনা সম্পূর্ণ অটল হইয়া থাকিবে। ৪১—৪৪।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! দানবেন্দ্র শম্বর, এইরূপ স্থির-করিয়া সেই মায়াকল্পিত দাম, ব্যাল ও কটনামক দানবত্রয়ে অর্পিত সুরসংহারক স্বীয়সৈন্যগণকে ভূতলে প্রেরণ করিল। তখন দানবগণ, অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ-শব্দসহকারে সাগর, কুঞ্জ ও গিরিকন্দরনিচয় হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই দাম, ব্যাল ও কটপালিত দানব-সৈন্যে সমুদয় ভূভাগ ও নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল এবং তাহাদিগের হস্তস্থিত সমুজ্জ্বল আয়ুধপ্রভায় দিবাকরের প্রভাও মলিন-ভাব ধারণ করিল। তদ্দর্শনে অম্বুরুদ্ধদয় ভীমদর্শন সুরসৈন্যগণ সুমেরুগিরির কুঞ্জ ও কন্দরসমূহ হইতে উত্থিত হইতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইল, যেন প্রলয়াবসানে পুনরায় প্রাণীসকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে। অতঃপর স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে অকালে মহাপ্রলয়ের ন্যায় দেবাসুর-সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তৎকালে যে সকল অতি প্রবাণ্ড ছিন্নমস্তক ভূতলে নিপতিত হইতে থাকিল, তাহাদিগের স্বর্ণকুণ্ডলজ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হওয়ায় ভ্রান্ন হইল, যেন প্রলয়কালীন চন্দ্র-সূর্য্য সকল বিধ্বস্ত হইয়া পতিত হইতেছে, এবং যখন ভূপতনান্তে যোদ্ধৃদিগের সিংহনাদে প্রতিশব্দিত হইয়া ঘূর্ণ্যমাণ হইতে লাগিল, তখন বোধ হইল, প্রলয়কালে পর্ব্বত সকল, প্রলয়মারুতাঘাতে অন্তঃস্ফুটিত ও মারুতপূর্ণ হওয়ায় যেন হাস্য করত ইতস্ততঃ বিলুণ্ঠিত হইতেছে। সুরাসুরগণের পার্ব্বতীয় বৃহৎ শিলাখণ্ড-সদৃশ অস্ত্রাভিঘাতে কুলাচলনিচয়ের সানুপ্রদেশ সকল বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তাহা হইতে ভীষণধ্বনি উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং তত্তদ্‌গিরিগুহাশায়ী কেশরী সকল ভয়ে অন্তর্নিলীন হইতে থাকিল। অস্ত্রনিচয়ের পরস্পরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ তারকারাজির ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল ঈদৃশ ভীষণ সংগ্রাম হইলে পর, প্রলয়কালের তালবৃক্ষবৎ উন্নতকায় বেতাল সকল, শোণিতমাংসময় মহার্ণবতীরে তাল-লয় সহকারে নৃত্য আরম্ভ করিল। অনন্তর রুধিরাসার দ্বারা পাংশুময়-জলদজাল নিবারিত হইলে বিমল-গগনমণ্ডলে অস্ত্রচ্ছিন্ন শিরস্সমূহের কুণ্ডল সকল ভাস্করের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল এবং দৈত্যগণ প্রহারার্থই

কল্পবৃক্ষসকল উৎপাটনপূর্ব্বক করে ধারণ করত এরূপভাবে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তাহাতে গিরিনিচয়ও দলিত হইতে লাগিল। তৎকালে দানবদলে দিক্-বিদিক্‌সকল এবম্প্রকারে পরিব্যাপ্ত হইল যে, আর অন্তরাল দৃষ্ট হইল না। যোদ্ধৃবর্গের অসিপ্রাসরূপ প্রচণ্ডবায়ুতাড়নে শৈলনিচয়, যেন প্রলয়ানলে দলিত হইয়া বিচূর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর অমরবৃন্দ, দানবগণের অস্ত্রাঘাতে বিপর্য্যস্ত হইলেও যেন অশ্বমেধযজ্ঞীয় হব্যভোজনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া,—প্রচণ্ডমারুত যেমন জলদাবলীকে এবং মার্জ্জারগণ যেমন বৃদ্ধ মূষিকদিগকে আক্রমণ করে,—তদ্রূপ দানবনিচয়কে আক্রমণ করিবামাত্র তাহারাও ভল্লুকগণের বৃক্ষারূঢ় প্রাণীদিগকে আক্রমণের ন্যায়—সমরোন্মত্ত দেবগণকে আক্রমণ করিল। তৎকালে ভুজরূপ তরুবরে অসিলতাদিরূপ পল্লব এবং বাণাদিরূপ পুষ্পনিচয় বিরাজিত হওয়ায়, সুরাসুরগণ, প্রস্ফুটিত-কুসুম ও নবপল্লবশোভিত চঞ্চল বনদ্রুমসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সমীরণ, যেরূপ কুসুমনিচয় দ্বারা সুমেরুগিরির বনস্থলসকল পরিপূর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সুরাসুরগণ পরস্পর অস্ত্রনিক্ষেপে দশদিক্ পরিব্যাপ্ত করিলেন। এইরূপে সেই ভুবনান্তরালে উডুম্বরফলমধ্যে মশকবৃন্দের ন্যায় দেবদানবসৈন্যের তুমুলসংগ্রাম আরব্ধ হইলে, লোকপালগণের উত্তাল-মাতঙ্গমণ্ডলের পদ দলিত যোদ্ধৃগণের চীৎকার ও তাহাদিগের বৃংহিত ধ্বনিতে প্রলয়কালীন ঘোর-ঘনগর্জ্জনের ন্যায় সমরকোলাহল অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। নভোমণ্ডল অসীম সৈন্যনিচয়ে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ভূভাগের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকিল। জলভারমন্থর জলদজালের গভীর গর্জ্জনবৎ রণ-কোলাহল এরূপ ঘনীভূত হইল, যেন বোধ হইতে লাগিল, উহা অনায়াসেই মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১—২০। তৎকালে রথনিচয়ের সংঘর্ষণে যে সকল দুর্ব্বল যোদ্ধৃবৃন্দের হৃদয় দলিত হইতে লাগিল, তাহাদিগের ঘর্ঘর আক্রন্দন-শব্দ, নিষ্পিষ্ট অস্ত্রনিকরের ঝঞ্ঝনা ধ্বনিতে রঙ্গোপরি নর্ত্তনশীল নর্ত্তকের ন্যায় যেন তাললয়ানুসারে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রলয়মারুত ও প্রলয়াব্ধির প্রস্ফুরণে অতি ভীষণতম কল্পান্তকালীন প্রচণ্ড নিনাদবৎ সেই সমরধ্বনিশ্রবণে, বিবেচনা হইল যেন প্রলয়সময়ে একদা দ্বাদশ আদিত্য উদিত হওয়ায় সুমেরুগিরি দ্রবীভূত হইতেছে। খরস্রোতঃ-প্রবাহিত সলিলরাশির নিদারুণ শব্দের ন্যায় ঐ সংগ্রামধ্বনি যেন ব্রহ্মকটাহে আহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে এবং উহা যেন প্রাণিপুঞ্জকর্তৃক আহত প্রাণিগণের আকর হইতে আগমন করিতেছে। ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ সপক্ষশৈলনিচয়ের পক্ষবিক্ষেপসম্ভূত মহাশব্দের ও মন্দরাদ্রি দ্বারা মথ্যমান ক্ষীরোদসাগরের আলোড়নজনিত ভীষণ-ধ্বনির এবং সেই মন্থনসময়ে অমৃতলাভবাসনায় অত্যাসক্তিসহকারে তৎশব্দশ্রবণে আসক্ত সুরাসুরগণের সানন্দে প্রচণ্ড ভুজাস্ফোটনরবের সদৃশ সেই শ্রোত্রপীড়াদায়ক সমরধ্বনিতে সপ্তদ্বীপা মেদিনী পরিব্যাপ্ত হইল এবং শৈলেন্দ্রগণের শ্রোত্ররূপ কন্দরসকল যেন ঐ তীব্রশব্দ-প্রবেশজন্য বিদীর্ণ হইতে থাকিল। হে রঘুকুলতিলক! সংগ্রামক্ষেত্রে ঈদৃশ ভীষণ কোলাহল উদ্গত হইলে সেই ক্রোধপ্রজ্বলিত দেব-দানবসৈন্যের সংগ্রাম অতি ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিল। তৎকালে কি নগর, কি গ্রাম, কি পর্ব্বত, কি বন ও মানব, সকলেই নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। শত শত মহাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন দানবনিচয়রূপ অচলসমূহে দশদিক্ পরিপূর্ণ এবং পরস্পর আহতনিবন্ধন অস্ত্রসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ ও তদ্দ্বারা গগনতল পরিব্যাপ্ত হইল। ২১—২৭। ভুশুণ্ডি-অস্ত্রমণ্ডলের আস্ফোটনে শত শত সুমেরু-শৃঙ্গ স্ফুটিত, শস্ত্রমারুতবেগে সুরাসুরদিগের শত শত মুখারবিন্দ উৎপাটিত, চক্ররূপ আবর্ত্ত দ্বারা শত শত দেবদৈত্যরূপ জীর্ণ-তৃণ-সকল ঘূর্ণিত, সৈন্যগণের পরস্পর প্রহাররূপ কল্লোলমালার সঞ্চলনবশতঃ নভোমণ্ডল যেন চলিত, শস্ত্রসঞ্চালনসম্ভূত প্রচণ্ড সমীরণ-তাড়নে বিমানারোহীসকল নিষ্পিষ্ট ও নিপতিত, বারুণাস্ত্রসমুত্থিত সাগরবৎ সলিলরাশিতে অমরাবতী প্রভৃতি স্বর্গস্থানসকল প্লাবিত এবং শূল শক্তি প্রভৃতি মহাস্ত্রসকল শত শত তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। পর্ব্বতনিচয়ের পার্শ্বদেশে বীরগণের ভীষণ আস্ফোটনে উক্ত পর্ব্বতসকল কম্পিত হওয়ায় ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপই যেন বিকম্পিত হইতে আরম্ভ করিল। দৈত্যদিগের পার্ষ্ণিপ্রহারে লোকপালগণের পত্তনসকল বিভ্রষ্ট এবং রমণীগণের হলহলা-ধ্বনিতে কনকময় পুরমন্দিরসকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভূতলবিলুণ্ঠিত অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ দৈত্যগণের শরীর হইতে অজস্র শোণিতধারা নির্গত হওয়ায় সংগ্রামক্ষেত্র যেন জলপ্লাবিত হইল এবং রক্তাক্তকলেবর যোদ্ধৃবর্গের সিংহনাদে জনগণের হৃদয় দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করিল। পদ্মিনীতে ভ্রমরের ন্যায় যমরাজ, লোকপালদিগের সেনানায়কগণের মধ্যে মৃতগণের প্রাণহরণার্থ কখন লুক্কায়িত ও কখন বা যুদ্ধার্থ সকলের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন। প্রাণভয়ে পলায়নপর বীরগণের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী সুরাসুরগণ ভীষণ প্রহার করিতে আরম্ভ করায় তাহারা প্রত্যাবৃত্ত ও পুনরায় প্রহারোদ্যত হইয়া সমরাঙ্গণ আকুল করিয়া তুলিল। সপক্ষ-পর্ব্বত-প্রায় ভীমকায় দানবগণের গমনাগমনসম্ভূত শব্‌ শব্ শব্দ ও পুনঃপুনঃ ভয়ঙ্কর ঝঙ্কার রবে রণস্থল নিরতিশয় ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিল। অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ দানবরূপ গিরিনিচয় হইতে নির্ঝরাকার শোণিত ধারা নির্গত হইয়া অখিল ভূমণ্ডল অর্ণব ও শৈলশ্রেণীকে অরুণবর্ণে রঞ্জিত করিতে লাগিল অসংখ্য রাষ্ট্র, নগর বিপিন ও গ্রাম সকল উৎসন্ন হইল এবং বিগতপ্রাণ অসংখ্য মাতঙ্গ তুরঙ্গ দানব ও মানবগণের শবদেহনিচয় পর্ব্বতাকার প্রতীত হইতে লাগিল। ২৮—৩৭। উত্তুঙ্গ নারাচরাজি দ্বারা করিগণ বিরাজিত এবং মুষ্টিপ্রহারে উন্মত্ত-ঐরাবতের অংসদেশ নিষ্পিষ্ট হইতে থাকিল। প্রলয়কালীন জলদাবলীর আষাঢ়-ধারার ন্যায় শরধারাবর্ষণে অখিল গিরিনিকর বিদলিত এবং ভীষণ অশনিপ্রহারে কুলাচল সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া উড্ডীন হইতে আরম্ভ করিল। অনন্তর দেবগণের আগ্নেয়াস্ত্রপ্রভাবে প্রদীপ্ত, শিখাজালজটিল প্রচণ্ড অনল প্রজ্বলিত হইয়া দানবগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, ভীমকর্ম্মা দানবগণও বারুণাস্ত্র প্রভাবে যেন একাঞ্জলিপুটে সাগরকে আনয়নপূর্ব্বক সেই অনলরাশি নির্ব্বাপিত করিল এবং ক্ষণমধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাদি নিক্ষেপ করত পরস্পর সংঘর্ষণজনিত ভীষণ শিলাগ্নি প্রজ্বলিত করায়, দেবগণও বনগ্যহতুল্য ইন্ধননিচয় দ্বারা এরূপ অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন যে, তদ্দ্বারা সামান্য জলকণার ন্যায় সেই ভীষণ শিলাগ্নি তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হইল। পরে অস্ত্র দ্বারা কল্পান্ত-রাত্রিকালীনবৎ দুর্ব্বার তিমিরজাল প্রাদুর্ভূত করিলে দানবগণও তৎক্ষণাৎ মায়াবলে সূর্য্যসমূহ প্রকাশিত করিয়া সেই প্রগাঢতমঃপুঞ্জ উৎসাদিত করিল। ঐ দারুণ সমরক্ষেত্রে মায়াময় মেঘমালা সমুদিত হইয়া অজস্র বারি-

ধারা বর্ষণ আরম্ভ করিবামাত্র মায়াময় অগ্নিবর্ষণে তাহা নিবারিত হইল। এইরূপে কখন অগ্নিবর্ষণকারী অস্ত্রনিচয়ের শীৎকার-সহকারে পরস্পর সংঘটনবশতঃ বিষম অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। কখন বজ্রবর্ষণাস্ত্রে ও কখন প্রবোধজনক অস্ত্রে নিদ্রাজনক অস্ত্র তিরোহিত হইতে আরম্ভ করিল। কখন অগ্নিবর্ষণাদি অস্ত্র-নিক্ষেপকালেই প্রতি-বীর কর্তৃক বিঘ্নিত, কখন বৃক্ষাস্ত্র নিবারণার্থ ক্রকচাস্ত্র প্রবাহিত ও কখনও বা অগ্নিজলাদি অস্ত্রের বিপরীত ভাবহেতু রণস্থল অঙ্গীভূত হইতে লাগিল, কখন ব্রহ্মাস্ত্রে ব্রহ্মাস্ত্রে সংগ্রামক্ষেত্র, অতি বিষম হইয়া উঠিল এবং কখনও বা তৈজ-সাস্ত্রে, তিমিরাস্ত্রেরপ্রভাব বিঘটিত হইতে দৃষ্ট হইল। ফলে সুরাসুরনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ হইতে প্রাদুর্ভূত বিবিধপ্রকার আয়ুধ-শ্রেণীতে অম্বরতল পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। যোদ্ধৃবর্গকে কখন শিলা-বর্ষণাস্ত্রে বিদলিত ও কখন বহ্নিবর্ষণাস্ত্রে উদ্ভাসিত দেখা যাইতে লাগিল। সেই নিদারুণ রণাঙ্গনে, এবম্বিধ সুদীর্ঘ রথসকল দৃষ্ট হইল যে, তাহাদিগের পতাকাশ্রেণী চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল এবং তাহারা চক্রনিকর দ্বারা ঘর্ঘরশব্দে চীৎকার করত মুহূর্তমধ্যে উদয় ও অস্তাচল উল্লঙ্ঘন করিতে থাকিল। ৩৮—৪৭। বজ্র-প্রহারে যে সকল মহাসুরগণ, অবিরত গতাসু হইতে লাগিল, শুক্রের মৃতসঞ্জীবনী-মহাবিদ্যাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহারা পুনরায় জীবিত হইতে থাকিল। দেবগণ কখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়িত ও কখনও বা জয়োদ্ধত হইতে লাগিলেন। যোদ্ধৃবৃন্দ, কখন শুভ-গ্রহনিচয়কে উৎপাতসূচক মহাকেতু-মালাবোধে এবং কখন সেই উৎপাতকর কেতুদিগকেই মঙ্গলসূচক বোধে তদ্দর্শনার্থ ইতস্ততঃ উদ্গ্রীব হইতে থাকিল। তৎকালে অখিলপর্বত, নভোমণ্ডল, বসুন্ধরা, সমুদ্র ও সুরপুরী, এমন কি সমস্ত জগৎই শোণিতসাগররূপে পরিণত হইল। সুরাসুরগণের দুর্বার-বৈরিতা-বশতঃ পর্বতপ্রমাণ অসংখ্য-শবরাশিতে পরিপূর্ণ, সেই শোণিত-ময় সংগ্রামসাগর যেন, প্রস্ফুটিত কিংশুক-কাননের ন্যায়, শোভা-ধারণ করিল। সমগ্র তরুশাখার অগ্রভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শব-দেহসকল লম্বমান হইয়া, দোদুল্যমান হইতে থাকিল। তাল-বৃক্ষবৎ সুবৃহৎ এবং দেদীপ্যমান শরনিচয়রূপ অরণ্যাবলীতে নভঃস্থল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। উহাদিগের পক্ষসকল পুষ্পের ও ফলকসকল ফলসমূহের শোভাধারণ করিল এবং উহারা স্বীয় বেগমারুতেই দোদুল্যমান হইতে লাগিল। পর্বত-প্রতিম অসংখ্য নর্তনশীল-কবন্ধের বিলোল বাহুনিচয় দ্বারা মেঘ, বিমান-দেবতা ও তারকা-সকল নিপাতিত হইতে থাকিল, শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশাস্ত্রপ্রহারে বহুল শৈল, ভূগর্ভে প্রোথিত হইতে আরম্ভ করিল। উর্দ্ধতন সপ্তলোক হইতে, অস্ত্রাঘাতে পরিভ্রষ্ট ভিত্তিখণ্ডে, নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। প্রলয়কালীন ঘনঘটার ন্যায় অনবরত প্রচণ্ড দুন্দুভিধ্বনি হইতে আরম্ভ হওয়ায়, পাতাল-তলস্থিত দিগ্গজসকল, তৎশব্দশ্রবণে প্রতিগর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। গণপতি, সুদীর্ঘ-শুণ্ড দ্বারা পর্বতোপম দানবগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাদি দিকপতিগণ, দানব-ভয়ে একদিকেই মিলিত, সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদ্গণ নিস্পন্দ এবং গন্ধর্ব, কিন্নর, অমর ও চারণগণ পলায়মান হইতে লাগিল। তৎকালে সমরক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত, ঘন ঘন অশনি-পাতে প্রাণিগণের অঙ্গসকল বিখণ্ডিত এবং শিলাখণ্ডসকল বিদলিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহার ভীষণ শব্দে সুর-তরুবর-স্থিত কোকিলাদির মধুরধ্বনি কাহারই কর্ণগোচর হইল না। তাৎ-কালিক তাদৃশভীষণদর্শনে সকলেরই অনুমান হইতে লাগিল যে, আজ সুরগণের প্রলয়কাল উপস্থিত। ৪৮—৫৮।

ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব ! তৎকালে দেবাসুরগণের এবম্বিধ ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল, মেঘোপমতুল্য সুরাসুরগণের শরীর-গর্ত হইতে এবম্প্রকারে অস্ত্রাঘাতজনিত-রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন, অম্বরতল হইতে গঙ্গাপ্রবাহ পতিত হইতেছে। এদিকে অসুরবর দাম অস্ত্রনিচয়ে দেবগণকে বেষ্টনপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্যালনামক অসুর সুরগণের আলয়সকল স্বীয় করে আকর্ষণপূর্বক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে থাকিল এবং কটনামক অসুর ভীমতম সংগ্রামে দেব-বৃন্দকে বিদলিত করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ সংগ্রামের পর ঐরাবত ক্ষীণ-বল হইয়া পলায়ন করিলে এবং দানবসৈন্য মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে, দেব-সৈন্যগণ ভগ্নাঙ্গ ও ব্যথিত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ভগ্নসেতু সলিলের ন্যায় দ্রুতপদে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন অনল যেরূপ ইন্ধনের অনুগামী হয়, সেইরূপ দাম, ব্যাল ও কট এই অসুরত্রয়ও সিংহনাদ করত তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। কিন্তু সিংহ যেমন নিবিড়লতাজালব্যাপ্ত অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত মৃগগণের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ যখন তাহারা বহুযত্ন সহকারে অন্বেষণ করিয়াও দেবগণের সন্ধান পাইল না, তখন সেই দামাদিদানবত্রয় জয়লাভহেতু প্রফুল্লচিত্তে পাতাল-তলস্থিত নিজ প্রভু শম্বরের নিকট গমন করিল। এদিকে দেবগণ পরাজিত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে জয়োপায়নির্মিত্ত অমিততেজাঃ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে, চন্দ্রমা যেমন সায়ং-কালে সূর্য্যকিরণে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত সাগরবারির সম্মুখীন হয় তদ্রূপ ভগবান্ ব্রহ্মাও রুধির-অরুণিত-মুখমণ্ডল দেববৃন্দের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন।১—১০। তখন সেই সকল সুরবৃন্দ, ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া শম্বরাসুরের মায়াসৃষ্ট দাম, ব্যাল ও কট হইতে আপনাদিগের অনর্থসংঘটন নিবেদন করিলে, বিচারবিৎ ব্রহ্মা সেই সমস্ত আনুপূর্বিক শ্রবণ করিয়া আশ্বাস-বাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ! অযুত বৎসরান্তে শম্বর সমরে হরির হস্তে নিহত হইবে, তোমরা সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। হে অমরসত্তমগণ! সম্প্রতি তোমরা দানবের দাম, ব্যাল ও কটের সহিত বারংবার মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ও পুনঃ পুনঃ পলায়ন কর বারংবার যুদ্ধাভ্যাসবশতঃ উহাদিগের দর্পবিৎ সুবিমল অন্তরে প্রথমে অহঙ্কার প্রতিবিম্বিত হইবে, পরে ঐ দাম, ব্যাল ও কটের বাসনা সমুৎপন্ন হইলেই উহারা জালবদ্ধ বিহঙ্গমবৎ তোমাদিগের নিকট পরাজিত হইবে।* হে দেবগণ! সম্প্রতি উহারা বাসনাবিহীন ও সুখ-দুঃখবিবর্জ্জিত বলিয়াই ধৈর্য্য-গুণে দুর্জ্জয়তা প্রাপ্ত হইয়া, শত্রুদিগকে সংহার করিতেছে। বস্তুতঃ এই জগতে যাহারাই বাসনারূপ রজ্জুতে আবদ্ধ, তাহারাই আশা-পাশের বশীভূত হইয়া রজ্জুবদ্ধ বিহগগণের ন্যায় শত্রুর বশতাপন্ন

হইয়া থাকে। আর, যাঁহারা বাসনা-বিহীন ও কিছুতেই আসক্ত-চিত্ত নহেন, যাঁহাদিগের মন হর্ষের কারণ উপস্থিত হইলেও হৃষ্ট ও ক্রোধের কারণেও ক্রুদ্ধ না হয়, সেই সকল মহামতি বীরগণকে কেহই পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। যাহার চিত্ত বাসনা-রজ্জুতে গ্রন্থিবদ্ধ, সে মহাবুদ্ধি ও বহুদর্শী হইলেও বালকের নিকটেও পরাভব প্রাপ্ত হয়। ১১—২০। "এই আমি, ইহা বা তাহা আমার" ইত্যাকার কল্পনাপর ব্যক্তিই, সাগর যেমন অখিল জলপ্রবাহের আধার,—সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার আপদের ভাজন হইয়া থাকে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া যাহার অসদ্‌বিবেচনা আছে, সে সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সর্ব্বত্র নিরতিশয় দীনত্ব প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অপ্রমেয় অনন্ত আত্মার ইয়ত্তা কল্পনা করে, সে আপনা দ্বারাই আপনাকে সংসারের অনর্থ-পরম্পরায় ক্লিষ্ট করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ত্রিজগতে যদি আত্মভিন্ন কিছু থাকে, তবেই উপাদেয় বুদ্ধিতে তাহাতে বাসনা হইতে পারে, কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন জানিজ্ঞা, কিরূপে বাসনা হয়। অসদ্বস্তুতে যে আস্থা, তাহাই অনন্ত দুঃখের এবং তাহাতে যে অনাস্থা তাহাই অনন্তসুখের নিদান, জ্ঞানী-মাত্রেই ইহা বলিয়া থাকেন। হে অমরগণ! সেই দামাদি অসুর-ত্রয় সংসারস্থিতিতে যাবৎকাল আস্থাবান্ না হইবে, তাবৎকাল অনলকে পরাজয় করা মশকগণের পক্ষে যেমন নিতান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ তোমরা কোনক্রমেই তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না। কারণ, কাতরতার অনুগামী, দেহাদিতে অহম্ভাব-গ্রাহিণী অন্তর্বাসনাবশতই সকলে পরাজিত হইয়া থাকে, নতুবা মশক ও অমরাচলবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে। যে স্থানে বাসনা বিদ্যমান, সেই স্থানেই সেই বাসনা স্থূলতাগুণ প্রাপ্ত হয়, কারণ সগুণ দ্রব্যেই গুণের সম্ভাব থাকে এবং অবয়বের যে উপচয় ভিন্ন স্থূলতা হইতে পারে না, সেই উপচয়ও ভাব দ্রব্য-ব্যতীত অভাবের দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বাসনা একবার হৃদয় অধিকার করিলেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব হে শক্র! দামাদি অসুরত্রয় যাহাতে "এই আমি, ইহা আমার" ইত্যাকার বোধ করে, তাদৃশ উপায় বিধান কর। ২১—২৯। জীবগণের জীবদ্দশায় বা অজীবদ্দশায় যে সকল বিপদ্ সংঘটিত হয় সে সকলই তৃষ্ণারূপ করঞ্জবল্লীর কটু-কোরক-মঞ্জরীস্বরূপ। যে ব্যক্তি বাসনা-তন্তু দ্বারা আবদ্ধ, তাহার সেই বাসনা অতি দুঃখের নিমিত্তই প্রবৃদ্ধ এবং চিরদুঃখের জন্যই উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধীর, অতি বহুদর্শী, সৎকুলসম্ভূত ও মহানুভব হইলেও—জীব, শৃঙ্খল দ্বারা সিংহের ন্যায় তৃষ্ণাপাশে আবদ্ধ হয়। দেহরূপপাদপস্থিত এবং হৃদয়রূপনীড়বাসী চিত্তরূপবিহঙ্গমের একমাত্র তৃষ্ণাই বাগুরারূপে কল্পিত হইয়াছে। বালক যেমন অনায়াসেই রজ্জুবদ্ধ বিবশাঙ্গ পাশযুক্ত বিহঙ্গমকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ জনগণ বাসনাবদ্ধ হইয়া কৃতান্ত কর্ত্তৃক দারুণ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব হে দেবরাজ! এক্ষণে আর তোমাদিগের অস্ত্রভার-বহনে ও রণ-ভ্রমণে প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি যাহাতে দামাদির অভিমান সমুৎপন্ন হয়, যুক্তি-সহকারে তাহাতেই যত্নবান্ হও। হে অমরনায়ক! যাবৎকাল শত্রুগণের অন্তরে ধৈর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তাবৎকাল কি শুক্রাদির নীতিশাস্ত্র এবং কি অস্ত্র-শস্ত্র, কেহই জয় করিতে পারে না। ঐ দাম, ব্যাল ও কট তোমাদিগের সহিত পুনঃপুনঃ যুদ্ধাভ্যাসবশতঃ অবশ্যই উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া অহ-ঙ্কারময়ী বাসনার বশীভূত হইবে। যখন সেই বিভ্রমজ্ঞানবিহীন শম্বরবিনির্ম্মিত দামাদি, বাসনাকে আশ্রয় করিবে, তখনই তোমরা তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবে। অতএব হে অমরগণ! যাবৎ তাহারা অভ্যাসবশতঃ বাসনান্বিত না হয়, তাবৎ তোমরা যুক্তি অনুসারে যুদ্ধ করত তাহাদিগকে সাংসারিকব্যবহারে অভিজ্ঞ করিতে সচেষ্ট হও। তাহারা বাসনাবদ্ধ হইলেই তোমাদিগের বশ্য হইবে, নিশ্চয় জানিও। এই জগতে যাহা-দিগের অন্তর তৃষ্ণায় নিমজ্জিত নহে, তাহারা কখনই সামান্য হইতে পারে না। সাগরগর্ভে বিলোল-লহরীমালার ন্যায় স্বীয় বাসনার অভ্যন্তরেই এই অখিল বিচিত্র জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব যাহাতে তাহাদিগের বাসনার উদ্রেক হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। ৩১—৪১।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তরঙ্গমালা যেমন বেলাভূমিতে ক্ষণকাল কলধ্বনি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তদ্রূপ ভগবান্ ব্রহ্মা অমরগণকে এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন সমীরণ যেমন পদ্ম-সৌগন্ধ-গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যাবলীতে প্রবেশ করে, সেইরূপ দেবগণ, ব্রহ্মার মুখকমলনিঃসৃত উপদেশবাক্য কর্ণগোচর করিয়া, স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর পদ্মসমূহে মধুকর-নিকরের ন্যায়, স্ব স্ব মনোহরভবনে কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে একদা আপনাদিগের কল্যাণকর অভ্যুদয়কাল বুঝিয়া পুনরায় প্রলয়কালীন ঘনাবলীর ঘনগর্জ্জনবৎ গভীর দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ করিলেন। অন-ন্তর পাতালতলবাসী দৈত্যগণের সহিত গগনাঙ্গনমধ্যে পুনরায় এরূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল যে, জ্ঞান হইতে লাগিল, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। তৎকালে অসি, শর, শক্তি, মুদ্গর, মুষল গদা, পরশু, চক্র, শঙ্খ, অশনি, পর্ব্বতপ্রমাণ শিলানিচয়, অনল, বৃক্ষ, এবং অহিমুখ ও গরুড়মুখাদি বিবিধ অস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অনন্তর মায়াকৃত আয়ুধমালারূপ সলিল-প্রবাহে পূর্ণ কলকল-ধ্বনি-শালিনী তরঙ্গিণী চতুর্দ্দিকে নির্গত হইতে থাকিল এবং নিক্ষিপ্ত পাষাণপর্ব্বত ও লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ-নিচয় দ্বারা উহার জলরাশি নিদারুণ আলোড়িত হইতে আরম্ভ করিল। উহার মধ্যপ্রবাহে সেই সকল নিক্ষিপ্ত উগ্র্যক, শূল, শৈল, প্রাস, অসি, কুন্ত, শর, তোমর ও মুদ্গরনিচয় ভাসমান হইতে থাকিল। ঐ মায়ানদী, নিরন্তর অশনিবর্ষণে মেরু প্রভৃতির বপ্র সকল ছেদন করত চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। সেই ভীষণ রণস্থলে পরস্পর ঈদৃশ মায়া সৃষ্ট হইতে লাগিল যে, কখন যেন বসুন্ধরা ঘূর্ণিত ও কখন যেন পতিত হইতে আরম্ভ করিল। জীবগণ যেন কখন অগাধ সলিলমধ্যে নিমগ্ন, কখন প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ, কখন বায়ুবেগে উড্ডীন, ও কখন যেন মহাগর্ত্তমধ্যে নিপতিত হইতে থাকিল। কখন ভয়ঙ্কর রাক্ষস-পিশাচাদি প্রাদুর্ভূত হইয়া ইতস্ততঃ সকরণাদি করিতে লাগিল এবং কখন তাহারা পরস্পর নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র দান ও গ্রহণ করিতে থাকিল। কখন রাশীকৃত বিপক্ষশরীরে রণস্থল অগম্য হইতে লাগিল।

সুর ও অসুর ও সিদ্ধগণ বারংবার এবংবিধ মায়াজাল ছেদন করিতে লাগিলেন ও পুনঃপুনঃ এরূপ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল, বোধ হইল, যেন তাহাই স্থির রহিয়াছে। মায়াপ্রভাবে চতুর্দ্দিকেই শোণিতময় সলিলপূর্ণ মহাসমুদ্র সকল লক্ষিত হইল এবং উহাতে ভাসমান শৈলোপম দেবাসুরগণের প্রকাণ্ড শবদেহে লোমনিচয় তালীবনের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল। আর পর্ব্বতপ্রমাণ আয়ুধাঘাতে ভূধর সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। ১—১০। লৌহময় মায়া-সিংহ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া যথার্থ সজীববৎ সঞ্চরণ করত ক্রকচবৎ নখদন্তাঘাতে অসংখ্য লোকের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিতে লাগিল। কুন্ত, শর, শক্তি গদা, অসি ও চক্রসমূহ উদ্গীরণ এবং সুরাসুরগণ নিক্ষিপ্ত শল-নিচয় অনায়াসে কবলিত করিতে থাকিল। কখনও মায়াময় মহা-বিষধর সকল প্রকাশিত হওয়ায়, সেই সমরক্ষেত্র যেন উড্ডীয়-মান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলনিচয়ে পরিব্যাপ্ত সাগরের ন্যায় প্রতীয়-মান হইতে লাগিল। তৎকালে ঐ সকল বিষধরগণের জ্বালা-জটিল-লোচন-বিষাগ্নির উত্তাপে দিক্‌সমূহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ করিলে, জ্ঞান হইল, যেন যুগান্তকালে দ্বাদশ আদিত্যদেবের সৈন্য সকল ক্রীড়া করিতেছে। কখনও মায়াময় অস্ত্রনদীসমূহ সুমেরু পরিবেষ্টনপূর্ব্বক এরূপভাবে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবাহিত হইতে থাকিল, তাহাতে সাগর যেন ক্ষুব্ধ হইয়া তরঙ্গমালায় অখিল জগৎ আকুল করিয়া তুলিল এবং উহার অভ্যন্তরে রত্নাদির স্ফুটন শব্দ ও মকরাদির অব্যক্তনিনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। কখনও শৈলাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হওয়ায়, গরুড়াস্ত্র প্রকাশিত হইয়া শৈল সকল উৎপাটনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায়; উল্লিখিত বিষধরনিকর তিরোহিত হইতে লাগিল। ফলে মায়াপ্রভাবে সুরাসুরগণের সমরাঙ্গণ গগনমণ্ডল কখন জলধিজলে প্লাবিত, কখন অগ্নিতেজে দগ্ধ কখন সূর্য্যকিরণব্যাকুলিত ও কখনও বা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকিল। মায়াসম্ভূত গরুড়নিচয়ের গুডগুড ধ্বনিতে সমাকুলিত অন্তরীক্ষে মায়াময়পর্ব্বতপুঞ্জ ও অস্ত্রানল নিরন্তর প্রসৃত হওয়ায়, বোধ হইল, যেন ভুবনান্তরাল কল্পান্তানলে প্রজ্বলিত হইতেছে। শৈলতট হইতে বিহঙ্গমনিচয়ের ন্যায় অসুরগণকে বসুধাতল হইতে সবেগে গগনতলে উত্থিত এবং সুরগণকে প্রলয় মারুতচালিত শৈলশিলাবৎ গগনতল হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে দৃষ্ট হইল। সুরাসুরগণের শরীরবিদ্ধ সমুন্নত শরদণ্ডনিচয়-রূপ বনাবলীতে মায়াগ্নি সংলগ্ন হওয়ায়, কল্পাগ্নি-প্রজ্বলিত ভূধর-সমূহের ন্যায় গগনাঙ্গণে তাঁহারা শোভমান হইতে লাগিলেন। সুরাসুরগণের পর্ব্বতোপম বিশাল কলেবর হইতে অবিরল বিনি-র্গত সর্ব্বদিক্‌প্রসৃত শোণিতপ্রবাহে আকাশগঙ্গা পরিপূর্ণ হওয়ায় তৎকালে বোধ হইল, যেন সুমেরুর চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী গগনরূপ নায়ক, সন্ধ্যারূপ নায়িকার নখক্ষত ধারণ করিয়াছে। তৎকালে নীতিজ্ঞ দেবদানবগণ, অস্ত্রাঘাতে অসংখ্য মহাশৈলের ভিত্তি সকল বিদলিত করত উৎসববিশেষে ক্রীড়ার্থ জলযন্ত্র (পিচকারি) দ্বারা করিগণের মস্তকোপরি কুঙ্কুমরসাদিসংবর্ষণের ন্যায় পরস্পর চতুর্দ্দিকে যুগপৎ গিরিবর্ষণ, অম্বুবর্ষণ, বিবিধপ্রকার ভীষণ অস্ত্রবর্ষণ, বিষম অশনি-বর্ষণ ও অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।১১—১৯। কখন দেবদানবগণ, পরস্পর পরম উৎসাহ-সহকারে অস্ত্রাঘাতে পরস্পরের অঙ্গ বিদলন ও ঐরাবতাদি দিগ্‌গজগণের বংশসম্ভূত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গ-নিচয়ের সমুন্নত পৃষ্ঠদেশে সবেগে আরোহণপূর্ব্বক মণ্ডোমণ্ডলে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করত আয়ুধহস্তে চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বীরগণের অস্ত্রচ্ছিন্ন হস্তপদাদি আকাশ-মণ্ডলে অশুভসূচক শলভমালার ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল ও দিগ্‌বিদিক্ আচ্ছাদনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করায় বোধ হইল, যেন পৃথিবী ও আকাশের অন্তরাল ভীষণ জলদজালে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই সমরাঙ্গণে যে সকল অস্ত্র এবং বিবিধ কৌশলে যে সকল শিলা ও পর্ব্বতাদি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তৎসমুদয় পরস্পর আঘাতে ও সিংহনাদকারী বীরগণের আস্ফালনে মধ্যভাগে স্ফুটিত হইয়া পতিত হইতে আরম্ভ করায়, ধরণী যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মেরুপ্রমাণ বীরগণের পরস্পর অঙ্গঘর্ষণ-জনিত এবং পরস্পর নিক্ষিপ্ত বিবিধ প্রকার অস্ত্র ও বৃক্ষাদিবর্ষণ-সম্ভূত নিদারুণ চট্‌চটা শব্দে গগনমণ্ডল যেন স্ফুটিত হইতে লাগিল এবং রণস্থল প্রলয়কালের ন্যায় ভীষণ দৃশ্য হইয়া উঠিল। সুরাসুর-গণ মায়াপ্রভাবে বিবর্দ্ধিত হইয়া এই প্রকার ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিলে, সমীরণ প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া অধোদেশে অর্ণব ও জলরাশিকে এবং ঊর্দ্ধদেশে সূর্য্যমণ্ডলকে বিক্ষুব্ধ করত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থান যেন বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করায়, ব্রহ্মাণ্ড আকালিক প্রলয়কালের ন্যায় ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিল। বিশাল পর্ব্বত সকল, নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতপ্রমাণ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া সন্ সন্ শব্দে ঘূর্ণমান হইতে হইতে যখন দিগ্-দিগন্ত পরিপূর্ণ করিতে লাগিল, তখন বোধ হইল, উহাদিগের গুহাভ্যন্তরে প্রচণ্ড বায়ু প্রবিষ্ট হওয়ায় উহারা যেন ক্লিষ্ট হইয়া ক্লেশসূচক শব্দ করিতেছে এবং কেশরিগণ ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণপূর্ব্বক সিংহনাদ করায় বোধ হইল যেন ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ২০—২৫। মায়াময় নদী, জলধি, যোদ্ধৃবর্গ, ঘন অগ্নিদাহ, বৃক্ষসমূহ, সুরাসুরদিগের শবদেহ, শৈলপুঞ্জ, শিলা-নিচয় এবং বায়ুচালিত বন-পত্রবৎ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণশীল শর, অসি, শক্তি ও গদা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে রণক্ষেত্র ও অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সুমেরু-গিরির প্রত্যন্তপর্ব্বতপ্রমাণ দুর্ব্বার মাতঙ্গগণের সুবৃহৎ শরীরসমূহ দ্বারা গমনাগমনের পথ নিরুদ্ধ হইল এবং পতিত বীরগণের শরীরে ভগ্ন পর্ব্বতসমূহে ও প্রচণ্ড মারুতবেগবশতঃ চূর্ণ-বিচূর্ণ সুরমন্দিরে সাগরসলিল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তৎকালে বীরগণের নিরন্তর ঘুমঘুমধ্বনিতে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত এবং রুধিরপ্রবাহে ধরণীতল ও ধরাধর সকল প্রক্ষালিত হওয়ায় ব্রহ্মাণ্ডোদর যেন রাক্ষসাদিবৎ ভীষণভাব ধারণ করিল। অনন্ত আত্মচৈতন্যেও জগদ্‌বিকারকারী এবং ক্ষয়োন্মুখ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে দুঃখের ও উদয়োন্মুখ জীবগণের অন্তরে সুখের প্রকাশক সংসার, যেমন অশাস্ত্রীয় চিত্তবৃত্তি ও শাস্ত্রীয় চিত্তবৃত্তিরূপ দানব ও দেবতাগণের পরস্পর সংঘর্ষণে বিষম-ভাব ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সুরাসুরগণের সেই রণ-ক্রিয়াও অনন্তলোচন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অন্তরে ভয়াদিবিকারসঞ্চার এবং ক্ষয়োন্মুখ বীরগণের হৃদয়ে দুঃখসঞ্চার ও উদয়োন্মুখ বীরগণের হৃদয়ে সুখসঞ্চার করত দেবদানবগণের পরস্পর সংঘর্ষণজন্য অতিশয় বিষম হইল। ২৬—৩০।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন —হে রাঘব! অনন্ত প্রাণীর প্রাণসংহারক অসুরগণ, ঈদৃশ নিদারুণ সংগ্রাম করতঃ সহসা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর দেবগণ, কখন মায়াবিস্তার, কখন বাগ্‌যুদ্ধ, কখন সন্ধির প্রস্তাব, কখন মল্লযুদ্ধ, কখন পলায়ন, কখন ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিতি, কখন প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা, কখন দীনতা-প্রকাশ, কখন অস্ত্রযুদ্ধ ও কখনও বা বারংবার পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রথম যুদ্ধ ত্রিশবৎসর, দ্বিতীয় যুদ্ধ পাঁচ বৎসর আটমাস ও দশদিন, তৃতীয় যুদ্ধ দ্বাদশদিন হইয়াছিল। ঐ সংগ্রামে কখন প্রভুতবৃক্ষবৃষ্টি, কখন অগ্নিবৃষ্টি, কখন অস্ত্রবৃষ্টি, কখন অশনিবৃষ্টি ও কখন পর্ব্বতবৃষ্টি হয়। হে রাম! এই কাল-মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দামাদি অসুরত্রয়, অহঙ্কৃতির দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ অহংবাসনা দ্বারা গ্রস্ত-চিত্ত হইয়া তাহাতেই অনুরক্ত হইল। অতিশয় নৈকট্যহেতু কোন বস্তু যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ অভ্যাসের আতিশয্য নিবন্ধন তাহাদিগের হৃদয়-দর্পণেও অহঙ্কার প্রতিফলিত হইল। দূরবর্ত্তী বস্তু যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না, তদ্বৎ পদার্থ-বাসনাও অভ্যাসের অভাব হইলে হৃদয়ে স্থান পায় না। দামাদি, যখনই "অহং আত্মা" এবংবিধ বাসনান্বিত হইল, তখনই তাহারা আমার জীবন, আমার অর্থ ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা দীনতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর তাহারা 'আমার দেহ রোগশূন্য ও ভোগক্ষম হউক" ইত্যাদি মোহ-বাসনা এবং "ইহা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য" ইত্যাদি ভববাসনাগ্রস্ত হওয়ায় আশাপাশে বদ্ধ হইয়া পরমকাতরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে, রজ্জুতে ভুজঙ্গকল্পনার ন্যায় সেই অহঙ্কারবিহীন দামাদিও স্বীয় হৃদয়ে মমতা কল্পনা করিল। ১—১০। তখন তাহারা "আমার এই আপাদ মস্তক সমস্ত শরীর কি প্রকারে স্থিরতাপ্রাপ্ত হইবে" ঈদৃশ আশায় কাতর হইয়াই দীনতা প্রাপ্ত হইল। "আমার দেহ চিরস্থায়ী ও আমার ধন সুখের নিমিত্ত হউক" এবংবিধ বাসনায় বদ্ধচিত্ত হওয়ায় তাহাদিগের সেই অতুলধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। সেই অসুরত্রয়ের অন্তর, এইরূপ বাসনাবদ্ধ হওয়ায়, শরীরসামর্থ্য ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইলে, শত্রুগণের প্রতি যে অসাবারণ প্রহার-পরতা ছিল, তাহা অবিলম্বে মার্জ্জিত লিপির ন্যায় কার্য্যাক্ষম হইল, তখন "কিরূপে আমরা এই জগতে অমরত্বলাভ করিব।" এই-রূপ চিন্তায় আকুল হইয়া, সলিলবিহীন পদ্মের ন্যায় ম্লানভাব ধারণ করিল। এইরূপ তাহাদিগের হৃদয়ে অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হইলে, রমণী ও অন্নপানাদি উপভোগহেতু অবিলম্বেই পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কারণ প্রগাঢ় বিষয়ানুরাগ সমুপস্থিত হইল। অনন্তর অরণ্যমধ্যে কুপিত মত্ত-মাতঙ্গদর্শনে কুরঙ্গগণবৎ সেই রণক্ষেত্রে ভয়হেতু আত্ম-জীবনের প্রতি মমতা করিতে লাগিল। সেই সমরাঙ্গণে ঐরাবতহস্তী ক্রুদ্ধ হইয়া, যখন সকলকে বিমথিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন সেই দামাদি অসুরত্রয়, আমরা মরিলাম মরিলাম এইরূপ চিন্তাকুল-হৃদয়ে ভয়ে মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা মরণভয়ে ভীত ও একমাত্র শরীরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া, ক্ষীণবল হওয়ায় শত্রুগণের অবজ্ঞা-ভাজন হইল। অনন্তর ইন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, অগ্নি যেরূপ, হবিঃ দগ্ধ করিতে অক্ষম হয়, তদ্রূপ তাহারা বলহীন হইয়া সংহারোদ্যত সম্মুখাগত প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাকে সংহার করিতে অপারগ হইয়া পড়িল। তখন, প্রহারোদ্যত দেবগণ তাহাদিগকে মশকতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তাহারা সামান্য যোদ্ধার ন্যায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। অধিক কি দেবগণ তাহাদিগের প্রতি প্রধাবিত হওয়ায় তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া, সমরাঙ্গণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ১১—২১। সেই সুপ্রসিদ্ধ দাম, ব্যাল ও কট নামক অসুরত্রয়, ভীত হইয়া, সুরালয়ে পলায়ন করিলে দানবসৈন্যগণ, প্রলয়-মারুতাহত তারকারাজির ন্যায় গগনাঙ্গন হইতে চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সমস্ত পর্ব্বতোপম দীর্ঘকায় অসুরনিচয়, বিদীর্ণ-কলেবর ও ছিন্নকর-চরণ হইয়া, কেহ কেহ সুমেরুকুঞ্জে কেহ কেহ শিখরাগ্রভাগে, কতিপয় সাগরতটে, কতিপয় জলদপটলে, কতিপয় সমুদ্রের আবর্ত্তরূপ গর্ত্তমধ্যে, কতিপয় পর্ব্বতাদি গুহায়, কতিপয় জলপূর্ণ নদীতে, কতিপয় জঙ্গলে, কতিপয় দিগন্তে, কতিপয়, প্রজ্বলিতকাননে এবং অপরাপর সকলে সুরাসুর-গণের অস্ত্রপ্রহারে উচ্ছিন্ন বিবিধদেশ, গ্রাম ও নগরমধ্যে, হিংস্র-জন্তুব্যাপ্ত অটবীতে, মরুভূমিতে, দাবানলমধ্যে, লোকালোক-পর্ব্বত-প্রান্তে পর্ব্বতসমূহে, হ্রদনিচয়ে, আন্ধ্র দ্রবিড় কাশ্মীর ও পারসীক-পুর, নানা সাগর-তরঙ্গমধ্যে, গঙ্গা-সলিলরাশিতে, দ্বীপান্তরে, মৎস্য-বেষ্টনজালমধ্যে, জম্বুখণ্ডে ও লতানিচয়ে পতিত হইল। তাহা-দিগের মধ্যে কতকগুলির অন্তস্ত্রী সকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন, কতকগুলির শরীর হইতে রক্তচ্ছটা প্রবাহিত, কতকগুলির মস্তক হইতে কিরীট সকল বিপর্য্যস্ত ও কতকগুলির চরণদ্বয় বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কাহার কাহার চক্ষুঃ কুপিতের ন্যায় ভীমদর্শন ও কাহার কাহার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র বিরাজমান। কতকগুলির বর্ম্ম ও অস্ত্রসকল বিপক্ষীয় মায়া ও অস্ত্রপ্রভাবে ছিন্নভিন্ন এবং বহুদূর হইতে পতনজন্য কতকগুলির নানাপ্রকার আয়ুধ ও গাত্রাবরণ-সকল বিপর্য্যস্ত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কতকগুলি, কণ্ঠে লম্বমান শিরস্ত্রাণের চটচটাশব্দে নিরতিশয় ভীত হইতে থাকিল। কতকগুলির শিখরশিলায় মস্তক প্রোথিত হওয়ায় দেহভাগ লম্ব-মান হইতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি, শাল্মলির অগ্রভাগে নিপতিত হওয়াতে, কণ্টকাকীর্ণ হইয়া নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিল। কতগুলির সুকঠিন শিলাফলকে আস্ফালনজন্য মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইল। বর্ষাকালীন ধারাপাতে ধূলিপটল যেরূপ বিলয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সমুদয় অসুরেন্দ্রগণ, সমরাঙ্গনে বিবিধ-অস্ত্র-বর্ষণ আরম্ভ হইবার পর, এইরূপে দিগ্‌দিগন্তে বিনষ্ট হইয়া গেল। ২২—৩৪।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯॥

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপে দানবগণ বিনষ্ট ও দেবগণ আনন্দিত হইলে দাম, ব্যাল, কট বিষণ্ণ ও ভয়বিহ্বল হইল। অনন্তর সৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া শম্বরাসুর, দাম, ব্যাল ও কটের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া "তাহারা কোথায়" এই বলিয়া কল্পান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন দাম, ব্যাল, কট, শম্বরের ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক যথায় মৃত্যুর ন্যায় অখিল-

জনের ভীতিপ্রদ নরকার্ণবপালক যমকিঙ্করগণ পরম কুতূহলে অবস্থান করিতেছে, সেই সঙ্কীর্ণ পাতালে গমন করত অবস্থিতি করিতে লাগিল। তৎপরে সেই নির্ভীকহৃদয় যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে অভয়দানপূর্ব্বক ক্রমে প্রত্যেককে এক একটী মূর্ত্তিমতী চিন্তাস্বরূপ কন্যা সম্প্রদান করিল। তখন তাহারা, "আমার এই কামিনী, আমার এই কন্যা, আমার এবংবিধ প্রভুত্ব" ঈদৃশ সুদৃঢ় স্নেহপাশে নিবদ্ধ ও অসীম কুবাসনায় মলিনচিত্ত হইয়া, দশসহস্র-বর্ষকাল তথায় অবস্থানপূর্ব্বক জীবিতকাল অতিবাহিত করিল। অনন্তর একদা ধর্ম্মরাজ, মহানরক-কার্য্যের বিচারার্থ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে চিনিত না, এজন্য সামান্য কিঙ্করবোধে আপনাদিগের বিনাশের জন্য তাঁহাকে প্রণাম করিল না। ১—১০। অতঃপর ধর্ম্মরাজের ভ্রূভঙ্গিমাত্রে কিঙ্করগণ সেই অসুরত্রয়কে প্রজ্বলিত ভীষণ ভূমিখণ্ডে নিক্ষেপ করিল। তথায় সেই অসুরত্রয় স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে দাবানলে পত্রাদিপূর্ণ ক্ষুদ্র বনতরুনিচয়ের ন্যায় ভস্মীভূত হইল। অনন্তর তাহারা স্বীয় ক্রূরতর বাসনাহেতু পুনরায় বন্ধকর্ম্মকারী কিরাতরূপে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক কিরাতরাজের কিঙ্কর হয়। তৎপরে কিরাত-দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন রন্ধ্র-মধ্যে বায়সরূপে জন্মলাভান্তে ক্রমে গৃধ্র ও শুকযোনি প্রাপ্ত হইল। অতঃপর সেই অসদাশয় অসুরত্রয়, কিয়দ্দিবস ত্রিগর্ত্তদেশে শূকর, পরে বিবিধ পর্ব্বতে মেষ ও তৎপরে মগধদেশে কীটদেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিল। হে রাম! তাহারা এবম্প্রকারে অন্যান্য বিচিত্র যোনি পরম্পরায় ভ্রমণপূর্ব্বক সম্প্রতি কাশ্মীরদেশে অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র জলাশয়ে মৎস্য-দেহ ধারণপূর্ব্বক দাবানলতাপে উত্তপ্ত অত্যল্পমাত্র অবস্থিত কর্দ্দমপ্রায় জলবিন্দু পান করত শুষ্ক-কল্প শৈবালরাজিতে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া না-মৃত ও না-জীবিত রূপে অবস্থিতি করিতেছে। সেই দানবত্রয় পুনঃপুনঃ এইরূপ জন্ম-লাভ করিয়া, সাগরের তরঙ্গাবলীর ন্যায় বারংবার উৎপন্ন ও বারংবার বিনষ্ট হইতেছে। চিরমূঢ় দামাদি, সংসার-সাগরে বাসনা-রূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া দেহ পরম্পরারূপ তরঙ্গাবলীতে তৃণবৎ পরিচালিত হইতেছে, অদ্যাপি তাহার শান্তি নাই, অতএব হে রাম! দেখ দেখি, বাসনার কি দারুণ অনন্ত মহিমা। ১১—১৮।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহামতে রাম! এই নিমিত্তই আমি তোমার প্রবোধের জন্য দাম, ব্যাল ও কটের দৃষ্টান্ত দ্বারা কহিতেছি, দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় তোমার অবস্থান না হউক। অবিবেক বশতই অনন্ত চিরবাসনা ভোগের জন্য চিত্ত, অবলীলা-ক্রমে ঈদৃশ আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকে। হায়! উহাদের সেই সুর-সংহারক শম্বরসেনাপতিত্বই বা কোথায়, আর আতপতপ্ত-পঙ্ক-মধ্যে জর্জ্জরিতকলেবর মীনত্বই বা কোথায়। সুরসৈন্যগণের সংহারকর সেই বিপুল ধৈর্য্যই বা কোথায়? আর কিরাতরাজের ক্ষুদ্র কিঙ্করত্বই বা কোথায়? এবং কোথায়ই বা সেই অহঙ্কার-বিহীন চিত্তসত্তার গভীর ধীরতা? আর কোথায়ই বা মিথ্যা বাসনা-বশতঃ তাদৃশ অহঙ্কারের কু-কল্পনা। একমাত্র অহঙ্কারের অঙ্কুর হইতেই এই সুবিস্তৃত, শাখা-প্রশাখায় জটিল সংসারবিষমঞ্জরী সমুদিত হইতেছে। অতএব হে রাম! আন্তরীণ যত্নাতিশয় দ্বারা অহঙ্কারকে বিদূরিত কর এবং আমি কিছুই নই, এবংবিধ ভাবনা করত সুখী হও, রসায়নময় সুশীতল পরমার্থ-স্বরূপ ইন্দুমণ্ডল অহঙ্কাররূপ জলদাবলীতে আচ্ছাদিত হওয়ায় অদৃশ্য হইয়া থাকে। রাম! মায়াপ্রভাবে সমুদ্ভূত দামাদি অসুরত্রয়, অসত্য হইলেও অহঙ্কাররূপ পিশাচকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় সত্তা প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি কাশ্মীরদেশে মহারণ্য-মধ্যবর্ত্তী পল্বলমধ্যে মৎস্যরূপে শৈবালকবলভক্ষণলালসায় অবস্থিতি করিতেছে। রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! অসত্যের সদ্ভাব ও সত্যের অসদ্‌ভাব কখনই হয় না। অতএব দামাদি অসন্ময় হইয়াও কি প্রকারে সদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইল, ইহা আমায় বলুন। ১—১০। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মহাবাহো! অসৎ কখনই সৎ হয় না, ইহা যথার্থ, কিন্তু সৎ কিঞ্চিৎ হইলেও কখন বৃহৎ ও কখন বা সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। যাহাই হউক, এক্ষণে বল দেখি, অসৎই বা কি? আর সৎই বা কি? আমি সম্যক্ নিদর্শন দ্বারা সেবিষয় তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমরা সৎ, সুতরাং সৎস্বরূপে অবস্থিত, কিন্তু আপনি বলিতেছেন, দামাদি অসৎ হইলেও সৎস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা কিপ্রকার? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! মায়াময় দামাদি অসৎ হইলেও যেমন, মরীচিকাজলবৎ সৎস্বরূপে প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ সুরাসুর ও আমরা সকলেই অসৎ হইয়াও সৎস্বরূপে অবস্থান ও গমনা-গমন করিতেছি। কিন্তু বস্তুতঃ স্বপ্নাবস্থায় স্বীয়মরণের ন্যায়-সত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও তুমি ও আমি সমস্তই অলীক ও অসৎ, যেমন স্বপ্নে কোন বন্ধুর মৃত্যু অনুভবসিদ্ধ হইলেও উহা অসত্য, সেইরূপ এই ব্যক্তি মরিয়াছে, এই জ্ঞানও অসত্য এবং এই জগৎও অসত্য। যে ব্যক্তি, এই জগতে সত্যতা নিশ্চয় করিয়াছে, সে অতিমূঢ়, তাহাকে "এই জগৎ অলীক" এ কথা বলা কখনই শোভা পায় না। কারণ, পরমার্থতত্ত্বের বিচারাভ্যাস ভিন্ন সে যাহা অনুভব করিতেছে, তাহার সে অনুভবের কোন-ক্রমেই বিলোপ হইতে পারে না। ১১—১৯। অন্তরে যে নিশ্চয় বদ্ধমূল হয়, পরমার্থবিচারাভ্যাস ব্যতীত এ জগতে কখনই কাহারও তাহা নাশ পায় না। যে বলে "এই জগৎ অসত্য, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য" মূঢ়ব্যক্তি তাহার কথায় উন্মত্তবৎ তাহাকে উন্মত্ত-বোধে উপহাস করিয়া থাকে, মদিরোন্মত্ত ও বিষমদব্যক্তির, অন্ধকার ও আলোকের এবং ছায়া ও আতপের, যেমন কুত্রাপি ঐক্য হয় না, তদ্রূপ অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞব্যক্তির বোধ বিষয়ে কোনক্রমেই একতা সম্ভবে না। অজ্ঞব্যক্তিকে মহাযত্নে বুঝাইয়া দিলেও তাহার অন্তর ও বাহে যে দ্বৈতজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে, সে কোন-ক্রমেই তাহার সত্যতা বিষয়ে অপহ্নব করিতে সক্ষম নহে। তাহার সে চেষ্টা মৃতদেহের স্বপ্ন ভ্রমণচেষ্টার ন্যায় বিফলমাত্র। "এই অখিল জগৎই একমাত্র 'ব্রহ্ম'" এই বাক্য-প্রয়োগ অজ্ঞ ব্যক্তির কদাচ সম্ভব হয় না, কারণ সে তপোবিদ্যাদির অনুভব-জন্য সংস্কারের অভাব নিবন্ধন সত্তই কেবল সংস্কারভাব সন্দর্শন করিয়া থাকে। রাম! যাহারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাদিগের প্রতিই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়" এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ শোভা পায়, নতুবা যে সম্পূর্ণ জ্ঞানী, তাহাকে ঐরূপ বাক্য বলা যায় না, কারণ, তাহার 'এই আমি' ইত্যাকার কোন জ্ঞানই নাই। সুধী ব্যক্তি,

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেই কেবল মাত্র সেই শান্তিময় পরব্রহ্ম বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই জ্ঞানের বিলোপ করা কাহারই সাধ্য নহে। আমাতে যে পরমাত্মা ভিন্ন কোন বিশেষ আছে, তাঁহাদিগের সে ধারণাই নাই, সুবর্ণ এবং অঙ্গুরীয়াদির যেমন অভেদ, তদ্রূপ তাহাদিগের আত্মাতেও পরমাত্মভেদ নাই। এবং মূঢ়ব্যক্তির আত্মাতে অঙ্গুরীয়াদি জ্ঞানে সুবর্ণের ন্যায় পঞ্চভূতের কার্য্যকারণমাত্র-স্বরূপ ভূতত্তা ভিন্ন অপর কিছুই প্রতীত হয় না। অধিক কি, জ্ঞানী ব্যক্তির পরমার্থতাজ্ঞানই নাই। মূঢ়ব্যক্তি, মিথ্যা অহন্তাবময়, আর সুধী ব্যক্তি একমাত্র সত্য পরমাত্মময়। উভয়েরই স্বভাবের অপহ্নব কিছুতেই করা যায় না। ২০—২১। ফলতঃ যে যন্ময়, তাহার তাহাতে অপহ্নব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? পুরুষের "আমি ঘট" ঈদৃশ বাক্য উন্মত্তপ্রলাপমাত্র! অতএব আমরা ও দামাদি সকলেই অসত্য, কদাচ সত্য নহে, কখনই আমাদিগের অস্তিত্ব সম্ভবিতে পারে না। রাঘব! একমাত্র সত্যও সংবেদন-স্বরূপ, শুদ্ধ, নিরঞ্জন, সর্ব্বগত, শান্ত, ক্ষয়োদয়রহিত, নিঃশূন্য, সর্ব্বময় অথচ অকিঞ্চিদ্রূপে অবস্থিত বোধাকাশকেই সত্য বলিয়া জানিবে। এই সৃষ্টি-পরম্পরা সেই সুবিমল বোধাকাশেই প্রতিভাসিত হইতেছে। যেমন দোষকলুষিতনেত্র মানবের সহজ দৃষ্টিই কেশোণ্ড্রকাদিবৎ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ আমাদিগের দৃষ্টিও সেই আকাশে জগদ্রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। সেই চিদাকাশ আপনাকে যেরূপে ভাবনা করেন, তৎক্ষণাৎ সেইরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন, তজ্জন্য জগৎ অসত্য হইলেও তাঁহার দর্শন হেতু সত্যরূপে অনুভূত হয়। সেই নিমিত্তই বলিতেছি, জগত্রয়-মধ্যে আত্মাভিন্ন সত্য বা অসত্য কিছুই নাই, যেহেতু সেই চিৎস্বরূপ যখন যাহা বোধ করেন, তখন তদ্রূপেই সমুদিত হইয়া থাকেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার অনুভব বশতঃ দামাদি যেমন উৎপন্ন হইয়াছিল, আমরাও সেইরূপ, অতএব হে রাম! এবিষয়ে আর সত্যাসত্য-বিকল্পনা কিজন্য? সেই অনন্ত সর্ব্বগত নিরাকার চিদাকাশের চিৎ যেরূপেই উদিত হন, তিনি স্বয়ং সেইরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তাঁহার চিৎ যখন দামাদিরূপে সমুদিত হইয়াছিল, তখন তদাকার-অনুভববশতঃ তিনি স্বয়ংই তদ্রূপতা লাভ করিয়াছিলেন। ৩০—৩১। যখন অস্মদাদিস্বরূপে বিকাশ পাইয়াছেন, তখনই তাদৃশ অনুভবহেতু অস্মদাদিরূপে উদ্ভূত হইয়াছেন। মরুক্ষেত্রে সূর্য্যতাপের জল-রূপতাবৎ সেই চিদাকাশের স্বীয় স্বপ্ন প্রতিভাসেরই নাম জগৎ। সেই চিদাকাশ, জগদ্বিষয়ে জাগরূক থাকিলেই দৃশ্য জগৎ নামে কল্পিত ও যখন সুষুপ্ত থাকেন, তখনই মোক্ষনামে অভিহিত হন। কিন্তু বাস্তবিক, তিনি কখনই সুষুপ্ত বা প্রবুদ্ধ নহেন, উহাও কল্পনামাত্র। এই অখিল দৃশ্য জগৎকেই একমাত্র ব্রহ্ম জানিবে। সুতরাং, এক-পরিচায়ক-শব্দদ্বয়ের ন্যায় সর্গশ্রী ও নির্ব্বাণ এই উভয় শব্দের কিছুমাত্র অর্থভেদ নাই। দোষতিমিরাচ্ছন্ন চক্ষু যেরূপ আপনিই কেশোণ্ড্র নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ পরমাত্মাই আপনি আপনাকে জগদ্রূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক যেমন, কেশোণ্ড্রক কিছুই নহে, দোষদূষিত দৃষ্টিই সেই-রূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ, এই দৃশ্য-জগৎও কিছুই নহে, এক-মাত্র চিদাকাশই তদ্রূপে বিকাসমান হইতেছেন, ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যেমন সর্ব্বত্র এই সমস্ত রহিয়াছে, এইরূপ অনুভূত হইতেছে, সেইরূপ প্রকৃত দৃষ্টিতে কুত্রাপি কিছুই নাই, কিছুই অনুভব করা যায় না। বস্তুতঃ এই সুবিশাল জগৎ একমাত্র শান্ত ও সৎ ব্রহ্ম-ময়। অতএব হে রাম! তুমি ভেদজ্ঞান ও শোকভয়াদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ণব্রহ্মরূপে অবস্থান কর। 'স্থির' জানিও স্ফটিকশিলো-দরের ন্যায় এই অন্তঃশূন্য ঘনাকার জগৎ, কেবল সেই চিন্ময় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র, কুত্রাপি ইহার অস্তিত্ব নাই, যাহা আছে, তাহা সেই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই বিরাজ করিতেছেন। ৪০—৪৮।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—দ্বিজবর! যক্ষপিশাচাদিবৎ সংস্বরূপে প্রতীয়-মান হইলেও যথার্থরূপে অসৎ, উক্ত দামাদির কিরূপে দুঃখের অবসান হইবে? বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুদ্বহ! দামাদির দুষ্ট যমকিঙ্করগণ, যমরাজের নিকট ঐ বিষয় প্রার্থনা করিলে যমরাজ যেরূপ কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। তিনি বলিলেন, যৎকালে দামাদি পরস্পর বিযুক্ত হইয়া নিজবিবরণ শ্রবণ করিবে, তৎকালে উহারা মুক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। রাম কহিলেন, ভগবন্! উহারা কবে কিপ্রকারে কোথায় স্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, আপনি তদ্বিষয় যথাক্রমে বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, কাশ্মীর প্রদেশে কমলরাজি-বিরাজিত মহাসরোবর-তীরবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র জলাশয়ে বারংবার মৎস্যযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নিদাঘকালে মহিষাদি জন্তুগণকর্তৃক ঐ জলাশয় আলোড়িত হওয়ায় নিয়ত কাতর হইয়া কালে কালকবলে নিপতিত হইবে। পরে সেই পদ্মনিকর-শোভিত সরোবরে ভুবন-ভূষণ সারসরূপে উৎপন্ন হইয়া কখন প্রস্ফুটিত কহ্লারমালায়, কখন সরোজমালামধ্যে, কখন শৈবালজালনিকরে, কখন বিলোলতরঙ্গাবলীতে, কখন দোদুল্যমান কুমুদনিচয়ে, কখন নীলোৎপললতাসমূহে, কখন সঞ্চরমাণ জলদাবলীপ্রতিম শীকর-রাশিতে ও কখন বা সুশীতল সলিলাবর্ত্তশ্রেণীতে বিহার করত বিবিধভোগ উপভোগ করিবে। এইরূপে তাহারা তথায় বহুকাল বিহারান্তে কালক্রমে শুদ্ধচিত্ত ও পরস্পর বিযুক্ত হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যায় উহারা যদৃচ্ছাক্রমে ভেদ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির নিমিত্ত বিচার-বুদ্ধি লাভ করিবে। রাম! এইরূপে উহারা সারস-দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যেরূপে মুক্তি লাভ করিবে শ্রবণ কর। ১—১০। কাশ্মীরমণ্ডলের মধ্যে বিবিধ তরুবর ও শৈলরাজি দ্বারা সুশোভিত অধিষ্ঠান নামে কোন এক মনোহর নগরে প্রদ্যুম্নশেখর নামে এক পদ্মকোষাকৃতি অনতিউচ্চ গিরিশৃঙ্গ সমুদ্ভূত হইবে। গিরিবরের শিরউপরি সেই শৃঙ্গমধ্যে গগনস্পর্শী প্রাসাদশ্রেণী-শোভিত অপর এক শৃঙ্গবৎ একটী গৃহ কোন রাজার আজ্ঞায় নির্ম্মিত হইবে। সেই গৃহের ভিত্তির ঊর্দ্ধভাগে ঈশান-কোণে শিলাসন্ধির ছিদ্রমধ্যে অবিশ্রান্ত বায়ুবিকম্পিত তৃণময় একটী নীড়ের অভ্যন্তরে সেই ব্যালনামক দানব সারসদেহান্তে চটকপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণমাত্র-অবশিষ্ট শ্রুতশাস্ত্র দ্বিজ-বালকের ন্যায় চীচ কুচ ইত্যাদি অর্থরহিত অব্যক্ত শব্দ করত অবস্থান করিবে। তৎকালে ঐ গৃহমধ্যে স্বর্গে সুররাজের ন্যায় শ্রীমান্ যশস্করদেবনামক কোন এক নৃপতি বাস করিবেন। দানব দাম, স্বীয় সারসশরীর পরিত্যাগ করিয়া সেই গৃহের উপরিভাগে বৃহৎ স্তম্ভপৃষ্ঠে সামান্য ছিদ্রমধ্যে মশকরূপে বাস করত সতত গুন্

ঝুনু ইত্যাকার মৃদুধ্বনি করিতে থাকিবে। ঐ সময় সেই অধিষ্ঠান-নামক নগরমধ্যে রত্নাবলীবিহার নামে কোন এক ক্রীড়া-গৃহে সেই নগরাধিপের করামলকবৎ বন্ধমোক্ষদর্শী নরসিংহ নামক অমাত্য বাস করিবে। তৎকালে মায়াসম্ভূত দানব—কট সারসদেহ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শারিকারূপে জন্ম লাভ করত সেই রাজমন্ত্রীর ক্রীড়া-সাধন হইয়া রঞ্জতপিঞ্জরে অবস্থিতি করিবে। ১১—২০। একদা সেই নর-সিংহ নামক রাজমন্ত্রী, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিরচিত দাম-ব্যাল-কটের শ্লোকবদ্ধ মনোহর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে সেই শারিকারূপী কট উহা শ্রবণ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে স্মরণ করত শান্তিময় পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। এদিকে প্রদ্যুম্নশিখরবাসী চটকরূপী ব্যালও, তত্রত্য জনগণের মুখনিঃসৃত সেই ইতিহাসশ্রবণে পরম নির্ব্বাণ লাভ করিবে এবং রাজমন্দিরের স্তম্ভপৃষ্ঠস্থ দারুছিদ্রবর্ত্তী মশকরূপী দামও কথাপ্রসঙ্গে তৎকথাশ্রবণে মুক্ত হইবে। হে রাঘব! এইরূপে ব্যাল দানব, চটক পক্ষী হইয়া প্রদ্যুম্নশৃঙ্গ হইতে, দানব দাম মশকদেহ পরিগ্রহ করিয়া রাজমন্দির হইতে এবং কট-দানব শারিকারূপে জন্মলাভান্তে বিহারগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। রাম! আমি তোমার নিকট দামাদির এই নিখিল জীবনচরিত ব্যক্ত করিলাম। নিশ্চয় জানিও এই সংসার মায়াময়, ইহা শূন্যস্বরূপ হইলেও অতীব বিচিত্র চাকচিক্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়-মান হইয়া থাকে। ঐ মায়াই মরীচিকাভ্রান্তিবৎ অপরিপক্কমতি জনগণকে বৃথা ভ্রামিত করে। মূঢ় মানবগণ, সেই মায়ায় মোহিত হইয়াই দাম-ব্যাল-কটের ন্যায় বিবিধ অজ্ঞানবশতঃ মহৎপদ হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে। হায়! যে দামাদির ভ্রূক্ষেপ মাত্রে মেরুমন্দরস্থিত প্রাসাদ সকল চূর্ণ হইত, তাহাদিগের সেই অসীম বিক্রম আসুরাবস্থাই বা কোথায়? আর, রাজগৃহস্তম্ভে মশকত্বই বা কোথায়? যাহাদিগের চপেটাঘাতে চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল নিপাতিত হইত, তাহাদিগের সেই দশাই বা কোথায়? আর প্রদ্যুম্ন গিরির গৃহভিত্তির অন্তর্গত ছিদ্রমধ্যে বিহঙ্গমী দশাই বা কোথায়? যাহারা কুসুমক্রীড়ার ন্যায় চঞ্চল করতল দ্বারা অনায়াসে সুমেরু শৈলকেও উত্তোলিত করিত, তাহাদিগের সেই অতুলনীয় পরাক্রমই বা কোথায়? ২১—৩০। আর প্রদ্যুম্নগিরিশৃঙ্গে রাজমন্ত্রী নৃসিংহের গৃহে পিঞ্জরে বদ্ধ শারিকারূপতাই বা কোথায়? হায়! কি দুঃখের বিষয়! নির্ব্বিকার চিদাকাশ অহঙ্কাররূপরজোদ্বারা রঞ্জিত হইয়া স্বরূপ পরিহারপূর্ব্বক ঈদৃশ বিরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। জীবগণ, অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান মরীচিকাবুদ্ধির ন্যায় স্বীয় ভ্রান্তিময় বাসনা দ্বারা চিদাকাশ হইতে ভেদ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা সৎশাস্ত্র ও প্রবাহবুদ্ধি দ্বারা "এই দৃশ্য অসৎ" এইরূপ নির্ব্বাণে সংস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন, আর যাহারা নানাদুঃখবিকারপূর্ণ শুষ্কতর্কময় মত গ্রহণ করে, তাহারা গর্ত্তমধ্যে সলিলধারার ন্যায় সংসারগর্ত্তে নিপতিত এবং আত্মলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। হে রাম! যাঁহারা স্বীয় অনুভূতিপ্রসিদ্ধ শ্রুতিশাস্ত্রানুযায়ী মার্গে গমন করেন, তাঁহা-দিগের কখন বিনাশ হয় না, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হন। হে মহামতে! যাহারা "ইহা আমার ইহা আমার" এইরূপ জ্ঞান করে, তাহাদিগের স্বীয় দুর্ভাগ্য-দৈন্য-বশতঃ বিনষ্টপুরুষার্থের লেশ-মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। যে উদারমতি মানব ত্রিলোককে সতত তৃণতুল্য জ্ঞান করেন, ভুজঙ্গের জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগের ন্যায় অখিল আপদ্‌ই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যাঁহার অন্তরে প্রতিনিয়ত সত্ত্ব চমৎকৃতি প্রস্ফুরিত হয়, লোকপালগণ তাঁহাকে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডবৎ পালন করেন। ফলতঃ দুরন্ত আপৎ-কালেও কাহারও অসৎপথে পদার্পণ করা কর্ত্তব্য নহে। দেখ, রাহু অপথে গমন করত অমৃত পান করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি, সৎশাস্ত্র ও সাধুসংসর্গরূপ সমুজ্জ্বল আলোকপ্রদ প্রভাকরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই আর মোহান্ধকারের বশীভূত হইতে হয় না। ৩১—৪০। যিনি, বৈরাগ্য শমদমাদি গুণগ্রাম দ্বারা খ্যাতি লাভ করেন, তিনি অবশ্যকেও বশীভূত করিতে পারেন। তাঁহার সকল আপদ্ বিনষ্ট হয় এবং তিনি অক্ষয় শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। যে সকল উদারমতি মানব, বৈরাগ্যাদি গুণের প্রতিও আস্থাবিহীন, একমাত্র অধ্যাত্মশাস্ত্র ও সত্যের প্রতি আসক্তচিত্ত, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য, অপরে পশুতুল্য। যাঁহাদিগের যশোরূপ চন্দ্রিকা দ্বারা প্রাণি-গণের হৃদয়-সরোবর উদ্ভাসিত হয়, ক্ষীরসাগর-প্রতিম সেই সকল মহাত্মার অভ্যন্তরে স্বয়ং হরি বিরাজমান থাকেন। অহো কি আক্ষেপের বিষয়! অখিলভোক্তব্য বিষয় উপভুক্ত এবং নিখিল দ্রষ্টব্য বিষয় দৃষ্ট হইলেও মূঢ় মানবগণের কি জন্য ভাবী জন্ম পর-ম্পরায় আত্মবিনাশের নিমিত্ত পুনরায় ভোগ্য বস্তুতে লোভ জন্মিয়া থাকে? অতএব হে রঘুকুল-তিলক! তুমি ক্রমানুরূপ, শাস্ত্রানুরূপ, মর্য্যাদানুরূপ ও আচারানুরূপ অবস্থিতি করত অন্তরে অখিলভোগ্য বিষয়কেই মিথ্যাজ্ঞান করিয়া মুক্ত হও। সাধুগণ, সুরলোকপর্য্যন্ত প্রসারিত ত্বদীয় বৈরাগ্যাদিগুণনিচয় ও কীর্ত্তি হেতু সতত তোমায় সাধুবাদ প্রদান করুন। উক্ত গুণনিচয় ও কীর্ত্তিই মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, ভোগসমূহ কদাচ সক্ষম হয় না। সিদ্ধ সুন্দরীগণ, গগনস্পর্শী গীতাবলী দ্বারা যাঁহাদিগের সুধাংশু সদৃশ সুনির্ম্মল যশোগান করে, তাঁহারা চিরদিন, জীবিত থাকেন, অপরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৪১—৪৭। কোনব্যক্তি, শাস্ত্রানু-যায়ী বিপুল পৌরুষ, যত্ন ও উদ্যম সহকারে অনুদ্বিগ্ন-চিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করত সিদ্ধিলাভ, করিতে পারে না? যিনি যথাশাস্ত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে ত্বরা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ বহুকালে পরিপক্ক সিদ্ধির ফল, অতিশয় পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব তুমি, শোক, ভয়, আয়াস, গর্ব্ব ও নির্ব্বন্ধরহিত হইয়া শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার কর। তুমি বহুবিষয়ে লিপ্ত থাকিলেও তোমার জীব যেন ইন্দ্রিয়গ্রামে আক্রান্ত হইয়া ভবরূপ অন্ধকূপ-মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত না হয়। তুমি অতঃপর উত্তরোত্তর অধোগামী হইও না। যাহাতে ইন্দ্রিয়রূপ অরাতিগণের সুতীক্ষ্ণ শরধারায় শত শত মাতঙ্গ বিনষ্ট হইতেছে, সেই এই সমরক্ষেত্রে তুমি জরা-মরণাদিরূপ বিবিধ আপদ্‌বিনাশন আত্মবোধক শাস্ত্ররূপ মহাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হও। দুর্গন্ধময় উত্তপ্ত পঙ্কসদৃশ সংসারে আবার জীবিতাশা কি? অতএব হৃদয় হইতে ভোগবাসনা দূর কর। ভোগ্যবস্তুতে প্রয়োজন কি? হে আর্য্য! সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষশাস্ত্র সন্দর্শন কর। ৪৮—৫৫। এই অখিল বস্তুই প্রতিবিম্ব-মাত্র, এবম্প্রকার বোধ করিয়া সত্যবিচারে তৎপর হও। পশুবৎ পরমতানুসারিণী বুদ্ধিতে কোন কার্য্য করিও না। দৌর্ভাগ্যদায়িনী অশুভা বিচারণারূপ মহানিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হও। পল্বল-মধ্যে জরাজীর্ণ কচ্ছপের ন্যায় সুপ্তাবস্থায় রহিও না। জরা-মরণ-ক্লেশ শান্তির নিমিত্ত গাত্রোত্থান কর। অর্থ সম্পত্তিকে অনর্থের মূল, ভোগপরম্পরাকে ভবরোগপ্রদ, সম্পদ্‌কে আপদ্ ও অন্ত-

দয়কে জয়স্বরূপ জানিবে। লোকবৃত্তানুযায়ী, শাস্ত্রসিদ্ধ এবং বিচারপূর্ব্বক কার্য্যকারী জনগণের আচারানুসারী কর্ম্ম করিয়া সংফল লাভার্থ সচেষ্ট হও। সদাচার দ্বারা যাঁহার চরিত্র নির্ম্মল হইয়াছে, যাঁহার বিবেক জন্মিয়াছে এবং যিনি সংসারের বিবিধ সুখ-দুঃখ দশা উপভোগে অভিলাষী হন, তাঁহার অনন্ত আয়ুঃ, যশঃ সদ্গুণনিচয় ও সম্পদ্ সকল, বসন্তকালীন লতার ন্যায় সংফল প্রদানার্থ উল্লসিত হইয়া থাকে। ৫৫—৬০

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! সকল বিষয়েই যত্নের আতিশয্য থাকিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল প্রকার অভিলষিতই সফল হইয়া থাকে, অতএব তুমি কদাচ শুভ উদ্যম পরিত্যাগ করিও না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, মিত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের আনন্দবর্দ্ধন নন্দী, কেবল শুভ উদ্যম বলেই সরোবরতীরে ভগবান্ মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকেও পরাজয় করিয়াছেন। বলি প্রভৃতি দানবগণ, উদ্যমশীল হইয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষ-সম্পন্ন দেবগণকেও মাতঙ্গনিচয়ের পদ্মবনদলনের ন্যায় বিমর্দ্দিত করিয়াছিল। নৃপবর মরুত্তের যজ্ঞে মহর্ষি সম্বর্ত্ত, ব্রহ্মার ন্যায় অপর এক সসুরাসুর জগৎ সৃজন করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র, পুনঃপুনঃ যত্ন দ্বারা তপোবলে দুর্লভ ব্রাহ্মণত্বও লাভ করেন। সেই হতভাগ্য উপমন্যু, দুগ্ধার্থ বহু রোদনাদি করিয়া পরিশেষে তৎপরিবর্ত্তে পিষ্টমিশ্রিত সলিল বহুযত্নে প্রাপ্ত হইয়া দুর্লভ রসায়ন বোধে পান করিয়াছিলেন, পরে সেই উপমন্যুই তপোবলে সুপ্রসন্ন মহেশ্বরানুগ্রহে ক্ষীরোদসাগর প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ত্রিভুবনে অতুল বলশালী বলিয়া বিখ্যাত, তাদৃশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতিকেও যিনি গ্রাস করেন। শ্বেত নামক মুনি, অতিশয় দৃঢ়তা সহকারে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক তপোবলে সেই বিশ্ব সংহারক কালকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। পতিব্রতা সাবিত্রী, স্তুতি-বাদাদি প্রীতিকর উপায় দ্বারা যমরাজকে বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত যথোচিত বাক্যালাপান্তে স্বীয় পতি সত্যবান্‌কে পরলোক হইতে আনয়ন করেন। ফলতঃ জগতে এরূপ কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হন না, যিনি অতিশয় শুভোদ্যোগ করিয়াও ফললাভ করেন নাই। অন্তরে ইত্যাদি বিচারপূর্ব্বক সকলেরই সকল বিষয়ে দৃঢ় উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। ১—৯। তন্মধ্যে আত্মজ্ঞান-বিষয়েই বিশেষ চেষ্টা করা বিধেয়, কারণ, আত্মজ্ঞানই অশেষবিধ সুখদুঃখদশার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। এরূপ মনে করিও না যে, প্রাপ্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে যখন শম গুণ নাই, তখন বৈরাগ্যাবলম্বন-পূর্ব্বক বৃথা রাগাদিদের প্রশমের আবশ্যক কি? কারণ, যদি চ শমগুণবিহীন চিদাত্মাই পরব্রহ্ম, তথাপি শমগুণকেও পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানিবে। অতএব মানবগণের প্রজ্ঞাবলে স্বীয় মোক্ষলাভের উপযুক্ত শমাদি বিচারপূর্ব্বক অভিমান পরিহার করিয়া স্থিরতর শান্তিমার্গ অবলম্বন করত সাধু সেবাই কর্ত্তব্য। সজ্জন-সেবা ব্যতীত তপোনুষ্ঠান, তীর্থপর্য্যটন বা শাস্ত্রচর্চ্চায় সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার আশা নাই। যাঁহার লোভ, মোহ ও ক্রোধাদি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনিই সজ্জন। ১০—১৫। তাদৃশ সজ্জন-সেবা করিলে কিয়দ্দিন পরে সেই সজ্জন-সেবক সাধুপুরুষের নিঃসন্দেহ আত্মজ্ঞ পুরুষের সহিত সঙ্গ হয় এবং তাহাতেই দৃশ্যপদার্থের ন্যায়, তাঁহারও অত্যন্তাভাব ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহার অহম্ভাব দূর হইয়া যায়। দৃশ্যপদার্থের অত্যন্তাভাবজ্ঞান হইলেই এক-মাত্র পরমবস্তুই অবশিষ্ট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে এবং অন্য বস্তুর অভাবপ্রযুক্তই জীব সেই পরমবস্তুতেই ত্বরায় লীন হইয়া যায়। বস্তুতঃ দৃশ্যবস্তু, কোন কালেই উৎপন্ন হয় না এবং কখনই ছিল না, থাকিবেও না এবং বর্ত্তমানেও নাই, কেবল একমাত্র সেই পরম পদার্থই বিদ্যমান আছে। এই বিষয় সহস্র সহস্র যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে ও হইতেছে। এবং অখিলবিদ্গণ, যেরূপ অনুভব করিয়াছেন, এক্ষণে আমিও সেইরূপ দেখাইতেছি। বিমল-শান্ত-পরমার্থরূপ সংবিৎই জগৎ। ইহাতে মায়ামূলক বিষয়সমূহ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইবে? অচঞ্চল আত্মাতে চঞ্চলচিত্তই চমৎকার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সেই চিৎশক্তির চমৎকারিত্বই জগৎস্বরূপে বোধগম্য হইতেছে। এই ত্রৈলোক্যে যাহা কিছু বিভিন্নতা অনুভূত হয়, উহা চিৎস্বরূপ আদিত্যের কিরণমালার ন্যায় প্রকৃত ভিন্ন না হইলেও ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। কারণ, অংশুমালী ও অংশুমালার ভেদ কোথায়? সুতরাং বিভিন্নতা-জ্ঞানরূপ বিকল্প বোধই যখন মিথ্যা, তখন উহাও নির্ব্বিকল্প স্বীকার করিতে হইবে। সবিকল্প চিদ্বৃত্তির স্বাভাবিক উন্মেষণেই জগতের উদয় ও নিমেষণেই অস্ত অনুভূত হয়। যাবৎকাল অহঙ্কারের প্রকৃত অর্থ অপরিজ্ঞাত থাকে, তাবৎকালই উহা পরমার্থাকাশে মলস্বরূপ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারা উহার প্রকৃত অর্থ বিদিত হইলে, স্বয়ংই পরমার্থাকাশরূপে প্রকাশ পায়। ফল কথা, অহম্ভাব পরিজ্ঞাত হইবামাত্রই অনহম্ভাবাকার ধারণপূর্ব্বক অম্বুর সহিত অম্বুর ন্যায় চিদাভাস পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ অহমাদি দৃশ্যজগৎ কিছুই নাই, সুতরাং অহং পদার্থ কি? এই বিষয়ে সপ্রমাণ বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্যই জানা যাইবে যে, একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট। ১৬—২৬। বিমল ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি-গণের কখন অপিশাচে পিশাচজ্ঞান স্থায়ী হয় না, কিন্তু যাহারা অদূরদর্শী বালক, তাহাদিগকে "উহা পিশাচ নহে" বারংবার এরূপ কহিলেও তাহাদিগের তাহাতে সংশয় থাকে। অন্তরে যাবৎকাল চিজ্জ্যোতি অহঙ্কার-মেঘে আবৃত থাকে, তাবৎকাল পরমার্থ-কুমুদ্বতী বিকাশ পায় না। ঐ অহঙ্কার তিরোহিত হইলে স্বর্গ নরক বা মোক্ষাদি তৃষ্ণার কল্পনা কোথায়? হৃদয়াকাশে যাবৎ-কাল অহঙ্কাররূপ জলদমণ্ডল প্রকাশিত থাকে, তাবৎকাল কেবল তৃষ্ণারূপ কুটজমঞ্জরীই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার-মেঘ, চৈতন্য-সূর্য্যকে আবরণপূর্ব্বক অবস্থিত থাকিলে কেবল জড়তারই প্রাদুর্ভাব হয়, কোন ক্রমেই আলোক প্রকাশ পায় না। ঐ অসত্য অহঙ্কার, শিশু-চক্ষে যক্ষ-বিজৃম্ভিত-যক্ষাদিবৎ কেবলমাত্র দুঃখের জন্যই স্বয়ং মিথ্যা কল্পিত হইয়া থাকে, কদাচ সুখের নিমিত্ত নহে। বৃথা কল্পিত অহঙ্কারই বামাদি অসুরত্রয়ের ন্যায় মানবের অভিমান-দূষিত হৃদয়ে অনন্ত-সংসার-যন্ত্রণাদায়ক মোহ-জাল বিস্তার করিয়া থাকে। সেই মোহ হইতেই যাহা কখন হয় নাই ও হইবেও না, সেই অনর্থকর ভ্রমঃ উৎপন্ন হয়;

এবং সেই তমঃই এই আমি এবম্বিধভাবে সংসারে বিস্তার করে। ফলতঃ সংসারে সুখদুঃখাদি যাহা কিছু, সমস্তই অহঙ্কার-চক্রের বিকারমাত্র। যিনি বিচারপ্রমার্জ্জিত মনোরূপ হলদ্বারা অহঙ্কার-রূপ বিষবৃক্ষের অঙ্কুর উন্মূলিত করিতে পারেন, তাঁহারই আত্মক্ষেত্রে সংসার-ক্লেশনাশক জ্ঞানরূপ শস্যবৃক্ষ দুশ্ছেদ্য ও শাখা-প্রশাখান্বিত হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। ২৭—৩৬। জন্মরূপ বৃক্ষসমূহের অঙ্কুরস্বরূপ অহঙ্কার "ইহা আমার, ইহা আমার" ইত্যাদি সহস্র সহস্র শাখা বিস্তার করে। ধনাদি-বাসনারূপ উহাদিগের ফলসকল, শাল্মলী প্রভৃতির ফল যেমন ঝঞ্জাদির সামান্য পত্রান্তরে অস্ফুটরবে বিস্ফুটিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়মাত্রেই বিশীর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং উহারা যে অতি-নিঃসার ও তরঙ্গমালার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে আর সংশয় নাই। প্রকৃতপক্ষে অহম্ভাব-বিবর্জ্জিত আত্মাই অহম্ভাবজন্য আত্মভাব তিরোহিত হওয়ায় সংসারচক্রে ঘূর্ণমান হইয়া থাকেন। যাবৎ-কাল জন্মারণ্যে অহম্ভাবরূপ তমোজাল বিজৃম্ভিত হয়, তাবৎকালই চিন্তারূপিণী উন্মত্তপিশাচীগণ, অতিবেগে বিচরণ করে। যে নরাধম অহঙ্কার-পিশাচের করতলগত হয়, কি শাস্ত্রসমূহ, কি মন্ত্রনিচয়, কিছুতেই তাহার সেই পীড়াদায়ক পিশাচের শান্তি হয় না। রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! কি উপায়ে অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইতে পারে না, আপনি মদীয় সংসারভয়শান্তির নিমিত্ত আমাকে সেই বিষয় উপদেশ করুন। ৩৭—৪২। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আত্মা সর্ব্বদা আত্মস্বভাবের অনুসন্ধান হেতু নির্ম্মল দর্পণাকার চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিলে, অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় না। এই জগদ্ব্যাপার ইন্দ্রজালসৌন্দর্য্যবৎ মিথ্যা; সুতরাং ইহাতে স্নেহ বা বিরাগের প্রয়োজন কি? অন্তরে ঈদৃশ অববোধ হইলেই অহঙ্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। আত্মাতে অহঙ্কার বা দৃশ্য কিছুই নাই, যিনি এবম্বিধভাব অবলম্বন করত স্বয়ং শান্ত ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া সমুদয়কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার অহঙ্কার বৃদ্ধি পায় না। "ইহা প্রিয়, ইহা অপ্রিয়" ঈদৃশ বোধের হেতুভূত অন্তরে অহঙ্কার ও বাহ্যে জগদ্‌জ্ঞান বিনষ্ট এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি প্রসন্ন হইলেই অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় না। আমি দ্রষ্টা, চিৎ দর্শন, জগৎ দৃশ্য, ইহা হেয়, ইহা উপাদেয় এইরূপভাব বিলুপ্ত ও সর্ব্বত্র সমতা সমুদিত হইলেই অহঙ্কার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ৪৩—৪৭। রাম কহিলেন,—হে প্রভো! অহঙ্কারের আকার কিরূপ? কি প্রকারে উহাকে পরিত্যাগ করা যায়? উহার শরীর আছে কি নাই? এবং উহাকে পরিত্যাগ করিলে কি হয়? বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব! এই ত্রিভুবনে অহঙ্কার ত্রিপ্রকার, তন্মধ্যে দুই প্রকার শ্রেষ্ঠ ও এক প্রকার ত্যাজ্য। আমি তোমার সেই ত্রিবিধ অহঙ্কারের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমিই এই অখিলবিশ্ব, আমিই অচ্যুত পরমাত্মা, আমা ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ ভাবকেই উৎকৃষ্ট প্রথম অহঙ্কার কহে। ঐ অহঙ্কার মুক্তিরই কারণ, বন্ধের নিমিত্ত নহে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি-দিগেতেই উহা বিদ্যমান থাকে। আমি নিখিল পদার্থ হইতেই ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানই শুভপ্রদ দ্বিতীয় অহঙ্কার, উহা কেশাগ্র-ভাগ হইতেও শতগুণে সূক্ষ্ম; উহাও জীবন্মুক্তদিগের বন্ধ-নের নিমিত্ত না হইয়া মোক্ষেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। উহা অহঙ্কার বলিয়া কল্পনামাত্র, বাস্তবিক উহা অহঙ্কার মধ্যে গণ্য নহে। আর, হস্তপদাদিতে যে আমি বলিয়া জ্ঞান, উহাই লৌকিক তুচ্ছ তৃতীয় অহঙ্কার, উহাকে অতিশয় দুরাত্মা শত্রু বলিয়াছিলেন। ৪৮—৫৪। প্রাণিগণ একবার উহার হস্তে পতিত হইলে আর মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি, ঐ বিবিধ ক্লেশপ্রদ প্রবল শত্রু-স্বরূপ দুষ্ট অহঙ্কার কর্তৃক নিপীড়িত হয়, সে, আপনা হইতে ক্রমান্বয়ে সঙ্কটেই পতিত হইতে থাকে। প্রাণিগণ, উল্লিখিত শিষ্ট অহঙ্কারদ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক বিষয়ানু-রাগাদি দোষ পরিত্যাগ করত, "আমিই অখিল বিশ্ব" এবংবিধ অহঙ্কারে স্থির-মতি হইয়া "আমিই ঈশ্বর" ঈদৃশ ভাবনা দ্বারা দেহাত্মবোধরূপ নিকৃষ্ট অহঙ্কারের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করে। পূর্ব্বতন মহদ্ব্যক্তিগণও এইরূপ মত যে, নিকৃষ্ট দেহাত্ম-বোধরূপ অহঙ্কারের ন্যায়, প্রথমে শ্রেষ্ঠ আদি অহঙ্কারদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া পরে দুঃখপ্রদ তৃতীয় অহঙ্কারকে বর্জ্জন করিবে। হে রাম! দাম, ব্যাল, কট নামক অসুরত্রয়ও ঐ দুষ্ট, তৃতীয় অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেও মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয়। রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! চিত্ত হইতে ঐ ক্লেশদায়ক লৌকিক, তৃতীয় অহঙ্কারকে অপহৃত করিতে পারিলে, পুরুষ স্বীয় হিতকর কি প্রকার ফল-প্রাপ্ত হয়? ৫৫—৬১। বশিষ্ঠ বলিলেন, ঐ দুঃখপ্রদ পরিত্যাজ্য তৃতীয় অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ যে ভাবেই অবস্থান করিতে সমর্থ হয়, তাহাতেই আত্ম-সুখাতিশয় উৎকর্ষ লাভ করে। যে পুরুষ, উল্লিখিত আদি অহঙ্কারদ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি যদি উক্ত অহঙ্কারদ্বয়কেও পরিহারপূর্ব্বক অহঙ্কারশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তদপেক্ষাও অধিকতর উচ্চপদে অধিরোহণ করিয়া থাকেন, এবংবিধ বোধশক্তি দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রকার যত্নসহকারে পরমানন্দলাভার্থ লৌকিক দুষ্ট, তৃতীয় অহ-ঙ্কারকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শরীরস্থ ব্যাধির তুল্য পাপময় ঐ দুরহঙ্কারের বর্জ্জনই সাতিশয় কল্যাণপ্রদ ও পরমপদ লাভের উপায়। মানব, বিচার দ্বারা ঐ স্থূল লৌকিক অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া অবস্থান বা যে কোন কার্য্য করিলে অধঃপতিত হয় না। হে মহামতে! যিনি, অহঙ্কারশূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতে পারেন, তাঁহার আর কিছুরই ভোগ-বাসনা থাকে না, তখন তিনি বিষয়ভোগকে, রোগ বা বিষমিশ্রিতরসের ন্যায় জ্ঞান করেন, পুরুষের ভোগ-বাসনা তিরোহিত হইলে কল্যাণপ্রভা স্বতঃই সম্মুখাগত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মানসিক অন্ধকার অন্তর্হিত হইলে, কল্যাণলাভের আর কি প্রতিবন্ধক হইতে পারে? হে রাঘব! ধৈর্য্যবলে যত্নাতিশয়-সহকারে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মহাত্মগণ প্রথমে "সকলই আমি, সবই আমার," পরে "দেহাদি যাহা কিছু আমি নই, আমার বা তোমার কিছুই নাই," এবংবিধ জ্ঞান করত অন্তরে স্থিরতররূপে শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান স্থাপনপূর্ব্বক পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৬২—৭১।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! দামাদি অসুরত্রয় পলায়নপর এবং শারদীয়জলদজালের ন্যায় শম্বরের সৈন্যগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত ও বিনষ্ট হইলে সুমেরুসমান সম্পৎপূর্ণ নগরমধ্যে অসুরবর শম্বর যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, এই স্থানে আমি তোমার নিকট তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। দেবগণ কর্ত্তৃক তাদৃশ প্রকারে সৈন্যগণ পরাজিত হইলে, দানবরাজ শম্বর, কয়েক বৎসর অতিবাহিত করত পুনরায় সুর-সংহারে সমুদ্যত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, আমি পূর্ব্বে মায়াবলে যে অসুরত্রয় সৃজন করিয়াছিলাম. তাহারা মূর্খতা-প্রযুক্ত সমরক্ষেত্রে মিথ্যা দুরহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে পুনরায় অপর কতিপয় দানবকে এরূপে সৃজন করিব এবং এরূপে বিবেকযুক্ত ও আধ্যাত্মিকশাস্ত্রে পারদর্শী করিব যে, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানবলে মিথ্যাভাবনারহিত হইয়া কখনই অহঙ্কারের বশতাপন্ন হইবে না এবং অনায়াসেই সেই সুরসমূহকে পরাজয় করিতে পারিবে। ১—৬। দৈত্যেন্দ্র-শম্বর, এইরূপ চিন্তা করিয়া বারিধির বুদ্বুদ্ সৃজনের ন্যায় মায়া ও বুদ্ধিবলে ভীম, ভাস ও দৃঢ় নামে অপর অসুরত্রয়ের সৃষ্টি করিল। উহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ, এজন্য বীতরাগ, নিষ্পাপ, নির্ম্মূলাশয় এবং সর্ব্বজ্ঞ ও যে সময়ে যে কার্য্য কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হয়, একাগ্রচিত্তে তাহাই সম্পাদন করিতে তৎপর। সেই পবিত্রাত্মা দৈত্যত্রয় অখিল জগৎকে তৃণ-তুল্য জ্ঞান করত বিদ্যুৎসদৃশ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া বর্ষাকালীন মেঘমালার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উত্থানপূর্ব্বক বারিধারা-সদৃশ অস্ত্রধারায় গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া সুরগণের সহিত বহুবর্ষ যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু বিবেকবশতঃ ক্ষণমাত্রও অহঙ্কারের বশীভূত হইল না। ৭—১১। কখন তাহাদিগের চিত্তে ইহা "আমার" এইরূপ বাসনা সমুদিত হইবামাত্র তৎক্ষণেই "আমি কে? এই বা কে?" ঈদৃশ আত্মবিচারসমুদ্ভূত হইয়া সেই বাসনা বিনষ্ট করিতে লাগিল। "এই শরীর ও দেবগণ সকলই অসত্য, ঐ বা কে, আর আমিই বা কে?" এইরূপ বিচার সমুদিত হওয়াতে দেবগণ হইতে কিছুতেই তাহাদিগের ভয়াদিসঞ্চার হইল না। "এই শরীর অসৎ, ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎসত্তাই আত্মাতে বিদ্যমান, আমিও নাই এবং অন্য কেহও নাই", সেই অসুরত্রয় এইরূপ নিশ্চয় করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিল। উহারা অহঙ্কার-শূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার বাসনাবিহীন, এজন্য অপরকে নিহত করিলেও উহা যে আমি করিতেছি, উহাদিগের এরূপ অভিমান নাই এবং জরামরণাদিজন্য ভীত নহে। উহারা ধীর, উপস্থিত কার্য্যকারী, ভবিষ্যৎচিন্তাশূন্য, সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত, কার্য্যদক্ষ এবং কর্ত্তৃত্বাভিমানবিবর্জ্জিত। "ইহা প্রভুর কার্য্য; সুতরাং ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এই বিবেচনাতেই সমরে নিবিষ্টচিত্ত, রাগদ্বেষাদি বিহীন ও সর্ব্বদা সমদৃষ্টি। ঐ ভীম, ভাস ও দৃঢ় প্রভৃতি দানবগণ কর্ত্তৃক দেবসেনাগণ লোভী কর্ত্তৃক অরণ্যের ন্যায় গৃহীত ও উপভুক্ত এবং ক্ষত ও দগ্ধ হইতে আরম্ভ করিলে হিমালয় হইতে পতিত গঙ্গার ন্যায় বেগে অপর দিকে ধাবিত হইল। অতঃপর সেই দেবসেনাগণ, মারুতচালিত মেঘমালা যেমন গিরিবরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ লইলেন। ১২—২০। তখন ভর্ত্তা যেমন লম্পটগণ কর্ত্তৃক আক্রান্তা রমণীকে আশ্বাস প্রদান করে, সেই-রূপ ভগবান্ হরিও, ভয়-কাতর দেবসেনাকে আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর ভগবান্, যাবৎকাল না সেই অসুরগণের সংহারার্থ উদ্যত হইলেন, তাবৎকাল সেই সুর-সৈন্যগণও ক্ষীরোদসাগর-গর্ভে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ তথা হইতে আগমন করিলে শম্বরাসুরের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অকালিক প্রলয়োপম সেই সংগ্রামে কুলাচল সকল বিধূত হইয়া উড্ডীন হইতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পরে দৈত্য সকল বলবাহনাদির সহিত নিহত হইল এবং দানবরাজ শম্বর ভগবান্ নারায়ণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপুরীতে গমন করিল। প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ দীপমালাকে নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুও, সেই বিষম সমরক্ষেত্রে ভীম, ভাস ও দৃঢ়নামক অসুরত্রয়কে ক্ষণমধ্যেই বিনষ্ট করিলেন। উহারা বাসনাবিহীন ছিল, এজন্য দেহত্যাগান্তে পরম শান্তি প্রাপ্ত হইল। নির্ব্বাপিত দীপবৎ উহারা যে কোথায় যাইল, তাহা কেহই জানিল না। অতএব মনঃ বাসনা দ্বারাই সংসারে আবদ্ধ এবং বাসনা-বিহীন হইলেই মুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য বলিতেছি, রাম! বিবেকবলে বাসনা ত্যাগ কর। ২১—২৭। সম্যক্‌রূপে সত্যাবলোকন দ্বারাই বাসনা বিলীন হয় এবং বাসনা বিলীন হইলেই চিত্ত স্বতই দীপবৎ শান্তি লাভ করে। বস্তুতঃ "এই অখিল জগৎই আত্মময়, এই জগতে আত্মা ভিন্ন অপর কিছুই সত্য নহে, সুতরাং অপর কে আর কোথায় কি ভাবনা করিবে? পূর্ণ সেই চিদাত্মাই বিবিধ প্রকার ভাবনা করিয়া থাকেন, এজন্য ভাবনাপদার্থই নাই" এইরূপ জ্ঞান সম্যক্ দর্শন। বাসনা ও চিত্ত এই পৃথক্ অর্থযুক্ত শব্দদ্বয় সত্যাবলোকন হেতু যেখানে বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই পরমপদ। চিত্ত বাসনাবদ্ধ থাকাতেই উহার অবস্থিতি, আর বাসনাবিযুক্ত হইলেই মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। নানাপ্রকার ঘটপটাকার দ্বারাই চিত্ত অবস্থিত, এজন্য বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ত্বরায় উহার শান্তিবিধান করা কর্ত্তব্য, উহা বালকনেত্রে মিথ্যাভ্রান্তিময় বেতালবৎ। যেমন, দেহাত্মভাবনা দ্বারা দাম, ব্যাল ও কটের চিত্ত অচলরূপে পরিণত হইয়াছিল, তদ্রূপ হে রাঘব! তোমার চিত্ত ভীম ভাস দৃঢ়ের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত হউক, দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় যেন তোমার হৃদয়ে স্থান না পায়। রাম! তুমি আমার শিষ্য, এবং সাতিশয় ধীশক্তি-সম্পন্ন, এজন্য আমি তোমায় যে বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, পূর্ব্বে মদীয় পিতা ব্রহ্মা এই বিষয় আমাকে কহিয়াছিলেন। হে রাঘব! সেই নিমিত্ত আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি, দাম ব্যাল কটের ন্যায় যেন তোমার অন্তরে অধিরূঢ় না হয়। হে অনঘ! সতত যেন ভীম-ভাস-দৃঢ়ন্যায়, হৃদয়ে জাগরূক থাকে। পূর্ব্বোক্ত ভীম-ভাস-দৃঢ়-ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিলে তোমার সর্ব্ব বিষয়েই অনাসক্তি জন্মিবে, তাহাতেই তোমার সবিশেষ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবে এবং বিশেষ-রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই অচিরাৎ সুখদুঃখসঙ্কুলভববন্ধন আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ২৮—৩৭।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যে সকল সাধুগণ, অবিদ্যার সৌন্দর্য্য দর্শনে বিষয়োন্মুখ মনকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই মহাবীর এবং তাঁহাদিগেরই জয়। স্বীয় মনোনিগ্রহই উপদ্রবপ্রদ অশেষদুঃখময় সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়। হে রাঘব! যাহা জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয় তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর এবং শ্রবণপূর্ব্বক অবধারণ কর। মনীষিগণ, ভোগবাসনাকেই সংসারবন্ধন এবং ভোগবাসনা-ত্যাগকেই মোক্ষ বলিয়া থাকেন। অপরাপর বহুল শাস্ত্র দর্শনে প্রয়োজন নাই এবং আমার এই কথা মাত্র পালন কর যে, এই সংসারে যে যে বস্তুকেই মধুর বোধ করিতেছ, তৎসমস্তই বিষবহ্নিবৎ দেখিবে। বিনা বিচারে বিষয়ভোগ ত্যাগ করা অতি কষ্টকর বটে, কিন্তু পুনঃপুনঃ বিচারপূর্ব্বক বিষয়ভোগ-বাসনা পরিহার করত বিষয়োপভোগ করিলে, পরিণামে ঐ বিষয়সমূহ অতীব সুখপ্রদ হইয়া থাকে। ১—৫। কণ্টকবীজ-পরিব্যাপ্ত ভূখণ্ড যেমন কণ্টকদ্রুম সকল প্রসব করে, তদ্রূপ বিষয়বাসনাক্রান্ত চিত্ত, প্রগাঢ় রাগাদিদোষ উৎপাদন করিয়া থাকে। আর চিত্ত বাসনাজালে জড়িত না হইলে আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া, ক্রমে ক্রমে পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকে। উত্তমবীজশালিনী ভূমি যেমন সময়ে সুফলপ্রদ বৃক্ষাঙ্কুরসকল প্রসব করে, তদ্রূপ সেই রাগদ্বেষাদিশূন্য সুমতিও সময়ে সর্ব্বক্লেশহারী শমদমাদি সদ্গুণশালী পরম কল্যাণপ্রদ মোক্ষফলদায়ী জ্ঞানাঙ্কুর উৎপাদন করিয়া থাকে। দয়াদাক্ষিণ্যাদি শুভভাবের অভ্যাসবশতঃ চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে, ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানরূপ জলদজাল তিরোহিত হইলে, শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায়, ক্রমে সৌজন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, গগনাঙ্গনে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় হৃদয়াকাশে পবিত্র বিবেকজ্যোতি উদ্ভাসিত হইলে, বেণুমধ্যে মুক্তার ন্যায় অন্তরে ইন্দ্রিয়নিগ্রাহক ধৈর্য্য পরিপক্ক হইলে, বসন্তকালে নিশাকরের ন্যায় মনোমধ্যে স্থৈর্য্য আত্মসুখলাভে কৃতার্থ হইলে, সৎসঙ্গরূপ সুশীতলছায়ান্বিত সুফলশালী বৃক্ষ ফলিত হইলে এবং সমাধিরূপ সরল তরুবর হইতে সুমধুর আনন্দরস নিঃসৃত হইতে আরব্ধ হইলে মন আপনা হইতেই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখবিরহিত, নিষ্কাম ও নিরুপদ্রব হইয়া থাকে। তখন তাহার চঞ্চলতা, শোক, মোহ, ভয়, শাস্ত্রার্থে সংশয়, কৌতুক, কল্পনা, আসক্তি, চেষ্টা, নিন্দা, কোন বিষয়ে অপেক্ষা, ক্ষোভ, শোক ও কোন বিষয়ে অনুরাগাদি কিছুই থাকে না। তৎকালে সে, বিবিধবাসনাবদ্ধ, স্থূলশরীরযুক্ত এবং সন্দেহরূপ কুপুত্র ও তৃষ্ণারূপিণী পত্নীসমন্বিত স্বীয় মনোময় মূর্ত্তিকে সংহারপূর্ব্বক জীবন্মুক্তিরূপ পুরুষার্থ-সাধন করে। সেই মন, "এ শত্রু, এ মিত্র" ইত্যাদি বিকল্পবোধে আপনার প্রগল্‌ভতা স্মরণপূর্ব্বক আত্মপুষ্টির হেতুভূত বিকল্পজাল পরিত্যাগ করিয়া, অনায়াসে তপবং তনুত্যাগ করিয়া থাকে। হে রাম! মনের অভ্যুদয়ই বিনাশ ও মনের বিনাশই অভ্যুদয় প্রাজ্ঞব্যক্তিরই চিত্ত বিলয় এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরই চিত্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মনই এই জগন্মণ্ডল, মনই পর্ব্বতপুঞ্জ, মনই আকাশ, মনই দেবতা, মনই মিত্র ও মনই শত্রু। চিত্তত্ত্বের বিকল্পকলুষিত যে আত্মবিস্মৃতি, উহাই সংসারবাসনা-জড়িত মন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আর বিষয়বাসনা-জড়িত চিন্মাত্রে অবস্থিত ঈষৎ বিকল্পকলুষিত চিৎতত্ত্বই জীব নামে অভিহিত হন। ৬—২১। ঐ চিত্তত্ত্ব চেত্যভাবে (দৃশ্যভাবে) আপতিত হইয়া আপনাকে চেত্যরূপে জ্ঞান করত স্বীয় আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া থাকেন। ঐ জীবরূপী চিত্তত্ত্ব ক্রমে বিকল্পজালে জড়িত হইয়া, স্বীয় সুখময় স্বভাবকে নিতান্ত অসার করিয়া মনোনাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি বিশুদ্ধাত্মা, তিনি না সংসারী পুরুষ, না শরীর, না তাহার শোণিত অর্থাৎ তৎসমুদয় হইতে সর্ব্বপ্রকারেই ভিন্ন, কারণ তিনি আকাশের ন্যায় নির্লেপ ও চৈতন্যস্বরূপ। কথিত শরীরাদি সমুদয় পদার্থ জড়। কেন না, শরীরাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলে তাহাতে রক্তমাংসাদি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। কদলীস্তম্ভ চিরিয়া ফেলিলে তাহাতে খোলা, ব্যতীত আর কি পাওয়া গিয়া থাকে? শরীর ত কদলীবৃক্ষের অনুরূপ। অতএব বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব কিছুতেই জীব নামে অভিহিত হইতে পারেন না; পূর্ব্বোক্ত মনই জীব, তুমি জানিও ঐ মনই আকারপ্রাপ্ত হইয়া, নরনামে অভিহিত হয়। ঐ মনই স্বীয় বিকল্পবলে আপনাকেই আত্মা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। যেমন কোষকার কীট আপনার বন্ধনের নিমিত্ত কোষ রচনা করে, তদ্রূপ ঐ জীবদেহ ধারণ পূর্ব্বক আপনার বন্ধের নিমিত্ত আপনাতে বহু প্রকার বিকল্প বা বাসনা সঞ্চয় করিয়া থাকে। ২২—২৬। পরে ঐ জীব বর্ত্তমান দেহভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া (দেহত্যাগ করিয়া) আবার অন্য দেশে ও অন্যকালে অঙ্কুরের পল্লবভাব প্রাপ্তির ন্যায়, অন্য শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। (সুতরাং দেহকে আত্মা বলা যাইতে পারে না)। জীবরূপী মনের যাদৃশ বাসনা সঞ্চিত থাকে, পরে সে তাদৃশভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্ত যেরূপ ভাবপ্রাপ্ত হইয়া নিদ্রিত হয়, স্বপ্নদশাতেও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। ২৭—২৯। তিন্তিড়ি প্রভৃতি অম্লফলের বীজ মধু দ্বারা সিক্ত করিয়া রোপিত করিলে উহা বৃক্ষ হইয়া যে ফল ধারণ করে, ঐ ফল মধুর হইয়া থাকে, আবার সেই মধুসিক্ত ফল যদি বিষোপম ধুস্তূরকরঞ্জাদির রসে সিক্ত করিয়া রোপণ করা যায় ত, তাহা ফুলফলে কটু হইয়া থাকে, ইহা লোকতঃ প্রসিদ্ধ। এইরূপ চিত্তও মহতী শুভবাসনায় মহদ্ভাব ধারণ করে; লোগ্রোদ্রদবস্থায় মনে মনে ইন্দ্ররাজ্য প্রাপ্তি কল্পনা করিয়া স্বপ্নাবস্থাতেও তাহা অনুভব করিয়া থাকে। আবার ক্ষুদ্র বাসনাবলে চিত্ত ক্ষুদ্রভাব ধারণ করিয়া থাকে, পিশাচভয় উপস্থিত হইলে, রাত্রিকালে স্বপ্নেও পিশাচ দেখা গিয়া থাকে। ৩০—৩১। যেরূপ সরসী নির্ম্মলভাব ধারণ করিলে তাহাতে কালুষ্যভাব থাকিতে পারে না, আবার কালুষ্যভাব ধারণ করিলে তাহাতে নির্ম্মলতা থাকে না, সেইরূপ মন অতিশয় কলুষিত হইলে তদনুরূপ ফল লাভ করে এবং সাতিশয় নির্ম্মল হইলে ফলও সেইরূপ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যিনি একবার নির্ম্মলভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ চিত্তপ্রসন্নতারূপ সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই উত্তম উদারাশয় ব্যক্তি দৈবাৎ বিপন্ন হইলেও ক্ষীণ শশধরের ন্যায়, সতত উদ্যোগবলে স্বীয়প্রাপ্ত নির্ম্মলতা কদাচ পরিত্যাগ করেন না; প্রত্যুত ক্ষীণ শশাঙ্কের ন্যায় ক্রমশঃ চেষ্টাবলে পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অথবা তাদৃশ নির্ম্মল ভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকটে বিপন্নতা, আবার কি? তাঁহার নিকটে বন্ধ, মোক্ষ কিছুই নাই, তিনি জানেন এ সমস্তই ইন্দ্রজালবৎ অলীক মায়ামাত্র। ৩২—৩৫। তাঁহার নিকটে ঐ মায়া গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, স্বপ্ন-

মরীচিকার ন্যায়, দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায়, একান্ত অলীক। সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মসত্তা—ইহাতে একত্ব, দ্বিত্ব—কিছুই নাই, ইহাই পরমার্থ। পরিদৃশ্যমান এই সংসার অসম্য, ইহাতে কিছুই সারতা নাই। "আমি অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন নহি, আমি পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র" ইত্যাকার যে দুর্নিশ্চয়, ইহা "আমি অনন্ত, আমি ঈশ্বর" ইত্যাকার নিশ্চয়ে বিলয়প্রাপ্ত হয়। ৩৬—৩৮। সর্ব্বগামী স্বচ্ছ একমাত্র আত্মা-বিদ্যমানে "এই দেহই আমি" ইত্যাকার যে ভাবনা, তাহাই লোকে বন্ধনশব্দে অভিহিত হয়, ঐ বন্ধন একমাত্র নিজ বিকল্পবলেই কল্পিত করা হয়। সর্ব্বস্বরূপিণী ব্রহ্মসত্তার বস্তুতই বন্ধ-মোক্ষদশা বা দ্বিত্ব-একত্ব সংখ্যা কিছুই নাই, ইহাই সত্য জানিবে। বর্ত্তমান শরীরেই মন সর্ব্ববস্তুতে অনাসক্ত হইয়া নির্ম্মলতা পাইয়া, স্বকীয় মনোভাব দূরীকরণপূর্ব্বক পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ শুভ্রপটে রঞ্জনদ্রব্য যেমন পরিস্ফুটভাবে লগ্ন হয়, সেইরূপ শুভবাসনারূপ সলিলসেকে নির্ম্মলভাবাপন্ন মনই পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারিণী দৃষ্টি লাভ করিতে পারে। অতএব হে অনঘ। তুমিও "সমস্তই আমার আত্মা" ইত্যাকার সর্ব্বময়ী ভাবনাবলে হেয়-উপাদেয় বুদ্ধির উচ্ছেদ কর, তাহা হইলে (সহজেই) বন্ধ-মোক্ষভাব পরিত্যাগ করিতে পারিবে. ৩৯—৪৩। যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিকমণি হইতে বিবিধ দ্যুতি বাহির হয়, সেইরূপ এই জগৎ কায়িক পুণ্যকর্ম্ম, শাস্ত্রালোচনা, বৈরাগ্য ও তত্ত্ববোধ দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্তেরই বিবিধ প্রতিভাস মাত্র, ইহাতে সত্যতা কি? বাহ্যপদার্থে সংলীন চিত্ত, পরব্রহ্মে একাগ্রভাব ধারণ করিতে পারে না। চিত্তের ঐ যে অসত্য জ্ঞানদৃষ্টি, উহা পরব্রহ্মদর্শনক্ষণেই বিনাশী জানিবে। চিত্ত যখন বাহ্য-আভ্যন্তর সমুদয় দৃশ্যদৃষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক লীনভাবে অবস্থান করে, তখনই সে তৎপদ প্রাপ্ত হয়। এই যে পরিদৃশ্যমান দৃশ্যপ্রপঞ্চ ইহা নিশ্চিতই অসন্ময়। ঐ দৃশ্যপ্রপঞ্চময়ত্বই চিত্তের স্বরূপ বলিয়া জানিবে, এতদ্ব্যতীত চিত্তের আর কোন স্বরূপ নাই। ৪৪—৪৭। মনের আদি ও অন্ত যখন বিনশ্বর, তখন তাহার মধ্যভাগও অসৎ বলিতে হইবে। মনের এই অসদ্রূপতা যিনি অবগত নহেন, তাহার দুঃখভোগ অনিবার্য্য। "এই জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই একমাত্র আত্মা, এইরূপ বোধ না থাকিলে এই দৃশ্যজগৎপ্রপঞ্চ দুঃখপ্রদ হইয়া উঠে, উক্ত বোধ থাকিলে ইহা ভোগ * মোক্ষ সুখ প্রদান করিয়া থাকে। জল এক পদার্থ, তরঙ্গ তদ্ভিন্ন অন্য এক পদার্থ, এই প্রকার ভেদবুদ্ধিই অজ্ঞতা; যিনি জানেন জল ও তরঙ্গ একই পদার্থ, তিনি যথার্থ জ্ঞানবান্। ৪৮।৪৯। ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, এইরূপ-বুদ্ধি থাকিলে উপাদেয়ের অভাবে দুঃখ আসিয়া পড়ে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উক্তভেদবুদ্ধি নিরাকরণ করিতে পারিলে, একমাত্র আনন্দ অবশিষ্ট থাকে, তখন আর কিছুরই অভাব অনুভূত হয় না, সুতরাং দুঃখ কোথায়? কথিত প্রকারে মনের অসত্তা প্রতিপাদিত হইল, সঙ্কল্পকল্পিত বলিয়া মন অসৎ। অতএব হে রাঘব। মনের অসত্ত্ব এক্ষণে তোমার স্থির হইয়া গেল, তবে উহার বিনাশে আবার শোক কি? বন্ধু স্নেহবিহীন হইলে তাঁহার প্রতি স্নেহ ও বিদ্বেষভাব না দেখাইয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, যেমন কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না, সেইরূপ তুমিও আত্মার পিঞ্জরভূত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের প্রতি উপেক্ষা বুদ্ধি প্রদর্শন কর। ইহাতে আসক্ত হইও না, তাহা হইলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না। যেমন লোকে স্নেহবিহীন বন্ধুর সুখে সুখী বা দুঃখে দুঃখী হয় না, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধই রাখে না, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে তদ্রূপ এই দুষ্ট পাঞ্চভৌতিক দেহের সুখে বা দুঃখে লিপ্ত হইতে হয় না। ৫০—৫৪। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যবর্ত্তী যে দর্শন (জ্ঞান), তাহাই অনাদি শিব ও সত্যস্বরূপ, এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইয়া গেলে এই মন ঝটিকাগমে ধূলির ন্যায় প্রশমিত হইয়া যায়। মনোরূপী মারুত প্রশান্ত হইলে এই স্থূলদেহরূপ ধূলিও প্রশান্ত হইয়া যায়। তখন সংসারলগ্নে (সংসারের অধিষ্ঠানভূত প্রত্যগ্ব্রহ্মে) নীহারপাত (অবিদ্যাসঞ্চার) হয় না। বাসনাবর্ষা প্রক্ষীণ হইলে চিত্ত, নির্ম্মল স্বীয় পূর্ণস্বরূপে বিহার করে। তখন হৃৎকম্পকারী জড়তারূপ পঙ্ক, শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ তৃষ্ণারূপী কচ্ছপ্রদেশ শুষ্ক, হৃদয়কানন (রাগাদি জন্তু না থাকায়) পরিষ্কৃত, ইন্দ্রিয়রূপ কাশকুসুমের বিলয় ও মিথ্যাজ্ঞানরূপ মেঘের অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলে মোহ-মিহিকা (অজ্ঞানরূপ কুজ্ঝটিকা), প্রভাত হইলে রজনীর ন্যায় আপনিই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন মন্ত্রাহত বিষের ন্যায় জড়তা কোথায় চলিয়া যায়; তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন দেহগিরিতে তরঙ্গরূপা ক্ষুদ্রনদী আর প্রবাহিত হয় না। তখন সঙ্কল্পরূপী মত্তময়ূরবৃন্দ পক্ষ-প্রসারিত করিয়া আর নৃত্য করে না। তখন জীবসূর্য্য স্বরূপসংবিৎ-আকাশে অপরোক্ষভাবে সমুদিত ও সাতিশয় নির্ম্মলভাবাপন্ন হইয়া পরমশোভা ধারণ করিয়া থাকে। তৎকালে তৃষ্ণারূপী দিঙ্মণ্ডল, মোহ-মেঘনির্ম্মুক্ত, ধৌত রজো দ্বারা (ধূলি ও গুণ) অদূষিত বিবিক্তভাব (বিবেক ও বিভক্তভাব, মেঘ না থাকিলে দিঙ্মণ্ডলের বিভাগ স্পষ্ট লক্ষিত হয়) প্রাপ্ত হইয়া পরম-শোভিত হইয়া উঠে। ৫৫ ৬২। শরদাকাশে চন্দ্রিকা যেমন দিঙ্মণ্ডল শীতল করিয়া পরম শোভা ধারণ করে, সেইরূপ তৎকালে চিত্তাকাশের মঞ্জরীরূপিণী চিত্ত-বৃত্তি পূর্ণ্যকলানুবর্ত্তিনী হইয়া সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পরিশোধিত বিবেক-ভূমি অবিলম্বে সর্ব্ববিধ সম্পদের প্রকাশকারী পরমানন্দদায়ী আত্মারূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে অর্থাৎ ক্রমে অদ্বয় আনন্দময় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। তখন পর্ব্বত ও বিশাল বনভাগ-সমন্বিত জগন্মণ্ডল পরমাত্মার সুন্দর জ্যোতিতে অতি নির্ম্মল ও সুশীতল হইয়া উঠে। ৬৩—৬৫। চিত্তসরোবর উক্ত প্রকারে স্বচ্ছ-স্ফটিকমণির সমান সুবিস্তৃত হইয়া রজঃশূন্য অভ্যন্তরক্ষেত্রে পরমশোভা ধারণ করে। তৎকালে হৃদয়রূপ পদ্মকোশ হইতে চপল-অহঙ্কার-মধুকর একেবারে কোথায় যে পলায়ন করে, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন স্বীয় দেহনগরের অধিপতি (আত্মা) শান্তমনা বাসনা-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বগামী সর্ব্বাত্মক হইয়া উঠেন, তাঁহার আর সঙ্কোচভাব থাকে না। এইরূপে তত্ত্ববিৎ আপনার পাপরাশি বিদূরিত করিয়া ধীরবুদ্ধি হইয়া ঐহিক পারত্রিক গতিসকল নীরস বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার দ্বারা আত্মদীপ লাভ করত (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া) বিগতজ্বর হইয়া স্বীয় দেহনগরেই বিরাজ করেন। ৬৬—৭১। পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

* এস্থলে ভোগশব্দে প্রারব্ধ পুণ্যেরই অবশিষ্ট ভোগ বুঝিতে হইবে

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! বিশ্ব হইতে অতীত চিন্ময় আত্মায় এই বিশ্ব যেরূপে অবস্থিত, তাহা পুনরপি কীর্ত্তন করিয়া আমার জ্ঞানবর্দ্ধন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন তরঙ্গমালা জলের বিকারমাত্র এবং জলেই অনভিব্যক্তভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ এই সৃষ্টিসমূহ (বিশ্বসমূহ) চিন্ময় আত্মতত্ত্বে তাঁহা হইতে ভিন্নরূপে অবস্থিত নহে অর্থাৎ তৎস্বরূপেই অবস্থিত। যেমন আকাশ সর্ব্বগামী হইলেও সূক্ষ্মতানিবন্ধন লক্ষিত (প্রত্যক্ষগোচর) হয় না, সেইরূপ অবয়ববিহীন (সূক্ষ্ম) চিত্তত্ত্ব সর্ব্বগামী হইলেও লক্ষিত হন না। স্বচ্ছ-স্ফটিকাদি মণি আবৃতই হউক আর অনাবৃতই হউক, তদ্গতপ্রতিবিম্ব যেমন সত্যও নহে, অসত্যও নহে, আত্মাতে এই সৃষ্টিও (ঐ মণির প্রতিবিম্ববৎ) তদ্রূপ সত্যও নহে, অসত্যও নহে। আকাশ যেমন মেঘের আধার হইলেও মেঘ-স্পৃষ্ট নহে, অর্থাৎ নির্লেপ, সেইরূপ এই সৃষ্টিসমূহ চৈতন্যে অবস্থিত হইলে পরাচিৎ (চৈতন্য) তাহা কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হন না। ১—৫। যেমন জলপতিত সূর্য্যকিরণ জলসংসৃষ্ট বলিয়া স্পষ্টরূপে লক্ষ্য না হইলেও জলে প্রতিবিম্বিতরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে; পুর্য্যষ্টকাত্মক * শরীরে আত্মচৈতন্য সেইরূপ লক্ষিত হইয়া থাকেন। এই চৈতন্যে বাস্তবিকই কোনপ্রকার সঙ্কল্প বা কোনপ্রকারই সংজ্ঞা নাই, ইনি অবিনাশস্বভাব, তবে এই যে চেত্যপ্রভৃতি (সৃষ্টিপ্রপঞ্চ), ইহা তাঁহার কল্পিত নামমাত্র। তত্ত্বদর্শীর নিকটে ইনি আকাশের শত-ভাগের একভাগের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম, অতিনির্ম্মল এবং নিষ্কলস্বরূপ (অবয়বশূন্য)। তত্ত্বদর্শীরা জানেন, এই সংসারের স্বরূপ সাবয়ব হইলেও উক্ত চিতিতে নিরবয়বরূপে অবস্থিত এবং উক্ত চিতি একমাত্র স্বস্বরূপপ্রদর্শনকারিণী। যেমন সাগরসলিলে বিবিধ তরঙ্গাদি বিকারময়-নানাভাব সলিল হইতে অভিন্নরূপেই তাহাতে অবস্থিত, তদ্রূপ চিৎসাগরে 'আমিত্ব' 'তুমিত্ব' প্রভৃতি নানাভাব অভিন্নরূপেই অবস্থিত; তদ্ভিন্নরূপে এই নানাভাবের প্রকাশই সম্ভবে না। ৬—১০। যদি বল 'চিৎ আপনাতে চেত্য (তদ্ভিন্ন বিশ্বপ্রপঞ্চ) সংগ্রহ করিয়া আনেন," তাহা হইতে পারে না, কারণ চিদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সুতরাং তোমাকে বলিতে হয়, চিৎ চিৎ-সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাহাও সম্ভবে না, কারণ চিতির কোন ব্যাপা-রই নাই; সুতরাং ইহাই ফলে পর্য্যবসিত হয়, যে, একমাত্র চিৎই স্বস্বরূপে আপনাতে বিদ্যমান। এই বিশ্ব তাঁহা হইতে ভিন্ন পদার্থ,—ইহা কেবল মূঢ়ের কল্পনামাত্র। মূঢ়েরা জানে, অসৎ (তত্ত্বদর্শীর জ্ঞানে) বিশাল এই সংসার-পরম্পরা ঐ চিতির অভ্যন্তরে অবস্থিত। তত্ত্বদর্শীরা জানেন, সমস্তই একমাত্র অদ্বয় চিৎ; তিনিই প্রকাশস্বরূপে বিরাজমান। এই চিতি একমাত্র অনুভূতি দ্বারাই সূর্য্যাদির প্রকাশ করিয়া থাকেন, সকল জীবের বিষয়াস্বাদনশক্তি উৎপাদন করিয়া দেন এবং সংসারী জীবের উৎপত্তি সম্পাদন করেন। তথাপি এই চিতির অস্ত, উদয়, উত্থান, অবস্থান, গমন, আগমন কিছুই নাই। হে রাঘব! নির্ম্মলা এই চিতি আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়াই এই জগদাত্মক প্রপঞ্চাকারে প্রকাশিত হন (জগৎপ্রপঞ্চাকার ধারণ করাতে ইঁহার স্বরূপক্ষতি কিছুই নাই, ইনি যেমন, তেমনই আছেন)। ১১—১৫। যেমন জল, জল-রূপেই প্রকাশিত, তেজ তেজোরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, চিৎ সেইরূপেই সৃষ্টিপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত জানিবে; অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ইঁহার চিৎস্বরূপতা হইতে অণুমাত্রও বিভিন্ন নহে। চিন্নামক স্বভাব প্রকাশময় ও নিরবয়ব হইলেও সর্ব্বগামী বলিয়া সাবয়ব ও "আমি অজ্ঞ" ইত্যাকার অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন বলিয়া অপ্রকাশ অর্থাৎ স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়েন। এইরূপে অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত হইয়া চিৎস্বরূপ স্বীয় অনন্তপদ (অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ) পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে "এই (দেহ) আমি" ইত্যাকার ভাবনায় অজ্ঞ (জীব) পদবাচ্য হন। কথিতপ্রকারে ইঁহার নানাত্ব রূঢ় হইয়া উঠিলে "ইহা আছে, ইহা নাই" এইরূপ ভাব ও অভাবের এবং 'ইহা গ্রাহ্য, ইহা গ্রাহ্য নহে' ইত্যাকার ইষ্টা-নিষ্টের আস্পদ দেহাত্মবুদ্ধি স্থিরতাপ্রাপ্ত হয়। তখন আত্মরূপে অধ্যস্ত পুর্য্যষ্টকের স্পন্দনপরম্পরা দ্বারা তিনি এই ভোগ্য-জগৎ নির্ম্মাণ করেন। এই জগৎ নির্ম্মাণে তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই, কেবল পুর্য্যষ্টকের স্পন্দেই উহা সম্পাদিত হয়। এই যে ভূগর্ভস্থ অঙ্কুর মৃত্তিকাভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে, এস্থলে সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি সর্ব্বময় আকাশ আপনাতে বিবর ধারণ না করিলে ঊর্দ্ধে অবকাশের অভাবে ঐ অঙ্কুরের উদ্গম কিছুতেই সম্ভাবিত হইত না। এইরূপ ঐ অঙ্কুরকে উদ্গত করিবার জন্য স্পন্দাত্মক বায়ু নিম্ন হইতে উহাকে আকর্ষণ না করিলে, জল স্বীয় রস প্রদানে উহাকে সুস্নিগ্ধ না করিলে, পৃথিবী স্বীয় দৃঢ়তা প্রদান না করিলে এবং তেজঃ স্বীয়রূপ প্রদান না করিলে কিছুতেই ঐ অঙ্কুরের উদ্গতি সম্ভাবিত হইত না। সমুদয় জগৎই এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে স্থিতিলাভ করিতেছে। বিভিন্ন হেমন্তাদি-কালও ভিন্ন-কালজাত অঙ্কুরাদির উৎপত্তির বাধক হইয়া স্বকাল-জাত অঙ্কুরের উদ্গমের হেতু হইয়া থাকে। ১৬—২২। সর্ব্ব-গামিনী চিতিই গন্ধভাবাপন্ন এবং মৃত্তিকার অন্তর্গত রসভাবাপন্ন হইয়া তরুমূলভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মূলস্থ রসভাবাপন্ন ঐ চিৎই ক্রমে পল্লব, ফল ও শিরাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায়, বৃক্ষের বিচিত্র নবীভাব উৎপাদন করেন। এইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে কোন বস্তু যে আকারে আবির্ভূত হইতেছে, সমস্তই ঐ চিতির অনুগ্রহে। ঐ চিতিই পুষ্পপল্লবরাশি রূপ ধারণ করিয়া বসন্তকালের পরিপোষণ করেন, সূর্য্যের তাপশক্তি প্রখর করিয়া নিদাঘ-ঋতুর আবির্ভাব করিয়া দেন, সুনীল মেঘমালা বিস্তার করিয়া বর্ষাসময়ের আবির্ভাব করেন। এবং ঐ চিতির অনুগ্রহেই বিবিধ ফলরাশি, উৎপন্ন হইয়া যে শরৎকালের আবিষ্কার করে, হেমন্তকালে দশদিক্ যে তুষারশোভিনী হয় এবং শীতকালে শীতল বাতাস যে জলকে বরফ করিয়া তুলে, এ সমস্তই ঐ চিতির অনুগ্রহের ফল। কাল যে স্বীয় যুগময়ী মর্য্যাদা পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ যুগ-বৎসর ইত্যাদি বিভিন্নাকার প্রবর্ত্তিত হয়। এবং এই যে সৃষ্টিপরম্পরা নদীর তরঙ্গমালাবৎ অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, ইহাও চিতির অনুগ্রহ। স্থিরতা-চাতুর্য্যসম্পাদনকারিণী এই যে নিয়তির সত্তা এবং এই যে নিখিলজনের আধারভূতা ধরা স্থির ভাবে আপ্রলয়কাল অবস্থান করিতেছে ইহাও চিতির অনুগ্রহ। ভুবনমধ্যে এই যে, চতুর্দ্দশ

* পুর্য্যষ্টকশব্দে,—পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, পঞ্চবায়ু ও অবিদ্যা এই আটটিকে বুঝায়। তথাহি "ভূতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিবাসনাকর্ম্মবায়বঃ। অবিদ্যা চাষ্টকং প্রোক্তং পুর্য্যষ্টমৃষি-সত্তমৈঃ"। ইতি

প্রকার ভূতজাতি, বিবিধ আকারে বিবিধ ব্যবহারে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া পুনঃপুনঃ লয়প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাও প্রোক্ত চিতির নিয়মে। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, এই সমস্ত জন্মমৃত্যুপ্রবাহ জলের বুদ্বুদের ন্যায় বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই এই শোচনীয় মূঢ়জীববর্গ জন্মমৃত্যুগ্রস্ত ও কৃতান্তের করালগ্রাসগত হইয়াই এই সংসারে কামনাবশে বিষয়ভোগের জন্য কৌতুকে গতায়াত করিতেছে, অর্থোপার্জন করিতেছে, অবস্থান করিতেছে ও ধাবিত হইতেছে। ২৩—৩৩।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই সংসারপরম্পরা বারংবার পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে আগত হইয়া (অজ্ঞদৃষ্টিতে) স্থিরতর আকার ধারণ করিতেছে এবং আবার তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বতই উৎপন্ন হইয়া পরস্পর হেতুভাবাপন্ন হইয়াছে, পরে যখন নষ্ট হয়, তখন ঐরূপ (পরস্পর) হেতু-ভাবাপন্ন হইয়া স্বতই বিলীন হইয়া যায়। যেমন অগাধ সলিলের মধ্যে স্পন্দন থাকিলেও জলশূন্য স্থান না থাকায় তাহা লক্ষ্য হয় না অর্থাৎ স্পন্দন নাই বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এই পরিদৃশ্য-মান জগৎপ্রপঞ্চ চিৎরূপে অলক্ষিত না হইলেও একমাত্র চিৎই বলিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে নিরাকার-গগনে যেমন নদীভ্রম হয়, চিত্তত্ত্বে এই সৃষ্টিসমূহ সেইরূপ ভ্রম বলিয়া জানিবে। যেমন আত্মা ঘূর্ণমান না হইলেও মত্তাবস্থায় ঘূর্ণমান বলিয়া বোধ হয়, এই চিত্তত্ত্বও সেইরূপ চিৎস্বরূপে বিরাজমান থাকিলেও তদ্‌ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। ১—৫। একমাত্র চিৎই এই জগৎপ্রপঞ্চবেশ ধারণ করায় এই জগৎপ্রপঞ্চ অসৎ বলা যায় না, আবার তত্ত্বজ্ঞানে ইহার সত্তা থাকে না বলিয়া ইহাকে সৎও বলা যায় না। স্বর্ণবলয়াদির স্বর্ণতা স্বর্ণবলয়াদি হইতে ভিন্ন না হইলেও, (স্বর্ণবলয়ের ব্যবহার কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না বলিয়া,) ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। হে রাঘব! তুমি যাহার সাহায্যে শব্দ, রস, রূপ ও গন্ধ অবগত হইতেছ, তিনিই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা এই সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ পূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কেবলমাত্র এক আত্মাই সত্য, এই কারণে সর্বগামী অতীত বিমল আত্মা হইতে বিভিন্ন আর অপর কল্পনা নাই, বাস্তবিকও তদ্ভিন্ন অন্য কল্পনা বৃথা। হে রাম! অন্য বস্তুর সত্তা অসত্তা ও শুভাশুভ সৃষ্টি-সমূহ বাসনাবশে কল্পিত হইয়া থাকে; ঐ সমুদয় কল্পনা (মায়িক-দৃষ্টিতে) অনাত্মভূত মায়াতেই হইয়া থাকে, কিংবা (তত্ত্বদৃষ্টিতে) আত্মাতেই (তত্ত্বদৃষ্টিতে আত্মভিন্ন অসৎ বলিয়া) হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি আত্মভিন্ন পৃথক্ বস্তু সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাতে সৃষ্টি-বিষয়ক বাসনা হইতে পারে, যখন আত্মভিন্ন কিছুই সম্ভব হয় না, তখন আত্মা আবার কি বাঞ্ছা করিবেন? কোন্ বিষয়েরই বা স্মরণ করিয়া ধাবিত হইবেন এবং ধাবিত হইয়াই বা কি ফলপ্রাপ্ত হইবেন? ৬—১০। অতএব "ইহা আমার বাঞ্ছিত, ইহা বাঞ্ছিত নহে"—আত্মার এইরূপ বিকল্প নাই, অতএব নিরিচ্ছ বলিয়া আত্মা কিছুই করেন না, কারণ কর্ত্তা, করণ ও কর্ম্ম সবই ত এক। তিনি কোন স্থানে অব-স্থানও করেন না, কারণ তাহা হইলে আধার ও আধেয়ের বিভেদ থাকে না। তাই বলিয়া ইচ্ছাবিহীন আত্মা কর্ম্মবর্জ্জিত বলা যাইতে পারে না কারণ দ্বিতীয় কল্পনা ইহাতে একেবারেই নাই। কর্ম্মবর্জ্জিত বলিতে গেলে তাঁহার পূর্ব্বে অবশ্য কর্ম্ম ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু আত্মভিন্ন স্বতন্ত্র কর্ম্ম একে-বারেই নাই। অতএব হে রাম! এই জগৎ অন্যবিধ কল্পনা, ইহা অবগত হইতে পার না; এই সমস্তই ব্রহ্মস্থিতি। যদি তুমি অন্যবিধ কল্পনা বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি সর্ব্বদ্বন্দ্ব-বিনির্ম্মুক্ত ও গতজ্বর হইলেও কর্ত্তা হও। হে রাঘব! আরও দেখ, যদি তুমি কর্তৃত্ববিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ কার্য্য কর, তাহা হইলে তাহাতে দেহাদির উপচয় ব্যতীত আর কি ফলপ্রাপ্ত হইবে? তাহাতে তোমার নিত্য নিরতিশয় আনন্দময় আত্মার উপযোগী কোন ফল পাইবে কি? তাহা কখনই পাইবে না। অতএব কর্তৃত্বের আগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মস্বরূপের সমুচিত অকর্তৃত্ব বিষয়েই তোমার আস্থা হউক; তুমি ত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছ। (তোমার ঐরূপ কর্তৃত্বাভিমান সমুচিত নহে।) তুমি নির্ব্বাত জলধির ন্যায় নিস্পন্দ স্বস্থ ও স্বস্থভাবে অবস্থিত হও। ইহা দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সুখলাভ করিয়া পূর্ণকাম হওয়া যায়। এই উপায় কদাচ অতিদূরে গমন করিয়া বহুযত্নেও লাভ করা যায় না। ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি কখনও মনে বাহ্য পদার্থকে স্থান দিও না, তুমি প্রত্যগ্‌রূপ-বিহীন নহে, পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখিলে তুমিই পূর্ণানন্দ চিন্ময় আত্মা। ১১—১৪।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যখন আত্মা কর্তৃত্বহীন, তখন সুখ-দুঃখাদি ভোগে ও যোগাভ্যাস প্রভৃতিতে যে কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহা অসৎ, কেবল মূর্খের নিকট তাহা সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কর্তৃত্ব কাহাকে বলে? শরীরের ক্রিয়া কর্তৃত্ব নহে, কারণ অবুদ্ধিপূর্ব্বক যদি কোন কার্য্য করা যায়, সে স্থলে "আমি করিতেছি" এরূপ প্রত্যয় হয় না, কিন্তু নিশ্চয়াত্মিকা অন্তর-স্থিত মনোবৃত্তিই কর্তৃত্ব; ইহাকেই বাসনা বলা যায়। তথাবিধ ফল-ভোক্তৃত্বও মনোবৃত্তির (বাসনার) অধীন চেষ্টাবশেই হইয়া থাকে। যেহেতু পুরুষ বাসনার অনুরূপই স্পন্দিত হয়, সেই স্পন্দের অনুরূপই ফল অনুভব করে, ফলভোক্তৃত্ব ও উক্তবিধ কর্তৃত্ব হেতুক হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। পুরুষ কোন কার্য্য করুক অথবা না করুক, মনের বাসনা যাদৃশ হইবে, তদনুরূপ স্বর্গ বা নরক ফল অনু-ভূত হইবে, অতএব যাহারা অজ্ঞাততত্ত্ব, তাহারা কার্য্য করুক বা না করুক, তাহাদেরই কর্তৃত্ব, আর যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের কর্তৃত্ব নাই, যেহেতু তাদের বাসনা অপগত হইয়াছে। ১—৫। যিনি তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার বাসনা শিথিল হওয়ায় কোন কার্য্য করিলেও তিনি তাহার ফলানুসন্ধায়ী হন না, অথচ অনাসক্ত হইয়া কেবলমাত্র স্পন্দন করেন; প্রাপ্ত কর্ম্মফলসমুদয়কে আত্মা হইতে অভিন্নই অনুভব করেন। ভোগাসক্ত-চিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তি কোন কার্য্য না করিলেও সে তাহার কর্ত্তা হয়। মন যাহা করে, তাহাই

কৃত হয়, যাহা করে না,তাহা কৃত হয় না, অতএব মনই কর্ত্তা,দেহ কর্ত্তা নহে। চিত্ত হইতে এই সংসার আগত হইয়াছে,এই সংসার চিত্তময়,চিত্তেই এই সংসার অবস্থিত,ইহাপূর্ব্বে বিচার করিতে হয়; সমুদয় বিষয় ও চিত্তবৃত্তি উপশান্ত হইলে, তাহা কেবলমাত্র এক বাসনাতে পরিণত হয়, সেই বাসনাবলেই জীব। সেই জীবগণের মধ্যে যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহাদের মন জলদের জলবর্ষণ কালে মরীচিকাসলিলের স্থায় উপশান্ত হইয়া যায়, প্রচণ্ড আতপে হিমবিন্দুবৎ বিলীন হইয়া তুর্য্যদশাগত হইয়া অবস্থান করে। জ্ঞানীদিগের মন বিষয়-সুখে বিভ্রান্ত নহে ও স্বরূপানন্দশূন্যও নহে, চঞ্চল নহে ও পাষাণবৎ অচল অর্থাৎ জড়াবদ্ধও নহে, সৎও নহে অসৎও নহে। উক্ত নিরানন্দতা আনন্দময়তা-প্রভৃতির মধ্যগত অর্থাৎ সন্ধিদশাগ্রস্তও নহে, কিন্তু বহুলপরিমাণে আত্ম-সুখরূপ একরসবিশিষ্ট। ৬—১০। হস্তীর যেমন পল্বলে নিমজ্জন অসম্ভব, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ কদাচ বাসনাময় স্পন্দরসে নিমগ্ন হন না, কিন্তু মূর্খদিগের মন সতত ভোগভূমিই দেখিতে থাকে, কখনও আত্মতত্ত্ব দেখিতে পায় না। এ বিষয় অপরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তির মনে যদি "সতত গর্ত্তে পড়িতেছি" এইরূপ বাসনা থাকে, তাহা হইলে বাস্তবিক গর্ত্তে না পড়িলেও শয্যায় অবস্থিত হইয়াও স্বপ্নে গর্ত্তে পতনজন্য দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মন উপশম প্রাপ্ত হইলে, তখন সে গর্ত্ত হইতে পতিত হইলেও শয্যাসনে অবস্থানসময়বৎ স্বচ্ছন্দে সুখে অবস্থান করে। এই শয্যায় অবস্থানও গর্ত্তপাতনের মধ্যে এক-জন গর্ত্তে পতনকর্ত্তা না হইলেও, কর্ত্তা হইতেছে, অপর জন (তত্ত্বজ্ঞ) গর্ত্তে পতনকর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা হইলেন, চিত্তই ইহার একমাত্র কারণ। অতএব চিত্ত যেরূপ হইবে, পুরুষও সেইরূপ হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত জানিবে। তুমি কর্ত্তাই হও বা কর্ত্তা না-ই হও, তোমার চিত্ত যেন তাদৃশ গর্ত্তপতনব্যাপারে আসক্ত না হয়। তুমি নিশ্চয়ই জানিবে, আত্মতত্ত্বভিন্ন আর কিছুই নাই। যে যে ব্যাপারে তোমার আসক্তিসম্ভাবনা, তাহাও ঐ আত্মতত্ত্ব। তুমি এক্ষণে শুদ্ধচিত্ত হইয়াছ জানিবে, এই জগদ্গত যাহা কিছু, সমুদয়ই আভাস, অর্থাৎ ভ্রান্তিমাত্র। এইরূপে পুরুষ জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইলে, তখন তাহার আত্মা সুখ-দুঃখ-গোচর নহে, এই নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। আত্মভিন্ন আধার আধেয় দৃষ্টি কিছুই নাই,—এই নিশ্চয় যখন হয়, তখন কর্ত্তা বা ভোক্তা সমুদয় এই জগৎ পদার্থের অতিরিক্ত কেশাগ্রের সহস্রভাগের একভাগস্বরূপ (সূক্ষ্ম) 'আমি' এই নিশ্চয় হইয়া থাকে; তখন আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই এই স্থিরজ্ঞান হয়। তাহাতে আমি সর্ব্বপদার্থের প্রকা-শক সর্ব্বগামী হইয়া রহিয়াছি,—এই নিশ্চয় হওয়ায় "আমি সুখ-দুঃখের গম্য নহি" এইরূপ বিগতজ্বর হইয়া, চিত্তবৃত্তি ক্রীড়াচ্ছলে ব্যবহারপরায়ণ হইয়া থাকে অর্থাৎ আসক্তি আর তখন থাকে না। সঙ্কটসময়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই জগৎ জ্যোৎস্নাবৎ কেবল-মাত্র আনন্দে অলঙ্কৃত হয়, অর্থাৎ তখন তাঁহার কোন কষ্টই হয় না। তত্ত্বজ্ঞ, চিত্তবৃত্তিকে কোন কার্য্য করিলেও তাহার কর্ত্তা হন না, মন তখন নির্লেপ হওয়ায়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বন্ধুদ্বারা হস্তাদি বিক্ষেপরূপ কর্ম্মেরও ফল অনুভব করেন না। ১১—১৫। এইরূপে মনই সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা, সকল ভাব, সকল লোক ও সকল প্রকার গতির বীজস্বরূপ। সেই মনকে পরি-ত্যাগ করিতে পারিলে সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যক্ত হয়, নিখিল দুঃখের ক্ষয় হয়, সমুদয় কর্ম্মও লয়প্রাপ্ত হয়। তখন আর তাঁহাকে মানস (সঙ্কল্পজনিত) কর্ম্ম বা শারীরিক কর্ম্ম আক্রমণ করিতে পারে না; তাহা দ্বারা তিনি বশীকৃতও হন না, তাহার দ্বারা রঞ্জিত হন না; কারণ, তখন তাঁহার স্বব্যতিরিক্ত আর কিছুই থাকে না। যেমন বালকে মনে মনে নগর নির্ম্মাণ করে,ও তাহা পরিষ্কার করে; কিন্তু মনে ঐরূপ নগর নির্ম্মাণ করিলেও অবার লীলাক্রমে উহা অকৃত বলিয়া অনুভব করে। অনুপাদেয়-সুখ দুঃখের ভাব দর্শন করে। মনঃকল্পিত ঐ নগরের নিবৃত্তিও মনঃকল্পিত বাস্তবিক বলিয়া দর্শন করে। এইরূপে দুঃখও অবলীলাক্রমে অনুভব করিলেও আবার দুঃখরূপে উহা অনুভব করে না। এই জগতের সমগ্র পদার্থই হেয় ও উপাদেয়রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে দুঃখের কারণ কি? হেয় দুঃখের কারণ হইতে পারে না এবং উপাদেয়ও দুঃখের কারণ হইতে পারে না, কারণ নশ্বর উপা-দেয় দুঃখের কারণ, অথবা অনশ্বর কারণ? যদি বল নশ্বর, তাহা হইতে পারে না, কারণ আত্মা যে নশ্বর সে রক্ষণেই অসমর্থ; সে অপরের কারণ কিরূপে হইবে? অনশ্বরও বলিতে পার না, কারণ এই উপাদেয় জগতে এমন কিছু নাই, যাহা অবিনশ্বর ও আত্মাতিরিক্ত। আত্মাও হেয় ও উপাদেয় হইতে পারে না, অতএব এই ভোগ্য দুঃখের কারণ নিরূপণ করা যায় না। এই আত্মা কর্ত্তাও নহেন ও ভোক্তাও নহেন, তবে আত্মাতে যে কর্তৃত্ব অনুভূত হয় ইহা বাস্তবিক নহে। উহা অধ্যারোপিত মাত্র। কিন্তু ঐ কর্তৃত্ব জীবের নিকট অনিবার্য্য; কারণ, তাহার সম্যগ্‌দৃষ্টি নাই, জীব কেবল ত মোহে আচ্ছন্ন,বস্তুতঃ উহা অনিবার্য্য নহে। যথাযথ বস্তু বিচার করিলে ঐ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব থাকে না। যাহাদের দৃষ্টি (অর্থাৎ বুদ্ধি) ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যপদার্থে দ্বেষ ও অভিলাষাদি দ্বারা সম্ভূত পুণ্যাপাপরূপ অদৃষ্টে বিবশীকৃত থাকে, তাহারাই ঐরূপ কর্তৃত্ব দর্শন করিয়া থাকে, তাদৃশ দৃষ্টি যাহাদের নাই, তাহাদের নিকট ঈদৃশ দৃষ্ট হয় না। পূর্ণ আত্মাতে যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট এই সংসারে মোক্ষকল্পনা নাই, যাহারা স্বাত্মাসক্ত নহে, কেবল অভ্যাসদশা-প্রাপ্ত, তাহাদের নিকটেই এই সমস্ত বন্ধ ও মোক্ষ প্রভৃতি কল্পনা। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কেবল আত্মতত্ত্বই উদ্ভাসিত হয়, সেই আত্মতত্ত্বই তাঁহার জীবব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত, তাঁহার নিকট দ্বিত্ব ও একত্ববাদীদিগের সিদ্ধ আপনার দ্বিত্ব ও একত্ব (দ্বৈতাদ্বৈত) উৎপাদন করেন, সৎ ও অসৎ উৎপাদন করেন এবং শক্তিসমূহ হইতে অভিন্ন স্বকীয় সর্ব্বশক্তিমত্তাও দেখাইয়া থাকেন। আত্মার বন্ধও নাই মোক্ষও নাই, অবন্ধও নাই বন্ধনও নাই। বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত এই দুঃখ অনুভূত হয়, প্রবোধ হইলে ঐ দুঃখ বিলীন হইয়া যায়। এই জগতে মোক্ষবুদ্ধি বৃথা প্রকল্পিত, বন্ধবুদ্ধিও এজগতে বৃথা প্রকল্পিত। হে রাম! তুমি ঐ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া এই ভূতলে অহঙ্কারশূন্য আত্মনিষ্ঠ ও ধীর হইয়া, বুদ্ধি দ্বারা ব্যবহার করত অবস্থান কর। ১৬—২৩।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—ভগবন্! যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে কেবল পরব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, সুতরাং ভিত্তিহীন চিত্রের ন্যায় এই জগৎসৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? হে মহাত্মন্! ইহা আমাকে বলুন*। বশিষ্ঠ কহিলেন,—(১) হে রাজতনয়! এই সমুদয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই বিবর্ত্ত যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সেই কারণে সকল শক্তি দৃষ্ট হয়। যথা সত্ত্ব (সত্যত্ব), অসত্ত্ব (মিথ্যাত্ব), দ্বিত্ব (দ্বৈত), একত্ব (অদ্বৈত), অনেকত্ব, আদ্যত্ব ও অন্তত্ব, ঐ সমুদয় আত্মারই শক্তি, অন্য কিছু নহে। যেমন সমুদ্রের জলপ্রবাহ চন্দ্রোদয় নিমিত্ত উল্লাসে বিকস্বর হইয়া তরঙ্গনৃত্য দ্বারা নানাকার দেখাইয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিদ্ঘন (চিন্ময়) আত্মাই চিত্ত, তিনি চিত্তহেতু, পরে সেই চিত্ত হইতে সমুদয় কর্ম্মময়ী বাসনাময়ী ও মনোময়ী শক্তি সঞ্চয় করেন, সকলের দৃশ্য করেন, উপভোগ দ্বারা ধারণ করেন, উৎপাদন করেন, (তিরোভাব হেতু) দূরে ক্ষেপণ করেন। ১—৫। সমুদয় জীব, সমুদয় বিষয়দৃষ্টি, ও সমগ্র পদার্থ ব্রহ্ম হইতেই সতত উৎপন্ন হইতেছে পরমাত্মা হইতে সমুদয় ভাব আগত হইয়া, আবার তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। যেমন সাগরের তরঙ্গ, সেইরূপ সমগ্র পদার্থই তন্ময়। রাম পুনরপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ভবদীয় এই বচনপরম্পরা অতি দুরূহ, আমি বাক্যার্থ অবগত হইতে পারিলাম না। মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরও অগোচর ব্রহ্মতত্ত্ব কোথায়? আর সেই ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বিনশ্বর এই পদার্থসমূহ কোথায়? অর্থাৎ নিত্য অপরোক্ষ ব্রহ্ম হইতে অনিত্য প্রত্যক্ষ এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? কারণের শক্তি একরূপ ও কার্য্যের শক্তি অন্যরূপ ত কখনই হয় না। যদি এই প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ঠিক তদনুরূপ হওয়া উচিত। যে কারণ হইতে যে কার্য্যের উদ্ভব, তাহা সেই কারণের সদৃশই হইয়া থাকে, যেমন এক প্রদীপ হইতে প্রজ্বলিত অন্য প্রদীপ, এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন অন্য পুরুষ ও শস্য হইতে শস্যান্তর। ৬—১০। আত্মা নির্ব্বিকার, যদি তাঁহা হইতে এ জগতের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে এই জগতেরও নির্ব্বিকারত্বই হইতে পারে, বিকারিত্ব কিছুতেই সম্ভবে না। অতএব এই জগৎপ্রপঞ্চ চিন্ময়াত্মা হইতে বিভিন্ন পদার্থ হইলে আর কোন সন্দেহ হয় না, নতুবা নিষ্কলঙ্ক পরমাত্মাতে কলঙ্ক আরোপ করা হয়। ভগবান্ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ইহা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হে অনঘ! এই সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম, ইহাতে কোন প্রকার মল (কলঙ্ক) নাই। সাগরে ঊর্ম্মিমালার সহিত জলই স্ফুরিত হইতে থাকে ধূলিকণা নহে। হে রঘুকুলধুরন্ধর! অনলে যেমন উষ্ণভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব নাই, তেমনি একমাত্র ব্রহ্মব্যতীত ইহাতে আর দ্বিতীয় কল্পনা নাই। তথাপি রাম সন্দিহান হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন, "ব্রহ্ম নির্দুঃখ ও নির্দ্বন্দ্ব, কিন্তু তজ্জনিত জগৎ দুঃখময়।" আপনার এ বাক্যের অর্থ আমার অস্পষ্ট বোধ হইল, আমি বাক্যার্থ অবগত হইতে পারিলাম না। বাল্মীকি কহিলেন, রাম ঐ কথা বলিলে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তথায় মনে মনে রামের উপদেশবিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"এই রামের মতি এক্ষণেও বিকাস প্রাপ্ত হয় নাই, কিছু নির্ম্মল হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে এই অনিত্য বস্তুসমূহে ভাসমান আছে। যে পুরুষ এই জগতের জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় একরসত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং বিবেক দ্বারা মোক্ষোপায়ের উপদেশপ্রদ বাক্যের অর্থ সম্যক্ অবগত হইয়াছে, তাদৃশ ধীমান্ ব্যক্তির নিকটে কোন বিষয়েই অসঙ্গতি বোধ হয় না। যে হেতু আত্মাতে কোন প্রকার বিরোধই নাই। আমি যতক্ষণ এই রামচন্দ্রকে সম্যগ্রূপে বুঝাইতে না পারিতেছি, ততক্ষণ রামের বিশ্রান্তি হইবে না; সকল সন্দেহ অবগত হইবে না। ১১—২০। যে ব্যক্তি অর্দ্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার নিকট (সমস্তই ব্রহ্ম) এরূপ উপদেশ উপযুক্ত হয় না। কারণ তখনও তাহার দৃশ্যভোগদৃষ্টি থাকে, তাহা দ্বারা সে দৃশ্য দর্শন করিতে থাকায় তত্ত্বজ্ঞান হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।) যখন পরমদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে, ভোগেচ্ছা আর হয় না, তখনই "সমস্তই ব্রহ্ম" এবংবিধ সিদ্ধান্ত (চরম উপদেশ) সুসঙ্গত হয়। প্রথমে শম-দম-বহুল সদ্গুণ দ্বারা শিষ্যের চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়, পরে "তুমিই এই সমুদয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞান প্রদান করা বিধেয়। যিনি অজ্ঞ বা অর্দ্ধবোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে "সমস্তই ব্রহ্ম" এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন, তিনি সেই উপদিষ্ট ব্যক্তিকে মহানরকজালে নিপাতিত করেন। যাঁহার সম্যক্ বোধোদয় হইয়াছে ভোগেচ্ছা সমস্তই ক্ষীণ হইয়াছে ও কোন বিষয়ে আর তভাকাঙ্ক্ষা নাই, তাদৃশ মহাত্মাকে সমস্তই ব্রহ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান সুসঙ্গত হয়। যে অতিমূঢ়বুদ্ধি শিষ্যকে উক্তপ্রকার পরীক্ষা না করিয়া ঐরূপ উপদেশ দেয়, সেই উপদেষ্টাও আকল্প নিরয়গামী হইয়া থাকে। অজ্ঞানতিমির-বিনাশী ভূতলদিবাকর ভগবান্ মুনিবর বশিষ্ঠ এইরূপ চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে অনঘ! পরব্রহ্মে উক্ত প্রকার কলঙ্ক-লেপ আছে কি না অন্তের সিদ্ধান্ত সময়ে বলিব; হে রাঘব! তখন তুমি স্বয়ংই বুঝিতে পারিবে। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত ও সমুদয়ই তাহারই। যেমন দেখিয়া থাক, ঐন্দ্রজালিকেরা মায়াবলে বিচিত্র ক্রিয়া রচনা করত সৎকে অসৎ করে ও অসৎকে সৎ করে, আত্মাও তদ্রূপ মায়াময় না হইলেও যেন মায়াময় হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত ঐন্দ্রজালিক যেমন ঘটকে পট করে, সুমেরু পর্ব্বতের সুবর্ণতটে নন্দনকাননের ন্যায় প্রস্তরোপরি লতা উৎপাদন করে, কল্পবৃক্ষ রত্নস্তবকবৎ লতায় প্রস্তরখণ্ড উৎপাদন করে এবং আকাশে কানন স্থাপন করে, আত্মাও তদ্রূপ। ২১—৩০। আত্মা গন্ধর্ব্বোদ্যানের ন্যায় ভাবী গগনে কল্পবৃক্ষ নগরোৎপাদন করেন এবং আকাশের নীলতারূপ কজ্জলাংশ অপগত করিয়া তাহা প্রকাশ করেন। গন্ধর্ব্বনগরীর রাজগৃহে বহু অন্তঃপুরসন্নিবেশবৎ ভূমিতলে গগনস্থাপন করেন। এই জগতে যাহা কিছু আছে ছিল বা থাকিবে, তৎসমুদয় রক্তবর্ণ স্ফটিকশিলাপতিত গগনপ্রতিবিম্ববৎ জানিবে। যেহেতু ঈশ্বরই ব্যক্তরূপে বিচিত্রভাব ধারণ করিয়া স্বীয় আত্মাকে প্রকাশিত করেন; সর্ব্বত্রই সকলই সর্ব্বপ্রকারে সম্ভব হয়। ফলতঃ ঐ সমস্তই একবস্তু। ঐ এক বস্তুই বিদ্যমান। অতএব হে রাম! হর্ষ বিস্ময় ও ক্রোধের কোন অবসর দেখি না। ৩১—৩৫।

* রাম এখনও অজ্ঞদৃষ্টিতে অবস্থিত, কেবল বাক্যে পরোক্ষরূপে পূর্ণব্রহ্মের স্থিতি বিশ্বাস করিলেন, সেই কারণ ঐরূপ বিরোধ বোধ তাঁহার হইল।

(১) রামের অজ্ঞদৃষ্টি অপগত হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পরব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা খ্যাপন দ্বারা উত্তর করিতেছেন।

ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমভাবাবলম্বী হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। যিনি সমভাবাবলম্বী ও তত্ত্বজ্ঞ, তিনি কদাচ হর্ষ, ক্রোধ, বিস্ময় ও গর্ব্বাদিবিকৃতিভাব প্রাপ্ত হন না। ঐ সমভাব যাবৎ পর্য্যবসিত না হয়, তাবৎ কাল দেশকালাবচ্ছিন্ন এই জগতে দৃশ্যরচনারূপ বিচিত্র যুক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। (এই) পরমাত্মা এই সমুদয় দৃশ্যযুক্তি সাগরের তরঙ্গবৎ যত্নপূর্ব্বক রচনাও করেন না এবং উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যানও করেন না। যদি বল, তবে উহা কিরূপে আসিল, সে স্থলে বলি, ঐ সকলের শক্তি দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, মৃত্তিকায় ঘটের ন্যায়, সূত্রে পটের ন্যায় ও বীজে বটবৃক্ষের ন্যায় আত্মাতেই অবস্থিত আছে ঐ শক্তিসমুদয়, ক্ষীরাদি হইতে ঘৃতাদির ন্যায় আত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়া ব্যবহারদশা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই ব্যবহারদৃষ্টি কল্পনামাত্র, এই জগৎ বাস্তবিক বিরচিত নহে: জলতরঙ্গবৎ উহা স্বতঃসম্ভূত। ৩৬—৪০। এই জগতের কেহই কর্ত্তা, ভোক্তা বা বিনাশয়িতা নাই। আত্মতত্ত্ব কেবল সাক্ষিমাত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সেই নিরাময় আত্মার ঐ অক্ষুব্ধ অবস্থাতেই এই সমুদয় সম্পন্ন হইতেছে। যেমন প্রদীপ থাকিলে স্বতঃই আলোক উদ্ভূত হয়, সূর্য্যোদয় হইলে স্বতঃই দিবসাবির্ভাব হয় এবং পুষ্প থাকিলে স্বতঃই সৌরভ বিস্তৃত হয়, সেইরূপ জগৎও স্বতঃসম্ভূত, অর্থাৎ আলোকাদিপ্রকাশে দীপাদির যেমন কোন চেষ্টাই নাই, সেইরূপ ঐ জগৎসম্পাদনে ঈশ্বরের কোন চেষ্টাই নাই। যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয়ই আভাসমাত্র, উহা সমীরণে স্পন্দবৎ সৎও নহে, অসৎও নহে। বস্তুতঃ এই ভগবান্ আত্মা পরমার্থতঃ নির্দোষ হইলেও বোধ হয়, যেন তিনি বিনষ্ট জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তা ও কৃত জগৎসৃষ্টির নাশয়িতা হন। যেমন আকাশে তারকারূপ কুসুমরাশি কখন প্রকাশিত, কখন অপ্রকাশিত ও কখন অল্পপ্রকাশিত হয়, আত্মাতেও তেমনি এই জগৎভাব কখন প্রকাশিত কখন অপ্রকাশিত, কখন অল্পপ্রকাশিত হইয়া থাকে। ৪১—৪৫। অতএব যাহা আত্মার আত্মভূত নহে, তাহা নষ্ট হইতে পারে, যাহা আত্মার আত্মস্বরূপ, তাহা কিরূপে নষ্ট হইবে? যাহা আত্মার আত্মভূত নহে, তাহার উৎপত্তিও নাই। যাহা আত্মার আত্মস্বরূপ, তাহার উৎপত্তি অর্থাৎ উৎপত্ত্যাত্মক সত্তাও আছে। যদি বল, যাহা আত্মার আত্মস্বরূপ, তাহার উৎপত্তি কিরূপে হইবে? তাহাতে এই বলা যাইতে পারে যে, উৎপত্ত্যাত্মক সত্তা জগতে অবান্তর। সুতরাং সম্যক্‌রূপে বুঝিতে গেলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, ব্রহ্ম হইতেই সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি। সেই পদার্থসমূহ ব্রহ্ম হইতে যখন অবতীর্ণ হয়, সেই অবতরণসময়ে অবিদ্যা সমুদিত হয়, সেই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান ক্রমে দৃঢ় হয়, তাহার পরেই শত-সহস্র স্কন্ধসমন্বিত শুভ অশুভ বিচিত্র ফলভারপূর্ণ বহুশাখাশোভিত সংসারবৃক্ষ বিস্তৃত হইয়া থাকে। আশাই ঐ সংসারবৃক্ষের মঞ্জরীস্বরূপ; দুঃখাদি উহার ফলস্বরূপ; ভোগ উহার পল্লব; জরা উহার কুসুমস্বরূপ এবং তৃষ্ণা উহার শাখা। হে রাম! বিবেকরূপ অসি দ্বারা আত্মার নিগড়স্বরূপ ঐ সংসারবৃক্ষ ছেদ করিয়া বিমুক্ত হইয়া বন্ধনমুক্ত গজপতির ন্যায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর। ৪৬—৫১।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মপদ হইতে এই জীবসমূহ কিরূপে হইল? এই জীবসমূহ কি প্রকার এবং পরিমাণে কত? তাহা সবিস্তরে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্ম হইতে এই জীবসমূহ যেরূপে উৎপন্ন হয়, যেরূপে নাশ প্রাপ্ত হয়, যেরূপে মুক্ত হয়, যেরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, স্থিতি করে ও অন্তর্হিত হয়; হে অনঘ! হে মহাবাহো! তৎসমুদয় আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। নির্ম্মল ব্রাহ্মী চিতিশক্তি যদৃচ্ছাক্রমে ঈদৃশ কল্পনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ঐ চিতিই স্বয়ং স্পন্দিতাদি আকারে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া চেত্য হইয়া থাকে। পরে তাহাই অহম্ভাবে স্ফুরিত ও ঘনভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অনন্তর ঘনীভূত অহম্ভাবই সঙ্কল্পবশে মন ও জীবোপাধি হইয়া থাকে। ১—৫। সেই মন কেবল সঙ্কল্পবলে ক্ষণকালমধ্যে গন্ধর্ব্বনগরবৎ এই অসৎ দৃশ্যজাল বিস্তার করে। তখন বোধ হয় যেন, ঐ মন ব্রহ্মসত্তা ত্যাগ করিয়া থাকে। স্বপ্রকাশমান সেই চিৎস্বরূপ (যখন) শূন্যরূপে অবস্থান করে, (তখন) সেই শূন্যাবস্থাকেই সর্ব্বজনদৃশ্য আকাশ বলা হয়। সেই আকাশ পদ্মযোনির সঙ্কল্প করিয়া (আত্মাতে) পদ্মযোনিরূপ সন্দর্শন করে, তাহার পরে দক্ষাদি প্রজাপতিরূপে পরিগণিত হইয়া জগৎকল্পনা করে। হে রাম! এই অনন্তভূত-সমন্বিত চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি এইরূপে একমাত্র চিত্ত হইতে কল্পিত। এই জগৎসৃষ্টি কেবলমাত্র চিত্তময়ী, শূন্য ও ভ্রান্তিমাত্র। এই সঙ্কল্প-নগরীর (জগৎসৃষ্টির) আকাশই মূর্ত্তি। বস্তুতঃ ইহা মিথ্যা। ৬—১০। এই ভুবনে কোন কোন ভূতজাতি মহামোহে আচ্ছন্ন আছে, কেহ কেহ বা জ্ঞানলাভ করিয়াছে, কেহ কেহ বা জ্ঞানপথের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও বিঘ্নবশে স্খলিত হয় (কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারে না)। এই ভুবনমধ্যে ভূতলবর্ত্তী ভূতজাতির মধ্যে যাহারা নরজাতি, তাহারাই এইরূপ উপদেশের পাত্র হয়। অতিপীড়িত দুঃখময় মোহ, দ্বেষ ও ভয়ে কাতর সেই নরজাতির মধ্যে যাহারা রজোগুণসম্পন্ন বা সত্ত্বগুণসম্পন্ন, তাহাদিগের কথা তোমাকে বলিব। (কারণ, তাহারাই উপদেশের পাত্র, শাস্ত্রে অধিকারী। সর্ব্বব্যাপী নিরাময় অনাদি অনন্ত জগদ্-ভ্রান্তিশূন্য অমৃত ব্রহ্ম কিরূপে চিদাভাস অর্থাৎ জীবরূপী হইলেন, তাহাও বলিব এবং সেই পরমাত্মা নিস্পন্দাকৃতি হইলেও তাঁহার সবৈকদেশে নিশ্চল-সাগরে তরঙ্গ-চাঞ্চল্যবৎ কিরূপে জীবভাবে স্পন্দ ঘনীভাবপ্রাপ্ত হইল, তাহাও বলিব। ১১—১৫। রাম কহিলেন অনন্তর আত্মতত্ত্বের আবার একদেশ কাহাকে বলে এবং তাহার বিকার ও দ্বৈতভাব কি প্রকার? বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! সেই ব্রহ্ম এই জগদুৎপত্তির নিমিত্ত উপাদান-কারণ,—ইহা যে বলা হইল, ইহা কেবল শাস্ত্রব্যবহারার্থ, যথার্থতঃ নহে। বিকার, অবয়ব, দিক্, সত্তা ও একদেশাদি হইতে উৎপন্ন হইতেছে,—ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক ইহাতে সম্ভব হয় না। সেই ব্রহ্মব্যতীত অন্য কল্পনাই নাই, হইবেও না। ইহাতে কার্য্য-কারণভাব ও ব্যবহারজনিত উক্তি একেবারেই সম্ভবপর হয় না। এই ব্রহ্মে যাহা কিছু কল্পনা যে অর্থ, যে শব্দ (নাম) ও যে প্রকার বাক্য তাহা সমুদয়ই একমাত্র ব্রহ্ম হইতে জাত ও ব্রহ্মময় বলিয়া, সেই ব্রহ্মপদ বলিয়াই বুঝিতে

হইবে। বহ্নি হইতে উত্থিত অগ্নি যেমন বহ্নিই, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উত্থিত এই জগৎ ব্রহ্মই। ইনি জন্তও ঘটেন, জনকও ঘটেন, সুতরাং ইহাতে ভেদকল্পনা নাই। ইহা (ব্রহ্ম) হইতে ইহা (জগৎ) সমুৎপন্ন,—ইত্যাকারে এই জগৎস্থিতি; সেই উৎপত্তি-ক্রিয়াশক্তিতে যাহার আধিক্য, তাহাই জন্য ও জনকরূপে ভাসমান হয়। "ইহা একপ্রকার, ইহা অপরপ্রকার" ইত্যাদি যে নামরূপের ব্যবহার তাহা কেবল বাক্যমাত্রে, বস্তুতঃ তাহা পরমাত্মায় নাই। যেহেতু পরিচ্ছেদ থাকিলে উক্তপ্রকার ভিন্নতা হইতে পারে (পরমাত্মায় ত কোনই পরিচ্ছেদ নাই)। ক্রিয়াশক্তিজনিত, মনঃশক্তি দ্বারা স্বতঃই নামবিভাগ প্রবর্ত্তিত হয়। তাহা হইতে (সেই নামবিভাগেই) দৃঢ় ভাবনাবলে অভিলষিত ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক অগ্নিশিখা হইতে অপর অগ্নিশিখার উৎপত্তি হইল বলিয়া যে প্রথম শিখা পরশিখার কারণ বলা হয়, ইহা কেবল উক্তিবৈচিত্র্যমাত্র. 'ব্রহ্ম জগদুৎপত্তির নিমিত্ত ও উপাদানকারণ,' এই বাক্যার্থও তদ্রূপ জানিবে। অর্থাৎ ইহা পারমার্থিক নহে। ২১—২৫। পরমব্রহ্মে জন্যজনকাদিবাদ সম্ভবে না। কারণ, তিনি এক অথচ অনন্ত; তিনি কিরূপে কি উৎপন্ন করিবেন? বাক্যের স্বভাবই এই যে, এক বাক্যের পর অন্য বাক্যে পরস্পর ভেদ ও বিভাগাদিসংখ্যা প্রভৃতি অর্থের সম্বন্ধ কল্পিত, ফলতঃ তাহা কল্পনামাত্র। সাগরে তরঙ্গমালাবৎ পরব্রহ্মে যে ভিন্নার্থব্যঞ্জক শব্দ দৃষ্ট হয়, বুধগণ তৎসমুদয়কেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। প্রত্যক্, আত্মা, মন, বুদ্ধি, বৃত্তিভেদ, অর্থ, শব্দ ও ঈশ্বরাদি সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম। এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মপদও আবার বিশ্বাতীত, বস্তুতঃ জগৎ নাই, সমস্তই কেবল ব্রহ্ম। ২৬—৩০। ইহা একপ্রকার, ইহা অপর প্রকার,—আকাশস্বরূপ আত্মায় যে এইরূপ বিভাগ, তাহা মিথ্যা জ্ঞানজনিত বিকল্পবাদ। বস্তুতঃ প্রোক্তবাক্যে আধার সত্যতা কি? এক বহ্নিশিখা হইতে বহ্নিশিখান্তরের উদ্ভূতিবৎ ব্রহ্ম হইতে এই যে মনের নাম উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা চাঞ্চল্যসম্ভূত বিকল্পের শক্তি, বস্তুতঃ নিত্যসিদ্ধ কূটস্থ ব্রহ্মে কিছুই সিদ্ধ নহে। ঐ উক্তিবিকল্প সত্য নহে, ভ্রান্তিবশতঃ উহা সত্যরূপে প্রথিত হয়। ঐরূপ ভ্রান্তির কারণ তম দ্বারা দৃষ্টিপ্রতিঘাত, উহা দ্বিকর্দ্দ-চন্দ্রজ্ঞানবৎ অলীক। সর্ব্বগামী, সর্ব্বময়, সেই অনন্ত ব্রহ্মপদ ভিন্ন অপর কিছুই সম্ভব হয় না। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই সেই ব্রহ্ম, ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। এই সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাই পারমার্থিক। ৩১—৩৫। হে প্রাজ্ঞ! যখন তোমার এইরূপই সিদ্ধান্ত হইবে, তখনই তোমাকে এই সিদ্ধান্তবিষয়ক বাক্যপিঞ্জর খুলিয়া দেখাইব। এই ব্রহ্মে, অবিদ্যাদি অন্য কোন পারিপাট্য নাই, অজ্ঞান বিদূরিত হইলে, এই নিখিলতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইবে। যেমন নৈশ-অন্ধকার বিদূরিত হইলে, এই দৃশ্য জগৎ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি এই অবভক্ষয় হইলে যাহা বস্তু, তাহা নির্ম্মলরূপে প্রতিভাত হইবে। হে রাম! যে অজ্ঞানদূষিত দৃষ্টিতে এই নিখিল বিস্তৃত জগৎ তোমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে, যখন তোমার এই অজ্ঞানদূষিত দৃষ্টি উপশান্ত হইবে, তখন তুমি নির্ম্মল পরমার্থ পরমপদে অবস্থিত হইবে। ইহা স্থিরই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৬—৩৯।

ॐ চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪০॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—ভগবন্! ক্ষীরোদসাগরোদর-প্রসূত চন্দ্রের ন্যায় শীতল (হৃদয় তাপহারী) নির্ম্মল অর্থগম্ভীর বিচিত্র এই ত্বদীয় বাক্যপরম্পরায় আমি মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাকালের দিবসের ন্যায় কখন অন্ধ কখন বা প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছি (কখন যেন কিছু বুঝিতেছি, আবার কখন মোহাচ্ছন্ন হইতেছি)। পরব্রহ্ম যদি অনন্ত অপরিচ্ছেদ্য পূর্ণ ও স্বতঃপ্রকাশমান হইলেন এবং ইহাঁর পরমার্থস্বরূপ প্রকাশ যদি সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিল, তবে ইহাতে পরিচ্ছেদ কল্পনাত্মক বিকৃতি কিরূপে আসিল? বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! আমি তোমার নিকট যাহা যথার্থ, তাহাই বলিয়াছি; আমার বাক্যের পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাদি আছে, অন্তর্গত বাক্যসমূহের মহাবাক্যের সহিত অসমন্বয় নাই এবং পূর্ব্বাপর বিরোধও ইহাতে ঘটে নাই। (ইহাতে তোমার ক্ষণে বোধ ক্ষণে বোধে অশক্তির কারণ দেখি না।) তবে যখন তোমার বিমল জ্ঞানদৃষ্টি হইবে, তত্ত্বজ্ঞান বিকাশিত হইবে, তখনই স্বয় হইয়া আমার এই বাক্যপ্রযুক্ত তত্ত্বদৃষ্টির, অন্যদৃষ্টি অপেক্ষা কিরূপ প্রাবল্য, তাহা বুঝিতে পারিবে। ১—৫। এই যে বাক্যসমূহ রচিত হইল, (আত্মা হইতে উৎপন্ন এই জগৎ ইত্যাদি) এ সকলই উপদেশ্যকে উপদেশ দিয়া তাহাকে শাস্ত্রার্থ অবগতির নিমিত্ত জানিবে। ফলতঃ ইহাও ভ্রম, তুমি উক্ত ভ্রমে পতিত হইও না। যখন তুমি অতিনির্ম্মল সত্য সেই ব্রহ্ম অবগত হইবে, তখন তোমার বাচ্য-বাচক-শব্দার্থ-ভেদজ্ঞান থাকিবে না। ভেদবোধক এই বাক্প্রপঞ্চ উপদেশ্য ব্যক্তিকে (অজ্ঞানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে) উপদেশ দিয়া শাস্ত্রার্থাবগতির নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে যাহারা অজ্ঞ, তাহাদেরই জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত বাক্প্রপঞ্চকল্পনাপ্রয়াস, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহা বাস্তব নহে। চিত্তির চেত্যবিষয়ক উন্মুখীভাব ও অবিদ্যাদি কিছুই আত্মায় নাই। নির্লেপ পরম ব্রহ্মই এই জগৎ। ৬—১০। হে অনঘ! সিদ্ধান্তকালে ইহা তোমাকে বিচিত্রযুক্তি দ্বারা সবিস্তারে বলিব। এই কথিত বাক্প্রপঞ্চ ব্যতীত পরস্পরের সাহায্যে সমুদিত অজ্ঞান ও অতুলনীয় তম ভেদ করিতে ও তত্ত্বজ্ঞানসাধনে যত্ন করিতে পারা যায় না। হে রাম! বিশুদ্ধ চিত্তাকারে পরিণত অবিদ্যাই স্বশরীর নাশকামনায় সর্ব্বদোষহারিণী বিদ্যার প্রার্থনা করিয়া থাকে। (অর্থাৎ যদিও এই সমস্ত বাক্য জড়, বিদ্যাও অবিদ্যার কার্য্যমধ্যে পরিগণিত; সুতরাং ইহাতে তদ্বিরোধী আত্মজ্ঞান কিরূপে সিদ্ধ হইবে, তাহা ভাবিও না, কারণ উহাতে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধি হইলে অবশ্যই যে, অন্তঃকরণ শুদ্ধিও উহা ভিন্ন আর উপায় নাই। চিত্তশুদ্ধি না হইলেও আত্মবোধপথের পথিক হওয়া যায় না।) আরও দেখ, অস্ত্র দ্বারাই অস্ত্র প্রতিহত হয়; মল দ্বারা মল ক্ষালিত হয়; বিষে বিষক্ষয় ও রিপুদ্বারা রিপু [illegible] হইয়া থাকে। হে রাম! এই মায়া এইরূপই যে, মায়া [illegible] নাশের দ্বারা হর্ষ প্রদান করিয়া থাকে, এই মায়া [illegible] লক্ষিত হয় না। দেখিতে গেলে, ইহা অমনি নষ্ট হইয়া যায়। ১১—১৫। বিবেক এই মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে; এই মায়া জগদুৎপত্তিকর্ত্রী। এই মায়া যে কে, তাহা জানা যায় না। দেখ, এই জগৎ অতি অদ্ভুত; দৃষ্টিগোচর না হইলেই বিস্ময় স্ফুরণ হয়, দৃষ্টি করিতে গেলে কিছুই থাকে না। এই মায়ার স্বরূপ অবগত না হইলে, পরিস্ফুট

হইয়া থাকে। সংসারবন্ধহেতু এই মায়া অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু এই মায়া নিতান্ত অসতী হইলেও অতি সত্যবৎ অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে। যেহেতু এই সংসারমায়া অত্যন্ত অভিন্ন সেই পরমপদে বিস্তৃত ভেদ রচনা করিয়া থাকে। সেই কারণে ঐ আত্মা পরমপদ পুরুষোত্তম। এই মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই, এই প্রকার প্রদীপ্ত ভাবনাবলে তুমি তত্ত্ববিৎ হইয়া আত্মার বাস্তবস্বরূপ অবগত হইতে পারিলে, মদীয় উক্তির মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবে। ১৬—২০। তুমি যতক্ষণ প্রকৃত বোধসম্পন্ন হইতেছ না, ততক্ষণ কেবল মদীয় বাক্যে দৃঢ় নিশ্চয় স্থাপন কর। অবিদ্যা নাই, ইহা তোমার স্থির বিশ্বাস হউক। মনোবৃত্তিস্বরূপা এই যে বিশ্ব দৃশ্যরূপে প্রতীত হইতেছে, ইহা মনন, ইহা অসৎই, যেহেতু ইহা কেবলমাত্র মনেরই বিজৃম্ভণ। যাহার অন্তরে কেবলমাত্র "সেই ব্রহ্মই সৎ" ইত্যাকার নিশ্চয় সমুদিত হইয়াছে, সে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে ভাবনানুসারিণী চল ও অচলাকার দৃষ্টি, ইহাই সমস্ত জগতের জীবগণরূপ পক্ষিসমূহের বন্ধনসাধন বাগুরাস্বরূপ। যে ব্যক্তি বিদ্যমান বা অবিদ্যমান (অতীত বা ভবিষ্যৎ) এই দ্বিবিধ মননবিষয়ে সৎ (ব্রহ্মভাবনায়) বা অসৎ (জগদ্ভাবনায়) বলিয়া নিশ্চয় করিয়া আছে, কোন বিষয়েই আসক্ত নহে এবং এই জগৎকে স্বপ্নবৎ ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সে কখন দুঃখে নিমগ্ন হয় না। ২১—২৫। যাহার মিথ্যা দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বৈতভাবনায় অহংবুদ্ধি (আমিত্ব জ্ঞান), বিদ্যমান, মিথ্যাদর্শী সেই ব্যক্তির অবিদ্যাই বিদ্যমান থাকে। যেমন জলে পাংশুরাশি বিদ্যমান থাকে না, তেমনি পরমাত্মায় বিকারাদি কোন দোষই নাই। এই জগতে নাম ও রূপে তাৎকালিক সম্বন্ধরূপ ভাবনা ব্যবহারার্থে উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, এই লোকব্যবহারও আবশ্যক হইয়াছে, কারণ তত্ত্বহীন বস্তুর ন্যায় উক্ত ব্যবহারব্যতিরেকে শাস্ত্রদৃষ্টিরও স্থিতি অসম্ভব। আত্মা এই অবিদ্যায় ভাসমান, আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাঁহাকে ঐ অবিদ্যা সাক্ষাৎ করা যায় না। আত্মজ্ঞানও শাস্ত্রসাপেক্ষ। ২৬—৩০। হে রাম! শাস্ত্রলাভ না হইলে অবিদ্যানদীর পারপ্রাপ্তি হয় না। সেই অবিদ্যানদীর পারেই অক্ষয় পদ। এই মলপ্রদায়িনী অবিদ্যা যে কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই পরমপদ আশ্রয় করত নিশ্চয় অনুষ্ঠান করিতেছে। হে রাম! "এই মায়া কোথা হইতে উৎপন্ন হইল?" তোমার এইরূপ বিচার করিবার আবশ্যক নাই, "আমি এই মায়াকে কিরূপে বিনষ্ট করিব" এই বিষয়েই বিচার কর। হে রাঘব! যখন তোমার এই মায়া ক্ষীণপ্রায় হইয়া একেবারে অস্তগত হইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এ মায়া কোথা হইতে আসিয়াছে, ইহার আকৃতি কিরূপ এবং কিরূপে নষ্ট হইল বস্তুতঃ এই মায়া অসতী, দেখিতে গেলে ইহাকে পাওয়া যায় না। অসতের জন্মকে সত্য বলিয়া কে কি জন্য জানিবে? এই যে মায়া আকৃতি বিস্তারপূর্ব্বক সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা দোষ ব্যতীত কোন গুণের আধার নহে। অতএব ইহাকে যত্নপূর্ব্বক বিনাশিত কর, তাহার পর ইহার তত্ত্ব অবগত হইবে। এই জগতের মধ্যে অবিদ্যার কবলীকৃত হন নাই,—তাদৃশ অতিশূর অতি-বুদ্ধিমান্ পুরুষ দেখা যায় না। এই অবিদ্যা এক প্রকার রোগবিশেষ, যাহাতে তোমাকে এই অবিদ্যা পুনর্ব্বার জন্মদুঃখে নিমগ্ন না করে, তাহার উদ্যোগ কর, এই অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে যত্ন কর; এই অবিদ্যা বিপদ আপদের সহচরী, অজ্ঞানবৃক্ষের মঞ্জরী ও অনর্থসমূহের জননী। ইহাকে তুমি একেবারে বিনষ্ট কর, এই অবিদ্যা হইতেই জন্ম, বিষাদ, জরাধি ও বিপদ্ উপস্থিত হয়। এই অবিদ্যাই সংসারে আত্মদৃষ্টির মোহহেতু স্থূলদেহাদির কারণস্বরূপ। অতএব তুমি বলপূর্ব্বক ঐ অবিদ্যাকুবুদ্ধি দূর করিয়া, সংসারসমুদ্রের পারগত হও। ৩১—৪১।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

৪২। ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! দৃষ্টিমাত্রেই বিনাশী; অসৎ হইলেও কুপিত এই অবিদ্যারূপ সঙ্কটব্যাধির ঔষধ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাম! পূর্ব্বে তোমার নিকট যে মনের শক্তিবিচারার্থ রাজস-সাত্ত্বিকজাতির কথা বলিব বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বব্যাপী অনন্ত অনাদি ভ্রান্তিশূন্য অনন্ত ব্রহ্মের যে চিৎপ্রতিবিম্ব, সেই চিৎপ্রতিবিম্বরূপ সোপাধিক একদেশ হইতে চিৎস্পন্দই তরঙ্গচলনে প্রশান্ত সাগরের ন্যায় জীবভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন সাগরের অন্তর্গত সলিল স্পন্দহীন হইলে স্পন্দধর্ম্মী হয়, তেমনি আত্মার সমগ্র শক্তি প্রথমে স্পন্দশক্তিতে পরিণত হয়। যেমন গগনতলে সমীরণ আপনিই আপনাতে প্রবহমান হয়, সেইরূপ আত্মা আপনাতেই আপনশক্তিতে ঐরূপ স্পন্দভাব প্রাপ্ত হন। ১—৫। যেমন নিশ্চলদীপ স্বীয় শিখার স্পন্দশক্তি দ্বারাই ঊর্দ্ধদেশগামী হয়, ঐ আত্মাও তদ্রূপ স্বশরীরে স্পন্দশক্তি প্রকাশ করেন। সাগর যেমন জলমধ্যে সলিলের উল্লাসে চঞ্চল হয় সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মাও তেমনি স্বীয় শরীরে স্পন্দধর্ম্মী হন। যেমন শারদীয় আতপপুঞ্জে জলনিধি দ্রবীভূত কনকবৎ প্রতীয়মান হয়, তেমনি চিৎসাগর আত্মাতে স্ফুরিস্পন্দ দ্বারা ইন্দ্রিয়প্রকাশধর্ম্মী হইয়া স্ফুরিত হন। যেমন অতীন্দ্রিয় নভোমার্গে মুক্তস্পন্দ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি মহচ্চিদাকাশে চিতিশক্তির আকৃতি উল্লসিত হয়। ৬—১০। মহাচিদাকাশে সেই চিতিশক্তি কিঞ্চিৎ স্ফুর্ত্তিরূপ হইলেও, সাগরে তরঙ্গসমূহালাবৎ অচ্ছচিন্ময়ীই থাকে। (বাস্তবিক রূপান্তর হয়।) চিতিশক্তি আত্মা হইতে পৃথক্ না হইলেও পৃথক্ভূত বলিয়া বোধ হয়। সূচ্যাদি কণ্ঠারগত আলোক যেমন সাধারণ আলোক হইলেও, পৃথক্ একটু ক্ষুদ্রালোক বলিয়া বোধ হয়, ঐ চিতিশক্তিই তদ্রূপ উপাধির অধীন হইয়া পৃথগ্ভূত (পরিচ্ছিন্ন) হয়। সেই চিৎশক্তি সর্ব্বশক্তিমতী হইয়া ক্ষণকাল স্ফুরিত হইতে থাকে; তাহার পর চন্দ্রকলার শৈত্যপ্রকাশবৎ স্বকীয় শক্তি প্রকাশ করে। এই প্রকাশাখ্য চিতিশক্তি পরমাত্মা হইতেই সমুদিত হইয়াছে। দেশ, কাল ও ক্রিয়ার শক্তিও সেই চিতিশক্তি হইতে সমুদ্ভূত হয়। এই চিতিশক্তি স্বীয় স্বভাবের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, আদ্যন্তবিহীন পরমপদেই অবস্থিতি করে। যদি উহারই স্বস্বভাব জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে স্বস্বরূপকে ভ্রান্তিবশতঃ উক্তরূপ কল্পনা করিয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ১১—১৫। যখন ঐ চিতিশক্তি অভিমানস্বরূপে উক্তরূপে ভাবিত হয়; আর নাম ও সংখ্যাদিদৃষ্টি আসিয়া উহার অনুগামিনী হয়। সংকল্প আত্মা হইতে বিভিন্ন কল্পনা যখন অসতী, তখন সমুদ্রের উর্ম্মিবৎ চিতে কল্পিত সকল কল্পনাই সেই বিশুদ্ধ চিৎই। কটক ও কেয়ূরাদিরূপে যেমন সুবর্ণের

বৈলক্ষণ্য, * জগদ্রূপে ভাবিত চিতি ও আত্মাতেও পরস্পর তেমনি বৈলক্ষণ্য, ফলতঃ এই জগদ্ভাব আত্মার সাংশিকমাত্র। স্ব-সম্ভূত দীপান্তরের দীপের পার্থক্য যেমন দেশ কাল ও অবয়বভেদে আত্মা ও চিদাভাসের পার্থক্যও তদ্রূপ। ঐ চিতি,—দেশ কাল, ও স্পন্দনশক্তি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া সঙ্কল্পানুগামিনী হওয়ায় দৃশ্য জগদাকার ধারণ করেন। ১৬—২০। হে মহাবাহো! বিকল্পবলে সাকার এবং দেশ, কাল ও ক্রিয়ার আশ্রয় চিতির যে রূপ, তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। ক্ষেত্রশব্দে শরীর, ঐ চৈতন্য উক্তবিধ বাহ্য ও আভ্যন্তর শরীরকে অখণ্ডিতভাবে জ্ঞান করেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনার অনুবর্ত্তী হইয়া অহঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ অহঙ্কার অধ্যবসায়পর হইয়া অন্যবিধ কল্পনারূপ কলঙ্কে আক্রান্ত হইলে, বুদ্ধিপদবাচ্য হইয়া থাকে। সঙ্কল্পাক্রান্ত বুদ্ধি তাহার পর মনঃপদ প্রাপ্ত হয়, ঐ মনও ঘনীভূতবিকল্পবলে ক্রমে ইন্দ্রিয়ভাব ধারণ করে। ঐ ইন্দ্রিয় তৎপরে হস্তপাদময় দেহরূপে পরিণত হয়, ইহা বুধগণ অবগত আছেন। ঐ দেহ লৌকিকজ্ঞানের বিষয় হইয়া প্রসূত ও জীবভাব প্রাপ্ত হয়। ২১—২৫। চিতি এইরূপে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সঙ্কল্প ও বাসনারূপ রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত ও দুঃখজালে জড়িত হইয়া চিত্তভাব ধারণ করে। যেমন বদরীপ্রভৃতি ফল ক্রমে পরিপক্ক হইয়া কেবল রূপরসাদিগুণের পরিবর্ত্তনরূপ অবস্থাভেদে পূর্ব্ববৈলক্ষণ্যপ্রাপ্ত হয়, আকৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, তেমনি জীবও অবিদ্যামলের পরিণামবশতঃই বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, চিৎস্বভাব সেই একই থাকে, কারণ তাহা পরিণমনশীল নহে। জীব সঙ্কল্পবলে অহঙ্কারধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেই অহঙ্কার বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়, সেই বুদ্ধি আবার সঙ্কল্পবলে মনোরূপে পরিণত হয়। সঙ্কল্পময় ঐ মন আকৃতিগ্রহণে তৎপর এবং সসীম তুচ্ছবিষয়ে আসক্ত হয়। তাহার পরে নদী যেমন সাগরের প্রতি অনুধাবিতা হয় এবং গাভী যেমন উন্মাদবৃষের অনুগামিনী হয়, তেমনি ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তি অনুধাবিত হইয়া ঐ চিত্তকে দূষিত করে। ২৬—৩০। এইরূপ শক্তি-সম্পন্ন হইলে চিত্তের অহঙ্কার ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ চিত্ত স্বেচ্ছাক্রমেই কোষকারকীটের ন্যায় বন্ধন প্রাপ্ত হয়। হায় কি কষ্ট! আত্মা আপন দোষেই স্বকীয় সঙ্কল্প অনুসন্ধান করত জাল দ্বারা মৃগের ন্যায় বদ্ধ হইয়া পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি যথার্থরূপে অবলোকন করেন, "আমি বদ্ধ হইয়াছি" সুতরাং তখন তাঁহার বিদ্যাতত্ত্ব (পারমার্থিক আত্মরূপ) থাকে না! তাহা হইতে তখন জগৎরূপ জঙ্গলের রাক্ষসীস্বরূপা অবিদ্যা (জন্মজরাদিভ্রান্তি) স্ফীতপর হইতে থাকে। তখন ঐ আত্মরূপী মন, স্বকল্পিত শব্দাদি বিষয়জালরূপ বহ্নিশালার মধ্যবর্ত্তী হইয়া নিগড়বদ্ধ কেশরীর ন্যায় নিতান্ত বিবশ হইয়া পড়েন। বাসনাবশে বিচিত্র কার্য্যসমূহের কর্ত্তা হন এবং আপন ইচ্ছায় রচিত বিবিধ দশার অনুবর্ত্তী হইয়া আরও বিবশ হইয়া পড়েন। ৩১—৩৫। মননাদি বিভিন্ন বৃত্তির অনুসারে কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন জ্ঞান, কখন ক্রিয়া, কখন অহঙ্কার, কখন পুর্য্যষ্টক, কখন প্রকৃতি, কখন মায়া, কখন মল, কখন কর্ম্ম, কখন বন্ধ, কখন চিত্ত, কখন অবিদ্যা ও কখন ইচ্ছারূপে অবস্থিত হন। হে রাঘব! সেই এই চিত্তই আবদ্ধ, দুঃখিত, তৃষ্ণাশোকাক্রান্ত ও রাগভূমি হইয়া বিস্তৃত হন। ঐ চিত্তই জরা, মৃত্যু, মোহের অন্তর্ভূত ভাবনায় ব্যথিত হন। চেষ্টা ও নিশ্চেষ্টতায় আক্রান্ত ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হন। ৩৬—৪০। কর্দ্দরূপ ভক্ষণের অন্তর ইচ্ছাবিকৃত ঐ চিত্ত, স্বীয় উৎপত্তির হেতুভূত আত্মপদ বিস্মৃত হইয়া কল্পনা-প্রসূত অনর্থের হেতু হয়। কোষকার কীটের ন্যায় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত শোকাকারে পরিণত হয়, শব্দাদি তন্মাত্রসমূহ উহার অবয়বস্বরূপ; ঐ চিত্ত অনন্ত নরকরৌদ্রে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। আত্মার উহা অনাত্মরূপে দৃশ্য হইলেও ঐ চিত্ত এতই দুর্ব্বিবেকে আচ্ছন্ন হইয়া দুর্জ্জয় হয় যে, উহা, বৃহৎপর্ব্বতসম গুরু ও জড়বৎ হইয়া উঠে। ঐ চিত্তই জরামৃত্যুরূপ শাখাপরিবৃত সংসার-বিষবৃক্ষ। যেমন ক্ষুদ্রবীজমধ্যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অবস্থিত থাকে, তেমনি আশাপাশবিধানকারী ফলবিহীন এই নিখিলসংসার, ঐ চিত্তমধ্যে অবস্থিত থাকে। ঐ চিত্ত চিন্তারূপ অনলের শিখায় দগ্ধ, কোনরূপ অজগর কর্ত্তৃক চর্ব্বিত ও কামসমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়া আত্মরূপ পিতামহকে (মূলকারণ) বিস্মৃত হইয়া যায়। ৪১—৪৫। এবং যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় শোকে বিলুপ্তচৈতন্য ও বিষয়ানলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতে থাকে। ছিন্নমূল কমলের ন্যায় ঐ চিত্ত সাতিশয় ম্লানি প্রাপ্ত হয়। ঐ চিত্ত যখন স্বীয় নিবাসস্বরূপ একদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তত্তদ্দেহবিশেষের বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হয়; এবং বিষয়, দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিচিত্র শত্রুগণমধ্যে কেমন বিবশ হইয়া বাস করে। ঐ চিত্ত এবংবিধ বিবিধ সঙ্কটদশায় বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকে। হে অমরোপম! তোমার মন স্বীয় অজ্ঞানহেতু দেহাদিতে আস্থাবান্ হইয়া সমুদ্রপতিত পক্ষীর ন্যায় বিষম দুঃখে মগ্ন আছে, মন যে জালজালে জড়িত আছে, বাস্তবিক ঐ জগৎ গন্ধর্ব্বনগরবৎ শূন্য, অতএব তুমি বিষয়-বিকৃত তুচ্ছ অনুরাগসাগরে ভাসমান মনকে কর্দমপতিত মাতঙ্গবৎ উদ্ধার কর। হে রাম! মন এক্ষণে বলীবর্দ্দবৎ কামপল্বলে নিমগ্ন রহিয়াছে, ইহার অঙ্গ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অতএব উহাকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার কর। শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমূহ দ্বারা মলিনাকৃতি, উদ্দীপ্ত জরা, মৃত্যু ও বিষাদে মূর্চ্ছিত মনে যাহার কিছুমাত্র ব্যথা নাই, হে রাম! এই জগতে সেই ব্যক্তি মনুষ্যাকৃতি রাক্ষস। ৪৬—৫২।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—চিত্তেরই ঔপাধিক বিভাগস্বরূপ উক্তবিধ জীবসকল সংসার-বাসনায় প্রবাহিত হইতেছে। হে রাম! পূর্ব্বোক্ত বাসনানুসারে কল্পিতাকৃতি ব্রহ্ম হইতেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বা অসংখ্য এই জীবনিবহ নির্ঝর হইতে জলবিন্দুসমূহবৎ পূর্ব্বে কতই জন্মিয়াছে, এখনও জন্মিতেছে পরেও জন্মিবে। ঐ জীবসমূহ নিজ বাসনাদশার আবির্ভাবে বিবশ ও অতি বিচিত্র বিবিধ দশায় আপনিই নিপতিত হইয়া, নিরন্তর চতুর্দ্দিকে, দেশে দেশে ও জলে স্থলে জলবুদ্বুদবৎ উঠিতেছে ও বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই জীবসমূহের কেহ কেহ একবারমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেহ কেহ শতজন্মের অধিক অতিবাহিত করিয়াছে, কেহ অসংখ্য জন্ম ভুগিতেছে, কেহ দু একবার জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছে, কাহারও বা এখনও জন্ম হয় নাই, পরে হইবে; কেহ কেহ সংসারোৎপত্তি অতিক্রম করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছে, কেহ কেহ এক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, কেহ কেহ কৈবল্য-প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ সহস্রকল্প কেবল বারংবার জন্মগ্রহণই করিতেছে। কেহ কেহ এক যোনিতেই অবস্থিত, কেহ বা অন্য যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ নারকী হইয়া দুঃসহ-দুঃখ সহ্য করিতেছে, কেহ কেহ বা মর্ত্ত্য হইয়া কিঞ্চিৎ সুখভোগ করিতেছে। কেহ কেহ হৃষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতেছে. কেহ কেহ সত্যলোকে গিয়াছে, কেহ কিন্নর, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ বিদ্যাধর ও কেহ সর্প হইয়া অবস্থান করিতেছে। কেহ কেহ সূর্য্য, কেহ ইন্দ্র ও কেহ বরুণ এবং কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু ও কেহ মহেশ্বর হইয়া রহিয়াছে। আবার কেহ কুষ্মাণ্ড (পিশাচবিশেষ), কেহ বেতাল, কেহ যক্ষ, কেহ রাক্ষস ও কেহ পিশাচ হইয়া অবস্থান করিতেছে। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ শূদ্র হইয়া রহিয়াছে। ১—১০। কেহ শ্বপচ, কেহ চাণ্ডাল, কেহ কিরাত, কেহ পুক্কস আবার কেহ তৃণ, কেহ ওষধি ও কেহ কেহ ফল, মূল, পতঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন জীব বিচিত্র লতাগুল্মাচ্ছাদিত তৃণাচ্ছন্ন উপলভূমি হইয়া অবস্থিত, কেহ কেহ শাল, কদম্ব, জম্বীর, তাল ও তমালবৃক্ষ হইয়া অবস্থিত। কোন কোন জীব বিভবশালী মন্ত্রী ও সামন্ত ভূপতি হইয়া রহিয়াছে। আবার কেহ চীরাম্বরধারী মৌনাবলম্বী মুনি হইয়া অবস্থিত। কেহ নাগ, কেহ অজগর সর্প, কেহ কৃমি, কেহ কীট ও কেহ পিপীলিকা হইয়া অবস্থিত; আবার কেহ সিংহ, কেহ মহিষ, কেহ হরিণ, কেহ ছাগ ও কেহ চমরমৃগ হইয়া রহিয়াছে। কেহ সারসপক্ষী, কেহ চক্রবাক, কেহ বক ও কেহ কোকিল হইয়া রহিয়াছে। আবার কেহ কেহ কমল, কহ্লার, কুমুদ ও উৎপল হইয়া রহিয়াছে। ১১—১৫। কেহ ঐরাবত, কেহ মাতঙ্গ, কেহ বরাহ, কেহ বৃষ, কেহ গর্দ্দভ, আবার কেহ কেহ ভ্রমর, মশক, পতঙ্গিকা ও দংশ (ডাঁশ) হইয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কেহ আপন্ন, কেহ বা সম্পৎশালী, কেহ স্বর্গপুরী-বাসী কেহ নরকবাসী; কেহ নক্ষত্রলোকে গত, কেহ বৃক্ষরন্ধ্র-মধ্যে অবস্থিত, কেহ কেহ বায়ু এবং আকাশ হইয়া রহিয়াছে। কেহ সূর্য্যকিরণে ও কেহ চন্দ্রকিরণে অবস্থিত, কেহ কেহ তৃণলতাগুল্মাদির স্বাদুরসরূপে অবস্থিত, কেহ কেহ জীবন্মুক্ত হইয়া পরম কল্যাণভাজন হইয়া বিচরণ করিতেছে, কেহ চিরমুক্ত, কেহ বা পরমাত্মায় পরিণত অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৬—২০। কাহারও কাহারও মুক্তিলাভের অনেক বিলম্ব, কোন কোন জীব বিষয়লম্পট আত্মার কেবলীভাবে অর্থাৎ মুক্তির প্রতি দ্বেষ করিতেছে। কেহ কেহ বিশাল দিক্ হইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ মহাবেগবতী নদী হইয়া রহিয়াছে। কেহ সুন্দরী রমণী, কেহ পণ্ড, কেহ বা ক্লীব হইয়া অবস্থিত। কেহ কেহ প্রবুদ্ধবুদ্ধি, কেহ কেহ জড়বুদ্ধি, কেহ কেহ জ্ঞানবিষয়ে উপদেশ দিতেছে, কেহ কেহ সমাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছে। এই জীবসকল স্বীয় বাসনাবশেই আবদ্ধ ও বিবশ হইয়া এই প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। কেহ কেহ এই জগতে বিহার করত হর্ষান্বিত অবিরত মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে ও উঠিতেছে। এই জীবসমূহ বাসনারূপ শরীরাদি ধারণ করত আশাপাশশত দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পক্ষিগণের ন্যায় এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনাগমন করিতেছে। অনন্ত বিষয়ে অনন্ত কল্পনাহেতু মায়া দ্বারা এই জীবসমূহ এই জগদ্রূপ অতি-মহৎ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে। যাবৎকাল মূঢ় হইয়া স্বীয় অনিন্দিত আত্মার দর্শনে সমর্থ হয় না, তাবৎকাল জলে আবর্ত্ত-রাশির ন্যায় এই জীবগণ সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হয়, তখন এই অসদ্বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সত্যসংবিদ্ প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তাহার আর জন্ম হয় না। কোন কোন মূঢ়গণ বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সহস্রজন্ম ভোগ করত ভূয়োভূয়ঃ এই সংসার-সঙ্কটে নিপতিত হয়। ২১—৩০। কেহ কেহ আত্মদর্শনের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াও তুচ্ছবুদ্ধিতে বিফল-মনোরথ হইয়া তির্য্যগ্-যোনি প্রাপ্ত হয়, পরে আবার তাহা হইতে নরকে গমন করে। কোন কোন মহাধী সম্পন্ন জীবগণ ব্রহ্মপদ হইতে উৎপন্ন হইয়া এক জন্ম ভোগ করিয়াই সেই পরব্রহ্মে লীন হয়। এইরূপ অসংখ্য অপরাপর ব্রহ্মাণ্ডেও অন্যান্য জীবগণ কেহ পদ্মযোনি, কেহ হর ও কেহ কেহ তির্য্যগ্যোনি-গত হইতেছে। কেহ দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ বা হস্তী হইতেছে। হে রাম! (অধিক কি বলিব,) এই ব্রহ্মাণ্ডে যেমন দেখিতেছ, অন্য ব্রহ্মাণ্ডেও তদ্রূপ হইতেছে। যেমন এই বিশালব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, তেমনি আরও অনেক বিশালব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে, কত অতীত হইয়াছে, আবার কত হইবে। ৩১—৩৫। অন্যান্য বর্ণবৈচিত্র্যে কত শত বিচিত্র ব্রহ্ম ও সৃষ্টি আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে কোন জীব গন্ধর্ব্ব, কোন জীব যক্ষ, কেহ দেব ও কেহ দানব হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে জীবগণ যাদৃশ ব্যবহার-সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে, তেমনি অপরাপর ব্রহ্মাণ্ডেও তাদৃশ মনুষ্যাদিযোগ্য ব্যবহারে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য জীব অবস্থান করিতেছে। নদীর তরঙ্গমালার ন্যায় সাত্ত্বিকাদি স্বভাববশে ও তাহার অনুকূল ব্যবহারে এইরূপ কত শত ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সত্ত্বপ্রভৃতি গুণের আবির্ভাব ও তিরোভাবনিবন্ধন উন্মজ্জন ও নিমজ্জন হেতু নদীতরঙ্গবৎ সৃষ্টি-সমূহের পরিবৃত্তি হয়। ৩৬—৪০। সেই পরব্রহ্ম হইতেই অসংখ্য জীবরাশি অবিরত নির্গত হইতেছে, ফলতঃ তাহারা পৃথক্ নির্দ্দেশ-যোগ্য নহে. সেই পরব্রহ্মেই তাহারা সংবেদ্য ও তাঁহাতেই স্ফুট-ব্যবহারসম্পন্ন হইতেছে। এই জীবরাশি দীপ হইতে আলোকের ন্যায়, সূর্য্য হইতে মরীচির ন্যায়, উত্তপ্তলৌহ হইতে কণার ন্যায়, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, কাল হইতে ঋতুবিভাগের ন্যায়, কুসুম হইতে সৌরভের ন্যায়, বর্ষাজলপ্রবাহ হইতে তুষারের ন্যায় এবং সাগর হইতে তরঙ্গের ন্যায় সেই পরমপদ হইতে অবিরত উৎপন্ন হইতেছে এবং দেহপরম্পরা ভোগ করত যথাকালে স্বতই আবার সেই পরমপদে লীন হইতেছে। যেমন সাগরে অবিরত লহরী উঠিতেছে, বাড়িতেছে ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তেমনি এই বিশাল বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডরচনাদি মোহমায়া সতত সেই পরমপদে উত্থিত হইতেছে, বিনষ্ট হইতেছে, (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হইতেছে; ফলতঃ এতদ্রূপই মিথ্যা। ৪১—৪৫।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—ভগবন! আপনি বলিলেন,—প্রলয়কালে জীবসকল পরমপদেই স্থিতিলাভ করে, তাহা হইলে তখন জীবগণ মুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে, তবে তাহারা আবার (সৃষ্ট্যারম্ভে) কিপ্রকারে দেহপ্রাপ্ত হয়? আপনিই ত বলিয়াছেন, পরমপদ-প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্ত হইতে পারে না। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুঝিতে পারিতেছ না কেন? তোমার পূর্ব্বাপর বিচারক্ষম বুদ্ধি কোথায় গেল? এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এ সমুদয় আভাসমাত্র (আভাস আত্মার বিবর্ত্ত), ফলতঃ ইহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা। হে রাম! এই জগৎ এক-প্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন হে অনঘ! দেখিতে গেলে উহা ভ্রান্তিদৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় ও ভ্রমদৃষ্ট শৈলের ন্যায় মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইবে। যাহার অজ্ঞাননিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে ও ভাবনাসমূহও বিগলিত হইয়াছে, তাদৃশ প্রবুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি এই সংসার-স্বপ্ন দেখিতে গেলে দেখিতে পায় না। ১—৫। হে রাম! মোক্ষপদপ্রাপ্তি হওয়ার পরেও জীবগণের স্বভাবকল্পিত এই সংসার পরমাত্মায় সর্ব্বদা সূক্ষ্মরূপে নিলীন থাকে, (যখন তাহার বীজস্বরূপ অজ্ঞান প্রকটিত হয়, তখনই উহাও প্রকাশিত হয়,) সুতরাং মুক্তির পরেও পুনর্জন্ম অসম্ভব নহে। যেমন জলমধ্যে আবর্ত্ত, বীজমধ্যে অঙ্কুর ও অঙ্কুরমধ্যে বিস্ফারিত পল্লব নিলীন থাকে, তদ্রূপ জীবমধ্যে তরল শরীরও বিদ্যমান থাকে। যেমন পল্লবমধ্যে পুষ্প ও পুষ্প-কোশে ফল গুপ্তভাবে নিহিত থাকে, প্রথমে দেখা যায় না, তেমনি মনোমধ্যে সঙ্কল্পাত্মক দেহও বিরাজমান থাকে। মনের বহুরূপতা প্রসিদ্ধ, সুতরাং বাসনারূপে দেহরূপও অসম্ভাবিত নহে, তবে একেবারে তাহার বহু শরীর হয় না কেন? তাহার কারণ পরিণতকর্ম্মবলে মনের একটী দেহই পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশিত হয়। বহুদেহ একবারে হয় না। যেমন ঘটাকার মৃৎপিণ্ড ঘটেই পরিণত হয়, তদ্রূপসৃষ্টিপ্রারম্ভে এই মনের উত্তম দেহই প্রাতি-ভাসিকরূপ, সুতরাং এই মন তদনুরূপ দেহই হইয়া থাকে। ৬—১০। সৃষ্টিক্রিয়ানিপুণ এই ব্রহ্মা (পদ্মজরূপী আত্মা) যাদৃশ সৃষ্টির সঙ্কল্প করত পঞ্চকোশরূপ গৃহে অবস্থান করিয়াছেন, সেই সঙ্কল্পের অনুরূপ, ঘনীভূত মায়ার ঐন্দ্রজালিকমায়াবৎ পর্য্যন্ত-বিহীন এই সৃষ্টি স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে। রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! জীব মনঃপদ প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে বিরিঞ্চিপদ প্রাপ্ত হইল, তাহা পুনর্ব্বার আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মহাবাহো! ব্রহ্মা কিরূপে শরীর-গ্রহণ করিলেন, তাহা শ্রবণ কর, তুমি এই ব্রহ্মশরীর-গ্রহণদৃষ্টান্তে জগৎস্থিতিও বেশ বুঝিতে পারিবে। দিক্‌ও কালাদিরূপে অপরিচ্ছিন্ন (যাঁহার দিক্ কালাদিরূপে পরিচ্ছেদ নাই), এই আত্মতত্ত্ব স্বীয় শক্তিবলে অবলীলাক্রমে দিক্ ও কালে পরিচ্ছিন্ন যে আকার ধারণ করেন, বাসনাবিশিষ্ট সেই আকৃতিই সঙ্কল্পোন্মুখী চঞ্চল মন হয়, জীব উহার পর্য্যায়মাত্র (একই প্রার্থ) ১১—১৫। ঐ মনের শক্তি প্রথমে সঙ্কল্পবলে নির্ম্মল আকাশভাবনায় ভাবিত হয়; (ঐ আকাশই শব্দতন্মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় কল্পনা করে,) অনন্তর আকাশ-ভাবনাপ্রাপ্ত মন ক্রমে স্পর্শবশতঃ ঘনীভূত হয় (পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হয়)। তাহার পর স্পর্শতন্মাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে উন্মুখ অনিলস্পন্দের ভাবনা করে; তখন সেই মনের, সেই আকাশও অনিলভাব পঞ্চীকরণ না হওয়ায়, এত সূক্ষ্মভাবে থাকে যে, তাহা মনঃপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যাত্মক জীবের দৃষ্ট হয় না। তাহার পর শব্দও স্পর্শরূপী সেই আকাশ ও বায়ুর সঙ্ঘর্ষে অনলের উৎপত্তি হয়। (ঐ অনলরূপ তন্মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্কল্পোন্মুখ,) আকাশ, বায়ু ও অনিলে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া মন প্রকাণ্ড নির্ম্মল আলোকের ভাবনা করে, তাহাতে আলোক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনন্তর আকাশ, বায়ু ও অনলে পরিপুষ্ট মন রসতন্মাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বীজ-স্বরূপ জলভাব ধারণ করিয়া থাকে। ১৬—২০। তাহার পর উক্ত ভূতচতুষ্টয়ে পরিপুষ্ট মন গন্ধতন্মাত্রের স্থূলরূপ ভাবনা করে, ঐ গন্ধতন্মাত্রের পরে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। তদনন্তর এইরূপ ভূত-পঞ্চকের তন্মাত্রে পরিবৃত মন সূক্ষ্মভাব পরিত্যাগ করত গগন-মণ্ডলে স্ফুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গাকৃতি শরীর দর্শন করে, ঐ শরীরে অহঙ্কারকলা (লেশ) ও বুদ্ধিবীজ (জ্ঞানেন্দ্রিয়-তন্মাত্র) বিদ্যমান থাকে। ঐ শরীরকে পুর্য্যষ্টক বা লিঙ্গ শরীর কহে। ভ্রমর যেমন কমলের শোভাবর্দ্ধক, ঐ লিঙ্গশরীর তেমনি ভূতগণের হৃদয়-পদ্মের শোভাবর্দ্ধক, কেননা উহা সেই লিঙ্গদেহে তীব্রবেগে ভাস্বর-শরীরের ভাবনা করত বিল্বফলের ন্যায় ক্রমশঃ স্থূলতা প্রাপ্ত হন। মূষাস্থিত (মূষা প্রতিমার ছাঁচ) গলিত স্বর্ণের ন্যায় স্ফুরিত ঐ তেজোময় শরীর বিমল চিদাকাশে অবস্থিত হন; তাহার পর তেজঃপুঞ্জময় আত্মাতে গগনব্যাপিনী বিস্ফারিত মূর্ত্তি স্থিরভাবনা করেন। সেই মূর্ত্তির ঊর্দ্ধদেশে মস্তক, অধোদেশে চরণদ্বয়, পার্শ্বদেশে হস্তদ্বয় ও মধ্যভাগে উদরভাগ ভাবনাকল্পিত হয়। এইরূপে তেজঃপুঞ্জ-প্রকটীবয়ব শৈশবদশায় ও স্বেচ্ছাবশে শরীরগ্রহণপূর্ব্বক অবস্থান করেন। মনোরূপ মুনি এইরূপে স্ববাসনাবশেই অঙ্গকল্পনাপূর্ব্বক দেহপুষ্টি করেন এবং ঋতুর ন্যায় যথাকালে স্বস্বভাবে নির্ম্মল শরীরে প্রকাশিত হন। ২১—৩০। ঐরূপ আকৃতিপ্রাপ্ত মনই বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যসমন্বিত হইয়া সকল-লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন ঐ ব্রহ্মা গলিত স্বর্গসদৃশ, ঐ ব্রহ্মা অল্পবপুসম্পন্ন হইলেও পরমাকাশেই অবস্থিত হন। এবং চিত্তলীলায় আত্মার মোহ উৎপাদন করত, কখন তিনি আত্মাতে কেবল আদি-মধ্য-বিহীন অপার পরমাকাশ উৎপাদন করেন, কখন অমলসলিল কল্পনা করেন, কখন প্রলয়কালে ভাস্বর বহ্নিশিখামণ্ডল উদ্ভাবন করেন, কখন (পৃথিবীসৃষ্টির পর ভূত-সৃষ্টির প্রাক্‌কালে) হরিদ্বর্ণ-তৃণাদি-ব্যাপ্ত সমগ্র মহী কল্পনা করেন এবং কখন বিষ্ণুনাভিসমুত্থ শ্যামবর্ণ কমলকোরক কল্পনা করেন। প্রতিজন্মেই প্রভু (ঐ ব্রহ্মা) এবংবিধ নানাপ্রকার (অপরাপরও) আকৃতি কল্পনা করিয়া নিজে বিষ্ণু প্রভৃতির অনুত্তম রূপ ধারণ করিয়া অবলীলা ক্রমে তত্তদ্রূপের পালন করেন। ৩১—৩৫। উক্ত বিবিধরূপকল্পনার মধ্যে ইনি যখন প্রথমেই ব্রহ্মপদ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনই অজ্ঞানবশতঃ প্রাক্তনবাসনারূপ ও দেহ-ব্যবহারাদি বিস্মরণরূপ সুষুপ্তিসুখ প্রাপ্ত হন। ঐ অবস্থায় তিনি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভ বা বিষ্ণুপ্রভৃতির কুক্ষিগর্ভে অবস্থিত থাকেন। যখন ঐ গর্ভনিদ্রা বিগত হয়, তখন তিনি আত্মাতে প্রাণ ও অপানবায়ুর দ্বারা প্রবাহিত পঞ্চভূতের নির্ম্মলাংশে নির্ম্মিত ভাস্বরশরীর অবলোকন করেন। ঐ শরীর অসংখ্য রোমে আকীর্ণ, ধাত্রিবাংশতঃ বিরাজিত। উরুদ্বয় ও পৃষ্ঠাদি ঐ দেহের স্তম্ভস্বরূপ, পঞ্চপ্রাণ ঐ দেহের পঞ্চদেবতাস্বরূপ এবং

অধোদেশে উহার চরণ বিরাজিত। ঐ দেহ হস্ত, পদ, মস্তক, বক্ষ ও উদররূপে পাঁচভাগে বিভক্ত এ নবদ্বারে সুশোভিত, উহার উপরিতন ত্বক অতি চিক্কণ। উহার বিংশতি অঙ্গুলি, বিংশতি নখ, দুই বাহু, দুই স্তন ও দুই চক্ষু, কখনও ইচ্ছাক্রমে বহু চক্ষু ও বহু বাহু হইয়া থাকে। ৩৬—৪০। ঐ শরীর চিত্তরূপ বিহঙ্গের নীড়, মন্মথরূপ সর্পের গর্ত, তৃষ্ণাপিশাচীর আবাসস্থান ও জীবরূপ সিংহের পঞ্জর। অভিমানরূপ গজের আলানস্বরূপ, মানসপদ্মে সুশোভিত মনোহর ঐ স্বীয়শরীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ত্রিকালদর্শী ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'যখন আমি উৎপন্ন হই নাই, তখন পারপর্য্যন্ত বিহীন, মধুকরবৎ সুনীল, বিস্তৃত এই গগনকুহরে কি হইয়াছিল?' নির্ম্মলদৃষ্টি সদ্যোজাত ঐ ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া বহু অতীত-সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর করিলেন। অনন্তর নিখিল ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই ক্রমে তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইল। বসন্তপ্রাদুর্ভাবে যেমন তৎকালীন কুসুমরাশি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ পরিচিত বেদসকলও তাঁহার স্মৃতিগোচর হইল। তখন অনায়াসে বিচিত্র সঙ্কল্পসম্ভূত প্রজাবর্গের ও তাহাদের বিবিধ আচার ব্যবহার গন্ধর্ব্বনগরবৎ (অচিরে) কল্পনা করিলেন। তাহাদের ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, স্বর্গ ও মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত বিচিত্র অনন্ত শাস্ত্র কল্পিত হইল। হে রাম! বসন্তকালে যেমন পুষ্পলক্ষ্মী আবির্ভূত হয়, তেমনি বিরিঞ্চিরূপী মন হইতে আবির্ভূত এই সৃষ্টি এইরূপে স্থিতিলাভ করিয়াছে। হে রঘুনন্দন! দৃশ্যমান এই সৃষ্টিলক্ষ্মী কমলযোনি-রূপধারী চিত্তের বিচিত্র বিবিধ ক্রিয়াবিলাস ও কল্পনাবলে এইরূপ দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ৪১—৪৯।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই জগৎ সম্পন্ন হইয়াও কিছুই সম্পন্ন নহে, সমস্তই প্রাতিভাসিক, মনোবিলাস, তদ্ব্যতীত কেবল শূন্য। পরম মহত্ত্বশালী প্রসিদ্ধ পরিচ্ছিন্ন আকাশরূপী ব্রহ্মাণ্ড কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিভাস দেশ-কাল ব্যাপিয়া নাই, (তাৎপর্য্য এই যে— প্রতিভাস চিৎপ্রতিবিম্ব, আতপের মধ্যে যেমন কোটি কোটি ত্রসরেণু থাকে, তদ্রূপ ঐ প্রতিভাসমধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্ফুরিত হইতেছে, সুতরাং চিৎপ্রতিবিম্বের দেশ-কাল ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত কিরূপে হইবে? চিৎপ্রতিবিম্ব ব্যতীত সকলই শূন্য।) সঙ্কল্পমাত্রাত্মক স্বপ্নদৃষ্ট পুরসমূহ এই জগৎ যে স্থানে (দেশ বা কালে) চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই স্থানেই (দেখিবে); কেবলমাত্র জগতের অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যই বিরাজমান, এই জগৎ শূন্য আকাশমাত্র। এই জগৎ ভিত্তিহীন বর্ণরঞ্জনস্বরূপ, ইহা দৃষ্টিগোচর হইলেও অসৎ, বাস্তবিক ইহা কাহারও কৃত নহে, এই জগৎ আকাশলিখিত বিচিত্র চিত্ররূপ। দেহ হইতে ত্রিভুবন পর্য্যন্ত সমুদয়ই মনের কল্পনা, এই (জগতের) মূর্ত্তির প্রতি, দর্শনের প্রতি, চক্ষুর ন্যায় মনই কারণ। ১—৮। ভ্রমক্রমে ঘটপটাদিরূপে যে এই অপূর্ব্ব আবর্ত্তন হইতেছে, এ সমস্তই চিদাভাসমাত্র, চিত্তি, প্রভৃতি (বিবিধ-জগৎ-পদার্থ-সমুদয়) স্বরূপ (ব্রহ্ম) হইতে পৃথক্ নহে (সমস্তই ব্রহ্ম)। যেমন কোষকারকীট আপনার অবস্থিতির জন্য কোষ (বাসা) নির্ম্মাণ করে, মনও সেইরূপ স্ব অবস্থিতির জন্য এই শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। (যেমন কোষকার-কীটের কোষ কোষকার হইতে অভিন্ন, সেইরূপ মন ও শরীরে কোন পার্থক্য নাই, মনই শরীরের উপাদান।) যাহা নাই, এই মন নিরর্থক তাদৃশ সঙ্কল্প করে না এবং তাদৃশ দুষ্কর দুষ্প্রাপ্য অর্থসিদ্ধি লাভ করিতেও পারে না, অর্থাৎ মনে সমস্তই সম্ভব। সর্ব্বশক্তিধারী দেবস্বরূপ মনে কোন্ শক্তির সম্ভাবনা না হয়? যাহা ঐ মনোগুহার অভ্যন্তরে স্থান পায় না, ঈদৃশী শক্তিই নাই। হে মহাবাহো! সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, বিভুস্বরূপ ঐ মনে সর্ব্বদাই সকল পদার্থেরই সত্তা ও অসত্তার সম্ভব হয়। ৬—১০। দেখ রাম! ঐ মন ভাবনাবলেই আত্মজদেহ লাভ করিল। মনের কল্পনায় সকল শক্তিই নিহিত আছে, ইহা পণ্ডিতগণের অনুমোদিত। সমস্ত দেব, দানব ও নরগণ মনের সঙ্কল্পেই কৃত হয়, ঐ সঙ্কল্প যখন উপশান্ত (নিবৃত্ত) হয়, তখন ইহারা, স্নেহবিহীন (তৈলাদি-শূন্য) দীপের ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহামতে! সমস্তই সঙ্কল্পমাত্রের বিজৃম্ভণ, সুতরাং আকাশ-সদৃশ, তুমি এই জগৎকে এক প্রকার দীর্ঘস্বপ্ন বলিয়া জানিবে। হে সুমতে! (বাস্তবিকই) কেহ কখন জাত বা মৃত হয় না, পারমার্থিক সমস্তই মিথ্যা। যাহা কখন কোনরূপ বৃদ্ধি, হ্রাস বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হয়, তাহার আবার খণ্ডন কি? অথচ অখণ্ড পদার্থের খণ্ডন ব্যতিরেকে পরিচ্ছিন্ন হওয়াও অসম্ভব (অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন)। ১১—১৫। হে রাঘব! তুমি স্বকীয় দেহের মধ্যে অপরিচ্ছিন্ন আত্মদর্শন না করিয়া পরিচ্ছিন্ন আত্মদর্শনে মুগ্ধ হইতেছ কেন? যেমন মরুভূমিতে রবিকিরণে মরীচিকা (জল) ভ্রম হয়, সেইরূপ মনের নিশ্চয়েই, এই হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি বস্তু-গত্যা অসৎ হইলেও দৃষ্ট হইতেছে। জগতে যত প্রকার আকার-সমূহ দৃষ্ট হইতেছে, এ সমস্তই মনোরথের ন্যায় সমুত্থিত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় বাস্তবিক মিথ্যা অজ্ঞান-ঘনীভূত। নৌকায় গমনকালে তীরস্থ অচলবৃক্ষরাজিকে যেমন সচল বলিয়া বোধ হয়, তেমনি এই আকৃতিসমূহ যথার্থ মিথ্যা হইলেও নিত্য-উত্থিত হইতেছে। মায়াবলে গন্ধর্ব্ববৎ, দৃষ্টিভূত এই জগৎ মনেরই মনন (সঙ্কল্প) মাত্র, ইহা এক প্রকার ইন্দ্রজাল বলিয়া জানিবে, ইহা সত্য না হইলেও সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ১৬—২১। এই নিখিলজগৎ একমাত্র ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন ইহাতে অঙ্কুর কিরূপে হইল, আর তাহা কি প্রকার এবং কোথায় বা তাহা আছে? (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্-ভাব একেবারেই অসম্ভব।) "এই পর্ব্বত, এই প্রাণী" ইত্যাদি প্রকার ভেদ অসৎ হইলেও কেবল মনের দৃঢ় ভাবনাবন্ধন উহা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। বিচারহীন ব্যক্তির নিকটেই মনোবাসনাত্মক এই জগৎ-প্রপঞ্চ বিশাল দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব হে রাম! তুমি বিবেকবলে ঐরূপ জগদ্ভাব পরিত্যাগ করিয়া উক্ত প্রাণবহীন আত্মার চিন্তা কর। যেমন মহার্ণব-সমুত্থিত ভ্রান্তিমাত্র, উহা বাস্তব নহে, সেইরূপ চিত্তকল্পিত এই জগৎকেও এক প্রকার দীর্ঘস্বপ্ন বলিয়া জানিবে। এই জগৎ বিশাল ও স্থায়ী দৃষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু উহা (তত্ত্ব-জ্ঞানে) গ্রহণ করিতে গেলে অবশ হইয়া পড়ে, অতএব তুমি আশাভুজঙ্গের গর্ত্তস্বরূপ ঐ সংসারাড়ম্বর পরিত্যাগ কর।

ইহা অসৎ, এইরূপ অবগত হইয়া ইহাতে ব্রহ্মভাব স্থাপিত কর। বিজ্ঞব্যক্তি (মরীচিকায় অলীকত্ব) কখন (জলভ্রান্তি সেই) মৃগতৃষ্ণিকার অনুধাবন করেন না। ২১—২৬। সঙ্কল্প ও ইচ্ছামাত্রই যাহার স্বরূপ, যে মূঢ়াত্মা তাদৃশ অসৎ ভাবের অনুগামী হয়, সে কেবল দুঃখভোগই করিয়া থাকে। যদি বস্তু না থাকে তাহা হইলে অবস্তুর দিকে ধাবিত হওয়া নিতান্ত দোষাবহ নহে, কিন্তু বস্তু থাকিতেও যে ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবস্তুর অনুগামী হয়, কদাচ তাহার অর্থপ্রাপ্তি হয় না (অর্থপ্রাপ্তি—পরমপুরুষার্থলাভ)। রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ এই জগৎ মনেরই মোহমাত্র, একমাত্র ভাবনাবৈচিত্র্য নিবন্ধনই এই জগতের চিরপরিবর্তন ঘটিতেছে। সলিলমধ্যগত চন্দ্রের ন্যায় চঞ্চল ও মিথ্যা উদিত এই বাহ্যপদার্থে কেবল (তত্ত্বানভিজ্ঞ) বালকই প্রতারিত হয়, ভবাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ প্রতারিত হন না। ২৭—৩০। যে ব্যক্তি এই শব্দাদি গুণসমষ্টিভূত দেহাদি-ভাবনায় সুখ অনুভব করে সেই জড়ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাকল্পিত বহ্নি দ্বারা শৈত্যনিবারণ করিতে চেষ্টা করে। এই যে বিশাল জড়-দেহাদি দৃষ্ট হইতেছে ইহা মনঃকল্পিত নগরের ন্যায় অসৎ। এই দেহাদিজগৎ চিত্তের ইচ্ছায় সমুদিত হয়, যখন তাহার ইচ্ছা না থাকে তখন আবার বিলীন হইয়া থাকে। এই জগৎ নষ্ট হইলে কিছুই নষ্ট হয় না, এইরূপে ইহা লোকে ইচ্ছাকল্পিত নগরবৎ মিথ্যাই দৃষ্ট হয় না, সমৃদ্ধ (বিশাল হইয়া প্রকাশিত) হইলেও কিছুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। বল দেখি, মনঃকল্পিত বিশালনগরীর বৃদ্ধি বা ক্ষয়ে কাহারও কি কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি হইয়াছে? ৩১—৩৫। যেমন বালকেরা ক্রীড়াপুত্তলিকা লইয়া তাহাদের মধ্যে কোনটীকে পুত্র, কোনটীকে কন্যা ইত্যাদি ব্যবহারকল্পনা করে, সেইরূপ মনেরও তাদৃশী কল্পনাবশে অবিরত জগৎ উদ্ভিত হইতেছে। ইন্দ্রজাল নষ্ট হইলে যেমন কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, এই মনঃকল্পিত মিথ্যা-সংসার নষ্ট হইলেও সেইরূপ কোন ক্ষতিই নাই। অলীকবস্তুর নাশ হইলে কাহার কি ক্ষতি হইবে? অতএব সংসারে হর্ষ ও বিষাদের বিষয় কিছুই নাই। যাহা অত্যন্ত অসৎ তাহার আবার নাশ কি? হে মহামতে! যখন নাশ নাই, তখন আবার দুঃখ কি? যাহা একান্ত সত্য, তাহার আবার কি নষ্ট হইবে? নিখিলজগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাতে আবার সুখ-দুঃখ কি? ৩৬—৪০। যাহা অত্যন্ত অসৎ তাহার আবার বৃদ্ধি কি প্রকার? হে মহামতে! বৃদ্ধি যখন নাই, তখন হর্ষের প্রসঙ্গই বা কি? এই সংসারপ্রপঞ্চের সর্ব্বত্রই অসারতা বিদ্যমান, সুতরাং তাহা প্রাজ্ঞব্যক্তির বাঞ্ছিত ইহাতে তাদৃশ উপাদেয় কি আছে? (অর্থাৎ কিছুই নাই)। আবার এই সংসারপ্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং ইহা সত্য, ইহাতে প্রাজ্ঞব্যক্তির পরিহরণীয় হেয় পদার্থ কিছুই নাই। যে ব্যক্তির নিকট জগৎ সৎ ও অসৎ উভয়বিধ, সে ব্যক্তি সুখদুঃখভাগী হয় না; কিন্তু মূর্খই (যে জগৎকে সত্য বলিয়া জানে) সেই জগতের বিনাশে দুঃখিত হইয়া থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতে যাহার অস্তিত্ব নাই, বর্তমানেও তাহা সেইরূপ অস্তিত্ববিহীন। হে রাম! যে ব্যক্তি অসৎ-বিষয়ের বাঞ্ছা করে, তাহার অসত্তাই দৃষ্ট হয়। ৪১—৪৫। অতীত ও ভবিষ্যতে যাহা সৎ বর্তমানেও তাহা তদ্রূপ; যাহার নিকট সমস্তই সৎ তাহার সত্তাই দৃষ্টিগোচর হয়। ("পূর্ব্বে যে সকল জগতের সত্তা বলিলাম, তাহা অখণ্ডপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মসত্তা, দেশকালাদি পরিচ্ছিন্ন সত্তা সকল অনর্থের মূল,) বালকেরাই কেবল মনোহারী জলমধ্যগত চন্দ্র ও গগনাদি অসত্য বিষয়ের বাঞ্ছা করে (তাহা ধরিতে বা দেখিতে যায়), তাদৃশ অসত্য বিষয়ে উত্তম ব্যক্তির বাঞ্ছা হয় না (এস্থলে অসত্য শব্দে দেশকালাদিপরিচ্ছিন্ন জগৎ)। বালকেই আপাতরম্য নিরর্থক ক্রীড়াদ্রব্য পাইয়া সন্তোষলাভ করে, বাস্তবিক তাহা অনন্তদুঃখের মূল, কখন তাহা সুখের হেতু হয় না, (কেন না, কখন তাহার অভাব হইলে কেবল কষ্টই পাইতে হয়, বরং না থাকিলে কোন কষ্টেরই সম্ভাবনা থাকে না।) অতএব হে কমললোচন রাম! তুমি (তাদৃশ) বালক হইও না (আপাতরম্য বিষয়ে ভুলিও না), আত্মাকে অবিনাশী জানিয়া একমাত্র সেই নিত্য সুস্থির বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ কর। "আমি এবং এই নিখিলজগৎই অসৎ" এইরূপ স্থির করিয়া কদাচ বিষণ্ণ হইও না, "আমি এবং এই নিখিল জগৎ সকলই সৎ" ইহা স্থির করিয়া তাহাতে একান্ত অনুরক্ত হইও না। বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠদেবের উক্ত কথাবসানের পর দিবাসান হইল, সূর্য্যদেব সায়ংকৃত্য-সমাপনার্থ অস্তাচলে গমন করিলেন। সভাস্থ সকলেও পরস্পর অভিবাদনপূর্ব্বক সায়ংকৃত্যসম্পাদনার্থ গমন করিলেন। আবার রজনী প্রভাতা হইলে দিবাকর-কিরণ সকলে সভায় সমাগত হইলেন। ৪৬—৫১।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অপাতরমণীয় এই ধনদারাদি-নিমিত্ত আবার শোক কি? ইন্দ্রজাল ক্ষণকাল দৃষ্ট হইল বা না হইল, তাহার জন্য দুঃখ কি? গন্ধর্ব্বনগর দূষিত হউক বা ভূষিত হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, অবিদ্যার অংশস্বরূপ পুত্রাদিতেই বা শোক দুঃখের কি অবসর হইতে পারে? রমণীয় ধনদারাদিপ্রাপ্তি-নিবন্ধন হর্ষই বা কি? মরীচিকা বৃদ্ধি (বিস্তৃতি) প্রাপ্ত হইলে সলিলার্থীদিগের আবার আনন্দ কি? ধনদারাদিবৃদ্ধিতে দুঃখ করাই উচিত, সন্তোষপ্রকাশ সমুচিত নহে। মোহমায়াবৃদ্ধিতে কে আশ্বস্ত হইয়া থাকে? যে সমস্ত ভোগজালবৃদ্ধিতে মূর্খের অনুরাগ সঞ্চার হয়, প্রাজ্ঞব্যক্তির তাহাতেই বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। ১—৫। নশ্বর-ধনদারাদিতে হর্ষের অবসর কোথায়? অর্থাৎ ইহার জন্য হর্ষপ্রকাশ কদাচ উচিত নহে, পরিণামদর্শী সাধুগণ প্রত্যুত ইহাতে বিরাগভাজনই হইয়া থাকেন। অতএব হে রাঘব! তুমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছ, তুমি সংসারব্যবহারে গত বিষয়ের উপেক্ষা কর (তাহার জন্য অনুশোচনা করিও না) এবং যথাপ্রাপ্ত-বিষয়েরই ভোগ কর। স্বভাবতঃ অনাগত (অপ্রাপ্ত) বিষয়ের অনভিলাষ এবং যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের উপভোগই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ অর্থাৎ যাঁহারা স্বভাবতই অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ করেন না এবং যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের ভোগ করেন তাঁহারাই পণ্ডিত। সংসার-[illegible] এই [illegible] অক্রূরভাবে বেড়াইতেছে; দেখিও, যাহাতে মোহগ্রস্ত না হও, সেইরূপ প্রবুদ্ধ হইয়া বিহার কর। যাহারা অপারহীন পরমপদের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াও এই সংসারাড়ম্বরে প্রতারিত হয় তাহারা কুবুদ্ধি; তাহারা বিফল-মনোরথ হয়। ৬—১০। যে কোন যুক্তি দ্বারা হউক, বস্তুপদার্থে

যাহার অনুরাগ নাই এবং বুদ্ধিও পরমার্থে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার তাদৃশী নির্ম্মলা মতি কদাচ মোহসাগরে নিমগ্ন হয় না। এই সমস্তই অসৎ এইরূপ নিশ্চয়ে নিখিল বাহ্যবস্তুতে যাহার আসক্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, অধস্তনী অবিদ্যা কদাচ সেই সর্ব্বজ্ঞ-ব্যক্তিকে ক্রোড়গত করিতে পারে না। "আমি এবং এই জগৎ সমস্তই এক" যাহার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, কোন বিষয়েই তাহার বুদ্ধির আস্থা বা অনাস্থা নাই, তাদৃশী বুদ্ধি কদাচ মোহমগ্নও হয় না। তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্তের অনুগত বিশুদ্ধ সত্তাত্মক ব্রহ্মপদ অবলম্বন করিয়া থাক, তাহার পর তোমার বাহ্য ও আভ্যন্তর দৃশ্য অপগত হউক বা না হউক কোন ক্ষতি নাই। হে রাম! তুমি ব্যবহারপরায়ণ হইলেও অত্যন্ত উপরতিবিশিষ্ট, স্বস্থ ও সর্ব্বসঙ্গশূন্য হইয়া আকাশবৎ বস্তুরঞ্জনাশূন্য হইয়া থাক। ১১—১৫। কার্য্য-পরায়ণ হইলে যে প্রাজ্ঞব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোন বিষয়েই বিদ্যমান থাকে না, তাহার বুদ্ধি নলিনীদলে সলিলের ন্যায় কোন বিষয়েই লিপ্ত হয় না। তোমার ইন্দ্রিয় ও মন গুণীভূত (বৃত্তি-ধাবিত) হইয়া দর্শনস্পর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করুক বা না করুক, তুমি ইচ্ছাবিহীন ও আত্মবান্ হও। ভবদীয় মন ইন্দ্রিয়ার্থে মগ্ন না হউক, ইন্দ্রিয়ার্থে মমতা ত্যাগ করিয়া কোন কর্ম্ম করুক বা না করুক, এহাতে কোন ক্ষতি নাই। হে রাঘব! যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয় তোমার হৃদয়ে প্রীতিকর বলিয়া বোধ না হইবে, তখনই জানিবে, তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া তুমি সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। যখন তোমার ইন্দ্রিয়ার্থের আস্বাদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে দেখিবে, তখন তুমি দেহবান্ থাক বা দেহশূন্য থাক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুক্তি আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। ১৬—২০। হে রাম! তুমি উত্তমপদলাভের নিমিত্ত, কুসুম হইতে সৌরভবৎ বাসনাসমূহ হইতে চিত্তকে পৃথক্ কর। বাসনারূপ-জলপ্লাবিত এই সংসারসাগরে যাঁহারা বুদ্ধিতরণীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সাগরপারে উত্তীর্ণ হইয়া-ছেন, তদ্ভিন্ন অপরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ক্ষুরধারসদৃশ তীক্ষ্ণ ধীরবুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক তুমি স্বপদে (ব্রহ্মপদে) অধিষ্ঠিত হও। তত্ত্ববিৎ প্রাজ্ঞগণ যেমন জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করেন, হে রাম! তোমারও সেইরূপে বিহার করা উচিত, মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিও না। নিত্যতৃপ্ত মহামতি, মহাত্মা, জীবন্মুক্ত-গণের ব্যবহারের অনুগামী হইবে, কদাচ ভোগপরবশ শঠজনের ব্যবহারের অনুসরণ করিও না। ২১—২৫। ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্বে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা জগদ্গত ব্যবহারের অভিলাষ বা ত্যাগ কিছুই করেন না, সকলেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী মহদ্ব্যক্তিগণ প্রভাব, অভিমান, গুণ (কুলশীলাদি), সম্পদ্ ও যশ, কিছুরই কদাচ অভিলাষী নহেন। তত্ত্ববিদ্গণ ভাস্করের ন্যায় অভিশূন্য (অবকাশ—সর্ব্বত্র অভাবযুক্ত স্থান) পথেও স্থির হন না, স্বর্গীয় উদ্যানেও চিরাবস্থিতি কামনা করেন না এবং নিয়তির উল্লঙ্ঘন করিতেও চেষ্টা করেন না (নিয়তি—শাস্ত্রনিয়ম, তাঁহার পক্ষে নিজপথের নিয়ম)। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কোন বিষয়েই ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, তাঁহারা যুক্তপ্রাপ্ত-বিষয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন এবং বিজ্ঞানসমাধি ও সর্ব্বোপব্যবহারে দূরস্থ হইয়া স্বভাবে দেহরথে অবস্থান করেন। হে রাম! তুমিও সেইরূপ মহা-বিবেকসম্পন্ন হইয়াছ, তাদৃশ প্রজ্ঞাবল পাইয়া স্বস্থও হইয়াছ। ২৬—৩০। তুমি সুস্পষ্ট আত্মদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক মানহীন ও বিমৎসর হইয়া এই মহীপৃষ্ঠে বিচরণ কর, পরসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। হে অনঘ! তুমি স্বস্থ ও সকল চেষ্টাশূন্য হইয়া বিষয়-কৌতুকদর্শনের বাঞ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরে শীতলভাব ধারণ করত বিহার কর। বাল্মীকি কহিলেন,—নির্ম্মলাশয় মুনিবরবশিষ্ঠের এইরূপ সুনির্ম্মল উপদেশবাক্যে রামচন্দ্র পরিমার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, মধুর জ্ঞানামৃত তাঁহার অন্তঃকরণে বিরাজ করিতে লাগিল, তিনি পূর্ণশশধরের ন্যায় শীতলতাব ধারণ করিলেন অর্থাৎ তাঁহার ত্রিবিধতাপশান্তি হইল। ৩১—৩৩।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে সর্ব্ববেদাঙ্গপারগ! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভগবন! আমি ভবদীয় বিশুদ্ধউক্তি শ্রবণে আশ্বস্ত হইলাম। বিপুলার্থ, পরিস্ফুটপদবর্ণ সুকোমল ভবদীয় বাক্য এত শ্রবণ করিয়াও (সম্যক্) পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না, (এখনও শুনিবার জন্য বলবতী ইচ্ছা রহিয়াছে।) আপনি রাজস ও সাত্ত্বিক জীবজাতির কথাবর্ণনপ্রসঙ্গে শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া, যে কমলযোনির উৎপত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা আবার বিশদভাবে বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মা, শত শত ইন্দ্র, শত শত শঙ্কর ও সহস্র সহস্র নারায়ণ অতীত হইয়াছেন এবং অদ্যাপি বিচিত্র এক শত ব্রহ্মাণ্ডে অদ্যাপি কতশত ব্রহ্মাদি ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহারে বিহার করিতেছেন। ১—৫। আরও কত-শত জগতে সমকালে কতশত হিরণ্যগর্ভাদি উৎপন্ন হইবেন। হে মহাবাহো! ব্রহ্মাণ্ডসমূহে সেই পদ্মযোনিপ্রভৃতির উৎপত্তি ইন্দ্রজালবৎ উত্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড কখন রুদ্রসৃষ্ট, কখন পদ্মযোনিসৃষ্ট, কখন বিষ্ণুসৃষ্ট, কখন বা মুনিনির্ম্মিত। কোন সময়ে কোন ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা পদ্ম হইতে, কোন সময়ে সলিল হইতে, কখন বা অণ্ড হইতে এবং কোন সময়ে বা আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। (ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা বিরাজ করেন।) কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিনয়ন সূর্য্য, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে বাসব সূর্য্য, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে বা পুণ্ডরীকাক্ষ সূর্য্য। ৬—১০। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ভূমি কেবল বৃক্ষসঙ্কুল, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল মনুষ্যসঙ্কুল, কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল পর্ব্বতময়, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল মৃত্তিকাময় এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে প্রস্তরময়। কোন ভূমি সুবর্ণময়ী, কোন ভূমি বা তাম্রময়ী। এই ব্রহ্মাণ্ডেও কত আশ্চর্য্য রহিয়াছে, অপরাপর ব্রহ্মাণ্ডও এইরূপ আশ্চর্য্যময়। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে একেবারে আলোক নাই। এই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহা-কাশে অনন্ত জগৎ সাগরতরঙ্গবৎ উদ্গত ও নিমগ্ন হইতেছে। যেমন সাগরে তরঙ্গ, মরুভূমিতে মরীচিকা ও চূতবৃক্ষে কুসুম বিদ্যমান থাকে, পরব্রহ্মেও সেইরূপ এই জগৎসমূহ অধিষ্ঠিত। ১১—১৫। সূর্য্যরশ্মিতে যেমন অসংখ্য ত্রসরেণু আছে, তাহা গণনা করা যায় না পরিব্রহ্মেও সেইরূপ যে কত চঞ্চল জগৎসমূহ রহিয়াছে তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন। যেমন বর্ষাকালে মশকসমূহ জন্মাদিবর্ষণে আকুল হইয়া পুনঃপুনঃ উত্থিত ও নষ্ট হয়, এই লোকসৃষ্টিও সেইরূপ পুনঃপুনঃ উত্থিত ও নষ্ট হইতেছে। নিত্য আবির্ভাব-তিরোভাবশালী এই সৃষ্টিপরম্পরা যে কত কাল হইতে চলিয়া

আসিতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না। এই অনাদি সৃষ্টিপরম্পরা তরঙ্গবৎ অনবরত প্রস্ফুরিত হইতেছে। ইহা এইরূপ চিরন্তনভাবেই হইয়া আসিতেছে। এই সুরাসুরনর-জাতি নদীতরঙ্গবৎ উৎপন্ন হইয়া আবার বিলীন হইতেছে। যেমন এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, এইরূপ কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ড, বৎসরে ঘটিকার ন্যায় অতীত হইতেছে। হৃদয়াকাশস্থ পরব্রহ্মে এখনও কতশত মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে. আকাশে যেমন শব্দ উৎপন্ন হইয়া (আবার আকাশেই) বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মপুর অর্থাৎ হৃদয়াকাশের শোভাবিকাশ আরও কতশত ব্রহ্ম-নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে উৎপন্ন হইয়া (আবার ব্রহ্মেই) লয় প্রাপ্ত হইবে। মৃত্তিকারাশিতে যেমন ভাবী ঘট বিদ্যমান, অঙ্কুরে যেমন (ভাবী) পল্লব বিদ্যমান, পরব্রহ্মেও সেইরূপ আরও কত ভাবী ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত করিয়াছে। যাবৎ তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া অস্তিত্বশূন্য না হয়, তাবৎকালই ব্রহ্মচিদাকাশে এইরূপ বিস্ফারিতাকৃতি বিকারসম্পন্ন এই ত্রিভুবনলক্ষ্মী বিদ্যমান থাকে। ১৬—২৫ মূর্খগণকর্তৃক অধ্যস্ত, বিস্তৃত এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ আকাশ-গর্তাবৎ উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইতেছে, বাস্তবিক এ সমুদয় সৎও নহে, অসৎও নহে। অন্তর্গত সৃষ্টিসমূহের সমষ্টিস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টিসকলের অন্তর্গত প্রাণিগণের চেষ্টা আবার বিচিত্র। ঐ সৃষ্টিসমূহের আকার-বিকারও বিভিন্ন প্রকার, সুতরাং উক্ত সৃষ্টিসমূহ বিচিত্র (এক প্রকার নহে)। তরঙ্গের ন্যায় উহাদের শরীর ক্ষণদৃষ্ট ও ক্ষণনষ্ট হইতেছে। কিন্তু হে রাম! বৃষ্টি যেমন জল হইতে পৃথক্ নহে, ঐ সৃষ্টিসমূহও তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির নিকটে সেইরূপ পরস্পর পৃথক্ নহে। যাহারা তত্ত্বদর্শী নহে, তাহারা এইরূপ বিবেচনা করে যে, মেঘ হইতে যেমন বৃষ্টির আবির্ভাব হয়, ঐ সৃষ্টিসমূহও সেইরূপ তটস্থ ঈশ্বর হইতে আগত। বাস্তবিক কি তত্ত্বজ্ঞ কি অতত্ত্বজ্ঞ, সকলের নিকটেই উহা একরূপ (বিভিন্ন নহে)। যেমন শাল্মলীর পত্র বীজাদি শাল্মলী হইতে বিভিন্ন নহে, এই বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড-সমূহও সেইরূপ পরস্পর ভিন্ন নহে। ২৬—৩০। হে রাঘব! স্থূলভূতসৃষ্টি ও সূক্ষ্মভূতসৃষ্টি এই উভয়ের মধ্যে ভূতসূক্ষ্মনামক পঞ্চতন্মাত্ররূপ মায়ামল অব্যাকৃত পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন, তাহাই এই সকল পদার্থে পরিণত হয়। কখন প্রথমে আকাশ স্থূলভাব ধারণ করে, তদনন্তর ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হন, ইনিই আকাশজ প্রজাপতি। কখন প্রথমে বায়ু স্থূলভাব ধারণ করে, পরে ব্রহ্মা সঞ্জাত হন, ইনি বায়ুজ প্রজাপতি। কখন প্রথমে তেজ স্থূলভাব ধারণ করে, তাহার পর সেই তেজসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপে পরিণত হন, উঁহাকে তৈজস প্রজাপতি কহে। কখন প্রথমে জল স্থূলভাব ধারণ করে, তাহার পর ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন; ইনিই বারিজ প্রজাপতি। ৩১—৩৫ কখন বা প্রথমে পৃথিবী প্রকাশিত (স্থূলভাবপ্রাপ্ত) হয়, তদনন্তর তাহা ব্রহ্মারূপে অভ্যুদিত হইলে উঁহাকে পার্থিব প্রজাপতি বলা যায়। এই ভূতপঞ্চকের মধ্যে একতম-ভূত যখন অন্য চতুষ্টয়কে তিরোহিতপ্রায় করিয়া স্বয়ং বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন সেই একতম ভূত হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, পরে তিনিই এই জগতের সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। জল, বায়ু বা তেজ, ইহাদিগের অন্যতম যখন অধিকভাগবিশিষ্ট হয়, তখন পূর্ব্বোপাসনার অনুসারী স্বভাবে সহসা স্বতই পুরুষের উৎপত্তি হয়। তাহার পর কখন তাঁহার বদন হইতে, কখন পদ হইতে, কখন পুরোভাগ হইতে, কখন পশ্চাদ্ভাগ হইতে, কখন লোচন হইতে ও কখন বা হস্ত হইতে শব্দাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন এই পুরুষের নাভিতে পদ্ম উৎপন্ন হয়, সেই পদ্মে ব্রহ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকেন, এই জন্যই ব্রহ্মাকে পদ্মজ বলে। ৩৬-৪০। এই যে ব্রহ্মোৎপত্তি কীর্ত্তিত হইল, ইহাই মায়া বা স্বপ্নবৎ ভ্রান্তি; ইহা সলিলাবর্ত্তবৎ আপাততঃ সুন্দরদৃশ্য বটে, কিন্তু ইহা মিথ্যা মনোরাজ্যসদৃশ। যদি ইহা মনোরাজ্য স্বীকার না কর, তাহা হইলে অসঙ্গ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে কিরূপে জন্ম সম্ভবে? মনেরই অচিন্ত্যরচনাশক্তিবলে বিশুদ্ধ আকাশে সুবর্ণময় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। কোন সময়ে এই পুরুষ জলে বীর্য্যপ্রক্ষেপ করেন; তাহা হইতেই ভূপদ্ম বা বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড হইতে কখন সূর্য্য ব্রহ্মা হন, কখন বরুণ ব্রহ্মা হন এবং কখন বা বায়ু ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। ৪১—৪৫। হে রাম! প্রত্যগাত্মার অসৎস্বরূপ এবম্বিধবিচিত্র সৃষ্টিতে এইরূপ অনেক হিরণ্যগর্ভের বিচিত্র উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে। আমি উদাহরণ-স্বরূপ একটী প্রজাপতির (হিরণ্যগর্ভের) উৎপত্তি তোমার নিকট কহিলাম, ইহা (ব্রহ্মার উৎপত্তি) এইরূপই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। এই সংসার মনেরই বিকাসমাত্র, ইহাই চরম-সিদ্ধান্ত, তোমাকে তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত এই সৃষ্টিক্রমের উল্লেখ করিলাম। তোমার নিকটে পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলাম, সাত্ত্বিক রাজসিক প্রভৃতি জাতি এইরূপে উৎপন্ন হইল, সেই বিষয় বিশদভাবে বুঝাইবার নিমিত্তই (সম্প্রতি) এই সৃষ্টিক্রম তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। (যাবৎকাল এই মন সমূলে উন্মূলিত না হয়, তাবৎকাল) পুনঃপুনঃ সৃষ্টি, প্রলয়, সুখ, দুঃখ, অজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, বন্ধ, মোক্ষ, এই সকল হইতেছে এবং অনন্তকালই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সৃষ্টিবিষয়ে হিরণ্যগর্ভের বাৎসল্য (সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখীভাব) দীপালোকবৎ পুনঃপুনঃ প্রশান্ত ও উদ্ভূত হইতেছে। দীপ অল্পকালস্থায়ী, ব্রহ্মাদি দ্বিপরার্দ্ধাদি কালস্থায়ী; সুতরাং দীপ ও ব্রহ্মাদির কালগত পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু উক্ত দৃষ্টান্তে তাহা ধর্ত্তব্য নহে, পরন্তু দীপ ও ব্রহ্মাদির উৎপত্তি ও নাশ-বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই, তাহা একরূপ, সেই সাদৃশ্যেই উক্ত দৃষ্টান্ত কথিত হইল। এই জগৎ যেরূপ চলিতেছে, এইরূপে আবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ আসিবে। স্থূলকথা, এই জগৎ চক্রের ন্যায় (নিয়তই) ঘুরিতেছে। যেমন এক রাত্রি প্রভাত হইলে অতীতদিনবৎ কার্য্যসমূহ ব্যবহৃত হয়, মন্বন্তরপ্রারম্ভ ও কল্পপরম্পরাও সেইরূপ পুনঃপুনঃ হইতেছে। যাহার অন্তর্গত পদার্থসমূহ দিন, রাত্রি, ত্রিংশৎকাষ্ঠাত্মক মুহূর্ত্ত ও ক্ষণাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন, সেই জগৎসমুদয় পুনঃপুনঃ উত্থিত হইতেছে, অথচ কিছুই পুনঃপুনঃ উত্থিত হইতেছে না। ৪৬—৫৫। যেমন প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান থাকে, শিলাদির আঘাতে তাহা বহির্গত হয়, তদ্রূপ চিদাকাশে এই পদার্থসমূহ সতত অবস্থিত, মায়াবীজের স্বভাববশে কখন তাহা ব্যক্ত হয়, কখন বা অব্যক্ত থাকে। ফলতঃ ঋতুবিশেষের বিভিন্ন ফলপুষ্পাদি যেমন এক-বৃক্ষের মধ্যেই নিহিত থাকে, সেইরূপ পরতত্ত্বে অর্থাৎ ব্রহ্মে এই সমুদয় অবস্থিত রহিয়াছে। সকলের আত্মস্বরূপ চিৎস্পন্দই (চিত্তের পরিণামই) ঈদৃশ আকার ধারণ করে। যেমন নয়ন হইতেই চন্দ্রদ্বয়ভ্রম উদিত হয়; (বাস্তবিক চন্দ্র এক, কেবল চক্ষুর দোষেই দুইটী বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং তাহা চক্ষু হইতে উৎপন্ন বলিতে হইবে,) সেইরূপ এই চিৎস্পন্দ হইতেই সৃষ্টির

উদ্ভব হইয়া থাকে। একমাত্র চিৎ হইতেই এই সৃষ্টিসমূহ সমাগত বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। যেমন চন্দ্র হইতে উৎপন্ন চন্দ্রকিরণ চন্দ্রস্থিত হইলেও চন্দ্রে স্থিত নহে বলিয়া বোধ হয়, এই জগৎপ্রপঞ্চও তদ্রূপ সেই চৈতন্যে অবস্থিত হইলেও বোধ হয় যেন, তাহাতে অবস্থিত নহে। হে রাম! এই সংসার কদাচ সৎ নহে, কারণ, সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মে সংসার-শক্তির অভাব (অসঙ্গতা অদ্বিতীয়ত্বস্বভাব) যথার্থই বিদ্যমান রহিয়াছে। ৫৬—৬০। হে সুব্রত! আবার জগৎ কখন অসৎও নহে, কারণ, পরব্রহ্ম সর্ব-শক্তিমান্ বলিয়া তাঁহাতে সংসার-শক্তিও বিদ্যমান আছে। যাবৎ মহাকল্প অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক মোক্ষনামক প্রলয় হয়, তাবৎকালই অধিষ্ঠানচৈতন্যে প্রদীপ্তকালপরিচ্ছিন্ন এই সংসার বিদ্যমান থাকিবে, তাহার পর আর থাকিবে না, অতএব এক্ষণে ব্যবহার সঙ্গত হয়। হে মহামতে! তত্ত্ববিদ্‌গণ সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, সুতরাং তাঁহাদের নিকট "সংসার অসৎ" ইহা সঙ্গত হইতে পারে। অজ্ঞব্যক্তিরা এই সংসারকে অনবরতই পরমার্থ—সত্য বলিয়া বোধ করে, তাহাদিগের নিকট, এই সংসারমায়া মিথ্যা হইলেও অসঙ্গত নহে। অতএব হে রঘুনন্দন! পুনঃপুনঃ হইতেছে বলিয়া কর্মমীমাংসকেরা জগৎকে যে কখন অসৎ বলিয়া বোধ করে না অর্থাৎ জগৎপ্রবাহকে নিত্য বলিয়াই ব্যবহার করে, ইহাও মিথ্যা নহে, (কারণ, দৃষ্টিভেদে ইহাতে উভয়ত্বই আছে)। ৬১—৬৫। দিঙ্মণ্ডলে যে ক্ষণদীপ্তি চপলাদির ক্ষণিক আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাকে নিত্য বলা যায় না, নশ্বরই বলিতে হইবে, অতএব এই সমগ্র জগৎ যে নশ্বর, ইহা কি সঙ্গত নহে? আবার দেখ, দিঙ্মণ্ডলে নিত্যই চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় ও স্থির-পর্ব্বতাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, ঐইরূপ ভাবে সমুদয়জগৎ অনশ্বর, ইহাও অসঙ্গত নহে। বিরাট্‌স্বরূপা একমাত্র ব্রহ্মে যাহা নাই, তাদৃশ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ ইহাতে সমস্তই সম্ভবে; সুতরাং কল্পনা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। যাঁহার আখ্যা (নাম বা সংজ্ঞা) নাই, তাঁহাতে আবার কল্পনা কি? এই নিখিল বিশ্ব মুহুর্মুহু উৎপন্ন হইতেছে। আকাশে অর্ককিরণের ন্যায় জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, দিক্, আকাশ, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদি সৃষ্টি পুনঃপুনঃ হইতেছে অর্থাৎ উৎপত্তি-লয় নিত্যই হইতেছে। আবার দেব, আবার দানব, আবার লোকান্তর, আবার স্বর্গ-মোক্ষ-চেষ্টা, পুনর্ব্বার ইন্দ্র, আবার শচী, আবার দেব নারায়ণ, আবার দানবাদি, আবার চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অনিল এইরূপে এই সমুদয় পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। ৬৬—৭২। এই দ্যাবাপৃথিবীরূপ নলিনী পূর্ণ-কাল হইয়া পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইতেছে, সুমেরু-পর্ব্বত এই নলিনীর কর্ণিকা (কর্ণিকা—পদ্মবীজকোষ) এবং সহপর্ব্বত ইহার কেশরস্বরূপ। এই ভাস্কররূপকেশরী কিরণ-রূপ নখর দ্বারা অন্ধকাররূপ হস্তিযূথ বিনাশ করিবার নিমিত্ত আকাশকাননে পুনঃপুনঃ সমুটোপে উঠিতে থাকেন। চন্দ্র পুনঃপুনঃ বায়ুচালিত নির্ম্মল মঞ্জরীর ন্যায় মনোহর কর দ্বারা (কর—কিরণ ও হস্ত) আমোদপ্রদ দিঙ্‌নগণের অলঙ্কৃষা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ৭৩—৭৫। পুণ্যফলভোগী স্বর্গবাসিগণরূপ স্বর্গতরুর পুষ্পরাশি পুণ্য-ক্ষয়রূপ সমীরণে বিচ্ছিন্ন হইয়া বারংবারই নিপতিত হইতেছে। সৃষ্টিকালরূপ কর্ম্মজলদকী কার্য্য ও ক্রিয়ারূপ পঙ্ক দ্বারা সংসার-প্রায়ত্নরূপ পটপটধ্বনি করিয়া কতবার চলিয়া যাইতেছে। স্বর্গরূপকমল হইতে এক ইন্দ্ররূপ ভ্রমর চলিয়া যাইতেছেন, আবার অপর ইন্দ্র-ভ্রমর আসিয়া কখন সদলে কখন বা একাকী তথায় বসিতেছেন। প্রলয়পবন যেমন অন্তঃশান্তিবিক্ষুব্ধ সাগরকে উত্থিত ধূলিপটল দ্বারা আবিল করে, সেইরূপ এই কলি (অধর্ম) কতবার যে সত্যপূত কালকে কলুষিত করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কাল-রূপ-কুম্ভকার অজস্র-কল্পনামক-চক্র ঘূর্ণমান করিয়া পুনঃপুনঃ তাহাতে ভূতগ্রামরূপ শরাব নির্ম্মাণ করিতেছে। ৭৬—৮০। দুরাত্যন্ত সঙ্কল্পবলে শুভস্থিতিশূন্য হইয়া এই জগৎ শুষ্ককাননবৎ পুনঃপুনঃ নীরসভাব (ধর্ম্মহীনতা) প্রাপ্ত হইতেছে। বারবার প্রলয় উপস্থিত হওয়াতে যুগপৎ দ্বাদশআদিত্যের সমুদয়ে অনলদগ্ধদেহ ভূতগণের অস্থিসমাকীর্ণ হইয়া এই জগৎ যে কতবার শ্মশানে পরিণত হইল, তাহা বলা যায় না। কুলাদ্রিসন্ধাশ পুষ্করাবর্ত্তকাদি জলধরবর্ষণে নৃত্য-পরায়ণ সংহাররূপ-ফেনা দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া এই জগৎ যে কতবার একার্ণব হইয়া গেল এবং প্রশান্তবাতসলিল নিখিল-বস্তুশূন্য হইয়া কতবার যে অপূর্ব্ব আকাশবৎ শূন্য হইয়া গেল, তাহা বলা যায় না। এই জীবসমূহ কতিপয় বৎসরমাত্র জীবনধারণান্তে জীর্ণদেহ হইয়া পুনঃপুনঃ আত্মায় বিলীন হইতেছে। ৮১—৮৫। আবার সময়ান্তরে মন শূন্যপ্রদেশে গন্ধর্ব্বনগরবৎ জগৎসমূহ বিস্তার করিতেছে। পুনঃসৃষ্টি, পুনঃপ্রলয়, আবার সৃষ্টি, হে রাম! এইরূপেই নিখিলবিশ্ব, চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হে রাম! বিশাল-মায়াড়ম্বরপূর্ণ এই দীর্ঘভ্রমে, কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, তাহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। হে রাম! এই সংসারচক্র দাশূরোপাখ্যান-সদৃশ কল্পনায় রচিত, বস্তুতঃ ইহা বস্তুশূন্য, ইহাতে কিছুই নাই। এই জগৎ মিথ্যা অজ্ঞানসমুদ্ভব দ্বিচন্দ্রসদৃশ বিকল্প দ্বারাই অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত, ইহার নির্ম্মাতাও অসৎ (সত্য নহে), কেবল ইহা অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মসত্তার অনুগামী; সুতরাং হে রাম! তোমার ঈদৃশ মোহ কেন হইল? ৮৬—৯০।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—স্বপরবঞ্চক মূঢ়গণ ঐহিক আমুষ্মিক ঐশ্বর্য্য-ভোগের উপায়স্বরূপ লৌকিক ও বৈদিক কাম্যকর্ম্মে রত হইয়া, কেবল কাম্যই সঙ্কল্প করে, তত্ত্বজ্ঞানের কোন অপেক্ষা রাখে না; এই কারণেই তাহারা সত্যপদার্থ দর্শন করিতে পায় না। যাঁহারা বুদ্ধির পারগত অর্থাৎ অসীমবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণের বশে থাকেন না, তাঁহারাই করস্থ বিল্বফলবৎ এই জাগতী মায়ার যাথার্থ্যদর্শনে সমর্থ হন। বিচারশক্তিসম্পন্ন জীব ঐ জাগতী মায়াকে তুচ্ছরূপে সন্দর্শন করিয়া, সর্পের কঞ্চুকত্যাগের ন্যায় অহঙ্কারময়ী ঐ মায়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হে রাম! তাহার পর তিনি সংসারক্ষেত্রে থাকিলেও অনাসক্ত হওয়ায় দগ্ধবীজবৎ পুনর্ব্বার আর জন্মগ্রহণ করেন না। অজ্ঞলোকেরা কেবল আধিব্যাধিসঙ্কুল, আশুবিনাশী দেহের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, আত্মনিমিত্ত তাহাদের কোন যত্নই নাই। ১—৫। তুমি অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় শরীরের ঈহিতসম্পাদনে যত্ন করিও না; উহাতে কেবল দুঃখই পাইবে, অতএব আত্মপরায়ণ হও। এই সময়ে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আপনি এই দুঃখকর সংসারচক্রকে দাশূরাখ্যানবৎ কাল্পনিক ও বস্তুশূন্য বলিলেন, ইহা কিরূপ, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আমি এই জগতী মায়ার স্বরূপ-বর্ণনব্যপদেশে তোমার নিকট দাশূরোপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই মহীপীঠে বিচিত্রকুসুম-মণ্ডিত-তরুরাজিতে সমাকীর্ণ, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, মগধনামে বিখ্যাত এক বিশাল-জনপদ আছে। ঐ জনপদের জঙ্গলপ্রদেশে বিস্তৃত কদম্ববন, তথায় বিচিত্র বিহগশ্রেণী থাকায় অতিমনোহর দৃশ্য হইতেছে। ৬—১০। উহার সীমান্তপ্রদেশ শস্যপূর্ণ, পুরপ্রদেশ উপবনমণ্ডিত, তত্রত্য নদীতটসকল কমল, উৎপল ও কহ্লারকুসুমে সুশোভিত। তথাকার উপবনমধ্যে দোলা-বিলাসকারিণী ললনাগণের গীতধ্বনি সততই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। সেই জনপদে নিশাকালে উপভুক্ত ম্লান-কুসুমরাশিরূপ কন্দর্পবাণে অবনিতল সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেই জনপদের একপার্শ্বে কর্ণিকারকুসুমবহুল নিবিড়কদলীবন ও কদম্বগুল্মাদি-বনে বিরাজিত এক গিরিতট আছে। সেই গিরিতটের তলপ্রদেশের অনেকস্থলই বাতাহতকুসুমরাশির কেশর-পরাগে ধূলিময় হইয়া থাকে। তথায় কোন স্থানে কারণ্ডবপক্ষী এবং কোথাও বা অনুরক্ত সারসগণ রব করিতেছে। বিচিত্র বিহগগণের আশ্রয়, ভ্রমরাজিবিশোভিত, সেই পবিত্রগিরিতটস্থিত কদম্ববৃক্ষের অগ্রভাগে দাশূরনামা পরমধার্ম্মিক, বিষয়রাগবিবর্জ্জিত, মহামতি, বিখ্যাত, মহাতপা মুনি বাস করিতেন। ১১—১৬। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! ঐ তপস্বী কি নিমিত্ত বনপ্রদেশে বাস করিতেন? বিশাল-কদম্ববৃক্ষের উপরিভাগেই বা থাকিতেন কেন? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন —রাম সেই মুনির পিতা মারলোমা-নামে বিখ্যাত ঋষি, দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় সেই গিরিতটেই বাস করিতেন। কচ যেমন সুরাচার্য্যের একমাত্র সন্তান, দাশূরও সেইরূপ ঐ মুনির একমাত্র সন্তান। ঋষি একমাত্র পুত্র লইয়া অরণ্যপ্রদেশে জীবন অতিবাহিত করিলেন। পক্ষী যেমন এক কুলায় (বাসা) ত্যাগ করিয়া কুলায়ান্তরে গমন করে, সেইরূপ ঐ মারলোমা মুনিও বহুকাল সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া অবশেষে দেহত্যাগান্তে সুরালয়ে গমন করিলেন। ১৭—২০। পিতার এই চরমদশাপাত হওয়াতে দাশূর একাকী সেই বনমধ্যে কুররপক্ষীর ন্যায় করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রাণপিতার বিয়োগশোকে সন্তাপিতহৃদয় মুনিপুত্র হেমন্তকালীন কমলের ন্যায় পরিম্লান হইতে লাগিলেন। হে রাম! তখন ঋষিকুমারকে অতিকাতর দেখিয়া বনদেবতা অদৃশ্যমূর্ত্তিতে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন,—"হে মহামতে ঋষিকুমার! তুমি অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় রোদন করিতেছ কেন? তুমি কি এই সংসারের চঞ্চলস্বভাব অবগত নহ? হে সাধো! এই সংসার এইরূপই চঞ্চল (অর্থাৎ নশ্বর); ইহাতে জন্ম, জীবনধারণ ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ২১—২৫। হে মুনে! ব্যবহারদৃষ্টিতে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয়েরই বিনাশ হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব তুমি পিতার মরণে কোনপ্রকার দুঃখ করিও না, দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল, যখন জন্ম হইয়াছে, তখন সূর্য্যদেবের ন্যায় অস্ত অবশ্যই হইবে।" অনবরত রোদন-নিবন্ধন আরক্তনয়ন ঋষিকুমার ঐ অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া, জলদধ্বনি শ্রবণে শিখণ্ডীর ন্যায় আহ্লাদিত ও সুস্থির হইলেন এবং উঠিয়া পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া সমস্ত সম্পাদন করিয়া উত্তমপদলাভার্থ তপশ্চাচরণে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। তাহার পর সেই মুনিকুমার ব্রাহ্মবিধিতে (ব্রাহ্মণোচিত ব্যাপারে) তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও তদর্থবিচারকরণে ব্যাপৃত হইলেন এবং ইহা শুদ্ধ, ইহা শুদ্ধ নহে, এইরূপ হইলে ইহা শুদ্ধ হইত ইত্যাদি বহুতর কল্পনাজালে জড়িত হইয়া পাত করিতে লাগিলেন। ২৬—৩০। বেদপাঠপরায়ণ, শ্রোত্রিয় সেই ঋষিকুমার অবশ্য-জ্ঞাতব্য ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেন না। কেবল শুদ্ধি ও অশুদ্ধির কল্পনায় ব্যাপৃত থাকাতে তাঁহার চিত্ত এই পবিত্র ধরাতলেও বিশ্রান্তিলাভ করিতে পারিল না। তিনি এই বিশুদ্ধ নিখিলধরাতলকে অশুদ্ধ দেখিতেন; এ জন্য কোন স্থানেই তাঁহার আনন্দবোধ হয় নাই। অনন্তর মুনিপুত্র স্বীয় সঙ্কল্পবলে স্থির করিলেন যে, এই বৃক্ষাগ্রই একমাত্র বিশুদ্ধ, ইহাই আমার অবস্থানের যোগ্য। অতএব এক্ষণে যাহাতে বৃক্ষের শাখা ও পত্রে বিহঙ্গবৎ স্থিতিলাভ করিতে পারি, তদনুরূপ তপস্যায় প্রবৃত্ত হই। এইরূপ উপায় চিন্তা করিয়া ঋষিপুত্র প্রদীপ্ত-বহ্নি প্রজ্বালিত করিলেন এবং স্বকীয় স্কন্ধদেশ হইতে মাংসচ্ছেদনপূর্ব্বক সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে লাগিলেন। ৩১—৩৫। তখন ঋষিতনয়ের উপাস্যদেবতা ভগবান্ অনল ভাবিলেন, "আমি দেবতাদিগের মুখস্বরূপ, (দেবগণ অগ্নিমুখ বলিয়া বিখ্যাত), এই বিপ্র আমাতে স্বমাংস আহুতি দিতেছেন। এই বিপ্রমাংসে দেবগণের গলদেশ দগ্ধ হইতে পারে।" সূর্য্য যেমন বৃহস্পতিসমীপে উপস্থিত হন, সেইরূপ অগ্নিদেবও ঐরূপ চিন্তা করিয়া ভাস্বরদেহে ঐ মুনিপুত্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ধীর ভাবে কহিলেন, "ঋষিকুমার! তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর, আমি তোমার নিকটেই তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধ বর রাখিয়াছি। হে সাধো! কোষোদয় হইতে মণিগ্রহণের ন্যায় গ্রহণ করিলেই হয়।" হুতাশন এইরূপ কহিলে বিপ্রকুমার মনোহর পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া স্তুতি করিতে করিতে, বলিলেন, "ভগবন্! অশুদ্ধ চাণ্ডালাদিভূতপূর্ণ ভূমণ্ডলের মধ্যে আমি বিশুদ্ধপ্রদেশ পাইলাম না, সেই কারণেই আমি বৃক্ষাগ্রে থাকিতে ইচ্ছা করি, আমার এই বাসনা পূর্ণ হউক।" ৩৬—৪০। মুনিপুত্র এইরূপ কহিলে ঐশীশক্তিসম্পন্ন, নিখিলদেবগণের বদনস্বরূপ শিখী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সন্ধ্যাসময়ে পঙ্কজের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে হুতাশন অন্তর্হিত হইলে ঋষিকুমার পূর্ণকাম হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তখন অভিমত বর পাইয়া দাশূর সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রসন্নবদনমণ্ডল-দ্যুতি দ্বারা ষোড়শকলাপূর্ণ শশীকে ও স্মিতস্মিত দ্বারা বিকসিতপঙ্কজমণ্ডলকে উপহাস (ঘৃণিত) করিলেন। ৪১—৪৩।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর দাশূর মুনি অরণ্যমধ্যে মেঘমণ্ডল-স্পর্শী এক বিশালকদম্ববৃক্ষ অবলোকন করিলেন। ঐ কদম্ববৃক্ষ এত উচ্চ যে, মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যাশ্বসকল খিন্ন হইয়া উহার স্কন্ধমণ্ডলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করে। ঐ বৃক্ষ শাখারূপ-বাহু দ্বারা যেন চতুর্দ্দিকের মধ্যপর্য্যন্তগামী দীর্ঘবিতান (চাঁদোয়া) উত্তোলন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং বিকসিত-কুসুমরূপ নয়ন দ্বারা যেন চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে। বিকসিত-

কুসুমোপরি বিচরমাণ বহুতর অলিকুল সমীরণ-চালিত কুন্তলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ বৃক্ষ পল্লবরূপকর দ্বারা যেন দিঙ্মুখসকল মার্জ্জিত করিতেছে এবং উহার স্বাঙ্গজাত গুচ্ছ নামক লতা-বিশেষের দন্তসদৃশ মঞ্জরীপুঞ্জে শোভিত স্বীয় পল্লবরূপ তাম্বুলাক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা অন্য বনশ্রেণীকে যেন উপহাস করিতেছে। প্রতি-শাখায় উহার পুষ্পসমূহের কিঞ্জল্ক হইতে পরাগধূলি নিপতিত হইয়া ঐ বৃক্ষকে এইরূপভাবে সুন্দর করিয়াছে যে দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন, পূর্ণচন্দ্র উদিত হইতেছে, (ভাবার্থ এই) এই বৃক্ষটী কেবল পরাগময় হইয়াছে। ১—৫। ঐ বৃক্ষের ঘন ঘন বিটপাবলীশাখাকুঞ্জে চকোরপক্ষী কূজন করিতেছে। ঐ বৃক্ষ এত উচ্চ ও শাখাপ্রশাখায় এত বিস্তৃত যে, বোধ হয় উহা যেন দ্বিতীয় জগন্মণ্ডল। ঐ বৃক্ষের স্কন্ধপীঠে উপবিষ্ট ময়ূরবৃন্দের লম্বমান পুচ্ছকলাপে বৃক্ষটী ইন্দ্রধনুসমন্বিত মেঘমণ্ডিতগগনমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইতেছে। উহার প্রত্যেক স্কন্ধের কোটরদেশে বহুতর শুক্লবর্ণচমরমৃগ অবস্থান করে, ঐ চমরমৃগগণ কখন মগ্ন (কোটরপ্রবিষ্ট দেহ চন্দ্রপক্ষে অস্ত) কখন উন্মগ্ন (প্রায় বহিষ্কৃত-দেহ চন্দ্রপক্ষে উদিত) হওয়ায় কখন দৃষ্ট ও কখন অদৃষ্ট হইয়া ঠিক সমগ্রবর্ষের উদিতাস্তমিত চন্দ্রের সমান হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষটী ঐ চমরগণাধিষ্ঠিত হইয়া কখন উদিত, কখন অস্তমিত চন্দ্রসমূহে পূর্ণ-সংবৎসরের ন্যায় বোধ হইতেছে। * ঐ বৃক্ষ কপিঞ্জলপক্ষীসমূহের আলাপ, কোকিলের কলকূজন ও চকোরপক্ষীর উচ্চরবের ছলে যেন গান করিতেছে। ঐ বৃক্ষ-কুলায়প্রদেশে ক্রীড়াপরায়ণ কলহংসগণ-কর্ত্তৃক আবৃত হওয়ায় স্বর্গ-কোটরস্থিত সিদ্ধগণে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় জগতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ৬—১০। পল্লবহস্তা অলিনয়না অপ্সরোগণ যেমন স্বর্গ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ পল্লবহস্তা অলিনয়না পুষ্পমঞ্জরীশ্রেণী ঐ বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। পত্রশ্যামল ঐ বিটপী ইন্দ্রচাপসম তত্রত্য কুমুদকহ্লারাদি কুসুমরাশি-সমুত্থিত পরাগ ও স্বীয় মঞ্জরী দ্বারা পিঙ্গলিত হইয়া সৌদামিনী-সমন্বিত জলধরের সাজাত্য ধারণ করিয়াছে। চন্দ্রার্করূপ কুণ্ডলদ্বয়ধারী ঐ কদম্বতরু আকাশ-কুহরব্যাপী সহস্রশাখারূপ

কুণ্ডলদ্বয়ধারী ঐ কদম্বতরু আকাশ-কুহরব্যাপী সহস্রশাখারূপ

বাহুপ্রসারিত করিয়া বিশ্বরূপ-প্রদর্শয়িতা বিষ্ণুর ন্যায় সমুন্নত দৃষ্ট হইতেছে। উহার তলদেশে নগেন্দ্রসকল অবস্থিত; ঊর্দ্ধদেশে নক্ষত্ররাজি এবং মধ্যভাগে শাখা ও পুষ্পরাজি সুশোভিত; যেন অন্য একটী ব্রহ্মাণ্ডের উদরাকাশ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ঐ তরু পিতামহের ন্যায় অশেষ শৈলকাননশোভী। বৃক্ষটী যেন পৃথিবীর সমগ্র ফল, পল্লব ও পুষ্পের কোষাগার। ১১—১৫। পল্লবসমূহে পুষ্পপরাগ-সমাচ্ছন্ন কলিকাসমূহ বিদ্যমান, উহা দেখিলে বোধ হয়, যেন সূর্য্যকিরণাচ্ছন্ন নক্ষত্ররাজি-সমন্বিত আকাশ। উহার স্কন্ধ (গুঁড়ি) গুলি যেন এক একটী বিস্তৃত দেশ; ঐ স্কন্ধসমূহে বিহগকুল কুলায়নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। মঞ্জরীরূপ পতাকা-সমন্বিত লতামণ্ডলে মণ্ডিত, পুষ্পরূপ গৃহলেপন-চূর্ণে ধবল ও পুষ্পরাশিপূর্ণ। ঐ পাদপে চকোর, শুক, সারিকা ও কোকিলাদি কূজন করিতেছে। উহার কুহরূপ গবাক্ষদেশ ঘন পুষ্পস্তবকে সমাচ্ছন্ন। বহুল পক্ষী উহাতে সঞ্চরণ করে, ছায়া-সেবী জনগণের দ্বারা উহার অভ্যন্তর-তলদেশ সদাই আলোড়িত ঐ বৃক্ষটী যেন সমগ্র বনদেবীদিগের একটী উত্তম অন্তঃপুর। ১৬—২০। যেমন পর্ব্বত হইতে সহস্রধারে নদী বিনির্গত হয়, সেইরূপ কূজনপর ভ্রমররূপ তরঙ্গে সমাকুল পুষ্প ও কিঞ্জল্করাশি সতত পতিত হইতেছে। যেমন ভূধরে শ্বেতকায় মেঘপংক্তি বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ মন্দমন্দ সমীরে পরিচালিত হইয়া পতিত প্রত্যহ উপচিত পুষ্প ও পত্রাদি ইহার স্কন্ধদেশ সমাচ্ছাদন করিয়া থাকে। যেমন উপত্যকাজাত তরুবৃন্দ মহাপর্ব্বতের বহুস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ ঊর্দ্ধজানু-ব্যক্তির জানুর ন্যায় উন্নত বিস্তীর্ণ মূলভাগ বহুস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ মূলভাগ এত উচ্চ যে, উহাতে গজগণ কটকণ্ডূয়ন করিয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণুকে যেমন বহু পরিষদ্‌বর্গ বেষ্টন করিয়া থাকে, স্কন্ধ ও কোটরে বিচরণকারী, বিচিত্রবর্ণ, চিত্রপক্ষশালী বিহগকুল ও সেইরূপ ঐ বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে। ঐ বৃক্ষ বিলোল স্তবক-রূপ অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা যেন বনবাত দ্বারা নর্ত্তিত বল্লীশ্রেণীকে অভিনয়-ক্রিয়া উপদেশ করিতেছে। ২১—২৫। "আমার নিখিল অবয়বই অর্থিগণের আশ্রয়স্থল," আপনার এইরূপ পরোপকারিতা-গুণ চিন্তা করিয়া ঐ বৃক্ষ যেন প্রসন্নচিত্তে শাখাগ্রভর পল্লবকর সঞ্চালন পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। লতারূপিণী বহুকান্তার একমাত্র কান্ত বলিয়া, ঐ পাদপ যেন শৃঙ্গাররসে মগ্ন হইয়া মত্ত-মধুকর গুঞ্জন ব্যপদেশে কলধ্বনিতে গান করিতেছে, গগনচারী সিদ্ধ-গণকে সমাদরে কুসুমরাশি বিতরণপূর্ব্বক যেন কোকিলকুলনিনাদে তাহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে এবং নির্ম্মল পুষ্পকোরক-কান্তিরূপ স্মিত দ্বারা উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী মন্দার প্রভৃতি পঞ্চ কল্পতরুর লতা-পুষ্পাদি শোভার প্রতি যেন উপহাস করিতেছে। বিহগকুল ইহার উপরিভাগে উড্ডীন হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, পারিজাত-তরু বিজয়ার্থ উন্নতগ্রীব হইয়া আকাশোপরি ধাবমান হইতেছে। এবং মধ্যভাগে ভ্রমরবিশোভিত ঘনসন্নিবিষ্ট স্তবকশ্রেণী দ্বারা সহস্রনয়নত্ব প্রাপ্ত হইয়া যেন ইন্দ্রকে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। ২৬—৩০। কোন কোন স্থলে পুষ্পস্তবকরূপ সর্পফণা-স্থিত মণিগণ দ্বারা আবৃত হওয়ায় বোধহইতেছে যেন, ইহা আকাশ-দর্শনেচ্ছায় পাতাল হইতে সমাগত অনন্তনাগ, পরাগধূলি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ধূসরিত হওয়ায় বোধহইতেছে যেন দ্বিতীয় শঙ্কর-অবস্থিত। ঐ কদম্বতরু ফল ও ছায়া দ্বারা নিখিলজনগণের শঙ্করী (কল্যাণকর অর্থাৎ প্রীতিকর)। ঐ কদম্ববৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন নিবিড় দলে বিভিন্নাকৃতি বহু পুষ্পলতামণ্ডপে সমাকীর্ণ ও বিহগ-নিবহরূপ নাগরগণের নিবাসস্থল হওয়ায় যেন একটী গগনস্থিত নগর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; দাশূর মুনি এইরূপ কদম্বতরু দেখিতে পাইলেন। ৩১—৩৫।

একোনপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর দাশূর সেইরূপই ভূতলের অত্যুচ্চ-বুদ্ধি দৃঢ় করত সানন্দমনে, হরি যেমন একার্ণবগত বটবৃক্ষে আরোহণ করেন, সেইরূপ স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের স্তম্ভস্বরূপ, কুসুমময় অচলসদৃশ ফলপল্লব-শালী, কাননস্থিত সেই কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করি-

* যদিও একই চন্দ্র উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে, তথাপি সমগ্র সংবৎসরের একত্র সমাবেশের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ বিবক্ষীয় চন্দ্রে বহুত্ববোধ কবিকল্পনামাত্র বলিয়া দোষাবহ নহে।

লেন। বিপ্রকুমার ঐ বৃক্ষের গগনতলস্পর্শী সর্ব্বোচ্চ শাখার এক প্রান্তবর্ত্তী পল্লবে অবস্থান করিয়া নিঃশঙ্কভাবে একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কোমল নব-পল্লবাসনে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল কৌতুক-তরঙ্গ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট ঐ দিক্ সকল ত্রিভুবনের রমণী স্বরূপ, নদীসকল ঐ দিক্‌রমণীর একাবলী (হার), সমুন্নত ভূধরগণ পয়োধরস্বরূপ, নির্ম্মল নভোমণ্ডল উহার কেশ-কলাপ এবং সুনীল জলদখণ্ড উহার বিলোল অলকাবলী বোধ হইল। ১—৫। ঐ দিক্‌রমণীগণ নীলমর্কতপল্লবরূপ বসনধারিণী, পুষ্পভূষণে ভূষিতা, সাগররূপ পূর্ণকলসধারিণী ও বহু ভূষণভূষিতা হইয়া বিরাজমানা। প্রফুল্ল-কমলধারিণী ঐ দিগঙ্গনাদিগের মুখমারুত অতি সুরভি, ঐ রমণীগণ কোকিল প্রভৃতির কূজনব্যাজে কলনাদিনী ও নির্ঝর-সলিলঝঙ্কারে নূপুরধ্বনি করিতেছেন। স্বর্গ, ঐ দিগঙ্গনাদিগের মস্তক, পৃথিবী, চরণ, বনশ্রেণী, রোমরাজি, জঙ্গল, ইহাদের গুরু-নিতম্বভার এবং চন্দ্র-সূর্য্য, কর্ণকুণ্ডল। সমীরস্পন্দিত ধান্যপঙ্‌ক্তি, ইহাদের অঙ্গভঙ্গী, বিলাস এবং চন্দনপাদপাশ্রিত মলয়াদি ভূমি, ইহাদের ললাটদেশ। দিগঙ্গনাদিগের পর্ব্বতশিখররূপস্তনমণ্ডলে শুভ্রবর্ণ জলদখণ্ডরূপ অংশুক সংলগ্ন রহিয়াছে। মহাসমুদ্রস্থিত জলপ্রবাহ উঁহাদের অলঙ্কারদর্পণ, নক্ষত্রপঙ্‌ক্তি উঁহাদের গাত্রস্থ ঘর্ম্মবিন্দু এবং এই জগৎ ঐ রমণীগণের অন্তঃপুর। ৬—১০। বসন্তাদি-ঋতুজাত কুসুমাদি উহাদিগের স্তনাবরণ-কঞ্চুক, সূর্য্য-কিরণরূপ কুঙ্কুম উহাদিগের অঙ্গসংলগ্ন। উহারা বিচিত্র কুসুম-শোভিনী এবং চন্দ্রকিরণরূপ চন্দনে চর্চ্চিতা। দাশূর, গগনগত ঐ বৃক্ষের এক শাখার পল্লবে উপবেশন করিয়া বনভূমি জলদাদি-বেষধারিণী, কুসুমমণ্ডিতা, দশদিক্‌রূপ ত্রিভুবন-ললনাগণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১১—১২।

পঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ঘোর তপস্যায় নিরত ঐ দাশূর তদবধি সেই তাপসাশ্রমে কদম্ব-দাশূর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তিনি সেই লতাদলে অবস্থানপূর্ব্বক ক্ষণকালমাত্র দিঙ্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দিগ্‌দর্শন হইতে বিরত হইলেন এবং দৃঢ়ভাবে পদ্মাসনবন্ধনপূর্ব্বক পরমার্থ জ্ঞানলাভ না করিয়াই কেবল ফলাকাঙ্ক্ষায় ক্রিয়াপরায়ণ হইয়া মনে মনে যজ্ঞ করিলেন। গগনস্পর্শী উচ্চলতাদলে অবস্থিত হইয়া দাশূর মনে মনে যথাক্রমে নিখিল যজ্ঞক্রিয়া সমাধা করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি দশ বৎসর বিপুল দক্ষিণা দিয়া গোমেধ, অশ্বমেধ ও নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা মনে মনে দেবগণের পূজা করিলেন। ১—৫। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও সুবিস্তৃত হইল; তখন তাঁহার অন্তরে আত্ম-প্রসাদজনিত জ্ঞান বলপূর্ব্বক (প্রাক্তন শ্রবণসংস্কারের উদ্বোধে) অবতীর্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদয় অজ্ঞানাবরণ বিশীর্ণ ও বাসনা-মল বিগলিত হইল। অনন্তর তিনি একদিন সেই লতার অগ্রভাগে অবস্থিতা, বিলোল পুষ্পাম্বর-ধারিণী মদঘূর্ণিতনয়না, সুন্দরবদনা, বিশালাক্ষী এক কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ কামিনী বনদেবতা; মনোহারিণী ঐ রমণীর অঙ্গ হইতে নীলোৎপল-সৌরভ বিকীর্ণ হইতেছে; ইনি যেন কোকিল ও কুসুমস্তরে বিনতা বনলতা। সেই মুনি বিকসিতবদনা, অনবদ্যাঙ্গী। দাশূর সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে? তুমি স্বীয় সৌন্দর্য্যে কাম-দেবকেও বিক্ষোভিত করিতেছ। তুমি পুষ্পভারপূর্ণা বসন্ত সদৃশী এই লতায় অবস্থান করিতেছ কেন?। ৬—১০। মুনিকুমার এইরূপ বলিলে হরিণশিশু-সম্নয়না, পীনস্তনী, গৌরবর্ণা ঐ রমণী মুনিকে মনোমোহকারী বর্ণবিন্যাসপূর্ব্বক বলিতে লাগিল। “এই মহীতলে যে যে বাঞ্ছিতবিষয় দুষ্প্রাপ্য আছে, মহতের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহা ঝটিতি সুখলভ্য হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! আমি এই বিপিনের বনদেবতা। আপনি যে কদম্ববৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন, আমিও এই স্থানে বাস করি। চৈত্রমাসের শুক্ল-পক্ষীয় ত্রয়োদশীতে মদনোৎসব উপলক্ষে নন্দনকাননে বনদেবী-দিগের সভা হইয়াছিল। হে নাথ! আমি ত্রিলোকীললনা বনদেবী-গণের সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। ১১—১৫। দেখিলাম, সেই মদনোৎসব উপলক্ষে তথায় যে সকল সহচরী সমাসীনা রহিয়াছেন, সকলেই পুত্রবতী; কিন্তু আমার পুত্র নাই, সেই কারণেই আমি অতি দুঃখিতা হইয়াছি। হে নাথ! আপনি পুরুষার্থসম্পাদক মহান্ কল্পতরুস্বরূপ বিদ্যমান থাকিতে আমি পুত্রহীনা হইয়া অনাথার ন্যায় শোক করি কেন? ভগবন্! আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন, নচেৎ আমি অগ্নিতে দেহ আহুতি দিয়া পুত্রাভাবনিবন্ধন অসহ দুঃখ দূর করি। মুনিপুঙ্গব দাশূর, সেই কৃশাঙ্গীর ঐরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দয়া সহকারে তাঁহাকে হস্তস্থিত একটী পুষ্প-প্রদান করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, “হে কৃশাঙ্গি! তুমি যাও, লতা যেমন পুষ্পপ্রসব করে, তুমিও সেইরূপ একমাস মধ্যেই একটী জগৎপূজ্য, সুন্দর, সুনেত্র পুত্র প্রসব করিবে। ১৬—২০। তুমি পুত্র লাভ না করায় অতিদুঃখে আত্মঘাতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিলে বলিয়া তোমার পুত্র তত্ত্বজ্ঞানী হইবে, বিষয়ভোগী লম্পট হইবে না।” মুনির ঐরূপ বাক্যাবসানে সেই কৃশাঙ্গী প্রসন্নবদনে মুনির পরি-চর্য্যাকরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, মুনি তাঁহাকে বিদায় দিলেন। রমণী নিজনিকেতনে গমন করিল। মুনিও অসহায় হইয়া ক্রমে এক ঋতু, এক বৎসর, এইরূপে দীর্ঘকাল অতি-বাহিত করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে সেই উৎপলাক্ষী দ্বাদশবর্ষীয় একটী সন্তান লইয়া মুনির নিকট উপ-স্থিত হইল এবং মুনিকে প্রণাম করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক, ভ্রমর যেমন চূতমুকুলকে গুঞ্জনরবে কি বলে, সেইরূপ কলস্বরে চন্দ্রবদন-ঋষিকুমারকে কহিতে লাগিল, “ভগবন্! এই সেই আমাদিগের কল্যাণীয় পুত্র, আমি ইহাকে বেদাদি সকল বিদ্যায় পণ্ডিত করি-য়াছি। ২১—২৫। প্রভো! যাহা দ্বারা সংসারচক্রে পড়িয়া আর যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে না হয়, ইহাকে কেবল সেই তত্ত্বজ্ঞান(-বিদ্যা) শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। প্রভো! আপনি এক্ষণে করিয়া ইহাকে সেই অধ্যাত্মজ্ঞানের উপদেশ দিউন। ঈদৃশ জাত সন্তানকে কে মূর্খ করিয়া রাখে?” রমণী এই বলিলে সেই ঋষি, “অবলে! পুত্রটী গুণসম্পন্ন শিষ্য; ইহাকে এই স্থানেই রাখ” এই বলিয়া রমণীকে বিদায় প্রদান করিলেন। রমণী প্রস্থান করিলে সেই ধীমান্ বালক পিতার শিষ্য হইয়া, অরুণ যেমন সূর্য্যদেবের অগ্রে থাকে, সেইরূপ সর্ব্বতভাবে ঋষির



নিকটে অবস্থান করিতে লাগিল। ২৬—৩০। সেই বালক কিছু দিন গুরুশুশ্রূষা ও ব্রতাচরণাদি ক্লেশ করিয়া পরোক্ষতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিল। তখন মুনি বিচিত্র উক্তি দ্বারা বহুদিন যাবৎ অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত পুত্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। যাহাতে বালক প্রত্যক্-আত্মচৈতন্যে দৃঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করে, তদনুযায়ী শত শত আখ্যায়িকা বর্ণন, যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ইতিহাস বৃত্তান্ত কথন, বেদান্তাদির সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য নানা উপায়ে ক্রমে ক্রমে বিশদ ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। মেঘ যেমন অনুভব (শ্রবণ) মাত্রেই (অত্যন্ত প্রীতিজনক বলিয়া) সর্ব্বরসাতিশায়ী ময়ূরদিগের নৃত্যাদির উপযোগী গর্জ্জন দ্বারা ময়ূরকে প্রবুদ্ধ (অর্থাৎ সহর্ষে নৃত্যাদিকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত) করে, মহাত্মা দাশূর মুনিও সেইরূপ অনুভবকারীদিগের পক্ষে (যাহারা তত্ত্বজ্ঞান চমৎকার লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে) সর্ব্বরসাতিশায়ী বলিয়া প্রতীয়মান, (পরম পুরুষার্থপ্রদ বলিয়া) সকলেরই বোধযোগ্য, যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা পুরোবর্ত্তী তনয়কে প্রবুদ্ধ (তত্ত্বজ্ঞ) করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৪।

একপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর একদা আমি কৈলাসবাসিনী গঙ্গায় স্নান করিবার অভিপ্রায়ে অদৃশ্যভাবে সেই দিক্ দিয়া গগনমার্গে যাত্রা করিলাম। হে সুমতে। রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে সপ্তর্ষিমণ্ডলাদি অতিক্রমপূর্ব্বক গগনমণ্ডল হইতে অবতরণ করিয়া সেই উচ্চ দাশূর-বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তথায় অবস্থিত আছি ইত্যবসরে সেই অরণ্যমধ্যে শাখামধ্য দ্বারা মুকুলিত কমলগর্ভস্থ ভ্রমরধ্বনির ন্যায় (অদৃশ্যভাবে) অদৃশ্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। (স্বর বলিতেছে) "হে মহামতি পুত্র। আমি এই সংসারের উপমাস্বরূপ একটী অত্যাশ্চর্য্য আখ্যায়িকা তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ত্রিলোকীমধ্যে বিখ্যাত মহাবীর্য্যশালী জগতের আক্রমণে সমর্থ শ্রীমান্ "খোত্থ" নামে এক রাজা আছেন। (খোত্থ খ—আকাশ—তাহা হইতে উত্থ উৎপন্ন)। ১—৫। যাচকেরা যেমন চূড়ামণি পাইলে অতি সমাদরে তাহা মস্তকে ধারণ করে, সকল ভুবনের সকল নায়কই সেইরূপ তাহার অনুশাসন (অতি সমাদরে) মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। যিনি অদ্বিতীয় সাহসী এবং অতি আশ্চর্য্যভাবে বিহার করেন, যে মহাত্মাকে ত্রিজগতের কেহই বশীভূত করিতে পারে নাই, যাঁহার সুখদুঃখপ্রদ সহস্র সহস্র কার্য্যারম্ভ সর্ব্বত্র এবং কাহারও সংখ্যাযোগ্য (গণনাযোগ্য) নহে। যেমন মুষ্টি দ্বারা আকাশ আক্রমণ করা যায় না, তদ্রূপ এই ভুবনে যে সুবীর্য্যশালী ব্যক্তিকে শস্ত্র বা অগ্নি দ্বারা কেহই আক্রমণ করিতে পারে নাই, বিপুল রচনা সমুজ্জ্বল যাঁহার লীলার অনুকরণ শিব-বিষ্ণু শক্রাদিও করিতে পারেন নাই। হে মহাবাহো! সেই মহাত্মার বিহারযোগ্য উত্তম, মধ্যম ও অধম তিনটী দেহ জগৎ আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। ৬—১১। যেমন পক্ষী যথাক্রমে অণ্ডময়, পিণ্ডময় ও পক্ষময় এই ত্রিবিধ দেহ ধারণ পূর্ব্বক আকাশে উৎপন্ন হয় এবং ফলাস্বাদলোলুপ হইয়া বিচরণ করে, কোন স্থানে বসিলে শব্দশ্রবণ মাত্রেই সে স্থান হইতে উড়িয়া যায়, তদ্রূপ এই খোত্থ ভূপতিও (স্থূল সূক্ষ্ম কারণাত্মক) শরীরত্রয় ধারণ পূর্ব্বক আকাশে (ব্রহ্মাকাশে) উৎপন্ন হইয়া তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত হন এবং তথায় তথায়ই বিধি নিষেধরূপ শব্দের (বাক্যের) অনুবর্ত্তী হইয়া ভ্রমণ করেন। সেই অপার (অসীম) আকাশে তিনি নগর (ব্রহ্মাণ্ডরূপ) নির্ম্মাণ করেন। ঐ নগরের চতুর্দ্দশটী মহারথ্যা (চতুর্দ্দশ-লোক ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা) ঐ নগরের তিনটী বিভাগ (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল) ঐ নগরে অনেক বন, উদ্যান ও ক্রীড়াপর্ব্বত সুশোভিত রহিয়াছে। মুক্তাহারশোভিত সাতটী বাপীতে ঐ নগরী বিভূষিত। ঐ নগরীতে শীতল ও উষ্ণ দুইটী অক্ষয়দীপ প্রজ্বলিত থাকে। ঐ নগরীর ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে দুইটী বাণিজ্যপথ বিদ্যমান। ১২—১৫। ঐ অতি বিশাল নগরীতে সেই রাজা বিষয়মূঢ় জঙ্গম কতকগুলি (আত্মাকাশের পরিচ্ছেদকারী বলিয়া) অপবরক (অর্থাৎ আকৃতি) রচনা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কোনটী ঊর্দ্ধে নিয়োজিত, কোনটী অধোদেশে নিয়োজিত, কোনটী মধ্যে নিয়োজিত, কোনটী বহুকালের পর নষ্ট হয়, কোনটী শীঘ্র বিনশ্বর। আকৃতি কৃষ্ণবর্ণ-ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত ও নয়টী-দ্বারে সুশোভিত, উহাতে অনেক বাতায়ন আছে, তদ্দ্বারা অনবরত বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। পাঁচটী প্রদীপে উহারা প্রকাশিত, উহাদের তিনটী স্তম্ভ, শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড উহাতে অনেক আছে, উহার উপরে স্নিগ্ধ লেপ, রথ্যারূপ বাহু সকল উহাতে সন্নিবেশিত, মহাত্মা নরপতি মায়াবলে ঐ দেহসমুদয় রচনা করিয়াছেন। আলোকভাক্ মহাযক্ষ ঐ দেহসমূহের সতত রক্ষক। ১৬—২০। অনন্তর ব্যবহারসম্পন্ন ঐ অপবরকসমূহে (দেহসমূহে থাকিয়া) সেই মহীপতি কুলায়প্রদেশে বিহগের ন্যায় বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। বৎস! মহীপতি ঐরূপ শত শত ত্রিবিধদেহের মধ্যে সেই যক্ষগণের সহিত ক্রীড়াপরতন্ত্র হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক নির্গত হন, আবার পুনরায় তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। বৎস! কোন কোন সময়ে ঐ চঞ্চলচিত্ত রাজার এইরূপ দৃঢ় অভিলাষ হয় যে, "আমি কোন ভাবি-নির্ম্মাণ পুরোমধ্যে প্রবেশ করি।" তদনন্তর তিনি পিশাচাবিষ্টের ন্যায় উঠিয়া (জাগ্রদ্দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া) ধাবিত হন। তৎপরে (সহসা) গন্ধর্ব্ব নগরবৎ সেই পূর্ব্ববাঞ্ছিত নগর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে পুত্র! চঞ্চলচিত্ত সেই নরপতির কখন বাঞ্ছা হয় যে, "আমি বিনাশ প্রাপ্ত হই" তখন তিনি সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২১—২৫। যেমন জল হইতে স্বতঃই তরঙ্গ উত্থিত হয়, তদ্রূপ তিনি আবার আপনিই উৎপন্ন হইয়া আবার আরম্ভপূর্ণ ব্যবহার বিস্তার করিয়া থাকেন। কখন তিনি আপনার ব্যবহারের নিকটেই পরাভূত হইয়া পড়েন, তখন 'আমি অজ্ঞ, আমি কি করিতেছি, আমি দুঃখগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি' এইরূপ শোকপ্রকাশ করিতে থাকেন। যেমন বর্ষাসম্ভূত জলপ্রবাহে নদীবেগ বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে আবার কমিতে থাকে, সেইরূপ তিনি কখন আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া পরে আপনা আপনিই ক্রমশঃ দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। হে পুত্র! ঐ মহীপতি কখন পরের নিকট গমন করিয়া জয়যুক্ত, কখন সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া স্ফীত হন, কখন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন, কখন (জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায়) প্রকাশিত থাকেন বা (সুষুপ্তি প্রলয়াদিকালে) অপ্রকাশিত হন। অন্তর্গত চৈতন্য জ্যোতিতে তিনি তাদৃশ;

তিনি সমুদ্রবৎ মহামহিমশালী (অতি গম্ভীর ও অগাধ অর্থাৎ অপরিচ্ছেদ্য-মাহাত্ম্য)। ২৬—২৯।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সেই জম্বুদ্বীপে মহানিশাকালে দাশূরপুত্র কদম্বশাখাগ্রের অবতংসস্বরূপ (ভূষণরূপী) পবিত্রাশয় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ! আপনি যে সুন্দরাকৃতি খোথ ভূপতির কথা বলিলেন, উনি কে? এই উপাখ্যান দ্বারা আমাকে কি বলিলেন, ইহার তত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়া দিন্। যাহার নির্ম্মাণ ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে হইবে, বর্ত্তমান সময়ে তাহা কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে, আপনার এই পরস্পর-বিরুদ্ধার্থবাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কেবল মোহজালেই জড়িত হইলাম।" দাশূর কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলিতেছি। ইহা অবগত হইতে পারিলে তুমি এই সংসারচক্রের রহস্যও বেশ বুঝিতে পারিবে। আমি তোমাকে ঐ উপাখ্যান দ্বারা এই বলিলাম যে, এই সংসার অসৎ অর্থাৎ বাস্তব শূন্য হইলেও ইহার প্রত্যক্ষ আড়ম্বরময়; বাস্তবিক ইহা মায়াময় বলিয়া বিতত দেখাইতেছে। ১—৫। পরমাকাশ হইতে যে সঙ্কল্প সমুত্থিত হয়, তাহা খোথ শব্দে কথিত হইল। ঐ সঙ্কল্প আপনিই উত্থিত হয় এবং আপনিই লয় প্রাপ্ত হয়। এই বিশাল জগৎ ঐ সঙ্কল্পের রূপান্তরমাত্র, ঐ সঙ্কল্প উৎপন্ন হইলেই জগৎ উৎপন্ন হয় আবার সঙ্কল্প বিনষ্ট হইলে, উহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। শাখা যেমন বৃক্ষের ও শিখর যেমন পর্ব্বতের অবয়ব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি সেইরূপ সঙ্কল্পেরই অবয়ব মাত্র। ঐ সঙ্কল্প অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যের অনুগ্রহে বিরিঞ্চি-আকার ধারণ করিয়া শূন্য (কালত্রয়েই জগতের অভাবশূন্য) আকাশে এই ত্রিজগৎপুর নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঐ ত্রিজগৎ পুরীতে সূর্য্যপ্রভাপ্রদীপিত চতুর্দ্দশলোক, বন, উপবন ও উদ্যানপঙ্‌ক্তি বিরাজমান রহিয়াছে। ৬—১০। সহ্য, মেরু ও মন্দরপর্ব্বত ঐ পুরীর ক্রীড়াপর্ব্বত; হুতাশনসমাকৃতি শীতল ও উষ্ণ চন্দ্র-সূর্য্যরূপ দুইটী দীপ উহাতে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। দিনমণিপ্রভায় উজ্জ্বলীকৃত তরঙ্গমালারূপ মুক্তাসমূহে শোভমান নদীসমূহ ঐ নগরীতে মুক্তাহাররূপে শোভিত। মুক্তাহারবিশোভিত সাতটী সমুদ্র ঐ পুরীস্থিত বাপিকা, ইক্ষুরস ও দুগ্ধ প্রভৃতি ঐ বাপীর সলিলস্বরূপ। বাড়বানল উহার পদ্মস্বরূপ এবং তলস্থিত মণিরত্নাদি ঐ পদ্মের মৃণালচিকুরস্বরূপে বিরাজমান। ঐ জগত্রয়ের মধ্যে ভূমিভাগে ও ঊর্দ্ধদেশ আকাশভাগে পুণ্যপাপরূপ সম্পত্তিশালী দেব, নর ও চণ্ডালাদি অন্ত্যজগণের পরস্পর পুণ্য ও পাপফলের ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। এই জগৎপুরীতে সঙ্কল্প মহীপতি আপনার ক্রীড়ার নিমিত্ত বিচিত্র-দেহরূপ অপবরক (আচ্ছাদক) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১১—১৫। দেবনামা কোন কোন দেহ ঊর্দ্ধদেশে এবং নর ও হস্তী প্রভৃতি নামধারী কতকগুলি দেহ অধোদেশে নিয়োজিত। মাংসরূপ মৃত্তিকাময় ঐ বিচিত্র দেহসকল বায়ুযন্ত্রের (প্রাণের) সঞ্চলনে সঞ্চালিত হয়। শুক্লবর্ণ অস্থিগুলি উহার কাষ্ঠস্বরূপ। ঐ সকলের চর্ম্মোপরি লেপনদ্রব্য তৈলাদি মর্দ্দন করা হয় বলিয়া দেহগুলি চিক্কণ ও মলশূন্য। ঐ দেহগুলি কৃষ্ণ-কেশকলাপরূপ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ দেহসকলের মধ্যে কোন কোনটী বহুদিনস্থায়ী, কোন কোনটী বা আশুবিনাশী। ঐ দেহসমূহের প্রত্যেকের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি নয়টী দ্বার। অনবরত দ্বারদ্বারা প্রাণ-অপান-প্রভৃতি বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় উহা উষ্ণ অথচ শীতল, (প্রাণবায়ু উষ্ণ, অপানবায়ু শীতল, ইহা প্রসিদ্ধ) কর্ণ-নাসা-মুখ-তালু-প্রভৃতি ইহাদের গবাক্ষমার্গ। ভুজাদি অবয়ব ঐ দেহসমূহের প্রতোলী (দীর্ঘরথ্যা) পাঁচটী ইন্দ্রিয়রূপ পাঁচটীদীপ উহাতে সদাই প্রজ্বলিত। ১৬—২০। মহামতে! সঙ্কল্পমায়াবলে ঐ দেহসমূহে অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ যক্ষ, পরমালোক ভীরু (পরমালোক আত্মলোক আত্মদর্শনেই, অহঙ্কারের ক্ষয় হইয়া থাকে, কাজেই তদ্ভীরু যক্ষও আলোক দেখিলে পলায়ন করে, ইহা পিশাচতত্ত্ববাদীদিগের মত) ঐ সঙ্কল্প দেহরূপ আবরকের মধ্যে মিথ্যা সমুদিত অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষের সহিত সততই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। কুশূল (ধান্যাগার) মধ্যে যেমন মার্জ্জারের অবস্থিতি, ভস্ত্রামধ্যে (কর্ম্মকার জাতা) যেমন ভুজঙ্গের অবস্থিতি এবং বেণু মধ্যে যেমন মুক্তাফলের অবস্থিতি, অহঙ্কারও সেইরূপ শরীরে অবস্থিত। যেমন সাগরমধ্যে তরঙ্গমালা ক্ষণকাল মধ্যে উঠিয়া আবার সাগরেই মিশিয়া যায়, এই সঙ্কল্পতরঙ্গও তদ্রূপ দেহগেহে ক্ষণকাল উঠিয়া আবার ক্ষণকালমধ্যে প্রদীপবৎ প্রশান্ত হয়। ঐ সঙ্কল্প যখন ক্ষণকালমধ্যেই সঙ্কল্পিত বস্তু সন্দর্শন করেন, তখনই তিনি ভাবীনগরে উপস্থিত হইলেন, ইহা বুঝিতে হইবে। ২১—২৫। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-দশায় ভ্রমণ জন্য অত্যন্ত আরাম প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রান্তি সুখলাভের নিমিত্ত যখন তিনি অসঙ্কল্প অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় থাকেন, বুঝিতে হইবে, তখন তিনি বিনষ্ট হইলেন, কিন্তু নাশধর্ম্ম আছে বলিয়া পুনর্ব্বার উৎপত্তিরও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কারণীভূত অবিদ্যারূপে তখন তাঁহার সত্তা থাকে বালকের সঙ্কল্প-বলে যেমন কল্পনার যক্ষ উৎপন্ন হইয়া তাহাকে অনন্ত দুঃখ প্রদান করে, কখন সুখ প্রদান করেন না, সেইরূপ ঐ একমাত্র সঙ্কল্প আবার কখন কেবল অনন্ত দুঃখের নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়া থাকেন, কদাচ ইহাতে আনন্দানুভব হয় না। সঙ্কল্প, আত্মসত্তাতেই (অধিষ্ঠান চৈতন্যের সত্তাপ্রযুক্তই) এই বিস্তারিত জগৎরূপ দুঃখ বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, আর সঙ্কল্প, সত্যতাপ্রযুক্তই অজ্ঞতা দোষের ঘনান্ধকার হরণের ন্যায় জগৎ দুঃখ হরণ করেন। কীলোৎপাটনকারী বানর যেমন স্বীয় কষ্টপ্রদ চেষ্টাতেই অণ্ডকোষে কাষ্ঠাক্রান্ত হইয়া রোদন করিতে থাকে, তেমনি ঐ সঙ্কল্প দুঃখনিদান আত্মচেষ্টাতেই বিপন্ন হইয়া রোদন করেন। রাসভ যেমন হঠাৎ এক বিন্দু মধুপান করিলে সানন্দে উদ্গ্রীব হয়, তেমনি ঐ সঙ্কল্প কখন লেশমাত্র আনন্দ কল্পনাঙ্কুরত উদ্গ্রীব হইয়া অবস্থান করেন। বালকের মনে যেমন ক্ষণকাল কার্য্যে আসক্তি, আবার ক্ষণকাল তাহাতে অনাসক্তি, আবার ক্ষণকাল বা চিত্তের বিকৃতি উপস্থিত হয়, সেইরূপ ঐ সঙ্কল্পমহীপতিও ক্ষণকাল বিষয়বৈরাগ্য, আবার ক্ষণকাল তাহাতে আসক্তি, আবার কখন বা বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে পুত্র! যাহাতে বুদ্ধি ঐ সঙ্কল্পকে সকল বাহ্যদৃশ্য হইতে পৃথক্ করিয়া নির্ম্মূল অর্থাৎ বাসনাশূন্য করিয়া প্রত্যক্ আত্মায় বিশ্রান্ত হয়, তাহা কর। ঐ যে সঙ্কল্পের কথা বলিলাম, উহাই মন বা মতি। ঐ মনের সত্ত্ব,রজ ও তমোনামে উত্তম, মধ্যম

ও অধমতিনটী দেহ, ঐ দেহত্রয়ই জগৎস্থিতির কারণ। তমোরূপী সঙ্কল্প (দেহ) নিত্যই স্বাভাবিক চেষ্টায় অতিদীন ভাবে পতিত হইয়া কৃমি কীটাদি হইয়া থাকে; সত্ত্বরূপী সঙ্কল্প ধর্ম্মজ্ঞানে আসক্ত হইয়া মুক্তিপথের সন্নিহিত স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হয়, আর রজোরূপী সঙ্কল্প লৌকিক ব্যবহার-পরায়ণ স্ত্রীপুত্রাদি দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া সংসারেই অবস্থান করে। ২৬—৩৬। হে মহামতে! যখন ঐ সঙ্কল্পের ঐকান্তিক পরিক্ষয় হয়, তখন এই ত্রিবিধরূপ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কল্প পরমপদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মুক্ত হইয়া যায়। ঐ সংকল্প ক্ষয় করিতে হইলে নিখিল-বাহ্যদৃষ্টির পরিবর্জ্জন ও মনের দ্বারাই মনের নিরোধ আবশ্যক, অতএব তুমি এই উপায় অবলম্বন করিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়-বিধ সংকল্পেরই ক্ষয় কর, নতুবা তুমি সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা কর না কেন, নশ্বর আত্মা অর্থাৎ স্বদেহকে শিলাতলে বিচূর্ণিত কর না কেন, কিংবা অগ্নিতে বা বাড়বানলে প্রবেশ কর, গর্ত্তে নিপতিত হও বা বেগক্ষিপ্ত খড়্গাধারে পতিত হও কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। ৩৭—৪০। যদি স্বয়ং হর, হরি, ব্রহ্মা অথবা লোকনাথ যতি (শ্রীদত্তাত্রেয় বা দুর্ব্বাসা) করুণা-পরবশ হইয়া তোমাকে উপদেশ দেন, এবং তুমি পাতাল, পৃথিবী বা স্বর্গ, যে স্থানেই থাক না কেন, ঐ সঙ্কল্পপ্রশমন ব্যতীত তোমার অন্য উপায়ান্তর নাই। (মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় ঐ সঙ্কল্প দূর করা) অতএব তুমি পুরুষকারবলে বাধাবিকারশূন্য পরম-পবিত্র সুখময় (ব্রহ্মস্বরূপ) সঙ্কল্প প্রশমনে যত্ন কর। হে অনঘ! সঙ্কল্পরূপ সূত্রে এই নিখিল পদার্থ গ্রথিত আছে; ঐ সূত্র ছিন্ন হইলে ঐ পদার্থসমূহ কোথায় যে বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা এই সমুদয় জানা যায় না। সঙ্কল্প হইতেই সৎ, অসৎ ও সদসৎ উৎপন্ন হয়, সুতরাং সঙ্কল্পও সৎ অসৎ এবম্প্রকার বিকল্প-যোগ্য হয় না। সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম যে উক্তপ্রকার বিকল্পের বিষয় হইবে না, ইহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? অর্থাৎ সঙ্কল্পে সত্তা অসত্তা বা সত্তাসত্তা কোন ধর্ম্মই নাই। ৪১—৪৫। যে প্রকারে যদ্যদ্-বিষয়ের সঙ্কল্প করা যাইবে, ক্ষণকাল মধ্যে তাহা তদ্রূপই হইয়া থাকে। হে তত্ত্ববিৎ! তুমি কোন বিষয়েরই সঙ্কল্প করিও না। তুমি সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হও। সঙ্কল্পক্ষয় হইলে চিতির চেত্যোন্মুখীভাব দূর হইয়া থাকে। একমাত্র সত্যস্বভাব ব্রহ্ম (অসত্য মায়ার প্রভাবে) দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি-যোনি দ্বারা সেই সেই বিভিন্ন প্রাণিরূপে আবির্ভূত হইয়া বৃথাই কেবল জগৎ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব হে অনঘ! কেবলমাত্র বিবিধ-যোনিভ্রমণ-জনিত দুঃখ-অনুভব করিবার জন্যই পুনঃপুনঃ মৃত্যুতে তোমার কি ফল বল। যাহাতে কোন দুঃখ নাই, প্রাজ্ঞ লোকেরা তাহারই (মোক্ষের) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, অন্য কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের যত্ন থাকে না। তুমি পরমার্থজ্ঞান লাভ করিয়া সহসা বিস্তৃত-বিকল্পসমূহ একেবারে পরিত্যাগ কর। নিরতিশয় আনন্দ লাভের নিমিত্ত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদের সাধনা কর এবং চিত্ত-বৃত্তিকে সুষুপ্ত-দশায় উপনীত কর। ৪৬—৫০।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ।

দাশূর-পুত্র কহিলেন,—পিতঃ! সঙ্কল্প কি প্রকার? প্রভো! ইহা কেন উৎপন্ন হয়? কেনই বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আবার কেনই বা নষ্ট হইয়া যায়? দাশূর কহিলেন, আত্ম-তত্ত্ব অনন্ত, সাধারণতঃ তাহার স্বরূপ সত্তা আত্মতত্ত্বই চিতি অর্থাৎ চৈতন্য। ঐ চৈতন্য (জ্ঞান) চেত্য বিষয়ে উন্মুখ হয়, প্রাজ্ঞেরা সেই উন্মুখী ভাবকে (দৃশ্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধের প্রারম্ভকে) ঐ সঙ্কল্পবৃক্ষের অঙ্কুর-স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সেই সঙ্কল্পাঙ্কুর লেশমাত্র সত্তা লাভ করিয়া অধিষ্ঠান চৈতন্যের চিৎ-স্বভাবের তিরোধান দ্বারা জড়প্রপঞ্চসম্পাদনার্থ মেঘের ন্যায় নিখিল-চিত্তাকাশ পরিব্যাপ্ত করত ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইতে থাকে। আত্মচেত্য ভাবনা করত বীজ যেমন অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হয়, চৈতন্যও সেইরূপ সঙ্কল্পভাব প্রাপ্ত হন। ক্রমে এক সঙ্কল্প হইতে অন্য সঙ্কল্প স্বয়ং উৎপন্ন হয় এবং দুঃখ-ভোগার্থই ঝটিতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, (দুঃখ ব্যতীত) ইহাতে সুখ কদাচ নাই। ১—৫। সমুদ্র যেমন জলভিন্ন আর কিছুই নহে, এই জগৎও সেইরূপ সঙ্কল্পব্যতীত আর কিছুই নহে, তোমারও সঙ্কল্পব্যতীত আর কোনই সংসারদুঃখ নাই। কাকতালীয়যোগে এই সঙ্কল্প বৃথাই উৎপন্ন হয়, মরীচিকাসলিল ও চন্দ্রদ্বিতয়ের ন্যায় বাস্তবিক অসত্য হইলেও উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মাতুলিঙ্গফল ভোজন করিলে যেমন শুক্লবর্ণ কাচাদিতে স্বর্ণজ্ঞান হয়, তোমার হৃদয়েও সেইরূপ ঐ সঙ্কল্প উপস্থিত হইয়া সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। তুমি যে জন্মিয়াছ, ইহা মিথ্যা, তুমি যে অবস্থান করিতেছ, ইহাও মিথ্যা, এই তত্ত্বজ্ঞান হইলে ঐ মিথ্যা বিষয় আপনিই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম, সুখ দুঃখ এই নিখিলভাব সমস্তই বিফল অর্থাৎ মিথ্যা," এইরূপ বিশ্বাস তোমার একণও হয় নাই, এই মিথ্যা-প্রপঞ্চে তোমার এখনও আস্থা রহিয়াছে, সুতরাং কষ্ট পাইতেছ। ৬—১০। তুমি পূর্ণব্রহ্ম, তোমাতে জন্মাদি সম্বন্ধ মিথ্যা, কেবল ভ্রান্তিবশতঃই উৎপন্ন হইয়াছে। যথার্থপূর্ণতারূপ ব্রহ্মের বিলাসে আবার জন্ম কি? স্বীয় সঙ্কল্পবলে কেবল বৃথাই মুগ্ধ-হইয়াছ। সঙ্কল্প যাহা করিয়াছ, তাহা করিয়াছ, আর সঙ্কল্প করিও না, পূর্ব্বানুভূত সুখদুঃখাদি ভাবেরও আর পূরণ করিও না। তুমি এক্ষণে যে ভাবে আছ, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই ভাবে থাকিয়াই কল্যাণ লাভে সমর্থ হইয়া থাকে (কল্যাণ মুক্তি)। সঙ্কল্প নাশ করিতে যত্ন করিলে আর কোন ভয়ই থাকে না, পূর্ব্বভাবের ভাবনা না রাখিলে সঙ্কল্প আপনিই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পুষ্প ও পল্লবের মর্দ্দনে কিঞ্চিৎ ব্যাপারের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সঙ্কল্প নাশ করিতে তাহাও লাগে না, পূর্ব্বভাবনা না রাখিলেই সঙ্কল্প নষ্ট হইয়া যায়। পুত্র! পুষ্পমর্দ্দন করিতে হইলে করস্পন্দন আবশ্যক হয়, কিন্তু এই সঙ্কল্পক্ষয়ে তাহাও আবশ্যক হয় না। ১১—১৫। যে ব্যক্তির সঙ্কল্পনাশ করিবার আবশ্যক হইবে, সে পূর্ব্বভাবনার অর্থাৎ স্মৃতির বিপর্য্যয়ে (পূর্ব্বানুভূতের অস্মরণ) অবলম্বন করিলে অর্দ্ধনিমেষ মধ্যে অক্লেশেই সঙ্কল্পক্ষয় করিতে পারিবে। আপনাকে পূর্ণ আনন্দময় ব্রহ্মরূপে নিরন্তর ভাবনাবলে আত্মা যখন স্ব স্ব রূপে অবস্থান করেন, তখন অসাধ্যও সুসিদ্ধ হইবে। (ভাবার্থ এই, সঙ্কল্পক্ষয়-নিবন্ধন দুঃখক্ষয় হইলে নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তিও হইতে পারে, এস্থলে অসাধ্য-সাধন-স্বতঃসিদ্ধের অনপগম, অর্থাৎ

স্ব স্ব রূপে অবস্থিত আত্মাই মোক্ষ, তাহা আর কখন গত হয় না; কেন না,) হে বৎস! তোমার আত্মা অন্য আবার কাহার হইবে? আত্মা ত এক অদ্বিতীয়। হে মুনে! তুমি সঙ্কল্প দ্বারা সঙ্কল্পকে এবং মনদ্বারা মনকে ছেদ করিয়া কেবল স্বাত্মাতে অবস্থিত হও, এইটুকু কার্য্য আবার কঠিন কি? হে মহামতে! তোমার ঐ সঙ্কল্প প্রশান্ত হইলে এই নিখিল সংসারদুঃখ সমূলে বিনষ্ট হইবে। সঙ্কল্প, মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি ও বাসনা একই, কেবল নামমাত্র ইহাদের প্রভেদ। হে অর্থবিদ্বর! বুঝিয়া দেখিবে, ইহাদের অর্থতঃ কোন ভেদ নাই। ১৬—২০। এই সঙ্কল্প ব্যতীত আর কোন স্থানে কিছু নাই, তুমি ঐ সঙ্কল্প হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন কর, ইহার জন্য শোক করিতেছ কেন? এই আকাশ যেমন শূন্য এই জগৎও তেমনি শূন্যমাত্র, যে হেতু, এই আকাশ ও জগৎ মিথ্যাবিকল্পসমুত্থিত, এই সমুদয়দৃশ্য শূন্য বটে, কিন্তু দৃক্স্বরূপ আত্মা শূন্য নহে, সুতরাং সঙ্কল্পক্ষয়ে জগৎক্ষয় হয় বলিয়া আত্মক্ষয় হয় না। এই অসিদ্ধবিষয় সকল অসিদ্ধ সঙ্কল্প দ্বারাই সাধিত হয়, অতএব সকল পদার্থেই যখন বাধা বিদ্যমান, তখন ভাবনা কোথায় থাকিবে? সত্য বলিয়া যাহার উপরে আস্থা ছিল, তাহা যদি অসত্য হইল, তবে বাসনা কিরূপে থাকিবে? ভাবনা ক্ষয় হইলে আত্মলাভসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে আর প্রাপ্য-বিষয় পাইতে অবশেষ থাকে না, অতএব অভ্যাসবলে যখন দৃশ্য-পদার্থের প্রতি অবহেলা দৃঢ়তর হইবে, তখন জানিবে, সকলই অসৎ। দৃশ্যপদার্থে অবহেলা করিলে শরীরভাবনানিবন্ধন সুখ-দুঃখাদি দ্বারা আর লিপ্ত হইতে হয় না। পুত্র-মিত্রাদি সমস্তই অবস্তু অর্থাৎ অযথার্থ, এইরূপ জ্ঞান হইলে তাহাতে আর স্নেহ বা আস্থা থাকে না। ২১—২৫। আস্থাক্ষয় হইলে হর্ষ, ক্রোধ, উৎপত্তি ও বিনাশ কিছুই হয় না, অতএব এই সমুদয় দৃশ্য যথার্থই অসৎ, সুখ-দুঃখাদি বিভ্রম ইহাতে কিছুই নাই। মনই (চিৎপ্রতিবিম্ববশতঃ) জীব হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালাত্মক জগদ্রূপী স্ব-কল্পিত এই বিশালনগরের নির্ম্মাণ, পরিবর্ত্তন ও বিনাশ করত স্ফুরিত হইতেছে। এই জীবের মন বিষয়-সম্বন্ধে তৎ তদ্বাসনাক্রান্ত ও অধিষ্ঠান চৈতন্যের সম্বন্ধে স্ফুরণশক্তি-সম্পন্ন (স্ফুরণ-প্রকাশ) হইয়া অবস্থিত; এই কারণে জীব মলিন ও চঞ্চল হইয়া স্বেচ্ছানুরূপ রচনাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকে। হৃদয়রূপ বনের মর্কটস্বরূপ জীব আপনার অনুরূপই ক্রীড়া করিয়া থাকে, কখন দীর্ঘ-আকার ধারণ করে, কখন বা নিমেষ মধ্যে খর্ব্বাকৃতি হয়। সঙ্কল্প জলতরঙ্গস্বরূপ, ইহাকে কেহই গ্রহণ করিতে পারে না, বিষয়দর্শনে যখন উদ্বুদ্ধ হয় তখনই বর্দ্ধিত হয়, আবার যখন বিষয়-দর্শন স্মৃতি-পরিত্যাগ করা যায়, তখন সপরিচ্ছদে উহা খর্ব্বীভাব ধারণ করে। ২৬—৩০। কণামাত্র-বহ্নি যেমন তৃণযোগে প্রজ্বলিত হয়, অল্পমাত্র বিষয়তৃণের যোগে সঙ্কল্প-বহ্নিও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ঐ সঙ্কল্প বৈদ্যুতিক অগ্নির স্বরূপ, জগতে উহার কোন আকৃতি প্রকাশ হয় না। অথচ প্রদীপ্ত, ক্ষণভঙ্গুর, জড়সংস্থিত, (জড়বিষয়ে স্থিত, ড ও লকারের অভেদপক্ষে জলে অর্থাৎ জলে মেঘজলে অবস্থিত) এবং ভ্রান্তিপ্রদ (রাত্রিকালে স্থাণুতে গাছের গুঁড়িতে) যে চৌরাদিভ্রান্তি হয়, তাহার কারণ ঐ সঙ্কল্প, ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীতেও বিদ্যুৎপ্রকাশ ঐরূপ ভ্রান্তিপ্রদ হইয়া থাকে। হে পুত্র! যাহা অসৎ, তাহার চিকিৎসা (প্রতীকার দূরীকরণ) সত্বর সহজেই হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, অসৎ কখনই সৎ হয় না, তাহা অসৎই থাকে। যদি সঙ্কল্প সত্য হইত, তাহা হইলে দুশ্চিকিৎস্য হইত বটে; কিন্তু তাহা নহে; উহা যে বাস্তবিকই অসৎ; সুতরাং সুচিকিৎস্য হইবে না কেন? যদি এই সংসার-অঙ্গারের কালিমাবৎ অকৃত্রিম হইত, হে সাধো! তাহা হইলে কোন্ দুর্ম্মতি ইহার ক্ষালনে প্রবৃত্ত হইত? ৩১—৩৫। তণ্ডুলে যেমন তুষরূপ কঞ্চুক (আবরক) অবস্থিত, এই সংসারও সেইরূপ (আবরক রূপে) সত্য ব্রহ্মে অবস্থিত; অতএব তণ্ডুলের তুষাবরকবৎ ঐ সংসারাবরক পুরুষপ্রযত্নেই সহজে বিনষ্ট হয়। হে পুত্র! কেবল যে উহাতে কৃত্রিমের নাশ করা হয়, তাহা নহে, উহাদ্বারা অকৃত্রিম অনাদি (ব্রহ্মাণ্ড) প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিস্তীর্ণ সংসারমল তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির সুখোচ্ছেদ্য। তণ্ডুলের ত্বক্ ও তাম্রের কালিমা যেমন ক্রিয়া দ্বারা নষ্ট হয়, হে পুত্র! ঐ সংসারমলও সেইরূপে ক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হয়। উহা নষ্ট হইবেই হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, অতএব উদ্যমশালী হও (চেষ্টা কর)। বৃথা বিকল্প-সমন্বিত সংসারকে যে তুমি এত দিন জয় করিতে পার নাই, তাহার কারণ কেবল উপায়ের অজ্ঞান। উপায় অবলম্বন করিলে উহা সহজেই লয় প্রাপ্ত হয়, অসৎ বস্তু কোথায় চিরস্থায়ী হইয়াছে? বিচার করিয়া দেখিলে দীপালোকে অন্ধকারের ন্যায় এবং সম্যক্-দর্শীর নিকট চন্দ্রদ্বয়ের ন্যায়, ঐ সংসার-ব্যবস্থা অসতী হইয়া পড়ে। হে পুত্র! ঐ সংসার তোমারও নহে, তুমিও ঐ সংসারের নহ, অতএব ভ্রান্তি দূর কর, অসত্যকে সত্যবৎ দেখিয়া এইরূপ ভাবনা উচিত নহে। আমি সংসারী, এই বিপুলবিভবশালী সমুজ্জ্বল মদীয় ভোগবিলাস সমুদয়সত্য ও নিত্য এইরূপ ভ্রান্তি তোমার না হউক, তুমিও এই নিখিল-ভোগবিলাসাদি সমস্তই একমাত্র আত্মতত্ত্বের বিলাস। ৩৬—৪২।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥

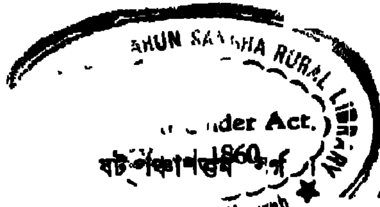
পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুকুলগগনচন্দ্র রঘুনন্দন! আমি সেই রাত্রিতে তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, নির্বৃষ্টসলিল জলধর যেমন নিঃশব্দে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, সেইরূপ গগনতল হইতে তূষ্ণীম্ভাবে সেই পত্র-পুষ্পফলপূর্ণ কদম্ববৃক্ষাগ্রে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম, তথায় ইন্দ্রিয়জয়সমর্থ মহাতপা হুতাশন-তেজাঃ দাশূর দেহ-বিনিঃসৃত তেজঃপুঞ্জে ভূতল সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিতেছেন। দিবাকর যেমন ভুবনমণ্ডল উত্তাপিত করেন, তেমনি তিনি স্বীয় তেজঃপুঞ্জে সেই প্রদেশ তাপিত করিতেছেন। আমাকে দর্শন করিয়া তিনি আসন প্রদানপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা আমার পূজা করিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া তেজস্বী দাশূর ও আমি তাঁহার পূর্ব্বপ্রস্তাবিত সংসারতরণোপায়স্বরূপ অধ্যাত্ম-বিদ্যার আলোচনা করিলাম। আরও দেখিলাম, সেই কদম্ববৃক্ষে নিখিলমৃগনিচয় দাশূরের ইচ্ছা ও তপোমাহাত্ম্যে অব্যাকুলভাবে (প্রশান্তভাবে) অবস্থান করিতেছে। ঐ কদম্ববৃক্ষ এত শাখা-প্রশাখা ও লতাজড়িত যে, যেন একাই একটা বিস্তৃত বন। ঐ বৃক্ষ সুবহ কুসুমকলিকা দ্বারা অলঙ্কৃত, বায়ুভরে বিকম্পিত, পল্লবরাজি-মণ্ডিত লতাজালে ভূষিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, নিশ্বাসকম্পিত ওষ্ঠাধরে তাহার ঈষৎ হাস্য রেখা দিয়াছে। যেমন শুভ্র জলদ

খণ্ডনিকর শারদীয় গগনমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ উহার কোটি কোটি বৃহৎ বৃহৎ শাখায় ইন্দুসুন্দর চমরমৃগগণ ভ্রমণ করত-অবস্থান করিতেছে। হিমবিন্দু উহার পত্রে পত্রে সংলগ্ন হইয়া মুক্তাবলীর ন্যায় অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। উহার সকল অঙ্গই স্বচ্ছ কুসুমরাশিতে পূর্ণ ও স্বীয় পুষ্পপরাগরূপ চন্দনে চর্চ্চিত; উহার কোন অঙ্গেই ঘুঁৎ (প্রবল ঝটিকায় শাখাদি ভঙ্গনিবন্ধন, বা শাখার শুষ্কত্বাদি নিবন্ধন) নাই। নবোদ্গত পল্লবরাজি উহাতে রক্তবস্ত্রপরিচ্ছদের ন্যায় শোভিত হইতেছে, লতারূপ অঙ্গনা উহার সতত সঙ্গিনী, ঐ কদম্ববৃক্ষকে দেখিলেই বিবাহ নেপথ্যধারী, কুসুমমালাধারী, সবধূক-বর বলিয়া বোধ হয়। ৬-১০। দাশূর মুনি উহার শাখাগ্রভাগে পর্ণশালার আকারে লতামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উৎসব-কালে * পুরী যেমন ধ্বজ-পতাকাদি শোভিত হয়, এই কদম্ববৃক্ষও সেইরূপ পুষ্পমঞ্জরী-রূপ পতাকায় সুশোভিত। বৃক্ষস্থিত মৃগগণের গাত্রকণ্ডূয়নে পুষ্প-পরাগ নিপতিত হইয়া বৃক্ষকে ধূসরিত করিয়াছে। ঐ অত্যুচ্চ-বৃক্ষ পার্শ্ববর্ত্তি-বৃক্ষাদি বন অতিক্রমপূর্ব্বক ঊর্দ্ধ-দেশগামী হইয়াছে; দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন, বৃহদাকার একটী বৃষ সযত্নে সমুত্থিত হইয়াছে। বৃক্ষস্থ বিচিত্রপুচ্ছ ময়ূরগণ কুসুম-নিঃসৃত পরাগে পাটলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, কদম্বতরু শৈলক্ষিপ্ত সান্ধ্য-মেঘখণ্ডরূপ কেশকলাপ ধারণ করিয়াছে। ১১—১৫। পল্লবারুণহস্তা কুসুমস্মিতশোভিনী, মধুমদ-ঘূর্ণিতা রোমাঞ্চিত-কলেবরা, বহুপুষ্পভার-মণ্ডিতা, মন্দ-মন্দ সমীরণে ঈষৎ স্পন্দশালিনী, নিদ্রামুকুলিতনয়না, পুষ্পস্তবকসম-কুচ-শোভিনী, পিকনাদিনী বনদেবীগণ পুষ্পপরাগরূপ কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত বসন পরিধান করিয়া ঐ বৃক্ষের মূল হইতে শিরোদেশ ও পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নিবাসনিকেতন নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা কখন ঐ বৃক্ষ-স্থিত লতামণ্ডপের বাতায়ন-দ্বারে প্রীতিসহকারে অবস্থান করেন, কখন বা সুনীল কুসুমযুক্ত লতাদোলায় নৃত্যবিলাস করিয়া থাকেন। নীলবর্ণ ভ্রমরনিকর ঐ কদম্ববৃক্ষে জড়িত লতাজালে ও কদম্বতরুর মঞ্জরীসমূহে পর্য্যায়-ক্রমে অবস্থান করত এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, ইহা (ভ্রমর) কি লতার চক্ষু ? অথবা কদম্ববৃক্ষের চক্ষু ? (কিংবা, বন-দেবীগণের ভ্রমরসদৃশ নয়ন অবলোকন করিয়া সন্দেহ হয়, ইহা কি বনদেবীগণের নেত্র, অথবা ভ্রমরযুক্ত কদম্বমঞ্জরী) ? ১৬—২০। কুসুমধূলি দ্বারা বিলিপ্ত-দেহ ঐ বৃক্ষের কুসুমাভ্যন্তররূপ অন্তঃপুর-মধ্যে ভ্রমর ভ্রমরীগণ অবস্থিত পরস্পর গাঢ়ভাবে আশ্লিষ্ট মদমত্ত হইয়া গৃহবাস-কালোচিত প্রণয়ে গুন্ গুন্ করিতে করিতে তাহারাও শৈশহিমবিন্দুপাতে রতিখেদ বিদূরিত করত বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। চতুর্দ্দিকে উড্ডীন নীলবর্ণ মক্ষিকানিকরের গুন্‌গুন্‌রবে পার্শ্ববর্ত্তী কানন দেশরূপ বনস্থলীস্থিত মৃগপক্ষ্যাদির নিনাদ শুনিবার জন্যই যেন ঊর্দ্ধোন্নত কদম্বতরু উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। (উৎকর্ণ হইবার সময় লোককে উচ্চ দেখায়, কদম্ব-তরু অতি উচ্চ সেই কারণে বোধ হইতেছে যেন, উৎকর্ণ হইয়া আছে, উৎকর্ণ হইবার হেতু উক্ত শব্দশ্রবণ)। শাখামৃগাদি জন্তুগণ রাত্রিকালে কদম্বতরুর পল্লবরূপ উপাধানে (বালিশে) স্ব স্ব সুন্দর শিরোদেশ স্থাপিত করিয়া চন্দ্ররশ্মি-সমুদ্ভাসিত মহীমণ্ডল দর্শন করিতে থাকে অর্থাৎ রজনীর অবসান প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ঐ জন্তুগণ বনভূমির তনয়স্বরূপ মুনির প্রভাবে উহারা এত শিষ্ট হইয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন, মূর্ত্তিমান্ বিনয় বিরাজ করিতেছে। উহারা পর্ণগুচ্ছের অভ্যন্তরে নিলীন থাকে, ঐ সকল শাখামৃগাদি জন্তুর অবস্থানে অধোভূভাগ ও শাখাদি অপূর্ব্ব-শোভা ধারণ করিয়াছে। ২১—২৫। ঐ বৃক্ষস্থিত কুলায়মধ্যে অসংখ্যপক্ষীরা বিশ্বস্তভাবে নিদ্রিত থাকে। বৃক্ষ হইতে পতিত পরিপক্ক ফলসমূহের উপরিভাগে ভ্রমরনিকর নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান করিতেছে, উহাদিগকে (ভ্রমরসমূহকে) পার্শ্বচর মৃগাদি জন্তুগণের কঞ্চুকমণ্ডল (কৃষ্ণবর্ণ লৌহবর্ম্ম সাজোয়া) বলিয়া সন্দেহ হইল। পল্লব-মণ্ডিত পক্ষিগণের নীড়জালে (বাসায়) কদম্ব-বৃক্ষের পর্য্যন্তদেশ শ্যামলিত হইয়াছে, অক্ষসূত্রকল্প (জপমালার সূতার ন্যায়) লম্বমান লতাগুচ্ছে (পুষ্পসমন্বিত) নিখিলকানন সুরভিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষ হইতে নিরন্তর এত কুসুমরাশি পতিত হইতেছে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন, গগনমণ্ডলে পুষ্পবর্ষী জলদের সমাগম হইয়াছে। বৃক্ষের তলদেশে পরাগপুঞ্জ, কদম্ব-কুসুম ও রাশি রাশি ফলসমূহ পতিত রহিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, ঐ বৃক্ষের তাদৃশ পত্র-শাখাদি দৃষ্ট হয় না, যাহাতে প্রাণিগণের বাস নাই। সেই পাদপরাজের অধোনিপতিত প্রত্যেক পত্রে মৃগসকল শয়ন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছে- অধোলম্বিত প্রতিপত্রের অধোদেশেই বিহগকুল নিলীন রহিয়াছে। ২৬—৩০। এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট ঐ মহাবৃক্ষ দেখিতে দেখিতে আমার পক্ষে সেই রাত্রি মহোৎসবমান হইয়া সুখে অতিবাহিত হইল। অনন্তর আমি সুমধুর বিজ্ঞানালোকরমণীয় উপদেশ-বাক্যে সেই দাশূরতনয়কে প্রবুদ্ধ করিলাম। যেমন সংযুক্ত দম্পতীর নিকট মুহূর্ত্তের ন্যায় রাত্রি অতিবাহিত হয়, পরস্পর বিচিত্র কথোপকথনে আমাদেরও সেই রাত্রি সেইরূপ মুহূর্ত্তবৎ অতিবাহিত হইল। অনন্তর প্রাতঃকালে স্বর্গীয় কামিনীগণের অঙ্গরাগতুল্য কুসুমনিকরসদৃশ তারকানিকর ক্রমে ক্ষীণালোক হইয়া অদৃশ্য হইলে আমি তথা হইতে বহির্গত হইলাম। মুনি-বর দাশূর, পুত্র সমভিব্যাহারে কদম্ববনের সীমাপর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তাঁহাকে তথা হইতে বিদায় দিয়া মন্দাকিনী-তীরে উপস্থিত হইলাম। তথায় অভিমতস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রামের পর নভোমণ্ডলে উঠিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যস্থানে গমন পূর্ব্বক স্বস্থভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। ৩১—৩৫। হে রঘুনন্দন ! আমি তোমাকে এই দাশূর উপাখ্যান কহিলাম। সংসারচক্র সত্য বলিয়া বোধ হইলেও এই দাশূরোপাখ্যানবৎ অসত্য, ইহাই তোমাকে কহিলাম। হে রাঘব ! তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এইরূপে জগতের স্বরূপ নিরূপণ করিলাম। অতএব তুমি যে জগদ্রচনাকে বাস্তবী বলিয়া ভাবিতেছ, তাহা বাস্তবী নহে ! দাশূর কথিত সিদ্ধান্ত অনুসারে উহা অবাস্তবী জানিয়া পরিত্যাগ কর। সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানপর উদারপ্রকৃতি হইয়া অবস্থান কর। তুমি আত্মার বিকল্পমল ক্ষালিত করিয়া বিমল-আত্মতত্ত্ব নিরীক্ষণ কর, ইহাতে তুমি পরমপদ প্রাপ্ত ও জগৎপূজ্য হইবে। ৩৬—৪০।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

* মূলে "পুরমহোৎসবে" এই পাঠ আছে, কিন্তু টীকা-কারের প্রশংসিত "পুরমিবোৎসবে" এই পাঠের অনুসরণ করিয়া অনুবাদ করা হইল।



ষট্‌পঞ্চাশত্তম সর্গ

বশিষ্ঠ কহি … স্তিত্ব নাই" ইহা স্থির করিয়া "আমি, আমার" ইত্যাদি প্রকার সংসারে আস্থা পরিত্যাগ কর। যাহা নাই, তাহার প্রতি বিবেকিগণের আবার আস্থা কি? যদি তোমার অস্তিত্বসাপেক্ষ না হইয়া এই পরিদৃশ্যমান দেহাদির পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে তুমিও উহার অস্তিত্বসাপেক্ষ না হইয়া অসঙ্গ, উদাসীন, চিদ্রূপী স্বাত্মায় অবস্থান কর, নিরপেক্ষ দেহাদিতে আত্মভাব বন্ধন করিতেছ কেন? (ভাবার্থ—পরিদৃশ্যমান দেহাদির অস্তিত্বস্বীকার ও তাহাতে আস্থা সমুচিত নহে)। অথবা ইহাতে যদি তোমার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব উভয় বিধ নিশ্চয়ই থাকে, তথাপি চলাচলবিষয়ে আত্মাধ্যাস কিরূপে সমুচিত হইয়? (চলাচল অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব উভয়ধর্ম পরস্পর-বিরোধী বলিয়া অনিয়তস্বভাব)। হে মহামতে রাম! যদি এই জগতের অস্তিত্ব একেবারেই না থাকে, তাহা হইলে তোমারও একেবারেই আস্থা করা উচিত নহে, (বস্তুতই এই জগৎ পৃথক্ অস্তিত্বহীন), কেবল নির্মল আত্মতত্ত্বই এইরূপে বিস্তীর্ণ হইয়া প্রমেয় হইয়াছেন। এই জগৎ কাহারও কৃত নহে অথচ কর্তৃ-ব্যাপারও ইহাতে নাই, এমন নহে, ফলত কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব উভয়-ব্যাপারজন্য এই জগৎ স্বয়ংই প্রকাশিত হয় (উদাসীন আত্মার সন্নিধিমাত্রেই স্বরূপ লাভ করে)। ১—৫। এই জগৎ কর্তৃহীন হউক্ বা সকর্তৃক হউক্, তুমি উহাতে কদাচ দেহাত্মভাব বিলোকন করত দুঃখোপাধিপরিচ্ছিন্ন চিত্তে অবস্থান করিও না (চিন্তাতীত হও)। তবে যে শ্রুতিতে আত্মারই এতৎ-সমুদয়ের কর্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল সুমেরুপর্বতের সূর্য্যপরিবর্তন-কর্তৃত্বের ন্যায় ঔপচারিকমাত্র, কেন না, আত্মা ইন্দ্রিয় বর্জিত বলিয়া ইনি জড়পর্বতাদির সমান, ইঁহার কর্তৃত্ব কিরূপে হইবে? অতএব এই জগৎ কাকতালীয়যোগে কর্তৃহীন হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা কাকতালীয়বৎ সমুৎপন্ন, তাহা ত অতিতুচ্ছ, তাহার উপরে মমতা একমাত্র বালক (মূর্খ) ব্যতীত অপরের (জ্ঞানীর) হয় না। হে রাম! এই জগৎ অজস্রই দৃষ্ট হইতেছে ও পুনঃপুনঃ হইতেছে বলিয়া ইহাকে অত্যন্তাভাব প্রযুক্ত শূন্যস্বভাব বলা যায় না, ধ্বংসাভাব প্রযুক্ত শূন্যস্বভাবও বলা যাইতে পারে না। হে রাম! আরও দেখ, অজস্রই ক্ষয়প্রাপ্ত (জ্ঞানোদয়ে) হইতেছে বলিয়া এই জগতের কখনও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি না এবং অনুমানে ইহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া ইহাকে কর্ত্রীও বলিতে পারি না, (কর্ত্রী হইতে হইলে পূর্বে তাহার অস্তিত্ব চাই। যাহা একেবারেই নাই, তাহার আবার জন্ম কি?। ৬—১০। সকল ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতীত পরমাত্মা কর্তা হইলেও যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখন তাঁহার সর্বদা কর্তৃত্ব থাকিলেও কখনও খেদপ্রাপ্তিসম্ভবে না। অতএব ভাব ও অভাব (সত্তা ও অসত্তা) ক্ষয়গ্রস্ত, স্থির, দীর্ঘ, দৃঢ় নিয়তি মিথ্যা হইলেও এইরূপে দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ নিয়তিবলেই তাঁহার কর্তৃত্ব) অপরিসীম (অনন্ত) কালের কোন অংশস্বরূপ শত বৎসর মনুষ্যজীবনের চরমসীমা; অতএব সকল-ইন্দ্রিয়বিষয়াতীত আত্মা উক্ত শতবৎসরকালস্থায়ী মনুষ্যদেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া কি নিমিত্ত অনুধাবিত হইবেন? (অনাদি অনন্ত আত্মার ক্ষণসময়ের জন্যও সূর্জ্যাভিমান করা সম্ভবে না)। এই জগতের সকল পদার্থই স্থির অর্থাৎ সত্য হইলেও তাহাতে আস্থা করা সমুচিত নহে, কেননা, জড় ও চেতনের পরস্পর সংশ্লেষ (সম্বন্ধ) কিরূপে হইবে? (জগৎ,—আত্মা চেতন)। জগদ্ভাব অস্থির হইলেও ইহাতে আস্থা করা সমুচিত নহে, কারণ, জলের ফেনার ন্যায় ঐ অস্থির ভাব যখন অপগত হইবে, তখন পূর্বে আস্থা (মমতা) করিয়াছিলে বলিয়া কষ্ট অনুভব করিতে হইবে। ১১—১৫। হে মহাবাহো! পরমাত্মার যে জগৎস্বতন্ত্রতা (জন্মনাশাদি স্বভাবতা হওয়া), তাহাই আত্মাবদ্ধ অস্মিত্বরূপে আত্মার জগদ্বর্ণন অর্থাৎ পরস্পর অভিন্নরূপে আত্মা ও জগতের অধ্যাস যেমন (ক্ষণস্থায়ী) ফেনা ও (চিরস্থায়ী) পর্বতে অভিন্নতা শোভা পায় না, সেইরূপ স্থির (চিরস্থায়ী) সত্য আত্মা ও অস্থির (ক্ষণস্থায়ী) জগতে উক্তবিধ অভেদ-অধ্যাস শোভা পায় না। আত্মা সকলের কর্তা হইলেও অকর্তার ন্যায় কিছুই করেন না। আলোকদানে দীপ যেমন উদাসীন অর্থাৎ চেষ্টাশূন্য, আত্মাও সেইরূপ উদাসীনভাবে অবস্থান করেন। দিবাকর প্রাণিগণের দিবাকৃত্য নির্বাহ করিতে-ছেন, এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তিনি যেমন নিষ্ক্রিয়, আত্মাও তদ্রূপ কর্তারূপে ভাসমান হইলেও কিছুই করেন না। লোকে বোধ করে, সূর্য্য গতায়াত করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক তিনি যেমন একস্থানেই অবস্থিত, আত্মা গতিশীল বোধ হইলেও সেইরূপ গমন করেন না বুঝিতে হইবে।* যেমন অরণ্যানদীর-তীর পাষাণবিষম ও উদাসীন অর্থাৎ আবর্তের কর্তৃত্ব ইহাতে নাই এবং তদীয় জলপ্রবাহও (১) কেবল নিম্নগামী, প্রবাহের বৈষম্যকারিতা ইহাতে নাই, কিন্তু উভয়ের (নদীতীর ও প্রবাহ) সন্নিধানে আকস্মিক স্বতঃই আবর্তের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই জগৎও চৈতন্য ও জড়ের (মায়ার) সন্নিধিবশতঃ সহসা উৎপন্ন বলিয়া লক্ষিত হয়। রাম! তুমি যদি এইপ্রকারে সম্যক্রূপে নির্ণয় কর ও প্রমাণ দ্বারা চিৎপরিশুদ্ধি করত বিচার করিয়া দেখ, হে সাধো! তাহা হইলে আর তোমার এই জগতে আস্থা থাকিবে না। অলাতচক্রে, স্বপ্নে বা ভ্রান্তিবশতঃ দৃষ্টপদার্থে আবার আস্থা কি? (এই জগৎ স্বপ্নকল্প), অকস্মাৎ কেহ উপস্থিত হইলেই সৌহার্দ্দের পাত্র হয় না। (এই জগৎ অকস্মাৎ আগত) এই জগৎ-জাল ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, অতএব ইহাতে আস্থা করা উচিত নহে। ১৬—২২। শীতার্ত হইলে (শীতনিবারণ না হওয়ায়) যেমন উষ্ণভ্রমে গৃহীত চন্দ্রে আস্থা কর না, তাপার্ত হইলে (তাপনিবারণ না হওয়ায়) শীতলরশ্মি কল্পিত সূর্য্যে যেমন আস্থা কর না, এবং তৃষ্ণার্ত হইলেও মরীচিকা-সলিলে যেমন আস্থা করিয়া থাক না, (কেন না, তাহাতে তৃষ্ণানিবারণ হয় না), সেইরূপ এই জগৎস্থিতিতেও আস্থা করিও না, (যেহেতু, ইহাতে কোন সুখই নাই)। মনঃকল্পিত পুরুষকে যেমন দেখিয়া থাক, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যেমন দেখিয়া থাক এবং চিত্রবিলাস যেমন প্রত্যক্ষ কর, সেইরূপ এই জাগতিক পদার্থসমূহও নিরীক্ষণ কর, অর্থাৎ সত্যবুদ্ধি করিয়া ইহাতে আস্থাবান্ হইও না। হে অনন্ত! হে অনঘ! তুমি রমণী প্রভৃতি বস্তুসমূহের সৌন্দর্য্য ভাবনাময়ী আস্থা পরিত্যাগ করিয়া এবং কর্তৃত্ব, অকর্তৃত্ব ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়া পরিশেষে যেরূপ

(১) অরণ্যানদীতে বোধ হয়, আবর্ত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই নিমিত্তই উহার সহিত সাম্য প্রদর্শন।

থাকিবে, সেইরূপেই এই জগতে ক্রীড়া-বিহার কর। ২৩—২৫। তুমিই নিখিলপদার্থের অন্তঃস্থিত সর্ব্বাতীত আত্মা, তুমি যদি উদাসীনভাবে ব্যবহারকর্ত্তা হও, তাহা হইলে তোমার সন্নিধিমাত্রে ইচ্ছাবিহীন নিয়তি প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ জগদ্ভাবে আর ভাবিত হইবে না, কেন না, ইচ্ছা বিলুপ্ত হইয়াছে। যেহেতু, তখন তুমি দীপবৎ প্রকাশমান হইবে, দীপের সন্নিধি-বশতঃ যে প্রভা প্রকাশিত হয়, তাহা ইচ্ছাবিহীন, অর্থাৎ বস্তুপ্রকাশে তাহার ইচ্ছা থাকে না অথচ তাহাতে স্বতঃই বস্তুপ্রকাশ হয়, তোমারও তেমনি নিরিচ্ছভাবে ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইবে। (বর্ষাকালে) যেরূপ মেঘের সন্নিধিবশতঃ কুটজপুষ্পের উদ্যান হয়, তেমনি আত্মার সন্নিধিবশতঃ স্বয়ং এই ত্রিজগৎ আবির্ভূত হয়। যেমন সকল প্রকার ইচ্ছারহিত সূর্য্যদেবের কেবল আকাশে অবস্থানেই লোকব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, (লোকেরা দিনকৃত্য করিয়া থাকে), তেমনি পরমাত্মার সত্তাতেই ক্রিয়াসকল প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব আত্মাতে, কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব দুই আছে, তাঁহার ইচ্ছা নাই, তিনি অকর্ত্তা, তাঁহার সন্নিধিবশতঃ জগৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া তিনি কর্ত্তা। সংস্বরূপ পরমাত্মা নিখিল-ইন্দ্রিয়াদির অতীত বলিয়া কর্ত্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন; আবার ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বলিয়া কর্ত্তাও হন, ভোক্তাও হন। ২৬—৩২। হে অনঘ! পরমাত্মায় কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই আছে। তুমি যাহাতে শ্রেয়োলাভ দেখ, তাহাই আশ্রয় করিয়া স্থির হও। "আমি সর্ব্বত্রস্থিত ও অকর্ত্তা" এইরূপ দৃঢ় ভাবনা থাকিলে জগৎপ্রবাহপতিত কার্য্য করিলেও তাহাতে লিপ্ত হইতে হয় না। "আমি কিছুই করিতেছি না" এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় হইয়াছে, তাঁহার চিত্তের প্রবৃত্তি না থাকায় তিনি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহার আর বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকে না। যাহার ভোগসমূহে কামনা রহিয়াছে, সে কিরূপে ঐরূপ নিশ্চয় করিবে এবং কিরূপেই বা ভোগসমূহ ত্যাগ করিবে? অর্থাৎ ভোগবাঞ্ছা ত্যাগ না করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। অতএব "আমি কর্ত্তা নহি" এই প্রকার দৃঢ় ভাবনা নিত্য করিতে করিতে পরিশেষে পরমাত্মভাবাত্মক সমতায় পর্য্যবসিত হওয়া যায়। ৩৩—৩৬। অথবা হে রাম! "আমি সমস্তই করিতেছি," এইরূপ মহাকর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, ক্ষতি নাই; সাধুগণ তাহাও উত্তম কল্প বলিয়াছেন। "এই সমগ্র জাগ্রদ্-ভ্রমের কিছুই করি না," এইরূপ কর্ত্তৃত্বাস্বীকারকর্ত্তে বিষয়ানুরাগ ও বিষয়-দ্বেষ কিছুই থাকে না, কারণ, যাহা হইতে রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি, তাহা আমা (আত্মা) হইতে পৃথক্, আমি ভিন্ন পদার্থ ও অত্যন্ত অসম্ভাবী। কর্ত্তৃত্বপক্ষেও কোন রাগদ্বেষ নাই, কারণ, যাহা অস্ত্রকর্ত্তৃক দগ্ধ, সেই শরীর অপরের লালিত; আমরাই তাহার কর্ত্তা, অতএব ইহার জন্য শোক-হর্ষের কোন কারণ নাই। ৩৭—৪০। "আমার সুখদুঃখের বিস্তার ও জগতের ক্ষয় বা উদয়ে আমিই কর্ত্তা, অতএব সমস্তই আমার অধীন", ইহা ভাবিয়াও (কর্ত্তৃত্বপক্ষে) দুঃখ বা হর্ষ করা উচিত নহে। এই দুঃখহর্ষাদি আত্মারই কৃত, আবার আত্মার কর্ত্তৃত্বেই উহাদের লয় হয়। যখন তাহাদের লয় হয়, তখন একমাত্র সাম্যেরই অবশেষ থাকে। সর্ব্বভূতে যে সমতা, তাহাই পরম সত্যস্থিতি; সেই সত্যস্থিতিতে (সত্য মর্য্যাদায়) অবস্থিত হইলে পুনর্ব্বার আর জন্মভাক্ হয় না। হে রাঘব! অথবা, সমুদয়ের কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া ও মনোনাশ করিয়া তুমি যাহা হও, তাহা হইয়াই স্থির হইয়া থাক। "এই সেই আমি" (এই বর্ত্তমানদেহে অবস্থিত, সেই সর্ব্বদেহাত্মক সমষ্টিস্বরূপ) এবং 'এই আমি নহি' (এই বর্ত্তমানদেহে অবস্থিত আমি নহি), অতএব আমি কিছুই করিতেছি না (কোন বিষয়েই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই); এই উভয়বিধ-ভাবে অনুসন্ধানাত্মক দৃষ্টি (কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ববুদ্ধি) সন্তোষজনক নহে। (তবে যে উক্তপ্রকার কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব দুই বলিলাম, উহা কেবল সকল অনর্থের মূল দেহাদিতে অহংভাবের নিরাসের জন্য, ঐ অহংভাব বড়ই অনর্থের মূল)। "দেহই আমি" ইত্যাকারে যে অবস্থিতি, তাহাই কালসূত্র নরকের পদবী (রাস্তা), মহাবীচি নরকে আবদ্ধ হইবার বাগুরা এবং অসিপত্র নরকের বনভূমি অর্থাৎ উক্তবিধ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিতে ঐ সকল নরকে পতিত হইতে হয়। ৪১—৪৫। যদি সর্ব্বনাশ করিতে হয়, তথাপি উক্ত দেহাদিতে অহংবুদ্ধি সর্ব্বপ্রকারে বিবর্জ্জনীয়, ঐ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি কুক্কুর-মাংসহস্তা চণ্ডালীর ন্যায় ভদ্রলোকের অস্পর্শনীয়। অধিষ্ঠানভূত বিশুদ্ধ আত্মদৃষ্টির আবরণবিক্ষেপের কারণ ঐ বুদ্ধি দূরে পরিত্যাগ করিলে, জলদবিহীন গগনে বিমল জ্যোৎস্নার ন্যায় পরমা দৃষ্টি (বিমল আত্মজ্যোতিঃ) উদিত হয়। হে রাম! ঐ দৃষ্টিলাভ করিলে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। হে রাম! তুমি "আমি কর্ত্তা নহি, কর্ত্তৃতা-প্রয়োজক দেহাদিও আমি নহি" ইহা অবগত হইয়া অথবা "আমি সকলের কর্ত্তা, নিখিল সমষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডও আমি" ইহা নিশ্চয় করিয়া পরে "আমি কিছুই নহি", অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ দৃশ্যরূপ আমি নহি, আমি লোকপ্রসিদ্ধ পরিচ্ছিন্ন জড়দুঃখস্বভাব আত্মা হইতে বিলক্ষণ "পূর্ণানন্দ চিদাত্মস্বরূপ" ইহাই নির্ণয় করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ সাধুগণ যে পদে অবস্থিত হইয়াছেন, সেই পদে (ব্রহ্মপদে) অবস্থিত হও। ৪৬—৫১।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যে সুমধুর উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা যথার্থ, আত্মার ভোক্তৃত্ব, অভোক্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, অকর্ত্তৃত্ব ও ভূতসৃষ্টিকারিতা সকলই এক্ষণে বুঝিলাম। আত্মা যে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বগামী, তিনিই যে নির্ম্মলপদ, তিনিই যে সকল প্রাণীর দেহস্বরূপ এবং তিনিই যে সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, হে বিভো! এক্ষণে তাহা আমি বেশ বুঝিলাম। ব্রহ্ম যে কি এক্ষণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। যেমন নবজলদের বারিধারায় পর্ব্বতের নিদাঘতাপ বিদূরিত হয়, তেমনি ভবদীয় উপদেশবাক্যে আমার হৃদয়তাপ বিদূরিত হইল। পরমাত্মা উদাসীন ও ইচ্ছা-বিহীন বলিয়া কিছুই ভোগ করেন না এবং কিছুই করেন না, আবার সকলেরই প্রকাশকারী বলিয়া ভোগও করেন এবং ক্রিয়াও করেন, কিন্তু হে ভগবন্! এখনও আমার মনে একটী মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! চন্দ্র যেমন স্বপ্রভা দ্বারা তিমির নিরাস করেন, তেমনি উপদেশবাক্যে আমার সেই সংশয়ের নিরাস করুন। ১—৫। এই জগৎ সৎ হউক বা অসৎ হউক, আপনার কথায় প্রতিপন্ন হইল, সমষ্টিভূত অজ্ঞানই অহংভাব, ব্যষ্টিভূত দেহ নহে, সমষ্টি কল্পনা করিলে এক, ব্যষ্টিভূত কল্পনা করিলে বহু হয়। যাহা হউক, স্বপ্রকাশতা নিবন্ধন মোহাত্মকসম্পর্কশূন্য

নির্ম্মল এক আত্মায় সূর্য্যে নীহারপাতের ন্যায়, উক্ত বিরুদ্ধ অজ্ঞান এক্ষণে কিরূপে বিদ্যমান থাকে ? যদি বলেন, মায়াশবল ব্রহ্মের উদরে উহা প্রথমে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে ; তাহাতেও আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, নির্ম্মল আত্মায় প্রথমেই বা উহা কেমন করিয়া থাকিল ? বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! যখন সিদ্ধান্ত স্থির হইবে, তখনই তোমাকে এই সাধু প্রশ্নের উত্তর বুঝাইয়া দিব, তখনই ইহার তত্ত্ব বেশ বুঝিতে পারিবে। হে রাঘব ! মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে এই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণে অধিকারীই হইবে না। হে রাম ! যেমন যুবকই কান্তার গীত শ্রবণের যোগ্য (অর্থাৎ যুবকই তাহার মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ), তদ্রূপ পুণ্যবান্ই এই সাধুপ্রশ্নাবলীর উত্তর শ্রবণে সমর্থ। ৬—১০। বালকের নিকট যুবতীর অনুরাগ-ব্যঞ্জক বচনাবলি যেমন বৃথা, অল্পবোধশালী ব্যক্তির নিকট এই মোক্ষপ্রদ কথাও সেইরূপ নিরর্থক। এবংবিধ প্রশ্নোত্তর পুরুষের কোন সময়-বিশেষে শোভা পায়, শরৎকালেই গুবাকাদি বৃক্ষের ফল হইয়া থাকে, বসন্তকালে নহে (এ সময়ে তোমার এই প্রশ্ন করা সঙ্গত হয় নাই)। নির্ম্মল পটেই বর্ণান্তররঞ্জনা পরিস্ফুটভাবে মগ্ন হয়, জ্ঞানবৃদ্ধব্যক্তিতেই বৈরাগ্যোপদেশ সংলগ্ন হয় এবং অধিগতাত্মা ব্যক্তিতেই অত্যুদার বিজ্ঞানকথা সংলগ্ন হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বেই এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তোমার নিকট কিছু কিছু বলিয়া রাখিয়াছি, সবিস্তরে বলি নাই ; সেই কারণেই তুমি বিশদভাবেই বুঝিতে পার নাই। যদি তুমি আপনিই সেই আত্মার অধিগত হইতে পার, তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর সম্যক্ বুঝিতে পারিবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১১—১৫। হে সাধো ! সিদ্ধান্তসময়ে যখন তুমি বোধপ্রাপ্ত হইবে, তখন তোমাকে এই প্রশ্নোত্তর ক্রমশঃ সবিস্তরে বলিব। ফলতঃ আমার উপদেশ পথের প্রদর্শকমাত্র, তুমি প্রণিধান করিলে আপনিই আত্মাকে জানিতে পারিবে। আত্মাই আত্মাকে জানেন, কেন না, আত্মাই আত্মাকে সেইরূপ (মলিন) করিয়াছেন, আত্মা প্রসন্ন (নির্ম্মল) হইলে আত্মাকে প্রাপ্ত হন। হে রাম ! তোমাকে এই অখণ্ডব্রহ্ম বুঝাইবার নিমিত্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্বের বিচার করিয়া বলিলাম, আত্মার সেই অখণ্ডস্বভাবতা জানিতে পার নাই বলিয়াই বোধ হয়, তোমার বাসনা এক্ষণেও ক্ষীণ হয় নাই। যে বাসনা দ্বারা আবদ্ধ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বদ্ধ, বদ্ধবাসনাক্ষয়কেই মোক্ষ কহে। তুমি বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থিতাও ত্যাগ কর। বিষয়স্পৃক্ত তমোময়ী বাসনাসমূহ পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া তুমি মৈত্র্যাদি ভাবনানাম্নী নির্ম্মলবাসনা গ্রহণ কর (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা হর্ষ ও উপেক্ষা, এই চতুর্ব্বিধ চিত্তশুদ্ধির উপায়)। ১৬—২০। বাহিরে মৈত্রী প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহারপর হও, কিন্তু তাহাও পরিত্যাগ কর, (একমাত্র চৈতন্যকেই অন্তরে আশ্রয় দাও), সমুদয় বাহ্যচেষ্টাশূন্য হইয়া একমাত্র চৈতন্যেরই বাসনা দৃঢ় কর। তাহার পর মন ও বুদ্ধির সহিত সেই চিন্মাত্রবাসনাও পরিত্যাগ কর, পরিশেষে একমাত্র আত্মতত্ত্বে স্থিরসমাহিত হইয়া যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বাসনার ত্যাগ করিতে পার, তাহাই করিবে। তখন তুমি পরিচ্ছেদ, কাল, প্রকাশ, অন্ধকার প্রভৃতি বাসনা ও বাসিতবিষয় এবং ইন্দ্রিয়াদি সকলই প্রাণস্পন্দের সহিত সমূলে উন্মূলিত করিয়া আকাশের নির্ম্মল বিক্ষেপ-শক্তিবিহীন আত্মার অখণ্ডাকারতাবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক যে চিন্ময় হইবে, হে সদ্বুদ্ধে ! সেই সর্ব্বপূজিত চিন্ময়ই তুমি। যে মহামতি হৃদয় হইতে সমুদয় (বাসনাদি) পরিত্যাগপূর্ব্বক (দূর করিয়া) সর্ব্ববিক্ষেপ হেতু অভিমানশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত পরমেশ্বর। ২২—২৫। যাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার আস্থা (অভিমান) নিরাসিত হইয়াছে, তিনি সমাধি বা কোন কর্ম্ম করুন্ বা নাই করুন, সেই উত্তমাশয় ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহার মন, বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাঁহার নিষ্কর্ম্মতা, কর্ম্ম, সমাধি, বা জপ কিছুতেই প্রয়োজন নাই। অধ্যাত্মশাস্ত্র সকল বিশেষরূপে বিচার করিয়া অন্যান্য লোকের সহিত তাহার পরস্পর আলোচনা করত বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন করা অপেক্ষা উত্তম সাধন আর নাই। অনেকেই দশদিক্ ভ্রমণপূর্ব্বক নিখিল-বাহ্য দ্রষ্টব্য যাহা দেখিবার, দেখিয়া থাকেন, কিন্তু সত্যবস্তুর (পরমাত্মার) দর্শন কতিপয় লোকের ভাগ্যে ঘটে। যাহা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা ঈপ্সিত ও অনীপ্সিতের ইতর নহে, অর্থাৎ তাহা বাহ্যবস্তু, যাহা ইচ্ছা ও অনিচ্ছা উভয়েরই বিষয় নহে, তাদৃশ আত্মতত্ত্ববিষয়ে কাহারও যত্ন নাই। ২৬—৩০। লৌকিক গৃহ-অট্টালিকাদি প্রভৃতি বিষয় এবং বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া সমস্তই একমাত্র দেহের জন্য, ইহার মধ্যে আত্মার প্রয়োজনীয় কিছুই নহে। মর্ত্ত্য, পাতাল, ব্রহ্মলোক বা গগনতলে তত্ত্বদর্শীর সংখ্যা অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। "ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়" আত্মার অজ্ঞানসম্ভূত এবংবিধ নিশ্চয় যাহার বিগলিত (দূরীভূত) হইয়াছে, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি অতি দুর্লভ। লোক ত্রিভুবনের অধিপতি হউক্, ইন্দ্রপদলাভ করিয়া যোগবলে মেঘমধ্যে প্রবেশ করুক্ বা বরুণপদ লাভ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করুক্, পরমাত্ম-লাভ ব্যতীত তাহার প্রকৃত বিশ্রান্তি হইবে না (আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন জগতে এমন কোন সুখ নাই, যাহাতে একেবারে দুঃখ নাই)। যে সাধুগণ ইন্দ্রিয়শত্রুপরাজয়ে সমর্থ বীর ও আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, জন্মরোগবিনাশার্থ সেই মহামতিগণই উপাস্য। ৩১—৩৫। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালমধ্যে সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত বিদ্যমান, তদতিরিক্ত ষষ্ঠভূত আর নাই, সুতরাং ধীরবুদ্ধির কোথায় আসক্তি হইবে ? (ধীরবুদ্ধি এ সমুদয়ে তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্ব বোধ করিয়া তাহাতে আসক্তিশূন্য হইয়া থাকেন)। তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি যুক্তিবলে বিচরণ করত সংসারকে গোষ্পদ প্রমাণ (অনায়াসে তরণীয়) বলিয়া বোধ করেন (যুক্তিশব্দে এস্থলে, সকলের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম-চৈতন্যমাত্রের দর্শন অপর ভূতসকলের মিথ্যাত্বনিশ্চয়) উক্ত-যুক্তি যাহার সুদূরপরাহত, তাহার নিকট এই সংসার উদ্বেল প্রলয়মহার্ণবের ন্যায় অনন্ত বলিয়া বোধ হয়, (সুতরাং তাহার ইহা পার হওয়া কঠিন)। অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দলাভে যাহার চিত্ত বিস্ফারিত হইয়াছে (চিত্তমল বিদূরিত হইয়াছে), তাঁহার নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড কদম্বপুষ্পের ন্যায় অতিক্ষুদ্র বোধ হয়। তিনি তখন এই নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড করস্থ করিয়াও কাহাকেও তাহা দান করেন না বা তাহার ভোগবাঞ্ছা একেবারেই রাখেন না, (তখন তাহা অতি তুচ্ছ বোধ করিয়া পরিত্যাগ করেন)। দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণ যে রাজ্যসুখ লাভ করিবার জন্য মহাসমর করিয়া লক্ষ লক্ষ যোধগণের প্রাণসংহার করে, হে রাম ! লক্ষ লক্ষ জীবের ক্ষয় হেতু সেই রাজ্যসুখে আমি ধিক্কার দিই। তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি বিধাতৃপদও বাঞ্ছা করেন না, কারণ, তাহা চিরস্থায়ী নহে, যাবৎ মহাপ্রলয় না হয়, তাবৎকালই থাকে, তাহার পরে সকল প্রাণীর

মনোব্যথা হেতু বিনাশ অবশ্য হইবে। মূঢ়ব্যক্তিরাই ঐ বিধাতৃ-পদের জন্য লালায়িত হয়, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি তাহাও প্রোক্তকারণে তুচ্ছবোধ করিয়া থাকেন। ৩৬—৪০। তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি স্পষ্টই দেখিতে পান যে, এই জগত্ত্রয়ের সৃষ্টি প্রভৃতি উপায়ে কিছুই উৎপত্তি হয় নাই, বাস্তবিক ইহা মিথ্যা ভ্রান্তিমাত্র, সেই জগত্ত্রয়ের প্রাপ্তিতে চিন্ময় আত্মার কি কোন বলবৃদ্ধি হয় যে, তাহাতে অনুরক্ত হইতে হইবে? যিনি সর্বত্যাগ করিয়া বিপুলাশয় হইয়াছেন, তাঁহার অবস্থিতি হয়, এমন কতটুকু স্থান এই পৃথিবীতে আছে? ইহার এক দিক্ ত শত শত শৈল দ্বারা সমাকীর্ণ, অপর দিকে অগাধ জলরাশি। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালাত্মক জগতে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা তত্ত্বদর্শীর অবশ্যকর্ত্তব্য। যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও তত্ত্ববিৎ হইয়া আকাশবৎ বিস্তৃত, এক ও স্বস্থ হইয়াছেন, (পরমাত্মায় অবস্থিত), তাঁহার নিকট এই ত্রিলোকীরূপ বিপুলা নদীতটী নিখিলসংসারশূন্য হইয়া আকাশবৎ শূন্যই দৃষ্ট হয়, তবে যাবৎ প্রারব্ধ ক্ষয় না হয়, তাবৎ উক্ত ত্রিলোকী নদীতটীর শরীরসমূহ তুষারবিন্দুতে কেবল ধূসরবর্ণই লক্ষিত হয়, তাত্ত্বিক আকৃতি ইহার কিছুই লক্ষিত হয় না (১)। ৪১—৪৫। নিখিল কুলপর্ব্বত অনন্ত ব্রহ্মরূপ নির্ম্মল সাগরের ফেনাস্বরূপ, নদী সাগর প্রভৃতি চিন্ময়ভাস্করের মহাকিরণমরীচিকা, এই সৃষ্টিপরম্পরা আত্মতত্ত্বরূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা এবং শস্ত্রসমূহ সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মপদরূপ জলদের বৃষ্টিস্বরূপ। নির্ম্মল চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি প্রভৃতিও ঘটকুড্য প্রভৃতির ন্যায় চিন্ময়ের প্রভা দ্বারাই প্রকাশিত, অত্যন্ত মলিন পার্থিবাদি ধাতুর ত কথাই নাই। দেহ দ্বারা পরিচ্ছিন্নাত্মা সুরাসুর-নরগণ, বিষয়ভোগরূপ তৃণগ্রাসকারী সংসারবনচারী মৃগস্বরূপে বিহার করে। অরণ্যবাসী মৃগগণ স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু এই সংসারবনচারী মৃগগণ দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ, অনন্ত সংসার-কান্তারে জীর্ণ জীবগণের বন্ধনার্থ বিধাতা রক্তমাংসময় দেহপিঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অস্থিগণ ঐ পিঞ্জরের অর্গল, মস্তক উহার আচ্ছাদন, স্নায়ুরূপ শৃঙ্খল দ্বারা ঐ পিঞ্জর আবদ্ধ। ৪৬—৫০। দেহপিঞ্জরস্থিত জীবসকলরূপ চর্ম্মপুত্তলিকা সংসারবনশ্রেণীর মুগ্ধ মৃগস্বরূপ, (মুগ্ধ—দেহবিবেকশূন্য), বিধাতা উহাদের মুগ্ধবুদ্ধির বিনোদনার্থ ভোগরূপ তৃণ প্রদান পূর্ব্বক উহাদিগকে ভোগভূমিরূপ মুরমণ্ডে সঞ্চরণার্থ নিয়োগ করিয়াছেন। যেমন মন্দসমীরণের বেগে অচলের কম্পন সর্ব্বথা অসম্ভব, সেইরূপ সর্ব্বত্যাগী মহামতি তত্ত্ববিৎ এবং বিষয়ভোগসমূহে কদাপি বিচলিত হন না। হে রাম! যে পদের নিকট চন্দ্রসূর্য্যের সঞ্চারপ্রদেশ অপরিচ্ছিন্ন গগনতলও ভূচ্ছিদ্রবৎ অল্পভাবে অবস্থান করিতে পায় না, তত্ত্ববিৎ তাদৃশ মহোৎকৃষ্টপদে অবস্থিত হন। (অর্থাৎ তাঁহার নিকটে গগনতল অতিক্ষুদ্র; সুতরাং তত্ত্ববিদের তাহাতে আস্থা হইবে কেন?)। তত্ত্ববিদেরই চিৎপ্রকাশের দ্বারা ব্রহ্মাদি লোকপালগণ সমগ্র জগতের সহিত প্রকাশপ্রাপ্ত ও সম্যগ্ব্যবহারোচিত-বোধসম্পন্ন হইয়া অজ্ঞান-সমুদ্রে মগ্ন হন এবং আত্মা, শরীর হইতে পৃথক্, ইহা জানিতে পারিলেও মোহবশতঃ অজ্ঞজনের ন্যায়, শরীরে আত্মভাব ধারণ করত শরীরের রক্ষা করিয়া থাকেন; (যেহেতু, তাঁহাদের ভোগবাসনার দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ প্রারব্ধের প্রাবল্য রহিয়াছে)। মেঘ যেমন আকাশকে রঞ্জিত (পটে বর্ণবিন্যাসের ন্যায় স্ববর্ণ আকাশে দৃঢ়লিপ্ত) করিতে পারে না, তেমনি অত্যন্ত হইলেও কোন জগদ্ভাবই তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিকে রঞ্জিত করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ জগন্মণ্ডল তত্ত্ববিদে দৃঢ়লগ্ন হয় না, তিনি নির্ম্মলই থাকেন। ৫১—৫৫। গৌরীর নৃত্যদর্শনাভিলাষী হরের মর্কটনৃত্যে মনোরঞ্জন হওয়া যেমন একান্ত অসম্ভব, তেমনি জগদ্ভাব দ্বারা তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির চিত্তরঞ্জন একান্তই অসম্ভব। যেমন বাহিরে রত্নে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, কলসমধ্যগত রত্নে সে প্রতিবিম্ব পড়িতে পায় না, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিও সেইরূপ জগদ্ভাবে রঞ্জিত হয় না। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই জগদ্বৈভব, (অজ্ঞব্যক্তির দৃষ্টিতে) বজ্রসম দুর্ভেদ্য, বিবেকীর দৃষ্টিতে সলিলতরঙ্গবৎ ক্ষণভঙ্গুর, রাজহংস যেমন কুৎসিত শৈবালপ্রসঙ্গে প্রীতি বা আসক্তি ধারণ করে না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি জলবুদ্বুদবৎ জানিয়া ঐ সংসার বৈভবসুখে চপল আসক্তি প্রাপ্ত হয় না। ৫৬—৫৮।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাঘব! এই বিষয়ে পূর্ব্বকালে বৃহস্পতি-তনয় কচ যে পবিত্র গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। সুরগুরু-তনয় কচ মেরুপর্ব্বতের কোন গহনবনে অবস্থান করত কোন সময়ে অভ্যাসফলে আত্মায় বিশ্রান্তি লাভ করেন। যখন তাঁহার মতি জ্ঞানসুধায় সম্যক্ পরিপূর্ণ হইল, তখন হেয় পঞ্চভূতময় এই দৃশ্য জীবাত্মায় আর প্রীতিবোধ হইতে লাগিল না। দৃশ্যপদার্থে অপ্রীতি-নিবন্ধন তিনি আত্মভাব ব্যতীত পদার্থান্তর না দেখিতে পাইয়া যেন নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়াই গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন। (হর্ষহেতু গদ্গদস্বর)। "আমি কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি, কি লইতেছি, এবং কি পরিত্যাগ করিতেছি, মহাপ্রলয়ে যেমন সমগ্র বিশ্ব জলপূর্ণ (প্লাবিত) হয়, তদ্বৎ এই নিখিল বিশ্ব আত্মায় পূর্ণ রহিয়াছে। ১—৫। জগতের মূলান্বেষণ করিতে গেলে দুঃখোপভোক্তা আত্মা অর্থাৎ জীব, জীবের বাঞ্ছনীয় সুখ, এ সমুদয়ই আকাশমাত্রে পরিণত হয়, ঐ আকাশও দিক্ ও মনোরথ হইতে অতি মহৎ বলিয়া আত্মময়; অতএব সমস্তই আত্মময় ইহা বুঝিলাম এবং এই আত্মা দ্বারাই আমার সর্ব্বদুঃখ দূর হইল। বাহ্য ও আভ্যন্তর দেহ, অধোদেশ, ঊর্দ্ধদেশ এবং দিক্চতুষ্টয়, সর্ব্বত্রই এক আত্মা বিরাজমান, অনাত্মময় কোন স্থানই নাই। আত্মা সর্ব্বত্রই স্থিত, সমস্তই আত্মময়, সমুদয়ই আত্মা, আমি আত্মাতেই বিদ্যমান। যাহা চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহা অচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমিই তৎসমুদয়ের অন্তর্গত, আমি অপার-নভোমণ্ডল আপূরণ করিয়া সর্ব্বত্র সম্যগ্রূপে অবস্থিত; আমি আনন্দস্বরূপ ও সুখস্বরূপ, আমিই একার্ণববৎ পূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছি।" সেই কনকগিরিনিকুঞ্জে কচ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, ক্রমে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় ওঙ্কার উচ্চারণ করিলেন। পরে প্রণবের অকারাদিমাত্রাত্মক দৃশ্যাদির লয় করিয়া পরিশেষে হৃদয়াকাশে কেশবৎ সূক্ষ্ম ও কোমল তুরীয়াবস্থারূপ ওঙ্কারের কলামাত্র (অর্দ্ধমাত্রা মাত্র মকার) ভাবনা করত সেই

(১) অভিপ্রায় এই যে, জগৎ তত্ত্ববিদের চিত্তপ্রকাশাপেক্ষী; কিন্তু তত্ত্ববিৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ, তাঁহার জগতের প্রতি কটাক্ষদৃষ্টিও নাই, জগতের অপেক্ষা ত দূরের কথা।

স্বভাবাপন্ন হইয়া অন্তর্গত কারণে বাহ্যকার্য্যেও অবস্থান করিলেন না। হে রাম! উক্তপ্রকারে পাথাগানকারী কচ ক্রমে সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক মার্জ্জনা করত বিশুদ্ধ ও জলদলীনপ্রাণাম হইয়া জলদবিহীন শরদাকাশের স্থায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬—১২।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"অন্ন, পান ও অঙ্গনাসঙ্গ ব্যতীত পুরুষার্থ আর নাই" এই বলিয়া মূঢ়বুদ্ধি তির্য্যক্‌কূপগুজাতীয় অসাধুগণ যাহাতে সন্তুষ্টিলাভ করে, তাহাতে পরমপদারূঢ় মহান্ ব্যক্তির বাঞ্ছা হইবে কেন? যাহারা সেই কৃপণসর্ব্বস্ব, আদি, মধ্য ও অবসান সকল সময়েই ভঙ্গুর ভোগসমূহে আস্থাবান্ হয়, সেই নরগর্দ্দভগণকে ধিক্! এ দিকে কেশ, এ দিকে রক্ত, এই ত প্রমদাশরীরের মাধুর্য্য। সেই প্রমদাশরীরে যাহারা পরিতুষ্টিলাভ করে, তাহারা সারমেয় (কুক্কুর), মানব নহে। নিখিল মহীই মৃত্তিকা, সকল তরুই কাষ্ঠ, সমুদয় দেহও মাংসময়। নিম্নে ভূমি, ঊর্দ্ধদেশে আকাশ, ইহার মধ্যে অপূর্ব্বসুখপ্রদ কিছুই দেখিতে পাই না। ইন্দ্রিয়-স্পর্শানুসারী নিখিল লোকব্যবহার অবিচারবশতঃ রমণীয় বোধ হয়, ফলত উহা কেবল মোহের হেতু, তত্ত্ববিবেচনায় উহার কিছুই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। ১—৫। যেমন বহ্নিশিখার প্রান্তে কজ্জল অবস্থিত, তদ্রূপ সমুদয় সুখাশারই অন্তে দুঃখমালিন্য অবস্থিত। অনিত্য মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ শাস্ত্রতত্ত্বালোচনায় বিনষ্ট হয়, দ্বিরদমর্দিত হইলে লতা আর ফলপুষ্পসম্পদ্ ধারণ করে না, (বিষয়সম্পদও সেইরূপ উপভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)। অস্থিমাংস-সমূহে স্বদেহাভিমানী পুরুষ রক্তমাংসময়ী পুত্তলিকাকে কান্তা বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। মোহকারী কন্দর্পেরই এই কার্য্য। হে রাম! অজ্ঞব্যক্তি সমুদয় জগৎ সত্য ও চিরস্থায়ী বলিয়া জানে, সেই জন্যই তাহাতে তুষ্টিলাভ করে, তত্ত্ববিৎ জানেন সমুদয়ই অসত্য ও অস্থায়ী, সুতরাং তাঁহার ইহাতে সন্তোষ নাই। ভোগ না করিলেও ভোগতৃষ্ণা-বিষের ক্রিয়া মূর্চ্ছা উৎপাদন করিয়া থাকে, অতএব ভোগে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া আত্মাই যে এক, ইহা ধারণা কর। ৬—১০। ভোগবাসনায় চিত্ত যখন অনাত্ম-দেহাদিতে আত্মভাবনা করিয়া স্থির হয়, তখনই এই মিথ্যাময় জগৎসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিরিঞ্চির মন আমাদের বাসনা-কর্ম্মাদি-বশেই (সঙ্কল্পক্রমে) এই জগদাকার কল্পনা করিয়াছেন। এক বস্তুর অন্যবস্তুর অনুসারীরূপ কল্পনার আর এক দৃষ্টান্ত এইযে, সূর্য্য-কিরণ স্বর্ণ,রজত বা ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত ভিত্তিতে পতিত হইয়া তদাকারে আত্মরূপ প্রকটিত করে। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামতে! হে ব্রহ্মন্! মন বিরিঞ্চিপদ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে এই জগৎ ভূতচতুষ্টয়ে ঘনীভূত করে, তাহা আমাকে বিশদভাবে আবার বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—পদ্মযোনি গর্ভশয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়া প্রথম শৈশবদশায় 'ব্রহ্মা' ইত্যাকার শব্দ করিয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহাকে ব্রহ্মা বলা যায়। মন নিখিলসঙ্কল্পাত্মক মনঃস্বরূপ আত্মস্বরূপকে আপনিই চতুর্ম্মুখাকৃতিরূপে কল্পনা করিয়া ব্রহ্মা হইলেন। অনন্তর উঁহারই ভাবিসর্গার্থ সঙ্কল্প হইতে থাকে, তৎপরে তিনি প্রথমেই সঙ্কল্পবলে মহাপ্রভাময় তেজের কল্পনা করেন। প্রথমে ঐ তেজ দেখিলে বোধ হয় যেন, শরৎকালাবসানে হিম-পাণ্ডুর লতাজাল দিক্‌চক্রকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। (১) ঐ তেজোমণ্ডলের পক্ষিপক্ষসদৃশ পার্শ্বদ্বয় হইতে শ্বেতসূত্রমালা বিনিঃসৃত হইয়া সন্নিহিত অক্ষয়-আকাশকে যেন শুভ্রসূত্র-সমাকীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ তেজঃ হইতে বিনিঃসৃত তেজঃপুঞ্জে চতুর্দ্দিক্ পিঙ্গলবর্ণ বোধ হয়, গগনমণ্ডল যেন সুবর্ণময় হইয়া যায়। ব্রহ্মার ভবনপদ্মের দলমধ্যে ঐ তেজের কিরণাবলী প্রবিষ্ট হওয়ায় বোধ হয় যেন, পদ্মটী হেমজালজড়িত হেমময় বাতায়ন। তখন সেই একার্ণবে কিরণসমূহ প্রতিফলিত হইয়া উদ্যানবনের ন্যায় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। (২) তাহার পর চতুর্ম্মুখশরীরাকারে অবস্থিত মন (ব্রহ্মা) সেই ভাস্বর তেজঃপুঞ্জে আত্মাকার তুল্য ভাস্বর আকৃতি (স্বসদৃশ মূর্ত্ত্যন্তর) কল্পনা করেন। অনন্তর হিরণ্যগর্ভ সেই পিণ্ডাকৃতি তেজঃপুঞ্জ হইতে প্রভামণ্ডলমধ্যগত উজ্জ্বলকনককুণ্ডল-ধারী দিবাকর হইয়া সমুদিত হন। ১১—২০। সেই দিবাকরের পার্শ্বদেশে শিখাবলিধারী প্রজ্বলিত বহ্নিসমূহ বিস্তারিত হইতে থাকে। ঐ দিবাকর জ্বালাময়ী বিশালমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক গগন-মণ্ডলব্যাপী হইয়া বিরাজ করেন। তদনন্তর সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা আদিত্য-নির্ম্মাণের অবশিষ্ট তেজঃসমূহ বিভাগ করিয়া, সাগর যেমন তরঙ্গ-ক্ষেপ করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করেন। তাহার পর নিক্ষিপ্ত তেজঃখণ্ডসমূহ সঙ্কল্পবশে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করত সমানশক্তিশালী এক একটী প্রজাপতি হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পুরোভাগে সঞ্চিত বস্তু লাভ করিয়া থাকেন। সেই প্রজাপতিগণ পুত্রপৌত্রাদি-পরম্পরা দ্বারা দেবদানবাদি জাতিভেদে যে যে ভূতসমূহের সৃষ্টি কল্পনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহারা তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হয় এবং ততদ্ভূতসমূহ হইতে ক্রমে আবার বহুবিধ ভূতসৃষ্টি হইতে থাকে তাহার পর এই ব্রহ্মা বেদচতুষ্টয়ের স্মরণপূর্ব্বক জনদগৃহে তদ্দ্বারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ বিধিবদ্ধ করিয়া মর্য্যাদা স্থাপন করেন। ২১—২৫। বৃহদাকার মন এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপ ধারণ করত এই প্রকারে ভূতসমূহসঙ্কুল দৃশ্যমান জগৎ বিস্তার করেন, ক্রমে ঐ জগৎ সাগর, পর্ব্বত ও বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ হয় এবং উত্তরোত্তর লোকসমূহের বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঐ জগতের মধ্যভাগ সুমেরু-পর্ব্বত, মহীমণ্ডল ও দিক্‌চক্রে পরিব্যাপ্ত। ক্রমে সত্ত্বরজ-স্তমোগুণাত্মক জগন্মণ্ডল শারীরিক সুখ, দুঃখ, জন্ম, জরা, মৃত্যু ও মানসব্যথায় হয় সংসাররূপে প্রতিপন্ন হয়, ঐ সংসার বিষয়ানুরাগ ও দ্বেষভাবে আকুল। বিরিঞ্চি হইতে সমুৎপন্ন মনোবৃত্তিরূপ হস্ত দ্বারা প্রথমে যে বস্তু যেরূপে লভ্য বলিয়া কল্পিত হয়, অদ্যাপি তাহা মায়াবলে তদনুরূপই ব্যবস্থাপিত দেখা যায় এবং প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ মন এইরূপে সমষ্টিজ্ঞানে সর্ব্বভূতে অবস্থিত, ব্যষ্টিজ্ঞানে কোন কোন ভূতে স্থিত হইয়া চৈতন্যস্থিত বলিয়া বস্তুসমূহের সঙ্কল্প করেন এবং তাহার দ্রষ্টা হন। ২৬—৩০। মন কর্ত্তৃক ঝটিতি সঙ্কল্পকল্পিত এবংবিধ জগ-মোহ ক্রমে স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পের বলেই নিখিল জগৎক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সঙ্কল্পবলেই দেবগণ নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া বিনির্গত হন। যখন বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ইন্দ্র

(১) (এ স্থলে তেজ শুভ্র বলিয়া এইরূপ উৎপ্রেক্ষা)।

(২) (বিকসিত নানাকুসুমরাশির আধার উদ্যানবন এ স্থলে গ্রাহ্য, নতুবা কিরণসাদৃশ্য অসম্ভব)।

বিরোচন প্রভৃতি দেবদানবগন্ধর্বগণ স্ব স্ব গৌরববৃদ্ধির জন্য মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণের দ্বারা স্ব স্ব ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বৃদ্ধির নিমিত্ত সময়ে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বধ-বন্ধ-জরা-জন্মাদি দ্বারা ব্রহ্মার এই জগৎ-সৃষ্টির উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তখন নিখিল প্রজাগণের উদ্ভবকারী প্রভু ব্রহ্মা পদ্মাসনে অবস্থান করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন যে, "মনের স্পন্দ-মাত্রে (মনঃসমষ্টিভূত) এই যে বিচিত্র (ব্যষ্টিভূতজীবোপাধিক) চিত্ত উত্থিত হইয়াছে অথবা সেই মনের উপভোগার্থ পাতাল, মহী, আকাশ, দিক্ ও স্বর্গমার্গে সঙ্কীর্ণ, রুদ্র, উপেন্দ্র, মহেন্দ্র, শৈল ও সাগরসমূহে সমাকুল, ব্যবহারময় যে বিস্তৃত সৃষ্টি উত্থিত হইয়াছে, এ সমস্তই আমার সঙ্কল্পজাল, আমি নিজেই উহা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়াছি। এক্ষণে আমি এই বিকল্পস্ফূর্ত্তি হইতে বিরত হই। ৩১—৩৬।" এইরূপ নিশ্চয় করত কমলযোনি শান্তি প্রাপ্ত হইয়া কল্পনারূপ অনর্থসঙ্কট হইতে বিরত হন এবং স্বীয় আত্মা দ্বারা অনাদি পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্মরণ করেন। স্মরণ-মাত্রই সেই পরমাত্মাকে পাইয়া (শান্ত হইয়া), পরিশ্রান্ত ব্যক্তি যেমন আবর্জ্জনাশূন্য নির্জ্জনে সুখে বিশ্রাম করে, ব্রহ্মাও তদ্রূপ বিগলিতচিত্ত অর্থাৎ চিত্তশূন্য তদাকারে (আত্মাকারে) ভাসমান ব্রহ্মপদে সুখে অবস্থান করেন। তখন মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া ব্রহ্মা পরমশান্তি লাভ করত অক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় নিশ্চল-আত্মা দ্বারা আত্মাতে নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত হন। বারিধি যেমন সলিলতরঙ্গগতি হইতে বিরত হয়, সেইরূপ প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা কোন সময়ে আবার পরমাত্মার একাকারবৃত্তি-ধারণরূপ ধ্যান হইতে স্বতঃই বিরত হন। তখন বিচার করিতে থাকেন, "এই সংসার আশারূপ পাশশত দ্বারা বদ্ধ বিষয়ানুরাগ ও বিদ্বেষভয়ে কাতর এবং সুখ-দুঃখ উভয়-সঙ্কুল। ৩৭—৪১।" অনন্তর ব্রহ্মা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া জীবগণের সুখের জন্য সমুদয় দেহীর মোক্ষোপযোগী অধ্যাত্মজ্ঞানগর্ভগভীরার্থশালী বিবিধ শাস্ত্র নির্ম্মাণ করেন, বেদ ও বেদাঙ্গসমূহের সংগ্রহ করেন এবং অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করেন। আবার ঐ সৃষ্টিরূপ বিপদ্ হইতে বিনির্গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পরমপদ অবলম্বন করত শান্তাত্মা হইয়া উত্থাপিত মন্দার সাগরের ন্যায় স্বস্থভাবে অবস্থান করেন। কমলপীঠস্থিত ব্রহ্মা উক্তপ্রকারে জগতের চেষ্টা নিরীক্ষণ করত তাহাতে মর্য্যাদা (শাস্ত্রাদিপ্রকাশ দ্বারা নিয়ম) স্থাপন করিয়া আবার স্বীয় আত্মায় অবস্থিত হন। ৪২—৪৫। তিনি কেবল অনুগ্রহার্থই সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পহীন হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে লোকক্রমবৎ অব-স্থিত (সাধারণবৎ ব্যবহার-পরায়ণ) হন। বাস্তবিক তাঁহার আর্জ্জব (সারল্য), অনার্জ্জব, শরীরগ্রহণ, নানাত্ব, চেতন, স্থিতি, অস্থিতি, এ সব কিছুই নাই। তিনি সকল ভাবেই সমান আত্ম-শালী, সকল চিত্তবৃত্তিতেই সমান ও পরিপূর্ণ সাগরবৎ মুক্ত-শেষ হইয়া অবস্থান করেন। কেবল লোকানুগ্রহার্থ ই কখন সর্ব্বসঙ্গহীন যদৃচ্ছাক্রমে জাগরিত হইয়া থাকেন। হে মহামতে! তোমাকে এই যে পবিত্র ব্রহ্মস্থিতি কহিলাম, ইহা মুমুক্ষু, ঋষিগণ ও দেবগণ এই সাত্ত্বিকী স্থিতি প্রাপ্ত হন ৪৬—৫০। তন্মধ্যে প্রথম, অনীক * নিখিল সৃষ্টির উপক্রমা-বস্থাস্বরূপ চিদ্রূপ ব্রহ্মাকাশে ব্রহ্মার মনঃকল্পিত কলম্বরূপে উৎপন্ন হয়, সেই প্রথম অনীকই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। পরে প্রজাপতিগণের ও ওষধিগণের সৃষ্টি স্থিরতর হইয়া উঠিলে সুরানীকস্বরূপ যে অন্যবিধ কল্পনা সমুদিত হয়, সেই কল্পনা প্রথমে চন্দ্রকলারূপে আকাশ ও অনিলে আশ্রয় করিয়া ওষধিপল্লবে প্রবেশপূর্ব্বক সোমলতা, আজ্য ও পয়োরূপে পরি-ণত হয়। পরে তাহা অগ্নিতে আহুত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অমৃতা-কারে পরিণত হয়, প্রজাপতিগণ তাহা ভক্ষণ করিলে শুক্ররূপে পরিণত হয় এবং মৈথুন দ্বারা ইন্দ্রাদিদেবগণ ও কুবেরাদি যক্ষগণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহারাও সাত্ত্বিক, ইহারা মনুষ্যাদির প্রথমেই প্রজাপতিগণের অনুগ্রহ উপদেশে জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া অগ্রেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। দেব ও মানবদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ সত্ত্বগুণের (জ্ঞানবৈরাগ্য বা ভোগলাম্পট্যাদির) অনুগমন করেন, ঝটিতি তাহাই হইয়া থাকে, উৎপন্ন হইয়া সংসর্গগুণে (যে যেরূপে সংসর্গ করে, জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি বা ভোগলম্পট ব্যক্তি) সেই জন্যেই কেহ বদ্ধ হয়, কেহ বা মুক্ত হয়, তাহাদের বন্ধ বা মোক্ষ সঙ্গগুণে হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের সাধু-সঙ্গ, শাস্ত্রাভ্যাস ও ইন্দ্রিয়জয়াদি অবশ্যকর্ত্তব্য। হে রামচন্দ্র! এই সৃষ্টি স্পষ্ট উপাসনা প্রসিদ্ধ যাগযজ্ঞাদি ও অনর্থপ্রদ অন্যান্য কর্ম্ম সমূহ দ্বারা ক্রমে লব্ধ ও বিবিধ প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগ, ক্রীড়া কৌতুক এবং ক্রোধলোভজনিত ব্যবহার দ্বারা ধারিত হইয়া সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখ পরব্রহ্মে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পবলেই সত্তা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে এই ত্রিবিধ অনীকাত্মিকা সৃষ্টি আবির্ভূত হইয়া থাকে ৫১—৫৫।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো! ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা চপলপদ আশ্রয় করিয়া (সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া) সৃষ্টিব্যবস্থা করেন। এই জগৎরূপ বিশাল জীর্ণঘটীযন্ত্র স্বীয় ব্যবস্থানুসারেই মৃত ভূতসমূহরূপ ঘটীমালারজ্জু দ্বারা জীবনতৃষ্ণায় আরোহণ-অব-রোহণরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।* এই নিখিল ভূতগণ ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হইয়াই সংসারপঞ্জরে প্রবেশ করিতেছে, অন্যান্য মন-সকল ঈশ্বরের (মায়াশবলিত ব্রহ্মের) পুত্রস্বরূপ প্রথমোৎপন্ন আকাশের মধ্যেই সমীরচালিত ধূলিকণাবৎ ভ্রমণ করিতেছে। হে রাম! যেমন জলধি হইতে তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, কোন তরঙ্গ তাহাতেই লীন হইতেছে, সেইরূপ কোন কোন জীব ব্রহ্ম

* এই জগৎ সমস্তই সঙ্কল্পময়, ইহার তিনটী বিভাগ করা হইয়াছে, এক একটী বিভাগকে অনীক বলা যায়। অনীক শব্দে সৈন্য, এ স্থলে সঙ্ঘ অর্থাৎ দল যথা—প্রজাপতির অনীক (১) দেবানীক (২) মানবানীক (৩), প্রথম অনীকের স্বতঃই তত্ত্বজ্ঞান হয়, দ্বিতীয়ের উপদেশে ও তৃতীয়ের পৌরুষে হইয়া থাকে।

*জীবনশব্দে শ্লেষ আছে;—জল ও প্রাণধারণ। কূপে যেমন জল তুলিবার জন্য ঘটীযন্ত্র অনবরত উঠিতে ও নামিতে থাকে, ঘটীযন্ত্রের উঠা-নাবারও বেশ ব্যবস্থা থাকে, এই জীবসমূহও তদ্রূপ স্বস্ব কর্ম্মব্যবস্থানুসারে মরিয়া জীবনের আশায় উঠি-তেছে, গতজীবন হইয়া পুনর্জীবনের আশায় আবার নামিতেছে। এই জগৎ ঘটীযন্ত্রসমন্বিত কূপ, জীবসমূহ ঘট, ইহাদের জীবন ঐ কূপের জল।

হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিকে অনবরত বিনিঃসৃত হইতেছে, আবার কোন কোন জীব তাঁহাতেই লীন হইয়া যাইতেছে। এই জীবগণ অনাদি অনন্ত ব্রহ্মপদ হইতে উৎপন্ন হইয়া অর্থাৎ কল্পনা-পদ (সঙ্কল্পপদ) প্রাপ্ত হইবা, ধূম যেমন মেঘে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভূতাকাশে প্রবেশ করে (মিশিয়া যায়), পরব্রহ্মে অব্যক্ত আকাশ-মারুতের সহিত জীবসমূহ একীভাবাপন্ন হয়। যেমন প্রচণ্ডপরাক্রম দৈত্যগণকর্তৃক অমরগণ আক্রান্ত হন, সেইরূপ তেজ, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইলে জীবসমূহ প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া শব্দস্পর্শাদি তন্মাত্রসহিত পূর্ব্বোক্ত বায়ুকর্তৃক প্রাণস্বরূপে আক্রান্ত (বশীকৃত) হয়। ১—৭। এইরূপে লিঙ্গদেহপ্রাপ্ত জীবগণ প্রাণবায়ু ও ভূত-তন্মাত্রসহিত বায়ুসহযোগে অন্নজলাদি দ্বারা চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের প্রাণানিলস্বরূপ অপানাদি বৃত্তিভেদ প্রাপ্ত হইয়া স্থূলশরীরমধ্যে প্রবেশ করে ও রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর তাহারা জগতে উৎপন্ন হইয়া প্রাণিরূপে পরিগণিত হয়, তখন তাহা-দের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অনভিব্যক্ত থাকে। হে রাম! অন্য জীব-সমূহ (যাহারা সুরানীক, পূর্ব্বে নরানীকের কথা হইল) ধূমাদি পথে প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ ওষধি ও বৃক্ষাদিতে প্রবেশ করত ক্ষীরাজ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া প্রথমে অগ্নিতে আহুত হয়, পরে সেই আহুতি ধূম দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমাবৎ উদ্দীপ্তরশ্মি দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত করত উদিত হয়, তাহা সেই পাণ্ডুবর্ণ রশ্মিসমূহে পূর্ণ পূর্ব্বোক্ত (নরানীক সৃষ্টিপ্রকরণে কথিত) তন্মাত্রাত্মক লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট ক্ষীর-সমূহের আশ্রয়স্বরূপ আকাশকোটরে সেই জীবসমূহ (সুরানীক) অবস্থিত থাকে। তাহার পর সেই অতিরমণীয় চন্দ্ররশ্মিসমূহ নন্দনাদিকাননে পতিত হইলে উক্ত রশ্মিপথানুসরণ করিয়া জীব-পঙ্ক্তি (লিঙ্গদেহত্বপ্রাপ্ত সুরানীক জীবপঙ্ক্তি) গৃহকর্ম্মলোলা দাসীর ন্যায় এবং বিহগীবৎ সেই কাননে প্রবেশ করে। অনন্তর সেই অরণ্যজাতফলসমূহ চন্দ্রকিরণে পরিপুষ্টিপ্রাপ্ত ও সরস হয়। যেমন শিশু জননীর ক্ষীরপূর্ণ স্তনতায় আশ্রয় করে, তদ্বৎ জীবসমূহ ইন্দুকিরণ হইতে বিভক্ত হইয়া ঐ সকল রসপূর্ণ ফলে আশ্রয়গ্রহণ করে। তাহার পর রবিকিরণে ঐ ফলসমূহ পক্ব হইলে কশ্যপাদি প্রজাপতিগণকর্তৃক ভুক্ত হয়, সেই ভুক্ত ফলসমূহে বীর্য্যস্বরূপে আসিয়া জীবগণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া অবস্থান করে। যেমন বটবীজ অন্তর্লীনপত্রাদি হইয়া বটবৃক্ষে অধিষ্ঠান করে, সেইরূপ জীবসমূহ যখন গর্ভপঞ্জরে অবস্থান করে, তখন তাহাদের বাসনাসমূহ প্রসুপ্ত (অন্তর্লীন) থাকে। ৮—১৫। যেমন কাষ্ঠবিশেষমধ্যে অগ্নি অন্তর্লীন থাকে, মৃত্তিকামধ্যে যেমন ঘটভাব লীন থাকে, তদ্রূপ গর্ভাবস্থায় জীব অন্তর্লীনবাসনাদি হইয়া অবস্থান করে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে স্ত্রীপুত্রাদির শরীর পর্য্যন্তও স্পর্শ করে নাই, অর্থাৎ একেবারে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমরণকাল অতিবাহিত করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি বিষয়াসক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডাদিশাস্ত্র দ্বারা ঐহিক-পারলৌকিক ভোগসাধনকর্ম্মে প্রেরিত হইয়াও প্রবৃত্ত হয় নাই, সেই পুরুষই দেবগর্ভজাত ও অত্যন্ত সাত্ত্বিকজাতীয় হয় এবং জ্ঞানবান্ হইয়া জীবন্মুক্তোচিত-ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিই মোক্ষভাগী ও সাত্ত্বিকজন্মা। অনন্তর এই-রূপে দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া ছেদনশক্য হইলেও জন্মপরম্পরা ছেদন না করিয়া যদি (ভোগলাম্পট্যবশতঃ) স্ব স্ব অধিকার ভোগরক্ষার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করে, তবে সে ব্যক্তি তমোযুক্ত রাজসসাত্ত্বিক জানিবে। হে রাম! পশ্চাদ্বর্ত্তী জন্মাপেক্ষা (নরানীক সুরানীকাপেক্ষা) প্রাজাপত্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যে সংসারী হয়, সেই ব্যক্তিই কেবল সাত্ত্বিক, সে যাহাতে ভুক্ত হয়, তাহা তোমাকে এক্ষণে বলিব। হে পবিত্রমূর্ত্তে! প্রথম অনীকজ পুরুষ কখনই পুনঃ উৎপন্ন হন না, (একেবারেই মুক্ত হইয়া যান)। হে রাম! রাজস-সাত্ত্বিক পুরুষেরা (সুরানীকেরাই) জন্মগ্রহণ করে। যাহারা কেবল সাত্ত্বিকজন্মা (প্রথমানীকজ,), তাঁহারা শ্রবণ-মননাদি দ্বারা আত্ম-তত্ত্ব বিচার করিয়া সমাগত হন; সুতরাং ইহজন্মেও তাঁহাদের আত্মতত্ত্ব মনন দ্বারা পরিশীলনীয়। হে রাম! যাঁহারা পরমাত্মা হইতে প্রাধান্য লইয়া সমাগত (প্রথমানীকজ), তাদৃশ মহাগুণ-শালী পুরুষ দুর্লভ। ১৬—২২। হে রাম! যাহারা তামসজাতি, সেই মূঢ়, মূক, স্থাবরতুল্য বিবিধ জীবগণের সম্বন্ধে বিচার্য্য কি আছে? (তামসজাতি বিষয়ানীক, সুরানীক ও নরানীক হইতে নিকৃষ্ট)। উত্তমজন্মেও সংসারভাবনা প্রাপ্ত হয় নাই, এমন সুর বা নর কতজন? অর্থাৎ অতি দুর্লভ। আমার ন্যায় যে আত্ম-বিচারযোগ্য হয়, সে কেবল সাত্ত্বিক নহে, সে রাজসসাত্ত্বিক; কেন না, আমার সমাধিসুখের বিঘ্নস্বরূপ রাজকুলের পৌরোহিত্যাদি কর্ম্মে অধিকাররূপ প্রারব্ধ কর্ম্মযোগ আছে। প্রকৃত সাত্ত্বিক অতি দুর্লভ। তুমিও আমার ন্যায় বৈরাগ্যশমাদিসম্পত্তিশালী হইলেও পরমাত্মপদের সম্যক্ বিচার করিতে সমর্থ হও নাই, এই কারণে এখনও তোমার উক্ত প্রকার সংসারভ্রম বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অতএব ঝটিতি তৎপদের বিচারে তৎপর হও, তাহা হইলেই তুমি প্রত্যক্ অদ্বয়পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। ২৩—২৫।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যাঁহারা তত্ত্ববিচারসমর্থ রাজস-সাত্ত্বিক হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সততই আনন্দ-যুক্ত এবং গগনে ইন্দুর ন্যায় প্রকাশমান। পঙ্কে যেমন জল পড়ে না, তদ্রূপ তাঁহারা মানসদুঃখরূপ জল প্রাপ্ত হন না। সুবর্ণপঙ্কজ যেমন রাত্রিকালেও ম্লান হয় না, সেইরূপ তাঁহারা আপদেও ম্লান হন না। যেমন বৃক্ষাদি স্থাবর-পদার্থের প্রারব্ধভোগের ইতর-বিষয়ক ঈহা (চেষ্টা) নাই, তদ্রূপ, তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান ও তৎসাধনসম্পদের অন্য বিষয়ে ঈহাশূন্য থাকেন। যেমন পাদপরাজি স্বকীয় ফল-পুষ্পাদির দানাদিরূপ সদাচারেই রত থাকে, সেইরূপ সেই রাজস-সাত্ত্বিকেরাও সতত সদাচার-পরায়ণ হন। হে রাম! তাঁহাদের পূর্ণশশধরের ন্যায় নির্ম্মল ও সুন্দর-বুদ্ধি যাহাতে মৌক্ষোপভোগী হয়, সেইরূপে শান্তি প্রভৃতি গুণসমূহে সতত মগ্ন হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করে। চন্দ্রের শৈত্য যেমন কখনই দূর হয় না, তদ্রূপ আপৎ-কালেও তাঁহাদের সৌম্যভাব যায় না। উঁহাদিগের প্রকৃতি সর্ব্বদা মৈত্র্যাদিগুণে মনোহর। নবনব পুষ্পস্তবকে বিশোভিত লতামণ্ডলে আশ্লিষ্ট হইয়া বনপাদপ যেমন শোভিত হয়, সেইরূপ তাঁহারাও সর্ব্বদা উক্তপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করেন। ঐ সকল অতি সাধু মহাত্মারা সর্ব্বদাই সমভাবাপন্ন, মমরস ও সৌম্য হইয়া বিরাজ করেন। ১—৬। হে মহাবাহো! সেই মহাত্মগণ তোমার ন্যায় সমুদ্রবৎ মর্য্যাদাশালীই থাকেন; (সমুদ্রপক্ষে মর্য্যাদা—

ষ্টীর অনতিক্রম) অতএব আপদের অনাশ্রয় তাঁহাদের যে পরম-পদ, তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, তাহাতে আর বিপদার্ণবে পতিত হইতে হইবে না; অতএব জগতে অধির হইয়া তদনুরূপ ব্যবহার-পরায়ণ হইবে। রজোগুণের ক্ষয় নিবন্ধন কেবল সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহাত্মগণ আত্মানন্দ লাভ করত যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, তদনুরূপ অচিন্ত্যগতিতে পুনঃপুনঃ সংশাস্ত্রের বিচার করা বিধেয় এবং "সমস্তই অনিত্য" এইরূপ ভাবনা করত সুধী, অর্থাৎ বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ঐহিক পারত্রিক ক্রিয়াসমূহকে আপদ্ বলিয়াই ভাবিতে হইবে, কদাচ উহাতে সম্পদ্বুদ্ধি স্থাপন করা বিধেয় নহে। অজ্ঞানসমূহরূপ বিফল অসম্যগ্দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া অনর্থঅর্থলাভের নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিচারাত্মক জ্ঞানের স্মরণ করা বিধেয়। হে বিভো! "আমি কে? এই সংসারাড়ম্বর কিরূপে উৎপন্ন হইল?" প্রাজ্ঞব্যক্তি অতি যত্নসহকারে সাধুগণের সহিত উক্তরূপ বিচার করিয়া কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না, অনর্থের সহবাস করিবেন না এবং দেখিবেন, সংসার-সম্পর্কী নিখিলপ্রিয়বর্গের বিচ্ছেদই অবশ্যম্ভাবী। ময়ূর যেমন জলধরের অনুগামী হয়, সেইরূপ তাঁহাকে সাধুজনের অনুগামী হইতে হইবে। অন্তর্গত অহঙ্কার, বাহ্য দেহ ও পুত্রমিত্রাদি সংসাররূপ সাগরের ভেলাস্বরূপ (ভেলাশব্দে সংসারতরণের উপায়) আত্ম-বিচার করিয়া তিনি কেবল সত্যই সন্দর্শন করিবেন। ৭—১২। তিনি অস্থির শরীরাহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত শুভ মুক্তাবলীর অন্তর্গত তন্তুস্বরূপ সাক্ষীচিন্মাত্রকে দেখিতে পাইবেন। যেমন তন্তুতে মুক্তাদি মণিনিকর গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ নিত্য বিতত, সর্ব্বগামী সর্ব্বভাবিত সেই (সত্তা) পরমপদে এ সমুদয় প্রপঞ্চ গ্রথিত আছে। এই বিশালভুবনে, আকাশে সাগরে, এবং ধরাবিবরমধ্যে যে চিৎ বিদ্যমান আছে সামান্য কীটাণুর মধ্যেও সেই চিৎ বিদ্যমান। যেমন বিভিন্ন ঘটসমূহের আকাশে (ঘটাকাশে) পারমার্থিক কোন ভেদ নাই, হে অনঘ! সেইরূপ চিতিতে শরীরসমূহেরও কোন ভেদ লক্ষিত হয় না। যেমন নিখিলপদার্থের তিক্ত, কটু ও কষায়াদিরসের পার্থক্য থাকিলেও তদ্গত অনুভব একই পদার্থ, সেইরূপ দেহসমূহ পরস্পর ভিন্ন হইলেও চিদংশের কোন ভেদ নাই। ১৩—২০। যখন একমাত্র সমস্তই সতত অবস্থিত হইল, তখন "ইহা জাত, ইহা নষ্ট" ইত্যাকার বুদ্ধিস্থাপন করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। যাহা উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয়, তাহা কোন বস্তু হইতে পারে না। (যেমন জলবুদ্বুদ) অতএব হে রাঘব! যাহা দেখিতেছ, সমস্তই আভাস অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিম্বমাত্র, ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে। যাবৎ মুক্তিলাভ না হয়, তাবৎকাল অভিব্যক্ত অপ্রশান্তচিত্ত স্পষ্টরূপে উহাকে বিষয়ীভূত করে বলিয়া উহা তৎকালে অসৎ নহে, আবার যখন মোহনিবৃত্তি হইয়া থাকে, তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া ইহা (আভাস) সৎও নহে। হে রাম! মোহজাল একান্ত অসৎ, অতএব জ্ঞান দ্বারা তাহার আর কি নিরাস হইবে? অতএব যে কোন সঙ্গতিতে (অনির্ব্বচনীয় অধ্যাসরূপ) এই দৃশ্যসমূহ মোহেরই কারণ হইয়াছে। জগৎ যখন অসৎ, তখন আবার মোহ কি? মোহের কারণই বা কি? অতএব তুমি জন্ম মৃত্যু ও স্থিতি বিষয়ে সর্ব্বদা বিরত হইয়া আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র সম ও নির্মলভাবে অবস্থান কর। ২১—২৫।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ধীর (বাহ্য আভ্যন্তর উভয়বিধ কষ্টসহিষ্ণু) বিচার-পরায়ণ ব্যক্তি স্বীয় মহাবুদ্ধিবলে শাস্ত্রকথিত বিদ্বান্ সজ্জনের (গুরুর) সাহায্যে শাস্ত্রবিচার করিবেন। বিষয়তৃষ্ণাবিহীন পরমাত্মীয় মহাপণ্ডিতের সহিত বিচার করিয়া মনো-নাশান্ত সমাধি দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রার্থের অভ্যাস, বৈরাগ্যাভ্যাস ও নিরন্তর সজ্জন-সংসর্গ দ্বারা সংস্কৃত পুরুষই তোমার ন্যায় প্রত্যক্তত্ত্বরূপ বিজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র হইয়া বিরাজ করেন। তুমি এক্ষণে ধীর, পবিত্রাচার ও নিখিলগুণের আকর হইয়াছে, তোমার এক্ষণে দুষ্টমনোমল সমস্তই অপগত হইয়াছে, নিদুঃখবিষয়ে এক্ষণে অধিষ্ঠান করিতেছ, তুমি এক্ষণে জলদবিহীন শরদাকাশের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়াছ, তোমার আর সংসার-ভাবনা নাই, নিশ্চয়ই এক্ষণে তোমার উত্তমজ্ঞান লাভ হইয়াছে। ১—৫। এক্ষণে তোমার মন নিখিল বাহ্যার্থচিন্তাবিহীন ও অন্তরে পরমাত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রহ্মাকারে পরিণতিরূপ কৌশল-সম্পন্ন কল্পনায় অবস্থিতি ও বিভাগবিহীন হইয়াছে, অতএব মুক্ত হইয়াছে,—এবিষয়ে সংশয় নাই। পূর্ব্বোক্তপ্রকার জীবন্মুক্তগণ এক্ষণে রাগদ্বেষবিহীন কল্পনায় প্রকৃষ্টপ্রভাবশালী তোমারই চেষ্টার অনুসরণ করিবে, (তুমিই এক্ষণে জীবন্মুক্তগণের আদর্শ হইলে)। যাহারা বাহিরে কেবল লৌকিক-ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া বিচরণ করিবে, সংসারতরণের উপায়স্বরূপ জ্ঞানতরী প্রাপ্ত, সেই সকল ধীমানেরাই সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে। যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্, সুজন ও সমদর্শী হইবে, সেই সুদৃষ্টিশালী ব্যক্তিই মদুক্ত জ্ঞানদৃষ্টির যোগ্যপাত্র। যাবৎ তোমার দেহ থাকিবে, তাবৎ যাহাতে বিষয়াসক্তি বা বিষয়বিদ্বেষ কিছুই নাই, তাদৃশী বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক নিখিলবাসনা (ইচ্ছা বা সঙ্কল্প) ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বাহ্যলোকাচারপরায়ণ হইয়া অবস্থান কর। ৬—১০। অপরাপর গুণিগণ যেমন পরমা শান্তি লাভ করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ পরম শান্তির ভাজন হও। যাহারা জম্বুকধর্ম্মী (স্বার্থকৌশলে পরবঞ্চক), যাহারা শিশুধর্ম্মী (যথেচ্ছাচারী মূঢ়), তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিচারের প্রয়োজন নাই। সাত্ত্বিকজন্মা নরগণের অতিসত্য যে সহজ শমদমাদি গুণ থাকে, লোকে সেই গুণনিবহ ধারণ করিয়া চরমজীবন্মুক্তভাব প্রাপ্ত হয় না। জীব ইহজন্মে যাদৃশ জাতিগুণসম্পন্ন হয়, পরজন্মেও তাহার উক্ত জাতিগুণ অল্পকালমধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। কর্ম্মবশে অধিক জীবগণ নিখিলপ্রাক্তন ভাবসমূহ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র পৌরুষেই কার্য্যে সফলপ্রয়াস হওয়া যায়। দেখ, প্রবলপরাক্রম রাজগণও পৌরুষবলে পরাজিত হইয়া থাকেন। তামসী রাজসী বা মিশ্রিত অল্পজাতি আশ্রয় করিয়াও একমাত্র ধৈর্য্যবলে, পঙ্ক হইতে মেষের ন্যায় বুদ্ধিকে উদ্ধার করিবে, (পাপপঙ্ক হইতে অপসারিত করিয়া পুণ্যপথে প্রবর্ত্তিত করিবে)। ১১—১৫। সাধুগণ স্ব স্ব বিবেকবলেই সাত্ত্বিকজাতিসম্পন্ন হইয়া থাকেন, অতএব হে রাঘব! স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তিতে যাহা সংলগ্ন করা যাইবে, চিত্ত তখনই তন্ময় হইবে। পুরুষকার তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা পৌরুষপ্রযত্নেই ইহজন্মেই মহার্হগুণশালী ও পশ্চাৎ উত্তমজন্মসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে এবং দেবগণের নিকট এমন কিছুই নাই যাহা গুণবানের পৌরুষপ্রযত্নে লভ্য

না হয়। ব্রহ্মচর্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য ও বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কখনই সমাহিত সিদ্ধ করিতে পার না। তোমাকে এই যে আত্মতত্ত্বের বিষয় উপদেশ করিলাম ইহা নিখিল-প্রাণীর আত্যন্তিক দুঃখশান্তি-প্রদ ও নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ বলিয়া অতি হিতকর, তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করত বুদ্ধিবলে ঐ আত্মতত্ত্বকে আত্মভাবে স্থির করিয়া শোকশান্তি কর। এইরূপ উপায়ে অপরেও বিগত-শোক হইয়া মুক্ত হইতে পারিবে। হে রামচন্দ্র! তুমি এক্ষণে বিবেকের মহামহিমান্বিত (অতিবিবেকী) হইয়াছ, তোমার শান্তি-প্রভৃতি গুণগ্রামও পল্লবিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকজন্মও প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব সত্ত্বগুণশালী জীবন্মুক্ত-ব্যক্তিদিগের কর্ম্মে (সপ্তমভূমিকারূপ কার্য্যে) মনোনিবেশ কর, এই (বৈরাগ্য-প্রকরণে বর্ণিত) সংসারাসক্তিরূপ মোহচিন্তা যেন তোমার হৃদয়ে স্থান না পায়। ১৬—২১।

!তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

স্থিতি-প্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

উপশম-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—পূর্ব্বপ্রকরণে মনের স্থিতিই সকল-প্রপঞ্চের স্থিতির হেতু, ইহা দেখাইয়াছি; এক্ষণে উপশমপ্রকরণ শ্রবণ কর। এই উপশমপ্রকরণের তত্ত্ব ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মোক্ষমার্গের অধিকারীর নির্ব্বাণ অতি নিকট-বর্ত্তী হয়। বাল্মীকি কহিলেন,—শরতের সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি-মণ্ডিত বিমল-আকাশের সদৃশ, সেই সুন্দর স্থিরতা-পরিপূর্ণ রাজ-সভায় যখন ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এই প্রকার আনন্দকর ও পরম-পবিত্র বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় সভামধ্যবর্ত্তী নৃপতিগণ অত্যুৎকটশ্রবণেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রকার নিশ্চলভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, শরচ্চন্দ্রের রজত-কিরণস্পর্শে বিকসিত কুমুদরাজি নিবাত-নিষ্কম্প কুমুদসরোবরমধ্যে ঊর্দ্ধমুখে অমৃতবর্ষী নিশাকরের বিমলসুধাধারার আস্বাদন করিতেছে। যে সকল বিলাসবতী নর্ত্তকী সভার শোভাবিধান করিতেছিল, তাহাদিগেরও হৃদয় হইতে সে সময়, চিরসন্ন্যাসিনী-যোগিনীগণের ন্যায় চিরসঞ্চিত মোহ ও মমতা দূর হইয়া গেল এবং শান্তিসুখের বিমল আস্বাদনে তাহারা পুলকিত হইয়া উঠিল। চামরবাহিনী ললনাগণের করপদ্মে হংসের সদৃশ শোভমান চামররাজিও সেই সময়ে নিষ্কম্প-ভাব ধারণ করিয়া পার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখাশ্রিত, বিস্ময়ে পরিত্যক্তস্বর, নিশ্চল বায়সকুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই সময় তত্ত্বাবধারণে সমর্থ কতিপয় নরপতি বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নাসার নিম্ন-ভাগে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ বিন্যাস করিয়া অতি স্থিরভাবে মনে মনে ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের বচনাবলীর তত্ত্বার্থবিষয়ে বিচার করিতে লাগিলেন। ১—৬। পূর্ব্বদিকের অন্ধকারময় পীঠ পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেব, গগন-সিংহাসনে আরোহণ করিলে, প্রভাতকালীন পদ্ম যেমন বিকসিত হয়, রামচন্দ্রেরও মুখশ্রী সেই সময়ে তদ্রূপ বিকসিত হইয়া উঠিল। অবিশ্রান্তবর্ষী নবীন-জলধরের গম্ভীর-গর্জ্জন শ্রবণে উন্মুখ ময়ূরের ন্যায় মহারাজ দশরথও ভগবান্ বশিষ্ঠের বাণী শ্রবণের জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিলেন। মর্কটের ন্যায় স্বভাবচঞ্চল মানসকে সকল-প্রকার ভোগচিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিয়া মন্ত্রীবর সারণও সেই সময় সেই মধুর-বাক্য শুনিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে অভিনিবেশ অবলম্বন করিলেন। সুশিক্ষিত ও বলবিচক্ষণ মহাপ্রভাব লক্ষ্মণও তৎকালে বশিষ্ঠদেবের বাক্যপ্রভাবে চন্দ্রকলার ন্যায় অতিবিমল-আত্মস্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারিয়া নিজ হৃদয়ে পরমাত্মার জ্যোতিঃ বিলোকনে সমর্থ হইলেন। ৭—১০। সেই পবিত্র-বাক্য শ্রবণে শত্রুদলন শত্রুঘ্নের চিত্ত পূর্ণভাব ধারণ করিল এবং আনন্দাতিশয়ে তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমল-শোভা ধারণ করিল। সুমিত্রের দুঃখভারগ্রস্ত অন্তঃকরণ তৎকালে বিমল মৈত্রীসুখাস্বাদ প্রাপ্ত হইল, তাঁহারও বদন বিকসিত-শতদলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই সভাতে বিরাজমান অন্যান্য নরপতি ও মুনিগণের মানসরত্ন সে সময়ে বিমল-শান্তি-জলে প্রক্ষালিত হইল এবং তাঁহাদিগের চিত্তেরও উল্লাস ক্রমশঃই বিকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে সহসা মেঘের ধ্বনির ন্যায় অতি গম্ভীর মধ্যাহ্নকালসূচক শঙ্খধ্বনি দিঙ্-মণ্ডলকে পরিপূরিত করিল সমুদ্রতরঙ্গাবলীর অতি গম্ভীরধ্বনি সেই শঙ্খধ্বনির সমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না. বর্ষার ঘনঘটার গভীরগর্জ্জনে কোকিলের মৃদুস্বর যেমন মিশাইয়া যায়, সেই প্রকার মধ্যাহ্নকালীন সেই তুমুল শঙ্খনিনাদে বশিষ্ঠ-দেবের মৃদুস্বর মিশাইয়া গেল। ১১—১৫। এই সময়ে মুনিও নিজবাক্য নিবৃত্ত করিলেন, কারণ, মহাজনের স্বভাব এই যে, তাঁহারা অপর হইতে পরিভূত নিজগুণের ব্যবহার করেন না। মধ্যাহ্নশঙ্খধ্বনি শ্রবণে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পরে সেই তুমুল নিনাদ বন্ধ হইলে মুনি বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে কহিলেন, ‘বৎস রাম! অদ্য আমার বক্তব্য আমি শেষ করিতেছি, আগামী কল্য আমার বক্তব্যের অবশিষ্ট অংশ পুনঃ শ্রবণ করাইব। নিয়তিপ্রভাবে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যাহ্নবিহিত কৃত্য সম্পাদন করিতে হইবে. অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা উচিত নহে। হে প্রিয়দর্শন! তুমিও উঠ, যাও, এই সময়ে বিহিত স্নানদানাদি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর, তুমি আচারকুশল, সদাচারপ্রতিপালনে তোমার অবহেলা সম্ভবপর নহে।” এই কথা বলিয়া মহামুনি বশিষ্ঠ মহারাজ দশরথের সঙ্গে সভা হইতে উত্থান করিলেন। উদয়-পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে যুগপৎ চন্দ্র-সূর্য্য উদিত হইলে যে প্রকার শোভা সম্ভবপর হয়, উত্থানকালে মহামুনি বশিষ্ঠদেব ও মহারাজ দশরথও সেই প্রকার অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। ১৬—২১। তাঁহাদিগকে উত্থান করিতে দেখিয়া সেই সভাস্থ সকলেও জন্য প্রস্তুত হইল। মন্দমারুতহিল্লোলে অলিলোচনা

কমলিনী কম্পিত হইলে যেমন মনোহর শোভা হয়, উত্থানকালে সভারও সেই প্রকার মনোহর শোভা হইল। সন্ধ্যাকালে শুণ্ডাগ্রে কমলফুল ধারণ করিয়া জলাশয় হইতে উত্থান করিবার সময় গজঘটা যেমন সুন্দর দেখায়, উঠিবার সময়ে সম্ভ্রমবশে কর্ণাবতংস হইতে উড্ডীয়মান ভ্রমররাজির সম্পর্কে নরপতিমণ্ডলীও সেই প্রকার সুন্দরভাবে বিলোকিত হইয়াছিলেন। ত্বরা বশতঃ নরপতিগণের অঙ্গনিকরের পরস্পরসজ্বর্ষণ হওয়ায় তাঁহাদের হস্তের পদ্মরাগাদি মণিখচিত বলয়সকল চূর্ণিত হইয়া পতিত হইল, সুতরাং তখন সেই সভা অরুণবর্ণ মেঘবেষ্টিত সন্ধ্যার বিচিত্র শোভা ধারণ করাইতে লাগিল। সম্ভ্রমবশে নৃপতিগণের শিরোভ্রষ্ট শিরোমাল্যদাম হইতে উড্ডীয়মান ভ্রমরমালা সেই সময়ে বিচিত্র গুন গুন্ ধ্বনি করিতে লাগিল। নৃপতিমণ্ডলীর মস্তকবেশে কম্পমান মুকুটরাজিস্থ বিচিত্রবর্ণ সমুজ্জ্বল রত্নসমূহের প্রভায় সভামণ্ডল যেন শত শত ইন্দ্রধনুতে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। ২২—২৫। লতার ন্যায় কমনীয় ললনাগণের কম্পনশীল হস্তাগ্রে দোদুল্যমান মনোহর চামররূপ মঞ্জরীনিবহে সেই সভা তৎকালে ক্রুদ্ধবারণকুলের দ্বারা আলোড়িত বনলেখার সদৃশ শোভা ধারণ করিল। পরস্পরঘর্ষণের সমুজ্জ্বল বলয়াবলীর নানাবর্ণ মণিপ্রভায় সেই সুরললনাগণের পরিধানবস্ত্র সকল রঞ্জিত হওয়াতে সেই সভা তৎকালে বায়ুকম্পিত লতা হইতে চ্যুত পুষ্পভাবে বিকীর্ণ মন্দারবনরাজির সদৃশ শোভা ধারণ করিল। বিকীর্ণ কর্পূররাশিতে মধ্যে মধ্যে অঙ্গনদেশ শুভ্র হওয়াতে শরৎকালের খণ্ড খণ্ড শুভ্র-মেঘজাল আবৃত দিকের ন্যায় সেই সভা পরমসুন্দর-শ্রীধারণ করিল, বিকম্পিত মুকুটনিবদ্ধস্থিত মণিনিকরের লোহিতপ্রভায় নীলবর্ণ বস্ত্রসকল রঞ্জিত হওয়াতে সেই সভামণ্ডলে তৎকালে প্রলয়কালীন সংহারসূচক, নীলপদ্মমালার উপরে পতিত অস্তোন্মুখ সূর্য্যরশ্মিযোগে লোহিতবর্ণ ভীষণ সন্ধ্যার ন্যায় শোভা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ললনাগণের আভরণপ্রভারূপ জলরাশির উপরে তাঁহাদের সুন্দর-বদনরাজি পদ্মরাজীবৎ শোভা পাইতে লাগিল। সেই সময় তাহাদের চরণে মনোহর নূপুরঝঙ্কার হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, পদ্মসরোবরে ভ্রমরকুলের সহিত মিলিত হইয়া হংসকুল নিনাদ করিতেছে। নূতন প্রাণিনিচয়বেষ্টিত নবসৃষ্টির ন্যায় ভূপালমালাবেষ্টিত সেই বিচিত্র রাজসভা হইতে সকলে এককালে উত্থান করিলেন। অনন্তর সমুদ্রোত্থিত বিচিত্ররত্নপ্রভা সম্পর্কে ইন্দ্রচাপময় তরঙ্গাবলীর ন্যায় মনোহরদর্শন নরপতিকুল মহারাজ দশরথকে অভিবাদন করিয়া রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলেন। বামদেব বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ মহামুনি বশিষ্ঠকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহারাজের নিকট গমনের অনুজ্ঞা পাইবার জন্য অবনত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথও সেই সকল মুনিগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে গমনের অনুজ্ঞা গ্রহণ করত নিজ মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদনার্থ প্রস্থান করিলেন। ২৬—৩৫। অনন্তর পরদিন প্রভাতে সভায় পুনরাগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনবাসিগণ বনে, আকাশবাসিগণ আকাশমার্গে এবং নাগরিকগণ নগরে প্রস্থান করিলেন। মহীপাল দশরথও বশিষ্ঠদেবের একান্ত-প্রার্থনায় মহামুনি বিশ্বামিত্র নিজ আশ্রমে গমন না করিয়া, বশিষ্ঠদেবের গৃহেই সেই রাত্রির জন্য আতিথ্য স্বীকার করিলেন। রাম প্রভৃতি দশরথতনয়গণ, বিপ্রেন্দ্রগণ, মুনিগণ ও অন্যান্য নরপতিগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া মহামুনি বশিষ্ঠ সকল লোকের নমস্কার গ্রহণ করিতে করিতে নিজ আশ্রমে গমন করিলেন, গমনকালে দেবগণও তাঁহার সম্মানপ্রদর্শনার্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা নিজলোকে গমন করিবার সময় যেমন শোভাধারণ করেন, ভগবান্ বশিষ্ঠদেবও নিজাশ্রমে গমনকালে সেই প্রকার শোভা ধারণ করিলেন। স্বীয় আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া বশিষ্ঠদেব, চরণাবনত রামচন্দ্র প্রভৃতিকে নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তিনি যথাক্রমে ব্যোমচর, ধরণিচর ও পাতালচর মহাত্মগণকে গুণানুসারে একে একে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ প্রদান করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করতঃ ব্রাহ্মণোচিত মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ৩৬—৪১।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—চন্দ্রের সদৃশ সুবিমলকান্তি সেই রাজকুমারগণ নিজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া দিবসোচিত কার্য্যসকল সম্পাদন করিলেন, বশিষ্ঠদেব, রামচন্দ্র, মুনিবৃন্দ, ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নরপতিগণ যেরূপে দিবাবিহিত কার্য্যসকল সম্পাদন করিলেন, তাহা বর্ণন করা যাইতেছে। তাঁহারা বিকসিত-কহ্লার, কুমুদ ও পদ্মসমূহের পরাগসম্পর্কে সুগন্ধি এবং চক্রবাক, হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের মধুরধ্বনিতে নিনাদিত, সুবিমল-জলাশয়ে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গাভী, ভূমি, তিল, স্বর্ণ, শয্যা, আসন, রাজতাদি পাত্র ও বহুবিধ বস্ত্র দান করিলেন। তৎপরে তাঁহারা নিজ নিজ সুবর্ণ ও রত্নমণ্ডিত দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নারায়ণ, মহেশ্বর, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের পূজা করিলেন। ১—৫। তদনন্তর তাঁহারা যথাসম্ভব পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া উৎকৃষ্ট ও পবিত্র ভোজ্য বস্তুসকল আহার করিলেন। এই সকল কার্য্য পরিসমাপ্ত হইতে হইতে দিবাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে তাঁহারা সায়ংকালোচিত বৈধকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাঁহারা সন্ধ্যাদেবীর বন্দনা করিলেন, অঘমর্ষণ মন্ত্র ও পবিত্র স্তোত্রসকল পাঠ করিলেন এবং মনোহর পবিত্র গাথাসকল গান করিলেন। ক্রমে কামিনীগণের বিরহতাপ-হারিণী চন্দ্রসম্পর্ক-শীতলা শ্যামা-রজনী দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া উদয় প্রাপ্ত হইল। ৬—১০। এই প্রকার সুখময়ী রজনীর সমাগম হইলে মহারাজ দশরথের পুত্রগণ বিশ্রামকামনায় বিচিত্র সুগন্ধি-কুসুমজালে আস্তীর্ণ, সুকোমল, বহুমূল্য, চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অতিধবল-শয্যায় শয়ন করিলেন এবং রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অপর ভ্রাতৃত্রয় বিমলনিদ্রার আবেশে সেই দীর্ঘ যামিনীকে মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। রামচন্দ্রের কিন্তু সে রাত্রিতে নিদ্রা আসিল না। করিযুবা যেমন নবীনা করিণীর চিন্তা করে, সেই প্রকার তিনিও বশিষ্ঠদেবের সেই সকল মনোহর ও অতিগভীরভাবযুক্ত বাক্যাবলীর চিন্তা করিতে লাগিলেন, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই সুখ-দুঃখ-মোহময় সংসারজালে পরমাত্মার নিজস্বরূপে আশ্রিত হইয়া জীবগণ কি প্রকারে জড়িত হইয়া বিচরণ করে? এই সকল জীবের প্রকৃত স্বরূপই বা কি? এই সকল দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চ কেনই বা উদ্ভূত হয়,

কেনই বা তাহারা আবার ছায়াবাজীর ন্যায় অসীম অব্যক্ত অনন্তে মিশাইয়া যায়? এই অবিরতচঞ্চল, বিকারময় মনের প্রকৃত স্বরূপ কি? কি উপায়েই বা মন শান্তি লাভ করিতে পারে? শাস্ত্রে বলে, সকলই মায়া; মায়া কোথা হইতে আসিল? যদি আসিল, তবে কিরূপেই বা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে? ১১—১৫। অকস্মাৎ যদি মায়া আসিল, তবে নিবৃত্ত হইয়াও ত আবার, অকস্মাৎ আসিতে পারে। এ মায়ার নিবৃত্তিতে লাভই বা কি? শুদ্ধস্বভাব নিত্যানন্দময় আত্মাতে এই মলিনস্বভাবা মায়ার সম্বন্ধ কি প্রকারে ঘটিয়া উঠিল? এই দুর্নির্ব্বার ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিবার উপায় কি? আত্মাকে জানিবার উপায়ই বা কি এবং জানিয়া লাভই বা কি? শাস্ত্রে শুনিয়াছি, জীব, চিত্ত মন ও মায়া প্রভৃতি প্রপঞ্চিত-রূপের সাহায্যে পরমাত্মাই এই পরিদৃশ্যমান সংসার বিস্তার করিয়াছেন। এই সকল বস্তু বাসনা-কল্পিত মানসসূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া দুঃখানুভবের হেতু হয়, আবার ইহারাই পরস্পর বিযুক্ত হইলে দুঃখোপশান্তি হইয়া থাকে। এই সকল দুঃখনিদান মন প্রভৃতি রোগকে কি প্রকার চিকিৎসার দ্বারা শান্ত করা যাইতে পারে? হংস যেরূপ (দুগ্ধমিশ্রিত) জল হইতে দুগ্ধাংশ পৃথক্ করিয়া লয়, সেই প্রকার বিচিত্রমানস-বৃত্তিরূপ বলাকা-শোভিত বহুবিধভোগরূপ মেঘজাল হইতে কি উপায়ে আত্মবুদ্ধিকে নির্ম্মুক্ত করা যাইতে পারে? ১৬—২০। ভোগ ত ত্যাগ করা যায় না, অথচ শাস্ত্রে বলে, ভোগ ত্যাগ না করিলে বিপদ্ হইতে উদ্ধারের সম্ভব নাই। হায়! এ যে বিষম সঙ্কট দেখিতেছি। মন বিশুদ্ধ না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, অথচ মনেরও বিষয়রাগ মিটিবার নহে, এক্ষণে কি উপায়ে এই প্রকার মলিন-চিত্তকে নির্ম্মল করা যাইবে? ইহা ত জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। বালক যেমন কল্পনায় ভূত নির্ম্মাণ করিয়া সেই ভূতের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিয়া পায় না, অভাগ্য জীবগণও সেইরূপ স্বকল্পিত মানসিকমল হইতে উদ্ধার পাইবার পথ নির্ণয় করিতে পারে না, নবযৌবনা স্ত্রী দয়িতসমাগমে যে প্রকার ব্যাকুলতা ত্যাগ করিয়া, শান্তি অনুভব করে, সেই প্রকার আমাদের সংসারব্যাকুলা মতি কি কোন স্থিরবিষয় প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি পাইবে? আমার মন কবে নিষ্পাপ হইয়া পবিত্রভাব ধারণ করিবে এবং সেই পবিত্রতার প্রভাবে আত্মবিশ্রান্তি লাভ করতঃ সকল বন্ধহেতু আরম্ভ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সকল বিষয়ের ঔৎসুক্য হইতে বিরত হইবে? পূর্ণকলাশোভিত চন্দ্রমা হইতেও শীতল, আনন্দময় ব্রহ্মপদে আরূঢ় হইয়া কবে আমি অনাসক্তভাবে সন্ন্যাসিবেশে এই জগতে বিচরণ করিব? ২১—২৫। তরঙ্গ যেমন (নিজ রূপ ত্যাগ করিয়া) জলে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ কল্পনামধুর অথচ পরিণামভয়ঙ্কর এই প্রপঞ্চময় রূপ পরিত্যাগ করিয়া আমার মন কবে আত্মাতে লীন হইবে, কবেই বা বিনাশরহিত শান্তিসুখ অনুভব করিবে? বিষয়তৃষ্ণারূপ তরঙ্গমালায় আবৃত ও আশারূপ হিংস্রমকরজালমণ্ডিত এই অপার সংসার-সাগর পার হইয়া কবে আমি ত্রিবিধতাপ হইতে মুক্ত হইব? কবে আমরা সেই সকল শান্তিবিশুদ্ধচেতাঃ মুমুক্ষু যতিগণের সেবিত পদবী আশ্রয় করতঃ শোক হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইতে পারিব? সর্ব্বাঙ্গ-সন্তাপকারী, সকল প্রকার শারীর ধাতুর পক্ষে অতি তীব্র, অতি-দীর্ঘকালব্যাপী এই সংসারজ্বর কোন্ দিন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? হে জীব! কবে তোমার চিত্ত নির্ব্বাত-দীপশিখার ন্যায় শান্তভাব ধারণ করিবে এবং আভ্যন্তরীণ অশুদ্ধতারূপ মেঘজালের অপসারণে পরমাত্মার পবিত্র আলোকে তুমি নিজ মানসকে সর্ব্বদা উদ্ভাসিত দেখিবে? ২৬—৩০। কবে ইন্দ্রিয়গ্রাম অবলীলাক্রমে সকল-প্রকার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে? হায়! এক্ষণে এই সকল ইন্দ্রিয় দুশ্চেষ্টারূপ তীব্রদাবানলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, বিস্তৃত-পক্ষসম্পন্ন পক্ষিগণ যেমন অনায়াসে সাগর পার হয়, সেইরূপ এই সকল ইন্দ্রিয় কবে দুঃখসাগর পার হইবে? "আমি" সেই, আমি মূঢ়, আমি কাঁদিতেছি, আমি "দুঃখিত" এই প্রকার অহিতকর ব্যর্থ ভ্রমজাল শরতের আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের ন্যায় কবে আত্মা-কাশে মিশিয়া যাইবে? যে পরমপদ প্রাপ্ত হইলে মন্দারবনের প্রতি উৎকর্ষবুদ্ধিও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, সেই শান্তিপদ কবে আমরা প্রাপ্ত হইব? রে মন! বল দেখি, বীতরাগ সন্ন্যাসিগণ-কর্তৃক উপদিষ্ট নির্ম্মল জ্ঞানদৃষ্টি কখন কি তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে? "হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা পুত্র!" ইত্যাদি সাংসারিক কথা যেন আমার মুখ হইতে কোন দিন নির্গত না হয়। রে মন! সংসারের দুঃখরাজিকে সুখ বলিয়া ভোগ করিতে যেন তোমার প্রবৃত্তি না জন্মে। ৩১—৩৫। হে ভগিনি বুদ্ধি! আমি তোমার ভ্রাতা, তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ কর। আইস ভগিনি! আমরা দুইজনে আমাদের মঙ্গলের জন্য ভগবান বশিষ্ঠদেবের বাক্যসকলের বিচার করি। হে মতি! তুমি আমার জননী, তথাপি তোমার পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করি, হে মতি! সংসার-দুঃখচ্ছেদরূপ পরমমঙ্গললাভের জন্য স্থিরভাব অবলম্বন কর। বশিষ্ঠ মুনি প্রথমে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া যথাক্রমে মুমুক্ষুগণের আচার ও জগতের উৎপত্তিক্রমবিষয়েও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। হে মতি! তুমি এক্ষণে স্থিরভাবে মুনির সেই সকল দৃষ্টান্তপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, সুন্দর বাক্যসকলের অর্থ স্মরণ কর। মনের দ্বারা কোন সারবস্তু শতবার বিচার পূর্ব্বক স্থির করিয়া রাখিলেও যতক্ষণ সেই বিষয়ে দৃঢ়তর নিশ্চয়াত্মিকা মতি উৎপন্ন না হয় ততক্ষণ সেই বস্তু কোনক্রমেই ফলপ্রদ হয় না, এই জন্য শাস্ত্রীয় গভীরতত্ত্বগুলি বুঝিলে চলিবে না, কিন্তু সেই সকল তত্ত্ববিষয়ে যাহাতে দৃঢ়মতি উৎপন্ন হয়, সে জন্য যত্ন করা একান্ত বিধেয়। ৩৬—৪০।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—পদ্ম যে প্রকার সূর্য্যোদয়কামনায় রাত্রি-যাপন করে, সেই প্রকার পূর্ব্বোক্তরূপ উদারচিন্তাপরায়ণ রামচন্দ্র প্রভাতে বশিষ্ঠবচন শ্রবণলালসায় কোনরূপে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। যে সময় আকাশের অন্ধকার মন্দীভূত হইয়া আসিল, তারানিবহ ধীরে ধীরে বিলীন হইতে লাগিল এবং নবোদিত অরুণপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল, সেই সময় প্রভাতসূচক তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া চন্দ্রবদন রামচন্দ্র কমল-সরোবর হইতে কমলের ন্যায় প্রফুল্লবদনে শয্যা হইতে উত্থান করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র প্রাতঃস্নান করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে অল্পমাত্র-পরিজনবেষ্টিত হইয়া বশিষ্ঠগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে

নির্জ্জনদেশে সমাধিনিরত বশিষ্ঠদেবকে দর্শন করত অবনত-কন্ধরে ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ১—৫। রাজপুত্রগণ বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিয়া তদীয় ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় অঙ্গন-ভূমিতে বিনয় সহকারে অবস্থিত রহিলেন। রাত্রির অন্ধকার একেবারে দূর হইয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইলে, অন্যান্য নরপতি রাজপুত্র, ঋষিগণও ব্রাহ্মণগণ,দেবগণ যেমন ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেইরূপে বশিষ্ঠদেবের গৃহে আগমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ-দেবের সেই ভবন ক্রমে হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যে পরিপূরিত হইয়া উঠিল, সুতরাং সেই মুনিগৃহ নরপতি-ভবনের ন্যায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। ক্ষণকাল পরে বশিষ্ঠদেব সমাধিভঙ্গ করিলেন এবং যথাবিহিত আচার ও উপচারের দ্বারা সেই প্রণত-জনগণকে আপ্যায়িত করিলেন। তদনন্তর কমলযোনি যেমন পদ্মে আরোহণ করেন, সেইরূপ অগণিত মুনিও বিশ্বামিত্রের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বশিষ্ঠদেব সহ সভাগৃহে যাইবার জন্য দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। ৬—১০। ব্রহ্মা যেমন দেবসৈন্য-পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রনগরে গমন করেন, সেইরূপ তিনিও বহুসৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া দশরথনৃপতির গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর রাজহংস যেমন হংসযূথবেষ্টিত হইয়া কমলিনীরূপ মন্দিরে প্রবেশ করে, বশিষ্ঠদেবও সেইরূপ প্রণতজনপূর্ণ সেই দাশরথী সভায় প্রবেশ করিলেন। (তদ্দর্শনে) সেই সময়ে মহাবীর মহারাজ দশরথ (বশিষ্ঠদেবের অভ্যর্থনার্থ) সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তিন পদ অগ্রসর হইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহারাজ দশরথাদি নৃপতিগণ, মুনিগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, সুমন্ত্রাদি মন্ত্রিগণ, সৌম্যপ্রভৃতি পণ্ডিতগণ, রামচন্দ্রাদি রাজ-কুমারগণ, শুভাদি মন্ত্রিপুত্রগণ, অমাত্যগণ, প্রকৃতিপুঞ্জ, সুহোত্র-প্রমুখ নাগরিকগণ, মালবপ্রভৃতি ভৃত্যগণ এবং পৌরাদি মালিগণ সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১১—১৬। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বশিষ্ঠদেবের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে, সভার কলকলধ্বনি প্রশান্ত হইলে এবং বন্দিগণের স্তুতিপাঠ বন্ধ হইলে সেই সভাগৃহ অতি ধীর ও নীরব-ভাব ধারণ করিল। বিকসিত কমলকোষ হইতে দিব্য পরাগগন্ধ বহন করিয়া মৃদু গন্ধবহ ধীরে ধীরে সভামধ্যে দোদুল্যমান মুক্তা-জালকে কম্পিত করিতে লাগিল। সভার চতুর্দ্দিকে দোলায়মান কুসুমস্তবক হইতে দিব্যগন্ধভারসম্পর্কে সেই বায়ু আরও মনোহর হইতে লাগিল। সেই সময় অন্তঃপুরবনিতাগণ কুসুমরাশি-বিরাজিত, গবাক্ষদেশে সংস্থাপিত, বিচিত্র শয্যার উপরে আসিয়া একে একে উপবেশন করিতে লাগিলেন। ১৭—২১। রত্নজাল জড়িত অলঙ্কাররাশির প্রভায় পিঙ্গলপ্রভাধারিণী চামরবাহিনী-গণও যৌবনসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ স্থানে মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিল। সভার প্রাঙ্গণে নানাবিধ রত্নরাজির অভ্যন্তরে বিনিবেশিত, মুক্তাজালের উপর নিপতিত সূর্য্যরশ্মির রাগে রঞ্জিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুসুমসমূহের উপরে ভ্রমরসকল উপবেশন করিয়া গন্ধাঘ্রাণ না করিয়া তাহারা ভাবিতেছিল যে, এ স্থানে রত্নজাল ও সূর্য্যপ্রভারঞ্জিত মুক্তাজালই রহিয়াছে, এ স্থানে কুসুম থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে তাহারা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিল। সভাগৃহে যে সকল সম্মানার্হ মহাজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর ধীরে ধীরে বলিতে-ছিলেন যে, "আমরা কত পুণ্যই করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের এমন মধুর শান্তিময় উপদেশ শ্রবণ করিতে পাইব কেন?" নানাদিক্ হইতে উপাগত পুরবাসী, গ্রামবাসী ও জনপদবাসিগণ অভিনম্রভাবে নিঃশব্দে বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, আকাশমার্গে সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও গন্ধর্ব্বগণ, দিব্য মুনিগণ এবং ঋষিগণও অতিগৌরবসূচক অস্পষ্ট জয়ধ্বনি সহ-কারে তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। সভাগৃহের চতু-র্দ্দিকে সংস্থিত জলাশয়মধ্যে বিকসিতকমলনিকরের পরাগভরে পীতপ্রভা ধারণ করিয়া বায়ু, মন্দমন্দভাবে বহিতে লাগিল এবং সেই বায়ুভরে দোলায়িত ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসকলের মধুর ধ্বনিতে অন্যান্য গৃহের মৃদুগীতধ্বনিও পরিভূত হইয়া আসিল। সভা-প্রাঙ্গণে বিকীর্ণ-কুসুমরাজির দিব্যগন্ধের সহিত অগুরু প্রভৃতির আমোদময় ধূমরাশি মেঘমণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে লাগিল এবং ধূমরাশিতে বিলীন ভ্রমরমালা সেই সময়ে কেবল মধুর ঝঙ্কার-ধ্বনিতে বিভাবিত হইতে লাগিল। ২২—২৭।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—অনন্তর মহারাজ দশরথ মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে বিস্পষ্ট সরলপদাবলী বিন্যাসপূর্ব্বক মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ-দেবকে বলিলেন,—"ভগবন্! গত কল্য যে সকল অতিদীর্ঘ সারগর্ভ উপদেশবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই জন্য শ্রান্তি হইতে কি আপনি মুক্ত হইয়াছেন? ভগবন্! অতিদীর্ঘ তপস্যা-চরণ করিয়া আপনি কৃশ হইয়াছেন, সুতরাং তাদৃশ বহুক্ষণব্যাপি-উপদেশদানে আপনি নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। হে ভগ-বন্! গত কল্য আপনি যে সকল আনন্দদায়ক উপদেশবাক্য বলিয়াছেন, সেই সকল অমৃতবর্ষি-বাক্যসমূহে আমরা আশ্বাস লাভ করিয়াছি। চন্দ্রমার করনিকর যে প্রকার অন্ধকার নাশ করিয়া শৈত্য বিস্তার করে, সেইরূপ মহাত্মগণের অতিবিমলবাণীও হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর করিয়া সংসার-তাপহারিণী শান্তির শীত-লতা বিস্তার করিয়া থাকে। ভগবন্! মহাপুরুষগণের বাক্য অতিশয় আনন্দপ্রদ, উন্নতপদের প্রাপ্তিকারণ এবং চিরসঞ্চিত মোহান্ধকারনাশক। ১—৫। যাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মরূপ রত্নালোকনের দীপিকাস্বরূপিণী যুক্তিলতা উদয় প্রাপ্ত হয়, সেই সজ্জনরূপ-বৃক্ষ সকলেরই পূজনীয়। নৈশ-অন্ধকার যে প্রকার চন্দ্রমার বিমলকরজালে বিধ্বস্ত হয়, সেই প্রকার সজ্জনগণের সুযুক্তিপূর্ণ বচনবলে জগতের সকল প্রকার দুরধ্যবসায় ও দুষ্কার্য্য নিবারিত হইয়া যায়। শরৎকালে নীল জলদমালা যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হে ভগবন্! আপনার সুবচনে আমাদের তৃষ্ণা-লোভ প্রভৃতি সংসারনিগড় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে হে ভগবন্! যে প্রকার জন্মান্ধ ব্যক্তি রসাঞ্জনের প্রভাবে কাঞ্চন দেখিতে সক্ষম হয়, সেই প্রকার আমরা চির-সঞ্চিত মোহাচ্ছন্ন হইলেও আপনার উপদেশপ্রভাবে নিশ্চয়ই সেই অপগত-কল্মষ পরমাত্মাকে বিলোকন করিতে সক্ষম হইব। আপনার বাক্যাবলীরূপ শরৎকালের উদয় হওয়াতে আমাদের হৃদয়াম্বরস্থ চিরপ্ররূঢ় সংসারবাসনারূপ জলদমালা ধীরে ধীরে ক্ষীণভাব ধারণ করিতেছে। ৬—১০। হে মুনে! উন্নতমতি মহাত্মজন-

পণের বাক্য যেরূপ অন্তঃকরণকে আহ্লাদিত করে, পারিজাতমঞ্জরী অথবা মন্দাকিনীর অমৃতময় তরঙ্গও সে প্রকার আনন্দদানে সমর্থ হয় না। হে রামচন্দ্র! সাধুগণের সেবায় যে যে দিন অতিবাহিত হয়, সেই সেই দিনই প্রকৃত আলোকময়, তদ্ভিন্ন আর সকল দিনকেই অন্ধকারময় বলিয়া জানিবে। বৎস কমললোচন রাম! ভগবান বশিষ্ঠদেব প্রসন্নভাবে উপবেশন করিয়াছেন, তুমি এক্ষণে সেই নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মরূপ প্রকৃতার্থবিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পার।" মহারাজ দশরথ কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া উদারচেতাঃ ভগবান্ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের অভিমুখে অবস্থিতি করত বলিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন, "হে রঘুকুলৈকচন্দ্র মহামতে রামচন্দ্র! আমি পূর্ব্বে যে বাক্য বলিয়াছি, পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া তাহার অর্থ কি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছ? ১১—১৫। হে অরিন্দম! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবশে বিচিত্র উৎপত্তিসমূহের যে সকল বিভাগ আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, তাহা কি তোমার মনে আছে? যে পরমাত্মা নিজে সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বাতীত, যিনি সৎ হইয়াও অসৎ এবং যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উদিত, তাঁহার স্বরূপ কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ? তাহার বিশুদ্ধ স্বরূপবিষয়ে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কি তোমার মনে আছে? হে সাধুবাদৈকভাজন সাধো রামভদ্র! এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যে প্রকারে পরমেশ্বর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহা কি তোমার মনে আছে? যে অজ্ঞানের বিস্তৃত রূপ জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞানবলে ভঙ্গুর হইলেও অজ্ঞানীর নিকটে অনন্ত ও অপরিসীম বলিয়া অনুভূত হয়, সেই অজ্ঞানের বিষয়ে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কি তোমার মনে আছে? আমি পূর্ব্বে লক্ষণাদির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছি যে, মনুষ্য মনোময় ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা কি তোমার মনে আছে? ১৬—২০। হে রাম! আমি অন্যান্য যে সকল প্রয়োজনীয় বাক্য বলিয়াছি, তাহার অর্থ কল্য রাত্রিতে সম্যক্ প্রকার বিচার করিয়া হৃদয়ে বিনিবেশিত করিয়াছ কি? হে বৎস! শাস্ত্রীয় পবিত্রবাক্যসকল পুনঃপুনঃ বিচারিত হইয়া হৃদয়ে বিনিবেশিত হইলে আশু-শুভফলপ্রদ হইয়া থাকে, অবজ্ঞাপূর্ব্বক বিচার করিলে কোন ফললাভ হয় না। হে রাঘব! কণ্ঠ যেমন মুক্তামালার উপযুক্ত স্থান, সেই প্রকার বিশুদ্ধহৃদয় তুমিও বিশুদ্ধ উপদেশ-পরম্পরার উপযুক্ত পাত্র।" বাল্মীকি কহিলেন — ব্রহ্মার তনয় মহাতেজা বশিষ্ঠদেবের এই প্রকার বাক্যাবসানে লব্ধাবসর হইয়া রামচন্দ্র উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম কহিলেন,—"হে ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আপনার বাক্যের অর্থ যে আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ২১—২৫। আপনি যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত, আমার বিবেচনায় তাহার কোন অংশই অন্যথা হইবার নহে। আমি রাত্রিতে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাক্যের সুগভীর অর্থবিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়াছি। হে প্রভো! আপনার উক্তিরূপ প্রভাকর চিরসঞ্চিত ভবান্ধকার নিবারণ করিবার জন্য উদিত হইয়া অন্তঃকরণের আহ্লাদজনক দিব্য-রশ্মিসমূহের সদর্থযুক্ত বাক্যনিকর বর্ষণ করিয়াছে। হে অদীনাত্মন্! গত দিবসের বর্ণিত ভবদীয় দিব্য, পবিত্র ও দুর্লভ কহ্লারাজির সদৃশ মনোহর বচনাবলী আমি মানসে নিহিত করিয়া রাখিয়াছি। পরমমঙ্গলজনক, মনোহর পরম পবিত্র ভবদীয় উপদেশকে কোন্ সিদ্ধগণ মস্তকে ধারণ না করেন? সংসাররূপ মহামোহান্ধকারের আবরণকে প্রতিক্ষেপ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি, আপনার প্রসাদে আমাদের অন্তঃকরণ বর্ষান্তদিবসের ন্যায় নির্ম্মলভাব ধারণ করিয়াছে। হে ভগবন্! আপনার সদুপদেশ প্রথমে শ্রুতিমধুর, মধ্যে সৌভাগ্যবর্দ্ধক ও অন্তে পরমশান্তিপ্রদ। মনোবিকাশকারী, অতি পবিত্র, সর্ব্বপ্রকারে মালিন্যবর্জ্জিত, শত্রু ও মিত্রের সমভাবে আহ্লাদকর ভবদীয় উপদেশ যেন আমাদের অভীষ্টদানে সমর্থ হয়। হে সকলশাস্ত্রবিচারবিশারদ! হে পুণ্যজলপূর্ণ মহাহ্রদ! আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আপনার পবিত্র উপদেশরূপ বিমল জলধারা প্রবাহিত করিয়া সংসারের চিরসঞ্চিত কলুষমল বিধ্বস্ত করুন, আপনার শ্রীচরণে আমাদের ইহাই প্রার্থনা। ২৬—৩৩।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে সুন্দরাকৃতে রামচন্দ্র! অবধান সহকারে এক্ষণে উপশান্তিপ্রকরণ শ্রবণ কর। এই উপশান্তি-প্রকরণে শাস্ত্রের অতি উত্তম সিদ্ধান্তসকল উপদিষ্ট হইবে, ইহা শ্রবণে লোকের হিত হয়। হে রাম! দৃঢ়স্তম্ভ দ্বারা যে প্রকার মণ্ডপ ধৃত হয়, তদ্রূপ রাজস ও তামসপ্রকৃতি জীবগণই এই দীর্ঘসংসারমায়াকে ধারণ করিয়া থাকে। সর্প যে প্রকার নিজ পুরাতন ত্বক্কে অনায়াসে পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ভবাদৃশ ধীরগণ এই সংসার-মায়াকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন। হে সাধো! যাঁহাদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক অথবা আংশিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক, তাঁহারাই জগতের পূর্ব্বে কি ছিল জগৎ কোথা হইতে আসিল এই প্রকার বিচার করিতে যত্নবান হন। শাস্ত্রোপদেশ, সজ্জনসেবা ও সৎকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির দীপিকোপমা বুদ্ধিই প্রকৃত সারবস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ। ১—৫। কেবল শাস্ত্রের উপদেশেই লোকের কৃতকৃত্যতা হইতে পারে না, শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিয়া অনন্যচিত্তে নিজে সুন্দররূপ বিচার করত যে পর্য্যন্ত পরতত্ত্বের অধিগম করা না যায়, তাবৎ প্রকৃত জ্ঞানোদয় সম্ভবপর নহে। হে রাম! ক্ষত্রিয়জাতি স্বভাবতঃ রজ ও সত্ত্বপ্রকৃতিতে গঠিত, সেই ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে যাঁহারা প্রজ্ঞাবান, ধৈর্য্যপরায়ণ ও সৎকুলশালী, আমার বিবেচনায় তুমি সেই সকল ক্ষত্রিয়প্রধানগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এই কারণে তুমি যে অতি দুরবগাহ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপযুক্ত অধিকারী তাহাতে সংশয় নাই। হে রাম! এই সংসারের মধ্যে কি সৎ এবং কি অসৎ, তুমি নিজ অসাধারণী প্রজ্ঞার সাহায্যে তাহা ভাল করিয়া বিলোকন কর এবং যাহা সৎ তাহারই স্বীকার কর। যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল না এবং যাহা পরে থাকিবে না, সেই বস্তুর সত্যতা কি প্রকারে স্থির করিবে? যাহা সত্য, তাহা পূর্ব্বেও সত্য, পরেও সত্য এবং বর্ত্তমানেও সত্য, সদ্বস্তুর কোন সময়েই অসদ্ভাব হইতে পারে না। যে বস্তুর আদি ও অন্তে সত্তা নাই, ক্ষণকালের জন্য যাহা প্রতিভাত হয়, সেই বস্তুর প্রতি যে জীব আসক্ত, মুগ্ধস্বভাব পশুসদৃশ সেই জীবের বিবেকলাভের সম্ভাবনা কোথায়? ৬—১০। এই সংসারে মনই

জন্মগ্রহণ করে, মনেরই হ্রাসবৃদ্ধি হয়, প্রকৃতভাবে দর্শন করিলেও বুঝা যায় যে, মোক্ষও মনেরই হইয়া থাকে।" রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ইহা আমি বুঝিয়াছি যে, ত্রিভুবনে মনই বাস্তবিক সংসারী, জরা ও মরণ প্রকৃতভাবে মনেরই হইয়া থাকে; কিন্তু দেব। এই মনের বন্ধন হইতে কি প্রকারে মোক্ষ হইতে পারে, তাহারই উপায় এক্ষণে নির্দ্দেশ করুন। হে ভগবন্! রঘুবংশীয় নরপতিগণের হৃদয়স্থিত অন্ধকার দূর করিবার জন্য যথার্থ ই আপনি সূর্য্যস্বরূপে উদিত হইয়াছেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—প্রথমে শাস্ত্রোপদেশ পরম বৈরাগ্য ও সজ্জনসঙ্গ দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা সাধন কর যে সময় চিত্ত সরলভাবে পূর্ণ ও বৈরাগ্যযুক্ত হইবে, সেই সময়ে প্রকৃত জ্ঞানবান্ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ১১—১৫। তাহার পর সেই গুরুদেবের উপদেশানুসারে ধ্যান, পূজা ধারণা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে ক্রমে পরম-পবিত্র ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। বিচারের দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে আত্মার প্রকৃতস্বরূপ আত্মাতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে, জলধরের অপায় হইলে বিমল চন্দ্ররশ্মিতে উদ্ভাসিত গগনমণ্ডল পূর্ণরূপেই দৃষ্টিগোচর হয়। জীব যে পর্য্যন্ত চিত্তের সাহায্যে বিচাররূপ তটে বিশ্রামলাভ করিতে না পারে তাবৎকালই সংসাররূপ মহাসাগরে তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। জল স্থির হইয়া যেমন বালুকারাশিকে নিম্নে নিক্ষেপ করে, সেই প্রকার বিচারবলে যাহার বুদ্ধি স্থিরভাব অবলম্বন করিয়াছে সেই ব্যক্তিও সকল প্রকার মনঃপীড়াকে প্রশমিত করিতে সক্ষম হয়। ভস্মাদি দ্বারা আচ্ছাদিত সুবর্ণকে ভস্ম হইতে পৃথক্ করিয়া জানিতে অন্যের সামর্থ্য না থাকিলেও, সুবর্ণের প্রকৃতস্বরূপজ্ঞাতা স্বর্ণকারের নিকট ঐরূপ পার্থক্য করা যেমন দুষ্কর নহে, সেইরূপ বস্তুবিচারবলে আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও বিশুদ্ধতা যে ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার পক্ষে সংসারের দুরূপনের মোহকে বিদূরিত করাও দুষ্কর নহে। ১৬—২১। যে সংসারে সারবস্তুর অপরিজ্ঞানবশতঃ মন এই প্রকার দুঃখময় মোহসাগরে লীন হয়, সেই সংসারে সারবস্তুর প্রকৃতরূপে জ্ঞান হইলে অনন্ত ও অপার্থিবসুখের অভ্যুদয় হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? হে জীবসকল! আত্মার প্রকৃত স্বরূপের অজ্ঞানই তোমাদের সকলপ্রকার দুঃখের একমাত্র কারণ, আত্মাকে প্রকৃতস্বরূপে জ্ঞাত হইতে পারিলে নিঃসংশয়ই অনন্তসুখ ও অবিনশ্বর শান্তি লাভ হইবে। আত্মার প্রকৃতস্বরূপের আবরণকর এই দেহের সঙ্গে অধ্যাসবশে আত্মার স্বরূপ যেন পার্থিবসুখ ও দুঃখে মিশ্রিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তোমরা বিচারবলে আত্মাতে দেহের অধ্যাসকে বিদূরিত কর, তাহা হইলেই আত্মা প্রকৃত স্বস্বভাব প্রাপ্ত হইবে এবং সকল প্রকার কল্পিতদুঃখ নিবৃত্ত হইবে। আত্মা বিশুদ্ধস্বভাব ও জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং অবিশুদ্ধস্বভাব দেহের সহিত আত্মার কোন প্রকার সম্বন্ধই সম্ভবপর নহে। সুবর্ণ পঙ্কলিপ্ত হইলে পঙ্কের ধর্ম্ম মালিন্য যে প্রকার সুবর্ণের ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ দুঃখময় দেহের সহিত আত্মার কল্পিত সম্বন্ধবশে আত্মাতেও দেহধর্ম্ম দুঃখাদির আরোপ হইয়া থাকে। ২২—২৫। পদ্মপত্রে জল থাকিলেও যে প্রকার জলের সম্পর্কে পদ্মপত্রের কোনরূপ আর্দ্রতাদিবিকার হয় না, সেই প্রকার দেহের সঙ্গে আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকিলেও দেহের বিকারে আত্মার কোন প্রকার বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মা ও দেহ বা দেহাভিমানী জীব পরস্পর ভিন্নস্বরূপ, আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তোমাদের নিকট এই বিষয়ে ঘোষণা করিতেছি, কিন্তু সংসারের মায়ায় অন্ধ হইয়া কেহই আমার এ কথা শ্রবণ করিতেছ না। যাবৎ জড়ধর্ম্মাক্রান্ত চিত্ত আত্মবিচারপরাঙ্মুখ হইয়া, গর্ত্তপ্রবিষ্ট কচ্ছপের ন্যায় নিবিড় মোহজালে আবৃত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বন করিবে, সে পর্য্যন্ত এই সংসারতিমিরকে দূর করা শত শত চন্দ্র, সহস্র সহস্র বহ্নি ও দ্বাদশ আদিত্যেরও অসামর্থ্যাতীত জানিবে। অন্তঃকরণে যে সময় প্রবোধের উদয় হইবে এবং চঞ্চলতা দূর হইয়া যাইবে, সেই সময়ে, সূর্য্যোদয়ে যে প্রকার নৈশ-অন্ধকার দূর হয়, সেই প্রকার হৃদয়ের চিরসঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবে। দেহের সহিত আত্মার অধ্যাসরূপ মোহশয্যায় সুপ্ত অন্তঃকরণকে প্রত্যহ ভবচ্ছেদকর উত্তমবোধলাভ করিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতে যত্ন করা আবশ্যক। জ্ঞান ব্যতিরেকে এই অত্যন্ত দুঃসহ-সংসার শান্ত হইবার নহে। ২৬—৩০। ধূলিসম্পর্কে আকাশ যেমন মলিন হয় না জলসম্পর্কে পদ্মপত্র যেমন আর্দ্র হয় না, সেই প্রকার দেহসম্পর্কেও আত্মাতে কোনপ্রকার বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কর্দ্দমলিপ্ত সুবর্ণ যেমন উপরে মলিন বোধ হইলেও প্রকৃতরূপে কর্দ্দম ধর্ম্মাক্রান্ত হয় না, সেই প্রকার জড়দেহের সম্পর্কেও আত্মা কখনই "জড়ধর্ম্মাক্রান্ত হয় না" আত্মাতে সুখ বা দুঃখের অনুভব হয়, এই প্রকার জ্ঞান মিথ্যা, আকাশে যে প্রকার চিত্র বা মলিনতা সম্ভবপর নহে, সেই প্রকার নিত্য নির্লিপ্ত আত্মাতেও দুঃখ বা বৈষয়িক সুখের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই, সুখ ও দুঃখ দেহেরই ধর্ম্ম, আত্মাতে সুখ বা দুঃখের স্থিতি হইতে পারে না। অজ্ঞানবশে জীব আত্মাকে সুখী ও দুঃখী বলিয়া বোধ করে সেই অজ্ঞান নষ্ট হইলে আত্মাতে সুখ বা দুঃখের বোধ কি প্রকারে হইতে পারে? হে রাঘব! এই অজ্ঞানকল্পিত দুঃখ বা সুখ কাহারও স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে, এ জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, প্রকৃতরূপে তাহা সকলই সেই নিষ্কল শান্ত, অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাই নিশ্চয় কর। ৩১—৩৫। জলে উত্থিত-তরঙ্গ যেরূপ জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সেই প্রকার আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে পরিদৃশ্যমান এই প্রপঞ্চও আত্মব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ভাস্করমণি যেরূপ স্বয়ং কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত না হইয়া নিজবিমলপ্রভায় অন্য বস্তুকে প্রভাসম্পন্ন করে, সেই প্রকার নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাও নিজে কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্ত না হইয়া নিজশক্তিবলে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। হে সুমতে! আত্মা এবং জগৎ একই বস্তু, ইহা বলা যায় না, অথচ আত্মা হইতে জগৎ অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাও বলা অসঙ্গত। জগৎ আভাসমাত্র, বাস্তবিক ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। এ জগতে যাহা কিছু জ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ব্রহ্ম, অন্য কিছুই নহে। সেই পরমাত্মাই স্বশক্তিবশে এই জগৎস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। "আমি এবং জগৎ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন" এ প্রকার ভ্রান্তি অজ্ঞানান্ধ জীবগণেরই হইয়া থাকে। অতি বিস্তৃত মহাসমুদ্রে যেমন তরঙ্গরাশি উৎপন্ন হয় এবং সমুদ্র হইতে সেই তরঙ্গরাশির পৃথক্ সত্তা স্বীকার করা যায় না, সেই প্রকার সর্ব্বব্যাপী অবিনশ্বর ব্রহ্মেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের পৃথক্ সত্তাও স্বীকার করা যাইতে পারে না। ৩৬—৪০। একমাত্র সর্ব্বস্বরূপ সেই পরমাত্মাতে কোন

দ্বিতীয় বস্তুর কল্পনা হওয়া উচিত নহে। তেজঃস্বভাব বহ্নিতে যেমন জলের কল্পনা অসম্ভব, সেই প্রকার একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মাতেও বিভিন্নস্বভাব প্রপঞ্চকল্পনা সম্ভবপর নহে। পরমাত্মা নিজেই সরল, অথচ উজ্জ্বল নিজস্বরূপে অধিষ্ঠান করত নিজ শক্তিবশে আপনাকেই দৃশ্যরূপে ভাবিত করিতেছেন। হে রাঘব। আত্মাতে কোনপ্রকার শোকের বা জরের সম্ভাবনা নাই, আত্মার জন্ম নাই। এ জগতে যাহা আছে, তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই, যাহা কাল্পনিক, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয়ে চিত্ত স্থির করিয়া তুমি বিজ্ঞ হও, বৃথা শোক করিও না। হে রাঘব। আত্মা নির্দ্বন্দ্ব এবং নিত্যসত্ত্বস্থ, আত্মার কোন বস্তু অপ্রাপ্য নহে, আত্মায় যাহা আছে, তাহার নাশও হয় না। আত্মা অদ্বিতীয় ও শোকরহিত, ইহা নিশ্চয় করিয়া তুমি সংসারজ্বর হইতে মুক্তিলাভ কর। হে রাঘব। তুমি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন ও স্থিরমতি হও, তোমার অন্তঃকরণ হইতে শোককে বিদূরিত কর, তুমি মননপরায়ণ হও, তুমি প্রকৃত উপদেশলাভানন্তর মৌন অবলম্বন কর এবং নির্ম্মলমণির ন্যায় স্বচ্ছ হও, এই প্রকার হইয়া তুমি সংসারজ্বর হইতে মুক্তি লাভ কর। ৪১—৪৫। হে রাঘব। তুমি নির্জ্জনসেবী, শান্তসঙ্কল্প, ধীরমতি, বিজিতাশয় ও যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট হইয়া সংসারজ্বর হইতে মুক্ত হও। তুমি বীতরাগ, নিরায়াস, শুদ্ধ, বীতপাপ এবং গ্রহণ ও পরিত্যাগ-অভিমান-বর্জ্জিত হইয়া সংসারজ্বর হইতে মুক্ত হও। হে রাঘব। তুমি বিশ্বাতীত-ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিতে পূর্ণৈশ্বর্য্যপরিপূরিত হইয়া, পরিপূর্ণ-সমুদ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধভাব ধারণ করত সংসারজ্বর হইতে মুক্ত হও। হে রাঘব। তুমি বিকল্পজালনির্মুক্ত, মায়াঞ্জনবিবর্জ্জিত এবং আত্মলাভে পরিতুষ্ট হইয়া সংসারজ্বর হইতে মুক্ত হও। হে আত্মবিদ্‌গণশ্রেষ্ঠ রাঘব। তুমি অপার ও অনন্ত পরমাত্মার প্রকৃতস্বরূপ অবধারণে তৎস্বরূপ লাভ করিয়া পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় ধীরভাব অবলম্বন করতঃ সংসারজ্বর হইতে মুক্ত হও। ৪৬—৫০। হে রাঘব। যেমন সমুদ্র আত্মজলেই আপনাকে পূর্ণ করিয়া থাকে, অন্য জলের অপেক্ষা করে না, তুমিও সেইপ্রকার আত্মস্বরূপেই আত্মাতে পূর্ণভাব অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমল হইয়া পরম আহ্লাদ প্রাপ্ত হও। হে রাঘব। "এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চরচনা মিথ্যা। যে ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে, সে কখনই এই অসত্যরূপ সংসারের অনুধাবন করে না। তুমি আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তোমার নিকট সংসারপ্রপঞ্চ অসৎ এবং তুমি নিরাময়, তোমার উদয় নিত্য। হে সুন্দর। তুমি এই সকল বিষয় নিশ্চয় করিয়া সকল প্রকার শোক হইতে মুক্তিলাভ কর। হে রাঘব! সমদৃষ্টি অবলম্বন করতঃ পিতার নিকট হইতে লব্ধ এই একাতপত্র জগৎ উত্তমরূপে পরিপালন কর। তোমার গুণে নৃপতি-গণ তোমার প্রতি অনুরক্ত। হে বৎস। তোমার পক্ষে রাজ্য-ত্যাগ বিহিত নহে, রাজ্যে আসক্তিও কর্ত্তব্য নহে, তুমি অনাসক্ত হইয়া লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত রাজ্য পালন কর। ৫১—৫৪।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব। "এই সংসারের কার্য্য আমি করিতেছি" এই প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই মুক্ত, ইহাই আমার ধারণা। এ জগতে কেহ কেহ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া মোহবশে অভিমান সহকারে প্রতিষিদ্ধ বা বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া স্বর্গ হইতে নরক বা নরক হইতে স্বর্গে পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। কেহ বা বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাগবশে নিষিদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠানকরতঃ নরক হইতে নরকান্তরে পুনঃপুনঃ পরিভ্রমণ করে। কেহ বা অত্যন্ত বাসনাজালে আবদ্ধ হইয়া মোহকর কার্য্যানুষ্ঠানের ফলে কখনও তির্য্যগ্‌জাতি হইতে বৃক্ষাদি শরীর প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও বা বৃক্ষাদি শরীর হইতে তির্য্যগ্‌জাতিত্ব লাভ করিয়া থাকে। কোন কোন প্রাক্তনপুণ্যশালী মহাত্মা বিচারবলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া এই সংসারের তৃষ্ণারূপ নিগড়কে ছিন্ন করতঃ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সক্ষম হন। ১—৫। হে রাঘব। রাজস ও সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়াই অনায়াসে এই মানবজন্ম লাভ করত মুক্ত হয়। সাত্ত্বিক ও রাজস প্রকৃতি-সম্পন্ন জীব জন্মের পর হইতেই শুক্ল-পক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং বর্ষাকালের কুটজপুষ্পের ন্যায় উপচীয়মান সৌভাগ্য সর্ব্বদাই তাহার অনুসরণ করে। এই প্রকার মোক্ষোপযোগিজন্ম গ্রহণ করিবার পর সেই সাত্ত্বিক ও রাজসপ্রকৃতিসম্পন্ন জীবের অন্তঃকরণে বিমলবংশের মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ মুক্তা অতর্কিতভাবে প্রবেশ করে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সকল প্রকার বিদ্যাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অঙ্গনা যেমন অন্তঃপুরকে আশ্রয় করে সেই প্রকার সেই পুরুষকে আর্য্যতা, হৃদ্যতা, মৈত্রী, সৌম্যতা, করুণা ও বিজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌-গুণরাশি আশ্রয় করিয়া থাকে। এই প্রকার পুরুষ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার ফল সিদ্ধই হউক বা অসিদ্ধই হউক, সে ব্যক্তির তাহাতে কোন প্রকার হর্ষ বা খেদ হয় না। দিবাগমে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই প্রকার সেই পুরুষের নিকট শীতোষ্ণাদি সংক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং শরৎকালে মেঘ সকল যেমন শুভ্রতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া সকল গুণই বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬—১১। বনমধ্যে মধুরধ্বনিযুক্ত বংশীকে যেমন মৃগগণ ভালবাসে, সেই প্রকার সকল মনুষ্যই মনোহর আচারে সর্ব্বজনপ্রিয় সেই ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া থাকে। বকপঙ্‌ক্তি যেমন মেঘের অনুসরণ করে, সেইরূপ তাদৃশ মোক্ষোপযোগি-জন্মভাক্ মনুষ্যকে এই প্রকার নানা গুণ শ্রী আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই ব্যক্তি এই প্রকার সৌভাগ্যযুক্ত জন্ম লাভ করিয়া উপযুক্ত-সময়ে সদ্‌গুরুর অনুসরণ করে এবং গুরুও তাহাকে এই প্রকার বস্তুবিবেকে নিযুক্ত করেন। অনন্তর বিচার ও বৈরাগ্যযুক্তচিত্তের সাহায্যে সেই ব্যক্তি বিশুদ্ধস্বভাব একরূপ অনাময় সেই আত্ম-রূপ দেবের দর্শন পাইয়া থাকে। ১২—১৫। সেই ব্যক্তি আত্ম-বোধ লাভ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমেই বিশুদ্ধচিত্তে সেই গুরূপ-দিষ্ট বস্তুবিষয়ে দৃঢ় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইপ্রকার মহাগুণ-সম্পন্ন মোক্ষোপযোগিজন্মভাক্ মহাত্মগণ বহুজন্মসঞ্চিত অজ্ঞান-নিদ্রায় সুপ্ত চিত্তকে বিচারশক্তি দ্বারা জাগরিত করিয়া থাকেন।

প্রখ্যাতগুণযুক্ত সদ্‌গুরুর সেবা করিয়া বিমলবুদ্ধির প্রভাবে অতিশয় যত্নসহকারে চিত্তরূপ রত্নের প্রকৃত অবস্থা বিচার করত অন্তঃকরণে চিরপ্রকাশময় সেই পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া এই প্রকার সাত্ত্বিক ও রাজস প্রকৃতিসম্পন্ন মহাত্মাগণ পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। ১৬—১৮।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজীবলোচন রামচন্দ্র! জীবনের মোক্ষপ্রাপ্তির সামান্য ক্রম তোমার নিকট বর্ণিত হইল, এক্ষণে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ বক্তব্য আছে, তাহা বলিতেছি। এই সংসারপ্রপঞ্চে সমুৎপন্ন দেহিগণের পক্ষে অপবর্গলাভের দুইটী উত্তম ক্রম আছে। একটী ক্রম এই যে, গুরুর নিকটে সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতে করিতে এই জন্মে অথবা জন্মজন্মান্তরে মোক্ষপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় ক্রম এই যে, যেমন অকস্মাৎ কাহারও ভাগ্যে আকাশ হইতে ইষ্টফল পতিত হয়, সেই প্রকার কোন গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় সুসংপন্নচিত্তের সাহায্যে আত্মজ্ঞানলাভান্তর মোক্ষ। আকাশ হইতে আকস্মিক ফলপাতের ন্যায় এই আকস্মিক আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একটী প্রাক্তন বৃত্তান্ত আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে সুভগ রামচন্দ্র! পূর্ব্বে মহাশুভাব মহাত্মগণ আকাশপতিত আকস্মিক ফলের ন্যায় আকস্মিক বিবেকরূপ ফল লাভ করিয়া জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত সুখদুঃখময় কর্ম্মজাল ছিন্ন করত কিরূপে পরম অবিনশ্বর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রাচীন কথা শ্রবণ করিলে তাহা বুঝিতে পারিবে। ১—৬।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত। ৭

অষ্টম সর্গ।

জনক নামে এক রাজা বিদেহজনপদের অধীশ্বর আছেন। পুণ্যপ্রভাবে সেই মহারাজ সকল প্রকার আপদ্ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত, তাঁহার বুদ্ধি অতি উদার এবং তিনি অতি প্রভাবশালী। মহারাজ জনক অর্থিসমূহের নিকট কল্পবৃক্ষস্বরূপ, মিত্ররূপ পদ্মসমূহের পক্ষে দিবাকরস্বরূপ, বন্ধুরূপ পুষ্পগণের নিকট মাধব-সদৃশ, স্ত্রীগণের পক্ষে সাক্ষাৎ মকরকেতন, দ্বিজরূপ কুমুদগণের নিকট শীতাংশু-সদৃশ, শত্রুরূপ অন্ধকাররাশির পক্ষে ভাস্করস্বরূপ, সৌজন্যরূপ রত্নের পক্ষে জলধি-সদৃশ এবং প্রতাপে বিষ্ণুর ন্যায় পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজমান। নব-বসন্তসমাগমে নবলতিকাসকল কুসুমবিকাসে প্রফুল্ল হইয়া নভস রজোরাশিতে দিঙ্মণ্ডল পিঙ্গলীকৃত করিলে এবং উন্মত্ত কোকিলকুলের মধুর কুহরবে বিলাসিহৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিলে একদা রাজা জনক, ইন্দ্র যেমন নন্দনবনে প্রবেশ করেন, সেই প্রকার লীলাবিলাস অনুভব করিবার জন্য সুবিলাসশালি-লতাজালে বিরাজিত, কুঞ্জরাজিমণ্ডিত উপবনে প্রবেশ করিলেন। ১—৫। নবকেশরদামের বিচিত্র গন্ধে আমোদিত-পবন-সঞ্চারে সুশীতল ও মনোহর উপবনে প্রবেশ করিয়া তিনি অনুচরবর্গকে দূরে থাকিতে আদেশ করত কল্পিত গিরিশৃঙ্গে মনোহর কুঞ্জরাজির মধ্যে বনবিহারসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই নিভৃতকুঞ্জে উপবিষ্ট হইয়া বসন্তশোভা বিলোকন করিতে করিতে মহারাজ জনক অকস্মাৎ দূর হইতে গীতকগুলি গান শুনিতে পাইলেন। যাঁহারা এই লোকে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন, নির্জ্জন ও পবিত্র দেশে যাঁহারা বাস করেন, অনেক সময়ে উন্নত-গিরিগুহায় বিচরণ করিতে যাঁহারা ভালবাসেন, তাদৃশ সিদ্ধপুরুষগণই আত্মভাবনাময় সেই সকল গানগুলি একান্ত চিত্তে গাহিতেছিলেন। ৬—৯।

সিদ্ধগণের গান।

ইন্দ্রিয়ে বিষয়ে যবে হয় সমাগম।
আনন্দস্বরূপে তবে ভাবয়ে যে জন॥
অথচ যে জন সদা নিস্পন্দ নীরূপ।
নমি তাঁরে প্রেমভরে আত্মতত্ত্বরূপ॥
অনাদি-বাসনাবশে যাঙ্কের কল্পন।
ছাড়ি সেই দ্রষ্টা দৃশ্য আর দরশন॥
সকল দর্শন-মূলে ভাসে যে সতত।
সেই পরমাত্মধনে প্রণমি নিয়ত॥
আছে কিংবা নাই এই সংশয়ের মাঝে।
যে জন বিপদভাবে সতত বিরাজে॥
যাঁহাতে প্রকাশ পায় প্রকাশ্য-নিচয়।
সে জনে প্রণমি যার নাই অপচয়॥
সংসার যাহাতে আছে সংসার যাঁহার।
যাহাতে সংসার হয় যে হয় সংসার॥
যারি তরে এ সংসার রাখয়ে যে জন।
সেই আত্মসত্য ধনে করি উপাসন॥
সোঽহং শব্দেতে যাঁর বেদান্তে বর্ণন।
অনন্ত আকারে যারে ভাবে সর্ব্বজন॥
মায়াবশে বহুরূপে যে জন বিহরে।
তাঁহারে প্রণমি সদা হৃদয়-মাঝারে॥
এ হেন হৃদয়নাথ ছাড়িয়া যে জন।
অন্য দেবতারে মোহে করয়ে ভজন॥
সে জন কৌস্তভ ছাড়ি আত্মকরগত।
তুচ্ছ রত্ন-অভিলাষে ভ্রময়ে সতত॥
বিবেক-কুঠার লয়ে সুধীর যে জন।
আশারূপ বিষলতা করয়ে ছেদন॥
আশা-সিন্ধুপারে স্থিত পরমার্থ-ফল।
পাইয়া সে জন করে যতন সফল॥
বিষয়ের বিরসতা বুঝিয়া যে জন।
আবার লভিতে তারে করয়ে ভাবন।
সে জন ত নয় নয় খর নরাকার।
কি আর অধিক কব জেনো ইহা সার॥
কভু বা বাসনারূপে মানসে বিলীন।
কভু বা বিষয়যোগে বিকার-মলিন॥
ইন্দ্রিয়-ভুজগকুল বজ্রে যথা গিরি।
নাশিবে বিবেকবলে যদি তুষ্ট হরি॥
সদা শান্তিসুখ তরে করিও যতন।
নিবৃত্তি-মার্গের সুখ পরম পাবন॥
যার মনে আছে শান্তি সে জন সতত।
আত্মরূপ অবিনাশি সুখে হয় স্থিত॥ ১০—১৮॥

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম সর্গ।

সিদ্ধপুরুষগণ কর্ত্তৃক গীত এই প্রকার গান শ্রবণ করিয়া, রণধ্বনিশ্রবণে ভীরুর হৃদয়ের ন্যায় মহারাজ জনকের হৃদয় অকস্মাৎ বিষাদরসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তীর হইতে নিপতিত বৃক্ষরাশির সহিত নদীর প্রবাহ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, তিনিও সেইরূপ নিজ পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া নিজ আলয়ে গমন করিলেন। তৎপরে তিনি নিজ পরিবারবর্গকে নিজ নিজ গৃহে স্থাপন করিয়া, সূর্য্য যেমন অচলে আরোহণ করেন, সেইরূপ একাকী অচঞ্চল-চিত্তে নিজ উচ্চ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তথায় নির্জ্জনগৃহে উপবেশন করিয়া মহারাজ জনক উড্ডীয়মান পক্ষীর পক্ষের ন্যায় অতিচঞ্চল সংসারের গতিসকল চিন্তা করিয়া ব্যাকুলভাবে এই প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হায়! কি কষ্ট!—পাষাণ যেমন অতিকঠোর পাষাণে লুণ্ঠিত হয়, সেই প্রকার এই অত্যন্ত ক্লেশদায়ক সাংসারিক অবস্থারাশির মধ্যে আমি সবলে বৃথা বিলুণ্ঠিত হইতেছি। ১—৫। এই অসীমকালের যৎকিঞ্চিৎ অংশই আমি জীবিত থাকিব, অথচ সেই অল্পকালের জন্য এই সংসারে আমি এতাদৃশ আসক্ত হইতেছি, ধিক্ আমাকে। আমার এই রাজ্য কতদিনের জন্য? আমার জীবনই বা কতদিনের জন্য? হায়! রাজ্য নষ্ট হইবে, এই ভাবনায় মূঢ়বুদ্ধির ন্যায় আমি দুঃখ পাইতেছি। আমি আদি ও অন্তকালে অবিনাশী, আমার এই দেহই বিনশ্বর, এই তুচ্ছদেহে আত্মজ্ঞান করিয়া আমি চিত্রিত চন্দ্রে প্রকৃত চন্দ্রজ্ঞানে উল্লসিত বালকের ন্যায় কেন জ্ঞানহারা হই? নিজে নিষ্প্রপঞ্চ অথচ প্রপঞ্চরচনা-চতুর কোন ঐন্দ্রজালিক আমার স্কন্ধে এই সংসাররূপ ইন্দ্রজাল চাপাইয়া দিয়াছে। হায়! এই ঐন্দ্রজালিক মোহে আমি মোহিত হইয়া পড়িলাম! কি পরিতাপের বিষয়! যাহা প্রকৃত সৎ, যাহা রমণীয় এবং যাহা উদার অথচ অকৃত্রিম, এমন বস্তু কি নাই? হায়! সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আমার বুদ্ধি কেন এমন অসদ্বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইতেছে? ৬—১০। যে বস্তু মূঢ়ের নিকট অতি দূরবর্ত্তী, কিন্তু বিবেকীর অতি নিকটে বিদ্যমান, সেই বস্তু আমার মনেই বিদ্যমান আছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া আমি বাহ্যবিষয়ের ভাবনা পরিত্যাগ করিব। জলের আবর্ত্তের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিক জীবগণের বৃথা অর্থান্বেষণে প্রবৃত্তি সর্ব্বদা আদি ও অন্তে দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে, ইহা দেখিয়াও কেন লোকে সুখের জন্য আস্থা করে? প্রতিক্ষণ, প্রতিদিন, প্রতিমাস ও প্রতিবৎসর দুঃখই ত বহুল পরিমাণে অনুভূত হয়, সুখ-অনুভবের অগ্রে ও পশ্চাতে রাশি রাশি দুঃখই অনুভূত হইয়া থাকে। এই জগতের সুখ যে ক্ষণস্থায়ী, তাহা দেখা গেল, স্বর্গসুখেরও স্থিরতা নাই, কারণ, শাস্ত্রদর্শনে বুঝা যাইতেছে, প্রজাপতির অধিকার বিনাশ পাইয়া থাকে, প্রাজাপত্য অধিকারের পক্ষে স্বর্গ ত অতি সামান্য। অদ্য যে সকল ব্যক্তি প্রভাবপুণ্যবলে অতি মহানেরও উপরে বিরাজমান, কালযোগে তাঁহারাই আবার অধঃপতিত হইতেছেন। রে মোহহত মদীয় মানস! এই প্রকার দেখিয়াও কি এই জাগতিক মহত্ত্বের উপর তোমার বিশ্বাস হইতে পারে? ১১—১৫॥ আহা! রজ্জু নাই অথচ আমি বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। কোন পাপ করিলাম না অথচ জগতে কলঙ্কিত হইলাম। সকলের উপরিস্থিত হইয়াও আমি পতিত হইলাম? হে মদীয় আত্মন! তোমার স্থিতি যে হত হইল। হায়! আমি আমাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচনা করি, অথচ এই বিষমমোহ কোথা হইতে আসিল? যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সূর্য্যের সম্মুখভাগকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই প্রকার এই বিচিত্র মোহে আমার বুদ্ধি আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সকল মদীয় মহাভোগহেতু বস্তুসকল কিস্বরূপ? আমার বান্ধবসকলই বা কিস্বরূপ? হায়! বালক যেমন কল্পিত ভূতময় সংস্কারে আকুল হয়, আমিও সেই প্রকার এই সকল কল্পিতভাবে আকুল হইয়াছি। এই সকল ভোগহেতু বিষয়সকলে কি কারণে আমি আপনা হইতে জরা ও মরণদুঃখের একমাত্র কারণ, এই প্রকার দৃঢ়প্রীতিবিধান করিতেছি? ভোগ্যবস্তু নষ্ট হউক্ বা থাকুক্, আমার তাহাতে কি আসে যায়? যেমন জলের বুদ্বুদ-শোভা অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়া আবার আপনি মিলিয়া যায়, তদ্রূপ এই সকল বিষয়শোভাও কোথা হইতে আইসে এবং কোথায় মিশিয়া যায়? পূর্ব্বজন্মে অথবা এ জন্মের শৈশবের কত কত বান্ধব, কত কত ভোগাসক্তি কোথায় মিশিয়া গিয়াছে,—আছে কেবল তাহাদের স্মৃতিমাত্র। এইরূপ বর্ত্তমান কালেরও ভোগ্যনিচয় ও বান্ধববর্গ কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাদের প্রীতি স্থির বলিয়া কেমনে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে? ১৬—২১। অতীত পৃথিবীপতিগণের সেই সকল ধনই বা কোথায়? ব্রহ্মার নির্ম্মিত অনন্ত জগৎই বা কোথায়? যাহারা পূর্ব্বে ছিল, তাহারা এক্ষণে নাই, এই প্রকার এক্ষণে যাহারা আছে, তাহারাও থাকিবে না, সুতরাং ইহাদের স্থায়িত্ব কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? কালের কবলে কত শত লক্ষ ইন্দ্র বিলীন হইয়া গিয়াছে। হায়! আমি কিন্তু আমার জীবন কিসে চিরস্থায়ী হইবে, তাহারই উপায়ে আস্থা প্রদর্শন করিতেছি। আহো! আমার এই প্রকার অবস্থা বিলোকন করিয়া সাধুগণ নিশ্চই হাস্য করিবেন। কোটি কোটি ব্রহ্মা কাল-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন অনন্ত স্বর্গ ধ্বংস পাইয়াছে, ধূলির ন্যায় সহস্র সহস্র প্রতাপশালী নরপতি শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে, অহো! আমার জীবনে এত প্রীতি কেন? এই সংসাররূপ রাত্রির মধ্যে নিবিড় মোহবশে দেহরূপ স্বপ্ন দেখিয়া এই প্রকার অবিবেকিতা অতি নিন্দনীয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে? ২২-২৫। "আমি সেই" এই প্রকার কল্পনা নিতান্ত অসৎস্বরূপিণী, অহঙ্কাররূপ পিশাচের সহিত মিলিত হইয়া কেন আমি এমত অজ্ঞের ন্যায় রহিয়াছি। এই বিষম মায়ার আবরণে পতিত হইয়া কালবশে ক্রমে আয়ু নষ্ট হইতেছে, আহো! আমি দেখিয়াও দেখিতেছি না। হায়! কোন কাপালিকার ছলনায় পড়িয়া মহেশমূর্ত্তিকে পাদতলে ফেলিয়াছি, শালগ্রামশিলাকে খেলিবার কন্দুক করিয়াছি, তথাপি হে আসক্তি! কেন আমার উপরে তোমার এত নৃত্য? অনন্ত-দিন চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান দিনও চলিয়া যাইতেছে ও যাইবে, কিন্তু এমন একদিন ত আসিল না, যেদিন সেই পরমার্থ-বস্তুর দর্শন ঘটিল। সরোবরে যেমন সারসগণ নৃত্য করে, সেইরূপ এই চিত্তে বিচিত্র ভোগবিলাসই নৃত্য করিতেছে, কৈ, পরমবস্তুর দর্শন ত একবারও ঘটিল না! ২৬—৩০। এ জগতে ক্রমশঃই কষ্ট হইতে কষ্টতর অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, দুঃখ হইতে অপেক্ষাকৃত তীব্রতর দুঃখই ক্রমশঃ অনুভূত হইতেছে, কিন্তু এখনও ত এই দুঃখময়-সংসারের প্রতি বৈরাগ্য হইল না। আমি অধমাশয়, আমাকে ধিক্! যে যে রমণীয় বস্তুর প্রতি দৃঢ়

অনুরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল, দেখিতেছি, একে একে তাহা সকলই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ জগতের কোন বস্তুই ত উত্তম হইতে পারে না। আয়ুর মধ্যাবস্থাই রমণীয় বিষয়ের বর্ত্তমানাবস্থাই রমণীয়, ধর্ম্মের পরিণামই রমণীয়। কিন্তু ইহার মধ্যে কেহই আদি, অন্ত ও মধ্যে এক প্রকার নহে, অথচ সকলেরই নাশ আছে, সুতরাং সকল বস্তুই অপবিত্র এবং দূষিত। মনুষ্য যে যে বস্তুর প্রতি প্রীতিমান্ হয় সেই সকল বস্তুই উৎপন্ন হয়, অথচ সকলই নষ্ট হয়, তাহার মধ্যে কেহই অবিনশ্বর নহে। এই জগতে মূঢ়বুদ্ধি মানবগণ প্রতিদিন অতিকষ্টকর, অতিশয় পাপময় এবং অত্যন্ত খেদজনক অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব বাল্যকালে অজ্ঞানে উপহত থাকে, যৌবনে মদনতাপে তাপিত হয়, বৃদ্ধাবস্থায় কলত্রচিন্তায় ব্যাকুল হয়, এই কারণে জীবনের কোন সময়েই কোন আত্যন্তিক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। উৎপত্তি ও বিনাশ যাহার স্বভাব, দশার বৈষম্যে যাহা দূষিত, যাহার ভোগের পরিণাম দুঃখ এবং যাহার মধ্যে অসারই সারের ন্যায় দৃষ্ট হয়, সেই সংসারের প্রকৃতস্বরূপ মূঢ়জনের বোধগম্য হয় না। ৩১—৩৭। মোহান্ধ-মানব রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যবলে মহাকল্পান্তকালস্থায়ী স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ স্বর্গসুখও ত অসীম নহে। ভূতল, অন্তরীক্ষ অথবা পাতালের কোন সুরম্য প্রদেশ স্বর্গনামে অভিহিত হয়, কিন্তু সেই প্রদেশেও দুষ্ট ভ্রমরীর তুল্য পীড়াকর আপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা নাই। নিজ চিত্তরূপ গর্ত্তের মধ্যে ক্রূর সর্পের ন্যায় অবস্থিত মনঃপীড়া এবং শরীর-সদৃশ ভূমির পল্লবের ন্যায় ব্যাধি সকলকে কোন উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে? আমরা যাহাকে সদ্বিবেচনায় অভিমান করি, তাহার মস্তকে অসদ্রূপতা চিরাবস্থিত, আমাদের নিকট যাহা রমণীয়, অরমণীয়তা তাহার মস্তকে বিরাজমান, আমাদের নিকটে যাহা সুখ বলিয়া প্রতীয়মান, দুঃখরাশি তাহার মাথার উপরে চিরপ্রতিষ্ঠিত। হায়! এ জগতের কোন্ বস্তুকে আমি আশ্রয় করিব? ক্ষুদ্রচেতাঃ প্রাকৃত জীব-সকল জন্মিতেছে ও মরিতেছে, তাহাদের ভারেই পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে, এ পৃথিবীতে সাধুপুরুষ বড়ই দুর্লভ। নীলোৎপলের সদৃশ যাহাদের নয়ন মনোহর, অকৃত্রিমপ্রেমে যাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত, সেই সকল বিলাসিনী এ জগতে কয়দিন থাকে? তাহাদের এই বিলাসদর্শনে লোকের মোহ না হইয়া বরং উপেক্ষায় হাস্য করাই উচিত। যাহাদের এক নিমিষে এ জগতে প্রলয় বা অভ্যুদয়ের পরাকাষ্ঠা হইতে পারে, সেই সকল মহীপতিগণ ত আছেন, কিন্তু তাঁহারা কি বিনাশ পাইবেন না? লোকে বলে, এ জগতে রম্য হইতেও রম্যতর বস্তু বিদ্যমান আছে, সুস্থির হইতেও সুস্থির পদার্থ বিরাজমান, আমি কিন্তু দেখিতেছি, এই সাংসারিক বস্তুর রমণীয়তা বা সুস্থিরতা চিন্তামাত্রের উপরেই অবস্থিত, প্রকৃত স্থির যথার্থ, রমণীয়বস্তু সংসারে থাকিতে পারে না। ৩৮—৪৫। যাহার হৃদয়ে বিচিত্র সম্পৎ-সকল ভাল বলিয়া বোধ হয় না, সম্পদ্‌লাভের জন্য বড় বড় কার্য্যের আরম্ভ তাঁহার নিকট মহা-বিপদ্ বলিয়া কেন না বুঝাইবে? বিচিত্র প্রকার বিপদ্‌কে যাহারা সম্পদ্ বোধ করে, তাহাদের পক্ষে বড় বড় কার্য্যের আরম্ভ অবশ্য পরম আনন্দের হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর মনোমাত্রের বিবর্ত্ত এই তুচ্ছ জগতে "আমার" এই কয়টী অভিমানব্যঞ্জক অক্ষর কোথা হইতে আসিল? কাকতালীয় ন্যায় অকস্মাৎ সমাগত এই জগতের স্থিতিতে "ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়" এই প্রকার ভাবনা নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত-কল্পিত ইন্দ্রজাল-রচিত। পরিণাম-তাপকর সুখরূপ মিথ্যা-বস্তুর অনির্ব্বচনীয় ভাবনায় আমি, পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার ভাবনায় ব্যাকুল হয় সেই প্রকার ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। ৪৬—৫০। একান্ত দাহকর রৌরবনরকের অগ্নিরাশিতে পড়িয়া দগ্ধ হওয়াও জীবের পক্ষে শ্রেয়স্কর, কিন্তু এই একবার সুখ ও একবার দুঃখরূপ ভীষণ সংসারবিবর্ত্তে পড়িয়া দগ্ধ হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে। বিবেকিগণ কহেন, সংসার অপেক্ষা দুঃখকর আর কিছুই নাই। হায়! এই দুঃখময় সংসারে পতিত হইয়া লোকে কেমনে সুখের আস্বাদন করিয়া থাকে? স্বাভাবিক মহাদুঃখময় সংসারে যাহারা ব্যবস্থিত, তাহারাই আবার অত্যন্ত দুঃখকে মধুর বলিয়া বোধ করে। হায়! কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতির সদৃশ জড় অনালোচিতাত্ম বস্তুহীন পুরুষগণের সদৃশ আচরণ করিয়া আমিও দেখিতেছি, নিতান্ত অধম হইয়া পড়িলাম। এই সহস্র অঙ্কুরযুক্ত শাখা হইতে উদ্ভূত ফল-পল্লবে শোভিত সংসাররূপ মহাবৃক্ষের আদি অঙ্কুর মনোরূপ মহামূল হইতেই আবির্ভূত হয়। ৫১—৫৫। সেই মনও সঙ্কল্পময়, আমি সঙ্কল্পসকলকে নষ্ট করিয়া মনকে নির্ম্মূল করিব, তাহা হইলেই এই সংসাররূপ মহাবৃক্ষ নিশ্চয় বিশুষ্ক হইয়া নাশ প্রাপ্ত হইবে। বাহিরের আকারমাত্রেই রমণীয়, এই মনোরূপ মর্কটের বৃত্তি সকলকে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সুতরাং এই আত্মনাশকর মনোবৃত্তির প্রতি কখনই আমি আসক্ত হইব না। আশারূপ পাশশতে গ্রথিত, পতন উৎপাত ও উপতাপের কারণ এই সকল সংসার-বৃত্তি ভাল করিয়া ভোগ করিয়াছি, আর কেন? এক্ষণে আমি এই সকল হইতে বিরত হইব। "হা! আমি হত হইলাম, হা! আমি নষ্ট হইলাম, হা! আমি মরিলাম" এই প্রকার মিথ্যাশোক বহুবার করিয়াছি, এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি, আর মিথ্যা রোদন করিব না। এক্ষণে আমি প্রবুদ্ধ, হৃষ্ট, আমি আজ আত্মাপহারীকে দেখিতে পাইয়াছি, এই চোরের নাম মন, এই মন আমার চিরদিন সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ৫৬—৬০। এতাবৎকাল আমার এই মনোরূপী মুক্তাফল অবিদ্ধ ছিল, এক্ষণে বিদ্ধ হইল, অতএব এক্ষণে ইহাতে গুণযোগ হইতে পারে। আমার মনোরূপী তুষারবিন্দু বিবেক-তপনের আতপে অচির-কালমধ্যে নিশ্চয়ই চিরদিনের জন্য বিলীন হইবে। বহুজ্ঞ সিদ্ধ সাধুগণ আমাকে উত্তমরূপে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন, আমি এক্ষণে পরমানন্দ-সাধন আত্মার আশ্রিত হই। শরৎকালের মেঘসকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া যেমন পর্ব্বতেই বিলীন থাকে, তদ্রূপ আমিও চেষ্টান্তর বর্জ্জন করিয়া আত্মরূপী রত্ন নির্জ্জনে অবলোকন করত সুখে অবস্থান করি। 'এই আমি' 'এই নিশ্চয় প্রপঞ্চ' 'ইহা আমার' ইত্যাদি অলীক অন্তঃকরণবৃত্তিসকল দূর করিয়া বলবান্ শত্রু মনকে নিপাত করিয়া শান্তিলাভ করি, হে বিবেক! তোমায় নমস্কার। ৬১—৬৫।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা জনক এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে প্রধান প্রতীহারী, সূর্য্যের রথাগ্রে অরুণের ন্যায়, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; অনন্তর বলিল, হে ভুজবল-পালিত-ভূমণ্ডল! মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, রাজার কর্ত্তব্য দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করুন। ঐ সকল রমণী পুষ্প-কর্পূর-কুঙ্কুম-সুবাসিত জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া সুসজ্জিতভাবে মহারাজের স্নানভূমিতে দণ্ডায়মানা, তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হইতেছে, যেন মূর্ত্তিমতী নদী-দেবতাগণ উপস্থিত। ঐ স্নানভূমিতে কমলিনীদল দ্বারা পটমণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়াছে, ঐ স্নানভূমিস্থিত কমলকহ্লার-কাননে মধুকরনিকর ভ্রমণ করিতেছে। ঐ স্নানভূমিসন্নিহিত সরোবরের তীরভূমি, স্নানাবসরাপেক্ষী রাজগণের হস্তী অশ্ব রথ ছত্র ও চামরে পরিব্যাপ্ত। ১—৫। সমগ্র পুষ্প-অন্ন-ওষধি-পূর্ণ মনোহর পাত্রে দেবপূজা-গৃহ সুসজ্জিত। মহারাজ! কৃতস্নান, পবিত্র-পাণি, অঘমর্ষণ-জপ-পরায়ণ-দক্ষিণা, দানযোগ্য দ্বিজগণ আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। হে রাজাধিরাজ! আপনার প্রেয়সীগণ ভবদীয় সুসজ্জিত ভোজন-ভূমি চামর-ব্যজনে সুশীতল করত আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনার মঙ্গল হউক, শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, নিত্য কর্ম্ম-অনুষ্ঠান করুন, প্রধান ব্যক্তিগণ, নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্মের কাল অতিক্রম করেন না। প্রতীহারি-প্রধান এইরূপ নিবেদন করিলে রাজা পূর্ব্ববৎ বিচিত্র সংসার-রচনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬—১০। রাজ্যসুখ তুচ্ছমাত্র, এই ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে আমার কোন প্রয়োজন নাই। মিথ্যা মায়াময় এই সমুদয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্তসাগরের ন্যায় অবিচলিতভাবে নির্জ্জনে বসিয়া থাকি। এই অসৎস্বরূপ ভোগ-জালে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল আনন্দে অবস্থান করি। রে চিত্ত! পুনর্জ্জন্ম, জরা, জড়তা প্রভৃতি শৈবালদলের দূরীকরণে আকাঙ্ক্ষা থাকে ত এই ভোগাভ্যাসের কুসংস্কারে চতুরতা পরিত্যাগ কর। রে চিত্ত! তুই যে অবস্থা-বিবিধ কৌতুকাবহ পদার্থ দর্শন করিবি, সেই অবস্থাই তোর বিবিধ-দুঃখ প্রদান করিবে। ১১—১৫। চিত্ত সকল-প্রকার ভোগদ্রব্যের কখন প্রবৃত্তিশীল কখন বা তাহা হইতে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। চির-কাল এবং বারংবার এইরূপ ভাবে অবস্থিতি চিত্তের স্বভাব, কিন্তু এইরূপ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দ্বারা চিত্তের কখনই পরিতৃপ্তি হয় না। অত-এব রে পাপমন! এই তুচ্ছ ভোগচিন্তার আর প্রয়োজন নাই। যে বিষয়ের অনুসরণ করিলে, অকৃত্রিম তৃপ্তি লাভ হইবে, তাহারই অনুগামী হও। রাজর্ষি জনক এইরূপ চিন্তা করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে থাকিলেন। তাঁহার চিত্তের চঞ্চলতা রহিত হওয়ায়, তিনি তখন চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইলেন। রাজগণের চিত্তবৃত্তি অনুসরণে সুশিক্ষিত দৌবারিক, ভয় এবং রাজসম্মানের প্রভাবে আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। অনন্তর জনক ক্ষণকাল সেইভাবে থাকিয়া শান্তচিত্তে মানবগণের কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬—২০। জগতে এমন কোন্ বস্তু উপাদেয় আছে? যাহা যত্নপূর্ব্বক সিদ্ধ করিতে হয়। এমন অবিনশ্বর কোন্ বস্তুই বা জগতে আছে? যাহাতে অনুরক্ত হইতে হয়। আমার এক্ষণে কর্ম্মেরও প্রয়োজন নাই, নিষ্কর্ম্মা হইলাম ভাবিবারও আবশ্যক নাই। কার্য্যমাত্রেই নশ্বর; নশ্বরে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তবে মিথ্যাভাবে উৎপন্ন আমার এই দেহ কর্ম্মে লিপ্ত হউক বা না হউক সমাবস্থ শুদ্ধ আত্মচৈতন্য-স্বরূপ আমার ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতে চাহি না, প্রাপ্তবস্তুরও পরিত্যাগের আবশ্যক নাই। আমি অক্ষুব্ধ আত্মভাবে অবস্থিত থাকি, ইহাতে যাহা হয় হউক। আমার কর্ম্ম বা কর্ম্মপরিত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম ও কর্ম্মপরিত্যাগ দ্বারা যাহা লাভ করা যায় তাহা ক্ষণভঙ্গুর। ২১—২৫। আমার যোগ্য অযোগ্য কর্ম্ম করা বা না করায় কোন লাভ নাই। কেননা এই বস্তুটী উপাদেয় এইরূপ মনে করিয়া কোন বস্তুর জন্যই আমার আকাঙ্ক্ষা হয় না। অতএব আমি গাত্রোত্থান করি। আমার এই দেহ চিরক্রমাগত উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করুক। ক্রিয়াহীন হইয়া দেহ নিশ্চল হইলেই যে উত্তম ফল হয়, তাহা নহে। মন যদি নিষ্কাম এবং বাসনা-সম্পর্কশূন্য হইয়া সমভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে শরীর ও অঙ্গের কার্য্য স্পন্দন এবং নিস্পন্দভাব ফলে সমান হইয়া দাঁড়ায়। কর্ম্মফলে মনেরই কর্ত্তৃত্ব এবং মনই ভোক্তা। মন শান্তিপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের কর্ম্মও মঙ্গলজনক হইতে পারে। পুরুষের অন্তরেই কর্ম্মের মূল দৃঢ়ভাবে অবস্থিত। তজ্জন্যই পুরুষ ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকেন। কিন্তু আমার বুদ্ধি অবিনশ্বরপদ অবলম্বন করিয়াছে, আমি এক্ষণে কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের নিমিত্ত আন্তরিক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিতেছি। ২৬—৩০।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জনক এই প্রকার চিন্তা করিয়া উপস্থিত ক্রিয়া অনাসক্তভাবে নির্ব্বাহ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। সূর্য্য যেমন অনাসক্তভাবে দিবস-সম্পাদন করেন, রাজর্ষি জনকের কার্য্যও তদ্রূপ। জনক মনে মনে ইষ্ট-অনিষ্ট বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রৎ অবস্থাতেই সুষুপ্তি অবস্থার মত উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রণাম প্রভৃতি সমগ্র দৈনিককার্য্য সম্পাদন করিয়া, সেইরূপ ধ্যানযোগেই একাকী সমস্ত নিশা যাপন করিলেন। তাঁহার মন তখন সমতাপ্রাপ্ত, বিষয়-ভ্রম অপগত, তিনি রাত্রিশেষে চিত্তকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন,—রে চঞ্চলচিত্ত! সংসার তোর স্বীয় সুখের জন্য নহে। শান্তিলাভ কর, শান্তি হইতেই সার শান্তসুখ লাভ করা যায়। ... অনায়াসে যতই কল্পনা করিতেছিস, তোর সেই চি... সংসার তোর পক্ষে বিশাল হইতেছে। যেমন ... বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শত শত শাখা ধারণ করে, সেইরূপ ... শত শত বেদনা আসিয়া তোমাকেও আক্রমণ করিতে... জন্ম ও সংসারের সৃষ্টি চিন্তাসমূহেরই লীলামাত্র। ... এস তুমি বিচিত্র চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ কর। —৮। হে সুন্দর চিত্ত! তোমার এই চিন্তা সংসারের ন্যায় ... এই চঞ্চল-সংসার-সৃষ্টি ও চঞ্চলচিন্তা তুলনা করিয়া দে... দি ইহাতে কিছু সারপ্রাপ্ত হও তাহা হইলে ইহাও ভজনা কর। দৃশ্য-পদার্থের দর্শন-লালসার হেতুভূত সংসারে ... হও। ইহার কোন সামগ্রীই অভিলাষরূপে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিও না, স্বচ্ছন্দে বিহার কর। এই দৃশ্যপদার্থ অসত্য হউক, সত্য

হউক, উৎপন্ন হউক, বা বিনষ্ট হউক, হে সাধুচিত্ত। তুমি ইহার দোষগুণে বিচলিত হইও না। দৃশ্যবস্তুর সহিত তোমার সামান্য সম্বন্ধও নাই, অলীকপদার্থের সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। হে চিত্ত। তুমিও অসত্য এবং সংসারও অসত্য, অসত্যে অসত্যে সম্বন্ধ বলে কিছুই নহে, বিচিত্র অক্ষর-সমষ্টিমাত্র। হে সুন্দরচিত্ত। যদি জগৎ অসত্য হয় এবং জীবরূপী তুমি সত্য হও, তাহা হইলেই বা সত্য এবং অসত্যের সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিতে পারে বল। হে চিত্ত! তুমি এবং সংসার উভয়ই যদি সত্য হও, তাহা হইলে তো হর্ষ-বিষাদের সম্ভাবনা থাকে না; কেননা যাহা সত্য, তাহার কদাচ পরিবর্ত্তন হয় না। পরিবর্ত্তন ব্যতীতই বা হর্ষ-বিষাদের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে। অতএব তুমি মহতী বেদনা পরিত্যাগ কর, শান্তভাবে আনন্দময়স্বরূপ অবলম্বন কর, সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের অগাধগর্ভপ্রবিষ্ট অশুভ স্বীয়ভাব পরিত্যাগ কর। পতিত-উৎপতিত জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ব্যর্থ আত্মপ্রজ্বলনে প্রয়োজন নাই: হে সদ্‌বুদ্ধি। আবার সেই জ্বলন্ত অঙ্গার ক্রমে মলিনভাব প্রাপ্ত হইয়া যেমন নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তুমিও সেইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানে মগ্নীভূত না হও। জগতে এমন উন্নত উত্তম বস্তু নাই, যাহা অবলম্বন করিলে পরম পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। অতএব হে শঠমন। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন কর, চপলতা পরিত্যাগ কর। ৯—১৮।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত। ১১

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। রাজর্ষি জনক এইরূপ বিচার করিয়া রাজ্যমধ্যেই সমুদয় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির-প্রজ্ঞ বলিয়াই, কিছুতেই মুগ্ধ হন নাই। তদীয় চিত্ত কোনরূপ আনন্দব্যাপারে উল্লসিত হইত না, সর্ব্বদা অবিক্ষিপ্তভাবেই অবস্থান করিত। তদবধি তিনি কোনরূপ বাহ্যবিষয়ের সংগ্রহ বা ত্যাগ না করিয়া কেবল নিঃশঙ্কভাবে বর্ত্তমান ব্যাপারেই আসক্ত থাকিতেন, যেমন স্বচ্ছ-অম্বরে ধূলিরাশি দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বদা বিবেকশীল জনকের হৃদয়ে, রজোগুণজন্য—মমতাদি রূপ মালিন্য আশ্রয় পায় নাই; কেবল তাহার বিবেকজন্য ব্রহ্মস্বরূপ, প্রকৃষ্ট-জ্ঞানই সমধিক স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছিল। যেমন সুনির্ম্মল-গগনে দিবাকর উত্তমরূপে প্রকাশিত হন, তদ্রূপ তাহার হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা শোকদুঃখাদিতে অসম্পৃক্ত চিন্ময় ব্রহ্ম উদিত হইয়াছিলেন। ১—৬। হে রাম! তখন তিনি সর্ব্বভূতের অন্তস্তত্ত্ববিদ্ সুতরাং সর্ব্বস্বরূপ হইয়া স্বীয় চিৎশক্তিমধ্যে নিজস্বরূপেই নিখিল-ভাব দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তিনি কোন সময়ে কোনরূপে আনন্দিত বা দুঃখিত হইতেন না। প্রকৃতিস্থ ব্যবহারে সর্ব্বদাই স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিতেন। সেই লোকমান্য পুরাতন জ্ঞানী রাজর্ষি জনক তদবধি লোকদ্বয়ের অবস্থা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া, জীবন্মুক্ত হইলেন। তিনি বিদেহদেশে রাজ্য করিয়া প্রজাগণের জীবনস্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় হর্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তিনি আন্তরিক সৎ-অসৎ চেষ্টায় ও বাহ্যিক রাজকার্য্যনিবদ্ধ ইষ্টানিষ্টব্যাপারে কখনও আনন্দ কিংবা গ্লানি অনুভব করিতেন না। তখন তদীয় আত্মা নিষ্ক্রিয় বলিয়াই তিনি কর্ত্তব্যমাত্রে বাহ্যিক লিপ্ত থাকিলেও, বাস্তবিক কোথাও কিছু করিতেন না, সতত স্থির হইয়া থাকিতেন এবং সুষুপ্তি-দশায় উপনীত ব্যক্তির ন্যায়, রাজর্ষি জনকের বাসনা-সমুদয় বিষয়-জাল হইতে সর্ব্বপ্রকারেই দূরীভূত হইয়াছিল। ৭—১৩। তাঁহার বাসনা ক্ষয় হইয়াছিল বলিয়া, তিনি ভবিষ্যতের অনুসরণ বা অতীতের চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র স্বাভাবিক আনন্দময় হইয়া বর্ত্তমানেরই অনুসরণ করিতেন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ। জনক-রাজা নিজ বিচারবলেই সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন, যাবৎ স্বয়ং প্রজ্ঞাবলে বিচারের সীমা (প্রকৃষ্ট জ্ঞান) প্রাপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত জীব নিজ হৃদয়ে সৎ এবং অসতের বিচার করিবে। হে রাম। সেই ব্রহ্মপদ গুরু-সন্নিধানে মিলে না, সৎশাস্ত্রের অনুশীলনে লাভ করা যায় না, পুণ্যবিনিময়েও পাওয়া যায় না, উহা কেবল সাধুসংসর্গে নিতান্ত সুনির্ম্মল ও বিচারসহযোগে সন্দেহাদি-উপদ্রবশূন্য নিজ হৃদয়ে লাভ করা যায়। হে রাম। চতুরা-সখীর ন্যায় বিচারবতী নিজ বুদ্ধি দ্বারাই সেই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়; এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বাপর বিচারে সক্ষম তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা যাহার দীপশিখার ন্যায় প্রজ্বলিতা হয়, জাড্যরূপ অন্ধকার তাহাকে কদাচ আক্রমণ করিতে পারে না। ১৪—১৯। হে মহামতে! দুঃখ-প্রবাহসঙ্কুল দুস্তর বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে, একমাত্র প্রজ্ঞারূপ নৌকা ভিন্ন অপর সহায় নাই। যেমন সামান্য বাতাসে সারহীন তৃণ (অনায়াসে) আবদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি অতি-লঘু-বিপদেও আক্রান্ত হইয়া থাকে। হে অরিন্দম! প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সহায় এবং শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলেও সংসার-সাগরকে সাতিশয় লঘু বিবেচনা করিয়া, অনায়াসে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন এবং অন্যের সাহায্য না পাইয়াও কার্য্যশেষ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি বিবিধ সহায়সম্পন্ন হইয়া কার্য্যফলে উপনীত হইলে তৎসহ স্বয়ংও বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ফললাভের আশায় কৃষকেরা জলসেকাদি উপায়ে লতার বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমে শাস্ত্রানু-শীলন ও পরে সাধুসমাগমরূপ উপায়ে প্রজ্ঞার পুষ্টিসাধন করিবে, চন্দ্রমণ্ডল যেমন নির্ম্মল কিরণমালা প্রসব করে, তদ্রূপ অদৃষ্টরূপ মহাবৃক্ষ, প্রজ্ঞাবলরূপ বৃহন্মূলের সাহায্যেই যথাকালে জ্ঞানরূপ স্বাদু-ফল প্রসব করিয়া থাকে। ২০—২৫। লোকে বাহ্যবিষয়ের সংগ্রহের নিমিত্ত যাদৃশ প্রয়াস পাইয়া থাকে, অগ্রে প্রজ্ঞাবৃদ্ধির জন্য সেই যত্ন করা উচিত; কারণ, প্রজ্ঞার অভাবে জীবের সকল প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয় ও তাহা হইতে সংসারবৃক্ষের অঙ্কুর প্রকাশ পায়। প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি সহজেই বিপজ্জালে আক্রান্ত হয়। স্বর্গে বা পাতালরাজ্যে যেকিছু সুখ পাওয়া যায়, মনীষিগণ একমাত্র প্রজ্ঞারত্ন হইতেই তৎসমুদয় পাইয়া থাকেন। হে রাঘব। একমাত্র বুদ্ধিবলেই এই ভীষণ-সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; এই সংসারসাগরের পারে গমন—দান তীর্থপর্য্যটন বা তপস্যা এ সকলের কিছুতেই সাধিত হয় না। মনুষ্যেরা মর্ত্ত্য-বাসী হইয়াও যে কিছু স্বর্গাদি দৈবসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা প্রজ্ঞারূপ পুণ্যলতার সুস্বাদু ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। মদমত্ত করিগণ যাহাদের সামান্য নখাঘাতে বিনষ্ট হয়, সেই পশুরাজ সিংহেরাও সামান্য জম্বুকের একমাত্র প্রজ্ঞাবলে তাহার

নিকট, আপনাদের নিকট হরিণের ন্যায় অনায়াসে পরাজিত হইয়াছে দেখা যায়। মনুষ্যেরা প্রজ্ঞাবলেই রাজা হইয়া থাকে, প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিকেই স্বর্গ বা মুক্তি লাভ করিতে দেখা যায়। ২৬—৩২। হে রাম। অতিভীরু বাদিগণও নিজ নিজ সুতর্ক উত্থাপন করিয়া প্রজ্ঞার সাহায্যেই নির্ভীক ও সুবক্তা হইয়া প্রতিবাদিগণকে নিরস্ত করিয়া থাকে এবং এই প্রজ্ঞা বিবেকিগণের হৃদয়ে চিন্তামণি মন্ত্রের ন্যায় অবস্থান করত কল্পলতার মত অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকে এবং নৌচালননিপুণ নাবিকের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিই প্রজ্ঞার সাহায্যে সংসারসাগরের পারে গমন করিতে পারেন কিন্তু প্রজ্ঞাশক্তিহীন অধম মূঢ়ব্যক্তি নৌচালনে অপটু নাবিকের ন্যায় সংসারের পারে যাইতে পারে না। হে রঘুনাথ। প্রজ্ঞাদেবী যদি বৈরাগ্যাদি সৎপথে চালিতা হন, তাহা হইলে মানবকে সংসার-পারে লইয়া যান। আর যদি লোভাদি অসৎমার্গে নিয়োজিতা হন তাহা হইলে সমুদ্রমধ্যে অপটু নাবিক কর্ত্তৃক চালিতা নৌকার ন্যায় সংসারসাগরে ভ্রমণ করিতে থাকিয়াই জীবকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন। যে পুরুষ সদসদ্বিচারক অমুগ্ধ ও প্রজ্ঞাবান্, ক্রোধলোভাদি-সম্ভূত দোষরাশি কবচাবৃতদেহে শরজালের ন্যায় কোনরূপেই সেই পুরুষকে পীড়া দিতে পারে না। প্রজ্ঞাবলেই নিখিলজগতের সম্যক্ দর্শন হয়; যিনি এই সম্যক্ দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে বিপদ্ সম্পদ্ কিছুই নাই। হে রামচন্দ্র। ব্রহ্মরূপ সূর্য্যের আবরক অসিত (সুনীল, পক্ষে অস্বচ্ছ) জড় ও বিস্তৃত অহঙ্কাররূপ মেঘ একমাত্র প্রজ্ঞারূপ বায়ু কর্ত্তৃকই অপসারিত হইয়া থাকে। হে মহাত্মন্। যেমন সুফলের অভিলাষে কৃষক প্রথমে ভূমিকে কর্ষণ করে, তেমনি পরম-পদাভিলাষী পুরুষের পক্ষে প্রথমে বিবেকাভ্যাসাদি উপায়ে প্রজ্ঞারই শোধন অবশ্য কর্ত্তব্য জানিবে। ৩৩—৪০

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। জনকরাজার ন্যায় এইরূপে আপনাকে আপনি বিচার করিতে পারিলে তুমিও নির্ব্বিঘ্নে পরমপদ পাইতে পারিবে। যে সকল বুদ্ধিমান্ শুভকর্ম্মফলে জন্মান্তরে রাজস-সাত্ত্বিক হইয়াছেন অর্থাৎ তমোগুণবিরহিত হইয়াছেন, তাঁহারাই জনকাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়সংজ্ঞক রিপুদিগকে বারংবার পরাজয় করত স্বয়ংই পরমপদ পাইয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের আত্মা আপনাতে আপনিই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সর্ব্বব্যাপী দেবাদিদেব পরমাত্মা স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া প্রকাশিত হইলে জীবের কর্ম্মবন্ধন-সমুদয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরাৎপর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে মোহসম্পাদক বাসনাজাল আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ দুঃখজাল ও অহংজ্ঞানাদি চিত্তবন্ধন সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রামচন্দ্র তুমি জনকের ন্যায় আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিয়া সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্যশালী হও। যিনি আধ্যাত্মিকবিচারে এই বিশ্বের অনিত্যতা অনুভব করেন, তাঁহার আত্মা কালে জনকঋষির মত প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সংসারভীত বিবেকীদিগের নিজ চেষ্টাব্যতীত দৈব, ধন, কর্ম্ম কিংবা বন্ধুজনে কিছুই করিতে পারে না। বৎস। যাহারা বিবেক-বৈরাগ্যাদিতে অনাস্থা করিয়া একমাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে, তাহাদের তাদৃশবুদ্ধি বিনাশের হেতু; সুতরাং তাহা কাহা-রও অনুকরণীয় নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরমবিবেক আশ্রয় করত আপনাকে আপনি নিপুণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৈরাগ্যবতী বুদ্ধিবলেই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। ১—১০। হে রাঘব! তোমার নিকট যে জনকবৃত্তান্ত-সম্বলিত জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় কহিলাম, ইহা আকাশ হইতে অতর্কিত ফলপ্রাপ্তির ন্যায় সুখ-সম্পাদন করে এবং অজ্ঞানরূপ পাদপকে উন্মূলন করিয়া থাকে। যিনি জনকের ন্যায় সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সম্যক্‌দর্শী হন, তাঁহার দেহমধ্যবর্ত্তী পরমাত্মদেব প্রভাতে কমলের ন্যায় বিকসিত হন। যেমন আতপসম্পর্কে হিমের হিমত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ বিস্ময়-করী, সংসারবাসনাও বিচারবলে বিলয়প্রাপ্ত হয় এবং "এই দেহই আমি" এই অজ্ঞাননিশার অবসান হইলে সর্ব্বগামী আত্মালোক আপনিই প্রকাশ পাইতে থাকে। "এই দেহই আমি" এইরূপ পরিচ্ছিন্ন ভাব অপগত হইলে অনন্তভুবনব্যাপী অপরিচ্ছিন্নভাব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। হে সুমতে। রাজর্ষি যেমন অহঙ্কার-বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ স্বয়ং বিচার করিয়া উহাকে পরিত্যাগ কর; কারণ নির্ম্মল সুবিস্তৃত চিদাকাশে অহঙ্কারাদি মেঘবৃন্দের লয় হইলেই স্বপ্রকাশ আত্মসূর্য্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অহম্ভাবের ভাবনাই মোহান্ধকার, উহার ক্ষয় করিতে পারিলেই আত্মপ্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং 'আমি পদবাচ্য কেহ নাই, অন্য কিছুই নাই অথচ সকলই রহিয়াছে, এই প্রকারে ভাবিত মন আপনিই শান্তি পাইয়া বাহ্য উপাদেয়বিষয়ে নিমগ্ন হন না। হে রাম। 'উপাদেয় বিষয়ে অনুরাগ ও হেয় বস্তুতে একান্ত বিরাগ' ইহাই চিত্তের বন্ধন, ইহা ভিন্ন অপর কিছুই বন্ধন নাই। ১১—২০। সুতরাং বৎস। কদাচ হেয় বস্তুতে উপেক্ষা ও উপাদেয় বিষয়ে অনুরাগ করিবে না। উক্ত দ্বেষানুরাগাত্মিকা বুদ্ধি ত্যাগ করত অবিক্ষিপ্ত হইয়া স্বচ্ছভাবে বিরাজ কর, কারণ, "যাহাদের এইটী গ্রাহ্য ও এইটী ত্যাজ্য" এইরূপ বুদ্ধি নাই, তাহারা কিছুই বাঞ্ছা বা কিছুই ত্যাগ করে না। যে পর্য্যন্ত চিত্তের দ্বেষাত্মিকা ও রাগময়ী বৃত্তির ক্ষয় না হয়, তাবৎ-কাল মেঘসঙ্কুল গগনে জ্যোৎস্নার ন্যায় চিদাকাশে ব্রহ্মভাবের উদয় হয় না। যাহার মন "এই বস্তু (উপাদেয়) ও এই অবস্তু (হেয়)" এইরূপ ধারণায় চঞ্চল, সেই ব্যক্তির মনে শাখোটবৃক্ষের মঞ্জরীর ন্যায় সমতা উদিত হয় না। "ইহা অনুকূল, ইহা আমার হউক ও ইহা প্রতিকূল, সুতরাং উহাতে আমার প্রয়োজন নাই" এইরূপে ইচ্ছা ও দ্বেষ যে পুরুষে নিয়ত বিলাস করিতেছে, তাহাতে বৈরাগ্যসম্পাদক স্বচ্ছ সমতার প্রকাশ কদাচ হয় না। ২১—২৫। যাহার মানসপটে নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইয়া থাকে, তাহার যুক্তাযুক্তবিচারণা কিছুই থাকে না, কিন্তু যাহার চিত্তরূপপাদপে ইষ্টানিষ্ট বিচারণারূপ বানরীদ্বয় চঞ্চলভাবে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পায়, কখনই তাহার স্থির শান্তি ঘটে না। হে রাম। রাগ-দ্বেষাদিবিরহিত চিত্ত হইতে বাসনাবীজ অজ্ঞান অপগত হইলে, হেয়-উপাদেয়-বুদ্ধিবিরহিত তত্ত্ববিদের চিত্তে তৃষ্ণাশূন্যতা, নির্ভীকতা, নিত্যতা, সমজ্ঞান, সত্যবাদিতা, নিশ্চেষ্টতা, নিষ্ক্রিয়ত্ব, সৌম্য-ভাব, সর্ব্বভূতে সুহৃদ্ভাব, সন্তোষ, বিচারবতী বুদ্ধি, ধৈর্য্য, অনু-গ্রহভাব ও মৃদুভাষিতা প্রভৃতি গুণরাশি প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে রামচন্দ্র। যেমন স্রোতোমুখে ধাবমান সলিলকে সেতুনির্ম্মাণ দ্বারা নিরোধ করিতে হয়, সেইরূপ চিত্তকে নিকৃষ্ট বিষয়ে ধাব-মান দেখিলে বাহ্যেন্দ্রিয়-সম্পর্ক ত্যাগ করত স্ববলে সতত

রাখিবে। তুমি গমনই কর বা স্থির থাক, নিদ্রা যাও অথবা শ্বাস ক্রিয়ায় নিরত হও, সকল অবস্থাতেই বাহ্যবিষয় ত্যাগ করিয়া অন্তর্বিষয়ে আসক্ত হও। ২৬—৩১ হে বৎস! চিন্তারূপ সূত্রদ্বারা গ্রথিত বাসনারূপ জাল সংসাররূপ সলিলে প্রসারিত থাকিয়া তৃষ্ণারূপ শফরীমৎস্যকে অন্তরে ধারণ করত জীবরূপ জলকে নিয়ত কলুষিত করিতেছে। যেমন বিস্তৃত আকাশে প্রলয়বায়ু বহমান হইয়া সম্বর্ত্তাদি মেঘবৃন্দকে বিদূরিত করে, সেইরূপ এই মচ্ছক্ত প্রজ্ঞারূপ তীক্ষ্ণকর্ত্তরী দ্বারা ঐ বাসনাজালকে ছেদন কর। হে ধীর! অজ্ঞানাত্মক সংসারবৃক্ষের মূল হইতেই দোষরূপ অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা সম্যক্ জানিয়া উদ্ধারণসমর্থা বুদ্ধি দ্বারা সেই মূলের উচ্ছেদ কর। হে রাম! যেমন কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী মন দ্বারা রাগদ্বেষ-দূষিত মনকে উৎসাদিত করিয়া পবিত্র ব্রহ্মপদ লাভ করত সুস্থির হও। ৩২—৩৫। এইরূপে উত্তরকালবৃত্তি ও বর্ত্তমান-কালবৃত্তি মনকে, বাসনাশূন্য মন দ্বারা নিরাম করিয়া সংসার-ভাবের উচ্ছেদ কর। তুমি অবস্থানই কর, নিদ্রিত বা জাগরিতই থাক, উপবেশন কর অথবা উচ্চস্থান হইতে পড়িতেই থাক, সকল অবস্থাতেই সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া তাহাতে আস্থা পরিত্যাগ কর, প্রাপ্ত কার্য্যের সম্পাদন ও অনুপস্থিত কার্য্যের চিন্তা না করিয়া সর্ব্বত্র সমজ্ঞানে বিচরণ কর। যেমন মহাদেব, মায়াময় জগতের সন্নিধানে ক্ষিত্যাদি অষ্টমূর্ত্তিস্বরূপ লিঙ্গসমুদয়কে ধারণ করিলেও চিন্ময়দৃষ্টিতে ধারণ করিতেছেন না, তদ্রূপ তুমিও সন্নিধি-মাত্রে রাজকার্য্য সম্পাদন করত আপনাকে নির্লিপ্ত অকর্ত্তারূপে জ্ঞাত হইয়া কিছুই করিবে না। ৩৮—৪০। হে রাম! তুমি বেত্তা, তুমি অজ তুমি মহেশ্বর ও তুমিই পরমাত্মা, তুমিই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইয়াও মোহবশতঃ এই সংসারভাবের প্রকাশ করিতেছ। হে রাম! যিনি রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া সংসারবাসনা ত্যাগ করত লোষ্ট্রে, প্রস্তরে, কাঞ্চনে সর্ব্বত্রই সমজ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই মুক্ত-যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি যে কর্ম্ম করেন, যাহা ভোজন করেন, যাহা দান করেন ও যাহা কিছু নষ্ট করেন, সকল কর্ম্মেই—কি সুখ, কি দুঃখ, সর্ব্বাবস্থাতেই সেই মুক্ত পুরুষের সমজ্ঞান হইয়া থাকে। যিনি ইষ্টানিষ্টচিন্তা না করিয়া প্রাপ্তমাত্রেই কর্ম্মে কর্ত্তব্যতাবোধে তাহাতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হন না, হে মতিমন্! তাঁহার চিত্ত এই জগৎকে "চিচ্ছক্তির সত্তাব্যতীত অন্য কিছুই নহে" এইরূপ বুঝিয়া থাকে, এবং ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়। ৪১—৪৬। হে রাম! যেমন বনমধ্যে মার্জ্জার মাংসগ্রাসের আশায় সিংহের অনুসরণ করে, তদ্রূপ চিত্ত স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় হইলেও জ্ঞানোদয়ে পারমার্থিক বস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকে এবং সেই সিংহানুসারী মার্জ্জার যেমন সিংহেরই সামর্থ্যে সংগৃহীত মাংস ভক্ষণ করে, তদ্রূপ চিত্তও তখন, চিচ্ছক্তিপ্রভাবে প্রতীয়মান বিষয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। চেষ্টাহীন জড় বলিয়া মৃতদেহের সমান এই চিত্ত চিৎস্বরূপ আত্মার ও তদীয় শক্তির সাহায্য ব্যতীত কখনই স্পন্দিত হইতে পারে না। ৪৭—৫০। হে রাম! এই কারণেই পণ্ডিতেরা চিচ্ছক্তিতে মিথ্যাভূতা স্পন্দনকল্পনাকেই চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চিত্তাকার-বিষধরের ফুৎকারকেই কল্পনা কহে। সেই কল্পনাই আপনাকে চিদ্রূপে বুঝিয়া শুদ্ধ চিন্মাত্রতা প্রাপ্ত হয়। এই চিৎ যখন বিষয়-ভাবনাবিরহিতা হয়, তখনই হৃদয়মধ্যে সনাতন ব্রহ্মরূপে উহার প্রতীতি হইয়া থাকে এবং উহা বিষয়ভাবনা দ্বারা আক্রান্তা থাকিলে কল্পনা-সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্টা। যখন ঐ কল্পনা চিত্তকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তখনই উহা আপনার চিৎস্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং জড়তা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। ৫১—৫৫। হে রাম! পূর্ব্বোক্ত কল্পনাই হেয়োপাদেয়স্বরূপে দ্বিধা বিভক্তা হইয়া সঙ্কল্পের অনুসরণ করে, তখন উহা শ্রেষ্ঠা চিচ্ছক্তিরূপে সম্পন্না হইয়া থাকে এবং সেই চিচ্ছক্তি প্রকাশ পাইয়া গুরূপদেশাদির সাহায্যে যে পর্য্যন্ত সম্যক্ প্রবুদ্ধা না হয়, তাবৎ পূর্ণানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না, সুতরাং শাস্ত্রবিচার, বৈরাগ্য ও ইন্দ্রিয়সংযম এই সমুদয় উপায়ে অগ্রে কল্পনা প্রকাশিতা করিবে। ঐ কল্পনাই জীবকুলের হৃদয়ে জ্ঞান ও শান্তির সাহায্যে জাগরিত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ লাভ করে, ইহার অন্যথা হইলেই কেবল সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। কল্পনাদেবী বিষয়াসক্তিরূপ মদিরায় প্রমত্তা হইয়া বিষয়রূপ বৃক্ষের তলে লুণ্ঠিতা হন এবং পরক্ষণেই অজ্ঞানরূপ নিদ্রার আবেশে নিদ্রিতা থাকেন, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রবুদ্ধা রাখিতে চেষ্টা পাইবে। ৫৬—৬০। হে রাম! কল্পনা প্রসুপ্তা থাকিলে কোনরূপেই জগতের অবরোধ হয় না। তবে যে সংসারকে প্রবুদ্ধ বলিয়া দেখিতেছ, উহা মিথ্যাভূত কল্পনামাত্র, বাস্তবিক কিছুই নহে। এই চিত্ত-বৃত্তিরূপা কল্পনা সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী ও হৃদমধ্যবর্ত্তী পরম দৃষ্টিতে পরিব্যাপ্তা হইয়াই আন্তরিক বিষয়-গ্রহণে সমর্থা হন। হে রামচন্দ্র! ঐ কল্পনা জড়স্বভাবা বলিয়া পাষাণস্বরূপিণী হইয়াও আতপসম্পর্কে পদ্মিনীর ন্যায় পরম চৈতন্য-সম্পর্কেই প্রবোধিতা হইয়া থাকেন যেমন পাষাণময়ী কন্যামূর্ত্তি চালিতা না হইলে নৃত্য করে না, তদ্রূপ কল্পনাদেবীও দেহমধ্যে থাকিয়া স্বয়ং কোন বিষয় গ্রহণ করিতে পারেন না। ৬১—৬৫। যেমন চিত্রিত রাজমূর্ত্তিকে কোন স্থানেই ভীষণযুদ্ধ করিতে দেখা যায় না, চিত্রিত চন্দ্রকিরণে যেমন কদাচ ওষধি সকলের স্ফূর্ত্তি হয় না, রক্তাক্ত মৃতদেহ যেমন কোন স্থানে ধাবিত হইতে পারে না, অরণ্যে পতিত শিলাখণ্ড যেমন মধুর গান করিতে সমর্থ হয় না, যেমন কৃত্রিম সূর্য্য হইতে কদাচ অন্ধকার নিরাসের সম্ভব নাই এবং যেমন সঙ্কল্পসম্ভূতকাননের কিছুতেই ছায়াপাত হইতে পারে না, সেইরূপ অলীক ভ্রমোৎপন্ন, সুতরাং প্রস্তরের ন্যায় নিষ্ক্রিয় ও মিথ্যা কল্পনাময় এই মন কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ নহে। যেমন প্রখর সূর্য্যরশ্মি বিকীর্ণ হইলে মরুক্ষেত্রাদিতে মিথ্যামরীচিকায় জলভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ এই মিথ্যাভূতা কল্পনাও আত্মায় সঙ্কুচিত হয়। ৬৬—৭০। অজ্ঞ-ব্যক্তিরাই স্পন্দশক্তিকে মন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, বাস্তবিক উহা দেহমধ্যবর্ত্তী প্রাণাদিবায়ুসমুদয়ের ক্রিয়ামাত্র, অপর কিছুই নহে। যাহাদের সম্বিৎ সকল কল্পনায় আক্রান্ত হয় না এবং কল্পিত বিষয়াকারে আকারিত না হয়, তাহাদের সেই সম্বিৎই বিশুদ্ধ পরমাত্মার প্রভা। হে রাম! যিনি "এই আমি" এই প্রকারে আপনাকে নির্দ্দেশ করত প্রাণকে "ইহা আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই আত্মতত্ত্বেরই জীবসংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপ অসৎ সঙ্কল্পেরই বুদ্ধি, চিত্ত, জীব এই তিনটী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। হে রাম! কিন্তু ইহা বাস্তবিক জ্ঞানীদিগের কল্পিত নহে, তাঁহাদের বিবেচনায় "আমার" বলিয়া বুদ্ধি, মন, ধী ও শরীর কিছুই বাস্তবিক নাই; কেবল অকিঞ্চন আত্মাই অবস্থান করিতে-

ছেন। দৃশ্যমান সংসারের সকলই আত্মা, আত্মাই দিবারাত্রিরূপে নির্দ্দিষ্ট ও কালসংজ্ঞায় কথিত হইতেছেন, ঐ আত্মা আকাশ অপেক্ষা নির্ম্মল, উঁহার অস্তিত্বও নাই, অভাবও নাই, অতি-নির্ম্মল বলিয়া তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহেন, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব নাই। ৭১—৭৬। চিৎস্বরূপ বলিয়া তিনি সদা বিদ্যমান এবং দৃশ্যমান নিখিলবস্তুর অতীত বলিয়া কেবল নিজানুভব দ্বারাই তাঁহার অনুভব হয়, ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন। হে রাঘব! যেমন অন্ধকারক্ষেত্রে আলোক উপস্থিত হইলেই অন্ধকার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারসময়ে মনের অস্তিত্ব থাকে না বলিয়াই তথায় পৃথক্‌রূপে মনের প্রকাশ হয় না, কিন্তু যখন সুনির্ম্মল আত্মজ্ঞান সঙ্কল্পবশে বাহ্যবিষয়ের স্বরূপেই অবস্থিত হয়, তখনই পারমার্থিক আত্মার বিস্মরণ ও মনঃসমুৎপন্ন অলীক পদার্থের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। হে রাম! পরমপুরুষ উক্ত আত্মার যে সঙ্কল্পময়ত্ব তাহাকেই চিত্ত কহে, উক্ত সঙ্কল্পের অভাবে চিত্তের অভাব, তাহা হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে। ৭৭—৮০। তোমাকে বহুবার বলিয়াছি যে, সঙ্কল্পাভিমুখে ধাবমান আত্মার অস্বাভাবিক জ্ঞান হইতেই চিত্তের উৎপত্তি হইতেছে এবং উহাই সংসার-প্রবাহের আদি কারণ। যেমন রূপাদি লক্ষণে স্ত্রীপুরুষাদির অবধারণ হয় সেইরূপ চিচ্ছক্তি বিকল্পবিহীনা হইলেও যখন সঙ্কল্পচিহ্নে কলঙ্কিতা হন, তখনই তিনি কল্পনাময় মনঃসংজ্ঞায় কথিত হইয়া থাকেন। হে রঘুনাথ! যেমন দর্পণ-সন্নিহিত দ্রব্যের অপসারণে দ্রব্যচ্ছায়ারও অভাব হয়, তদ্রূপ প্রাণশক্তির নিরোধ হইলে তৎ-সমভিব্যাহারে মনও নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, মন প্রাণেরই রূপান্তর মাত্র, অন্য নহে এবং প্রাণই নিজ স্পন্দশক্তিসাহায্যে দেশান্তরের অনুভবকে আপনার হৃদয়স্থ করিয়া অনুভব করে বলিয়া মনঃ-সংজ্ঞায় অভিহিত হন। হে রাম! এই মাত্র যে তোমাকে বলিলাম, প্রাণের নিরোধে মনও নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, ঐ প্রাণের নিরোধ,—বৈরাগ্য, প্রাণায়ামাভ্যাস, বাসনাক্ষয়, সমাধি ও তত্ত্বজ্ঞান এই কয় উপায়েই হয়। ৮১—৮৫। যেমন শিলায় কখন স্পন্দনশক্তি দেখা যায় না, সেইরূপ মনেরও স্বতঃ স্পন্দন বা অনুভবশক্তি নাই। স্পন্দশক্তি প্রাণ বায়ুর, উহা জড়স্বরূপিণী এবং চিচ্ছক্তি আত্মার, উহারা সর্ব্বগামিনী ও সর্ব্বদা স্বচ্ছ, এই উভয়ের উভয় শক্তির সমাবেশকেই মন কহে, উহার উৎপত্তি মিথ্যা, জ্ঞানও সম্পূর্ণ মিথ্যা, ইহারই নাম অবিদ্যা এবং ইহাকেই মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই মন সংসার-বিষের উৎপাদক ও অজ্ঞান নামেও অভিহিত হন। হে রাম! যদি চিচ্ছক্তি ও স্পন্দশক্তির সম্পর্কে সঙ্কল্পময় মনের কল্পনা না হয়, তবেই সংসারভয়ের উপশম হইয়া থাকে। ৮৬—৯০। হে রাম! প্রাণবায়ুর যে স্পন্দশক্তি কথিত হইল, উহার অপর এক নাম চেত্যচিৎ। উহা সঙ্কল্পের সাহায্যে চিত্তস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু উহার কল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অখণ্ড মণ্ডলাকৃতি স্পন্দশক্তিময়ী ঐ অখণ্ড পূর্ণতারূপিণী চিৎস্বভাবতা কাহার দ্বারা বাধিত হইতে পারে অর্থাৎ উহার বাধক কেহই নাই; অনুপম শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে? চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তির সম্বন্ধকে মন বলা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত সম্বন্ধের সম্বন্ধী যখন নাই, তখন সম্বন্ধও নাই সুতরাং মনের সত্তাও অসিদ্ধ হইল। চিৎ ও স্পন্দ-শক্তির ঐক্যতাকেও কিরূপ পদার্থকে মন বলা যাইবে? গজ-তুরঙ্গমাদি-সমাবেশ ব্যতিরেকে সেনাই বা কিরূপে হয়? অর্থাৎ তাহা যেমন হইতে পারে না, মনও সেইরূপ হইতে পারে না। ৯১—৯৫। হে মহোদয়! ত্রিভুবনে তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে মনের অস্তিত্ব নাই, কারণ, তথায় পরমার্থজ্ঞানের উদয়ে চিত্তের লয় হইয়া থাকে; সুতরাং তুমি দুঃখরাশির সংগ্রহের জন্য মনের উৎপাদন করিও না, তাহাতে বাস্তবিক কিছু নাই। তুমি কদাপি কিছুমাত্র সঙ্কল্পও করিও না; কারণ, অবাস্তবিক মনের সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন বস্তু কিছুই কুত্রাপি নাই। হে রাম! তুমি এক্ষণে মুনি হইয়াছ, এক্ষণে বাস্তব জ্ঞানবলে তোমার হৃদয়রূপ-মরুস্থলে মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূতা কল্পনাময়ী মরীচিকা সম্যক্‌রূপে উপশান্তা হইয়াছে। আর দেখ, মনের কিছুই স্বরূপ নাই, উহা জড় বলিয়া সর্ব্বদাই মৃতস্বরূপ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য মূর্খতাচক্র! সেই মন মৃত হইয়াও জীবগণকে মারিতেছে, ইহা বুঝিয়াও মূর্খেরা বুঝিতেছে না। ৯৬—১০০। হে রাম! যাহার আত্মা নাই, দেহ নাই, মন নাই, আকার নাই, এরূপ মনও যে সকলকে গ্রাস করিতেছে, ইহা অপেক্ষা মূর্খতা আর কি আছে? এবং এইরূপে সর্ব্বসামগ্রী-শূন্য হইয়াও মন যে জীবকে পীড়া দেয়, ইহা নীলপদ্মের আঘাতে মস্তকচূর্ণনের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচনা করি। মন জড়, অন্ধ ও মূক হইয়াও যাহাকে আহত করে, আমার বিবেচনায় সে ব্যক্তি পূর্ণচন্দ্রের কিরণেও দগ্ধ হইয়া থাকে। অবিদ্যমান মন মূঢ়-ব্যক্তিকে বশীকৃত করে এবং বিবেকীরা অবিদ্যমান মনকে বশীকৃত করিয়া থাকেন, কিন্তু এ উভয়ের কিছুই বাস্তবিক নহে। হে রঘুনাথ! যিনি মিথ্যা কল্পনাবলে কল্পিত হন, যাঁহার অবস্থান সর্ব্বথাই মিথ্যা ও যাঁহাকে অন্বেষণ করিলেও দেখা যায় না, তাদৃশ মনের লোকপরাভব করিবার শক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ১০১—১০৫। তবে যে অস্থির মন লোককে অভিভব করিয়া থাকে, সে কল্পনা কেবল মায়াবশেই উপস্থাপিতা, ও ইহার প্রকাশ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। জীবের যখনই এইরূপ মূর্খতা উপস্থিত হয়, তখনই আপদ্ তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আশ্রয় করে, যেহেতু, দেখা যায় যে, মূর্খেরই অদৃষ্টে নানা আপদ্ ঘটে। এই অজ্ঞানজন্য মনঃকল্পনা মূর্খতাবশেই হয়, ইহাতে আরও কষ্টের বিষয় এই যে, মূর্খতাবশে কল্পিত মনঃপ্রভৃতির সৃষ্টিকে জীব স্বয়ং অসন্মার্গানুসরণ করাইয়া আপনার দুঃখের জন্যই বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যেমন সলিল আপনাতে কল্পিত তরঙ্গের আঘাতে বিশীর্ণ হইয়া বিন্দুর আকারে পরিক্ষিপ্ত হয়, ইহা যেমন ভ্রান্তি অবিচার-মাত্রসিদ্ধ ক্ষণভঙ্গুর, এই মূর্খতাময়ী সৃষ্টিও তদ্রূপ ভ্রান্তিমাত্র অর্থাৎ বিচারবশে ইহার বাধ হইয়া যায়। ১০৬—১০৯। আবর্ত্তস্থলে জল নীলাঞ্জনসন্নিভ পেষণযন্ত্রে বিচূর্ণিত হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কম্পিত সলিল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের করস্পর্শে উল্লাসপ্রাপ্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু তাহা যেমন ভ্রান্তি, এই সংসারও তদ্রূপ ভ্রান্তি-মাত্র। শত্রুর দৃষ্টিপথে পতিত পুরুষ বোধ হয় যেন শত্রুর নয়ন-নির্ম্মিত সূত্র দ্বারা বদ্ধ হইল,—ফলতঃ তাহা যেমন ভ্রান্তি, এই সংসারও তদ্রূপ ভ্রান্তিমাত্র। (আরও দেখা গিয়া থাকে যে) প্রবল পরাক্রমশালী বীর * আপনার সঙ্কল্পকল্পিত শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইতেছে অর্থাৎ মনে মনে শত্রুসৈন্য প্রবল বলিয়া কল্পনা

* মূলে শূরসেনয়া এইরূপ পাঠ আছে, টীকাকার কিছুই অর্থ করেন নাই; অনুমান করি মূলপাঠ 'শূরঃ সেনয়া" এইরূপ হইবে, অনুবাদও এইরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া কৃত হইল।

করিয়া ভীত হইয়া তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছে; ফলতঃ সে ভীতি যেমন ভ্রান্তি, এই সংসারও তদ্রূপ ভ্রান্তিমাত্র। মূর্খলোকসঙ্কুল ক্ষণভঙ্গুর এই সৃষ্টি কল্পিত মন দ্বারা উৎপাদিত হইলেও উক্ত প্রকারে ভ্রান্তি বলিয়া যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন কল্পিতমন মিথ্যা ও কুত্রাপি স্থিত না হইলেও তদ্দ্বারাই ইহা নিহত হইতে পারে, হইয়াও থাকে। অর্থাৎ মিথ্যা মনের কল্পনায় উদ্ভূত হইয়া উক্ত কল্পনার অপগমে আবার বিলীন হইয়া যায়। হে রাম! মিথ্যা-উৎপন্ন এই মনকে যে আপনার আয়ত্ত করিতে না পারে, তাদৃশ ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে নাই। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি বাহ্যবিষয়েই মগ্ন থাকিয়া, বাহ্য বিলাসেই বিভোর হইয়া নিরবকাশ হইয়া অবস্থান করে, মনের নিগ্রহে কদাচ যত্নবতী হয় না, সুতরাং প্রত্যক্প্রবণ হইতে পারে না। (অন্তর্মুখী বৃত্তি কদাচ লাভ করিতে পারে না।) সেই জন্য সূক্ষ্মবিষয়ের বিচার করিতে পারে না, কাজেই তাদৃশ অজিতমনা ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল বিবেচনা করি। ঐরূপ ব্যক্তির বুদ্ধি সর্ব্বদাই শঙ্কিত, সে বুদ্ধিবীণাযন্ত্রের সূক্ষ্ম-তন্ত্রিনিনাদেও ত্রস্ত হয়; নিদ্রিত বন্ধুর আননকান্তি নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হয়। সে ব্যক্তি নিকটে শত্রুজন না আসিলেও "ঐ তোমার শত্রু আসিতেছে" এইরূপ প্রতারক-বাক্যে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে। অধিক কি, উহার মোহমগ্ন-বুদ্ধি মধ্যে মধ্যে আপনার মনের নিকটেই ভয়বিহ্বল হইয়া উঠে। ঐ অজিতমনা ব্যক্তির বুদ্ধি সামান্য বিষয়সুখে বিহ্বল ও শত্রুর ন্যায় প্রহারকারী হৃদয়গত আপন মন দ্বারা সন্তাপিত হইয়া বিবেকাভাব-বশতঃ পরমার্থ সত্যবস্তু না জানিতে পারে, কিন্তু তাদৃশ পুরুষ উক্ত দুষ্টবুদ্ধি দ্বারা বৃথা কেন মোহ প্রাপ্ত হয়? অর্থাৎ উক্ত দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষের এইরূপ মোহমগ্ন হওয়া কদাচ উচিত নহে। ১১১—১১৭।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রামচন্দ্র। যে সকল লোক সংসাররূপ সাগরের বিষয়-সুখরূপ স্রোতে ভাসমান হইয়া বুদ্ধির জড়তা সম্পাদন করিতেছে, আমি এ গ্রন্থে পরমাত্মলাভের উপায়ভূত এই সকল উপদেশবাক্য দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছি না; কারণ, যে ব্যক্তি চক্ষুষ্মান্ হইয়াও দুরদৃষ্টবশে অন্ধের ন্যায় কিছুই দেখিবে না, তাহাকে কি কেহ বিবিধ-কুসুমমঞ্জরী দ্বারা শোভমান বনপ্রদেশ দেখাইতে ব্যগ্র হইয়া থাকে? কুষ্ঠরোগে যাহার নাসিকাবিবর ঘর্ঘরশব্দ করে, সেই বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে কোন মূর্খ কি সুরভি-কুসুমাদির গন্ধবিচার করিবার জন্য নিজের উপদেশক করিয়া থাকে? এমন মূর্খ কে আছে যে, শিথিলেন্দ্রিয় ও মদিরাসেবনে ঘূর্ণিতলোচন মত্তব্যক্তিকে ধর্ম্মমীমাংসায় সাক্ষিস্বরূপে স্বীকার করে? ১—৫। কোন্ ব্যক্তিই বা শ্মশানপতিত শবের সহিত আলাপ করে? সন্দেহ হইলে মূর্খকে কেহই জিজ্ঞাসা করে না, তাহাকে কেহই উপদেশও দেয় না। হে রাম! যে ব্যক্তি গহ্বরমধ্যবর্ত্তী মূক অথচ বধির মনোরূপ সর্পকে আয়ত্ত করিতে না পারে, সেই হতবুদ্ধিকে কি জন্য উপদেশ দিব? যে প্রকার কদাপি নাই, তাহা যেমন বহুকালাবধি দূরেই নিঃসারিত থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি বিবেকী, তাহার নিকট মনের বাস্তবিক সত্তা নাই, সুতরাং সহজেই মনোজয় হইয়া থাকে। হে রাম! যে ব্যক্তি চির অবিদ্যমান মনকেও নিজ বুদ্ধির যোগে বশ করিতে না পারে, সে ব্যক্তি বিষভক্ষণ না করিয়াও সংসারবিষের মূর্চ্ছায় চিরমুগ্ধ থাকে। আর দেখ, সর্ব্বজ্ঞ আত্মা সর্ব্বকালেই দর্শন করিতেছেন, প্রাণাদি বায়ুসমূহের স্পন্দনে শক্তিমান্ আছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ব স্ব বিষয়গ্রহণে শক্তিসম্পন্ন রহিয়াছেন; সুতরাং মনের কোন কার্য্যই নাই। ৬—১০। প্রাণের স্পন্দনশক্তি, পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি এবং ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়বোধিকা শক্তি বিদ্যমান, কিন্তু এক্ষণে (বিবেচনা করিয়া দেখ,) কোথায়ও কোনরূপ শক্তিই মনের সম্ভব হয় না। সকলই সেই সর্ব্বশক্তিশালী পরমাত্মার প্রভামাত্র, তবে তোমার মনঃপ্রভৃতি শব্দ দ্বারা-বাহ্য বিষয়ের পৃথগ্জ্ঞান কেন হইতেছে? জীবসংজ্ঞক বস্তুই বা কি? যাহা দ্বারা এই জগত অন্ধ হইতেছে উহা আত্মভিন্ন কিছুই নহে এবং চিত্তসংজ্ঞার কোন বস্তুই নাই জানিবে, সুতরাং তাহার শক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হে রাম! মনজিত মন যাহাদিগের বাস্তব দর্শনকে দগ্ধ করিয়াছে সেই সকল মূঢ়জনের দুঃখধারা দর্শনে আমার বুদ্ধি দয়ার্দ্র হইয়া মুগ্ধা বালিকার ন্যায় অনুতাপ করে। এ সংসারে কে কোথায়, কি জন্যই বা খেদ? তবে যে মূঢ়েরা অনুতাপ করে, তাহা বৃথা; কারণ, তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখভার বহন করিতেই জন্মিয়াছে। ১১—১৫। দেহাত্মবাদীরা পাপাচরণ করিতে থাকিয়া, প্রকৃত আত্মোন্নতি করিতে না পারিয়া, সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় দেহেই বারংবার বিনষ্ট হইতেছে। হে রাম! দেখ, প্রত্যেক দেশে প্রতিদিন কত গৃহস্থ হূনাসম্পর্কে কত প্রাণীরই হত্যা করিতেছে, তাহার জন্য আবার দুঃখ কি? বায়ু মর্ত্ত্য-সম্ভূত জীবের মধ্যে প্রতিদিন সহস্র সহস্র দংশ ও মশকাদি নিধন করিতেছেন, তাহার জন্যই বা দুঃখ কি? প্রত্যেক দিকে প্রতি-পর্ব্বতের প্রত্যেক বনে ব্যাঘ্রেরা কত লক্ষ মৃগ বধ করিয়া থাকে, তাহাতেই বা দুঃখ কি? ঐরূপ জলমধ্যে প্রবলজলচরেরা কত শত সূক্ষ্মজলচরকে গ্রাস করিবার জন্য সংহার করিতেছে, সে বিষয়েই বা দুঃখ কি? আরও দেখ, মক্ষিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মসূত্রভাগ ভক্ষণ করিতেছে, ঊর্ণনাভ কীট মক্ষিকাকে গ্রাস করিতেছে, সেই কীটকে দংশ ভক্ষণ করে, ভেক সেই দংশকে সংহার করে, সর্প আবার সেই ভেককে গ্রাস করিয়া থাকে, ভীষণ সর্পকে গরুড়াদি পক্ষিগণ ও নকুলেরা বিনাশ করে, সেই নকুলকে মার্জ্জার, মার্জ্জারকে কুক্কুর, কুক্কুরকে ভল্লুক ক্লিষ্ট করে, ভল্লুককে ব্যাঘ্র এবং ব্যাঘ্রকে মৃগরাজ সিংহ নিহত করে, শরভকে আবার সিংহের পরাভবকারী বলিয়া দেখা যায় এবং সেই শরভগণও মেঘ-ধ্বনি শ্রবণে তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বোধে অতিক্রম করিতে যাইয়া আপনারাই শিলাতলে পতিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হয়। পরম্পরায় শরভঘাতী মেঘবৃন্দও বায়ুর তাড়নায় দূরীভূত হয়; সেই বায়ুরাশির বেগ পর্ব্বতেরা অনায়াসে সহ্য করিতে পারিলেও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে চূর্ণিত হইয়া থাকে; ঐ বজ্রও ইন্দ্রের অধীন, ভগবান্ বিষ্ণু হইতেই সেই দেবরাজের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বিষ্ণুও কালশক্তি অনুসারে জন্মমরণসঙ্কুলা সুখদুঃখময়ী জীবদশা পাইয়া থাকেন। ১৬—২৩। হে রাম! এই সমুদয় বিশালকায় জীব বিদ্যারূপ অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিলেও ইহাদের দেহে মশক

১৯—২৮

ক্ষুদ্রজীবেরাই পুনরায় আশ্রয় লইয়া শোণিতাদি পান করত স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। হে রাম! এইরূপে ত্রিবিধ-দুঃখসম্পর্কে শীর্ণপ্রায় প্রাণিবৃন্দ পরস্পর মোহাধীন হইয়াই পরস্পরকে ভক্ষণ করিতেছে, সময়ে সময়ে রক্ষাও করিতেছে, অসংখ্য প্রাণিবৃন্দ নিরন্তরই বিনষ্ট হইতেছে, আবার মশক-পিপীলিকাদি প্রাণিগণ কেশজালের ন্যায় অনবরত উৎপন্ন হইতেছে। জলাশয়ে মৎস্য-মকরাদি জীবগণ ও ভূমিতে বৃশ্চিকাদি কীটসমুদয় জন্মগ্রহণ করিতেছে। ২৭—৩০। এইরূপে অন্তরীক্ষে আকাশচারী পক্ষিকুল, কাননমধ্যে সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাদি, দেহীর দেহমধ্যে নানারূপ কীটাদি, স্থাবরবস্তুতে ঘুণাদি কাষ্ঠকীট এবং দেহীর অতিত্যাজ্য বিষ্ঠাতেও নানাবিধ কীটের উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ জীবের অসংখ্য জন্ম দর্শনে প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিরা আনন্দিত হউন অথবা অজস্র নিধন দেখিয়া রোদনই করুন, সকলই বিফল। প্রকৃতপক্ষে সতত জন্মমৃত্যুময়ভ্রমাত্মক এই সংসারে রোদন বা সন্তোষ প্রকাশ কিছুই কর্ত্তব্য নহে। ৩১—৩৫। জীবগণ বৃক্ষপত্র-লতাদির ন্যায় নিরন্তর নানা যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, আবার পরেই নিধন পাইতেছে। যিনি দয়ার্দ্র হইয়া অবোধদিগের বৃথা দুঃখ দূর করিতে ব্যস্ত হন, তিনি সামান্য ছত্রের সাহায্যে অনন্ত আকাশের রৌদ্র-নিবারণে প্রয়াসীর ন্যায় বৃথাই দুঃখ ভোগ করেন। হে রাম! বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সহিত পশুদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, কারণ, পশুরা রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হয়, মূঢ়দিগকে তাহাদের অবশ চিত্তই আকর্ষণ করিয়া থাকে। মূঢ়েরা নিজের চিত্তরূপ পঙ্কে সততই নিমগ্ন থাকে, তাহারা যে কিছু কর্ম্ম করে, তৎসমুদয় তাহাদের নিজেরই নাশের কারণ হয়; সুতরাং তাহাদের বিপদ্ দেখিলে অচেতন পাষাণেরও যে দুঃখ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ৩৬—৪০। হে রাম! যাহারা আত্মা ও চিত্তকে জয় করিতে না পারিয়াছে, সর্ব্বত্রই তাহাদের দুঃখময়ী অবস্থা ঘটে, সুতরাং সমগ্রভূমির ধূলিনিরাকরণের ন্যায় তাহাদের সেই দুঃখ দূর করিতে কোন মহাত্মাই সহজে সমর্থ হন না, কিন্তু রঘুনাথ! যাহারা আত্মা ও চিত্তকে বশ করিয়াছে, তাহাদের দুঃখ সহজেই দূর করা যায়, সুতরাং তাহাতে জ্ঞানিজনের প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত নহে। হে মহাবাহো! মন নাই, উহার মিথ্যা কল্পনা করিও না। যদি তাদৃশ কল্পনা কর, তবে সেই কল্পিত মনই বেতালের ন্যায় তোমাকে নিধন করিবে। যাবৎ তুমি আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া থাকিবে তাবৎ তোমার হৃদয়ে মনোরূপ হিংস্রজন্তু উদয় পাইবে। হে অরিন্দম! এক্ষণে তুমি পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছ, সুতরাং সঙ্কল্পে যাহার বৃদ্ধি হয়, সেই চিত্ত পরিত্যাগ কর। ৪১—৪৫। যদি তুমি এই দৃশ্যমান সংসারে আসক্ত হও, তাহা হইলে চিত্তসংযুক্ত হওয়াতে বদ্ধ হইয়া থাকিবে; কিন্তু এই সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিলে তুমি চিত্তবিহীন হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। হে রাম! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমাবেশ এই সংসারবন্ধনের জন্যই আশ্রিত হয়, ইহাকে ত্যাগ করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এক্ষেত্রে তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই কর। "তুমি, আমি" বলিয়া কিছুই নাই, এ সমুদয়ই মিথ্যা; এক্ষণে এইরূপ চিন্তা করিয়া অচলের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান কর; তাহা হইলে স্বহৃদয়মধ্যে আকাশের ন্যায় অসীম বিশ্বরূপ সেই আত্মার সাক্ষাৎকার পাইবে। হে রামচন্দ্র! পরমাত্মা হইতে জগতের পৃথক্ ভাবনাকে সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করত সুস্থির হইয়া অবশিষ্টে অবস্থান কর। ঐরূপে তুমি সংসারভাবনাবিহীন হইয়া, ভাবাভাবদশা-পরিত্যক্ত পরমাত্মাকে ভাবনা করিয়া আত্মাতে অবস্থান করত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হও। যদি তুমি আত্মার সত্তাকে ভুলিয়া দৃশ্যসংসারের চিন্তায় ব্যাপৃত থাক, তবেই তোমাকে অতিদুঃখদায়িনী চিন্তা আসিয়া আশ্রয় করিবে। হে মহাবাহো! সুতরাং আত্মজ্ঞানরূপ যুক্তিতে চিন্তারূপ শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চিত্তরূপ বৃহদ্বিল হইতে আত্মরূপ সিংহকে মুক্ত কর। ৪৬—৫৫ হে মহাবাহো! যদি তুমি পরমাত্মদশা ত্যাগ করিয়া চেত্যে অর্থাৎ সংসারভাবে উপস্থিত হইয়া সঙ্কল্পকে স্থান দেও, তখন তুমি সংসারকেই দেখিতে পাইবে। হে রাম! চিচ্ছক্তি আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া চিন্তা লাভ করিলেই মনের উৎপত্তি হয় এবং যদি তাদৃশ পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হয়, তবেই মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মাই বিশ্বরূপ, সমগ্রজগৎ আত্মা হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, যখন এই জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন কোথায় চেত্তা, কেবা চিত্ত, চেত্যই বা কি, চেতনই বা কোথায়, কিছুই থাকে না। "আমি আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবই আমি" এই জ্ঞানের নামই চিত্ত। এই চিত্তই অনাদি অনন্ত দুঃখের বিস্তার করিয়া থাকে। "আমি আত্মা, জীব নহি" এবং "আত্মভিন্ন জীবাদির সত্তা কোথায়ও নাই," এইরূপ চিত্তের শান্তিকেই পরম সুখ বলা যায়। ৫৬—৬০। হে রাঘব! এ সমুদয় জগৎ আত্মারই রূপ, এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে নিশ্চয়ই চিত্তের অসত্তা জন্মিয়া থাকে। এবম্বিধ পারমার্থিক জ্ঞানে আত্মার সত্তা দৃঢ়ীকৃতা হইলে, সূর্য্যকিরণ-সম্পর্কে অন্ধকারের ন্যায় মনের সত্তা দূরীভূতা হয়। যে পর্য্যন্ত মনোরূপসর্প দেহমধ্যে অবস্থান করিবে, তাবৎকাল অতিশয় ভয় অর্থাৎ আত্মারই অপ্রতিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে, যোগাভ্যাসবলে তাহাকে দূর করিতে পারিলে সে ভয় কোনরূপে আসিতে পারে না হে রাম! তোমার হৃদয়মধ্যে ভ্রান্তি-সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত মনোরূপ বলবান্ বেতাল রহিয়াছে, পরমার্থজ্ঞানরূপ মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া তাহাকে শীঘ্র পরাভব কর। যদি তোমার দেহরূপগৃহ হইতে অতি বলিষ্ঠ চিত্তরূপ-যক্ষ বিদূরিত হয়, তবেই তুমি দুঃখপরিশূন্য হইয়া নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতে পাইবে, তোমার কিছুই ভয় থাকিবে না। হে রাঘব! যখনই তুমি বুঝিবে যে, "আমার কিছুতেই আসক্তি নাই, কোন সুখসাধন কর্ম্মের উপার্জ্জনেও আমার প্রয়োজন নাই," তখন তোমার চিত্তের কিছুই সত্তা থাকিবে না; তখন তুমি দুঃখবিহীন পরমপদে গমন করিবে, তথায় উপস্থিত হইলে তোমার পরমপদের বাসনারও ক্ষয় হইবে, তখন তুমি আপনাতেই আপনি অবস্থান করিবে। ৬১—৬৬।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যখন আত্মা নিজ স্বরূপ ত্যাগ করিয়া সংসারবীজের কণারূপিণী, জীবের বন্ধন-সাধনী, বাতুরাময়ী, অপবিত্রা চিত্তসত্তার অনুসরণ করেন, তখনই তাঁহার অবিদ্যাবৃত মলিনজ্ঞান উপস্থিত হয়; তখনই উক্ত চিত্তের অনুস্মরণে কল্পনারূপ মল আসিয়া তাঁহাকে আবরণ করে এবং তজ্জন্যই তাপসম্পাদনী, বিষলতা-রূপিণী তৃষ্ণা আসিয়া তাঁহার প্রবল অজ্ঞানের বৃদ্ধি করিয়া

দেয় ও মূর্চ্ছা সম্পাদন করে। অধিক কি, তখন অমানিশার ন্যায় মলিনা তৃষ্ণা অনন্ত আত্মাতে অনেকবিকারে স্ফূর্ত্তি পাইয়া মহামোহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আরও দেখ, কল্পান্তকালীন বহ্নি-শিখাকেও মহাদেবাদি প্রভুগণ সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ তৃষ্ণা-নলশিখার সন্তাপ সহ্য করিতে কেহই সমর্থ নহে। ১—৫। হে রাম! সামান্য অসি পরদেহচ্ছেদনেই সমর্থ, কিন্তু তৃষ্ণা-রূপিণী অসিলতা মলিনা, দীর্ঘা ও আপাতশীতলা হইলেও পরি-ণামে দুঃখকরী বলিয়া সতত স্বদেহকে কর্ত্তন করিয়া থাকে। হে রাম! সংসারে যে কিছু ভীষণ অতি বিস্তৃত দুর্জ্জয় দুঃখ দেখা যায়, সে সমুদয় তৃষ্ণালতারই ফলমাত্র। এই তৃষ্ণারূপিণী আরণ্য-কুক্কুরী মনুষ্যের মনোময় গর্ত্তে থাকিয়া অদৃশ্যা হইয়াই দেহ হইতে মাংস, অস্থি, রুধির প্রভৃতি ভক্ষণ করে। বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় এই শীতলা তৃষ্ণা ক্ষণে বৃদ্ধি পায়, মুহূর্ত্তমধ্যে আবার কিছুই থাকে না, কখনও বা ভীষণস্থানে প্রতিঘাত পাইয়া ঘূর্ণমানা হইতে থাকে। হে রাম! তৃষ্ণা যাহাকে আক্রমণ করে, সে বলহীন, অন্তঃসারশূন্য ও দীনভাব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং নীচ হইয়া যায় এবং কখন আনন্দ করে, কখন বা পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। ৬—১০। যাহার হৃদয়রূপ গুহামধ্যে তৃষ্ণারূপিণী কালসর্পী আশ্রয় করে নাই, তাহারই সেই হৃদয়বর্ত্তী প্রাণাদি বায়ুসকল সুখে অবস্থান করে। হে রাঘব! যথায় তৃষ্ণারূপ কৃষ্ণপক্ষীয়রাত্রি অস্তমিত হইয়াছে, সেই হৃদয়াকাশে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় পুণ্যসমুদয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে পুরুষবৃক্ষকে তৃষ্ণা-রূপ ঘুণরাশি ক্ষত করে নাই, তিনি সর্ব্বদা পুণ্যরূপ পুষ্পে শোভ-মানা দশা লাভ করেন। বিবেকদৃষ্টি-বিহীন মানবদিগেরই চিত্ত-রূপ অরণ্যে অনন্ত সংসারভাবময়-তরঙ্গে সমাকুলা, ভ্রমরূপ আবর্ত্তে পরিপূর্ণা তৃষ্ণানদী প্রবাহিত হইয়া থাকে। তৃষ্ণা, সূত্রযন্ত্রে বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় স্বয়ং ঘুরিতেছে এবং সকলকে ঘুরাইতেছে, শীর্ণ করিতেছে ও বারংবার সংহার করিতেছে। ১১—১৫। তৃষ্ণা মূঢ়দিগের কঠিন আশয়সম্পর্কে কর্কশা হইয়া কুঠারধারার ন্যায় প্রকাশ পায় ও সূক্ষ্মতম জ্ঞানের মূল বিবেকাদিকে স্ববলে ছেদন করিয়া থাকে। যেমন হরিণ কূপমুখে সঞ্জাত হরিততৃণের লালসায় যাইয়া কূপমধ্যে পড়িয়া যায়, তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তি তৃষ্ণার অনুসরণ করিয়া নরকরূপ অন্ধকারময়কূপে নিপতিত হয়। হে রাম! হৃদয়মধ্যবর্ত্তিনী তৃষ্ণাপিশাচী ক্ষীণা হইয়াও মনুষ্যকে যেরূপ অন্ধ করিয়া দেয়, জরা বৃদ্ধি পাইয়াও চক্ষুকে সেরূপ অন্ধ করিতে পারে না। আরও দেখ অমঙ্গলভূতা তৃষ্ণারূপিণী পেচিকা শ্রীভগবানের হৃদয়ে আশ্রয় করত তাঁহাকেও বামনরূপ করিয়া মর্ত্ত্যে আনিয়াছিল, কোন একটী অনির্ব্বচনীয় দিব্যসুখতৃষ্ণাই প্রত্যহ সূর্য্যদেবকে আকাশে ভ্রমণ করাইতেছে; সুতরাং এই সর্ব্বদুঃখময়ী যাবজ্জীবের প্রাণাপহারিণী তৃষ্ণাকে ক্রূরা সর্পী বোধে দূরে পরিত্যাগ করিবে। ১৬—২১। বায়ু তৃষ্ণাতেই বহিতেছেন, পর্ব্বতেরা তৃষ্ণাকুল হইয়াই অবস্থান করিতেছে, পৃথিবী কোন অনুপম তৃষ্ণাতেই লোক ধারণ করিতেছেন এবং ত্রিভুবন তৃষ্ণা-বশেই চলিতেছে, অধিক কি, সমস্ত সংসারযাত্রাই তৃষ্ণারূপ চর্ম্মরজ্জুতে আবদ্ধা রহিয়াছে! রজ্জুবদ্ধ-ব্যক্তিও কালে বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, কিন্তু তৃষ্ণারূপ বন্ধন হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না। অতএব হে রাম! সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তৃষ্ণাকে দূর কর, ইহাতেই মনের পরিত্যাগ হইবে; কারণ, যুক্তি দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, মন সঙ্কল্পশূন্য হইয়া কদাচ থাকিতে পারে না; হে মহাবাহো! প্রথমে হৃদয়ে "সেই, তুমি আমি" এই প্রকার দুষ্টা ভাবনাকে কদাচ স্থান দিবে না, কারণ, তাহা হইতেই মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে রাম! যদি আত্মভাবনাকে অনাত্ম-স্বরূপে দুঃখজননী বলিয়া আশ্রয় না কর, তবেই তুমি তত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি অনহন্তাবরূপিণী কর্ত্তরী দ্বারা অহংজ্ঞানরূপিণী তৃষ্ণাকে ছেদন করিয়া নিখিল-সংসার-ভয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে সুখে অবস্থান কর। ২২—২৭।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি যে বলিলেন, অহ-ঙ্কারময়ী বাসনাকে গ্রহণ করিবে না, আপনার এই বাক্য স্বভাবতঃ অতিশয় গম্ভীর বলিয়া বুঝিতেছি, কিন্তু দেব! যদি অহঙ্কার ত্যাগ করি, তাহা হইলে তৎসমভিব্যাহারে অহঙ্কারের আবাসভূত দেহকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ, যেমন তানুর ন্যায় সহিষ্ণু মূলভাগই বৃক্ষকে ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অহঙ্কারের অবলম্বনেই দেহ আছে, সুতরাং অহঙ্কারের ক্ষয় হইলে অবশ্য দেহও থাকিবে না। ক্রকচসাহায্যে মূলোচ্ছেদ করিলে অত্যু-ন্নত বৃক্ষও বিনষ্ট হয়, হে মুনে! তবে কিরূপে এই অহঙ্কার ত্যাগ করিব? তাহা ত্যাগ করিলেই বা কিরূপে জীবিত থাকিব? হে বাগ্মিবর! এই সন্দিগ্ধবিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া আমাকে বলুন। ১—৫। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজীবলোচন! তত্ত্বজ্ঞেরা বাসনাত্যাগকে সর্ব্বত্রই জ্ঞেয় ও ধ্যেয় এই দ্বিপ্রকারে নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে "আমি ইহাদের, ইহারা জীবন ও আমার, আমি ইহাদের হইতে পৃথক্ কেহই নহি, ইহাদেরও আমা ভিন্ন কিছু নহে," এইরূপ নিশ্চয় তোমার মনে সতত রহিয়াছে, কিন্তু যখনই তুমি মনের সহিত বিচার করিয়া বুঝিবে যে, আমি কাহারও নহি, আমারও কেহ নহে, এই চরমজ্ঞান তোমার শীতলবুদ্ধি-বৃত্তিতে বিলাস পাইলেই তোমার ধ্যেয় অর্থাৎ চিন্তনীয় দ্বিতীয় বাসনাত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিবে এবং সমগ্র-জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইয়া জীব নিজ প্রারব্ধের ক্ষয়ে যখনই মমতাশূন্য হৃদয়ে দেহত্যাগ করে, তখনই তাহার জ্ঞেয়সংজ্ঞক দ্বিতীয়বাসনাক্ষয় সিদ্ধ হইল জানিবে। ৬—১০। যে ব্যক্তি অহঙ্কারময়ী ও পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয়া বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। হে রঘুনাথ! যিনি কল্পনাময়ী বাসনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করেন, তিনিই জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী মুক্তপুরুষ বলিয়া অভিহিত। জনকাদি সুজন মহাত্মারা অনায়াস-ব্যবহারে ধ্যেয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য মহাত্মারা জ্ঞেয়বাসনা ত্যাগ করত শান্তি পাইয়া পরমব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন। হে রাঘব! এই দ্বিবিধ-বাসনা-ত্যাগই তুল্যরূপে মুক্তিকারণ হইয়া অবস্থিত আছে এবং দ্বিবিধ বাসনাত্যাগীরাই জ্ঞানশালী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন। ১১—১৫। এই যুক্তমতি ও অযুক্তমতি উভয়বিধ ব্যক্তিরাই কেবল অবিদ্যাশূন্য নির্ম্মলব্রহ্মে অবস্থান করেন; তন্মধ্যে প্রথ-মোক্তব্যক্তি দীপ্তদেহে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শান্তিময়শরীরে

অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রথম ধ্যেয়বাসনাত্যাগী শোক-রোগাদি-শূন্য এই দেহেই মুক্ত হন, দ্বিতীয় জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। হে বৎস! যথাকালে সর্ব্বদা উপস্থিত সুখে বা দুঃখে যাঁহার আনন্দ বা ক্লেশ হয় না, তিনিই মুক্তপুরুষ; যিনি প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুতে ইচ্ছা বা দ্বেষ না করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহাকেও মুক্তপুরুষ বলে। "আমি এই দেহে থাকিলেও এই দেহাদি পদার্থে আমার হেয়োপাদেয়বুদ্ধি আছে," এই জ্ঞান যাঁহার অন্তরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। আনন্দ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ, অভিলাষ ও ক্ষুদ্রদৃষ্টি যাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাকেই জীবন্মুক্ত কহে। সুষুপ্তি-দশাগ্রস্তের ন্যায় যাঁহার চিত্তবৃত্তির কিছুমাত্র ক্রিয়া না থাকে, যিনি অন্তরে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকেন এবং পূর্ণকলা-চন্দ্রের ন্যায় স্বাভাবিক আনন্দের উদয়ে যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা চিত্তপ্রসাদ আশ্রয় পায়, সংসারে তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠদেবের এইরূপ উপদেশ পরিসমাপ্ত হইলে দিবাও অতিক্রান্ত হইল, সায়ংকালীন বিধির জন্য সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন। তখন বশিষ্ঠাদি ঋষিবৃন্দ সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া সায়ন্তন স্নানের নিমিত্ত সূর্য্যকিরণের সহিতই তথা হইতে অপসৃত হইলেন। ১৬—২৩।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ সর্গ।

পরদিন সকলে সমবেত হইলে বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! তোমার নিকট যাহা যাহা বর্ণন করিলাম, তন্মধ্যে দেহত্যাগের পর যাঁহারা মুক্ত হন, তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকে না। এক্ষণে এই দেহেই মুক্তি কিরূপ, তাহা বলিতেছি। বাসনাশূন্যা যে তৃষ্ণা জীবকে বর্ণাশ্রম-স্বভাবের উচিতমাত্র কর্ম্ম করাইয়া থাকে, তাহাকেই জীবন্মুক্তভাব কহে। সংসারভোগোৎসাহবতী তৃষ্ণার জন্য জীবের বাহ্যবিষয়ে যে অবস্থান, তাহাকেই পণ্ডিতেরা সংসার বন্ধন-সাধন সুদৃঢ়শৃঙ্খল বলিয়া থাকেন, কিন্তু জীবন্মুক্তের শরীরে যে তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহা হৃদয়ে ভোগসঙ্কল্প ত্যাগ করাইয়া বাহিরে লৌকিক প্রয়োজনানুসারেই বিহার করে। হে রঘুনাথ! যে তৃষ্ণা বাহ্যবিষয়ের অনুরাগে বৃদ্ধি পায়, তাহাকে বদ্ধা কহে, যাহা হইতে সর্ব্ব-বিষয়ানুরাগের মোচন হইয়াছে এবং যে তৃষ্ণা পূর্ব্বাপর বর্ত্তমানকালত্রয়েই নিত্য ও দুঃখসম্পর্কশূন্যা, পণ্ডিতেরা তাহাকে মুক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১—৫। হে মহামতে! ইহা আমার হউক্, এইরূপ অন্তরের ভাবনাই ভববন্ধনের শৃঙ্খলস্বরূপ ও তাহারই নাম কল্পনা। মনস্বী ব্যক্তি সদসৎ সকলভাবেই ইহাকে ত্যাগ করিয়া 'পরমপদ' প্রাপ্ত হন। হে বৎস তুমি দেহের আশা, মুক্তির বাসনা এবং সুখ-দুঃখের দশা ও যাবতীয় সদসৎ আশা পরিত্যাগ করিয়া অচঞ্চলসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইয়া থাক। হে সুমতে! অজর ও অবিনাশী পরমাত্মাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া আপনার মনকে জরা-মরণাশঙ্কায় কলুষিত করিও না। ৬—১০। এই দৃশ্যমান পদার্থতত্ত্ব তোমার নহে, তুমিও কাহারও নহ, তোমা ভিন্ন সকলই তুচ্ছ, অথচ সকলই পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া সত্য, এই অসৎপ্রকাশ বিশ্ব বিদ্যমান হইয়াও অবিদ্যমান, এইরূপ ভাবিয়া তুমিও যদি এই দৃশ্যের অতীত হইয়া থাক, তবে আর কিরূপে তৃষ্ণার উৎপত্তি হইবে? হে রাম! আরও যাহা বলি, শ্রবণ কর। সদসদ্বিচারী পুরুষের চিত্তে চারিপ্রকার বিশাল সিদ্ধান্ত জন্মিয়া থাকে। হে রাম! মস্তকাবধি পাদপর্য্যন্ত শরীরাত্মক আমি পিতা-মাতা কর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছি, এইরূপ প্রথম নিশ্চয় ভ্রমদর্শীদের বন্ধনের জন্য হইয়া থাকে, আমি সমুদয় ভাব হইতে অতীত ও কেশাগ্রভাগ অপেক্ষা সূক্ষ্মতম, এইরূপ দ্বিতীয় নিশ্চয় মোক্ষসাধন, ইহা সাধুদিগেরই হইয়া থাকে; জাগতিক নিখিলদৃশ্যই আমি, এইরূপ তৃতীয় নিশ্চয়ও মোক্ষের জন্য হয় এবং আমি বা জগৎ সকলই শূন্য ও কালত্রয়েই আকাশতুল্য, এইরূপ চতুর্থ নিশ্চয়ও মোক্ষসিদ্ধির জন্য হইয়া থাকে। হে রঘুনাথ! এই চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রথমটী বন্ধনের কারণ, অপর তিনটী বিশুদ্ধসঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়া মোক্ষেরই সাধক হইয়া থাকে, সুতরাং এই সিদ্ধান্ত-চতুষ্টয়ের প্রথমটীতে তৃষ্ণার বন্ধন হয় বলিয়া উহা বন্ধনের হেতু এবং অপর তিনটীতে নির্দ্দোষ তৃষ্ণা থাকায় জীবন্মুক্তেরাই বিলাস করিয়া থাকেন। হে মহামতে! সমুদয় বস্তুই আমি, এইরূপ যে তৃতীয় নিশ্চয় বলিয়াছি, আমার বুদ্ধি তাহাকেই অবলম্বন করায় পুনরায় বিষাদের জন্য উপস্থিতা হয় না। ১১—২০। ঊর্দ্ধে, অধোভাগে ও তির্য্যক্‌প্রদেশে সর্ব্বত্রই আত্মার মহিমা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সকলই আত্মা, এইরূপ নিশ্চয় হওয়াতেই আমার হৃদয়ের বন্ধন দূরীভূত হইয়াছে। হে রাম! সর্ব্বাত্মবাদী আর্য্যগণ আত্মাকে শূন্য, প্রকৃতি, পুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞান, শিব, ঈশান, নিত্য, এই সমুদয় সংস্কারে নির্দ্দেশ করেন। যখন সংসার পরমার্থদৃষ্টির গোচর হয়, তখন "এ সমস্ত সৎ কিছুই অসৎ নহে ও ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই" এইরূপ জ্ঞান জন্মে, অন্যদৃষ্টিতে এরূপ প্রতিভাত হয় না। যেমন অনন্ত সমুদ্র পাতাল অবধি জল-রাশিতে পরিপূর্ণ সুতরাং সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য, তদ্ভিন্ন জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, যেমন সমস্ত সমুদ্রই সলিল, তরঙ্গাদি জল ভিন্ন অন্য কিছু নহে, যেমন কটককেয়ূর-নূপুরাদি অলঙ্কার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে এবং যেমন বৃক্ষতৃণগুল্মাদি কোটি কোটি পদার্থও পৃথিবীস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ সকল পদার্থ ই আত্মা জানিবে। পরমাত্ম-স্বরূপিণী শক্তি ব্রহ্মসত্তা অদ্বৈতা হইয়াও অজ্ঞদিগের নিকট জগন্নির্ম্মাণ করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ২১—২৭ হে রঘুনাথ! নিজেরই হউক্ বা পরেরই হউক্, পুত্র-মিত্রাদি বস্তুমাত্রের ধ্বংসে সর্ব্বদা দুঃখী বা উহার প্রকাশে সুখী হইও না। তুমি স্বয়ং ব্রহ্মের ন্যায় অদ্বৈতসত্তাময় হইয়া ভাবনায়ও অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবে, কিন্তু বর্ণাশ্রমস্থাপনাদি ব্যাবহারিক কর্ম্মে অদ্বৈতভাব সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে, তাহা হইলেই তুমি দ্বৈতাদ্বৈত উভয়ভাবাত্মক হইয়া থাকিবে। হে রাম! সংসার-ভাবনারূপ বাত্যাসম্পর্কে ভয়ঙ্করী, অশুভনিমিত্তে পরিপূর্ণা এই ভব-ভূমিতে কদাচ পতিত হইও না, তাহা হইলে গহ্বরমধ্যে পতিত করীর ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইবে। ২৮—৩০। হে মহাত্মন্! আত্মাতে মনোময় দ্বৈত সম্ভব হয় না এবং তদ্দ্বয়োৎপন্ন ঐক্যও সম্ভবে না। যে সমস্ত বস্তু সতত অবভাসিত হইতেছে, তাহাদের পরস্পর ঐক্য না থাকিলেও অদ্বৈতই জানিতে হইবে; অতএব উহার স্বরূপ পণ্ডিতগণ এই প্রকারই বলিয়া থাকেন। আমিও নাই, জগৎও

নাই, দৃশ্যমান সমস্তই অবিকৃতভাবে অবস্থিত আছে। শান্ত বিজ্ঞানস্বরূপেই উহাদের তাদৃশ অবভাস হইয়া থাকে। এই জগৎ নিত্যই বিকৃত-স্বরূপে অসৎ এবং অবিকৃত বিজ্ঞানস্বরূপে সৎ বলিয়া জানিবে। ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ অমৃতস্বরূপ অনাদি সমস্ত প্রকাশের প্রকাশ, অজর, অচিন্ত্য, নিষ্কল, নির্ব্বিকার, ইন্দ্রিয়গ্রামরহিত, জীব-শক্তির জীবন সর্ববিধ কারণশূন্য ও কারণসমুদায়ের কারণভূত। তুমি আমি এবং সমস্ত জগৎ সেই সততোদিত ঈশ্বর, সুবিস্তৃত চিৎপ্রকাশে অবস্থিত, নিখিল অনুভবের কারণস্বরূপ, স্বানুভবগম্য চিচ্ছক্তির আশ্রয়ভূত, কূটস্থ ব্রহ্ম বলিয়া সর্ব্বথা তোমার নিশ্চয় হউক্। ৩১—৩৪।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো! কামক্রোধাদিদোষে অনাক্রান্ত ও সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিরা যে স্বভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করেন, তাহা বলিতেছি। সেই জীবন্মুক্ত মুনিবর সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক জগতের অবস্থাসমুদয়কে আদি-মধ্য ও অন্ত ত্রিকালেই জন্ম জরা-মরণাদি দুঃখে সংপৃক্ত দেখিয়া তুচ্ছ বোধ করেন এবং সমুদয় কালোচিত কার্য্যে আস্থা রাখিয়া শত্রুমিত্রাদি দৃষ্টিতে মধ্যস্থ থাকিয়া দ্বিধাবর্ণিত বাসনাত্যাগের মধ্যে ধ্যেয় বাসনা-ত্যাগ করত অবস্থান করেন। তাঁহার আত্মা বিবেকদীপে প্রদীপিত হওয়াতে তিনি জ্ঞানলক্ষণ উপবনে থাকিয়া সকল-বিষয়েই উদ্বেগ পরিত্যাপূর্ব্বক সমুদয় অভিমত কার্য্যের পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বাতীতপদ অবলম্বন করাতে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শীতল হয় এবং তিনি কোন বিষয়েই দুঃখিত বা সন্তুষ্ট হন না, সুতরাং মূঢের ন্যায় তাঁহাকে সংসারে অবসন্ন হইতেও হয় না। ১—৫। সেই দয়াবান্ সরলহৃদয় যোগী শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান রাখিয়া ও গুরুজনে অনুরাগী থাকিয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সুতরাং সংসার তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। হে রাম! তিনি কোনরূপ ইষ্টসাধনে আনন্দ বা অপ্রিয়াচরণে দ্বেষপ্রদর্শন করেন না, প্রিয়বিরহে তাঁহার শোক বা ইষ্টলাভে বাসনার সঞ্চার হয় না, তিনি কেবল মৌনী হইয়া আবশ্যক কার্য্যমাত্রের নিষ্পাদন করেন; সুতরাং সংসারে তাঁহাকে মুগ্ধ হইতে হয় না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জিজ্ঞাস্যের উত্তরমাত্র প্রদান করেন, কিন্তু জিজ্ঞাসিত না হইলে শঙ্কুর ন্যায় নিশ্চল থাকেন। সংসার কদাচ সেই ইষ্টানিষ্টভাব-শূন্য মুনিকে অবসন্ন করিতে সমর্থ হয় না, জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি মধুরবাক্যে তৎসমস্তের প্রিয়প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, সর্ব্বজীবেরই অন্তর্ভাব জানিয়া তিনি কদাচ সংসারে বিমুগ্ধ হন না এবং তিনি উচিতানুচিত বিবেচনায় পরিপূর্ণ আশা-পিশাচিকাক্রান্ত লোকব্যবহারকে স্বহস্তস্থিত বিল্বফলের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বিদিত থাকেন। ৬—১০। সেই ব্রহ্মপদারূঢ় মহাত্মা নিজজ্ঞান-প্রভাসিতা বুদ্ধি দ্বারা জগদ্ব্যাপারের নশ্বরতা জানিয়া অন্তরে উপহাস করিয়াই তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করেন। হে রামচন্দ্র! যে সকল মহাত্মা চিত্ত বশ করিয়া পরাৎপর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহাদের স্বভাব তোমার নিকট বলিলাম। যাহারা নিজ চিত্তকে বশীভূত করিতে না পারিয়া নিরন্তর ভোগ-রূপ পঙ্কে নিমগ্ন থাকে, সেই সকল মূর্খের অভিমত বিষয় কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না, যাহাদের বিবেকবুদ্ধির অত্যন্তা-ভাবই ভূষণরূপে বিদ্যমান, যাহারা নরকাগ্নির জ্যোতিষ্মতী-প্রভা-স্বরূপ, তাদৃশ কামিনীজনকেই সেই সকল মূর্খেরা প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করে এবং যাহা হইতে কলহাদি নানা অনর্থ দূর হইলেও যাহার অর্জ্জনাদি ব্যাপারে বহুক্লেশ হইয়া থাকে, সেই অর্থ-কেই তাহারা প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে করে। ১১—১৫। ঐ মূর্খ-দিগের তাদৃশ অর্থসাধ্য যে কিছু যজ্ঞাদিকর্ম্ম, সমুদয়ই নানা প্রণালীতে দম্ভমাৎসর্য্যাদিবশে নানা অভিসন্ধিতে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে এবং ঐ সকলকর্ম্ম সুখদুঃখে পরিপূর্ণ, সুতরাং সে সকল বিষয় বলিতে পারি না। হে রাম! তুমি ধ্যেয়সংজ্ঞকবাসনা-ত্যাগরূপ পূর্ণদর্শন অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া সুখে বিহার কর, অন্তরে আশা-বাসনা ও অনুরাগাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহিরে সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া সংসারে বিচরণ কর এবং অন্তরে সর্ব্বত্যাগী হইয়াও বাহিরে সর্ব্বব্যবহারের অনুসরণ করত উদার ও কোমলাচারী হইয়া সংসারে বিচরণ কর। হে রাম! সমস্ত সংসারদশা সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ করত যে পদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরমপদ-প্রতিপাদ্য, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া সংসারে বিচরণ কর। ১৬—২০। তুমি অন্তরে নৈরাশ্যকে আশ্রয় দিয়া বাহিরে আশার অনুবৃত্তি মাত্র করিবে এবং অন্তরে নিরুদ্বেগবশতঃ শীতল ও বাহিরে উদ্বেগী হইয়া থাক। হে রাঘব! তুমি অন্তরে কৃত্রিম উদ্‌যোগী হইয়া বাহিরে ব্যস্ত হও এবং অন্তরে কিছুমাত্র না করিয়া বাহিরে সকল অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বিচরণ কর। হে রাম! তুমি সমুদয় ভাবেরই অন্তর জানিয়াছ, এক্ষণে তাদৃশ দৃষ্টিতে যেরূপ ইচ্ছা হয়, সংসারে তাহাই কর এবং সন্তোষকরকার্য্যে কৃত্রিম সন্তোষ ও উদ্বেগকর কার্য্যে কৃত্রিম নিন্দা প্রকাশ করত কর্ম্মানুষ্ঠানে কৃত্রিম উদ্‌যোগী হইয়া সংসারে বিচরণ কর। হে রাম! অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া শুদ্ধবুদ্ধির অবলম্বনে চিদাকাশে শোভমান হও এবং কোনরূপ মালিন্যচিহ্ন ধারণ না করিয়া বিচরণ করিলে চন্দ্র অপেক্ষাও অধিক শোভমান হইবে। ২১—২৫। তুমি আশারূপ রজ্জুর বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া সুখদুঃখাদি-সর্ব্বব্যাপারেই সমদর্শী হও এবং বাহিরে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন-মাত্র করিয়া সুখে অবস্থান কর। হে রাম! বাস্তবিক দেহীর কোন বন্ধনই নাই, সুতরাং মুক্তিও কিছু নাই, ফল কথা, এই সংসার-ব্যাপার ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় সমস্তই মিথ্যা বলিয়া জানিও। যেমন তীব্র আতপক্ষেত্রে ভ্রমবশে বিস্তৃতজলাশয়ের বিশ্বাস জন্মে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশে দৃশ্যমান দৃশ্যসমুদয়ই ভ্রমমাত্র, ইহাতে সত্য কিছুই নাই। আরও দেখ, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, একরূপ ও সঙ্গশূন্য, সুতরাং তাঁহার বন্ধন কিরূপে সম্ভবে? যদি বন্ধনই না থাকিল, তবে আবার মোক্ষ কিসের? তথাপি তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়ো-জন এই যে, মিথ্যাজ্ঞানে সংসারভ্রম হয় এবং বাস্তবজ্ঞানের প্রকাশে, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় উক্ত ভ্রান্তির লয় হইয়া থাকে। ২৬—৩০ হে রঘুনাথ! তুমি অনুপম সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে জানিয়া যখনই তাহাতে অহঙ্কারশূন্য হইবে, তখনই আকাশের ন্যায় নির্ম্মম হইয়া অবস্থান করিবে। আর দেখ, নিখিল-ভোগ-সামগ্রী, বন্ধুজন, জাগতিকভাব ও শুভাশুভ কর্ম্ম, এ সমুদয়ের সহিত আত্মার কোন সম্পর্কই নাই, সুতরাং অকারণে তাহাদের

জন্য শোক করিতেছ কেন? "আত্মতত্ত্বই আমার একমাত্র সত্য ও আনন্দসাধন" তোমার বুদ্ধিতে যখন এইরূপ বিবেচনা হইতেছে, তখন তোমার ভয়ের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই, তবে কেন বৃথা জগদ্ভ্রমে ভীত হইতেছ? ৩১—৩৫। যখন সংসারে তোমার পুত্র-কলত্রাদি বন্ধু কেহই নাই, তখন সেই ভ্রমোৎপন্ন পুত্রাদির সুখ-দুঃখের সহিতও তোমার কোনরূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। তবে তাহাদের জন্য চিন্তা করিবে কেন? তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ ছিলে, পরজন্মেও সেইরূপ হইবে, বর্ত্তমানেও সেইরূপ রহিয়াছ। যদি আপনাকে এইরূপে জানিতে পারিলে, তবে বর্ত্তমানের ন্যায় অতীত শত শত প্রাণাদির ও শত শত বন্ধুজনের নিমিত্ত শোক না করিতেছ কেন? তুমি পূর্ব্বে একব্যক্তি ছিলে, এক্ষণেও এক রহিয়াছ পরেও অন্য হইবে যদি এইরূপ জানিলে, তবে কেন মুগ্ধ হইয়া থাক? আর পূর্ব্বে হইয়াছিলে, এক্ষণেও হইয়াছ, পরে যদি আর না হও, তবে তোমার এরূপ সংসারক্ষয় থাকিতে অকারণ কেন শোক করিতেছ? সুতরাং অস্বাভাবিক জাগতিক সিদ্ধ-ব্যাপারে দুঃখ করা উচিত নহে, সর্ব্বদা সন্তোষশীল হইয়া বহিঃ-কর্ম্মের অনুবৃত্তি করা বিধেয়। ৩৬—৪১। হে রাম! তোমাকে দুঃখভাবে উপাগত হইতে বা সর্ব্বদা সুখান্বেষী হইতে বলি না, তবে আত্মা সর্ব্বগামী বলিয়াই তুমি সুখ-দুঃখে সর্ব্বত্রই তুল্যভাব প্রাপ্ত হও। হে রাম! তুমি অনন্ত আত্মস্বরূপ হইয়া আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল-হৃদয়ে রহিয়াছ, অগ্নিমধ্যস্থানে তমোরাশির ন্যায় স্বপ্রকাশ নিত্যশুদ্ধ ত্বদীয় আত্মার তমোগুণসম্ভূত শোক-দুঃখাদি কিছুতেই স্থান পায় না। হে রাম! এই সমগ্র জগৎ জলতরঙ্গের ন্যায় পরস্পরের আশ্রয়েই সতত চলিতেছে, চক্রাগ্রভাগের মত এই চঞ্চলভুবনের অধোদেশ ঊর্দ্ধগামী ও ঊর্দ্ধদেশ অধোগামী হইতেছে, কখন বা স্বর্গবাসী নরকগামী হইতেছে, কোথায় বা নরকের কীটেরা স্বর্গে যাইতেছে এবং জীবগণ একদ্বীপ হইতে দ্বীপান্তর গমনের সহিত একযোনি হইতে অন্য যোনিতে গমন করিতেছে। কোথায় বা উদার ব্যক্তিরা কৃপণ হইতেছে এবং কৃপণ ব্যক্তিরা উদারতা লাভ করিতেছে। এইরূপে প্রাণিগণ কখন অধঃ-পতন, কখন ঊর্দ্ধে গমন ও নিয়ত ভ্রমণ করিয়াই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। হে রাম! এইরূপে অবস্থিত বিশ্বে নির্ম্মলপদার্থনিচয়, অগ্নিতে হিমকণার ন্যায় নিতান্ত দুর্লভ জানিবে। আজ তুমি যাহাদিগকে পরমভাগ্যবান্ বলিয়া বুঝিতেছ, যাহারা তোমার পরমবন্ধু হইয়াছে, তাহারা সকলেই কিছুদিনের মধ্যে বিনষ্ট হইবে। হে মহাবাহো! সংসারে পর, আত্মীয়, অনাত্মীয়, মদীয় স্বকীয়, এইরূপে যে সকলের গ্রহণ হইতেছে, সে সমুদয় যুগলচন্দ্রদর্শনের ন্যায় নিতান্ত মিথ্যা। হে রাম! "এ ব্যক্তি মিত্র, ও ব্যক্তি শত্রু, এই আমি, ঐ তুমি" এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি তোমার দূর হউক। হে সুব্রত! যাহাতে তুমি বাসনাভারবান্ হইয়া অজ্ঞের ন্যায় বৃথা শ্রমে শ্রান্ত না হও, এই সংসারমার্গে সেইরূপেই বিচরণ করিবে। উত্তরোত্তর যতই তোমার বাসনাবিনাশিনী বিচারণা প্রকাশ পাইতে থাকিবে, ততই ক্রমশঃ ব্যবহারেরও উপশম হইবে। ৪২—৬০। "ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন" এরূপ বিবেচনা লঘু-চেতাদিগেরই হইয়া থাকে, মহদ্ব্যক্তিদের বুদ্ধি কখনই ঈদৃশ বিচারণার আবরণে আবৃত হয় না, কারণ যাহাতে আমি থাকিতেছি না, সে বস্তু নাই এবং যে পদার্থ আমার নহে, তাহাও নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত ধীরগণের বুদ্ধিতে নিত্য বর্ত্তমান বলিয়াই তদীয় বুদ্ধিকে অসদ্বিচারণা আবরণ করিতে পারে না। যিনি চিদাকাশের ন্যায় অতি মহান্ তাঁহার উদয় বা অস্ত কিছুই নাই, সুতরাং যেমন অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভূতলের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ তিনিও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল অবলোকন করেন। হে রঘুনাথ! এই সমস্ত প্রাণী তোমার জন্মজন্মান্তরসম্পর্কে বন্ধু হইলেও তোমাতে নিত্য সংযুক্ত আছে, ইহারা তোমা ভিন্ন কেহ নহে, সকলেই এক জানিবে। হে রাম! অসংখ্য-জন্মান্তর-সম্পর্কে জগতে এই বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এই জ্ঞান মুহূর্ত্তের জন্য হইয়া থাকে, বাস্তবিক দেখিলে ভ্রমদশাই স্ফূর্ত্তি পায়, ত্রিভুবনে তোমার একটীমাত্র বন্ধু না থাকিলেও চিরকালের জন্য বন্ধুসকল রহিয়াছে বুঝিয়া কার্য্য করিবে। ৬১—৬৭।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই বিষয়ে দুইটী সহোদর ঋষিকুমারের সংবাদ অবলম্বন করিয়া একটী প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপে বর্ণিত আছে। ইনি আমার বন্ধু, ইনি নহেন, এই কথার প্রসঙ্গেই গঙ্গাতীরে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তোমার নিকট সেই পবিত্র ও বিস্ময়কর পুরাবৃত্ত বলিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। এই জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত কোন গিরিকুঞ্জে পর্ব্বত-মালায় সুশোভিত স্থানে মহেন্দ্র নামে নিবিড়ারণ্য-সমাকুল একটী পর্ব্বত আছে। যে পর্ব্বতে কল্পবৃক্ষবনের ছায়ায় মুনিগণ ও কিন্নরেরা বিশ্রাম করিয়া থাকেন, যে পর্ব্বত অত্যুচ্চ শিখর দ্বারা বিস্তৃত গগনকেও ব্যাপিয়া আছে, যে গিরিনিচয় ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রসৃত নিকুঞ্জের গুহামধ্যে বিচরণকারী ঋষিমুনিগণের বেদ-পাঠপ্রতিধ্বনিচ্ছলে স্বয়ংই বেদগান করিয়া থাকে, যাহার শৃঙ্গাগ্রভাগ সজল সুতরাং সুনীল-মেঘমণ্ডল বিদ্যুৎসম্পর্কে বিরাজমান হইয়া কুসুমাকুললতায় বিজড়িত কেশপাশের ন্যায় শোভা পায়, যে পর্ব্বতগুহান্তে উড্ডয়নকারী ভ্রমরদিগের মধুরগুঞ্জনচ্ছলে গুহারূপ মুখের বিকার করিয়া কল্পকালীন জলদজালকে উপহাস করিয়াই দীপ্তি পাইয়া থাকে, যে পর্ব্বত গুহামধ্যপাতি নির্ঝর-সমূহের নিনাদে. সমুদ্রের জলরাশির ভীষণ-ধ্বনিকেও পরাভব করে, সেই পর্ব্বতের কোন একটী সুবিস্তৃত মণিময় তটপ্রদেশে তত্রত্য মুনিগণ আপনাদিগেরই স্নান-পানের জন্য স্বর্গগঙ্গাকে আনাইয়াছেন। ১—৯। তথায় সেই কুসুমিতবৃক্ষশ্রেণীসুশোভিত রত্নতটে বিরাজিত, সুবর্ণপ্রভায় পিঞ্জরিত স্বর্গগঙ্গাতীরে মহামতি ব্রহ্মজ্ঞানী দীর্ঘতপা-নামক তপোনিধি মুনি বাস করিতেন। বৃহস্পতিতনয় কচের ন্যায় সেই মুনির চন্দ্রোপম সুন্দর পুণ্য ও পাবন নামে দুইটী পুত্র ছিলেন। সেই মুনিবর কলশালিপাদপে সুশোভিত গঙ্গাতীরে সেই পুত্র-দুইটী ও একটী ভার্য্যার সহিত বাস করিতেন। হে রাম! সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ অধিকগুণশালী পুণ্যই কালক্রমে জ্ঞানবান হইলেন। কনিষ্ঠ পাবনের চিত্ত প্রাতঃকালীন কমলের ন্যায় প্রবোধোন্মুখমাত্র হইয়াছিল, কারণ তিনি মূঢ়ভাব হইতে নির্গত হইলেও পরমপদে যাইতে পারেন নাই বলিয়া মধ্যদশায় দোলায়মান ছিলেন। ১০—১৫। জীবের অলক্ষ্যে দেহ ও আয়ুক্ষয়কারক শতবর্ষকাল

এইরূপে অতীত হইলে মহামুনি দীর্ঘতপা জরাজীর্ণ হইয়া এই ভঙ্গুরজীবসমাকুল, জন্ম-জরা মরণাদি বিবিধব্যাপারে ভীষণ সংসারে অনুরাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্পনারূপিণী পক্ষিণীর চির-বাসস্থল স্বদেহ পরিত্যাগ করিলেন। যেমন ভারবাহী স্বগৃহে আসিয়া নিজভার রক্ষা করে, সেইরূপ তিনিও সেই গুহামধ্যে দেহভার মাত্র রাখিলেন। যেমন পুষ্পগন্ধ আকাশে চালিত হয়, তদ্রূপ তিনি পরমপদে উপস্থিত হইলেন, তথায় তাঁহার জড়জীবের চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা হইল ও সংসারভাবের শান্তি হইয়া গেল। তখন সেই মুনির পত্নী স্বামিদেহকে প্রাণাদি-বায়ুবিহীন হইয়া, নালহীন কমলের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, স্বামী-নিকটেই শিক্ষিত ও চিরাভ্যস্ত যোগ আশ্রয় করিলেন। ভ্রমরী যেমন অম্লানা কমলিনীকে ত্যাগ করে, সেইরূপ তিনিও যোগাবলম্বনে সুন্দর স্বদেহ ত্যাগ করিলেন। ১৮—২১। হে রাম! যেমন ব্যোমচারী চন্দ্রমাকে অস্তোন্মুখ দেখিলে তদীয় প্রভাও তাঁহার অনুসরণ করে, সেইরূপ তিনিও সাধারণের অপ্রত্যক্ষা হইয়াই ভর্ত্তার অনুসরণ করিলেন। তখন পিতা-মাতাকে পরলোক-গত হইতে দেখিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্য তাঁহাদের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করিতে কিছুমাত্র শোকাকুল হইলেন না কিন্তু কনিষ্ঠ পাবন একান্ত দুঃখিত হইলেন। জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি একাকী শোকাকুলচিত্তে বনমধ্যে বিচরণপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাত্মা-পুণ্য পিতা-মাতার পার-লৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া শোকাকুল পাবনের অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২২—২৫। পুণ্য কহিলেন,—হে বৎস! কি জন্য (উত্তরোত্তর) অজ্ঞান-কারণ শোকের বৃদ্ধি করিতেছ? বর্ষা-কালে পদ্মবিকাশের প্রতিবন্ধক বর্ষণের ন্যায় দর্শনব্যাঘাতক অজস্র বাষ্পরাশিই বা বর্ষণ করিতেছ কেন? হে সুবোধ! তুমি কি জানিতেছ না যে, তোমার জনক স্বদীয় জননীর সহিত জ্ঞানো-পার্জ্জিত মোক্ষনামক পরমাত্মমার্গে গমন করিয়াছেন? যাহা সকল অবস্থাতেই প্রাণিমাত্রের একমাত্র স্থান ও যাঁহা ব্রহ্মজ্ঞানী-দিগের স্বরূপ, পিতা সেই স্বীয় স্বভাবে সমারূঢ় হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জন্য শোক করিতেছ কেন? হে বৎস! সংসারে পিতা অশোচ্য-দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নহে, কিন্তু তুমি বৃথা-মোহজনিত ভাবনায় বদ্ধ হইয়া তাঁহার জন্য শোক করিতেছ। দেখ ভাই, তিনি তোমার পিতা নহেন, মাতাও নহেন, তুমিও তাঁহাদের একমাত্র পুত্র নহ। ২৬—৩০। হে বৎস! যেমন অরণ্যে অরণ্যে জলস্রোতোরাশি উত্তরোত্তর বহুশত নিম্নস্থান আশ্রয় করে, সেইরূপ তোমারও তাঁহা-দের ন্যায় শত সহস্র পিতা-মাতা অতিক্রান্ত হইয়াছেন। যেমন লতা ও পাদপের কতশত পত্র-কোরকাদির নবোদগম হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাদেরও নদীতরঙ্গের ন্যায় জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত অসংখ্য পুত্র অতীত হইয়াছে। যেমন প্রতি ঋতুতেই বহুবৃক্ষের ফল জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রতিজন্মেই জীবগণের বহুশত মিত্র ও বন্ধুজন হইয়া থাকে। হে বৎস! যদি তুমি স্নেহবশে পিতা, মাতা ও পুত্রাদি স্বজনের জন্য শোক করা উচিত বোধ কর, তবে সহস্র সহস্র অতীত পিত্রাদির জন্য নিরত শোক করিতেছ না কেন? ৩১—৩৫। হে মহাভাগ! এই যে জগৎ-প্রপঞ্চ দেখি-তেছ, ইহার সকলই অলীক ভ্রমমাত্র, বিচার করিয়া দেখিলে কেহই তোমার মিত্র নহে, কেহই তোমার বন্ধুও নহে। হে ভ্রাতঃ! যেমন উত্তপ্ত বিশাল মরুভূমিতে জলবিন্দুর কিছুই সম্ভব নাই, সেইরূপ পরমার্থদৃষ্টিতে কাহারও নাশ অসম্ভব। হে মতিমন্! এই যে সকল ছত্রচামরাদি-চিহ্নশালিনী রাজলক্ষ্মী দেখিতেছ, এ সকল দুই বা তিন দিনের স্বপ্নমাত্র, কিছুই সত্য নহে। হে ভ্রাতঃ! পারমার্থিক দর্শনে সত্য বিচার কর, দেখিবে, তুমি বা আমরা কেহই কিছু নহে, সুতরাং ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। "এই ব্যক্তি মরিল, ঐ ব্যক্তি যাইতেছে," এইরূপ অসদ্দর্শন নিজের সঙ্কল্প-জনিত ভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়, উহা বাস্তবিক নহে। হে ভ্রাতঃ! অজ্ঞানরূপ আতপে সমাচ্ছন্ন মরুসদৃশ আত্মায় নিজ-বাসনারূপ মৃগতৃষ্ণিকাসলিল, শুভাশুভের স্পন্দনরূপ তরঙ্গের আকারে অনন্ত হইয়া স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ৩৬—৪১।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

পুণ্য কহিলেন,—হে বৎস! কে পিতা, কে মাতা, কোথায় তোমার মিত্র, কাহারাই বা বান্ধব, তাহা জানি না। যেমন বায়ুরাশি ধূলিকে উত্থাপিত করে, তদ্রূপ ঐ সমুদয় কেবল নিজের ভ্রান্ত-বুদ্ধি হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বন্ধু, মিত্র, পুত্রাদি এবং স্নেহ, দ্বেষ ও মোহদশাদি, এতৎসমুদায়লক্ষণ সংসারকে জীবগণ স্বকৃত সঙ্কেত দ্বারা বিস্তার করিয়া থাকে। যেমন বিষকীটেরা বিষকে আপনাদের ইষ্টসাধন বুঝিয়া অমৃত জ্ঞান করে, অপরের নিকট উহা বিষ বলিয়াই অনুভূত হয়, তদ্রূপ মূঢ় জীবেরাই কাহাকে বন্ধুত্ব ভাবনায় বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, কাহাকেও বা শত্রুজ্ঞানে শত্রুরূপে ত্যাগ করিতেছে; সুতরাং সংসারস্থিতি বিষামৃত-দশার ন্যায় ভ্রমপূর্ণা। যিনি সর্ব্বদেহেই অভিন্নভাবে অবস্থিত, সেই সর্ব্বগত আত্মায় "ইনি বন্ধু, উনি শত্রু" এইরূপ ভাবনা একেবারেই অসম্ভব। এই রক্তমাংসাস্থিময় দেহপঞ্জর হইতে পৃথক্ চেতন-স্বভাব আমি কে? ইহাই অগ্রে স্বচিত্তে বিচার কর, তাহা হইলেই বুঝিবে যে, আমি সর্ব্বগামী। ১—৫। হে ভ্রাতঃ! তুমি পারমা-র্থিকী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবে, পাবনসংজ্ঞায় অভিহিত তুমি কেহ নহ, পুণ্য শব্দে সজ্ঞিত আমিও কেহ নহি, তবে যে পুণ্য-পাবন-সংজ্ঞায় উভয়ে রহিয়াছি, ইহা কেবল মিথ্যা-জ্ঞানবিকাশমাত্র, অন্য কিছু নহে। তোমার পিতা কে, মাতা কে, সুহৃৎ এবং শত্রুই বা কে? এ সকল সেই অনন্ত চিদাকাশের অংশভিন্ন আর কিছুই নহে। আর তুমি বর্ত্তমান দেহের লিঙ্গশরীরী হইয়াছে, কিন্তু অতীত জন্মজন্মান্তরের যে সমুদয় বন্ধুজন ও ধনরত্না-দির সহিত তোমার বিরহ হইয়াছে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ না কেন? তোমার অতীত মৃগযোনিতে যে সকল পুষ্পিত লতা-মণ্ডপের পথ তোমার পরিচিত বন্ধুস্বরূপ হইয়াছিল, তাহাদের জন্যই বা শোক করিতেছ না কেন? হংসযোনিতে অবস্থান-কালে পদ্মাকর সরোবরাদির তট-প্রদেশে যে সমুদয় হংসের পরি-চিত বন্ধু হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশেই বা শোক করিতেছ না কেন? ৬—১০। ঐরূপ জন্মান্তরে বিচিত্র বনরাজিতে বহুতর পাদপই তোমার বন্ধু ছিল, তাহাদের জন্যই বা কেন শোক করি-তেছ না? সিংহযোনিতে অবস্থানসময়ে উচ্চপর্ব্বতশিখর-

চারী যে সমুদয় সিংহ তোমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের নিমিত্তই বা কেন তোমার শোক হইতেছে না? যে সকল জন্মে স্থলীগর্ত্তে ও পদ্মাকর সরোবরাদিতে জলচর মৎস্যাদি তোমার বন্ধু হইয়াছিল, তাহাদের জন্যই বা তোমার হৃদয় শোকাভিভূত হইতেছে না কেন? আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি যে, দশার্ণদেশে তুমি কপিলনামক বনবানর ছিলে। পরে হিমালয়ে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ কর, তৎপরে পুণ্ড্রদেশে বনকাক হইয়াছিলে; অনন্তর হৈহয়রাজ্যে হস্তী হইয়া তৎপরজন্মে ত্রিগর্ত্তদেশে গর্দ্দভযোনিতে উপগত হইয়াছিলে। পরে শাল্বরাজ্যে কুক্কুরীযোনিতে জন্মিয়া তাহার পর তত্রত্য সরলবৃক্ষে পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ কর। ১১—১৫। পশ্চাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতে বৃহৎ বটবৃক্ষের ঘুণ হইয়া মন্দরাচলে কুক্কুটরূপে জন্মিয়া কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলে; পুনরায় বঙ্গদেশে তিত্তিরিপক্ষী হইয়া, তুষাররাজ্যে অশ্ব এবং পুষ্করে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মযজ্ঞের পশুস্থান লাভ করিয়াছিলে। হে বৎস! ঐরূপ তালবৃক্ষের মূলমধ্যে যে কীট, পরে উডুম্বরফলে যে মশক ও যাহা পূর্ব্বে বিন্ধ্যবনে বকযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ সমুদয়ই তুমি ছিলে। যে তুমি আজি আমার কনিষ্ঠ হইয়াছ, সেই তুমিই পূর্ব্বে হিমালয়ের গুহায় ভূর্জ্জতরুর ত্বকের মধ্যে ছয়মাসকাল কীটরূপে অবস্থান করিয়াছিলে, তৎপরে বঙ্গদেশের সীমান্তভূমিতে গোময়রাশিতে সার্দ্ধ একবর্ষ যে বৃশ্চিক হইয়াছিলে, সেই তুমি আজি আমার কনিষ্ঠ। ভ্রমর যেমন পদ্মের উপর লিপ্সাসক্ত হয়, তদ্রূপ যিনি চণ্ডালযোনিতে উপগত হইয়া স্বজননী চণ্ডালীর স্তনপীঠে বারংবার সংসক্ত হইয়াছিলেন, সেই তুমিই আজি আমার কনিষ্ঠ সহোদর। হে বৎস! পূর্ব্বে এই জম্বুদ্বীপে তুমি এই প্রকার শতসহস্র জীবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। আমি এক্ষণে সম্যগ্‌দর্শনে উদ্ভাসিতা সূক্ষ্মা বুদ্ধির সাহায্যে তোমার ও আমার উভয়েরই উক্ত প্রকার প্রাক্তন বাসনাসমুদয় দেখিতে পাইতেছি। তোমার ন্যায় আমারও বহুতর ও বহু প্রকার অজ্ঞানময় জন্ম অতীত হইয়াছে। তাহা আজি আমার জ্ঞানদৃষ্টিতে স্মরণপথে উপস্থিত হইতেছে। আমি পূর্ব্বে ত্রিগর্ত্তদেশে শুক হইয়া নদীতটে ভেকযোনিতে জন্মিয়াছিলাম; অনন্তর এই বনমধ্যে ক্ষুদ্রপক্ষী হইয়া জন্মলাভ করি। ১৫—২৫। পরে বিন্ধ্যারণ্যে শবরজাতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে বৃক্ষযোনি পাইয়াছিলাম এবং পুনরায় বিন্ধ্যাচলে উষ্ট্রযোনি ভোগ করিয়া এই বনেই জন্মিয়াছিলাম। আরও বলি, অনন্তর যথাক্রমে হিমালয়ে চাতক, পৌণ্ড্ররাজ্যে রাজা ও সহ্যগিরির কুঞ্জমধ্যে যে ব্যাঘ্র হইয়াছিল, সেই আমি আজি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াছি। হে বৎস! যে ব্যক্তি দশ বৎসর শকুনিজন্ম ভোগ করিয়া পাঁচমাস জলজন্তু হইয়া পরে এক বৎসর সিংহ হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি আজি এখানে তোমার অগ্রজ ভ্রাতা হইয়াছে আমি অঙ্গরাজ্যে চকোর থাকিয়া তুষারদেশে মাণ্ডলিক হইয়া রাজার মত শোভা পাইয়াছিলাম, এক্ষণে শ্রীশৈলাচার্য্যের তনয় হইয়া যাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক্ষণ আমায় সেই বিবিধসংসারভাবে পূর্ণ, নানা আচারে সমন্বিত, প্রাক্তন জন্মসমুদয় ভ্রমের বিলাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ২৬—৩০ হে বৎস! সংসার-ভাবের অবস্থান সম্যক্‌ বুঝিয়া এক্ষণে জানিলে যে, আমাদের কতশত বন্ধুজন, পিতামাতা ও সুহৃদ্বর্গ অতীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; সুতরাং কাহাদের নিমিত্ত শোক করিব, কাহাদের জন্যই বা শোক করিব না ও কোন্ বন্ধুজনের জন্যই বা অধিক শোক করিব? শোকের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, জগতের গতি এই প্রকারই জানিবে। এ জগতে সংসারিজনদিগের বনতরুর পত্রসমূহের ন্যায় অনন্ত পিতা ও অনন্ত মাতা অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং হে পুত্র! এই জগদ্ব্যাপারে দুঃখের সীমা কোথায়? সুখেরই বা অবসান কিরূপ? অতএব আইস ভাই, আমরা সমুদয় ত্যাগ করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে অবস্থান করি। নিজচিত্তে অহংজ্ঞানরূপিণী যে বিশ্বের ভাবনা আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সৎস্বরূপে অবস্থান কর, আত্মজ্ঞাননিপুণ মহাত্মারা যে পদে গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে তোমার মঙ্গল হউক। এ সংসারে প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিরা আত্মার স্বর্গনরকাদিগমনে ঊর্দ্ধাধোগমনলক্ষণ অবিশ্রান্তভ্রমণ দর্শন করিয়া কিছুমাত্র শোকাকুল হন না। কেবল অভিমানশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য বিষয়ের ব্যবহারমাত্র করিয়া থাকেন, সুতরাং তুমিও কেবল সেই ভাবাভাবদশাবিহীন জরামরণশূন্য আত্মাকে একাগ্রভাবে স্মরণ কর, কদাচ মূঢ়চেতা হইও না। কারণ, তোমার দুঃখ নাই, জন্ম নাই এবং তোমার পিতা বা মাতা কেহই নাই। হে সুবোধ! তুমি একমাত্র আত্মাস্বরূপ, দেহাদি অন্য কিছুই নয়। এবং এই সংসারযাত্রায় যাহারা নানা চেষ্টারূপ অভিনয় দেখাইতেছে, সেই মূঢ়জনেরাই পুরুষার্থকে সার বিবেচনা করে ও যাহারা সদসদুভয়দর্শী সেই মধ্যবিদেরা যথোপস্থিতবস্তু দর্শন করিয়া প্রকৃতিতে অবস্থান করেন এবং যাহারা তত্ত্বজ্ঞ হন, তাঁহারাই উদাসীন হইয়া সাক্ষী ব্যবহারে অবস্থান করেন। এবং রাত্রিকালে দীপসকল যেমন প্রকাশনকার্য্যে কর্ত্তা হইয়াও অন্য কর্ত্তৃক অপ্রযুজ্যমান হইলেই কর্ত্তৃত্ববিহীন হয়, তদ্রূপ তাঁহারা সন্নিধিমাত্রে কর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং কিছুই করেন না এবং যেমন দর্পণ-রত্নাদি আত্মপ্রবিষ্ট প্রতিবিম্বকে প্রকাশ করিলেও অন্তরে শত্রুর সত্তার সম্পর্ক রাখে না, তদ্বৎ মহাজ্ঞানীগণ আত্মাতে বিম্বিত কার্য্যের বাহিক কর্ত্তা হইলেও আপনারা তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না। হে পুত্র! এক্ষণে তুমি এই বাসনারূপ-কলঙ্ক-শূন্য ও মননশীল আত্মা দ্বারাই স্বীয় হৃৎকমলমধ্য হইতে সংসারভ্রম দূর করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিত আত্মাতেই সন্তোষ লাভ কর। ৩১—৪৩।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! তখন পাবন মহামতি পুণ্য কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া আত্মনিশ্চয় অবগত হইলেন ও তাহাতে প্রাভাতিক ভূতলের ন্যায় আপনি অধিক প্রকাশ পাইলেন। তখন উভয়েই জ্ঞানবিজ্ঞানের পারদর্শী হইয়া সেই কাননমধ্যেই প্রারব্ধের ক্ষয়কাল পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে উভয়েই দেহত্যাগ করিয়া তৈলবিহীন দীপের ন্যায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইলেন। হে রঘুনাথ! এইরূপ অতীতপ্রাক্তন দেহসমুদয়ে অসংখ্য বন্ধুবান্ধব হইয়া থাকে, কিন্তু কেহ কি তাহাদের মধ্যে কাহারও উদ্দেশে শোক করে না, কেহ বা তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকে, সুতরাং এই সমুদয় অনন্ত শোকাদির মূলীভূত বাসনার ত্যাগই একমাত্র উপায়, উহা পালন করা উপায় নহে। পুনঃপুনঃ

ইন্ধনসম্পর্কে অনলের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ চিন্তা করিলেই চিন্তার দেহ বৃদ্ধি পায় এবং ইন্ধনাভাবে পাবকের স্থায় চিন্তার অভাব হইলে চিন্তা নষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং তুমিও পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয়-বাসনাত্যাগরূপ রথে আরূঢ় হইয়া সর্ব্বভূতে দয়াবতী দৃষ্টি দ্বারা দীন লোক সমুদয়কে দর্শন করত অবস্থান কর ও উত্থিত হও। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিবেকরূপ বন্ধুকে ও পরমার্থ-জ্ঞানরূপিণী প্রিয়-সখীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিহার করে, সে বিপদ্ উপস্থিত হইলেও মুগ্ধ হয় না, বিপদ্ উপস্থিত হইয়া লোকের সকল বিষয় নষ্ট করিয়া বন্ধুজনকেও দূরীভূত করে, সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে নিজের ধৈর্য্য ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হয় না। ৬—১০। লোকে প্রথমেই বৈরাগ্য, শাস্ত্রাভ্যাস ও মহত্ত্বাদিগুণ-যোগের দ্বারা স্বীয় মানসকে বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিবে, কারণ, চিত্ত মহৎ হইলে যেরূপ অসীম আনন্দলক্ষণ ফল লাভ করা যায়, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য ও রত্নরাজিপূর্ণ ধনাগার হইতেও সেরূপ ফল পাওয়া যায় না। যাহারা এই জগতে নিরন্তর ঊর্দ্ধে স্বর্গে গমন, অধোদেশে নরকে গমন ও এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা শোকতাপাদি-পূর্ণ থাকায় কখন বিশ্রাম করিতে পারে না, কিন্তু যাহার মানস শান্তিতে পরিপূর্ণ, ত্রিবিধ দুঃখে পীড়িত এই সংসার তাহার নিকট অমৃতরসে সিক্তের স্থায় অনুভূত হয়। যেমন যে ব্যক্তির চরণদ্বয় উপানৎযুগলে আবৃত থাকে, তাহার নিকট সমস্ত ভূমিই চর্ম্মাবৃতের স্থায় বোধ হয়, কিন্তু যে চিত্ত আশার দাস, তাহা বৈরাগ্যসম্পর্কেও পূর্ণতা লাভ করে না, কেবল শরদাগমে সরোবর যেমন পঙ্কাবশিষ্ট হইয়া শূন্য হয়, তদ্রূপ চিত্তকেও তখন আশা আসিয়া শূন্য করিয়া থাকে। ১১—১৫। সমুদ্র যেমন অগস্ত্য কর্ত্তৃক পীত হইলে শূন্য হওয়ায় অভ্যন্তরবর্ত্তী জলজন্তু প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তদ্বৎ আশাবশীভূত ব্যক্তিদের চিত্তও শূন্য হইয়া রাগাদিদোষকে প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহার বৈরাগ্য-শান্তিপ্রভৃতি ফলপুষ্প-পরিপূর্ণ চিত্তরূপপাদপে তৃষ্ণারূপিণী চঞ্চলা বানরী বিলাস করে, তাহার অন্তঃকরণরূপ কানন অতি-বিস্তৃত হইয়াও শোভা পায় না এবং যাঁহারা নিস্পৃহ, তাঁহাদের নিকট ত্রিভুবন পদ্মবীজমধ্যের স্থায় ক্ষুদ্র, যোজনসমুদয় গোষ্পদ-প্রদেশের স্থায় স্বল্পস্থান ও একটী বৃহৎকল্পকালও অর্দ্ধনিমেষের স্থায় অনুভূত হইয়া থাকে এবং নিস্পৃহদিগের মানসের যেরূপ শীতলভাব হয়, ঐপ্রকার শৈত্য চন্দ্রে, হিমালয়গুহায়, কদলীস্তম্ভে অথবা চন্দন পঙ্কেও সম্ভবে না। স্পৃহাবিহীন মানস যেরূপ শোভা পায়, পূর্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ ক্ষীরসাগর এবং লক্ষ্মীর সুন্দর বদনও সেরূপ শোভা পায় না।১৬—২০। যেমন মেঘরাজি চন্দ্রকেও কজ্জলরেখা সুধালেপকে (চূর্ণকাম) মলিন করিয়া দেয়, তদ্রূপ আশাপিশাচিনী মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে এবং আশাসমুদয় চিত্তবৃক্ষের শাখাস্থান অধিকার করিয়া দিক্‌গুলকে ব্যাপিয়া থাকে; যদি ঐ সকল শাখার ছেদ হয়, তবেই চিত্তবৃক্ষ স্থাণুতা (মুড়োগাছ) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা পাইয়া থাকে এবং ঐ তৃষ্ণারূপ শাখাসমূহের ছেদ হওয়ায় চিত্তবৃক্ষ স্থাণুভাব প্রাপ্ত হইলে স্থাণুর অধোদেশে সঞ্জাত তরুর স্থায় তখন ধৈর্য্যতরু শতশাখা-সমন্বিত হইয়া উন্নতি লাভ করে। তখন চিত্তের ক্ষয় হইলে ধৈর্য্য প্রকাশ পায় এবং যেখানে গমন করিলে আর নাশের সম্ভব নাই, সেই ধীরব্যক্তি অনায়াসেই সেই ব্রহ্মপদ লাভ করেন। হে রাম! তখন যদি তুমি এই আশাময়ী চিত্তবৃত্তিসমূহকে আর জন্মাইতে না দেও, তবেই তোমার পুনরায় জন্মজরাদিনিবন্ধন ভয় থাকিবে না। ২১—২৫। যখনই তোমার চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া অবিদ্যমানরূপকে পাইবে, তখনই তোমার অন্তর মোক্ষময়ী পূর্ণা অবস্থা লাভ করিবে। হে রঘুনাথ! পেচকী পক্ষিণীর স্থায় তৃষ্ণা অন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহাকে চঞ্চল করে, নিখিল-অমঙ্গল আসিয়া তৎসম্বন্ধে বিস্তার পাইয়া থাকে। বিষয়চিন্তাকেই চিত্তের বৃত্তি কহে, ঐ চিন্তা-ব্যাপারে চিত্ত আশার সহিতই প্রকাশ পায়, সুতরাং আশারূপিণী চিত্তবৃত্তিকে ত্যাগ করিলেই চিত্তশূন্যতা লাভ করা যায়। যে বস্তু যে ব্যাপারে অবস্থান করে, ঐ ব্যাপারের অভাব হইলে সে বস্তু বিনষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং যদি চিত্তের উপশম ইচ্ছা কর, তবে অগ্রে সেই চিত্তের বৃত্তিসমুদয়কে ধ্বংশ কর, তাহা হইলে সহজেই চিত্তক্ষয় হইবে। হে মহাত্মন্! তুমি স্ত্রী-পুত্র-ধনাদির বাসনা না রাখিয়া সংসারবন্ধন ছেদন করত জীবন্মুক্ত হও। আর দেখ, মনোমধ্যে নিহিত আশাই জীবের বন্ধন সাধন রজ্জুরূপে অবস্থান করে, সেই আশারজ্জু ছিন্ন হইলে কোন্ ব্যক্তি মুক্তিলাভ না করিয়া থাকে? ২৬—৩০।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! তুমি রঘুবংশগণের পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ। তুমি যদি পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন না কর, তবে বলি-রাজার স্থায় হঠাৎ বিচারোদয়েও অমলজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। রাম কহিলেন,—হে প্রভো! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আমি আপনার অনুগ্রহে স্বহৃদয়মধ্যেই প্রাপ্তব্য বস্তু পাইয়াছি ও সেই ব্রহ্মপদে বিশ্রাম করিতেছি। হে প্রভো! যেমন শরৎকালে আকাশ হইতে মেঘজাল দূরীভূত হয়, তদ্রূপ আমার মানস হইতে তৃষ্ণা-নামক সেই মহান্ধকারসমুদয় অপসৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমি সায়ংকালীন গগনমণ্ডলস্থ পূর্ণমণ্ডলচন্দ্রমার স্থায় শীতল সুধাময় কান্তিসম্পন্ন হইয়া অন্তরে পরমানন্দে অবস্থান করিতেছি। হে প্রভো! আপনি আমার অশেষ সন্দেহরূপ মেঘের নিকট শরৎ-কালরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, কিন্তু তথাপি আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই, সুতরাং পুনরায় আমার জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত বলিরাজের জ্ঞানলাভের বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। সাধুজনেরা অবনত ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কখনই শ্রান্তিবোধ করেন না। ১—৬। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! তোমাকে সেই বলিরাজের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর, উহা শুনিলে নিত্য-ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন একটী দিক্‌রূপ কুঞ্জে ভূমির অধোভাগে পাতাল নামে প্রসিদ্ধ লোক আছে। ঐ পাতালের কোন একটী স্থান ক্ষীরোদসমুদ্র-সম্ভূত বলিয়া অমৃত-রসে লিপ্তাঙ্গের স্থায় শোভমান দানবকন্যাগণে পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা চঞ্চল-জিহ্বাযুগল-সম্পন্ন শতশিরা ও সহস্রশিরা প্রভৃতি নাগগণ স্ব স্ব জিহ্বাযুগল দ্বারা উৎকট শব্দ করত অবস্থান করিতেছে। ৭—১০। কোন স্থানে বা দানবগণ দেহ-বিস্তার দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া চঞ্চল মেঘের স্থায় অবস্থান করত বলপূর্ব্বক যজ্ঞহবিঃ ভক্ষণ করিতেছে। যাহাদের গণ্ডপ্রদেশরূপ

গিরিশৃঙ্গে ভূমণ্ডলের মধ্যভাগ বিশ্রাম করে ও যাহারা তুলনায় দন্তরাজিরূপ বৃক্ষশ্রেণীর আশ্রয়ীভূত পর্ব্বতস্বরূপ সেই দিগ্‌গজেরা কোথাও বা অবস্থান করিতেছে এবং কোথাও বা দুর্গন্ধপ্রাণি-সঙ্কুল অসংখ্য নরকস্থানের কটকটা শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রাণিগণ অত্যন্ত ভীত হইতেছে। কোন স্থান ভূতল হইতে অধস্তন সপ্তসংখ্যক তল পর্য্যন্ত লৌহশলাকার ন্যায় অবস্থিত রত্নাকর সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দেবদানবদিগের মস্তকোপরি যাহার চরণধূলি অবস্থান করে, সেই ভগবান্ কপিল মহাশয় উহার এক-স্থানে অবস্থান করিয়া তত্রত্য প্রদেশ পবিত্র করিতেছেন। ১১—১৫ কোন স্থানে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তিমহাদেব অবস্থান করিয়া সমগ্র পাতালবাসীকে রক্ষা করিতেছেন। যত্রত্য রাজ্যভার অসুরেরাই স্বীয় বাহুবলে ধারণ করিয়া থাকে, সেই পাতালরাজ্যে বিরোচনের পুত্র মহাসুর বলি রাজা হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ বিদ্যাধর ও নাগগণের ন্যায় অতি ব্যাকুল হইয়া যে বলিরাজার পাদসংবাহন প্রার্থনা করিতেন ত্রিভুবনের রত্নরাজির একমাত্র অধীশ্বর সর্ব্বজীবের রক্ষাকর্ত্তা ত্রৈলোক্যের ভারবাহী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সে ভক্ত বলিকে রক্ষা করিতেন, এবং ময়ূর-রব শ্রবণ করিলে সর্পদিগের অন্তর যেরূপ ভয়ে শুষ্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ যে বলিরাজার নামশ্রবণমাত্র প্রসিদ্ধ হস্তী ঐরাবতের মদস্রাবী গণ্ডদেশ শুষ্ক হইত, ক্রোধসময়ে যাহার অতি দুঃসহ প্রতাপের তীব্রস্পর্শে সপ্তসমুদ্র প্রলয়কালের ন্যায় শুষ্ক হইয়া সপ্ত-গর্ত্তাকারে পরিণত হইত, যাহার যজ্ঞীয় ধূম হইতে নিরন্তর উৎপন্ন মেঘসমুদয় জলাহরণের জন্য সমুদ্রে লম্বমান হইয়া অখিল ব্রহ্মা-ণ্ডের অবরকবস্ত্রের কার্য্য করিত এবং যাহার কুটিল দশনে সপ্ত-কুলাচল তাড়িত হইত বলিয়া দিঙ্মণ্ডলের বন্ধন শিথিল হইত ও তাহাদের দশদিক্ ফলভারে বিনম্রা লতার ন্যায় নত হইয়া পড়িত, সেই শক্তিমান্ অসুররাজ বলি অনায়াসে ত্রিভুবনের নিখিল-লোকসমুদয়ের ভূষণভূত ইন্দ্রাদি প্রভুদিগকে পরাজিত করিয়া দশকোটিবৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। ১৬—২৪। অনন্তর বুদ্বুদ-স্বভাব বহুযুগযুগান্তরকাল অতীত হইতে লাগিল, কত কোটি কোটি দেবতা ও দানবগণ জন্মগ্রহণ করিল এবং পুনরায় ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল, তাহার সীমা নাই; কিন্তু দানবপতি বলি তাবৎকাল অভিলাষানুসারে ত্রৈলোক্যের মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট ভোগসাধন বস্তু-সমুদয় ভোগ করিতে লাগিলেন, পরন্তু ক্রমশঃ তাহাতে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল। একদা তিনি সুমেরুগিরির উচ্চশৃঙ্গস্থ কনকময়-ভবনের গবাক্ষমুখে উপবিষ্ট হইয়া নিজেই সংসারের বিষয় এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, এই ত্রিভুবনে আমি সমান শক্তিসম্পন্ন থাকিয়া আর কত দিন রাজত্ব করিব? কতদিন ভোগসামগ্রী লইয়া বিহার করিব? ত্রিভুবনের মধ্যে আমার রাজ্য অত্যাশ্চর্য্য, ইহাতে কোন অভীষ্টভোগের অভাব নাই, কিন্তু ইহা ভোগ করিয়া আমার কি হইবে? কারণ, পুরুষার্থ উপভোগসকল আপাতমধুর হইলেও পরিণামে বিনশ্বর; সুতরাং ত্রৈলোক্যরাজ্যের এই কুৎস্ন উপভোগ আমার পক্ষে কোনরূপেই সুখকর নহে। ২৫—৩০। আবার দিন, দিনের পর রাত্রি এইরূপই হইতেছে, সেই স্নান-ভোজন-শয়নাদি কর্ম্মসমুদয় কিছুই নূতন নহে, সুতরাং বারংবার তাহার অনুষ্ঠানে লজ্জাই উপস্থিত হয়, উহা সন্তোষের কারণ হয় না। যেহেতু, পুনরায় সেই কামিনীর আলিঙ্গন, আবার সেই ভোজন, আবার সেই বালকজনের ক্রীড়া, এ সমুদয় মহত্তের সন্তোষকর হওয়া দূরে থাকুক, লজ্জাই উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বারংবার উপভুক্ত স্নানভোজনাদি ব্যাপার-সমুদয় প্রতিদিন করিতে থাকিয়া কেন না লজ্জিত হইবেন? আমার বিবেচনায় পুনরায় দিন, আবার রাত্রি, আবার সেই পুরাতন কার্য্যসমুদয়ের অনুষ্ঠান, এ সকল প্রাজ্ঞব্যক্তির উপহাসের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন একমাত্র সলিলই তরঙ্গের আকার প্রাপ্ত হইয়া আবার স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রাকৃতব্যক্তি বারংবার সেই সকল (উপভুক্ত) কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছে। ৩১—৩৫। এই সমুদয় স্নানভোজনাদি ব্যাপার বারংবার উন্মত্তের ব্যবহার ও শিশুজনের ক্রীড়ার ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে, সুতরাং ইহাতে প্রজ্ঞাবান্‌মাত্রেই উপহাসিত হইতেছেন। এই সমুদয় কার্য্য প্রত্যহ বারংবার করিয়াও ইহাতে এমন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহা পাইলে অন্য কর্ত্তব্য কিছুই থাকে না। আমরা এখানে আর কতকাল এই সমুদয় বৃথা নানা আড়ম্বর করিব? ইহাতে পরিণামে কি পাইব? ইহা শিশুজনের খেলার ন্যায় নিতান্তই বৃথা, ইহাতে বাস্তবিকতা কিছুই নাই। যাহারা অনন্ত দুঃখধারা পাইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করে, তাহারাই এই সকল কার্য্যের বারংবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহা পাইলে অন্য কিছুই কর্ত্তব্য থাকে না, ইহার মধ্যে তাদৃশ কোন পরিণাম-সুখপ্রদ ফল দেখিতে পাই না। ৩৬—৪০। এই সমুদয় সংসার-ভাবে ভোগ ব্যতীত অন্য অবিনাশী নিজফল কিছুই নাই, ইহাই আমি ভাবিতেছি। বলিরাজা এই বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত আবার স্বয়ং মুহূর্ত্তমধ্যে বলিয়া উঠিলেন, এই যে আমার মনে হইতেছে। এই বলিয়া আপনিই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মনে মনেই বক্ষ্যমাণরূপে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে আমার পিতৃদেব তত্ত্বদর্শী বিরোচন তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন বলিয়া বক্ষ্যমাণবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, হে মহামতে! এই সমুদয় সাংসারিক সুখের ও দুঃখের ব্যাবহারিক ভ্রম যে স্থানে উপশান্ত হইয়াছে সেই সংসারের সীমা প্রাজ্ঞগণেরা কি প্রকার বলিয়া থাকেন? কোথায় মনের অজ্ঞান দূর হয়, কোথা হইতে যাবতীয় বাসনা দূর হইয়াছে এবং কোথায় যাইলেই অবিরাম চিরবিশ্রাম লাভ করা যায়? পুরুষ কীদৃশ সুখ লাভ করিয়া এই দেহেই ব্রহ্মলোকাদিতেও অপ্রাপ্য সুখের অধিকারী হইয়া পরম সন্তুষ্ট হয় এবং কোন বিষয় দর্শন করিলে অন্য দর্শনস্পৃহা থাকে না? হে তাত! এই দৃশ্যমান ভোগসমুদয় কোন প্রকার সুখপ্রদ নহে, কারণ, ইহারা সাধুজনেরও মনকে [illegible]লিত করিয়া মোহসাগরে নিমজ্জিত করে। হে পিতঃ! সুতরাং যথায় অবস্থান করিলে আমি চিরবিশ্রাম লাভ করিতে পারি, আপনি সেই নিত্যানন্দময় মনোহর বিষয়ের বর্ণন করুন। পূর্ব্বকালে আমার পিতা স্বর্গ হইতে একটী অপূর্ব্ব কল্পতরু আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় বাসনিকেতনের প্রাঙ্গণপ্রদেশে সংরোপিত করিয়াছিলেন। উহার মূলদেশ চন্দ্রমাচন্দ্রিকাসদৃশ, ভূপতিত কুসুমস্তবক দ্বারা সমাকীর্ণ ঐ কল্পদ্রুমটী ক্ষীরসাগর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। আমার পিতা উহারই তলদেশে উপবেশন-পূর্ব্বক উক্তরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমার অজ্ঞান-ভ্রান্তি বিদূরণার্থ ঐ কল্পবৃক্ষের মকরন্দবৎ অতি মধুর, জরামরণাদি-দুঃখনাশক বাক্য বলিয়াছিলেন। সেই সমস্তই আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছে। ৪১—৪৯।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

বিরোচন কহিলেন,—বৎস! বিশালকোটির অতি বিস্তৃত এক দেশ আছে, সেই দেশের মধ্যে বহু সহস্র ত্রৈলোক্যের অধিষ্ঠান হইতে পারে। তথায় মেঘ নাই সাগর নাই, পর্ব্বত নাই, বন নাই, তীর্থ নাই, নদী নাই, সরোবর নাই, মহী নাই, আকাশ নাই, স্বর্গ নাই, পবনাদি নাই, চন্দ্র-সূর্য্য নাই, লোকপালগণ নাই, দেবগণ নাই, দানবগণ নাই, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ কিছুই নাই, শুন্য নাই, বনলক্ষ্মী নাই, কাষ্ঠ নাই, তৃণ বা স্থাবর-জঙ্গম কোন পদার্থই নাই, জল নাই, অগ্নি নাই, দিক্‌ নাই, ঊর্দ্ধদেশ নাই, অধোদেশ নাই, লোক নাই, আতপ নাই, আমি নাই, হরি নাই, হর নাই, ইন্দ্রাদি দেবগণও নাই। ১—৫। সেই দেশে একজনমাত্র তেজস্বী মহারাজ বাস করেন। তিনি সর্ব্বকৃৎ, সর্ব্বগামী ও সর্ব্ব-স্বরূপ, তিনি সর্ব্বদাই মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারই সঙ্কল্পিত এক মন্ত্রী আছেন, তিনি সর্ব্ববিধ সমুন্নতির ব্যাপৃত। তিনি অঘটনের ঘটনা করেন, যাহা ঘটমান সত্য বিষয়, তিনি তাহার অঘটন করেন, নিজে কিছুই ভোগ করিতে পারেন না এবং ভোগ করিতে জানেনও না। তিনি নিজে অজ্ঞ হইলেও (জড় হইলেও) কেবল রাজার নিমিত্ত সর্ব্বকর্ম্ম করেন। সেই মন্ত্রীই মহারাজের নিখিলকার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা, রাজা কেবল একান্তে স্বস্থভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। বলি কহিলেন,—হে মহামতে! আপনি আধিব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত যে দেশের কথা বলিলেন, ঐ দেশের নাম কি? হে প্রভো! ঐ দেশ কিরূপে পাওয়া যায়। কেই বা সে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছে? ৬—১০ ঐ মন্ত্রীই বা কে? মহাবলশালী ঐ রাজাই বা কে? আমরা অবলীলাক্রমে এই জগজ্জাল ছিন্ন করিয়াছি, কিন্তু উক্ত রাজাকে ত জয় করিতে পারি নাই? হে অমরগণ-ভয়প্রদ!, এই অপূর্ব্ব আখ্যান আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন, আমার হৃদয়াকাশ হইতে সংশয়মেঘকে অপসারিত করিয়া দিউন। বিরোচন কহিলেন,—হে পুত্র। সেই রাজার মন্ত্রী এত বলবান্ যে, লক্ষ লক্ষ দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইলেও বলে তাহার কিছুই করিতে পারেন না। হে পুত্র! ঐ মন্ত্রী ইন্দ্র নহে, যম নহে, ধনেশ্বর নহে, অমর নহে বা অসুর নহে যে, তুমি উহাকে জয় করিবে। সেই মন্ত্রীর গাত্রে আঘাত করিলে মুষল, প্রাস, বজ্র, চক্র ও গদা প্রভৃতি অস্ত্রসমুদয় পাষাণে আহত কমল-মালার ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বিফল হয়। ১১—১৫। ঐ মন্ত্রী অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আক্রমণীয় নহেন, প্রচণ্ডকর্ম্মা বীর যোদ্ধারা উহার কিছুই করিতে পারে না। তিনি নিখিলদেবগণ ও অসুরগণকে বশীভূত করিয়াছেন। প্রলয়বাত্যা যেমন সুমেরু ও কল্পপাদপ প্রভৃতিকে পাতিত করে, তদ্রূপ ঐ ব্যক্তি বিষ্ণু না হইলেও হিরণ্যাক্ষপ্রভৃতি অসুরগণের নিপাত করিয়াছেন। তাঁহার এতদূর ক্ষমতা যে, সকলের বিঘ্নেকোপদেষ্টা নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণকেও বলপূর্ব্বক গর্ত্তে (গর্ভগহ্বরে) পাতিত করিয়াছেন। একমাত্র তাঁহারই অনুগ্রহে কামদেব পাঁচটী মাত্র বাণের সাহায্যে সগর্ব্বে এই ত্রিজগৎ আক্রমণ করিয়া সম্রাটের ন্যায় স্পর্দ্ধা সহকারে নৃত্য করিতেছেন। সুরাসুরদিগকেও সেই মন্ত্রী আপনার অধীন করিয়া ফেলেন, দুর্মতি, দুরাকৃতি, গুণহীন ক্রোধ তাঁহারই অনুগ্রহে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ১৬—২০। এই যে বারবার দেবাসুরগণের সংগ্রাম হইতেছে, ইহাও মন্ত্রণাপটু সেই মন্ত্রীরই ক্রীড়া। বৎস! যদি সেই প্রভু (মহারাজ) চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সেই মন্ত্রীকে জয় করিতে পারেন, নতুবা সেই মন্ত্রী অন্যের নিকট পাষাণবৎ অচল ও অটল (তাহাকে অপর কেহই হটাইতে পারে না)। ঐ জন্য মন্ত্রীকে জয় করিবার সেই প্রভুর কখন কখন ইচ্ছা হয়, তখন তিনি অনায়াসেই উহাকে জয় করিয়া থাকেন। ত্রিলোকের যাবতীয় বলিষ্ঠদিগের মধ্যে প্রধান মল্লস্বরূপ, জগত্রয়ের উল্লাসকারী সেই মন্ত্রীকে যদি তোমার জয় করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি পরাক্রমশালী বটে। সেই মন্ত্রিরূপ সূর্য্যের উদয়ে এই ত্রৈলোক্যরূপ কমলাকরসকল বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার অস্তে বিলীন হইয়া যায়। ২১—২৫। হে সুব্রত! মোহবিহীন দৃঢ়ীভূত একাগ্র বুদ্ধিবলে যদি তাঁহাকে জয় করিতে পার, তাহা হইলে বুঝি, তুমি ধীর। তাঁহাকে জয় করিতে পারিলে যে সমস্ত লোক তোমার জিত হয় নাই, তাহাও জিত হইতে পারে। যদি উঁহাকে জয় করিতে না পার, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক চিরকাল জয় করিলেও তোমার প্রকৃত জয় করা হইবে না। অতএব অক্ষয়সিদ্ধির নিমিত্ত এবং শাশ্বত সুখলাভের জন্য কষ্টকর চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে জয় করিতে যত্নবান্ হও। সেই মহাবল মন্ত্রী সুরাসুর, যক্ষ, কিন্নর, নর, উরগ ও নাগ প্রভৃতির সহিত এই নিখিলজগৎ অনায়াসে অবলীলাক্রমে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। ২৬—২৯।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বলি কহিলেন,—হে পিতঃ! সেই বলবানকে কি উপায়ে জয় করা যাইতে পারে? ঐ মহাবলশালী ব্যক্তি কে? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট আশু কীর্ত্তন করুন। বিরোচন কহিলেন, হে পুত্র! ঐ মন্ত্রী সর্ব্বদা সকলের অজেয় হইলেও যে উপায়ে উঁহাকে জয় করা যায়, সেই সহজ উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৎস! উঁহাকে যুক্তিবলে গ্রহণ করিলে বশীভূত করা যায়, যুক্তি ব্যতিরেকে ঐ মন্ত্রী দুর্দ্দান্ত আশীবিষের ন্যায় সকলকে দহন করেন। যাহারা যুক্তি দ্বারা উঁহাকে বালকের ন্যায় লালন করিয়া নিয়মিত করে, তাহারা সেই রাজাকে দর্শন করিয়া সেই রাজার পদ প্রাপ্ত হয়। সেই মহীপালের সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে মন্ত্রীও বশতাপন্ন হইয়া থাকে। সেই মন্ত্রীকে আক্রমণ করাই রাজার সাক্ষাৎকারের উপায়। ১—৫। যাবৎকাল রাজার দর্শনলাভ না হয়, তাবৎ মন্ত্রীকে জয় করা যায় না। আবার মন্ত্রীকে যতদিন জয় করিতে পারা না যায়, ততদিন রাজাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজাকে দর্শন করিতে না পাইলে সেই দুর্মন্ত্রী কেবল দুঃখ প্রদান করিতে থাকেন। সেই মন্ত্রীকে জয় না করিতে পারিলে রাজা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যান, অতএব যাহাতে যুগপৎ রাজার দর্শন লাভ ও মন্ত্রীর পরাজয় করিতে পারা যায়, তাহার উপায় অভ্যাস করিবে! উত্তমরূপ অভ্যাস হইলে স্বীয় পুরুষকার-বলে ধীরে ধীরে উক্ত দুই কার্য্য সম্পাদন করিয়া সেই শুভ-দেশ প্রাপ্ত হইবে। হে দৈত্যেন্দ্র! অভ্যাসের ফলে যদি তুমি সেই দেশে গিয়া উপস্থিত হইতে পার, তাহা হইলে আর তোমাকে শোক করিতে হইবে না। ৬—১০। সেই দেশে যে সাধুগণ

অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের আর কোন আয়াস করিতে হয় না, তাঁহাদিগের সকলপ্রকার সংশয় বিদূরিত হইয়াছে, সর্ব্বদাই তাঁহারা আনন্দিত হইয়া রহিয়াছেন বৎস! ঐ দেশের নাম কি, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার নিকট সকলদুঃখনাশক মোক্ষকেই দেশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। যিনি সকলপদ অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, সেই ভগবান্ আত্মাই তথাকার রাজা। হে মহামতে! তিনি যাঁহাকে মন্ত্রী করিয়াছেন, তাহার নাম মন। যেমন মৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে ঘটভাব সূক্ষ্ম থাকে বলিয়া মৃৎপিণ্ড ঘটরূপে পরিণত হয় এবং ধূমের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে মেঘভাব থাকে বলিয়া ধূম মেঘরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ঐ মনের মধ্যে এই বিশ্ব বাসনাত্মক সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে বলিয়া ঐ মনই এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই মনকে জয় করিলে সমস্তই জয় করা হয়, সমস্তই পাওয়া হয়। সেই মনকে দুর্জ্জয় বলিয়া জানিবে, কেবল যুক্তিতেই উহা জিত হয়। ১১—১৫। বলি কহিলেন,—ভগবন্! সেই মনকে আক্রমণ করিতে যে যুক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা আমার নিকট পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করুন, যাহাতে আমি সেই দারুণ মনকে জয় করিতে পারি। বিরোচন কহিলেন,—হে পুত্র! নিখিলবিষয়ের উপরি যে আত্যন্তিক অনাস্থা, ইহাই মনোজয়ের যুক্তি, ইহাই পরমা যুক্তি। এই যুক্তি দ্বারাই মহামদমত্ত স্বকীয় চিত্তরূপ মত্তমাতঙ্গ ঝটিতি দমিত হয়। হে মহামতে! এই যুক্তি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, আবার সুপ্রাপ্যও বটে, অভ্যাস না করিতে পারিলে অতি দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু অভ্যাসবলে অনায়াসপ্রাপ্য হয়। বৎস! এই পরিদৃশ্যমান বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে জলসিক্ত লতার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ১৬—২০। হে পুত্র! যেমন পবন ব্যতিরেকে শস্য জন্মে না, তদ্রূপ এই বিষয়-বৈরাগ্যও অভ্যাস ব্যতিরেকে ভোগলোলুপ মনের ইচ্ছাতে সম্পাদিত হয় না, অতএব অভ্যাস দ্বারা উক্ত বিষয়বৈরাগ্য-স্থিরতর করিতে চেষ্টা কর। দেহীরা যে পর্য্যন্ত বিষয়বৈরাগ্য-লাভ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহারা সংসাররূপ গর্ত্তমধ্যে বিচরণ করিয়া কেবল দুঃখই পাইতে থাকে। গমনব্যাপারশূন্য ব্যক্তি যেমন দেশান্তরে যাইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অতি বলবান্ হইলেও কোন দেহীই বিনা অভ্যাসে বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করিতে পারে না; অতএব জীবন্মুক্তির হেতুভূত বাসনা-ত্যাগ আমি করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া দেহীকে অভ্যাসবলে লতার ন্যায় বিষয়বিরতি বর্দ্ধিত করিতে হইবে। হে পুত্র! যাহাতে হর্ষক্রোধাদিবর্জ্জিত ক্রিয়াফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ শুভ-উপায় পুরুষকার ব্যতীত কেহই পাইতে পারে না। ২১—২৫। তবে যে লোকে দৈবের কথা বলিয়া থাকে, সে দৈবের আকার ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, "যাহা অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা স্বকীয় নিয়তি তাহাই দৈব" ইহা অতত্ত্বদর্শী মানবগণ বলিয়া থাকে, বাস্তবিক যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন, তাঁহারা তাহা বলেন না, তাঁহারা হর্ষক্রোধাদির হেতু কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া গেলে যাহা হর্ষ-ক্রোধাদি বিনাশক হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেই দৈব বলেন, ঐ দৈবই নিয়তিস্বরূপ, উহা পুরুষকার দ্বারা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ বৈরাগ্যের দৃঢ়তাভ্যাস ব্যতিরেকে উহা সম্পন্ন হয় না। তাত্ত্বিকী বুদ্ধি দৃঢ়ীভূত হইলে যেমন মরীচিকার জলভ্রম দূর হইতে থাকে, সেইরূপ যাহা যেরূপে সঙ্কল্পিত করা যাইবে, পুরুষকার-বলে তাহাই সিদ্ধ হইবে। মনঃসঙ্কল্পিত বিষয়জালের মধ্যে যাহা ফলবৎরূপে গৃহীত হইবে, তাহাই তদনুযায়ী ফল প্রদান করিয়া সুখ প্রদান করিবে। আমাদের মতে মনই কর্ত্তা (জীব), কর্ত্তা মন যাহা সঙ্কল্প করে, তাহাই হয়। এই মন যে প্রকার নিয়তির সঙ্কল্প করে, সেইরূপই নিয়তি হইয়া থাকে। ২৬—৩০। মন কখন নিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি করে, কখন বা অনিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি করে, আবার কখন নিয়তানিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি করে, উক্ত প্রকারে মনই নিয়তির যোজক। এই মনোরূপী জীব কখন (মোক্ষলাভের জন্য প্রাপ্ত হইলে) নিত্য একরূপ স্বভাবে নিরত পরমাত্মাতে প্রত্যক্ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার নামক নিয়তি (তদাকারস্ফুরণরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি) লাভ করত এই জগৎকোশে, গগনে বায়ুর ন্যায় অসঙ্গভাবে অবস্থান করেন। আবার সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া শাস্ত্ররূপ নিয়তিবিহিত স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্ম করত কেবল-মাত্র স্বকীয় সংজ্ঞাসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ "আমি কি যাজ্ঞিক শিষ্ট সদাচারপ্রবর্ত্তক," ইত্যাদি অজ্ঞলোককে বুঝাইবার জন্য নিয়তি-শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন, ফলতঃ তিনি সানুর ন্যায় অচল ও অটল থাকেন। অতএব যত দিন মন থাকিবে তত দিন দৈবও নাই, নিয়তিও নাই। হে সাধো! মন অস্তমিত, হইলে যাহা হয়, তাহাই হউক্। পুরুষ জন্মিয়া (অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধিকারী শরীর প্রাপ্ত হইয়া) জীব হয়, সেই জীব পৌরুষ সহকারে যাহা সঙ্কল্প করে, তাহাই সিদ্ধ হয়, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। ৩১—৩৫। হে পুত্র! পরমপুরুষার্থ ব্রহ্মাহম্ভাবপ্রাপ্তি ব্যতীত আর কিছুই সার দেখি না। অতএব পরমপৌরুষ আশ্রয় করিয়া বিষয়-বৈরাগ্য আহরণ করিবে। যত দিন ভোগবিষয়ে ভববন্ধমোচনী অরতি না জন্মে, ততদিন জয়-প্রদ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাবৎ মোহকারিণী বিষয়-রতি থাকিবে, তাবৎকাল এই সংসারদশারূপ দোলায় দুলিতে হইবে। হে পুত্র! ভোগজালরূপ ভোগি-নিকরে (সর্পগণে) বেষ্টিত অতি ভীষণ ও দুঃখপ্রদ কুৎসিত আশারূপী ঐ সংসার-দোলায় দোলন বৈরাগ্যশ্রবণমননাদির অভ্যাস ব্যতীত কখনই নিবৃত্ত হইবে না। বলি কহিলেন, হে নিখিলদৈত্যেশ্বর! দীর্ঘজীবনদায়িনী এই ভোগ-জালে অরতি জীবের অন্তরে কিরূপে স্থিতিলাভ করে? ৩৬—৪০। বিরোচন কহিলেন, এই যে মোক্ষফলদায়িনী আত্মাবলোকন-রূপিণী লতা, ইহাই শরৎকালে মহালতার (দ্রাক্ষাদিলতার) ন্যায় জীবের ভোগজালে বৈরাগ্যরূপ আনুষঙ্গিক ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। আত্মদর্শনেই এই উত্তম বিষয়বৈরাগ্য, পদ্মগর্ভে লক্ষ্মীর ন্যায় জীবহৃদয়ে স্থিতি করিয়া থাকে, অতএব এককালেই প্রজ্ঞারূপ মণির নিকষ হেতু শাস্ত্রীয় সুচারু বিচার দ্বারা পরমাত্ম-দেবকে দেখিতে চেষ্টা ও বিষয়জালে অনুরাগ পরিত্যাগ করিবে। যতদিন চিত্ত শাস্ত্রোক্ত নিয়মে সম্যক্ পরিনিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত চিত্তের দুইভাগ দেহধারণমাত্রোপযোগী বিষয়-ভোগে পূর্ণ করিবে, একভাগ শাস্ত্রালোচনায় পূর্ণ করিবে, আর এক ভাগ গুরুশুশ্রূষায় নিরত রাখিবে। যখন চিত্ত শাস্ত্রনিয়মপালনে কিঞ্চিৎ পারদর্শী হইবে, তখন বিষয়ভোগের জন্য চিত্তের এক-ভাগ নিযুক্ত করিবে, দুই ভাগ গুরুশুশ্রূষায় নিয়োজিত করিবে, শাস্ত্রচিন্তার জন্য একভাগ রাখিবে। ৪১—৪৫। যখন দেখিবে চিত্ত ঐরূপ কার্য্যে সম্যক্ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছে, অনায়াসেই সাধু-পথে ধাবিত হইতেছে, তখন চিত্তের দুই ভাগ শাস্ত্রচর্চ্চায় ও বিরাগ-

বৈরাগ্যে পূর্ণ করিবে, অপর দুই ভাগকে ধ্যান ও গুরুপূজায় নিয়োজিত করিবে। যেমন পরিশুদ্ধ নির্ম্মলবসনে রঞ্জনা উত্তম পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ জ্ঞানকথার বোধননিপুণ বিশুদ্ধ-চিত্ত জীবই উক্ত প্রকারে সাধুভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। এই চিত্ত-শিশুকে পবিত্র উপদেশযুক্ত যুক্তি দ্বারা লালন করিবে; যাহাতে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়েই পরিণত করা যায়, এইরূপভাবে চিত্ত-বালককে পালন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন চিত্ত পরমজ্ঞানে পরিণত হইবে অর্থাৎ আত্মার সহিত একভাবাপন্ন হইবে, এই বাহ্য মলিন জড়াকারের গ্রহণ একবারে শিথিল হইয়া যাইবে, তখন চিত্ত তাপহীন হইয়া কৌমুদীবিলিপ্ত স্ফটিকমণির ন্যায় সুন্দরভাবে বিরাজ করিবে। ভেদবুদ্ধি-বিহীন সরল পরমপ্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিলে দেখা যায় যে, এই ভোগজাল, ইহার ভোক্তা জীব ও দেহ, ইহাদের স্বরূপ একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। হে পুত্র! তুমি সর্ব্বদা বুদ্ধিসহকারে বিচার করিয়া যুগপৎ আত্মদর্শন ও তৃষ্ণাপরিত্যাগ করিবে। ৪৬—৫১। যেমন প্রদীপের তেজের অবস্থা ও দীপাবস্থা যুগপৎ পরস্পরাশ্রিত (তেজে দীপ রহিয়াছে, দীপে তেজ রহিয়াছে) তদ্রূপ আত্মদর্শনে তৃষ্ণাভাব ও তৃষ্ণাভাবে আত্মদর্শন, এইরূপ উভয়েই যুগপৎ পরস্পরাশ্রিত। যখন বিষয়-ভোগজালের কোনপ্রকার রসগ্রহণ থাকিবে না, কেবল একমাত্র পরাবর পরমব্রহ্ম দৃষ্ট হইবেন, তখনই পরমব্রহ্মে অনন্ত চিরস্থায়ী বিশ্রান্তি হইবে। আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে কেবল বিষয়ানন্দে থাকিলে জীবগণের কখনই অনন্ত সুখ উৎপন্ন হয় না। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও তীর্থযাত্রাদির দ্বারা সুখ হয় বটে, কিন্তু জীবের বিষয়বৈরাগ্য আত্মদর্শন ব্যতীত তপস্যা, দান ও তীর্থযাত্রাদির দ্বারা সম্পাদিত হয় না। ৫২—৫৫। পুরুষের স্বীয়প্রযত্ন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আত্মবিলোকন-বুদ্ধি শ্রেয়স্করী হয় না। হে পুত্র! বিষয়ত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে বিশ্রান্তিজনিত যে পরম সুখ, তাহা এই জগতে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত কেহই অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হয় না, অতএব যাহাতে আপনার আত্মরূপে প্রতিভাত পরমকারণ পরমপদে বিশ্রান্তি হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া দৈবকে দূরে পরিহার করিবে এবং শ্রেয়োলাভের দ্বারের অর্গলস্বরূপ ভোগজালের প্রতি ঘৃণা করিবে। যখন ভোগজালের প্রতি ঘৃণা গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন বর্ষাবৃষ্টির পর শ্রীমান্ বিমল শরৎকালের ন্যায় আপনা হইতেই বিচার উপস্থিত হইবে। ঘৃণা হইতে বিষয়জালের প্রতি বিচার জন্মে, বিচার হইতে ভোগবিষয়ে ঘৃণা জন্মে, বিচার ও বিষয়জালের প্রতি ঘৃণা এই দুইটী সাগর ও মেঘের ন্যায় পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ৫৩—৬১। গাঢ়স্নেহে আবদ্ধ বন্ধুরা যেমন পরস্পর মিলিত হইয়া উভয়ের কার্য্যসাধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিচার ভোগের প্রতি ঘৃণা ও শাশ্বত আত্মদর্শন, ইহারা পরস্পর মিলিত হইয়া পরমার্থসাধন করিয়া থাকে। প্রথমে দৈবকে হেয় জ্ঞান করিয়া প্রযত্নসহকারে একমাত্র পুরুষকার দ্বারা দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক অর্থাৎ বলপূর্ব্বক ভোগ্যবিষয়ে বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে। দেশাচারসম্মত আত্মীয়জনের অনুমোদিত পুরুষকার দ্বারা প্রথমে ধনসঞ্চয় করিতে হইবে, পরে সেই সঞ্চিত ধন দ্বারা গুণবান্ সাধুজনের সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার বশে আনিবে। সেই সাধুগণের সঙ্গে থাকিলে বিষয়জালের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয়। ৬২—৬৫। তাহার পরে আমি কে কোথা হইতে আসিলাম, ইত্যাদি সদ্বিচার উপস্থিত হয়। পরে বিচারিত বিষয়ের জ্ঞান, অনন্তর শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের নির্ণয় এবং তৎপরে ক্রমে পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যদি যৌবনকালে নিতান্তই বিষয়ত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইলে বিষয় হইতে বিরত হইবে, তখন বিচার দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হইবে এবং পরমপাবন পরমাত্মার সম্যক্ স্বরূপে বিশ্রান্তি-লাভ করিবে, আর কখন দুঃখভোগের জন্য কল্পনাপঙ্কে নিপতিত হইবে না। যদিও এক্ষণে বিষয়ের প্রতি তোমার আস্থা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমাতে এ সমস্ত কিছুই নাই, তুমি বিশুদ্ধ সদাশিব ব্রহ্ম, অতএব আমি তোমাকে ব্রহ্মবোধে নমস্কার করিলাম। বৎস! এক্ষণে তুমি দেশাচার-সম্মত উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিয়া ধনের প্রতি তুচ্ছভাবে উপার্জ্জিত ধন দ্বারা সাধুদিগের সম্মাননা করত তাঁহাদের সঙ্গ আশ্রয় কর। সাধুদিগের সংবাসে বিষয়ের প্রতি তোমার অবহেলা ও সম্যক্ পরমার্থ-বিচারশক্তি জন্মাইবে, পরে তাহাতেই তোমার পরমপদপ্রাপ্তি হইবে। ৬৬—৭১।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বলি কহিলেন,—সম্যক্ বিচারবান্ মদীয় পিতা পূর্ব্বে আমাকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমার ভাগ্যক্রমে স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছে, আমি সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ করিয়াছি। অদ্য ভোগবিষয়ের প্রতি আমার স্পষ্টই বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমি সুধাসম শীতল নির্ম্মল শান্তিসুখে অবগাহন করিতেছি। আমি কত আশা পূরণ করিয়াছি, কত ধন উপার্জ্জন করিয়াছি, কতবার আমাকে চাটুবাক্যে কুপিত কান্তার কোপাপনয়ন করিতে হইয়াছে, সম্পত্তিরক্ষার্থ কতই যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। আহা! এই সুশীতল শান্তি বড়ই মনোরম! হৃদয়ে এই শান্তিগুণ আশ্রয় করিলে সমস্ত সুখ-দুঃখ দূরীভূত হয়। আমি এক্ষণে শান্তিপদে প্রতিষ্ঠিত, এক্ষণে আমার নিখিল তাপোপশান্তি হইল, আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলাম, আমি এক্ষণে পরমসুখে অবস্থান করিতেছি। আমার অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দ বোধ হইতেছে, কে যেন আমার হৃদয়মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল অর্পণ করিয়াছে (নতুবা এত আনন্দ লাভ করিব কেন?)। ১—৫। হায়! বিত্তযোপার্জ্জন মহাদুঃখপ্রদ, যেহেতু তাহাতে ভোগের উৎকণ্ঠায় মন সতত নর্ত্তিত হইয়া সেই বিভবের দিকেই ধাবিত হয়, সমস্ত শরীর যেন দগ্ধ হইয়া যায় এবং সর্ব্বদা ক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থান করিতে হয়। আমি পূর্ব্বে অঙ্গনার অঙ্গে অঙ্গনিষ্পীড়ন করিয়া, তাহার মাংসে মদীয় মাংস নিষ্পীড়ন করিয়া যে প্রীতি লাভ করিতাম, তাহা কেবল মোহেরই বিলাসমাত্র। আমি কতই সম্পত্তি দেখিয়াছি, যাহা কিছু ভোগ্য আছে, তৎসমস্তই অকুতভাবে ভোগ করিয়াছি, নিখিলপ্রাণি-বর্গকে আক্রমণ করিয়াছি অর্থাৎ সকলের উপর আধিপত্য করিয়া কাল কাটাইয়াছি, তাহাতে আমার ভালই বা কি হই-য়াছে? আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, সর্ব্বত্রই পুনঃপুনঃ একরূপই দেখিয়াছি, একরূপই ভোগ করিয়াছি। অপূর্ব্ব ত কিছুই পাই

নাই। এক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমি পূর্ণস্বরূপবোধ পূর্ণ ও স্বস্থ হইয়া আত্মাতে অবস্থান করিতেছি (আমি আর দেহে নাই)। ৬—১১। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালমধ্যে সারভূত যে অঙ্গনা ও মণি-মাণিক্যাদি, তাহাও তুচ্ছকাল কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে দুঃখ ব্যতীত কদাচ সুখ দৃষ্ট হয় না। এতাবৎকাল আমি অত্যন্ত বালক ছিলাম, আমার কোন জ্ঞানই ছিল না, যেহেতু তুচ্ছ জগতের আশায় দেবগণের প্রতিও বিদ্বেষ করিয়াছি। মনের ব্যাপারসম্ভূত এই জগৎ মহান্ আধিস্বরূপ, ইহাতে এমন কি পুরুষার্থ আছে যে, পরিত্যাগ করিবে না? মহাত্মা ব্যক্তির ইহাতে অনুরাগই বা কি? হায়! আমি চিরকাল অজ্ঞানমদে মত্ত হইয়া পুরুষার্থবোধে অনর্থেরই সেবা করিয়া আসিয়াছি। আমি তরল-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া ঐ যাবৎকাল না জানিয়া এই জগত্রয়ে কেবল অনুতাপবর্দ্ধনার্থ কি না করিয়াছি? ১১—১৫। এক্ষণে আর তুচ্ছ পূর্ব্বচিন্তায় প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বর্ত্তমান মোহের চিকিৎসা দ্বারা যাহাতে পুরুষকার সফল হয়, তাহারই উপায় দেখি। অপরিচ্ছিন্ন কারণস্বরূপ পরমব্রহ্মের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হইয়া যাহাতে মন্থনের পর ক্ষীরসাগরে রসায়নের ন্যায় পরমাত্মার পরমসুখ লাভ করি, যাহাতে এই জগৎপ্রপঞ্চ কি, আমি কি, ইত্যাদি জানিতে পারি, যাহাতে অজ্ঞানের শান্তি হয়, শুক্রাচার্য্যের নিকট তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করি আশ্রিতজনের প্রতি অনুগ্রহশীল পরমেশ্বর শুক্রাচার্য্যকে ধ্যান করি, অনন্তর তাঁহার উপদিষ্ট অনন্তবিভব-স্বরূপ পরমব্রহ্মে মিশিয়া থাকি। মহাত্মাদিগের উপদেশেই অক্ষয় অর্থের সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১২—১৯।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পরাক্রমশালী বলি এইরূপ চিন্তা করিয়া নয়ন মুদ্রিত করত আকাশমন্দিরে অবস্থিত পদ্মপলাশলোচন শুক্রের ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সর্ব্বদা ধ্যানতৎপর ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য জানিতে পারিলেন যে, তদীয় শিষ্য বলি তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছায় সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তাঁহার চিত্তের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বব্যাপী স্বরূপের চিন্তা করিতেছে। তখন সর্ব্বগত, অনন্ত, চিন্ময়, আত্মস্বরূপ, প্রভু ভার্গব নিজদেহ-সহ আপনাকে বলির রত্ননির্ম্মিত বাতায়নপথে উপনীত করিলেন। বলি গুরুদেবের দেহপ্রভাজালে মার্জ্জিতমোহ হইয়া, প্রভাতে রবিকিরণ-সংশোধিত কমলের ন্যায় বোধ (পদ্মপক্ষে বিকাশ, বলি পক্ষে জ্ঞান) প্রাপ্ত হইলেন। তথায় তিনি ভার্গবের পাদবন্দন, তাঁহাকে রত্নার্ঘ্যপ্রদান ও মন্দারকুসুমমালা সমর্পণ দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। ১—৫। অনন্তর গুরুদেব শিষ্যপ্রদত্ত রত্ন ও মন্দারমালা অঙ্গে ধারণ করিয়া মহার্হ আসনে উপবেশন করিলে বলি তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! সৌরী প্রভা যেমন জনগণকে কার্য্যে ব্যাপৃত করে (সূর্য্যোদয়ে দিবাভাগে লোকে স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে), তদ্রূপ আপনার অনুগ্রহে বিকাশপ্রাপ্ত মদীয় প্রতিভা আপনার নিকট আমাকে প্রশ্ন করিতে নিয়োগ করিতেছে। আমি মহামোহপ্রদ ভোগসমূহের প্রতি বিরক্ত হইয়াছি। অতএব যাহাতে আমার ঐ ভোগজনিত মহামোহ দূরীভূত হয়, সেই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। এই ভোগসমূহের অবধি কি পর্য্যন্ত? ইহার স্বরূপই বা কি? আমি কে? আপনি কে? এই সমস্ত লোকগণই বা কে? তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন। শুক্র কহিলেন, হে অখিলদানবেন্দ্র! আমি এক্ষণে আকাশমার্গে যাইতেছি, অধিক কি আর বলিব সংক্ষেপে সার কথা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬—১০। এই জগতে একমাত্র চিৎই বিদ্যমান, এই জগৎ চিৎ ও চিন্ময়। তুমিও চিৎ আমিও চিৎ, এই সমস্ত লোকও চিৎ ইহাই সার জানিবে। তুমি যদি প্রকৃত শ্রদ্ধালু বিবেকী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই যাহা বলিলাম, ইহার নিশ্চয় ধারণায় সমস্ত লভ্যবিষয় লাভ করিবে নচেৎ তোমাকে বিস্তৃতভাবে বহু উপদেশ দেওয়া ভস্মে আহুতি দেওয়া মাত্র। চিৎকে চৈত্যরূপে কল্পনা করার নাম বন্ধ এবং উক্ত কল্পনামোচনের নাম মুক্তি। কল্পিত চেত্য (দৃশ্য) আকার হইতে নির্ম্মুক্ত চিৎই পূর্ণ আত্মা ইহাই সমুদয় সার সিদ্ধান্ত। এইরূপ নিশ্চয় গ্রহণ করিয়া নিজে অনায়াসেই আত্মাকে আপন আত্মায় দেখিতে পাইবে এবং অনন্ত পদ প্রাপ্ত হইবে। আমি এক্ষণে আকাশে যাইতেছি, ঐ স্থানে সপ্তর্ষিগণ সমাগত হইয়াছেন, কোন দেবকার্য্যের অনুরোধে আমাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে। রাজন্! যতদিন এই দেহ থাকে, ততদিন মুক্তধী ব্যক্তিগণ যথা-প্রাপ্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে পারেন না (এ কারণ সর্ব্বত্যাগী অনাসক্তবুদ্ধি হইলেও আমি উপস্থিত সুরকার্য্য ত্যাগ করিতে পারিতেছি না)। অনন্তর ভৃগুনন্দন এই কথা বলিয়া গ্রহপংক্তি-সঙ্কুল পদ্মরাগরঞ্জিত ভ্রমরের ন্যায় কর্ব্বুরবর্ণ (১) আকাশমার্গে মেঘপথ দ্বারা চঞ্চল ঊর্ম্মিমালার ন্যায় মহাবেগে উপরে উঠিলেন। ১১—১৭।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৬॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সুরাসুরগণের প্রধান ভৃগুনন্দন প্রস্থান করিলে, বুদ্ধিমান্‌দিগের অগ্রণী বলি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ঠিক বলিয়াছেন, এই ত্রিজগৎ এক মাত্র চিৎই, আমি চিৎ, এই লোকসমুদয় চিৎ, এই দিক্ সমুদয় চিৎ, এই ক্রিয়াও চিৎ, বাহ্য-অভ্যন্তর নিখিলপদার্থই পরমার্থতঃ চিৎস্বরূপ, চিৎ ব্যতীত এই জগতে কুত্রাপি কিছুই নাই। এই আদিত্যদেব যদি চিতির দ্বারা সূর্য্যরূপে প্রকাশিত না হন, তাহা হইলে তাহাতে অন্ধকারের কি পার্থক্য উপলব্ধি করা যাইবে? এই পৃথিবী যদি চিতি দ্বারা পৃথিবীরূপে চেত্য না হয় তবে ইহার পৃথিবীত্ব কিরূপে নিরূঢ় হইবে। ১—৫। এইরূপ এই দিক্‌সকল যদি চিতি দ্বারা দিক্‌রূপে চেতিত না হয় তবে দিকের দিক্‌ত্ব এবং শৈল প্রভৃতির শৈলত্বাদি কিরূপে পৃথক্ উপলব্ধ হইবে? জগৎ যদি এই জগৎ এইরূপে চিতি দ্বারা চেত্য না হয়, তাহা হইলে জগতের জগত্ত্ব কি? আকাশের আকাশত্বই বা কি? এই যে পর্ব্বতসমান বিপুলদেহ, ইহা যদি চিতি দ্বারা চেতিত না হয়,

(১) আকাশ স্বতঃই ভ্রমরের ন্যায় নীল, শুভ্রতারকারাজিতে স্থানে স্থানে তাহার বর্ণ পুষ্পরাগের ন্যায় শুভ্র লক্ষিত হইতেছে।

তাহা হইলে শরীরীদিগের শরীরিত্ব কিরূপে অনুভূত হইবে? অতএব ইন্দ্রিয়সকল চিৎ, শরীর চিৎ, মন চিৎ, মনের ইচ্ছাও চিৎ, অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত্রই চিৎ, আকাশও চিৎ, নিখিলপদার্থই চিৎ, এই সংসার চিৎসত্তায় অবস্থিত। আমি একমাত্র চিতি দ্বারাই ভোগেচ্ছাপূর্ব্বক এই সমস্ত শব্দাদি বিষয়জাত ভোগ করিতেছি, শরীর দ্বারা কিছুই করিতেছি না। ৬—১০। কাষ্ঠলোষ্ট্র সদৃশ এই শরীরে আমার কি প্রয়োজন? এই নিখিল জগৎ যখন এক চিন্ময় আত্মা, তখন আমিও চিন্ময় আত্মা। আকাশে যে চিৎ বিদ্যমান, আমিও সেই চিৎস্বরূপ, সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থে যে চিৎ বিদ্যমান, আমিও তাহাই, বায়ুজলাদি ও নিখিল সুরাসুর স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ—সর্ব্বত্র যে চিৎ বিদ্যমান, আমিও সেই চিৎ। এই জগতে একমাত্র চিৎই বিদ্যমান, ইহাতে অন্য দ্বিতীয় কল্পনা নাই, অতএব দ্বৈত যখন অসম্ভব, তখন শত্রুই বা কে, আর মিত্রই বা কে? বলিনামক এই শরীরের এই উজ্জ্বল মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইলে চিতের কিছুই খণ্ডিত হইবে না। কারণ, চিৎ সর্ব্বলোক পূরণ করিয়া রহিয়াছে। এই যে দ্বেষাদি ধর্ম্ম, ইহাও চিতি দ্বারা চেতিত হইলে দ্বেষাদি পদবাচ্য হয়, অন্যরূপে নহে; অতএব দ্বেষাদি নিখিল ধর্ম্মও চিৎস্বরূপ। ১১—১৫। এই যে বিশাল জগৎ, সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে চিদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই উপলব্ধ হইবে না। এই বিশুদ্ধ চিতির দ্বেষ নাই, রাগ নাই, মন নাই, ইহার কোনারূত্তিই নাই, তবে এই অতি বিশুদ্ধ চিতির বিকল্পকল্পনা কোথা হইতে সম্ভবে? আমি সর্ব্বগামী, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, আনন্দময় চিৎস্বরূপ, আমি বিকল্পকল্পনার অতীত, আমার কোন দ্বিতীয় অংশ নাই। নামরূপবিহীন চিতির যে "চিৎ" এই নাম, ইহা বাস্তবিক নাম নহে। সর্ব্বপ্রকার নামরূপকল্পনার অধিষ্ঠান-স্বরূপা এই চিতিশক্তিই স্বকীয় নামশব্দস্বরূপা হইয়া পরিস্ফুরিত হইতেছে। আমি দৃশ্যদর্শনবিবর্জ্জিত কেবল নির্ম্মলস্বরূপবিশিষ্ট, আমি আভাসহীন নিত্যপ্রকাশ দ্রষ্টা পরমেশ্বরস্বরূপ। ১৬—২০। আমি ঈদৃশ চিৎপ্রকাশস্বরূপ, আমাতে যে নিত্য আত্মস্বরূপে অনবভাসিত জলবিম্বিত বা কুন্তলপ্রতিবিম্বিত সূক্ষ্ম চন্দ্রকলার ন্যায় কল্পনারূপী পরিচ্ছিন্ন জীবভাব উদিত হইয়াছে, ইহা আভাস-মাত্র অর্থাৎ ভ্রান্তি, বাস্তবিক নহে, অতএব স্বকীয় পূর্ণস্বরূপে এক্ষণে উক্ত জীবভাবকে তুচ্ছ বোধ করিয়া পরাভব করিতেছি (উহাকে বশে আনিতে পারিয়াছি)। চেত্যরূপরঞ্জনা-বিহীন প্রত্যক্‌চেতনরূপী (অখণ্ডচৈতন্যরূপী) বিমুক্ত মহাত্মা স্বীয় স্বরূপকে নমস্কার করি। আমার নিখিল চেত্যভাগ প্রশান্ত হইয়াছে; আমি সৎ-চিৎস্বরূপ, আমি মহৎ, আকাশের ন্যায় অনন্ত, অণু হইতেও অণু, অথচ বিস্তৃতস্বরূপ, সুখ-দুঃখদশা প্রভৃতি কিছুই আমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ২১—২৫। আমি অসংবেদ্য অচেত্য সংবিৎস্বরূপ, আমি চেতনস্বরূপ, এই জগদন্তঃপাতী ভাব বা অভাব পদার্থসমুদয় আমাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তবে ইহারা আমাকে যদি পরিচ্ছিন্ন করে, তাহাতে আমার অসম্মতি নাই, পরিচ্ছিন্ন করুক্। কারণ, আমার স্বরূপমাত্র পরিচ্ছিন্ন করায় উহারা যে আমা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইবে, তাহা নহে; উহারা আমাতেই পরিশোধিত অর্থাৎ আমিই উহারা। ঘাতকজন যদি দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করে, হনন করে বা পান করে, তাহাতে হস্তধরের অভিন্ন-দেহাত্মক দেহীর যেমন মনের কোন প্রকারই ক্ষতি হয় না, তেমনি ইহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি সর্ব্বদা সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বকারী ও সর্ব্বগামী। আমি একমাত্র চিৎস্বরূপ, অতএব আমি যদি চেত্য হই, তাহাতে ক্ষতি কি? সঙ্কল্প-বিকল্পেই বা আমার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে? আমি এযাবৎ অজ্ঞানবশতঃ সংকোচপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি, এক্ষণে তত্ত্ববোধ হইয়াছে; অতএব এক্ষণে পবিত্র আত্মায় শান্তি লাভ করি। ২৬—৩০। পরমজ্ঞানী বলি এইরূপ চিন্তা করিয়া চৈতন্যপ্রতিপাদক ওঙ্কারের অকারাদি মাত্রাত্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র অর্দ্ধমাত্রাত্মক তুরীয়ব্রহ্ম ভাবনা করত মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্প প্রশান্ত হইয়া গেল। তিনি চেত্যবিষয়চিন্তা দূরে পরিহার করিয়া নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্যাতৃভাব, ধ্যেয়ভাব ও ধ্যানভাব সমস্ত দূরে গেল, বাসনাও অপসৃত হইল। এইরূপে মহৎপদ প্রাপ্ত হইয়া বলি নিবাতনিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উপশান্তমনা সেই বলি পাষাণখোদিত পুত্তলিকার ন্যায় সেই রত্নময়-গবাক্ষদেশে বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। সমস্ত এষণাপ্রশমনকারী, বিষয়মননদোষ-বর্জ্জিত, পরিপূর্ণ, নির্ম্মল ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় বলি, জলদ-বিরহিত শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৫।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর বলির ঐ অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুচর দানবগণ তদীয় স্ফাটিক সৌধোপরি আসিয়া উপস্থিত হইল। ডিম্ভপ্রভৃতি তদীয় ধীর মন্ত্রিগণ, কুমুদপ্রভৃতি সামন্তরাজগণ, সুরপ্রভৃতি রাজগণ, বৃত্তপ্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ, হয়গ্রীব প্রভৃতি সৈন্যগণ, চক্র প্রভৃতি বান্ধবগণ, লড়ুক প্রভৃতি সুহৃদ্গণ ও তাঁহার চিত্তবিনোদকারী বল্লুক প্রভৃতি সহচরগণ, তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুবের, যম ও মহেন্দ্রাদি দেবগণ উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইলেন, যক্ষ, বিদ্যাধর ও নাগগণ, আসিয়া তাঁহার সেবা করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি সুরসুন্দরীগণ আসিয়া চামরবীজন করিতে লাগিল। তৎকালে সাগর, নদী, পর্ব্বত, দিক্ ও বিদিক্ প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃগণ বলির সেবা করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ত্রৈলোক্যবাসী অনেক দেবযোনিগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১—৬। তাঁহারা সকলে নতকিরীট হইয়া সমাদরে দেখিতে লাগিলেন,—বলি ধ্যান-মৌন সমাধিস্থ হইয়া চিত্রার্পিত অচলের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। সেই মহাসুরগণ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক যথাযোগ্য প্রণামাদি করিয়া বিষাদে, বিস্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া গেলেন। মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য দানবগণ "আমরা বিচার করিয়া ইহার কি করিব?" এইরূপ স্থির করিয়া সর্ব্ববিদ্বর গুরু শুক্রাচার্য্যকে ধ্যান করিল। দৈত্যগণ চিন্তার পরেই কল্পনাপ্রাপ্ত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় ভাস্বর ভার্গবশরীর নিরীক্ষণ করিল। ৭—১০। ভার্গব দৈত্যগণ কর্তৃক অর্চ্চিত হইয়া মহার্হ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক দেখিলেন,—দানবেশ্বর বলি ধ্যানমৌন হইয়া রহিয়াছেন। শুক্রাচার্য্য বলিকে স্নেহনয়নে দর্শন করত

যেন ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—"এইবার বলিৰ ভবভ্রম বিদূরিত হইয়াছে।" অনন্তর অসুরগুরু সভা-উজ্জ্বলকারী স্বীয় সমুজ্জ্বল দেহপ্রভায় তথায় ক্ষীরসাগর নির্ম্মাণ করিয়া, সভাস্থ লোকগণকে উপহাস করত বলিতে লাগিলেন, ওহে দৈত্যগণ! এই বলি আত্মবিচারণায় সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত নির্ম্মল ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনি এক্ষণে সিদ্ধ ভগবান্ হইয়া গিয়াছেন, এই কারণে ইনি পরমসুখে বিশ্রাম করিতেছেন। হে দানবশ্রেষ্ঠগণ! এক্ষণে ইনি এইরূপ সমাধিমগ্ন হইয়া পরমানন্দময় আপন আত্মার চিরাবস্থানপূর্ব্বক অনাময় ব্রহ্মপদ অবলোকন করুন। ১১—১৫। ইনি এ যাবৎ শ্রান্ত ছিলেন এক্ষণে বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাঁর চিত্ত হইতে সংসারভ্রম অপসৃত হইয়াছে, সংস্কারমিহিকা (কুজ্ঝটিকা) ইহাতে আর নাই, অতএব হে দানবগণ! ইহাঁর সহিত এক্ষণে কথা কহিতে চেষ্টা করিও না। রাত্রিজাত অন্ধকারের অবসানে দিবস যেমন সৌরকিরণজালে আলোকিত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানসঙ্কট দূরীভূত হওয়ায় এক্ষণে ইনি জ্ঞান লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মূর্চ্ছিতভাব অপগত হইলে, রাজকোষে নিলীন অঙ্কুরের উদ্গমের ন্যায় অহম্ভাব অঙ্কুরিত হইবে, তখন ইনি আপনিই প্রবোধ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ ইহাঁর সুপ্তিভঙ্গ হইবে। হে দানবাধিপতিগণ! তোমরাই এক্ষণে প্রভুর কার্য্য (রাজকার্য্য) কর। সহস্র বৎসরের পরে ইনি সমাধি হইতে উত্থিত হইবেন। গুরুদেব শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিলে তত্রত্য দানবগণ বৃক্ষের শুকমঞ্জরী পরিত্যাগের ন্যায় হর্ষক্রোধবিষাদ-জনিত চিন্তা পরিত্যাগ করিল। অনন্তর দৈত্যগণ সকলে বিরোচনপুত্র বলির পূর্ব্বনিয়মমত তদীয় রাজকার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহার পরে তথায় সমুপস্থিত নরগণ মহীতে, ভুজগপতিগণ রসাতলে, গ্রহগণ আকাশে, দেবগণ স্বর্গে, কুলপর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ কুলপর্ব্বতে, দিক্পতিগণ স্ব স্ব দিকে, বনেচরগণ বনে ও গগনচরগণ গগনে প্রস্থান করিল। ১৬—২২।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

কহিলেন,—অনন্তর বর্ষসহস্র অতীত হইলে, দানবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বলি দেবদুন্দুভিনিনাদে বোধ প্রাপ্ত হইলেন বলি প্রবুদ্ধ হইলে সেই বলিনগর সূর্য্যোদয়ে কমলাকরের ন্যায় সুশোভমান হইল। বলি প্রবুদ্ধ হইয়া, যতক্ষণ সেস্থানে অপর দানবগণ আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, ততক্ষণ সেই সমাধিগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন; এই পরমার্থপদবী কি অপূর্ব্ব রমণীয়! আমি ইহাতে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া সাতিশয় বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলাম, অতএব আমি এই পদবী আশ্রয় করিয়া কেবল বিশ্রাম করিতে থাকি। এই সমস্ত বাহ্য-সম্পদ্ ভোগ করিয়া আমার কি লাভ হইবে? ১—৫। এই সমাধিসমুৎপন্ন আনন্দ আত্মার অন্তরে যেমন সন্তোষবিধান করিল, এইরূপ আনন্দভরস চন্দ্রবিম্বেও নাই অর্থাৎ চন্দ্রবিম্বে মগ্ন হইয়া থাকিলে, এরূপ আনন্দলাভ করা যায় না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বলি আবার বিশ্রান্তিনিমিত্ত সমাধিমগ্ন হইলেন। অনন্তর মেঘ যেমন চন্দ্রকে আবরণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ দৈত্যগণ আসিয়া বলিকে বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। কুলাচলসদৃশ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত সেই বলি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তাহাদিগের নিকট প্রণাম প্রাপ্ত হইয়া (ক্ষণকাল) ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া আবার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি ক্ষীণবিকল্প চিৎ-স্বরূপ, আমার আবার কি উপাদেয় আছে যে, মদীয় মন উপাদেয়-বুদ্ধিতে বাহ্যবিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া সেই বাহ্যবিষয়ের প্রতি অনুরাগরূপ মলযুক্ত হইবে? আমি মোক্ষ ইচ্ছা করিতেছি কেন? কেই বা আমাকে পূর্ব্বে বদ্ধ করিয়াছিল? আমি আবদ্ধ হইয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিতেছি, কি অপূর্ব্ব মূর্খতা। ৬—১০। বস্তুতঃ আমার বন্ধও নাই মোক্ষও নাই। আমার সে মূর্খতা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার ধ্যান করিয়া কি ফল? ধ্যান না করিয়াই বা কি ফল? প্রত্যক্স্বরূপ আত্মতত্ত্ব উদাসীনভাবে বাহ্য-বস্তু অবলোকন করত যে যে বস্তুর প্রতি ধাবিত হইতে চেষ্টা করেন, তাহা করুন, ইহাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, (কারণ, অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় আমার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ত হইবে না।) আমি ধ্যান ইচ্ছা করি না, ধ্যানের অভাবও ইচ্ছা করি না, ভোগ ইচ্ছা করি না, ভোগের অভাবও ইচ্ছা করি না, আমি সর্ব্বত্র সম ও বিগতজ্বর হইয়া অবস্থান করি। আমার পরব্রহ্মে বাঞ্ছা নাই, এই জগতেও আমার বাঞ্ছা নাই, আমার ধ্যানাবস্থাতেও প্রয়োজন নাই এবং বাহ্য বিভবেও প্রয়োজন নাই। আমি মৃত নহি, আমি জীবিতও নহি; আমি সৎ নহি, অসৎও নহি, সময়ও নহি, এই জগৎও আমার নহে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুও আমার নাই। আমাকে আমি নমস্কার করি। আমি বৃহৎস্বরূপ। ১১—১৫। এই জগদ্রাজ্য যদি থাকে, তবে আমি ইহাতে অবস্থিত থাকি, আর যদি না থাকে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি শীতল হইয়া আত্মায় অবস্থান করি। ধ্যানেও আমার কোন কাজ নাই, আর রাজ্যবিভবেও আমার কোন কাজ নাই। যাহা উপস্থিত হয় হউক, আমার কোথাও কিছু নাই। যদিও এক্ষণে আমার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, তথাপি আমার প্রারব্ধ রাজকার্য্য না করি কেন?" জ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূর্ণাত্মা বলি এই স্থির করিয়া, দিবাকর যেমন পদ্মোপরি কিরণদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ উপস্থিত দৈত্যবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বায়ু যেমন পুষ্প-সৌরভ গ্রহণ করে, তদ্রূপ বলি প্রত্যেক ব্যক্তিতে অর্পিত দৃষ্টিপাত দ্বারা নিখিলদানবের প্রণাম গ্রহণ করিলেন। ১৬—২০। অনন্তর বিরোচন-নন্দন তথায়, অনাসক্ত অথচ আসক্ত হইয়া সমুদয় রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন; দেবগণের, গুরুবর্গের ও ব্রাহ্মণদিগের যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন, সুহৃদ্বর্গ, বন্ধুবর্গ, সামন্তগণ ও সাধুগণের সম্মাননা করিতে লাগিলেন, অর্থ দ্বারা ভৃত্যগণের ও যাচকগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে লাগিলেন, বিচিত্র বিভব অর্পণ করিয়া আত্মজাদিগের লালন ও সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। বলি এইরূপে সকলের শাসন করত সেই রাজ্যে দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তাঁহার যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইল। তৎপরে সেই বলি শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে লইয়া নিখিল-ভুবনসন্তর্পণকারী দেবর্ষিগণের প্রশংসিত, এক মহাযজ্ঞ (অশ্বমেধ) করিতে লাগিলেন। ২১—২৫। অনন্তর সিদ্ধিপ্রদ বিষ্ণু "বলি ভোগার্থী নহে" ইহা

সিদ্ধান্ত করিয়া বলির অভীষ্টসাধনের নিমিত্ত সেই যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন; কার্য্যবিৎ হরি একমাত্র ভোগ-লালসায় কাতর, অতএব শোচনীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ইন্দ্রকে এই জগৎরূপ জীর্ণ-জঙ্গল দিবার জন্ত উদ্যোগী হইয়া বলিকে বঞ্চনা করিলেন এবং ভূগর্ভ-গৃহে বানরবন্ধনের ন্যায় পাতালতলে বলিকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিলেন। হে রাম! বলি নির্ব্বিকল্প-সমাধিমগ্ন ও বাহ্যবুদ্ধিশূন্ত হইয়া অদ্যাপি জীবন্মুক্ত শরীরে স্বস্থভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইন্দ্রত্বপ্রাপক প্রারব্ধ তাঁহার এখনও যায় নাই - অর্থাৎ তিনি পরেও আবার ইন্দ্র হইবেন। জীবন্মুক্ত হইয়া পাতালকুহরে অবস্থান করত বলি বিপদ্ ও সম্পদ্ উভয় অবস্থাকেই সমভাবে দর্শন করিতেছেন। ২৬—৩০। চিত্রলিখিত সূর্য্য যেমন স্থিরকিরণ, উদয়াস্তবিহীন ও সমভাবে অবস্থিত হন, তদ্রূপ তাঁহার বুদ্ধি সুখ-দুঃখে সমভাবে অবস্থিত ও উদয়াস্তবিহীন অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার চিত্ত জীবদিগের সহস্র সহস্র বার আবির্ভাব ও তিরোভাব চিরদিন দেখিয়া দেখিয়া ভোগবিষয়ে একেবারে বিরতি প্রাপ্ত হইয়াছে। দশকোটি বৎসর ত্রৈলোক্যরাজ্য শাসন করিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলির চিত্ত এইরূপ উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। বলি সহস্র সহস্র কত সুখ-দুঃখের গতায়াত দেখিলেন, শত শত কত সম্পদ্-বিপদ্ দেখিলেন. বারংবার ঐরূপ দেখিয়া সমস্তই অসার অনিত্য স্থির করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে আর তিনি কোথায় আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন? এক্ষণে তিনি একেবারে ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া পাতালমধ্যে সম্পূর্ণমনা আত্মারাম হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ৩১—৩৫। হে রাম! এই বলি ইন্দ্র হইয়া আবার বহুবর্ষ ব্যাপিয়া এই ত্রৈলোক্যরাজ্য শাসন করিবেন। ইন্দ্রপদপ্রাপ্তিতেও তাঁহার কোন তুষ্টি নাই, আবার ইন্দ্রপদ হইতে চ্যুত হইলেও তাঁহার কোন উদ্বেগ নাই, তিনিসর্ব্বভাবেই সমান, সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্ত, প্রারব্ধ কর্ম্মবশে উপনীত বিষয়ের উপভোগকারী ও স্বস্থ হইয়া আকাশের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তোমার নিকট বলির এই বিজ্ঞানপ্রাপ্তির কথা বলিলাম, তুমিও স্থিরভাবে এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া অভ্যুদয় লাভ কর। হে রাঘব! তুমি বলির মত বিবেকবলে 'আমি নিত্য" এই নিশ্চয় করিয়া পুরুষকার দ্বারা অদ্বৈতপদ প্রাপ্ত হও। ৩৬—৪০। অসুরশ্রেষ্ঠ বলি দশকোটি বৎসর ত্রিভুবনরাজ্যভোগ করিয়া পরে ঐ রাজ্যভোগে বিরক্তি বোধ করিলেন। অতএব হে অরিসূদন! কেবল বিরাগেরই আস্পদ এই ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে বিরাগ নাই, এমন সত্য আনন্দময় পদ প্রাপ্ত হও। হে রাম! বিবিধ-আকৃতি-বিকৃতিপ্রদ এই দৃশ্যদৃষ্টি, পর্ব্বতের ন্যায় দূর হইতে রম্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা রম্য নহে, তোমার চিত্ত ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের দিকে ধাবিত হইতেছে, পামরব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেছে, অতএব চিত্তকে সংযত করিয়া হৃদয়কোটরে স্থাপিত কর। তুমিই জগতের সর্ব্বত্র অবস্থিত চিৎসূর্য্য, তোমার আবার অন্য আত্মীয় কে? বৃথা কেন পরিস্খলিত হইতেছ? ৪১—৪৫। হে মহাবাহো! তুমিই অনন্ত, আদ্য, পুরুষোত্তম ও চিৎশরীর, তুমিই এই বিভিন্ন শত শত পদার্থাকারে ভাসমান হইতেছ। তুমি নিত্যোদিত বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। হারসূত্রে যেমন মণিনিকর প্রোত থাকে, তদ্রূপ তোমাতেই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ প্রোত রহিয়াছে। তুমি জন্মিতেছ না ও মরিতেছ না, তুমি অজ ও বিরাট্ পুরুষ, তুমি বিশুদ্ধ, চিৎস্বরূপ, এই জন্মমৃত্যুভ্রান্তি যেন তোমার না হয়। তুমি সমস্ত জন্মাদি রোগের বলাবল সম্যক্ বিচার করিয়া তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর অর্থাৎ তৃষ্ণার বৃদ্ধিতে জন্মাদি রোগের প্রাবল্য, তৃষ্ণাক্ষয়ে তাহাদের দৌর্ব্বল্য, ইহা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া সকল অনর্থের মূল সেই তৃষ্ণা দূর কর। তৃষ্ণাবিহীন হইয়া ভোগসকলের ভোগ কর (তাহাতে কোন ক্ষতি নাই)। তুমি জগতের অধিপতি, সর্ব্বদা উদিত চিদাত্মস্বরূপ, তোমাতেই এই সকল সংসার-স্বপ্ন আভাসমান হইতেছে। ৪৬—৫০। তুমি বৃথা বিষণ্ণ হইও না, তোমার সুখ-দুঃখের এষণা (ইচ্ছা) নাই। তুমি বিশুদ্ধচিত্ত (প্রবুদ্ধচিত্ত), নিখিল বস্তুর অবভাসক, সর্ব্বময় আত্মা। (যদি তোমার চিত্তশুদ্ধি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে) যাহাকে তুমি ইষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতেছ, এক্ষণে তাহা অনিষ্ট বলিয়া কল্পনা কর, আর যাহা (তপঃক্লেশ) অনিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতেছ, তাহাকে ইষ্ট বলিয়া কল্পনা কর। ক্রমে উক্ত কল্পনা অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহাও (উক্ত কল্পনাও) পরিত্যাগ কর। ইষ্টানিষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিলে শাশ্বতী সমতা উদিত হয়, সেই শাশ্বতী সমতা (সদাতন সর্ব্বত্র সমভাব) হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলে জীবের আর জন্ম হয় না। মন বালকের মত যে যে বিষয়ে মগ্ন (আসক্ত) হইবে, তাহাকে সেই সেই বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তত্ত্বে (পরমার্থ সত্যবিষয়ে) নিয়োজিত করিবে। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানে চিত্তনিবেশ অভ্যস্ত হইলেই চিত্তরূপী মত্ত হস্তীকে সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নে সর্ব্বময় আত্মভাবে সংযত করিয়া পরম শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায়। ৫১—৫৫। যাহারা শরীরকেই যথার্থ বলিয়া জানে, মিথ্যাদৃষ্টিতে যাহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে, যাহারা সঙ্কল্পের নিকট বিক্রীত (সঙ্কল্পের অত্যন্ত বশীভূত), সেই ধূর্ত্ত ব্যক্তিদিগের সমান হইও না। আত্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে (বিবেকবৈরাগ্যাদি উপায় না থাকায়) অক্ষম প্রতারকদিগের উক্তি-মার্গাবলম্বী মূর্খতাদোষ অপেক্ষা অধিক দুঃখদায়ী অনর্থ এ জগতে আর নাই। হে মহামতে! তোমার হৃদয়াকাশে যে অবিবেক-জলদের আবির্ভাব হইয়াছে, তুমি সত্বর উহাকে বিবেকবায়ু দ্বারা দূরে অপসারিত কর। আত্মা যতদিন শ্রবণবৈরাগ্যাদিপুরুষযত্নে আত্মদর্শনবিষয়ে অনুগ্রহ না করেন, ততদিন বিচারোদয় হইবে না। যতদিন (প্রত্যক্দৃষ্টি দ্বারা) আপনাকে দেখা না যাইবে, ততদিন বেদবেদান্ত-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা তর্কাদি দ্বারা কিছুতেই আত্মা প্রকাশ প্রাপ্ত হইবেন না। ৫৬—৬০। হে রাম! তুমি (যদিও প্রত্যক্দৃষ্টিবলে) আপনিই নির্ম্মল আত্মাতে অবস্থান করিতেছ; সর্ব্বব্যাপী বোধও প্রাপ্ত হইয়াছ, তথাপি আমার উপদেশেই তোমার এক্ষণে উক্ত বোধ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া যাইতেছে। (১) তুমি আমার উপদেশেই বিকল্পাংশ-বিহীন এই চিৎসূর্য্য পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্নব্যাপ্তি গ্রহণ করিয়াছ। তোমার এক্ষণে সমুদয় সঙ্কল্প লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন বিষয়ে তোমার আর সন্দেহ নাই, বাহ্যবিষয়ের প্রতি তোমার কৌতূহলরূপ নীহার অপসৃত হইয়াছে, তুমি বিগতসন্তাপ হইয়াছ। হে মননশীল রাম! এক্ষণে মুক্তির জন্ত যে

(১) তাৎপর্য্য এই,—পূর্ব্বশ্লোকে প্রত্যক্দৃষ্টিতে বোধের কথা বলা হইয়াছে, গুরুশাস্ত্রাদির অপেক্ষা রাখেন নাই;—তবে রামকে উপদেশ দেওয়া কেন? এইরূপ আশঙ্কায় বশিষ্ঠ কহিলেন,—উপদেশও শাস্ত্রশ্রবণাদির আবশ্যকতা, উক্ত বোধের স্থিরতাসাধনার্থ।

বিচার, গুরূপদেশ ও শাস্ত্রাদির সহায়তা গ্রহণ করিতেছ, বিবেক-বৈরাগ্যাদি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছ, আলস্যপ্রমাদাদি দোষসমুদয় দূরে পরিহার করিতেছ, সমাধিসুখরূপ সুধা পান করিতেছ, উত্তরোত্তর জ্ঞানভূমিকায় আরোহণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতেছ এবং উত্তরোত্তর জ্ঞানবৃদ্ধিতে যে বৃদ্ধি বোধ করিতেছ, যখন তোমার একমাত্র বোধরস আত্মতত্ত্বের আবরণ ও বিক্ষেপ দূরীভূত হইবে, তখন ঐ সমস্তভাব কিছুই থাকিবে না। ৬১—৬৪।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ যে উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রহ্লাদের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উৎকৃষ্টতর উপায় দেখাইতেছি, শ্রবণ কর। পাতালমধ্যে সুরাসুরবিদ্রাবণকারী, নারায়ণের ন্যায় পরাক্রমশালী হিরণ্যকশিপু নামে এক দৈত্য বাস করিত। ভুবনত্রয়ের আক্রমণকারী ঐ দৈত্য, ভ্রমরের নিকট হইতে রাজহংসের বিকসিতদল-শতদল-হরণের ন্যায় ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিলোকীরাজ্য অপহরণ করিয়াছিল। হিরণ্যকশিপু নিখিল-সুরাসুরকে আক্রমণ করিয়া ত্রিলোকীরাজ্য শাসন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, মত্তকরী মরালকুল বিতাড়িত করিয়া নলিনীবনে মধুকরের রাজত্ব লইয়া শাসন করিতেছে। অসুরেশ্বর এইরূপে ত্রিলোকের আধিপত্য করত যথাকালে, বসন্তকালের পুষ্পলতাঙ্কুর উৎপাদনের ন্যায় কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিল। ১—৫। দশশত ভানুর কিরণের ন্যায় অতিতেজস্বী সেই বালকগণ অচিরে বৃদ্ধিলাভ করত পরাক্রমে সুরলোক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল। সেই পুত্রদিগের মধ্যে, মহার্হ মণিসকলের মধ্যে কৌস্তভমণির ন্যায় প্রহ্লাদ সর্ব্বপ্রধান বলবান্ পুত্র। সর্ব্ববিধ-সৌন্দর্য্যশালী একমাত্র সেই পুত্র দ্বারা হিরণ্যকশিপু, একমাত্র বসন্তকালে সমগ্র বৎসরের ন্যায় সাতিশয় শোভিত হইয়াছিল। কোষবল-সমন্বিত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের সাহায্যেই, গণ্ডস্থলে ত্রিধা মদধারাক্ষরণকারী করীর ন্যায় মদমত্ত হইয়াছিল। প্রহ্লাদের প্রতাপসংযোগে ঘনীভূত, জগত্রয়বিকাসী হিরণ্যকশিপুর প্রতাপে এবং প্রলয়কালে যুগপৎ-উদিত দ্বাদশদিবাকরের ন্যায় তাহার অভিনব করতাপে (কিরণসন্তাপে, পক্ষান্তরে প্রজাবর্গের করগ্রহণপীড়নে) সমগ্র সূর্য্যচন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, মন্দক্রীড়ারত চপল দুর্দান্ত বালকের উৎপীড়নে তদীয় বন্ধুবর্গের ন্যায় সাতিশয় উদ্বেগ প্রাপ্ত হইলেন। ৬—১০। সতত উদ্বেজিত হইয়া তাঁহারা ঐ দৈত্যেন্দ্রগজপতির যথার্থ জয়রহিত পুরুষোত্তম নারায়ণসকাশে প্রার্থনা করিলেন। বারংবার দুর্জ্জনের দুর্ব্ব্যবহারে মহতেরাও অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। অনন্তর নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য দিগ্দন্তীর দশন-সদৃশ বজ্রোপম-নখধারী, ভীষণশরীর নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্থিরসৌদামিনীপ্রভার ন্যায় প্রোজ্জ্বল ধবলকান্তিবিরাজিত-দন্তপঙক্তি বিকসিত করত প্রলয়বিপর্য্যস্ত জলদমণ্ডলের ন্যায় ঘোরঘর্ঘর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্ত-বর্দ্ধমান তদীয় কুণ্ডলী দশদিকে দোলিত হইতে লাগিল। তদীয় বিশাল উদর, একত্র রাশীভূত পিণ্ডাকারে পরিণত কুলাচলসমূহের ন্যায় বিস্ময়করী স্থূলতা ধারণ করিয়াছিল। তদীয় সুবিশাল বাহুবৃক্ষের বিধূননে ব্রহ্মাণ্ড-খর্পর কম্পিত হইতে লাগিল। ১১—১৫। তদীয় বক্ত্রবিনির্গত (প্রবলঝটিকাসম) শ্বাসমারুতে অচলসমূহ স্থানভ্রষ্ট হইতে লাগিল। ত্রিজগদ্দাহব্যাপৃত-প্রলয়ানলসঙ্কাশ কোপানল প্রজ্বালিত করিয়া তিনি মহাগর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আদিত্যমণ্ডলগামী বিশাল জটাসমূহে বিকটদর্শন তদীয় পীন স্কন্ধদেশের সঙ্ঘর্ষণে বোধ হইল যেন, ভাস্করও একটু স্থানচ্যুত হইয়া গেলেন। তদীয় রোমকূপের প্রজ্বলিত বহ্নিপুঞ্জে মহীধর পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিল। নরসিংহমূর্ত্তিধারী হরি মহাক্রোধে কুলশৈলসকল উৎপাটিত করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নিক্ষিপ্ত কুলশৈলসমূহ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আপনার উপরে যেন সুবিশাল-ভিত্তি নির্ম্মাণ করিল। তাঁহার সমগ্র অবয়ব হইতে পট্টিশ, প্রাস, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র বিনিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। মাধব এবম্বিধ বপু ধারণ করিয়া কটকটরবে উরোবিদারণ-পূর্ব্বক হস্তীর তুরঙ্গবধের ন্যায় সেই মহাদৈত্যের বধসাধন করিলেন। নিখিল-জীবের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, কল্পান্ত-মহানল যেমন জগৎকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সেই নরসিংহরূপী বিষ্ণুর নয়ন হইতে বহ্নি-নির্গত হইয়া পুরস্থিত নিখিল-দৈত্যগণকে দগ্ধ করিল। ১৬—২০। সেই নরসিংহরূপী মহামারুত সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া সমস্ত একাকার অর্ণবের ন্যায় ঘনগভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট দানবগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে হত-প্রভ-দীপের ন্যায়, দিগ্দাহজ্বলিত মশকের ন্যায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। অনন্তর দৈত্যগণ ইতস্ততঃ পলায়িত হওয়ায়, দৈত্য-দিগের পুরী দগ্ধ হওয়ায় সেই পাতাল প্রলয়কালের চূর্ণবিচূর্ণ জগতের সাদৃশ্য ধারণ করিল। নরসিংহমূর্ত্তি প্রভু হরি অকাল-মহাপ্রলয়ের ন্যায় ভীষণ সেই মহাযুদ্ধে ক্রমে দৈত্যকুল বিনাশ করিয়া, দৈত্যবধে আশ্বস্ত দেবগণের নিকট পরমাদরে পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রহ্লাদপরিপালিত হতাবশিষ্ট দানবগণ, শুষ্কসরোবরে মীনের ন্যায় সেই দগ্ধপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২১—২৫। তাহারা মৃতবন্ধুদিগের নিমিত্ত বিলাপ করিয়া তাহাদিগের ঔর্দ্ধদৈহিক সংকার করিল। যাহাদের বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়স্বজন অগ্নিদগ্ধ ও যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, হতাবশিষ্ট সেই সেই আত্মীয়-জনকে প্রহ্লাদপালিত দানবগণ আসিয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিল। শোকোপতপ্তচিত্ত, চিন্তামগ্ন, নিশ্চেষ্ট, চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান অসুরনায়কগণ, তুষারতাড়িত পঙ্কজের ন্যায় ম্লান এবং দগ্ধশাখাপল্লব-তরুরাজির ন্যায় নিস্পন্দ ও নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ২৬—২৮।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর হরি কর্ত্তৃক দানবশূন্যীকৃতপ্রায় সেই পাতালমধ্যে দুঃখাকুলিতচিত্ত প্রহ্লাদ মৌনী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমাদের উপায় কি? আমাদের অসুরবৃক্ষের তীক্ষ্ণাগ্র যে অঙ্কুরটী উদ্গত হইবে, শাখামৃগ হরি তাহাকেই ভোজন করিয়া ফেলিবেন। এই পাতালমধ্যে দোর্দ্দণ্ড প্রবল-প্রতাপশালী কত দৈত্য জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু হিমাচলজাত পঙ্কজের ন্যায় কেহই স্থায়ী হইয়া রহিল না। সমুজ্জ্বলাকৃতি কন্দর্পে

ঘোরগর্জ্জনকারী দৈত্যসকল বারম্বার উৎপন্ন হইয়া পরাক্রম-প্রকাশকালেই সাগরতরঙ্গের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। হায় কি কষ্ট! রিপুগণ আমাদের বাহ্য রাজ্যসম্পদ্ ও আভ্যন্তর উৎসাহ-হর্ষাদি সুখ-সম্পদ্ সমস্তই অপহরণ করিয়া বলীয়ান্ হইতেছে, তাহারা কি অপূর্ব্ব অন্ধকারেই ভ্রান্ত হইয়া থাকে! আমাদের আলোকই (রাজ্যসম্পদ্), তাহাদের অবলম্বন, অন্য উপায়ে তাহাদের চলিবার শক্তি নাই। ১—৫। আর আমাদের বন্ধুবর্গ রাজ্যসম্পদ্‌রূপ আলোক হারাইয়া তিমিরপূর্ণহৃদয় এবং সঙ্কুচিতদলসম্পদ্ নিশীথকালীন কমলবনের ন্যায় ম্লানতাপ্রাপ্ত ও খিন্ন হইতেছে। (বন্ধুপক্ষে, সঙ্কুচিতদলসম্পদ্—রাত্রিকালে পদ্মের দলের ন্যায় যাহাদের সম্পদ্ সঙ্কোচ অর্থাৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, পদ্মপক্ষে, রাত্রিকালে পদ্ম মুকুলিত অবস্থায় থাকায় দল সঙ্কুচিত থাকে। তিমিরপূর্ণহৃদয়—বন্ধুপক্ষে শোকান্ধকারব্যাপ্তহৃদয়, পদ্ম-পক্ষে রাত্রিকালে পদ্মমধ্যে অন্ধকার থাকে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।) যাহারা আমার পিতৃদেবের পাদপীঠ মর্দ্দন করিত, সেই দেবগণ আজি দ্বেষকলুষিতাশয় হইয়া হরিণের সিংহশার্দ্দূলাধিষ্ঠিত মহারণ্য আক্রমণের ন্যায় সেই পিতৃদেবেরই বিষয় আক্রমণ করিতেছে। আমার বান্ধবগণ আজি ভগ্নোৎসাহ হইয়া দীনভাবে আপনাদিগের হৃদয়দুঃখ ব্যক্ত করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা এক্ষণে দগ্ধদল-পদ্মের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে অসুরবীরদিগের গৃহে ধূসর ভস্মরাশি অবিরত বায়ুভরে দূপধূমরাশির ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে দ্বারকপাটবিহীন দৈত্যান্তঃপুর-প্রাচীরে অভিনব যবাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া মরকতমণির শোভা ধারণ করিয়াছে। ৬—১০। ত্রিলোকীর মধ্যবর্ত্তী সুমেরুপর্ব্বতরূপ কমলবনের অধিবাসী মত্তহস্তিরূপ দানবগণও আজি দেবগণের ন্যায় দীন-ভাবাপন্ন হইয়াছে। হায়! বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই! এক্ষণে কোথাও পত্রস্পন্দ হইলে দানব-বধূগণ "শক্র আসিতেছে" ভাবিয়া, গ্রামমধ্যে দৈবাৎ আগত মৃগীর ন্যায় ভয়বিত্রস্ত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে। অসুরকামিনীদিগের কর্ণভূষা-সম্পাদন করিবার জন্য রোপিত যে সকল বৃক্ষ রত্নস্তবকশোভি-কুসুমে বিভূষিত হইয়াছিল, আজি সেই বৃক্ষসকল নরসিংহ কর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন হইয়া স্থাণুপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দিব্য-বসনপ্রসূ রত্নস্তবকশালী কল্পতরুসকল আবার দেবগণ কর্ত্তৃক নন্দনকাননে রোপিত হইতেছে। পূর্ব্বে অসুরগণ বন্দীকৃত অমর-বৃন্দের মুখ নিরীক্ষণ করিত, আজি দেবগণ বন্দীকৃত অসুরদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে। ১১—১৫। এক্ষণে দেবহস্তিমূর্দ্ধের গণ্ডভিত্তি হইতে মহানদীর ন্যায় মদধারা প্রবাহিত হইতেছে। আমার বোধ হয়, এই মদধারাই পরে শৈলনদীরূপে পরিণত হইবে। এক্ষণে আমাদের হস্তিগণ্ডস্থলে মদধারা বিশুষ্ক হইয়া, শুষ্ক মরুখণ্ডের ধূলিপটলের ন্যায় উত্থিত হইতেছে। বিকসিত-শ্বেতবর্ণ-মন্দারকুসুমের মকরন্দমিশ্রণে অরুণিত মন্দমন্দ অনিল-সঞ্চালনে যাহারা তর্পিত হইত, সেই সুমেরুশিখরসদৃশ দৈত্যগণ আজি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দানবান্তঃপুরবাসযোগ্যা সুর-গন্ধর্ব্ব-সুন্দরীগণ আজি পাদপে * মঞ্জরীর ন্যায় সুমেরুপর্ব্বতে অবস্থান করিতেছে। হায়! পিতার পুরসুন্দরীদিগের বিলাস আজি শুষ্ক-কমলের ন্যায় নীরস হইয়াছে, সুরসুন্দরীদিগের লাস্যলীলার নিকট তাহা পরাজিত হইতেছে। ১৬—২০। পূর্ব্বে যাহারা মদীয় পিতৃদেবের নিকট চামরব্যজন করিত, হায়! তাহারাই আজি স্বর্গে সহস্রলোচন বাসবের নিকট চামরব্যজন করিতেছে। দুষ্পরাক্রমশালী একমাত্র সেই হরির প্রসাদেই আমাদের এই দৈন্যদায়িনী মহাবিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। সুরগণ সেই হরির বাহুবলের ঘনচ্ছায়ায় বিশ্রামলাভ করত হিমাচলসানুর ন্যায় কদাচ সন্তপ্ত হইতেছে না। হরির বাহুবলরূপ উচ্চতরুশিখরে আশ্রয়প্রাপ্ত শাখামৃগসম দেবগণ আজি কুক্কুরের ন্যায় বলশালী আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এই জন্যই অসুরকামিনী-দিগের অলঙ্কারের অলঙ্কারস্বরূপ মুখপদ্মে হিমের ন্যায় বাষ্পবারি সংলগ্ন রহিয়াছে। ২১—২৫। অসুরদিগের পরাক্রমে শীর্ণবিশীর্ণ গলিতভিত্তি এই ত্রৈলোক্যরূপ জীর্ণমণ্ডপ, নীলমণিস্তম্ভসদৃশ হরির বাহুদণ্ডেই ধারিত হইতেছে। সেই হরি ক্ষীরোদসাগরমধ্যমগ্ন মন্দরাচলকে কূর্ম্মাবতারে যেমন ধারণ করেন, তদ্রূপ তিনিই বিপৎসাগরমগ্ন দেবসৈন্যদিগের ধর্ত্তা (রক্ষা কর্ত্তা)। প্রলয়কালে বিক্ষোভপ্রাপ্ত বাত্যা যেমন কুলাচলসমূহকে পাতিত করে, তদ্রূপ সেই হরিই মদীয় জনক প্রভৃতি প্রধান প্রধান অসুরদিগকে পাতিত করিয়াছেন। তিনি একাকীই বাহুবহ্নি দ্বারা সমস্ত জগতের সংহার করিতে সক্ষম, সুরসমূহের মধ্যে প্রধান সেই শ্রীমান্ মধুসূদনকে কেহই আক্রমণ করিতে পারে না। দৈত্যদিগের বাহুদণ্ডচ্ছেদ-কারী পরশুস্বরূপ সেই হরির বিক্রমেই বিক্রমশালী হইয়া ইন্দ্র, বানরে বালকদিগকে যেমন উৎপীড়ন করে সেইরূপ দানবদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ২৬—৩০। পুণ্ডরীকাক্ষ হরি যদি অস্ত্রহীন হইয়া পড়েন, তথাপি তিনি দুর্জ্জেয়, যেহেতু, বজ্রাপেক্ষা কঠিন ঐ হরিকে অস্ত্রশস্ত্রে বিদীর্ণ করা যায় না। সেই হরি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পর্ব্বত-নিক্ষেপাদি নানাবিধ ভীষণ যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন। সেই সেই অতি ভয়ানক মহাসমরে যিনি ভীত হন নাই, সেই হরির আবার ভয় কোথায়? আমি সেই হরিকে আক্রমণ করি-বার (বশীভূত করিবার) একটীমাত্র উপায় স্থির করিতেছি, তদ্ব্যতিরেকে তাঁহাকে বশ করিবার আর কোন উপায় নাই। সকলপ্রকার বস্তুস্বরূপে, সকলপ্রকার বুদ্ধিতে, সকলপ্রকার কার্য্যে একমাত্র সেই হরিরই শরণাগত হইতে হইবে, তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ৩১—৩৫। এই ত্রিলোকীমধ্যে সেই হরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সেই হরিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। আমি এখন হইতে জন্ম-বিবর্জ্জিত সেই নারা-য়ণেরই আশ্রয়গ্রহণ করিলাম, আমি সর্ব্বত্র নারায়ণ হইয়া থাকিলাম। যেমন আকাশ হইতে কদাচ বায়ু অপহৃত হয় না (সর্ব্বদাই আকাশে বায়ু থাকে), তদ্রূপ আমার হৃদয়কোষ হইতে "নমো নারায়ণায়" এই সর্ব্বার্থসাধন মন্ত্র অপহৃত হইতেছে না (আমি সর্ব্বদাই এই মন্ত্র জপ করিতেছি); আমার নিকট এক্ষণে চতুর্দ্দিক্ হরি, আকাশ হরি, পৃথিবী হরি, সমগ্র জগৎই হরি। আমি হরিরূপ অপ্রমেয়-আত্মা, আমি হরিময় হইয়াছি। নিজে বিষ্ণু না হইতে পারিলে বিষ্ণুপূজার ফল পাওয়া যায় না; এই জন্য নিজে বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। এই জন্যই আমি বিষ্ণু হইয়া রহিয়াছি। আমি প্রহ্লাদনামা হরি,

* মঞ্জরী পাদপে থাকে না, লতায় থাকে, সুরসুন্দরীদিগের সুমেরুপর্ব্বতে স্থিতি অসমঞ্জস হইয়াছে দেখাইবার জন্য উক্ত অসমঞ্জস উপমা।



আমার অন্ত আর পৃথক্ সত্তা নাই, আমার অন্তরে এইরূপই নিষ্পন্ন হইতেছে। আমি সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছি। ৩৬—৪১। অনন্ত আকাশ পূরণ করিয়া অবস্থিত, সুবর্ণবর্ণ, এই বিনতানন্দন গরুড় আমার অঙ্গভূষণ হইয়াছে। এই আমার মন্দরপর্ব্বতের আঘাতে ঘৃষ্টকেয়ূরশালী বাহুচতুষ্টয়, আমার এই বাহুচতুষ্টয়ের করদেশে চক্র গদা প্রভৃতি আয়ুধজালরূপ বিহঙ্গমসকল নিত্য অবস্থিত রহিয়াছে, করসমূহ হইতে ইতস্ততঃ নখপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে; তাহাতে বাহুচারিটী মরকতময় মহীরুহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে বাহুচতুষ্টয়ের মূলদেশে এই মন্দারমালা বিলম্বমান রহিয়াছে।॰ ক্ষীরোদসাগরসম্ভূতা মদীয়া লক্ষ্মী চঞ্চল শশিকলা-প্রবাহের ন্যায় প্রতীয়মান মনোহর চামর ধারণ করিয়া এই আমার পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতেছেন। ৪২—৪৫। অনায়াসেই ত্রিভুবন-জনবর্গের শ্রবণলোভ-উৎপাদনকারিণী, ত্রৈলোক্যরূপী পাদপের মঞ্জরীস্বরূপা, অচলা, নির্ম্মলা কীর্ত্তি এই আমার পার্শ্বে সুশোভমানা রহিয়াছে। অনবরত জগৎপরম্পরা-নির্ম্মাণকারিণী, ইন্দ্রবিনোদিনী এই আমার মায়াও পার্শ্ববর্ত্তিনী রহিয়াছে। অনায়াসে ত্রৈলোক্য-পাদপের আক্রমণকারিণী মদীয়া লক্ষ্মীর সখী এই জয়া, কল্পতরুর পার্শ্বে লতার ন্যায় মৎপার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। এই আমার নিত্য-শীতল চন্দ্র ও নিত্য উষ্ণ সূর্য্যরূপী নয়নদ্বয় স্বীয় মুখমধ্যে সমস্ত-সংসার বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই আমার নীলোৎ-পলশ্যাম জলজলদসুন্দর দেহকান্তি দিক্‌চক্র শ্যামলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতেছে। ৪৬—৫০। এই আমার করস্থিত পাঞ্চজন্য-শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে; এই শঙ্খ শব্দগুণে যেন মূর্ত্তিমান আকাশ ও অতিশুভ্রতায় যেন ক্ষীরোদসাগর বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই আমার নাভিনলিনীর কর্ণিকামধ্যে ব্রহ্মরূপী ভ্রমর নিলীন রহিয়াছেন। আমার নাভিনলিনীসম্ভূত পদ্ম আমি করে ধারণ করিতেছি। এই আমার বিবিধরত্নে বিচিত্রা, সুমেরুশিখরোপমা, দৈত্যদানবমর্দ্দিনী, সুবর্ণময়ী গদা, এই আমার উজ্জ্বলকিরণমালায় সূর্য্যসন্নিভ সুদর্শনচক্র; ইহার বহ্নিময় শিখাসমূহে চতুর্দ্দিক্ পাটলবর্ণ হইতেছে। ধূমপটলযুক্ত অনলের ন্যায় প্রোজ্জ্বল, নিশিত, শ্যামল দৈত্যরূপ বৃক্ষের কুঠারস্বরূপ এই নন্দকনামা খড়্গ আমার আনন্দ প্রদান করত এই আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। ৫১—৫৫। শরধারাবর্ষণে পুষ্কর-আবর্ত্তক-মেঘের সমান, ইন্দ্রচাপ-রমণীয়, ফণীন্দ্র-সন্নিভ এই আমার সেই শার্ঙ্গধনু। এই আমি বহুবার জাত, বিলীন ও বিদ্যমান এই অনন্ত জগৎ জঠরমধ্যে ধারণ করিতেছি। এই মহী আমার চরণদ্বয়, এই আকাশ আমার মস্তক, এই ত্রিজগৎ আমার শরীর এবং এই দিক্‌চক্র আমার কুক্ষি। এই আমিই শঙ্খচক্রগদাধারী, গরুড়রূপী পর্ব্বতে সমারূঢ়, সুনীল-জলদকান্তি সাক্ষাৎ বিষ্ণু। তুলকরাশি যেমন পবনসঞ্চারে প্রোৎ-সারিত হয়, তদ্রূপ আমার নিকট হইতে এই সমস্ত দুষ্টচিত্ত দুর্দ্দান্তগণ পলায়ন করিতেছে। ৫৬—৬০। এই আমি স্বয়ংই নীলোৎপলশ্যাম, পীতবাস, গদাধারী, লক্ষ্মীসমন্বিত গরুড়ারূঢ় অচ্যুত হইয়াছি। আমি ত্রৈলোক্য দহন করিতে সমর্থ, আমার সহিত কে যুদ্ধ করিতে আসিবে? যে আসিবে, বিষ্ণুক্রোধ-কালানলে পতিত শলভের ন্যায় ঝটিতি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই আমার অগ্রবর্ত্তী সুরগণ ও অসুরগণ, ক্ষীণদৃষ্টিশক্তিব্যক্তিগণ যেমন অন্ধকারের নিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ আমার এই তেজোময়ী মূর্ত্তি নিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না। আমি ঈশ্বর বিষ্ণুরূপী বলিয়া ব্রহ্মা, হর, ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ বহুমুখের বহুবাক্যে আমার স্তব করিতেছেন। আমার ঐশ্বর্য্য চতুর্দ্দিকে প্রকটিত হইয়াছে, আমি অজিত বিষ্ণুরূপী, আমি পরমমহিমায় নিখিল দ্বন্দ্ব (দুঃখ) অতিক্রম করিয়াছি। আমার এই অদ্বিতীয় শরীরমধ্যে সমগ্র ত্রিজগৎ বিদ্যমান। আমি এই শরীরে বলপূর্ব্বক নিখিল দুষ্টগণের দলন করিয়াছি। আমার এই দেহ পর্ব্বত, কানন, মেঘ সকলের মধ্যেই অবস্থিত। ঈদৃশ সকলভয়হারী আমার শরীরকে আমি প্রণাম করি। ৬১—৬৬।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩১

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া নারায়ণমূর্ত্তি-ধারণ করত অসুরদ্বেষী হরিকে পূজা করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমি যে কল্পনায় আপনাতে বিষ্ণুমূর্ত্তি সংস্থাপনা করিলাম, ইহা ভিন্ন আর মূর্ত্তি নাই, অতএব আমার এই বিষ্ণুরূপী মূর্ত্তিকেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আবাহন করিয়া বাহিরে পৃথক্‌রূপে কল্পনা করিলাম। আমি আবার বহিঃস্থিত, বৈনতেয়সমারূঢ়, শক্তি-চতুষ্টয়সম্পন্ন, শঙ্খচক্রগদাহস্ত, চন্দ্র-সূর্য্য-নয়ন, নন্দকখড়্গধারী, পদ্মহস্ত, শ্যামাঙ্গ, মহাদ্যুতিসম্পন্ন, বিশালাক্ষ, চতুর্ভুজ, শান্তমূর্ত্তি হইয়া আমার বাহিরে রহিলাম। আমি বিবিধ উপাচারে মনে মনে সপরিবারে এই বিষ্ণুর পূজা করি। ১—৫। তাহার পর বহুরত্ন প্রদানপূর্ব্বক বহু আড়ম্বরে এই পূজনীয় দেবের বাহ্যপূজা করিব।" প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া বিবিধ মানসিক উপাচারসম্ভার লইয়া মনে মনে কমলাপতি মাধবের পূজা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ মনে মনে হরিকে রত্নপূর্ণ পাত্র, চন্দনাদি লেপনদ্রব্য, ধূপ, দীপ ও বিচিত্র নানা আভরণ দিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে সুবর্ণ-পদ্মমালা, মন্দারকুসুমমালা, কল্পতরুর লতাগুচ্ছ ও রত্নস্তবকরাশি অর্পণ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ মনে মনে কল্পনা করিয়া স্বর্গীয় শুক্রপল্লব, বিবিধকুসুমদাম, কিঙ্কিরাত, বক, কুন্দ, চম্পক, নীলোৎপল, কহ্লার, কুমুদ, কাশকুসুম, খর্জ্জুরকুসুম, আম্রকুসুম, কিংশুককুসুম, অশোক, মদন, বিল্ব, কর্ণিকার, কিরাতপুষ্প, কদম্ব, বকুল, নিম্ব, সিন্ধুবার, যূথিকা, পারিভদ্র, গুগ্‌গুলী, ইন্দুক, প্রিয়ঙ্গু, পাট, টগরিকবং পাটল পাটলকুসুম ইত্যাদি নানাকুসুম দ্বারা, আম্র, আম্রাতক, হরিতকী, বিভতক প্রভৃতি ফল দ্বারা, শাল, তাল ও তমালবৃক্ষের দল, কুসুম ও পল্লব দ্বারা নানাবিধ কুসুমের কোমল-কোরক দ্বারা, কুঙ্কুমাক্ত-সহকারকুসুম দ্বারা এবং কেতক, শতপত্র ও এলাকুসুমমঞ্জরী দ্বারা হরির পূজা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ মনে মনে এইরূপে জগতের যাবতীয় বিভব প্রদান করিয়া, ধূপ, দীপ, তাম্বূল, নৈবেদ্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উপচারে সুচারুরূপে পরম ভক্তিসহকারে স্বীয় আত্মসমর্পণপূর্ব্বক মানস-পুরীমধ্যে জগৎপতি হরির পূজা করিলেন। ৬—১৬। অনন্তর দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ সেই দেবগৃহে বসিয়া নানাবিধ বাহ্য উপাচার সংগ্রহপূর্ব্বক মানসিকপূজার ক্রমানুসারে বাহ্যদ্রব্য দ্বারা হরির পূজা করিলেন। পুনঃপুনঃ পূজা করিয়া তাঁহার সাতিশয় তুষ্টিজাত হইল। তদবধি প্রহ্লাদ প্রতিদিন ঐরূপ পরমভক্তিসহকারে পরমেশ্বর হরির

পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দৈত্যপুরীমধ্যে নিখিল দৈত্যগণ ভব্য ও পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। রাজাই প্রজাবর্গের আচার-ব্যবহারের কারণ হইয়া থাকেন অর্থাৎ রাজা যাহা করেন, প্রজারাও তাহাই করিয়া থাকে। ১৭—২০। হে অরিসূদন রাম! দৈত্যগণ বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এই সংবাদ ক্রমে দেবলোক পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। হে রাঘব! শক্রপ্রভৃতি নিখিল-দেবগণ "দৈত্যগণ বিষ্ণুভক্ত হইল কিরূপে?" এই ভাবিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দেবগণ বিস্ময়াকুল হইয়া স্বর্গধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয্যাশায়ী অসুরদলনকারী হরির নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেবগণ এই দৈত্যবৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন বিস্ময়করব্যাপারশ্রবণকারী হরি অনন্তশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সমাসীন হইলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—ভগবন্! যাহারা সর্ব্বদাই আপনার বিরোধী, সেই দৈত্যগণ এক্ষণে আপনার প্রতি ভক্ত ও ভবস্ময় হইল কেন? আমাদিগের বোধ হয়, ইহা কোনরূপ মায়া হইবে। ২১—২৫। যাহারা দ্বেষপরবশ হইয়া ভবদ্‌ভক্ত দেবমুনিগণের আবাসস্থলপর্য্যন্ত বিদলিত করে, কোথায় সেই দানবগণ, আর তদ্ভিন্ন পুণ্যকর্ম্মিদিগের পাশ্চাত্য জন্মলভ্য জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তিই বা কোথায়? ইহা বড়ই বিসদৃশ বোধ হইতেছে। ভগবন্! অমরজাতি আজি সদ্‌গুণশালী হইল, এই কথা আজি আমাদের অকালকুসুমের ন্যায় সুখের কারণ হইতেছে, আবার উদ্বেগেরও কারণ হইতেছে। কাচসমূহের মধ্যে মহামূল্য মণির ন্যায় যে স্থানে যাহা উপযুক্ত হয় না, তাহা ত শোভা পায় না। যে ব্যক্তি যাদৃশ গুণসম্পন্ন, সে তদনুরূপেই অবস্থান করে। কুক্কুর ও ছাগ আকারগত একরূপ হইলেও ছাগের মধ্যে মিলিত হইয়া কুক্কুরে কখনই ক্রীড়া করে না। এই বিসদৃশ-বস্তুসম্মিলনে আমাদের যেরূপ ক্লেশ হইতেছে, অঙ্গে বজ্রসূচি বিদ্ধ হইলেও তাদৃশ ক্লেশ বোধ হয় না। যাহা যে স্থানে যথারীতি সম্পন্ন হইলে যুক্তিযুক্ত হয়, তাহাই লোকের প্রশংসিত এবং তাহাই শোভা পায়। জলজ জলেই শোভা পায়, স্থলে কদাচ তাহার শোভা হয় না। নীচাচারসম্পন্ন, নীচকর্ম্মরত, তামসপ্রকৃতি, অধম দানবজাতি কোথায়, আর কোথায় বিষ্ণুভক্তি! হে ঈশ! কমলিনী কর্কশ উষরক্ষেত্ররূপ দুরাশ্রয়গত হইলে যেরূপ সুখের হয় না, তদ্রূপ "দৈত্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াছে" এই কথা আমাদের সুখকর হইতেছে না। ২৬—৩১।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর শক্রহন্তা মাধব (অসুচিত ব্যাপার সন্দর্শনে) সাতিশয় ক্রোধে উচ্চৈঃকারপূর্ব্বক ঐরূপ জিজ্ঞাসাকারী দেবগণকে, কেকারবকারী ময়ূরবৃন্দের নিকট জলদের ন্যায় গভীরগর্জ্জনে বলিতে লাগিলেন, "হে বিবুধগণ! প্রহ্লাদ ভক্তিমান্ হইয়াছেন বলিয়া তোমরা বিষণ্ণ হইও না। শক্রদমনকারী সমর্থ প্রহ্লাদের ঐ জন্মই পাশ্চাত্য জন্ম ও মোক্ষের উপযুক্ত। দগ্ধ বীজ যেমন আর অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ঐ জন্মের পর প্রহ্লাদকে আর গর্ভবাস করিতে হইবে না। গুণবান্ গুণহীন হইলে বিসদৃশ ও অনর্থকর হইল বলিতে পারা যায়, গুণহীন ব্যক্তি গুণবান্ হওয়ায় ত কোন বৈসাদৃশ্য নাই, বরং নির্গুণব্যক্তির গুণবত্তা অভীষ্টসিদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। হে অমরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা স্ব স্ব বিচিত্রলোকে গমন কর, প্রহ্লাদের এই গুণবত্তা তোমাদের কোনরূপ অসুখের কারণ হইবে না।" ১—৫। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভগবান্ হরি দেবগণকে এই বলিয়া, তটস্থিত তমালতরুর জলপতিত সুনীল-পুষ্পগুচ্ছ যেমন তরঙ্গে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ ক্ষীরোদতরঙ্গমালায় অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও হরিকে পূজা করিয়া অম্বরতলে গমন করিলেন। বোধ হইল যেন আকাশ হইতে সাগরে পতিত তেজঃকণাসমূহ মন্থনকালে মন্দরবিক্ষুব্ধ সাগর হইতে পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইল। তদবধি দেবগণ প্রহ্লাদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যে বিষয়ে মহতেরা উদ্বেগ প্রাপ্ত বা আশঙ্কিত না হন, তাহাতে বালকের মনও বিশ্বস্ত হইয়া থাকে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। এদিকে প্রহ্লাদ ভক্তিমান হইয়া কায়মনোবাক্যে দেবদেব জনার্দ্দনের পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে হরিপূজা করিতে করিতে প্রহ্লাদের বিবেক, আনন্দ, বৈরাগ্যসম্পদ্ প্রভৃতি গুণরাশি কালক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৬—১০। যেমন শুষ্কবৃক্ষকে কেহ অভিনন্দন করে না, তদ্রূপ তিনি ভোগরাশির অভিনন্দন করিতেন না, তুচ্ছবোধে তাহা পরিত্যাগ করিতেন। জনাকীর্ণ ভূমি যেমন হরিণের অপ্রীতিকর বলিয়া হরিণ তথায় থাকে না, তদ্রূপ প্রহ্লাদ অসুরগণের প্রতি অপ্রীতি ও বিরাগসঞ্চার হওয়াতে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীয় আলাপ ব্যতীত অশাস্ত্রীয় লোকাচার তাঁহার একেবারেই ভাল লাগিত না। জলকমলিনী যেমন স্থলে একেবারে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি সামাজিক উৎসব-কৌতুকে একেবারেই যোগ দিতেন না। যেমন নির্ম্মলমুক্তায় মুক্তা সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহার চিত্ত বিষয়ভোগরূপ রোগের অনুকূল আচরণে একেবারেই সংশ্লিষ্ট হইত না। প্রহ্লাদের চিত্ত তখন বিষয়ভোগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হয় নাই, অতএব ঠিক যেন দোলাধিরূঢ় হইয়াছিল অর্থাৎ বিষয়ভোগে রত ছিল না এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মভাবেও পরিণত হইতে পারে নাই। ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষীরোদমন্দিরে অবস্থান করিয়াই বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা সর্ব্বগামিনী বুদ্ধি দ্বারা প্রহ্লাদের ঐরূপই অবস্থা অবগত হইলেন। ১১—১৫। অনন্তর ভক্তজনের আহ্লাদনকারী হরি রসাতলবর্ত্ম দ্বারা প্রহ্লাদের সেই পূজাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈত্যপতি প্রহ্লাদ, ভগবান্ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত পরমসমাদরে সেই পুণ্ডরীকাক্ষের পূজা করিলেন। ভগবান্ হরি পূজাগৃহে প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়া প্রহ্লাদের পূজা গ্রহণ করিলেন। প্রহ্লাদ পরমতুষ্ট হইয়া হর্ষপরিপুষ্ট সুমধুরবাক্যে অভ্যাগত দেব হরির স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন, যিনি ত্রিভুবনের অবস্থানের সুরম্য কোষাগারস্বরূপ, যিনি সকলকলুষ নাশ করিয়া থাকেন, যিনি অসহায়দিগের সহায়, শরণাগতপালক, স্বপ্রকাশ ও জন্মবর্জ্জিত সেই ঈশ্বর হরি আমার আশ্রয়। যাঁহার শরীরকান্তি নীলকুবলয়ের ও নীলকান্তমণির ন্যায় নীলবর্ণ, যাঁহার অঙ্গ-

প্রভা ভ্রমর, কজ্জল ও তিমিরের স্থায় উজ্জ্বল শ্যাম। যিনি শারদীয় বিমল সুনীল-আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ ও স্বচ্ছ, আমি সেই শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী হরিকে আশ্রয় করি। ১৬—২০। বিরিঞ্চি-রূপী ভ্রমর যাঁহার নাভিপদ্মে বেদধ্বনিচ্ছলে গুঞ্জন করিতেছেন। যাঁহার শঙ্খ শ্বেতপঙ্কজকোরকের স্থায় শুভ্র ও সুন্দর, আমি অলি-কুলের ন্যায় কোমলশরীর স্বীয় হৃদয়স্থিত সেই নির্ম্মল হরিকে আশ্রয় করি। যাঁহার শুভ্রবর্ণ-নখপঙ্ক্তি তারকারাজির ন্যায় উজ্জ্বল, মন্দহাস্যকিরণে যাঁহার আনন সর্ব্বদা পূর্ণশশধরের ন্যায় শুভ্র, যাঁহার বক্ষঃস্থলে শোভমান কৌস্তভমণির মরীচিমালা মন্দাকিনীর ন্যায় শুভ্রবর্ণ, সেই হরিরূপী সুবিস্তৃত শারদাকাশ আমার আশ্রয়। যিনি নিরন্তর সৃষ্টি করিতেছেন ও আপনাতেই সৃষ্টির লয় করিতেছেন, যাঁহার জন্ম ও বৃদ্ধিআদি কোন বিকারই নাই, অথচ যিনি বিশালদেহ, যিনি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণ-সম্ভূত অনন্ত গুণরাশি দ্বারা সুন্দরদেহ ধারণ করিয়া থাকেন, (প্রলয়কালে) বটপত্রশায়ী অর্ভকরূপী সেই হরিকে আমি আশ্রয় করি। যাঁহার উদরপ্রদেশ নব-প্রস্ফুটিত নাভিকমলের পরাগ-পুঞ্জে গৌরবর্ণ, উজ্জ্বলকান্তিশালিনী লক্ষ্মীদেবী যাঁহার বামভাগ অলঙ্কৃত করিতেছেন, যিনি সন্ধ্যারাগের ন্যায় অরুণবর্ণ অঙ্গরাগে রঞ্জিত, আমি কনকোজ্জলবসনপরিহিত সেই হরির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। যিনি নিখিল-দৈত্যরূপ কমলকাননের পক্ষে তুষার পাতস্বরূপ, দেবগণরূপ পদ্মবনের পক্ষে যিনি সূর্য্যমণ্ডল, ব্রহ্মার অধিষ্ঠিত পদ্মিনীর পক্ষে যিনি তড়াগ, আমি হৃৎপদ্মশায়ী বিভু সেই হরিকে আশ্রয় করি। যিনি ত্রিভুবনরূপিণী নলিনীর একমাত্র নলিনস্বরূপ, যিনি মোহতিমিরনাশের উজ্জ্বল দীপস্বরূপ, আমি নিখিল-জগতের আর্ত্তিহারী, অতিপ্রকাশ, চিন্ময়, অজড়, আত্মতত্ত্বরূপী সেই হরিকে আশ্রয় করি। বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপ গুণবহুল স্তুতিবাক্যে অর্চ্চিত হইয়া লক্ষ্মী-সমালিঙ্গিত কুবলয়দলনীল অসুরবিনাশী হরি সন্তুষ্ট হইয়া, ময়ূরের নিকট জলদের ন্যায়, গম্ভীরস্বরে প্রীতচিত্ত-দৈত্যপতিকে কহিতে লাগিলেন। ২১—২৭।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

ভগবান্ বলিলেন,—"হে গুণনিধে! হে দৈত্যকুলের চূড়াস্থিত মহামণি প্রহ্লাদ! যাহাতে তোমাকে আর জন্মক্লেশ পাইতে না হয়, ঈদৃশ অভিমত-বর গ্রহণ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সকলের সঙ্কল্পফলপ্রদ। হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! হে বিভো! যাহা আপনি উত্তম বিবেচনা করেন, আমাকে তাহাই আদেশ করুন। ভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ! যতদিন তোমার ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তিলাভ না হয়, ততদিন তুমি সর্ব্বপ্রকার অনর্থ-উপশমের নিমিত্ত এবং নিরতিশয় আনন্দলাভের জন্য বিচার করিতে থাক। বশিষ্ঠ কহিলেন, বিষ্ণু এই কথা বলিয়া সাগরোত্থিত তরঙ্গ যেমন ঘর্ঘরধ্বনি করিয়া আবার সাগরেই বিলীন হয়, সেইরূপ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে দানবরাজ প্রহ্লাদ পূজা শেষ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে মণিরত্নসমন্বিত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলেন। ১—৫। বদ্ধপদ্মাসনে সমাসীন হইয়া তিনি স্তোত্রপাঠ করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সংসারবিজয়ী হরি আমাকে বলিয়া গেলেন যে, "তুমি বিচার-পরায়ণ হও," অতএব আমি এক্ষণে আত্মবিচার করিতে থাকি। এই যে আমি জগন্মণ্ডলে অবস্থান করিয়া বলিতেছি, যাইতেছি, বিষয়ভোগ করিতেছি, অবস্থান করিতেছি, এই আমি কে? এই যে বৃক্ষপাষাণতৃণসমন্বিত বাহ্য জগৎ, ইহাও ত আমি নহি, তবে আমি কে? এই যে প্রাণবায়ু দ্বারা ক্ষণকালের জন্য সঞ্চালিত ও অল্প-কালমধ্যেই বিনাশী, মূক অনিত্যদেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও আমি নহি, কারণ, ইহা অচেতন, আমি চেতন। ৬—১০। জড় কর্ণবিবর দ্বারা কল্পিত, শূন্য হইতে উৎপন্ন, ক্ষণকালমধ্যে বিনাশী, শূন্যাকৃতি শব্দও আমি নহি, কারণ, তাহাও অচেতন। যাহা ক্ষণবিনাশী, ত্বক্ দ্বারা কখন লভ্য হয়, কখনও বা হয় না, চিতির প্রসাদেই যাহার স্বরূপের উপলব্ধি হয়, সেই অচেতন স্পর্শও আমি নহি। অনিত্য চঞ্চল রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, জিহ্বাগ্র হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্তমাত্র যাহার গতিবিধি, সেই দ্রব্যনিষ্ঠ অচেতন রসও আমি নহি। ক্ষণবিনাশী কেবল দৃশ্য ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত যাহার সম্বন্ধ বা সত্তা, উপভোগ উৎপাদন করিয়া যাহা একমাত্র দ্রষ্টাতেই উপক্ষীণ হয়, আমি সেই অচেতন রূপও নহি। অজ্ঞের ন্যায় জড় অর্থাৎ অপ্রকাশ ক্ষয়শীল, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা পরি-কল্পিত হইয়া থাকে, যাহার আকারের কোনরূপ স্থিরনিয়ম নাই, (কালে অন্যরূপ হয় বলিয়া,) সেই কোমলস্বরূপ অচেতন গন্ধও আমি নহি। ১১—১৫। আমাতে পঞ্চেন্দ্রিয়ভ্রম নাই, আমি ভাগকল্পনাবিবর্জ্জিত, মননশূন্য, নির্ম্মল, শান্ত, বিশুদ্ধ চেতনস্বরূপ। আমি চেত্যহীন চিন্মাত্র, আমি বাহ্য-আভ্যন্তর সর্ব্বস্থানব্যাপী বিভাগশূন্য নির্ম্মল সৎস্বরূপ, এই আমিই সকল বস্তুর অবভাসক। চেতনস্বরূপী এই আমিই দীপবৎ সূর্য্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটপটাদি নিখিল পদার্থের প্রকাশ করিতেছি। এতক্ষণে এই নিখিল বিষয় আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল, আমিই আকা-শাদি বিকল্পশূন্য, চিৎস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ, সর্ব্বগামী আত্মা। অন্তঃ-প্রকাশিত তেজঃপুঞ্জে জ্বলন্ত অঙ্গারকণা যেমন প্রকাশ পায়, তদ্রূপ এই আত্মরূপী আমা দ্বারাই এই বিচিত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল স্ফুরিত হইতেছে। ১৬—২০। সর্ব্বগামী দারুণ নিদাঘে মরুভূমিতে যেরূপ মরীচিকার স্ফুরণ হয়, বিচিত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলও তদ্রূপ আত্মায় স্ফুরিত হইতেছে। যেমন অন্ধকারে দীপসাহায্যে বস্ত্রের শুক্লাদি গুণ জানিতে পারা যায় (কোন্ খানি সাদা, কোন খানি কাল, চিনিতে পারা যায়), তদ্রূপ এই আত্মাতেই নিখিল পদার্থের বস্তুত্ব প্রতিপন্ন হয়। দর্পণ যেমন নিখিল বস্তুর প্রতিবিম্বের বিশ্রামস্থান, তদ্রূপ এই আত্মাই নিখিল জাগ্রৎপদার্থের অনুভব ও পরমবিশ্রান্তির স্থল। চিন্ময়, দীপরূপী, বিকল্পবিবর্জ্জিত, একমাত্র এই আত্মার অনুগ্রহেই সূর্য্য উষ্ণ, চন্দ্র শীতল, পর্ব্বত কঠিন ও জল দ্রবধর্ম্মী হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ইত্যাদিক্রমে ব্যবস্থিত প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই নিখিল জাগতিক পদার্থের একমাত্র আত্মাই প্রথম কারণ; এই আত্মা সৎস্বরূপে নিখিল কার্য্য ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এই আত্মার কোন কারণ নাই। ২১—২৫। যেমন প্রচণ্ড-তপনতাপেই মহী প্রভৃতি তাপবান্ হয়, তদ্রূপ এই আত্মা দ্বারাই অনুভূয়মান এই নিখিল পদার্থ পদার্থ-পদবাচ্য হইয়া থাকে। যেমন হিম হইতে শৈত্য উৎ-পন্ন হয়, তদ্রূপ, বস্তুতঃ কারণ না হইলেও অবিদ্যাবশে, কারণীভূত ব্রহ্মাদি নিখিল কারণের কারণস্বরূপ এই প্রত্যক্রূপী ব্রহ্ম হইতেই

এই জগৎ উৎপন্ন হয়। সৃষ্টিসংহারাদির কারণীভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতির জগদ্ব্যবস্থাবিষয়ে—এই প্রত্যক্‌রূপী আত্মাই আদি কারণ, ইনি নিজে কারণবর্জ্জিত। আমিই চিৎ, চেত্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য প্রভৃতি নামবিহীন, নিত্য, স্বয়ংপ্রকাশ ঐ আত্মা, অতএব আমাকে আমি নমস্কার করি। ভূতেশ্বর নির্ব্বিকল্প এই চিৎস্বরূপী আত্মায় নিখিল ভূত গুণীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে ও ইহাতেই প্রবেশ করিতেছে। ২৬—৩০। এই চেতন আত্মা অন্তর্যামী (মন) হইয়া যাহা সঙ্কল্প করেন, সর্ব্বত্র তাহা তাহাই হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা নাই। চিতি স্বীয় সত্তা প্রদান করিয়া যে কোন বিষয়কে উজ্জীবিত করে, তাহা তৎক্ষণাৎ নিজ পদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সৎ হইয়া যায়। তাহাতে উক্ত চিতির সত্তা নাই, তাহা সৎ হইলেও অসৎ হইয়া যায়। বৃহৎ দর্পণরূপী এই ব্রহ্মাকাশে কত শত জগৎ-সম্বন্ধীয় ঘটপটাকৃতি পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। প্রতিবিম্বিত সূর্য্য যেমন স্বকীয় আধারভূত পদার্থের ক্ষয়ে ক্ষয়ী ও বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিমান্‌ হয়; তদ্রূপ এই আত্ম-প্রতিবিম্ব আধারপদার্থের (সঙ্কল্পাত্মিকা বুদ্ধির) ক্ষয়ে ক্ষয়বিকারবিশিষ্ট ও তাহার বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিবিকারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিম্বভূত আত্মা সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় সৎ বা অসৎ। এই অতি নির্ম্মল পরমাকাশ নিখিল অজ্ঞদিগের অদৃশ্য, যাহারা বিগলিতচিত্ত, তাহাদিগেরই প্রাপ্য। সাধুগণই এই নির্ম্মল পরমাকাশ দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকেন। ৩১—৩৫। কারণীভূত এই পরমাকাশরূপ বৃক্ষ হইতেই লোকব্যবহাররূপ-ভ্রমরশালিনী এই বিবিধ দৃশ্যপদার্থরূপিণী মঞ্জরী উৎপন্ন হইতেছে। যেমন পর্ব্বত হইতে বিচিত্র তরু-গুল্মপূর্ণ বনরাজি উদ্ভূত হয়, তদ্রূপ এই আত্মাকাশ হইতেই এই চলস্বভাব সংসার উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকাশস্বভাব ঐ চিদাত্মা, ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যমধ্যবর্ত্তী যাবতীয় পদার্থ হইতে অবিভিন্ন অর্থাৎ সমস্তই ঐ চিন্ময় আত্মা। আমি অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বগামী, ঐ চিন্ময় আত্মা, আমি আপনার জ্ঞানস্বরূপে নিখিল চরাচরভূতবর্গের অন্তরে অবস্থিত। সেই চিদাত্মস্বরূপ আমারই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বহুশরীর। এই শরীর পরিসঙ্খ্যাদিবিহীন অর্থাৎ পরিমাণে উহা যে কত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কোন সময়ে যে ইহা হইয়াছে এবং কতকাল থাকিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই, ইহা কতদূরব্যাপী, তাহাও বলা যায় না। ৩৬—৪০। এই আত্মা স্বীয় অনুভূতিবলে স্বয়ংই স্বপ্রকাশ অনুভূতিস্বরূপ। সকলের দৃষ্টি, নিখিল দ্রষ্টা ও সমগ্র দৃশ্যস্বরূপ বলিয়া এই আত্মা সহস্রবাহু, সহস্রলোচন অর্থাৎ সকলের আত্মাই যখন এক, তখন সকলের বাহুতে সহস্র বাহু ও সকলের লোচনে সহস্রলোচন। এই প্রত্যক্ ঈশ্বররূপী আমি মনোহর সূর্য্যদেহ ধারণ করিয়া আকাশে বিহরণ করিতেছি এবং বায়ুদেহ ধারণপূর্ব্বক বায়ু হইয়া প্রবহমান হইতেছি। শঙ্খ-চক্র-গদাধারী আমার এই সুনীল বপুঃ সমগ্র সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। আমি এই জগতে সর্ব্বোপরি স্পর্দ্ধা করিতেছি। আমি এই জগতে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বদা পদ্মাসনে অবস্থান করত নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে মগ্ন হওয়াতে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমিই ত্রিলোচনদেহ ধারণ করিয়া গৌরীর আনন-পদ্মের ভ্রমররূপে বিচরণ করি এবং কূর্ম্মের স্বাঙ্গ-(হস্তপদাদি) সঙ্কোচনের ন্যায় সৃষ্টি-অবসানে এই সমস্ত জগৎকে আপনাতে সঙ্কোচ (সংহার) করিয়া অবস্থান করি। ৪১—৪৫। তপস্বী যেমন স্বীয় ক্ষুদ্র মঠ সংরক্ষণ করিতে কোন আয়াস বা যত্ন করেন না, তদ্রূপ প্রযত্ন ব্যতিরেকেই আমি ইন্দ্ররূপে মন্বন্তর-পর্য্যায়-ক্রমে প্রাপ্ত এই নিখিল ত্রিলোকী পালন করিয়া থাকি। আমিই স্ত্রী, আমিই পুরুষ, আমিই বালক, আমিই বৃদ্ধ, আমিই বিশ্বমুখ এবং আমিই দেহ ধারণ করি বলিয়া জাত। জীর্ণকূপের অভ্যন্তর-দেশে সরসতানিবন্ধন যেমন তৃণলতাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ আমিই রসরূপে তৃণলতাদির মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া সরসতানিবন্ধন চিদ্ভূমি হইতে তৃণাদি উৎপন্ন করিয়া থাকি। যেমন ক্রীড়নির্ম্মাণপটু বালক আপনার ক্রীড়ার নিমিত্ত কর্দ্দম দ্বারা বিবিধ ক্রীড়নকদ্রব্য নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ আমি নিজক্রীড়ার নিমিত্ত বিস্তৃত সুন্দর জগৎ-নির্ম্মাণরূপ এক আড়ম্বর করিয়াছি। আমি কারণস্বরূপে এই জগৎ ব্যাপিয়া আছি, আমার ব্যাপ্তিতেই এই জগৎ সত্তা প্রাপ্ত হই-তেছে। এই জগৎ সৎ হইলেও আমি পরিত্যাগ করিলে উহা কিছুই নহে। ৪৬—৫০। বিশাল চিদ্দর্পণরূপী আমাতে যাহা প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহাই প্রকৃত আছে, তদ্ভিন্ন অপর কিছুই নাই, কারণ, মদিতর কোন পদার্থ ই নাই। আমি কুসুমে সৌরভ, পুষ্পপত্রে কান্তি, কান্তিতে রূপ ও রূপে অনুভব হইয়া অবস্থান করিতেছি। এই যে স্থাবর-জঙ্গম জগৎ বলিয়া যাহা কিছু দৃশ্য দেখা যাইতেছে, এই সমুদয়ই সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পশূন্য পরমচৈতন্যরূপী আমি। যাহা দ্বারা সরোবর নদী প্রভৃতি জলপ্রবাহ বিস্তৃত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই রসময়ী প্রথমা শক্তি জলরূপে বৃক্ষ-লতা প্রভৃতিতে তাহাদের অঙ্কুরোৎপাদনকারণ হইয়া যেরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, আমিও এক হইয়াও তদ্রূপ অখিল জীবে বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছি। আমি নিখিল পদার্থের উক্তরূপ অপূর্ব্ব অন্তরব-স্থানশক্তি প্রাপ্ত হইয়া আপন ইচ্ছাতেই চিত্র-বৈচিত্র্য প্রকটন করিতেছি। ৫১—৫৫ যেমন দুগ্ধে ঘৃতশক্তি ও জলে রসশক্তি বিদ্যমান, আমিও তদ্রূপ নিখিলপদার্থে চিতিশক্তিরূপে বিদ্যমান আছি। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—কালত্রয়ে অবস্থিত এই জগৎ, ভূমির সামান্য একাংশে তৃণকাষ্ঠাদি বস্তুজাতের ন্যায় চিৎস্বরূপী আমার একাংশে আমাতে অবস্থান করিতেছে, বাস্তবিক এই জগতে চেত্যভাব নাই অর্থাৎ এই জগৎ চেত্য নহে ইহা জড়। আমি সমস্ত দিক্‌কুক্ষি পূর্ণ করিয়া সঙ্কোচভাব পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত, সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট্ (অপর রাজাপেক্ষা বিশিষ্টরূপে শোভমান) ও সম্রাট্ (নিখিল রাজগণের আজ্ঞাপ্রদ) হইয়া অবস্থান করি-তেছি। আমার ইন্দ্রকে বন্ধন করিতে হইল না, শস্ত্র দ্বারা অন্যান্য অমরবৃন্দকে বিদলিত করিতে হইল না, কাহারও নিকট প্রার্থনাও করিতে হইল না, আমি অনায়াসে এই বিশাল জগৎরাজ্য প্রাপ্ত হইলাম, আমার বোধ হয়, এরূপ কেহ কখন প্রাপ্ত হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! আমি সুবিস্তৃত আত্মা হইয়াছি, প্রলয়পবনে বিধূনিত অর্ণব যেমন স্বীয় আধারে স্থান পায় না, সমস্ত জগতের সহিত একার্ণবাকার ধারণ করে, তদ্রূপ আমি আপনার আত্মাতে স্থান প্রাপ্ত হইতেছি না, অপরিমিত হইয়া পড়িয়াছি। ৫৬—৬০। পঙ্গু যেমন ক্ষীরসাগরে নিপতিত হইলে তাহার আর অন্ত পায় না, সর্পের ন্যায় তাহাতে ভাসিতে থাকে, আমিও তদ্রূপ স্বয়ংই নিরতিশয় আনন্দময় আত্মরূপে আস্বাদ্যমান আপন আত্মাতে ভাসমান হইতেছি, ইহার অন্ত পাইতেছি না। জগৎনামক এই ব্রহ্মমঠ (ব্রহ্মাণ্ড) অতি ক্ষুদ্র ও অতি সঙ্কীর্ণ। বিল্বগজ যেমন তাহার স্বীয় অঙ্গে সম্যক্ স্থান প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমার এই বিস্তৃত শরীর এই ক্ষুদ্রমঠে স্থান পাইতেছে না। আমার রূপ, এই

(ব্রহ্মাণ্ডরূপ) বিরিঞ্চিগৃহের পরে এবং চতুর্ব্বিংশতি বা ষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যক (১) তত্ত্বেরও অন্তে পদক্ষেপ করত প্রসারিত (বিস্তার প্রাপ্ত) হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না। এ যাবৎ "আমি ও এই আমার দেহাদি" ইত্যাকার ভিত্তিহীন কল্পনা কেন ছিল? আমার আকৃতির যখন বাস্তবিকই সীমা নাই, তখন আমার ঈদৃশ সঙ্কোচ সমুচিত নহে। "এই আপনি" "এই আমি" ইহা মিথ্যা ভ্রান্তি। দেহ কি? অদেহ কি? মৃত্যুই বা কে? জীবিতই বা কে? (বাস্তবিক এ সমুদয় কিছুই নহে)। ৬১—৬৫। যাঁহারা এমন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সংসার-ভূমিতে আসক্ত ছিলেন, মদীয় সেই পিতামহগণ অতি দীন ও ক্ষুদ্র-বুদ্ধি ছিলেন। কোথায় পূর্ণব্রহ্মরূপিণী এই পূর্ণ মহতী দৃষ্টি আর কোথায় সর্পবৎ ভীষণ আশাজালে ভয়ঙ্কর রাজ্যসম্পদ্? (ব্রহ্মদৃষ্টির নিকট রাজ্যসম্পদ্ অতি তুচ্ছ)। অসীম-আনন্দ-ভোগপূর্ণ, পরমশান্তিশালিনী এই বিশুদ্ধ চিন্ময়ী দৃষ্টি নিখিল দৃষ্টির মধ্যে পরম উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। আমি নিখিল ভাবের অন্তঃস্থিত চেত্যবিমুক্ত চিদাত্মা, আমি প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপী, আমাকে বারংবার নমস্কার আমি এই সংসারে ভুক্তবস্তুর পরিপাকবৎ জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি,. আমি এক্ষণে জন্মবিবর্জ্জিত হইয়াছি, অতএব আমারই জয়। আমি প্রাপ্তব্য নিখিল সুখ প্রাপ্ত হওয়াতে জীবন সফল করিতেছি এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিতেছি। ৬৬—৭০। আমি এই শাশ্বত-বোধরূপ উত্তম সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া দুঃখময় অরম্য রাজ্যসম্পদে আর আসক্ত হইতেছি না, আত্মরক্ষার্থ যাহাতে কাষ্ঠ দ্বারা বনদুর্গ, জল দ্বারা জলদুর্গ ও পর্ব্বত দ্বারা গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়, সেই ধরাতলের আধিপত্য পাইয়া যে হর্ষচঞ্চল হইয়া উঠে, সেই অনাত্মজ্ঞ কুৎসিত দানবরূপী কীটকে ধিক্। মদীয় অজ্ঞ পিতা হিরণ্যকশিপু অবিদ্যার সহিত একাত্মতা-প্রাপ্ত, অন্নপানাদি দ্বারা বর্দ্ধিত, অবিদ্যাময়, নিজ শরীরকে পরিতৃপ্ত করিয়া কি করিলেন? তিনি কতিপয় বর্ষ এই ত্রৈলোক্যরূপ বহিঃ-সৌন্দর্য্যশালী মঠ প্রাপ্ত হইয়া (ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়া) (কশ্যপবংশে জন্মগ্রহণের) অনুরূপ কি (পুরুষার্থ) সাধন করিলেন? এই পরমানন্দ আস্বাদন না করিতে পারিলে শতঃ শত ত্রৈলোক্যরাজ্যভোগ আস্বাদন করিলেও কিছুই আস্বাদন করা হয় না। ৭১—৭৫। যিনি এই পরমানন্দ আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অন্য আনন্দ কিছুই নহে। যিনি এই আনন্দরূপ পরমামৃত আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার অন্তর এ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, তিনি নিখিল বিষয় পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূর্খ ব্যক্তিই অপরিমেয় এই পরমানন্দপদ পরিত্যাগ করিয়া পরিমিত অপর তুচ্ছ বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, পণ্ডিতেরা সেদিকে ধাবিত হন না। উষ্ট্রই শোভনলতা পরিত্যাগ করিয়া কণ্টকভোজনে লোলুপ হয়, অন্য কেহ নহে। এই পরমা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া কে দগ্ধ (পোড়া) রাজ্যভোগে আসক্ত হইবে? কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইক্ষুরস পরিত্যাগ করিয়া কটু নিম্বরস পান করিবে? মদীয় পূর্ব্বপিতামহগণ মূর্খ ছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ, তাঁহারা এই পরমা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া (দুঃখময়) এই রাজ্যসঙ্কটেই আসক্ত ছিলেন। কোথায় কুসুমবিকাসশোভী নন্দনকানন, আর কোথায় দগ্ধ মরুভূমি? কোথায় এই শমগুণযুক্ত তত্ত্ববোধদৃষ্টি, আর কোথায় ভোগের আয়ত্তীভূত দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি? ৭৬—৮০। রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও যাহার পাইবার জন্য অভিলাষ হয়, এমন কোন সুখই ত্রিজগতে বিদ্যমান নাই, চিৎ-তত্ত্বে তৎসমুদয়ই রহিয়াছে, তবে কেন তাহা লোকে অনুভব করিয়া দেখে না? সর্ব্বত্র সমভাবে স্থিত, নির্ব্বিকার, স্বস্থ, সর্ব্বময়, একমাত্র চিত্তের দ্বারাই তৎসমুদয় সুখ ও সুখসাধন সম্যক্‌রূপে লাভ করা যায়। যেহেতু, তেজের প্রকাশিকা শক্তি, চন্দ্রের অমৃতাহ্লাদিনী শক্তি, ব্রহ্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মান্যতা, ইন্দ্রের ত্রিলোকীরাজত্ব, মহাদেবের পরম-পূর্ণভাব, বিষ্ণুর জয়লক্ষ্মী, মনের শীঘ্রগামিতা বায়ুর বেগবত্তা, অগ্নির দাহকতা, জলের রসবত্তা, ভৃগুপ্রমুখ মুনিগণের মহাতপঃসিদ্ধি, বৃহস্পতির বিদ্যা, বিমানের আকাশগতি, পর্ব্বতের স্থৈর্য্য, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, সুমেরুর মহোন্নত্য, সুগতদেবের শূন্যতারূপ নিখিল-উপদ্রব-শান্তি, মদিরার মাদকতা, বসন্তের পুষ্পসম্ভারশোভিত্ব, বর্ষার জলদধ্বনি, যক্ষের মায়াময়ত্ব, আকাশের নিষ্কলঙ্কত্ব (নির্লেপত্ব), শীতের শৈত্য ও নিদাঘের তাপবত্তা, এই সমুদয় এবং অপরাপর বহুবিধ দেশ-কাল-ক্রিয়ারূপিণী, বিবিধ-আকৃতি-বিকৃতিসম্পন্ন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী, বিচিত্র শক্তিসমূহ, বাস্তববিকারশূন্য স্বস্থ সম চিতিরই উক্ত শক্তিসমূহের কার্য্যানুসন্ধান-সঙ্কল্পে উৎপাদিত হইতেছে। ৮১—৯০। বিকল্পবিহীনা সর্ব্বময়ী চিৎ, প্রভাকরের করপ্রভার ন্যায় নিখিল পদার্থে সমভাবে পতিত হইতেছেন অর্থাৎ চিতির কোন বিকল্প না থাকিলেও চিত্তবৃত্তিগত বিকল্পবৈচিত্র্য আসিয়া উহাতে লিপ্ত হইয়া থাকে, ফলতঃ তিনি সর্ব্বত্র একরূপ। সূর্য্যের কিরণ যেমন পুরুষে পতিত হওয়াতে পুরুষাকৃতি ও স্থাণুতে পড়িয়া স্থাণুর ন্যায় আকৃতি ধারণ করে, তদ্রূপ চিতিও চিত্তবৃত্তিগত বৈচিত্র্যে আকারবৈচিত্র্য প্রাপ্ত হন। নির্ম্মলা চিৎ, বিপুল পদার্থসমূহকে যাহাতে ক্ষণকালমধ্যে সর্ব্বদিক্‌মণ্ডলে গিয়া বিশ্রাম প্রাপ্ত ও ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের বিভাগে কল্পিত করিয়া প্রকাশিত করিতে পারেন, তন্ময়ভাবপ্রাপ্ত হইয়া, সমস্ত সংসাররূপ দৃশ্য অবস্থাকে সেইরূপে (দিক্‌ও) কালত্রয়ে অবস্থাপিত করত চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফলতঃ একমাত্র অখণ্ড বিশুদ্ধ চিৎই আপনা হইতে অভিন্ন কালের পরামর্শে কল্পনাবিচারে কল্পিত উক্ত কালত্রয় হইতেও প্রত্যক্ষ, অনুমিতি উপমিতি প্রভৃতি অনন্ত প্রমাণ দ্বারা মেয় পুরুষ হইতে যেন ভিন্ন হইয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কালত্রয়-পরামর্শেই চিতির বিবিধ দৃষ্টি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ চিতির একমাত্র পূর্ণতা ভিন্ন অবশিষ্ট আর কিছুই নাই। ঐ পূর্ণতাই (অখণ্ডতা) সমতা। ৯১—৯৫। যেমন মধুররস বা তিক্তরস পদার্থদ্বয় যুগপৎ আস্বাদন করিলে আস্বাদ্য বিষয় দুইটী হইলেও আস্বাদ-অনুভব একটি, তেমনি বিষয়াদি নানাবিধ হইলেও চিৎ নানা প্রকার নহে একই। এই ঘটপটাদি বিচিত্র পদার্থসমুদয়, পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক ভেদসঙ্কল্পশূন্য সর্ব্ববিধভাবের অনুগামী সূক্ষ্ম অদ্বৈত সত্তারূপী চিতি দ্বারা যুগপৎ অনুভূত হইলে একরূপই অনুভূত হইবে। অনুভবের বৈষম্য কিছুই নাই, সুতরাং চিতিরও বৈষম্যের কোন কারণ নাই। বাস্তবিক চিতির ভেদ নাই, ভেদ যাহা কিছু সঙ্কল্পিত, ঐ ভেদসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ গুরূপদেশ ও আত্মবিচার আবশ্যক; কারণ, তদ্দ্বারা দৃশ্যসমূহের বাস্তবিক অসত্তাভাব হয়, ইহা চিত্তে দৃঢ়লগ্ন হইলে চিত্ত শোক মোহগ্রস্ত হইবে না। গুরূপদেশ

(১) সাংখ্য-বৈষ্ণবাদিমতে তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, শৈবপাশুপতাদিমতে ছত্রিশ প্রকার।

গ্রহণ ও আত্মবিচারের পর চিত্তে সমুদয় দৃশ্য প্রোঞ্ছিত (বিলুপ্ত) হইয়া গেলে চিত্ত অদ্বৈত সৎ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া বিষয়ানুরাগাদি জন্য কালুষ্য ত্যাগ করে। এইরূপে চিৎ অতীত-দৃশ্যের বাসনাবন্ধনশূন্য হইয়া বর্ত্তমান দৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা করিলে দৃশ্যসমূহের আধার কালত্রয়ের প্রতি আর তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে না, সুতরাং ভবিষ্যতে দৃশ্যের সহিত উহাঁর সম্বন্ধ থাকিবার আর সম্ভবনা নাই। তখন সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন একমাত্র চিতিই পরিশিষ্ট থাকিবে, ভেদসঙ্কল্পও তাহাতেই পরিত্যাজ্য হইবে। ৯৬—১০০। চিতি, বাক্যের অগোচর বলিয়া ভেদসঙ্কল্পী ভ্রান্তদিগের নিকট যেন একেবারে অসৎ হইয়া যান, সত্যই তিনি তাহাদের সিদ্ধান্তে অস্তিত্বহীন হইয়া পড়েন। ফলতঃ তিনি সৎ, তাঁহার অসত্তা কোনরূপেই সম্ভবে না। সৎস্বরূপ ঐ চিতিকে (শাস্ত্রীয় ব্যবহারে) আত্মা ও ব্রহ্ম বলা হয়, বস্তুতঃ (অবাঙ্মনস-গোচর বলিয়া) ইনি কিছুই নহেন (শূন্যস্বরূপ) অথবা সর্ব্বস্বরূপ। যখন দৃশ্যসমূহের একেবারে উপশম হইয়া যায়, তখন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান যে এক সমতা—তাহাই মোক্ষনামে অভিহিত হয়। এই চিৎ যখন সঙ্কল্পকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, তখন প্রকাশশক্তির হ্রাস হওয়াতে ইনি তিমিররোগাকুলিত দৃষ্টির ন্যায় এই জগৎকে পরমার্থ-(সৎ চৈতন্য) রূপে দর্শন করিতে সমর্থ হন না, অন্যথা দর্শন করিয়া থাকেন। চিতি ইষ্টানিষ্ট-সঙ্কল্পরূপ মল দ্বারা বিলুপ্ত হইলে, পাশবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় উড্ডয়ন (পক্ষিপক্ষে আকাশগতি, চিতিপক্ষে নিখিল আকাশব্যাপ্তি) করিতে পারেন না। অন্ধপক্ষীর ন্যায় এই সমস্ত লোক একমাত্র এই সঙ্কল্প দ্বারাই মোহজালে বদ্ধ রহিয়াছে। ১০১—১০৫। মদীয় পিতামহগণ সঙ্কল্পজালে জড়িত হইয়া বিষয়রূপ গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া অন্তরায়শূন্য এই সাধু আত্মপদবী দর্শন করিতে পারেন নাই। আত্মপদবীর অদর্শন হেতু শোচনীয়-দশাপ্রাপ্ত পিতামহগণ কতিপয় দিন ধরণী-তলে স্ফুরিত হইয়া কুহরস্থিত মশকের ন্যায় অচিরাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কেবল বিষয়ভোগরূপ দুঃখের আশায় কাল অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। যদি দুর্ব্বুদ্ধি সেই পিতামহগণ এই আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর ভাবাভাবরূপ অন্ধকূপে নিপতিত হইতেন না। জীবগণ ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থিত সুখদুঃখভোগমোহে ভূগর্ত্তস্থিত কীটের সমান হইয়া অবস্থান করে। সত্য আত্মতত্ত্বের বোধরূপ মেঘ দ্বারা যাহার ইষ্টানিষ্টরূপিণী সঙ্কল্পমরীচিকা প্রশান্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই জীবন সার্থক। ১০৬—১১০। অবিচ্ছিন্ন নির্ম্মলাকৃতি বিশুদ্ধ চিতির, চন্দ্রিকার উষ্ণপ্রভার ন্যায় সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক আবার কোথা হইতে আসিবে? আমি অবিচ্ছিন্ন চিদ্রূপী আত্মা, আমাকে আমি নমস্কার করি। হে নিখিললোকের জ্ঞান প্রকাশের হেতুভূত মণিস্বরূপ দেব আত্মন্। বহুদিনের পর আপনাকে আজি প্রাপ্ত হইয়াছি। বহুদিনের পর আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিলাম, প্রাপ্ত হইলাম, বহুদিনের পর আজি আমার নিকট পরমার্থস্বরূপ অভিব্যক্ত হইলেন, বহুদিনের পর আপনাকে আমি বিকল্পজাল হইতে উদ্ধার করিলাম, আপনি যে হউন, আপনাকে নমস্কার। অনন্তস্বরূপ তুমিই আমি, এতএব আমাকে নমস্কার, শিবাত্মা তুমিই আমি, অতএব আমাকে নমস্কার। হে দেবাধিদেব পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। আনন্দৈক-রসপ্রাপ্ত মদীয় আত্মার আধার ব্যতিরেকে পারমার্থিক-রূপে অবস্থিত, মেঘাবরণশূন্য পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় সঙ্কল্পাবরণ-শূন্য, স্বপ্রকাশ, স্বাধীন, আনন্দরূপী, স্বকীয় রূপকে নমস্কার করি। ১১১—১১৫।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—এই জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ওঁস্বরূপী নির্ব্বিকার আত্মা। এই চৈতন্যরূপী আত্মা অস্থি-মেদ-মাংস-মজ্জাদিরও অতীত অর্থাৎ মাত্র দেহপরিমিত নহেন, এই আত্মা সূর্য্যাদির অন্তরে থাকিয়াও দীপের ন্যায় সূর্য্যাদির প্রকাশ করিতেছেন। ইনি আপনার সত্তামাত্রেই দহনকে উষ্ণ করিতেছেন, জলকে দ্রবময় করিতেছেন এবং রাজার রাজ্য-ভোগের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রামের অনুভব (স্পর্শাদি বিষয় আপনিই সম্পন্ন করাইয়া) ভোগ করিতেছেন। ইনি স্থিতিশীল হইলেও (নিষ্ক্রিয় হইলেও) স্থিতিশীল নহেন। (ধাবনাদি ব্যবহার ইহাঁর আছে,) গতিশীল হইলেও গতিশীল নহেন, নিশ্চেষ্ট হইলেও সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাপরতন্ত্র, কার্য্যকারী হইলেও এই আত্মা তাহাতে লিপ্ত নহেন এবং ইনি ইহলোকে, পরলোকে ও ইহলোক হইতে পরলোকগমনকালে শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভকর্ম্মের ফলভোগী হইলেও সকল প্রকার ভোগব্যাপারে একরূপই থাকেন। ১—৫। ভ্রমবিকারবিহীন আত্মা সেই সেই কর্ম্মের অনুসারে উদ্ভূত হইয়া থাকেন এবং উদ্ভূত ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত নিখিল ভোগ্য-ভোক্তৃত্বাদি ভাব ও তদাধার চতুর্দ্দশ ভুবন, এই সমগ্র জগৎকে সন্নিধিমাত্রেই পরিচালিত করতঃ অবস্থান করিতেছেন, (তাহাই ইহাঁর কর্ম্মফল)। ইনি সদাগতি পবনদেব অপেক্ষাও নিত্য স্পন্দময়, স্থাণু অপেক্ষাও নিত্য নিষ্ক্রিয় (নিশ্চল), আকাশ অপেক্ষাও সমধিক নিত্য নির্লেপ অর্থাৎ বায়ুও যদি কখন স্পন্দরহিত হন, তথাপি ইনি কদাপি স্পন্দহীন নহেন, আবার পর্ব্বতও যদি কখন স্পন্দিত হয়, তথাপি ইনি কদাপি স্পন্দিত নহেন, আকাশেও যদি কখন কোন দ্রব্যের লেপসংক্রমণ (তজ্জনিত নির্ম্মলতাহানি) হয়, তথাপি ইহাঁতে কোন প্রকার লেপ নাই, ইনি একান্ত নির্লেপ। বায়ু যেমন বৃক্ষপল্লব স্পন্দিত করে, তদ্রূপ ইনি সকলের মনকে স্পন্দিত করিতেছেন। সারথি যেমন স্বীয় রথের অশ্বসমূহকে চালিত করে, ইনিও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সমূহকে চালিত করিতেছেন। ইনি অতি দরিদ্রের ন্যায় দেহগৃহে বসিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতেছেন, আবার প্রভু সম্রাটের ন্যায় আত্মাতে স্বস্থভাবে অবস্থান করতঃ বিষয়ভোগও করিতেছেন। এই আত্মাই সর্ব্বদা অন্বেষণীয়, স্তোতব্য ও ধ্যাতব্য। ইহাঁকে অন্বেষণ করিলে জন্মমরণরূপ মোহ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। ৬—১০। ইনি জ্ঞানমাত্রেই সুলভ্য আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় (স্মরণমাত্রে) অনায়াসে বশী-করণীয়। ইনি সকলের দেহরূপ কমলকোষে ষট্পদরূপী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁকে লাভ করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে হয় না, এমন কি আহ্বানই করিতে হয় না, আপনার দেহমধ্যেই ইহাঁকে পাওয়া যায়। প্রণবের উচ্চারণ দ্বারা ইহাঁকে স্মরণ করিলেই ইনি ক্ষণকালমধ্যে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া

থাকেন। ইনি সর্ব্বসম্পত্তিশালী। অপর ধনীর যেমন অহঙ্কার ও পরের প্রতি অবহেলা আছে, ইহাঁর সেবা করিলে স্পষ্টই লক্ষিত হইবে ইহাঁতে তাহার কিছুমাত্র নাই। যেমন পুষ্পের মধ্যে সৌরভ, তিলমধ্যে তৈল ও রসযুক্ত দ্রব্যে আস্বাদ (মাধুর্য্য) বিদ্যমান, ইনিই সেইরূপ দেহমধ্যে অবস্থিত। যেমন পূর্ব্বদৃষ্ট বন্ধুর সহিত বহুদিনের পর দেখা হইলে তাহাকে চিনিতে পারা যায় না, হৃদয়স্থিত চেতনরূপী হইলেও এই আত্মাকে সেইরূপ অবিচারবশে জানিতে পারা যায় না। ১১—১৫। বিচার দ্বারা এই পরমেশ্বরআত্মাকে যখন জানিতে পারা যায়,তখন প্রিয়জনের লাভে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দ হইয়া থাকে। অসীম-আনন্দদায়ী পরমবন্ধুস্বরূপ এই আত্মা দৃষ্ট হইলে সেই সেই দিব্যদৃষ্টি স্বয়ং উন্মীলিত হইয়া থাকে। যাহাতে জরা-মরণাদি সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হয়, সমস্ত (স্নেহাদি) পাশ ছিন্ন হয়, নিখিল শত্রু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়এবং দুষ্ট ইন্দুরের গৃহখননের ন্যায় আশা আর মনকে খণ্ডিত (ছিন্নভিন্ন) করিতে পারে না। ইহাঁর দর্শন ঘটিলে সমস্ত জগৎ দেখা হইল, ইহাঁর তত্ত্ব সম্যক্ শ্রুত হইলে সমস্তই শ্রবণ করা হয়, ইহাঁর স্পর্শে সমস্ত জগৎ স্পর্শ করা হয় এবং ইহাঁর অবস্থানেই সমস্ত জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। ইনি সুপ্ত ব্যক্তিদিগের জন্য জাগরিত থাকেন, অবিবেকিদিগকে প্রহার করেন, বিপন্নদিগের বিপদ্ দূর করেন এবং যাহারা পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের উপাসক তাহাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ১৬—২০। জগতের স্থিতির জন্য ইনি জীব হইয়া সকললোকে বিচরণ করিতেছেন, ভোগসমূহে বিলাস প্রাপ্ত হইতেছেন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি বস্তুর শোভা সম্পাদন করিতেছেন। আত্মা জীব হইয়া প্রশান্ত আত্মা দ্বারা আত্মাকে (আপনাকে) অনুভব করিতে থাকেন অর্থাৎ আপনিই আপনাকে জানিতে থাকেন। যেমন সকল মরিচে একই প্রকার তীক্ষ্ণত্ব (ঝাল) সমভাবে বিদ্যমান, তেমনি ইনি, সকল দেহে অবস্থিত। ইনি চেতনারূপী, ইনি কলনারূপী, (কলনা-বর্ত্তমান বিষয়ের দর্শন,) ইনি বাহ্য আভ্যন্তরীণ যাবতীয় চেতনোপাধিতে আশ্রিত নিখিল জাগতিক পদার্থের সাক্ষাত্তঃ অধিষ্ঠানভূত হইয়া অবস্থিত। ইনি আকাশে শূন্যতা, বায়ুতে স্পন্দ, তেজে প্রকাশ জলে দ্রবত্ব, পৃথিবীতে কাঠিন্য, অগ্নিতে উষ্ণতা, চন্দ্রে শৈত্য, অধিক কি, জগতের নিখিল পদার্থে সত্তাস্বরূপে অবস্থিত। ২১—২৫। মসীতে যেমন কৃষ্ণতা, হিমবিন্দুতে যেমন শৈত্য এবং পুষ্পে যেমন সৌরভ বিদ্যমান, দেহপতি আত্মাও তেমনি দেহে অবস্থিত। সত্তা যেমন সকল পদার্থেই বিদ্যমান, কাল যেমন সর্ব্বগত, যাহার মহী আছে অর্থাৎ যে রাজা, তাহার যেমন সর্ব্বদেশগামিনী প্রভুতা, সেইরূপ যে স্থানে চক্ষুরাদিব্যাপার ও মানসব্যাপার বিদ্যমান, সেই স্থানেই আত্মার সত্তা অর্থাৎ চক্ষুরাদিব্যাপার ও মানসব্যাপার দ্বারা যে বস্তুর প্রকাশ হইবে, সেই প্রকাশই আত্মার স্বরূপ। ঈদৃশগুণ-সম্পন্ন এই আত্মা দেবঋষিদিগেরও জ্ঞাতব্য, মহাদেব ও নিত্য। আমিই উক্ত আত্মা, আমার কোন প্রকার কলনা নাই। আকাশে যেমন অণুমাত্রও ধূলি স্থির থাকিতে পারে না, পদ্মপত্রে (১) যেমন জল স্থির থাকে না, পাষাণে যেমন জলকম্পাদিদ্রম থাকে না আমাতেও তদ্রূপ উক্ত আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই সম্বন্ধ নাই। আমার দেহে সুখ-দুঃখ আপতিত হউক্ বা না হউক্, আমার তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই। অলাবুর উপরে জলধারা পতিত হইলে অলাবুর কিছুই (কোন বিকারই) হয় না, (অলাবুর গাত্রে একেবারেই জল লাগে না।) তৈলবর্ত্তির পাত্র (প্রদীপ) অতিক্রম করিয়া বহির্নির্গত দীপালোক যেমন রজ্জু দ্বারা বন্ধন করা যায় না, তদ্রূপ আমি সমুদয় ভাবের অতীত, আমাকে কেহ বন্ধন করিতে পারে না। ২৬—৩০। কাম, ভাব, অভাব ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? আকাশের সহিত আবার কার সম্বন্ধ? মনকে কে আহত করিতে পারে? (মনের কোন আকার নাই, এজন্য মন কিছুতেই আঘাত প্রাপ্ত হয় না।) শরীর শতধা বিচ্ছিন্ন হইলে শরীরীর ক্ষতি কি? কুম্ভ ভগ্ন বা ক্ষীণ হইলে কুম্ভাকাশের ক্ষতি কি? পিশাচের ন্যায় অদৃশ্য এই মন বৃথাই উদয়লাভ করিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানবলে যদি সেই জড় মনের ক্ষয় হয়, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? যাহার সুখ-দুঃখময়ী বাসনা থাকে, তাহাকে আমি মন বলি, ঐ মন আমার পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে আর নাই, কারণ, এক্ষণে আমার একমাত্র পরমানন্দ বিদ্যমান। ৩১—৩৫। একজনে ভোগ করে, অপরে গ্রহণ করে, আর একজনের অনর্থ-সঙ্কট উপস্থিত, অন্য একজনে তাহা দর্শন করিল, কি অদ্ভুত মূর্খতা! ইহা কোন্ ঐন্দ্রজালিকের চক্র? প্রকৃতি ভোগ করিল, মন গ্রহণ করিল (সংগ্রহ করিল), দেহের বিপদ্ (অনর্থপাত) হইল, দুষ্ট (প্রকৃতি প্রভৃতি দ্বারা দূষিত) আত্মা তাহা দর্শন করিল, এইরূপ বিচার মূর্খতা-নিবন্ধনই ঘটে। যথার্থ বিচার দ্বারা সমস্তই এক বুঝিলে আর কোনই ক্ষতি হয় না। ভোগ করিতে আমার ইচ্ছা নাই, ভোগ ত্যাগ করিতেও আমার ইচ্ছা নাই, যাহা উপস্থিত হয় হউক, যাহা যায় যাউক্, আমার সুখের অপেক্ষাও নাই, দুঃখের প্রতি উপেক্ষাও নাই, সুখ দুঃখ আমাতে উপস্থিত হয় হউক্, চলিয়া যায় যাউক্, উহাতে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদের দেহ হইতে বিবিধ বাসনা অন্তর্গত হউক্ বা দেহে উপস্থিত হউক্, ইহাতে আমি নাই, এই বাসনাসমূহও আমার কিছুই নহে। ৩৬—৪০। এতাবৎকাল অজ্ঞানরিপু আসিয়া আমাকে প্রহার করিয়াছে; আমার বিবেকরূপ সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক একান্তে লইয়া নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আত্মা হইতে উৎপন্ন বিষ্ণুর মহান্ অনুগ্রহে আমি আমার বিবেকসর্ব্বস্ব অজ্ঞাত হইয়া প্রত্যানয়ন করিয়াছি। আমি এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মন্ত্রের সাহায্যে শরীররূপী বৃক্ষকোটর হইতে অহঙ্কার পিশাচকে অপসারিত করিয়াছি। আমার শরীররূপ মহাবৃক্ষ এক্ষণে অহঙ্কার-পিশাচশূন্য হওয়ায় অতিপবিত্র ও সুশোভসম্পন্ন হইয়াছে। দুরাশারূপ দোষের ক্ষয় হওয়াতে এক্ষণে আমার মোহদারিদ্র্য গিয়াছে, বিবেকধনপ্রাপ্তি পাইয়া আমি পরমেশ্বর হইয়াছি। ৪১—৪৫। নিখিল জ্ঞাতব্যবিষয় আমি জ্ঞাত হইয়াছি, দ্রষ্টব্যবিষয় এক্ষণে দর্শন করিয়াছি, যাহা প্রাপ্ত হইলে কিছুই আর অপ্রাপ্ত থাকে না, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহাতে কোন প্রকার অনর্থ সম্ভাবনা নাই, বিষয়-ভুজঙ্গ যে স্থান হইতে অপসৃত, যে স্থানে মোহনীহার নাই, আশা-মরীচিকা যে স্থানে শান্ত হইয়া যায়, যে স্থানে সকল দিক্ রজো-রহিত (ধূলিশূন্য রজোগুণবিবর্জ্জিত) ও যে স্থানে শীতলচ্ছায় শান্তিবৃক্ষ বিরাজমান, ভাগ্যক্রমে আমি এক্ষণে সেই বিস্তৃত উন্নত পরমার্থস্থান লাভ করিয়াছি। আমি স্তব, প্রণাম, বিজ্ঞাপন, শম ও নিয়ম দ্বারা এই ভগবান্ আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি,

---

(১) মূলে "পদ্মপত্রমিব" পাঠ আছে; কিন্তু "পদ্মপত্র ইব" পাঠ করিলে ঠিক সঙ্গতি হয়।

দেখিয়াছি ও পরিস্ফুটভাবে ইহার স্বরূপ অবগত হইয়াছি। বিষ্ণুর অনুগ্রহে * 'অহং' পদাতীত সনাতন ব্রহ্ম ভগবান্ আত্মা বহুদিনের পর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছেন ৪৬—৫০। ইন্দ্রিয়সমূহ যে স্থানের সর্পগর্ত্ত, মৃত্যু যত্রত্য বিসর্পভূমি, তৃষ্ণা যাহার করঞ্জগহন, (করঞ্জ-বিষক্রম) কাম যে স্থানের হিংস্র-জন্তুকোলাহল, জন্ম যে স্থানের কূপস্বরূপ, যে স্থানে দুঃখরূপ দাবাগ্নিদাহ সর্ব্বদা বিদ্যমান, দাবানলের ন্যায় ধনপ্রাণহারী দুঃখরূপ চোর যে স্থানে সর্ব্বদা অপহরণ-পরায়ণ, সেই ভীষণ বাসনাগহনে অহঙ্কার-শত্রু আমাকে পাতিত, উৎপাতিত, মগ্ন, উন্মগ্ন, আবির্ভূত, তিরোভূত ও আশাপাশের দ্বারা বদ্ধ করিয়া এতাবৎকাল প্রপীড়িত করিয়াছে। রাত্রিকালে জঙ্গলমধ্যে পিশাচ অল্পবীর্য্য ব্যক্তিকে যেরূপ উৎপীড়িত ও ভীষিত করে, অহঙ্কারশত্রু আমাকে সেইরূপ করিয়া তুলিয়াছে। এক্ষণে আমি বিষ্ণুপ্রসাদব্যপদেশে আপনিই চেষ্টা দ্বারা বিবেকশ্রী প্রদীপ্ত করিয়াছি। ৫১—৫৫। আকাশদীপ প্রজ্বালিত করিলে যেমন অন্ধকার আর দৃষ্টিগোচর হয় না, নষ্ট হইয়া যায়, ঈশ্বররূপী স্বীয় আত্মা বিবেকবলে প্রবুদ্ধ হওয়াতে আমি সেই অহঙ্কার-রাক্ষসকে আর দেখিতে পাইতেছি না। আমি এক্ষণে ঈশ্বররূপী হওয়াতে মনোবিবরবাসী সেই অহঙ্কাররাক্ষস, নির্ব্বাণ-দীপের ন্যায় যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার গতি নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। হে ঈশ্বর! ভবদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মদীয় অহঙ্কার এক্ষণে সূর্য্যোদয়ে চোরের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। (বৃক্ষবেষ্টনকারী) বৃহৎ সর্প বৃক্ষ † হইতে চলিয়া গেলে বৃক্ষ যেমন স্বস্থ (-উপদ্রবশূন্য) হয়, এতাবৎকাল অজ্ঞানবশতঃ সমুত্থিত মদীয় অহঙ্কার-পিশাচ এক্ষণে চলিয়া যাওয়াতে আমিও তদ্রূপ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছি। আমি এক্ষণে শান্তিলাভ করিয়াছি, নির্ব্বাণলাভ করিয়াছি, এই জগতে আমি প্রবুদ্ধ হইলাম, তস্কর হইতে বিমুক্তি লাভ করিলাম, এই জন্য এক্ষণে পরম-নির্বৃতি লাভ করিলাম। ৫৬—৬০। আমার অন্তর শীতল হইয়াছে, আশামরীচিকা অপগত হইয়াছে, আমি এক্ষণে প্রাবৃষেণ্য জলদের বারিধারাসিক্ত প্রশান্তদাবানল অচলের ন্যায় সুস্থতা লাভ করিলাম। আত্মবিচার দ্বারা 'আমি' এই পদ মার্জ্জিত হইলে মোহ কি? দুঃখ কি? কুৎসিত আশা আবার কি? মনোব্যথাই বা কি? অর্থাৎ কিছুই থাকে না। যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণই নরক, স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি ভ্রান্তি হইয়া থাকে। চিত্রফলক বা ভিত্তি থাকিলে চিত্র-অঙ্কনের চেষ্টা হইয়া থাকে, নতুবা আকাশে কেহই চিত্র-অঙ্কনের চেষ্টা করে না। মলিন-বসনে কুঙ্কুমরাগ যেমন পরিস্ফুট হয় না, তদ্রূপ অহঙ্কাররূপী পিত্তদোষ থাকিতে চিত্তে কখনই তত্ত্বজ্ঞানের চমৎকারিতা অনুভূত হইবে না। চিত্তরূপ শরদাকাশ অহঙ্কার-মেঘনির্ম্মুক্ত তৃষ্ণা-বারিধারারহিত হইলে উহাতে আত্মচন্দ্রের প্রকাশজনিত উজ্জ্বল নির্ম্মলতা শোভা পায়। ৬১—৬৫। হে আত্মন্! অহঙ্কারপঙ্কশূন্য অন্তরে স্বচ্ছতাশালী আনন্দ-সরোবর আমিই তুমি, তোমাকে নমস্কার। হে আত্মন্! যাহার ইন্দ্রিয়রূপী ভীষণ নক্রাদিজন্তুসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই আনন্দসাগরস্বরূপ তুমিই আমি, অতএব আমাকে বারংবার নমস্কার। যাহার অহঙ্কার-মেঘ বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, দিগ্দাবানল প্রশান্ত হইয়াছে, তাদৃশ নিশ্চল আনন্দশৈলরূপী আমাকে নমস্কার। যাহার আনন্দকমল বিকসিত, যাহার চিন্তাময়ী ঊর্ম্মিমালা প্রশান্ত, হে আত্মন্! সেই মানস-সরোবররূপী আমিই তুমি, তোমাকে বারংবার অন্তরের সহিত প্রণাম করি। বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য যাঁহার পক্ষদ্বয়, পঞ্জরকোটরবাসী সর্ব্বমানস-হংসরূপী সেই আত্মাকে বারংবার প্রণাম করি। ৬৬—৭০। হে পূর্ণাত্মন্! তুমি কল্পাকল্পিতরূপধারী অথচ নিষ্কল, * অস্তাত্মা, সর্ব্বদা উদিত শশিস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। সর্ব্বদা উদিত, শান্ত (অতাপক), হৃদয়স্থিত মহান্ধকারনাশী, সর্ব্বগামী অথচ অদৃশ্য চিৎসূর্য্যকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। স্নেহহীন (তৈলহীন) হইলেও স্নেহপ্রকাশ (পরমপ্রেমপ্রকটনকারী), নির্ব্যাপার, সর্ব্ববস্তুর আধার চিৎরূপী (অপূর্ব্ব) দীপকে প্রণাম করি। যেমন তপ্ত-লৌহ লৌহময় অস্ত্র দ্বারা ভগ্ন করা হয়, তদ্রূপ আমি শমাদিগুণযুক্ত-মন দ্বারা কামানলসন্তপ্ত-মনকে ভগ্ন করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দ্বারা (অন্তর্ম্মুখ একাগ্র চক্ষুরাদি করণ দ্বারা) ইন্দ্রিয়কে (বহির্ম্মুখ করণকে), মন দ্বারা (অন্তর্মুখ মন দ্বারা) মনকে (বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তিকে) ও অহঙ্কার দ্বারা (প্রত্যগাত্মরূপী অহম্ভাব দ্বারা) অহঙ্কারকে (দেহাদিবৃত্তি অহম্ভাবকে) ছেদন করিয়া তদবশিষ্ট চিন্মাত্র হইয়া জয়যুক্ত হইতেছি। ৭১—৭৫। হে আত্মন্! তুমি শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধাকে ছেদন, বিচারবতী বুদ্ধি দ্বারা (অবিচার ও সন্দেহাদিরূপা) অবুদ্ধিকে নিষ্পেষণ ও তৃষ্ণাভাব দ্বারা তৃষ্ণাকে পরিহার করিয়া জ্ঞাতৃত্বাভিমানশূন্য জ্ঞপ্তিমাত্রস্বভাব সত্যস্বরূপ হইতেছ, এবংবিধ তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। মন দ্বারা মন ছিন্ন ও অহঙ্কারশূন্য হওয়াতে এবং ব্রহ্মাহম্ভাব দ্বারা দেহাদিতে অহম্ভাব বিগলিত হওয়াতে আমি স্বচ্ছ ও কেবলস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমার শরীর এক্ষণে ভাবনাহেতু বুদ্ধিরহিত, ইচ্ছারহিত, নিরহঙ্কার, নির্ম্মনস্ক ও কেবলস্বরূপী হইয়া মাত্র স্পন্দক্রিয়াশালী বিশুদ্ধ আত্মায় (জীবন্মুক্তদশায়) অবস্থান করিতেছে। যাঁহারা অনায়াসে শত শত স্বীয় ভক্তদিগকে ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিতে সমর্থ, আজি আমি সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু প্রভৃতি বিশ্বপতিগণের অপেক্ষাও সমধিক পরমশান্তিপূর্ণ নির্বৃতি লাভ করিলাম। আমার মোহ-বেতাল উপশান্ত হইয়াছে, অহঙ্কার-রাক্ষস আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে, আমি দুরাশারূপিণী পিশাচীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিগতজ্বর হইয়াছি। ৭৬—৮০। নিন্দিত অহঙ্কাররূপ পক্ষী তৃষ্ণারজ্জু ছেদন করিয়া আমার শরীরপিঞ্জর হইতে কোথায় যে উড়িয়া গিয়াছে, তাহা জানি না। সুদৃঢ় অজ্ঞানরূপকুলায় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আমার কায়তরু হইতে অহঙ্কার-বিহঙ্গম যে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহা জানি না। এক্ষণে আমার

* টীকাকারমতে মূলের পাঠ "প্রসাদাত্তগবানাত্মা"; আমরাও সেই পাঠের সঙ্গত অর্থ বুঝিয়া তাহার অনুবাদ দিলাম। মূলের পাঠ দুর্ব্বোধ্য।

† টীকাকারমতে মূলের ক্রম শব্দের অর্থ দ্রু—বৃক্ষ যাহাতে আছে, মত্বর্থীয়-মপ্রত্যয় করিয়া দ্রুম বৃক্ষযুক্ত উদ্যান। অনুবাদ—অজগরসর্পবিমুক্ত উদ্যান যেমন শান্তিময় হয়।

* আত্মপক্ষে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সপ্তদশ-কলা যাহা হইতে উৎপন্ন। চন্দ্রপক্ষে ষোড়শকলাযুক্ত। নিষ্কল—নিরবয়ব, চন্দ্রপক্ষে কলাতিরিক্ত দেবতারূপী।

সৌভাগ্যক্রমেই দুরাশা ও দেহাদিতে অহন্তাববুদ্ধিহেতু গাঢ়-মলিনতা প্রাপ্ত, তমরূপ-ভুজঙ্গের হিতকরী আধারভূমি, ভূয়সী বাসনা-ভোগসমূহের ভস্মসাৎকারী সমাধি দ্বারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমি এ যাবৎ কি ছিলাম, এ যাবৎ আমি এই বৃথা দৃঢ় অহঙ্কারে আবদ্ধ ছিলাম। আজি আমি প্রকৃত জন্মগ্রহণ করিলাম, আজি আমি মহাবুদ্ধিমান্ হইলাম, যে হেতু, আমি অহঙ্কাররূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মহামেঘ হইতে একেবারে নির্ম্মুক্ত হইলাম। আমি আজি ভগবান্ আত্মাকে দেখিলাম, তত্ত্বতঃ তাঁহাকে অবগত হইলাম,—লাভ করিলাম, অনুভব করিলাম এবং অধিক কি, স্বকীয় অঙ্গের ন্যায় স্বানুভূতিতে নিয়োজিত করিলাম. (সর্ব্বদাই তিনি অনুভূয়মান্ হইলেন)। আমার মন এক্ষণে নির্ব্বিষয়, মনন-এষণা-বিবর্জ্জিত, অহঙ্কারভ্রান্তি হইতে একেবারে নির্ম্মুক্ত, নিশ্চেষ্ট, ভোগোৎকণ্ঠারহিত ও ক্ষিয়রাগ-রঞ্জনাশূন্য হওয়াতে পরমা শান্তি লাভ করিয়াছে। বারংবার জন্ম ও কামক্রোধাদিদোষসমূহের প্রদাতা, দুঃসহ, বিষম, দুস্তর, ঘোর আপদ্‌সকল আজি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আজি আমি অদ্বয় চন্দ্রশী মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং অন্তরের অজ্ঞানজাড্য অপগত হইল। ৮১—৮৭।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—আজি বহুদিনের পর নিখিল-সুখোৎকর্ষ-স্থান হইতে অতীত (নিরতিশয় আনন্দরূপী) আত্মা আমার স্মৃতিগোচর হইয়াছেন। হে ভগবন্! ভাগ্যক্রমে আপনাকে লাভ করিয়াছি। হে মহাত্মন্। আপনাকে নমস্কার। আপনাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক অভিবন্দন করিয়া চির-আলিঙ্গন করিতেছি। হে ভগবন্! এই ত্রিজগতে আপনি ভিন্ন আর কে বন্ধু আছে? যতদিন আপনাকে লাভ না করা যায়, ততদিন আপনি মৃত্যুরূপে অভক্তদিগকে হনন করিয়া থাকেন, পালকরূপে ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, স্তাবক হইয়া স্তব করেন, গন্তা হইয়া গমন করেন, সকলরূপেই ব্যবহার করেন। এই আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম, এই আপনাকে দেখিলাম, আপনি কি করিতেছেন? কোথায় যাইতেছেন? হে প্রভো! আপনি স্বীয় সত্তা দ্বারা নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। হে বিশ্বজনহিতকারিন্! সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তুমি দৃষ্ট হইতেছ, অধুনা কোথায় পলায়ন কর? পূর্ব্বে তোমাতে আমাতে জন্ম দ্বারা ব্যবহিত বহু অন্তর (ব্যবধায়ক অজ্ঞান) ছিল, এক্ষণে সে সমুদয় গিয়াছে, এক্ষণে তুমি অতিনিকটবর্ত্তী হইয়াছ। হে বান্ধব! অদৃষ্টক্রমে আজি তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম। ১—৫। তুমি কৃতকৃত্য, তুমি এই জগতের কর্ত্তা ও ভর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সংসাররূপ-পত্রের বৃন্তস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি নিত্যনির্ম্মল আত্মা, তোমাকে নমস্কার। হস্তে চক্রপদ্মধারী তোমাকে নমস্কার, অর্দ্ধচন্দ্রধারী তোমাকে নমস্কার। তুমি বিবুধনাথ ও পদ্মজরা, তোমাকে নমস্কার। বাচ্যবাচকদৃষ্টিতে (ব্যবহারিক দৃষ্টিতে) তোমাতে আমাতে যে প্রভেদ, তাহা জলের তরঙ্গ ও তরঙ্গবান্, এই ভেদকল্পনার ন্যায় অসত্য কল্পনামাত্র। তুমিই অনন্ত-বস্তুবৈচিত্র্যরূপিণী, ভাবাভাবরূপে বিলাসিনী, অনন্ত কল্পনায় আবহমানকাল বিজৃম্ভিত (বিকাস প্রাপ্ত) হইতেছ; তুমি দ্রষ্টা, তুমি স্রষ্টা, তুমি অনন্তরূপে বিকাশ প্রাপ্ত, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বস্বভাবরূপী, অধিষ্ঠানরূপী, সর্ব্বগ আত্মা, তোমাকে নমস্কার। ৬—১০। এতাবৎকাল তুমি মদ্ভাবাপন্ন (আমি) হইয়া আমাকর্ত্তৃক (আমার কামনাদোষ অনুসারে) উপদিষ্ট অসৎপথে গমনপূর্ব্বক দগ্ধ ও তিরোহিত-পূর্ণস্বভাব হইয়া প্রতি-জন্মে বহুদুঃখ ভোগ করত কত ব্যবহারিক লোকনিয়ম ও বিবেকের অনুকূল কত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছ। আমিও তোমাকে সেই জন্য লাভ করিতে পারি নাই। ঈদৃশ ব্যবহারিক লোকত্রয়-দৃষ্টিসত্ত্বেও কিছুই লাভ করা যায় না। হে দেব! তোমা ব্যতিরেকে মৃত্তিকাকাষ্ঠ-পাষাণ-জলময় এই সমগ্র জগৎই নাই, তোমাকে প্রাপ্ত হইলে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া হয়, আর কোন বিষয়ের ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না। হে দেব! অদ্য তোমাকে লাভ করিয়াছি, দর্শন করিয়াছি, তোমার যাথার্থ্য অবগত হইয়াছি, আমা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত ও গৃহীত হওয়াতে তুমি মোহ হইতে নিস্তার পাইয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে দেব! যিনি দর্শনরূপে নয়ন-দ্বয়ের তারার রশ্মিজালে স্বীয় শরীরকে গ্রথিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ যিনি সাক্ষাদ্দর্শন, তিনি আবার কেন দৃষ্ট হইবেন না? ১১—১৫। তিলের অন্তর্গত তৈল যেমন তিলসংযুক্ত-কুসুমের সৌরভ গ্রহণ করে, তদ্রূপ যিনি ত্বক্ ও উষ্ণত্বাদি স্পর্শকে স্পর্শবৃত্তিতে ব্যাপিয়া থাকিয়া অন্তরে সেই স্পর্শ প্রকাশ করেন, তিনি আবার অনুভূতিগোচর হইবেন না কেন? যিনি শব্দশ্রবণমাত্রেই অন্তরে শব্দের শক্তি প্রকাশ করতঃ গাত্র রোমাঞ্চিত করেন, তিনি কিরূপে দূরস্থ হইবেন? প্রথমেই যিনি সকলের সহজ-প্রেমপাত্র মধুর-অম্ল প্রভৃতি রস জিহ্বাগ্রে সংলগ্ন হইবাই যাঁহার আস্বাদগোচর হয়, তিনি কাহার না আস্বাদগোচর হইবেন? যিনি আঘ্রাণরূপ কর দ্বারা পুষ্পগন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বকীয় দেহ বিলোকন করেন, তিনি কাহার না করস্থিত? বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, তর্কশাস্ত্র ও পুরাণে যিনি গীত হইতেছেন, সেই আত্মা একবার বিজ্ঞাত হইলে কি আর বিস্মৃত হন? ১৬—২০ যে দেহসম্বন্ধীয় ভোগসমূহ পূর্ব্বে আমার নিকট রুচিকর বোধ হইত, হে দেব! অদ্য পরাবর স্বচ্ছ তুমি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সেই ভোগসমূহ আর রুচিকর হইতেছে না। তুমিই নির্ম্মল দীপস্বরূপ হইয়া সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়াছ। তুমিই শীতলতুষার হইয়া চন্দ্রকে শীতল করিয়াছ, তুমিই এই পর্ব্বত-সকলকে গুরু করিয়াছ, তুমিই এই নভশ্চর বায়ু প্রভৃতিকে ধারণ করিয়া আছ, তোমা দ্বারাই ধরা সর্ব্বংসহা হইয়াছেন এবং তোমা হেতুকই আকাশ আকাশ হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে আমি তুমি মদ্ভাবাপন্ন হইয়াছ, ভাগ্যক্রমে আমি আজি ত্বদ্ভাবাপন্ন হইয়াছি, আমিই তুমি, তুমিই আমি, হে দেব! সৌভাগ্যক্রমে আজি তোমাতে আমাতে ভেদ নাই। 'আমি' 'তুমি' এই দুই শব্দ মহাত্মা তোমারই বোধকপর্য্যায়মাত্র, এই শব্দদ্বয় কারণোপাধি-বিশিষ্ট তোমার ও কার্য্যোপাধিবিশিষ্ট আমার একদেশভূত সামানাধিকরণ্যে অন্বিত উপাধিদ্বয়, আমি এই 'আমি' 'তুমি' শব্দদ্বয়কে নমস্কার করি। ২১—২৫। নিরহঙ্কাররূপী অনন্ত আমাকে নমস্কার, রূপ-বিহীন আমাকে নমস্কার, একান্ত সমস্বরূপ আমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মন্! তুমি, স্বচ্ছ সাক্ষীভূত নিরাকার, দিক্‌কালাদিরূপে অনবচ্ছিন্ন আমিরূপী আমাতেই অবস্থান করিতেছ। এই যে মন প্রকৃষ্টরূপে ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল

স্ফুরিত হইতেছে, প্রাণ-অপান-বাহিনী বিস্ফারিতা শক্তি উল্লাস-প্রাপ্ত হইতেছে, আশারজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চর্ম্মমাংসাস্থিময়-দেহযন্ত্র মনঃসারথি-কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে, (ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি চিন্ময়শরীর, আমি কোন শক্তিরূপা নহি, দেহও আমার আস্পদ্ নহে)। দেহ স্বেচ্ছামত পতিত হয় হউক, উত্থিত হয় হউক, (আমার তাহাতে কোন ক্ষতি নাই)। ২৬—৩০। আমি বহুদিনের পর আমি হইলাম, বহুদিনের পর আমার আত্মলাভ হইল। কল্পান্তে জগৎ যেমন লয়-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বহুকালের পর আমার ভ্রান্তি লয়প্রাপ্ত হইল। আমি চিরদিন সংসারে ভ্রমণ করিয়া দীর্ঘ-সংসারপথে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কল্পাবসানে অনলের ন্যায় এক্ষণে বিশ্রাম লাভ করিলাম। সর্ব্বাতীত সর্ব্বরূপী আমিরূপী তোমাকে বহু নমস্কার করি, যাঁহারা তোমাকে মদ্রূপী বলেন, তাঁহাদিগকেও নমস্কার। অখিল অনন্ত প্রকাশ্য ভোগসমূহ বিদ্যমান থাকিলেও যাহাতে প্রকাশ্য দোষবৃত্তির স্পর্শও নাই, অভিনিবেশশূন্য (উদাসীন) সেই পরমাত্মার সাক্ষিভাবের জয়। হে আত্মন্! কুসুমে সৌরভের ন্যায়, ভস্ত্রাযন্ত্রে অনিলের ন্যায়, তিলে তৈলের ন্যায়, তুমি সকলশরীরে বিদ্যমান। ৩১—৩৫। তুমি অহঙ্কার-রূপবিহীন হইলেও হিংসা করিতেছ, রক্ষা করিতেছ, দান করিতেছ, স্পর্দ্ধা করিতেছ, বঞ্চিত হইতেছ, তোমার মায়া বিচিত্র। হে ঈশ্বর! সৃষ্টিকালে তোমার সাহায্যেই বাহিরে ও অন্তরে পদার্থ-প্রকাশনসমর্থ হইয়া নিখিল-জগৎ উন্মীলিত করত জয়যুক্ত হই (জগৎকে অপনার বশে রাখিয়া পালন করি), আবার প্রলয়কালে উপরতব্যাপার হইয়া জগতের উপসংহার করত রুদ্ররূপে জয় করি। ক্ষুদ্র বটবীজমধ্যে যেমন বিশাল বটতরুভাব বিদ্যমান, তদ্রূপ পরমাণুরূপী (অতিসূক্ষ্ম) তোমার অন্তরে এই সংসারমণ্ডল কালত্রয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। নভোমণ্ডলে মেঘমালা যেমন অশ্ব, হস্তী, রথ প্রভৃতির আকারে লক্ষিত হয়। হে দেব! তুমিও তদ্রূপ ভ্রান্তিকল্পিত বিবিধ পদার্থাকারে দৃষ্ট হইয়া থাক। যাহাতে বহুবিধ বিকারসঙ্কুল ভাবসমূহের বিলোপ হইয়া যায়, যাহাতে তোমার অখণ্ড আনন্দস্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাহার জন্য তুমি সর্ব্ববিধ ভাবাভাব হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপে বিমুক্তাত্মা হও, (যেন তোমার আর বন্ধ উপস্থিত না হয়)। ৩৬—৪০। "আমি কে? পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম?" ইহা পুনঃপুনঃ বিচার ও স্বকীয় পূর্ব্বতন মোহাচ্ছন্ন দশা স্মরণ করত মুক্তাগুচ্ছের ন্যায় বিমল হাস্যসহকারে মান, মহাক্রোধ, কাপুরুষতা ও ক্রূরতা পরিহার কর। কারণ মহদ্ব্যক্তিরা নীচজনোচিত গর্হিত-দশায় নিমগ্ন হন না। যে সময়ে ও যেসকল কার্য্যের জন্য তুমি চিন্তানলশিখায় সমাচ্ছন্ন হইয়া দগ্ধ হইতে, তোমার সেই সকল দগ্ধ (পোড়া) দিন ও সেই সমস্ত আরম্ভ এক্ষণে আর নাই। আজি তুমি দেহনগরের রাজা হইয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছ। আকাশ যেমন কাহারও করগৃহীত হয় না, তুমিও এক্ষণে সেইরূপ সুখদুঃখ-গ্রস্ত হইতেছ না। অদ্য তুমি বাজিরূপী কুপথগামী ইন্দ্রিয়গণকে ও হস্তিরূপী চিত্তকে অভিভূত ও ভোগশত্রুকে দলিত করিয়া সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতেছ। ৪১—৪৫। তুমি অপার গগনের পথিক, অজস্র উদয়াস্তশালী (অবিদ্যাদৃষ্টিতে সর্ব্বদাই অস্তমিত, অখণ্ড স্বরূপদৃষ্টিতে সর্ব্বদাই উদিত) বাহিরে ও অন্তরে সর্ব্বদা প্রকাশমান ভাস্করস্বরূপ। তুমি সর্ব্বদাই প্রসুপ্ত রহিয়াছ, তবে কামিনী যেমন সুপ্ত কামুককে সম্ভোগার্থ জাগরিত করে, সেইরূপ শক্তিই ভোগবিলাসের জন্য তোমাকে প্রবোধিত করিয়া থাকেন। তুমি দূর হইতে নেত্ররূপ বাতায়নে অবস্থিত চিতিশক্তি দ্বারা দৃষ্টিরূপিণী মধুমক্ষিকা কর্ত্তৃক আনীত রূপমধু পান করিয়া থাক। তুমিই প্রতিক্ষণে প্রাণ ও অপানবায়ুর গতায়াত দ্বারা ব্রহ্মপুরীমধ্যে (শরীরমধ্যে) ব্রহ্মাণ্ডকোটরের পন্থা নিরীক্ষণ করিয়া থাক *। তুমিই দেহপুষ্পের সৌরভ, দেহচন্দ্রের সার অমৃত, দেহরূপ শাখার (পল্লবোদ্গমহেতু) রস ও দেহরূপ তুষারের শৈত্য। ৪৬—৫০। নিখিল প্রাণীর শরীরে সর্ব্বের নিহিতীভূত যে স্নেহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা শরীররূপ দুগ্ধের ঘৃতস্বরূপ তোমারই রস। তুমিই দেহমধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠের অগ্নিস্বরূপ। তুমিই সর্ব্বোত্তম আস্বাদ, নিখিল-তেজের প্রকাশহেতু, পদার্থসমূহের বোদ্ধা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদক, নিখিলবায়ুর স্পন্দ, চিত্ত-হস্তীর মদ, বুদ্ধিরূপ বহ্নিশিখার প্রকাশ এবং তুমিই উষ্ণতার হেতু। তুমি উপসংহার কর বলিয়া তোমার এই বাণী লয় প্রাপ্ত হয়, আবার তোমার সাহায্যেই সেই বাণী অন্যত্র (দেহান্তরে) দীপের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যেমন একমাত্র সুবর্ণ হইতেই কটক, অঙ্গদ ও কেয়ূর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ সংসারস্থিত বিভিন্নপদার্থনিচয়ও একমাত্র তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ৫১—৫৫। তুমি নিজেই লীলার জন্য আপনাকে "আপনি" "ইনি" "আমি" "তুমি" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত করিতেছ ও স্তব করিতেছ। মন্দমারুতচালিত জলদমালা যেমন গগণমণ্ডলে গজ, বাজি, মনুষ্য প্রভৃতি নানা আকারে লক্ষিত হয়, তুমিও সেইরূপ অসংখ্যপ্রাণীর আকারে লক্ষিত হইতেছ। বহ্নিশিখা যেরূপ হয়-হস্তী প্রভৃতির আকারে স্ফুরিত হইতে থাকে, এই সৃষ্টিমধ্যে তুমিও তদ্রূপ তোমা হইতে অবিভিন্ন বিবিধ-আকারে লক্ষিত হইতেছ। তুমি ব্রহ্মাণ্ডরূপী মুক্তাফলের অবিচ্ছিন্ন-লম্বমান সূত্র, তুমি জীবরূপশস্যের চিৎরসায়ন-সেবিত ক্ষেত্রপাক দ্বারা যেরূপ মাংসের আস্বাদনযোগ্য স্বাদুতা প্রকাশ পায়, পদার্থসমূহের অনভিব্যক্ত অসৎপ্রায় তত্ত্বও তদ্রূপ তোমা দ্বারা (সৃষ্টিরূপে) প্রকাশিত হইতেছে। ৫৬—৬০। নেত্রহীন ব্যক্তির নিকটে কামিনীর রূপলাবণ্য যেমন থাকিয়াও না থাকার মধ্যে পরিগণিত হয়, তদ্রূপ তোমা অবিদ্যমানে এই বস্তুশ্রী বিদ্যমানা হইয়াও অবিদ্যমানার ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। তুমি কার্য্যকারিণী শক্তি প্রদান করিয়া যে বস্তুকে অনুগৃহীত না কর, তাহা সৎ হইলেও কার্য্যকারী হইতে পারে না। কারণ, আদর্শপ্রতিবিম্বিত স্বীয় মুখলাবণ্য কখনই চুম্বনাদি ক্রিয়ায় পরিতৃপ্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। তোমা ব্যতিরেকে কলেবর কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ন্যায় ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত হইতে থাকে। সূর্য্য ব্যতিরেকে ভূধরের ঔন্নত্য বিদ্যমান হইয়াও তমিস্রাতে অবিদ্যমানবৎ হইয়া দাঁড়ায়। দিবা-

* প্রাণ ও আপনবায়ুর নিরোধাভ্যাসে তৎপর যোগিগণ ব্রহ্মপুরীশরীরের মধ্যে প্রতিক্ষণে হৃদয়ে পিণ্ডাকারে অবস্থিত প্রাণবায়ুর পরশরীরে ও লোকান্তরে সঙ্কল্পাদির অনুকূল বিবিধ নাড়ীপথে প্রাণবায়ুর গতায়াত দ্বারা, অন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কিংবা তেজোমার্গ দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিবার জন্য তোমা দ্বারা (তুমিরূপ স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতি দ্বারা) ব্রহ্মরন্ধ্রবর্ত্তী সুষুম্নাদিপর্ব্ব সকল স্পষ্ট দর্শন করিয়া থাকেন।

করের আলোক পাইলে অন্ধকার, দীপ-নক্ষত্রদের প্রভা ও তুষার যেমন বিলয় প্রাপ্ত হয়, সুখ-দুঃখের ক্রমও সেইরূপ তোমাকে পাইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। যেমন প্রাতঃকালে সূর্য্যালোকে শুক্ল-কৃষ্ণাদি বর্ণ সুস্পষ্ট প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আবার তোমার দর্শনেই এই সুখাদি স্থিতিলাভ করে। ৬১—৬৫। সুখাদি তোমার দর্শনে আত্মলাভ করিয়া আবার তোমার সম্বন্ধক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তোমার দর্শনক্ষণেই তাহাদের উৎপত্তি, পরন্ত তোমার দর্শনের পর ঐ সুখাদি দীপদৃষ্ট অন্ধকারের ন্যায় একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হয়। যেমন যতক্ষণ দীপের অভাব থাকে, ততক্ষণই অন্ধকারের অন্ধকারও পরিস্ফুট থাকে, দীপদর্শন হইলে তাহা উৎপন্ন হইয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সুখ-দুঃখশ্রী অনাময় তোমাকে দর্শন করিয়াই উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্নমাত্রই একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। যেমন নিমেষের লক্ষভাগের একভাগপরিমিত অতি সূক্ষ্ম কালকলা স্বতই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার সত্তা কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না, সেইরূপ এই সুখ-দুঃখশ্রী এতই ভঙ্গুর যে, পরমানন্দ স্বপ্রকাশরূপী তোমাতে অণুপ্রমাণকালও অবস্থান করিতে পারে না। অতি সূক্ষ্মকালস্থায়ী বলিয়া অলক্ষ্যা এই সুখ-দুঃখাদি-ভাবনা গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় মিথ্যা হইলেও তোমার অনুগ্রহে স্ফুরিত হয়, আবার তোমার দর্শনেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৬৬—৭০। উহা তোমার দর্শনে ক্ষণমাত্র উদ্ভূত হয়, আবার তোমার দর্শনেই ক্ষণমাত্রে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যেন মৃত হইয়া স্বপ্নে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে, আবার জাগ্রদ্দশায় যেন মৃত হয়, কে ইহা ঠিক লক্ষ্য করিতে পারে? যে বস্তু ক্ষণকালও স্থায়ী নহে, তাহা কিরূপে কার্য্যকরী হইতে পারে? উৎপলাকৃতি অভ্র দ্বারা কিরূপে উৎপলমালা গ্রথিত হইবে? যে বস্তু জাতমাত্রেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্দারা যদি কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে লোকে বিদ্যুদ্গুণ দ্বারাও মাল্যগ্রন্থন করিয়া পরমাহ্লাদিত হইতে পারিত। এইরূপে সুখাদি লক্ষ্মী একেবারে দুর্ঘট হইলেও তুমি বিবেকিদিগের চিত্তে অবস্থান করত ঐ সুখাদি গ্রহণ করিয়া থাক অর্থাৎ বিবেকীরাও সুখাদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি সমস্থিতি পরিত্যাগ কর না, অর্থাৎ বিবেকীদিগের সুখে দুঃখে সমান অবস্থা, সমান স্ফূর্ত্তি ও সমান জ্ঞান। হে সহজাত্মন্! হে অনন্তরূপনামাস্পদ! তুমি অবিবেকীদিগের নিকটে যেরূপে আবির্ভূত হইয়া থাক, তোমার সেইরূপবর্ণন বিষয়ে আমার বাণী অসমর্থ, কারণ, তাহাতে অকস্মাৎ নানা বাসনার উদ্বোধ হইতে পারে। ৭১—৭৫। তুমি নিরীহ, নিরবয়ব ও নিরহঙ্কৃতি; তুমি সৎই হও, আর অসৎই * হও তুমি ঐ সকলের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছ সন্দেহ নাই। হে ঈশ! তোমার আকার ব্রহ্মাণ্ডাদি অপেক্ষা অতি বিস্তৃত। তোমার জয় হউক, হে শান্তিপরায়ণ! তোমার জয় হউক, হে পরমাত্মন্! তুমি নিখিলআগমের অতীত, তুমি নিখিল-আগমের আধার, তোমার জয় হউক্। হে জাত! হে অজাত! হে ক্ষত! হে অক্ষত! হে ভাব! হে অভাব! হে জ্ঞেয়! হে অজ্ঞেয়! তোমার জয় হউক; আমি উল্লসিত ও শান্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, আমি যাথার্থ্য জ্ঞাত হইয়াছি, আমি জয়ী, আমি অন্বর্থই জীবিত আছি, আমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার, নিরাময়, স্বসংস্থিত, রাগরঞ্জনাবিহীন 'তুমি' 'আমি' * থাকিতে বন্ধন কোথায়? বিপদ্ কোথায়? সম্পদ্ কোথায়? জন্ম-মৃত্যু কোথায়? আর এমন নিত্য শান্তিটুকুই বা কোথায় লাভ করিব? ৭৬—৮০।

* সৎ—মূর্ত্তস্থূলদেহোপাধিক। অসৎ-অমূর্ত্ত সূক্ষ্মদেহোপাধিক।

* এ স্থলে বক্তার তুমি আমি এক হইয়া গিয়াছে।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—শক্রঘ্ন প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করত পরমানন্দপ্রদ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইলেন। নির্ব্বিকল্পসমাধিমগ্ন প্রহ্লাদ স্বরূপ-সাম্রাজ্য (পরব্রহ্মপদ) প্রাপ্ত হইয়া, চিত্রার্পিত অচলের ন্যায় ও পাষাণ-খোদিত নরমূর্ত্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সুমেরুগিরি যেমন ভুবনমধ্যে থাকিয়া বহুকাল অতিবাহ করিতেছে, তদ্রূপ এই প্রকারে স্বগৃহে সমাধির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সুরদ্বেষী প্রহ্লাদেরও বহুকাল অতিবাহিত হইল। বহু জলসেক করিলেও যেমন অকালে বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তদ্রূপ মহামতি প্রহ্লাদ অসুরনায়কগণকর্ত্তৃক বোধিত হইয়াও প্রবুদ্ধ হইলেন না। এইরূপে বর্দ্ধিত-ব্রহ্মভাব প্রহ্লাদ অসুরপুরীমধ্যে পাষাণ-খোদিত দিবাকরের ন্যায় নিশ্চল ও প্রশান্ত হইয়া একদৃষ্টিতে সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন।১—৫। এইরূপে তিনি একভাবে পরানন্দদশায় পরিণত হওয়াতে দর্শকগণের প্রতীত হইতে লাগিল যে, পরমাত্মা যে দশাতে ভাসমান হন না, প্রহ্লাদ সেই নিরানন্দ মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, (ইহার আর চেতনা নাই)। ঐ সময়ে পাতালপুরী অরাজক হওয়াতে মাৎস্যন্যায়ে উৎপীড়িত হইতে লাগিল অর্থাৎ বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলগণ মৎস্যের ন্যায় প্রপীড়িত হইতে লাগিল। হিরণ্যকশিপুর বিনাশের পর তৎপুত্র প্রহ্লাদ সমাধিমগ্ন হইলে দানবপুরীতে আর কেহই রাজা ছিল না। অসুরনায়কদিগের প্রার্থনা ও পরমযত্নেও প্রহ্লাদ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন না। রাত্রিকালে ভ্রমরেরা যেমন বিকসিত-পদ্ম প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ অমরশত্রুগণ প্রহ্লাদকে প্রবুদ্ধ প্রাপ্ত হইল না, প্রহ্লাদ সেইরূপ একভাবেই সমাধিমগ্ন রহিলেন। দিবাকর অস্তগত হইলে (রাত্রিকালে) পৃথিবীতে যেমন কিছুমাত্র পুরুষচেষ্টা থাকে না, সকলেই সুপ্ত থাকে, দিনবৎ তাহাদের কোন ক্রিয়াই থাকে না, তদ্রূপ গলিতচিত্ত প্রহ্লাদের অন্তরে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির কোন ক্রিয়াই লক্ষিত হইল না, তিনি সুপ্তব্যক্তির ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবেই রহিলেন।৬—১০। তখন দৈত্যগণ উদ্বিগ্ন হইয়া অভিমত-দিকে গমনপূর্ব্বক ইচ্ছামত বিচরণ করিতে লাগিল। পাতালপুরী বহুদিনের জন্য অরাজক হইয়া রহিল, রাজা না থাকায় পাতাল মাৎস্যন্যায়ে বিপর্য্যাস প্রাপ্ত হইল। ঐ সময় গুণবান্ ব্যক্তিরাও নির্গুণ চণ্ডালের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, বলশালী ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া ভোগ করিতে লাগিল, লোকের কালমর্য্যাদা একেবারেই উঠিয়া গেল, কামিনীগণ সকলের নিকট উৎপীড়িত হইতে লাগিল, এমন কি পরস্পর পরস্পরের বস্ত্র অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল, উৎপীড়িত

পুরুষগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল, ফল কথা, পুরীর অভ্যন্তরভাগ একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। উদ্যান-তরুরাজি ভগ্ন হইয়া এবং নাগরিকগণ ধনাপহরণ ও আত্মীয়জন-বিচ্ছেদ শোকে কাতর হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অসুরগণ চিন্তামগ্ন হইল, তাহাদের আত্মীয়গণ দস্যুদিগের উৎপীড়নে অন্ন-জলবিহীন পথের ভিখারী হইয়া পড়িল। সহসা ঐরূপ উৎপাতে সকলেই কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল, দিঙ্মণ্ডল ধূলি-পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল, দেববালকগণ আসিয়া অসুরদিগকে পরাভব করিতে লাগিল। চণ্ডালাদি অন্ত্যজ-জাতি সকলকেই আক্রমণ করিতে লাগিল। পাতালপুরী প্রাণিশূন্য, হতশ্রী ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সেই অসুর-পল্লীতে তৎকালে সকলে পরস্পরের বনিতা ও ধন অপহরণ করিয়া লইবার জন্য পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যাহাদের ধন-দারা অপহৃত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে তাহারা মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল। তৎকালে কলিকালের ন্যায় ক্রূর দস্যুগণ পরস্ব অপহরণ করতঃ দানবপুরীকে যেন ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ১১—১৮।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৭

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর নিখিল জগতের কার্য্যসম্পাদনরূপ ক্রীড়াকারী ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয্যায় শয়ান, অরিসূদন হরি বার্ষিক নিদ্রার অবসানে (কার্ত্তিক মাসের অবসানে) জাগরিত হইয়া দেবতাদিগের জন্য জ্ঞাননেত্রে জগতের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে মন দ্বারা স্বর্গধাম বিলোকনপূর্ব্বক পৃথিবীর অবস্থা সন্দর্শন করিয়া শত্রুপালিত পাতালতল নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, তথায় প্রহ্লাদ স্থিরসমাধিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র নিজ পুরীমধ্যে স্বচ্ছন্দমনে রাজ্যসম্পদ্ ভোগ করিতেছেন। ঐ সমস্ত দেখিয়া ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয্যাশায়ী নিখিল-লোকের দেহমধ্যচারী, শঙ্খচক্রগদাপাণি, পদ্মাসনস্থিত হরির মন, ত্রৈলোক্যরূপ কমলের মহাষট্পদরূপী অতি উজ্জ্বল শরীর ধারণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১—৬। 'প্রহ্লাদ ব্রহ্মপদে বিশ্রাম লাভ করাতে পাতাল এক্ষণে নায়কশূন্য হইয়াছে। কি কষ্ট! আমার সৃষ্টি একরূপ দৈত্যশূন্য হইয়া পড়িল। প্রবল দৈত্য না থাকাতে সুরগণ বিজয়েচ্ছাশূন্য হইয়াছেন, ক্রমে ইঁহারাও অনাবৃষ্টিতে নদীর ন্যায় শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। ইঁহারা শান্তিপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মপদ-যত্নশূন্য মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপে সকলেই অভিমানশূন্য হইয়া লতার ন্যায় বিরস (স্বর্গসুখ হইতে বিরক্ত, লতাপক্ষে জলসেকশূন্য) হইয়া যাইবে। দেবগণ শান্তিলাভ করিলে ভূমণ্ডলে সমস্ত যজ্ঞ-তপস্যাদি ক্রিয়া দেবফলশূন্য হইয়া লয় প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। ৭—১০। ক্রিয়ালোপ হইলে ভূর্লোক একেবারে অস্তমিত হইবে, (কারণ, ভূর্লোক কর্ম্মভূমি), ভূর্লোক লয় প্রাপ্ত হইলে সংসার একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে। কল্পাবসানের পর আমি এই যে ত্রিভুবন কল্পনা করিয়াছি, ইহা, আতপযোগে হিমের ন্যায় অকালে একেবারে বিলুপ্ত হইবে। মৎকল্পিত এই বিশাল-জগৎ যদি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, তবে আমি নিজলীলা ক্ষয় করিয়া কি করিলাম? তাহা হইলে আমিও চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রশূন্য এই শূন্যে শরীরকে লীন করিয়া তৎপদে অবস্থান করিব। কিন্তু সহসা এই জগৎ যদি এইরূপে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ত কোনরূপ মঙ্গল দেখিতেছি না, (বরং আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে), (অতএব) আমার ইচ্ছা, দৈত্যগণ জীবিত হউক। ১১—১৫। দৈত্যাদিগের উদ্যোগে দেবগণ জীবিত থাকিবেন, তাহা হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও ক্রিয়াও অক্ষুণ্ণ রহিবে, সংসার যেমন আছে তেমনই থাকিবে, সংসারনিয়মের কোন ব্যত্যয় হইবে না। ঋতু যেমন স্বকালোপজীবী বৃক্ষকে উত্থাপিত করে (স্বকাল-জাত ফুলে ফলে সুশোভিত করে), আমিও তদ্রূপ রসাতলে গমন করিয়া দানবপতি প্রহ্লাদকে নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মে (রাজ্যপালনে) পূর্ব্ববৎ স্থাপিত করি। প্রহ্লাদ ব্যতীত অন্য কাহাকেও দানবে-শ্বর করিলে (দানবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে), সেই ব্যক্তি দেবতা-দিগকে আক্রমণ করিবে। প্রহ্লাদের দেহ অতি পবিত্র, এই দেহের অবসানে ইহার আর জন্ম হইবে না, প্রহ্লাদ এই দেহেই কল্পাবসান পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিবে। প্রহ্লাদ যে এই দেহেই আকল্প অবস্থান করিবে, ইহা পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, কদাচ এই দৈব নিয়মের অন্যথা হইবে না। ১৬—২০। অতএব জল-ধর যেমন গর্জ্জন করত গিরিনদীসুপ্ত ময়ূরকে প্রবোধিত করে, আমিও তদ্রূপ পাতালপুরে গিয়া সেই দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে বোধিত করি। যেরূপ স্বচ্ছমণিতে মন ও মনের চেষ্টা না থাকি-লেও সে আপনাতে অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তদ্রূপ প্রহ্লাদ জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করত অসুরদিগের আধিপত্য করুক। তাহা হইলে আর সৃষ্টি নিখিলসুরাসুরগণের সহিত লয়-প্রাপ্ত হইবে না, আবার পূর্ব্বের মত দ্বন্দ্ব হইবে, আমার লীলাও অব্যাহত থাকিবে। যদিও এই সৃষ্টজগতের ক্ষয়োদয় আমার নিকট সমান অর্থাৎ ইহার ক্ষয়ে দুঃখ বা উদয়ে আমার কোন আনন্দ নাই, তথাপি পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পে যেরূপ হইয়াছে, এ কল্পেও তদ্রূপই হউক, সহসা লয়প্রাপ্ত না হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা। অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে গমনাদিব্যাপার, তাহাই যোগগমন, যোগনিদ্রাজনিত সুখ গমন-প্রযত্নের সত্তা অসত্তা সর্ব্বসময়েই হইয়া থাকে, অর্থাৎ আমি যে যাইতেছি, ইহাতে আমার যোগনিদ্রা-সুখের কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমি গমন করিতেছি বটে, কিন্তু অচলের ন্যায় স্থিরভাবে আছি। অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় আমি সংসারকৃত্য সম্পাদন করি না, অতএব এক্ষণে পাতালে গিয়া অসুরপতিকে প্রবুদ্ধ করি। দৈত্যপুর এক্ষণে মর্য্যাদাবিহীন দস্যু-দিগের দুর্ব্ব্যবহারে ভীষণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি সেখানে গমন করিয়া, দিবাকর যেমন কমলকে প্রবুদ্ধ করে, সেইরূপ দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে প্রবুদ্ধ করি এবং বর্ষা-ঋতু যেমন চঞ্চল জলধর-নিচয়কে শৈলোপরি স্থির করিয়া রাখে, * তদ্রূপ আমি এই নিখিল-জগৎকে সুস্থির করিয়া রাখি। ২১—২৭।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

* বর্ষার পূর্ব্বে গ্রীষ্মের অবসানে মেঘসকল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। বর্ষাকালে বায়ুবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে যে স্থানের মেঘ, সেই স্থানেই স্থাপিত হইয়া জলবর্ষণ করিয়া থাকে; পর্ব্ব-তের সহিত মেঘের ঘনিষ্ঠতা কবিদিগের সাধারণতঃ বর্ণনা; এ স্থলে বর্ষাঋতুর মেঘের স্থিরতাসম্পাদন আমরা এইরূপেই বুঝিয়াছি।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সর্ব্বাত্মা হরি এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ বাসভূমি ক্ষীরোদসাগর হইতে সপরিবারে প্রস্থিত হইলেন; বোধ হইল যেন ক্ষীরোদসাগর হইতে স্বীয় সানুসহ মন্দরাচল উত্থিত হইল। যে স্থানের জল বিধাতার সঙ্কল্পবলে স্তম্ভিত অর্থাৎ পাতালকুহরে প্রবিষ্ট হয় না, হরি সেই পাতালতলগত বিবর দ্বারা দ্বিতীয় অমরাবতী তুল্য প্রহ্লাদপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, তথায় হেমময়মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রহ্লাদ, সুমেরু-লীন কমলযোনির ন্যায় সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন। তথায় যে দৈত্যগণ অবস্থান করিতেছিল, তাহারা বিষ্ণুতেজে, দিবাকর-কিরণ-প্রকাশে বিত্রাসিত পেচকের ন্যায় ধূলিবৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া দূরে প্রস্থান করিল। হরি দুই তিনটী প্রধান অসুরকে সঙ্গে লইয়া নিজপরিবার-সমভিব্যাহারে সেই অসুরগৃহে প্রবেশ করিলেন, বোধ হইল যেন তারাবেষ্টিত-শশী গগনে উদিত হইয়াছেন। ১—৫। স্বীয় অস্ত্রাদি-পরিবেষ্টিত হরি গরুড়াসনে সমাসীন হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পার্শ্বে চামর-ব্যজন করিতেছিলেন এবং দেবর্ষি ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতি-বন্দনা করিতেছিলেন। "মহাত্মন্! প্রবুদ্ধ হও" এই কথা বলিয়া বিষ্ণু পাঞ্চজন্যশঙ্খ-নিনাদে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন। বিষ্ণুর সেই মহান্ শঙ্খনিনাদ যুগপৎ বিক্ষুব্ধ প্রলয়মেঘ ও প্রলয়-সাগরের গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। আকস্মিক মেঘ-গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, ক্রীড়াসক্ত রাজহংসশ্রেণী যেমন চকিত হয়, অসুরবর্গ সেই শঙ্খনিনাদ শ্রবণ করিয়া তদ্রূপ চকিতভাবে ভূমি-তলে পতিত হইল। বিষ্ণুর সহচরবর্গ উক্ত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জলদধ্বনি-সমুৎফুল্ল * কুটজ-কুসুমের ন্যায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। ৬—১০। বর্ষাসমাগমে যেমন কদম্ব ক্রমে পুষ্পিত হইতে থাকে, তদ্রূপ দানবেশ প্রহ্লাদ বিষ্ণুর শঙ্খ-ধ্বনিতে শনৈঃ শনৈঃ প্রবোধপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর প্রহ্লাদের প্রাণশক্তি ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে উত্থিত হইয়া, গঙ্গাদেবীর সমস্ত সাগর আপূরণের ন্যায় ক্রমে তাঁহার সর্ব্বগাত্র আপূরণ (ব্যাপ্ত) করিল। উদয়ের পরে সৌরী-প্রভা যেমন ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত ভুবনমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ক্ষণকালমধ্যেই প্রহ্লাদের সর্ব্বাবয়বে প্রাণশক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনন্তর ইন্দ্রিয়সকল নবদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার চিৎ-(চৈতন্য) অন্তর্গত লিঙ্গশরীররূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে চেত্যোন্মুখী হইয়া উঠিল। চেতনীয় বিষয়ে উন্মুখী তদীয় চিৎ চেত্যাকার ধারণ করিয়া মনোভাব (চিৎজড়রূপতা) প্রাপ্ত হইল। ১১—১৫। এইরূপে প্রহ্লাদের চিত্ত কিঞ্চিৎ অঙ্কুরিত (উদ্বুদ্ধ) হইলে বিকাসোন্মুখ তদীয় নয়ন-দ্বয় প্রভাত কালে অর্দ্ধবিকাশপ্রাপ্ত নীলোৎপলদ্বয়ের শোভা ধারণ করল। তদীয় নাড়ীবিবরে সংবিৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট প্রাণ ও আপান বায়ু দ্বারা উদ্বোধিত হইলে মন্দসমীরকম্পিত-কমলের ন্যায় প্রহ্লাদ স্পন্দিত হইলেন। প্রহ্লাদ ক্রমে প্রাণপূর্ণ হইলে, জলাশয়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে জল আসিয়া পড়িলে যেমন তরঙ্গবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ নিমেষমধ্যে তদীয় মন পীবরভাব ধারণ করিল। অনন্তর নেত্র, মন, প্রাণ ও শরীর বিকাশপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রহ্লাদ, দিবাকর অর্দ্ধোদিত হইলে ফুল্লকমল-সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় বিভু হরি "প্রবুদ্ধ হও" এই কথা বলিবামাত্রেই প্রহ্লাদ, মেঘ-গর্জ্জনমাত্রে শিখণ্ডীর ন্যায় প্রবুদ্ধ হইলেন। ১৬—২০। প্রহ্লাদের নয়নদ্বয় উৎফুল্ল, মননশক্তি উৎপন্ন ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ত্রিলোকপতি নারায়ণ স্বীয় নাভিকমলজন্মা ব্রহ্মাকে যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ উঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "হে সাধো! (তুমি) মহতী দৈত্যরাজ্যলক্ষ্মী ও নিজ আকৃতি স্মরণ করিয়া দেখ, তুমি কি জন্য সহসা দেহের অবসান করিতেছ? তুমি এক্ষণে হেয়-উপাদেয়-সঙ্কল্পবিহীন, সুতরাং শরীরগত সুখ-দুঃখে তোমার কোন অনিষ্টই হইবে না; (যাহারা উক্ত সঙ্কল্পবিশিষ্ট, তাহাদেরই দেহক্ষয়ই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, তোমার নহে), অতএব তুমি এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, কল্পান্ত পর্য্যন্ত তোমাকে এই দেহে অবস্থান করিতে হইবে। আমি অবশ্যম্ভাবিনী অনিন্দিত নিয়তির বিষয় অবগত আছি। (এই দেহে তোমার কল্পান্তপর্য্যন্ত অবস্থিতি ইহাই) অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি (ঈশ্বরনিয়ম), তাহা আমি জানি, এইজন্য তোমাকে বলিতেছি। তুমি রাজ্যে থাকি-লেও জীবন্মুক্ত হওয়াতে নিরুদ্বেগে এই শরীরে কল্পান্তপর্য্যন্ত অতি-বাহিত করিবে। ২১—২৫। হে অনঘ! তাহার পর কল্পাবসানে যখন তোমার এই শরীর বিশীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন তুমি ঘটভঙ্গ হইলে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ স্বীয় মহত্ত্বে অবস্থান করিবে। তোমার এই শরীর লোকপরাবরদর্শী ও বিশুদ্ধ ইহা কল্পাবসানপর্য্যন্ত জীবন্মুক্তের বিলাসপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিবে। এখনও ত দ্বাদশদিবাকর (যুগপৎ) উদিত হয় নাই, পর্ব্বতসমূহ ভূগর্ভে লীন হয় নাই, জগৎও প্রজ্বলিত হয় নাই, হে সাধো! তবে তুমি শরীরত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? মৃত অমরগণের বিলোল-শিরঃকপালবাহী, দগ্ধ ত্রিজগতের ভস্মরাশিতে ধূসরিত প্রলয়পবন এখনও উন্মত্তভাবে প্রবহমান হয় নাই, তুমি বৃথা কেন শরীর ত্যাগ করিতেছ? জগৎকোষে এখনও অশোক-পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় পুষ্কর ও আবর্ত্তকনামক প্রলয়-মেঘে তড়িত্পুঞ্জ স্ফুরিত হয় নাই, তবে বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ কেন? ২৬—৩০। অধুনা ত দহমান ধরণীর কম্পনে পর্ব্বত-সকল বিদীর্ণ ও প্রজ্বলিত প্রলয়ানলে সমুজ্জ্বল দিঙ্মণ্ডল-স্থিত ব্রহ্মাণ্ডভিত্তি বিশীর্ণ হইতেছে না, তবে তোমার শরীরপরি-ত্যাগ কেন? এই জগৎ এক্ষণে ত প্রলয়জীমূতের প্রবল-ধারা-বর্ষণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরনামক ত্রয়ীমাত্রে অবশিষ্ট হইতেছে না, তবে বৃথা শরীরত্যাগ কর কেন? এখনও ত দ্বাদশ-সূর্য্যের আলোকে ভূপদ্মের দলস্বরূপ লোকালোকপর্ব্বতের শৃঙ্গের সহিত ব্রহ্মাণ্ড ভিত্তির পার্থক্য অনুমিত হইতেছে না, ব্রহ্মাণ্ড ভিত্তিও জর্জ্জরপ্রায় হয় নাই, তবে শরীরপরিত্যাগ কর কেন? এখনও যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশ-ভাস্করের প্রচণ্ড তাপমালা টঙ্কারনিনাদে অভ্রান্ত্র (সুমেরু) ভেদ করত নভোমণ্ডলে বিকীর্ণ ও প্রলয়জলদমালা গর্জ্জিত হয় নাই, তবে বৃথা শরীরত্যাগ করিতেছ কেন? আমিও গরুড়োপরি আরূঢ় হইয়া নিখিল প্রাণিগণ-পরিব্যাপ্ত, দিবাকরকিরণে আলোকিত, দশদিঙ্মণ্ডলে বিচরণ করিতেছি, (প্রলয়কাল উপস্থিত হয় নাই), অতএব তুমি শরীরের প্রতি অবহেলা করিও না। ৩১—৩৫। এই আমরা

* বর্ষাকালে কুটজপুষ্প ফুটিয়া থাকে, কাজেই কুটজপুষ্প-বিকাশের হেতু জলদধ্বনি।

এই শৈলসমূহ, এই জীবগণ, এই তুমি, এই জগৎ, এই আকাশ, সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে; এ সময়ে তোমার দেহের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন সমুচিত নহে। যাহার মন ঘনীভূত-অজ্ঞানযোগে ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে ও অহরহ দুঃখজালে ছিন্ন হইতেছে, তাহারই দেহত্যাগ শোভা পায়। "আমি কৃশ, আমি অতি দুঃখী, আমি মূঢ়" এবম্বিধ এবং অন্যবিধ দুর্ভাবনায় যাহার বুদ্ধি লোপ ঘটিতেছে; তাহারই মরণ শোভা পায়। যে ব্যক্তি আশাপাশে বদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চঞ্চল মনোবৃত্তি দ্বারা ইতস্ততঃ নীত হয়, তাহারই মরণ শোভা পাইয়া থাকে। বিবেকনাশিনী তৃষ্ণা যাহার হৃদয়কে ধান্যাদি অঙ্কুরের ন্যায় মর্দ্দিত করিতেছে, সেই গর্দ্দভাধম ব্যক্তিরই মরণ শ্রেয়ঃ। ৩৬—৪০। যাহার তালতরুর ন্যায় উন্নত চিত্তরূপ অরণ্যে চিত্তবৃত্তিরূপিণী লতা সুখ-দুঃখরূপ ফল প্রসব করিতেছে, তাদৃশ ব্যক্তির মরণই-প্রশস্ত। যাহার রোমরাজিরূপ লতাজালে বেষ্টিত দেহরূপ বিষবৃক্ষ কামাদি অনর্থরূপ প্রচণ্ডবায়ু দ্বারা বিধূনিত হইতেছে, তাহারই মরণ শ্রেয়ঃ। যাহার বিলোল-দেহলতাশালী কায়কানন আধিব্যাধিরূপী দাবানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহারই মরণ শ্রেয়ঃ। শুষ্ক বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাহার দেহমধ্যে কামকোপরূপী বিশালকায় ভুজঙ্গ স্ফূর্জ্জন করিতেছে, তাহারই মরণ শোভা পায়। এই যে দেহ পরিত্যাগ, ইহাই লোকে মরণশব্দে অভিহিত হয়, উক্ত মরণ আত্মা সম্পাদন করেন না, (কারণ, আত্মা নিষ্ক্রিয়), দেহও উক্ত মরণ-সম্পাদক নহে, কারণ, দেহ অসৎ. দেহের অসত্তার প্রতি হেতু আত্মজ্ঞান, (যাবৎ আত্মার অজ্ঞান, তাবৎ দেহ)। ৪১—৪৫। যাহার বুদ্ধি আত্মতত্ত্ববিলোকন হইতে বিরত হয় না, তাদৃশ যথার্থদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির জীবনই শোভা পায়, (দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণকে মরণ বলে না, আত্মতত্ত্ব হইতে মতির উপক্রমণই মরণ, তত্ত্ববিদের তাহা হয় না, সুতরাং সর্ব্বদাই সে জীবিত, অজ্ঞব্যক্তির মতি সর্ব্বদাই আত্মতত্ত্ব হইতে উৎক্রান্ত, সুতরাং নিত্যমৃতস্বরূপ। "আমি কর্ম্ম করি" এইরূপ অহঙ্কৃত-ভাব যাহার নাই, যাহার বুদ্ধি বিষয়ে লিপ্ত নহে, সর্ব্বভূতে যাহার সমদৃষ্টি, তাহার জীবনই শোভা পায়। যে ব্যক্তি অন্তরে শীতল রাগদ্বেষবিমুক্ত বুদ্ধি দ্বারা সাক্ষীর ন্যায় জগৎ দর্শন করে, তাহারই জীবন শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া হেয় উপাদেয় বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তের অবসানভূত চিদাকাশে চিত্ত অর্পণ করে, তাহার জীবনই শোভা পায়। যে ব্যক্তি অবস্তুভূত শুক্তিকা-রজতাদির ন্যায় বস্তুবৎ ভাসমান সঙ্কল্পিত বাহ্যবস্তুরূপ মলে অনাসক্ত চিত্তকে পরব্রহ্মে লীন করিয়াছে, তাহারই জীবন শোভা পায়। ৪৬—৫০। যে ব্যক্তি সত্যদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক লীলাচ্ছলে জাগতিক কর্ম্ম সম্পাদন করে, বাসনাশূন্য তাদৃশ জীবনই শ্লাঘ্য। যে ব্যক্তি জগতের ব্যবহারে থাকিয়াও উপাদেয়প্রাপ্তিনিবন্ধন অন্তরে সন্তোষ ও হেয়প্রাপ্তিনিবন্ধন অন্তরে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, তাহার জীবনই প্রশস্ত। শুদ্ধপক্ষ স্বচ্ছ-শুদ্ধ সরোবর হইতে হংস-সমূহ-নির্গমনের ন্যায়, যাহা হইতে শান্তিক্ষমাদি-গুণসমূহ নির্গত (প্রকাশিত) হয়, তাহারই জীবন ধন্য।* যাহার নাম শ্রবণে, দর্শনে ও স্মরণে জীবগণ আনন্দ লাভ করে, তাহারই জীবন শোভা পায়। হে দনুজেশ্বর! যাহার উদয়ে জীবনরূপভ্রমর-বিশিষ্ট নিখিল-লোকরূপ কুমুদনিচয় * বিকাসপ্রাপ্ত (প্রফুল্ল, পক্ষান্তরে আনন্দিত) হয়, তাহারই জীবন কলঙ্কযোগমুক্ত পূর্ণচন্দ্রমার পূর্ণতার ন্যায় প্রকৃত শোভা পায়, অপরের নহে। ৫১—৫৫।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—লোকে এই প্রত্যক্ষ দেহের স্থিরতাকেই জীবন আর দেহান্তরলাভের নিমিত্ত এই প্রত্যক্ষ দেহের পরিত্যাগকে মরণ বলিয়া থাকে। হে মহামতে! তুমি উক্ত উভয় প্রকার অবস্থা হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ তোমার এই দেহের স্থৈর্য্যজ্ঞানও নাই, এই দেহ হইতে প্রাণও উৎক্রান্ত হইতেছে না, তোমার মরণই বা কি আর জীবনই বা কি? হে অরিসূদন! তবে যে বলিলাম, তোমার জীবনই শোভা পায়—মরণ নহে, ইহা কেবল দৃষ্টান্তপ্রদর্শনমাত্র। হে সর্ব্বজ্ঞ! বাস্তবিক তুমি কদাচ জীবিতও নহ, মৃতও নহ। বায়ু যেমন আকাশে স্থির হইলেও আকাশে সংলগ্ন নহে বলিয়া আকাশ-শূন্য, তুমিও সেইরূপ দেহে স্থিত হইলেও দেহে আসক্ত নহ বলিয়া দেহশূন্য, এক্ষণে তোমার দেহদৃষ্টি নাই। হে সুব্রত! দেহের ধর্ম্ম শীতোষ্ণাদি-স্পর্শজ্ঞান তোমার আছে কি যে, তুমি দেহে অবস্থান করিতেছ বলিতে হইবে? বৃক্ষের কোটরস্থিতির প্রতি আকাশ যেমন অবরোধক বলিয়া কারণ হয়, সেইরূপ শীতোষ্ণাদি ত্বচে স্পর্শের অবরোধক হইলে আত্মা তাহার কারণ হইয়া থাকেন। ফলতঃ আত্মা তাহাতে আসক্ত নহেন। ১—৫। তুমি এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছ, প্রবুদ্ধ হইলে, নিখিল-দ্বৈতের উপশম লাভ করিলে আবার দেহ কোথায় থাকিবে? এই পরিচ্ছিন্নরূপ দেহ অজ্ঞ ব্যক্তিতেই বিদ্যমান থাকে। তুমি চিৎপ্রকাশ, তোমার বুদ্ধি একমাত্র পরব্রহ্মেই পরিনিষ্ঠিত, তুমি সর্ব্বদাই সর্ব্বস্বরূপ (অজ্ঞের ন্যায় মাত্র দেহরূপী নহ), যাহাকে তুমি গ্রহণ করিবে বা পরিত্যাগ করিবে, তোমার তাদৃশ দেহ কি, অদেহই বা কি? বসন্তকাল আগত হউক্ বা প্রলয়ানিল প্রবহমান হউক্, ভাবাভাববিহীন আত্মার তাহাতে কি ক্ষতি বা বৃদ্ধি আছে? শৈলসকল উৎপাটিত হউক্, প্রলয়ানল জগৎ দগ্ধ করুক্ ও উৎপাতবায়ু বাহিতে থাকুক্, (তোমার তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই), তুমি আত্মাতেই অবস্থান করিতেছ। নিখিল-পদার্থ অবস্থান করুক্, যাউক্, নষ্ট হউক্ বা বর্দ্ধিত হউক্, তুমি আত্মাতেই অবস্থিত। ৬—১০। এই দেহক্ষয়ে পরমেশ্বর (আত্মা) ক্ষয় প্রাপ্ত হন না, এই দেহবৃদ্ধিতে তাঁহার বৃদ্ধি নাই, এই দেহের স্পন্দেও তাঁহার স্পন্দ নাই। "আমি দেহের, আমি দেহী" এই

---

* সরোবরপক্ষে শুদ্ধপক্ষ শুভ্রবর্ণ হংসাদিপক্ষী যে স্থানে বিদ্যমান। লক্ষণা দ্বারা পক্ষশব্দে পক্ষী বুঝিতে হইবে,—স্বচ্ছ-শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল। তত্ত্ববিৎপক্ষে যাহার পক্ষ আত্মীয়গণও সঙ্গিগণ শুদ্ধ অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ। (স্বচ্ছ-শুদ্ধ—পবিত্র)।

* মূলে যে জলজেন আছে, তাহার অর্থ টীকাকার কিছুই লেখেন নাই; পদটী নিরর্থক প্রযুক্ত, অথবা পদবিভক্তিব্যত্যয় করিয়া ব্যাকরণশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য না করিয়া লোকহৃদয়াম্বুজানি এইরূপ অন্বয় করিলে সঙ্গত অর্থ হয়। মূলের অম্বুজ শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কুমুদ অর্থ করিতে হইল; নতুবা চন্দ্রোদয়ে পদ্মবিকাশ, এইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ হইয়া পড়ে।

প্রকার চিত্তবিভ্রম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে "ত্যাগ করিতেছি কি" "ত্যাগ করিতেছি না" এইরূপ কল্পনা বৃথা। বৎস! যাঁহারা তত্ত্ববিৎ, তাঁহাদের "ইহা করিয়া ইহা করিব, ইহা ত্যাগ করিয়া ইহা ত্যাগ করিব" এরূপ সঙ্কল্প ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরা সর্ব্বকর্ত্তা হইলেও কিছুই করিবেন না; সুতরাং তাঁহাদের অক্রিয়াই যখন সিদ্ধ, তখন তাঁহারা সর্ব্বদাই কর্ত্তৃত্ব বিহীন। অকর্ত্তৃত্ব হেতু তাঁহাদের অভোক্তৃতাও সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ, এই জগত্রয়ের মধ্যে বীজবপন না করিয়া কে ধান্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে? ১১—১৫। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব যখন গত হইল, তখন শান্তিই অবশিষ্ট রহিল। সে শান্তি যখন [illegible] প্রাপ্ত হয়, তখনই বুধগণ তাহাকে মুক্তি বলিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রবুদ্ধ, চিন্ময় ও বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত, তাঁহারা সমস্ত আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে [illegible]; তাঁহাদের পরিত্যক্ত কি আছে যে, তাহা গ্রহণ করিবেন? আর গৃহীতই বা কি আছে যে, ত্যাগ করিবেন? তাঁহাদিগের গ্রাহ্যবিষয়, গ্রহণকর্ত্তা, তৎসম্বন্ধ, প্রমাণ, প্রমেয়, অবয়ব, অবয়বী ইত্যাদি কোন প্রকার বিকারই নাই, তাঁহারা কি গ্রহণ করিবেন, কিই বা ত্যাগ করিবেন? গ্রাহ্যবস্তু ও গ্রহণকর্ত্তা উভয়ের সম্বন্ধে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যে শান্তি উদিত হয়, সেই শান্তি স্থিরতর হইলে মোক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠগণ সর্ব্বদাই সেই মুক্তিতে অবস্থিত ও সর্ব্বদাই শান্ত, তাঁহারা সুষুপ্তিকালে স্পন্দিত অবয়বের ন্যায় বিচরণ করেন। ১৬—২০। পরব্রহ্মের বোধ হওয়াতে তোমার বাসনা অপগত হইয়াছে; তুমি আত্মসংস্থা বুদ্ধি দ্বারা অর্দ্ধসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় এই জগৎস্থিতি বিলোকন কর। যাঁহাদের চিত্ত পরব্রহ্মে লীন, তাঁহারা রমণীয়বোধে বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হন না এবং দুঃখেও উদ্বিগ্ন হন না। দর্পণ যেমন যথার্থপ্রাপ্ত প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, সেইরূপ নিত্যপ্রবুদ্ধ-ব্যক্তিগণ অনাসক্ত হইয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক যথাপ্রাপ্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। যাঁহাদের আত্মতত্ত্ব জাগরিত, তাঁহারা স্বচ্ছ হইয়া সংসারস্থিতিবিষয়ে নিদ্রিত থাকেন, সুষুপ্ত ব্যক্তির সদৃশ হইয়া তাঁহারা বালকের ন্যায় কার্য্যব্যবহারী হন। হে মহাত্মন্! তুমি অন্তরে অজিতপদবী (ব্রহ্মপদ) প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব ব্রহ্মার একদিন (এককল্প) এই পাতালমধ্যে বিবিধগুণশালিনী রাজলক্ষ্মী ভোগ করিয়া অন্তে অচ্যুত পরমপদ প্রাপ্ত হও। ২১—২৫।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জগৎরূপ রত্নরাশির পেটক (পেঁটরা) ও জগৎরূপ অদ্ভুত বস্তুর প্রদর্শক পদ্মনাভ চন্দ্রিকাসম শীতলবাক্যে এই কথা বলিলে, প্রহ্লাদনামা ধীর [illegible] দেহ নয়ননীরজ বিকাস করিয়া মননব্যাপার অবলম্বনপূর্ব্বক সহর্ষে বলিতে লাগিল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দেব! আমি শত শত রাজকর্ম্মে ও তৎসংক্রান্ত হিত ও অহিতের বিচারে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, হইয়াছি; ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলাম। ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি স্বরূপ স্থিতি লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমি সমাধি অসমাধি উভয় অবস্থাতেই সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থান করিতেছি, [illegible] পারমার্থিক স্বরূপে অবস্থিতি সর্ব্বদাই বিদ্যমান। দেব বহুকাল ব্যাপিয়া নির্ম্মলবুদ্ধি দ্বারা আপনাকে অন্তরে দর্শন করিয়াছি, অদ্য, আবার সৌভাগ্যক্রমে বাহ্যদৃষ্টিতে ও দৃষ্ট হইতেছেন। ১—৫। হে মহেশ্বর। আকাশ যেমন অনন্ত নির্ম্মল আকাশে অবস্থিত, তদ্রূপ আমি স্বতঃই সর্ব্ববিধ সঙ্কল্প হইতে বিমুক্ত অনন্ত এই পারমার্থিক স্বরূপদৃষ্টিতে অবস্থান করিতেছি। আমি শোক, মোহ, বৈরাগ্যচিন্তা বা সংসারভয়ে দেহত্যাগবাসনায় সমাধিমগ্ন হই নাই। যখন কেবল একই বিদ্যমান, তখন আবার শোক কোথায়? স্তুতি কোথায়? দেহ কোথায়? সংসার কোথায়? স্থিতি, ভয় ও অভয় বা কোথা হইতে আসিবে? আমি দেহত্যাগাদি-অভিসন্ধি ব্যতিরেকে স্বয়ং উৎপন্ন বিমল ইচ্ছায় এই বিতত পাকপদে অবস্থিত হইয়াছি। হে ঈশ্বর। "হায়! আমি সংসারে বিরক্ত হইয়াছি, সংসার ত্যাগ করিব" এবম্বিধ হর্ষশোক-বিকার-প্রদা চিন্তা অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে। ৬—১০। "দেহের অভাবে দুঃখ থাকে না, দেহ বিদ্যমানেই দুঃখ, এই আমার বুদ্ধি" এবম্প্রকার চিন্তারূপিণী কালভুজঙ্গী মূর্খব্যক্তিকেই অহরহঃ দংশন করিতে থাকে। "ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, ইহা আমার নাই, ইহা আমার আছে" এবম্বিধ ভাবে দোলাইতচিত্ত-মূর্খব্যক্তিকেই বিব্রত করে, পণ্ডিতের কিছুই করিতে পারে না। যাহাদের আত্মবুদ্ধি দূরগত হইয়াছে, সেই অজ্ঞ জীবদিগেরই "আমি একজন, এই ব্যক্তি আমা হইতে অন্য" এইরূপ বাসনার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। ইহা ত্যাজ্য, ইহা গ্রাহ্য" এবম্প্রকার মিথ্যা-মনোভ্রান্তি দুর্ব্বুদ্ধি-অজ্ঞব্যক্তিকে যেরূপ উন্মত্ত করিয়া তুলে, প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিকে সেরূপ উন্মত্ত করিতে পারে না। হে কমললোচন! বিতত আত্মস্বরূপ সর্ব্বরূপী তুমি বিদ্যমান থাকিতে হেয় উপাদেয়-বিষয়িণী দ্বিতীয়কল্পনা আবার কোথা হইতে আসিবে? ১১—১৫। সদসদ্রূপী এই যে নিখিল-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আত্ম-চৈতন্যের আভাসমাত্র; ইহাতে হেয়ই বা কি, আর উপাদেয়ই বা কি, যাহা ত্যাগ করা যাইবে বা গ্রহণ করা যাইবে? আমি কেবল নিজস্বভাবেই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিচারপূর্ব্বক পরমাত্মস্বরূপ হইয়া ক্ষণকাল আত্মাতে বিশ্রামলাভ করিলাম। আমি এ যাবৎ ভাবা-ভাববিমুক্ত ও হেয়-উপাদেয়-বুদ্ধি-শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে-ছিলাম, অধুনা আপনার আজ্ঞায় এইরূপে অবস্থিত রহিয়াছি। হে মহাদেব! আমি এক্ষণে স্বভাবপ্রাপ্ত আত্মা, আপনার আদিষ্ট নিখিল-কার্য্য এক্ষণে আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে, আপনার যাহা অভিরুচি, আমি তাহাই করিব। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি জগত্রয়ের পূজ্য, এক্ষণে আমার নিকট হইতেও আপনাকে নিরতিশয় পূজা গ্রহণ করিতে হইবে। ১৬—২০। উদয়াচল যেমন পূর্ণচন্দ্রকে উপস্থিত করেন, দানবপতি সেইরূপ এই কথা বলিয়া ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের অগ্রে অর্ঘ্যপাত্র উপনীত করিলেন। প্রহ্লাদ সুরগণ, অপ্সরোগণ, গরুড়, অস্ত্র ও অগ্রগণ ত্রৈলোক্যের সহিত সম্মুখ-বর্ত্তী গোবিন্দের পূজা করিলেন। যাঁহার বহির্দ্দেশে ও অন্তরে অসংখ্য-জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই ভুবনেশ্বরকে পূজা করিয়া প্রহ্লাদ সমাসীন হইলে, ভগবান্ কমলাপতি তাঁহাকে বলিলেন "হে দানবপতে! উত্থান কর, উত্থান কর, সিংহাসনে অধিরূঢ় হও, আমি স্বয়ংই সত্বর তোমার অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিতেছি। মদীয় পাঞ্চজন্য-শঙ্খের নিনাদ শ্রবণ করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধ, সাধ্য ও সুরগণ সমাগত হইয়াছেন, ইহারা তোমার

মঙ্গল করুন।" পুণ্ডরীকাক্ষ এই কথা বলিয়া সুমেরুশৃঙ্গে মেঘের ন্যায় সিংহাসনে সেই দানব প্রহ্লাদকে উপবেশন করাইলেন। ২১—২৫। এই কথা বলিয়া হরি ক্ষীরোদপ্রমুখ মহাসাগর-সমূহ, গঙ্গাদি-নদীসমূহ ও সমুদয় তীর্থকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারা সকলে সমাগত হইয়া প্রহ্লাদকে পবিত্র-সলিলে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর হরি লোকপালগণ, বিদ্যাধরগণ, সিদ্ধগণ ও সমস্ত বিপ্রর্ষিগণ সমভিব্যাহারে মহাদৈত্য প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। দেবগণ পূর্ব্বে স্বর্গলোকে হরিকে যেমন স্তব করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রহ্লাদেরও স্তব করিতে লাগিলেন। নিখিল-সুরাসুরগণ হরিকে ও প্রহ্লাদকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর মধুসূদন রাজ্যাভিষিক্ত প্রহ্লাদকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৭—৩০। হে অনঘ! যাবৎ এই সুমেরু-পর্ব্বত থাকিবে, যাবৎ এই পৃথিবী ও চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবেন, তাবৎকাল তুমি অসীমগুণে লোকপ্রথিত রাজা হইয়া থাক। তুমি সমদর্শিনী বুদ্ধি দ্বারা ইষ্টানিষ্টফল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ানুরাগ ও ভয়ক্রোধবিবর্জ্জিত হইয়া রাজ্যপালন কর। তুমি সর্ব্বোত্তম আনন্দময় ব্রহ্মপদ অবলোকন করিয়াছ, ভোগপূর্ণ এই রাজ্যে অনন্যরাগরূপ উদ্বেগ প্রাপ্ত হইও না এবং পিত্রাদির ন্যায় স্বর্গ-লোকের ও মর্ত্যলোকের উদ্বেগ উৎপাদন করিও না। শত্রুনিগ্রহ প্রজার প্রতি অনুগ্রহ প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, যখন যাহা উপস্থিত হইবে, তখন দেশ-কাল-ক্রিয়ার অনুরোধে তৎসমুদয় কর্ত্তব্যকর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করিবে, দেখিও তাহাতে যেন বিষয়রাগাদি-প্রযুক্ত বিষমতা প্রাপ্ত না হও, (সর্ব্বত্র সমভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিও)। তুমি এক্ষণে অতিদেহ হইয়াছ (দেহাতিরিক্ত আত্মভাবে পরিণত হইয়াছ), মমতা অহংমমতা-পরিশূন্য হইয়া সমভাবে কার্য্য করিলে আর তুমি বিষয়রাগে বাধিত হইবে না। ৩১—৩৫। তুমি সংসারগতি সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছ, সেই অতুল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছ, সমস্তই অবগত হইয়াছ, তোমাকে আর অধিক কি উপদেশ দিবার আছে? তুমি বিষয়রাগ-ভয়ক্রোধশূন্য, সুতরাং তুমি রাজা হইয়া থাকিলে এক্ষণে আর দুঃখরূপ দুর্গন্ধি অসুরদিগকে দলিত করিবে না। বর্ষা-কালোন্মাদিনী, বৰ্দ্ধিতসলিলা, উত্তালতরঙ্গবতী তটিনী যেমন তীরস্থ বনরাজি প্লাবিত করে, তদ্রূপ বাষ্পবারি আর এক্ষণে অসুরকামিনীদিগের কর্ণমঞ্জরী প্লাবিত করিবে না, তাঁহারা আর শোকাকুল হইবেন না। আজি হইতে দেবদানবযুদ্ধ প্রশান্ত হওয়াতে জগৎ, মথনাবসানে উন্মোলিতমন্দর-সাগরের ন্যায় প্রশান্ত স্বস্বভাব ধারণ করিবে। দেবদানবকামিনীগণ এক্ষণে কারামুক্ত হইয়া স্ব স্ব অন্তঃপুরে ভর্ত্তৃগণের সহিত বিশ্বস্তভাবে কালাতিপাত করুক্। হে দনুসুত! তুমি এক্ষণে কৃষ্ণপক্ষ-রজনীর তিমিরের ন্যায় গাঢ় অজ্ঞানান্ধকার নিরাস করিয়া সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বভাবে দীপ্যমান হও এবং রিপুগণের * অবশীভূত হইয়া বনিতা-বিলাসে রমণীয় রাজ্যসম্পদ্ ভোগ কর। ৩৬—৪০।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

* রিপুগণ—বিপক্ষলোকগণ ও কামাদি শত্রুগণ, বনিতা-বিলাস,—অসুরকামিনীবিলাস ও শান্তি প্রভৃতি গুণের বিলাস। টীকাকার এই দ্বিবিধ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইকথা বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ সুরকিন্নর-নরগণ-সমন্বিত হইয়া দ্বিতীয় সংসারের ন্যায় সেই অসুরমন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যকর্ত্তৃক বিকীর্ণ পুষ্পাঞ্জলি-সমূহ ও বিহগপতি গরুড়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী উৎক্ষিপ্ত পুচ্ছপক্ষনিবহ দ্বারা আচ্ছাদিতশরীর হইয়া হরি ক্রমে ক্ষীরোদসাগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সুরসেনাগণকে বিদায় দিয়া তিনি, শ্বেতকমলে ষট্পদের ন্যায় ভুজঙ্গকায়রূপ আসনে সমাসীন হইলেন। অনন্তর ভুজঙ্গশরীরাসনে বিষ্ণু, স্বর্গে অমরবৃন্দের সহিত অমরনাথ ইন্দ্র ও পাতালে দানবপতি প্রহ্লাদ বিগতজ্বর হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে রাম! তোমার নিকট নিখিল-মলনাশিনী গলিতসুধাকর-সুধার ন্যায় শীতল প্রহ্লাদের এই বোধপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ১—৫। জগতীতলে যে সকল ব্যক্তি প্রহ্লাদের এই তত্ত্বজ্ঞানলাভবৃত্তান্ত সদ্বুদ্ধিতে বিচার করিবে, তাহারা বহুদুষ্কৃতকারী হইলেও অচিরাৎ তৎপদ প্রাপ্ত হইবে। সামান্য বিচারেই যখন দুষ্কৃত ক্ষয় হয়, তখন এই যোগবাক্য বিচার করিয়া কে পরপদ প্রাপ্ত না হইবে? অজ্ঞানই পাপ বলিয়া কথিত হয়, ঐ পাপ বিচারবলে বিদূরিত হইয়া থাকে, অতএব পাপমূলচ্ছেদনকারী বিচারকে পরিত্যাগ করিবে না। যাহারা এই প্রহ্লাদকৃত তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি বিচার করে, তাহাদের সপ্তজন্মের দুষ্কৃতরাশি নিশ্চিতই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রাম কহিলেন, পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট মহাত্মা প্রহ্লাদের মন পাঞ্চজন্য-শঙ্খনিনাদে কিরূপে প্রবুদ্ধ হইল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৬—১০। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে অনঘমূর্ত্তে! এই সংসারে মুক্তি দ্বিবিধরূপে সম্পন্ন হয়, প্রথম দেহমুক্তি, দ্বিতীয় বিদেহমুক্তি। ইহাদিগের বিভাগ (স্পষ্ট করিয়া) বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিষয়ে অনাসক্তবুদ্ধি যে ব্যক্তির ইষ্টকর্ম্মের গ্রহণ ও অনিষ্টকর্ম্মের ত্যাগের ইচ্ছা নাই, তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থিতিকে জীবন্মুক্তভাব' বলিয়া জানিও অর্থাৎ সে জীবন্মুক্ত। হে রাম! সেই ব্যক্তির দেহক্ষয় হইলে পরে আবার জন্ম হয়, তাদৃশ অবস্থাকে বিদেহমুক্তি বলে, বিদেহমুক্ত-ব্যক্তিগণ কাহারও দৃশ্য হন না। জীবন্মুক্ত-ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে পুনর্জন্মরূপ অঙ্কুরবর্জিত ভ্রষ্টবীজের ন্যায় বিশুদ্ধ বাসনা বিদ্যমান থাকে। পবিত্র-কারিণী, তৃষ্ণাকার্পণ্যবর্জ্জিতা বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ী, ব্রহ্মধ্যানস্বরূপা, উক্ত বাসনা সুষুপ্ত-ব্যক্তির বাসনার ন্যায় সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। ১১—১৫। হে রঘূত্তম! সহস্র বৎসরের পরেও যদি দেহ থাকে, তাহা হইলেও অন্তরস্থ ঐ বাসনা দ্বারা জীবন্মুক্তগণ প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। হে মহাবাহো! প্রহ্লাদও শঙ্খনিনাদে অববুদ্ধ অন্তরস্থিত বিশুদ্ধসত্ত্বরূপিণী স্বীয় বাসনা দ্বারা বোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরি নিখিল-জীবের আত্মা; তাঁহাতে যাহা প্রতিভাসমান হয়, তাহা সত্বর তদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেহেতু, আত্মাই নিখিল-কারণস্বরূপ। বাসুদেব হরি 'যখনই প্রহ্লাদ বোধপ্রাপ্ত হউক্" এইরূপ চিন্তা করিলেন, তখনই নিমেষমধ্যে তাহা সম্পন্ন হইল। কারণবিহীন অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভূতগণের কারণস্বরূপ বাসুদেবরূপী আত্মা, আপনাতে জগৎ-সৃষ্টির জন্য শরীরপরিগ্রহ করিয়াছেন। ১৬—২০। যে ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকার করেন, তিনি বাসুদেবকেও ঝটিতি দেখিতে পান; বাসুদেবের আরাধনায় স্বয়ংই আত্মা দৃষ্ট হইয়া



হে রাঘব। তুমি এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আত্মদর্শনবিষয়ে যত্নবান্ হও। এইরূপ বিচারবলেই তুমি শাশ্বত আত্মপদ প্রাপ্ত হইবে। হে রাম! এই বিচাররূপ সূর্য্যের মুখ দেখিতে না পাইলে, মানবগণ দুঃখধারাবর্ষিণী দারুণ সংসারবর্ষায় জড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রসিদ্ধ-ব্যক্তিদিগের যেমন পিশাচবাধা থাকে না, তদ্রূপ বিষ্ণুরূপী আত্মার অনুগ্রহে বিচারপরায়ণ ধীর ব্যক্তিগণ সংসাররূপিণী মহতী মায়ায় বাধিত হন না। যেমন বায়ুবশে বহ্নিশিখা কখন উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে; কখন বা ক্ষীণ হইয়া যায়, (বহ্নির উভয় অবস্থাতেই বায়ু যেমন কারণ), সেইরূপ অনন্ত-মায়ারূপী এই সংসারজাল আত্মার ইচ্ছাতেই কখন ঘনীভূত হয়, কখন বা ক্ষীণভাব ধারণ করে। ২১—২৫।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মবিদ্! সুধাংশুর কিরণজালে ওষধিসকল যেরূপ সন্তর্পিত হয়, ভবদীয় বিশুদ্ধ উপদেশবাক্যে আমিও তদ্রূপ, পরমা তৃপ্তি লাভ করিলাম। কর্ণ-যুগলের স্পৃহণীয়, মৃদু (প্রসাদমাধুর্য্যগুণসম্পন্ন), পবিত্র, ভবদীয় বচনাবলী অবতংসকুসুমের ন্যায় কর্ণযুগলে গ্রহণ করিয়া পরম-সুখী হইলাম, (এক্ষণে আমার একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিরাস করিয়া অনুগৃহীত করুন)। পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, পুরুষকার দ্বারা সমস্তই লাভ করা যায়। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদ মাধবের বরব্যতিরেকে প্রবুদ্ধ হইলেন না কেন? অর্থাৎ স্বকীয় পৌরুষে কেন প্রবোধ লাভ করিলেন না? বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! মহাত্মা প্রহ্লাদ যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্বীয় পৌরুষবলেই লব্ধ হইয়াছিল, (অন্য কোন উপায়ে নহে)। আত্মা ও নারায়ণ ভিন্ন নহেন, উভয়েই এক। তিল ও তদ্গত তৈল, পট ও পটগত শুক্লতা, কুসুম ও তদীয় সৌরভ একই, ভিন্ন নহে, আত্মা ও নারায়ণও সেইরূপ এক। ১—৫। যিনি বিষ্ণু, তিনিই আত্মা; যিনি আত্মা, তিনিই জনার্দ্দন, যেমন বিটপী ও পাদপ, সেইরূপ বিষ্ণু ও আত্মা, শব্দ একপর্য্যায় (একার্থ-বোধক)। ঐ আত্মা স্বয়ংই স্বকীয় পরমা শক্তি দ্বারা প্রহ্লাদনামক আত্মাকে বিষ্ণুভক্ত করেন। প্রহ্লাদ আত্মা দ্বারাই (আত্মভূতবিষ্ণু দ্বারা) এই বর (বিষ্ণুশঙ্খধ্বনিতে প্রবোধরূপ) লাভ করিয়া-ছিলেন, তিনি নিজেই মনকে বিচারপরায়ণ করিয়া স্বয়ংই জ্ঞান-লাভ করিয়াছিলেন। আত্মা কখন নিজেই স্বকীয় শক্তি দ্বারা প্রবুদ্ধ হন, কখন বা ভক্তিলভ্য বিষ্ণুশরীরের দ্বারা প্রবোধ লাভ করেন। এই মাধব পরমপ্রীতি (সকলের প্রতি সর্ব্বদা পরমসন্তুষ্ট) থাকিলেও এবং চিরকাল আরাধিত হইলেও বিচারে অক্ষম ব্যক্তিকে জ্ঞানদান করিতে সমর্থ হন না। ৬—১০। একমাত্র পুরুষকারে সমুত্থিত (আত্মা) বিচারই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায়, বর প্রভৃতি তাহার গৌণ উপায়, অতএব তুমি মুখ্য উপায়ের চেষ্টা কর। প্রথমে তুমি বলপূর্ব্বক পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া, সর্ব্ববিধযত্নে ইন্দ্রিয়বশীকরণ অভ্যাস করত মনকে জয় কর। লোকে যেখানে যাহা কিছু পায়, তৎসমস্তই স্বীয় লাভ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে কুত্রাপি কিছুই লাভ করা যায় না। তুমি পুরুষকার অবলম্বন দ্বারা ইন্দ্রিয়গিরি লঙ্ঘন ও সংসারজলধি তরণ করিয়া তৎপারস্থিত পরপদ প্রাপ্ত হও। যদি পুরুষকার ব্যতিরেকে অজ জনার্দ্দনের সাক্ষাৎকার ঘটিত, তাহা হইলে তিনি পশুপক্ষিগণকেও উদ্ধার করিতেন। ১১—১৫। গুরু যদি স্বীয় পৌরুষবিহীন অজ্ঞকেও উদ্ধার করেন, তাহা হইলে উষ্ট্র ও দুর্দ্দান্ত বলীবর্দ্দকেও উদ্ধার করিয়া দিতে পারেন। হরি, গুরু বা অর্থ হইতে মহৎপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, স্বীয় পুরুষকার দ্বারা মনকে বশীভূত করিলে আপনা হইতে সেই মহৎপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। বৈরাগ্য অব-লম্বন পূর্ব্বক বারংবার অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভুজঙ্গকে বশে স্থাপন করিয়া আত্মা যাহা পাইতে পারেন না, তাহা ত্রিজগতে পাওয়া যায় না। তুমি আত্মা দ্বারা (আপনিই) আপন আত্মাকে আরাধনা কর, আত্মা দ্বারা আত্মাকে অর্চ্চনা কর, আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মা দ্বারাই আত্মাতে অবস্থান কর। যাহারা সম্যক্ শাস্ত্রালোচনা, রীতিমত চেষ্টা ও বিচারে পরাঙ্মুখ (ভয়ে তাহাতে অগ্রসর হয় না), সেই মূর্খদিগের শুভপথে প্রবৃত্তি-উৎপাদনার্থ বিষ্ণুশক্তির কল্পনা করা হইয়াছে। ১৬—২০। তন্মধ্যে অভ্যাস ও যত্ন এই প্রধান ও বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহাতে অক্ষমস্থলে পূজ্যপূজকভাব (বিষ্ণুর পূজা করা—বিষ্ণু-ভক্তি) গৌণকল্প করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সকল যদি নিজের আয়ত্ত (বশীকৃত) থাকে, তাহা হইলে আর বিষ্ণুপূজায় প্রয়োজন কি? আবার যদি ইন্দ্রিয় বশীভূত না থাকে, তাহা হইলেও বিষ্ণু-পূজায় কোন ফল নাই। বিচার ও উপশম ব্যতিরেকে হরিকে পাওয়া যায় না; যে বিচার-উপশম-বিবর্জ্জিত, তাহার ব্রহ্মা আসিয়াও কিছুই করিতে পারেন না। তুমি চিত্তকে বিচার ও উপশমে যুক্ত করিয়া আরাধনা কর, তাহা হইলেই সিদ্ধ হইতে পারিবে, নতুবা তুমি বন্যগর্দ্দভ। যদি বিষ্ণু প্রভৃতির নিকট প্রণয়-প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা নিজ চিত্তের নিকট না কর কেন? ।২১—২৫ বিষ্ণু নিখিল-লোকের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন, যাহারা অন্তরস্থিত-বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত বিষ্ণুর সেবা করিতে যায়, তাহারা নরাধম। হৃদয়-গুহাবাসী সনাতন চৈতন্যতত্ত্বই আত্মার মুখ্যশরীর, হস্তে শঙ্খচক্রগদাধারী তদীয় বহির্মূর্ত্তি গৌণ (মায়াগুণে কল্পিত আগন্তুক)। যে ব্যক্তি মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া গৌণের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যক্তি সিদ্ধ (প্রস্তুত) রসায়ন পরিত্যাগ করিয়া সাধ্য (যাহা বিদ্যমান নাই) রসায়নের উৎপাদন করিতে যায়। হে রঘুনন্দন! যে আত্মবিবেকের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ও মোহময় চিত্তের বশীভূত হইয়া এই চমৎকার আত্মতত্ত্বজ্ঞান মনে স্থাপিত করিতে না পারে, সেই অস্থিরচিত্ত-ব্যক্তি শঙ্খচক্রগদাধারী পরমেশ্বরের বহির্মূর্ত্তির পূজা করিবে। ২৬—৩০। হে রাঘব! বিষ্ণুর সেই বাহ্যমূর্ত্তির পূজারূপ কষ্টকর তপস্যায় বৈরাগ্য অর্জ্জন করিতে করিতে কালে চিত্ত নির্ম্মলভাব প্রাপ্ত হইবে। নিত্য উক্ত পূজাভ্যাস করিতে করিতে বিবেকসঞ্চার হইলে চিত্ত অবশ্যই নির্ম্মল হইবে। আম্রই ক্রমে অতি সুরভিমুকুল ও ফলে সুশোভিত সহকার-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ আম্রের যেমন সহকারদশাপ্রাপ্তি অবশ্য-ম্ভাবী, বিবেকভ্যাসে চিত্তের নির্ম্মলতাও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। হে অরিনিসূদন! শাস্ত্রে হরিপূজার যে ফল কথিত হইয়াছে, ইহাও আত্মার অসম্বলিত ফল আত্মা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে অমিত-

তেজা বিষ্ণুর নিকটে বর প্রার্থনা করিয়া থাকে, সে তাহার নিজ অভ্যাস-পাদপেরই ফল প্রাপ্ত হইল (সন্দেহ নাই)। তুমি যেমন শব্দের আস্পদ, সেইরূপ নিজ মনের নিগ্রহই (বশীকরণই) সর্ব্বপ্রকার উত্তমপদ ও সর্ব্ববিধ চিরসম্পদের আস্পদ। ৩১—৩৫। যাহারা মহীখননের নিমিত্ত উৎসুক এবং যাহারা পাষাণকর্ষণে ব্যাপৃত, তাহারাও একমাত্র মনের নিগ্রহ (ঐকাগ্র্য) ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আরব্ধ কার্য্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, যতদিন চিত্তরূপী মত্ত-মহাসাগর স্থিরভাব ধারণ না করিবে, তাবৎ মানবগণ সহস্র সহস্র জন্ম ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিবে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলের প্রতি বৎসল হইলেও এবং চিরকাল পূজিত হইলেও মনের ব্যাধিরূপ বিপদ্ হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে পারেন না। অর্থাৎ মনের নিগ্রহ-চিকিৎসা স্বকর্ত্তব্য, অপরের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না, অতএব তুমি পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তির জন্য বাহোজ্জ্বল আকারের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরস্থিত একমাত্র চৈতন্যস্বরূপের চিন্তা কর। হে রাম! তুমি সম্বেদনীয় বাহ্য ও আন্তর বিষয়জাল হইতে নির্ম্মুক্ত, নিরাময়, পরমানন্দময়, অনন্ত, সন্মাত্র, চৈতন্য স্বরূপের আশ্রয় কর, তাহা হইলেই তুমি জন্মনদীর পরপারে গমন করিতে পারিবে। ৩৬—৪০।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই সংসারনাম্নী মায়ার অন্ত কিছুতে পর্য্যবসান হয় না, একমাত্র আপনার চিত্ত জয় করিতে পারিলেই ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে অনঘ! এই জগদ্রূপী মায়াপ্রপঞ্চের বিচিত্রতা-বোধনার্থ তোমার নিকট একটী ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। জগতীতলে কোশল নামে এক জনপদ আছে। ঐ জনপদ বিবিধ রত্নগণের আকর। সুমেরুস্থিত কল্পতরুকাননের তুল্য তথায় বিবিধ সদ্গুণ-সম্পন্ন গাধি নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পরম বেদবিৎ, ধীমান্, সেই ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি ছিলেন। নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছ শরদাকাশে জগমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণের চিত্ত বাল্যাবধি বিষয়বিরক্ত হওয়াতে তিনি পরমশোভা-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। ১—৫। তিনি কোন অভিমত-কার্য্য সম্পাদনে সঙ্কল্প করিয়া বন্ধুবর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। দ্বিজোত্তম গাধি তথায় প্রফুল্লকমলশোভী এক সরোবরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, বোধ হইল যেন, চন্দ্রমা-তারাকুসুমশোভী, প্রসন্ন, নির্ম্মল, অম্বরতলে উপস্থিত হইলেন, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকারমানসে সেই সরোবরে, বর্ষাকালীন পদ্মের ন্যায় আকণ্ঠজলমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই সরসীসলিলে মগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার আট মাস অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে সহবাসী কমলসমূহের সঙ্কোচে তাঁহারও মুখকান্তি কিঞ্চিৎ ম্লান হইত। অনন্তর বর্ষারম্ভে, নিদাঘতাপিত ধরাতলে সুনীল-মেঘ যেমন আগমন করে, সেইরূপ একদা হরি তপস্তাতপ্ত ঐ ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ৬—১০। ভগবান্ কহিলেন, হে বিপ্র! জলমধ্য হইতে উত্থান কর, অভিমত বর গ্রহণ কর; তোমার তপস্যা-বৃক্ষে অদ্য অভীপ্সিত ফল ফলিয়াছে। ব্রাহ্মণ কহিলেন, অসংখ্য জগদ্বাসী জীবগণের হৃদয়পদ্মস্থিত ভ্রমরস্বরূপ ত্রিলোকীরূপিণী একমলিনীর (আধারভূত) সরোবরস্বরূপ বিষ্ণুকে নমস্কার। ভগবন্! আপনি পরমাত্মায় যে এক মায়া রচনা করিয়াছেন, আমি মোহকারিণী সংসারনাম্নী ঐ মায়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবান্ অজ "তুমি এই মায়া দেখিতে পাইবে, তৎপরে এই মায়াকে পরিত্যাগ করিবে" এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। বিষ্ণু প্রস্থান করিলে দ্বিজোত্তম গাধি জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক শীতল ও নির্ম্মল বপুঃ হইয়া ক্ষীর-সাগর হইতে সদ্যঃ উত্থিত সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১১—১৫। চন্দ্রদর্শনে কৈরব যেমন উৎফুল্ল হয়, তদ্রূপ সেই ব্রাহ্মণ জগৎপতির দর্শনলাভ করিয়া পরমপ্রীত হইলেন। অনন্তর তিনি হরিসন্দর্শনজনিত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করত, সেই অরণ্যে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদা কমলশোভী সেই সরোবরে স্নান করত দ্বিজবর গাধি মানসমধ্যে বিষ্ণুর উপদেশানুসারে নানা অতীত ও অনাগত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে ঐ ব্রাহ্মণ স্নান সমাপন করিয়া নিখিল-কল্মষদূরীকরণার্থ জলমধ্যে কুশযুক্ত করঘূর্ণন দ্বারা অভিমুখস্থিত জলভাগ আবর্ত্তাকার করত অঘমর্ষণ জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মন্ত্রবিস্মৃতি হইল, যে মন্ত্র পাঠ করিবেন, তাহার বিপরীত মন্ত্রের উচ্চারণের দিকে তাঁহার জ্ঞানগতি ধাবিত হইল। তিনি জলমধ্যে হইতেই দেখিলেন, যেন, নিজভবনে মৃত হইয়া বায়ুবেগে গুহাগর্ত্তপতিত পাদপের ন্যায় ভূপতিত ও শোচনীয়-দশা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ১৬—২১। তাঁহার সেই মৃতদেহ প্রাণ ও অপানবায়ুর গতিশূন্য, অবয়বস্পন্দরহিত ও নির্ব্বাতস্থান-স্থিত বৃক্ষাদির ন্যায় নিশ্চলভাবে পতিত রহিয়াছে। পাণ্ডুবর্ণ তদীয় মুখমণ্ডল শুষ্ক-বৃক্ষপত্রের ন্যায় নীরস ও ছিন্ননাল কমলের ন্যায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। যেন শবীভূত সেই দেহ নয়নদ্বয় মুদ্রিত হওয়াতে, প্রাতঃকালে অস্তনক্ষত্র অম্বরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; ধূলিধূসর ভূপতিত সেই দেহ যেন বর্ষাবিহীন ধূলিময় গ্রামের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। কুররপক্ষীর দল চীৎকাররবে যেরূপ বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ বাষ্পজলার্দ্রবদন তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুবর্গ দীনভাবে করুণস্বরে ক্রন্দন করত সেই দেহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ২২—২৫। তাঁহার ভার্য্যা তখন, সেতুভঙ্গ হেতু জলাশয়ের জল বাহিরে নিষ্কাশিত হইলে, আকণ্ঠসলিল-মগ্না নলিনী যেমন সহসা জলের হ্রাসনিবন্ধন অবনতমুখী হয়, সেইরূপ অবনতমুখী হইয়া তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। জননী নবোদিতঅশ্রু-জলাঙ্কিত তদীয় চিবুক ধারণ করিয়া কখন তারস্বরে, কখন বা ভৃঙ্গধ্বনিবৎ অস্ফুটস্বরে বহু বিলাপ করিতেছে। অন্যান্য সকলে গলদশ্রুবদনে দীনভাবে পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে, যেন হিমবিন্দুক্ষরণকারী শুষ্কপত্ররাশি বৃক্ষের পার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। তাঁহার অবয়বসকল সংযোগবিচ্ছেদভয়ে একেবারে সংযোগ-পরিহারবাঞ্ছায় যেন অনাত্মীয়ের ন্যায় দূরপ্রসারী হইয়া দেহকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে; (অঙ্গসকল ছড়াইয়া পড়িয়া আছে)। ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর অলগ্ন হওয়াতে শুভ্রদশনালীর কিরণ নিঃসৃত হইতেছে; তাহাতে বোধ হইতেছে, ঐ মৃত দেহ

যেন বিরক্ত হইয়া বহির্গত আত্মজীবনকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিতেছে। ২৬—৩০। ঐ নিশ্চল দেহ দেখিলে বোধ হয় যেন মুনির ন্যায় ধ্যানমগ্ন, যেন চিরপ্রসুপ্ত, যেন চিরবিশ্রান্ত হইয়া পুত্তলিকাবৎ নিশ্চলভাবে পতিত রহিয়াছে এবং বান্ধবদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ স্নেহ ইহা বিচার করিবার জন্যই যেন মৌনাবলম্বন করিয়া যত্নপূর্ব্বক বন্ধুবর্গের উচ্চ বিলাপকোলাহল শ্রবণ করিতেছে। আরও দেখিলেন, বন্ধুবর্গ অতি শোকে ব্যাকুলভাবাপন্ন, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিত ও বাষ্পবারিপ্রবাহে আপ্লুতশরীর হইয়া বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া উচ্চস্বরে রোদন নিবন্ধন স্বরভঙ্গ প্রাপ্ত হইল। অবশেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া অমঙ্গল ঐ শবদেহের দৃষ্টিপথপরিহারার্থ গৃহ হইতে উহা বহিষ্কৃত করিয়া মাংস-নাড়ী-বসা-কর্দ্দমময় ভীষণ শ্মশানে লইয়া গেল। সেই ভীষণ-শ্মশানের কোন স্থানে শুষ্ক-শবরাশি পতিত রহিয়াছে, কোন স্থান আর্দ্র শবরাশির রসে ক্লেদযুক্ত, কোথায়ও বা কঙ্কালরাশি পতিত রহিয়াছে। ৩১—৩৫। সেই শ্মশানের নভোভাগে উড্ডীয়মান শকুনিকুল, জলদমালার ন্যায় সূর্য্যকিরণ রোধ করিয়া বেড়াইতেছে, সর্ব্বদা প্রজ্বলিত বহু চিতানলে সেই ভীষণ-শ্মশান অন্ধকারশূন্য হইয়াছে। উল্কামুখী শিবাগণের অশুভবদন-নিঃসৃত বহ্নিশিখায় তত্রত্য ভূভাগ যেন পল্লবময় হইয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে রুধিরনদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই রক্তনদীতে নিমগ্ন হইয়া কঙ্ক ও উগ্র বায়স-কুল স্নান করিতেছে। কোথাও বা বৃদ্ধ শকুনিগণ মাংসভক্ষণ করিতে যাইয়া, রক্তার্দ্র অন্ত্রজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সাগর যেমন নিজের জলপ্রবাহ বাড়বানলে দগ্ধ করে, সেইরূপ বান্ধবগণ সেই ঘোর-শ্মশানমধ্যে প্রজ্বলিত অনলে সেইশবদেহ দাহ করিতে লাগিলেন। শুষ্ক-ইন্ধনসংযোগে চিতা প্রবর্দ্ধিত-শিখাসমূহরূপ জটাজাল বিস্তার করিয়া চটচটশব্দে ক্ষণকালমধ্যে সেই শবদেহ দগ্ধপ্রায় করিল। হস্তী যেমন কটকটশব্দে বংশবন বিদলিত করে, সেইরূপ সেই চিতানল গগনভেদী কটকটরবে ও পূতিগন্ধে মেঘমার্গ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে শবশরীরের মজ্জাগত বসারস বিকীরণ করত অস্থিসমূহ পর্য্যন্ত করিয়া সমগ্র শবদেহ একেবারে ভস্মাবশেষ করিল। ৩৬—৪০।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—অনন্তর ঐ গাধি (উক্ত ঘটনা সন্দর্শনে) অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া জলমধ্যে অবস্থান করিয়াই নির্ম্মল আত্মায় দুঃখিতমনে আবার দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই মৃত আত্মা ভূতমণ্ডল-নামক এক জনপদের প্রান্তসীমাবাসী এক চণ্ডালীর গর্ভে গিয়া প্রবেশ করিল। বিষ্ঠাসদৃশ সেই চণ্ডালীর গর্ভে গিয়া অবস্থান করত তদীয় কোমলাঙ্গ আত্মা গর্ভবাস নিবন্ধন যন্ত্রণায় অতিশয় পীড়িত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বর্ষা যেমন শ্যামবর্ণ মেঘ প্রসব করে, তদ্রূপ সেই চণ্ডালী কালক্রমে পরিণতগর্ভা হইয়া মললিপ্ত শ্যামবর্ণ একটী সন্তান প্রসব করিল। চণ্ডালীগর্ভে এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই গাধির আত্মা চণ্ডালগণের প্রিয়শিশু হইয়া, যমুনাপ্রবাহের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেলাগিল। ১—৫। ক্রমে দ্বাদশবর্ষের পর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়া, চণ্ডালশিশু স্থূলস্কন্ধ, মেঘের ন্যায় সুন্দর শ্যামবর্ণ ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল। তদবস্থায় কতিপয় কুক্কুর সঙ্গে লইয়া এমন হইতেও বনে বিচরণপূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ মৃগ বধ করত ব্যাধের বৃত্তি অবলম্বনে কালাতিপাত করিতে লাগিল। অনন্তর পুষ্পগুচ্ছসদৃশ স্তনযুগলশালিনী, নবপল্লবসম করযুগলবতী, মলিনদশনা, বনপল্লববিভূষিতা, বহুবিলাসবতী, তমালতরুর ন্যায় শ্যামবর্ণা এক চণ্ডালবালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল সে নিজে শ্যামবর্ণ, পত্নীও শ্যামবর্ণা, ভ্রমর-ভ্রমরী যেমন একত্রে কুসুমোপরি বিচরণ করে, সেইরূপ সেই চণ্ডাল ঐ নবপ্রণয়িনীর সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। বনস্থলীতে লতাপত্রে বাস করত ক্রমে সে ব্যসনপ্রাপ্ত (জীর্ণ শীর্ণ) হইয়া মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নকান্তারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; কখন বনকুঞ্জে বিশ্রাম করে, কখন গিরিগুহায় শয়ন করে, কখন পত্রপুঞ্জে নিলীন হইয়া থাকে, কখন গুহামধ্যে বাস করে, কখন বা কর্ণে কিঙ্কিরাতমঞ্জরী ভূষণ, গলে যূথিকাকুসুমের মাল্য, মস্তকে কেতকীকুসুমভূষণ ও সর্ব্বগাত্রে সহকারকুসুমমাল্য অর্পণ করিয়া বিলাসসহকারে বিচরণ করিতে থাকে। মৃগবধে বিশেষ পারদর্শী ও কাননপ্রদেশের সম্যক্ অভিজ্ঞ হইয়া, চণ্ডালরূপী গাধি পুষ্পশয্যায় শয়ন, কখন বা অদ্রিতটীতে ভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই চণ্ডালরূপী গাধি শৈলোপরি খদিরবৃক্ষের কণ্টকপ্রসবের ন্যায়, পরিণামে অতি বিষম নিজ চণ্ডালকুলের অঙ্কুরস্বরূপ কতিপয় পুত্র প্রসব করিলেন, ক্রমে পরিবার লইয়া এক গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন। যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইল, বৃষ্টিহীন প্রদেশের ন্যায় ক্রমে গাধিচণ্ডাল জীর্ণ হইতে লাগিলেন। তাহার পরে পুত্র-পরিবারসহ তিনি জন্মস্থান সেই ভূতমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া তাহার কিঞ্চিৎ দূরে, অরণ্যবাসী তপস্বীর ন্যায় এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ৬—১৭। জরাজীর্ণ ঐ চণ্ডাল ঊষরভূমির শ্বভ্রজাত অনলতরুর ন্যায় বিশ্রী হইয়া পড়িলেন, পুত্রগুলিও তাঁহার অনুরূপ হইয়া উঠিল। প্রৌঢ়াবস্থায় ঐ চণ্ডাল বহু বন্ধুবর্গ সমবেত হইয়া চণ্ডালের ন্যায় গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি কার্য্যে ও বাক্যে ক্রমশঃ মনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। জলস্থিত সেই গাধি এইরূপে চণ্ডালকুলে আপনাকে বহুকুটুম্বসমন্বিত এক চণ্ডাল-গৃহস্থ বলিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। তত্রত্য অপরাপর চণ্ডালাপেক্ষা সেই চণ্ডালরূপী গাধিই তখন বয়োজ্যেষ্ঠ। চণ্ডালভাবাপন্ন গাধি ভ্রান্ত চণ্ডাল-গৃহস্থ হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে একটা বৃষ্টিজলপ্রবাহে যেমন শুষ্কপর্ণসমূহ ভাসিয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যু আসিয়া সেই চণ্ডালগাধির স্ত্রী পুত্র সমুদয় অপহরণ করিল। চণ্ডালগাধি তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন; একাকী সেই অরণ্যমধ্যে যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় দুঃখাকুল ও সংসারের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া সাশ্রুনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি শোকাকুলচিত্তে কতিপয় দিবস সেই স্থানে অতিবাহিত করিয়া, হংসাদি পক্ষী যেমন শুষ্ক পদ্মসরোবর পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন; চিন্তান্বিত ও তথায় আস্থাশূন্য হইয়া পরাধীনের ন্যায় তিনি বায়ুচালিত-মেঘবৎ নানাদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শূন্যচারী খেচর যেমন আকাশমধ্যে সহসা উৎকৃষ্ট বিমান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কীরজন-

পদে গিয়া, অভিমুখে এক শ্রীসম্পন্ন পুরী প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমে সেই পুরীর সম্মুখবর্ত্তী স্বর্গপথসদৃশ সুন্দর রাজপথে উপস্থিত হইলেন।১৮—২৬। তথায় সর্ব্বদা নৃত্যকারী নর্ত্তকগণের অঙ্গচ্যুত-রত্ন ও বস্ত্রসমূহ পথিস্থিত বৃক্ষ ও লতাসমূহ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। আগুল্ফ বিকীর্ণ কুসুমরাশি সেই রাজপথের শোভাসম্বর্দ্ধন করিতেছে, চন্দন ও অগুরু দ্বারা সমুদয় পথ সুবাসিত। পথিমধ্যে সর্ব্বদা সামন্তগণ, নগরবাসিগণ ও অঙ্গনাগণ বিচরণ করাতে পথ একরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গাধি সেই পথিমধ্যে দেখিলেন, বিবিধ-মণিরত্নভূষিত একটী মঙ্গলহস্তী যেন জঙ্গম-সুমেরু-পর্ব্বতবৎ তথায় বিচরণ করিতেছে। রত্নপরীক্ষায়-নিপুণ পুরুষ যেমন চিন্তামণিদর্শনাকাঙ্ক্ষায় নানা রত্ন অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, অত্রত্য রাজা পরলোকগত হওয়াতে ঐ হস্তীও সেইরূপ পুনর্ব্বার অন্য রাজা গ্রহণ করিবার জন্য বিচরণ করিতেছে। গাধিচণ্ডাল জঙ্গম-অচলের ন্যায় বৃহৎকায় ঐ হস্তীকে কৌতুক-বিস্ফারিতলোচনে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৭—৩০। সেই হস্তী দর্শনকারী চণ্ডালকে শুণ্ড দ্বারা স্বীয় গণ্ডস্থলে তুলিয়া লইল, বোধ হইল যেন, সুমেরু-পর্ব্বত সূর্য্যদেবকে সাদরে স্বীয় তটপ্রদেশে আরোপিত করিল। গাধিচণ্ডাল হস্তীর গণ্ডদেশে আরূঢ় হইলে, প্রলয়-মেঘ গগনে উদিত হইলে মহাসাগর যেমন গর্জ্জিত হইয়া উঠে, সেইরূপ যুগপৎ বহু জয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। প্রাতঃকালে যেমন বহু পক্ষী জাগরিত হইয়া যুগপৎ রব করিতে থাকে, সেইরূপ চতুর্দ্দিকে "রাজার জয়" এইরূপ নরকণ্ঠধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর উদ্‌বেলজল জলধির গম্ভীরগর্জ্জনের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বন্দীদিগের উচ্চ কোলাহল হইতে লাগিল। মন্থনসময়ে জলমগ্ন মন্দরাচলকে যেমন ক্ষীরোদসাগরের লহরী আসিয়া বেষ্টন করিয়াছিল, সেইরূপ তথায় বরাঙ্গনাগণ তাঁহার ভূষাসম্পাদনার্থ আসিয়া সেই গাধিচণ্ডালের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ৩১—৩৫। নানারত্নময়ী পূর্ব্বসাগরবেলা যেরূপ আপনাতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের কিরণরঙ্গে নিকটস্থ পর্ব্বতকে ভূষিত করে, সেইরূপ কামিনীগণ সূত্রগ্রথিত নানাবিধ রত্ন দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিল। বর্ষা যেমন অরণ্য নদীর প্রবাহ দ্বারা উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গকে বিভূষিত করে, সেইরূপ সেই যুবতীগণ তুষারের ন্যায় শীতল স্পর্শহার দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিল। বিলোল-পল্লবকরশালিনী বসন্তলক্ষ্মী যেমন নানা পুষ্প দ্বারা বনস্থলী ভূষিত করে, তদ্রূপ সেই নারীগণ নানাবর্ণের সুগন্ধিকুসুম দ্বারা সেই গাধিচণ্ডালকে বিভূষিত করিল। পর্ব্বত যেমন নানাবিধ ধাতুরাগে আপনার উপরিস্থিত মেঘকে রঞ্জিত করে, কামিনীগণও তদ্রূপ সুরভি নানাবর্ণের বিলেপন-দ্রব্য তাঁহার গাত্রে লেপন করিয়া দিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে সুমেরু যেমন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘমালা, তারকা ও চন্দ্রমা দ্বারা শোভিত অম্বরতলকে গ্রহণ করে, সেইরূপ সেই গাধিচণ্ডাল নানাস্বর্ণ-রত্নভূষিত রাজা হইয়া সকলের চিত্ত গ্রহণ (হরণ) করিতে লাগিলেন। ৩৬—৪০। নবলতার ন্যায় বিলাসবতী কামিনীগণকর্ত্তৃক বিভূষিত হইয়া তিনি রত্ন-পুষ্প-বস্ত্রাকীর্ণ কল্পপাদপের ন্যায় শোভিত হইলেন। কুসুমিত মার্গপাদপের নিকট যেমন পথিকগণ আসিয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ নিখিল-প্রজাবর্গ সপরিবারে তথাবিধ নবভূপতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে ঐরাবত-গজে আরোহণ করাইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, সেইরূপ তাহারা তাঁহাকে সেই গজে আরোহণ করাইয়া রাজসিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। বায়স যেমন ভাগ্যক্রমে অরণ্যমধ্যে হৃষ্টপুষ্ট মৃত-হরিণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সৌভাগ্যক্রমে সেই গাধি চণ্ডাল হইয়াও সেই কীরপুরীমধ্যে রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার চরণকমল কীরকামিনীদিগের করকমল দ্বারা সম্বাহিত হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুমলিপ্ত হইয়া তিনি সন্ধ্যাজলদের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ৪১—৪৫। সিংহ যেমন সিংহীগণযুক্ত হইয়া অরণ্যমধ্যে সুশোভিত হয়, সেইরূপ ঐ রাজা কীরনগরে নাগরীগণবেষ্টিত হইয়া পরম-শোভা ধারণ করিলেন। তিনি সিংহনিহত করীর কুম্ভোদ্মুক্ত মুক্তাকলাপ দ্বারা ভূষিতশরীর হইয়া, ভানুকিরণে ও স্বীয় মদে উত্তপ্ত করী যেমন সরসীমধ্যে জলপ্রবাহে মগ্ন হইয়া পরমসুখ বোধ করে, সেইরূপ চিন্তাবিষাদশূন্য হইয়া মন্ত্রিগণ ও পুরবাসীদিগের সহিত রাজ্য ভোগ করত পরম আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবসের মধ্যেই তিনি তথায় ইচ্ছামত রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার আদেশ, সকলে সাদরে পালন করিতে লাগিল। রাজকার্য্যনিপুণ প্রজাবর্গ তাঁহার প্রদত্ত কার্য্যবিশেষের ভার স্বচ্ছন্দমনে নির্ব্বাহ করিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার রাজ-শক্তি বহুদূরব্যাপী হইয়া উঠিল। তথায় তিনি গবল নামে বিখ্যাত-রাজা হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। ৪৬—৪৮।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ৪৫

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপে গাধিচণ্ডাল বিলাসিনীগণবেষ্টিত, মন্ত্রীগণ পূজিত, নিখিল-সামন্তবর্গ-কর্ত্তৃক বন্দিত ও ছত্রচামর-শোভিত হইয়া সেই কীরদেশে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ছিল, রাজ্যপালন-রীতিও তিনি সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহার শাসনগুণে প্রজাবর্গ শোকভয়ক্লেশরহিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। রাজভাব প্রাপ্ত হইয়া গাধি স্বীয় চণ্ডালভাব একেবারে বিস্মৃত হইলেন, সর্ব্বদা বন্দিগণের স্তবে ও মঙ্গলগীতিতে সুরামদমত্ত ব্যক্তির ন্যায় পরমানন্দিত হইয়া তিনি আট বৎসর রাজ্য করত অতিবাহিত করিলেন। তাবৎকাল তিনি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি নিখিল-গুণরাশির আধার হইয়াছিলেন। একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে গাত্র হইতে অলঙ্কাররাশি উন্মোচনপূর্ব্বক চন্দ্র-সূর্য্য-তারকা, তিমির ও মেঘ-পরিশূন্য স্বচ্ছ আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ শূন্যদেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন; হার, কেয়ূর, অঙ্গদের প্রতি তখন তাঁহার বিরক্তি জন্মিল, চিত্ত প্রভুত্বগুণে পরিপুষ্ট হওয়ায় (উদারতাভাবধারণ করাতে) আহার্য্য শোভার অভিনন্দন করিল না। ১—৬। সূর্য্য যেমন নভোভাগ পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলে গমন করেন, তদ্রূপ তিনি একাকী সেই বেশেই রাজপুরীর মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ঘোর শ্যামবর্ণ স্থূলকায় একদল চণ্ডাল, বসন্তকালের কোকিলের ন্যায় সুমিষ্টস্বরে গান করিতেছে এবং করপল্লব দ্বারা বীণাতন্ত্রী কর্ষণপূর্ব্বক মৃদুস্বরে বীণাবাদন করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, বৃক্ষ স্বীয় পল্লবকর দ্বারা ভ্রমরশ্রেণীর পক্ষবিধূননপূর্ব্বক তাহাদিগকে মৃদুগুঞ্জনধ্বনি করাইয়া দিতেছে।

তুষারপূর্ণ কাচময় গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দেদীপ্যমান, আরক্তনয়ন, জীর্ণদেহ ঐ চণ্ডালনায়ক (এখন যিনি রাজা) একাকী সেই স্থান হইতে উত্থান করিলেন। ৫—১০। সেই সময়ে চণ্ডালগণ সহসা তাঁহাকে "ওহে কটঞ্জ" বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "স্বরজ্ঞ ব্যক্তি যেমন মধুরকণ্ঠ কোকিলের সমাদর করিয়া থাকে, সেইরূপ এ স্থানের রাজা ত তোমাকে সংগীতবিদ্যানিপুণ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। বসন্তকাল যেমন রসালতরুর শাখাকে ফলপুষ্পে পূর্ণ করে, তদ্রূপ রাজা ত তোমাকে বহু বসনভূষণাদি প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করেন? সূর্য্যোদয়ে কমলের ন্যায় ও চন্দ্রোদয়ে ওষধির ন্যায় তোমার দর্শনে আজ আমরা পরম সুখী হইলাম। কারণ বন্ধুজনের দর্শন অশেষবিধ আনন্দের, মহালাভের ও অনন্ত বিশ্রামের চরম সীমা অর্থাৎ বন্ধুদর্শনে যার পর নাই আনন্দ, যার পর নাই লাভ ও যার পর নাই বিশ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।" রাজা তখন সেই সেই ভাবভঙ্গী দ্বারা চণ্ডালের এবম্বিধ বাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১১—১৫। ঐ সময়ে বাতায়নপথস্থিত রাজকামিনীগণ ও প্রজাগণ সমুদয় নিরীক্ষণ করিতেছিল, চণ্ডালগণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে তাহারা রাজাকে চণ্ডাল বলিয়া বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। নগরবাসিগণ রাজার চণ্ডালজাতিত্ব অবগত হইয়া দুর্ভাবনায় তুষারহত কমলের ন্যায়, অনাবৃষ্টিপীড়িত গ্রামের ন্যায় ও দাবানলদগ্ধ পর্ব্বতের ন্যায় শ্রীহীন হইয়া গেল। সিংহ যেমন বৃক্ষাগ্রস্থিত মার্জ্জারের ফেৎকাররবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তদ্রূপ রাজা পুনঃপুনঃ চণ্ডালদিগের তদ্বাক্যে কেবলমাত্র অবজ্ঞাই প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালে শুষ্ক পঙ্কজ-সরোবরে রাজহংস যেরূপ গমন করে, সেইরূপ বিষণ্ণ মানবগণসমন্বিত সেই রাজপুরীমধ্যে সত্বর প্রবেশ করিলেন। মূলভাগের অন্তরালবর্ত্তী কোটরে অগ্নি সংলগ্ন হইলে শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষ যেমন সর্ব্বাঙ্গে বিশুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ম্লান হইতে লাগিল। ১৬—২০। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন, মূষিককর্ত্তৃক মূলদেশ খণ্ডিত হইলে কুঙ্কুমকুসুম যেরূপ ম্লান হয়, সমস্ত লোক সেইরূপ ম্লান ও বিষণ্ণবদন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাহার পর মন্ত্রিগণ, রাজনারীগণ ও নগরবাসিগণ, গৃহস্থিত হইলেও সেই মহীপতিকে শবের ন্যায় বোধ করিয়া স্পর্শ পর্য্যন্তও করিল না বালকেরা যেমন শবদেহ নিজ আত্মীয়ের হইলেও তাহার দূরে অবস্থান করে, (ভয়ে ও ঘৃণায় তাহার নিকটেও যায় না), তদ্রূপ ভৃত্যগণ পরমভক্ত হইয়াও তাঁহার দূরে অবস্থান করিতে লাগিল, (চণ্ডালবোধে ঘৃণায় নিকটে আসিয়া কেহই তাঁহার সেবাদি করিল না)। রাজা চণ্ডাল বলিয়া সকলেই শোকাকুল হইল, কেহই তাঁহার প্রতি আদর গৌরব প্রদর্শন করিল না, সুতরাং ক্রমে নরপতি নিরানন্দবদন, দগ্ধ অরণ্যের ন্যায় মলিনবর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িলেন। শোকানলে নিখিল-পুরবাসীদিগের চিত্ত পরিতপ্ত ও শরীর ধূমায়িত হইতে লাগিল। পর্ব্বতের গাত্রে যেমন অগ্নি সংলগ্ন হয় না, তদ্রূপ পুরবাসীদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার নিকট পর্য্যন্তও গমন করিল না। ২১—২৫। সভাসদ্‌গণ তদীয় আদেশ উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, মদপ্রমত্ত সেই রাজার আজ্ঞা, জলপতিত বারিবিন্দুর ন্যায় কুত্রাপি অবস্থিতি লাভ করিল না অর্থাৎ কেহই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল না। তাঁহার আকৃতি তখন সকলের চক্ষে ক্রূরকর্ম্মকারী বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল; তাঁহার সহিত সহবাসও লোকের অশুভপ্রদ বলিয়া জ্ঞান হইল। রাক্ষস দেখিলে লোকে যেমন ভয়ে দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে দেখিয়াও সকলে দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন তিনি বহুজনের মধ্যে থাকিলেও সম্পত্তিহীন বিদেশগামী নির্জ্জন পথিকের ন্যায় অসহায় হইয়া (বিপদে) পড়িলেন। অভ্যন্তরে মুক্তাধারী * হইলেও মারুতসংযোগে কুজিত বেণুর সহিত পথিকেরা যেমন আলাপ করে না, তদ্রূপ তিনি নিজে বারাংবার আলাপ করিলেও নগরবাসিগণ তাঁহার সহিত কেহই আলাপ করিল না। অনন্তর নাগরিকবৃন্দ ও মন্ত্রিগণ আমরা বহুদিন চণ্ডালের সংসর্গে থাকিয়া দূষিত হইয়াছি, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আমাদের পাপক্ষয় হইবে না, অতএব অনলে প্রবেশ করি এই স্থির করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠরাশি আনয়নপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চিতা প্রজ্বালিত করিল। ২৬—৩১। তখন চতুর্দ্দিকে চিতাসমূহ গগনমণ্ডলস্থিত তারকানিকরের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সমগ্র নগরবাসিগণ উচ্চৈঃস্বরে আক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। নারীগণ অশ্রুধারা বর্ষণপূর্ব্বক করুণস্বরে বিলাপ করত ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। প্রজাগণ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডসমীপে আগমনপূর্ব্বক হতবুদ্ধি হইয়া রোদন করিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলে, তাঁহাদের রোদনকারী ভৃত্যবর্গের নয়নজলধারায় অভিষিক্ত হইয়া সেই নগরীও যেন রোদন করিতে লাগিল। সেই সময়ে প্রবল সমীরণ বহমান ও প্রধান ব্রাহ্মণদিগের মাংসগন্ধবাসিত হইয়া ধূলিরাশি উত্থিত করাতে সেই নগর, তুষারকণবাহী ঝঞ্ঝাবায়ুতে অরণ্যের যাদৃশ অবস্থা হয়, তাদৃশ অবস্থাপ্রাপ্ত হইল। প্রবল বায়ুবেগে দূরগামী মাংসবসাগন্ধে বহু দূর হইতে মাংসাশী পক্ষিগণ আসিয়া নভোমণ্ডলে চক্রাকারে ভ্রমণ করত মেঘমালার ন্যায় সূর্য্যদেবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ৩১—৩৬। বায়ুবেগে চিতানল ঊর্দ্ধগামী হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল প্রজ্বলিত হইতেছে। ইতস্ততঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ উড্ডীন হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ হইতে যেন তারকারাশি বর্ষণ হইতে লাগিল। অলঙ্কার-লোভে উদ্ধত তস্করগণকর্ত্তৃক তাড়িত, অসহায় শিশুগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া তারস্বরে রোদন করিতে লাগিল। নগরবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া জীবনবিসর্জ্জন দিতে লাগিল। সমস্ত নগর বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সমস্ত অগ্নিদাহ হওয়াতে কোথায় কাহার গৃহ ছিল, তাহা আর তখন লক্ষ্য করিতে পারা গেল না। চোরগণ সকলের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল। পুত্রকলত্র পরিত্যাগ করিয়া সকলে মৃত্যুর জন্য ব্যগ্র হইতে লাগিল। এইরূপে তথায় নিখিললোকক্ষয়কারী কল্পান্তসদৃশ ভীষণ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে, রাজ্যপ্রাপ্তিনিবন্ধন সজ্জনের সংসর্গে পবিত্রীকৃত ধীরবুদ্ধি গবল শোকাকুলচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার জন্যই এই দেশে লোকক্ষয়কারী অকালপ্রলয়সম এই মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব লোকের দুঃখপ্রদ এ জীবনে আমার প্রয়োজন কি? মৃত্যুই আমার পক্ষে পরমশ্রেয়ঃ। লোকনিন্দিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা নীচ-ব্যক্তির মরণই ভাল।" এইরূপ স্থির করিয়া গবল

---

* একপ্রকার বাঁশের মুক্তা জন্মে।

প্রজ্বলিত অনলে অক্লিষ্টভাবে পতঙ্গের ন্যায় স্বীয় শরীর আহুতি দিলেন। গবলনামক দেহ এইরূপে বলপূর্ব্বক হুতাশনকুণ্ডে পতিত হইয়া অগ্নিসংযোগে গলিতদেহ হইতে থাকিলে, জল-মধ্যস্থিত গাধি (অঘমর্ষণ জপ করিতে করিতে) স্বীয় অঙ্গদাহ অনুভব করত বোধ-প্রাপ্ত হইলেন। বাল্মীকি কহিলেন, মুনিবর বশিষ্ঠের এই কথা শেষ হইবামাত্র দিবা অবসান হইল; দিবাকর সায়ংকৃত্যাকরণার্থ অস্তাচলে গমন করিলেন, সভাস্থিত সকলে পরস্পর অভিবাদন করিয়া সন্ধ্যাস্নানার্থ প্রস্থান করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে আবার সকলে ভানুকিরণের সহিত সভায় আসিয়া মিলিত হইলেন। ৩৭—৪৬।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর গাধির উক্ত মনোব্যাপারী বিষম-ভ্রান্তিজনিত আকুলীভাব, সাগরের বেলাসন্নিহিত আবর্ত্তের ন্যায় মুহূর্ত্তদ্বয়মধ্যে প্রশান্ত হইল। কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা যেমন জগন্নির্ম্মাণসঙ্কল্প হইতে বিরত হন, গাধিও তদ্রূপ উক্ত মনের সঙ্কল্পরূপ সম্মোহ হইতে বিরত হইলেন। মত্ত-ব্যক্তি যেমন মত্ততা-নিবৃত্ত হইলে সুস্থচিত্ত হয় (তাহার আর কোন ভ্রম থাকে না), সেইরূপ গাধি ক্রমে শান্ত হইয়া, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় নিজবোধ (আমি যে গাধি এইরূপ জ্ঞান) প্রাপ্ত হইলেন। নিশা-বসানে রজনীর তিমিরবসন অপসারিত হইলে লোকে যেমন সকল বস্তু যথাযথ দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ গাধি "আমি এই সেই গাধি, এই আমি অঘমর্ষণ জপ করিতেছি, আমি চণ্ডালাদিভাব-প্রাপ্ত হই নাই", এইরূপ জ্ঞানে আপনাকে দেখিতে লাগিলেন। শিশির-ঋতুর অবসানে বসন্ত-ঋতু যেমন মুকুলিত কমলকাননে পদক্ষেপ করে, তদ্রূপ গাধি নিজস্বরূপ স্মরণ করিয়া জলমধ্য হইতে তীরাভিমুখে পদক্ষেপ করিলেন। ১—৫। তখন তিনি পরি-পূর্ণমান জল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডলে সমাকীর্ণ এই পৃথিবীকে অনুরূপ দর্শন করত সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং "আমি কে? কি দেখিতেছি, এ যাবৎ আমি কি করিলাম।" এইরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক ক্ষণকাল বিচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে "পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই জন্য ক্ষণকাল এই মহাভ্রম দেখিলাম" এই স্থির করিয়া, উদয়গিরিস্থিত দিবাকরের ন্যায় সলিল হইতে উত্থান করিলেন এবং তটে উত্থিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি যখন মাতা ও পত্নীর সম্মুখে মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম, তখন আমার মাতা ও পত্নী কোথায়? বায়ুনীত বৃক্ষপত্রের মাতা-পিতার স্থানীয় শাখা ও বৃক্ষ যেমন অসি দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ শৈশবে আমার অজ্ঞানা-বস্থাতেই মদীয় পিতা মাতা কালকবলিত হইয়াছেন। ৬—১০। আমি চির-অবিবাহিত, ব্রাহ্মণের 'মদিরাসাত্ত্বাদের' ন্যায় আমি দুষ্টা চিত্তক্ষোভকারিণী রমণীর আস্বাদ একেবারেই জানি না। আমার স্বদেশস্থ বান্ধবগণও অতিদূরে অবস্থিত, যাহাদের মধ্যে আমি জীবনত্যাগ করিব, তাহারাই বা এক্ষণে আমার কে? তবে আমি গন্ধর্ব্বনগরবৎ এ কি অপূর্ব্ব বিবিধ ঘটনা দেখিলাম! ইহা আমার ভ্রমই হইবে, বন্ধুমধ্যে আমার এই মরণ কোন মায়া হইবে, ইহার মধ্যে যে কি তথ্য আছে, কিছুই আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। উন্মত্ত শার্দ্দূল যেমন গভীর অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করে, দেহীদিগের চিত্তও সেইরূপ এইপ্রকার ভ্রান্তিদৃষ্টিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।" ১১—১৫। গাধি এইরূপে উক্ত ঘটনাকে চিত্তের মোহ অবধারণ করিয়া নিজ আশ্রমেই কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মার নিকটে দুর্ব্বাসার ন্যায় একদা একটী প্রিয় অতিথি গাধির নিকট তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বসন্ত-ঋতু যেমন ফল, পুষ্প ও রস অর্পণ করিয়া পাদপকে তৃপ্ত করে, তদ্রূপ গাধি ফল, পুষ্প ও সুরস আহারীয় প্রদান করিয়া অতিথিকে পরম সন্তুষ্ট করিলেন। উভয়ে যথাক্রমে সন্ধ্যোপাসনা ও জপাদির অনুষ্ঠান করিয়া কোমল-পল্লবশয়নে উপবেশন করিলেন। সূর্য্যের উদয়দিক্ * উত্তরদিকের সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ উত্তরায়ণকালে (বসন্ত-ঋতুতে) যেমন তদনুরূপ পুষ্পশ্রী সমুদিত হয়, সেইরূপ উপবিষ্ট সেই তপস্বিদ্বয়ের মধ্যেও পরস্পর তপ-স্যাদিব্যাপার-বিবরিণী শান্তিরসময়ী কথাবার্তা চলিতে লাগিল। ১৬—২০। কথাপ্রসঙ্গে গাধি সেই অতিথিকে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"ব্রহ্মন্। আপনি এত কৃশ হইয়াছেন কেন? কি জন্যই বা আপনাকে পরিশ্রান্ত দেখা যাইতেছে?" অতিথি কহিলেন,— ভগবন্! আমার এই অতিকৃশতা ও পরিশ্রমের কারণ যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন, সত্য ঘটনাই বলিতেছি, আমরা মিথ্যা বলি না। এই ভূতমণ্ডলের উত্তরদিক্‌স্থিত অরণ্যে কীর নামে বিখ্যাত শ্রীসম্পন্ন এক মহান্ জনপদ আছে। সেই দেশে গিয়া আমি চিত্রবেতালকর্ত্তৃক মোহিত ও পুরবাসিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নানাবিধ সুরস-খাদ্যদ্রব্যের লোভে একমাস অতিবাহিত করিলাম। একদিন কোন ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে আমার নিকট বলিল,—"হে দ্বিজ! এই দেশে আজি আট বৎসর এক চণ্ডাল রাজা হইয়াছে।" ২১—২৫। তাহা শুনিয়া আমি গ্রামমধ্যে অপরাপর ব্যক্তিবর্গকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারাও "আটবৎসর এক চণ্ডাল রাজা হইয়াছে", এই কথাই বলিল। পরে আরও শুনিলাম, রাজা অবশেষে এই বৃত্তান্ত (আপনার চণ্ডালভাব অপরে জানিয়াছে, এই সংবাদ) জানিতে পারিয়া সহসা অনলে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, শতশত ব্রাহ্মণও সেই সঙ্গে হুতাশনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হে দ্বিজ! আমি তাহাদের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রয়াগে গিয়া পাপশুদ্ধির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ করিলাম। তৃতীয় চান্দ্রায়ণের পরে পারণ করিয়া অদ্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; সেই কারণেই আমাকে অতিকৃশ ও পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছে। বশিষ্ঠ কহিলেন—তখন ব্রাহ্মণপ্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া গাধি বারংবার তাঁহাকে ঐ বিষয়ক কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও ঐরূপ যথাযথ উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার অন্যথা বলেন নাই। ২৬—৩০। অনন্তর গাধি বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই স্থানে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, পরদিন জগৎরূপ গৃহের মহাপ্রদীপ সূর্য্যদেব উদিত

---

* এইস্থলের মূল কিয়দংশ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া টীকাও দিলাম,—"পুষ্পশ্রীরিবর্ত্তুমাশয়োঃ ঋতুমাশয়োঃ—স্বক্রিয়া ঋতুনামৃতুব-নির্দেশকঃ ঋতুসূর্য্যঃ, তস্য আশয়োঃ উদয়দিশঃ উত্তরদিশশ্চ পরাপরযোগে ইতি শেষঃ।

হইলে, সেই অতিথি প্রাতঃস্নান করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন গাধি বিস্ময়াপন্ন হইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি ভ্রান্তিদশায় যাহা নিরীক্ষণ করিলাম, অতিথি-ব্রাহ্মণ যে তাহাই আমার নিকট সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, ইহাও কি মায়া? আমি বন্ধুজনমধ্যে যে নিজমৃত্যু অবলোকন করিলাম, তাহা ত নিশ্চয়ই মায়া সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার চণ্ডালজন্মে অবশেষে কি হইল, একবার দেখি। এক্ষণে আমার চণ্ডালত্বপ্রাপ্তির ঘটনা সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণের জন্য সত্বর আমাকে অক্লিষ্টচিত্তে ভূতমণ্ডলগ্রামের চতুঃসীমা নিরীক্ষণ করিতে হইবে"। ৩১—৩৭। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া গাধি ভূতমণ্ডলগ্রামে যাইবার জন্য পরম আগ্রহসহকারে গাত্রোত্থান করিলেন, বোধ হইল যেন, দিবাকর সুমেরুপর্ব্বতের পার্শ্ব দেখিবার জন্য উদ্যত হইলেন। বুদ্ধিমানেরা চেষ্টা করিলে যখন মনোরাজ্যপর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন (মনের কল্পনায় যথার্থবুদ্ধিতে রাজ্যভোগ), তখন গাধি যে স্বপ্নদৃষ্টবিষয় সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অধ্যবসায়বলে নিখিলদুষ্প্রাপ্যবিষয়ই লাভ করা যায়, এই বুদ্ধিতে গাধিও জগতের মায়া দেখিয়া তাহা সম্যক্ চক্ষুর্গোচর করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া, বর্ষাকালীন জলপ্রবাহের ন্যায় অতিবেগে পথে চলিতে লাগিলেন। বাতগামী মেঘের ন্যায় ঝটিতি বহুদেশ অতিক্রম করিয়া, কণ্টকাখী উষ্ট্র যেমন করঞ্জকাননে গিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বে নিজ-চণ্ডালভাবে যাদৃশ আচার ব্যবহার দেখিয়াছিলেন, তদ্রূপ আচার-সম্পন্ন ভূতমণ্ডলগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৭—৪০। পূর্ব্বে তাঁহার বুদ্ধিতে গ্রামের যেরূপ আকৃতি দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া সেইরূপ আকৃতিসম্পন্ন একটী গ্রাম দেখিতে পাইলেন। সেই গ্রামের প্রান্তসীমায়, ভুবনের অধোবর্ত্তী পাতালে অবস্থিত নরকরাশির ন্যায় সেই চণ্ডালপল্লী নেত্রগোচর হইল। চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ ও তথায় অবস্থান প্রভৃতি যে যে ঘটনা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া দেখিলেন, তৎসমস্ত চিহ্নই তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। নিজে চণ্ডালভাবপ্রাপ্ত হইয়া যে স্থানে বাস করিতেছেন দেখিয়াছিলেন, সেই স্থান দৃষ্টপূর্ব্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যভাবের উদয় হইল। দেখিলেন, তাঁহার বাসস্থানের গৃহাদি বার্ষিজলধারাস্রোতভগ্ন ও ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, ভিত্তিতে যবাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, গৃহের আচ্ছাদনের (চালের) অর্দ্ধভাগ পতিত হইয়া গিয়াছে, নিজে যে কটে (মাদুরে) শয়ন করিতেন, তাহার ছিন্নার্দ্ধও তাঁহার নেত্রগোচর হইল। ৪১—৪৫। তিনি সেই ভগ্নাবশিষ্ট বাসভবনকে সুদৃঢ় দারিদ্র্যের ন্যায়, ভিত্তিমাত্রাবশিষ্ট দৌর্ভাগ্যের ন্যায়, গলিতাবয়ব চৌর্য্যাদিদৌরাত্ম্যের ন্যায় ও অর্দ্ধছিন্ন দুর্দ্দশার* ন্যায় অবলোকন করিলেন। গ্রামের প্রান্তসীমায় গো, অশ্ব ও মহিষাদির শ্বেতবর্ণ কঙ্কালসমূহ দন্তযুক্ত মুণ্ডসহ বিকীর্ণ রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তিনি যে যে খর্পরে পান-ভোজন করিতেন, তৎ-সমুদয় মেঘসলিলপূর্ণ হইয়া থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, পানীয়-দ্রব্যপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে। নিহত গবাশ্বাদি প্রাণিসমূহের শুষ্ক তন্ত্রীসমূহ লতার ন্যায় গৃহের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; তৎসমুদয় চণ্ডালের মূর্ত্তিমতী সুদীর্ঘ তৃষ্ণার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তত্ত্ববিৎ গাধি শুষ্কশবপ্রায় বহুক্ষণ-পর্য্যন্ত সেই প্রাক্তন আত্মভবন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪৬—৫০। যেমন পথিক ম্লেচ্ছদেশ অতিক্রম করিয়া আর্য্যদেশে গমন করে, সেইরূপ গাধি তৎস্থান নিরীক্ষণ করিয়া নিকটবর্ত্তী লোকালয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সাধো! এই গ্রামপার্শ্বে পূর্ব্বে যে চণ্ডাল ছিল, তাহার বৃত্তান্ত তোমার মনে আছে কি? বুদ্ধিমানমাত্রেই যেন চিরাতীত ঘটনা স্পষ্ট করস্থবৎ অবলোকন করিয়া থাকেন, ইহা আমি সাধুলোকের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। মূর্ত্তিমান্ দুঃখের ন্যায় এক বৃদ্ধ-চণ্ডাল এই পার্শ্বে বাস করিত, তাহা তোমার স্মরণ হয় কি? হে সাধো! যদি জান, তাহা হইলে তাহার যথাযথ ঘটনা আমার নিকট বর্ণন কর। পথিকের সংশয় দূর করিলে মহৎপুণ্য লাভ হয়। ৫১—৫৫। কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন নিজ রোগারোগ্যের বিষয় বারংবার আগ্রহসহকারে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, সেইরূপ গাধি-ব্রাহ্মণ অতি বিস্মিত হইয়া অতি আগ্রহসহকারে বারংবার গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন গ্রামবাসিগণ বলিল,—'ব্রহ্মন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা ঠিক, এই স্থানে যে একজন চণ্ডাল ছিল, তাহা মিথ্যা নহে। কটঞ্জ নামে এক ভীষণাকৃতি চণ্ডাল এই স্থানে বাস করিত। বৃক্ষের পত্রসমূহের ন্যায় পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি বহু পোষ্যবর্গ লইয়া তাহার একটী বিস্তীর্ণ সংসার ছিল। পর্ব্বতের উপরিস্থিত পুষ্পফলশোভী বনভাগ যেমন দাবানলদগ্ধ হয়, সেইরূপ বৃদ্ধদশায় তাহার সমস্ত পরিবার কালকবলিত হইল। তাহার পরে সে দেশত্যাগপূর্ব্বক কীরনগরে গিয়া উপস্থিত হয়, তথায় রাজা হইয়া আট বৎসর নিরুদ্বেগে অবস্থান করে। ৫৬—৬০। তাহার পর তত্রত্য অধিবাসিগণ তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া জানিতে পারিয়া, অনর্থরাশির ন্যায় ও গ্রামমধ্যবর্ত্তী বিষবৃক্ষের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করে এবং অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেয়। অনন্তর আর্য্যসংসর্গে আর্য্যভাবাপন্ন ঐ চণ্ডালও হুতাশনে দেহবিসর্জ্জন করিয়াছিল। প্রভো! আপনি এইরূপ আগ্রহের সহিত সেই চণ্ডালের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? সে কি আপনার কোন আত্মীয়? অথবা আপনি তাহার কোন আত্মীয় ছিলেন?" গ্রামবাসিগণ এই কথা বলিতে লাগিল, গাধিও তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করত গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণপূর্ব্বক তথায় এক মাসকাল অবস্থিতি করিলেন। তিনি চণ্ডালভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে অবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন, নিখিল-গ্রামবাসীরাও অবিকল তাহাই বলিতে লাগিল। গাধি নিজে যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তত্রত্য নিখিল লোকের মুখে অবিকল তাহাই শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া, চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় লজ্জায় প্রচ্ছন্নাকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬১—৬৬।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৭॥

* চণ্ডালের অবস্থিতিকালে সেই বাসস্থান পূর্ণমাত্রয় দৌর্ভাগ্যাদির সমান ছিল, বাসস্থানের ভগ্নাবস্থায় উপমানগুলিকেও অবস্থ করা হইয়াছে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—গাধি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া সেই স্থানেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; তদীয় চিত্ত আশ্চর্য্যঘটনা বিলোকনে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। কমলযোনি ব্রহ্মা যেমন প্রলয়ভগ্ন বহু জগৎ দর্শন করেন, তদ্রূপ গাধি তথায় বহুস্থান ও বহু ভগ্নগৃহ বিলোকন করিলেন। শুষ্ককঙ্কালমালাবেষ্টিত, পিশাচাক্রান্ত শ্মশানকুঞ্জের সদৃশ ভগ্নগৃহসঙ্কুল সেই অরণ্যে অবস্থিত হইয়া গাধি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ভিত্তিপ্রোথিত এই সেই গজদন্তমালা, আকল্পস্থায়ী সুমেরুশিখরের ন্যায় অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি সুরাপানমত্ত বন্ধুবর্গসমভিব্যাহারে এই স্থানে বংশাঙ্কুরের (বাঁশের কোঁড়ের) সহিত বানরীমাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করিতাম। ১—৫। এই স্থানে গজমদতিক্তীকৃত সুরাপান করিয়া চণ্ডালকামিনীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই সিংহচর্ম্মে শয়ন করিতাম। পিণ্যাক (খৈল) ও মাংসভোজনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (পুষ্ট) মদীয় কুক্কুরকুটুম্বিনীরা এই গজদন্তস্তম্ভে চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বদ্ধ থাকিত। এই স্থলে উখাত্রয়প্রমাণ, * গজদন্তনির্ম্মিত, মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, মহিষচর্ম্মে আবৃত, গজমুক্তারক্ষণপাত্র রক্ষিত হইত। যেমন রসালপত্রপুঞ্জে কোকিলগণ ক্রীড়া করে, তদ্রূপ পূর্ব্বদৃষ্ট এই বনস্থলিতে চণ্ডালবালকগণ একত্র মিলিত হইয়া পাংশুক্রীড়ানিরত থাকিত। এইস্থানে আমি গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বালকেরা বংশধ্বনিতে আমার সঙ্গীতে তাল দিত। এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আমি শুনী শোণিত পান ও শ্মশানের মাল্যচন্দনে সকলকে ভূষিত করিতাম। ৬—১০। এই স্থানে বিবাহমহোৎসবে কুটুম্ববর্গের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য ও সাগরতরঙ্গের ন্যায় গভীর নিনাদ (চীৎকার) করিতাম। দিনান্তরে ভক্ষণার্থ আমাকর্ত্তৃক উড্ডীয়নোৎসুক কাক ও ভাস পক্ষিগণ, এই স্থলে বংশপিঞ্জরে বদ্ধ থাকিত।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—গাধি এইরূপে প্রাক্তনী চণ্ডালক্রিয়া স্মরণপূর্ব্বক বিস্ময়ে মস্তক সঞ্চালন করত বিধাতার লীলাবিস্তার করিতে লাগিলেন। কার্য্যবিৎ গাধি বহু দিন তথায় অতিবাহিত করিয়া সেই দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি সেই ভূতমণ্ডলদেশ অতিক্রম করিয়া, অন্যদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে নদী, শৈল, রাষ্ট্র ও বনভূমি অতিক্রম করিয়া হিমালয়োপরি শ্রেষ্ঠ এক জনপদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। (সেই জনপদ তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট কীরদেশ)। ১১—১৫। তথায় তিনি পর্ব্বতবৎ উন্নত প্রাসাদশোভিত একটী রাজধানী প্রাপ্ত হইলেন, বোধ হইল যেন, নারদমুনি সমস্তজগৎ ভ্রমণ করিয়া সুরপুরী প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তথায় নিজের অনুভূত, দৃষ্ট ও আসেবিত স্থানসমূহ সন্দর্শন করিয়া আগ্রহসহকারে তত্রত্য অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুগণ। এই স্থানে কোন চণ্ডাল রাজা ছিল ইহা কি তোমাদের স্মরণ হয় ? যদি অবগত থাক, আমার নিকট যথাযথ বর্ণন কর। নগরবাসিগণ কহিল,—হে দ্বিজ ! এই স্থানে এক চণ্ডাল আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল, এই স্থানের মঙ্গলহস্তী তাহাকে রাজ্য প্রদান করে। পরে সকলে তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া জানিতে পারিলে, সে হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হে তাপস ! সেই ঘটনার পর প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ১৬—২০। গাধি কুতূহলাক্রান্ত হইয়া যাহার যাহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার তাহার মুখে ঐ কথা শুনিলেন এবং নিজেরও স্মরণপথে সকলই উহা অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি আরও দেখিলেন, চক্রধারী ভগবান্ বিষ্ণু সেই পুরীর সেই সেই বলবাহনসমন্বিত রাজা হইয়া মন্দিরমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। ধূলিপটলরূপ জলদমালা দ্বারা গগনাচ্ছাদনকারী তদীয় সৈন্যগণকে অবলোকন করিয়া, তিনি আপনার প্রাক্তন রাজস্বভাব স্মরণপূর্ব্বক অতি বিস্ময়সহকারে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এই সেই তপ্তকাঞ্চনকান্তি কীরনৃপতির কামিনীগণ, ইহাদের গাত্রত্বক্ কমলমধ্যবর্ত্তী দলের ন্যায় অতি কোমল, ইহাদের নীলোৎপলসদৃশ নয়ন সর্ব্বদা কটাক্ষে বিলোল। এই সেই পিণ্ডীভাবাপন্ন চন্দ্রকিরণের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ চামরনিকর স্থিরভাবাপন্ন নির্ঝরবারির ন্যায় ও কাশকুসুমরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে ২১—২৫। কল্পলতা যেমন মারুতসঞ্চালনে দীপ্ত পুষ্পমঞ্জরীসমূহ বিধূনিত করে, তদ্রূপ এই কামিনীগণ অভিনব ব্যজনসমূহ বিধূনিত করিতেছে, ইহাও আমার দৃষ্টপূর্ব্ব। এই সেই দন্তাগ্র দ্বারা দিকৃতটভেদী মত্তমাতঙ্গসমূহ, কল্পতরুসমন্বিত সুমেরুশিখরশ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ইন্দ্রের সামন্ত যম-বরুণাদি-লোকপালগণের ন্যায় ওজঃশালী এই সেই কীরনৃপতির সামন্তরাজগণ, সর্ব্ববিধ বস্তুপূর্ণ, সকলের অভিমত বস্তুপ্রদানকারী কল্পপাদপের লতাকুঞ্জবৎ রমণীয় এই সেই বিশাল অট্টালিকাসমূহ, এই সেই কীরদেশীয় জনগণ, এই আমার পূর্ব্বভুক্ত রাজ্য, এই সমস্ত আমার জন্মান্তরীয় ব্যবহারসমূহ যেন আজি প্রত্যক্ষ হইতেছে। ২৬—৩০। এই যে ঘটনাসকল আবার আমার নিকট জাগ্রদ্রূপে উপস্থিত হইল, ইহা যে স্বপ্নবৎ অলীক, তাহাও সত্য, কিন্তু কোথা হইতে যে এ মায়া আসিল তাহা আমি জানি না। কি আশ্চর্য্য ! এই সুদীর্ঘ মনোমোহ, স্পর্দ্ধাসহকারে জালে পতিত পক্ষী যেমন অবশ হয়, তদ্রূপ আমাকে অবশ করিয়া তুলিয়াছে। হায় কি কষ্ট। মদীয় মন বাসনাহত হইয়া বোধশূন্য হওয়াতে বালকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে কেবল বিস্তীর্ণ ভ্রান্তিসমূহ নিরীক্ষণ করিতেছে। চক্রধারী বিষ্ণু আমাকে এই মহতী মায়া দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমার সম্পূর্ণ স্মরণ হইতেছে, অতএব এক্ষণে আমি গিরিগুহায় থাকিয়া যাহাতে এই মায়ার ক্রম ও স্থিতি সম্যক্ জ্ঞাত হইতে পারি, সেইরূপ যত্ন করিব। ৩১—৩৫। এইরূপ চিন্তা করিয়া গাধি সেই নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং তথা হইতে এক শৈলকন্দরে গিয়া বিশ্রান্ত সিংহের ন্যায় (নিশ্চল ভাবে) অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় বিষ্ণুকে প্রীত করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ এক গণ্ডূষমাত্র জলপান করত এক বৎসর তপস্যা করিলেন। অনন্তর স্বভাবতঃ প্রসন্নমূর্ত্তি, উৎপলশ্যাম, পুণ্ডরীকাক্ষ, শরৎকালের মহাহ্রদের ন্যায় সেই গাধির প্রতি প্রসন্ন হইলেন। মেঘনির্ম্মলচ্ছবি হরি শৈলেন্দ্রকন্দরে সেই দ্বিজমন্দিরে আবির্ভূত হইয়া শূন্যমার্গে থাকিয়াই, তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রদান করিলেন। ভগবান্ কহিলেন,—গাধে ! তুমি আমার মহতী মায়া দর্শন করিয়াছ কি ? দৈবসম্পাদিত এই জগজ্জালের ব্যাপার তোমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। ৩৬—৪০। তোমার মনোবাঞ্ছিত মায়া দর্শন যখন হইয়াছে, তখন আবার গিরিতটে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক বিতৃষ্ণ হইয়া কি বাঞ্ছা কর ? বশিষ্ঠ কহিলেন,—দ্বিজোত্তম ! হরি এইরূপ বলিলে গাধি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করত

* তিনটী উনুনের মধ্যে যত স্থান, গজমুক্তা রাখিবার পাত্র সেইরূপ।

তদীয় পাদপদ্মযুগলে কুসুমরাশি দ্বারা পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণ এইরূপে কুসুমবিকীরণপূর্ব্বক অর্ঘ্যপ্রদান ও প্রদক্ষিণসহকারে প্রণাম করিয়া, চাতক যেমন মেঘের নিকট প্রার্থনা করে, সেইরূপ প্রার্থনাবাক্যে হরিকে বলিতে লাগিলেন। গাধি বলিলেন, দেব! আপনি এই যে অতি তমোময়ী মায়া দেখিলেন, সূর্য্য যেমন প্রাতঃকালে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ঐ মায়ার বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। বাসনামলদিগ্ধ মদীয় মন স্বপ্নবৎ যে ভ্রম সন্দর্শন করিল, হে দেব! জাগ্রৎ অবস্থাতেও তাহা দৃষ্ট হইতেছে কেন? ৪১—৪৫। হে অমলব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত দেব! জলমধ্যে মুহূর্ত্তকাল যে স্বপ্নভ্রম উপলব্ধি করিলাম, তাহা আবার প্রত্যক্ষগোচর করিলাম কেন? মদীয় চণ্ডালভ্রমোৎপাদিত কালের দীর্ঘতা ও অদীর্ঘতা, এবং চণ্ডালশরীরের উৎপত্তি বিনাশ আমার মনেতেই থাকিল না কেন? বাহিরে আবার তাহা দৃষ্ট হইল কেন? (ইহা আমাকে বলুন)। ভগবান্ কহিলেন,—"হে গাধে! তুমি যে জগদ্রূপী মহাভ্রম দর্শন করিতেছ, ইহা বাসনারোগাক্রান্ত, তত্ত্বদর্শনে অসমর্থ, চিত্তভাবাপন্ন, আত্মস্বরূপেরই রূপ জানিবে; (বস্তুতঃ অন্তরও নাই, বাহিরও নাই, অল্পও নাই দীর্ঘও নাই। যদি ইহা আছে মনে কর, তাহা হইলে) আকাশ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিক্ প্রভৃতি বাহিরে কিছুই নাই, অঙ্কুরমধ্যে পত্রপুষ্পের ন্যায় সমস্তই স্বীয় চিত্তমধ্যে বিদ্যমান জানিবে। যেমন অঙ্কুর হইতে নির্গত হইয়া বৃক্ষ-পত্রাদি বাহিরে স্বীয় ভাব ধারণ করিতেছে, সেইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ই চিত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে। ৪৬—৫০। প্রকৃতপক্ষে পৃথিব্যাদি চিত্তমধ্যেই অবস্থিত, এ সকল কদাচ বহিঃস্থিত নহে; অঙ্কুরমধ্যে অবস্থিত পল্লবই বৃক্ষ-পত্র-ফল শ্রীরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি দ্বারা বর্ত্তমান রূপদর্শন, মনে মনে ভবিষ্যদ্বিষয়ের চিন্তা, কালত্রয় ও তৎপ্রকাশক সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ এই সমুদয় কুম্ভকারের ঘটনির্ম্মাণবৎ চিত্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, আবার চিত্তই এই সমুদয় নষ্ট করিতেছে। স্বপ্ন, ভ্রান্তি, মত্ততা, আবেগ, অনুরাগ ও রোগ প্রভৃতি সকল প্রকার দৃষ্টিতেই আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই ইহা অনুভূত হইতেছে। মূলদেশ দ্বারা ভূমিতল আক্রমণপূর্ব্বক অবস্থিত বৃক্ষে যেমন সমুখ্য-কল্পাদি বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ অধিষ্ঠান ব্রহ্মপদ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিত বাসনাবলিত চিত্তেই লক্ষ লক্ষ ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন ভূমিতল হইতে উৎপাটিত বৃক্ষের আর পত্রাদি হয় না, তদ্রূপ বাসনাবিমুক্ত জীবেরও আর জন্মাদি হয় না। ৫১—৫৫। যাহাতে এই অনন্ত জগজ্জাল অবস্থিত, সেই বাসনাতেই তোমার চণ্ডালভাব প্রকটিত হইয়াছে, ইহাতে আবার বিস্ময় কি? তুমি উক্ত বাসনাপ্রতিভাতে যেরূপ মনোব্যাথাপ্রদ, অনল্প-সংরম্ভশালী বিচিত্র চণ্ডালভাব অনুভব করিয়াছ, অতিথি ব্রাহ্মণ আসিয়া তোমার নিকট ভোজন করিলেন, শয়ন করিলেন ও কথা কহিলেন ইহাও সেইরূপ, ভ্রান্তি জানিবে। "উত্থান করিয়া গমন করি, এই ভূমণ্ডলে উপস্থিত হইলাম, এই সেই জনগণ, এই গ্রামসমূহ" এই প্রকার যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, ইহাও ঐরূপ জানিবে। লোকগণ তোমাকে যে "এই সেই কটজের পূর্ব্বতন ভদ্রগৃহ" বলিয়াছিল, ইহাও ঐরূপ ভ্রমে দেখিয়াছ। ৫৬—৬০। কীরনগরে উপস্থিত হইয়াছি, কীরদেশীয়গণ আমায় চণ্ডালরাজের কথা বলিল, ইহাও তুমি তদ্রূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছ। হে দ্বিজোত্তম! তুমি যাহা সত্য বলিয়া বোধ করিতেছ, যাহা তোমার অসত্য বলিয়া বোধ হইতেছে এবং এই সমস্ত যাহা দর্শন করিলে, সমস্তই মোহ জানিবে। বাসনাক্রান্ত চিত্ত অন্তরে কি না দর্শন করে? যে কার্য্য বর্ষসাধ্য, স্বপ্নে তাহাও সম্পাদিত হইয়াছে দেখা যায়। সেই অতিথি, সেই চণ্ডালগণ, সেই কীরদেশীয়গণ, সেই কীররাজধানী, সমস্তই মিথ্যা। হে মহাবুদ্ধে! তুমি মোহবশতঃ এই সমুদয় দর্শন করিয়াছ। হে বিপ্র! তুমি পান্থবেশে ভূতমণ্ডলে যাইতে যাইতে অরণ্যমধ্যে কুরঙ্গের ন্যায় কোন কন্দরে বিশ্রাম করিয়াছ, সেই স্থানেই পরিশ্রমমোহে "এই সেই ভূতমণ্ডল, এই সেই চণ্ডালভবন" এইরূপ দর্শন করিয়াছ, ইহা যথার্থ নহে। ৬১—৬৬। আর যে কীরনগর দর্শন করিয়াছ, হে দ্বিজ! ইহাও তুমি উৎকালে বা অন্য সময়ে মায়াময় ব্যর্থ দর্শন করিয়াছ, বাস্তবিক নহে। হে মুনে! তুমি সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত মনে মনেই উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় এই বিভ্রম দৃষ্টিগোচর করিয়া থাক। অতএব এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, উপশান্তবুদ্ধিতে স্বকীয় কর্ম্মসাধন করিতে থাক। ইহলোকে মানবগণ কর্ম্ম ব্যতিরেকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ত্রিজগতের নিখিল-তপস্বিগণের পূজ্য সেই পদ্মনাভ এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পবিত্র-হস্ত বিবুধগণ ও মুনিগণে পরিবৃত হইয়া নিজের বাস-ভূমি ক্ষীরোদসাগরে গমন করিলেন। ৬৭—৭১।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিষ্ণু প্রস্থান করিলে, গাধি নিজে মোহবিষয়ক বিচার করিবার নিমিত্ত আকাশে মেঘভ্রমণের ন্যায় পুনর্ব্বার যথাক্রমে ভূতমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তত্তৎস্থানে সেই সেই জনগণের নিকট সেইরূপই আত্মবৃত্তান্ত উপলব্ধি করিয়া তিনি পুনরায় গিরিকন্দরে আগমনপূর্ব্বক হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর অল্পকালমধ্যেই জনার্দন আবার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একবার আরাধনা করিলেই বিষ্ণু বশ্য হইয়া থাকেন। জলধর যেমন ময়ূরকে গর্জ্জন করিয়া কি বলে, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া গাধিকে বলিলেন, "পুনরায় তপস্যা দ্বারা তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ?" গাধি কহিলেন,—দেব! আমি আবার সেই ভূতমণ্ডলে ও কীরদেশে ছয় মাস ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু জন-প্রবাদাদিতে মদীয় সেই বৃত্তান্তের অন্যথা ত হইল না অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এবারেও তাহাই দেখিলাম ও সেইরূপই শুনিলাম। ১০—১৫। হে প্রভো! অদ্য কেন আমাকে তুমি মায়াতে ঐ সমস্ত ঘটনা অবলোকন করাইয়াছ, এ কথা বলিলেন? মহতের বাক্য লোকের মোহনাশই করিয়া থাকে, মোহবৃদ্ধি ত করে না; কিন্তু আপনার ঐ বাক্যে আমার মোহনাশ হওয়া দূরে থাকুক, মোহবৃদ্ধিই হইয়াছে।" ভগবান্ কহিলেন,—কাকতালীয়যোগে (১) তোমার ন্যায় নিখিলভূতমণ্ডলবাসী

(১) উৎপত্তি-প্রকরণের লবণোপাখ্যানে এই ভাবের কথা যথেষ্ট আছে, সুতরাং পুনর্ব্বিশদীকরণ নিষ্প্রয়োজন।

ও কীরদেশবাসী জনগণের চিত্তে এই শ্বপচ-বৃত্তান্ত প্রতিবিম্বিত হইতেছে। হে গাধে! এই কারণেই তাহারা তোমার বৃত্তান্ত যথাযথ বলিতেছে। চিত্তে যাহা একবার প্রতিভাসগত হইয়াছে, পুনরায় আর তাহার অন্যথা হয় না। সেই গ্রামের প্রান্তে পূর্ব্বে কোন চণ্ডাল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কালক্রমে ভগ্নদশায় অবস্থিত ঐ গৃহ তুমি ভ্রান্তিবশে আপনার বলিয়া দর্শন করিয়াছ। কখন কখন বহুলোকের একরূপ ভ্রান্তি হইয়া থাকে। মনের গতি, পক্কতালজলে কাকোল-পক্ষীর (দাঁড়কাকের) অবস্থিতির ন্যায় বিচিত্রা (১)। ৬—১০। সুরামদমত্তচিত্ত ব্যক্তিরা যেমন দিঙ্মণ্ডলকে এক প্রকারেই ঘূর্ণমান দর্শন করে, সেইরূপ অনেক সময়ে বহুলোক স্বাপ্নভ্রমপ্রদ একরূপস্বপ্নই দেখিয়া থাকে। বহু বালকে কল্পিত একরূপ ভ্রান্তিলীলাতেই ক্রীড়া করে, শষ্পশ্যামলা একই বন্যস্থলীতে অনেক মৃগ বিচরণ করিয়া থাকে। বহু লোকে বন্ধবন্ধপরাজয়াদি নানাকারসম্পন্ন নিজ প্রারব্ধফলে জয়লাভ ও ভোগ প্রভৃতি একরূপ প্রয়োজনের সাধনরূপ ভ্রান্তিবশতঃ যত্নবান্ হয়। হে বিপ্র! কালই বস্তুর উদয়ের প্রতিবন্ধক ও অনুজ্ঞা দাতা (যথা— হেমন্তকালে ব্রীহি প্রভৃতির অঙ্কুর হয়না, যবাদির হয়, সুতরাং হেমন্তকাল ব্রীহির অঙ্কুরোদ্গমের প্রতিবন্ধক যবাদির অনুজ্ঞা দাতা) এই জনশ্রুতি আছে বটে, কিন্তু ঐ কালও মনের সঙ্কল্পমাত্র, অকল্পিত অখণ্ড যে কাল অর্থাৎ পরমাত্মা, তিনি আপনাতে অবস্থিত, তিনি কাহারও অনুজ্ঞাতা বা প্রতিবন্ধক নহেন। সেই ভগবান্ কাল অমূর্ত্ত, তত্ত্ববিদ্গণ সেই কালকে অজ ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তিনি কোন কালে কাহার ও কিছুরই গ্রহণ বা পরিত্যাগ করেন না। ১১—১৫। বর্ষ-কল্প-যুগরূপী লৌকিক কাল সূর্য্যক্রিয়া ও চন্দ্রাদি পদার্থসমূহের সঙ্কল্পিত পদার্থ। সেই কালই (প্রতিবন্ধ ও অনুজ্ঞা দ্বারা) পদার্থসমূহের সঙ্কল্পয়িতা। ভূতমণ্ডলবাসী ও কীরদেশবাসী জনগণ শান্তমনে একরূপ প্রতিভাসে সমুদিত সেই ঘটনা সেইরূপই দর্শন করিয়াছিল। হে সাধো! তুমি আপনার কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মবিচার কর, মনোমোহ দূরীকরণপূর্ব্বক এইস্থানে অবস্থিতি কর, আমি এক্ষণে গমন করি। এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে, গাধি বহুল চিন্তাকুলচিত্তে সেই কন্দরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় কতিপয় মাস অতীত হইলে তিনি পুনরায় পুণ্ডরীকাক্ষের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ১৬—২০। একদা নাথ হরিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও কায়মনোবাক্যে সেই ঈশ্বরের পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্! আমি আমার শ্বপচভাব ও এই সংসারমায়া স্মরণ করিয়া মনে অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইতেছি, অতএব যাহাতে আমার এই মহামোহ দূরীভূত হয়, তাহার উপায় বলিয়া ক্ষণকাল (যাবৎকাল আমার সংশয়মোহোচ্ছেদ না হয়) এই স্থানে অবস্থান করুন এবং আমাকে একটীমাত্র নির্ম্মল কর্ম্মে নিয়োজিত করুন"। ভগবান্ কহিলেন,—হে দ্বিজ! এই জগৎ মায়ারূপী, ইহা শম্বরাসুরের মহালীলা। আত্মবিস্মৃতি নিবন্ধন ইহাতে সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্য ঘটনাই সম্ভবে। তুমি ভূতমণ্ডলে ও কীরদেশে যে চণ্ডালভাবাদি বিলোকন করিয়াছ, ইহা অসম্ভব নহে; কারণ, সকল মনুষ্যই ভ্রম দেখিয়া থাকে। ২১—২৫। ভূতদেশীয়গণ ও

(১) তালার্থী ব্যক্তি সহসা কাকোপবেশজনিত তালপতন হইলে তাহা বিচিত্র বলিয়া মনে করে, ইহাও তদ্রূপ।

কীরদেশীয়গণও তোমার ন্যায় ভ্রম সন্দর্শন করিয়াছে, এক প্রকার সম্বন্ধে এককালে উক্ত ঘটনা সম্ঘটিত হওয়াতে উহা মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। মার্গদীর্ঘ লতার ন্যায় তোমার চিন্তা যাহাতে ক্ষীণ হয়, তাহার জন্য তোমার নিন্দাকর, চণ্ডালসম্বন্ধনিবারক যথাযথ বিবরণ বলিব, শ্রবণ কর। ভূতমণ্ডলগ্রামে পূর্ব্বে কটঞ্জক নামে এক চণ্ডাল তোমার চিন্তিত শরীর ও গৃহদারাদি প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই চণ্ডালই পুত্রকলত্রবিহীন হইয়া দেশান্তরে প্রস্থানপূর্ব্বক কীরদেশের রাজা হয় এবং পরে হুতাশনে দেহত্যাগ করে। তৎকালে জলমধ্যবর্ত্তী তোমার চিত্তে সেই কটঞ্জের তাদৃশ আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যবহার ও অবস্থান, সমুদয় (মৎসঙ্কল্পবশে) প্রতিভাত হইয়াছিল। ২৬—৩০। দ্রষ্টা কখন অনুভূত বিষয় একেবারে বিস্মৃত হয়, আবার কখন বা অদৃষ্ট বিষয় দৃষ্টবৎ দর্শন করে। হে গাধে! চিত্ত স্বপ্নাবস্থায় যেমন রাজ্যভোগাদি বিভ্রম সন্দর্শন করে, জাগ্রদ্দশাতেও সেইরূপ স্বয়ং দর্শন করিয়া থাকে। হে গাধে! ত্রিকালদর্শী যোগীর চিত্তে যেমন, ভবিষ্যৎ বিষয় তৎপরবর্ত্তী বিষয়ের প্রত্যক্ষকালে অতীতকালে অবস্থিত বিষয় বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অতীত ঘটনা হইলে এই কটঞ্জবৃত্তান্ত তোমার চিত্তে বর্ত্তমানরূপে প্রতিভাত হইল। যিনি আত্মবিৎ, তিনি কদাচ "এই সেই আমি, এই সেই আমার" ইত্যাদি ভ্রমে মগ্ন হন না। যিনি আত্মবিৎ নহেন, তিনিই উক্ত প্রকারে ভ্রমে মগ্ন হইয়া থাকেন। (১) তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, "সমস্তই আমি", সুতরাং তিনি অবসাদ প্রাপ্ত হন না, পদার্থসমূহে অনর্থকর বিভাগ কামনাও তিনি করেন না। ৩১—৩৫। সেই কারণেই তিনি সুখদুঃখময় ভ্রমে পতিত হন না, পতিত হইলেও জলে শুষ্ক অলাবুপত্রের ন্যায় নিমগ্ন হন না (ডুবিয়া যান না।) তোমার চিত্ত অদ্যাপি বাসনাগ্রস্ত রহিয়াছে, তুমি এক্ষণে বিচেতন ও কিঞ্চিদবশিষ্ট-মহাব্যাধি ব্যক্তির ন্যায় পূর্ণ স্বচ্ছভাব প্রাপ্ত হও নাই, (রোগী পক্ষে স্বস্থ—স্বাস্থ্য, তুমি পক্ষে স্বস্থ—স্বরূপে অবস্থিত আত্মা)। তুমি এক্ষণে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে পার নাই, সুতরাং নিজের গৃহনির্ম্মাণ বা পরগৃহে অবস্থানরূপ সম্যক্ যত্ন যাহার নাই, সে ব্যক্তি যেমন গাত্রে বৃষ্টিজল নিবারণ করিতে পারে না (পথে ভিজিয়া মরে), তুমিও তদ্রূপ মনের ভ্রম দূর করিতে পার নাই। তোমার মনোমধ্যে যাহাই প্রতিভাসিত হইতেছে, তাহাই ক্ষণকালমধ্যে উন্নতকায় পুরুষ যেমন উচ্চ বৃক্ষশাখা আক্রমণ করিতে পারে, তদ্রূপ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে। চিত্ত মায়াচক্রের নাভি (মধ্যভাগ), উহা চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। যদি ইহাকে আক্রমণ করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে মায়াচক্র আর তোমাকে কিছুই বাধা প্রদান করিতে পারিবে না। ৩৬—৪০। তুমি উঠ, এই গিরিকুঞ্জে দশ বৎসর অখিন্নমনে তপস্যা কর, তাহার পর অনন্তজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।

(১) অর্থাৎ যদি বল, সেই কটঞ্জ আমি নহি, আর তদীয় গৃহকলত্রাদিও আমার নহে, তবে "আমি সে এবং তদীয় গৃহকলত্রাদি মদীয়" এইরূপ তাহাতে আত্মনিমজ্জন হইল কেন? তাহাতে বলি,—যখন নিখিলআত্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মভিন্ন দেহাস্থিতেও আত্মবুদ্ধি বিদ্যমান, তখন তোমার ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

পুণ্ডরীকাক্ষ এই বলিয়া, প্রবলমারুতচালিত মেঘের ন্যায়, বাতাহত দীপের ন্যায় এবং যমুনাতরঙ্গের ন্যায় ক্ষণমধ্যে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। শরৎকালের অবসানে পাদপ যেমন বিরসভাব (শুষ্কভাব) ধারণ করে, সেইরূপ গাধি (সেই সময় হইতে) বিবেকবশে বৈরাগ্য লাভ করিলেন। যখন তাঁহার মতি সম্পূর্ণ ভ্রমনির্ম্মুক্ত হইল, তখন তিনি নিয়তির অসঙ্গত বিচিত্র কুচেষ্টার নিন্দা করিতে লাগিলেন। চিত্তসংযম অভ্যাসপূর্ব্বক পরমপদে বিশ্রান্তিলাভ করিবার জন্য করুণার্দ্র সেই গাধি, মেঘের ন্যায় ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিলেন। সকল প্রকার সঙ্কল্পশূন্য হইয়া তিনি সেই স্থানে দশ বৎসর তপস্যা করত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। আত্মজ্ঞানলাভের পর মহাত্মা গাধি নিজ পারমার্থিক-সত্তা লাভ করত ভয়শোকশূন্য, জীবন্মুক্তস্বরূপে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দমদে ঘূর্ণমানচিত্ত, পূর্ণশশধরের ন্যায় পূর্ণভাবাপন্ন ও প্রশান্ত হইয়া পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। ৪১—৪৭।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯॥

পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন। অতিবিস্তৃত মহামোহময়ী এই পারমাত্মিকী মায়া এইরূপই বিষমা ও দুর্জ্ঞেয়া। কোথায় সেই মুহূর্ত্তদ্বয়ব্যাপী স্বপ্নসম্ভ্রমদৃষ্টি, আর কোথায় সেই বহুবর্ষব্যাপী চণ্ডালরাজভ্রম। কোথায় ভ্রমজ্ঞান, কোথায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান! কোথায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে (সত্যরূপে) পরিণত মিথ্যা, কোথায় যথার্থ সত্য। হে মহাবাহো। এই জন্যই বলিতেছি, এই বিষমা মায়া অনবহিতচিত্ত ব্যক্তিকে সঙ্কটে পাতিত করে। রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্। যদি এই মায়াচক্র আত্মার সর্ব্বাঙ্গচ্ছেদ করত (আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করত) এইরূপেই বেগে প্রবহমান হইতে থাকে, তবে কিরূপে ইহার রোধ করা যাইবে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব। তুমি চিত্তকেই (সর্ব্বদা) ঘূর্ণমান * ভ্রমপ্রদ এই সংসাররূপ মায়াচক্রের মহানাভি বলিয়া জানিবে।' বুদ্ধিসহকারে পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে আক্রমণ করিতে পারিলে মায়াচক্রের নাভি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেই উক্ত মায়াচক্র ভ্রমণ হইতে নিরুদ্ধ হয়। যেমন রজ্জু রোধ করিলে রজ্জুবেষ্টিত কীলক † আর ঘূর্ণিত হয় না, তদ্রূপ মনোনাভি আক্রমণ করিলে মোহচক্র আর চলিতে পারে না। হে অনঘ। তুমি চক্রযুদ্ধে একজন অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ, তবে তুমি চক্রভ্রমণ ও তদীয় গতিরোধকরণ জান না কেন? নাভিদেশে চক্রকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া থাকিলে চক্র বশতাপন্ন হয়, অন্যরূপে হয় না। অতএব হে রাঘব। তুমি প্রযত্নসহকারে চিত্তরূপ নাভিকে অবষ্টম্ভন করিয়া আত্মার বহন (জন্মপরম্পরাপ্রাপণ) হইতে সংসারচক্রকে নিরুদ্ধ কর। এই চিত্তনিরোধ উপায় অবলম্বন না করিলে আত্মার অনন্ত দুঃখ থাকিয়া যাইবে। (যদি আমার এই বাক্যে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তুমি নিজে একবার) নিরোধ উপায় প্রাপ্ত হইয়া, আত্মার দুঃখ ক্ষণকালমধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ কর। ৬—১২। একমাত্র চিত্তের আক্রমণরূপ মহৌষধ ব্যতিরেকে বহুযত্নেও সংসাররূপ মহারোগের চিকিৎসা হইবে না। অতএব হে রাম! তুমি তীর্থযাত্রা, দান ও তপস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পরমশ্রেয়োলাভার্থ কেবল চিত্তকে বশীভূত কর। ঘটের মধ্যে যেমন ঘটাকাশ, সেইরূপ চিত্তমধ্যেই সংসার, ঘটনাশে যেমন ঘটাকাশ থাকে না, সেইরূপ চিত্ত নষ্ট হইলে সংসার আর থাকে না। তুমি সংসাররূপ আকাশের মধ্যস্থিত চিত্তরূপ ঘটাকাশ বিনাশ করিয়া অনুপম মহাকাশস্বরূপ স্বকীয় পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হও। ১১—১৫। চিত্ত আয়াসশূন্য (অনাসক্ত) হইয়া কেবল বর্ত্তমান বিষয় ক্ষণকাল বাহ্যবুদ্ধিতে সেবনপূর্ব্বক ভূতভবিষ্যৎবিষয়ভাবনা ত্যাগ করিলে অচিত্তভাব প্রাপ্ত (লয়প্রাপ্ত) হয়। যদি তুমি অণুক্ষণ সঙ্কল্পাংশের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পবিত্র অচিত্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। যাবৎকাল সঙ্কল্পকল্পনা, তাবৎ চিত্তের ঐশ্বর্য্য, যতক্ষণ মেঘ থাকে, ততক্ষণ আকাশে জলবিন্দু থাকে। চিদাত্মা যতক্ষণ চিত্তযুক্ত থাকিবেন, তাবৎ সঙ্কল্পকল্পনা বিদ্যমান থাকিবে। জগতে যাবৎকাল চন্দ্রমরীচি, তাবৎকালই হিমবিন্দু। যদি চেতন অর্থাৎ চিদাত্মাকে চিত্ত হইতে পৃথক্কৃত ভাবিতে পার, তাহা হইলেই তোমার সংসারের মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে জানিবে। ১৬—২০। চিত্ত হইতে পৃথক্কৃত চেতনকেই প্রত্যক্‌চেতন বলে ঐ প্রত্যক্‌চেতন নির্ম্মলস্বভাব, ইহাতে সঙ্কল্প নাই। যে অবস্থায় চিত্ত ক্ষয় হইয়াছে, সেই অবস্থাকে সত্যতা ও শিবতা বলে, সেই অবস্থাই পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও তাহাই পরমার্থদৃষ্টি। যেখানে মন, সেই স্থানেই আশা ও সেই স্থানেই সুখ-দুঃখ, শ্মশানে বায়সের ন্যায় সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকে। অপরাপর তত্ত্ববিদ্‌দিগের যদিও মন থাকে বটে, কিন্তু তাঁহাদের মানসসঙ্কল্পে আশা প্রভৃতি ভাবসমূহের ব্যবস্থাপিকা সংসারবল্লীর বাসনাত্মক বীজই উৎপন্ন হয়, যে হেতু, বস্তুতত্ত্বের সম্যক্ বোধহেতু তাহা বাধপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রালোচনা ও সজ্জনের সংসর্গের সতত অভ্যাস দ্বারা জাগতিক ভাবসমূহের অবস্তুতাই অবগত হওয়া যায়। ২১—২৫। "আমি এই জন্মেই জ্ঞান অর্জ্জন করিব" এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়সহকৃত পুরুষকার দ্বারা বলপূর্ব্বক চিত্তকে অবিবেক হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও সজ্জনসহবাসে নিয়োজিত করিবে। পরমাত্মদর্শনে আত্মাই মুখ্য কারণ, অগাধজলে রত্ন পতিত হইলে প্রকাশমান সেই রত্নেই অর্থাৎ সেই রত্নের প্রভাবেই, সেই রত্ন দৃষ্টিগোচর করা যায়। আত্মাই আপনার অনুভূত দুঃখ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, এই জন্য আত্মবিজ্ঞানে আত্মাকে পরম হেতু বলা হইয়াছে। অতএব তুমি কি প্রলাপ, কি ত্যাগ, কি গ্রহণ, কি নয়ননিমীলন, কি নয়নোন্মীলন, সকল অবস্থাতেই বাহ্যবিষয়ের মননশূন্য এক অনন্ত চিন্মাত্রের অনুসন্ধানে তৎপর হও। তুমি কি জাত (সুখী), কি মৃত (দুঃখী), কি জীবিত, কি কার্য্য-ব্যাপৃত সকল অবস্থাতেই পরিশোধন দ্বারা স্বাত্মার নির্ম্মলতাসাধনপূর্ব্বক চৈতন্যাংশে স্থির হইয়া থাক অর্থাৎ সেই দিকে সর্ব্বদা একাগ্র হও। ২৬—৩০।

* নাভি—চক্রের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তুল কাষ্ঠ (ধুর) সেই কাষ্ঠ টিয়া ধরিলে যেমন চক্র আর চলিতে পারে না, সেইরূপ চিত্তকে সংযত করিলে মায়াচক্র আপনা হইতেই শান্ত হয়।

† কীলক বালকদিগের খেলাইবার লাটাই, তাহাতে দড়ি জড়াইয়া ঘুরাইয়া দিলে ঘুরিতে থাকে, জড়ান দড়ি ধরিয়া রাখিলে তাহা আর ঘোরে না।

"আমার সেই এই আমি সেই এই" এবম্বিধ বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রভাবে অন্তঃস্থ চৈতন্যমাত্রের সন্ধানে তৎপর হও। দেহস্থিতি পর্য্যন্ত স্বকীয় সম্বিদ্বলে বর্ত্তমান শৈশবাদি ও ভবিষ্যৎ যৌবনকালে রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ অবস্থাভেদে সমবুদ্ধি হইয়া ধ্যান ও সমাধিতৎপর হও। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, সুখ, দুঃখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকল অবস্থাতেই একমাত্র আত্মচৈতন্যের অনুসন্ধানে তৎপর হও। সংবেদ্য (জ্ঞেয়) বাহ্যবিষয়রূপ চিত্তমল-পরিহারে মনকে একেবারে নির্গলিত করত আশাপাশচ্ছেদনপূর্ব্বক আত্মচৈতন্যপরায়ণ হও। সঙ্কল্পরচিত শুভাশুভ বিষয়ের আশা-বিসূচিকা নিরাকরণপূর্ব্বক ইষ্টানিষ্টদৃষ্টিশূন্য হইয়া তুমি সকলের সার চৈতন্যমাত্রের সন্ধানপর হও। ৩১—৩৫। কর্ত্তা (বিজ্ঞানময়) কর্ম্ম (বাহ্যবিষয়) ও করণ (ইন্দ্রিয়) সহকৃত মণিমধ্যগত প্রতিবিম্বের ন্যায় আত্মাতে নির্লিপ্ত এবম্বিধ সংসার স্পর্শন না করিয়া নির্ব্বিকল্প ও নিরালম্ব হইয়া নিজ চৈতন্যমাত্রের সন্ধানে তৎপর হও জাগ্রদবস্থাতেই আপনার স্থিতিকে সুষুপ্তির ন্যায় নির্ব্বিকল্পরূপ ভাবনাপূর্ব্বক "আমিই সমস্ত" এইরূপ চিন্তা করিয়া একমাত্র সংআত্মস্বরূপ হইয়া অবস্থান কর। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-দশানির্ম্মুক্ত দীপের ন্যায় সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তির কেবল প্রকাশক ও সর্ব্বত্র সম হইয়া * মুক্তভাবে অবস্থান করত চৈতন্যমাত্রের সন্ধান কর, মায়াময়ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক জগৎস্থিতিবিষয়ে বিভাগকল্পনাশূন্য হইয়া বজ্রস্তম্ভের ন্যায় আত্মাকে অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির হইয়া থাক। পর্য্যাবর্ত্তী উদারবুদ্ধি দ্বারা মানসমধ্যগত আশাপাশ ছেদনপূর্ব্বক ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য হইয়া থাক। ৩৬—৪০। আত্মতত্ত্ব আস্বাদন করিতে করিতে যখন আত্মা চৈতন্যরূপে পর্য্যবসিত হইতে থাকিবে, তখন তোমার নিকটে হলাহল বিষও অমৃত বলিয়া বোধ হইবে। যখন নির্ম্মল অংশকল্পনাশূন্য আত্মচৈতন্যের বিস্মরণ হয়, তখনই সংসারভ্রমের হেতু মহামোহ উদিত হয়। যখন নির্ম্মল অংশকল্পনাবিহীন আত্মচৈতন্যে অবস্থান হয়, তখনই সংসারভ্রমহেতু উক্ত মোহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যখন তুমি আশামহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার সংবিৎ (চৈতন্য) সূর্য্যাংশুবৎ সর্ব্বতঃ প্রসারী হইবে অর্থাৎ সকল দিক্ কেবল, সংবিন্ময় দেখিবে। হে রাম! স্বভাব (আত্মভাব) বিলোকনপূর্ব্বক অমৃত আস্বাদনে অবস্থিত হইতে পারিলে স্বাদু রসায়নও বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। ৪১—৪৫। যাহারা আমাদিগের প্রকৃত স্বভাব অর্থাৎ প্রত্যগাত্মভাবপ্রাপ্ত (জীবন্মুক্ত) হইয়াছে, আমরা সেই পুরুষদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া থাকি, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি পুরুষনামক দীর্ঘবাহু গর্দ্দভস্বরূপ। স্বীয় আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সর্ব্বোন্নত উৎকর্ষের চরমসীমাপ্রাপ্ত তত্ত্ববিদের অগ্রে অন্যান্য যোগিগণ জ্ঞানলাভার্থ আগমন করিলে বোধ হয়, দন্তিসকল সুমেরু পর্ব্বতের অগ্রে প্রত্যন্তপর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে গমন করিতেছে অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ সুমেরু-পর্ব্বত স্বরূপ, অন্য যোগীরা তদপেক্ষা অপকৃষ্ট পর্ব্বতাদিস্বরূপ। যাহা পূর্ব্বে কেহ দেখিতে পায় নাই, বর্ত্তমানে যাহা লোকের অদৃশ্য, সেই চরমসীমায় উপনীত আত্মচৈতন্যরূপ দিব্যমহিমশালী তত্ত্ববিদের অন্তঃকল্পিত সূর্য্য প্রভৃতি নিখিল তেজঃপুঞ্জ তাঁহার কোন প্রকারই উপকার করিতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতপথে স্থিত, কোন বিষয়েই আর তাঁহার অপেক্ষা নাই। তত্ত্ববিদ্যাবলে যিনি আত্মপদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার নিকটে বিপুল প্রভাসম্পন্ন এই সূর্য্যাদিতেজঃপুঞ্জও মধ্যাহ্ন-দীপের ন্যায় অবস্থ হইয়া যায় অর্থাৎ তিনি ইহাদের সত্তাই উপলব্ধি করিতে পারেন না। তত্ত্ববিৎ সর্ব্ববিধ তেজঃ এবং নিখিল-ভূলোক ও উন্নতিশালী নিখিল-মানবগণের মধ্যে পরম উন্নতিমান। যাঁহার প্রভায় সূর্য্য, বহ্নি, চন্দ্র, মণি ও তারকা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে এই জগতে তত্ত্ববিৎ নরশ্রেষ্ঠগণ সেই আত্মচৈতন্যরূপে বিরাজ করেন। হে রাম! অজ্ঞ ব্যক্তিগণ * ধরাবিবরস্থিত কীট, গর্দ্দভ ও তির্য্যগ্‌জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত দেহী অনাত্মবিদ্ থাকে, সেই পর্য্যন্তই মোহবেতালের প্রসার। আত্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন—"আত্মচিৎই সচেতন, তদ্ভিন্ন সমস্ত অচেতন। অনাত্মবিৎ কেবল দুঃখপ্রদ চেষ্টায় আকুল। সে ভূমণ্ডলে প্রস্ফুরিত থাকিলেও শবস্বরূপ অচেতন হইয়া ভ্রমণ করে। আত্মবিৎই প্রকৃত সচেতন। মহামেঘ উদিত হইলে আলোকশ্রী যেমন দূরে যায়, তদ্রূপ চিত্ত পীবরভাব ধারণ করিলে আত্মজ্ঞতা দূর হয় অর্থাৎ চিত্তের পরিপুষ্টিসত্ত্বে আত্মজ্ঞান সুদূরপরাহত। ৪৬—৫৫। নিদাঘ কাল যেমন রসাপকর্ষণ দ্বারা জীর্ণপর্ণকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, তদ্রূপ বিষয়ভোগের তিরস্কার দ্বারা মনকে শনৈঃ শনৈঃ কৃশ করা উচিত। অনাত্মবিষয়ে আত্মভাবনা, দেহমাত্রের প্রতি আস্থা ও পুত্রদারাদির প্রতি মমতাবশতঃ চিত্ত পীনভাব ধারণ করে। অহঙ্কারবিকাশ, মমতারূপ মলে চিত্তলেপন এবং "ইহা (শরীর) আমার" এইরূপ ধারণায় চিত্ত পীবরভাব ধারণ করে। "ইহা আমার" এইরূপ ভাবনা দোষরূপ আশীবিষের বিবর ও জরামৃত্যুদুঃখপ্রদ, ইহা বৃথাই উন্নতি লাভ করে, ইহাতেই চিত্তের পরিপুষ্টি হয়। সংসারের রম্যতা ও চিরস্থায়িতাদি বিষয়ে বিশ্বাস আধিব্যাধির বিলাসভূমি, ঐ বিশ্বাস ও "ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়" এই ধারণা এবং তত্ত্বদ্বিষয়প্রবৃত্তই চিত্তের পীবরতার হেতু। ৫৬—৬০। স্নেহ, ধন, লোভ ও আপাতরমণীয় কামিনী-কাঞ্চনাদিপ্রাপ্তি, এই সমুদয় কারণে চিত্ত পীবরভাব ধারণ করে। চিত্তরূপী সর্প দুরাশারূপ দুগ্ধপান, বিষয়ানিলভক্ষণ, তৎপ্রতি আস্থা ও নানাবিষয়ে সঞ্চার ইত্যাদি কারণে পরিপুষ্ট হয়। উৎপত্তি ও বিনাশ যাহার ধর্ম্ম, যে বিষজনিত দাহমূর্চ্ছাদি প্রদান করে, সেই ভীষণ ভোগজাল দ্বারা চিত্ত পীনভাব ধারণ করে। হে রাম! তুমি তত্ত্ববিচাররূপ করপত্র (করাত) দ্বারা শরীররূপ দুর্গমধ্যে জাত পর্ব্বতোপম অদ্ভুত এই চিত্তরূপী বিষবৃক্ষকে বলপূর্ব্বক নিঃশঙ্কভাবে ছেদন কর। ক্রিয়াসমূহ ঐ বিষবৃক্ষের উচ্চ মঞ্জরী, কামভোগসমূহ উহার বিকসিত কুসুম, আশা উহার মহাশাখা, বিকল্প উহার পত্র; ঐ বিষবৃক্ষ জরামৃত্যু-ব্যাধিরূপ ফলভরে সর্ব্বদা আনত। ৬১—৬৫। হে রাঘব-রাজসিংহ! তুমি কায়রূপ কু-কাননে অবস্থিত, মত্তদৃষ্টি † ভীষণ, চিত্তরূপী মহাগজকে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিরূপ

* মূলে "মুক্তত্বা সমে" পাঠ আছে, 'সমে' না হইয়া 'সমঃ' হইলে অর্থসঙ্গতি হয়।

† মূলে "স্থিত্বা" পাঠ আছে, তাহাতে কোনরূপ সঙ্গত হয় না, "এ কারণে" ছিত্বা পাঠ কল্পনা করা গেল।

* মূলে 'আনন্দ' আছে, 'মানন্দাঃ' হইবে।

† যাহার দৃষ্টি মত্ত, চিত্তপক্ষে আত্মবিচারবিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত, করীপক্ষে মদঘূর্ণিত। দৃষ্টি একপক্ষে চক্ষু, আর এক পক্ষে দর্শন।

নখরাবলি দ্বারা বিদারণ কর; ঐ গজ একমাত্র (বহির্মুখ) সংসারশিখরতটে সর্ব্বদা সমাসীন, (১) বিশ্রান্তিসুখে (২) উহার সামর্থ্য নাই, ঐ চিত্তগজ সুজনসেবিত শমদমাদিরূপ কমল-কাননের অবলোকনে উৎসুক, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারে না, পরন্তু ভাবও বিচূর্ণিত করিয়া ফেলে। সুখ-দুঃখ ইহার গণ্ডদ্বয়, কামাদিবিকার ইহার সুদীর্ঘ দন্ত, এই দন্ত দ্বারা এই করী ধৈর্য্যাদি বিদারণে সমর্থ হয়। হে রাম! তুমি দোষপ্রশমনার্থ শরীর নীড়মধ্য হইতে দুশ্চেষ্টারত, কর্কশরবকারী, দুর্গন্ধময়, ভারস্বরূপ, নিজ চিত্তরূপী বায়সকে উৎসারিত কর, শরীররূপ মাংসের গ্রাসে পরিপুষ্ট ঐ চিত্তকাক সর্ব্বদা কুস্থানে (৩) অনুরক্ত থাকে। উহার চঞ্চুদণ্ড পরমর্ম্মভেদনে পটু, উহার একটীমাত্র ঈক্ষণ, (৪) ঐ কাক পুষ্টতমোমলিন। (৫) তৃষ্ণাপিশাচী যাহার পরিচর্য্যা করিতেছে, যে অজ্ঞানরূপ মহাগর্ত্তে বিশ্রান্ত, দেহসমূহরূপা অটবীতে যে চিরভ্রমণ করিতেছে, এবম্ভূত চিত্তরূপী পিশাচকে নিজের আয়ত্ত বিবেক, বৈরাগ্য, গুরূপদেশ ও আত্মবিচার দ্বারা চিন্ময় আত্মার গৃহভূত হৃদয় হইতে যতদিন উৎসারিত করিতে না পারা যায়, ততদিন আত্মসিদ্ধি কিরূপে হইবে? ৬৬—৭১। হে রাম! তুমি আত্মবিচাররূপ অব্যর্থ গারুড়মন্ত্রবলে হৃদয়রূপ জীর্ণ শাল্মলিকোটরে অবস্থিত চিত্তরূপী মহাসর্পকে নিহত করিয়া, নিঃশেষরূপে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অভয়াত্মা হইয়া অবস্থান কর। শুভাশুভ ঐ চিত্তসর্পের মুখ, চিন্তা উহার বিষ, শরীর উহার কুণ্ডলিত কঞ্চুক, অচ্ছ প্রাণবায়ু উহার ভক্ষ্য, ঐ চিত্তরূপী সর্প সকলকেই নানাবিধ ভয় প্রদান করে, মানবগণ উহা দ্বারা নিহত হইয়া থাকে। যে অনবরত শরীররূপ শব বল (৬) সেবন করাতে অমঙ্গল আকার ধারণ করিয়াছে, ক্ষতশরীরে যে শ্মশানস্থানভ্রমণকারী, (৭) দিক্‌চক্রে পরিভ্রমণ করিয়া যে পরিশ্রমকাতর হয়, ভোগসমূহ যাহার ভোগ্য আমিষ, যে (আমিষলোভে) উদ্‌গ্রীব হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, বর্দ্ধিত ভোগলালসায় যে অধীর, সেই চিত্তরূপী গৃধ্র যদি তোমার শরীরবৃক্ষ হইতে উড়িয়া যায়, তাহা হইলেই তোমার সর্ব্বাধিক জয় লাভ করা হইবে। ৭২—৭৫। হে রাম! তুমি অন্তঃস্থিত চিত্তরূপ মহামর্কটকে অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত নিহত কর, ঐ চিত্তমর্কট ফলার্থী হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ও অরণ্য-প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা চঞ্চল ও ব্যাকুলভাবে অবস্থান করে। ঐ মর্কট এক জন্মভূমি হইতে আর এক জন্মভূমিতে প্রয়াণ করে এবং জনগণও জনগণের সংসারবন্ধের অনুকরণ করিয়া থাকে। ঐ চিত্তমর্কট অধিবাসারূপ-কুসুমমণ্ডিত ভুজাদি-রূপ শাখাসমন্বিত, অঙ্গুলিসমূহরূপ বিলোলপত্রশালী শরীরবৃক্ষে উল্লাস প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। তুমি সঙ্কল্পকল্পনাবর্জ্জনরূপ উগ্রমন্ত্রের প্রভাবে উৎসাহ সমন্বিত হইয়া হৃদয়াকাশস্থিত চিত্ত-মেঘকে উৎসারিত কর; তাহাতেই জীবন্মুক্তিরূপ বৃহৎ ফললাভ করত নিত্যমুক্ত আত্মা হইয়া অবস্থান কর। (দেখ) ঐ চিত্তমেঘ কেবল সৎফলক্ষয়ের নিমিত্তই উত্থিত, উহার মুখে (বহির্মুখ-বৃত্তিতে) তড়িৎপ্রকাশসমান চিদাভাসপ্রকাশ প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। ঐ চিত্তমেঘ অনর্থসমূহরূপ আশারবর্ষণ করিতেছে এবং অন্তরে বাসনাবাত্যা দ্বারা আন্দোলিত হইতেছে। হে রাঘব! তুমি সঙ্কল্পাভাবরূপ অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক নিজে চিত্ত-পাশ ছেদন করিয়া নিঃশঙ্কভাবে যথাসুখে বিহার কর। ঐ আত্ম-পাশ আত্মার সৃষ্টিপ্রারম্ভ হইতে সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্ম দ্বারা গ্রন্থি প্রদান পূর্ব্বক দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। উহা মন্ত্রের অভেদ্য ও বহ্নিরও অদাহ্য। ঐ পাশ কল্পনাবলে আত্মাতে সাতিশয় পীড়া প্রদান করিতেছে। উহা সমস্ত জন্মপরম্পরাবন্ধনের উপযোগী দীর্ঘ রজ্জুস্বরূপ। ৭৬—৮০। উহাতে অসংখ্য শরীর গ্রথিত রহিয়াছে। হে রাম! তুমি কামনাভাবরূপ প্রজ্বলিত অনল দ্বারা বলপূর্ব্বক সঙ্কল্পরূপ ভীষণ অজগরসর্প দগ্ধ করিয়া পূর্ণানন্দবিভব প্রাপ্ত হও। ঐ আশীবিষ ফুৎকার দ্বারা নিখিল পান্থবর্গকে দগ্ধ করিয়া থাকে এবং সহজে পরপ্রবোধ (সান্ত্বনা সঙ্কল্পপক্ষে তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিতে পারে না অধিকন্তু লোকসমূহকে শোষিত করিয়া ফেলে। ঐ সর্প বিষয়রূপ আমিষগ্রহণ করিবার জন্য তৃষ্ণারূপ মুখব্যাদান পূর্ব্বক স্বীয় শরীরদণ্ড কম্পিত করে। মন্দগতি (১) ঐ ভুজঙ্গ দেহগুহামধ্যে নিলীন হইয়া থাকে। হে সাধো! যোদ্ধা যেমন অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা প্রতিযোদ্ধার ভীষণ অস্ত্র প্রতিহত করে, তদ্রূপ তুমি বিশুদ্ধচিত্ত দ্বারা আশু দোষযুক্ত চিত্তের ক্ষয় করিয়া চিরচাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর এবং উৎসারিত মর্কটপাদপের ন্যায় অক্ষত-শোভা-সম্পন্ন হইয়া অবস্থান কর। হে রাঘব! উক্ত প্রকারে প্রত্যাগাত্মায় উপশমপ্রাপ্ত মনকে রাগাদি-কলঙ্কশূন্য করিয়া দেহস্থিতি পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্য হেয়বুদ্ধিতে তৃণবৎ লঘু নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সংসারপারপ্রাপ্ত হইয়া লীলাচ্ছলে আহার, বিহার ও ক্রীড়া করিতে থাক। ৮১—৮৫।

পঞ্চাশসর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

(১) অন্তর্মুখ আসনে উপবেশনে উহার ইচ্ছা নাই, বিচার দ্বারা ইচ্ছা জন্মাইতে হয়। অন্তর্মুখ আসন—পরব্রহ্ম।

(২) বড় হাতীর বিশ্রামসুখলাভ ঘটে না, কারণ, দেহভারে সে সর্ব্বদা পরিশ্রান্ত। চিত্তপক্ষে আত্মপদে বিশ্রান্তিসুখ, তাহা জ্ঞানসাপেক্ষ।

(৩) আপাতরমণীয় বিষয়সমূহে, কাকপক্ষে শ্মশানাদিতে।

(৪) যাহার দৃষ্টি কেবল বহির্মুখী, অন্তর্মুখী নহে। কাকের একটী চক্ষু, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ।

(৫) পুষ্ট—সেবিত, তমঃ—তমোগুণবৃত্তি, তদ্দ্বারা মলিন, কাক পক্ষে পুষ্ট—বর্দ্ধিত, তমঃ—অন্ধকার, তাহার ন্যায় মলিন কৃষ্ণবর্ণ।

(৬) আত্মজ্ঞ জীবিত ব্যক্তির শরীরও শবসদৃশ, সেবন—ভক্ষণ, চিত্তপক্ষে তাহার অনুসন্ধান।

(৭) গৃধ্রপক্ষে স্পষ্ট। চিত্তপক্ষে,—শোকভয়াদিক্ষত শরীরে সুষুপ্তিকালে শ্মশানসদৃশ সুপ্তদেহ সেবন করিয়া থাকে।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! তুমি পরিদীর্ঘ, সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ, ক্ষুরধারা সম (২) চিত্তচক্রে বিবশ হইয়া থাকিও না। বহুকালের পর এই সংসারক্ষেত্রে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন

(১) মন্দগতি—সঙ্কল্পপক্ষে মোক্ষোদ্যোগে অলস বলিয়া। —সর্পপক্ষে বৃহৎকায় বলিয়া।

(২) ঐহিক আমুষ্মিক দূরস্থ বিষয়ে আসক্ত হয় বলিয়া পরি-দীর্ঘ। বাসনাপূর্ণ বলিয়া সূক্ষ্ম অর্থাৎ সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন। অনবহিত ব্যক্তির আত্মিক সমাধিসুখ নষ্ট করিতে পারে বলিয়া তীক্ষ্ণ।

হইয়াছে, হে নয়বিৎ! তুমি বিবেকসেক দ্বারা উহা বর্দ্ধিত কর। যদবধি এই কামলতিকা কালভাস্করে ম্লান না হয়, তাবৎ ভূতলে অপতিত এই কাললতিকাকে উদ্ধার করিয়া বুদ্ধিলতিকাকে পালন কর। তুমি মদীয় বাক্যার্থের একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ, এই জন্যই ময়ূর যেমন মেঘগর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সুখী হয়, তদ্রূপ তুমিও মদীয় বাক্যার্থের মর্ম্মবোধ করিয়া সুখী হইতেছ। তুমি উদ্দালক মুনির ন্যায় অতিধীরবুদ্ধি দ্বারা ভূতপঞ্চককে বারংবার (কারণব্যতিরিক্ত কার্য্যাঙ্কুরের অপলাপ দ্বারা) আলূনচ্ছিন্ন এবং (মূলীভূত অবিদ্যার বিশরণ (নাশ দ্বারা) বিশীর্ণ ও বিগলিত করিয়া অন্তরে বিচার করিতে থাক। ১—৫। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! উদ্দালক মুনি কিরূপে ভূতপঞ্চক আলূন করিয়া অন্তরে বিচার করিয়াছিলেন? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! পূর্ব্বে উদ্দালক মুনি যেরূপে ভূতসমূহের বিচার দ্বারা অক্ষত পরমা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। জগৎরূপ এই জীর্ণগৃহের কোন বিস্তৃত কোণে পর্ব্বতরূপ ভাণ্ডসমূহে আকীর্ণ অনিলদিক্‌নামক এক ভূখণ্ডে গন্ধমাদন নামে এক মহান্ শৈল আছে। সেই শৈলে পুষ্পিত-তরুরাজিরূপ কর্পূরকেশরশালিনী কুসুমপুঞ্জসমাকীর্ণ এক বনস্থলী আছে। বিবিধ-ব্রততিশ্রেণী-সুশোভিত সেই বনে নানাবর্ণের বিহগশ্রেণী বিদ্যমান। উহার তটদেশে (প্রান্তভাগে) বনেচরদিগের বাস, কোন কোন স্থান পুষ্পকেশরে সুশোভমান, কোন স্থানে উজ্জ্বল মহারত্নসমূহ, কোথাও বা পবনভরবিলোল কমল ও উৎপল কুসুম শোভা পাইতেছে। কোন স্থলে নীহার-রাশি বনস্থলীর কবরীরূপে শোভা পাইতেছে, কোথাও বা সরোবর-সকল বনস্থলীর দর্পণবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ৬—১১। শৈলস্থিত সেই বনস্থলীর স্নিগ্ধচ্ছায়-সরল-মহাতরুসমন্বিত, আগুল্ফ-প্রমাণ-কুসুমাকীর্ণ-কোন, উন্নত সানুপ্রদেশে ঘোরতপস্যায় আসক্ত অপ্রাপ্তযৌবন, মহামতি, মানী, মৌনাবলম্বী, উদ্দালকনামা এক মুনি বাস করিতেন। প্রথমে তিনি অল্পপ্রজ্ঞ, পরমপদে অপ্রাপ্ত-বিশ্রাম ও অপ্রবুদ্ধ ছিলেন, পরে তিনি প্রবোধের অনুকূল সুকৃত-পূর্ণহৃদয় বিচারপরায়ণ ছিলেন বলিয়া ক্রমে তপস্যা ও শাস্ত্রনিয়মিত কার্য্য করিয়া, ভূতল যেমন নব ঋতু-ভূষিত হয়, সেইরূপ বিবেকভূষিত হইয়াছিলেন। ১২—১৫। অনন্তর একদা শুভপথে গতচিত্ত ঐ মুনি একান্তে অবস্থান করতঃ সংসাররোগ-ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্মসম্বন্ধ হইবে না এবং যাহাতে বিশ্রামলাভ করিলে আর শোক করিতে হইবে না, প্রাপ্য পুরুষার্থ-সমুদয়ের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান এমন কি প্রাপ্য আছে? সুমেরুশৃঙ্গে মেঘ যেমন বিশ্রাম করে, তদ্রূপ আমি কবে মনোব্যাপাররহিত পরম পবিত্রপদে চিরবিশ্রাম লাভ করিব? কুলকুলনাদিনী সাগরের বিলোল তরঙ্গ-মালার ন্যায় আমার ভোগতৃষ্ণা কবে প্রশান্ত হইবে? আমি কবে পরমপদে বিশ্রান্তিলাভ করিয়া "ইহার পর ইহা করিব, তাহার পর ইহা করিব" এইরূপ কল্পনাকে অন্তরে উপহাস করিব? ১৬—২০। পদ্মপত্রে সলিল নিপতিত হইলেও তাহাতে যেমন সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ কবে আমার চিত্তে বিকল্পজাল সংলগ্ন হইবে না? কবে আমি পরমপদবিশ্রান্ত পরমবুদ্ধিরূপা তরণি দ্বারা বহুলকল্লোল-বতী উন্মাদিনী (অবিবেকবর্দ্ধিতা) তৃষ্ণাতটিনী সমুত্তীর্ণ হইব? চিত্তের ব্যাকুলতাকারিণী অসময়ী শিশুদিগের ক্রীড়ার ন্যায় জগতের জীবগণকর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ এই ক্রিয়াকে কবে আমি উপহাস করিব? উন্মাদবাতরোগ প্রশান্ত হইলে চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভাব যেমন বিদূরিত হয়, এক্ষণে বিকল্পবিক্ষিপ্ত হইয়া দোলার ন্যায় সর্ব্বদা দোলায়-মান (অবিশ্রান্ত) আমার এই মন কবে সেইরূপ প্রশান্ত হইবে? কবে আমি সমুদিত স্বীয় স্বরূপের প্রভায় বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড দেহ) আত্মার ন্যায় পূর্ণবুদ্ধি হইয়া জগতের গতির প্রতি উপহাসপূর্ব্বক অন্তরে সন্তোষলাভ করিব? ২১—২৫। অন্তরে পরমাত্মার সমানাকার, নিখিল ভোগ্যপদার্থে নিস্পৃহ ও নির্ম্মল হইয়া কবে আমি, মন্থনাবসানে ক্ষীরোদসাগরের ন্যায় উপশম (নিস্পন্দতা) প্রাপ্ত হইব? কবে আমি এই আশাশতময়ী অচলা সমুদয় দৃশ্যশ্রী সুষুপ্তব্যক্তির ন্যায় সৎ-আত্মরূপে অবলোকন করতঃ অন্তরে নিখিল দৃশ্য অপেক্ষা বিতত হইয়া থাকিব? কবে আমি কল্পনাপরিশূন্য বুদ্ধিতে বাহ্যাভ্যন্তরসহ সমুদয় দৃশ্য চৈতন্যস্বরূপে অবলোকন করতঃ নিখিল বিষয় চৈতন্যস্বরূপ ভাবনা করিব? কবে আমি উপশান্তচিত্ত হইয়া পরমচিদেকরসতা লাভ করিয়া যেন জন্মান্ধ্য বিগত হওয়াতে পরম আলোক প্রাপ্ত হইব? কবে অভ্যাস-লভ্য রমণীয় চিৎপ্রকাশ দ্বারা আমি এই সূক্ষ্ম (তুচ্ছ অথচ অল্পাবশিষ্ট) কালকলা (অবশিষ্ট আয়ুরূপ কালাংশ) দূর হইতে (এই কালকলা আত্মস্পর্শী নহে বলিয়া) অবলোকন করিব? ২৬—৩০। আমি কবে ইষ্টানিষ্টনির্ম্মুক্ত, হেয়োপাদেয়বর্জ্জিত ও স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্তরে সন্তোষলাভ করিব? যাহাতে আশাপেচকী বিচরণ করে, যাহার জড়তায় (মূর্খতায় ও শৈত্যে) হৃদয়পদ্ম জীর্ণ হইয়াছে, তাদৃশী মলিনা মদীয়া এই অবিদ্যাযামিনী কবে ক্ষয় প্রাপ্ত (প্রভাত) হইবে? কবে আমি নির্ব্বিকল্পসমাধি দ্বারা উপশান্তমনন (চিদেকরসতায় গলিত মনোবৃত্তি) হইয়া ভূধরকন্দরে পাষাণসমতা প্রাপ্ত হইব? অভিমানমদে মত্ত মদীয় অহঙ্কারমাতঙ্গ কবে পরমার্থসৎস্বরূপের বোধরূপ কেশরী কর্ত্তৃক আহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? নির্ব্বি-কল্পধ্যানে বিশ্রান্ত মৌনব্রতাবলম্বী আমার মস্তকে কবে বনপক্ষি-গণ তৃণ দ্বারা কুলায়নির্ম্মাণ করিবে? ৩১—৩৫। কবে ধ্যান-বিষয়ে স্থির বুদ্ধি, শৈল ও স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত আমার বক্ষোবিলম্বী জটান্তরে কুলায়নির্ম্মাণপূর্ব্বক বিহঙ্গগণ সুখে বিশ্রাম করিবে? আমি কবে তৃষ্ণারূপী, তীরস্থিত করঞ্জজালে জটিল, জন্মরূপ জীর্ণগুল্মজালসমাচ্ছন্ন, সংসাররূপ অরণ্যসরোবর পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইব?" এইরূপ চিন্তা করিয়া উদ্দালক ব্রাহ্মণ সেই বনমধ্যে পুনঃপুনঃ উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলেন। মর্কটের ন্যায় চপল তদীয় চিত্ত বিষয়জালে আকৃষ্ট হওয়াতে সেই ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রদায়িনী সমাধিপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি-লেন না। তাঁহার চিত্তমর্কট কখনও বাহ্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক স্বভাবশ্রীর নিমিত্ত আকুল হয়, কখন বা আন্তরিক সমাধিসুখস্পর্শ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবমান হইতে থাকে। ৩৬—৪১। হে কমললোচন! তদীয় চিত্ত কখন অন্তরে উদিত ভাস্করসম তেজ নিরীক্ষণ করিয়া আবার বিষয়ের দিকে উন্মুখ হইতে লাগিল। অন্তরস্থিত অজ্ঞানান্ধকার পরিত্যাগ করিয়া আবার তখনই তাহার

আত্মপ্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ বলিয়া নির্ম্মল। এই সমস্ত কারণে ক্ষুরের ধারের মত। সমাধির অভ্যাসসময়ে অবহিত হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে হইবে, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

মন (বিষয়বাসনার উদ্বোধে) বিষয়লোলুপ হইয়া পক্ষীর ন্যায় উড্ডীয়মান হইল। তাঁহার মন কখন বা এইরূপ বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ স্পর্শ পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞান ও আত্মজ্যোতির অন্তরালে লীন হইয়া নিদ্রারূপা চিরস্থিতি লাভ করিতে লাগিল। ভীষণ গিরিগুহায় ধ্যানপরায়ণ সেই মুনি উক্তপ্রকারে মধ্যে মধ্যে চিত্ত পর্য্যাকুলিত হওয়াতে, বায়ু দ্বারা তীরসন্নিহিত জলে নিমজ্জিত বৃক্ষের ন্যায় তৃষ্ণারূপ তীরসন্নিহিত তরঙ্গ দ্বারা বিচালিত হইয়া সঙ্কটে পতিত হইতে লাগিলেন। ৪২—৪৬। অনন্তর সেই মুনি ব্যাকুলচিত্তে সুমেরুপর্ব্বতে প্রত্যহ দিনপতির ন্যায় সেই গিরি-শিখরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি নিখিল ভূত-গণের দুর্গম্য (দুষ্প্রাপ্য) সর্ব্বপ্রাণিসঞ্চাররহিত মোক্ষদশার ন্যায় এক কন্দরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই কন্দরী বায়ু দ্বারা পর্য্যাকুলিত হয় না, মৃগপক্ষিগণ তথায় গমন করে না, দেব ও গন্ধর্ব্বগণও সে স্থান দর্শন করেন নাই। স্থানটী ঠিক পরমা-কাশবৎ (ব্রহ্মবৎ) সুশোভমান। তথায় স্থানে স্থানে পুষ্পরাশি বিকীর্ণ, কোন কোন স্থান বা কোমলশষ্পশ্যামল; দেখিলে বোধ হয় যেন, চন্দ্রকান্তমণি ও মরকতমণি দ্বারা সেই স্থান গ্রথিত হইয়াছে। সুস্নিগ্ধ শীতলচ্ছায়াসমন্বিত রত্নপ্রদীপে আলোকিত সেই কন্দরী যেন বনদেবীদিগের গুপ্ত অন্তঃপুরী বলিয়া অনুমান হয়। সেই নগরীর দ্বারদেশ দিয়া শীতনিবারণজন্য অল্প অল্প আলোক নিঃসৃত হইতেছে। সুবর্ণবৎ গৌরবর্ণা সেই কন্দরী শারদীয় নবোদিত দিবাকরের ন্যায় না উষ্ণ ও না শীতল। নবো-দিত সূর্য্যের আতপে সেই কন্দরী বিতপ্ত হয়। সেই স্থানে নিঃশব্দ-ভাবে মন্দ মন্দ সমীরসঞ্চার হইয়া থাকে। মঞ্জরীজটিল-তরু-রাজিবর্জ্জিত সেই কন্দরী, মাল্যধারিণী বালিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। নিপতিত কুসুমনিকরে কোমল, কমনীয়, স্থানে স্থানে পদ্মগর্ভের ন্যায় অতি কোমল সেই কন্দরী বিধাতার বিশ্রামযোগ্য। উদ্দালক শান্তিপদবীর ন্যায় আপনার আশ্রমযোগ্য সেই কন্দরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪৭—৫৪।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মধুকর যেমন বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া কমল-কুটীতে প্রবেশ করে, সেইরূপ ধর্ম্মাত্মা উদ্দালক গন্ধমাদনপর্ব্বতের সেই কন্দরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিব্যাপার হইতে বিরত হইয়া আত্মকুটীতে প্রবেশকালে যেরূপ শোভিত হন, সেই মুনি সমাধি-উন্মুখ হইয়া সেই কন্দরীতে প্রবেশপূর্ব্বক সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইলেন। মেঘবিধাতা ইন্দ্র যেমন সঞ্চিত মেঘসমূহের আসনরচনা করেন, সেইরূপ সেই মুনি তথায় পুষ্পগুচ্ছ সহ নবপত্র দ্বারা একটী আসন রচনা করিলেন। সেই আসনের উপর এক খানি মনোহর মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া দিলেন। বোধ হইল যেন সুমেরুপর্ব্বত স্বীয় নীলরত্ন-শোভিত-তটদেশে তারকাপুঞ্জ বিস্তার করিয়া দিল। তিনি (জড়বিষয় ত্যাগ দ্বারা) চিত্তবৃত্তি ক্ষীণ করতঃ অন্তঃশুদ্ধ-শরীর হইয়া, জলবর্ষণান্তে গর্জ্জনশূন্য হইয়া মেঘ যেমন গিরিশৃঙ্গে উপবেশন করে, সেইরূপ (মৌনী হইয়া) সেই আসনে উপবেশন করিলেন। ১—৫। উদ্দালক, প্রবুদ্ধ কপি-লাদি মুনির ন্যায় বদ্ধপদ্মাসন ও উত্তরাস্য হইয়া পার্ষ্ণি দ্বারা অণ্ড-কোষদ্বয় (সুদৃঢ়রূপে) ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন এবং (প্রথমে) বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করিলেন। অন-ন্তর বিষয়াভিমুখে ধাবিত চিত্তহরিণকে বাসনাসমূহ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিনিমিত্ত এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, রে মূর্খ মন! সংসারব্যাপারে তোমার প্রয়োজন কি? যাহা পরিণামে দুঃখপ্রদ, ধীমানেরা তাদৃশ কার্য্য করেন না। যে ব্যক্তি শান্তিরসায়ন পরিত্যাগ করিয়া ভোগের প্রতি ধাবিত হয়, সে মন্দারকানন ত্যাগ করিয়া বিষজঙ্গলে গমন করে। রে মন! যদি তুমি মহীবিবরে (পাতালে) অথবা ব্রহ্মলোকে গমন কর, তথাপি শান্তিসুধা ব্যতিরেকে নির্ব্বাণলাভ করিতে পারিবে না। ৬—১০। হে চিত্ত! তুমি যদি আশাসমূহে পূর্ণ হইয়া অবস্থান কর, তাহা হইলে কেবল দুঃখ প্রদান করিবে; অতএব ভোগাশা পরিত্যাগ করিয়া অতি মনোহর শ্রেয়োলাভ কর। এই যে ইষ্টসম্পাদন ও অনিষ্টনিবারণাদি বিচিত্র-বিষয়-ভোগ কল্পনা, ইহা কেবল উগ্র (অসহ্য) দুঃখ প্রদান করিবে, কদাচ ইহা সুখের নহে। রে মূর্খ মন! তুই এই শব্দস্পর্শ প্রভৃতি নিন্দিত বিষয়লোভে, মেঘশব্দশ্রবণে কূপমণ্ডূকের ন্যায় অনবরত বৃথা ভ্রমণ করিতেছিস্ কেন? হে মনোমণ্ডূক! এ যাবৎ অন্ধ হইয়া সমস্ত জগন্মণ্ডল বৃথা ভ্রমণ করিয়া কি লাভ করিলি? রে মূর্খ! যাহাতে কিছু প্রাপ্তির আশা আছে, যাহাতে সুখলাভ করিতে পারিবি, সেই নিখিলবৃত্তির উপরতিরূপ সমাধিতে তোমার চেষ্টা নাই কেন? ১১—১৫। রে মূর্খ! বৃথা বহির্ম্মুখতারূপ উত্থান দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রোত্রভাব (শ্রবণেন্দ্রিয়তা) প্রাপ্ত হইয়া শব্দানুসারিণী বুদ্ধি দ্বারা হরিণের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইও না (১) হে মূর্খ! তুমি কেবল দুঃখভোগের নিমিত্ত ত্বগিন্দ্রিয় হইয়া স্পর্শো-ন্মুখী বুদ্ধিতে, করিণীলোলুপ করীর ন্যায় বদ্ধ হইও না। রে অন্ধ! তুমি রসনেন্দ্রিয় হইয়া কদন্নলালসায়, বড়িশপিণ্ডলোলুপ মীনের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। রে মন! তুমি দর্শনেন্দ্রিয় হইয়া রূপ দর্শনলালসায়, সুন্দর কান্তিযুক্ত পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যাইও না! রে চিত্ত! তুমি ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধলোভে শরীররূপ কম-লের কোটরে ভৃঙ্গের ন্যায় বদ্ধ হইও না (২)। ১৬—২০। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, মীন, পতঙ্গ ও ভৃঙ্গ ইহারা এক একটীর আশ্রয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রে অজ্ঞ! তুমি সমস্ত অনর্থবেষ্টিত হইলে কোথায় সুখ পাইবে অর্থাৎ বিষমবিপদ্ অবশ্যম্ভাবী (৩)। হে চিত্ত! কোষকার

(১) মনই বৃত্তিভেদে প্রাণ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইয়া থাকে। হরিণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের লালসায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ব্যাধেরা সংগীত-শ্রবণ দ্বারা ভুলাইয়া হরিণবধ করিয়া থাকে। হস্তিনীস্পর্শসুখে মোহিত করিয়া বন্যহস্তী ধৃত হয়; সুতরাং স্পর্শেন্দ্রিয়ের লোভে হস্তীর মৃত্যু। মীন রসনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য বড়িশগ্রথিত-টোপ খাইতে গিয়া প্রাণ হারায়। পতঙ্গ অগ্নির সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই অগ্নিতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণ হারাইয়া থাকে।

(২) ভ্রমর গন্ধলোভে কমলমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রিকালে বদ্ধ হইয়া পড়ে।

(৩) কুরঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি শব্দস্পর্শপ্রভৃতির এক একটীর আশ্রয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; দেখিতেছি, তুমি শব্দস্পর্শাদি সকল বিষয়গুলিই আশ্রয় করিতেছ, সুতরাং মহাবিপদ্, ভাবিয়া দেখ।

কীট যেমন আপনার বন্ধের জন্যই সহজ লালাফেন বিস্তার করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি কেবল আপনার বন্ধের নিমিত্তই এই বাসনা-জাল বিস্তার করিতেছ। যদি শারদ-মেঘের ন্যায় সংসাররোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধি (নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা) লাভ করত নির্ম্মূল হইয়া (বাসনাপরিশূন্য হইয়া) শান্তিলাভ করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার অনন্ত জয় করা হইবে। তুমি জানিয়াও জন্ম-মৃত্যু-বাল্য-যৌবনাদি দশাবিধায়িনী পরিণামে পরিতাপদায়িনী এই জগৎসৃষ্টি পরিত্যাগ করিবে না; (দেখিতেছি,) বিনষ্ট হইবে। অথবা তোমাকে আমি কি জন্য হিতোপদেশ প্রদান করি? যেহেতু বিচারবান্ পুরুষের চিত্তই থাকে না অর্থাৎ বিচার দ্বারা তাহার চিত্ত নষ্ট হইয়া যায়, আমিও তাহাই করি, তাহা হইলেই চিত্তদমন হইবে। ২১—২৫। চিত্তের উচ্ছেদ নিমিত্ত পৃথক্ যত্নও নিষ্প্রয়োজন, অজ্ঞান দূর করিতে পারিলেই চিত্তের উচ্ছেদসাধন হয়; কারণ, যতদিন অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন থাকা যায়, ততদিন চিত্ত ঘনীভূত হইয়া থাকে। যতদিন বর্ষাকালীন মেঘের অবস্থান থাকে, ততদিনই আকাশ নীহারময় দৃষ্ট হয়। যখন হইতে অজ্ঞান তনুভাব ধারণ করিতে থাকে, চিত্তও সেই সময় হইতে ক্ষীণ হইতে থাকে, যখন হইতে বর্ষাক্ষয় আরম্ভ হয়, তখন হইতেই নীহারক্ষয় হইতে থাকে। চিত্ত বিচারবশে যখন সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়, আমি বোধ করি তখনই চিত্ত শারদ-মেঘবৎ ক্ষীণ হইয়া যায়। অসৎ, অথবা নশ্বর এই চিত্তকে উপদেশ প্রদান করা আকাশে জল ও পবনের আঘাতের সমান, অর্থাৎ আকাশে জলাঘাতে বা বাতাঘাতে শূন্যস্বরূপ আকাশের যেমন কিছুই হয় না, তদ্রূপ উপদেশ দ্বারা চিত্তের কিছুই হওয়া সম্ভবে না। কারণ, চিত্ত মিথ্যা; যদি থাকে, তাহাও বিচারে বিনাশী। অতএব রে চিত্ত! তুমি যখন ক্ষীয়মান, তখন অসম্বন্ধ তোমাকে ত্যাগ করি। যে উপদেশ ত্যাগ করে, সে পরম মূর্খ, তুমি পরম মূর্খ, তোমাকে ত্যাগ করাই ভাল। ২৬—৩০। আমি নির্ব্বিকল্প চিৎপ্রদীপ, আমার অহঙ্কার বা বাসনা কিছুই নাই। হে অসময় (চিত্ত)! অহঙ্কারের বীজরূপী তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। হে চিত্ত! তুমি "এই (দেহ) সেই আমি" এই প্রকার কুদৃষ্টি বৃথা অবলম্বন করিয়াছ; ঐ কুদৃষ্টি আশঙ্কাবিষময়ী বিসূচিকাস্বরূপা, উহা মূঢ়দিগের বিনাশ-কারিণী। যেমন হস্তী ও হস্তিনীর তদপেক্ষা অতিক্ষুদ্র বিলের মধ্যে অবস্থিতি সম্ভবে না! সেইরূপ এবংবিধ চিত্তে অনন্ত (অপরিচ্ছিন্ন) আত্মতত্ত্বের সূক্ষ্মভাবে (অপরিচ্ছিন্ন ভাবে) অবস্থিতিও একান্ত অসম্ভব। হায়! রে চিত্ত! তুমি যে মহাগর্ত্তবৎ গভীরা দুঃখপ্রদায়িনী বাসনার আশ্রয় করিয়াছ আমি উহার অনুসরণও করিতেছি না। বালকের ন্যায় অবিচার বশতঃ তোর এ কিরূপ বৃথা মোহ উপস্থিত হইয়াছে? "এই (দেহ) সেই আমি" ইত্যাকার ভ্রান্তি অহম্ভাবেই পরিকল্পিত হইয়াছে। ৩১—৩৫। আমি চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলাম, কৈ, "অহং" নামে আমি কে, তাহা ত পাইলাম না? আমি ত জগত্রয়মধ্যে নিখিল-দিঙ্মণ্ডল-পূরণকারী (দিক্ পরিচ্ছেদ শূন্য) একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ; ঐ জ্ঞান সংবেদ্য অর্থাৎ ক্রমবেদ্য অবস্থাত্রয়রূপ কালকৃত পরিচ্ছেদশূন্য; উহাতে কোন প্রকার ইতর-বস্তুর স্বরূপ নাই। উহার না আছে ইয়ত্তা, না আছে নাম-কল্পনা, না আছে একত্বসংখ্যা, না আছে অন্যত্বসংখ্যা, না আছে মহত্ত্ব, না আছে অণুত্ব। উক্ত প্রকার জ্ঞানস্বরূপ আমি, তোমাকে স্বসংবেদ্য (স্বজ্ঞেয়) আভতচিত্ত বলিয়া জানিয়া বিবেকজনিত বোধলাভ করাতে তোমাকে দুঃখের কারণ বলিয়া জানিয়াছি; এজন্য তোমাকে আমি নিহত করি। এই দেহমধ্যে এই মাংস, এই রক্ত, এই অস্থি এই শ্বাসবায়ু, ইহার মধ্যে আমি কে! ৩৬—৪০। ইহার মধ্যে যে স্পন্দাংশ আছে, তাহা বায়ুর, জ্ঞানাংশ পরমাত্মার, জরা-মৃত্যু দেহের ধর্ম্ম, ইহার মধ্যে আমি কে? মাংসও অন্য, রক্তও অন্য, অস্থিও অন্য, বোধও অন্য, স্পন্দও অন্য, অর্থাৎ ইহাদের একটীও আমি নহি, হে চিত্ত! তবে আমি-নামে কে ইহাতে রহিয়াছি? এই ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এই রসনেন্দ্রিয়, এই শ্রবণেন্দ্রিয়, এই দর্শনেন্দ্রিয়, এই ত্বগিন্দ্রিয়, ইহাদের মধ্যে আমি কে? অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে একটীও আমি নহি। পরমার্থবিচারে জানা যায়, মনও আমি নহি, তুমিও (চিত্ত) আমি নহি, বাসনাও আমি নহি। কেবল বিশুদ্ধ আভাস-চৈতন্যই আমিরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। "সর্ব্বত্রই এক আমি অথবা আমি কিছুই নহি" এই দুইয়ের একতরই সদ্বৃত্তি দেহ-মাত্রে পরিচ্ছিন্ন অহংনামক উক্ত বিলক্ষণ পদার্থ নাই। ৪১—৪৫। অটবীমধ্যে বলদৃপ্ত বৃক যেমন মৃগশিশুকে প্রতারণা করিয়া নিহত করে, সেইরূপ অজ্ঞান-ধূর্ত্ত চিরদিন আমাকে অহম্ভাবে প্রতারিত করিয়া ক্লেশ দিয়াছে। এক্ষণে আমি ভাগ্যক্রমে অজ্ঞান-তস্করকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, স্বীয় স্বরূপরূপ অর্থের অপহারক এই অজ্ঞান তস্করকে আর আমি আশ্রয় দিব না। শৈলস্থিত মেঘ যেমন শৈলের কেহই নহে, সেইরূপ ঐ অজ্ঞানতস্করের আমি কেহই নহি এবং ঐ অজ্ঞানতস্করও আমার কেহ নহে, আমি নিদুঃখ, ঐ অজ্ঞানতস্কর সদুঃখ। তবে আমি অনাত্মজ্ঞ কল্পনাবশে নটের ন্যায় 'অহং' বেশধারী হইয়া এই সমস্ত বলিতেছি, জানিতেছি, অবস্থান করিতেছি এবং গমন করিতেছি বটে, কিন্তু এক্ষণে আর তাহা করিব না, কারণ আত্মদর্শন হওয়াতে এক্ষণে আমার অহঙ্কার গিয়াছে। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এই চক্ষু প্রভৃতিই আমি। যদি উক্ত মধ্যাতিরিক্ত জড় কোন পদার্থ থাকে, তাহা দেহে থাকুক্ বা যাউক্ তাহারা আমার কিছুই নহে। ৪৬—৫০। হায়! কোন্ ব্যক্তি কি জন্য অহংনামা কোন বস্তু কল্পনা করিল? (তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না)। বালকের নিকট যেমন জলবুদ্বুদবৎ দীর্ঘাকৃতি বেতাল, অজ্ঞদিগের নিকট এই জগৎও তদ্রূপ। তৃণশূন্য পর্ব্বতে হরিণের ন্যায় আমি এ যাবৎ বৃথা মোহগর্ত্তে ভ্রমণ করিয়াছি। চক্ষু যদি আপনার বিষয়দর্শনে উন্মুখ হয়, তাহা হইলে আমি-নামে আবার কে? যে কেবল দুঃখমোহিত হইয়া এই জগতে ভ্রমণ করে, * যদি ত্বক্ আপনার নিজ তত্ত্ব স্পর্শনে উন্মুখী হয়, তাহা হইলে কুপিশাচের ন্যায় আমি-নামে আর কোন্ বস্তু উদিত থাকিবে? রসনেন্দ্রিয় রসগ্রহণে উন্মুখ হইলে "আমি মধুরভোজী" এই কুভ্রম আবার কোথায়? ৫১—৫৫। শ্রবণতৃষ্ণাপীড়িত হইয়া শ্রব-

* তাৎপর্য্য এই—দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা ও আস্বাদয়িতা আমি অর্থাৎ আমি দর্শনাদির কর্ত্তা, ইহা বলিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই যথার্থ আমি হয়; কারণ দর্শনাদি ক্রিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহা হইলে "আমি" নামে তদ্ভিন্ন কোন পদার্থ নাই, ইহা স্থির।

শ্রোত্রেন্দ্রিয় নিজ শব্দবিষয় প্রাপ্ত হইলে নির্জীব অহঙ্কার-দুঃখের আবার প্রসঙ্গ কি? যোদরপূরণলালসায় ঘ্রাণ যদি নিজ গন্ধ গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি ঘ্রাতা এইরূপ অভিমানী চোরকে (১) ত দেখিতে পাই না। এইরূপে দর্শনাদি ক্রিয়াস্থলে যে প্রসিদ্ধ অহম্ভাবকল্পনা (আমি দ্রষ্টা শ্রোতা ইত্যাদি কল্পনা) তাহা মরীচিকাসলিলবৎ অলীক হইয়া যাইতেছে। উক্ত-কল্পনা যখন অসত্য হইল, তখন "এই দেহ আমি" এইরূপ কল্পনাও ভ্রান্তিমাত্র সন্দেহ নাই, অর্থাৎ শরীরে অহম্ভাব বাসনা নাই। এই শরীর বাসনাহীন হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীবনরক্ষ বাহ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ইহাতে বাসনার কোন কারণতা নাই। হে চিত্ত! যদি বাসনা-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে ভাবী-সুখ-দুঃখ আর অনুভব করিতে হয় না। ৫৬—৬০। অতএব হে মূর্খ ইন্দ্রিয়-গণ! তোমরা স্ব স্ব বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় কর্ম্ম করিতে থাক, তাহা হইলে আর দুঃখ পাইবে না। বালকেরা যেমন প্রথমে পঙ্কনির্ম্মিত পুত্তলিকা সংগ্রহ করিয়া রাখে, পরে তাহা নষ্ট হইলে দুঃখ পায়, তোমরাও সেইরূপ কেবল দুঃখের নিমিত্তই বৃথা বাসনাসঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। ফলতঃ পরমার্থদৃষ্টিতে যেমন তরঙ্গ আবর্ত্ত প্রভৃতি জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ বাসনা প্রভৃতিও আত্মা হইতে পৃথক্‌ভূত নহে। তত্ত্ববিদের নিকটে ইহারা কিছুই নহে। হে ইন্দ্রিয় বালকগণ! কোষকার কীট যেমন আপনা হইতে উৎপন্ন তন্তু দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তোমরা আপনা হইতে উৎপন্ন তৃষ্ণা বশতঃ বৃথা বিনষ্ট হইতেছ। পর্ব্বতচারী পথিকগণ যেমন দৃষ্টিভ্রান্তি বশতঃ বিষমগর্ত্তে পতিত হইয়া লুণ্ঠিত হয়, সেইরূপ তোমরা তৃষ্ণা হেতুই জরামরণসঙ্কটে পতিত হইয়া এই সংসারশিলা-কণ্টকপ্রদেশে বিলুণ্ঠিত হইতেছ। ৬১—৬৫। যেমন মুক্তার ছিদ্রমধ্যে গ্রথিত প্রোত দীর্ঘরজ্জু মুক্তার একত্র বন্ধনহেতু হয়, সেইরূপ বাসনাই তোমাদের একমাত্র বন্ধনের কারণ। এই বাসনা বাস্তবিক সত্য নহে, ইহা কল্পনামাত্রে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, আবার কল্পনার অভাবরূপ দাত্র দ্বারা উহাকে ছেদন করিলেও পারা যায়। বায়ু যেমন প্রদীপ, এমন কি, উল্কাবিদ্যুৎ প্রভৃতিরও ক্ষয়ের কারণ হয়, সেইরূপ এই বাসনাই তোমাদিগের মোহেরও ক্ষয়ের নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে সর্ব্বেন্দ্রিয়াধার চিত্ত! অতএব তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া সুদৃঢ়রূপে আপনাকে অসৎস্বরূপ (মিথ্যা) অবলোকন পূর্ব্বক নির্ম্মল-বোধরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান কর। তুমি বাঞ্ছিত বিষয়ত্যাগরূপ উপায় দ্বারা অহঙ্কারবাসনারূপিণী বিষয়বিষময়ী বিসূচিকা একেবারে দূর করত বিগত সংসার হইয়া মরণাদি নিখিলভয়ের অনাস্পদ ভগবান্ (পূর্ণানন্দ আত্মা) হও। ৬৬—৭০।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

উদ্দালক কহিলেন,—আত্মচৈতন্য অপার—অসীম, অথচ পর-মাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং অচেত্য এই কারণে বাসনা প্রভৃতি দোষজাল তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। আমি সেই চৈতন্যস্বরূপ, আমার অপ্রকাশিত বিষয়ে বাসনা উদিত হয় না বলিয়া যে আমিই বাসনাবিস্তার করিয়াছি, তাহা নহে। বুদ্ধি ও অহঙ্কারে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব হেতু জড় ইন্দ্রিয়বর্গ যে বিষয়-সমূহ গ্রহণ করে, সেই বিষয়সমূহের সূক্ষ্মাবস্থারূপা যে বাসনা, ঐ বাসনা বেতালের ন্যায় অসৎ হইলে ভীতিপ্রদ; মনই উক্ত বাসনা-সমূহ বিস্তার পূর্ব্বক তাহা অনুভব করিয়া থাকে। মন জাগ্রদ-বস্থায় বহুবিষয়বিচার ও বিষয়ানুভব করিলে স্বপ্নাবস্থায় আবার অন্তরে (নাড়ীছিদ্রমধ্যে) বাসনারূপ বিষয়সমূহ অনুভব করিয়া থাকে। বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা যাহা কৃত হয় এবং মন যাহা অনুভব করে, আমাতে তাহার স্পর্শও নাই, আমি নির্লেপ চৈতন্যস্বরূপ। দেহ দুশ্চেষ্টারচিত এই সংসারস্থিতি গ্রহণ করুক্ বা ত্যাগ করুক্, (আমাতে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই), আমি নির্লিপ্ত চৈতন্য। সর্ব্বগামী চৈতন্যের জন্ম-মৃত্যু নাই, জীবের মৃত্যু কি? কেই বা জীবকে মারে? অর্থাৎ সমস্তই অবিনাশী, একমাত্র, অদ্বিতীয় আত্মচৈতন্য। ১—৫। সর্ব্বাত্মা চিৎই যখন সকলের জীবন, তখন তাঁহার আবার জীবনে প্রয়োজন কি? জীবনে যখন প্রয়োজন নাই তখন তাঁহার মৃত্যুভয়ও নাই। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ববস্তুতে বিস্তৃত চিৎই নিজে যখন জীবনস্বরূপ, তখন তিনি আবার জীবন লইয়া কি করিবেন? "জীবিত ও মৃত" এই প্রকার কুবিকল্পকল্পনা মনেরই বিমল স্বরূপ, আত্মার নহে। যাহা 'দেহ আমি' এইরূপ ভাবপ্রাপ্ত, সেই বস্তুই দেহের ভাবাভাবরূপ জন্মমৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত হয়। আত্মার অহম্ভাব নাই, অতএব তাঁহার আবার ভাব বা অভাব কি? অহম্ভাব মিথ্যা-মোহ, মনও মরীচিকা-সম, অন্যান্য পদার্থসমুদয় জড়, অতএব অহঙ্কারভাবনা কাহার? দেহ রক্তমাংসময়, বিচার দ্বারা মনের নাশ হইয়া যায় (মন স্থায়ী নহে), অতএব অহঙ্কারভাবনা কাহার, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইন্দ্রিয়সকল আপন আপন বিষয় লইয়া উদরপূরণ করিতেছে, পদার্থসমুদয় মাত্র পদার্থস্বরূপে অবস্থান করিতেছে, অতএব কোথা হইতে কাহার অহম্ভাব-ভাবনা হইবে? সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় যথাক্রমে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহরূপ স্ব স্ব ব্যাপারে অবস্থিত, প্রকৃতি আপন প্রকৃতিতে বিদ্যমান, সৎ (ব্রহ্ম) সৎস্বরূপে বিশ্রান্ত রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে অহম্ভাবনা কাহারও দেখি না, এইরূপ হইলে কাহাকে অহং বলিয়া নির্দ্দেশ করি? তাহার আকার কিরূপ? কে তাহাকে নির্ম্মাণ করিল? তাহার বর্ণ কিরূপ? সে কোন্ বস্তুর বিকার? আমি অহং বলিয়া কোন্ পদার্থ গ্রহণ করি? আর কোন পদার্থকেই, অহং নহে বলিয়া ত্যাগ করি? অতএব 'অহং' নামে ভাবই বল বা অভাবই বল, কোন বস্তুই নাই। আমাতে যখন অহঙ্কারের কোন রূপই বিদ্যমান নাই, তখন কাহার সহিত কিরূপে আমার সম্বন্ধ হইতে পারে? ১১—১৫। অহঙ্কার যখন একেবারেই অসত্য, তখন কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ? সম্বন্ধের অভাবই যদি সিদ্ধ হইল, তবে দ্বিত্বকল্পনা একেবারে অলীক। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলে জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, সমস্তই এক ব্রহ্মাত্মা; আমি সেই সদ্‌ব্রহ্ম। তবে বৃথা কেন শোক করি? একমাত্র সর্ব্বগ বিমল ব্রহ্মপদ বিদ্যমানে কিরূপে কোথা হইতে অহঙ্কার-কলঙ্কের উদয় হইবে? ইহাতে (জগতে) আর কোন পদার্থত্রী বিদ্যমান নাই, একমাত্র সর্ব্বব্যাপী আত্মাই বিদ্যমান; পদার্থত্রী থাকিলে

(১) যে অপরের ঘ্রাতৃত্ব লইয়া ঘ্রাতা হয়; সে চোর ভিন্ন আর কি?

তাহাতে সম্বন্ধ কাহারও নাই। মন আপনার অবয়বরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত আপনাতেই কল্পিত হইতেছে, চৈতন্য তাহাতে লিপ্ত নহেন, অতএব কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ হইবে? ১৬—২০। একত্র বিদ্যমান হইলেও পাষাণ ও লৌহশলাকার যেমন পরস্পর কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও চৈতন্য একত্র দৃষ্ট হইলেও তাহাদের পরস্পরে কোন সম্বন্ধ নাই। অহঙ্কাররূপ মহাভ্রান্তি বৃথা উদিত হওয়াতে 'ইহা আমার' 'ইহা ইহার' এইরূপে এই ভ্রমময়জগৎ ভ্রমসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্বদর্শনের অভাবনিবন্ধনই এই অহঙ্কাররূপ বিচিত্র সঙ্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। উত্তাপযোগে তুষারলেখার ন্যায় উহা তত্ত্বদর্শনে বিলীন হইয়া যায়। আত্মাব্যতিরেকে আর কিছুই বিদ্যমান নাই, সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপে যথার্থ তত্ত্বের আমি ভাবনা করি। আকাশের নীলিমাদিবর্ণের ন্যায় এই যে অহঙ্কারভ্রম উত্থিত হইয়াছে, ইহা পুনরায় স্মরণ না করিলেই অপগত হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। ২১—২৫। আমি চিরজাত এই অহঙ্কার-ভ্রান্তির সমূলোচ্ছেদ না করিয়া, নিখিল-বাহ্যবিষয় হইতে উপরত হইয়া শরৎকালে শারদাকাশ যেমন স্বচ্ছ আকাশে অবস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতেই অবস্থান করি। অহঙ্কারের অনুসন্ধানে কেবল অনর্থবিস্তার, দুষ্কৃতসঞ্চয় ও সন্তাপবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। দুর্ব্বাসনারূপ জলগর্ভ এই হৃদয়াকাশে অহঙ্কারমেঘ সমুদিত হইলে কায়রূপ কদম্বতরুর সর্ব্বভাগে কেবল দোষমঞ্জরীই বিকসিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর যে পারলৌকিক দুঃখ পুনর্জন্ম, তাহার অবধি অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইলে তদ্দুঃখভোগ করিতে হয় না, আবার ঐহিক দুঃখের সীমাও মৃত্যু পর্য্যন্ত। নিখিল-ভোগ্যবস্তুই এইরূপ নশ্বর। ইহাতে এইরূপ কষ্টপ্রদ দুঃখানুভবই করিতে হয়। 'ইহা পাইয়াছি, ইহা পাইব,' অহঙ্কার-দুর্বুদ্ধিদিগের এইরূপ দাহকারিণী মনোবেদনা, গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকান্তমণি হইতে অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত হয় না। জড়প্রকৃতি মেঘমালা যেমন জড়প্রকৃতি শৈলাবলীর দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ "ইহা নাই, ইহা আছে" এইরূপ জড়াশ্রয়া চিন্তা জড়-অহঙ্কৃতিতেই ধাবিত হয়। অর্থাৎ অহঙ্কার সত্ত্বে ঐরূপ চিন্তা হইয়া থাকে। ২৬—৩১। অহঙ্কার একেবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সংসার-বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়, সুতরাং পাষাণের ন্যায় আর পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে পায় না। দেহকক্ষবাসিনী তৃষ্ণারূপিণী ভুজগী বিচাররূপ বিনতানন্দন উপস্থিত হইলে কোথায় পলায়ন করে? এই বিশ্ব যখন মিথ্যা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, তখন উহা অসৎ, উহা কেবল ভ্রমনিবন্ধনই সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হয়, উহার কার্য্য স্পন্দ ও অসম্ভব, সুতরাং "তুমি আমি" ইত্যাকার ভেদ-ব্যবহার কিরূপে সম্ভবে? এই জগৎ অকারণেই (সত্যপ্রয়োজন ব্যতিরেকেই) অকারণ কারণরূপে (কল্পনার অযোগ্য) অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়, অতএব যাহার কোন কারণ নাই, তাহাকে কিরূপে সৎ বলা যাইতে পারে? ৩২—৩৫। অনাদি-পূর্ব্বকালে মৃত্তিকায় ঘটাকৃতিবৎ দেহ বিদ্যমান ছিল, এখনও সেইরূপ আছে পরেও সেইরূপ হইবে, যেমন জল পূর্ব্বেও অবিকৃত জলরূপে বিদ্যমান ছিল, পরেও তাহাই থাকিবে, মধ্যে কেবল ক্ষণকাল চঞ্চলভাব ধারণ করিয়াছে বলিয়া সেই চঞ্চলভাবাপন্ন সলিল পূর্ব্বাপরকালবর্ত্তী স্থিরভাব পরিত্যাগ করিয়া তরঙ্গনামে পৃথক্ সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত হয়, ফলতঃ সর্ব্বাবস্থায় তাহা একমাত্র জল, সেইরূপ কালত্রয়বর্ত্তী ঐ দেহও একমাত্র ব্রহ্ম। এই ক্ষণপরিস্পন্দরূপ নশ্বর তরঙ্গসম দেহে যাহারা আস্থা করিয়া থাকে, সেই কুবুদ্ধিগণ তাহার নাশে নিজেই হতপ্রায় হয়। এই দেহাদি নিখিলবস্তু পূর্ব্বে, পরে ও চতুষ্পার্শ্বে সর্ব্বব্যাপীরূপে বিদ্যমান নহে, ক্ষণমাত্র পরিচ্ছিন্ন একদেশে এই সকল প্রতীয়মান হয়, সুতরাং ইহাতে আমার আস্থা কি? (ইহাতে আস্থা নিতান্ত অনুচিত)। এইরূপ চিত্তবিশিষ্ট লিঙ্গশরীরও উৎপত্তির পূর্ব্বে ও আত্মচৈতন্যের সম্মুখে সাক্ষী চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত। উহার, স্বাধিকরণের ইতরদেশে ও বিনাশের পরে সত্তাই থাকে না, বোধ হয় যেন, তখন ঐ লিঙ্গশরীর আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এই কারণে উক্ত লিঙ্গশরীরকেও সৎ বা অসৎ ইহার কিছুই বলা যায় না। হে চিত্ত! সম্প্রতিই বা কিরূপ আকৃতি বিদ্যমান আছে? অর্থাৎ আমি ত সৎ-ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না। ৩৬—৪০। স্বপ্নবিকার, ব্যাঘ্রাদিভয়সম্ভ্রম, উন্মাদাবস্থা, নৌকাগমনজনিত সম্বেগ, বাতপিত্তাদি ধাতুর বিকৃতি, তিমিরাদি দোষজনিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, অতিপ্রিয়বস্তুপ্রাপ্তি-নিবন্ধন পরমানন্দ ও কামক্রোধাদির উদ্রেকাবস্থায় লোকের যেমন ভাব-অভাব উভয় পদার্থের স্বরূপ ক্ষণস্থায়ী কামিন্যাদিরূপে প্রতীয়মান হয় এবং পরক্ষণেই বাধ হওয়াতে তাহা বিলীন হইয়া যায়, (ইহাও যেমন ভ্রান্তি), সেইরূপ এই স্থূলসূক্ষ্ম দেহ ও জগৎ এ সমুদয়ই ভ্রম, তবে উভয়ত্র ভ্রম একরূপ নহে; উহার কালগত ন্যূনতা ও আধিক্য আছে, (স্বপ্নাদি মত অল্পকালস্থায়ী, দেহাদি জগদ্ভ্রম আমোক্ষস্থায়ী)। হে চিত্ত! উক্ত কালগত ন্যূনাধিক্যও তুমিই করিয়াছ। যেমন প্রতারকের মুখে ভার্য্যা-পুত্রাদির মিথ্যা মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাতে স্থাপিত সত্যবুদ্ধি এবং সত্যজ্ঞানকল্পিত, বিচ্ছেদযামিনী-ভার্য্যাদিতে অনুরক্ত পুরুষকে দারুণ কষ্ট দেয়, তদ্রূপ, ইষ্টবস্তুর সংযোগবিয়োগজনিত সুখদুঃখের হেতুভূত তোমারই কল্পিত ঐ ভ্রান্তিই তোমাকে কষ্ট দিতেছে।' অথবা তোমার কোন দোষ নাই, আমিই তোমাতে অহম্ভাবের অভ্যাস করাতে মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা হইলেও তোমাকে সত্য বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি; সুতরাং যাহা তুমি করিয়াছ, তাহা এক্ষণে মৎকৃতই হইয়া দাঁড়াইল। ৪১—৪৫। এই যে বিশাল দৃশ্যসমূহ দৃষ্ট হইতেছে, এতৎসমুদয় অবস্তু (মিথ্যা) বলিয়া অবধারণ করিলে মন অমন হইয়া যায়। মনোমধ্যে 'সমস্তই অবস্তু (মিথ্যা)' এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া গেলে, হেমন্তকালে মঞ্জরীর ন্যায় ভোগবাসনাসমূহ ক্ষীণ হইয়া যায়। অথবা মন চিন্ময়ত্বহেতু বিষয়ে আসক্তিশূন্য ও মননব্যাপারপরিশূন্য হইলে নিজেই মোক্ষপদে বিশ্রান্ত হইয়া থাকে। চিত্ত নিজেই বহিঃপ্রবৃত্ত নিজ অবয়ব ইন্দ্রিয়াদিকে তত্ত্ববোধ দ্বারা পরমাত্মানলে নিক্ষেপপূর্ব্বক নিজ চিত্তস্বরূপ দগ্ধ করিয়া নিত্যবিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যেরূপ বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়া স্বর্গগামী নিজ দেহ অন্যরূপ অবলোকন করত পূর্ব্বদেহসম্বন্ধী গৃহ, কলত্র, পুত্র ও ধনবাসনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ মৃত্যু ও সুখের বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মলোকগত হইয়া জয়যুক্ত হয়, সেইরূপ বিবেকী জনও দেহকে অন্যরূপ ভাবিয়া (ব্রহ্মরূপ বিবেচনা করিয়া) বিষয়বাসনাপরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ বিনাশ স্বীকার করত জয়যুক্ত হয় (সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করে)। ৪৬—৫০। মন শরীরের এবং শরীর মনের শত্রু। যেরূপ আধার ও আধেয়ের (ঘট ও জলের) কার্য্য উভয়ের

সংযোগ একতরের অভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ মন ও শরীর বাসনার উচ্ছেদে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে উপজীবী বলিয়া পরস্পরে অনুরক্ত এবং পরস্পর পরস্পরকে তাপ প্রদান করে বলিয়া, পরস্পরে দ্বেষভাবাপন্ন এই মন ও শরীরের সমূলে বিনাশই পরম সুখ। উভয়ের একতরসত্ত্বে অর্থাৎ মাত্র দেহনাশে মনসত্ত্বে 'মৃত্যু' এই যে কথা, ইহা আকাশ পবন-পদ্ম রমণীর ভূমিগ্রাসের ন্যায় অত্যন্ত অসম্ভাবিত অর্থাৎ একতরসত্ত্বে প্রকৃত মরণই হয় না; মনের দ্বারা আবার দেহকল্পনা হইবে। স্বভাবতঃই পরস্পরবিরোধী মন ও শরীর যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থানে শরধারাবৎ অনর্থপরম্পরা নিপতিত হইবে; (সুতরাং উভয়কেই নাশ করা কর্ত্তব্য)। পরস্পরবিরোধী দেহমনের সংসর্গ যাহাতে আছে, ঈদৃশ বৈষয়িক সুখে যে অধম অনুরক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে ভীষণ বাড়বানলে নিক্ষেপ করা উচিত। ৫১—৫৫। বালক যেমন যক্ষ কল্পনা করে, সেইরূপ মন স্বীয় সঙ্কল্পবলে শরীরনির্ম্মাণ করিয়া আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত (যতদিন শরীর থাকে, ততদিন) তাহাকে কেবল আপনার দুঃখভোগই প্রদান করিয়া থাকে। মনঃপ্রদত্ত দুঃখে তাপিত হইয়া দেহও (কুবিষয়-সেবন দ্বারা মনে রাগ, দ্বেষ, শোক, মোহ ও পাপাদি উৎপাদন করিয়া) মনকেও হনন করিতে ইচ্ছা করে। পিতা আততায়ী হইলে পুত্রও তাঁহাকে বধ করিয়া থাকে। (মন পিতা, পুত্র শরীর)। স্বভাবতঃ কেহই কাহারও শত্রু বা মিত্র হয় না, যে সুখপ্রদ, তাহাকে মিত্র বলা যায়, আর যাহারা দুঃখ প্রদান করে, তাহারাই শত্রু বলিয়া অভিহিত হয়। দেহ দুঃখ অনুভব করত মনকে মারিতে ইচ্ছা করে, মনও দেহকে স্বীয় দুঃখের আগার করিয়া তুলে। স্বভাবতঃ অতিবিরোধী দেহ ও মন এইরূপে পরস্পরকে দুঃখ প্রদান করিতে থাকিলে সুখলাভ কিরূপে হইবে? (অর্থাৎ সুখ একেবারেই নাই)। ৫৬—৬০। মনক্ষয় হইলে দেহকে আর দুঃখভোগ করিতে হয় না, এই জন্য দেহও মনক্ষয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নিত্য প্রধাবিত হইয়া থাকে। মন যতদিন আত্মবিবেকলাভ করিতে না পারে, ততদিন মন শরীরকে নাশ করুক বা নাই করুক, শরীর আপদের আস্পদ হইয়া অনর্থ প্রদান করিতে থাকে অর্থাৎ দেহনাশে মনেরও অভীষ্টসিদ্ধি নাই। (মন আত্মবিবেকলাভ করিতে পারিলেই অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করে)। মেঘ ও সরোবর যেমন পরস্পরের সাহায্যে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই মন ও শরীর পরস্পর-সাহায্যে কেবল আকারগত স্থূলভাব ধারণ করিয়া থাকে। যেরূপ জলও বহ্নি পরস্পরবিরোধী হইলেও লোকের পাকক্রিয়া-সম্পাদনার্থ পরস্পর সহভাবে কার্য্য করে, সেইরূপ মন ও দেহ পরস্পর বিরোধী বলিয়া দ্বিধা অবস্থিত হইলেও পরস্পরের তাদাত্ম্যের অধ্যাসনিবন্ধন একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের ভোগ বা পরিহারের জন্য পরস্পর সহভাবে বিষয়ভোগসাধন বা মোক্ষসাধন করিতে থাকে। নশ্বর চিত্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দেহও সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, চিত্তের বৃদ্ধি হইলে দেহও বৃক্ষবৎ শতশাখাসমন্বিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ৬১—৬৫। মনক্ষয়ে বাসনা ও দেহ সমস্তই ক্ষয় পায়; কিন্তু দেহক্ষয়ে মন বা বাসনা কিছুরই ক্ষয় হয় না, অতএব মনঃক্ষয়ার্থ যত্ন করা একান্ত আবশ্যক। সঙ্কল্পই মনোরূপ কাননের পাদপ এবং তৃষ্ণাই উহার লতা, আমি ঐ পাদপলতা সমন্বিত মনঃকানন ছেদনপূর্ব্বক বিস্তৃত পরিষ্কৃত ভূমি প্রাপ্ত হইয়া যথাসুখে বিহার করি। সঙ্কল্পক্ষয়ে মন আর মনঃস্বভাবে স্থিত হয় না, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; বাসনাসমূহও বর্ষাবসানে অম্বুদের ন্যায় প্রশান্ত হইয়া যায় (নাশ পায়)। ত্বক্‌মাংসাদি ধাতুর সন্নিবেশাত্মক এই দেহনামা আমার শত্রু মনক্ষয়ের পর থাকুক অথবা যাউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, মনঃক্ষয়ই, আমার প্রয়োজন। ভোগসুখ—যাহার জন্য দেহের অভিলাষ করে; আমার তাহাই (মন) নাই, আমিও তাহার মনের নহি; তবে আর আমার ঐ সুখবিন্দুতে প্রয়োজন কি? ৬৬—৭০। "আমি যে দেহ নহি" এ বিষয়ে আর একটী যুক্তি শ্রবণ কর। সমুদয় অঙ্গ থাকিতেও শব কি জন্য, দর্শনস্পর্শনাদি ক্রিয়া করিতে পারে না? এ স্থলে বুঝিতে হইবে, শবের চৈতন্য নাই বলিয়া পারে না; দেহ ও শব একই দ্রব্য, আমার চৈতন্য আছে বলিয়াই দেখিতে পাই বা শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে পারি, সুতরাং আমি দেহ নহি, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। অতএব আমি দেহ হইতে অতীত, নিত্য ও নিত্যপ্রকাশ। যিনি বিভুত্বগুণে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতিপূর্ব্বক সূর্য্যসম্মিলিত হইয়া সূর্য্যকে জ্বালিতেছেন, আমি সেই চৈতন্য। আমি অজ্ঞ নহি, আমার দুঃখ নাই, অনর্থও নাই, আমি দুঃখী নহি। আমার শরীর থাকুক বা নাই থাকুক, আমি সর্ব্বদাই বিগতজ্বর। যেস্থানে আত্মা বিদ্যমান, তথায় মনও থাকে না, ইন্দ্রিয়ও থাকে না, বাসনাও থাকে না। রাজার নিকটে ক্ষুদ্র পামরব্যক্তি থাকিতে পারে না। আমি সেই ব্রহ্ম পদের অনুগত, আমি কেবলরূপী, আমি জয়যুক্ত, আমি নির্ব্বাণ, আমি অংশবিবর্জ্জিত, আমি নিরীহ, আমার কোন অভিলষিতই নাই। ৭১—৭৫। যেমন তৈল তিল হইতে পৃথক্‌কৃত হইলে পিণ্যাকভাবপ্রাপ্ত তিলের (খ'লের) তৈলের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেইরূপ এক্ষণে, দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্ব বাসনা হইতে পৃথক্‌কৃতবুদ্ধি হইলে পর যদি আমি অবশিষ্ট প্রারব্ধ-ভোগলীলায় এই পরম আত্মপদ হইতে চলিত হই, তাহা হইলে তখন আমার এই দেহ ইন্দ্রিয়াদি পরিবারবর্গবৎ শুভার্থী হইবে অর্থাৎ ইহাতে চিত্তবিনোদন ব্যতীত কদাচ দুঃখপ্রাপ্ত হইব না। তখন আমার স্বচ্ছতা, পূর্ণকামতা, সত্তা, হৃদ্যতা, সত্যতা, তত্ত্বজ্ঞতা, আনন্দবত্তা, উপশমবত্তা, সর্ব্বদা মৃদুভাষিতা, পূর্ণতা, উদারতা, (নির্লোভতা), অবাধিতাত্মভাবতা, একগ্রতা সর্ব্বৈকতা, (সর্ব্বত্র ঐক্যদৃষ্টি) ও দৈত্যবকক্ষীণতা, এই সমুদয় গুণাবলী উদিত, সমভাবাপন্ন, স্বচ্ছ ও সুফলদায়িনী হইয়া সর্ব্বদা আত্মৈকমূর্ত্তি আমার হৃদয়েশ্বরী কান্তারূপে বিরাজ করিবে। সর্ব্বময় আত্মাতে কল্পনাবলে সর্ব্বদা সমস্তই সর্ব্বথা সম্ভবে; আমার এক্ষণে সমুদয় বিষয়ের উপরে ইচ্ছা, অনিচ্ছা রাগ-দ্বেষ ও সুখ-দুঃখ সমস্তই ক্ষীণ হইয়াছে। শরৎকালে নভোমণ্ডলে খণ্ডিত মেঘ-কণা যেমন বিলীন (অদৃশ্য) হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি বিগতমোহ, বিগতমন ও নির্ব্বিকল্প-চিত্ত হওয়াতে শীতল (তাপ-পরি শূন্য) আত্মাতে উপরত হইয়া অর্থাৎ শূন্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্রান্ত হইতেছি। ৭৬—৮২।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—উদ্দালক মুনি মহতী বিশুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা ঐরূপে বিচার করিয়া পদ্মাসন-বন্ধনপূর্ব্বক অর্দ্ধোন্মীলিতনয়নে অবস্থিত হইলেন। 'যিনি সম্যক্‌রূপে প্রণব উচ্চারণ করিতে সমর্থ, তিনি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।' ইহা অবগত থাকাতে উদ্দালক প্রণবকেই পরব্রহ্মরূপে ভাবনা করিয়া, ঘাটামধ্যগত লাঙ্গুলের সম্যক্ আঘাতে ঘাটার যেমন উচ্চধ্বনি হয়, সেইরূপ উচ্চধ্বনিতে উচ্চধ্বনিশীল প্রণবের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ প্রণবাকার বৃত্তিগত চৈতন্য ও তদীয় কূটস্থ জীব চৈতন্য মাত্রাত্রয়ের উচ্চারণের পর অর্দ্ধমাত্রায় অভিব্যক্ত বিমল বিভু আত্মায় মিলিত হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মাকার-ধারণার্থ উন্মুখ না হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি প্রণবের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধমাত্রা সহ অকার উকার মকারাত্মক অংশত্রয় প্রণবের আত্মমাত্র অর্থাৎ আত্মার অবয়ব। প্রথমে তিনি উদাত্তস্বরে প্রণবের প্রথমাংশ অকার ভাগ উচ্চারণ করিলে, সম্যক্ উচ্চারণবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে অভিব্যক্ত প্রণবপ্রথমাংশ স্বীয়বর্ণের সম্যক্ উচ্চারণে, বিক্ষুব্ধ বহির্নির্গমনোন্মুখ প্রাণবায়ু দ্বারা মূলাধার হইতে ওষ্ঠপুট পর্য্যন্ত তদীয় দেহ ধ্বনিত করিল। তখন অগস্ত্য যেমন সলিল পান করিয়া সাগর শুষ্ক করিয়াছিলেন সেইরূপ প্রাণবায়ুর নিষ্ক্রামণরূপ রেচকনামক প্রক্রিয়া তদীয় সমস্ত শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলিল। কুলায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পক্ষী যেমন গগনে অবস্থান করে, সেইরূপ উক্ত রেচকপ্রক্রিয়ায় বহির্গত তদীয় প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক, ব্রহ্মভাবনাবলে অভিব্যক্ত চৈতন্যরসে আপূরিত বাহ্যাকাশে অবস্থান করিতে লাগিল। তদনন্তর হৃদয়মধ্যে প্রাণবায়ুর নিষ্ক্রমণ-সঙ্ঘর্ষে ও ভাবনাবলে সমুদ্ভূত বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, প্রবল শুষ্কবাত্যাসম্ভূত দাবানল যেমন অরণ্য দগ্ধ করে, সেইরূপ সমস্ত শরীর দগ্ধ করিয়া ফেলিল। প্রণবের প্রথমাংশ উচ্চারণে তাঁহার ঈদৃশ অবস্থা হঠযোগ দ্বারা (সহসা) সমুৎপন্ন হয় নাই, ভাবনা দ্বারাই তিনি এই সমস্ত করিলেন। কারণ হঠযোগ অতি ক্লেশকর (তাহাতে আকস্মিক প্রাণবায়ুর বহির্গতিনিবন্ধন মূর্চ্ছা, অধিক কি, মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে)। অনন্তর তৎকর্ত্তৃক অনুদাত্তস্বরে প্রণবের দ্বিতীয়ভাগ উকার উচ্চারিত হইয়া সমভাবে অবস্থিত হইলে প্রাণবায়ুর কুম্ভকনামে নিষ্কম্পপ্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। ৬—১০। তৎকালে প্রাণবায়ু, স্তম্ভিত সলিলের ন্যায় বাহিরে, অন্তরে, অধোদেশে; ঊর্দ্ধদেশে ও দিক্‌তটে কুত্রাপি বিচলিত হইল না, স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে বহ্নি দেহপুরী দগ্ধ করিয়া অশনিবৎ ক্ষণকাল মধ্যেই প্রশান্ত হইয়া গেল, তুষারবৎ শুভ্র দগ্ধশরীর-ভস্ম দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় শুভ্রবর্ণ নিস্পন্দ শরীরাস্থিসমূহ যেন কর্পূর-ধূলি-রচিত সুখশয্যায় শায়িতবৎ লক্ষিত হইতে লাগিল। রুদ্রব্রত-(গাত্রে অস্থিভস্ম ধারণরূপ-ব্রত) ধারী ব্যক্তি যেমন গাত্রে অস্থিভস্ম লেপন করে, সেইরূপ ঊর্দ্ধপ্রবাহী প্রচণ্ড-পবন প্রচণ্ড বাত্যায় ঊর্দ্ধনীত সেই অস্থিযুক্ত ভস্ম তপস্যাকার্য্যনিবন্ধনই যেন অলক্ষ্যে সেই দেহ বিলিপ্ত করিল। প্রচণ্ডসমীরোদ্ধূত সেই অস্থিসমন্বিত ভস্ম ক্ষণকাল গগনে ঘূর্ণমান হইয়া শারদ-মেঘবৎ (কোথায়) অদৃশ্য হইয়া গেল। ১১—১৫। প্রণবের দ্বিতীয়ভাগ উকার উচ্চারণকালেও তাঁহার ঈদৃশ অবস্থাপ্রাপ্তি হঠযোগে সম্পন্ন হয় নাই। হঠযোগে বহুক্লেশ, (হঠাৎ হইলে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে)। অনন্তর উপশান্তিপ্রদ প্রণবের তৃতীয়ভাগ মকার উচ্চারিত হইলে, প্রাণবায়ুর পূরণরূপ পূরকনামা প্রক্রিয়া আরব্ধ হইল। তখন প্রাণবায়ু জীবচৈতন্যের মধ্যে ভাবনাবলে সমানীত অমৃতের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বহিরাকাশে যেন তুষারস্পর্শ পাইয়া পরম শীতলভাব ধারণ করিল। গগন-মধ্যোত্থিত ধূমরাশি যেমন শীতল সলিলপূর্ণ মেঘভাব ধারণ করে সেইরূপ গগনমধ্যবর্ত্তী ঐ বায়ু ক্রমে চন্দ্রমণ্ডলভাব ধারণ করিল। ঐ চন্দ্রমণ্ডল সুধাময় কলাসমূহে পূর্ণ, রসায়নের মহাসাগর হইয়া ধর্ম্মমেঘনামক সমাধির ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইলে, প্রাণবায়ুসকল তাহার সুধাময়ী কিরণধারা হইয়া, বাতায়নপথে সুধাংশু প্রভা যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক মণিখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে, তদ্রূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ১৬—২০। মহাদেবের উত্তমাঙ্গ হইতে বিনিঃসৃত রসপ্রবাহিনী সুরনদীর ন্যায় সেই অমৃতধারা অম্বর হইতে ক্ষরিত হইয়া, অবশিষ্ট সেই শরীরভস্মে নিপতিত হইল; মন্দর-মথ্যমান মহাসাগর হইতে যেমন পারিজাত-পাদপ সমুত্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ নিপতিত সেই অমৃতধারা হইতে চন্দ্রমণ্ডলবৎ সুন্দর এক চতুর্ব্বাহু শরীর উৎপন্ন হইল। উদ্দালকের সেই শরীর ঐ প্রকার চতুর্ব্বাহু ফুল্লনেত্র কমলশোভী প্রফুল্লবদন নারায়ণশরীরে পরিণত হইয়া সুন্দরপ্রভায় বিরাজ করিতে লাগিল। স্থানান্তর হইতে আগত সলিলপ্রবাহ যেমন সরোবরকে পূর্ণ করে, বসন্তকালে পল্লবোদ্গম হেতু ভৌমরস যেমন তরুরাজিকে পুষ্ট করে, তদ্রূপ সুধাময় প্রাণবায়ুসকল সেই শরীরকে পূর্ণ করিল। ২১—২৫। প্রবলজলস্রোত যেমন চক্রাকার আবর্ত্তাকারে আসিয়া প্রবাহিনী গঙ্গাকে পূর্ণ করে, সেইরূপ প্রাণবায়ু সকল সত্বর যেন আগ্রহসহকারে অন্তঃস্থিত কুণ্ডলিনীচক্র পূর্ণ করিল। যেরূপ শরৎকালপ্রারম্ভে ভূমিতল শেষবর্ষায় বিধৌত ও আতপশোষিত এবং বর্ষাকালীন পঙ্কাদিদূষিত বিকৃত আকারত্যাগনিবন্ধন পরিষ্কৃত হইয়া লোকের গতায়াতের সম্যক্ উপযোগী হয়, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণের শরীর দহনপ্লাবন প্রভৃতির ভাবনায় বিধৌত (নিষ্পাপ) হইয়া সমাধিকার্য্যের প্রকৃত উপযোগী হইল। অনন্তর তিনি পদ্মাসনে অবস্থানপূর্ব্বক, আলানস্তম্ভে মাতঙ্গের ন্যায় দেহস্তম্ভে ইন্দ্রিয়পঞ্চক দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া স্বীয় মনকে শারদগগনবৎ স্বচ্ছ করিবার জন্যও নির্ব্বিকল্প সমাধিনিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আশাতৃষ্ণা প্রভৃতির সাহায্যে বহির্গমনশীল প্রাণাদি বায়ুরূপ হরিণকে তিনি প্রথমে প্রাণায়ামাভ্যাস দ্বারা প্রশান্ত (নিস্পন্দ) করিলেন। অশ্বাদি বন্ধনকীলক (গোঁজ) যেমন দৃঢ় নিখাত না হইলে রজ্জুর আকর্ষণে উৎখাত হইয়া রজ্জুর সহিত নীত হয়, সেইরূপ তদীয় মন সেই সময়ে পূর্ব্বানুভূত ভোগবিষয়চিন্তায় আকৃষ্ট হইল। ২৬—৩০। সেতু যেমন বেগনির্গত জলপ্রবাহ রোধ করে, সেইরূপ তিনি তখনই আবার বিষয়ে ধাবমান আকুলচিত্তকে বিবেকবলে বিমল করিয়া সংরুদ্ধ করিলেন। তিনি তারাযুগল-নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত করিলেন, বোধ হইল যেন, সন্ধ্যাকালের নিস্পন্দ ভ্রমরগর্ভ কমলদ্বয় ঈষৎ মুদ্রিত হইল। রাজচক্রবর্ত্তীর জন্মাদিসময়ে শুভসূচনার্থ বায়ু যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করে; তদ্রূপ তিনি মৌনী হইয়া প্রাণ ও অপান-বায়ুর বেগ সুস্থির ও প্রশান্ত করিলেন। কূর্ম্মের শরীরান্তর্লীন হস্তপদাদিবহিষ্করণের ন্যায় এবং তিল হইতে তৈলের ন্যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে পৃথক্ করিলেন অর্থাৎ

বাহ্য বিষয়ে জ্ঞানরহিত হইলেন। সহসা আবরণাচ্ছন্ন হইলে মণি যেমন দূরপ্রসারী রশ্মিজাল পরিত্যাগ করে (মণির সহসা আবরণে বোধ হয় যেন, মণি দূরপ্রসারিত কিরণজাল পরিত্যাগ করিল), তদ্রূপ ধীরবুদ্ধি সেই উদ্দালক অশেষ বাহ্য বিষয়স্পর্শ দূরে পরিহার করিলেন। ৩১—৩৫। মার্গশীর্ষমাসে, (হেমন্তকালে) বৃক্ষ যেমন শাখান্তর্গতস্থিত-রস অভ্যন্তরে বিলীন করে অর্থাৎ শুষ্কভাব ধারণ করে, সেইরূপ তিনি মনোবাসনারূপ অন্তরস্পর্শও অধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্বে আকৃষ্ট করিয়া বিলীন করিলেন (অর্থাৎ ক্রমে মনোগত বাসনা স্পর্শও ক্ষীণ করিতে লাগিলেন)। দৃঢাচ্ছাদিতমুখ জলপূর্ণ কলসের যেমন (অন্তরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারায়) অন্তর্গত সূক্ষ্ম ছিদ্রও রুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ তিনি (পার্ষ্ণিদেশ দ্বারা মূলাধার দৃঢ়রূপে অবষ্টব্ধ করাতে) মলদ্বারের সঙ্কোচ দ্বারা নবদ্বার বায়ুর গতিরোধ করিলেন। তিনি আত্মরত্ন দ্বারা সুপ্রকাশ (কন্দরপক্ষে আত্মরূপ রত্ন, শিখরাগ্র পক্ষে নিজরত্ন। সুমেরুশিখরে বহু রত্ন বিদ্যমান) পরিষ্কৃত (একপক্ষে রজস্তমোগুণের আবরণ না থাকায়, পক্ষান্তরে ধূলি ও অন্ধকার না থাকায়) কুসুমশোভিত (এক পক্ষে মুখপদ্ম কুসুমে শোভিত, অন্যত্র স্পষ্ট)। সুমেরুশিখরের অগ্রবৎ গ্রীবাদেশ ধারণ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের খাতদেশে যেমন উন্মত্তগজ সংযত হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ তিনি হৃদয়াকাশে উন্মত্ত মনকে প্রত্যাহার উপায়ে বশীকৃত ও সংযত করিয়া রাখিলেন। তিনি শারদাকাশবৎ অতি সৌম্যভাব ধারণ করিয়া নির্ব্বাতনিষ্কম্প পরিপূর্ণ সাগরের শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ৩৬—৪০। সমীরণ যেমন অগ্রে প্রস্ফুরিত মশকসমূহ নিষ্কাশিত করে, তদ্রূপ তিনি ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তিধারায় বিচ্ছেদ প্রাপ্ত, কখন কখন প্রতিভাসিত বিকল্পসমূহকে নিষ্কাশিত করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষ যেমন সংগ্রামে অসি দ্বারা শত্রু নিধন করে, তদ্রূপ তিনি পুনঃপুনঃ যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয়প্রতিভাসকে মন দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। বিকল্পসমূহ বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি হৃদয়াকাশে তমোগুণের উদ্রেকহেতু, যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন কজ্জললেপ শ্যামলবিবেকভাস্কর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যেমন পবন দ্বারা আকাশের মেঘ কজ্জল মার্জ্জিত হয়, সেইরূপ তিনি সদ্‌গুণের উদ্ভাবনায় প্রদীপ্ত সম্যক্ জ্ঞানে, সমুদিত মনোরূপ সূর্য্য দ্বারা সে তমও মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। নিশাতিমির অপগত হইলে কমল যেমন প্রভাতসময়ে নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ তমোগুণ প্রশান্ত হইলে তিনি কমনীয় তেজঃপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিলেন। ৪১—৪৫। হস্তিশাবক যেমন স্থলকমলবন ভগ্ন করে, সেইরূপ ক্রমে তৎকর্ত্তৃক সেই তেজঃপুঞ্জও ভিন্ন (প্রতিহত) হইল। বেতাল যেমন সবেগে শিশুর রক্ত পান করে, সেইরূপ (অধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্বদর্শনে ঐ তেজঃপুঞ্জের বাধ হইয়া যাওয়ায় বোধ হইল) তিনি সেই তেজঃপুঞ্জ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তেজঃ প্রশান্ত হইলে সেই মুনির মন, নিশাকমলের ন্যায় অথবা মদিরামত্ত ব্যক্তির ন্যায় সুষুপ্তভাব প্রাপ্ত হইল। মারুত যেমন মেঘমালাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, মত্তহস্তী যেমন নীলকমলিনীকে ভগ্ন ও বিচূর্ণ করে, সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া যামিনীকে নিহত করেন; সেইরূপ তিনি ঝটিতি সেই নিদ্রাকেও দূর করিলেন। আকাশের নীলিমাবলোকনকারী ব্যক্তি যেমন আকাশে ময়ূরাদির আকৃতি ভাবনা করে, সেইরূপ নিদ্রাপগমে তদীয় মন আকাশের রূপ ভাবনা করিতে লাগিল। বর্ষা যেমন তমালপুষ্পকে বিশীর্ণ করে, বায়ু যেমন নীহারকে বিলীন করে, দীপ যেমন অন্ধকারকে নষ্ট করে, তদ্রূপ তিনি ভাবিত সেই নির্ম্মল আকাশকেও মন হইতে প্রোঞ্ছিত করিলেন। ৪৬—৫০। নিদ্রাবসানে সুরামদমত্তব্যক্তি যেমন বিমূঢ়চিত্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ আকাশজ্ঞান নষ্ট হইলে তদীয় মন মোহপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভাস্কর যেমন জগতের যামিনীজনিত জড়তা দূর করে, সেইরূপ উদারাশয় উদ্দালক মনের সেই মোহও অপনীত করিলেন। অনন্তর তদীয় মন তেজঃ, তমঃ, নিদ্রা ও মোহাদি পরিশূন্য হইয়া অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ করত ক্ষণকাল বিশ্রান্ত হইল। আলিবন্ধন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ সরোবারি যেমন প্রতিকূল-গতিতে আবার স্বস্থানেই প্রত্যাগত হয়, সেইরূপ তদীয় মন বিশ্রামের পর পুনর্ব্বার ঝটিতি বাহ্যপ্রপঞ্চসমাকার সংবিৎ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তদীয় মন, পূর্ব্বে ধ্যানাদি দ্বারা চিদানুসন্ধানবশে সমাধিদশায় আনন্দানুভাবে আত্মচৈতন্য আস্বদমান ছিল বলিয়া, সুবর্ণ যেমন নূপুরভাব ধারণ করে সেইরূপ চিন্ময়ভাব ধারণ করিল। যেমন অন্তর্গত জল শুষ্ক হইলে, ঘটস্থিত আবিল জলের পঙ্ক ঘটপাত্রে বিলীন হয়, তদ্রূপ তদীয় চিত্ত স্বীয় চিত্তভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্ময় হওয়াতে অন্যরূপ হইয়া গেল। তরঙ্গাদি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র যেমন জলসামান্য হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ তদীয় বিশুদ্ধচিৎ একরসীভূত নিজ উপাধি বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া চেত্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধারণ চিৎভাব প্রাপ্ত হইল। তৎপরে তিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া সকল জগতের অধিষ্ঠানভূত মহৎ বিশুদ্ধ চিদাকাশ হইলেন। সেই অবস্থায় উদ্দালক দৃশ্যদৃষ্টিবিবর্জ্জিত সর্ব্ববিধ রসের আকার, অর্ণবোপম অনন্ত, পরমাস্বাদ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি যেন শরীর হইতে সম্যক্ নির্গত হইয়া কোন অপূর্ব্ব ভূমিতলে উপনীত হইলেন, তৎকালে আনন্দসাগর সত্তাসামান্যরূপী (১) আত্মা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৬—৬০। নির্ম্মল শরদাকাশে সম্পূর্ণ কলাপূর্ণ তারাপতি যেমন বিরাজ করেন, তদ্রূপ ঐ ব্রাহ্মণের চৈতন্যরূপ হংস তখন আনন্দসাগরে অবস্থান করিতে লাগিল। তিনি নির্ব্বাত-প্রদীপের ন্যায়, বিগত তরঙ্গ অম্বুনিধির ন্যায়, বর্ষাবসানে গর্জ্জিতহীন জলশূন্য জলধরের ন্যায় নিশ্চল ও নিঃশব্দভাবে অবস্থান করত চিত্রার্পিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐরূপ পরমালোকে অবস্থিত হইয়া উদ্দালক দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে গগনচারি-সিদ্ধবৃন্দ, অসংখ্য অমরবৃন্দ ও ইন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি উচ্চপদপ্রদ সিদ্ধিসমূহ অপ্সরোগণের সহিত সমুপস্থিত হইয়াছেন। গম্ভীরমতি অক্ষুব্ধ সেই দ্বিজ, পূর্ণবয়স্ক গম্ভীরপ্রকৃতি ব্যক্তি যেমন শৈশববিলাসের আদর করেন না, সেইরূপ উদ্দালকও সমুপস্থিত ঐ সিদ্ধিসমূহের আদর করিলেন না। ৬১—৬৫। সিদ্ধিসমূহের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া তিনি, সূর্য্য যেমন উত্তরদিক্‌তটে ছয় মাস অতিবাহিত করেন, সেইরূপ সেই আনন্দমন্দিরে ছয় মাস অতিবাহিত করিলেন। ব্রহ্মাদি-দেবগণ এবং সিদ্ধ ও সাধ্যগণ যে জীবন্মুক্তপদে অবস্থিত, সেই উদ্দালক বিপ্রও সপ্তম-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সেই আনন্দে রসাস্বাদরূপ চিত্তের পরিণাম

(১) সত্তাসামান্য কাহাকে বলে, রাম বশিষ্ঠকে পরে জিজ্ঞাসা করিবেন।

না থাকাতে আনন্দপদ প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে তদীয় আত্ম-চৈতন্ত, না আনন্দ না নিরানন্দ কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই অর্থাৎ তিনি সুখদুঃখবিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালই হউক্ আর বর্ষসহস্রই হউক্, মন একবার সেই দশায় অবস্থান করিতে পারিলে, স্বর্গবিভবদর্শীর যেমন এই ভূর্লোক অরুচিকর হইয়া উঠে, সেইরূপ ভোগসমূহে আর অনুরক্ত হয় না। উদ্দালক যে পদে অবস্থান করিতেছিলেন, উহাই পরমপদ, উহাই প্রশান্ত স্থান, উহাই পরমশ্রেয়ঃ, উহাই শাশ্বত মঙ্গল, ঐ পদে বিশ্রামপ্রাপ্ত হইলে ভ্রান্তি আর বাধা দিতে পারে না। ৬৬—৭০। যেমন যাহারা চৈত্ররথকানন লাভ করিয়াছে, তাহারা আর খদিরকাননে যায় না, সেইরূপ সাধুগণ ঐ পরমপদ প্রাপ্ত হইলে এই দৃশ্যদৃষ্টিতে আর উপগত হন না। অতুলৈশ্বর্য্যভোগী রাজগণ যেমন দীন-ভাবের আদর করেন না (তাঁহাদের নিকট দারিদ্র্যভাব অতিকষ্ট-কর বোধ হয়), সেইরূপ জীবগণ চিত্ত হইতে উক্ত মহাপদবী প্রাপ্ত হইলে, এই দৃশ্যসমূহের আর আদর করেন না। বোধপ্রাপ্ত হইয়া তৎপদবিশ্রান্ত-চিত্ত সমাধি হইতে ব্যুত্থানদশাকে কষ্টকর বিবেচনা করাতে, অপরের প্রযত্নাতিশয়ে বোধপ্রাপ্ত (সমাধি হইতে ব্যুত্থিত) হইয়া থাকে, সপ্তমভূমিকায় উপনীত হইলে একেবারেই বোধ প্রাপ্ত হয় না। উদ্দালক উপস্থিত সিদ্ধিসমূহ (ইন্দ্রত্বাদি-পদসমূহ) দূরে উৎসারিত করিয়া ছয় মাস এইরূপে অতিবাহিত করিলে, বসন্তকালে নীহারপটলনির্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় উন্মেষ-প্রাপ্ত (সুপ্রকাশিত) হইলেন। সম্যক্প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া আবার দেখিলেন,—পরম তেজস্বিনী, চন্দ্রমণ্ডলোপম সুন্দরাকৃতি, সুস্নিগ্ধ রমণীগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হই-তেছে। ৭১—৭৫। তাহাদের হস্তস্থিত চামর ও মুকুটকমল-সৌরভে সমাগত উপবিষ্ট ভ্রমরসমূহ গৌরবর্ণ পারিজাত-কুসুমপরাগে আচ্ছন্ন হওয়াতে লক্ষ্য হইতেছে না, পতাকাপটলশোভী স্বর্গীয় বিমানপঙক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পাণিকমলে পবিত্র দর্ভধারী অস্মদাদি মুনিগণ (বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ) ও বিদ্যাধরী-গণসমভিব্যাহারে বিদ্যাধরপতিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে উদ্দালকমুনিকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমরা আপনাকে প্রণাম করিতেছি; আপনি প্রসন্নদৃষ্টিতে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন্। আপনি এই বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গপুরীতে আগমন করুন। স্বর্গই জাগতিক ভোগসম্পদের শেষ-সীমা, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোগ আর নাই। হে বিভো! আকল্প আপনার অভিমত সমুচিত ভোগসম্পদ্ ভোগ করুন্, স্বর্গাদিফলভোগের জন্যই লোকে অশেষ তপস্যা করিয়া থাকে। এই দেখুন, করিণী যেমন করীর নিকটে উপস্থিত হয়, সেইরূপ হারচামরধারিণী বিদ্যাধরকামিনীগণ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। কামই ধর্ম্ম ও অর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে সুললনা-গণ কামের সার সর্ব্বাঙ্গ, বসন্তকালেই যেমন শোভন পুষ্প-মঞ্জরীর অবস্থান, সেইরূপ তাহারা স্বর্গেই অবস্থান করে। মুনি উদ্দালক, এবংবাদী সমস্ত অতিথিবর্গকে যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক কৌতুহলপরিশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধীরবুদ্ধি উদ্দালক উপস্থিত ঐশ্বর্য্যরাশির অভিনন্দনও করিলেন না, পরি-ত্যাগও করিলেন না। "হে সিদ্ধগণ! আপনারা স্বস্থানে প্রস্থান করুন্" এই বলিয়া তিনি নিজ ব্যাপারে (সমাধিতে) অবস্থিত হইলেন। ৭৬—৮৫। অনন্তর সিদ্ধগণ বিষয়ভোগবিরক্ত স্বধর্ম্ম-নিরত উদ্দালকের নিকট কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। জীবন্মুক্ত সেই মুনি উদ্দালক যথেচ্ছভাবে বনমধ্যে ঋষিদিগের আশ্রমে যথাসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি মেরু, মন্দর, কৈলাস, হিমালয়, বিন্ধ্যপ্রভৃতি পর্ব্বতে এবং দ্বীপ, উপবন, জঙ্গল ও চতুর্দ্দিকের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইচ্ছামত বিহার করিতে লাগিলেন। তদবধি উদ্দালকমুনি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া, গিরিগুহায় ধ্যানলীলায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধ্যানাসক্ত ঐ মুনি কখন একদিন, কখন একমাস, কখন এক বৎসর, কখন বহু বৎসরের পর প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে উদ্দালক ব্যবহারপরায়ণ হইলেও সমাধিমগ্ন থাকিয়া চিত্তত্ত্বের সহিত একতা প্রাপ্ত হইলেন। চিত্তত্ত্বের একতার অভ্যাস ঘনীভূত হইলে তিনি মহাচিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ভূমণ্ডলে সৌরকিরণের সর্ব্বত্র সম হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। চিৎ-সামান্যের চিরাভ্যাসবশতঃ সত্তাসামান্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিত্রিত-ভাস্করবৎ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চে অস্তোদয়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্ববিধ বিক্ষেপের উপশান্তি হওয়াতে নিরতি-শয় আনন্দরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার চিত্ত সম্যক্রূপে বিগলিত হইলে, সমুদয় কর্ম্মবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে তদীয় জন্মপাশ একেবারে ছিন্ন হইল, সন্দেহ দোলাবস্থাও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেল, তখন তিনি শরদাকাশবৎ অবিদ্যা মেঘাড়ম্বরশূন্য, অপরিচ্ছিন্ন, আবরণশূন্য, চিত্তপরিশূন্য, অমল ব্রহ্মাকার ধারণ করিলেন। ৮৬-৯৩।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রাম কহিলেন, হে ঈশ! আপনি আত্মজ্ঞানরূপ দিবসের প্রকাশে এক সূর্য্যস্বরূপ, অজ্ঞানপ্রযুক্ত সন্তাপের পক্ষে শীতাংশু-স্বরূপ, এবং মদীয় সন্দেহরূপ তৃণের অনলস্বরূপ, অতএব 'সত্তা সামান্য কি প্রকার?' ইহা বলিয়া আমার সংশয় দূর করুন্। বশিষ্ঠ কহিলেন, ষষ্ঠভূমিকায় চিতির অবান্তরভেদসমূহের পরিমার্জ্জনার পর, সামান্য চৈতন্যস্বরূপতাপ্রাপ্ত যোগীর চেত্যাভাবের অত্যন্ত ভাবনাপ্রযুক্ত চেত্যসংস্কারের আত্যন্তিক উচ্ছেদ ঘটিলে যখন চিত্ত একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন নিজ সত্তামাত্রে স্বতঃসিদ্ধ পরিশিষ্ট চিৎ-অচিৎ উভয়গত যে সত্তা (বিদ্যমানতা) তাহাকেই সত্তাসামান্য কহে। সকল বৃত্তিতে অবিচ্ছিন্ন চিতি সমস্ত দৃশ্যের বাধ হওয়াতে, চেত্যাংশবৃত্তিও বৃত্তিবিষয়রহিত হইয়া যখন বিশ্বচৈতন্যে লীন হয়, তখন উক্ত বিশ্বচৈতন্যের নীরূপ আকাশের ন্যায় অতি নির্ম্মল যে সত্তা, তাহাই সত্তাসামান্যতা। অভিব্যক্ত অখণ্ড চৈতন্য যখন বাহ্য আভ্যন্তর - সমস্ত দৃশ্য জগতের অপলাপ করিয়া চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করে, তৎকালের উক্ত চৈতন্যের অবস্থাকেই সত্তাসামা-ন্যতা বলা যায়। যখন সমুদয় দৃশ্য পারমার্থিকরূপে প্রথিত অর্থাৎ চিন্মাত্ররূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই সত্তা-সামান্যতা হইয়া থাকে। ১—৫। যখন সমুদয় দৃশ্য কচ্ছপের হস্তপদাদি-অবয়ববৎ অবশ্য যত্ন ব্যতিরেকে স্বয়ংই আত্মাতে লীন হয়, তখন সত্তাসামান্যতা হইয়া থাকে। সপ্তমভূমিকায় আরূঢ় যোগীর এবংবিধ দৃষ্টি তুরী-যাতীত পদের তুল্য এই সেই পরমা দৃষ্টি জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত

উভয়েরই সর্ব্বদা সম্ভবে অর্থাৎ বিদেহমুক্ত-ব্যক্তির দৃষ্টিতে ও ইহাতে সবিশেষ পার্থক্য নাই। হে অনঘ! এই সত্তাসামান্যজ্ঞ-দৃষ্টি পঞ্চমাদি ভূমিকাতেও সমাহিত-যোগীর হইয়া থাকে, সপ্তম-ভূমিকারূঢ় যোগীর ইহা ব্যুত্থানকালেও হয়। বোধজনিত এই পরমা দৃষ্টি সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিরই হইয়া থাকে, নতুবা অপরের নহে। নিখিল-জীবন্মুক্ত মহাশয়গণ এই দৃষ্টিতে অবস্থিত হইয়া, ভূমিতলে পারদাদি সিদ্ধরসের ন্যায়, আকাশমার্গে অনিলের ন্যায় ঐহিক আমুষ্মিক ভোগ, তৃষ্ণা ও রজোগুণে অস্পৃষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। হে রাঘব! অস্মদাদি মহর্ষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই এই দৃষ্টিতে অবস্থিত। ৬—১০। উদ্দালক মুনি নিখিলভয়নাশিনী এই দৃষ্টি অব-লম্বনপূর্ব্বক প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত জগৎকুটীতে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকালের পর তাঁহার "দেহত্যাগপূর্ব্বক বিদেহমুক্ত হইয়া অবস্থান করি" এইরূপ নিশ্চলা বুদ্ধি হইল। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তিনি গিরিগুহায় পল্লবাসনে বদ্ধপদ্মাসন হইয়া, অর্দ্ধো-ন্মীলিতলোচনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি মলদ্বারের সংরোধ দ্বারা নবদ্বাররোধপূর্ব্বক শব্দস্পর্শাদিগোচর চিত্তবৃত্তিসমূহ এক একটীরূপে সংগ্রহ করিয়া হৃদয়ে নিবেশিত করিলেন, পরে পরমার্থভাবনা দ্বারা হৃদয়নিবেশিত ঐ বৃত্তিসমূহকে আত্মার সহিত একীকৃত করিয়া চিদ্রূপের ঐক্যসত্তা সংস্থাপন করিলেন। এবং প্রাণবায়ুর নিরোধপূর্ব্বক সমান ও সরলভাবে উন্নতগ্রীব হইয়া তালুমূললগ্ন কণ্ঠবিবরে জিহ্বামূল প্রবেশিত করিয়া উন্নতবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১—১৫। তাঁহার মন ও দৃষ্টি তখন বাহিরে, অন্তরে, অধোদেশে, ঊর্দ্ধদেশে, রূপরসাদিবিষয়ে বা শূন্যে কুত্রাপি সংযোজিত ছিল না, তিনি দন্ত দ্বারা দন্ত অস্পর্শপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাণাদি বায়ুপ্রবাহের সংরোধ-হেতু দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যশূন্য, চিদ্রূপী ব্রহ্মানন্দের অনু-ভবহেতু রোমাঞ্চিত শরীর ও নির্ম্মলমুখকান্তি-বিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণের একদেশীভূত বৃত্তিবিশেষে প্রতিবিম্বিত পরিচ্ছিন্ন চিৎ ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা উপাধীভূত নিজের বৃত্তিবিশেষের অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা বিস্তৃত চিৎসামান্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; পরে বিস্তৃত চিৎসামান্যের অনুসন্ধান অভ্যাস করিয়া উদ্দালক হৃদয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দস্পন্দ প্রাপ্ত হইলেন। নিরতিশয় আনন্দ আস্বাদন করিতে করিতে চিৎসামান্যদশায় লয় হইলে, তিনি অত্যন্ত বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তাসামান্য প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একেবারে বিক্ষেপ-আবরণ-পরিশূন্য হইয়া তিনি পরম-বিশ্রান্তি পাইলেন, তৎকালে অনুপম পরমানন্দে প্রসন্নতম তাঁহার মুখকান্তি পরমসৌন্দর্য্য ধারণ করিল। ১৬—২০। তখন আনন্দ প্রাপ্তিনিবন্ধন তাঁহার রোমাঞ্চ হইল না, তাঁহার মদনাদিজনিত সংসারভ্রান্তি একেবারে চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল, তিনি নির্ম্মলপদ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্বগুণ-সম্পন্ন সেই উদ্দালক পঞ্চদশকলাপূর্ণ শারদশশধরের সমান হইয়া চিত্রার্পিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। শরৎকালের অবসানে (হেমন্তকালে) বিমল দিবাকরকিরণে বৃক্ষরস যেমন উপশান্ত হইতে থাকে, সেইরূপ জন্মদশাতিবর্ত্তী (পুনর্জন্মজয়ী) ঐ উদ্দালক কতিপয় দিবসের মধ্যেই শনৈঃ শনৈঃ বিমল স্বাত্মপদে উপশান্ত হইলেন। তিনি মলসহিত নিখিল-উপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত সকল বিকল্পপরিশূন্য ও নির্ব্বিকার হইয়া অভিরাম শ্রীধারণপূর্ব্বক যেস্থান হইতে হিরণ্যগর্ভপদ পর্য্যন্ত বিষয়সুখ বিগলিত হইয়াছে, সেই অনির্ব্বচনীয় পরমসুখময় পদ প্রাপ্ত হইলেন; সেই পরমসুখে ইন্দ্ররাজ্য-সম্পদ্, সাগরে ভাসমান তৃণের ন্যায় প্রতীয়-মান হয়। অনন্তর ঐ উদ্দালক ব্রাহ্মণ বাক্পথাতীত অনন্ত, সত্য, আনন্দপ্রচুর, পরমসুখরূপে পরিণত হইলেন। ঐ সুখ অমিত আকাশব্যাপী দিক্সমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, উহা সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুতে পূর্ণ; ঐ সুখের অভ্যন্তরেই নিখিল-জগৎ বিদ্য-মান; ঐ পরমসুখ বহুজন্ম শুভাদৃষ্টে লব্ধ হওয়া যায়। ২১—২৫। ঐ ব্রাহ্মণের চিত্ত এইরূপে নির্ম্মল আদ্যপদ প্রাপ্ত হইলে, উঁহার শরীর সেই স্থানে উপবিষ্টভাবে অবস্থিত থাকিয়াই ছয়মাসে রবি-কিরণে শোষিত হইয়া গেল; ঐ গুহাভ্যন্তরপ্রবাহী মারুতের আঘাত-জনিত শব্দে ক্বণিত হওয়াতে, সেই শৈলের বৃক্ষরূপ বাহু দ্বারা বাদ্যমান শিরাতন্ত্রীযুক্ত বীণার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর ছয় মাস অতীত হইলে নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া পিঙ্গলকেশী ব্রাহ্মীপ্রভৃতি মাতৃগণ সর্ব্বত-জয়াসমভিব্যাহারে একত্র হইয়া কোন ভক্তের অভিমত ফলসিদ্ধির নিমিত্ত, অনল-শিখা যেমন প্রজ্বাল্যমান অনলের সমীপে উপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই পর্ব্বতপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে সেই মাতৃগণের মধ্যে নব-নব বেশবৈচিত্র্যময়ী সকল বিবুধবন্দনীয়া, দেবগণপূজনীয়া, খিঙ্খিণীনাম্নী এক চামুণ্ডা রবিকর-শুষ্ক সেই উদ্দালকদেহ লইয়া শিরোধৃত খড়্গ-খট্টাঙ্গভূষণের মধ্যবর্ত্তী কিরীটের অগ্রভাগে ভূষণরূপে ধারণ করিলেন। এইরূপে উদ্দালকের সেই কুৎসিত শুষ্ক-দেহ মেঘখণ্ডোপম ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত মন্দারমালাবেষ্টিত অগ্রদেশে পুষ্পপটল-শোভী ভগবতী খিঙ্খিণীদেবীর শিরোভূষণমাল্যে লতাজালে ভৃঙ্গবৎ সংলগ্ন হইয়া বেণীর ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে বিলম্বমান হইয়া রহিল। সমুদয় দৃশ্যবস্তুর বিবেকে স্ফুরিত আত্মানন্দ যাহার বিকাশী কুসুমস্বরূপ, উক্তপ্রকার উদ্দালকের বিদেহমুক্তিপ্রাপ্তি-বৃত্তান্তের সমালোচনারূপ বল্লী যাহার হৃদয়কাননে উদ্ভূত হইয়া উত্তরোত্তর ভূমিকারোহণ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ত্রিতাপভাস্করতাপিত এই লোকব্যবহারকান্তারে সঞ্চরণ করিলেও সত্যশান্ত্যাদি-গুণরাশিতে শীতল সহজ সন্তোষরূপ ছায়ালাভে কখন বিমুখ হয় না, অধিকাংশই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তি ফলের সহিত [illegible]ত হইয়া যায়। ২৬—৩০।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে পদ্মপলাশলোচন রাম! তুমিও এইরূপে স্বয়ং আত্মবিচারপূর্ব্বক বিহার করত অবশেষে বিতত-পদে বিশ্রান্তি লাভ কর। যতদিন সমস্ত দৃশ্যপদার্থের ক্ষয়াভ্যাস দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত না হওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রশ্রবণ, পদার্থতত্ত্ববিচার, গুরূপদেশ ও চিত্তশোধনপূর্ব্বক আত্মবিচার করিতে হয়। বৈরাগ্যের অভ্যাস, শাস্ত্রার্থবিচার, নিজ নির্ম্মল বুদ্ধি ও গুরূপদেশের সাহায্যে অথবা একমাত্র স্বীয় প্রজ্ঞার (বুদ্ধির) সাহায্যে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একমাত্র কলঙ্কবর্জ্জিত প্রবোধবিশিষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধিই অন্য উপায়ের সাহায্য

ব্যতিরেকে শাশ্বত ব্রহ্মপদ প্রদান করিতে সমর্থ। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্‌! হে ভূতগণের মঙ্গলপ্রদ ঈশ! কেহ কেহ প্রবুদ্ধ ও ব্যবহারী হইলেও যেন সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া বিশ্রান্ত থাকেন, আবার কেহ নিভৃতপ্রদেশে গিয়া সমাধিনিরত হইয়া অবস্থিত থাকেন, ভগবন্‌! এতদুভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ইহা আমাকে বলুন। ১—৬। বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই গুণসমূহকে যে ব্যক্তি অনাত্মরূপে দর্শন করে, তাহার অন্তঃকরণে যে শীতলতা (পূর্ণকামতা—কামনাশূন্যতা) বিদ্যমান, তাহাকেই সমাধি বলে। মন থাকিলে দৃশ্যপদার্থের সহিত (বিক্ষেপের হেতু) সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে; কিন্তু আমার সে মন নাই, ইহা নিশ্চয় করিয়া কেহ অন্তঃশীতল থাকে; সুতরাং কেহ ব্যবহারী হয়, কেহ বা ধ্যানমগ্ন থাকে। হে রাম! এই ব্যবহারী ও ধ্যানমগ্ন, উভয় ব্যক্তিই অন্তঃশীতল, এজন্য সমান সুখী, অন্তঃকরণের শীতলতাসাধনই অনন্ত তপস্যার ফল। সমাধিমগ্ন-ব্যক্তির মন যদি বিষয়বৃত্তিতে চঞ্চল হয়, তাহা হইলে তাহার সে সমাধি উন্মত্ততাণ্ডবের সমান। ৭—১০। যাহার বাসনা ক্ষীণ হইয়াছে, সে যদি উন্মত্তব্যক্তির ন্যায় নৃত্য করে, তাহা হইলে তাহার ঐ উন্মত্তচেষ্টা প্রবুদ্ধ-সমাহিত-ব্যক্তির সমান। প্রবুদ্ধ হইয়া ব্যবহারী ও প্রবুদ্ধ হইয়া বনবাসী অর্থাৎ সমাহিত, এই উভয়ই সমান, যে হেতু, ইহারা দুই জনেই সর্ব্বসংশয়োচ্ছেদী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন দূরগতচিত্ত (অন্যমনস্ক) ব্যক্তি কথা শ্রবণ করিলেও (তাহাতে মন না থাকায়) তচ্ছ্রবণক্রিয়ার সে কর্ত্তা হয় না। সেইরূপ ক্ষীণবাসনা (চতুর্থাদি ভূমিকায়) চিত্ত কার্য্য-কারী হইলেও তত্তৎকার্য্যের অকর্ত্তা; যেমন স্বপ্নাবস্থায় নিস্পন্দ-শরীর শ্বভ্র হইতে পতন ও তথায় অবস্থিতির কর্ত্তা হয়, সেইরূপ যে চিত্তে প্রঘন (প্রচুর) বাসনা থাকে, সে চিত্ত কার্য্য না করিলেও যেন কর্ত্তা হয়। চিত্তের যে অকর্ত্তৃতা (কোন বাহ্যক্রিয়া না করা) তুমি জানিবে, তাহাই উত্তম সমাধি; তাহাই কেবলী-ভাব (মুক্তি) ও তাঁহাই শুভময়ী পরম নির্ব্বৃতি (সুখলাভ)। ১১—১৫। চিত্ত চলাচলভাবে ধ্যান ও অধ্যান উভয়েরই পরম কারণ হয় অর্থাৎ চিত্ত অচল হইলে ধ্যানকারণ হয়, চঞ্চল হইলে হয় না, সেই কারণেই ধ্যান করিতে হইলে চিত্তকে অঙ্কুরশূন্য (নিশ্চল) করিতে হইবে। বাসনাবিহীন মনকে নিশ্চল বলে, মনের ঐ অবস্থাই মনের ধ্যান, উহাকেই কেবলীভাব কহে এবং সর্ব্বদা শান্তভাবও ঐ মনের বাসনা বিহীনতা (বাসনা-ক্ষয়) আরম্ভ হইলে মন উচ্চপদে উত্থিত হইতেছে বলা যায়, একেবারে যখন বাসনাক্ষয় হয়, সেই সময়ে মন অকর্ত্তৃপদ প্রাপ্ত হয়, বাসনাবশীভূত থাকিলে চিত্ত কর্ত্তৃত্বভাগী হইয়া সর্ব্ব দুঃখ প্রদান করে, অতএব বাসনা ক্ষীণ করা নিতান্ত আবশ্যক। যাহাতে জগতে ও দেহাদি দৃশ্যপদার্থে "অহং মমতা" প্রশান্ত হইয়া যায়, শোক-ভয়াদি কিছুই থাকে না এবং যে উপায়ে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই উপায়কে সমাধি কহে। ১৬—২০। হে রাম! তুমি সমুদয় দৃশ্যপদার্থে "অহং" "মমতার" অধ্যাস (আমি আমার ইত্যাকার আরোপ) পরিত্যাগ করিয়া গিরিকন্দরে সমাহিতই হও বা গৃহমধ্যে ব্যবহারীই হও, যাহা ইচ্ছা সেইরূপেই অবস্থান করিতে পার। যাহাদিগের অহন্তাকলারূপ দোষ প্রশান্ত হইয়াছে, তাদৃশ সুসমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ গৃহস্থ হইলে গৃহই তাহাদিগের বিজন অরণ্যভূমি বলিয়া বোধ হইবে। যাহারা প্রত্যাগাত্মায় অবস্থিত ও সুসমাহিতমনা হইয়াছে, আকাশাদি মহাভূতের ন্যায় তাহা-দিগের অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান বলিয়া বোধ হইবে। হে রাজ-নন্দন! যাহার চিত্ত-মহামেঘ প্রশান্ত হইয়াছে, তাহার নিকটে লোকসমূহরূপ বহ্নিজ্বালায় ভীষণ-নগরও শূন্য অরণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে অরিন্দম! যে ব্যক্তি রাগাদিবৃত্তিযুক্তচিত্তে উন্মত্ত, তাহার নিকটে বিজন কাননও লোকসমূহপূর্ণ নগর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ২১—২৫। সমাধিব্যুত্থিত-চিত্ত রাগাদি বিক্ষিপ্ত হইলে নানাবিধ বিষয়ভ্রমের বীজভূত সুষুপ্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; রাগাদি বাসনা একেবারে শান্ত হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। যিনি আত্মাকে (আপনাকে) সর্ব্ববিধ দৃশ্যপদার্থের অতীত বা সর্ব্বদৃশ্যময় নিরীক্ষণ করেন, তিনিই সমাহিত। যাহার রাগ-দ্বেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্তরে যিনি বিরাট্‌ আকৃতি ধারণ করিয়াছেন; সমুদয় ভাব যাঁহার নিকটে সমান, তিনিই সমাহিত। হে নরনাথ! সেই সমাহিত ব্যক্তির মন, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় দশাতেই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সৎস্বরূপ আত্মায় সৎস্বরূপে অবলোকন করে, জগৎকে সৎ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া দর্শন করে না। যেমন বিপণিমধ্যে সমবেত লোকসমূহ স্ব স্ব ক্রয়বিক্রয়কার্য্যসাধন করিতেছে (১) এমন সময়ে তথায় উপস্থিত উদাসীন ব্যক্তি তাহা-দের নিকট কোন উপকার প্রাপ্ত না হইলে সেই স্থানে লোক নাই মনে করে, অর্থাৎ তথায় লোক থাকিলেও তাহার অনুপকারী বলিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে অসৎপ্রায় মনে করে, সেইরূপ তত্ত্ববিদের নিকট জনবহুল গ্রামও (তত্রত্য লোকসমুদয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায়) বিজন অরণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ২৬—৩০। সর্ব্বদা অন্তর্মুখমনা (অর্থাৎ যাহার মন কেবল একমাত্র ব্রহ্ম-ভাবনায় মগ্ন) যোগী সুপ্ত থাকুন, জাগরিত থাকুন বা গমনকারী হউন, সকল সময়েই নগর, গ্রাম, দেশ তাঁহার নিকটে অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বদা অন্তর্মুখে অবস্থিত (পরব্রহ্মভাবনাপর) ব্যক্তির সর্ব্বথা অনুপযোগী বলিয়া এই জীবসঙ্কুল, নিখিল-জগৎ তাঁহার নিকটে আকাশভাব ধারণ করে অর্থাৎ তিনি সমস্ত আকাশ দর্শন করেন। অন্তঃশীতলতা লাভ করিলে বিজ্বর মানবের ন্যায় তত্ত্বদর্শীর নিকটে যাবজ্জীবন এই জগৎ শীতল বলিয়া বোধ হয়। যাহাদিগের অন্তঃকরণ তৃষ্ণাসন্তপ্ত, তাহাদিগের নিকট জগৎ দাবানলদহ্যমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নিখিল জন্তুর অন্তঃ-করণে যাহা বিদ্যমান, তাঁহা তাহাদের বাহিরে যেন অবস্থান করে, স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী, দিঙ্মণ্ডল,—অন্তঃকরণে বিদ্যমান ঐ সমুদয় তাহাদিগের নিকট বহির্ব্বিভক্ত বলিয়া বোধ হয়। ৩১—৩৫। বটবৃক্ষের মধ্যে বটবীজের ন্যায় সদা আত্মার অভ্যন্তরে যাহা বিদ্যমান, তাহা তাহাদিগের নিকটে দিবা-করের উদয়ে পঙ্কজ-সৌরভবৎ বাহিরে বিকাশিত বোধ হয়। ফলতঃ বাহিরে বা অন্তরে কিছুই বিদ্যমান নাই; প্রাক্তন বাসনাবলে যাহা কল্পিত হয়, আত্মতত্ত্বই তদাকারে প্রকা-শিত হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বরূপ আন্তরবস্তুই বহি-র্ব্বিকাশী সৌরভে পুটিকামধ্যস্থিত কর্পূরের ন্যায় বাহ্যজগদ্রূপে

(১) মূলে—বহিরন্তেঽপ্যসৎসমাঃ পাঠ আছে; টীকাকারের অনুরোধে "বিহরন্তোঽপ্যসৎসমাঃ" এই পাঠ কল্পনা করিয়া অনু-দিত হইল; মূলপাঠে অর্থ সঙ্গতি নাই।

প্রকাশিত হইতেছে ও উপাধির অনুসারে বিভিন্নরূপে বিকাশিত হইতেছে। এক আত্মাই জগদ্রূপে, অহংরূপে, বাহ্যরূপে ও আন্তররূপে স্ফারীভাব ধারণ করিতেছেন অর্থাৎ প্রকাশিত হইতেছেন। চক্ষুরাদির অদৃশ্য যে অহঙ্কারাদিরূপ, তাহা অসৎ নহে। এবং চক্ষুরাদিদৃশ্য বাহ্যস্থূলরূপও সৎ নহে, কিন্তু আত্মা উক্ত উভয়ানুস্যূত সন্মাত্র স্বরূপ (তিনিই মাত্র সৎ)। এই আত্মা আন্তর-স্বচিত্তকেই পূর্ব্বপূর্ব্ববাসনানুসারে বহিঃস্থিত চক্ষুরাদি দ্বারা বাহ্য জগদাকারে এবং অন্তঃস্থিত জাগ্রদ্বাসনাদি দ্বারা হৃদয়মধ্যে স্বপ্নরাজ্যাদিরূপে দর্শন করেন। ৩৬—৪০। বাহ্য আভ্যন্তর উভয়বিধ জগৎই উভয়ে অনুস্যূত, সৎস্বরূপ আত্মা হইতে পৃথক্কৃত হইলে উহা অসৎ হইয়া যায় অর্থাৎ কিছুই থাকে না, পৃথক্কৃত না হইলে অর্থাৎ অহন্তাবাদি-বহুভেদবিদ্যমানে ঐ সমস্তের অভাব অনুভূত হয়; তাহা হইলে ঐ কাল্পনিক অভাবপ্রযুক্তও আবার যথেষ্ট ভীতি উপস্থিত হইতে পারে অর্থাৎ তৎকালে উক্ত কাল্পনিক-অভাব হেতু আধিপীড়িত জীবের নিকটে স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী, দিক্ প্রভৃতি সমুদয় ও তদ্দৃষ্টিতে বিদ্যমান বস্তু ত্রিতাপজ্বালা প্রজ্বলিত প্রলয়কাল হইয়া দাঁড়ায়। আর যিনি একমাত্র সৎ আত্মদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাতে রতিমান্ হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদন করিলেও শোক-হর্ষের বশীভূত হন না অর্থাৎ কাল্পনিক দৃশ্যের কাল্পনিক অভাবপ্রযুক্ত শোক ও তাহার পুনঃ কল্পনায় প্রাপ্তিনিবন্ধন হর্ষপ্রাপ্ত হন না। ঈদৃশ ব্যক্তিই সমাহিতশব্দে অভিহিত। যিনি সর্ব্বব্যাপী একমাত্র আত্মদর্শনপূর্ব্বক উপশান্তবুদ্ধিতে অবস্থিত হন এবং শোক বা চিন্তা কিছুই করেন না, তিনিই সমাহিত। যিনি জাগতী-গতির পূর্ব্বাপর সমস্ত দৃষ্টিপূর্ব্বক (মিথ্যাবোধে) উক্ত দৃষ্টিকে উপহাস করেন, তিনিই প্রকৃত সমাহিতপদবাচ্য। ৪১—৪৫। জগৎ ও অহম্ভাব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ প্রত্যক্ স্বভাব আমাতে বিদ্যমান, কিংবা শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মস্বভাবে বিদ্যমান? ইহার সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, ঐ জগৎ ও অহম্ভাব আমাতে বিদ্যমান নহে, কারণ, আমি দৃষ্টিস্বরূপ, উহা দৃশ্যস্বরূপ, দৃষ্টি দৃশ্যের আশ্রয় হইতে পারে না। এবং উহা সর্ব্বত্র পরব্রহ্মেও বিদ্যমান নহে; কারণ, তিনি অসঙ্গ, অদ্বয় ও সর্ব্বত্র সম; তাঁহাতে ঈদৃশ বৈষম্য কিরূপে সম্ভবে? যেমন প্রচণ্ড সৌরাতপসন্তির তরঙ্গমালায় উত্তপ্ত গলিত রজতবৎ পুঞ্জীভূত কান্তি দূর হইতে দৃষ্ট হয়, নিকটে গেলে কিছুই দৃষ্ট হয় না, এই অহম্ভাব ও জগৎও সেইরূপ দূর হইতে দৃষ্ট হয়, যাহারা আত্মসমীপে উপস্থিত হইতে পারিয়াছে, তাহাদের চক্ষে এসব কিছুই নাই। যাহার অন্তরে 'তুমি আমি' ভাব নাই, যাহার জগদ্বিভাগকারী মন নাই, তাহার নিকটে চেতন-অচেতন কল্পনাও নাই; তাহার নিকটে একমাত্র সর্ব্বময় আত্মা বিদ্যমান, অন্য কিছুই নাই। তাদৃশ ব্যক্তি আকাশের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাব, তিনি যথাযথ বাহ্যকার্য্য সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু হর্ষ বা ক্রোধ বিকারের কারণ উপস্থিত হইলে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ সমভাবে অবস্থান করেন, সর্ব্বদাই তাঁহার শান্তভাব বিরাজমান, কোন বিকারই নাই। যিনি স্বভাবতঃই সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ ও পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ দর্শন করেন;—ভয়ে নহে, তিনিই প্রকৃত দর্শন করেন। মূঢ় ব্যক্তি সামান্য বরাটিকামাত্রই হউক্ আর হিরণ্যগর্ভের মহান্ ঐশ্বর্য্যই হউক্ তৎসমুদয় অসৎরূপে (মিথ্যারূপে) দর্শন করে না, এবং তত্তদৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠানভূত সদ্রূপের অনুভব করিতে পারাতে প্রকৃত সদ্রূপেও দর্শন করিতে পারে না; কিন্তু তত্ত্ববিৎ তাহা পারেন, অর্থাৎ তিনি সমস্ত সমভাবে দর্শন করেন, তাঁহার নিকট ইহা সৎ ইহা অসৎ এইরূপ বিভেদ নাই। ৪৬—৫০। যাঁহারা এইরূপ সমদর্শিতা লাভ করিয়া মহাসত্ত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকুন্ অথবা গমন করুন, পুত্রাদি বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হউন্, অভ্যুদয় প্রাপ্ত না হউন্ অথবা উত্তম-ভোগজাত-পূর্ণ জনাকীর্ণ ভবনে অবস্থান করুন্, কিংবা নিখিল-ভোগবিসর্জ্জিত হইয়া নিবিড় কাননে অবস্থিত হউন্, প্রবলকামসন্তপ্ত ও পানাসক্ত হইয়া নৃত্য করুন্, অথবা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভূধরে অবস্থান করুন্, চন্দন, অগুরু ও কর্পূর গাত্রে লেপন করুন্, অথবা প্রজ্বলিত-জ্বালা-ভীষণ অনলে পতিত হউন্, মহাপাপ করুন্, বা বহুল পুণ্যসঞ্চয় করুন্; সদ্যোমৃত হউন্ কিংবা আপ্রলয় জীবিত অবস্থায় অবস্থান করুন্, ইহাঁর পক্ষে এই সমস্তই একরূপ। মহাসুখেও ইহাঁর কোনরূপ সুখানুভব নাই, মহাদুঃখেও ইহাঁর কোনরূপ দুঃখানুভব হয় না, কেন না, ভোগৈশ্বর্য্যসুখে ও মরণাদি-মহাদুঃখে বিকারী দেহ মনঃ প্রভৃতি ইনি নহেন, সুতরাং ঐ সমস্ত-কার্য্য উহাঁর দ্বারা কৃত হইলেও কৃত হয় না। সুবর্ণ যেমন পঙ্কমগ্ন হইলেও তাহা কলঙ্কলিপ্ত হয় না অর্থাৎ জলে ধৌত করিলেই যে সুবর্ণ, সেই সুবর্ণ থাকে, সেইরূপ ঐ সমদর্শীর কিছুতেই কলঙ্ক নাই। ৫১—৫৬। অহম্ভাব ও ত্বম্ভাবাপন্ন (আমি, তুমি ভাবাপন্ন) ব্যক্তিই শাস্ত্রের অননুমোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-নিবন্ধন কলঙ্কিত বাসনারূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও তদাধার দেহের ভোগ্য শব্দাদিবিষয়ে কলঙ্কিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কুকর্ম্ম কুৎসিত জ্ঞান-নিবন্ধন কলঙ্ক লেপ 'আমি তুমি' ভাবাপন্ন ব্যক্তিরই হয়। ফলতঃ উক্তরূপ কুৎসিত জ্ঞান, কুবিষয়সেবনও শুক্তিকায় রজতবুদ্ধিবৎ ভ্রমমাত্র। যথার্থসত্যের জ্ঞানলাভ হইলে যখন সমুদয় বাহ্য ও আভ্যন্তর ভ্রম-বস্তু-বিদূরিত হয়, তখনই স্বস্বভাবে অবস্থিতচিত্তের উক্তরূপ কলঙ্ক (মিথ্যাজ্ঞানে বাধিত হওয়ায়) আপনিই প্রশান্ত হইয়া যায়। অহম্ভাবের অধ্যাসে উৎপন্ন বাসনারূপ অনর্থের উদ্বোধহেতু চিন্ময় পুরুষের কাল্পনিক জন্মলাভে বিচিত্র সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হইলে সর্প নাই বলিয়া যেমন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়, সেইরূপ অহম্ভাবের নিবৃত্তিতে অন্তরে নিখিলদুঃখজনিত বিষমতা দূরীভূত হওয়াতে সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়। লোকে যে কার্য্য করে, যাহা ভোজন করে, যাহা দান করে, ও যাহা হোম করে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির তৎসমুদয় কিছুই নাই, তিনি ঐ সমস্ত ক্রিয়া করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন, কারণ তাঁহার কর্ম্মকরণেও কোন ফল নাই, না করাতেও কোন ফল নাই। তিনি যথার্থ আত্মভাব অবগত থাকাতে পরমাত্মাতেই অবস্থিত, যেমন পাষাণ হইতে লতামঞ্জরী উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ তাঁহাতে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না, যদি কখন পূর্ব্বপূর্ব্ব বাসনার অভ্যাসনিবন্ধন যে যে ইচ্ছা উদিত হয়, জলের তরঙ্গবৎ আত্মাতেই সেই সেই ইচ্ছা অবস্থিত। ঐ তত্ত্ববিৎ নিজেই সমুদয় বাহ্যপ্রপঞ্চস্বরূপ, তিনিই অখণ্ড—এই সমস্ত জগৎস্বরূপ, ইহাতে কোনরূপ বিভাগ নাই, তিনিই পুরুষদিগের পরম পবিত্রতাকর সৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তিনিই প্রকৃত সৎ, আর কিছুই নাই। ৫৭—৬৪।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আত্মা স্বপ্রকাশ তৈক্ষ্ণ (যাহার তীক্ষ্ণতা আপনিই প্রকাশ হয়, তাদৃশ) মরিচস্বরূপ, আত্মার চিন্তাব হইতে উক্ত আত্মমরিচের যে তৈক্ষ্ণ্যপ্রকাশ জ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম-স্বভাবে তৎস্থানীয় অহন্তাবত্ত্বাবাদিরূপ ও ঘটকুড্যাদিরূপ এবং তদাধার দেশকালাদিরূপ জগদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই-রূপই আত্মলবণের অন্তরে চিন্তাবশে যে লবণজ্ঞান, তাহাই অহ-স্তাবাদি ও দেশকালাদি ভেদে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্ম-রূপী ইক্ষুর অন্তরে চিন্তাবনিবন্ধন স্বতঃই যে মাধুর্য্যজ্ঞান, তাহাই অহন্তাবাদি জগত্তত্ত্বরূপে বিজৃম্ভিত হইতেছে। আত্মপাষাণের মধ্যে স্বতঃই চিন্তাবনিবন্ধন যে কাঠিন্যসংবিৎ, তাহাই অহন্তাবাদি-ভেদ ও দেশকালাদিভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আত্মশৈলের অন্তরে চিত্তনিবন্ধন স্বতঃই যে গুরুত্বানুভব, তাহাই অহন্তাবাদি ও জগ-দাদি-আকারে অভিব্যক্ত হইতেছে। আত্মসলিলের অভ্যন্তরে চিতির স্বতঃই যে দ্রবত্বরূপে স্ফূর্ত্তি, সেই দ্রবভাবপ্রকাশই অহন্তা-বাদি-ভেদে তদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১—৬। আত্মবৃক্ষের স্বতঃই চিন্তাবনিবন্ধন যে শাখাদিজ্ঞান, তাহাই অহন্তাবাদি জগদা-কারে স্ফুরিত হইতেছে। আত্মাকাশের মধ্যে চিন্ময়ত্বনিবন্ধন যে শূন্যত্বজ্ঞান, তাহাই অহন্তাবাদিভেদ ও ভুবনাদিভেদরূপে ভাবনা। আত্মগগনের অভ্যন্তরে চিত্বহেতু যে ছিদ্রতাজ্ঞান, তাহাই অহন্তা-বাদি ও শরীরাদিভেদে প্রকাশিত হইতেছে। আত্মভিত্তির অভ্য-ন্তরে চিন্ময়ত্বনিবন্ধন গাঢ় যে নিবিড়ত্বজ্ঞান, তাহাই অহন্তাবাদি-ভেদে যেন চিত্তের বহির্ভাগে অবস্থিত। ৭—১০। চিন্ময়ত্বনিবন্ধন আত্মসত্তার স্বতঃই যে একমাত্র সত্তাজ্ঞান, তাহাই যেন অহন্তা-বাদিভেদ ও আভাসচৈতন্যরূপে অবস্থিত হইতেছে। আত্ম-প্রকাশের অন্তরে স্বতঃই যে প্রকাশভাব উদিত আছে, তাহাই অহন্তাবাদি, উহাই জীবভাবাপন্ন হইয়া সামান্য চিন্তাবকে বৃত্তি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আভাসচৈতন্যের অনুগামীরূপে কল্পনা করিয়া থাকে। আত্মচন্দ্রের অন্তরে চিদ্রূপী যে সুধা বিদ্যমান, উহাই স্বপ্রকাশরূপে অহন্তাবাদির অনুভূতিমান্ হইয়া থাকে, অহন্তা-বাদি পৃথক্ আবির্ভূত হয় না। পরমাত্মরূপ গুড়ের অন্তরে চিন্তাব-নিবন্ধন যে আস্বাদ প্রকাশ, তাহাই তিনি স্বাত্মাতে স্বতঃই অহন্তা-বাদিরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন। পরমাত্মমণির অন্তরে স্বয়ংই যে দীপ্তিপ্রকাশ, উহাই চেতনারূপী স্বরূপে অহন্তাবাদির জ্ঞান করিয়া থাকে। ১১—১৫। ফলতঃ আত্মা কিছুই জানিতেছেন না, কারণ, জ্ঞেয়বিষয় একবারে অসম্ভবনীয়, যখন জ্ঞেয় নাই, তখন কি জানিবেন এবং আস্বাদনীয় বিষয়ের অসত্ত্বহেতু কিছুই আস্বাদনও করিতেছেন না। চেত্যবিষয়ের অসত্ত্বহেতু তিনি কিছুই চেতিত করিতেছেন না এবং বেদ্য (লব্ধব্য) বিষয়ের অসত্ত্বহেতু তিনি কিছুই লাভ করিতেছেন না। উহাঁর আভা-সিত জগদাকার নিতান্তই অসৎ। ঐ আত্মা অনন্ত, পূর্ণস্বভাব, সর্ব্বদা নিবিড় মহাশৈলবৎ আত্মাতেই অবস্থিত। হে রঘুনন্দন! এই বাক্যভঙ্গীতে আমি তোমাকে অহন্তাবাদি ও জগত্তাবাদির ভেদ যে নাই, ইহাই দেখাইলাম। চিত্তও নাই, চেতয়িতাও নাই, জগত্তাবাদিভ্রমও নাই, কেবল বর্ষাবসানে মূক জলধরবৎ স্বচ্ছ, সিত, শান্ত, ব্রহ্মই অবস্থিত। ১৬—২০। যেমন সলিল দ্রবত্বনিবন্ধন সলিলে আবর্ত্তাদিবিকারভাব ধারণ করে, সেইরূপ মায়াবী সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই স্বকীয় মায়াবৃত জ্ঞপ্তিরূপ আত্মাতে জীব-ভাব ও জগদ্ভাব ধারণ করিতেছেন। জলে যেমন দ্রবত্ব ও বায়ুতে যেমন স্পন্দ বিদ্যমান, তদ্রূপ যথাযথ জ্ঞপ্তিমাত্ররূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে এই অহন্তাব ও দেশকালাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আপনার ঈশ্বরভাবে অনাবরণ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বৃদ্ধিনিবন্ধন কেবল নিরতিশয় আনন্দরূপ স্বরূপজ্ঞানই জানিতেছেন; অহঙ্কারা-ত্মক স্থূলদেহরূপ-জীবভাবে তিনি জীবনের হেতুস্বরূপ প্রাণকরণ বিষয়সম্বন্ধের অধ্যাসেই, জীবাদিরূপ আত্মা এইরূপ জ্ঞান করিতে ছেন, উক্ত জ্ঞান তাঁহার তাত্ত্বিক নহে। অজ্ঞ জীবের যাদৃশ-বাসনায় যেরূপ বিষয়াস্বাদে যেরূপ তৃপ্তি হয় এবং অনন্ত আত্ম-স্বরূপে যাদৃশ বৈচিত্র্য অনুভব করে, পরমেশ্বরও তাঁহার বাসনাদির অনুসারে তাদৃশাকারে বিবর্ত্তিত হন। যখন এই অজ্ঞ জীব (অধ্যাত্মশাস্ত্রালোচনা ও গুরূপদেশে) এই জগতের অধিষ্ঠানসন্মাত্র রূপতা সার (পরমার্থ স্থিতি) বলিয়া জানিতে পারে এবং তাদৃশ আত্মানন্দই নিখিল-জীবের জীবনস্বরূপ, ইহা অবগত হইতে পারে, তখনই তাহার নিকটে ভোগ্য ও ভোক্তার অধিষ্ঠানদ্বয় চিৎস্বরূপ, ইহা প্রতীত হয়, তাহা হইলে সে জীব ও ঈশ্বরে যে একেবারে প্রভেদ নাই, ইহা জানিতে পারে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যেমন নিবৃত্ত হয়, তেমনি ঈশ্বর ও তুরীয়ব্রহ্মের ভেদও ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন একমাত্র অখণ্ড শান্ত পরব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন, ইহাই জানিবে। এই সমস্ত জগৎই পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, আনন্দৈক-রস, চেত্যবিষয় ও স্বব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মবিহীন, প্রশান্ত, এক-মাত্র ব্রহ্ম। বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম ব্যতীত কস্মিন্‌কালেও অপর কিছুরই সত্তা নাই, "সমস্তই প্রশান্ত একমাত্র ব্রহ্ম বিদ্যমান" ইত্যাদি বাক্য কেবল উক্ত অখণ্ড ব্রহ্মের অবগতির নিমিত্ত, অন্য কোন প্রয়োজন নাই; যাহা একেবারে নাই, তাহা আবার প্রশান্ত কিরূপে হইবে? সুতরাং উক্ত বাক্যও মিথ্যা বলিতে হইবে; একমাত্র ওঙ্কারস্বরূপ পরব্রহ্মই নিত্য বিদ্যমান। ২১—২৭।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে (সমুদয় প্রশান্ত ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে) একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া-ছেন, সেই ইতিহাস অর্থাৎ কিরাতপতি সুরঘুর বিস্ময়াবহ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয় পর্ব্বতের একটী শিখরের নাম কৈলাস, উত্তরদিকের মধ্যে ঐ স্থানটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শুভ্রতম। ঐ পর্ব্বতকে দেখিলে বোধ হয় যেন, ভূগর্ভ হইতে বিনিঃসৃত কর্পূর-রাশি একত্র পুঞ্জীভূত রহিয়াছে, অথবা ঐ পর্ব্বতবাসী সুধাংশু-শেখরের যে অট্টহাস্য ও যেন শুভ্রতম সুধাংশু কিরণপুঞ্জ পুঞ্জীভূত রহিয়াছে কিংবা শৈলস্থিত হস্তিসমূহের মস্তক হইতে বিগলিত মুক্তারাশির একত্র সন্নিবেশ হইয়াছে। ক্ষীরোদসাগর যেমন বিষ্ণুর গৃহ, স্বর্গপুরী যেমন ইন্দ্রের আলয়, বিষ্ণুর নাভিকমল যেমন ব্রহ্মার ভবন, তদ্রূপ ঐ পর্ব্বতই শশিশেখরের বাসস্থান। স্থানে স্থানে রুদ্রাক্ষবৃক্ষে বিলসমান, রত্নশলাকা গ্রথিত, অপ্সরাদিগের ক্রীড়া-দোলায় সেই পর্ব্বত, সাগররত্নসমন্বিত তরঙ্গমালায় সাগরের ন্যায় শোভমান হইয়া থাকে। ১—৫। সেই কৈলাস পর্ব্বতে বিরহ-

শোকবিহীন বিলাসী প্রমথগণ (১) সতত কামতবিলাসিনীদিগের পদাহত হইয়া অশোক তরুর ন্যায় প্রফুল্ল (হৃষ্ট অপরপক্ষে বিকসিত) হইতেছে। ভগবান্ শঙ্কর সেই পর্ব্বতের যে যে দিকে সঞ্চরণ করেন, সেই সেই দিকের চন্দ্রকান্তমণি হইতে অজস্র সলিল প্রবাহনির্গত হইতে থাকে (২) যে স্থানে তাঁহার গতিবিধি, তথায় ঐরূপ জলনির্গম হয় না। ঐ পর্ব্বত লতা, বৃক্ষ, গুল্ম, বাপী, হ্রদ, (৩) নদ, নদী, মৃগ, পশু ও অন্যান্য জন্তুগণে পরিপূর্ণ, যেন একটা ব্রহ্মাণ্ড। বটতরুর মূলদেশস্থবিবরে যেমন পিপীলিকাপঙক্তি অবস্থান করে, সেইরূপ ঐ কৈলাস পর্ব্বতের এক স্থলে কতকগুলি হেমজট নামে কিরাত একত্র ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিত। সেই অধম কিরাতগণ সন্নিহিত কৈলাসপর্ব্বতের প্রত্যন্ত পর্ব্বতস্থিত অরণ্যভাগের রুদ্রাক্ষবৃক্ষ ও অন্যান্য তরুগুল্মের ফলপুষ্প, কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া কাকের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ৬—১০। তাহাদের মধ্যে উদার প্রকৃতি, শত্রুক্ষয়কারী প্রবলপরাক্রম সুরঘু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দেবপরাক্রম শত্রুদিগের দর্পদলনে সমর্থ। প্রজাদিগের সম্যক্‌পালন দ্বারা তিনি তাহাদের আনুকূল্যকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি পরাক্রমে ভাস্করের ন্যায় ও বেগগতিতে মূর্ত্তিমান্ মারুতের ন্যায়। তিনি জয়লক্ষ্মীর দক্ষিণবাহুস্বরূপ ছিলেন। অতুল রাজ্যসম্পদের অধিকারী হইয়া সুরঘু রাজরাজ ধনেশ্বরকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি দেবগুরু বৃহস্পতি অপেক্ষাও বুদ্ধিমান্; তাঁহার কাব্যরচনা নৈপুণ্যে অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যও পরাভূত হইয়াছিলেন। দিবাকর যেমন অবিরতভাবে প্রতিদিন দিন সম্পাদন করিতেছেন, তদ্রূপ তিনি দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্টপালনব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া যথাবথ রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। বাগুরাবদ্ধ পক্ষী যেমন পরাহতগতি-হয় অর্থাৎ উড়িতে পারে না, সেইরূপ তিনি প্রজাবর্গের নিগ্রহানুগ্রহজনিত সুখদুঃখে, অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; (প্রজাবর্গের প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ অকর্ত্তব্য ভাবিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন)। ১১—১৫। "তৈলযন্ত্র যেমন তিলকে নিষ্পিষ্ট করে, সেইরূপ আমি বলপ্রয়োগে এই আর্ত্ত প্রজাবর্গকে কেন নিপীড়িত করিতেছি? আমি যেমন পীড়িত হইলে ক্লেশ বোধ করি, নিখিল-প্রাণীরই সেইরূপ ক্লেশ হইয়া থাকে। অতএব আমি প্রজাপীড়ন না করিয়া ইহাদিগকে ধনরাশি বিতরণ করিব। আমি যেমন ধনলাভে আনন্দিত হই, সকলেই সেইরূপ আনন্দিত হইয়া থাকে। আমার ন্যায় সকলকেই আনন্দিত করা যাউক, প্রজাপীড়নে প্রয়োজন নাই। অথবা নিগ্রহব্যতিরেকে প্রজা বশীভূত থাকিবে না, এমন কি, জল ব্যতিরেকে যেমন নদী হয় না, সেইরূপ নিগ্রহ ব্যতিরেকে প্রজাই থাকিবে না; সকলেই স্বাধীন হইয়া উঠিবে, অতএব যেমন প্রজাপীড়ন করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাই করি। হায়! কি কষ্ট? এই প্রজাপুঞ্জ এক দিকে আমার নিগ্রহণীয় হইতেছে; আবার অপর দিকে সর্ব্বদা অনুগ্রহণীয় হইতেছে; ভাগ্যক্রমে আমি সুখীও বটে, আবার দুর্ভাগ্যক্রমে দুঃখীও বটে। তৃষ্ণাতুর নিদ্রিত ব্যক্তির চিরতৃষিত চিত্ত যেমন স্বপ্নদৃষ্ট মহান্ সলিলাবর্ত্তে পতিত হইয়া ভ্রমণ করে অর্থাৎ জলপানজনিত তৃষ্ণাশান্তি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ মহীপতির চিত্ত এইরূপ সংশয়-দোলারূঢ় হইয়া রহিল, বিশ্রান্তিলাভ করিল না অর্থাৎ কোন্‌টী কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ১৬—২০। অনন্তর একদা মাণ্ডব্য মুনি তাঁহার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বোধ হইল যেন, নারদমুনি চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণপূর্ব্বক বাসবের আলয়ে সমাগত হইলেন। সুরঘু সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ঐ মহামুনির পূজা করিয়া (একটী বিষয়) জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ মাণ্ডব্য সকলের সন্দেহ-কুপাদপের ছেদনকারী পরশু (তিনি সকলের সন্দেহ দূর করিয়া থাকেন)। সুরঘু কহিলেন, মুনিবর! ভূমণ্ডলে মাধব-সমাগমে (১) লোক সমুদয় যেমন আনন্দলাভ করে সেইরূপ আপনার আগমনে আমি পরম আনন্দলাভ করিলাম। প্রভো! সূর্য্যসন্দর্শনে যেমন কমল বিকসিত হয়, সেইরূপ আপনার দর্শনপথে পতিত হওয়াতে আমি অদ্য কৃতার্থ ব্যক্তিবর্গের অগ্রগণ্য (পরম কৃতার্থ) হইলাম। হে ভগবান্! আপনি নিখিল-ধর্ম্ম অবগত আছেন এবং পরমপদে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে সূর্য্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রূপ আমার একটী সন্দেহ দূর করুন্। ২১—২৫। মহতের সমাগমলাভে কাহার না পীড়া দূর হয়? যাঁহারা পীড়ার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা সন্দেহকেই পরম পীড়া বলিয়া থাকেন। স্বীয় প্রজাবর্গের প্রতি মৎকৃত নিগ্রহ ও অনুগ্রহজনিত চিন্তা, সিংহনখর যেমন হস্তীকে পীড়িত করে, সেইরূপ আমাকে পীড়িত করিতেছে। অতএব হে মুনে! আমার বুদ্ধিতে সূর্য্যকিরণবৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমতা যাহাতে উদিত থাকে, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বলুন, আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। মাণ্ডব্য বলিলেন, হে ভূপতে! আপনার এই মনের ক্লেশ আপনার অন্তঃস্থিত স্বীয় উপায়ে ও স্বীয় যত্নেই হিমের ন্যায় বিলয় প্রাপ্ত হইবে। যেমন শরৎকালের উপস্থিতি মাত্রেই চতুর্দ্দিকে মেঘমলিনতা বিদূরিত হয়, সেইরূপ আত্মবিচারেই আপনার অন্তর্গত মনঃপীড়া প্রশমিত হইবে। ২৬—৩০। আপনি স্বীয় মন দ্বারাই আপনার শরীরগত স্বকীয় ইন্দ্রিয়গুলি কি প্রকার এবং সে গুলি কে, ইহা বিচার করুন। "আমি কে? এই জগৎ কি? ইহা কিরূপ হইল? এই জন্মমৃত্যু কিরূপে হয়?" ইহা আপনি মনোমধ্যে বিচার করিতে থাকুন, তাহা হইলে মহত্ত্ব (২) আপনি প্রাপ্ত হইবেন। যখন আপনি উক্ত বিচার দ্বারা আপনার স্বরূপ অবগত হইবেন, তখনই চিত্ত অচঞ্চলভাবে অবস্থান করিবে, তখন আর হর্ষক্রোধবিকারে চিত্ত চঞ্চল হইবে না। জলধির তরঙ্গ যেমন স্বস্বরূপ (তরঙ্গভাব) ত্যাগ করিয়া ভূতপূর্ব্ব জলাকার ধারণ করে, সেইরূপ আপনি তখন মনঃস্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিগতজ্বর হইয়া শান্তিলাভ করিবেন। হে অনঘ! যেমন পূর্ব্বমন্বন্তর অবসানে ভুবন কলিকল্মষকলুষিত হয়, পরে পুনর্মন্বন্তর উপস্থিত হইলে তাহার কলিকল্মষ-কলুষতা যাইলেও কল্মষের সত্তা একেবারে যায় না, তৎকালে আপনার মনঃস্বরূপ একেবারে থাকিবে না, এমন নহে; তবে আপনার নিকটে থাকিবে না, আপনি উহা ত্যাগ

(১) রমণীর পদাঘাতে অশোক তরু পুষ্পিত হয়, ইহা আর্য্য-কবি-সময় প্রসিদ্ধি।

(২) চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলক্ষরণ হয়; শিবের মস্তকে সদা চন্দ্র উদিত, তাই তিনি যেখানে যান, তথাকার চন্দ্রকান্ত মণি হইতে জল ক্ষরিত হয়।

(৩) বাপী পুষ্করিণী, হ্রদ, বৃহৎ জলাশয়।

(১) মাধব বসন্ত বা বিষ্ণু।

(২) মহত্ত্ব পরিচ্ছিন্নভাবের বিলয়ে অপরিচ্ছিন্নভাব।

করিবেন এবং একমাত্র ব্রহ্মই অবলোকন করিবেন। ৩১—৩৫। যখন আপনি তত্ত্বদর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন, তখন ভূমণ্ডলের নিখিল-লোক আপনার পুত্রস্থানীয় ও অনুকম্পনীয় হইবে; আপনি সকলের পিতার ন্যায় হইয়া, পরমানন্দে সাম্রাজ্য লাভ করিবেন। হে নৃপ! আপনি বিবেকদীপের সাহায্যে আত্ম-দর্শন করিতে পারিলে সুমেরু, সাগর এমন কি, আকাশের অপেক্ষাও সমধিক পরমার্থপ্রদ, মহত্ত্ব লাভ করিবেন। (আকাশাদিও তখন তোমার নিকট ক্ষুদ্র বোধ হইবে)। হে সাধো! আপনি মহত্ত্বলাভ করিলে, হস্তী যেমন গোষ্পদপ্রমাণপঙ্কে নিমগ্ন হইতে পারে না, সেইরূপ ভবদীয়চিত্ত কদাচ সংসারব্যাপারে মগ্ন হইবে না। হে রাজন্! কাম-কলুষিতচিত্তই গোষ্পদপ্রমাণ সলিলে মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র বিষয়কার্য্যে মগ্ন হয়। চিত্ত দৃশ্যমাত্রাবলম্বিনী বাসনাবলেই অতিদীনভাবাপন্ন হইয়া কীটবৎ পঙ্কে (কলুষিত কার্য্যে ও কর্দমে) নিমগ্ন হয়। ৩৬—৪০। হে মহাবাহো! যে যে ক্ষণ হইতে পরমালোক পরমাত্মমাত্রাবশেষ হইতে আরম্ভ হইবে, সেই সময় হইতেই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ আপনিই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যে পর্য্যন্ত স্বর্ণমাত্রাবশেষ হইতে আরম্ভ হয়, সেই স্বর্ণাকারাবস্থিত ধাতু প্রক্ষালিত করিতে থাকে, যখন সুবর্ণমাত্র রহিয়াছে, তখন ধাতুক্ষালন পরিত্যাগ করে), আত্মদর্শন করিতে যে পর্য্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হয়, সেইপর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্য দর্শন* করিতে হয় (দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া আত্মদর্শন ঘটিলে দৃশ্যপ্রপঞ্চ দর্শনের আর প্রয়োজন হয় না)। সর্ব্বস্বরূপিণী (অপরিচ্ছেদ-বতী) মতি দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানীয় দৃশ্যপ্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বস্বরূপী পূর্ণ, আত্মা স্বয়ংই উপলব্ধিবিষয় হইয়া থাকেন। যাবৎকাল এই সমস্ত দৃশ্য পরিত্যাগ না হইবে, তাবৎ আত্মলাভ হইবে না, সর্ব্বপ্রকার অবস্থা পরিত্যাগ করিলে আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। ইহাই তত্ত্ববিদ্গণের অভিমত। হে সাধো! সামান্ত ও এক[illegible]্যাগ না করিলে অপরটী পাওয়া যায় না (অর্থাৎ দুই বস্তু এককালে দেখা যায় না; একটী বস্তুর দর্শন শেষ হইলে তবে অপরটী দেখা যায়), আত্মলাভের বিষয়ে ত আর কথাই নাই (অর্থাৎ তাহা লাভ করিতে হইলে দৃশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে)। হে নৃপ! আত্মা অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে যে বিষয়ে যত্নবান্ হন, তাহাই প্রাপ্ত হন, সে যত্নে তদ্ভিন্ন অন্য বিষয় প্রাপ্ত হন না। অতএব আত্মদর্শন করিবার জন্য সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন। যাহা কিছু দেখিতেছেন, এই সমস্ত দৃশ্য পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা দেখিবেন, তাহাই পরমপদ (পরম-আত্মা)। মন নিখিল-কার্য্যকারণপরম্পরাময় এই জগদ্গত বস্তুবিলাস পরিত্যাগ করিয়া এবং আত্মশরীরের অপলাপ করিয়া যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাই সেই ব্রহ্মপদ বলিয়া অভিহিত। ৪১—৪৮।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫০।

* সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিতে হয় অর্থাৎ আত্মদর্শনের পর আর শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন হয় না; ইহা টীকাকারানুমত।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! ভগবান্ মাণ্ডব্য সুরঘুকে এইরূপ উপদেশ দিয়া নিজ রমণীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। মাণ্ডব্য ঋষি প্রস্থান করিলে, রাজা একান্তে গমন পূর্ব্বক নিজে সাধুবুদ্ধিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি কে? আমি দৃশ্যমান মেরুপর্ব্বত নহি, এই মেরু আমার নহে, আমি জগৎ নহি, এই জগৎও আমার নহে, আমি শৈল নহি, এই শৈলও আমার নহে; আমি পৃথিবী নহি, পৃথিবীও আমার নহে; আমি এই কিরাতমণ্ডল নহি, এই কিরাতমণ্ডলও আমার নহে। "সর্ব্বজনের সম্মতিক্রমে এই দেশের রাজ্যে আমি অভিষিক্ত", এইরূপ সঙ্কেতে (কল্পনামাত্রে) কেবল এই দেশ আমার হইয়াছে, (বাস্তবিক ইহা আমার নহে)। আমি এক্ষণে উক্ত সঙ্কেত পরিত্যাগ করিলাম, আমি এ দেশ নহি, এই দেশও আমার নহে। কথিত পদার্থসমূহমধ্যে কিছুই আমি নহি, এক্ষণে অবশিষ্ট এই নগরী, তাহাও আমি নহি, ইহাই স্থির। ১—৫। পতাকারূপ বনশ্রেণীতে পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে উদ্যানসঙ্কুল, গজ, অশ্ব, সামন্ত, ভৃত্য ও পরিজন-সমন্বিত এই পুরীও আমি নহি, ইহাও আমার নহে। বৃথা সঙ্কেতবশতঃ আমার সহিত এই সমস্ত সম্বন্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সে সঙ্কেতও অপগত হওয়াতে আমার উক্তপ্রকার দৃশ্য-পদার্থের সহিত সম্বন্ধ গিয়াছে। অবশিষ্ট ভোগসমূহ ও কলত্র তাহাও আমি নহি, উহাও আমার নহে। এইরূপ ভৃত্যবল-বাহন নগরসমন্বিত এই রাজ্যও আমি নহি, এই রাজ্যও আমার নহে, উক্ত সঙ্কেত কেবল ব্যবহারপরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; ফলতঃ উহা মিথ্যা। এক্ষণে অবশিষ্ট হস্তপাদাদিমান্ দেহ; বোধ হয় এই দেহই আমি। এক্ষণে এই দেহবিষয়ক বিচার করিয়া দেখি, এই দেহ আমি কিনা? এই দেহস্থিত যে অস্থিমাংস, ইহা ত আমি নহি, কারণ, ইহা অচেতন, আমি সচেতন, পদ্মপত্রে সলিল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ এই অস্থিমাংসাদির সহিত আমি কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহি। ৬—১০। মাংস, অস্থি, রক্ত, এসমস্ত জড়পদার্থ, সুতরাং আমি ইহা নহি এবং এসকলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধও নাই। এই হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও আমি নহি, ইহারাও আমার নহে; এই দেহমধ্যে যে কিছু জড়পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ও আমি নহি, কারণ আমি চেতন। এই ভোগসমূহও আমি নহি; এসকলও আমার নহে, জড় অসৎস্বরূপ এই বুদ্ধীন্দ্রিয়ও আমি নহি এবং ইহারাও আমার নহে। সংসারদোষের মূল এই মনও আমি নহি; কারণ, উহা জড়। এই যে অহঙ্কার, বুদ্ধি, দৃষ্ট হইতেছে, ইহাও আমার নহে, যে হেতু উহা মনেরই অবস্থা বিশেষ। এইরূপে শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া মন বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি পর্য্যন্ত স্থূলসূক্ষ্মভূতপ্রপঞ্চ ইহার মধ্যে কোনটাই আমি হইতে পারিলাম না, এক্ষণে ইহার অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখি। ১০—১৫। এক্ষণে অবশিষ্ট জীব, সে যদি চেত্য বিষয়ের চেতনা (প্রমাজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে উক্তজীব চেতন প্রমাতা) হইতে পারে এবং আমিও উক্তজীব, ইহা বলিতে পারি; কিন্তু ঐ জীবও সাক্ষী-চৈতন্যকর্ত্তৃক বোধ্যমান হইয়া থাকে, সুতরাং উহাও আমি নহি। উহার নিজের কোন শক্তি নাই। যে হেতু, সাক্ষিসংবেদ্য প্রমিতিপ্রভেদে উক্ত জীব আমি

নহি, সুতরাং আমি উহা ত্যাগ করিলাম। এক্ষণে আমি ঐ সকলের অবশিষ্ট বিকল্পবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ চিৎই হইলাম। কি আশ্চর্য্য! এতকাল যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, আজ তাহ সফল হইল, আমি যে চিৎস্বরূপ, তাহা আজি জানিতে পারিলাম, আজি আত্মার আত্মলাভ হইল। আমি সেই অনন্ত আত্মা এই পরমাত্মারূপী আমার অন্ত নাই। যেমন মুক্তাহারের সূত্র প্রত্যেক মুক্তাতেই গ্রথিত—সম্বদ্ধ, সেইরূপ এই ভগবান্ আত্মা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বায়ু প্রভৃতি নিখিল ভূতসমূহে সম্বদ্ধ। এই নির্ম্মল চিতিশক্তি চেত্যযোগ হইতে নির্ম্মুক্ত, চেত্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই, চিতিশক্তি নিখিল দিক্‌চক্র পূর্ণ করিয়া ভীম আকারে অবস্থান করিতেছেন। ১৬—২০। অথচ ইনি সর্ব্ব-ভাবের অনুগতা অতিসূক্ষ্মা, কিন্তু ইহাতে ভাব অভাব কিছুই নাই। ইনি আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত নিখিল-ভুবনের অন্তরে অবস্থিত, ইনি নিখিল শক্তির পেটিকা স্বরূপিণী। ইনি সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা ও নিখিলবস্তুপ্রকাশবিষয়ে প্রদীপরূপিণী এই চিতি-শক্তি নিখিল সংসাররূপ মুক্তাকলাপের বিস্তৃত তন্তুস্বরূপা। ইনি সর্ব্ববিধ আকৃতি-বিকৃতিতে পরিপূর্ণা, অথচ ইঁহার কোনপ্রকার আকার নাই, ইনি নিখিল ভূতস্বরূপতা প্রাপ্তা হইয়া থাকেন, ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বভাবপ্রাপ্তা। ইনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দশভুবনের চতুর্দ্দশপ্রকার ভূতসমূহ ধারণ করিতেছেন, ইনি নিখিল জগৎ কল্পনাস্বরূপা ও বেদনাত্মিকা। এই সুখদশা উক্ত চিতিশক্তির মিথ্যা আভাস মাত্র, এই পরমা চিৎই নানাকারে আভাসিত আত্মা হইয়াছেন। ২১—২৫। এই পরমাচিৎই আমার আত্মা এবং জগদ্ব্যাপী, এই চিৎই আমার বুদ্ধিসাক্ষী, ইনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদিরূপে বিভিন্ন আকৃতি ধারণপূর্ব্বক 'আমি রাজা' এবংবিধ ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছেন। এই চিতির প্রসাদেই মন দেহরথে আরূঢ় হইয়া সংসারজালে নানাসহকারে চলিত, বল্গিত ও নর্ত্তিত হইতেছে। এই শরীরাদি বস্তুতঃ কিছুই নহেন, এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরাদি নষ্ট হইলে কিছুই নষ্ট হইবে না। এই সাক্ষিরূপিণী চিতিই বুদ্ধিরূপ দীপশিখা দ্বারা এই জগৎজালময়-ব্যাপী চিত্তনটের নৃত্য সম্পাদন করিতেছেন। এযাবৎ প্রজাবর্গের নিগ্রহ ও অনুগ্রহবিষয় লইয়া মদীয়দেহে বৃথা চেষ্টা হইতেছিল। কারণ, দেহ কিছুই নহে। ২৬—৩০। অহো! আমি এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়াছি; আমার সে দুর্দ্দৃষ্টি গিয়াছে, যাহা দ্রষ্টব্য, তৎ-প্রমস্তই দৃষ্ট হইয়াছে, যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা সমস্তই পাইয়াছি। এই যে জগদ্‌গত নিখিলদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে চিতির মায়ায় জীবভ্রম, তাহার অভ্যন্তরে সপ্তদশ লিঙ্গশরীরভ্রম, তাহার মধ্যে বাহ্য-অন্তঃকরণে বিভেদভ্রম ও তাহার অভ্যন্তরে জাগ্রৎস্বপ্ন দৃশ্যভ্রম—এই ভ্রমপরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই শাশ্বত বস্তু নাই অর্থাৎ অংশ। অংশ করিয়া বিচার করিলে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই ইহাতে নাই। সুতরাং ইহাতে নিগ্রহ অনুগ্রহ ও হর্ষ-ক্রোধ কোথায় কি প্রকারে কি স্বরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহা ত দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে আবার সুখ কি? দুঃখই বা কি? এই সমস্তই ত একমাত্র বিতত ব্রহ্ম। আমি এযাবৎ বৃথা মোহময় ছিলাম, ভাগ্যক্রমে আমার এক্ষণে সে মোহ দূর হইয়া গিয়াছে। পরমানন্দরূপে অনুভূয়মান এই একমাত্র ব্রহ্মে শোকের বিষয়ই বা কি? আর মোহের বিষয়ই বা কি? দর্শনীয়ই বা কি? করণীয়ই বা কি? অবস্থিতিই বা কি? ও গমনই বা কি? (এ সকলের কিছুই ইহাতে সম্ভবে) না। এ সমস্ত অলৌকিক চমৎকার চিদাকাশস্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছে। হে অন্তবিহীন সুন্দর চিদাকাশ! ভাগ্যক্রমে অদ্য তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। অহো! আমি এক্ষণে সম্যক্‌প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার সম্যক্ জ্ঞানলাভও হইয়াছে, সম্যক্ জ্ঞানলাভে আমি অনন্ত হইয়াছি, আমাকে আমি নমস্কার করি। আমি উপাধিবিগমহেতু স্থির সুষুপ্তিকলায় একীভূত হইয়া বিগতরঞ্জন ও নির্ব্বিষয়ভাবে সংসারভ্রমশূন্য মননাবিবর্জ্জিত আত্মার আত্যন্তিক অভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছি। ৩১—৩৮।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৯॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হেমজটাধিপতি এইরূপে বিবেকচেষ্টায়, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্যলাভের ন্যায় অনুত্তম পদলাভ করিয়াছিলেন। দিননায়ক সূর্য্য যেমন দিবসপরম্পরায় ভ্রমণ-নিবন্ধন কোন ক্লেশ বোধ করেন না, সেইরূপ তিনি কোনকার্য্য বারংবার অনুষ্ঠান করিয়াও যদি তাহার বিপরীত অনর্থফল পাই-তেন, তথাপি তজ্জন্য কোন ক্লেশ বোধ করিতেন না। তদবধি তিনি সর্ব্বদা বিগতজ্বর হইয়া অবস্থান করিতেন। নদীপ্রবাহমধ্যগত পর্ব্বত যেমন সমভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ স্রোতের বেগে যেমন কোন প্রকার বিচলিত হয় না, সেইরূপ অনুগ্রহ নিগ্রহরূপ রাজ্যোচিত কর্ম্মে তিনি সমভাবে অবস্থান করিতেন, কুত্রাপি শোক বা হর্ষবিকার প্রাপ্ত হইতেন না। এই প্রকারে সুরঘু হর্ষক্রোধপরিশূন্য, উদার ও গম্ভীর হইয়া প্রতিদিন স্বকার্য্য-সাধন করত সাগরের শ্রীধারণ করিলেন অর্থাৎ হর্ষক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি সাগরবৎ গম্ভীরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিষ্কম্প উজ্জ্বল শিখা দ্বারা প্রদীপের যেমন শোভা হয়, তদ্রূপ তিনি সুষুপ্তভাবাপন্ন নিষ্কম্প (নিশ্চল হর্ষক্রোধাদিকারণে অবিচলিত) জ্ঞানোজ্জ্বল চিত্তবৃত্তিতে বিরাজমান হইলেন। ১—৫। তিনি না নির্দ্দয়, না দয়ালু, না সুখদুঃখশালী, না মৎসরী, না, সুখী, না অসুখী, না অর্থী, না অপ্রার্থী হইয়া অবস্থান করিতে লাগি-লেন। সর্ব্বদা সমদর্শন, অচঞ্চল, ধীর, অন্তঃশীতল চিত্তবৃত্তি দ্বারা সুরঘু, পরিপূর্ণ সাগর ও পূর্ণশশধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। তাঁহার বুদ্ধি সুখদুঃখভাবপরিশূন্য ও পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তিনি "সমুদয় জগৎ চিৎস্বরূপ" এইরূপ দৃষ্টিলাভ করিয়া উল্লসিত শরীর ও বিকসিতচিত্ত হইয়া অবস্থান, গমন, স্বপন, জাগরণ সকল অবস্থাতেই সমাধিস্থবৎ হইয়া চৈতন্যে বিলয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। রাজীবলোচন সেই সুরঘু এইরূপে অনা-সক্তভাবে রাজ্য করত অক্ষতশরীরে বহুশত বর্ষ অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর হিমবিন্দু যেমন রবিকিরণাক্রান্ত হইলে স্বীয়স্বরূপ ত্যাগকরে অর্থাৎ বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং দেহত্যাগ করিলেন। নদীবারি যেমন পরিপূর্ণ সাগরে প্রবেশ করে (তাহাতে মিশিয়া যায়), সেইরূপ তিনি সৃষ্টিপ্রলয়ের জগতের ব্রহ্মাদিরও কারণ সেই ঈশ্বর পরব্রহ্মে সাক্ষাৎকার বৃত্তিতে লীন হইলেন। ঘটভঙ্গে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হয়,

সেইরূপ সেই মহাত্মা সুরঘু বিমল আনন্দৈকরস স্বপ্রকাশ আত্মায় লীন হওয়াতে জন্মাদি বিকারশূন্য ও নিবৃত্তশোক হইয়া পরব্রহ্মস্বরূপ হইলেন। ৬—১৩।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০॥

একষষ্টিতম-সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে উৎপললোচন রাঘব! তুমিও এইরূপ তত্ত্ববোধ দ্বারা শোকহর্ষাদির নিমিত্তীভূত পাপের সমূলোচ্ছেদ করতঃ গতশোক হইয়া অক্ষয়পদ প্রাপ্ত হও। শিশু যেমন ঘোর অন্ধকারমধ্যে নিপতিত হইলে সাতিশয় ভয়কাতর হয়, পরে দীপালোক পাইলে তাহার আর ভয়কাতরতা থাকে না, সেইরূপ মন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হইয়া বিষম পরিতপ্ত হইতে থাকে, পরে এইরূপ তত্ত্বদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মালোক পাইলে, সে পরিতাপ দূর হইয়া যায়। মোহান্ধকূপে নিপতিত মন এই সুরঘুর ন্যায় বিবেকদশায় উপনীত হইলে যেন সুদৃঢ় তৃণ সমবায় হস্তাবলম্বন পাইয়া পরম নির্ব্বৃতিলাভ করে। তুমি এই পাবনী বিবেকদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া এবং অন্যকেও এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিত্য একসমাধান হইয়া ভূতলকে অলঙ্কৃত কর। রাম কহিলেন, হে মুনীশ্বর! মন ত বাতাহত ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় অতি চঞ্চল, তাহার একসমাধানতা কিরূপে হইতে পারে? একসমাধানতাই বা কি প্রকার? তাহা বলুন। ১—৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রবুদ্ধদশা প্রাপ্ত সেই সুরঘুর ও পর্ণাদ রাজর্ষির অপূর্ব্ব সংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাঘব! একরূপ সমাধিবলে প্রবুদ্ধাত্মা সুরঘু ও পর্ণাদ এই দুইজনের পরস্পর সমালাপ তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর। পারসীকদেশে রথের পরিঘের (চক্রদণ্ডের ন্যায়) সকলের আশ্রয়দাতা শত্রুবীরদলনক্ষম পরিঘ নামে এক রাজা ছিলেন। হে রঘুনন্দন! বসন্তঋতু যেমন নন্দনকাননবর্ত্তী কন্দর্পের উপযুক্ত পরম মিত্র, সেইরূপ সেই পরিঘ সুরঘুর পরম মিত্র ছিলেন। প্রজাবর্গের পাপাচারে কোন সময়ে পরিঘের রাজ্যমধ্যে প্রলয়কালোপম ঘোর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। ৬—১০। সেই অনাবৃষ্টিতে তদীয় বহুসংখ্য প্রজা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, প্রজ্বলিত দাবানলে নিপতিত প্রাণিবৃন্দের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। প্রজাবর্গের সেই বিষম ক্লেশ দেখিয়া রাজা সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। পথিক যেমন অনল-দহ্যমান গ্রাম ঝটিতি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তিনিও সেই দুঃখে রাজ্য ঝটিতি পরিত্যাগ করিলেন। প্রজাক্ষয়ের প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া পরিঘ বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক অজিনপরিহিত মহাতপস্বীর ন্যায় তপোনুষ্ঠানার্থ বনমধ্যে গমন করিলেন। রাজ্যে বিরাগভাবাপন্ন হইয়া তিনি পুরবাসীদিগের অপরিজ্ঞাত এক বহুদূরবর্ত্তী কাননে বাস করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন লোকান্তরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শম-দম-গুণযুক্ত হইয়া তিনি তত্রত্য এক কন্দরমন্দিরে তপস্যা করতঃ বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত বিশীর্ণ শুষ্কপর্ণ ভোজনপূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ১১—১৫। অগ্নিদেব যেমন শুষ্কপর্ণ ভোজন করেন, সেইরূপ তিনি শুষ্কপর্ণ সেবন করাতে তপস্বিগণের মধ্যে "পর্ণাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি জম্বুদ্বীপবাসী মুনিসমাজে পর্ণাদনামা রাজর্ষিসত্তম বলিয়া পরিচিত হইলেন। অনন্তর পরিঘ সহস্র বৎসরব্যাপী ঘোর তপোনুষ্ঠান করিয়া অভ্যাসবলে আত্মপ্রসাদজনিত (চিত্তশুদ্ধি ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে উৎপন্ন) তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। তখন তিনি শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বানুভবরহিত, আশাপরিত্যক্ত, শান্তচিত্ত, বিষয়রাগবিবর্জ্জিত, নিরনুক্রোশ, প্রবুদ্ধবুদ্ধি ও জীবন্মুক্ত হইলেন। হে সাধো! ভ্রমরনিকর যেমন মরালকুল সমভিব্যাহারে পদ্মিনীর উপরে ভ্রমণ করে, সেইরূপ পরিঘ সিদ্ধসাধ্যবর্গের সমভিব্যাহারে এই ত্রিলোকরূপিণী মঠিকার উপরে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৬—২০। ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তিনি হেমজটদেশপতি সেই সুরঘুর রত্নজালময়ী দ্বিতীয় সুমেরুশিখরবৎ মনোহারিণী রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বতন বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, জ্ঞাতজ্ঞেয়, মূর্খতার আধার সংসার হইতে বিনির্গত (জীবন্মুক্ত), সেই পরিঘ ও সুরঘু ইঁহারা দুইজনে (বহুদিনের পর সাক্ষাৎ হওয়াতে) পরস্পর পরস্পরের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অহো! অদ্য আমার পবিত্র সুকৃতকার্য্যের ফল ফলিয়াছে; যেহেতু অদ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম।" পরস্পর পরমহর্ষিত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহারা দুইজনে, ভূধরে যুগপৎ চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় একাসনে উপবেশন করিলেন। পরিঘ কহিলেন, অদ্য তোমার দর্শনলাভ করিয়া আমার অন্তঃকরণ পরমানন্দলাভ করিল, যেন শীতাংশুমণ্ডলে নিমগ্ন হইয়া সুশীতল হইল। ২১—২৫। যেমন পল্বলপ্রান্তে আচ্ছিন্নমূল তরু শাখা-প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক বাড়িতে থাকে, সেইরূপ বিরহাবস্থায় অকৃত্রিম প্রেম শতশাখাসমন্বিত হইয়া বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ এযাবৎ আমরা বিযুক্ত থাকিলেও আমাদের প্রেম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, প্রত্যুত সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হে সাধো! তোমার পূর্ব্বতন সেই বিস্রব্ধ আলাপ সেই লীলাবিলাস এবং অপরাপর সেই সেই চেষ্টা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া আমি হর্ষিত হইতেছি। হে অনঘ! তুমি যেমন মাণ্ডব্যমুনির অনুগ্রহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছ, আমিও তদ্রূপ পরমাত্মার অনুগ্রহে এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি, অদ্য তুমিও অদুঃখী হইয়াছ ত? ভূমণ্ডলের অধিপতি (সূর্য্য) যেমন সুমেরুপর্ব্বতে বিশ্রাম করেন, সেইরূপ তুমি পরমকারণ পরব্রহ্মে বিশ্রাম লাভ করিয়াছ ত? শরৎকালে সরসী-সলিল যেমন প্রসন্ন (স্বচ্ছ) হয়, সেইরূপ আত্মারাম হওয়াতে পরমকল্যানভাজন ত্বদীয় চিত্ত (সম্প্রতি) প্রসন্ন (রজঃ ও তমোগুণে অনাবৃত) হইয়াছে ত? ২৬—৩০। হে নরাধিপ! হে সৌভাগ্যশালিন্! প্রসন্ন ও সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিতেছ ত? ত্বদীয় প্রজাবর্গ আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত, ধনধান্যাদিসম্পন্ন ও বিগতজ্বর হইয়া ধীরভাবে অবস্থান করিতেছে ত? তোমার অধিকারস্থ ধরণী শস্যাদিফলবতী হইয়া, ফলভরে অবনতা কদলীর ন্যায় যথাযথকালে বাঞ্ছিতফল প্রদান করিয়া ত্বদীয় প্রজাবর্গের পরিপোষণ করিতেছে ত? তুষারনিকরাকৃতি সুশীতল ত্বদীয় পবিত্র যশোরাশি চন্দ্রের কিরণকলাপের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে প্রসৃত হইতেছে ত? সরোবরসলিলে মৃণালের অন্তর্গত ছিদ্র যেমন পূরিত থাকে, সেইরূপ দিক্‌সকল ত্বদীয় গুণগ্রামে পরিপূরিত রহিয়াছে ত? ৩১—৩৫। তোমার অধিকারে গ্রামে গ্রামে ধান্যক্ষেত্রের রক্ষিকাক্ষেত্রের

কোণপ্রদেশে সমাসীনা কুমারীগণ ত আনন্দসহকারে চিত্তানন্দদায়ী তদীয় যশোগাথা গান করিয়া থাকে? তোমার পুত্র, কলত্র, ভৃত্য, নগর ও ধন ধান্যাদির কুশল ত? তোমার এই শরীরবল্লী আধিব্যাধিশূন্য হইয়া ঐহিক পারত্রিক পুণ্যফল ত ধারণ করিতেছে? এক্ষণে তোমার মন ত আপাতরমণীয় পরিণামবিষম বিষয়ভুজঙ্গের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে ত? হায়! আমরা বহুকাল বিশ্লিষ্ট হইয়াছিলাম, সম্প্রতি কালসহকারে আবার বসন্ত ঋতু ও ভূধরতটের সংযোগের ন্যায় একত্র মিলিত হইয়াছি। ৩৬—৪০। হে সখে! জগতে সংযোগবিয়োগজনিত এমন সুখ-দুঃখ দশা নাই, যাহা জীবদ্দশায় দেখিতে হয় না অর্থাৎ জীবদ্দশায় বহুদুঃখ সুখ ভোগ করিতে হয়। আমরা এই দীর্ঘকাল বিযুক্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আবার মিলিত হইলাম। নিয়তির কি অদ্ভুত লীলা! সুরঘু কহিলেন, ঈশ্বরেচ্ছারূপিণী ভগবতী নিয়তির গতি সর্পগতির সদৃশী দুরবগাহা বিস্ময়করী। এই নিয়তির গতি কে জানিতে পারে? আমরা উভয়ে বহুকাল হইতে বহুদূরে বিযুক্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আবার মিলিত হইলাম, নিয়তির অসাধ্য কি আছে? হে মহাসত্ত্বগুণশালিন্! অদ্য আমি আপনার শুভাগমনজনিত পুণ্যে পরমকুশলী হইয়াছি, আপনার দর্শনলাভজনিত পুণ্যে আজি আমি পরমপবিত্র হইলাম। আপনার আগমনে আজি আমার পাপক্ষয় হইল এবং পুণ্যতরুও ফলিত হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম। হে রাজর্ষে! আমার পুরীমধ্যে সর্ববিধ সম্পত্তি অবস্থিত, কিছুরই অভাব নাই। অদ্য আবার আপনার শুভাগমনে তাহা শতশাখা প্রাপ্ত (সুবিস্তৃত) হইল। হে মহানুভব! আপনার পবিত্র মধুরবাক্য ও দৃষ্টিপাত সর্বতোভাবে যেন অমৃতধারা বিকীরণ করিতেছে। সাধুসমাগম মোক্ষসুখ প্রাপ্তির সমান। ৪১—৪৮।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত। ৬১।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর উভয়ের পরস্পর প্রাক্তন স্নেহগর্ভ এইরূপ বিস্রম্ভবাক্যপ্রসঙ্গে অস্ত্রনামধারী অর্থাৎ পরিঘ বলিতে লাগিলেন। হে ভূপতে! হে অনঘ! এই সংসারজালে থাকিয়া যে যে কর্ম্ম করা হয়, সমাহিতচিত্তব্যক্তিরই তাহা সুখের হইয়া থাকে, অপরের (অজ্ঞের) হয় না। তুমি সঙ্কল্পবিরহিত পরমবিশ্রান্তির আস্পদ পরম উপশান্তি সাংসারিক সুখ অপেক্ষা প্রশস্ততর সেই সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছ ত? সুরঘু কহিলেন, হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্! "যাহা হইতে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প অপগত হইয়াছে, যাহা পরমশান্তি, তাহাই শ্রেয়" ইহা আমাকে বলিতে পারেন, "সমাধি অনুষ্ঠান করিতেছ কি না, (যদি না করিতে থাক ত কর)" ইহা আমাকে বলিলেন কেন? হে মহাত্মন! যিনি তত্ত্ববিৎ তিনি তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াই থাকুন, আর ব্যবহারপরায়ণ হইয়া থাকুন, তিনি কি কখন অসমাহিতচিত্ত থাকেন? (তিনি সর্ব্বাবস্থাতেই সমাহিত চিত্ত)। ১—৫। যাঁহারা নিত্যপ্রবুদ্ধ ও একমাত্র আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত, তাঁহারা জগতের কার্য্য করিলেও সর্ব্বদাই সুসমাহিত। যিনি আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হন নাই, তিনি বদ্ধপদ্মাসন হইয়া পরব্রহ্মের উদ্দেশে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তূষ্ণীভাবে অবস্থিত থাকিলেও সমাহিতপদবাচ্য হইতে পারেন না, সেরূপ অবস্থায় তাঁহার সমাধিই বা কিরূপে হইবে? হে ভগবন্! নিখিল আশারূপ তৃণের দাহকারী অনলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানই সমাধিশব্দে অভিহিত, তূষ্ণীভাবে অবস্থিতি সমাধি নহে। হে সাধো! একাগ্রভাবে সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের দর্শনকারিণী নিত্যসন্তুষ্ট-পরমা বুদ্ধিকেই বুধগণ সমাধি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অহঙ্কার-পরিশূন্য সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বের অননুপাতী অক্ষুব্ধ সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় (একমাত্র পরব্রহ্ম) স্থিরতর (সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিত) বুদ্ধিই সমাধিশব্দে অভিহিত হইয়াছে। ৬—১০। যখন মনোগতি অভীষ্টপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত জাগতিকপ্রপঞ্চে হেয় উপাদেয়-বুদ্ধিরহিত ও পরিপূর্ণ স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই উহা সমাধিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যখন হইতে মন আত্যন্তিক তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হয়, তখন হইতেই তাহার আত্মসমাধি অবিচ্ছিন্নভাবেই বিদ্যমান থাকে। ক্রীড়াসক্ত বালকের হস্ত হইতে দূরসমাকৃষ্ট মৃণালসূত্র যেমন সহজ বিচ্ছিন্ন হয়, তত্ত্ববোধযুক্ত মন হইতে সমাধি কদাচ সেরূপ বিচ্ছিন্ন হয় না। সূর্য্য যেমন সমস্ত দিন আলোক প্রদানে বিরত হন না, অবিচ্ছিন্ন সমগ্র দিবস ব্যাপিয়া আলোকপ্রদান করেন, একবার তত্ত্ববোধে সুদৃঢ়তাপ্রাপ্ত প্রজ্ঞাও সেই জীবনান্তপর্য্যন্ত তত্ত্বদর্শন হইতে বিরত হন না। নদী যেমন সর্ব্বদাই সলিলবহন করে, কদাচ তাহা হইতে বিরত হয় না, সেইরূপ তত্ত্বদৃক্ ক্ষণমাত্রও তত্ত্ববোধ হইতে বিরত হন না। ১১—১৫। কাল যেমন অণুমাত্রও আপনার ক্রিয়াগতি বিস্মৃত হন না, সর্ব্বদাই প্রবাহিত রহিয়াছে, সেইরূপ প্রাজ্ঞবুদ্ধি কদাচ আত্মবিস্মৃত হন না, অনবরতই তিনি আত্মরত থাকেন। বায়ু যেমন কদাচ আপনার গতি বিস্মৃত হন না, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র প্রবাহমান থাকেন, সেইরূপ প্রাজ্ঞবুদ্ধি নিশ্চেয় চিৎস্বরূপ কদাচ বিস্মৃত হন না। কালের মূর্ত্তি সর্ব্বা আদি মেষাদ্য সর্ব্বদাই আপনার গতিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, চেত্যভাববিহীন চৈতন্যস্ফূর্ত্তিও সেইরূপ সর্ব্বদা স্বাকারবৃত্তিতে নিরত থাকেন। যেমন সত্তাবিহীন (অসত্য) পদার্থের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ তত্ত্ববিদের আত্মধ্যানবর্জ্জনের অণুমাত্র সময়ও দেখিতে পাই না (সর্ব্বদাই তিনি আত্মবিৎ) এই সংসারে যেমন গুণহীন গুণী অসম্ভব আত্মজ্ঞানবিহীন আত্মবিৎও সেইরূপ একান্ত অসম্ভব। ১৬—২০। আমি সর্ব্বদাই প্রবুদ্ধ, আমি সর্ব্বদাই নির্ম্মল, আমি সর্ব্বদাই শান্তস্বভাব, আমি সর্ব্বদাই সমাহিত। এক্ষণে কে আমাকে কিরূপ সমাধি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? আমার সমাধি আত্মস্বরূপ হইতে অব্যতিরিক্ত, এজন্য আমি সর্ব্বদা সংস্বরূপে বিরাজমান। অতএব আমার মন কদাচ অসমাধিস্থ নহে অথবা আমি সর্ব্বদা একমাত্র আত্মতত্ত্ব, আমার মনই নাই, সুতরাং সমাধিই বা আবার কি? আত্মা সর্ব্বদাই সর্ব্বগামী ও সর্ব্বস্বরূপ, ইহাতে অসমাধিই বা কি হইবে আর সমাধিই বা কাহাকে বলা যাইবে? সর্ব্বদাই একবারে ভেদবুদ্ধিশূন্য সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন মহতেরা কার্য্য-পরিণামবিভাগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন; সুতরাং সমাহিত ও অসমাহিত এবংবিধ বিভেদ ভঙ্গীতে যে ভবদীয় বাগ্বিন্যাস তাহা কিরূপে সঙ্গত হইবে? অর্থাৎ আপনার ঐরূপ ভেদকথন সর্ব্বথা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। ২১—২৫।

দ্বিষষ্টিতমসর্গ সমাপ্ত। ৬২।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

পরিঘ কহিলেন,—রাজন্! তুমি নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ হইয়াছ, তুমি তৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার অন্তঃকরণ সুশীতল হইয়াছে, তুমি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছ তুমি আনন্দ-মধুপূর্ণ পরমশ্রীসমন্বিত, শীতল, স্নিগ্ধ ও মধুর হইয়া, কমলের ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছ। তুমি নির্ম্মল, বিতত, পূর্ণ, গম্ভীর ও নির্ম্মলতানিবন্ধন প্রকটান্তভাগ হইয়া, বেলা-পবননির্ম্মুক্ত প্রোক্ত গুণসম্পন্ন (নির্ম্মলতাদি গুণসম্পন্ন) সাগরের ন্যায় বিরাজ করিতেছ। অহঙ্কার মেঘ অপসৃত হওয়াতে তুমি স্বচ্ছ আনন্দপূর্ণ পরিস্ফুট, বিস্তীর্ণ ও গভীর হইয়া, শারদাকাশের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ। রাজন! তুমি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছ, তুমি স্বস্থ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে পরিতুষ্ট আছ, তুমি সর্ব্ববিষয়ে বীতরাগ হইতেছ, তুমি সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছ। ১—৫। তুমি মহতী ধীশক্তি দ্বারা সার অসারের সম্যক্ বিচার করিয়া "সমস্তই একমাত্র অখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপ" ইহা অবগত হইয়াছ। হে ভাবাভাববিষয়ের বিচারতত্ত্বজ্ঞ! তোমার শরীর এক্ষণে গতাগতিদশা অর্থাৎ তৎপ্রয়োজক ভোগানুরক্তি হইতে উৎপন্ন চাঞ্চল্যাভাবশূন্য হইয়া আনন্দময়রূপে প্রকাশ পাইতেছে। হে সুন্দর! অভ্যন্তরস্থিত অমৃতে সাগর যেমন পরিতৃপ্ত থাকে, সেইরূপ তুমি যাহা অপেক্ষা আর পরমার্থ বস্তু নাই, সেই আত্মবস্তুতে স্বীয় মহত্ত্বে পরিতৃপ্ত আছ, তোমার আর পুনঃক্ষয় হইবে না। সুরঘু কহিলেন,—হে মুনে! যাহাতে আমাদের উপাদেয়তাই নাই, তাহা বস্তুই নহে। এই দৃশ্য বস্তু যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবপক্ষে ইহা কিছুই নহে, সুতরাং উপাদেয় বস্তুর অভাবে হেয় বস্তুই বা কি হইবে? উপাদেয়-বিষয়ের ত্যাগই হান (হেয়তা) উপাদান হানের প্রতিকূল এবং হান দ্বারা উহার বিনাশ হইয়া থাকে, সেই উপাদান ব্যতিরেকেই বা কিরূপে হেয় হইবে? ৬—১০। নিখিল ভাবপদার্থের তুচ্ছতা ও অতুচ্ছতা নিবন্ধন মদীয় মনের যে তুচ্ছাতুচ্ছ ব্যবস্থা (হেয়োপাদেয়-ব্যবস্থা), তাহা অনেক দিন গিয়াছে। দেশকালবশে, পূর্ব্বে যাহা তুচ্ছ ছিল, পরে তাহা অতুচ্ছ হয় এবং পূর্ব্বে যাহা অতুচ্ছ ছিল পরে তাহা তুচ্ছ হয়. এইরূপ তুচ্ছতা ও অতুচ্ছতার অনিয়ম দেখিয়া বুধগণ বস্তুর নিন্দা ও স্তুতি দুইই পরিত্যাগ করিবেন। রাগবশতঃই লোক নিন্দা ও স্তুতি (অর্থাৎ একের প্রতি অনুরাগে অপরের প্রতি বিরাগনিবন্ধন তাহার নিন্দা এবং যাহাতে অনুরাগ আছে, তাহার স্তুতি ইহা চিরপ্রসিদ্ধ) রাগও বাঞ্ছিত বস্তুতে হইয়া থাকে, যিনি সুবুদ্ধিশালী তিনি মহৎ বস্তুই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন (১)। এই ত্রৈলোক্যে স্ত্রী, শৈল, সমুদ্র ও বন প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ সত্তাশূন্য, বস্তুতঃ ইহাতে কোন সারই নাই মাংসাস্থি কাষ্ঠমৃত্তিকাদিময় এই জীর্ণ জগৎ বাঞ্ছনীয় বিষয়বিবর্জ্জিত ও শূন্য, ইহাতে কি বাঞ্ছা করা যাইবে? যেমন দিবাশেষ হইলে আলোক ও আতপের ক্ষয় হয়, সেইরূপ বাঞ্ছানিবৃত্তি হইলে (না থাকিলে) রাগ ও দ্বেষের (বিরাগের) ক্ষয় হইয়া থাকে। অধিক বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই; এই একমাত্র আত্মদৃষ্টিই সুখের হেতু বলিয়া ইহারই সেবা করা উচিত। মন একেবারে রাগপরিশূন্য ও বিক্ষেপবিষমতারহিত হইয়া আত্মানন্দলাভ করিলেই তাহার সর্বোত্তম পদে প্রতিষ্ঠালাভ করা হয়। ১১—১৭।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সুরঘু এবং পরিঘ এইরূপে জগৎ যে ভ্রমমাত্র, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ইহা বিচারপূর্ব্বক পরস্পর আদর অভ্যর্থনা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব ব্যাপারে গমন করিলেন। হে রাঘব! তুমি তত্ত্ববোধের হেতুভূত এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া এইরূপ তত্ত্ব লাভ করতঃ স্বপদ প্রাপ্ত হও। বিদ্বান্‌দিগের অধ্যাত্মবিচার দ্বারা তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত পরমা প্রজ্ঞাবলে হৃদয়াকাশ হইতে অহঙ্কাররূপ কালমেঘ বিগলিত হইলে সমস্ত লোকের অনুমত, আহ্লাদকারী সকলতাপ্রাপ্ত, নির্ম্মল, বিতত, চিত্তরূপী শরৎকাল, উপস্থিত হইলে, ধ্যেয়, শরণ্য, সুগম, সর্ব্বানন্দময়, সুপ্রসন্নচিদাকাশরূপী পরমাত্মায় যিনি একমাত্র আত্মবিচারপরায়ণ বাহ্যাসক্তিশূন্য এবং একমাত্র চিতির অনুসন্ধানপর হইয়া অবস্থান করেন, তিনি মনোজনিত শোকে বাধিত হন না। ১—৬। তিনি ব্যবহারী থাকিয়া মূঢ় লোকের দৃষ্টিতে রাগদ্বেষপূর্ণ দৃষ্ট হইলেও, জলস্থিত পদ্ম যেমন জলসংলগ্ন হয় না, সেইরূপ বাস্তবপক্ষে রাগদ্বেষ কলঙ্ক প্রাপ্ত হন না। যিনি সম্যক্‌রূপে আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া বিশুদ্ধ শান্তমনা মুনি হইয়াছেন, করী যেমন সিংহকে জয় করিতে পারেনা, সেইরূপ মন তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না। নন্দনকাননে যেমন নিন্দনীয় বৃক্ষ নাই, তত্ত্ববিদের তদ্রূপ একমাত্র বিষয়ভোগে সমাশ্রিত দীন চিত্ত থাকে না, অর্থাৎ তত্ত্ববিদের চিত্ত ক্ষুদ্র সুখলাভে স্পৃহয়ালু নহে। সংসারব্যাপারে বিরক্ত হইলে মানব যেমন জন্মমৃত্যুতে (১) দুঃখী হয় না, সেইরূপ চিত্ত শরীরাদি সর্ব্বদৃশ্যপ্রপঞ্চ অবিদ্যা (মিথ্যাভ্রান্তি) বলিয়া জানিতে পারিলে আর দুঃখিত হয় না। ৭—১০। হে সাধো! যে ব্যক্তি মনোমোহ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, গগনতলে যেমন ধূলি স্পর্শ করে না, সেইরূপ জাগতিক ব্যবহারে কর্তৃত্বাভিমাননিবন্ধন পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দীপ যেমন অন্ধকারনাশের পরম উপায়, তদ্রূপ "এই জগৎ অবিদ্যামাত্র (ভ্রান্তিমাত্র)" এইরূপ জ্ঞানই অবিদ্যারূপী জগদাকার সঙ্কটব্যাধির পরম ঔষধ। যেমন স্বপ্নদশায় ভোগবিলাস "ইহা স্বপ্ন" এইরূপ স্বপ্ন বলিয়া জানিলে মিথ্যা হইয়া যায়, সেইরূপ যখনই এই জগৎপ্রপঞ্চ অবিদ্যা বলিয়া জানা যায়, তখনই ইহা মিথ্যা হইয়া যায়। যেমন মীনের চক্ষু জলস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মে একাগ্রমতি, বাহ্য-সংসারব্যাপারে অনাসক্ত সাধু পাপস্পৃষ্ট হন না। তাঁহার চিদালোক প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞানযামিনী ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন জীব তত্ত্ববিৎ ও পরমানন্দময়বুদ্ধি হয়। ১১—১৫। লোক অজ্ঞাননিদ্রার উপশমে জ্ঞানদিবাকরের উদয়ে এমন

---

(১) মূলে—'শোভনবুদ্ধিনা" ইতি পদস্য বিশেষণীভূতস্য জনবাচকত্বেন কর্তৃত্বার্থং বিনাপ্যর্থাসঙ্গতেঃ, তস্য চ বাঞ্ছত ইত্যত্র অনুক্তকর্তৃত্বাৎ 'বাঞ্ছ্যতে" সযকারমেব পদং পাঠনীয়ং, বাঞ্ছত ইতি লিখনে লেখকপ্রমাদবীজমিতি সুধাভির্ভাব্যমিতি দিক্

(১, টীকাকারমতে মূলপাঠ 'বিরক্তো জায়ামরণে"—বিরক্ত ব্যক্তি যেমন জায়ার মরণে কামুকের ন্যায় দুঃখিত হয় না, ইহা টীকাকারানুমতপাঠের অনুবাদ। এই পাঠই সমীচীন বিবেচনা করি।

প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, যাহাতে পুনরায় আর মোহমগ্ন হইতে হয় না। যখন হৃদয়াকাশে আত্মচন্দ্র হইতে সমুদিত চিদ্রূপী জ্যোৎস্না প্রকাশিত হয় তখনই মানব প্রকৃত জীবন লাভ করে এবং তাহার ক্রিয়াকলাপ প্রকৃত ফলশালী হইয়া আনন্দপ্রদ হয়। সুধাকর যেমন স্বীয় সুধার শীতলভাব ধারণ করেন, সেইরূপ মানব মোহ-হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া সতত আত্মচিন্তা দ্বারা অন্তরে শীতলভাব ধারণ করেন। যাহাদের সাহায্যে বৈরাগ্যসহকারে আত্মাকার-বৃত্তিরূপ চিত্তের অভ্যুদয় লাভ করা যায়, তাহারাই (প্রকৃত) মিত্র, সেই সকলই (প্রকৃত) শাস্ত্র ও সেই সকলই (প্রকৃত) দিবস। যাহারা পাপক্ষয় না হওয়াতে আত্মতত্ত্বদর্শনে অবহেলা করে, সেই জন্মরূপ জঙ্গলের লতাস্বরূপ দীনগণ চিরকাল শোক করিয়া থাকে। ১৬—২০। হে রাম। এই জীব-বলীবর্দ্দগণ শোকোচ্ছ্বাসপীড়িত, জরাজর্জ্জরিত হইলেও আশাপাশে বদ্ধ হইয়া বহু দুঃখভারবহন-পূর্ব্বক জন্মরূপ জঙ্গলে বিষয়রূপ শস্পের লালসায় বিচরণ করিতেছে, উহারা কুকার্য্যরূপ কর্দ্দমে আলিপ্ত হইয়া মোহরূপ পল্বলে অবগাহন করিয়া থাকে তৃষ্ণারজ্জু দ্বারা উহারা বদ্ধ থাকে, বিষয়ানুরাগরূপ দংশনিচয় (ডাঁশ) অনুক্ষণ উহাদিগকে দংশন করিতেছে। ঐ বলীবর্দ্দগণ মনোরূপ বণিকের নিকেতে (আজ্ঞারূপ সঙ্কেতে, অথচ আবাসে) অবস্থিত অর্থাৎ মনের আজ্ঞানুসারে চালিত। বন্ধুজনরূপবন্ধনে বদ্ধ হইয়া একরূপ চলিতে অক্ষম। পুত্রদাররূপ জীর্ণ পচা গোময়পঙ্কে মগ্ন উন্মগ্ন হইতেছে। সর্ব্বদাই পরিশ্রান্ত, অণুমাত্র বিশ্রাম নাই, সংসার-মহারণ্যের দীর্ঘবর্ত্মে গতায়াত করিয়া পরিক্ষীণ এবং ভগ্নদেহ হইয়া পড়িতেছে। উহারা কখন শীতলচ্ছায়া লাভ করিতে পারে না, সর্ব্বদাই তীব্রতপে তাপিত। ২১—২৫। বাহিরে উহারা দেখিতে সুন্দর, কিন্তু অভ্যন্তরে অসন্ত, ঐ বলীবর্দ্দগণ বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রামে আক্রান্ত, কর্ম্মরূপ কান্তারে আক্রান্ত এবং পাপের তাড়নে আক্রান্ত। উহাদিগকে আবির্ভাব তিরোভাবরূপ শকট-ভার বহন করিতে হয়, পরিশ্রমে অবসন্নগাত্র হইয়া উহারা অজ্ঞান-রূপ বিশাল অরণ্যে বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে। অকিঞ্চন ঐ জীব-বলীবর্দ্দগণ সর্ব্বদা নিজের অনর্থসাধনেই ব্যাপৃত হইয়া পরিশেষে কষ্টভারে অবসন্ন হয় এবং করুণস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। হে রাম! এই জীব-বলীবর্দ্দগণকে সংসার-পল্বল হইতে পরম-যত্নে বহুদিনে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিতে হয়। তত্ত্বদর্শনে চিত্তক্ষয় হইলে ঐ জীব আর কখন জন্মগ্রহণ করে না, তখন সে সংসার-মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ২৬—৩০। হে রাম! যেমন নাবিকের নৌকা সাগরপারের একমাত্র উপায়, সেইরূপ তত্ত্ববিৎ সজ্জনের সমাগমই সংসারসাগর লঙ্ঘনের একমাত্র উপায়। যে দেশে শীতলচ্ছায়া-সমন্বিত, ফল (জ্ঞান) শোভী, তত্ত্বজ্ঞ সজ্জনপাদপ বিদ্যমান নাই, সেই মরুভূমিকল্প দেশ পণ্ডিতের বাসযোগ্য নহে। হে রাম! স্নিগ্ধ শীতল বাক্যরূপ পত্রশালী স্মিতকুসুমশোভী সুচ্ছায় সজ্জনরূপ চম্পকবৃক্ষের আশ্রয়ে ক্ষণমাত্রেই পরম বিশ্রাম লাভ করা যায়। যাহার ঈষৎ বিবেকোদয় হইয়াছে, সেই ধীমান্, যাহাতে উত্তমরূপ বিশ্রান্তি নাই, তাদৃশ মহামোহতাপদায়ী সংসারে সুপ্ত হইয়া অবস্থান করিবেন না, অর্থাৎ আত্মবিশ্রান্তির চেষ্টা করিবেন। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মা দ্বারাই (আপনিই) বিবেকবলে আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে। দেহাভিমানগর্ব্বে আত্মাকে কদাচ জন্মরূপ পঙ্কময় অর্ণবে নিক্ষেপ করিবেন না এই দেহাধীন দুঃখ কিপ্রকার, কিরূপে ইহা উৎপন্ন হইল, ইহার মূল কি, কি উপায়ে ইহার ক্ষয় হয়, প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ যত্নপূর্ব্বক ইহা বিবেচনা করিবেন। ৩১—৩৬। যাহারা আত্মার উদ্ধার ব্যাপারে নিরত তাহাদিগের ধন, মিত্র, অনধ্যাত্মশাস্ত্র ও বন্ধুগণ কোন উপকারে আসে না। সর্ব্বদা সঙ্গী একমাত্র বিশুদ্ধ মনোরূপ সুহৃদের সহিত বিচারে আত্মার উদ্ধার করা যায়। বৈরাগ্যের অভ্যাস ও যত্নপূর্ব্বক আত্মবিচার দ্বারা তত্ত্ববিলোকনরূপ পোত লাভ করিলে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আত্মা সংসারসাগরে মগ্ন হইয়া সতত দুরাশয় দগ্ধ হওয়াতে শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেছে; এরূপ অবস্থায় ইহাকে অবজ্ঞা না করিয়া যত্নপূর্ব্বক উদ্ধারের চেষ্টা করিবে। ৩৭—৪০। তৃষ্ণারূপ রজ্জুদ্বারা অহঙ্কাররূপ বিশালবন্ধস্তম্ভে আবদ্ধ মনোমদশালী জন্মরূপ পঙ্কে নিমগ্ন এই জীবরূপী হস্তীকে (পঙ্ক হইতে) উদ্ধার করা আবশ্যক। হে রাঘব! অজ্ঞান-নিরাসপূর্ব্বক অহঙ্কার মার্জ্জন করিতে পারিলেই আত্মার পরিত্রাণ করা হইল। মনোজাল অপসারিত করিয়া অহন্তাব ছিন্ন করিতে পারিলেই আত্মা সংস্বরূপ পরমাত্মার বোধ-পর্য্যন্ত বিচারে পরিস্ফুট শক্তিমান্ হইয়া থাকেন। দেহকে কাষ্ঠ লোষ্টের সমান দেখিতে পারিলেই দেবেশ পরমাত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অহঙ্কারজলদ অপসৃত হইলে চিৎসূর্য্য দৃষ্ট হন, তাহার পরে সেই চিৎসূর্য্যরূপে পরিণত হইতে পারিলেই তৎপদপ্রাপ্তি হয়। ৪১—৪৫। যেমন অন্ধকারের সমুচ্ছেদ হইলে স্বয়ংই আলোকদর্শন হয়, সেইরূপ অহঙ্কার দূরীভূত হইলে আপনিই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। অহঙ্কার পরিক্ষয় হইলে নিরতিশয় আনন্দরূপিণী যাদৃশী দশা উপনীত হব, ঐ পরিপূর্ণস্বরূপা দশা প্রযত্নসহকারে সেবনীয়। পরিপূর্ণসাগরোপম ঐ দশা আমাদিগের বর্ণনাতীত, উপমা দিয়া যে বুঝাইব, তাহাও পারিতেছি না। কারণ উহার উপমা নাই, ঐ দশা দৃশ্যরাগে রঞ্জিত হয় না, কেবল চিৎ-প্রকাশের অংশকলারূপিণী হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিত হয়। যদি তুরীয় দৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সহিত উহার উপমা দেওয়া যায়। গগনশ্রীর ন্যায় বিশালা পূর্ণস্বরূপা ঐ অবস্থা বিক্ষেপাভাবাংশে সাদৃশ্য থাকায় কেবল সুষুপ্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। ৪৬—৫০। মন ও অহঙ্কারের বিলয় হইলে সর্ব্বভাবের অন্তরস্থিত পরমানন্দরূপিণী পরমেশ্বরী তনু উদিত হয়। হে রাম! ঐ পারমেশ্বরী তনু স্বকীয় যোগবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহা সুষুপ্ত ব্যক্তিদিগের সন্নিহিত, বাক্যের অগোচর, কেবল হৃদয়েই উহার অনুভূতি হইয়া থাকে। যেরূপ মোদক খণ্ডাদির স্বরূপ (আস্বাদ) নিজ অনুভবব্যতিরেকে জ্ঞাত হওয়া যায় না, সেইরূপ আত্মার স্বরূপ ও স্বীয় অনুভূতিব্যতিরেকে অনুভূত হয় না। ফলতঃ যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, এই সমস্তই অনন্ত আত্মতত্ত্ব। চিত্ত হইতে বাহ্যবিষয় উপশমিত হইলে চিত্ত যখন দৃঢ়রূপে প্রত্যগাত্মায় পরিণামী হইবে, তখনই নিখিল চরাচরের প্রত্যগ্‌ভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রকাশসাক্ষী পরমাত্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ অনুভূত হইবেন। তাহার পর বিষয়বাসনার বিনাশ, তাহার পরে পরম পুরুষার্থ-স্বরূপ স্বাত্মার সর্ব্বদা পূর্ণভাবে অনুভূতি সুসিদ্ধ হইয়া যায়, তদনন্তর সমাধি অসমাধি সকল অবস্থাতেই সমতানিবন্ধন আত্যন্তিক বৈষম্য নিবৃত্ত হওয়ায় পরমানন্দরূপে পরিণত হয়, ঐ চরম অবস্থা ব্রহ্মাদির অচিন্তনীয় ও অবাঙ্মনসগোচর। ৫১—৫৫।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—অয়ি কমললোচন! "আমি আমার" এ ভাব ত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ করিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে। আত্মসাক্ষাৎকার না হইলে এই জগৎ-দুঃখ, চিত্রিত ভাস্করের ন্যায়ও আর অস্তমিত হয় না অর্থাৎ চিরকালই থাকিয়া যায় এবং মেঘের ন্যায় ও গাঢ় অন্ধকারের ন্যায়, শ্যামবর্ণ (মলিন) এই বিশাল সংসারিবর্ষা মহাসাগরের ন্যায় অগাধ হইয়া উঠে ও পুনঃপুনঃ দুঃখতরঙ্গমালার কারণস্বরূপ হইয়া কেবল দুঃখ-তরঙ্গই বিস্তার করিতে থাকে। এই বিষয়ে একটী পুরাতন ইতি-হাস আছে। সেই ইতিহাস, সহ্যপর্ব্বতের প্রস্থদেশে ভাস ও বিলাস নামক দুই মিত্রের বৃত্তান্ত। ত্রিলোকবিজয়ী সহ্যনামে এক গিরি আছে, উহার উর্দ্ধোন্নতির নিকট আকাশ, পার্শ্বদেশের বিস্তৃতিতে ভূতল ও তলভাগের উৎকর্ষে পাতালতল পরাজিত। ঐ গিরির উপরিভাগে অসংখ্য পুষ্পিত মহীরুহ বিদ্যমান। ঐ পর্ব্বত হইতে অসংখ্য নির্ম্মলজলবাহী নির্ঝর বহিঃসৃত হইয়াছে। গুহ্যকগণ ঐ পর্ব্বতের নিধি রক্ষা করিয়া থাকে। উহার স্থানে স্থানে প্রখরতা হেতু দুর্নিরীক্ষ্য রত্নাদি মণিপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। ১—৬। মুক্তাপূর্ণ মুক্তামণিকিরণে ভাস্বরগণ্ডস্থলে সুরহস্তী যেমন শোভিত হয়, সেইরূপ ঐ পর্ব্বত স্থানে স্থানে মুক্তারাশিপূর্ণ ভানুকিরণ-ভাস্বর সুবর্ণ তটদেশে সুশোভমান। উহার কোন স্থলে পুষ্পরাশি বিকীর্ণ, কোন স্থান গৈরিক-ধাতুনিচয়ে সমাকীর্ণ, কোথাও বিকশিত কুসুমমণ্ডিত সরোবর, কোথাও বা রত্নশোভী শিলাতট শোভা পাইতেছে। এদিকে নির্ঝরের জলপতনধ্বনি, ওদিকে বেণুপুঞ্জের সংঘর্ষধ্বনি, অপরদিকে গুহানিঃসৃত সমীরণের শব্দ, কোথাও বা ষট্‌পদের গুণগুণগুঞ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে। সেই পর্ব্বতের সানুদেশে অপ্সরোবৃন্দের গীতধ্বনি, অরণ্যে পশুপক্ষীর নিনাদ, অধিত্যকায় জলধরের গর্জ্জন ও গগনতলে পক্ষীর রব, কমলাকরে ভ্রমর-গুঞ্জনধ্বনি, পর্য্যন্তপ্রদেশে কিরাত-দিগের গীতধ্বনি ইত্যাদি বিবিধধ্বনি তথাকার লোকের শ্রবণ-গোচর হইয়া থাকে। সেই পর্ব্বতের গুহামধ্যে বিদ্যাধরগণ বাস করে। ৭—১১। উহার উপরিভাগে দেবগণ, পাদদেশে মানবগণ, পাতালতলে বিবরমধ্যে বহু নাগগণ ও কন্দরমধ্যে সিদ্ধগণ অবস্থিতি করেন। উহার অভ্যন্তরে বহু রত্নাদির আকর বিদ্যমান। তত্রত্য চন্দনবৃক্ষ বহুসর্পের ও শিখরাগ্র সিংহ-সমূহের আশ্রয়। পর্ব্বতটী যেন অপর একটী জগৎ। বহুপুষ্পিত পাদপে পাণ্ডুরবর্ণ সেই পর্ব্বত কোন স্থলে অধঃপতিত পুষ্প-রাশিরূপ মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন, কোন স্থানে সদ্যঃপতিত পুষ্প-রাশির অন্তরীক্ষস্থিত পরাগপুঞ্জ মেঘমালায় পাংশুময়, কোথাও বা পতমান পুষ্পসমূহরূপ মারুতচালিত মেঘমালায় আবৃত। কোন কোন স্থান গৈরিকাদি ধাতুর ধূলিপুঞ্জে কপিলবর্ণ হইয়াছে, কোথাও রত্নময় পাষাণতলে অবস্থিত পুরনারীগণ যেন কল্পতরুসমারূঢ় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ১২—১৫। সেই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে মেঘরূপ নীলবসনে আবৃত অশকরত্ন-বিভূষণ ধারিণী (১) কনক-রমণীয় শিলাসমূহ শিখরস্থিত অভি-সারিকা-কামিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সেই পর্ব্বতের উত্তর-তটে ফলভারনত পাদপনিচয়ে সমাকীর্ণ স্বর্গাপেক্ষা মনআহ্লাদ-কারী রমণীয় এক সানুপ্রদেশ আছে। উর্দ্ধপ্রদেশ হইতে প্রবাহিত নির্ঝরসলিল আসিয়া সেই সানুস্থিত রত্নখচিত পুষ্করিণীতে পতিত হইতেছে। সেই সানুপ্রদেশ স্বাক্চ্যুতবৃক্ষশাখা হইতে নিপতিত পুষ্পস্তবকে দন্তুর হইয়া রহিয়াছে। তদীয় তটপ্রদেশে অঙ্কোল, পুন্নাগ ও নীলোৎপল উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে লতাজালে সূর্য্যদেবকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে; কোন কোন স্থান রত্নপ্রভায় ভাস্বর। কোথায়ও বা জম্বুফলের রসে নদী হইয়া গিয়াছে। ঐ সানুপ্রদেশে অত্রিমুনির বিশাল আশ্রম বিদ্যমান। ঐ আশ্রমে শ্রান্ত সিদ্ধগণ পরিশ্রম অপনোদন করিয়া থাকেন। স্বর্গের ন্যায় রমণীয়তাশালী ঐ আশ্রম এমন কি, শিবলোক ও ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। ১৬—২০। পূর্ব্বে ঐ মহান্ আশ্রমে, আকাশে শুক্র-বৃহস্পতির ন্যায় দুইটী তত্ত্ববিৎ তপস্বী ছিলেন। তথায় এক স্থানে স্থিত ঐ তাপসদ্বয়ের বিশুদ্ধ সুন্দর দুইটী অনুরূপ পুত্র জন্মিয়াছিল; তৎকালে বোধ হইয়াছিল যেন, এক স্থানস্থ দুইটী কমলের দুইটী ফুল্লকোরক উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন লতা ও পাদপের পল্লবদ্বয় ক্রমে দীর্ঘ হইতে থাকে, সেইরূপ সেই তপস্বীদ্বয়ের পুত্র দুইটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে একের নাম বিলাস, দ্বিতীয়ের নাম ভাস। পরস্পর সুস্নিগ্ধ, পরস্পর প্রীতি ও সৌহৃদ্যভাবাপন্ন সেই তাপস-কুমারদ্বয়, তিল ও তৈলের ন্যায় এবং পুষ্প ও সৌরভের ন্যায় পরস্পর আশ্লিষ্টভাবে (সর্ব্বদা একত্র সহবাসে) অবস্থান করিতে লাগিল। পুত্রবান্ তাপসদ্বয় পরস্পর একান্ত অনুরক্ত হইয়া দম্পতির ন্যায় অবিযুক্তভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর গাঢ় সৌহার্দ্দ্য দর্শনে মনে হইত যেন, উভয়ের একই মন দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ২১—২৫। কুসুমিত সরোজমধ্যে মধুকরদ্বয়ের ন্যায় সেই মুনিদ্বয় ঐরূপ অভিন্নহৃদয়ে হৃষ্টচিত্তে সেই আশ্রম শোভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই তাঁহাদের প্রিয় নবকুমার দুইটী, চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় বৃদ্ধি লাভ করত শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে অধিরূঢ় হইলেন। অনন্তর কালক্রমে তাঁহাদের পিতৃদ্বয় জরাজর্জ্জরিত হইয়া দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন, বোধ হইল যেন, দুইটী বিহঙ্গম কুলায় হইতে উড়িয়া গেল। উভয়ের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, সেই কুমারদ্বয় দীনভাবাপন্ন ও উৎসাহশূন্য হইয়া, জল হইতে উদ্ধৃত কমলের ন্যায় সন্তপ্ত ও শুষ্কপ্রায় হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা পিতাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে লোকসম্মানরক্ষক রাম! মহৎ ব্যক্তিরাও বিধিনিয়তি অতিক্রম করিতে পারেন না। অনন্তর তাঁহারা সাতিশয় শোকে ব্যথিত হইয়া করুণস্বরে বহুক্ষণ বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, মূর্চ্ছাবস্থায় সমস্ত চেষ্টাপরিশূন্য হইয়া ক্ষণকাল চিত্রা-র্পিতের ন্যায় পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৬—৩০।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

---

(১) অভিসারিকা রমণীরা রাত্রিকালে অন্ধকারে নীলবসন পরিধান করিয়া ভূষণশব্দ বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অপরের অলক্ষিতে অভিমত নায়কের নিকট গমন করিয়া থাকে, কনক-রমণীয় এক পক্ষে কনক দ্বারা রমণীয়। পক্ষান্তরে কনকের ন্যায় রমণীয় কিংবা কনকভূষণে রমণীয়।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর অতি শোকাভিভূত সেই তাপসদ্বয়, নিদাঘের দাবানল-বিশুষ্ক অরণ্যপাদপের ন্যায় দুঃখসন্তাপে বিশুষ্ক হইয়া পড়িলেন। অরণ্যমধ্যে যূথভ্রষ্ট হরিণদ্বয়ের ন্যায় তাঁহারা অসহায় ও অনুপায় হইয়া সংসারে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিরক্তভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এইরূপে বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল। ক্রমে তাঁহারাও খড্গজাত পাদপের ন্যায় জরাজর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহারা কিয়ৎকাল বিযুক্তভাবে অবস্থিত করিলেন; তখন তাঁহারা বিমল আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। একদা তাঁহারা মিলিত হইয়া পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে বিলাস কহিলেন, হে পরমবন্ধু ভাস। জগতে তুমি এই আমার জীবনরূপ শ্রেষ্টপাদপের ফলস্বরূপ, তুমি আমার হৃদয়স্থিত সুধাসমুদ্র, তোমার মঙ্গল হউক। ১—৫। হে সাধো! তুমি আমার সহিত বিযুক্ত হইয়া এতদিন কোথায় অতিবাহিত করিলে? তোমার তপস্যা সফল ত? তোমার বুদ্ধি এক্ষণে বিজ্বরা হইয়াছে ত? তুমি এক্ষণে আত্মবান্ হইয়াছ ত? তোমার বিদ্যা ফলবতী হইয়াছে ত? তোমার সমস্ত কুশল ত? বশিষ্ঠ কহিলেন, এইরূপ সম্ভাষণকারী সংসারে সাতিশয় বিরক্ত অপ্রাপ্তপরমাত্মতত্ত্ব বন্ধু বিলাসকে ভাস সাদরে কহিলেন, হে মানপ্রদ! হে সাধো! অদ্য আমি কুশলী, যেহেতু, ভাগ্যক্রমে তোমার দর্শন পাইলাম। কিন্তু সংসারে থাকিলে আমাদের (প্রকৃত) কুশল কিরূপে হইবে? যতদিন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে না পারিব, যতদিন চিত্তজাত কাম-সঙ্কল্পাদির ক্ষয় না হইবে, যতদিন এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিব, ততদিন আমার কুশল কোথায়? ৬—১০। যতদিন দাত্র দ্বারা লতাজালচ্ছেদনের ন্যায় চিত্তসম্ভূত আশাসমূহের সমূলে উচ্ছেদ না করা হইবে, ততদিন আমাদের কুশল কোথায়? যতদিন জ্ঞানলাভ করিতে না পারিব, যতদিন সমতা উদিত না হইবে, যতদিন তত্ত্ববোধ সমুদিত না হইবে, ততদিন আমাদের কুশল কোথায়? হে সাধো! আত্মলাভ না হইলে, জ্ঞান-মহৌষধ না প্রাপ্ত হইলে এই সংসাররূপিণী দুর্বিসূচিকা পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হয়। এই সংসাররূপ কুপাদপের প্রথম অঙ্কুর শৈশব, নব যৌবন ইহার পল্লব, জরা ইহার কুসুম, ইহা পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইতেছে। কায়রূপ-জীর্ণতরু হইতে জরারূপ-কুসুমশালিনী মৃত্যুরূপ-মঞ্জরী পুনঃপুনঃ উদ্গত হইতেছে, বন্ধুবর্গের আক্রন্দন ঐ মঞ্জরীর ষট্‌পদগুঞ্জন। ১১—১৫। সংসারে থাকিলে নীরসপ্রায় এই বৎসরশ্রেণী (বৎসরের পর বৎসর) পুনঃপুনঃ বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে; কেননা, মরণের পরে দুষ্কর্ম্মের ফলে নরকে গমন করিয়া কেবল কুফল ভোগ করত কালাতিপাত করিতে হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সুখাস্বাদ নাই, যদি দৈবাৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতের ফলে স্বর্গে যাওয়া যায়, তাহাতেও পূর্ব্বের অনুভূত ভোগসমূহে আসক্ত থাকিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়, তাহাতে অভিনব কিছুই নাই, সেই পুরাতন বিষয়েই পরিপূর্ণ। এই মনুষ্যজন্মেও বিষয়ভোগরূপ হিংস্রজন্তুগণে আকীর্ণ তৃষ্ণাকণ্টকিত, দেহপর্ব্বতের মহাগুহারূপী ক্রিয়াপরম্পরায় বিলুণ্ঠিত হইতে হয়। অর্থাৎ ইহাতেও আত্মবিবেকের সম্ভাবনা নাই; তাহাতে দীর্ঘ, অদীর্ঘ, শুভ, অশুভ, সুখলবের আকারে কেবল দুঃখজালে জড়িত হইয়া ক্রমাগত আগমাপায় কাল অতিবাহিত করিতে হয়। বিফলকর্ম্মা জন্তুগণ কুৎসিত আশয়ে মুগ্ধ হইয়া তুচ্ছ বিফলকর্ম্মে আয়ুক্ষয় করিয়া থাকে। মনোরূপ মত্তমাতঙ্গ পরমাত্মরূপ আলানস্তম্ভ উন্মূলিত করিয়া তৃষ্ণারূপিণী করিণীর লালসায় উদ্ভিন্ন হইয়া বহুদূরে ধাবিত হইয়া থাকে। ১৬—২০। এই কায়তরু হইতে আয়ু ও বিবেকরূপ চিন্তামণি বৃথাই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই কায়বৃক্ষের হৃদয়রূপ নীড়ে বৃদ্ধ লোভরূপ গৃধ্রই কেবল জিহ্বাচপলতায় লগ্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। এই নীরস সুখবিহীন লঘু দিবসাবলি জীর্ণপর্ণের ন্যায় বিগলিত হইতেছে, ইহাতে এই সংসারের কতই মৃদুশরীর নিপাতিত হইয়া গেল। বদন অপমানরূপ ধূলিতে ধূসর হইয়া তুষারাহত কমলের ন্যায় মলিনতা প্রাপ্ত হয়, দেহশ্রী বিলুপ্ত হইয়া যায়। যৌবন-সলিলের অপসরণে এই কায়সরোবর শুষ্ক হইয়া গেলে আয়ুরূপ রাজহংস ক্ষণমধ্যে পলায়ন করে, আর ফিরিয়া আসে না। কালরূপ মারুতবলে বিধূত এই জীর্ণ জীবনরূপ বৃক্ষ হইতে ভোগরূপ কুসুম ও দিবসরূপ পত্রসমূহ অধোদেশে নিপতিত হইতেছে। ২২—২৫। মন ভোগরূপ ভুজঙ্গগণের ও দুঃখরূপ মণ্ডুকের আশ্রয় মোহরূপ অন্ধকারকূপের প্রবাহে নিমগ্ন হইতেছে। নানাবিষয় রাগরঞ্জিত তরল তৃষ্ণা দেবাদির আলয় চৈত্যস্থানে উত্থাপিত পতাকার ন্যায় দূরারোহিণী হইয়া থাকে। অনন্ত কালরূপগর্ত্তে বাসকারী অন্তকরূপ মূষিক এই সংসাররূপ তন্তুবায়-তন্ত্রের (তাঁতের) জীবনাশারূপ সূত্র ছিন্ন করিয়া দিতেছে। এই জীবন কু-তটিনীর ন্যায় বাহিয়া যাইতেছে, যৌবন ঐ নদীর উৎকট তরঙ্গমালা, অসির ন্যায় প্রচণ্ড ক্রোধ প্রভৃতি উহার উপরি-ভাসমান ফেনরাজী, লোভতৃষ্ণাদি ঐ নদীর বিশাল আবর্ত্ত। এই সংসারী লোকের কার্য্যপরম্পরাও নদীবৎ প্রবাহিত হইতেছে, শিল্প, তর্ক, নীতি প্রভৃতি কলাসমূহ ও জগতের ব্যবহার কার্য্যনিচয় উহার তরঙ্গবৎ সকলকে ব্যাকুল করিয়া চলিয়াছে, উহার অভ্যন্তর অতি ভীষণ। ২৬—৩০। এই অনন্তকালরূপ সাগরের গভীর অন্তরে অনন্ত লোক বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে অজস্র নিপতিত হইতেছে। এই দেহরূপ রত্নশলাকা জন্মে জন্মে মৃত্যুরূপ পঙ্কিল অর্ণবের মধ্যে কোথায় নিমগ্ন হইয়া থাকে, তাহা জানা যায় না। সমুদ্রের সচ্ছিদ্র আবর্ত্তে তৃণ যেমন ঘূর্ণিত হইতে থাকে, সেইরূপ কুক্রিয়াপরায়ণ চিত্ত চিন্তারূপচক্রে চিরবদ্ধ হইয়া কেবলই ঘুরিতে থাকে। চিত্ত অনন্ত কার্য্য পরম্পরারূপ তরঙ্গমালায় অধিরূঢ় ও চিন্তানর্ত্তিত হইয়া ক্ষণকালও বিশ্রাম লাভ করিতে পায় না। বুদ্ধিরূপিণী পক্ষিণী "ইহা করা হইয়াছে, ইহা করিতেছি, পরে ইহা করিব" এইরূপ কল্পনা-জালে সুদৃঢ়ভাবে জড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ৩১—৩৫। "এই আমার সুহৃৎ, এই আমার শত্রু" এই প্রকার বিবাদরূপ মহাশত্রুগণ, নীলোৎপলের ন্যায় মদীয় কোমল মর্ম্মস্থল একেবারে কর্ত্তিত করিয়া ফেলিতেছে। এই চপল-চিত্তরূপমীন চিন্তানদীর বিশাল আবর্ত্তে ও তরঙ্গমালায় নিপতিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠে। এই সংসারী লোকসমূহ এবংবিধ বহু অনাত্মীয় (অনাত্মদেহাদিনিমিত্তক) দুঃখসকল আত্মবুদ্ধিতে সঞ্চয় করত বৃথা দীনভাবাপন্ন হইতেছে। বহুবিধ সুখদুঃখের মধ্যপাতী এই লোকসমূহ জরামৃত্যুরূপ বিততবাত্যায় ভগ্ন হইয়া জগন্ময়রূপ পর্ব্বতে বিলুণ্ঠিত হইয়া নীরস (শুষ্ক) পত্রের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ৩৬—৩৯। ষট্‌ষষ্টিতমসর্গ সমাপ্ত॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাঁহারা উভয়ে এইরূপে পরস্পর কুশল-প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পরে যথাকালে বিমলজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহাত্মন্! সেই জন্য বলিতেছি যে, পাশবদ্ধ চিত্তের বন্ধন মোচনপূর্ব্বক সংসারতরণে জ্ঞানব্যতীত অন্য গতি নাই। এই যে অনন্ত দুঃখ, ইহা বিবেকীর পক্ষে স্বল্প-সামান্য অর্থাৎ অনায়াসচ্ছেদ্য। ক্ষুদ্র পক্ষীর নিকট সাগর দুস্তর বটে, কিন্তু ভুজঙ্গশত্রু গরুড়ের নিকট তাহা গোষ্পদপ্রমাণ। যাঁহারা দেহাভিমানশূন্য হইয়াছেন, সেই মহাত্মারাই চিন্মাত্র আত্মায় অবস্থিত হইয়া, দর্শক যেমন দূর হইতে জনতা নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ দূর হইতে দেহ দর্শন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা দেহের অতিদূরে অবস্থান করেন। এই দেহ দুঃখে অতি-ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে আমাদের ক্ষতি কি? পুরাতন রথ ভাঙ্গিয়া গেলে সারথির ক্ষতি কি? ১—৫। হে রাম! মন বিক্ষুব্ধ হইলে চিত্তত্ত্বের কি ক্ষতি? জলের তরঙ্গাদি বিকারভাবের সমুদয় জলধির পূর্ণস্বভাবের বিপর্য্যয় কি? অর্থাৎ জলধি যাহা তাহাই থাকিবে। জলের সহিত হংসের সম্বন্ধ কি? জলের সহিত পাষাণের আবার সম্বন্ধ কি? পাষাণের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ কি? এই ভোগবিষয়ের সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি? হে শ্রীমান! সমুদ্র মধ্যে পর্ব্বত থাকিলে তাহার সহিত সমুদ্রের আবার কি সম্বন্ধ? সেইরূপ পরমাত্মা ও সংসারের আবার কি সম্বন্ধ আছে? নদী উৎসঙ্গমধ্যে পদ্মসমূহ ধারণ করিলেও তাহারা নদীর কে? সেইরূপ এইশরীর পরমাত্মার কে? অর্থাৎ কেহই নহে। যেমন কাষ্ঠ ও সলিলের সঙ্ঘট্টে (পরস্পর আঘাতে) উত্তুঙ্গ জলশীকর উত্থিত হয়, সেইরূপ দেহ ও আত্মার সমাযোগ হওয়াতেই এই চিত্তবৃত্তি উদ্ভিত হইয়াছে। ৬—১০। যেমন জলের উপরে কাষ্ঠ লইয়া গেলে জলে কাষ্ঠের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ প্রতিবিম্বরূপে পরমাত্মায় এই শরীর লক্ষিত হইতেছে। যেমন দর্পণে বা জলতরঙ্গে নিপতিত বস্তুর প্রতিবিম্ব সত্যও নহে, (১) মিথ্যাও নহে, আত্মাতে এইরূপ শরীরও তদ্রূপ জানিবে। যেমন কাষ্ঠ, পাষাণ, এবং জলের পরস্পর সংযোগ বা বিয়োগে কাহারও কোন প্রকার সুখ বা দুঃখ বোধ হয় না, সেইরূপ দেহাদি-আকারে পরিণত এই পঞ্চভূতের পরস্পর যোগ বা বিয়োগে কোন ক্ষতিই দেখি না। দারুসঙ্ঘট্টিত সলিল হইতে যেমন কম্পনশব্দ প্রভৃতি হইয়া থাকে, সেইরূপ চিৎসন্নিধানমাত্রে বোধিতদেহ হইতে স্পন্দাদি সমুত্থিত হইয়া থাকে। এই যে আভাসমান সুখদুঃখাদি সর্ব্বক্ষ, ইহা বিশুদ্ধচিৎ বা জড় শরীর এই দুইয়ের মধ্যে কাহারও নহে, ইহা একমাত্র অজ্ঞানেরই, আমাদের সেই অজ্ঞান দূর হইলে একমাত্র চিৎই অবশিষ্ট থাকিবে। ১১—১৫। যেমন কাষ্ঠ ও সলিলের সংযোগে কাহারও সুখদুঃখানুভূতি হয় না, সেইরূপ দেহ ও দেহাভিমানীর পরস্পর মিলনে কাহারও সুখ বা দুঃখের অনুভব হয় না। যথাদৃষ্ট এই সংসার অজ্ঞের নিকট সত্য বটে; কিন্তু জ্ঞানীর নিকট ইহা একান্ত মিথ্যা। যেমন পাষাণসলিলের সম্বন্ধ উভয়ের অন্তঃপ্রবিষ্ট নহে, সেইরূপ মনোবৃত্তিতে সংলগ্ন এই বাহ্য বিষয়ভোগের অনুভূতিও বাস্তবিক জ্ঞানীর অন্তঃপ্রবিষ্ট নহে। সলিল ও কাষ্ঠের সম্বন্ধ যেমন অন্তঃপ্রবেশশূন্য; দেহ ও দেহীর সম্বন্ধ ও তদ্রূপ বাস্তবিকই অন্তঃসঙ্গশূন্য, জলের ও কাষ্ঠের সম্বন্ধ, দেহ ও দেহীর সম্বন্ধ এবং প্রতিবিম্ব ও জলের সম্বন্ধ একই প্রকার ১৬—২০। সর্ব্বত্রই সম্বেদ্যশূন্য বিশুদ্ধ একমাত্র সংবিৎ বিদ্যমান। দ্বৈতভাবকলঙ্কিত অন্যবিধ দুষ্টসংবিৎ বাস্তবিকই নাই। অন্তঃসংবেদন (ভাবনা) বলে অদুঃখই দুঃখস্বরূপে উপনত হয়, ভ্রমদৃষ্ট বেতালকে যথার্থ বেতালরূপে ভাবনা করিলে উহা বিশাল আকার ধারণ করিয়া থাকে। স্বপ্নে অঙ্গনাসম্ভোগ মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক নিশ্চয়বশে যেমন কার্য্যকারী এবং স্থাণুতে বেতালভ্রম যেমন যথার্থ জ্ঞানহেতু ভয়মোহাদিকার্য্যকারী হয়, সেইরূপ অন্তরে দৃঢ় নিশ্চয় থাকিলে অসম্বন্ধও সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়ায়। সলিল ও কাষ্ঠের সম্বন্ধ যেমন অসৎপ্রায়, শরীর ও পরমাত্মার সম্বন্ধও তদ্রূপ অসৎপ্রায় অর্থাৎ মিথ্যা। অন্তঃসঙ্গ অর্থাৎ অহম্ভাবের অধ্যাস না থাকায়, জল যেমন কাষ্ঠ পতনে পীড়া বোধ করে না, সেইরূপ আত্মাও অসঙ্গ অর্থাৎ দেহের অধ্যাসশূন্য হইলে দেহ-দুঃখে দগ্ধ হন না। ২১—২৫। আত্মা দেহভাবনাতেই দেহদুঃখের বশতাপন্ন হইয়া পড়েন, ঐ ভাবনা ত্যাগ করিলে তিনি উক্ত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন, ইহা বুধগণ অবগত আছেন। হে রাম! পত্র জল, কাষ্ঠ প্রভৃতি পদার্থ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলেও যেমন অন্তঃসঙ্গ নাই, দুঃখানুভব করে না, সেইরূপ আত্মা, দেহ ইন্দ্রিয় ও মন অন্তঃসঙ্গশূন্য হইলে পরস্পর শ্লিষ্ট থাকিলেও একেবারে দুঃখপরিশূন্য হইয়া থাকে। হে রাম! এই সংসারে অন্তঃসঙ্গই নিখিল দেহীর জরামৃত্যু মোহরূপ তরুর কারণীভূত বীজস্বরূপ। যে জীব অন্তঃসঙ্গ, সেই সংসারসাগরে নিমগ্ন, যাহার অন্তঃসঙ্গ নাই, সেই সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ। ২৬—৩০। অন্তঃসঙ্গবিশিষ্ট চিত্তকে শতশাখাবিস্তারী বলা হয়, অন্তঃসঙ্গবিহীন চিত্তকে বিলয় প্রাপ্ত বলা হয়। অন্তঃসক্তচিত্তকে ভগ্ন স্ফটিকলিঙ্গাদির ন্যায় অপবিত্র বলিয়া জানিবে। অন্তঃসক্তিশূন্য মদীয় চিত্তকে অভগ্ন স্ফটিক শিবলিঙ্গাদির ন্যায় পবিত্র বলিয়া জানিবে। অন্তঃসঙ্গশূন্য চিত্ত সংসারী হইলেও নির্ম্মল। অন্তঃসঙ্গচিত্ত দীর্ঘতপোনুষ্ঠাননিরত হইলেও অতিবদ্ধ জানিবে। অন্তঃসক্ত মনই বদ্ধ, অন্তঃসক্তিবিবর্জ্জিত মনই মুক্ত। অন্তঃসঙ্গ ও অন্তঃসঙ্গাভাবই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। কাষ্ঠভারবাহিনী নৌকা যেমন কাষ্ঠময়ী হইলেও কাষ্ঠগত ছেদন-ভেদন-দাহজনিত-গুণদোষে ও জলের চলন, পরিবর্ত্তন, নির্ম্মলতা, পঙ্কিলতা প্রভৃতি গুণদোষে আক্রান্ত হয় না, সেইরূপ যিনি অন্তঃসঙ্গশূন্য, তিনি কার্য্য করিলেও কর্তৃত্বভাগী হন না। ৩১—৩৫। অন্তঃসঙ্গবশে জীব অকর্ত্তা হইলেও কর্ত্তা হয়; যেমন সুখদুঃখময়ী স্বপ্নদশায় নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির দৃষ্ট ব্যাঘ্রাদিভয়ে পলায়নব্যাকুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহ চেষ্টাশূন্য হইলেও, যেমন স্বপ্নাদি স্থলে হয়, সেইরূপ চিত্তের কর্তৃত্বে জীবের কর্তৃত্ব হইয়া থাকে। চিত্তের কর্তৃত্বদশায় নিশ্চেষ্ট জীবের বিরুদ্ধ সুখদুঃখদর্শন হওয়াতে, জীব প্রধান কর্ত্তার ন্যায়ই হইয়া থাকে। (নিশ্চেষ্টভাবে সমাসীন ব্যক্তি জাগ্রদ্দশাতেও পুত্র বা ভৃত্যাদির যুদ্ধব্যাপার সন্দর্শনে তাহাদের জয়পরাজয়ে সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, সে স্থলে ঐ নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তা না হইলে সুখদুঃখের অনুভব করায় কর্ত্তা বলিতে হইবে)। মনের কর্তৃত্বাভাবেই লোকের অকর্তৃতা স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে, কেন না, শূন্যচিত্ত-ব্যক্তি কোন কার্য্য করিলেও তাহা

(১) মূলে "নাসত্যানি ন সত্যানি" এইরূপ পাঠ হইবে।

অনুভব করিতে পারে না, সে স্থলে তাহাকে অকর্ত্তা বলিতে হইবে। চিত্তকৃত কর্ম্মই তুমি প্রাপ্ত হও, চিত্ত যাহা না করে, তাহা তুমি প্রাপ্ত হও না অর্থাৎ তাহা তোমার অনুভূত হয় না। চিত্তের যদি কর্ত্তৃতাশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে দেহকে কর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করা যাইত। অসঙ্গী মন কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা (১) বলিয়া কথিত হয়, কারণ যে অসঙ্গী (আসক্তি-শূন্য) সে কর্ম্মফলের ভোক্তা হয় না। ৩৬—৪০। যেমন অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, দূরস্থিত কান্তায় আসক্তচিত্তব্যক্তি পুরোবর্ত্তী শীতোষ্ণাদি ক্লেশের অনুভব করে না, সেইরূপ অনাসক্তব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিলে বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, তজ্জনিত পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না। অন্তঃসক্তিবিহীন জীব বিক্ষেপাভাবজনিত পরমসুখ অনুভব করে, সে বাহ্য কোন কর্ম্ম করুক বা নাই করুক, তন্নিবন্ধন সে কর্ত্তা বা ভোক্তা কিছুই হইবে না। অন্তঃসক্তিশূন্য যে মন, তাহাই অকর্ত্তা, সেই মনই বিমুক্ত, প্রশান্ত ও নির্লেপ। অতএব এই নিখিলপদার্থ নিশ্চয়ই বহিঃ-শ্লিষ্ট, অন্তঃশ্লিষ্ট নহে, অজ্ঞান-নিবন্ধন উহার যে অন্তঃসক্তি তাহা সর্ব্বদুঃখকরী, উহা যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে। যেমন স্ফটিকমণির ন্যায় নির্ম্মল সলিল, নিশিত অসিধারার ন্যায় সুনীল-সলিলে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। সেইরূপ চিত্ত অন্তঃসঙ্গরূপ দোষ হইতে আত্যন্তিক মুক্তি লাভ করিতে পারিলে, শান্ত আকাশবৎ নির্ম্মল হইয়া প্রাক্তন দশাপ্রাপ্ত হওয়ত নিখিলমলনির্ম্মুক্ত প্রত্যক্‌রূপী আত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়। ১—৪৫।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—ভগবন্! সঙ্গ কি প্রকার, কিরূপেই বা উহা মনুষ্যদিগের বন্ধের কারণ হয়, কি প্রকারে বা উহা মোক্ষের হেতু হয়, উহার চিকিৎসাই বা কিরূপে হয়, ইহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! ভাবনাবলে দেহ ও দেহীর জড়ত্ব চিন্ময়ত্বরূপ বিভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহমাত্রে যে বিশ্বাস,—তাহাকেই বন্ধের কারণীভূত সঙ্গ বলা হইয়া থাকে। অনন্ত আত্মতত্ত্বের অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বভাব বিস্মরণপূর্ব্বক পরিচ্ছেদ-কল্পনা করিয়া তন্নিশ্চয়ে যে বিষয়সুখে অভিলাষ, তাহাকে বন্ধার্হ সঙ্গ কহে। "এই নিখিল-পদার্থই একমাত্র আত্মা, ইহাতে ত্যাজ্যই বা কি? আর বাঞ্ছনীয়ই বা কি?" এইরূপ অসঙ্গভাবে অবস্থানই জীবমুক্তের অবস্থা জানিবে। "আমি অহঙ্কার-পরিচ্ছিন্ন নহি; আমার অন্যও কেহ নাই; অতএব এই দেহাদি মিথ্যা, ইহাতে বিষয়সুখ থাকুক বা না থাকুক, আমি দেহাদিতে স্বভাবতঃ অনাসক্ত" এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয়ে যিনি দেহাদিবিষয়ে অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, সেই মানবই মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন। ১—৫। যিনি নিষ্কর্ম্মতার অভিনন্দনও করেন না এবং ফলাকাঙ্ক্ষায় কোন কর্ম্মে আসক্ত হন না, কার্য্যসিদ্ধি ও কার্য্যের অসিদ্ধি উভয়ত্র সমবুদ্ধি হইয়া থাকেন, তাঁহাকে অসংসক্ত বলা হয়। যাহার মন সর্ব্বদা একমাত্র আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত থাকে এবং হর্ষ-ক্রোধের বশতাপন্ন হয় না, সেই ব্যক্তি সঙ্গবিবর্জ্জিত এবং তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি নিখিলকর্ম্ম ও তৎফলাদি মনের দ্বারা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কার্য্যতঃ তত্ত্যাগী না হইলে অসংসক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। একমাত্র অসঙ্গেই নানারূপ বিজৃম্ভিত নিখিল চেষ্টার চিকিৎসা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। একমাত্র সঙ্গবশেই সর্ব্বপ্রকার বিতত দুঃখরাশি শ্বভ্রজাত কণ্টকতরুর ন্যায় শতশাখা বিস্তারপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ৬—১০। নাসাবদ্ধরজ্জু-গর্দ্দভও যে পথিমধ্যে ভয়ে ভয়ে ভারবহন করিয়া লইয়া যায়, তাহা একমাত্র ঐ সংসক্তিরই বিকাশ। বৃক্ষ যে একদেশে অবস্থিত হইয়া শরীরে শীত, বাত ও আতপ-ক্লেশ সহ্য করে, ইহা ঐ সংসক্তির পরিণাম। ক্ষুদ্র কীট যে ধরাবিবরমগ্ন হইয়া ক্লিষ্টশরীরে বিবশ-ভাবে কালক্ষেপণ করে, ইহাও ঐ সংসক্তির বিজৃম্ভণ। ক্ষুধায় ক্ষীণ জঠর পক্ষী যে কাহারও আঘাতভয়ে ভীত হইয়া বৃক্ষশিখায় শয়ন করতঃ আয়ুঃক্ষপণ করে, ইহাও ঐ সংসক্তিরই বিলাস। দূর্ব্বাঙ্কুর-তৃণাহারী হরিণ কিরাতশরপীড়িত হইয়া যে দেহত্যাগ করে, তাহাও ঐ সংসক্তির বিকাশ। ১১—১৫। এই জনগণ জরাজীর্ণ হইয়া (মৃত্যুর পর) যে পুনঃপুনঃ কৃমি-কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, ইহাও ঐ সংসক্তির বিজৃম্ভণ। এই অনন্ত ভূতনিবহ, তরঙ্গযুক্ত জলাশয়ে তরঙ্গের ন্যায় বারংবার উৎপন্ন হইয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা সংসক্তিরই বিলাস। নরগণ স্থাবর লতাতৃণ দশাপ্রাপ্ত হইয়া যে পুনঃপুনঃ মৃত হইতেছে, ইহা ঐ সংসক্তির বিলাস। তৃণগুল্ম-লতা প্রভৃতি ভূতলস্থিত রসের যোগে যে আকার বৃদ্ধি করিতেছে, ইহা ঐ সংসক্তির বিজৃম্ভণ। ঐ সংসক্তির বিকাশেই অনর্থপরম্পরাসদৃশ পদার্থসমূহে সঙ্কুলা এই সংসারনদী উন্মত্তভাবে বহিয়া যাইতেছে। ১৬—২০। হে রাঘব। ঐ সংসক্তি দ্বিবিধ, বন্দ্যা ও অবন্দ্যা (১) তন্মধ্যে বন্ধ্যাসংসক্তি সর্ব্বত্র মূঢ়দিগেরই হইয়া থাকে, বন্দ্যাসংসক্তি তত্ত্ববিদ্‌দিগেরই নিজস্ব (অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ ব্যতীত অপরের উহা হয় না)। আত্মতত্ত্বের অজ্ঞাননিবন্ধন দেহাদি-পদার্থের বস্তুতাজ্ঞানে সংসারে যে দৃঢ়া শক্তি, ইহাই বন্ধ্যা-সংসক্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বের জ্ঞাননিবন্ধন যথার্থ তত্ত্ববিবেকজনিত, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক যে পরমাত্মায় যে দৃঢ়াসক্তি, ইহাকে বন্দ্যা সংসক্তি কহে। হস্তে শঙ্খচক্রগদাধারী দেব নারায়ণ বন্দ্যাসংসক্তি বশতঃ বিবিধরূপে এই ত্রিলোকী পরিপালন করিতেছেন। বন্দ্যা সংসক্তিবশেই দিবাকর প্রতিদিন নিয়মিত গগন পথের সতত পথিক হইতেছেন। ২১—২৫। বন্দ্যা সংসক্তিবশেই মহাপ্রলয়ের বিদেহমুক্তি বিশ্রাম পর্য্যন্ত—পরার্দ্ধদ্বয়কালব্যাপিত সৃষ্টিকল্পনাকারী এই ব্রাহ্মবপুঃ স্ফুরিত (ব্যবহারপরায়ণ) হইতেছে। বন্দ্যাসংসক্তি বশেই শঙ্করশরীর গৌরীরূপ আলানে লীলাক্রমে আসক্ত ও ভূতিভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধগণ, লোকপালগণ ও অন্যান্য দেবগণ বন্দ্যসংসক্তিবশতঃই জগৎ প্রাঙ্গণে অবস্থিত রহিয়াছেন। অন্যান্য ভুবনবাসী তত্ত্ববিদ্‌গণ বন্দ্যাসংসক্তি-বশেই জরামৃত্যুবিহীন শরীরযন্ত্রসমূহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মন বৃথা রমণীয়তা শঙ্কা করিয়া, মাংসখণ্ডে শকুনের ন্যায় যে

(১) মূলে "অকর্ত্তৈব" এইরূপ পাঠ আছে, ঐ স্থলে "অকর্ত্তৈব" হইবে; কারণ, অকর্ত্তা মনের বিশেষণ, মন ক্লীবলিঙ্গ।

(১) বন্দ্যা—প্রশংসনীয়া, বন্ধ্যা—নিষ্ফলা পুরুষার্থফলশূন্যা।

ভোগজালে নিপতিত হইতেছে, ইহা বন্ধ্যাসংসক্তির বিলাস। ২৬—৩০। সংসক্তিবশতই বায়ু ভুবনমধ্যে প্রবহমাণ হইতেছেন, পঞ্চভূত অবস্থিত রহিয়াছে এবং এই জগৎস্থিতি নির্ব্বাহিত হইতেছে, (এ সমস্তই ঐ সংসক্তিবশতঃ)। (সংসক্তিবশতই) স্বর্গে দেবগণ, ভূতলে মানবগণ, পাতালে নাগগণ ও অসুরগণ—ব্রহ্মাণ্ডরূপ উডুম্বর ফলের অন্তর্গত মশকেরন্যায় স্ফুরিত হইতেছে। (ঐ সংসক্তিবশতঃই) এই অনন্ত ভূতগণ তরঙ্গাধার জলাশয়ে তরঙ্গবৎ জাত, মৃত, উৎপতিত ও নিপতিত হইতেছে। ভূতগণ নির্ঝরবিনিঃসৃত অম্বুকণার ন্যায় যে বিরসভাবে বারংবার উৎপতিত হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে, ইহা ঐ সংসক্তির বিজৃম্ভণ। (ঐ সংসক্তিহেতুকই) জড়তায় জীর্ণ ভ্রান্ত জনগণ পরস্পরে আহত হইয়া, (মাৎস্যন্যায়ে) অম্বরে বিশীর্ণ পর্ণের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে। ৩১—৩৫। পাদপোপরি মশকশ্রেণীর ন্যায় গগনে নক্ষত্রমালা, পাতালতলে জলপ্রবাহের ন্যায় আবর্ত্তাকারে স্ফুরিত হইতেছে, (সংসক্তিই ইহার কারণ, সর্ব্বত্রই এইরূপ বুঝিতে হইবে)। অদ্যাপি চন্দ্র পতন ও উৎপতনে জীর্ণ, কালরূপ বালকের ক্রীড়াকন্দুকস্বরূপ জলময় মলিন (কলঙ্কযুক্ত) আকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। দেবগণও অদ্যাপি বিভিন্ন যুগপরিবর্ত্তনজনিত নানাবিধ অপার দুঃখরাশির পুনর্ব্বিলোকনে কঠোরভাবাপন্ন চিত্তরূপ দুশ্চিকিৎস্য ব্রণের জন্য সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিলেও, তাহা ছেদন করিতে পারিতেছে না। রাঘব! ঐ দেখ, একমাত্র আকাশে বাসনাবলে কে এক বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। মনের সংসক্তিরূপ রঙ্গ (রঙ) দ্বারা শূন্য আকাশে এই যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে ইহা কদাচ সত্য নহে জানিবে। ৩৬—৪০। এই সংসারে যাহারা সংসক্তমনা হইয়া ব্যবহারী অগ্নিশিখায় তৃণের ন্যায়, তৃষ্ণাকর্ত্তৃক তাহাদের শরীর ভক্ষিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের বালুকার ন্যায়, ত্রসরেণুসমূহের ন্যায়, সংসক্তমতির দেহ কে গণিয়া উঠিতে পারে? অর্থাৎ সংসক্তমতির দেহ অসংখ্য, (তাহাদিগের দেহত্যাগ একান্ত অসম্ভব), মুক্তালতার মুক্তা, গঙ্গার তরঙ্গ, সুমেরু-পর্ব্বতের আপাদ সমস্ত ভাগও গণিতে পারা যায়? কিন্তু সংসক্তচিত্তের দেহ গণিয়া উঠা যায় না। সংসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জন্য রৌরব, অবীচি, কালসূত্র প্রভৃতি নরকশ্রেণী রমণীয় অন্তঃপুররূপে কল্পিত হইয়াছে। সক্তচিত্ত ব্যক্তিকে তুমি প্রজ্বলিত নরকাগ্নির দুঃখশুষ্ক কাষ্ঠচয় বলিয়া জানিও, কারণ, তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারাই নরকাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ৪১—৪৫। এই জগতে যাহা কিছু দুঃখ আছে, তৎসমুদয়ই সংসক্তব্যক্তিদিগের জন্যেই কল্পিত হইয়াছে। জলকল্লোলশালিনী মহানদীসমূহ যেমন সমুদ্রে গিয়া পড়ে, সেইরূপ সর্ব্ববিধ দুঃখপরম্পরা সংসক্তচিত্ত ব্যক্তির নিকটে গিয়াই উপস্থিত হয়। এই চিত্তের সংসক্তিই অবিদ্যা, এই অবিদ্যাই ভারভূত শরীর মস্তকে বহন করিয়া থাকে, জীবের জন্মমৃত্যুদশাও ইহা দ্বারা প্রকল্পিত, অধিক কি, এই সমস্তই এই অবিদ্যার কল্পনাবলে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। হে রাম! বর্ষাকালে নদীসমূহ যেমন বিস্তৃতি লাভ করে, সেইরূপ ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিলে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য বিস্তৃতি লাভ করে; অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ হইয়া থাকে। হে রাঘব! অন্তঃসঙ্গই দেহের মলিনতাসম্পাদক অঙ্গার জানিও। হে রাম! অন্তঃসঙ্গের অভাবই দেহের (শীতলতাকারক) রসায়ন এরকনামক তৃণবিশেষের সহিত মিশ্রিত ওষধিবিশেষ (লতাবিশেষ) যেমন অগ্নিমিশ্রিত তৃণ হইতে উৎপন্ন বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় (১) সেইরূপ জীব অন্তঃস্থিত সংসক্তি দ্বারা নিজেই দগ্ধ হইয়া থাকে। অসক্তমন সর্ব্বত্রই পরম শান্তিসুখ ভোগ করে, তাদৃশ মন অনন্ত আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। সংস্বরূপের আভাসস্বরূপ অসৎ প্রায় মন অসক্তভাব ধারণ করিলে, কেবল সুখেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বত্র সংসক্তিবিহীন, অতএব বিদ্যা অংশে অভ্যুদয়প্রাপ্ত এবং অবিদ্যাবিষয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত চিত্তে অবস্থান করেন, তিনি মুক্ত। ৪৬—৫৩।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত। ৬৮।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিবেকী পুরুষ তত্তৎকালোচিত সর্ব্ববিধ ব্যবহারপরায়ণ—ইষ্ট-পুত্রমিত্রাদির সঙ্গে অবস্থিত এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অনিষিদ্ধ সর্ব্ববিধ কর্ম্মে অভিরত থাকিলেও চিত্তকে কুত্রাপি আসক্ত রাখিবেন না। তাঁহার চিত্ত না কোন চেষ্টায়, না কোন চিন্তায়, না কোন বস্তুতে, না আকাশে, না অধোদেশে, না সম্মুখে, না কোন দিকে, না লতায়, না বাহ্যবিপুলভোগে, না ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে, না অভ্যন্তরে, না প্রাণে, না মস্তকে, না তালুতে, না ভ্রূমধ্যে, না নাসাগ্রে, না মুখে, না অক্ষিতারায়, না অন্ধকারে, না প্রকাশে, না হৃদয়াকাশে, না জাগ্রদ্ভাবে, না স্বপ্নে, না সুষুপ্তিদশায়, না বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে, না তমোগুণে, না রজোগুণে, না গুণসমষ্টিতে, না চঞ্চলকার্য্যে, না সুস্থির অব্যক্ত কারণে, না আদিতে, না মধ্যে, না পার্শ্বে, না দূরে, না নিকটে, না অগ্রে, না কোন পদার্থে, না আত্মায়, না শব্দস্পর্শরূপাদিতে, না বিষয়ভোগাভিলাষে, না আনন্দব্যাপারে, না গমনাগমন চেষ্টায়—কুত্রাপি আসক্ত রাখা উচিত নহে। ১—৭। তদীয় চিত্ত, নিশ্চলা বুদ্ধির সাক্ষী কেবল চিন্মাত্রে বিশ্রান্ত হইয়া একমাত্র পরমানন্দরসমগ্ন ও অপর সর্ব্ববিষয়ের রসাস্বাদশূন্য হইয়া অবস্থান করুক্। তথাবিধ অবস্থায় অবস্থিত জীব, এই সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম সম্পাদন করুক্ বা না করুক্, (অর্থাৎ সম্পাদনকরণে কোন ফল নাই, কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা প্রযুক্ত কোন দোষও নাই, যেহেতু) সে আসক্তিশূন্য, ঐরূপ অবস্থায় জীব ক্রমে অজীবভাব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হয়। স্বাত্মায় রত জীব বাহ্যক্রিয়া করিলেও তাহার কর্ত্তা হয় না, কারণ, আকাশে যেমন মেঘ সংলগ্ন (সংযোগপ্রাপ্ত) হয় না, সেইরূপ তাহার সহিত কোন ক্রিয়াফলের সহিত সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ ক্রিয়াফলভাগী হয় না। কিংবা জীব চৈত্যাংশ সেই বুদ্ধিসাক্ষীভাবও পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তচিদ্ঘন জলন্তমণির ন্যায় আত্মায় প্রশান্ত হইয়া অবস্থান করুক্। হে রামভদ্র! আত্মায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সতত আত্মভাবে সমুদিত ব্যবহারফলেচ্ছাশূন্য জীব ব্যবহারী হইলেও আসক্তিশূন্য হওয়াতে কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু যাবৎ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয় না হয়, তাবৎ দেহভারমাত্র বহন করিতে থাকে, (প্রারব্ধক্ষয়ে বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হয়)। ৮—১২।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৬৯।

(১) এক জাতীয় ওষধি এরক-নামক তৃণের সহিতই মিশ্রিত থাকে; এরক-তৃণ হইতে আবার প্রায়ই অগ্নি নির্গত হয়, কাজেই ঐ ওষধিকে প্রায়ই আশ্রয়দোষে অগ্নিদগ্ধ হইতে হয়।

সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—নিরন্তর অসংসক্তিসুখের আস্বাদনে রত, পূর্ণব্রহ্মভাবে অবস্থিত মহাত্মগণ, লৌকিকব্যবহারপর হইলেও অন্তরে শোকভয়বিহীন হইয়া অবস্থান করেন। অসংসক্তব্যক্তি বিক্ষোভের নিমিত্তীভূত ধনপুত্রাদির নাশ বন্ধন ও অপমানাদি কারণে বিক্ষুব্ধবৎ লক্ষিত হইলেও, তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরমার্থসুখে অবস্থিত থাকায়, (সর্ব্বদা পরমার্থসুখে মগ্ন থাকায়) তিনি সর্ব্বদা অন্তরে পূর্ণস্বভাবে অবস্থিত থাকেন, এইজন্য চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তদীয় বদনমণ্ডলে সর্ব্বদাই শ্রীলক্ষিত হয়, (কদাপি বিষণ্ণতা লক্ষিত হয় না।) যাঁহার মন চেত্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র চিদানন্দী হইয়া গতজ্বর হইয়াছে, তাঁহার অনুগ্রহে, কতকফলে সলিলের ন্যায় অপরাপর মূঢ়জনগণও প্রসন্ন (নির্ম্মল হইয়া থাকে) (তিনি যে নিজে নির্ম্মল, ইহা আর বলিতে হইবে কেন? সর্ব্বদা আত্মদৃষ্টিতে লীন স্বস্থভাবে অবস্থিত তত্ত্ববিৎ জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় চঞ্চলভাব ধারণ করত যে ক্ষুব্ধবৎ লক্ষিত হইয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক মিথ্যা অর্থাৎ যেমন প্রকৃত সূর্য্য চঞ্চল হয় না, প্রতিবিম্ব সূর্য্যই চঞ্চল হইয়া থাকে; কিন্তু প্রতিবিম্ব সূর্য্য সত্য নহে মিথ্যা, সেইরূপ তত্ত্ববিদের প্রতিবিম্ব অংশই চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা মিথ্যা) পরমাত্মায় আরামপ্রাপ্ত প্রবুদ্ধ পরমাভ্যুদয়শালী মহাত্মগণ বাহিরে ময়ূরপুচ্ছের অগ্রবৎ চঞ্চল হইলেও অন্তরে সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় অচল-অটলভাবে অবস্থান করেন ১—৫ মসৃণ স্ফটিকমণি যেমন রঞ্জনদ্রব্যে রঞ্জিত হইলেও তাহাতে রঞ্জিত থাকে না অর্থাৎ স্ফটিকমণিকে যেমন রঞ্জন দ্রব্যে রঞ্জিত করা যায় না, সেইরূপ আত্মভাব প্রাপ্ত চিত্ত সুখদুঃখে রঞ্জিত হয় না। যেমন জলরেখায় পদ্ম রঞ্জিত হয় না সেইরূপ যে চিত্ত ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব অবগত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ-অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সংসার দৃষ্টি তাদৃশ চিত্তকে রঞ্জিত করিতে পারে না। যখন এই জীব পরমাত্ম বোধপ্রাপ্ত হইয়া বাহ্যবিষয়রক্তির হেতুভূত মল হইতে নির্ম্মুক্ত থাকাতে, অধ্যান-অবস্থাতেও নিরতিশয়-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার স্বতঃই স্ফুরণ হেতু নির্ব্বিকল্পসমাহিতের ন্যায় সর্ব্বদা আত্মধ্যানময় হয়, তখন সে স্ব-সক্ত (আত্মসক্ত) বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। হে রাঘব! উক্ত অবস্থায় উপনীত হইলে জীব অদ্বন্দ্ব, নিত্য ও অস্তোদয়বিহীন হইয়া জাগ্রদ্দশাতেই সুষুপ্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। জীব পরমাত্মায় আরাম প্রাপ্ত হইলেই অসংসক্ত হয়, আত্মজ্ঞানেই সংসক্তির ক্ষয় হইয়া যায়, অন্য কোন প্রকারে নহে। ৬—১০। যেমন ক্রমশঃ-কলাক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র অমাবস্যাদিবসে সূর্য্যভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অভ্যাসক্রমে উক্তদশায় আরূঢ় জীব পবিত্র চিৎসূর্য্যভাবে পরিণত হইয়া যায়। চিত্তের চিন্তদশা ক্ষয় হইলে প্রক্ষীণচিত্তে (বাহ্যবিষয়শূন্য হইয়া) যে অবস্থিতি, তাহাই জাগ্রদ্দশায় সুষুপ্তভাব বলা যায়। ঐ সুষুপ্তদশা প্রাপ্ত হইয়া মানব জীবিত থাকিয়া ব্যবহারী হইলেও কদাচ সুখ দুঃখরূপ রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। জাগ্রৎ-অবস্থায় ঐরূপ সুষুপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি জগৎক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, কৃত্রিম পুত্তলিকাবৎ সেই মানবকে সুখদুঃখ-দৃষ্টি আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। অহন্তাবরূপা শক্তিই চিত্তের পীড়াকরী, ঐ শক্তিই ইষ্টানিষ্টে সত্তা অসত্তানিবন্ধন সুখদুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। চিত্ত যখন আত্মভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আবার কে কাহাকে পীড়া দিবে? সুষুপ্তবুদ্ধি জীব অবলীলাক্রমে কর্ম্ম করিলেও তাহাতে আবদ্ধ হয় না; সে জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান করে। ১১—১৬। হে অনঘ! তুমি ঐরূপ সুষুপ্তবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রারব্ধপরিপাকবশে উপাগত লৌকিক বা শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমীর কার্য্য কর বা না কর, অর্থাৎ তখন তোমার করা, না করা—কোন বিষয়েই ইচ্ছা হইবে না, কারণ, তত্ত্ববিদের কর্ম্মপরিত্যাগ বা কর্ম্মের আদান কিছুই রুচিকর হয় না। আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। যদি তুমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া সুষুপ্তিগত বুদ্ধিতে কোন কার্য্য কর, তাহা হইলে তুমি তৎকর্ম্মের কর্ত্তা হইবে না, যদি আত্মতত্ত্ব অবগত না হও, তাহা হইলে অকর্ত্তা হইলেও তুমি কর্ত্তা হইবে (অর্থাৎ কর্তৃত্বনিবন্ধন যে সুখ-দুঃখাদির অনুভব, তাহা তোমার যাইবে না), এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। হে রাঘব! যেমন খট্টাশায়িত শিশু (উত্তানশয় বালক) কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ না থাকিলেও (স্বাভাবিক আনন্দেই) স্পন্দিত হয়, সেইরূপ তুমি ফলসঙ্কল্প না করিয়া কর্ম্ম করিতে থাক। ১৭—২০। জীব পরমাত্মাকে লাভ করিয়া চেত্যভাববিহীন চৈতন্যপদে স্বস্থ ও জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্তভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে কর্ম্ম করে, তাহাতে তাহার কর্তৃত্ব নাই। তত্ত্ববিৎ স্বকীয়চিত্তে বাসনাপরিশূন্য ও সুষুপ্তদশা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দরসে অন্তরে শীতরশ্মির ন্যায় শীতলভাব ধারণ করেন। তিনি সুষুপ্তদশায় অবস্থান করত মহাতেজোময় পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় পূর্ণ হইয়া, পর্ব্বত যেমন সকল ঋতুতে সমভাবে অবস্থিত হয়, (ঋতুবিশেষে তাহার বিশেষত্ব কিছুই লক্ষিত হয় না), সেইরূপ সকল অবস্থায় সমরূপ থাকেন। পর্ব্বত যেমন চালিত হইলেও চলিত বা স্পন্দিত হয় না, সেইরূপ সুষুপ্তদশায় অবস্থিত পরমাত্মাতে স্থিরতা প্রাপ্ত তত্ত্ববিৎ বাহ্য কর্ম্মে বিচলিত হন না। হে রাম! তুমিও ঐরূপ বিগতকলুষ হইয়া সুষুপ্তিদশায় অবস্থিতি করত নীঘ্র দেহকে নিপাত কর অথবা শৈলবৎ দীর্ঘকাল ধারণ করিয়া থাক। ২১—২৫। হে রাম! এই সুষুপ্তিদশা অভ্যাসবলে সুদৃঢ় হইলে, ইহা তত্ত্বজ্ঞগণকর্তৃক তুরীয় দশারূপে কথিত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ মহোদয় অন্তরের সকলপ্রকার পীড়া পরিশূন্য ও ঐকান্তিকভাবে অস্তমিতমনা হইয়া আনন্দময় হইয়া থাকেন। তাদৃশী অবস্থায় অবস্থিত প্রমুদিত তত্ত্বদৃক্ পরমানন্দরসপানে ঘূর্ণিত হইয়া এই দৃশ্যরচনাকে সর্ব্বদা লীলার ন্যায় অবলোকন করেন। আত্মবান এইরূপে তুরীয়দশায় সমারূঢ় হইয়া সংসারসম্ভ্রম পরিহারপূর্ব্বক শোকভয়ক্লেশপরিশূন্য হইয়া থাকেন, তিনি আর তাদৃশী অবস্থা হইতে প্রচ্যুত হন না। ধীরবুদ্ধি ঐ তত্ত্ববিৎ পবিত্র আত্মপদবীতে সমারূঢ় হইয়া, শৈলস্থিত-ব্যক্তি যেমন নিম্নস্থল দর্শন করে, সেইরূপে এই ভ্রমসঙ্কুল জগৎকে হাস্য-সহকারে দর্শন করিয়া থাকেন। ২৬—৩০। এই তুরীয়দশায় অবিনশ্বর স্থিতি লাভ করিয়া তিনি একান্ত আনন্দে লীন হওয়াতে সর্ব্বোত্তম মহানন্দপদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে ঐ সর্ব্বোত্তম মহানন্দকলা হইতে অতীত ও তুরীয় পদাতীত হইলে যোগী মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার সমস্ত জন্মপাশ বিগলিত হইয়া যায়, তাঁহার সকল প্রকার তমোময় অভিমান বিলয়প্রাপ্ত হয়। তৎকালে ঐ মহাত্মা জলগত সৈন্ধববৎ পরমরসময়ী সত্তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (জলগত

সৈন্ধবের যেমন কিছু দৃশ্যত্ব থাকে না, আস্বাদে কেবল তাহার অস্তিত্বমাত্র অনুভূত হয়, সেইরূপ তিনি নিরাকার হইয়া সত্তা-স্বরূপে অবস্থান করেন)। ৩১—৩৩।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ! যখনই তুরীয় ব্রহ্মের সাক্ষাদনুভব হয়, তখনই কৈবল্যপদ পাওয়া যায়, উহাই জীবন্মুক্তের ও বেদবাক্যের বিষয়। হে মহাবাহো! অন্তরীক্ষ যেমন বায়ুর বিষয় হইলেও অন্তের লভ্য নহে, সেইরূপ ঐ তুর্য্যের অতীত-পদ বিদেহ-মুক্তেরই লভ্য, অন্য জীবন্মুক্তের কি বেদবাক্যের বিষয় নহে। আকাশ যেমন ব্যোমচারী বায়ুদেরই গম্য, সেইরূপ দূর হইতেও অতিদূরবর্ত্তী সেই বিশ্রামস্থান একমাত্র বিদেহমুক্তদিগেরই লভ্য হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তেরা সুষুপ্তাবস্থার ন্যায় কিছুকাল জগদ্ব্যাপার অনুভব করত পরে পরমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া তুরীয়পদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর সেই আত্মজ্ঞানীরা যেমন তুর্য্যাতীতপদে বিশ্রাম করেন, হে রাম! তুমিও সেইরূপ দ্বন্দ্বাতীতপদে গমন কর এবং সুষুপ্তাবস্থার অনুসরণে ব্যাবহারিক সত্তায় সংশ্লিষ্ট থাক, তাহা হইলে যেমন চিত্রাঙ্কিত শরীরের ক্ষয় ও রাহুগ্রাস থাকে না, সেইরূপ তোমারও মৃত্যু ও সমুদয় ভয় দূর হইবে। এই দেহস্থিতির নাশে ও অবস্থানে সংবিদের কিছুমাত্র ক্ষয়োদয় হয় না। কারণ, শরীর রহিয়াছে ইহা নিতান্ত ভ্রম, সুতরাং দেহের নাশে বা স্থিতিতে তোমার কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, অতএব তুমি আত্মজ্ঞানে উদ্‌যোগী হইয়া পূর্ব্বাপর সমানভাবেই অবস্থান কর। তুমি সেই পারমার্থিক সত্য জানিয়াছ এবং সেই কৈবল্যধামে উপস্থিত হইয়াছ ও সেই অখণ্ড বাক্যার্থের স্বরূপ জানিয়াছ, সুতরাং আত্ম-কল্যাণের জন্য শোকশূন্য হও এবং তোমার অন্তর ইষ্টানিষ্টবাসনা-বিহীন হওয়ায়, মেঘে ও অন্ধকারে বিরহিত শরৎকালীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং খেচরী-বিদ্যায় নিপুণব্যক্তি যেরূপ গগন ত্যাগ করিয়া ভৌমসুখের অনুসরণ করে না, তদ্রূপ তোমার জ্ঞানশুদ্ধচিত্তও বাহ্যবিষয়ের লালসা করিতেছে না, যেহেতু তুমি বিশুদ্ধ চিৎশক্তিসম্পন্ন হইয়াছ। সুতরাং "এই আমি, ইহা আমার," এইপ্রকার ভ্রমজ্ঞান তোমার দূরীভূত হউক। এবং 'আমি' এই সংজ্ঞাকল্পনা কেবল ব্যবহারনিষ্পাদনের জন্যই হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্মস্বরূপ হইতে নামের বা রূপাদির কল্পনা দূরগতা হইয়াছে এবং সমুদ্র যেরূপ সকলই সলিলতরঙ্গাদি পৃথক্ কোন বস্তু নহে, সেইমত আত্মাই এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বস্তুর পৃথক্ উপাধি কিছুই নহে। যেমন সমুদ্রে জলরাশি হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, তদ্বৎ আত্মস্বরূপেই বিস্তৃত জগতে আত্মভিন্ন কিছুই পাওয়া যায় না। হে সুবোধ! 'এই আমি' এইরূপে কেন ভ্রান্ত হইতেছ, সংসারভাবের যাহাতে তুমি ও যাহা তোমার, এরূপ আছে কোথায়, এবং যাহাতে তুমি রহিতেছ না ও যাহা তোমার নহে, এরূপই বা কোথায় আছে? ব্রহ্মস্বরূপের দ্বিত্ব নাই এবং দেহাদি ও তাহাদের সহিত সম্বন্ধ কিছুই নাই এবং সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের সম্পর্কের ন্যায় কোনরূপ উপাধিকল্পনাও নাই। আর যদিও তাঁহার দ্বিত্বাদি স্বীকার করা যায়, তথাপি বিদ্যমান দেহাদির সহিত তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই এবং ছায়ার সহিত সূর্য্যকিরণের ও অন্ধকারের সহিত আলোকের যেরূপ সম্বন্ধঘটনা হয় না, সেইরূপ দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কোনরূপেই হয় না। হে রাম! ঐরূপ যেমন পরস্পর নিত্যবিরুদ্ধ শীতের সহিত উষ্ণের সম্বন্ধঘটনা হয় না, তেমনি দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই জানিবে। সুতরাং নিত্যবিভিন্ন জড়দেহের সহিত চেতন-আত্মার সম্বন্ধ কিছুতেই অনুভূত হয় না, "সুতরাং চিন্ময় আত্মার যে দেহের সহিত সম্বন্ধ আছে" এই কথাটার মর্ম্মগ্রহ অতি অসম্ভব, যেরূপ দাবানলে সমুদ্র আছে, এ কথা অসম্ভব। সত্যদর্শনে ঐ দেহাত্মসম্বন্ধের অধ্যাসও আতপসংস্পর্শে শুষ্ক জলের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। চিন্ময় আত্মা নির্ম্মল, নিত্য, স্বপ্রকাশ-স্বরূপ ও পাপসম্পর্কবিহীন, কিন্তু দেহ অনিত্য ও সর্ব্বদা মলযুক্ত, সুতরাং সেই দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিবে, আরও দেখ, মৃতদেহের আত্মসম্পর্ক থাকে না বলিয়া স্পন্দন হয় না; সুতরাং আত্মা ও দেহে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রম। কারণ প্রাণাদিবায়ুর সম্পর্কেই দেহের স্পন্দনাদি হয় ও অন্নাদি বস্তুর সামর্থ্যেই স্থূলতা পাইয়া থাকে, সুতরাং সেই আত্মার সহিত দেহের কোন্ সম্বন্ধ? হে সুমতে! দ্বিত্ব সিদ্ধ হইলেও দেহের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অসিদ্ধ-বিষয়ে এরূপ কল্পনা কি প্রকারে হইবে? অতএব দ্বৈতভ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সেই অদ্বৈত চিন্মাত্রেই অবস্থান কর, তাহাতে বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি কিছুই নাই। হে রাম! অখিল-সংসারকে আত্মস্বরূপে শান্তিপ্রাপ্ত দেখিবে ও সেই বিশ্বাসকে বাহ্যে ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই দৃঢ় করিবে। 'আমি সুখী, আমি দুঃখী ও আমি নিতান্ত মূঢ়,' এইপ্রকার দর্শন নিতান্ত গর্হিত ও ইহাতে যদি যাথার্থ্যবুদ্ধি রাখ, তাহা হইলে অপার দুঃখে নিমগ্ন হইবে। পর্ব্বতে ও সামান্য তৃণে পরস্পর তুলনায় যে বিশেষ অতিলঘু, কার্পাসে ও পাষাণে যেরূপ পার্থক্য, পরমাত্মায় ও শরীরে পরস্পর তুলনায় সেই বিশেষ জানিবে। তেজে ও অন্ধকারে যেরূপ পরস্পর সম্বন্ধ ও তুলনা নাই, অতিবিভিন্ন আত্মাও শরীরে তদ্রূপই সম্বন্ধ ও তুলনা নাই। শীতোষ্ণের পরস্পর একতা যেরূপ কথাতেও নাই, তদ্রূপ জড়দেহে ও চেতন-আত্মাতে পরস্পর সংযোগ নাই। দেহ বায়ুবশে চলিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে ও দেহমধ্যবর্ত্তী নাড়ী-নিচয়ে সঞ্চরমাণ বায়ুর বলেই শব্দ করিতেছে। যেমন বেণুর অন্তরে বায়ু প্রবেশ করিলে অব্যক্ত শব্দ নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ দেহরন্ধ্র কণ্ঠাদিস্থান হইতে বায়ুর ক্রিয়াতেই কবর্গ-চবর্গাদিশব্দসমুদয় নিঃসৃত হইয়া থাকে, আর চক্ষুঃস্পন্দ হেতু তারার স্পন্দনও বায়ু হইতে সম্পন্ন হয়। এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়কার্য্য বায়ুরই, একমাত্র সংবিৎস্বরূপ কার্য্য আত্মারই হইতেছে। যদিচ সেই আত্মার অবস্থাবিশেষরূপিণী সংবিৎ আকাশপর্ব্বতাদি সমুদয় বস্তুতে থাকায় সর্ব্বগতা, তথাপি দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বের মত চিত্তেই সম্যক্ পরিস্ফুটা হইতেছে। এই চিত্তস্বরূপ পক্ষিবর শরীররূপ আবাস পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বাসনাবলে যথায় গমন করে, তথায়ই আত্মা অনুভূত হইয়া থাকেন। যেরূপ পুষ্প যেখানে গন্ধও সেখানে থাকে, তদ্রূপ যেখানে চিত্ত, সেই স্থানেই আত্মার, সংবিৎ বিদ্যমান থাকে। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র থাকিয়াও দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্বৎ আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইয়াও

চিত্তমধ্যে দৃষ্ট হন। যেমন ভূতলে নিম্নস্থান, জলের আশ্রয় হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ আত্ম-সংবিদের আধার হইয়া থাকে। সূর্য্যপ্রভা যেরূপ আলোক বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অন্তঃকরণবিম্বিত আত্ম-সংবিদ্‌ই এই সত্যাসত্য জগদ্রূপ বিস্তার করিয়া থাকেন। সুতরাং অন্তঃকরণই ভূতসৃষ্টিবিষয়ে কারণ হইতেছে, সর্ব্বব্যাপী আত্মা প্রতিবিম্ব দ্বারা কারণ হইলেও স্বরূপতঃ কারণ হইতেছেন না। পণ্ডিতেরা এই সংসার-স্থিতির নিদান অবিচার, অজ্ঞান ও মূঢ়তাকে পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকরণেরও কারণ নির্দেশ করেন এবং ঐ অন্তঃকরণই মিথ্যাদর্শন-সংস্কারবলে মোহবশতঃ ভ্রমবীজের কণারূপিণী সত্তাকে সূর্য্য হইতে রাহুদর্শনের ন্যায় গ্রহণ করিয়া মিথ্যা চিত্তাকারে পরিণত হয়। হে রাম! যেমন দীপ অন্ধকারকে ঝটিতি দূর করে, সেইরূপ চিত্তও বস্তুর স্বরূপ অবগত হইলেই তাহার সত্তা থাকে না, এইরূপে সংসারের কারণীভূত অজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও অধিকারী চিত্ত স্বয়ংই জীব, অন্তঃকরণ, চিত্ত ও মন এই সমুদয় নিজ সংজ্ঞারই সবিশেষ বিচার করিবেন। রাম কহিলেন, হে প্রভো! চিত্তের এই সকল জীব প্রভৃতি সংজ্ঞা কি প্রকারে রূঢ় বা যোগসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমার বিচার-নিষ্পত্তির জন্য বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! যেমন তরঙ্গকণাসমুদয় জল হইতে উদ্ভূত হয়, তদ্রূপ এই সমুদয় ভাবই আত্মতত্ত্বের সহিত একরূপে পরিণত চিত্ত হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কোন কোন অর্থাৎ জঙ্গম-বস্তুতে স্পন্দনস্বরূপী আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গে সলিল থাকে এবং কোন কোন অর্থাৎ স্থাবর বস্তুতে অস্পন্দরূপী মহাপ্রভু আত্মার অধিষ্ঠান আছে, যেমন তরলরূপে অপরিণত সলিলমাত্রে সলিলভাবই বর্ত্তমান থাকে। সমস্ত পদার্থের মধ্যে পাষাণ-প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ আত্মাতে থাকে ও যেমন সুরার ফেন সুরা হইলেও আকৃতিবিশেষে থাকিয়া চঞ্চল, তেমনি জীব প্রভৃতি বস্তুজাত আত্মরূপ হইয়াও স্পন্দনধর্ম্মী বলিয়া চঞ্চল এবং সেই অজ্ঞান প্রতিবিম্বভাবাপন্ন আত্মার ভূষিত হইয়া জীব-সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তিনিই সংসারে মহামোহের মায়াময় পঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ পক্ষস্বরূপে অবস্থান করেন। জীব ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ, উহা করিতেছেন বলিয়াও যৌগিক জীব উপাধি পাইতেছেন। আমি এই অভিমানে অহং-ভাব উৎপন্ন হইতেছে এবং প্রকৃতির অর্থের অনুসরণে নিশ্চায়ক বলিয়াই বুদ্ধিমান্ হইতেছে। ঐরূপ মনধাতুর অর্থ মনন, সেই সংকল্পমাত্রের কল্পনাকারী বলিয়া মনঃসংজ্ঞায় অভিহিত হইতেছে। এইপ্রকার মন জলদৃষ্টি ও চেতনদর্শনের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া বহুপ্রকারতা লাভ করত জীব, বুদ্ধি, চিত্ত প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় বিস্তৃত হইতেছেন। জীবের এবংবিধরূপ বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বহুতর বেদান্তশাস্ত্রে বহুপ্রকারে বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু বেদবিজ্ঞানবিহীন কুতর্ক ও কুকল্পনায় নিপুণ মূর্খ লোকেরাই নিজ মোহের জন্যই এইপ্রকার বহুবিধ জীবসংজ্ঞায় অভিনিবেশ করিয়া থাকে। হে মহাবাহো! জীব এই প্রকারেই সংসারের কারণ হন, রাগাদিবিহীন অতিজড় দেহ কোনরূপেই কারণ হইতে পারে না। আধার ও আধেয়ের মধ্যে একতরের নাশ হইলে অন্যের ধ্বংস হয় না বলিয়াই দেহের ধ্বংস হইলেও জীবের নাশ হয় না জানিবে। ৫৫—৬০। যেমন পত্র শুষ্ক হইলে তাহার রসের ক্ষয় বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রম; কারণ ঐ রস, সূর্য্যের কিরণরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। তেমনি দেহক্ষয় হইলে দেহীর ধ্বংস হয় না, কারণ ঐ আত্মা বাসনাসম্পন্ন হইলে তখন বাসনায় ও বাসনাবিহীন হইলে অন্তরীক্ষে আত্মস্বরূপে অবস্থান করে। দেহের নাশ দেখিয়া যে ব্যক্তির 'আমি নষ্ট হইলাম' বলিয়া বুদ্ধির ভ্রম হয়, আমি বিবেচনা করি, সেই মূঢ়ব্যক্তি বেতাল জন্মিয়া জননীর স্তন পান করিয়াছে। যে দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ উপাধির আত্যন্তিক নাশ হইলে, জীব উদিত হয় অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দলক্ষণ অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ চিত্তনাশই জীবের বিনাশ এবং তাহাই তাহার মোক্ষ বলিয়া সম্ভাবনা করা যায়। জীব নষ্ট এবং মৃত এই প্রকার উক্তি মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। কেন না, ঐ জীবকে দেশ এবং কালে অন্তরিত হইয়া পুনঃ-পুনঃ দেহান্তর গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এই সংসারে মরণব্যপদেশনদীতে তরঙ্গমধ্যগত ঘূর্ণায়মান জীবসকল দেশকালে তিরোহিত হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ এবংপ্রকার অর্থাৎ মৃত, নষ্ট, জাত, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি ভাবের তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে। বানর যেরূপ এক বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, তদ্রূপ জীবও বাসনাবস্থিত হইয়া এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীরে অবস্থান করে। হে রাঘব! পুনর্ব্বার তাহাও ত্যাগ করিয়া, ক্ষণমধ্যে অন্য বিস্তৃত দেশে অন্য এক সময়ে অপর দেহ প্রাপ্ত হয়। কপটাচারিণী ধাত্রী বালকদিগকে যেরূপ এদিক ওদিকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, জীবগণের স্বরূপাবরণকারিণী বাসনাও সেইরূপ তাহাদিগকে চিরদিন ইতস্ততঃ ভ্রামিত করিতে থাকে। পরস্পর পরস্পরের উপযোগী বলিয়া জীবগণই জীবগণের জীবনোপায়স্বরূপ। তাহারা বাসনাপাশে আবদ্ধ হইয়া পর্ব্বতগহ্বরে কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবনকে পূর্ব্বে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেও আবার পূর্ব্বরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে নিরত হইয়া উহাকে অধিকতর জীর্ণ করিতে থাকে। জীবগণ হৃদয়নিহিত বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অতিজীর্ণ অপেক্ষা জীর্ণ হইলেও দারিদ্র্য, রোগ ও বিয়োগাদি বিবিধ দুঃখভার বহন করে এবং নানাপ্রকার দেহান্তরাদিপরিণাম দ্বারা জর্জ্জরিত হইতে হইতে, চিরদিন নিরয়ে নিপতিত হইতে থাকে। বাল্মীকি কহিলেন, মুনি এই কথা বলিতে বলিতেই দিবস অতীত হইল, সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন, সভাস্থ সকলে পরস্পর নমস্কারান্তে সায়ংকৃত্য সম্পাদনার্থ স্নান করিতে যাইলেন। অনন্তর রাত্রির অবসানে রবিকিরণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে পুনর্ব্বার সমবেত হইলেন। ৬১—৭২।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ! দেহ থাকিলেই তুমি থাকিতেছ না ও দেহ নষ্ট হইলেও তুমি নষ্ট হইতেছ না, কারণ, তুমি আত্মাতেই অকলঙ্কস্বরূপে রহিয়াছ, শরীর তোমার কিছুই নহে; তবে যে কুণ্ডবদরন্যায়ে বা ঘটাকাশ-ন্যায়ে আত্মারও দেহসম্পর্ক সিদ্ধ হয় (যেমন একটীর অর্থাৎ কুণ্ডের বা ঘটের নাশে অপরের অর্থাৎ বদর বা আকাশেরও নাশ হয়) এ কল্পনা অতি ভ্রমাত্মক; সুতরাং এই ন্যায়ানুসারে দেহনাশে আত্মারও

বিনাশ বিবেচনা নিতান্ত ভ্রমমাত্র। বিনশ্বর শরীরকে ধ্বংসোন্মুখ দেখিয়া, যে ব্যক্তি 'স্বয়ং নষ্ট হইলাম' বুঝিয়া খেদ করে, সেই অন্ধচেতাকে শতধিক্ থাকিল। হে রাম! রথে ও রথিতে পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, আত্মারও দেহ, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সেইরূপই দ্বেষানুরাগ-শূন্য সম্বন্ধ জানিবে। যেমন সরোবরে পঙ্কের সহিত নির্ম্মল সলিলের সম্পর্ক, সেইরূপই আত্মারও দেহাদির সহিত পরস্পরানপেক্ষী সম্বন্ধ জানিবে। ১—৫। যেমন অধ্বগদিগের অতীত-পথের জন্য খেদ ও প্রাপ্তপথে মমতা হয়, তদ্রূপ দেহীর ও দেহের সহিত সংযোগে মত্তা ও বিয়োগে যে দুঃখ ইহা অহেতুক ও অকিঞ্চিৎকর জানিবে। যেমন সঙ্কল্পকল্পিত বেতালের বদনদশনব্যাদানাদি হইতে শিশুদিগের মিথ্যা ভয়ের প্রকাশ হয়, সেইমত স্নেহসুখাদিও মিথ্যা কল্পিত জানিবে। হে রাম। যেমন একটী বৃক্ষ হইতে অসংখ্য আশ্চর্য্য পুত্তলিকা সমুদয় নির্ম্মিত হয়, তদ্রূপ পঞ্চভূতপিণ্ড হইতেই পৃথক্ পৃথক্ এই জীবসঙ্ঘ উৎপন্ন হইতেছে। যেমন কাষ্ঠরাশিতে কাষ্ঠ ভিন্ন কিছুই দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ পাঞ্চভৌতিক দেহে পঞ্চভূতভিন্ন কিছুই দেখা যায় না। হে প্রাণিগণ। এই পঞ্চভূতের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দর্শন করিয়া কেন অকারণ আনন্দ ও বিষাদের বশতাপন্ন হইতেছ, এইরূপ স্বদেহের ন্যায় নারী নামক কোমল পঞ্চভূতময় পিণ্ডে বা অন্য সুন্দর দেহেও কোন প্রকারেই অনুরক্ত হইবে না, কারণ পঞ্চভূতের গঠনানুসারে অবয়বের সৌন্দর্য্য অজ্ঞদিগের সন্তোষের জন্য হইলেও পরমার্থজ্ঞানীরা কি স্ত্রী, পুরুষ, সকল দেহই পঞ্চভূতাতিরিক্ত কিছুই দর্শন করেন না যেমন এক শিলাখণ্ড হইতে নির্ম্মিত পুত্তলিকাদ্বয় পরস্পরে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও অনুরক্ত হয় না, তদ্রূপ চিত্ত ও শরীর একত্র থাকিলেও একের প্রতি অন্যের অনুরাগ হওয়া উচিত নহে। হে রাম। মৃন্ময় পুরুষাকৃতির পরস্পর সমাগমে যাদৃশ ভাবোদয় হয়, তোমার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা ইহাদের, সম্মিলনে তাদৃশ অকিঞ্চন ভাবেরই প্রকাশ হউক। যেমন শিলাময় পুত্তলিকাসকলে পরস্পর স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হয় না, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা ইহারাও পরস্পর স্নেহবান্ নহেন, তাহাতে আর দুঃখের কারণ কি। যেমন তরঙ্গনিচয় পৃথক্ পৃথক্ স্থানসম্ভূত তৃণসমূহকে স্ববলে আকর্ষণ করিয়া একত্র করে, সেইমত আত্মা ভূতপঞ্চকের একত্র সমাবেশ করেন মাত্র। হে রাঘব! সাগরসলিলে তৃণসমূহের যাদৃশ দশা হয়, সেইরূপ জীবসঙ্ঘ আত্মাতে কখন সংযুক্ত ও কখন বা বিযুক্ত হইতেছে। যেমন সমুদ্র, আবর্ত্তাদি অবয়বে পরিপুষ্ট হইয়া তৃণকাষ্ঠাদিকে আক্রমণ করত অবস্থান করে, তদ্রূপ আত্মা চিত্তরূপ পরিধি আশ্রয় করিয়া দেহাদিকে আলিঙ্গন করতঃ অবস্থান করিতেছেন। সলিল যেমন নিজের স্পন্দনাদিবশে কালুষ্য ত্যাগ করত নৈর্ম্মল্যকেই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মাও জ্ঞানপ্রকাশে বিষয়সংস্কার ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপত্ব লাভ করেন, তখন খেচর-দেবাদি যেমন ভূমণ্ডলকে পৃথক্স্থিত দর্শন করেন, চিত্তের অনধীন জীবসঙ্ঘ দেহকেও সেইমত অসংশ্লিষ্ট বিবেচনা করেন এবং সেই জ্ঞানী ভূতগণকে পৃথক্স্থিত দর্শন করত দেহাতীত অজ হইয়া দিবসে সূর্য্যকান্তির ন্যায় বিশিষ্ট প্রকাশ লাভ করিয়া থাকেন। ৬—২১। তখন অজ্ঞানমদিরা-জন্য-মত্ততা দূর হইলে, সেই জ্ঞানী স্বয়ংই আপনাকে বিশিষ্টরূপে অবগত হন; এবং সমুদ্র যেমন তরঙ্গকণাদির আকারে এক অনন্ত সলিলেরই বিকাশরূপে আছে, সেইমত অসীম বস্তুসমূহে পূর্ণ সংসারও তখন অসীম আত্মার স্বরূপেই স্পন্দিত হইয়া থাকে। হে রাম! সংসারে এবংবিধ মহাজ্ঞানী অনাসক্ত নিষ্পাপ জীবন্মুক্তেরাই পরমপদে উপনীত হইয়া বিচরণ করেন। যেমন তরঙ্গসমূদয় সামান্য শিলা-খণ্ডাদির ন্যায় মণিরত্নাদিতে অনাসক্তভাবেই প্রতিহত হয়, তদ্রূপ সেই শ্রেষ্ঠপুরুষেরা বাসনাশূন্য হইয়াই চিত্তের ব্যবহার আশ্রয় করত বিচরণ করেন। যেমন সমুদ্রের কূলপতিত তৃণকাষ্ঠাদিতেও অন্তরীক্ষের ধূলিসম্পর্কে কোনরূপ মালিন্য হয় না, সেইমত আত্মজ্ঞানী স্বীয় লৌকিক ব্যবহারাচরণে কিছুই মলিন হন না। ঐরূপ সমুদ্রের যেমন স্বচ্ছবস্তুসম্পর্কে স্বচ্ছতা ও মলিনসংযোগে মালিন্য হয় না, আত্মজ্ঞব্যক্তিরও স্বচ্ছ ব্যবহারে অনুরাগ কিংবা কলুষব্যবহারে দ্বেষ হয় না, কারণ তাঁহারা জ্ঞাত হন যে, জগদ্ব্যাপার সমুদয়ই চেত্যাভিমুখ চিত্তের স্ফুরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে রাম। যে আমি ও যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়ে আছে, এ সমুদয় বিশ্বের দর্শন-সম্পর্কবশে মনেরই প্রকাশ হইয়া থাকে মাত্র, এ সংসারে যাহা দৃশ্য, সে সমুদয় অসৎ, কিংবা সৎ ইহার বিচারণায় দৃষ্টিপ্রসারণ করা মিথ্যা, সুতরাং এই জাগতিকব্যাপারে শোক বা আনন্দের কোনই কারণ নাই। যখন সত্য, অসত্য ও সত্যাসত্য, এই ত্রিবিধ বিষয়মধ্যে অসত্য, নিত্যমিথ্যা ও সত্য নিত্যস্থির এবং সত্যাসত্য পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং এই বিষয়ত্রিতয়ে কোনরূপেই আনন্দ বা বিষাদের স্থান হইতে পারে না, তবে কেন বৃথা মুগ্ধ হইতেছ? হে সুলোচন। এক্ষণে মিথ্যাদর্শন ত্যাগ করিয়া পরমার্থ অবলোকন কর, কারণ পরমার্থদর্শী প্রাজ্ঞব্যক্তি কোন বিষয়েই মুগ্ধ হন না। দৃশ্যের দর্শনব্যাপারেই মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে নিজানুভূতিমাত্রে সংবেদ্য পরমাত্মবিষয়ক যে সুখ, তাহাকে ব্রহ্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, সুতরাং দৃশ্যের দর্শনব্যাপারে সুখের সীমা নাই। উক্ত দৃশ্যদর্শন অজ্ঞব্যক্তিকে সংসারভাব ও প্রাজ্ঞব্যক্তিকে নিত্যমুক্তি প্রদান করে বলিয়া, আত্মজ্ঞানীরাই তজ্জনিত সুখের অনুভব করেন এবং আস্বাদ্যমান বিষয়ে রাগাদিদোষেই বন্ধন হয় ও সেই বন্ধনমুক্তিকে মুক্তি কহে, ঐ মুক্তি দৃশ্যদর্শন হইতে উৎপন্ন অনন্ত সুখজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নহে। ২২—৩৬। এই জাগতিকব্যাপারে ক্ষয়োদয়বিরহিত পূর্ণানন্দময় অনুভূতিজ্ঞানকেই পণ্ডিতেরা মুক্তি বলিয়া থাকেন। এবংবিধ মুক্তির অবলম্বনে তোমার অজ্ঞানদৃষ্টি দূর হইবে ও স্বরূপদর্শন প্রকাশ পাইবে। হে রাঘব। এই দৃশ্যের দর্শনসম্পর্কীয় জ্ঞানই ক্রমশঃ তুরীয় ব্রহ্মে উপনীত হইয়া, মুক্তিস্বরূপে অবস্থান করে এবং সেই মুক্তির অবস্থায় আত্মার যেরূপ অবস্থান্তর হয় তাহা বলিতেছি। তখন আত্মা স্থূল বা সূক্ষ্ম হন না, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ থাকেন না, চেতন বা অচেতন হন না, অভাবযুক্ত বা নিত্যসত্তাবান্ থাকেন না, আমি বা অপর এরূপেও অনুভূত হন না ও এক বা অনেক এরূপেও জ্ঞাত হন না, সমীপস্থিত বা দূরবর্ত্তী হন না এবং অলভ্য বা লভ্য হন না এবং সর্ব্বত্রগ বা একত্রগ কিছুই নহেন। কোন পদার্থবিশেষ হন না, কোন পদার্থ ভিন্নও নহেন এবং পঞ্চভূতের আত্মা বা পঞ্চভূত ইহার কিছুই থাকেন না। যাহা অনুভূত হইতেছে, সেই ষষ্ঠেন্দ্রিয় মানসেরও অতীত যে পদ তাহাতেও উপনীত হন না, কিন্তু যিনি এই জগৎকে যথাস্থিতরূপেই সম্যক্ দর্শন করেন, তাঁহারই নিকট বিশ্বসংসারই আত্মময়, আত্মা ভিন্ন কিছুই নাই। এক আত্মাই ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতে কাঠিন্য, দ্রবত্ব, স্পন্দন, শূন্য ও প্রকাশ, ইহাদের দর্শনের

ক্রমানুসারে অবস্থিত আছেন। হে রাম! যেহেতু, বস্তুর সত্তামাত্রই আত্মশক্তি-ব্যতীত অবস্থান করে না, সুতরাং আমি আত্মা হইতে পৃথক্ উহা উন্মত্তেরই প্রলাপ জানিবে। সকল সময়েই অনন্তকল্পে মধ্যনিবিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডসমুদয় ও সকল জীবের গতায়াত, এসকল একমাত্র আত্মা, তদ্ভিন্ন কিছুই কোথাও নাই। হে মহামতে! তুমি এইরূপ বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, সেই বুদ্ধির সাহায্যেই সংসারকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান কর। ৩৪—৪৮।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রামচন্দ্র। তত্ত্বজ্ঞানীরাই এইরূপ বিচারবতী দৃষ্টিতে দ্বৈতভাব পরিহারপূর্ব্বক স্বস্বরূপে অবস্থান-লক্ষণা-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, যেমন রত্নপরীক্ষকেরা চিন্তামণি লাভ করে। এক্ষণে অপরদৃষ্টির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর, যাহা দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, দৃশ্যমধ্যে অচলভাবে স্থিত আত্মারই সাক্ষাৎকার পাইবে। হে রাম। জ্ঞানী-ব্যক্তি বুঝিয়া থাকেন যে, আমি আকাশ, আমি সূর্য্য, আমি দিঙ্মণ্ডল, আমি পাতাল, আমি দৈত্য, আমিই দেবতা, সমস্ত লোকই আমি। আমি দিবস, আমি রাত্রি, আমি পৃথিবী ও সমুদ্রাদি সমস্ত এবং আমিই বায়ু ও অগ্নি, অধিক কি, সমস্ত জগৎ আমাভিন্ন নহে। এই ত্রিজগতে সর্ব্বত্র যে কিছু, সে সমুদয় আমিই আত্মস্বরূপে রহিয়াছি এবং সর্ব্বাতিরিক্ত আমি কেহ নহি ও দেহাদি আমা ভিন্ন নহে, আমি এক, সুতরাং আমার দ্বিত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? হে রাম! তুমি অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় জানিয়া জগৎকে আত্মস্বরূপে দর্শন কর, তাহা হইলে অজিতেন্দ্রিয়ের ন্যায়, বিষাদ বা আনন্দ তোমাকে পরিভব করিতে পারিবে না। হে কমললোচন! অখিল সংসার যদি আত্মস্বরূপেই অবস্থান করিল তবে আর আত্মীয় বা পর কিরূপে রহিল? এই দ্বিবিধ অহঙ্কারদৃষ্টি অতি নির্ম্মল, সাত্ত্বিক এবং ইহা তত্ত্বজ্ঞান হইতেই প্রকাশ পাইয়া মুক্তি ও পরমার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। হে রঘুনাথ! আমি শ্রেষ্ঠ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্মরূপ ও সর্ব্বাতীত এইপ্রকার অহংজ্ঞানই তন্মধ্যে প্রথম। আমিই সমুদয়, আমা ভিন্ন কিছু নহে, এই অহংজ্ঞান দ্বিতীয়। হে রাম! তৃতীয় অহঙ্কারদৃষ্টি রহিয়াছে, যাহাতে আমিই দেহ, দেহাতিরিক্ত নহি, এই দেহাভিমানের বিকাশ হয়, কিন্তু উহা শান্তির কারণ নহে, কেবল দুঃখেরই বিস্তার করিয়া থাকে। হে রাম! এক্ষণে সর্ব্বসিদ্ধির জন্য এই ত্রিবিধ অহংজ্ঞানই ত্যাগ করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই বিশুদ্ধ চিন্ময়কে আশ্রয় করিয়া স্বাবলম্বনে অবস্থান কর। তখন আত্মা সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বসত্তাবিহীন এবং অসত্তাপূর্ণ জগতের আবরক হইয়াও সর্ব্বপ্রকাশক হন। হে তত্ত্বজ্ঞ। তুমি যুক্তি বা শাস্ত্রাদির অনুসরণ না করিয়া, নিজের অনুভবেই দর্শন করত বাসনা সহিত হৃদয়ের গ্রন্থিনিচয় পরিত্যাগ কর। কারণ, অনুমান বা আপ্তবাক্যাদি দ্বারা কদাচ আত্মার সত্তা স্থির হয় না, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বস্বরূপে স্বানুভূতিবলেই প্রত্যক্ষ হন। যে কিছু স্পর্শস্পন্দনাদি ব্যাপারের বিকাশ হইতেছে, তৎসমুদয়ে বাহ্য উপাধি পরিত্যাগ করিলে একমাত্র ভগবান্ আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। ১—১৬। ঐ দেব অদ্যো বিদ্যমান হইয়াও অবিদ্যমান, স্থূল হইয়াও পরমাণুস্বরূপ এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। তিনিই বাগিন্দ্রিয়ের ব্যবহারী হইয়াও বাক্‌শক্তিবিহীন, সুতরাং নির্ম্মল আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিবে না, তবে যে, 'আমি ইহা নহি ও এই আমি' এইপ্রকার সংজ্ঞানির্দ্দেশ, তাহা আত্মা স্বয়ংই সর্ব্বদা অজ্ঞানরূপা নিজশক্তির প্রভাবে আপনাতে কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। হে রাম! সেই আত্মা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়েই প্রভাসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তবে অতি সূক্ষ্ম বা অতিস্থূল বলিয়াই কেবল তাঁহার অনুভব হইতেছে না। অনন্ত পদার্থমধ্যে জীবসংজ্ঞায় প্রতিবিম্বিত আত্মা হইয়া (পুর্য্যষ্টকাদর্শে) স্বভাববশে সত্যই অবস্থান করিতেছেন। যেমন অন্তরীক্ষে মেঘের সঞ্চলনদর্শনে বায়ুর সত্তা স্থির হয়, তেমনি ঐ (পুর্য্যষ্টকের) স্ফূর্ত্তিতেই সর্ব্বত্রগ আত্মার সর্ব্বদা অনুভব হয়। চিন্ময় আত্মা সর্ব্বগামী ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও কোথায়ও অবস্থান করিতেছেন না। পদার্থসমুদয়ের সত্তার ন্যায় আত্মার প্রতীতি হয় না। যেমন বায়ু থাকিলেই ধূলির ও দীপ থাকিলেই চক্ষুর বিকাশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ (পুর্য্যষ্টক) থাকিলেই তাহাতে জীবের স্ফূর্ত্তি হয়, সামান্য প্রস্তরে হয় না। ১৭—২৪। হে রাম! যেমন আকাশে সূর্য্যের প্রকাশ হইলেই লোকসমুদয়ের কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হয়, তদ্রূপ আত্মা স্বস্বরূপে থাকিলে তাঁহার সেই অসাধারণ প্রীতি ও ভোগেচ্ছা (পুর্য্যষ্টকেই) বিকাশ পাইয়া থাকে। যদি বল, যেমন সূর্য্য আকাশে থাকিতেও লোকের অভীষ্টানুরূপ ব্যবহার-সমুদয় নষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে সূর্য্যের কিছুই হয় না, তেমনি ভগবান্ আত্মা স্বস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারই সত্তাবলম্বনে অবস্থিত শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আত্মার কি ক্ষতি হইল? সত্য, কারণ আত্মার জন্ম বা মরণ নাই, তিনি কোন বিষয় বাসনা বা গ্রহণ করেন না এবং তিনি কখনই কাহারও বদ্ধ বা মুক্ত হন না, সুতরাং আত্মার স্বরূপ জ্ঞাত না হওয়াতে অনাত্মস্বরূপে যে আত্মবোধ অর্থাৎ পরকে আপনার বলিয়া বুঝা, সর্পের রজ্জুজ্ঞানের সেই ভ্রান্তি কেবল দুঃখের জন্যই হইয়া থাকে। আত্মার আদি নাই বলিয়াই জন্মবিহীন এবং জন্মশূন্য বলিয়াই ক্ষয় নাই। স্বব্যতীত সমুদয়ই অসম্ভব বলিয়া তাহা কিছুই বাসনা করেন না। দিক্ বা কালাদি দ্বারাও আত্মার অবধারণ হয় না বলিয়াই কদাচ ইনি বদ্ধ নহেন ও যদি বন্ধনেরই অভাব হইল, তবে তাঁহার মুক্তি আবার কোথায়, সুতরাং সর্ব্বদা অমুক্তই রহিয়াছেন। ২৫—৩১। হে রাঘব! সকলেরই আত্মা এইপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন জানিবে। তবে মূঢ়লোক নিজের অজ্ঞতানিবন্ধনই তাঁহার জন্য শোক করেন। হে মতিমান্! তুমি পূর্ব্বাপর জগদ্ব্যাপার সমুদয় সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিবে, তাহা হইলে মূর্খলোকের ন্যায় শোক তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যেমন পেষণযন্ত্র স্থানস্থিত হইলেই স্বকার্য্য সম্পাদন করে, নচেৎ শব্দশূন্য হইয়া স্থির হয়, তদ্রূপ আত্মা বন্ধমোক্ষময় কামাদি বিষয়ব্যাপারকে ত্যাগ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারশূন্য হইয়াই দেহাদির সহিত ব্যবহার করিবে। হে রাম! মোক্ষ নামে যাহার নির্দ্দেশ হয়, উহা পাতালে বা ভূমণ্ডলে, কি অন্তরীক্ষে, কোথায়ও নাই। উহা সম্যক্‌জ্ঞানে উদ্ভাবিত বিমলচিত্ত ভিন্ন কিছুই নহে। সমুদয় বাঞ্ছিতবিষয়ে অনাসক্তিবশে, ক্রমশঃ চিত্তের যে ক্ষয়, তাহাকেই তত্ত্ববিদ্ আত্ম-

দর্শীরা মোক্ষনামে নির্দ্দেশ করেন। যে পর্য্যন্ত বিমলজ্ঞানের প্রকাশ না হয়, তাবৎ সেই চিত্ত থাকে। হে রাম! মূর্খেরাই ভক্তি দ্বারা সেই মোক্ষ কামনা করে, কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা আত্মভিন্ন দশ-বিধ মোক্ষেরও কামনা করে না। তাহাদের নিকট সামান্ত একরূপ মোক্ষের কথা কোথায়? হে অভব! এই বন্ধন ও ইহা মোক্ষ, এইরূপ কোমল কল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাত্যাগী হইয়া তুমিই সেই মোক্ষরূপী হও। হে রাম! তোমার বিকলবুদ্ধি দূর হউক এবং তুমি সর্ব্বদা উদয়সম্পন্ন হইয়া অন্তরে নিঃসঙ্গভাবে এই সমুদ্ররূপ পরিখায় পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডলকে চিরকাল পালন কর। ৩২—৪০।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যেমন স্ত্রীপুত্রাদির মুখদর্শন করিতে না পাইলে মূঢ়জনের হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়, তেমনি অজ্ঞদিগের আত্মা স্বস্বরূপ দেখিতে পান না বলিয়া, কালক্রমে তাঁহাতে দেহের আরোপ হয় অর্থাৎ দেহাভিমান জন্মায় এবং সুরার কণামাত্রের আস্বাদনের স্থায় সেই দেহাভিমানবশে মিথ্যাস্বরূপিণী বিশালা রাগদ্বেষাদিময়ী মদশক্তি আসিয়া থাকে। যেমন মরুস্থানে তীব্র সন্তাপসম্পর্কে মিথ্যাসলিলের দর্শন হয় তদ্রূপ পরমাত্মার অন্যথাভাবসম্ভূতা সেই বিকারবতী রাগাদি-শক্তির প্রভাবেই এই মিথ্যাভূত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং যেমন সমুদ্রতরঙ্গাদি নানা আকারে পরিণত স্বস্বরূপ সলিলেই বিনাশ পায়, তদ্রূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়বর্গ ও বাসনাজাল, এইরূপ কল্পিত-ভিন্ন-ভিন্ন নামে আত্মারই স্ফূর্ত্তি হইতেছে। হে রাম! চিত্ত ও অহঙ্কারের যে পার্থক্য, তাহা শব্দেতেই আছে, বাস্তবিক দ্বিবিধ নহে। কারণ যিনি চিত্ত, তিনিই অহঙ্কার ও যিনি অহঙ্কার, তাঁহাকেই চিত্ত কহে। যেমন শুক্লতা হিম হইতে পৃথক্ বলিয়া কল্পনা হয়, তদ্রূপ চিত্ত ও অহঙ্কারের ভেদ মিথ্যা-কল্পিত জানিবে। কারণ যেমন একমাত্র বস্ত্রের ধ্বংস হইলে বস্ত্র ও তদীয় শুক্লতা থাকে না, তদ্রূপ চিত্তাহঙ্কারের মধ্যে একের অভাবে উভয়েরই অপায় হয়, সুতরাং অতিতুচ্ছ মোক্ষবুদ্ধি ও বন্ধবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিজের বৈরাগ্য ও বিবেকের বলে মনের অস্তিত্ব দূর করিবে। আমার মুক্তি হউক, এই চিন্তা অন্তরে হইলেই চিত্তের বিকাশ হয় এবং ঐ চিত্ত মননোন্মুখ হইলে দোষাকর বপুর সত্তা হইয়া থাকে। হে রাম! আত্মা সর্ব্বাতীত হইলে কিংবা সর্ব্বভূতে বিস্তার পাইলে কোথায় বা বন্ধন আর মুক্তির বা সম্ভাবনা কোথায়, সুতরাং মনেরই মূলোৎপাটন কর। বায়ু স্পন্দনধর্ম্মী বলিয়াই যে সময় দেহমধ্যে চলিয়া থাকেন, তখনই হস্ত পদ ও রসনাদিরূপ পল্লবশ্রেণীর স্ফুরণ হইয়া থাকে, যেমন বৃক্ষে বায়ু পল্লবনিচয়ের চালনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্গাদি সঞ্চালিত করেন। ১—১২। হে রাম! কিন্তু চিচ্ছক্তি সর্ব্বব্যাপিনী অতি সূক্ষ্মা, স্বয়ং চঞ্চলা হইয়াও কাহা কর্তৃকই চালিতা হন না, বায়ুসম্পর্কে সুমেরুগিরির স্থায় কখনই স্বভাব হইতে বিচলিতা নহেন এবং স্বয়ংস্বরূপে অবস্থিত ও সর্ব্ব-বস্তুর প্রতিবিম্ব তাঁহাতে প্রতিফলিত হইতেছে; দীপের স্থায় জ্ঞান-সম্পর্কে এই সংসারকে প্রকাশ করিতেছেন। হে রঘুনাথ! এইরূপে আত্মার স্বরূপত্ব সিদ্ধ থাকিতে কেন মূঢ়মতিরা, "এই আমি, এইআমার অবয়ব," এইরূপে অকারণ মুগ্ধ হইয়া দুঃখভোগ করে? তাহারা আপনাকে জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া যে বুঝিয়া থাকে, সে কেবল তাহাদের দেহাভিমানসম্ভূত ভ্রান্তি-দর্শনের কার্য্য, যেহেতু,—আমি আসিতেছি, ভোজন করিব ও কার্য্য করিব এ সমুদয় বাসনা মরুদেশে মৃগতৃষ্ণার স্থায় বাস্তবিক দুঃখদায়িনী হয়। হে রাম! এই মিথ্যাভূতা অজ্ঞতা, বিষয়-তৃষ্ণায় ব্যাকুল মনোরূপ মত্তহরিণকে মৃগতৃষ্ণার স্থায় আপাত-সত্যস্বরূপে প্রতীয়মানা হইয়াই আকর্ষণ করিতেছে; কিন্তু যখনই নিরবয়বা বলিয়া মিথ্যাস্বরূপে জ্ঞাত হয়, তখনই ব্রাহ্মণসভা হইতে চাণ্ডালকন্যার স্থায় মৃগতৃষ্ণা দূরে পলায়ন করে; কারণ,—মরীচিকা যেমন জ্ঞাতা হইলে আর মৃগকে আকর্ষণ করিতে পারে না, সেইরূপ অবিদ্যাও বিশেষরূপে জ্ঞাতা হইলে কদাচ জীবকে আয়ত্ত করিতে পারে না। ১৩—২০। হে রাম! দীপ-সম্পর্কে অন্ধকারশ্রীর স্থায় পরমার্থজ্ঞানোদয়ে বাসনজাল সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন আলোকের স্থায় আত্মার প্রকাশ হয় এবং শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা অবিদ্যার অভাব সিদ্ধ হইলে, সন্তাপসম্পর্কে তুষার-কণার স্থায় অবিদ্যা ক্রমেই ধ্বংস পায়। এই জড় দেহের জন্য ভোগাদির কোনই প্রয়োজন নাই, এই সিদ্ধান্তই সিংহকৃত মৃগ-বধের স্থায় আশানিদান অজ্ঞানকে ধ্বংস করে। হে মহাভাগ! হৃদয় হইতে যদি আশারূপ বন্ধনের উচ্ছেদ হয়, তবেই পুরুষ সৌন্দর্য্যশালী হইয়া চন্দ্রের স্থায় আহ্লাদময় হন, বৃষ্টি-সম্পর্কে ধৌত পর্ব্বতের স্থায় সুশীতল হন, লব্ধরাজ্য অবিবেকী দরিদ্রের মত পরম সন্তোষ লাভ করেন, শরৎকালীন আকাশের স্থায় অসা-ধারণ শোভায় সুশোভিত হন প্রলয়কালীন সাগরের স্থায় আপ-নাতে আপনি অপরিসীম হন, বৃষ্টিশূন্য জলধরের স্থায় উদ্যোগশূন্য থাকেন, প্রশান্ত সাগরের স্থায় আত্মায় শান্তিলাভ করেন, সুমেরু-গিরির স্থায় স্থিরভাব প্রাপ্ত হন কাষ্ঠ জ্বলনশূন্য অগ্নির স্থায় নির্ম্মল শোভায় দীপ্তি পাইয়াও নির্ব্বাণদীপের স্থায় আত্মায় নির্ব্বাণ থাকেন, সুধাপায়ী নরের স্থায় পরমা তৃপ্তি লাভ করেন এবং অভ্যন্তরে দীপযুক্ত ঘটের স্থায় মধ্যে প্রজ্বলিত বহ্নির স্থায় ও দীপ্তিশালী মণির স্থায় অন্তরে সুপ্রকাশ থাকেন। ২১—৩০। হে রাম! তখন সেই জ্ঞানী সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-নায়ক ও নিরাকার হইয়াও সর্ব্বাকার পরমাত্মাকে দর্শন করেন। এবং তিনি অতীত সুকোমল দিবসসমূহকে সাতিশয় উপহাস করিতে থাকেন, যে সকল দিনে স্বীয় মানস কামশরসম্পর্কে নিতান্ত অবশ হইয়াছিল। হে রাঘব! অৎকালিক শুদ্ধ আত্মা, সংসারসংসর্গ বা সংসারের অনুরঞ্জন না করিয়া মনোরূপ জ্বরকে দূর করেন, পূর্ণ ও পাবনচেতা হইয়া স্বস্বরূপেই অনুরক্ত থাকেন, কামরূপ পঙ্ক-লঙ্কণকে ধৌত করিয়া নিজভ্রমরূপ বন্ধনের উচ্ছেদ করেন, সংসার-রূপ সমুদ্রপারসাধন হওয়ায় দ্বন্দ্বদোষজন্য ভয়ে ভীত হন না। তখন অলভ্য পরম পদার্থ লাভ করিয়া চরমে বিশ্রাম ভোগ করেন। বাক্য মন ও কার্য্য দ্বারা পুনরাগমনশূন্য স্থানেই অবস্থান করেন। তদীয় ব্যবহার সকলের বাঞ্ছনীয় হইলেও, তিনি তখন কিছুই বাঞ্ছা করেন না ও তদীয় আনন্দ সকলের অনুমোদিত হইলেও তিনি কিছুতেই অনুমোদন করেন না; তখন তিনি কিছু দান বা গ্রহণ

করেন না ও কাহারও স্তব বা নিন্দা করেন না এবং অস্তোদয়বিরহিত থাকিয়া কিছুতেই সন্তোষ বা শোকপ্রকাশ করেন না। ৩১—৩৭। হে রঘুনাথ! এই প্রকার সর্ব্বব্যাপারশূন্য সর্ব্ববাসনাবিহীন হইয়া সকল উপাধি ত্যাগ করিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। হে রাম! তুমি এক্ষণে সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া ধারাবর্ষণের পর জলধরের মত মৌনভাব অবলম্বন কর। কারণ, সুন্দরী রমণী আলিঙ্গিতা হইলেও তাদৃশ সুখপ্রদান করে না, চন্দ্রতুল্য সুশীতল বাসনাত্যাগ যেরূপ অন্তঃকরণকে শীতল করে। হে রাঘব! চন্দ্রমা কণ্ঠলগ্ন হইলেও তাদৃশ সুখদায়ী হয় না, সর্ব্বাঙ্গশীতল নৈরাশ্য যেরূপ অন্তরের সুখ প্রদান করে, পুষ্পিত নূতন লতায় মধুও তাদৃশ শোভা পায় না, বাসনাবিহীন তুল্যজ্ঞানী মহাত্মা যেমন শোভিত থাকেন। নৈরাশ্য হইতে যে শীতলতা লাভ করা যায়, হিমাচল, মুক্তাজাল, কদলীস্তম্ভ, চন্দন বা চন্দ্রমা হইতেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ নৈরাশ্যস্বরূপ সুখরাজ্য বা স্বর্গ, কি কান্তালিঙ্গন, বা চন্দ্র, কি বিষ্ণু এ সমুদায় হইতেও অধিক বলিয়া জানিবে। হে সাধো! যথায় ত্রৈলোক্যের সম্পদ্ তৃণের মত উপকারে আসে না, সেই শ্রেষ্ঠ সুখধারা একমাত্র নৈরাশ্য হইতেই পাওয়া যায়। ৩৮—৪৫। হে রঘুনাথ! যাহা আপদ্রূপ করঞ্জের নিকট কুঠারাকার ধারণ করে, সেই পরম সন্তোষের একমাত্র আস্পদ শান্তিময় পাদপের কুসুমস্তবকস্বরূপ নৈরাশ্যকে অবলম্বন কর। কারণ, যিনি নৈরাশ্যরূপ ভূষণে বিভূষিত হন, তাঁহার নিকট ভূমণ্ডল গোষ্পদভূমিমাত্র, সুমেরুগিরি সামান্য শুষ্ককাষ্ঠ মাত্র ও দিঙ্মণ্ডল ক্ষুদ্রপেটিকারূপ বিবেচনা হয়। সংসারে বাসনাশূন্য মহাত্মারা দান, প্রতিগ্রহ, সঞ্চয়, ভোগও সম্পদাদি কার্য্য সমুদয়কে নিতান্ত উপহাস করিয়া থাকেন। আশা যাঁহার হৃদয়ে কখন স্থান পায় না, তিনি ত্রিভুবনকে সামান্য তৃণ বলিয়া বিবেচনা করেন, সুতরাং কিছুতেই তাঁহার তুলনা হয় না। কারণ, "এই বস্তু আমার হউক ও ইহা আমার না হউক" এইরূপ বাঞ্ছা যাহার হৃদয়ে না থাকে, সেই সর্ব্বেশ্বর মহাত্মার সাধারণ জনেরা কিছুতেই পরিমাণ করিতে পারে না। অতএব সমুদয় বিপদের অতীত বলিয়াই নির্ম্মল সুখস্বরূপ ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠসম্পদ্রূপী নৈরাশ্যকে আশ্রয় কর। হে রাম! যেমন ধাবমান রথে আরূঢ় ব্যক্তির নিকট নিজপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রকাননাদি চক্রাকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া বিবেচনা হয়, তেমনি আশা তোমার কেহ নহে ও তুমি আশার কেহ নহ; সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল জগৎ তোমার মিথ্যাভ্রম ভিন্ন কিছুই নহে। ৪৬-৫২। হে মহাবাহো! তুমি এরূপ প্রবোধ পাইয়াও কেন আমার এই দেহ, সেই আমি, এ প্রকার ভ্রমাত্মক চিত্তে মূর্খের ন্যায় মুগ্ধ হইতেছ, তুমি কি বুঝিতেছ না যে, সমস্ত জগৎই আত্মা, তদ্ভিন্ন কিছুই নাই? পণ্ডিতেরা জগতের আত্মস্বরূপেই অস্তিত্ব অবগত হইয়া কদাচ খেদ করেন না। হে রাঘব! লোক যথার্থ বস্তুস্বরূপ দর্শন করিয়াই বুদ্ধির নৈর্ম্মল্যসম্পাদক নৈরাশ্যকে লাভ করিয়া থাকেন। ঐ বস্তুস্বরূপ জ্ঞাত হইতে হইলে ভাবাভাবের বিকল্প ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেই বিবেক জন্মিয়া থাকে। সেই মহাবৈরাগ্যে যাহার মানস সুদৃঢ় হয়, তাহার নিকট হইতে সিংহসমীপ হইতে মৃগীর ন্যায় সাংসারিকী মোহিনী মায়া সুদূরে পলায়ন করে। সেই ধীর ব্যক্তি বনলতার ন্যায় চঞ্চলা কামুকী সুন্দরী কামিনীকেও জীর্ণ-পাষাণ-প্রতিমার মত দর্শন করিয়া থাকেন, ভোগসামগ্রী তাঁহাকে আনন্দিত করে না ও অপ্রিয় ঘটনায় তাঁহার খেদ হয় না এবং পর্ব্বতের উপর বায়ুবেগের ন্যায় দৃশ্য শোভা তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে পারে না। সেই উদারমতি মুনিবরের প্রতি কোমলা রমণী অনুরক্তা থাকিলেও, তাঁহার মানস হইতে কামশর সমুদয় কণারূপে ধূলির দশা পাইয়া বিদূরিত হয়, যেহেতু,—আত্মতত্ত্বজ্ঞানী অবশেন্দ্রিয়ের মত রাগদ্বেষাদিতে আকৃষ্ট হন না। কারণ, রাগ বা দ্বেষের সহিত তাঁহার স্পন্দনই হয় না, তবে আক্রমণ কিরূপে সম্ভব হইবে? ৫৩—৬১। তখন তাঁহার দৃষ্টি, লতায় ও লোল বনিতায় তুল্যভাবে থাকে বলিয়া, তিনি পর্ব্বতশিলার ন্যায় জড় হন ও মরুভূমিতে পথিকের ন্যায় ভোগ-সামগ্রীতে অনুরাগী হন না, কেবল অনায়াসলব্ধ অনিষিদ্ধ সর্ব্ববিষয়ের অনাসক্তচিত্তে ভোগ করেন, যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বয়ং অনাসক্ত হইয়াই আলোক অনুভব করে, সেই ধীরব্যক্তির কাকতালীয়ন্যায়ে সম্প্রাপ্ত কান্তা প্রভৃতি ভোগসামগ্রী সমুদয় পরিণামে কোনই কষ্টদায়ক হয় না, প্রত্যুত সন্তোষেরই সম্পাদন করিয়া থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন মন্দরগিরিকে চঞ্চল করিতে পারে নাই, তেমনি পরমাত্মদর্শনের মার্গ যাহার বিশেষ পরিচিত হয়, সেই জ্ঞানীকে সুখদুঃখাদির সামগ্রী কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। তিনি মূঢ় ও গম্ভীর হইয়া মিথ্যাবুদ্ধিতে ভোগসমুদয়কে অবলোকন করতঃ সর্ব্বজীবের মধ্যস্থিত আত্মপদেই অবস্থান করেন এবং ব্রহ্মা যেমন জগৎসৃষ্টিব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া আত্মপরায়ণ থাকেন, তদ্রূপ তিনিও কালোচিত কার্য্যে ব্যাপৃত দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া স্বয়ং অব্যাকুল হইয়া আত্মাতে অভিনিবিষ্ট হন। হে রাম! যেমন বসন্তাদি ঋতুর পরিবর্ত্তনে পর্ব্বতের কোনরূপ বিকৃতি হয় না, তদ্রূপ সেই পুরুষ কাল, দেশ ও ক্রমের অনুসারে সমুপস্থিত সুখদুঃখে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হন না। সেই জ্ঞানী কর্ম্মেন্দ্রিয় বাগাদির ব্যাপারবশে বিষয়ে নিমগ্ন থাকিয়াও অন্তরে কিছুতে আসক্ত হন না। যেমন সুবর্ণের অন্তরে নিকৃষ্ট ধাতুর সম্পর্ক থাকিলেই কলঙ্কী নাম হয়, নচেৎ বহিঃপঙ্কাদিলেপে তাদৃশ নাম হয় না, তদ্রূপ জন্তু বহিরাসক্ত থাকিলেও অন্তরে অনাসক্ত হইলেই জ্ঞানী হইলেন। হে রামচন্দ্র! দেহাতিরিক্ত আত্মাকে যিনি দেখিয়া থাকেন, সেই বিবেকী জনের শরীর কর্ত্তন করিলেও কিছুই কর্ত্তিত হয় না এবং সেই মহাত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মাকে কখনও বিস্মৃত হন না। কারণ সুবিমল প্রভাত কালকে একবার জানিলে কখন কি কেহ ভুলিয়া থাকে, কিংবা বন্ধুজন একবার পরিচিত হইলে আর কখন কি অপরিচিত থাকে অথবা রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হইলে আর কি সেই ভ্রম হইতে পারে, কিংবা পার্ব্বত্যনদী একবার পর্ব্বত হইতে নিপতিতা হইলে আর কি পর্ব্বতে যাইতে পারে? যেমন অগ্নিসম্পর্কে মলশূন্য বিশুদ্ধ সুবর্ণ কর্দ্দমে মগ্ন থাকিলেও আর মালিন্য প্রাপ্ত হয় না। হে রাম! যেমন কুসুম বৃন্তচ্যুত হইলে কেহই অতি আয়াসেও পুনরায় বৃন্তে বদ্ধ করিতে পারে না এবং যেমন এক পাষাণ হইতে মণি বাহির করিলে পুনরায় সেই মণিও পাষাণে একত্র পূর্ব্ববৎ করিতে কোন মণিকারই পারে না, তদ্রূপ হৃদয়ের গ্রন্থিসকল ক্ষীণ হইলে কেহই তাহাকে বাঁধিতে পারে না। হে মহামতে! একবার অবিদ্যাকে জানিতে পারিলে, কেহই তাহাতে পুনরায় মগ্ন হয় না। যেমন যাত্রাকালে চণ্ডালদিগকে দেখিলে ব্রাহ্মণ কি কখন যাত্রা অভিলাষ করে? যেমন নির্ম্মল সলিলে বিচারবলেই তৃষ্ণভ্রম দূর হয়, তেমনি সংসার-বাসনাও নিজের বুদ্ধির বিচারেই দূর হইয়া থাকে। যেমন ব্রাহ্মণের যে

কাল পর্য্যন্ত মদ্য বলিয়া জ্ঞান না জন্মে, সেই কাল পর্য্যন্তই জল বিবেচনায় তাহা পানীয় হয়। কিন্তু মদ্যজ্ঞান হইবা মাত্র তাহা ত্যক্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানীরা লাবণ্যবতী কামিনীকেও চিত্রিত নারীর ন্যায় কতকগুলি দ্রব্যের সমাবেশ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। কারণ, তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন যে, স্ত্রীচিত্রে যেমন রঙ্গাদি পাঁচ বস্তু থাকেই, তদ্রূপ জীবিতা নারীতেও ক্ষিত্যাদি পাঁচটী পদার্থমাত্র আছে, সুতরাং উহার আর উপাদেয়তা কিরূপ? যেমন গুড়ের মাধুর্য্য তাপসংযোগাদি নানা কারণেও অন্যথা হয় না, তদ্রূপ আত্মার স্বরূপানন্দের অনুভব একবার হইলে আর কিছুতেই নষ্ট হয় না। হে রাম! ধীরব্যক্তি এইরূপ বিশুদ্ধ পরমতত্ত্বে বিশ্রাম লাভ করিতে থাকিলে ইন্দ্রাদি দেবতারাও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন না। যেমন স্বামী বলবান্ হইলেও অন্যাসক্তা পত্নীকে তাহার সঙ্কল্পিত পুরুষের সঙ্গম জন্য আনন্দ ভুলাইতে পারেন না, তদ্বৎ যিনি একবার জ্ঞানামৃতরসের আস্বাদন পাইয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মার বুদ্ধিকে কোন সাংসারিকভাবই আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং বধূজন যেমন সুখ-দুঃখময় নানা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ও সমাজের অধীন ও শ্বশ্রূ-শ্বশুর-জনের সাবধানতায় খেদযুক্ত থাকিয়াও সঙ্কল্পিত পুরুষের সমাগমে অসীম আনন্দে মাতিয়া উঠে, তখন দুঃখজাল তাহাকে বাধা দিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তির অবিদ্যার ধ্বংস হয় বলিয়াই তিনি বাহ্য ব্যাপারে আসক্ত থাকিয়াও সম্যগ্দর্শী ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া অন্তরে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন। তখন তাঁহার অঙ্গচ্ছেদ হইলেও তিনি আচ্ছন্ন থাকেন, বাষ্পবর্ষণ হইলেও তাঁহার রোদন নাই এবং প্রকৃষ্টরূপে দাহ হইলেও তিনি দগ্ধ হন না ও দেহ নষ্ট হইলেও তাঁহার নাশ হয় না, স্বীয় চিত্তের লয় যে পর্য্যন্ত না হয়, তাবৎ তিনি প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারে দারিদ্র্যাদি দুঃখে বা শূলাধিরোহণাদি সঙ্কটে কি রম্য-হর্ম্ম্যতলে বা অত্যুচ্চ পর্ব্বতে কিংবা তপোবনে বা নিবিড় অরণ্যেই অবস্থান করুন, তথাপি তাঁহাকে সাংসারিক আনন্দ বা শোক কোনরূপেই আশ্রয় করিতে পারে না। ৮৫—৯১।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! রাজর্ষি জনক রাজ্যমধ্যেই ব্যবহারদর্শক হইয়া অবস্থান করিতেন এবং অন্তরে অনাসক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা অব্যাকুলচিত্তে কার্য্য করিতেন এবং তোমার পিতামহ দিলীপ মহাশয়ও সর্ব্বব্যাপারে আসক্ত থাকিয়াও অন্তরে আসক্তিশূন্য হইয়াই বহুকালের জন্য এই পৃথিবীকে পালন করিয়াছিলেন এবং সেই সূর্য্যপুত্র মনু মহাশয়ও রাগাদিশূন্যচিত্তে বিশিষ্ট-জ্ঞানী হইয়াই জীবন্মুক্তাবস্থায় বহুকালের জন্য এই ত্রৈলোক্য-রাজ্য পালন করিয়া লোক রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐরূপ প্রাচীন রাজা মান্ধাতাও অসীম সেনাসঙ্কুল অসংখ্য যুদ্ধাদিব্যাপারে বহুকাল ব্যাপৃত থাকিয়াও পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পাতালাবস্থিত বলি-রাজাও সদাত্যাগী ও সদা অনাসক্ত হইয়াই ব্যবহার পালন করিতেছেন। ঐরূপ দানবরাজ নমুচি সর্ব্বদা দেবগণের সহিত যুদ্ধপরায়ণ হইয়া, বিবিধ লোকব্যবহারের অনুসরণ করিয়াও অন্তরে সন্তপ্ত হইতেন না এবং ইন্দ্রযুদ্ধে দেহত্যাগী উদারমতি বৃত্রাসুরও অভ্যন্তরে শান্তিময় হইয়াই দেবতার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন, আর মহাত্মা প্রহ্লাদও পাতালরাজ্যের পালক হইয়া সমস্ত দৈত্যকার্য্যসম্পাদন করিয়াও সেই অবাঙ্মনসগোচর নিত্যানন্দকে অনুভব করিতেছেন। হে রাম! ঐরূপ শম্বরাসুরও সতত মায়াপরায়ণ হইয়াও সংসারমায়াকে অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছেন। সেই অনাসক্তচেতা শম্বর, বিষ্ণুর সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়াও পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল দেবগণের মুখভূত অগ্নিদেব সর্ব্বদা কর্ম্মী থাকিয়া চিরকাল যজ্ঞ-সম্পদ্ ভোগ করিয়াও মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐরূপ সর্ব্বদা ব্রহ্মামৃতপায়ী চন্দ্রমা সমস্তদেবগণের পীয়মান হইয়াও কুত্রাপি সুখ-দুঃখাদির সংসর্গী হন না। যেমন অন্তরীক্ষ আক্রান্ত হইলে কোথায়ও লিপ্ত হয় না এবং সেই দেবগুরু বৃহস্পতিও পত্নীর সন্তোষের জন্য স্বর্গে দেবগণের পৌরোহিত্যাদি নানা চেষ্টায় আসক্ত থাকিয়াও মুক্ত হইয়াছিলেন। হে রাম! ঐরূপ পণ্ডিতবর শুক্রাচার্য্যও অসুরদিগকে নীতি-শাস্ত্রোপদেশ করিয়াও চিরদিনের জন্য অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে কালযাপন করিতেছেন এবং পবনদেব যাবদ্জগতের অঙ্গসঞ্চালিত করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল হইয়াও মুক্ত হইয়াছেন। হে রামচন্দ্র! অধিক কি বলিব, যিনি নিখিলসংসারের অবিরত সৃজনাদি-ব্যাপারে উদ্বেগ পাইতেছেন, সেই পিতামহদেবও সমচিত্ত হইয়াই সুদীর্ঘ আয়ু অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ঐরূপ ভগবান্ বিষ্ণুও এই কর্ম্মভূমিতে জরামরণযুদ্ধাদি নানা লীলায় সমাসক্ত থাকিয়াও অন্তরে অনাসক্ত হইয়াই বিচরণ করিতেছেন। আর কি বলিব, সেই মুক্তযোগী মহাদেবও সৌন্দর্য্য-তরুর মঞ্জরী-স্বরূপিণী গৌরীদেবীকে কামুকবৎ বনিতালিঙ্গনের ন্যায় নিজ দেহেরই অর্দ্ধভাগে ধারণ করিতেছেন। ঐরূপ পার্ব্বতী মুক্ত হইয়াও নিজ কণ্ঠদেশে চন্দ্রতুল্য সুনির্ম্মল মুক্তাহারের মত ত্রিনয়নকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়াছেন। আর সেই সমস্ত জ্ঞানরূপ রত্নের একমাত্র আকর মহামতি বীর কার্ত্তিকেয় তারক প্রভৃতি দানবদিগের সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আর সেই শিবানুচরের কথা কে না জানে যে, সেই ভৃঙ্গী ধ্যান-নির্ম্মলা যাঁরা মুক্তা বুদ্ধির প্রভাবেই কুপিতা জননী গৌরীকে অনায়াসে নিজ দেহমাংস রক্ত প্রদান করিয়াছিলেন। আর কি তুমি সেই জীবন্মুক্ত মুনিবর নারদকে জান না? যিনি সতত কলহ-কৌতুকময়ী বুদ্ধির আশ্রয়েই এই অসার-সংসার-জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। হে রাম! জগন্মান্য বিশ্বামিত্র মুনি আপনাকে জীবন্মুক্ত অনুভব করিয়াও বৈদিক যাগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর দেখ, অনন্তদেব ধরা ধারণ করিতেছেন, সূর্য্য দিবস প্রকাশ করিতেছেন এবং যমও যে স্বকার্য্য করিতেছেন, ইহারা সকলেই জীবন্মুক্ত জানিবে, আরও কতশত সুরাসুর যক্ষমানবেরা মুক্ত হইয়াও সংসারকার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছেন, এইরূপ নানাকৃতিসম্পন্ন সংসার-ব্যবহারে থাকিয়াও কাহাদের অন্তর শীতল হওয়ায় মুক্ত হইতেছে; কেহ বা মূঢ়তানিবন্ধন শিলার ন্যায় জড় হইতেছে এবং বহু ব্যক্তিরা ভৃগু, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও শুক প্রভৃতি মহাত্মগণের ন্যায় পরমজ্ঞান লাভ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছে; কত ব্যক্তি বা জনক মান্ধাতা, শর্য্যাতি ও সগর প্রভৃতি রাজর্ষিগণের মত ছত্রচামরাদিতে সুশোভিত হইয়া রাজ্যমধ্যে থাকিয়াও জ্ঞানী হইতেছেন এবং

শত শত মহাত্মারা জ্ঞানী হইয়া অন্তরীক্ষে গ্রহাদির আধার জ্যোতিশ্চক্রে অবস্থান করিতেছেন। যেমন বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি মহতেরা রহিয়াছেন। এবং কত মহাত্মারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিমলভাবলম্বন করত দেবতার পদে রহিয়াছেন। যেমন অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম, তুম্বুরু ও নারদ মহাশয় আছেন। ঐরূপ বলি, সুহোত্র, অন্ধ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাত্মারা জীবন্মুক্তাবস্থায়ই পাতালরাজ্যে অবস্থান করিতেছেন। ঐরূপ তির্য্যগ্‌যোনিতেও হনুমদাদি মহাত্মারা নিত্য জ্ঞানী আছেন। তদ্রূপ দেবাদি উৎকৃষ্টযোনিতেও বহুশত অজ্ঞ মূঢ়চেতা অবস্থান করে। তাহার কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাত্মাতেই সর্ব্বস্বরূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় অসম্ভাবিত বস্তু দর্শনের ন্যায় দেবযোনিতে মূঢ় আত্মার অসম্ভাবনা নাই। যেহেতু বিধির বিধান বড়ই আশ্চর্য্য ও অসীম, উহার সন্নিবেশ-কৌশলে সর্ব্বত্র সমুদয়ের সম্ভব হয়। ঐ বিধি,—দৈব, ধাতা, সর্ব্বেশ্বর, শিব ও ঈশ্বর এই সমুদয় সংজ্ঞায় অভিহিত হন, তিনিই আমাদের আত্মা, তাঁহারই প্রভাবে বালুকামধ্যে কাঞ্চনের ন্যায় অবস্তুতে বস্তু দর্শন এবং কাঞ্চনের মাণিক্যের ন্যায় বস্তুতে অবস্তুর ঘটনা অনায়াসে ঘটিয়া থাকে, সে বিষয় কিছুই আশ্চর্য্য নহে। হে রাম। মিথ্যাভূত বস্তুতে সত্যের আরোপ বহুতরই দেখা যায়, যেমন শূন্যধ্যানসম্পর্কে নিত্য পরমপদ লাভ করা যায়, সংসারে যাহার অত্যন্তাভাব, তাহাও দেশ-কালানুসারে দেখা যাইয়া থাকে, যেমন শৃঙ্গশূন্য শশকদিগকে ঐন্দ্রজালিকেরা শৃঙ্গশালী করিয়া দেখাইয়া থাকে। হে রামচন্দ্র। যে সমুদয় বজ্রাপেক্ষা সুদৃঢ় বস্তুর কদাচ ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই, সেই চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, সমুদ্র ও দেবতাগণ সকলেরই কল্পাবসানে ক্ষয় হইয়া থাকে। হে মহাবাহো। এইরূপে সদসৎ সংসারের পরিবর্ত্তন দর্শন করত আনন্দশোক-রাগদ্বেষাদির ব্যাপার ত্যাগ করিয়া সমতা অবলম্বন কর। এ সংসারে অসদ্বস্তু সত্যের ন্যায় দীপ্তি পায় ও সদ্বস্তু অসত্যের ন্যায় ভাসমান হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে আস্থা ও অনাস্থা উভয়কেই ত্যাগ করিয়া সমতাকে আশ্রয় কর। হে রাম। সংসারে অসম্ভব ঘটনা হয় বলিয়া, মুক্তব্যক্তি বন্ধনসম্ভাবনা কোনমতেই করিবে না। কারণ জীবগণ অজ্ঞানাবস্থাতেই ভ্রমে পতিত হয়, তাহারা মুক্ত হইলে আর কদাপি প্রত্যাবৃত্ত হয় না, যেহেতু বিবেকের বলেই তাঁহাদের মুক্তি হইয়াছে। যদিও মনের ক্ষয়কালেতেই মুক্তি হয় তথাপি বিবেক তখন দীপস্বরূপী হন। হে রামচন্দ্র। কুশলাকাঙ্ক্ষী জীব সর্ব্বথা আত্মার অবলোকনে যত্ন করিবেন, যেহেতু আত্মার দর্শনেতেই সমুদয় দুঃখের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। এ সংসারে মহামতি জনকাদির ন্যায় বহুশত মহাত্মারাই জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভোগাদিতে আসক্তি বা অনুরাগ হয় না। হে রাঘব। সুতরাং তুমিও বৈরাগ্য ও বিবেকসম্পর্কে বুদ্ধির ধীরতা সম্পাদন করিয়া লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে তুল্য জ্ঞান রাখিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ কর। এ সংসারে দেহধারীর দুই প্রকার মুক্তি আছে, তাহার মধ্যে এক দেহেতেই ও অপর দেহ অপায় হইলে হয়। দেহ থাকিতে পদার্থে আসক্তিবর্জ্জনে মনের যে শান্তি হয়, উহাই সদেহা মুক্তি, শরীরধ্বংসের পর যাহা হয়, উহাকে বিদেহা মুক্তি কহে, পণ্ডিতেরা মমতাক্ষয়কেই শ্রেষ্ঠ মুক্তি কহেন, উহা দেহের সত্তাতে ও নাশেতে হয়, ঐরূপ বাসনাশূন্য হইয়া যিনি বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত কহে। এবং মমতাবদ্ধ হইয়াও জীবদ্দশায় এক প্রকার তৃতীয়া মুক্তি হয়, এই সমুদয় মুক্তির জন্য যুক্তিপূর্ব্বক যত্ন দ্বারাই যত্ন পাইবে, কারণ যত্ন ও যুক্তিবিহীন ব্যক্তি গোষ্পদসলিলকেও উত্তীর্ণ হইতে পারে না এবং যত্নকে আদর না করিলে, কেবল দুঃখেরই জন্য মোহ আসিয়া আশ্রয় করে ও তদীয় আত্মা ক্রমশঃই পরাধীন হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মার চিরন্তন সিদ্ধির জন্য যত্নশীল-মানসে বিশিষ্ট ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ংই আপনাকে বিচার কর। কারণ বিশিষ্টযত্নশীলপুরুষের নিকট সমগ্র জগৎ গোষ্পদের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। হে রঘুনাথ। বুদ্ধদেব যে পরমপদ পাইয়াছিলেন এবং সেই ক্ষত্রিয় বীর যে নিত্যধাম লাভ করিয়াছিলেন, ঐরূপ অন্যান্য বহুতর মহাত্মারাও যে নিত্যানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, সে সকলই যত্নরূপ কল্পবৃক্ষের সুফল মাত্র জানিবে। ১—৫৩

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব। ব্রহ্মের স্বরূপ অজ্ঞাত হইলেই এই মিথ্যা সংসারের বিকাশ পায় ও অবিবেকবলে দৃঢ় হইয়া থাকে এবং বিবেক উপস্থিত হইলেই উহা উপশান্ত হয়। ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে জগদ্ব্যাপাররূপ জলতরঙ্গকে গবাক্ষনিঃসৃত সূর্য্যাদিকিরণে ত্রসরেণুচয়ের ন্যায় কেহই সংখ্যা করিতে পারে না। এই জগতের স্থিতিবিষয়ে মিথ্যা দর্শনকেই কারণ জানিবে ও জগদ্ভ্রমের উপশমবিষয়ে সম্যগ্‌দর্শনকেই কারণরূপে জানিবে। এই ঘোর সংসার-সমুদ্র অতি দুস্তর, যুক্তি ও যত্নব্যতীত এ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, কারণ এ সমুদ্র মোহরূপসলিলে পরিপূর্ণ এবং অগাধ মরণলক্ষণভ্রমি ও বৃহত্তরঙ্গে বিষম হইয়াছে। পুণ্যরাশি ইহার ফেনপুঞ্জের স্থানে রহিয়াছে এবং ইহাতে নরক-যাতনারূপ বাড়বানল দেদীপ্যমান ও তৃষ্ণারূপিণী চঞ্চলা লহরী বিকাশ পাইতেছে, ইহা মনোরূপ সুবৃহৎ জলজন্তুর বিলাস স্থান, এবং ইহার চতুর্দ্দিকে জীবনস্বরূপ নদীসমুদয় মিলিত হইয়াছে, ভোগরূপ রত্নপুঞ্জকে ভূষিত আছে এবং সতত ইহাতে রোগরূপ সর্পনিচয় চঞ্চল হইয়া যাতায়াত করিতেছে ও ইন্দ্রিয়বর্গলক্ষণ জলজন্তুরা ঘর্ঘররবে ভয়োৎপাদন করিতেছে। হে রাম! এই যে মুগ্ধা রমণী নামে সুন্দর পদার্থ দেখিতেছ, উহাদিগকেই ঐ সমুদ্রের চঞ্চল মনোহর তরঙ্গ বলিয়াই জানিবে। ১—৮। ইহারা অধরোষ্ঠের শোভারূপ পদ্মরাগমণিতে যুক্ত ও নেত্ররূপ নীলপদ্ম সঙ্কুল রহিয়াছে এবং দন্তলক্ষণ পুষ্পদলাদিতে পূর্ণ ও হাস্যরূপ ক্ষুদ্রফেণে সুশোভিত হইয়াছে এবং কেশপাশস্বরূপ ইন্দ্রনীলমণিময়বলয়ে ভূষিত ও ভ্রূবিলাসে তরঙ্গশালী হইয়াছে এবং নিতম্বরূপ পুলিনে ও কণ্ঠস্বরূপ শঙ্খে সুভূষিত আছে এবং ললাটলক্ষণ রত্নপীঠে যুক্ত হইয়া স্বীয় বিলাসরূপ জলজন্তুতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং কটাক্ষসম্পর্কে চঞ্চল হওয়ায় তীব্র অবগাহনের অযোগ্য হইয়াছে এবং ইহারা বর্ণরূপ সুবর্ণবালুকাময় রহিয়াছে। হে রাঘব। পূর্ব্বোক্ত সংসারসমুদ্র এই প্রকার নারী নামক চঞ্চল তরঙ্গসম্পর্কেই অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে মগ্ন হইয়া যদি কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবেই তাহার শ্রেষ্ঠ পৌরুষের সাফল্য হয় জানিবে। হে রামচন্দ্র! সন্নিহিতা প্রজ্ঞারূপিণী

মহা-নৌকায় বিবেকরূপ শ্রেষ্ঠ নাবিক বিদ্যমান থাকিতেও যিনি এই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ না হন; তাঁহাকে ধিক্, যিনি বিশ্বকে ব্রহ্মস্বরূপেই ভাবনা করিয়া এই সংসারসাগরকে আশ্রয় না করিয়াও অনায়াসে পারে গমন করেন, সেই মহাত্মাকেই পুরুষ বলিয়া জানিবে। হে রাম! প্রথমে আর্য্যদিগের সহিত সদ্বিচার করিয়া স্বীয় প্রজ্ঞার সাহায্যে সংসারকে উত্তমরূপে অবলোকন করিবে, তদন্তর ইহাতে প্রবেশ করিলেই শোভা পাইবে, নচেৎ শোভার সম্ভব নাই। ৯—১৫। হে সাধো! তুমি এ সংসারে অগ্রে ভব্য হইতে শিখ, কারণ ভব্য হইলে স্বীয় বিচারপতি প্রজ্ঞার সাহায্যে এই বয়সেই সংসার-সাগরকে বুঝিতে পারিবে, তখন তোমার ন্যায় যে লোকই অগ্রে নিজবুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, সে ব্যক্তি কদাচ তাহাতে নিমগ্ন হইবে না। হে রাম! এই বিষাক্ত সর্পের ন্যায় ভীষণ ভোগসমুদয়কে অগ্রে বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া পরে ভোগ করিবে, তাহা হইলে গরুড় যেমন পন্নগদিগকে সুখে ভোগ করে, তদ্রূপ পরিণামে কোনই কষ্টকর হইবে না। প্রথমে স্বরূপ বিচার করিয়া যে সকল সম্পদ্‌কে ভোগ করা যায়, তাহারাই চরমে সুখদায়ক হইয়া থাকে, নচেৎ কেবল দুঃখেরই কারণ হয়। আর দেখ, যিনি তত্ত্বদর্শী হন, তাঁহারই বল, বুদ্ধি ও তেজ এ সকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, যেমন বৃক্ষ বসন্ত-ঋতুতে সঙ্গত হইলেই সৌন্দর্য্যাদি নানাগুণ আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। হে রঘুনন্দন! তুমি সকলের যাথার্থ্য জানিয়াছ বলিয়াই গাঢ় আনন্দামৃতে পরিপূর্ণ ও সুশীতলতা ও সর্ব্বত্র সমা স্বীয় প্রজ্ঞাশোভায় ব্যোমচারী সুধাংশুর ন্যায় শোভা পাইতেছ, ঐইরূপেই সুখে অবস্থান কর ১৫—২১।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে দেব! আপনি ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত আছেন, সুতরাং পুনরায় সংক্ষেপে উদারচরিত্রসকল কীর্ত্তন করুন, যেহেতু আপনার চমৎকারময়ী বাণী শ্রবণ করিলে তৃপ্তির শেষ না হওয়ায় উত্তরোত্তর কৌতুকেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! আমি জীবন্মুক্তের বহুপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তথাপি পুনরায় যে কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আত্মবান্ ব্যক্তির বাসনাসমুদয়ের ক্ষয় হয় বলিয়া, তিনি পরমার্থদৃষ্টিতে এই সংসারকে সুস্বপ্নের মিথ্যাস্বরূপ ও সর্ব্বত্র অনাসক্ত বলিয়া দর্শন করেন এবং সুপ্তচিত্তের ন্যায় কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ অনুভব করেন। তখন তিনি ধনরত্নাদি বস্তুজাতকে চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রথমে অনুভব, পশ্চাৎ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াও আভ্যন্তরিকী সদ্রূপিণী সমবুদ্ধি দ্বারাই গ্রহণ করেন না এবং সেই প্রশান্তচেতা আত্মজ্ঞানী এই সংসার-স্রোতকে আন্তরিকী প্রজ্ঞার সামর্থ্যে কৃত্রিমযন্ত্রময়ী পুত্তলিকার ন্যায় দর্শন করিয়া নিতান্ত উপহাস করেন। তিনি ভবিষ্যতের অপেক্ষা না করিয়া বর্ত্তমানেও অবস্থান করেন না এবং অতীত-বিষয়েরও স্মরণ করেন না, অথচ সমুদয়ই করিয়া থাকেন। ১—৭। তিনি ব্যবহার-বিষয়ে সুপ্তপ্রায় হইয়াও সদা প্রবুদ্ধ ও ব্যবহারে জাগরিত থাকিয়াও সদাই সুপ্ত অর্থাৎ বাহিরে সকল কার্য্য করিয়াও অন্তরে কিছুই করেন না এবং অন্তরে সর্ব্বত্যাগী ও চেষ্টামাত্রেই বিরহিত থাকিয়া, বাহিরে সমুদয় কর্ম্মসম্পাদন করিয়াও সমতার আশ্রয়েই অবস্থান করেন। তিনি বাহিরে সকল বিষয়েই যত্ন রাখিয়া, উপস্থিত কর্ম্মমাত্রেই ব্যাকুল হইয়া, পিতৃপিতামহাদিক্রমে সম্প্রাপ্ত রাজ্যাদি ও বন্ধুকার্য্য দানমানাদির অনুসরণ করেন এবং সমস্ত ভোগসুখাদির স্বয়ং আত্মস্বরূপী হওয়ায় সমস্ত বিষয়বাসনাদিতে আস্থাবান্ হইয়াই কর্ম্মসমুদয় করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাঁহার অজ্ঞের ন্যায় কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না। তিনি সকল কার্য্যের উদ্‌যোগী হইয়াও সর্ব্বত্র উদাসীনের মত অবস্থান করত কিছুই বাঞ্ছা করেন না, কোন বিষয়েই তাঁহার দ্বেষ নাই এবং অপ্রিয় ঘটনায় শোক বা ইষ্টলাভে আনন্দ হয় না এবং তিনি অনুকূল ব্যক্তিকে আনুকূল্য ও প্রতিকূল জনে প্রাতিকূল্য করেন ও ভক্তজনে বিশেষ অনুগ্রহকারী হইয়া শঠ-ব্যক্তিতে শঠের ন্যায়ই অবস্থান করেন। তখন তাঁহাকে বালকেরা বালক বলিয়া বুঝে, বৃদ্ধেরা আপনাদের স্বজাতীয় বলিয়া জানেন ও তিনি ধীরজনসন্নিধানে ধৈর্য্যশালী হন, যৌবনশালীর নিকট যুবা হন ও দুঃখিতজনে তাহাকে স্বদুঃখে দুঃখিত দেখে, তথাপি তিনি বাগ্মী হইয়া পুণ্য কথাই কহেন ও তাঁহার আশয়ে দীনতা আসিতে পারে না, কেবল প্রজ্ঞাবান্ ও আনন্দময় হইয়া পুণ্য কীর্ত্তনেই তৎপর থাকেন। নিজ প্রতিভার প্রকাশে পূর্ণ ও প্রজ্ঞাবান্ হইয়া সদাই কোমলতা ও প্রসন্নতায় আশ্রিত থাকেন। বিষাদ ও দীনভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বজনেই স্নিগ্ধ-বন্ধুতা স্থাপন করেন এবং তখন সেই উদারচরিত সৌম্যাকৃতি সুখসাগর আত্মজ্ঞানী অভ্যুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বদা স্নিগ্ধ ও শীতলস্পর্শ হন। তখন তাঁহার পুণ্যে প্রয়োজন হয় না, ভোগ বা কর্ম্মানুষ্ঠানেও নিষ্প্রয়োজন এবং নিষিদ্ধাচরণ বা ভোগত্যাগ কিংবা বন্ধুজনের সংসর্গ এ সমুদয়ও প্রয়োজন হয় না এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যের বা কারণের অনুষ্ঠানে কিংবা কার্য্যমাত্রেরই পরিত্যাগে কোন প্রয়োজন হয় না এবং বন্ধ মোক্ষ কি পাতালে দিবসে ও কিছুই প্রয়োজন নাই। কারণ যখনই জাগতিক, পদার্থসমুদয় এক ব্রহ্মস্বরূপেই দৃষ্ট হয়, তখন আর সাংসারিক সুখরূপবন্ধনে ও তাহার মুক্তিতে কোন বিষয়েই চিত্ত পরাঙ্মুখ হয় না। হে রাম! সম্যগ্‌জ্ঞানরূপ অনলে যাহার সন্দেহরূপ জালসমুদয় দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহারই চিত্তরূপ পক্ষী শঙ্কাবিহীন হইয়াই অতিশয় উড্ডীন হয়। যাহার মানস ভ্রান্তিবিরহিত হইয়া ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করে ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বদৃষ্টিতেই অস্তোদয়বিরহিত থাকে এবং দোলামধ্যে সুখাসীন শিশুর চেষ্টার ন্যায় পরমানন্দের আতিশয্যে যাহার অঙ্গাদির চালনা মাত্র হইয়া থাকে এবং তিনি মত্তজনের ন্যায় নিত্যানন্দ অনুভব করেন ও তদীয় পুনর্জ্জন্মের ক্ষয় হয় এবং হেয় বুদ্ধিতেই কৃতাকৃত কর্ম্মসমুদয়কে স্মরণ করেন না। তিনি সর্ব্বপদার্থকেই সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণ করেন ও ত্যাগ করেন। সকল বস্তুতে হেয় বুদ্ধি রাখিয়া শিশুর ন্যায় চেষ্টাবান্ হন এবং দেশ, কাল ও অনুষ্ঠানের ক্রমানুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থান করিলেও কার্য্য-জন্য সুখ বা দুঃখ তাঁহাকে অণুমাত্র আশ্রয় করিতে পারে না। তিনি বাহিরে কার্য্যের আরম্ভ করিলেও অন্তরে তাঁহার সম্পূর্ণ চেষ্টা না থাকায় বাহ্যবিষয়ে সত্যতাবুদ্ধিতে আস্থা রাখেন না। সুতরাং তদুৎপন্ন ফলের অনুসন্ধান করেন না এবং তাঁহার দুঃখের অবস্থায় উপেক্ষা বা সুখে আকাঙ্ক্ষা করেন না। ঐরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আনন্দিত কিংবা কার্য্যধ্বংসে দুঃখিত হন না এবং যদি সূর্য্যের কিরণ শীতল হয় ও চন্দ্রমণ্ডল সন্তাপদান করে কিংবা

অগ্নিদেব অধোমুখ হইয়া প্রজ্বলিত হন, তথাপি তাঁহার বিস্ময় হয় না; কারণ এই সমুদয় শক্তি চিন্ময় আত্মার বিকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং এই যাবদাশ্চর্য্যঘটনায় আত্মজ্ঞানীর কোন প্রকারই কৌতুক হয় না। ৮—৩০। তাঁহার দয়া থাকে না, অথচ তিনি নির্দ্দয়ও হন না; ভিক্ষাদি অপমানকর-কার্য্যে লজ্জিত হন না, অথচ নির্লজ্জভাবও আশ্রয় করেন না, তাঁহার আত্মা কখনই দীনভাব বা ঔদ্ধত্য অবলম্বন করে না। তাঁহার কিছুতেই অনবধান ছিল না, তিনি কদাচ উদ্বিগ্ন বা আনন্দিত হইতেন না এবং শরৎকালীন আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল ও বিস্তৃত তদীয়মানসে অন্তরীক্ষে নব শস্যাঙ্কুরের ন্যায় রাগদ্বেষাদি জন্মাইতে পারে না। হে রাম! এই জগদ্ব্যাপারে অনবরত অসংখ্য জীব উৎপন্ন হইতেছে ও নষ্ট হইতেছে, সুতরাং কোথায় কিরূপে সুখিতা বা দুঃখিতা সম্ভব হইতে পারে, কারণ জলে তরঙ্গসম্পর্কে ভ্রাম্যমাণ ফেনপুঞ্জের ন্যায় সংসারব্যাপার নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং এ বিষয়ে কোথায় কেমনে কিরূপ সুখের বা দুঃখের সমাবেশ হইতে পারে? জীবন্মুক্ত মানবেরা আত্মাতে জগন্মায়ার সৃষ্টি দর্শন করত নিরন্তর অনন্ত জীবসঙ্ঘের সত্তা ও অভাব দর্শন করিয়াও জন্মমৃত্যুশূন্য হইয়া দুঃখিত বা আনন্দিত হন না। নিরন্তর সমুৎপন্ন ও নিরন্তর বিনশ্বর এই দগ্ধ-সংসারে হর্ষ বা বিষাদের কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী হইলেও অসাধারণ ব্যক্তিদিগের শুভমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা না থাকায় অভাবই স্থির হয়, সুতরাং কোনরূপ দুঃখপরম্পরাও কোন বিষয়ে কোনরূপেই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না, কারণ যে দুঃখদশা সুখানুভবের পরই উৎপন্ন হইয়া নিজ কার্য্য শোকমোহাদিকে বিস্তার করিয়া থাকে, সেই দুঃখাবস্থা শুভকর্ম্মাদির অভাববশতঃ সুখানুভবের শান্তি হইলে স্বয়ংই শান্ত হইয়া থাকে। হে রাম! এইরূপে সুখের ও দুঃখের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে হেয় বা উপাদেয় বস্তুদর্শনেরও অভাব হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার ইষ্টানিষ্ট শুভাশুভবিষয়ের কোন রূপেই সম্ভব হইতে পারে না এবং এইটী রম্যও নহে, এইটীর এইরূপ দর্শন দূরীভূত হইলে, ভোগাকাঙ্ক্ষাও দূরে গমন করে, তখন নৈরাশ্য আসিয়া বদ্ধমূল হয়, তাহাতেই তদীয় মানস হিমের ন্যায় গলিত হইয়া যায় এবং সমূলে মানসক্ষয় প্রাপ্ত হইলে আর তখন সঙ্কল্প কোনরূপেই অবস্থান করিতে পারে না। যেমন তিলরাশি দগ্ধ হইলে আর তাহাতে তৈলের আশা কোনরূপেই থাকেনা। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, এতাদৃশ অভাবের গভীর ভাবনা বা দৃঢ়নিশ্চয় দ্বারা দৃশ্যপদার্থসমূহ সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য হইয়া আকাশের ন্যায় সৎস্বরূপমাত্রে অবস্থিত হইলে, আর পরিচ্ছেদের থাকে না; সুতরাং জ্ঞানবান্ মহান্ আত্মা তখন স্বকীয় অতি বিশালস্বরূপ সম্প্রাপ্ত, নিত্যতৃপ্ত ও স্বরূপভূত নিরতিশয় আনন্দে আনন্দিত হইয়া, জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নকালে কেবলমাত্র যথাপ্রাপ্ত-বিষয়ের আলোচনমাত্রাত্মক চিত্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হন, সুষুপ্তি-কালে সুপ্ত হন, আর প্রারব্ধের ক্ষয়কাল পর্য্যন্ত জীবধারণ করেন। ৩১—৪৪।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যেমন প্রজ্বলিত অঙ্গার ভ্রমের স্পন্দনে অগ্নিময় চক্রেরই ভ্রম দর্শন হয়, তদ্রূপ চিত্তের স্পন্দনেই এই মিথ্যাভূত জগৎ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং যেমন জলেরই পরিস্পন্দনে ভ্রমবশতঃই জলাতিরিক্ত গোলাকৃতি আবর্ত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিত্তস্পন্দনের অতিরিক্তরূপে জগতের বিকাশ সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র জানিবে এবং যেমন আতপ-সম্মুখে নয়ন চালনা করিলে, অন্তরীক্ষে ময়ূরপুচ্ছমুক্তানিচয়াদির মিথ্যাভূত দর্শন হইয়া থাকে, তদ্বৎ চিত্তস্পন্দনেই এই মিথ্যাভূত-জগতের সত্যস্বরূপে দেখা হইয়া থাকে। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই চিত্ত কোন্ স্বভাবে স্পন্দিত হয় ও কোন উপায়ে বা ইহার স্পন্দন দূর করা যায়, আপনি সে বিষয়ে সদুপায় নির্দ্দেশ করুন, যাহাতে আমি ঐ রোগের সুচিকিৎসা করিতে পারি। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যেমন হিম ও তদীয় শুক্লতা, যেমন তিল ও তদন্তর্গত তৈলকণা, যেমন পুষ্প ও তাহার সৌগন্ধ্য এবং যেরূপ অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি পরস্পর নিত্যসংশ্লিষ্ট আছে, তদ্রূপ চিত্ত ও তাহার স্পন্দন উভয়ে নিত্য অভিন্ন আছে, তবে যে ইহাদের ভেদকল্পনা, সে কেবল আভিধানিক মিথ্যামাত্র জানিবে। ঐ চিত্ত ও তদীয় স্পন্দন এই উভয় পক্ষের একতরের ধ্বংস হইলে, গুণী ও গুণ উভয়েই নিশ্চয় নষ্ট হইয়া থাকে। হে রাম! যোগ ও জ্ঞান এই দুইটী ক্রমিক চিত্তনাশের প্রধান উপায় জানিবে; তন্মধ্যে চিত্তের ব্যাপারনিরোধকে যোগ ও বস্তুর সম্যক্-দর্শনকেই জ্ঞান কহে। রাম কহিলেন,—হে মুনিবর! জীব কোন্ সময়ে কীদৃশ প্রাণাপানাদিনিরোধক যোগনামক উপায়ের অবলম্বন করিয়া অনন্ত সুখদায়িনী মানসী শান্তিকে লাভ করিতে পারে, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যেমন ভূ-বিবরে সর্ব্বত্রই বারির চলাচল আছে, সেইরূপ এই দেহমধ্যে যাবদ্দেহনাড়ীতেই যে বায়ু উভয় পার্শ্বে চলিত হইয়া থাকেন, তিনিই প্রাণসংজ্ঞায় অভিহিত হন। অভ্যন্তরে স্পন্দনবশে নানা আশ্চর্য্যজনক কার্য্যসকল সম্পাদন করেন বলিয়াই আত্মজ্ঞেরা সেই প্রাণবায়ুরই অপানাদি নামসমুদায় কল্পনা করিয়াছেন। হে রাম! যেমন সৌরভের আধার পুষ্প, সৌরভ হইতে এবং শুক্লত্ব-গুণের আধার তুষার, শুক্লতা গুণ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ উভয়ে পরস্পরাশ্রয়েই অবস্থিত তদ্রূপ চিত্তেরও * রসাত্মক প্রাণ আধার হইয়াও পরস্পর নিতান্ত অভিন্ন। অন্তরে ঐ প্রাণের পরিস্পন্দনবশতঃ সংসারভাবোন্মুখী যে চিতির শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকেই চিত্ত বলিয়া জানিবে। প্রথমে প্রাণের স্পন্দনে বিদ্বৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে এবং ঐচিদ্বিকাশেই সংসারভাবের বিকাশ হয়, এই ক্রমিক ব্যাপারসমুদয় জলস্পন্দনে তরঙ্গনিচয়ের ন্যায় চক্রের ভ্রমি অনুসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণেই শাস্ত্রালোচী পণ্ডিতেরা প্রাণ-পরিস্পন্দনকেই চিত্ত বলিয়াছেন, সুতরাং সেই প্রাণ সংরুদ্ধ হইলেই নিশ্চয়ই মনের উচ্ছেদ হইয়া থাকে এবং মনের উচ্ছেদ হইলেই, সূর্য্যের আলোকপ্রকাশের অভাব হইলেই লোকের দৈনিক ব্যবহারের ন্যায় সংসারভাব বিদূরিত হয়। রাম কহিলেন,—হে মুনে!

*প্রাণ জলময় বলিয়া শ্রুতিতে আছে।

অন্তরীক্ষচারী প্রাণাদি বায়ুসমুদয় দেহরূপ ক্ষুদ্রগৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছে, তবে কিরূপে তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করা যাইতে পারে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! শাস্ত্রালোচনা, সজ্জন-সংসর্গ ও বৈরাগ্যের অভ্যাসে সংসারবৃত্তান্তে অনাস্থা হইলে পর প্রথমে একাগ্রতালক্ষণ অভীষ্টধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে; অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্বের চির-অভ্যাস করিতে থাকিলেই প্রাণের স্পন্দন নষ্ট হইয়া যায়, কিংবা অখিন্নভাবে ঐকান্তিক ধ্যানযোগসহকারে পূরক-কুম্ভক-রেচকাদির নিরন্তর অভ্যাস করিলেও প্রাণের স্পন্দন-নিরোধ করা যায়, অথবা ওঁকারের সুদীর্ঘ উচ্চারণের অবসানেই ঐ শব্দের স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে ও তৎকালেই বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানের উপশম হয়, তাহাতেও প্রাণের নিরোধ হইয়া থাকে। কিংবা বারংবার রেচকের অভ্যাস করিলে, প্রাণ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যাকাশে উপস্থিত হয়, তখন সে নাসাবিবরকে স্পর্শ করে না, তাহাতেও প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, ঐরূপ যেমন মেঘসমুদয় পর্ব্বতে বারংবার উপর্য্যুপরি আশ্রয় লইয়া সহজেই নিশ্চেষ্ট থাকে, কেবল পূরকেরও পুনঃপুনঃ অভ্যাসে প্রাণ সহজেই সঞ্চরণবিহীন হয়, তাহাতেও প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে। এইরূপে কেবল কুম্ভকের অভ্যাসেও প্রাণ অনন্তকাল পূর্ণকুম্ভের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে, ইহাকেও প্রাণনিরোধ কহে এবং যোগী যে তালুমূলে অবস্থিত ঘণ্টিকাকৃতি মাংসপিণ্ডকে যত্নপূর্ব্বক জিহ্বা দ্বারা আক্রমণ করিয়া, প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করেন, তাহাতেও প্রাণনিরোধসম্পন্ন হইয়া থাকে। ১—২৫। সূক্ষ্মহৃদয়াকাশ এবং সমস্ত বাহ্যবিকাশ বিরহিত হইলে তথায় কিছুই থাকে না, তখন ধ্যানসম্পর্কে আন্তরিক ও বাহ্যিক সংসারভাব তিরোহিত হইলেও প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে এবং নাসিকার অগ্রাবধি দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত বাহ্যাকাশে চক্ষুঃ ও মনের বিশ্রাম হইলেও এক-প্রকার প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে এবং অভ্যাসবশে ঊর্দ্ধরন্ধ্র দ্বারা তালুর ঊর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণকে অবস্থাপিত করিলে যে, প্রাণের বাহ্যসম্পর্ক তিরোহিত হয়, তাহাতেও প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে। ঐরূপ যখন ভ্রূর মধ্যস্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবস্থান হয়, তখনই পরমেশ্বরকে আত্মস্বরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাতেও প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে; কিংবা পরমেশ্বরের অনুগ্রহে হঠাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ পাইলেও যে বিকল্পজ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে, তাহাতেও প্রাণনিরোধ সম্পন্ন হয়। আবার বাসনাবিরতি চিত্তকে দহরাকাশে বহুকাল নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে রাখিতে সেই কমনীয় দহরা-কাশের সম্যক্ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার হইলে, তদ্দ্বারাও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ২৬—৩১। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সংসারে জীবগণের হৃদয় নামে যাহার কথা বলিলেন, যাহাতে বিস্তৃত আদর্শের ন্যায় সমস্ত বস্তুই প্রতিবিম্বিত হইয়া থকে, উহা কিরূপ তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে সাধো! এই জগতে প্রাণিগণের হৃদয় দুই প্রকারে বিভক্ত আছে, তন্মধ্যে একটী হেয় ও অপরটী উপাদেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তন্মধ্যে দেহাত্ম-বাদিদের বক্ষঃ ও পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে যে হৃদয় থাকে, উহাকেই হেয় বলিয়া জানিবে এবং জ্ঞানীদের জ্ঞানমাত্রেই যে হৃদয়, উহাই উপাদেয় সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া বাহিরে ও অন্তরে সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, অথচ কোথাও অবস্থিত নহে, উহাই প্রধান হৃদয়, উহাতেই এই বিশ্ব রহিয়াছে, উহাই সকল পদার্থের দর্পণস্বরূপ, সমুদয় সম্পদের কোষাগার ও সকল জন্তুরই চিন্ময়জ্ঞানরূপ হৃদয় বলিয়া অভিহিত হয়; উহা দেহীর দেহের কোন অবয়বেরই অংশ নহে, কেবল জড় অতি জীর্ণ শিলাখণ্ডের সহিত উহার কথঞ্চিৎ তুলনা সম্ভব হইতে পারে। যদি জীব বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানময় বিশুদ্ধহৃদয়ে যত্নপূর্ব্বক চিত্তনিবেশ করে, তাহাতেও প্রাণস্পন্দনের নিরোধ হইতে পারে। এই পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে কিংবা স্ব-সঙ্কল্পকল্পিত অন্যপ্রকারে অথবা অন্য পণ্ডিত-জনের কথিত ক্রমানুসারেও প্রাণের স্পন্দন নিরোধ হইয়া থাকে, এই সমুদয় যোগব্যাপার এরূপে অভ্যাস করিবে, যাহাতে কোন-প্রকার রোগাদি বাধা আসিয়া আক্রমণ করিতে না পারে, তাহা হইলেই তদ্ব্যক্তির সংসারপরিহারবিষয়ে বিশিষ্ট উপায় হইতে পারে, নচেৎ অবিবেচনাপূর্ব্বক হঠাৎ নিরোধের উদ্‌যোগ করিলে কঠিন রোগাদি অনায়াসে আক্রমণ করে, তখন বন্ধনচ্ছেদ আর সহজে হইতে পারে না। হে রাম! ঐ পূরককুম্ভকরেচকাত্মক প্রাণায়াম-বৈরাগ্যে ভূষিত হইয়া যদি অভ্যাসে দৃঢ়তা লাভ করে, তবেই জীবের বাসনানুরূপ ফলপ্রদ হইয়া থাকে অর্থাৎ যে প্রাণা-য়ামী মুমুক্ষু, তাঁহাকে সহজে মুক্তি দেয় ও যিনি ভোগাভিলাষী তাঁহার সুদীর্ঘকাল ভোগাভিলাষ পূর্ণ করে। হে রঘুনাথ! নির্ঝরিণী যেমন দূরে যাইয়া, সেই স্থানেই লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কণ্ঠাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া, দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত প্রদেশে ভ্রূ, নাসা ও তালু, এই সকল অবয়ব সংস্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে, প্রাণ উপশান্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে জিহ্বা দ্বারা তালুস্থিত পিণ্ডের আক্রমণের কথা বলিয়াছি, ঐ ক্ষুদ্র ঘণ্টাকৃতি মাংসপিণ্ডকে জিহ্বাপ্রান্ত দ্বারা বারংবার স্পর্শ করিতে পারিলেই স্ববশে আনা যায় ও তাহাতে প্রাণের গতাগতির মার্গ সুগম হইয়া থাকে। হে দেব! এই মৎপ্রদর্শিত সমাধিসমুদয় স্ব স্ব সিদ্ধিফলবিষয়ে বিকল্পময় হইলেও যদি বারম্বার অভ্যাস যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তবে অতি শীঘ্র জীবের পরম শান্তির জন্য বিকল্পশূন্য হইয়া থাকে এবং পুরুষ অভ্যাসের বলেই শোকাদি-বিহীন হইয়া পরমাত্মায় রমণ করিয়া থাকে ও অন্তরে বিশিষ্ট সুখী হয়, এ বিষয়ে অন্য উপায় নাই, সুতরাং তুমিও অভ্যাসেরই অনু-শীলন কর, ঐ অভ্যাসের বলেই প্রাণের পরিস্পন্দনকার্য্য নিবৃত্ত হয় এবং তাহাতেই মনের লয় হইয়া যায়, তখন একমাত্র নির্ব্বাণই অবশিষ্ট থাকে এবং মন যখনই বাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তখনই সে দেহকে তৎসহ প্রাণকে পর্য্যন্ত অভিমানের বলে গ্রহণ করিয়া থাকে। হে রাম! তুমি ইহা দেখিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। হে রাম! এই সমুদয় কার্য্যকারণভাব দেখিয়া প্রাণস্পন্দন-কেই মনের রূপ বলিয়া জানিবে, উহা হইতেই সংসারভ্রম উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং উহার উপশম হইলেই সাংসারভ্রান্তি দূর হইয়া থাকে। হে রাম! জীবের বিকল্পাংশ* ক্ষয় হইলে সেই পদই অবশিষ্ট থাকে, যাহার সন্নিধানে সংসারভাবপূর্ণ বাগ্‌জাল যাইতে পারে না অর্থাৎ বাক্য দ্বারা অনির্দ্দেশ্য বলিয়াই যাহা বাগতীত এবং যাহাতে সমস্ত, যাহা হইতে সমস্ত, যিনি সমুদয় ও সমুদয় হইতেই যিনি, অথচ যাহাতে কিছু নাই, যাহা হইতে কিছুই নহে, যাহা জগদ্রূপ নহে এবং সমস্ত পদার্থই বিনাশী, বিকল্পময় ও গুণাত্মক বলিয়াই গুণাতীত যে পরমাত্মার সদৃশ দৃষ্টান্ত কিছুতেই হয় না, তথাপি প্রজ্ঞাবানেরা যে তাঁহার

* অর্থাৎ পার্থক্য-জ্ঞানাদি।

পরিচয় জানিতে পারেন, সে কেবল তাঁহার প্রতিভাসন্দর্শনেই হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি সমুদয় শব্দের আস্বাদনী শক্তি ও সকল তৈজসপদার্থের দীপনী শক্তি এবং কামাদি আন্তর ব্যাপারের ও প্রকাশোন্মুখী বৃত্তি হইয়াই অন্তরে চিন্ময়ী চন্দ্রিকাস্বরূপে উদয় হইয়া থাকেন এবং যৎস্বরূপ কল্পতরু হইতেই বহুতর নানারস-সম্পন্ন স্বাদুফলরাজি নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে ও পতিত হইতেছে। যে স্থিরপ্রজ্ঞ সুবোধ ব্যক্তি সর্ব্বসীমার অতীত সেই ব্রহ্মপদের অবলম্বনে অবস্থান করেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানীকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে। তখন সেই মুক্ত-ব্যক্তির সমুদয় কামভোগাদির উৎকণ্ঠা দূর হইয়া থাকে ও তৎসহোযোগে ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে হিতের বা অহিতের বাসনারও ধ্বংস হইয়া যায় এবং তিনি সমুদয় ব্যবহারেই হর্ষবিষাদাদিশূন্য সমজ্ঞান রাখিয়া পুরুষপ্রধান হন জানিবে। ৩২—৫৫।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি যোগযুক্ত চিত্তের উপশমের বিষয় নিরূপণ করিলেন। এক্ষণে সম্যক্ জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এ সংসারে অনাদি, অনন্ত, স্বপ্রকাশ, অদ্বয় পরমাত্মাই অবস্থান করিতেছেন, এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্তকেই পণ্ডিতেরা সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া থাকেন এবং যে কিছু ঘটপটাকারে অসংখ্য পদার্থ-পুঞ্জ দেখিতেছি, এ সমুদয়ই আত্মা, তদ্ভিন্ন কিছুই নাই, এ নিশ্চয়কে সম্যগ্দর্শন বলিয়া থাকেন। অসম্যক্-জ্ঞান হইতে সংসারভাবের প্রকাশ ও সম্যক্-দর্শন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে, যেমন রজ্জুতে ভ্রমাত্মক সর্প দর্শন হয়, কিন্তু সম্যক্রূপে দৃষ্ট হইলে সেই সর্পদর্শন থাকে না। হে রাম! ঐ জ্ঞানশক্তি যখনই সঙ্কল্পাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশে অভিভূতা হয়, তখনই মুক্তিতে অগ্রসর হইয়া থাকে, উহার অন্য উপায় নাই এবং ঐ চিতিশক্তি শুদ্ধারূপে জ্ঞাত হইলেই পরমাত্মসংজ্ঞায় অভিহিত হন ও শুদ্ধা হইয়াও অন্তরে অশুদ্ধা থাকিলে, অবিদ্যা সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্টা হইয়া থাকেন। ঐ পরমাত্মজ্ঞানদশায় জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদকল্পনা থাকে না, কেবল আত্মাই সমুদয় সংসার, এই নিশ্চয়ে পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে। হে রাম! যখন আত্মাই সমুদয় তখন ভাব বা অভাব উভয়েই কোথায় যে নিরূপিত থাকে, তাহা জানা যায় না এবং তখন বন্ধন বা মুক্তি কিছুই থাকে না, সুতরাং সে বিষয়ে শোকের নিষ্প্রয়োজন জানিবে। যখন চিত্ত বা চেত্য কিছুই নাই, এ সকল ব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছে, তখন এ দৃশ্যসমুদয়ই চিদাকাশ, সুতরাং মুক্তি বা কি, আর বন্ধন বা কাহার। হে রঘুনাথ! বৃহৎ হইতেও সুবৃহৎ এই ব্রহ্মই আপাতদৃশ্যস্বরূপে অবস্থিত আছেন, সুতরাং জ্ঞানবলে ভেদবুদ্ধিকে দূর করিয়া আপনাতে স্বয়ং অবস্থান কর। যদি সূক্ষ্মরূপে দেখা যায়, তাহা হইলে কাষ্ঠ, পাষাণ ও বস্ত্রের পরস্পর কিছুই ভেদ থাকে না, তখন এক বস্তুতে হেয় বা উপাদেয়বুদ্ধি কিরূপে থাকিবে? আদিতে ও অবসানে সামান্য বস্তুরও যে স্বরূপ, আত্মার তাদৃশও শান্তিময় স্বরূপ জানিবে; সুতরাং তুমি সেই আত্মাময় হও। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল সংসার পরমানন্দময় ব্রহ্মেরই স্বরূপ বলিয়া ইহাতে সুখের বা দুঃখের অবসর নাই, সুতরাং তুমি বিষণ্ণ হইও না, যেমন সলিলই তরঙ্গাদির আকারে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মাও অজ্ঞের নিকট অজ্ঞান-সম্ভূত জরামরণসঙ্কুল নিজাকারেই বিলাস পাইয়া থাকেন। ১—১৫। যিনি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা সুনির্ম্মল আত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করেন, সেই আত্মজ্ঞানীকে কোন ভোগাদিই বন্ধন করিতে পারে না। যেমন সামান্য বায়ুতে পর্ব্বতের কিছুই করিতে পারে না, তেমনি যিনি প্রজ্ঞাবলে বিচার করিয়াছেন, তাঁহাকে কামাদি রিপুগণে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি অবিচারী অজ্ঞানী হইয়া, মূঢ়তাবশতঃ সর্ব্বদা আশার দাস হইয়া থাকে, তাহাকেই বককৃত ক্ষুদ্র মৎস্যভক্ষণের ন্যায় দুঃখজাল আসিয়া সর্ব্বদা বিড়ম্বিত করে। সংসারও আত্মাই, অবিদ্যা কোথাও নাই,—এই প্রকার দর্শনের অনুসরণ করিয়া স্বস্বরূপে স্থির হইয়া অবস্থান কর। হে রাম! যেমন সমুদয় সরোবরে সলিল ভিন্ন কিছুই নাই, তেমনি সংসারভাবে বাস্তবিক পার্থক্য কিছুই নাই, সকলই সেই ব্রহ্ম। যিনি এই প্রকার নিশ্চয় করেন, সেই পুরুষই বস্তুর যাথার্থ্য দর্শন করিয়া থাকেন ও মুক্ত বলিয়া অভিহিত হন। ১৬—২০।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ৭৯।

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যে বিবেকী অন্তরে এইরূপ বিচার করেন, তাঁহার ভোগসামগ্রী সম্মুখে থাকিলেও কিছুমাত্র স্পৃহা হয় না। যেমন গর্দ্দভ ভারবহনই করিয়া থাকে, ভারভূত দ্রব্যে তাহার কিছুমাত্র প্রভুতা নাই তেমনি চক্ষুরিন্দ্রিয় কেবল প্রিয়াপ্রিয় বস্তু দর্শন করে মাত্র, তৎসম্ভূত সুখদুঃখের ভোগ জীবেরই হইয়া থাকে, সুতরাং যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় [illegible] হয়, তাহাতে বিবেকী জীবের কিছুই ক্ষতি নাই। যেমন সেনামধ্যবর্ত্তী গর্দ্দভ পঙ্কে পড়িলে সেনাপতির কিছুই অনিষ্ট হয় না। হে মূঢ়! নয়নকে কদাচ সৌন্দর্য্যাদিরূপ কর্দ্দমের আস্বাদন পাওয়াইও না, কারণ ঐ আস্বাদন অতি নশ্বর ও ক্রমে তোমাকেও নষ্ট করিবে। যাহা দ্বারা আত্মপ্রকাশ হয় ও যাহা হইতেই অনাত্মভূত পদার্থ-সমুদয় আত্মস্বরূপে অনুভূত হয়, মহামতি প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি সেই সকল কর্ম্ম দ্বারাই সতত নিবদ্ধ থাকেন। হে নয়ন! তুমিও অবশ্যম্ভাবি-মরণের জন্য ধ্বংসোন্মুখ ও আপাতরমণীয়; অতএব অসৎস্বরূপ রূপাদিকে আশ্রয় করিও না। কারণ যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব-দর্শনে সমর্থ, সেই পরমাত্মাই যদি রূপাদিদর্শনকার্য্যে উদাসীন রহিলেন, তবে তুমি কেন সাময়িক দীপাদির সাহায্যে রূপদর্শন করত তাহাতে নিমগ্ন হইয়া অকারণ অনুতপ্ত হইতেছ। হে চিত্ত! নদ্যাদির সলিলস্পন্দনের ন্যায় এবং অন্তরীক্ষে ময়ূরপুচ্ছাকারের ন্যায় এই সংসারের মিথ্যাবিলাসে দৃষ্টি অনুরক্তা হইতেছে হউক, কিন্তু তাহাতে তোমার কি হইল যে, তুমি অকারণ অনুরক্ত হইতেছ। হে অহঙ্কার! তোমাকেও বলি যে, প্রলয়কালে সমুদ্রজলে সামান্য শফরীমৎস্যের ন্যায় মিথ্যা

মায়ায় সর্ব্বদা চঞ্চল-চিত্তের স্ফুরণ হইতেছে হউক, তাহাতে তুমি কেন প্রকোপ পাইতেছ। হে চিত্ত! আলোক ও রূপ পরস্পরে নিত্য আধারাধেয়ভাবেই অবস্থিত, ইহার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং এ বিষয়ে তুমি কেন বৃথা ব্যাকুল হও। ১—১০। চক্ষু দ্বারা রূপাদি দর্শন ও মনোদ্বারা তত্তদ্বিষয়ে সঙ্কল্প ইহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট না হইলেও মুখ ও আদর্শগত তৎপ্রতিবিম্বের ন্যায় নিত্যসংলগ্নভাবেই লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অজ্ঞানী জীবের নিকটই ঐরূপে নিরন্তর সংশ্লিষ্ট দেখা যায়, কিন্তু যাহার অজ্ঞানকে জ্ঞান আসিয়া গ্রাস করে, তাহার নিকট অসদাকারে পরিণত হইয়া নিত্য পৃথক্‌ভাবে থাকে। এইরূপ দর্শন ও মনোজ্ঞান উভয়ে মনের কল্পনাবলে পরস্পর কাষ্ঠখণ্ডে লাক্ষারসের ন্যায় অবাস্তবিক সম্বন্ধ থাকে, কদাচ মিলিত হয় না। হে রাম! যাহারা মধ্যম বা অধম অধিকারী তাহারা স্বীয় মনের মননস্বরূপ বন্ধনসাধনতন্তুকে যত্নপূর্ব্বক বিচারবলে ছেদ করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি সম্পূর্ণ অধিকারী, তাঁহার অনায়াসেই জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় স্বভাবতঃই অজ্ঞান দূর হইয়া থাকে। সেই অজ্ঞানের ক্ষয় হইলেই তাঁহার মনেরও লয় হইয়া থাকে, তাহাতে রূপাদিদর্শন ও তদনুভূত অভিলাষ পরস্পরে কোন প্রকারেই সম্মিলিত হইতে পারে না। হে রঘুনাথ! চিত্তই সকলের অন্তরিন্দ্রিয়ের উদ্বোধক, সুতরাং গৃহমধ্য হইতে পিশাচকে যেরূপ লোকে দূর করে, তদ্রূপ অন্তর হইতে যে কোন প্রকারেই হউক্ চিত্তপিশাচের উচ্ছেদ করিবে। হে চিত্ত! তোমাকেও বলি, তুমি কেন বৃথা চঞ্চল হইতেছ, আমি তোমার আদি অন্ত জানিয়াছি, আদি অন্তে যখন তোমার কিছুই নাই, তবে বর্ত্তমান ক্ষণেও কেন বিনষ্ট না হইবে। হে চিত্ত! আমার অন্তরে ইন্দ্রিয়াদি সমানীত শব্দাদির আকারে কেন বৃথা স্ফূর্ত্তি পাইতেছ. যে তোমাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই নিকটে ঐ ব্যবহার করিলে স্থান পাইবে, নচেৎ তোমার বিলাসদর্শনে আমার কিছুমাত্র সন্তোষ হইতেছে না, প্রত্যুত ঐন্দ্রজালিকব্যাপারে দর্শকের মানসবৃত্তির ন্যায় মৃৎসন্নিধানে স্বীয় বৃত্তিতে বিচরণ করিয়াও পরিণামে স্বয়ংই দগ্ধ হইতেছ। হে কুচিত্ত! তুমি অবস্থান কর বা প্রস্থান কর, সর্ব্বথাই আমার নিকট জীবিত নও, কারণ বাস্তবিক তোমার কিছুই স্বরূপ নাই, বিশেষ বিচার করিলে পর অত্যন্তই অসদ্রূপে প্রতীয়মান হইবে। হে অসদ্রূপিন্! তোমার কোন স্বরূপ নাই, তুমি সর্ব্বদা জড় ও ব্যঞ্জক, মূঢ় ব্যক্তিই তোমার বাধ্য হইয়া থাকে, বিচারশীল ব্যক্তিকে কদাচ বাধিত করিতে পার না। তোমার কোন স্বরূপ নাই বলিয়া তুমি যে মৃত, ইহা আমরা মূর্খতা বশতঃ এতাবৎকাল জানিতে পারি নাই, কিন্তু এক্ষণে দীপসকাশে অন্ধকারের নিত্য অভাবের ন্যায় আমাদের জ্ঞানদশায় তুমি যে মৃত, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। তুমি নিজের শঠতাবলেই এতকাল আমার দেহরূপ গৃহকে আক্রমণ করিয়াছিলে ও কোনরূপেই সাধুসমাগম করিতে দিতে না, কিন্তু এক্ষণে হে শঠ! তুমি আমার দেহ হইতে দূর হইয়াছ বলিয়াই মদীয় দেহভবনে অবিরত শমপ্রভৃতি সজ্জনের আশ্রয় হইতেছে, এ অপেক্ষা সুখের কি হইতে পারে? হে জগদ্রূপি-সঙ্কল্পবেতাল! তুমি আমার পূর্ব্বেও ছিলে না, এখনও হইতেছ না এবং কদাচ হইবেও না, ইহাতেও তোমার কেন লজ্জা হইতেছে না। ১১—২৫। হে চিত্ত বেতাল! যদি তোমার লজ্জা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি তৃষ্ণারূপিণী পিশাচীদিগের সহিত ও ক্রোধাদি শত্রুরূপ বন্ধুগণের সহিত আমার দেহরূপ গৃহ হইতে শীঘ্র নির্গত হও। হে রাম! যেমন গুহামধ্যে লুক্কায়িত ব্যাঘ্র, পশুরাজের শব্দ পাইলেই পলায়ন করে, তদ্রূপ সর্ব্বদা অনবস্থিতচিত্তরূপ বেতাল, সেইরূপ গৃহে বিবেকের সমাগম দেখিলেই তথা হইতে নির্গত হইয়া থাকে। এই চিত্ত ক্ষণভঙ্গুর ও শঠ হইয়াও এই সমুদয় ব্যক্তিকেই যে অধীন করিতেছে, এ অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। হে চিত্ত! তুমি অজ্ঞানী ব্যক্তিকে যে আক্রমণ করিতেছ, ইহাতে তোমার বলবিক্রমের পরিচয় কিছুই নাই! তবে যদি আমাকে বাধিত করিতে পার, তবেই তোমায় পরাক্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। হে অজ্ঞচিত্ত! তোমাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই মৃত বলিয়া জানিয়াছি, সুতরাং অদ্য নূতন আর কি করিব? আমি তোমাকে জীবিত জানিয়াই সংসাররূপ রাত্রিতে এতকাল অবধি গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। এখন তোমাকে মৃত বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং একেবারেই আশা ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মাতে অবস্থান করিতেছি।২৬—৩৬। অদ্য আমি যে, চিত্তকে মৃত বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, ইহা আমার ভাগ্যের কথা, নচেৎ ঐ কপটী চিত্তের সংবাসে নিজের জীবন যাপন করা নিতান্ত ক্লেশ হইত। আমি গৃহ হইতে শঠ মনকে উৎসারণ করিয়া, বেতালসম্পর্কশূন্য হইয়া, আত্মাতে অবস্থান করত সুখী হইয়াছি। আমি যে এতাবৎকাল চিত্তবেতালে আক্রান্ত হইয়া, বিবিধ বিকার করিয়াছি, সে সমুদায় স্মরণ করিয়া, এক্ষণে আপনিই হাসিতেছি। আমার হৃদয়গৃহে চিত্তবেতাল বড়ই উন্মত্ত হইয়াছিল, তাহাকে আমি বিচাররূপ খড়্গ দ্বারা ভাগ্যবলেই নিহত করিয়াছি, তাহাতেই ঐ চিত্তবেতাল উপশান্ত হইয়াছে এবং আমার শরীররূপ ভবন শান্তিময়পথে উপনীত হওয়ায়, আমি বড়ই সুখে রহিয়াছি। আমার বিচাররূপ মন্ত্রের বলেই মনের মৃত্যু হইয়াছে, চিন্তা মরিয়াছে ও অহঙ্কাররূপ রাক্ষসও ধ্বংস পাইয়াছে। এক্ষণে কেবল আমি আপনাতেই সুখে অবস্থান করিতেছি। আমার মন কে, অহঙ্কার কে এবং আশাই বা কি ও পোষ্যবর্গই বা কোথায়? কেহই কিছুই নহে। এক্ষণে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া বিকল্পবিহীন নিত্য চিন্ময় পরমাত্মস্বরূপ; সুতরাং আমি আমাকেই বারংবার নমস্কার। আমার শোক নাই, মোহ নাই, আমি কাহার নহি। আমারই আমি, আমি ভিন্ন কিছুই নাই, সুতরাং আমাকেই বারংবার নমস্কার। আমার আশা নাই, কোন কর্ম্ম নাই, সংসার আমার নহে, আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা কিছুই নহি। দেহ আমার নহে, সুতরাং আমাকে বারংবার নমস্কার। আমি আত্মা নহি, তদ্ভিন্ন কিছুই নহি, তথাপি সকলই আমি, সুতরাং আমাকে বারংবার নমস্কার। আমি এই সংসারের কারণ হইয়া চিৎশক্তিস্বরূপে এই সমগ্রসংসারকে ধারণ করিতেছি; এবং আমার পৃথক্‌ভাগও নাই সুতরাং আমাকে বারংবার নমস্কার। আমি বিকারশূন্য, নিত্য ও অংশবিহীন এবং সর্ব্বকালেই সর্ব্বস্বরূপ মহাত্মা ঈদৃশ আমাকেই বারংবার নমস্কার। আমার রূপ নাই, সংজ্ঞা নাই, তথাপি আমি স্বয়ং আত্মাতে স্বপ্রকাশে অবস্থান করিতেছি, আমাকেই বারংবার নমস্কার। যে আমি সর্ব্বগামিনী ও জগৎ-প্রকাশিকা সমা সত্তাকে আশ্রয় করিয়াছি, সেই আত্মাকেই বারংবার নমস্কার। আর এই গিরিনদী-সমন্বিতা পৃথিবী দৃশ্যশোভা,

অধিক কি এই আত্মা হইতে পৃথক্ হইলেও আমিই সমুদয় শোভা। যাবৎপদার্থসঙ্কুল সংসারই আমি, এবংবিধ আত্মাকে বারংবার নমস্কার। হে রাম! যিনি সংকল্পবিরহিত অতি সুন্দর ও এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া বিশ্ব হইতে অতি দূরবর্ত্তী, সেই জরামরণ-শূন্য গুণাতীত অজ অদ্বিতীয় ভগবান্ অচ্যুতকে আমি বারংবার নমস্কার করিতেছি। ৩৭—৫০।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮০॥

একাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যাঁহারা আত্মাকেই অবশ্যজ্ঞাতব্য বলিয়া বুঝেন, সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা এইরূপে বিচার করত চিত্তের মিথ্যাত্ব অবগত হইয়াও পুনরায় বক্ষ্যমাণপ্রকারে চিত্তকে বিচার করিবেন। যে আত্মাই এই সমুদয় জগৎ, এই জ্ঞান-সহকারেও যে চিত্তের প্রকাশ, তাহা যে কিরূপে থাকিবে, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। কারণ জগতই যখন কিছুই নহে, তখন চিত্ত কি বস্তু হইতে পারে? অবিদ্যমান বলিয়া বা মায়াবিলাস বলিয়া চিত্ত সম্পূর্ণ অসদ্রূপ, অথবা নিশ্চয়ই চিত্ত নাই, কিংবা আকাশ-কুসুমের ন্যায় ভ্রান্তিরই বিলাসমাত্র, অথবা নৌকারোহী শিশুর নিকট পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদির গমনশীলতা ভ্রান্তিবশে সিদ্ধ হয়, অজ্ঞানীর নিকট চিত্তের স্পন্দনও সেইরূপ, কিন্তু জ্ঞানীর সমীপে ঐ চিত্ত নিত্যই মিথ্যাভূত, তাঁহার ভ্রান্তি নাই। যেমন তৈল বা ইক্ষু প্রভৃতি যন্ত্রচক্রে ভ্রমণ করিয়া তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও কিছুকাল পুরোবর্ত্তী পর্ব্বতাদিরও ভ্রমণ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞাননিবন্ধন ভ্রম, যে পর্য্যন্ত দূর না হয়, তাবৎ চিত্তস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে চিত্তের অভাবহেতু আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের সদ্ভাব সিদ্ধ হইল, সুতরাং সেই অসৎ-চিত্ত হইতে সম্ভূত পদার্থভাবনা সমুদয় মিথ্যা বলিয়াই আমি ত্যাগ করিলাম। আমি এক্ষণে সন্দেহহীন হইয়াছি বলিয়া বিকল্পজ্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছি এবং পূর্ব্বে যে পারমার্থিক স্বভাবে ছিলাম, এক্ষণেও কেবল সেই স্বীয় অনুভবেই অবস্থান করিতেছি। যেমন আলোকের অভাব হইলেই রূপভেদজ্ঞাপক জ্ঞানাদি থাকে না, তেমনি চিত্তের অভাব হইলেই অজ্ঞতানিবন্ধন বাসনাসমুদয়ের ক্ষয় হইয়া থাকে। আমার চিত্ত বিনষ্ট, তৃষ্ণা, দূরগতা, মোহজাল ক্ষয় প্রাপ্তও অহঙ্কার ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া অজ্ঞাননিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। এক্ষণে আমি জাগ্রৎ আত্মাতেই স্বস্বরূপে প্রবুদ্ধ রহিয়াছি। এক ব্রহ্মই নিত্য সত্য, ইহার পার্থক্য নাই, সুতরাং অন্তরে আর সে অসম্ভূত বিশ্বের ধারণা কেন রাখিব এবং সে অসদ্বিষয়ক আলাপেও কোন প্রয়োজন নাই। আমি সেই জীবভাসবিরহিত অনাদি অনন্ত পবিত্র ব্রহ্মপদে উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং অতি সূক্ষ্ম হইয়াও সর্ব্বগামী নিত্য আত্মা হইয়া রহিলাম। সংসারে ব্যবহারদর্শনে যে চিত্তাদি ও জ্ঞানদর্শনে ব্রহ্মচৈতন্যাদি রহিয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা আকাশ হইতেও নির্ম্মল, অতি বিস্তৃত, অসীম ও শান্ত। চিত্ত থাকুক, বা অন্তরে লয় প্রাপ্ত হউক, বা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করুক, যখন আমার সমজ্ঞানে আত্মার প্রতিভাস আছে, তখন আমার সে বিচারে নিষ্প্রয়োজন জানিবে। আমি এ যাবৎ মূর্খতাবশে কিছুমাত্র বিচার করি নাই সত্য; কিন্তু এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলাম, বিচার বা কি, আর আমি বা কে, কিসের বা বিচার করিব, সকলই নিষ্প্রয়োজন। আর মন যদি মিথ্যাময় হইল, তবে বিচারকের অস্তিত্বানুসন্ধানে কিছুই প্রয়োজন নাই, কারণ মনোরূপ বেতালকে জীবিত রাখা কোনমতে উচিত নয়, সুতরাং সেই সংকল্পবাসনা-সমুদয় ত্যাগ করিলাম। এইরূপ নির্ণয় করিয়া ওঁকার-নির্দ্দিষ্ট তুরীয় পরমাত্মায় শান্তভাবে মৌনী হইয়া অবস্থান করিতেছি। হে রঘুনাথ! সাধুজনেরা তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও গমনকালে, অবস্থান-সময়ে, ভোজনকালে, বা নিদ্রাবস্থায়, সকল সময়ে সকল কর্ম্মেই প্রজ্ঞা দ্বারা অগ্রে বিচার করিয়া থাকেন। অনন্তর স্বয়ং স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াই, বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মমাত্র নিরুদ্বেগে পালন করিয়া থাকেন। হে রাম! এইরূপে প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিদের অভিমান দূর হওয়ায়, অন্তঃকরণ বড়ই প্রফুল্ল হয় ও তাঁহারা শরৎকালীন শশধরের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হইয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করত এসংসারে পরমানন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮১॥

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! পূর্ব্বে পণ্ডিতবর সম্বর্ত্ত মহাশয় স্বস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া, বিন্ধ্যাচলবিচরণ-সময়ে, আমার প্রতি দয়াবশতঃ এইরূপ বিচারই নির্ণয় করিয়াছিলেন। বিচারবতী প্রজ্ঞা-দ্বারা অসদ্দর্শনকে নিরোধ করিয়া, উত্তরোত্তর জ্ঞানপরিপাকের আশ্রয়ে এই সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হও। হে রাম! অপর একটী স্বরূপ-দর্শনের কথা বলিতেছি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া বীতহব্যমুনি অসন্দিগ্ধপদে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে অতি তেজস্বী মুনিবর বীতহব্য, অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যদেব যেমন সুমেরুর গুহামধ্যে ভ্রমণ করেন, তেমনই তিনি তপোনুষ্ঠানযোগ্য বিন্ধ্যগিরির গুহামধ্যে পর্য্যটন করিতেন। তিনি আধিব্যাধিসঙ্কুল-সংসারের ভ্রমদায়ক ভীষণ কার্য্যকলাপ হইতে নিতান্ত ভীত হইয়াই এইরূপ বাসনা করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিবলে যাহা লাভ করা যায়, সেই পরমপদ প্রাপ্তির আশাতেই সংসার হইতে আত্মার ব্যাপারসমুদয়কে ক্রমশঃ সঙ্কোচ করিলেন ও কদলীদলে একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যভাগ পদ্মপরাগাদি সম্পর্কে শুভ্র ও সুগন্ধি করিয়া, ভ্রমরাকুল-পদ্মের মত রমণীয় সেই কুটীরেই বাস করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যভাগে স্বহস্তে পবিত্র অনুপম মৃগচর্ম্মের আসন পাতিয়া, তাহা-তেই হিমালয়শৃঙ্গে বর্ষণবিহীন বারিধরের ন্যায় অচঞ্চল হইয়া বিশ্রাম করিতেন ও চরণদ্বয়ের তলমূলের উপরিভাগে বরাঙ্গুলি সমুদয় স্থাপন করত পদ্মাসন রচনাপূর্ব্বক গ্রীবাকে উন্নতা করিয়া, গিরিশৃঙ্গের মত নিশ্চলভাবে সমাধিতে অবস্থান করিতেন। সূর্য্য যেমন সায়ংকালে মেরুগুহায় প্রবেশোন্মুখ স্বীয় প্রভাজালকে সংহার করিয়া থাকেন, তেমনি তিনিও ইন্দ্রিয়জ্ঞানরূপ আলোক-সাহায্যে সংসারভাবে প্রবিষ্ট মনকে নিগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তিনি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে বাহ্য ও মনঃসম্পর্কে আভ্যন্তরিক বিষয়-স্পর্শকে ক্রমশঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্পহৃদয়ে বক্ষ্যমাণ প্রকারে বিচার করিয়াছিলেন।—কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি এই অস্থির মনকে যত নিগ্রহ করিতেছি, কিছুতেই মন আমার তরঙ্গে

ভাসমান পত্রখণ্ডের ন্যায় স্থির হইতেছে না। যেমন কন্দুকাদি চিরস্থির হইয়াও জলবেগে আহত হইলে, ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তদ্রূপ মন আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকর্ত্তৃক স্বস্ব বিষয়ে প্রেরিত হইয়াই নিরন্তর নৃত্য করিতেছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয় ত্যাগ করিলেও ইন্দ্রিয়গণের অনুসরণেও পর পর বিষয় গ্রহণ করিতেছে। 'আর কি বলিব, মনকে আমি যাহাতে নিষেধ করি, তাহাতেই সে উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান্ হয়। চিত্ত আমার ঘট হইতে পটে ও পট হইতে শকটে আশ্রয় লইয়া, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বানরের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। এই ইন্দ্রিয়নামক চক্ষুরাদির পঞ্চ-দুরাত্মা ঐ মনের পাঁচটী নির্গমন দ্বার, এখন ইহাদিগকে দস্যুরূপে দেখিতেছি। হে দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ। তোমরা কেন আমার আত্মদর্শনেরও অবসর দিতেছ না। হে চঞ্চলাশয়! এরূপ অনিষ্টের জন্য চপলতা করিও না। একবার তোমরা অতীতবিষয়ে দুঃখসমুদয়ের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, তোমরা মনের দ্বারসংস্থকস্বরূপ বটে, কিন্তু জড়রূপী বলিয়া নিতান্ত অধম, সুতরাং তোমাদের মৃগতৃষ্ণার ন্যায় অকারণ স্পর্দ্ধা কিছুতেই শোভা পাইতেছে না, কারণ যাহাদের স্বরূপই মিথ্যাভূত, সেই তোমাদের আত্মজ্ঞানশূন্য এইরূপ ঔদ্ধত্য অন্ধদিগের তুলনায়, পরিণামে দুষ্ট-ফলই প্রদান করে। হে ইন্দ্রিয়বর্গ। তোমাদের দ্বারা কিছুই প্রয়োজন নাই, আমি চিন্ময় আত্মা। সাক্ষিস্বরূপে আমিই ব্যবহারিক কার্য্যের সম্পাদন করিতেছি, সুতরাং তোমরা কেন বৃথা ব্যাকুল হইতেছ? এই মিথ্যাভূত-নয়নাদি মিথ্যাই বিকাশ পাইতেছে ও সর্পেতে রজ্জু-ভ্রমের ন্যায় সংসারের সত্যতা বুঝিয়া প্রবেশ করিতেছে। সর্ব্ব-সাক্ষী সর্ব্বজ্ঞ যে আত্মা, চক্ষুরাদিকে সবিশেষ জানিয়াছেন, তাঁহার সহিত, স্বর্গের সহিত পাতালবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায়' কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। পথিক যেমন সর্প হইতে ও ব্রাহ্মণ যেমন যবন হইতে ভীত হইয়া তৎসন্নিধি পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ চিন্ময় আত্মা ইন্দ্রিয়গণের সন্নিধান ত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করেন, সুতরাং সূর্য্যপ্রকাশে দৈনিক-ব্যাপারের ন্যায় আত্মপ্রকাশে স্বতঃই লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়াদির চাঞ্চল্য নিরর্থক। হে চিত্ত। তুমি সর্ব্বথা বহির্মুখে প্রচরণ কর বলিয়া তুমি চারণ ও সর্ব্বদিকে আপনাকে চরিতার্থ করিতেছ বলিয়া ভিক্ষুক, সুতরাং কেন তুমি বৃথা নিজের অনর্থের নিমিত্ত কুক্কুরের ন্যায় জগতে ভ্রমণ করিতেছ। হে মন। তুমি যে চিন্ময় বলিয়া আপনাকে বুঝিতেছ, এধারণা তোমার নিতান্ত মিথ্যা। হে শঠ! চৈতন্যে ও তোমাতে নিতান্ত ভিন্নভাব আছে বলিয়া কিছুতেই একতা সম্ভব হয় না। আমি রহিয়াছি বলিয়া তোমার যে, অহংজ্ঞান হইতেছে, উহাতে সত্য বা অসত্য কিছু নাই, সুতরাং নিতান্ত মিথ্যা ও পরিণামে দুঃখেরই জন্য হইয়া থাকে। তোমার অহংজ্ঞানের উদয়ে রহিয়াছি বলিয়া যে অভিমান হইতেছে, উহা ত্যাগ কর। হে মূর্খ। তুমি কিছুই নহ, তবে বৃথা কেন চঞ্চল হইতেছ? চিন্ময় জ্ঞানই অনাদি ও অনন্ত। এই দেহে উহা ভিন্ন কিছুই নাই। হে মূর্খতম! তবে চিত্তনামক তুমি আবার কে? হে চিত্ত। তোমার কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া যে অভিমান, উহা ভোগকালে ঔষধরূপী হইলেও পরিণামে বিষের স্থান অধিকার করিতেছে; সুতরাং ঐ মিথ্যাভিমান ত্যাগ কর। তুমি ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় লইয়া কেন উপহাসাস্পদ হইতেছ, তুমি কর্ত্তা বা ভোক্তা কিছুই নহ। কেবল জড়স্বরূপ ও অজ্ঞকর্ত্তৃক বোধিত হও। তুমি ভোগসমুদয়ের কেহ নহ ও উহারা তোমার কেহ নহে এবং জড়স্বরূপী তোমার আত্মা নাই, তবে আর সুহৃদ্বন্ধুজনাদি কিরূপে হইতে পারে এবং যাহা জড়, কোনরূপেই তাহার সত্তা নাই; সুতরাং তাহাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও তদিতর ভাবের কিছুরই সম্ভব হয় না, কেবল স্বয়ং অসদ্রূপ হইয়াও পরে সত্তাযোগেই সতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। আর যদি তুমি অপরোক্ষ চৈতন্যরূপী হও, তাহাতে আত্মাই তোমার শরীর হইবে, কিন্তু হে চিত্ত। তাহা হইলে বিকল্পময়ী বলিয়া দুঃখদায়িনী সত্তা কিরূপে তোমার সম্ভব হইতে পারে। হে চিত্ত। যেমন তুমি কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়াই মিথ্যাভিমানকে পুষিতেছ, আমিও যেরূপে সেই অভিমানকে দূর করিতেছি, তাহা বলি, শ্রবণ কর। হে চিত্ত! তুমি স্বয়ং জড়, ইহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং জড়ের আবার কর্ত্তৃত্ব কোথায়? শিল কি স্বয়ং কথন নৃত্য করিতে পারে। সুতরাং তুমি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চিদাভাসকে আশ্রয় করিয়া চির-স্থির হও, নচেৎ স্বয়ং যে ইচ্ছা করিতেছ, রহিয়াছ, নষ্ট করিতেছ, যাইতেছ, সকলই বৃথা জানিবে। সংসারে যে কার্য্য যাহার সামর্থ্যে হইয়া থাকে, সেই কার্য্য তাহা কর্ত্তৃকই কৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন পুরুষের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া দাত্র ছেদন করিতেছে সত্য; কিন্তু পুরুষই ছেদক বলিয়া অভিহিত হয়। ঐরূপ যাহার শক্তিতে যে বস্তুর নিধন হইতেছে, সে বস্তু তাহা কর্ত্তৃকই নিহত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন খড়্গ পুরুষের শক্তিযোগে বস্তুর নিধন করিলেও পুরুষই হন্তা নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐরূপ যাহার শক্তিতে যে বস্তু পান করা যায়, সেই শক্তিমান্ই সেই বস্তুর পানকর্ত্তা বলিয়া কথিত হয়। যেমন পাত্র দ্বারা পানসম্পন্ন হইলেও পুরুষ-কেই পানকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। হে চিত্ত। তুমি স্বভাবতঃ অতিশয় জড়, কেবল সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা তোমাকে প্রতিবোধিত করেন বলিয়াই তুমি আত্মস্বরূপে আত্মাকে স্বপ্নের মত বুঝিয়া থাক, তোমার কোন সংজ্ঞা বা কার্য্য নাই। পরমেশ্বর আত্মা তোমাকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করিতেছেন, কারণ পণ্ডিতেরা মূর্খ-দিগকে অবিরত উপদেশাদি দ্বারা বুঝাইয়া থাকেন, এ তাঁহাদের স্বভাব, একমাত্র আত্মার সত্তাই বোধস্বরূপিণী হইয়া স্ফূর্ত্তি পাই-তেছে, তুমিও তাঁহারই আশ্রয়ে চিত্তশব্দ লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছ। এইরূপে আত্মশক্তির অজ্ঞানবশতঃই চিত্তের প্রকাশ হইয়া থাকে। হে চিত্ত। আত্মজ্ঞানদশায় তীব্র আতপে হিম-কণার ন্যায় তুমি থাকিতে পার না, সুতরাং তুমি মৃত ও তুমি মূঢ় ও পরমার্থতঃ কিছুই নহ। সুতরাং তোমার যে জন্মজরাদি দুঃখের জন্য স্থিরাভিমান আছে তাহা একেবারে দূর হউক। ঐন্দ্র-জালিকের প্রকাশিত লতার ন্যায় এই চিত্তসত্তা নিতান্ত মিথ্যা, এ বিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছুরই প্রতিভাস হইতেছে না। হে মূঢ়! যদি তুমি আত্মজ্ঞানের উদয়েই চিন্ময় হও, তবে সেই পরমপদ হইতে এক্ষণে পৃথক্ আছ, তাহাতে তোমার শোকের কিছু প্রয়োজন নাই। সেই সর্ব্বভাবে সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত সর্ব্বগামী পরমপদ যাহাতে হইতে পার, তাহারই উপায় কর, কারণ ঐ পদ প্রাপ্ত হইলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ১—৫০।

তুমি নাই, দেহ নাই, এক বিশাল ব্রহ্মেরই স্ফুরণ হইতেছে ও সেই ব্রহ্মেই আমি তুমি শব্দের প্রতিভাস হইতেছে, তাহাতে

আর অন্তের ক্ষোভ কেন হইবে? যদি আত্মাই তুমি, তাহা হইলে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, আর যদি আত্মভিন্ন জড়রূপী হও, তাহাতে তোমার শরীর নাই, সুতরাং তুমিও নাই। এই ত্রিভুবন সমুদয়ই আত্মা, তদ্ভিন্ন কিছুই নয়। যদি তুমি ঐ আত্মভিন্ন অপর কিছু হও, তাহা হইলে তোমার পরমার্থিকস্বরূপ কিছুই নাই। আমি বালক, আমি বৃদ্ধ, পুত্রাদি আমারই স্বজন, এরূপে কেন বৃথা অভিমান করিতেছ? তোমারই বাস্তবতা নাই, তবে কিরূপে এ সকল ঘটিবে? শশমৃগের শৃঙ্গ একেবারেই অসম্ভব, কেহ কি সেই মিথ্যাশৃঙ্গে আহত হইয়া থাকে? হে শঠ! যদি বল, আমি চিন্ময়, জড় নহি, এতদুভয়ভিন্ন তৃতীয়ভাবে পূর্ণ রহিয়াছি, ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কারণ যেমন ছায়া ও আতপের মধ্যে তৃতীয় কিছু নাই সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত দ্বয়ের ইতর নাই জানিবে। সত্যদর্শন হইতে চিত্তের ও জড়দর্শনের ক্ষয় হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই স্বানুভবই সত্যদর্শনের ফল জানিবে। হে মূঢ়! তোমার কিছু মাত্র কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নাই, সুতরাং তুমি পরমব্রহ্মস্বরূপ হইতেছ, এক্ষণে মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া আত্মবান্ হও। তথাপি "মনের দ্বারা দেখিবে" এই প্রকার যে সমুদয় শ্রুতিতে জ্ঞাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছ, সে কেবল ঔপদেশিক বস্তুর সিদ্ধির জন্য, আত্মা তোমাকে করণরূপে রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, এইরূপই কথিত হয়। করণমাত্রই অসৎস্বরূপ বলিয়া জড় এবং আশ্রয়বিহীন, সুতরাং কর্ত্তার প্রকাশন ব্যতীত কিছুতেই করণের স্পন্দন হয় না, তবে কোনমতেই তুমি আপনাতে কোন কার্য্যেরই কর্তৃত্বাভিমান রাখিতে পার না। যেমন ছেদকের অভাবে দাত্র কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ, অকর্ত্তৃভূত করণে কিছুই সামর্থ্য নাই, হে চিত্ত! খড়্গের প্রহার বা তৎকৃত ছেদনকার্য্যে পুরুষেরই সামর্থ্য আছে, তাহাতে জড়রূপী খড়্গ সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধ হইলেও ঐ ছেদনাদিতে কিছুমাত্র শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না, তুমি সেই মতই, সুতরাং হে সখে! তোমার কিছুই কর্তৃত্ব নাই, তবে কেন বৃথা দুঃখভাগী হও, আর কেনই বা পরের জন্য ক্লেশ করিতেছ, উহা তোমার শোভা পাইতেছে না। আর যদি জীবকে ঈশ্বরাংশ জানিয়াই তজ্জন্য শোক করিতে থাক, তাহাও অনুচিত। কারণ পরমেশ্বর কোনমতেই শোকের লক্ষ্য নহেন, তবে যে তোমার তুল্য, তাহারই জন্য শোক কর। বিশেষ পরমেশ্বরের কার্য্যে বা অকার্য্যে কিছুতেই প্রয়োজন নাই জানিবে। আর যদি আত্মার উপকারই না হয় করিতেছি এই অভিমানে যদি স্বীয় ক্ষুদ্রাবয়বকে ক্লেশ দিয়া থাক, তাহাতেও সেই আত্মার কিছুই উপকার হইতেছে না। যদি ভোক্তা ও কর্ত্তা পরমেশ্বরেরই জন্য তোমার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাও নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাঁহার সর্ব্বদাই তৃপ্ত থাকায় কিছুতেই ইচ্ছা নাই জানিবে। যেহেতু সেই সর্ব্বগামী চিন্ময় আত্মা একাই স্বাভাবিক স্বপ্রকাশে সংসারকে পূর্ণ করিয়াছেন, অন্য কিছুই কল্পনা নাই। অদ্বয় পরমাত্মাই আত্মাতে বিবিধবিলাসে জগদ্রূপের প্রকাশ করিতেছেন, সুতরাং যাহা ইচ্ছার বিষয়, তাদৃশ কোন বস্তুই অলভ্য নাই। তথাপি সুন্দরী রাজমহিষী দেখিয়া যুবকজনের অন্তর যেমন বৃথাই চঞ্চল হইয়া থাকে, তদ্রূপ বস্তুদর্শনের পরই যে তোমার ক্ষোভ, তাহা নিতান্ত কারণশূন্য। যদি আত্মসম্বন্ধী বলিয়া তাঁহার অনুগ্রহেই ভোগাদি পাইতেছ ইহা বুঝিয়া থাক, সে অতিভ্রম। কারণ যেমন পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হইলে নিজাকার বৃদ্ধিসহকারেই পুষ্পের সৌগন্ধ্যাদি ত্যাগ করে, তেমনি আত্মার জ্ঞানাবয়বের বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, ক্রমশঃ তুমিও থাকিতে পার না। হে চিত্ত! শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, একের অন্তের সহিত এক ক্রিয়ায় বা উভয় ক্রিয়ায় যে একীভাব অর্থাৎ মিলন, তাহারই নাম সম্বন্ধ, উহাতে পূর্ব্বে দ্বিত্ব থাকে শেষে একতা হয়, কিন্তু আত্মার সহিত তোমার মিলন হইতে পারে না, কারণ তোমার অবস্থায় নানাপ্রকার রচনা ও নানাপ্রকার কার্য্যে আভিমুখ্য আছে, তুমি সুখ ও দুঃখের কারণ বলিয়া আত্মা হইতেই নিতান্ত পৃথক্‌ভাবে আছ। সংসারে তুল্য ব্যক্তিদ্বয়ের এবং উভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি ন্যূন হইলেও তাহাদের পরস্পর মিশ্রণরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধধর্ম্মীর কোথাও মিলন হয় না। তাহাতে জল-বহ্নির ন্যায় একের নাশ হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মসম্পর্কে তোমার সত্তা থাকে না। হে চিত্ত! যদি বল, শব্দস্পর্শরূপাদি বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট সূক্ষ্মভূতগণেরও ত পঞ্চীকরণ দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ বা সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, তবে আমারই বা আত্মার সহিত সম্বন্ধ সম্ভব নহে, ইহার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে,—উহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাব নাই, কেননা অন্যান্য দ্রব্যের গুণসকলও পরস্পর মিলিত হইলে, পঞ্চীকৃত দ্রব্যসমূহকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে। সংবিৎ ও জড়তা, উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। তুমি জড়, অতএব জড় বলিয়া যদি সংবিৎ হইতে বিচ্যুত হও, তাহা হইলে, তোমার জড়াংশও সাধিত হইতে পারে না, কারণ সংবিৎই তোমার সত্তাসাধিকা। অতএব সংবিৎ হইতে বিচ্যুতি তোমার পক্ষে দুঃখদায়িনী. তুমি সংবিৎ হইতে বিচ্যুত হইও না। অন্তর্দৃষ্টি বা সংবিত্তের সগায়ে দুঃখদায়ক দৃশ্য বস্তুর অভাব বা নাশ হইলে, দুঃখশূন্য ও নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ আত্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। অতএব ইহাতেই যদি তোমার সন্তোষ হয়, তবে তুমি একান্ত ধ্যানযোগে নিরবচ্ছিন্ন সমাধিসম্পন্ন হইয়া আত্মদর্শী হও। হে চিত্ত! সঙ্কল্পোন্মুখ হইলে তোমার সুখ নাই, সমাধিতেই তোমার সুখ, অতএব তুমি সঙ্কল্পোন্মুখতা যে দুঃখদায়িনী, তাহা অবগত হও, আর ইহাও জান যে, এই সংবিৎ বিবিধ সঙ্কল্পবিষয়ে উন্মুখী হইলেই প্রস্তরতুল্য জড় দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদি চ্যুত বা পতিত, সুতরাং ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বহুভাগে বিভক্ত হইয়া যেন বিশীর্ণ হইয়া পড়ে না। ৫১—৭৫। হে চিত্ত! যেমন আকাশে কুসুম হয় না, সেইরূপ আত্মারও কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই, কারণ আকাশে মৃত্তিকাসম্পর্কের ন্যায় আত্মায় কোন প্রকার কল্পনা স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং অন্তরীক্ষের অবয়বের ন্যায় আত্মায় কোনরূপ কর্তৃত্ব সম্ভবে না। যেমন সমুদ্র, ফেন-বুদ্বুদাদির আকারে সলিলের স্ফুরণেই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, তদ্বৎ আত্মাও তোমার কল্পিত নানা ব্যবহারে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং কিছুই করেন না। যেমন সমুদ্রমধ্যে তপ্ত অঙ্গার থাকে না, সেইরূপ আত্মদেব সঙ্কল্পরহিত হইলে এবং দেহ ও মন জড় হইলে কল্পনাকারীর অভাবনিবন্ধন কোন কল্পনা থাকিতে পারে না। তবে যে এইটী শুভ, এইটী অশুভ, ইহা অন্য, ইহা সে নহে, এ প্রকার কল্পনা কেবল বিশিষ্ট জ্ঞানবিরহিতা সংবিৎ, তদ্ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং অন্তরীক্ষে কাননের ন্যায় এ সমুদয় অসতী কল্পনা হইতে পারে না। তবে কেবল সংবেদ্যবিহীনা সংবিৎই বিস্তার পাইতেছে, অপর কিছুই নহে। তবে আরও দেখ, তাহা হইলে

এই আমি, এই অপর, এই অসৎ কল্পনা কিরূপে হইবে এবং যাঁহার আদি নাই, রূপ নাই, সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার কোন্ ব্যক্তি অন্তরীক্ষে খমেদলিখনের ন্যায় কল্পনা আরোপ করিতে পারে? যে সকল পদ ও অর্থকে বক্ত বলা যায়, আত্মা সে সকলেরই সারভূত। তিনি নিত্যোদিত ও সংবিৎস্বভাবেই অবস্থিত। হে চিত্ত! তুমি যদি স্বকীয় নির্গুণতার প্রভাবে সেই আত্মাকে, সকল-দিক্ দিয়া সর্ব্বতোভাবে, অসংদিগ্ধ ও অপরোক্ষরূপে অবগত হও, তাহা হইলে আমার সুখকণা ও দুঃখকণা মৃগতৃষ্ণা, রজ্জুসর্প ও শুক্তিরজতাদি অসত্য পদার্থের ন্যায় ক্ষয় হইয়া যায়। কারণ ঐ সুখ-দুঃখ-জ্ঞান নিশ্চয়ই মোহ বা ভ্রান্তি, সত্য নহে। ৭৬—৮৩।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই মুনিবর বীতহব্য নির্জ্জনে থাকিয়া চিত্তকে এইরূপে শাসন করিয়া, পুনরায় নিজ ইন্দ্রিয়গণকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে লাগিলেন। হে রাম! তিনি ইন্দ্রিয়গণের জন্য নির্জ্জনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে স্পষ্ট বলিতেছি ইহা শ্রবণ করিয়া তুমিও তাদৃশ ভাবনা করত দুঃখের পারে গমন করিতে পারিবে। হে ইন্দ্রিয়বর্গ! তোমাদের এই স্বীয় বিদ্যমানতা অবিচার-দৃষ্টিতে উৎপন্না হইয়া জীবিতদশায় দুঃখ প্রদান করিতেছে ও অবসানে নরকাদিপ্রদায়িনী হইতেছে, সুতরাং তোমরা এই মিথ্যাভূতা নিজ সত্তাকে ত্যাগ কর। আমার পূর্ব্বোক্ত আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশে তোমাদের সত্তা নিশ্চয়ই ক্ষয় পাইয়াছে, কারণ তোমরা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞানোদয়ে তোমরা থাকিতে পার না। হে চিত্ত! যেমন অতি-প্রজ্বলিত অগ্নিতে বালকাদির ক্রীড়া, তাহাদের দেহদাহেরই কারণ হয়, তদ্রূপ তোমার সত্তাও পরিণামে দুঃখেরই নিদান হইয়া থাকে। আর দেখ, তুমি থাকিলেই ভ্রমিযুক্ত জলকল্লোলস্বরূপ জড়জনসঙ্কুল-সংসারভাবরূপ নদীসমূহ কালরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাতে পরস্পরের অহঙ্কারে উৎপন্ন পরস্পরে জয় পরাজয়াদিনিবন্ধন চিন্তাজালে পরিপূর্ণ দুঃখরাশি বৃষ্টিধারার ন্যায় কোথা হইতে অতর্কিতভাবে আসিয়া নিপতিত হয়। আর হৃদয়ের উন্মূলনে উদ্যতা ভয়ঙ্করী সম্পদ্বিপদ্রূপিণী অনন্তা বিসূচিকা আসিয়া আক্রমণ করিয়া থাকে। ১—৮। তাহাতেই দেহরূপ জীর্ণবৃক্ষে সুপ্রকাশ জরামরণরূপিণী মঞ্জরী জন্মাইয়া থাকে ও সেই মঞ্জরীতে কাসশ্বাসাদিরোগরূপ ভ্রমর আসিয়া ধ্বনি করিতে থাকে। আর মনোরথরূপ ছিদ্রজন্তুতে পরিপূর্ণ ও দেহছিদ্ররূপ ঘনভুষারে ব্যাপ্ত শরীরমধ্যবর্ত্তী হৃদয়রূপ কোটরে চিন্তারূপ চঞ্চল জালকারক কীট আসিয়া স্বকার্য্য করিতে থাকে। তখন এই কায়রূপ প্রাচীন বৃক্ষে লোভরূপ পক্ষী আসিয়া সুখদুঃখাদিময়ী স্বীয় তীক্ষ্ণচঞ্চু দ্বারা এই বৃক্ষের শমদমাদিস্বরূপ ফলপুষ্পসমুদয় খণ্ডন করিয়া থাকে। আবার অপবিত্র দুরাচার কামরূপ কুক্কুট আসিয়া সেই জীর্ণবৃক্ষের হৃদয়রূপ প্রদেশকে পাদ দ্বারা বিকিরণ করিয়া থাকে এবং মোহরূপিণী ভয়ঙ্করী রাত্রিতে অজ্ঞানরূপ পেচক আসিয়া শ্মশানে পেচকের ন্যায় ঐ হৃদয়পাদপে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিয়া থাকে। এইরূপ অপর বহুশত অশুভশ্রী সেই মোহনিশায় আসিয়া রাত্রিতে পিশাচীর ন্যায় সেই জীর্ণবৃক্ষে বিহার করিতে থাকে। হে চিত্ত! হে ইন্দ্রিয়বর্গ! তোমরা যদি না থাক, তবেই প্রভাতে পদ্মিনীর ন্যায় সমুদয় গুণসম্পদ্ আসিয়া বিকাশ পাইয়া থাকে। তখন হৃদয়াকাশ নির্ম্মল জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় ও তথায় মোহরূপী পঙ্কের ধ্বংস হয় বলিয়া সমুদায় রজোগুণের কার্য্য দূর হইয়া থাকে। ৯—১৬। তখন আকাশ হইতে পতিত জলধারার ন্যায় ক্ষোভ-কারী বিকল্পজাল কিছুতেই আসিতে পারে না, কেবল বৃক্ষের নবোদ্গতা কোমল-মঞ্জরীর ন্যায় সকলের আহ্লাদকারিণী পরমপবিত্রা হৃদয়গ্রাহিণী মৈত্রী হৃদয় হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। নানাছিদ্র-শালিনী মূর্খজনসেবিতা চিন্তা, তখন হিমাবৃতা পদ্মিনীর ন্যায় হৃদয়-মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়, যেমন শরৎকালে আকাশে মেঘের অভাব হইল বলিয়া সূর্য্যমণ্ডল অধিক প্রকাশ পায়, সেইরূপ অজ্ঞানের ক্ষয় হয় বলিয়া অন্তরে জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন হৃদয় কোনরূপে ক্ষুব্ধ বা কাহা কর্ত্তৃকই অভিভূত হয় না বলিয়া স্থির হইয়া থাকে, তাহার গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায়, তাহাতে বায়ু-বিহীন সাগরের ন্যায় সমভাব ধারণ করিয়া থাকে। পুরুষ তৎকালে নিত্যানন্দময় হওয়ায় অমৃতরাশিপরিপূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় শীতলভাব ধারণ করত অন্তরে অবস্থান করেন। তখন অজ্ঞানের ধ্বংস হয় বলিয়া অন্তরে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানে সচরাচর সমগ্র-সংসার প্রতিভাসিত হয়। ১৭—২৩। তখন তোমার স্বস্বরূপ দেহ আনন্দে পূর্ণ হইয়া পরিপুষ্ট বলিয়া অনুভূত হইবে; কিন্তু আশারজ্জুতে সতত নিবদ্ধ প্রাণাদিপাপাসঙ্গের কিছুতেই পুষ্টি হইবে না। যেমন বৃক্ষে বনানলে দগ্ধ পত্রাদির পুনরায় রসসঞ্চারে উদ্গম হইয়া থাকে, তদ্বৎ জ্ঞানানলে সংসারের জরা জন্ম প্রভৃতি বিস্তৃতমার্গ ভস্মীভূত হইলেও, জীবন্মুক্তদিগের কান্তি, পুষ্টি, আরোগ্য প্রভৃতি গুণের পুনরাগম হয়। তাঁহারা সংসারে পুনঃপুনঃ ভ্রমণনিবারণের জন্য আনন্দময় পরমাত্মায় চির বিশ্রাম করেন। ঐরূপ অন্য গুণসমুদয়ও তৎকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে চিত্ত! তুমি সমুদয় আশার নিদান বলিয়াই তোমার অভাব হইলে আশাজালেরও ক্ষয় হয়, সুতরাং আত্মভাবে স্থিতি ও অত্যন্ত অসত্তা, এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যাহাতেই নিজের কল্যাণ বিবেচনা করিবে, তাহাই শীঘ্র অঙ্গীকার কর। হে সন্মানি-শ্রেষ্ঠ! আত্মভাবে অবস্থানই তোমার সুখকর বিবেচনা করি। একারণ অন্য ভাববর্জ্জিত সেই ভাবেরই ভাবনা কর, নচেৎ সুখত্যাগ করা মূঢ়ের কার্য্য জানিবে। হে চিত্ত! তোমার অন্তরে চৈতন্যময় স্বীয় স্বরূপ যদি সত্য থাকে, তবে তাহারই আশ্রয়ে অবস্থান কর। ঐরূপে জীবিত থাকিলে কেহই তোমার অত্যন্তাভাব ইচ্ছা করিবে না। হে সুন্দর! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, তুমি তৎস্বরূপে অবস্থিত নহ, সুতরাং অসদ্রূপীর অভাবপক্ষের আশ্রয় লওয়া উচিত। ২৪—৩০। হে চিত্ত! এই কারণে তুমি "স্বাবলম্বনে জীবিত আছ, এই আশায় মিথ্যা সুখী হইও না। কারণ তুমি প্রথমপক্ষেরই আশ্রিত অর্থাৎ অসৎস্বরূপী। তথাপি ভ্রমবশে যে তোমার অস্তিত্ব হইতেছিল, এক্ষণে সেই ভ্রম বিচারসম্পর্কে সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সাধো! অবিচারদশাতেই তোমার স্বরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে, আর বিচার বিধান হইলে তুমি সন্মাত্রস্বরূপে অবস্থান কর। আলোকের অভাবেই যেমন অন্ধ-কারের প্রকাশ, তদ্রূপ বিচারাভাবেই তোমার উৎপত্তি হইলেও আলোকসম্পর্কে যেমন তমোরাশি দূরীভূত হয়, তদ্বৎ বিচার-

সংযোগে তোমার শান্তি হয়, অর্থাৎ স্বরূপ ধ্বংস হওয়ায় অসদ্রূপী হও। যেমন ভ্রান্তকল্পনায় শিশুর নিকট ভয়ঙ্কর মিথ্যা বেতালের প্রকাশ হইয়া থাকে ; সেইরূপ হে সখে ! এতাবৎকাল আমার বিবেকশক্তির অল্পতা ছিল বলিয়াই, তুমি স্থূলভাব ধারণ করিয়া দুঃখেরই কারণ হইয়াছিল। আমার পূর্ব্বে সংসারস্থিত বিনশ্বর সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের অনুভব হইল, কিন্তু এক্ষণে যে বিবেকের অনুগ্রহে অবিদ্যারকার্য্য ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া, অনাদি অনন্ত আত্ম-রূপ বস্তুর প্রতিভাস হইয়াছে, সেই বিবেককে বারংবার নমস্কার। হে চিত্ত। তোমাকে বহুবার বুঝাইতেছি,শাস্ত্রমর্ম্ম জ্ঞাপন করাইয়াছি যে, তুমি চিত্তাবস্থানের পূর্ব্বে যে পরমেশ্বর ছিলে, এক্ষণে জ্ঞান-দশায়ও পূর্ব্বস্বরূপের বিলাস হইতেছে, যাহা তোমার মঙ্গলের জন্যই স্থিতিলাভ করিতেছে অর্থাৎ তুমি এক্ষণেও সমস্ত বাসনা-বিহীন পরমেশ্বরেই আছ। আর যে তোমার চিত্তস্বরূপে অবস্থান অবিবেকজন্যই উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিবেকসম্পর্কেই বিনষ্ট হইয়াছে। হে ইন্দ্রিয়প্রবর চিত্ত। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও যুক্তিবলে তোমার অভাবই নির্ণীত হইয়াছে, এক্ষণে সংসার-পারগামী তোমার মঙ্গল হউক। যিনি পূর্ব্বে ছিলেন না, এক্ষণে অভাবসম্পন্ন ও ভবিষ্যতে যাহার সত্তা থাকিবে না, হে নিজমন। সেই তোমার কল্যাণ হউক। আত্মা আছেনই, যেহেতু তিনি অন্যত্র রহিয়াছেন, 'এই আমি' ও 'উহাও আমি,' 'আমা ভিন্ন কিছুই নাই' 'আমি চিন্ময় বোধস্বরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছি' এইরূপ কল্পনা নির্ম্মল শুদ্ধচিন্ময় অন্তরে অবস্থান পায় না। সুতরাং 'এই আমি' এইরূপ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, জলে তরঙ্গের ন্যায় স্থির আত্মাতেই আপনি অবস্থান করিতেছি। যথায় বাসনার ক্ষয় হইয়াছে, প্রাণাদির সঞ্চার নাই, পার্থক্য নাই ও যাহাকে জড়ভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই, আমি সেই চিৎস্বরূপের আশ্রয় লইয়া ব্যাপারবিহীন অন্তঃকরণে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছি। ৩১—৪৮।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ। বীতহব্য মুনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বাসনাপরিত্যাগপূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলের গুহামধ্যে সমাধিতে অবস্থান করিলেন। তখন তাঁহার সংবিদের কিছুমাত্র চালনা না হওয়ায় তিনি কেবল পূর্ণানন্দময় হইয়া মনকে দূর করিয়া দিলেন এবং অচঞ্চল সমুদ্রের ন্যায় সুন্দরভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন বহ্নির আশ্রয় কাষ্ঠরাশি দগ্ধ হইলে আর তাহার শিখার পরিস্পন্দন হয় না, সেইমত তাঁহার অন্তর ব্যাপারশূন্য হওয়ায় ক্রমশঃ প্রাণাপানাদি বায়ুসমূহের উপশম হইতে লাগিল। তখন তাঁহার অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নদ্বয়ের স্থিরপ্রভা নাসিকার প্রান্তভাগে মাত্র অল্পাল্প পরিমাণে পাওয়ায় ঈষদ্বিকসিত পদ্মের সাদৃশ্য পাইতেছিল। বাহ্যে বা অভ্যন্তরে তাঁহার ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ কার্য্য না থাকায়, নয়নের পক্ষ্মদ্বয়ও স্থির হইয়াছিল এবং সেই মহামতির গ্রীবা ও মস্তকাদি যাবদবয়বই স্থিরভাবে উন্নত থাকায়, তিনি প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তির ন্যায় বা চিত্রিত পুত্তলিকার মত অবস্থান করিতেছিলেন। সেই বিন্ধ্যাচলের গুহামধ্যে এইরূপে অবস্থান করিয়াই তাঁহার অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তকালের মত তিনশত বৎসর অতীত হইয়াছিল। সেই ব্রহ্মজ্ঞানী এতাদৃ দীর্ঘকাল অতীত হইতেছে বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই এবং জীবন্মুক্ত বলিয়াই সেই ধ্যান-পরায়ণ বীতহব্য আশ্রিত দেহকেও ত্যাগ করেন নাই। যোগিবরের সেই যোগকালে বক্ষ্যমাণ বহুতরই সমাধির ব্যাঘাতক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেও তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হয় নাই। ১—৮। তাঁহার ধ্যান-সময়ে বহুবার ধারাবর্ষণের সহিত মেঘের ভীষণ গর্জ্জন হইয়াছিল। তথায় বহুতর সম্রাটই মৃগয়াব্যাপৃত থাকায় ভীষণ মৃগয়াকোলাহল হইয়াছিল এবং নিরন্তর পক্ষী ও বানরের শব্দ, মাতঙ্গবৃংহিত, পশুরাজের ভীষণ চীৎকার ও নির্ঝরপাতের নিরন্তর শব্দে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। অধিক কি, কতবার বজ্রপাত, সাধারণের সক্রোধ গর্জ্জনের সহিত কোলাহল, কত ভূমিকম্প, বনদাহ প্রভৃতি ভয়ানক কার্য্য উপস্থিত হইয়াও, তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারে নাই। পর্ব্বতের শৃঙ্গভঙ্গাদিনিবন্ধন ভীষণ শব্দ, ভূগর্ভ হইতে সজলমৃত্তিকার নির্গমনরব, প্রতিকূল-জলস্রোতের পরস্পর আঘাত এবং অগ্নির ন্যায় তীব্র গ্রীষ্মাদির সন্তাপও তদীয় ধ্যানের বিঘ্নকারী হয় নাই। এইরূপে প্রকৃতির নিয়মে কালসমুদয় অতিক্রান্ত হইতে থাকিলে, মুনিবরের দেহ সেই পর্ব্বতগুহাতেই কিছু কালের মধ্যে বর্ষাসম্পর্কে উপর্য্যুপরি গলিত পঙ্করাশিতে আবৃত হইয়া ক্রমশঃ ভূগর্ভে নিখাতের ন্যায় অদৃশ্য হইল। ৯—১৫। তখন সেই গুহামধ্যে মুনিবর পঙ্কাবৃতশরীর হইয়া পর্ব্বতের এক খণ্ড শিলার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন শত বৎসর অতীত হইলে পর, সেই আত্মরূপী বীতহব্য স্বয়ংই সমাধিভঙ্গ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। এতকাল ভূগর্ভেও তাঁহার লিঙ্গদেহস্থায়িনী চিন্ময়ী শক্তিই তদীয় পাঞ্চভৌতিক দেহকে রক্ষা করিয়াছিল এবং প্রাণাদিবায়ুর গতাগতিরূপ ক্রিয়ার অভাবহেতুকই সেই সূক্ষ্ম প্রাণময় স্পন্দন থাকিতে পারে নাই। অনন্তর তাঁহার জীবরূপ সংবিৎ, অবশিষ্ট প্রারব্ধের ভোগার্থ উন্মেষক্রমে স্থূলতা পাইয়া তদীয় হৃদয়মধ্যেই মনোরূপিণী হইয়া বক্ষ্যমাণদশা ভোগ করাইয়াছিলেন। প্রথমে মুনিবর কৈলাসপর্ব্বতের কাননে কল্পতরুর তলদেশে জীবন্মুক্ত হইয়া একশতবর্ষকাল যাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে একশত বৎসর নিরাপদে বিদ্যাধরযোনিতে থাকিয়া, পাঁচ যুগ ইন্দ্র হইয়া দেবগণের সেবা পাইয়াছিলেন। রাম কহিলেন, হে মুনে। সেই বীতহব্যের ইন্দ্রত্বদশায় যে কালের নিয়ম ও মুনিদশায় কৈলাস-কাননাদিরূপ স্থানের নিয়ম হইয়াছিল, তাহা ক্ষুদ্রহৃদয়মধ্যে সামীপ্যকালে অনুভব হওয়ায় নিতান্ত অনিয়মও হইয়াছিল, সুতরাং কালদেশের নিয়ম ও অনিয়ম, উভয় কিরূপে ঘটিল, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম। সর্ব্বস্বরূপিণী চিচ্ছক্তি যেস্থানে যেরূপে প্রকাশ পান, আত্মার অভিন্ন শক্তির বলেই তথায় সেইরূপে শীঘ্রই অনুভব হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিতে যখন যেরূপে অনুভব হয়, সেইরূপেই নিয়ম থাকে। ভ্রমস্বরূপ হয় বলিয়া কালদেশাদির নিয়মের ক্রম থাকে না অর্থাৎ সামান্যস্থানে অল্পসময়েও বহুদেশের বহুকাল দর্শন হইয়া থাকে, যেমন সাধারণের স্বপ্নাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ এই কারণেই বাসনাত্যাগী বীতহব্য স্বহৃদয়ে জ্ঞানাকাশে নানাবিধ জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন, যেমন দগ্ধবীজের স্বশক্তির হ্রাস হয়, তদ্রূপ সম্যগ্জ্ঞানীদের জীবন্মুক্তদশায় এইরূপ ইন্দ্রত্বাদ্যনুভব-

রূপিণী বাসনা জ্ঞানানলে দগ্ধা থাকাতেই বাসনা-সংজ্ঞাতেই অভিহিতা হইতে পারে না। ১৬—২৬। এইরূপে তিনি আরও এক কল্পকাল মহাদেবের প্রমথ হইয়াছিলেন। ঐ প্রমথদশায় তাঁহার সকল বিদ্যার প্রতিভা, ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকালত্রয়ের প্রতিভাস ছিল। আরও দেখ, যিনি যেরূপে দৃঢ়-সংস্কারশালী হন, তিনি তাহাকে অনুভব করিয়া থাকেন বলিয়াই বীতহব্য জীবন্মুক্ত হইয়াও প্রারব্ধকর্ম্মে সংস্কারবান্ থাকায়, ঐ সমুদয় অনুভব করিয়াছিলেন। রাম কহিলেন,—হে মুনিবর! যদি বীতহব্যেরও এইরূপ ভোগাদির প্রতিভাস হইয়াছিল, তাহাতেই বিবেচনা হয়, জীবন্মুক্ত হইলেও সাধারণেরই বন্ধনও মুক্তি উভয়ই ঘটিয়া থাকে। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম। জীবন্মুক্তদিগের প্রারব্ধের ভোগদশায়ও এই বিশ্ব-আকাশ নির্ম্মল প্রশান্ত ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করে, সুতরাং তাহাদের আর বন্ধন বা মুক্তি কিছুই থাকে না। তাহাদের এই সংবিদাকাশ যথায় যথায় যেরূপে যেরূপে প্রকাশ পায়, তত্তৎস্থানে সেই সেইরূপে লাভবানের ন্যায় সফলকাম হয়, সুতরাং হে রাঘব। সেই জীবন্মুক্ত সর্ব্বস্বরূপী হন বলিয়াই সেই সর্ব্বাত্মা হেতু ব্রহ্মরূপেই বহুশত জগতের অনুভব করিয়াছেন ও অনুভব করিতেছেন।২৭—৩২। সেই সকল জগতের আপনাদের কোনরূপ নাই, উহারা নিঃস্বরূপ এবং প্রতিভাসবশে বিশালতম ও অসংখ্য। আবার যখন চৈতন্য-ভিন্ন বস্তুতঃ আর কিছুই নাই, তখন ভূগর্ভে নিমগ্ন বা নিখাত মুনিবর বীতহব্যের চৈতন্যই ঐ জগতের স্বরূপ, সেই অসংখ্য জগতে সেই বীতহব্যের চিদাত্মায় যিনি আত্মবোধহীন ইন্দ্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তিনি আজ দীনজনের নিবাসস্থল 'দীন' নামক দেশবিশেষে পৃথিবীপতি হইয়া এক্ষণে অরণ্যমধ্যে মৃগয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পিতামহ ব্রহ্মার পাদ্মকল্পে, যৎকালে বীতহব্য গণপতি হইয়াছিলেন, সেই সময়ে যিনি কৈলাসগিরির কাননকুঞ্জে ঐ কুঞ্জের আত্মবোধবিহীন কেলিহংসও হইয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে নিষাদরাজ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি পৃথিবীর সৌরাষ্ট্রমণ্ডলের আত্মবোধবিহীন অধিপতি ছিলেন, সেই তিনিই আজি অন্ধ্রদিগের বহুলপাদপ-পরিশোভিত গ্রামমধ্যে অবস্থিত হইয়াছেন। রাম কহিলেন, যদি এই সৃষ্টি বীতহব্যের মনঃকল্পিত, তন্মধ্যে যে সকল দেহধারী, তাহারা যদি ভ্রান্তিমাত্র, তবে সেই ইন্দ্র ও হংসাদির সেই সেই দেহের আকারবিশিষ্ট সচেতনসকলের সত্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বশিষ্ঠ কহিলেন, একমাত্র ভ্রান্তিই বীত-হব্যের স্বরূপ, আর সেই ভ্রান্তিমাত্রাত্মক বীতহব্যের এই জগৎ, যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে, হে রাম! এই জগৎ তোমার নিকট কিরূপে আবার সচেতনগণে সংযুক্ত বলিয়া প্রতিভাসমান হইতেছে? যদি এই জগৎকে কেবল দেহ-চৈতন্যরূপে দেখা যায়, তাহা হইলে ইহাকে কেবল মনের ভ্রম বলিয়া তুলনা করিতে হইবে। আর যদি ইহাকে কেবল মন বলিয়া নির্দ্দেশ অথবা ভ্রমমাত্র বলিয়া তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ইহাকে আকাশই চিন্মাত্র বলিতে হইবে। হে রাম! বস্তুতঃ কিন্তু এই জগৎ এরূপও নহে, আবার ঐরূপ ভিন্ন অন্যরূপও নহে, আর তোমারও জগৎ-রূপে সত্তা নাই, কেননা, একমাত্র ব্রহ্মই এই জগৎরূপে বিভাত হইতেছেন। কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, কি ইহা, কি তাহা, এই সমুদয় জগৎই দৃশ্য, আর কেবল সংবিৎরূপে অবশিষ্ট যে মন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই প্রকারে এই কল্প বা দৃশ্যই জগৎকে যে পর্য্যন্ত উক্তভাবে অবগত হওয়া না যায়, তাবৎকাল উহা হৃদয়মধ্যে বজ্রসারের ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞাত হইলে পরম চিদাকাশভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। সমুদ্রের জল যেমন সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইয়াও প্রত্যুল্লাস বা উৎপত্তি ও বিলাস বা বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিণামের প্রভাবে নানারূপে প্রকাশমান হয়, সেইরূপ এই মনই অজ্ঞান-প্রভাবে উক্তরূপ পরিণামের বশবর্ত্তী হইয়া এই জগতের আকারে বিজৃম্ভিত হইতেছে। যথাবৎ অবিকৃত স্বরূপে অবস্থিত চিদাকাশের স্বভাবভূতা মায়ার প্রভাবে পুনঃপুনঃ মনন করে বলিয়া স্বীয়চিত্তই মন এই নাম প্রাপ্ত হয়, সেই মনই জগতের বিস্ফার বা বিকাশব্যাপার সম্পাদন করিয়াছে। এইরূপে এই দৃশ্যজগৎ বিতত বা বিস্তৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু কিছুই বিতত বা বিস্তৃত হয় নাই ॥ ৩৩—৪৪ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে মুনে! অনন্তর বীতহব্য সেই পর্ব্বতের গুহামধ্যস্থিত আত্মদেহকে কিরূপে উদ্ধার করিলেন, আর কি উপায়েই বা সেই দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর বীতহব্য সমাধিতে আত্মাকে অনন্তব্রহ্ম-স্বরূপেই চমৎকারময় বলিয়া অবগত হইলেন ও সেই ধ্যানসময়ে তদীয় প্রাক্তন জ্যোতির উন্মেষ হওয়ায় পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের অবলোকন বিষয়ে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তাহাতে তিনি সমুদয় জন্মেরই দেহ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, কতক দেহ নষ্ট হইয়াছে ও কতকগুলি দেহ অবিনষ্টই আছে। তন্মধ্যে গিরিগুহায় মৃত্তিকায় আবৃত বর্ত্তমান দেহও দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে ঐ দেহকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার বাসনা হইল। তিনি দেখিলেন, যেমন পঙ্কমধ্যে কীট অবস্থিত হয়, তদ্বৎ বীতহব্যসংজ্ঞিত-দেহ গিরিগুহামধ্যে অবস্থান করিতেছে। অসংখ্য বর্ষাপ্রপাতে পঙ্করাশি আনিয়া সেই দেহকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। অধোমুখ অব-স্থিত থাকায়, সেই দেহের পৃষ্ঠাদির সমুদয় ত্বকের উপরি যে কিছু পঙ্ক জমিয়াছে, তাহাতে সুদীর্ঘ কাশ প্রভৃতি তৃণসমুদয় জন্মিয়াছে। মহাতেজা মুনি এই সকল দেখিয়া প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পর্ক প্রখরা বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১—৮। আমার ঐ দেহ নানাবিধ যন্ত্রণা পাওয়ায় প্রাণবায়ুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং সঞ্চর-ণাদি কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ হইতেছে না। আমি এক্ষণে তেজোদেহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে তাঁহার অনুচর পিঙ্গল আমার এই দেহকে উদ্ধার করিবেন। অথবা আমার ইহাতে কি প্রয়োজন? আমি নির্বিঘ্নে স্বীয় পরব্রহ্মপদে নির্ব্বাণ লাভ করি, এক্ষণে আমার দেহাদির ভোগে কিছুই প্রয়োজন নাই। বীতহব্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় চিন্তা করিলেন, এক্ষণে আমার দেহ ত্যাগ বা দেহস্বীকার, উভয়েতেই কোন বিশেষ না থাকায়, কোনটাই উপাদেয় বলিয়া বিবেচনা হইতেছে না। কারণ দেহত্যাগ যেরূপ, দেহাশ্রয়ও সেইরূপ। তথাপি যখন দেহটী রহিয়াছে, এখনও ধূলির সহিত

মিশায় নাই, তখন ইহাকে আশ্রয় করিয়া কিছুকাল বিহার করি। পিঙ্গলের সাহায্যে যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইমত অগ্রে আকাশস্থিত সৌর তেজোময় দেহ আশ্রয় করি। মুনি এই প্রকার বিবেচনা করিয়া বায়ুরূপ ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যদেহে সংক্রান্ত হইলেন। তখন ভগবান্ সূর্য্য বীতহব্যকে স্বীয়হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বাপর কর্ম্মসমুদয় আলোচনা করিলেন এবং বিন্ধ্যাচলের গুহায় মৃত্তিকামধ্যে অবস্থিত ও উপরি-সঞ্জাত তৃণজালে সমাচ্ছন্ন বাহ্যজ্ঞানবিহীন মুনিদেহ দেখিতে পাইলেন। গগন-মধ্যচারী সূর্য্যদেব মুনিবরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ভূমধ্য হইতে মুনিদেহ উত্তোলন করিবার জন্ম নিজ প্রধান অনুচর পিঙ্গলকে আজ্ঞা করিলেন। তখন বীতহব্যমুনির সূর্য্যদেহবর্ত্তিনী পবন-রূপিণী সংবিৎ প্রকাশ পাইয়া সেই জগৎপূজ্য সূর্য্যকে মনের দ্বারা প্রণাম করিলেন এবং সূর্য্যদেবের আদেশে সেই বিন্ধ্যগুহাভিমুখে গমনোদ্যত পুরোবর্ত্তী পিঙ্গলদেহে সম্মানপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পিঙ্গল আকাশ পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যাচলের কাননে উপস্থিত হইলেন। ঐ কানন অসংখ্য মাতঙ্গে ও লতাকুঞ্জে পরিপূর্ণ থাকায় বর্ষাকালীন সজলজলধরে সমাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তথায় আসিয়া যেমন সারস পঙ্ক হইতে মৃণালকে তুলিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি স্বীয় নখধারে ভূতল খনন করিয়া ভূমধ্য হইতে মুনিদেহ উত্তোলন করিলেন এবং আকাশসঞ্চরণে নিতান্ত পরিশ্রান্ত পক্ষী যেমন নিজ আবাসে আশ্রয় লয়, তদ্বৎ মুনি স্বীয় লিঙ্গদেহে প্রবেশ করিলেন। তখন প্রাপ্তদেহ বীতহব্য ও পিঙ্গল, উভয়েই পরস্পরকে প্রণাম-করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। পিঙ্গল আকাশে যাইলেন, বীতহব্য সুবিমল সরোবরে গমন করিলেন। ঐ সরোবরে কুমুদ-কমল-প্রভৃতি পুষ্পসমুদয় প্রস্ফুটিত থাকায় উহা সর্ব্বদাই সূর্য্যকিরণযুক্ত বলিয়া বিবেচনা হয়। সেই সরোবরে বন্য করি-শাবকের ন্যায় শীঘ্র নিমজ্জিত হইয়া স্নান ও স্নানান্তে জপাদি কার্য্য সমাপন করিয়া দিবাকরকে পূজা করিলেন। তখন আবার মননাদি কার্য্যে তেজস্বিনী দেহযষ্টিতে পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই মুনিবর মৈত্রী, সমতা, শান্তি, মুদিতা, প্রজ্ঞা, কৃপা ও শ্রী এই সমুদয়ে পরিপূর্ণ থাকিয়া, অন্য বহিঃসঙ্গ হইতে চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া, সেই বিন্ধ্যগিরির সরোবরতটে একটী দিনমাত্র সমাধিচ্যুত হইয়াক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৯—২৮।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। সেই বীতহব্য দিবাবসানে পুনরায় সমাধির জন্য একটী পূর্ব্বপরিচিতা ও বিস্তৃতা গুহাতে প্রবেশ করিলেন। তথায় যাইয়া সেই ব্রহ্মদর্শী মুনিবর চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বে এই ইন্দ্রিয়সমুদয়কে ত্যাগ করিয়াছিলাম, তবে আর সেই বিস্তৃতা চিন্তায় কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কোমলা লতার ন্যায় সেই 'অস্তি' 'নাস্তি' এই দ্বিবিধ কল্পনাকে দূর করিয়া, অবশিষ্ট চিন্মাত্রের অবলম্বনে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করি। আমি জীবিত থাকিয়াও অজ্ঞানদর্শনে মৃত হইয়া এবং মৃত হইয়াও জ্ঞানদৃষ্টিতে জীবিত থাকিয়া, সমাধি-অবলম্বনে নির্ম্মল চিন্ময় হইয়া অবস্থান করি। আমি জাগরিত থাকিয়াও সুষুপ্তের ন্যায় দ্বৈতজাল দর্শন না করিয়া, আর সুষুপ্তিদশায় থাকিয়াও সর্ব্বদা স্বরূপদর্শনে প্রবুদ্ধ হইয়া তুরীয় ব্রহ্মপদ অবলম্বন করিয়া, এই দেহমধ্যেই স্তম্ভিত হইয়া অবস্থান করি এবং স্থাণুর ন্যায় বাহ্য ক্রিয়াহীন হইয়া সেই মননাতীত সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ সত্তাময় ব্রহ্মে একান্ত আসক্ত হই। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় ছয় দিন ধ্যানে থাকিলেন, তৎপরে ক্ষণনিদ্রাগত পথিকের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইলেন। তদবধি সেই সিদ্ধ মহাতপস্বী বীতহব্য মহাশয় চিরকাল জীবন্মুক্তাবস্থাতেই বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি কোন প্রিয়বস্তুতে আনন্দ বা অপ্রিয়বস্তুতে নিন্দা করিতেন না। ঐরূপ অনিষ্টপাতে উদ্বিগ্ন বা ইষ্টঘটনায় আনন্দিত হইতেন না। কি গমন সময়ে, কি অবস্থানকালে, সকল সময়েই তিনি স্বীয় হৃদয়ে আত্মবিনোদনের জন্য নিজ মনের সহিত বক্ষ্যমাণ প্রকারে আলাপ করিতেন। হে বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়াধিপতে মনঃ। তুমি শান্তিময় হইয়া, কিরূপ সুখী হইয়াছ, তাহা একবার উত্তমরূপে দেখ। হে চঞ্চলপ্রধান। তুমি পরেও এইরূপ আসক্তিশূন্য অবস্থাকেই অবলম্বন করিবে, তাহাতেই সুখী থাকিবে। কদাচ চপলতার আশ্রয় করিও না। হে ইন্দ্রিয়চৌর। হে বাসনাসমুদয়। আমি যাহা অনুভব করিতেছি, ইহাও তোমাদের আত্মা নহে, আর আত্মারও তোমরা কেহ নহ, সুতরাং অসদ্রূপকে আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া, তোমাদের আশা বিফলা হইয়াছে এবং তোমরা বিনশ্বর বলিয়া আমাকেও আশ্রয় করিতে সমর্থ হও নাই। ৯—১৫। আমরাই সকলে আত্মা এই প্রকার যে তোমাদের বাসনা হইয়াছিল, তাহা কেবল ভ্রমবশে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা জানিবে। সেই তোমাদের অনাত্মস্বরূপে আত্মবোধ অবস্তুতে বস্তুজ্ঞানের ন্যায় অবিচারবশেই হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে বিচারবলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমরা অপর করণভূত রহিয়াছ, আমরা অপর মননকর্ত্তামাত্র, ব্রহ্ম অদ্বয়, কর্ত্তৃত্ব অন্য, এক ক্রিয়া, ভোক্তা চিদাভাস, গ্রহীতা মানস, এক্ষেত্রে কার্য্যের দোষ কাহার কিরূপ হইতে পারে? বনে কাষ্ঠ জন্মাইয়াছে, বংশের ত্বকে রজ্জুনির্ম্মাণ হইতেছে ও লৌহফলায় কুঠারাদি প্রস্তুত হইতেছে, সূত্রধার নিজের স্বার্থের জন্য ছেদনাদি করিতেছে, এইরূপ নানা প্রয়োজনে সুসম্পন্নক্রিয়াসমুদয়ে যেমন কাকতালীয় ন্যায়ে গৃহের গঠন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সমুদয় ব্যাবহারিক কার্য্য ইন্দ্রিয়াদির দর্শনশ্রবণাদিসম্পাদক শক্তিসমুদয়ের পরস্পরসমবায়ে কাকতালীয়-ন্যায়েই অস্থিরভাবে সম্পন্ন হইতেছে। তাহাতে কাহারই কিছু ক্ষতি নাই। আমি অবিদ্যাকে ভুলিয়াছি, আমার আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সদ্বস্তু সৎ হইয়াছে ও অসৎ পদার্থ অসৎই থাকিতেছে, আর বিনষ্টের নাশ ও বর্ত্তমানের সত্তা হইতেছে না। মহাতপা মুনিবর বীতহব্য এই প্রকার বিচার করিয়া বহুশত বৎসর অতিক্রম করিলেন, পরে পুনরাবৃত্তির উচ্ছেদের জন্য যথায় চিন্তা স্থান পায় না ও মূঢ়তা যাহার নিকট যাইতে পারেনা, সেই স্বস্বরূপেই সর্ব্বদা অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাবস্থিত পদার্থসমুদয়ের আপাতদর্শন জন্য অনর্থকে যাহা হইতে দূর করা যায়, সেই ধ্যানযোগকে অবলম্বন করিয়া তিনি সর্ব্বদা অবস্থান করিলেন। সেই বীতহব্যের তখন হেয় বস্তুতে উপেক্ষাদৃষ্টি ও উপাদেয় বস্তুতে আদরণীয়তা থাকে নাই বলিয়া তদীয় মানস কোনরূপ অভিলাষের ও অনিচ্ছার দূরবর্ত্তী ছিল। কখন সংসার

সঙ্গ ত্যাগ করত ব্রহ্মরসমধুপানের বাসনায় জন্ম ও কর্ম্মের বহির্ভূত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিত হইয়া সেই বাসনাতেই সহ্য-পর্ব্বতের সুবর্ণগুহায় প্রবেশ করিলেন ও তথায় জগতের ভাব দেখিয়া পুনরাগমনের অনিচ্ছায় পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া আপনি আপনাকে বলিতে লাগিলেন। হে রাগ! তুমি আমাতে অনুরাগ রাখিও। হে দ্বেষ! তুমিও সহজশত্রু, এক্ষণে আমার প্রতি শত্রুতা ত্যাগ কর। তোমাদের উভয়ের সহিত আমি এই দেহে বহুকাল ক্রীড়া করিলাম, এক্ষণে অপসৃত হও। হে ভোগসমুদয়! তোমাদের উদ্দেশে শতকোটী জন্ম নমস্কার রহিল, কারণ তোমরাই লালনকর্ত্তা, যেমন শিশুকে লালন করে, সেইরূপে সংসারবাসীকে লালন করিয়া থাক। ১৬—৩০। আর যিনি এতদিন আমাকে এই পবিত্র মুক্তির পথ ভুলাইয়াছিলেন সেই সুখকে বারংবার নমস্কার করি। হে দুঃখ! তুমি আমাকে সন্তাপ দিতেছিলে বলিয়াই আমি বহুযত্নে আত্মার অন্বেষণ করিয়াছি, সুতরাং আমার বর্ত্তমান পথের তুমিই উপদেষ্টা, অতএব তোমাকে আমার নমস্কার। তোমার অনুগ্রহেই আমি এই শীতলপথে উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং তোমার নাম দুঃখ হইলেও কার্য্যত তুমি সুখপ্রদাতা বলিয়া তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। হে দেহ! তুমি আমার মিত্র ছিলে, এক্ষণে আমি স্বীয় স্থানে গমন করিতেছি, তোমার কল্যাণ হউক। তোমার সহিত আমাদের যে বিয়োগ, ইহা অনাদি ও অনন্ত জানিবে এবং প্রাণীদের এই রীতি। হে মিত্রবর দেহ! আমি এইরূপে বহুশত জন্মই তোমাকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইতেছি, কিন্তু আজ আমি যে চিরবন্ধু তোমাকে ত্যাগ করিতেছি, ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। কারণ তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আপনিই আপনার বিনাশের হেতু হইয়াছ। হে দেহ! অন্য কেহই তোমাকে মারিতেছে না, তুমি নিজেই নিজধ্বংসের অশস্ত্র লইয়াছ। হে মাতঃ তৃষ্ণে! আমি শান্তিলাভ করিতেছি বলিয়া তুমি একাকিনী হইতেছ, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করিও না, আমি চলিলাম। হে প্রভো! কাম! তোমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য বৈরাগ্যাদির সেবা করিয়া, তোমার প্রতি যে যে অপরাধ করিয়াছি, সে সমুদয় ক্ষমা কর। আমি আত্যন্তিক উপশম পাইতেছি, আমার কল্যাণ প্রার্থনা কর। হে মান! বহুকালাবধি আমাদের পরস্পর একতা ছিল, এক্ষণ অবধি অনন্তকালের জন্যই বিয়োগ হইতেছে, সুতরাং আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ করুন। হে দেব পুণ্য! আপনাকেও নমস্কার, যেহেতু আপনিই পূর্ব্বে আমাকে নরক হইতে তুলিয়া স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন। হে পাপ বৃক্ষ! তুমি কুকার্য্য-রূপ ভূমিতে উৎপন্ন, নরকসমুদয় তোমার স্কন্ধ ও নরকসম্বন্ধিনী যাতনাই তোমার পুষ্পরাশি, তোমাকে নমস্কার। যাঁহার সহিত মিলিত হওয়াতেই আমি বহুতর প্রাকৃতযোনিতে আশ্রয় পাইয়া সংসারভাব ভোগ করিয়াছি, সেই মোহ আজি হইতে আমার অদৃশ্য হইলেন, সুতরাং তাঁহাকে নমস্কার। শব্দায়মান বেণুরব যাঁহার বাক্য, বৃক্ষের পত্র যাঁহার বসন, আর যিনি আমার সমাধিকালের বয়স্যা, সেই গুহাস্বরূপিণী তপস্বিনীকে প্রণাম। হে গুহে! আমি সংসারপথে খিন্ন হইলে, তুমি আমায় আশ্বাস দিয়াছ, স্নেহবতী সহচরী হইয়া আমার লোভসমুদয়কে দূর করিয়াছ। আমিও যাবতীয় সঙ্কটে মুগ্ধ ও সমাধির বিঘ্নভয়ে ভীত হইয়া শোকাপনোদনের জন্য একমাত্র তোমাকেই প্রধানা সখী বুঝিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম। হে দণ্ডকাষ্ঠ! তুমি সর্পাদিভয়েও গর্ত্তাদিতে আমাকে হস্তাবলম্বন দিয়াছিলে। বৃদ্ধদশায় তুমি আমার অতিশয় সুহৃদের কার্য্য করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে দেহ! তোমার নিজ অস্থিপঞ্জর ও রক্তাক্ত নাড়ী সমুদয়, এই সকল মাত্র নিজভাগ লইয়া তুমি প্রস্থান কর। যে সকল উপায়ে তোমার স্বেদমলাদি দূরীকরণের জন্য নিরন্তর সলিলের ক্ষোভ করিয়াছি, সেই স্নানাদি নিত্যকার্য্যকেও নমস্কার। ৩১—৪৯। পান ভোজনাদি ব্যবহার সমুদয়কে নমস্কার। শয়নাসনাদিলক্ষণ সংসার-ভাবসকলকে নমস্কার। হে প্রাণসমুদয়! তোমাদিগকেও নমস্কার, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। তোমাদের সহিত আমি বহুশত বিচিত্র যোনিতে উপগত হইয়াছিলাম। হে গিরিকুঞ্জসমুদয়! হে পরলোকবর্গ! তোমাদিগের মধ্যে আমি বহুবার বিশ্রাম করিয়াছি। হে সিদ্ধক্ষেত্রবর্গ! তোমাদিগের উপরে আমি ক্রীড়া করিয়াছি। হে পর্ব্বতগণ! তোমাদিগের সহিত আমি বিহার করিয়াছি। হে কার্য্যজাল! তোমাতে আমি অবিরত অবস্থান করিয়াছি। হে মার্গসকল! তোমাদিগের উপর দিয়া আমি কতবার গতাগতি করিয়াছি, সুতরাং তোমাদের সকলকেই নমস্কার। জগতের মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহাদের সহিত আমি বিহার, গমনাগমন, দান বা প্রতিগ্রহ না করিয়াছি। যে কোনরূপে আমি সকলকেই অবলম্বন করিয়াছিলাম। হে আমার প্রিয়বর্গ! আমি তোমাদের ছাড়িয়া চলিলাম, তোমরা স্বস্বস্থানে গমন কর। হে প্রাণাদি বন্ধুবর্গ! আমার বিরহে তোমাদের দুঃখ হওয়া অনুচিত, কারণ,—সংসারের পথে যেমন দৃশ্যমাত্রেরই শেষে ক্ষয় ও উন্নতমাত্রেরই অবনতি আছে, তদ্রূপ সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে আমার এই চাক্ষুষ-জ্যোতিঃ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করুক, আর সৌগন্ধ্যাদির গ্রাহক এই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি বনজাত পুষ্পরাশিতে উপগত হউক। সেইরূপ প্রাণবায়ুও আজ বহিঃস্থিত স্পন্দন-বায়ুতে মিশাইয়া যাউক, শব্দশ্রবণের শক্তি অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশমধ্যে লীন হউক, ঐরূপ রসনেন্দ্রিয়ের রসশক্তি চন্দ্রমণ্ডলে গমন করুক। আমি কেবল মন্দরবিহীন সমুদ্রের ন্যায়, সূর্য্যহীন দিবসের ন্যায়, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় ও প্রলয়কালীন বিশ্বের ন্যায় হইয়া, আত্যন্তিক মনঃশান্তি লাভ করিয়া ওঁকারের দীর্ঘ উচ্চারণপূর্ব্বক স্নেহবিহীন প্রদীপের ন্যায় ও দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় স্বয়ংই আত্মাতেই শান্ত হইয়া থাকি। তখন আমার সমুদয় বস্তুই উপেক্ষিত হইবে, আমি যাবদ্দৃশ্যাবস্থার অতীতপথে বিচরণ করিব এবং সেই প্রণবের দীর্ঘ উচ্চারণের অবসানেই আমার বুদ্ধি ব্রহ্মস্বরূপতা পাইয়াই লয় পাইবে। তখন আমি মোহরূপ মলশূন্য হইয়া থাকিব। ৫০—৬০।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৮৬।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! তখন সেই যোগিবর বক্ষ্যমাণ প্রকারে অল্পাল্প পরিমাণে দীর্ঘপ্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিকায় আরোহণ করিয়া স্বহৃদয়ে ব্রহ্মলাভ করিলেন। তিনি 'অ' 'উ' 'ম' ইত্যাকার শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মাত্রার ও স্থূলসূক্ষ্মাদি-লক্ষণপাদের ভেদে প্রণবোচ্চারণ করিয়া, স্বীয় কল্পনায় কল্পিত ত্রিভুবনসম্পর্কী বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ স্থূলসূক্ষ্মাদিভাগসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণবোচ্চারণকালপর্য্যন্ত চিন্তামণির ন্যায় আত্মাতে তন্ময় হইয়া থাকিলেন। তৎকালে তিনি সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায়, বিশ্রামকারী মন্দরের ন্যায়, কুম্ভকারভবনে নিরুদ্ধ ঘূর্ণনচক্রের ন্যায়, নিশ্চল বিশাল পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় এবং যাহা হইতে সূর্য্যচন্দ্র উভয়ের অভাবে তেজ ও অন্ধকার উভয়ই অপগত হইয়াছে ও যাহাতে ধূম ধূলি বা মেঘাদি কিছুই নাই, সেই শরৎকালীন অনন্তানির্ম্মল আকাশের ন্যায় হইয়া প্রণবোচ্চারণ-কালপর্য্যন্ত থাকিবেন। পরে বায়ু যেমন গন্ধকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ শেষ প্রতিধ্বনির সহিতই ইন্দ্রিয়তন্মাত্রকে পরিত্যাগ করিলেন। ১—৭। অনন্তর সেই উত্থানশীল মুনি ক্রোধলেশের সহিতই চিদাকাশে ভাসমান তমঃস্বরূপকে ও প্রতিভাসম্পন্ন তেজঃস্বরূপকেও নিমেষমাত্র কাল বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার অন্ধকার ও আলোক, উভয়ই থাকিল না, তদবস্থায় অবস্থান করিয়া সেই স্ফুরণশীল তৃণোপম অতি-লঘু মনকে অর্দ্ধনিমেষমধ্যে উচ্ছেদ করিলেন। তখন শিশু যেমন নিজের কোন বিষয়ে উদ্ভূত জ্ঞানের উদয় হইতে না হই-তেই তাহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ নির্ব্বাতদীপের ন্যায় স্ফুটপ্রকাশতাকেও তাহার প্রকাশের সমকালেই ত্যাগ করিলেন। বায়ু যেমন নিমেষমধ্যে স্বীয় স্পন্দশক্তিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ তিনিও অর্দ্ধনিমেষেরও অর্দ্ধভাগকালমধ্যে পূর্ব্বোক্ত কল্পনাকে ত্যাগ করিলেন। ইহাকেই চিৎশক্তির চেত্যোন্মুখতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি সত্তামাত্রস্বরূপ ও প্রসুপ্তসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত সাক্ষিমাত্রলক্ষণ পদ লাভ করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া থাকিলেন। ৮—১৩। অনন্তর তিনি সুষুপ্তাবস্থায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরে তাহাতে স্থিরভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তুরীয়রূপে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তাঁহাতে আনন্দ বা নিরানন্দ, কিছুই না থাকায়, সদ্রূপী ও অসদ্রূপী হই-লেন এবং প্রকাশের ন্যায় কিঞ্চিৎস্বরূপ হইলেও তিমিরের ন্যায় কিছুই ছিলেন না। যাহা চিন্ময় ও যাহা চিন্ময় নহে, যাহা 'নাই', 'নাই' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, যাহা বাক্যেরও অগোচর, তিনি তাহাই হইলেন। যাহা সুগম, অতিবিস্তৃত, সর্ব্বভাবের মধ্যগত হইয়াও সর্ব্বভাববিহীন, তিনি সেই পরমপবিত্র পদের অন্তর্ভূত হইলেন। হে রাম! শূন্যবাদীরা যাঁহাকে শূন্য কহে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বিজ্ঞানবিদেরা যাঁহাকে বিজ্ঞানস্বরূপ অমলপদ বলিয়া থাকেন, যিনি সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ, যোগিদের নিকট ঈশ্বর, শৈবেরা যাঁহাকে শিব বলেন, কালবাদীরা যাঁহাকে কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আত্মজ্ঞানীর নিকটে যিনি আত্মা ও মধ্যমবাদীরা চিদচিদের মধ্যম শূন্যমাত্র জানিতেছে, তাঁহাদের নিকট ক্ষণিক-জ্ঞানপ্রবাহরূপে যিনি জ্ঞাত হন, জীবন্মুক্তেরা যাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া অবগত হন এবং যাহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, যাহা সকলের হৃদয়বর্ত্তী সর্ব্বস্বরূপ, বীতহব্য মুনি তাদৃশ স্বরূপই লাভ করিলেন এবং যাহা সাতিশয় নিষ্ক্রিয়ভাবে যাবৎতেজের উপরে দেদীপ্যমান থাকে, মুনিবর সেই এক স্বানুভবমাত্রে প্রসিদ্ধ সৎস্বরূপে অবস্থান করিলেন। যাহা এক হইয়াও অনেক ও অন্ধকারময় হইয়াও প্রকাশমান ও যাহা সমুদয় বস্তুর অতীত হইয়াও সর্ব্বস্বরূপে আছে, তৎস্বরূপেই মুনিবর অবস্থান করিলেন। সেই বীতহব্য মুনি আকাশ হইতেও নির্ম্মলস্বরূপ হইয়া অনাদি, অজ, জরাবিহীন এক হইয়াও অনেক অপূর্ণ হইয়াও পরিপূর্ণ তুরীয় পদ লাভ করত মুহূর্ত্তমধ্যে ঈশ্বরস্বরূপ হইলেন। ১৪—২৪।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ৮৭

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! বীতহব্য মুনির উক্ত প্রকারে মনের আত্যন্তিক নাশ হইলে পর, তিনি সংসারের সীমায় আসিয়া দুঃখসাগরের পারে উপস্থিত হইয়া শান্তি লাভ করিলেন। যেমন সাগরে জলবিন্দু জলেই মিলিয়া থাকে, তদ্রূপ মুনিবর শান্তি লাভ করত পরমা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয়পদে মিলিত হইলে পর, তখন তদীয় দেহ সেইরূপ নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করত অত্যন্ত মলিনতা প্রাপ্ত হইল। যেমন হেমন্তকালীন পদ্ম অভ্যন্তরে নীরস থাকায় শুষ্কভাব ধারণ করে, যেমন পক্ষীরা স্বাশ্রয় পাদপের অবস্থান্তর হইলে নিজকুলায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ তখন মুনিবরেরও প্রাণসমুদয় দেহতরুর মধ্যস্থিত হৃদয়স্বরূপ স্বীয় আবাসস্থান পরিত্যাগ করিল এবং প্রাণাদি-ষোড়শকলাসমন্বিত ভূতবর্গ ভূতসমুদয়েই মিশাইল। কেবল সেই মাংসাস্থিনির্ম্মিত শুক্রশোণিতসম্ভূত দেহমাত্র তথায় ভূমিতলে পড়িয়া রহিল। সেই মুনিবর শান্তি প্রাপ্ত হইলে পর, লিঙ্গরূপিণী জীবচিচ্ছক্তি স্বপ্রতিবিম্বভূত চিৎসাগরে প্রবেশ করিল ও রক্তমাংস প্রভৃতি ধাতুসমুদয় নিজ নিজ উপাদান ভূতবর্গে মিশাইতে লাগিল। হে রাম! এই তোমাকে বীতহব্যের উপশমের ব্যাপার বলিলাম, যাহা অনন্তবিচারের পর সুসিদ্ধ হইয়াছে, তুমি এক্ষণে নিজ প্রজ্ঞা দ্বারা ইহাকে বিবেচনা কর। এই প্রকার বিচারসিদ্ধা মনোরমা বুদ্ধি দ্বারা যাথার্থ্য দর্শন করিয়া যাহা সার বুঝিবে, তাহাতে উত্থিত হও। হে রাম! তোমাকে আমি এই যে সমুদয় বলিলাম এবং যাহা আজি বলি-তেছি ও যাহা পরে বর্ণনা করিব, আমি চিরজীবী ও ত্রিকালদর্শী হইয়াই সে সমুদয় উত্তমরূপে বিচার করিয়াছি, স্বয়ং তাহা দেখি-য়াছি জানিবে। হে মহামতে! সুতরাং এক্ষণে তুমিও এই-প্রকার নির্ম্মলদর্শনের আশ্রয় লইয়া জ্ঞান লাভ কর, যেহেতু জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ করা যায় এবং জ্ঞান হইতেই দুঃখ দূর হয়, জ্ঞান থাকিলে অজ্ঞান ধ্বংস হয় এবং জ্ঞান হইতেই পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। হে রাম! ঐ সিদ্ধিলাভ অন্য কোন বস্তু হইতেই হয় না। আর দেখ, বীতহব্য মুনি জ্ঞান দ্বারাই সমুদয় বাসনাজালকে ছেদন করিয়া চিত্তরূপ পর্ব্বতকেও নিঃশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। যদি বল, বীতহব্য জগতের অতীত হইয়াও কিরূপে জগদন্তর্গত সূর্য্যাদির সাহায্যে স্বীয় দেহের উদ্ধার করিলেন, তাহার কারণ এই যে, বীতহব্যের সর্ব্বিৎ স্বরূপমধ্যে

এই দৃশ্য-চরাচরকেও স্বপ্নানুভূতের ন্যায় সত্যজগৎ বলিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃশ্যে বাস্তব বোধ হয় নাই। সেই বিবেকী বীতহব্য মহাশয় সমুদয় অবিদ্যাজন্য ভ্রম এবং ইন্দ্রিয়বিকার ও প্রিয়সঙ্গ প্রভৃতি দোষ হইতে অতিদূরবর্ত্তী হইয়া রাগাদি দোষবর্গকে ধ্বংস করিয়া পরমার্থকে সম্যক্ জানিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রবণমননাদির বারংবার অনুশীলনে নিজ হৃদয়মধ্যেই অনুভূত স্বস্বরূপ অমল অনন্ত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১—১৮।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ। তুমিও বীতহব্যের ন্যায় আত্মাকে সর্ব্বজ্ঞ করিয়া সর্ব্বদা রাগহীন ও ভয়োদ্বেগশূন্য হইয়া অবস্থান কর, যেমন বীতহব্য মুনি ত্রিংশৎসহস্র বৎসর সুখে বিহার করিয়াছিলেন, তুমিও শোকবিহীন হইয়া সেইরূপ বিচরণ কর। হে মহারাজ! বীতহব্যের ন্যায় বহুতর প্রজ্ঞাবান্ মুনিগণ যেমন জ্ঞাতব্যবিষয় জ্ঞাত হইয়া নিজ রাজ্যেই বাস করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ স্বরাজ্যমধ্যেই সুখে বাস কর। হে মহাবাহো! আত্মা সর্ব্বগত হইলেও কখনই সুখে বা দুঃখে আকৃষ্ট হন না, তবে কেন অকারণ শোক করিতেছ? এই ভূমিতলে অসংখ্য জ্ঞানী ব্যক্তিই বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু কেহই তোমার ন্যায় দুঃখের বশতাপন্ন হন নাই। তুমি প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্তরে সর্ব্বত্যাগী হও এবং সমচিত্ত হইয়া সুখী হও। তুমিই সর্ব্বগামী তুমিই আত্মা, তোমার পুনরুৎপত্তি নাই এবং ভবাদৃশ জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ ময়ূরসকাশে পশুরাজের ন্যায় কেহই বিষাদের বা হর্ষের বশতাপন্ন হন নাই। রাম কহিলেন, হে দেব! আপনার বাক্যের অনুসারেই আমার বক্ষ্যমাণ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। শরৎসময় যেমন মেঘকে লঘু করে, তদ্রূপ হে মহাশয়! আমার ঐ সন্দেহকে লঘু করুন। হে আত্মজ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ! জীবন্মুক্ত মহাত্মদিগকে আকাশগমনাদি বিচিত্র ব্যাপারে আসক্ত হইতে কেন দেখা যায় না, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ! আকাশগমনাদি যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিতে পাও, উহা পদার্থেরই স্বাভাবিকশক্তি জানিবে। ১—১০। কারণ যে সমুদায়ই আশ্চর্য্য দেখা যায় ও করা যায়, তাহা বস্তুরই শক্তি, আত্মদর্শিগণ ঐ সমস্ত বিষয় বাঞ্ছা করেন না। যে আত্মার স্বরূপ অবগত নহে ও মুক্তিলাভ করে নাই, সে ব্যক্তিও অনায়াসে দ্রব্য, কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কাল এই সমুদয়ের শক্তিতে আকাশবিচরণাদি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞের নিকট এই আকাশগমনাদি অতিতুচ্ছ বলিয়া ইচ্ছার বিষয় নহে। যেহেতু যিনি আত্মজ্ঞ, তিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন ও আত্মাতেই আত্মতৃপ্তিযোগে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আর অবিদ্যাজন্য তুচ্ছফলের প্রয়াসী নহেন। যে কিছু জগদ্ভাব সকলই অবিদ্যাময়; সুতরাং যিনি অবিদ্যা ত্যাগ করিয়া মুক্ত আছেন, তিনি কেন আর তাহাতে নিমগ্ন হইবেন এবং যাহারা যোগাদির অনুশীলনে অবিদ্যাকেই সুখ-সম্পাদিকা বুঝিয়া গ্রহণ করে, তাহারাই অবিদ্যাময়, সুতরাং তাহাদিগকে আর আত্মজ্ঞানী বলা যায় না। তত্ত্বজ্ঞ হউন বা অতত্ত্বজ্ঞই হউন, যে কোন ব্যক্তিই যদি যথাক্রমে কাল, দ্রব্য ও কর্ম্মের শক্তিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার ঊর্দ্ধগমনাদি সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞানী পুরুষের কোনরূপ বাসনা না থাকায়, তিনি সর্ব্বাতীত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট; সুতরাং তিনি কিছু করেন না ও কোন বিষয়ে চেষ্টাবান্ হন না এবং আকাশগমনে, কি কোনরূপ সিদ্ধিতে বা ভোগসমূহয়ে অথবা সম্মানে বা অহঙ্কারে কিংবা কোনরূপ আশাতে অথবা জন্মে বা মরণে এ সমুদয়ের কিছুতেই তাঁহার প্রয়োজন হয় না। তিনি সদা সন্তোষশীল এবং তদীয় আত্মা বিষয়ানুরাগে ও বিষয়বাসনায় অসম্পৃক্ত থাকায়, সর্ব্বদা শান্তিময়। সেই তত্ত্বজ্ঞানী আকাশের ন্যায় ব্যাপক হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করেন এবং তিনি অতর্কিতোপস্থিত সুখে ও দুঃখে উভয় ঘটনাতেই অনাসক্ত হইয়া জীবনে ও মরণে উভয়েতেই তৃপ্ত থাকেন। ১১—২০। সমুদ্র যেমন প্রতিকূল বা অনুকূল উভয়বিধ নদীসমূহেই পূর্ণ থাকেন, সেইরূপ সেই আত্মজ্ঞানী ক্রমপ্রাপ্ত অনুকূল ও প্রতিকূল দ্বিবিধ ভোগ্য বস্তুতে তুল্যভাবে থাকিয়া আত্মার অর্চনা করিয়া থাকেন মাত্র। তাঁহার কোন বস্তুতেই প্রয়োজন ও কিছুতেই নিষ্প্রয়োজন থাকে না এবং সর্ব্বভূতমধ্যে তাঁহার কোন প্রয়োজনের অতিসন্ধিতে অবস্থান হয় না এবং আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি যে সমুদয় সিদ্ধিকে কামনা করিয়া থাকেন, তিনি দ্রব্যাদিশক্তির সাহায্যে সে সমস্ত সম্পাদন করিতে পারেন। মণিমন্ত্রাদির প্রভাবে আকাশগমনাদিরূপ কার্য্যসকল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই প্রকার শাস্ত্রসিদ্ধ নিয়মকে নিয়মকর্ত্তা মহাদেবাদি প্রভুরাও ব্যর্থ করিতে পারেন না। আর যাহা দেবতাদের গগনচারিতাদিরূপ সিদ্ধি, উহা স্বতঃসিদ্ধ বস্তুস্বভাব, সুতরাং চন্দ্র যেমন শীতলতাকে ত্যাগ করেন না, তদ্রূপ উহাও কদাচ নিয়মকে অতিক্রম করে না। যদি কেহ সর্ব্বজ্ঞ কি বহুজ্ঞ হন, অধিক কি, স্বয়ং মহাদেব কিংবা নারায়ণও সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না। হে রাম! এই সমুদয় আকাশবিহারাদি-ব্যাপার দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া ও মন্ত্রেরই প্রয়োগানুসারে স্বভাবসিদ্ধ শক্তিভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন বিষের শক্তি জীবকে সংহার করা, মধুর শক্তি মত্ত করা এবং মক্ষিকা কি মদনফল ভক্ষিত হইলে বমন করাইয়া থাকে, সেইরূপ যোগিজন কর্ত্তৃক ক্রমানুসারে দ্রব্য, কর্ম্ম ও কাল নিয়োজিত হইলে স্বভাবের শক্তিতেই শীঘ্রই নিশ্চিত কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। হে রঘুনাথ! যিনি অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারেন তিনিই এই অবিদ্যাসম্ভূত স্বতঃসিদ্ধ শক্তিকেও লঙ্ঘন করেন, সুতরাং আত্মজ্ঞানীর এই সকলবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই থাকে না। ২১—৩০। কারণ ঐ সকল দ্রব্য, দেশ, কাল ও কার্য্যের শক্তিসমূহয়ে পরমাত্মপদপ্রাপ্তিবিষয়ে কোনই উপকারক হয় না। যাহার কোন ইচ্ছা আছে, সে ব্যক্তি শীঘ্রই তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে; কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী পূর্ণরূপী, তাঁহার কিছুতেই ইচ্ছার সম্ভব হয় না। কারণ সমুদয় ইচ্ছার উপশম হইলেই আত্মলাভ হইয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানোদয়কালে সেই আত্মলাভের বিরোধিনী ইচ্ছা কোনরূপেই হইতে পারে না। সেই জ্ঞানীর যদি কোন বিষয়ে ইচ্ছা হয়, তিনি তখনই তাহা অজ্ঞের ন্যায় লাভ করিতে পারেন; কিন্তু বীতহব্য বাহ্যসিদ্ধির অভিলাষে কিছুই চেষ্টা করেন নাই। তিনি জ্ঞানের ইচ্ছায় যেরূপ চেষ্টাবান্ হইয়াছিলেন ও সেই জ্ঞানাভ্যাসের জন্য বনমধ্যে যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ কাল, ক্রিয়া, কর্ম্ম, দ্রব্য ও যুক্তি ইহাদের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধিসমূহ

জীবের ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। হে রাম! যিনি যে সকল সিদ্ধিনামক ফল পাইয়াছেন, তিনি স্বীয় যত্নরূপ বৃক্ষ হইতেই সে সকল প্রিয়ফল পাইয়া থাকেন জানিবে। যাঁহারা শুদ্ধাত্মা, যাঁহারা সকলের অভিলষিত পরম প্রেমাস্পদ আত্ম-সুখের অধিকারী হইয়াছেন, সিদ্ধগণ সেই সকল ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন নিত্যতৃপ্ত মহাজনগণের উপকারসাধনে সমর্থ নহেন। রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্। আমার এই সংশয় হইতেছে যে, মাংসাশি-গণ কি কারণে বীতহব্যের সেই দেহ ভক্ষণ না করিল? কেনই বা উহা ভূগর্ভে মগ্ন হইয়া থাকিলেও পঙ্কাদি দ্বারা ক্লিন্ন বা বিশীর্ণ হইল না? আবার কেনই বা সেই বীতহব্য ভূগর্ভে প্রবেশকালেই দেখিতে দেখিতে বিদেহমুক্তি লাভ না করিলেন? প্রভো! আমার এই সকল প্রশ্নের যথাবৎ উত্তর প্রদান করুন। ৩১—৪০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে অজ্ঞ সংবিৎ রাগাদিমলদূষিত বাসনারূপ তন্তু দ্বারা দৃঢ়রূপে বিতাড়িত, তাহাই এই সংসারে দেহের ছেদন-ভেদনাদি নিবন্ধন সুখ-দুঃখাদিরূপ দাহ ভাজনা করিয়া থাকে। বীতহব্যের সেই দেহ বাসনাবিমুক্ত এবং শুদ্ধসংবিন্মাত্রময়ী; সুতরাং এই সংসারে নিশ্চয়ই উহার ছেদনাদি কার্য্যে কেহই সমর্থ নহে। হে মহাবাহো! দেহচ্ছেদাদিবিভ্রমসমূহ শত শত বৎসরেও যে কি কারণে যোগীকে আক্রমণ করিতে পারে না, তাহা শ্রবণ কর। চিত্ত যখন যখন যে যে পদার্থে পতিত হয়, তখন তখন তত্তৎ পদার্থে পতিত হইয়া দেখিতে দেখিতে উহা তন্ময় হইয়া যায়। এই-রূপেই মন শত্রুকে দেখিয়া বিকারভাব প্রাপ্ত হয়, আবার বন্ধুকে দেখিয়া সৌহৃদ্যরসে বিগলিত হয়, এ বিষয় সকলেই প্রত্যক্ষ-অনুভব করিয়া থাকে। আবার দেখ, কোন পথিক, পর্ব্বত বা বৃক্ষ, ইহারা যেমন রাগদ্বেষবিহীন, মনও যে সেইরূপ ইহাদিগের প্রতি রাগদ্বেষশূন্য হয়, ইহাও সকলেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মৃষ্ট বস্তুতে লোলতা, নীরস বস্তুতে স্পৃহাশূন্যতা ও কটুবস্তুতে বিরসতা হইয়া থাকে, ইহাও স্বয়ং অনুভূত হয়। রাগদ্বেষাদিশূন্য যতিগণের সংবিদ্‌বিলাসযুক্ত শরীরে হিংস্রগণের চিত্ত যে সময়ে পতিত হয়, তৎসময়েই যতিগণের সংবিৎসমতার প্রতিবিম্ববশতই যেন ঐ চিত্ত সমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব তাহার আর হিংসাপ্রসক্তি থাকে না। পথিক যেরূপ গমনকালে নিকটবর্ত্তী বনলতাদির ছেদনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ হিংস্র-জন্তুগণও সমদর্শী যোগিব্যক্তির সংসর্গবশতঃ রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত হইয়া অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া স্বীয় হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। হিংস্রজন্তুগণ যোগিব্যক্তির নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিয়া তথায় স্বীয় স্বীয় দুষ্টপ্রকৃতির ঠিক্ অনুরূপ হিংস্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই মৃগ, ব্যাঘ্র, সিংহ, কীট ও সরীসৃপপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ বীতহব্যের ভূতলশায়িনী তনুকে ছেদন করিল না। ৪১—৫০। কাষ্ঠ, লোষ্ট ও উপলাদি সর্ব্বস্থানেই সংবিৎ, সত্তাসামান্যরূপে বাক্‌শক্তিহীন বালকের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাদের চিত্তের একাগ্রতা নাই, তাদৃশ ব্যক্তিরা সংবিৎকে প্রতি-বিম্বজলবৎ পুর্য্যষ্টকে অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম ও অবিদ্যাতে কেবল প্লবমানের ন্যায় তরল ও পরিচ্ছিন্নরূপে অব-লোকন করিয়া থাকে। হে রাঘব! বীতহব্যের, শরীর সেই পুর্য্যষ্টকে তত্ত্ববোধ ও সমাধি দ্বারা সমরূপিণী ক্ষিতিজলাদিসংবিদ্‌-যন্ত্রে নির্ব্বিকারতা অর্থাৎ নিখিলবিকারশূন্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইল। হে রাম! আমার নিকট হইতে আরও একটী যুক্তি শ্রবণ কর। দেখ, স্পন্দই নাশের কারণ, ঐ স্পন্দ বিকারপ্রসিদ্ধ লোক-ব্যবহারে চিত্ত এবং বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাণ-সমূহের প্রাণনই স্পন্দ। যেহেতু উহার শান্তি হইলেই প্রাণ-সমুদয় পাষাণসদৃশ অর্থাৎ নিরতিশয় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়; অতএব বীতহব্যের সেই তনু ধারণাবলে নষ্ট হইতে পারিল না। বাহ্য এবং অভ্যন্তরের অর্থাৎ হস্তপদাদি ও প্রাণাদির সহিত যাহার চিত্তজ ও বাতজ স্পন্দ বিদ্যমান নাই, প্রকৃতি এবং ক্ষয় অর্থাৎ বৃদ্ধি এবং উপক্ষয় তাহার দূরগামী হইয়া থাকে। হে তত্ত্বজ্ঞবর! বাহ্য এবং অভ্যন্তরের সহিত স্পন্দ শান্ত হইয়া গেলে, ত্বগাদি ধাতুসকল কদাচ দেহ হইতে বিমুক্ত হয় না। চিত্ত এবং বাতসম্ভূত দেহস্পন্দ শান্ত হইলে, স্তম্ভিতাত্মক ধাতুসকল সুমেরুর ন্যায় স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ এই ভুবনমণ্ডলে ইহাও দেখা যায় যে, স্পন্দশান্তিবশতঃ দৃঢ়া স্থিতি হয় এবং নিশ্চল দারুর ন্যায় শবাঙ্গেরও স্পন্দ থাকে না। এই যুক্তিহেতু এই জগতে সহস্র সহস্র বর্ষযাবৎ যোগীদিগের দেহসমূহ জলধরের ন্যায় ক্লিন্ন বা মগ্ন শিলাবৎ ভিন্ন হয় না, অতএব সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানী বীত-হব্য স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া কেনই বা না শান্তি লাভ করিবেন? এই জগতে যাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক সকলপ্রকার বন্ধন ছেদন করিয়া রাগদ্বেষ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে জ্ঞেয়পদার্থ জানিতে পারিয়াছেন, সেই সকল স্বাধীন পুরুষেরা একমাত্র স্বীয় শরীরেই অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রাক্তন এবং ঐহিক দৈবকর্ম্ম ও বাসনাজাল তাঁহাদের প্রারব্ধশেষ ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্ত চিত্তকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। হে তাত! এ নিমিত্ত তত্ত্ববিদ্‌গণের মন কাকতালীয়বৎ জীবন বা মরণ ইহার যাহাই ভাবনা করুক্ না, অতিশীঘ্রই তাহা বিশেষরূপে সম্পাদন করিতে পারে। সম্প্রতি বীতহব্যের সেই জীবন দৈবক্রমে প্রবুদ্ধ ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। যে সময়ে তাঁহার প্রতিভা বিদেহোন্মুক্ততা প্রাপ্ত হয়, তৎকালেই সেই স্বাধীনচেতাঃ বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ আত্মরূপে প্রকাশিত মন বাসনাজালপরিত্যাগপূর্ব্বক পাশোন্মুক্ত হইয়া যাহাই কেন প্রার্থনা করুন না, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হইবে, যেহেতু মহেশ্বরের সকল শক্তিই বিদ্যমান। ৫১—৬৮।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যখন বিচারবলে সেই বীতহব্যের চিত্ত প্রায় অস্তঙ্গত হইল, তখনই তাঁহার মৈত্রী প্রভৃতি গুণ-সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছিল। রাম কহিলেন, হে প্রভো! সেই মুনির চিত্তের স্বরূপ বিচারবলে অন্তর্হিত হইলে পর, যে মৈত্রী প্রভৃতি গুণরাশি জন্মিয়াছিল, ইহা কেমনে আপনি বলিলেন। কারণ চিত্ত যদি ব্রহ্মেতে লয় পাইল, তবে আর মৈত্র্যাদি গুণ কাহার থাকিবে ও কোথায় কিরূপেই বা প্রকাশ পাইবে? হে বাগ্মিবর! তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! প্রথমতঃ চিত্তের নাশ দুইপ্রকার, এক ভ্রমাভাবের ন্যায় প্রতিভাসমান বলিয়া সরূপ ও অপর তদ্রহিত বলিয়া অরূপ। তন্মধ্যে জীবন্মুক্তের চিত্তনাশ সরূপ, বিদেহমুক্ত অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্তের চিত্তনাশ অরূপ। চিত্তের সত্তা দুঃখেরই কারণ ও চিত্তের নাশ হইতেই যাবৎ সুখের

উৎপত্তি হয় ; সুতরাং চিত্তসত্ত্বাকে দূর করিয়া চিত্তনাশকে গ্রহণ করিবে। ১—৫। অজ্ঞানসম্ভূত বাসনাজালে যে জন্ম কারণব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই বিদ্যমান মন বলিয়া জানিবে। উহা কেবল দুঃখেরই জন্য হয় এবং যে চিত্ত দেহেন্দ্রিয়াদির অনাদি অনন্ত ধর্ম্মসমুদয়কে আমার বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন দুঃখিত জীব বলিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত মন বিদ্যমান থাকে, তাবৎ দুঃখনাশের কোনরূপেই সম্ভব নাই। ঐ মন অস্ত-গমন করিলে, জীবের সংসারভাব দূরে অপসৃত হয়। এই জীব-গণের মন বাসনা-জালে দৃঢ়ভাবে জড়িত, অতএব অচঞ্চল বর্ত্তমান মনকেই দুঃখরূপ পাদপের প্রথম অঙ্কুর জানিবে। রাম কহিলেন, হে মহাশয়! কাহার মন নষ্ট হইয়াছে ও কিরূপেই বা নষ্ট হইল, এবং নাশ বা কিরূপ এবং ঐ নাশের সত্তা অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্যতাই বা কি প্রকার তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রঘুকুলপ্রদীপ! চিত্তের সত্তা যে প্রকার, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হে প্রশ্নকারিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে উহার অভাব যেরূপ তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬—১১। যেমন নিশ্বাসবায়ু হিমালয়কে কম্পিত করিতে পারে না, তদ্রূপই, ধীরব্যক্তিকে সুখ-দুঃখের অবস্থা আনন্দময় আত্মস্বরূপ হইতে বিচালিত করিতে পারে না, তাহার মনকেই মৃত জানিবে। "এই আমি সেই, এই আমি নহি" এইরূপ চিন্তা যে মানুষকে আক্রমণ করে নাই, তাহার মনকে নষ্ট বলিয়া জানিবে। আপৎ, দীনতা, উৎসাহ, অহঙ্কার ও মূঢ়তা যাহার মুখের বিবর্ণভাব না করে, তাঁহার মনকেই নষ্ট জানিবে। হে সাধো! ইহারই নাম মনোনাশ ও ঐ উপায়েই চিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে এবং চিত্তের এই নাশাবস্থা জীবন্মুক্তেরই হইয়া থাকে। হে রাম! মনোভাবকেই মূঢ়তা জানিবে। যখন উহা নাশ পাইয়া থাকে, তখনই চিত্তনাশ-নামক সংস্বভাব উপস্থিত হয়, সেই চিত্তনাশনামক সত্ত্বপ্রকাশ-ময় জীবন্মুক্তস্বভাবকেই তদ্ব্যবহারী কতিপয় জ্ঞানী জনেরা চিত্ত-সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং সেই জীবন্মুক্তের চিত্ত মৈত্রী প্রভৃতি গুণ-সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া যখনই কেবল ব্রহ্মবাসনায় রত হয় তখনই পুনরুৎপত্তিবিরহিত হইয়া থাকে। ১২—১৮। হে রাম! যে জীবন্মুক্তের মন ঐ পুনরুৎপত্তিশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ বাসনাতে ব্যাপ্ত থাকে, তাহাই সত্ত্বসংজ্ঞায় ব্যবহৃত হয় এবং অনুভূত বলিয়া সংস্বভাব লাভ করতঃ দেহাদিসম্পর্ক ত্যাগ করে, সুতরাং এই সাকার মনোনাশ জীবন্মুক্তেরই থাকে এবং চন্দ্রমণ্ডলে যেমন প্রভার প্রকাশ আছে, সেইরূপ জীবন্মুক্তের মনোনাশেতেই মৈত্র্যাদি গুণসমুদয় প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে অবস্থান করে এবং সন্তোষের আশ্রয় সত্ত্বনামক জীবন্মুক্তের মনোনাশেতেই বসন্তকালে মঞ্জরীর ন্যায় গুণসম্পত্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। হে রঘুনাথ! তোমাকে যে নিরাকার মনোনাশের কথা বলিয়াছি, উহা দেহের অপায়ে যে মুক্তি হয়, তাহাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তখন সেই বিদেহমুক্ত পরমপবিত্র বিমলপদে সমস্ত শ্রেষ্ঠগুণাধার সত্ত্বনামক প্রাতিভাসিক মন লয় পাইয়া থাকে। সত্ত্বনাশস্বরূপ বিদেহমুক্তের বিষয় অরূপসংজ্ঞক চিত্তনাশদশায় কোন দৃষ্টই থাকিতে পারে না। ১৯—২৫। তখন তাহাতে কোন প্রকার গুণ ও গুণেতর কিছুই থাকে না ও শ্রী বা অশ্রী ভিন্ন কিছু থাকে না। তাহা উদয়াস্তবিহীন হইয়া থাকে, তাহাকে আনন্দ বা বিষাদ স্পর্শ করিতে পারে না ; তেজ বা অন্ধকার কিংবা দিন, রাত্রি ও সন্ধ্যা কিছুই থাকে না, দিঙ্মণ্ডল, আকাশ, অধঃ, ঊর্দ্ধ কিছুই থাকে না এবং কোনরূপ বাসনা বা কোন ঘটনা কিংবা কোন চেষ্টা বা চেষ্টার অভাব এ সকল কিছুই থাকে না। অধিক কি, কোনরূপ সত্তা কি অভাব থাকে না ও সেইপদ কিছুতেই সুসাধ্য হয় না; সুতরাং তাহা তেজস্তিমিরবিহীন ও চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহনক্ষত্রাদিবিরহিত, সন্ধ্যা-শূন্য ধূলিবিবর্জ্জিত, বায়ুহীন, শরৎকালীন নির্ম্মল গগনের সহিত তুলনা পাইয়া থাকে। যাঁহারা প্রজ্ঞার ও সংসারভাবের বাহিরে গমন করিতে পারেন, তাঁহাদেরই বায়ুদিগের আশ্রয় অন্তরীক্ষের ন্যায় সেই বিশাল পদ নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় হইয়া থাকে এবং উহাতে কোন দুঃখ নাই এবং রজঃ ও তমোগুণ হইতে পৃথগবস্থিত বলিয়া উহা উন্মেষাদি ক্রিয়াশূন্য হইলেও জড়স্বরূপ হইতে অতীত এবং আনন্দময়। যাঁহাদের আকাশই দেহ, সেই বিদেহমুক্ত মহাত্মগণ সেই পদে চিত্তহীন হইয়া সুখে অবস্থান করেন। ২৬—৩১।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম সর্গ

রাম কহিলেন,—হে দেব! এই চিদাকাশসংজ্ঞক ব্রহ্মস্বরূপ পর্ব্বতে বিচিত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডসমুদয় নানাজাতীয় বৃক্ষের স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সমুদয় বৃক্ষ নক্ষত্রসজ্জরূপ কুসুমরাশিতে মনোহর হওয়ায় দেবতা ও অসুরগণ পক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিতেছে এবং ঐ বৃক্ষ সকলের প্রান্তশাখাসমুদয় বিদ্যুৎরূপিণী মঞ্জরীতে পরিপূর্ণ নীলমেঘসজ্জরূপ নানাবর্ণের পল্লব প্রকাশ পাইতেছে। আর সকল ঋতুতে সমান রমণীয় চন্দ্রসূর্য্যাদি পুষ্পসমুদয় দ্বারা দন্ত বিকাশ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ জগৎকানন সপ্তসমুদ্ররূপ সপ্তবাপীতে ও শতাধিক নদীসমূহে পরিব্যাপ্ত থাকায় অতিসুন্দর হইয়াছে ও লোকভেদে চতুর্দ্দশ প্রকার অনন্ত ভূতসমূহ উহাকে আশ্রয় করিয়াছে। হে দেব! এই অরণ্যে নিজ অবয়ববিস্তারে বাসনারূপজাল প্রকাশ করায় অতিবিস্তৃতা সংসাররূপিণী দ্রাক্ষালতা প্রকাশ পাইতেছে। জরা ও মরণ ইহার গ্রন্থি হইয়াছে এবং এইসুখ ও দুঃখ ফলরাশির স্থান অধিকার করিয়াছে, অবিরত মোহরূপ জলাঞ্জলির সেক পাইতেছে বলিয়া ইহার মূলদেশের অবয়ব পুষ্টি হওয়ায় স্থূল হইয়াছে। ১—৫। হে দেব! এই সংসাররূপিণী লতার বীজ কিরূপ এবং ঐ বীজেরই বা বীজ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল এবং তাহার বা বীজ কিরূপ ও সে বীজেরই বা উপাদান কিরূপ হইতেছে? হে বাগ্মিবর! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য ও জ্ঞানফলের সিদ্ধির নিমিত্ত ঐবীজ-পরম্পরার প্রশ্নের পুনরায় সংক্ষেপে উত্তর বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ! এই পাঞ্চভৌতিক দেহকেই সংসার লতার বীজ জানিবে, ইহার মধ্যবর্ত্তী লিঙ্গদেহে শুভাশুভ কর্ম্মরূপ অঙ্কুর বিদ্যমান আছে। যেমন শরৎকালে বসুন্ধরা, শাখাপল্লবফলপুষ্পাদিপরিপূর্ণ বৃক্ষলতাদিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ এ সংসারলতাও পূর্ব্বোক্ত ফলপুষ্পাদিপূর্ণা হইলে ক্রমশঃ স্ফীতা হইয়া থাকে এবং এই আশাপথানুসারী চিত্তকেই ঐ শরীরেরও বীজ জানিবে। উহা দুঃখের আধার হইয়া সদসদ্দশারূপ আবরণে আবৃত আছে। এই চিত্ত হইতে সদসদ্রূপী অতীতানাগত ও বর্ত্তমান শরীরসমুদয় স্বপ্ন-দশার ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন মুমূর্ষু জন সঙ্কল্পে সোপানবাতায়নাদিসমন্বিত গন্ধর্ব্বনগর দেখিতে পায়, সেইরূপ

চিত্তসন্নিধান হইতেই এই আকারসম্পন্ন দেহ জন্মাইয়া থাকে। ৬—১২। হে রাম! এই সমুদয় যে কিছু জাগতিক ভাব দেখা যায়, সে সকল মৃত্তিকার বিকার ঘটাদির ন্যায় চিত্তেরই রূপান্তরমাত্র এবং জীবনরূপিণী লতায় বিজড়িত চিত্তরূপ পাদপের দুইটী উপাদান বীজ আছে। তন্মধ্যে একটী প্রাণপরিস্পন্দন, দ্বিতীয় দৃঢ় বাসনা। যখন প্রাণবায়ু নাড়ীর স্পর্শে উদ্যত হইয়া স্পন্দিত হয়, তখনই জ্ঞানময় চিত্তের আশু উৎপত্তি হইয়া থাকে। যখন অসংখ্য নাড়ীপথের মধ্যদেশে প্রাণের স্পন্দন থাকে না, তখন বাহ্য সংস্কারের অভাববশতঃ অন্তরে চিত্ত জন্মাইতে পারে না। এই জগদাকার, নিখিল চিন্ময় প্রাণস্পন্দনে সম্পন্ন হয় বলিয়া স্বীয় চিত্তের স্পন্দনদৃষ্টান্তে প্রাণ স্পন্দন লক্ষিত হয় ও আকাশে নীলত্বাদির ন্যায় তাহাতেই জগতের আভাস হইয়া থাকে। প্রাণস্পন্দনশূন্যা যে চিত্তের নিষ্ক্রিয়তা, তাহারই নাম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ। কর দ্বারা আহত কন্দুকের ন্যায় প্রাণের স্পন্দন হইলে সংবিৎ অপস্থিতা হয় ও ঐ সংবিৎ প্রাণস্পন্দনে প্রবোধিতা হইলেই দেহমধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। যেমন অঙ্গনমধ্যে কন্দুক করতাড়না পাইয়া চক্রাকারে ভ্রমণ করে। ঐ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরা সংবিৎকে প্রাণস্পন্দনই প্রতিবোধিত করে। ১৩—২০। হে রাম! ঐ সংবিদের সংরোধ করিলেই মোক্ষরূপ পরমকল্যাণ হয় জানিবে, কারণ যেখানে প্রাণায়ামাদির অভ্যাসে প্রাণস্পন্দনের নিরোধ হয়, তথায় কোনপ্রকারেই ক্ষোভ থাকিতে পারে না। আর সংবিদের নিরোধ করার প্রয়োজন এই যে, সংবিদ্ প্রকাশ পাইয়াই বাহ্য বিষয়াভিমুখে আগ্রহসহকারে ধাবমান হয় ও বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলেই চিত্তের অনন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। ঐ সংবিদ্ যখন বাহ্যবিষয়ে নিদ্রিতা থাকিয়া আত্মবোধের জন্য উদ্যুক্তা হয়, তখনই সেই লব্ধ অমল ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। যদি তুমি সংবিদের সহিত প্রাণস্পন্দনের ও বাসনা উদ্ভাবনের আর সম্বন্ধ না রাখ, তবেই তুমি মুক্তিপদে অধিরোহণ করিবে। যেহেতু সংবিদের সত্তার অভাবকেই চিত্ত কহে; তাহাতেই এই অনর্থবহুল জীর্ণ-জীবসঙ্কুল বিশ্ব ব্যাপৃত আছে জানিবে। যোগিগণ চিত্তের শান্তির জন্য প্রাণায়াম, ধ্যান ও যুক্তিকল্পিত আভ্যাসাদি নানা উপায়ে প্রাণের নিরোধ করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা ঐ প্রাণনিরোধকেই চিত্তোপশমের নিদান এবং পরমসাম্যের কারণ ও সংবিদের স্বরূপে অবস্থাপক বলিয়া অবগত হন। ২১—২৭। হে রাম! জ্ঞানিগণ যাহা উপদেশ করিয়া থাকেন ও আপনারাই অনুভব করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই বাসনার নিদান অপর একরূপ চিত্তোৎপত্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বাপর বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক "আমি আমার" এই প্রকার দৃঢ়সংস্কারবলে যে দেহাদি পদার্থের গ্রহণ হয়, তাহাকেই বাসনা বলে। এইরূপ বাসনার অধীন হইয়া পুরুষ যাহাই দর্শন করে, সে সমুদয়ে সমস্ত বিবেচনায় বিমুগ্ধ হইয়া থাকে এবং বাসনার বেগে বিবশ হইয়া স্বরূপকে পরিত্যাগ করে ও মদমত্তের ন্যায় অসদ্দর্শী হইয়া সকলই অসাধু দর্শন করিয়া থাকে। বিষের ন্যায় ঐ অভ্যন্তরস্থিতা বাসনার বশীভূত হইলে অসদ্‌জ্ঞানী হইয়া নানাবিধ বেদনায় নিপীড়িত হয়। হে রাঘব! অসম্যক্‌দর্শন হইতেই অনাত্মস্বরূপে আত্মবোধ হয় ও বস্তুভিন্নে বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে, উহাকেই চিত্তরূপে জানিবে। ২৮—৩৪। অবিরত অভ্যাসের বলে বাসনার দৃঢ়তা হইলেই জন্ম মরণাদির কারণ অতিচঞ্চল চিত্ত জন্মাইয়া থাকে। যখন হেয় উপাদেয় উভয় স্বরূপকেই পরিত্যাগ করিয়া কিছুই বাসনা না করে, তখন আর চিত্ত জন্মাইতে পারে না। এইরূপে যখন চিত্ত বাসনাবিহীন হইয়া কোন বিষয়েই মনন না করে, তখনই জীবের পরম শান্তিদায়িনী মননশূন্যতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন গগনে মেঘের ন্যায় সংবিদে কিছুরই স্ফূর্ত্তি না হইবে, তখনই আকাশে পদ্মের ন্যায় অন্তরে চিত্ত জন্মাইতে পারে না এবং যখনই কোনরূপ জাগতিক পদার্থে কোন প্রকার ভাবের ভাবনা না থাকিবে, তখন শূন্য হৃদয়াকাশে কিরূপে আর চিত্ত জন্মাইবে। হে রাম! অন্তরে কোন বস্তুর প্রতি বস্তুস্বরূপে ও অনুরাগবশে যে ভাবনা হয়, তাহাকেই মাত্র চিত্তের স্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করি। ৩৫—৪০। এই দৃশ্যসমুদয় নশ্বর, ইহার মধ্যে কিছুই সমর্থনের যোগ্য নহে। যিনি এই প্রকার ভাবনা করেন, সেই অন্তরীক্ষের ন্যায় নির্ম্মল মহাত্মার চিত্তের উৎপত্তি কিরূপে হইবে এবং বাহ্যদৃশ্যের অস্মরণরূপ নিরোধের অভ্যাসে বস্তুমাত্রেরই সত্তাভাবের ভাবনা করত বস্তুর যথাবৎ স্বরূপদর্শনকেই অচিত্ততা কহে। বিষয়বাসনা থাকিয়াও যাহার বিষয়ে অনুরাগ হয় না, তাহার চিত্তই অচিত্ততা পাইয়া থাকে বলিয়া সত্ত্বসংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন জীবন্মুক্তের বাসনা পুনরুৎপত্তিবিহীনা হয় বলিয়া দৃঢ়া হইতে পারে না, সুতরাং তিনি সত্ত্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও কুলালচক্রের ন্যায় কার্য্যতঃ ব্যাবহারিক সত্ত্বমাত্র আশ্রয় করেন। যাঁহাদের বাসনা পুনরুৎপত্তিশূন্যা হয় বলিয়া নীরস ভ্রষ্টবীজের তুলনা পাইয়া থাকে, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। তাঁহারা জ্ঞানের পারদর্শী বলিয়াই তাঁহাদের চিত্ত সত্ত্বস্বরূপকে পাইয়া থাকে, সুতরাং দেহান্তে সেই আকাশরূপী জীবন্মুক্তগণই অচিত্তসংজ্ঞায় অভিহিত হন। হে রাম! চিত্ততরুর প্রাণস্পন্দন ও বাসনা এই দুইটী বীজ, ইহার মধ্যে একটীর ধ্বংস হইলে দুইটীই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ঘটমধ্যে জলাশয়ের জলপূরণকার্য্যে জলাশয় ও ঘট উভয়েই মিলিত কারণ, তদ্রূপ চিত্তের জন্মবিষয়ে ঐ দুইটীই মিলিত হইয়া কারণ হইতেছে, পৃথক্‌ভাবে স্বতন্ত্র কেহই কারণ হইতে পারে না, সুতরাং যেমন তিলও তৈলে পরস্পরমিশ্রিত, সেইরূপ প্রাণস্পন্দ ও বাসনা উভয়ে অন্তরে পরস্পর মিলিত হইয়াই চিত্তের কারণ হইয়া থাকে। ৪১—৫০। প্রথমে প্রাণবায়ু, তদনন্তর ইন্দ্রিয় ও তৎপরে আনন্দ, এই ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে যখনই আনন্দ ও পবন উভয়ে বাসনারূপে পরিণত হয়, তখন চিত্তেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং পুষ্প ও তদ্‌গন্ধের ন্যায় ও তিল ও তদ্‌গত তৈলের ন্যায় বাসনা হইতে প্রাণবায়ুর স্পন্দনে ও সেই স্পন্দন হইতেই বাসনা এই উভয়ে পরম্পরাসাপেক্ষায় রহিয়াছে এবং এই প্রকারেই চিত্তরূপবীজের অনাদি বীজাঙ্কুরের ন্যায় হইতেছে। বাসনার প্রকাশে সংবিদের প্রকাশ, সেই সংবিদ্‌ই প্রাণস্পন্দকে প্রকাশিত করে, তাহাতেই চিত্তের জন্ম হয়। প্রাণবায়ুর স্পন্দনশীল বলিয়া হৃদ্‌গত জ্ঞানাদিবাসনাজালকে কম্পিত করিয়াই স্পন্দিত হইতেছে। ৫১—৫৫। চিত্তরূপ শিশু সংবিদ্‌কে জাগরিত করিয়াই জন্মিয়া থাকে। এইরূপেই বাসনা ও প্রাণস্পন্দ উভয়ে চিত্তোৎপত্তির কারণ হইতেছে। হে রাম! উক্তদ্বয়ের একতরের নাশ হইলে উভয়ের এবং উভয়ের কার্য্যে (ভূত) চিত্তের নাশ হইয়া থাকে। যে চিত্তরূপ বৃক্ষের সুখ-দুঃখাকুল মনই স্কন্ধ, শরীরই বৃহৎবল্ক এবং যে বৃক্ষ স্ত্রীরূপিণী লতায় জড়িত, কার্য্যরূপ শাখাশালী ও কালসর্প যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে ও রাগরোগাদিরূপ বকের আবাসস্থান এবং অজ্ঞানই

যাহার দৃঢ় মূল ও ইন্দ্রিয়রূপ পক্ষিগণ যথায় কুলায় করিয়াছে, এতাদৃশ পাদপকেও বাসনা মুহূর্ত্তমধ্যে ক্ষয় পাওয়াইয়া থাকে। যেমন প্রবলবায়ু কালপক্ক ফলকে ভূপতিত করে এবং বায়ু নিস্পন্দ হইলে যেমন উদ্গুত্থাপিত সর্ব্বদিগাচ্ছাদক ধূলিনিচয় বিলীন হইয়া থাকে, তদ্বৎ চিত্তরূপ প্রবল ঝ্যাতা রজোরাশি ও প্রাণস্পন্দের নিরোধেই লয় প্রাপ্ত হয় (সুতরাং) বাসনা ও প্রাণস্পন্দন এই উভয়ের সংবেদ্যকেই বীজ কহে, যেহেতু প্রাণস্পন্দন ও বাসনা হৃদয়ে প্রিয়াপ্রিয় শব্দাদি স্মরণ করত সর্ব্বত্রই বিলাস পাইয়া থাকে। ৫৬—৬৪। যদি সংবেদ্যই প্রাণস্পন্দ ও বাসনার বীজস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, তবেই সংবেদ্যের পরিত্যাগে উক্ত উভয়েই অতি শীঘ্র মূলচ্ছেদনে বৃক্ষের ন্যায় নষ্ট হইয়া থাকে। সংবিদ্‌ই স্বীয় ধীরতা পরিত্যাগ করিলে, সংবেদ্যাকারে উপনীত হইয়া চিত্তবীজ হয়। তিল যেমন তৈলহীন হয় না, তদ্রূপ সংবিদ্‌ব্যতীত সংবেদ্য কোনপ্রকারেই কি বাহিরে, কি অন্তরে, কোথাও পৃথক্ থাকিতে পারে না এবং স্বপ্নদশায় নিজের মরণ ও দেশান্তরাবস্থানাদি যেমন সংবিদের কার্য্য, সেইরূপ জাগ্রদ্দশায়ও সঙ্কল্পবশে সংবিদ্‌ই সংবেদ্যকে স্বয়ং দেখিয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! বালকের যেমন নিজ ভ্রমবশেই বেতালাদি অনুভব হয়, তদ্বৎ এই জগদ্ব্যাপারকেও স্বীয় সঙ্কল্পজন্য ভ্রমেতেই প্রসূত হইতেছে জানিবে। গবাক্ষনিঃসৃত সূর্য্যাচন্দ্রের কিরণজালের যেমন দণ্ডাকারে ও রেণুর আকারে অবস্থান দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সংবিৎ হইতে ভ্রমবশেই সংবেদ্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন নৌকারোহী ব্যক্তি অচলেরও স্পন্দন দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ সংবিৎ হইতে যে সংবেদ্যের বিকাশ, ইহা নিতান্ত ভ্রমজ্ঞান, উহা সম্যগ্‌জ্ঞানসম্পর্কে বাধিত হইয়া থাকে। ৬৫—৭২। যেমন রজ্জুতে সর্পবোধ ও চন্দ্রদ্বয়দর্শন নির্দ্দোষদর্শন দ্বারা দূরীভূত হয়, সেইরূপ সম্যক্‌জ্ঞানীর নিকট এই ত্রিভুবন বিশুদ্ধ সংবিদের রূপ সংবেদ্য বলিয়া অপর কিছুই নাই এইপ্রকার অন্তরে দৃঢ় নিশ্চয়কেই পণ্ডিতেরা সম্যগ্‌জ্ঞান বলিয়া থাকেন, সুতরাং ঐ সংবিদ্যের যাহা পূর্ব্বদৃষ্ট ও যাহা পূর্ব্বে অদৃষ্ট, সে সমুদয়ই জ্ঞানী ব্যক্তি দূর করিবে। কারণ ঐ সকল দূর না করিলেই এই বিশাল সংসারের সহিত আত্মার সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে এবং ঐ সকলের দূরীকরণ মোক্ষস্বরূপে অনুভূত হয়। যদি সংবেদ্যেরই নিয়ত দর্শন ঘটে, তাহা জন্মাদিরূপ অনন্ত দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে এবং যাহা বেদের অদর্শন অসংবিত্তি, উহা জড়সম্পর্কশূন্য হইয়াই জন্মজরাদিদুঃখবিহীন সুখের সম্পাদন করে, সুতরাং হে রঘুনাথ! তুমিও সংবেদন ত্যাগ করিয়া একরসে পূর্ণ থাকিয়া পূর্ণানন্দময় হও, তাহা হইলে আত্মরূপী তুমি অসংবেদ্য হইলেও স্বতই প্রবুদ্ধ হইবে। রাম কহিলেন, হে প্রভো! জাড্য ও সংবিত্তি ইহার একতর পরিত্যাগে একতর অবশিষ্ট হয়, কিন্তু আপনি বলিলেন, সংবিত্তি ত্যাগ করিলেই জড়তা নষ্ট হইবে। সংবিত্তির অভাবে জড়তা যে লয় পাইবে, ইহা কেমনে ঘটিতে পারে? ৭৩—৭৮। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! জীবন্মুক্ত জীব বর্ত্তমান ব্যাপারে অবস্থান করেন না ও অতীত ও ভবিষ্যদ্বিষয়ে বাসনাশূন্য থাকায় আস্থা রাখেন না এবং কোন বেদ্যকেই জ্ঞান করেন না বলিয়া সংবিৎশূন্য ও স্বপ্রকাশ চিন্ময় হওয়ায় অজড় হন এবং সত্যবুদ্ধিতে চিদের বাহ্যার্থ অবলম্বনের নাম সংবিৎ; উহা যে জ্ঞানীর নাই, তিনি অসংবিদ্ উহা ও তিনি অনন্তকার্য্য করিলেও অজড় হন এবং যাঁহার বুদ্ধি সংবেদ্যের সহিত কিছুমাত্র লিপ্ত না হয়, তাহাকেঅজড়, অসংবিদ্ ও জীবন্মুক্ত কহে। জীব যখন স্বয়ং বাসনা রহিত হইয়া কিছুমাত্র ভবিষ্যতের ভাবনা করে না এবং শিশু ও মূকাদির ন্যায় স্থিরভাবেই অবস্থান করে, তখনই তিনি জাড্য হইতে নির্ম্মুক্ত হন ও এই বিশাল বেদনের আশ্রয় করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয় করেন ও আকাশের নৈর্ম্মল্যের অনুসারে নীলতার বৃদ্ধির ন্যায় তদীয় চিত্তনৈর্ম্মল্যের অনুসরণে আনন্দ বৃদ্ধি হওয়ায় শেষ আনন্দময়ই হন। ৭৯—৮৪। যদিও সমাধিকালে ব্রহ্মস্বারূপ্যরূপ সংবেদন অবশ্যম্ভাবী, তথাপি সেই সংবিদ্‌বিহীন যোগীরা তখন তন্ময় হইয়াই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপে বিলয় পাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের পৃথক্ সংবেদন হয় না। তিনি গমন, অবস্থান, ঘ্রাণ, স্পর্শাদিসমুদয় বাহ্য কার্য্য করিলেও অজড় ও সংবেদনশূন্য থাকিয়া পূর্ণানন্দময় সুখী হন। হে গুণসাগর! প্রাণায়ামাদি কষ্টকর উপায় দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টির সঙ্কোচ করিয়া দুঃখসাগরের পারে গমন কর। যেমন ক্ষুদ্রবীজ হইতে বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া কালে সমস্ত আকাশকেও ব্যাপিয়া থাকে, তদ্বৎ স্বীয় ক্ষুদ্র সঙ্কল্প হইতেই এই মিথ্যাভূত অনন্ত সংবেদ্য উদ্ভূত হইতেছে। যখনই সংবিদ্ বারংবার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় সঙ্কল্পজন্য শরীরকে লাভ করে তখনই ঐ সংবিদ্ এই জন্মসমুদয়ের কারণত্ব প্রাপ্ত হয়। হে রাঘব! এই সংবিদ্ আপনাকে স্বয়ং উৎপাদন করিয়া বারংবার মুগ্ধ করে ও পরে স্বয়ংই অন্তঃস্থিত স্বস্বরূপকে জ্ঞাত হইয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া থাকে। ৮৫—৯০। এই সংবিদ্ যাহাই ভাবনা করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই উপস্থিত হয়, কিন্তু রাগাদি হইতে নির্লিপ্ত থাকায় কিছুতেই স্বস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় না। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কি কিন্নর এ সকল কিছুই নহে, একমাত্র আত্মাই আদিভূতা বিলাসিনী স্বীয় মায়ার সহিত মিলিয়া জগদ্ভাবরূপ নাট্য করিতেছেন। মায়াবী নট যেমন আপনাকে বদ্ধ ও মুক্তের ন্যায় দেখাইয়া থাকে এবং কোষকার কীট যেরূপ আপনি আপনাকে বাঁধিয়া রোদন করে, সেইরূপ আত্মাও আপনাকে কখন বদ্ধ, কখন মুক্ত দেখাইয়া নানাভাবের আবিষ্কার করিতেছে। এই সংবিদ্‌ই সংসাররূপ সাগরসমুদয়ের জলস্বরূপ এবং পূর্ব্বাদি দিঙ্মণ্ডল ও পর্ব্বত প্রভৃতি যে কিছু স্থাবর, সকলই সংবিদের রূপ এবং পৃথিবী, স্বর্গ, বায়ু, আকাশ, নদী এসকল সংবিদ্রূপ জলরাশির তরঙ্গভিন্ন কিছুই নহে। এই জগৎই সংবিদ্, অন্য কিছু কল্পনা নাই, এইপ্রকার সম্যগ্‌জ্ঞান উপস্থিত হইলে সংবিদেরই অদ্বয়ত্ব স্থির হইয়া থাকে। ৯১—৯৬। যখন সংবিদ্ কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, কোনরূপ স্পন্দন বা কম্পন হয় না, কেবল স্বস্বরূপেই অবস্থান করেন, তখনই পৃথগ্‌ভাবে সংবিদের জ্ঞান হয়। হে রাম! সন্মাত্রকে এই সংবিদের বীজস্বরূপে নির্দ্দেশ করে। যেমন তেজ হইতে প্রভার আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ ঐ সন্মাত্র ব্রহ্ম হইতেই সংবিদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ঐ সত্তার দুইটী রূপ,—প্রথমটী নানাকারে অবস্থিত, অপরটী এক অদ্বয়রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। ঘট পট তুমি আমি এই সমুদয়ের ধর্ম্মস্বরূপেই সত্তার নানা আকার এবং বস্তুগতবিভাগ ত্যাগ করিয়া সামান্যধর্ম্মে জগতের অধিষ্ঠানস্বভাবে যাহা অবস্থিত, তাহাই সত্তার একরূপ। সত্তার অর্থাৎ জগদধিষ্ঠানের যেরূপ সুবিমল একরূপ, তাহার কোঁচ নাশ নাই ও তাহাকে কোনপ্রকারে বিস্মৃত হওয়া যায় না। হে রঘুনাথ! তুমি কালসত্তা, পরমাণুসত্তা ও দৃষ্টবস্তুর সত্তা এই প্রকার কল্পিত সত্তাকে

ত্যাগ করিয়া সন্মাত্রপরায়ণ হও। যদি কালসত্তাও কল্পনা বিহীনা হইলে উত্তম সদ্রূপেই অবশিষ্টা থাকে, তথাপি ইহার বাস্তবতা নাই। ৯৭—১০৬। তুমি সত্তাসামান্যরূপ দ্বারা সমস্ত দিক্ ও পদার্থপুঞ্জকে পরিপূর্ণ করতঃ পূর্ণানন্দময় হইয়া অবস্থান কর। হে রঘুবর! সাধারণ সত্তারই যে চরমসীমা, তাহাকেই এই সংসারের কারণ জানিবে। সকলসত্তায় সীমা স্থানে যাহা কল্পনা কর্তৃক বিরহিত হইয়া আছে, সেই অনাদি অনন্তপদের উপাদান নাই। যথায় সত্তার লয় হইয়া থাকে, বিকারের লেশমাত্র থাকে না ও যেস্থানে থাকিলে পুনরায় দুঃখে আপতিত হয় না, সেই স্থানে যে ব্যক্তি অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই পুরুষ বলিয়া থাকে। সেইরূপ সকলকারণেরও কারণ হইলেও তাহার কারণ কিছুই নাই এবং সমুদয় সারবস্তুর সার হইলেও তদপেক্ষা সার আর কিছুই নাই। যেমন সরোবরে তটবর্ত্তী তরুগুল্মাদি প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্বৎ সেই বিশাল চিন্ময়দর্পণে এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুজাতই প্রতিবিম্বিত হইতেছে এবং জিহ্বা হইতেই যেমন সমুদয় বস্তুর স্বাদগ্রহণ হয়, তদ্রূপ সেই আনন্দসাগর চিন্ময় হইতেই সকলভাবের আস্বাদন হইয়া থাকে। ১০৭—১১৪। যেহেতু চিন্ময়পদের সম্পর্কে অস্বাদু বস্তুরও স্বাদুতার অনুভব হয়, সুতরাং সেই অতি নির্ম্মল চিদাকাশের পদসমুদয় স্বাদুজাতীয় আনন্দময় প্রিয় বস্তুর মধ্যে সমধিক আনন্দময় ও প্রিয়তম। সেই আনন্দ হইতে এই অখিল সংসার জন্মাইতেছে, তাহাতে রহিয়াছে, বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে থাকিয়া তাহাতেই বিকৃত হইয়া লয় পাইতেছে। এবং সেই পদসকল গুরু হইতেও গুরুতম, সমুদয় লঘু হইতেও লঘু এবং যাবৎ স্থূল হইতেও স্থূল ও সমুদয় সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। যাবৎ দূরতর পদার্থের অপেক্ষা সমধিক দূরবর্ত্তীও যাবৎ সন্নিহিত বস্তু অপেক্ষা অত্যধিক সন্নিহিত এবং যে কিছু কনিষ্ঠ আছে, সকল অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও যাবৎ জ্যেষ্ঠ হইতেও জ্যেষ্ঠ, উহাই সমস্ত তেজঃপদার্থের মধ্যে সমধিক প্রভাসম্পন্ন ও সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে বিশিষ্ট অন্ধকার, সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিশিষ্ট বস্তু, অধিক কি, যে কিছু বস্তু আছে ও যে কিছু পদার্থ নাই ও যাহা দৃশ্য ও যাহা অদৃশ্য নহে, সে সমুদয়ই সেই চিন্ময়। হে রাম! তুমি সেই পরম পবিত্র চিন্ময়পদে যেরূপ সর্বাধিক যত্ন করিয়া অবস্থান করিতে পার, তাহারই উপায় কর। কারণ সেই চিন্ময় আত্মার সম্যগ্‌জ্ঞান অতিনির্ম্মল ও জরাদিবিহীন, তাহা লাভ করিলে চিত্ত প্রশান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই বিশাল ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছ বলিয়া পুনরাবৃত্তিবিহীন ভবভয়বিরহিত পরমপদের স্বরূপতা লাভ করিতেছ। ১১৫—১২২।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে সমুদয় সংসারের বীজ নির্দ্দেশ করিলেন, ইহার মধ্যে কোন্ উপায়টীর অবলম্বনে শীঘ্র সেই পরমপদ পাওয়া যায়, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! আমি উত্তরোত্তর যে সকল দুঃখের কারণ কহিয়াছি, তাহাদের ক্রমানুসারে প্রয়োগ করিলে, প্রত্যেক উপায়েই শীঘ্র সেই পরমপদ পাওয়া যায়। যদি তুমি চিদ্রূপে সংশোধিত অখণ্ডানন্দময় পদে পৌরুষপ্রযত্নে বলপূর্ব্বক বাসনাকে ত্যাগ করিয়া অবিনাশিনী স্থিতিকে যথার্থরূপে আশ্রয় করিতে পার, তবে সেই মুহূর্ত্তেই সেই সচ্চিদানন্দময় পদ লাভ করিতে পারিবে। কিম্বা যদি জগৎকারণে সামান্য সত্তাবুদ্ধি রাখ, তাহা হইলে, পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক চেষ্টা করিলেই ব্রহ্মপদ পাইতে পার। আর যদি সংবিৎস্বরূপে চিন্তাপরায়ণ হইয়া থাক, তবে তদপেক্ষাও অধিক যত্ন করিতে পারিলেই সেই সর্ব্বোন্নত ধাম লাভ করিতে পারিবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন যে, তুমি যাহা চিন্তা কর এবং যেস্থানে অবস্থান কর, [illegible] কর অথবা যে কিছুই কর, সকল বিষয়েই সেই সংবিদ্ রাখ, কারণ সকলই সংবিদের স্বরূপ। ১—৮। যদি ঐরূপ বাসনাত্যাগে যত্ন করিয়া সফলকাম হইতে পার, তবেই তোমার সমুদয় মনোবেদনারূপ পীড়ার উপশম হইবে। হে রাম! পূর্ব্বোক্ত সমুদয় উপায়ের মধ্যে এই বাসনাত্যাগরূপ উপায় সুমেরুর উন্মূলনের ন্যায় অসাধ্য বলিয়া নিতান্ত বিষম হইয়া থাকে। আর দেখ, যে পর্য্যন্ত মনের লয় না হইবে, তাবৎ বাসনাক্ষয়ের সম্ভব নাই এবং বাসনা যদি ক্ষীণা না হয়, তবে চিত্তের উপশম কিছুতেই সম্ভব হয় না এবং যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ চিত্তশান্তি কিরূপে সম্ভব হয়, অথচ চিত্তের শান্তি না হইলেও তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইতে পারেন না এবং বাসনার নাশ যে পর্য্যন্ত না হইবে, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না অথচ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলেও বাসনার ক্ষয় হয় না; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান, চিত্তনাশ ও বাসনাক্ষয় ইহারা পরস্পরেই পরস্পরের প্রকাশের প্রতি কারণ থাকিয়া অসাধ্য হইয়াই অবস্থান করিতেছে। হে রঘুনাথ! সুতরাং স্বীয় যত্ন ও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ভোগাকাঙ্ক্ষাকে দূরে বর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিনটীকেই অবলম্বন করিবে। যদি এক সময়েই ইহাদিগকে বারংবার অভ্যাস করিতে না পার, তবে শত বৎসরেও তোমার ব্রহ্মপদ লাভ হইবে না জানিবে। ৯—১৬। হে মহামতে! বাসনাক্ষয়, তত্ত্বজ্ঞান ও চিত্তনাশ ইহারা এককালেই বহুবার সেবিত হইলেই ইষ্টফল প্রদান করিয়া থাকে, যদি ইহাদের এক একটীকে আশ্রয় করিয়া বহুকালও অভ্যাস কর, তথাপি ইহারা দুষ্টমন্ত্রের ন্যায় সিদ্ধি প্রদান করিতে পারে না এবং সুবোধ ব্যক্তি যদি ইহাদের একটী মাত্র বহুকাল ধরিয়াও সেবা করেন, তথাপি পরমপদে যাইতে পারেন না। যদি ধীমান্ ব্যক্তি একদাই সমুদয়কে বশে রাখিয়া স্বকার্য্যে উত্থাপিত করেন, তবেই পর্ব্বততট যেরূপ সলিলসম্পাতকে চূর্ণিত করে, তদ্বৎ তিনি সংসারসাগরকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন। হে বৎস! সুতরাং তুমি বাসনাক্ষয় তত্ত্বজ্ঞান ও চিত্তনাশকে একত্রই সমানভাবে সেবা করিবে, তাহা হইলে আর তোমাকে সংসারভাবে লিপ্ত হইতে হইবে না। যেমন মৃণাল খণ্ডিত হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী তন্তুরও ছেদ হয় তদ্রূপ ঐ ত্রিবিধ উপায়ের চির অভ্যাস হইলেই হৃদয়ের অন্যান্য সংসারপোষক গ্রন্থিসমুদয় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। হে রাম! এই সংসারভাব বহুশত জন্মের অভ্যাসে দৃঢ়তা পাইয়াছে, সুতরাং ইহা চিত্তনাশাদি উপায়ত্রয়ে চিরাভ্যাস ব্যতিরেকে কিছুতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ১৭—২৩। হে রামচন্দ্র! তুমি গমন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, নিদ্রা, জাগরণ ও অবস্থান এই সকল কার্য্যের মধ্যে যখন যাহাই করিবে, সকল অবস্থাতেই মুক্তিরূপ পরমকল্যাণলাভের জন্য সতত এই ত্রিবিধ উপায়ের অভ্যাসী হও এবং তত্ত্বজ্ঞেরা বাসনাত্যাগের ন্যায় প্রাণায়ামকেও ব্রহ্মলাভের চতুর্থ উপায় বলিয়াছেন; সুতরাং তাহাকেও

অভ্যাস করিবে। বাসনাত্যাগ হইলে চিত্ত স্বরূপশূন্ত হইয়া থাকে ও প্রাণাদির নিরোধ করিলে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে। যোগী ব্যক্তি গুরূপদিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া প্রাণায়ামাদির সুচির অভ্যাস করিতে থাকিয়া তাহাতেই হিতকর ও পরিমিত পানভোজনাদি করিয়া স্বস্তিকাদি আসনের অনুশীলনে প্রাণের স্পন্দন রোধ করিতে পারেন। সমুদয় বস্তুরই অগ্রে, শেষে ও মধ্যে যে সন্মাত্ররূপ আছে তাহারই নাম যথাভূতার্থ। ঐ প্রকার বস্তুস্বরূপ দর্শন করিতে পারিলে আর বাসনা প্রকাশ পাইতে পারে না। কারণ বস্তুর স্বরূপদর্শন ও সম্যগ্‌জ্ঞান হইলে, জীব অনাসক্ত-ব্যবহারী ও সাংসারিক মনোরথ-বিহীন হইয়া থাকে, তাহাতেই বসনাক্ষয় হয়। ২৪—২৯। যিনি শরীরের নশ্বরতা দর্শন করেন, তাঁহার আশ্রয়ে বাসনা থাকিতে পারে না এবং ঐ বাসনারূপ স্বীয় সঞ্চিত ধনের নাশ দেখিলে চিত্ত কিছুতেই আর প্রকাশ পায় না। যেমন বায়ু নিস্পন্দ হইলে, আকাশে ধূলিসম্পর্ক থাকে না, সেইরূপ প্রাণবায়ুর স্পন্দন না থাকিলে চিত্তও স্পন্দিত হইতে পারে না। কারণ যেমন জগতে ধূলিরাশি হইতেই ধূলি প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রাণস্পন্দ হইতে চিত্তস্পন্দ হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধিমান্ অগ্রে প্রাণস্পন্দের জয়বিষয়ে যত্ন করিবেন অথবা প্রাণায়াম অপেক্ষা একেবারেই চিত্তনিরোধ অভিমত হয়, তাহা হইলে উপবেশন করিতে থাকিয়াই বারংবার একাগ্রভাবে চিত্তকেই আক্রমণ করিবে, তাহাতেও বহুকালে অভিমত পদ লাভ করা যায়। যেমন অঙ্কুশব্যতীত দুষ্ট মত্তহস্তীকে বাধ্য করা যায় না তদ্বৎ এই পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমুদয় ব্যতিরেকে চিত্তকে বশীভূত করা নিতান্ত অসম্ভব। আত্মজ্ঞানপ্রবর্ত্তক শাস্ত্র সাধুসম্পর্ক-বাসনাত্যাগ ও প্রাণায়াম এই যুক্তিচতুষ্টয় চিত্তজয়কার্য্যে প্রমাণীকৃত আছে। ৩০—৩৬। যাহারা এই সকল মনোহর সুসাধ্যযোগ পরিত্যাগ করিয়া হঠযোগ দ্বারা চিত্তের নিরোধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা দীপের সাহায্যব্যতিরেকে অন্ধকার দূরীকরণেচ্ছু-মূঢ়দিগের ন্যায় বৃথা শ্রম করিয়া থাকে মাত্র। যাহারা হঠযোগের আশ্রয়ে চিত্তের জয় করিতে উদ্যোগ করে, সেই মূঢ়েরা উন্মত্ত গজরাজকে মৃণাল সূত্র দ্বারা বাঁধিতেই বাসনা করিয়া থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত সুগম উপায়চতুষ্টয় পরিহার করিয়া চিত্তকে ও তৎসন্নিহিত স্বীয় দেহকে যাহারা স্থির করিতে উদ্যোগী হয়, পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে [illegible]শ্রমকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহারা ভয়ের পর ভয়প্রাপ্ত হয় ও কষ্টের পর কষ্টদশায় উপনীত হইয়া থাকে [illegible] পাপকারী প্রাণীদের ন্যায় তাহাদের কিছুতেই শান্তি হয় না। সর্ব্বদা ভীরুস্বভাব অতিমুগ্ধ মৃগদিগের ন্যায় ফলপল্লবমাত্রভোজী হইয়া পর্ব্বতের প্রতিশৃঙ্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ৩৭—৪১। মৃগী গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন কিছুতে বিশ্বাস রাখিতে পারে না, সেইরূপ তাহাদের কোমলা বুদ্ধিও ভীরুস্বভাবা হওয়ায় কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। পার্ব্বতীয় নদীর সলিলে যে তৃণ পতিত হয়, তাহা যেমন স্রোতোভরে বহুদূরে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ যদি চিত্ত তরঙ্গসঙ্কুলস্থানে প্রবেশ করে, তবে সেই বিষয়ানুসারী মানস সুদূরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহারা সুকর উপায় ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা তীর্থ-বাস ও দেবার্চ্চনাদি নানাক্লেশকর উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া নানা বেদনায় ক্লেশিত থাকিয়া মৃগদিগের ন্যায় বৃথা কালযাপন করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা রাগ প্রভৃতি নানা দুঃখশতে ক্লেশিত হইয়া কখন দৈববশে আত্মস্বরূপ জানিয়া থাকেন অথবা কেহ এরূপেও জানিতে পারেন না, তাঁহারা স্বর্গ, নরক ও কর্ম্মভূমিতে অনবরত যাতায়াত করিতে থাকিয়া পতনোৎপতনশীল কন্দুকের মত ক্রমশঃ মরণাদিনিবন্ধন যাতনাভোগই করিতে থাকেন। সরোবরে যেমন তরঙ্গনিচয় একস্থান হইতে অন্যস্থানে ও অন্যস্থান হইতে অপর স্থানে গতায়াত করে, তদ্বৎ তাঁহারা এখান হইতে নরকে ও নরক হইতে স্বর্গে এবং তথা হইতে পুনরায় এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া বারংবার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। হে রঘুনন্দন! এই সকল কারণে হঠযোগাদিলক্ষণ অসম্যক্‌দর্শনকে ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ-সংবিদের আশ্রয়ে রাগাদিশূন্য হইয়া স্থির হও। যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তিই সুখী, জ্ঞানবানই জীবিত ও যিনি জ্ঞানবান্ তিনিই বলবান্, সুতরাং তুমিও জ্ঞানবান্ হও। হে মহাত্মন্! তুমি দৃশ্যজ্ঞান-রহিত বাসনাশূন্য অনাদি অনুত্তম অদ্বিতীয় সৎ চিৎপদের আশ্রয় কর ও চিত্তকে বাহ্যবিষয়ে নিরোধ করত স্বয়ং কার্য্য করিয়াও অনাসক্তিবশতই কর্তৃতাপদে অধিরূঢ় না হইয়া জীবন্মুক্তের গুণ-সম্পদে সম্পন্ন থাকিয়া স্বহৃদয়মধ্যেই অবস্থান কর। ৪২—৫০।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যে ব্যক্তি বিচারবলে নিজ চিত্তকে মুহূর্ত্তের জন্যও নিগৃহীত করে তাঁহার জন্মের সাফল্য হইয়া থাকে, ঐ বিচারবৃক্ষের কণামাত্র অঙ্কুর যদি হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা অভ্যাসরূপ জলসেক পাইতে থাকিলে, ক্রমশঃ অনন্ত-শাখাসম্পন্ন বিশাল তরুর আকার ধারণ করে; সুতরাং যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সহিত বিচার আসিয়া বদ্ধমূল হয়, তাহাতে পরিপূর্ণ সরোবরে মৎস্যাদির ন্যায়, পূর্ব্বোক্ত শমদমাদি গুণরাশি আশ্রয় করে। যে প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি সম্যক্ বিচারবলে আত্ম-স্বরূপ দর্শন করেন, তাঁহাকে সেই অতিবিশাল অবিদ্যাসামর্থ্য প্রলোভিত করিতে পারে না এবং বিষয়সমুদয় মানসিক তুষ্টি ও মানসিক বেদনা কি কোন প্রকার পীড়া সেই সম্যক্‌দর্শীকে কোনরূপে বিচলিত করিতে পারে না। ১—৫। যাহারা প্রলয়কালীন তীব্র বায়ুবেগে ঘূর্ণমান হয়, সেই বিদ্যুৎসমূহসম্পর্কে পাটল পুষ্করাবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘগণকে কোথায় বালকেরা নিজমুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কোথাও কি মুগ্ধ রমণীরা আকাশমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমাকে সুন্দর নীলোৎপল আশঙ্কায় মণিময় পেটিকামধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে এবং যাহাদের অজস্রস্রাবী মদগন্ধে লোলুপভ্রমরনিচয় শিরোভূষণ চঞ্চল নীলোৎপলের স্থান অধিকার করে, সেই মদমত্ত হস্তীদিগকে কখন কি মুগ্ধ নারীজনের নিশ্বাস অপেক্ষা লঘুতর মশকেরা দলিত করিতে পারে? স্বশক্তিতে নিহত গজের মুক্তাজাল যাহাদের নখবিবরে শোভমান থাকে সেই অতিবিক্রান্ত পশুরাজ সিংহকে কি ক্ষুদ্রপশু হরিণেরা নিধন করিতে পারে? কোথাও তুমি কি দেখিয়াছ যে যাহাদের উৎকট বিষের সামর্থ্যে মহারণ্যও দগ্ধ হয়, সেই ক্ষুধার্ত্ত অজগর-দিগকে ক্ষুদ্র ভেকেরা গিলিতেছে? ৬—১০। যে বীর ব্যক্তি বিবেকবলে চতুর্থ পঞ্চমাদিভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া অনন্তরভূমিকা

লাভের জন্য উদ্যোগ করে; এরূপ বিক্রমশীল জ্ঞানীকে কি কোথায় ইন্দ্রিয়রূপ দস্যুরা আক্রমণ করিতে পারে? যেমন কোমলা ছিন্নলতাকে প্রবল বায়ু হরণ করে, বিচারবুদ্ধিও যদি পরিপক্কা না হয়, তবে তাহাকে অনায়াসে বিষয়শত্রুগণ বশীকৃত করে, কিন্তু পরিপক্ক কণামাত্র বিবেককেও দুষ্টরাগাদিব্যাপার ভাঙ্গিতে পারে না। যেমন কল্পকালীন বায়ুবেগেও যাহা স্থির, সেই বিশাল-পর্ব্বতকে মৃদুবায়ু বিচলিত করিতে পারে না। যে বিচাররূপ কুসুমের বৃক্ষমূলবন্ধকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে নাই বলিয়া চঞ্চল অবস্থানে অবস্থিত; তাহাকে চিন্তাবায়ু অনায়াসেই কম্পিত করিয়া থাকে। গমন, অবস্থান, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি সকল সময়ে, যাহার চিত্ত সদ্রূপের বিচারপরায়ণ না হয়, সে জীবিত থাকিলেও শ্রুতি-বাক্যের অনুসারে মৃত বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং তুমি স্বয়ং জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা অথবা গুরু প্রভৃতি সজ্জনদিগের সহিত "এই জগৎ কি" "ও এই দেহ কি বস্তু, কাহার সহিত সম্পর্কী" এই বিষয়ে নিরন্তর বিচার কর। ১—১৬। তাহা হইলে, অন্ধকারনাশক প্রভাসম্পন্ন দীপ দ্বারা যেমন বস্তুকে সম্পূর্ণ দেখা যায়, তদ্রূপ ভ্রমরূপ অন্ধকারের নাশক বিচার দ্বারাও শীঘ্রই সেই বিমল ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন সূর্য্যদেব প্রভা-বিস্তার করিলে যাবদন্ধকারের ধ্বংস হয়, সেইরূপ তখন সেই ভাস্বর ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, যাবৎ দুঃখেরই একদা ধ্বংস হইয়া থাকে। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন ভূতলে আলোক প্রকাশ হয়, তদ্বৎ জ্ঞানের উদয় হইলেই সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয়বস্তু স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যে শাস্ত্র-বিচারবলে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহা জ্ঞেয় ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অপৃথগ্‌ভাবেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছে। পণ্ডিতেরা বিচার হইতে উৎপন্ন আত্ম-বিজ্ঞানকেই জ্ঞান কহেন, উহার মধ্যেই জলমধ্যে মাধুর্য্যের ন্যায় জ্ঞেয়স্বরূপ অবস্থিত আছে। যেমন সুরাপ ব্যক্তি সদাই মদময় হয়, তদ্রূপ যাহাতে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিয়া থাকেন। পরম-ব্রহ্মকেই অমল জ্ঞেয়স্বরূপ বলিয়া জানিবে, ঐ জ্ঞেয় জ্ঞানসম্পর্ক পাইলে, স্বয়ংই অবিদ্যাপঙ্কবিহীন হওয়ায় প্রকাশ পান। সেই জ্ঞানী পরমানন্দে পরিপ্লুত থাকিয়া কিছুতেই নিমগ্ন হন না ও জীবন্মুক্তাবস্থাই আসক্তিরহিত থাকিয়া সম্রাটের ন্যায় পূর্ণকাম হইয়া অবস্থান করেন। ১৭—২৪। হে রাম! জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পদ্মেতে চন্দ্রের ন্যায়, মনোজ্ঞধ্বনিকারী বীণাবংশাদির মধুর শব্দে উপভুজ্যমানা রমণীর কমনীয় গীতে, বসন্তসমাগমে মদমত্ত-ভ্রমরের গুঞ্জনে, বর্ষাসম্ভূত পুষ্পপ্রকরে, বারিধরের ধীর গর্জ্জনে, নৃত্যকারী ময়ূরদিগের সুমধুর কেকারব-কোলাহলে, শব্দায়মান মেঘখণ্ডে সারসদিগের নিনাদে এবং যে সকল বাদ্য সূচি-শলাকা-করতল প্রভৃতি উপায়ে বাদিত হয়, সেই সমুদয় বিচিত্র বাদ্যের মধুর শব্দে ও অন্যান্য মধুর ও রুক্ষ শব্দে কোন প্রকারেই অনুরাগী হন না। হে রঘুনাথ! সেই অনাসক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বালকদলী-স্তম্ভের মনোজ্ঞপল্লবে বিভূষিত এবং দেব গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধরদিগের রমণীসমূহের অঙ্গরূপিণী লতায় বিজড়িত ও নিজের একান্ত অধীন নন্দনবনবিলাসের ভোগবাসনা করেন না; যেমন হংস মরুভূমির স্পর্শে অভিলাষী হয় না। জ্ঞানী জল, পিণ্ডখর্জ্জুর, কদম্ব, পনস, দ্রাক্ষা, অক্ষোট, বিল্ব, জম্বীর, ও জাতিপ্রভৃতি ফলপুষ্পের পাদপে পরিপূর্ণ বনভূমিতে বাস করিতে ইচ্ছা করেন না ও সেই অনাসক্ত জ্ঞানী মদ্য, মধু, মাধ্বীক আসবপ্রভৃতি মদভূমিতেও দধি, ক্ষীর, ঘৃত, আমিক্ষা, নবনীত প্রভৃতি খাদ্য বস্তুতে অধিক কি, লেহপেয় ষট্ রসমাত্রেও অন্যান্য ফল, মূল শাক ও মাংসাদি কোন বস্তুতেই তৃপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না (রাখেন না)। যেমন কেহ নিজ মাংসের আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক হয় না, তদ্বৎ তিনি যাবৎ পদার্থেই অভিলাষশূন্য হন। তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার স্থানে ও মেরু, মন্দর, কৈলাস, সহ্য, দর্দ্দুর প্রভৃতি পর্ব্বতের মনোরম তটপ্রদেশে এবং অতি লঘু পত্রনিচয়ে সুশোভিত সর্ব্বদা চন্দ্রমণ্ডলে সুস্নিগ্ধ কল্পবৃক্ষের কুঞ্জমধ্যে দিব্যদেহ লাভ করিয়া অবস্থানকেও প্রীতিকর বিবেচনা করেন না। এবং তিনি রত্ন কাঞ্চনময় ও মণিমুক্তাদিতে বিভূষিত সুরম্য ভবনে উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোগণের সহিত পরমানন্দে বিহারকেও তুচ্ছ বোধ করেন। সেই অনাসক্ত পূর্ণাত্মা মানী দ্বেষপৈশুন্যাদিশূন্য জ্ঞানী সকলবিষয়েই মৌনী হইয়া বাসনা ত্যাগ করেন। ২৫—৩৯। সেই জ্ঞানবান্, কুন্দ, মন্দার, কহ্লার, কমল, কুমুদ, উৎপল, পুন্নাগ, কেতকী প্রভৃতি পুষ্পজাতীয় তরুতে ও কদম্ব, চূত, জম্বু, আম্র, কিংশুক, অশোক প্রভৃতি বৃক্ষসমুদয়ে জপ, অতিমুক্ত, সৌবীর, বিল্ব, পাটল প্রভৃতি লতাজাতীয়ে এবং চন্দন, অগুরু, কর্পূর, লাক্ষা, মৃগমদ, কুঙ্কুম, লবঙ্গ, এলা, কক্কোল, তরপ প্রভৃতি সুগন্ধি অঙ্গ-রাগাদিতেও কিছুমাত্র অনুরাগ স্থাপন করেন না। কেবল ব্রাহ্মণ যেমন মদ্যের আমোদ প্রার্থনা করে না, সেইরূপ তিনিও কিছুতেই বিচলিত হন না, প্রিয় অপ্রিয় সকল বস্তুতে সমান বুদ্ধি রাখিয়াই উপেক্ষা করেন। তিনি সমুদ্রের গুরু গম্ভীর শব্দে, প্রতিধ্বনিতে, পর্ব্বতে ও সিংহদিগের ভীষণ গর্জ্জনেও কিছুমাত্র ভীত হন না এবং শত্রুদিগের সংগ্রামবিষয় ভেরী ও পটহের ভীষণ শব্দে ও দৃঢ় ধনুর টঙ্কারেও তাঁহার কিছুমাত্র ভীতি হয় না। ৪০—৪৫। সেই জ্ঞানী, মত্তহস্তীর বৃংহিতে, বেতালব্যাপারে, কি রাক্ষসপিশাচাদির ভয়ঙ্কর নৃত্যেও কিছুমাত্র বিচলিত হন না। অধিক কি, বজ্রপাতের শব্দে, কি পর্ব্বত বিদারণের ভীষণ ধ্বনিতে, ও ঐরাবতের নিনাদেও সেই ধ্যানপরায়ণের কম্পন হয় না এবং তাঁহার দেহ চঞ্চল ক্রকচের (করাতের) ঘর্ষণেও শাণিত খড়্গের আঘাতে ও বজ্রপাতেও সেই জ্ঞানী স্বস্বরূপে অবস্থানলক্ষণ সমাধি হইতে বিচলিত হন না। তিনি উদ্যানবিহারে আনন্দ বা বিষাদ প্রাপ্ত হন না এবং মরুদেশে থাকিয়াও দুঃখিত বা আনন্দিত হন না। তিনি জ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় অসহ্য সন্তাপযুক্ত বালুকাময় মরুভূমিতে কি পুষ্পাকীর্ণ সুকোমল নবতৃণযুক্ত ভূমিতে; তীক্ষ্ণ-ক্ষুর ধারায় কি নবোৎপলের শয্যায়, অত্যুচ্চপর্ব্বতশৃঙ্গে কি গভীর কূপের অন্তস্তলে; সূর্য্য-কিরণে সন্তপ্ত-পাষাণ প্রতিমায় কি কোমলা রমণীতে এইরূপ সম্পদ্ আপদ্ উভয়বিধ প্রিয়াপ্রিয়-ব্যাপারে সমজ্ঞানে বিহার করিয়াই কদাচ কোন বিষয়ে বিষণ্ণ বা আনন্দিত হন না। কেবল চিত্তকে অন্তরভিমুখী করিয়া ভারক্লান্ত ভারবাহীর ন্যায় বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া উদাসীন হইয়াই থাকেন। ৪৬—৫৩। যথায় অবিরত শূলাদি লৌহ-যন্ত্র দ্বারা নারকীদের যাতনা দেওয়া হয় ও কুন্ত তোমর প্রভৃতির অজস্র বর্ষণ হইয়া থাকে, সেই নরকস্থানের সম্পর্কেও তিনি ভীত ও হতাশ বা দুঃখিত হন না, প্রত্যুত সেই ধীরব্যক্তি সমজ্ঞানে মৌনী হইয়া সুস্থচিত্তে ও পর্ব্বতের ন্যায় ধীরভাবে অবস্থান

করেন। তিনি অতি অপথ্য, অপবিত্র, বিষাক্ত অন্ন কি গোময়াদি অপরিষ্কৃত বস্তুসমূহকে পথ্য, পবিত্র ও পরিষ্কৃত অন্নাদির ন্যায় ভক্ষণ করিয়া শীঘ্র জীর্ণ করিয়া থাকেন। সেই অনাসক্ত ভোগী তত্ত্ববিদ্ সদ্যো অনিষ্টকর বলিয়া প্রসিদ্ধ বিষ ও কন্দ প্রভৃতি বস্তু এবং অবশ্য ব্যবহার্য্য সলিল, ইক্ষু, ক্ষীর ও অন্নাদি বস্তুসমুদয় সমজ্ঞানেই ভোজনাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অস্থিচর্ম্মকেশ-সমুদয়, মদিরা ক্ষীর রক্ত পূয় প্রভৃতি অস্পৃশ্য বস্তুর সম্পর্কে নিতান্ত রুক্ষ ও বিবর্ণ হইলেও তাঁহারা দুঃখিত বা আনন্দিত হন না। অধিক কি, তাঁহার স্বজীবনহননে উদ্যত শত্রুকে ও প্রাণদাতা মিত্রকে এক জাতীয় মাধুর্য্যময় নেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি চিরস্থির দেবাদির দেহে ও অতি অস্থির মর্ত্ত্যশরীরে ও প্রিয়াপ্রিয় ভোগ্যবস্তুসমূহয়েও অভিন্ন দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহার কিছুতেই আনন্দ বা গ্লানি হয় না। ৫৪—৬০। হে রাম! সেই সাধু নিজচিত্তের রাগশূন্যতা ও সর্ব্ব-জ্ঞতানিবন্ধন, জগদবস্থানের অনুপাদেয়তা অবধারণ করেন ও সেই কারণে সর্ব্ববিষয়ে আস্থাবিহীন থাকেন বলিয়া সর্ব্ববিধ বেদনা-বিহীনা স্ববুদ্ধি দ্বারাই অন্য কোন ইন্দ্রিয়কে কদাচ বিষয়াভিমুখে যাইতে দেন না। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ নহেন বলিয়াই আত্মাকে অবগত হইতে পারিলেন না এবং সর্ব্বদা শ্রান্তিযুক্ত ও অস্থির, সেই জীবকেই ইন্দ্রিয়বর্গ নীচ আস্বাদন করিতে থাকে। যেমন হরিণগণ পল্লব প্রাপ্তিমাত্রেই আস্বাদন করে, সেইরূপ অজ্ঞ-ব্যক্তি ভবসাগরমধ্যে বাসনারূপ তরঙ্গসম্পর্কে ভাসমান হইয়া, সর্ব্বদা রোরুদ্যমান হইলেও তাহাকে ইন্দ্রিয়রূপ জন্তুগণ গ্রাস করিয়া থাকে, কিন্তু যেমন জলরাশি পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারে না, তদ্বৎ যিনি স্ববুদ্ধিবলে বিচার করিয়া আপনাতেই (ব্রহ্মপদে) বিশ্রাম করেন, সেই আত্মজ্ঞকে লোভাদি-বিকল্পসমুদয় কিছুই বিচলিত করিতে পারে না। কারণ, যাহারা সমুদয় সঙ্কল্পের সীমাপ্রদেশে অবস্থিত পরমপদে বিশ্রাম করেন, সেই আত্ম-স্বরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সুমেরু পর্ব্বতকেও অতি লঘুতৃণের মত বিবেচনা করেন, সুতরাং সামান্যসঙ্গে তাঁহাদের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। সেই আত্মজ্ঞানীরা বিশাল জগৎ ও ক্ষুদ্রতৃণ, বিষ ও অমৃত, ক্ষণকাল ও সহস্র কল্পকাল, এই সমুদয় নিত্য বিভিন্নকেও একভাবে দর্শন করেন। ৬১—৬৭। আর সেই নির্ম্মল প্রজ্ঞাশালী মহাত্মগণ জগৎকে সংবিৎস্বরূপমাত্র বিবেচনা করেন তাহাতে স্বয়ং ও সংবিৎস্বরূপী হওয়ায় নিজান্তরে জগৎকে স্থাপিত করিয়া বিহার করেন ও তাঁহাদের এই অভিপ্রায় যে, জগতে যে কিছু বস্তু, সে সমুদয় সংবিদেরই স্পন্দনমাত্র; সুতরাং ইহাতে হেয় বা উপাদেয় কিছুই নাই। হে রাম! সমস্তই সংবিদ্, তদ্ভিন্ন যাহা ভ্রম, তাহা ত্যাগ কর; সংবিদ্ই যাহার দেহ, সে কি কিছু বাসনা করে বা ত্যাগ করিয়া থাকে? যাহা প্রথমে ছিল না, পরে থাকিবে না, সেই বস্তুকে বর্ত্তমানদশায় কিছুকাল দেখিয়া বস্তুর সত্তাবধারণ সংবিদের নিতান্ত ভ্রম। হে রাম! তুমিও এই বিবেচনা করিয়া সদসদ্বিকল্পরূপিণী বুদ্ধিকে ত্যাগ করতঃ অনাসক্তভাবে সংবিৎস্বরূপী হইয়া সংসারভাবের সীমায় উপস্থিত হও। যে কোন ব্যক্তি দেহ, মন, বুদ্ধি কিংবা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করিতে থাকিয়া বা কোনরূপ কার্য্যকারী না হইয়া যদি সঙ্গবিহীন হন, তবেই তিনি নির্লিপ্ত থাকেন। কারণ আসক্তি-শূন্য মানসে কর্ম্ম করিলেও জীব নির্লিপ্ত হন ও তাঁহার মনো-রাজ্যের সঙ্কল্পাদি বিভ্রম নষ্ট হয় বলিয়া সুখে বা দুঃখে তিনি লিপ্ত হন না এবং সেই রোগী নিজ বুদ্ধিকে আসক্তিশূন্যা রাখিয়া কিংবা সন্দেহ দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম করিয়াও সুখে বা দুঃখে সংশ্লিষ্ট হন না ও তাঁহার চিত্ত সঙ্গবিহীন হয় বলিয়া তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে সকল ব্যবহার করিলেও কিছুই করেন না। তখন তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মেতেই লীন থাকে। সুতরাং চিত্ত অনাসক্ত থাকিলে পুরুষ কিছু কার্য্য করিতে থাকিলেও কিছুই করে না, ইহা বালকেও অনুভব করিয়া থাকে। ৬৮—৭৭। সেই নিঃসঙ্গচেতা জীব দেখিতে থাকিয়াও দেখেন না, শুনিতে থাকিয়াও শ্রবণ করেন না, স্পর্শ করিতে থাকিয়াও স্পর্শ করেন না, ঘ্রাণ করিলেও ঘ্রাণ করেন না, নয়ন উন্মীলন করিতে থাকিয়াও উন্মীলন করেন না ও ইন্দ্রিয়দিগের স্ব স্ব বিষয়ীভূত পদার্থপুঞ্জে ইন্দ্রিয়বলে নিপাতিত হইয়াও স্বয়ং পতিত হন না। এই দর্শনাদিসময়ে অদর্শনাদিব্যাপার কি সাধু, কি মূর্খ, সমুদয় চঞ্চলমতিরাই অনন্য-মনস্ক হইলেই নিজ গৃহে বসিয়াই অনুভব করিয়া থাকে। এই সকল কারণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আসক্তিপূর্ব্বক পদার্থদর্শন হইতেই বন্ধের উৎপত্তি হয় এবং ঐ সঙ্গই সংসারের কারণ। সঙ্গই আশারজ্জুর নিদান, সুতরাং সঙ্গই আপৎসমূহের হেতু। ঐ সঙ্গের পরিত্যাগ করিতে পারিলেই বর্ত্তমান দেহাদির সহিত সম্বন্ধ-নিরত্তিরূপ মুক্তি হয় ও আর জন্মাইতে হয় না, সুতরাং হে রাম! তুমিও বস্তুর সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হও। রাম কহিলেন, হে মুনিবর! আপনি সমুদয় সন্দেহরূপ হিমরাশিকে শরৎকালীন বায়ুরূপী হইয়া দূর করিতেছেন, সুতরাং সঙ্গ কাহাকে বলে, সে বিষয় বর্ণন করিয়া আমার সংশয় দূর করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বৎস! এই সংসারে প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর ক্রমিক সংযোগ হইলে জীবের যে বাসনা আসিয়া আনন্দ ও বিষাদ উৎপাদন করে, সেই বাসনারই নাম সঙ্গ। ৭৮—৮৪। সেই বাসনা যখন জীবন্মুক্তের সন্নিধানে থাকে, তখন তাহাতে আনন্দে বা বিষাদে সংস্পৃষ্টা হয় না ও জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া তাহার পুনরুৎপত্তি দূর করিয়া থাকে। ঐ বাসনাকেই অসঙ্গা কহে এবং ঐ বাসনার আশ্রয়ে যে কিছু কার্য্য করা যায়, সে সমুদয় পুন-র্বন্ধনের কারণ হয় না। কিন্তু যে মূঢ়েরা জীবন্মুক্ত নহে, সেই দীন ব্যক্তিদের বাসনাই সর্ব্বদা বিষাদে ও আনন্দে পূর্ণ থাকে ও বন্ধনের কারণ হয় বলিয়া তাহাকেই বন্ধনীসংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করে। উহাই পুনরুৎপত্তির সম্পাদিকা বলিয়া পণ্ডিতেরা উহারই নাম সঙ্গ বলিয়া থাকেন। কারণ ঐ বাসনার সাহায্যে যে কিছু কার্য্য করা যায়, সে সমুদয় কেবল বন্ধনেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে রাম! তুমি এই প্রকার আত্মারই বিকারসম্ভূত বাসনারূপ-সঙ্গকে ত্যাগ করিয়া যদি অব্যাকুলভাবে অবস্থান কর, তবেই তুমি কার্য্য করিলেও তদ্বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিবে। হে রাম! যদি তুমি আনন্দে বা বিষাদে আক্রান্ত হইয়া পরাধীন না হও, তবেই তোমার রাগ, ভয় ও ক্রোধ দূর হইবে ও তাহাতেই তুমি নিঃসঙ্গ হইতে পারিবে। ৮৫—৯০। হে রঘুনাথ! যদি তুমি দুঃখসম্পর্কে ব্যাকুল ও সুখসমাগমে আনন্দিত না হও, তবেই তুমি আশার দাসত্ব পরিহার করিয়া নিঃসঙ্গ হইতে পারিবে। সমুদয়ব্যবহারে ও সুখ-দুঃখদশায় বিহার করিয়াও যদি ব্রহ্ম-স্বরূপ পরমরমণীকে ত্যাগ না কর, তবে তুমিও অসঙ্গ হইবে। হে রাম! তুমি অসংশ্লিষ্টা অথচ স্থিরা জীবন্মুক্তের অবস্থাকে

অবলম্বন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে রাগশূন্য হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান কর। যেহেতু যিনি জীবন্মুক্ত হন, সেই আর্য্য ইন্দ্রিয়গণরূপ রজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক মান, মদ ও মাৎসর্য্যকে দূর করত সর্ব্বত্র মৌনী ও সুস্থ হইয়া অবস্থান করেন। সেই উন্নতচেতা সমগ্র বস্তুতেই সমজ্ঞান রাখিয়া প্রাকৃতিক স্বীয়বর্ণাশ্রমের উচিত ব্যাপারের ক্রমানুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই করেন না এবং যে কিছু কার্য্য স্বীয় কর্ত্তব্যরূপে আপতিত হয়, সেই সকল কর্ম্মসমূদয়কে অভিনিবেশে ও ফলাকাঙ্ক্ষায়-বিহীনা বুদ্ধি দ্বারা ক্রমিক অনুষ্ঠান করিয়া অন্তরে আপনাতেই স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া থাকেন। তখন সেই প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি যদি বিশিষ্ট আপদ্ বা সম্পদ্ প্রাপ্ত হন, তথাপি যেমন ক্ষীরসমূদ্রের ধবলসলিলরাশি মন্দরাচলে বিক্ষোভিত হইলেও স্বাভাবিক শুক্লতা পরিত্যাগ করে না, তদ্বৎ তিনিও স্বীয় পূর্ব্বোক্ত শমদমাদি স্বভাবকে ত্যাগ করেন না। যদি তিনি সর্ব্বভূমীশ্বর কি কোনপ্রকার বিপদ্গ্রস্ত হন, অথবা সামান্য ভেকাদি-যোনি কি স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রত্ব লাভ করেন, তথাপি কোন অবস্থাতেই তাঁহার আনন্দ বা বিষাদ হয় না, প্রত্যুত উদয়ে ও অস্তকালে একরূপী চন্দ্রমার ন্যায় সমভাবেই অবস্থান করেন। হে রামচন্দ্র! তুমি অগ্রে ক্রোধ ও ভেদ-বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং ফলের অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া ব্যবহারের পালন কর ও আপনাকে উত্তমরূপে বিচার কর, সেই বিচার বলে তুমি পরিণামে তেজস্বিহৃদয় হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য চরম পুরুষার্থ ব্রহ্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে। হে রাম! তুমিও সেই বিচারসম্পর্কে সম্ভূত সমাধির প্রকাশে বিশুদ্ধা বুদ্ধি দ্বারা দুঃখশূন্য আনন্দময় ব্রহ্মপদ অবলম্বন কর, যাহার অবলম্বনে আত্মতত্ত্বদর্শী হইলে আর তোমাকে জন্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না। ৯১—১০১।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।। ৯৩

উপশম-প্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

নির্ব্বাণ-প্রকরণ।

পূর্ব্বভাগ

প্রথম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—উপশম-প্রকরণ তো শুনিলে, এখন নির্ব্বাণ-প্রকরণ শ্রবণ কর, যাহা জানিতে পারিলে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। বাগ্মি-প্রবর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইরূপে উপদেশ দিতে থাকিলে রাজকুমার রামচন্দ্র স্থির হইয়াই রহিলেন, তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি অনন্যমনে কেবল মুনিবরের উপদেশবাক্যই শুনিতে লাগিলেন। কেবল তিনি কেন? সমস্ত সভাসদ্‌ই স্থির ও স্পন্দনরহিত, আজ সকলেরই মন মুনিবচনের মধুর উদারভাবে লীন-গ্রথিত, কাহারও মনের কোন ক্রিয়া নাই, শরীর তো জড়, সে জড়বৎ নিস্পন্দ, দেখিলেই বোধ হয়, ইহা মহারাজ দশরথের সভা নহে, সভার এক খানি চিত্রপটমাত্র। সভাস্থ আত্মদর্শী মুনিবরেরাও আজ বশিষ্ঠদেবের বাক্যার্থ সাদরে মনে মনে বুঝিতেছেন, তাঁহাদেরও মুখে বাক্য নাই, আপনা আপনি বুঝিতে হইতেছে, তাই মধ্যে মধ্যে ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছেন এবং ধীরে ধীরে তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতেছেন। বশিষ্ঠদেবের উপদেশবলে আজ অন্তঃপুরিকাগণও যেন পরমাশ্চর্য্যরূপ পরমাত্মাকে দেখিতে পাইতেছেন। উল্লাসে তাঁহাদের শরীর উৎফুল্ল, রোমাঞ্চিত; ভ্রমরমনোহর-কৃষ্ণতার-চক্ষুঃ বিস্ফারিত, চক্ষে নিমেষ নাই, শরীরে স্পন্দন নাই দেখ, দেখিলে ভাবিবে যেন এক একটী রসভরা সদ্যঃপ্রফুটিত নিবাতনিষ্কম্প জীবন্ত জরুমঞ্জরী বসিয়া রহিয়াছে, আর কে যেন তাহাতে দুটী দুটী ভ্রমর গাঁথিয়া রাখিয়াছে। ১—৫। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, দিবাকর আকাশের এমন এক প্রান্তে ঝুলিয়া পড়িলেন, যেখানে তাঁহার সাধের দিনের শেষ অবস্থা দেখিতে হইল। বশিষ্ঠের উপদেশবাক্য বুঝি সূর্য্যের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাই দেখিতে দেখিতে প্রিয়বস্তুর এমন পর্য্যবসান দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল, সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিলেন তীব্রতা পরিত্যাগ করিলেন, সৌম্যমূর্ত্তি হইলেন, কিছু শান্তি পাইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমীরণ বহিতে লাগিল, তাহারও উগ্রতা কমিয়া আসিল, বশিষ্ঠদেবের উপদেশবাক্য শুনিয়াই যেন সে ধীরমন্থরগতি হইল, তাহারও যেন মৌন ভাব আসিল। মরুত, সুখে শান্তিতে সভামণ্ডপের বিতানপুষ্পাবলি দোলাইতে লাগিল। চারি দিকে মন্দারের মধুর আমোদ ছড়াইতে লাগিল। ভ্রমরগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পমালাসমূহে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এতক্ষণ মহর্ষির উপদেশ-বাক্য শুনিয়া তাহারা যেন সংসারের জ্ঞাতব্য-বিষয়সমূহ জানিতে পারিয়াই সকলে ধ্যানমগ্ন হইল। মুক্তার জালে ঘেরা ঐ যে ক্রীড়া-দীর্ঘিকার জল, সেও যেন আজ মুক্তাপ্রভায় বিমল হইয়া মধুর উপদেশ শুনিবার জন্যই অচঞ্চল। মহর্ষির উপদেশগুণে আজ সকলেই শান্তিপ্রার্থী। ঐ দেখ, দিবাকরের কররাশি অনন্তকাল অপরিমেয় আকাশপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ শান্তিলাভের জন্য গবাক্ষপথ দিয়া সুশীতল গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। ৬—১০। সান্ধ্যসৌরকরে উজ্জ্বল মধুর দেহ লইয়া এই প্রশান্তমূর্ত্তি দিবস মণিমুক্তার শুভ্র আভায় সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া চারিদিকে শান্তির কথা বলিয়া বেড়াইতেছে। রাজগণের হস্ত ও মস্তকস্থিত লীলাপদ্মসকলও তাঁহাদের তাৎকালিক প্রশান্ত মনের মত মহর্ষির সুরসবাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া আনন্দভরে নিমীলনোন্মুখ হইতে লাগিল। বালক, মূর্খ ও পিঞ্জরস্থ ক্রীড়াপক্ষিগণ আহারের জন্য বন্ধুদিগকে ব্যস্ত করিতে লাগিল। তখন কুমুদপুষ্পসকলের রজঃ (পরাগ) ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ ভ্রমরকুলের পক্ষবাতে তিরোহিত হইতে লাগিল। রজঃ অপনীত হইলে রজোবিলসিত অশান্তিও ঘুচিয়া যায়, তাহাদেরও অশান্তি ঘুচিয়া গেল, তাহারাও বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিল সভাস্থ রাজগণ আজ বাহ্য-চৈতন্য বিরহিত, তাই চামরব্যজন স্থগিত হইল সকলেরই দৃষ্টি স্থির,—চক্ষের পল্লবও আজ বিশ্রাম পাইল। সূর্য্যের প্রবলপ্রতাপে সমস্ত অন্ধকার পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া ছিল; সন্ধ্যা হইয়াছে, বিজেতা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, অবসর বুঝিয়া তাহারা ক্ষীণশক্তি সূর্য্যরশ্মিকে আক্রমণ করিল। রবিকর এখন নিরুপায় হইয়া গবাক্ষপথ দিয়া পলাইয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ১১—১৫। এমন সময়ে দিক্‌সমূহ আচ্ছন্ন করিয়া ভেরী, পটহ ও শঙ্খের এক মহান্ শব্দ উত্থিত হইল লোকে জানিল, দিনের আর একভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে। মেঘগর্জ্জনে কেকারবের ন্যায়, সেই মহান্ শব্দে মহর্ষির সে উচ্চকণ্ঠস্বরও অন্তর্হিত হইয়া গেল। ভূমিকম্পের হঠাৎ আবেগে

কম্পিতপল্লব তালবৃক্ষময় বনাবলীর ন্যায় পঞ্জরস্থ পক্ষিশ্রেণী সকম্পিতগাত্র হইয়া পড়িল। বর্ষাকালে মেঘসকল যেমন গর্জ্জন করিতে করিতে উন্নত গিরিশিখরদ্বয়ের মধ্যস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করে, হঠাৎ উত্থিত সেই মহান্ শব্দে বালকেরা তদ্রূপ ভয়ব্যাকুলিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধাত্রীর স্তনযুগলের অন্তরালে মস্তক লুকাইয়া রাখিল। মারুতবেগে ঈষদ্বিচলিত সরিত হইতে যেমন কণা কণা করিয়া জল চারিদিকে উড়িয়া পড়ে, রাজগণের পুষ্পাভরণস্থিত পুষ্পপরাগরঞ্জিত শুভ্র ভ্রমরগণও তদ্বৎ বিকটশব্দে বিচলিত হইয়া চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। ১৬—২০। এইরূপে মহারাজ দশরথের সভাগৃহ সন্ধ্যাসূচক শঙ্খাদিশব্দে বিক্ষোভিত হইয়া পড়িলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ শনৈঃ শনৈঃ শঙ্খাদিধ্বনির প্রশান্তিতে সন্ধ্যা সমাগত বুঝিয়া প্রস্তুত উপদেশবাক্য বন্ধ করিলেন এবং সভামধ্যে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। হে রঘুনন্দন! হে নিষ্পাপ। আমি এতক্ষণ এই যে বাগ্‌জাল বিস্তার করিলাম, তুমি ইহাতে তোমার চিত্তবিহঙ্গকে ধরিয়া হৃদয়পিঞ্জরে পুষিয়া রাখ। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে সার দুগ্ধটুকুই চুষিয়া খায়, হে রাম। তুমিও সেইরূপ আমার দুর্ব্বোধবাক্য হইতে সার সরলভাবটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছ তো? হে সাধুশীল। আমি তোমায় যে পথের উপদেশ করিলাম, তুমি নিজের মার্জ্জিত বুদ্ধিতে পুনঃপুনঃ সন্দর্শন করিয়া সেই পথেই গমন করিও। ২১—২৫ এইপথে এইরূপজ্ঞানে গমন করিলে কদাচ কুপথে যাইতে হইবে না, কোনরূপে অন্যথাচরণ করিলেই পড়িতে হইবে, সে পতন পর্ব্বতগর্ত্তপতিত মহাগজের ন্যায় চিরপতন হইবে। হে রাম! যদি আমার এই উপদেশবাক্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে ধারণা না কর, তবে তোমাকে অন্ধের মত অথবা ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন নিশাকালে দীপালোকবিহীন মনুষ্যের মত গর্ত্তে পড়িয়া ক্লেশ পাইতে হইবে। আমার বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে সমস্ত লোকব্যবহারই, কালনিয়মে যখন যাহা তোমার উপর আসিয়া পড়িবে, সানন্দহৃদয়ে গ্রহণ করিবে। সুখ-দুঃখ শুভ-অশুভ কিছুতেই কণামাত্র আসক্তি রাখিবে না, ইহাই আমার বাক্যের অর্থ এবং ইহাই সকল শাস্ত্রের একমাত্র সিদ্ধান্ত। তুমি ইহা বুঝিয়া উদার হও। মহত্ত্বই উদারতা, সর্ব্বময়ত্বই মহত্ত্ব, আর সর্ব্বময়ত্বই একত্ব, একত্বই অভিন্নতা, সংসার আমি—আমিই সংসার, ইহাই সার—ইহা বুঝিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর কর, নিশ্চিন্ত হও। হে সভ্যগণ! হে মহারাজ! হে রাম! হে লক্ষ্মণ! হে রাজবৃন্দ! দিবস শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন সন্ধ্যা উপস্থিত, এ সময় সকলেরই সায়ংকৃত্য করিতে হইবে, সুতরাং অদ্য এই পর্য্যন্ত রহিল, কল্য প্রভাতে অবশিষ্ট যাহা বলিবার আছে, বলিব। ২৬—৩০। মহর্ষি এই কথা বলিলে সমস্ত সভাসদ্ প্রফুল্লমুখে উঠিয়া পড়িল। চারিদিক্ হইতে বশিষ্ঠদেবের স্তুতিবাদ আরম্ভ হইল, ক্রমে সমস্ত রাজগণ মহারাজ দশরথকে প্রশংসা এবং শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন শ্রীমান্ বশিষ্ঠদেবও তখন দেবগণকে নমস্কার করিয়া বিশ্বামিত্রের সহিত আপন আশ্রমে গমন করিবার জন্য আসন হইতে উত্থিত হইলেন। মুনিবর গমন করিতে লাগিলেন, তখন দশরথ প্রভৃতি রাজগণ এরূপ সারগর্ভ উপদেশদাতার সংসর্গ হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বশিষ্ঠদেব আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যাঁহারা অনুগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবেন না ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু কি করিবেন, তখন ক্রমে সকলে মহর্ষিকে আমন্ত্রণ করিয়া যে যাহার স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। সমাগত নভশ্চরেরা আকাশপথে উত্থিত হইলেন, রাজগণ আপন আপন গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, চারিদিকে একটা কাতরধ্বনি উত্থিত হইল, তাহাতে সে মনোহর আশ্রম কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। বোধ হইল, যেন কোন বিকশিত মনোহর পদ্ম হইতে কি জানি কি কারণে ব্যাকুল হইয়া কতকগুলি ভ্রমর চারিদিকে ছড়িয়া পড়িল, ভ্রমরকুলও কাঁদিল, পদ্মেরও কিছু চঞ্চলতা আবির্ভূত হইল। ৩৫—৩৫। সকলে চলিয়া যাইলে মহারাজ দশরথ মহর্ষির চরণযুগলে ভক্তিভরে পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মহর্ষিগণের সহিত স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বশেষে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ভক্তিপূর্ব্বক গুরুদেবের পদদ্বয় বন্দনা করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপরাপর শ্রোতৃগণও ক্রমে স্বস্বভবনে প্রবেশ করিয়া স্নান করিলেন, দেবব্রাহ্মণকে পূজা করিলেন এবং অতিথিগণকে সমাদরপূর্ব্বক (অভিগমন করিলেন) আগু বাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। পরে বর্ণধর্ম্মক্রমানুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলকে সমান আদর করিয়া ভোজন করাইলেন। সমস্ত দিবস সূর্য্যকে সঙ্গে লইয়া সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন, ক্রমে চন্দ্রদেব উদিত হইলেন রাত্রিও বাড়িতে লাগিল ৩৬—৪০। পৃথিবীস্থ মুনি-ঋষি রাজা রাজপুত্র সকলেই আজ বশিষ্ঠের মুখে সংসারনিস্তারক উপদেশবাক্য শুনিয়া এত তদগতচিত্ত হইয়া আছেন যে, রাজা মহার্হশয্যায়, মুনি তৃণশয়নে ও ঋষি আসনে থাকিয়াও কেবল একমনে সানন্দে তাহাই চিন্তা করিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা শেষপ্রহরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বাহিরে পরিম্লান হইয়া সুখময়দিবসের স্বপ্ন দেখে বলিয়া নিশাকালে পদ্মদলের নিমীলনও যেমন সুখের, তাঁহাদের এ নিদ্রাও বুঝি আনন্দের হইল, তদ্রূপ তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের প্রফুল্লমুখ নিদ্রাবশে ঈষৎ মুদ্রিত হইয়া গেল, বাহিরে কিছু ম্রিয়মাণ হইলেন বটে, কিন্তু অন্তরে তাঁহাদের অতুল আনন্দ। চক্ষু মুদিয়াই স্বপ্নে দেখিলেন "আমিই সব" এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। বশিষ্ঠদেবের উপদেশ এই জ্ঞানেরই জন্য, শাস্ত্রে বলে, স্বপ্নেও উহার উপলব্ধি অনন্ত সৌভাগ্যের ফল। বশিষ্ঠদেবের কৃপায় আজ তাঁহারা এই উৎকৃষ্ট স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন প্রায় সমস্ত রাত্রিই বশিষ্ঠদেবের উপদেশবাক্য একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহার পর অল্পক্ষণের জন্য তাঁহারা ঈষন্নিদ্রিত হইলেন। এই অল্পমাত্র নিদ্রাতেই সেই উৎকৃষ্ট স্বপ্নদেখিতে লাগিলেন,—তাহাতেই তাঁহাদের সকল ভ্রান্তি দূর হইয়া গেল। ৪১—৪৫। এই প্রকারে আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির অন্তঃকরণ বিমল হইয়া আসিল, মন নির্ম্মল হইল, প্রকৃত বিবেকের উদয় হইল। যে নিশায় রামচন্দ্রাদির ব্রহ্মজ্ঞান হইল, কালনিয়মে তাহাও থাকিল না, নিশাকেও যাইতে হইল, দুঃখে তাহার অমন সুন্দর মুখচন্দ্রও মলিন হইয়া গেল। ৪৬—৪৮।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বিবেকোদয়ে বাসনা যেমন ক্ষীণ হইয়া যায়, শর্ব্বরীও তদ্রূপ অরুণোদয়ে ক্ষীণা হইয়া পড়িল। তাহার মুখচন্দ্র নিস্তেজ ম্লান হইয়া পড়িল, সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। এত ক্ষীণা যে দাঁড়াইতে পারে না; কাল-কুশ্রী পদদ্বয়ে আর কিছুই সামর্থ্য রহিল না। কররাশি ছড়াইয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্বাচলে আসিয়া দেখা দিলেন, লোকে পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখিল, উদয়াচলের কত উন্নত উন্নত শৃঙ্গের অন্তরাল দিয়া সূর্য্যদেব কত হস্তেই তাঁহাকে ধরিয়াছেন। তাঁহার সে করাভা পশ্চিমদিকে অস্তাচলেও কিছু দেখা দিয়াছে। পশ্চিমাচলও সে ক্ষীণ আভা মস্তকে ধরিয়া কিছু শোভা পাইতেছে, কিন্তু তাহার সে শোভা মিছে অল্পক্ষণস্থায়ী, এখনই কোথায় মিলিয়া যাইবে। সৌরকর আসিয়া প্রাতঃসমীরণের গায়ে পড়িল; মৃদুল বায়ু সে ক্ষীণতেজেও কাতর হইয়া পড়িল। সে জ্বালা নিবারণ করিতে সর্ব্বাঙ্গে সুশীতল হিমকণা মাখিতে লাগিল, দৌর্ব্বল্যে ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া প্রভাতের ক্ষীণ চন্দ্রের শীতল কোমল জ্যোৎস্নাটুকু নিঙ্গাড়াইয়া খাইতে লাগিল। প্রাতঃ-কাল হইয়াছে দেখিয়া রামলক্ষ্মণাদি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে অনুচর-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বশিষ্ঠদেবের পবিত্র আশ্রমে গমন করি-লেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, মুনিবরও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া রাজসভায় আসিবার জন্য বাহির হইতেছেন। তাঁহারা কত জনে কত অর্ঘ্য দিয়া মহর্ষির পাদবন্দনা করিলেন। রাম-চন্দ্র সপরিজনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কত মুনি, কত ব্রাহ্মণ, কত রাজাই না আসিয়াছেন? সঙ্গে অগণিত হস্তী, অশ্ব, রথ, তাহাতে মহর্ষির সেই প্রশান্ত আশ্রম ক্রমে অগম্য হইয়া উঠিল। ১—৬। অনন্তর মুনিশার্দ্দুল বশিষ্ঠ যথা-সময়ে মহারাজ দশরথের সভাগৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সৈন্য-সামন্তবর্গ পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ওদিকে মহারাজ দশরথও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মহর্ষির প্রত্যুদ্গমন জন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়া মহর্ষির সাক্ষাৎ পাইলেন এবং সাদরে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলে আসিয়া সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। আজ সভাগৃহ নানাবিধ পুষ্পশ্রেণীতে, বিচিত্র বিচিত্র মণিমুক্তাসমূহে অধিকতর শোভা পাইতেছে। পূর্ব্ব হইতেই আসনসমূহ সুরক্ষিত ছিল, আগত ব্যক্তিসমূহ তথায় উপ-বেশন করিলেন। ইত্যবসরে গতদিবসের যাবদীয় ভূচর, খেচর শ্রোতারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিনন্দন করিয়া সকলে নীরব হইলেন। বাতসম্পর্কশূন্য অচঞ্চল পদ্মলতার ন্যায় সভা স্থির হইয়া রহিল। এখন আর সভাগৃহে কোন গোলমাল নাই। ব্রাহ্মণগণ মুনিগণ, ঋষিগণ ও ভূপতিগণ সকলেই পূর্ব্বপূর্ব্বদিন-নির্দ্দিষ্ট যথা-যোগ্য আসনে উপবেশন করিয়াছেন। স্বাগত জিজ্ঞাসাদিও সুসম্পন্ন হইয়াছে। বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিয়া সভার একপ্রান্তে নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়াছে। সভা নিস্তব্ধ, মহর্ষির উপদেশ বাক্য শুনিবার জন্যই যেন গবাক্ষপথে নিঃশব্দে সভাগৃহে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে লাগিল। সকলে দেখিল, পূর্ব্বপূর্ব্ব দিবসাগত পরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আর কাহারও প্রবেশ করিতে বাকি নাই। সমাগত ব্যক্তির একজনও সভায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিতেছে বলিয়া পরস্পরের অঙ্গসংঘর্ষে কোন অস্ত্রভূষণের শব্দই শুনা যাইতেছে না। সভা নিস্তব্ধ, সভাস্থ সকলে তখন শঙ্করসম্মুখে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়, বৃহস্পতিসমীপে কচের ন্যায়, শুক্রাচার্য্যসন্নিধানে প্রহ্লাদের ন্যায়, ভগবান শার্ঙ্গধরের সম্মুখে গরুড়ের ন্যায়, রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবের সন্নিকটে নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। সভা নীরব হইয়াছে দেখিয়া সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দ উৎসুক হইয়াছেন জানিয়া আপনারও অন্তরের অতৃপ্তপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া মহর্ষির মুখপানে মধুর কোমল অথচ ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করি-লেন। ভ্রমরী যেন আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রফুল্লপদ্মের উপর স্থিরভাবে বসিল। ৭—১৫। তখন বাক্যজ্ঞ মহর্ষি বশিষ্ঠ রঘু-নন্দনের হৃদ্গতভাব অবগত হইয়া বাক্যার্থবোদ্ধা রামচন্দ্রকে পূর্ব্বপ্রণালী অনুসারেই বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে রঘুনন্দন গতকল্য যাহা যাহা উপদেশ দিয়াছি, সে সকল মনে রাখিতে পারিয়াছ তো? যাহার তাৎপর্য্য অত্যন্ত কঠিন এবং যাহা জানিতে পারিলে পরমার্থ জানিতে পারা যায়। হে শত্রুনাশন! এখন আবার তোমার সম্যক্‌রূপে জ্ঞানোদয়ের জন্য অপর কথা বলি-তেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর, যাহা শুনিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। হে রাম! এই যে সংসার,—এই যে কালনিয়মে ধারাবাহিক পাঞ্চভৌতিক অবস্থাভেদ, যাহাকে আমরা এই নানা বস্তুময় জগৎ বলিতেছি, অনন্তকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরাই যাহার প্রকৃতি, তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সংসার কি তাহার তত্ত্ব অগ্রে বুঝিতে হয়, বুঝিয়া তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবার অভ্যাস করিতে হয়, সুতরাং হে রাম! তুমিও ইহার তত্ত্ব বুঝিতে ও আসক্তি পরিত্যাগ করিতে যত্নবান্ হও। হে রাম! সুচারুরূপে সংসারের যাথার্থ্য বুঝিতে পারিলে সাংসারিক অজ্ঞান তিরোহিত হয়। অজ্ঞানেই বাসনা আসঙ্গলিপ্সা, জ্ঞানোদয় হইলে তাহাও আপনা আপনি বিলীন হয়, তখন আর দুঃখ শোক থাকে না, তখন চিরশান্তি বিরাজ করিতে থাকে। এই যে জগৎ, ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিয়া দেখিলে ইহার আদি ও অন্ত দুইই দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা এত বিস্তৃত যে, কোন দিকেরই ইয়ত্তা নাই। ইহা অনাদিকাল হইতে এমনভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে, জগৎ ও ব্রহ্ম এ দুই এক। সংসারে যাঁহারই সত্তা,—যাঁহারই বিদ্যমানতা, তাঁহাই সেই ব্রহ্ম, যিনি প্রশান্ত, সাধারণেই যাঁহার সমান সত্তা,—তখন অপর বস্তুর অস্তিত্ব কোথায়? সংসারের এই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া তুমি অহঙ্কার পরিত্যাগ কর, স্বীয় পৃথক্ সত্তা ভুলিয়া যাও। তাহা হইলেই তোমার এশরীর মুক্তশরীর হইবে, ইহাতে আর অজ্ঞান-বিকশিত সুখদুঃখ দেখিতে পাইবে না। তুমি মহান্ বিরাটবপুঃ ব্রহ্মের ন্যায় বিশালকায় হইবে, কর্ম্মফলের তীব্রবেগে আর ঘুরিতে হইবে না বলিয়া একরূপ অবস্থান্তরশূন্য হইবে, সুখদুঃখের জ্ঞান থাকিবে না। অন্তঃকরণ প্রশান্ত হইবে, তুমিই এই সুন্দর প্রশস্ত অচঞ্চল আকাশের মত নির্ম্মল আনন্দময় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইয়া অবস্থিতি করিবে। ১৬—২৫। হে রাম! সংসারে চিত্ত নাই, অবিদ্যা নাই, মন নাই, জীবও নাই, তবে যে চিত্তাদির উপলব্ধি করিতেছ, সে কেবল অজ্ঞানের বিকাশ। জ্ঞান হইলেই জানিতে পারিবে, ইহারা সেই এক ব্রহ্মেরই কল্পনা বা কল্পিত ব্রহ্ম, আর

নহে। এক্ষণে অজ্ঞাননাশেই মুক্তি, ইহা বুঝিবে, কিন্তু বলিয়া রাখি, অজ্ঞানও সহজ নহে,—দেখ, এই যে সংসারিক-সম্পদ্ ভোগ্যবস্তুপরম্পরা, এই যে ইহার ভোগ, এই যে স্মৃতি, এই যে উপভুক্তের দুঃখময় স্মরণ, এই যে বলবতী পাইবার বাসনা, ইহারাও সেই ব্রহ্মের স্থায় অনাদি ও অনন্ত। সংসারে ইহাদের যে বিকাশ তাহা, সমুদ্রের স্থায় সুবিশাল। এই অপার অজ্ঞান বিলসিতকে অতিক্রম করিতে হইলে স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে, সকল প্রাণীতে, তৃণসমূহে, এমন কি শূন্যময় আকাশেও সেই এক ব্রহ্মকেই দেখিতে হইবে, ভাবিতে হইবে,—এ সংসারে, এ বিশালপ্রপঞ্চে তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ভাবিতে হইবে এ সংসারে যাহাকে উপেক্ষা করিতেছি, যাহাকে ঘৃণা করিতেছি, যাহাকে উপাদেয় ভাবিতেছি, যাহাকে বন্ধু বলিতেছি, সম্পদ্ বলিতেছি, শরীর বলিতেছি, সে সমস্তই সেই অনাদ্যনন্ত পরব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু হে রাম। জীবের অজ্ঞান প্রতিফলিত এই সকল ভ্রান্তিপূর্ণ কল্পনা—যতক্ষণ তাহাদের সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাবনা না হয়, আর যতক্ষণ এই জগৎপ্রপঞ্চকে সুন্দর জগৎ-প্রপঞ্চই দেখে আর মোহিত হয়। যতক্ষণ এই পরিদৃশ্যমান শরীরে (রূপে) (অহং ভাব) মমতা যতক্ষণ এই সংসারে আমার বলিয়া মিথ্যা আত্মবোধ, ততক্ষণই জীবের চিত্তাদির ভ্রান্তি। যতক্ষণ চিত্তের উদারতা—মহত্ত্ব না আসিবে, যতক্ষণ তাহার সৎসংসর্গ না ঘটিবে, ততক্ষণ তাহার অজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে না, ততক্ষণ তাহার ক্ষুদ্রত্ব ঘুচিবে না। চিত্তাদিতে পৃথক্ নাই, তবে যে তাহাদের কার্য্য দেখিয়া তাহাদের প্রকাশ দেখি, সে কতক্ষণ,—যতক্ষণ না সম্যক্ জ্ঞানোদয় হয়, আর তাহার বলে যতক্ষণ না এই অলীক সংসারের অলীক ভাবনা কমিয়া যায়। আর দেখ, চিত্তাদি যে কল্পিত তাহা তো বলিয়াছি; তবে ইহাদের কল্পনা ততক্ষণ থাকে, যতক্ষণ জীবের অজ্ঞতা, অজ্ঞতাজন্য সম্যগ্দর্শনপ্রতিবন্ধক অন্ধত্ব, সুতরাং পরবশত্ব আর না বুঝিতে পারিয়া মিথ্যা বিষয়বাসনা ও মূর্খতা আর মোহাচ্ছন্ন করিয়া থাকে। দেখ, রাম। কেবল বিবেকোদয়েই ইহারা বিলীন হয়; কিন্তু বিষগন্ধ পাইলে চকোর যেমন সে বনে প্রবেশ করে না, বিষয়-বিষগন্ধে বিবেকও তদ্রূপ বিষয়ীর অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহে না। ফল কথা,—যাহার মন বিষয়ভোগে উদাসীন, সেই চিরবন্ধনকর বাসনাপাশ কাটিতে পারিয়া নির্ম্মল স্নিগ্ধ সুখে সুখী। হে রাম। কেবল তাহারই ভ্রান্তিময় চিত্তাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেই পুরুষেরই (ভ্রান্তিময় চিত্তের পরিবর্ত্তে) জ্ঞানময় চিত্তের বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি বিষয়বাসনা ও মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া নিরন্তর স্নিগ্ধ সম্যগ্ জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই প্রশান্ত। ২৬—৩৬। এই ভ্রান্তিময় চিত্তের অনুৎপত্তির প্রতি ত্যাগই কারণ, ত্যাগ করিতে জানিতে পারিলেই ভ্রান্তিময় চিত্তের উপলব্ধিই হইবে না। দেখ, যে, এই দেহকে—জগৎপ্রপঞ্চকে কিছু না বলিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারে, যাহার কাছে ইহা যেন একেবারে অপরিচিত; সুতরাং ইহাতে যাহার আস্থার লেশমাত্র নাই এবং যে ইহাকে এতদূরবর্ত্তী দেখে যে, ইহা যেন নাই, ইহার যেন একটা সত্তা নাই, বল দেখি, তাহার এই অজ্ঞানময় চিত্তের উৎপত্তি হইবে কেন? এই যে জীবাদির উপলব্ধি করিতেছ, ইহাও অজ্ঞানবিলসিত। অজ্ঞানের নিবৃত্তি তাহারই হয়,—যে এই সংসারকে ব্রহ্মের এবং ইহার আকারকে ব্রহ্মেরই আকার বলিয়া বুঝিতে পারে; সুতরাং তাঁহার মনে জগতের আর দ্বৈতভাব থাকে না। হে রাম। অজ্ঞান তিরোহিত হইলে, মিথ্যা ভ্রমোৎপাদক স্বভাব বিনষ্ট হইয়া যাইলে, এমন এক তেজোময়ের উদয় হয়, যাহা এই তেজস্বী সূর্য্য অপেক্ষাও তেজস্বী; যাহার প্রখর আলোকে অজ্ঞানান্ধকার ঘুচিয়া যায়, আর এতদিনের অদৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তুপরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই তেজে এই ভ্রান্তিপূর্ণ চিত্ত শুষ্ক-পত্রের স্থায় চিরদিনের জন্য পুড়িয়া ছাই হইয়া পড়ে এবং অনন্ত অগ্নিতে ঘৃতকণার মত কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। এইরূপে চিত্ত যে বিনষ্ট হয়, এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার; চিত্ত না থাকিলে, লোকব্যবহার কিরূপে সম্পন্ন হয়? তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই যে এতক্ষণ ধরিয়া "চিত্ত যায়" "চিত্ত যায়" বলিলাম ইহার অর্থ কি? চিত্ত যায় কিনা, চিত্তের "চিত্ত" এই নামই লোপ পায়। সে "সত্ত্ব" হয়। তাহার নূতন উৎপন্ন জীবের মত "সত্ত্ব" এই নূতন নাম হয়। যাঁহারা বিবেকবলে জীবন্মুক্ত, না মরিয়াও—সংসারের সহিত সম্পর্ক না ছাড়িয়াও যাঁহাদের কাছে সংসার পৃথক্, তাই যাঁহারা মহাত্মা, বিশাল সংসারস্বরূপ ব্রহ্মের স্থায় মহান্, সুতরাং যাঁহারা পরাবরদর্শী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী তাঁহাদেরই চিত্ত সত্ত্বস্বরূপে পরিণত হয়; যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের শরীরগত যে বাসনা তাহা শুধু ব্যবহারিণী নাম মাত্র। তাহাদের সে বাসনা চিত্ত দিয়া সম্পন্ন হয় না, সত্ত্ব দিয়াই সম্পন্ন হয়। কেন না, যাঁহারা এই সংসারের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের চিত্ত থাকে না, তাঁহারা ত নিত্যই সমদর্শী, সুতরাং তাঁহাদের একটা বাসনা নাই, তাঁহারা অনায়াসে সত্ত্ববলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ৩৭—৪৪। যাঁহাদের দ্বৈতবোধ নাই, সংসারে ব্রহ্মেতে যাহাদের সমজ্ঞান, তাঁহাদের বাসনা নাই,—থাকিতেও পারে না। তাঁহারা এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেও একমাত্র সত্ত্বে অবস্থান করেন বলিয়া শান্ত ও সংযতেন্দ্রিয়। তাঁহারা সংসারে সবই করিতেছেন; কিন্তু সর্ব্বদাই সেই পরম জ্যোতিঃ দেখিতেছেন। চিত্ত যখন পরিমার্জ্জিত হইয়া বহ্নির স্থায় জ্বলিতে থাকে, তখন তাঁহার কাছে এই ত্রিজগৎ তো তৃণের স্থায় পুড়িয়া যায়। জ্ঞানী যখন জ্বলন্ত চিত্তের অভ্যন্তরে ইহাকে পুড়াইতে থাকেন, তখন ভ্রান্তিপূর্ণ চিত্তাদি আর চিত্তাদিরূপে থাকিতে পারে না। এখন সত্ত্ব কাহাকে বলি, শ্রবণ কর। যে চিত্তবিবেকোদয়ে নির্ম্মল, সেই চিত্তেরই নাম সত্ত্ব। যখন চিত্ত সত্ত্বরূপে পরিণত হয়, তখন দগ্ধবীজে অঙ্কুরোদ্গমনের স্থায় মোহোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যতদিন অজ্ঞানীর অন্তঃকরণ চিত্ত নামে অভিহিত হইবে, ততদিন তাঁহাকে এ সংসারে পুনঃপুনর্জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আর যাই চিত্ত "সত্ত্ব" হইয়া যাইবে, অমনি মুক্তি হইবে, তবে আর এমন করিয়া ঘুরিতে হইবে না। জ্ঞান—অগ্নি, চিত্ত—তৃণ, এ তৃণকে সে অগ্নি দিয়া এমন করিয়া পোড়াইতে হইবে, যেন তাহার মূল না থাকে। আমার বিত্ত, আমার পুত্র, আমার পরিজন, ইহাই ঈষণা দুরাকাঙ্ক্ষা, এই দুরাকাঙ্ক্ষাই চিত্তের মূল, এই মূল-সহ ইহাকে পোড়াইতে পারিলে, আর কদাচ তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। নতুবা অনুৎপাটিতমূল পত্রচ্ছিন্নতৃণ যেমন দগ্ধ হইলেও আবার অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ইহারও পুনর্বিকাশ অনিবার্য্য। চিত্তের চিত্তরূপ বিকাশেই জগতের বিকাশ; চিত্ত নষ্ট কর, তখন তোমার কাছে আর জগৎ থাকিবে না। ৪৫—৫০। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, চিত্তের বিনাশে

জগতের বিনাশ কেমন করিয়া হয়। দেখ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যিনি ব্রহ্ম তিনিই জগৎ; সুতরাং এই যে জগৎ, ইহা ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নহে। জগৎ ও ব্রহ্ম দুই বস্তু নহে। জ্ঞানময় উজ্জ্বল চিত্ত আর ব্রহ্ম যেমন এক, ইহাও তদ্বৎ অভিন্ন এক বস্তু। আর অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিত্তেই এই ত্রিভুবনের সত্তা। ত্রিজগৎ আর স্বতন্ত্র নাই, যেমন মরিচ, তীক্ষ্ণতাই যাহার উপাদান, তীক্ষ্ণতাই যাহার শরীর, তীক্ষ্ণতার সত্তাই যাহার সত্তা, সেইরূপ চিত্তসত্তাই জগৎসত্তা সংসারে "আছে" "ছিল না" এ দুই মিথ্যা, সুতরাং চিত্ত আর জগৎ এক। অতএব ভাবিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, জগৎ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র উৎপত্তি নাই,—স্বতন্ত্র বিনাশও নাই, এখন বুঝিলে কি? চিত্ত যতক্ষণ, জগৎ ততক্ষণ. চিত্তের বিনাশই—জগতের বিনাশ। যদি "আছে" "ছিল না" এই দুই মিথ্যাই হইল, তবে যে শাস্ত্রে বলে—"আগে কিছুই ছিল না, তার পর সব হইল", ইহার অর্থ কি? আর শাস্ত্রের কথা ছাড়িলেও এই যে আমরা সর্ব্বদা বলিতেছি,—'ইহা নাই' 'ইহা আছে' ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে বুঝিতে হইবে এই যে,—চিত্ত যাহা হইতেই বা যাহাই এই সংসার, তাহা অনন্ত অপরিমেয় আকাশের মত মহান্ অবিচ্ছিন্ন। আমরা অজ্ঞানী, আমরা ভ্রমে পড়িয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতেছি, খণ্ড খণ্ড করিয়া নানাবিধ শব্দে অভিহিত করিতেছি, কত কল্পিত অর্থেই না তাহাকে বুঝিতেছি,—বুঝিতে ও বুঝাইতে কতই না তাহাতে সঙ্কেত করিতেছি। আমাদের জ্ঞান এমনি বাসনা (কল্পনা) ও দুরাকাঙ্ক্ষায় জড়িত যে, ব্রহ্ম ও জগৎ স্বতন্ত্র দেখি। শাস্ত্রেরও উক্তি দ্বৈতবোধমূলক লৌকিক ব্যবহার তো শুধু অজ্ঞানেরই বিলাস,—অতএব বিচারপূর্ব্বক সংশয় পরিত্যাগ করিয়া সদসদ্‌বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। হে রাম। সংসারের যখন এক ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তখন এই তুমিও হস্তপদাদিবিশিষ্ট শরীর বলিয়া যাহাকে ভাবিতেছ, সে তুমিও অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিত্তের বিকার. সুতরাং শুদ্ধ চিন্ময় নহ বলিয়াই মিথ্যা, অতএব যতক্ষণ তোমার ভ্রম থাকিবে, ততক্ষণ তুমি আত্মা, ব্রহ্ম নহ। বৃথা দুঃখ করিও না, সকল জগৎই যখন শুদ্ধচিন্ময় নহে বলিয়া মিথ্যা, তখন তাহার অভাবে তোমার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? যদি এই সংসারকে জ্ঞানময় চিৎস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পার. তবে বিবেচনা কর, তোমার চিত্ত পবিত্র হইয়াছে, সে সত্তারূপে পরিণত হইয়াছে, সদসদ্‌বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় সে অনাদি ও বিনাশশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তখন আর সদসদ্‌বুদ্ধিমূলক মিথ্যা কল্পনা কোথা হইতে আসিবে। ৫১—৫৫। হে রাম। তখন তুমি দেখিবে,—তোমার আত্মা (কিম্বা তুমি) শুদ্ধ চৈতন্যময় হইয়াছে, নিরংশ,—অংশশূন্য এক অদ্বিতীয় হইয়াছে, অনাদ্যনন্ত মহান্ বিরাট বপু হইয়াছে। হে রাম! ইহাই তোমার প্রকৃতরূপ, তুমি তোমার এই প্রকৃতরূপ স্মরণ কর, কদাচ ভুলিও না, আপনার বিরাট্‌রূপ ভুলিয়া আপনাকে পরিমিত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিও না। এক অদ্বিতীয় বিরাটরূপেই সংসারের সত্তা। তুমি তোমার সেই সত্তা বুঝিতে পারিয়া বিরাট্‌বপুঃ হইয়া, আনন্দে পরিমিতসংসারকে অপরিমিত দেখিতে থাক, দেখিবে তুমিই সংসারের রূপ, তুমিই শুধু সেই শান্তিময় ও চৈতন্যময়, তুমিই সেই ব্রহ্ম। হে রাম! তুমি স্বপ্রকাশ স্ফটিকশিলার ন্যায় শুভ্র চিন্ময়, তোমার অন্তর দর্শন কর, দেখিবে, তুমিই এই যে নানাভাবময় মোহবিলসিত নশ্বর সংসার। হে জ্ঞানময়! তুমি ইহা নহ, অথচ তুমিই সকলের শেষ সার। তুমি এমন কি এক বস্তু, যাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। ব্যক্ত করিতে হইলে শুধু এইমাত্র বলিতে পারি, তুমি যাহা, তুমিই তাহা, কিন্তু তাহা বলিয়া তুমি দুর্জ্ঞেয় নহ তুমি ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই। যাহা দেখি, যাহা না দেখি, সবই যখন তুমি, তখন তোমা ভিন্ন অস্তি-নাস্তি ব্যবহার আর কিছুতেই নাই। এই যে বৃক্ষ, লতা, গো, মনুষ্য প্রভৃতি মিথ্যাব্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেতিত পদার্থ, তুমি তাহা নহ, তাহারাও তোমার নহে। হে রাম! ব্রহ্মাতিরিক্ত তুমি কিছুই নহ, তুমিই সেই ব্রহ্ম; অতএব হে চিদ্‌ঘনস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। রাম! তুমি আদ্যন্ত-বিরহিত; তোমার আদি নাই, তোমার অন্ত নাই, যে চিত্ত নির্ম্মল, যাহা নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, যাহার অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারা যায়, তোমার রূপ সেই আকাশবিশাল বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ চিন্ময়। তুমি আকাশের মত নির্ম্মলান্তর। তোমাতে তো দুঃখাদিবিকার নাই, তুমি স্বচ্ছ হও। তোমার স্ফটিকনির্ম্মল অন্তর দেখ, দেখিবে,—এই যে সংসার, ইহা বীজমধ্যস্থিত সূক্ষ্ম পল্লবের মত তোমারই অন্তরে আপনা আপনি বিরাজ করিতেছে, অতএব হে জগন্ময়! তোমার জয় হউক, তোমাকে নমস্কার। ৫৬—৬০।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় সর্গ।

সমুদ্রে কতই না তরঙ্গ উঠে; কিন্তু তাহা তো সেই জলময় জলধির রাশি রাশি জল-ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাম! তদ্রূপ এই অখিল সংসার-বাসনাসম্ভূত কল্পনাময় জগৎপ্রপঞ্চ কল্পনাকুশল চিত্তেই উত্থিত হয়। হে নিষ্পাপ! ভাবিয়া দেখ, তুমিই শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্মই, সেই চিত্ত স্বতন্ত্র কিছুই নহে। হে চিন্ময়! ভাবিয়া দেখিতে পারিলে, সংসারভাবনা ছাড়িতে পারিলে, কেবলমাত্র সেই অদ্বিতীয়ের সত্তাবোধে অপরাপর অলীকপ্রপঞ্চের অস্তিনাস্তিবোধ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিলে, সংসার-জনয়িতা বাসনাদি চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়, তাহাদের নামও আর কোথায় কেহ বলিতে থাকে না। দেখ, চিত্ত হইতেই সংসারচিত্র চঞ্চল হইয়া স্বয়ং পরিস্ফুরিত হইলে, এই জীব, এই বাসনাদি, এসমস্তই অনুভূত বিষয়। বল দেখি, সংসারে কি আর চিত্তকল্পিত বস্তুভিন্ন অপর বস্তু আছে? চিত্তই যদি প্রশান্ত হয়, সমুদ্র যদি একেবারে নিবাত নিষ্কম্প হয়, তবে তরঙ্গ কোথায়? সংসারই তরঙ্গ, প্রশান্তচিত্তে সংসার নাই, প্রশান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, আহা তাহা কি সুন্দর! রাম! তুমিই সেই আকাশের মত সর্ব্বত্র সম ও প্রশান্ত। তুমিই সেই প্রশান্ত অক্ষুব্ধ চিৎসমুদ্র, যাহার মহাতরঙ্গ গম্ভীর, স্থিরীভূত, অত মহত্ত্বে অত নিষ্পন্দতার কি সুন্দর দীপ্তিমান্, ঊর্ম্মির লেশমাত্র নাই। অধিক কি, অনলে উষ্ণতা, অম্বুজে সৌগন্ধ্য, কজ্জলে কৃষ্ণতা, হিমে শুভ্রতা, ইক্ষুতে মাধুর্য্য, তেজে আলোক, চিত্তে অনুভবকারিণী শক্তি, জলে তরঙ্গ যেমন চিরসম্বদ্ধ, চিত্তে ও জগতে তদ্রূপ অভিন্ন—একত্রে গ্রথিত। ১—৬। আমাদের যে অনুভবকারিণী শক্তি তাহা চিত্তেরই। যখন আমি

ছাড়া সংসার নাই, তখন চিত্তের অনুভূত বিষয়ই আবার আমি। এই যে অসংখ্য অগণিত জীব, ইহা তো আমা ভিন্ন আর কেহ নহে। আমিই যদি সমস্ত জীব হইলাম, তবে তাহাদের অনন্ত মনও যাহা, জীবও তো তাহা। সমস্ত ইন্দ্রিয়ে মন গ্রথিত, অতএব মনও যাহা ইন্দ্রিয়ও তাহা, ইন্দ্রিয় লইয়াই দেহ, দেহে ইন্দ্রিয়ে অভিন্ন। আবার দেখ, এই যে জগৎ, ইহা তো শরীররূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, যে দিকেই চক্ষু ফিরাও জগৎ ভিন্ন আর কি দেখিতে পাইবে? অতএব ভাবিয়া দেখ, সংসারে চিত্তই সব, চিত্তের প্রতি লক্ষ্য কর, সবই লক্ষিত হইবে। এই প্রকারেই এই সংসারচক্র চিরদিন ঘূর্ণ্যমান হইয়া আসিতেছে, আবার জ্ঞানচক্ষে দর্শন কর, দেখিবে ইহা ঘুরিতেছে না, ইহা স্থির। চিরদিনই সমান, কখন দ্রুত কখন মন্থর নহে। আত্মজ্ঞান যদি অপরিমিত অবিচ্ছিন্ন অনন্ত হয়, তবে দেখিবে সমস্ত সংসার অখণ্ডিত অবিচ্ছিন্ন চির-সমান,—দেখিবে যেমন আকাশে আকাশ থাকে, তদ্রূপ সংসারে সংসার রহিয়াছে, কেহ কাহার নহে, কিছুতেই কিছু নাই। ৭—১০। চিত্ত নির্লিপ্ত হইলে সমস্ত জগৎই নির্লিপ্ত বলিয়া বোধ হয়, যে যাহা, সে তাহাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নির্লিপ্তচিত্তের চক্ষে শূন্য শূন্যেই থাকে, ব্রহ্ম ব্রহ্মেই বিরাজ করে, সত্য সত্যেই প্রকাশ পায়, আর পূর্ণতাতেই পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। জ্ঞান হইলে জ্ঞানী কি রূপ দেখে না? তাহার কি মনের ক্রিয়া হয় না? সে সবই করে, তাহার সবই হয়, কিন্তু জ্ঞান তাহাকে উপাদেয় বোধ করে না, আপনার বলিয়া গ্রহণ করে না, তাই সে দর্শনাদিতে জ্ঞানের কর্তৃতা নাই। জ্ঞান ভাবে না—ইহা আমারই; সংসারে যাহা উপাদেয়বোধে গ্রহণ করিবে, তাহাই তোমার দুঃখের, কিন্তু আপাত সুখের হইবে। এ সংসারে অনুপাদেয় বোধে বস্তুগ্রহণ বড়ই কঠিন, কিন্তু যদি কেহ তাহা পারে, তবে তাহার সে বিষয়গ্রহণ সুখেরও নহে, দুঃখেরও নহে। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, নানাবস্তুময় সংসারের দর্শন কেমন করিয়া অনুপাদেয় হয়? ইহা বুঝিতে হইলে ব্রহ্ম আর জগতের অস্তিত্ব প্রণালী বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম আর জগৎ একটী বিশাল অনন্তকায় আকাশ, আমরা যেমন দৃশ্যমান এই এক মহাকাশকে খণ্ড খণ্ড বস্তুমধ্যস্থিত দেখিয়া এক দুই বহু বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা নানা নহে,—এক। সেইরূপ সেই বিরাটবপু এক ব্রহ্মকেই নানাভাবে দেখি বলিয়া জগতের উপলব্ধি করি, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। প্রকৃত শুধু সেই এক ব্রহ্ম। তবেই নানাবস্তুময় সংসারকে একরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, ইহা বুঝিলেই জ্ঞানচক্ষে যে নানাবস্তুর দর্শন! তাহা উপাদেয় (আপনার বলিয়া) বোধ হয় না, সুতরাং সে দর্শনাদিতে সুখও থাকে না দুঃখও থাকে না। এইরূপ জ্ঞানী হইতে হইলে অন্তর, আকাশের মত নির্মল করিতে হইবে, বাহিরে আড়ম্বরশূন্য হইয়া সমস্ত লৌকিকাচারই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে। সংসারে হর্ষ আসিবে, ক্রোধ আসিবে, কত কি আসিয়া আঘাত করিবে, কিন্তু এ সমস্ত বিকারেও কাষ্ঠের মত লোষ্টের মত অবিকৃত চৈতন্যবিরহিত হইয়া থাকিতে হইবে। ১১—১৫। সেই সম্যগ্দর্শনে অধিকারী, যে প্রহারোদ্যত অত্যন্ত শত্রুকেও অকৃত্রিম মিত্র বলিয়া দেখিতে পারে। নদীর বেগ আপন মনে বহিয়া যায়, তটে কত না ভাল মন্দ বৃক্ষলতা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু নদীতট তো কাহারও মুখপানে চাহে না, সে জলস্রোতে সকলকেই ভাসাইয়া দেয়, তদ্বৎ যাহার অন্তঃকরণ আপন মনে বহিয়া যায়, যাহার অন্তর সৌহার্দ্দে প্রীত, মাৎসর্য্যে কলুষিত না হইয়া তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করে, সেই মহাত্মার চিত্ত হর্ষামর্ষ দোষে দূষিত হয় না। হে রাম! যদি রাগদ্বেষ এবং রাগদ্বেষজনিত চিত্তবিকারের তত্ত্ব বিচার করিয়া না দেখা হয়, তাহা হইলে রাগদ্বেষশূন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ সাধুরাও অসাধু এবং তাঁহারা সেবিত হইলেও অসেবিত। যাঁহার অহংজ্ঞান নাই, যাঁহার বুদ্ধি কিছুতেই লিপ্ত হয় না, তিনি এই সংসারকে বধ করিলেও হত্যাকারী হন না এবং নিজেও নিহত হন না। এ সংসারে যাহা নাই, আছে বলিয়া তাহার যে জ্ঞান, তাহাই মায়া। হে রাম! নির্মল জ্ঞান হইলে সেই মায়া নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহার আন্তরিক বাসনাসমুদয় তৈলশূন্য প্রদীপের ন্যায় শান্ত নির্ব্বাপিত, তিনিই চিত্রবিনষ্ট নিষ্ক্রিয় শত্রুসমূহের ন্যায় ক্রিয়াশূন্য নির্জীব সংসারকে আপনার অবিকৃত প্রজ্ঞাবলে জয় করিতে সমর্থ হন। যে মহাপুরুষের কাছে এ জাগতিক পদার্থনিচয় অনুপাদেয়, যাঁহার চক্ষে ইহা থাকিলেও সুখের নহে, বিলীন হইলেও দুঃখের নহে, কেবল তাঁহারই দুঃখ নাই, দাহ নাই, সুখ নাই, তিনিই এ সংসারে জীবন্মুক্ত। ১৬—২২।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেখ রাম! এই যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়চয় এবং এই যে জীবগণ ইহারা সেই চিন্ময়কে অতিক্রম করিয়া অন্য কোথায় থাকিতে পারে? এই যে নানাত্ব,—এই যে নানাবস্তুময় সংসার ইহা কি? ইহা সেই বিশালবপুঃ পরমাত্মারই প্রদত্ত—তিনি ভিন্ন অপর কিছুর সত্তা নাই বলিয়াই এ সকল সেই এক—তিনিই, আর কিছুই নহে। দেখ, যেমন নেত্ররোগ জন্মাইলে বা দর্পণে দেখিতে যাইলে একচন্দ্রকে অনেক আকারে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আমরা ভ্রমে পড়িয়া তাঁহাকেই নানাস্বরূপে সংসারে দেখিতেছি। অন্ধকার বিনষ্ট হইলে অন্ধকারজন্য অন্ধতা যেমন ঘুচিয়া যায়, সেইরূপ বিষাবেশের ন্যায় বিষয়-ভোগবাসনা প্রশমিত হইয়া যাইলে অজ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া যায়। নির্মল শরৎসমাগমে যেমন অন্ধকারক্ষয়, তদ্বৎ যে শাস্ত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশময়, তাহা যদি অন্তরের সহিত সুচারুরূপে বিবেচিত করিতে পার, তবে তাহা মন্ত্রশক্তির ন্যায়, তোমার বিষ-তুল্য অবশ্য মৃত্যুদায়ক বিসূচিকার ন্যায়, ভয়ঙ্কর বিষয়তৃষ্ণাকে মন্দ-গতি করিয়া দিবে। হে রাম! যদি অধ্যাত্মশাস্ত্রবলে মূর্খতা ক্ষীণ হইয়া যায়, তবে জানিও চিত্ত নিশ্চয়ই বাসনাদি বন্ধু বান্ধব-সহ ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। দেখ, ইহা স্থির, যদি ঐ আকাশ হইতে অম্বুধরেরা সরিয়া যায়, তবে উহা নিশ্চয়ই নির্ব্বিবাদে নির্মল হইয়া যাইবে। ১—৫। হে নিষ্পাপ! যেমন সূত্র ছিঁড়িয়া যাইলে, মুক্তাহারের সকল মুক্তাদি এক এক করিয়া খসিয়া পড়ে, তদ্রূপ চিত্তের চিত্তনাম তিরোহিত হইলে তাহা হইতে ভ্রান্তি-ময় সমস্ত বাসনাদি এক এক করিয়া বিলীন হইয়া যায়। হে রঘুনাথ! এইরূপ প্রকৃত শাস্ত্রার্থকে যাহারা অন্যথারূপে ভাবনা

করে, তাহাদের চিত্ত নির্ম্মল না হইয়া, এমন এক প্রকার হ্র হইয়া যায়, যাহাতে তাহারা কৃমিকীটযোগ্য পাপের অধিকারী হয়। দেখ, যাহার অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় তাহার কাছে নব প্রস্ফুটিত রক্তোৎপলতুল্য সুন্দর সচঞ্চল দৃষ্টি কিছু নয় বলিয়াই বোধ হয়, সে অমন দৃষ্টি দেখিয়াও স্থির অবিকৃত থাকিতে পারে। যেমন বায়ু একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যাইলে তাব-বিভোর স্বভাবচঞ্চল তামরসও নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া থাকে। রাম। আকাশে যেমন প্রভঞ্জন স্থির থাকে, সেইরূপ তুমি আমার এই উপদেশবাক্য শুনিয়া এই সমস্ত সংসার ছাড়িয়া সেই মহান্ পরম বিভূতবিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছ। হে রঘুনন্দন। পটহ-শব্দে নিদ্রিত নৃপতি যেমন জাগরিত হন, বিবেচনা করি, তুমিও তদ্রূপ আমার এই স্ফুটবাক্যে অজ্ঞান নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছ। ৬—১০। কেনই বা না করিবে? যখন সামান্য মনুষ্যেরই অন্তরে তাহার 'কুলক্রমাগত গুরুদেবের বাক্য জ্ঞান সঞ্চার হইয়া থাকে, তখন অত্যুদারমতি তোমার অন্তরে আমার বাক্যে জ্ঞানোদয় না হইবে কেন? যে আমার বাক্য পরম্পরা অন্তরে উপাদেয়বোধে গ্রহণ করিয়াছ, তাহা তোমার হৃদয়ে অনায়াসে প্রবেশ করিবেই করিবে। দেখ, সৌর-করোত্তপ্ত বিশুষ্ক ভূমিখণ্ডে জল পড়িলেই তাহাতে শুষিয়া যায়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। হে মহানুভব! আমরা চির দিনই রঘুকুলধুরন্ধর তোমাদিগের কুলগুরু, অতএব হে আর্য্য। তুমি আমার এই মঙ্গলময় বাক্য মুক্তাহারের ন্যায় সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিবে। ১১—১৩।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্! আপনার বাক্যার্থ করিয়া আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি আর আমি নই, আমি চিত্ত হইয়া গিয়াছি। হে প্রভো! আমি সংসারে চিত্ত বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমার চক্ষে এই সমীপবর্ত্তী অখিল সংসার তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্ট, অনেক বিড়ম্বনা, অনেক প্রতিবন্ধকের পর, সন্তপ্ত চিরবিশুষ্কধরাতলে মধুরবারিবর্ষণ হইলে যে সুখ, যে প্রীতি, হে ভগবন্! আজ আপনার উপদেশ পাইয়া আমার এই চিরশুষ্ক অন্তর, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিতেছে। এখন আমি শীতলঘন-মোহ-বিবর্জ্জিত হইয়া তাই সুস্থিরদেহে শান্তিসুখ অনুভব করিতেছি। আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইয়াছে, আমি কেবল সুখে অবস্থান করিতেছি। অক্ষুব্ধ অনালোড়িত স্থির প্রসন্নসলিল সরোবরের ন্যায় প্রসন্নতা অনুভব করিতেছি। হে মুনিবর! আমার চক্ষে এখন এই ত্রিভুবন সুপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। বোধ হইতেছে,—যেন ইহাতে এখন নীহারের কণামাত্র নাই, ইহার এত স্ফুটপ্রসন্নতা দেখিয়া ইহার যাথার্থ্য—অনন্ত-ব্রহ্মস্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। আমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, আমার আশাকুহেলিকা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, এখন আমার কোন তৃপ্তিই নাই, আমি এখন বৃত্তাতীত, আমার বিষয়া-সক্তিও নাই, বৈরাগ্যও নাই। আমি এখন নীহারশূন্য ধূলিশূন্য প্রশান্ত পরিস্ফুট জলদের মত শীতল হইয়া রহিয়াছি। ১—৫। আমি এখন আপনা আপনিই অন্তরে সেই আনন্দ অনুভব করিতেছি, যাহার অন্ত নাই, যাহা অসীম। হে প্রভো! যাহার কাছে অমৃতের আস্বাদনও তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এত দিনের পর আজই আমি প্রকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। আজই আমি সুস্থ হইয়াছি, আজিই আমি আনন্দিত হইতে পারিয়াছি। লোকে যে আমায় লোকাভিরাম রামচন্দ্র বলিয়া থাকে, তাহা আমি আজই হইয়াছি; আমার অপার আনন্দ, আমি সেই পর ব্রহ্ম হইয়াছি, আমাকে নমস্কার। আর হে প্রভো! আপনার কৃপায় আমার এই সম্পদ্; অতএব আপনাকে নমস্কার। সূর্য্যোদয়ে রাত্রির অবসান হইলে বালকগণের রাত্রিকালীন প্রেতাদিভীতি যেমন তিরোহিত হয়, আজ আমারও সেইরূপ সমস্ত সংশয়, সেই সমস্ত ভ্রান্তি, একেবারে অস্তগমন করিয়াছে। আজ আমার হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে, বিস্ফারিত হইয়াছে, সমস্ত সন্তাপ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া হিমের ন্যায় শীতল হইয়াছে। শরৎকালে সরোবর যেমন প্রশান্তমূর্ত্তি হয়, আমার মনও তদ্রূপ আজ প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দীপ্তিশালী শুদ্ধচিন্ময় আত্মার অজ্ঞানাদিরূপ কলঙ্ক কোথা হইতে হয়, কেনই বা তাহা হয়, আজ আমার এ সমস্ত সন্দেহ চন্দ্রোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় নির্ম্মূল হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ৬—১০। এখন বুঝিয়াছি এ সংসারে সেই পরমাত্মাই সব এবং তিনিই সর্ব্বত্র সকল সময়েই সমভাবে বিরাজমান থাকেন। বুঝিয়াছি এ সংসারে 'ইহা এই, উহা এই,' এ সমস্ত মিথ্যাকল্পনার অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না। এখন আমি আপনার তত্ত্ব আপনি বুঝিতে পারিয়া যে জ্যোতিস্তে জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছি, তাহার বলে এখন বুঝিতে পারিতেছি, ইতি পূর্ব্বে আমি তৃষ্ণানিগড়নিবদ্ধ হইয়া কি এক অপূর্ব্ব জন্তই না ছিলাম? এখন তাহা মনে করিতেছি। আর পূর্ব্ববর্ত্তী আত্ম-দুর্ব্বুদ্ধি বুঝিয়া আপনা আপনি হাসিতেছি। আজ আপনার বাগমৃতপ্রবাহে স্নান করিয়া এই আমি আমার প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া মনে করিতেছি, এই অখিল সংসারই আমি। শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মলোক চিরজ্যোতির্ম্ময়; কিন্তু যেখানে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই, সে অদ্ভুত স্বতঃ আলোকময় অবাঙ্মনসগোচর প্রদেশ। হে ভগবন্! আজ আপনার কৃপায় এই সংসারে থাকিয়াও আমি সেই বিশাল পুণ্যময় প্রদেশে অবস্থান করিতেছি। যেন দেখিতেছি, এ আলোকময় প্রদেশের কোন স্থানেই সূর্য্য নাই, তাহার পাতালে অতিদূরবর্ত্তী অধোদেশেও সূর্য্যের নাম গন্ধ নাই, ইহা স্বতঃই উজ্জ্বল—স্বতঃই প্রদীপ্ত। ভাবিয়া দেখিলে, এই যে সমুদ্রের ন্যায় বিশাল সংসার, ইহা কিছুই নহে, ইহার সত্তা নাই, ইহার ক্ষমতাও নাই। বুঝিতে পারিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি,—এ বিপুল সংসারে শুধু আমারই সত্তা, আমিই মহান্, আমিই সব, উপাসনা করিতে হইলে আমারই উপাসনা করিতে হইবে, নমস্কার করিতে হইলে আমাকেই নমস্কার করিতে হইবে, এ সংসারে আমিই সমস্ত; অতএব আমাকে নমস্কার। আমি আপনার মহত্ত্বে আপনিই বিভোর হইতেছি। প্রফুল্লপদ্মের বুকের ভিতর যখন মধুকর বসিয়া মধু পান করে, তখন পদ্ম কত না আনন্দ অনুভব করিতে থাকে? তদ্রূপ হে মুনিবর! আজ আপনার সুমধুর উপদেশ বাক্য, আমার হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে সুখে অবস্থান-

করিতেছে, তাই আমি আজ সেই আনন্দ অনুভব করিতেছি, যেখানে শোকের নামমাত্রও থাকিতে পারে না। ১১—১৬।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। তুমি আমার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকিলেও সাধারণের মঙ্গল কামনা করিয়া তোমায় আরও কিছু বলি, তুমি শ্রবণ কর। সংসার ও ব্রহ্মে যাহা বিভিন্নতা—পার্থক্য, তুমি তো তাহা বুঝিতে পারিয়াছ, তথাপি আবার বলিতেছি শ্রবণ কর, তোমার জ্ঞান আরও পরিবর্দ্ধিত হউক। আর যাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ভাল করিয়া বুঝুন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যেন বুঝিতে পারিলাম না ভাবিয়া দুঃখিত থাকেন না। যে অজ্ঞানী এই বিনশ্বর দেহকে (জগৎ প্রপঞ্চকেই) আত্মভাবে দেখে, ইহাই সৎ, ইহাই সার বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাকে তাহার ইন্দ্রিয়গণই প্রবল শত্রু হইয়া ক্রোধসহকারে পরাভব করে। তাহার সামর্থ্য নষ্ট করিয়া তাহাকে আপনাদিগের অধীন করিয়া ফেলে। আর যে জ্ঞানবান্ সংসার অসার বুঝিয়া একমাত্র সেই পরমব্রহ্মকেই সত্য জানিয়া শান্তিসুখ অনুভব করে, প্রশংসনীয়চরিত্র তাহাকে তাহার ইন্দ্রিয়গণ সুহৃদ্‌ভাবে সন্তোষসহকারে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিয়া থাকে। সংসারে থাকিয়াও যাহার ম য় [illegible] বুক বস্তুপরম্পরায় (অনিত্য বলিয়া) দুঃসাধ্যাতীত স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হয় না, সে কেন এই দুঃখপ্রদ শরীরকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবে? ১—৫। দেখ, শরীরের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, আত্মার সহিতও শরীরের কোন সম্পর্ক নাই। আত্মা আর শরীর, সাধারণ চক্ষে আলোক আর অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। দেখ, এই আত্মা অবিকারী, অখিল সংসারের বিকারেও ইনি অবিকৃতই থাকেন, ইনি সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন না। এই নিত্যৈশ্বর্য্যশালী আত্মার বিনাশ নাই, ইঁহার উদয় নাই, ইনি নিত্য বিরাজমান। আর এই শরীর, এ তো প্রস্তর, এ জড়, এ চৈতন্যশূন্য সংসারে আসিয়া দেখিতে পাও শরীরই সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু নিজে তো বিনাশশীল বিলীন হইয়া কোথায় চলিয়া যায়, শেষে ইহার কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় আত্মার; অতএব এ অতি কৃতঘ্ন। এই ক্ষয়শীল তুচ্ছ কৃতঘ্ন শরীরের যাহা হইয়া থাকে, তাহা হউক, ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এ শরীরকে তো চিন্ময় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। ইহা চিন্ময়ও হইতে পারে না। দেখ এই জড় বিনশ্বর শরীর কেমন করিয়া সেই নিত্যাবির্ভূত অবিনশ্বর চিন্ময়ের মধুরোজ্জ্বল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে? মনে করিয়াছি, দেখ না—এই শরীর আর সেই চিন্ময় এ, দুইকে সমকালে ভাবিতে যাইলে চিন্ময়ের ভাবনায় এক জ্ঞানের উদয় হয়, আর শরীরের ভাবনায় এক জড়তার স্মৃতি আসিয়া বুদ্ধিকে জড়রূপে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। যদিও আমরা লৌকিকব্যবহারে দেখিতে পাই, মানসিকদুঃখে শরীর কৃশ হইয়া যায়, শরীরে আঘাত লাগিলেও আন্তরিক এক দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা বলিয়া শরীর ও আত্মা এক নহে। যে শরীর ও আত্মাকে আমরা বিভিন্ন এ সম সমধর্ম্মী বলিয়া বোধ করি, একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারি যে, ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন নহে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তখন কি আর সুখ-দুঃখে সমানধর্ম্মী বলিয়া ইহাদিগকে বুঝিতে পারি? ৬—১০। আত্মা আর শরীর পরস্পর পরস্পরে অসক্ত; সুতরাং উভয়ের মিলন অসম্ভব। দেখ,—সূক্ষ্মধর্ম্মী কখন স্থূলধর্ম্মী হয় না, আর স্থূলধর্ম্মী কখন সূক্ষ্মধর্ম্মী হইতে পারে না। যেমন দিনের উদয়ে রাত্রি থাকে না, রাত্রি আসিলে দিনেরও দর্শন পাওয়া যায় না, সেইরূপ আত্মা ও শরীরের একের অভ্যুদয়ে অপরের সত্তা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। জ্ঞান কখন অজ্ঞান হইয়া যায় না, ছায়া কখন আলো হয় না। যেমন করিয়াই, দেখ, সেই সদ্‌ব্রহ্ম কখন অসৎ হইতে পারে না, আর সর্ব্বত্রগ আত্মা কখনই দেহের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে না। পদ্ম জলে জন্মায় বটে, কিন্তু জলের সহিত ফুটন্ত পদ্মের যেমন কোন সম্পর্ক নাই, তদ্রূপ শরীরের সহিত সাধারণ দর্শনে শরীরাশ্রয়ী আত্মারও কোন সম্বন্ধ নাই। সাধারণদর্শনে দেখিতে পাই, আত্মা যেন শরীরাশ্রয়ী, শরীরে আত্মার যেন বড় মেশামেশি; কিন্তু যেমন আকাশে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্থিত বায়ু আপনি ধূলি মাখিয়া, আপনি বিশুষ্কমূর্ত্তি হইয়াও আকাশকে কখন ধূলিধূসরিত বা শুষ্কমূর্ত্তি করিতে পারে না, সেইরূপ দেহ জরাগ্রস্ত হয়, বিনষ্ট হয়, বিপন্ন হয়, সুখী হয়, দুঃখী হয়, কিন্তু তাহার সে দশাবিপর্য্যয় আত্মার অঙ্গস্পর্শ করিতেও পারে না। সে তাহার সহিত মিশিয়া থাকে, কিন্তু তাহার স্বভাবের সহিত মিশ্রিত হয় না, অতএব হে রাম। তুমি ইহা বুঝিয়া স্বস্থচিত্ত হও। ভাব,—সংসারে আত্মাই সব, তবে আমরা ভ্রমবশতঃ যখন দেহাদি দর্শন করি, তখনই তাহার জন্ম মরণ উপলব্ধি করিয়া থাকি। উহা আর কিছুই নহে, আমরা জলে যেমন তরঙ্গ দেখি এবং তাহার উৎপত্তি বিনাশও দেখি, কিন্তু ভাবিয়া থাকি, উহা কিছুই নহে, জলই সব, তদ্রূপ ব্রহ্মেই দেহাদি দেখি, অতএব বিচারপূর্ব্বক দেখিলে তাহাদের আর স্বতন্ত্র সত্তার উপলব্ধি হয় না, আত্মার সত্তাই তাহাদের সত্তা, এ আত্মসত্তার অনুভব আত্মাই করিয়া থাকেন। যেমন তরঙ্গের আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, জলের সত্তাই তাহার সত্তা, তদ্রূপ যন্ত্রস্বরূপ কৃত্রিম দেহের আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, আত্মার সত্তাই তাহার সত্তা। হে রাম। দর্পণে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব দেখ, দর্পণ নড়াইতে থাক, দেখিবে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে, কিন্তু প্রকৃত সূর্য্য যথাবৎ স্থির আছেন। তদ্রূপ দেহ—দেহীর প্রতিবিম্বস্বরূপ ভ্রান্তিময় শরীর, নড়ে চড়ে, হয় যায়; কিন্তু দেহী— আত্মা অচঞ্চল। এইরূপে সংসারে বস্তুর যাথার্থ্য সুচারুরূপে দর্শন কর, দেখিবে—বস্তু অনিত্য, তাহার তত্ত্ব স্থিরভাবেই রহিয়াছে। সেইরূপ দেহ আর দেহীর প্রকৃততত্ত্ব দেখিতে থাক, দেখিবে—দেহী নিত্য অবিনশ্বর, শুধু অজ্ঞানবিলসিত, দেহই বিনাশ পাইতেছে। ১১—২০। কোন কারণবিশেষে আলোকের প্রচ্ছন্নতাই (অপ্রকাশই) অন্ধকার, আর অন্ধকারের সঙ্কোচই আলোক; সুতরাং সম্যগ্‌-দর্শন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—আলোক আর অন্ধকার পৃথক্ বস্তু নহে, উহাদের আর পৃথক্ সত্তা নাই। উহা এক বস্তু হইলেও যে বস্তুদ্বয় বলিয়া বোধ, আর উহাদের পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবোধ, সে কেবল অসম্যগ্‌দর্শন—অজ্ঞানবিভ্রম। সেই অজ্ঞানে পড়িয়া আমরা যেমন অন্ধকার আর প্রদীপের (আলোকের) অদ্বিতীয় সত্তাকে পৃথক্ পৃথক্ সত্তা বোধ করি, তদ্রূপ এই দেহী আর দেহের যাথার্থ্য সম্যগ্‌রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি না বলিয়া দেহের দশাবিপর্য্যয়

অনুভব করি, আর তাহাতেই আমাদের এই দেহবিষয়ে কতই না অর্জ্জুনবৃক্ষের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য বিশাল মোহ উত্থিত হয়? যাহার বিভ্রমে পড়িয়া আত্মার যাথার্থ্য দুর্ব্বোধ্য হইয়া যায় এবং শুদ্ধ সুনির্ম্মল জ্ঞান চিরদিনের জন্য সমাচ্ছন্নই থাকে। যাহাদের বুদ্ধি এইরূপ মোহবিজড়িত, তাহারা সেই চৈতন্যময়ের আস্বাদসুখে বঞ্চিত বলিয়া জড়, শুধু জড় নহে, একেবারে সাধারণ তৃণাদির ন্যায় চৈতন্যশূন্য। তথাপিও যে তাহাদিগকে নড়িতে চড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চৈতন্যপূর্ব্বক নহে, তাহা কেবল তাহাদের মুখনাসিকাদির স্বাভাবিক ছিদ্রপথে বায়ুসঞ্চালনজন্যই ঘটিয়া থাকে। তাহারা সেই বায়ুর বলে বায়ুভরে শব্দায়মান কীচকাদি-বংশের ন্যায় যেখানে সেখানে নড়িয়া বেড়ায়, শব্দ করে, আপনা আপনি স্পন্দিত হয়। সেই বায়ুবলেই এদিক ওদিক হইতে তৃণ-কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করে ও পরিত্যাগ করিতে পারে। বাস্তবিক তাহাদের সে সব ক্রিয়া চৈতন্যপূর্ব্বক নহে। তাহারা সেই শব্দ, সেই স্পর্শ ও সেই শরীর পাইয়াই আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে। তাহারা জড় হইয়াও আপনাকে তরঙ্গচঞ্চল প্রস্ফুরিতগাত্র বলিয়া মনে করে। তাহাদের সেই বিষয়বাসনা, মদ্যের ন্যায় তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। ২১—২৫। তবে ইহারা কি সেই অবিনাশী চিন্ময়ের অংশভূত নহে? বাস্তব পক্ষে ইহাদেরও অন্তরে সেই পরব্রহ্মের জ্ঞানময়ী সত্তা বিরাজ করিয়া থাকে। তবে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, জলের প্রবাহ হয়, যায় আবার কতই লীলা করিতে থাকে, তদ্রূপ এই অজ্ঞানীরাও হয়, যায়, বিহার করে, কিন্তু ইহারা সেই জলের প্রবাহের ন্যায় অচৈতন্য। কর্ম্মকারের ভস্ত্রা হইতে যেমন শ্বাস প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানীরও শ্বাসসঞ্চালন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সে শ্বাসসঞ্চালন চিচ্ছক্তির অজ্ঞতাবশতঃ প্রাণশূন্য বলিয়া বিবেচিত হয়। জ্যা আস্ফালিত হইলে চেতনাশূন্য ধনুকেরও কত শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। সেইরূপ বায়ুবলেই এই জ্ঞানহীনদিগের তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া থাকি, এ তর্জ্জন-গর্জ্জনে তাহারা কেবল নড়ে চড়ে মাত্র, বস্তুতঃ তাহারা যে অচৈতন্য সেই অচৈতন্যই থাকে। বনজাত বৃক্ষের অনাস্বাদিতরস ফল ভক্ষণ করিলে, যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ মূঢ়ের নিকট হইতে চিদ্‌বোধপরিবর্জ্জিত ফললাভও মরণের জন্যই হইয়া থাকে। সে চিদ্‌বোধশূন্য ফলপ্রাপ্তিতে মূর্খের যে বিশ্রাম, তাহা উত্তপ্ত শিলাফলকে উপবেশনাদির ন্যায় ক্লেশকর। সেই ফল পাইয়াও যে বিশ্রামসুখ অনুভব করে, সে তো জঙ্গলস্থিত স্থাণুর ন্যায় অচৈতন্য, তাহার সহিত সমাগম স্থাণু-সমাগমের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। ২৬—৩০। আকাশে দণ্ডাঘাত যেমন নিষ্ফল, তদ্বৎ মূর্খের প্রতি অনুষ্ঠিত উপকারাদিও ব্যর্থ। আর সেই অধমকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহা কি কর্দ্দমে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় নিষ্ফল হয় না? তাহার সহিত যে আলাপ তাহা অনুপস্থিত কুকুরকে শূন্যে আহ্বান করা মাত্র। অতএব এক অজ্ঞানই নানাবিধ আপদের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শক হয়। দেখ অজ্ঞানীর কি আপদ্‌ই না হয়? অজ্ঞানান্ধ যে মূঢ় ব্যক্তি এই সংসারকে সুদূর প্রবাহিত পথের ন্যায় প্রবাহিত বলিয়া বিবেচনা করে, তজ্জন্যই তাহাকে মধ্যে মধ্যে অলীক দুঃসহ দুঃখ আবার মিথ্যা সুদৃঢ় সুখও অনুভব করিতে হয়। এই আত্মবিগ্রহ শঠদেহকে যে আত্মসংশ্লিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে, সেই শরীরকলত্রাদিতে পরমাত্মবান্ মূঢ়ের দুঃখ কদাচ প্রশমিত হয় না। ৩১—৩৫। যে দুর্ম্মতি এই জাগতিক বস্তুপরম্পরার সম্যগ্‌দর্শনে অন্ধ; সুতরাং যাহার বুদ্ধি কুভাবে পরিপূর্ণ, বল দেখি, কেমন করিয়া তাহার অসদ্‌বোধময়ী মায়া বিনষ্ট হইবে? জাগতিক বস্তু তো বস্তুই নহে, তথাপি যে এই সংসারে সারভূত বস্তু না দেখিয়া অসারভূত বস্তুকে বস্তু বলিয়া দেখে এবং অনবরত তাহাতে আসক্ত হয়, সে কুসুম হইতে তাহার সুগন্ধোৎপত্তির ন্যায় চন্দ্র হইতে অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ উৎপন্ন হইতে দেখে। যেমন পরিষ্কৃত ভূমি হইতে দূর্ব্বাঙ্কুর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ সুখস্পর্শ বৃক্ষ হইতে সে যেন তীক্ষ্ণধার দুঃখস্পর্শ কণ্টক উৎপন্ন হইতে দেখে। সুচারুরূপে কর্ষিত ভূমি হইতে যেমন অনায়াসে সুন্দররূপে ধান্যবৃক্ষসমূহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অজ্ঞানীর অন্তঃকরণে শতদিক্ হইতে শত শত বাসনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা দেহাভ্যন্তরে সেই আশা পোষণ করে বলিয়া অজগরাভ্যন্তর শাল্মলীবৃক্ষের ন্যায় অগম্য এবং তাহাদের মনোমাতঙ্গ সেই বাসনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্বচ্ছন্দ-বিহার করিতে পারে না। ময়ূরী যেমন প্রীতিমনে সমুদিত মেঘের প্রতীক্ষা করে, নরকশ্রীও তদ্বৎ দুষ্কৃতসর্পবেষ্টিত অজ্ঞানকে সানন্দহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। যে অজ্ঞ, যাহার চৈতন্য নাই, তাহার অন্তঃকরণও চৈতন্যশূন্য জড়, এই পরিদৃশ্যমান মৃত্তিকার ন্যায় অসাড়। মাটিতে সমস্তই জন্মায়, এই অচৈতন্য পৃথিবীর বক্ষে জীববিনাশক বিষলতাও জন্মিয়া থাকে। সেও ফুলফলে নব নব পল্লবে কত শোভাদি ধারণ করে। মূর্খে তাহা দেখিয়া মোহিত হয়। মূর্খের হৃদয়ও মৃত্তিকার ন্যায় অসাড়, তাই তাহাতে কোমলপল্লবা বিষলতারূপিণী অঙ্গনা বিলাসময়ী হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। সে লতার অঙ্গনার চঞ্চলনয়নই চঞ্চলভ্রমরী, সে ভ্রমরীর মোহকর বিলাসে তাহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল, তাহাদিগের স্ফুরিত অধরই নবপল্লব, মূর্খে ইহা দেখে, আর মোহিত হইয়া যায়। দেখ, জলময় সমুদ্র ভীষণতরঙ্গে নিয়তই অশান্ত, তাহার দুঃখমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বড়বানলরূপে তাহাকে কতই দুঃখ দিয়া থাকে। সংসারে যে অজ্ঞ, তাহারও সেই দুর্গতি, তাহাকেও তাহার কত জন্মসঞ্চিত অক্ষুণ্ন সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় অত্যুগ্র ক্লেশপরম্পরা-বিভ্রান্ত বিলোড়িত করিয়া থাকে। দেখ, তাহাকেও তাহার ক্লেশরাশি শরীরী হইয়া বড়বানলের ন্যায়, ভীষণমূর্ত্তিতে মরণরূপে সর্ব্বদাই সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। অজ্ঞ মরে, জন্মায়, আবার তাহার বাল্যকাল আইসে, পুনরায় যুবা হয়, আবার সে জরায় আক্রান্ত হয়, আবার মরে, এরূপ পরিবর্ত্তন মূঢ়ের একবার নহে, এইরূপে সে নিয়তই ঘুরিতে থাকে। যেমন কূপোপরিস্থ ঘটীযন্ত্রে রজ্জুবদ্ধ কলস নিয়তই কূপে পড়িতে থাকে, আর উঠিতে থাকে, তদ্রূপ এই জগৎরূপ পুরাতন ঘটীযন্ত্রে সংসাররূপ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া মূঢ়েরও সেই দুর্গতি, সে নিয়তই মরিতে থাকে, আর জন্মাইতে থাকে। যে জগৎ জ্ঞানীর চক্ষে অতি কোমল অতি সুন্দর এবং যাহা গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প জলময়, অতিক্ষুদ্র, অনায়াসে পার হইবার যোগ্য; সেই জগৎই অজ্ঞের পক্ষে অগাধ অনন্ত জলময় এবং একেবারে অপার। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী যেমন পিঞ্জর হইতে এক পদও এদিক্ ওদিক্ যাইতে পারে না এবং দৃষ্টিশক্তিশূন্য অন্ধের দৃষ্টি (চক্ষু) যেমন তাহার চক্ষু কোটরেই অবস্থিতি করে, তাহার বাহিরে আর কোথায়ও যাইতে পারে না, তদ্রূপ মূর্খের বিবেকহীন নামমাত্রে পর্য্যবসিত বুদ্ধিবৃত্তিও উদরভরণ-কার্য্যব্যতীত সংসারসাগরের অপর কোন পারে যাইতে

পারে না, আর কোন কার্য্যই করিতে পারে না। কেননা, যাহারা মূঢ়, তাহারা মুক্ত হইতে পারে না বলিয়া সর্ব্বদাই জন্মমরণাদিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাদের সার্ব্বকালীক জন্ম, চক্র-নেমির ন্যায় সর্ব্বদাই ঘুরিছে, তাহা আবার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত পঙ্কমগ্ন হইয়া ঘূর্ণ্যমান চক্রের ন্যায় এত অপরিষ্কার যে, সহজে পরিষ্কৃত করা যায় না। বাহ্যবস্তুপরম্পরায় আসক্ত বলিয়া সংসারে মূঢ়দিগের সে জন্ম, সে বিকাশ, চিরদিনই অপরিষ্কার মোহসমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাই তাহারা সংসারের তত্ত্ব বুঝিতে একেবারে অসমর্থ। মৃগয়ানুরক্ত ব্যাধ যেমন দূর হইতে শ্যেনাদি পক্ষী ধরিবার জন্য কাননাভ্যন্তরে আমিষপিণ্ড সংরক্ষিত করিয়া থাকে, মূঢ়গণও তদ্বৎ এই সুবিশাল সংসারারণ্যে অহাদের ইন্দ্রিয়গণকে প্রলুব্ধ করিতে আপন আপন দেহ পাতিয়া রাখিয়া দেয়। মনে করে, এইভাবে নিজে মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিলে ইন্দ্রিয়ানন্দদানই বুঝি পরম পুরুষার্থ। বস্তুতঃ তাহারা বুঝে না যে, এ সংসার কি? এই ইন্দ্রিয়গণই বা কি? বুঝে না যে, কি দেখিতেছি, কাহার সেবা করিতেছি? কি লইয়াই বা আনন্দ করিতেছি? এই যে গো-মনুষ্যাদি অসংখ্য জন্তু দেখিতেছি, এই যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিন্ধ্য-হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ দেখিতে পাইতেছি, ইহারা কি? কিয়ৎপরিমাণে মাংস ও মৃত্তিকার পিণ্ডভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাদের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়াই না ইহারা গো, মনুষ্য, পিতা, মাতা আত্মীয় স্বজন বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে? মোহবশতঃই তো এ সংসার বিচিত্রশব্দে বিচিত্রশব্দার্থে অনন্ত অনুরাগকর কল্পিত বস্তুর কল্পনায় আশ্চর্য্যময় কল্পবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাই-তেছে। ৩৬—৫৫। এইরূপ ভ্রমাত্মক কল্পবৃক্ষস্বরূপ জগতের নিজ শরীরাচ্ছাদক পল্লবপরম্পরা যাহা হইতেই—যে কল্পবৃক্ষ হইতেই বহির্ভূত হইয়া থাকে, বহির্ভূত হইয়া তাহাতেই অবস্থিতি করে, সেই স্থানেই বিরাজ করে। সে বৃক্ষ কি মহান্! সে বৃক্ষ কি এত প্রকাণ্ড যে, একাই এক বন, সে বনে শুধু তাহারই পল্লবপরম্পরা ভিন্ন আর কিছুরই থাকিবার স্থান নাই, তাই সেখানে শুধু তাহারই বিলসিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যময় কল্পনা-প্রসূত নানাবিধ ভোগাভিলাষীরাই এই এ বৃক্ষাত্মক সংসার-কাননে বিহঙ্গম; এ বনে তাহারা কতদিকেই না উড়িয়া বেড়াইতেছে? কত স্থানেই না কুলায়াদি নির্ম্মাণ করিতেছে? এই যে পরিদৃশ্যমান নিরন্তর উৎপত্তি, ইহাই এ বনের পত্রচয়, যত কিছু কার্য্য দেখিতেছ, সমস্তই ইহার কোরক, পাপ পুণ্যই ইহার ফল, সম্পত্তিসৌন্দর্য্যাদিই ইহার মঞ্জরী, এই যোষিৎসমূহই ইহার ওষধি, অজ্ঞানচন্দ্রোদয়েই যাহার প্রকাশ পাইয়া থাকে, এ বনে ইহারাই নিরন্তর অনুপম শোভা ধারণ করে। অজ্ঞান-বিলাসেই জন্ম—সংসারের উৎপত্তি,—সংসারের উৎপত্তি জ্ঞানই অজ্ঞান; সুতরাং অজ্ঞানকলাপরিপূর্ণ চন্দ্রেরই মত [illegible] পূর্ণাবয়ব, আবার চন্দ্র যেমন সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকারসমাগমেই উঠিয়া থাকেন, অজ্ঞানও তদ্রূপ বিবেকবিনাশ জন্য ঘোরান্ধকার-ময় সময়েই প্রকাশ পাইয়া থাকে, চন্দ্রের ন্যায় অজ্ঞানেরও অবলম্বনস্থান শূন্য। শুধু ইহাই নহে, নামে নামেও ইহাদের কত সাদৃশ্য, চন্দ্রও যেমন নিশানাথ, অজ্ঞানও যেমন সর্ব্বলোকের [illegible]। হায়! মূর্খ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাই আহার [illegible] এই অজ্ঞানই চন্দ্রদেবের ন্যায় [illegible] হইয়া এ সংসারে বিরাজ করিতে থাকে। ৫৬—৬০। বাসনাই অজ্ঞান চন্দ্রের সুধা, মূঢ়ের আশারূপ চকোর নিরন্তর সে সুধা পান করিয়াই আত্মহারা; তাহার চিত্ত চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় সে কিরণে একেবারে দ্রবীভূত হয়। (এ চন্দ্রের বিমলকিরণে স্নিগ্ধ সুন্দরসর্ব্বাঙ্গ যোষিদ্গণ কি শোভাই না ধারণ করে? কি মোহ দিয়াই না সংসার আচ্ছন্ন করে?) মূঢ় এ চন্দ্রের বিমলকিরণে স্নিগ্ধ সুন্দর-সর্ব্বাঙ্গ রমণী দেখে আর ভাবে, অহো! কি দেখিলাম, এ যে পূর্ণচন্দ্রকরবিধৌত সুন্দর মুগ্ধ অসংখ্য পৌর্ণমাসী রজনী! সুন্দরীরা চলিয়া বেড়ায়, দেখিয়া মূঢ়গণ মনে করে, কত রাজহংসই না বিমলা রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের শরীরস্পর্শও তো রজনীর ন্যায় প্রালেয়শীতল (হিমবৎ শীতল), আহা! শরীরপ্রভা কি মনো-হর, যেন চারিদিকে শত কুমুদিনী ফুটিয়া রহিয়াছে। একি রমণীর লোচন, না—কুসুমগুচ্ছলোভে ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ ভ্রমরমালা। অমন সুন্দর সর্ব্বাঙ্গে ঐ যে রমণীর মস্তকোপরি সংগ্রথিত কেশপাশও যে শশধরের শুভ্র আভায় সুস্থচিত্তমূর্ত্তি কজ্জলা তিমিরের অস্ফুট মনোহরবিকাশ। সুন্দরীর তুঙ্গ পয়োধর দেখে, আর মনে করে, যেন এরূপ বিমলা রজনীতে ইতস্ততঃ মাঝে মাঝে এক এক খানা সাদা মেঘ চলিয়া বেড়াইতেছে। হায়! রঘুনন্দন! ভাবিয়া দেখ, ইহাদের কি মূর্খতা! কি দেখে, কি ভাবে, কিসেই বা আত্মহারা হয়? হে রঘুনন্দন! ইহারা একবার ভাবিয়া দেখে না যে, এ সমস্তই এই অজ্ঞানবৃক্ষের আপাতমাত্র মধুর, দুঃখময় পর্য্যবসান, পরিমিত, ক্ষয়শীল, নানাপ্রকার সংখ্যাতীত ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৬১—৬৯।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

হে রাম! এই যে দেখিতেছ,—সর্ব্বাঙ্গে মণি-মুক্তায় বিভূষিত হইয়া যোষিদ্মণ্ডলী শোভা পাইতেছে, ইহারা আর কিছুই নহে, কেবল অজ্ঞানচন্দ্রোদয়ে উদ্বেলিত কামসাগরের তরঙ্গমালা মাত্র। এই যে ইহাদিগের সুন্দর মুখে কৃষ্ণতারা নয়ন, সহজলজ্জা-বিজড়িত বলিয়া পৃথিবীর আর কিছুই না দেখিয়া আপন আপন গণ্ডস্থলেই চঞ্চলভাবে দোদুল্যমান, মূর্খে যাহা দেখিয়া সুবর্ণ-বিনির্ম্মিত অবিকাশিত কমল-কলিকার উপর সচঞ্চল ভ্রমরমালা শোভা পাইতেছে বলিয়া মনে করে আর মোহিত হয়। ইহা অজ্ঞানবিলসিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই যে বসন্তকালে প্রতি উদ্যানে প্রতি ভূমিভাগে কামিজনের উন্মাদকর মনোহর কুসুমসমূহ মন্মথের সাক্ষাৎ অনুচরবর্গের ন্যায় বিরাজ করে, ইহাও অজ্ঞানভিন্ন কিছুই নহে। কি আশ্চর্য্য! দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যাহার অঙ্গ ক্রব্যাদ্গণ, গৃধ্রগণ, শৃগালগণ ও কুক্কুরগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই নশ্বর মনুষ্যশরীর রমণীগণ আবার চন্দ্র, চন্দন ও পঙ্কজের সহিত উপমিত হইয়া থাকে। রক্ত-মাংসময় বলিয়া পরিণাম যাহার পূতিগন্ধময়, রমণীগণের সেই অসার স্তনসমূহ মূর্খের চক্ষে স্বর্ণকলস, পঙ্কজকলিকা কিম্বা সুন্দর মাতুলঙ্গ ফলতুল্য বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। ১—৫। হায় কি মোহ! রমণীগণের [illegible] আর্ত্তস্বরও দেখিয়া মূর্খগণ মনে করে, কিন্নরগণ ইহাদের কাছে তুচ্ছ, আবার একবার যদি চুম্বন করে, হায়! মনে করে, এ যে [illegible] পীযূষধারা,

এ যে মধু! এ যে মদ্য! অতিতুচ্ছ, পর্ব্বসংবদ্ধ শরতুল্য বক্রাকৃতি-সম্পন্ন বোধিতের ভুজদ্বয় মূঢ় মনুষ্যকবি মহাবাহুলতা শব্দে বর্ণিত করিয়া থাকে। কদলীস্তম্ভসদৃশ বিশালোরুদ্বয় সুন্দরীগণ ঐ যে কুচকলসের ন্যায় নয়নানন্দপ্রীতিকর নিতম্বযুগলে কাঞ্চীদাম দোলাইতেছেন, মূর্খে মনে করে, উহা যেন সাক্ষাৎ মদনদেবের বাসগৃহের লম্বমানমাল্য তোরণশ্রেণী। অহো কি বিচিত্র! মনুষ্য সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছে, লক্ষ্মী আপাতমাত্র মধুরা, যতই ভোগ করিতে থাকিবে, ততই হিংসাবোধি-বিবর্দ্ধিনী, আর তাহার অবসান, এত শীঘ্র ঘটিয়া থাকে যে, নিমেষও বুঝি তাহার কাছে দীর্ঘকাল। একে তো এই, তাহার উপরে আবার হয় তো শতবর্ষ চেষ্টা করিলেও তাহাকে পাওয়া যায় না। সেই অসুলভ এবং ক্ষণসুলভ ঐশ্বর্য্য পাইবার জন্য মানুষ সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে। মানুষের অন্তঃকরণ এই যে কত দুঃখ অনুভব করিতেছে, এই যে মানুষের সুখ শত শত শাখাপ্রশাখা বাহির করিয়া দীর্ঘাবয়বে পরিলক্ষিত হইতেছে, আবার এই যে তাহাদের পরিদৃশ্যমান নানাবিধ কর্ম্মফলের পরিণাম ঐশ্বর্য্যসমূহ শেষে দুঃখাবলম্বী হইতেছে। হে রাম! এ সমস্ত মিথ্যা ভ্রান্তিপূর্ণ। ৬—১০। কেননা, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল পাওয়া যায় বলিয়াই কর্ম্ম মুক্তিপ্রতিবন্ধক; সুতরাং বেদের কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক বাক্যপরম্পরা কাম্যকর্ম্মবিস্তারক বলিয়া নিবিড় কাননের ন্যায় স্বচ্ছন্দগতিপ্রতিরোধক। হে রঘুনন্দন! বেদের সে বাক্য পরম্পরায় যদি নিবিষ্ট চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবোপলব্ধি করা যায়, তবেই দেখিতে পাই, তাহা যেন নিবিড় মেঘের ন্যায় অন্ধকারময় জলাকার লতাচ্ছন্ন নিবিড় কানন, ওষ্ঠদ্বয়-সমাবৃত বলিয়া দন্তাদিসংযোজিত কুৎসিত মুখগহ্বর যেমন সুন্দর দেখায়, সেইরূপ বেদেরও এই বাক্যাংশ উপরে রমণীয় ভিতরে যাইলেই কারাগার নিক্ষিপ্তের ন্যায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। হিম যেমন অন্ধকারাকারে সর্ব্বদা স্বতই পড়িতে থাকে, মূর্খের মোহও তদ্রূপ সর্ব্বদা অনন্তকর্ম্মে প্রবৃত্তিশালী। আপনা আপনিই ইহার উপর শাস্ত্রবাক্য আবার তাহাকে কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছে, সুতরাং সে মোহান্ধের মোহবর্ষাজলে স্ফীতকলেবরা শ্যামসলিলা যমুনার মত অদম্যবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। হে রাম! এইরূপে অজ্ঞানপরিবর্দ্ধিত হইলে, জীব ভোগে আসক্ত হয়, তাই সে কামনাশূন্য হইতে পারে না বলিয়াই নিষ্কামলভ্য মোক্ষ না পাইয়া কর্ম্মফলের আবর্ত্তনে সর্ব্বদা জন্ম-পরিগ্রহ করিতে থাকে। তখন তাহার সে জন্মরূপ বিমলতারস আপাতমধুর নানাবিধ সুখ-সম্পাদনে পুলক হইয়া ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়। সে বিমলতারস তাহাকে এমন নির্দ্দয়রূপে আচ্ছন্ন করে যে, চিরদিনের জন্য তাহার অন্তঃকরণকে কলুষিত করিয়া রাখে, কখন যে তাহার অন্তর সুপ্রসন্ন হইয়া মোহশূন্য হইবে, তাহার সম্ভব পর্য্যন্তও থাকে না। এইরূপে কর্ম্মফলাধীন হইয়া তাহাকে কতই না কষ্ট পাইতে হয়। সে চৈতন্যময় হইয়াও চেতনাবিহীন স্থাবর বৃক্ষাদির মত নীরবে নানাযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। বৃক্ষশরীরে সমুৎপন্ন পত্রাবলীর ন্যায় তাহার অসংখ্য পুত্রপৌত্রস্বজনবন্ধুবান্ধবাদি সমীরবেগতুল্য স্বকর্ম্মফলের বেগে বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় কোথায় চলিয়া যায়। পবনান্দোলনে বৃক্ষের শান্তিসৌন্দর্য্যময় পুষ্পরেণুর ন্যায়, তাহার শত শত স্নিগ্ধকর হৃদয়পিপাসা কর্ম্মফলের আবর্ত্তনে চিরদিনের জন্য বিলীন হয়। তাহার পর সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া বক্ষে নিরানন্দের পাষাণ বাঁধিয়া অশান্তির করালচ্ছায়া দেখিতে দেখিতে আপনাকেও কত আবার না মরিতে হয়। এই সর্ব্বসংহারক কাল সুপক্বফলের ন্যায় অনায়াসভক্ষ্য অনন্ত জগৎকে অনন্তবার গ্রাস করিয়াও তো তৃপ্তি পায় না, তাহার জঠরজ্বালা অতৃপ্তই রহিয়া যায়। ১১—১৫। সংসারে সেই প্রশান্ত ত্রিবিধ তাপশূন্য অচলবৎ স্থির পরব্রহ্মের মধুরোজ্জ্বল দীপ্তিসমাচ্ছন্ন হইয়া এই মূঢ় জীবরূপে পরিণত হয়, ইহাদিগকে দেখিয়া আমার সর্প বলিয়া ভ্রান্তি হয়। বায়ুভোজী সর্পের মত ইহারাও মোহমারুতকে পান করিয়া থাকে। সর্প যেমন মধ্যে মধ্যে আত্মত্বক্ পরিত্যাগ করে, আর নূতনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, ইহারাও তদ্রূপ কালবশে দেহ বিসর্জ্জিত করিয়া আবার নূতন অথচ সেই এক মূর্ত্তিতেই সমুৎপন্ন হয়। সর্পের ন্যায় ইহাদেরও কুটিলগতি। (সোজা পথে যাইতে জানিলে এত দুঃখ পাইতে হইবে কেন?) সর্পের শরীর যেমন বিচিত্ররূপে চিত্রিত, ইহারাও তদ্বৎ বিচিত্র বিচিত্র শরীর পরিগ্রহ করিয়া জগতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। মূঢ়দিগের সর্ব্বকর্ম্মে সুকুশল যৌবন কাল আসিয়া উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্না যামিনীর ন্যায় তাহাদের যৌবন চিরদিনই পিশাচবৎ কুৎসিতাকার ভয়ঙ্কর তেজোনাশক চিন্তায় লীলাক্ষেত্র হইয়া থাকে। কখনও তাহাতে বিবেকচন্দ্রের উদয় হয় না বলিয়া তাহা চিরদিনই ঘোরান্ধকারে আলোকশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে। পরাৎপরের যশো-গান করিতে তাহাদের জিহ্বা থাকিলেও তাহারা তাহা করে না। পদ্মকোটরপ্রান্তবর্ত্তী মৃণালসূত্র যেমন হিমেসমাচ্ছন্ন হইয়া অব্যক্ত থাকে, সেইরূপ তাহাদের সে জিহ্বাও সর্ব্বদা স্ত্রীপুত্রাদির অনুনয় বিনয় করিয়াই সন্তাপে জরজর, স্বশক্তি প্রকাশে অসমর্থ। ইহার উপর আবার গ্রন্থিল কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলীবৃক্ষের ন্যায় দুঃখশোক-বিষম ক্লেশবহুল দারিদ্র্য, সহস্রশাখায় মূঢ়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। যতই অভাব বাড়িতে থাকে, ততই তাহার অমানিশায় অসার ভবশিরা চৈত্যবৃক্ষে পেচকের মত অন্তঃসারশূন্য জ্যোৎ-সাহচিত্তে মায়ান্ধকারে পুলকিত হইয়া লোভ আসিয়া আনন্দ করিতে থাকে। যৌবনোন্মত্ত মূঢ় লোভে পড়িয়া সকল দিক্ হারাইতে থাকে, কিন্তু ক্রমে তাহার সে যৌবনও থাকেনা। মার্জ্জারী যেমন কর্ণ লক্ষ্য করিয়া ইন্দুর ধরে, আর ক্রমে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া খায়। সেই মত জরা আসিয়া প্রথমে তাহার কর্ণসন্নিহিত কপোলদ্বয় আক্রমণ করে, সে জরাবশে লোলকপোল হইলে সময় বুঝিয়া জরা তাহার যৌবনটুকু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। ১৬—২২। একটী একটী করিয়া ফেনকণা উৎপন্ন হইয়া যেমন বৃহৎ ফেনপিণ্ডিকার সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম-ফলের আবর্ত্তনজনিত উন্নত উন্নত পর্ব্বত লইয়া এইরূপে জগৎসৃষ্টি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। হে রাম! এই যে দেখিতে পাইতেছ—এইরূপে এই সৃষ্টি যেন একটী মহাবৃক্ষস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিতে পাইতেছি,—এই জগৎ পঞ্চভূতের ধারাবাহিক অবস্থাভেদের সহিত অভিন্ন সৃষ্টিবস্তুপরম্পরা, ইহার সর্ব্বাবয়ব সমুৎপন্ন পল্লবশ্রেণী এই জগতের যে একটী মিথ্যা অথচ মনোহর সম্ভাবোধ—তাহাই এ বৃক্ষের শ্রীবিবর্দ্ধন সর্ব্বা-বয়ব সংলগ্নকারী, ইহা দেখিতে বড়ই মনোহর, কেননা, ইহার প্রতিস্থানে সেই চৈতন্যময়ের আভাসকাম্যপুষ্পশ্রেণীতে শোভ-মান। ইহাকে ফলহীন বলিয়াও মনে করিতেছ না। দেখিতে পাইতেছ, ইহার চারিদিকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাত্মক ফল স্তূপাকারে

ফলিয়া রহিয়াছে। দেখিতে পাইতেছ,—ত্রিজগৎ যেন একটী মহাগৃহ, সপ্তকুলাচল ইহার মহাস্তম্ভ, চন্দ্র সূর্য্য ইহার গবাক্ষ, এই গগন ইহার চন্দ্রাতপ। এ সংসার যেন একটী বিশাল সরোবর, ইহাতে জীবগণের শরীররূপ পদ্মকোষের অভ্যন্তরে বসিয়া প্রাণরূপ ষট্‌পদেরা সেই চিদ্রূপ মধুপান করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ২৩—২৫। ঐ যে দেখিতেছ, নীলকান্তমণিবিনির্ম্মিত ভূভাগের ন্যায়, সুনীল মনোহর সুবিশাল আকাশমার্গের এক প্রান্তে বসিয়া বিশ্বসুন্দরতনু সূর্য্যদেব দীপিকার ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন। এই যে দেখিতেছ, জীর্ণ পঙ্কিনীর ন্যায় জগদন্তর্গত রাশি রাশি জীব স্বকীয় আশাতন্তুতে সর্ব্বাঙ্গে নিগড়বদ্ধ হইয়া আপন আপন বাসনাশলাকাবিনির্ম্মিত ইন্দ্রিয়পিঞ্জরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই যে দৃশ্যমান সংসারবল্লরী কালপবনবিচালিত হইয়া অনবরত নিজ শরীর হইতে জীবপরম্পরারূপ রাশি রাশি পত্র দেহচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়া স্পন্দিত হইতেছে। এই যে দুরভিমানী কুলশালিগণ পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিধাতৃসৃষ্ট অত্যুগ্র নরকপঙ্কে পতনশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া সংসারে কিয়ৎকালের জন্য আনন্দ অনুভব করিতেছে। শশধরখণ্ড-সংরোধক নীলনীরদমালাই যাহার শৈবাল, সেই এই আকাশমার্গস্থ স্বর্গরূপ সরোবরে ঐ যে সুররূপ সারসগণ ক্রীড়া করিতেছে, এই যে শাস্ত্রানুমোদিত যজ্ঞাদিকর্ম্মরূপ পদ্মলতা নানাবিধ কর্ম্মফলরূপ অলিমালার মলিনাঙ্গী, সুতরাং বাসনাজালে জড়িত হইয়া গর্ব্বভরে ইতস্ততঃ ঈষৎ অঙ্গ দোলাইয়া বৃথা সৌগন্ধ্য ছড়াইতে ছড়াইতে স্ফীতান্তঃকরণে বিকশিত হইতেছে, অনন্তজ্ঞানের কাছে এ সংসার যেন একটী ক্ষুদ্র জলাশয়, সৃষ্টি যেন একটী ক্ষুদ্রকায়া শফরী। সর্ব্বদাই কৃতান্তবশগা ও দীনা, এই সৃষ্টিশফরী এই যে ভবপল্বলে একবারমাত্র আবর্ত্তনে শরীর দর্শন করাইয়াই বৃদ্ধ গৃধ্রের ন্যায় শঠকৃতান্তকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতেছে। এই যে দেখিতেছ, বিশালসৃষ্টির তরঙ্গসমুত্থিত ফেনমালাভঙ্গুর, এই যে ইহার বিচিত্রতা প্রতিদিন বিভিন্ন চন্দ্রলেখার ন্যায় সমুদিত হইতেছে। এই যে দেখিতেছ, কালরূপ কুম্ভকার প্রাণিগণরূপ প্রভূত ক্ষণভঙ্গুর শরাব নির্ম্মাণ করিতেছেন, আর নিরন্তর তাহার চক্র পরিভ্রামিত করিতেছেন, এই যে বিবেচনা করিতেছ, সেই পরব্রহ্মের সাক্ষাতে কত শত অনন্ত কল্পনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এ যুগপরিবর্ত্তনরূপ প্রদীপ্ত বহ্নিশিখায় নিবিড়কাননতুল্য কত অসংখ্য জগৎ না পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। এই যে দেখিতেছ, এই সাংসারিক অবস্থা এইরূপে নিরন্তর সুখদুঃখময় দশা বিপর্য্যাসে ঈদৃশ নিরন্তর ধ্বংসবিকাশে বিপরীত ভাবে বিনিঃসৃত হইতেছে, এই যে অজ্ঞানীর বুদ্ধি নিয়ত—সমাসক্ত হইয়া শৃঙ্খলার ন্যায় প্রবাহাকারে বাসনাপরম্পরায় আবদ্ধ থাকে, কদাচ বিচ্ছিন্ন হয় না। কত যুগ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়, আর তাহার কাছে তাহাদের সেই পরিবর্ত্তন অজ্ঞরূপেই অপরিজ্ঞাত রহিয়া যায়। সে বুদ্ধির উপর বজ্রপাত হইলেও তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে। মূঢ়গণের এই বাসনা, অসুরসম্প্রহারে রণভঙ্গতৎপর হইলেও পলায়নপর শত্রুগণের সংরক্ষণশীল দানবগণকর্ত্তৃক সম্পূজিত দেবরাজ ইন্দ্রের শরীরের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যকে বহন করিতেছে। এই কাল মহাসর্পের মত পড়িয়া রহিয়াছে, বাত্যার ন্যায়, নিয়তির প্রবলবেগে ধূলিশ্রেণীর ন্যায়, এই অসার সৃষ্টিপরম্পরা তাহার মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। এই যে জলে বড়বামুখের ন্যায় ভয়ঙ্কর পদার্থসমূহে নিরত ধ্বংস বিরাজ করিতেছে। এই যে তাহার মুখাভ্যন্তরে ফেনপুঞ্জের ন্যায় বিশাল বস্তুনিচয়ের পরিণাম অবিরত পড়িতেছে, এই যে দেখিতেছ, অকস্মাৎ সমুদ্ভূত সত্তামাত্রস্বরূপ বিচিত্র দ্রব্যশক্তিসমূহ চঞ্চল জলের চঞ্চল সৌন্দর্য্যের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে। এই যে উদ্রিক্ত সিংহের ন্যায় উদ্রিক্ত কৃতান্ত, সৃষ্টপ্রাণিগণরূপ মুক্তাচয়ে পরিপূর্ণশির বৃহদাকার ও অসংখ্য মত্তগজের ন্যায় জগৎকে ভক্ষণ করিতেছে। এই যে এই জগৎরূপ বিহঙ্গনিচয় হিমবতাদি সপ্ত কুলপর্ব্বত যাহাদের উপভোগ্য ফল, মেঘসমূহ যাহাদের পক্ষ-পরম্পরা, যাহারা সর্ব্বদা বাসনার তাড়নায় ফলান্বেষী হইয়া জন্মিতেছে মরিতেছে এবং এই সংসারেও কিছুদিনের জন্য বিরাজ করিতেছে। এই যে সুচিত্রকর বিধাতা চক্ষুঃকর্ণাদির গোচর বলিয়া স্পষ্ট প্রতিভাসমান এই জীবগণের চিত্তভিত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ রঙ্ দিয়া সংসারের চিত্র আঁকিতেছেন। এই যে দৃশ্যমান স্থাবরনিচয়, যাহারা স্থিরভাবে নিরন্তর ধ্যানযোগে সেই সূক্ষ্ম কালগতি অনুভব করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, যেন দেখিতেছে, ইহা নিজে তো অত্যন্ত চঞ্চল তাহার উপর আবার কাহাকেও স্থির থাকিতে দিতেছে না, নিজে ঘুরিতেছে, সকলকে ঘুরাইতেছে। ইহার গতি বুঝি শতভাগে বিভক্ত নিমেষের ন্যায় সূক্ষ্ম, ইহার বলে যাহা এখন (চক্ষের নিকট) নাই, তাহারও অঙ্কুর দেখিতে পাইতেছি। এমন কি নিজের দিকে চাহিয়াও স্থাবর ভাবিতেছে, "আমাকেও এই কালই তো প্রকাশিত করিয়াছে"। ২৬—৪৬। স্থাবরের তো এই অবস্থা,—এখন জঙ্গম। তাহারাও তো দেখিতে পাইতেছে আপনার দোষে রাগদ্বেষসম্ভূত অন্তর্দাহক দুঃখ পাইয়া প্রিয়বস্তুর নিরন্তর ধ্বংস বিকাশে স্ফূর্ত্তিনাশক ভয়ে বিহ্বল হইয়া, জরাগ্রস্ত মৃত্যুবশীভূত এবং রোগাক্রান্ত হইয়া যার পর নাই জরজর হইয়া রহিয়াছে। জঙ্গম মনুষ্যাদির কথা ছাড়িয়া দেও, এই যে কীটপতঙ্গাদি ইহারাও এই ধরণীতলে আসিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত আপন আপন দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর নিরন্তর নিয়তির কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। তাহার পর দেখ, বিশাল ফণামণ্ডল বিপুলকায় সর্পের ন্যায়, এই কাল আপনার বৃহৎ শরীর এমন করিয়া জগতের চক্ষে অদৃশ্য করিয়া রাখে যে, তাহার অবস্থান স্থান পৃথিবীরন্ধ্র (বিল) পর্য্যন্ত কাহারও নয়নপথে পতিত হয় না, অথচ সে সুখে স্বচ্ছন্দে ক্ষণকালের মধ্যেই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করিয়া থাকে। সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলি কালবশে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখ,—এই যে পৃথ্বীগাত্রে ছিদ্র করিয়া অবস্থানকারী বৃক্ষাদি দেখিতেছ, ইহারা সব কালেরই অধীন হইয়া এমন করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কালবশেই ইহাদের অঙ্গে এমন কেলিরসাদির সঞ্চার হইতেছে। যাহার আশায় কতশত প্রাণী ইহাদের শরীর আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ইহারাও কালের অধীন হইয়া সে সমস্ত যন্ত্রণা জড়ের ন্যায় সহ্য করিতেছে। শীত বাত ও আতপকে মস্তকে করিয়া বহন করিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে কালবশে প্রফুল্ল পুষ্পমালায় সুশোভিত হইতেছে, কত ফলই না প্রদান করিতেছে? ইহাদের দেখিলে বোধ হয়, ইহারা যেন তপস্বী। তপস্বীর ন্যায় ইহারা এ সংসারে বিরাজ করিতেছে। ৪৭—৫০। হে রাম! এই যে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালাত্মক প্রকাণ্ড সংসার দেখিতেছ, ইহা কিছুই নহে, একটী সামান্য পদ্মফুলের ন্যায় আপাতমনোহর, দুদিনেই কোথায় বিলীন হইয়া

যাইবে। দেখ,—ইহা একটী পদ্মফুলের ন্যায়, কালবশে অগাধ সলিলের উপর ভাসিতেছে, (পুরাণকারেরা জলকেই এ সংসারের স্থিতিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন)। আমরা এই সব প্রাণি-সমূহ, ভ্রমরমালার ন্যায় তাহার অভ্যন্তরে থাকিয়া আপনার উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল গুণ গুণ করিয়া শব্দ করিতেছি। আর ভাবিতেছি, আমাদের এ জীবনে আর কোন প্রয়োজন নাই, উদর ভরণই বুঝি সার, তাই—এই ব্রহ্মাণ্ডকে কেবল আমাদের ভিক্ষার স্থান বলিয়াই দেখিতে পাইতেছি। দেখিতে পাইয়াছি এই—অনন্ত শক্তিশালিনী ভগবতী কালশক্তি অনন্ত কাল ধরিয়া শুধু আমাদের ভিক্ষা কার্য্যই সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। আমরা তাহাতেই সুখী হইতেছি। অহো। কি মোহময়ী শক্তি। হায়! বুঝিতেছি না যে, এই কালী আমাদেরও ভিক্ষা দিতেছেন আবার ঐ যে নিরন্তর প্রসারিতপাণি ভগবান্ কাল দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহাকেও ভিক্ষা দিবার জন্য আবার আমাদিগকেই ভিক্ষাদ্রব্যরূপে গ্রহণ করিতেছেন। আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা দেখিতেছি আমরা কি ভিক্ষাই না পাইতেছি, আমাদের ভিক্ষা-দ্রব্য কি সুন্দর। ভিক্ষা করিয়া আমরা এই ত্রিভুবন পাইয়াছি। আনন্দে বিহ্বল হইয়া দেখিতেছি, আমাদের এ ত্রিজগৎ কি মনোহর। ভিক্ষালব্ধ এই সৃষ্টিকে আমরা সুন্দরী কামিনী বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। এই যে রজনী সুলভ নিবিড় ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার-রাশি, আহা। ইহাই এ সুন্দরীর কেশপাশ, এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, ইহাই ইহার চপল চক্ষু, আর ইহার অন্তর্গত চৈতন্য, আহা তাহা কি চমৎকার। ঐ ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠের শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, বৈজয়ন্তধামের মহেন্দ্র, ইহারাই ইহার আনন্দময় ঐশ্বর্য্যময় শরীরধারী চৈতন্য। আর ইহার বাহ্যকের আকার, তাহাও কি মহান্। এই ধরা, এই পর্ব্বতমণ্ডলী ইহার বিশাল ও কমনীয় বপু। ইহার ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব বুঝিবার নহে, ইহার অঙ্গে অঙ্গে সেই একমাত্র পরব্রহ্মের তত্ত্ব গূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে। ঐ বিলম্বিত মেঘমালাই সুন্দরীর স্তনমণ্ডল। এ রমণী সেই চৈতন্যময়েরই বিবর্ত্ত, তাই ইনি তাঁহার চিহ্নস্বরূপে আমাদিগকে মাতৃরূপে পালন করিতেছেন। ইহাকে দেখিয়া আমরা সেই নিত্য-অচঞ্চল সূক্ষ্ম অব্যক্ত চৈতন্যময়কে স্থূলাকারে, তরলাকারে ও চপলাকারে দেখিতে পাইতেছি। আহা! ইহার কি সৌন্দর্য্য, ঐ নভোমণ্ডলে প্রস্ফুটিত জ্যোতির্ম্ময় তারকামালা ইহার দর্শনপঙক্তি। ঐ সন্ধ্যার মধুরোজ্জ্বল রক্তিমাভা ইহার অধর, এই যে চারিদিকে প্রফুল্ল পদ্মিনীগণ, ইহারাই ইহার বাহুলতা, আর ঐ যে মহেন্দ্রের সৌন্দর্য্যখনি বৈজয়ন্তধাম, উহাই ইহার মুখ-মণ্ডল, এই সপ্তসমুদ্র ইহার গলদেশে দোদুল্যমানা মুক্তামালা সাত-নর। ঐ যে স্নিগ্ধ মনোহর নীল আকাশমণ্ডল, উহাই ইহার উত্তরীয়, এ উত্তরীয়ে ইনি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। এই যে জম্বুদ্বীপ, ইহাই এই বিশালশরীরা সৃষ্টিকামিনীর মহানাভিমণ্ডল। আর এই যে চারিদিকে বনশ্রী, ইহাই ইহার রোমরাজি। হায়! এই যে সুন্দরী আমরা মোহবশে বুঝিতে পারিতেছি না, এমন সৌন্দর্য্য-ময়ী হইয়াও ইনি আবার কালচক্রে পড়িয়া প্রাচীনা হইতেছেন। সব সৌন্দর্য্য হারাইয়া কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইতেছেন। আবার জন্মিতেছেন, আবার মরিতেছেন। এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া কত বিলাসবিভ্রমই না করিতে হইতেছে। হায় কাল! তোমার মহিমার পার নাই। তুমি ভয়ানক মহাসমুদ্রের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছ, তোমার স্রোতের বিবর্ত্তে পড়িয়া সংসার (একবার ডুবিতেছে, একবার উঠিতেছে,) হাবু ডুবু খাইতেছে। ৫১—৫৮।

এই অগাধ রসতরঙ্গী কালসমুদ্রে এই ব্রহ্মাণ্ড বুদ্বুদের ন্যায় অন-বরত সমুত্থিত হইতেছে, আর মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই সৃষ্টির নিমিত্তীভূত হিরণ্যগর্ভগণ সারসপক্ষীর ন্যায় নিমেষমাত্র থাকিয়াই কোথায় উড়িয়া যাইতেছে। এই সৃষ্টি একবার জন্মিতেছে, আবার বিনষ্ট হইতেছে, অতএব মহামেঘের ন্যায়, এই মহাকালের অঙ্গে ক্ষণপ্রভার ন্যায়, এই ক্ষণপ্রকাশিনী ক্ষণ-বিনাশিনী সৃষ্টি, আপনার ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুরতার সন্তপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ক্ষণস্থায়িনী হইলেও তাহার সে প্রকাশশক্তি, সেই চিদানন্দময়েরই অংশভূতা। সমুন্নত এই কালরূপ তালবৃক্ষ হইতে বিহঙ্গের ন্যায়, প্রাণিগণ উড়িয়া যাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ ফলপঙক্তি কাকতালীয়ন্যায়ে অবিরত ঘুরিতে ঘুরিতে আপনা আপনি পড়িতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের এরূপ ধ্বংসবিকাশে তুমি বিস্মিত হইও না। ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দেখ,—এ সংসারে এমন কোন স্থান আছে, যেখানে কতিপয় বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিবনামধেয় দেবনায়কগণ অবস্থিতি করেন, যাঁহাদের নিমিষোন্মেষ কালমধ্যেই শত শত কল্প অতিবাহিত হইয়া যায়। যাঁহাদের উন্মেষের (সৃষ্টিবিকাশক ক্রিয়াবিশেষের সহিত) বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই যেন এই অসংখ্যসৃষ্টি নিমেষের মধ্যেই বিনষ্ট হইতেছে। আরও দেখ, সেই সৃষ্টির পরমকারণীভূত চৈতন্য-ময়ের অভ্যন্তরে ঈদৃশ সৃষ্টিনাশক কত রুদ্রই না বাস করেন, কিন্তু অনন্তময়ের অপারলীলা, তাহারাও যাঁহার নিমেষমাত্রে জন্মিতেছে, আবার নিমেষমাত্রেই বিলীন হইতেছে। দেখ রাম। এমন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন দেবেন্দ্রও বিদ্যমান আছেন ভাবিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতে হয়, কিন্তু জীবে তাহা বুঝে না। হায়! কেমন করিয়াই বা বুঝিবে, সাংসারিক ক্রিয়া যে অনন্ত আর সেই শূন্যময় নির্ব্বিকার অশরীরী হইলেও মায়াবশে অনন্ত সঙ্কল্পময় বিরাট্‌বপু ব্রহ্মের শ্রীচরণপ্রসাদে কত শত বিস্ময়কর শক্তি না সমুৎপন্ন হইতেছে? মায়ামুগ্ধ জীব তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে। হে রাম। এই যে জাগতিক নানাবিধ কল্পনা, যাহা অক্ষীণ কল্পনাবশে সংগৃহীত রাশি রাশি-বিবর্ত্তরে চিত্র প্রকাশমালা, তাহা অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই যে সাংসারিক সম্পদ্, এই যে বিপদ্, এই বাল্য, এই যৌবন, এই জরা, এই মরণ, এই সন্তাপ আর এই যে সুখদুঃখে তন্ময়তা এ সমস্তই সেই তীব্র অজ্ঞানান্ধকারের ঐশ্বর্য্যময়ী বিভূতি। ৫৯—৬৭।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই সংসাররূপ কাননান্তরে পর্ব্বতবৎ অচল অটল স্থির গম্ভীরমূর্ত্তি চৈতন্যময়ের পাদদেশস্থা এই অবিদ্যাময়ী সৃষ্টিলতিকা কি প্রকার? এবং কতদিন হইতে বিকসিত? তাহার যথার্থ তত্ত্ব মনোহভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই দেখ,—পত্রাঙ্কুরাদির ন্যায়, অঙ্গে অঙ্গে জীবনিবহ ধারণ করিয়া বিকাশবতী এই ত্রিলোকী, যে সৃষ্টিলতিকার দেহযষ্টি এবং এই সমস্ত সুবৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী যে অঙ্গের পর্ব্বস্থান আর এই ব্রহ্মাণ্ডই*

যাহার ত্বক্, (যাহা দিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত) এই সুখ, দুঃখ, জন্ম, স্থিতি জ্ঞান ও অজ্ঞান ইহারাই যাহার মূল ও ফল, যাহা প্রতিদিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সুখ, দুঃখ, জন্ম, স্থিতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান ইহারাই যে ইহার মূল এবং ইহারাই যে ইহার ফল, তাহা স্থির। দেখ, সুখ হইতেই অবিদ্যার উৎপত্তি, মনুষ্যের যত সুখসম্পত্তি বাড়িতে থাকে, ততই আবার তাহার তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়; সুতরাং সে সেই সুখ পাইবার জন্য অজ্ঞান বৃদ্ধিকর কত কার্য্যই না করে; সুতরাং সুখ চিরদিন মাত্রায় অবিদ্যা দান করিতে থাকে। আর দুঃখ,—তাহা হইতেও অবিদ্যা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখ, সাধারণতঃ মনুষ্যের যতই দারিদ্র্যাদি দুঃখ উপস্থিত হয়, ততই তাহার ধনাদি তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সে সেই তৃষ্ণাবশে একেবারে চিরদিনের জন্য মোহসমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, অতএব এই সৃষ্টিলতিকা এ সংসারে দুঃখকেই অধিকমাত্রায় প্রসব করিয়া থাকে। এইরূপ ভব—উৎপত্তি—সৃষ্টি—মোহ, তাহা হইতেও অবিদ্যার উৎপত্তি হয়। তাই এ মোহময়ী উৎপত্তিশালিনী সৃষ্টিলতিকা তাহাকে প্রসব করিতেছে। আর ভাব—স্থিতি—প্রকাশ ইহা হইতেই সমস্ত সংসারের সত্তাবোধ হইয়া থাকে, এইরূপ সত্তাবোধেই অজ্ঞান, অজ্ঞানেই সংসার, তাই এই সৃষ্টিলতা ভাবরূপ ফলকে প্রসব করিতেছে।১—৫। অজ্ঞানও ইহার প্রস্ফুট ফল, কেননা, ইহা অজ্ঞানবশেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আর জ্ঞানও ইহার ফল, যেহেতু জ্ঞান জন্মিলে সৃষ্টিবিষয়ক পরিণামের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিলে সৃষ্টির ধারাবাহিক সত্তা হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়, সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানে সৃষ্টির সত্তাবোধ অপরিহার্য্য হইলে, এই জ্ঞানই ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অবিদ্যাকেই দান করে, কাজেই এবংবিধ জ্ঞানও এই সৃষ্টিলতার সৌন্দর্য্যকর ফল। এ লতা নানাবিধ সৌন্দর্য্যে সমুল্লাসিনী, মধুময়ী কল্পনাই ইহার ইতস্ততঃ সঞ্চারী মধুর আমোদ। ইহার তনু নিবিড় নবপল্লবসমাচ্ছন্ন হইয়া শোভা পাইতেছে। এই যে শুভ্রশরীর সমুজ্জ্বল দিবসনিচয়, ইহারাই ইহার কুসুম, আর এই অন্ধকারে কৃষ্ণকায় যামিনী, ইহাই সে কুসুমে চঞ্চল ভ্রমরমালা। এ কোমলাঙ্গী সর্ব্বদাই কাঁপিতেছে, আর এই ভূতনিবহ পল্লবের ন্যায় তাহার অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে। এ লতা আবার তাহার অদৃষ্টসমীরণে বেগে বিচলিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কখন কোথাও বিবেকরূপ করিণীর নিকট গিয়া পড়ে। সেখানে তাহার বিচাররূপ শুণ্ডাগ্রস্পর্শে কলেবর কম্পিত হয়, আর সেই শুণ্ডাগ্রসমুত্থিত প্রবল বায়ুভরে একেবারে রজঃশূন্য হইয়াও আবার বিষয়রূপ আশ্রয়বৃক্ষে সমাসক্ত হয়। এই যে অনবরত জায়মান জীবনিবহ, ইহারাই ইহার পল্লব। এ সবেই ইহা সর্ব্বদা বিভূষিত। আবার এই জায়মান জীবনিবহ হইতে পল্লবমধ্যোৎপন্ন কুসুমাদির ন্যায়, সমুৎপন্ন জীবনিবহে অতি সুখভরে ঈষৎ হাস্যময়ী। এই রূপে সকল ঋতুতে সকলসময়ে সমুৎপন্ন কুসুমনিবহে আবৃতাঙ্গী হইয়া সমগ্ররসে পরিপ্লুতা হইয়া রহিয়াছে। ৬—১০। পুষ্পপল্লবাদির মত যখন ইহার অঙ্গে অঙ্গে অনবরত উৎসবময় জীবনিবহ সমুৎপন্ন হইতে থাকে, তখন কোথা হইতে ভীষণ নিরানন্দময় দুঃখরোগাদি, পুষ্পসৌগন্ধ্যসমাকৃষ্ট সর্পমালার ন্যায় আসিয়া তাহাকে নীরন্ধ্র করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। শুধু কি তাহাই? ক্ষণে ক্ষণে কত পুষ্প পল্লব না খসিয়া পড়িতেছে? কত জীব না বৃন্তচ্যুত হইতেছে? তাহাতে জর্জর হইয়া তার অঙ্গে কত ছিদ্রই না দেখা দিতেছে? ঐ ছিদ্রে এই দেখ, এ লতা কত ব্যাকুল; তাই বলিয়াই কি নীরস—উদাসীন? ঐ দেখ, সব ভুলিয়া কেমন বিষয়ভোগ করিতেছে আর তাহার রসে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। জীব শুধু তাহার রসবিহ্বলতা দেখিতেছে, বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত ব্যাপার যে বুঝিয়াছে, সে কেবল ইহার এই নিশ্বরসাল প্রত্যেক অঙ্গকেই ঘূর্ণিত দেখিতেছে। এ পুষ্পময়ী লতিকার পুষ্প কি, তাহা তোমায় বুঝাইয়া বলিতেছি। হে রাম! ঐ যে আকাশে প্রতিদিন বিকসিত জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রসূর্য্যসহ গ্রহগণ, উহারাই ইহার নীলাকাশবিলম্বী বাতহিল্লোল মনোহর পুষ্পরাজি। আর ঐ যে আকাশের তারকারাশি, উহারাই ইহার প্রস্ফুরিতাকার কোরকাবলী। যাহাদের শোভায় ঐ আকাশপিণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আর এই উজ্জ্বল চন্দ্র সূর্য্যও দহনের আলোকরাশি, ইহারা ইহার ইতস্ততঃসঞ্চারী পুষ্পপরাগ। এ লতিকা সর্ব্বাঙ্গে সেই পুষ্পপরাগ মাখিয়া সুন্দরী গৌরাঙ্গী কামিনীর ন্যায় আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। হে রাম! মনোমাতঙ্গ ইহাকে সর্ব্বদা কম্পিত করিতেছে। এ লতার উপর আমাদিগের হৃদয়স্নিগ্ধকর সঙ্কল্পনিবহ কোকিল হইয়া অনবরত কলতানে সঙ্গীত করিতেছে। চারিদিকে ইন্দ্রিয়গণ সর্পাকারে ইহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কোথাও ইহার কঠোরতা উপলব্ধি হয় না, ইহা সর্ব্বাঙ্গে তৃষ্ণাবল্কলে নয়নস্নিগ্ধকর হইয়া রহিয়াছে। ১১—১৫। এই নীলাকাশই ইহার তমালবৃক্ষ, এ লতা ইঁহারই বিশাল শরীর আশ্রয় করিয়া ইহারই মত বিশালকায়া হইয়াছে। এই দ্যাবাপৃথিবীই ইহার স্তবকাকার আনুষঙ্গ। এই ভুবনোদ্যানে বুঝি এমন সুন্দর লতা আর নাই। এই যে পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্র, ইহারাই ইহার পাদদেশের আলবাল। পাতালপর্য্যন্তগামিনী এই লতা জলধির জলে ক্ষীরসমুদ্রের ক্ষীরে সিক্ত হইয়া কত শত মূলে যেন জালসমাচ্ছন্নপাদদেশ হইয়া রহিয়াছে। এই যে কাম্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রবৃত্তিদায়িনী বেদত্রয়ী, যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণ বাসনান্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই বাসনাহত চঞ্চলচিত্ত মূঢ়গণই ইহার বিলোল ভ্রমরমালা, আর তাহাদের একমাত্র বাসনাস্থান। উপভোগ্যা রমণীগণই ইহার কুসুমরাশি এবং সেই বাসনালোলান্তঃকরণগণের যে ক্ষণে ক্ষণে চিত্তস্পন্দন, তাহাই ইহার কাছে মৃদু পবন, সর্ব্বদাই তাহার আঘাতে সচঞ্চল, আর বিলাসিগণের যে সার্ব্বকালিক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহাই ইহার অঙ্গের অনন্ত সূক্ষ্ম কীট। হে রাম! ইহা আবার বড়ই বিচিত্রবেশধারিণী। দেখ, ইহা একদিকে কুকর্ম্মাজগরে পরিব্যাপ্ত, আবার আর একদিকে ঐ স্বর্গশ্রী পুষ্পমণ্ডপে কি আশ্চর্য্য শোভাধারিণী। ইহা ইহার প্রত্যেক অঙ্গে জীবের নানাবিধ জীবনোপায়ে সর্ব্বতঃ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আর কত আমোদ, কত আনন্দই বা না প্রদান করিতেছে। আবার যাহারা বিবেকী, দেখ,—তাঁহাদের চক্ষু লইয়া দেখিতে থাক, দেখিতে পাইবে, ইহা বিবিধ শান্তিময় বৈচিত্র্যময় কত শত মনোহর পুষ্পে দিঘ্মণ্ডল বিকশিত করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে কত শত সুফল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কত শত স্নিগ্ধকর পুষ্পপরাগ ছড়াইয়া সংসারকে অদ্ভুত বিকাশে বিকশিত করিতেছে। ১৬—২০। যেমন করিয়াই দেখ,—যে চক্ষেই দেখ,—দেখিতে পাইবে, ইহার কত আলবালবন্ধুর, চারিধারে কত বিহগশ্রেণী, কত অঙ্গ পূরককার পুষ্পপরাগে, আর কত যত্নে, কত ভ্রমরজালে ইহা সুরক্ষিত। ইহার পত্রে পত্রে কত নৈপুণ্য, এই নিপুণতাই যেন

ইহার শত শত কোরক, তাহারা যেন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। ইহা কত স্নিগ্ধদর্শন কাননে পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গিরিতটের উপর আরোহণ করিয়া রহিয়াছে, কত শত পল্লবে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! ইহা কখন জন্মাইতে আরম্ভ করে, কখন জন্মায়, কখন বিনাশের মুখে যাইতে থাকে, কখন বা একেবারে বিনষ্ট হয়, কখন ইহাকে অর্দ্ধচ্ছিন্ন, কখন বা সম্পূর্ণচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার জীবের এমন সময়ও উপস্থিত হয়, যখন ইহা তাহার চক্ষে নিত্য বিনাশশূন্য বলিয়া প্রতীত হয়। আবার কখন ইহা লোকলোচনের অতীত, কখন বা সম্মুখবর্ত্তী হয়, কখন ইহা সত্য বস্তু, আবার কখন নিত্য অসত্যবস্তু হইয়া দাঁড়ায়। কখন ইহাকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধপল্লবমালায় বিভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কখন ইহা একেবারে পরিম্লান হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, ইহা আবার মহাবিষলতা, ইহাকে যদি হঠাৎ না জানিয়া না শুনিয়া আলিঙ্গন করা যায়, তবে এ তৎক্ষণাৎ ভ্রান্তিকর, কল্পনাকর, মোহকর, শেষে বিনাশকর হলাহল তাহার অঙ্গে ঢালিয়া দেয়। দেখ,—এই তো ভয়ঙ্কর, একেই যদি আবার বিবেচনাপূর্ব্বক স্পর্শ করা যায়, তবে ইহা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২১—২৫। অর্থাৎ যাহারা ইহাকে জানিয়া শুনিয়া বিবেচনা করিয়া অতিসন্তর্পণে ইহার অঙ্গস্পর্শ করে, এ মহাভয়ঙ্করী বিষলতা তাহাদের প্রশস্ত অন্তঃকরণে বিনষ্ট হয়, চিত্তপট হইতে একেবারে মুছিয়া যায়। আর সেই রভসালিঙ্গনকারী অবিবেচক-দিগের অন্তঃকরণে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর তাহাদের ক্ষুদ্র অন্তরকে অনন্ত পল্লবাদিতে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহারা বিষলতাসমাচ্ছন্ন হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া তাহার তুচ্ছ পতনশীল পত্রাবলি না দেখিয়া দেখিতে থাকে,—আহা! এখানে কি স্নিগ্ধ, শীতল, জীবনদ, বারি, কেমন ঔদার্য্য খনি সমুন্নত সমুন্নত পর্ব্বতমালা,—কত রত্নপ্রসূ বলিষ্ঠ মাতঙ্গকুল, এখানে বিবিধ ঐশ্বর্য্যময় সুখী দেবতাগণ। এখানে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধরিত্রী, ওখানে অপরিম্লানকান্তি দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরের লীলাক্ষেত্র ত্রিদিব। আবার এই চন্দ্র, এই সূ এই উজ্জ্বল মুক্তাহারের ন্যায় তারার মালা। এখানে বিরামদা নিভৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার, এই কোলাহলময় অত্যুজ্জ্বল আলোক, ওখানে নীল আকাশ, ঐ শস্যশালিনী উর্ব্বরভূমি, এই অনন্তকালের গবেষণাধার শাস্ত্র, এই অদ্বিতীয় সাক্ষাৎ জ্ঞানময় বেদ। দেখিতে থাক, কোথাও উড্ডীন বিহঙ্গশ্রেণী, কোথাও ঐ সমুত্থিত দেবতা-কুল, কোথাও স্থাণুরূপে পরিণত, কোথাও বা মৃদু পবনরূপে বিরাম-দায়িনী। নেশার এমনই ঘোর, মস্তক এমনই বিকৃত যে, তাঁহাদের অন্তরে এ লতা কখন যেন দুঃসহ নরকসংলীলা, আবার কখন স্বর্গের ন্যায় বিলাসময়ী, কখন দেবতার আস্পদ, কখন এত কৃমি-কীটের আধার যেন একেবারে কৃমিকীটময়। অতএব হে রাম! অজ্ঞানীর চক্ষে এ সংসারে এই সৃষ্টি, লতাভিন্ন আর কিছুই নাই—বিষ্ণু বল, ব্রহ্মা বল, রুদ্র বল, সূর্য্য বল, অগ্নি বল, বায়ু বল, চন্দ্র বল, যম বল, এই সমস্ত দেবগণ, ইহারাই কোথাও না কোথাও বিরাজমান। অধিক আর তোমায় কি বলিব, তুমি জানিয়া রাখ যে, এসংসারে যাহা কিছু মহিমাময় বলিয়া দেখিতেছ, যাহাকে বা তুচ্ছ জীর্ণতৃণের মত দেখিতে পাইতেছ, অধিক কি, তোমার চক্ষে বা অন্তরে যাহা কিছুরই সত্তাবোধ হইতেছে, সে সমস্তই শুধু সেই একমাত্র অবিদ্যা। জানিয়া রাখ, সেই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই এই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান অন্তমিত হয়, সেই নির্ব্বিকার চিদানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই আত্মলাভ হইয়া থাকে। ২৬—৩২

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম সর্গ।

রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! সৃষ্টির আকার যেরূপ তাহা তো আপনি বলিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে শুদ্ধ সত্যস্বরূপ হরিহরাদি-মূর্ত্তিও যে অবিদ্যাবিলসিত, ইহা শুনিয়া বড় ভ্রমে পড়িলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমার এ ভ্রম দূর করিয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! এ ভ্রম হইবারই কথা; কিন্তু আমি তোমার সে ভ্রম দূর করিতেছি তুমি শ্রবণ কর। রাম! হরিহরাদিকে কে না সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিবে? কিন্তু মহাজনগণের সকল স্থূল বাক্যেরই অভ্যন্তরে অতিসূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত থাকে, এই হরিহরাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ অন্তর্নিহিতা আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা আছে, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। এই যে সচ্চিদানন্দময়তত্ত্ব নিরবচ্ছিন্ন প্রচুরপরিমাণে মহানন্দের বিকাশ, এ সংসারে শুধু যাহাই সর্ব্বময়, ইহার অমিশ্রিত বিমল সত্তা তখনই থাকে, যখন ইহা জগদাকারে অপরিণত বলিয়া একেবারে উপাধিশূন্য, অতএব শান্ত নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকিতে পারে। তাহার পর যেমন প্রশান্ত সলিলরাশি হইতে বিবিধ বিচিত্র আবর্ত্তলেখা সেই সলিল রাশিরই বিকারবিশেষরূপে বিভিন্ন বিভিন্ন আকারে সমুদিত হয়, সেইরূপ আপনা আপনিই সেই অবিকৃত বিমল আনন্দময় অবস্থা হইতেই অপর একটী সংসারোন্মেষক বিকৃত "বিকাশ" সমুত্থিত হইয়া থাকে। যাহার মহিমায় আমরা এই সংসারের সত্তাবোধ করিতে থাকি, অতএব যাহারই উপাধি আছে, যিনি কোন না কোন নামে বা গুণে অপর হইতে পৃথগ্‌ভূত, তিনিই, সেই বিকাশময় অবস্থাবিশেষের উন্মেষ, তবে সেই মহাত্মা সর্ব্বভূতেশ্বর কল্পনাকুশল। সেই বিকৃতবিকাশময়ী অবস্থা সূক্ষ্ম, মধ্য ও স্থূলভেদে তিন প্রকার করিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেখ,—এই মন তাঁহার সূক্ষ্ম কল্পনা, সংসারকল্পনার আদি উপাদান প্রথম স্ফূর্ত্তি, আর হিরণ্যগর্ভ এবং মোহময় সৃষ্টিকৌশল তাহার দ্বিতীয় স্তর, আর এই যে বিপুল সংসারের শরীর, ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ স্থূলদশা পড়িয়া রহিয়াছে। আবার এই সূক্ষ্মাদি তিন প্রকার অবস্থাবিষয়ে ভেদ করিতে যাইয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন প্রকারে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাকেই প্রকৃতি কহে। ১—৫। সেই গুণত্রয়ময়ী প্রকৃতিকেই অবিদ্যা বলিয়া জানিও। এই অবিদ্যাই এই প্রাণিমণ্ডলীর প্রবাহ, এই দূরপ্রবাহিণী বিশালতার বিশাল অপর পারই সেই চৈতন্যময়ের পরমপদ। এ স্থলে সত্ত্ব, রজঃ ও তম নামে তিন প্রকার গুণের উল্লেখ করিলাম, ইহারাও আবার প্রত্যেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণভেদে তিন প্রকার। এইরূপে এই অবিদ্যা গুণভেদে নয় ভাগে বিভক্ত। যাহা কিছু এই সমস্ত দেখা যাইতেছে অবিদ্যা সেই সকলকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে হে রাঘব! এই সমস্ত ঋষিগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, নাগগণ, বিদ্যাধরগণ এবং দেবতাগণ ইহারা সকলেই সেই গুণত্রয়ময়ী

অবিদ্যার সাত্ত্বিক ভাগ বলিয়া জানিও। এই সাত্ত্বিক ভাগের মধ্যে নাগগণ ও বিদ্যাধরগণ তমোগুণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ রজোগুণ, আর হরিহরপ্রভৃতি দেবগণ সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ৬—১০। তবেই হরিহরাদিদেবগণ সচ্চিদানন্দময়ের সূক্ষ্ম কল্পনার অন্তর্গত হইলেন, সুতরাং তাঁহারাও যে অবিদ্যার বিলাস, বোধ হয় তোমাকে আর ইহা বুঝাইতে হইবে না। তবে তাঁহারা অবিদ্যাবিলসিত হইলেও মহান্; কেননা, সত্ত্বসমাশ্রয়ী দেবযোনিগণের মধ্যে হরিহরাদি দেবগণ অবিদ্যাময়ী প্রকৃতির গুণত্রয়ে জড়িত থাকিলেও সেই সচ্চিদানন্দময়ের শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপে নির্ম্মল পদের একমাত্র অধিকারী। কেননা, তাঁহারা কল্পিত হইলেও সূক্ষ্মাকারে কল্পিত, তাই তাঁহাদের চৈতন্য প্রায়নির্ব্বিকার। হে রাম। প্রকৃতির সাত্ত্বিক অংশ বড় সহজ নহে, উহাও কল্পিত বটে কিন্তু কল্পিত হইলেও যে, উহার যাথার্থ্য সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারে, তাহাকে আর কখন ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সে মুক্ত বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে, অতএব হে মতিমন্! এই সব রুদ্রাদি দেবগণ সাক্ষাৎ সত্ত্বময় অংশ, সুতরাং ইঁহারা মুক্ত পুরুষ, যতদিন এই জগতের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন ইঁহারা এ সংসারে বিরাজ করিতে থাকিবেন। এই মহাত্মগণ যতদিন দেহ ধারণ করিয়া থাকিবেন, ততদিন জীবন্মুক্ত হইয়াই অবস্থিতি করিবেন। আবার যখন দেহ পরিত্যাগ করিবেন, তখনও অশরীরী হইয়া, সেই পরমেশ্বরেই অবস্থান করিবেন। ইঁহারা অজ্ঞানের অংশ হইলেও এইরূপে ইঁহারা সেই জ্ঞানের আধার। যেমন বীজ ফলাকারে পরিণত হইতেছে, আবার সেই ফলই বীজ হইয়া ফলের কারণ হইতেছে। ইঁহারাও সেইরূপ জ্ঞানে ও অজ্ঞানে ওতপ্রোতরূপে বিরাজ করিতেছেন। তোমায় আরও বুঝাইয়া বলি,—যেমন সলিল হইতে বুদ্‌বুদের উৎপত্তি, তদ্রূপ জ্ঞান হইতেই অজ্ঞানের উদ্ভব। আবার জলে যেমন বুদ্‌বুদ্ আপনা আপনি বিলীন হয়, অজ্ঞানও তদ্রূপ জ্ঞানে মিশিয়া যায়। হরিহরাদির দেহও তাহাই, যখন তাঁহাদের দেহ, তখন জানিবে, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় তাঁহাদের শরীরের অপায় হয়, যেমন জলেই বুদ্‌বুদের বিলয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেতেই তাঁহাদের বিলয় হয়। ফলে,—তাঁহারা কল্পিত হইলেও কূতসূক্ষ্মরূপে কল্পিত, আর তত্ত্ব সাক্ষাৎ চৈতন্যময়, ঐ জলে ভাসমান ভিন্নদেহ বুদ্‌বুদ্‌মালা জলের তত্ত্ব আপনারা। অধিক আর তোমায় কি বলিব, ফল কথা এই যে, হরিহরাদি হইতে কৃমিকীট পর্য্যন্ত বস্তুপরম্পরা পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; ইহার কারণ শুধু দ্বিত্বভাবনা। এই দ্বিত্বকল্পনা ছাড়, দেখিতে পাইবে, শুধু সেই এক। এই যে "এই জ্ঞান এই অজ্ঞান" বলিয়া পৃথক্ বোধ, ইহাও শুধু সেই দ্বিত্বভাবনার ফল। দুটী বিভিন্ন বস্তু ভাবি বলিয়াই যেমন জল আর জলতরঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক কি উহারা স্বতন্ত্র? মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখ,—দেখিতে পাইবে, যেমন জল আর তরঙ্গ প্রকৃতি একই বস্তু, তদ্রূপ জানিবে, সংসারে জ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই, অজ্ঞান বলিয়াও কোন বস্তু নাই। শুধু তাহাই আছে, যাহা জ্ঞান অজ্ঞান পরিহার করিয়া এক অপূর্ব্ব অবস্থায় অবস্থিত থাকে। হে রঘুবীর! যাহার প্রতিরূপ শব্দ নাই, চিহ্ন নাই, সঙ্কেত নাই, যাহা দিয়া তোমায় বুঝাইতে পারি, অতএব হে রাম! বুঝিয়া রাখ, এ সংসারে জ্ঞান বলিয়াও কোন বস্তু নাই, অজ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই, যাহা আছে, তাহাতেই মিশিয়া থাক। এই যে "জ্ঞান নাই, অজ্ঞান নাই" বোধাত্মক পার্থক্য-কল্পনা, ইহাও ছাড়িয়া দেও। ১৬—২০। কথায় তো বলিয়া গেলাম, কিন্তু বিষয়টী বড় গুরুতর। "জ্ঞানের অতীত! অজ্ঞানের স্বপ্নেরও অগোচর!" তবে তাহা কি? তাহা যে কি, তাহা কেমন করিয়া বলিব? তবে শাস্ত্রে বলে ঐ যে 'ন কিঞ্চন' বলিয়া কিছু আছে, তাহা চৈতন্যরূপে, সংবিদ্রূপে অবস্থিতি করে। কিন্তু 'ন কিঞ্চনে'র তাহাও একটা অবস্থা,—কিঞ্চন বটে? তাই শাস্ত্রে সে অবস্থাকেও আভাস—উপাধিময় কিঞ্চন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে অবিদিত বলিয়াছেন। অবিদিত বলিয়া বুঝাইয়াছেন যে, জীবের চৈতন্যময় কি সংবিন্ময় অবস্থার স্বীকারাত্মক অবস্থা কত দ্বিত্বভাবনা পরিবর্জ্জনের ফল, আর সংসারের কত বিষয়েই নকিঞ্চনত্ব বোধেই না তাহা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাহা সেই শেষ "নকিঞ্চনের" বোধকরণে কত সমুজ্জ্বল আলোক। তাই সে আভাস অত্যন্ত দুর্ব্বোধ। শাস্ত্র বুঝিয়াছেন, তাই তাহাকে অবিদ্যা বলিয়াও "সৎ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর সেই "সৎ" যখন বিদিত হইবে,—যখন তাহা প্রকৃত কি?" বলিয়া মর্ম্মগত হইবে, তখন "তাহা কি?" বলিয়া অনুসন্ধানাত্মক অবিদ্যা অসম্যগ্‌বোধ ইহাতে একেবারেই (থাকিতে পারে না বলিয়াই) থাকিবে না। তাই শাস্ত্র এরূপ অবস্থায় অবিদ্যার একেবারে বোধ থাকে না বলিয়া, তাহার এবংবিধ অভাবেও কোন অশান্তি উপস্থিত না হওয়ায়, জীবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই, অবিদ্যার এই "অবিদ্যা"-রূপ নাম কল্পনাটীও মিথ্যা উদিত হয়, প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জ্ঞান না হইলে অজ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানের সম্মুখেও অজ্ঞান থাকিতে পারে না। যেমন সূর্য্য না হইলে ছায়া দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু সূর্য্য দেখিয়াই আবার তিরোহিত হয়। এই নিয়মে যখন ছায়াতপরূপী জ্ঞানাজ্ঞানের ভিতর অজ্ঞান অন্তর হইতে বিলীন হয়, তখন অজ্ঞান-বিলসিত এই দ্বিত্বকল্পনা বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব এইরূপে দ্বিত্বকল্পনা তিরোহিত হইলে, জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ই তিরোহিত হইয়া তাহার পর যাহা থাকে, প্রতিশব্দ থাকিতে পারে না বলিয়া যাহা উপাধিশূন্য তাহাই অবাপ্য এবং তাহাই শিব। হে রাম! তাহাকে জ্ঞান বলিয়া মনে করিও না, যেহেতু জ্ঞানের "জ্ঞান" এই নামটীও অবিদ্যাবিলসিত, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যার বিলয়ে জ্ঞানও বিলয়প্রাপ্ত, অতএব এমত অবস্থায় যাহা থাকে, তাহাকে কিছু বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। তাহা 'নকিঞ্চিৎ'—কিছুই নহে। অথচ এই বিস্তৃত সংসারে যদি কিছু সেই "কিছু না" ব্যতীত আর কিছুই নাই, এমন কি যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, যাহা বা তোমার জ্ঞানের অতীত, সমস্তই সেই একমাত্র কিছুনাতেই বিদ্যমান। ২১—২৫। কিন্তু এ "কিছু-না"কে শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের শূন্যের ন্যায়, কিছু না বলিয়া মনে করিও না—এ "কিছু-না" সর্ব্বশক্তিসমবায়রূপী কিছুতে সমবেত বুঝাইতে হইতেছে বলিয়া ইহার একটী উপাধি দিতে হইতেছে। তাহা সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তিবিষয়টী ধারণার অতীত, একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া বলি,—মনে কর, এই যে ফলপুষ্পশোভিত বিশাল বটবৃক্ষ, ইহা হইল কোথা হইতে? তাহার সেই

ভিন্ন আর কে তাহার কারণ হইবে? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সে বটবীজটী কত সূক্ষ্ম, তাহার সর্ব্বাবয়ব তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ কর, কোথাও কি এই বিশালবৃক্ষের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইবে? কিন্তু এই ফলপুষ্পসুশোভিত বিশালবৃক্ষের যাহা কিছু আছে, সমস্তই সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম বীজটীর অভ্যন্তরে নিহিত। নহিলে তাহার উদ্ভব অসম্ভব, তবেই দেখ,—বটবীজে বটবৃক্ষকরণের সর্ব্বশক্তি থাকিলেও বীজাবস্থায় তাহা এমন অস্ফুট যে যেন তাহাতে কিছুই নাই। যাহা নাই, তাহা "কিছু না" ভিন্ন আর কি? কিন্তু এ নাস্তিত্বের অভ্যন্তরে যেমন অস্তিত্বের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই "কিছুনা"তে সর্ব্বশক্তিসমবায়রূপী কিছুও সমবেত। নহিলে আভাসেও সংসার কোথায়? দেখ,—আমার এ "কিছুনাও" শূন্য, আকাশ অপেক্ষাও শূন্য, কিন্তু অপরে সচরাচর যাহাকে শূন্য বলে, ইহা তাহাও নহে। ইহা শূন্য হইলেও চিদাত্মক সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তি বলিয়াই চৈতন্যময়, (চেতন ভিন্ন জড়ের শক্তি কোথায়?) এ শূন্যে চৈতন্য সূর্য্যকান্তমণিতে অগ্নির ন্যায়, দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, অস্ফুট-অনালোকিতরূপে (যেন নাই) নিত্যসম্বদ্ধ। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে, আমার সে শূন্যে সমস্ত সংসারই অন্তর্নিহিত। দেশকালের গতি অনুসারে এই সকল সংসার তাহাদের অদৃষ্টবশে সেই নিত্যবিজ্ঞানময় চৈতন্যপ্রস্ফুরিত বিকম্পিত—চঞ্চল—অস্বভাবস্থ হইলে, যেমন দেখিতেছ, এইরূপে বহির্গত হইয়া পড়ে। যেমন অনল হইতে স্ফুলিঙ্গচয় এবং দিবাকর হইতে কররাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে রাম! এই যাহা কিছু দেখিতেছ, সে সমস্তই সেই শূন্যেরই, অম্ভোধি যেমন তাহার তরঙ্গনিচয়ের সমুজ্জ্বলমণি, যেমন তাহার দীপ্তিরাশির, তদ্রূপ সেই শূন্য এই অনন্তের সেই জ্ঞানময়ের বলিয়া জ্ঞানময়, সেই জ্যোতির্ম্ময়ের বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়, এই অনন্তের নিত্য—সমবেত আধার। ব্রহ্মাণ্ডের এই বস্তুনিবহের অন্তরে বাহিরে সেই সর্ব্বময় সদ্বস্তু বিদ্যমান। যেমন এই মহাকাশ ঘটের অভ্যন্তরে থাকিয়া ঘটাকাশরূপে পরিণত হইয়াও বস্তুতঃ সেই মহাকাশ বলিয়া সর্ব্বদাই অবিনশ্বরস্বভাব, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত ব্রহ্মাণ্ডও সেই একমাত্র তিনি বলিয়াই নিত্য। আর জানিয়া রাখিও, যেমন স্বস্থানস্থিত অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় অয়স্কান্তমণি লৌহাকর্ষণের কর্ত্তা, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে সেই নিত্যস্থির নিষ্ক্রিয়ের কর্তৃতা যুক্তিসমুদ্ভাসিত ও অবিরুদ্ধ। আর মনে রাখিও, যেমন অয়স্কান্তমণির সন্নিধিমাত্রেই জড় লৌহপিণ্ড, আপনা-আপনি চেতনের ন্যায় স্পন্দিত হয়, সেইরূপ এই অচৈতন্যশরীর দেহ, তাঁহারই সত্তাবলে সচেতন হয়, নহিলে তো ইহা জড়। হে রাম! এখন বুঝিতে পারিলে কি? এই যে জগৎ স্বচ্ছসলিলে চঞ্চল ঊর্ম্মিমালার ন্যায় বিচিত্ররূপ, এই জগৎ—জন্ম জন্ম সম্বন্ধবাসনাজালে জড়িত বলিয়া কেমন করিয়া সেই চিদাত্মক জগতের বীজে নিত্যই সমবেত হইয়া রহিয়াছে? আর বুঝিতে পারিলে কি? যিনি শূন্যমূর্ত্তি আকাশ হইতেও মূর্ত্তিশূন্য, তাই থাকিতে পারে না বলিয়াই যাঁহাতে কিছুই নাই। সেই জগদেকবীজই বা কেমন? ২১—৩২।

নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ কিছুই নহে; সুতরাং হে রাম! ভূতরূপে পরিণত এই যাহা কিছু দেখিতেছ, সে সমস্তও কিছু নহে বলিয়াই জানিও। অতএব হে রাম! যে সংসারে অস্তিত্ব নাস্তিত্বের বিষয় কোন কল্পনাই নাই, তবে সেই এই জীবাদির জন্য বৃথা কেন বাসনায় মজিয়া যাইতেছ। যাহার সহিত যাহা ভাবিয়া সম্বন্ধ পাতাইতেছি, তাহাই যখন কিছুই নহে, তখন এই সেই আমাদের সম্বন্ধ, যাহাকে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে অন্তরে কিছু না কিছুর জ্ঞানময়বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা তো ভ্রম। ভ্রমে পড়িয়াই নামজ্ঞানে জ্ঞানারোপ করিয়া, যে বৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, মনে করিতেছি, তাহাই জ্ঞান, কিন্তু দেখিতে যাইলে দেখিতে পাইতেছি, তাহা জ্ঞান নহে, তাই না আমরা সেই প্রকৃতজ্ঞানকে অনুসন্ধানেও পাইতেছি না। কেমন করিয়াই বা পাইব? দেখ, একগাছি রজ্জুকে যদি আমরা সর্প বলিয়া মনে করি, আর তাহাকে কি সর্প, কেমন সর্প, ইত্যাকারে অনুসন্ধান করিতে থাকি, তাহা হইলে কি সেই রজ্জুতে প্রকৃত সর্প দেখিতে পাই? কেমন করিয়াই বা পাইব? আমাদের অজ্ঞানময় আত্মাই তো ভ্রান্ত, আর যে আত্মা জ্ঞানময়, তিনি তো সকলজ্ঞানের শেষসীমায় গিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট ভ্রমজ্ঞান থাকিবে কেন? কেননা, আত্মা যখন জীবাদিরূপ মলে সমাচ্ছন্ন থাকেন, তখনকার যে চিত্ত—তাৎকালিক যে জ্ঞানময় অবস্থাবিশেষ, সেই চিত্তই তো অবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর যে চিত্ত এইরূপে এইরূপ জীবাদিজ্ঞানবিরহিত, সুতরাং একেবারে উপাধিবর্জ্জিত তাহাই আত্মা। সেখানেই ভ্রমের মৃত্যু, ভ্রমেই না রজ্জুতে সর্পভ্রম? ১—৫। সেই জীবাদিজ্ঞানে ভ্রান্তচিত্তই তো এই সংসার? সেই চিত্ত বিনষ্ট হইলে, ইহাও বিনষ্ট হইবে। আর যতদিন সেই ভ্রান্তচিত্তের সত্তা থাকিবে, ততদিন এই আত্মাও তাহাতেই জড়িয়া থাকিবে। ঘটের অস্তিত্বের সহিত ঘটাকাশের সত্তা একেবারে অপরিহার্য্য। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, আত্মা নির্ব্বিকার, এই ভ্রান্তচিত্তই তাহাকে বিকৃত দেখে। দেখ, যখন কোন শিশু—অবোধ অজ্ঞানশিশু স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে থাকে, মনে করে তাহার গমনের সঙ্গে সকলেই যেন গতিশীল, আর যখন সে কোথাও স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, তখন মনে করে সবই বুঝি এমনই স্থির। কিন্তু সে বালক—অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারে না যে, সে কিসে কি কিরূপ ভাবিতেছে। বুঝিতে পারে না যে, তাহার চিত্ত যাহাকে সে অন্তর্জ্ঞানময়বৃত্তি বলিয়া ভাবিতেছে; তাহার তাহা বাসনাকার তন্তুজালে এমন জড়িয়া আছে যে, তাহা স্বনির্ম্মিত তন্তুজালে আপনা আপনি জড়িত লোকলোচনের অগোচর গুটিপোকার ন্যায় আপনিই আপনাকে দেখিতে পায় না। এই বলিয়া বশিষ্ঠদেব নীরব হইলে, রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! বুঝিলাম এ সবই অজ্ঞান, বুঝিলাম এই লোকলোচনগোচরে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ কেমন অজ্ঞানময়, জ্ঞানাভাবের ক্রিয়াব্যতীত কিছুই নহে। কিন্তু প্রভো! বুঝিতে পারিলাম না যে, সেই অজ্ঞানপরাকাষ্ঠাগত অনুভাবমাত্রগম্য জ্ঞানাভাব ক্রিয়াসমবস্থিত হইয়া, আধারাধিষ্ঠানধর্ম্মী হইয়াও স্বয়ং যখন আধারধর্ম্মী স্থাবরাদি তনু পরিগ্রহ করে, তখন তাহার সে অবস্থা কীদৃশ? বশিষ্ঠ কহিলেন,—

তাহার অবস্থা তখন তটস্থ—উদাসীন। তাহার চিত্ত তখন মননরাহিত্যধর্ম্ম-পরিশূন্য না হইয়াও প্রকৃত মননরহিত। এইরূপ বিমূঢ় অবস্থায় থাকিয়াই জীবাদির চিত্ত স্থাবরাদিতে সমাসক্ত থাকে। ৬—১০। এই যে অবস্থা (সচরাচর যাহা আমাদের অবস্থা) হে বেদবিদাং বর! বিবেচনা করি তাহাতেই মুক্তি দূরস্থিত, যে হেতু এই অবস্থায় চিত্ত উদাসীন বলিয়া জ্ঞানধর্ম্মী ক্রমবিকাশিত অন্তঃকরণ পরম্পরাবিরহিত, সুতরাং জড়তাই দুঃখদায়ী। অধিক কি, সে অবস্থায় চিত্ত মূকের ন্যায়, অন্ধের ন্যায়, জড়ের ন্যায় সত্তা মাত্রেই পর্য্যবসিত থাকে। সুতরাং বহু অনুসন্ধানের ফল মুক্তি তাহার কতদূরে? রাম কহিলেন,—তাহা কেন? হে বেদবিদাং বর! যে অবস্থায় চিত্ত স্থাবরাদিতে সত্তামাত্রেই সমবস্থিত, আমি বিবেচনা করি, সে অবস্থায় মুক্তি দূরস্থিত হইবে কেন? জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জ্জিত সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত তটস্থ অবস্থাতেই তো মুক্তি। বশিষ্ঠ বলিলেন,—বলিতে পার, জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জ্জিত সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত, তটস্থ অবস্থাতেই বা অবস্থাই যে মুক্তি, তাহাও ঠিক। কিন্তু সেই সত্তাসামান্যবোধাত্মক যে মোক্ষ, তাহা যদি এই বস্তু পরম্পরায় যথাযথ বোধপূর্ব্বক বিচার করিয়া প্রকৃত-দর্শন-সমুদ্ভব হয়, তবেই তাহা প্রকৃত মোক্ষ, আর তাহাই অনন্তকপর্য্যবসানবিরহিত। নহিলে অননুসন্ধিত তাই অপরিমার্জ্জিত জ্ঞানাজ্ঞানবিরহিত, তটস্থ অবস্থা সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও ভ্রান্ত। দেখ, প্রকৃতরূপে জানিয়া শুনিয়া বাসনার যে পরিহার, তাহাই প্রকৃত পরিহার, আর সেই পরিহারবশতঃই চিত্তের যে সত্তা সামান্যরূপবস্তা, জ্ঞানীরা তাহাকেই কৈবল্যপদ বলিয়া জানেন। আর তাঁহারা জানেন যে, এইরূপে যে চিত্তের সত্তাসামান্যনিষ্ঠত্ব, তাহাই সেই পরমব্রহ্ম। কিন্তু বহু অনুসন্ধানের ফল চিত্তের সে অবস্থা অনুসন্ধায়ী মহাত্মদিগের সহিত বিচার করিলে, শাস্ত্রনিচয় আলোচনা করিলে, আর চিন্তা ছাড়িয়া কেবল অধ্যাত্মচিন্তা করিতে পারিলেই ঘটিয়া থকে। ১১—১৫। আর তোমার সেই স্থাবরাদিনিমগ্ন জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জ্জিত সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত-তটস্থ অবস্থা শুধু অন্তরে সুপ্ত—ভ্রমাবদ্ধ বলিয়া তাহার বোধময় বৃত্তিক্রিয়াশূন্য সে অবস্থা মন্দ হইলেও আবদ্ধ বলিয়া গতিশূন্য হইলেও স্থাবরাদিময় হইয়াই অবস্থিত। সুতরাং যাহাতে বীজের অভ্যন্তরে অঙ্কুরের ন্যায় বাসনা মর্ম্মগত হইয়াই থাকে। কাজেই সে সুষুপ্তত্ব জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া, সত্তামাত্ররূপত্ব মুক্তির কারণ না হইয়া বরং জন্মপ্রদ হয়। যত বাসনা, ততই না ভ্রান্তির বিকাশ। অধিক কি, এই যে, বৃক্ষলতাদি স্থাবর জড়পদার্থ, তাহাদেরও এই যে সুষুপ্তি জড়তা, যাহা দেখিয়া আমরা তাহাদের চেতন কার্য্য চিন্তনধর্ম্ম অন্তঃসংলীন নাই বলিয়াই মনে করি, আর তাহাদের চারিদিক বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া মনে করি, ইহাদের বাসনা একেবারে সুপ্ত-নিষ্ক্রিয়; সুতরাং মুক্তির অবস্থার সহিত সমাবস্থ, তাহাদের এ অবস্থাকেও অনন্ত দুঃখময় জন্মপ্রদ বলিয়া জানিও। জানিও যে, এই জড়ধর্ম্মা স্থাবরগণ তাহাদের স্বাভাবিক সুষুপ্ত অবস্থা পাইয়াও একবার নহে শতবার জন্মিবার উপযুক্ত। কেন না, দেখ যেমন বীজের অভ্যন্তরে পুষ্পাদির সত্তা সংলীন থাকে, নহিলে বীজসমুদ্ভূত বৃক্ষ যথাকালে পুষ্পফলাদি প্রসব করিতে পারিত না, তাহার বাসনাবলেই পুষ্পফল, তাই আবার বীজ, আবার জন্ম। আর যেমন এই মৃত্তিকারাশির পরমাণুতে পরমাণুতে ঘটসত্তা আছে বলিয়াই রূপান্তরে ঘটের উৎপত্তি। তদ্রূপ হে সাধো! এই সমগ্র স্থাবরাদির অন্তরে অন্তরে আপন আপন বাসনা সংলীন। তাই তাহাদের সেই আপাত অনুভূত জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জ্জিত জড়াবস্থা তাহাদিগকে এ সংসারে শতশতবার জন্মগ্রহণ করাইয়া থাকে। অতএব জানিয়া রাখিও যে, সুষুপ্ত অবস্থা মাত্রই মুক্তি নহে; বরং যে সুষুপ্তির অভ্যন্তরে বাসনার বীজ নিহিত, তাহা একেবারে সিদ্ধির বিরোধী, আর যাহাতে বাসনা ভর্জ্জিতবীজের ন্যায় উৎপাদিকা-শক্তিবিরহিত, তাহাই সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ১৬—২০। অধিক কি, বাসনা, বহ্নি, ঋণ, ব্যাধি, স্নেহ, শত্রু, আর বিষ, ইহাদের যে অবশিষ্ট সে অতি অল্প হইলেও অনন্ত ক্লেশদায়ক হয়, আর জ্ঞানাগ্নিতে বাসনাবীজ একেবারে নির্দগ্ধ হইলে যে অবস্থা হয়, সে অবস্থায় যে সত্তাসামান্যরূপে রূপবান্ হইতে পারে, সে শরীরীই থাকুক বা দেহশূন্যই হউক, তাহাকে আর কখন দুঃখভাক্ হইতে হইবে না। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, স্থাবরাদি বস্তুনিচয়ের চৈতন্য কিরূপ, আর আমাদের মত তাহাদের অজ্ঞানময় চৈতন্যসমুত্থিত বাসনাই বা কেমন? যাহার বিপাকে পড়িয়া আমাদের মত, তাহাদেরও এ সংসারে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ইহার তত্ত্ব তোমায় বুঝাইয়া বলি, তুমি শ্রবণ কর। সর্ব্বদাই দেখিতে পাইয়া থাক, এই বৃক্ষলতাদি স্থাবর বস্তু ক্রমবিকশিত হইয়া অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে দেখিতে পাই, ইহাদের অভ্যন্তরে এমন একটী রসাকর্ষিণী শক্তি আছে, যাহার বলে ইহারা সাক্ষাৎ রসধর্ম্মী রসময়, তবেই বুঝিতে পারিলাম, ইহারা সেই স্বধর্ম্ম রসের প্রভাবেই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইয়া থাকে। আমাদের এই অজ্ঞানময়ী চিচ্ছক্তি ইহা অপেক্ষা আর কি করিয়া থাকে? বাসনা প্রসব করে, আমরা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা পাইয়া থাকি। ইহাদেরও তো সেই এক রস তাহাই করিল, সুতরাং দেখিতে পাইলাম, এই স্থাবরাদি বস্তুপরম্পরার অভ্যন্তরে বাসনাঙ্কুররূপিণী জলময়ী চৈতন্যশক্তি সর্ব্বদা রসরূপেই অবস্থান করিতেছে। সুতরাং এই বস্তুপরম্পরার আপন আপন ধর্ম্মই আপন আপন চিচ্ছক্তি। ধর্ম্মশূন্যতাই উপাধিরাহিত্য, উপাধিরাহিত্যই নকিঞ্চিনত্ব, তাহাই সার। অতএব ধর্ম্মবত্তাই উপাধিময়ত্ব, তাহাই অসার, তাহাই অজ্ঞানী, আর তাহাই সেই অজ্ঞানময়ী চিচ্ছক্তি, যাহার প্রভাবেই বস্তুর বস্তুত্ব। কাজেই সংসারে যাহা কিছুরই সত্তা, যাহা কিছুরই ধর্ম্মবত্তা, সকলেরই অভ্যন্তরে সেই বাসনাজননী চিচ্ছক্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন। এই প্রকারে দেখিলে সংসারের কিছুতেই তাহার অভাব লক্ষিত হইবে না। দেখ, সেই চিচ্ছক্তি এই উল্লাসধর্ম্মী বীজের ক্রমবিকাশময় অঙ্কুরে উল্লাসরূপে, জড়তাধর্ম্মী জড়ে জাড্যরূপে, দ্রব্যে দ্রব্যত্বরূপে, কঠিনে কাঠিন্যরূপে অবস্থিত। আর তাহা শুধু ধর্ম্মময়ী বলিয়া শূন্যরূপিণী হইলেও কাষ্ঠলোষ্টাদিধ্বংসধর্ম্মী ভস্মে ধ্বংসরূপে, মালিন্যধর্ম্মী মলিনে মালিন্যরূপে, তীক্ষ্ণতাধর্ম্মী অসিধারায় তীক্ষ্ণতারূপে বিরাজ করিয়া থাকে। ২১—২৫। এইরূপে চিচ্ছক্তি ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থেরই অভ্যন্তরে সত্তামাত্ররূপে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। এই প্রকারে অনন্তরূপশালিনী এই চিচ্ছক্তি, এই নয়নগোচর যাবতীয় বস্তুর নয়নগোচরত্ব দশা (ধর্ম্ম) সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া তদ্রূপ অবস্থিত, যেমন এই প্রাবৃট্-কালস্বরূপ শরীরশূন্য বর্ষা ঋতু আপন ধর্ম্ম মেঘমালা

আপনি আচ্ছন্ন হইয়া এমনই লোকলোচনের বিষয়ীভূত হয় যে, লোকে দেখে, আহা! কেমন এই বর্ষাঋতু আকাশমার্গে প্রিলম্বিত রহিয়াছে। বর্ষা যদি বর্ষাধর্ম্ম মেঘমালায় বিজড়িত না হইত, কে তাহাকে দেখিতে পাইত? ধর্ম্মাক্রান্ততাই না রূপবত্তা, রূপেই না দর্শন? দর্শনেই না সত্তাবোধ? তাই না কালও দেখিতে পাই? চৈতন্যশালী বলিয়া দেখিতে পাই? হে রাম! এই তো ইহার স্বরূপ যথাযথ বিচারপূর্ব্বক তোমায় বলিলাম। এখন তুমিও বুঝিয়া রাখ যে, এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বময়ী, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু সমস্তই চৈতন্যশালী, অথচ অসর্ব্ব, সর্ব্বশূন্য সংসারে যে সেই এক ভিন্ন আর কিছুই নাই। তবেই জানিয়া রাখিও যে এ সর্ব্বময়ী চিচ্ছক্তি বাস্তবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত অবাস্তবিক, সংসারই যে কল্পিত? অতএব এই যে আত্মদৃষ্টি যাহাকে চিচ্ছক্তি বলিয়া আসিলাম, ইহা যথার্থরূপে অনুসন্ধিত না হইলেই এই বিশাল সংসাররূপ ভ্রম প্রদান করিয়া থাকে। আবার ইহাই যদি প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত হয়, তবে এ সংসারের যত কিছু ক্লেশ সবই তো বিলীন হইয়া যায়। কেন না, ইহারই যে অদর্শন অসম্যগ্‌বোধ, তাহাকেই তো পণ্ডিতেরা অবিদ্যা বলিয়াছেন, অবিদ্যাবশেই এই সমস্ত কল্পিত হয় বলিয়াই সেই অবিদ্যাই তো জগতের হেতু। ২৬—৩০। আর অবিদ্যা যখন রূপশূন্য হইয়া পরিলক্ষিত হইতে থাকে, এই যে অবিদ্যার আকার সংসার, ইহা ভ্রমভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া যখন বিবেচিত হইতে থাকে, তখন সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যকরস্পর্শে হিমকণার ন্যায় অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইতে থাকে। অল্পে অল্পে বিগতনিদ্র মনুষ্য যখন বোধ-বশে অল্পে অল্পে স্বচিত্তবৃত্তির উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন তাহার নিদ্রা যেমন ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়, তদ্রূপ যখন এই সংসার কেমন অবস্তু বলিয়া নিশ্চিত হইতে থাকে, তখন অবিদ্যাও সেইরূপ আলোকপ্রভাবে অন্ধকারের ন্যায় ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। দেখ,—আলোক না হইলে অন্ধকারে পতিত কখন আলোক হইতে অন্ধকারের স্বতন্ত্ররূপ দেখিতে পায় না, তাই অন্ধকারের রূপ দেখিবার জন্য কেহ যেমন আলোকহস্তে অন্ধকারের সম্মুখীন হইতে থাকে, আর অন্ধকারকে সরিয়া যাইতে দেখিতে পায়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয় হইতে থাকিলে অগ্নির উত্তাপে কাঠিন্যভূত ঘৃতের ন্যায় এই সমস্ত মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে গলিয়া গিয়া থাকে। ভাবিও না যে, অন্ধকারের আবার স্বতন্ত্র রূপ আছে, যে রূপের কথা বলিলাম, তাহা রূপ নহে, পৃথগ্‌বোধ মাত্র। অতএব জানিয়া রাখিও আলোক আনীয়মান হইতে থাকিলে, অন্ধকারের কোন নিশ্চিত রূপ পরিলক্ষিত হয় না, যাহা হয়, তাহা রূপ নহে, আলোকপ্রভাবে যাহা দেখি, তাহা কেবল অন্ধকারের বিনাশ বিমলতাময় অপায় মাত্র। ৩১—৩৫। এইরূপ এই অবিদ্যাও যখন আলোক্যমানা হয়, তখন কোথায় যায়, কোথায় পলায়ন করে, সংসারে তখন তাহার অস্তিত্বই থাকে না, কেনই বা থাকিবে? সে যে অসদ্রূপা, সে যে অবস্তু, সে যখন কিছুই নহে, তখন তাহার রূপের সম্ভাবনা কোথায়? আমরা কেবল অজ্ঞানে পড়িয়াই না তাহাকে অলীক অনুভব করিয়া থাকি? এখন বুঝিয়া দেখ, এই অন্ধকারকে আমরা কোন না কোন বস্তু বলিয়া ভাবি বটে; কিন্তু তাহা তো তাহা নয়। আলোক আসিলে আমরা তাহাকে লোপভাবে দেখি, এ অবিদ্যাও সেইরূপ বলিয়া জানিও। জানিও যে অবিদ্যা ভ্রান্তিবশতঃ বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইলেও আসলে উহা অবস্তু বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। যতক্ষণ আমরা কোন বস্তু ভাল করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক না দেখি, ততক্ষণ তাহার প্রকৃত ব্যাপার কিছুই দেখিতে পারি না; কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে তো দেখিতে পাই যে, সে কি? সেইমত যদি ভাল করিয়া দেখে, তবে অবিদ্যা যে কিরূপ, তাহাও সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। যখন আমরা বিচার করিয়া দেখি যে, এই রক্তমাংসময় দেহরূপ কৃত্রিমযন্ত্রে আমি কে? তখনই তো সকল অবিদ্যা এককালে বিলীন হইয়া যায়। এই বিলীনতারই নাম অবিদ্যাক্ষয়। বিচারকুশলচিত্তে যখন এই সংসার আদ্যন্তে রূপশূন্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তখন সেই যে বিলীনতা, মহাত্মারা তাহাকেই অবিদ্যাক্ষয় বলিয়া জানেন। ৩৬—৪০। শুধু তাহাই নহে, সেই যে অবিদ্যাক্ষয়, সেই যে বিলীনতা, তাহা কিছুই নহে অথচ কিছুই, তাহাই সৎ, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই নিত্য, যদি সংসারে কোন বস্তু থাকে, তবে তাহাই একমাত্র উপাদেয় বস্তু। সে যে কি? কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব? তাহার তো রূপ নাই, সে যে বস্তাবক প্রতিরূপবিবর্জ্জিত, সে যে কেমন? তাহাকে শুধু তাহার নাম শুনিয়াই জানিতে হয়। দেখ রসনাই আস্বাদ্যের আস্বাদগ্রহণে সমর্থ, সে আস্বাদ কেমন? তাহা তো আর কাহারও সাহায্যে প্রতীয়মান হইতে পারেনা। সুতরাং হে রাম! জানিয়া রাখিও এ সংসারের কোথাও কোন স্থানে অবিদ্যা নাই, যাহা কিছু এই দেখিতে পাইতেছ, এ সমস্তই সেই একমাত্র অখণ্ডিত ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি এই সদসৎকল্পনাবিজৃম্ভিত বিশাল সংসারকে বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন। আর একটী কথা বলিয়া রাখি। এরূপ সিদ্ধান্ত কদাচ করিওনা যে, এই পর্য্যন্তই অবিদ্যার অধিকার, আর তাহার পর ইহাই ব্রহ্ম। সিদ্ধান্ত করিবে, এই অবিদ্যার ক্ষয় আর ইহাই ব্রহ্ম। কথাটা কিছু অস্পষ্ট হইল, বুঝাইয়া বলি "এই পর্য্যন্ত অবিদ্যার অধিকার তাহার পর যাহা তাহাই ব্রহ্ম" বলিলে এই ঘটপটশকটাদির অবিদ্যাজন্য যে বিকাশ, তাহা স্বতন্ত্র, ইহারা সেই বিভু নহে, তাহা হইলেই এই পার্থক্যজ্ঞানে আবার সেই অবিদ্যাই সমুদিত হইল। আর যদি এই ঘটপটশকটাদির বিকাশমালাকে সেই বিভু বলিয়াই দেখ, ইহারা স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্মই অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন হইয়া, এই সংসাররূপে পরিণত, তবেই দেখিতে পাইবে এই অবিদ্যার ক্ষয়ই সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম। তাহা হইলেই (এই সিদ্ধান্তে আসিলেই) সেই অবিদ্যা অপসৃত হইতেছে বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ৪১—৪৫।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! বিষয়টী বড় জটিল, সুতরাং তোমার অবোধের জন্য আবার কিছু বলি। হে সাধো! পুনঃপুনঃ অনুশীলন ব্যতীত আত্মভাবনা কদাচ সমুদিত হইতে পারে না। কেননা, অবিদ্যা যাহার অপর নাম সেই অজ্ঞান, আমাদের সহস্র সহস্র জন্মসঞ্চিত সেই অজ্ঞানরূপ মোহ একেবারে নিবিড় হইয়া আমাদের অন্তরে এমন আসন স্থাপন করিয়াছে

যে, আমরা তাহাকে সকল ইন্দ্রিয় দিয়া ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি, দেহ থাক্ দেহ থাকুক্, কই আমরা তো তাহার হাত এড়াইতে পারি না। তবেই ভাবিয়া দেখ, তাহা আমাদের অন্তরে কত নিবিড়ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আর আত্মজ্ঞান—যাহা দিয়া আমরা তাহাকে স্বলক্ষ্যচ্যুত করিব, তাহা কত দুর্লভ? সে তো সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাকে ধারণা করিবই বা কেমন করিয়া? সকল ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইবে, মন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে, তবে ন' তাহার কেবল সত্তাটুকু হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিব। তবে ভাবিয়া দেখ, সকল ইন্দ্রিয়ের অনায়াসলভ্য প্রত্যক্ষ বৃত্তিসকল অতিক্রম করিয়া যাহা সত্তামাত্রে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা কেমন করিয়া আমাদের মত জন্তর প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবে? তাহার অবস্থান যে, প্রত্যক্ষের অতীত। সহস্রবার অনুশীলন না করিলে কি তাহাকে পাওয়া যাইবে?। ১—৫। অতএব হে রাম। তুমি তোমার আত্মসিদ্ধির জন্য এই হৃদয়বৃক্ষে চিরপ্ররূঢ় অবিদ্যালতাকে পুনঃপুনঃ অভ্যস্ত জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন কর। দুঃসাধ্য হইলেও ইহা মনুষ্যের অসাধ্য নহে। দেখ, এই মহারাজ জনক পরিজ্ঞাতসকলতত্ত্ব হইয়া যেমন বিহার করিতেছেন, হে রাম। তুমিও তদ্রূপ কেবল আত্মজ্ঞানানুশীলনপর হইয়া সুখে বিহার করিতে থাক। ইহা আমার স্থির সিদ্ধান্ত যে, মহারাজ জনক বাহিক কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকুন বা সমাধিতেই নিযুক্ত থাকুন, তিনি জাগিয়াই থাকুন বা যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাকুন, তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদাই সেই জ্ঞান অনুশীলিত হইতে থাকে। তাই তাহার প্রভাবে তাঁহার এমন সত্যতা—সত্যনিষ্ঠতা—ব্রহ্মতন্ময়তা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে মনোনিবেশপূর্ব্বক বাহ্য সকল কার্য্যই করিবে, অথচ সর্ব্বদা তাহাতেই লক্ষ্য রাখিবে। সেই যে বিবিধাচারকারী সিদ্ধান্ত, তাহা লইয়াই ভগবান্ হরি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাই তাঁহাকে পৃথিবীর দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাতেই যে সেই সিদ্ধান্তজ্ঞান বিরাজমান, মহানুভবগণ, ইহা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন। এই যে সংসারীর ন্যায় কান্তার সহিত অবস্থিত ত্রিলোচন আর এই যে কামনাবিবর্জ্জিত ব্রহ্মা, ইঁহাদের অন্তরেও যে সিদ্ধান্ত, হে রঘুনন্দন! তোমারও অন্তরে সেই সিদ্ধান্ত বিরাজমান থাকুক। ৬—১০। অধিক কি, দেবগুরু বৃহস্পতি, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য আর এই দিবাকর, এই শশী, এই পবন, এই অনল ইঁহাদের অন্তরে যে সিদ্ধান্ত (যাহার বলে ইঁহার জগদাপ্ত) আর দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি পুলস্ত্য, আমি, অঙ্গিরা, প্রচেতা, ভৃগু, ক্রতু, অত্রি আর শুকদেব এবং এইরূপ অন্যান্য জীবন্মুক্ত বিপ্রর্ষি এবং রাজর্ষিগণের অন্তরে যে সিদ্ধান্ত, হে রঘুনন্দন। তাহা তোমার অন্তরে বিরাজ করিতে থাকুক। রাম কহিলেন,—ভগবান্! যে নিশ্চয়ের বলে এই সমস্ত মহাপ্রাজ্ঞ ধীরগণ বিগতশোক হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সে নিশ্চয় কি প্রকার, তাহা প্রকৃতরূপে আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে বিদিতাখিলতত্ত্ব মহাবাহু রাজনন্দন রাম! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারি বিষয় আমি প্রকাশ করিয়া বলি, তুমি শ্রবণ কর। ১১—১৫। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মদিগের যে সিদ্ধান্তের কথা তোমায় বলিয়া আসিলাম,—সেই মহাপুরুষদিগের নিশ্চয়তা এইরূপ, এই যে সুবিস্তৃত জগজ্জাল দেখা যাইতেছে, তাঁহারা দেখেন যে, সে সমস্তই সেই নির্ম্মল ব্রহ্মস্বরূপই অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা ভাবেন, কেবল ব্রহ্ম আমাদিগের চৈতন্য, এই চৈতন্যবিজৃম্ভিত-সংসার ইহাও ব্রহ্ম, আর যাহাদের লইয়া এই সংসার, সেই এই ভূতপরম্পরা, ইহাও ব্রহ্ম। সুতরাং আমি ব্রহ্ম, আমার শত্রু বলিয়া যাহাকে মনে করিতেছি, তাহাও ব্রহ্ম। আর এই বন্ধু-বান্ধব-মিত্র সবই ব্রহ্ম। অধিক কি, এই ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানাত্মক কালত্রিতয় ইহাও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, দেখ, অম্ভোধি যেমন আপনার তরঙ্গমালা লইয়া আপনি বিশালরূপে বিজৃম্ভিত হয়, এই সুদীর্ঘ কালত্রিতয় লইয়া এই ব্রহ্মও তদ্রূপ কত শত পদার্থে পরিলক্ষিত হইয়া আপনা আপনিই কত মহান্। তাঁহারা ভাবেন, ব্রহ্মই সব। ব্রহ্মই ব্রহ্মকে ভোজন করিতেছেন। ব্রহ্মই ব্রহ্মশক্তিবলে শত শত বিবর্ত্ত লইয়া ব্রহ্মেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন। তাঁহারা এই চক্ষেই সর্ব্বদা সব দেখেন বলিয়া তাঁহাদের কাছে রাগদ্বেষাদির প্রসঙ্গই থাকে না। তাঁহারা ভাবেন, ব্রহ্মই যখন সব, তখন ব্রহ্মের অপ্রিয়কারীর সম্ভাবনা কোথায়? যদি থাকে, তবে সে শত্রুও ব্রহ্মময়। ১৬—২০। সুতরাং ব্রহ্মেতে ব্রহ্মনিষ্ঠ-বস্তু কাহার অন্য কি করিতে পারে? অতএব এই কল্পিত রাগদ্বেষাদির অবস্থান তো আকাশবৃক্ষের ন্যায় অসম্ভব। আর দেখ, যদি রোগাদির কল্পনাই না করা যায়, তবে তো তাহাদের সত্তাই অসম্ভব, অতএব এতাদৃশ চিরবিনষ্টদিগের কি কোন প্রসঙ্গই উঠিতে পারে? তবে যে এই আমাদিগের স্পন্দনগমনাদিক্রিয়া, তাহা বাগাদ্যধিষ্ঠিত নহে, এ সমস্তও সেই একমাত্র পূর্ণব্রহ্মেই অধিষ্ঠিত। হে রাম! তাঁহারা ভাবেন এই যাহা কিছু স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, এ সমস্তই ব্রহ্ম; সুতরাং সুখ-দুঃখের আধার হইয়া সুখী-দুঃখীর সম্ভাবনা কোথায়? তবে যে কখন ভাবজন্য তৃপ্তি, আর অভাবজন্য অসন্তোষ, সংসারের মজ্জায় মজ্জায় দেখিতে পাওয়া যায়, সে তো কাহারও কিছুই নহে, তাহা ব্রহ্মেই ব্রহ্মের তৃপ্তি, আর ব্রহ্মেই ব্রহ্মের বিলয়। এই সংসারের স্ফূর্ত্তি? তাহা তো ব্রহ্মেই ব্রহ্মের বিকাশ, আমি তো আর স্বতন্ত্র কিছু নহি। এই ঘট ব্রহ্ম, এই পট ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, এই সুবিস্তৃত সংসার সমস্তই ব্রহ্ম। অতএব যখন এই আপনা আপনি বিনাশ ধর্ম্ম। ব্রহ্মে স্বয়ং উৎপত্তিধর্ম্মা ব্রহ্ম আপনা আপনিই অঙ্গে অঙ্গে মিলিত হইয়া পড়ে, তখন কে কার? কাহারই বা কে? এমন অবস্থায় কোন বিষয়ে প্রীতি কোন্ বিষয়ে বা অপ্রীতির বৃথা কল্পনাই বা কেমন? আর বৃথা ভীতিপ্রদ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় কাহারও অভাবে দুঃখময়ী অবস্থাই বা কেমন? ২১—২৫। আর উৎপত্তিধর্ম্মা ব্রহ্ম যখন আপনা আপনিই সম্ভোগধর্ম্মা ব্রহ্মে সুখে সমবেত হন, তখন "এ সম্ভোগজন্য সুখ আমারই হইল" বলিয়া বৃথা কল্পনা কেমন করিয়া করা যাইতে পারে? আর দেখ, জলতরঙ্গও নড়িতেছে, কিন্তু যেমন তাহাদের স্পন্দন সেই এক জলস্পন্দনব্যতীত অপর কিছুই নয়, তদ্বৎ কেবল এই ব্রহ্মই স্পন্দনধর্ম্মা; তাহার উপর এই যে তোমার আমার ভাব, তাহা তো কিছুই নহে। তাঁহারা দেখেন, এ সংসারের ভাবাভাব তো কিছুই নহে, জল চলিয়া যায়, তাহার উপর ভাসিয়া কত কি অমন বেশ চলিয়া যায়, তাহাতে আবর্ত্ত না উঠিলে যেমন তাহার কোথাও কিছু পড়িয়া থাকে না, সেইরূপ উৎপত্তিধর্ম্মা ব্রহ্ম, নরণধর্ম্মা ব্রহ্মে মিলিত না হইলে অবস্থান্তর হইতে পারে না। তাঁহারা দেখেন, যাহা হইবার, তাহা হইবে, তাহার জন্য সুখ-দুঃখে বিব্রত হইব কেন? তাঁহারা

দেখেন, জল যেমন কখন কখন স্রোতোমুখে পড়িয়া ভাসিয়া যায়, আবার কোথাও কখন আবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে, তাই তখন যেমন তাহাতে তোমার আমার বলিয়া কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেইরূপ এই সংসার তোমার আমার বলিয়া সম্বন্ধমিশ্রিত জড়-অজড়রূপ পদার্থ সেই পরমাত্মাতে স্থিরভাবে অবস্থিতি করে না। তাহার স্বভাবই যে চঞ্চল। সুবর্ণই বিকৃত হইয়া যেমন কটক-আকারে পরিণত হয়, জলেই রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া আবর্ত্ত হয়। তদ্রূপ এই আত্মার প্রকৃতিই তো সদসদ্ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ২৬—৩০। তাঁহারা দেখেন,—এই জীব-রূপে পরিণত প্রকৃত আত্মাকেই এই যে জড়রূপে ভাবনা, ইহা শুধু অজ্ঞানীরই মোহ, জ্ঞানীর চক্ষে তো সে মোহ কখনও কোথাও থাকিতে পারে না। তাঁহারা দেখেন,—এ জগৎ অজ্ঞের চক্ষেই দুঃখময়, আর জ্ঞানীর চক্ষে আনন্দময়। যেমন অন্ধের নিকট সংসার অন্ধ, সেই সংসার আবার চক্ষুষ্মানের নিকট কত জ্যোতির্ম্ময়, সেইরূপ মূর্খের যন্ত্রণাপ্রদ এই জগৎ, জ্ঞানীর চক্ষে সেই এক পরমাত্মময়। হে রাম! শিশুর চক্ষে এই ঘোরান্ধকারা রজনী যেমন পিশাচসঙ্কুল, আর যে শিশু নহে, যাহার বুদ্ধি বালকসুলভ-অজ্ঞানে পরিপূর্ণ নহে, সেই পরিণত-বয়স্ক পুরুষের চক্ষে, সেই নিশাই আবার উপদ্রবশূন্য কেবল রাত্রি বলিয়াই প্রতীত হয়। তদ্রূপ তাঁহাদের কাছে এই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অমৃতপূর্ণ-ঘটের ন্যায় নিত্যানন্দদায়ক একমাত্র পরম-ব্রহ্মে নিরুপদ্রবতা বিরাজ করিয়া থাকে। তাঁহারা দেখেন, যেমন এই বীজাদির উল্লাসাত্মক বিলাসভিন্ন স্বতন্ত্র আর কিছুই হয় না, বীজ আপনার রসবলে উল্লসিত হইয়া, বীজরূপ হারাইয়া, বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, আর তাহা দেখিয়া বিবেচনাবিহীন আমরা ভাবি, বীজ নষ্ট হইল, আর বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, কিন্তু সে বিনাশ, সে উৎপত্তি, বীজের উল্লাসাত্মক বিলাসভিন্ন আর কিছুই নহে। তদ্বৎ এই সংসারে কিছুই বিনষ্ট হয় না, কিছুই বর্ত্তমান থাকে না, যাহা হয়, বা যাহা হইয়া যায়, তাহা শুধু উল্লাসাত্মক বিলাস অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিণতি। ৩১—৩৫। তাঁহারা দেখেন, মহাসমুদ্রে যেমন তরঙ্গাদি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই আত্মাতেই ভূতবৃন্দের উৎপত্তি। আর ইহা নাই, ইহা আছে, ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহা আত্মাতেই আত্মকৃতভ্রান্তি। ইহা অসম্ভব মনে করিও না, স্ফটিকমণির কিরণরাশি যেমন আপনা আপনিই বহির্গত হয়, তদ্রূপ এই আত্মার এমনিই একটা অকারণ-সমুজ্জ্বল শক্তি আছে, তাহাই আমাদের অন্তরে এই জগৎস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্ফটিকের অংশু যেমন স্বয়ং স্ফটিকই এবং স্ফটিকস্বরূপেই অবস্থিত, তদ্রূপ আত্মার এই জগৎস্বরূপিণী শক্তিও আত্মাই এবং আত্মস্বরূপেই সংলীন। সুতরাং তাঁহারা মনে করেন যে, তরঙ্গবিক্ষিপ্ত কণারাশি লইয়া বুদ্বুদাদিস্বরূপে একপ্রকার যে ঘনীভূত জল প্রতীয়মান হয়, তাহা প্রকৃত জল হইলে, যেমন জলেই বিলীন হয়। অতএব তাহার প্রকৃতি (জল) যেমন অবিনশ্বর, সেইমত কোন কারণে সমুৎপন্ন এই ব্রহ্মাত্মক-সংসার ক্লিষ্ট হইয়া ব্রহ্মেই বিলীন হইলে ব্রহ্মের বিনাশ হইল বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা কেমন করিয়া হইবে কেননা, যেমন মহার্ণবের কোথাও কোন স্থানে জল প্রকৃতিবিবর্জ্জিত কোনও রূপ তরঙ্গাদি নাই, তদ্বৎ এসংসারেও ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন প্রকার শরীরাদি পরিলক্ষিত হইতে পারে না। দেখ, রাম! তাঁহারা দেখেন, এই যে জলকণা, এই যে কণিকা, এই যে বীচি, এই তরঙ্গ, এই ফেনরাজি, এই লহরী, ইহারা যেমন সকলেই কেবল বারি এবং শুধু বারিতেই অবস্থিত। সেইরূপ এই দেহ, এই কল্পনা, এই ভোগ্য-বস্তু-পরম্পরা, এই বিপদ্, এই সম্পদ্, এই হর্ষবিষাদাদির সৃষ্টি, এই পুরুষার্থের উপভোগ, এ সমস্তই সেই এক ব্রহ্ম আর ব্রহ্মেতেই সমবস্থিত, অন্যরূপ নহে। ৩৬—৪০। যেমন সুবর্ণ হইতে কত কি রকমের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু সবই যেমন সেই এক সুবর্ণ, তদ্রূপ সংসারে এই নানাবিধ শরীরসৃষ্টি দেখিতে পাইতেছ, ইহাও শুধু সেই ব্রহ্ম হইতেই হইতেছে বলিয়া শুধু ব্রহ্ম, পৃথক্ আর কিছুই নহে। অতএব এ সব বিষয়ে মূর্খদিগের যে দ্বৈতবোধ তাহা মিথ্যা। তাঁহারা দেখেন, এই যে আমাদিগের মন—ভাবনাধর্ম্মিণী প্রথমস্ফূর্ত্তি, এই যে বুদ্ধি—বস্তুগ্রহণাত্মক আসক্তি, তাহার পর এই যে অহঙ্কার—তত্তদ্বস্তুময় অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ, আর এই যে ইন্দ্রিয়গণ আহঙ্কারাত্মক বস্তুগ্রহের সাক্ষাৎ সাধক, ইহারা সকলেই সেই একমাত্র ব্রহ্ম, বিবিধপ্রকার নহে, সুতরাং সংসারে বিবিধাত্মক সুখ কি দুঃখ নাই। তাঁহারা দেখেন, পর্ব্বতে সমুচ্চারিত একই শব্দ যেমন স্তরে স্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া নানাকারে চারিদিকে বিজৃম্ভিত হয়, তদ্বৎ এই এক আত্মাই এ, সে, আমি, এই, চিত্ত ইত্যাদি নানাবিধয়ক বাক্য-পরম্পরায় শুধু সেই আত্মাতেই বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। তাঁহারা ভাবেন যে, আমাদের এই—অন্তস্থ জীবজগদ্ভাব, ইহা শুধু সেই অপরিজ্ঞাত ব্রহ্মই অভ্যাগতের ন্যায় আমাদের সম্মুখে অবস্থিতি করেন, আমরা দেখিয়াও চিনিতে পারি না। অধিক কি, আমাদের চিত্ত স্বপ্নাবস্থাতেও যাহা কিছুর অনুভব করিয়া থাকে, তাহা আর স্বতন্ত্র কিছুই নহে, সেই সাক্ষাৎ আত্মাই আত্মার স্বরূপ অবলোকন করিতে থাকেন মাত্র। ৪১—৪৫। দেখ, যেমন সুবর্ণকে সুবর্ণ বলিয়া না দেখিলে তাহাও তুচ্ছ মাটীর ন্যায় ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে, তদ্রূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া না ভাবিলে, তাহাও যে অবিমল অজ্ঞান বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? আর যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্, তাঁহারা সেই ব্রহ্মকে স্বয়ং প্রভু এবং মহাত্মা বলিয়াই জানেন, আর এই যে অজ্ঞানব্রহ্ম অপরিজ্ঞাত থাকেন বলিয়া যে মিথ্যা বোধ, তাহা মূর্খদিগেরই হইয়া থাকে। কেননা, ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা ব্রহ্ম হইয়া যায়। যেমন সুবর্ণকে সুবর্ণ বলিয়া জানিতে পারিলেই তখনি তাহা সুবর্ণ হইয়া থাকে। দেখ, অনেক বার বলিয়া আসিয়াছি যে, সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা ব্রহ্ম নহে, সুতরাং সংসারে সকল বস্তুই সকল শক্তিই ব্রহ্মময়ী। অতএব সেই ব্রহ্মময়ী সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মকে (আপনাকেই) প্রগাঢ়রূপে যে ভাবে ভাবনা করিতে থাকে, সেই নির্হেতুক বিকারশূন্য স্বয়ং ব্রহ্ম, সেই শক্তিস্বরূপে সেই সেই বস্তুরূপে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ ভাবে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা দেখেন, উৎপত্তিধর্ম্মী উৎপাদিকা-শক্তি ধর্ম্মী উৎপাদন, কারণধর্ম্মী বিকৃত, এই বিপুল-সংসার দেখিয়াও তাঁহারা ভাবেন, যিনি ব্রহ্ম, যিনি এই বিশাল-সংসার, তিনি কাহারও কর্ম্ম নহেন, কাহারও কর্ত্তা নহেন, কাহারও সাধক নহেন। তাঁহারা দেখেন, তিনি নির্ব্বিকার, তিনি শান্ত, তিনি স্বয়ংপ্রভু; আর তিনিই একমাত্র মহাত্মা। ৪৬—৫০। অতএব তিনি অপরিজ্ঞাত থাকিলেই অজ্ঞের অজ্ঞানবার্ত্তা। আর তিনি পরিজ্ঞাত

হইলেই অজ্ঞাননাশক জ্ঞানের উদ্ভব। দেখ, যেমন বন্ধু অপরিচিত থাকিলেই অবন্ধু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, আর পরিচিত হইলেই, অবন্ধু বলিয়া যে ভ্রম, তাহা বিনষ্ট হইলেই বন্ধু বন্ধুই হইয়া যায়; ইহাও তাহাই, ব্রহ্ম জানিতেই ব্রহ্ম, আর না জানিলেই অজ্ঞান। এই জ্ঞান—এই ব্রহ্মময়-জ্ঞান সহজেই আপনা আপনিই হয় না। হয়,—ভাবিয়া দেখিলেই হয়, এই জীব জগদ্রূপ পদার্থনিচয় অযুক্ত—বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কিছুই নহে বলিয়া যদি অন্তরে অন্তরে জানিতে পারা যায়, তবেই সেই ভাবনা—তন্ময়ী চিন্তাটী আসে, যাহার বলে পুরুষ, যে জ্ঞানপূর্ণ বৈরাগ্য পাইয়া সংসারে অনুরাগশূন্য হইতে পারে। তবেই ক্রমে অন্তরে দ্বৈতবোধ অসত্য বলিয়া প্রতীত হইলে আবার সেই ভাবনা উদিত হয়। যাহার প্রভাবে "সেই দ্বৈতবোধ অসত্য, আর ইহাই সত্য" ইত্যাকার যে ভেদজ্ঞান, তাহা হইতেও বিরক্ত হইয়া পুরুষ একেবারে খাঁটি বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার এই দেহাদিঘটিত কার্য্যকারণসমবায় আমি নহি বলিয়া বুঝিতে পারিলে সেই ভাবনার উদয় হয়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ সংসারে বিরক্ত হয় এবং সেই জন্যই তাহার নিকট অহঙ্কারতা—আমার বলিয়া অন্তঃকরণনামক বৃত্তিবিশেষের বস্তুগ্রহণধর্ম্ম পর্য্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।৫১—৫৫। তাহার পর সেই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ক্রমে আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান সত্য—দৃঢ়ীভূত হইলে, তখন তেমন একটী সেই অনির্ব্বচনীয় ভাবনা সমুদিত হয় যে, যেমন জীবের অন্তঃকরণ—ভাবনাবিজৃম্ভিত মোহবিশেষে তৎস্বরূপে সমবেত অবস্থাবিশেষ, একেবারে সেই একমাত্র সত্য নিজস্বরূপে সংলীন হইয়া যায়। অতএব ভাবিয়া দেখ, ব্রহ্মভাবনার উপর আবার কত, ভাবনার পর অদ্বৈতজ্ঞান, যাহাকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বলে। তখন সেই অদ্বৈত জ্ঞানীর এই একটা সুবিস্তীর্ণ জীবজন্তুময়-সংসারের এই বিস্মৃতি-জ্ঞানজন্য যে জ্ঞান, তাহা সেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণ-জ্ঞানে মিশিয়া থাকিলে আমিই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারি। কেননা, তখন সে বিস্মৃতি-জ্ঞানজন্য জ্ঞান সংসারসৃষ্টি নিত্য বলিয়া, সেই নিত্যজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং নিজজ্ঞানে ভ্রম থাকিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাদের নিকট তুমিত্ব আমিত্ব মিশ্রিত এই অনিত্যজ্ঞান বাধা পায়, তাই তাঁহারা দেখেন, এই জগদ্গত যাবদীয় বস্তু সেই এক "তৎ সৎ" তখন তিনি ভাবেন "আমিই এই ব্রহ্ম, আমিই সত্য, আর আমিই সেই সর্ব্বপ্রকারাঢ্য—সর্ব্বভূষণে বিভূষিত, আমার [illegible] নাই, কর্ম্ম নাই, মোহ নাই, বাঞ্ছিত নাই, আমি সর্ব্বত্র সকল সময়েই সমভাবে অবস্থিত, আমি স্বস্থ, আমি শোকশূন্য," কেননা, আমি যে ব্রহ্ম, ইহা যে নিশ্চিত। আমি কলাকলঙ্কমুক্ত—আমাতে কলনা নাই, আমি কল্পিত নহি, সুতরাং আমি নিষ্কলঙ্ক, অথচ আমিই আবার এই সংসার; কিন্তু আমি নিরাময় স্বস্থ। আমি কিছুই ত্যাগ করি না, কাহাকেও বাঞ্ছা করিনা, কেনই বা করিব, এক আমি যে ব্রহ্ম, ইহা যে নিশ্চিত। অতএব আমিই রক্ত, আমিই মাংস, আমিই অস্থি, আর "আমিই সেই রক্তমাংস-অস্থিময় শরীর। ৫৬—৬০। আমি ব্রহ্ম, ইহা যখন নিশ্চিত, তখন আমিই চিৎ (বিজ্ঞান), আমিই চৈতন্য (জ্ঞান)। আমি স্বর্গ—আনন্দের আগার, আমিই এই সূর্য্যসমুদ্ভাসিত বিশাল আকাশ, এই সুমহান দিকচক্রবাল, আর আমিই ব্রহ্ম—ইহাই যখন স্থির, তখন ঘট-পট বল, যাহা কিছুই পদার্থ, সমস্তই কেবল এক আমি। আমিই এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠতৃণ, আবার আমিই এই সুমহতী ধরিত্রী, আমিই সামান্য গুল্ম এবং আমিই সুবিশাল বনরাজি। এই যে সাগররাজি, এই যে পর্ব্বতমালা, এ সমস্তই আমি। কেননা, ইহসংসারে কেবল একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থিত; সুতরাং এসংসারে এই যে শত শত শক্তি কাহারও আদানাত্মিকা, কাহারও দানাত্মিকা, কাহারও বা সঙ্কোচাত্মিকা, ইত্যাদি নানাবিধ প্রাণিধর্ম্ম, এ সমস্তই শুধু এক আমি। বুঝিয়া রাখিও যে, এই আমিই চিৎস্বরূপে ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত হইয়াই, এই সুবিস্তৃত-সংসারের শরীর পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছি। অতএব এই যে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনোৎসুক লতাগুল্ম অঙ্কুরাদি পদার্থনিচয় সে সমস্তই আমি। আর দেখ, যিনিই চিৎস্বরূপী তিনিই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম চিদাত্মারই অন্তর্গত, যিনি শান্ত, যিনি পর—অবাঙ্মনসগোচর, অথচ যিনিই এই ইন্দ্রিয়াদিগ্রাহ্য রস-নির্য্যাস-তন্নিঃসৃত বিকার-বিশেষরূপে পরিণত সংসারস্বরূপে অবস্থিত। অতএব যাহাতেই এই সংসার, যাহা হইতেই এই সংসার এবং যাহাই এই সংসার আবার এই সংসার হইতেই যিনি। ৬১—৬৫। যেহেতু যে যে সংসার সেই একাত্মক—ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই সিদ্ধান্তিত। অতএব যাহাই পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয়ীকৃত, সুতরাং যিনিই চিদাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্ত্ব, তিনিই সত্য, তিনিই ঋত, আর তিনিই জ্ঞ। কেননা, এই নানাবিধ নামধেয়ে কেবল সেই একমাত্র সর্ব্বগত তৎস্বরূপী চিন্মাত্রই অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি চেত্য নহেন, ভ্রমজ্ঞানে পরিজ্ঞেয় এই সংসার নহেন, সংসারের কেবল আভাসমাত্র, সুতরাং যিনি নির্ম্মল এবং তাই যিনি এই সর্ব্বভূতের স্বরূপবোধক এবং সর্ব্বত্র সমবস্থিত। আর ব্রহ্মবিদেরা যাঁহাকে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিচয়ে এই যতকিছু যত রকম কল্পনা হইয়াছে, হইতেছে বা হইতে পারে, সে সমস্তেই সমন্বিত, অথচ শান্ত চিন্ময় ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিদেরা ভাবেন যে, আমিই একমাত্র স্বপ্রকাশ স্বচ্ছ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম। যেহেতু আমিই এই অশেষশব্দাদির ও তাহার কারণ আকাশাদির এবং তজ্জনিত এই সংসারস্থিতির সত্তামাত্রস্বরূপ স্বচ্ছ চৈতন্য। অতএব আমার ক্ষয় নাই, কেননা ধারাকারে বিনিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অনবরত বিগলিত নির্ম্মল চৈতন্য ধারাত্মক এই যে নিরন্তর সংসার, ইহা আমিই। ৬৬—৭০। আমি সেই পরমানন্দ চিদ্ব্রহ্ম, যাহা যোগিগণের অনুভবগোচর হইলেও বাক্যের অগোচর এবং অহংরূপী ভোক্তৃগণেরও যিনি তত্তৎ-ভোগবৃত্তিতে মধুধারার আস্বাদ অর্থাৎ সংসারী ভোক্তা জীবগণ ভোগবৃত্তিতে যে আনন্দরসের আস্বাদন করিয়া থাকে, সেই অনুভূয়মান অমৃতস্বরূপ আমিই। আমিই সেই নির্ম্মল চিদ্ব্রহ্ম, আমি সুসূক্ষ্মব্যোম, শান্ত বিমল আলোকস্বরূপ। আমি সমুদয়-বিষয়ভোগ-সুখাপেক্ষা উত্তম সুখস্বরূপ। আমি সর্ব্বতঃ প্রকাশমান বাসনানির্ম্মুক্ত চিদ্ব্রহ্ম। খণ্ড-শর্করাদির আস্বাদ ক্ষণমাত্রস্থায়ী ও অল্প পরিমাণ; কিন্তু আমি তদপেক্ষা পরম সুখাস্বাদস্বরূপ, এ আস্বাদ অপরিচ্ছিন্ন, ইহা ধারাবাহিক থাকে। রাত্রিকালে চন্দ্রোদয় হইলে কান্তার প্রতি আসক্তচিত্ত কামুকের কান্তা ও চন্দ্র এই উভয়দর্শনের মধ্যভাগেও যে চিৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকেন; আমিই সেই অবিচ্ছিন্ন সত্তাত্মক নির্ব্বিকল্প চিৎস্বরূপ। ভূতলস্থ লোকদৃষ্টি আকাশের চন্দ্রে সংলগ্ন হইলে মধ্য আকাশে যে নির্ব্বিকল্প চিৎশক্তি বিদ্যমান থাকেন;

আমিই সেই চিৎশক্তিরূপী নির্ম্মল ব্রহ্ম। আমাতে সুখদুঃখাদি কোন প্রকার বিকল্প নাই। আমি সত্যজ্ঞানরূপী নির্ম্মল নিত্য চিদ্‌ব্রহ্ম। এক স্থানে বসিয়া লোকে তাহা হইতে দূরতর প্রদেশে দৃষ্টিস্থাপনকালে অধিষ্ঠানস্থান ও দৃষ্টিস্থাপনের স্থানের মধ্য-ভাগে অন্তরালপথে যে নির্ব্বিষয় চিতিশক্তি থাকে, আমিই সেই বিষয়শূন্য সর্ব্বগামী চিৎস্বরূপী। মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও বীজ ইহাদের পরস্পর মিলনকালে অঙ্কুরোদ্গমকারী যে চিৎশক্তি বিদ্যমান থাকে, আমিই সেই বিশাল চিদ্‌ব্রহ্ম। স্বীয় জড়ভাবে অবস্থিত খর্জ্জুর নিম্ব ও বিল্বফলের অন্তরে লীন যে আস্বাদসত্তা, আমিই তাহা। শাস্ত্রানুসারী মননক্রিয়া দ্বারা বিশোধিত কষ্ট ও আনন্দ হইতে নির্ম্মুক্ত যে চিৎশক্তি সমভাবে বিরাজ করে, আমিই সেই নিরাময় চিৎশক্তিস্বরূপ। ৭৫—৮০। আমি নীরোগ চিদ্‌ব্রহ্ম, লাভ ও অলাভ উভয়েতেই আমার তুল্যভাব। ভূতলস্থিত ব্যক্তির সূর্য্যদর্শনকালে ভূমি হইতে সূর্য্যপর্য্যন্তগামী তদীয় বিস্তৃত যে দৃষ্টিসূত্র, তাহার সূর্য্য ও নেত্র উভয়ত্র অসংলগ্ন যে মধ্যভাগ তাহার ন্যায় আমি নির্ম্মল শান্ত বিতত চিৎস্বরূপ। আমি অনাদি, অনন্ত, অনাময়, তুরীয়, চিদ্‌ব্রহ্ম, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সর্ব্বসময়েই আমার সমভাবে প্রকাশ। আমি নিখিল-পুরুষের অন্তরে শত ক্ষেত্রোৎপন্ন ইক্ষুর আস্বাদের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। আমি সকলের নিকটেই একরূপ, আমি সমভাবে অবস্থিত চিদ্‌ব্রহ্ম। আমি আদিত্যের প্রভাবই সর্ব্বগামী স্বচ্ছ কমনীয় প্রকাশকারী বিস্তৃত চিদ্‌ব্রহ্ম। বিষয়ভোগজনিত যে আনন্দকণা, অমৃতের যে আস্বাদশক্তি, তাহার ন্যায় একমাত্র স্বানুভূতিস্বরূপ অবয়বে চিদ্‌ব্রহ্ম আমিই তাহা। মৃণালতন্তু যেমন মৃণালের সর্ব্বত্র সম্বদ্ধ ও গুপ্তভাবে অবস্থিত (বাহির হইতে দেখা যায় না) এবং মৃণাল ছিন্ন বা ভিন্ন হইলেই পরিস্ফুট হইয়া পড়ে, সেইরূপ দেহমধ্যে গুপ্তভাবে সর্ব্বত্র সম্বদ্ধ ও (দেহের, বিচ্ছেদে স্ফুরিতাকৃতি যে অনাময় চিদ্‌ব্রহ্ম আমিই তাহা। সমস্ত ভুবন আক্রমণ করিয়া থাকিলেও যাহা মেঘমালায় স্পন্দশালিনী হইয়া দুর্লক্ষ্য ও সূক্ষ্ম (জীব পক্ষান্তরে জল) আকারে অবস্থিত, আমিই সেই বিতত চিৎশক্তি। দুগ্ধমধ্যে ঘৃতের সত্তার ন্যায় যাহার অভ্যন্তরস্থিত সারভাগ অনুভবমাত্রগম্য এবং স্নেহময় (পরম প্রেমাস্পদ, পক্ষান্তরে চিক্কণতাময়), আমিই সেই অক্ষয় চিৎ। সুবর্ণে যেমন কটক, কেয়ূর অঙ্গদনামক কল্পিত অলঙ্কারভেদ সুবর্ণ হইলেও সুবর্ণভিন্নরূপে অবস্থিত, সর্ব্বগামী চিদ্‌ব্রহ্ম আমি সেইরূপই দেহমধ্যে অবস্থিত। শৈলপ্রভৃতি পদার্থসমূহের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা সত্তাসামান্যরূপে যে চিৎ বিরাজমান, আমি সেই নির্লিপ্ত চিতিস্বরূপ। ৮১—৯০। যিনি সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির অকৃত্রিম আদর্শস্বরূপ অর্থাৎ যাঁহাতে সকল অনুভূতি হইয়া থাকে এবং যাঁহাতে মলবিন্দুও সংলগ্ন হয় না, আমিই সেই মহৎ চিত্তত্ত্ব। যিনি নিখিলসঙ্কল্পফলের প্রদাতা, সকল তেজের প্রকাশক এবং সকল প্রকার উপাদেয় বস্তুর অবধি অর্থাৎ যাঁহা হইতে উপাদেয় বস্তু আর নাই, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি সকল অবয়বে বিশ্রামপ্রাপ্ত, অথচ সকল অবয়ব হইতে অতীত এবং যাঁহার রূপ সর্ব্বদাই প্রকাশমান, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। ঘটপটাদি পদার্থমধ্যে যিনি সত্ত্বরূপে অবস্থিত, যিনি চতুর্ব্বিধ শরীরের চেষ্টার হেতু এবং জাগ্রৎ অবস্থাতেও যিনি সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিত, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি অগ্নিতে উষ্ণতারূপে, হিমে শৈত্যরূপে, অন্নে মাধুর্য্যরূপে, ক্ষুরে ধাররূপে, অন্ধকারে কৃষ্ণতারূপে, ও চন্দ্রে শুক্লতারূপে অবস্থিত, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে আলোকরূপে অবস্থিত এবং যিনি দূরস্থিত (অজ্ঞাননিবন্ধন) হইলেও নিকটস্থিত, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি পদার্থসমূহের মাধুর্য্যাদির মাধুর্য্য ও তীক্ষ্ণাদির তীক্ষ্ণতারূপে অবস্থিত, আমি সেই চিদাত্মাকে উপাসনা করি। যিনি তুরীয় অতুরীয় হইতে অতীত পরমপদে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি সকল অবস্থাতেই সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যাহাতে কোন প্রকার সঙ্কল্প নাই, কোন প্রকার কাম বা ক্রোধ নাই, কোন প্রকার যত্ন নাই, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। ভোগোৎকণ্ঠাবিহীন, যত্নবিহীন, চেষ্টাবিহীন, অহঙ্কারপরিশূন্য নিরবয়ব অথচ সর্ব্বময় যে চিদাত্মা, আমি তাঁহার উপাসনা করি। ৯১—১০০। যিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত অপার সর্ব্বময় একরূপী, যাঁহার চিৎস্বরূপতার অবধি নাই, আমি সেই চিদাত্মা হইয়াছি। এই ত্রিলোকমধ্যবর্ত্তী শরীরসমূহরূপ মুক্তাহারের যিনি সূত্ররূপে অবস্থিত, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম্পাদন করিতেছেন, আমি সেই উন্নত বিস্তৃত চিদাত্মা হইয়াছি। যিনি বৃহৎ ব্যাধপাশের ন্যায় আপনার বাহিরে ও অন্তরে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এই জগদ্রূপ বিহঙ্গগুলিকে মধ্যে রাখিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই চিদাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমুদয় প্রপঞ্চ যাঁহাতে বিদ্যমান, অথচ যাহাতে কিছুই নাই, যিনি একমাত্র স্নেহের আধার দৃঢ় মারুতের (প্রাণবায়ুর এবং বৃষ্টিবাত্যার) আঘাতে যাঁহার নাশ নাই, অর্থাৎ দেহাদিরূপে অধ্যস্ত হইলেও যাঁহার স্বরূপের কোনই ক্ষতি নাই, তিনি যেমন তেমনিই আছেন, ভ্রান্তদৃষ্টিতে যিনি উক্ত মারুতাঘাতরূপ ভ্রমযুক্ত এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে উহা হইতে নির্ম্মুক্ত এবং বাহিরে ও অন্তরে যিনি চিৎপ্রদীপস্বরূপ, আমরা তাঁহার উপাসনা করিতেছি। হৃদয়সরোবরে যিনি পদ্মিনীকন্দের ন্যায় গূঢ়ভাবে অবস্থিত, যিনি হস্তপদাদি নিখিল অঙ্গের দৃঢ়রূপে অবস্থিতকারী তন্তুস্বরূপ। যিনি জনগণের জীবনোপায়স্বরূপ, যিনি ক্ষীরসাগর হইতে উদ্ভূত নহেন, চন্দ্র হইতে উদ্ভূত নহেন, এখন অহার্য্যবিলক্ষণ অমৃতস্বরূপ আমরা সেই সত্য চিদাত্মার উপাসনা করিতেছি। ১০১—১০৮। যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপে অভিব্যক্ত হয়েন এবং যখন তাহা হইতে বহির্ভূত হন, তখন শান্ত হইয়া বিরাজ করেন, আমি সেই চিদাত্মা হইয়াছি। যিনি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এবং সকলের রঞ্জন (অভিব্যক্তিকারী) অথচ যিনি রঞ্জনও নহেন ও আকাশও নহেন, আমি সেই চিদাত্মা হইয়াছি। যিনি মহামহিমশালী হইলেও সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য বিরহিত এবং কর্ত্তৃত্বসত্ত্বেও যিনি অকর্ত্তা, আমি সেই চিদাত্মা হইয়াছি। আমি জানিয়াছি, আমি এই অখিল প্রপঞ্চরূপী হইলেও আমি অহংরূপী নহি, এই সমস্তও আমি নহি, ইহাও আমার নহে, এই জগৎ কৃত্রিম মায়াময়ই হউক, অথবা অকৃত্রিম আত্মাই হউক, আমার কিছুতেই ক্ষতি নাই; আমি সকল প্রকারে বিগতজ্বর হইয়াছি। ১০৯—১১২।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত। ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই বিগতপাপ মহাত্মা জনকপ্রমুখ জীবন্মুক্তগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া শান্ত সর্ব্বত্র সম সত্যপদে সত্যস্বরূপে পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 'ত্বং' পদার্থ শোধিত হওয়ায় পূর্ণবুদ্ধি সেই ধীরগণের চিত্ত বাহিরে ও অন্তরে সর্ব্বত্র রাগবিহীন ও সমভাবাপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা জীবন বা মরণের নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই করেন না। এইরূপে তাঁহারা অলক্ষ্য, অতি সূক্ষ্মলক্ষ্য ও বিদ্ধ করিতে পারিয়া নারায়ণের বাহুদণ্ডের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঋজু ও নম্রস্বভাব সেই মহাত্মগণকে দেখিলে বোধ হয়, যেন অপর একটি সুমেরু পর্ব্বত। তৎপরে তাঁহারা দেবগণের ন্যায় স্বর্গে, দেবোদ্যানে, ভূতলস্থ অরণ্যভাগে অন্যান্য দ্বীপে ও নগরে সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কুসুমপূর্ণ দোদুল্যমান দোলায়, বিচিত্র বনভূমিতে ও সুমেরুশিখরাগ্রে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১—৫। পরে তাঁহারা নিঃসপত্নভাবে ছত্রচামরপ্রভৃতি রাজোপকরণশোভিত রাজত্ব করতঃ বিচিত্র আচারে বিচিত্র ত্রিবর্গসাধন করিলেন। বিবিধ শিষ্টাচার, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত বিবিধ যাগযজ্ঞাদি করিয়া তাঁহারা অপূর্ব্ব ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিবিধসম্পদে রমণীয় কামিনীহাস্যমধুর বহু প্রকার সুখসম্ভোগে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে লাগিলেন। সেই মহাপুরুষগণ কখন রমণীর সহকারে, পারিজাতপাদপে ও সুশোভমান নন্দনকাননে প্রবেশ করিয়া, অপ্সরোগণের সুমধুর গীতশ্রবণ করিতেন, কখন চরাচর সমস্ত লোকবাসীদিগকে লইয়া যাগযজ্ঞাদিক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিখিল জীবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন কখন সংগ্রামসাগরে প্রবেশ করিয়া ভেরীনিনাদসহকারে বিপক্ষপক্ষীয় বড় বড় গজ অশ্ব প্রভৃতি সৈন্য ক্ষয় করিয়া সংগ্রামস্থলী জম্বুকের বিহারভূমি করিয়া দিতেন, কখন বা বহুবিধ কষ্টপ্রদ চিত্তহারী শত্রুবর্গের নিকট পরাভবসম্পাদক ক্রোধ ও চিত্তক্ষোভকারী ভীষণ বিপৎপরম্পরায় পতিত হইয়া আবার উদ্ধার প্রাপ্ত হইতেন। ৬—১২। ঐ সমস্ত বিবিধ সংসারব্যাপারে পতিত হইলেও তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই, রাগবিহীন অনাসক্ত বিগতভ্রম উপাধিনির্ম্মুক্ত পরমপদেই লীন থাকিত; সেই কারণে তাঁহার কদাচ মহাবিপদ বা মহান ঐশ্বর্য্যে কুত্রাপি সরোবরে কুলপর্ব্বতের ন্যায় মগ্ন হইতেন না (সুখে সুখবোধ বা দুঃখে দুঃখবোধ করিতেন না)। হে রঘুকুলধুরন্ধর! পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জলরাশি যেমন উল্লসিত হয়, তদ্রূপ তাঁহারা পরমরমণীয় বিলাসপূর্ণ রাজ্যলক্ষ্মী পাইয়াও কখনই উল্লাস প্রাপ্ত হন নাই। গ্রীষ্মকালে বনস্থলী যেমন পরিম্লান (শুষ্ক) হয় না, সেইরূপ তাঁহারা দুঃখশোকে পরিম্লান হইতেন না, তুষারপাতে ওষধির (লতার) ন্যায় বিষয়ভোগরাশিতেও কদাচ হর্ষ (আনন্দ, ওষধিপক্ষে বিকাস) প্রাপ্ত হন নাই। হে রাম! তাঁহারা অব্যগ্র হইয়াই বিষয়ভোগরূপমঞ্জরীর রসাস্বাদ করিতেন, ইষ্টফলের অভিলাষ বা অনিষ্টফলের ত্যাগ তাঁহাদের কিছুমাত্র ছিল না। ১৩—১৭। তাঁহারা শত্রুপরাজয় করিয়াও আপনাকে উন্নত বলিয়া বোধ করিতেন না। এবং শত্রুর নিকট পরাজিত হইলেও আপনাকে অবনত বলিয়া বোধ করিতেন না, সুখলাভে আনন্দে বা দুঃখদশায় বিষাদ তাঁহাদের কিছুই হইত না। কখন তাঁহারা মোহমগ্ন বা বিপদে নিমজ্জিত হইতেন না, কোন প্রকার ইষ্টবস্তুলাভে তাঁহারা হৃষ্ট হইতেন না বা তোমার ন্যায় শোকেও রোদন করিতেন না। এইরূপে তাঁহারা কেবল স্ব-স্ব-বর্ণের উচিত কার্য্যমাত্রই সম্পাদন করত সংরম্ভপরিশূন্য হইয়া অপর মেরুপর্ব্বতের মত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮—২০। হে রাঘব! তুমিও সেইরূপ পাপবিনাশিনী তত্ত্বদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া অহঙ্কারপরিশূন্য বিশুদ্ধ চিন্মাত্রে অহংবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় আচার পালন করিতে থাক। এই সৃষ্টিপরম্পরাকে তুমি যৎকথিতপ্রকারে অবলোকন করত ভ্রান্তিশূন্য এবং সুমেরুর ন্যায় অচল ও সাগরের ন্যায় গম্ভীর হইয়া সমভাবে অবস্থান কর। এই সমস্ত একমাত্র চৈতন্যই—আভাস দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে সত্য বা অসত্য কিছুই নাই। তুমি এই ক্ষুদ্র অহংভাব অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি হইয়া অপাতদৃষ্টিতে সত্যবৎ প্রতীয়মান এই সংসারের ক্ষয় করিতে থাক। ২১—২৪। হে সাধো! তুমি এরূপ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া কেন রোদন করিতেছ। মূঢ়ের ন্যায় কেন রোদন করিতেছ? এবং উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া আবর্ত্তপতিত তৃণের ন্যায় কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? রাম কহিলেন,—ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে এক্ষণে আমি সূর্য্যসঙ্গমে পদ্মের ন্যায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইলাম, কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে আমার নিখিলমলরাশি (মোহপাপ) ক্ষালিত হইয়াছে। শরৎকালে দিঙ্মালিন্যবিধায়িনী নীহারিকার ন্যায় আমার ভ্রান্তি একেবারে অপগত হইয়াছে, এক্ষণে আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, এক্ষণ হইতে আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। হে সাধো! এক্ষণে আমার মদ, মোহ, মান, মাৎসর্য্য সমস্তই গিয়াছে, এতদিনে আমার শোক দূরীভূত হইল, এতদিনের পর আমি আত্মরূপে উদিত হইলাম। এক্ষণে আর আমি 'আত্মা বদ্ধ' এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতেছি না, এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি একান্তবুদ্ধিতে নিঃশঙ্কভাবে তাহাই করিব। ২৫—২৮।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমার সম্যক্‌রূপে তত্ত্বজ্ঞানলাভহেতু বাসনাক্ষয় হওয়ায়, নিশ্চয়ই আমি জীবন্মুক্তপদে বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছি। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে, প্রাণস্পন্দনিরোধ করিয়া কিরূপে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার যে যুক্তি অর্থাৎ উপায়, তাহাকে যোগ বলা হয়, চিত্তের উপশান্তিই ঐ উপায়, ঐ উপায়কে তুমি দ্বিপ্রকার বলিয়া জানিবে। উহার একপ্রকার আত্মজ্ঞান, তাহা ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র প্রথিত; দ্বিতীয় প্রকার প্রাণস্পন্দরোধ, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে, শ্রবণ কর। রাম জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! ঐ উপায়দ্বয়ের মধ্যে সুলভ ও অক্লেশসাধ্যরূপে কোনটী উৎকৃষ্ট, যাহা জানিতে পারিলেই আর এ সংসারক্লেশ পাইতে হয় না, তাহা বলুন। ১—৫। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যদি উক্ত দ্বিবিধ উপায়ই যোগশব্দে অভিহিত, তথাপি যোগশব্দ প্রাণস্পন্দরোধরূপ উপায়েই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠি-

য়াছে, এইজন্য দুইটীর ভিন্ন নাম হইয়াছে। যথা জ্ঞান ও যোগ, সংসারত্তরণবিষয়ে দুইটী উপায়ই সমান ও একরূপ ফলপ্রদ। তবে কাহারও নিকট জ্ঞান অসাধ্য এবং কাহারও বা যোগ অসাধ্য, (সেই কারণে যাহার যেটী সাধ্য, সে তাহাই গ্রহণ করে) কিন্তু হে সাধো! আমার মতে জ্ঞানরূপ উপায়ই সুসাধ্য। কেননা, যাহা অজ্ঞান (জ্ঞানাভাব) তাহা ত স্বপ্নেও সম্ভাবনা করি না; অর্থাৎ উহা (জ্ঞানীর পক্ষে) একান্ত অলীক। যাহা জ্ঞান, তাহা সকল অবস্থাতে সর্ব্বদাই স্বতঃই বিরাজ করে (তাৎপর্য্য এই, বিবেকাভাবে উক্ত অজ্ঞান, বিবেকোদয়ে আবার অজ্ঞান কি? কেবল জ্ঞানই থাকে, সুতরাং জ্ঞানই আমার মতে সুকর উপায়, যাহা একমাত্র বিবেকলাভে লব্ধ হইয়া থাকে)। যোগ জ্ঞানাপেক্ষা দুঃসাধ্য, কারণ তাহাতে ধারণা আসন দেশপ্রভৃতি প্রশস্ত হওয়া চাই, তাহাও দুর্লভ। অথবা জ্ঞান সুসাধ্য, যোগ সুসাধ্য নহে, যোগ সুসাধ্য, জ্ঞান সুসাধ্য নহে ইত্যাদি বিকল্পনা সমুচিত নহে, ইহা উৎসাহবিহীন অলসেরই চিন্তা, যিনি সমর্থ, ধীর, তাঁহার নিকট দুইই সুসাধ্য। ৬—১০। হে রঘুকুলধুরন্ধর! জ্ঞান ও যোগ এই দুই রকম উপায়ই শাস্ত্রোক্ত, তন্মধ্যে নিখিল-ক্লেশ বন্ধ হইতে নির্ম্মল চিত্তস্থ যে জ্ঞান, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। হে সাধো! এক্ষণে, প্রাণ ও অপান বায়ুর সমতাসাধকরূপে প্রসিদ্ধ দেহরূপ গুহাতেই দৃঢভাবে অবস্থিত (দেহাভাবে যোগ) হয় না। (সিদ্ধিকামদিগের) (খেচরত্বাদি) বিবিধ সিদ্ধিপ্রদ জ্ঞানেচ্ছুদিগের) জ্ঞানপ্রদ যোগের কথা তোমাকে বলিব, শ্রবণ কর। হে রাজনন্দন! তুমি উদ্‌যোগসহকারে প্রাণবায়ুর নিরোধরূপ যোগ উপায় অবলম্বন করিলেও বাসনাক্ষয় করিয়া অক্ষয় প্রত্যক্ পরব্রহ্মে চিত্তবৃত্তিনিরোধপূর্ব্বক সমাহিত হওত বাক্যের অগোচর নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবে। ১১—১৩।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই যে তোমার নিকট একমাত্র আত্মতত্ত্বই বিদ্যমান, এই কথা বলিয়া আসিতেছি; উহাঁর কোন এক দেশে (অবিদ্যাবৃত অংশে) এই জগৎরূপ একটী স্পন্দন মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কমলযোনি ব্রহ্মা উহাঁর কারণ হইয়া এই ভূতসমূহভ্রান্তি নির্ম্মাণ করিয়া পিতামহরূপে অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহার মানস পুত্র বশিষ্ঠরূপে উৎপন্ন হইয়া প্রতিযুগে সৎকর্ম্মের ফলে ধ্রুবাধিষ্ঠিত এই নক্ষত্র-মণ্ডলে (সপ্তর্ষিলোকে) বাস করিয়া থাকি। সেই আমি একদা স্বর্গে ইন্দ্রসভায় নারদাদি মহর্ষিগণের নিকট চিরজীবী-দিগের সম্বন্ধে কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলাম। তথায় শাতা তপনামা মহামতি মিতভাষী মানী কোন মুনি কোনও কথা-প্রসঙ্গে ঐ কথার উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতে-ছিলেন, সুমেরুপর্ব্বতের ঈশানকোণস্থিত পদ্মরাগমণিময় এক শিখরে সুশ্রীচূতনামে খ্যাত একটী কল্পতরু আছে। ১—৬। সেই কল্পতরুস্কন্ধের (গুঁড়ির) উপরিস্থ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী কলধৌত লতা-জড়িত এক কোটরে একটী বিহঙ্গালয় আছে। সেই বিহঙ্গালয়ে নিজ কমলাগারে ব্রহ্মার ন্যায় বীতরাগ (বিষয়াসক্তিশূন্য) ভুশুণ্ড-নামা এক সুশ্রী বায়স বাস করে। হে সুরগণ! এই জগন্মণ্ডলে সেই ভুশুণ্ড বায়সের ন্যায় চিরজীবী এই স্বর্গে কেহ হয় নাই, হই-বেও না। সে দীর্ঘায়ুঃ, সে বিষয়াসক্তিশূন্য, সে শ্রীমান্, সে মহামতি (তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন), সে বিশ্রান্তবুদ্ধি (পরমপদে বিশ্রাম প্রাপ্ত) সে শান্ত, কান্ত ও কালবিৎ। সেই পক্ষী যেরূপ জীবন লাভ করিয়াছে, সেইরূপ জীবন লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত পবিত্র জীবন লাভ করা হয় এবং উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করা হয়। ৭—১১। অনন্তর আমি সেই শাতাতপ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইরূপই বর্ণন করিলেন; যাহা বলিলেন, তাঁহার অণুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে, যথার্থ ঘটনাই ব্যক্ত করি-লেন। পরে যখন সকলের কথা শেষ হইয়া গেল, দেবগণ স্বস্বস্থানে চলিয়া গেলেন, তখন আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভুশুণ্ডপক্ষীকে দেখিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। সুমেরুর যে শিখরে ভুশুণ্ড অবস্থিত আছে, আমি ক্ষণকালমধ্যেই পদ্মরাগমণিময় সেই বিশাল শিখরের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই শিখর রত্নগৈরিকাদির জ্বলদনলোপম কান্তিপুঞ্জে চতুর্দ্দিক্ যেন মধুমদে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতে সমস্ত পর্ব্বতটীকে কল্পান্ত অনলশিখাপিণ্ডের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই শিখ-রের পার্শ্বস্থ ইন্দ্রনীলমণির প্রভাপুঞ্জ উপরে উত্থিত হইয়া ধূম-পটলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বিবিধ রত্নের আলোকে গগনতল অরুণায়মান হইয়া উঠিয়াছে। যেন সমস্ত বর্ণ সেই পর্ব্বতে রাশীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন পর্ব্বতটী সান্ধ্য-মেঘমালার একটী আকর হইয়া উঠিয়াছে। ১২—১৭। আরও বোধ হইয়াছিল যে, যোগবলে সুমেরুপর্ব্বতের বাড়বাগ্নিতুল্য জঠরানল তদীয় ইচ্ছাক্রমে সুষুম্নানাড়ীপথ দিয়া বহির্গত হইয়া তাহার শিরোদেশে অবস্থান করিতেছে। সুমেরু পর্ব্বতের বনদেবী যেন চন্দ্রকে ধরিবার জন্য অভিনব অলক্তকরাগে রঞ্জিত করাঙ্গুলি ঊর্দ্ধ-দেশে প্রসারিত করিয়াছেন। আমার আরও মনে হইয়াছিল যে, ঐ পর্ব্বতশিখর যেন শৈলস্থিত পয়োমুখ (১) অগ্নিহোত্রানল, মাল্যা-কৃতি রক্তবর্ণ শিখাবিস্তার করিয়া আকাশে উঠিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। ১৮—২০। ঐ উন্নত শিখর কিরণরূপ নখশোভী অঙ্গুলি দ্বারা গগনস্থ নক্ষত্র গণিবার জন্য আকাশতল চুম্বন করিতেছে, (এস্থলে কল্প বৃক্ষকে শিখরের অঙ্গুলি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হই-য়াছে)। ঐ শিখরে মেঘরূপ মুরজের বাদ্য হইতেছে, ষট্‌পদেরা গুণগুণরবে গান করিতেছে, চতুর্দ্দিক্ পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত, দেখিলে বোধ হয়, যেন বনলক্ষ্মীর নৃত্যাগার। স্থানে স্থানে তাল-বৃক্ষের পত্ররাজি দন্তপঙক্তির ন্যায় বিকশিত থাকায় মনে করিয়া-ছিলাম যে, সেই শিখর যেন অন্য পর্ব্বত-শিখরকে পরিহাস করি-তেছে। অপ্সরোগণ দোলায় দোলিত হইতেছে। সেই রমণীয় স্থানের সকল প্রাণীই যেন কামমদমত্ত। শিলাতলে দেবগণ বিশ্রাম করিতেছেন। কন্দরমধ্যে কামুক যুবকযুবতীরা আশ্রয়গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। সেই শিখরের কোন প্রদেশ বেণুদণ্ডধারী (বাঁশঝাড়-বিশিষ্ট) শুভ্র গঙ্গারূপ যজ্ঞোপবীতধারী ধৌত অজিনাম্বরপরিহিত নির্ম্মল আকাশরূপ মৃগচর্ম্মধারী) (গৈরিকাদিপ্রভারূপ জটাভারে)

(১) পয়ঃশব্দে হবনীয় দুগ্ধ আহুতিমুখে যাহার, অগ্নির নামা-ন্তর হব্যবাহন, পয়োমুখ বিশেষণটী শিখরে লাগিবে; পয়ঃ নির্ঝর-জল মুখে উপরে যাহার।

পিঙ্গলবৰ্ণ ; অতএব যেন তপস্বী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সেই পর্ব্বতের কোনস্থলে গঙ্গারূপ নির্ঝরের সলিলপতনশব্দে ধ্বনিত। কোথাও বা দেবগণ লতাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রহিয়াছেন। কোথাও গন্ধর্ব্বগণের সুমধুর গীতধ্বনি স্থানে স্থানে হেমকমল বিকশিত রহিয়াছে। সুগন্ধবাহী সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছেন। স্থানে স্থানে নক্ষত্রপঙক্তি রত্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভুশুণ্ড-কাকের অধিষ্ঠিত সেই মেরুশিখর এত উচ্চ যে, যেন অনন্তগগন ভেদ করিয়া তাহার পরপারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেবযুবতী-গণের ক্রীড়াপর্ব্বত সেই সুমেরু, উপরিভাগে শ্বেত, পীত, হরিত, পাটল নানাজাতি নববিকশিত কুসুমরাজিরূপ রঙ্গ দ্বারা (রঙ দিয়া) গগনমণ্ডলে যেন বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। ২১—২৮।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই সুমেরুশিখরের শিরোদেশে কুসুমপূর্ণ প্রলয়মেঘমালা কুন্তলের ন্যায় শোভমান্ রহিয়াছে, সেই শিখর-দেশে দেখিলাম, শাতাতপবর্জিত সেই চূততরু শাখাসমূহ বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে। সেই বৃক্ষ যাচকবৃন্দের অভীষ্টপূরণ-কারী কল্পতরু। উহার সর্ব্বগাত্র মেঘমালার ন্যায় পুষ্পপরাগ-পুঞ্জে আকীর্ণ। রত্নময় পুষ্পস্তবকে, উহার শাখাসমূহ দন্তু-রতা প্রাপ্ত। ঔন্নত্যগুণে আকাশ উহার নিকট পরাজিত। ঐ শৃঙ্গ-স্থিত বৃক্ষটীকে দেখিলে বোধ হয়, যেন শৃঙ্গের উপরে আর একটী শৃঙ্গ রহিয়াছে। উহার পুষ্পরাশি আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের অপেক্ষা দ্বিগুণ, পল্লবসমূহ ঘোর বর্ষাজাত মেঘের অপেক্ষা দ্বিগুণ, উজ্জ্বল পুষ্পপরাগরাশি চন্দ্রসূর্য্যরশ্মির অপেক্ষাও দ্বিগুণ, উহার মঞ্জরী-সমূহ বিদ্যুতের অপেক্ষা দ্বিগুণ, এ সকল কারণেও আকাশ উহার নিকট পরাজিত। ঐ বৃক্ষস্থিত মধুকরের গুঞ্জনধ্বনি উহার স্কন্ধবাসিনী কিন্নরীদিগের গীতধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বৃক্ষের শাখাসংলগ্ন দোলায় দোলায়-মান অপ্সরোবৃন্দের হস্তপদপল্লবে, উহার পল্লবরাশি আরও দ্বিগুণ হইয়াছে। কামরূপী বিহঙ্গবেশধারী সিদ্ধগন্ধর্ব্বদিগের সহযোগে ঐ বৃক্ষস্থিত বিহঙ্গসমূহও দ্বিগুণ হইয়াছে। রত্নকান্তি ও নির্ম্মল নীহারে দ্বিগুণিত (স্থূল) ঐ বৃক্ষের ত্বক্ উহার বস্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ বৃক্ষের বৃহৎ বৃহৎ ফলগুলি চন্দ্রমণ্ডলের সংস্পর্শে সুধাপূর্ণ হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত স্থূলভাব ধারণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। উহার মূলদেশে কল্পান্ত মেঘ সংলীন থাকায়, মূলভাগও স্থূলভাবাপন্ন বোধ হইল। ১—৬। উহার স্কন্ধদেশে সুরগণ অবস্থান করিতেছে, পত্রসমূহের মধ্যে কিন্নরগণ বিশ্রাম করিতেছে। উহার নিবিড়-শাখায় মেঘমালা সংলগ্ন রহিয়াছে। উহার শীতলতলপ্রদেশে সুরগণ সুপ্ত রহিয়াছেন। অপ্সরোরূপ মধুকরীগণ বলয়শব্দে ভ্রমর তাড়াইয়া বিশালকায় ঐ তরু হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া থাকে। সুর, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণে পরিপূর্ণ দশদিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডলব্যাপী অতি মহান্ ঐ বৃক্ষকে দেখিলে বোধ হয়, যেন অনেকগুলি জগৎ একত্র হইয়া রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষ ঘন ঘন কলিকাজালে, ঘন ঘন প্রস্ফুটিত কুসুমনিকরে, ঘন ঘন কোমলপল্লবে, ঘন ঘন মঞ্জরী-পুঞ্জে, ঘন ঘন মণিগুচ্ছে এবং রাশি রাশি দিব্যবসন ও রত্নজালে পরিপূর্ণ; উহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় বনশ্রেণী, তাহাতে লতাশ্রেণী মন্দমারুতসঞ্চালনে যেন নৃত্য করিতেছে। চতুর্দ্দিকে কুসুমরাশি, ফল, পল্লবরাশি ও সুগন্ধপরাগপুঞ্জে শোভিত থাকায় ঐ বৃক্ষ বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। ৭—১২। দেখিলাম, ঐ বৃক্ষের স্কন্ধশাখাসন্ধিত, লতাবৃত-শাখাগ্রভাগে, লতাপত্রে, পুষ্পে, প্রত্যেক শাখাগ্রন্থিভাগে নানাবিধ পক্ষিজাতি কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। উহার মধ্যে যাহারা ব্রহ্মার বাহন, কলহংস, তাহারা শুভ্র নলিনীকন্দ ও চন্দ্রকলাবিধৌত মৃণালখণ্ড ভোজন করিয়া, সুখসম্বর্দ্ধিত হইতেছে। উহার মধ্যে, আবার ব্রহ্মার রথবাহী হংসগণ সর্ব্বদা ব্রহ্মার সঙ্গে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে; সর্ব্বদাই বেদমন্ত্র প্রণব উচ্চারণ করে এবং সামগান করে। ঐ পক্ষীদিগের মধ্যে অগ্নিবাহন শুকপক্ষিগণ সর্ব্বদা যজ্ঞীয় মন্ত্রো-চ্চারণ করে, সর্ব্বদা স্বাহাশব্দ উচ্চারণ করিয়া উহাদের স্বর ঠিক স্বাহাকার হইয়া গিয়াছে। উহারা যজ্ঞক্ষেত্রে অগ্নিকে লইয়া গিয়া যজ্ঞবেদীর পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদির শাখায় অবস্থান করে, তথায় উপস্থিত যজ্ঞভুক্ দেবগণ উহাদিগের প্রতি সতত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাহার কারণ, উহারা দেখিতে অতি সুশ্রী, কাহারও গাত্রকান্তি শঙ্খের ন্যায় শুভ্র, কাহারও তড়িৎপুঞ্জের ন্যায় পিঙ্গল, কেহ বা জলপূর্ণ জলদের ন্যায় নীলবর্ণ, কেহ কেহ কুশপত্রের ন্যায় হরিদ্বর্ণ। উহাদের মধ্যে যাহারা শিশু, দেখিলাম, তাহাদের মস্তকশিখা ঠিক্ অনলশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। ঐ বৃক্ষে কতকগুলি কার্ত্তিকেয়বাহন ময়ূর দেখিতে পাইলাম, স্কন্দমাতা গৌরী যত্নে তাহাদের পুচ্ছ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, কার্ত্তিকেয়ের নিকটে তাহারা নিখিল শৈববিজ্ঞান (শৈবধর্ম্ম) শিক্ষা করিয়াছে। ১৩—১৮। ঐ স্থানে ব্যোমপক্ষী নামে একজাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা আকাশেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই চরিয়া থাকে, তাহারা কদাচ ভূমিতে অবতীর্ণ হয় না; শারদ-নীরদের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বিরিঞ্চি-হংসসন্তানেরা ঐ ব্যোমপক্ষীদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ঐ স্থানে বাস করিতেছে। হে রাঘব! দেখিলাম, ঐ স্থানে অগ্নিবাহক শুকের সন্তান, কার্ত্তিকেয়বাহন ময়ূরের সন্ততি, ঐ আকাশপক্ষীদিগের সন্ততি, দ্বিচঞ্চুভারদ্বাজপক্ষী, হেমচূড়-পক্ষী, কলবিঙ্কপক্ষী, শকুনি, বক, কুক্কুট, কোকিল, ভাষ, চাষ প্রভৃতি বহুতর পক্ষী অবস্থান করিতেছে। এই জগতে যত প্রাণী আছে, সেই স্থানে কেবল পক্ষীই সেই প্রমাণ দৃষ্টি-গোচর করিলাম; (বোধ হইল, যেন আর একটী পক্ষিজগৎ দেখিলাম। ১৯—২২। অনন্তর আমি আকাশপথে থাকিয়াই সেই বৃক্ষের দক্ষিণস্কন্ধের অত্যুচ্চ ঘনপত্রসন্নিবিষ্ট এক শাখায় দেখি-লাম, মঞ্জরীজালে কুলায় নির্ম্মাণপূর্ব্বক একদল দ্রোণ কাক অব-স্থান করিতেছে, তাহাদের দেখিয়া বোধ হইল, যেন লোকালোক-পর্ব্বতের অরণ্যমধ্যে প্রলয়মেঘমালা সংলগ্ন রহিয়াছে। সেইস্থানে দেখিলাম বিচিত্র কুসুমরাশিতে আকীর্ণ বিবিধ কুসুমসৌরভ-সুবা-সিত এক স্কন্ধকোটরে কতকগুলি বায়স সভা করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সেই বায়সকোটরটী পুণ্যবান্দিগের অপ্সরঃসম্ভোগ-স্থান স্বর্গ বলিয়া মনে হয়। মনোহর পুষ্পস্তবক ধারণ করায়, সেই বায়সগুলি সৌরভবাসিত হইয়াছে; (শমদমাদিগুণে তাহা-দের আকৃতি অনুরূপ) সেই কৃষ্ণবর্ণ বায়সগুলিকে দেখিয়া বোধ হইল যেন সমীরণচালিত কতকগুলি কৃষ্ণমেঘখণ্ড সেই কোটর-

মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যভাগে উন্নতকায় শ্রীমান্ ভুশুণ্ডনামা বায়স, কতকগুলি কাচখণ্ডের মধ্যে ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি পরিপূর্ণমনা, মানী, সর্ব্বত্র সমদর্শী, প্রাণস্পন্দনিরোধ করায়, সর্ব্বদা অন্তর্মুখদৃষ্টি এবং সর্ব্বদাই সুখী। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঐ ভুশুণ্ডবায়সের দীর্ঘায়ু জগদ্বিদিত, তিনি চিরজীবী ভুশুণ্ডনামে জগদ্বিখ্যাত। তিনি আবহমান এই যুগপরম্পরার উৎপত্তি ও বিলয় দেখিয়া দেখিয়া পরিপক্কবুদ্ধি হইয়াছেন। তিনি প্রতিকল্পে শঙ্কর, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ প্রভৃতি গণনা করিয়া খিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অতীত সুর-অসুররাজগণের ঘটনাসকল স্মৃতিপথে অঙ্কিত রাখিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা প্রসন্ন, গম্ভীরচিত্ত ও সুচতুর। তিনি স্নেহপূর্ণ সুমধুরবাদী, স্পষ্টবক্তা, বিজ্ঞানদর্শী, নির্মম ও নিরহঙ্কার। তিনি সর্ব্বদা সকলপ্রকারে সকলেরই সুহৃৎ, বন্ধু ও মিত্রস্থানীয়, অধিক কি? মৃত্যুরও তিনি পুত্রবৎ পরমপ্রিয় (কাহারও সহিত তাঁহার শত্রুতা নাই), বুদ্ধিতে তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তিনি জগদ্বাসী সকল প্রাণীরই পরিচয় জ্ঞাত আছেন। সেই মহাত্মা ভুশুণ্ড সরোবরের ন্যায় প্রসন্ন মধুর অন্তঃশীতল (ক্রোধাদি উষ্ণবৃত্তিশূন্য) রসবান (রসিক সরোবরপক্ষে জলময়) অতএব সকলেরই হৃদ্য (প্রিয়), তিনি সকলের ব্যবহারজ্ঞ, তাঁহার হৃদয়কমল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, তাঁহার হৃদ্গত আশয় পরিস্ফুট (সরলতাময়), তিনি কদাচ নির্ম্মল গাম্ভীর্য্যগুণ পরিত্যাগ করেন না। ২৩—৩৪।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ১৫

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর আমি উজ্জ্বল দেহকান্তি চতুর্দ্দিকে বিকিরণপূর্ব্বক নভোমণ্ডল হইতে তাঁহার অগ্রে নিপাতিত হইলাম। যেন পর্ব্বতোপরি নক্ষত্র পতিত হইল, সহসা আমার পতনশব্দে সভাস্থ কাকগুলি একটু চমকিয়া উঠিল। নীলোৎপলসরোবরের ন্যায় দৃশ্যমান সেই কাকসভা ভূকম্পে সাগরের ন্যায়, আমার পতনজনিত মন্দমারুতে কিঞ্চিৎ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। আমি তথায় অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইলেও আমাকে দেখিবামাত্রই ভুশুণ্ডকাক এই বশিষ্ঠ আসিলেন, বলিয়া জানিতে পারিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি অচল হইতে নীলমেঘখণ্ডের ন্যায় সেই পত্রপুঞ্জ হইতে সমুত্থিত হইয়া "মুনে! আপনার মঙ্গল ত?" এই বলিয়া মধুরবচনে আমার স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তখনই সঙ্কল্পবলে নিজহস্তদ্বয় উৎপাদন করিয়া সেই করদ্বয় দ্বারা সত্বর আমাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। বোধ হইল যেন নীল-মেঘখণ্ড তুষারনিকর বর্ষণ করিল। তৎপরে বায়সপতি "এই আসন গ্রহণ করুন" এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া অভিনব কল্পতরুপল্লবাসন প্রদান করিলেন। তখন সকল বায়সই উঠিয়া প্রসারিত পক্ষকান্তি বিকীর্ণ করত আমার আসনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে বসাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। ১—৭। তাহার পরে আমি ভুশুণ্ড ও উৎসঙ্গচর অন্যান্য কাকবৃন্দের সহিত এককালেই পত্রলতাপুঞ্জময় আসনে উপবেশন করিলাম। মহাতেজস্বী প্রকাশ করিয়া মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন,—"ভগবন্! আপনি আজি বহুদিনের পরে আপনার দর্শনামৃত সেক করিয়া, এই বৃক্ষবাসী বিহগজাতির প্রতি মহান্ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। হে মুনিবর! আপনি মাননীয়গণেরও মান্য, আপনি এক্ষণে স্বকীয় চিরসঞ্চিত পুণ্যসম্ভার দ্বারা প্রেরিত হইয়া (আমার চিরপুণ্যের ফলে), কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? আপনি মহামোহ-স্বরূপ এই জগতে চিরপর্য্যটনকারী হইলেও আপনার পবিত্র হৃদয়ে মমতা অখণ্ডিতভাবে বিরাজ করিতেছে ত? আপনি অদ্য কি জন্য এইস্থানে আগমনক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে কষ্ট দিলেন? (কি জন্য এস্থানে কষ্ট করিয়া আসিলেন?) আপনার বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছি, এক্ষণে আপনি আপনার বিষয় আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়া কৃতার্থ করুন। ৮—১৩। হে মুনে! আপনার চরণসন্দর্শনেই আমি সমস্ত অবগত হইয়াছি। আপনার শুভাগমনে অদ্য আমি পুণ্যবান্ হইলাম। ইন্দ্রসভায় আপনাদিগের চিরজীবিবিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল, সেই কারণে আমরা আপনাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছি এবং সেইজন্যই আপনি অধমের এইস্থানে পূজনীয় চরণ-যুগল অর্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন। হে মুনে! আপনার আগমন-কারণ অবগত হইয়াও যে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার কারণ, আপনার বচনামৃত আস্বাদন করিতে আমার বলবতী স্পৃহা হইয়াছে।" কালত্রয়ের বার্ত্তাবেত্তা অমলবুদ্ধি চিরজীবী ঐ ভুশুণ্ডনামা পক্ষী এই কথা বলিলে, আমি প্রত্যুত্তর করিলাম। হে মহারাজ বিহঙ্গম! তুমি যথার্থই বলিয়াছ; তুমি চিরজীবী বলিয়া অদ্য তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি সৌভাগ্যক্রমে কুশলী; যেহেতু তুমি তত্ত্ববোধলাভ করায় অন্তঃকরণ সুশীতল করিয়াছ, ভীষণ সংসারজালে আর পতিত হইতেছ না। হে ভুশুণ্ডীরূপিন্ ভগবন্, আপনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এবং কিরূপে জ্ঞাতব্য অবগত হইয়াছেন? ইহা সত্যরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয়োচ্ছেদ করুন। হে সাধো! আপনার এক্ষণে বয়স কত? এবং অতীত ঘটনাসমূদয় মনে আছে কি না? হে দীর্ঘদর্শিন্! আপনার এই বাসস্থানই বা কে নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা আমাকে বলুন। ভুশুণ্ড কহিলেন, মুনিবর! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তৎসমস্তই বর্ণন করিতেছি; আপনি আদরসহকারে স্থিরভাবে আমার কথাগুলি শ্রবণ করিবেন। কারণ আপনি মহাত্মা, ত্রিলোকনাথপূজ্য উদারবুদ্ধি ভবাদৃশ মহাত্মগণ যাহা শ্রবণ করেন, তাহা কীর্ত্তন করিলে, মেঘোদয়ে সূর্য্যোত্তাপের ন্যায় সকল অশুভ বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৪—২৩।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত॥১৬॥

সপ্তদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! ঐ ভুশুণ্ড কোন প্রিয়বস্তু লাভ করিলে হৃষ্ট হন না, উহার বুদ্ধিবৃত্তি অতি সরল, উনি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, দেখিতে বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গাঢ় শ্যামবর্ণ। উহার বাক্য স্নেহপূর্ণ এবং গম্ভীর, ইনি প্রসন্নবদনে সমালাপ করিয়া থাকেন। করস্থিত বিল্বফলের ন্যায় উনি এই ত্রিজগতের ইয়ত্তা নিশ্চয় করিয়া দেখিয়াছেন। ঐ ভুশুণ্ড নিখিল ভোগসমূহ তৃণের ন্যায়

তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া থাকেন। উনি তত্ত্ববিচারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই লোকসমূহ কামনারই প্রতি অনুধাবিত হয় বলিয়া, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারদশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। নিজে তিনি পরাবর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, উহার সুস্থির বিশাল আকৃতি ধৈর্য্যগুণের সূচনা করিয়া থাকে, অর্থাৎ দেখিলেই ধীর বলিয়া বোধ হয়। মন্থনাবসানে উত্থাপিত মন্দর ক্ষীরোদসাগরের ন্যায় উনি বিশ্রান্ত বিশুদ্ধ এবং পরিপূর্ণমনা হইয়াছেন। তিনি বাহিরে সর্ব্বদাই বিশ্রান্তবুদ্ধি, অন্তরে পরমানন্দরসপানে ঘূর্ণিত এবং কিরূপে এই সাংসারিক বস্তুসমূহ আবির্ভূত ও তিরোহিত হয় অর্থাৎ মায়াতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব তাহা তিনি অবগত আছেন। তাঁহার বচনাবলি বীণাধ্বনির ন্যায় মনোহর ও মধুর। তিনি আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা সকলভয়হারী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইয়া, যেন নব শরীরলাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রসন্ন বদন যেন সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসুদিগের প্রশ্নোত্তরদানে উদ্যত ও সর্ব্বদাই তিনি হর্ষযুক্ত। সুন্দর জলধর মকরন্দপানরসিক ভ্রমরকে গর্জ্জিতরবে, যেমন কিছু বলে, সেইরূপ তিনি নিখিল নিজস্বরূপ কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত পরমব্রহ্মানন্দরসিক আমাকে অমলবচনে এই বিশুদ্ধ বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ১—৭।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

ভূশুণ্ড কহিলেন,—এই জগতে সকল স্বর্গবাসীর শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রধান দেবগণেরও আরাধ্য হরনামে এক দেবদেব আছেন। তাঁহার শরীরার্দ্ধে চুতপাদপসঙ্গতা বল্লীর ন্যায় এক বিলাসিনী রমণী সর্ব্বদাই সংলগ্না রহিয়াছেন। সেই রমণীর নয়নযুগল ভৃঙ্গশ্রেণীর ন্যায় ও উন্নত পয়োধরযুগল পুষ্পস্তবকের ন্যায় সুশোভমান। তুষার ও হারের ন্যায় শুভ্রবর্ণা লহরীরূপ স্তবকশালিনী গঙ্গাদেবী কুসুমমালার ন্যায় সেই হরের জটাজুট বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ক্ষীরসাগরসম্ভূত শ্রীমান্ চন্দ্র তাঁহার চূড়ামণি ও দর্পণস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই চন্দ্র হইতে সর্ব্বদাই অমৃতধারা বিনিঃসৃত হইয়া থাকে। শিরঃস্থিত চন্দ্র হইতে অনবরত নির্গত অমৃতধারায় অমৃতায়মান কালকূট বিষ, তাঁহার কণ্ঠদেশে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় ভূষণরূপে শোভা পাইতেছে। ১—৫। তিনিই মায়াশবলিত ব্রহ্ম, স্থূলভূতসমূহের ক্রমে সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে প্রবেশে পরমসূক্ষ্ম অব্যক্তস্বরূপে পরিশেষিত হওয়ায় পরমাণুরূপে অবস্থিত। সাক্ষী চিন্মাত্ররূপ সলিলে প্লাবিত, তাঁহার মায়া জগৎপ্রলয়হেতু। তদীয় নেত্রানল হইতে সম্ভূত ভস্মরূপে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার বিভূষণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে,—মহতী প্রলয়বাত্যা ঐ ভস্মের ধূলি। নিখিলদেহের মধ্যে মনোরম ব্রহ্মাদিশরীর হইতে উদ্ভূত অস্থিসমূহই যাঁহার নির্ম্মল সুধাকর অপেক্ষাও শুভ্র মালাকারে ঘটিত অস্থিরত্নরূপে শোভা পাইতেছে। সুধাকরের সুধায় ধৌত নীলনীরদরূপ পল্লব (পাড়) শালী তারকারূপবিন্দুতে চিত্রিত অম্বরই যাহার অম্বর (বস্ত্র)। তুষারশুভ্রবর্ণ শ্মশান যাঁহার বহির্গৃহ, জম্বুক-ললনাগণ পক্ব মহামাংসরূপ আহার্য্য লইয়া বিচরণ করতঃ সেই গৃহ আকুলিত করিয়া থাকে। নরকপালমধ্যে বিভূষিত শোণিতমজ্জা ও সুরাপানে মত্তা ও শবের অন্ত্রনাড়ীময়-মাল্যধারিণী মাতৃগণ যাঁহার বন্ধু। মার্জ্জিত কনকের ন্যায় উজ্জ্বল কোমলাঙ্গ ভুজঙ্গকুল যাঁহার বলয়রূপে কল্পিত, সেই ভুজঙ্গগণের শিরোমণির প্রভা সমন্তাৎ প্রসারিত। ৬—১০। সেই হর, দৃক্‌পাতমাত্রেই শৈলরাজকে দগ্ধ করিতে পারেন। অবলীলাক্রমে অসুরবৃন্দের বিত্রাসনকারী তদীয় ভীষণ আচরণ যেন জগৎকবলনের লালসা করিতেছে। তিনি যখন সমাধিমগ্ন থাকেন, তখন জগৎ স্বচ্ছভাবে অবস্থিত থাকে, আবার যখন সমাধি হইতে উত্থিত হন, তখন তদীয় করস্পন্দনমাত্রেই অসুরপুরী সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। তিনি যখন সমাধিমগ্ন থাকেন, তখন রাগদ্বেষাদি দোষবিবর্জ্জিত মৃত্তিকাসলিলসমেত সমস্ত শৈলগণই যেন সুভোজনতৃপ্ত বুভুক্ষা-পিপাসাশূন্য তদীয় একাগ্র ধ্যানমূর্ত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার পরিচারক প্রমথগণের মধ্যে কাহারও খুরের ন্যায় মস্তক, কাহারও হস্ত খুরের ন্যায়, কাহারও একমাত্র হস্তই,—দন্ত, মুখ ও উদরের কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ ছাগমুখ, কেহ সর্প-মুখ, কাহারও বা মুখ ভল্লুকের মত। ১২—১৫। সেই হরের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল নয়নত্রয়ে উদ্ভাসিত। উক্ত প্রমথগণ ও মাতৃ-মণ্ডল তাঁহার পরিবারমধ্যে অন্তর্ভুক্ত। চতুর্দ্দশ ভুবনের চতুর্দ্দশ-বিধ অনন্ত প্রাণিজাতির ভোজনে নিরত মাতৃগণ পুরোবর্ত্তী ভূতগণ-কর্ত্তৃক প্রণত হইয়া নৃত্য করিয়া থাকে। সেই হরের আলয়ে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বুসা ও উৎপলা নামে অষ্ট মাতৃকাদেবী বাস করেন। তাঁহারা প্রায়ই গিরিশিখরে, আকাশে গর্ত্তে, শ্মশানে, দেহীদিগের শরীরমধ্যে ও অপরাপর লোকে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাহারও বদন খরের ন্যায়, কাহারও বা উষ্ট্রের ন্যায়, তাহারা সর্ব্বদা সুরার ন্যায় রক্ত, মেদ, মাংস, বসা পান করিয়া থাকেন এবং শবহস্তপদাদি মাল্যাকারে ধারণ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে বিহার করিয়া থাকেন। ১৬—২০। আরও অনেক ঐরূপ মাতৃকাদেবী তথায় অবস্থিতি করেন, তন্মধ্যে উক্ত অষ্টবিধ মাতৃকাদেবীই প্রধানা নায়িকাস্বরূপা; অপর সকলে উক্ত অষ্ট নায়িকারই অনুচরী বলিলে বলা যাইতে পারে। হে মুনিনায়ক। হে মান-প্রদ। উক্ত মহাত্মা মাতৃকাদিগের মধ্যে অলম্বুসানাম্নী যে মাতৃকা, তিনিই বিখ্যাতা। গরুড় যেমন (বিষ্ণুশক্তি) বৈষ্ণবীর বাহন সেইরূপ চণ্ড নামে এক কাক ঐ অলম্বুসার বাহন। ঐ কাককে দেখিতে ইন্দ্রনীল অচলের ন্যায়, উহার চঞ্চু এত কঠিন, যেন বজ্রময়। রৌদ্রকর্ম্মপরা অষ্টৈশ্বর্য্যশালিনী ঐ সমস্ত মাতৃকারা একদিন কোন কারণে আকাশপথে একত্র মিলিতা হইলেন। যাহাতে চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন পরমার্থ আত্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়, এইরূপ তথায় পানোৎসব করিতে লাগিলেন ও তুম্বুরুনামক রুদ্রের বামভাগে অবস্থান করতঃ তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। ২১—২৫। ঐ মাতৃকাগণ মদিরামদে মত্তা হইয়া, সহর্ষে জগৎপূজ্য তুম্বুরু ও ভৈরবনামক দেবের পূজা করিয়া, বিচিত্র কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের এইরূপ কথা উত্থাপিত হইল যে, দেব উমাপতি আমাদিগকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক দর্শন করিয়া থাকেন কেন? আমরা ইহাঁকে স্ব স্ব প্রভাব প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদিগের পরম প্রভাব সন্দর্শন করিয়া তিনি আর আমাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। সেই দেবীগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া আগ্রহসহকারে রুদ্রশক্তি উমাকে সমন্ত্রক সলিলে প্রোক্ষণ করতঃ তাঁহার বদন ও

সকল অঙ্গ বিবর্ণ করিয়া দিলেন। তাঁহারা সেই আলোলকুন্তলা উমাকে মায়াবলে ভর্ত্তার শরীর হইতে অপহরণ করিয়া, নিজ মণ্ডলমধ্যে উপস্থিত করতঃ তাঁহাকে অভিশাপ দ্বারা ভক্ষ্য অন্ন করিয়া ফেলিলেন। ২৬—৩০। তাঁহারা ঐরূপে পার্ব্বতীকে ভক্ষ্য অন্ন করিয়া তদ্দিনে নৃত্যগীতাদিপূর্ব্বক মহান্ উৎসব করিলেন। তাঁহাদিগের উচ্চ আনন্দ-কোলাহলে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই মাতৃকামণ্ডলের মধ্যে বিশালজঘনা কোন কোন মাতৃকা আনন্দে দীর্ঘ অঙ্গের বিক্ষেপ করতঃ করতালি প্রদানপূর্ব্বক উচ্চরবে হাস্য ও বিবিধ অঙ্গবিকার প্রকটন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উচ্চহাস্য-কোলাহল গিরিকানন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আবার কেহ কেহ সুরাপানে মত্ত হইয়া উচ্চরবে শৃঙ্গগৃহধ্বনিত করতঃ গান করিতে লাগিলেন। পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সাগরবারির ন্যায় কেহ কেহ উচ্চরবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আবার কেহ কেহ চন্দনাদি লেপনদ্রব্য দ্বারা আপাদমস্তক রঞ্জিত করিয়া আনন্দে ঘুরঘুর রব করতঃ সুরাপান করিতে লাগিলেন। সেই দেবীগণ এইরূপে উন্মত্তভাবে হাস্য, নৃত্য, সুস্বাদু মাংসভোজন, সুরাপান, পরস্পর পরস্পরকে রক্ষণ, পরস্পরের মুখে খাদ্যদ্রব্য প্রদান প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খলব্যাপারে নিরত হইয়া ত্রিভুবনের আচার ব্যবহার যেন পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। ৩১—৩৬।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—মাতৃকামণ্ডলের এইরূপ উৎসবকালে তাঁহাদের বাহনগুলিও মত্ত হইয়া হাস্যসহকারে নৃত্য ও রক্তপান করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি ব্রহ্মাণীরথহংসী ও অলম্বুসার বাহন সেই চণ্ডকাক, ইহারা সুরামদমত্ত হইয়া একত্র নৃত্য করিতে লাগিল। সাগরতীরে এইরূপ সুরাপান ও নৃত্য করিতে করিতে সেই হংসীগণের রমণেচ্ছা হইল। তৎকালে সেই সমস্ত হংসী কামমত্তা হইয়া যথাক্রমে সেই কাকের সহিত রমণ করিল। ঐ কাক সপ্তটী হংসীর নায়ক হইয়া যথাক্রমে তাহাদের সহিত পরস্পর ইচ্ছামত রমণ করিল। ১—৫। অনন্তর রমণসন্তোষিতা হংসীগণ সকলেই গর্ভবতী হইল। এদিকে দেবীগণ, নৃত্যোৎসবক্রিয়াশেষ করিয়া, প্রশান্ত রুদ্রদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহামায়ারূপিণী সেই দেবীগণ, শূলপাণিকে তদীয় প্রিয়তমা পত্নী উমাকে ভক্ষ্যবস্তুরূপে প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলেন। শশিশেখর "ইহারা আমার প্রিয়াকে আমাকে ভোজন করিতে দিল" ইহা জানিতে পারিয়া, মাতৃকাগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর মাতৃকাগণ তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া স্ব স্ব অঙ্গ প্রদানপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে পুনরায় উৎপন্ন করিয়া, সেই ভগবান্ চন্দ্রমৌলির সহিত আবার বিবাহ দিলেন। তৎপরে মাতৃকাগণ, মহাদেব ও তদীয় অন্যান্য পরিবারবর্গ সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৬—১০। হে মুনিবর! সেই ব্রহ্মাণী-হংসীগণ ঐরূপে গর্ভবতী হইয়া ব্রাহ্মী দেবীর নিকটে গমনপূর্ব্বক যথাযথ বৃত্তান্ত বলিল। ব্রাহ্মী তাহাদিগকে কহিলেন,—বৎসাগণ! তোমরা গর্ভবতী হইয়াছ, একারণে আমার রথবহন কর্ম্মে অপটু হইয়া পড়িয়াছ, সুতরাং তোমরা এক্ষণে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর; এক্ষণে তোমাদিগকে আমার রথবহন করিতে হইবে না। দয়াবতী ব্রাহ্মী দেবী গর্ভভারমন্থরা হংসীগণকে এই কথা বলিয়া, নির্ব্বিকল্প-সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মুনীশ্বর! গর্ভভারে অলসগতি হংসীগণ বিষ্ণুর নাভিকমলের মূলদেশরূপ ব্রহ্মার কমলাকরে বিচরণ করিতে লাগিল। পরে পূর্ণগর্ভাবস্থায় সেই হংসীগণ লতা যেমন অঙ্কুর উৎপাদন করে, সেইরূপ বিষ্ণুর নাভিকমলপল্লবে কোমল অণ্ড প্রসব করিল। ১১—১৫। সেই মাতৃকাদেবীগণ প্রত্যেকে তিনটী তিনটী করিয়া একবিংশতিটী ডিম্ব প্রসব করিল যথাকালে সেই ডিম্বগুলি ব্রহ্মাণ্ডবৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। হে মুনে! সেই দ্বিখণ্ডিত ডিম্বসমূহ হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি; আমরা সেই চণ্ডের পুত্র কাক, আমাদিগের সংখ্যা একবিংশতি। আমরা সেই ভগবানের নাভিকমলদলেই জাত হইয়া, সেই স্থানেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম। কালক্রমে আমাদের পক্ষোদ্গম হইল, আমরা উড়িতে শিখিলাম। তৎকালে ভগবতী ব্রাহ্মীদেবী সম্যক্‌রূপে সমাধিনিরতা ছিলেন, আমরা তখন স্বস্ব মাতৃকাগণ সমভিব্যাহারে ভগবতীর বহুদিন আরাধনা করিলাম। হে মুনিবর! অনন্তর ভগবতী প্রসন্না হইয়া, আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে আমরা "শান্তমনা ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া একান্তে অবস্থান করিতে পারিব" এই স্থির করিয়া পিতৃদেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ১৬—২১। তথায় উপস্থিত হইলে পিতৃদেব আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর আমরা অলম্বুসা দেবীর পূজা করিলাম। তিনি আমাদিগের উপর প্রসন্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরে আমরা তথায় সংযতভাবে একপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব চণ্ড, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! তোমরা অনন্ত বাসনারূপসূত্রে গ্রথিত এই সংসারজাল ছিন্ন করিয়া আসিতে পারিয়াছ কি? যদি তাহা না পারিয়া থাক, তাহা হইলে এই ভৃত্যবৎসলা ভগবতীর নিকটে প্রার্থনা করি, ইনি তোমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবেন। আমরা (কাক) কহিলাম,—পিতঃ! ভগবতী ব্রাহ্মী দেবীর অনুগ্রহে আমরা জ্ঞাতব্য পরমতত্ত্ব অবগত হইয়াছি, (সুতরাং তাহা আর আমাদের আবশ্যক নাই) এক্ষণে আমরা একাগ্রভাবে অবস্থান করিবার জন্য একটী নির্জ্জন স্থানের অভিলাষ করি। ২২—২৫। চণ্ড কহিলেন, বৎসগণ! সকলপ্রকাররত্ননিচয়ের আধার, নিখিল দেববৃন্দের আবাসভূমি সুমেরুনামে এক বিশাল সমুন্নত ভূধর আছে। ঐ সুমেরু পর্ব্বত জীবগণরূপ পরিবারবর্গে পূর্ণ। চন্দ্রসূর্য্যরূপ প্রদীপের আলোকে আলোকিত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহের মধ্যবর্ত্তী কনকময় স্তম্ভস্বরূপ। ঐ সুমেরু পর্ব্বত বসুন্ধরার উন্নমিত বাহু বলিয়া অনুমান হয়। উহার উপরিস্থ সুবর্ণময় চন্দ্রাকার কিন্নরগণের আবাসমণ্ডল। ঐ বাহুরূপীঠ উহার শিখররূপ, ঐ বাহুর অঙ্গুলিসকল রত্নময় অঙ্গুরীয়কে ভূষিত এবং উহার চতুস্পার্শ্বস্থ তরঙ্গধ্বনিত সাগর ও দ্বীপপুঞ্জ বলয়াকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ঐ মেরুমহীধর কুলাচলরূপ-সামন্তবর্গে জম্বুদ্বীপরূপ-মহার্হ আসনে অধিষ্ঠিত। যেন রাজা হইয়া শৈলসভায় চন্দ্রসূর্য্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ঐ সুমেরুরাজ তারকাবলীরূপ মালতীমালায় বিভূষিত ও দিক্‌রূপ দশা (পাড়) যুক্ত অম্বর (আকাশরূপ বস্ত্র) পরিহিত এবং ইন্দ্রাদি

দেবগণরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। রাজা ন্যায় উহারও অনেক নাগ আছে, (নাগ সর্প ও হস্তী, সুমেরু পর্ব্বতে অনেক নাগ বাস করে)। ২৬—৩০। চতুর্দ্দিকে দিকরূপ অঙ্গনাগণ নগররূপ বিভূষণে ভূষিত হইয়া সলিলশীকরনিষ্যন্দী মেঘরূপ চামর দিয়া উহার ব্যজন করিয়া থাকে। অধোভূমণ্ডলে উহার ষোড়শ সহস্র যোজনব্যাপী পাদ সকল (চরণ ও ক্ষুদ্র প্রত্যন্ত পর্ব্বত) নাগ অসুর ও উরগগণকর্ত্তৃক সেবিত (আশ্রিত, আরাধিত) হইতেছে। এই সুমেরু পর্ব্বতের শরীর অশীতিসহস্র যোজন বিস্তৃত। চন্দ্র সূর্য্য ইহার লোচন। ঐ পর্ব্বত সুর, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণকর্ত্তৃক সেবিত। যেমন সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থের আশ্রয়ে বহু বান্ধব জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ চতুর্দ্দশ প্রকার জীবগণ এই সুমেরু পর্ব্বতে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বত এত বিস্তৃত যে, ঐ পর্ব্বতবাসী জনগণ পরস্পর পরস্পরের গৃহাদি দেখিতে পায় না। এই পর্ব্বতের ঈশানকোণে পদ্মরাগ মণিময় এক বিশাল শৃঙ্গ দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ৩১—৩৫। ঐ শৃঙ্গের উপরে বিবিধ-ভূতসমূহপূর্ণ মহান্ এক কল্পবৃক্ষ উক্ত শৃঙ্গরূপ দর্পণে সমগ্র জগতের প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে সেই বৃক্ষের দক্ষিণদিকস্থিত স্কন্ধে সুবর্ণপল্লবময়ী রত্নস্তবকপূর্ণা এক শাখা চন্দ্রবিম্ববৎ শোভমান ফলনিকর ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। হে সুতগণ! আমি সেই শাখায় এক মণিময় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। যখন দেবী ধ্যানমগ্না থাকেন, তখন আমি ঐ নীড়ে গিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করি। হে পুত্রগণ! তোমরা আমার এই কুলায়ে গমন কর, সেই কুলায়ে বিচারপূর্ব্বক ব্যবহারশীল অনেক কাকনন্দন বাস করিয়া থাকে, সেই কুলায়টী রত্নপুষ্পদলে আচ্ছন্ন, অমৃতময় ফলনিকরে পূর্ণ। চিন্তামণিময় শলাকা দ্বারা উহার অলিন্দপ্রদেশ নির্ম্মিত। রমণীয় ঐ কুলায়ের অভ্যন্তরদেশ শীতল ও কুসুমসমূহে আকীর্ণ। ঐ রমণীয় কুলায় স্বর্গবাসী দেবগণেরও দুর্গম। তোমরা ঐ স্থানে থাকিলে ভোগ মোক্ষ দুইই নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইবে। ৩৬—৪৩। পিতা এই বলিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন এবং দেবীর জন্য যে মাংস আনীত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগকে প্রদান করিলেন। আমরা সেই পিতৃদেবপ্রদত্ত মাংস ভোজন করিয়া এবং দেবী অলম্বুসা ও পিতৃদেবের চরণ বন্দনা করিয়া অলম্বুসা দেবীর আশ্রম সেই বিদ্ধ্যকন্দর হইতে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিলাম। নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া, আমরা ক্রমে মেঘপথ ভেদ করিয়া পবনস্কন্ধে আরোহণ করিলাম। তথায় গগনচারীদিগকে বন্দনা করিয়া সূর্য্যলোকে উপনীত হইলাম। হে মুনীশ্বর! অনন্তর আমরা সূর্য্যলোক হইতে স্বর্গলোকে, স্বর্গলোক হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম। তথায় গমন করিয়া মদীয় জননী ও ভগবতী ব্রাহ্মীদেবীকে প্রণামপূর্ব্বক পিতৃদেবকথিত বাক্য যথাযথ নিবেদন করিলাম। তাঁহারা আমাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক "তোমরা গন্তব্যস্থানে গমন কর" এইরূপ অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের অনুমতি পাইয়া আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া ব্রহ্মলোক হইতে বহির্গত হইলাম। হে মুনে! অনন্তর সূর্য্যবৎ দেদীপ্যমান লোকপালপুরী অতিক্রম করিয়া আমরা বাতস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া, আকাশপথ দিয়া আসিয়া এই কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলাম এবং এই কল্পবৃক্ষস্থিত নীড়ে প্রবেশপূর্ব্বক সমাধিনিরত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছি। হে মহাত্মন্! আমরা যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছি এবং যেরূপে লব্ধতত্ত্ববোধ ও উপশান্তবুদ্ধি হইয়া এই স্থানে অবস্থিত আছি, তৎসমস্তই যথাযথ আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আপনার যদি আর কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি তাহাও বলিতেছি। ৪৪—৫০।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ১৯॥

বিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে এই জগতের যাদৃশ অবস্থা বা আকারাদি সন্নিবেশ ছিল, বর্ত্তমান কল্পেও সেইরূপই রহিয়াছে, এককারণে আমি বহুপূর্ব্বতন কল্পে জাত ও পূর্ব্বতন কল্পের কল্পবৃক্ষস্থ কুলায়ে অবস্থিত হইলেও পূর্ব্ব অভ্যাসদোষে পূর্ব্বতন ঘটনা ও পূর্ব্বকল্পের সেই কল্পবৃক্ষস্থিত কুলায় বর্ত্তমান কল্পের ন্যায় বর্ণনা করিলাম, কারণ বর্ত্তমান কল্পেও আমি পূর্ব্বতন কল্পের মতই সমস্ত দর্শন করিতেছি। হে মুনে! আমি যে আপনাকে সাক্ষাৎ নির্ব্বিঘ্নে দর্শন করিতেছি, ইহা আমার চিরকালসঞ্চিত পুণ্যের ফল অদ্য ফলিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। মুনিবর! অদ্য আপনার দর্শনে আমার এই কুলায়, এই কল্পতরুর শাখা, আমি এবং আমার অধিষ্ঠিত সমগ্র কল্পবৃক্ষ পবিত্র হইল। ঋষে! বিহঙ্গমবর্তৃক প্রদত্ত এই পাদ্য এবং অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া এই বিহঙ্গমকে পবিত্র করুন এবং আপনার অবশিষ্ট যাহা দ্রষ্টব্য আছে, তাহা সত্বর আদেশ করুন। ১—৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! ভুশুণ্ডপক্ষী এই বলিয়া আমাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলে আমি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে খগেশ্বর! তাদৃবিধ মহাসত্ত্বসম্পন্ন মহাবুদ্ধিশালী ভবদীয় ভ্রাতৃগণকে ত এস্থলে দেখিতে পাইতেছি না, একমাত্র তোমাকেই দেখিতেছি, তোমার সে ভ্রাতৃগণ এক্ষণে কোথায়? ভুশুণ্ড কহিলেন, হে মুনে! আমরা বহুকাল এইস্থানে বাস করিতেছি। হে অনঘ! দিবসের ন্যায় একে একে আমাদের সম্মুখে কত যুগ যে অতীত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই সময়ের মধ্যে মদীয় অনুজবর্গের সকলেই এক এক করিয়া তৃণের ন্যায় শরীর ত্যাগপূর্ব্বক মঙ্গলময় পরমপদে লীন হইয়াছে। দীর্ঘায়ুঃ প্রবলপরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী মহৎ ব্যক্তি হইলেও সকলেই অলক্ষিতশরীর কালের করালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস, ভুশুণ্ড! যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, বাতস্কন্ধনামক প্রবল প্রলয়বাত্যা যখন স্কন্ধদেশে (উপরে) দ্বাদশ আদিত্য ও চন্দ্রকে বহনপূর্ব্বক অবিরত প্রবলবেগে বহিতে থাকে, তখন তোমার কোন ক্লেশ হয় না কি? যখন উদয়াচল ও অস্তাচলের দাহনকারী যুগপৎ উদিত দ্বাদশ আদিত্যের অতি প্রখর কিরণমালা তোমার সন্নিহিত হয়, তখন কি তোমার কোন কষ্ট বোধ হয় না? যখন চন্দ্রের অতিশীতল কিরণরাশি জলরাশিকে পাষাণময় কঠিন করিয়া করকা (বরফ) পাত করিতে থাকে, তখন তুমি ক্লেশ অনুভব কর না কি? হে বৎস! যখন প্রলয় মেঘমালা এই মেরুশিখরে অবস্থান করিয়া পরস্তধারনাশী কঠিন শিলোপম এবং অতিশীতল তুষার বর্ষণ করিতে থাকে, তখন তোমার কি কোন ক্লেশ হয় না? প্রলয়কালে যখন বিষম জগৎবিক্ষোভ উপস্থিত

হয়, তখন এই অতি উচ্চস্থিত বিশাল কল্পবৃক্ষই বা কেন বিক্ষুব্ধ বা ভগ্ন হয় না? ইহার কারণ কি আমাকে বল। ১১—১৫। ভুশুণ্ড কহিলেন,—ব্রহ্মন্! যাহারা নিরালম্ব শূন্য গগনে অবস্থান করে, সেই বিহঙ্গদিগের অতিকষ্টকর জীবিকার বিষয় আপনাকে আর কি বলিব? তাহাদের ন্যায় কষ্টকর কঠিন জীবন বোধ হয় আর কোন প্রাণীর নাই। কি আশ্চর্য্য! বিহগজাতির নিমিত্তই বুঝি বিধাতা এই নির্জ্জন কাননে শূন্য আকাশপথে এই অসার যোনিতে এইরূপ কষ্টকর জীবিকার সৃষ্টি করিয়াছেন! হে প্রভো! এইরূপ কুজাতিতে জগৎ আশাপাশনিবদ্ধ চিরজীবী বিহগের দুঃখের কথা আর আপনাকে কি জানাইব? কিন্তু ভগবন্! আমরা নিত্য আত্মসন্তোষ লাভ করিয়া থাকি বলিয়া কখনই এই রূপবিহীন পরমপদে উৎপন্ন, ঐরূপ বিবিধবিভ্রমে মোহগ্রস্ত হই না, অর্থাৎ ঐরূপ আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান বহুল বিঘ্ন বিপত্তিতে কোনই ক্লেশ বোধ করি না। হে ব্রহ্মন্! আমরা নিয়ত স্বস্বভাবেই সন্তুষ্ট, এইজন্য উক্ত কষ্টজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কেবল আমাদের এই স্বীয় ভবনে থাকিয়া কালাতিপাত করি। ১৬—২০। আমরা জীবিত থাকিয়া দেহের ঐহিক আমুষ্মিক কোন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি না অথবা মৃত হইয়া দেহ নষ্ট করিতেও ইচ্ছা করি না। আমরা যেরূপ নির্ব্ব্যাপার হইয়া এবংবিধ নিত্যবুদ্ধ পূর্ণ আনন্দ আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি, পরেও এইরূপই থাকিব। আমরা লোকের জন্মমরণাদি অনেক অনর্থ দশা অবলোকন করিয়াছি এবং অনেক দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি। আমাদিগের মন এক্ষণে একেবারে চঞ্চলভাব পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা এই কল্পবৃক্ষের উপরি অবস্থান করায় সর্ব্বদা অপরিতাপী স্বাত্মালোকে থাকিয়া সম্যক্ কালগতি দেখিয়া চলিতেছি। হে ব্রহ্মন্! রত্নরাজি দ্বারা প্রকাশময় এই কল্পলতাভবনে থাকিয়াও (অর্থাৎ এইস্থান প্রকাশবহুল বলিয়া এইস্থানে দিন রাত্রি বিভাগ লক্ষিত না হইলেও, আমরা প্রাণ ও অপান বায়ুর প্রবাহরূপ উপায়ে সম্পূর্ণভাবেই কল্প বা কালগতি জানিতে পারিতেছি। যদি চ এই বিশাল পর্ব্বতোপরি দিবারাত্রি বিভাগ জানা যাইতেছে না, তথাপি স্বকীয় বুদ্ধিবলে কালক্রম আমাদের জ্ঞানগোচর হইতেছে। ২১—২৫। হে মুনে! মদীয় মন তত্ত্বজ্ঞানবলে সার-অসার-পরিচ্ছেদশূন্য ও বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার চাঞ্চল্য একেবারে নাই, সর্ব্বদাই শান্ত ও সুস্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে; এই জন্যই আমার কিছুতেই ক্লেশ বোধ নাই। যেমন প্রাঙ্গণস্থিত বায়স গৃহস্থের অল্পমাত্র পদসঞ্চারাদিশব্দে ভয়কাতর হইয়া পলাইতে চেষ্টা করে, সেরূপ আমি সংসারব্যবহার-সম্ভূত মিথ্যা আশাপাশে বিবশ হই না। আমরা ধৈর্য্যসহকারে পরমশান্তিময়ী পরমালোকশীতলা বুদ্ধি দ্বারা এই জগৎকে মায়িকরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি (অর্থাৎ ইহাতে সত্যভাবুদ্ধি আমাদের নাই,) এই জন্য ইহার প্রলয়ে আমাদের কোনরূপ ক্লেশ নাই। হে মহামতে! ভীষণ ক্লেশদশা আপতিত হইলেও আমরা পাষাণের ন্যায় অচল অটলভাবে ও নির্ম্মল পাষাণাকারে অবস্থান করিতে থাকি। আপাতমধুর ক্ষণভঙ্গুর জগতের সুখ-দশা কতবার আমাদের উপর দিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে, ফলে কিছুতেই আমাদের ক্লেশ বোধ হইতেছে না। ২৬—৩০। হে ভগবন্! যদি এই নিখিল ভূতসমূহ সর্ব্বদা গতায়াত করিতে থাকে, অথবা (পরমার্থ দৃষ্টিতে) কিছুই না করিতে থাকে, তাহাতে আমাদের ভয় কি? এই যে ভূতনিবহতটিনী কালসাগরে প্রবেশ করিতেছে, ইহাতে আমাদের কি? আমরা ত সংসারনদীর তটে অবস্থান করিতেছি, কিছুই পরিত্যাগ করিতেছি না, কিছুই গ্রহণ করিতেছি না, একভাবে অবস্থান করিতেছি, আমরা সংসারপথে সাবধানে বিচরণ করি বলিয়া মৃদুপদ এবং তত্ত্বদর্শনে সংসারের উচ্ছেদ করি বলিয়া কঠিন হইয়া এই বৃক্ষে অবস্থান করিতেছি। শোকভয়ক্লেশশূন্য সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ভবাদৃশ মহাপুরুষ-দিগের অনুগ্রহেই আমরা বিগতজ্বর হইয়াছি। হে ভগবন্! আমা-দের মন তত্ত্বার্থ অবগত হওয়ায় মাত্র ব্যবহারনিষ্পাদনার্থ ইতস্ততঃ ধাবিত হইলেও বিষয়রাগাদির বশীভূত হয় না। ৩১—৩৫। আমাদিগের আত্মা বিকারবিহীন ক্ষোভশূন্য ও উপশান্ত হওয়ায়, আমরা প্রবুদ্ধ ও অনন্ত ব্রহ্মাকারে স্ফুরিত সংবিত্তরঙ্গে পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সাগরের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! যে সুধার জন্য বহু আয়াস করিয়া মন্দরপর্ব্বত দিয়া ক্ষীরোদসাগর মথিত হইয়াছিল, আপনার আগমনেই আমরা সেই সুধার আস্বাদ পাইয়া পরমা-হ্লাদিত হইয়াছি। কারণ সর্ব্বপ্রকার কামনাত্যাগী তত্ত্বজ্ঞানী সাধুপুরুষের সঙ্গলাভভিন্ন আত্মকল্যাণ আর কিছুতেই সম্ভবে না। আপাতরমণীয় বিষয়ভোগে কি সার আছে? একমাত্র সৎসঙ্গরূপ চিন্তামণি হইতেই সর্ব্ববিধ সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনে! আপনার গম্ভীর ধীর বাক্য স্নিগ্ধ কোমল মধুর ও সরলতা ময়। আপনিই এই ত্রৈলোক্যরূপ পদ্মকোষের একমাত্র ষট্‌পদ স্বরূপ। যদি চ আমি পূর্ব্বেই পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছি, তথাপি এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, আপনার দর্শনলাভেই আমার দুষ্কৃত ক্ষয় হইল এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলাম। হে সাধো! অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল, কারণ সাধুসঙ্গ সকলপ্রকার ভয়াদি ক্লেশনিবারণ করিয়া থাকে। ৩৬—৪১

বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—যখন ঘোর প্রলয়সংক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং বিষম বাত্যা প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন এ কল্পবৃক্ষ সুস্থির ভাবে থাকে কখনই ইহা কম্পিত হয় না। হে সাধো! এই বৃক্ষ বিভিন্নলোকবাসী সমগ্রভূতের অগম্য বলিয়া আমরা এই বৃক্ষে সুখে অবস্থান করি। হিরণ্যাক্ষ যখন এই সপ্ত দ্বীপসমান্বিত ধরা-মণ্ডল হরণ করিয়াছিল, তখনও এই বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই। যে সুমেরু পর্ব্বত একপার্শ্বে থাকায় পৃথিবীর সমীকরণার্থ অপর দিকে বহুতর বিশাল পর্ব্বতমালা স্থাপিত রহিয়াছে, সেই বিশাল-তম সুমেরুপর্ব্বত যখন (নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরা-মণ্ডলের উদ্ধার কালে) দোলায়মান হইয়াছিল, তখনও এই বৃক্ষ কাঁপে নাই যখন চতুর্ভুজ নারায়ণ বাহুদ্বয়দ্বারা সুমেরু ধারণপূর্ব্বক অপর বাহুদ্বয় দ্বারা মন্দরপর্ব্বত উত্তোলন করেন, তখনও এই বৃক্ষ বিচলিত হয় নাই। ১—৫। যখন সুরাসুরবর্গের তীব্রসংগ্রামক্ষোভে চন্দ্রার্কমণ্ডল ভূপতিত ও গ্রহমণ্ডল অতিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তখনও এ বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই। যখন উৎপাতবাত্যা প্রবাহিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ ভূধরসমূহের শিলারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করত এই সুমেরু পর্ব্বতের অন্যান্য বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিয়াছিল, তখনও

এ তরু কম্পিত হয় নাই। যখন ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যবর্ত্তী কম্পমান মন্দরাচলের কন্দরবাতে বিচালিত, প্রলয়মেঘমালা সমুদিত হইয়াছিল তখনও এ তরু কাঁপে নাই। যখন এই সুমেরুগিরি কালনেমির ভুজমধ্যগত হইয়া ঈষৎ উন্মূলিত প্রায় হইয়াছিল। তখন এই বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই। অমৃতহরণজন্য অসুরদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধকালে পক্ষীন্দ্রগরুড়ের পক্ষমারুতে যখন নভোমণ্ডলস্থ সিদ্ধগণকেও স্থানচ্যুত হইতে হইয়াছিল। তখনও এই বৃক্ষ পতিত হয় নাই। ৬—১০। যখন পক্ষীন্দ্র গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া উড্ডয়ন করতঃ এই ধরামণ্ডলকে মগ্ন করায় সঙ্কর্ষণ রুদ্রদেব শেষমূর্ত্তিতে ভূভারধারণরূপকর্ম্মে ব্রতী হন, তখনও এই বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই। যখন ঐ শেষমূর্ত্তি ভগবান্ সহস্র ফণা দ্বারা নিখিল শৈলসাগর ও প্রাণিবর্গের অসহনীয় তীব্র কল্পানলশিখা উদ্বমন করিতে থাকেন, তখনও এই তরু অণুমাত্র বিচলিত বা স্পন্দিত হয় নাই। হে মুনিশার্দ্দূল! আমরা যখন ঈদৃশ প্রলয়কালেও অভঙ্গুর অচল অটল বৃক্ষবরে অবস্থান করিতেছি, তখন আমাদের আপদ্ কোথায়? কুস্থানে অবস্থান করিলেই বিপদের সম্ভাবনা ঘটে। বশিষ্ঠদেব পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহামতে! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যখন উৎপাতবাত্যা বহিতে থাকে, ও যুগপৎ চন্দ্র দ্বাদশ সূর্য্য ও নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় হইয়া থাকে, তখন তুমি কিরূপে বিজ্বর হইয়া থাক, তখন ত নিশ্চিতই কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা। ভুশুণ্ড উত্তর করিলেন, প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যখন জীবগণের জগদ্ব্যবহার গতপ্রায় হইয়া উঠে, সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া লয় পায়, তখন কৃতঘ্ন যেমন সাধুস্বভাব সৎমিত্রকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি এই কুলায় পরিত্যাগ করিয়া থাকি। ১১—১৫। আমি তখন নিখিল-কল্পনা-পরিশূন্য হইয়া কেবল আকাশেই অবস্থান করিয়া থাকি, তখন অঙ্গসমুদয় আমার স্বভাবতঃ নিশ্চল ও মন বাসনাপরিশূন্য হইয়া থাকে। যখন দ্বাদশ আদিত্য যুগপৎ উদিত হইয়া ভূধরনিচয় খণ্ড খণ্ড করত প্রখর তাপ দিতে থাকেন, তখন আমি নিজে সলিলাত্মা বরুণরূপ ধারণ করিয়া ধীরভাবে অবস্থান করিতে থাকি। যখন প্রলয়বায়ু প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বত সমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, তখন আমি আপনাকে পর্ব্বত ধারণা করিয়া (অর্থাৎ পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় অটল হইয়া) অবস্থান করি। যখন সুমেরুপর্ব্বত আদি গলিত হওয়ায় জগৎ একার্ণবাকার ধারণ করে, তখন আমি বায়ুধারণা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বায়ু বিবেচনা করিয়া আকাশে সংপ্লুত হইতে থাকি। তৎকালে স্থূলসূক্ষ্ম সমষ্ট্যাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের পরম অবধিভূত অব্যাকৃত দশা প্রাপ্ত হইয়া, আমি চতুর্ব্বিংশতি (মতভেদে ষড়্বিংশতি বা ষট্‌ত্রিংশৎ) তত্ত্বের অন্তর্ভূত অপরিচ্ছিন্ন নির্ম্মল ব্রহ্মপদে নির্ব্বিকল্প নিশ্চল সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিয়া থাকি। আবার যখন কমলযোনি ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টিকর্ম্ম করিতে থাকেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া এই বিহঙ্গমদিগের আবাসে অবস্থান করিয়া থাকি। ১৬—২১। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বিহগেন্দ্র! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তুমি যেরূপ ধারণাবলে অক্ষতশরীরে অবস্থান কর, অন্যান্য যোগীরা সেরূপ পারেন না কেন? ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমেশ্বরের নিয়তিই এইরূপ অলঙ্ঘনীয় যে "আমি এই রূপ থাকিব অপরে এইরূপ থাকিতে পারিবে না" অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি কাহার যে কিরূপ তাহা কেহই পরিমাণ বা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না। যাহার যেরূপ নিয়তি, তাহা সেইরূপ হইবে, নিয়তির নিশ্চয়ই এইরূপ। আমার সঙ্কল্পই এই যে, প্রতিকল্পে এই গিরিশিখরে এই তরু, এইরূপে উৎপন্ন হইবে, সেই সঙ্কল্পবশেই ইহা এইরূপ হইয়া থাকে। ২২—২৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বিহগরাজ! তোমার আয়ু মুক্তির ন্যায় অপরিসীম, (অথবা তোমার আয়ু জীবন্মুক্তি সংলগ্ন অর্থাৎ তুমি চিরজীবন্মুক্ত) সেই কারণে তুমি চিরন্তন পদার্থদর্শনবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তোমার ন্যায় আর কেহই দীর্ঘদর্শী নাই, তুমি ধীর, তুমি জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিয়াছ, তোমার মনোগতি যোগমার্গাবিলাসিনী। তুমি বিবিধ বহু সৃষ্টির আগম অপায় অবলোকন করিয়াছ; অতএব হে মঙ্গলময়! তোমার অবলোকিত এই জগৎপরম্পরায় আশ্চর্য্য কি কি, তাহা তোমার স্মরণ হয় কি? ভুশুণ্ড কহিলেন,—অতিমহন্! আমার মনে হয়, কোন সময়ে এই সুমেরুর অধোবর্ত্তিনী ধরা, বৃক্ষ ও শৈলশূন্য ছিল, তখন উহাতে তৃণাদি কিছুই উৎপন্ন হয় নাই আবার স্মরণ হয়, একাদশ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই ধরা ভস্মরাশিতে পূর্ণ ছিল। তখন সূর্য্য উৎপন্ন হয় নাই, চন্দ্রমণ্ডলও উৎপন্ন হন নাই, দিবসও তখন প্রকাশ হন নাই। ২৬—৩০। আবার কখন দেখিয়াছিলাম, এই ভুবন সুমেরু পর্ব্বতের রত্নরাজিপ্রভায় অর্দ্ধপ্রকাশিত ও অর্দ্ধ অন্ধকারিত হইয়া লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। আবার মনে হয়, কোন সময়ে অর্থাৎ যখন দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন এই ধরামণ্ডল, জনগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করায় লোকশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। আবার মনে হয়, এক সময়ে এই বসুন্ধরা বলোন্মত্ত দৈত্যদিগের করগত হইয়া, চতুর্যুগকাল ব্যাপিয়া দৈত্যদিগের অন্তঃপুর হইয়াছিল। আবার মনে হয়, এক সময়ে এই ধরামণ্ডলের সমস্তভাগ সমুদ্র সলিলমগ্ন হইয়াছিল, একমাত্র এই সুমেরু-পর্ব্বত জলমগ্ন হয় নাই এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহারা তিনজনমাত্র এই সুমেরু-পর্ব্বতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্মরণ হইতেছে, আর এক সময়ে এই ধরামণ্ডল দুই যুগ কেবল বনবৃক্ষজালে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, বৃক্ষব্যতীত আর কোন বস্তু তখন নির্ম্মিত দেখা যায় নাই। মনে হয় কখন দেখিয়াছি, এই পৃথিবী চারিযুগ কেবল ঘনসন্নিবিষ্ট পর্ব্বতসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই কারণে লোকের গতিবিধি একেবারে রুদ্ধ হইয়াছিল। ৩১—৩৬। আবার এক সময়ে দেখিয়াছি মনে হয়, এই পৃথিবী দশ সহস্র বৎসরকাল কেবল মৃতদানবদিগের অস্থিরাশিসমাকীর্ণ হইয়া পর্ব্বত-সমাকীর্ণবৎ প্রতীত হইতেছিল। আর এক সময়ে দেখিয়াছিলাম, এই পৃথিবীর বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত নাই, চতুর্দ্দিকে কেবল শূন্য অন্ধকারময়। নভোমণ্ডল হইতে বিমানগামী নভশ্চরগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে, আর এক সময়ে দেখিয়াছিলাম, বিন্ধ্যপর্ব্বত উন্মত্ত হইয়া গগনপথভেদ করিয়া শৃঙ্গবিস্তার করিয়াছে; দক্ষিণদিক্ কেবল পর্ব্বতময় হইয়া গিয়াছে, অগস্ত্যমুনি তথায় নাই। আমি এইরূপ এবং আরও অনেকবিধ বহু ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা মনে হইতেছে। মুনিবর! এ বিষয়ে আপনাকে অধিক আর কি বলিব, সংক্ষেপে সব কথা বলি, শ্রবণ করুন। হে ব্রহ্মন্! আমি অগণনীয় অনেক মনুকে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই বিপুল আড়ম্বরে চারিশত যুগ অতিবাহন করিয়া গিয়াছেন। আমি এক সময়ে বিশুদ্ধ অথচ তেজঃপুঞ্জরূপী এক সৃষ্টি দেখিয়াছিলাম, তখন দেব দানব কেহই উৎপন্ন হন নাই। ৩৭—৪২। আর এক সময় দেখিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণগণ সুরাপায়ী হইয়াছে, শূদ্রে দেবগণের

নিন্দা করিতেছে, রমণীগণ বহু স্বামীগ্রহণ করিয়াছে। আর এক সময়ে মনে হইতেছে, এই ভূপৃষ্ঠ কেবল বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ; তখন মহাসাগর কল্পিত হয় নাই; স্ত্রী-পুরুষসংসর্গ ব্যতিরেকেই তখন পুরুষের উৎপত্তি হইত, এইরূপ একটী সৃষ্টি দেখিয়াছি। আর এক সৃষ্টিতে দেখিয়াছি মনে হইতেছে, পর্ব্বত ও মৃত্তিকা কিছুই নাই, অমর ও মানবগণ গগনতলে অবস্থান করিতেছে, চন্দ্র-সূর্য্য নাই অথচ সমস্ত প্রকাশময়। স্মরণ হইতেছে, আর এক সৃষ্টিতে দেখিয়াছি—রাজা নাই, যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের কেহই নিদ্রিত হয় নাই, উত্তম, মধ্যম, অধম ইত্যাদি বিভাগ নাই, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময়। আমি এইরূপ কত কল্প দেখিয়া আসিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। বৎস বশিষ্ঠ! তুমি তো আমাদিগের অপেক্ষা অতি অল্পবয়স্ক, তথাপি বর্ত্তমান কল্পের অতীত ঘটনা, অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রারম্ভব্যাপার জগত্ত্রয়বিভাগ, কুলপর্ব্বতসন্নিবেশ, জম্বুদ্বীপের পৃথক্‌করণ, বর্ণাশ্রমীদিগের সৃষ্টি-ভূমণ্ডলবিভাগ, নক্ষত্রচক্রের সংস্থাপন, ধ্রুবতারানির্ম্মাণ, চন্দ্রসূর্য্যাদির জন্ম, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ব্যবস্থিতি, হিরণ্যাক্ষবধ, বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নারায়ণের পৃথিবীর উদ্ধার, দেবদানবাদি প্রত্যেকের রাজা কল্পন, বেদানয়ন, মন্দরপর্ব্বতোৎপাটন, অমৃতলাভার্থ সাগর-মন্থন, অজাতপক্ষ গরুড়ের উৎপত্তি, সাগরোৎপত্তি ইত্যাদি সমস্তই তোমার মনে আছে; সেই জন্য আমিও আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। দীর্ঘজীবিতানিবন্ধন আমি কল্পে কল্পে কত যে আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা বলা যায় না। এই কল্পে যিনি গরুড়বাহন বিষ্ণু, ইহাঁকে অন্য কল্পে হংসবাহন ব্রহ্মা হইতে দেখিয়াছি। আর এক কল্পে ঐ ব্রহ্মাকে বৃষভবাহন রুদ্রদেব হইতে দেখিয়াছি। ঐ রুদ্রদেবকে আবার অন্য এক কল্পে গরুড়বাহন বিষ্ণু হইতে দেখিয়াছি। ৩৯—৫২।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে ভগবন্! তাহার পরে আপনি, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, অত্রি, নারদ, ইন্দ্র, মরীচি, পুলহ, উদ্দালক, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা ও সনৎকুমার প্রভৃতি মহর্ষিগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপরে শঙ্কর, ভৃঙ্গী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ প্রভৃতি দেবগণ, গৌরী, সরস্বতী লক্ষ্মী, গায়ত্রী প্রভৃতি দেবীগণ, মেরু, মন্দর, কৈলাস, হিমালয়, দর্দ্দুর প্রভৃতি পর্ব্বতগণ, হয়গ্রীব, হিরণ্যাক্ষ, কালনেমি, বল, হিরণ্যকশিপু, ক্রাথ, বলি, প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ, শিবি, ন্যঙ্কু, পৃথুল, বৈণ্য, নাভাগ, কেলি, নল, মান্ধাতা, সগর, দিলীপ, নহুষ প্রভৃতি রাজগণ; আত্রেয়, ব্যাস, বাল্মীকি, শুক, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ; উপমন্যু, মণী, মঙ্কী, ভগীরথ, শুক, প্রভৃতি রাজগণ এবং অন্যান্য বিবিধ জীবগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। বর্ত্তমান কল্পে এই সমস্ত ঘটনা আমার চক্ষে যেন অল্পদিন হইল বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এই সমস্তই আমার স্পষ্ট স্মৃতিপথে রহিয়াছে, ইহার আর সবিশেষ কি পরিচয় দিব। ১—৭। হে মুনে! আপনি ব্রহ্মার নন্দন, আপনি আট জন্ম অতিক্রম করিয়াছেন; অষ্টম কল্পে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আপনি কখন আকাশ হইতে উৎপন্ন হন, কখন জল হইতে জন্মগ্রহণ করেন, কখন বায়ু হইতে জাত হন, কখন শৈল হইতে, কখন বা অনল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই বর্ত্তমান সৃষ্টি যেরূপ আকারে যেরূপ আচারব্যবহারে পূর্ণ ও ইহাতে দিঙ্মণ্ডল যেরূপ ভাবে সংঘটিত, এইরূপ তিনটী সৃষ্টি দেখিয়াছি, মনে হইতেছে। আর দশটী সৃষ্টি দেখিয়াছি একই প্রকার, একই রূপ কালস্থায়ী। সেই সেই সৃষ্টিতে দেবগণের স্ব স্ব স্থান অসুর-বিদলিত হয় নাই এবং তৎ তৎ সৃষ্টির ধরা, দেবগণ ও সকলের আচার ব্যবহার সমস্তই একরূপ। হে মুনে! আর পাঁচটী সৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহাতে এই পৃথিবী পাঁচবার সমুদ্রমগ্ন হন এবং বিষ্ণু কূর্ম্মাবতার হইয়া সমুদ্র হইতে তাহার উদ্ধার করেন। আর মনে হইতেছে, সুরাসুরবর্গ মিলিত হইয়া মন্দরাচলের আকর্ষণ-শ্রমে পরিক্লান্ত হইয়া দ্বাদশবার এই অমৃতসাগর মন্থন করিয়াছেন। স্বর্গের দেবগণের নিকটেও করগ্রাহী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য সর্ব্বৌষধিরস গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বৌষধি বৃক্ষ সহ এই বসুন্ধরাকে তিনবার পাতালে লইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে হরি পাঁচবার পরশু-রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মধ্যে অনেক কল্পে অবতীর্ণ হন নাই এইকল্পে তিনি ষষ্ঠবার রেণুকাগর্ভে পরশুরামরূপে জাত হইয়া ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করিয়াছেন। হে মুনিনায়ক! হরি শৌক্যরাজ শুদ্ধো-দনের ঔরসে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধনামে বিখ্যাত হইয়াছেন,—এমন বহুশত কলিযুগ অতীত হইয়াছে, আমার স্মরণ হইতেছে। আরও আমার মনে পড়ে, ভগবান্ চন্দ্রশেখর ত্রিশবার ত্রিপুরবিজয়, দুইবার দক্ষযজ্ঞধ্বংস ও দশবার শক্রপরাজয় করিয়াছেন। মনে হইতেছে, বাণাসুরের জন্য হরি ও হর স্ব স্ব জয়নামক সৈন্যনিচয় ও প্রমথ-নামক সৈন্যনিচয় লইয়া সুরসৈন্যবিক্ষোভকারী সংগ্রামে আটবার প্রবৃত্ত হইয়াছেন হে মুনে! প্রত্যেক যুগে মানবগণের বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূনাধিক্যবশতঃ বেদোক্ত কার্য্যকলাপ ও বেদের উচ্চারণাদির পার্থক্য অনুভব করিয়াছি। হে অনঘ! প্রতিযুগেই ভিন্ন ভিন্ন নির্ম্মাণকর্ত্তা হওয়ায় একার্থক একরূপই পুরাণগুলির পাঠভেদ ও পাঠবিস্তৃতি ঘটিতেছে। ১৫—২০। আমার বেশ মনে হই-তেছে, বেদাদি শাস্ত্রবিৎ ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সেই সেই ইতিহাসগুলিই প্রতিযুগে পুস্তকারে নিবদ্ধ করিতেছেন। অতি অদ্ভুত প্রাক্তন ইতিহাস সকল এবং লক্ষগ্রন্থের সমষ্টির ন্যায় অতিবৃহৎ রামায়ণনামক জ্ঞানশাস্ত্র—সমুদ্রই আমার স্মৃতিগোচর রহিয়াছে, "রামাদির ন্যায় ব্যবহার করিবে, রাবণাদির ন্যায় নহে" এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বিশিষ্ট উপদেশ যাহাতে করস্থ ফলের ন্যায় সুলভ রহিয়াছে। এইরূপ বাল্মীকিকৃত এবং পরেও তাঁহা কর্ত্তৃক করিষ্যমাণ মহারামায়ণ কথা আমার স্মৃতি পথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, আপনি যথাসময়ে জনসাধারণে প্রকা-শিত সেই মহারামায়ণকথা জানিতে পারিবেন। বাল্মীকিনামক সেই পূর্ব্বকল্পীয় জীব বা অন্য কোন বাল্মীকি ঐ মহারামায়ণ একাদশ বার রচনা করিয়াছেন, এক্ষণে সম্প্রদায়পরম্পরায় উচ্ছেদে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, এইবারে উহা দ্বাদশবার বিরচিত হইতেছে এই মহারামায়ণের সমান ব্যাসনামক প্রাক্তন জীব-কর্ত্তৃক বিরচিত আর একটী ভারতনামক পুস্তকের কথাও আমার মনে রহিয়াছে, এক্ষণে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেই ভারত পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পীয় একই ব্যাসনামক জীব বা অন্য কোন ব্যাসনামক জীবকর্ত্তৃক ছয়বার বিরচিত হইয়াছে, এইবারে উহা সপ্তমবারে বিরচিত হইবে। হে মুনীশ্বর! আমি যুগে যুগে বিচিত্র কত

উপাখ্যান ও শাস্ত্র রচিত হইতে দেখিয়াছি, তৎসমস্ত যদিও এক্ষণে নাই, তথাপি আমার তাহা বেশ স্মরণ হইতেছে। হে সাধো! প্রতিযুগেই আমার সেই সমস্ত এবং অন্যবিধ শাস্ত্র ও পদার্থসমুদয় দেখিয়া থাকি এবং আমার স্মরণ থাকে। এক্ষণে ভগবান্ বিষ্ণু রাক্ষসধ্বংস করিতে মহীমণ্ডলে রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন, এই তাঁহার একাদশ জন্ম হইবে। ভগবান্ হরি নর-সিংহরূপে তিনবার পশুরাজ সিংহ হস্তীর ন্যায় হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন। হে মুনীশ্বর! ভগবান্ বিষ্ণু ভূভারহরণার্থ বসুদেবগৃহে যে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা তাঁহার ষোড়শ জন্ম। ফলতঃ এই যে সমস্ত আমি দেখিয়াছি বা মনে হইতেছে, সমস্তই ভ্রান্তি, কারণ, বাস্তবিক জগৎ নামক একটা কোন পদার্থ নাই। যদি বা থাকে, তাহা জলবুদ্বুদবৎ কুত্রাপি ক্ষণস্থায়ীরূপে উত্থিত হইয়া থাকে। ঐ জলবুদ্বুদসদৃশ দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভ্রান্তিমাত্র, ঐ ভ্রান্তিও চিরস্থায়ী নহে, উহা অনিত্য। জলে তরঙ্গবৎ জ্ঞানময় আত্মায় কদাপি উত্থিত হয়, কখন বা বিলীন হইয়া যায়। ২৮—৩৪। আমি বহু ত্রিজগৎ দর্শন করিয়াছি উহার মধ্যে কতকগুলি একরূপ, কতক সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কতক বা অর্দ্ধাংশে সাম্যভাবাপন্ন মনে হইতেছে। আমার মনে হইতেছে, পর পর কল্পেও জীবগণ ও তাহাদের কার্য্য আচার ব্যবহার সমস্তই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেরই অনুবৃত্ত হইয়া-ছিল। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! প্রতি মন্বন্তরেই এই জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ জগতের কার্য্যকলাপ ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জনগণ সমস্তই অন্যথাভাব প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মিত্র, বন্ধু, ভৃত্য, আশ্রয় সমস্তই অন্যপ্রকার হইয়া থাকে। আমি কখন বিন্ধ্যপর্ব্বতের একান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি, কখন সহ্যপর্ব্বতে বাস করি, কখন দর্দ্দুর গিরিতে অবস্থান করি, কখন বা মলয়াচলবাসী হই, আবার কখন বা প্রাক্তন কল্পের মত সেই একপর্ব্বতে চূতবৃক্ষের শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিয়া থাকি। ৩৫—৪০। হে মুনিনায়ক! এই যে অনাদি অনন্ত যুগ অতীত হইয়াছে, তথাপি আমার সেই বৃক্ষেই পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতঃ আকারসন্নিবেশেই উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ ইহার অবয়বসংস্থানের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমার পিতার জীবদ্দশায় এই রমণীয় পাদপের যাদৃশী শোভা ছিল, এখনও ঠিক তাহাই রহিয়াছে, আমিও সেইরূপই ইহাতে অবস্থান করিতেছি। এই পর্ব্বতের উত্তরদিগ্‌ভাগ পূর্ব্বে অন্য ছিল, এক্ষণে অন্য হইয়াছে, তথাপি আকৃতিগঠনসাম্যে একই বলিয়া বোধ হইতেছে, তবে আমি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে আর একজন ছিলাম, এক্ষণে অন্য একজন হইয়াছি, তাহা নহে অর্থাৎ আমি সেই একই আছি এবং সেই একদেহেই ব্রহ্মার দিবারাত্রি, অতিবাহিত করিতেছি। ৪১—৪৫। যদি বলেন, আমি প্রতিকল্পে ভিন্ন নহি কেন? তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বকল্পের ধারণাবলে স্থিরীকৃত নদীর নির্ব্বিকল্প সমাধির অবসানে পুনঃকল্প উৎপন্ন হইলে "এই সেই মেরু, এই সেই পাদপ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (স্মৃতি) দ্বারা নূতন সৃষ্টি জানিয়া থাকি। পূর্ব্বকল্পীয় সেই আমি না হইলে আমার সে প্রত্যভিজ্ঞা থাকিবে কেন? সেই আমি না হইলে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র, মেরুপ্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ ও দিঙ্মণ্ডল সমস্তই আমার নিকট অন্যবিধ প্রতীয়মান হইত; সেই সেই প্রকার বলিয়া কখনই চিনিতে পারিতাম না। অপিচ এই জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই অনিয়ত স্থিতি বলিয়া এবং সৎ ও অসৎ বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হয় না, ফলত আত্মার মায়িক বিক্ষেপ-শক্তির লীলাই এইরূপে বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। এই জাগ্রৎ-পদার্থসন্নিবেশ সমস্তই অনিয়তরূপে সংঘটিত হইতেছে, পূর্ব্বে যে পুত্র ছিল, পরে সে পিতা হইতেছে; যে মিত্র ছিল, সে শত্রু হইতেছে; যে পুরুষ ছিল, সে স্ত্রী হইতেছে, এই-রূপ শত শত হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। হে মুনীশ্বর! আরও আমার স্মরণ হয়, কলিকালে সত্যযুগের আচার ব্যবহার, সত্যযুগে কলিযুগের আচার ব্যবহার এবং এই ত্রেতা বা দ্বাপরেও আচার ব্যবহারের অব্যবস্থা দেখিয়াছি। আবার কোন কোন কল্পের সত্যযুগেও আচার ব্যবহারের কোনই নিয়ম ছিল না, বেদ ও বেদার্থ অবগত না থাকায় সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছামত কার্য্য করিত। হে ব্রহ্মন্! কোন সময়ে চতুর্যুগ সহস্র অতীত হইয়া গেলে, ব্রহ্মা সমস্ত সংহার করিয়া যোগনিদ্রাচ্ছলে পরমাত্মার ধ্যানপরায়ণ হইলে সুরাসুরমানবসমন্বিত এই জগৎ শূন্য হইয়াছিল, মনে হইতেছে। মনে হইতেছে আরও দশটী মনোময়ন নির্ম্মিত সৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহাতে পার্থিব আকৃতি নাই, কেবল বায়ুময়, ভূতে পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মার দিবসভাগে (কল্পে) এইরূপ বিচিত্র অবয়বসংঘটনে ঘটিত বিভিন্ন দেশশালী বিচিত্র-কার্য্যে ব্যাকুল জীবগণের অধোরভূত বিচিত্র বেশবিলাসে বিন্যস্ত বিচিত্র অতীত সৃষ্টিপরম্পরা আমার স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ৪৬—৫৩।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহু রাম! অনন্তর আমি সমুদয় জানিবার নিমিত্ত কল্পবৃক্ষশিখরবাসী ঐ বিহগবরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম। হে বিহগরাজেন্দ্র! আপনারাও ত এই জগৎকোষের অন্তর্গত হইয়া বিচরণ করেন, তবে মৃত্যু আপনা-দিগকে কিছু করিতে পারে না কেন? ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার কিছুই অবিদিত নাই, তথাপি আমার নিকট যে জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহার কারণ এই অনুমান করি যে, "প্রভুগণের স্বভাবই এই ভৃত্যবর্গকে বাচাল করা।" যাহা হউক, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি তৎসমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। কারণ সাধুদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই তাঁহাদের মুখ্যতম সেবা করা হয়। যাহাদের হৃদয় দোষজালরূপ মুক্তাফলে গ্রথিত ও বাসনাসূত্রে জড়িত হয় না, তাহারা কদাচ মৃত্যুগ্রস্ত হয় না। নিঃশ্বাসরূপ দেহ-চ্ছেদক করপত্রনির্ম্মাণকারী নিখিলদেহরূপ বৃক্ষশাখার ক্ষতকারী কীটস্বরূপ মনোব্যথায় যে ছিন্ন ভিন্ন নহে, মৃত্যু তাহার কিছুই করিতে পারে না। যে শরীর-তরুর অভ্যন্তরস্থিত কালভুজঙ্গী চিন্তা যাহার মর্ম্মকর্ত্তিনী না, সেই নিদারুণ আশা যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, তাহার আবার মৃত্যু কোথায়? ১—৭। রাগ ও দ্বেষরূপ বিষরাশিতে পূর্ণ, নিজ চিত্তরূপ গর্ত্তবাসী লোভ-ভুজঙ্গ যাহাকে দংশন করে না, মৃত্যু তাহার বধসাধনে প্রবৃত্ত হন না। শরীর-সাগরের নিখিল-বিবেক-সলিলপানকারী ক্রোধবাড়বানল

যাহাকে দগ্ধ করে না, মৃত্যু তাহার কিছুই করিতে পারে না। তৈলযন্ত্রে কঠিন (শুষ্ক) তিলরাশির ন্যায় যে কন্দর্পতাড়নে পিসিয়া না যায়, মৃত্যু তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। যাহার চিত্ত নির্ম্মল পবিত্র একমাত্র পরমপদে বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছে, মৃত্যু তাহাকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন না। যাহার চিত্ত শরীররূপ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মর্কটের ন্যায় চঞ্চল না হয়, মৃত্যু তাহার বধেচ্ছা করেন না। ৮—১২। যাহার চিত্ত সমাধি-প্রাপ্ত, হে ব্রহ্মন্! সংসারব্যাধির নিদানস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত দোষজালে তিনি বিলুপ্তপ্রায় হন না। সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি, মহামোহবশতঃ শারীরিক বা মানসিক পীড়াসম্ভূত দুঃখজালে বিলুপ্ত হন না। যাঁহার চিত্ত সমাধিপ্রাপ্ত, তাঁহার না অস্ত, না উদয়, না স্মরণ, না বিস্মরণ কিছুই নাই। তিনি সুপ্তও নহেন, জাগ্রৎও নহেন। কাম-ক্রোধবিকারজনিত যে চিন্তা হৃদয়াকাশকে অন্ধকারময় করে, সেই চিন্তা—সমাহিতচিত্তের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, তাঁহার দান, আদান, ত্যাগ, যাজ্ঞা প্রভৃতি কোন ক্রিয়াই নাই অথচ তিনি কার্য্য করিয়া থাকেন। যাঁহার চিত্ত সমাহিত, তিনি কি কু-অর্থ, কি কু-কার্য্য, কি কুগুণ, কি কু-বাক্য, কি কু-নীতি কিছু-তেই সন্তপ্ত হন না। সমাহিতচিত্তের নিকটে বহুলাভসমন্বিত সর্ব্বোত্তম পরিণামশুভ সুস্পষ্ট সর্ব্বপ্রকার সুখই উপস্থিত হইয়া থাকে, সর্ব্বদাই তিনি সুখে বিভোর থাকেন। যাহা পরিণামশুভ সত্য ভ্রান্তিপরিশূন্য, অপায়বিহীন ও ভোগাভিলাষদৃষ্টিনির্ম্মুক্ত, সেই পরমাত্মাতে মনকে নিমগ্ন রাখিতে হইবে। ১৩—২০। চিত্তের তত্ত্বজ্ঞানসামর্থ্যনাশকারী অপবিত্র ভেদদৃষ্টি পিশাচের যাহা গোচর নহে, মনকে সেই সুখস্বরূপ ব্রহ্মে নিমগ্ন করিতে হইবে। যাহা আদি, মধ্য, অবসান—সর্ব্বসময়েই অতিমধুর, হিতকর পরমসুখস্বরূপ, সেই ব্রহ্মেই মনকে আসক্ত করিতে হয়। যাহা আদি, মধ্য, অন্ত সর্ব্ব-অবস্থাতেই অনুগত অনন্ত ও সকল সাধুগণের সেবিত, সেই আত্মসুখেই মনকে আসক্ত করা উচিত। যাহা বুদ্ধির পরম আলোকস্বরূপ যাহা, অমৃতের সারভাগ এবং যাহার অপেক্ষা পরমানন্দ আর কিছুই নাই, সেই পরব্রহ্মে মনকে লীন করিতে হয়। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর ও অপ্সরঃসহকৃত স্বর্গলোকে এমন কিছুই নাই, যাহা চিরস্থায়ী ও শুভকর। রাজা, প্রজা, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও সমুদ্রসমবেত এই ভূমণ্ডলেও কোন চিরস্থায়ী শুভ পদার্থ নাই। দৈত্য, দৈত্যস্ত্রী ও সর্পসমন্বিত সমগ্র পাতালেও কোন পদার্থ স্থায়ী বা শুভকররূপে বর্ত্তমান নাই। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও দিগ্বলয়সমেত এই সমগ্র জগতেই কোন পদার্থ উত্তম চিরস্থায়ী নাই। এই যে ক্রিয়াফল ইহা আধিব্যাধিসঙ্কুল কেবল দুঃখময় এবং নিতান্ত অসার, ইহাতেও উৎকৃষ্ট চিরস্থায়ী সারপদার্থ কিছুই নাই। বুদ্ধির বিকারস্বরূপ এই যে চিন্তা বিষয়সুখের ভাবনা, ইহা আপাততঃ হৃদয়ের আনন্দদায়ী বটে, কিন্তু ইহা চিত্তের তারল্যমাত্র উৎপাদন করে, পরিণামে ইহাতে কিছুই শুভ নাই। ২১—৩০। হৃদয়রূপ ক্ষীরোদসাগরের মন্থনকারী (বিক্ষুব্ধতাকারী) মন্দরস্বরূপ যে সঙ্কল্প বিকল্প, তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই,—যাহা সুস্থির ও মঙ্গলময়। এই যে অতি-বিচিত্র অসিধারাপ্রায় মানবদিগের ইন্দ্রিয়চেষ্টা অনবরত গতায়াত করিতেছে (প্রবর্ত্তিত হইতেছে) ইহাতেও স্থায়ী শুভপ্রদ কিছুই নাই। বিবেকী সাধুপুরুষের চিত্ত যে স্থানে বিশ্রান্ত হয়, তাহার নিকট সসাগরা ধরার আধিপত্য, অমরদেবত্ব বা পাতালের অধীশ্বরত্ব এ সকল কিছুই নহে। বিবেকী সাধুগণের চিত্তের বিশ্রাম যে পরম-পদ, তাহা যে একবার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কাছে দুরূহ শাস্ত্র-সমূহের বিচারশক্তি, বুদ্ধিবলে জাগতিক কার্য্যসমূহের বিচারশক্তি বা ভারতাদি গ্রন্থের বর্ণনাকরণশক্তি এ সমস্ত তুচ্ছবোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিবেক উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা পরমপদ লাভ করা উক্ত শক্তিসমূহের দ্বারা কদাচ সম্ভবে না। আধিময় চিরজীবিতাও ভাল নহে, তাই বলিয়া মরণও যে ভাল, তাহাও নহে, কারণ, তাহাতে মূঢ়তারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পাপফলভোগকর যে নরক; তাহাও ভাল নহে; কারণ তাহাতে পাপজন্মের অবসানের সম্ভা-বনা নাই। স্বর্গের আধিপত্য লাভ করাও চিরসুখের হেতু নহে, তাহাতে পুণ্যফলের অবসানে পতনই অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা পরমপদলাভেচ্ছু, তাঁহারা এ সমুদয়ের কিছুই বাঞ্ছা করেন না। তবে যে নরগণ রাজ্যসুখাদিকে রমণীয় বলিয়া প্রার্থনা করে, তাহা কেবল মোহবশতঃ। যাঁহারা মহান্ অর্থাৎ বিবেকবলে পরমপদলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষণস্থায়ী রাজ্যাদিসুখে কি জন্য চিরস্থিতি অভিলাষ করিবেন? প্রত্যুত তাঁহারা উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। ৩১—৩৬।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ভ্রান্তিশূন্য অবি-নশ্বর একমাত্র অদ্বৈতদৃষ্টিই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত অর্থাৎ সহসা লভ্য নহে। আত্মচিন্তাই (আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম ইত্যাদি আত্মবিষয়িণী চিন্তা) মানবগণের সকল প্রকার দুঃখনাশ করিয়া থাকে। চিরসঞ্চিত দুঃস্বপ্নস্বরূপ এই যে সংসারভ্রান্তি, ইহাও ঐ আত্মচিন্তা দ্বারা অপনীত হইয়া থাকে। ঐ আত্মচিন্তা নিষ্কলঙ্ক মনোমার্গরূপ প্রশস্ত প্রাঙ্গণেই বিচরণ করিয়া থাকে (সাধারণের ঐ চিন্তা ঘটে না), অখিলদুঃখচিন্তারূপ অনর্থ ঐ আত্মচিন্তা-জ্যোৎস্নানীয় অন্ধকারের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবন্! আমি যে আত্মচিন্তার কথা বলিতেছি, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই, ইহা ভবাদৃশ মহাত্মগণের অনায়াসলভ্য, আমা-দিগের নিকট অতি দুর্লভ। যাহা সমুদয় কল্পনার অতীত, সামান্য-বুদ্ধি জীবে সেই সর্ব্বোত্তম পরমপদ কিরূপে লাভ করিবে? ১—৫। হে মুনিবর! আত্মচিন্তারূপিণী বিলাসিনীর অনেকগুলি সখী আছে, তাহারাও আত্মচিন্তার সমান ও জ্ঞানশশীর তুষারময়-কিরণে সুশীতল, তবে আত্মচিন্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুলভ। হে মুনীশ্বর! আমি আত্মচিন্তার সখীদিগের মধ্যে একটী মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, সেটীর নাম প্রাণচিন্তা; সে প্রাণচিন্তাও সর্ব্ব-দুঃখক্ষয়কারিণী এবং সর্ব্বসৌভাগ্যের বর্দ্ধনকারিণী এবং জীবনেরও হেতু অর্থাৎ সেই প্রাণচিন্তাবলেই আমি এইরূপ চিরজীবী হইয়াছি। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যদিও আমি সমস্ত অবগত আছি, সে কারণে ঐ সমস্ত বিষয়ের শ্রবণে ব্যগ্রতা নাই; তথাপি কৌতুকপরবশ হইয়া উক্ত বাক্যাবসানে ভুশুণ্ডমুনিকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম। হে অত্যন্তচিরজীবিন্! হে সাধো! হে নিখিলসংশয়চ্ছেদকারিন্! প্রাণচিন্তা কাহাকে বলে, তাহা আমার নিকট সত্যরূপে কীর্ত্তন করুন। ভুশুণ্ড কহিলেন, হে মুনে!

আপনি সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র জ্ঞাত আছেন, আপনিই সকলের সংশয় দূর করিয়া থাকেন, তথাপি এই কাককে কেবল পরিহাস করিতেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ৬—১১। যাহা হউক, আমার বলিতে দোষ কি? আপনার নিকটে পুনর্ব্বার উহার আলোচনা করিলে আমার সম্যক্‌শিক্ষা হইতে পারে; অতএব হে ভগবন্‌ ভূশুণ্ড যেরূপে প্রাণসমাধি লাভ করিয়া চিরজীবী হইল যেরূপে ভূশুণ্ডের আত্মলাভ হইল, তাহা এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবন! এই যে মনোরম দেহগৃহ দর্শন করিতেছেন, ইহার তিনটী মহাস্তম্ভ, নয়টী দ্বার, অহঙ্কার ইহার গৃহস্বামী, সে পুর্য্যষ্টক পরিবার লইয়া পঞ্চতন্মাত্ররূপ স্বজনবর্গের সহিত ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। ১২—১৫। আমি যে শরীরগৃহের কথা বলিতেছি, আপনিও ইহার বিষয় অন্তরে দেখিতে পাইতেছেন। কর্ণবিবরদ্বয় এই গৃহের উপরিস্থিত চন্দ্রশালা (চিলের ঘর) কেশগুলি ইহার আচ্ছাদন খড়। বিশাল নয়নযুগল ইহার গবাক্ষ, বদনমণ্ডল ইহার প্রধান দ্বার (সদর দরজা), বাহুযুগল ও দুইপার্শ্ব এই শরীরগৃহের দুই পার্শ্ব। মুখরূপ প্রধানদ্বারের মধ্যভাগ দন্তাবলিরূপ বকুলমালায় বিভূষিত। রূপরসাদি বাহ্য বিষয়ের বার্ত্তাহর জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল উহার দ্বারপাল। ঐ গৃহসর্ব্বব্যাপী আত্মালোকে আলোকিত। গৃহস্বামী জাগ্রদবস্থায় ঐ গৃহের অক্ষিতারারূপ অলিন্দপ্রদেশে (বারাণ্ডায়) অবস্থান করেন। ঐ গৃহ রক্তমাংসবসারূপ সলিলমৃত্তিকাগোময়ে বিলিপ্ত। স্থূল অস্থিসমূহ কাষ্ঠ দ্বারা ও শিরাসমূহরূপ রজ্জু দ্বারা ঐ গৃহ সুদৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ, একারণে উহা বেশ সুদৃঢ় ও সুসংঘটিত। হে মুনিনায়ক! এই দেহগৃহের অভ্যন্তরে ইড়া পিঙ্গলানামক দুইটী কোমল সূক্ষ্ম নাড়ীরূপ পার্শ্বকোষ্ঠদ্বয় অনভিব্যক্তভাবে বিরাজ করিতেছে সেই পার্শ্বকোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে তিনটী পদ্মযুগলের ন্যায়, তিনটী অস্থিমাংসময় কোমল হৃৎপদ্মযুগল আছে। উহার নালগুলি ঊর্দ্ধাধোগামী; উহার কোমল দলগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া রহিয়াছে। নাসাগ্র হইতে চরণ পর্য্যন্ত সকল দেহাকাশে বহমান চন্দ্রনামক অপানমারুতের সুধাসেকে ঐ দলগুলি বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। উক্ত যন্ত্রের পত্রগুলি প্রাণ ও অপানমারুতের মৃদু সঞ্চলনে কখন উচ্ছ্বসিত ও কখন বিকশিত হইয়া থাকে। যেমন অরণ্যপ্রদেশের প্রবলবায়ু লতাপত্রজালে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ প্রাণাপানসমীরণ ঐ যন্ত্রের বায়ুভরে স্পন্দমানপত্রে প্রতিহত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া সকল নাড়ীচ্ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপে বর্দ্ধিত ঐ বায়ু, দেহগৃহের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান কল্পনা করিয়া, প্রাণাদি পঞ্চনাম প্রাপ্ত হইয়া, ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বর্ত্তমান নাড়ীসমূহে প্রবেশপূর্ব্বক দেহমধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৬—২৪। এইরূপে বিভিন্নপ্রকারে বিভিন্ন কার্য্য করে বলিয়া, ঐ হৃদয়যন্ত্রস্থিত বায়ুকে এতদ্বিষয়াভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রাণ, অপান, সমান ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। যেমন চন্দ্রবিম্ব হইতে কিরণমালা বিনিঃসৃত হয়, সেইরূপ, সমস্ত প্রাণশক্তি ঐ হৃৎপদ্মযন্ত্রোত্তরস্থিত বায়ু হইতেই নিঃসৃত হইয়া এই দেহমধ্যে ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ঐ প্রাণ শক্তিসমূহ নাড়ীসমূহে গমন, আগমন, কর্ষণ, হরণ, বিহরণ, উৎপতন ও পতন ইত্যাদি বিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। ঐ হৃদয়পদ্মবর্ত্তী মারুতকে বুধগণ প্রাণ বলিয়া অভিহিত করেন। হে মুনে! ঐ প্রাণবায়ুর কোন শক্তি লোচনদ্বয়কে স্পন্দিত করিতেছে, কোন শক্তি স্পর্শগ্রহণ করিতেছে, কোন শক্তি নাসাপথ দিয়া বহিতেছে, কোনশক্তি ভুক্তান্ন জীর্ণ করিতেছে, কোন শক্তি বাক্যনির্গত করাইতেছে। অধিক কি বলিব, যন্ত্রনির্ম্মাতা যেমন ইচ্ছামত যন্ত্রকে চালিত করিতে পারে, তদ্রূপ ভগবান্ বায়ু শরীরমধ্যে সর্ব্ববিধ কার্য্যই সম্পাদন করিতেছেন। ২৫—৩০। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগমন করতঃ প্রাণনামে ও অধোগমন করতঃ অপাননামে অভিহিত যে বায়ুদ্বয় দেহমধ্যে সর্ব্বদা প্রকটভাবে বহিতেছে, হে মুনে! আমি সর্ব্বদা সেই বায়ুদ্বয়ের গতির অনুসরণ করিতেছি। ঐ বায়ুদ্বয় সর্ব্বদাই শীতোষ্ণভাবাপন্ন এবং সর্ব্বদা আকাশপথের পথিক। ঐ বায়ুদ্বয় এই দেহযন্ত্রদ্বয়কে বহন করিতেছে, ইহাতে অণুমাত্র পরিশ্রান্ত হইতেছে না। ঐ বায়ু দুইটী হৃদয়রূপে আকাশের সূর্য্য ও চন্দ্র এবং অগ্নি ও সোমস্বরূপ ঐ বায়ুযুগল শারীরপুরীরক্ষক মনের রথচক্র। উহারা অহঙ্কারনৃপতির অভিমত উৎকৃষ্ট দুইটী তুরঙ্গ। হে ব্রহ্মন্! আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সকল অবস্থায় সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিত ঐ প্রাণ ও অপাননামক শরীরবায়ুদ্বয়ের গতি অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করতঃ সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় দিনাতিপাত করিতেছি। যাবজ্জীবন এইরূপভাবেই অবস্থান করিব। এই বায়ুদ্বয়ের গতি এত সূক্ষ্ম যে, তাহা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও সহস্রভাগে খণ্ডিত একটী মৃণালতন্তুর একাংশের অপেক্ষাও অতি দুর্লক্ষ্য। হে মহাত্মন্! হৃদয়মধ্যে এই বায়ুদ্বয় অবিরত গতায়াত করিতেছে। যে পুরুষ, নানাপ্রকৃতিতে নানাপ্রকারে বর্ণিত উক্ত গতির অনুসরণ করে, সে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করতঃ এই সংসারে আর জন্মগ্রহণ করে না। ৩২—৩৮।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! এবংবাদী সেই পক্ষীকে আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রাণবায়ুর গতি কি প্রকার, তাহা আমার নিকট বর্ণন কর।" ভূশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনে! আপনি সমস্তই জানিতেছেন, তবে আবার আমাকে জিজ্ঞাসারূপ খেলা খেলিতেছেন কেন? যাহা হউক, আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয় আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে ব্রহ্মণ! এই সদাগতি প্রাণবায়ু সর্ব্বদাই স্পন্দশক্তিমান্, এই প্রাণবায়ু দেহের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! এইরূপ অপানবায়ুও সর্ব্বদা স্পন্দশক্তিমান্ ও দেহের অন্তরে বাহিরে এবং অধোদেশে প্রবাহিত হইতেছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই যাহাতে এই উত্তম প্রাণায়াম হয়; হে বিজ্ঞ মুনিবর! তাহা আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন, (শ্রবণে) শ্রেয়োলাভ হইবে (সন্দেহ নাই)। ১—৫। হৃৎপদ্মকোটর হইতে বিনা যত্নে স্বভাবতঃই যে প্রাণবায়ুর বাহ্যউন্মুখীভাব, ধীরগণ তাহাকে রেচক বলিয়া থাকেন। মস্তক হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অধোবর্ত্তী বাহ্য প্রদেশ আক্রমণ করিতে করিতে প্রাণবায়ুর যে অঙ্গস্পর্শ, তাহাকে পূরক বলা হয়। এইরূপ অপানবায়ু বাহ্যদেশ হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে প্রাণবায়ুর নাসিকাগ্র হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত ও মূর্দ্ধা হইতে হৃদয়পর্য্যন্ত যে স্পর্শ, এতদুভয়ই পূরকনামে অভিহিত হয়। পূরে অপান-

বায়ু প্রশমিত হইলে যাবৎ হৃদয়মধ্যে প্রাণবায়ু না উত্থিত হয়, তাবৎকাল কুম্ভকাবস্থা ; ইহা যোগিদিগের অনুভবনীয়। প্রাণায়াম এইরূপে রেচক, পূরক, কুম্ভকনামে ত্রিবিধ ; ইহা অপানবায়ুর উদয়স্থান নাসাগ্রের বাহিরে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত ভাগে যোগিদিগের সর্ব্বকালে সম্যক্ যত্নের অভাবেও স্বতই হইয়া থাকে ; হে মহামতে! নির্ম্মলবুদ্ধি যোগিগণ বাহ্য রেচকাদির বিষয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬—১১। হে প্রভো। নাসাগ্রের বাহ্য দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত স্থানমধ্যেই অভিমুখ-ভাবে অবস্থিত যে বায়ু, তাহার সেই বাহ্যপ্রদেশেই বাহ্য পূরকাদি হইয়া থাকে। নাসাগ্রসম্মুখবর্ত্তী, দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ স্থানমধ্যে অপান বায়ুর মৃত্তিকামধ্যে অনুৎপন্নরূপে অবস্থিত ঘটের (মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অনুৎপন্ন, ঘটভাবের ন্যায়) ন্যায় আকাশমার্গে যে অবস্থান, বুধগণ তাহাকে বাহ্য কুম্ভক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাহ্যোন্মুখী বায়ুর নাসাগ্র পর্য্যন্ত যে গতি, যোগবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রথম বাহ্যপূরক বলিয়া থাকেন। নাসাগ্র হইতে নির্গত হইয়া বায়ুর দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত যে গতি, ধীরগণ তাহাকে অপর বাহ্যপূরকনামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বাহিরে প্রাণবায়ু প্রশমিত হইলে, অপানবায়ু যাবৎ না উদ্গত হয়, তাবৎ যে পূর্ণ সম অবস্থা, তাহা বাহ্য কুম্ভকসংজ্ঞিত। স্পন্দন-রহিত হইয়া অপানবায়ুর যে, অন্তর্মুখীভাব (নিষ্পন্দ অপানের যে স্পন্দনচেষ্টা) তাহাকে বাহ্য রেচক কহে, যিনি এই বাহ্য রেচক অনুভব করিতে পারেন, তিনি মুক্তি লাভ করেন। বাহ্য দ্বাদশাঙ্গুল স্থানের শেষ সীমা হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত সঞ্চলনে অপানবায়ুর যে পীবরতা (স্বরূপাভিব্যক্তি) তাহাকে অন্য বাহ্য পূরক বলা হয়। ১২—১৮। বাহ্য অভ্যন্তর এই কুম্ভকাদিরূপ প্রাণ ও অপানবায়ুর অনাবৃত স্বভাব অবগত হইতে পারিলে, আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হে মহামতে! আমি এই যে দেহ বায়ুর অষ্টপ্রকার অবস্থা বলিলাম, ইহা রাত্রিদিন অভ্যাস করিতে করিতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অতিচঞ্চল এই বায়ুগুলি অভ্যাসবশে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ও গমনে সর্ব্বকালেই নিরোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধিপূর্ব্বক এই কুম্ভকাদির অনুষ্ঠানকারী মানব ভোজনাদিক্রিয়া সম্পাদন করিলেও মনোমধ্যে তাহার কর্ত্তৃত্ব পরিশূন্য হইয়া থাকে। এই প্রাণচিন্তাব্যাপারে আসক্তচিত্ত কতিপয় দিবসের মধ্যেই বাহ্যবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানব এই প্রাণচিন্তা অভ্যাস করিতে থাকে, তাহার চিত্ত, কুক্কুরচর্ম্মে ব্রাহ্মণের ন্যায় বাহ্যবিষয়ে ঘৃণা করিয়া থাকে ; কদাচ তাহাতে প্রীতিলাভ করে না। ১৯—২৪। যে সকল কৃতবুদ্ধি মানবগণ, এই প্রকার প্রাণচিন্তনদৃষ্টি অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারাই নিখিল প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই ক্লেশবিহীন হইয়াছেন। স্বপনে, জাগরণে, গমনে, অবস্থানে সর্ব্বকালেই যদি এই দৃষ্টি অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে আর বন্ধন পাইতে হয় না। যাঁহারা এইরূপে প্রাণ ও অপানবায়ুর নিরোধক্রিয়ার অভ্যাস করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে মোহ মলপরিশূন্য হইয়া অবস্থান করে। প্রাণ ও অপানবায়ুর এতাদৃশী গতিলাভ করিতে পারিলে, তত্ত্বজ্ঞ মানব সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিলেও নির্ম্মল স্বচ্ছভাবে অবস্থান করতঃ সুখলাভ করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! হৃৎপদ্মদল হইতে উত্থিত হইয়া বাহ্য দ্বাদশ অঙ্গুলের পর্য্যন্ত ভাগে (শেষ সীমায়) গিয়া প্রাণবায়ুর যে নিশ্চলভাব ধারণ, তাহাই প্রাণের অভ্যুদয়। হে মুনিবর! হৃৎপদ্মের বাহ্য দ্বাদশ অঙ্গুলপ্রমাণ স্থানের প্রান্তসীমা হইতে চালিত হইয়া অপানবায়ুর হৃদয়স্থ পদ্মমধ্যে যে নিশ্চলীভাব ধারণ, ইহাই অপানের অভ্যুদয়। ২৫—৩০। প্রাণবায়ু যখন, বাহ্য দ্বাদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত যে শূন্যমার্গে চালিত হয় অপান বায়ু ঠিক সেই প্রদেশ হইতে অভ্যন্তরের দিকে (হৃৎপদ্মমধ্যে) আসিতে থাকে। প্রাণবায়ু বহিরাকাশের দিকে উন্মুখ হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় বহিতে থাকে, অপানবায়ু হৃদয়াকাশের দিকে উন্মুখ হইয়া জলের ন্যায় নিম্নদিকে বহমান হইতে থাকে। অপানবায়ু চন্দ্রমারূপে বহির্দ্দেশ হইতেই দেহকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকে, প্রাণবায়ু সূর্য্য বা অগ্নিরূপে এই শরীরের অন্তরদেশ পরিপক্ক করিতেছেন। প্রাণবায়ু প্রখর সূর্য্যরূপে প্রতিক্ষণেই হৃদয়াকাশকে তাপিত করিয়া, পরে মুখাগ্ররূপে আকাশকে তাপিত করিতেছেন। এই অপানবায়ু চন্দ্ররূপ নিমেষকালমধ্যেই মুখাগ্র পরিতৃপ্ত করিয়া হৃদয়াকাশকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। প্রাণরূপী সূর্য্য যথায় অবস্থান করিয়া অপানচন্দ্রের অভ্যন্তরস্থ কলা (চরম ভাগ) গ্রাস করেন, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে হয় না। ৩১—৩৬। অপানশশী যথায় অবস্থান করিয়া প্রাণসূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ কলা আত্মসাৎ করেন, সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রাণবায়ুই বহিরাকাশে ও অন্তরাকাশে সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া পরে আবার আহ্লাদনকর চন্দ্রভাব ধারণ করিয়া থাকে। আবার ঐ প্রাণবায়ুই আহ্লাদনকারী চন্দ্রভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোষণকারী সূর্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু সূর্য্যভাব (উষ্ণতা) পরিত্যাগ করিয়া যাবৎ চন্দ্রভাব (শৈত্য) প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ প্রাণবায়ুক্ষয়ের পর অপানবায়ুর উৎপত্তি পূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে বাহ্যপ্রাণবায়ুর লয়হেতু আত্মার যে নির্দ্দেহতা, নিষ্ক্রিয়তা নির্ম্মলত্বাদি বাস্তবস্বভাব, তাহা স্পষ্টই বিচারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশদশায় যোগী দেশতঃ কালতঃ অপরিচ্ছিন্ন আত্মায় অবস্থিত হওয়ায় আর শোকগ্রস্ত হন না। এইরূপ মন হৃদয়মধ্যেও চন্দ্রসূর্য্যের নিত্য অস্তোদয় জ্ঞাত হইয়া নিজ অধিষ্ঠানস্বরূপ পরমাত্মার সন্ধান পাইলে আর জন্মগ্রহণ করে না। যিনি হৃদয়মধ্যেই উদয়াস্তময় গমনাগমনবিশিষ্ট রশ্মিমালায় উদ্ভাসিত সচন্দ্র সূর্য্যদেবকে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। বাহ্য অন্ধকার ক্ষয় হউক বা না হউক, তাহাতে কোনই লাভ নাই ; যিনি হৃদয়স্থ অন্ধকার দূর করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। হে মুনে! বাহিরের অন্ধকার নাশে কেবল জগৎ আলোকিত হয়, হৃদয়স্থ অন্ধকার নষ্ট হইলে নিজে আলোকিত হওয়া যায়। ৩৭—৪৪। উদয়াস্তময় এই প্রাণসূর্য্যই হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ, ইহাকে বিশিষ্ট রূপে জানিতে পারিলেই মুক্তিলাভ করা যায়, অতএব যত্নপূর্ব্বক এই প্রাণসূর্য্যের দর্শনই কর্ত্তব্য। অপানশশী যে হৃৎপদ্মকোটরে অস্তমিত হয়, সেই স্থান হইতেই প্রাণভানু উদিত হইয়া বহিরুন্মুখ হয়। অপানবায়ুর অস্তগমনের পর হৃদয়কমল হইতে প্রাণবায়ু সমুদিত হইয়া থাকে। যেমন ছায়া নষ্ট হইলে সেই স্থানে আতপ উপস্থিত হয়, আবার যেমন আতপ নষ্ট হইলে সেই স্থানে সঙ্গে সঙ্গে ছায়া আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ প্রাণ-বায়ুর অস্তগমনের পর ক্ষণকালমধ্যেই সেই স্থানে বাহ্যপ্রদেশ

হইতে অপানবায়ু আসিয়া উপস্থিত হয়। হে সুবুদ্ধে। এই যোগব্যাপারে বুঝিতে হইবে যে প্রাণবায়ু যে স্থানে উৎপন্ন হয়, সে স্থানে অপানবায়ু নষ্ট হইয়া যায় আবার অপানবায়ুর জন্মস্থানে প্রাণবায়ু নষ্ট হইয়া যায়। যখন প্রাণবায়ু অস্তমিত এবং অপানবায়ু অভ্যুদয়োন্মুখ হয়, সেই অবস্থাকে বাহ্যকুম্ভক বলে। এই বাহ্য-কুম্ভক অবলম্বন করিতে পারিলে, আর কখনই শোক করিতে হয় না। আর যখন অপানবায়ু অস্তগত এবং প্রাণবায়ু ঈষৎ উদয়োন্মুখ হয়, তখন তাহাকে অন্তঃকুম্ভক বলে এই অন্তঃকুম্ভক অবলম্বন করিতে পারিলে চিরদিনের নিমিত্ত আর শোক করিতে হয় না। ৪৫—৫১। অপানবায়ুর উদয় স্থান যে দ্বাদশাঙ্গুল, তদপেক্ষা দূর ষোড়শাঙ্গুল পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রাণরেচক অবলম্বন করিয়া নিখিল বায়ু রেচিত হওয়ায় স্বচ্ছ কুম্ভক অভ্যাস করিতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না। যিনি দেখিতে পারিয়াছেন যে, অপানবায়ু নাসাবিবর দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, বাহ্যরেচ-কাধার পূরকবায়ু প্রাণবায়ুর পূরণার্থ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতেছে, তিনি পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করেন না। যাহাতে প্রাণ ও অপানবায়ু উভয়ই বিলীন হইয়া গিয়াছে, সেই শান্ত আত্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না। অপানবায়ু, প্রাণবায়ুর গ্রাসোদ্যত হইলে বাহ্যকুম্ভকেই হউক আর আন্তর কুম্ভকেই হউক বিচার দ্বারা দেশ ও কালসমুদয়কে নিষ্কল অর্থাৎ চিন্মাত্র বলিয়া অবধারণ করিতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না। প্রাণ আবার অপানের গ্রাসোদ্যত হইলে হৃদয়ে বা বাহিরে দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন দেখিতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না। যেখানে দেখিবেন, প্রাণ অপান দ্বারা অপান প্রাণ দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে, সে স্থলে দেশকালও তাহাদের সহিত গ্রস্ত অর্থাৎ বিলীন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। যে স্থলে প্রাণবায়ু অস্তমিত হইয়াছে, তথাপি অপানবায়ুর উদয় হইতেছে না, তখনকার অবস্থাকে যোগিগণ অযত্নসিদ্ধ বাহ্যকুম্ভক বলিয়া জানেন। অযত্নসিদ্ধ যে অন্তঃকুম্ভক, তাহাই পরম পদ তাহাই আত্মার স্বরূপ, তাহাই বিশুদ্ধ পরমা চিৎ। যেমন পুষ্পের ভিতর সৌরভ, সেইরূপ প্রাণবায়ুর মধ্যেই এ সৎ প্রকাশময় চিৎস্বরূপ বিদ্যমান, ইহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না। আমরা যে চিদাত্মার উপাসনা করিতেছি, তিনি না প্রাণময়, না অপানময়। অথচ তিনি জলের মধ্যে আস্বাদের ন্যায় অপানের অভ্যন্তরেও অবস্থিত, যিনি নির্জীব অথচ সজীব, আমরা সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। আমরা সেই চিদাত্মার উপাসনা করিতেছি, যিনি প্রাণলয়ের সন্নিহিত, অপানলয়ের বহদূরস্থ এবং প্রাণ ও অপানবায়ুর মধ্যস্থ। আমরা যে চিদাত্মার উপাসনা করিতেছি, তিনি প্রাণেরও প্রাণ, জীবের পরমজীবন এবং দেহের ধারণবিষয়ে ধুরন্ধর। ৫২—৬৫। তিনি মনেরও মনন, বুদ্ধিও একমাত্র বোধক। অহঙ্কারেরও অহঙ্কারোৎ-পাদক এবং সত্যস্বরূপ। যাঁহাতে সমুদয়, যাঁহা হইতে সমুদয়, যিনি সমুদয় এবং সমুদয় হইতে যিনি, সেই সর্ব্বময় নিত্য চিদাত্মার আমরা উপাসনা করিতেছি। তিনি আলোকের আলোকসম্পাদক, নিখিল পাবনের পাবনকারী, তিনি মনোবুদ্ধি প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পূর্ব্বস্বভাব হইতে প্রচ্যুত হন না, সেই পবিত্র চিত্তত্ত্বেরই আমরা উপাসনা করি। (যাঁহাতে অপানবায়ু অস্তমিত প্রাণবায়ু অভ্যুদিত হয় নাই, নিষ্কল নিষ্কলঙ্ক সেই চিদাত্মাকে উপাসনা করি।) যথায় অপানবায়ু উদিত হয় নাই এবং প্রাণবায়ু অস্তমিত হইয়াছে, নাসাগ্রগগনপথে অবস্থিত সেই চিদাত্মার আমরা উপাসনা করি। যথায় প্রাণ ও অপান-বায়ু উভয় অস্তমিত হইয়াছে, আর উৎপন্ন হইতেছে না, সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। বাহ্য ও আভ্যন্তর যে দুইটী প্রাণ ও অপানবায়ুর উদ্ভব স্থান, যাহা যোগিদিগের গম্য, সেই প্রাণাপানের উদ্ভবস্থানের আধার (অধিষ্ঠান) যে চিদাত্মা, তাহার উপাসনা করি। ৬৫—৭০। যিনি প্রাণ ও অপানরূপ রথে আরূঢ় ও পরি-চ্ছিন্ন হইয়া প্রাণ ও অপানবায়ুর শক্তিরূপে বিরাজ করেন, সেই সর্ব্বশক্তির শক্তিরূপী চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি হৃদয়ে প্রাণবায়ুর কুম্ভক ও বাহিরে অপানবায়ুর কুম্ভক এবং পূরকাদি-ভাবে বিবর্ত্তনশীল, সেই চিদাত্মাই আমাদের উপাস্য। যিনি প্রাণ ও অপানবায়ুর পরিচালক ও তাহাদের সত্তাবোধক এবং যিনি প্রাণোপাসনায় লভ্য হন, সেই রূপবিহীন চিদাত্মা আমা-দের উপাস্য। যিনি প্রাণবায়ুর স্পন্দহেতু, যিনি ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়স্পর্শের ও বিষয়ভোগজনিত আনন্দের হেতু, সেই নিখিল কারণের কারণস্বরূপ চিদাত্মার উপাসনা করি। যাঁহাতে এই অখিলবিভাগকল্পনারূপ কলঙ্ক নাই, অথচ (আপাতদৃষ্টিতে) যিনি নিখিল কল্পনাজালবেষ্টিত এবং পরম জ্ঞানই যাঁহার বিভব, সেই সকলদেবগণবন্দিত শ্রেষ্ঠ পরমাত্মপদকে আমরা উপাসনা করি। ৭১—৭৫।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—আমি এই প্রকারে প্রাণসমাধান দ্বারা ক্রমে নির্ম্মল আত্মায় চিত্তবিশ্রান্তিলাভ করিয়াছি। হে মুনিবর! আমি এই প্রাণায়ামযোগ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি বলিয়া সুমেরু পর্ব্বতের বিচলনে অণুমাত্রও বিচলিত হই না। আমি সুপ্ত, জাগরিত, চলিত বা অবস্থিত যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, আমার এই আত্মসমাধি স্বপ্নেও বিচলিত হয় না। আমি নিত্য অনিত্য বিলোল জাগতিক ইষ্ট অনিষ্ট সুখদুঃখদশায় বিক্ষিপ্ত না হইয়া অন্তর্মুখ হইয়া স্বচ্ছন্দভাবে আত্মাতেই অব-স্থান করিতেছি। বায়ুকেও যদি রোধ করিতে পারা যায়, অথবা প্রবল নদীপ্রবাহকেও যদি নিরুদ্ধ করা যায়, তথাপি আমার এ সমাধির কেহ রোধ করিতে পারিবে না, এই সমাধির বিরুদ্ধ বিষয় কদাচ আমি মনেও করি না। ১—৬। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! উক্ত-রূপে প্রাণ ও অপানবায়ুর অনুসরণ করিয়া পরমাত্মার দর্শনলাভ করতঃ শোকবিহীন আদ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমি মহাপ্রলয় হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরভাবে (কালস্রোতে) জীবসমূহকে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইতে দেখিয়া আসিতেছি। আমি কদাচ অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয়ের চিন্তা করি না, (ইহা হইয়া-গিয়াছে, ইহা পরে হইবে, এরূপ মনেও হয় না), কেবল নিত্য-প্রবৃত্ত বর্ত্তমানদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছি। আমার কোন বিষয়ের ফলেচ্ছা নাই; আমি কেবল সুষুপ্তব্যক্তির ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক যথাপ্রাপ্ত কার্য্যই করিয়া থাকি। ইহা ভাবপদার্থ, ইহা অভাবপদার্থ, ইহা ইষ্ট, ইহা অনিষ্ট ইত্যাকার চিন্তাকে

আমি হেয় করিয়াছি; আমি কেবল আত্মাতে অবস্থিত, সেই কারণে আমি নীরোগশরীরে চিরজীবী হইয়াছি। ৬—১০। আমি প্রাণ ও অপানবায়ুর সন্ধিক্ষণে বিভাত পরব্রহ্মের অনুসরণ করত কেবল আত্মাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, এই জন্য আমি চিরজীবী হইয়া অনাময়শরীরে অবস্থান করিতেছি। আমি অদ্য এই একটী সুন্দর বস্তু লাভ করিলাম, আর একটী সুন্দর বস্তু লাভ করিব এরূপ চিন্তা আমার নাই, সেই কারণে অনাময় ও চিরজীবী। হে সাধো! আমি কখনও আপনার বা অন্যের স্তুতি বা নিন্দা কিছুই করি না, সেই কারণে আমি এই শুভ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার চিত্ত শুভপ্রাপ্তিতেও সন্তুষ্ট হয় না এবং অশুভপ্রাপ্তিতেও খিন্ন হয় না, সেই কারণে আমি শুভ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পরমত্যাগ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ সমুদয় দ্বৈত ত্যাগ করিয়া নিজ জীবনাদিবিষয়ে অভিনিবেশাদি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছি, সেই জন্যই আমি শুভপ্রাপ্ত হইয়াছি। হে মুনে! আমার মনের চাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়াছে, শোক দূরীভূত হইয়াছে, আমার মন স্বস্থ, সমাহিত ও শান্ত হইয়াছে, সেই কারণে আমি চিরজীবী ও অনাময়। ১১—১৬। আমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যুগপৎ কাষ্ঠ, কামিনী, শৈল, তৃণ, হিম ও আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছি, সেই কারণে আমি অনাময় ও চিরজীবী। আজ আমার কি হইল! কাল প্রাতঃকালে বা কি হইবে? এইরূপ চিন্তাজ্বরে আমি ব্যাকুল নহি, সেই কারণে আমি নীরোগ হইয়া জীবিত আছি। আমি জরামরণদুঃখেও ভীত নহি এবং রাজ্য-সুখ পাইলেও আনন্দিত নহি, সেই কারণে অনাময় হইয়া জীবনধারণ করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! ইনি বন্ধু, ইনি অবন্ধু, ইনি আমার, ইনি আমার নহেন, ইত্যাকার জ্ঞান আমার নাই, সেই কারণে আমি অনাময় ও চিরজীবী। আমি জানি "আমিই সেই" নিখিলবস্তুর প্রকাশকারী সর্ব্বময় অনাদি অনন্ত অনাময় চিৎ-স্বরূপ, সেই কারণে আমি অনাময় হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি। ১৭—২০। আমি আহারে, বিহারে, স্বপনে, জীবনে, উত্থানে বা অবস্থানে কোন সময়েই "এই দেহ আমি" এইরূপ জ্ঞান করি না, সেই জন্য চিরজীবী হইয়াছি। আমি সুষুপ্তব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করত এই সংসারব্যাপারসমুদয়কে অসৎ বলিয়া জ্ঞান করি; সেই কারণে আমি চিরজীবী ও নীরোগ। যথাকালে আমার নিকট অর্থ অনর্থ দুইই আসিতেছে। আমি শরীরস্থ হস্ত-যুগলের ন্যায় ঐ অর্থ অনর্থ উভয়কেই সমান জ্ঞান করিতেছি, সেই জন্য আমি চিরজীবী। আমি অটল চিত্তস্থিরতায় ও সুন্দর মধুর সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বত্রই সমুদয় সরল দেখিতেছি, সেই জন্য আমি নীরোগ হইয়া অবস্থান করিতেছি। আপাদমস্তক এই দেহের কুত্রাপি আমার মমতা নাই ('ইহা আমার' এইরূপ জ্ঞান নাই)। আমি আমার অহঙ্কারপঙ্ক ক্ষালিত করিয়াছি। আমি যাহা করি, যাহা খাই, সমস্তই অভিমানশূন্য হইয়া করি, সেই কারণে কায়িক চেষ্টায় ঐ সমস্ত কার্য্য কৃত হইলেও আমার মন নিষ্কর্ম্মা হইয়াই থাকে, এই জন্য আমি অনাময় হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি। হে মুনে! আমি যে যে ক্ষণে কোন বিষয়ের জ্ঞান করি, সেই সেই ক্ষণে আমার বুদ্ধি বিনীতভাবেই অবস্থিত থাকে; (কোন নূতন জ্ঞানজনিত ঔদ্ধত্য আমার আদৌ হয় না।) আমি অপরকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করি না, অপরের নিকট পরাভূত হইলেও আমি অক্লেশে সে পরাভব সহ্য করি, তাহাতে কোন কষ্ট বোধ করি না। আমি দরিদ্র হইলেও কোন বিষয়ের বাঞ্ছা করি না, সেই কারণে আমি নীরোগ হইয়া রহিয়াছি। চেতনপ্রায় এই শরীর আভাসমান-সত্ত্বেও আমি চিন্মাত্রদর্শী সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা, এই কারণেই আমি নিখিল প্রাণীদিগকে নিজ শরীরবৎ অবলোকন করি। ২১—৩০। আমি সর্ব্বদা সমাহিত থাকিয়া আশাপাশ-জড়িত চিত্ত-বৃত্তিকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিই না, সেই কারণে আমি নীরোগ হইয়াছি। আমি বাহ্য বস্তু দর্শন-বিষয়ে সুপ্ত থাকিয়া জগতের অসত্তাই প্রতিপন্ন করিতেছি এবং অন্তরে প্রবুদ্ধ থাকিয়া করস্থ বিল্বফলের ন্যায়, আত্মারই সত্তা অবলোকন করিতেছি। আমি জীর্ণ, শীর্ণ, ক্ষীণ, ক্ষুব্ধ ও ক্ষয়প্রাপ্ত এই সমুদয় প্রপঞ্চ সর্ব্বদা নূতনবৎ অবলোকন করিতেছি। আমি সুখী ব্যক্তির সুখে সুখী ও দুঃখী ব্যক্তির দুঃখে দুঃখী হইতেছি। আমি সকলেরই প্রিয়বন্ধু; আমি আপৎকালে অচল অটল হইয়া ধীরভাবে অবস্থান করি। আমি জগতের মিত্র, আমি সম্পত্তিতে (সম্পত্তির উপচয় বা অপচয়ে) কুত্রাপি অভিনিবিষ্ট হই না, কুত্রাপি আমার আগ্রহ নাই। "আমি আমি নহি, আমার অন্যও কেহ নাই, আমিও অন্যের নহি" এই প্রকার ভাবনা করিয়া আমি অনাময় ও চিরজীবী হইয়াছি। "আমি জগৎ, আমিই দেশকাল-নিয়ামক গগন, আমিই ক্রিয়া" এইরূপ আমার বুদ্ধি, সেই জন্য আমি নীরোগ। আমি জানি—"ঘটও চিৎ, পটও চিৎ, আকাশও চিৎ, অরণ্যও চিৎ, শকটও চিৎ, অধিক কি, সমস্তই চিৎ"—এই প্রকার ভাবনাতেই আমি অনাময়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি এইরূপে ত্রিভুবনরূপ কমলের অলিস্বরূপ চিরজীবী ভুশুণ্ডনামা দাঁড়কাক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছি। আমি ব্রহ্মসাগরের তরঙ্গতুল্য এই ত্রিজগৎকে চিরদিন উৎপত্তি-বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রতিঘাতে বিচিত্রভাবে উৎপন্ন ও বিলীত দেখিয়া আসিতেছি। এই জগত্রয় সাক্ষিদৃশ্য বুদ্ধি-মন প্রভৃতির দৃশ্যরূপে উদিত হইতেছে। ৩১—৪০।

ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে জ্ঞানপারগ! হে ব্রহ্মন্! আমি যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছি, যেরূপে আছি, ধৃষ্টতাবশতঃ আপনার নির্দেশরক্ষার্থ তৎসমুদয়ই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। বশিষ্ঠ কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! ভগবন্! আপনি যে শ্রুতিসুখকর আপনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, ইহা সাতিশয় বিস্ময়াবহ। যাহারা, অত্যন্ত চিরজীবী মহাত্মা দ্বিতীয় পদ্মযোনির ন্যায়, আপ-নাকে দর্শন করে, তাহারা ধন্য হয়। আপনি যে বুদ্ধির পবিত্রতাকারী সমগ্র আত্মবৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন, ইহাতে আমিও ধন্য হইলাম; আপনাকে দেখিয়া আমার নয়নযুগল সফল হইল। আমি সকল দিকেই ভ্রমণ করি-য়াছি; আমি এই জগতে দেবগণের ঐশ্বর্য্য ও বিদ্বান্‌দিগের জ্ঞান-সম্পত্তি অনেক দেখিয়াছি; কিন্তু আপনার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহান্ কুত্রাপি দর্শন করি নাই। এই জগতে অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দু-একটীমাত্র মহান্ লোক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভবাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানী মহান্ লোক কুত্রাপি পাওয়া যায় না। যেরূপ

কোনও বাঁশের মধ্যে কদাচিৎ মুক্তা পাওয়া যায়, সেইরূপ কোন জগৎখণ্ডে কদাচিৎ ভবাদৃশলোক দেখিতে পাওয়া যায়। আমি অদ্য সুমহৎ শুভকার্য্য সম্পাদন করিলাম, যেহেতু পুণ্যাত্মা মুক্তপুরুষ আপনাকে দেখিতে পাইলাম। ১—৮। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মঙ্গলময় আত্মগুহায় প্রবেশ কর, মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, আমি এক্ষণে সুরপুরীতে গমন করি। ভুশুণ্ড, মহর্ষির উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া বৃক্ষ হইতে উত্থিত হইয়া সঙ্কল্পকল্পিত করযুগল দ্বারা বৃক্ষের সুবর্ণ পল্লব তুলিয়া লইলেন। পূর্ণবুদ্ধি ভুশুণ্ড সেই সুবর্ণময় পল্লব দ্বারা একটী পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহা তুষারধবল কল্পতরুর কুসুমকেসরে ও মুক্তাজালে পূর্ণ করত এক অর্ঘ্য প্রস্তুত করিলেন। পরে সেই চিরজীবী ভুশুণ্ড ভক্তিভরে সেই অর্ঘ্য পাদ্য ও পুষ্প দ্বারা মহাদেবের ন্যায়, আমার আপাদমস্তক অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর আমি "হে বিহগেন্দ্র। তোমাকে আর কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে আসিবার আবশ্যক করে না" এই বলিয়া, সেইস্থান হইতে উত্থিত হইয়া পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইলাম। তথাপি সেই বায়স একযোজন পথ আমার অনুগমন করিয়াছিল, পরে আমি বলপূর্ব্বক সেই পক্ষীর হস্তধারণ করিয়া আমার অনুগমন হইতে নিবৃত্ত করিলাম। পরে আমি ক্ষণকাল-মধ্যেই আকাশপথে অদৃশ্য হইয়া গেলে, সেই বিহগেন্দ্র বাধ্য হইয়া ফিরিয়া গেল,—সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর। এইরূপে আমরা দুই জনেই সেই আকাশপথে সাগরতরঙ্গবৎ অদৃশ্য হইয়া গেলাম। পরে আমি সেই ভুশুণ্ডপক্ষীর স্মরণ করিতে করিতে সপ্তর্ষিমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমি উপস্থিত হইবামাত্র আমার পত্নী অরুন্ধতী আমাকে সাদরে অর্চ্চনা করিলেন। ৯—১৬। যে সময়ে আমার সুমেরুশিখরে ভুশুণ্ডের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তখন সত্যযুগের প্রারম্ভ, মাত্র দুইশতবর্ষ অতীত হইয়াছে। হে রাম। সত্যযুগ অতীত হইয়া এক্ষণে ত্রেতাযুগ চলিতেছে। হে রিপুসূদন। তুমি এই ত্রেতাযুগের মধ্যসময়ে উৎপন্ন হইয়াছ। অদ্য অষ্টমবর্ষে সেই সুমেরু পর্ব্বতের উপরে সেই ভুশুণ্ডের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম, দেখিলাম, ভুশুণ্ড সেইরূপই অজর অমর হইয়া অবস্থান করিতেছে। তোমার নিকট এই যে বিচিত্র ভুশুণ্ডকথা কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ইহা সম্যক্ বিচার করিয়া এতদুক্ত কার্য্য করিতে থাক। বাল্মীকি কহিলেন,—যে নির্ম্মলমতি মানব এই সুমতি ভুশুণ্ডের উপখ্যান পর্য্যালোচনা করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিবে, সে জন্মমরণাদি-ভয়সঙ্কুল অসত্য মায়ানদী হইতে বাঁচিতি উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ১৭—২১।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! তোমার নিকটে ভুশুণ্ডোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, ভুশুণ্ড ঈদৃশী মহতী বুদ্ধিবলে মোহসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হে মহাবাহো! তুমিও ভুশুণ্ডপক্ষীর ন্যায় প্রাণবায়ুর নিরোধ অভ্যাসপূর্ব্বক কথিত উপায় অবলম্বন করিয়া, সংসারমহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হও। ভুশুণ্ড যেরূপ অভ্যাসজনিত যোগ ও জ্ঞানবলে প্রাপ্তব্য পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও সেইরূপে তৎপদ প্রাপ্ত হও। যাঁহারা বাহ্য-বিষয়ে অনাসক্ত-বুদ্ধি হইয়া ভুশুণ্ডের ন্যায় প্রাণ ও অপানবায়ুর বিরোধ অভ্যাস করিতে পারেন, তাঁহারাই ভুশুণ্ডের ন্যায় অবস্থিতি করিতে পারেন। তুমি এক্ষণে বিচিত্র বিজ্ঞানদৃষ্টিসমূহ শ্রবণ করিলে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানের দ্বিবিধ উপায়ই শ্রবণ করিলে। তোমার এক্ষণে যাহাতে অভিরুচি হয় বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাই করিতে থাক। ১—৫। রাম কহিলেন,—ভগবন্। আপনি ভুতলদিবাকররূপে উদিত হইয়া জ্ঞানরশ্মি দ্বারা বিষম দৌরাত্ম্যকারী (আত্মসাক্ষাৎকারের বিঘ্নকারী) আমার হৃদয়গত নিখিল অন্ধকার (অজ্ঞান) দূর করিলেন। আপনার অনুগ্রহে আমি প্রবুদ্ধ হইলাম, জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিয়া নিজ আস্পদে প্রবিষ্ট হইলাম, যেন আমি আর সে আমি নাই, অন্যবিধ হইয়াছি। ভগবন্! আপনি যে ভুশুণ্ডোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন ইহা অতি বিস্ময়কর, কি আশ্চর্য্য। ইহাতেই আমি পরমার্থ বুঝিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! আপনি ভুশুণ্ডচরিত কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে এই যে মাংস চর্ম্ম অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত শরীর-গৃহের কথা বলিলেন, উহা কাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত? কোথা হইতে উৎপন্ন? কিরূপেই বা উহা স্থিতিমান্ হইল? উহার অধিবাসীই বা কে? ইহা আমার নিকট বলুন। ৬—১০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! তোমাকে পরমার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত, তোমার দোষসমূহের নিরাকরণার্থ তোমার কথিত প্রশ্নের যথা-যোগ্য উত্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাম। এই যে শরীর-গৃহের কথা বলিয়াছি, অস্থি যাহার স্থূণা, (থাম, খুঁটি,) রক্তমাংস দ্বারা যাহা বিলেপিত নবটী দ্বারে যাহা সুশোভিত, সেই শরীর-গৃহ কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত নহে। বাস্তবিক উহা নির্ম্মিত নহে, নির্ম্মাণের আভাসমাত্র, উহা ঐরূপ প্রতীয়মান হয় মাত্র, উহা দ্বিতীয়চন্দ্রের ন্যায় সদসদাত্মক, অর্থাৎ ভ্রান্ত মূঢ় ব্যক্তির নিকটে সৎ, অন্য জ্ঞানীর চক্ষে অসৎ। জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন দ্বিতীয় আর একটী চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে চন্দ্র একই তাহার প্রতিবিম্ব, এই দেহও তদ্রূপ প্রতীয়মান হয় মাত্র। যখন দেহজ্ঞান থাকে, তখন উহা অবস্থিত (সত্য বলিয়া বোধ) হয়, সুতরাং অসৎ হইলেও তৎকালে সৎ হইয়া উঠে এই জন্য উহাকে সদসদাত্মক বলা হইয়াছে। ১১—১৫। স্বপ্নদর্শন-কালে স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধ হয়, অন্য সময়ে (জাগ্রদবস্থায়) উহা মিথ্যা। বুদ্বুদ্ বুদ্বুদ্সত্ত্বে সত্য বলিয়া বোধ হয়, যখন বিলীন হইয়া যায়, তখন মিথ্যা, এই দেহও সেইরূপ প্রতীতিসত্ত্বে সত্য হয়, অন্য সময়ে অর্থাৎ যখন বিশুদ্ধ আত্মাই দৃষ্ট হয়, তখন মিথ্যা হইয়া যায়। মরীচিকাসলিলও ভ্রান্তপ্রতীতিসত্ত্বে যথার্থ সলিল বলিয়া বোধ হয়, অন্য সময়ে মিথ্যা হইয়া যায়। দেহ প্রতীতিকালে সৎ, অন্য সময়ে অসৎ। এই দেহ মাত্র আভাস-স্বরূপ, ইহা এইরূপেই প্রতীয়মান হয় মাত্র "এই দেহই আমি" এইরূপ দেহাকার মননই দেহ। ফলতঃ তুমি "এই মাংসাস্থি-ময় দেহই আমি" ইত্যাকার ভ্রান্তিবিলাস পরিত্যাগ কর, ভ্রান্তিবিলসিত এই দেহ একটী কেন? সঙ্কল্পবলে এই দেহ যে কত সহস্র উৎপন্ন হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, ফলে তুমি কোন্ দেহকে 'আমি বলিবে' তোমার সঙ্কল্পিত দেহ ত অসংখ্য। ১৬—১৯। হে রাম! তুমি সুখশয্যায় শয়ান হইয়া যে স্বপ্নময় শরীরের নিকটে পরিভ্রমণ কর, তোমার সে দেহ কোথায়? তুমি জাগ্রদবস্থায় মনোরাজ্যে, যেদেহে স্বর্গপুরীমধ্যে

বা সুমেরুপর্ব্বতে পরিভ্রমণ কর, সে দেহ তোমার কোথায়? স্বপ্নকালেও আবার যে স্বপ্ন হয়,—সেই স্বপ্নে যে দেহে তুমি মহীমণ্ডলে ভ্রমণ কর, তোমার সে দেহ কোথায়? তুমি মনোরাজ্যমধ্যে আবার মনোরাজ্য লাভ করিয়া তাহাতে যে দেহে মহাবিভবসম্পন্ন প্রদেশে ভ্রমণ কর, সে দেহ তোমার কোথায়? তুমি মনোরাজ্যে থাকিয়া যে যে দেহে বিচিত্র জগৎক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাক, তোমার সে দেহসমুদয় কোথায়? হে রাম! তুমি যে দেহে সঙ্কল্পময়ী অনুরাগিণী বিলাসিনী কান্তাসম্ভোগে সুখ লাভ কর, তোমার সে দেহ কোথায়? হে রাম! তোমার এই যে দেহগুলির কথা বলিলাম, এই সমস্ত দেহ যখন মনের কল্পিত ও অসত্য তোমার এই মাংসাস্থিময় দেহও সেইরূপ মনেরই জানিবে। ২০—২৬। এই সম্পদ্, এই দেহ, এই দেশ ইত্যাকার যে বিভ্রম, তাহা চিত্তবীর্য্যরূপ সঙ্কল্প—সেই সঙ্কল্পেরই বিলাস। হে রঘুনন্দন। তুমি এই সংসারকে দীর্ঘস্বপ্ন বা দীর্ঘচিত্তবিভ্রম অথবা দীর্ঘ মনোরাজ্য বলিয়া জানিবে। আমার এ বাক্য সত্য কিনা, তাহা তুমি যখন পরমাত্মার স্বীয় ইচ্ছায় সূর্য্যোদয়ে জগদ্বাসীর ন্যায়, প্রবোধ (জাগরণ জ্ঞান) লাভ করিবে, তখনই সম্যক্ জানিতে পারিবে। স্বপ্নকালীন সঙ্কল্পপরম্পরায় এই জগৎ যেমন অন্যবিধ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই সঙ্কল্পকল্পনা তখন তোমার নিকট অন্যরূপ (মিথ্যা) হইয়া যাইবে। ২৭—৩০। পূর্ব্বে তোমার নিকট কমলযোনির উৎপত্তি যেমন মনেরই সঙ্কল্পসম্ভূত বলিয়াছি, সঙ্কল্পকল্পনাময় মনই আড়ম্বরসহকারে এইরূপে বিচিত্র রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছে বলিয়াছি, এই দেহও সেইরূপ মনেরই প্রতিভাস জানিবে। মনেরই কল্পিত আভাস যেমন কমলযোনিরূপে উৎপন্ন হইল এবং পূর্ব্বদেহের পরে পরদেহ যেমন সঙ্কল্পবলে বিচিন্তিত হইল বলিয়াছি, অন্যান্য দেহও তদ্রূপ জানিবে। বাসনার আধিক্যে দেহের সঙ্ঘটন যেরূপ ধারাবাহিক হইয়া আসিতেছে, যেরূপে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, পরেও দেহ সেইরূপভাবে সঙ্ঘটিত দেখা গিয়া থাকে। এই দেহাকৃতি বা জগদাকৃতি মহান্ সঙ্কল্প—ইহা পৌরুষসহকারে (মনকে প্রত্যক্ মুখ করিয়া আত্মদর্শন করিতে গেলে) কেবল চিৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। হে রাম! যদি উহার (উক্ত চিতির) অন্যথা ভাবনা কর, তবে উহা অন্যরূপই প্রতিপন্ন হইবে। "এই সেই আমি, এই আমার সংসার" ইত্যাকার ভাবনায় উহা দেহ বা সংসার বলিয়াই বোধ হইবে। হে রাম! যে প্রকারে ভাবনাকে দৃঢ় করা যায়, তাহা সেই প্রকার সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ৩১—৩৬। হে রাম! তীব্রবেগে যাহা ভাবনা করা যাইবে, পরম প্রিয়তমা কামিনীর ন্যায় সর্ব্বত্রই তাহা তদ্রূপে ঝটিতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে যেমন (রাত্রিতেও) দিনব্যাপার দেখা যায় এবং স্বপ্নভাবনায় দিনব্যাপার তখন অভ্যস্ত হইয়া সত্য হয়, ভাবনাবলে অভ্যস্ত এই সংসারও সেইরূপ সত্য বলিয়া লক্ষিত হয়। স্বপ্নসময়ে যেমন শীঘ্রপ্রধ্বংসী ক্ষণ একদিনের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ সঙ্কল্পিত অল্পকালস্থিত এই সংসার দীর্ঘস্থায়ী, এমন কি নিত্য বলিয়া বোধ হয়। মরুভূমির আতপতপ্তগগনে যেমন নদী সংদৃষ্ট হয়, সেইরূপ সঙ্কল্পবশে এই পৃথিবী বাস্তবিক অসতী হইলেও লক্ষিত হইতেছে। যেমন দৃষ্টিদোষে আকাশে ময়ূরপুচ্ছ দেখা যায় অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছের বিচিত্র বর্ণ লক্ষিত হয়, এই জগৎলক্ষ্মীও সেইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। সম অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ দৃষ্টিতে আকাশে যেমন ময়ূরপুচ্ছ দেখা যায় না, সেইরূপ তত্ত্বদৃষ্টিতে এই জগৎলক্ষ্মী প্রতীয়মান হন না। ৩৭—৪২। আপনার মনোরাজ্যকল্পিত হস্তী ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া যেমন ভীরুব্যক্তিও ভয়চকিত হয় না, তদ্রূপ সুধী নিজসঙ্কল্পকল্পিত সংসারে কোনরূপ ভয় করেন না। যখন একমাত্র আত্মাই এইরূপে প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন এই সংসারমার্গে থাকিয়া কে কি জন্য ভীত হইবে? তবে যে ভীত হয়, সেই মূঢ়ব্যক্তির মোহ দূর করা কর্ত্তব্য। কারণ সেই ব্যক্তি অপগতমোহ হইয়া বিশোধিত ও নির্ম্মল হইলে এই জগতের মোহ আর দৃষ্ট হয় না। আত্মার শোধনোপায় সম্যগ্ জ্ঞানলাভ, সেই সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, সুবর্ণ যেমন তাম্রভাব প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা আর মললিপ্ত হন না, "এই জগৎ চৈতন্যেরই আভাসমাত্র, সুতরাং ইহা অসৎও নহে, সৎও নহে" এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া অন্যবিধ কল্পনা ত্যাগ করার নামই সম্যগ্ জ্ঞানলাভ। ৪৩—৪৭। চিদাভাস ব্যতিরেকে জীবন, মরণ, জ্ঞান ও স্বর্গ এসমুদয় কিছুই নহে অর্থাৎ সমস্তই চিদাভাস—চিৎপ্রকার, এইরূপ যে একতা, তাহাই সম্যগ্দৃষ্টি। তুমি, আমি, সমস্ত সংসার ও তদাধার এই দিক্‌সমূহ সমস্তই আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, এই সমস্তই একমাত্র স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ, এই প্রকার দর্শনকেই বুধগণ সম্যগ্দর্শন বলিয়া থাকেন। সদসদাত্মক (১) এই সংসারে মন সম্যক্ দৃষ্টিলাভ করিলে যথার্থ—বাস্তব পদার্থ দর্শন করিতে কদাচ বিরত হয় না এবং কদাচ ভ্রমসঙ্কুল হইয়া উদিত হয় না। মন সম্যগ্ দৃষ্টিলাভ করিলে সমুদয় বাহ্যবস্তুর অসত্তা ও সত্তা (অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যে পরিশেষিত হওয়ায়) নির্ণয় করিয়া নিষ্কাম শান্তিলাভ করিয়া থাকে। মন তখন কাহারও নিন্দা করে না, কাহারও স্তব করে না, ইষ্টলাভে হর্ষবোধ করে না, অনিষ্টলাভেও শোক করে না, কেবল শীতল (শান্তিময়) সত্ত্বভাব ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। ৪৮—৫২। সকল বন্ধুরই যখন মরণ অবশ্যম্ভাবী, তখন বন্ধুবিচ্ছেদে কেন বৃথা খেদ করিয়া থাক? যখন "অবশ্যই আমি মরিব" এ নিশ্চয় আছে, তখন আপনার মরণকাল উপস্থিত হইলে কেন বৃথা দুঃখিত হও। পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া যখন অবশ্যই কিঞ্চিৎ বিভবাদির অধিকারী হইবে, তখন তাহার আবার তাহার জন্য আনন্দ কি? এই সংসারে সকল জীবেরই আপদ্ আসিতেছে ও যাইতেছে, সুতরাং ইহাতে আবার শোক কি? এই জগজ্জাল সাগরে বুদ্বুদরাশির ন্যায় উঠিতেছে, বাড়িতেছে, স্ফুরিত হইতেছে, বিলীন হইয়া যাইতেছে, ইহাতে শোকের বিষয় ত কিছুই দেখি না। যাহা সৎ, তাহা সর্ব্বদাই সৎ, যাহা অসৎ, তাহা সর্ব্বদাই অসৎ, তাহা কখনই সৎ হয় না, এই জগৎ এই অসতী মায়ারই বিচিত্রতাময়। ইহাতে শোকের বিষয় কি? ৫৩—৫৮। "বাস্তবিক আমি হইতেছি না, হই নাই, হইবও না," এই দেহ কামনা-কর্ম্ম-বাসনাদি বিচিত্র দোষে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে শোকের বিষয় কি আছে? যদি আমি দেহ হইতে পৃথক্ হইলাম, সে আমি কে? সে আমি চিদাভাস (চৈতন্য-প্রতিবিম্ব), আমার আবার সদসদ্ভাব কি? সত্তাই বা কি? আর অসত্তাই

(১) ব্রহ্ম ইহার উপাদান বলিয়া সৎ আবার অসতী মায়াও ইহার উপাদান এজন্য অসৎ।

বা কি? যাহার জন্য দুঃখিত হইব—তত্ত্বদর্শী মুনির এবম্বিধ নিশ্চয়ী মন কদাচ অস্তমিত হয় না, উদিত হয় না, পরিতপ্ত হয় না, কেবল শান্ত হইয়া বিরাজ করে। সর্ব্বোত্তম পদে (ব্রহ্মপদে) অবস্থিত মুনি, নিখিল বাহ্যবস্তুতে বাধবশতঃ পরিশোধিত ব্রহ্মভাবই কেবল গ্রহণ করেন; যেমন তিত্তিরী পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করিবার জন্য তৃণের মূলদেশ হইতে কোমল তৃণ বাছিয়া লয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ নিখিল বাহ্যবস্তুর মধ্য হইতে সারভাগপরিশোধিত ব্রহ্মত্বই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মত্বগ্রহণ করিবার জন্য এই অসার সংসারের অসারতা পরিত্যাগ করেন এবং ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও আস্থা করেন না, কারণ আস্থাই সর্ব্বনাশের মূল। যেমন উত্তম রজ্জু দ্বারা বলীবর্দ্দ সহজে বদ্ধ হয়, সেইরূপ আস্থাতেই জন্তু আবদ্ধ (আকৃষ্ট) হইয়া পড়ে (আস্থা করিতে করিতে তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে)। ৫৯—৬৩। অতএব হে অনঘ! তুমি বুদ্ধিবলে ইহাই (এই ব্রহ্মই) দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়া আস্থাবিহীন হইয়া বিহার কর। মহতী বুদ্ধির সাহায্যে অনায়াসে আস্থা ও অনাস্থা উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিবে, যাহা অকর্ত্তব্য, তাহার উপেক্ষা করিবে, কদাচ তাহা করিবে না। যাঁহার নিকট এই জগৎ আভাসমাত্র বলিয়া বোধ হয়, তিনি দিনাবসানে জগতের ন্যায় (১) অন্তরে শীতলভাব ধারণ করেন। হে অনঘ! তুমি এই পদার্থরাশির উপরে বিশিষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে সামান্যতঃ আভাস-(ব্রহ্মচৈতন্যেরই প্রতিবিম্ব) রূপে দর্শন করিতে থাক। হে রাম! পরে চিত্তের কল্পনা-বিশেষে কলঙ্কিত ঐ আভাস-মাত্রতাও পরিত্যাগ করিয়া আভাসবিহীন হইয়া অবস্থান কর। হে উত্তম! তুমি আভাস পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বগামী অথচ সর্ব্ববর্জ্জিত একান্ত নির্ম্মল নিত্য-চিদাকাশময় হইয়া থাক। "আমি অহং নহি, আমার এই ভোগজালও সত্য নহে" ইত্যাকার চিন্তা করিতে থাকিলে এই বৃথা আড়ম্বর (প্রপঞ্চ) আর অনর্থ ঘটাইতে পারে না। "আমি সর্ব্বময় চিৎস্বরূপ" এইরূপ ভাবিতে পারিলে এই বিশাল জগৎপ্রপঞ্চ আর অনর্থকারী হয় না, এই দ্বিবিধ চিন্তনোপায়ে যাহা বলা হইল, তাহাই সত্য, এইরূপ চিন্তনই পরমসিদ্ধিপ্রদ। ৬৪—৭২। হে রাম! যদি তুমি এই উপায়দ্বয়ের মধ্যে একটীকেই মনোরম বলিয়া জান ত তাহাই কর, কিংবা হে অনঘ! যদি দুইটীকেই সাধু বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাই কর। হে কল্যাণীয়! তুমি এইরূপে বিহার করত রাগদ্বেষের ক্ষয় করিতে থাক। এই লোকে, আকাশে বা স্বর্গে যাহা কিছু উদিত রহিয়াছে, হে রাম! রাগদ্বেষের ক্ষয় হইলে তৎসমস্তই লব্ধ হইয়া থাকে। হে রাম! মূঢ়গণ রাগদ্বেষাদি-দূষিত বুদ্ধিতে যাহা করে, তাহা তাহাদের ঝটিতি বিপরীত ফলই প্রসব করে। যেমন দগ্ধ-বনস্থলীতে হরিণেরা পদার্পণও করে না, সেইরূপ, রাগদ্বেষাদিদূষিত চিত্তবৃত্তিতে কোন গুণই থাকে না। যাঁহার মনোগর্ত্তে রাগদ্বেষ-ভুজঙ্গ প্রবেশ করে না, তিনি কল্পতরু, তাঁহার নিকট কি না পাওয়া যায়। যাহারা বুদ্ধিমান্, ধৃতিমান্, সুচতুর ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও রাগদ্বেষে কলুষিত, তাহারা শৃগালতুল্য, তাহাদিগকে ধিক্। ৭৩—৭৮। "হায়! আমার সম্পত্তি অপরে ভোগ করিল, আমি অন্যের নিকট যাহা পাইতাম, অনবধানবশতঃ তাহা ত্যাগ করিয়াছি" এই প্রকার নষ্টধনাদির অভিলাষে যে রাগদ্বেষব্যাপার, তাহা অতি তুচ্ছ। ধন, বন্ধু, মিত্র এ সমুদয় নশ্বর, ইহা আসিতেছে ও যাইতেছে, বুদ্ধিমান্ মানবের ইহাতে অনুরাগই বা কি আর বিরাগই বা কি অর্থাৎ উপেক্ষাই শোভা পায়। ৭৯—৮০। 'এই যে প্রিয় অপ্রিয় অভাব-ভাব-সম্পাদিনী পরমেশ্বরী মায়া, ইহাই সমস্ত সংসার রচনা করিয়া ভোগলোলুপ ব্যক্তিকেই পাতিত করিতেছে। হে রাঘব! ধনবল অন্য আত্মীয় জনবল এ সমস্তই মিথ্যা, ইহা বাস্তব নহে, একমাত্র আত্মাই সত্য। যাহার আদিতে ও অবসানে সত্তা নাই অসৎ, মধ্যে তাহার কিরূপে সত্তা হইবে? অর্থাৎ তাহা ত্রিকালেই অসৎ, তাহা কেবল মনোব্যথাই প্রদান করে? অপরের কল্পিত আকাশপাদপে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রীতি দেখাইয়া থাকে? একজন আকাশে একটী রমণীমূর্ত্তি কল্পনা করিল, অপর দূরস্থ ব্যক্তি তাহার সহিত সম্ভোগ করিল। এই ঘটনা যেমন, এই সংসারকল্পনাও ঠিক্ তদ্রূপ, অতএব তুমি এই সংসাররূপ মহাভ্রমে পতিত হইও না। এই যে প্রাণিবর্গসঙ্কুল বিশাল সংসার মূঢ়দিগকে আকুল করিতেছে, তত্ত্বদর্শীরা ইহাকে গন্ধর্ব্বনগরের তুল্য জ্ঞান করেন। ইহা স্বপ্নসময়ে কল্পিত নগরীর ন্যায় মিথ্যাই উত্থিত হইয়াছে। তুমি এই যে সংসার দর্শন করিতেছ, ইহা একটী দীর্ঘস্বপ্নদৃষ্ট পুরী বা বৃক্ষ, অজ্ঞাননিদ্রায় আক্রান্ত হইলেই এই স্বপ্ন দেখা যায় ইহা স্বপ্নাদি ভাবাপন্ন সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, সর্ব্বত্র স্থিতিমান ও সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইয়া উঠিয়াছে। তুমিও গাঢ় অজ্ঞাননিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া এই সংসারস্বপ্নসম্ভ্রম দর্শন করিতেছ। ধনরত্ন-নিধানপ্রাপ্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ যেমন অলক্ষ্মী পরিত্যাগ করে, তুমিও তদ্রূপ এই বিশাল অজ্ঞাননিদ্রা পরিত্যাগ কর। ৮১—৮৫। তুমি প্রভাতকালীন পদ্মের ন্যায় প্রবুদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদা উদিত নির্ব্বিকল্প চিদাভাস স্বীয় আত্মাকে সন্দর্শন কর। হে মহাবাহো! প্রবুদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ হও, আমি তোমাকে বার বার প্রবোধিত করিতেছি, প্রবুদ্ধ হইয়া অনাময় আত্মদিবাকরকে অবলোকন কর। হে রাম! আমি শীতল জ্ঞানবারি সিঞ্চন করিয়া তদীয় শব্দে (সুমধুর বাক্যে পক্ষান্তরে জলসিঞ্চন-শব্দে) তোমাকে প্রবোধিত করিতেছি। হে রাঘব! প্রবুদ্ধ হও, পরম জ্ঞানলাভ কর, সত্যস্বরূপ দর্শন কর, অলীক জগদ্‌ভ্রম পরিত্যাগ কর। বাস্তবিক তোমার জন্ম, দুঃখ, দোষ বা ভ্রান্তি কিছুই নাই, তুমি সমুদয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আত্মাতে সুস্থিরভাবে অবস্থান কর। হে মহাত্মন্! তোমার নিখিল বিকল্পদোষজাল বিগলিত হইয়াছে, তুমি সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সারবতী বিক্ষেপশূন্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছ, তুমি অতি বিশাল নিত্য ব্রহ্ম, তুমি পরম বিশুদ্ধি লাভ করিয়া শান্তিময় পরমব্রহ্মে অবস্থান কর। ৮৬—৯৪।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—রামচন্দ্র নিশ্চল নিস্পন্দ ও একাগ্রচিত্ত হইয়া বশিষ্ঠের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহার আত্মা সুমধুর উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দময় বিশ্রান্ত অর্থাৎ

(১) দিনের অবসানে সূর্য্যের তেজ কমিতে থাকায় জগৎ শীতল হইতে থাকে।

বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পরমানন্দে বিভোর হইল। তথাকার সকল শ্রোতৃবর্গ বশিষ্ঠের উপদেশগুণে উপশম প্রাপ্ত হইয়া আত্ম-বিশ্রান্ত হইয়াছে, এই সময়ে, মেঘ যেমন শস্যরাশির উপর জল বর্ষণ করিয়া বিরত হয়, সেইরূপ রামের আত্মবিশ্রান্তি দেখিয়া ঐ আত্মবিশ্রান্তি স্থির রাখিবার জন্য বশিষ্ঠমুনির বচনামৃত (ক্ষণ-কালের জন্য) বিরত হইল। পরে অর্দ্ধমুহূর্ত্ত অতীত হইলে রাম যখন প্রতিবুদ্ধ হইলেন, তখন বাগ্মিপ্রবর বশিষ্ঠ আবার সেই বিষয়ই বলিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। তুমি এক্ষণে উত্তমরূপে প্রবুদ্ধ হইয়াছ, তুমি এক্ষণে স্বাত্মলাভ করিয়াছ, তুমি এক্ষণে ইহাই অবলম্বন করিয়া থাক, এই সংসার-চক্রে আর পদার্পণ করিও না। হে রঘুনন্দন! সঙ্কল্পই এই সংসারচক্রের নাভি, এই নাভি (চক্রমধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠ তাহার নামান্তর অর) রোধ করিলে এই সংসারচক্র আর চলিতে পারে না। এই সঙ্কল্প অর্থাৎ মনোরূপ নাভি যদি ক্ষোভিত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দ্বারা ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই সংসারচক্র বলপূর্ব্বক রুদ্ধ হইলেও বেগে চলিতে থাকে। অতএব যুক্তিপূর্ব্বক (বিচার-পূর্ব্বক) দৃঢ় বৈরাগ্য অভ্যাসরূপ পরম পুরুষকার অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিবলে সংসারচক্রের নাভি চিত্তকে রুদ্ধ করিবে। বুদ্ধি ও শাস্ত্রসহকারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া যাহা সিদ্ধ করা যায় না, এমন কার্য্যই নাই। বালককে বুঝাইবার নিমিত্তই কেবল দৈব একটা কল্পিত হইয়াছে, অতএব ঐ দৈবকে দূরে পরিহার করিয়া নিজ যত্নবলে প্রথমে চিত্তকে রুদ্ধ করিবে। ১—৯। হে অনঘ। এই জগৎ বাস্তবিক অসৎ হইলে বিরিঞ্চি হইতে প্রথিত অজ্ঞানরূপ ভ্রমে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হে অনঘ! অজ্ঞান বা ভ্রান্তির বাহুল্যহেতুকই এই দৃশ্য জগদাকৃতি দেহসকল সঙ্কল্প হইতে উত্থিত হইয়া গতায়াত করিতেছে। সঙ্কল্পই এই দেহের মূল, এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে দেহ আর কদাচ উৎপন্ন হয় না। হে রাম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কদাচ সুখদুঃখ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাই সঙ্কল্প। চিত্রলিখিত মনুষ্যদেহের অপেক্ষা এই জীবন্ত মানব জঘন্য, চিত্রিত মানবের সঙ্কল্প নাই; জীবন্ত মানবের তাহা আছে, একারণে জীবন্ত দুঃখে ম্লানমুখ হয়, বাষ্পজলে আর্দ্রবদন হয়, চিত্রিত নর তাহা হয় না। চিত্রিত মানব যেরূপ স্থায়ী হয়, জীবন্ত মানব সেরূপ স্থায়ী হয় না, তাহার মৃত্যু কেহই আটকাইয়া রাখিতে পারে না, নিজেই সে আধিব্যাধিতে জীর্ণ হইয়া থাকে। নেত্রবাষ্পে ক্লিন্ন হইয়া থাকে, চিত্রিত দেহ যদি কেহ নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে নষ্ট হয়, নতুবা নষ্ট হয় না, কিন্তু মাংসময় দেহের নাশ অবশ্যম্ভাবী, সে আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। ১০—১৫। যত্ন-পূর্ব্বক রাখিলে চিত্রিত মানব বেশ সুশ্রী থাকে, কিন্তু মাংসময় দেহ প্রযত্নরক্ষিত হইলেও ঝটিতি নষ্ট হইতে পারে, তাহার বৃদ্ধি কদাচ সম্ভবে না, সেই কারণে আমি বলি, চিত্রিতদেহ এই মাংস-ময় সঙ্কল্পময় দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চিত্রিত দেহে যে যে গুণ আছে সঙ্কল্পদেহে তাহা নাই, অতএব চিত্রিত অপেক্ষাও জড়দেহ জঘন্য। হে অনঘ! সেই মাংসময় দেহে আবার অবস্থা কি? অনুরাগ কি? হে মহামতে। এই যে মাংসময় দীর্ঘসঙ্কল্পদেহ, ইহাতে আবার আস্থা কি? ইহা ত স্বপ্নসঙ্কল্পজনিত দেহ অপেক্ষাও জঘন্য, কারণ স্বপ্নসঙ্কল্পজ দেহ ত অল্পক্ষণস্থায়ী অহো দীর্ঘ সুখ-দুঃখে আক্রান্ত হয় না, আর এই যে দীর্ঘসঙ্কল্পজ দেহ, ইহা দীর্ঘ দুঃখে আক্রান্ত হয়। সঙ্কল্পময় দেহমাত্রেই আছে কি নাই; অর্থাৎ ইহার অস্তিনাস্তিতা আমরা কিছুই লক্ষ্য করিতে পারি না, আমরা জানি ইহা সত্য-সত্যই মিথ্যা। মূঢ়লোকই ইহার জন্য বৃথা ক্লেশ করিয়া থাকে। যেমন চিত্রিত পুত্তলিকার কোন অঙ্গহানি হইলে বা কিছু নষ্ট হইলে কোনও ক্ষতি নাই; সেইরূপ সঙ্কল্পময় এই মানব ক্ষয়প্রাপ্ত বা ক্ষীণ হইলে কোনই ক্ষতি নাই। যেমন মনঃকল্পিত রাজ্যের ব্যাঘাতে কোনই ক্ষতি নাই, যেমন ভ্রমদৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্র নষ্ট বা ক্ষীণ হইলে কোনই ক্ষতি নাই, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট কর্ম্মের ব্যাঘাত হইলে কোনই ক্ষতি নাই, যেমন মরীচিকানদীর অস্তিপরূপ সলিল নষ্ট হইলে কোনই ক্ষতি নাই, সেইরূপ সঙ্কল্পমাত্ররচিত স্বভাবতই নশ্বর, এই মাংসময় শরীরযন্ত্র নষ্ট হইলে কোন ক্ষতি নাই। ১৬—২৫। চিত্তের সঙ্কল্পে কল্পিত এই দীর্ঘ স্বপ্নময় দেহ ভূষিতই হউক, আর ভূষিত নাই হউক, চিতির তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই। হে রাঘব। এই সঙ্কল্পশরীরের ক্ষতিতে আত্মাও বিচলিত হন না, চিতিও নষ্ট হন না, ব্রহ্মও বিকৃত হন না, এই দেহের ক্ষয়ে কাহার কি ক্ষতি? ঘূর্ণমান চক্রের উপরে অবস্থিত ব্যক্তি যেমন চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী চক্রসমূহের ন্যায়, সমুদয় দিগ্বলয় ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ করে, এরূপ বোধ করার হেতু চক্রভ্রমণনিবন্ধন মোহ, সেইরূপ সহসা মিথ্যাজ্ঞান প্রবল হইয়া উঠিলে সেই মিথ্যা-জ্ঞানরূপ চক্রে আরূঢ় ব্যক্তি দেহচক্র অবলোকন করে। সে তখন বোধ করে "এই দেহচক্র ঘুরাইয়া দিলে ঘুরিতে থাকে," ঊর্দ্ধদেশ হইতে পরিত্যাগ করিলে পড়িয়া যায়, নষ্ট করিলে নষ্ট হইয়া যায়"। ফলতঃ ধৈর্য্যবলে এই মহাভ্রম বিদূরিত, করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সঙ্কল্পই এই দেহের কর্ত্তা, ইহা বস্তুতঃ অসৎ হইলেও মিথ্যাজ্ঞানে সৎ হইয়া উঠিয়াছে। যাহার কর্ত্তাই অসত্য, সে কিরূপে সত্য হইবে? সে বাস্তবিকই রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায়, মিথ্যাই উৎপন্ন ভ্রান্তিমাত্র। ঐ দেহ, অসত্য হইলেও এই জগৎক্রিয়াকে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। হে রাম। দেহ ত জড় সেই জড় দেহ কর্ত্তৃক যাহা কৃত হইতেছে, তাহাকে বাস্তবিক কৃত বলা যায় না। দেহ তৎকালে (ভ্রান্তিসময়ে) কিছু করিলেও কদাচ কর্ত্তৃপদবাচ্য হইতে পারে না। ২৬—৩৪। ইচ্ছাই কর্ত্তৃত্বের কারণ, জড়দেহের ত ইচ্ছাই নাই, নির্ব্বিকার আত্মাতেও ইচ্ছা সম্ভবে না, অতএব জগতের কর্ত্তা কেহই নাই, আত্মা কেবল দ্রষ্টা হইতে পারেন। যেমন নির্ব্বাতস্থিত প্রদীপ আপনাতেই অবস্থান করে, অন্যান্য পদার্থে কেবল সাক্ষিভাবে অবস্থান করে, আত্মাও এই জগতে সেইরূপ অবস্থান করিতেছেন। দিবাকর যেমন আকাশে থাকিয়াই দিবসের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, হে রাম! তুমিও তদ্রূপ (অনাসক্তভাবে বুদ্ধিপূর্ব্বক) রাজকার্য্য করিতে থাক। এই অসত্য শূন্য-দেহগৃহ বালকল্পিত যক্ষের ন্যায়, সত্য হওয়ার ইহাতে অকস্মাৎ নিখিল সাধুদিগের পরিত্যক্ত অসার অহঙ্কার চিত্তনামক বেতাল কোথা হইতে আসিয়া যে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ফলে তুমি এই দুর্ব্বুদ্ধি অহঙ্কারবেতালের ভৃত্য হইয়া পড়িও না, হে রাম! জানিয়া রাখিও ইহার ভৃত্য হইলে অবশেষে নরকে যাইতে হইবে। ৩৫—৪০। চিত্তযক্ষ শূন্য দেহগৃহ পাইয়া এমনই করিয়া তুলিয়াছে যে, মহাপুরুষদিগকেও ভয়ে সমাধির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। যিনি আপনার শরীরগৃহ হইতে চিত্তবেতালকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি এই

সংসাররূপ শূন্যনগরে থাকিয়াও আর কদাচ ভীত হন না। কি আশ্চর্য্য! যাহারা চিত্ত-বেতাল কর্ত্তৃক অভিভূত দেহগৃহে থাকিয়া থাকিয়া কেবল অনন্তকোটি দেহ নষ্ট করিল, তাহারা অদ্যাপি কি জন্য তাহাতেই আত্মবুদ্ধিতে অবস্থান করিতেছে? অর্থাৎ তাঁহারা এত ক্লেশ পাইয়াও যে উহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিতেছে না ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। হে রাঘব! যাহারা চিত্তবেতালগ্রস্ত দেহগৃহে থাকিয়াই মরিতেছে, তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়ই পিশাচের ন্যায়, কদাচ পিশাচেতরের ন্যায় তাহাদের বুদ্ধি নহে। ৪১—৪৫। হে সাধো! অহঙ্কাররূপ মহান যক্ষের আলয় এই দগ্ধ (পোড়া) দেহগৃহে যে আস্থাবান্ হইয়া অবস্থান করে, সে-ই পিশাচ, কারণ এ দেহগৃহ কদাপি স্থায়ী বা স্থির নহে। অতএব তুমি মহতী বুদ্ধিবলে অহঙ্কারের অনুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, অহঙ্কারকে একবারে ভুলিয়া গিয়া ঝটিতি একমাত্র আত্মা-কেই অবলম্বন কর। যাহারা অহঙ্কার-পিশাচ-কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া নরকে যাইতে বাসনা করে, সেই মোহমদান্ধ ব্যক্তিদিগের না মিত্র না বন্ধু—কেহই থাকে না। অহঙ্কারদূষিত বুদ্ধিতে যাহা করা যায়, তাহার ফল বিষবল্লীর ফলের ন্যায় মৃত্যুই ঘটে। যে মূর্খ বিবেকধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার অহঙ্কার লইয়া মহোৎসব করে, তাহাকে তুমি নষ্ট বলিয়া জানিবে। ৪৮—৫০। হে রাঘব! যাহারা অহঙ্কারপিশাচের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে সেই শোচ-নীয় ব্যক্তিবর্গ নরকানলের ইন্ধন হইয়া থাকে। যাহার কোটর-মধ্যে অহঙ্কারভুজঙ্গ গর্জ্জিত হইতে থাকে, সেই দেহতরুকে অচিরে নিপাত করা কর্ত্তব্য। হে মহানদিগের শ্রেষ্ঠ রাম! তোমার এই দেহমধ্যে অহঙ্কারপিশাচ থাকুক বা না থাকুক, তুমি এই দেহকে বুদ্ধিপূর্ব্বক অবলোকন করিও না। এই অহঙ্কারপিশাচ মনে মনে তিরস্কৃত ও অবজ্ঞাত হইলে আর কিছুই করিতে পারিবে না। হে রাম! এই দেহালয়ে চিত্তপিশাচ বিদ্যমান থাকিলেও অনন্তবিলাস আত্মার কি ক্ষতি? অর্থাৎ আত্মার উপেক্ষাবুদ্ধি সত্ত্বে উহা থাকিয়াও কিছুই করিতে পারে না। চিত্তযক্ষ কর্ত্তৃক অভিভূত পুরুষের যে কত বিপদ্, তাহা শতবর্ষেও গণনা করিয়া উঠা যায় না। "হায়, হায় আমি মরিলাম, আমি পুড়িলাম" ইত্যাকার যে দুঃখব্যাপার—তাহা অহঙ্কার-পিশাচেরই শক্তি, অন্যের অর্থাৎ আত্মার নহে। যেমন আকাশ সর্ব্বগামী হইলেও কাহারও সহিত সম্বন্ধ নহে, সেইরূপ আত্মা সর্ব্বগামী হইলেও অহঙ্কারের সহিত সঙ্গত নহেন অর্থাৎ আত্মা 'অহং'-রূপে অনুভূত নহেন। হে রাম! এই চঞ্চল দেহযন্ত্র স্পন্দাত্মক প্রাণের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া যাহা করে, যাহা গ্রহণ করে, তাহা অহঙ্কারেরই কার্য্য। আত্মা কিছুই করেন না, তবে যে, আত্মাকে চিত্তচেষ্টার কারণ বলা হইয়াছে, তাহা বৃক্ষের উৎপত্তিবিষয়ে আকাশ যেমন কারণ সেইরূপ কারণ জানিবে; ফলতঃ আকাশ যেমন কর্ত্তৃত্বশূন্য—আত্মাও কর্ত্তৃত্বশূন্য নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। যেমন দীপের সন্নিধিমাত্রেই গৃহভিত্তি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ মন আকার ধারণ করিয়া আত্মার সন্নিধিমাত্রেই স্ফূর্ত্তি হয়। ৫১—৬১। হে রাম! আত্মা ও চিত্ত—আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়, প্রকাশ ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিশ্লিষ্ট, ইহাদের আবার সম্বন্ধ কি? হে রঘুনন্দন! চঞ্চল স্পন্দশক্তির প্রযোজক আত্মশক্তি দ্বারা আবৃত থাকাতেই চিত্তকে মূর্খগণই আত্মা বলিয়া দর্শন করে। কারণ আত্মা সর্ব্বগত বিভু নিত্য প্রকাশময়। হৃদয়গত যে মহান্ অন্ধকার—তাহাকেই তুমি শঠ চিত্ত বা অহঙ্কার বলিয়া জানিও। বস্তুতঃ তুমি সর্ব্বজ্ঞ আত্মা, তুমি কদাচ মন নহ, তুমি মনোমোহকে দূরে পরিহার কর, কেন তুমি এই মনোমোহগ্রস্ত হইতেছ। হে উত্তম রাম! শূন্য দেহগৃহে অবস্থিত এই মনঃপিশাচ আত্মাকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও মৌনভাবে "তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছি" ভাবিতে থাক। সংসারজন্মহেতু ধৈর্য্য-সর্ব্বস্বের হরণকারী অমঙ্গলময় এই চিত্ত-পিশাচকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি যাহা থাক, তাহা হইয়া স্থির হও। যে ব্যক্তি চিত্তরূপ যক্ষ কর্ত্তৃক দৃঢ়রূপে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে না শাস্ত্রবিচার না গুরূপদেশ, না বন্ধুজন কেহই পরিত্রাণ করিতে পারে না। যাহার চিত্তবেতাল ক্ষীণ হইয়াছে, একবারে শান্ত হইয়াছে, অল্পকর্দ্দমমগ্ন হরিণের ন্যায়, তাহাকে গুরূপদেশ, শাস্ত্রবিচার বা বন্ধুবর্গ ইহারা অনায়াসেই উদ্ধার করিতে পারে। ৬২—৬৯। এই জগৎরূপ শূন্য পুরীমধ্যে উন্মত্ত চিত্তযক্ষ উপদ্রব করিয়া দেহগৃহকে একবারে দূষিত করিয়া তুলিয়াছে। দেহরূপ একভাগে উৎপন্ন এই শূন্য জগৎরূপ বিশাল অরণ্য চিত্তবেতালের আবাসভূমি হওয়ায় কাহার না ভয়ঙ্কর হইয়াছে? এই জগৎ-নগরীমধ্যে চিত্তপিশাচের উপদ্রব নাই, এমন দেহগৃহ-মাত্র কতিপয় সাধুপুরুষের সেব্য হয়। হে রঘুনন্দন! এই যত দিক্ দেখিতেছ, বা শুনিতেছ, এই সমস্ত দিক্ই দেহ-শ্মশানবাসী উন্মত্ত মোহ-বেতালগণে পরিপূর্ণ। এই জগদরণ্যানীমধ্যে আত্মা অজ্ঞবালকের ন্যায় মোহমগ্ন, একমাত্র ধৈর্য্যবলে আত্মপ্রযত্নেই ইহাকে উদ্ধার করা যাইতে পারে, অতএব তাহাই করা উচিত। ৭০—৭৩ হে রাম! এই জগৎরূপ জীর্ণ অরণ্যে ভূতরূপ মৃগকুল বিচরণ করিতেছে, তুমি এই অরণ্যে হরিণশিশুর ন্যায়, বিষয়তৃণলোভে মত্ত বা তুষ্ট হইও না। এই ভূতলরূপ অরণ্যমধ্যে অনেক হরিণশাবক বিচরণ করিতেছে বটে, তা করুক্। তুমি বলপূর্ব্বক অজ্ঞানহস্তীকে বিনাশ করিয়া সিংহের ন্যায় বিচরণ কর। হে নিষ্কলঙ্ক রাম! এই জম্বুদ্বীপরূপ জঙ্গলমধ্যে অন্যান্য মূঢ় নরহরিণগণ যেরূপ বিচরণ করিতেছে, তুমি সেরূপ করিও না। হে রাম! তুমি বন্ধুজনরূপ পল্বলভূমিতে মহিষের ন্যায় ডুবিয়া থাকিতে যাইও না, কারণ তাহা ক্ষণকালমাত্র শীতল থাকে, পরিশেষে গাত্রে কর্দ্দম লেপিয়া দেয়। এই বিশাল বিষয়জাল দূরে পরিহার করিবে, সাধুজনের পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইবে, 'একমাত্র আত্মলাভই মহান্ অর্থ' ইহা বিচার করিয়া একমাত্র আত্মাকেই আশ্রয় করিবে। অপবিত্র দুর্দৃশ্য তুচ্ছ জঘন্য দেহের জন্য বিষয়কর্দ্দমে নিমগ্ন হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে চিন্তারূপিণী অত্যন্তকোপনা রাক্ষসী (গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে)। এই দেহ এক জনে (সঙ্কল্পে) নির্ম্মাণ করিল, অপর যক্ষ (অহঙ্কার) আসিয়া ইহাতে আশ্রয় করিল, অপরের (মনের) দুঃখ হইল, ভোগ করিল, আর এক জনে (জীবে), বিচিত্র মূর্খের চক্র। ৭৪—৮১। প্রস্তরের যেমন ঘনত্বই স্বরূপ, আত্মারও তদ্রূপ, আত্মাতে সত্তাসামান্যব্যতীত অন্য কিছুই সম্ভবে না অর্থাৎ দুঃখভোক্তা শরীরাদি রূপ আত্মার একেবারে অসম্ভব। যেমন প্রস্তরের কাঠিন্য প্রস্তর হইতে অভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্ তাহার সত্তা নাই, এই মনঃপ্রভৃতিরও আত্মা হইতে পৃথক্ সত্তা নাই; আত্মার সত্তা লইয়াই ইহার সত্তা, তদ্ব্যতিরেকে মনঃপ্রভৃতির অভাবই সিদ্ধ হয়। পাষাণের পাষাণত্ব, ঘটের ঘটত্ব, যেমন পাষাণাদির সত্তা হইতে অভিন্ন;

এই মানসাদি তদ্রূপ আত্মা হইতে অভিন্ন। ভগবান্ অর্দ্ধেন্দুশেখর পূর্ব্বে কৈলাসকন্দরে বসিয়া নিখিল সংসারদুঃখের শান্তির জন্য এই বিষয়ে যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন, সেই মহামোহবিনাশী আর একটী তত্ত্বদর্শনের পথ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বর্গলোকেরও অপর পারে কৈলাসনামে একটী পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতটী একত্রিত চন্দ্রকিরণপুঞ্জের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং ভগবতী গৌরিদেবীর বিহার-মন্দির। সেই পর্ব্বতে ভগবান অর্দ্ধেন্দুশেখর মহাদেব বাস করেন। একদা আমি সেই ভগবান্ মহাদেবকে পূজা করিবার জন্য সেই পর্ব্বতে গিয়া গঙ্গাতটে আশ্রম করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলাম। আমি তথায় তপস্যা করিবার জন্য তপস্বীর নিয়মে বহুদিন অবস্থিতি করিতে লাগিলাম, তৎকালে সেইস্থানে সিদ্ধগণ আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিতেন, আমিও তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রার্থ-সংগ্রহ করিয়া লইতাম, তথায় আমি বহু পুস্তক সংগ্রহ করিতাম। পুষ্পচয়ন করিবার একটী পাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম। হে রাম! এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে সেই কৈলাসবনকুঞ্জে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। ৮২—৯০ অনন্তর একদিন শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীদিবসে রাত্রির প্রদোষ-ভাগ মাত্র অতীত হইয়াছে, দিক্‌সকল প্রশান্ত, কোন জন্তুর সাড়া শব্দ নাই, ঠিক্ যেন কাষ্ঠবৎ নিস্পন্দ রহিয়াছে, বনমধ্যে এত অন্ধকার যে খড়্গ দ্বারা ধরিয়া ছেদন করা যায়। এমন সময়ে অর্থাৎ রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধের পর আমি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত-প্রায় হইয়া বহির্বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে যাইতেছি, সেই সময়ে দেখিলাম,—কাননমধ্যে সহসা তেজঃপুঞ্জ আবির্ভূত হইল। সেই তেজঃপুঞ্জ শত শ্বেতমেঘের ন্যায়, বহু চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, দিক্‌চক্র আলোকিত করিয়া তুলিল। গাঢতিমিরাচ্ছন্ন সেই গহনকুঞ্জ পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি সেই তেজঃপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ে অন্তঃপ্রকাশময়ী জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা চতুর্দ্দিক্ দেখিতে গিয়া দেখিলাম,—ভগবান চন্দ্রকলাধারী মহাদেব গৌরীদেবীর হস্তে হস্তার্পণ করিয়া সেই পর্ব্বতসানুর দিকে আগমন করিতেছেন, তিনি অগ্রে অগ্রে আসিতেছেন, নন্দী পথপ্রদর্শন করিয়া দিতেছে। আমি তখনই সাবধানে উঠিয়া তত্রস্থিত শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া অর্ঘ্যপাত্র লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার দৃষ্টিপূত পুরোভাগে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অনন্তর আমি দূর হইতেই ভগবান্ ত্রিলোচনদেবকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিয়া পাদবন্দনা করিলাম ৯১—৯৮। অনন্তর তিনি চন্দ্রপ্রভা-সদৃশ শীতল সর্ব্বার্ত্তিহারী সরল দৃষ্টিপাত দ্বারা বহুক্ষণ আমাকে কৃতার্থ করিলেন পরে ত্রৈলক্যসাক্ষী সেই মহাদেব পুষ্প-সানুতে উপবেশন করিলে আমি নিকটে গিয়া তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্প প্রদান করিয়া তাঁহার চরণাগ্রে বহু পারিজাতপুষ্পের অঞ্জলি প্রদান করিলাম। বহুবিধ স্তোত্রপাঠ ও নমস্কার দ্বারা আমি যথাযথভাবে তাঁহার পূজা করিলাম। অনন্তর আমি মাতৃকামণ্ডল-সমন্বিতা সখীসহিতা ভগবতী গৌরীদেবীরও সেইরূপ পূজা করিলাম। এইরূপে তাঁহাদিগের পূজা করিয়া আমার অন্তঃকরণ পূর্ণশশধরের ন্যায় শীতল হইল। তাঁহাদের সম্মুখে উপবেশন করিলাম, তখন ভগবান্ চন্দ্রশেখর সুশীতল-বচনে আমাকে কহিলেন,—"ব্রহ্মন্! তোমার চিত্তবৃত্তি প্রশান্তিময় হইয়া পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া কল্যাণকারী হইয়াছে ত? তোমার তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে মঙ্গলসাধন করিতেছে ত? তুমি প্রাপ্তব্য বিষয় পাইয়াছ ত? তোমার ভীতি প্রশান্ত হইয়াছে ত?" হে রঘুনন্দন! সর্ব্বলোকের অধীশ্বর দেবেশ ভবানীপতি আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি সানুনয়বচনে কহিলাম। ৯৯—১০৬। "হে মহেশ্বর! হে ত্রিলোচন! যাহারা আপনার স্মরণরূপ মঙ্গলকার্য্যে রত থাকে, তাহাদের দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই; তাহাদের ভীতি কুত্রাপি নাই। যাহারা আপনার অনুসরণজনিত পরমানন্দে ঘূর্ণমান চিত্ত হইয়া অবস্থান করেন, এই জগন্মধ্যে তাঁহাদের নিকট প্রণত হয় না, এমন কোন প্রাণীই নাই। যে স্থানের মানবগণ আপনার স্মরণেই একান্ত নিরত থাকে, সেই প্রকৃত দেশ, সেই প্রকৃত জনপদ, সেই প্রকৃত পর্ব্বত। হে প্রভো! আপনার স্মরণকরা অতীত পুণ্যের ফল, বর্ত্তমান পুণ্যকর্ম্মের অভিবর্দ্ধক এবং ভাবী সুকৃতের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে। হে প্রভো! আপনার অনুসরণ, জ্ঞানসুধার একমাত্র কলশ, ধৈর্য্যরূপ চন্দ্রিকার চন্দ্রস্বরূপ এবং মোক্ষপুরীর দ্বারস্বরূপ। হে ভূতপতে! আমি আপনার অনুসরণরূপ চিন্তা-মণির সাহায্যে নিখিল আপদের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি অর্থাৎ নিখিল আপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছি। হে রাম! সেই সুপ্রসন্ন ভগবান মহেশ্বরকে এই কথা বলিয়া প্রণত হইয়া আবার যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। ১০৭—১১৩। "হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার সকল দিক্ পূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু হে দেবেশ! একটী বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি প্রসন্নমনে তাহার নির্ণয় করিয়া দিন। হে প্রভো! যাহাতে কোন উদ্বেগ থাকেনা, নিখিল পাপের ক্ষয় হয়, এমন সর্ব্বকল্যাণবর্দ্ধনকারী দেবার্চ্চনার বিধান কিরূপ? তাহা আমাকে উপদেশ করুন। ঈশ্বর কহিলেন, হে ব্রহ্মবিদ্বর! যাহার সকৃৎ অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতা মুক্তিলাভ করে, সেই সর্ব্বোত্তম দেবার্চ্চনবিধান তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! হে দ্বিজ! তুমি যে দেবের অর্চ্চনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই দেব কে? তাহা তুমি জান কি? পুণ্ডরীকাক্ষ সে দেব নহেন, ত্রিলোচন সে দেব নহেন, কমলযোনি সে দেব নহেন, সুরপতিও সে দেব নহেন যিনি দেব, তিনি পবনও নহেন, সূর্য্যও নহেন, চন্দ্রও নহেন, অনলও নহেন, ব্রাহ্মণও নহেন, রাজাও নহেন, আমিও নহি, হে দ্বিজোত্তম! তুমিও নহ, সেই দেবতা কমলাও নহেন, মতিও সে দেবতা নহেন, তবে সে দেব কে? যিনি অকৃত্রিম, যাঁহার আদিও নাই সেই নিরতিশয় আনন্দরূপী চিৎই দেবশব্দবাচ্য আকারাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পরিমিত বস্তুতে দেবভাব কিরূপে সম্ভবে? এই যে কয়টীর কথা বলিলাম, ইঁহারা সকলেই ত পরিচ্ছিন্ন ও পরিমিত, সুতরাং দেব হইতে পারে না। অকৃত্রিম অনাদি অনন্ত মঙ্গলময় চিৎকেই বুধগণ দেব বলিয়া জানেন। সেই চিৎই দেবশব্দে অভিহিত হন, তাঁহাকেই লোকে পূজা করে; তিনিই প্রকৃত সত্তাবান্, তাঁহা হইতেই এই সমুদয় উৎপন্ন হইয়া তাঁহার সত্তাতেই সত্তারূপী আত্মার স্বরূপে বিরাজ করিতেছে। ১১৪—১২৩ যাহারা ঐ মঙ্গলময়ের তত্ত্ব অবগত নহে, তাহাদের পক্ষেই মূর্ত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কল্পিতদেবের অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে। যে যোজনব্যাপী পথে যাইতে অসমর্থ তাহার জন্য একক্রোশ পথ কল্পনা করিতে হয়। রুদ্রাদিদেবের উপাসনায় যে ফল লাভ করা যায়, তাহা পরিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগ্য।

অপরিচ্ছিন্ন আত্মদেবের উপাসনায় যে আনন্দরূপ ফল লাভ করা যায়, তাহা অকৃত্রিম অনাদি এবং অনন্ত। যে এই অকৃত্রিম ফল ত্যাগ করিয়া কৃত্রিম ফল লইতে যায়, সে মন্দারকানন পরিত্যাগ করিয়া করঞ্জকাননে প্রবেশ করে। যাঁহারা "কে পূজ্য?" এই বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা নির্ম্মল মঙ্গলময় চিন্মাত্রকেই পূজ্য বলিয়া জানেন। সেই চিন্ময়ের পূজার প্রধান পুষ্প বোধ, সমতা ও শান্তি। ঐ বোধ সমতা প্রভৃতি কুসুম দ্বারা আত্মদেবের যে অর্চনা, তাহাই দেবার্চনা বলিয়া জানিও, আকৃতির অর্চনা অর্চনা নহে। ১২৫—১২৮ যাহারা আত্মচৈতন্যের উপাসনারূপ দেবার্চনা পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম দেবার্চনায় রত হয়, তাহারা চিরকাল ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। হে ব্রহ্মন! যাঁহারা জ্ঞাতা, জ্ঞেয় হইয়াও আত্মধ্যান ছাড়া (সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া) সাকার দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা কৃত্রিম ভোগের আশাই করেন না, বালকের ক্রীড়ার মত করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা জানেন, ভগবান্ আত্মাই মঙ্গলময় দেবতা ও তিনিই সকলের পরম কারণ। সেই আত্মরূপী দেবতাই সর্ব্বদা জ্ঞানপূজায় পূজনীয়। তুমি এই জীবভাবাপন্ন অদ্বয় চিদাকাশকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, এতদ্ভিন্ন আর কেহই পূজ্য নহেন। এই আত্মার পূজাই মুখ্যপূজা। অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম (বশিষ্ঠ কহিলেন), প্রভো! চিদাকাশরূপী আত্মা যেরূপে এই জগদ্ভাবে পরিণত হইলেন এবং যেরূপে জীবাদিভাবাপন্ন হইলেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—কল্পের অবসানে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই অসীম অপার চিদাকাশই সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহাতে চেত্য অর্থাৎ দৃশ্য জগদ্ভাব একেবারেই অসম্ভব। যেমন সূর্য্যচন্দ্রাদির প্রকাশ আপনা আপনিই বহুলী-ভূত হইয়া পড়িলে সেই স্বপ্রকাশের যে বাহিরে প্রভাকারে স্পন্দন সেই স্পন্দন যেমন দীপদীপ্ত্যাদিরূপে প্রসিদ্ধ হয়, তদ্রূপ ঐ অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশের মায়িকবাসনাদিমার্গে যে স্পন্দন, তাহাই এই জগদ্রূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকারে স্বপ্নপুরীর ন্যায়, আভাসমান এই জগৎ ভ্রান্তিবশতঃ চিৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। পরমার্থ বিচার করিয়া দেখিলে এই জগৎ অমূলক, ইহা কেবল নির্ম্মল চিদাকাশরূপী আত্মাই। চিৎ যে চেত্যরূপে পরিণত হইয়া আপনাকে সন্দর্শন করেন, তাহা নহে, কারণ চিৎ অপরিণামী ও অদ্বয়, সুতরাং তিনি রূপান্তর ধারণ করেন না। বিশুদ্ধ চিৎ মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকাতেই এই চেত্যজগৎ উহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ স্বপ্নপুরীর ন্যায়, এই যে জগৎ আভাসিত হইতেছে, ইহা অদ্বয় অপরিণামী চিদাকাশই, ইহাতে অন্যভাব কিরূপে আসিবে? এই যে পর্ব্বতমালা ইহা সেই চিদাকাশ; এই জগৎ, ইহাও সেই চিদাকাশ, এই যে আত্মা এই যে জীব, এই পঞ্চভূত এ সমস্তই সেই চিন্মাত্র জানিবে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভিন্ন সর্গে ও পুরীমধ্যে সর্ব্বত্রই তুমি অন্বেষণ করিয়া দেখ, একমাত্র চিদাকাশ ব্যতীত আর কি বস্তু প্রাপ্ত হও তাহা আমাকে বল। ১২৯—১৪০। আকাশ পরমাকাশ, ব্রহ্মাকাশ চিত্তি ও জগৎ এই সমস্ত পাদপ, বৃক্ষ, তরু ইত্যাদির ন্যায় পর্য্যায়ভেদমাত্র ফলতঃ একই বস্তু, তবে যে স্বপ্নদশা বা মায়ায় দ্বৈত অনুভূত হয়, ইহা তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দেখিলে বোধ হইবে যে চিদাকাশই ঐ সময়ে দ্বৈত জগদ্রূপে প্রতিভাত হয়। এই চিদাকাশ স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ জগদাকারে প্রতিভাত হয়, জাগ্রৎ নামক স্বপ্নদশাতে আমাদের নিকট ঠিক সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্বপ্নকল্পিত পুরীমধ্যে যেমন চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই সম্ভবে না, একমাত্র চিদাকাশই ঐরূপে কল্পিত হয়, জাগ্রদবস্থাতেও তাহাই হইয়া থাকে। যেহেতু চিদাকাশ ব্যতীত চেত্য অন্য কোন বস্তুই সম্ভবে না, সেই কারণে এই নিখিল চেত্যজগৎ সংচিন্মাত্রই বুঝিতে হইবে। পরমাকাশরূপী ব্রহ্মে ত প্রথম সঙ্কল্পই, এই ত্রিজগৎরূপ ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়া দ্বৈতের ন্যায়, প্রতিভাত হইতেছে, ফলতঃ তুমি ইহা চিদাকাশে স্বপ্নের ন্যায় অলীক জানিবে। ১৪২—১৪৬। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটপটাদি যেমন চিদাকাশরূপী আত্মা, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সৃষ্টির প্রারম্ভে এই স্পষ্ট ঘটপটাদি একমাত্র চিদাকাশ, ইহাই তথ্যকথা। স্বপ্নকল্পিত নগরে যেমন বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই জগত্রয়েও তদ্রূপ চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। যে কোন সৃষ্টিবিশেষ, ত্রিভুবনমধ্যে যে কোন ভাব অভাব পদার্থ বা দেশ, কাল, চিত্ত সমস্তই একমাত্র চিদাকাশ। যাঁহাকে এই পরমার্থ সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, যিনি 'ত্বং'রূপী, যিনি 'অহং'রূপী বা নিখিল জগৎরূপী, সেই চিদাকাশ আত্মাই পূজনীয় দেবতা ইহা জানিবে। চিদাকাশরূপী পরমাত্মাই তোমার, আমার, তদ্ভিন্ন অন্যের, জগতের এমন কি নিখিল বস্তুজাতের দেহস্বরূপ, তদ্ভিন্ন ইহাদের স্বরূপ আর নাই। হে মুনি! সঙ্কল্পিত স্বপ্নপুরীতে যেমন চিদাকাশ ব্যতীত আর কোন স্বরূপ নাই, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এযাবৎ এই সৃষ্টিতেও তদ্রূপ চিদাকাশ ব্যতীত আর কোন রূপ দেখি না। ৪৭—১৫২।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ২৯

ত্রিংশ সর্গ

ঈশ্বর কহিলেন,—এইরূপে এই নিখিল বিশ্ব কেবল পরমাত্মাই, এই পরমাকাশরূপী ব্রহ্মই পরম দেব বলিয়া কীর্ত্তিত হন। এই দেবের পূজাই শ্রেয়ঃ, এই পূজা হইতেই নিখিল মঙ্গল লাভ করা যায়। এই দেবের পূজাতেই সকল অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম লাভ করা যায়, এই দেবেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই দেবের আরাধনা করিলে যে সুখ লাভ করা যায়, তাহা অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয়, অনুপম ও অখণ্ড। সে সুখ-লাভ করিতে কোন বাহ্য আয়াসের প্রয়োজন হয় না, বিনা আয়াসেই তাহা লব্ধ হয়, সে সুখ অকৃত্রিম। হে মুনিবর! তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছ, সেই কারণে তোমাকে এ কথা বলিতেছি। এই পরমদেবের অর্চনায় পুষ্পধূপাদির প্রয়োজন হয় না। যাহারা অব্যুৎপন্নবুদ্ধি বালকের ন্যায় কোমলচিত্ত, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই, তাহাদের জন্যই পুষ্পধূপাদি কৃত্রিম দেবপূজা বিহিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান ও শমদমাদি গুণের অসদ্ভাব হওয়াতেই লোকে মিথ্যাকল্পিত পুষ্পধূপাদি উপচার দ্বারা আকৃতি কল্পনা করিয়া দেবের পূজা করিয়া থাকে। ১—৬। নিজ সঙ্কল্পকল্পিত পুষ্পাদ্যুপাদি উপায়ে আদরপূর্ব্বক পূজা করিয়া বালকেরাই (মূঢ়েরাই) সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। তাহারা নিজ সঙ্কল্পিত অর্থ দ্বারা বৃথা দেবার্চ্চনা করিয়া স্বপ্নপ্রায় মিথ্যা স্বর্গাদি ফল লাভ করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এই যে

পুষ্পধূপাদি দ্বারা পূজা, ইহা বালকবুদ্ধি বুদ্ধিকল্পিত পূজা, যে পূজা ভবাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সমুচিত,—তাহা বলিতেছি। হে পরম-বুদ্ধিমন্! ঐ যে দেবের কথা বলিলাম, ঐ দেব আমাদিগেরও আদি, উনিই ত্রিভুবনের আধার পরমাত্মা, অন্য কেহ নহে, উনি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি হইতেও অতীত। উনি সর্ব্ববিধ সঙ্কল্পের অতীত, উনি সমুদয় সঙ্কল্পের আধার, উনি শিব সর্ব্বময়, অথচ সর্ব্ব নহেন। উনি দিক্, কাল প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, উনি নিখিল আরম্ভও প্রকাশ করিতেছেন, ঐ চিন্ময়মূর্ত্তি ব্রহ্মই নির্ম্মল দেবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। হে মুনে! ঐ সংবিৎ, সর্ব্বকল্পনাতীত, সকল পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থিত, সকলের সত্তাপ্রদ এবং সকলের সত্তা অপহারী (অর্থাৎ তাঁহার সত্তায় সকলের সত্তা, তাঁহার সত্তা না থাকিলে সমস্তই অসত্য হইয়া যায়)। হে ব্রহ্মন্! ঐ ব্রহ্ম ভাব ও অভাবের (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের, কার্য্য ও কারণের ব্যাবহারিক ও প্রাতি-ভাসিকের) মধ্য (অন্তরালবর্ত্তী সাক্ষিচিন্মাত্র অথবা অধিষ্ঠান), ঐ ব্রহ্মই দেবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। উঁহার একটী নাম পরমাত্মা আর একটী নাম 'ওঁ তৎসৎ"। ঐ আত্মা মহাসত্তা-স্বভাবে সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, উঁহাকেই মহাচিৎ বলা হয়, উনিই পরমার্থশব্দে অভিহিত হন। ৭—১৫। যেমন লতার মধ্যে রস রহিয়াছে, সেইরূপ ঐ চিত্তত্ত্ব সত্তাসামান্যরূপে ও মহাসত্তারূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন। হে অনঘ! তোমার যে চিত্তত্ত্ব ত্বদীয় পত্নী অরুন্ধতীরও যে চিত্তত্ত্ব, পার্ব্বতীর যে চিত্তত্ত্ব, মদীয়-গণের যে চিত্তত্ত্ব, আমার যে চিত্তত্ত্ব এবং সমস্ত জগতের যে চিত্তত্ত্ব, উভয়বুদ্ধি তত্ত্ববিদ্গণ এই সমস্ত চিত্তত্ত্বকে দেব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হস্তপদাদিবিশিষ্ট অপর জীববিশেষকে যে দেব বলিয়া কল্পনা করা হয়, হে ব্রহ্মন! বল দেখি, তাহাতেও চিত্তত্ত্ব ব্যতীত আর কি সার আছে? ঐ চিত্তত্ত্বই সংসারের সার, ঐ চিত্তত্ত্বই সকলের সার, ঐ চিত্তত্ত্বই সর্ব্বময় দেব এবং 'অহং'-রূপী ঐ চিত্তত্ত্ব হইতেই সমুদয় লাভ করা যায়, হে ব্রহ্মন্। সেই চিত্তত্ত্ব দূরে অবস্থিত নহেন, তিনি কাহারও দুষ্প্রাপ্য নহেন, তিনি সর্ব্বদা দেহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন, এমন কি আকাশেও রহিয়াছেন। ১৬—২১। সেই চিত্তত্ত্বই এই কার্য্য-সমুদয় করিতেছেন, ভোজন করিতেছেন, পালন করিতেছেন, গমন করিতেছেন, নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, সেই সংবেদনকারী চিত্তত্ত্ব প্রত্যেক অঙ্গে সংবেদন (জ্ঞান) করিতেছেন। হে মুনীশ্বর! বিচিত্রচেষ্টাযুক্ত এই দেহপুরী তাঁহার স্বরূপে নিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত, তিনি এই পুরীমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এই শরীরগৃহমধ্যবর্ত্তী গহন অন্নময়াদিবাহ্য কোষসমন্বিত বুদ্ধিরূপ গুহার মধ্যে গুহেশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার জন্যই মনোরূপ ষষ্ঠেন্দ্রিয়েরও অতীত সেই নির্ম্মল আত্মার 'চিৎ' এই সংজ্ঞা কল্পিত হইয়াছে। তিনি চিন্ময় সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী নির্লেপ, তিনিই এই ভাস্বর আভাস করিতেছেন অথচ করিতেছেন না। হে ধীমন্! সেই অতি নির্ম্মলা চিৎ, বসন্ত যেমন সরসভাব প্রদান করিয়া তরুরাজিকে রঞ্জিত (চাকচিক্যবিশিষ্ট) করে, তদ্রূপ জগৎসিদ্ধির জন্য এই জগতের কার্য্যসম্পাদন করিতেছেন। উঁহার অভ্যন্তরে চিত্তির যে সকল সত্তা-স্ফূর্ত্তিপ্রদানরূপ সুন্দর চমৎকারিতা রহিয়াছে, তৎসমুদয় বিচিত্রভাবে বহির্গত হইলে বিচিত্র নানাপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কাহারও নাম আকাশ, কাহারও নাম জীব, কাহারও নাম চিৎ, কাহারও নাম কলা (অবয়ব), কাহারও নাম চিত্ত, কাহারও নাম ক্রিয়া, কাহারও নাম দ্রব্য, কাহারও কাহারও বা যোগ্যতানুসারে বৈচিত্র্য-অনুসারে ভাব, বিকার ইত্যাদি নাম হয়, কাহারও নাম প্রকাশ, কাহারও নাম শৈলতমঃ, কাহারও কাহারও নাম চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি এবং কাহারও নাম ইত্যাদি। ২২—৩১। বসন্ত ঋতু যেমন আপনার ইচ্ছা না থাকিলেও আপনার স্বভাববশতঃ তরুলতার অঙ্কুর উৎপাদন করেন তদ্রূপ চিদাত্মা নিরিচ্ছ হইলেও স্বভা-বতই এই জগৎলক্ষ্মী বিস্তার করিতেছেন। এই সমস্ত ত্রৈলোক্য-রূপ সাগরের যথার্থস্থিতি (স্বরূপ) নিরূপণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, একমাত্র চিৎরূপ সলিলই বিদ্যমান আর কিছুই নাই, ইহাই উঁহার শরীর। চিদ্রূপিণী ঈশ্বরী শরীররূপ পদ্মবনে ভ্রমণকারী চিত্তরূপ ভ্রমরের সঞ্চিত সঙ্কল্পরূপ মধু আস্বাদন করিয়া থাকেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, শৈল, সাগর-সমন্বিত এই জগৎ জলাবর্ত্তে জলের ন্যায় চিৎসত্তায় থাকিয়াই প্রবাহিত হইতেছে। ভ্রমসম্পাদক এই সংসারচক্র চিৎ-চক্রে পড়িয়াই ঘুরিতেছে; বন্ধহেতু চিত্তময় যে আচার (কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি), তাহাই ঐ সংসারচক্রের সঞ্চলন। ৩২—৩৬। বর্ষাঋতু যেমন ইন্দ্রধনু ও বজ্রযুক্ত মেঘখণ্ড দ্বারা সূর্য্যাতপ হনন (নিবারণ) করে, সেইরূপ চিৎই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরমণ্ডলী বধ করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! ঐ চিতিই বৃষারূঢ় চন্দ্রশেখর ত্রিনেত্র রুদ্র হইয়া গৌরীদেবীর মুখকমলের ভৃঙ্গ হইয়াছেন। ঐ চিৎই দেবরাজ ইন্দ্র হইয়া ত্রৈলোক্যের চূড়ামণি হইয়াছেন। ঐ চিৎই এই ত্রৈলোক্যমধ্যে তেজোরূপী চন্দ্রসূর্য্যাদি হইয়া সমুদ্রনীরের ন্যায় কখন পতিত, কখন উৎপতিত, কখন বা আত্মাতে লীন হইতে-ছেন। ঐ চিৎই চন্দ্রিকারূপে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত ও নিখিল-ভূতের সত্তারূপিণী কুমুদিনীকে বিকসিত করিতেছেন। গর্ভবতী নারী যেমন আপনার উদরে গর্ভধারণ করে, সেইরূপ এই চিৎই দর্পণশ্রী হইয়া এই প্রতিবিম্বিত জগৎ বা জগৎপ্রতিবিম্বগ্রহণ করিতেছেন। ৩৭—৪৪। জলের শক্তি যেমন জলসমূহরূপ সমুদ্র হইয়া সমুদ্রের স্বরূপ-সত্তাসম্পাদন করিতেছে, সেইরূপ ঐ চিৎই এই চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিত ভূতবর্গের সত্তাসম্পাদন করিতে-ছেন। ঐ চিৎই আকাশরূপ কেদারিকা (ক্ষুদ্র উদ্যান) হইয়া বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ কুসুম, ঘনসঙ্কল্পরূপ পল্লব এবং সত্তাসমূহ-রূপ ফল ধারণ করিয়াছেন। ঐ চিতিই লতারূপিণী হইয়া সদ-সদাত্মক বিচিত্র দৃশ্যকুসুম ধারণ করিয়াছে, ঐ দৃশ্যকুসুমসমূহ পরিমর্দ্দনসহ নহে অর্থাৎ মর্দ্দনে বিচারে নাশপ্রাপ্ত হয়। জীব-সমূহ ঐ চিল্লতার পরাগ, বাসনারসে ঐ লতা রঞ্জিত, সবিকল্প-জ্ঞানরূপ বল্কলে ঐ লতা আবৃত, চিত্তচেষ্টারূপ কলিকাসমূহে উহা পূর্ণ। ঐ লতা অতীত অসংখ্য ত্রিজগদ্রূপ কিঞ্জল্কজালে বিশোভিত, ঐ লতা স্পন্দরূপ স্পন্দরূপ বায়ুবিলাসে উল্লাসিনী (অর্থাৎ পত্র-স্পন্দে বিশোভিত হইতেছে), সমস্ত ঋতু-(বসন্তাদি) রূপ পর্ব্বজালে (গ্রন্থিসমূহে) ঐ লতা কর্কশভাবাপন্ন হইয়াছে, জড় শৈলাদি পদার্থ ঐ লতার মূল শফা (শিকড়), ঐ লতার স্থানে স্থানে চতুর্ব্বিধ শরীররূপ গ্রন্থি হইয়াছে। উহার মূলদেশ হইতে অগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ, প্রবৃত্তিরূপ আবরণে অবগুণ্ঠিত। ৪৫—৫০। এই চিল্লতাই চতুর্দ্দিকে চন্দ্রসূর্য্যাদি প্রভার ন্যায়, বিচিত্র দৃশ্যকুসুম বিকসিত করিতেছেন। এই মহা-

চিতিই সর্বত্র বস্তুসমূহের উৎপাদন, অভিমান-সঞ্চার ও বিখ্যাতি করিয়া দিতেছেন। এই মহাচিতির সাহায্যেই সূর্য্যাদি তেজঃপুঞ্জ নিত্য ভাসমান হইতেছে। দেহসকল সেই চিতির সত্য চেতন জড়রূপী ভোক্তৃত্ব ভোগ্যত্বাদি ভ্রান্তিক্রমে লোকের প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। এই যে জগৎসমূহরূপ ধূলিলেখা, ইহা আবর্ত্তবাত্যারূপিণী ঐ চিতির সত্তায় দৃশ্যদেহধারিণী হইয়া ঐ চিতি হইতে আপনাকে পৃথক্ বিবেচনা করত নৃত্য করিতে থাকে (ধূলিপক্ষে উড়িতে থাকে); প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত বস্তুসমূহের প্রকাশ করে, সেইরূপ ত্রৈলোক্যরূপ প্রদীপের শিখারূপিণী ঐ চিতিই এই জগৎগত কার্য্যসমুদয় প্রকাশ করিতেছেন চিৎই জগৎগত পদার্থসমূহের আকার ধারণ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে শশবৎ (কলঙ্কবৎ) সর্ব্বত্র লক্ষ্য হইতেছেন। এই পদার্থপটলী চিৎরূপ রসায়নের সেকেই বর্ষাসলিলসিক্ত সুন্দর লতার ন্যায় বর্দ্ধিত (রূপবান্) হইয়া ফল ধারণ করিতেছে। ঐ চিতির ছায়াতেই গৃহের অভ্যন্তরে অন্ধকারের ন্যায়, সকল পদার্থের জড়তা উদিত হইতেছে। ৫১—৫৭। যদি দেহমধ্যে চিতির চমৎকারিতা না প্রকটিত হইত, তাহা হইলে ত্রৈলোক্য-মধ্যবর্ত্তী সাকার পদার্থসমূহ চিজ্জনিত ঐ ছায়া ও জড়তা পরিত্যাগ করিলে আকারই ধারণ করিতে পারিত না। চিদাকাশসাহায্যে প্রকাশিত এই দেহগৃহমধ্যে ক্রিয়ারূপিণী চঞ্চলা কুলবধূ সঙ্কল্প-রূপ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বিরাজ করিতেছে। ঐ চিদালোক ব্যতীত কাহার জিহ্বাগ্রে স্ফুরিত হইয়াও বস্তুরস প্রকাশিত হইতে পারে? কোথায় বা তাহা দেখিয়াছ? (অর্থাৎ চৈতন্য-যোগ ব্যতিরেকে জিহ্বাগত হইলেও কোন বস্তুরই স্বাদ পাওয়া যায় না), "আমি ইহা খাইতেছি" ইত্যাকার জ্ঞান থাকিলে অনুভব না হইলে, কদাচ ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ পাওয়া যায় না। হে বশিষ্ঠ! মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। এই দেহতরু হস্তপদাদি শাখাসমন্বিত ও কেশজালরূপ লতাজালে জড়িত থাকিলেও অন্তরে চিতির চৈতন্যের যোগব্যতীত কি শোভা পাইতে পারে। ফলে এই চিৎই এই চরাচর জগৎ-আকার ধারণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, নিস্থিত হইতেছে, ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। একমাত্র এই চিৎই বিদ্যমান রহিয়াছে আর কিছুই নাই, যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই একমাত্র চিৎ ৫৮—৬২ বশিষ্ঠ কহিলেন, —হে রাম! ভগবান্ ত্রিলোচন সুধাকরের ন্যায় সুধাময় নির্ম্মল বচনে আমাকে এইরূপ উপদেশ দিতে থাকিলে, আমি তাঁহাকে সুধাকরের ন্যায় নির্ম্মলবচনে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে দেব! যদি এই সমস্ত জগৎ একমাত্র সর্ব্বগামী চিৎই হয়, তাহা হইলে সেই চিদাত্মক এই দেহ মরণ মূর্চ্ছাদিসময়ে মৃন্ময়ী নেত্রাদিবিহীন ভিত্তির ন্যায় চেতনাহীন হয় কেন? এই দেহ প্রথমে চিন্ময় হইয়া পরে আবার চিদ্বিহীন হইল, এই কল্পনা কেন প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে? কারণ চিৎ অবিনাশী অপরিণামী, তিনি ত জড় হইতে পারেন না। ৬৩—৬৫। ঈশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, হে ব্রহ্মবিদ্বর! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই শরীরমধ্যে যে সর্ব্বভূতময়ী চিৎ বিরাজ করিতেছেন, ইনি দ্বিবিধ। ইঁহার মধ্যে একবিধ চিৎ চঞ্চল ব্যষ্টিসমষ্টিবুদ্ধিতে উন্মুখা অর্থাৎ বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য কর্ত্তৃ-ভোক্তৃস্বভাবা; অন্য চিৎ অর্থাৎ যিনি কূটস্থ চৈতন্য, তিনি নির্ব্বিকল্প। ঐ চিতি সঙ্কল্পবলে আপনাকে জীবস্বরূপ ভাবনা করত সুশীলা স্ত্রী যেমন স্বপ্নে উপপতি—সঙ্গম করিয়া দুঃশীলা অন্য-বিধা হইয়া যায়, সেইরূপ অন্যপ্রকার হইয়া যান। যেমন শান্ত সুশীল পুরুষ ক্রোধকলুষিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে অন্যপ্রকার (রাক্ষসভাবাপন্ন) হইয়া যায়, সেইরূপ এই চিৎও বিকল্পলাঞ্ছিত হইয়া স্বস্বরূপের অন্যথাভাব ধারণ করিয়া ফেলেন। হে ব্রহ্মন্! বিকল্পকলুষিত চিৎ নিজ স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে আপনাকে জড়-ভাবনা করিয়া নিজ কল্পনাবলেই সবিকল্পক বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকেন। ৬৬—৭০। এই চিৎ স্বয়ংই আকাশযুক্ত পরমাণুময় (সূক্ষ্মভূতময়) শব্দস্পর্শ প্রভৃতি ভোগ্যজাতের বীজাত্মক চেত্য-ভাব (মায়োপলক্ষিত চিতির বিষয়ত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরে তিনি সমষ্টি প্রাণভাব প্রাপ্ত হন। পরে তিনিই আবার পঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূতসম্বলিত হইয়া ক্রমে সপ্তদ্বীপাদি দেশরূপে ও নিমেষাদি কালরূপে বিভক্ত হইয়া পড়েন। অনন্তর ঐ চিতি প্রাণধারণ-পূর্ব্বক জীব হইয়া ক্রমে বুদ্ধি (অহঙ্কার) ও মন (চিত্ত) হইয়া থাকেন। চিতি মনোভাবাপন্ন হইয়া, "আমি চণ্ডাল হইতেছি" এইরূপে মননে ব্রাহ্মণ যেমন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সংসার-ভাব প্রাপ্ত হয়। ঐ ব্রহ্মচিৎ অজ্ঞানশবলিত রূপ ধারণ করিয়া দেহ-জীবাকারে সঙ্কলিত হইয়া তৎপ্রযুক্ত জড়তায় অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া বারংবার ভোগসঙ্গমে সংসারী হইয়া পড়েন। ৭১—৭৪। অনন্তসঙ্কল্পময়ী উক্ত চিতি জড়তাসঙ্গে স্থূলভাব ধারণ করিয়া জড়তাহেতু (অতিশীতলত্বনিবন্ধন) জল যেমন পাষাণভাব (বরফ-ভাব) প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জড়তানিবন্ধন মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মুনে! তৎকালে ঐ চিতি চিত্ত মন, মোহ, মায় ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েন, ঐরূপ জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়াই তিনি সংসারে জাত হইয়া থাকেন। প্রথমে এইরূপে মোহপ্রাপ্ত চিতি তৃষ্ণাশৃঙ্খলে নিপীড়িত ও কাম-ক্রোধ-ভয়ে ভীত হইয়া ভাব ও অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার স্বীয় অনন্ত বিশালতা থাকে, তিনি পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তৎকালে তিনি দুঃখদাবানলে দগ্ধ ও শোকরূপ অমঙ্গলে কাতরতাপন্ন হইয়া "আমি এই প্রত্যক্ষ দুঃখমোহাদিস্বভাব" ইত্যাকার অমূলক ভ্রমে বিকল হইয়া পড়েন। তখন তিনি দেহমাত্রে আস্থা স্থাপন করিয়া সাতিশয় দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার বিলোল (চঞ্চল) শরীর ভাব-অভাবরূপ দোলায় দুলিতে থাকে, তিনি জরাজীর্ণ বনহস্তিনীর ন্যায়, মোহ-মহাপঙ্কে মগ্ন হইয়া আর উঠিতে সমর্থ হন না। তিনি তখন এই অপার অসার সংসারবিকারের দশায় আপতিত হইয়া সন্তাপে উপতপ্তহৃদয় হইয়া পড়েন, রাগ ও ক্রোধ আসিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলে। তিনি তখন যূথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় অবশ হইয়া পড়েন। তখন তিনি বিভবের আবির্ভাবে হৃষ্ট ও অপচয়ে দুঃখিত কাতর হইতে থাকেন। বালিকা যেমন আপনার সঙ্কল্পকল্পিত বেতাল দেখিয়া পলায়ন করে, সেই-রূপ তিনি আপনার সঙ্কল্পে উপস্থিত সভ্রমদৃষ্টিতে (বিপদে) ভীত হইয়া পলায়ন করেন। কণ্টকলোলুপা উষ্ট্রপত্নী যেমন নিম্বাদি তিক্তফলকে সুমধুর জ্ঞান করিয়া তদ্বিষয়েই ইচ্ছা করে, তদ্রূপ ইনিও তৎকালে তুচ্ছ বিষময় সংসারসুখ উৎকৃষ্ট ভাবিয়া বাঞ্ছা করেন। চিতি এইরূপে দোষজালে জড়িত হইয়া অধঃপতিত হইয়া পড়েন। ৭৫—৮৪। তিনি বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া পরম বিষমতা প্রাপ্ত হন, দুঃখ হইতে দুঃখে, বিপদ্ হইতে বিপদে পতিত হইয়া বহুল অনর্থে জড়িত হইয়া পড়েন। এইরূপে নিশ্চেষ্ট অবশ অব-

ন্যায় পতিত হইয়া চিতি নরকাদি ভূমিতে গমন করিয়া দারুণ কষ্টে পতিত হন। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও ইনি বাল্যাবধি কেবল ব্যবহারকৌশল শিক্ষা করিয়া সুচতুর হইয়া আপনার দুঃখের হেতু ধনপুত্রদারাদি সংগ্রহের জন্য বিচিত্র কৌশল দেখাইতে থাকেন। মোক্ষোপযোগী বিবেক কদাপি লাভ করিতে সমর্থ হন না। এবং বিবিধদশাপন্ন চিতি সকলের নিকটেই শঙ্কিত হইতে থাকেন। ক্রমে অন্তিমদশায় উপনীত হইয়া স্বল্প সলিলস্থিত শফরীর ন্যায় ছট্‌ফট করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। বাল্যাবস্থায় সকলকর্ম্মে অক্ষম, যৌবনে চিন্তাকুল, বার্দ্ধক্যদশায় অতি দুঃখার্ত্ত হইয়া মরিয়াও তিনি মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন না; কারণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে তিনি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বিচিত্রতানুসারে স্বর্গনিগরে সুরস্ত্রী, পাতালকোটরে নাগী, দৈত্যভবনে অসুরী, ভূতলে মানবী রাক্ষসালয়ে রাক্ষসী, বনমধ্যে বানরী, গিরীন্দ্র-শিখরে সিংহী, কুলপর্ব্বতে কিন্নরী, সুমেরুপর্ব্বতে বিদ্যাধরী, আরণ্যগর্ত্তে হিংস্রজন্তু, বৃক্ষের লতা, কুলায়ের বিহঙ্গী, পর্ব্বতসানুর লতা, এবং অরণ্যের মৃগী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ৮৫—৯২। ঐ চিতিই নারায়ণ হইয়া সাগরে শয়ান থাকেন, ব্রহ্মপুরীতে কমলযোনি ব্রহ্মা হইয়া ধ্যাননিরত থাকেন, কৈলাসে ত্রিলোচন হইয়া কান্তার অর্দ্ধাঙ্গে সঙ্গত থাকেন। স্বর্গে সুররাজ ইন্দ্র হইয়া থাকেন। ঐ চিতি সূর্য্য হইয়া দিনরচনা করিতেছেন, জলধর হইয়া জলবর্ষণ করিতেছেন, বায়ুরূপে সকল বস্তুকে স্পন্দিত করিতেছেন। ঐ চিতিই সংবৎসরচক্র, যুগ, মন্বন্তর হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। ঐ চিতিই যথাক্রমে দিনরাত্রিরূপে তেজোভাব ও তিমিরভাব ধারণ করিতেছেন। কোনস্থলে বৃক্ষাদির বীজরূপে ও রসরূপে উল্লাসিত হইতেছেন, কোনস্থলে নিশ্চল পাষাণরূপে অবস্থান করিতেছেন, কোথাও রসবতী নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছেন, কোথাও বা বিস্তৃত কুমুদ কুসুম হইয়া শোভা পাইতেছেন, কোনস্থলে পক্কফলনিকর হইয়া শোভা পাইতেছেন, কোনস্থলে কাষ্ঠ বহ্নি প্রভৃতি রূপে শোভা পাইতেছেন, কোনস্থলে শৈত্যগুণে শীতল বারি হইতেছেন, কোথায় আকাশাদি হইয়া রহিয়াছেন, কোথাও বা কিছুই হইতেছেন না, কোথাও উজ্জ্বল আকৃতি ধারণ করিতেছেন, কোথাও কঠিন শিলারূপিণী হইতেছেন, কোথাও নীলবর্ণা, কোথাও হরিতবর্ণা হইতেছেন, কোথাও অগ্নি হইতেছেন, কোথাও মহী হইতেছেন। ঐ চিতি সর্ব্বময়ী সর্ব্বগামিনী ও সর্ব্বশক্তিমতী বলিয়া এই এই প্রকারে প্রকাশিত হইতেছেন, ফলে তিনি আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল ও উক্ত বিভিন্ন প্রকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জল যেমন স্পন্দগুণে তরঙ্গাদি ভাব ধারণ করে, সেইরূপ ঐ চিতি যেস্থানে যখন যেরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিতেছেন, তখন তাহাই অনুভব করিতেছেন। ৯৩—১৩০। ঐ চিতিই হংসী, বকী, কাকী, বৃকী, তুরগী, হরিণী, বলাকা, বানরী, কিন্নরী, কুক্কুরী, কীকা (এক প্রকার পক্ষিজাতি) পিঙ্গলী, শালী (ইহারাও এক প্রকার পক্ষী) ভ্রমরী, মক্ষিকা, শুকী, ধী শ্রী, হ্রী, প্রীতি, রতি, শম্বরী (মায়া), শর্ব্বরী, শশী ইত্যাদি নানা যোনিতে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছেন। যেমন সলিলাবর্ত্তে তৃণ পড়িলে ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ ঐ চিতিই এই সংসারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। গর্দ্দভী যেমন আপনার শব্দে ভয় পায়, সেইরূপ ইনি আপনার সঙ্কল্প হইতেই ভীত হইতেছেন। ইহার ন্যায় চঞ্চলা অবলা মুগ্ধা বালিকা আর নাই। হে মুনিবর! তোমার নিকট এতক্ষণ এই বাধার (চিতির) কথা বলিলাম, ইনিই জীবশক্তি, শোচনীয়া এই চিতি নীচব্যবহারে অবশা হইয়া পশুধর্ম্মাক্রান্তা হইয়া পড়েন। ১০১—১০৫। ইনি কর্ম্মানুসারি-স্বভাবগ্রস্তা হইয়া পুরমাত্মার শোচনীয়া হইয়া পড়েন। ইনি নিজেই দুঃখসঙ্কুল অনন্ত ভ্রান্তির আশ্রয় লইয়া থাকেন। ধান্য যেমন অস্থায়ী কঞ্চুক (তুষ) ধারণ করে, সেইরূপ ইনি বিনাশী সহজ মল ধারণ করিয়া থাকেন, ইনিই অবিদ্যারূপে অনিশ্চিতভাবে অবস্থান করেন (চিতিশক্তি জীবশক্তি অবিদ্যা)। এই চিতিশক্তি জীবভাবপ্রাপ্ত হইয়া ভর্তৃহীনা নায়িকার ন্যায়, দুর্ভাগ্যসন্তপ্তা ও অনন্ত বিভব হইতে বঞ্চিতা হইয়া শোক করিতে থাকেন। হে মুনিবর! তুমি জড়রূপিণী অবিদ্যার কতদূর সামর্থ্য তাহা একবার অবলোকন কর, যেহেতু পূর্ণব্রহ্মস্বভাবা চিৎও এই অবিদ্যাবলে নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ঘটীযন্ত্রের ঘটীর অন্তঃপ্রবিষ্ট আকাশের ন্যায় কেবল অধঃপতনার্থ গমন করিতেছেন। হায় কি কষ্ট! ১০৬—১০৯।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—স্বপ্নকালে "আমি উন্মত্ত হইয়াছি" ইত্যাকার মোহে আকুল হইয়া দুঃখ অনুভব করার ন্যায় ঐ চিতি "আমি দুঃখবতী" ইত্যাকার ভাবনা করিয়া অজ্ঞানবশতঃ উক্ত অলীক জীবজগদ্ভাব উপস্থিত করিয়া থাকেন। যেমন মূঢ়মতি কোন কোন বধূ (অতিশয় বিপন্ন হইলে) না মরিলেও আমি মরিয়াছি ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া রোদন করে, ঐ চিতিও তদ্রূপ নষ্ট না হইলেও নষ্ট হইয়াছি ভাবিয়া দুঃখ করেন। যেমন বিনা কারণে বিপর্য্যস্ত বুদ্ধিভ্রান্ত কুলালচক্রাদি স্থির বলিয়া দৃষ্টিগোচর করে অর্থাৎ বুদ্ধির দোষে চক্র ঘুরিতে থাকিলেও ঘুরিতেছে না, নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে বোধ করে, সেইরূপ ভ্রান্ত 'অহং' ভ্রমবশতঃ চৈতন্যে এই জগৎ স্থির রহিয়াছে বলিয়া দর্শন করে। চিত্তই এই চিতির সংসার-অনুভবের প্রতি কারণ। অথচ কারণীভূত সেই চিত্ত কিছুই নহে, মিথ্যা,—কারণ চিত্তত্ত্ব ব্যতীত অন্য বস্তু একেবারেই অসম্ভব, চিৎ-ভিন্ন আর কিছুই নাই। ১—৪। সুতরাং কারণই যখন নাই, তখন চেত্যজগৎ ও অসম্ভব অর্থাৎ নাই। যে চিতি প্রযত্নসহকারে চিত্তকে চেত্য (জগৎ) করেন, ঐ চিতিও, চিত্ত বা চিত্তের অধীন চেত্য (জগৎ) নহেন, পরন্তু ঐ চিতি বিশুদ্ধ। যেমন পাষাণে তৈল থাকে না, সেইরূপ উক্ত চিতিতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন কিছুই নাই। চন্দ্রে যেমন কৃষ্ণবর্ণতা নাই, সেইরূপ উক্ত চিতিতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, বা করণ—কিছুই নাই। আকাশে যেমন নূতন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ ঐ চিতিতে প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ—কিছুই নাই। নন্দনকাননে যেমন খদিরবৃক্ষ নাই, সেইরূপ উক্ত চিতিতে চিত্তবৃত্তি, চেতন বা চেত্য বিষয় প্রভৃতি কিছুই নাই। আকাশে যেমন পর্ব্বতত্ব নাই, সেইরূপ ঐ চিতিতে আমিত্ব, তুমিত্ব, তত্ত্ব (পরোক্ষবস্তু) প্রভৃতি কিছুই নাই। কজ্জলে যেমন শুভ্রভাব নাই, সেইরূপ উক্ত চিতিতে নিজ দেহত্ব বা পরদেহত্ব কিছুই নাই। পরমাণুতে যেমন সুমেরু পর্ব্বতের অন্তর্ভাব একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ উক্ত

চিত্তিতে নানাত্ব অনানাত্ব কিছুই নাই। যেমন বিষম উষরক্ষেত্রে লতা থাকে না সেইরূপ ঐ চিত্তিতে নাম বা রূপের গন্ধও নাই। যেমন সূর্য্যমণ্ডলে রাত্রি নাই, সেইরূপ ঐ চিত্তিতে নাই নাই ইত্যাকার সর্ব্ববিধ বৃত্তবস্তুনিষেধও নাই * তুষারে যেমন উষ্ণতা নাই সেইরূপ উহাতে বক্তৃতা বা অবক্তৃতা কিছুই নাই। ৫—১০। যেমন শিলাগর্ভে বৃক্ষ জন্মায় না, সেইরূপ ঐ চিত্তিতে শূন্যতা বা শূন্যতাভাব কিছুই নাই। আকাশে যেমন মহতী শূন্যতা বা অশূন্যতা কেবল স্বচ্ছভাবেই পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ উক্ত চিত্তিতে শূন্যতা বা অশূন্যতা কিছুই নাই, উহা কেবল নির্ম্মল ভাবেই পর্য্যবসিত। কাহারও (হিরণ্যগর্ভের) চিত্তনামক চিত্তির দোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া চিত্তি যে দুঃখ অনুভব করেন, তাহা নহে, এই যে সংসাররূপ অনর্থ, ইহা ঐ চিত্তসৃষ্ট দেহ ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়ে অহন্তাবনাবলেই উৎপন্ন হইয়াছে, উক্ত ভাবনার নিবৃত্তি হইলে উক্ত অনর্থ উপশমিত হইয়া যায়, আর কিছুই থাকে না। ভাবনাসত্ত্বে তত্ত্ববিদেরও ইহা দুরপনেয় অর্থাৎ তত্ক্ষণ তাঁহার অহন্তাবনা নিবৃত্ত হইবে না, তাবৎ তাঁহার নিকটেও ইহা স্থির থাকিবে। এই ত্রৈলোক্য তৃণের ন্যায় অসার জানিয়া তত্ত্ববিৎ হইয়া অনায়াসে দূর করিতে পারেন তাঁহার নিকটে ইহা সুসাধ্য, তথাপি ভাবনাসত্ত্বে ইহা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। তবে ভাবনা-ত্যাগ যে আপনিই হইবে তাহা নহে, ভাবনাত্যাগে পুরুষকার প্রয়োজন পুরুষপ্রযত্ন ব্যতীত ইহা কিছুতেই কুত্রাপি ঘটিতে পারে না। ভাবনাত্যাগ করিয়া এই সংসাররূপ অনর্থ দূরীভূত করিতে পারিলে সর্ব্বব্যাপিনী উক্ত চিত্তি নির্ব্বিকল্প অদ্বয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ফলতঃ উক্ত চিত্তিই নিখিল তেজঃপদার্থের প্রকাশকারিণী নির্ম্মল একমাত্র বস্তু, দ্বিতীয় আর নাই। নিত্যা নির্ম্মলা উক্ত চিত্তিই সর্ব্ববস্তুর প্রকাশ করিতেছেন। উনি নিত্য-উদিত, নির্ম্মলস্ব, নিরঞ্জন, উহাতে কোন প্রকার বিকার নাই। ঐ চিত্তি ঘট, পট, গর্ত্ত, কুড্য, শকট, সুর, অসুর, বানর, নাগ, খর, সাগর, নিখিল স্থানেই বিদ্যমান। ১১—১৮। ঐ চিত্তি সর্ব্বত্র সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিত, কুত্রাপি স্পন্দিত হইতেছেন না। নিখিল দ্রব্যের প্রকাশন ব্যতীত যেমন দীপের অন্য কোন কার্য্য নাই, উক্ত চিত্তিরও তদ্রূপ প্রকাশকারিতা ব্যতীত আর কোন ক্রিয়াই নাই। চিত্তি এইরূপ স্বভাবসম্পন্না হইলেও পূর্ব্বোক্ত দেহাদিভাবে মলিনা হইয়া বিকল্পময়ী হন তখন তিনি অজড় হইলেও জড় হন, সর্ব্বগামিনী হইলে অসর্ব্ব হন। ঐ চিৎ নির্ব্বিকল্প সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকিয়াই প্রাণময়লিঙ্গশরীরে প্রতিবিম্বিত হইয়া সূক্ষ্ম কোশের তন্তুর গুটিভাবপ্রাপ্তির ন্যায়, স্বীয় সংবিৎকেই হস্ত-পদাদি রূপে বিস্তার করে। ১৯—২১। স্বপ্নাবস্থায় পুরুষের বাসনা-ময় চৈতন্য যেমন বাহিরে বোধ্যস্বরূপে ও অন্তরে বোধরূপে বিরাজমান হওয়ায় অসৎ ও সৎ উভয়াত্মক হয় সেইরূপ উক্ত চিত্তি জাগ্রদ্দশায় পুরুষের বাহিরে রূপাদি আকারে, অন্তরে মন আকারে বিদ্যমান থাকিয়া জ্ঞান অজ্ঞান উভয়াত্মক হইয়া থাকেন দুর্জ্জনসংসর্গে সাধু ব্যক্তি যেমন অসাধু হইয়া যায়, সেইরূপ ঐ অতি নির্ম্মলা চিৎই দেহাদি আকারে চেতিত হইয়া তদনুকূল চিন্তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন সুবর্ণ মলসংযোগে তাম্রভাব ধারণ করে, এবং মল পরিষ্কার করা হইলে আবার স্বর্ণ-ভাবেই প্রাপ্ত হয়, এই চিত্তিকেও তদ্রূপ জানিবে। দর্পণ যেমন মার্জ্জিতমল হইলে বস্তুর প্রতিবিম্বধারণযোগ্য স্বচ্ছভাব ধারণ করে তদ্রূপ উক্ত চিত্তিও অজ্ঞানবশতঃ জড়জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ববোধবশতঃ আবার স্বীয় কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন। ২২—২৫। এই চিত্তির অজ্ঞান-অনুভব হওয়াতেই এই সংসার উপস্থিত হয়, এই চিত্তির স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে এই সংসার অসৎ হইয়া পলায়ন করে। এই চিত্তি যখন আপনার চিদ্ভাবের অন্ত অসৎ অহন্তাব প্রাপ্ত হন, তখন অবিনশ্বর নিত্য হইলেও যেন বিনাশ প্রাপ্ত হন বলিয়া বোধ হয়। বৃক্ষের ফল যেমন বৃন্ত-প্রচ্যুতিকারক অসমাত্র স্পন্দেই উচ্চ পর্ব্বততট হইতে অধঃপতিত হয়, সূক্ষ্ম চিৎ পদার্থ হইতে এই যে বিশাল জীবভাব, ইহাও তদ্রূপ জানিবে। ফলতঃ এই বাহ্য রূপরসাদির সত্তা একমাত্র ঐ নির্ম্মলা চিৎ, এই যে অধ্যস্ত ভেদাভেদ, ইহাও অজ্ঞানসম্ভূত, জ্ঞানবলে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্তইন্দ্রিয়প্রভৃতিতে চিত্ত সাক্ষীর যে বোধ, তাহা উক্ত চিত্তির সত্তামাত্রেই হইয়া থাকে। এবং উহার যে কার্য্যব্যবহার, তাহাও উক্ত চিত্তির আলোকসত্তা-সম্ভূত। ২৬—৩০। উক্ত চিত্তির সন্নিধানচালিত ব্যানবায়ু হইতে নয়নতারার যে স্পন্দ, সেই স্পন্দগত যে দীপ্তি, তাহাই তৈজস ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু। ঐ দীপ্তি বা তৈজস ইন্দ্রিয় বহির্নীয়-মান অন্তঃকরণব্যাপ্ত ঘটপটাদিতে তদাকারাকারিত নীলপীতাদি ঘটাদির বোধ সত্তানুভব, ইহাও ঐ পরমা চিৎ। ত্বক্ ও বায়ু ইহা জড় তুচ্ছ অর্থাৎ স্বতঃ স্ফূর্ত্তিশূন্য, অতএব এতদুভয়ের সংযোগ-রূপ যে স্পর্শ তাহাও উক্ত চিৎসত্তাসম্ভূত। গন্ধতন্মাত্রের সহিত ঘ্রাণপবনের যে সম্বন্ধ, যাহাকে গন্ধজ্ঞানবলে, ঐ গন্ধজ্ঞানও গন্ধা-কারাকারিত চিত্তবৃত্তির নিমিত্ত বলিয়া গন্ধসংবিৎ নামে অভি-হিত। যখন উক্ত জ্ঞান অন্তঃকরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন উহাকে পরমা চিৎ বলিয়া জানিবে। এইরূপ শব্দতন্মাত্রের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়বায়ুর যে স্পর্শ, উহাকে শব্দসংবিৎ কহে, অন্তঃকরণবৃত্তিবিরহিত যে ঐ সংবিৎ, তাহা সুষুপ্তিসদৃশ—তাহাই পরমা চিৎ বলিয়া অভিহিত হয়। ৩১—৩৪। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্ত যে সঙ্কল্প বাহা চিত্তের কাঁপুখ্য মনন-নামে অভি-হিত, ঐ মনোবৃত্তির সাক্ষী সংবিৎ, তাহাকে নির্ম্মল আত্মচৈতন্য বলিয়া জানিবে। প্রকাশাত্মিকা ঐ নিত্যা চিৎ আপনাতে অবস্থান করত স্ফটিকশিলা যেমন আপনাতে বনশ্র্যাদি প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেইরূপ আপনার অন্তরে এই জগদ্ভাব ধারণ করিতে-ছেন। অদ্বিতীয়া চিত্তি নির্ব্বিকারভাবে এই এই জগদ্ভাব ধারণ করিলেও কদাচ অস্তমিত, উদিত, স্পন্দিত বা বর্দ্ধিত হইতে-ছেন না। সঙ্কল্পবলে ঐ চিত্তি জীবভাব ধারণ করিলেও নিঃসঙ্কল্প-ভাবে আপনাতে অবস্থানপূর্ব্বক এই জড় জগৎকে অজড় বাস্তব-ভাবে ভাবনা করত স্বস্বরূপেই অবস্থিত আছেন * জীব এই চিত্তির রথ, জীবের রথ অহঙ্কৃতি, অহঙ্কারের রথ বুদ্ধি, বুদ্ধির রথ মন, মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রথ ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়গণের রথ দেহ এবং দেহের রথ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ, কথিত এই রথপরম্পরার কার্য্য স্পন্দনক্রিয়া। জরামৃত্যুময় দেহরূপ পিঞ্জরের মধ্যবর্ত্তী এই যে জীবদিগের দোলাচক্র, ইহা মূলকারণ ঈশ্বরের মায়িক ঐশ্বর্য্য সম্ভূত। ৩৫—৪১। কারণ এই সমস্ত প্রপঞ্চ প্রতিভাসবশতঃ

---

* প্রথমে সত্তা থাকিলেই অভাব হয়, যাহাতে কোন বস্তুর সত্তা একেবারেই নাই, তাহাতে নাই নাই কথা বলাও অসঙ্গত ইতি অংপর্য্যার্থ।

আত্মাতে অসৎ স্বপ্নের স্থায় বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সত্যতা নাই, মরীচিকাসলিলের স্থায় অলীক। হে মুনীবর! কথিত রথপরম্পরার মধ্যে যে প্রাণরথের কথা বলিয়াছি, পণ্ডিতগণ ঐ প্রাণরথকে কল্পনার রথও বলিয়া থাকেন, কারণ প্রাণবায়ু যথায় প্রবহমাণ হয়, মানসকল্পনাও তথায় অবস্থান করে। যথায় আলোকসম্পদ্, রূপও সেইখানে। বলবান্ প্রাণবায়ু যথায় অবস্থিতি করে, সেই স্থানেই পরিস্পন্দিত বা বিচলিত হইতে থাকে। যে বনে বাত্যা প্রবাহিত হয়, সেই বনই ঘূর্ণমান বা বিকম্পমান হয়। মন আকাশে লীন হইলে প্রাণবায়ুর স্পন্দন থাকে না। যেমন তেজ না থাকিলে রূপ থাকে না, সেইরূপ প্রাণবায়ু প্রশমিত হইলে অন্তরে মনের কণামাত্রও থাকে না। ৪২—৪৬। বাত্যা থামিয়া গেলে আর ধূলি উড্ডীন হয় না। ফলতঃ প্রাণবায়ু যথায় অবস্থান করিবে, মনও তথায় অবস্থান করিবে (ইহাতে আর সন্দেহ নাই)। রথ যে যে স্থানে যাইবে, সারথিকেও সেই সেই স্থানে গমন করিতে হইবে। প্রাণবায়ু দ্বারা চালিত হইলে চিত্ত ক্ষেপণীযন্ত্রনির্ম্মুক্ত পাষাণের স্থায়, ক্ষণকালমধ্যেই দেশান্তরে যাইতে পারে, অন্যথা প্রাণবায়ুর নিরোধে মনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেখানে কুসুম, সেইখানেই সৌরভ, যেখানে বহ্নি, সেখানেই উষ্ণতা, যেখানে চন্দ্র, সেখানেই তাহার কিরণ বা কান্তি, যেখানে প্রাণবায়ু, সেইখানেই মন। বায়ুস্পন্দনবশতঃই চাক্ষুষাদি জ্ঞান হইয়া থাকে, উক্ত বায়ু নিখিল অঙ্গে অন্নরস প্রবেশ করাইবার জন্য নিখিল নাড়ী স্পর্শ করিয়া থাকে। ৪৭—৫০। চিত্তমনোঘটিত লিঙ্গশরীরাত্মক প্রাণকোটরে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবে দ্বিগুণিত হওয়ায় চিতির যে স্ফারভাব, ইহা ঐ প্রাণবায়ুর কার্য্যভিন্ন আর কিরূপে হইতে পারে? আকাশের স্থায় স্বচ্ছ এই সংবিৎ (চিৎ) জড় অজড় সকল পদার্থেই বিদ্যমান। যখন প্রাণমারুতের স্পন্দে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া সঞ্চালিত হয়, তখনই ইহা অনুভবগোচর হইয়া থাকে। ঐ চিতি জড়পদার্থেও সত্তামাত্র স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। ঐ চিৎ জড়দেহে প্রাণবায়ু দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া অধ্যস্ত চিতির সহিত অভিন্ন হইয়া অনুভব করিয়া থাকেন। জীবদ্দশায় (প্রাণসত্ত্বে) যে দেহ, বিবিধ উল্লাসে চেষ্টিত হয়, সেই দেহই প্রাণবায়ুর অভাবে মননশূন্য ও নিশ্চল হইয়া যায়। হে মুনে! পরমা চিৎ নিজ পুর্য্যষ্টকেই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। দর্পণেই প্রতিবিম্ব দেখা যায়, পাষাণাদি পদার্থে (কদাচ) দেখা যায় না। হে ধ্রুব! তুমি নিখিল কার্য্যের একমাত্র কারণ মনকেই পুর্য্যষ্টক বলিয়া জানিও, ভিন্ন আচার্য্যগণ আপন আপন কল্পনা অনুসারে শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্যেই ঐ পুর্য্যষ্টককে ভিন্ন ভিন্ন—নানা প্রকারে কল্পিত করিয়াছেন। সঙ্কল্পময় এই দৃশ্যজাল যাহা হইতে উদিত এবং যাহাতে অবস্থিত হইয়া অনুভূত হইতেছে এবং যাহা হইতে মনই দেহাকারে ভ্রমিত হইতেছে, তুমি এই বিশ্বকে সেই পরম বস্তু বলিয়া জানিবে। ৫১—৫৬।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনে! এই পরমা চিৎ নিখিল জীবের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে কার্য্যকারিণী হয় এবং কিরূপে স্পন্দযুক্তা হইয়া (অনুকূল দেহাদি স্পন্দবতী হইয়া) (আত্মা, ভোক্তা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই চিতির এক শক্তি আছে, সেই শক্তি (অনাদিমায়ারূপিণী আবরণ) আপনার আবরণশক্তি দ্বারা নিজের আশ্রয় ব্রহ্মকে যেন নিহত করিয়া অর্থাৎ নাই, প্রতীত হইতেছেন না ইত্যাদি প্রকার প্রতীয়মান করিয়া চিরসঞ্চিত বিপুল বিচিত্র বিবিধ কামনা বাসনাময় মানসচেষ্টা ও বিহিত নিষিদ্ধ কায়িক বাচিক কর্ম্মজাল দ্বারা মনোভাবে পরিণত হইয়া চিৎসত্তা হইতে আগত হইলেও জড়বৎ হইয়া পড়েন। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে ব্যবহারদশায় উপনীত ঐ ব্রহ্মশক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারা দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে প্রকটিত হইতে থাকেন। হে মুনে! পরমা চিৎ এই মায়াশক্তির প্রসাদেই কলঙ্কিনী হইয়া এই জগৎরূপ গন্ধর্ব্বনগর নির্ম্মাণ করিতেছে, অথচ কিছুই করিতেছে না। এই যে জড়দেহ, ইহা চিত্ত বুদ্ধি প্রভৃতির অবিদ্যমানে কাষ্ঠকুড্যাদিবৎ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে এবং তাহাদের বিদ্যমানে ইহা আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডের স্থায় স্ফুরিত (স্পন্দিত) হইতে থাকে। ১—৫। যেমন অতিজড় লৌহ অয়স্কান্তমণির (চুম্বকপাথরের) নিকটে স্ফুরিত হয় (অর্থাৎ তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চেতনের স্থায় তাহার নিকট গমন করে), সেইরূপ এই জীব সর্ব্বগামী পরব্রহ্মের সন্নিধানবশতই স্ফুরিত (স্পন্দবান্) হইতেছে। সর্ব্বব্যাপিনী এই চিতিশক্তিবলেই এই জীবনিচয় স্ফূর্ত্তি (বিকাশ) লাভ করিতেছে, অর্থাৎ এই জীবনিচয় চিতিরই প্রতিবিম্ব, যদি বল, ভৌতিক দ্রব্যস্বভাব জীব অদ্রব্যস্বভাব চিৎস্বরূপের কিরূপে প্রতিবিম্ব হয়, তাহাতে বলি, কেবল দ্রব্যেরই যে প্রতিবিম্ব পড়ে এমন নহে, দর্পণে ঠিক গুণাদির প্রতিবিম্বও লক্ষিত হইয়া থাকে, এস্থলেও তাহাই জানিবে। ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব হইলেও এই জীব, নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে। যেমন সৎ ব্রাহ্মণ মোহ—কুকর্ম্মাদিনিবন্ধন নিজস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া শূদ্রভাব প্রাপ্ত হয়। ঐ চিতি নিজস্বরূপ ভুলিয়া যাওয়াতেই চিত্তভাবে আপতিত হইয়াছে। এমন দেখাও গিয়া থাকে যে, মহৎলোকেও মোহবশতঃ বিকলদশাগ্রস্ত হইয়া দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন। যেমন তরঙ্গমালা দ্বারা বারি সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ এই চিতি প্রাণবায়ুর সমান ও অবশ হইয়া এই দেহকে সঞ্চালিত করিতেছে। যেমন প্রবল বায়ুবেগে পাষাণখণ্ড চালিত হয়, সেইরূপ যন্ত্রসকল মননশক্তিমান্ জীব ক্রিয়াস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া চালিত করিতেছে। হে ব্রহ্মন্! পরমাত্মা শরীরশকটকে চালিত করিবার জন্য মন ও প্রাণ এই দুইটী দৃঢ় বাহনের সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬—১২। ঐ চিৎ জড়রূপ অঙ্গীকার করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রাণরূপ ঘোটকে যোজিত মনোরূপ রথে আরূঢ় হইয়া বস্তুতঃ নিজ পদত্যাগ না করিলেও কোথাও জাতপদার্থ হইয়া, কোথাও নষ্টপদার্থ হইয়া, কোথাও বহু পদার্থ হইয়া, কোথাও এক পদার্থ হইয়া, স্বতন্ত্র একটী পদার্থ হইয়া পড়িতেছেন। ফলতঃ তরঙ্গ যেমন জল হইতে অপৃথক্, তদ্রূপ এই চিতিও এই জগৎ হইতে ভিন্ন নহেন। মনো-

বুদ্ধিতে প্রতিফলিত আত্মচৈতন্য আশ্রয় করিয়াই জীবজগৎ স্ফুরিত হইতেছে। এই যে দৃশ্যবস্তুগামিনী রূপসম্পৎপ্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা কেবল আলোক আশ্রয় করিয়াই, কারণ আলোক ব্যতীত কদাচ রূপ প্রকাশ হয় না। যেমন দীপ থাকিলে গৃহ আলোকিত হয়, সেইরূপ নিরাময় পরমাত্মচৈতন্য বিদ্যমান আছেন বলিয়াই জীব জীবিত রহিয়াছে। যেমন একমাত্র জল হইতেই তরঙ্গ এবং তরঙ্গ হইতেই ফেনরাজি উৎপন্ন হইতেছে, তদ্রূপ আধিব্যাধি প্রভৃতি দুঃখরাশি এই জীব হইতেই উৎপন্ন হইয়া পল্লবিত হইতেছে। শরীরকমলের ষট্‌পদস্বরূপ জীব আধিব্যাধি দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া তরঙ্গভাবাপন্ন বায়ুতাড়িত সলিলের ন্যায় দৈন্য-দুঃখে বিশীর্ণ হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন আপনি * মেঘমণ্ডল প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা তিরোহিত হইয়া পড়েন, সেইরূপ চিৎশক্তি নিখিল শক্তির আধার বলিয়া "আমি চিৎ নহি" ইত্যাকার ভাবনায় এই দেহমধ্যে অবশ (বিহ্বল মোহগ্রস্ত) হইয়া পড়েন। উৎকট মদিরামদে মত্ত ব্যক্তি যেমন মোহবশতঃ তৎকালে নিজ অঙ্গচ্ছেদ হইলেও তাহা অনুভব করিতে পারে না সেইরূপ চিতি উক্তরূপ বিবশতাপন্ন হইয়া মোহবশতঃ আত্মসংবিদের অনুভব করিতে সমর্থ হন না। মদিরামত্ত ব্যক্তি মত্ততার অপগমে যেমন মত্ততাবস্থায় কৃতকার্য্যের স্মরণ করিতে পারে, তদ্রূপ উক্ত চিতি যখন স্বীয় চিৎস্বরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হন, তখনই মোহ হইতে বিচ্যুত হন (মোহ বিনষ্ট হইলেই নির্ব্বিঘ্নে স্বস্বরূপ অনুভব করিতে থাকেন)। ১৩—২২। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গলিত (ব্রণিত) অঙ্গুল্যাদির যেমন স্পন্দনপ্রবৃত্তি থাকে না (অসামর্থ্যবশতঃ) সেইরূপ যখন সর্ব্বাঙ্গব্যাপী জীব চৈতন্যবিলুপ্ত হওয়ায় প্রাণবায়ুর স্পন্দশক্তি হস্তপদাদি অবয়বের অনুসরণ করে না অর্থাৎ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গলিত হস্তপদাদির ন্যায় যখন অল্পে অল্পে অপহৃত চৈতন্য জীবের হস্তপদাদি নিস্পন্দ হয়, তখন সংবিৎ, স্পন্দবিহীন দেহমধ্যে হৃদয়মধ্যবর্ত্তী কমলদল যন্ত্রকার্য্যে অব্যবহৃত একপার্শ্বে অবস্থিত কাষ্ঠপাত্রের ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করে। কমলদল নিস্পন্দ হইলে তালবৃন্ত নিস্পন্দ (অবীজিত) হইলে বাহ্যপবনের ন্যায় ঐ অন্তঃস্থ প্রাণবায়ুসকলও প্রশান্ত হইয়া যায়। প্রাণবায়ু প্রশান্ত হইয়া অন্তঃস্পর্শী হইলে জীব আকাশমারুতের প্রশান্তিতে ধূলিপটলের ন্যায় প্রশান্ত হইয়া রূপ-উপাধির লয়হেতু পূর্ণ ও নামোপাধির লয়হেতু মূক অর্থাৎ কারণাত্মা হইয়া বিরাজ করেন। হে মুনে। তৎকালে তদীয় মনও রজোগুণবিহীন ও নিরাধার হইয়া সেই প্রাণবায়ুর সহিত কারণ-আত্মপদ লাভ করিয়া অবশেষ হয় এবং বৃক্ষবীজের ন্যায় পুনরায় দেহাবির্ভাববিষয়ে উন্মুখ হইতে থাকে। এইরূপে বিকলদশাগ্রস্ত নিখিল কারণের সহিত পুর্য্যষ্টক প্রশান্ত হইয়া গেলে, দেহ নিশ্চল হইয়া পতিত হয়। স্বস্বরূপের অজ্ঞানরূপ মোহবশতঃ চিত্তের যে চেত্যাকারে অনুভব—তাহাতেই বাসনাসমূহ স্পন্দিত হইয়া থাকে। ঐ বাসনা দ্বারা চালিত হইয়াই চিৎ অন্তরে স্বস্বরূপের বিস্মৃতিপূর্ব্বক অলীকভাব স্মরণ করিতে থাকে। ক্রমে হৃদয়কমলদলের স্ফুরণে সমুদয় পুর্য্যষ্টক পরিস্ফুট হইয়া উঠে, ঐ হৃদয়কমলযন্ত্রকে নিশ্চল করিতে পারিলে পুর্য্যষ্টক বিনষ্ট হইয়া যায়। হে দ্বিজ। যাবৎকাল দেহমধ্যে পুর্য্যষ্টক অবস্থান করে, তাবৎকাল দেহ জীবিত থাকে, পুর্য্যষ্টকের অবসানেই দেহকে মৃত বলা হয়। ২৬—৩১।* পরস্পরবিরোধী বাত, পিত্ত, কফ নামক ও রাগদ্বেষাদি নামক মলরাশির প্রকোপে এবং শস্ত্রাদি কৃত দেহের ছেদ বা ভঙ্গাদিহেতুক হৃৎপদ্মযন্ত্র যখন অভ্যন্তরে স্ফুরিত হয় না তখন পুর্য্যষ্টক, বাতযন্ত্র-নিরোধে বাতপুঞ্জের ন্যায় আস্তে আস্তে গগনে মিশিয়া যায়। নিজ সঙ্কল্পবশতই জীব মরণাদি দুঃখনিচয় ভোগ করিতেছে ও শরীরস্থ পদ্মযন্ত্র অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা নির্ম্মলা বাসনাই বিরাজ করে, সেই জীবগণ স্থির ও একরূপ হইয়া চিরজীবী ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ৩২—৩৫। হৃৎপদ্মযন্ত্র নিরুদ্ধ হইলে এবং প্রাণবায়ু শান্তিপ্রাপ্ত হইলে এই দেহ অধীরভাবে ভূতলে পতিত হইয়া কাষ্ঠপাষাণের ন্যায় অবস্থান করে। হে মুনে। এই পুর্য্যষ্টক যে সময়ে আকাশবায়ুতে বিলীন হন, মনও সেইকালেই আকাশে বিলীন হইয়া থাকে। মন সুচিরকাল ভোগ্যশরীরভাবে অভ্যস্ত থাকিয়া বাসনাখচিত থাকায় যেখানে যেখানে বিলীন বা ভ্রান্ত হউক না কেন, সেই সেইস্থানেই নিজ কর্ম্মফলে স্বর্গনরকাদি দেখিয়া থাকে। যেমন গৃহস্থ দূরে গেলে গৃহ শূন্য পড়িয়া থাকে, সেইরূপ মনও প্রাণবায়ু চলিয়া গেলে শরীরশূন্য শবরূপে পরিণত হয়। সর্ব্বগামিনী ব্রহ্মচিৎই চেত্যভাব হইতে চেতনভাব, চেতনভাব হইতে জীবভাব, জীবভাব হইতে মনোভাব, মনোভাব হইতে পুর্য্যষ্টকাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আতিবাহিক দেহধারিণী হন। পরে সূক্ষ্মভূতের সমষ্টিরূপ ঐ আতিবাহিক দেহ চিত্তকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করত স্বপ্নভ্রমের ন্যায় ভাবনাবলে স্থূল দেহ নিরীক্ষণ করেন। ক্রমে ভাবনা দৃঢ়ীভূত হইলে, ভাবিত ঐ স্থূলে তাত্ত্বিকবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতেই আসক্ত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে আতিবাহিকভাব বিস্মৃত হইয়া যান। এইরূপ অসত্যভূত এই স্থূলশরীরে কৃত্রিমভাবনাবলে সত্যবুদ্ধি স্থাপন করত অসত্যকে সত্য ও সত্যকে অসত্য করিয়া তুলেন। ৩৬—৪৩। সর্ব্বগামিনী ঐ চিৎ একাংশমাত্রে অর্থাৎ আপনার অংশ কল্পনা করিয়া তাহার একাংশে জীব হইয়া মন হন এবং মন হইয়া পুর্য্যষ্টকরথে আরোহণপূর্ব্বক জগৎ আক্রমণ করেন। যখন এই চিৎ সূক্ষ্মাত্মক প্রাণময় পুর্য্যষ্টকরূপ দেহ উত্থাপিত করেন, তখন লোকে উহাকে জীবিত বলিয়া ব্যবহার করে। ফলতঃ তাঁহার সে জীবিতভাব, শবের অভ্যন্তরে বেতালের প্রবেশহেতু স্পন্দিতশবের জীবিতভাবশঙ্কার তুল্য। উক্ত পুর্য্যষ্টকের অবসানে চিত্ত যখন গগনে বিলীন হয়, তখন দেহ কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ অচেতন হইয়া পড়ে, সেই অবস্থায় দেহকে মৃত বলা হয়। যেমন নবীন বৃক্ষপর্ণ কালক্রমে জীর্ণ হয় সেইরূপ জীবভাবাপন্ন ঐ চিৎ অজ্ঞানস্বভাববশতঃ আপনার অজর অমর ব্রহ্মরূপ ভুলিয়া গিয়া কালক্রমে বিবশ হইয়া জীর্ণ-দেহগত অসামর্থ্য প্রাপ্ত হন। পরে হৃৎপদ্মযন্ত্র যখন জীবগত স্মৃতিশক্তিবিহীন হইয়া নিশ্চল হয়, প্রাণবায়ু যখন নিরুদ্ধ হয়, হে মুনে! তখনই মানবকে মৃত বলা হয়। যেমন বৃক্ষের পত্র যথাকালে জন্মাইয়া বিশীর্ণ হইয়া বৃক্ষচ্যুত হয়, মানবগণের শরীরও তদ্রূপ জাত হইয়া আবার কালক্রমে বিশীর্ণ হইতেছে। যেমন বৃক্ষের পত্র তদ্রূপ দেহীদিগের দেহ জাত ও মৃত হইতেছে, (জন্মমৃত্যুই ইহার স্বভাব) তখন ইহার জন্য আর শোক বা দুঃখ কি? ৪৪—৫০। চিৎসাগরের মধ্যে এই দেহরূপ বুদ্‌বুদ্‌পঙ্‌ক্তি যে কত দিকে কত উত্থিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই; তত্ত্ববিদ্‌গণ এই বুদ্‌বুদের

* আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ ইতি প্রমাণ

প্রতি আস্থাই করেন না। কথিত ব্রহ্মচিৎ সর্ব্বগামিনী হইলেও এই চিত্তদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, দর্পণব্যতীত আর কোন পদার্থ ই অভ্যন্তরে বস্তু-প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে না। এই পরিপূর্ণ নির্ম্মল চিদাকাশে প্রাক্তন শুভাশুভকর্ম্মের পরিণতিরূপ সুখদুঃখফলভোগাদিরূপ কোলাহলে মুখরভাবাপন্ন (আকুল সম্ভ্রমময় বিচিত্র) চিৎ-অচিৎ জীবজগৎ কল্পনাপুঞ্জ আপাতরমণীয় বিবিধ আকারে জন্ম-মরণাদিক্রমে আত্মাকে বিক্ষুব্ধ ও তাপিত করিবার নিমিত্তই স্ফুরিত হইতেছে। ৫১—৫৩।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে চন্দ্রশেখর। মহাত্মা চৈতন্য-তত্ত্ব—যিনি অনন্ত অর্থাৎ দিক্‌কালাদিরূপে অপরিচ্ছিন্ন এবং এক-রূপ অর্থাৎ যাঁহার সজাতীয় বিজাতীয় বা স্বগত কোন ভেদ নাই, সেই চৈতন্যরূপী আত্মতত্ত্বে দ্বৈতভাব কেমনে আসিল ? অর্থাৎ এ দ্বৈতজগদ্ভাব আপনা হইতে তাঁহাতে উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ তিনি বিকারশূন্য ও নিরবয়ব, অপরের সাহায্যেও উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেহ নাই। যদি বলেন, কারণ ব্যতিরেকেই এই দ্বৈতভাব উপস্থিত হইয়াছে ? তাহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই,—হে মহাদেব। এই আত্মচৈতন্য নিষ্কারণ অনন্তকোটিবন্ধনে আবৃত (পরিব্যাপ্ত) হইয়া তদ্রূপেই চিরগ্রথিত হইয়া পড়েন, তদবধি আর তাঁহার সে বন্ধন-বিচ্ছেদ সম্ভাবিত থাকে না, সুতরাং দুঃখ দূর করিতেও পারেন না। কারণ যাহা বিনাকারণে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার একটার উচ্ছেদ করিতে আর একটা উপস্থিত হইবেই হইবে, তদ্ভিন্ন অপর নূতনবন্ধনও উৎপন্ন হইতে পারে, যেহেতু তাঁহার কোন কারণের আবশ্যক হইতেছে না। ঈশ্বর উত্তর করিতে লাগিলেন,—"সেই ব্রহ্ম কেবল ব্যবহারদৃষ্টিতে সর্ব্বশক্তিমান্, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি একমাত্র সৎ—এই প্রকার দৃষ্টিদ্বয় যখন ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাতে (পারমার্থিক দৃষ্টিতে) দ্বিত্ব-একত্বরূপ কল্পিত অংশ লইয়া আপত্তি করা—অমূলক ; কারণ দ্বিত্ব যদি থাকে ত একত্ব হইতে পারে, আবার একত্ব থাকিলে দ্বিত্ব হইতে পারে। কারণ একত্ব দ্বিত্বের ব্যাবর্ত্তক—দ্বিত্বের বারণার্থ ই একত্ব। দ্বিত্ব যখন একেবারেই অপ্রসিদ্ধ, তখন আবার অপ্রসিদ্ধ-বারণের জন্য একত্ব কল্পনা করা কেন ? ফলতঃ চিদ্রূপ ব্রহ্মে ব্যাবহারিক দ্বিত্ব-বারণার্থ ই একত্বও কল্পিত . একারণ তাঁহাতে একত্ব দ্বিত্ব উভয়ই অসৎ; অতএব তাঁহাতে একত্বও যখন অসিদ্ধ হইল, তখন একত্ব দ্বিত্ব উভয়েরই অভাব সিদ্ধ হইয়া গেল , কারণ, এক না হইলে দ্বিতীয় হইতে পারে না এবং দ্বিতীয় না হইলেও এক হইতে পারে না। ১—৫। যদি উপদেশাদি ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ব্যাবহারিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টিকে এক করিয়া সত্তার দ্বৈবিধ্য কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও পরমার্থ সত্যপদার্থে ব্যাবহারিক সত্তায় দ্বৈতজগদ্ভাবের কিছুই বিরোধ হয় না, কারণ,—যেমন একই বীজ অঙ্কুর-পত্রবৃক্ষফলাদিরূপে বিকৃত হইলে যেমন তাহাতে নানাত্বকল্পনা করা হয়, অর্থাৎ অঙ্কুরদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ব্যবহার করা হয়, ফলে তৎসমুদয় সেই একমাত্র বীজেরই রূপান্তর , এস্থলেও সেইরূপ কার্য্যকারণের এক সারতানিবন্ধন একরূপতা সিদ্ধ হইতে পারে, জগৎকার্য্য, ব্রহ্ম উপাদান কারণ—এইরূপ বলিলেও তোমার সন্দেহের ভঞ্জন করা যাইতে পারে। আর যদি সমস্ত বিকারের পরমার্থসত্তাব্যতিরেকে ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে ত এই দ্বৈত, চিত্তেরই বিকল্প হইয়া পড়ায়; তাহাতেও কোন বিরোধ দেখি না, ঐচিৎস্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ংই চেত্যবিকল্পে চেত্যময় হইয়া স্ফুরিত হন , সুতরাং পরমার্থ-চিৎই ঐ বিকারভূত চেত্যাদির সার , অতএব উহা (চেত্য) চিৎস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। উক্ত চিৎস্বরূপের বিকল্প এই বিকারাদি উক্ত চিৎ হইতে আবির্ভূত হইয়াই ব্যাবহারিক বস্তুসমূহে বিবিধ কার্য্যকারণাদিভাবে উপ-যোগিতা লাভ করিতেছে। ব্রহ্মসত্তায় ব্যাবহারিক জগতের সত্তা স্বীকার করিলে, জলতরঙ্গ শৈলোপরি সলিলতরঙ্গ, শশশৃঙ্গ ও শশ-হইতে উৎপন্ন ব্রীহি যবাদি অঙ্কুর সমস্তই একরূপ, এতৎসমস্তই ব্রহ্ম সত্য হইতে পারে, নতুবা এ সমস্তই একপ্রকার অলীকমাত্র , সুতরাং শশশৃঙ্গ অলীক ও শৈল জলতরঙ্গ সত্য ইত্যাদি প্রকার বিকল্পে যে অবান্তর বৈলক্ষণ্য , তাহা মূঢ়কল্পিত, তাহার সন্দেহ নাই। (নিজসত্তা যখন কাহারই নাই, ব্রহ্ম সত্তাতেই যখন সত্ত্বকল্পনা করা হইতেছে, ইহা সত্য, ইহা মিথ্যা এইরূপে কল্পনা কেন ? ব্রহ্মসত্তায় শশশৃঙ্গও সত্য হইতে পারে)। ফলতঃ এই জগতে পদার্থসমূহের অজ্ঞানজনিত পরস্পর যে ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা তত্ত্বসাক্ষাৎকারে (আসল বস্তু জানিতে পারিলে) এক হইয়া যাইবে , এবিষয়ে আর বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন কি ? ফলতঃ হে দ্বিজ। যাবৎ অজ্ঞান না দূরীভূত হয়, তাবৎ সহস্র যুক্তি দিলেও প্রত্যক্ষ ভ্রান্তিসিদ্ধ এই জগদাত পদার্থ কিছুতেই যাইবে না। এক্ষণে সার কথা এই যে, তরঙ্গ বিন্দু, বুদ্‌বুদাদি যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিতাও ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। পুষ্প, পল্লব, পত্র প্রভৃতি যেমন লতা হইতে ভিন্ন নহে। দ্বিত্ব, একত্ব জগত্ব প্রভৃতি এবং তুমিত্ব আমিত্ব প্রভৃতিও তদ্রূপ চিৎস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। ৬—১২। এই যে চিতির দেশকালাদিরূপে ভেদ করা হইয়াছে, উক্তভেদ—চিৎই, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে , অতএব "দ্বৈত কিরূপে আসিল" এই প্রশ্নে যে তুমি চিদ্ভিন্ন দ্বৈতের আশঙ্কা করিয়াছ, তাহা ভ্রান্তি , অতএব তোমার এইরূপ প্রশ্নই উচিত হয় নাই। এই যে দেশ, কাল, ক্রিয়া, সত্তা, নিয়তি প্রভৃতি শক্তি—এ সমস্তই চিদাত্মক, কারণ চিতির সত্তাতেই ইহাদের সত্তা। যেমন একই সলিলতরঙ্গ, ঊর্ম্মি, বীচি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ, একমাত্র চিত্তত্ত্বই চিৎ, ব্রহ্ম, চিত্ত, চেত্য, অহং ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই চিদ্বিলাসরূপ মহাসাগরে তরঙ্গের সম্ভাবনা না থাকিলেও যে তরঙ্গিতভাব অর্থাৎ যেন তরঙ্গিতভাবে বিবর্ত্তিত হন তাহাকেই চেত্যসম্বন্ধ (বা চেত্য) বলা হয়। এই পরম চিত্তত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণ কেহ শূন্য, কেহ পরমাত্মা, কেহ ব্রহ্ম, কেহ ঈশ্বর ও কেহ শিব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। এই অহং নামে যাহা অভিহিত হইতেছে, এই অহংই পরমাত্মা, পরমাত্মা এইরূপে নামরূপের অতীত হইলে তাহা অবাঙ্মনস-গোচর হইয়া থাকে (তাদৃশ রূপ অনির্ব্বচনীয়)। ১৩—১৮। এই যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা উক্ত চিদ্রূপিণী লতারই ফল-পুষ্পাদি , উক্ত চিতি হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু ইহা চিন্ময়। যদি

তুমি তত্ত্ববিবেকের আশয়ে এই মিথ্যা জীব জগদ্ভাববিষয়ক প্রশ্ন করিয়া থাক ও শ্রবণ কর। উক্ত চিতি যখন মহতী অবিদ্যারূপ উপনেত্র (চসমা) ধারণ করে, তখন তিনি জীবনামে অভিহিত হইয়া দ্বিতীয় শশাঙ্কের ন্যায় অলীক বাহ্য জীবজগদ্‌ভাব সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ চিতি নিজেই স্বভাবতই "আমি অচিৎ ব্রহ্মভিন্ন" ইত্যাকার ভাবনা করিয়া বিকল্পময় ভিন্নভাব ধারণ করেন। উক্ত চিতি নিষ্কলঙ্করূপে অবস্থিত থাকিয়াও কল্পিত কলঙ্কিত আকারে সংসারনদীতে অবগাহন করিয়া ঔপাধিক সকলঙ্ক চেতনস্বরূপ এই সমস্ত প্রপঞ্চ অনুভব করিতেছেন। ঐ চিৎ নিজেই এই পুর্য্যষ্টকের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া জীবরূপতা প্রাপ্ত হন। ঐ জীব চিৎস্বরূপের প্রকাশেই চিন্ময় হইয়া জীবিত থাকেন। ক্রমে আতিবাহিকদেহধারী ঐ জীব "আমি পঞ্চভূতময় স্থূলদেহাত্মক" এইরূপ ভাবনা করিয়া তদাকার (পঞ্চভূতময়) একটী দ্রব্য হইয়া প্রাণিদিগের খাদ্যদ্রব্যের সহিত প্রাণিদিগের উদরগত হইয়া বীর্য্যরূপে পরিণত হয়। তাহার পরে এই জীব 'আমি প্রাণবান্ হইয়াছি" এইরূপ অনুভব করে। ১৯—২৫। ফলে অনুভবাত্মক ব্রহ্মই উক্ত অহংআদি ক্রমে পঞ্চভূতময় স্থূলদেহ অনুভব করত (ভ্রান্তিবশতঃ) চক্ষুরাদির দ্বারা স্থাবর জঙ্গম বাহ্য পদার্থের অনুভব করেন এবং নিজেও তত্তৎ অনুভববাসনায় তদাকার ধারণ করেন। সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ অবস্থিত চিৎ পুনঃ সঞ্চিত স্থূলভাববাসনার প্রাবল্যহেতু সূক্ষ্মভাবের দৃঢ় অভ্যাস ক্ষীণ হওয়ায় কাকতালীয়বৎ সহসা সূক্ষ্ম আকার পরিত্যাগ করেন, যেমন পুরুষ কল্পনাবলে স্বসম্মুখে উজ্জ্বল বেতালমূর্ত্তি উপস্থিত করে, উক্ত চিৎ এক হইলেও (অদ্বিতীয় হইলেও) দ্বিত্বসঙ্কল্পে দ্বৈতভাব উপস্থিত করেন। যেমন ' আমি কিছুই করিতেছিনা" এইরূপ সঙ্কল্পে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ আবার অদ্বৈতসঙ্কল্পে আত্মার দ্বৈতভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দ্বিত্বসঙ্কল্পে একেরই দ্বিত্ব হয়, অদ্বিত্ব সঙ্কল্পে অনেকেরও দ্বিত্ব (অনেকত্ব) নষ্ট হয়। অবিকার সর্ব্বদা সর্ব্বগামী পরমাত্মারূপ আত্মাতে দ্বিত্ব নাই। হে মুনে। সঙ্কল্পবলে যাহা রচিত হয়, অসঙ্কল্পেই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে, যেমন মনোরাজ্য ও গন্ধর্ব্বনগর। ২৬—৩২। সঙ্কল্প করিতেই ক্লেশ, সঙ্কল্প বিনাশে কোনই ক্লেশ নাই, সঙ্কল্প যক্ষ ও গন্ধর্ব্বনগরীর স্রষ্টা, ক্ষয়কর্ত্তা নহে। প্রবল সঙ্কল্পবলে যে এই দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা একমাত্র সঙ্কল্পের অভাবেই ক্ষয় হইতে পারে, সুতরাং ইহার জন্য আর কষ্ট কি? যৎসামান্য সঙ্কল্পেই মানব অগাধ দুঃখে নিমগ্ন হয়, যদি কিছুই সঙ্কল্প না করে, তাহা হইলে অক্ষয় সুখভোগ করে। তোমার চেতনা যতক্ষণ সঙ্কল্পভুজঙ্গমুক্ত না হয়, তাবৎকাল তুমি রমণীয় নন্দনকাননে বাস করিলেও প্রকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে না অতএব তুমি নিজ বিবেকমারুত দ্বারা সঙ্কল্পমেঘকে অপসারিত করিয়া শারদগগনের ন্যায় পরম নির্ম্মলভাব ধারণ কর। তুমি উন্মাদিনী সঙ্কল্পনদীকে মণিমন্ত্র দ্বারা বিশুষ্ক করিয়া ঐ সঙ্কল্পনদীতে ভাসমান আত্মাকে আকৃষ্ট করত অমনাঃ হইয়া অবস্থান কর। ৩৩—৩৮। তোমার চিদাত্মা সঙ্কল্পমারুতে সঞ্চালিত হইয়া পর্ণখণ্ডের ন্যায় ভূতাকাশে (নিখিল ভূতের হৃদয়াকাশে) ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, অতএব তুমি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া তাঁহার যথার্থরূপ নিরীক্ষণ কর। তুমি নিজেই (আত্মবিবেক দ্বারাই) আত্মার সঙ্কল্পজনিত কলুষভাব বিদূরিত করিয়া পরম নির্ম্মলভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ কর। সর্ব্বশক্তিময় আত্মা যেরূপে যাহা দৃঢ়রূপে ভাবনা করেন, সঙ্কল্পবলে তাহাই তদ্রূপে দেখিতে পান। সঙ্কল্পমাত্রই এই জগৎ, সুতরাং ইহা মিথ্যা, হে ব্রহ্মন্! সঙ্কল্পের অভাবে উহা কোথায় লয় পাইয়া যায়। সঙ্কল্পমারুতে একত্র পুঞ্জীকৃত এই জগদ্রূপ মেঘমালা অসঙ্কল্পরূপ প্রবল মারুতের স্পর্শমাত্রেই পরস্পরে বিলীন হইয়া যায়। এই যে তৃষ্ণারূপিণী করঞ্জলতিকা বৰ্দ্ধিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, সঙ্কল্পই এই লতিকার মূল। হে মুনে! তুমি ঐ মূলোচ্ছেদন করিয়া এই লতাকে বিশুষ্ক কর। ৩৯—৪৪। সঙ্কল্পাদি নিবৃত্তি হইলেও যদি জগৎ আভাসমান থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রতিভাসমাত্র জানিবে, যাবৎ উক্ত প্রতিভাস ক্ষয় না হয়, তাবৎ (জীবন্মুক্তগণ) এই সংসারবিভ্রমকে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অলীকরূপ প্রতীয়মান করেন। (প্রারব্ধক্ষয় একেবারে না হওয়ায় তাঁহাদের ঐ ভ্রান্তপ্রতীতি থাকে মাত্র, সত্যত্ব বুদ্ধি থাকে না)। তবে তৎকালে ভ্রান্ত প্রতীতিজন্য তাঁহাদের কোন দুঃখ বোধ থাকেনা, কারণ অজ্ঞানই স্বস্বরূপের আবরক, সেই অজ্ঞানই দুঃখের মূল, তাহা তাঁহাদের তখন নাই। যাবৎকাল পর্য্যন্ত নবরাজ্য প্রাপ্ত রাজার মনে উদিত হয় না যে, "আমি রাজা" তাবৎকালই রাজা "আমি সকলের অধিপতি" এইরূপ আধিপত্য বিস্মৃতি হেতু পূর্ণসুখভোগ করিতে পায় না, অর্থাৎ দুঃখ অনুভব করিতে থাকে। যখন জানিতে পারে আমি রাজা তখন আর আনন্দের সীমা থাকেনা, তখন তাহার পূর্ব্বস্মৃতি (অরাজ অবস্থার স্মৃতি) বর্ত্তমান আপ্তজনের উপদেশজনিত 'আমি রাজা' ইত্যাকার স্মৃতি দ্বারা শরৎসমাগমে নিজ জড়তাগুণে জগদাচ্ছাদনকারিণী বর্ষাঋতুর ন্যায় বাধিত হইয়া যায়। জীবন্মুক্ত পুরুষেরও এইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি (প্রাক্তন সঙ্কীর্ণ জীবভাবের স্মরণ) বর্ত্তমান "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার প্রবল স্মৃতি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়। ৪৫—৪৭। পূর্ব্বস্মৃতিবোধের হেতু বর্ত্তমান স্মৃতির প্রাবল্য, বর্ত্তমান স্মৃতির প্রাবল্যের হেতু মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি পৌরুষপ্রযত্ন, সেই কারণে যে চিত্তবৃত্তি সহসা ঘনপ্রবাহিনী (সুদৃঢ়) হয়, তাহারই বৃদ্ধি। বীণার যে তন্ত্রীর ধ্বনি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, তাহাই আসিয়া অগ্রে কর্ণে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! তুমি "আমি একমাত্র আত্মা" এইরূপ একাভিমুখী ভাবনা করিতে থাক, তাদৃশী ভাবনায় সুসিদ্ধ হইলে তুমি নিশ্চয়ই সেই পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পারিবে। অতএব এইরূপ বাহ্যপূজা তোমার ন্যায় লোকের কর্ত্তব্য নহে, কারণ যাহারা তুচ্ছফলের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারাই বাহ্যপূজা করিয়া থাকে, তাহাদেরই সেই পূজা শোভা পায়। তোমাদের পূজনীয় দেবতা সেই পরমার্থ সত্য একমাত্র পরমাত্মা; এতদ্ভিন্ন অন্য পূজার আয়োজন কিছুই নহে অর্থাৎ (পূজনীয় প্রতিমা সংঘটন, পূজার দ্রব্যসংগ্রহ ও পূজক) এ সমস্ত সংগ্রহ কিছুই নহে। কারণ সে সমস্ত সামগ্রী অলীক মনেরই কল্পনামাত্র (তাহাতে প্রকৃতদেবের পূজা কিরূপে সম্ভবে)। ৪৮—৫০।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতএব তুমি দেবপূজা দ্বারা যে বিশ্বের পূজা করিতেছ, এই বিশ্ব বাধদৃষ্টিতে অসৎ হইলেও অধিষ্ঠান-দৃষ্টিতে যে সৎ ও দেবস্বরূপ তাহা যুক্তিযুক্ত, আর যে তত্ত্বদৃষ্টিতে ইহাতে দ্বিত্ব একত্ব নাই ব্যবহারদৃষ্টিতেই কেবল দ্বিত্ব একত্ব, তাহাও যুক্তি যুক্ত। কেন না, চিতির মোহজনিত যে বিরূপতা, তাহাই সংসার, অপি চ তত্ত্ববিচারে তিনি নিষ্কলঙ্ক ও অসংসারী প্রতিপন্ন হইতেছেন বলিয়া তিনি অভিন্ন ও অদ্বয়। 'আমি এই দৃশ্যদেহাদিস্বরূপ' ইত্যাকারে কলঙ্কিত হওয়াতেই চিৎ বদ্ধ হইতেছেন। দৃশ্যপ্রকটনকারী কল্পিত এই চিদংশকে আপনা হইতে অভিন্ন জানিতে পারিলেই তিনি মুক্ত হন। ঐ চিৎ বাহ্য সাকারভাব ভাবনা করিয়া দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইয়াই নিজ অখণ্ড সত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া বসেন। এবং দৈহিক সুখদুঃখাদি সম্মিলিত ঐ কল্পিত অসত্যভাবকে ক্ষণকালমধ্যেই সত্য সৎ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্যবহারদৃষ্টিতে তিনি নিখিল নামরূপাত্মিকা হইলেও শূন্যস্বভাবা, উহাতে "সত্য বা অসত্য" ইত্যাদিপ্রকার বিকল্প নাম-রূপাদি কিছুই নাই, তিনি স্বতঃ নিরবয়ব, ও বিশুদ্ধ। ১—৫। সর্ব্বময় (পূর্ণ) নিরুপম ব্রহ্মই প্রথমে আকাশের ন্যায় বিকাসপ্রাপ্তা নিজমায়া শক্তিবলে মনোদ্বারাই জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সৃষ্টি, স্থিতি, সংসার, এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকরূপ ত্রিবিধ পথে প্রবৃত্ত জগদ্রূপে প্রকটিত হইতেছেন। নিজ ইন্দ্রিয়বর্গের একাংশ মনকে মন দ্বারা ছিন্ন করিতে পারিলে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়; তাহা হইলেই জগজ্জাল ছিন্ন হইয়া বিলীন হইয়া যায়, জগজ্জাল বিলীন হইলে কল্পনাত্মক সংসারবন্ধনও বিশীর্ণ হইয়া ছিন্ন হইয়া যায়। তৎকালীন যে জীবসত্তা (জীবন্মুক্ত পুরুষের সত্তা) তাহা "ইতি নামিকা" বলিয়া অভিহিত হয় (অর্থাৎ তখন সে সত্তা ইতি নামে ব্যবহৃত হয়), সে জীবসত্তা ভৃষ্ট (ভর্জিত ভাজা) বীজের ন্যায় পুনরঙ্কুরোৎপাদনশক্তিশূন্য হইয়া অবস্থান করে। সে সত্তা তৎকালে নিখিল দৃশ্যের বাধ হওয়ায় প্রত্যক্ দৃক্‌স্বরূপে পরিশোধিত হওয়ায় পশ্যন্তী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে, সে জীবসত্তা ক্রমে প্রীতিপূর্ব্বক চেত্যবিষয়ের যে অনুস্মরণ তাহাও পরিত্যাগ করিতে থাকেন এবং মনোমোহরূপ জলজালনির্ম্মুক্ত হইয়া শারদ-গগনের ন্যায় নির্ম্মলভাবে বিরাজ করে। ঐ সত্তা পূর্ব্বে চেত্যভাবরূপ চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইলেও তখন বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন। ঐরূপ অবস্থায় তত্ত্ববিৎ জীবন্মুক্ত (যোগী) জীবদ্দশাতেই সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিখিল পদার্থের সত্তামাত্রে পরিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ৬—১০। তখন তিনি পুনর্জন্মবীজরহিত সৌষুপ্তপদের (নিরতিশয় আনন্দরূপ স্বরূপের) পাণ্ডিত্যে (জ্ঞানে) অপরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া বিতত ব্রহ্মপদে বিশ্রান্ত হন। হে দ্বিজবর! তোমার নিকট মনঃক্ষয়ের পর প্রথমে উক্ত চিচ্ছক্তির যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থা বর্ণন করিলাম, এক্ষণে ইহার পবিত্রা দ্বিতীয়া অবস্থা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনোদশা হইতে মুক্ত এই চিচ্ছক্তিই শান্তিময়ী, নিখিল জ্যোতিঃ (সূর্য্যচন্দ্রাদি) ও নিখিল তমঃ (অজ্ঞানান্ধকার ও তৎকার্য্য) হইতে মুক্ত হইলে বিশাল আকাশের ন্যায় স্বচ্ছভাবে বিরাজ করিতে থাকেন। অনন্তর তিনি কালক্রমে সুদৃঢ় সুষুপ্তদশার অনুভবের ন্যায় শিলার অন্তর্গত সন্নিবেশের (কাঠিন্যের) ন্যায়, সৈন্ধবের অন্তঃস্থিত রসের ন্যায়, বায়ুর অন্তঃস্থিত স্পন্দশক্তির ন্যায়, যখন যে স্থানেই সকলেরই সারভাগরূপে পর্য্যবসিত হইতে থাকেন, তখন আকাশের শূন্যশক্তির ন্যায় পরমাকাশগত হইয়া চেত্য-অংশে উন্মুখভাব (বাহ্যবিষয়ের দিকে ঔৎসুক্য) পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাত সলিলের ন্যায়, নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। ক্রমে সূক্ষ্ম পবনকণার স্পন্দ-ত্যাগের ন্যায়, কুসুমলেখার (পুষ্পের সূক্ষ্ম একাংশের) সৌরভ-ত্যাগের ন্যায় কালত্ব ও আকাশত্ব পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় দৃশ্যবস্তুর অনুভব হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্তি লাভ করেন। তখন না জড় ও না অজড় হইয়া (অর্থাৎ জড়-অজড় উভয়ভাব হইতে) বিমুক্ত হইয়া বিশালতা (অপরিচ্ছিন্নতা) লাভ করত এক অনির্ব্বচনীয় সত্তা ধারণ করেন। সে মহাসত্তা দিক্‌কালাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন হয় না, মহাসত্তারূপে অবস্থিত নিষ্কলঙ্ক অনাময় ঐ চিতি তখন (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিদশায়) উপনীত ও পরিণতরূপে অভিহিত হন। তখন তিনি নিখিল বস্তুর প্রকাশ ও আনন্দভোগ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর প্রকাশ ও আনন্দস্বরূপে অনির্ব্বচনীয় বিশালাক্ষ (বিশ্বচক্ষু) সাক্ষীবৎ অবস্থান করেন। হে সুব্রত! তোমার এ চিতির এই দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণন করিলাম। হে তত্ত্ববিদ্বর! এক্ষণে তৃতীয়া অবস্থা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১১—২০। তৎপরে এই চিতি ব্রহ্মাকার অখণ্ড (চিত্ত) বৃত্তি ও তদ্ব্যাপ্ত ব্রহ্মের (ক্ষীরনীরবৎ) একীভাব হওয়ায় নামরূপাতীত হইয়া ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদিসংজ্ঞা হইতেও অতীত হওত কেবল রূপে অবস্থান করেন। তখন তিনি কোন প্রকার বিকার না থাকায়, কাল-অপেক্ষাও স্থির তমোতীত স্বস্বরূপে একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইয়া তুরীয়াতীত প্রভৃতি নাম হইতে অতীত পরম পুরুষার্থরূপে অবস্থান করেন। সেই চিতিই নিখিল সুখের অবধি এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইতেও প্রধান হইয়া থাকেন। সর্ব্বোত্তম অবচ্ছেদ-বিবর্জ্জিতা পবিত্রা এই কেবলা চিতিস্থিতিই তৃতীয়া বলিয়া জানিবে। তোমার নিকট চিতির এই যাদৃশী অবস্থার কথা বলিতেছি, ইহা নিখিল পথের ও নিখিল পথিকের দূরবর্ত্তী; হে মুনে। এইজন্য এবম্ভূত চিতি আমার বাক্যের অগোচর অর্থাৎ আমি ইহা বুঝিতে অসমর্থ। হে মুনে! আমি তোমার নিকট যে চিতির কথা বলিলাম, ইনি জাগ্রৎস্বপ্নাদি মার্গত্রয়ের অতীত; এই চিতিই সনাতন পরমদেব, তুমি এই পদে (ব্রহ্মপদে) অবস্থান কর। হে মুনে! 'এই বিশ্বের উপাদান ঐ চিতি, এবম্ভূত ধারণায় এই বিশ্ব এতন্ময় (চিন্ময়), হে মুনীশ্বর!' এই চিতিই অদ্বিতীয় সত্যরূপ, "ইনি কাহারও উপাদান নহেন" এইরূপ পারমার্থিক জ্ঞানে এই বিশ্ব এতন্ময় নহে। পারমার্থিক জ্ঞানে এই বিশ্ব কিছুই নহে, এই বিশ্ব উৎপন্নও নহে, বিনষ্টও নহে। ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই একাকার শান্ত আকাশকোষবৎ শূন্য। ২১—২৭। কারণ একমাত্র চিতিই অদ্বৈত অসংস্পৃক্ত অধিকারী ঘন চেতনা-রূপে অবস্থান করিতেছেন। এমন কি, চিরকালস্থায়ী (নিত্য) কাল ও গগনাদিও এই চিতির কাছে অনিত্য। শিশুদিগের কল্পিত আকাশশিলাদিও অসত্য, জগৎ ও জলদগত পদার্থপুঞ্জ সত্য হইলেও চিদ্‌ঘন চিতির সত্তাতেই সকলই একরূপ, কিছুই প্রভেদ নাই; অর্থাৎ চিৎসত্তাতে অলীকও সত্য এবং চিতি অসত্তাতে সত্যও অলীক হইয়া যায়। ফলতঃ এই সমস্তই বাক্-পথের অতীত শান্ত শিব ব্রহ্ম। প্রণবের তুরীয়মাত্রাত্মক যে বিশুদ্ধ

ব্রহ্ম, তিনিই পরমা গতি। বাল্মীকি কহিলেন,—ভগবান্ ঈশ্বর এইরূপে উপদেশ প্রদান করিয়া ঐ মুনিবর বশিষ্ঠও স্কন্দ নন্দী প্রভৃতি স্বজনবর্গের সহিত প্রশান্ত সর্ব্বসংসারের পারস্থিত তুরীয় ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তিলাভ করত মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরমানন্দ চিদেকরসরূপে পরিণত হইয়া গেল। কাজেই অপর ইন্দ্রিয়বর্গ নিশ্চেষ্ট হওয়ায় তিনি নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৮—৩১।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলে গৌরীরূপিণী পদ্মিনীর সরোবর মহাদেব আমাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ধীরে ধীরে বাহ্যনেত্র উন্মীলন করিলেন। তখন তাঁহার বদনাকাশে নেত্রত্রিতয়রূপ সূর্য্যাগ্নিচন্দ্রমা উদিত হইয়া, সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন দিবসভাগ প্রকটিত করেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রবোধসমাধি প্রকটিত করিয়া দিল। অর্থাৎ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন। (উপদেশ দিতে দিতে সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন, আমার সৌভাগ্য-প্রণোদিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় উপদেশ দিতে লাগিলেন)। ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনে! তুমি প্রথমে বিচার দ্বারা ঝটিতি নিজ প্রত্যক্স্বরূপের সত্তা নিশ্চয় কর (অর্থাৎ স্বস্বরূপ অবগত হও)। পবন যেমন স্পন্দভাব ধারণ করিয়া নিস্পন্দ আকাশকে ধূলিজাড্যাদি কলুষিত করে, সেইরূপ অনর্থজালে আপনাকে জড়িত করিও না। বাহ্যবিষয়ের যাহা দেখিবার তাহা ত সমস্তই দেখিয়াছ, আর কেন ভ্রান্তিবিজড়িত থাক; এই ভ্রান্তিময় সংসারে তত্ত্ববিদ্‌যোগীর ত্যাজ্য বা অদেয় ত কিছুই দেখিতেছি না। তুমি অসির ন্যায় হইয়া শান্তি-অশান্তিময় এই বিকল্পসমূহকে দলিত করিয়া ধীর হইয়াছ; ঐরূপে বিকল্পসমূহ দলিত না করিতে পারিলে তুমি ধীর হইতে না, এক্ষণে তুমিই আত্মদর্শনে সমর্থ হইবে, অতএব তুমি আত্মদর্শী হও। ১—৫। তুমি এক্ষণে নিখিল প্রপঞ্চের বাহ্যরূপে অবস্থিত আত্ম-বোধ লাভ করিবার জন্য আপাততঃ এই দৃশ্যদশায় থাকিয়াই মৎ-কথিত উপদেশ শ্রবণ কর। আত্মলাভের জন্য চেষ্টাবান্ হও, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। এই বলিয়া ত্রিশূল-ধারী শঙ্কর "বাহ্য দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর" এই প্রকার উপদেশ দিয়া দেহাত্মতাভ্রম পরিত্যাগের উপায় বলিতে লাগিলেন। এই দেহ-গৃহ প্রাণবায়ুর সাহায্যেই যন্ত্রের ন্যায় চলিত হইতেছে, প্রাণবায়ু না থাকিলে এই দেহ নিস্পন্দ হইয়া মূকের ন্যায় অবস্থিতি করিত। দেহের স্পন্দকারিণী শক্তি পবনের, জ্ঞানশক্তি কেবল চিতির। সে জ্ঞানশক্তি মূর্ত্তিহীনা, আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মলা; সৎবস্তুর সত্তাই ইহার অস্তিত্বের প্রতি কারণ। স্পন্দশক্তির কারণ প্রাণ ও বিনশ্বর আশ্রয় দেহ; স্পন্দশক্তির কারণ ঐ প্রাণ দেহভাবে সামান্যবায়ুরূপেই বিদ্যমান থাকে। যাঁহাকে চিদাত্মা বলা যাইতেছে, তিনি আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল, তাঁহার বিনাশ নাই, অতএব কেন বৃথা জন্মমৃত্যুভ্রমে পতিত হইয়া থাক। যেমন দর্পণ নির্ম্মল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ প্রাণমনোময় দেহেতেই ঐ চিৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। হে মুনিবর! যেমন বস্তু সম্মুখে থাকিলেও মলযুক্ত দর্পণে প্রতিবিম্ব না পড়ায় তাহার সত্তা থাকে না অর্থাৎ দর্পণে তাহা তখন অসৎ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ প্রাণহীন শরীরবিদ্যমানেও তাহাতে চিৎসত্তা থাকে না। ৬—১১। এই কারণে সর্ব্বগামিনী হইয়াও উক্ত চিতি বাহ্য-বস্তুর আকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা দেহাদির স্পন্দনে সমর্থ হন এবং ঐ চিতিই ব্রহ্মাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তি হইতে তত্ত্ববোধ লাভ করিয়া পরম কল্যাণময় কৈবল্যরূপে বিরাজ করেন। ঐ চিতির অভিব্যক্ত যেরূপ, তাহাই নিখিল বস্তুর সত্তা-প্রদ দৈব বলিয়া অভিহিত হন। ঐ চিদ্রূপই হরি, ঐ চিদ্রূপই শিব, ঐ চিদ্রূপই অজ ব্রহ্মা, ঐ চিদ্রূপ দেবই সুরেশ্বর। ঐ পর-মেশ্বরই অনিল, অনল, চন্দ্র, সূর্য্য আকার ধারণ করিতেছেন। ঐ দেবই নিখিল চৈতন্যের আকর সর্ব্বগামী চেতন আত্মা। ঐ আত্মাই দেবেশ দেবগণপ্রতিপালক দেবদেবধাতা স্বর্গরাজ। যে কোন জীবই উক্ত মহাচিতির স্ফুট প্রকাশ লাভ করিয়া মিথ্যামোহপরবশ হন না, তাঁহারাই এই জগতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি হইয়া থাকেন। যেমন উত্তপ্ত লৌহখণ্ড হইতে জ্বলন্ত লৌহকণা নিঃসৃত হয় এবং সমুদ্র হইতে যেমন জলবিন্দু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মা বিষ্ণু হরাদি ঐ পরম চিৎ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছেন। ১২—১৭। সেই পরপদ হইতে উৎপন্ন এই ব্রহ্মাদিও ভ্রান্তিময়, ইহাঁরা ভ্রান্তিময় কল্পনাজাল বিস্তার করিতেছেন, একমাত্র অবিদ্যাই এই সমস্ত ব্রহ্মাদি প্রপঞ্চরূপ শত সহস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক বিশাল আকারে সমুদিত হইতেছে। এই যে, বেদ, বেদার্থ, ক্রিয়াকলাপ ও জীবাদি এই সমস্তই ঐ অবিদ্যালতায় বিজড়িত রহিয়াছে। দেশকালবিধা-য়িণী অনন্ত এই অবিদ্যা পুনঃপুনঃ কত প্রকারে যে প্রসারিত হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। ফলতঃ ইহার বিষয় বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে। এই চিদাত্মা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিরও পরম পিতা এবং বৃক্ষ যেমন পল্লবরাশির মূলকারণ (বৃক্ষ না থাকিলে পল্লব থাকে না) সেইরূপ এই মহাদেবই সকলের মূল-কারণ। সর্ব্বস্বরূপ এই চিদাত্মাই সকলের সত্তা বলিয়া কথিত হন, ইনিই সকলের চৈতন্যসম্পাদন করিতেছেন। ইনিই সকলের সত্তা প্রদান করিতেছেন ইনি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে ও প্রত্যেক বস্তুতে স্ফুরিত হইতেছেন, ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই ভাস্বানরূপে উদিত হইতেছেন, তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাঁকেই অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়া থাকেন। ১৮—২৩। ইনি চৈতন্যরূপে সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতে-ছেন বলিয়া ইহাঁর অর্চ্চনায় আবাহনমন্ত্রাদি কিছুই আবশ্যক হয় না; ইনি সকলের অন্তরে নিত্যই আহূত রহিয়াছেন, আত্মচৈতন্য-রূপী এই চিদাত্মাকে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। হে মুনে! ইনি যে যে বস্তুদশা প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই সেই বস্তুতেই তত্তদ্বস্তুর স্বরূপ ও তত্তদ্বস্তুর মননরূপ মন এবং সাক্ষী দৃষ্টির স্বরূপ নিজেই ধারণ করেন। হে মুনে! তুমি এই সুরেশ্বর চিদাত্মাকেই সকলের আদ্য পূজ্য নমস্য স্তোতব্য মূল্যবান্ বস্তু এবং নিখিল পদার্থের ও সকল মহৎ বস্তুর চরম সীমা বলিয়া জানিবে। জরা-শোকভয়বিনাশী এই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে জীব ভৃষ্ট-বীজের ন্যায় আর অঙ্কুরিত হয় না (অর্থাৎ একেবারে নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ করে)। যিনি নিখিল জন্তুতে জ্ঞানরূপে অব-স্থান করত অভয় প্রদান করিতেছেন এবং যে সর্ব্বাদ্য দেবের

উপাসনা বিনা আয়াসেই সিদ্ধ হইতে পারে, হে মুনিবর। তুমিই সেই অজ পরম-পদ (আত্মা) হইতেছ, অতএব কি জন্য বাহ্য দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইতেছ? ২৪—২৮।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—এই চিদ্রূপ আত্মার সাক্ষাৎকারে পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয় বলিয়া, ব্রহ্মবিদ্‌গণ, নিখিল বস্তুর সত্তারূপে অবস্থিত স্বানুভূতিময় বিশুদ্ধ এই দেবকে সংসাররোগবিনাশী সর্ব্বেশ্বর বলিয়া, নির্দ্দেশ করেন। তুমি এই নির্ম্মল চিৎসার আত্মাকে নিখিল বীজের বীজ, সংসারের সার এবং সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে উত্তম কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ইনি নিখিল কারণের কারণ হইলেও (পরমার্থতঃ) কারণ নহেন এবং নিষ্কলঙ্ক, (নির্লেপ) ইনি নিখিল ভাবনীয় পদার্থের ভাবনস্বরূপ অথচ নিজে অভাবনীয় এবং অভবস্বরূপ (জন্মবিবর্জ্জিত)। ইনি নিখিল বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ করিতেছেন এবং চৈতন্যাত্মক জীবের অন্তরে চিৎসাররূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনি নিজে প্রত্যক্‌স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি দ্বারা নিখিল বাহ্য বেদ্যবস্তুর প্রকাশ করিতেছেন এবং নিখিল বেদ্যবস্তুর অধিষ্ঠান তত্ত্বস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইনি একরূপ হইলেও মায়া দ্বারা বহুরূপে ভাবিত হন। ইনি নিখিল জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ এই নির্ম্মল আত্মা আলোকিত বলিয়া কাহারও আলোকনীয় হন না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ জানেন, এই বিমল চিদাত্মা প্রকাশময় একমাত্র বীজ হইয়াও বহুবীজস্বরূপে অবস্থিত হইতেছেন। ১—৫। পৃথিব্যাদি কোন ভূতই ইঁহাতে অবস্থিত নহে, ব্যাবহারিক সত্য বা প্রাতিভাসিক অসত্য কিছুই ইঁহাতে নাই। জগৎসত্তা ও অব্যাকৃত কারণসত্তার বাধ হইয়া গেলে, ইনি যে সাক্ষী চিন্মাত্ররূপে পর্য্যবসিত হন, তুমি ইঁহাকে তাহাই জানিবে। ইনি নিজে রাগস্বরূপে বিদ্যমান হইলেও রঞ্জনকারী, রঞ্জনের করণ ও রজোরূপ হন। ইনি নিজে আকাশস্বরূপ হইলেও ঝটিতি সুশোভিত প্রাচীর হইয়া থাকেন। চিত্তরূপে বিকাস প্রাপ্ত এই চিতিতে কোটি কোটি জগৎ মরুমরীচিকা স্ফুরিত হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে। স্বপ্রকাশ এই চিদাত্মায় এই জগৎ তদীয় সত্তামাত্রে সম্পন্ন হইলেও অথচ কিছুই সম্পন্ন হইতেছে না। অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নি হইতে অপৃথক্, তদ্রূপই ইহা (জগৎ) উক্ত চিতি হইতে অভিন্ন। এই চিদাত্মা নিজ উদরে মহামেরু ধারণ করিলেও মহামেরুকে আচ্ছাদন করিয়া থাকিলেও তত্ত্ববিদ্‌গণ ইঁহাকে পরমাণুর সমান জ্ঞান করেন। ৬—১০। ইনি মহাকল্পকে আপন গর্ভে ধারণ করিলেও নিমেষরূপে কথিত হইয়া থাকেন, ইনি সমগ্র কল্প আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিলেও ঐ নিমেষপরিমিত কালত্ব পরিত্যাগ করেন না। ইনি কেশাগ্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম হইয়াও নিখিল মহীমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সপ্তসাগর-বসনপরিহিতা পৃথিবী ইঁহার শেষ সীমা ব্যাপিতে পারেন নাই। ইনি সংসাররচনা না করিলেও তাহার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি মহৎ কর্ম্ম করিলেও কিছুই করিতেছেন না। ইনি দ্রব্য হইয়াও দ্রব্য নহেন, কোন দ্রব্য ইঁহাতে না থাকিলেও দ্রব্যবান্। ইনি কায়বর্জ্জিত হইলেও মহাকায় অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডশরীর। মহাকায় হইলেও ইনি কায়শূন্য। ইনি অদ্য অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মক সময় হইলে প্রাতঃ অর্থাৎ তাহার প্রথম তিনমুহূর্ত্তাত্মক, আবার প্রাতঃ হইলেও ইহার উক্ত অদ্যত্বের কিছুই ব্যাঘাত নাই। ইনি অদ্যও নহেন, প্রাতঃও নহেন; অথচ অদ্যও বটে প্রাতঃও বটে। ১১—১৫। ইঁহার কাছে "ভিণ্ডি" "ভিণ্ডি" "খিলে মণ্ড" "পুলপিচ্ছিলি" "সালম্ব" "বিবিৎ" "চলিং "সদালো" "কালাসো" গুলুগুলু" "শিলী" ইত্যাদি অনর্থক কথাও সত্য হইতে পারে, এমন কি বেদাদি শাস্ত্রোক্ত কথাসমূহ যেমন সত্য, তেমনই সত্য হইতে পারে, এমন কিছুই (বিষয়) নাই, যাহা ইঁহাতে সত্য হইতে পারে না এবং এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা ইনি নহেন। (অর্থাৎ অলীক আকাশকুসুমাদিও ইহাতে সত্য হইতে পারে এবং ইনি ভিন্ন কিছুই নাই। যাঁহাতে সমুদয়, যাঁহা হইতে সমুদয়, যিনি সমুদয়, সমুদয় হইতে যিনি এবং যিনি সর্ব্বময়, সেই সর্ব্বরূপী দেবকে নিত্য নমস্কার। পত্রপল্লবপরিশোভিত লতাজালে পরিবৃত, নিবিড়াঙ্গ তরুবর, নিবিড় ঘনসৌদামিনী কমনীয়া বিলাসিনী স্বীয় ফলপুষ্পপত্র-সমৃদ্ধিশোভা দ্বারা অন্য বনের সমৃদ্ধি শোভাকে মুষ্টির ন্যায় সঙ্কুচিত করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। অমল দলপল্লবশোভিত বনমালাধারী পুরুষগণের প্রধানতম বিশ্বস্তর বিষ্ণু, জগন্মোহিনী নবনীরদনিন্দী স্বীয় দেহশোভার সহিত প্রণয়িনী লক্ষ্মী দেবীকেও মুষ্টিবৎ একীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। ইত্যাদি বিবিধ অর্থ এই শ্লোকের আছে অথচ পঠনমাত্রে ইহা নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হয়)। ১৬—১৯।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—যে সর্ব্বেশ্বরে পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যান্যপ্রকার অনর্থক বাক্য বা শব্দসমূহের অর্থও সত্য হয়, সেই নিখিল জগতের সত্তারূপ মণির পেটিকাস্বরূপ মায়াশবলিত ব্রহ্মে বিমলাভাস কোন্ শক্তি না বিকসিত হয়? সেই চিদ্রূপী 'পরম মণিতে যে সমুদয় বীজশক্তি, বিচিত্র জগতের আরোপ করিতেছে, তাহাদের প্রকাশ স্পষ্টভাবেই হইতেছে। এই ঐশ্বরী চিৎসত্তা ধান্যাদিবীজকণার অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া ক্ষেত্রে পরিষ্কৃত মৃত্তিকা, জল ও কালাদি সহকারী কারণের সাহায্যে প্রথমে অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া ক্রমে তণ্ডুলভাব প্রাপ্ত হইয়া ওদন হইয়া থাকে। ঐ ঐশ্বরী শক্তি রসরূপে সলিলের ফেনা ও আবর্ত্তের মধ্যে অবস্থান করিয়া কঠিন শিলাদিসংযোগেও নিম্নোন্নতগতি ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়সংযোগে উদরমধ্যপ্রবেশরূপ সলিলের স্পন্দ উৎপাদন করিয়া থাকেন! এই চিৎসত্তাই কুসুমগুচ্ছের মধ্যে মকরন্দরসগন্ধরূপে অবস্থান করত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে বিকাসপ্রাপ্ত হইয়া নাসাগ্রকে উৎফুল্ল করে। যেমন চতুর্দ্দিকে শূন্য (ফাঁকা) পর্ব্বত ক্রমে উৎপন্ন তৃণলতাদিপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হওত ক্রমে লোকবাসে পরিপূর্ণ হইয়া যেন নূতন একটী লোকালয় স্থিতিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ঐ চিৎসত্তা শিলামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিলা হইতে পৃথক্ সত্তাশূন্য আভাসমান শিলাভাবকে

ব্যাবহারিক সত্তাতে সত্য করিয়া তুলেন। ১—৬। পিতা যেমন আপন পুত্রকে আপনার আত্মবোধে তদ্দ্বারা নিজ কার্য্যসাধন করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ এই চিৎসত্তা বায়ুরূপস্পন্দকোষময়ী হইয়া তদবস্থাপন্ন আপনা হইতে উৎপন্ন ত্বগিন্দ্রিয়কে স্পর্শজ্ঞানের নিমিত্ত প্রবৃত্ত করেন। ঐ চিৎসত্তাই আবার আপনার প্রকৃত স্বরূপসিদ্ধির নিমিত্ত (মোক্ষলাভের জন্য) আপনাকে নিখিল জগতের সম্মিলিত সত্তাসমূহাত্মক একরূপ ভাবনা করিয়া আকাশের ন্যায় নিখিল প্রপঞ্চকে শূন্যময় করিয়া ফেলেন। ইনি আকাশ দর্পণের মধ্যে নিজ সত্তার প্রতিবিম্ববৎ প্রতীয়মান কল্প-নিমেষাদিলাঞ্ছনে লাঞ্ছিত কাল-নামক নির্ম্মল আকার ধারণ করেন। মহেশ্বর সদাশিব হইতে আরম্ভ করিয়া এই জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং নিখিল কার্য্যের ব্যবস্থাপিকা নিয়তিই মূলশক্তিই।।) "ইহা এইরূপ, ইহা তদ্রূপ নহে" এইরূপে স্বয়ং উৎপন্ন হইতেছে। ৭—১০। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে গৃহমধ্যে দীপ থাকিলে যেমন গৃহমধ্যস্থিত বস্তুসমূহ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ অপরিচ্ছিন্ন সত্য ঐ চিৎজ্যোতিতেই এই জগৎরূপচিত্তপরম্পরা প্রকাশিত হইতেছে। কথিত নিয়তি পরমাকাশনগরের নাট্যশালায় (জাগ্রদাদি ভূমিতে) নিজ শক্তিসম্পাদিত সংসারনাটকের অভিনয় দর্শন করত সাক্ষীভাবে অবস্থান করিতেছেন। বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে জগন্নাথ! এই শিব চিদাত্মার শক্তি কিরূপ? এবং কিরূপে তাহা অবস্থিত রহিয়াছে, সাক্ষীভাব কিরূপ? এবং উক্ত শক্তিসমূহের ব্যাপার কি প্রকার ও কিয়ৎপরিমাণ? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—"হে সৌম্য! মঙ্গলময় চিন্মাত্ররূপী শান্ত সর্ব্বময় নিরাকার অপ্রমেয় পরমাত্মার ইচ্ছাসত্তা, আকাশসত্তা, কালসত্তা, নিয়তিসত্তা মহাসত্তা, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্ত্তৃত্বশক্তি, অকর্ত্তৃত্বশক্তি প্রভৃতি কত প্রকার যে শক্তি আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১১—১৬। বশিষ্ঠ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"দেব! এই শক্তিসমূহ পরমাত্মার কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল এবং এই শক্তিতে বহুত্ব কিরূপে আসিল ও ইহাদের ভেদাভেদ কি প্রকার, তাহা ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্ত মঙ্গল চিদাত্মার মায়িক বিকল্পকল্পিত যে চিদ্ভেদ, তাহাই শক্তিনামে অভিহিত হয়। ঐ শক্তি জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সাক্ষিত্বের ভাবনা করিয়া সলিলের তরঙ্গাদিপ্রভেদভাবধারণের ন্যায় বিবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ শক্তিপুঞ্জ নর্ত্তক কালের নিকট ক্রমে শিক্ষিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ নৃত্যমণ্ডপে নৃত্য করিয়া থাকে। ১৭—২০। পরার্দ্ধদ্বয়কালপরিমিত ও তাঁহার অবান্তর কল্প ও তদবয়বকাল-পরিমিত যে শক্তি, তাহাই নিয়তিনামে অভিহিত হয়। উক্ত নিয়তি আবার ঈশ্বরের ক্রিয়া, যত্ন, ইচ্ছা বা কাল ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহারুদ্রের অবস্থিতি পর্য্যন্ত "ইহা এইরূপে অবস্থিত" ইত্যাকার নিয়মে অবস্থানহেতু এবং তৃণ হইতে পদ্মযোনির স্পন্দপর্য্যন্ত এইপ্রকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মনহেতুক ঐশক্তি নিয়তিসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। ঐ নিয়তি যাবৎ রুদ্র তত্ত্ববোধ দ্বারা পরিমার্জ্জিত না হয়, তাবৎকাল উদ্বেগশূন্য হইয়া নৃত্য ও জগৎসমূহনাটকের অভিনয় করিতে থাকে। উঁহার তাদৃশ নৃত্যাভিনয় বিবিধ রসবিলাসে পূর্ণ, বিবর্ত্তরূপ আঙ্গিক অভিনয়ে চিত্তাকর্ষী। উক্ত অভিনয়ের অবসানে প্রলয়কালে পুষ্করাবর্ত্তরূপ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইয়া থাকে। ২১—২৪। ঐ নিয়তির নাট্যশালা ব্রহ্মাণ্ড, তাহা সকল ঋতুর কুসুমরাশিতে সমাকীর্ণ, তাহাতে পুনঃপুনঃ সলিলধারাবর্ষণ অভিনয়দর্শকবৃন্দের গাত্রের ঘর্ম্মবিন্দুবৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। মেঘমালারূপ দশা (পাড়) বিশোভিত নীলাম্বর ঐ নাট্যশালার অভিনেত্রীর পরিধেয়বাস। বিবিধ রত্নখচিত বিশুদ্ধ সপ্তসাগর ঐ অভিনেত্রীর হস্তবলয়। ঐ অভিনেত্রী গ্রহনদিবসপক্ষপ্রভৃতিরূপ নেত্রকটাক্ষপাতে অম্বরতল উদ্ভাসিত করিতেছে। কুলপর্ব্বত সকল ঐ অভিনেত্রীর শিরোভূষণ কিরীটাদি, তাহা কখন অবনমিত বা উন্নমিত হইতেছে। স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী উহার হারযষ্টি, ঐ গঙ্গাসলিলে প্রতিবিম্বিত শশী, ঐ হারের চন্দ্রকান্তমণি। সান্ধ্যমেঘ উহার করপল্লব, তাহা কখন বাহিরে বিকাসিত কখন বা তিরোহিত। ভুবনবাসিজনগণ ঐ অভিনেত্রীর গাত্রভূষণ, তাহা অবিরত ঝনঝনান্বিত হওয়ায় ঐ নাট্যশালা অতিমনোহর হইতেছে। ভূতল, পাতাল, নভস্তল ঐ নটীর পাদবিক্ষেপভূমি। তারকাপুঞ্জরূপ ঐ নটীর গাত্রনিঃসৃত স্বেদবিন্দু কখন উদ্গত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। ঐ নটীর গগনরূপ মুখে চন্দ্রসূর্য্যরূপ কুণ্ডলযুগল দোলায়িত, ঐ মুখমণ্ডল স্মিতশোভী (স্মিত এস্থলে চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ)। ব্রহ্মাণ্ডকপাট ঐ নাট্যমন্দিরের চন্দ্রাতপরূপে কল্পিত হইয়াছে। অম্বুর বিত্তাড়িত আক্রোশমান লোকনিকর ঐ নটীর মুক্তাগুম্ফিত উত্তরীয় বসন। সুখদুঃখদশা ঐ নাট্যরঙ্গের নটীর রসভাব পরিস্ফুটকরণ। এই সংসারনাটকের অভিনয়ে, বিবিধবিকারভঙ্গীপূর্ণ নিয়তিবিলাস-বিষয়ে এই পরমেশ্বর সর্ব্বদা সাক্ষী হইয়া সর্ব্বদা একস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, ফলতঃ তিনি উক্ত নটী ও নাটক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রহিয়াছেন, উহার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।। ২৫—৩২।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—"এই অনুভূতিস্বরূপ চিৎ মাত্র সর্ব্বগামী দেবই সকলের আশ্রয় ও সাধুদিগের সর্ব্বদা পরম পূজনীয়"। ইনি ঘট, পট, শকট, অবট, (গর্ত্ত) বা মানব সর্ব্বত্রই অবস্থিতি করিতেছেন। সুবুদ্ধিগণ সর্ব্বদা সকলের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত। এই দেবকেই শিব, হর, হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, যম ইত্যাদি নানারূপে পূজা করিয়া থাকেন। "হে মহামতে! হে তত্ত্বজ্ঞ! ঐ দেবের বাহ্যপূজা যেরূপে সম্পাদিত করিতে হয়, তাহা অগ্রে বলি, শ্রবণ কর, পরে আন্তরিক পূজার ক্রম শ্রবণ করিও। এই দেহগৃহ শাস্ত্রোক্ত স্নান আচমনাদি সংস্কারে পবিত্র হইলেও ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই দেহের সাক্ষী চিদ্রূপে যে জ্ঞান তাহাই পরম পবিত্র, তাহাই যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। ১—৫। অন্তরে ধ্যান করাই এই দেবের পূজা; এতদ্ব্যতীত ইঁহার পূজার আর কোন ক্রম নাই। অতএব ত্রিভুবনের আধার এই দেবকে সর্ব্বদা ধ্যান দ্বারা পূজা করিবে। এই দেবের চিদ্রূপ কোটিসূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং নিখিল প্রকাশের প্রকাশকারী। এই বিশোধিত চিৎপ্রকাশই অহম্ভাবের সারভাগ; অতএব ইহাই আশ্রয়ণীয়। অপার পরমাকাশের বিপুল বিশালতা এই দেবের

গ্রীবাদেশ। অনন্ত যে অধোবর্ত্তী আকাশকোষ, তাহাই ইহাঁর পাদপদ্ম, বিশাল অনন্ত দিঙ্মণ্ডল ইহাঁর ভুজমণ্ডল, চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী লোকসকল ইহাঁর করধৃত মহান্ অস্ত্রনিকর। ইহাঁর হৃদয়কোষ-কোণে ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা বিশ্রান্ত রহিয়াছে, ইহাঁর অপার শরীর প্রকাশস্বরূপ এবং পরমাকাশের (তল) পারে অবস্থিত; ইহাঁর চতুর্দ্দিকে অন্তরাল দিকে ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, হরি, রুদ্র ঈশপ্রমুখ দেবগণ শোভা করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ৬—১১। এই ভূতশ্রীকে উক্তদেবের রোমাবলী বলিয়া চিন্তা করিবে। বিবিধারম্ভকারিণী ত্রিজগৎ-রূপ যন্ত্রের রজ্জুভূতা ইচ্ছাপ্রভৃতি শক্তিসমূহ দেবের শরীরস্থিত নাড়ী বলিয়া জানিবে। এই পরম দেবতাই সর্ব্বদা সাধুগণের পূজনীয়, ইনি সকলের আধার সর্ব্বগামী অনুভূতিময় চিৎস্বরূপ। ইনি ঘট, পট, অবট, ভিত্তি, শকট, মনুষ্য সর্ব্বত্রই অবস্থিতি করিতেছেন। ইনিই শিব, ইনিই হর, ইনিই হরি, ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই যম, ইনিই কুবের, ইনি বিবিধরূপ ধারণ করায় অনন্ত পদের বাচ্য, ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগে ইনি একমাত্র সত্তাশরীর, তদ্ব্যতীত ইহাঁর আর কোন শরীর নাই। ১২—১৫। জগৎসমূহের বিবর্ত্তনকারী কালদেব ইহাঁর দ্বারপাল, শৈল-সমন্বিত সমস্ত ভুবনময় এই ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁর মাংসবলিত কোন অংশের একদেশ, সুতরাং ইহাঁর দেহের এককোণমাত্র বলা যাইতে পারে। সহস্রচক্ষু, সহস্রকর্ণ, সহস্রমস্তক, সহস্রবাহু শান্ত এই মহাদেবকেই চিন্তা করিবে, ইহাঁর দর্শন-শক্তি সর্ব্বব্যাপিনী, ইহাঁর ঘ্রাণশক্তি সর্ব্বব্যাপিনী, ইহাঁর স্পর্শশক্তি সর্ব্বব্যাপিনী, ইহাঁর রাসনশক্তি সর্ব্বত্র অবস্থিতা, ইহাঁর শ্রবণ ও মননশক্তিও সর্ব্বতঃ প্রসারিত। অথচ ইনি সকল প্রকার মননের অতীত, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা পরম শিবময়। ইনি সর্ব্বদাই সর্ব্বকর্ত্তা, ইনি নিখিল সঙ্কল্পিত বিষয় প্রদান করে। এই সর্ব্বময় দেব নিখিল ভূতের অন্তরে অবস্থিত, ইনি সকলের একমাত্র সাধন। এই দেবেশ্বরকে এইরূপে চিন্তা করিয়া তৎপরে ইহার যথাবিধি পূজা করিবে। ১৬—২১। হে ব্রহ্মবিদের শ্রেষ্ঠ। স্বসংবিদ্রূপী এই দেবের যে উপচারে পূজা করা হয়, তোমার নিকট সেই উপচারের বিধান কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই দেবের পূজায় ধূপ, দীপ, কুসুম, চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর, অন্নাদি দান, বিভবার্পণ বা অন্যান্য বিচিত্র উপকরণ কিছুই প্রয়োজন হয় না। কেবল অনায়াসলভ্য শীতল (শান্তিময়) অবিনাশী আত্মবোধ সুধাতেই ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে। ইহাই ইহাঁর পরম ধ্যান, ইহাই ইহার পরম পূজা। যাহা অন্তরে বিশুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত, দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, ভোজনে, ঘ্রাণে, শয়নে, স্বপনে, নিঃশ্বাসত্যাগকালে, কথনসময়ে এবং আদান-বিসর্জ্জনে সর্ব্বসময়ে তৎস্বরূপে (বিশুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে অবস্থিতি করিতে হইবে) পুরমাস্বাদযুক্ত বিশুদ্ধ ধ্যানসুধা দিয়াই এই আত্মেশ্বরের পূজা করা বিধেয়। ঐ ধ্যানবিষয়ে একাগ্রভাবে চেষ্টাই এই দেবপূজার কুসুম। ধ্যানই এতদীয় পূজার উপহার, ধ্যানই এতদীয় পূজা ব্যাপার, ধ্যানই পাদ্য, অর্ঘ্য, বিশুদ্ধ চিদাত্মক চৈতন্যই এতদীয় ধ্যানকুসুম, অধিক কি বলিব, ধ্যানই এই দেবের পূজার যাবতীয় উপকরণ জানিবে। ২২—২৭। ধ্যানব্যতিরেকে কিছুতেই এই আত্মদেবের লাভ হয় না, ধ্যানবলেই এই আত্মার স্বরূপ-প্রকাশ-রূপ অনুগ্রহ লাভ করা যায়। হে সুমতে! হে মুনে! এই ধ্যানের প্রভাবেই এই আত্মদেব প্রসন্ন হইয়া, দেহাভিমানী হইয়া গৃহে যেমন ভোগসমুদয় উপভোগ করেন, তদ্রূপ ত্রয়োদশ নিমেষকালমাত্র নিখিল বিষয়ভোগ উপভোগ করিয়া লন। মূঢ় ব্যক্তিও এই দেবের এইরূপে পূজা করিলে গো-দানের ফল লাভ করে। মানব যদি শতনিমেষকাল মাত্র এই প্রভুর পূজা করে, তাহা হইলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে। অর্দ্ধঘটিকা-মাত্র এই প্রভু নিজ আত্মদেবের পূজা করিলে, মানব সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি একঘটিকা মাত্র ধ্যান-উপহার দ্বারা এই আত্মদেবকে আত্মা দিয়া পূজা করে, সে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল লাভ করে। এইরূপে অর্দ্ধদিবস পূজা করিলে; মানব একলক্ষ রাজসূয়-যজ্ঞের ফল লাভ করে। এইরূপে এক দিবস পূজা করিলে, মানব পরম কৈবল্যধামে বাস করে। আত্মদেবের এবংপ্রকার ধ্যানই পরম যোগশব্দে অভিহিত হয়, ইহাই সর্ব্বোত্তম ক্রিয়া, তোমাকে আত্মদেবের এই বাহ্য পূজার বিষয় কহিলাম। যে মানব নিখিলপাপবিঘাতকারী এবংবিধ পবিত্র পূজা অক্লিষ্টমনে ক্ষণকালও সম্পাদন করিতে পারে, হে স্বাত্মরূপিন্ বশিষ্ঠ! সে মানব আমার ন্যায় মুক্ত হইয়া, নিজপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং সমস্ত সুরাসুরগণ তাহার পূজা করিয়া থাকে। ২৮—৩৭।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—"যাহা নিখিল পবিত্রের পবিত্রতাকারী, যাহাতে নিখিল তমো দূর হয়, আত্মদেবের সেই আভ্যন্তর পূজা এক্ষণে বলিব, শ্রবণ কর। ঐ আভ্যন্তরপূজা শয়নে, স্বপনে, গমনে, অবস্থানে, সর্ব্বসময়েই হইতে পারে। ঐ পূজাও ধ্যানাত্মিকা, সকল প্রকার ব্যবহারদশাতেই, উহা সম্পাদিত হইতে পারে। ঐ পূজাতেও শরীরস্থিত নিখিল ব্যবহারকর্ত্তা পরম শিব এই দেবকে সর্ব্বদা অন্তরে ধ্যান করিতে হইবে। এই আত্মদেব শয়ন, উত্থান বা গমন করিতেই থাকুন, স্পর্শাদি বিষয়সকল ভোগ করিতেই থাকুন বা ত্যাগ করিতেই থাকুন, এই বিপুল ভোগ-রাশির ভোগ ও ত্যাগ উভয়েরই কর্ত্তা বাহ্য জাগ্রদাদিবিষয়ের সম্পাদনকারী নিখিল কার্য্যের স্বরূপপ্রদ দেহরূপ লিঙ্গমধ্যে শান্ত-ভাবে (নির্ব্বিক্ষেপস্বরূপে) অবস্থিত এই বোধলিঙ্গ অর্থাৎ, আত্ম-দেবকে উহাঁর যথাপ্রাপ্ত স্বরূপজ্ঞানে উহাঁর মৃৎকাষ্ঠাদিময় লিঙ্গান্তর (প্রতিমান্তর) পরিত্যাগ করিয়া পূজা করিতে হইবে। ১—৬। প্রারব্ধ কর্ম্মফলের প্রবাহে পতিত ভোগবিষয়ে অবস্থানহেতু বিশুদ্ধি লাভ না করিতে পারিলেও বিশুদ্ধ আত্মবোধরূপ স্নানে বিশুদ্ধ হইয়া নিত্য বোধরূপ উপচারে উক্ত বোধলিঙ্গকে পূজা করিতে হইবে। এই আত্মদেবের এবংবিধ পূজাসময়ে কখন ইহাঁকে গগনমণ্ডল উজ্জ্বলকারী আদিত্য-মণ্ডলরূপে ভাবনা করিবে, কখন চন্দ্রভাবনায় ইহাঁকে চন্দ্ররূপে সমুদিত ভাবনা করিবে। আরও ভাবিবে, ইনিই প্রাতিভাসিক পদার্থসমূহের মধ্যে সংবিৎ-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনিই শরীরগতদ্বার দ্বারা প্রাণস্বরূপে মুখ দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। ইনি শব্দাদি বিষয়রসকে নিজ আনন্দরসে মিশাইয়া মধুর করিয়া আস্বাদন করেন। ইনি প্রাণ ও অপানবায়ুরথে আরোহণ করিয়া প্রাণ ও হৃদয়রূপ তুরঙ্গের

সাহায্যে বিচরণ করিয়া থাকেন; হৃদয়মধ্যবর্ত্তী গুহামধ্যে ইনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন; ইনি নিখিল জ্ঞেয়দৃষ্টির জ্ঞাতা, নিখিল কর্ম্মের কর্ত্তা, নিখিল ভোজ্য দ্রব্যের ভোক্তা, এবং সকল প্রকার সংবিদের (অনুভবের) স্মরণকর্ত্তা। ইনি নিখিল অঙ্গে চেতনা সঞ্চার করিয়া প্রকাশ করিতেছেন, ইনি বিষয়সমূহের ভাবনা ও অভাবনা উভয় দশাতেই লক্ষিত হইয়া থাকেন। ইনি নিখিল প্রকাশ অপেক্ষাও প্রকাশময় সর্ব্বগামী শিবময় এই আত্মদেবকে এবংপ্রকারে চিন্তা করিবে। ৭—১২। আরও ভাবিবে, ইনি কলা-রহিত হইলে কলাযুক্ত, দেহমধ্যবর্ত্তী হইলে গগনচারী, অরঞ্জিত হইলেও রঞ্জিত, ইনি সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বোধস্বরূপ। ইনি মনের মননশক্তির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, প্রাণ ও আপনবায়ুরমধ্যে উদিত হইতেছেন, হৃদয়, কণ্ঠ ও তালুর মধ্যে রহিয়াছেন, ভ্রূযুগ ও নাসাপুটে গতায়াত করিতেছেন। ইনি শৈবশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ষট্‌ত্রিংশ (ছত্রিশপ্রকার) তত্ত্বের চরমস্থানে অবস্থান করিতেছেন। ইনি আপনার মধ্যে শব্দাদি বিষয়জালের সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি মনোবিহঙ্গকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিতেছেন। ইনি সবিকল্প নির্ব্বিকল্প দ্বিবিধ বাক্‌পথেই অবস্থান করিতেছেন, যেমন তিল-রাশির প্রত্যেকেতেই তৈলসম্বন্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ ইনি সকল অবয়বের মধ্যে সম্বন্ধ রহিয়াছেন। ইহাঁতে কোন প্রকার কলা বা কলঙ্ক নাই, অথচ ইনি পঞ্চভূততন্মাত্র স্থূলদেহরূপে পরিণত হইলে মূর্ত্তি ধারণ করেন। ইনি সর্ব্বদেহে অবস্থিত থাকিয়াও হৃৎপদ্মের একদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। ১৩—১৭। বিমল প্রকাশ চিন্মাত্র হইয়াও ইনি কলা (অংশ) কল্পনা করিয়াছেন। ইনি অনুভূতিরূপে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ দৃশ্য হইতেছেন। ইনিই আবার আত্মস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া প্রত্যক্‌ চেতনভাব প্রাপ্ত হইয়া ভোগার্থী হইয়া থাকেন। ইনি নিজেই আপনার অতিরিক্ত (স্বভিন্ন) পদার্থসমূহের বেষ ধারণ করিয়া, ক্ষণকালমধ্যেই যেন দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া পড়েন। ক্রমে ইনি হস্তপদাবয়বসমন্বিত কেশনখদন্তযুক্ত হইয়া দেহীরূপে পরিচিত হইয়া ভাবিতে থাকেন। ১৬—২০। "পত্নীগণ যেমন উত্তম পতির সর্ব্বদা সেবা করে, সেইরূপ বিবিধ ব্যবহারবতী বিচিত্র বহুবিধ মনঃশক্তি সর্ব্বদা আমার উপাসনা করিতেছে। মন আমার দ্বারপাল, সে আমাকে জগত্রয়ের বিবরণ জানাইতেছে, এই চিন্তা আমার দ্বারবাসিনী বিশুদ্ধস্বভাবা প্রতিহারী। বুদ্ধি আমার শক্তি, ক্রিয়া আমার কমনীয়া কামিনী, জ্ঞানসকল আমার অঙ্গস্থিত বিচিত্র ভূষণ, কর্ম্মে-ন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ আমার দ্বার; আমি সেই অনন্ত আত্মা, আমার আকৃতির পরিসীমা নাই, আমি পূর্ণ এক অদ্বয় আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া নিখিল বস্তুর পূরণ করিয়া রহিয়াছি"। ২১—২৫। আত্মদেবের এবম্প্রকার স্বচ্ছ প্রকৃতভাবের পরিচয় লাভ করিলে পূজক অন্তরে দেবত্বপূর্ণ হইয়া অদীনভাবে অবস্থান করে তখন আর সে অস্তমিত বা উদিত হয় না (জন্মমৃত্যুশূন্য হয়), সন্তুষ্টও হয় না, কুপিতও হয় না, ক্ষুধাযুক্তও হয় না, তৃপ্তিলাভও করে না, কোন বিষয়ের বাঞ্ছা বা ত্যাগ কিছুই করে না। সে অন্তরে সমভাবাপন্ন, জীবন্মুক্তের সমান ব্যবহারী সমাকৃতি হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়, সেই মহামতি তখন একান্ত সৌম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সুন্দরাশয় হইয়া, যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরিচ্ছিন্ন এক আত্মা হইয়া অবস্থান করে। এইরূপে রাত্রি-দিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতক্রমে দেবপূজা করিতে থাকে, চিন্ময় শরীরই (আত্মাই) ঐ পূজকের পূজ্য দেবতা। উক্ত পূজক সর্ব্ব-গামিনী সমবুদ্ধিতে যথাপ্রাপ্ত (অনায়াসলভ্য) সর্ব্ববস্তু দ্বারাই উক্ত চিন্ময় দেবের উপাসনা করিয়া থাকে। ২৬—৩০। এই আত্মদেবের পূজা করিতে হইলে বিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন হয় না, সম্মুখে যাহা পাওয়া যায়, বাহ্য-আভ্যন্তর নিখিল বস্তুর দ্বারাই তাঁহাকে পূজা করিতে হয় না। গন্ধপুষ্পাদি উপচার সংগ্রহের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও যত্নের আবশ্যক নাই। যে যেরূপ জাতি, শাস্ত্রে তাহার যেরূপ অধিকার কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে তদনুসারে আপন আপন বাঞ্ছিত বস্তু দিয়া পরমবিভু পরমাত্মদেবের পূজা করিবে। যে বহুবিভবশালী, সে যথাপ্রাপ্ত ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা শয়নে, উপবেশনে, গমনে সর্ব্বসময়েই শান্তিময় আত্মদেবের পূজা করিবে। যে কান্তাসম্ভোগ ও বিবিধ সুরস ভক্ষ্যভোজনবিলাসী, সে যথাপ্রাপ্ত আপন সুখসম্ভার উপহার দিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক আত্ম-দেবের পূজা করিবে। যে আধি-ব্যাধিপীড়িত মোহপঙ্কনিমগ্ন সে যথাপ্রাপ্ত আপন দুঃখসম্ভার দিয়াই আত্মদেবের পূজা করিবে। ৩১—৩৫। এই জগতে যত কিছু চেষ্টাবস্তু আছে, যাহার যাহা আয়ত্ত, সে তত্তদ্‌বস্তু এবং মৃত্যু, জীবন, স্বপ্ন প্রভৃতি যাহা তাহার অভিলষিত, তাহা দিয়াই আত্মদেবের পূজা করিতে পারিবে, (তাহাতে তাহার কোন বাধা নাই)। যে দরিদ্র, সে আপন দারিদ্র্য দিয়া, যে রাজা সে আপন রাজ্য দিয়া আত্মদেবের পূজা করিবে, কারণ এই আত্মদেবের পূজার পুষ্প বিচিত্রচেষ্টা, যাহার যেরূপ কার্য্য, তাহা এবং উপহার দ্রব্য, এই সংসার-প্রবাহপতিত আত্মা, সুতরাং যাহার যেরূপ অবস্থায় অবস্থিতি, তাহাকে তাদৃশ আত্মা উপহার দিয়া সেই অবস্থা দ্বারা আত্মদেবের পূজা করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। যে ব্যক্তি নিজ নিজ পুত্রকলত্রের সহিত কলহ করিয়া কালাতিপাত করে, তাহাকেও আত্মদেবের পূজা করিতে হইলে আপন আপন মনোবৃত্তি রাগদ্বেষাদি দিয়াই এই সৌম্য আত্মদেবের পূজা করিতে হইবে। তবে প্রধানতঃ সর্ব্বভূতে সমতাপ্রদর্শিনী মিত্রতাই এই আত্মপূজার শ্রেষ্ঠ উপ-করণ, সেই উপকরণ যাহাতে সংগৃহীত হয়, তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক। স্বস্থ আত্মদেবের পূজা করিতে হইলে সাধুদিগের হৃদয়ে যাহা অনুক্ষণ থাকে, যাহা চন্দ্রের ন্যায় মধুরতাময়, সেই মৈত্রী দ্বারাই তাঁহার পূজা করা উচিত। মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা, মুদিতা (হর্ষ), ক্রোধাদি নিগ্রহসামর্থ্য ইত্যাদি বিশুদ্ধভাব দ্বারাই আত্মার অর্চ্চনা করিতে হয়। ৩৬—৪০। ভোগজালের মধ্যে যাহা আকস্মিক উপগত হইতেছে বা যাহা চিরদিন রহিয়াছে, বা অনিয়তবর্ত্তী এমন যথাপ্রাপ্ত বিষয় দ্বারাই আত্মদেবের অর্চ্চনা করিতে হইবে। বিহিতনিষিদ্ধ ভোগসমূহের ত্যাগ বা তাহাতে একান্ত অনুরাগ, যাহা যাহার অভিলষিত, সে তদ্দ্বারাই বিশুদ্ধ আত্মদেবের অর্চ্চনা করিবে। বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত, যুক্ত বা অযুক্ত, ত্যক্ত বা অত্যক্ত যাহা যাহার অভিপ্রেত, তদ্দ্বারাই সে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। যাহা একেবারে নষ্ট হইতেছে, তাহার উপেক্ষা করিবে, যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহার সংগ্রহ করিবে, এইরূপে নির্ব্বিকারভাবে যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারাই আত্মদেবের পূজা হইয়া থাকে। ইষ্ট অনিষ্ট সমগ্র বিষয়েই পরম সাম্যভাব স্থাপনপূর্ব্বক প্রতিদিন আত্মপূজাব্রত করিবে। ৪১—৪৫। "সমস্তই ব্রহ্ম" এইরূপ বুদ্ধিতে সমস্তই অতিশুভ বলিয়া জানিবে, আবার ব্রহ্মসম্বলিত মায়ামরত্ব বিধায় সমস্তকে শুভাশুভ উভয়াত্মক জানিবে,

সমস্তই আত্মময় করিবে, এইরূপে প্রতিদিন আত্মপূজাব্রত করিবে। যাহা আপাতরমণীয় বা যাহা আপাত দুঃসহ (বিরস) তৎসমুদয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া আত্মপূজাব্রত করিবে। "সেই এই আমি" "ইহা আমি নহি" এবংপ্রকার বিভাগ কল্পনা পরিত্যাগ করিবে। "সমস্তই ব্রহ্ম" এই স্থির করিয়া আত্মপূজা করিবে। সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে সর্ব্বপ্রকার আকারবিকারসম্পন্ন যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারাই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বময় আত্মার পূজা করিবে। যাহা অনিষ্ট তাহা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা ইষ্ট তাহাও পরিত্যাগ করিয়া অথবা আত্মবুদ্ধিতে উভয়কেই (দৃষ্ট অনিষ্ট দুইকেই) স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা নিত্য আত্মদেবের পূজা করিবে। ৪৬—৫০। সাগর যেমন নদীসমূহের বাঞ্ছা বা ত্যাগ কিছুই করেন না, দৈববশতঃ উপস্থিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে ভোগ করেন, সেইরূপ বাঞ্ছা বা ত্যাগ উভয় প্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবতঃই দৈববশে সমুপস্থিত ভোগসমূহের ভোগ করিবে। তুচ্ছ বা অতুচ্ছ বিষয়দৃষ্টি জন্য যে উদ্বেগ তাহা একেবারে করিবে না। আকাশ যেমন বিচিত্র বিস্তৃত পদার্থের উপরে পতিত হইয়াই থাকে, সেইরূপ তুচ্ছ অতুচ্ছ বিষয়ের জন্য উদ্বেগ বা হর্ষ হইয়াই থাকে, তাই বলিয়া তাহার অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। দেশকালক্রিয়ার সহযোগে যে শুভ বা অশুভ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা নির্ব্বিকারভাবে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা আত্মদেবের পূজা করিবে। এই আত্মপূজাবিধিতে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন উপচার নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎসমুদয় একরূপ সমানরূপরসেই আস্বাদিত করিতে হইবে, সবই এক বুঝিতে হইবে। তৎসমুদয় না অম্ল, না কটু, না তিক্ত, না কষায়, বিচিত্র রসমিশ্রিত হইলেও তৎসমুদয় কেবল মধুর বিবেচনা করিবে। বিচিত্র রসগত যে সমতা, তাহাই বড় মধুর, রসশক্তি ইন্দ্রিয়াতীত, তদ্দ্বারা (সমভাবাপন্ন রসশক্তি দ্বারা) যাহা ভাবিত হয়, তাহা ক্ষণকালমধ্যে অমৃত হইয়া উঠে। ৫১—৫৬। সমতাসুধায় যাহা মাখান যায়, তাহাই চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অভিনব অমৃতের ন্যায় অতিমধুর হয়। ব্রহ্মৈকদৃষ্টিরূপ সমতাগুণে নিজে আকাশের ন্যায় হইয়া নির্ব্বিকারভাবে মনোলয়পূর্ব্বক যে অবস্থান, তাহাই মুখ্যপূজা। যিনি তত্ত্ববিৎ উপাসক, তিনি স্বচ্ছ পাষাণবৎ কঠিন চিদ্‌ঘন হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমজ্যোতি ও পূর্ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। তত্ত্ববিৎ উপাসক বাহিরে বাহ্য কর্ত্তব্য-কার্য্যসাধন করিতে থাকিলেও অন্তরে রঞ্জনা (বিষয়ানুরক্তি) কুহেলিকা-নির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় বিশদ হইয়া পূর্ণভাবে বিরাজ করেন। ৫৭—৬০। যখন অজ্ঞানমেঘ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, অহম্ভাব-কুহেলিকা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, হৃদয়বিদারক উপদ্রবসকল (কামক্রোধাদিরিপুবর্গ, শরৎপক্ষে মেঘবিদ্যুত আদি।) স্বপ্নেও দেখা যাইতেছে না, তখনই তত্ত্ববিৎ উপাসকরূপ শরদাকাশ সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করেন। তুমি জীবদ্দশাতেই সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মপদে অবস্থিত হইয়া সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ন্যায় * এই সমস্ত প্রপঞ্চ বিকল্পনাজালপরিশূন্য চিদাভাস ও চিত্তের মূলভূত প্রশান্ত শিব আত্মময় দেখিতে থাক; সূর্য্য তোমার নিকট আনন্দসুধাপূর্ণ হওয়ায় নিষ্কলঙ্ক শশীর ন্যায় প্রকাশমান হউক, তোমার মনোবৃত্তি প্রমাতা ও প্রমেয়াদিঅবস্থায় অস্তমিত হইয়া যাউক। তুমি এই শরীরনামক আত্মদেবকে দেশ, কাল, ক্রিয়ার বৈচিত্র্যে সর্ব্ববস্তু সর্ব্ববিধ সুখদুঃখাদি উপহার দিয়া নিত্য পূজা কর এবং সর্ব্বচেষ্টাশূন্য বুদ্ধিতে অবস্থিত হও। ৬১—৬১।

. একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—"যথাকালে যথাশক্তি তুমি যে কার্য্য করিতেছ বা করিতেছ না, ইহাতেই তোমার শান্তিময় চিন্মাত্র আত্মদেবের পূজা করা হইতেছে। কারণ এই আত্মদেব তাদৃশ পূজাতেই আহ্লাদিত এবং প্রকটিত (সম্মুখে সাক্ষাৎকারপ্রদাতা) হইয়া থাকেন, নিজে ঈশ্বর ঐ আত্মদেব তাদৃশ পূজাতে পারমার্থিকস্বরূপে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের প্রকাশ এবং মায়াবরণভঙ্গ প্রাপ্ত হন। যেমন বহ্নিকণা বহ্নি হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ এই রাগদ্বেষাদি শব্দের অর্থ নির্ম্মল আত্মাতে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত নহে। নিজের বা অপরের রাজত্ব বা দারিদ্র্যজ্ঞান (অর্থাৎ আমি দরিদ্র অথবা রাজা, এইরূপ অন্যেও দরিদ্র বা রাজা এইরূপ জ্ঞান) এবং তজ্জনিত যে সুখদুঃখাদির অনুভব, তাহাই আত্মদেবের পূজা জানিবে। ঐ নিত্য আত্মাকে যে বিশ্বরূপে জ্ঞান করা, তাহাই তাঁহার পূজা, ঐ আত্মা ব্রহ্মই আকাশাদিক্রমে যেমন ঘটাদিরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন, তদ্রূপ জাগ্রদাদিরূপেও বিবর্ত্তিত হইতেছেন। ১—৫। এই জগৎ উক্ত একমাত্র শিব আত্মস্বরূপ হইয়া আত্মার সত্তাতেই আভাসমান হইতেছে, তৎসত্তাব্যতীত ইহা আভাসমান হইতে পারে না, এই নিখিল প্রপঞ্চ আত্মসত্তাতেই প্রতীত হইতেছে। এই জন্য ইহাও আত্মস্বরূপে অবস্থিত। কি আশ্চর্য্য! এই আত্মা ঘটপটাদি পদার্থ হইয়া অন্যবিধ হইয়া পড়িয়াছেন, জীবাদিস্বভাবে বিবর্ত্তিত হইয়া ইনি নিজস্বরূপ একেবারে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব সমস্তই যখন এক অনন্ত আত্মা তিনিই যখন সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়াছেন, তখন আবার পূজ্য, পূজক বা পূজা এভাব কোথা হইতে আসিল; ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে এই পূজ্যপূজাদিভাব অলীক মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হে ব্রহ্মন্! পূজ্যপূজাদিব্যবহার নিয়ত (পরিচ্ছিন্ন) আকারেই সংকল্পিত হয়, বস্তুতঃ তাহা শান্ত ঈশ্বরে সম্ভবিতই হয় না, কারণ ঈশ্বর অনিয়ত (অপরিচ্ছিন্ন)। যে দেব পূজ্যপূজাদিভাবে অবিচ্ছিন্ন (পরিচ্ছিন্ন), তিনি কখনই নিত্য নির্ম্মল সর্ব্বশক্তিময় অনন্ত ঈশ্বরভাবের ভাজন (পাত্র) হইতে পারেন না। ৬—১০। হে ব্রহ্মন্! যাঁহার অতিনির্ম্মল চিদ্রূপ ত্রিজগতে প্রসারিত হইতেছে, তাদৃশ আত্মরূপী ঈশ্বরের আকৃতি কল্পনা করা উচিত হয় না। যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত আছেন, সেই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণকে আর উপদেশ দিবার কিছুই নাই, যাহারা পরমেশ্বরকে দেশকালে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কল্পনা করে, তাহাদিগকেই উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, তাহাদিগকেই আমরা উপদেশ দিয়া থাকি। অতএব তুমি তাহাদের সে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, আমি অবশেষে যাহা বলিলাম, তাহাই (সেই তত্ত্বদৃষ্টি) অবলম্বন করিয়া সম, স্বচ্ছ, শান্ত, বিষয়াসক্তিশূন্য

* সদ্যঃপ্রসূত শিশু যেমন সমস্তই একরূপ দেখে, তাহার কোন বিষয়ের বিভেদজ্ঞান তখন একেবারে থাকে না, সেইরূপ অভেদজ্ঞানে।

নিরাময় হইয়া যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের উপভোগ করত অখিন্ন বুদ্ধিতে সুখ-দুঃখ শুভ-অশুভ সমুদয় উপহারে যিনি আত্মদেবের অর্চ্চনা করিতে থাক। তুমি এক্ষণে তত্ত্ববিচার দ্বারা দেহ হইতে জীবকে পৃথক্ করিয়া পরিশোধিত করিয়াছ, প্রকৃত সাধুর যাহা গুণ, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ; যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, তাহাও পাইতে তোমার অবশিষ্ট নাই; তোমার মায়াকলঙ্ক একেবারে প্রোঞ্ছিত হইয়া গিয়াছে; এই বাহ্য জগৎপ্রপঞ্চ আর তোমাতে সংলগ্ন নাই, অতএব নূতন স্ফটিকভবনে যেমন কোন বস্তুর দাগ লাগে না সেইরূপ এই জন্মদুঃখাদি কিছুই আর তোমাতে লাগিতেছে না। ১১—১৫।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৭০।

একচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব। সেই পরব্রহ্ম যদি কোন ধর্ম্মই না স্পর্শ করেন, তবে তাঁহাকে শিব বলা হয় কেন? আত্মা বলা হয় কেন? পরমাত্মাই বা বলা হয় কেন? হে ভগবন্! হে ত্রিলোকেশ। তিনি সৎ অপি চ তিনি কিছুই নহেন তিনি শূন্য, তিনি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্নতাই তাঁহাতে করা হয় কেন? তাহা আমাকে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন, এই জগতে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান, তিনি সৎ তাঁহার আদি বা অন্ত নাই বলিয়া তাঁহাকে অনাদি অনন্ত বলা হয়, তিনি বস্তুন্তরের প্রকাশ অপেক্ষা করেন না বলিয়া তাঁহাকে অনাভাস বা স্বয়ং জ্যোতি বলা হয়। তিনি ইন্দ্রিয়সকলের গম্য হন না বলিয়া তিনি যেন অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। বশিষ্ঠ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, হে ঈশান। যাহা বুদ্ধ্যাদিযুক্ত ইন্দ্রিয়বর্গেরও অদৃশ্য, তাহা কিরূপে নিঃশঙ্কভাবে পাওয়া যাইতে পারে? যাহা বুদ্ধির অগম্য, তাহার বোধের উপায় কি? কিরূপেই বা তাহা পাওয়া যাইতে পারে? ঈশ্বর কহিলেন, সে আত্মবস্তু প্রকাশের নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না, ব্রহ্মাকারাকারিত সাত্ত্বিকভাবে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা কেবল আবরণ ভঙ্গ করিতে হয়, সে আবরণ অবিদ্যা, ঐ অবিদ্যাবরণ ভঙ্গ হইলে ব্রহ্মবস্তু স্বয়ংই প্রকাশিত হয়, তাহাই (স্বপ্রকাশই) তাঁহার সাক্ষাৎকার। তাহাতে আর ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রয়োজন কি? যিনি মুমুক্ষু (মন) তিনি শমদমাদিসাধনবলে কেবল সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে সৎশাস্ত্র সৎসঙ্গ সদ্‌গুরু নামক সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশের সাহায্যে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশ যে ব্রহ্মাকারিত-বৃত্তিপরম্পরা তদ্দ্বারা রজক যেমন মল দ্বারা (ছাগবিষ্ঠাদি দ্বারা) বস্ত্রের মলক্ষালন করে, সেইরূপ আপন অবিদ্যাংশ * ক্ষালন করিয়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। ১—৬। কাকতালীয় ন্যায়ে সৌভাগ্যবশতঃ পূর্ণব্রহ্মাকারা বৃত্তি দ্বারা অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া গেলে, আত্মা আপনিই যে আপনাকে দেখেন অর্থাৎ প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহার নিশ্চিতস্বভাব। শিশু যেমন হস্তে অঙ্গার ঘর্ষণ করিয়া প্রথমে হস্তকে মলিন করিয়া পরে তাহা ধুইয়া ফেলিলে হস্ত আপনিই নির্ম্মল হইয়া যায়, সেইরূপ শাস্ত্রসৎসঙ্গাদি অবিদ্যা-অংশ দ্বারা অবিদ্যা-অংশ বিচার করিলে সাত্ত্বিক তামসিক উভয় অবিদ্যাংশই বিনষ্ট হয়; কেবল স্বপ্রকাশ আত্মা নির্ম্মল হইয়া প্রকাশ হন। আত্মাই আত্মা দ্বারা আত্মার বিচার করেন, দর্শন করেন, পরে সেই আত্মা হইয়াই থাকেন, ইহাতে অবিদ্যার (জড়বুদ্ধির) প্রয়োজন নাই, সুতরাং অবিদ্যার যে ক্ষয়, তাহা বিদ্বদ্‌গণের অনুভবসিদ্ধ। ৬—১০। যত দিন এই অবিদ্যারূপ যৎ কিঞ্চিৎ মায়া বস্তু থাকিবে, তত দিন আত্মাকে অবগত হওয়া যাইবে না, গুরূপদেশাদি আত্মজ্ঞানের কারণ নহে। যিনি গুরুর উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, তিনিও ত ইন্দ্রিয়ঘটিত পুর্য্যষ্টকময়, কিন্তু পরব্রহ্ম এ সকলের অতীত, সে ব্রহ্ম নিখিল ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় হইলে তবে প্রকাশিত হন; সুতরাং গুরু কিরূপে আত্মজ্ঞানের কারণ হইবেন? যাহার অবর্ত্তমানে যে বস্তু লাভ করা যায়, তাহা বিদ্যমানে কিরূপে পাওয়া যাইবে? হে দ্বিজ। গুরূপদেশাদি আত্মজ্ঞানের কারণ না হইলেও অপরের উপদেশে বিস্মৃত নিজকণ্ঠস্থিত হারলাভের ন্যায় আত্মজ্ঞানের সাধক বলিয়া তাহার কারণ বলা হইয়াছে। শিষ্যের অজ্ঞান-বিনাশের জন্যই গুরূপদেশ প্রয়োজন হয়, তৎপ্রয়োজন সাধিত হইলে আত্মা অনির্দ্দেশ্য এবং অদৃশ্য হইলেও নিজেই প্রসন্ন হন। শাস্ত্রার্থের দ্বারা আত্মবোধ লাভ করা যায় না. গুরুবাক্যেও নহে, আত্মা নিজেই বুদ্ধ হন, নিজবোধই আত্মার স্বভাব। ১১—১৫। অথচ গুরূপদেশ ও শাস্ত্রার্থবিচার না হইলে আত্মবোধে প্রবৃত্তিই হইবে না, একারণে আত্মজ্ঞানের প্রকাশের জন্য গুরূপদেশ ও শাস্ত্রার্থবিচারের সহিত ইহার সম্পর্কও রহিয়াছে। গুরু ও শাস্ত্রার্থের সহিত শিষ্যের চিরসংযোগ ঘটিলেই দিবসে জনব্যবহারের ন্যায় আত্মজ্ঞান সাধিত হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি ও সুখদুঃখাদি প্রভৃতির ক্ষয় হইলেই অবশোধিত যে আত্মা, তিনিই 'শিব' 'তৎসৎ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যথার্থ বাধকালে জগতের অসত্তা ও আরোপদশায় জগতের সত্তা স্থিরীকৃত হয়, আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল সেই অধিষ্ঠানতত্ত্বই অনন্ত এবং সৎশব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রপ্রমুখ লোকপালগণ যাঁহারা বিচিত্র জগৎ ও বিশুদ্ধ তত্ত্ব এতদুভয়ের ঐক্যমননরূপ বিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহারা পরমার্থের অদূরে জীবন্মুক্তের দৃষ্টিগোচরে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহারা স্বরূপে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রান্ত হন নাই বলিয়া তত্ত্ববিদ্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ কিঞ্চিন্মাত্র অবিদ্যাংশে অবস্থিত, সেই সুপণ্ডিতগণ অধিকারীদিগের মুক্তিসম্পাদনের ইচ্ছায় মুক্তির উপাসকদিগের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত বেদ, পুরাণাদির অর্থের সুমীমাংসার জন্য একাগ্র হইয়া নামরূপবিহীন এই ঈশ্বরের 'চিৎ' 'ব্রহ্ম' 'শিব' 'আত্মা' 'ঈশ' 'পরমাত্মা' 'ঈশ্বর' ইত্যাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা (নাম) কল্পনা করিয়াছেন। ১৬—২০। হে বশিষ্ঠ! এই আত্মতত্ত্ব এইরূপে জগত্তত্ত্ব (জগদারোপের অধিষ্ঠান বলিয়া) (সর্ব্বদা সর্ব্বভাবের নির্ব্বাহক বলিয়া) শিবনামক স্বতত্ত্ব, ইহাই ব্রহ্মসুখ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হও। প্রাচীনগণ 'শিব' 'আত্মা' 'পরব্রহ্ম' ইত্যাদি শব্দভেদেই আত্মার ভেদ কল্পনা করিয়াছেন; বাস্তবিক তাঁহার ভেদ নাই। ২১—২৫। হে মুনিনায়ক! তত্ত্ববিৎ এইরূপে দেবার্চ্চনা করিলে

* মনও অবিদ্যা, বুদ্ধিবৃত্তিও অবিদ্যা, শাস্ত্র সৎসঙ্গাদিও অবিদ্যা, মন অবিদ্যারূপ মল দ্বারা আপন অবিদ্যাংশ ক্ষালন করিয়া চিৎস্বরূপে প্রকাশমান হয়, সে প্রকাশের পর আর তাহা বুদ্ধিব্যাপ্য হয় না, এই জন্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

অস্মদাদি ভূতাগণ যে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে ভগবন্! এই জগৎ অবিদ্যমান হইলেও (আত্মতত্ত্বে না থাকিলেও) কিরূপে বিদ্যমানবৎ হইয়াছে, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন—"ঐ যে ব্রহ্মাদি শব্দের অর্থ উহা একমাত্র চিৎ বলিয়া জানিবে। নির্ম্মল আকাশও উহার কাছে (অণুর কাছে) সুমেরুর ন্যায় স্থূল। ঐ চিৎ চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া নামযোগ্য (নামসম্বন্ধযোগ্য) হইয়া থাকেন, আবার যখন নির্ব্বিকল্প সমাধিপ্রসিদ্ধ চিদানন্দ একরসস্বভাবে অবস্থিত হন, তখন উক্ত চেত্যভাবও দূরে যায়, ইহা নিশ্চিত। ঐ চিৎ ক্ষণকাল বেদ্যভাব ভাবনা করিয়া অহন্তারের অনুসরণ করেন। যেমন স্বপ্নকালে পুরুষ বন্যহস্তী-ভাব প্রাপ্ত হয় ("আমি বন্যহস্তী" এইরূপে আপনাকে ভাবিতে থাকে)। ২৬—৩০। ইহাঁর ঐ অহন্তাবকল্পনা হইতে ক্রমে দেশভাব কালভাব কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ শূন্যরূপিণী কল্পনাসকল ক্রমে ঐ অহন্তাব কল্পনার সখী (সহচরী) হয়। উক্ত দেশকালকল্পনাসমবেত অহন্তাবকল্পনা স্পন্দবিজ্ঞান লাভ করিয়া বাতকণার ন্যায়, প্রাণস্পন্দ প্রাপ্ত হইয়া জীবসত্তা বা জীবশক্তি নামে অভিহিত হয়। ঐ জীবশক্তি, তথাবিধ অবস্থায় 'আমি' ইত্যাকার নিশ্চয়বতী হইয়া বুদ্ধিভাব প্রাপ্ত হওত অজ্ঞপদে অবস্থিত হন। তখন উহাতে শব্দশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি আসিয়া আপন আপন রূপবিস্তার করত স্ফুরিত হইতে থাকে। উক্ত শক্তিসমষ্টি মিলিত হইয়া ঝটিতি স্মৃতির আনুকূল্যে সঙ্কল্পবৃক্ষের বীজীভূত ভূতাত্মক মনোনামে অভিহিত হয়। বুধগণ তথাবিধ মনকে আতিবাহিকনামে অভিহিত করেন, ঐ মন অন্তঃস্থিত ব্রহ্মশক্তিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া জ্ঞাতৃপদবাচ্য হন আত্মার স্বপ্রকাশতাবলেই উক্ত জ্ঞাতৃভাব সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় উক্ত চিত্তে কতকগুলি শক্তি উৎপন্ন হয়, ঐ শক্তিগুলি ক্রমে বাহিরে অবস্থিত হইয়া বাস্তবিক উদিত না হইলেও উদিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ৩১—৩৫। সে শক্তিগুলি এই—বায়ুসত্তা, স্পন্দসত্তা স্পর্শসত্তা, ত্বাচসত্তা, রূপসত্তাপ্রকাশকারিণী তেজঃসত্তা, রূপসত্তা, জলসত্তা, স্বাদুসত্তা, রসসত্তা, গন্ধসত্তা, ভূমিসত্তা, হেমসত্তা স্থূলব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডসত্তা, দেশসত্তা ও কালসত্তা। ঐ মন সর্ব্বময় আকারবর্জ্জিত এই সত্তাসকলকে আপনার সহিত অভিন্নরূপে ক্রোড়ে করিয়া (সংগ্রহ করিয়া) বৃক্ষবীজ যেমন আপনার অভ্যন্তরে আপনার সহিত অভিন্নরূপে অঙ্কুরপত্রাদি ভাব ধারণ করিয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ অবস্থান করিয়া থাকে ৩৬—৪১। এতৎ সমষ্টিই পুর্য্যষ্টক জানিবে; ইহাই আতিবাহিক দেহ জানিবে। ফলতঃ হে বশিষ্ঠ! অপরিচ্ছিন্ন বোধস্বরূপ ব্রহ্মই এই সমস্ত বিভাগবিশিষ্ট হইয়া স্ফুরিত হইতেছেন। অয়ি বশিষ্ঠ! এই সমুদয় এইরূপে (অজ্ঞদৃষ্টিতে) সম্পন্ন হইতেছে, (তত্ত্বদৃষ্টিতে) কিছুই সম্পন্ন হইতেছে না, এ সকল (পুর্য্যষ্টক) না জ্ঞান না জ্ঞানরূপ না চিদাভাসসম্বলিত চেতন, অর্থাৎ কিছুই নহে। জলাধার সমুদ্রেরমধ্যে জলের বিবিধ বিলাসের ন্যায় এই পুর্য্যষ্টক পরমব্রহ্মে* কেবল আত্মস্বরূপে সৎস্বরূপে স্ফুরিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহা হইতে অণুমাত্র ভিন্ন নহে। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ আত্মচৈতন্যরূপে জ্ঞান করিলে উহা ঐ সংবিদ্ এক আত্মস্বরূপ, তাহা হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে উহা অচেতন জড় হইয়া পড়েন, ফলত উহা পরিজ্ঞাত হইলে সঙ্কল্পনগরের ন্যায় অলীকই হইয়া যায়। এই দৃশ্য সংবিজ্ঞিত অর্থাৎ জ্ঞাত হইলে শিবভাব প্রাপ্ত হয়, আর যদি অজ্ঞাত হয়, তাহা হইলে কিছুই বলা যাইতে পারে না। কারণ যাহা অজ্ঞাত, তাহাকে বস্তুভাব প্রাপ্ত হইতে পারে কি রূপে? ৪২—৪৬। যদি কেহ বলেন যে,—স্বতই চিন্মাত্রস্বভাব আত্মবস্তুই সঙ্কল্পবশতঃ আপনার অভ্যন্তরে দৃশ্যভাব লাভ করেন, তাহা হইলে পরমসূক্ষ্ম অণুপ্রমাণ ঐ আত্মার তন্মাত্রসত্তা প্রথমকল্পিত সূক্ষ্মশরীরেই (চিরাভ্যাসবশতঃ) স্থূলতাদর্শন করে, ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয়; কেননা সঙ্কল্পকল্পিত বস্তু মিথ্যা, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। (ফলতঃ ইহাই স্থির যে) সেই ব্রহ্মই নিজ কল্পনাবলে আপনাতে এই স্থূলভাবাপন্ন দৃশ্যপ্রপঞ্চ দর্শন করেন এবং ঐ দেহেরই তন্মাত্ররূপ চক্ষুরাদিকে স্বস্ব বিষয়ে নিয়মিত নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, পরে আপনাকে পুরুষ ভাবনা করিয়া কাকতালীয়ন্যায়ে পুরুষাকৃতি ধারণপূর্ব্বক সন্তুষ্ট ও পুষ্ট হইতে থাকেন। ক্রমে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় (স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্যের ন্যায়) অলীক জীবদশাপন্ন এই স্থূল-দেহ দর্শন করেন। ৪৭—৫০। বশিষ্ঠ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই জগৎ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় (স্বপ্নদৃষ্ট মানবের ন্যায়) অলীক হইলেও দুঃখ উৎপাদন করিতেছে, এই দুঃখ ক্ষয় করিবার উপায় কি? ঈশ্বর কহিলেন,—বাসনাই দুঃখের হেতু, ঐ বাসনাও জগৎ-বিদ্যমানে হইয়া থাকে, যখন এই জগৎ একেবারে অবিদ্যমান হইবে, মরীচিকাসলিলের ন্যায় নিতান্ত অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তখন কেবা কাহার বাসনা করিবে, বাসনাই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে, বল দেখি হে, স্বপ্ননর কি মরীচিকাসলিল পান করিতে পারে? দ্রষ্টা, মন, মননাদি ধর্ম্ম, অহন্তাবসমন্বিত জগৎ অবিদ্যমান হইলে যাহা একমাত্র সৎ, সেই ব্রহ্মই পরিদৃষ্ট হন। যাহাতে বাসনা নাই, বাসনীয় নাই, বাসনাকর্ত্তাও নাই, কেবল কৈবল্য (মুক্তি) বিদ্যমান নিখিল সঙ্কল্পভ্রমবিদূরিত। ৫১—৫৫। এই সংসার সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক, এই সংসারযক্ষ যাহার নিকট চিরবিলীন, তাহার নিকট কৈবল্য ব্যতিরেকে আর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? যেমন শূন্যস্থানে অলীক বেতালের উৎপত্তি, সেইরূপ জগৎনামিকা চিত্তবাসনাও অলীক উৎপন্ন, ইহার শান্তিতে (এই ভ্রমনিরাস হইলে) অক্ষয় শান্তি, তাহার সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অহন্তাবে, জগতে এবং মরীচিকাসলিলে আস্থা প্রদান করে (সত্যবুদ্ধি স্থাপন করে), সেই দুর্ব্বুদ্ধি মানবকে ধিক্! তাহাকে উপদেশ দিতে নাই। তত্ত্ববিদ্‌গণ বিবেকী জীবকেই উপদেশ দিয়া থাকেন, যে বহুজন্ম ভ্রমে পতিত হইয়া মিথ্যাদেহাদিতে অভিমানী, আর্য্যগণের উপেক্ষিত মিথ্যাময় সে বালককে (মূর্খকে) তাঁহারা উপদেশ দেন না। যে ব্যক্তি তাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তিকে উপদেশ দেয়, সে স্বপ্নদৃষ্ট যুবককে সুবর্ণবর্ণা কন্যা সম্প্রদান করিয়া বসে। ৫৬—৫৯

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"ভগবন্! তাহার পরে সেই জীব দেহভ্রম দেখিল (বলিলেন), সেই জীব সৃষ্টির প্রারম্ভে আকাশে অবস্থিত হইয়া কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়? ঈশ্বর কহিলেন,—"সেই জীব

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে পরম আকাশেই স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্যের স্থায় পরব্রহ্ম হইতে সম্পন্ন শরীর অবলোকন করিতে থাকে। চিন্ময় ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিতা বিধায় সেই জীব শরীরধারী হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট মানবের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। তাহার পরে সেই জীব "আমি অব্যক্ত সনাতনপুরুষ" এইরূপে আপনাকে নির্দ্দেশ করে বলিয়া পুরুষনামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রথমোৎপন্ন সেই জীব কোন সৃষ্টিতে সদাশিব নামে এবং কোন সৃষ্টিতে বিষ্ণুনামে অভিহিত হন, সেই বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন জীব পিতামহ নামে অভিহিত হন, কোন সৃষ্টিতে সেই প্রথম উৎপন্ন জীব পিতামহনামে, কোন সৃষ্টিতে তদ্ভিন্ন অন্য কোন নামে অভিহিত হন, সেই সঙ্কল্পময় পুরুষ সঙ্কল্পবশে মূর্ত্তিমান্ হন। ১—৬। সেই প্রথম সঙ্কল্পই সেই মনোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যাহা যাহা কল্পনা করে, তাহাই তদ্রূপে অনুভব করিতে থাকে। সেই নিখিল সঙ্কল্পময় পদার্থই (অতত্ত্ব-দৃষ্টিতে) শূন্য বেতালের ন্যায় অসৎ মিথ্যা। এবং ভ্রমদৃষ্টিতে সৎ সত্য হইয়া পড়ে, এইরূপে অহম্ভাবই জগৎরূপে বিস্তৃত হইয়া উঠে। এইরূপে প্রথম উৎপন্ন পুরুষ আপনার সৃষ্ট বিষয়ের দ্রষ্টা হয়, নিমেষমাত্রেই আবার সে (আপনার স্বরূপবিচারে) চিদাকাশে পর্য্যবসিত হয়, আবার আপনার স্বরূপবিস্মৃতি ঘটিলে নিমেষমাত্রেই অনন্ত সংসারভাবে পরিণত হইতে পারে। কল্পনা-পটু নিমেষই প্রতিভাসের বিপর্য্যয় ঘটিলে মহাকল্পপরম্পরা অনুভব করিতে থাকে। ৭—১০। প্রত্যেক পরমাণুতে, প্রত্যেক আকাশে, প্রত্যেক ক্ষণেই সৃষ্টি, কল্প, মহাকল্প, ভাব, অভাব সমুদয় সমুদিত হইয়া থাকে। পরস্পর বাসনার একতাবশতঃ কোন কোন সৃষ্টি জীবগণের পরস্পর একসময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোন কোন সৃষ্টি পরস্পরে দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ তত্তৎ সৃষ্টিস্থ জীবগণের বাসনার বিভিন্নতা। সৎস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার ঘটিলে কোন সৃষ্টিই দৃষ্ট হয় না, কারণ সৃষ্টিরূপে অবস্থিত জীবের নিকটেই এই সৃষ্টি সম্ভাবিত হইয়া সত্য হইতেছে, পরমার্থস্বভাব পরমাকাশে উহা সম্ভাবিত নহে, তাহাতে ঐ সৃষ্টিপরম্পরা আকাশ স্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই সৃষ্টিসমূহ নিজে সদসৎস্বরূপ (অর্থাৎ সৎস্বরূপভাবে নিয়তও নয়, অসৎ স্বভাবে নিয়তও নয়) স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত যেমন স্বপ্নভঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানভঙ্গে এ সৃষ্টিপরম্পরা বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টিসমূহে কোন দেশ বা কাল আক্রান্ত নয়, ইহা কর্তৃত্বও আয়ত্ত করে নাই; অর্থাৎ ইহা দেশকালের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন নহে, ইহার কর্তৃত্বও কোনরূপ নিয়মিত নাই। এই সৃষ্টিপরম্পরা সৎ-স্বরূপ নহে, কাল্পনিক সত্তাও ইহাতে নাই; ক্ষণিকসত্তাও ইহাতে নাই, ইহার কিছুই জাত হইতেছে না, কিছুই নষ্ট হইতেছে না। ১১—১৫। ফলতঃ একমাত্র চিৎই আপনাতে সঙ্কল্পরূপে এই সমুদয় প্রপঞ্চবৈচিত্র্য বিস্তার করিয়াছেন, এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট নগরীর ন্যায় পতিত উৎপতিত হইতেছে। যেমন সঙ্কল্পগিরি, অনন্ত দেশ কালাদির আক্রমণ করে না, সেইরূপ এই সৃষ্টি অণু-মাত্রও দেশ-কালাদির আক্রমণ করিতেছে না। যেমন সঙ্কল্প-সুমেরু, দেশকালাদি কিছুই আক্রমণ না করিয়া থাকিলেও (সঙ্কল্পকালে) আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মিথ্যাভূত জগৎ অনন্ত দেশ কালাদি আক্রমণ করিয়া না থাকিলেও (অজ্ঞানদশায়) আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাহাতে এই দেশ কালাদি চিরগ্রথিত হয়, এই জগৎও তদনুযায়ী সত্তাধারণ করিয়াছে। ঐ যে আদিম পুরুষ নিখিল কার্য্য করিতেছে, ইহাও সঙ্কল্পের অনুসারে হইয়াছে। স্থাবরজাতিরও এইরূপে ক্ষণকালমধ্যে উৎপত্তি হইয়া থাকে। (অণ্ডজাদি) চতুর্ব্বিধ জীবজাতিই এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৬—২০। রুদ্রদেব হইতে তৃণপর্য্যন্ত সমস্তই মায়াময়ের সঙ্কল্পক্ষণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে (বাসনার সূক্ষ্মতাবশতঃ) কেহ কেহ পরমাণুর সমান, কেহ কেহ অণুপ্রমাণ। অতীত বা ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতেও এই স্থাবরজঙ্গম জীবজাতির উৎপত্তিপ্রকার এইরূপই ছিল এবং থাকিবে। যখন পরমার্থতত্ত্বের সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সংসারমায়া বৈচিত্র্যের লয় হয়, সর্ব্ববিধ ভেদ উপশান্ত হইয়া যায়, তখনই অভ্যাসবশতঃ শান্তিময় ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। যদি এই পরমা চিতি হইতে নিমেষের শতভাগের অর্দ্ধভাগমাত্র (অতিসূক্ষ্ম) কালকলা সময়স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলেই এই অনবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে। চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই ব্রহ্মভাব, এই ব্রহ্মতা তত্ত্ববিদের অনুভবসিদ্ধ, উহা চিদাত্মায় অবস্থিত। উক্ত চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই (চিৎস্বরূপই) অনাদি প্রকাশ আত্মা বা ব্রহ্ম শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সৃষ্টি প্রৌঢ়ভাব ধারণ করিলে, (দৃঢ়রূপে প্রথিত হইয়া গেলে) উক্ত মহান্ (অপরিচ্ছিন্ন) চিৎ স্বরূপের বিকাস থাকে না, অসত্য দিক্, দেশ, কালরূপ পরি-চ্ছেদে আত্মার পরমাণুভাব (ক্ষুদ্রতা পরিচ্ছিন্নতা) সঙ্গত হইয়া উঠে। ক্রমে ঐ চিদাত্মার পরিচ্ছিন্নভাব ভূতমাত্রের সহযোগে ক্রমে দেব, দানব, বৃক্ষ, লতা, হরিণাদি-জন্তুরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সদসদ্রূপ এই বিশ্ব যে, বিশ্বগামী বিশ্বকর্ম্মা নিত্য বিতত অনন্ত সুদৃঢ় ব্রহ্মপদে কুসুমমালার ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে, অথচ সেই ব্রহ্ম না দূরে, না নিকটে, না ঊর্দ্ধদেশে, না অধোদেশে কুত্রাপি সংলগ্ন নহেন, তিনি আমারও নহেন, তোমারও নহেন, তিনি না পূর্ব্ব, না অদ্য, না প্রভাত, না সৎ, না অসৎ, না সৎ-অসৎ এতদুভয়ের অন্তরালবর্ত্তী, এই যে নিখিল মিথ্যা বিকল্প-পরম্পরা, এ সকলেরও প্রমাতা উক্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্যব্যতীত আর কেহই নহে, যাহার সাহায্যে এই বাহ্য ব্যবহারপরম্পরা ফলবতী হইতেছে, সেই প্রমাণসমূহও জলে অস্থির অবস্থান-বৎ উক্ত ব্রহ্মে একান্ত অসমর্থ অর্থাৎ তিনি প্রমাণ-প্রমাতা-দির অতীত। হে মুনে। তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বলিলাম, এক্ষণে আমরা যাই, তোমার মঙ্গল হউক। অয়ি পার্ব্বতি! গাত্রোত্থান কর, আইস, যাই। ২১—৩০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"ভগবান্ নীলকণ্ঠ এই কথা বলিলে আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম, (তৎপরে) তিনি আপনার পরিবারবর্গের সহিত গগনতলে আরোহণ করিলেন। ত্রৈলোক্যের অধিপতি ভগবান্ উমাবল্লভ প্রস্থান করিলে পর, আমি ক্ষণকাল তাঁহার উপদেশগুলি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, পরে আমি নূতন পরিশোধিত পবিত্র বুদ্ধিতে আত্মদেবের পূজা করিতে লাগিলাম এবং তাহাতেই শান্তিলাভ করিয়া জড়দেবতার উপাসনা ত্যাগ করিয়াছিলাম। ৩১—৩২।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"রাম! সেই মহেশ্বর আমাকে এই জগত্তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি নিজেও এই জগত্তত্ত্ব বুঝিতেছি, বোধ হয় তুমিও এই জগৎ যেরূপে অবস্থিত, তাহা বুঝিতে পারিতেছ। যে সংসারমায়ায় অলীক ভ্রান্তিতে অলীক জীবে এই অলীক জগদ্দর্শন করিতেছে, সেই সংসারমায়ায় সত্যই বা কি, আর অসত্যই বা কি? লৌকিকব্যাপারেও দেখ না কেন? বিবিধ কল্পনাপটু কবি সম্মান ও অর্থের আশায় রাজাকে সুমেরু-পর্ব্বত বা কল্পবৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিল, রাজাও কবির বাক্যে আপনাতে সুমেরুত্ব বা কল্পবৃক্ষত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন, নতুবা কবির বাক্যে অলীকতাবুদ্ধি স্থাপনা করিলে তাঁহাকে ধনাদিপ্রদান করিয়া সম্মান করিবেন কেন? যেমন জলে দ্রবত্ব, যেমন বায়ুতে স্পন্দ, যেমন আকাশে শূন্যত্ব, তদ্রূপ আত্মাতে এই সৃষ্টিভাব অর্থাৎ যে আত্মার স্বরূপ জানে না, সেই আত্মাতে সৃষ্টির কল্পনা করে। সেই অবধি অদ্যাপর্য্যন্ত আমি মহেশ্বরের কথিত প্রণালীতে আত্মদেবের অর্চনা করত স্বস্থভাবে অবস্থান করিতেছি। ১—৫। হে রাম! আমি এইরূপে আত্মদেবের অর্চনায় ব্যাপৃত থাকায় বাহ্য ব্যবহারপরম্পরা সম্পাদন করিয়াও অক্লিষ্টমনে এতদিন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছি। আমি যথা-প্রাপ্ত (যখন যাহা কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হইতেছে, তাহা) ক্রিয়া বা আচাররূপ কুসুম দ্বারা আত্মদেবের অর্চনা করিয়া আসিতেছি, আমার এ আত্মপূজা সুষুপ্তিকালে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হইলেও * কদাপি বিচ্ছিন্ন হইতেছে না, রাত্রিদিনই নির্ব্বাহিত হইতেছে। যদি চ এরকম গ্রাহ্যগ্রাহকভাব সকল দেহীরই সমান আছে, অর্থাৎ আমি যেমন সুষুপ্তিকালেও অজ্ঞান-অনুভব দ্বারা আত্মদেবের পূজা করি, এইরূপ জীবমাত্রেরই হইয়া থাকে, তথাপি যোগীর সহিত তাহার বিশেষ আছে অর্থাৎ যোগী একাগ্রভাবে আত্মদেবেরই পূজা করেন, যা করেন সমস্তই আত্মদেবের নামে উৎসর্গীকৃত, সর্ব্বদা তদ্গতচিত্ত থাকেন। অন্যান্য অজ্ঞেরা তাহা নহে। এই জন্য যোগিকৃত আত্মদেবের অর্চনাকেই আমি অর্চনা বলি। হে রঘুপতে! তুমিও এইরূপ যুক্তি আশ্রয় করিয়া, অসঙ্গচিত্ত হইয়া এই সংসাররূপ শূন্য কাননে বিহার করিতে থাক, দেখিবে কিছুতেই খিন্ন হইবে না। হে সুব্রত! যখন তুমি বন্ধুবিচ্ছেদ বা সম্পত্তিবিচ্ছেদজনিত মহান্ দুঃখরাশিতে নিপতিত হইবে, তখন তুমি এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিচার করিবে। ৬—১০। বন্ধুজনের অভ্যুদয়ে এবং সম্পদলাভে হর্ষ-লাভ করা এবং ধনবন্ধুবিচ্ছেদে শোক করা উচিত নহে। কারণ নিখিল সংসারের ঘটনা প্রতিনিয়ত এইরূপই ঘটিতেছে। এই জগতের ঘটনাপরম্পরা যেরূপে আসিতেছে, যেরূপে যাইতেছে এবং যেরূপে জনগণকে পরিভূত করিতেছে, বিষয়সমূহের এবংবিধ ব্যাকুলতাবিধায়িনী বিচিত্রা গতি তুমি অবশ্যই অবগত আছ। এইরূপ অতর্কিতকারণে ধন, প্রেম সমুদয় আসিতেছে এবং লয় পাইতেছে। হে নির্ম্মলমতে! এই সমুদয় জগৎকার্য্য তোমার অন্তরে হইতেছে না, তুমিও সকলের অন্তরে অবস্থিত নহ।* এ সমুদয় তোমার কাছে কিছুই নয়, ইহা এইরূপই অকিঞ্চিৎ-কর, অতএব ইহার জন্য বৃথা সন্তপ্ত হইতেছ কেন? হে অপরি-চ্ছিন্ন চিদ্রূপ! (যদি জগৎ তুচ্ছ বলিয়া বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে) তুমিই এই জগদ্রূপ হইতেছ, ইহাতে তোমার অবয়ব, আপনার অবয়বের পরিবর্ত্তনে আবার হর্ষই বা কি? আর শোকই বা কি? ১১—১৫। বৎস! তুমি চিন্মাত্রস্বরূপ, এই জগৎ তোমা হইতে ভিন্ন নহে, অতএব তোমার আবার হেয় উপাদেয় কল্পনা কোথায়? এইরূপে এই জগৎস্পন্দ যখন চিদ্রূপই, জগৎসংসার যখন চিন্ময়ই, তরঙ্গমালা যখন সাগরই, তখন শোক বা হর্ষের অবসর কোথায়? হে রাম! তুমি অদ্য হইতে চিদেকতানতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুপ্তদশায় উপনীত থাকিয়া তুরীয়া-বস্থায় অবস্থান কর। তুমি নিখিল জগদ্বৈচিত্র্যরূপ বৈষম্য হইতে বিমুক্ত হইয়া জগদাভাসকে ব্রহ্মের সহিত একরসতাপন্ন করিয়া, প্রকাশময় শরীরে উদারবুদ্ধিতে নিত্য আত্মদেবের অর্চনায় নিরত থাকিয়া পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় অবস্থান করিতে থাক। হে রঘুনন্দন! তুমি জগত্তত্ত্বসমুদয় শুনিয়া এক্ষণে পরিপূর্ণবুদ্ধি হইয়াছ, তথাপি যদি আরও কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা জিজ্ঞাসা কর। ১৬—২০। তুমি প্রথমে (বৈরাগ্যপ্রকরণে) যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যদি তাহার মধ্যে কোন অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ কোন প্রশ্নের উত্তর শুনিতে বাকী থাকে ত পুনরায় আজ জিজ্ঞাসা করিতে পার। রাম কহিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমার সমস্ত সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইয়াছে, অখিল জ্ঞাতব্য বিষয় আমি অবগত আছি, আমি (আপনার উপদেশে) অকৃত্রিম (পরম) তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। হে মুনে! এক্ষণে আমার দ্বৈতমল ক্ষালিত হইয়াছে, চেত্য বা কল্পনা কিছুই এক্ষণে আমার আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। তৎকালে আমার যে অজ্ঞান ছিল, এক্ষণে তাহা প্রশান্ত হইয়াছে, অজ্ঞানবশে আমার 'আত্মার কলঙ্ক আছে" এইরূপ যে ভ্রান্তি ছিল, আপনার অনুগ্রহে তাহা এক্ষণে গিয়াছে। বাস্তবিক কেহই জন্মে না বা মরে না, আত্মাও বাস্তবিক কলঙ্কিত নহেন। এ সমস্তই ব্রহ্মময়, আমি এইরূপ অভ্যুদয় লাভ করিয়াছি। আমার আর কোন প্রকার সংশয়, বাঞ্ছা, প্রশ্ন, কিছুই নাই, আমার চিত্ত বিশ্বকর্ম্মার যন্ত্রে ভ্রামিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াছে, সুমেরু-পর্ব্বতের যেমন আর সুবর্ণের প্রয়োজন নাই, (কেন না সেই যথেষ্ট সুবর্ণের খনি) সেইরূপ সাধুগণ শিষ্য-দিগকে যে সমস্ত আচার ব্যবহারের উপদেশ দিয়া থাকেন, আমার সে সকল আচার উপদেশে প্রয়োজন নাই, আমি তাহাতে নিস্পৃহ হইয়াছি। এমন কোন বস্তুই নাই, যাহার আশা করি, এমন কোন বস্তুই, নাই, যাহার আমি অভিলাষ করি। ২১—২৭। এই চরাচরে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমি গ্রহণ করি বা ত্যাগ করি। হে মুনে! "ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, ইহা সৎ, ইহা অসৎ", এইরূপ ভাবনারূপ ভ্রম আমার একেবারে নাই। আমি স্বর্গও ইচ্ছা করি না, নরকের উপরেও বিদ্বেষ বা ঘৃণা করি না, আমি মন্দরাচলের ন্যায় অচলভাবে আত্মাতেই অবস্থান করিতেছি। এই রামরূপ (আমি) মন্দরাচল এক্ষণে বিশ্রান্ত (সংসাররূপ ক্ষীর-সাগরের মধ্যস্থলে ঘূর্ণন হইতে বিরত) ভ্রমশূন্য (স্পন্দশূন্য পর্ব্বতপক্ষে) হইয়াছে, সংসার-

* কারণ—সুষুপ্তিকালেও "আমি সুখসুপ্ত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই" এইরূপ অজ্ঞানের অনুভব থাকে, তদ্দ্বারাই তখন তাঁহার পূজা সম্পাদিত হয়।

ক্ষীরাব্ধির ক্ষীরবিন্দু জগদ্বিন্দুরূপে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়ায় তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। হে মুনীশ্বর। আপনি দেখুন, যে মূঢ়ের হৃদয়ে "এই জগৎ যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপই ইহা ভিন্ন ইহাতে আর কোন তত্ত্ব নাই" এইরূপ জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহারই "ইহা বস্তু, ইহা অবস্তু" এই প্রকার সন্তাপদায়িনী কল্পনা থাকে। ২৮—৩২। সেই মূঢ় পুরুষ যে বিষয়ের জন্য কাতর হয়, জগন্মধ্যে এমন কোন বিষয়ই আমরা দেখিতে পাই না। হে ভগবন্! আপনার প্রসাদেই আমি এই বিশুদ্ধ চিদাকার বৃত্তিশূন্য বিচিত্রতরঙ্গময় জড়সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। যাহা সম্পদের চরমসীমা, তাহা জ্ঞাত হইয়াছি; বিপদেরও চরম সীমা দেখিয়াছি, যাহা সর্ব্বসার পরমানন্দ তাহাও অকাতরে পাইয়াছি। হে পরমেশ্বর। এক্ষণে আমি পূর্ণ হইয়াছি, সংসার-সাগরে আমার মন অপূর্ব্ব বীরত্ব লাভ করিয়াছে। সে বীরত্ব অন্যের অভেদ্য (কিছুতেই অপরে পরাজয় করিতে পারে না) এবং সেরূপ বীরত্বে আশা-মাতঙ্গকে বিদলিত করিতে পারা যায়। আমার মনের আর কোন বিকল্প নাই, কোনরূপ বাঞ্ছা নাই, আমার মন সুদৃঢ়রূপে স্থিরতা লাভ করিয়াছে, এই জগতে প্রসিদ্ধ নির্ম্মল বস্তু যাহা যাহা আছে (পূর্ণচন্দ্র, শরদাকাশাদি) তৎসমস্তই অতিক্রম করিয়াছে এবং অন্তরে সাতিশয় আনন্দ-লাভ করিয়া সর্ব্বোত্তম পদে অবস্থিত হইয়াছে।" ৩৩—৩৬

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও কর্তৃত্বাভিমানশূন্য রাগদ্বেষবর্জ্জিত হৃদয়ে যে কর্ম্ম করিবে, তাহা বন্ধনের হেতু নহে। কোন দ্রব্যের প্রথম লাভক্ষণে যেমন সন্তোষ হয়, একক্ষণ অতীত হইলে তেমন সন্তোষ আর থাকে না, ইহা অনুভব না করিয়াছে কে? * কামনাকালে কামনীয় বিষয়ীভূত বস্তু প্রাপ্ত হইলে যেমন সন্তোষ হয়, অন্য সময়ে সেরূপ সন্তোষ হয় না, অতএব এইরূপ ক্ষণিক সুখে অজ্ঞ ব্যক্তিই আসক্ত হইয়া থাকে, অন্যে নহে। কামনাকালীন সন্তোষের অর্থাৎ ক্ষণিক সন্তোষের মূল কামনা। আর সেই সন্তোষের পরিসমাপ্তি সন্তোষের অভাবে, অতএব কামনা পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ যাহা ক্ষণিক সুখের হেতু তাহা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। (অর্থান্তর এই—বস্তুলাভেই কামনার অবসান, কামনার অবসানেই সুখ, কামনা-কালে যে সন্তোষ হয় না, তাহার হেতু কামনা। বিষয়লাভে যে সন্তোষ, তাহার সমাপ্তি পরবর্ত্তী কামনায়, অতএব কামনা ত্যাগ কর। অর্থাৎ ক্ষণিক কামনা ত্যাগের ফল যখন ক্ষণিক সুখ, তখন প্রকৃত কামনাত্যাগে প্রকৃত সুখ না হইবে কেন?)। যদি একবার সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছ ত কালদোষে অহংভাবপঙ্কে যেন আর ডুবিও না। ১—৫। হে রাম! তুমি আত্মজ্ঞানরূপ মহাশৈলের শিখরদেশে বিশ্রাম লাভ করিতেছ, পুনর্ব্বার অহংভাবরূপ মহাগর্ত্তে অবশ্যই নিপতিত হইবে না। কেননা, অনন্ত ব্রহ্মদৃষ্টি যাঁহার মানসপথে উদিত, জ্ঞানরূপ সুমেরুশিখরে যাঁহার অবস্থিতি, অহংভাবরূপ পাতালাভ্যন্তরে তাঁহার পতন অসম্ভব। দেখিতেছি, তোমার স্বভাব সমতা ও সত্যের স্বরূপক্ষেত্র, আমি বুঝিতেছি, তোমার সংসারবিকল্প প্রক্ষীণ হইয়াছে, অবিদ্যার তমোময় আচরণ দূর হইয়াছে। হে সৌম্য! তোমার পূর্ণসাগর-গম্ভীরা নির্ম্মল সমতা—আমাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিতেছে যে, রাম (তুমি) স্বরূপে অবস্থিত (তত্ত্বজ্ঞ) হইয়াছ। তোমার নিঃসঙ্গ জীবনে আশানৈরাশ্যে, ভাবনা-অভাবে এবং মন শূন্যরূপে পরিণত হউক। ৬—১০। যে যে বস্তু তুমি পাইতেছ, পরিপূর্ণচিন্ময় ব্রহ্মসত্তামাত্ররূপে তত্তদ্বস্তুতেই অবস্থিত, (সুতরাং ব্রহ্মলাভে সর্ব্বলাভ, আশা কিসের জন্য থাকিবে?)। আত্মজ্ঞানের অভাবেই বন্ধন, আত্মজ্ঞানের প্রভাবেই মুক্তি, অতএব হে রাম! অনুমানাদি-বলে তুমি স্বয়ং স্বাত্মবোধে তৎপর হও। যে অবস্থায় ভোগসুখে রুচি থাকে না, কিন্তু যথাপ্রাপ্ত সুখদুঃখনির্ব্বিকারে ভোগ করা যায়, তাহাই বাসনাহীনতা, আকাশনির্ম্মলসমতাও ইহারই নামান্তর। বাসনা-রহিত অন্তঃকরণে কর্ম্ম কর, শত বিক্ষোভেও আকাশবৎ নির্ব্বিকার থাকিবে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এতৎ-ত্রয়ই, এমন কি দুঃখাদি পর্য্যন্ত সমস্তই এক, ইহা শান্তচিত্তে আত্মায় অনুভব কর, আর সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। ১১—১৫। মনের উন্মেষে ও নিমেষেই সংসারের উদয় ও লয় হয়। প্রাণায়াম এবং বাসনারোধ দ্বারা মনকে উন্মেষশূন্য অর্থাৎ বিষয়সঙ্গশূন্য কর। প্রাণের উন্মেষ ও নিমেষ সংসারের উদয় ও লয়ের দ্বিতীয় কারণ। অভ্যাস ও সংযম দ্বারা সেই প্রাণকে উন্মেষশূন্য কর। অজ্ঞানের আবির্ভাব ও তিরোভাবেই কর্ম্মের আরম্ভ ও অবসান। গুরুবাক্য শাস্ত্রোপদেশ ও সংযমের সাহায্যে অজ্ঞান দূর কর। যেমন আকাশ পবনোদ্ধূত ধূলিসঙ্গে ভাবান্তর-প্রাপ্ত বোধ হয়, সেইরূপ চিৎস্বরূপের চেত্যভাবে স্পন্দনহেতুই এই সংসাররূপ ভাবান্তর উপস্থিত। জাগতিক ভাবস্ফুরণের মূল দৃশ্য ও দর্শনের সম্পর্করূপ, দ্রষ্টার অলীক ভাবান্তর। যেমন রূপ পরিজ্ঞানের মূল—আলোক ও কুড্যাদির সম্বন্ধ। অন্ধকারে কুড্যের অর্থাৎ দেয়ালের রং বুঝা যায় না, আলোকের যোগ থাকিলে বুঝা যায়। দৃশ্য ও দর্শন উভয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে জগৎ পরিজ্ঞান বা জগদুৎপত্তিই হইত না। ১৬—২০। দৃশ্য ও দর্শনের সম্বন্ধরূপ স্পন্দের অভাব হইলে, এই জগদাভাসময়ী সংবিৎ চিত্র-লিখিত পুরুষের হৃদয়ে ভাবনার ন্যায় উৎপন্ন হইতে পারে না। চিত্তের স্পন্দ হইতেই মায়ার উৎপত্তির চিত্তস্পন্দের অভাব হইলে এই মায়ার লয় হইয়া থাকে। সলিলের স্পন্দেই তরঙ্গের উৎপত্তি, সলিলের স্পন্দ না হইলে তরঙ্গ উঠে না। তত্ত্ববোধ লাভ করিয়া বাসনাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে অথবা প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করিতে পারিলে চিত্ত নিস্পন্দ হয়, তাহা হইলে আর স্পন্দ কোথা হইতে সম্ভবে? সংবিৎস্পন্দ নিরুদ্ধ হইলেই চিত্ত অচিত্ত হইয়া যায়, প্রাণবায়ুর নিরোধ ঘটিলেও সেই চিত্ত অচিত্ত হইয়া যায় অর্থাৎ পরপদে পর্য্যবসিত হয়। বিষয়নিচয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে যে সুখ হয়, তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম সুখই, সেই সুখের পরম অবধি যে পূর্ণভাসংবিৎরূপ ব্রহ্মদৃষ্টি তদ্দ্বারাই মনঃক্ষয় করিতে হয়। ২১—২৫। যেখানে চিত্তের অভ্যুদয় নাই, তাহাই অকৃত্রিম সুখ, সে অকৃত্রিম সুখ সুমেরুপর্ব্বতে হিমগৃহের ন্যায় স্বর্গাদিতেও নাই। চিত্তের বিনাশজনিত যে সুখ, তাহা অপরিসীম; সে সুখ

* টীকাকারস্তু মূলশ্লোকস্থপ্রথমপদং প্রাপ্তিপ্রাক্‌ক্ষণপরিমিতি ব্যাখ্যৎ। তচ্চিন্ত্যম্।

বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সুখের কদাচ ক্ষয় হয় না, তাহা কখন উদিতও হয় না, কদাচ উপশান্তও হয় না। তত্ত্ববোধেই চিত্তের নাশ ঘটিয়া থাকে। দুর্ব্বোধ অর্থাৎ ভ্রান্তিবশেই চিত্তের সম্ভাব প্রতীত হয়; ঐ ভ্রান্তিতেই বালককল্পিত বেতালের ন্যায় এই মোহশ্রী ঘনীভূত হইয়া উঠে। তত্ত্ববোধে বিদ্যমান হইলেও (আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও) এ চিত্ত বিলয়প্রাপ্ত হয়। তাম্রকে সুবর্ণভাবে পরিণত করিলে যেমন তাম্রভাবের অসত্তা হইয়া যায়, (তাম্র আর থাকে না, তাহা সুবর্ণ বলিয়াই অভিহিত হয়), সেই রূপ তখন এই চিত্ত সৎ হইলেও অসৎ হইয়া যায়। তত্ত্ববিদের চিত্ত, চিত্তনামে অভিহিত নয়, তাহা তত্ত্বনামে অভিহিত হয়। তত্ত্ববোধে চিত্ত তাম্রের সুবর্ণভাবপ্রাপ্তির ন্যায় নামতঃ ও অর্থতঃ অন্যবিধ হইয়া যায়। ২৬—৩০। ভ্রান্তির বীজত্বই চিত্তের চিত্ততা, তাহা তত্ত্ববোধে বিলীন হইয়া যায়, ভ্রমাংশই তত্ত্ববোধে প্রশান্ত হইয়া যায়, যাহা সৎ, তাহার কদাচ অভাব হয় না। বিকল্পময় চিত্তাদি পদার্থ শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অবস্তু (অসৎ), আত্মবোধে তাহা লয়প্রাপ্ত হয়। ঐ চিত্ত জগৎস্থিতিতে থাকায় কিছুকাল সত্ত্বরূপে তুরীয়াবস্থায় বিহার করিয়া, পরে তুরীয়াতীত হইয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্মই এই বিপুল জগৎরূপ ভ্রমবিলাসে পর্য্যবসিত হইতেছেন, একমাত্র ব্রহ্মই এই অনেকরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন, এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বময় বলা সুসঙ্গত হয়। হে রাম। হৃদয়মধ্যে মনোরথকল্পিত প্রাসাদবাপীতটাদি যেমন কিছুই বাস্তবিক বিদ্যমান নাই, তদ্রূপ ঐ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। ৩১—৩৫।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। একটী অপূর্ব্ব রমণীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, বৃত্তান্তশ্রবণে বিস্ময় ও উল্লাস হয় এবং প্রকৃত বিষয়ে তোমার জ্ঞান জন্মিবে। নির্ম্মল পরিস্ফুট একটী অতি বিশাল বিল্বফল আছে, তাহার পরিমাণ বহুসহস্র যোজন, বহুযুগেও তাহার ক্ষয় হয় না, তাহার রস অক্ষয় এবং সারভাগ সুধার ন্যায় সুমধুর। সেই বিল্বফল বহুকালের পুরাতন হইলেও, শশিকলার ন্যায় সুন্দর কোমলতায় সমুজ্জ্বল। উহা ভুবনব্যূহ-মধ্যগত মহামেরুর ন্যায় শোভমান, মন্দরাদ্রির ন্যায় অচল ও দৃঢ়, মহাপ্রলয়-পবনবেগেও অবিচলিত এবং উহা এতাদৃশ বিশাল বিস্তীর্ণ যে, কোটি কোটি অযুত যোজনেও ইহার ইয়ত্তা করা যায় না। আর উহার জগৎ-ধারণের আদিমূলও কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মাণ্ড ঐ বিল্বফলের উপরিগত; নিকটে যাইলে বোধ হয়, যেন পর্ব্বতের উপরে সূক্ষ্ম সর্ষপকণপঙ্ক্তি রহিয়াছে। ১—৬। হে রাঘব! এমন কোন ষড়িন্দ্রিয়ভোগ্য রস নাই, যাহা উহার অদ্ভুত রসরাজিকে অতিক্রম করে। এরূপ সুরস, তথাপি পরিপক্ব হইলেও পতিত বা জরাদোষে আক্রান্ত হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র ও অন্য কোন চিরজীবিগণ পর্য্যন্ত ঐ বিল্বফলের উৎপত্তি * মূল বা বৃন্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই। ঐ যে স্তম্ভ-(গুঁড়ি) মূল-শাখাদি বিরহিত মহাকৃতি ফল, উহার অঙ্কুর বা বৃক্ষ কিংবা কুসুম, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা দেখিতে একটী অতি বৃহৎ ঘনাকার পিণ্ড, উৎপত্তি বা পরিণাম উহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ মহাবস্তু সমস্ত ফলের (সমুদায় পুরুষার্থের) সার। ঐ অতি বৃহৎ ফল নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার; উহার মজ্জা নাই, অষ্টি, (আঁটি) বীজও নাই। শিলার ন্যায় উহা নীরন্ধ্র (অর্থাৎ বিজ্ঞান ঘন) ও দৃঢ়। সুধাস্রাবি-চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ উহা সংবিদামৃতের ন্যায় নিরতিশয় আনন্দরসস্রাবী *। উহা সমুদায় সুখের কোষ, এবং শীতলতা ও আলোকের আধার (পাঠান্তরে, কর্ত্তা), উহা দেখিতে শৈল বা মৃৎপিণ্ডের মত। উহাই আত্মার মানুষানন্দাদি হৈরণ্যগর্ভানন্দান্ত পরমানন্দরূপ কর্ম্মফলের মজ্জা সারস্বরূপ। আর ঐ হিরণ্যগর্ভানন্দ ফল অপেক্ষাও যাহা যাহা পরম অব্যক্ত, তাহারও যাহা মজ্জা (সার), ঐ শ্রীফলেরই সেই মজ্জা, তাহাই আত্মচমৎকৃতি, দেশকালপাত্রে যাহা নির্ণীত হয় না, তাদৃশ অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বভাব কর্ত্তৃক উহা রক্ষিত, উহাই দ্বৈত-বর্জ্জিত শ্রীফলস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ৭—১৫। কারণ, আত্মচমৎকৃতির অধ্যাসেই ভেদবুদ্ধি। আত্মচমৎকৃতিই সেই ভেদবুদ্ধিজাত অন্যত্ব বা দ্বিতীয়তার পরম প্রয়োজনীয় চিন্ময়-রস মজ্জাস্বরূপ পারমার্থিক সন্নিবেশবৈচিত্র্য; সমন্বিতা, উহা অণু অপেক্ষা অণীয়সী, মহান্ অপেক্ষ মহীয়সী, সনাতনী বলিয়া বার্দ্ধক্যাদি বিকারাদিশূন্যা, সর্ব্বদাই অতিবালিকার ন্যায় বিরাজমানা। এতাদৃশী চমৎকৃতিশক্তিই "এই স্ত্রী আমি" এই নপুংসক আমি" ইত্যাদি ভেদের প্রতি কারণ। 'ইহা অন্য' ইহা ভিন্ন' ইত্যাদির হেতু অবিদ্যামল: উহা বস্তুতঃ কিছুই নহে, উহা স্বপ্রকাশ চিন্ময়ের নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় অসম্ভব, তথাপি ঐ সকল দ্বৈতভেদবুদ্ধিরূপ অবিদ্যামলের প্রতি হেতু ঐ আত্মচমৎকৃতি, সেই আত্মচমৎকৃতিই যখন ঐ বিল্বফলের স্বরূপ, সুতরাং উহা অনন্ত অর্থাৎ অদ্বৈত এবং সৎ। ঐ আত্মচমৎকৃতি শক্তিই অহঙ্কার উৎপত্তির পরেই আকাশ ও আকাশগুণ শব্দ এবং ত্রৈলোক্যের ব্যষ্টিসমষ্টি পরমাণুভেদে অহঙ্কার বিস্তার করত আভিমানিক আবরণ লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ঐ শ্রীফলমজ্জার ইহাই চমৎকৃতি যে, স্বকীয় স্বরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ না করিয়া ক্রমশঃ সংবিৎশক্তিরূপিণী হইয়াছেন। মজ্জার সেই সংবিৎ শক্তিই তরলরূপিণী হইয়া নিজ নির্ব্বিকাররূপে জগদাকার-দৃষ্টি বিস্তৃত করেন। এই অনন্ত বিস্তৃত নভোমণ্ডল, এই কালময়ী কলা, এই যে নিয়তি বলিয়া যাহা কথিত হয়, এই যে স্পন্দরূপিণী ক্রিয়া, এই লক্ষবিস্তার, এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, এই রাগদ্বেষব্যবস্থিতি, এই হেয়োপাদেয়বুদ্ধি, এই ত্বত্তা, এই মত্তা, এই তত্তা, এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ, ঐ ঊর্দ্ধস্থ, এই অধঃস্থ, ঐ ঊর্দ্ধ ও এই অধঃ ইত্যাদি যাহা কিছু সকলই তাহাতে প্রতিষ্ঠিত। ১৬—২৩। ইহা সম্মুখে ও ইহা পশ্চাতে, উহা অতিদূরে ও ইহা নিকটে, ইহা ভূত, ইহা বর্ত্তমান, ইহা ভবিষ্যৎ সকলই সেই বিল্বের মজ্জা। এই যে অন্তর্ব্বর্ত্তী-অনন্তকল্পনা কমলনিলয় জীবগণ-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপমণ্ডিত (হরির) ক্রীড়ামণ্ডপমণ্ডল, এই যে হরির অনন্তরচনা রহস্যরূপ পল্লবপরিশোভিত হৃৎকমল কর্ণিকাকীর্ণা লোকপদ্মাক্ষমালিকা, এই

* (কিংবা) ব্রহ্মাদি কেহই ঐ ফলের ন্যায় চিরজীবী নহেন, সুতরাং কেহ উহার উৎপত্তি, মূল ও বৃন্ত অবগত নহেন।

* শ্রুতিতে ঐ আনন্দময়ের আনন্দের কিছু অংশই অন্য ভূতানন্দ বলিয়া কীর্ত্তিত। বেদান্তে সচ্চিদানন্দময়।

যে সর্ব্বত্র মহারুদ্রগণপূর্ণকোটরা আকাশপদবী, যাহা বিষয়লম্পট, যাহা স্বর্গভোগেদের অধঃপতননিমিত্ত প্রভাবশালিনী ও তাহাদিগের পতনকালে প্রভাময়ী হয়। (নক্ষত্রপাতকালে তাহা বোধগম্য) যাহার উত্তরদিকে সুমেরুরূপ কাংপদ্মকর্ণিকা শোভমানা, যাহাতে দেবরূপ ষট্পদগণ পরমশোভমান ইন্দুমণ্ডলের মধুপান লালসায় বিহার করে এবং নরক যাহার মূল, এই সেই জগৎরূপ জরঠবৃক্ষের উদ্দামসৌগন্ধশালিনী স্বর্গ-লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুষ্পমঞ্জরী যাহার তারকারাজি কেশর, যাহা ব্রহ্মরূপ সাগরতটে অবস্থিত, এই সেই পারাবারবিরহিত আকাশনীলা-সরোজিনী, এবং যাহাতে ক্রিয়াসমূহ কুক্তীরাদির ন্যায়, মাস ঋতু প্রভৃতি তরঙ্গের ন্যায়,—আবর্ত্তের ন্যায় এবং যাহার প্রজা সৃষ্টিরূপ আবর্ত্তে (বা জন্মমৃত্যুরূপ আবর্ত্তে) ভূরি ভূরি ভূতগণ উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া দৃশ্যমান, যাহা প্রাণিগণের আয়ু পরিমিত বিস্তীর্ণা, এই সেই ক্ষণমুহূর্ত্ত আদি কল্পপর্য্যন্ত সমস্ত কালাবয়বরূপ পল্লবভূষিতা সূর্য্যাচন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি তেজঃপদার্থরূপ কেশরশালিনী গগনপদ্ম সমন্বিতা কালনলিনী এই সকল ভাববিকারসম্পন্ন, এই জন্মমৃত্যু বিসূচিকা, এই বিদ্যা অবিদ্যার বিলাসসমন্বিত, এই পারার্থ-দৃষ্টি, সকলই সেই বিকল্পের মজ্জাচমৎকৃতি। এই প্রকারে সেই বিশ্বমজ্জাচমৎকৃতি ব্যষ্টিসমষ্টি সঙ্কল্প ও সন্নিবেশমধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন। তাহা শান্তা, স্বস্থা, নির্ব্বাধা, সৌম্যা, ভাবলয়-বিরহিতা, সকলের কর্ত্তৃত্ব সাধনকারিণী অথচ অকর্ত্তৃত্ব প্রকাশে অর্থাৎ উদাসীনভাবে অবস্থিতা। ঐ বিশ্বমজ্জাচমৎকৃতি, অদ্বৈতা বলিয়া একা, সর্ব্বস্বরূপিণী বলিয়া বিবিধার ন্যায় অনুভবগম্যা (বস্তুগত্যা একা) আবার ঐ মজ্জা-চমৎকৃতিই দ্বৈতসাধনী বলিয়া অনেকাত্মিকা, আবার সজাতীয় বিজাতীয় ভেদশূন্যা বলিয়া অবিবিধা একা, দ্বৈতবিকল্প-নিরাসিনী বলিয়া সেই শক্তিই একা, সুতরাং স্বগতভেদবিরহিতা (অর্থাৎ ঐ বিশ্বমজ্জাচমৎকৃতির জ্ঞান হইলে আর কাহারও দ্বৈতভ্রম থাকে না)। তাহাই সত্যস্বরূপিনী স্থিরা মহতী চিচ্ছক্তি। ২৪—৩৬।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বদায়জ্ঞ! আপনি যাহা বলিলেন, তৎসম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে ইহাই বোধ হয় যে ঐ বিশ্বরূপিণী মহাচিদ্ঘন ব্রহ্মের সত্তা সম্বন্ধেই আমাকে উপদেশ দিলেন। আমি, তুমি ইত্যাদি সমগ্র অহংতা আদিই চিন্মজ্জার রূপ, ইহাতে দ্বৈত, ঐক্য, কল্পনাদি কিছুই ভেদ নাই। তদুত্তরে বশিষ্ঠ কহিলেন,—মেরু-আদির প্রতিষ্ঠা যেমন ব্রহ্মাণ্ডকুষ্মাণ্ডের মজ্জা, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডাদি জগৎস্থিতি সমস্তই সেই চিদ্বিদের মজ্জা; কেবল যে অহংতা-আদিমাত্র, তাহা নহে। হে রাম! চিদ্বিদের মজ্জা বলিতে তদন্তর্গত অবয়বপুঞ্জের রসঘনীভূত পরিণামবিশেষ, এরূপ ভ্রান্তি যেন তোমার না হয়; যেমন বিবের খর্পর (খোলা) মজ্জার আধার তদ্রূপ এই সৃষ্টিরূপ মজ্জার আধারস্থানীয় খর্পর যদি অন্য হইত, তাহা হইলে পরিণামরূপ মজ্জা হইত, এই সৃষ্টি-মজ্জার আধারভূত অন্য পদার্থের সম্ভাবনা না থাকাতে ঐ সর্ব্বগ চিদাত্মার (ব্রহ্মের) সাকল্যের বা একদেশের বিনাশ বা পরিণাম অসম্ভব, কারণ যাহার অবয়ব নাই, তাহার মুখ্য অন্তঃপ্রদেশ বা পরিণাম কিছুই সম্ভবপর নহে। যাহা এই চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতেছে, চিদ্বিদের ইহা কেবল বিবর্ত্ত চমৎকার মাত্র জানিবে। চিত্তিরূপ মরীচবীজের এই জগদাখ্যা চমৎকৃতি। যেমন শিল্পি-ব্যক্তির মনঃকল্পিত পদ্মবনসন্নিবেশ শিলাগর্ভে থাকে; তদ্রূপ ঐ মরীচবীজের সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় সৌম্যভাবপ্রাপ্ত অন্তরে ঐ চমৎকৃতি অবস্থিত আছে। মরীচের যেমন উপরে আবরণের কাঠিন্য, অভ্যন্তরে তাদৃশ নহে, ঐ চিন্মরীচেরও অন্তর তাদৃশ। হে ইন্দুবদন! এ বিষয়ে এক বিস্ময়করী রমণীয়া বিচিত্রা আখ্যায়িকা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৬। এক মহাশিলা আছে, তাহা স্নিগ্ধপ্রকাশশালিনী, সুখস্পর্শা, অতি বিস্তীর্ণা, নিবিড়া ও সারবতী বলিয়া সদা অক্ষুণ্ণা। সরোবরের ন্যায়, তাহাতে রমণীয় অতিবিকশিত বহুতর কমল বিরাজমান, (মনের কল্পনার অসীমতা, অতএব), কত আছে তাহার অন্ত নাই। তাহাদের দলগুলি পরস্পর মিলিত, কমলগুলি পরস্পর আহত হইতেছে। সকলগুলিই পরস্পর সংশ্লিষ্ট, কতকগুলি আবৃত আছে ও কতকগুলি প্রকটিত আছে, কতকগুলি অধোমুখে, কতকগুলি ঊর্দ্ধমুখে ও কতকগুলি বা তির্য্যঙ্মুখে অবস্থিত, সকলের মূল পরস্পর মিলিত ও সকলের মুখগুলিও পরস্পর সংলগ্ন। * কতকগুলির মূল কর্ণিকাজালে ও কতকগুলির মূলের মধ্যে কর্ণিকা। কতিপয়ের ঊর্দ্ধে মূল ও কতকগুলির অধোদেশে মূল এবং কতকগুলির একেবারেই মূল নাই। তাহাদিগের নিকটে মুকুলিত পদ্মাকার সহস্র সহস্র শঙ্খ রহিয়াছে, এবং বিকসিত পদ্মের ন্যায় বিশাল চক্রনিবহও তথায় বিরাজমান। ৭—১২। রামচন্দ্র কহিলেন,—ইহা সত্য বটে,—আমিও এইরূপ এক মহাশিলা দেখিয়াছি, তাহাও এইরূপ কমল-রাজি-পরিবৃত বটে, তাহাতে মহাহরির ধামরূপ শালগ্রাম বিদ্যমান আছে। মুনিবর বশিষ্ঠ, রাম যে তাঁহার আখ্যায়িকার ভাবগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বাক্যে বুঝিতে পারিলেন ও তাহাই অনুমোদন করিয়া বলিলেন, যথার্থ বটে, তুমি সেই আমার দৃষ্টান্তভূত শিলা দেখিয়াছ ও তাহা তুমি জান। দৃষ্টান্তিকস্বরূপ চিদাত্মাও যাদৃশস্বভাব ও তাহাতে যাহা নিরবকাশ চিদ্ঘন প্রাণের প্রাণ নিরতিশয় আনন্দরূপ বর্ত্তমান, তাহাও তুমি দেখিয়াছ, তুমি জান, কিন্তু আমি যে শিলার কথা তোমাকে বলিলাম ইহা অপূর্ব্ব, যাহার অন্তরস্থ মহাকুক্ষিতে সমস্ত বিদ্যমান, অথচ নাই †। ঐ মৎকথিত শিলা চিৎশিলা, উহারই অন্তরে নিখিল জগৎ অবস্থিত, ঘনত্ব, একাত্মকত্ব, একরসত্ব, ও কূটস্থত্ব আদি উহাতেই আছে; ঐ শিলা অন্য কিছু নহে, যাহা 'চিৎ' বলিয়া কথিত, তাহাই ঐ শিলা। যদি চ উহার অভ্যন্তর ঘন ও নিরবকাশ এমন কি, সামান্য রন্ধ্র পর্য্যন্ত উহাতে নাই, তথাপি এমনই মায়া যে, উহার অভ্যন্তরে আকাশ বিপুল অনিলের ন্যায় অখিল জগৎ বিদ্যমান। ঈষৎ রন্ধ্রও নাই, অথচ উহাতেই স্বর্গ, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, নদী, পর্ব্বত, দিক্সমূহ, সকলই বর্ত্তমান আছে। উহাতেই এই নিষ্ক্রিয়াঙ্গ জগৎপদ্ম প্রকাশিত। (উহা ভিন্ন শুদ্ধাত্মক বস্তু বা

* পাঠক! এই রূপক দৃষ্টান্ত উপদেশ ভিন্ন লিখিত ব্যাখ্যার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এই সামান্য সঙ্কেতেই বুঝিয়া লইবেন।

† পাঠক! এইখানে বুঝিবেন এই বশিষ্ঠবর্ণিত শিলা ও বিম্ব, ব্রহ্মশিলা ও ব্রহ্মবিম্ব, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞান-উপদেশ।

অন্য কোন কিছুই নাই)। জগৎ অন্ত বস্তু বলিয়া বোধ হয় বটে, বস্তুতঃ তাহা অন্য নহে ও শুদ্ধ চিদাত্মকও নহে, কিন্তু মায়া-রূপ মাত্র। ১৩—১৯। যেমন প্রস্তরখণ্ডে শঙ্খপদ্মাদি চিত্র অঙ্কিত হয়, তদ্রূপ শিল্পিমন নিজকল্পনায় ঐ শিলায় বর্ত্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে ও করে। ঐ সকল অঙ্কিত মূর্ত্তি ঐ শিলাতে, যেমন শিলাতে শালভঞ্জিকা অর্থাৎ খোদিত প্রতিমূর্ত্তি বাস্তবের ন্যায় প্রকাশ পায়, তদ্রূপ যথার্থের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। যেমন পাষাণে নানাবিধ অঙ্কিত মূর্ত্তিসন্নিবেশ—দেখিতে বিভিন্ন, কিন্তু পাষাণখণ্ড সেই একই, সেইরূপ ঐ শিলায় প্রতিভাত সকল দেখিতে বিভিন্ন, কিন্তু সকলই ঘন একপিণ্ডাকার। যেমন শিলায় অঙ্কিত পদ্ম সেই শিলা হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্ন আকারান্তর সমন্বিত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এই সৃষ্টিব্যাপার (অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ ঐ) চিৎ, শিলা হইতে অভিন্ন হইলেও বোধ হয় যেন ভিন্নাকার ভিন্ন বস্তু। সুষুপ্তি অবস্থায় অর্থাৎ যখন পাষাণদারণ যন্ত্র দ্বারা শিলাতে পদ্মাকার বা চক্রাকার খোদিত না হইয়াছিল, তদবস্থায় সেই শিলাতে সেই পদ্ম বা চক্রমূর্ত্তি যে ভাবে ছিল, এই জগদাবলীও সেইরূপ ঐ শিলায় আছে, ছিল এবং রহিবে। যেমন শিলায় পদ্মলেখারাজির বা মরীচের অভ্যন্তরস্থ চমৎকৃতির অর্থাৎ কোমল সারাদির উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরূপ ঐ চিৎশিলায় ও চিৎমরীচবীজে এই সৃষ্টিরূপ পদ্ম ও চমৎকৃতি উদয়াস্তরহিত হইয়া বর্ত্তমান আছে। যেমন সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ে তাহার অভীষ্ট পতির বৃত্তি সদা জাগরূক থাকে এবং যেরূপ বিল্বফলের অভ্যন্তরে মজ্জাসার ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত, সেইরূপ হে রাম। এ অনন্ত বিকারসম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলীও চিৎশিলায় বা চিদ্বিম্বে বর্ত্তমান জানিবে। যখন বিকারী ব্রহ্মাণ্ড চিন্মাত্র, (অর্থাৎ কেবল চিৎস্বরূপ), তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডবিকার এই জগৎশরীরাদিভেদও চিন্মাত্র, এই যুক্তিপ্রদর্শনের কোন অর্থ নাই, অতএব তাহা নিষ্ফল। কারণ, যেমন জলে জলবিন্দু উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকালেই বিলীন হয়, তদ্রূপ এই বিকারাদির ব্রহ্মাণ্ডের চিন্মাত্রতা দর্শনেই তৎক্ষণাৎ চিন্মাত্রতা লাভ করে। চিতি অনন্ত বলিয়া চিতির বিকারও অনন্ত। ২০—২৭। যাহা নাম দ্বারা বিদিত, সেই নামের লয়ে বস্তুরও লয় হইয়া থাকে। যেমন কবির বর্ণিত গন্ধর্ব্বনগরের বৈচিত্র্য কেবল নামমাত্র, বাস্তবিক পাঠক তাহা দেখিতে পায় না, এইরূপ এই জগৎসৃষ্টিরূপ বিকারাদি নামমাত্র, কিন্তু সেই কবিবর্ণনার বোদ্ধার চিন্মাত্রতাহেতু তদীয় জ্ঞানবশতঃ তাহা যেমন সত্য বলিয়া প্রতীত হয় ও সেই বর্ণিত ও নগরাদি উক্তিমাত্র সিদ্ধ হইলেও প্রতীতিকারক যেরূপ চৈতন্যময়ই থাকে, সেইরূপ এই বিকারাদি ও অর্থশূন্য সমস্তই ব্রহ্ম জানিবে, কারণ জগতে বিকারাদি বলিয়া বস্তুতঃ অন্য কিছুই নাই। ব্রহ্ম যখন অনন্ত, তখন নিরর্থক ও সার্থক বর্জ্জন ও অবর্জ্জন সকলই ব্রহ্ম, সুতরাং বিকারাদি যাহা কিছু, সকলই ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মই ক্রমে উৎপাদিত হইয়া থাকেন। যেমন মরীচিকা জলভ্রমের প্রতি কারণ, তদ্রূপ ব্রহ্মই অন্যার্থপ্রতিপাদক জানিবে—অর্থাৎ তাহা কিছু নহে, সমস্তই চিৎস্বরূপ। যেরূপ বীজ পুষ্পফলের অভ্যন্তরস্থিত হইলেও, বীজের অভ্যন্তর পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না, অর্থাৎ পুষ্পফলাদি স্বজন্তে বীজসত্তার যেমন অনুবৃত্তি, চিৎস্বরূপেরও তাদৃশ অনুবৃত্তি জানিবে। অতএব সমস্তই চিদাত্মক জানিবে। যেমন বীজসত্তা অঙ্কুর, শাখা, পল্লব ইত্যাদিরূপ উত্তরোত্তর বিকারে পরিণত হইয়া তাহার প্রতি কারণ হয়, তদ্রূপ চিদ্ঘনের চিদ্ঘনত্ব ও এই ত্রিজগৎ বিকারে ক্রমশঃ পরিণত হইয়া তাহার কারণরূপে অবস্থিত জানিবে। বীজরূপ কারণ ও কার্য্য বৃক্ষ-পত্রপুষ্পাদি, ইহাদিগের একত্বও দ্বৈতভাব, দ্বৈতভাবও একত্ব। উহাদিগের একের অভাবে দুইএরই অভাব হইয়া থাকে। এই জগৎ জাড্যকল্পনা হইতেই সমুদ্ভূত, কারণ, "চিৎ" কখন এরূপ জড়স্বভাব হইতে পারে না। ২৮—৩২। দেখ, যাহা চিৎ, তাহা কখন চিদ্বিপরীত হইতে পারে না, চিৎ অচিৎ, এই দ্বয়ের কখন বর্ত্তমানতা নাই, যাহা ঐ দ্বয়ে অভিহিত, তাহা অন্তরে এক ও পরস্পর অভিন্ন, পরস্পর পরস্পরের অন্তর্গত। মহাশিলার অভ্য-ন্তরে অঙ্কিত রেখাদিভেদ যেরূপ বহুভাবে বর্ত্তমান, বাস্তবিক শিলা একই, তদ্রূপ এই জগৎও ঐ চিদ্ঘন বিম্বে পৃথক্ প্রতিভাত মজ্জাদিস্বরূপে অবস্থিত, বাস্তবিক তাহা ভিন্ন নহে। রেখা উপরেখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ডশিলার ন্যায় একই ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যময় স্বরূপে দৃশ্যমান। শিলাগর্ভস্থিত পদ্মাদি চিহ্ন যেমন শিল্পীর বাসনাস্বরূপ মাত্র ও তাহা যেরূপ ক্ষয়োদয়রহিত নিত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়; তদ্রূপ তুমি আমি প্রভৃতি অহম্ভাবসংবলিত জগদ্গতিও ক্ষয়োদয়বিরহিত নিত্যস্বরূপে প্রতিভাত জানিবে। যেমন শিলান্তর্ব্বর্ত্তী রেখাদি শিলাময়ই, তত্ত্বতও তাহা শিলা, সারতাও তাহা শিলা, সুতরাং তাহা যেরূপ শিলান্তর হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া বিচারিত হয় না, তদ্রূপ এই যে অস্মদ্বিদিত জীবস্বরূপ জগৎকর্ত্তা বা তদীয় কর্তৃত্বাদি ও কার্য্যস্বরূপ জগৎ, সমস্তই চিতি অর্থাৎ চিৎস্বরূপ জানিবে। তত্ত্বতঃ দেখিলে যেরূপ শিলান্তর্ব্বর্ত্তী পদ্মাদির স্পন্দন বা অস্পন্দন আবির্ভাব বা তিরো-ভাব, পরিগণিত হয় না, আত্মতত্ত্বদর্শনে জগৎকর্ত্তা আদিরও সেই অবস্থা জানিবে। এই জগৎ বা ব্রহ্মকে কেহ কখন নির্ম্মাণ করিতেও পারে না, বা বিনাশ করিতেও পারে না, সুতরাং এই জগৎ বা ব্রহ্ম কাহার নির্ম্মিতও নহে, হয়ও না, বিনষ্টও হয় না। গিরিশৃঙ্গ যেমন গিরি হইতে পৃথক্ বা তদ্বিকারপ্রাপ্তও নহে, ঐ ব্রহ্মও তদ্ভাবে প্রভব উল্লাস বিলাস প্রভৃতির সূচক মাত্র। বহুশিল্পীর বিবিধ ও বিরুদ্ধ মানসকল্পনাভেদে শিলা যেমন নানারূপে প্রকাশ পাইলেও তাহা একই অভিন্ন শিলারূপে অবস্থান করে, তদ্রূপ নানাজীববিরুদ্ধ কল্পনাভেদসত্ত্বেও একই সেই ব্রহ্ম স্বস্বরূপে অবস্থিত জানিবে। কেবলমাত্র যেখানে যে আকারে কল্পিত হন, সেখানেই সেই আকারে অবস্থিত জানিবে, বস্তুগত্যা কিছুই ভেদ নাই। সকলই ব্রহ্ম-সত্তাত্মক, অর্থাৎ দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থে ব্রহ্মসত্তা বর্ত্তমান, তৎসত্তাই এই দৃশ্যমান পদার্থের সত্তা। সুষুপ্তস্থ জীবমাত্রে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট অর্থ ও কল্পনাভেদ অবিরোধে অনুভব করে ও সহ করে, বাস্তবিক তাহা অলীক; তদ্রূপ এই সমস্ত ঐ সুষুপ্তি-ভেদবৈচিত্র্যবৎ পরিদৃশ্যমান ও অনুভূত হয় জানিবে। বাস্তবিক সমস্তকেই সেই একই ব্রহ্ম ও তৎসদাত্মক স্বরূপে প্রকাশমান। অতএব এই বিবিধভাববিকারপূর্ণ এই জগজ্জন্ম সম্বন্ধে যাহা এই মহাভ্রম, তাহা শিলান্তর্ব্বর্ত্তী পদ্মাদিসন্নিবেশবৎ উন্মেষিত বাসনা মাত্র। এই জগৎ উন্মিষিত বাসনামাত্র হইলেও চিদ্ঘন ব্রহ্মাকাশময় বলিয়া নিত্য ও প্রশান্তস্বরূপ। শিলাগর্ভস্থ পদ্মাদিবৎ, তুচ্ছ এই সৃষ্টিপ্রমুখদশা ঐ ব্রহ্মাত্মায় পরিদৃশ্যমান হইলেও

বস্তুতঃ যখন ইহা সত্তা বা স্বরূপ স্থিতিলাভ করিতে পারে না। ৩৩—৪১।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

মুনিবর বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! আমি যে তোমাকে চিত্তত্ত্বের অচেতন ফলের সহিত দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, তাহার কারণ, ঐ অচেতন ফলের ন্যায় ঐ চিত্তত্ত্ব যখন নিজের স্বরূপ-সন্ধানবিমুখ তখনই সৃষ্টি, ঐ চিত্তত্ত্বের যে অপর যুগ-বৎসরাদি রূপ স্বপ্ন তাহাতেই নিজ সত্তাসন্নিবেশে যাহা প্রবৃত্ত হয়, তাহাই সৃষ্টি, ইহা চিত্তত্ত্বের সমান সত্তাবান্ স্বগত ভেদ নহে। যাহা দেশ, কাল বা কাষ্ঠাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও তন্ময় অর্থাৎ চিন্ময়. অতএব ইহা অন্য, ইহা (চিদ্) ভিন্ন ইত্যাদি কল্পনাও ইহাতে উপপন্ন হয় না। সমস্ত শব্দ, শব্দার্থ, বাসনা ও তৎপ্রযুক্ত সঙ্কল্পবিকল্পাদি কল্পনার জ্ঞাতাও একাত্মক অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েও ঐ চিন্ময়, অতএব কি করিয়া ইহাকে অসৎ বলা যাইতে পারে? ২—৩। যেমন ফলের অভ্যন্তরস্থিত মজ্জাদিসন্নিবেশ একই বস্তু, অথচ পারিভাষিক নামাদিতে নানা অর্থাৎ বীজ, সার ইত্যাদি হইয়াছে, তদ্রূপ ঐ চিত্তত্ত্বেরও পারিভাষিক নামাদ্যক্রমবৈচিত্র্যে সত্তা ও ঘনতা একই হইলেও নানাভাবে বিরাজ করিতেছে। ফলের অন্তর্বর্ত্তি-সারসত্তাবৎ ঐ চিৎসত্তা ও তদন্তরস্থ সিদ্ধি অর্থাৎ সন্নিবেশ-নিষ্পত্তি নানা না হইলেও নানা, অবিকৃত হইলেও বিকৃতবৎ ভাসমান। শিলামধ্যগত পদ্মাদিসন্নিবেশবৎ জগৎ বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরের ন্যায় ঐ চিদ্দর্পণে প্রতিবিম্বিত ঐ চিৎস্বরূপই বাস্তবিক বাহ্যিক কিছু প্রতিভাত না হইলেও প্রতিভাত বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন অদ্ভুত মায়িক শক্তি থাকায় চিন্তামণির সমীপে যাহা চিন্তা করিবে, সেই মনোরথই তাহাতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ঐ পরম চিৎমণিতেও শত সহস্র জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন মুক্তাশুক্তি (ঝিনুক) মধ্যে মুক্তারাজি, সেইরূপ চিৎশুক্তি সম্পুটক (কৌটারন্যায়) আবরণ মধ্যে এই জগৎমুক্তা তন্ময় হইলেও অন্যবৎ দৃশ্যমান হইয়া আছে, যেন সেই চিৎ সম্পুটকে ক্ষোদিত হইয়া বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। যেমন ভাস্বান্ আদিত্য স্বীয় আবির্ভাব-তিরোভাব দ্বারা অহোরাত্র বিধান করিতেছেন ও জাগতিক দ্রব্যসমূহ দেখাইতেছেন, সেইরূপ ঐ ভাস্বান্ চিৎসূর্য্যও স্বীয় অঙ্গেই স্বপ্রকাশ-অপ্রকাশরূপ জগদ্দ্রব্যের প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিতেছেন। সমুদ্রগর্ভে যেরূপ আবর্ত্ত (জলভ্রমি) তরঙ্গাদি জলস্পন্দভেদবিলাস সকলই সেই সমুদ্রজলশিলান্তঃসন্নিবেশের ন্যায় ঐ চিৎশিলান্তঃসন্নিবেশ অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ ভাসমান। যাহা আছে বা নাই, অতীত বা অনাগত, বা বর্ত্তমান সকলই সেই চিৎশিলাশরীরে অঙ্কিত পুত্তলিকা। ভাবাভাবপদার্থের মধ্যে যাহা সত্য, তাহা ঐ পূর্ব্ব-বর্ণিত চিদ্বিল্বের মজ্জা, বিল্বাদিফলের পদার্থসম্পত্তি যাহা কিছু; তাহা মজ্জাসারই এবং সেই সেই মজ্জাসারই বিল্বময় ও তাহাই বিল্বফল। সেইরূপ পদার্থসমস্তই যখন চিদ্বিল্বের মজ্জা-সার, তখন তাহাই চিন্ময়, ও তাহাই চিত্তত্ত্ব। যেমন শিলাগর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া পদ্মচক্রাদি নানা কেবল শব্দার্থমাত্র, বাস্তবিক নহে, তদ্রূপ ঐ চিত্তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ধরিলে এই জগতের অসত্তাই হয়, অতএব যাহা কিছু বৈচিত্র্য বা নানাত্ব ভেদ, তাহা ঐ চিন্ময়, দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। আর যদি ঐ শিলা হইতে পৃথক্ না ধরা যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ সকল পদ্মবিম্বাদি বিচিত্র চিত্র আর পৃথক্ বস্তু থাকে না, একই সেই শিলাগর্ত্ত জ্ঞান হয়, তদ্রূপ এই জগৎ প্রপঞ্চ ঐ চিৎশিলান্তর হইতে পৃথক্ না ধরিলে সকল ঐ নানাপদার্থপ্রপঞ্চ একই ঐ চিৎশিলা গর্ত্ত, ইহা প্রমা হয়। মৃগতৃষ্ণাক্রান্ত জীব মরুমরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিত হয়, আর স্থলাভিজ্ঞগণ তাহাকে স্থল বলিয়া অবগত হয়, কিন্তু বিদ্বান্ বিচক্ষণ তাহা সূর্য্যরশ্মি বলিয়া বুঝেন, তাহাতে সত্য আতপ, আর ভ্রমানুমিত জলাদি অসত্য, হে রাম। এইরূপ সদসন্ময় মরীচিকার ন্যায় তুমিও সদসদ্বপু বলিয়া আমাকে বুঝিতেছ, তুমি তাহা নহ, বাস্তবিক তুমি সেই চিৎস্বরূপ। যেমন জলরাশি গুহাদিবিবর মধ্যে দ্রব্য বলিয়া স্পন্দিত হয়,—চলাচল করে, কিন্তু বাস্তবিক জলের স্পন্দন নাই, তদ্রূপ ঐ কলনোন্মুখ অর্থাৎ (ব্যাপারোন্মুখ) চিদ্ঘনের অন্তরও স্পন্দিত হয়। শিলাঙ্কিত শঙ্খ পদ্মাদি যেমন শিলাময়, সেইরূপ ঐ চিৎশিলাস্থ জগৎ শিলাপদ্মাদিও চিন্ময়, কিন্তু তাহা সাধারণবুদ্ধির বোধগম্য নহে বলিয়া অতন্ময় বলিয়া বোধ হয়, অতএব তুমি এ জগৎপদ্মাদি পদার্থ সমস্তই ঐ চিৎশিলাগর্ত্ত জানিবে ও বুঝিতে চেষ্টা কর। দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে যে মহা-শিলার কথা বলিলাম বা তুমি যাহা দেখিয়াছ বলিলে, তাহাও ঐ চিৎশিলা। শিল্পিগণ শতসহস্র চেষ্টা করিয়াও উহাতে ছিদ্র করিতে পারে না উহাতে ভেদবিকার নাই, উহা অজ ও শান্ত, যাহা সন্নিবেশ পদ্মাদি, তাহা মিথ্যা বলিয়া উহা সন্নিবেশবৎ ভাসমান। নির্ম্মল শরৎকালের ন্যায় নির্ম্মল নিরঞ্জন ব্রহ্মই এই জগৎ প্রকাশিত করিয়া তাহাতে তাপ বিতরণ করিতেছেন, অমৃত দ্রবসম্পন্ন নয়নানন্দপ্রদ চন্দ্রের ন্যায় ঐ ব্রহ্মই জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং চন্দ্র যেমন প্রকাশমান, তদ্রূপ জগৎস্বরূপে প্রকাশমান আছেন। ব্রহ্মস্বরূপে এই সুষুপ্তান্ত অর্থাৎ বাসনা-মাত্র স্বরূপ বলিয়া অনিত্য এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া শিলালিখিত পদ্মের ন্যায় নিত্যস্থিত, (অর্থাৎ শিলাঙ্কিত পদ্ম পদ্মস্বরূপে বিনশ্বর এবং শিলাস্বরূপে অবিনশ্বর, তদ্রূপ এই জগৎও ঐরূপ বুঝিবে। ব্রহ্মে ব্রহ্মত্ব যেরূপ অবস্থিত, জগৎও ঐ ব্রহ্মে তদ্রূপ অবস্থিত। ১—২০। যেমন তরু ও পাদপ নাম মাত্র প্রভেদ, কিন্তু বস্তুতঃ তরু ও যাহা, পাদপ ও তাহা, তদ্রূপ ব্রহ্ম জগৎ নাম মাত্র প্রভেদ, ফলতঃ কিছু প্রভেদ নাই। এই নিখিল জগৎ ও যাহা, চিৎ-স্বরূপও তাহা, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। চিৎস্বরূপের ন্যায় এই সকল জগতের ভাবাভাব কখনই নাই। মরুভূমিস্থ তাপ যেমন জলের আভাস অর্থাৎ ভ্রম উৎপাদক, তদ্রূপ ঐ ব্রহ্মই জগতের আভাস জানিবে। যেমন করকাদি (বরফ) কেবল আকারে ভিন্ন, কিন্তু তাহা সমস্তই জল, কিংবা সূর্য্যকিরণ যেমন পরিণামে নির্ম্মল জলরূপ ধারণ করে, তদ্রূপ এই মেঘাদি স্থূলতম পদার্থনিচয় তত্ত্ব-দর্শীর নিকট শুদ্ধ (নিরঞ্জন) সূক্ষ্মতমত্বাদি ধর্ম্মী ব্রহ্মস্বরূপে প্রতি-ভাত হয়। অতএব ব্রহ্মবিদ্গণ তৃণাদি-ব্রহ্মাণ্ডান্ত বাহ্যজগৎ ও চিত্তাদি হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্ত অন্তর্জ্জগতের যাহা পরম অণু অর্থাৎ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্মতম অব্যাকৃত অক্ষর (ক্ষয়বিকার-রহিত ধর্ম্ম) পর্য্যন্ত বিভাগ করিতে করিতে ক্রমে যাহা উপনীত হয়, তাহাই পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হন। এই

দৃশ্যমান পঞ্চীকৃত * মেরুতৃণাদিই অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ, আবার অপঞ্চীকৃত পদার্থ যাহা তাহা চিত্ত, সূক্ষ্মপদার্থে সারসত্তা থাকিলেই স্থূলপ্রপঞ্চে সেই সত্তালক্ষণ সার হইতে সারতর হয়, কেবল স্থূলপ্রপঞ্চেই যাহাদের সারজ্ঞান, তাহারা অজ্ঞান। যেমন পরমাণুগত রসশক্তি স্থূলজলে ইন্দ্রিয়গোচর হয়, অথচ সেই স্থূলজলগত রসশক্তি পরমাণু হইতেই উপচিত হইয়া নেত্রগোচর হয়। হে রাঘব। ব্রহ্মসত্তাও তদ্রূপ স্থূলপদার্থে স্থূলজলগত রসশক্তির ন্যায় স্থূল ঘটাদিগত হইয়া অনুভূয়মানা জানিবে। ঐ রসশক্তি যেরূপ তৃণগুল্মলতা ও জল প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপে গোচর হয়; কিন্তু রসশক্তি যাহা, তাহা একই, তদ্রূপ ব্রহ্মতাও নানাভাবে আবির্ভূত হইতেছেন। দেখ, সেই ব্রহ্মতা কখন অনুভূত হইতেছেন, আবার কখন সেই ব্রহ্মতাই অব্রহ্মতা বলিয়া জ্ঞেয় হইতেছেন। যেমন রূপবিলাসের অর্থাৎ নীলপীতাদি বর্ণ-বৈচিত্র্যের সূক্ষ্ম পরমাণুগত সাম্য, তদ্রূপ এই সমস্ত ঘটাদি-ব্যক্তির ব্রহ্মসত্তাই গুণিগুণরূপ অবাস্তর বিজাতীয় বৈলক্ষণ্যরূপ অর্থসত্তাস্বরূপিণী হইয়া বিরাজমানা জানিবে। ইহাই নিয়ম যে, উৎপত্তিকালে কারণ কার্য্যরূপে ও লয়কালে কার্য্য কারণরূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করে। দেখ, যেরূপে ময়ূরের পিচ্ছ, পক্ষ-রাজি ও কাঠিন্য ময়ূরের উপাদান অণ্ডরসেই বর্ত্তমান, তদ্রূপ এই মেরু-আদি স্থূল কার্য্যজগৎ তিরোভাবকালে চিত্তে ও একেবারে মহাপ্রলয়কালে সেই চিত্তত্ত্বে অবস্থান করিয়া থাকে। ময়ূরের উপাদানভূত অণ্ডরসে যেরূপ বিচিত্র পিচ্ছিকাপুঞ্জ আছে, তদ্রূপ এই জগদ্ব্যাপক চিত্তত্ত্বেও এই নানাত্ববৈচিত্র্য বিরাজ করিতেছে। যেরূপ ময়ূর ও ময়ূরময় অণ্ডরস বৈচিত্র্যময়, তদ্রূপ ভেদদৃষ্টিতে জগৎ ও জগদধিষ্ঠিত ব্রহ্মও নানাস্বরূপ। অণ্ডস্থ রসরূপ ময়ূর যেরূপ নানারূপও বটে অথচ একমাত্র রসরূপী বলিয়া একরূপও বটে, ঐ ব্রহ্মও তাদৃশ জানিবে। ২১—৩১। যেমন সদসত্ত্বের সত্তা সমতায় অবস্থান করে তদ্রূপ ঐ ব্রহ্ম যখন বাস্তব, ও জগৎ যখন ভ্রম, তখন ঐ ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতসত্তাত্মক। কারণ, সৎ ও অসত্তের তত্ত্ব সদ্বস্তুতে পর্য্যবসিত অর্থাৎ অভাব বলিতে গেলে, কোন ভাববস্তুর অভাব বুঝিতে হইবে, কিন্তু সেই অভাব শূন্য-নিষ্ঠ কখন হইতে পারে না, অতএব সেই ভাবপদার্থ পরমব্রহ্মই জানিবে। সুতরাং ব্রহ্ম অদ্বয় বলিয়া ভিন্ন-অভিন্ন-স্বভাব এই জগৎ অনুভূয়মানমাত্র উপপত্তিসিদ্ধ নহে। এই জগৎ চিত্তত্ত্বে ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত, যেমন ময়ূরে অণ্ডরস ও অণ্ডরসে ময়ূর, তদ্রূপ এই জগতে চিত্তত্ত্ব ও চিত্তত্ত্বে জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। এবং ময়ূর ও অণ্ডরসবৎ ঐ ব্রহ্ম, জগৎ এক অথচ ভিন্ন। ঐ ব্রহ্মচিত্তত্ত্বই নানা-বিধ পদার্থ ভ্রমরূপ পিচ্ছপুঞ্জপরিশোভিত জগৎময়ূরের অণ্ডরস, তাহাতে এই জগন্ময়ূর ভাসমান, উহা অময়ূর অর্থাৎ ময়ূর বলিয়া কিছুই নাই (অর্থাৎ জগৎ বলিয়া কোন ভিন্ন বস্তু নাই) কেবল একমাত্র সত্তাই পরম বস্তু বিদ্যমান আছে জানিবে, অতএব তাহতে ভেদ বৈষম্য কোথায়? । ৩২—৩৫।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন অণ্ডমধ্যে ময়ূর তাহার রূপাদি পরিণাম না পাইয়াও অবস্থান করে, তদ্রূপ ঐ বিশুদ্ধ চিদণ্ডমধ্যে অহন্তাদি অন্তর্জ্জগৎ ও দিগাকাশাদি বহির্জ্জগৎ সমস্তই অনুদিত-ভাবে অবস্থিত জানিবে। যাহাতে বস্তুগত্যা কিছুই উৎপন্ন নহে, অথচ অবিদ্যাবলে তাহাতেই সমস্ত জগৎ বিদ্যমান। সেই চিদ্ঘনানন্দই এই দেহে অন্নের রসস্বরূপ প্রাণরূপ ধারণ করিয়া বৈষয়িক সুখসাররূপে চিত্তবৃত্তি ভেদস্বরূপে ও ভোগ্যভোগাকার প্রভৃতি নানারূপে স্ফটিকে বা দর্পণাদিতে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় প্রতি-বিম্বিত হইয়া আছেন ও হইতেছেন, নিরতিশয় আনন্দ সেই মূল চিদ্ঘনরূপে বর্ত্তমান। ইহা তাহার প্রতিবিম্ব বিষয়ানন্দসুখ অনুভব দ্বারাই অনুমেয়। সেই স্বাত্মস্বরূপ নিরতিশয় ভূমানন্দ-কেই তুরীয়পদে অবস্থানকারী মুনিগণ, দেববৃন্দ, গণসমূহ, সিদ্ধ ও মহর্ষি সকল সর্ব্বদা অনুভব করেন। অপরের বিবিধ (অলীক) দৃশ্যদর্শনে প্রাণস্পন্দ হওয়াতে চিত্তবিক্ষেপ হয় বলিয়াই তাহা অনুভবগম্য হয় না, এজন্যই যাঁহারা নিরুদ্ধদৃষ্টি নির্নিমেষ ও উপরতেন্দ্রিয়বৃত্তি, তাঁহারাই অজ্ঞ দৃশ্যদর্শনাসক্তিবিরহিত ও নিস্পন্দ। কর্ম্মপথে অবস্থান করিয়াও যে সকল ষষ্ঠসপ্তভূমিকা-রূঢ় মহাত্মগণ বাহ্য বস্তুসত্তা চিন্তায় মুহূর্ত্তকালও লিপ্ত নহেন, যাঁহারা সংবিৎ সংবেদ্য (জ্ঞান জ্ঞেয়) সম্বন্ধ ত্যাগরূপ সমাধিতে অবস্থিত ও যাঁহাদিগের প্রাণ মন চিত্রাঙ্কিত দেহের ন্যায় নিস্পন্দ, তাঁহারাই চিত্ত ও চিত্তের আস্বাদনীয় বিষয় ত্যাগপূর্ব্বক স্বপদে অর্থাৎ ভূমানন্দ ব্রহ্মপদে সমভাবে অবস্থান করেন। জগদীশ্বর যেরূপ অভ্যন্তরে সর্ব্বদা স্বরূপানন্দময় হইয়াও বাহ্যিক মায়ায় জাগতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তদ্রূপ ঐ ষষ্ঠাদিভূমিকা-রূঢ় মহাপুরুষগণও অন্তরে ব্রহ্মময় অখণ্ড বৃত্তিধারাস্পন্দনে সেই অংশে নিরতিশয় আনন্দাস্বাদরূপে পরমপুরুষার্থ যেমন সাধন করেন, সেরূপ আবার চিৎচেত্যস্পন্দনে বাহ্যিক ব্যবহারপ্রতিষ্ঠা-রূপ অর্থসাধন করিয়া থাকেন। যেমন চন্দ্রকিরণ নির্ম্মল, তরু-পল্লব প্রভৃতির অন্তরে প্রবেশ করত আহ্লাদিত (উদ্ভাসিত) করে, তদ্রূপ ষষ্ঠাদিভূমিকাধিরূঢ় মহাত্মদিগের বাহ্যিক দৃশ্যবিষয়ের সহিত বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগে ত্রিপুটীতে (জ্ঞাতৃজ্ঞেয় জ্ঞান) নিরতি-শয় আনন্দ অভিব্যক্ত হইয়া অন্তরে আহ্লাদ প্রদান করে, ফলে তাঁহাদিগের সকল ব্যাপারই সুখময়। চন্দ্রমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া নির্ম্মল গগনে কৌমুদীর (জ্যোৎস্নার) ন্যায়, ঐ শুদ্ধ-সংবিৎস্বরূপ পরমাত্মার নির্ব্বিক্ষেপ (বিশুদ্ধ) আহ্লাদময়-স্বরূপ, ঐ সকল মহাত্মদিগেরই অনুভবগম্য। তাহার দেহাদি কোন উপাধি নাই, তাহা দর্শনযোগ্য নহে, উপদেশবিষয়ীভূতও নহে, অতিনিকটে নহে, অতিদূরেও নহে, তাহা কেবল অনুভবলভ্য আত্মার বিশুদ্ধ চিদ্রূপ। তাহার দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, প্রাণ নাই, চিত্ত নাই ও বাসনাও নাই। তাহা জীবও নহে, স্পন্দ-স্বরূপও নহে, সংবিত্তিও নহে এবং জগৎও নহে। তাহা অতি-নিকটবর্ত্তীও নহে, দূরেও নহে বা, সমাসন্নও নহে, মধ্যবর্ত্তীও নহে বা মধ্যও নহে, শূন্যও নহে, অশূন্যও নহে বা শূন্যাশূন্যও নহে। দেশকালবস্তু আদিও নহে বা দেশকালপাত্র দ্বারা নির্দ্দেশ্যও নহে, আবার তাহাই দেশকালপাত্র ও তাহার দ্বারা পরিচ্ছেদ্য; তদিতর নহে। এই দেহাদি বিযুক্ত হৃদয়ে

* যাহার পঞ্চীকরণ করা হইয়াছে।—বেদান্ত দেখ। স্থূল-সৃষ্টি বিধানার্থ আকাশাদি পঞ্চভূত ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্দ্ধকে চারিভাগ করত প্রতিভূতের অর্দ্ধ অংশে এক এক ভাগ যোজনাকে বেদান্তে পঞ্চীকরণ বলে।

অনন্ত বাসনারূপে বর্দ্ধমান অনন্ত, দেহকোষবিরহিত (কারণ বাসনায়ই দেহলাভ বেদান্তমতসিদ্ধ। চিত্তে বাসনায় অনন্ত দেহ কল্পিত হইতেছে ও হইবে, সুতরাং দেহকোষও অনন্ত) যে বস্তু, এবং সংসত্তায় ঐ অনন্ত দেহকোষ দ্বারা হৃদয়ে দৃশ্যবস্তুনিচয় আবির্ভাবতিরোভাবে স্পন্দিত হয়, তৎসত্তাই আত্মা বলিয়া সম্ভাবিত। ঐ চিদ্‌ব্রহ্মই মহাকল্পাদিকালে আবির্ভূত অব্যাকৃত কারণরূপীও নহেন, (১) কল্পান্ত অর্থাৎ প্রাকৃতাদি প্রলয়স্বরূপও নহেন। কিংবা সৃষ্টিকালেও ইহলোক বা পরলোকে অগ্নি বায়ু আদি দ্বারা দহনে, শোষণে, ক্লেদনে বা ভেদনাদিবিকারে বিকৃত হন না. উহা সবিকার বা নির্ব্বিকার বস্তু কিছুই নহে। এই দেহকুম্ভনিচয় কত উৎপন্ন হইতেছে, কত বিনষ্ট হইতেছে, কিন্তু ঐ আত্মাকাশের কি বাহিরে, কি ভিতরে কোথায়ও উৎপত্তি-বিনাশের কথা কি, খণ্ডবিভাগ পর্য্যন্তও হইতে পারে না। অতএব দেহাদির বিকার দর্শনে ঐ চিদ্‌ব্রহ্মের বিকার কল্পনা কি করিয়া মনে স্থান পাইবে ? হে আত্মবিদগ্রণী ! ইহা বলিয়া দেহাদি পৃথক্ বস্তু বুঝিও না, ঐ আত্মাই দেহাদি সমস্ত, কেবলমাত্র বোধবিরূপতায় অর্থাৎ যখন বোধের বিকৃতি ঘটে, তখন উহা ঈষৎ পৃথক্ বলিয়া অবস্থিত বোধ হয়। জ্ঞানিগণ নিজ সর্ব্বতোনির্ম্মল সুসিদ্ধ বুদ্ধিপ্রভাবেই এই বিশ্বসংসার যে আত্মময় তাহা জানিয়াছেন, অতএব হে রাম ! তুমি রাজকার্য্যে দেদীপ্যমান থাকিয়াও নির্ব্বাণ (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত) অর্থাৎ নির্ব্বিকার আত্মদর্শনে মুক্তাত্মস্বরূপ ও নির্ম্মল হইয়া অবস্থান কর। এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা সমস্তই নির্গুণ নির্ম্মলাত্মক, উপাধি প্রভৃতি ধর্ম্মবিরহিত ব্রহ্ম। ইহার বিকার নাই, আদি নাই, ইহা নিত্য, শান্ত ও সমাত্মক। হে রাঘব ! কাল, কর্ত্তা, কারণ, কর্ম্ম, ক্রিয়া, নিদান, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সংস্মরণাদি সমস্তই ব্রহ্ম, ইহা যখন তুমি দেখিতেছ ও তাহাতে আবার যখন অবিষমস্বরূপ লাভ করিয়া সমঙ্গ হইয়াছ, তখন তোমার কি আর এই সংসারচক্রে ভ্রমণ সম্ভব ? ১—২০।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! যদি সেই দেশকালাদি ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য নিরতিশয় মহীয়ান্ ব্রহ্মবস্তুর উৎপত্তি বিকারাদি কিছু নাই, তবে কিরূপে এই জগৎ ভাবাভাবময়রূপে প্রতিভাত হইতেছে। বশিষ্ঠ বলিলেন, (২) দুগ্ধ হইতে দধির ন্যায় যে স্বরূপপরিবর্ত্তনে আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি হয় না, হে বৎস! তাহাই বিকারপরিণামাদি-পদবাচ্য। দেখ, দুগ্ধ দধি হইলে আর সেই দধি দুগ্ধস্বরূপ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এ ব্রহ্ম হইতে যে জগৎস্বরূপের আবির্ভাব, ইহার আদি অন্ত মধ্যে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম, তাহা কেবল নির্ম্মল ব্রহ্মই জানিবে, ইহাই পার্থক্য। অতএব দুগ্ধাদির ন্যায় ব্রহ্মের বিকারিতা নাই, আর পরমাণুর দ্ব্যণুকভাব যেরূপ অবয়বীর প্রতি কারণ, তাহাও ইহাতে নাই। কারণ দেশকালাদি পরিচ্ছেদবিশিষ্ট বা ক্রিয়া সংযোগবিভাগ প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট পদার্থেরই অবয়বিগঠন কারণতা আছে, কিন্তু যে ব্রহ্মের দেশকালাদি পরিচ্ছেদ নাই, সংযোগবিভাগাদি কিছুই নাই, সেই অনাদি অনন্ত অবিভক্ত অসংযুক্ত ব্রহ্মের অবয়বিক্রমও কিরূপে সম্ভব ? যে ব্রহ্ম আদি অন্তে সমান, তাহার এই অসংস্পর্শী ক্ষণবিকার সংবিদের বিবর্ত্তমাত্র, কারণ অবিকারের বিকার অসম্ভব। এই ব্রহ্মের সংবেদ্য (জ্ঞেয়) ও নাই, সংবিত্তি (জ্ঞান) ও নাই, তাহা "ব্রহ্ম" এই শব্দমাত্রবাচ্য, চিদাত্মার ন্যায়, তাহার কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই। আদি অন্তে যেরূপ বস্তু দৃশ্য হয়, সেই ব্রহ্মকে তদ্রূপে সকলে বলিয়া থাকে, মধ্যে যে তাহার বিকারের সহিত সংস্পর্শরহিতভাব, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না বলিয়াই ঐ পূর্ব্বভাব প্রকাশ পায়। আত্মা কিন্তু আদি অন্ত মধ্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমভাবে বিরাজমান, বিকার আত্মারই বস্তু বটে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব কখন সেই বিকারময় হন না। সেই আত্মতত্ত্বই অরূপ বলিয়া ঈশ্বর, এক বলিয়া ঈশ্বর নিত্য বলিয়া ঈশ্বর, তাহা কখনই বিকারের অধীন হয় না। ১—৯। রাম কহিলেন,—গুরো ! যখন সেই ব্রহ্ম এক এবং একান্ত নির্ম্মল, তখন তাহাতে সংবিৎস্বরূপা অবিদ্যার আবির্ভাব কিরূপে সম্ভবে ? বশিষ্ঠ বলিলেন, ঐ সমস্ত ব্রহ্ম পূর্ণ, উহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, ত্রিকালেই বর্ত্তমান উহার বিকার নাই, আদি, অন্ত নাই, বা অবিদ্যাও নাই, ইহাই স্থির জানিবে। "ব্রহ্ম" এই শব্দের দ্বারা বাচ্য ও বাচকের যে ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ঐ বিকারাদি অন্য বস্তুর সম্ভাব নাই, তবে যে তোমাকে উহার অন্যতার সম্ভাব বলিলাম, উহা সহজে বুঝাইবার রীতি। তুমি, আমি, জগৎ, দিক্, স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি সকলই ব্রহ্মমাত্র, ইহার আদি, অন্ত নাই, উহাতে স্বল্পমাত্রও অবিদ্যাসম্পর্ক নাই। "অবিদ্যা" ইহা নাম মাত্র জানিবে. উহার সত্তা নাই, উহা ভ্রমমাত্র। হে রাম ! যাহার সত্তাই নাই, যাহা বাস্তবিক মিথ্যা, তাহার স্বরূপই বা কি ? আর তাহা কি প্রকারই বা হইবে বল ? ১০—১৪। রাম কহিলেন,—প্রভো ! আপনিই ত পূর্ব্বে উপশম-প্রকরণে বলিয়াছেন, 'অবিদ্যাকে এই প্রকারে বিচার করা হয় ?" অতএব তাহা কি বলুন ?' বশিষ্ঠ বলিলেন,—রঘুদ্বহ ! তুমি এ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলে বলিয়া তোমাকে তাদৃশ কল্পিত-মিথ্যা যুক্তিবহির্ভূত বাক্যে বুঝাইয়াছিলাম। ইহা অবিদ্যা, উহা জীব ইত্যাদি কল্পনাক্রম কেবল অজ্ঞানিবোধের জন্যই কোবিদগণকর্ত্তৃক কথিত। যে পর্য্যন্ত মন অপ্রবুদ্ধ থাকে, সে পর্য্যন্ত মন ঐ শাস্ত্রোক্ত অবিদ্যোপদেশ বিনা শত তিরস্কারেও প্রবুদ্ধ হয় না। ঐ জীব যুক্তি দ্বারা বোধগম্য করাইয়া পরে তাহা আত্মাতে নীত হইয়া যোজিত হয়। যে কার্য্য যুক্তিতে সাধিত হয়, শত সহস্র যত্নেও তাহা সম্পাদিত হয় না। দেখ, তোমায় যে কার্য্য যুক্তি দ্বারা হইল

(১) বেদান্তোক্ত ব্রহ্মভিন্ন জগদুৎপত্তি বীজ।

(২) কারণে কার্য্যোদ্ভব পাঁচ প্রকার, প্রথম—অতিরোহিত প্রাগবস্থ অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন না হইয়া যে রূপান্তর, যেমন মৃত্তিকার ঘটাকার। প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ যেমন জলের করকাভাব, জল তাহাতে আছে, অথচ বরফ দেখিলে জলরূপ পূর্ব্বাবস্থা জানা যায় না, তাহা আছে বটে, কিন্তু প্রতিবদ্ধ হইয়া। প্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ যেমন রজ্জুতে সর্প। অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ যেমন জলের তরঙ্গভাব, তদবস্থাসত্ত্বেও অন্যভাব। পঞ্চম বিনষ্টপ্রাগবস্থভাব, দুগ্ধ হইতে দধি, দধিকে আর পুনরায় দুগ্ধ করা যায় না তাহার পূর্ব্বাবস্থা নষ্ট হইয়াছে। ইহাই প্রথমতঃ বুঝাইলেন।

তাহা শত যত্নেও হইত না। ১৫—১৯। অপ্রবুদ্ধ (অজ্ঞান) ব্যক্তিকে "সকলই ব্রহ্মময়" এই উপদেশ প্রদান করা, আর সুহৃৎ ভাবিয়া স্থাণুর অর্থাৎ শাখাপত্রাদিবিহীন বৃক্ষের নিকট (বা চিবির) নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করা উভয়ই সমান। মূঢ়কে যুক্তি দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে হয়, আর প্রাজ্ঞকে তত্ত্বোপদেশে সমস্ত বুঝাইতে হয়। মূঢ়কে যুক্তি দ্বারা প্রবোধিত না করিলে প্রাজ্ঞ করা যায় না। হে রাম! তুমি এতাবৎকাল অজ্ঞান ছিলে, এখন তুমি যুক্তি দ্বারা প্রবোধিত হইয়াছ, সম্প্রতি তুমি প্রবুদ্ধ, সুতরাং যে উপদেশে মায়া বুঝিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৬—২০। হে রাম! আমি ব্রহ্ম, এই পরিদৃশ্যমান ত্রিজগৎও ব্রহ্ম, অতএব এই ভূর্লোকও ব্রহ্ম, ইহাতে দ্বিতীয় কল্পনা নাই, তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে থাক, তোমার ঐচ্ছিক ব্যবহারে বাস্তব ব্রহ্মত্বের কিছুই হানি হইবে না। এই ত্রিজগৎ জ্ঞানের অগোচর মহাসংবিৎ ভ্রান্তি বাধার অবধি মাত্র, ইহার অন্তরে একমাত্র পরম প্রত্যয়বান্ সর্ব্বব্যাপক ভাস্বর অহং ব্রহ্ম বর্ত্তমান; তুমি কার্য্য করিতেছ, অথচ সেই অহংস্বরূপ তুমি সে কার্য্যে লিপ্ত হইতেছ না। হে রাঘব! তুমি অবস্থিতি-কালেও গমন, শ্বাস-প্রশ্বাস-ত্যাগ, গ্রহণকালে এবং শয়নাবস্থায় ইহাই অনুভব কর যে, আমি সেই অহংভাবরূপ ভাস্বর চৈতন্যরূপ ব্যাপক পরমাত্মা। তুমি যদি রীতিমত নির্ম্মম নিরহঙ্কার ও প্রাজ্ঞ হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই শান্ত সর্ব্বভাবে বিরাজিত চিদেক-রস ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ কর। অর্থাৎ ভাব, তুমিই সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম। এবং ভাব, তুমিই সেই সর্ব্বর্গ একাত্ম শুদ্ধ সংবিন্ময়াত্মক হইয়া, অনাদিনিধন প্রত্যুক্ত পরমপদস্বরূপ আভাসস্বরূপে বিরাজ করিতেছ। যেরূপ শত-সহস্র কুম্ভে একই মৃত্তিকা বর্ত্তমান, তদ্রূপ যাহা আত্মা, যাহা তুর্য্য বলিয়া বিদিত এবং যাহা বিদ্যা প্রকৃতি ও জগৎ নামে প্রসিদ্ধ, তৎ সমস্তই সেই অভিন্ন সন্মাত্রৈকাত্মক ব্রহ্ম। ঘট হইতে যেমন ঘটের মৃণ্ময়তা অর্থাৎ মৃত্তিকা ভিন্ন নহে অর্থাৎ ঘট বাস্তবিক মৃত্তিকাই
১ এবং ঘটের মৃন্ময়তাই বাস্তবিক, তদ্রূপ আত্মা হইতে প্রকৃতি ভিন্ন নহে অর্থাৎ প্রকৃতিই বাস্তবিক আত্মা। ২১—২৯। জলের আবর্ত্তসদৃশ আত্মার ঐ যে বিবর্ত্ত অর্থাৎ স্পন্দন, তাহাই প্রকৃতিশব্দে কথিত অর্থাৎ আত্মার স্পন্দনেই প্রকৃতির আবির্ভাব অতএব আত্মাই প্রকৃতি। যেমন বায়ু ও স্পন্দন নামেই ভিন্ন, বস্তুগত্যা ভিন্ন নহে, সেইরূপ আত্মা ও প্রকৃতি নামমাত্র ভিন্ন, বাস্তবিক তাহা নহে। অজ্ঞানবশতঃই আত্মা ও প্রকৃতি এই ভেদবুদ্ধি, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ঐ ভেদবুদ্ধি আর থাকে না। দেখ,—অজ্ঞানবশতঃই রজ্জুতে সর্পভ্রম সত্য হইয়া যায়। চিৎ-ক্ষেত্রে যে কল্পনারূপবীজ পতিত হয়, তাহা চিন্তাঙ্কুরে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ তাহা হইতে সংসার-বনভাগ হইয়া পড়ে। এ কল্পনাবীজকে যদি কেহ আত্মজ্ঞানরূপ দহনে দগ্ধ করে, তাহা হইলে দগ্ধতৃণে বারি সেচন করিলে যেরূপ আর অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ ঐ আত্মজ্ঞানানলদগ্ধকল্পনাবীজও সযত্নে বাসনা-বারি সেচন করিলেও আর অঙ্কুরিত হইয়া সংসারবন সৃষ্টি করে না। আর যদি চিৎক্ষেত্রে ঐ কল্পনাবীজই পতিত না হয়, তাহা হইলে আর সুখদুঃখফলময় শরীররূপ বৃক্ষের কারণ চিন্তাঙ্কুরই উৎপন্ন হয় না। হে রাম! তুমি আত্মবোধ লাভ করিয়াছ। এখন বোধকরনিদর্শন অজ্ঞানপ্রসূত অভাবপূর্ণ ভ্রমবিলম্বিত দ্বৈতভাব (অর্থাৎ দ্বিত্ববুদ্ধি) পরিত্যাগ কর, এখন তুমি অদ্বৈকভাবরূপ নিরতিশয় আনন্দবিভবে পরিপূর্ণ হইয়া অন্তরাত্মা হও। জানিও, দুঃখ, ভূত-ভবিষৎ-বর্ত্তমান এই ত্রিকালেও নাই ও দুঃখ বলিয়া কোন পদার্থই নাই, একমাত্র আত্মা বিরাজমান। ইহা আমাদিগের পরমার্থ (প্রতিপাদক) সার উপদেশ। ৩০—৩৬।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে গুরো! আপনার প্রসাদে অখিল জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমি জানিতে পারিলাম, এবং দ্রষ্টব্যের যে ক্ষয় নাই, তাহাও নির্ব্বিঘ্নে দেখিলাম, আজ আমি আপনার প্রদত্ত ব্রহ্মজ্ঞানামৃতে পরিপূর্ণ হইলাম। (রামের উক্তিতে আমি স্থলে আমরা—এই বহুত্ব মূলে আছে, তাহার কারণ ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণরাম সমস্তই অহংময় দেখিতেছেন)। পূর্ণব্রহ্ম সকাশ হইতে এই ব্যষ্টি জীব প্রাণমাত্র উপাধি-আশ্রয়ে পূর্ণস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মই, আর সমষ্টি আকাশাদিও সেই পূর্ণব্রহ্ম হইতে "পূর্ণ" রূপে আবির্ভূত, উপাধি পরিচ্ছেদ ত্যাগ করিলে সেই পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণ, এই জীবতত্ত্বপূর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড ঐক্যময়, অতএব ভ্রমদূর হইলে বেশ বুঝা যায় যে, সেই পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণতা পূর্ব্বের ন্যায়ই সর্ব্বত্র অবস্থিত রহিয়াছে। হে গুরো! এক্ষণে আমি যে আবার প্রশ্ন করিতেছি তাহা আমার লীলাপ্রশ্ন মাত্র, ইহাতে আমার জ্ঞান আরও বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণেরও হয় * ইহাই আমার উদ্দেশ্য। হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার বালকপুত্রকল্প, আর আপনি আমার পিতৃকল্প, ইহাতে আমার উপর ক্রোধ করিবেন না। এই কর্ণ, নেত্র, স্পর্শনেন্দ্রিয়, রসনা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সকলই মৃতজন্তুর বর্ত্তমান থাকে ও তাহা স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তথাপি মৃতব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল কি জন্য বিষয়গ্রহণ করিতে পারে না? আর জীবিতাবস্থাই বা কিরূপে পারে? যদি কেহ বলেন, ইন্দ্রিয় বাহিরে আসিয়া ঘটাদির বাহ্যত্ব অনুভব করিয়া অন্তরে প্রবেশ করতঃ বলিয়া দেয়, তাহাও হইতে পারে না। কারণ এই অক্ষিগোলকাদি ইন্দ্রিয়সকল জড়, ইহাদের পৃথক্ চেতন বা কথনের সামর্থ্য নাই, অতএব জড় হইয়াও কি করিয়া শরীরে ঘটাদির বাহ্যত্ব অনুভব করে? যদি কেহ বলেন, ইন্দ্রিয়সকল বাহিক বিষয় হৃদয়ে লইয়া যাইয়া স্থাপিত করে, তাহাও অসম্ভব। কারণ দেখা যায়, কখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দেখিতেছে বা অনুভব করিতেছে, অন্তরে অনুভূত হইতেছে না। যদি অন্তরেই রাখিত, তাহা হইলে ত তাহা বদ্ধমূল হইয়া থাকিত বা বাহিরে চলিয়া আসিতে দেখা যাইত? তাহা ত যায় না? প্রথমতঃ ঘটাদি বিষয় ইন্দ্রিয়কে স্বাধিকারে আকর্ষণ করে, আর সেই বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বকীয় ভোক্তার উদ্দেশে, কিয়দংশ অন্তরে লইয়া যায়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই তাহার দৃষ্টান্ত। প্রথমতঃ সুগন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আকৃষ্ট হয়, পরে নাসিকা সেই সুগন্ধকে আকর্ষণ করিয়া অন্তরে কিঞ্চিৎ নীত করে, ইহাও আপনি

* পাঠক! এখানেই বুঝিবেন, রামের এই সকল প্রশ্ন নিজের জন্য নহে, সাধারণের জন্য।

শলিতে পারেন না ; পরস্পর সংযোগ না হইলে ও আকর্ষণ হয় না বা নিকটে না আনিলেও হয় না। নয়নের সহিত ঘটের সংযোগও হয় না বা প্রত্যক্ষকালে চক্ষুর নিকট ঘট লইয়া আনীতও হয় না, দূর হইতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। রজ্জু যেমন ঘটে বাঁধিলে সেই রজ্জু ঘটকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ও আকর্ষণ করিবে, ইহা অসম্ভব, কারণ রজ্জুবদ্ধ ঘটের ও আকর্ষণ হয় ; কিন্তু ভিন্ন স্থানে রজ্জু ও ভিন্ন স্থানে ঘট থাকিলে রজ্জু ত আর আকর্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানবর্ত্তী হইয়াও প্রত্যক্ষ করিতেছে। আর রজ্জু ঘটের ন্যায় উভয়ের আকরও নয়, উভয়ই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয়, ভিন্ন স্থানরোপিত লৌহশলাকার ন্যায় অবস্থিত, অতএব পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের রজ্জুঘটের ন্যায় পরস্পর আকর্ষণ কিরূপে সম্ভবপর হয়? বা নেত্রাদির মধ্যে কি করিয়াই বা ঐ স্থূল ঘটাদি প্রবেশ করিবে? হে গুরো! এ সকলের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াও সাধারণের জন্য এই সকল বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া সমস্ত প্রশ্নেরই সবিশেষ উত্তর প্রদান করুন। ১-৮। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যথার্থ বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির কারণ ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ঘটাদি ও চিত্তাদি যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান, ইহা নির্ম্মল চৈতন্য ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই হইতে পারে না। যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম গগন অপেক্ষা নির্ম্মল, সেই চৈতন্যই নিজ মায়াবিচিত্র স্বভাব দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে আত্মরূপকে স্বীয় চিৎ হইতে পুর্য্যষ্টকরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সেই চিদ্‌ব্রহ্মই জগৎস্থিতির কারণ প্রকৃতিরূপ ধারণ করিয়াছেন, আর সেই প্রকৃতিরই অবয়ব হইতে ইন্দ্রিয়াদি করণ ও ঘটাদি (কর্ম্ম) উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রকারে পুর্য্যষ্টক-রূপে পরিণত সেই চিত্তত্ত্বই স্বস্বরূপ চিত্তাদি পুর্য্যষ্টকের স্বভাব-বশতঃ স্বীয় অবয়ব অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিরূপ অবয়বে পরিণত হন, সেই অবয়বেই ঘটাদি বাহ্য বস্তু বাহিরাকারে প্রতিবিম্বিত হয়, (অতএব মৃত দেহ হইতে পুর্য্যষ্টকঘটিত লিঙ্গদেহরূপী জীব অপহৃত হয় বলিয়া আর দর্শনসামর্থ্য থাকে না)। ৯—১২। রাম কহিলেন, যদি এইরূপই হয়, তবে যে পুর্য্যষ্টক পঞ্চীকৃত ভূতভাগ দ্বারা জগদ্রূপে পরিণত হইয়া জগৎসহস্র নির্ম্মাণ-বিষয়ে মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যে পুর্য্যষ্টক ঐ জগৎনির্ম্মাণ মহিমার প্রতিবিম্বগ্রহণে দর্পণকল্প, সেই পুর্য্যষ্টকের রূপ কিরূপ? হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্! তাহা আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, যে ব্রহ্ম অনাদিনিধন, নিরাময় তেজোময় শুদ্ধ চিন্মাত্র, কলাকলনা-বর্জ্জিত অর্থাৎ অংশ কল্পনাবিরহিত ও জগতের বীজ, সেই ব্রহ্মই আকাশাদি সূক্ষ্মভূত সৃষ্টির পর সেই অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকে লিঙ্গশরীর ও পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া, প্রতিবিম্বরূপ কল্পনোন্মুখ হইয়া সূত্রপ্রাণ অভিমানস্বরূপে ধারণ করত দেহা-ভ্যন্তরে জীবরূপী হন। সেই জীবই বাসনাবর্দ্ধন ও অঙ্গপুষ্টি-সহকারে পুষ্টিলাভ করেন এবং বাহ্যিক আন্তরিক ব্যাপার দ্বারা পরিষ্কাররূপে স্পন্দিতও হন। তখন সেই ব্রহ্ম অভিমান ভেদে নানা নাম ধারণ করেন। তিনি অহংভাবে অহঙ্কার, মননহেতু মন, বোধ নিশ্চয় দ্বারা বুদ্ধি, ও ইন্দ্র (পদার্থ) দৃষ্টি হেতু ইন্দ্রিয় নাম ধারণ করেন। তিনি দেহভাবনানিবন্ধন দেহ, ঘটভাবনায় ঘট, এইরূপে তিনি সর্ব্বসাধারণ স্বভাব-স্বরূপ হইয়া "পুর্য্যষ্টক" নামে কথিত হন। ১৩—১৭। যে সংবিৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারে জ্ঞাতৃত্ব, কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারে কর্তৃত্ব, ও ব্যাপারের ফলরূপ, সুখদুঃখের আশ্রয়স্বরূপে ভোক্তৃত্ব অথচ নির্লিপ্তভাবে সমুদয়ের প্রকাশ করায় সাক্ষিত্ব প্রভৃতি অভিপাদিত করেন, এবং তৎসমুদয়ের অধ্যাসে এই সকল ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া যে সংবিৎ, জীবপ্রাধান্যে জীব বলিয়া কথিত ও তাহাই জড়াংশ-প্রাধান্যে ঐ পুর্য্যষ্টক। যখন ঐ জীবদেহে তাদাত্ম্যভাব হয়, তখন সেই তাদাত্ম্যবুদ্ধিতে আকারের কালভেদে ভেদবশতঃ জীবও হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নানারূপ ধারণ করে। তখন কালক্রমে পুর্য্যষ্টক স্বভাবের অনুগত হইয়া অনন্ত বাসনাকলা-প্রসূত অনন্ত আকার ধারণ করে। যেমন জলসেচন করিলে বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরকাণ্ডপল্লবাদিরূপ ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ সমষ্টিব্যষ্টি জীবও বাসনাবারি সেচনে সমস্ত জগদাকার ধারণ করে। ঐ আদ্য চিদাত্মা "আমি" নহি, কিন্তু স্থাবরজঙ্গমশরী-রাদিই আমি, এরূপ ধারণা মিথ্যা-জ্ঞানবশতঃই হইয়া থাকে। ১৮—২১। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গাহত কাষ্ঠ, কখন ঊর্দ্ধে যায়, কখন বা অধোগমন করে, তদ্রূপ বাসনাক্রান্ত জগৎজীবও ঊর্দ্ধ-অধো-গমনে ভ্রমণ করিয়া থাকে। সনকাদি তুল্য কোন জীব নিজ বিশুদ্ধ জাতিপ্রযুক্ত প্রথম জন্মেই আত্মবোধ লাভ করত ভববন্ধন-মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করে। কোন জীব বা বহুকাল বহু জন্ম ভোগ করিয়া অবশেষে কাতর হইয়া পরে আত্মজ্ঞান লাভ করত আত্মার সেই শ্রুত্যুক্ত পরমপদ লাভ করে। হে সুমতে! এই প্রকার জীবের সৃষ্টি ও ইহাই তাহার রূপ, শরীর লাভ করিয়া জীব কিরূপে জড়নেত্রাদি দ্বারা ঘটাদি বাহ্যবস্তু অন্তরে উপলব্ধি করে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন ঐ চৈতন্য জীব-রূপে পুর্য্যষ্টকে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরিচ্ছেদ্য (অর্থাৎ "কিরূপ আকার" এতদ্বিষয়ে অবধারণীয়) হন, তখন তাঁহার ঐ ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনও ইন্দ্রিয়সমূহসম্বলিত দেহ হয়, তখন জীবরূপী চৈতন্য নিজ ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বদেহান্তর্গত সুখদুঃখাদি অনুভব করিতে থাকেন। বাহ্যিক কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। পরে যখন অন্য ঘটাদি বাহ্যবস্তু দ্রষ্টব্যরূপে উপনীত হয়, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপী দ্বার দ্বারা সেই জীবচৈতন্য ঘটাদি বাহ্যাকাশপর্য্যন্ত বস্তুপদার্থে পতিত হন,—তখন সেই ঘটাদি বস্তু স্বীয় আকারে ব্যাপ্ত সেই ইন্দ্রিয়দ্বারে নির্গত জীব, চৈতন্যের সংস্পর্শে চৈতন্যের সহিত একত্ব লাভ করে, (অর্থাৎ সেই চৈতন্যসংস্পর্শরূপ চৈতন্যা-ধ্যাসে আত্মরূপ বিষয়তা লাভ করে)। অতএব জীবচৈতন্য-সমন্বিত দেহীরই যে ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ, তাহাই অনুভবের প্রতি হেতু, মুক্ত বা মৃতব্যক্তির তাহা নহে। যাহা যাহা স্বচ্ছতর বস্তু (তাহা এই দেহের অন্তঃকরণবৃত্তি বা নেত্র-রশ্মি), তাহাতেই বাহ্য ঘটাদি বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেই প্রতি-বিম্ব আবার অন্তর্গত জীব, চৈতন্যের সহিত যখন সঙ্গত হয়, তখন অন্তরে অনুভব হইতে থাকে, আর জীবের অনুভব বাহ্যিক আন্তরিক হইতে পারে না, কারণ যদ্যপি জীব বাহিরে আছে বটে, কিন্তু তাহা ত বাহিরে প্রাণধারণ করে না। ২২—২৯। যখন নেত্রতারকাদ্বয় শাণপরিষ্কৃত উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণিকল্প থাকে, (অর্থাৎ পটলাদি দোষ- (ছানি) শূন্য থাকে,) তখন ঘটাদি বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব সহ চিত্তবৃত্তি তাহাতে প্রবেশ করে ; ইহাতেই "অন্তর বাহ্যঘটাদি পদার্থ-প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে" এরূপ সকলে কহিয়া থাকেন ; অতএব অন্তরে, কি করিয়া স্থূল ঘটাকারে প্রবেশ

করে, এ আশঙ্কা বৃথা। পরে সেই নয়নতারকায় প্রবিষ্ট পদার্থ অভিমানী জীবের সহিত প্রতিবিম্বাকারে সংশ্লিষ্ট হয়; এইরূপে সেই ঘটাদি বাহ্যবস্তু সেই অহঙ্কারসম্বলিত জীবের জ্ঞেয় হইয়া পড়ে। ঐ যে জীব-পদার্থ সংযোগ উহা বালকেরও হয়, পশুরও হয়, এমন কি কোন কোন স্থাবর জড়পদার্থেও হয়, তাহার নিদর্শন দেখ,—এমন বৃক্ষাদি আছে, যাহাকে স্পর্শ করিলে তাহার পত্রাদি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তখন জীব কেননা তাদৃশজীব-পদার্থসংযোগ লাভ করিবে? স্বচ্ছতম নয়নতারকার রশ্মি জীব-চৈতন্তে বেষ্টিত হইয়া পুরোবর্ত্তী দৃশ্যবস্তুকে আক্রমণ করে; তখন জীব, নিজ চৈতন্যতত্ত্ব দ্বারা তাহা অনুভব করেন, অতএব দূরস্থ বস্তুর সহিত কি করিয়া সম্বন্ধ হয়, তাহার আশঙ্কা তুমি করিতে পার না। স্পর্শানুভাবেরও (ত্বাচ প্রত্যক্ষের) এই ক্রম, রস ও গন্ধে জীবসংস্পর্শসম্ভূত সম্বন্ধ প্রত্যয়গম্য। কিন্তু শব্দ আকাশনিষ্ঠ, অতএব শব্দের বৃত্তি প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকেই কর্ণাকাশে প্রবেশ করে ও তৎক্ষণাৎই জীবাকাশে প্রবিষ্ট হয়, গন্ধও ঐরূপে বায়ু দ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট না হয় কেন? ইহা তুমি বলিতে পার না, কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের রীতি ঐ প্রকারই। ৩০—৩৫। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। এই মানসে, দর্পণে, মণিতে, জলাদিতে ও নবপল্লবাদিতে প্রতিবিম্বস্বরূপ দেখা যায়, ইহা কি? আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন—হে বোদ্ধবর। মুখদর্পণাদি অত্যন্ত জড়বস্তুরও ঘট ও চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি জীবের যে পরস্পর সাপেক্ষ প্রতিবিম্ব তাহা চৈতন্যাত্মার ভ্রান্তি জানিবে। কেবল যে প্রতিবিম্বই ভ্রান্তি, তাহা নহে, এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহাও ভ্রান্তি, অতএব এই জগতেও বিশ্বাস করিবে না। জলের তরঙ্গের ন্যায় 'অহং' ইত্যাদি প্রপঞ্চতরঙ্গ জানিবে, সেই চিৎজলই সদা নিত্যভাবে বিরাজমান। সেই পরম চিৎসমুদ্রে দেশ, কাল ও ক্রিয়া কিছুই নাই, অতএব আত্মা সেই চিন্ময়তাপ্রযুক্ত দেশকাল-ক্রিয়া পরিচ্ছেদ্য নহেন, উহা সদা সর্ব্বত্র বিরাজমান জানিবে। হে রাম! তুমি সর্ব্বদা অনাসক্তচিত্ত হও, তোমার বুদ্ধি সুখদুঃখ মিথ্যা বলিয়া অবগত হইয়া শান্তিময়ী হউক, এবং ভবমায়াব্যাধিমুক্ত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে আনন্দময়ভাবে সাম্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান কর অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাবে নিবিষ্টচিত্ত হও। ৩৬—৪০।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বোধ হয়, তুমি আমার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছ যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন তুমি সেই অনাদিনিধন ব্রহ্মস্বরূপে বর্ত্তমান ছিলে, তখন ব্রহ্মার ন্যায় তোমারও চক্ষুরাদি কিছু ছিল না। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মারও যেরূপ সমষ্টি পুর্য্যষ্টক আবির্ভূত হইয়া তদীয় সেই পুর্য্যষ্টকের ব্যবহার্য্য অর্থে (বিষয়ে) সংবিৎ (জ্ঞান) যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, ব্যষ্টিজীব তোমারও সেইরূপ পুর্য্যষ্টকাদি উৎপন্ন হইয়াছে ও অন্য ব্যষ্টির হইতেছে। দেখ, গর্ভাবস্থানকালে ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্থ শিশুর যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি হয়, সেইরূপ ভূমিষ্ঠ হইলে সেইরূপই হইয়া থাকে এবং অবস্থার সেই গর্ভস্থ শিশু (ভ্রূণ) বাসনানুসারে যেরূপ অভিলষিত বস্তু ভাবনা করে, সেইরূপই পরিশেষে প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ সেই সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সমষ্টি মনোব্যাপারে যেরূপ সংবিৎ (জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছিল, যেরূপ ইন্দ্রিয় ও যেরূপ ইন্দ্রিয়ার্থ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়) উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যষ্টি তোমারও স্বীয় মনে সংবিৎ (জ্ঞান) ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ১—৪। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে শুদ্ধ সংবিৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যষ্টিসমষ্টির একই উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার পর ঐ সংবিৎই "অহং" অভিমানসম্পন্ন অনন্তজীব পুর্য্যষ্টক সমন্বিত হন। এইরূপ হইলেও সেই সংবেদন অনিন্দনীয়, অর্থাৎ তথাপি সেই সংবিৎ বিশুদ্ধ নিরঞ্জন। যখন সংবিৎই একমাত্র বস্তু, তাহাই যখন অনন্ত, তাহা কি বস্তু, ইহা যখন কেহই জানিতে পারে না, তখন সেই অনাময় অর্থাৎ নির্দোষ নির্ম্মল সংবিৎতত্ত্বে অন্যের অস্তিতা অসম্ভব, অর্থাৎ তাহাতে কি দোষ, কি গুণ, কি মন, কোন বস্তুই নাই, অর্থাৎ সেই সংবিৎই সত্য, অন্য তাহার নিকট অসত্য, কারণ অন্য সমস্তই দেশকালপরিচ্ছিন্ন, স্থূল এবং বস্তুকর্ত্তৃকও পরিচ্ছিন্ন হয়। ঐ সংবিৎকে যে লোকে "মন" বলে, তাহা মন্তব্যাদির গোচরীভূত বুদ্ধিবৃত্তির অধ্যারোপ মাত্র, বাস্তবিক উহা মন নহে, জীবও নহে, কিংবা পুর্য্যষ্টকাত্মিকাও নহে। বিদ্যাবিলাসাদি ঐ সংবিৎ-তত্ত্বের স্বরূপ বলিয়া জান, কিন্তু উহাঁর বিদ্যা-বিলাসাদি কিছুই স্বরূপ নাই, উহা মন-ইন্দ্রিয়ের অতীত সদা বিরাজমান পরমাত্মা। প্রাজ্ঞেরা যাহা "অস্তি" বলিয়া জানেন, উহাই সেই বস্তু। নাস্তিক মূঢেরাও "নাস্তি" ইহা যাহাকে বলে, তাহাও ঐ "সংবিৎ" উপদেশের জন্যই এইরূপ কল্পনা যে, সেই ব্রহ্ম হইতে চিন্মূর্ত্তি মননাত্মক জীব উৎপন্ন হইয়াছে, বাস্তবিক উহা কেবল ভ্রম। যেমন কোন প্রকারে যদি ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া সময় ক্ষেপ করা অপেক্ষা চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য, কারণ মূলকল্পনাদি চিকিৎসারই উপায় মাত্র, তদ্রূপ অবিদ্যারূপ ব্যাধি উপস্থিত হইলে মূল অনুসন্ধান না করিয়া উপদেশ দ্বারা অবিদ্যা দূর হইলে পরে বিচার দ্বারা স্বরূপজ্ঞানই অবশেষে উপস্থিত হয়; সেই জ্ঞানই প্রশান্ত নিখিলবস্তুময়। স্থূলমণিতে যেরূপ মহাচল প্রতিবিম্ব হয়, তদ্রূপ ঐ জ্ঞানেই আকাশাদি সমস্ত প্রতিভাত রহিয়াছে। যাহাতে সক্রিয় ব্যবহারকালে সত্ত্ববৎ প্রতীয়মান বস্তুনিচয় অসৎরূপে অবস্থিত; তুমি সেই জ্ঞানে জাগতিক বিষয় সমর্পণ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক নির্ম্মলকায়ে বিরাজ কর। ৫—১২। যে বস্তু বাস্তবিক নয়নগোচর হইতেছে, কি করিয়া তাঁহার অসত্তার উপলব্ধি হইবে, ইহা যেন আশঙ্কা করিও না। কারণ, ঐ সকল দৃশ্যমান বস্তু মৃগতৃষ্ণাজলের ন্যায় ভ্রমলব্ধ মাত্র। উহা অসৎ হইলেও সৎস্বরূপে প্রতিভাত হয়; বাস্তবিক, উহা সৎ নহে, অজ্ঞানবশতঃ উহার সত্যতা, জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলে বাস্তবিক যাহা, তাহা প্রত্যক্ষ হয়, তখন ভ্রমও দূর হয়। জীব ও পুর্য্যষ্টকাদি যাহা কিছু, তাহা অবিদ্যার ভ্রম, ঐ মিথ্যাভূত অবিদ্যার কল্পনা বা সত্যতা যাহা কিছু, তাহা সেই সত্তাত্মার সন্নিধানবশতঃই জানিবে। 'সেই অবিদ্যা হেতুই এই জীবাদি কল্পনা' ইহাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। এক্ষণে তোমার প্রবোধের জন্য সেই অবিদ্যা কি? তাহা তোমাকে বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ১৩—১৭। চিত্ত যখন আবোধনোন্মুখী অর্থাৎ বাহ্যবস্তু দর্শনোৎসুক, তখন কলারূপ কলঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া পুর্য্য-

ইকরূপ ধারণ করত জীবত্ব প্রাপ্ত হন। তখন যে বস্তু যেরূপে ভাবনা করে, সেই চিত্তত্ত্বও সেইভাবে অনুভব করেন। রাত্রিতে বালক যেরূপ যক্ষাদিদর্শনভয় দেখাইলে সত্য বলিয়া জ্ঞান করত ভীত হয়; সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক তদ্রূপ ঐ জীবরূপ চৈতন্যই পঞ্চতন্মাত্র কল্পনা সত্যতা ধারণা করিয়া দেন ও নিজে সেই জীবরূপে ধারণা করেন; এবং সেই আত্মাতে ইন্দ্রিয়াদি থার বর্ত্তমান থাকায় ইহা সত্যবোধে দর্শন করেন। ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতেই বাহ্যিক পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। অঙ্কুর যেরূপ ক্রমশঃ শত শত শাখাপ্রশাখায় পরিণত হইয়া সেই অঙ্কুর হইতে অন্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ ঐ পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে অন্য বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক উভয়ই এক। জীব তাহাতেই ইহা ইন্দ্রিয় মন প্রাণ আদি অন্তর্বস্তু ও ইহা ঘটাদি বাহ্য বস্তু-ভাবকে যথার্থ বলিয়া ধারণা করত যেরূপ বাসনা করে, সেইরূপেই দৃঢ়তা অবলম্বন করে। ১৮—২২। চন্দ্রের কিরণজাল বলিয়া লোকের যাহা ধারণা, তাহা চন্দ্রের আত্মপ্রকাশ মাত্র, তদ্রূপ ঐ যে নিখিল বিষয়সুখ আদি তাহা বিষয়ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে প্রকাশ-মান সেই চৈতন্যের আত্মানন্দমাত্র। মরীচের তীক্ষ্ণতা বা আকাশের শূন্যতা যাহা, তাহা ভিন্ন পদার্থ না হইলেও যেরূপ অন্য বলিয়া ধারণা, তদ্রূপ ঐ আত্মার যাহা অনুভব বা জ্ঞান, তাহাই অন্য বলিয়া অর্থাৎ বিষয়সন্নিকর্ষজনিত সুখ ইত্যাদি উপলব্ধি হয়। এই লৌকিক কর্ম্মে ইহা হইবে, এই বৈদিক কর্ম্ম আচরণে এইরূপ সুখাদি হইবে ইত্যাদি নশ্বর সুখ উদ্দেশে যে এই লৌকিক পারলৌকিক কর্ম্মাচরণরূপ নিয়ম বিহিত আছে, তাহা ঐ সাংসারিক বিষয়ভোগে পুরুষার্থের পর্য্যবসান নিশ্চয় করিয়াই জানিবে। ঐ নিয়ম-দ্বয়ের মধ্যে এক স্বাভাবিক অনুরাগাদিকৃত প্রবৃত্তিনিয়ম, অপর শাস্ত্রকৃত প্রবৃত্তিনিয়ম দ্বিবিধই সঙ্কল্পাত্মক ঐ নিয়মদ্বয়ের মধ্যে অন্যতর কোন একই পুরুষের স্বাভাবিক যত্নে হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না। ২৩—২৬। যেমন গুড় ও মধুরসই খণ্ডশর্করারূপে রূপান্তরিত হয়, কিংবা যেরূপ মৃত্তিকা ঘটাকার ধারণ করে, সেইরূপ ঐ আত্মাই স্বভাব বা শাস্ত্র উভ-য়ের অন্যতরের অনুসারী হইয়া তত্তৎফলরূপে বিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু রাম! মধু মৃত্তিকা একেবারে রূপান্তরিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা হইতে অবস্থান্তর (বিকার) লাভ করিলেও সেই মধু বা গুড়ের মাধুর্য্য ও ঘটের উপাদান মৃত্তিকার মৃৎস্বরূপত্ব থাকে বলিয়া আত্মার সহিত দৃষ্টান্ত দিলাম বটে, পরন্তু ঐ আত্মার মৃত্তিকা বা মধুর ন্যায় বিকার অর্থাৎ পরিবর্ত্তন নাই। কারণ, যাহা দেশকালাদি, পরিচ্ছেদ্য ও পরায়ত্ত, তাহারই বিকারাদি সম্ভব, যে আত্মা দেশ-কালাদিপরিচ্ছেদ্য বা পরাধীন নহে, সেই ঈশ্বর আত্মার মৃৎমধুর বিকারাদি সাধর্ম্ম্য কি করিয়া হইতে পারে? কিংবা যেমন-মধু অর্থাৎ, বনখণ্ড মধুরস অর্থাৎ বসন্তকালীন রসে সুশ্রীক আকার ধারণ অর্থাৎ বসন্তকালীন রসে বনপ্রদেশে এদিকে পুষ্প ওদিকে নব কিসলয় ইত্যাদি অহং বৈচিত্র্যবৎ বিচিত্রতা দেখা যায়, অথচ একমাত্র রসই ঐ নানাভাব ধারণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ আমাদিগের আত্মস্থ সেই সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুই ঘটপট-কুড্য-ভূমি ইত্যাদি জগৎস্বরূপে নানাত্মক হইয়া নিজ আত্মস্বরূপেই সেই দ্বৈতভাব আহরণ করেন। ২৭—৩০। যদ্রূপ মেঘ নিদাঘে সূর্য্যকিরণরূপে থাকে ও সেই মেঘই বর্ষান্তে বারিদানকারী মেঘস্বরূপে থাকিয়া জলরূপে বীজমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পরে

তাহাই আবার যেমন অঙ্কুরে পরিণত হয়, হে রাম! ঐ আত্মাও সেইরূপ কালভেদে ভবাভাবাকারে বিরাজ করিতেছেন। "ইহা এই প্রকার হইবে, উহা ঐ প্রকার হইবে, উহা হইবে না" ইত্যাদি সমস্তই ঐ সর্ব্বেশ্বর আত্মাতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জগতে যাহা যাহা বৈচিত্র্যক্রম, তাহার অন্যথা করিতে কাহারও শক্তি নাই। দেখ, দর্পণকল্প নির্ম্মল আকাশে আকাশের স্বরূপ, অংশ বা কার্য্য কিছুই প্রতিবিম্বিত হয় না, কারণ আকাশেই বল, আকাশ কার্য্যেই বল, আর তদ্ভিন্ন ভূতান্তরেই বল, আকাশের ভেদ অসম্ভব, কেবল ঐ আকাশই নিষ্প্রতিবিম্ব দর্পণমূর্ত্তিবৎ স্বচ্ছস্বরূপে দেদীপ্যমান, অবিদ্যাসমন্বিত ব্রহ্ম আকাশবৎ স্বস্বরূপে বর্ত্তমান বটে, কিন্তু ঐ ব্রহ্ম নিজ আত্মাতেই নিজস্বরূপই নিখিল বস্তু ও বস্তুশক্ত্যাদিরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন ও জীবরূপে প্রতি-বিম্বিত হইয়া বিরাজমান জানিবে। ব্রহ্ম স্বভাবতঃ চিন্ময়স্বরূপ বলিয়া দেহশূন্য হইলেও ভেদকল্পনায় দ্বৈতভাব ধারণ করিয়া থাকেন ও করিতেছেন। ৩১—৩৪। সৃষ্ট্যাদিতে যে বস্তুস্বভাবে আত্মপ্রকাশ হয়, সেই স্বভাব অসত্য হইলেও আত্মার সত্যতায় সেই স্বভাবও সত্য বলিয়া অনুভূত হয়, এমন কি আত্মার সত্য-তায় ঐ আত্মাতে সে স্বভাবও অব্যভিচারিভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন সুবর্ণনির্ম্মিত কটকে (কেয়ূরে) হেমত্বই সত্য, কটকত্ব মিথ্যা, তদ্রূপ ঐ চৈতন্যাত্মাও জীবদেহে সত্যাসত্য স্বরূপে বর্ত্তমান অর্থাৎ সেই জীবদেহে বা মনে চৈতন্যই সত্য, অন্য জীব বা মন মিথ্যা; কিংবা সুবর্ণনির্ম্মিত ভাণ্ডে (ঘটে) সত্য সুবর্ণত্ব যেরূপ মিথ্যাকার ভাণ্ডস্বরূপে বর্ত্তমান, তদ্রূপ মনে চৈতন্য জড়তারূপ সত্যাসত্য উভয়ই বর্ত্তমান জানিবে। ঐ চিত্তত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং মনেও চিত্তত্ত্বের চৈতন্য নিয়ত বিরাজমান, অতএব চিত্তত্ত্বের ঐ যে চৈতন্য জড়ভাব, তাহা বাস্তবিক সত্য নহে। কটকের হেমত্বের ন্যায় যে চিত্তত্ত্বের জড়ভাব তাহা কখন কখন বর্ত্তমান থাকে। চিত্তই চিত্তত্ত্বের জড়দেহাকারাত্মক, তাহা যখন দৃঢ় ভাবনায় দেব-নরস্থাবরাদির মধ্যে যাদৃশ ভাবাপন্ন হয়, তখন সেই ভাবই ধারণ করে। ৩৫—৩৮। ঐ চিত্তত্ত্ব অন্তরে বাসনাকলিকার বিকাশে বৈচিত্র্য দ্বারা যখন নানা আকার ভাবনা করেন, তখনই কালে নানারূপে বিরাজ করেন। যেমন স্বপ্নে গ্রাম দেখিতেছ, আবার যখন স্বপ্নে বনাদি দেখিলে, তখন সেই স্বপ্নময় গ্রাম বনাদিভাব প্রাপ্ত হইল, তদ্রূপ বাসনার বৈচিত্র্যে ঐ স্বপ্নের প্রতিভাসময় দেহরূপী ঐ জীবচৈতন্যও দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিতেছে। যেরূপ স্বপ্নে তোমার নরদেহ প্রতিভাসমান। অলীকদৃশ্য) হই-তেছে, আবার সেই স্বপ্নদৃষ্টনরস্বরূপ ক্ষণকালেই কুড্যস্বপ্নদর্শনে কুড্য হয়, তাহাও পটস্বপ্নে পটাকার ধারণ করে, তদ্রূপ মরণরূপ মূর্চ্ছাসময়েও ক্ষণকালের মধ্যেই এই জীবদেহ দেহান্তররূপী হয়। অতএব হে রাম! জীবের জন্মমৃত্যু সমস্তই অসত্য (প্রাতি-ভাসিকমাত্র) স্বপ্নের অন্যরূপ ধারণের ন্যায় এই জীবকুল যাহা অন্যরূপ ধারণ করে, তাহা স্বপ্রতিভাসেই জানিবে। ৩৯—৪২। যেরূপ দেহের যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতি কালিক পরিবর্ত্তন (অর্থাৎ কালনিয়মে ঐরূপ পরিবর্ত্তন হয়), তদ্রূপ ঐ জীবের দেহান্তর-ভাব যে কালনিয়মে হয়, তাহা নহে, কারণ যদিচ শরীর বাল্যাদি অবস্থান্তরাপন্ন হয়; কিন্তু প্রকৃত সেই দেহ, ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝা যায়, আর জীবদেহের ভূতভবিষ্যৎ দেহসমূহ প্রত্যভিজ্ঞানাদি দ্বারা জানা যায় না, এমনি কি দেহান্তর হয় কি না? তাহাতে এখন

ভ্রম বর্ত্তমান, অতএব জীবদেহের দেহান্তর বাল্যযৌবনাদির ন্যায় কালিক পরিণাম নহে, উহা স্বতঃ বাসনাসমুদ্ভূত জানিবে। স্বপ্নে দৃষ্ট অদৃষ্ট দ্বিবিধ বস্তুই দৃষ্ট হয়, কিন্তু হে বেদ্যবিদগ্রণী রামচন্দ্র! ঐ জীব স্বপ্নে জগদ্রূপ দৃষ্ট জানিবে, (কারণ সংসার অনাদি, অতএব জীবের অননুভূত কিছুই নাই, মরণকালে ভাবিদেহের কারণীভূত কর্ম্মকর্ত্তৃক উদ্বোধিত বাসনানুসারেই দেহান্তরলাভ হয়) কিন্তু বাক্যজন্য যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, তজ্জন্য ব্রহ্মভাব ঐ দেহান্তরবৎ বাসনাময় স্বপ্ন হইতে পারে না। তাহার কারণ ঐ চিদ্‌ব্রহ্ম "শিব, অদ্বৈত, চতুর্থ" ইত্যাদি স্বাভিধানবাচ্য মাত্র, তিনি তুরীয়দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হন, তাঁহার উক্ত লক্ষণ ত্রিবিধ স্বপ্নই নাই, আর জাগ্রদবস্থায় কখন তিনি অনুভবগম্য হন না, অতএব তৎ-সম্বন্ধীয় বাসনার অভাবনিবন্ধন, তাঁহার বাসনাময় স্বরূপ হইতে পারে না, সুতরাং তিনি নির্ম্মলাত্মা নিরঞ্জন চৈতন্যমাত্র। ঐ চিদাত্মাই জীবরূপী হইয়া স্বীয় চিৎস্বভাব বশতঃই আজ স্বপ্নে অপূর্ব্ব অভিনব বস্তু দেখিতেছেন এবং অগ্রদৃষ্ট বস্তুও দেখিয়া থাকেন। এই জন্যই অদৃষ্টবিষয়েও নিরন্তরভাবনা দ্বারা তদ্বিষয়ে বাসনা এরূপ দৃঢ় ও প্রবল হয় যে, পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়বাসনাপর্য্যন্ত তৎ-প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, অতএব বাসনাও পুরুষকার কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকে। দেখ, পূর্ব্বদিনকৃত কুকর্ম্ম অদ্য অনুষ্ঠিত সুকর্ম্মপ্রভাবে সুকর্ম্মে পরিণত হয়, অতএব সর্ব্বথা বুঝিলে যে, জীবের দেহাদি, বাসনারই পরিমান মাত্র, মোক্ষব্যতিরিক্ত ঐ জীবদেহের শান্তি নাই, যত দিন মোক্ষ না পাইবে, তত দিন জীবের চক্ষুরাদি সমস্তই দেশকালানুসারে কেবল উন্মগ্ন নিমগ্ন হইতে থাকিবে। জীব চৈতন্যের মোক্ষপর্য্যন্ত দেহাকারকল্পিতা বাসনা বর্ত্তমান থাকে, অতএব যেমন রাত্রিতে বালক ভয়ে সম্মুখে অপরপ্রদর্শিত যক্ষরূপ দেখিতে থাকে, তদ্রূপ ঐ বাসনাই জীবের পঞ্চভূতময় দেহরূপে সম্মুখে বিরাজ করে, তাহাই জীবের দৃষ্টি-গোচর হয়, ইহাতে জানিও মোক্ষ বিনা জীবের দেহাদি নিবৃত্তি নাই। ৪৩—৪৯। অমূর্ত্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্ররূপ যে আতিবাহিক দেহ, তাহাই পুর্য্যষ্টক বলিয়া কথিত। পঞ্চীকৃত আকাশাদিঘটিত স্থূল মূর্ত্তরূপ পুর্য্যষ্টক কেন নাই, একথা বলিতে পার না, কারণ যদি অমূর্ত্ত মনোবুদ্ধ্যাদির স্থূলতা থাকিত, তাহা হইলে স্থূলমূর্ত্তরূপও পুর্য্যষ্টক হইত, ঐ চিত্তাত্মা লিঙ্গশরীর অমূর্ত্ত, উহার পঞ্চীকৃত আকাশত্বই অতি স্থূলতা (অর্থাৎ উহার স্থূলতার অবধি নাই, তাহা অসম্ভব) উহার বায়ুতা মহাবৃক্ষ, দেহতা সুমেরুত্ব অর্থাৎ ঐ লিঙ্গশরীরের পঞ্চভূতাত্মক অসম্ভব জানিবে। মুক্তির অনুপযোগী বলিয়া স্থূলসত্তাবকল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ; দেখ, কেবল মনই যদি দেহাদিপ্রপঞ্চ হইল, তাহা হইলে বৈরাগ্যাদি অভ্যাসে মনের রাজসভাব দূর হইলে শমাদি সাধনসম্পত্তি লাভ ঘটে, পরে জ্ঞানোদয় হইলে মনঃকল্পিত সমস্ত প্রপঞ্চ স্বপ্নপ্রায় বোধ হয়, আর সেই প্রপঞ্চের মূল কি, তাহাও গোচরীভূত হইয়া থাকে, তখন কার্য্যকারণরূপ অবস্থাবন্ধন আর থাকে না। সুষুপ্ত্যাদি অবস্থারও অভাব ঘটে, এরূপে মুক্তিলাভ হয়। সুষুপ্তি নাম্নী যে অবস্থা, তাহা নিখিল দেহাদি প্রপঞ্চরূপ জড়-সমূহকে বাসনারূপে উপসংহার করত আত্মনিহিত করে; আর যে স্বপ্ননাম্নী অবস্থা, তাহাই দেহপ্রত্যয়শালিনী (অর্থাৎ দেহের অনুভবকারিণী) ঐ অবস্থাদ্বয় সম্পন্ন হইয়াই ঐ আতিবাহিক দেহ স্থাবর জঙ্গম দেহ ধারণ করিয়া এই দৃশ্যমানপ্রকারে মোক্ষ-পর্য্যন্ত নিরত ভ্রমণ করিতে থাকে। সকলেরই ঐ আতিবাহিক দেহ কখন বা সুষুপ্তি অবস্থায় কখন বা স্বপ্নাবস্থায় অবস্থান করে। যখন ঐ আতিবাহিক দেহ সুষুপ্তাবস্থ হইয়া বাসনারূপে অন্তঃ-প্রবিষ্ট দুঃস্বপ্ন দ্বারা বিদ্ধবৎ হয়, তখন বিলুপ্তস্মৃতি হইয়া অপ্রকটিতাকার-স্বরূপে অবস্থান করে; এবং (চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সম্পর্ক-নিবন্ধন ও সকল জগৎ সংহার করিতে কালানলসম দেদীপ্যমান হয়। ঐ আতিবাহিক দেহ স্থাবরাদি অবস্থায় এমন কি পুণ্যপ্রভাবসম্ভূত দুঃখসম্পর্কশূন্য সর্ব্বথা দুঃখসম্বন্ধশূন্য কল্পবৃক্ষাবস্থায়ও জড়তার আধিক্যবশতঃ সুষুপ্তিপ্রচুরতা থাকায় গাঢ় মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। জীবের সুষুপ্তিই জড়তা, স্বপ্নাবস্থায় চিত্তভ্রমণই সংসার, জাগ্রদ-বস্থাই তুরীয়াবস্থা, আর যাহা প্রবোধ, তাহাই মুক্তি। জীবের প্রবোধেই মুক্তিলাভ, প্রবোধেই জীব নির্ম্মল হইয়া তাম্রের সুবর্ণত্বলাভবৎ পরমাত্মা লাভ করে। জীবের প্রবোধনিবন্ধন যে মুক্তি, তাহা দুই প্রকার; এক জীবন্মুক্তি, অপর দেহ-মুক্তি। তুরীয়াবস্থাই জীবন্মুক্তি, তাহা হইতে তুরীয়াতীত পদলাভ হয়, তাহাই বোধ বলিয়া কীর্ত্তিত, তাহা হইতে জীব উৎকৃষ্ট চিন্মাত্র ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয়। ঐ বোধ বুদ্ধির পুরুষ-প্রযত্নেই হয়। ৫—৬০। তখন এই দেহেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই পরমাত্মা কি? কিরূপ আকার, কিম্পরিমাণ? সমস্ত প্রমাণই অন্তরে অবগত হইয়া তন্ময় হইয়া যায়। অজ্ঞাতপ্রমাণ জীবও পরমার্থতঃ স্বস্থ, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ শিলাখণ্ডের ন্যায় দৃঢ় অন্তরে যে তীব্রতম অবলোকন করে, তাহা সুদীর্ঘ স্বপ্নবিভ্রম মাত্র। কারণ জীবের অন্তরে চিৎকণাব্যতীত অন্য কিছুই নাই। সেই চিৎকলাকেই অন্যভাবে দেখিয়া জীব বৃথাশোক করে মাত্র; জীবের অন্তরে সেই পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এই যে ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা মায়াবিজৃম্ভিত মাত্র। যেমন স্থালীমধ্যে জল সিদ্ধ করিলে তাহা স্ফুটিত হইয়া বিবিধ প্রকার হয়, তাহা বাস্তবিক অলীক পদার্থান্তর নহে, কেবল ভ্রমোদয়েই পদার্থান্তর বলিয়া বোধ হয়; তদ্রূপ এই জীবাণুপুঞ্জেরও উৎপত্তি বিনাশ গমনাগমনরূপ সংসার সমস্তই মিথ্যা ভ্রমোদয় দৃষ্টমাত্র জানিবে। বাসনাবন্ধনই উহার বন্ধন, বাসনালয়ই উহার লয়। জীবাণুর সুষুপ্তি-অবস্থায় স্থিতি, বাসনারই অবধিমাত্র, সেই বাসনাবধি স্বপ্নে বিচিত্রভাবে প্রকাশমান হয়, ঐ গাঢ় বাসনা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া জীব স্থাবরভাদিভাব প্রাপ্ত হয়। যখন জীবের বাসনা মধ্যম অবস্থায় থাকে, তখন তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। যখন বাসনা অল্প থাকে, তখন পুরুষভাব (অর্থাৎ মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদিভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাসনার তারতম্যে যেরূপ বৈচিত্র প্রকাশ, তদ্রূপ গ্রাহ্যগ্রাহক বৈচিত্র্যেও জানিবে। দেখ, যে সময় সুষুপ্তি বিচ্যুতি হয় তখন দেহের অভ্যন্তরস্থিত নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রাণ অহংভাবরূপী জীবন দ্বারা "আমি এই প্রকার, এই পরিমিত" ইত্যাদি পরিচ্ছেদ ঘটে, তখন ঘটাদি পদার্থ বাহ্যবস্তু বলিয়া বোধ হয়। তৎকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে অন্তঃকরণ নির্গত হয়, সেই অন্তঃকরণ-দ্বারে বৃত্তিময় জীবও নির্গত হইয়া ঘটাদি বাহ্যবস্তুর সহিত মিলিত হইলে, "আমি ঘট জানিতেছি" ইত্যাকার গ্রাহ্যগ্রাহকের বাসনা-ত্মিকা সত্তা জন্মে; তাহাই বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায়। এইরূপে অন্তঃস্থিত আত্মচৈতন্য যদি বাহ্যিক জ্ঞাপ্যবস্তুসংপৃক্ত হয়, সেই "চিৎ" ই গ্রাহ্যগ্রাহকের বাসনারূপে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় প্রকাশ পান।

অতএব গ্রাহ্যগ্রহণাদি বুদ্ধি সমস্ত মৃগতৃষ্ণার ন্যায় ভ্রম বিলাসমাত্র উহা বাসনাধ্যাস্ত ; বাস্তবিক কিছুই নাই, এই জীবদেহে আত্ম-কর্তৃক কিছুই পরিত্যক্ত হয় না বা কিছুই গৃহীতও হয় না। ঐ এক চিদাত্মাই বাহ্যান্তর কলাকার হইয়া প্রকাশমান, অতএব এই ত্রিজগৎ চিৎচমৎকৃতি মাত্র জানিবে, ইহাতে ভেদবিকল্পনা নিষ্প্রয়োজন ; তত্ত্বজ্ঞানে আমরা সকলেই সেই চিৎস্বরূপে বিরাজমান, ত্রিকালেও এই সবাহ্যাভ্যন্তর ত্রিজগৎ 'চিৎ' ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। যেমন তত্ত্বতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সমুদ্রে তরঙ্গ বুদ্বুদাদি সমস্ত কিছুই নহে, এক গগন অপেক্ষা নির্ম্মল শুদ্ধ জল মাত্র বুঝা যায়, তদ্রূপ এই সমস্ত জগৎও তত্ত্বতঃ বিবেচিত হইলে বুঝা যায় যে, ইহাতে বাসনা অবস্থাদি ভেদসমূহ কিছুই নাই, কেবল ইহা একমাত্র অনাময় পরমপদ। ৬১—৭১।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তোমার মনে এ আশা হইতে পারে, প্রত্যেক জীবের স্বপ্ন ভিন্ন ভিন্ন, জাগ্রৎপ্রপঞ্চই সকলের এক প্রকার, অতএব কি করিয়া স্বপ্নাবস্থা বা জাগ্রদবস্থা হইবে ? কিন্তু রাম। জীবের আদিতে জীবসমষ্টিরূপ জীবের যাহা স্বপ্ন, যাহা নানাকল্পনাপ্রভাবে কোমলাকারে বিদ্যমান, তাহাই আমাদিগের জাগ্রদবস্থা কল্পিত সংসার জানিবে, ইহা সত্যও নহে বা অসত্যও নহে। কারণ, ব্যষ্টিজীবের ন্যায় সমষ্টির স্বপ্ন হয় না, সেই জন্যই আমাদিগের যাহা জাগ্রদ্ভাব, তাহাই জীবসমষ্টিরূপ জীবের জাগ্রৎস্বপ্ন উভয়ভাব হইতে উৎপন্ন ; অতএব স্বপ্ন হইতে ভিন্ন নহে। হে বেদ্যবিৎশ্রেষ্ঠ! দেখ, স্বপ্ন অসত্য, কোন বস্তু নহে, তোমাদিগের জগৎপ্রসিদ্ধভূত ভুবনাদিভাব যাহা সত্য ও বস্তু বলিয়া বিদিত, উহা সত্যও নহে, বস্তুও নহে, অতএব সমষ্টি-জীবরূপ জীবের তাহা স্বপ্ন জানিবে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন অনুভূত মাত্র, তাহা যেমন বাহিরে প্রকাশ পায় না, জীবসমষ্টিরূপ জীবেরও যাহা স্বপ্ন বলিলাম, তাহাও জীবের আদিতে অপ্রকাশ ছিল এবং আমাদিগের স্বপ্নের প্রকৃতভাব যেরূপ শীঘ্র প্রকাশ পায় না অর্থাৎ স্বপ্নে যাহা দেখিলাম, তাহা মিথ্যা এজ্ঞান অনেক কাল হয় না, তদ্রূপ ঐ সমষ্টিজীবেরও চৈতন্যভাব শীঘ্র প্রকাশ পায় না। এ জন্য উহা উহার দীর্ঘ-স্বপ্ন, দীর্ঘতাই ঐ স্বপ্নের সাধারণ স্বপ্নের সহিত বৈলক্ষণ্য জানিবে হে অনঘ। জীবসমূহ যেরূপ এক স্বপ্নের পর অন্য স্বপ্ন দর্শন করে ও স্বপ্নদৃষ্ট যাহা সত্য, তাহাও অসত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ ঐ জীব সমষ্টিরূপ জীবও চিদ্ঘন ব্রহ্মের সত্যতা নিবন্ধনই (স্বস্বরূপই চৈতন্যের সত্যতাপ্রযুক্ত) অসত্যকেও সত্যরূপে অনাগত দেখিতে থাকুক, ইহাই উহার স্বপ্নের পর স্বপ্ন কি বস্তুস্বভাবের বিপরীত দর্শনেই উহার স্বপ্ন। বৎস। দেখ, যে ব্রহ্ম বস্তু জড় নহে, কেহ অজড় ব্রহ্ম বস্তুকেও ঐ সমষ্টিজীবের আজন্ম ভূত ব্যষ্টিজীবের অনুভবস্বরূপ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া জড়ভাবে (অর্থাৎ ভূতভুবনরূপে) অবলোকন করে, যে সকল অহঙ্কার দেহাদিজড় তাহাকে আত্মস্বরূপ ভাবিয়া অজড় বোধ করে ; আর যাহা অসত্য, তাহাকে সত্য বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। ১—৪। জীবসমূহ সূর্য্যের অভ্যন্তরে অখিল ত্রিজগদ্ভ্রম অবলোকন করত ভেদকল্পনা পরম্পরারূপ ভ্রমে পতিত হইয়া, স্বপ্নভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে ও করিতে থাকে। ঐ সকল কল্পনায় যে সত্যতা আরোপ করে, তাহার প্রতি কারণ এই যে, ব্যষ্টিভাবে ভ্রমণ করিলেও এই জীবসমূহের যাহা অত্যন্ত (পরম) জীব, তাহা সর্ব্বগ, অনন্ত ও সত্য, তাহারই সত্যতায়, জীবসমূহ যাহা ভাবনা করে, সেই সত্য বস্তুর সম্বন্ধনিবন্ধন তাহাও তৎক্ষণাৎ সত্য বলিয়া জ্ঞাত হয় (অতএব যখন জীবের ঐ পরম জীবের সহিত বাহ্যবস্তুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অসত্যে সত্যভ্রম নিবৃত্তি হইবে, তখনই জীব-মুক্তি লাভ করিবে) ৫—৭। হে মহাবাহো রাম। স্বয়ং ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে অসঙ্গরূপ যে শুভগতি উপদেশ করিবেন এবং অর্জ্জুনও যাহা আশ্রয় করিয়া (উত্তর কালে) মহামুনিব্রত ধারণ করত সর্ব্ব দুঃখনির্মুক্ত জীবমুক্ত হইবেন, আর যে উপদেশ বলে সেই জীবমুক্তি সুখময় আত্মজীবনও বিসর্জ্জন দিবেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া তুমিও অর্জ্জুনের ন্যায় জীবন যাপন কর। তাহা শুনিয়া রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করিবেন ? এবং ভগবান্ হরিই বা তাঁহাকে কি প্রকার সঙ্গবিহীনতার বিষয় উপদেশ দিবেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক। বশিষ্ঠ বলিলেন, যেরূপ আকাশের আশ্রয়ে মহাকাশ বর্ত্তমান, তদ্রূপ তোমার আত্মায় এক সৎ মহাত্মা আছেন, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, তাঁহার নাম কেবল কল্পনা মাত্র, সেই আত্মা প্রতিকল্পিত স্ব স্ব মহিমায় অবস্থিত, (তাঁহাতেই বিশ্বসংসার স্থিতি করিয়া থাকে)। যেমন সুবর্ণ হইতে কটকাদি অলঙ্কারের উৎপত্তি বলিয়া সুবর্ণে কটকাদি বর্ত্তমান, জলে যেরূপ তরঙ্গের আবির্ভাব বলিয়া সেই জলেই তরঙ্গের স্থিতি দেখা যায়, সেইরূপ সেই বিমল আত্মাতে এই সংসারবিভ্রম অবস্থিত। ৮—১২। পক্ষিগণ যেমন জালে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, তাহার ন্যায় এই দৃশ্যমান সংসারজালে চতুর্দ্দশবিধ ভূতজাতি পক্ষিবৎ আবদ্ধ হইয়া অবস্থিত জানিবে। তন্মধ্যে যাহাদিগের চরিত্র শ্রুতিস্মৃতি আদিতে বর্ণিত হইয়া থাকে, যম চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি সেই সকল মহাত্মগণ এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতময় সংসারের লোকপালপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত আচারবিহিত পুণ্যকার্য্য, ইহা উপাদেয় বলিয়া অনুষ্ঠেয়, ইহা তদ্বিপরীত পাপকার্য্য, অতএব ইহা হেয় (পরিত্যাজ্য) এই প্রকার অধিকারানুরূপ সঙ্কল্পানুযায়ী জ্ঞান-অনুসারে তাঁহারা আত্মমর্য্যাদাস্থাপন করিয়া থাকেন। হে অনঘ। যম এতাবৎ কাল স্বীয় অধিকার কর্ম্মস্রোতে নিজ চিত্তের অচলবৎ স্থিরতা সম্পাদন করিয়াছিলেন—কিছুকাল গত হইল তিনি এখন আর তাহা নাই। কারণ ভাবেন, আমি এত দিন কর্ম্মস্রোতে ভাসমান ছিলাম আর আমি কর্ম্মাধীন হইব না, ইহা মনে করিয়া যমরাজ স্বীয় অন্তঃকরণ অচলের ন্যায় স্থির করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তিনি প্রতি চতুর্যুগেই কিছুকাল গত হইলে *

* অর্থান্তর,—হে অনঘ। জীবসকল যেরূপ এক স্বপ্নের পর অন্য স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার ন্যায় ঐ সমষ্টিজীব চিদ্ঘন ব্রহ্ম সত্য হইলেও (মোহবশতঃ) ভ্রান্তিদোষে অসত্য বস্তু দর্শন করিতে থাকে।

* দ্বাপর শেষে ইহা ব্যাখ্যাতব্য।

জীবহিংসানিবন্ধন পাপে ভীত হইয়া তপস্যা করিয়া থাকেন। কখন অষ্ট, কখন দশ, কখন দ্বাদশ, কখন পঞ্চ, কখন সপ্ত, কখন বা ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত কৃতান্ত তপস্যায় মনোনিবেশপূর্ব্বক উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিলে, মৃত্যু এই সংসারজালে কোন প্রাণীরই হিংসা করেন না। তাহাতে বর্ষাকালে যেরূপ ঘূর্ণাক্ত হস্তীকে মশককুল দংশন করিলে তাহার যাদৃশী অবস্থা হয়, এই পৃথিবীও তদ্রূপ অহিংসানিবন্ধন বর্দ্ধিত ঘনসন্নিবিষ্ট পরস্পর নিষ্পিষ্ট প্রাণিসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া গতিবিধি বদ্ধ হইতে থাকে। হে রাম! অনন্তর সুরগণ সেই সমস্ত বিচিত্র প্রাণিগণকে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত বিবিধ উপায়ে সংহার করেন। এইরূপে সহস্রযুগ শত শত ভারহরণরূপ ব্যবহারাদির অনুষ্ঠান, অনন্ত প্রাণিসমূহের অধিকার এবং অসীম জগৎ অতীত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এখন সেই পিতৃনায়ক যম সূর্য্যাত্মজ। হে সাধো! উনিই সম্প্রতি কতিপয় যুগ অতীত হইলে নিজ প্রাণিহিংসাজন্য পাপনাশের জন্য প্রাণিপীড়ন কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রতাচরণ (নির্ব্বিকল্পসমাধি অবলম্বন) করিবেন। ১৩—২৩। সেই জন্য মরণধর্ম্মাক্রান্ত প্রাণিগণের মৃত্যু না হওয়াতে পৃথিবী বনগুল্মসঙ্কুলা ভারাবনতা হইয়া দীনভাব ধারণ করিবেন। পতিব্রতা রমণী দস্যুকর্ত্তৃক পরিভূতা হইয়া যেমন নিজ পতির শরণাপন্ন হয়, পৃথিবীও সেইরূপ জীবভারবহনে ক্লিষ্টা হইয়া বিপদ্বন্ধু শ্রীহরির শরণাগতা হইবেন। তখন জনার্দ্দন শ্রীহরি (ভূভারহরণমানসে) নিখিল দেবাংশ লইয়া নরনারায়ণরূপে দুই মূর্ত্তিতে অবনীতে অবতীর্ণ হইবেন। একমূর্ত্তি বসুদেবনন্দন বলিয়া বাসুদেব, অপর পাণ্ডুনন্দন বলিয়া পাণ্ডব অর্জ্জুন বলিয়া বিদিত হইবে। ধর্ম্মনন্দন "যুধিষ্ঠির" এই নামে পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র হইবেন, তিনিই জগতে ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত হইবেন, সমুদ্র মেখলারূপে তদীয় রাজ্যের সীমা প্রদর্শন করিবে। দুর্য্যোধন নামে তদীয় পিতৃব্য-পুত্র ভ্রাতা একজন হইবে, অহিনকুলের বিরোধের ন্যায় ধর্ম্মনন্দনের অনুজ ভীমের সহিত তাহার যুদ্ধ ঘটিবে, ভীমই নকুলের ন্যায় সেই দুর্য্যোধনসর্পের প্রতিযোদ্ধা হইবেন। পৃথিবীর একাধিপত্য গ্রহণকরাই উভয়পক্ষের বাসনা, সুতরাং উভয়পক্ষেরই সংগ্রামবাসনা উদ্দীপ্ত হইবে, তদুপলক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ভীষণ সেনা সমবেত হইবে। ২৪—৩১। হে রাঘব! স্বয়ং বিষ্ণু গাণ্ডীবধবা অর্জ্জুনের মূর্ত্তিতে সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীসহ কুরুকুল সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিবেন। বিষ্ণুর যে দেহ অর্জ্জুনাদি স্বরূপ পরিগ্রহকারী, তাহা প্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং ক্রোধ হর্ষ প্রভৃতি যাহা কিছু নরধর্ম্ম অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত অজ্ঞভাব, সে সমস্ত তাহাতে থাকিবে। সেই অবিদ্যাভাবেই অর্জ্জুন উভয়সৈন্যগত স্বজনগণকে মরণোন্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিষাদভরে যুদ্ধ হইতে বিরতোদ্যোগ হইবেন। হে রাঘব! তখন হরি উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য অর্জ্জুননামধারী দেহকে স্বতঃসিদ্ধ আত্মবোধ স্বকীয় জ্ঞানময় দেহ দ্বারা বক্ষ্যমাণ উপদেশে প্রবুদ্ধ করিবেন। "এই আত্মার জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই, ইহা ষড় বিকাররহিত পদার্থ, কারণ ইহার এখন বা পরে প্রাদুর্ভাব নাই, ইহা অজ, নিত্য (হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য বলিয়া) শাশ্বত ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেও ইহার বিনাশ নাই। যে এই আত্মাকে হত এবং যে ব্যক্তি ইহাকে ঘাতক বলিয়া বোধ করে, উভয়েই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে, কারণ এই আত্মা, কাহার ঘাতকও নহে বা ইহাকেও কেহ হনন করিতে পারে না। যাহা অনন্ত, যাহার রূপান্তর নাই বলিয়া সর্ব্বদাই একরূপেও সংস্বরূপে বর্ত্তমান, যাহার আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম স্বরূপ, সেই পরমেশ আত্মার কিরূপে কে কি করিতে পারে? হে জ্ঞানময়! তুমি আত্মাকে এইরূপে অনন্ত অব্যক্ত আদিমধ্যান্তহীন অবলোকন কর। তোমার দেহ যখন চৈতন্য স্বরূপ লাভ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন ও নির্দ্দোষ হইয়াছে তখন তুমি অজ নিত্য নিরাময় (নিরঞ্জন) ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছ; অতএব স্বজন-সংযোগ-বিয়োগজন্য সুখ-দুঃখ প্রকাশ করা তোমার উচিত নহে। ৩২—৩৯।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি যখন জরামরণাদি ষড়্বিকারনির্ম্মুক্ত অতএব শাশ্বত সর্ব্বভূতাত্মার স্বরূপ অর্থাৎ সকলের আত্মা, আর তুমি (তুমি রূপ অভিমানী আত্মা) একই, তখন "তুমি স্বয়ং অপরের হন্তা" বলিয়া যে মনে অভিমান করিতেছ, তাহা একেবারে ত্যাগ কর। যাহার অন্তরে অহঙ্কারের আধিপত্য নাই, যাহার বুদ্ধি (কোন কার্য্য করিয়া তাহার ফলদর্শনে) সিদ্ধিতে হর্ষ, অসিদ্ধিতে বিষাদাদি বিষয়-বিকারে লিপ্ত হয় না, সে ব্যক্তি এই সংসারস্থ নিখিল প্রাণীদিগকে নিহত করিয়াও নিহত করে না এবং তাহাকেও কেহ নিহত করিতে পারে না। অন্তরে যে দেহাদিতে অভিমান বা অন্য কোন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই অন্তরে অনুভূত হইতে থাকে তাহাতেই "এই সেই আমি" আত্মার সেই (দেহবন্ধু প্রভৃতি) এই আমি মরিতেছি, আমি করিতেছি" ইত্যাদি বোধ হয়, অতএব এবংবিধ সংবিৎ অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক জ্ঞান, মন হইতে অপসৃত কর। হে ভারত! উক্তরূপ "সংবিৎ" অর্থাৎ "আমি হন্তা" ইত্যাদি ভ্রমাত্মক অজ্ঞানে আবদ্ধ হও, আর তাহাতে আমি "নষ্ট হইলাম" অর্থাৎ এই হত্যা করিয়া পাপে পরলোক হারাইলাম, আর ইহ লোকেও বন্ধুবিরোগ আদি অনর্থেও সর্ব্বনাশ ঘটিল। ইত্যাদি নির্ব্বেদ অন্তরে পাইবে, অতএব দেখ, একমাত্র ভ্রমে তুমি উভয়তঃ সুখদুঃখে অভিভূত হইয়া পরিতাপ পাইবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিমূঢ়তা প্রাপ্ত হয়, সেই স্বকীয় আত্মার অংশভূত (পরিচ্ছেদক বলিয়া অংশ) সত্ত্ব আদি গুণবিকারবিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা কার্য্য করিয়া আপনাকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে। ১—৫। বিচার করিতে হইলে চক্ষুঃ দর্শন করুক, কর্ণ শ্রবণ করুক, ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ করুক, রসনা রসাস্বাদন করুক, এ বিষয় ব্যাপারে আমি কে ? অর্থাৎ চক্ষুরাদিরই এই বিষয়ে প্রবৃত্তি আত্মা কেহ নহে, অতএব চক্ষুরাদিকৃতকার্য্যে আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণই সঙ্কল্পাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়, অতএব কি অন্তঃকরণবৃত্তি, কি বাহ্যকরণবৃত্তি, কোন বিষয়েই তোমার আত্মা কেহ নহে, ইহা তুমি স্বয়ং দেখিতে পাইতেছ। আর এই ক্লেশের ভাগী বলিয়া যাহার উদ্দেশে শোক করিতেছ, সে বিষয়েই বা তোমার আত্মা কে? হে সুব্রত! আরও দেখ, যে কার্য্য অনেকের সহিত মিলিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, সে কার্য্যে

অভিমান অর্থাৎ আমি একা ইহার কর্ত্তা; এই প্রকার অভিমান করিলে পরিহাসাস্পদ হইতে হয়। দেখ, যোগিগণ (অর্থাৎ যাঁহারা উচ্চপদ আরোহণে ইচ্ছুক, তাঁহারা পর্য্যন্ত) নিঃসঙ্গভাবে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে কেবল কায়মনোবুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহাদের দেহ অহঙ্কাররূপ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মৃতপ্রায় হয় নাই, (১) তাহারা কোন লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়াও করে না এবং সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিয়াও ফলভোগী হয় না, কারণ তাহাদের বিষয়ে আসক্তি প্রভৃতি রোগ একেবারে বিদূরিত হইয়া যায়। যেরূপ বহুদর্শী বিজ্ঞ হইলেও, মানব (সঙ্গদোষে) দুঃশীল হইলে আর শোভা পায় না, তদ্রূপ এই দেহও অভিমানরূপ অমেধ্য অর্থাৎ অপবিত্রভাবে দূষিত হইলে আর শোভান্বিত থাকে না। যে ব্যক্তি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, ক্ষমাবলম্বী ও সুখে দুঃখে সমভাবান্বিত, সে ব্যক্তি অবশ্যকর্ত্তব্য শাস্ত্রীয় কর্ম্ম, আর অনাবশ্যক লৌকিক কর্ম্ম করুক, আর নাই করুক, তাহাতে লিপ্ত হয় না। হে পাণ্ডুনন্দন। সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রোচিত কর্ম্ম, তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার কার্য্য, বন্ধুবধাদি প্রয়োজক বলিয়া অতি নিষ্ঠুর হইলেও, ইহা তোমার শ্রেয়স্কর, কেন না,—ইহাতে তুমি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা (যোগীর ন্যায়) ব্রহ্মজ্ঞানাদিসুখভাগী হইবে এবং ধর্ম্মবল, যশোবল, রাজ্যবল, স্বর্গবল, সকল অভ্যুদয়ই এ কার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত হইবে। ৬—১৩। বন্ধুবধ ও গুরুবধ ইত্যাদি দ্বারা কুৎসিত ও অধর্ম্মময় হইলেও, শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে এ কার্য্য তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, (এবং ইহাতে তুমি প্রত্যবায়ভাগী হইবে না) এই স্থির ভাবিয়া, তুমি এই যুদ্ধে শত্রুজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্বধর্ম্ম লাভ কর অর্থাৎ বিজয়ী হও। বিদ্বানের কথা কি, মূর্খেরাও স্বধর্ম্ম পালন করে, কেন না স্বধর্ম্ম শ্রেয়স্কর। যাহাদের মন হইতে অহঙ্কার বিগলিত হইয়াছে, তাহাদের মন পাতিত্যাবহ মহাপাতককোটিতেও লিপ্ত হয় না। হে ধনঞ্জয়। তুমি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমতাবরূপ যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক। কার্য্যফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া বর্ণাগত কর্ম্ম করিলে, তুমি আর নিহতও হইবে না বা অধর্ম্মে আবদ্ধও হইবে না। হে অর্জ্জুন। তুমি আত্মদেহ শান্তব্রহ্মময় ভাবিয়া আত্ম-কর্ম্মকেও ব্রহ্মময় করিতে চেষ্টা কর এবং সেই আত্মকর্ম্মও আবার যদি ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ক্ষণমধ্যে ব্রহ্ম হইতে পারিবে। আর যদি তুমি নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ হও তাহা হইলে সগুণ ঈশ্বরে তোমার সমস্ত কার্য্য সমর্পণ কর, আর সেই ঈশ্বরাত্মা হইয়া নিরাময় হও। যদি তুমি বুঝিতে পার, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে "আত্মা"-রূপে ব্যাপিয়া আছেন, তাহা হইলে তোমার দ্বারা এই মহীমণ্ডল ভূষিত হইবে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি একমাত্র ঈশ্বরেই সর্ব্বসঙ্কল্প সমর্পণ ও সন্ন্যাসযোগ আশ্রয় করিয়া মুক্তমতি, শান্তচিত্ত, মুনি, (অর্থাৎ দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে নিঃস্পৃহ, রাগক্রোধাদি-বিবর্জ্জিত, স্থিরবুদ্ধি) ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। ইহাতে তোমার কর্ম্মবন্ধন আশঙ্কা নাই, তুমি মুক্ত হইতে পারিবে। অর্জ্জুন কহিলেন,—ভগবন্! সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্মার্পণ, সম্যক্প্রকারে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপ, সন্ন্যাস এবং জ্ঞান ও যোগের বিভাগ কিরূপ? হে প্রভো। আমার মহামোহনিবৃত্তির জন্য সে গুলি যথাক্রমে বলিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। ভগবান্ বলিলেন, সঙ্কল্পসমূহের ক্ষয় ও ঘন বাসনার বিলয় হইলে যে নিবৃত্তঘনবাসন, প্রপঞ্চরহিত, অভাবনীয়াকার ভাবনাবর্জ্জিতস্বরূপ প্রত্যগাত্মরূপ (ব্রহ্মবিদ্গণ) নির্ব্বিকল্পসমাধিতে পরিপাক অবস্থায় যাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাহাই পরব্রহ্ম। ব্রহ্মসারূপ্যলাভে উদ্যোগী অর্থাৎ জীবের অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, ব্রহ্মরূপে চিত্তের একনিষ্ঠাই জ্ঞান, ব্রহ্মবুদ্ধি নিরোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিগণের চিত্তৈকাগ্র্যের অনুকূলধারা দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধিই যোগ, অভিমানের বিষয়ীভূত সকল জগৎ এবং অভিমানই আমি ইত্যাদিকে অধোমুখ করাই অর্থাৎ প্রকাশ হইতে না দিয়া সকলই ব্রহ্ম ইত্যাকার ধারণাই ব্রহ্মার্পণ বলিয়া কথিত যেমন পাষাণের হৃদয় নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মের অন্তর বহির্ভাগ নাই। ব্রহ্ম শান্ত ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, তিনি দৃশ্যও নহেন এবং দৃষ্টির অতীতও নহেন। যদি বল দৃশ্য নহেন দৃক্ অর্থাৎ দ্রষ্টা চক্ষুরাদিও নহেন ইহাও আপনার বলা উচিত,—কারণ দৃক্—চক্ষুরাদিও দৃশ্য হইয়া থাকে এ আশঙ্কা তুমি করিতে পার না, কারণ দৃক্ অর্থাৎ চক্ষুরাদির দ্রষ্টা ত তদ্ভিন্ন অন্য বস্তু নাই, জগতে চক্ষুই একমাত্র দ্রষ্টা, অতএব সেই ব্রহ্ম দৃশ্য নহেন তিনি দৃক্ অর্থাৎ চক্ষুরাদির ন্যায় দ্রষ্টা। সুতরাং এই জগৎও অহঙ্কার অভিমানী ব্রহ্মে অধ্যস্ত মাত্র। উক্ত স্বভাব হইতে যাহা ঈদৃশ অন্যভাবে প্রকাশমান তাহাই জগৎ প্রতিভাস অর্থাৎ প্রকাশ, তাহা আকাশের ন্যায় শূন্যমাত্র, কিছুই নহে। অতএব এই জগৎ তাঁহারই অন্যতা বা প্রতিভাস্বরূপ। এইরূপ জীবকুলের প্রত্যেক যে অহম্ভাব, তাহা অধ্যাস মাত্র, তাহাতে আগ্রহ করা উচিত নহে। উহা সেই চৈতন্যেরই কোটি কোটি অংশের অংশ দ্বারা কল্পিত হইয়া আবির্ভূত জানিবে। এই যে অহংভাব ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌বৎ ভাসমান, তাহা বাস্তবিক পৃথক্ নহে; কারণ, পার্থক্য বা পরিচ্ছেদ কিছুই ব্রহ্মে নাই। "ব্রহ্ম জানিতেছে" অর্থাৎ "ব্রহ্ম জ্ঞাতা" ইহা যে ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদিতেও যে অহং পৃথক্ বস্তু, তাহা নহে, অর্থাৎ এই প্রকার জ্ঞাতা ইত্যাদি উপপত্তি দ্বারা যে ব্রহ্মে পার্থক্য নির্ণয়, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। এইরূপে যে প্রকার অহংভাব পৃথক্ বস্তু নহে, সেইরূপ ঘটাদি মমতারূপ মর্কট পর্য্যন্তও পৃথক্ বস্তু নহে; সমুদ্র যেরূপ আপন পূর্ণতা ধারণ করে, সেইরূপ আমি তুমি ইত্যাদি ভাব ও আমার তোমার ইত্যাদি ভাব সমস্তই পূর্ণতাকারে ব্রহ্ম, যাহা পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা পূর্ণপদার্থের প্রতিভাস মাত্র, ইহাতে অহংভাব আগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত নহে। দেখ, এই "অহং মমতা" অর্থাৎ আমি, তুমি, আমার তোমার ইত্যাদি বিকল্পভেদে সেই সেই বিষয়ের বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইলেও ঐ প্রকাশের বৈচিত্র্যে যে ঐ সকল বৈচিত্র্য সত্তার কারণ সংবিৎসারময় একই আত্মা প্রকাশমান, তাহার আর বৈচিত্র্য নাই। সেই একত্বে তোমার আগ্রহ না হয় কেন? হে অর্জ্জুন। এই বিচার করিয়াই লোকে সংসারবিভাগ জানিতে পারে, তখন তাহার আর অহংমমতাদিভাবে আগ্রহ থাকে না, তাহার লয় বুদ্ধিতে হয় ও তাহাতে সেই ব্যক্তির কর্ম্ম-ফলে নিঃস্পৃহতারূপ যে ত্যাগ জন্মে তাহাই "সন্ন্যাস" বলিয়া কথিত। সমস্ত সঙ্কল্পত্যাগের নামই সঙ্গবিহীনতা; সমস্ত

(১) ভোগলম্পটতাই মৃত্যুর হেতু অহঙ্কারই সেই মৃত্যুহেতু ভোগলালসার প্রবর্ত্তক, অহঙ্কার না থাকিলে আর সেই ভোগ লালসায় প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং মৃত্যুও ঘটে না।

কল্পনাজালরূপ দ্বৈতপ্রবের সমবায়ের উপাদান ঈশ্বর মাত্র, স্থূলভাবে ভাবিয়া দেখিলে একমাত্র ঈশ্বরত্বই অনুভূত হয়; অতএব অনুভাবে দেখিলে এই বৈচিত্র্যভেদ কিছুই নহে, সমস্ত একই মাত্র। এই প্রকার দ্বৈতভাব বিগলিত হইলে ঈশ্বরে সর্ব্বসমর্পণ ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঈশ্বরার্পণ জানিবে। জীব-অজ্ঞানবশতঃই ঐ চিদাত্মা ব্রহ্মে ভেদ উপস্থিত হয়, নামের বিভিন্নতাই তাহার কারণ; অতএব তাহা নাম মাত্র জানিবে। ঈশ্বর বোধাত্মা অর্থাৎ জ্ঞানময়, ইহা শব্দার্থ মাত্র, ঐ আত্মাই জগদ্ব্যাপী বলিয়া জগৎ যে একই সেই ব্রহ্ম, ইহাতে কোন সংশয় নাই। দেখ, আমিই দিক্‌গুল, আমিই জগৎ, আমিই স্বীয় কর্ম্মাশ্রয় ও আমিই কর্ম্ম জানিবে। হে অর্জ্জুন! কাল ও আমি, দ্বৈত অদ্বৈতভাব, তাহাও আমি, আর আমিই সেই দ্বৈতাদ্বৈতভাব নিয়মাধীন জগৎও জানিবে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে অর্থাৎ ঐ (দ্বৈতাদ্বৈতরূপ-পরাপর-রূপদ্বয়ে) অধিকারতারতম্যে আত্মমন সমর্পণ কর। আমার গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমাতে ভক্তিমান্ হও। জ্ঞানযজ্ঞ, কর্ম্মযজ্ঞাদি দ্বারা আমারই যজন করিতে থাক, আমার উদ্দেশে সর্ব্বদা নমস্কার কর। হে অর্জ্জুন! এই প্রকার যোগে আমার প্রতি চিত্তনিবেশপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইতে পারিলে, তুমি "আত্মা" রূপী আমাকে লাভ করিতে পারিবে। ১৪—৩৪। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনার পর এবং অপর নামে যে দুইটী রূপ আছে, তাহা কীদৃশ এবং সিদ্ধিলাভের জন্য আমি কোন্ সময়ে কোন্ রূপের আশ্রয় লইব বলুন। ভগবান্ কহিলেন,—হে অনঘ! আমার সামান্য এবং পরম নামক দুইটী রূপ জানিবে। তন্মধ্যে শঙ্খচক্রগদাধর ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট (সর্ব্বজনসাধারণ সুগমরূপই) সামান্যরূপ, আর আমার যে অনাময় অদ্বিতীয় আদ্যন্তরহিত অশুদ্ধচিত্তগণের দুর্ব্বোধ্যরূপ, যাহা ব্রহ্ম আত্মা, পরমাত্মা, ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হয়, তাহাই পরমরূপ। যে কাল পর্য্যন্ত তুমি আত্মজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত অপ্রবুদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তোমার বুদ্ধির উন্মেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি আমার ঐ চতুর্ভুজাকার সামান্যরূপের পূজা করিতে থাক। ঐরূপ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তোমার চিত্তে প্রবোধসঞ্চার হইলে আমার সেই অনাদি অনন্ত পরমরূপ জানিতে পারিবে, উহা জানিতে পারিলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণের ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ৩৫—৩৯। হে অরিমর্দ্দন! আর যদি তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, ইহা বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমার (ঈশ্বরের) পারমার্থিকস্বরূপ আত্মাতে তোমার আত্মাকে একরসীকৃত করিয়া বুদ্ধি সহায়ে পরমপূর্ণ অখণ্ডস্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় কর, অর্থাৎ তাহাতে একনিষ্ঠা অবলম্বন কর। এই দিঙ্মণ্ডল আমি, জগৎ আমি, এই আমি ইত্যাদি যাহা কিছু তোমাকে বলিলাম, তোমাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্যই আমার এরূপ বলিবার প্রয়োজন। বোধ হয় আমার উপদেশে তুমি সম্যক্‌রূপে প্রবুদ্ধ হইয়া পরমপদে স্বরূপে শান্তিলাভ করিতেছ, তোমার সঙ্কল্প সকলের পরিহার হইয়াছে; এখন তুমি আত্মার সত্যস্বরূপ একাত্মময় হও। তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শী ও যোগযুক্তাত্মা হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বভূতকে আত্মায় অবস্থিত অর্থাৎ আত্মার আশ্রয় সকল জীবকে অবলোকন কর। যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ জানিয়া আত্মার একরূপ অর্থাৎ আত্মা একই ইহার ভেদন বা দ্বিতীয়তা নাই, এবংবিধ আত্মার একত্ব স্বীকার করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আত্মাকে অধিষ্ঠিত দেখে, সে সর্ব্বশব্দের অর্থ ঐ অধিষ্ঠানকারী আত্মা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সর্ব্বপদার্থে একত্ব স্বীকার করে, ও একশব্দের অর্থ প্রত্যগাত্মার স্বভাব অর্থাৎ তৎসত্তা মাত্র অবগত হয়, আর সেই আত্মা ও সৎ অর্থাৎ মূর্ত্তভূতত্রয়স্বভাব (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃস্বভাব), বা অসৎ অর্থাৎ মরুদ্ব্যোমরূপ সূক্ষ্মভূতদ্বয়স্বভাবও নহে, কিন্তু ভূমানন্দ চিদেকস্বভাবই সেই আত্মা, ইহা যাহার অনুভবগম্য হয়, সে ব্যক্তি উক্তপ্রকার অনুভব করিবামাত্রই অচিরে সর্ব্ববিকারবিবর্জ্জিত ভূমানন্দময় কৈবল্য লাভ করিয়া থাকে। যিনি ত্রিলোকস্থিত জীবসমূহের অন্তরস্থিত প্রকাশক আলোকস্বরূপ, যাঁহারা রূঢ়চিত্ত অনুভবগম্য অর্থাৎ অনুভব ব্যতিরেকে যাঁহার উপলব্ধি হয় না, সেই আমিই আত্মা, ইহা স্থির নিশ্চয়। হে ভারত! ত্রিভুবনস্থ জল, গব্য-দুগ্ধাদি ও সমুদ্রজাত লবণাদির অন্তরে রসরূপে যিনি অনুভূত হইয়া থাকেন তিনিই আত্মা। যাহা অখিল শরীরীর অন্তরে সূক্ষ্ম অনুভবরূপে বর্ত্তমান এবং অনুভবনীয় বিষয়বিমুক্ত, অতএব দুর্লক্ষ্য বলিয়া সূক্ষ্ম, সেই সর্ব্বব্যাপী বস্তুই আত্মা জানিবে। যেমন সমগ্র দুগ্ধের অভ্যন্তরে সারভাগ ঘৃতের অবস্থিতি, সেইরূপ সকল পদার্থের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠাতৃরূপে এবং সকল দেহীর অভ্যন্তরে প্রকাশরূপে আমার সেই পরমরূপ বর্ত্তমান। যেমন সমুদ্রস্থিত রত্নসমূহের অন্তর্গত তেজঃ বাহিরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ দেহে লিপ্তভাবে না থাকিলেও আমিও "আত্মা" রূপে প্রকাশ হইয়াছি। যদ্রূপ শত সহস্র ঘটের অন্তরে বাহিরে আকাশের অবস্থিতি, তদ্রূপ এই ত্রিভুবনরূপ শরীরে আমার অবস্থিতি ও ত্রিজগতের সর্ব্বশরীরীতেও "আত্মা"-রূপে আমার নির্লেপভাবে স্থিতি। যেমন মাল্যস্থ গ্রথিত শত শত মুক্তার অভ্যন্তরে সূত্র অলক্ষিতভাবে প্রোত থাকে, তদ্রূপ দেহাভ্যন্তরে আত্মারও স্থিতি অলক্ষিত ভাবে জানিবে। ব্রহ্মাবধি তৃণ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অখিল পদার্থেরই অন্তরে যে সামান্যসত্তা বর্ত্তমান, তাহাই আত্মরূপী জন্মরহিত ব্রহ্ম। অহন্ত্বাদি অর্থাৎ আমি তুমি ইত্যাদি জগত্তা অর্থাৎ জগৎ ইত্যাদি ভ্রমজনক ক্রমসন্নিবেশ থাকিলেও তাহার দ্বারা ঈষৎ স্ফুরিতাকার যে ব্রহ্ম অর্থাৎ তাহাতে যাহা সামান্য ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, তাহাই ব্রহ্ম। ৪০—৫৪। (অতএব অধিষ্ঠাতৃরূপে সর্ব্ববস্তুতে যে নির্ব্বিকার ব্রহ্মতা, তাহাই বাস্তবিক, আর ঐ মুক্তাতে সূত্রের ন্যায় অন্তর্যামিভাবে বা রত্নের প্রভার ন্যায় প্রকট জীবভাবে যে ব্রহ্মের স্থিতি, উক্ত উভয়েই অধ্যাসসাপেক্ষ জাগতিক ব্যবহারজন্য কল্পিত, অতএব বাস্তবিক আত্মা হন্তব্যও নহে বা হন্তাও নহে বা হননজন্য পাপও ঐ আত্মায় স্পর্শে না)। এই যে নিখিল জগৎরূপ, তাহা ঐ আত্মাই জানিবে, সুতরাং হে অর্জ্জুন! শুভাশুভ জগদ্দুঃখ দ্বারা উহার কি লিপ্ত হইবে। প্রতিবিম্বের সহিত আদর্শের যেরূপ সম্বন্ধ, সেইরূপ "ব্রহ্ম" সাক্ষিরূপে (সংসারে) বর্ত্তমান জানিবে। জগতের যাবতীয় নশ্বর পদার্থের মধ্যগত থাকিলেও যে ব্যক্তি দেখিতে জানে, সেই ইহাকে অবিনশ্বর (নিত্য) দেখে। ৫৫।৫৬। এই আমি, (অর্থাৎ সর্ব্বদেহে আমি আমি এই যে চিদংশের জ্ঞান) তাহাও আমি, ইহা আমি নহি (অর্থাৎ জড়দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি বিষয়াংশ আমি নহি) আমি এই প্রকার বলিতেছি ইত্যাদি যত কিছু ভেদবিভাগোক্তি

সকলই আমার পরিচায়ক, যাহা ভেদ তাহা দর্পণে আর প্রতিবিম্বে যেরূপ বা দর্পণপ্রতিবিম্ব অন্যদর্পণ ও প্রতিবিম্বিত ঘটে যেরূপ ভেদ অর্থাৎ ঘটপ্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্ব ও দর্পণগত অন্য দর্পণপ্রতিবিম্বও প্রতিবিম্ব, তথাপি তাহার ভেদজ্ঞানের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ভেদজ্ঞান জানিবে। ফলে আমিই দর্পণ যেমন প্রতিবিম্বে লিপ্ত নহে এবং প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় বস্তু নহে, তদ্রূপ নির্লিপ্ত অভেদ (অদ্বয়) আত্মরূপে নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বাত্মা (সকলশরীরে আবির্ভূত) হে পাণ্ডব। তুমি আমাকে এইভাবে জানিও। যেমন সমুদ্রে জলস্পন্দন হইয়া থাকে (এবং তাহাতেই বিলীন হয়), সেইরূপ অভিমানাঙ্কিত চিত্তস্থ আমি তুমি ইত্যাদিভাব বা সৃষ্টি লয়বিকারাদি সমস্ত আত্মাতেই প্রবর্ত্তিত হয় ও (আত্মাতেই বিলীন হয়)। যেমন পর্ব্বতের প্রস্তরতা, বৃক্ষের দারুতা, তরঙ্গের জলভাবই যথার্থ, তদ্রূপ পদার্থের আত্মত্বই পারমার্থিক (বাস্তবিক) জানিবে। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অবলোকন করে, সে ব্যক্তি দর্পণের প্রতিবিম্ব সচেষ্ট হইলেও দর্পণ যেমন নির্ম্মল নিশ্চেষ্ট নিশ্চল থাকে, তদ্রূপ এই সদা সচেষ্ট ক্রিয়াকুল ভূতরাজির মধ্যে আত্মাকেও ঐ দর্পণবৎ নিষ্ক্রিয় ও অকর্তৃভাবে (উদাসীনভাবে) অবলোকন করে। যেমন বিবিধাকার বিকারে জল, যেরূপ কটকাদি অলঙ্কারে সুবর্ণ, হে অর্জ্জুন! আত্মাও সেইভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিবে। যেমন সমুদ্রের জলে বিবিধ ঊর্ম্মিমালাই চঞ্চল অর্থাৎ কখন উৎপন্ন হইতেছে, কখন বিলীন হইতেছে, কিন্তু সমুদ্রজল একই ভাবে বর্ত্তমান, কিংবা স্বর্ণে কটকাদি অলঙ্কারও যেরূপ চঞ্চল অর্থাৎ কতবার উৎপন্ন বিলীন হইতেছে, কিন্তু স্বর্ণ সেই একই ভাবে বর্ত্তমান, পরমাত্মায় ভূতগণও তদ্রূপ জানিবে। হে ভারত! পদার্থনিচয়ই বল, আর ভূতগণ (জীবকুলই) বল, আর ঐ বৃহৎ ব্রহ্মই বল, দর্পণ প্রতিবিম্বের ন্যায় সমস্তই এক, ইহাতে ঈষৎও পার্থক্য নাই, অতএব সমস্তই যদি একই সেই নির্ব্বিকার ব্রহ্মমাত্রপর্য্যবসিত হইল, তখন ত্রিভুবনে জন্মাদি ভাববিকারের আশ্রয়ভূত অন্য আর কি আছে? আর তোমারই বা ঐ বন্ধুবধাদি বিকার কোথায়? আর এই জগৎই বা অন্য কি? বৃথা কেন মোহের বশবর্ত্তী হইতেছ? সাধুগণ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণপূর্ব্বক মনে সুখে দুঃখে সমানরূপ অনুভব করেন, অন্তরে সেই অভয় ব্রহ্মকে অনুভব করতঃ নির্ভয় হইয়া জীবন্মুক্তশরীরে বিচরণ করেন। এইরূপ জীবন্মুক্তাবস্থা হইতেই সাধুগণের ক্রমশঃ মনে মোহ আদি অবসাদ দূর হয়; সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব আর তাঁহাদের থাকে না; এবং তাঁহারা অধ্যাত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া অধ্যাত্মধ্যানে বিভোর থাকেন, তাহা হইতে তাঁহাদের কামনা আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। তদবস্থায় উপনীত হইয়া তাঁহারা অব্যয়পদ (বিদেহমুক্তি) লাভ করেন। ৫৫—৫৬।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো অর্জ্জুন! আমি দেখিতেছি, তুমি প্রীতিসহকারে আমার উপদেশ শ্রবণে অভিলাষী ও যাহা উপদেশ দিতেছি, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া আনন্দও অনুভব করিতেছ, অতএব তোমার হিতের জন্য আমি পুনরায় পরম উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভারত! বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ হওয়ায় শীত, উষ্ণ আদি অনুভব হয় এবং তাহাতেই সুখ, দুঃখ হইয়া থাকে,—দ্বিতীয়তঃ উহা অনিত্য, কারণ যাহার উৎপত্তি, তাহার বিনাশ আছেই। যখন ঐ শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ সমস্তই জন্য, তখন উহার নাশ ত অবশ্যম্ভাবী, অতএব উহা অকিঞ্চিৎকরবোধে সহ্য ও উপেক্ষা করিয়া উহাতে বৈরাগ্য অবলম্বন কর। ঐ বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ বা সুখ-দুঃখ ও সেই অদ্বয় পূর্ণানন্দস্বভাব হইতে পৃথক্ নহে, এই বোধ জন্মিলে, সুখই বা কোথায়? আর দুঃখই বা কোথায়? আরও 'প্রিয়তমধনপুত্রসম্পদে আমি পূর্ণ" ইত্যাদি ভ্রান্তিতে যে আভিমানিক সুখ এবং সেই প্রিয়তম ধনাদিবিযুক্ত (অর্থাৎ খণ্ডিত আমি) ইত্যাদি ভ্রমে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাও কিছুই নহে কেননা, নিরবয়ব ক্ষয়োদয়বিরহিত আত্মাতে আবার খণ্ডন পূরণ কোথায়? (কারণ যাহা অবয়বী বা উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মী, তাহারই খণ্ডন পূরণ আছে), অতএব "আমি ধনবন্ধুপূর্ণ" ও "আমি ধনবন্ধুবিযুক্ত" এই যে উভয় খণ্ডনপূরণভাব, তাহা ভ্রমোপলব্ধ, সুতরাং তাহাও পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যবোধে অসম্ভব বোধ হইলে স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। যাহার স্পর্শ (বিষয়) ও মাত্রার ইন্দ্রিয়ের সত্যতা প্রতীতি নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মাত্রাস্পর্শভ্রমাত্মক অর্থাৎ মাত্রা ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ অর্থাৎ বিষয়াধীন চিত্তের অনুগত ভ্রমাত্মক জীবই তত্ত্বদর্শী, তাহারই সুখে দুঃখে সমানজ্ঞান, এবং তাহাতেই সেই জীব মোক্ষলাভের উপযুক্ত। যখন সেই নিরতিশয় আনন্দৈকরস আত্মা সর্ব্বময়, তখন এই সকল দুঃখাদিভেদও তন্ময়, অতএব ঐ সকল দুঃখাদিভেদ সকলই আত্মময়, সুতরাং ঐ দুঃখাদিভেদ প্রিয়তম ধনপুত্রাদিভেদরূপ সুভেদের ন্যায়ই স্থিত, আর ঐ সকল দুঃখাদিভেদের প্রাতিকূল্য স্বভাব (অর্থাৎ বিরক্তিজনক স্বভাব) মিথ্যা, উহার সত্তা নাই, যাহার সত্তা নাই, তাহা কেননা সহ্য করা যাইবে। ১—৫। সুখদুঃখাদি সমস্তের কিছুমাত্রও সত্তা বা ভেদ নাই, কারণ যখন আত্মতত্ত্ব সর্ব্বময়, তখন যাহা আত্মা নয়, তাহার সত্তা কিরূপে হইতে পারে? যাহার সত্তা নাই অর্থাৎ যাহা মিথ্যা পদার্থ, তাহার বিদ্যমানতা অসম্ভব, আর যাহা সৎ বা সত্য পদার্থ, তাহার অভাবও নাই, সুতরাং যখন সুখদুঃখাদি উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্ট পদার্থ, তখন বাস্তবিক উহার অস্তিত্ব নাই, সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মাই সর্ব্বব্যাপী হইয়া বর্ত্তমান। যাহা কিছু বিকারবস্তুতে সত্তার অনুভব হয়, তাহা সেই আত্মার অধিষ্ঠানের সত্যতাবলেই জানিবে, ফলে সুখদুঃখাদি কিছুই বাস্তবিক নাই। জগৎ সৎ, আর ঐ নিরতিশয় আনন্দময় আত্মা অসৎ, এ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং জগৎ-আত্মার মধ্যে যে উভয় সংঘটনের কারণ মনও তমঃ, তাহাও 'কিছু নহে" ভাবিয়া মন হইতে অপসারিত কর। একমাত্র সেই চিদাত্মাই সৎ ভাবিয়া সেই চরম বস্তুতে মনঃপ্রাণ আবদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হও। হে অর্জ্জুন! শরীরের অন্তরে থাকিলেও আত্মার সুখেও হর্ষ নাই বা দুঃখেও গ্লানি নাই, ঐ হর্ষগ্লানি প্রভৃতি দৃশ্য, আর আত্মা, তাহার সাক্ষিভাবে (উদাসীনভাবে) দ্রষ্টা, (অতএব দৃশ্য হর্ষগ্লানি প্রভৃতি কখন দর্শকবর্ত্তী হইতে পারে না। ঐ আত্মাই চৈতন্যময়, অনিত্য মিথ্যাভূত শরীরের অন্তরে থাকিয়াও উহা সৎ অর্থাৎ সত্য নিত্য; জড় চিত্তাদিই সুখদুঃখের ভাজন, তাহাই দেহ, ঐ চিত্তাদিরূপ জড়দেহ ক্ষত বা বিনষ্ট

হইলে আত্মার (জন্মমৃত্যু) কিছুই হয় না। ৬—১০। হে অর্জ্জুন! এই যে চিত্তঘটিত দেহাদি দুঃখাদির ভোক্তৃরূপে বিদ্যমান, উহা অজ্ঞানসম্ভূত মায়াভ্রমমাত্র জানিবে। আত্মা হইতে যাহা পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হয়, সে সমস্ত দেহাদিও কিছু নহে বা দুঃখাদিও কিছুই নহে, কারণ, এ সংসারে এমন কি আছে বা অনুভূত হয়, যাহা আত্মা হইতে পৃথক্, অতএব কে কি অনুভব করিবে বল। হে ভারত। এই যে দুঃখ বলিয়া কথিত, তাহা অবোধজাতভ্রান্তি, সুতরাং সম্যক্ বোধ উৎপন্ন হইলেই ঐ দুঃখাদির নাশ হয়,—যেমন অজ্ঞান বশতঃই রজ্জুতে সর্পভয় হয়, সেই অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞান উদয় হইলেই রজ্জুগত সর্পভয় আর থাকে না, সেইরূপ দেহাদি দুঃখাদি অবোধবশতঃই উৎপন্ন বলিয়া অবোধনাশ হইয়া বোধ উৎপন্ন হইলেই তাহা আর থাকে না। এই যে নিখিল বিশ্ব, ইহা সাক্ষাৎ জন্মরহিত পূর্ণব্রহ্ম. অতএব ইহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই। তুমি ইহা সত্য ও পরম বলিয়া জানিও। এই জ্ঞানেরই নাম পরমবোধ ও সত্যবোধ। ১১—১৫। যাহা কিছু উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মী দেখিতেছ, তাহা ঐ ব্রহ্মার্ণবের তরঙ্গ, আজ তোমার তাদৃশ বোধের উদয় হইয়াছে, অতএব তুমি আজ ব্রহ্মাবর্ত্তে বিরাজ করিতেছ, তুমিই এখন নিরাময় ব্রহ্ম। সমস্ত কাল, ক্রিয়া, দেশ, তুমি, আমি, সৈন্যগণ, সকলই সেই ব্রহ্মসমুদ্রে স্পন্দনের ন্যায় বর্ত্তমান, এই ব্রহ্মে ভাবাভাব বিকল্প কিছুই নাই। মান, মদ, শোক, ভয়, চেষ্টা, সুখ, দুঃখ ও দ্বৈতভাব এ সকল মিথ্যা (তাহা পরিত্যাগ কর). কেবল এক সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপী হও। এই অক্ষৌহিণীসমূহের বিনাশরূপ ব্রহ্ম দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া অনুভবস্বরূপ প্রযুক্ত শুদ্ধ ব্রহ্মকে ব্রহ্মময় কর। হে ভারত। সুখদুঃখ, লাভালাভ ও জয়পরাজয় কিছুই লক্ষ্য না করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মময়তা লাভ কর। তুমিই সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মসমুদ্র (ইহা মনে স্থির কর)। লাভালাভে সমজ্ঞান করতঃ তত্ত্বনিশ্চয়ের দ্বারা নিজেকে কিছু এক জাগতিকরূপ ধারণাকরতঃ গুহাগত বায়ুর ন্যায় স্পন্দনশূন্য হইয়া প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠানে অগ্রসর হও। ১৬—২১। হে কুন্তীনন্দন! হোম, দান, ভোজন অথবা যাহা করিতেছ বা কর অথবা যাহা করিবে, তৎসমস্তই সেই আত্মা ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর। যে অন্তরে যদাকার চিত্ত হইয়া থাকে, সে নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মলাভ করিবার নিমিত্ত সত্য ব্রহ্মময় হও। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারা উপস্থিত কর্ম্মকে ব্রহ্ম ভাবিয়া তাহার অপ্রার্থিত স্বত আগত কার্য্যকরকেও ব্রহ্মরূপে স্থির করতঃ কেবল যথাপ্রাপ্ত কার্য্য করিয়াই যান, তাহার ফলের জন্য অপেক্ষা করেন না। যে ব্যক্তি কর্ম্মমাত্রেই (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিনিষ্পাদ্য ব্যাপারে) অকর্ম্ম (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম) অবলোকন করেন—অর্থাৎ যত কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছি, ইহার বাস্তবিক সত্তা কিছুই নাই, কারণ সৎব্রহ্মস্বরূপ আত্মার ত কর্তৃত্ব নাই, অতএব তাহা মিথ্যা, তাহাতে সৎস্বরূপ ব্রহ্মই বর্ত্তমান, এই ভাব যাহার হয়, আর অকর্ম্মে (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মে) কর্ম্ম অবলোকন করে অর্থাৎ কর্ম্ম অধ্যারোপ করে—অর্থাৎ আমি যাহা করিতেছি ইত্যাদি যাহা অনুভব হয়, আমি ত পৃথক্ বস্তু নহি। ব্রহ্মস্বরূপই আমি, সুতরাং আমার করা, সেই ব্রহ্মেরই অনুষ্ঠান, এইরূপ ব্রহ্মভাবে কার্য্য করে এবং ব্রহ্মের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠার বিচ্যুতি নাই, কারণ সকলই ব্রহ্ম, তাহার প্রতিপাদনরূপ কর্ম্ম আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে,* সেই ব্যক্তিই মনুষ্যসমাজে বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত ও সেই ব্যক্তিই কৃতকর্ম্মা, অর্থাৎ তাহারই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করা হয়। হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ম্মফলের অপেক্ষা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না এবং কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহার অনুষ্ঠান পরিত্যাগেও যেন তোমার আসক্তি না হয়। তুমি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমতারূপ যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক। তুমি কর্ম্মাসক্তিপরিহারে তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রমাদের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নিষ্কর্ম্মভাব অবলম্বন ব্যতিরেকে যেমন ভাবে অবস্থান করিতে হয়, সেরূপ সমভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান কর। যে ব্যক্তি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হইয়া অবস্থান করে, কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার কর্ম্ম করা হয় না। কর্ম্মের আসক্তিকেই (জ্ঞানিগণ) কর্তৃত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উহা কর্ত্তার অপেক্ষা করে না অর্থাৎ কার্য্য স্বয়ং না করিলেও তাহাতে আসক্তি থাকিলে কর্তৃত্ব আসিয়া পড়ে। মনে তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রমাদরূপ মূর্খতা থাকিলেই আসক্তির আধিপত্য ঘটে, অতএব ঐ প্রমাদরূপ মূর্খতাই পরিত্যাগ করা উচিত। ২২—২৯। যে ব্যক্তি ঐ উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সে ব্যক্তি অনাসক্ত মহাত্মা হইয়া পড়েন, সেই আসক্তিশূন্য ব্যক্তি সকল-কর্ম্মরত থাকিলেও তাঁহার কোন কার্য্যে কর্তৃত্ব প্রকাশ পায় না, সুতরাং তাঁহার কার্য্য করিয়াও করা যায় না এবং তাহাতেই বিদেহকৈবল্য লাভ ঘটে। দেখ, কর্তৃত্বনাশ হইলে অভোক্তৃত্বের আবির্ভাব অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে কর্তৃত্বাভিমান নাই, তাহার ভোগবাসনার উদয় হয় না এবং তাহা হইতেই "সকলই এক অভেদ" বোধ হইয়া থাকে, ঐ একত্বভাব হইতেই অনন্তত্ব ও তাহা হইতেই বিস্তৃত ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, তুমিও ঐরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হও। হে অর্জ্জুন। যে জন বিবিধ বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাত্ব অর্থাৎ দ্বৈতভাবরূপ মলিনভাববিমুক্ত হইয়া পরমাত্মময়তা লাভ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াও তাহার কর্তৃত্বভাগী হন না। যাহার সকল কর্ম্মানুষ্ঠান কামনাসঙ্কল্পবিবর্জ্জিত, সে ব্যক্তির জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সকল কর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট শুভাশুভ) দগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহাকেই সুধীগণ "পণ্ডিত" বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী, সৌম্য, স্বস্থ, শান্ত ও সমগ্র বিষয়েই নিস্পৃহ, সে ব্যক্তি অতিশয় কর্ম্মপরায়ণ হইলেও নিষ্কর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিবে। ৩০—৩৪। হে অর্জ্জুন! তুমি শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব উপেক্ষাপ্রকাশে পরিত্যাগ কর, সর্ব্বদা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী হও। অলব্ধলাভ এবং লব্ধবস্তুর রক্ষার প্রবৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক অপ্রমত্ত চিত্তে পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর, আর যাহা উপস্থিত হইবে, মাত্র সেই উপস্থিত কর্ম্মের অনুসরণ করতঃ ইহলোকের ভূষণ হইয়া বিরাজ কর। দেখ, যে ব্যক্তি হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সকল বাহিরে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করিতে থাকে, সে ব্যক্তি মিথ্যাচার কপটাচারী বা দাম্ভিক শঠযোগী বলিয়া কথিত। আর যিনি মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে সংযত করিয়া ফলাভিসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, হে অর্জ্জুন! তিনিই শ্রেষ্ঠ। হে ধনঞ্জয়! যেমন পর্ব্বত হইতে নদনদী নানাপথে নির্গত হইয়া অচল গম্ভীর জলপূর্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করতঃ

সমুদ্রজলভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই বিলীন হয়, তদ্রূপ এই সকল মায়াবিলাস বিষয়কামনা সকল যে আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মময় সন্ন্যাসীর নিকট মিথ্যাবোধে উপেক্ষিত হইয়া অবশেষে আত্মায় বিলীন হইয়া আত্মমাত্রতা লাভ করে (অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই পরিণত হয়) অর্থাৎ যে সন্ন্যাসী ঐ সকল বিষয় কিছুই নহে বুঝিয়া তাহাও "আত্মা" বোধে তাহাকেও আত্মময় করিয়া ফেলেন, তিনিই প্রকৃত শান্তিলক্ষণ মুক্তি লাভ করেন। আর যে ব্যক্তি বিষয়কামনা পরতন্ত্র, তাহার মুক্তি কখনই হয় না *। ৩৫—৩৮।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন। তোমাকে যে দেহধারণ-সাধন অন্নপানাদিভোগ ত্যাগ করিতে বলিতেছি, তাহা নহে, তোমার ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে না; কিন্তু তুমি ভোগের জন্য চিন্তা করিবে না বা ভোগের সৌষ্ঠববিধানে আসক্তি রাখিবে না, কেবল মাত্র যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুসরণ করিয়া লাভালাভে সমভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। এই জন্মাদি ষড়বিকারস্বভাব অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং জন্মাদিবিরহিত সত্যস্বরূপ আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি অবলম্বন কর, হে মহাবাহো! দেহবিনাশে কিছুই নষ্ট হয় না, আর যদি আত্মার নাশ হয়, তাহাই নাশ জানিবে। কিন্তু সেই নিত্য আত্মার নাশ নাই। আত্মা চিত্তস্বরূপও নহে, উহা সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য, সুতরাং আত্মার শীর্ণতাদি দেহধর্ম্ম নাই এবং আত্মা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও কিছু করেন না। পণ্ডিতেরা আসক্তিকেই কর্ত্তৃত্ব বলিয়া থাকেন অর্থাৎ কর্ম্মে আসক্তি হইতেই কর্ত্তৃত্বাভিমান জন্মে, আসক্তি থাকিলে কার্য্য না করিলেও কর্ত্তৃত্ব আসিয়া পড়ে, মনের অজ্ঞানাচ্ছন্নতাই সেই ভাবের প্রতি কারণ, অতএব অজ্ঞান পরিহার অবশ্যকর্ত্তব্য। ১—৫। পরমতত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করিয়া অনাসক্ত মহাত্মা হইতে পারিলে সকল কর্ম্মে রত থাকিলেও মনে কর্ত্তৃত্বের উদয় হয় না। আত্মা অজর অবিনাশী ও আদ্যন্তবিরহিত ইহাই জ্ঞানিগণের উক্তি, আত্মার বিনাশ আছে বা হয়, ইহা দুর্ব্বোধ (কুবোধ)। সেই দুর্ব্বোধ হইতেই লোকে দুঃখ ভোগ করে; তোমার যেন তাদৃশ দুর্ব্বোধ না হয়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন উত্তম ব্যক্তিরা আত্মার বিনাশ দেখেন না, কারণ তাঁহারা আত্মাকেই "আত্মা" বলিয়া জানেন, অনাত্মদেহাদিতে তাঁহাদের আত্ম-বুদ্ধি বা আত্মদৃষ্টি নাই। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মান্দ, ত্রিভুবননাথ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যদি ঐরূপই হয়, অর্থাৎ আত্মার নাশই নাই, তাহা হইলে যাহারা মৃত, তাহাদেরও ত দেহ নাশ হইলেও প্রিয়তম বস্তু আত্মার নাশ ঘটে না? ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো! আমার উক্তি ঐ প্রকারই, বাস্তবিক জগতে কোথায় কিছুই নষ্ট হয় না, যখন জগতে একমাত্র অবিনাশী আত্মাই বিদ্যমান, তখন কে কোথায় কি বিনষ্ট করিবে? ৬—১০। এই আমার ইষ্ট বস্তু পুত্রাদির নাশ ঘটিল, এই আমি ইষ্ট বস্তু পাইলাম, ইহা বন্ধ্যার (স্বপ্নাদিকল্পিত) পুত্রবৎ মোহভ্রমব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই দেখি না। কারণ যাহা অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা পদার্থ, তাহার সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই, আর যাহা সৎ অর্থাৎ সত্য পদার্থ (অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত আত্মা) তাহার অভাব হইতে পারে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণই সৎ ও অসৎ উভয়ের এইরূপই নির্ণয় (ব্যবস্থা) দেখিয়া থাকেন, অজ্ঞানেরা তাদৃশ নির্ণয়ে অসমর্থ। যাঁহার দ্বারা এই নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত, তিনিই সৎ সত্য বা সত্তাস্বরূপ, তাঁহারই বিনাশ নাই, (কারণ অবয়বীরই ক্ষয়বৃদ্ধি আছে, যাঁহার অবয়ব নাই, তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই নাই) তিনি অব্যয়, সুতরাং কেহ তাঁহার বিনাশ করিতে পারে না। সেই আত্মা সর্ব্বদাই একরূপ অবিনাশী, ইন্দ্রিয়, মন প্রত্যক্ষাদির অবিষয় বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য সত্তাস্বরূপ পদার্থরূপ আত্মার এই যে দেহ, ইহা অধ্যাসমাত্র, মৃগতৃষ্ণিকাদিতে সত্য জলাদিবুদ্ধি যেরূপ প্রমাণনিরূপণ হইলে তাহা আর থাকে না, এই দেহও তদ্রূপ স্বপ্ন-ইন্দ্রজালাদির ন্যায় মিথ্যা বলিয়া নশ্বর অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হইলে ইহার অস্তিত্ব নাই। এই যে সেই আত্মার দেহ বলিয়া প্রতিভাত, ইহারই ঐ ভাবে নাশ আছে, অতএব হে ভারত! যাহা নশ্বর, তাহাই অসৎ, আর যাহা অসৎ, তাহাই নশ্বর সুতরাং মিথ্যাভূত বন্ধুবর্গের দেহনাশে তোমার কোন অনর্থের আশঙ্কা নাই, তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আরও দেখ আত্মা একই বস্তু ত্রিজগতে বর্ত্তমান, ইহার দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই, কারণ যখন সকলই মিথ্যা, তখন অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুর সম্ভাবনা কোথায়? অতএব সৎ আত্মাই অবিনাশী, ঐ সৎ আত্মাই অনন্ত যাহার চিরসত্তা প্রসিদ্ধ, তাহার বিনাশ ঘটিতে পারে না। দ্বিত্ব বা একত্ব কার্য্য বা কারণ পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সদসতের মধ্যবর্ত্তী, তাহাই শান্ত এবং তাহাই পরমপদ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্! তবে "আমি মরিলাম" ইহাই বা কি? আর লোকে নিয়তির অধীনই বা কেন? হে প্রভো! ঐ স্বর্গনরকাদি সুখ-দুঃখই বা কেন সজ্জটিত হইয়া থাকে? ভগবান্ বলিলেন, ভূমি, জল, তেজঃ (অগ্নি), বায়ু, আকাশ এই তন্মাত্র নির্ম্মিত মনোবুদ্ধিঘটিত ব্যষ্টিসমষ্টি স্থূল-সূক্ষ্মদেহে তাদাত্ম্য জন্যই আত্মার জীবভাব, আত্মা এইরূপ জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবদেহে অবস্থান করেন। (সেই জীবই জন্ম, মরণ, সুখ, দুঃখ, নিয়তি ইত্যাদি ভ্রমের নিমিত্ত)। পশুশাবক রজ্জু দ্বারা যেমন আকৃষ্ট হইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়, ঐ জীবও তদ্রূপ বাসনারূপ রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে এবং পিঞ্জরে পক্ষীর ন্যায় জীব এই দেহ-পিঞ্জরাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে। অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্র হইতে রস যেমন পত্রান্তরে গমন করে, আর সেই পত্র শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ জীব বাসনার অধীন হইয়াই দেশকালনিবন্ধন এক দেহ জর্জ্জরিত হইলে দেহান্তরে গমন করে, পূর্ব্বদেহ তখন-শুষ্কপত্রের অবস্থা গ্রহণ করে। বায়ু যেরূপ পুষ্প হইতে গন্ধ আহরণ করত বহিতে থাকে, সেইরূপ জীব পূর্ব্বশরীর হইতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ইত্যাদি সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ করিয়া দেহান্তরে গমন করে। ১১—২১। যুক্তি দ্বারা বুঝিলে

---

* অর্থান্তর ৩৮ শ্লোক। অর্জ্জুন! যেমন পূর্ণসমুদ্রে নানা নদনদী পতিত হইতেছে, পূর্ণ সমুদ্র কিন্তু সেই অচল গম্ভীর-ভাবেই বর্ত্তমান, কিছুমাত্র জলোচ্ছ্বাসাদি হইতেছে না, তদ্রূপ যাহার শত শত কামনায় ঐ সমুদ্রের ন্যায় স্থির ধীর অচলভাব, সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে, বিষয়মগ্নের মুক্তি নাই ॥ ৩৮ ॥

বাসনাবএই জীবের স্থূলসূক্ষ্ম দেহ, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হয়, অন্য কিছুই নহে। বাসনা ত্যাগ করিলে ঐ দেহের ক্ষয় হয়, বাসনা-ক্ষয়ের সহিত লিঙ্গদেহের ক্ষয় হইলে জীব পরমপদ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিক পুরুষ যেরূপ মায়াবলে শূন্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ জীব বাসনার অনুগত লিঙ্গদেহে পরমাত্মার প্রতিবিম্বলাভে অভিব্যক্ত এবং ভ্রমভারাক্রান্ত হইয়া বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। বায়ু যেমন কুসুম হইতে সৌরভ লইয়া বহিতে থাকে, জীবও সেইরূপ বাসনাবশে শরীর হইতে ইন্দ্রিয়স্বভাব অর্থাৎ শব্দাদি গ্রহণশক্তি লইয়া নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। জীব দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যাইলে,—বায়ু শান্তভাব অবলম্বন করিলে বৃক্ষের যেরূপ অবস্থা হয়,—তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকল ব্যাপাররহিত ভোগনিবৃত্ত হইয়া যায়। দেহ নিঃস্পন্দ হয়, উহাই লোকপ্রসিদ্ধ মৃত্যু জানিবে। তৎকালে দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ছেদভেদাদি দোষে অদৃশ্য হইয়া যায়, জীব বিনির্গত হইয়া যায় বলিয়া দেহ তখন মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ২২—২৬। তখন জীব প্রাণবায়ু মূর্ত্তিস্বরূপে মাত্র থাকিয়া চিদাকাশে বা ভূতাকাশে যেখানে অবস্থান করে, সেই সেই স্থলে স্বীয় বাসনার অভ্যাসবশতঃ সেই সেই বিস্তৃত আকৃতি দর্শন করিয়া থাকে। জীব এই দেহকে অসৎরূপে অবলোকন করে, তুমিও এই দেহের বিনাশেরও অসত্তা অবলোকন কর অথবা সুষুপ্ত অবস্থায় লোকে যেমন দেখিতে পায় না, তুমিও সেইরূপ এইদেহ তাহার নাশ বা তাহার অসত্তা কিছুই না দেখিতে পার। কারণ, যাহার সত্তা যে ভাবে অবলোকিত হয়, তাহার নাশও সেইভাবে দৃশ্য হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধি আছে, আদিসৃষ্টিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা এই সমস্ত সৃষ্টিতে বা সৃষ্ট গো অশ্ব প্রভৃতির আকারবিষয়ে পূর্ব্বসৃষ্টির অনুভব-বাসনার অনুসারে যেরূপ ভাবনা করিয়াছেন, সেইরূপই কল্পনা করিয়াছেন। তিনি যে মৃত্তিকা দণ্ডাদি লইয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা নহে, সমস্তই তাঁহার বাসনানুসারী ভাবনার কল্পনামাত্র। আর তুমি এ কথাও বলিতে পারি না যে, আদ্যক্ষণ উৎপত্তিকালে না হয় সমস্তই বাসনাময় মিথ্যাস্বরূপ হইল, কিন্তু মধ্যক্ষণে স্থিতিকালে অর্থক্রিয়ায় ব্যাপৃত দেখিতেছি, অতএব তাহাতে সার্ব্বজনীন সত্যতানুভব অখণ্ডনীয়, অতএব স্থিতিকালে উহা কখনই মিথ্যা নহে; কারণ উৎপত্তিকালে (প্রথম ক্ষণে) যাহা যে ভাবে দৃষ্ট হয়, নাশ পর্য্যন্ত সে বস্তু সেই ভাবেই থাকে, তাহার ভাবান্তর হয় না কেননা, যে সংবিৎ-শক্তি আছে বলিয়াই পদার্থের সত্তা প্রতীতি জন্মে, সে সংবিৎ-শক্তি না থাকিলে দ্রব্যের সত্তারই অভাব হইয়া পড়ে, সেই অধি-ষ্ঠানভূতা সদাসমবেত সংবিৎশক্তিই যথোৎপন্নরূপের স্থিতির প্রতি হেতু, অর্থাৎ উৎপত্তিকালে যে পদার্থ যেরূপ ও যাদৃশ ভাবাপন্ন হয়, সংবিৎপ্রভাবেই সেই পদার্থ বিনাশ পর্য্যন্ত সেইরূপে সেইভাবেই থাকে। সুতরাং যদি এই দেহাদি সমস্তই বাসনাময় হইল, তখন যেরূপ কৃতপূর্ব্ব উটজাদি অদ্যকৃত দাহাদি চেষ্টায় নষ্ট হয়, কিংবা যেরূপ পূর্ব্বদিনকৃত পাপের অদ্যকৃত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষয় হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বতন (অশুভ) বাসনাকল্পিত দেহাদি আকারেরও শুভ বাসনাভ্যাসপ্রসূত শ্রবণ-মননাদি পুরুষপ্রযত্নসম্ভূত অখণ্ড ব্রহ্মাকার জ্ঞান দ্বারা সমূলে বিনাশ হইয়া থাকে। ২৭—৩১। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে যাহার "উপর উহাই আমার পুরুষার্থ, অতীষ্ট প্রয়োজনীয়" ভাবিয়া গাঢতর অভিনিবেশ প্রদর্শন করিবে এবং যাহার উপর অল্প অভিনিবেশ স্থাপন করিবে, ঐ উভয়ের মধ্যে যাহার উপর আগ্রহের আধিক্য, তাহারই জয়; অর্থাৎ তাহারই প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব যাহাদের মোক্ষে অল্প অভিনিবেশ, আর ভোগে দৃঢ় অভিনিবেশ, তাহাদের মোক্ষের অভিনিবেশেরই পরাভব ঘটে; সুতরাং তুমি বলিতে পার না যে, অনেকে জ্ঞানের জন্য যত্ন করিলেও কাম ক্রোধ বাসনাই তাহাদি-গের প্রবল হয়। অতএব যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা বিন্ধ্যগিরি বিদীর্ণ হইয়া যাইলেও এবং প্রলয়প্রভঞ্জন বহিতে থাকিলেও শাস্ত্রানুসারী পুরুষকার পরিত্যাগ করেন না (আদি কাল হইতে অজ্ঞান ও মূঢ় বুদ্ধির আশ্রয় করিয়াই জীব শাস্ত্রীয় যত্নে অল্প অভিনিবেশপ্রযুক্ত বাসনার বৈচিত্র্য চিরাভ্যস্ত স্বর্গ, নরক ও সৃষ্টি প্রভৃতি সুখদুঃখ অনর্থপরম্পরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখিয়া থাকে। অর্জ্জুন কহিলেন,—জগৎ স্থিতির নিমিত্তীভূত জীবের ঐ স্বর্গ নরক সৃষ্টি প্রভৃতি ভ্রমের কারণ কি? আমাকে বলুন। ভগবান্ কহি-লেন,—অর্জ্জুন! অন্য কারণ কিছুই নাই, যে বাসনা ঈশ্বরের পর্য্যন্ত কর্ম্ম কামনাদির ও সুখ দুঃখের হেতু, সেই অসাধারণী স্বপ্নোপমা বাসনাই চিরভ্যাসবশতঃ প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারভ্রমের উৎপাদিকা, অতএব যাঁহারা আত্মশ্রেয়ঃ কামনা করেন, তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য বাসনারই সমূলে ক্ষয় করা উচিত। অর্জ্জুন বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! সেই বাসনা কোথা হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বাসনার মূল কি? আর কি করিয়াই বা সেই বাসনার ক্ষয় হয়, তাহা বলুন। ভগবান্ কহিলেন,—অজ্ঞানজন্য মোহনিবন্ধন যে অনাত্মার আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাই বাসনার মূল, আত্মজ্ঞানরূপ মহা-বোধের উদয় হইলেই ঐ বাসনার সমূলে বিলয় হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! তুমি আত্মস্বরূপ জানিতে পারিয়াছ, সত্য কি, তাহাও তুমি জানিতে পারিয়াছ; এই সেই আমি (রূপ অহন্তা) ইহারা আমার, আমার দ্বারা ইহা হইতেছে ইত্যাদি মমতারূপ বাসনা পরিত্যাগ কর। ৩২—৩৮। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেব-দেবেশ! বাসনাক্ষয় হইলে স্বয়ং জীবেরও ত বিনাশ হইয়া যাইবে? কারণ, যাহার সত্তায় যাহার প্রকাশ, তাহার বিনাশ হইলে সেই তৎপ্রকাশিতেরও বিনাশ হইয়া থাকে। জন্মাদি দেশ-কালভেদভিন্নাকৃতি জীব যদি বিনষ্ট হইল, তবে জন্মের (অর্থাৎ পরমানন্দ আবির্ভাবরূপ পরমপুরুষার্থের) ও মৃত্যুর অর্থাৎ আত্য-ন্তিক অনর্থনাশের কেই বা ভাজন হইবে? সুতরাং আমি দেখিতেছি, তত্ত্বজ্ঞান ও বাসনাক্ষয় ত অনর্থেরই নিদান। ৩৯।৪০। তাহা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন,—হে মহামতে! তুমি যাহা বলিলে, ঐ দোষ হইতে পারিত, যদি ঐ প্রতিবিম্ব মাত্র সংসারী জীব প্রতিবিম্ব হইতে অন্য ভূত-পঞ্চতন্মাত্রাধীন জন্মাদিদেশকাল ভেদভিন্ন হইত, উহা তাহা নহে, উহা বাস্তবিক সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মেরই স্বকল্পিত সঙ্কল্পনিবন্ধন যে অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া কলুষভাবাপন্ন অর্থাৎ নিজ তত্ত্বজ্ঞানে অক্ষম আত্মরূপ, তাহাই বাসনাকৃতি জীব জানিবে। হে ভারত! সেই আত্মরূপ যখন তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া অবিদ্যাবিমুক্তিলাভবশতঃ অনাময়, সঙ্কল্প-বিহীন অব্যয় অবস্থায় অবস্থান করে, তখন সেই জীব (আত্মরূপ) মুক্ত; এবং তাহাকেই মোক্ষ বলিয়া জানিবে। হে মহাবাহো! জীবিতাবস্থায়ই—"ব্রহ্মতত্ত্ব যেরূপ ভাবে স্থিত," তাহা অবলোকন করিয়া বাসনাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে জীবন্মুক্ত হওয়া

যায়, ঐ অবস্থাপন্ন লোকই মুক্ত বলিয়া কথিত। তুমিও এইজন্মে তাহা অনুভব করিতে পার ; অতএব এ বিষয়ে সংশয় পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তির বাসনাক্ষয় হয় নাই, সে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও পিঞ্জরস্থ পক্ষীর স্থায় বদ্ধ মায়াবরণাচ্ছন্ন বলিয়া অদৃষ্ট, বেদান্তপ্রমাণবিরহিত যে পরমাত্মার শূন্যে ঐন্দ্রজালিক ময়ূরপুচ্ছের স্থায় নানাভ্রমোৎপাদিনী বাসনা অন্তরে স্ফুরিত হইয়া জীব জগৎরূপে প্রকাশমানা হয়, সেই পরমাত্মাই আবার অধিকারিদেহে বেদান্তপ্রমাণ লাভে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া সমূলবাসনা-বন্ধন হইতে মুক্ত হন, কারণ সমূলবাসনাই এই পরমাত্মার বন্ধন, আর তাহার ক্ষয়ই মোক্ষ ৪১—৪৫।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষটপঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—অর্জ্জুন! এইরূপে বাসনা ত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় উপনীত হও এবং অন্তরে স্নিগ্ধ শান্তিভাব প্রাপ্ত হইয়া অকারণ বন্ধুবধজন্য দুঃখ পরিত্যাগ কর। হে নিষ্পাপ! অন্তঃকরণ আকাশের স্থায় নির্ম্মল কর, জন্মমৃত্যুর শঙ্কা বিসর্জ্জন দেও এবং ইষ্টানিষ্ট সকল পরিহারপূর্ব্বক বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হও। শিষ্টব্যবহারপরম্পরাগত অবশ্যকর্ত্তব্য উপস্থিত দৈনন্দিন কার্য্য (যেমন তোমার এই যুদ্ধ) ও যোগাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর, তাহাতে তোমার তত্ত্বজ্ঞানের কোন ক্ষতি হইবে না। শিষ্টব্যবহারপরম্পরাগত যে ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই জীবন্মুক্তস্বভাব, লোকপ্রসিদ্ধ জীবন্মুক্তি পূর্ব্বোক্তপ্রকারই জানিবে। মাত্র দেহের চেষ্টাত্যাগই জিবন্মুক্তি নহে। "এই কর্ম্ম ত্যাগ করি," "এই কর্ম্ম অবলম্বন করি" ইহা মূঢ় ব্যক্তির মনের অবধারণা, জ্ঞানী ব্যক্তি এ বিষয়ে সমভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করেন। ১—৫। শান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ শিষ্টপরম্পরাগত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করত জীবন্মুক্ত সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন ব্যক্তির স্থায় স্বকীয় আত্মাতে সকল শূন্যাবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক "জ্যোতির্ম্ময় আত্মা" রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। যেমন কূর্ম্মের (কচ্ছপের) শিরঃপ্রভৃতি অঙ্গ সকল বাহিরে প্রকাশ পাইয়া অল্প বিক্ষেপে সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জ্ঞানবলে যাহার ইন্দ্রিয়সকল তুচ্ছ বিষয় হইতে বিনা চেষ্টায় স্বতই বিনত সঙ্কুচিত হইয়া হৃদয়স্থ পরমাত্মাতে মনের সহিত নিশ্চল এক রস হইয়া অবস্থিতি করে, সেই ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত। এই ত্রিজগৎ চিত্রের স্বরূপ, চিত্তরূপ চিত্রকরই বিশ্বের অধিষ্ঠান আত্মাতে সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ বৈচিত্র্যে ভিত্তিশূন্য ত্রিকালস্বরূপে প্রকাশমান এই সমগ্র ত্রিজগৎ চিত্র-অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমতঃ ঐ চিত্ত চিত্রকর অজ্ঞানকালে অজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অস্ফুট হইলেও আভাসসমন্বিত অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ তুলিকা দ্বারা প্রস্ফুট (অভিব্যক্ত) করিয়া এক অদ্ভুত চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। ৬—৯। অন্য চিত্রকর অগ্রে চিত্রফলক বা ভিত্তি স্থির করিয়া তাহাতে চিত্র অঙ্কিত করে, এই চিত্রকর কিন্তু সমষ্টি মনের সঙ্কল্প সত্য বলিয়া সঙ্কল্পরূপে অগ্রে চিত্র অঙ্কিত করিলেন, পরে চিত্রফলক করিলেন, আকাশই ঐ চিত্রের ভিত্তি বা ফলক। অহো কি বিচিত্র ভ্রম, কি অপূর্ব্ব মায়া! যে, তৃণনির্ম্মিত ভিত্তির স্থায় অসার হইলেও ভ্রান্তিদৃষ্টিতে ঐ শূন্য ভিত্তিও সার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। অন্যান্য চিত্রের ভিত্তি বা ফলক পৃথক্ হয় ; কিন্তু ঐ চিত্তচিত্রকরের যে ভিত্তি উপলক্ষিত হয় তাহার আধার আধেয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, স্বল্পমাত্রও ভেদ নাই, তাহার কারণ চিত্তত্ব হইতে বিশিষ্ট বস্তু আর ত কিছুই নাই। হে কমলনয়ন! সেই চিত্ররচনা শূন্য অপেক্ষা শূন্যতম জানিবে, স্বপ্নে যেরূপ মনে এক ক্ষণের মধ্যে এই ত্রিজগতের উৎপত্তি বিলয় ভ্রমাত্মক প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মন ও সবাহ্যাভ্যন্তর জগৎ সকলই শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে, ইহা অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা, যাহা কিছু সত্যতা প্রতীতি হয়, তাহা মনোরাজ্য চিরন্তন বলিয়া জানিবে। বাস্তবিক সত্য নহে। ১০—১৩। ভ্রান্তিকল্পিত পদার্থসমূহে যে সত্যকল্পনা (অর্থাৎ তাহার সত্যতা), তাহার কালত্রয়েই অভাব, অতএব তত্ত্বজ্ঞান উদয়ের পূর্ব্বেই তাহা কীদৃশ এবং কি বা সত্য পদার্থ হইবে? যেমন সূর্য্যকিরণে দৃশ্যমান শরৎকালীন মেঘমণ্ডল সেই সূর্য্যকিরণেই শুষ্কজল হইয়া বিলীন হয়, তদ্রূপ বসন্তাদি কালক্রমে বাল্যকৌমার-আদি অবস্থাক্রমে বা ষড়্ভাববিকারক্রমে দেখিয়া সেই দর্শনরূপ আলোক দ্বারা পদার্থের যে ব্যবহারিক সত্যতা বা অর্থক্রিয়াসামর্থ্যরূপ সত্যতাপ্রতীতি জন্মে, পদার্থের সে প্রসিদ্ধ সত্যতা তত্ত্বজ্ঞানরূপ আলোকে আবার বিলীন হয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে পদার্থের আর সত্যতাভ্রম থাকে না। অতএব এই যে সমস্ত দেখিতেছ, ইহা মনোরূপ চিত্রকারের চিত্রস্থিত চিত্রপুত্তলিকামাত্র। এই ত্রিভুবনাদি চিত্রের আকার নাই, কারণ যাহার ভিত্তি নাই, তাহার আর আকার কি থাকিবে? সুতরাং মনোরূপচিত্রকরের এই ত্রিজগৎচিত্রের ভিত্তি না থাকায় ইহার কোন আকার নাই জানিবে। হে অর্জ্জুন! ত্রিভুবনাদি চিত্রের ও অস্তিত্ব নাই, ঐ সৈন্যগণেরও নাই বা তোমারও নাই, অতএব কে তাহাকে মারিবে বল। হে অর্জ্জুন! এই সকল জ্ঞাত হইয়া তুমি বধ্য ও ঘাতক-ভ্রম এবং তজ্জনিত শোকমালিন্য ত্যাগ করতঃ ব্রহ্মাকাশে নির্ম্মল নিরঞ্জন হইয়া অবস্থান কর। চিদাকাশের যথাদি প্রবৃত্তিই নাই, যাহা প্রাতিভাসিক প্রবৃত্তি, তাহা ব্রহ্মাকাশময়ই জানিবে। ১৪—১৭। অতএব কালক্রিয়াভিত্তি চিত্ররচনাকৌশল ও তদ্বৈচিত্র্য ভেদাদি সমস্তই নির্ম্মল ব্রহ্মাকাশ, যেমন চিত্তগত মনোরাজ্য চিত্র সমস্ত প্রপঞ্চাকার হইলেও কিছুই নয় বলিয়া আকাশস্বরূপ অর্থাৎ শূন্যময়, তদ্রূপ এই সমস্ত জগৎ শূন্য অপেক্ষা শূন্যতম জানিবে। চিত্রকর চিৎ ও চিত্ত তাহার ভিত্তি, তাহাতে ঐ চিৎ চিত্তকর চিত্র করিয়াছেন, এ কথা বলিলেও সমস্ত শূন্যময় বলিয়া আকাশ হইতে কিছুই পৃথক্ হয় না। সেই আকাশেই পর্য্যবসিত হয়। হে অর্জ্জুন! যেমন চিত্তে জগতের নির্ম্মাণ ও ক্ষয় প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ইহলোকেও ক্ষয়-উদয় জন্ম-মৃত্যুও ক্ষণিক প্রকাশমান জানিবে। এই ভীষ্ম, ক্ষণকাল ভাবনায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া তোমরা নানা অনুভবাত্মক মনোরাজ্যে যে বধ্যঘাতকভাবাদির কল্পনা করিতেছিলে, আমার উপদেশে তাহার নাশ হইল। মন যেমন মিথ্যা বিস্তীর্ণ সংসাররূপ মনোরাজ্য-কল্পনায় নিপুণ, সেইরূপ কল্পকেও ক্ষণ করিতেও সমর্থ, সেই জন্যই এই মিথ্যাভূতসংসার অনাদি-অনন্তকল্পবিস্তীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ১৮—২৩। মন কল্পকে ক্ষণ করে, বা সত্যকে শীঘ্র অসত্য করে, ইহা

তাদৃশ বিস্ময়কর নহে, কিন্তু এই অসৎ (অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন) জগদ্রূপ মনোরাজ্যের যে সত্যতাপ্রতীতি জন্মে, তাহাই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ভ্রম মনেরই প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা বৈচিত্র্যময়স্বরূপে দৃশ্যমান হইতেছে, সেই চিত্রই এই অখিল জগৎ। এই সৃষ্টিতে (অর্থাৎ সৃষ্টিজগতে যে লোকে বজ্র-সারতা অর্থাৎ ইহার কেহ উচ্ছেদ করিতে পারে না, ইহা অবিনশ্বর, এরূপ কল্পনা করে, তাহা কেবল সেই নির্ব্বাণনিত্যমুক্ত আত্মার অধ্যাসবশতঃই ও সেই আত্মায় প্রতিভাসমাত্রেই, ইহা উৎপন্ন বলিয়া লোকে বুঝিতে পারে না যে, এই জগৎ তুচ্ছ ও ক্ষণিক।) এই জগৎ সেই অজ্ঞাত-তত্ত্ব আত্মার অন্যথা প্রতিভাস মাত্র, অতএব আত্মার অধ্যারোপেও বা নিবৃত্তিতেও (অর্থাৎ বাধ হইলেও) কোন মতেই ঐ জগতের বজ্রসারতা অর্থাৎ স্থিরতা হইতে পারে না। আর যদি এই জগতের স্থিতি থাকিত, তাহা হইলেও ইহার স্থায়িত্বভ্রমনিরাকরণে প্রযত্নের অপেক্ষা হইত, এই জগৎ কোন কালে ছিল? ইহা ত "চিৎ"-তত্ত্বে অবস্থিত চিত্তরূপ চিত্রকরের চিত্রমাত্র। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে চিত্রের ভিত্তি নাই, নীলপীতাদি অঙ্কনসাধন রঙ্গ অর্থাৎ বর্ণ নাই, তথাপি ইহা এক ভিত্তিশূন্য উজ্জ্বল প্রকাণ্ড চিত্ররূপে পুরোভাগে প্রকাশমান রহিয়াছে। ২৪—২৮। ঐ দেখ, এই জগৎ দেখিতে কেমন 'নয়নাকর্ষক, চিত্তহর, ইন্দ্রিয়গ্রাহী', যে দেখে, সেই ইহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে, বিবিধ তিমিররূপ কৃষ্ণবর্ণে কেমন উহা অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য তেজোরূপ কিরণচ্ছটায় উহা বিচ্ছুরিত রহিয়াছে। দেখ, কতকল্প-স্থুগাদি অবয়ব, নানারাগে (বিষয়রাগে) রঞ্জিত, বিবিধ দৃষ্টিবিলাস সম্পন্ন, নানা অনুভবই উহার লোচনরূপে বিরাজিত, নানা-গ্রহই উহার উগ্রপ্রভা। সূর্য্যের উদয়ে পূর্ব্বদিকে আর অস্তকালে পশ্চিমদিকে দেখ, কেমন নানাবর্ণে ঐ চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে। ঐ দেখ। ঐ নভোমণ্ডলরূপ নীলসরোবরে কেমন ঐ চন্দ্রসূর্য্য-তারারূপ কমলনিচয় বিকসিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, শরৎ আদি কালভেদে বিবিধ রচনাসমন্বিত ঐ উপরিস্থ মেঘমালাই ঐ চিত্রের পত্র ও মঞ্জরীরূপে বিরাজ করিতেছে, ঐ চিত্রের ত্রিলোকরূপ ভিন্ন ভিন্ন কোষ্ঠে, ঐ দেখ। কেমন ঐ সুরাসুর নররূপ পুত্তলিকানিচয় অঙ্কিত রহিয়াছে। আকাশ ঐ চিত্রের ভিত্তি, দেখ, চিত্তের ঐ দৃশ্যমান ব্যোমভিত্তি কেমন ঐ উৎকৃষ্ট চন্দ্র সূর্য্যের আলোকরূপ সুধালেপনে (শ্বেতবর্ণে) তারুণ্যের ন্যায় সুকুমার (ঢলঢল) ভাবে শোভা পাইতেছে। ২৯—৩২। দেখ, কামুক (কামনাশীল) চপলমতি চিত্তরূপ চিত্রকর স্বীয় অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মা-কাশেই কেমন ঐ ত্রিলোকীরূপা মনোহরা হাবভাববিলাসময়ী নটী-পুত্তলিকা অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি উহার নাট্যশালারূপে বিরাজমানা। স্বয়ং সাক্ষীভূত চৈতন্যই উহার প্রদীপের কার্য্য করিতেছে। প্রদীপের প্রতিবিম্বগ্রাহী চক্রের ন্যায় ঐ চৈতন্যদীপের প্রতিবিম্বগ্রাহী বুদ্ধিবৃত্তিরূপ আভরণের দ্বারা সমস্ত লোক প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হইয়া আছে। হিমাচলই ঐ নটীর অঙ্গলতিকা, মেঘ উহার কেশপাশ, চন্দ্রসূর্য্যই উহার নেত্র, সেই চন্দ্রসূর্য্যরূপ নেত্রপাতে ঐ নটীর সমস্ত লোক দর্শন হয়। ধর্ম্মঅর্থকামব্যাবর্ত্তক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি শাস্ত্রদ্বয়ই উহার বাহুযুগল, সপ্ত পাতালই উহার উরুজানু প্রভৃতি সপ্ত অঙ্গ। উন্নতভূভাগই উহার উন্নত নিতম্ব, হরি, হর, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এই দেবচতুষ্টয়ই উহার হস্তচতুষ্টয়, বিবেক বৈরাগ্য উহার স্তনযুগল, সত্ত্বগুণ তাহার উপর কঞ্চুক (কাঁচুলি) রূপে অধিষ্ঠিত; অনন্তাদি নাগবেষ্টিত মহীতলই উহার পক্বাকার পীঠ, মধ্যলোক উহার উদর, আর সেই উদরে সুমেরু আদি নানাবর্ণের পর্ব্বতমালা পত্ররচনার কার্য্য করিতেছে। উহার চন্দ্রসূর্য্যরূপ লোচনদ্বয়ের ক্রিয়ায় রাত্রি ও অন্ধকারের সুমেরু-প্রদক্ষিণকরণরূপ চপলতার নাশ হইতেছে, বজ্র ও বিদ্যুৎ উহার দন্তপঙ্ক্তি। চতুর্দ্দশ ভুবনভেদে যে চতুর্দ্দশবিধ পরস্পর-বিসদৃশ প্রাণিসমূহই উহার উদ্গাত রোমাঞ্চ; তারাগণ উহার করাল পুলক। ঐ প্রাণিগণে যে প্রলয়বাদ বর্ত্তমান, তাহাই উহার আপাদলম্বী কদম্বমালা; (ঐ মালাস্থিত কদম্বপুষ্পের কেশর সর্ব্ব-তোমুখী সদ্বুদ্ধি) বৈরাগ্য সদ্বাসনারূপ সৌরভে ঐ কদম্ব পরিপূর্ণ। চিত্ররচনার নিমিত্ত বিচিত্র বাসনাদি বিবিধ উপকরণ পাইয়াই ঐ চিত্তচিত্রকর অচিরে বিশিষ্ট চিত্ররচনায় সক্ষম হইয়াছে; তাহাতেই এই ব্যষ্টিসমষ্টি জীবসমন্বিতা বিবিধবিলাস-মণ্ডিতা শূন্যময়ী ঐ ত্রিলোকীরূপা সর্ব্বাঙ্গমনোহরা উত্তমা নটী পুত্তলিকা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে। ৩৩—৩৭

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন। ঐ চিত্ররচনায় ইহাই অতি-আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পূর্ব্বে ভিত্তিবিহীন চিত্র সমুদিত হয়, পরে ভিত্তির প্রাদুর্ভাব। (অর্থাৎ মনের জগদাকার কল্পনামাত্র এই জগৎচিত্র প্রাদুর্ভূত হয়, পরে তদন্তর্গত ভূতগণ ভুবনরূপ বিরাট্ আধারস্বরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, কিংবা ব্যষ্টিসমূহই সমষ্টি, তাহাই বিরাট্, তাহাই আধার, তাহার কল্পনা ব্যষ্টিকল্পনার অধীন। অগ্রে ব্যষ্টিকল্পনা না করিলে সমষ্টি কল্পনা হইতে পারে না, সুতরাং অগ্রে আধারবিহীন আধেয় চিত্ররচনার পরে আধার ভিত্তি)। ভিত্তিবিহীন চিত্র প্রকাশ পাইলে বিস্তৃত ভিত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, (ইন্দ্রজালবলে) তুম্বফল (অলাবু, লাউ) জলে মগ্ন হয়, আর শিলা ভাসিতে থাকে, ইহা যেরূপ বিচিত্র, মায়ার কার্য্যও তদনুরূপ বিচিত্র জানিবে। ঐ জগৎচিত্রের কথায় আবশ্যক নাই, সেই শূন্যময় চিত্তচিত্ররূপ এই ত্রিজগতেও যে চিদাকাশ-স্বরূপ তোমায় পর্য্যন্তও (অলীক বলিয়া শূন্যময়) অহন্তারূপ শূন্যত আবির্ভূত হইয়াছে; ইহা উহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্যের বিষয়। শূন্যই সকল শূন্যময় করিয়াছে, শূন্যেতেই শূন্যের লয়, শূন্যেই শূন্যের অনুভব, শূন্যেতেই শূন্যের ভোগ, শূন্যেতেই শূন্য বিস্তীর্ণ, অতএব যদি জগতে সেই চিদাকাশকেই দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমার দৃষ্টিও শূন্যময় হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অনন্তবিস্তীর্ণা বাসনাই রজ্জুর ন্যায় এই জগৎসংসারকে বেষ্টন করিয়া আছে। হে অর্জ্জুন! ঐ বাসনারজ্জুতে চিদাকাশপর্য্যন্ত বেষ্টিত হইয়া থাকেন। আদর্শে যেমন প্রতিবিম্ব, সেইরূপ এই জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত জানিবে; অতএব যখন আধার অন্য নহে, তখন ঐ জগতের ছেদভেদ কিছুই নাই। যখন সকলই ব্রহ্ম, সুতরাং ঐ ব্রহ্মে প্রতিভাত ছেদভেদাদির বিষয়ীভূত জগৎও সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; সেই সৎস্বরূপ চিদাকাশই সর্ব্বময়। তখন কে কখন কাহাকে কি জন্য কোন স্থানেই বা ছেদভেদ করিবে

বল, অর্থাৎ ছেদভেদাদিব্যবহারবাদ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অতিরিক্ত পদার্থ দেখিলেই হয়। যখন সকলই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান হইবে, তখন কে কাহার ছেদ করিবে, কোথায় বা করিবে, কি জন্যই বা করিবে, আর কোন্ সম্বন্ধই বা করিবে বল। ১—৭। এই পথে বুঝিলে, তোমার বাসনাও যখন "ব্রহ্ম" বস্তুর অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া প্রতীতি, তখন সকলই যদি ব্রহ্ম হইল, তাহা হইলে বাসনার অভাব অর্থাৎ বাসনা বলিয়া যে অন্য কিছু নাই, ইহা ত সিদ্ধই হইল, অতএব যে ব্যক্তি ঐ অলীক-বাসনারও ত্যাগ করিতে পারে নাই, সে সর্ব্ব-ধর্ম্মপরায়ণ হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইলেও পিঞ্জরস্থ সিংহ বা শুকের ন্যায় সম্পূর্ণ বদ্ধ জানিবে। যাহার চিত্তভূমিতে অত্যল্পমাত্রও বাসনাবীজ বর্ত্তমান, তাহার তাহা হইতে পুনরায় বিস্তৃত সংসারও উৎপন্ন হইয়া পড়ে, অতএব চিত্তে অণুমাত্রও বাসনার অবকাশ দেওয়া উচিত নহে, তাহাই অনর্থসহস্রের মূল-বীজ জানিবে। অভ্যাসবশতঃ বাসনাবীজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা সত্যসংবোধ-(সত্যজ্ঞান) রূপ বহ্নিসংযোগে দগ্ধ করা কর্ত্তব্য, এইরূপে ঐ বাসনাবীজ দগ্ধ করিতে পারিলে আর তাহা অঙ্কুরিত হয় না। যাহার মনের বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়াছে, তাহার মন স্বচ্ছ হইয়াছে, সেই ব্যক্তির তাদৃশ বাসনাবিহীন নির্ম্মল মন জলে পদ্মপত্রের ন্যায় সুখদুঃখাদিবিষয়ে বা কোন বস্তুতেই মগ্ন হয় না, উপরে ভাসিতে থাকে মাত্র। হে অর্জ্জুন। তুমি তোমার অসীম বাসনাজাল বিসর্জ্জন ও এই মদুক্ত ভগবদ্গীতারূপ পরম-পাবন উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক মনের মোহ দূর করত বন্ধুবান্ধব উদ্দেশে তদ্বধাদিচিন্তায় মনের সমস্ত ক্লেশ পরিহার করিয়া শান্তচিত্ত (বাসনাশূন্য আত্মায় চিত্ত বিসর্জ্জন দিয়া) এক শান্ত ব্রহ্মরূপ নির্ব্বাণ নির্ভয় ও নির্ব্বৃতিসম্পন্ন হও। ৮—১২।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! আজ আপনার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইল, আমি এখন স্মৃতিলাভ করিয়াছি, অর্থাৎ আমার স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়াছে,—"আমি বধের কর্ত্তা কিনা" ইত্যাদি যাহা কিছু আমার মনে সন্দেহ ছিল সে সকল, সন্দেহই দূর হইয়াছে। এখন আমি নিঃসন্দেহ হইয়া অবস্থিত, এক্ষণে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। তাহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন হে অর্জ্জুন! যাহার চিত্ত হইতে তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে রাগাদি মনোবৃত্তি সকল নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি জানিও যে তাহার চিত্ত শান্তিলাভ করিয়া বাসনা পরিহারপূর্ব্বক সত্ত্বস্বরূপ-হইয়াছে, অতএব তোমার চিত্ত হইতে যদি তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ মনোবৃত্তি শান্তি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার চিত্তও শান্ত বাসনাশূন্য সত্ত্বস্বরূপ হইয়াছে জানিবে। ঐ সত্ত্ব অবস্থাতেই যাহা ব্যবহারে সর্ব্বত্র সর্ব্বময় হইলেও তত্ত্ববিচারে সর্ব্ববিরহিত সেই প্রত্যক্ চেতনপদপ্রাপ্তি হয়, ঐ পদই চৈত্যরহিত (অনুভব বিষয়ের অতীত) ব্রহ্ম। ভূতল হইতে ঊর্দ্ধদেশে উড্ডীন পক্ষীকে যেমন কেহ দেখিতে পায় না, সেইরূপ জগৎস্থ অজ্ঞব্যক্তিরা সেই পদ বিদিত নহে, চক্ষুঃ দ্বারাও কেহ তাহা দেখিতে পায় না বা অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও অনুভব করিতে পারে না। ঐ প্রত্যক্ চেতন আভাসস্বরূপ অর্থাৎ মহাভূতাদি ত্রয়োদশবিধ ক্ষেত্রের অবভাসক, সকলবর্জ্জিত, শুদ্ধ ও নয়নপথের বহির্ভূত। যেমন লোকের দৃষ্টি পরমাণু প্রভৃতি অতিসূক্ষ্ম বস্তুকে দেখিতে সমর্থ হয় না, চিৎস্বভাব বলিয়া নির্ম্মল আসক্তিশূন্য, অতএব শুদ্ধ চিত্ত ব্যতিরিক্ত মনুষ্যের বাসনা ঐ সর্ব্বাতীত পদদর্শনে সক্ষম নহে *। ১—৬। যে ব্রহ্মপদলাভ ঘটিলে এই নিখিল স্থূল দৃশ্যমান ঘটপটাদি বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হয়, তুচ্ছ বাসনা উহার কি করিতে পারে, অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে সূক্ষ্ম বাসনা কোথায় চলিয়া যায় (অর্থাৎ আর থাকিতে পারে না)। যেমন আগ্নেয় গিরিতে হিমলেশ থাকিতে পারে না, সেইরূপ ঐ শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের নিকট অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিলে চিত্ত নির্ম্মল হইলে অবিদ্যার লয় হইয়া থাকে। ধূলির ন্যায় অতিতুচ্ছ ও অতিক্ষুদ্র ভোগবন্ধনবাসনাই বা কোথায়? আর ঐ জগজ্জালগ্রাসী চিত্তস্বরূপ বিপুল অনিলই বা কোথায়? যাবৎ নিজে ঐ শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত ঐ অবিদ্যা নানা আকারে ও বিকারে প্রস্ফুরিত থাকে (নিজের প্রাদুর্ভাব দেখায়)। যাহার উদরে অখিল ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্গত, তাদৃশ গগনের ন্যায় ঐ আত্মায় দৃশ্যদর্শক সকলই লয় প্রাপ্ত হয়, একমাত্র নির্ম্মলতাই বিরাজ করে। ৭—১১। সেই পূর্ণতাস্বরূপ, সমগ্র জগদাকারবিবর্জ্জিত, বাক্যের অতীত পরম বস্তু কাহার সহিত উপমিত হইবে বল? হে অর্জ্জুন। তুমি অন্তরে পূর্ণাত্মা দর্শন করিয়া অভিমত কামনা পরিহাররূপ নিবৃত্তিলক্ষণ মন্ত্রযুক্তিসহায়ে বিষয়বিষ-বিসূচিকাস্বরূপ প্রবৃত্তিহেতু অন্তঃকরণের বাসনাকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সংসার-বন্ধন হইতে উন্মুক্ত ও ভয়বিচ্যুত হও এবং সকল অনর্থের বহির্ভূত হইয়া "আমিই ভগবান্" এইরূপ জ্ঞানে বিরাজ কর। বশিষ্ঠ কহি-লেন, ত্রিলোকনাথ শ্রীহরি এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল মৌনা-বলম্বনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকিবেন। অর্জ্জুন তখন ভ্রমর যেমন শ্বেত কমলখণ্ডের নিকট গমন করে, তদ্রূপ সেই ভগবানের উপদেশের নিকট গমন করিবেন, অর্থাৎ তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিবেন। তখন অর্জ্জুন বলিবেন, হে ভগবন্! দিনপতি সূর্য্যের উদয়ে নলিনী যেরূপ বিকসিত হয়, তাহার ন্যায় জগৎপতি। আপনার উপদেশে আমার মতিরও বিকাস হইয়াছে, এখন আমার মন হইতে সমস্ত শোকভার বিগলিত হইয়াছে। অন্তঃকরণে পরম তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণসারথি গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মনের সকল সন্দেহ বিসর্জ্জন দিয়া রণলীলায় প্রবৃত্ত হইবেন। তৎকালে গজবাজি ও সারথি সকল ক্ষতবিক্ষতদেহে রুধিরাক্ত-কলেবরে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইবে। তাহাদের শোণিতস্রোতে পৃথিবী প্লাবিতা হইয়া মহানদীরূপে পরিণতা হইবেন। অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শরজালে ও ধূলিপটলে আকাশের নেত্রকল্প দিনমণি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন। ১২—১৭।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

* "বিনা শুদ্ধং স্ববাসনা" এই পাঠেরই ব্যাখ্যা এইরূপ। আর "শান্তং শুদ্ধং স্ববাসনা" এই পাঠের ব্যাখ্যা যথা;—যাহা সকলের অতীত চিৎস্বভাব বলিয়া নির্ম্মল এবং সঙ্গরহিত বলিয়া শুদ্ধ, সেই ব্রহ্মপদকে লোকের দৃষ্টি যেমন অণুকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ বাসনা কখনও তাহাকে দেখিতে সমর্থ নহে।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! তুমিও অর্জ্জুনের স্থায় কলুষ-নাশিনী দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া নিঃসঙ্গরূপ সন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ ও ব্রহ্মার্পণ দ্বারা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাত্মা হইয়া অবস্থিতি কর। যিনি সকল বস্তুর আধার, যাহা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন, সংহারকালে সকল বস্তু যৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সর্ব্বকালেও যিনি তন্ময় হইয়া বর্ত্তমান ও যিনিই সর্ব্বময়, তিনিই নিত্য পরম আত্মা জানিবে। সর্ব্ব প্রপঞ্চের বহির্ভূত বলিয়া তিনি দূরেও থাকেন এবং তদন্তর্গত বলিয়া সর্ব্বদা সেই আত্মা নিকটেও থাকেন, অতএব তিনি দূরে ও নিকটে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। আকাশের স্থায় তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও জাতির স্থায় কেবল সেই সেই বস্তুতেই পর্য্যাপ্তমাত্র, অতএব এইরূপে সকলেই সেই এক আত্মা, অন্য কিছুই নাই, সুতরাং পরিচ্ছিন্নস্বরূপে তুমিও সেই আত্মায় অবস্থিতি করিতেছ। তৎসত্তায় তোমারও সত্তা, অতএব কি পরিচ্ছিন্নভাবে কি অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বথা তুমি সেই আত্মাই হইতেছ ও তাহাতেই রহিয়াছ, ইহা বুঝিয়া তুমি সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তন্নিষ্ঠ ও তন্ময়তা অবলম্বনপূর্ব্বক তুমিই সেই অপরিচ্ছিন্ন আত্মা, ইহা মনে ধারণা কর। বিবেকিগণ জগতে দুই প্রকার চিদাত্মার রূপ অনুভব করেন, এক চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত চেত্য (অনুভবের বিষয়ীভূত) অর্থের প্রকাশ, তাহা চিত্তনির্ম্মিত, অপর চিত্ত চিত্তবৃত্তি ও তদ্বিষয়ের আবির্ভাব তিরোভাবাদি সর্ব্বাবস্থাতে সাক্ষী অর্থাৎ উদাসীনভাবে দ্রষ্টা যে সংবিৎস্বরূপ, উহা চিত্তকর্ত্তৃক অনির্ম্মিত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ। উভয়ই যদি সংবেদ্য-বিনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ চেত্যকর্ত্তৃক সংবেদ্য ও ত্রিপুটী * বিনির্ম্মুক্ত হয়, তাহাই পরমপদ ব্রহ্ম জানিবে। ঐ অনির্ম্মিত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ সংবেদন অর্থাৎ সংবিৎ ও চেত্যমুক্ত মুক্ত যে চিদাভাস, তাহাই পরমপদ জানিবে। ১—৪। সেই সংবেদ্যবিনির্ম্মুক্ত সংবিৎ-স্থিতিই পরা, তাহাই আনন্দোৎকর্ষ, পরম্পরার পরাকাষ্ঠা, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্টা, তাহাই দৃষ্টির দৃষ্টি, মহত্ত্বের মহত্ত্ব, মাঙ্গের‌ও পরম মাঙ্গ গুরু, তাহাই আত্মা, তাহাই বিজ্ঞান, তাহাই শূন্য, তাহাই পরমব্রহ্ম, তাহাই শ্রেয়ঃ, তাহাই শিব, তাহাই শান্ত, তাহাই বিদ্যা ও তাহাই পরা স্থিতি। যাহা এই দেহাভ্যন্তরে নিখিল অনুভবস্বরূপ চিতির আত্মা বলিয়া কথিত, যাহাতে সমস্ত আত্মা দ্রব্যনিবহ সৎস্বরূপে অনুভূত হয়, সেই (ব্রহ্ম) বস্তুই জগৎরূপ তিলের তৈল, জগদ্‌গৃহের দীপ, জগদ্‌বৃক্ষের রস ও তাহাই জগৎ-রূপ পশুর পালক অর্থাৎ তাহাই এই বিশ্বের সার। তাহাই প্রাণিগণরূপ মুক্তাজালের অন্তর্ব্বর্ত্তী অবকাশ আকাশব্যাপী অত্যন্তসূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম) সূত্র ও তাহাই ভূতরূপ মরীচনিচয়ের পরম তীক্ষ্ণতা। ৫—৯। তাহাই পদার্থে পদার্থত্ব অর্থাৎ পদার্থধর্ম্মরূপে বিরাজমান, তাহাই পরম তত্ত্ব, তাহাই সৎবস্তুর সত্তা অর্থাৎ যথার্থতা, ও তাহাই স্বতঃ অসদ্‌বস্তুর অসত্তা অর্থাৎ অযথার্থতা। তাত্ত্বিক-স্বরূপে বোধরূপ অলৌকিক উপায়ে যাহা স্বস্বরূপ আত্মা ব্যতিরিক্ত অন্যত্র লব্ধ হয় না, কেবলমাত্র সেই আত্মস্বরূপেই লব্ধ হয়, তাহাই ঐ পদ জানিবে। বিচার না করিলে সকল জগৎই ভাবই সুন্দর বলিয়া বোধ হয় এবং পরমাত্মবিকল্পও তাদৃশ জানিবে। উহার বাস্তবিক বিদ্যমানতা নাই, বিচার করিলে উহা কিছুই থাকে না, সকলই বিগলিত হয়। এই মিথ্যাভ্রমাত্মক 'অহং" আদি-স্বরূপ অখিল জগতে আমি কি লইয়া আস্থা অবলম্বন করিব, আর বুদ্ধিই বা কি করিয়া সেই সঙ্গরহিত অদ্বয়বস্তুকে প্রাপ্ত হইবে? এবং বুদ্ধি সেই আত্মপদকে পাইয়াই বা তাহার কি নির্ণয় করিবে? "সেই বুদ্ধিকৃত আদি মধ্য অন্ত আদি পরিচ্ছেদ বা সঙ্কল্পকল্পনাদিও অহং স্বরূপ ব্রহ্ম" এই বিচার করিলেও ঐ আদ্যন্তবিরহিত মমাত্মক ব্রহ্মাকাশের ইয়ত্তাই বা কি হইবে? যাহার অন্তরে বিচার দ্বারা এই নিশ্চয় বদ্ধমূল হইয়াছে, সে ব্যক্তি বাহিরে লোকবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিলেও তাহার ঐ স্থিতির বিনাশ ঘটে না, যাহার মন সম অপেক্ষা সমব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত হইয়াছে, সেই মহাত্মার অন্তরে সর্ব্বদা ঐ স্থিতি উদয়াস্ত রহিত হইয়া বিরাজ করিতেছে জানিবে। ১০—১৫। যাহার চিত্তে আকাশের স্থায় শূন্যতার উদয় হইয়াছে, সেই মহাত্মাই সেই ব্রহ্মময় হইতে পারিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সুষুপ্তবুদ্ধিসহায়ে ভাবনায় অদ্বৈতপদে আরোহণ করিয়াছেন, অতএব ব্যবহারে সে মহাত্মা যদৃচ্ছাচারী হইলেও তাঁহার ভাবনার ব্যত্যয় কোনপ্রকারে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যেমন আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত নর কার্য্য করিতে থাকিলেও যেমন মানাপমানাদিপ্রযুক্ত ক্ষোভাদি-ভাজন হয় না, ঐ আদর্শপুরুষের স্থায় যে আদর্শ পুরুষের ব্যবহার-নিষ্ঠা থাকিলেও ঈষৎ মাত্রও হৃদয়ের মানাপমানাদি দুঃখ প্রভৃতি ক্ষোভ (বিকার) না জন্মে, সেই পুরুষই মুক্তি পাইয়া থাকে জানিবে। যেরূপ দর্পণে লোকের ক্রিয়া প্রতিবিম্বিত হইলেও দর্পণের কোনরূপ অন্যথাভাব ঘটেনা, দর্পণের যেমন বৈচিত্র্য সেই রূপই থাকে, সেই প্রকার ঐ চিন্মণিদর্পণে সকল জাগতিক ব্যবহার প্রতিবিম্বগত জানিবে, তাহাতে প্রতিবিম্বের স্থায় চিন্মণির কোন বিকার বা চেষ্টা নাই। দর্পণের স্থায় উহা একই ভাবে অবিকৃত অবস্থায় বিরাজমান জানিবে।, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণের নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত সেই দর্পণের স্বরূপ প্রতিবিম্বাকার বলিয়া বোধ হয়, দর্পণের ন্যায়ই নির্ম্মলতা আকার আর বোধ হয় না, তদ্রূপ ঐ পরম নির্ম্মল চিন্মণির নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত এই জগৎ যেরূপ ভাবে বা যে ব্যবহারময় হইয়া অবস্থিত, সেই অবস্থাতেই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহার অণুমাত্রও ভেদ বিপর্য্যয় ঘটে নাই। তাহাতে ঐ চিচ্চমৎকৃতির জ্ঞান আর হইতেছে না, "উহাই সক্রিয় জগৎ" এইরূপে অবভাস (প্রতীতি) হইতেছে। এ জগতে একত্বও নাই, দ্বিত্বও নাই, এই নিখিল বৈচিত্র্যময় বাচ্যবাচক শিষ্য, শিষ্যের ইচ্ছা ও চেষ্টা, গুরু ও গুরুর বাক্য ব্যাখ্যাকল্পনা, আমার আদেশ ও তোমার প্রতি আমার উপদেশ সমস্তই সেই চিন্ময় জানিবে। ১৬—২০। ঐ "চিৎ" স্বয়ং স্বীয় চিৎস্বরূপেই বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন; ঐ চিৎতত্ত্বের পরিস্পন্দন অর্থাৎ বিবর্ত্তই সংসার। ঐ চিৎস্বরূপে স্পন্দনাভাবই অত্যুক্ত পরমপদ। যখন ঐ চিৎস্বরূপের স্পন্দন প্রশান্ত (নিবৃত্ত) হইবে, তখন এই সংসারের শান্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি হইবে। তোমার এই চিত্ত যখন সেই অপরিচ্ছিন্ন মহাচিত্তে পরিণত হইবে, তখন এই অংশভাব অর্থাৎ জীব জগৎ ইত্যাদিরূপ একদেশ জীবেরও নাশ হইবে। সেই অংশভাবের বিলয়ই পরমপুরুষার্থ ও তাহাই বাসনাক্ষয়। অতিতুচ্ছ মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও যখন ঐ সংবিৎ-

---

* ত্রিপুটী পদাবলী দেখ। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয় এই ত্রিবিধই ত্রিপুটী

স্পন্দ প্রসিদ্ধ জড়স্বভাবের উৎপাদক, তখন স্পন্দশূন্যতাই ঐ চিত্তত্ত্বের জড়েতর পরমস্বরূপ, ইহাই অনুভবশালিগণের উক্তি। অনাত্মদর্শনরূপ যে সংসার, তাহা অনাত্মজগদাকারকে যথার্থ-স্বরূপে ভাবনার অধীন, এবং তদ্রূপই অনুভূত হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অনাত্মজগদাকারে যথার্থবুদ্ধি, তাবৎকাল পর্য্যন্তই এই সংসার সৎস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। আর সেই অনাত্মজগৎকে যথার্থরূপে না ভাবিলেই তাহার লয় হয়; অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সংসার দগ্ধবস্ত্রের ন্যায় অসার অর্থাৎ দগ্ধবস্ত্র যেমন সারশূন্য বলিয়া আর বন্ধন কার্য্যের উপযোগী হয় না, সেইরূপ জীবন্মুক্তের সংসারও তাহাতে যথার্থ ভাবনার অভাবে সারশূন্য দগ্ধবস্ত্রের ন্যায় আর বন্ধনের কারণ হয় না। যখন ঐ সংসার সেই স্পন্দনরহিত চিন্মাত্রই হইল, তখন উহা সেই নিঃস্পন্দ চিৎস্বরূপেই পর্য্যবসিত, অতএব ঐ চিৎস্পন্দই এই মাতৃমানাদি স্বরূপ সংসারচক্রপ্রবাহ বলিয়া জ্ঞানিগণ-বিদিত। ২১—২৫। যেরূপে কটক আদি অলঙ্কারস্বরূপ সুবর্ণে বর্ত্তমান, মাতৃমান-প্রমেয় (অর্থাৎ জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়স্বরূপ ত্রিপুটী) স্বরূপ সংসারও তদ্রূপে ঐ চিৎস্বরূপে বর্ত্তমান জানিবে। ঐ চিৎস্পন্দ যাহা সংসারে পরিণত হয়, তাহাই চিৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। চিৎস্বরূপে যে পরিস্পন্দন, তাহাই চিত্ত, চিত্তের অবোধ অর্থাৎ অজ্ঞানই সংসারে পরিণত হয়, অবোধমাত্রেই ঐ চিৎস্পন্দ কটকের ন্যায় ঐ চিৎস্বরূপ হইতে প্রকাশ পায়, হে রাম! বোধ উদয় হইলেই তাহা শুদ্ধ চিৎস্বরূপে পর্য্যবসিত হয়। আত্মতত্ত্ব বোধমাত্রেই ভোগবাসনার ক্ষয় হইয়া থাকে। ভোগ-বাসনার ক্ষয় হইলে সহজসিদ্ধ ভোগেরও যে চিন্তা, তাহার পরিত্যাগই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। আর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ যে ভোগচিন্তা করেন না, তাহার প্রতি কারণ এই যে, ঐ আত্মতত্ত্ব অপেক্ষা ভোগসমূহ জীবন্মুক্তগণের অভিমত নহে। কারণ, সুস্বাদু খাদ্য-ভোজনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া কোন্ ব্যক্তি আবার কদন্ন (কুৎসিত অন্ন) ভোজনে বাঞ্ছা প্রকাশ করে? অতএব সেই পরম আত্মতত্ত্বলাভে পরিতৃপ্ত জীবন্মুক্তগণ আর এই ভোগ স্পৃহা রাখেন না, স্বভাবতঃই যে ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিহার, ইহাই জীবন্মুক্তত্বের অপর প্রধান লক্ষণ (নিদর্শন) জানিবে। মদীয় আত্মচিৎই (বুদ্ধি) ভোক্তৃভোগ্য ভোগাকারে স্পন্দিত হইয়া সর্ব্বময়স্বরূপে বিরাজমান, এইরূপ নিশ্চয়ই যে নিরন্তর অভ্যাস দৃঢ়তায় অন্তরে বদ্ধমূল হয়, তাহাও অপর এক জীবন্মুক্তত্বের লক্ষণ। যে ব্যক্তি লোকানুরোধ রক্ষার নিমিত্ত নির্লিপ্তভাবে কেবল-মাত্র দেহধারণের উপযোগী ভোগ করিয়া যায়, সে ব্যক্তি ভোগ করিলেও তাহার বাস্তবিক ভোগ করা হয় না, সেই বুদ্ধিমান্ সেই তত্ত্ববিৎ। যেমন একব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ শূন্যে লগুড় আঘাত করি-তেছে, আঘাতকারীর ভ্রান্তি জানিয়াও যেমন অপর জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল তাহার অনুরোধ রক্ষার মানসেই আকাশে লগুড়াঘাত করে, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা যেরূপ বৃথা, কেবল অনুরোধ রক্ষাই মাত্র, তদ্রূপ অনুরোধে ভোগ করা বৃথা চেষ্টাই জানিবে, উহা বাস্তবিক ভোগ হয় না। আর যদি বল "অনুরোধে আকাশে লগুড়া-ঘাত করিলে বা ভোগ করিলেও "আমি করিতেছি," এই ভ্রান্তি-জ্ঞান হইয়া পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাত্মরূপা বুদ্ধির কৃত্রিমতা হইবার সম্ভাবনা, অতএব কি করিয়া তাহা জীবন্মুক্তির লক্ষণ হইতে পারে," তোমার আশঙ্কা সত্য বটে, কিন্তু ঐ কৃত্রিম বুদ্ধিও জীবন্মুক্তির সাধন। দেখ, সর্ব্বাত্মভাবদর্শন (সকলের আত্মবুদ্ধি) কৃত্রিম হইলেও তাহা পরিচ্ছিন্ন আত্মদৃষ্টির নিরাশ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী হইয়া থাকে; অতএব কৃত্রিম বুদ্ধি ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ নিরতিশয়ানন্দ আত্মতত্ত্বস্বরূপ প্রাপ্তি দুর্ঘট। ২৬—৩৩। যদি বল, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিরাশ কৃত্রিম হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী হয়, তাহা হইলে হস্তপদাদি ছেদন সত্ত্বেও মুক্তি হইতে পারে, যদি কোন শাস্ত্রে বা জ্ঞানিগণের অনুভবে স্বীয় অঙ্গদলন বা ছেদনও সর্ব্বাত্মদর্শনের ন্যায় স্বাত্মতত্ত্বদর্শনের উপযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাও জীবন্মুক্তের লক্ষণ হইবে। কারণ এই চিৎ যে পর্য্যন্ত অবোধাত্মা অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্না (১) থাকেন, সে পর্য্যন্ত ঐ "চিৎ" স্বপ্রকাশিত বুদ্ধ্যাদি কোটিতে প্রবেশ করত স্বয়ং স্পন্দরূপিণী হইয়া বাহ্য বিষয়ের উপর স্পন্দিত হন, তাহা-তেই সেই চিৎস্বরূপের বিভ্রম দর্শন ঘটে। অন্তরে বোধের উদয় হইলে ঐ চিৎস্বরূপের নিবাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় স্পন্দন অস্পন্দরূপ দশাক্রম কোথায় গমন করে, তাহার স্থিরতা নাই অর্থাৎ তাহা বাধিত হইয়া অন্তর্হিত হয়। অন্তর্দ্ধানের কথা ত দূরে থাকুক, বাস্তবিক বিচার করিলে ঐ প্রশান্তস্বরূপ চিৎপ্রদীপের স্বভাবতঃ স্পন্দন অস্পন্দনের কথা মাত্রই নাই। স্পন্দহীন (অর্থাৎ আভ্যন্তিক চেষ্টারহিত) প্রাণবায়ুর যে রূপ সৎও নহে, অসৎও নহে এবং মধ্যবর্ত্তীও নহে অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ও নহে তাহাই অজ্ঞানস্পন্দবিবর্জ্জিত চিত্তত্ত্বের মোক্ষনামক রূপ জানিবে। যখন ঐ অভিন্ন অর্থাৎ চিত্তাত্মা চিৎস্পন্দশুদ্ধ চিৎস্বরূপের ব্রহ্মাকার ধারণ করে তখন ঐ চিৎস্পন্দ বন্ধনেরও নিমিত্ত নহে এবং মোক্ষেরও নিমিত্ত হয় না, কেবল আত্মস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে মাত্র। আর ঐ চিৎস্বরূপ যদি ব্যর্থ চিত্তাকার-স্বরূপের ধারণ ও তাহার পরিত্যাগ কিছুই না হয়, তাহা হইলে বন্ধন মোক্ষ ইহার নামও থাকে না। মোক্ষ হউক ইত্যাকার বোধও অন্তঃপূর্ণতার হানি করে এবং মোক্ষ না হউক, অথবা ঐ স্পন্দবিক্ষেপশূন্য চিদাত্মক না হউক, এরূপ ইচ্ছাও বন্ধের হেতু জানিবে, অতএব যাহা অসংবেদন অর্থাৎ কিছুরই জ্ঞানাভাব, যাহাতে আভাস জড়তার সম্পর্ক মাত্র নাই, যাহা পরমপদ বলিয়া (শ্রুতিতে) কথিত, যাহা চিৎ পদার্থের একমাত্র স্বরূপ ও সংস্থান, যাহা চেত্যোন্মুখস্বরূপ নহে, সেই জ্ঞানাভাবই (অসংবেদনই) পরম শ্রেয়স্কর জানিবে। যাহা সেই মহাচিৎস্বরূপের সঙ্কল্পশব্দার্থ স্বরূপস্পন্দ, তাহাই বন্ধন-মোক্ষের উপযোগী, দেখিলে বিচারপূর্ব্বক উহা আর থাকে না। বিচারপূর্ব্বক দেখিলে ঐ অহংভাব নিরাশ্রয় হইয়া বিনষ্ট হয়, তখন কে কাহার কি বন্ধন করিবে, আর কেই বা মুক্ত করিবে, বল। ঐ সঙ্কল্পত্যাগের ইহাই উপায় যে, যদি বিবেকের আশ্রয় লইয়া নিজকৃত সঙ্কল্পে ইহা আমার সঙ্কল্পিত, ইহা

---

(১) "বিনা কৃত্রিময়া বুদ্ধ্যা" ইহার অর্থান্তরও আছে তাহা ৩৩ শ্লোকের আর যদি বল ইত্যাদি তাহাও লক্ষণ হইবে,—ইহার পরিবর্ত্তে অর্থান্তর। তাহাতে 'বিনাকৃত্রিময়া' স্থলে বিনা হকৃত্রিময়া এই লুপ্ত অকারের যোজনা আবশ্যক। 'আত্মস্বরূপ আবির্ভাব বিষয়ে অকৃত্রিম অখণ্ড ব্রহ্মাকার বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত স্বীয় অঙ্গ ছেদনাদি কোটি কোটি সাহসিক কার্য্যেও সিদ্ধিরূপযোগ লাভ হয় না। এ ব্যাখ্যায় অকার যোজনা আবশ্যক ও ইহা সুগম সর্ব্বসম্মত বলিয়া বোধ হয়।

নহে, ইত্যাদি বিভাগ পরিহার করিতে পারিলেই সঙ্কল্প উদিত হইয়াও বাহিরে কোন ক্রিয়া করিতে না পারায় ব্যর্থ হইয়া নষ্ট হয়। অতএব সেই সঙ্কল্পই অসঙ্কল্প, তাহাই স্পন্দশূন্য সঙ্কল্প, অর্থাৎ তাহা হইলে সমস্ত অবারিত হইল, সমস্তই অসঙ্কল্প এবং সমস্তই অস্পন্দ হইয়া যায়। ঐ চিত্তত্বকর্তৃক স্পন্দের ও স্পন্দময় বায়ুর ক্ষয় সাধিত হইলে একমাত্র নিঃস্পন্দ চিদ্ঘনই অবশেষে বর্ত্তমান থাকে। সংসারও ঐ স্পর্শাদিময়, সুতরাং স্পন্দাদির ক্ষয়ের সহিত তাহারও ক্ষয় হয়, আর তখন সংসার থাকে না। চিৎস্পন্দ চিৎস্বরূপেরই তেজঃপ্রকাশই মাত্র, ইহা বুঝিতে পারিলে চিদ্‌-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই থাকে না। ইহাতেও সংসারনিবৃত্তি ঘটে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের এই দৃশ্য-জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া প্রমা হয়, অতএব তাঁহারা এই দৃশ্যময় দীর্ঘ-স্বপ্নে আর অন্য ক্ষুদ্র স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়া আত্মচঞ্চলতাদি ভ্রমরূপ মোহাভি-ভূত হন না, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, এ সমস্ত আত্মসংবিদেরই বর্গ। যাহাতে এই নিখিল জগদাকারের উপলব্ধি বাধিত হইয়াও বলপূর্ব্বক নিরন্তর আনন্দপ্রদ বলিয়া সুন্দর-স্বরূপে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে ঐ পূর্ব্বোক্ত সকল সংবিত্তির (জ্ঞানের) সত্তা ও স্থিতিরও উদয় হইয়া থাকে, আবার যাহাতেই ঐ সকল সংচিত্তিরূপ অখিল কল্পনাকার পঙ্ক ও বিগলিত হয়, সেই প্রত্যগাত্মস্বরূপকে উক্তপ্রকার বিচারপূর্ব্বক ধ্যানে অবলোকন কর। ৩৪—৪৮।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৯॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই সকলের আদি চিদ্ঘন পরমপদ পরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব এই ভাবেই বিরাজমান জানিবে। মহারূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু হর পর্য্যন্ত সকলেই তন্নিষ্ঠ হইয়া অবস্থিতি করিতে-ছেন। সুতরাং এই মানুষাদি হর পর্য্যন্ত সকলেরই যে বিভূতির উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়, তাহা সেই চিদ্ঘন ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জানিবে। নৃপতিগণ যেরূপ মর্ত্ত্যানন্দ-সুখে পরিতুষ্ট থাকেন, তদ্রূপ ব্রহ্মপর্য্যন্ত সকলেই সেই ব্রহ্মের বিভূতিলাভ করিয়াই প্রত্যুক্ত আনন্দোৎকর্ষে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং তন্নিষ্ঠ হইয়াই লোকে, স্বর্গে বিমানবিহারী দেবগণের ন্যায় আকাশে গমনাদি ক্রিয়া দ্বারা পরম আনন্দ অনুভব করেন। সেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিলে মৃত্যু ও শোকের বশীভূত হইতে হয় না। তাঁহাকে পাইলে জীবের আর প্রাণধারণ নিমিত্ত ভোজনেচ্ছাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া জীবন ধারণের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না এবং মায়াবন্ধনেও রুদ্ধ হইতে হয় না। সাধারণ জীবও যদি সেই অপার পরমাকাশরূপীর সত্তাসামান্যরূপতত্ত্ব ক্ষণকালও ভাবিতে পারে, তাহা হইলে সে মুক্তমনা মুনি হইতে পারে। এবং নিখিল সংসারকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহাকে "কেন এ কর্ম্ম করিলাম" বলিয়া অনুতাপ করিতে হয় না। রাম বলিলেন,—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত আদি বৈজাত্য যাহাতে ক্ষয় পাই-য়াছে, সেই নির্ব্বিশেষস্বরূপে আভাতপূর্ণ চিন্মাত্রই সত্তাসামান্য বলিলেন, কি মন আদি সকল বিশেষবিশিষ্ট সর্ব্বময় ঈশ্বরই সত্তাসামান্য বলিয়া উপদেশ দিলেন, তাহা আমাকে বলুন। ৪—৬। যে ব্রহ্ম সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভোজন, পান গমন ও অন্তরে জাগ্রৎস্বপ্নসৃষ্টিকালে গ্রহণ করিতেছেন এবং যে ব্রহ্ম সুষুপ্তি ও প্রলয়ে হনন করিতেছেন, যে ব্রহ্ম তুরীয় অবস্থায় সংবিৎসংবেদ্য-বিবর্জ্জিত (অর্থাৎ জ্ঞানজ্ঞেয় ভিন্ন) স্বরূপে বিরাজমান, সেই ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপী আদ্যন্তরহিত সদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান হইলেও তত্ত্বজ্ঞানমাত্র লভ্য। এবং তিনিই সত্তাসামান্যরূপে নিখিল বস্তুতে অধিষ্ঠান করত অখিল বস্তুতত্ত্ব হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনিই আকাশে আকাশত্ব, শব্দে শব্দত্ব, স্পর্শে স্পর্শত্ব, ত্বগিন্দ্রিয়ে ত্বক্‌ত্ব ও রসে রসত্বরূপে বিরাজমান। তিনিই রসনেন্দ্রিয়স্বরূপে রসনায় এবং রূপস্বরূপে রূপে দৃষ্ট হন। তিনিই দৃগিন্দ্রিয়-স্বরূপে নেত্রে ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে নাসিকায় বর্ত্তমান। তিনিই গন্ধের গন্ধত্ব, কায়ের কায়ত্ব, ভূমির ভূমিত্ব, জলের জলত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, তেজের তেজস্ত্ব ও বুদ্ধির বুদ্ধিত্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মনস্তারূপে মনে, অহঙ্কারতারূপে অহঙ্কারে, সংবিত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিতা-স্বরূপে সংবিদে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ও চিত্তে চিত্ততারূপে অধিষ্ঠান। ৭—১৩। তিনি বৃক্ষে বৃক্ষত্বরূপে, পটে পটত্বরূপে, ঘটে ঘটত্বরূপে ও বটবৃক্ষে বটত্বরূপে বর্ত্তমান। তিনিই স্থাবরের স্থাবরত্ব, জঙ্গমের জঙ্গমত্ব, পাষাণের পাষাণত্ব ও চেতনের অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ প্রাণীর চেতনত্ব। তিনিই অমরের অমরত্ব, নরের নরত্ব, তির্য্যগ্‌জাতির তির্য্যক্‌ত্ব অর্থাৎ পশুত্ব, ক্রিমিকীটাদির ক্রিমিত্ব। তাঁহার যুগসংবৎ-সরাদিভেদরূপে কালক্রমে কালস্বরূপে অস্থিতি এবং ঋতুতে ঋতুস্বরূপে, ত্রুটি ক্ষণ ও নিমেষাদিতে তৎস্বরূপে অর্থাৎ ত্রুটিত্বাদি রূপে সেই বিভুর স্থিতি জানিবে। তিনিই শুক্লবর্ণে শুক্লতা এবং তিনিই কৃষ্ণবর্ণে কৃষ্ণতা, ও ক্রিয়ায় স্পন্দ ও নিয়তির নিয়ম নিয়তিত্ব। সেই পরমেশ্বরই স্থিতিতে স্থিতিরূপে, নাশে নাশরূপে ও উৎপত্তিতে উৎপত্তিরূপ বিরাজকরিতেছেন। তিনিই বাল্য-কালে বাল্যভাবে, যৌবনে যুবভাবে, জরায় জরভাবে ও মৃত্যু-সময়ে মৃত্যুরূপে অর্থাৎ মৃত্যুর মৃত্যুত্ব হইয়া ব্যাপিত আছেন। ১৪—২০। কোন পদার্থ ই সেই পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বা বিরহিত নহে, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গবীচ্যাদির সহিত জলের কোন ভেদ নাই, তরঙ্গবীচ্যাদি সমস্তই সেই জলসামান্য। তদ্রূপ সেই পরমেশ্বরই সকল পদার্থ, তাঁহা হইতে পদার্থের কোন ভেদ নাই। এই সকল নানাত্ববৈচিত্র্য মিথ্যা। শিশু যেমন মিথ্যা বেতালের কল্পনা করে, সেই সত্যস্বরূপই আত্মচিৎস্বভাবে এই মিথ্যাকল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন। হে মহাত্মন্! সেই সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন অহং-স্বরূপ-কর্ত্তৃকই এই জগৎকল্পনার বিধান, ঐ অহংস্বরূপ-কর্ত্তৃকই এই বিশ্ব-সংসার বিবিধ বিলাসে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলই অহংস্বরূপের বিভূতি, অহং ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই, এইরূপ স্থির করত শান্তমতি হইয়া স্বীয় মহিমায় সুখে অবস্থান কর। ২১—২৪।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—এই গৃহ নগরমণ্ডলাদি সমস্ত জগৎ সেই ব্রহ্মের স্বপ্নসদৃশ ভ্রান্তিকল্পিত বিভূতিমাত্র, অতএব অসত্য অর্থাৎ মিথ্যামাত্র অস্তিত্ববিহীন। ইহা অস্মৎসদৃশ মর্ত্ত্যের ন্যায় দেহপরি-গ্রহকারী ব্রহ্মাদিরই দৃষ্টিতে বা কেন এই জগৎ স্বপ্নবৎ ভ্রান্তিমাত্র

প্রতীতি হয়, আর আমাদের দৃষ্টিতেই বা কেন স্বপ্নতুল্য বোধ না হইয়া সত্য বলিয়া দৃঢ়তর প্রত্যয় হইয়া থাকে? আমাদেরই যে দীর্ঘকাল অনুবৃত্তি দেখিয়া সত্যতাপ্রতীতি হইবার সম্ভব, ইহাও হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মাদি মর্ত্ত্য অপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ, তাঁহাদেরই অধিকতর সত্যতা প্রতীতিতে দৃঢ়তা সম্ভব, অতএব হে মুনিবর! ইহার কারণ কি বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, দেখ, যে অনুবৃত্তি অর্থাৎ সংস্কারপরম্পরা অবাধে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সত্যতা দৃঢ়তার প্রতি হেতু, আর যাহার মধ্যে প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে তাহা নহে। যখন ঐ পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা পূর্ব্বে উপাসকাবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হওয়ায় তদীয় আত্মকৃত পূর্ব্বতন সৃষ্টি আমাদিগের অনুভূত সৃষ্টির ন্যায় সমস্ত প্রাণিরূপ জীবপ্রতিভাসাত্মা সত্যরূপে প্রতীত হইত, এখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশে আর তাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় না। যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান, সে পর্য্যন্তই চিতি সর্ব্বব্যাপিনী বলিয়া সকলই জীবাত্মক হয় এবং সর্ব্বত্রই সংসার সত্যস্বরূপে প্রতিভাত হয়। ঐ সংসার সম্যক্ দর্শনবিরোধি অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন, সম্যক্ দর্শন ঘটিলে উহার নাশ ঘটে। অর্থাৎ উহার অস্তিত্বের লোপ হইয়া মিথ্যাস্বরূপে পরিণত হয়। ১—৪। অতএব ঐ পদ্মযোনি প্রজাপতির যে এই প্রপঞ্চপ্রতিভাস তদীয় তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হইয়া স্বপ্নস্বরূপ ক্ষণনশ্বররূপে উপস্থিত হয়, তাহা অজ্ঞ অস্মদাদিতে অহংতাপ্রতীতির সহিত মিলিত হইয়া দৃঢ় হইয়া পড়ে অর্থাৎ এই জীবকুলকে সত্য ভাবিয়াই স্বপ্নবৎ অস্তিত্ববিহীন সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকাশ করিয়াও তাহাতে তাঁহার সত্যতাপ্রতীতি বদ্ধমূল হয়। প্রজাপতিগণও যে স্বকল্পিত প্রপঞ্চের তত্ত্ববোধে ক্ষিপ্রবিনাশিতা বুঝিতে পারেন না, তাহার প্রতি ভোজকাদৃষ্টই কারণ অর্থাৎ অদৃষ্টই সেই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। দেখ, যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নভোগপ্রদ কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধশক্তি হইয়াই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অলীকতা ও আশু তদ্বিনাশিতা উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ সমষ্টিস্বপ্নস্বরূপ এই জগতেও প্রজাপতিগণের নশ্বরতাজ্ঞানে প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইয়া থাকে। (সেই প্রতিবন্ধক ঐ পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্ট জানিবে)। হে রাম! যেমন সাধারণ সুপ্তব্যক্তির স্বপ্নে যাহা প্রতিভাস হয়, তাহা অস্মদাদি সর্ব্বজীব জগৎস্বরূপেই হইয়া থাকে, (অর্থাৎ স্বপ্নে জীব ও জগৎ প্রতীতি হয়) এবং তাহার আদি-অন্তবর্জ্জিত প্রবাহ চলিতে থাকে, ব্রহ্মারও যাহা স্বপ্নে প্রতিভাস বলিলাম, তাহাও এই জীব জগৎস্বরূপেই প্রতিভাস জানিবে এবং তাহার প্রবাহ অনাদি ও অনন্ত। দেখ, বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া তাহা হইতে ফল ও তাহা হইতেই বীজ হইয়া ক্রমাগত বীজ ফল হইতেছে, এইরূপে বীজই যেরূপ তজ্জন্য বৃক্ষের ফলরূপে পরিণত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তদ্রূপ এই স্বপ্ন পুরুষ হইতেই স্বপ্নপুরুষ হইতেছে, যে দ্রষ্টা স্বপ্নে পুরুষাকৃতি দেখিতেছে, ঐ দ্রষ্টা দৃশ্য উভয়ই স্বপ্ন; কেহই পৃথক্ নহে। ৫—৮। যাহার সত্যতা নাই, তৎকর্ত্তৃক সাধিত অসত্যই হইবে। সুতরাং জন্মান্তর স্বর্গনরকাদি অর্থক্রিয়াসাধনে সমর্থ হইলেও ঐ সমস্ত অসত্যে সত্যতা ভাবনা সঙ্গত নহে। অতএব এই সমস্ত স্বপ্নপুরুষসাধিত প্রপঞ্চে দৃঢ়তর সত্যতা প্রতীতি থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান থাকিলেও এ সমস্ত যে কিছুই নহে, ইহা ধারণা করিয়া সকল প্রপঞ্চই পরিহার করিবে অর্থাৎ কিছুই কিছুই নহে, ইহা স্থির ধারণা করিবে। আরও দেখ, যেমন অস্মদাদি সাধারণের স্বপ্নে যাহা সৃষ্টি-আদির প্রতিভাস হয়, তাহা তখন সত্য বলিয়াই বোধ হয় এবং তাহাতে তৎকালে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, কিছুতেই তখন তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপই এই জগৎপ্রপঞ্চে সত্যতাবুদ্ধি জানিবে, বাস্তবিক ইহা ঐ স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা মাত্র। আর এই যে বর্ষাকালীন জলপ্রবাহের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রজাপতিসৃষ্টির দীর্ঘকালস্থায়িতা, বাস্তবিক তাহাও অস্মদাদির স্বপ্নের ন্যায় নিমেষমাত্রে উৎপন্ন জানিবে। অতএব ব্রহ্মা নিমেষমাত্রেই কল্পাদিকল্পনা করিয়া থাকেন এবং যেমন ঐ সৃষ্টিনামক সামান্য স্বপ্নমাত্রে প্রজাপতির দীর্ঘপ্রপঞ্চতা প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান, সেইরূপ আমাদিগেরও প্রত্যেকের স্বপ্নে দীর্ঘপ্রপঞ্চতার প্রতীতি হইয়া থাকে। জল যেমন দ্রবত্বপ্রযুক্তই আবর্ত্তবিবর্ত্তাদি আকারে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ এই সৃষ্টিপরম্পরাদি দৃশ্যের যাহা প্রকাশ তাহা সেই চিত্তত্ত্বের অস্তিত্ব প্রযুক্তই জানিবে এবং সেই চিত্তত্ত্ব জ্ঞানেই ইহার মিথ্যাত্বও উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব যখন এই সৃষ্টি-লক্ষ্মী স্বপ্নস্বরূপই হইল, বাস্তবিক ইহার সত্যতা নাই, তখন সৃষ্টি-আদিসমবেত প্রাজাপত্য পদ বিলীনই জানিবে, অর্থাৎ ইহা যে অত্যন্ত অসৎ, তাহা সম্ভবপরই ঘটে এবং বেদে যাহা কথিত আছে যে, "ইহার নিরোধও নাই, উৎপত্তিও নাই, মুক্তও নহে, মুমুক্ষুও নহে ও ইহারও নিরোধ নাই, ইহাই পরমার্থ সার" ইত্যাদিও সম্ভবপর। অতএব যাহা যেরূপে ও যাদৃশ দৃষ্ট হয়, তাহা সেই ভাবেই বর্ত্তমান, ইহাই স্বপ্নবিভ্রমের রীতি, এ বিষয়ে ইহা অসৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা হইয়াও কি করিয়া ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে, এ সকল প্রশ্ন বা বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। আরও দেখ, অজ্ঞানের অঘটনকারিণী শক্তি আছে, কারণ ভ্রমে যাহা হয় না, তাহা জগতেই নাই, ভ্রমবশতঃই এই ত্রিজগতে বিচিত্র বিচিত্র বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, ভ্রমবশতঃ অসম্ভবও সম্ভবপর হইয়া থাকে, দেখ, জলমধ্যেও অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ সমুদ্রে বাড়বানল। ৯—১৭। শূন্যেও নগর দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ ঐ সমস্ত বিমানচারিদেবতাদির স্বর্গাদি লোক। শিলাতেও পদ্মের উদ্ভব হইয়া থাকে; তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন ঐ দেখ, মৃত্তিকাসম্পর্কশূন্য হিমালয় (আদি) পর্ব্বতেও বৃক্ষরাজি। একস্থলেই সকল পুণ্যফলস্বরূপ অভিলষিত বস্তু, ব্যবহার যোগ্যদ্রব্য এবং পুষ্পসকল (পুষ্পশ্রেণীতে পাঠান্তরে) বিরাজমান, কল্পতরুই তাহার প্রমাণ। শিলাও বৃক্ষের ন্যায় ফলদান করে, চিন্তামণিই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। শিলার মধ্যেও প্রাণিগণের অবস্থিতি, দেখ, শিলার মধ্যেও ভেক অবস্থিতি করে। প্রস্তর হইতেও জল নির্গত হয়, চন্দ্রকান্তমণিই তাহার উদাহরণ। নিমেষমাত্রেই ঘট পট হইয়া যায়, স্বপ্নজ্ঞানেই তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অসত্যেরও সত্যজ্ঞান হয়, দেখ, লোকে স্বপ্নে নিজ মরণ নিজেই অনুভব করিতে থাকে। আকাশে অকস্মাৎ জলের অবস্থিতি দেখা যায়, ভূর্তগণের অন্তরস্থ জলই নিদর্শন। বিতানের (চাঁদোয়ার) ন্যায় আকাশে জল অবস্থান করে, স্বর্ণদী গঙ্গাই তাহার উদাহরণ। স্থূলশিলাও উড্ডীন হয়, পক্ষধারী পর্ব্বতগণই তাহার প্রমাপক। শিলার মধ্য হইতে যাহা ইচ্ছা তাহা পাওয়া যায়, চিন্তামণিতেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। ১৮—২৩। যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই উৎপন্ন হইবে, সুরোদ্যানে কল্পতরুসমীপেই তাহার দৃষ্টান্ত। আবার হে রাঘব! চিন্তা করিলে উৎপন্ন হইবে না, যেমন দেখ মোক্ষাদি, (তুমি, মোক্ষ উৎপন্ন

হউক, ব্রহ্ম বিনষ্ট (অর্থাৎ অলীক) হউক, এই নিখিল প্রপঞ্চ সত্য হউক, নিয়তির লোপ হউক, বেদ অপ্রমাণ হউক, ইহা নিরন্তর চিন্তা কর, তথাপি তাহার ফল হইবে না)। অচেতনও কার্য্য করে, যন্ত্রের পুরুষ দেখিলেই তাহা বুঝিবে। এইরূপ এবং অন্যান্যও অসম্ভব বিচিত্র সংঘটন শম্বর (ইন্দ্রজাল) গন্ধর্ব্ববিদ্যাদি মায়া বিলাসের দ্বারাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ (অর্থাৎ দূরত্বাদিতে যে চন্দ্রের প্রাদেশিকত্বাদি দৃষ্ট হয়) কালজ (অর্থাৎ ঔৎপাতিক আকাশস্থ কবন্ধাদি) ক্রিয়াজ (অর্থাৎ মন্ত্রপ্রয়োগাদিসম্ভূত) দ্রব্যজ (অর্থাৎ ঔষধাদিজনিত) রত্নজ (অর্থাৎ রত্নের অসাধারণ শক্তি হইতে প্রকাশমান) সঙ্করণীয়জ (অর্থাৎ পিশাচাবেশ প্রভৃতি দ্বারা) যে অনন্ত বিচিত্র বিচিত্র আরম্ভবিভ্রম দৃষ্ট হয়, তাহাই গন্ধর্ব্বজনিত এবং সে সমস্ত বোধ হয় যেন সত্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অসম্ভব ও সম্ভব হইয়াছে, দেখ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাশ অসম্ভব হইলেও অবশ্যম্ভাবী বোধ হইয়া সম্ভব হইতেছে, আর সম্ভবপরও এই জগৎসৃষ্ট্যাদিরূপ স্বপ্নবিভ্রমের প্রলয়ে ও তত্ত্বজ্ঞানে অসম্ভব প্রতীত হওয়ায় তৎস্বরূপেরও নিবৃত্তি হইতেছে। ব্রহ্মস্বরূপে দেখিলে অসত্য কিছুই নাই আর জগৎস্বরূপে দেখিলে সত্য কিছুই নাই। অতএব এই সৃষ্টিস্বপ্নে সর্ব্বত্র সকলই সম্ভব ও সকলই দেখিয়া থাকে, সকলের দ্বারাই হইতেছে। স্বপ্নে বুদ্ধিমগ্ন হইলে যেমন সকল স্বপ্নদৃষ্টই স্থির বলিয়া বোধ হয়, এই সৃষ্টিস্বপ্নে যাহার বুদ্ধি মগ্ন, সেও সমস্ত স্থির যথার্থস্বরূপে দেখিয়া থাকে। জীব ভ্রমের ভ্রমাক্রান্ত হইতেছে, স্বপ্নেরই পর স্বপ্নে অভিভূত হইতেছে এবং তাহাতেই স্থিরপ্রত্যয় অবলম্বন করিতেছে, এইরূপেই জীব বিমুগ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান জানিবে। যেমন মুগ্ধমৃগ গর্ত্তমধ্যে পতনরূপ স্বীয় দোষনিবন্ধনই এক গর্ত্ত হইতে অন্য গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ এই সংসারগর্ত্তে পাতনসাধন বিষয়রাগাদিমোহে আচ্ছন্ন জীবকুলও পাতিত্য বলিয়া সমান (অর্থাৎ মৃগের গর্ত্তে যেরূপ পতন হয়, জীবের এই সংসার-গর্ত্তে বা দেহরূপ গর্ত্তেও তদ্রূপ আত্মপতন হইয়া থাকে); অতএব একধর্ম্মাক্রান্ত দেহাদিবিবরে প্রবেশভ্রমরূপ মোহে আচ্ছন্ন হইতেছে ও হইয়া থাকে। ২৪—৩১।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! এ বিষয়ে তোমাকে এক উদাহরণপূর্ব্বক পুরাবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর, যাহা কোন এক মননশালী ভিক্ষুর ঘটিয়াছিল। কোন এক শমদমবৈরাগ্যাদিসম্পন্ন পরিব্রাজক ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই সমাধি অভ্যাস করিতেন এবং নিয়তকাল স্বকীয় আশ্রমোচিত শ্রবণাদি ব্যবহারপ্রসঙ্গেই সমস্ত দিন যাপন করিতেন। সমাধির (১) অভ্যাসবশে তদীয় চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া পূর্ব্ববাসনাত্যাগক্ষম হয়, এবং জল যেরূপ তরঙ্গাকার ধারণ করে, তৎকালে তদীয় সেই বিশুদ্ধ চিত্ত যাহার চিন্তা করিত, শীঘ্রই তদ্ভাব প্রাপ্ত হইত। অর্থাৎ তদাকারে পরিণত হইত। একদা তিনি সমাধিবিরত হইয়া একাগ্রচিত্তে স্বাসনে আসীন হইয়া স্বীয় ক্রিয়াক্রম চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনো স্বতই এই প্রতিভা প্রকাশ পায় যে, "আমিই লীলাক্রমে শাস্ত্রজ্ঞানহীন সামান্য ব্যক্তিদের কার্য্যানুসরণ ভাবনা করিয়া থাকি," এই প্রকার চিন্তানন্তর তাঁহার অন্তঃকরণ জলের আবর্ত্তন করিলে পূর্ব্ব প্রবাহস্পন্দন ও স্থিরতা পরিত্যাগ করিয়া জল যেমন আকারান্তর অর্থাৎ আবর্ত্তস্বরূপ ধারণ করে, তদ্রূপ পামর পুরুষান্তররূপ ধারণ করিল। তখন নিজ বাসনানুসারে আমি জীবট হইলাম, এইরূপ চিন্তায় জীবট নাম ধারণ করত তদীয় চিত্তরূপী নর কাকতালীয়বৎ অবস্থিতি করিতে লাগিল। ১—৭। সেই জীবটরূপী সেই স্বপ্নকল্পিত পুরুষও স্বপ্নযোগে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পুরবীথী কল্পনা করত সেই পুরোমধ্যে অবস্থিতি করত বিহার করিতে লাগিলেন। ভ্রমর যেমন পদ্মমধুপানে মত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই নগরে অবস্থিতি করত মনের সুখে পানীয়পানে মত্ত হইয়া গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত থাকিলেন। মন যেমন এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে, তাহার ন্যায় সেই পুরুষ স্বপ্নে নিজের বেদাদিপাঠে ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে পরিতুষ্ট বিপ্রভাব দেখিতে পাইলেন অর্থাৎ স্বপ্নে বিপ্রত্ব লাভ করিলেন। কোন দিন সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ দৈনিক পূজাহ্নিকাদি কার্য্যানুষ্ঠানে পরিশ্রান্ত হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও সমস্ত ব্যবহার সংস্কারস্বরূপে অন্তর্লীন হওয়াতে বৃক্ষবীজের অভ্যন্তরে যেমন ভাবী শাখাপল্লবাদি নিহিত থাকে, সেই বীজের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া নিদ্রিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে নিজের আত্মা সামন্তরূপ ধারণ করিয়াছে দেখিলেন, সেই সামন্ত আবার কোন দিন আহারাদি সমাপনান্তে গাঢ় নিদ্রামগ্ন হইয়া দেখিলেন, তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ ঘটিয়াছে। পুষ্পবেষ্টিত লতার ন্যায় তিনি তখন চারিদিকে বিবিধ ভোগবেষ্টিত রহিয়াছেন। সেই সার্ব্বভৌম সম্রাট্ আবার কোন দিন সূর্য্য অস্তগত হইলে সুস্থচিত্তে নিদ্রিত হইলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বতন স্ত্রীতে আসক্তিরূপ আচার ফলোন্মুখ হওয়ায় স্বপ্নে দেখিলেন, যেমন বৃক্ষাদি কার্য্য কারণবীজে অবস্থিত থাকে, তাহার ন্যায় স্বীয় দেহে অনিন্দনীয় সুররমণীস্বরূপ রহিয়াছে। এবং বৃক্ষান্তর্গত রস যেমন মঞ্জরীস্বরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ স্বীয় আত্মা ত সেই সুরস্ত্রীমূর্ত্তিতে উদিত হইয়াছে। পরে সেই সুররমণীমূর্ত্তি রতিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া গাঢ়নিদ্রার আশ্রয় করিবামাত্রই দেখিল, যেমন জলের সাম্যাবস্থা আবর্ত্তাকার ধারণ করে, তদ্রূপ সেই রমণীর মৃগীনয়ন সৌন্দর্য্যবাসনানিবন্ধন মৃগীরূপ ধারণ হইয়াছে। মৃগীর অতিশয় লতাভক্ষণে লালসা ছিল, সুতরাং সেই চঞ্চলনয়না মৃগীও কোন সময়ে গভীর নিদ্রাকৃষ্ট হইয়া তদবস্থায় দেখিল, নিজ অভ্যাসানুসারে আত্মাতে বল্লীরূপ রহিয়াছে। চিত্তস্বভাবনিবন্ধন পশুরও স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে, যাহা দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, চিত্ত তাহার স্মরণ করিয়া থাকে, কোন মতে চিত্তের স্মরণের নাশ হয় না। অতএব চিত্ত যখন দৃষ্ট বা শ্রুত বস্তুর সংস্কার ধারণ করে, তখন সংস্কার হইলে যেরূপ তাহার স্মৃতি হয়, স্বপ্নও তদ্রূপ হইয়া থাকে, ইহার কোনরূপে প্রতিবন্ধক হয় না। ৮—১৮। সেই মৃগী লতাপল্লবে আসক্তিবশতঃ তৎক্ষণাৎ এক পুষ্পফলপল্লবশালিনী বনদেবীদিগের বিপিনমধ্যবর্ত্তী প্রসিদ্ধ লতাগৃহের

(১) চিত্তের ধ্যেয় বস্তুর আকারে বৃত্তা তদাকারাকারিতা ও পূর্ব্বস্বরূপ শূন্যতাসম্পাদনই সমাধি

ন্যায় শোভমানা লতার রূপ ধারণ করিল। সেই লতা অন্তঃস্থিত সাক্ষিচৈতন্য দ্বারা নিদ্রা জড়তা সুষুপ্তি অনুভব করিয়া, বীজান্তর্গত অঙ্কুর যেমন অপ্রকাশভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ স্বপ্নোন্মুখী বুদ্ধি দ্বারা অন্তরে স্ফুটতর (ভ্রমর কর্তৃক) আচ্ছন্ন দেখিতে পাইল। তাহাতে ভ্রমরাকারে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়াতে সেই উদ্বুদ্ধ-সংস্কার বুদ্ধি দ্বারা স্বপ্নযোগে সুষুপ্তস্থ আত্মার ভ্রমরাকারে পরিণতি দেখিতে পাইল। অনন্তর সেই লতা ভ্রমরাকার ধারণ করিয়া বনলতাসমূহে এবং প্রফুল্ল কমলিনীতে উপবিষ্ট হইয়া নায়ক যেরূপ যুবতীতে আসক্ত হইয়া বিহার করে, তদ্রূপ বিহার করিতে লাগিল। ১৯—২২। সেই ভ্রমর মুক্তালতার ন্যায় শোভমান কল্পিত পুষ্পসমূহে বিচরণ করিতে করিতে প্রিয়া-বিম্বাধর সদৃশ সুস্বাদু সুরস পুষ্পমকরন্দ পান করিতে লাগিল, এবং একদিন অত্যন্ত আসক্ত হইয়া সেই মৃণালিনীর মৃণাল সংলগ্ন হইল। জড়মতি হইলেও তাহার কখন কখন তাহাতে অতি সন্তোষ ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদা এক গজ সেই নলিনীকে চঞ্চল করিবার জন্য (মর্দ্দিত করিবার জন্য) আগত হয়। কারণ মনোহর বস্তু নষ্ট করিতে মূঢ়দিগের উদ্যম অধিক হইয়া থাকে, এই কারণেই সেই গজ সেই নলিনীকে মর্দ্দিত করে। ঐ ভ্রমর পদ্মের নালের সহিত সেই গজের দন্তমধ্যে নীত হইয়া ধান্যের ন্যায় পিষ্ট হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। তদবস্থায় ভ্রমর সেই মত্তমাতঙ্গ দর্শনপ্রযুক্ত তদাকার চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনাকে মত্ত হস্তি-রূপে দেখিতে পাইল। যেমন জীব শৃঙ্খলাদিবন্ধন অপেক্ষা কঠোরতর সংসারে নিপতিত হইয়া পরাধীনতাদুঃখ অনুভব করে, তদ্রূপ সেই গজও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পরাধীনতার ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে শুষ্কসাগরের ন্যায় গভীর (হস্তিপকনির্ম্মিত) খাতে নিপতিত হয়। সেই হস্তী মদবলে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা ইতস্ততঃ সদর্পে বিচরণ করিতে থাকে এবং রাজার প্রবল শত্রুবল নিধন করিয়া তাঁহার প্রিয় পাত্র হয়। বিবেকরূপী বায়ুর দ্বারা যেমন জীবোপাধি দেহাদ্যভিমান বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই হস্তী একদা নিশাযুদ্ধে দীর্ঘ খড়্গ ও নিস্ত্রিংশ (ত্রিংশৎ অঙ্গুলি অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমিত খড়্গাকার অস্ত্র ছুরিকা) দ্বারা ছিন্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ২৩—৩০। নিরন্তর নিজ গণ্ডে ভ্রমর সন্নিবেশ দেখিয়া আসিতেছে, সেই চির অভ্যাসনিবন্ধনও মৃত্যুকালে গজসমূহের কুম্ভ হইতে ভ্রমরগণকে উড্ডীন দেখিয়া তাহার ঐ ভ্রমরাভ্যাস সংস্কার উদ্বোধিত ও বদ্ধমূল হওয়ায় সেই গজ পুনরায় অলিরূপে পরিণত হয়। পূর্ব্ব বাসনার অনুবৃত্তিনিবন্ধনক্রমে বনলতাদিগের সেবা করিয়া পুনরায় সে পদ্মিনীপার্শ্বে উপনীত হয়। অজ্ঞানীর পক্ষে বাসনায় কলত্যাস করা কঠিন হইয়া থাকে। সেই অলিভাবেও সে পুনরায় হস্তিপদতলে নিপতিত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়, তৎকালে পার্শ্ববর্ত্তী হংসসন্দর্শনে তদুদ্বোধিত বাসনায় কলহংসাকারে পরিণত হয়। সেই কলহংস বহুকাল যোনিপরম্পরায় লুণ্ঠন করিতে করিতে পঞ্চাশীতি (পঁচাশী) জন্ম ভ্রমণ করে, অনন্তর সে পুনরায় ঐ হংসযোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য হংসগণসহ বিচরণ করিতে থাকে। পরে সেই হংস গোষ্ঠিতে ব্রহ্মার হংসের গুণ আকারাদি বর্ণনাশ্রবণে তাহার সেই শ্রুতশব্দ ও তদর্থ সমবেত ব্রহ্মহংসসংবিৎ অর্থাৎ এবম্ভূত "ব্রহ্মহংস" ইত্যাদি বর্ণনাশ্রবণজন্য জ্ঞানে তাহার হৃদয় (অর্থাৎ সেই হংসজন্মে সেই ভিক্ষুর মনে) আমিও ব্রহ্মার হংস হইব, এই বাসনা অন্ন হইলেও পূর্ব্ববর্ণিত ময়ূরের অণ্ডরসে ময়ূরাকৃতির ন্যায় ঘনীভূত হইল, তখন সেই হংসমনে সেই চিন্তা পুনঃপুনঃ আন্দোলিত করিয়া সংস্কার বদ্ধমূল হইলে ব্যাধিরূপ ঘুণক্ষত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, সেই বাসনার অনুশীলনে সংস্কার বদ্ধমূল থাকায় পূর্ব্ব ভাবনাবশে ব্রহ্মার বাহন হংসস্বরূপে সমুৎপন্ন হইয়া সেই জন্মে ব্রহ্মলোকে প্রগাঢ় বিবেক ব্রহ্মার উপদিষ্ট বিবেকবৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানাদির সাহায্যে প্রবোধসঞ্চার ও লৌকিক ভোগ্যবস্তু-নিচয়ে সারবত্তা বুদ্ধিসহকারে লৌকিক দৃষ্টি বিগলিত হইলে জীব-মুক্তি লাভ করিলেন, এইরূপ জীবদ্দশাই যদি সেই হংসরূপধারী ভিক্ষুর নিরতিশয় আনন্দময় মোক্ষসুখলাভ ঘটিল, তখন দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিতি যুগের অবসানে ব্রহ্মার সহিত বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া তাহার কি অধিক লাভ হইবে কিংবা সাধিত হইবে? কারণ তাহার যাহা লাভ ঘটিয়াছে, তদতিরিক্ত পুরুষার্থ কিছুই নাই। ৩১—৩৭।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

মুনিবর বশিষ্ঠ কহিলেন,—কোন সময় সেই হংস কমলাসন ব্রহ্মার 'আসন-নলিনীনালে' ক্রীড়ালাভবলে অর্থাৎ ব্রহ্মসামীপ্য মুক্তিপদ প্রাপ্তিবলে ব্রহ্মার সহিত রুদ্রপুরে গমন করিয়া রুদ্রকে দেখিতে পাইলেন। তথায় দেবদেব রুদ্রের জ্ঞান-যোগ ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বগুণোৎকর্ষদর্শনে সেই হংসের "আমিই রুদ্র" এই তন্ময় ভাব উপস্থিত হয়। 'আমিই রুদ্র হইব' এই প্রকার তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা দাঁড়ায়। জীবন্মুক্ত সেই হংসের রুদ্রত্বস্পৃহা ও তদ্ভাবনাভ্যাসে দেহত্যাগপূর্ব্বক রুদ্রশরীর ধারণ কিরূপে সম্ভব? এ আশঙ্কা মনে করিও না, যেমন আদর্শে বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় তদ্রূপ রুদ্রের প্রতিবিম্ব তদীয় দেহে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল (অর্থাৎ তাঁহার সারূপ্য মুক্তি হইয়াছিল জানিবে), আর ইহা জন্মান্তরও নহে, কিন্তু প্রারব্ধ শেষোপনীত ইচ্ছায় যোগীর ন্যায় মানসদেহকল্পনা দ্বারা পূর্ব্বদেহ ত্যাগমাত্র জানিবে। গন্ধ যেমন বায়ুর অনুগমন করে, কিংবা পুষ্প যেমন স্তবকাকার পরিগ্রহ করে, তাহার ন্যায় ঐ হংস রুদ্রভূত শরীর ধারণ করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিল। সেই হংস রুদ্রগণকোটির মধ্যে প্রধান গাণপত্য পদবীতে আরূঢ় হইয়া সেই সেই প্রসিদ্ধ শিবপুরোচিত আচার অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রভবনে যথাসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। হংসের ঐ সারূপ্যমুক্তিতে রুদ্রধর্ম্ম জগৎ-সংহারাদির অভাব হইলেও সেই রুদ্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদি লাভে রুদ্রসাম্য ঘটে, সুতরাং সেই হংসরুদ্র সর্ব্বোত্তম জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যবিলাসে প্রসিদ্ধ রুদ্রসাম্য লাভ করিয়া সেই রুদ্রবুদ্ধি-প্রভাবে স্বকীয় পূর্ব্ব-জন্মসম্বন্ধীয় অশেষ বৃত্তান্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। মায়াদি আবরণবিরহিত বিজ্ঞানবপুঃ সেই ভগবান্ রুদ্রদেব তৎকালে নির্জ্জনে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় অসংখ্য স্বপ্নকল্প জন্মবৃত্তান্তস্মরণে বিস্মিত হইয়া আপনাকে উদ্দেশ করিয়া আত্ম-মনে বলিতে লাগিলেন। ১—৬। অহো এই মায়া কি বিচিত্র! ইহার কি বিশ্ববিমোহিনী শক্তি! এই মায়া অসত্য হইয়াও মরুভূমিতে ভ্রান্তিজাত জলবৎ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

এখন আমার মনে পড়িল, আমি প্রথমে পারমার্থিক স্থিতিতে চিৎ-স্বরূপই ছিলাম, পরে ঐ মায়াবশে "আমি বহু হইব" এই ভাবিয়া চিত্তস্বরূপ লাভ করি। ঐ চিত্তস্বরূপ লাভেই আমার সর্গসঙ্কল্প-বৃত্তি প্রাপ্ত হই, আমার ইহাও এখন স্মরণ হইতেছে। তাহার পর সেই সঙ্কল্প নিবন্ধনেই আমি সর্ব্বসম্পন্ন হইয়া চিদংশে সর্ব্বজ্ঞ ও জড়াংশে গগনাদিবিভাগে বিভক্ত হইয়াছি। অনন্তর যদৃচ্ছা-ক্রমে ব্যষ্টিসমষ্টি সূক্ষ্ম স্থূল দেহে চিদাভাস স্বরূপে প্রবেশ করিয়া স্থূলভূতপঞ্চকে ও সূক্ষ্ম তন্মাত্রে নির্ম্মিত দেহে তাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাস ও বাসনা বৈচিত্র্য দ্বারা চিত্রপটের ন্যায় রঞ্জিত হইয়া জীবরূপে পরিণত হই। এবং সেই জীব অনাদি কাল হইতে জন্মপরম্পরা অনুভব করিয়া কোন সৃষ্টিতে স্বীয় বৈরাগ্য সমাধিনৈপুণ্য বিষয়ে অক্ষুণ্ণমতি ভিক্ষুস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হই। ৭—৯। সেই ভিক্ষু পদ্মাসনাদি দ্বারা দেহস্থির ও হস্তপদাদি প্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতির রোধ করিয়া আমার ইহাই ইষ্ট ও মনোহর বিবেচনায় যে বাহ্যিক দেবতায় মানসপূজাদি লীলার স্বেচ্ছাক্রমে ও সকামভাবে স্থিরতা-সম্পাদনে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার অভাববশতঃই সেই ভিক্ষু অন্য মননাদি (ধারণাদি) ভাব বিস্মৃত হইয়াও পরিত্যাগ করিয়া সেই সকাম বাহ্যিক মানসপূজাদিই নিরন্তর অনুভব করিতে লাগিল। তাহার কারণ চিত্তে যখন যে চমৎকৃতি (অর্থাৎভাববৈচিত্র্য রূপ সঙ্কল্প) বদ্ধমূল হয় তাহারই তখন অধিক প্রাদুর্ভাব, তাহাতে পূর্ব্বভাবেরও অভাব ঘটে, আর তাহার প্রভাব থাকে না। দেখ, বসন্তকালে লতা যে রসপানে হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত হইয়া চমৎকার শোভা ধারণ করে আর নিদাঘে সেই লতারই সেই পূর্ব্বরস শুষ্ক হইয়া যায়, লতার আর সেই হরিদ্বর্ণচমৎকারিতা থাকে না, সেই বাসন্তী পরিপূর্ণা মনোহারিণী লতা তখন শুষ্ক হইয়া জীর্ণভাব ধারণ করে। বিবরাভ্যন্তরে যেমন পিপীলিকাগণ ভ্রমণ করে, সেই ভিক্ষুও মনে মনে বাসনা বদ্ধমূল হইয়া পরিণতাবস্থায় উপনীত হওয়ায় (১) জীবটরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই জীবট দ্বিজের প্রতি ভক্তিমান্ ছিল বলিয়া আপনাকে দ্বিজরূপপ্রাপ্ত অবলোকন করে। কারণ ভাব অর্থাৎ যাহা উদ্ভূত আর অভাব অর্থাৎ যাহা অনুদ্ভূত এতদুভয়ের বৈপরীত্য ঘটিলে কার্য্যবিষয়ে বলবানেরই অর্থাৎ অভ্যাসপাটবাদি দ্বারা যাহার বলাধিক্য, তাহারই বল প্রকাশপূর্ব্বক প্রাদুর্ভাব আর অন্যের তিরোভাব দেখা যায়। সেই বিপ্র নিরন্তর সামন্তপ্রাপ্তি-কামনার চিন্তা করিত বলিয়া সেই চিন্তাবশে সামন্ত হইল। দেখ বৃক্ষ যে রস আকর্ষণ করে, তাহাই পরে ফলরূপে পরিণত হয়। রাজ্যের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করাতে পরে সে সার্ব্বভৌম নৃপতি হয়। অনন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত কামপ্রবৃত্তির অধীন হওয়াতে সেই রাজা আবার সুররমণীজন্মপরিগ্রহ করে। তৎপরে সেই সুররমণী অবস্থায় মৃগলোচনের সৌন্দর্য্য লালসানিবন্ধন-রঞ্জিত মৃগরূপে জন্ম-গ্রহণ করে। অহো জীবে বাসনার মোহ কেবল দুঃখেরই হেতু, হায়। সেই মৃগী মনে মনে লতাত্বরূপে বাসনা রাখায় অবশেষে লতারূপে পরিণতা হয়। লতার ছেদন অর্থাৎ ভ্রমর কর্ত্তৃক পুষ্প-দংশন অবস্থাভাবি-লতিকাও তাহা অনুভব করে। তখন সেই লতা অন্তরে জ্ঞান ছিল বলিয়া চিরাভ্যস্ত ভ্রমরস্বরূপ ভাবনায় তদাকারা-কারিতা হইয়া সেই ছিন্ন লতাদেহের সহিতই ভ্রমরস্বরূপে আপনাকে দেখিল। সেই ভ্রমর মাতঙ্গপদদলন অনুভব করিয়া পরে হস্তীর আকারে এবং পরে আবার অলি আকারে এইরূপে ক্রমশঃ ক্রমশঃ হংসযোনি অবধি নবতিযোনি পর্য্যন্ত বারংবার এই সংসারবিভ্রমে পতিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই ভিক্ষুই আমি, এই প্রকার স্বকীয় ভ্রমনিবন্ধন এই অসংখ্য সংসারব্যাপারে (সংসারবেগে) ভ্রমণ করিতে করিতে এক্ষণে তাহার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া রুদ্ররূপে অবস্থান করিতেছি। এই যে অসত্য হইলেও সত্যবৎ প্রতীয়মান বিবিধ বিচিত্র সংসার-বনস্থলী, ইহাতেই আমি কতবার না ভ্রমণ করিলাম। কোন সৃষ্টিতে জীবটরূপে, কোন সৃষ্টিতে বা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে ও কোন সৃষ্টিতে বা বসুধার অধিপতি হইয়া ভ্রমণ করিলাম। ১০—২৩। সেই আমিই কখন বা পদ্মবনে হংস হইয়া, কখন বা বিন্ধ্যকচ্ছে মত্ত করীন্দ্র হইয়া, কখন বা হরিণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এই দেহযন্ত্রে ও মনোযন্ত্রাদিতে এবংবিধ কত প্রকার দশাপন্ন হইয়াছি। সেই আদি-সৃষ্টিতে সেই চিদেক-রসস্বরূপ পরম পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তদবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এ সংসারে আমার কত অনন্ত বর্ষ-সহস্র, কত অনন্ত চতুর্যুগ, কতদিন, কত ঋতু ও কত লোক-চরিত্র যে অতীত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভিক্ষুক-যোনিতে তত্ত্বজ্ঞানী হইবার অনুরূপ উপায় শ্রবণমননাদি অভ্যাস বদ্ধমূল থাকিলেও প্রমাদবশতঃ তাহা উল্লঙ্ঘন করায় বারংবার যোনিপরম্পরা ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মহংসস্বরূপ লাভ করি, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মার হংস হই, তদবস্থায় রুদ্রসঙ্গমরূপ সাধুসঙ্গলাভ করিয়া সেই পূর্ব্ব-তন অভ্যাস এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। ২৪—২৭। জীব যে বিষয় দৃঢ় অভ্যাস করিবে, তাহা বাধা-বিঘ্ন কাটাইয়া উদিত হইবেই—এমন কি, মধ্যে জন্ম সহস্র হইয়া যাইলেও সেই পূর্ব্ব-অভ্যাস জীবকে অনুসরণ করিয়া থাকে (এবং তাহাই উদিত হইয়া পুরুষার্থ সাধন করে)। সাধুসঙ্গ ঘটিলে জীবের অশুভ চিন্তাভ্যাস নিবৃত্তি কাকতালীয়ন্যায়ে কদাচিৎ হইয়া থাকে *। বাসনাজালত্যাগাভিলাষী পুরুষের প্রাক্তন সদ্বাসনার অভ্যাস কালান্তরে সাধুসঙ্গে উদয়োন্মুখ হইলেও পুরুষের উদ্যম অপেক্ষা করে। বিনা পুরুষের চেষ্টায় কেবল সাধুসঙ্গ তাহার সম্পূর্ণ উদয় ঘটে না। কেবল যে অশুভবাসনার ন্যায় শুভ বাসনার অভ্যাস পূর্ব্বজন্ম সংস্কারে প্রকাশ পাইলে তাহার প্রভাবেই বিনা পুরুষকারে অশুভ বাসনার নিবৃত্তি হইবে, তাহা নহে। কারণ সেই পুরুষপ্রযত্ন যে সহসাই দুর্ব্বাসনাক্ষয় করিতে পারে না। বহু জন্মজন্মান্তরের পুরুষকারে সদ্বাসনার দৃঢ়তা হইলেই তবে সে দুর্ব্বাসনা নাশ করিতে সক্ষম হয়। দেখ, নিরন্তর অভ্যাসের এমনি গুণ যে, এ জন্মে ও জন্মজন্মান্তরে যাহা নিরন্তর অভ্যাস করা যায়, তাহা যদি জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থায় মিথ্যাও হয়, তাহা সত্যস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। তাহার নিদর্শন দেখ,—মিথ্যাভূত দেবতা

(১) জারঠবাসনঃ—বলিতে গেলে পুরাতন বাসনা অর্থাৎ অনাদি বাসনাও অর্থ হইতে পারে; তাহার কারণ শাস্ত্রীয় বাসনার শৈথিল্য হইলে সেই অনাদি যে অনর্থ বাসনা তাহারই প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী এই অর্থ টীকাসঙ্গত।

* অর্থান্তর, জীব যদি কাকতালীয় ন্যায় কদাচিৎ সাধুসঙ্গ লাভ করে, তাহা হইলে জীবের অশুভ চিন্তায় অভ্যাসনিবৃত্তি ঘটে। এরূপ অর্থ টীকাকারসঙ্গত নহে।

উপাসনাদি করিলেও জাগ্র -স্বপ্নাবস্থায় সত্যরূপে অনুভবযোগ্য দেবভাবাদি ফলপ্রদান করে; অতএব সেই পরমার্থ বস্তুতে যদি শ্রবণমননাদি প্রযত্ন করা যায়, তাহা যে প্রমাণগম্য পরমার্থ সত্য-স্বভাব লাভের উপযোগী হইবে, তাহাতে আর কি বক্তব্য ? যে ভাবনা দেবতাদিগের শরীরেও ভোগার্থ ক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে, (কিংবা) যে ভাবনা দেবতাশরীরলাভের ও সেই দেবশরীরের ভোগাদিক্রিয়ার সাধন, তাদৃশ অনাত্মবিষয়ক শাস্ত্রীয় ভাবনাও তাহা সুখদুঃখ উভয়ের অর্থাৎ দুঃখমিশ্রিত সুখের নিমিত্ত হইয়া উদিত হয়। সুতরাং তাদৃশ অনাত্মচিন্তারূপ সর্ব্বভাবনার উচ্ছেদই আত্যন্তিক অনর্থ জয়, আর অন্তরালে যে দেবত্বাদি প্রাপ্তি, তাহা জয় নহে। ২৮—৩২। অঙ্কুর যেমন অলীকবিস্তার সম্বলিত আপনার গুল্মভাব লাভ করে, অর্থাৎ অঙ্কুরের গুল্মভাব প্রাপ্তি যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ ঐ ভাবনাই নিজ আত্মাকে এই মিথ্যা দেহ-রূপে অবলোকন করে অর্থাৎ ভাবনাই দেহরূপে পরিণত হয়, বাস্তবিক দেহ কিছুই নহে, ভাবনামাত্র। ভাবনা (অনাত্মচিন্তা), যদি বিশেষরূপে সংলক্ষিত অর্থাৎ বিচারিত হয়, তাহা হইলে সংসারে কোন বস্তুই আর অবশিষ্ট থাকে না, অর্থাৎ সকল বস্তুরই অস্তিত্বের অভাব ঘটে, আর সেই ভাবনার উচ্ছেদও কষ্ট-সাধ্য বা সাধ্য নহে। কারণ ভাবনা স্বতঃই নিত্যোচ্ছিন্ন অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বই নাই, অতএব আমাদের সেই ভাবনাভ্রম না হয় না হউক, অথবা আমাদের এই আকাশবর্ণবৎ জগদাকার-ভ্রমের ক্ষালন জন্য তাহার অসংবেদনমাত্রই (তাহার জ্ঞানাভাব মাত্রই) বিশিষ্টরূপে হউক। আর জ্ঞানাভাব নাই হউক, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ইহাকে বাধিত করিতে পারিলে রজ্জুসর্পের ন্যায় ইহার কোন শক্তিই নাই। কারণ তত্ত্বজ্ঞানে বোধ হয়, এই অসন্ময়ী (মিথ্যা-ভূতা) অধিষ্ঠানস্বভাবস্বরূপা জগদাকারভাবনা কেবল কৌতুকের জন্যই প্রবর্ত্তিতা ও প্রাতিভাসিক সত্তায় বর্ত্তমানা। অতএব যাহা বিনোদের (কৌতুকের) জন্য বর্ত্তমান, তাহা আর কি করিবে ? সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান থাকিলে ইহা দ্বারা অণুমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অতএব যখন সমস্তই কৌতুকের জন্য, তখন আমিও কৌতু-কের নিমিত্ত উত্থিত হইয়া আমার সেই সমস্ত সংসার (অর্থাৎ স্বীয় বিবিধ যোনিস্বরূপ) অবলোকন করি অর্থাৎ তাহাতে প্রাদুর্ভূত হই এবং সেই সকল উপাধিকে সম্যক্ প্রবোধদান দ্বারা সেই সমস্ত উপাধি হইতে উদাসীন আত্মাকে পৃথক্ করত একীভূত করিয়া (একত্র সমাবেশিত করিয়া) স্বস্বরূপে অবস্থান করি (১)।৩৩—৩৭। ঐ হংসরুদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া যেখানে সেই ভিক্ষু সুপ্তাবস্থায় শবের ন্যায় নিপতিত ছিলেন, সেই সৃষ্টিব্যাপারে গমন করিলেন। তখন তিনি সেই ভিক্ষুকে জাগরিত করিয়া স্বীয় চিদংশভূত তদীয় চিত্তে স্বীয় অংশভূত চিদাভাসরূপ তত্ত্বজ্ঞ জীবের যোজনা করিলেন। তখন ভিক্ষু নিজের ভ্রম সমস্ত স্মরণ করিতে লাগিলেন জ্ঞানাবির্ভাবনিবন্ধন বিস্ময়ের আক্রমণ অতিক্রম করিলেও সেই ভিক্ষু আপনার অনেক জন্মজন্মান্তরসাধ্য রুদ্র জীবটাদি শরীর লাভ অল্পকালের মধ্যে হইতে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অনন্তর সেই রুদ্র ও ভিক্ষু উভয়ে উত্থিত হইয়া চিদাকাশের এক কোণস্থিত ব্রহ্মাণ্ডান্তরে গমন করিলেন। উভয়ে তথায় প্রবেশ করিয়া ভূর্লোকে উপনীত হইলেন এবং তদন্তর্গত জীবটাধিকৃত দ্বীপ-মণ্ডলান্তর্গত দেশ ও সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া করে অসিধারী সংজ্ঞাহীন নিদ্রিতাবস্থায় শবের ন্যায় নিপতিত জীবটকে দেখিতে পাইলেন। সেই জীবট সংসার প্রদেশের আপনাদিগের রুদ্রভিক্ষু-দেহ ও অভিপ্রায় (অর্থাৎ জীবট বোধনের অভিপ্রায়) ও কোটি সূর্য্য সমদ্যুতি প্রভাবও অন্তর্হিত করিয়া সেই জীবটকে প্রবোধিত করিলেন এবং তদীয় চিত্তে আপনাদের চিদাভাসলক্ষণ তত্ত্বজ্ঞ জীবরূপ চেতনার যোজনা করিলেন; তখন সেই অন্তরে একরূপ হইলেও বাহিরে তিনরূপে বর্ত্তমান থাকিলেন, তাঁহারা অন্তরে বোধশালী হইয়াও বাহিরে অজ্ঞানের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগি-লেন, তাঁহাদের বিস্ময়বিকারের লেশমাত্র না থাকিলেও বাহিরে বিস্ময়াপন্ন ভাব ধারণ করিয়া রহিলেন এবং ক্ষণকাল চিত্রপুত্ত-লিকার ন্যায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলেন। ৩৮—৪৫। অনন্তর তাঁহারা তিন জনে চিদাকাশে অধ্যস্ত জীবট-চিত্ত পরিণাম-ভূত চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণের শব্দে মুখরিত বিপ্রসংসারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা তথায় প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ সেই ভূর্লোকে সেই ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত-দ্বীপে উপনীত হইলেন। পরে মণ্ডলান্তর্গত দেশে ও সেই ব্রাহ্মণের বিষয়ে তদীয় গ্রামে এবং ক্রমশঃ সেই ব্রাহ্মণের আলয়ে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণ স্বীয় পোষ্যবর্গবেষ্টিত হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। তাঁহার ব্রাহ্মণী বহির্গত নিজ জীবনের ন্যায় প্রিয়তম পতির কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তদীয় চিত্তে চেতনার সঞ্চার করিলেন। তাহা দেখিয়া তত্রস্থ ব্যক্তিগণ সকলে অতিবিস্মিত হইল (১)। ৪৬—৪৯। অনন্তর তাঁহারা চিদাকাশে প্রকাশমান চিত্তাকারে বিবর্ত্তিত চিত্তির পরিণামস্বরূপ সামন্ত-সংসারে গমন করিলেন। সামন্ত সেই সংসার ভ্রমণের বিস্তীর্ণ প্রদেশে সুন্দরভাবে বিরাজিত, তাহার পর তাঁহারা সেই সামন্তা-ধিষ্ঠিত ভুবনে, ক্রমশঃ দ্বীপে ও তদীয় মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মত্ত সামন্ত পর্য্যঙ্কপঙ্কজে নিদ্রিত, তাহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। তদীয় দেহ হেমাঙ্গীললনার কুচকোটরে নিহিত রহিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন ভ্রমরীর সহিত ভ্রমর কমল-কোষে সুপ্ত রহিয়াছে। মঞ্জরী সমাকীর্ণ হইলে বৃক্ষের যেরূপ শোভা হয়, কিংবা প্রদীপমালার মধ্যবর্ত্তী চারিদিকে রত্নখচিত সুবর্ণের যেরূপ শোভা হয়, কান্তাকুল-বেষ্টিত সেই সামন্তেরও তাদৃশ শোভা হইয়াছে। ৫০—৫৫। তৎক্ষণাৎ সেই রুদ্র তদীয়চিত্তে চৈতন্য সংযোজিত করিলেন। তখন তাহারা তথায় অবস্থানকালে বহু হইলেও একভাব প্রাপ্ত হইলেন, এবং বাহিরে বিস্ময়াপন্ন হইলেও বিস্ময়বিরহিতাবস্থায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা আতিবাহিক শরীরে সেই চক্রবর্ত্তী রাজসংসারে উপস্থিত হইয়া সেই সম্রাটকেও প্রবুদ্ধ করিলেন, এইরূপে তাঁহারা আতিবাহিক শরীরে অন্যান্য সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিলেন এবং যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। তাঁহারা সকলেই

(১) পাঠক। যেমন আকাশ এক, কিন্তু পাঁচটী গৃহ করিলে সেই আকাশ পরিচ্ছন্ন হইয়া বিভিন্ন হয়, ঘর ভাঙ্গিলে সমস্ত আকাশই এক হইয়া যায়, এইরূপ এখানে পৃথক্ ও একীকরণ জানিবে।

(১) ইহার অন্য অর্থও হয়,—তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া বিস্ময়বিরহিত হইলেও বাহিরে বিস্মিত ভাব প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মহংসরূপ চিত্তপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে রুদ্রভাব প্রাপ্ত হইলেন এবং রুদ্রচিত্তচেত্যাংশ তাঁহাদিগের চিত্তে চৈতন্য সংক্রান্ত হওয়ায় ও জ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্নতা-প্রযুক্ত তাঁহাদের দেহসকল উত্তম রুদ্রশত মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। পরমেশ্বরের তাহাই স্বরূপ যে, তদীয় সংবিৎ (জ্ঞান) একই অথচ তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন ; তাঁহার রূপ একই অথচ তিনি নানারূপে প্রতিভাত। তাহাতেই সেই পরমেশ্বর রুদ্রদেহ এই সংবিৎ (জ্ঞান) সম্পন্ন থাকিলেন। এদিকে ভিন্ন ভিন্ন দেহে নানাবিধ ব্যাপার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং একরূপ হইয়াও নানারূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন, তাহাতেই শতরুদ্র মূর্ত্তি হইল। কিন্তু সেই শতরুদ্র মূর্ত্তি (মায়া) আবরণ শূন্য, চিন্ময়স্বরূপে বিরাজ করিতে থাকিলেন এবং ঐ প্রাতিভাসিক সংসারের আধার হইয়া সর্ব্বজগতের অন্তর্যামিস্বরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৫৪—৫৮। হে রাম! এইরূপ বহুতর শত শত রুদ্র বর্ত্তমান, ভিক্ষুরুদ্রকল্পিত শত জগতের মধ্যে তোমার আমার প্রতি অনুভূয়মান স্বরূপে বর্ত্তমান জগৎই একাদশ ভ্রমের রুদ্র জানিবে। জীবের এ ভিক্ষুর ন্যায় যে যে সংসার উৎপন্ন হয়, সেই সেই সংসারে অপ্রবুদ্ধ জীবগণ পরস্পর মিলন সন্দর্শনে অক্ষম হয়। আর যাঁহাদের মনে তত্ত্ববোধের উদয় হয়, তাঁহারাই সমুদ্রে তরঙ্গের একাকারবৎ সকল জীবের একাকারতা অনুভব করেন, অপ্রবুদ্ধ জীবগণ কেবল স্থূলমাত্রনিষ্ঠ অর্থাৎ জগতের স্থূলগ্রাহীমাত্র তাহাতেই তাহারা পরিতৃপ্ত, সুতরাং তাহারা লোষ্টখণ্ডের ন্যায় জড়বৎ বর্ত্তমান মাত্র। স্থূলতা দৃষ্টির অপগমেই মিলন যেমন দ্রবত্বনিবন্ধন তরঙ্গ ও সলিল পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রবুদ্ধ জীবসমূহও চৈতন্য শক্তিতেই পরস্পর মিলিত হইয়া সেই চৈতন্য শক্তির মিলন দেখিয়া থাকে। এই উদ্ভূত সংসারে যে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জীবরাশি দৃশ্যমান হইতেছে, ইহা বাস্তবিক অসত্য হইলেও চিৎসার ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্বপ্রযুক্ত সত্যবলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, অতএব জীব যখন সর্ব্বজীবের তত্ত্বভূত সেই ব্রহ্মের সহিত ঐক্যলাভ করিতে পারিবে, অর্থাৎ বুঝিবে ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সমস্তই তদীয় কল্পিত রূপ ও তাহাই জীবপদবাচ্য, তখন জীবের পরস্পর মিলন সঙ্ঘটন হইবে, তাহাই জীবের মিলন। যেমন ভূমির যেখানে যেখানে খনন করিবে, মৃত্তিকা অপসারিত করিলে সেইখানে সেইখানেই অবশেষে সর্ব্বব্যাপী আকাশই প্রকাশ পায়, সেইরূপ তত্ত্বদর্শনে যখন সমস্ত প্রপঞ্চ হইতে সত্যতারূপ মৃত্তিকা অপনীত করিবে তখন ঐ আকাশস্বরূপ সেই সর্ব্বব্যাপী চিদ্ব্রহ্মই পাইবে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না, সেই সকল মিথ্যা প্রপঞ্চ তখন সেই চিৎমাত্রেই অবশিষ্ট হইবে। যেমন এই বিভাগযুক্ত প্রপঞ্চে পঞ্চভূতের সত্তা অনুভব করিতেছ, সেইরূপ সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপে সেই চিদ্ব্রহ্মের সত্তাও বর্ত্তমান, ইহা অনুভব কর। ৫৯—৬৫। যেরূপ দেখ, কাষ্ঠে বা শিলাস্তম্ভে কোন পুরুষ হস্তিতুরগাদির প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপটঙ্ক অস্ত্রে খভ্র (রন্ধ্র) অবকাশ করিয়া তাহাতে ঐ পুরুষাদির আকারাদি পরিচ্ছেদ বিভাগ করিলে সেই কাষ্ঠ বা শিলাস্তম্ভই বিবিধ বিচিত্র শালভঞ্জিকারূপে প্রকাশ পায়, বাস্তবিক সেই একই কাষ্ঠ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তাহাতে শালভঞ্জিকার অঙ্গবৈচিত্র্য ও বিবিধতা বহুতা প্রভৃতি তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সেই একাত্মা চিদ্ব্রহ্মে এই জগদ্বৈচিত্র্য বর্ত্তমান জানিবে। ঐ দারু শিলাদিগত খভ্র যেরূপ টঙ্কাদি অস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ ঐ নির্বিষয় পর শুদ্ধ চিদ্ব্রহ্ম যে বিষয়-আপাদন অর্থাৎ তাহাতে অন্যথা জগদাদিরূপে জ্ঞান, তাহাই জগতের কারণ, তাহাতেই এই জগৎ প্রকাশমান। বাস্তবিক চিদেকরস ব্রহ্মে যে জগদাকার জড়তা প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহা নিষ্কারণ, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত বাস্তবিক তাহার কারণ নাই, সর্ব্বদাই ঐ ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নির্ম্মল শূন্যস্বরূপে বর্ত্তমান জানিবে। ৬৬।৬৭। হে রাম! ঐরূপ জ্ঞানই এই দৃশ্যমান বন্ধন, আর ঐ জ্ঞানের নিবৃত্তিই মোক্ষ, এখন তোমার যাহা মনের রুচিকর হয়, তাহাই কর। সৃষ্টি, অসৃষ্টি, (জন্ম, অজন্মতা,) বন্ধন, মোক্ষ ঐ জ্ঞানাজ্ঞানময় অর্থাৎ সৃষ্টি বল, জন্ম বল, বা বন্ধন বল, তাদৃশ জ্ঞানেই তাহার প্রকাশ, আর সে জ্ঞান না হইলে সৃষ্টিও নাই, বন্ধনও নাই জানিবে, তদুভয়সাক্ষী হইতে ঐ উভয়ই ভিন্ন নহে, এখন যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার। না দেখিলেই যাহার নাশ হয়, তাহার নাশের জন্য আবার আয়াস কি? তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে অর্থাৎ কিছুই না করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ত হস্তগতই বুঝা উচিত। অতএব যাহার জ্ঞানমাত্রেই প্রকাশ বলিয়া তজ্জ্ঞানই স্বরূপ, তখন তাহার জ্ঞানাভাবেই তাহার নাশ অর্থাৎ জ্ঞানাভাবই তাহার নাশ।—সেই জগৎজ্ঞানের যাহা সাক্ষী চৈতন্য তাহা সর্ব্বদা প্রাপ্তই জানিবে, ইহা বুঝিয়া যাহা ইষ্ট তাহা করিতে পার। যেরূপ তরঙ্গ জলের স্পন্দনই মাত্র, এই জগৎও সেই চিৎস্বরূপে তাদৃশভাবে বর্ত্তমান জানিবে। হে রঘুনন্দন! তরঙ্গ ও জলের ভেদের ন্যায় জগৎ ও চিদ্ব্রহ্মের এ ভাবমাত্রই ভেদ জানিবে। যখন এই দেশকালস্বরূপ (সেই চিৎস্বরূপে অবস্থিত থাকিলেও) জলে তরঙ্গের ন্যায় অন্যথা স্বরূপে বর্ত্তমান, এই জগৎ বিবর্ত্তের উপাদান ব্রহ্মে পূর্ব্বে ঐ দেশাদি কিছুই ছিল না, পরে আরোপিত হইয়া এই জগৎ-কোটিতে দৃষ্ট হইয়াছে। যে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ আত্মরূপ চৈতন্যমাত্র, সেই ব্রহ্মই অবিদ্যাবরণপ্রযুক্তই ঈষৎ প্রকাশিতের ন্যায় হইয়া জগৎস্বরূপ ধারণ করত স্বরূপ অতিক্রমে অন্যভাব ধারণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। চিদ্রূপ পরমাত্মার পারমার্থিকস্বরূপ জ্ঞানময় জড় নহে, এই ত্রিজগৎ ভেদকষ্টকল্পিত, উহার শ্রুতিদর্শিত উপায়ে উপসংহার কর, তাহা হইলে দেখিবে, "বিকার নামমাত্র" এই শ্রুতিকথিতই পর্য্যবসিত হইবে, দেখিবে ত্রিজগৎ বাঙ্মাত্রেই অবস্থিত। সেই বাঙ্মাত্রও ঐ ব্রহ্মে নাই, তিনি প্রশান্ত বচন-পর শিবস্বরূপ (মঙ্গলময়) পরমাত্মামাত্র। এইরূপে আত্মচৈতন্য ও জগৎ এই যে উক্তি, ইহা শব্দে বা অর্থে কিছুতেই ভিন্ন নহে, কস্মিন্‌কালেও ইহা দ্বৈতরূপে অবস্থিত নহে, তরঙ্গ ও জল, ইহা দুই বস্তু বলা যেমন উচিত নহে, সেইরূপ জগৎ ও চৈতন্য এই দুই বস্তুব্যবহার অবিধেয়। কারণ উহা ভিন্ন বস্তু নহে, কখনও নাই, অজ্ঞতাবশতঃই ঐ দ্বৈতভেদের উপলব্ধি, তাহা অজ্ঞান অবস্থাতেই উপযুক্ত, জ্ঞান হইলে দ্বৈতভেদাদি ব্যবহার কি করিয়া উচিত বা সঙ্গত হইতে পারে? ৬৮—৭৫।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—মুনীশ্বর! অনন্তর সেই ভিক্ষুকের স্বপ্নশরীর জীবট ব্রাহ্মণাদির ও হংস প্রভৃতির কি হইয়াছিল? বশিষ্ঠ বলিলেন—রুদ্রাংশভূত সেই সকল জীবটাদি রুদ্রের সহিত জন্মলাভ করিয়া পরস্পরে ভূত ভবিষ্যৎ সংসারব্যাপার দর্শন করত কৃতকৃত্যতার সহিত সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই প্রথমে কৌতুকদর্শনে প্রবৃত্ত রুদ্র যথোক্ত সমুদিত মায়াশক্তি অবলোকন করিয়া নিজ অংশভূত জীবটাদিকে পুনর্ব্বার সংসার-স্থিতির উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। রুদ্র তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা স্বস্থানে গমন কর এবং তথায় কিয়ৎকাল কলত্রাদির সহিত অবস্থান করিয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করত আমার নিকট আগমন করিও। ১—৪। এবং আমার অংশে মদীয় পুরভূষণ গণস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। তাহার পর মহাপ্রলয়কালে যখন এই জগদাভাসের ক্ষয় হইবে, তৎকালে আমরা সকলে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইব। এই বলিয়া ভগবান্ রুদ্রদেব তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং সকল রুদ্রগণের অন্তঃস্থিত সংসারদর্শনকারী সাক্ষি-চৈতন্যরূপ ধারণ করিয়া তদন্তরালস্থ জীবটাদি সংসারসমূহের প্রত্যেকে গমন করিলেন। তখন সেই সকল জীবট ব্রাহ্মণাদি স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তথায় আপনাদিগের কলত্রাদির সহিত সংসার-ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল ভোগ করিয়া দেহাবসানে রুদ্রলোক লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট গণমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবেন *। কোন সময় তাঁহাদিগকে তারকাকারে দেখা যাইবে (দেখা গিয়া থাকে)। ৫—৮। রাম কহিলেন,—জীবট ব্রাহ্মণাদি সকলেই ভিক্ষুর সঙ্কল্প হইতে সমুদ্ভূত, তাঁহারা কিরূপে সঙ্কল্পাকার সম্পন্ন হইয়াও সত্যভাব প্রাপ্ত হইলেন? কারণ, সঙ্কল্পিত বিষয়ের আবার সত্যতা কোথায়? বশিষ্ঠ কহিলেন.—(তুমি) অধিষ্ঠান চিদংশে যে অব্যক্ত অংশ, তাহাতে সাঙ্কল্পিক সত্যতাকে বিবেক সাহায্যে ত্যাগ কর। কারণ, সেই সদসৎসংবলিত সাঙ্কল্পিক অর্থে যাহা (সদতিরিক্তরূপ) পূর্ব্বে বা উত্তরকালে তাহা নাই জানিবে, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বই নাই, তবে যে অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়, তাহার কারণ ব্রহ্মপদ সর্ব্বাত্মময়, তদধিষ্ঠানভূত (অর্থাৎ সাঙ্কল্পিক অর্থের অধিষ্ঠানভূত) সেই সর্ব্বাত্মময় ব্রহ্মপদের সত্তানিবন্ধনই উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং তাহাতেই ভোগকারীর অদৃষ্ট উদ্বোধিত সাঙ্কল্পিক অর্থের ক্রিয়াসামর্থ্য পরিদৃষ্ট হয়। স্বপ্নে বা মানসসঙ্কল্পে যাহা দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত সর্ব্বকালেই সেই অধিষ্ঠানভূত সংচিৎস্বরূপ ব্রহ্মাত্মক হইয়াই দেশকালাত্মক স্বরূপে যেন দেশান্তরে গমন করিয়াই সেই অধিষ্ঠানে বিদ্যমান রহিয়াছে। (এখন দেশান্তর গমন করাই কি? তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর) যেমন দেখ, এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন মনশ্চক্ষুরাদির পটুতা দিন আদিকাল ও তদ্বিবেকাদি উপদেষ্টা পুরুষ প্রভৃতি কারণকলাপ ব্যতিরিক্ত লব্ধ হয় না, সেইরূপ স্বপ্নও জাগ্রৎসুষুপ্তিতে বা স্বপ্নাবস্থায় সেই চিদ্ব্যতিরিক্ত লব্ধ হয় না। চিত্তের কোন সদৃশ বাসনার আকর অজ্ঞানে যেরূপ যেরূপ আলোকিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভোক্তাদৃষ্ট কর্তৃক উদ্বোধিত বাসনা দ্বারা চিত্তে যাহা যাহা পর্য্যালোচিত হয়, চিদ্‌ব্রহ্মও সর্ব্বাত্মময় বলিয়াই সমগ্রই সেই সেই বিষয়রূপ সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যস্বরূপে প্রাপ্ত হন। হে রাম! যে দশায় সঙ্কল্প এবং স্বপ্ন যুগপৎ দৃষ্ট হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, (অভ্যাসযোগ পরিপাক দশাই সেই দশা,) অভ্যাস-যোগ ভিন্ন পরমপদ লাভ ও ঐ স্বপ্নসঙ্কল্পের যুগপদ্ দৃষ্টি ঘটে না। যাঁহাদিগের যোগবিজ্ঞানদৃষ্টিলাভ ঘটিয়াছে, তাঁহারা অভ্যাস বিনাও স্বতঃ যোগসিদ্ধিফল আছে বলিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তু দেখিয়া থাকেন, শঙ্করাদিই তাহার দৃষ্টান্ত। একাগ্রতা নাই বলিয়া আমি অগ্রগত এবং সঙ্কল্পিত বস্তুর সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছি না, কারণ, যে সঙ্কল্পিত ও তদন্য বস্তু উভয়ই আশ্রয় করে, সে উভয় ভ্রষ্ট হয়। আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ, তাহার সকল অভিমত সিদ্ধি হয়। কেননা, দক্ষিণদিকে গমন করিতে করিতে কে কোথায় উত্তরদিকে গমন করিয়া থাকে? সঙ্কল্পার্থপরায়ণ ব্যক্তিগণই সঙ্কল্পিত বিষয় অবগত আছেন, যাঁহারা অগ্রগত বিষয়পরায়ণ, তাঁহারাই অগ্রগত বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু যে ব্যক্তির অগ্রগত বিষয়ে বুদ্ধি, সে যদি সঙ্কল্পিত বিষয় লাভ করিতে অভিলাষী হয়, তাহার একনিষ্ঠতা না থাকায় সে উভয়ই হারায়। সেই জন্যই সেই ভিক্ষুজীব একনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই রুদ্রত্ব লাভ করত সর্ব্বাত্মতা ও প্রসিদ্ধ রুদ্রদেবের সর্ব্বজ্ঞতা লাভপূর্ব্বক সকলই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার তাদৃশ একনিষ্ঠা ছিল বলিয়াই তাদৃশভাবাপন্ন হন, নচেৎ হইতেন না। সেই যে অন্তর্ব্বর্ত্তী জীবটাদি, তাহারা ভিক্ষুর সঙ্কল্পোৎপন্ন জীব বটে, কিন্তু তাঁহারা যখন প্রত্যেকে ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ জগতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা রুদ্রজ্ঞান ব্যতিরেকে পরস্পর দর্শন করিতে পারেন নাই। সেই রুদ্রের ইচ্ছাক্রমেই জীবের ভেদ জ্ঞানসম্পন্ন অপ্রবুদ্ধ জীবগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাঁহার ইচ্ছায়ই জীব তদীয়রূপ প্রাপ্ত হয় এবং বহুরূপধারীও হয়, কিন্তু এই সংসারে আমি বিদ্যাধর, আমি পণ্ডিত, ইত্যাদি জীবের নিজ নিজ ইচ্ছা ও একাগ্রতার সাফল্য অর্থাৎ সে বিষয়ে জীবের নিজ ইচ্ছা নিজ একনিষ্ঠাই হেতু এবং তাহাতেই জীব নিজের ধ্যানের অর্থাৎ একাগ্রতার সাফল্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকে, অন্য জীবের এই প্রসিদ্ধ ক্রিয়াস্থিতিতে অর্থাৎ সেই সেই ব্যবহার অবস্থাবিষয়ে ঐ ভিক্ষুস্থিতিই দৃষ্টান্ত। জীব আপনার ধ্যানধারণাদি যত্নানুসারে (আপনার যাহা যাহা ইষ্ট অর্থাৎ) একত্ব বহুত্ব, মূর্খত্ব বা পাণ্ডিত্য, দেবত্ব কি নরত্ব সমস্তই দেশ কাল ক্রিয়াদির ক্রমানুসারে বা যুগপৎ (যথেচ্ছভাবে) সম্পাদনে সমর্থ। ৯—২৫। তাহার হেতু যে, জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনন্ত, সেই জন্যই জীবের সর্ব্বশক্তিশালিতা আছে, আর যখন জীব এক এক দেহাভিমানরূপ অন্ত অর্থাৎ পরিচ্ছেদবিশিষ্ট তখন উহার এককার্য্যমাত্রে শক্তিও আছে, শক্তি স্বভাবানুসারেই জীবের তত্তৎ কার্য্য স্বভাব ব্যবস্থিত জানিবে। প্রাণীদিগের কর্ম্মানুসারে স্বর্গনরকাদি অনর্থ সহস্র বিধাতৃস্বরূপে সবিকাশ এবং সর্ব্বপ্রাণিসংহারে প্রলয়াত্মরূপে সঙ্কোচ জগদীশ্বর অহিংস্র অর্থাৎ হিংসাপ্রযুক্ত বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষশূন্য। কারণ, এই জীবসমূহ যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই সেই ইচ্ছানুসারী চিদাত্মার সঙ্কল্পমাত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি কাহার ও কিছু

* বশিষ্ঠের উপদেশকালেও তাঁহারা সংসারে ছিলেন, এই জন্য ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ হইলেন। এই অর্থ করিলে পরের সহিত বিসম্বাদ ঘটে না, ভবিষ্যৎ করিলে তারকাকারে দৃষ্ট হইলেন, এই অর্থ পরে বর্ত্তমান প্রয়োগও করিতে হয়।

অনিষ্ট করেন না। ধ্যানধারণাদি যত্নে স্বেচ্ছানুসারে যথাতথায় অবস্থিতি, একরূপে ও নানারূপে ঘটে। সেই ধ্যানধারণাদি যত্নপ্রভাবেই কত যোগিনীগণ ও যোগিগণ ও দেশকালানুসারে প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ ক্রীড়াদি আধিকারিক দেহাদি কল্পনায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যোগিগণ যে ইহলোকে ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্বগৃহে বা অন্যত্র যথায় ইচ্ছা তথায় নানা ও স্বর্গাদি পরলোকে যুগপৎ প্রারব্ধ ভোগ দ্বারা অবস্থান করেন, তাহা অনেকবার অনেক প্রকারে দৃষ্ট হইয়াছে। দেখ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন গৃহে অবস্থিতি করিয়াও যোগপ্রভাবে তস্করাদি অসাধুদিগের সন্নিধানে আবির্ভূত হইয়া ভয় প্রদর্শন করত শাসন করিতেন। ২৬—২৯। বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থান করিয়া পৃথিবীতে জন্মাদি পরিগ্রহব্যবহার করিয়া থাকেন, যোগিনীগণ স্বর্গলোকে যোগিনীগণমধ্যে বিরাজিত থাকিয়াও ভূর্লোকে পশুপেয়াদি উপহার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করেন। দেখ, দেবরাজ স্বর্গ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া যজ্ঞে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ভগবান্ জনার্দ্দন এই যুগেই (রামাবতারে জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস-নিধনকালে) স্বয়ং এক হইয়াও সহস্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক (রাক্ষসগণকে নিধন করিতে) পুনরায় একরূপে অবস্থিতি করেন, এবং পুনরায় শত শত ভক্ত নরদিগকে তাহাদিগের প্রণতিতে তুষ্ট হইয়া প্রণিপাতগ্রহণে অনুগৃহীত করিবার জন্য মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিবেন এবং কুরুসভায় দুর্য্যোধনাদি সকলকে মোহিত করিবার জন্য একই সহস্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন। সেই ভগবান্ জনার্দ্দনই এক হইয়াও অংশাবতার লীলা দ্বারা জগতের স্থিতিবিধান করিয়া থাকেন। রাজর্ষি নিমিরাজ যেরূপ বিদেহতা প্রাপ্ত হইয়া একাই সর্ব্বপ্রাণিগণের নেত্রে বাস করত একসময়েই নিমেষ সম্পাদন করিতেছেন, (তাহাতেই নিমেষ নাম হইয়াছে)। ভগবান্‌ও সেইরূপ নিমেষের ন্যায়, এক হইয়াও ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে একসময়ে ষোড়শ সহস্র কান্তাকে উপভোগ করিবেন। এইরূপ সেই ভিক্ষুসঙ্কল্পভূত জীবট ব্রাহ্মণাদিগণও রুদ্রের অনুজ্ঞায় স্বস্বসঙ্কল্পিত পুরীতে (ভিক্ষুর সঙ্কল্পপুরীতে) গমন করিল। তথায় বহুকাল ভোগ করিয়া রুদ্রপুরীতে উপনীত হইবে এবং গণরূপ লাভ করত দিব্যপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া অবস্থান করিবে। সেই সকল গণ রুদ্রের সহিত মহামন্দারস্তবক-বিরাজিত প্রফুল্লনবকল্প-লতাগৃহে নানা লোকে ও কৈলাসবৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মলোকাদি শিবপুরীতে বিহার করত বিবিধ গীতবাদ্যনাট্য-কুশলা বিদ্যাধরীমধ্যে দেবগণকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া মরণবিনাশন সুধাপূর্ণ চন্দ্রকলা শেখরে ধারণপূর্ব্বক শিবের ন্যায় বিরাজ করিবে। ৩০—৩৬।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই ভিক্ষু যদি আপাততঃ স্বীয় মনোমধ্যে উক্ত প্রকার ভ্রম চিন্তা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই ভ্রমকে নিজের প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মপ্রবন্ধ ভাবিয়া তাহার ফলকালে আত্মা হইতে পৃথক্‌বৎ করত বিশেষরূপে (আত্মব্যতিরিক্তভাবে) দর্শন করিতেছিলেন। (বাস্তবিক উহাও আত্মা হইতে অণুমাত্রও অন্য নহে)। আভাস জীবমাত্রেরই মৃত্যুজন্মরূপ যে স্থিতি, তাহা চিদাকাশরূপেই আকৃতিলাভ করিয়া থাকে। আত্মাই এই সংসার খণ্ডকে পৃথক্ করিয়া পরে এক হইয়া থাকেন। (সকল জীবেরই মরণকালে উদ্বুদ্ধ স্বকর্ম্মই স্বপ্নের ন্যায় জগৎস্বরূপে মোক্ষ পর্য্যন্ত আভাত হয় মাত্র) সুতরাং সকল জীবই মৃত, পৃথক্ যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্নকল্প। সকল দেহী এই ভিক্ষুর আত্মার ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও মোক্ষ পর্য্যন্ত দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া আকুলভাবে অবস্থিতি করেন। হে রাম! আমি এই ভিক্ষু উপাখ্যান দ্বারা তোমাকে সকল জীবের তত্ত্ব বলিলাম। হে রাম! সকল সেই পূর্ণস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে প্রস্পন্দিত হইয়া উৎপন্ন, কেবল যে ভিক্ষু, তাহা নহে। সকল জীবই মোহ হইতে মোহান্তরে গমন করিতেছে, ইহা আমাদিগের প্রতিদিন স্বপ্নে অনুভবসিদ্ধ। প্রস্তরখণ্ড যেরূপ উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধঃপতিত হয়, সেইরূপ জীবও পরমাত্মা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া এই দৃঢ়স্বপ্ন দর্শন করত মোহ হইতে মোহান্তরে গমন করে এবং এক স্বপ্ন হইতে পুনরায় স্বপ্নান্তরদর্শন করিয়া থাকে। এই স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে পতিত হইয়া মায়ায় জর্জ্জরীভূত হইলেও জীব কখন কখন স্বয়ং কুত্রাপি বা কোন কারণবশতঃ এই (মিথ্যাভূত) জন্মাদি দুঃখ যে মিথ্যা, তাহা দেখিতে পায় অর্থাৎ বুঝিতে পারে। অতএব জীবের দেহনামের প্রতি যে "অহন্তা" অর্থাৎ অহং অভিমান (আত্মাভিমান) তাহাই বন্ধন, আর স্বাত্মলাভই মোক্ষ। রাম কহিলেন,—অহো! জীবের কি বিষম মোহই হইয়া থাকে? যেরূপ অন্নমদ পরিশ্রমাদিতে নিদ্রিত, সুতরাং সুষুপ্তিসুখে বঞ্চিত হইয়া জীব স্বপ্নে মায়ায় অতিশয় ভীষণ দুঃখসঙ্কটে পতিত হয় ও তাহাই নিজের বলিয়া বুঝে। জীবও সেইরূপ নানা আকারবিকার-উৎপাদিনী মিথ্যাজ্ঞানরূপা ঘোরযামিনীস্বরূপা মায়ায় অভিভূত হইয়া বিবিধ ভীষণ দুঃখসঙ্কটে পতিত হয় এবং ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহা নিজেও সত্য বলিয়া বিবেচনা করে। হে ভগবন্! জগৎস্থিতিবিষয়ে আপনি যাহা বলিলেন যে, সকলই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সম্ভবপর, তাহা আমার অনুভবে আসিতেছে, কিন্তু এইরূপ গুণবিশিষ্ট হইয়াও জীবটাদি মোহাত্মা কোন ভিক্ষুক সত্যই কোথায় আছে? কিংবা আমাকে বুঝাইবার জন্য কল্পনা করিয়া বলিলেন? ইহা অন্তরে যোগদৃষ্টিতে দেখিয়া আমাকে শীঘ্র বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, যদ্যপি আমি তোমাকে ইহা কল্পনা করিয়া বলিয়াছি, কিন্তু তাহা আমি অন্তরে যোগবলে দেখিয়াই যখন কল্পনা করিয়াছি, তখন তাহা মিথ্যা হইবার নহে, আজ রাত্রিতে আমি সমাধিস্থ হইয়া এই ত্রিভুবনরূপ মঠ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক কল্য প্রাতঃকালে তোমাকে বলিব, কোথায় এইরূপ ভিক্ষুক আছে কি না? বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠ এরূপ কহিলে ওদিকে বহির্ভাগে (সভাভঙ্গসূচক) প্রলয়ক্ষুব্ধ মেঘগর্জ্জনগম্ভীর মধ্যাহ্ন ডিণ্ডিমধ্বনি উদ্ভূত হইল। তখন সভাস্থ নৃপতিবর্গ ও পৌরগণ সেই মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠের চরণতলে পুষ্পাঞ্জলিপরম্পরা প্রদান করিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের অনিলান্দোলিত পুষ্পবর্ষণ কারি-তরুরাজির ন্যায় শোভা হইল। সকলেই মুনিশ্রেষ্ঠগণকে পূজা করিয়া আপন আপন আসন হইতে উত্থিত হইলেন। এইরূপে প্রণামপরম্পরার সহিত সভা ভঙ্গ হইল। পূর্ব্বদিনের মত সমস্ত খেচরভূচরগণ স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল এবং সকলে

আহ্নিক ধর্ম্মকর্ম্ম যথাক্রমে সাদরে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অখিল খেচর-ভূচর জীবগণ সেই মুনিবর বশিষ্ঠপ্রোক্ত জ্ঞানশাস্ত্র অভ্যাস করিতে করিতে ক্ষণকালের ন্যায় রাত্রিযাপন করিল এবং তন্মুখ হইতে পুনরায় রামকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতবিষয়ের উত্তর শ্রবণে ঔৎসুক্যনিবন্ধন তাহাদিগের নিদ্রাও হইল না, রাত্রি-প্রভাতের অপেক্ষায় তাহাদের নিশা যেন কল্পের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। এরূপে তাহারা কোন প্রকারে রাত্রিযাপন করিল। পরে প্রভাত হইলে যখন লোকে স্বস্বকার্য্যে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে লাগিল, তখন সকল খেচর-ভূচরপ্রাণিবৃন্দ মহারাজ দশ-রথের সভায় উপনীত হইয়া পূর্ব্বদিনবৎ পুনরায় ব্যাখ্যানশ্রবণো-চিত সভাসন্নিবেশের ক্রমরচনায় উপবেশন করিল। ১—২০।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনি-গণের সহিত খেচর সিদ্ধবর্গ সভায় আসিয়া উপবেশন করিলে, পরে নৃপতিবৃন্দ এবং তৎপরে সামন্তপ্রমুখ অন্যান্য সকলে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ আসিয়া সেই সভায় আসীন হইলে সকলে নিস্তব্ধ হইল, তখন সেই রাম-লক্ষ্মণাধিষ্ঠিত সমবিস্তার সভামণ্ডপ নিবাত নিষ্কম্প পদ্মাকর সরোবরের ন্যায়. সৌম্যভাব ধারণ করিল। অনন্তর মুনিবর বশিষ্ঠ কাহারও বাক্য বা প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই (পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে) বলিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ সাধুগণ দয়ালু বলিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বল-পূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজন্! হে রঘু-কুলরূপ আকাশের শশাঙ্ক রঘুনন্দন! গত কল্য আমি জ্ঞাননেত্র-যোগে সেই ভিক্ষুর বহুক্ষণ ব্যাপিয়া অন্বেষণ করিলাম। পরে যত-ক্ষণ আমি কোথায়ও তাদৃশ ভিক্ষুককে না পাইলাম, ততক্ষণ আমি তাদৃশ ভিক্ষুর দর্শনাভিলাষে সপ্তদ্বীপ ও কুলাচলপর্ব্বতরাজি-সমন্বিত সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল বহুক্ষণ ব্যাপিয়া (যোগবলে) ভ্রমণ করিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া মনোরাজ্য (অর্থাৎ মনঃকল্পিত) বাহিরেও উপলব্ধি করিতে পারি। এইরূপে রাত্রির ত্রিভাগ উপস্থিত হইলে পর পুনরায় আমি সমাধিবলে উত্তর-দিকে সমুদ্রের বেলার ন্যায়, বায়ু যেমন সমুদ্রমধ্যে প্রবাহিত হয়, তাদৃশ মনোগতিতে গমন করিয়া মনে মনে দর্শন করিয়াছি। বল্মীক নামক জনপদের উপরিভাগে জিন নামক এক প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ জন-পদ আছে, তথায় বিহার-নামক এক বহুজনের আশ্রয় স্থান আছে। ১—৮। তথায় এক কুটীরে দীর্ঘদৃশনামক এক কপিলকেশ সমাধি-নিরত মুনি আছেন, তিনি কুটীরদ্বারে দৃঢ়রূপে অর্গল বদ্ধ করিয়া সমাধিমগ্ন আছেন। এইরূপে একবিংশতি দিবস অতীত হইয়াছে, পাছে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে এমন কি প্রিয় ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত সেই কুটীরে প্রবেশ করে না। আয়ুর নিয়ন্তা বিধাতার বিধানে আজ সেই ভিক্ষু বিদেহকৈবল্যের জন্য চরম সাক্ষাৎকার লাভের উদ্দেশে দেহত্যাগ করিবেন, এইরূপই বিধাতার নিয়ম। এইরূপে ধ্যাননিষ্ঠ অবস্থায় তাঁহার একবিংশতি রাত্রি অতীত হইয়াছিল। তাদৃশচিত্তে সেই ভিক্ষু শত সহস্র বৎসর বর্ত্তমান ছিলেন। এইরূপ ভিক্ষু কোন প্রাক্তন কল্পেও হইয়াছিলেন, আর এই কল্পে এই মৎকথিত দ্বিতীয় ভিক্ষু, তৃতীয় আছেন কিনা? তাহা আমি তদানীং উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমার চতুর মন অলির ন্যায় এই জগৎরূপ পদ্মে ভ্রমণ করিল, তথাপি আমি ঐ মনের সাহায্যে তাদৃশ তৃতীয় ভিক্ষু এই সৃষ্টিতে অন্বেষণ করিয়াও পাইলাম না। অনন্তর আমি লীলাক্রমে এই সৃষ্টি হইতে অন্যান্য সৃষ্টি দেখিলাম, তাহাতে তাদৃশ তৃতীয় ভিক্ষু বর্ত্তমান দেখিতে পাইলাম। চিদাকাশকোষে বর্ত্তমান সেই সৃষ্টিতে দেখিলাম, তৃতীয় ভিক্ষুও বর্ত্তমান এবং তত্রত্য ব্রহ্মার নির্ম্মিত সৃষ্টিতে এই সৃষ্টির মত ভুবনসন্নিবেশ রহিয়াছে। এইরূপ সমস্ত সৃষ্টি-পরম্পরাতেই তাদৃশ তাদৃশ সন্নিবেশ এবং সমস্ত পদার্থ বর্ত্তমান সৃষ্টির সদৃশ বিরাজমান। এই সর্গে যে যে মুনি ও যে যে ব্রাহ্মণ বা তাঁহাদিগের যাদৃশ আচার, ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতেও তাদৃশ হইবে, অনেকবার হইয়াও গিয়াছে ও হইবে। এই ভিক্ষুর ন্যায় আচার ও আমার তোমার মত আচার এবং অন্যান্য মুনির ন্যায় মুনিগণের আচার ও ভিক্ষুর আচারও হইবে। সেই সৃষ্টিতে ঐ নারদও হইবেন, আর ঐ ভিক্ষু ও অন্য হইবেন তাঁহারও ইহার ন্যায় স্খলচরিত্র হইবে। এবং তাদৃশ ভূরি ভূরি অন্য ভিক্ষুও হইবেন। এইরূপ সমস্তই জন্মাদি হইবে, এইরূপ ব্যাসও হইবেন, শুকও হইবেন, শৌন, ক্রতু, পুলহ, অগস্ত্য, ভৃগু বা অঙ্গিরা সকলেই হইবেন, যেরূপ ইঁহারাও হইবেন, সেই রূপ অন্যান্য সকলেও হইবেন। ৯—২১। তাঁহাদিগের রূপ ও কার্য্যাদি এইরূপ হইবে। এরূপ যে একবার তাহা নহে, বহুবার হইবে, চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে ও চিরকালই হইতে থাকিবে, কারণ মায়ার এরূপই প্রসার ও প্রাদুর্ভাব। যতদিন এই মায়ার প্রাদুর্ভাব থাকিবে, ততদিনই সমস্ত হইতে থাকিবে। সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় সৃষ্টি-পরম্পরায় সমস্তই বারংবার বিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ গমনাগমন করে, করিবে ও করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কোনটী বা একেবারে সম্পূর্ণ সদৃশ হয়, কোনটী বা অর্দ্ধসদৃশ ক্রম হয়, কোনটী বা ঈষৎ সদৃশ হয়, কতকগুলি বা একবারে বিসদৃশ। মায়া এই প্রকারে মহৎব্যক্তিদিগকেও মোহিত করিয়া মোহিনীরূপে বিস্তৃতা রহিয়াছে। (উহার প্রভাবে ক্ষণ কালের মধ্যে মানসচেষ্টা ও দেহাদিচেষ্টারূপ কর্ম্ম না হইয়া কেবল আমাদের প্রতিপত্তির (ভ্রান্তিরই প্রকাশ হইয়া থাকে) অর্থান্তর। হে অনঘ! দেখ, নিরবয়ব কালস্বরূপ একক্ষণের মধ্যে ইচ্ছারূপ মানসচেষ্টাই হইতে পারে না, শারীরিক চেষ্টার ত কথা কি? কেবল ভ্রান্তিই প্রকাশ পায়। ভিক্ষুচরিত্রে তাহার স্পষ্ট উদাহরণ দেখ! একবিংশতি অহোরাত্রই বা কোথায়? আর অনন্ত জীবটাদি আকৃতি বা তাহার সম্যক্‌প্রাপ্তিই বা কোথায়? (অর্থাৎ একবিংশতি দিনের মধ্যে অনন্ত জীবটাদি শরীরপ্রাপ্তি অসম্ভব) অতএব মনের গতি কি ভয়ানক! যেরূপ জলের উপরিভাগে বিবিধভ্রমরগুঞ্জনাদি কোলাহল-সমন্বিত কমল বিকসিত হয়, সেইরূপ এই যে বিবিধ কলহ-কল্লোল-কোলাহল-সঙ্কুল জগৎ বিকসিত রহিয়াছে, ইহা কেবল ঐরূপ (ব্রহ্মের) প্রতিভামাত্র। যেরূপ বহ্নিকণা হইতে শিখা-সমুজ্জ্বল মহাগ্নির উদ্ভব হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই পবিত্র পদার্থ-সংবেদন অর্থাৎ চৈতন্যময় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই অপবিত্র জগৎসংসার উদ্ভূত হইয়াছে ও হইয়া থাকে। এই ভিক্ষুর মনে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ সকল জীবের অন্তঃকরণেও

প্রত্যেক জগৎরূপ প্রতিভাসখণ্ড সমুদিত হইয়া থাকে। সেই সেই খণ্ডাভ্যন্তরে যে জীবখণ্ড সেই জীব খণ্ডাভ্যন্তরে যে বিচিত্র সর্গখণ্ড উদিত হয় ও হইয়াছে, তাহা মায়াদৃষ্টির কার্য্য, (বাস্তবিক উহার অস্তিত্ব নাই) সেই প্রথমখণ্ড ও তদন্তর্গত সমস্ত খণ্ড পরস্পর ব্যবহারদৃষ্টিতে মিথ্যাভাবাপন্ন নহে; কারণ সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মা কারণের কারণ চিৎসত্তৈকরস ব্রহ্মই তত্তৎস্বরূপে প্রতিভাসমান। অতএব যখন তত্ত্ববোধে তদ্ভাব পরিহার ঘটিবে, তখন আর কিছুই সত্য বলিয়া ভ্রমবুদ্ধি থাকিবে না। ২২—২৮।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

মহারাজ দশরথ বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বলিলেন,— হে মুনিনায়ক। আমার প্রেরিত এই সকল মন্ত্রী প্রভৃতি অধিকৃত লোক সেই কুটীরমধ্যবর্ত্তী ভিক্ষুককে সমাধি হইতে উত্থিত করিয়া সত্বর এখানে আনয়ন করুক। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন। সেই মহাভিক্ষুর দেহে এখন প্রাণ নাই, প্রাণস্থিতিহেতু অন্নরসাদি ভাগ শুষ্ক হইয়া বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে ঐ ভিক্ষু সজীব নহে। সেই ভিক্ষুর জীবন ব্রহ্মার হংসত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্তপদে অবস্থিতি করিতেছে, এখন আর সেই ভিক্ষু সংসারে নাই। (অতএব আমি সঙ্কল্প করিলে আর তাঁহাকে উজ্জীবিত করিতে পারি না, কারণ দেহভোগ্য প্রারব্ধ থাকিলেই আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারিত)। একমাসকাল কুটীরের অর্গলমুক্ত করিও না,—ভিক্ষুক এই নিষেধ করায় তদীয় ভৃত্যগণ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াও অন্তরালে অবস্থিতি করে, পরে মাসান্তে ভৃত্যগণ বলপূর্ব্বক অর্গল মোচন করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ত অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিল।১—৪। তাহার পর মাসান্তে ভৃত্যগণ সেই ভিক্ষুর দেহ সেই কুটীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জলে নিক্ষেপ করে। তদীয় ভক্তবৃন্দ সেই কুটীরে সেই ভিক্ষুর পূজাদি ব্যবহারপ্রবর্ত্তন জন্ত ভক্তমনঃ-কল্পিত দৃঢ় বলিয়া অতুল্য তদীয় প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ এক শিলাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিল। এই প্রকারে সেই ভিক্ষু দেহমুক্ত হইয়া বর্ত্তমান, অতএব কি করিয়া সেই প্রাণচেষ্টাদিব্যাপারশূন্ত দেহ প্রবোধিত হইবে? (প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিয়া তখন বশিষ্ঠ প্রস্তুত প্রকৃত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, বশিষ্ঠ বলিলেন) এই গুণময়ী মায়া নির্ব্বোধ দ্বারা অর্থাৎ ভ্রান্তিপরম্পরা হেতু বিক্ষেপশক্তিতে দুর্নিবার্য্যা, কিন্তু সত্যাববোধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তাহা দ্বারা অনায়াসে ঐ মায়ার নিরাস করা যাইতে পারে। ঐ মায়াই অস্তিত্বশূন্তা হইলেও এই জগৎ-রচনা করিয়াছেন। সুবর্ণের যেমন কটকতারূপ অন্তথাভাব, তদ্রূপ (ব্রহ্ম) প্রতিভাসের যে অন্তথাভাবরূপ-বিপর্য্যয়, তাহা হইতেই ঐ মায়ার বিভ্রমোদয় জানিবে। ৫—৮। যে মায়া শব্দমাত্রবিদিত, তাহা যাহার বাক্যমাত্রে আরম্ভ, সেই "বিকার নামমাত্র" ইত্যাদি শ্রুতিকথিত বাক্যে বিচার-দৃষ্টিতে দেখিলে মিথ্যা বলিয়া অনুমিত হইয়া পরমাত্মাতে অবস্থিত অর্থাৎ পর্য্যবসিত হয়; জলো তরঙ্গাবলীর ন্তায় ঐ মায়া (ব্রহ্ম) দর্শনমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরমাত্মাই অবিবেকনিবন্ধন জীবত্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই পরমাত্মাই এই দুঃখময় দীর্ঘস্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে উপনীত হন; বিবেকে সমস্তই চিন্মাত্র আত্মাতে পর্য্যবসিত হয় ও সেই অবিবেকে প্রতিভাসমান জীবরূপী আত্মা তখন (স্ববিবেক উদয়ে) সমস্তই আত্মা, ইহা দেখিয়া থাকেন। যে যাহার প্রতিভাস, তাহা স্ববোধে তদাত্মতা লাভ করে, অতএব এই জীব সেই আত্মার প্রতিভাস, তাহা বোধ জন্মিলে সেই স্ববোধে আত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়; অবোধবশতঃ সেই আত্মাই করণকলগুল্মাদিসমন্বিত সংসাররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ১—১১। ভ্রান্তিই প্রাণিগণের প্রত্যেক সংসারমণ্ডল প্রকাশ করিয়াছে। ভিক্ষুর স্বপ্নান্তর যেরূপ জলের আবর্ত্তাদিবিভাগসাদৃশ্য বর্ত্তমান, তদ্রূপ উহাও জানিবে। যখন সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার মনোমাত্র নির্ম্মিত এই সর্গব্যাপার স্বপ্নই হইতেছে, তখন ব্যষ্টিজীবেরও তাহা তাদৃশ স্বপ্নকল্প হইতে পারে, কিন্তু চিত্তের স্বচ্ছতা না থাকায় সকল লোকের তাদৃশ অস্বচ্ছচিত্ত হইতে যাহা উত্থিত হয়, তাহা স্থির সত্যের ন্তায় অবভাসমান হয়। আর চিত্তশুদ্ধি হইলে পিতামহ ব্রহ্মার ন্তায় সকল স্বপ্ন বিলাসবৎ অসত্যরূপে আভাত হয়। তাদৃশভাব হইলেই জ্ঞান হয় যে, ঐ ব্রহ্মই প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ড কোটির ন্তায় কোটি কোটি হইয়া উদিত হইয়াছেন ও হন এবং তাহাই স্থিরীকৃত হয়। এই জীব ব্যষ্টি-প্রপঞ্চরূপে, সমষ্টিপ্রপঞ্চরূপে, সাধারণপ্রপঞ্চরূপে বা প্রত্যেক অসাধারণ প্রপঞ্চরূপে যেরূপেই স্ফুরিত হউক না; তথাপি হৃদয়ে প্রতিভানসমর্থ যে দীর্ঘ বিভ্রম অবলোকন করে, তাহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা জীবব্রহ্মবিশ্বাসরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়াই অর্থাৎ তাহার আবরণনিবন্ধনমাত্র কারণেই চিৎ সত্তামাত্রকে আশ্রয় করিয়া কোন দেবনরতির্য্যগাদিদেহে জরা, মৃত্যু দুঃখের ভাজন হইয়া থাকে। সেই স্বপ্নে বিচিত্র সুকৃতশালিনী জীবচিৎশক্তি নিজের চিত্তাংশের স্পন্দনমাত্রেই অধোভাগে পাতাল কিংবা উর্দ্ধলোকে স্বর্গ (নিরন্তর নির্ম্মাণ করত তাহা) ভোগ করিতে থাকে। পরমাত্মচিৎই প্রাণকল্পনায় তদধীন স্পন্দরূপিণী হইয়া তাহাতে জীব নাম গ্রহণ করতঃ আত্মার দেহাকার প্রাপ্তি ও বহির্ভাগে গমন করিয়া বিষয়াকার বিভ্রম হরণপূর্ব্বক বিস্ফূর্ত্তিতা হন। প্রত্যগাত্মা কি চিত্তরূপ উপাধিস্বরূপ ভ্রান্তিমাত্র অপরাধে পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ নহে? কিংবা পরব্রহ্ম সেই কি প্রত্যগাত্মা হইতে ভিন্ন? দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে কি মুখের মুখত্ব যায় বা প্রতিবিম্ব হইতে মুখ ভিন্ন হয়? তদ্রূপ ঔপাধিক জীব নাম বা দেবত্বাদি দেহনাম কিংবা প্রাণবান্ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাম ধারণে কি পরমাত্মা ব্রহ্মের অর্হতা (পরমেশ্বরত্ব) অর্থাৎ যোগ্যতা বা শ্রেষ্ঠতা যায়? বা সেই নামের উপযোগীই হন না? কিংবা সেই জীবদেহাদি নাম হইতে তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন হইতে পারেন? (অতএব উপাধিবশেই পরমাত্মায় সকলই সম্ভব এবং এই ভ্রান্তিহেতু জীবনামরূপাদিভেদ থাকিলেও তিনি সেই পরমাত্মাই ও সকলই সেই পরব্রহ্ম। কারণ, অধ্যাস সহস্রেও অধিষ্ঠানের অন্তথা ঘটে না, এইরূপ জীবব্রহ্মের একতাই পরম পুরুষার্থ জন্য) অতএব এইরূপ ঐক্যদর্শনে অসদৃষ্টি দ্বারা ব্যবহারদৃষ্টিতেও দেখিলে আকাশে (খণ্ডাকাশে নির্ম্মল) মহা আকাশের ন্তায়, জলে নির্ম্মল জলের ন্তায়, ব্রহ্মাংশরূপ ব্রহ্মে পর-ব্রহ্মই বর্ত্তমান; ইহা উপলব্ধি হয়, পরমার্থদৃষ্টিতে ত কথাই নাই। আরও দেখ, মুখ হইতে যখন দর্পণ ভিন্ন, তখন তাহাতে মুখের

প্রতিবিম্বরূপে স্থিতিতে অন্ত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু এই জীবলোকে নিজ স্বাত্মস্বরূপ যে অভয় ব্রহ্ম, তাঁহারই মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপ জগদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব দর্পণগত প্রতিবিম্বের ন্যায় ইহার অন্তভাভ্রমের সম্ভাবনাও নাই, তথাপি বালক যেরূপ দর্পণে নিজ প্রতিবিম্বদর্শনে আতঙ্কে চমকিয়া উঠে, সেইরূপ অভয়ব্রহ্মে আত্মস্থিতি জানিয়াও যে জীব আমার ভয়ের হেতু আছে ভাবিয়া ভীত .হয়. ইহাই আশ্চর্য্য। ১০—২১। অন্তভাবোধের প্রতি বুদ্ধিচাঞ্চল্যই হেতু, বুদ্ধিস্পন্দন না হইলে অন্তভা বুদ্ধি হয় না, অতএব সমাধি অভ্যাস দ্বারা বুদ্ধিস্পন্দন নিবারিত হইলে ভেদ-বুদ্ধিলক্ষণ সংজ্ঞা স্বতঃই বুদ্ধিতে লীন হয় এবং সেই বুদ্ধিও পূর্ণ ব্রহ্মাকারে চরম সাক্ষাৎকার লক্ষণ পরিণাম দ্বারা ঘৃত যেরূপ হুত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে লয় পায়, তদ্রূপ সেই প্রদীপ্ত স্বতঃ-প্রকাশ ব্রহ্মে লয় পাইয়া থাকে। তাহার কারণ চিৎস্পন্দস্বরূপ সেই সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মে যে চিৎস্পন্দ প্রকাশ পায়, তাহাই স্পন্দন অস্পন্দন জৃম্ভণাদি বলিয়া কল্পিত, বাস্তবিক উহা কিছুই নহে, কল্পিতমাত্র, অতএব এই অস্ত্রদুর্ভেদ্য জগৎ বোধমাত্রেই কিরূপে বিলীন হয়, তাহার আশঙ্কা নাই; কারণ উহা অবাস্তব চিৎস্পন্দ মাত্র। এ জগতে স্পন্দন অস্পন্দন কিছুই বাস্তবিক নাই, একত্ব বা দ্বিত্ব তাহারও বাস্তবিক সত্তার অভাব, একমাত্র শুদ্ধ চিন্মাত্র-সর্ব্বস্ব ব্রহ্মই একভাবে বিরাজমান আছেন জানিবে। সার বিচার দ্বারা নিখিল শব্দ ও তাহার অর্থ একরসস্বভাব বলিয়া জ্ঞাত হইলে একমাত্র চিন্মাত্রই পরমার্থ সত্য ও তাহারই অস্তিত্ব, ইহা উপলব্ধি হয়, তখন এই প্রপঞ্চ কিছুই নাই, এই জ্ঞানও থাকে না, ভাব জ্ঞানের ত কথাই নাই। ভেদজ্ঞানেই ভেদের উৎপত্তি, তাহাই প্রকৃতির চিহ্ন, অভেদজ্ঞান হইলে সমস্তই মন হয়, একমাত্র সেই পরমপদার্থ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। হে রাম! তুমি অবোধ নিবন্ধনই নানা স্বরূপ হইতেছ অর্থাৎ অবোধবশতঃই নানাবিধ এই ভ্রমজ্ঞানে তুমিও নানারূপ ধরিতেছ, অবোধরূপ নানাত্ব যদি না দেখ তাহা হইলে তুমি বোধস্বরূপে পূর্ণ চিদ্রূপীই হইতেছ, এ বিষয়ে তুমি যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার। বাস্তবিক এইরূপই পরমার্থ, অতএব তোমার আমার বা অপরের সকলেরই পরম নিঃশঙ্কতা সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে জানিবে।২২—২৭। নিঃশঙ্কতার উদয় হইলে আর স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি, তুরীয়াবস্থা, বন্ধন, মোক্ষ বা অন্যপ্রকার কল্পনা কিছুই থাকে না। অবোধবশতঃই এই দ্রষ্টৃদৃশ্যদর্শনাদি ত্রিপুটী জগৎ বলিয়া বিদিত হয়। যখন অবোধ অসত্য, তখন তাহার শান্তিই (অর্থাৎ নিবৃত্তিই) এক জগৎ নামে বর্ত্তমানা। কারণ সেই শান্তিই ব্যাপকতাস্বরূপ গম্‌ধাতুর ব্যাপ্তি অর্থে নিষ্পন্ন যে জগৎ নাম, তাহাতে অর্থাৎ তদ্‌যোগাতত্র ব্যবস্থিতা দ্রষ্টৃদৃশ্যদর্শনরূপ ত্রিপুটী কোথায়? অর্থাৎ তাহার অত্যন্ত অপ্র-সিদ্ধি, সুতরাং ত্রিপুটী কখন জগৎ হইতে পারে না। সঙ্কল্প হইতে চিত্ত প্রাণাদির স্পন্দন হয়, বোধের উদয়ে যখন নিঃসঙ্কল্পতা অর্থাৎ সঙ্কল্পের অভাব ঘটে, তখন স্পন্দও অস্পন্দ হয়, অর্থাৎ বোধ উদিত হইলে নিঃসঙ্কল্পতা জন্মে, নিঃসঙ্কল্পতা হইলে আর স্পন্দন থাকে না। সঙ্কল্পরহিতা চিৎ স্পন্দ অস্পন্দ উভয় হইতেই ভিন্ন নহেন, অর্থাৎ চিৎ সঙ্কল্পপথ অতিক্রম করিলে তখন স্পন্দন অস্পন্দন সকলই সমান। চিদ্‌ব্রহ্মের অভাবনাবশতঃই অর্থাৎ অদ-র্শনবশতঃই দ্বৈত ঐক্যাদিরূপ সঙ্কল্প উদিত হয়, আর চিদ্‌ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার মাত্রেই (অর্থাৎ বিচার দ্বারা চিদ্‌ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই) দ্বৈত ঐক্যকল্পনা রহিত চিদ্‌ব্রহ্মই অবশিষ্ট অর্থাৎ পর্য্যবসিত হন। ঐ যে চিদ্‌ব্রহ্মরূপ চন্দ্রমণ্ডলে সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক স্ফুরিত হয়, উহা কলঙ্ক নহে, চিদ্‌ঘন ব্রহ্মেরই উহা ঘন শরীর, ইহাই চিদ্দর্শন। তুমি সেই চিদ্‌ঘন ব্রহ্মের বিস্তীর্ণ পদে অবস্থান কর, সেই পূর্ণভাবে অবস্থান করিতে পারিলে সঙ্কল্পাদি সমস্তই সেই চিদ্‌ঘন ব্রহ্মের সহিত একরসতা প্রাপ্তিপূর্ব্বক পৃথক্ সত্তাচ্যুত হইয়া তোমার আত্মস্বরূপে সত্তাবান্ হইবে। এই যুক্তি দ্বারা তুমি নিখিল বস্তুর আত্মৈকরসতা সম্পাদক নির্দ্দোষ বোধসার সম্যক্‌রূপে অবলম্বন কর। হে রাম! তুমি যদি চিদ্‌ঘন ব্রহ্মপদে উপনীত হইতে পার, তাহা হইলে তুমি সঙ্কল্পকলঙ্কশূন্য চিচ্চন্দ্রবিম্ব হইবে। তাহা হইলে তোমার ভাবা-ভাব পদার্থের লয় ঘটিবে। তুমি তখন ভব্য হইবে, তখন তুমি যে পদার্থকে স্পর্শ করিবে, সমস্ত পদার্থ অমৃতময় হইয়া যাইবে। (তখন তোমার আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ পাইবে এবং আমার বোধ হয়, এখন তুমি তাদৃশ ভাবাপন্ন হইয়াছ।) তুমি ভাবা-ভাবাদি কল্পনার হেতু চিন্ময়তা গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ভবাভাবাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্ময়স্বরূপে উপনীত হইয়া চিদ্‌ব্রহ্মের সমান উল্লাসবিলাসের অন্তরে যথাসুখে বিশ্রাম লাভ কর। হে রাম! তুমি আনন্দ সমুদ্রনামক স্বরূপে অবস্থান করত অবগত হও যে, স্পন্দ অস্পন্দ, সঙ্কল্প বিকল্প ইত্যাদি যাহা কিছু চিত্তভ্রান্তিভেদ, তৎসমস্তই সর্ব্বাকারা নিবৃত্তি অর্থাৎ সুখৈকরসা শান্তি সত্তাস্বরূপে বর্ত্তমান। আর এই যে পূর্ণা অপূর্ণারূপ দশাদ্বয়, তাহা একই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা সম্যক্‌রূপে ধারণা কর। ২৮—৩৬।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রামচন্দ্র! তুমি মনের বিলাসিতা অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুসারিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুষুপ্ত মৌন আশ্রয় করত সকল প্রকার কল্পনারূপমলমুক্ত হইয়া সেই পরম পদ অবলম্বনপূর্ব্বক অবিচলিতভাবে অবস্থিতি কর। রাম কহি-লেন, হে ব্রহ্মন্! আমি বাঙ্মৌন (অর্থাৎ বাচংযমতা), অক্ষ-মৌন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম) ও কাষ্ঠমৌন (অর্থাৎ কাষ্ঠের ন্যায় নিঃস্পন্দভাবে অবস্থিতি) এই ত্রিবিধ মৌনই জানি, আপনি সর্ব্ব-প্রকার মৌনবিষয়ে সমর্থ বলিয়া মৌনেশ হইয়াছেন, অতএব এই সুষুপ্ত মৌন কি? তাহা আমি জানি না, আমাকে উহা বুঝাইয়া দিন। বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিগণের মধ্যে মৌনী মুনি দ্বিবিধ, এক কাষ্ঠতপস্বী দ্বিতীয় জীবন্মুক্ত। ১—৩। যিনি আত্মপর্য্যা-লোচনাশূন্য ও সেই তত্ত্বানুভবরসবিরহিত বলিয়া নীরস কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ক্রিয়াতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া তদনুষ্ঠানব্যাসক্ত এবং হঠাৎ ইন্দ্রিয়গ্রামজয়কারী (অর্থাৎ হঠযোগাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মৌনভাব ধারণ করেন সেই মুনি কাষ্ঠতাপস বা কাষ্ঠ-তপস্বী। আর যিনি এ জগৎ যেরূপভাবে হইতে হয়, চিরকালই হইতেছে বুঝিয়া সেই যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব ভাবনাপূর্ব্বক পবিত্রান্তঃ-করণে আত্মায় অবস্থিতি করেন,) এদিকে আপনাকে বাহ্যিক ব্যব-হারে অজ্ঞান্ত সাধারণ তপস্বীর ন্যায় দেখান, কিন্তু অন্তরে নিরতি-শয় আনন্দরসের আস্বাদনে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বা মুক্ত মুনি। এই প্রকার শান্তভাবাপন্ন দ্বিবিধ মুনিশ্রেষ্ঠগণের যে চিত্তনিশ্চয়রূপভাব তাহাই, মৌন বলিয়া কথিত।

মৌনবিদ্‌গণের মতে সেই মৌন চারি প্রকার,—যথা বাঙ্‌মৌন, অক্ষমৌন, কাষ্ঠমৌন ও সুষুপ্তমৌন। ৪—৭। বাক্য সংযমের নাম বাঙ্‌মৌন, বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহের নাম অক্ষমৌন এবং সকল প্রকার চেষ্টা ত্যাগই কাষ্ঠমৌন। এইরূপ বিভাগ পর্য্যালোচনায় যদিও মনোমৌন বলিয়া পঞ্চম মৌনও সম্ভবপর হইতে পারে বটে, কিন্তু মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তিতেই মনের মৌনভাব ঘটে, (অন্য সময় ঘটে না) অতএব তাহা কাষ্ঠতাপসেই সম্ভবপর বলিয়া কাষ্ঠমৌনের অন্তর্গত, এইজন্য উহা পৃথক্ গণনীয় হইতে পারে না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণই আত্মতত্ত্বানুভবকালে সুষুপ্তমৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত প্রথম ত্রিবিধ মৌনবিশেষে কাষ্ঠতাপসই অধিকৃত, অর্থাৎ কাষ্ঠতাপসের ঐ প্রথম ত্রিবিধ মৌন ভাব পরিলক্ষিত হয়। সুষুপ্তমৌনাবস্থায় তুরীয়াবস্থা বর্ত্তমান, অর্থাৎ উহা ঐ ত্রিবিধের অতীত চতুর্থাবস্থা বলিয়া কথিত, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিতেই ঐ অবস্থা বর্ত্তমান অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরই ঐ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যদ্যপিও ঐ প্রথম ত্রিবিধ মৌনভাবে মৌনত্ব সিদ্ধি হয় অর্থাৎ বাঙ্মৌনও মৌন বটে, তথাপি ঐ ত্রিবিধ মৌন মলিনমনেরই দৃঢ় নিশ্চয়রূপ মাত্র, উহা জীবের বন্ধনেরই সাধন, কাষ্ঠতাপসই ঐ ত্রিবিধ মৌনাবস্থায় অবস্থিত জানিবে। কাষ্ঠমৌনী ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা অন্তরে অহম্ভাবের স্মৃতি পরিহার ও বাহিরে দৃশ্যপ্রপঞ্চ ও বাঙ্ময় অর্থাৎ নামপ্রপঞ্চের সম্পর্ক না রাখিয়া এবং অজ্ঞানাবৃত আত্মাকে না দেখিয়াও সুষুপ্ত্যবস্থার ন্যায় নিত্য আত্মদৃষ্টির অবিনশ্বরতা প্রযুক্ত ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সাক্ষিমাত্র জ্যোতিতে সমস্ত অবলোকন করতঃ অবস্থান করেন। ঐ ত্রিবিধ মৌনই ব্যুত্থানকালে (যোগভঙ্গ অবসরে) আবার স্ফুরিত চিত্তচাঞ্চল্যরূপে পরিণত হয়, তাহাতে ঐ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ মৌনী স্ববস্থান করেন। আর যাঁহারা সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবোধ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা তত্রস্থ নিরোধব্যুত্থানাদি লীলায় আর ঐ ত্রিবিধ মৌনভাবে অবস্থিতি করেন না। ৮—১৩। অথবা সুষুপ্তমৌনী ব্যক্তিগণ পূর্ণাত্মাতে অবস্থানলীলায় সেই পূর্ণাত্মজ্ঞানলাভে পূর্ব্বতন ত্রিবিধ মৌনে যে বন্ধনভাব, তাহা তুচ্ছবোধে পরিত্যাজ্য বলিয়া কুপিত হউন আর সচ্চিদানন্দ বিলাসমাত্র ইহা বুঝিয়া কুপিত নাই হউন, তথাপি তাঁহাদের ঐ ত্রিবিধ মৌনে, উপাদেয়তা জ্ঞান অর্থাৎ তাহাই উৎকৃষ্ট এই জ্ঞানই নাই। এই অনুভবেই সুষুপ্তমৌন বর্ত্তমান, ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা, অতএব জীবন্মুক্তিই সুষুপ্তমৌন পুনর্জ্জন্মবিরহিত জীবেরই তাহা হইয়া থাকে; অতএব তুমিও সেই সূক্তিমধুর সুষুপ্তমৌনের কথা শ্রবণ কর। তত্ত্বদর্শন সিদ্ধ হইলে অযত্নেই তাহা সিদ্ধ হয়, উহা পূর্ব্বমৌনবৎ ক্লেশ সাপেক্ষ নহে। ঐ সুষুপ্তমৌনে বা তাহার আবির্ভাব হইলে প্রাণসংযমের অর্থাৎ প্রাণায়ামের আবশ্যক নাই এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ সঞ্চার দ্বারা প্রাণকে সংযোজিত করিতে হয় না। সুষুপ্তমৌনের আবির্ভাব ঘটিলে, আর বিষয়লাভহর্ষে ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে উল্লসিত বা তন্নিরোধে অর্থাৎ বিষয়ের অলাভে কিংবা নিরোধক্লেশে গ্লানিযুক্ত হইতে হয় না। তদবস্থায় এই নানাত্বকল্পনার প্রাদুর্ভাব বা প্রভুত্ব থাকেনা অথচ তাহার শান্তিও হয় না অর্থাৎ এই নানাত্বকল্পনা যে বিলুপ্ত হয়, তাহা নহে, সমস্ত এই বৈচিত্র্যকল্পনা সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করে; কিন্তু তাহা সুষুপ্তমৌনের নিকট ভ্রম বলিয়া অনুমিত হয়; তাঁহারা তাহাতে লিপ্ত থাকেন না; সুতরাং তাহার প্রভুত্বের বা প্রাদুর্ভাবের অভাব ঘটে। এইরূপ অবস্থায় চিত্ত, চিত্ত থাকে না অর্থাৎ চিত্তের চিত্তত্বের অন্তর্দ্ধান ঘটে, অথচ চেতঃ অচেতঃ হয় না অর্থাৎ মনের যে একেবারে অভাব ঘটে, তাহা নহে; তাহার প্রভুত্ব বা কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। তখন সেই চিত্ত বা অন্য পদার্থ সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট, কি অসৎ অস্তিত্ববিহীন কিংবা তদুভয়ের ইতর অর্থাৎ সৎও নহে, অসৎও নহে, উভয়ের অন্য কিছুই থাকেনা, (অন্য অর্থ) তখন সৎ অর্থাৎ ইহা উত্তম, অসৎ অর্থাৎ ইহা অনুত্তম কিংবা ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে এ জ্ঞানও থাকে না। কি ধ্যানকাল, কি ধ্যানাভাবকাল, সকল সময়েই যে (বিভাজক-বিকল্প-কল্পনিবন্ধন) ও তারতম্যবিভাগশূন্য বলিয়া বিভাগবিরহিত, অভ্যাসনিরপেক্ষ, অপরিচ্ছিন্ন, আত্মরূপ সম্পাদকতাহেতু ও আত্মরূপত্বপ্রযুক্ত আদ্যন্তবিহীনভাব, তাহাই সুষুপ্তমৌন। এই নানাত্বভ্রমাত্মক জগৎ ভ্রমসমূহেই পরিপূর্ণ, ইহা বাস্তবিক সেই যথাস্থিত আত্মতত্ত্ব, তদ্ভিন্ন বৈচিত্র্যাদি কিছুই নহে। তদ্বোধে যে সন্দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থিতি, তাহারই নাম সুষুপ্তমৌন। অনেক প্রকার সংবিৎ (জ্ঞান) রূপের আত্মা শিবস্বরূপে (মঙ্গলময় স্বরূপে) পূর্ণ হইয়া যে অবস্থান, তাহাই সুষুপ্তমৌন। (অর্থান্তর) এই অনন্ত জগৎ সেই অনেক প্রকার চৈতন্যময় শিবরূপী আত্মা কর্তৃকই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তৎকর্তৃক ইহা ব্যাপ্ত, এইরূপ জ্ঞান যে অবস্থায় ঘটিয়া থাকে, তাহারই নাম সুষুপ্তমৌন। ১৪—২০। যে জীবন্মুক্তদশাতে সর্ব্বশূন্য অবলম্বনবিহীন ও শান্তিসূচকমাত্র ভাবে অবস্থান, যাহাতে সৎ অসৎ কিছুই নাই, কেবল মাত্র তদ্ধর্ম্মিক পূর্ণব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাকেই উত্তম (সুষুপ্ত) মৌন বলিয়া থাকেন। বিস্তৃতভাবে সমুত্থিত ভাবাভাবরূপ দশাবিশেষ দ্বারা যে সংবিদের আভাসশূন্যতা অর্থাৎ বিবর্ত্তের অভাব, তাহাই পরম (সুষুপ্ত) মৌন বলিয়া কীর্ত্তিত। চিত্তবৃত্তির অভাবে তাদৃশ ব্যাপাররহিত চিত্তে বাধিত বলিয়া যে অন্তরে সমতা ও যাহা সংবিদ্‌বৃত্তির আবর্ত্তনশূন্যতা, তাহাই অক্ষয় (সুষুপ্ত) মৌন। এ জগতে আমি নাই, অন্যও কেহ বা কিছুই নাই, মনও নাই, মানসকল্পনা বিকল্পনা কিছুই নাই, এই প্রকার বাধিত হইয়া যে জীবন্মুক্তের সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা প্রতিভাসের অভাব, তাহাই অবিচ্ছিন্ন অতিমৌনিতা (সুষুপ্তমৌন)। এ জগতে (সত্তাসামান্যের ন্যায়) পদার্থমাত্রে আমিই বর্ত্তমান আছি, সর্ব্বত্রই "অহং" বিরাজমান, সমস্তই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় শব্দার্থমাত্রক সত্তাসামান্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাদৃশ জ্ঞানই সুষুপ্তমৌন বলিয়া উক্ত। ২১—২৩। যেহেতু ঐ সুষুপ্তমৌন অবস্থায় সংবিৎ সর্ব্ববাধক স্বাকার চরমবৃত্তি প্রমাশূন্য জ্ঞানকেও গ্রাসকারিণীর ন্যায় হয়, সুতরাং তৎকালে স্ব অন্য বা ভেদ প্রভৃতির কল্পনা কোথায়? অর্থাৎ ঐ সুষুপ্তমৌন অবস্থায় কোন ভাসই থাকে না, এ জন্যই ঐ সুষুপ্তমৌন অনন্ত ও উহা হইতেই সর্ব্বপ্রকার মৌনের বিস্তার হইয়াছে। এই সুষুপ্তমৌনই অনন্ত বলিয়া প্রবোধসমন্বিত এবং অবিদ্যাকে ব্যাধিত করে বলিয়া নির্ম্মল তুরীয়াবস্থা ও সেই অবিদ্যাবাধক বৃত্তিসমূহকেও বাধিত করে বলিয়া তুর্য্যাতীত জানিবে। পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ জ্ঞানভূমিকার মধ্যে পঞ্চমী আদি ভূমিকাত্রয় সমাধিরই ভেদ, ঐ সৌষুপ্ত এক সমাধান, তুর্য্যসমাধিক এবং তুর্য্যাতীত সমাধি, এই ভূমিকাত্রয় জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে হইয়া থাকে। রাম! তুমি ব্রহ্মভূত ও সাধু হইয়াছ, এখন তুমিও এই ভৌতিক দেহ লইয়া সর্ব্বত্র নিপুণতার সহিত ব্যবহারপথের

অনুসরণই কর বা ব্যবহারপরিহারে সমাধিস্থই হও, তুমি এখন জীবন্মুক্ত-সকল-বিকল্প-শান্তিরূপভূষিত তুর্য্যস্থ থিবেহ। যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম আকারদ্বয় বাধিত করিয়া আকাশের ন্যায় শূন্য হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারই এই প্রকার স্থিতি দেখা যায়। হে রাম! সম্প্রতি তোমারই এরূপ দেখিতেছি, অন্যের এরূপ হয় না। হে রাম! তুমি ও এই (মাণ্ডুক্যোপনিষদুক্ত) রীতিক্রমে অবধ্যাসনাবিরহিত হইয়া তুর্য্যপদে অধিষ্ঠান কর, "নিখিল বস্তু বিদ্যমান" এই যে প্রসিদ্ধি, তাহা নাড়ীর অন্তরে অনুভূয়মান স্বপ্নকল্প, ইহা বুঝিয়া জীবন্মুক্তাবস্থায় চিদাকাশকলায় একনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান কর। ২৭—৩১।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত। ৬৮।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে মুনিনায়ক। ইতিপূর্ব্বে আপনি যে শত-রুদ্রের কথা বলিলেন, কিরূপে সেই শতরুদ্র হইল? কারণ, শত-রুদ্রের কথা ত শুনি নাই, গণসমূহের সহিত গণনায় ঐ রুদ্র শত, কিংবা তদ্ব্যতিরিক্তগণনীয় শতরুদ্র, তাহা আমাকে বলুন, আর যে ভিক্ষুজীবটাদির গণত্বপ্রাপ্তির কথা বলিলেন, তাহা কি রুদ্রশতই গণ, কিংবা গণভিন্ন অন্য শতরুদ্র আছেন? তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—ভিক্ষু যে স্বপ্ন শত দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই শত শরীরাকার ধারণ করে, ইহা তুমি পূর্ব্ববর্ণিত জন্মজন্মাদি প্রস্তাবেই জানিতে পারিয়াছ বলিয়া আমি বিশেষ করিয়া আর বলি নাই। ভিক্ষুর স্বপ্নে যে সকল জীবটাদি আকার হয়, সেই সকল আকারই গণশত হয়, আর সেই গণশতই ভোগৈশ্বর্য্য সাম্যনিবন্ধন ও রুদ্রাংশপ্রযুক্ত রুদ্রশত হয়; গণরুদ্রের সেবক ও পার্ষদ, অতএব স্বামিভৃত্যভাব বিরুদ্ধ হইলেও তাহারাও যে মুখ্য রুদ্র হয়, আর তাহারা যে রুদ্রশতত্ব লাভ করিয়া আবার যে গণশত হইয়াছিল, তাহার প্রতি ইহাই কারণ যে, তাহারা স্বয়ং রুদ্র হইলেও পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বরকোটিভূত রুদ্রের পরিচর্য্যাদিবিধিতে গণে পরিণত হইত; তাহার কারণ ইহাই যে, তাহাদিগের কর্ম্মফলভূত ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে সেই প্রধান রুদ্রদেবেরই আয়ত্ততা। রাম কহিলেন, হে ভগবন্! একমাত্র চিত্ত হইতে, দীপ হইতে অন্য দীপের ন্যায় কি করিয়া সেই স্বপ্নরুদ্র শত শত চিত্ত করিল? অর্থাৎ কি করিয়া সেই রুদ্র স্বচিত্তচৈতন্যদানে ভিক্ষু-আদির চৈতন্য যোজন করিলেন? তদুত্তরে বশিষ্ঠ বলিলেন, যাঁহাদের জ্ঞানৈশ্বর্য্যপ্রভাবে (মায়াদি) আবরণ নাই ও যাঁহারা সত্যসঙ্কল্প, তাদৃশ মহাত্মগণ যাহা কল্পনা করেন, তাঁহারা সেই প্রত্যক্ত ভূমানন্দের আশ্রয়ে আশ্রিতা যে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিশালী মায়াপ্রতিবিম্বসংবিৎ, তাহারই বলে তাহা অনুভব করেন। ১—৫। আরও সেই সর্ব্বাত্মা (ব্রহ্মরূপী রুদ্র) যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন সেই সকল মহাত্মা যখন যাহা যেভাবে ভাবেন, সেই সর্ব্বাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব-প্রযুক্ত তাহা তদ্রূপই স্বীয় সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিয়া থাকেন। রাম কহিলেন, এইরূপ ঐশ্বর্য্যই যদি সেই হরিহরাদির থাকে, তবে যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, সেই মহাদেবও কি জন্য কপালমালাভরণ ভস্মলেপনশোভী দিগম্বর, শ্মশানবাসী ও কামুক অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গে বাস করেন? এবং তাঁহাদের মনুষ্যযোনিতে অবতীর্ণ হইবারই বা কারণ কি? বশিষ্ঠ কহিলেন, যাঁহারা মহেশ্বর—সিদ্ধ এবং জীবন্মুক্তশরীর, তাঁহাদিগের আবার মঙ্গলামঙ্গল বা সুখভোগফল শাস্ত্রীয় ক্রিয়ানিয়ম কি? কারণ, তাঁহাদিগের মঙ্গল অমঙ্গল উভয়ে তারতম্য নাই, সকলই সুখরূপী। যাহারা অজ্ঞ জীব, তাহাদিগেরই সেই সকল ক্রিয়ানিয়মাদি আছে। অজ্ঞব্যক্তি রাগ-দ্বেষ-লোভাদি দোষসহস্রে খণ্ডিতচিত্ত বলিয়া মাৎস্যন্যায়ে (অর্থাৎ মৎস্যজাতি যেমন দুর্ব্বল স্বজাতিই হউক, আর পরজাতিই হউক, তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে) তদ্রূপ এই সংসারে ব্যবহার-পথে গমন করিয়া অর্থাৎ দুর্ব্বলকে পীড়িত করিয়াই ক্রিয়ানিয়ম বিনা জন্মপরম্পরা নরকাদি পরম দুঃখভোগ করিয়া থাকে। আর যাহারা জীবন্মুক্ত প্রাজ্ঞ, তাঁহারা ইষ্টানিষ্ট বস্তুতে নিমগ্ন হন না, তাহার কারণ, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও বাসনার পথ অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা কাকতালীয় ন্যায়ে অকস্মাৎ প্রাদুর্ভূত কার্য্যসকল করিয়া যান। করুন আর নাই করুন, কিছুতেই তাঁহাদিগের আসক্তি বা আগ্রহ নাই। এইরূপ কাকতালীয় ন্যায়ে বিষ্ণুরও মনুষ্যের ন্যায় জন্ম-কর্ম্ম, ত্রিনয়ন মহাদেব বা অম্বুজোদ্ভব ব্রহ্মারও ঐরূপ মনুষ্যবৎ জন্ম-কর্ম্ম জানিবে। ৬—১২। ঐ সকল সিদ্ধ জীবন্মুক্তগণের নিকট নিন্দা অনিন্দার পাত্র কিছুই নাই, হেয় উপাদেয় তাঁহাদের কিছুই নাই, আত্মীয়পরভেদ তাঁহাদের নাই এবং এমন কর্ম্ম নাই, যাহা সেই সকল সিদ্ধ-জীবন্মুক্তকে আবদ্ধ করিতে পারে। সৃষ্টির আদিতে অগ্নি আদির উষ্ণত্ব আদি যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, হরিহরাদিরও সেইরূপ চরিত্রবেশ ক্রিয়াদি নিয়মও সেই সৃষ্টির আদি হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণাদিরও তদ্রূপ স্বস্বজাত্যুচিত কর্ম্ম-নিয়ম প্রসিদ্ধি পাইয়াছে জানিবে (মুখ্য যে ঈশ্বর, তাঁহারই ইচ্ছায় এরূপ ব্যবস্থা জানিবে)। কিন্তু অজ্ঞের (অর্থাৎ যাহারা জীবন্মুক্ত সিদ্ধ নহে, তাহাদের) আচরণ অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় নিয়মবদ্ধ বা সৃষ্টির আদিতে অভিব্যক্ত নহে, পরন্তু সৃষ্টি প্রচারিত হইলে পর, সেই সেই বর্ণাদি বিভাগ লক্ষ্যবশতঃ পৃথক্ ঐহিক পারলৌকিক সুখদুঃখানুভব ফলদায়ক শাস্ত্রীয় এবং স্বাভাবিক কল্পিত অনুষ্ঠান রাগাদিবশতঃ তাহারা স্বয়ংই কল্পনা করিয়া থাকে (ইহাই বৈষম্য)। হে রঘুদ্বহ রাম! শরীরী জীবের প্রসিদ্ধ চতুর্ব্বিধ যোনি হইতে অন্য (শ্রেষ্ঠ) যে বিদেহমুক্তিবিধায়ক যোনি, তাহা তোমাকে বলি নাই, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা আকাশ-অপেক্ষা অতিশয় নির্ম্মল চিন্ময় আত্মাকাশ, তদ্ভাবপ্রাপ্তিই পরম মোক্ষ। সম্যক্জ্ঞানের অববোধক এক সমাধি দ্বারা এবং সংখ্যা অর্থাৎ বিবেক বিচার প্রযুক্ত রাজযোগ দ্বারা যাহারা অবমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সাংখ্যযোগী। আর যাহারা প্রাণাদি বায়ু-রোধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত হঠযোগ দ্বারা অনাময় আদ্যন্তবিরহিত পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন—তাঁহারা যোগযোগী। ঐ দ্বিবিধ যোগীরই অকৃত্রিম শান্ত পদ করতলভূত [illegible] দ্বারাই প্রাপ্য; তাহা এই দেহে কেহ সাংখ্য দ্বারা ও কেহ যোগ দ্বারা পাইয়াছেন ও পাইয়া থাকেন। ১৩—২০। যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগ উভয়কেই এক দেখেন, তিনিই ঐ শান্ত পদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন; এবং তাঁহারা দেখেন যে সাংখ্য দ্বারা যে স্থান প্রাপ্তি হয় যোগ দ্বারাও সেই স্থান প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং উভয় হইতেই তাদৃশ স্থিতিলাভ হয়। যাহাতে প্রাণ ও মন উভয়ের বৃত্তির বিলয় ঘটে এবং যাহা বাসনাজালের বহির্ভূত, ঐ স্থিতিই পরম পদ জানিবে।

বাসনাই চিত্ত ও সেই বাসনাপ্রভ্রময় মনই বাহ্যান্তঃকরণ ও প্রাণাদির চেষ্টারূপ সংসারের কারণ। সেই মন সাধ্য কিংবা যোগ উভয়ের অন্যতর দ্বারা বিলীন হইয়া (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া) ঐ কারণ ও প্রাণাদি উভয়ের কর্ম্মব্যাপারের কারণ হয় না ; (অর্থাৎ প্রবৃত্তির 'হেতু হয় না) বালক যেমন বেতাল দর্শন করে, সেইরূপ মনই দেহকে (আত্মারূপে) দর্শন করে, তাহাই সংসার ও মনই তাহার হেতু ; সুতরাং সেই মন যদি বিলয় পায় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে সেই মন আর ঐ দেহ দর্শন করে না। অর্থাৎ মনের শান্তিতেই সকল সংসৃতির শান্তি। ২১—২৪। আত্মদর্শনেই যে মনের নাশ হয়, তাহার প্রতি হেতু আত্মতত্ত্ব। অদর্শনেই মিথ্যাস্বরূপে ঐ মনের উৎপত্তি, স্বপ্নে নিজ মরণ যেরূপ দেখা যায়, বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণ অলীক, উহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই, তদ্রূপ মনেরও অস্তিত্ব জানিবে, সুতরাং আত্মতত্ত্বদর্শনেই যখন উহার উৎপত্তি, তদ্দর্শনেই উহার লয়। এতাদৃশ অলীক মন হইতেই এই সংসারের সৃষ্টি জ্ঞান দ্বারা ঐ মন বাধিত হইলে আর আমি-আমার উপদেষ্ট-উপদেশ বন্ধন-মোক্ষ এ সকল আর কোথায় থাকে, আর কি হইতেই বা হয় ? মন বাধিত হইলে কিছুই কিছু নহে। অতএব (উত্তম মধ্যম অধম অধিকারিভেদে) দৃঢ়রূপে পরমতত্ত্বের অভ্যাস, প্রাণাদির লয় ও মনের নিগ্রহ (সংযম) এই কয়টী মোক্ষশব্দের অর্থসংগ্রহ অর্থাৎ উহাই অধিকারীভেদে সাধনত্রয় এবং উহাকেই মোক্ষ বলিয়া থাকেন। ২৫—২৭। ইহা শুনিয়া রাম কহিলেন,—মুনে। প্রাণের লয় যদি মোক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে জন্তুগণ মরিলেই মুক্ত হইতে পারে ? বশিষ্ঠ কহিলেন, মনের নাশ না হইলে ঐ ত্রিবিধ উপায়ে কখন মুক্তি হইতে পারে না, অতএব ঐ ত্রিবিধ উপায়ে মনের লয়ই প্রধানসাধ্য জানিবে, তাহা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। মৃত্যু হইলেই যে প্রাণও মনের নাশ হয়, তাহা নহে, মৃত্যু মূর্চ্ছামাত্র, মৃত্যুকালে ঐ প্রাণ ও মন মূর্চ্ছাকালের ন্যায় গলিত সৈন্ধবের মত বাসনারূপে অবস্থান করে, পুনরায় উৎপত্তিকালে আবার আবির্ভূত হয়। প্রাণনির্গমের সমকালে এই দেহের ঘুঘুরশব্দ নিবৃত্তি হইলে যখন প্রাণ শরীর ত্যাগ করে, তখন বাসনা কাম-কর্ম্ম দ্বারা উপস্থাপিত ভাবিদেহের আকার অনুভব করিয়া বাহ্যাকাশে তাদৃশ দেহারম্ভের অনুকূল ভূতমাত্রার সহিত সঙ্গত হয়। ঐ ভূতমাত্রা বাসনামাত্রাত্মকই জানিবে, অতএব তাদৃশ বাসনাময় মনোবিশিষ্ট প্রাণের সহিতই ঐ ভূতমাত্রা মিলিত হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ, সুতরাং ঐ ভূতমাত্রা কখন বাহিরে অন্য জীবের প্রাণের সহিত মিলিত হইতে পারে না। প্রাণ বাসনার সহিতই দেহান্তরে উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ, প্রাণ ভাবিদেহের বাসনা সহকারেই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে এবং যেমন পুষ্পের গন্ধ তিলে প্রবিষ্ট হইয়া (সেই তিলান্তরস্থ তৈলের সহিত মিশ্রিত হয় ও তাহাতে যন্ত্রপেষণাদি কষ্ট ভোগ করে), তদ্রূপ প্রাণ দেহান্তরে তদীয় হৃদয়াকাশ ও তদন্তর্গত বায়ুনিবহের সহিতও সংমিশ্রিত হয়। (এবং তাহাতে ঐ গন্ধবৎ ক্লেশানুভব করে), অতএব মরণ মাত্রেই যে মন প্রাণের নাশ হয়, তাহা নহে। দেখ, যেমন জলপূর্ণ ঘট সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু তাহা বিনষ্ট হয় না, ঐ বাসনাসমন্বিত মনও মৃত্যু হইলে অদৃশ্যভাবে থাকে। যেমন সূর্য্য, প্রভাব্যতিরিক্ত থাকেন না, তদ্রূপ প্রাণেরও মনব্যতিরিক্ত স্থিতি অসম্ভব এবং যেমন তিত্তির পক্ষী অন্য তৃণ না পাইলে চঞ্চুস্থিত তৃণখণ্ড পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ মন জ্ঞানব্যতিরিক্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে না। ২৮—৩৪। একমাত্র জ্ঞান হইতেই মন বাসনাবিরহিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া থাকে এবং জ্ঞান উদয় হইলেই মন প্রাণ হইতে স্পন্দভাববিরহিত হয়, আর মন স্পন্দন গ্রহণ করে না, এইরূপে মন নিঃস্পন্দ হইলে একমাত্র শান্তিই অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানের উদয়েই যে বাসনার নাশ হয়, তাহার প্রতি কারণ, জ্ঞান হইতেই সকল পদার্থের অস্তিত্ব নাশ ঘটে, এইরূপে দ্বৈত বাধ হইলে বাসনারও নাশ হয়, তখন প্রাণ ও চিত্তের বিলোপ ঘটে। তদানীং মন প্রশান্ত হইয়া আর দেহভাব দর্শন করে না, যে বাসনা নিজের নাশে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে, তাহাই মন বলিয়া কথিত। কারণ বাসনামাত্রই চেত, বাসনার অভাবেই তাহা পরমপদ। উল্লিখিত জ্ঞান বাসনা-সমন্বিত সকলের নিরাকরণ করিয়া আত্মতত্ত্বে পরিণত হয়, আর সেই তত্ত্ব অবশেষে অচল জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করে, ইহাই অনুভবনিষ্ঠগণের উক্তি। ৩৫—৩৮। হে রাম ! রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এই সংসারে বিবেকমাত্রে ইহাই পর্য্যন্ত বা পরিণাম। অদ্বৈততত্ত্বের শ্রবণাদি অভ্যাস, প্রাণরোধ, চেতঃক্ষয়, এ সকলের মধ্যে একটী সিদ্ধ হইলে পরস্পর সকলই সিদ্ধ হয়। তালবৃন্তের স্পন্দন নিবৃত্ত হইলে যেমন বায়ুও শান্ত হয়, তাহার ন্যায় প্রাণবায়ুর পরিস্পন্দন নিবৃত্ত হইলে মনও শান্ত হয়। শরীরসত্ত্বে প্রাণবহির্গত হইলে উল্লিখিত ক্রম আর (ছেদন বা শাপাদির দ্বারা) শরীরের লয় হইলে প্রাণবায়ুর বাহ্যাকাশস্থ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া তদ্ভাবপ্রাপ্ত হয় এবং তদবস্থায় এই দৃশ্যমান নিখিল পদার্থের যে যে ভাবে অবস্থিতি, তৎসমস্তই অবলোকন করে। ঐ প্রাণবায়ু দেহবিহীন হইয়া আকাশে যেরূপ কর্ম্মোদ্ভাবিত বাসনাময় সুরনরপশুপ্রভৃতির দেহ অবলোকন করে, তদনুরূপই ব্যবহার অনুভব করিয়া থাকে। যে প্রকার বায়ুর স্পন্দন শান্ত হইলে গন্ধ নিবৃত্ত হয়, সেই প্রকার মনের স্পন্দন শান্ত হইলে প্রাণবায়ুও নিবৃত্ত হয়। ৩৯—৪৪। জীবের প্রাণ ও চেতঃ পরস্পর নিযুক্ত হয় না, তিলতৈলসংক্রান্ত পুষ্পসৌরভের ন্যায় উভয়ে মিলিত হইয়া অবস্থিত। মনের স্পন্দনই প্রাণ ও প্রাণের স্পন্দনই মন, এতদুভয়েই পরস্পর রথ-সারথি হইয়া নিরন্তর গমনাগমন করিতেছেন। উহারা রথসারথির ন্যায় পরস্পর স্পন্দনসাধন করিতেছে। অগ্নি ও উষ্ণতা ইহাদের ন্যায় পরস্পর আধার আধেয়স্বরূপ, উহাদের একের অভাবে উভয়েরই অভাব, এবং উহারা স্বস্বনয়ের দ্বারা মোক্ষনামক উৎকৃষ্ট কার্য্য করে, অর্থাৎ ঐ মূলপ্রাণবিনাশ হইলে উৎকৃষ্ট যে মোক্ষ, তাহার লাভ হয়। দৃঢ়রূপে অদ্বৈত পরমতত্ত্বের অভ্যাসে মন হইতে দ্বৈতভাব দূর হইলে মন শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়। প্রাণ যখন সেই মনেই লীন, অর্থাৎ উভয়েই একীভূত তখন, মনের লয়ে প্রাণেরও লয় হয়। যাহা অনন্ত আত্মতত্ত্ব, তুমি বিচার দ্বারা ঐ মনকে তন্ময় করিতে চেষ্টা কর ; মন যদি সেই আত্মতত্ত্বে লয় পায়, তাহা হইলে আত্মতত্ত্বই অবশেষে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। যাহা নিরতিশয় শ্রেয়ঃস্বরূপ এবং অজ্ঞান, তন্নাশক যে ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তি, উভয়ের নিবৃত্তিতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই চরমবস্তু চিন্ময়স্বরূপ প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাহাতে প্রাণের ধারণা অবলম্বনে স্থিরতাপন্ন হও। এইরূপে যে পর্য্যন্ত তদাকার বৃত্তিধারারূপ

ভাব সম্যক্ অভ্যাসবশতঃ চরমসাক্ষাৎকার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া অভাবে পরিণত না হয়, সে পর্য্যন্ত এক দৃঢ়চিত্তে তদাকার বৃত্তি-দ্বারা ভাবনা করিবে। আহার না করিলে যেরূপ শরীরের ক্ষয় হয়, সেইরূপ প্রত্যাহারপরায়ণ ব্যক্তিরও নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা প্রাণ ও মনের লয় হইয়া থাকে। মনের প্রাণের সহিত লয় হইলে একমাত্র পরম বস্তুই অবশিষ্ট থাকেন। মন যাহাতে একতান হয়, চিরাভ্যাস স্বভাববশতঃ মনের অন্তান্ত অশেষ বাহ্যাকারের ক্ষয় হইয়া যায়,তখন মন ক্ষণকালের মধ্যে তদ্ভাবই প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ধারণাদি ত্রিবিধ উপায়ে ব্রহ্মে একতান হইলে মনের নির্ব্বিকল্পনা-সমাধিপরিপাকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ৩৫—৫৩। বুদ্ধির সাহায্যে অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই ও তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস না করিলে পরমপদ প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই, ইহা প্রমাণাদি দ্বারা যুক্তিযুক্তভাবে বুঝিয়া তাহার ধ্যান ধারণাদি অবলম্বনে তত্ত্বজ্ঞানেরই অভ্যাস করিবে। শরৎকালে মেঘ অপগত হইলে তদনুবর্ত্তী তুষাররাশিও যেরূপ নিবৃত্তি হয়। মনের শান্তিতে তদ্রূপ সংসার মৃগতৃষ্ণিকার নিবৃত্তি হয়। হে রাম! চিত্তই অবিদ্যা, অতএব বিচার দ্বারা মনকে ব্রহ্মাকারে পরিণত করিয়া সেই মনের দ্বারা চিত্তের লয় কর। ঐ চিত্তক্ষয়ের রূপ সেই অধিষ্ঠান আত্মাই (শূন্যতা নহে), কারণ, তাহার অভাব পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না। মন পরম পদে মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রান্ত হইলেই ব্রহ্মাকারে পরিণত হয় ও মন তাহাতেই নিরতিশয় স্বপ্রকাশ আনন্দাস্বাদ পাইয়া আর ব্যুত্থানের ইচ্ছা করে না। ৫৪—৫৭। সাংখ্য ও যোগ দ্বারা এই প্রকার পরম পদপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়। হে রাম! যদি তোমার চিত্ত সাংখ্য বা যোগে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও তৎসত্তা লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার চিত্তের আর উৎপত্তি হইবে না। অবিদ্যাবিরহিত চিত্তই সত্ত্বশব্দবাচ্য, উহা সংসার-বীজকে দগ্ধ করিয়া তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নাশ করে এবং চিত্তে ঐ সত্ত্বের উদয় হইলে ব্রহ্মভাববিচ্ছেদ ঘটে না। তাদৃশ সত্ত্বস্থ ব্যক্তি বিরল; যে মহাত্মা সত্ত্বভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার অবিদ্যা-বিগলিত ও বাসনাজাল ছিন্ন হইয়াছে। তিনিই অজ্ঞকর্তৃক অসম্ভাবিত বলিয়া শূন্যোপম আর প্রাজ্ঞদর্শীর পরমজ্যোতিঃ সদ্যঃ অবলোকন করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে সুভগ! জীব-মুক্তাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ের অভ্যাস সহায়ে আত্মায় জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিরূপ ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিনিবন্ধন পাপবির্জ্জিত ও অবিদ্যানাশে দগ্ধবস্ত্রের ন্যায় প্রতিভাসমাত্রবিশিষ্ট বিলীন মনই সত্ত্ব বলিয়া কথিত। তাম্র যেমন স্পর্শমণিসম্পর্কে সুবর্ণভাব প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় কলঙ্ক-মলিন তাম্রভাব প্রাপ্ত হয় না তদ্রূপ ঐ মন বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়া শক্তিহীন হইলে আর রাগদ্বেষ অভি-মানাদিকলায় মলিন সংসার অবলোকন করে না। ৫৮—৬১।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিচার দ্বারা জ্ঞান উদয় হইলেই জীব ও চিত্তের শান্তি হইয়া থাকে, তখন জীব বা চিত্ত কিছুই থাকে না; এই উপায়ে সম্পন্ন যে কার্য্যকারণরূপ অবিদ্যার উপশম, তাহাই মোক্ষ বলিয়া কথিত। এই মন ও তুমি আমি প্রভৃতি অহংতা প্রভৃতি মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন ভ্রমাত্মক; ক্ষণকাল বিচার করিলেই উহার লয় অর্থাৎ অভাব ঘটে। এই সংসারস্বপ্নবিভ্রমবিষয়ে বেতালকৃত প্রশ্নসমুদায় প্রসঙ্গক্রমে আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল, সেই শুভ প্রশ্নসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিন্ধ্যমহাটবীতে এক বিপুলাকৃতি বেতালের বাস, সেই বেতাল অজ্ঞজনে অবজ্ঞা-নিবন্ধন সগর্ব্বে তাহাদিগের হননেচ্ছায় এক নগরে (মণ্ডলে) গমন করে। ঐ বেতাল কোন এক সজ্জন রাজার দেশে কিরাতরাজ্যে রাজার দত্ত বধ্যজন বলিদানরূপ উপহার দ্বারা নিত্যতৃপ্ত হইয়া নির্ব্বি-ঘ্নেপে সমাধিসুখে কালযাপন করিত। সাধুগণ ন্যায়দর্শী, এজন্য ঐ বেতাল ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও বিনা কারণে বা নিরপরাধে কাহাকেও সম্মুখে পাইয়াও হনন করিত না। কালক্রমে তথায় বধ্যজন দুর্লভ হওয়াতে বনবাসী সেই বেতাল ন্যায় ও যুক্তিসহকারে আহারের জন্য ক্ষুধায় প্রেরিত হইয়া নগরান্তরে গমন করিল। তথায় একদা এক ভূপতি নিশাকালে দুষ্টজনের অনুসন্ধান ও তস্করাদির বধের জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। ঐ উগ্র নিশাচর বেতাল তাঁহাকে পাইয়া মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া বলিল। ১—৮। রাজন্! আমি ভীমস্বভাব ভীষণ বেতাল, আজ আমি আপনাকে পাইয়াছি, অতএব আপনই আজ আমার ভোজ্য, আর কোথায় পলায়ন করিবেন, আজ আপনি বিনষ্ট হইয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, নিশাচর! তুমি যদি আমাকে অন্যায়পূর্ব্বক বলপ্রকাশে ভক্ষণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইবে। তখন বেতাল বলিল, আমি অন্যায়পূর্ব্বক আপনাকে ভক্ষণ করিতেছি না ন্যায় কথাই আপনাকে বলিতেছি, আপনি রাজা, ধর্ম্মশাস্ত্র মতে আপনার সকল অর্থীরই আশা পূরণ করা কর্ত্তব্য। অতএব আমার সম্ভবপর যাচ্ঞা পূরণ করুন, আমার এই বক্ষ্যমাণ প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করুন। (আর আমার এই প্রশ্নের অর্থও দুর্ব্বোধ নহে)। ৯—১২। কোন্ সূর্য্যের রশ্মির সূক্ষ্ম পরমাণু এই ব্রহ্মাণ্ড? মহাগগনরেণু কোন্ বায়ুতে প্রস্ফুরিত হয়? শত সহস্রবার স্বপ্নের পর স্বপ্নান্তর প্রাপ্তিতে পূর্ব্বপূর্ব্ব সত্যতা ত্যাগ করিয়াও কোন্ পুরুষ আপনার ভাস্বর স্বচ্ছ সত্যাত্মস্বরূপ ত্যাগ করিয়াও ত্যাগ করে না? যেমন কদলীস্তম্ভের অন্তরে অন্তরে ও তদন্তরে কেবল বল্কলমাত্র (খোলা-মাত্র) তদ্রূপ কে অন্তরে অন্তরে ও তাহারও অন্তরে স্বয়ংই অণুরূপে বিরাজমান? এই প্রসিদ্ধ বিশাল আকাশ ভূতরাজি ও তদাধার ভুবনত্রয়, সূর্য্যমণ্ডল মেরু প্রভৃতি অনন্তব্রহ্মাণ্ড কোন্ স্বস্বভাব অণুতে বর্ত্তমান অণুর পরমাণুস্বরূপ? কোন্ নিরবয়ব পরমাণু হইয়াও মহাগিরির শিলান্তরে এই ত্রিজগৎ বর্ত্তমান যে, ত্রিজগতের ঘনতর সত্তৈকান্তরূপই মজ্জাসার। হে দুরাত্মন্! * হে আত্মঘাতিন্ (২) নরপতে! যদি তুমি এই ষট্‌প্রশ্নের উত্তর না বলিতে পার, তাহা হইলে কৃতান্ত যেমন জগৎ গ্রাস করেন, সেইরূপ আমি তোমাকে ও তোমার রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজামণ্ডলীকে ফলের ন্যায় বলপূর্ব্বক গ্রাস করিব। ১৩—১৮।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

---

* দুরাত্মন্ শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য যে, দ্রষ্টদেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিশালিন্ (২) সুতরাং আত্মঘাতিন্ সম্বোধন, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছেদ করিয়া তাহার বিনাশসাধনই করিয়াছ। ইহাই বেতালের অভিপ্রায়।

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বেতাল একপ্রকার বলিলে পর রাজা হাস্য করিয়া স্বীয় দন্তকিরণে আকাশ ও নিজ পরিধেয়বস্ত্র সমুজ্জ্বল করত প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা বলিলেন, এই তোমার আমার আশ্রিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল বর্ত্তমান, ইহা (অজ্ঞদৃষ্টিতে) অন্তর্ ও উত্তরোত্তর দশগুণ জলাদি আবরণে পরিবেষ্টিত (*) তাদৃশ সহস্র সহস্র ফল যাহাতে বর্ত্তমান, চঞ্চল পল্লব (কল্প চঞ্চল ভুবন) সমূহসমন্বিত এক অত্যুচ্চ বিশাল শাখা আছে, তাদৃশ সহস্র সহস্র শাখাবিশিষ্ট এক দুর্লক্ষ্য প্রকাণ্ড মহাবৃক্ষও আছে। আবার তাদৃশ সহস্র সহস্র বৃক্ষসঙ্কুল অনন্ত তরুগুল্মসমন্বিত এক মহাবনও আছে। ১—৫। তাদৃশ সহস্র সহস্র বন যথায় বর্ত্তমান, তাদৃশ বিশাল বিস্তীর্ণ শৃঙ্গসঙ্কুল গিরিও আছে। তাদৃশ সহস্র সহস্র শৃঙ্গবহুল পর্ব্বতসমূহ যেখানে অবস্থিত এরূপ অতিবিস্তীর্ণ মহাদেশও আছে। যথায় তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাদেশও অন্তর্গত এরূপ মহাহ্রদ নদী (রূপ আবির্ভূত অনাবির্ভূত প্রবহণপ্রাণাদি বায়ুচেষ্টা) সমন্বিত বৃহৎ দ্বীপও আছে। তাদৃশ সহস্র সহস্র দ্বীপপুঞ্জও যথায় বর্ত্তমান, এবম্ভূত বিচিত্র (নামাদি) রচনাসমন্বিত মহাপীঠও আছে। তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাপীঠরূপ পৃথ্বীসমন্বিত এক অনন্তবিস্তীর্ণ মহাভুবন আছে তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাভুবনসম্পন্ন গগনপীঠের ন্যায় ভীষণ এক মহা অণ্ড আছে। তাদৃশ মহাণ্ড করণ্ডক (কৌটা-বৎ আধার) এক স্পন্দহীন বিপুল জলাধার সাগর আছে। ৬—১২। তাদৃশ কোমল তরঙ্গসঙ্কুল লক্ষ লক্ষ সাগরসমন্বিত আত্মবিলাসময় এক মহাসাগর আছে। তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাসাগর যাহার উদরস্থ জল, এতাদৃশ এক সর্ব্বব্যাপী অত্যুন্নত মহাপুরুষ (বিষ্ণু) আছেন। তাদৃশ লক্ষ মহাপুরুষ মালার ন্যায় যাহার বক্ষঃস্থলে বিরাজমান, এতাদৃশ এক সর্ব্বসত্তার প্রধান পরমপুরুষ (রুদ্র) আছেন। তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাত্মা পরমপুরুষ যাহার মণ্ডলে কেশ ও লোমরাজির ন্যায় প্রস্ফুরিত রহিয়াছে, এবম্ভূত এক মহাসূর্য্য আছেন। প্রত্যক্ দৃষ্টি হইতে অন্য পরাক্ দৃষ্টিতে প্রতিভাসমান সর্ব্বপ্রাণীর প্রত্যক্ষভূত এই সকল রুদ্রাদি ব্রহ্মাণ্ডান্ত অসংখ্য কল্পনা,সেই সূর্য্যের দীপ্তি, এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দীপ্তির ত্রসরেণু, চিদাত্মাই উক্তপ্রভাব সূর্য্য, এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর বলিলাম। ঐ সূর্য্যই এই নিখিল জগতের তাপবিতরণকারী ও প্রকাশক। ১৩—১৮। বিজ্ঞানই সেই সূর্য্যের আত্মা. এতাদৃশ যে পূতাশয় পরম ভাস্কর, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভুবনের আভোগ তাঁহারই ত্রসরেণু। সূর্য্যের কিরণে এই জাগতিক শোভার ন্যায় সেই বিজ্ঞান পরম সূর্য্যেরই দীপ্তিতে এই জগৎরূপ দিনলক্ষ্মীর প্রকাশ ও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে ও তাহাতেই এই জগতের সত্তা। রে বেতাল! পূর্ব্ববর্ণিত শবলে ব্রহ্মরূপ ত্রৈলোক্য-মণ্ডপমণি মহাসূর্য্যের পারমার্থিক তত্ত্বভূত যে আত্মা মুখ্যাধিকারি-গণের নিকট অখণ্ডাকার সাক্ষাৎকার মাত্র প্রসিদ্ধ; যাহা অনধি-কারীর নিকট অস্ফুট, তাদৃশ প্রত্যগাত্মাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীবও জগতের পৃথক্ সত্তা ও কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অনন্ত সম্ভ্রমের উল্লেখ অবস্থিত রহিয়াছে, কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে অণু-মাত্রও কিছুই নাই; অতএব তুমি গর্ব্ব পরিহার করিয়া শান্ত হও, তোমার প্রশ্নের আড়ম্বর নিবৃত্ত হইয়াছে, এখন তুমি শান্ত-প্রশ্ন হইয়া অবস্থান কর। ১৯—২১।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

রাজা কহিলেন,—কালসত্তা অর্থাৎ মহাকাশরূপ চিৎসম্বলিত মায়াকাশসত্তা, স্পন্দসত্তা অর্থাৎ স্পন্দ (ক্রিয়া) শক্তিপ্রধান সূত্রাত্মাকাশসত্তা, চিন্ময়ীসত্তা কিংবা তাহা হইতে নিকৃষ্ট চিদাভাস-সত্তা, ইত্যাদি সকল মায়াকাশাদির সত্তাই সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দোষ-রজঃ, ঐ রেণুই "পরমাত্মা"রূপ মহাবায়ুতে কল্পিত অনেক বিকার চঞ্চলভাবে প্রস্ফুরিত রহিয়াছে ও হইয়া থাকে। পরমাত্মাই যখন নিখিল বস্তুতে অনুগত সত্তাস্বরূপ, তখন তাঁহাতে আবার কালাদিসত্তা প্রস্ফুরিত, এই আধারাধেয়ব্যপদেশ কি প্রকারে হইল? এ সন্দেহ যেন তোমার না হয়। কারণ, যেরূপ পুষ্পই নিজ শরীরে সৌরভরূপ ভেদ স্বতঃই কল্পিত করিয়া নিজ আত্মাতেই নিজ কল্পিতাত্ম গন্ধরূপ আধেয় হইয়া অবস্থিত, তদ্রূপ পরমার্থ-সত্তাই কালাদিসত্তাভেদ আপনাতেই কল্পনা করিয়া ভিন্নস্বরূপে আধার আপনাতেই আধেয় হইয়া অবস্থিত জানিবে। (২য় প্রশ্নের উত্তর।) এই জগৎরূপ মহাস্বপ্নে ব্রহ্ম, স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে প্রাপ্ত হইয়াও বিকৃত হন না। তিনি একই ভাবে স্বপ্নদোষ-সম্পর্কশূন্য নিঃসঙ্গ জ্যোতীরূপে বিরাজমান, অতএব তাদৃশ বোধ-মাত্র নিবন্ধন ব্রহ্ম কেবল শান্তস্বরূপেই বিস্তার বা পুষ্টিমাত্রে স্থির কৃত হন। (তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।) কদলীস্তম্ভ যেরূপ অন্তরে অন্তরে পত্ররূপে সমুদিত হইয়া স্তম্ভাকার ধারণ করে, অন্তরে কিন্তু সেই পত্রই, সেইরূপ এই বিশ্বও অন্তরে অন্তরে ব্রহ্মেই বিবর্ত্তিত ও অবান্তর কারণে পরিণত হইয়া থাকে, অন্তরে অন্তরে কিন্তু সেই সেই অণুই বিরাজমান। এই সমস্ত বিবর্ত্ত জগদ্বিস্তার সত্তাদিনিমিত্তই সেই ব্রহ্মবস্তু সৎব্রহ্ম আত্মা প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিত হন; বাস্তবিক সেই ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বধর্ম্মশূন্য, তাঁহাতে কোন ব্যপদেশ নাই, সেই ব্রহ্মবস্তু কিছুই নহেন; আর অন্য কিছুই কিছুই নহে। দেখ, পটের পটসত্তা তন্তুসত্তায় পর্য্যবসিত হয়, এইরূপ তন্তুসত্তা কার্পাসসত্তায়, কার্পাসসত্তা ফলসত্তায়, ফলসত্তা গুল্মসত্তায়, গুল্মসত্তা বীজমৃজ্জলাদিসত্তায় ইত্যাদিক্রমে যে যে সত্তা বিভাবিত হয়, সেই সেই সত্তা অনুভবনির্দ্দিষ্ট আকার পরিত্যাগ করিয়া রক্তা-স্তম্ভের ন্যায়, তত্তৎ অনুভবরূপ চিন্মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়; অতএব সেই নির্ম্মল চিন্মাত্রই এই জগদাকারে বিস্তৃত। পরমাত্মা সূক্ষ্ম ও অলভ্য বলিয়া পরমাণু, আবার ঐ পরমাত্মাই অনন্ত বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডাদি মেরুপর্য্যন্ত সকলের মূল আধার। (৪র্থ প্রশ্নের উত্তর।) এই ব্রহ্মাণ্ডাদি সমস্ত জগৎ সেই অণু অথচ অনন্তপুরুষেরই অণু-

---

* এই ব্রহ্মাণ্ড (১) এইরূপ সহস্র ব্রহ্মাণ্ডগর্ভপঞ্চীকৃত মহাভূত(২) ও তদ্গর্ভ গন্ধতন্মাত্র (৩) এইরূপ উত্তরোত্তর রসাদি তন্মাত্রচতুষ্টয় (৭) তদ্গর্ভ হৈরণ্যগর্ভ মন (৮) অতীত অনাগত অনন্ত তদ্গর্ভ ভূত তন্মাত্র রাশি (৯) তদ্গর্ভ কল্পকাল (১০) তদ্গর্ভ উত্তরোত্তরের দিন স্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের আয়ুঃকাল ও সেই সকল কালাত্মক তাঁহারা তিন (১৩) অনন্তকোটি তাঁহাদিগের সত্তাস্ফূর্ত্তিব্যবহার-প্রবর্ত্তক মায়াশবল ব্রহ্ম (১৪) এই চতুর্দ্দশ পদার্থ এই স্থলে ফলশাখাদি কল্পনায় ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

স্বরূপ। ঐ ব্রহ্মাণ্ডাদিপঞ্চক অণুতর তত্তদাকারস্থ পরিচ্ছিন্ন চিৎকণ দ্বারা পরিচ্ছেদ্য (নির্দ্দেশ্য) বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডাদিবৎ স্বরূপবিহীন এবং তাহাই সূক্ষ্মতম নাড়ীচ্ছিদ্রে ভাসমান পরমাণুবৎই জানিবে। (পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর।) চক্ষুরাদির অগোচর বলিয়া তিনি পরমাণু ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া মহাগিরি এবং অধ্যারোপদৃষ্টিতে ঐ ব্রহ্মপুরুষের সমস্ত মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থই অবয়বস্বরূপ, আবার তিনি অপবাদনিরাসে নিরবয়ব। হে সাধো! এই ত্রিজগৎ সেই বিজ্ঞানস্বরূপের মজ্জা, কারণ হার্দ্দাকাশরূপ বিজ্ঞানমাত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তি-জগত্রয়ই মজ্জাবৎ প্রসিদ্ধ জানিবে। (ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর।) রে বালকসদৃশ বেতাল! এই ত্রিজগৎ বিজ্ঞানমাত্রের স্ব-কৌশলে প্রকাশ আত্মবিজ্ঞানস্বরূপ জানিবে। ভবাদৃশ বেতাল চাটভট (অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক তস্কর পামর) ইহাঁকে আক্রমণ বা বিনষ্ট করিতে পারে না, অতএব তুমি আমার উপদেশে আপনাকে অনুভবপথে আরূঢ় করিয়া দর্প পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান কর। ১—১১।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭২।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বেতাল রাজমুখে এই প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া বিচারসমর্থ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিল, রাজা পরম তত্ত্বজ্ঞানী,—তাহাতে সে শান্তি লাভ করিল। তখন সে শান্তচিত্ত হইয়া (রাজাকে একমনা ও অনিন্দিত বুঝিতে পারিল) সেই অনিন্দিত চরম এক বস্তুকে অবগত হইল, এবং বিষম ক্ষুধা বিস্মৃত হইয়া সমাধিস্থ হইল। হে রাম! আমি তোমাকে বেতালপ্রশ্নসমূহ বলিলাম, এই রাজবর্ণিত প্রকারে চিদণুতে জগতের স্থিতি জানিবে। ঐ চিদণুর কোষগত বিশ্ব বালকের ভ্রান্তিকল্পিত বেতাল-শরীরের ন্যায় জ্ঞানবিচারেই বিলীন হয়। যাহা পরমপদ, তাহাই অবশিষ্ট থাকে। ১—৪। অধুনা তুমি সকল বিষয় ও দৃশ্যজাল হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া যাহা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত ও যাহা স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, তাদৃশ কর্ম্ম নির্লিপ্তভাবে ও অনিচ্ছা-পূর্ব্বক করিয়া যাও, এবং নিশ্চলাত্মা শান্তবুদ্ধি হইয়া অবস্থান কর। হে মননশীল বলিয়া মুনিকল্প রাম! তুমি মনের দ্বারা মনকে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল কর ও সেই এক বস্তুতে সর্ব্ববৃত্তি লয় করিয়া চিত্তের নিবৃত্তিসাধন কর; তাহাতেই তুমি সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাব দেখিয়া সমদর্শন হইতে পারিবে, এক্ষণে তাহাই হইতে চেষ্টা কর। এইরূপে তুমি স্থিরবুদ্ধি ও মোহশূন্য হও, তাহা হইলে ও যথাপ্রাপ্তবিষয়ের অনুসরণ করিলে রাজা ভগীরথের ন্যায় অন্যের যাহা দুঃসাধ্য তাহা সুসিদ্ধ করা যায়। সগর অংশুমান্ দিলীপ প্রভৃতি নৃপতির যে কার্য্য সুসাধ্য বা সুলভ হয় নাই, রাজা ভগীরথ তদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজের শান্তি, তৃপ্তি সমদর্শিতাদিগুণে সগরপুত্রদিগের সঞ্জীবন তাহাদিগের খাত সমুদ্রের নিধিস্বরূপ গঙ্গাকে অবতীর্ণ করিয়া দুঃসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন সেইরূপে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শান্তচিত্ত, যাহার অন্তঃকরণবৃত্তি (ব্রহ্মানন্দে) পরিতৃপ্ত ও অন্তরে যে ব্যক্তি সমসুখময় আত্মাতে নিত্য-কাল অবস্থিত, তাদৃশ ব্যক্তির অতিদুর্লভ (দুঃসাধ্য) অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৫—৮।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে প্রভো! চিত্তের পূর্ণতালক্ষণ চমৎকৃতি-নিবন্ধন নরপতি ভগীরথ যেরূপে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে পারিয়া-ছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভগীরথ নামে সমুদ্রমেখলা ধরার অধীশ্বর কোশলবংশতিলক এক পরম-ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। "চিন্তামণি" মণির নিকট যেরূপ সঙ্কল্প-মাত্রেই অভীষ্টবস্তু পাওয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার নিকট অর্থিগণ উপস্থিত হইবামাত্র আপনাদিগের প্রার্থনা নিবেদন না করিয়াও ইচ্ছামত অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইত। তাহাদের তাঁহার নিকট প্রার্থনা বাক্য ব্যয় করিতে বা তজ্জন্য পরিশ্রম পাইতে হইত না। নরপতির অর্থব্যয়ে দুঃখ বা মলিনভাব কিছুই হইত না বরং তাঁহার মুখ দানোৎসাহোল্লাসে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রসন্নই থাকিত। তিনি সাধুগণেরই ব্যবহার ব্যবস্থাদির জন্য অবিরত ধনদান করিতেন। কোন স্থানে যদি ধর্ম্মতঃ তৃণমাত্রও পাইতেন স্বর্গ-চিন্তামণি কামধেনুর ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। ১—৪। যেরূপ বজ্র-(হীরক-) বেধনমণি লৌহবেধ্য বজ্রের ন্যায় দৃঢ়তর হীরক খণ্ডকে ছিদ্রিত করিয়া গুণ (সূত্র) প্রবেশযোগ্য করে, তৎকালে ঘূর্ণমান যন্ত্রচক্রের পরিভ্রমণকারী কিরণচ্ছটায় (বেধন-যন্ত্রের সমুজ্জ্বল ভাব দেখায়, সেইরূপ রাজা ভগীরথ বলবত্তর দুর্জ্জনগণকে শস্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া চরণে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া ভেদসাধন ও দমনে গুণসম্বলিত করিতেন ও তাহাদিগের চরিত্র শোধন করিয়া সচ্চরিত্র গুণী করিতেন। যৎকালে তাহাদের দেশ আক্রমণ করিতেন, তদানীং তাহার প্রতাপে জাজ্বল্যমান পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রচক্রের ন্যায় রথচক্রনেমিরেখায় সেই দুর্জ্জন শত্রু-বসতিমণ্ডল অঙ্কিত করিতেন। নির্ম্মবহ্নিকান্তি দ্যুমণি দিবাকর সমুদিত হইয়া যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ নৈশ অন্ধকার ও ব্যবহারদৈন্য অর্থাৎ কার্য্যে অবসাদভাব দূর করেন, সেইরূপ ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান দেহশ্রীশালী নৃপতি ভগীরথ সতত প্রজাপালনজন্য সর্ব্বত্র পরি-ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেও প্রজাবর্গের অধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতু গৃহান্ধকার ও দৈন্য অর্থাৎ দারিদ্র্য হরণ করিতেন। সেই নৃপ-শ্রেষ্ঠ স্বীয় প্রতাপ পরাক্রমাদি সমুদ্ভূত অগ্নিকণধারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া শত্রুর নিকটে মধ্যাহ্নকালে তৃণাদিতে অগ্নিচ্ছটা উদ্গিরণকারী সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় উজ্জ্বলভাব ধারণ করিতেন। তিনি মৃদুতা ও স্নিগ্ধভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সকলের অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট রাখিয়া মৃদু ও শীতল চন্দ্রকান্তমণি যেরূপ স্নিগ্ধ সুধাকর নিশা-কর উদয়ে দ্রবভাব ধারণ করে, তদ্রূপ স্নিগ্ধব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানীর সমীপে দ্রবভাবে অর্থাৎ আর্দ্রান্তঃকরণে অবস্থিতি করিতেন ঐ নরাধীশ ভগীরথই গঙ্গাপ্রবাহলক্ষণ জগদ্যজ্ঞোপবীতের তৃতীয় গুণ গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ করিয়াই পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার কারণ, পবিত্রহেতু যজ্ঞোপবীত ত্রিগুণাত্মক জগৎপবিত্রকারক, অতএব জগতের যজ্ঞো-পবীতস্বরূপ গঙ্গাপ্রবাহ স্বর্গে ও পাতালে থাকিয়া দ্বিধারায় দ্বি-গুণাত্মক ছিলেন। মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনিয়া ত্রিধারায় ত্রিগুণাত্মক করিয়াছিলেন। যেরূপ সর্ব্ব দিগন্তবর্ত্তী অর্থিসমূহ ধনে পূর্ণ ও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ও যেরূপে তিনি তাহাদিগের পূরণ ও সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পান দ্বারা অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক শোষিত সমুদ্রকে দুষ্পূর হইলেও তিনি গঙ্গাকে ভূতলে আনিয়া স্বীয় প্রবাহে পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই লোকবন্ধু ভগীরথই

ব্রহ্মশাপে পাতালগর্ভে নিপতিত বান্ধব সগরপুত্রদিগকে সুরধুনী-রূপ সোপান দ্বারা ব্রহ্মলোকে আরূঢ় করিয়াছিলেন। (অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায় থাকিলেও) তিনি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জাহ্নু মুনির আরাধনা করিয়া অবিচ্ছিন্ন দৃঢ় নিশ্চয়সম্পন্ন মন হইতে বারংবার খেদ পাইতেন অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয়বশতঃ অবিচ্ছিন্ন তপস্যা করিয়া খিন্ন হইয়া পড়িতেন। এই দুঃখদায়ী শকট লোকযাত্রাসম্বন্ধীয় বিচার করিতে করিতে তোমার ন্যায় সেই ভূপতির যৌবনকালেই অকস্মাৎ মরুভূমিতে লতার উৎপত্তির ন্যায় বৈরাগ্যযোগ-সহকৃত বলিয়া চমৎকার বিচারবুদ্ধির উদয় হয়। ৫—১৪। যখন তিনি একান্তে আসীন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই জগদ্‌যাত্রা কি সামঞ্জস্যবিরহিত ও আকুলভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে, দিন যাইতেছে ও রাত্রি যাইতেছে, পুনরায় আবার দিন আবার রাত্রি আসিতেছে, এই প্রকার শত আদান-প্রদানব্যবহারেরও পুনরাবির্ভাব হইতেছে, যে কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া বিরস বোধ হইয়াছিল, তাদৃশ কর্ম্মই আছে, জীবের দৃষ্ট হইতেছে, (কিন্তু অপূর্ব্ব পরম পুরুষার্থফল কাহারও নাই) যাহার প্রাপ্তিতে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না, তাদৃশ কার্য্যই সুকৃতি, তদ্ভিন্ন কর্ম্মফল বিসূচিকা মাত্র, অর্থাৎ বিসূচিকার ন্যায় অত্যন্ত দুঃখই তাহার ফল। যে কার্য্য পুনঃপুনঃ করিয়া পর্য্যুষিত হয়, সেই পর্য্যুষিত কর্ম্ম করিয়া মূঢ়বুদ্ধিরাই লজ্জিত হয় না, তাদৃশ মূঢ়বুদ্ধি ব্যতীত কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বালকের ন্যায় কার্য্য করেন? অনন্তর একদিন নরপতি ভগীরথ সংসারভয়ে অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া ত্রিতলনামক স্বকীয় গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভো! আমরা এই অন্তঃশূন্য নিরন্তর পরিভ্রমণকারি-জীবগণের রাগদ্বেষাদি সংসারবৃত্তির অনুবৃত্তি ও তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গনরক মনুষ্যযোনি আদি গহন অরণ্যে (দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া) অতিশয় খিন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ভগবন্! কি করিলে জন্মসংসারের হেতু জরামরণমোহাদিরূপ সর্ব্বদুঃখের অন্ত অর্থাৎ উপশম ঘটে, তাহা আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। ত্রিতল কহিলেন, হে পাপসম্পর্কশূন্য রাজন্! শ্রবণমননাদিসাধন চতুষ্টয়-উপায়ে চিরাভ্যস্ত বিক্ষেপ বৈষম্যাদিবিহীন সমাধি-আত্মক বিভা-বিহীনস্বরূপে বিলাসময় অনাদি সিদ্ধ ব্রহ্মাকারে অবির্ভূত পূর্ণ প্রত্যক্ তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিদূরিত হয়, সমুদায় সংসারগ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়, সংশয় আর থাকে না ও কর্ম্মসকল সমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। একমাত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় আত্মাই জ্ঞেয় বলিয়া কথিত, আত্মাই নিত্যকাল সর্ব্বব্যাপী, উহার উদয় অর্থাৎ উৎপত্তি বা বিনাশ কিংবা অপ্রকাশ কিছুই দেখা যায় না ১৫—২৪। ভগীরথ বলিলেন,—মুনিবর! আমি জানি, এ সংসারে কেবল নির্গুণ, নির্ম্মল, শান্ত, অচ্যুত চিন্মাত্র এক পদার্থই আছেন, দেহাদি জড় যাহা, তাহা কিছুই নহে, তাহাও যে আত্মা নহে, তাহাও আমি জানি এবং আপনাদের উপদেশে বুঝিয়াছি। কিন্তু ঐ সদসদ্‌বিবেকবোধ উভয়ের মধ্যে প্রথম সদাত্ম-বোধরূপ প্রতিপত্তি আমার করস্থ আমলকবৎ স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইতেছে না; অতএব আমি কি করিয়া ইতরাবভাসহেতু সকল বিক্ষেপ শান্তিতে মাত্র ঐ আত্মজ্ঞানময়ই হইতে পারি, তাহার উপায় বলুন। ত্রিতল কহিলেন, (তোমার এই রাজ্যাদিতে অভিমান ও তত্তদ্বিষয়ে চিত্তাবেশ প্রযুক্তই এইরূপ বিক্ষেপ এবং তাহাতেই তোমার স্পষ্ট আত্মপ্রতিপত্তি হইতেছে না।) জ্ঞানাবকাশে অমানিত্ব (অর্থাৎ অভিমান পরিহার আদি) জ্ঞান সমুদিত হইলে তাহাতে চিত্ত জ্ঞেয় পদার্থ জানিতে পারিয়া তন্নিষ্ঠ হয়, তাহাতে পূর্ণস্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর সেই স্বভাবচ্যুতিনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। স্ত্রীপুত্র গৃহাদিতে অনাসক্তি ও মমতাত্যাগ ইষ্টানিষ্টে নিত্যকাল চিত্তের সমাবস্থা (গুণচরিত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভগবদ্‌ভক্তি ভগবানের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিষ্কর্ষে উপনীত আত্মার নিরত ভাবনারূপ) অনন্যযোগে অবিরত আত্মচিন্তা, নির্জ্জনে অবস্থিতিযোগ, জনসঙ্গপরিহার, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যতা অর্থাৎ শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনাদির অভ্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বদর্শন এই সকলই জ্ঞান,* এতদ্ভিন্ন সমস্তই অজ্ঞান। হে রাজন্! অহংভাবের উপশান্তি ঘটিলেই রাগ-দ্বেষক্ষয়কারি-সংসারব্যাধির ঔষধ জ্ঞান লব্ধ হয়। ২৫—৩১। ভগীরথ কহিলেন, মহাভাগ! অহংভাব এই কলেবরে পর্ব্বতে বৃক্ষের ন্যায় চিরপ্ররূঢ় (বদ্ধমূল) হইয়া আছে, কি উপায়ে তাহার পরিহার সম্ভব? ত্রিতল কহিলেন, বিষয়ভোগবাসনা অন্তরে প্রকাশ পাইয়া শুদ্ধ আত্মার আকার ধারণ করিয়া থাকে, সেই ভোগবাসনা পৌরুষপ্রযত্ন দ্বারা ত্যাগ ও তদ্ভাবনার পরিহার করিতে পারিলে অহঙ্কারের বিনাশ হয়। আমার রাজ্যাপহরণ ঘটিয়াছে, আর আমার প্রতি কাহার গৌরব প্রকাশ থাকিবে না। যে আমি সকল অর্থীর মনোরথ পূরণ করিতাম, আজ সেই আমি কি করিয়া ভিক্ষা করিব? শত্রুগণ উপহাস করিবে আর কেমন করিয়াই বা কদন্নভক্ষণে জীবিত থাকিব? এইরূপ চিন্তাপ্রযুক্ত লজ্জা-অভিমানাদিকৃত পূর্ব্ববৎ গৃহে নিবন্ধনারূপ পিঞ্জর যাবৎকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্যাগসহকারে ভগ্ন না হইয়া থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অহঙ্কার স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া নৃত্য করিতে থাকে। যদি তুমি বুদ্ধির সহায়তায় এ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অহঙ্কারের লয় হইবে, তখন তুমি পরমপদ লাভ করিয়াই তৎসারূপ্য লাভ করিতে পারিবে। ফলতঃ তুমি যদি রাজোপযুক্ত সমস্ত ছত্রচামরাদিচিহ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি অকিঞ্চন (অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যশূন্য দরিদ্র) হইতে পার, এবং শত্রুকে রাজ্যশ্রী অর্পণপূর্ব্বক দেহাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সেই শত্রুপক্ষের নিকটই ভিক্ষার্থ গমন করিতে পার ও ভয়সংশয় এবং ইচ্ছাচেষ্টাদির পরিবর্জ্জন সহকারে আমার আর জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই, এই প্রকার বিচারে আমাকে অর্থাৎ গুরুকেও পরিত্যাগ করিতে পার, অর্থাৎ জিজ্ঞাসাসংশয় হইতে মুক্ত হইয়া গুরুসেবা ব্যতীত আর আমার গুরুর নিকট কিছুই প্রষ্টব্য নাই, ইহা ধারণা করিয়া তৎসেবাপরায়ণ থাকিয়া তাঁহাকে (ঐ ভাবে) ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে (সংসার ভাবনার পথ অতিক্রম করত) সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুমুক্ষুগণে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মময় হইতে পারিবে। (তুমি তখন দুঃখের পারে অবস্থিতি করিবে)। ৩২—৩৬।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর নৃপতি ভগীরথ গুরুদেবের বদন-বিনিঃসৃত এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনে মনে বক্ষ্যমাণ আপনার কর্ত্তব্য স্থির করতঃ তৎসাধনে বদ্ধসঙ্কল্প হইলেন। তদনন্তর কিয়দ্দিন গত হইলে তিনি সর্ব্বত্যাগৈকসিদ্ধির মানসে অগ্নিষ্টোম (হইতে সর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ পর্য্যন্ত সমস্ত) যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞশেষ তিনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে ও নিজ বান্ধববর্গকে গো, ভূমি সুবর্ণ আদি ধন অকাতরে দান করিলেন। সেই রাজা ভগীরথ দিবসত্রয়মধ্যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া জীবন মাত্রাবশিষ্ট হইলেন। এইরূপে রাজ্যধনশূন্য হইলে প্রকৃতিবর্গ পুরবাসী সকলে খিন্ন হয়, মহারাজ ভগীরথ সেই প্রজাপুঞ্জসমাবৃত বিশ্বরাজ্য সীমান্তসন্নিহিত শত্রুকে তৃণের ন্যায় অকাতরে দান করিলেন। বিপক্ষ পক্ষ আসিয়া রাজ্য গৃহাদি সমস্ত অধিকার করিল; তখন তিনি কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া স্বকীয় মণ্ডল হইতে বহির্গত হইলেন। ১—৬। যেখানে তাঁহাকে দেখিয়া ভগীরথ বলিয়া কেহ চিনিতে না পারে, এমন কি যেখানে "ভগীরথ নামে রাজা" ইহা নামমাত্রও লোকের বিদিত নাই, তিনি তাদৃশ দূরবর্ত্তী গ্রাম ও অরণ্যে ধৈর্য্যসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকালমধ্যেই তাঁহার সকল বাসনা নিবৃত্তি হইল এবং পরম শান্তির সঞ্চার হওয়াতে তিনি আত্মাতে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। তিনি ভূপৃষ্ঠস্থ দ্বীপসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া কালক্রমে একদা দর্শনেচ্ছার অধীন হইয়া সেই বিপক্ষহস্তগত স্বকীয় পুরে উপনীত হইলেন। শমাবলম্বী ভগীরথ তথায় শ্রেণীবদ্ধ বিবিধ ভবন ভ্রমণ করিয়া পৌর ও মন্ত্রিবর্গের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পুরবাসী ও অমাত্যবৃন্দ চিনিতে পারিল। তাঁহারা রাজাকে পাইয়া বিষণ্ণচিত্তে অভ্যর্থনার সহিত বিবিধ পূজোপকরণে পূজা করিলেন। নব নৃপতি তদীয় শত্রু আসিয়া "প্রভো। আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিলে তিনি আপন রাজ্যগ্রহণে অনাদর প্রকাশ করিলেন। রাজ্যগ্রহণ দূরে থাকুক ভোজন ব্যতীত তাহাদিগের নিকট তৃণ পর্য্যন্তও গ্রহণ করিলেন না। তথায় তিনি কিয়দ্দিবস যাপন করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। সকল লোকেই "হায়। এই সেই মহারাজ ভগীরথ, তাঁহারাও এই অবস্থা" ইত্যাদি নানাবিধ শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর (অন্য এক স্থানে শান্তিলাভ করিয়া) অন্য একসময়ে সেই শান্তাত্মা, আত্মবিশ্রান্ত বুদ্ধি, ভগীরথ সেই আত্মারাম গুরুদেব ত্রিতল মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বকীয় গুরুদেবের চরণবন্দনাদি করিয়া তাঁহার সহিত কিছুকাল পর্ব্বতে, বনে, গ্রামে, নগরে, জনপদে ও লোকালয়ে নানাস্থানে বাস করিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েই সাম্যভাবাপন্ন ও সমান হইয়া আত্মাতে বিশ্রাম করতঃ সুস্থ হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহারা এই কুতূহলভূত দেহধারণ-সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কি জন্য এই দেহধারণ? এই দেহ ত্যাগ করিলেই বা আমাদের কি ক্ষতি? যাহাই হউক, শাস্ত্রোক্ত ক্রমে বৃদ্ধাচারের অনুসরণ করিয়া ইহা যেরূপে হয় থাকুক। ৭—১৭। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা উভয়ে বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন এবং যাঁহার কাছে এই বিষয়ানন্দ সামান্য, যাহা দুঃখও নহে না, সুখদুঃখ উভয়শূন্য যে মধ্যাবস্থা, তাহাও নহে, তাদৃশ পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধন, জন, অর্থ, বিভব, অধিক কি, সন্তুষ্ট ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণপ্রদত্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি পর্য্যন্ত জীর্ণতৃণের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। স্বকীয় কর্ম্মানুসারে এই দেহপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মনিবন্ধন যে পর্য্যন্ত আয়ুর পরিমাণ, ইচ্ছা না থাকিলেও তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই দেহ স্বীয় কর্ম্মানুসারে ধারণ করিতেই হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই উৎকৃষ্ট মুনিদ্বয় আপনাদিগের পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মফলক্রমে উপস্থিত সুখদুঃখ উভয়েই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা ইচ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দিয়া সেই সম হইতেও সম ব্রহ্মে একীভূত ও তাহাতেই স্বভাবতঃ পরম শান্তির আস্পদ হইয়াছিলেন। ১৮—২১।

পঞ্চসপ্ততিতমসর্গ সমাপ্ত। ৭৫।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—নরাধীশ ভগীরথ অবধূতাবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে একদা কোন মণ্ডলান্তরে উপস্থিত হইলেন, মৎস্য যেমন ক্ষুদ্রমৎস্যাদি ভক্ষণ করে, কালও সেইরূপ তত্রত্য নৃপতিকে গ্রাস করিয়াছিল। তাঁহার পুত্রাদি কিছুই ছিল না সুতরাং প্রজাবর্গ খিন্ন হইয়া দেশের ও নিজদিগের পালনমর্য্যাদার ব্যতিক্রম দর্শনে পালনকার্য্যের উপযুক্ত গুণলক্ষ্মীসম্পন্ন নৃপতির অন্বেষণ করিতেছিল। তাহারা সে ভিক্ষাচারী মুনিবেশধারী স্থিরতাসম্পন্ন ভগীরথকে দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বগুণসমন্বিত বোধ করিয়া আনয়ন করিল এবং সৈন্যগণ আগত হইলে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তৎক্ষণাৎ ভগীরথ বর্ষাকালে সরোবর যেমন জলপূর্ণ হয়, তদ্রূপ সৈন্যগণবেষ্টিত হইয়া শীঘ্র গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তৎকালে "জগন্নাথ ভগীরথের জয় হউক" এই রব সমুত্থিত হইয়া গিরীন্দ্রগুহা পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিল। (এদিকে কোশলরাজ্যগ্রাহী শত্রুনরপতিরও মৃত্যু হইল) তখন অযোধ্যাস্থ সমস্ত পূর্ব্বমন্ত্রীপুরোহিতাদি প্রকৃতিবর্গ, তথায় তিনি রাজ্যপালন করিতেছেন, ইহা শ্রবণে সমাগত হইয়া নরাধিপকে এই কথা নিবেদন করিল। রাজন্! আপনি আমাদিগেরই রাজা, আপনি যে শত্রুকে নিজ রাজ্য পুরস্কার দিয়াছিলেন, তিনি কোমল ক্ষুদ্র মৎস্য যেমন বৃহৎ মৎস্যের গ্রাসে পতিত হয়, সেইরূপ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব আপনি নিজ রাজ্য গ্রহণ ও তাহার পালন করিয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করুন্। আর দেখুন প্রার্থনা না করিলেও যে অর্থ করস্থ হয়, তাহার পরিত্যাগ করা উচিত নহে। বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই বীতরাগ, বিমৎসর, বিগতবিস্ময়, যথাপ্রাপ্তকার্য্যানুষ্ঠায়ী, সমদর্শী, শান্তমনা মৌনী (পরিমিতহিতসত্যবাদী) ভগীরথ প্রজাবর্গের এই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সপ্তসমুদ্রচিহ্নিত পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তদীয় পিতামহগণ (১) অশ্বমেধ অশ্বের অন্বেষণ করিতে করিতে পৃথিবী খনন করিয়া সমুদ্রের আকার করেন এবং তাঁহারা

(১) এখানে পিতামহ বলিতে প্রপিতামহ বুঝিতে হইবে। পিতামহশব্দে পিতৃপুরুষ বুঝিতে হইবে।

পাতালে যাইয়া কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত হন, মহারাজ ভগীরথ গরুড়ের বাক্য জনপরম্পরায় শ্রবণ করেন যে, গঙ্গাজলই তাঁহার কপিলশাপদগ্ধ পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের সাধন, (তদ্ভিন্ন অন্য জল নহে)। তখন স্বর্গীগঙ্গা ভূতলে প্রবাহিত ছিলেন না, (তিনিই গঙ্গাকে আনয়ন করেন) ও তাঁহা হইতেই পিতৃপুরুষের গঙ্গাজলাঞ্জলি দান প্রসিদ্ধ হয়। ১—১২। যেদিন সেই কথা শ্রবণ করিলেন, সেই দিন হইতেই মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাকে ভূতলে অবতীর্ণ করিবার মানসে নিয়ম অবলম্বন করিলেন। শান্তিগুণ-সমন্বিত ভূপতি ভগীরথ গঙ্গানয়নার্থ তপস্যাদি করিতে অভিলাষী হইয়া মন্ত্রিগণের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করতঃ তপস্যার জন্য বিজন বনে গমন করিলেন। তথায় বহুসহস্র বৎসর ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জহ্নুমুনির আরাধনা করিয়া গঙ্গাকে অবতীর্ণ করিয়া ভূতলে যোজনা করিলেন। সেই অবধি শিবশিরোবিহারিণী নির্ম্মল তরঙ্গভঙ্গীশোভিনী ত্রিমার্গগামিনী সুরধুনী গঙ্গা স্বর্গবাসী মহাত্মাদিগের বহুতর পুণ্যপুঞ্জের ন্যায় নভঃপ্রদেশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তখন সেই স্ফুরত্তরঙ্গভঙ্গীশালিনী ফেনপুঞ্জরূপ-হাস্যবিকাশ-বিরাজিতা প্রসন্নপুণ্যমঞ্জরী-সমন্বিতা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-সন্ততিস্বরূপিণী ত্রিমার্গবাহিনী ভাগীরথী মহীপতি ভগীরথের সমুদ্র পর্য্যন্ত যশঃপ্রচারের বীথিকাস্বরূপ অবনীতলে শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৩—১৭।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তুমি শান্তচিত্ত হইয়া ভগীরথ যেরূপ শেষাবস্থায় রাজ্যশাসনকালে বুদ্ধিসহায়ে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমার এই দৃষ্টিকে স্থির করতঃ সমভাব, সমদর্শিতা ও স্বস্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, তৎসম্পাদন করিয়া যাও। আর বিভব পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোরূপ বিহঙ্গকে হৃৎক্রোধে রুদ্ধ করিয়া শান্ত করতঃ শিখিধ্বজ রাজার ন্যায় অচলভাবে আত্মাতে অবস্থান কর। রাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ঐ শিখিধ্বজ কে? কেমন করিয়াই বা পরমপদ প্রাপ্ত হন? আমার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য আমাকে একথা বলিয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্ব্বকল্পে দ্বাপরে শিখিধ্বজ ও তাঁহার পত্নী, এই দম্পতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই বর্ত্তমান কল্পেও সেইরূপেই তাঁহারা উৎপন্ন হইবেন, তাঁহাদের পূর্ব্ববৎ এই কল্পেও পরস্পর প্রণয়বন্ধন হইবে। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! হে বাগ্মিবর! পূর্ব্বে যাহা যেরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সেইরূপই হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইবে,—ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—জগৎসৃষ্টি-বিষয়ে নিয়তিরূপী ব্রহ্মাদি দেবতাগণের যে সত্য সঙ্কল্পময় জ্ঞান, তাহার অনিবার্য্য স্বভাবই এই প্রকার স্থিতির হেতু। ১—৬। যেমন একটী আম্রবৃক্ষে অন্যান্য আম্রফল বহুতর বহুবার হইয়া আবার তাদৃশই বহুতর আম্রফল তাহাতে হয় এবং স্বচ্ছ ঘট যেমন পূর্ব্বে উৎপন্ন না হইলেও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ছিন্ন করিলে পুনরায় যেমন তাহাতে সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ সাদৃশ্যপরম্পরায় অন্তবস্ত পূর্ব্বসন্নিবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন সরোবরে সদৃশ বিসদৃশ তরঙ্গের সমুৎপত্তি, সেইরূপ এই সংসারেও পূর্ব্ববৎও যেরূপই দৃষ্ট হয়, অন্যবিধও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; শিখিধ্বজাদির সংসারেরও সেইরূপ ব্যবস্থা জানিবে। সেই জন্যই ভূতপূর্ব্ব শিখিধ্বজ রাজার ন্যায় বক্ষ্যমাণ কথার নায়ক শিখিধ্বজ রাজাও তাদৃশ মহাতেজাঃ হইবেন; তাঁহার বৃত্তান্ত এই বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সপ্তম মনু অতীত হইলে অষ্টম মনুর অধিকারকালে চতুর্যুগ অতীত হইয়া চতুর্থ সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে দ্বাপরযুগে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যগিরির অদূরবর্ত্তী জম্বুদ্বীপে উজ্জয়িনী নগরে শ্রীমান্ শিখিধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ধৈর্য্য ঔদার্য্য শম দম ও ক্ষমাদি সকল গুণের আকর, শূর ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন, সতত মৌনাবলম্বনই তাঁহার ব্রত ছিল। তিনি সকল যজ্ঞের আহর্ত্তা, সকল ধনুর্দ্ধরগণের জেতা ও বাপীকূপতড়াগাদি সকল কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার শরীর অপূর্ব্ব ছিল, সমগ্র পৃথিবীর তিনিই ভরণকর্ত্তা অধিপতি ছিলেন। দেখিতে তাঁহার আকার কোমল স্নিগ্ধ ও মধুর ছিল, তিনি লোকশাস্ত্রে সবিশেষ নিপুণ ও প্রীতির সাগর ছিলেন। তাঁহার আকৃতি সুন্দর শান্ত সুভগ অর্থাৎ সৌভাগ্যসূচক ছিল, তিনি প্রতাপশালী ধর্ম্মবৎসল বিনয়ার্থের বক্তা (অর্থাৎ অপরের বিনয় শিক্ষা যাহাতে হয়, তাদৃশ বাক্যের বক্তা) সকল সম্পদের দাতা ও ভোক্তা ছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি সৎসঙ্গে থাকিতেন, সর্ব্বদা সকল শ্রুতি শ্রবণ করিতেন। তিনি সকলই জানিতেন, তথাপি তাঁহার অভিজ্ঞতা অভিমান ছিল না, স্ত্রৈণাদিব্যসন তিনি তৃণতুল্য বোধে স্পর্শও করিতেন না। ৭—১৬। বাল্যকালেই তাঁহার পিতা স্বর্গারোহণ করেন, (তাঁহার পিতা মাত্র মণ্ডলাধীশ্বর ছিলেন) (কিন্তু) সেই বলী শিখিধ্বজ ঐ অবস্থায়ই নিজ বাহুবীর্য্যে ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে দিগ্বিজয় করিয়া সম্রাট্‌পদ লাভ করতঃ সাম্রাজ্য সম্পত্তিতে ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন। সেই ধীমান্ শিখিধ্বজ মন্ত্রিগণের সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করতঃ নিজ কীর্ত্তিকলাপে দিক্‌সমূহ শুক্লীকৃত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কতিপয় বৎসর অতীত হইলে (যখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন উপস্থিত হইল) তখন বসন্তকালপ্রাদুর্ভাবে পুষ্পসকল বিকসিত, চন্দ্রকিরণ প্রফুল্লিত ও পুষ্পপরাগে কর্পূরের ন্যায় ধবল পরস্পর মিলিত দলরূপ কপাটসমন্বিত, সৌরভ শোভমান পুষ্পস্তবকরূপ বিতান-(চাঁদোয়া) বিরাজিত, শাখারূপ অন্তঃপুরমধ্যে মঞ্জরীজালরূপ দোলায় শ্রেণীবদ্ধ ভ্রমরমিথুন পরস্পর আনন্দসঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলে এবং শশাঙ্ককিরণে ও তুষারশীকরে শীতল কদলীকন্দলীর অনপ্রায় তলে ও পত্রে নৃত্যকারী বায়ু বহিতে থাকিলে পূর্ব্ব হইতেই গুণ সৌন্দর্য্যাদিশ্রবণে চূড়ালার প্রতি অনুরক্ত তদীয় চিত্ত তাহার প্রতি সমুৎসুক হয়। ১৭—২৩। কুসুমরাশির সৌগন্ধরূপ মধুর আসবে মত্ত বসন্তবনসদৃশ তদীয় রাগপল্লবিত মন মত্ত হইয়া সেই কান্তা চূড়ালা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়েই সংসক্ত হইত না। তিনি কেবল চিন্তা করিতেন, কতদিনে আমি উদ্যান বন-দোলায় ও লীলাকমলিনীমধ্যে সেই হেমাব্জমুকুলস্তনী মনোহারিণী প্রণয়িনীকামিনীকে কুসুমে তদীয় দেহ বিলিপ্ত করিয়া অঙ্কপর্য্যঙ্কে স্থাপন করিব। ভ্রমর যেমন কমলতার দোলাতে ভ্রমরীকে গ্রহণ করে, সেইরূপ কতদিনে আমি সেই আমার ভুজলতায় অনুসরণকারিণী (অথবা ভুজলতাবিত [illegible]) বালার পরিণয় করিব। আর সেই ইন্দুসুন্দরীই বা কবে আমার জন্য মদনরূপে তপ্তা

হইয়া মৃণালহার, কুন্দকুসুম, চন্দ্রবিম্ব ও পুষ্পিত লতাগৃহস্বরূপে পুঞ্জীভূত লতার জন্য অভিলাষিণী হইবে। এই প্রকার চিন্তা পরায়ণ হইয়া সেই শিখিধ্বজ কখন পুষ্পচয়নাভিলাষী হইয়া বনান্তে ও কুসুমকাননে বিহার করিতে লাগিলেন। কখন বা বনে, কখন বা উপবনে, কখন কমলিনীর সমীপে, কখন বা লতা-গৃহে, কখন বিবিধ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন বা অন্যমনা হইয়া বন উপবন বিন্যাসবর্ণনাসম্বলিত কথায় ও শৃঙ্গারগর্ভ কথাতে আসক্ত হইলেন। কখন বা মনে মনে চঞ্চল কুন্তললতা হারবিরাজিতা সুবর্ণকলসপয়োধরা কুমারীগণকে কল্পনা করিয়া তাহাদিগের সুখ্যাতি ও আদর সৎকার করিতে ছিলেন। কখন বা সেই সঙ্কল্পিত রমণীগণকে কল্পনায় বেশ ভূষা দ্বারা অলঙ্কৃত করিতেছিলেন ভব্য মন্ত্রিগণ রাজাকে তদবস্থা-পন্ন দেখিয়া তাঁহার মানসিক সঙ্কল্প ও স্থিরনিশ্চয়তা জানিতে পারিল, ইঙ্গিতাকার অবগত হইয়াই মন্ত্রী, বিবাহ লক্ষণ স্থির করিয়া অনন্তর মন্ত্রিবর্গ পরস্পর অনুরাগগুণশীলাদির বিচার পূর্ব্বক তাঁহার বিবাহের জন্য সুরাষ্ট্রনরপতির নিকট তদীয় যৌবন-সম্পন্না যুবতিজনপরিবৃতা কন্যাকে রাজার সহিত বিবাহ দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা শিখিধ্বজ নিজের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই আত্মানুরূপা সুরাষ্ট্ররাজনন্দিনীকে বিবাহ করেন। চূড়ালা নাম্নী সেই সুরাষ্ট্ররাজদুহিতা নৃপতির অপূরূপই সুন্দরী ছিলেন। চূড়ালা তাঁহাকে পতি পাইয়া প্রফুল্ল পদ্মিনীর ন্যায় শোভা পাইলেন। সূর্য্য-দেব যেমন পদ্মিনীকে বিকসিত করেন, সেইরূপ রাজা শিখিধ্বজ ইন্দীবরনয়না চূড়ালাকে অনুরাগ প্রদর্শনে প্রীতিপ্রফুল্ল করিলেন। পরস্পর পরস্পরে চিত্তসমর্পণকারী একপ্রাণ একমন দম্পতির অনুরাগ (দিন দিন) বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ২৪—৩৪। হাবভাববিলাসাদি-শৃঙ্গারচেষ্টাশালী চূড়ালা নবলতিকার ন্যায় নিজ অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজচিত্তানুবর্ত্তী মন্ত্রিগণ তাঁহার ভোগ্য বস্তু সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এবং সেই ধার্ম্মিক মন্ত্রিগণ রাজদণ্ড ভার পাইয়া অর্থিগণকে অভিলষিত অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন, তাহাতেই প্রজাগণের কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিল না। তিনি প্রজাপালনবিষয়ে নিশ্চিন্ত ও সুখী হইয়া রাজ-হংস যেরূপ কমলিনীর সহিত কেলি করিয়া থাকে, সেইরূপ নিজ দয়িতার সহিত কখন বা পুরমধ্যে, কখন বা দোলায়, কখন বা লীলা কমলিনীতে, কখন বা উদ্যানে, কখন বিহারস্থানে, কখন বা লতা-পুষ্পগৃহে, কখন বা কদম্ববনশ্রেণীতে, কখন বা চন্দনাগুরুসুগন্ধিত বীথিতে (শ্রেণীবদ্ধ চন্দন অগুরুবৃক্ষযুক্ত পথে), কখন বা মন্দার-দামচঞ্চলা কদলীকন্দলী বৃক্ষরাজিবিরাজিত স্থলে, কখন বা পুরান্তে, কখন বা বনান্তে, কখন বা দিগন্তে, কখন বা সরোবর প্রভৃ-তিতে, কখন বা জঙ্গলসমূহে, কখন বা জলান্তে ও কখন বা জম্বু-জম্বীরজাতি বৃক্ষশোভিত কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। বলি-বর্দ্দ দ্বারা কর্ষিত ক্ষেত্রে উত্তমরূপে বৃষ্টি হইয়া শস্য উৎপন্ন হইলে মেঘমেদুর আকাশ ও শস্যশ্যামল ভূতল যেরূপ রমণীয় শোভা ধারণ করে, তদ্রূপ কমনীয় দম্পতির পরস্পরের কার্য্যনিচয় অতি আনন্দ জনক হইয়াছিল তাঁহারা পরস্পর কখন নিযুক্ত হইতেন না, উভয়েরই কার্য্য উভয়ের প্রীতিকর হইত, সুতরাং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট সকল কলাবিদ্যার অভি-জ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং পরস্পরের গুণে সমতা হইয়াছিল এবং পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন হইয়া একদেহস্বরূপ হইয়াছিল। পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ে বাস করায় একই অখণ্ড জীবস্বরূপ দেহদ্বয়ে সংক্রান্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। ব্রাহ্মণ বটু যেমন শাস্ত্রনিয়মবদ্ধ দ্বাদশ বৎসর কালের মধ্যে গুরুমুখে বেদবিদ্যা শিক্ষালাভ করে, সেইরূপ চূড়ালা সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বৈদগ্ধ্য ও চিত্রশিল্পাদি বৈদগ্ধ্যবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞের পার-দর্শীর নিকট সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। ঐ রাজা শিখিধ্বজ সেই চূড়ালার নিকটেই নৃত্যবাদিত্রাদি বাদ্যবিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়া কলাশাস্ত্রে বিশারদ হইয়াছিলেন। অমাবস্যার দিন যেমন চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের কলায় সঙ্গত হইয়া বিরাজ করেন, সেইরূপ সেই দম্পতিও পরস্পরের কলাবিদ্যা পরস্পর বিদিত হইয়া একহৃদয় ও এক হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগী দম্পতি মিশ্রিতদুগ্ধ জলের ন্যায় একরস হইয়াছিলেন এবং পুষ্প ও সৌর-ভের ন্যায় অবনীতে অবতীর্ণ হরগৌরীর ন্যায় অভিন্নভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। এইরূপ বৈদগ্ধ্য সুন্দরমতি ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থপণ্ডিত সেই দম্পতি ধর্ম্মরক্ষণাদি কার্য্যের জন্য ভূমিতলে অবতীর্ণ কমলা, কমলাপতির ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ সর্ব্বদাই প্রসন্নতা ও মাধুর্য্য অবিচলিত ছিল। কোন সন্দিগ্ধ বিষয় কিংবা লোকশাস্ত্ররহস্য (প্রত্যেক করিয়া বা একেবারে) জিজ্ঞাসা করিলে এক কালেই ও এক বিষয়েই উভয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। ৩৮—৫০। তাঁহারা উভয়েই গুরুদ্বিজাদির বিনয় হিতাদিব্যবহাররূপ অনুবৃত্তি করিতেন। উভয়েই লোকবৃত্তান্ত ও শাস্ত্রগম্য ধর্ম্মরহস্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। উভয়েই কলাকলাপসম্পন্ন ছিলেন এবং উভয়েরই শৃঙ্গারাদি নবরসরূপ রসায়ন স্ফুরিত হইত। ব্রহ্মাণ্ডাবয়ব সত্যলোকের গম্ভীর সরোবরে মদনমদোন্মত্ত মৃদুমন্দগামী হংসমিথুনের ন্যায় সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টসৌন্দর্য্যশালী দম্পতি অন্তঃপুরমধ্যে রতিভোগবিলাসে বিহার করতঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৫১—৫২।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপে সেই গাঢ়প্রেমশালী দম্পতি বহু বৎসর যাবৎ প্রতিদিন অবিচ্ছিন্ন অতিরিক্ত যৌবন লীলা দ্বারা বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুনঃপুনঃ বহু বৎসর অতীত হইলে কুম্ভ বিদীর্ণ বা সচ্ছিদ্র হইলে যেরূপ তাহা হইতে জল গলিত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের যৌবন ক্রমে ক্রমে বিগলিত হইলে (দেহ যখন শিথিল হইয়া পড়িল, তখন বিচার করিতে লাগি-লেন;—"এই দেহী তরঙ্গ-নিচয়স্বরূপ ভঙ্গুর দেহ লইয়া ব্যবহার-পথে ভ্রমণ করিতেছে, ফল পক্ব হইলে যেমন তাহার পতন অবশ্যম্ভাবি, তদ্রূপ ইহার মৃত্যু অর্থাৎ দেহবিয়োগ অনিবার্য্য। কারণ কমলোপরি হিমরূপ অশনিসম্পাতের ন্যায় জরা এই দেহ আশ্রয় করিবার জন্য উন্মুখী হইয়া রহিয়াছে; করতলস্থ জলের ন্যায় আয়ু অবিরত গলিত হইতেছে (অর্থাৎ ক্ষয় পাইতেছে); কিন্তু একমাত্র ভোগতৃষ্ণা ও ভোগসাধনলালসা বর্ষাকালে অলাবু লতার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া দীর্ঘা হইতেছে। এই যৌবন বর্ষাকালীন গিরিনদীপ্রবাহের ন্যায় বেগে গমন করিতেছে। ঐন্দ্রজালিকের

ইন্দ্রজাল যেমন অসত্য, তদ্রূপ এই দেহাদিও অসত্য ও জীর্ণভাবে অবস্থিত অর্থাৎ জীর্ণ হইয়াই আছে। সুখসকল কেবল ধনুশ্চ্যুত শরের ন্যায় পলায়ন করে। আমিষে গৃধ্রের ন্যায় আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ ও তৃষ্ণা হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ব্যথিত করে। বর্ষাকালে বৃষ্টিজলধারা পতিত হইলে জলে যেরূপ বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, ও তাহা যেরূপ এই আছে, এই নাই, তদ্রূপ এই শরীর ক্ষণভঙ্গুর, ইহাও এই আছে, এই নাই। জীব বিচারপূর্ব্বক যে সকল ব্যবহারের অনুসরণ করে, তাহা রম্ভাগর্ভের ন্যায় অসার অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্য। স্বামীকে সপত্নীসংগ্রহে আসক্ত দেখিয়া মানিনী স্ত্রী যেমন সত্বর পলায়ন করে, সেইরূপ যৌবনও সত্বর গমন করিয়া থাকে। ১—৮। যেরূপ সময়ে বৃক্ষের রস শুষ্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ ইষ্টবিষয় লাভ না ঘটিলে মন বলপূর্ব্বক দুর্ম্মনায়মান হয়। (যদি এই রূপই হইল তবে) যাহা পাইয়া চিত্ত জন্মমরণাদি দুর্দশাতে সন্তপ্ত না হয়, এইরূপ সংসারে স্থির সুন্দর সুখকর কোন্ বস্তু আছে অর্থাৎ তাহার বস্তুর বিদ্যমানতা কোথায়? তাঁহারা দুই স্ত্রীপুরুষে এইরূপ বিচার করিয়া অধ্যাত্ম-শাস্ত্রই সংসারব্যাধির ভেষজ, ইহা নির্ণয় করিয়া তাহাই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিচার করিতে লাগিলেন। একমাত্র আত্মজ্ঞানেই এই সংসার-বিসূচিকার শান্তি ঘটিয়া থাকে, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা উভয়ে আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইলেন। তৎপরায়ণ তদ্গতপ্রাণ তদ্গতচিত্ত তন্নিষ্ঠ এবং সেই অধ্যাত্মশাস্ত্রবেত্তৃগণের শরণাপন্ন হইয়া রহিলেন। তখন তাঁহারা সেই আত্মজ্ঞানের অর্চ্চনা ও তল্লাভে চেষ্টাবলম্বনে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দম্পতি গাঢ়তর অভ্যাসবশে প্রাণ আত্মগত হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রবোধ সঞ্চার করত সেই পরমাত্মায় প্রীতিস্থাপন করিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর সেই অধ্যাত্মশাস্ত্রেই সম্যক্ চিন্তা শ্রবণ ও পরস্পরবোধন (বুঝান) রূপ আরম্ভ (অর্থাৎ চেষ্টা) অবলম্বন করিলেন। হে রামচন্দ্র! অনন্তর সেই চূড়ালা অধ্যাত্মশাস্ত্র বেত্তাদিগের মুখ হইতে সংসারসাগর-তরণোপ-যোগী রমণীয় পদবিন্যাসপূর্ণ শাস্ত্রার্থ অনবরত শ্রবণ করিয়া দিবা-রাত্র এই প্রকার আত্মবিচার করিতে লাগিলেন। ১—১৫ আমি শরীরব্যাপার ত্যাগ করি, আর নাই করি, আমি বিচার-পূর্ব্বক আত্মদর্শন করিয়া দেখি (চেতন ধাতু) আমি এই কার্য্য কারণসংঘাতে কি হই? এই সংসাররূপ মোহ কাহার? কি জন্যই বা এই মোহের আবির্ভাব? ও কোথায় কি হইতেই বা উৎপন্ন হইল? এই যে দেহ, ইহা ত জড়, অতএব ইহা আমি নহি, ইহা নিশ্চয়। (কারণ, যাহা আমি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা জড়ভাবাপন্ন বা মূঢ় নহে)। অধিকন্তু "আমি স্থূল, 'আমি গৌর" ইহা বুদ্ধিবৃত্তি থাকিলেই অনুভূত হয়, স্বতঃপ্রকাশমান নহে, সুতরাং এই দেহের জড়ত্ব বাল্যকাল হইতে সিদ্ধ। এই যে বাল্যকাল হইতে সিদ্ধ,—"আমি স্থূল, আমি গৌর" ইত্যাদি তাহা বুদ্ধিবৃত্তি থাকিলেই অনুভূত হয়, স্বতঃপ্রকাশ নহে (অতএব দেহাদি সমস্তই জড়, তাহা কখন যাহাকে 'অহং আমি' বলি, তাহা হইতে পারে না)। আর যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ, তাহা ত এই দেহ হইতে অভিন্ন হস্তপদাদি অবয়বস্বরূপ মাত্র। অবয়ব আর যে অবয়বী ইহাদের ভেদ নাই উভয় একই জড়স্বরূপ মাত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহও ঐরূপ শরীরা-বয়ব মাত্র, অতএব উহাও জড়ই। (যদিও ইন্দ্রিয় প্রাণাদি সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহাবয়ব, স্থূল দেহাবয়ব নহে, ইহা বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত তথাপি সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রাণাদি দেহেরই অবয়ব, ইহা পণ্ডিত হইতে পামর পর্য্যন্তের অনুভবগম্য ও অবয়বের ন্যায় দেহে সংযুক্ত; সুতরাং অবয়বের ন্যায় উহাদেরও জড়ত্বই সিদ্ধ জানিবে। যখন যষ্টি দ্বারা লোষ্ট্রের ন্যায় মন (আদি) দ্বারা জড় দেহাদি চালিত হয়, তখন ঐ যষ্টির ন্যায় মন-আদিও সম্বোধযোগ্য দ্রব্য বলিয়া সঙ্কল্পাত্মক শক্তিবিশিষ্ট জড়ই বলিতে হইবে * আর ঐ যে সঙ্কল্পাত্মকশক্তি তাহাও জড়ের গুণ বলিয়া জড়ই। যন্ত্রসূত্র দ্বারা পাষাণখণ্ডের ন্যায় নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি দ্বারা এই দেহাদি প্রেরিত হয়, যন্ত্রসূত্রের ন্যায় ঐ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও জড়, ইহাই নিশ্চয়। খাত যেমন নদীকে প্রবাহিত করে, তদ্রূপ অহঙ্কারই বুদ্ধির চালক। অহঙ্কারও সারশূন্য, শবের ন্যায় জড়। বালক যেরূপ ভ্রমাত্মক যক্ষ সৃষ্টি করে, অর্থাৎ অন্য বস্তু দেখিয়া তাহাতে যক্ষের অধ্যাস আরোপিত করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ প্রাণাবচ্ছিন্ন চিদাভাসরূপ জীবও জীব সৃজন করে অর্থাৎ বালকের ন্যায় জীবরূপের অধ্যাস করিয়া থাকে, অতএব অধ্যস্ত বলিয়া জীবও জড়; হৃদয়স্থিত প্রাণোপাধিক চিদাকাশমাত্র। ১৬—২৩। ঐ সুকুমার জীব স্বাতন্ত্র্য বিম্বচৈতন্যে পরিপূর্ণ হইয়া জীবিত থাকে, সাক্ষিভাবে স্বপ্রকাশকলঙ্কে কলঙ্কিত। সেই বিম্ব-চৈতন্যই জীবরূপ সমস্ত জানিতেছেন। জীব সেই চিরন্তন আত্ম-রূপী চিৎস্বরূপ দ্বারাই জীবিত রহিয়াছে। বায়ু দ্বারা সৌরভ যেমন উজ্জীবিত থাকে, ও খাত যেরূপ নদীর প্রবাহের জীবন অর্থাৎ স্থিতির হেতু, তদ্রূপ জ্ঞেয় বিষয় ভ্রমবিশিষ্ট চিদ্রূপই জীবের জীবন, তাহাতে জীব জীবিত থাকে। ঐ অসত্য জড় ও চেত্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়াদি অংশে তাদাত্ম্য সম্পর্ক অধ্যাস-নিবন্ধনই চিৎস্বভাব জড়ের ন্যায় হইয়াছেন। উষ্ণজল বা সমুদ্রজলে অগ্নি যেরূপ নিজ ভাস্বররূপ ত্যাগ করেন, তদ্রূপ চিৎ স্বরূপও উপাধিসম্পর্কে নিজ ভাস্বর রূপ ত্যাগ করিয়া থাকেন; সেই জন্যই সত্তাংশে চিৎস্বভাব হইতে পার্থক্যলাভ করিয়াই কেবল ঘট, পট, ইত্যাদি সত্তা চিদাকারের সহিত একরসীভূত অর্থাৎ অভিন্নভাব সমন্বিত বলিয়া বোধ হয়; অর্থাৎ চিৎসত্তাই এ ঘটাদির সত্তা এবং ঘটাদি ধ্বংস পাইয়া মৃদাদিতে লয় প্রাপ্ত হইলে ঐ চিদাকারই আবার ঘট নাই বা পট নাই, ইত্যাদি সত্তা পরিত্যাগ করিয়া অভাবস্বরূপও হন, কিন্তু চিৎসমাধি হইলে অর্থাৎ চিৎস্বভাবে চেত্য বিষয়ের একাগ্রতা জন্মিলে, ঐ যে বাসনোপ-স্থাপিত চিৎস্বভাবের, বিষয়ে উন্মুখতানিবন্ধন উৎপন্ন সদসদ্রূপ, তৎ সমস্তই ক্ষণকালেই স্ব স্ব পূর্ণস্বরূপ ত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে সাক্ষাৎ চিদাকারতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সাক্ষাৎ চিৎস্বরূপই চেত্য বিষয়ে উন্মুখ হইয়াই, অবিদ্যাবরণহেতু, অধ্যাসপরম্পরায় জড়, শূন্য ও অসদ্রূপ হইয়াছে। ঐ জগৎরূপ বুদ্ধিতে অনাবৃত-স্বভাব চৈতন্যকর্ত্তৃক স্বীয় তদাকারে ব্যাপ্তি দ্বারা মূল অবিদ্যা-বরণের নাশ হইলে প্রবোধিত হইয়া থাকে। চূড়ালা এইরূপ বিচার করিয়া "কি উপায়ে চিৎ অবিদ্যাবরণনাশে দৃশ্য স্বপ্ন পরি-ত্যাগ করিয়া প্রবোধ প্রাপ্ত হইতে পারেন," তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে বক্ষ্যমাণ রীতিতে তাঁহার আত্মতত্ত্ব বোধ জন্মিল। তখন চূড়ালা ভাবিতে লাগিলেন, অহো! আমার কি

* সঙ্কল্পাত্মকশক্তিমৎ, [illegible] ব্যাখ্যা (১) চিহ্নিত ব্যাখ্যা, চিহ্নিত ব্যাখ্যা শক্তিমৎ এই পাঠ।

সৌভাগ্য! যাহা নির্ম্মল জ্ঞেয়, অর্থাৎ জানিবার বস্তু; আজ তাহা বহুকালের পর জানিতে পারিলাম। ২৪—৩০। ঐ চিৎ-স্বরূপ আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলে কাহারও পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুতি ঘটে না (কোন কাম্যার্থেরও হানি হয় না, কারণ তাহার প্রাপ্তিই সর্ব্বকামপ্রাপ্তি এবং জগতে কোন বস্তুর দুঃখসাধন বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না, কারণ সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সমস্তই আনন্দৈকরস হইয়া পড়ে।) আর এই যে মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি, এই সকল চিদ্বিলাসের পরিচ্ছেদ হেতুমাত্র। অহো! এ সংসারে সমস্তই অসৎ মিথ্যাপ্রপঞ্চ, সমস্তই দেখিতেছি অন্ধকারাবৃত দৃষ্টি-পরিকল্পিত চন্দ্রপদে অবস্থিত, অর্থাৎ তদ্রূপ ভ্রান্তিপরিকল্পিত মাত্র। কেবল একমাত্র মহানন্দনামে পরিগণিত মহাচিৎই বর্ত্তমানা। ঐ মহাচিৎ নিষ্কলঙ্কা সমা, শুদ্ধা ও নিরহঙ্কাররূপিণী, শুদ্ধ সংবেদন জ্ঞানই তাঁহার আকার, তিনিই শিব অর্থাৎ ভূমানন্দস্বরূপ বলিয়া পরমমঙ্গল, সন্মাত্র এবং ঐ মহাচিৎ কখনও সেই ভূমানন্দ মঙ্গলস্বভাব হইতে বিচ্যুত হন না, এজন্য অচ্যুত পদবাচ্য। সেই মহাচিৎই সকৃদ্বিভাত্মা অর্থাৎ মূল অবিদ্যাবরণ তাঁহা হইতে একেবারেই নিবৃত্ত হইয়াছে, কখন তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না; এই জন্যই বিমলা এবং সেই হেতুই সদা নিত্যোদয়বতী। সেই মহাচিৎই বেদান্তাদিশাস্ত্রে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি নামে পরিকীর্ত্তিতা। চিত্ত, চেত্য ও চেতনরূপ ত্রিপুটী ঐ মহাচিৎ হইতে ভিন্ন বস্তু নহে; কারণ, সেই সাক্ষীভূত মহাচিৎই ঐ চিত্ত চেত্যাদি ত্রিপুটীর সাক্ষিভাবে চৈতন্যদাত্রী অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃকই চেতিত হইয়া ঐ চিত্তাদি অনুভবাদি করিয়া তৎকর্ত্তৃত্বলাভ করে, ঐ ত্রিপুটী স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না। ঐ মহাচিৎ পরিচ্ছেদাদি সিদ্ধা নহেন এবং ঐ সাক্ষিচিৎ ত্রিপুটীর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই স্বতঃ-সিদ্ধা বলিয়া আদ্যা চিদ্রূপে বিখ্যাতা। ৩১—৩৫। জ্ঞানের অগোচর যে চিত্ত, তাহাই ঐ সাক্ষীভূতা মহাচিতের অন্তররূপ, সেই মহা-চিৎই মনঃ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি ও ইন্দ্রিয়াদিগোচর অর্থরূপে বিবর্ত্তিতা হন। চিদাত্মা মনোবুদ্ধি-আদি বিবর্ত্তাকারে প্রমাতৃভাব প্রাপ্ত হইলে তাহাতে তরঙ্গাদি কল্পনাকল্প এই জগৎরূপ ভৌতিক পদার্থের সত্তা স্ফুরিত হয়। এই যে জগৎসত্তারূপ পদার্থ প্রসিদ্ধ, তাহা তদধিষ্ঠানভূত মহাচিতেরই পরমরূপ অর্থাৎ রূপান্তর মাত্র (ঐ চিদ্ব্রহ্মের রূপ দ্বিবিধ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এবং তাহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ)। কারণ, সেই চিৎই স্ফটিক মণির ন্যায় সংযুক্ত না হইয়াও নির্লিপ্ত ভাবে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তাহাই এই জগৎসত্তা ও সেই জগৎ-সত্তা ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিকে সমসমা অর্থাৎ স্ব স্ব অধিষ্ঠানানু-সারিণী হইয়া উদিত হইতেছে। মহাচিতের সেই অদ্বিতীয়া জগদ্-বিবর্ত্তকারিণী শক্তিহেতুই এই যে জগৎসত্তা বর্ত্তমান, তাহা মায়া-ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কারণ তাহা অধিষ্ঠানসত্তা হইতে অন্য নহে। স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারভাণ্ডারাদি বিচিত্রতা যেরূপ সেই অলঙ্কারাদির ভগ্নাবস্থায় স্বর্ণে বিলীন হইলে যেরূপ মাত্র হেমত্বে অর্থাৎ হেমসত্তা-স্বরূপেই প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই জগৎসত্তা অন্তে সেই চিৎ-সত্তায় প্রকাশ পায়, সেই চিৎসত্তাই সেই জগৎসত্তারূপ আত্মাকে নিজেই অনুভব করেন। (ঐ সত্তার পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে জগৎ-বৈচিত্র্য স্ফুরণরূপ চিচ্ছেদের বিষাকারভেদে অসত্যতা পর্য্যালোচনা করিলে অপরিচ্ছিন্ন পরমব্রহ্ম চিন্মাত্রতাই পর্য্যবসিত হয়), যেমন স্বপ্ন ইন্দ্রজালাদিতে দ্রবাকারে [illegible] রচিত বারা সিদ্ধ সমুদ্রাদি জলে তরঙ্গাদি [illegible] অনুদিত হইয়াও উদিত হয়, সেইরূপ মহা-চিৎব্রহ্মে সমষ্টি চিত্ত হইতে জগৎ অনুদিত হইয়াও উদিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে সেই স্বপ্ন ইন্দ্রজালাদিতে চিদ্রূপ আত্মাই চিত্তকল্পিত জলরূপী হইয়া তরঙ্গাদি দ্রব্যভেদে অন্যথাকার হইলেও যেরূপ তাহাতে আত্মব্যতিরিক্ত অণুমাত্র কিছুই নাই, সেইরূপ চিন্মাত্র "অহং" স্বরূপও জগদ্দৃশ্যবিশেষ তেদাকারাকারিত হই-য়াছেন, পরমার্থতঃ পূর্ণচিদাত্মায় "অহং" (আমি) ব্যতিরিক্ত অণুমাত্রও কিছু নাই; আরও অহংভাবের যখন সীমা নাই, তখন অনহংভাব, অর্থাৎ অহংভাব ভিন্ন যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, তাহা চিন্মাত্রই বিস্তীর্ণ। ৩৬—৪২। সেই চিন্মাত্র অহংস্বরূপের জন্ম নাই, মৃত্যু অর্থাৎ দেহবিয়োগ নাই; স্বর্গনরকরূপ সদসদ্গতি নাই, আর সেই চিন্মাত্র (অপরিচ্ছিন্ন) মহাকাশের ধ্বংস অসম্ভব। ঐ চিৎস্বরূপ সূর্য্য অতিনির্ম্মল, উহার ছেদন বা দহন কিছুই নাই। আজ আমার সৌভাগ্য যে, শান্তা ও নির্বৃতা হইতে পারিলাম। এখন আমি ভ্রমমুক্তভাবে নির্ব্বাণলাভ করিতেছি, মন্দরভ্রমণরহিত সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে পারিতেছি। (এখন বুঝিয়াছি) আত্মাকাশে দৃশ্যাভাস কিছুই নাই, উহা অতি নির্ম্মল, অজ, অচ্যুত, উহার বাধা নাই, নির্ম্মল পরম ও কালিক পরিচ্ছেদশূন্য। ঐ আত্মাকাশ অনন্ত অর্থাৎ দেশবস্তুকৃত পরিচ্ছেদরহিত, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণির কর্ম্মফল-সমূহ ও তৎসাধনব্যাপার নিষ্ফল সাধন ও বৃথাচেষ্টা মাত্র; কারণ সমস্তই আত্মাকাশ, উহা অন্য কিছুই নহে। সুরাসুরযুত অখিল বিশ্ব ঐ আত্মাকাশময়, সুতরাং উহা অকৃত্রিমই। যেরূপ কুলালাদি পুরুষকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেনা কিংবা বালকনির্ম্মিত পুরুষ-জাতির অনুরূপ চলনাদিবিশিষ্ট মৃণ্ময় সেনা,—মৃত্তিকামাত্রই, সেইরূপ এই দৃশ্যত্রয়ীময়ী (জগৎ) সত্তা চিন্মাত্রৈক্যময়ী. এই একত্ব, দ্বিত্ব, অহং, অহংভিন্ন, ইত্যাদি ভ্রম সংমোহই বা কি. ও কাহারই বা এবং কি নিমিত্তই বা কোথা হইতে আসিবে? এখন আমি অনন্ত পারমার্থিক স্বরূপ লাভ করিয়া শান্তি প্রাপ্তি-পূর্ব্বক (নির্ব্বাণস্বরূপে) অবস্থান করিতেছি। এখন আমি মোক্ষ-সুখে সর্ব্বথা নির্বৃতা হইয়া অবয়ববিরহিত কণ্ঠসুবর্ণবৎ প্রাপ্ত অহং স্বরূপেই অবস্থিতি করিতেছি। যাহা অচেতন বা চেতন প্রকাশ মান, আর যাহা তাহার ভোক্তাস্বরূপে অনুভবাদি করিতেছে, তদুভয়ই ভাসমান আত্মাভিন্ন যে ব্রহ্মরূপ চিদাকাশই মহাচিতে অবস্থিত। ইদন্তা অর্থাৎ 'এই ঐ ইহার ইহাতে' ইত্যাদি, অহংতা অর্থাৎ আমি তুমি ইত্যাদি ও এতদ্ভিন্ন যাহা অন্য কিংবা ভাবা-ভাব সত্তব কিছুই ঐ আত্মচিদাকাশ ব্রহ্ম নহে। ঐ চিদ্ব্রহ্ম শান্ত, সর্ব্বনিরালম্ব, কেবল পরস্বরূপেই অবস্থিত। শিখিধ্বজ সহধর্ম্মিণী চূড়ালা এইরূপ বিচার করিয়া পরম প্রবোধনিবন্ধন অর্থাৎ আত্যন্তিক মোহনিবৃত্তি হওয়ায় যথাস্থিত পরমাত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলেন। তখন তাঁহার রাগভয়মোহতমোবিলাস অর্থাৎ অবস্থা-ত্রয়ের স্বপ্ন নিবৃত্ত হইল; তিনি শারদ নভোমণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল শান্তস্বরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৪৩—৫২।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭৮।

একোনাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপে সেই চূড়ালা দিন দিন ক্রমশঃ অন্তর্মুখীনা হইয়া (অর্থাৎ অন্তরে আত্মচিন্তা দ্বারা আত্মারামের উপলব্ধি করত স্বাভাবিকরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাগ, আসক্তি, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব সকলই তিরোহিত হইল; তিনি নিশ্চেষ্টা হইয়া পড়িলেন। কেবল প্রকৃত আচারের অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, কোন বস্তুর গ্রহণ বা পরিত্যাগ কিছুই করিতেন না। পরমাত্মলাভরূপ মহালাভে তাঁহার অন্তরাত্মা (অর্থাৎ দেহান্তর্ব্বর্ত্তী মনের ও অন্তর্বর্ত্তী প্রত্যগাত্মা) (পূর্ণানন্দে) পরিপূর্ণ হওয়ায় সমস্ত সন্দেহজাল ছিন্ন ও ভবরূপ মহার্ণবের পারে গমন সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বসংসার হইতে বহুকাল পরিশ্রান্তা হইয়াছিলেন, এক্ষণে জ্ঞানলব্ধ নিরতিশয় আনন্দঘন পরমপদে বিশ্রাম লাভ করিলেন। তিনি তখন সকল উপমার অতীতা (নিরুপমা) ও বাগ্বিষয়বহির্ভূতা অর্থাৎ নামোল্লেখ পথের অতীতা হইলেন। এইরূপে সেই বরবর্ণিনী রাজভামিনী চূড়ালা অল্পকালমধ্যেই জ্ঞেয় বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন। ১—৫। যেরূপ এই অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ জগৎ স্বপ্নীয় স্পন্দবিভ্রম অজ্ঞান ব্যক্তির হৃদয়ে অকস্মাৎ সমুদিত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ভ্রমাদি সকলই স্বয়ং লয় পাইয়া থাকে (এই জন্যই স্বল্পকালের মধ্যেই চূড়ালার অনাদি মহত্তম ভ্রম বিদূরিত হইল)। সেই সকল প্রকার দ্বৈতভাব-বিবর্জ্জিত শান্ত ব্রহ্মপদে বিশ্রাম লাভ করিয়া চূড়ালা সম্ভ্রমবিহীনা হইয়া শরৎকালের স্বচ্ছ মেঘমালার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বৃদ্ধা গাভী যেরূপ দুরারোহতম তৃণজলাদি সমন্বিত সমালোক অর্থাৎ যথায় রৌদ্র ও জ্যোৎস্না আলোকের উপভোগ সমান তাদৃশ শৈলাগ্রে দৈবাৎ প্রাপ্ত হইয়া অনাকুলভাবে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সেই শিখিধ্বজমহিষী চূড়ালা সমালোক অর্থাৎ জাগ্রদাদি সকল অবস্থায় একরূপে প্রকাশমান প্রত্যগাত্মাকে জাগ্রদাদি সম্বন্ধাত্মক স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই আত্মাতেই অনাকুলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং স্ববিবেকের নিরত দৃঢ় অভ্যাস নিবন্ধন তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশে আত্মোদয় অর্থাৎ পূর্ণানন্দস্বরূপের আবির্ভাব হওয়াতে নবোদ্গতলতার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর একদিন রাজা শিখিধ্বজ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজপত্নী চূড়ালার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়সহকারে প্রফুল্লমুখে বলিলেন। ৬—১০। ভদ্রে! চন্দ্রোদয়ে কিংবা উত্তম পালক রাজা থাকিলে পৃথিবীর যেরূপ শোভা বৃদ্ধি হয় সেইরূপ দেখিতেছি, যেন তুমিও পুনরায় যৌবনলাভ করিয়া কিংবা পুনঃপুনঃ বেশভূষাদিতে ভূষিতা হইয়া অধিকতর শোভা পাইতেছ। প্রিয়ে! তুমি যেন অমৃতসার পান করিয়া বা লভ্য পদ লাভ করিয়া কিংবা যেন আনন্দপ্রবাহে পরিপূর্ণা ও অধিকতর শোভমানা হইয়া বিরাজ করিতেছ। কামিনি! তুমি শান্তিময় কান্ত সুন্দর শরীরযষ্টি ধারণপূর্ব্বক চন্দ্রকেও তিরস্কৃত করিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছ। হে প্রিয়ে! দেখিতেছি, তোমার চিত্ত এখন ভোগকৃপণ নহে, উহা শমাদিগুণসম্পন্ন, বিবেকার্জ্জিত সমভাবাপন্ন, গাম্ভীর্য্যময় ও চাপল্যরহিত হইয়াছে। হে প্রাণবল্লভে! দেখিতেছি, তোমার মন ত্রিভুবনকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া জগতের অখিল রসাস্বাদন করিয়া অনন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সৌম্যভাবাপন্ন হইয়াছে। হে মহাভাগে! তোমার চিত্ত এখন জড়ভাববর্জ্জিত হইয়া নির্জ্জল মরুর ন্যায় ও পূর্ণতানিবন্ধন পূর্ণ ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে। এখন দেখিতেছি, কোন বিভব বা তৎসম্ভূত আনন্দবস্তু প্রভৃতির সহিত তোমার চিত্তের তুলনা হইতে পারে না। বালকদলী ও মৃণালাঙ্কুর সদৃশ কোমল চাপল্যবর্জ্জিত সেই পূর্ব্বতন অঙ্গেই তেজের আতিশয্য-প্রযুক্ত তোমার বৃদ্ধি অর্থাৎ দেহের উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। শিশিরাগমে লতার ন্যায় তুমি পূর্ব্ববৎ দেহাদি-সন্নিবেশসমন্বিতা হইয়াও (অর্থাৎ তোমার সেই দেহাদি গঠন-ভাব পূর্ব্ববৎ থাকিলেও) অন্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্যব্যক্তির ন্যায় রূপধারণ করিয়াছ বলিয়া বোধ হইতেছে। (তবে) তুমি কি অমৃতপান করিয়াছ? কিংবা সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছ? অথবা রসায়নাদিপ্রয়োগ মন্ত্রাদিসিদ্ধি আরোগ কিংবা রাজযোগ হঠ-যোগাদি উপায়রূপ যুক্তি দ্বারা অমরতা লাভ করিয়াছ? অয়ি নীলোৎপলবিলোচনে! অথবা তুমি রাজ্য, চিন্তামণি বা ত্রৈলোক্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিংবা অন্য কোনরূপ দুর্লভ লাভ করিয়াছ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। ১১—২০। তখন চূড়ালা কহিলেন,—আমি ইহা অর্থাৎ মূঢ়জনপ্রসিদ্ধ এই দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যাহাতে (অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ) অশেষ নামরূপ আকার আদি (কিঞ্চিৎ) অর্থাৎ কিছুই নাই, (১) তথাবিধভাব ব্রহ্মাত্মতা তত্ত্বজ্ঞানসহায়ে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই জন্যই আমি এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। মন্ত্ররসায়নাদি সাধনমাত্রে যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছ স্বল্পমাত্র আকারাদি লাভ হয়, তাহা প্রাপ্ত হই নাই, তাহা আমার নিকট তুচ্ছ, সেই জন্যই আমার এরূপ শ্রী (২)। আমি এই পরিচ্ছিন্ন অসত্য সকল প্রকার বস্তুকে ত্যাগ করিয়া যাহা অপরিচ্ছিন্ন অন্য বস্তু যাহা সত্য (অবাধিত) অথচ অসত্য (অর্থাৎ সৎ অর্থাৎ মূর্ত্ত, অসৎ অর্থাৎ অমূর্ত্ত প্রপঞ্চরূপ নাই) তাদৃশ পরম বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আমি এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। যাহা যথাসৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টিকে অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ সৃষ্টিদৃষ্টিতে দৃশ্যমান হইলে কিঞ্চিৎ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তুরূপে দৃশ্য হন, আর নাশ অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ প্রলয়দৃষ্টিতে দেখিলে যাহা কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কিছুই নহে,

(১) এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাহা অকিঞ্চিৎ কিঞ্চিদাকার নহে, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি ও যাহা কিঞ্চিৎ অকিঞ্চিদাকার নহে; তাহাও পাইয়াছি, ইহা গূঢ়োক্তি।

(২) টীকাতে ইহার তিন চারি প্রকার অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ।—আমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকার অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্ন অবস্থাদয় পাই নাই, কিংবা অকিঞ্চিৎ কিঞ্চিদাকার অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থা তাহাও ত্যাগ করিয়াছি। কেবল তুরীয়স্বভাবেই আছি, এজন্য এরূপ আমার শ্রী। ৩য়।—আমি কর্ম্মোপাসনা দ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকার অর্থাৎ ইন্দ্রচন্দ্রাদি হিরণ্যগর্ভান্ত পদ ভাবনাকৃত তাদাত্ম্যসিদ্ধায় প্রাপ্ত হই নাই কিংবা অকিঞ্চিৎ কিঞ্চিদাকার অব্যক্ত রূপও প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছি, তাহাতেই ইত্যাদি। ৪র্থ—অর্থ। আমি এই লিঙ্গদেহ পরিচ্ছিন্ন জীবাকার ত্যাগ করিয়া যাহা অকিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নহে অর্থাৎ স্থূল আকারবিশিষ্ট, বাস্তবিক যাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আ- তাদৃশ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আমি এরূপ শ্রী

তাদৃশ বস্তুকে আমি যথাস্থিত (অর্থাৎ কূটস্থ ভূমানন্দস্বভাবে স্থিত) জানিতে পারিয়াছি বলিয়াই এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। (সুদূরস্থিত) ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করিয়া দূরে পরিত্যাগ করিলে যেরূপ সন্তোষ ও মনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ আমি ভোগ না করিয়াই সন্তুষ্ট এবং (তদ্ভোগজনিত) হর্ষে (বা অতৃপ্তি হইয়া) কোপে আবিষ্ট হই-না, তাহাতেই আমি এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। আমি এখন একাকিনীই আকাশসদৃশ নির্ম্মল হৃদয়াভ্যন্তরে হার্দ (অর্থাৎ হৃদয়াধিষ্ঠাতা) (অথবা অভিমানী) ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া (পার্থিব) রাজভোগে রতি ত্যাগপূর্ব্বক সেই পরব্রহ্মে রতি স্থাপন করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার এই অসাধারণ অপূর্ব্ব দেহলাবণ্য। আসন, উদ্যান, গৃহ প্রভৃতিতে আমার এই দেহ বর্ত্তমান থাকিলেও আমি কিন্তু পূর্ণাত্মাতে অবস্থিতি করিতেছি, ভূষণাদি শরীরভোগ বা সম্মানাদি মানসভোগ, কিংবা তাহার অলাভপ্রযুক্ত লজ্জাদিতে এখন আমার আর স্থিতি নাই; তাহাতেই আমি ঈদৃশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছি। ২১—২৬। আমিই জগতের প্রভু অথচ আমার (আত্মার) কিঞ্চিন্মাত্র (দেহাদি) রূপ নাই, এইরূপ এখন আমি একমাত্র আত্মাতেই সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তাহাতেই আমার এরূপ শ্রীলাভ। দেহাদি অধিষ্ঠান দৃষ্টিতে এই (দেহাদিই) আমি, আর (আরোপিত দৃষ্টিতে) এই (দেহাদি) আমি নহি, এইরূপ আমিই সমস্ত, অথচ আমি কিছুই নহি, এইরূপ আমার দৃঢ়সংস্কার হইয়াছে বলিয়াই আমার এরূপ দেহশোভা। সুখ, অর্থ, অনর্থ বা অন্য প্রকার স্থিতিসম্বন্ধে আমার প্রার্থনা কি অভিলাষ কিছুই নাই এবং আমি অনর্থত্যাগ বাসনাও রাখি না, যথাপ্রাপ্তবিষয়েই পরিতুষ্ট থাকি অর্থাৎ সুখই হউক, দুঃখই হউক, যখন যাহা ঘটে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকি, সেই কারণে আমার এরূপ শ্রীধারণ। যাহার প্রভাবে রাগদ্বেষাদি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশী সখীসদৃশী নিজপ্রজ্ঞা ও শাস্ত্রদৃষ্টির সঙ্গে সংসারপথে বিহার করিতেছি, আর যাহাদের প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রদৃষ্টিপ্রভাবে রাগ ও দ্বেষাদি ক্ষয় পাইয়া অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাদৃশ সখীগণ সমভিব্যহারে ক্রীড়া করিয়া থাকি, তাহাই আমার এরূপ শ্রীধারণের কারণ। হে নাথ! এই জগতে আমি নয়নরশ্মিতে ও ইন্দ্রিয়াদি এবং মনের দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই সমস্ত প্রত্যক্ষীভূত বিষয় দৃশ্যজাল কিছুই নহে, সমস্তই সর্ব্বথা মিথ্যাপ্রপঞ্চ, এই প্রকারেই এখন আমি অন্তরে অনুভবদৃষ্টিতে দেখিতেছি, অথচ সেই ইন্দ্রিয় মনোদৃশ্য অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ নিষ্প্রপঞ্চ কোন বস্তু অন্তরে দেখিতেছি (১)। এই প্রকারে (আমার বোধের উদয়ে চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে বলিয়া) এখন আমি অন্তরে বাহিরে কি এক অপ্রবাহিত স্বরূপ দেখিতেছি। হে স্বামিন্! তাহাতেই আমি অনন্তকালের জন্য নিরন্তর পরম অভ্যুদয়শ্রীলাভ করিয়াছি। ২৭—৩১।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বরাননা চূড়ালা আত্মাতে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছিলেন; (তাহাতেই তিনি সরল ও উদারভাবে আত্মশোভা নিমিত্ত সমস্ত কথা বলিলেন,) (কিন্তু) নৃপতি শিখিধ্বজ তাঁহার বাক্যের অর্থ ও অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন,—অয়ি বরবর্ণিনি! তুমি কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রলাপ প্রয়োগ করিলে, ইহাতে তোমার দোষ নাই, তুমি বালিকা, তোমার এখন বুদ্ধি পরিণত হয় নাই, অতএব তোমার পরের বোধানুকূল বাক্যোচ্চারণে কৌশল কোথা হইতে আসিবে? তাহাতে আবার তুমি রাজনন্দিনী, সদা রাজভোগেই আসক্তা থাকিয়া কাল যাপন করিতেছ, ভাল, তাহাই করিতে থাক। দেখ, সাকারেরই শোভা প্রসিদ্ধ, যাহা কিঞ্চিৎ অর্থাৎ সামান্য আকার ত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষস্বরূপ অর্থাৎ নিরাকারতা লাভ করিয়াছে, তাহা ত প্রত্যক্ষসদ্রূপত্যাগী শূন্যময়, তাহার আবার শোভা কি বল? (১) তুমি যে বলিয়াছ, আমি অভুক্তভোগে পরিতৃপ্ত, তাহা তোমার অসম্বদ্ধপ্রলাপ। দেখ, যে ব্যক্তি "আমি অভুক্তভোগ্য পদার্থে তুষ্ট হইয়া থাকি" বলিয়া ভোগসমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, সে ক্রোধোদয়ে লোকে যেমন আসন শয্যাদি ত্যাগ করিয়া থাকে তাহার ন্যায় ত্যাগ করিয়া কিরূপে শোভা পাইয়া থাকে? বল। আর দেখ, তুমি যে বলিয়াছ, "আমি একা আকাশবৎ শূন্যহৃদয়ে বিহার করিতেছি" তাহাও অসঙ্গত,—কারণ, নিজের ভোগ এবং অন্যের অর্থাৎ মিত্রভৃত্য প্রভৃতির আভোজনরূপ আভোগ, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও সেই ভোগসাধন ধনাদি সমস্তও বিসর্জ্জনপূর্ব্বক একাকী শূন্যে "আকাশে" পিশাচের ন্যায় বিহার করে, সে ব্যক্তি শোভা পায়। ইহা কিরূপে সঙ্গত হইবে? বল। ধীরবুদ্ধি ব্যক্তি অতিক্রোধের ন্যায় ধৈর্য্যমাত্রবলে আসন বসনশয্যাদি পরিত্যাগ করিয়া শীত উষ্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দুঃখ সহ্য করত একাকী আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, সে কিরূপে শোভমান হইবে? ১—৬। এই দেহ আমি নহি, অর্থাৎ আমি দেহধারী নহি, আমি অন্য প্রকার, আমি কিছুই নহি, অথচ আমি সর্ব্বপ্রকার, এইরূপ প্রলাপবাদীর আর শোভা কোথায়? যাহা দেখিতেছি, তাহা কিছুই নহে, অতএব কিছুই দেখিতেছি না, আর যাহা সম্পূর্ণ এই সমস্ত প্রপঞ্চ অপেক্ষা অন্য প্রকার, তাহাই দেখিতেছি, ইহা প্রলাপই, সুতরাং অস্তিত্ববিহীন (অসৎ) যাহার এবম্বিধ প্রলাপপ্রকাশ, সে কিরূপে শোভা পাইবে? বল। (এই জন্যই তোমাকে বলিয়াছি ও বলিতেছি) তুমি বালিকা, সুতরাং চপলা ও মুগ্ধস্বভাবা। অয়ি বিলাসিনি সুন্দরি! আমি এই কারণেই তোমার সহিত বিবিধ আলাপবিলাসে বিহার করি, (এই বৃথা প্রলাপাদি পরিত্যাগ করিয়া) আইস, তুমিও আমার সহিত বিহার কর। রাজা শিখিধ্বজ এইরূপ প্রিয়া চূড়ালাকে হাস্য করিতে করিতে বলিয়া অনন্তর অট্টহাস্য করিলেন।

---

(১) এখানে কেহ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন; যথা—অথচ সেই ইন্দ্রিয় মনোবহির্ভূত কোন বস্তুই দেখিতেছি না; ইহাতে ন পৃথক্ [illegible] ব্যাখ্যাত হয়, কিন্তু তাহা তত্দূর সঙ্গত বুঝিলাম না।

(১) অন্য প্রকার অর্থ।—যে ব্যক্তি দৃশ্যমান সাকার ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য নিরাকার ভজনা করে, সেই প্রত্যক্ষ সদ্রূপত্যাগী শূন্যপ্রায়, সে কিরূপে শোভা পাইতে পারে বল? এ অর্থ টীকাকারের সম্মত নহে।

এবং মধ্যাহ্নকাল সমাগত দেখিয়া স্নান করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিয়া সেই অঙ্গনাগৃহ (অন্তঃপুর) হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৭—১০। চূড়ালা তখন, "হায় কি কষ্টের বিষয়! রাজা নাই, আত্মতত্ত্ব না জানায় আত্মাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই, সুতরাং আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, এইরূপ ভাবিয়া, খিন্নান্তঃকরণে আত্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। হে রাম! তদানীং সেই রাজদম্পতি এবংবিধ আশয়ে পার্থিবলীলায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা সেই নিত্যতৃপ্তা ইচ্ছাবিরহিতা চূড়ালার আকাশে গমনাগমনরূপ দেববৎ সঞ্চারে ইচ্ছা হইল। অনন্তর সেই নৃপনন্দিনী স্বকীয় আকাশগমনাগমনরূপ অভিলাষ-সিদ্ধির উদ্দেশে সকল প্রকার ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশের আশ্রয় লইলেন। (তৎকালে রাজা শত্রুজয়মানসে দুই তিন বৎসরের জন্য রাজধানী ত্যাগ করিয়া প্রবাসী ছিলেন, সুতরাং চূড়ালা একাকিনী ও একান্তনিরতা হইতে পারিয়াছিলেন। তদবস্থায় আসনবন্ধনে স্বীয় দেহাবয়ব অবস্থাপিত (স্থির) করিয়া ঊর্দ্ধগত প্রাণবায়ুর খেচরসিদ্ধ্যনুকূল ভ্রূমধ্যে নিরোধাভ্যাসরূপ যোগসাধন করিতে লাগিলেন। ১১—১৫। রাম কহিলেন,—এই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা স্পন্দচ্যুত অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছে। কারণ কর্ত্তাদিকারক স্পন্দ (অর্থাৎ চেষ্টা ব্যতিরিক্ত) কাহারও উৎপত্তি দেখা যায় না, অতএব যদি এইরূপই হইল, তবে জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়ানামক স্পন্দের কিরূপে নিষ্পত্তি, আর কিরূপেই বা সেই ক্রিয়ানামক বস্তুর উৎপত্তি অনুভবপথে আরোহণ করে, তাহা বলুন। হে ব্রহ্মন্! আর এ আকাশে গমনাদিরূপ সিদ্ধিসমূহ কোন্ যত্নৈকশালী দৃঢ় অভ্যাস-নিষ্পাদ্য স্পন্দবিলাসের ফল, তাহাও বলুন। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি সিদ্ধির জন্যই হউক, আর আত্মজ্ঞ ব্যক্তি লীলাক্রমেই হউক, কিরূপে উহা সাধন করিয়া থাকে, তাহা আমাকে বলুন। তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রাঘব! এ জগতে সর্ব্বত্রই সাধ্যবস্তু ত্রিবিধ, উপাদেয়, হেয় ও উপেক্ষ্য। (কিংবা উৎকর্ষ বুদ্ধির) স্বানুকূল (অর্থাৎ যাহা নিজের অনুকূল) যত্নপূর্ব্বক সাধিত হয়, তাহা উপাদেয় জানিয়া (অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক দর্শনে ইহা আমার অনুকূল নহে, ইত্যাকারবোধে) যাহা পরিত্যক্ত হয়, তাহা হেয়, এতদুভয়ের মধ্যাবস্থাই উপেক্ষা। ১৬—২০। হে সুমতে! সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে যাহা সুখের অনুকূল, তাহা উপাদেয় বলিয়া গ্রহণীয়; আর যাহা তদ্বিরুদ্ধ অর্থাৎ সুখবিঘাতিনী সাধনা, তাহা অগ্রাহ্য হেয়, এতদুভয়ের মধ্যাবস্থাই উপেক্ষ্য। বিদ্বান্ সদ্বুদ্ধিশালী ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ পুরুষের পক্ষে যখন সকলই আত্মময়, তখন তাঁহার তৎসমস্ত কিছুই সম্ভবে না। কখন কখন ঐ আত্মদর্শী পুরুষ লীলাক্রমে ঐ উপেক্ষাবলম্বনে পরিত্যাগ করতঃ এই বিশ্ব অবলোকন করেন বা একেবারেই দর্শন করেন না। আত্মজ্ঞানীর যাহা উপেক্ষা, তাহাই মূঢ়ের উপাদেয়; আর বৈরাগ্য-সম্পন্নের তাহাই হেয়। এক্ষণে সেই সিদ্ধিক্রম কিরূপে সাধিত হয়, তাহা শ্রবণ কর। যেরূপ বসন্তসমাগম ভূতলকে প্রফুল্ল করে, সেইরূপ এ সংসারে সকল সিদ্ধি দেশকাল ক্রিয়া ও দ্রব্যসাধন সিদ্ধ হইয়া জীবকে আহ্লাদিত করিয়া থাকে। হে সাধো! ঐ দেশাদি চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীশৈলাদি উত্তম দেশাদি চতুষ্টয় কিরূপে শীঘ্র সিদ্ধিলাভপ্রযুক্ত যোগ মন্ত্রাদিরূপ ক্রিয়ার জন্য দেশাদি অপেক্ষা উৎকর্ষ কল্পনা হইয়া থাকে; কারণ ঐ সিদ্ধি-আদি ফলোৎকর্ষের ক্রম হইলেও তাদৃশ ক্রিয়ার উৎকর্ষের অনুসারী অর্থাৎ ক্রিয়ার উৎকর্ষ অনুসারে সিদ্ধি আদির তারতম্য। আকাশগমনের উপায়ীভূত গুটিকাসিদ্ধি, অঞ্জনসিদ্ধি খড়্গসিদ্ধি, পাদুকাসিদ্ধি প্রভৃতি (উড্ডামরতন্ত্র-যোগিনীকল্প প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রসিদ্ধ) আছে; তোমার প্রশ্নানুসারে সে সমস্তের নিরূপণ কর্ত্তব্য হয়, তাহা বিস্তৃত করিয়া না বলিলে হয় না, সুতরাং বিস্তার করিয়া বলিতে হয়, তাহা করিলে যাহারা জিজ্ঞাসু নহে, এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানবিরহিত অজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের সেই সিদ্ধি বিষয়ে দৈবাৎ অভিলাষোদয় হইলে তাহাতে প্রবৃত্তিনিবন্ধন মহান্ দোষ উৎপন্ন হয়, আর তোমারও সবিস্তার আত্মতত্ত্ব শ্রবণরূপ প্রকৃত অর্থের বিঘ্ন উপস্থিত হয়; এইজন্য তাহার নিরূপণ এখানে অনুচিত। ২১—২৭। এইরূপ রত্নসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, ওষধিসিদ্ধি ও রূপশক্ত্যাদির নিরূপণও (শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইলেও) থাকুক, কারণ এই বিস্তারও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ের হানিকারক। হে রাম! অতএব শ্রীশৈলসিদ্ধ দেশ সুমেরু প্রভৃতিতেও বাস করিলে সিদ্ধিলাভ হয় বটে, কিন্তু তাদৃশ কৃতকৃত্য পুরুষের নিকট ঐ সমস্ত বিস্তার তুচ্ছ ও প্রকৃত বিষয়ের অন্তরায় মাত্র। অতএব যখন শিখিধ্বজের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে উত্থাপিত হইয়াছে, তখন প্রাণাদি বায়ুর নিরোধসম্বন্ধীয় সিদ্ধি ফলের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্তঃকরণস্থিত সাধ্যসাধনের বিষয়ীভূত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া পায়ু আদি দ্বার সঙ্কোচ করতঃ স্থানক (অর্থাৎ সিদ্ধাদি আসনে উপবেশনপূর্ব্বক কায়শিরঃগ্রীবা প্রভৃতি সম ও নিশ্চল করিয়া নাসাগ্র নিরীক্ষণ প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াক্রম) অবলম্বন করিবে। হে সুব্রত রাম! এইরূপ ভোজন এবং আসনের শুদ্ধিবিধান, যোগশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা, শুদ্ধ আচার অবলম্বন, সাধুসঙ্গ, সর্ব্বত্যাগ, সুখাসনে উপবেশন, কিছুকাল ধরিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস, কোপলোভাদি পরিহার ও ভোগ বিসর্জ্জন করিলে এবং রেচক, পূরক ও কুম্ভক সম্যক্রূপে অভ্যস্ত হইলে তৎসমস্তবিৎ যোগীর প্রাণের উপর প্রভুত্ব জন্মে, তখন ভৃত্যগণ যেমন প্রভুর পদানত অধীন থাকিয়া কার্য্যসাধন করে, সেইরূপ প্রাণাদিও তাঁহার অধীন থাকিয়া কার্য্যসাধন করে। হে রাঘব! প্রাণাদি বায়ু নিজের অধীন হইলে সমস্ত অধিকারীরই রাজ্যাদি মোক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত সম্পত্তিই সুলভ হয়। (জীবের দেহমধ্যে যে চারিদিকে বিস্তীর্ণ দ্বিসপ্ততি শাখায় বেষ্টিত বলিয়া পরিমণ্ডলিতাকার, অতএব অন্ত্রসমূহকেও নাড়ীসমূহ দ্বারা বেষ্টন করিয়া আছে বলিয়া আন্ত্রবেষ্টনিকা নামে সুষুম্নানাড়ী আছে, যাহা মর্ম্মস্থানে অবস্থিত ও শত শত নাড়ীসমাশ্রিত; (এবং মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সপ্তচক্রে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বহির্গতা হইয়াছে) (ঐ সুষুম্নানাড়ী মূলাধারে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টিত সুপ্তকুণ্ডলিনী শক্তির আধার) উহার আকার দেখিতে বীণাদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত রেখাত্মক তন্ত্রী-মূলপরিবর্ত্তনরূপ বা সলিলপরিবর্ত্তনরূপে যে আবর্ত্ত, তাহার ন্যায়, লিখিয়া দেখাইতে হইলে লিখিত অর্দ্ধ ওঁকারের প্রতিকৃতিতুল্য কুণ্ডলাকারে অবস্থিত। সুর, অসুর, মনুষ্য, মৃগ, নক্র, পক্ষী, কীট প্রভৃতি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর শরীরে উহা বিরাজিত আছে। ২৮—৩৮। শীতকালে শীতনিবারণের জন্য সুপ্ত সর্প যেরূপ নিজ শরীর মণ্ডলাকারে রাখে, তদ্রূপ উহাও মণ্ডলাকারে অবস্থিতা; উহার বর্ণ শুভ্র এবং উহা প্রলয়কালাগ্নিতে পতিত অন্তরে

বলয়াকাররেখায় স্ফুটিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় কুণ্ডলাকারে বর্তমান, কিংবা জঠরাগ্নিতে গলিত (যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ) মস্তকস্থ চন্দ্রবিলীন হইয়া মূলাধারে শ্রুত হয় এবং যেরূপ ঘনীভূত হইয়া কুণ্ডলাকারে অবস্থান করে, তদ্রূপ ঐ সুষুম্নানাড়ীতে বলয়াকারে অবস্থিত জানিবে। উরুদ্বয়সন্ধি গুহ্য হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত রন্ধ্রসকল স্পর্শ করিয়া তাহাতে অনুস্যূতা রহিয়াছে এবং মনোবৃত্তির সাহায্যে অন্তরে চঞ্চল ও বহিঃপ্রদেশে প্রাণাদি পবনবেগে অনবরত স্পন্দিত। ঐ সুষুম্নার অভ্যন্তরে কদলীকোষের ন্যায় কোমল মূলাধারে যে শক্তি প্রস্ফুরিত রহিয়াছে তাহার গতি বীণামূলে দুর্লক্ষ্য তন্ত্রীবেগের ন্যায় বেগে দেদীপ্যমানা, (ঐ গতিই পরমসূক্ষ্ম পরাখ্য সর্ব্বশব্দমূলভূতা শব্দব্রহ্মাত্মিকা স্ফূর্ত্তি, তাহাই প্রাণসম্পর্কে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠদেশে উত্তরোত্তর পরিস্ফুটা হইয়া অবলোকন করতঃ বৈখরী ইত্যাদি ভেদকে ভজনা করে)। কুণ্ডলাকার ধারণ করে বলিয়া উহারই নাম কুণ্ডলী। ঐ কুণ্ডলীই প্রাণিগণের পরমা শক্তি, উহাই সকল প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তিরও সত্তা স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি সাধন করে বলিয়া জবপ্রদা (অর্থাৎ বেগবিধান কারিণী)। উহাই নিজমুখে নিরন্তর প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত এবং অপানবায়ুকে অধোভাগে নিঃসৃত করিয়া ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর ন্যায় অনবরত শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। এবং উহাই ঊর্দ্ধ্বী কৃতমুখী হইয়া স্পন্দনের অহেতু হইয়া থাকে। ৩৯—৪৩। যখন হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ু কুণ্ডলিনীকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া আপন-বৃত্তিতে কুণ্ডলিনীপদে গমন করে, তখন অপঞ্চীকৃত ভূততন্মাত্র-সম্ভূত অন্তঃকরণস্থ জীবসংবিৎ, স্মৃতি, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় অভিমান, রাগ-আদি ভেদে অন্তরে উদিত হয়। পদ্মে অলিনীর ন্যায় এই দেহে কুণ্ডলিনী, যাহাদিগের স্মৃত বিষয়সন্নিকর্ষ, রূপস্পর্শ, সেই সেই চক্ষুরাদির অধীনে উদিতা হইয়া যেরূপ যেরূপ ভোক্তার অদৃষ্ট দৃষ্ট সামগ্রী বৈচিত্র্যে প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ সেইরূপ সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থবিশেষের স্ফূর্ত্তি ও তৎফলভোগলক্ষণা-সংবিদের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ যেরূপ এই মৃদু চক্ষু-রাদি দ্বারা বিষয়স্পর্শ ঘটিবে, সেই রূপই কুণ্ডলিনী বেগে স্ফুরিত হইবে। তাহার কারণ, কার্য্যকারণসজাতীয়যোগবিধায়ী প্রমাতৃ বৃত্তিদ্বারা বহির্ভাগে নির্গত হইয়া বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার যে পরস্পর আলিঙ্গন অর্থাৎ বৃত্তিব্যাপ্তি প্রযুক্ত যে ব্যাপ্তি উৎপন্ন হয়, সেই ব্যাপ্তি দ্বারা যেরূপ বিষয়ের আবরণনাশে স্ফুটতর সংবিৎ অর্থাৎ ঘটাদিপ্রথা উদ্ভূত হয়, কুণ্ডলিনী বেগেও সেই প্রকারে স্ফুরিত হইয়া থাকে। ৪৪—৪৬। হৃদয়কোষস্থ যাবতীয় নাড়ীসমূহ ঐ কুণ্ডলিনীতে সন্নিবদ্ধ আছে, যেরূপ নদীসমূহের গতি বিভিন্ন হই-লেও এক সমুদ্রেই তাহাদের পতন, তদ্রূপ নাড়ীসমূহে (কুণ্ডলিনীর চক্ষুরাদি প্রবর্ত্তনরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দ্বারস্বরূপ হইলেও) ঐ কুণ্ডলিনীতেই তাহারা উৎপন্ন অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ও তাহাতেই বিলীন অর্থাৎ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ঐ কুণ্ডলিনীই প্রাণস্বরূপেই ঊর্দ্ধ গমনে উন্মুখ ও অপানস্বরূপে অধঃপ্রবেশে উন্মুখ হইয়া সাধারণভাবে অবস্থিতি করায় সাধারণী হইয়াছে। এইরূপে ঐ কুণ্ডলিনীই সকল সংবিত্তির বীজ। রাম কহিলেন,—চিৎশক্তিই ত সংবিৎস্বরূপ, উঁহার কাল হইতে কি কালতঃ কি বস্তুতঃ কোন প্রকার পরিচ্ছেদ নাই। তাঁহার সেই কুণ্ডলিনীকোষ হইতে কিরূপে ও কি জন্য স্পষ্ট আবির্ভাব? তাহা বলুন। ৪৭—৪৯। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! চিৎ সংবিৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল পদার্থে সর্ব্ব স্বরূপে বিদ্যমান আছেন, কিন্তু ঐ চিদ্রূপ সংবিৎ যখন ভূততন্মাত্রের অধীন হন, তখনই কোন কোন স্থানে উঁহার উদয় দৃষ্টিগোচর হয়। যেরূপ সূর্য্যাতপ সর্ব্বব্যাপী হইলেও ভিত্ত্যাদি একদেশে বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ চিৎসংবিদেরও একদেশে প্রকাশ, এবং ঐ চিৎসংবিৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমানা হইলেও (বুদ্ধিতে অবচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বপতন দ্বারা দ্বিগুণাকারে প্রবেশনিবন্ধন বহুলা হইয়া) বুদ্ধিচাঞ্চল্য বশতঃ দেহমধ্যে (জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যবিম্বের ন্যায়) তরঙ্গাকারে অবস্থান করেন। তাহাতে উপাধিমালিন্যের তারতম্যে চিৎপ্রকাশেরও তারতম্য। ঐ চিদ্বস্তু মৃৎশিলাদি বস্তুতে অবিদ্যা-জড়তায় অভিভূত হইয়া তপ্তজলে শৈত্যের ন্যায় বিনষ্টভাবে দৃষ্ট হন। এবং দেবমনুষ্যাদি অভিব্যক্তভাবে বৃক্ষাদিতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত অর্থাৎ বহির্ভাগে জ্ঞানবিবেচনায় অক্ষম হইয়া অবস্থিত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। ঐ ত্রিবিধ উপাধির সর্ব্বানুভবসিদ্ধ সম্ভাবরূপ লক্ষণে ঐ চিদ্বস্তু সর্ব্বত্র অনভিভূতাবস্থায় বিজৃম্ভিত, অর্থাৎ ঐ তারতম্য চিদংশে, সত্তাংশে নহে। হে অনঘ। মনুষ্যাদি দেহে ও পশুস্থাবরাদিদেহে যাদৃশ তারতম্যে ঐ সংবিৎক্রম নির-ন্তর উদিত হইয়া থাকে, তাহা আমি তোমাকে পুনরায় ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫০—৫৩। চেতন অচেতন ভূতসমূহ এবং এই অখিল নভোমণ্ডল সমস্তই চিন্মাত্র সন্মাত্র অর্থাৎ কেবলমাত্র চিৎ ও সত্তা এবং চিৎসত্তায় সত্তাসম্পন্ন এবং আকাশের ন্যায় শূন্যমাত্র অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, বিভু ও সূক্ষ্ম। ঐ চিদ্বস্তু এইরূপ কেবল চিন্মাত্র ও সত্তামাত্র, উঁহার বিকার বা আময় (মলিনতাদি) কিছুই নাই, মায়াকল্পিত একদেশে আকাশাদি সূক্ষ্মভূতের ক্রমে অধ্যাসবশতঃ ঐ চিৎই ভূততন্মাত্র পঞ্চকস্বরূপে অবস্থিতি করি-তেছেন। ঐ তন্মাত্রপঞ্চকই প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মে-ন্দ্রিয়, এই পঞ্চ প্রকারে প্রকাশিত লিঙ্গশরীর ধারণ করে। চিৎ ঐ লিঙ্গশরীরে প্রতিবিম্বস্বরূপে প্রবেশ করিয়া এক দীপ হইতে যেমন শত দীপ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ শত শত হইয়াছেন। (তুমিও তাহা।) এইরূপে তুমিও নিজ সংবিৎকে অন্তর্ভূত জন্মাদিবিকার জাগ্রদাদি অবস্থাভেদে গ্রহণ করিয়া দ্বিত্ব অর্থাৎ জীবভাব প্রাপ্ত দেখিতেছ। ঐ লিঙ্গদেহকরণ তন্মাত্র পঞ্চকের অবশিষ্ট কিছু তন্মাত্র জীবের দেবমনুষ্যাদি আকারের বাসনানুসারী সঙ্কল্পস্বরূপী স্বসত্তা-মাত্রেই পঞ্চীকরণ দ্বারা স্থূল দেহত্ব প্রাপ্ত হয়। কতক বা পশুত্ব স্থাবরত্বাদি, কতক বা সুবর্ণত্বাদি খর্পরান্ত ব্রহ্মাণ্ডভাব ধারণ করিয়া তদন্তর্গত ভুবনের যোগ্য হয়। এবং কতক বা দেশ-ত্বাদিভাব, কতক বা দ্রব্যত্বাদিভাব পরিগ্রহ করে। হে রঘু-নন্দন রাম! এইরূপে এই জগৎ যে পঞ্চতন্মাত্রের স্পন্দনমাত্র, তাহা সিদ্ধ হইল। এবং ঐ চিৎসংবিৎও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, (কেবল ইহাই প্রভেদ যে,) চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক প্রাণাদিপঞ্চকঘটিত লিঙ্গদেহ-প্রাধান্যনিবন্ধন দেবমনুষ্যাদিদেহে চিৎসংবিৎ মুখ্য চেতন নামে অবস্থিতা। পশু আদির লিঙ্গ স্থূল দেহের সমতায় প্রাধান্য হেতু জড়চেতন নামে অবস্থিতা; আর স্থাবরাদিতে লিঙ্গশরীরের অন্তরে সংবিৎ মাত্র থাকায় বহির্ভাগে চৈতন্যের সাধারণ লোকের দুর্লক্ষ্যতা প্রযুক্ত জড় নামে প্রসিদ্ধা হইয়া অবস্থিতা আছেন, জানিবে। ঐ ত্রিবিধ তার-তম্যে অবস্থিতির কারণ এই,—যেমন দিবাতে ঘৃতসমুদ্রে বিলীন (দ্রবীভূত) হয় এবং সায়ংকালে শিশিরসম্পর্কে বেলাতটে ক্রমশঃ ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রদেশে নিশ্চলভাবে অবস্থান

করে, দ্রবপ্রদেশে তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল থাকে, ঈষদ্‌ঘনপ্রদেশে ঈষৎ চঞ্চল ও অত্যন্ত ঘনপ্রদেশে স্থলের ন্যায় অচলভাবে অব স্থান করে, সেইরূপ এই চিৎ, নরপশুস্থাবরাদি দেহপঙ্ককে কোথায় ঈষৎ চঞ্চলাকারে, কোথায় বা অত্যন্ত জড়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। দেখ, ঐ সমুদ্রে এখানে চঞ্চল, এখানে নিশ্চল ইত্যাদি ভেদ হইলেও তাহা কি সমুদ্র বলিয়া ব্যবহৃত হয় না? অর্থাৎ ঘনভাব ধারণে তরলতার অভাবে যেমন সেই ঘৃতসমুদ্রের সমুদ্রত্বের ব্যাঘাত ঘটে না, সেইরূপ স্থাবরাদিভাবে চিদ্রূপের হানি হয় না, অতএব সুর নর তির্য্যক্‌ বিকল্পাদিতে চৈতন্য অক্ষতই জানিবে। অথবা ঐ জড়াজড় নির্বিবেক অধ্যস্ত পঙ্ককেরই ধর্ম্ম, উহা চিদ্ধর্ম্ম নহে, কারণ, "চিৎ"-বস্তুর কোন ধর্ম্মই নাই। হে অনঘ। দেহাদি আকারে পরিণত ঐ পঙ্কক প্রাণধারণার অধীন স্পন্দও চৈতন্য দ্বারা জীবরূপে চেতন হইয়াছে, স্পন্দই তাহার প্রয়োজক, শৈলাদি ত জড়ই, স্থাবরাদি শরীর বাহ্য অনিলের অধীন হইয়া স্পন্দিত হয়, (কিন্তু অন্তরে চেতনাবিশিষ্ট) এই সমস্ত ব্যবস্থিত বিকল্পসমূহ স্বভাববশতঃই দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রঘুনন্দন। যদি তুমি পূর্ব্বোক্ত স্বভাবের উপর এরূপ আপত্তি কর যে, "স্বভাব বলিতে স্বাত্মকভাব" বুঝা যায়, তাহা কিরূপে বিরুদ্ধ বিকল্পাত্মক হইবে? কারণ বিরোধ পরসাপেক্ষ, আর স্বাত্মকভাব অন্যাপেক্ষী নহে। যদি স্বকীয়ভাব স্বভাব বুঝায়, তাহা হইলে তাহাও স্বমাত্র সাপেক্ষ, পরসাপেক্ষ নহে, অতএব কিরূপে পরসাপেক্ষ বিকল্পের স্বস্বরূপ নিমিত্ত হইতে পারে? তাহা হইলে তুমি স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে বাক্যের উপর এরূপ অনুযোগ করিবে? কারণ বাক্যই মাত্র চিৎ জড়াদি শব্দরূপ ও অর্থভেদজ্ঞাপক। বাক্য নিজের পৌনরুক্ত ভঙ্গের জন্যই নিজের অর্থকে ঐরূপভাবে ব্যাবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহাতেই চৈতন্য ও জাড্য বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ শীত-উষ্ণ-আদি ধর্ম্ম ও হিম-অগ্নি-আদি ধর্ম্মীর প্রকাশক বাক্য কোথায়? সকলই এই প্রকার সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। ৬১—৬৪। অথবা বাক্যের উপরও অনুযোগ অকর্ত্তব্য, কারণ, ঐ বাক্যও ঐ বাসনাকল্পিত বিকল্পপঙ্ককার্য্যের প্রকাশক মাত্র, সুতরাং উহাও পরাধীন, কিন্তু বাসনার অংশগ্রাহী সেই সেই বিরুদ্ধ বিকল্পভাব বিকারী লিঙ্গস্বরূপ ঐ পঙ্ককের স্থিতির উপরই অনুযোগ করা উচিত। স্থিতির উপরই বা অনুযোগ কেন? কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিরুদ্ধ বিকল্পসহস্র যখন বাসনার অনুসারী, তখন যে প্রাজ্ঞ পুরুষ বিরুদ্ধ বিকল্পনামূল অন্বেষণ করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য,—যে বাসনা চিত্তকে ইতস্ততঃ বিবিধ বিরুদ্ধ বিকল্পসহস্রে লইয়া যাইতে বিক্ষিপ্ত হয়, সেই বাসনার উপরই আপত্তি করা। জীবের অশুভ তির্য্যক্‌স্থাবরাদিভাবে ও শুভ দেবনরাদিভাবে উল্লিখিত পঙ্কক প্রবুদ্ধ বাসনাবস্থায় ও সুপ্তবাসনাবস্থায় অবস্থান করে, অতএব বাসনার উপরই বিকল্পহেতু বিষয়ের অনুযোগ করা কর্ত্তব্য। যথায় পর্য্যনুযোগের ফল আছে, তথায়ই অনুযোগ করা কর্ত্তব্য, শূন্যে মুষ্টিক্ষেপ করিলে কি ফল? বাসনার উপর অনুযোগ করিলে তাহার ক্ষয় হয়, স্বভাবাদির উপর অনুযোগ করিলে কোনই ফল নাই। বাসনাক্ষয়ে পূর্ণাত্মলাভ হইলে মেরু আদি সুবর্ণরাশিও তৃণাগ্রের ন্যায় তুচ্ছ হইয়া যায়। বিবেকবিহীন দেবাদি-ভোগশালিগণও কীটাদির ন্যায় তুচ্ছ হইয়া থাকে। বাসনার তারতম্যনিবন্ধনই পঙ্ককে স্থাবরাদি বৈচিত্র্য উদ্ভূত হইয়াছে; তাহার মধ্যে কাহাদেরও বা বাসনা সুপ্ত অর্থাৎ অস্ফুট বা বিলীনপ্রায়; যেমন স্থাবরজাতীয়ের। কাহাদেরও বা বাসনা প্রবুদ্ধ বা বিকসিত, যেমন নরসুরাদির। কাহারাও বা বাসনাকলুষিত-চিত্তসমন্বিত, (অর্থাৎ কাহাদেরও বা চিত্ত বাসনাকলুষিত) যেমন তির্য্যগাদি। কাহারাও বা মুক্তবাসন, যেমন মোক্ষগামিগণ। বাসনার পথ অতিক্রম করায় তাঁহাদের নিকট বাসনা অস্তিত্বশূন্য। ৬৫—৭১। বাসনার বৈচিত্র্য নিবন্ধনই দেবনরাদি পঙ্কক রাশি এবং তন্নিবন্ধনই তাহাদিগের আকাশে ও ভূমিতে গমনাদি বিচিত্র ব্যবহারোপযোগী হস্তপাদাদি। সেই বাসনাকল্পিত হস্তপাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সংযুক্ত দেবনরাদি পঙ্ককরাশির স্ব স্ব সংবিদ্‌বৈচিত্র্যে নরাদিযোগ্য ব্যবহারোচিত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, স্পর্শ-আদি অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণরূপ সঙ্কেত বাসনানুসারেই হইয়াছে, তাহাই প্রতি প্রাণীতে বিচিত্র স্বভাবরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পশুগণের চারি পা, পুচ্ছ ও শৃঙ্গদ্বয়, পক্ষীর চঞ্চু, পক্ষদ্বয় ও পুচ্ছ প্রভৃতি, সর্পাদির ফণা, দাঁত ও পুচ্ছ ইত্যাদি, কৃমিকীট সকলের ব্যবহারযোগ্য অবয়বাদি সঙ্কেতকল্পিত হইয়াছে এবং স্থাবরাদিরও অন্যান্য সঙ্কেত ঐরূপ জানিবে। হে মাধো! এই সমস্ত বিচিত্র দেবনরাদি পঙ্করাশি আদি, অন্তও মধ্যে চল (বিকারী), জড় ও অধিষ্ঠান সৎচিৎস্বরূপে অচল ও অজড়রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। হে মহীপতে! অহো! কি আশ্চর্য্য মায়া! সমষ্টিগোচর প্রযুক্ত অতিব্যাপ্ত এক সঙ্কল্পরূপ-পরমাণুই সৃষ্টিরূপ আকাশবৃক্ষসমূহের বীজ, আর তাহাতেই এই সমস্ত পঙ্কক বর্ত্তমান। (অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতে সৃষ্টি, তাহা হইতেই এই দেবাদি পঙ্ককসমূহের আবির্ভাব)। ইন্দ্রিয় ঐ বৃক্ষের পুষ্প, ইন্দ্রিয়াবয়ব সেই পুষ্প সমূহের অবয়ব, সেই পুষ্পের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপ আমোদ—অর্থাৎ-সৌরভ), বহুতর ইচ্ছারূপিণী ভ্রমরী তাহার উপরে বিরাজ করিতেছে, চঞ্চল কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াই ঐ পুষ্পের মঞ্জরী। স্বচ্ছ স্বর্গাদি লোকই তাহার বিটপ—অর্থাৎ শাখা, মেরু প্রভৃতি গিরিগণ তাহার মূল, নীল জলধরপটলই পত্রনিচয়, দশদিকই তাহার চঞ্চলা লতা। হে রঘুনন্দন। এই চতুর্বিধ শরীর বর্ত্তমান বা যাহা হইবে, তাহাই ঐ বৃক্ষের অসংখ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। ৭২—৭৮। হে রাম। ঐ পঙ্কবীজসমন্বিত পঙ্ককপাদপ স্বভাবতঃ—অর্থাৎ বিবেকশূন্য আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং কালে স্বয়ংই নষ্ট হইয়া থাকে। আর স্বয়ং নানারূপ প্রাপ্ত হয় এবং যতকাল জড়তা, ততকালই প্রকাশমান থাকে; কিন্তু বিবেকদৃষ্টিতে দেখিলেই সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় শান্তি (অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত) হয়। পরাগ্‌দৃষ্টিনিবন্ধন জড়তাতেই ইহার উন্নতি, আর প্রত্যগ্‌দৃষ্টিনিবন্ধন বিবেকেই উহার সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় শান্তি (লয়) জানিবে। হে রাম! যে পঙ্কক বিনাসসমূহ (নির্ব্বাসন) লয় পর্য্যন্ত বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহাদের এই সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ, দেহধারণ, মৃত্যুযন্ত্রণাভোগ-আদি ভোগ করিতে হয় না, অপরের মুহুর্মুহুঃ গমনাগমনই চলিতে থাকে, তাহাদের সে দুঃখভোগ কখন নিবৃত্ত হয় না। ৭৯—৮২।

—অশীতি সর্গ সমাপ্ত। ৮০।

একাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, স্থূল-দেহাত্মক পঞ্চকের অন্তরে মূলাধার মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত কুণ্ডলিনীতে লিঙ্গদেহাত্মক পঞ্চকের উপাদানভূত সূক্ষ্ম প্রথমতঃ প্রাণপঞ্চক স্ফুরিত হয়। প্রাণরূপে অন্তরে স্ফুরিত সেই কুণ্ডলিনী মারুতধর্ম্মে ও স্বধর্ম্মে স্পন্দ, স্পর্শ ও সংবিৎ এই ত্রিবিধ কলনারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া কলনাদি ব্যাপাররূপ উপাধি দ্বারা কলা, চিৎ, জীব, মনঃ, সঙ্কল্প, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পুর্য্যষ্টক, লিঙ্গ ইত্যাদি নাম ধারণ করেন। তাহার মধ্যে কলনা দ্বারা কলা হইয়াছেন, চেতননিবন্ধন চিৎ হইয়াছেন, জীবন দ্বারা জীব, মনন দ্বারা মন, সঙ্কল্পহেতু সঙ্কল্প, বোধ দ্বারা বুদ্ধিও অহংভাব দ্বারা অহঙ্কার হইয়াছেন, তিনিই এই পুর্য্যষ্টক নামে কথিত হন। ঐ কুণ্ডলিনীই জীবদেহে সর্ব্বোত্তম জীবশক্তি রূপে বিরাজ করিতেছেন (তাঁহার অভাবেই জীব মৃত)। ১—৪। স্পন্দশক্তিতে ঐ কুণ্ডলিনী অপানরূপে সতত অধোদিকে বহিতে থাকেন, সমানরূপে নাভি-মধ্যে অবস্থান করেন, আর উদানরূপে উপরিভাগে প্রবাহিত হন। অধোভাগে অপানরূপে প্রবাহিতা, তাহাই সর্ব্বদা মধ্য-ভাগে সৌম্যা অর্থাৎ অপান উদান কর্ত্তৃক আকৃষ্টা হইয়াও নিশ্চলভাবে অবস্থিতা, তৎকর্ত্তৃক অবষ্টব্ধ হওয়ায় বলবতী হইলেও উদানরূপিণী হইয়া পুরুষে অবস্থান করেন, অর্থাৎ লিঙ্গ দেহকে বহির্নির্গত হইতে দেন না। যদি উহাকে যত্নপূর্ব্বক ধারণ না করা যায়, তাহা হইলে সেই জীবসংবিৎ সমস্ত যত্নপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেও অধোদিকে নিঃসৃত হইয়া যায়। সেই জীব-সংবিৎ যদি বলপূর্ব্বক নির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে লোকের মৃত্যুলাভ ঘটে। যদি যুক্তিপূর্ব্বক (যোগবলে) ঐ জীবসংবিৎকে ধারণ না করা যায়, তাহা হইলে ঐ জীবসংবিৎ সমস্তই ঊর্দ্ধে গমন করে, বলপূর্ব্বক তাহা নির্গত হইলে পুরুষ তখন মৃত্যুগ্রস্ত হয়। জীবসংবিদের ঊর্দ্ধ-অধোগমনাগমন ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ প্রাণাপান-গতিনিরোধ অভ্যাসে ইতরবৃত্তি জয়পূর্ব্বক) (সমান-ভাবে দেহে অবস্থান করিতে পারিলে দেহাভ্যন্তরস্থিত বায়ুর রোধ হওয়ায় ব্যাধিনাশ ঘটে। (দেহের মধ্যে একশত প্রধান নাড়ী, তাহার শাখাসমূহই সামান্য নাড়ী; সামান্য নাড়ীর কফ-পিত্তাদিবৃদ্ধিতে ব্যাপার-ব্যতিক্রম বা ব্যাপাররোধ ঘটিলে সামান্য রোগ, আর প্রধান নাড়ীর বিকলতায়—অর্থাৎ ব্যাপারের অন্যথা ভাবে প্রধান রোগ হইয়া থাকে)। ৫—১০। রাম কহিলেন,—হে মুনীশ্বর। এই শরীরে আধি-ব্যাধি প্রভৃতি কি হইতে উৎপন্ন ও কি হইতেই বা বিনষ্ট হয়, তাহা আমাকে যথাযথ সত্বর বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, (সংসারে) আধি-ব্যাধিই দুঃখের কারণ, তাহার নিবৃত্তিই সুখ এবং জ্ঞানবলে তাহার সমূলে বিনাশই মোক্ষ বলিয়া কথিত। শরীরে আধি-ব্যাধি কখন এককালেই উপস্থিত হয়, কখন কখন বা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, কখন পরস্পরের পরস্পর কারণ হইয়া পরস্পরে উপস্থিত হয়। দৈহিক দুঃখই ব্যাধি আর বাসনাত্মক মানসিক পীড়াই আধি, উভয়েরই মূল অজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে উভয়েরই ক্ষয় হইয়া থাকে। অজ্ঞানতাই অভাবনিবন্ধন ইন্দ্রিয়সংযম-ব্যতিরেকে ও হৃদয়ে বিদিত বাসুগ্রাম্য বাহ্যহেতু দূরতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর রাগদ্বেষাদিতে আসক্তি রাখিলে "ইহা পাইলাম, ইহা পাইলাম না" এইরূপ চিত্তজড়তা ঘটে। তাহাতেই প্রতীকারোপায়ের অপরি-জ্ঞানরূপ ঘনমোহদায়ী আধি বর্ষা কালে মিহিকার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হয়। ১১—১৬। চিত্তের জয়সাধন না করিলে ইচ্ছার স্ফূর্ত্তি ঘটে, মূর্খতা অর্থাৎ অজ্ঞান প্রকাশ পাইলে, ঐ (ইচ্ছা-মূর্খতা শারীরিক ব্যাধির আন্তরিক হেতু) আর (তন্নিবন্ধন) দুরন্নাদি কুভোজ্য ভোজন, শ্মশানাদিতে গমনাগমন, নিশীথ-প্রদোষাদিকালে ভোজন-বিহারাদি ব্যবহার, দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রকাশ ও দুর্জ্জনসহবাসদোষ-নিবন্ধন এবং ব্যাঘ্র-বিষ-সর্প-তস্করাদিভয়ের ভাবনা করিলে (পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহেই হউক বা অন্য কোন কারণে) নাড়ী-সমূহের রন্ধ্রসমূহে অন্নরসের প্রবেশ না হওয়ায় ক্ষীণতা হইলে বা দ্বিগুণ অন্নরসপ্রবেশে প্রাণ, কফপিত্তাদি-প্রকোপদোষে ব্যাকুল হইলে, আঘাতাদি দ্বারা শরীর বিকল হইলে,—বর্ষা ও নিদাঘে যেরূপ নদীর আকার পরিবর্ত্তন হয়, সেইরূপ (পূর্ব্বোক্ত), দোষপ্রযুক্ত অস্বাস্থ্যকারণ দেহে ব্যাধি সমুদ্ভূত হয়, তাহাই দেহের আকার পরিবর্ত্তন। প্রাক্তন বা ঐহিক শুভাশুভমতির মধ্যে যাহার প্রবলতা, তাহাই ঐ আধিব্যাধিক্রমে সংযোজিত করিয়া থাকে। হে রঘুকুলধুরন্ধর! এইরূপে পঞ্চীকৃত ভূতময় প্রাণীর আধিব্যাধির উদ্ভব। এক্ষণে ঐ আধিব্যাধির বিনাশ অর্থাৎ ক্ষয় কিরূপে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭—২২। এ সংসারে ব্যাধি দ্বিবিধ, সামান্য অর্থাৎ কোমল ও সার অর্থাৎ দৃঢ়তর, তন্মধ্যে ব্যবহারিক অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-স্ত্রী-পুত্র-লালসাদি ও তদুৎ-পন্ন। পীড়াই সামান্য এবং যাহা জন্মাদিবিকারের মূল, তাহাই সার অর্থাৎ দৃঢ়তর। অভিমত অন্নপান স্ত্রীপুত্রাদি বস্তু প্রাপ্ত হইলে সামান্য ব্যাধির শান্তি হয়, আধিক্ষয় হইলে তৎসম্ভূত ব্যাধিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে রাঘব। আত্মজ্ঞানের উদয় ব্যতিরেকে সার ব্যাধির বিনাশ ঘটে না। দেখ, বহুতর লোক-ব্যবহারদর্শনে রজ্জু বলিয়া বোধ হইলেই তাহাতে সর্পভ্রম বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে রাম! যেমন বর্ষাকালে নদীতটস্থিত লতা-সমূহকে সমূলে পাতিত করে, সেইরূপ ব্যাধিক্ষয়ই সকল আধি-ব্যাধি বিনাশের মূলচ্ছেদক। ব্যাধিসমূহের মধ্যে যাহা আধি হইতে উৎপন্ন নহে, সে সকলের চিকিৎসা অনায়াসসাধ্য, চিকিৎ-সাশাস্ত্রাদিতে উক্ত দ্রব্য, মন্ত্রাদি শুভস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান বা প্রাচীনপরম্পরাগত চিকিৎসায় শান্তিলাভ করে। হে রামচন্দ্র! তীর্থাদিতে স্নান, মন্ত্র, ওষধি প্রভৃতি ও বৃদ্ধপরম্পরাগত ঔষধাদি চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই তুমি জান, অতএব তোমাকে আর কি উপদেশ দিব, বল? ২৩—২৮। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, গুরো! আধি হইতে কিরূপে ব্যাধি উৎপন্ন হয়? এবং দ্রব্য ব্যতিরেকে মন্ত্রপুণ্যাদিরূপ উপায়েই বা কিরূপে উহার বিনাশ ঘটে? (তখন) বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্ত ক্ষুব্ধ হইলে দেহও ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। দেখ, শরাঘাতে পীড়িত বা শরভয়ে ভীত হরিণের ন্যায় প্রাণিগণ ক্রুদ্ধ হইলে সম্মুখস্থ পথ দেখিতে পায় না, তাহা না দেখিয়াই প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করিয়া থাকে। ঐরূপ সংক্ষোভে প্রাণবায়ুও সমভাব পরিত্যাগ করিয়া, জলে হস্তী প্রবেশ করিলে জল যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া নিজের প্রবাহপথ-ত্যাগে তটের উপরে উচ্ছলিত হয়, তদ্রূপ অযথা বহিতে থাকে। প্রাণবায়ুর যদি ঐরূপ বিষমভাবে গমনাগমন ঘটে, তাহা হইলে, রাজা স্বেচ্ছাচারী হইলে বর্ণাশ্রম ক্রমের যেমন বিশৃঙ্খলতা হয়, সেইরূপ নাড়ীসকলও প্রাণবায়ুর বৈষম্যের সহিত কফপিত্তাদি-প্রকোপপ্রযুক্ত বিষমভাবে অবস্থিতি করে। ঐরূপ প্রাণবায়ু-

কর্ত্তৃক দেহ স্নুদ্ধ হইলে নদী যেরূপ কখন পূর্ণা বেগবতী, কখন বা জলশূন্যা স্থিরা থাকে সেইরূপ নাড়ী সকলও কখন পূর্ণভাবে সবেগগতি কখন বা রিক্ত হইয়া স্থিরগতি হয়। প্রাণবায়ুর সঞ্চারের ব্যতিক্রম ঘটিলে ভুক্ত-অন্নাদিও কখন কুজীর্ণ, কখন অজীর্ণ, কখন বা অতিজীর্ণ হইয়া দোষাবহ হইয়া উঠে। নদীবেগ যেমন কাষ্ঠাদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে (সাগরাভিমুখে) লইয়া যায়, সেইরূপ (সমান-নামক) প্রাণবায়ু ভুক্ত-অন্নাদিকে (রসরূপে পরিণত করিয়া অন্তরে নিজ আশ্রয় শরীরে লইয়া থাকে-অর্থাৎ সঞ্চারিত করে। যে অন্ন-সঞ্চারণ-কালে নিরুদ্ধ হইয়া শরীরে অবস্থান করে, তাহাই ধাতুবৈষম্যরূপ পরিণামস্বভাবপ্রযুক্ত শেষে ব্যাধিরূপে পরিণত হয়। এইরূপে আধি হইতে ব্যাধির উৎপত্তি, সেই আধিবিনাশে ব্যাধিরও বিনাশ ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে মন্ত্র দ্বারা যেরূপে ব্যাধি বিনষ্ট হয়, তাহার ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৯—৩৮। হরীতকী ফল যেরূপ উদরস্থ হইলে রেচকের কার্য্য করে, সেইরূপ তত্তৎ দেবতার সরল-আদি তত্তৎমন্ত্রবর্ণ-অর্থাৎ বায়ুর বীজ যং, বহ্নির বীজ রং, পৃথ্বীবীজ লং, বরুণ বীজ বং, এই সমস্ত মন্ত্রবর্ণ মান্ত্রিকভাবনা বশতঃ অর্থাৎ মন্ত্র বর্ণ ভাবনা দ্বারা তত্তৎ দেবতার ভাবনা করিলে তৎপ্রভাবে সমস্ত নাড়ীস্থ ব্যাধি-আকারে পরিণত অন্নরসাদির উৎসারণ ও পাচন কার্য্য ঘটিয়া থাকে, তাহাতে ব্যাধি বিনষ্ট হয়। হে সাধো! এইরূপ সাধু-সেবারূপ বিশুদ্ধ পুণ্যকার্য্য দ্বারা মন কষিতকাঞ্চনবৎ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ণ সুধাংশুর উদয়ে এই জগতে যেরূপ নির্ম্মলতা প্রকাশ পাইয়া প্রফুল্লতা প্রকাশপায়। হে রাঘব! সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে দেহে আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপ সত্ত্বশুদ্ধি ঘটিলে প্রাণ বায়ু যথাক্রমে প্রবাহিত হয়, আর তাহার ব্যতিক্রম হয় না, তখন সেই প্রাণবায়ু ভুক্ত অন্নাদি জীর্ণ করে, তাহাতে ব্যাধি বিনষ্ট হয়। আমি তোমাকে কুণ্ডলিনীর কথাপ্রসঙ্গে আধি-ব্যাধির উৎপত্তি-নাশ-ক্রম বলিলাম, এখন প্রকৃত কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৯—৪৩। কুণ্ডলিনী পুর্য্যষ্টকনামক লিঙ্গদেহাত্মক জীবের প্রাণনামিকা অর্থাৎ আধারভূতা এবং অন্তরামোদের মঞ্জরীস্বরূপ জানিবে। সেই কুণ্ডলিনীকে যখন পূরক অভ্যাসবলে পূর্ণ করিয়া সমভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবে অর্থাৎ কূর্ম্মনাড়ীতে প্রাণবায়ু রোধ করিয়া স্থিরতা লাভ ঘটিলে মেরুর ন্যায়-স্থিরতা লাভ হয়, তাহাতে শরীরেরও পুষ্টিলাভ ঘটে, তাহাই গরিমাখ্যা সিদ্ধি। যে সময় পূরক দ্বারা পূর্ণ দেহমধ্যে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া কুণ্ডলিনী প্রাণবায়ুরোধজনিত উষ্ণতা ও তৎপ্রযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক শ্রমকে অভ্যাসপটুতানিবন্ধন অমৃত সেচনদ্বারা সহ্য করিবার জন্য ঊর্দ্ধে নীত হয় এবং ঐরূপ নীত হইয়া যখন আকর্ষণে দণ্ডের ন্যায়, দীর্ঘাকারে অভ্যাসবশতঃ সর্পীর ন্যায়, বেগে লতাসদৃশী দেহবদ্ধ সমস্ত নাড়ীকে গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিতে সমর্থ হয়, তখন চর্ম্মময় ভস্ত্রামধ্যগত হইয়া কূপোদক যেরূপ (আকৃষ্ট হইয়া) ঊর্দ্ধে গমন করে, সেইরূপ ঐ কুণ্ডলিনী আপাদমস্তক দেহকে নাড়ী দ্বারা নিরবকাশ করিয়া বায়ুপূরণে আকাশগমনের উপযোগী লঘুতাবাপন্ন দেহকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, তাহাতেই আকাশগমন সিদ্ধ হয়। দরিদ্র ব্যক্তির ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তির ন্যায় আকাশগামী (কায়াকাশ সুষম-লক্ষণ)(১) অভ্যাসবিলাসযোগমাহাত্ম্যে যোগিগণ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। ৪৪—৪৯। মস্তক ও কপালের সন্ধিরূপ কপাটের বহির্ভাগে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত যে মূর্দ্ধা অর্থাৎ ষোড়শান্ত নামক স্থান আছে, তথায় যখন কুণ্ডলিনীশক্তি অন্য নাড়ীরোধক রেচকপ্রয়োগসহায়ে ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্নার অন্তর্গত প্রাণপ্রবাহবশে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিতি করে, তখন ব্যোমবিহারী সিদ্ধগণের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যখন অস্মদাদির চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অদিব্য, অতএব তাহার সন্নিকর্ষ হইলেও সিদ্ধগণের অগোচরতা অর্থাৎ তদ্দ্বারা সিদ্ধগণের দর্শন লাভ দুর্লভ ও অসম্ভব, অতএব চাক্ষুষ-প্রভা সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে ষোড়শান্তে প্রাণধারণমাত্র সিদ্ধদিগের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব হইতে পারে, তাহা কিরূপ,—বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহাবাহো! বায়ুভূত সিদ্ধগণ অজ্ঞানাশ্রয় ভূচর পুরুষের ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অদিব্য উপায়ে দৃষ্টিগোচর হন না। ইহা যাহা তুমি বলিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু হে রাঘব! বিজ্ঞানবশতঃ অর্থাৎ যোগাভ্যাস দ্বারা মনের সংস্কার অর্থাৎ নির্ম্মলতা হইলে ঐ স্বপ্নবৎ স্বার্থপ্রদ ঐ ব্যোমবিহারী সিদ্ধগণও দূরস্থিত বুদ্ধিনেত্র দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। স্বপ্নাবলোকনও যে প্রকার, সিদ্ধসন্দর্শনও তদনুরূপ; কিন্তু স্বপ্ন অপেক্ষা সিদ্ধ প্রাপ্তিতে ইহাই বিশেষ যে, স্বপ্নে যাহা স্বার্থসিদ্ধি সন্দর্শন ঘটে, তাহা অলীক, আর সিদ্ধপ্রাপ্তিতে সংবাদ, বরদান, ফলপ্রাপ্তি-প্রভৃতি সত্য অনুভব হয়, অতএব এরূপ ব্যবহারক্ষমার্থতা সিদ্ধ-দর্শনে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্বপ্নে তাহা নহে। রেচক-অভ্যাসযোগে মুখ হইতে বহির্ভাগে দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমিত প্রান্তে প্রাণবায়ু স্থিরতা লাভ করিলে অপর-কায় প্রবেশ-সিদ্ধি ঘটে। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সিদ্ধপ্রাপ্তিতে যে স্থিরার্থতা অর্থাৎ ব্যবহারক্ষমতার্থতা বলিলেন, তাহাতে স্বভাবকেই হেতু বলিতে হইবে, অথচ সকল জগৎই যখন মায়াময়, সুতরাং তাহার স্থিতি অনিয়ত, ইহা আপনিও আমাকে অনেকবার উপদেশ দিয়াছেন। যেমন ঘটের পটাকার লাভ ইত্যাদি দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন, তবে একমাত্র স্বভাবেরই কেন নিয়ত স্থিতি, তাহা আমাকে বলুন। আপনাকে আমি এরূপ অনেকবার বিরক্ত করিতেছি, আপনি তাহা সহ্য করিতেছেন ও করুন। কারণ, শ্রোতা উৎকট প্রশ্ন করিলেও বক্তার দয়ার হ্রাস হয় না, বক্তা অনুকম্পাপ্রকাশে সেই সমস্ত দুষ্প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন,—কিছুতেই খিদ্যমান হন না। ৫০—৫৭। তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন,—(সত্য সঙ্কল্প) আত্মা পরমেশ্বরের যে স্বভাব নামে শক্তি যে ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা সৃষ্টি-আদি ব্যাপারেই সেই ভাবে স্থিতি লাভ করে (প্রলয় কালে নহে), ইহা নিশ্চয়। অতএব তাঁহার সৃষ্টি প্রভৃতি কালে সঙ্কল্পপ্রযুক্ত বস্তু-স্বভাব নিয়ম যাবৎ সৃষ্টিকাল তাবৎ পর্য্যন্তই নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে, প্রলয়ে থাকেনা, সুতরাং সর্ব্বনিয়তিভঙ্গ বলে বিরোধ নাই। অবিদ্যা যখন কোন বস্তুই নহে, তখন বস্তুশক্তি দেশকালভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে। দেখ, কামরূপাদি দেশে শরৎকালে বাল্লাদি ফল হইতে দেখা যায়। এই যে বিবিধ অনিয়ত স্বভাবরূপে স্থিত নিখিল দৃশ্যজাল, এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মাকারেই এক অন্যরূপ নহে। এই যে অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলনাদি নিয়মবদ্ধতা দৃষ্ট হয় তাহা কেবল) সেই এক ব্রহ্মই প্রাণিগণের কর্ম্ম ও তৎফল-ভোগাদি ব্যবহার জন্য কিছুকালের জন্য সেই সেই প্রসিদ্ধ স্থিতিনিয়মে নিয়ত হইয়া প্রকাশ পান মাত্র। রাম কহিলেন,—

(১) পাতঞ্জল দর্শন দেখ।

তবে যোগিগণ সূক্ষ্ম ছিদ্রাদিতে গমনের জন্য ও আকাশাদিতে ব্যাপ্ত হইবার জন্য কিরূপে অণিমমহিমাদি সিদ্ধিলাভ করিয়া অণুত্ব ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হন? বশিষ্ঠ কহিলেন, কাষ্ঠ ও ক্রকচের (করাতের) সংঘর্ষণে যেরূপ ছেদ অর্থাৎ দ্বৈধীভাব নিষ্পন্ন হয়, এইরূপ বস্তুদ্বয়ের সজ্বর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং প্রাণ-অপান-সংঘর্ষণেও স্বভাবতঃ জাঠরাগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্বভাবই উহার প্রতি কারণ। কুৎসিত দেহযন্ত্রের জঠরপ্রদেশে নাভির ঊর্দ্ধ এবং অধঃপ্রদেশে মিলিত বলিয়া পরস্পর সংশ্লিষ্টমুখ আমাশয় ও পক্কাশয় এই ভস্ত্রাদ্বয়স্বরূপ স্থূলমাংস, ঊর্দ্ধে আকাশ-স্থিত এবং অধোদেশে জলনিমগ্ন পরস্পরসংশ্লিষ্ট ভাগদ্বয় সম্পন্ন হইয়া নিম্নে জল দ্বারা ও ঊর্দ্ধে বায়ু দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে আক্রম্যমাণ হওয়ায় বেতলতার কুঞ্জের ন্যায় কম্পিতাবস্থায় অবস্থান করে। যেরূপ পদ্মরাগমণির আধার (কৌটার) মধ্যে মুক্তাবলীর শোভা, সেইরূপ সেই মাংসের নিম্ন ভস্ত্রাভাগের মূলভাগস্বরূপ নিজ আশ্রয় মূলাধারে ঐ কুণ্ডলিনী সকল কার্য্য-কারণসংঘাতের প্রাণদানকারিণী হইয়া লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন। জপকালে রুদ্রাক্ষমালার আবর্ত্তনে যেমন অব্যক্ত শব্দ হয়, সেইরূপ ঐ কুণ্ডলিনীও (আবর্ত্তনকালে) প্রাণ অপানবায়ুর উদ্গিরণ নিগিরণের দ্বারাও সল্‌সল্ অব্যক্তশব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং দণ্ডাহত সর্পীর ন্যায় ঊর্দ্ধমুখে বিবর্ত্তিত হয়। যেমন এই স্বর্গ মর্ত্ত্যের মধ্যে বিহিত ও নিষিদ্ধক্রিয়াই প্রাণিগণের ঊর্দ্ধ অধোগতির প্রতি হেতু, সেইরূপ ঐ কুণ্ডলিনীই স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া প্রাণ অপানের ঊর্দ্ধ অধোগতির প্রতি হেতু,—অর্থাৎ ঐ কুণ্ডলিনী-স্পন্দেই প্রাণ অপানের ঊর্দ্ধ অধোগতি হইয়া থাকে, ঐ কুণ্ড-লিনীই (হৃদয়পদ্মের) চাক্ষুষাদি জ্ঞানরূপ মধুর (অর্থাৎ রূপাদি বিষয়াস্বাদের) বিবোধনে সূর্য্যসদৃশী এবং উহাই হৃৎকমলের ষট্‌-পদী অর্থাৎ পদ্মে ভ্রমর উপবেশন করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় জীবহৃদয়ে ঐ কুণ্ডলিনী অবস্থিতা। যেমন বাহ্যপবনে বৃক্ষের পত্ররাজি কম্পিত হয়, সেইরূপ ঐ কুণ্ডলিনী সকল জ্ঞানকর্ম্মে-ন্দ্রিয়াদির শক্তি ও পূর্ব্বোক্ত হৃৎপদ্ম নাড়ীজাল প্রভৃতি হৃদয়গত আভ্যন্তরিক বায়ুতে (এবং বাহ্যিক বায়ুতেও) কম্পিত করে। ৫৮—৬৭। হে রাম! এই বাহ্য আকাশ যেমন বিশাল ও তাহাতে স্বভাবতঃ বায়ুনিবহ দৃঢ় কাষ্ঠ-পাষাণাদি ও মৃদু পর্ণ-তৃণাদি কবলিত করে এবং কালক্রমে জীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ অন্তরাকাশেও প্রাণবায়ু সকল অন্নভোজন করে ও সেই ভুক্ত অন্নাদিও জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ পূর্ব্বোক্ত হৃৎপদ্ম নাড়ী ভস্ত্রাদি প্রাণবায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া (লৌহাকার ভস্ত্রার ন্যায়) তরলাকারে পরিণত হয়। ঐ হৃৎপদ্মাদি তরলাকারে পরিণত হইলে, অন্তরে প্রবিষ্ট অন্ন বসন্তকালে বৃক্ষের অন্তরে প্রবিষ্ট পার্থিব রস যেমন পল্লবমঞ্জরী পুষ্প ফল ইত্যাদি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ রসরূপে পরিণত হয়। সেই রস আবার রক্তে, রক্ত মাংসে, মাংস ত্বক্‌স্বরূপে, ত্বক্ মেদোরূপে, মেদঃ মজ্জাতে, মজ্জা অস্থিতে ও অস্থি শুক্ররূপে, এইরূপে কার্য্যে অন্ন অন্তরূপে পরিণত হয়। তাহার মধ্যে সকল রসের জীর্ণতা পরম্পরায় চরমধাতু পরিণাম পর্য্যন্ত ঐ বায়ু সপ্ত ধাতুস্থানে উত্তরোত্তর পরিণামসিদ্ধির জন্য বংশসমূহের ন্যায় পরস্পর সংঘর্ষণে প্রতিক্ষণই অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। এই দেহ যদিও স্বভাবতঃ শীতস্বভাব, তথাপি যখন ঐ জঠরাগ্নি সর্ব্বাঙ্গে প্রদীপ্ত হইয়া সন্দীপিত হয়, তখনই সূর্য্যোদয়ে ভুবন যেরূপ উজ্জ্বল ও উষ্ণ হয়, তদ্রূপ উষ্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সর্ব্বদেহব্যাপী জাঠরাগ্নিকে যোগিগণ তারকাকারে ধ্যান করিয়া থাকেন। যোগিগণকর্ত্তৃক চিন্তিত হইয়া পদ্মে যেরূপ ভ্রমরের স্থিতি, তাহার ন্যায় তাঁহাদিগের হৃৎপদ্মে ভ্রমরবৎ তারকাকারে অবস্থিতি করিয়া এই দেহে সর্ব্বত্র তেজোরূপে বিচরণ করে। উহাই চিৎস্বরূপে চিন্তিত হইয়া প্রকাশময় জ্ঞান প্রকাশ করে, এমন কি, ব্যবধানস্থ দূরবর্ত্তী সকল পদার্থের সাক্ষাৎকার-সিদ্ধি প্রদান করে; তাহাতে এমন কি, লক্ষযোজনস্থ বস্তুও নিত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাড়বাগ্নির যেমন সমুদ্রজল ইন্ধনের কার্য্য করে, অর্থাৎ সমুদ্র-জলেই বাড়বানল যেমন উদ্দীপ্ত হয়, সেইরূপ মাংসস্বরূপ পঙ্কজ-বিশিষ্ট হৃদয়সরোবরকোষশায়ী জাঠরাগ্নিরও সন্নিহিত শরীরস্থ অন্নরসরূপ জলই শুষ্কজ্বলনযোগ্য কাষ্ঠের 'কার্য্য করিয়া' থাকে। যাহা শীতল এবং নির্ম্মল, তাহাই উহার "আত্মা" রূপে উক্ত হইয়া চন্দ্রনামে উক্ত হয়, ঐ সোম হইতে অগ্নির উৎপত্তি, এইরূপে এই দেহই অগ্নি ও সোমস্বরূপ বলিয়া অগ্নীষোম। (দেহের বহির্ভাগেও জগৎপ্রকাশ ও উষ্ণতা এবং শৈত্য-জাড্যনিবন্ধন অগ্নীষোমাত্মকতা)। দেখ, সকল উষ্ণাত্মক তেজঃমাত্রই সূর্য্য ও অগ্নি নামে অভিহিত এবং যাহা শীতলধর্ম্মাবলম্বী, তাহাই সোম নামে অভিহিত, ঐ উভয় দ্বারা এই জগৎ বিহিত। অথবা বিদ্যা ও অবিদ্যা—অর্থাৎ চিৎ ও জড়স্বরূপে সদসদাত্মক (অবিদ্যাশবল) যে ব্রহ্ম এই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, সেই ব্রহ্মই এই প্রকাশজাড্যাত্মক অগ্নীষোমরূপে বিভক্ত হন। তাহাতেই মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞানময় প্রকাশস্বরূপ (কিংবা জ্ঞানপ্রকাশিকা) আত্মসংস্ফূর্ত্তি ও বাহ্য পদার্থপ্রথা প্রভৃতি সূর্য্য ও অগ্নি এবং তমোময় জড়তাস্বরূপ অসৎ অবিদ্যাদিই সোম। রাম কহিলেন, হে বদতাংবর মুনিশ্বর! আমি বুঝিলাম, যে বায়ুরূপী সোম হইতে অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সোমের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৬৮—৭১। বশিষ্ঠ বলিলেন,—অগ্নি এবং সোম ইহারা পরস্পর কার্য্যকারণভাবে অবস্থিত এবং ইহারা পর্য্যায়ক্রমে ও এককালে পরস্পর পরাজয় করিতে ইচ্ছা করে। হে রাম! ইহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের উপাদান, দিবস ও রাত্রির ন্যায় পরস্পর পরস্পরের নিমিত্ত কেবল ইহাদিগের স্থিতি, ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে উপঘাত করিয়া থাকে। উহাদিগের যুগপৎ প্রাপ্তিবিষয়ে ছায়া আতপবৎ স্থিতি এবং পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্তিতে দিবা ও রজনীর ন্যায় জানিবে। ইহাদিগের কার্য্য কারণ দুই প্রকার কথিত আছে, এক সৎরূপ পরিণামসম্ভূত, দ্বিতীয় বিনাশরূপ পরিণামজাত। যেরূপ অঙ্কুর বীজের ন্যায় এক হইতে অপরের উৎপত্তি, (এই যে কার্য্য কারণভাব, ইহা সৎস্বরূপের পরিণাম হইতেই নিষ্পন্ন, এই জন্য) ইহাকে সৎরূপ পরিণামজ বলিয়া আবার দিন ও রাত্রির ন্যায় একের নাশে অপরের উৎপত্তি, এই কার্য্যকারণভাবকে বিনাশ-পরিণামজাত বলিয়া বিনাশপরিণামজ বলা যায়। তদ্রূপ পরিণাম নিদর্শন যে মৃদ্ঘটের ক্রমস্থিতির অর্থাৎ মৃন্ময় ঘটের ক্রমিক পরিণা-মের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, সুতরাং এই সদ্রূপ পরিণামরূপ কার্য্যকারণভাবের চাক্ষুষপ্রমাণ ব্যতিরিক্ত প্রমাণান্তর নিষ্প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় বিনাশপরিণাম-ধর্ম্মাবলম্বী দিনরাত্রির ক্রমস্থিতি বিষয়ে যে একমাত্র বস্তুগ্রাহী অভাব, তাহা প্রত্যক্ষের অবিরুদ্ধ;

-কারণ, কার্য্য দশায় কারণের অভাব। যেমন দিবাতে রাত্রির উপলব্ধি হয় না, সুতরাং ঐ অনুপলব্ধিই মুখ্যপ্রমাণ। ৮০—৮৭। (যাহারা এই দুর্যুক্তি বলেন যে, "যাহা কার্য্যকরে, তাহাই কারণ, কারণের কার্য্যকারিতা কারণে অভিনিবেশ লক্ষণ আস্থাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রকাশস্বরূপমাত্র ও প্রকাশমাত্রেই যাহা ক্ষয় পায়, তাদৃশ দিনের রাত্রিনির্ম্মাণে আস্থা নাই, অতএব উহার কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব? এবং রাত্রির ও দিনের কর্ত্তৃতা নাই, একের অভাবই অন্যের ভাব, এইরূপে অভাবই যখন পরিণাম, তখন তাহাদের কার্য্য কারণভাবে কোন মূলভিত্তিই নাই। এইরূপ অচেতন মৃত্তিকাদিরও ঘটাদি উৎপাদনে আস্থা সম্ভব নহে, কারণ আস্থা চেতনেরই ধর্ম্ম, আরও মৃত্তিকা মর্দ্দন না করিলে তাহা হইতে ঘট নিষ্পন্ন হয় না, আর মৃত্তিকা মর্দ্দন করিলে ত মৃত্তিকার নাশই হইয়া যায়, তাহা কি করিয়া সংস্বরূপে (ভাবস্বরূপে) পরিণত হইতে পারে? আর যে মৃৎপিণ্ড ঘট ব্যতিরিক্ত উভয়ানুগত মৃত্তিকানামে কোন তৃতীয় কিছু আছে, তাহাও হইতে পারে না, কারণ তাহা নাই, আর যে বীজাঙ্কুর বিষয় তদ্বিষয় দেখিতে গেলে বীজাদি স্থিতিকালে বা নষ্টোন্মুখ হইয়া, কি নষ্ট হইতে হইতে বা নষ্ট হইয়া পরে অঙ্কুরোৎপাদন করে, তাহা নহে। কারণ, প্রথমকল্পস্থিতিকালে যদি অঙ্কুর উৎপন্ন করিত, তাহা হইলে কুশূলেও (গোলা) অঙ্কুর হইত, দ্বিতীয় তৃতীয়কল্প নষ্টোন্মুখ বা নাশ হইতে হইতেও উৎপাদন করিতে পারে না। তাহার কারণ, তৎকালে তাহা নিজেকেই রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহা কি করিয়া বা কোন যুক্তিতে অন্যকে উৎপন্ন করিবে? চতুর্থকল্প—নষ্ট হইয়া করিবে, তাহা সর্ব্বানুভববাধিত, অতএব কাহারও কিছু হইতে উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, কিন্তু স্বভাবতঃই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, বিনষ্টও হয়, এ বিষয়ে পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিয়া অবিবেকীরাই কার্য্যকারণভাব বিকল্পনা করিয়া থাকেন।"—এইরূপ আস্থা নাই, ও আস্থা নাই বলিয়াই কর্ত্তৃত্বও নাই, এইরূপ দুর্যুক্তিবাদিগণ যাহা স্বয়ং অনুভব করা যায়, তাহার অপলাপ করিয়া থাকেন। (কারণ তাঁহাদিগের যুক্তিতে অনাস্থাদি-যুক্তিবুদ্ধি অকর্ত্তৃত্ববুদ্ধিকে উৎপন্ন করে, যদি ইহাই হইল, তাহা হইলে উহাতেই ত কার্য্যকারণভাব রহিয়াছে যে, 'অকর্ত্তৃত্ববুদ্ধির প্রতি অনাস্থাদিবুদ্ধি কারণ" অতএব ইহাতেই ত তাঁহাদিগের নিজের অনুভবের অপলাপ হইতেছে, আর যদি না উৎপন্ন করে, তাহা হইলে অনুভবশালীর পরকে বুঝাইবার জন্য এরূপ যুক্তির উপন্যাসই অনুভববিরুদ্ধ প্রলাপ মাত্র, এইরূপ রাত্রিও চরমভাববিকাররূপ অভাবপরিণাম দ্বারা দিনের প্রতি কারণ, ইহা ত অনুভবসিদ্ধ, নাশ বা ভাববিকার কারণ নহে, কারণ,—উৎপত্তি-আদির ন্যায় ঐ নাশভাব বিকারভাবেরই ধর্ম্ম বলিয়া অনুভূত। এইরূপ বীজাঙ্কুরাদি অবস্থাতে অনুগত দ্রব্য অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা অনুভবসিদ্ধই এবং তাহাই কখন স্থিত হয়, কখন নিরংকু অর্থাৎ নষ্টোন্মুখ হয়, সে সকল অবস্থাভেদ মাত্র, অবস্থাভেদসমন্বিত বীজাদিই অঙ্কুরাদির কারণ, অবস্থাভেদনিবন্ধন তাহাতে কোন ভেদই নাই; অতএব যাঁহারা ঐ প্রকার দ্রব্যভেদ হেতুশূন্য প্রমাণবিরহিত গৌরবগ্রস্ত উৎপত্তি-আদির প্রলাপ প্রকাশ করেন, তাঁহারা (মূর্খ) তাঁহাদের অবজ্ঞা করিয়া বহিষ্কৃত করা উচিত। হে রঘুনন্দন! অভাবও প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রমাণের কার্য্য করিয়া থাকে। দেখ, অগ্নির অভাবই সকল জন্তুতে শীতের প্রতি প্রমাণ। অগ্নি ধূমভাগে মেঘাকার ধারণ করে, অতএব বস্তুর পরিমাণানুসারে সেই অগ্নির সদ্রূপ পরিণাম দ্বারা সোমের প্রতি কারণ। আর অভাব পরিণামেও সোমের প্রতি কারণ, কেননা অগ্নি বিনষ্ট হইয়া শৈত্য প্রযুক্ত যে বায়ুভাব প্রাপ্ত হয়, অতএব অভাবপরিণাম দ্বারাও অগ্নি সোমের প্রতি কারণ। দেখ, বাড়বানল সপ্তসমুদ্রের জল পান করিয়া ধূমোদ্গার করতঃ মেঘাকার ধারণে সেই সপ্ত সমুদ্রের সলিলই উৎপাদন করে *। সূর্য্য কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যাপর্য্যন্ত চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া, সারস পক্ষী যেমন মৃণাল ভক্ষণ করিয়া তাহা উদ্গিরণ করে, সেইরূপ শুক্লপক্ষে আবার উদ্গিরণ করিয়া থাকেন। যে কালে সোম মুখের ন্যায় বর্ত্তমান, তাদৃশ বসন্ত গ্রীষ্মাগমে প্রাণ অর্থাৎ উষ্মার সহিত বায়ু ভৌমরস পান করতঃ বর্ষাকালে অভ্রাকারে স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টি দ্বারা পুনরায় জগৎরূপ শরীর পূর্ণ করিয়া থাকে, কিংবা প্রাণ বায়ু, অপান মুখে অন্নপানাদি উদরে আসিলে অমৃতোপম তাহার রস পান করিয়া মেঘের ন্যায় পরিব্যাপ্ত সকল নাড়ীজালে আগমন করতঃ সেই শরীরকে পূর্ণকরতঃ আপ্যায়িত করে, তাহাই সোমপরিণাম। উর্দ্ধে সূর্য্যরশ্মিই জলশোষণ করিয়া থাকে, এইরূপ কল্পনা করিলেও জল সদ্রূপ পরিণামেই সূর্য্যরশ্মিত্ব প্রাপ্ত হয়। (শুক্লরূপেই জলের অনুগম দৃষ্ট হইয়া থাকে)। ঐ জলই আবার বহ্নির প্রতি কারণ। জলের শৈত্য দ্রবত্বনাশ হইয়া উষ্ণতা ও রুক্ষতার উদ্ভব হইলে সেই জল অগ্নিরূপে পরিণত হয়, এইরূপে বিনাশপরিণামে সেই জল বহ্নির প্রতি কারণ। সূক্ষ্মদর্শীরা দেখিয়া থাকেন যে, অগ্নির বিনাশে সদ্রূপ পরিণামী চন্দ্র এবং চন্দ্রের বিনাশে সদ্রূপ পরিণামী অগ্নি। যেরূপ দিন বিনষ্ট হইয়া রাত্রিতে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ অগ্নিও বিনষ্ট হইয়া সোমরূপী হইয়া থাকেন। ৮৮—৯৮। তমঃ ও প্রকাশ অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোক, ছায়া ও আতপ এবং দিন ও রাত্রি, ইহাদিগের মধ্যে বা সন্ধিতে যে ব্যাকৃত তমঃপ্রকাশবিলক্ষণরূপ (সংস্বরূপ ব্রহ্ম) বর্ত্তমান, তাহা অতিজ্ঞতমগণও অধিগত হইতে পারেন না। তমঃ ও প্রকাশের সন্ধি উভয় বিলোপাত্মা শূন্যরূপ হইতে পারে না, তাহা অবিলোপী অর্থাৎ অশূন্যরূপী। কারণ ঐ সন্ধিই ঐ তমঃপ্রকাশের পরস্পর সংলগ্ন শরীর, (শূন্যের সন্ধি হইতে পারে না)। পূর্ব্বোত্তর কালের অনুগত ভাবাভাবরূপে সাপেক্ষ নিরূপণ দ্বারা ও অভাবরূপেও প্রকাশাভাবরূপই তমোরূপ এক বস্তু এবং তমের অভাব রূপই প্রকাশ এক বস্তু, ইহাই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ, অতএব এক ঐ তমঃ ও প্রকাশ আত্মানিষ্ঠ ও বহিঃসন্ধিতেও বর্ত্তমান, ঐ উভয়ের অণুমাত্রও অন্যথাভাব নাই। যেমন পৃথিবীতে অন্ধকার ও আলোক এই উভয়ঘটিত অহোরাত্র, সেইরূপ সকল প্রাণী এবং নিখিল ব্যবহার চৈতন্য ও জড়তা এই উভয়ঘটিত জানিবে। যেরূপ জলময়বিম্বে সূর্য্যকর দ্বারা সূর্য্যবিম্বস্থ অমৃতময় কলা প্রতিফলিত হইয়া তৎক্রমে চন্দ্রের শুভ্র শরীর উভয়ারব্ধ হইয়া অর্থাৎ উভয়মিশ্রণে প্রকাশমান, সেইরূপ চিৎ ও জড় উভয়রূপের সম্মিশ্রণে এই জগৎস্থিতির আরম্ভ জানিবে। হে রাঘব! তুমি এই প্রকাশরূপ অনল ও সূর্য্যকে চিদ্রূপ জানিবে এবং জড়ময় তমঃকে সোম-

(*) ক্ষীর দধি ঘৃতাদি রসাত্মক সোম স্বরূপ, এই জন্য সর্ব্বত্র জলস্বরূপে উক্ত হইয়াছেন।

শরীরধারী বলিয়া জানিও। যেমন বহির্ভাগে আকাশস্থ সূর্য্যোদয় দেখিলে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ নির্ম্মল চিৎসূর্য্য দৃষ্ট হইলে এই সংসারের মূল তমঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৯১—১০৮। যেরূপ অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্র প্রকাশমান হইলে সৌরকররাশি তাহাতে প্রবেশ করতঃ চন্দ্রধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া চন্দ্রিকায় পরিণত হন, তখন চন্দ্রসত্তায় তিনি সত্তাবান্ হন ও নিজ সত্তায় সত্তাবিচ্যুত হইয়া থাকেন, বাস্তবিক তখন সৌর-প্রভাপুঞ্জের অভাবই নিখিল জনের অনুভবগোচর হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বয়ং প্রত্যগাত্মা এ জড়সোমদেহরূপে দৃষ্ট হইলে সেই জড়ময়স্বরূপে চিৎ প্রকাশমানা হইলেও সেই জড়ধর্ম্মাক্রান্তার স্থায় বলিয়া বোধ হয় এবং তৎসত্তায় তদীয় সত্তা হয় অর্থাৎ তখন জড়সত্তাই মাত্র জ্ঞাত হয়, চিৎসত্তার আর প্রকাশ থাকে না, তখন তদীয় সত্তা অসত্যবৎ হইয়া দাঁড়ায়। চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট সূর্য্যপ্রভারূপ অগ্নি জলময় চন্দ্রময়কে দেদীপ্যমান করিয়া থাকেন, এ দিকে দেহে ও জীবে অনুপ্রবিষ্ট চিৎ পরমায়ুঃকাল পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাকে অহংভাবাদি দ্বারা প্রথিত করেন, এইরূপ সৌররূপ—অর্থাৎ সূর্য্যপ্রভামণ্ডল অন্যান্যমিলনে তাদাত্ম্যাধ্যাসপ্রযুক্ত চন্দ্রস্বরূপ হইয়া থাকে এবং চিৎ ও স্বীয় সংবিন্ময় আমি মনুষ্য চেতন ইত্যাদি স্বীয় অনুভবানুসারী দেহস্থ রূপ হইয়া থাকেন। বাস্তবিক চিৎ নিষ্ক্রিয়া, চিত্তের সঙ্কোচক উপাধি কিছুই নাই, কেবল চিত্তের উপলব্ধি হয় না, দীপের দ্বারা যেরূপ আলোকের অবগতি, সেইরূপ দেহরূপ উপাধি দ্বারা ঐ চিত্তের অবগতি হইয়া থাকে, এইজন্যও ঐ চিত্তের দেহধর্ম্মত্ব ভ্রম হইয়া থাকে, প্রকৃত দেখিলে দেহ-ধর্ম্মাদি কিছুই নাই। ঐ চিত্তের অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় যে চেত্যরূপ উপাধিতে উন্মুখ প্রথা নিয়ম, তাহাতেই তাঁহার লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ তন্নিবন্ধনই সাধারণ প্রত্যক্ষ গোচরতা সেই যে লাভ, তাহাই অনর্থপ্রাপ্তিমূল সংসার। আর যদি চেত্যরূপ উপাধি শূন্যাবস্থায় লাভ করা যায়, তাহাই নির্ব্বাণ জানিবে। যেমন গৃহভিত্তি প্রভৃতিতে সৌরকিরণ প্রতিফলিত হইয়া মিশ্রিত হইলে গৃহভিত্তি সেই কিরণাত্মক বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ পরস্পর সম্বলনবিীন অর্থাৎ সম্মিশ্রণাধীন তদ্রূপে বাক্য ব্যবহারের বিষয়ত্ব-প্রযুক্ত এই দেহ ও দেহী অগ্নীষোমাত্মক জানিবে। হে রাঘব। যখন নির্ব্বাণের অর্থাৎ উপাধি-নিবৃত্তি দ্বারা নিরতিশয় আনন্দাবির্ভাবের আত্যন্তিক সিদ্ধি হয়, তখন অগ্নির কেবল স্থিতি হয় এবং জড়তার আতিশয্য অর্থাৎ জলশিলাদি ভাব হইলে সোমের কেবল স্থিতি হইয়া থাকে। (পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণ, অপান ও ঐরূপ অগ্নীষোম প্রকৃতি, তাহার মধ্যে) প্রাণবায়ু উষ্ণপ্রকৃতি অগ্নি, আর অপান শীতপ্রকৃতি সোম, উহারা মুখমার্গগত হইয়া ছায়া ও আতপের স্থায় অবস্থিত জানিবে। শীতলধর্ম্মাবলম্বী অপানে অত্যুষ্ণ পাবক তেজোময়তা প্রাপ্ত হইয়া) বর্ত্তমান এবং আদর্শে প্রতিবিম্বের স্থায় আবার ঐ অপানবায়ু প্রাণবায়ুতে (তাদাত্ম্যলাভে) অবস্থিতি করিতেছে ও করিয়া থাকে। সূর্য্য যেমন বহির্দ্দেশে কুড্যালোক সম্পাদন করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের আলোককুড্যা অর্থাৎ গৃহভিত্তিরূপ উপাধিগত হইয়া আলোকিত করিলে তাহা যেমন কুড্যালোক বলিয়া কথিত হয় এবং সূর্য্যই তাহার কর্ত্তা, তদ্রূপ ঐ মূলপ্রাণ কুণ্ডলিনীস্বরূপ চিদ্রূপ অগ্নি মূলাধার হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দলাদি পদ্মপত্রস্থিত পরাদি বৈখরী পর্য্যন্ত বাক্যাত্মক লোককে নিজ প্রভায় অর্থাৎ অর্থপ্রকাশন শক্তিতে এবং অনুভূতি দ্বারা অর্থাৎ অর্থপ্রথা রূপ স্ফূর্ত্তিতে উৎপন্ন করিয়া থাকেন। যেমন সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম মায়াশবল হইয়া সংবিৎ শীতোষ্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডাকার ধারণ করতঃ অগ্নি ও সোম-আখ্যা ধারণ করিয়াছেন, মানুষের—অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবদেহের সৃষ্টিতেও সেইরূপ অগ্নীষোম নাম জানিবে। যেরূপ কৃষ্ণপক্ষে অধ্যাত্ম সূর্য্য সোমের শুভ্র পঞ্চদশ কলা প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ধ্রুবানাম্নী এক চিদ্রূপা কলাকে অবশিষ্ট রাখেন, আবার শুক্লপক্ষে ক্রমে সেই উদরীভূত সেই কলাসমুদয় উদ্গিরণ করিয়া থাকেন, তখন সেই সকল কলায় ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইয়া ধ্রুবা কলা পূর্ণচন্দ্রাকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হৃদয়স্থিত প্রাণসূর্য্য অপানরূপ সোমের মুখ-নাসিকাপথে প্রবিষ্ট শুভ্র পঞ্চদশ কলা গ্রাস করতঃ মুখের বহির্ভাগে ধ্রুবানাম্নী এক কলা অবশিষ্ট রাখিয়া পুনরায় সেই সকল গ্রস্তকলাকে উষ্ণ করিয়া উদ্গিরণ করিয়া থাকে, সেই সকলে পরিপূর্ণ হইয়া ঐ ধ্রুবা কলা বহির্ভাগে অপাননামক সোমাকারে পরিণত হয়, (তাহার মধ্যে বহির্ভাগে প্রাণাপান সন্ধিকাল পৌর্ণমাসী, হৃদয়ে কিন্তু অমাবস্যা, অন্তরালদেশে ইড়াপিঙ্গলার প্রত্যেক ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রতি ষট্‌নাড়ী প্রাণসূর্য্যের প্রবাহ তাহারই দুই অয়ন, মেষাদি দ্বাদশ মাস এবং তদন্তরালে সংক্রান্তি সকল অবস্থিত। অপান সোমের প্রবাহসমূহ চৈত্রাদি মাস বিষুবাদিযোগ ও অন্যান্য পর্ব্ব নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা যোগিগণের প্রত্যক্ষীকৃত) যে মুখের বহির্দ্দেশে (প্রাণ) সূর্য্যকর্ত্তৃক গ্রস্ত ধ্রুবানাম্নী অপানসোমের ষোড়শ পূরণীকলা ঐ প্রাণকর্ত্তৃক উদ্গীর্ণ কলায় পূর্ণ হইয়া ক্ষণকাল পূর্ব্বদিকে পূর্ণিমা চন্দ্রের স্থায় দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত হয়, সেই স্থলে তুমি কুম্ভকসহায় মনের ধারণা সম্পাদন করতঃ বদ্ধপদ অর্থাৎ স্থির হইয়া অবস্থান কর। যে হৃদাকাশে কলাগ্রাস-ক্রমে গ্রস্ত হইয়া অপাননামক চন্দ্র অমাবস্যাতে চন্দ্রের স্থায় কেবল শুদ্ধচিদ্রূপ ধ্রুবাখ্য-কলাত্মিকা স্থিতিতে অবস্থান করে, তথায় অন্তরে কুম্ভকাবলম্বনে বদ্ধপদ হইয়া অবস্থান কর। উষ্ণ অগ্নিই চিদাদিত্য, আর শৈত্যই সোম বলিয়া কথিত। যথায় ঐ উভয়ই (অর্দ্ধরেচক ও অর্দ্ধপূরক সহায়ে অন্তরালে প্রাণের উভয় দিকে নিরোধ দ্বার) বিম্ব প্রতিবিম্ববৎ তুল্যরূপে অবস্থিত, তাহাতে স্থিরতা অবলম্বন কর। হে অনঘ! (যেমন বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে ক্রমে উষ্ণতা শীতকে গ্রাস করে বলিয়া সোমের অগ্নিসংক্রান্তি এবং শরৎ হেমন্ত শীতকালে ঐ উষ্ণতাকে আবার শীত ক্রমশঃ গ্রাস করে বলিয়া অগ্নির সোম সংক্রান্তি হইয়া থাকে ও তাহাদের সন্ধিদ্বয় এবং বিষুবদ্বয়ই সূর্য্যের মেষাদিতে সংক্রান্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবশরীরেও জঠরাগ্নি আপন শৈত্যকে গ্রাস করিলে সোমের অগ্নিসংক্রান্তি হয় ও ঐ প্রাণাগ্নিও উষ্ণতাকে বাহ্যশৈত্য গ্রাস করিলে অগ্নির সোমসংক্রান্তি হইয়া থাকে, ঐরূপ সূর্য্যসংক্রান্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,) তুমি ঐ শরীরের সোম-সূর্য্য-অগ্নির সংক্রান্তি অবগত হও, কারণ, এই যে বাহ্যসংক্রান্তির কাল, তাহা তৃণতুল্য জানিবে। হে রামচন্দ্র! যেমন বহির্ভাগে সংবৎসর ও সেই সংবৎসরের সংক্রান্তি অয়ন-দ্বয়াত্মক কাল, উত্তরায়ণ বিষুবদ্বয় বর্ত্তমান, সেইরূপ যদি গতিভেদ-ভিন্ন প্রাণাপান বায়ু দ্বারা অন্তরেও ঐ সংক্রান্তি-অয়নাদিসমূহ, প্রত্যক্ষ অনুভূত ঘটাদির স্থায় স্পষ্টভাবে জানিতে পার, তাহা হইলে তুমি ঐ যৌগিকতায় বিরাজ করিবে ও যোগিমধ্যে

গণ্য হইবে; আর যদি মনুপদিষ্ট হইতে অন্য পথের আশ্রয় লইয়া অন্য ধ্যানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তুমি শোভা পাইবে না। ১০৯—১১১।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮১॥

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যোগিগণের দেহ (অণিমাদি সিদ্ধি দ্বারা) যে ভাবে স্থূল-সূক্ষ্মভাব ধারণ করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ধ্যাকালে মেঘমালায় বিদ্যুৎখণ্ডবৎ হৃৎপদ্মকোষের ঊর্দ্ধ-কর্ণিকোপরি জাঠর অনলশিখা বর্ত্তমান, উহা দেখিতে হেম-ভ্রমরের ন্যায় (তাহাই পরমাত্মার আসন) বায়ুবেগে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ ঐ অগ্নিরূপা বর্দ্ধনসংবিত্তি প্রযুক্ত—অর্থাৎ বর্দ্ধনজ্ঞানে সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া যেরূপ শীঘ্র জ্বলিত হয়, সেইরূপ বর্দ্ধন উপায়জ্ঞানেও জ্বলিয়া থাকে, সেই বর্দ্ধিত অগ্নি অন্য অগ্নির ন্যায় দেহ দগ্ধ করে না, কিন্তু সংবিৎস্বরূপ বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাতিশয্য পাইয়া থাকে। অগ্নি যেমন সুবর্ণকে গলিত করে, তাহার ন্যায় ঐ অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া প্রভাতে নভোমণ্ডল সমুদিত দিবাকরসম-প্রভ হয় এবং হস্তপাদাদি অসমন্বিত দেহকে গলিত করে, অর্থাৎ পার্থিব গন্ধভাগ ও কাঠিন্যকে তাহার উপাদান জলভাগে উপসংহৃত করে। এইরূপ পাদাগ্র পর্য্যন্ত দ্রবীভূত করে, তাহার পর ঐ অগ্নি শোষণ যুক্তিতে বস্তুবিশেষ প্রযুক্ত অর্থাৎ অগ্নিস্বভাব বিশেষহেতু জলের শৈত্যস্পর্শ করিতে অসমর্থ হয় ও স্বীয় উষ্ণভাবলে উপসংহার যুক্তিতে জলকেও শোষণ করে এই রীতিতে দেহ হইতে বহির্ভূত হইয়া মনোরূপ আতিবাহিক দেহমাত্রে অবস্থিতি করে। যেমন প্রাণবায়ুপ্রভাবে নীহার বিলীন হয়, সেইরূপ ঐ অগ্নি পার্থিবশরীর ও জলীয় শরীর বিদ্রুত করিয়া বিক্ষোভিত প্রাণবায়ুকর্ত্তৃক উপসংহৃত হইয়া বিলীন হয়। ১—৬। সেইরূপ ধূমলেখা অগ্নি হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ সেই অগ্নি হইতে নিঃসম্পর্কভাবে আকাশে অবস্থান করে, তদানীং কুণ্ডলিনীশক্তিও সেইরূপ মূলাধারস্থ সুষুম্নানাড়ীবিচ্যুত হইয়া (তৎসংস্কারশালী) আতিবাহিক দেহাকাশে অবস্থান করিয়া থাকে। তখন সেই কুণ্ডলিনীশক্তি মনোবুদ্ধিময় জীবাদি ঘটিত লিঙ্গশরীরে অহঙ্কারকে ক্রোড়ে স্থাপন—অর্থাৎ সঙ্গমন করে, তদীয় অন্তরে চিৎপ্রকাশ চমৎকার ও স্বেচ্ছাবিহার চমৎকার স্ফুরিত থাকে, তাদৃশ অবস্থায় নগরের ধূমলেখার ন্যায় সূক্ষ্মতম মৃণালছিদ্রে বল, (কঠিনতম) শৈলে বল, সামান্য তৃণে বল ও ভিত্তিতে উপলখণ্ডে স্বর্গে বা ভূতলে বল, যেখানে প্রবেশ করিয়া যেভাবে নির্গত হইতে যোজিত হইয়া থাকে, তথায় প্রবিষ্ট হইয়া সেইভাবে নির্গত হইয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! যোগিগণের জীবশক্তিস্বরূপা ঐ কুণ্ডলিনী যে সময়ে পূর্ব্বসংহৃত ভূতভাগকে অগ্নিতে পরিত্যাগ করে, তখন চর্ম্মরজ্জুবদ্ধ চর্ম্মময় জলযন্ত্র যেমন কূপে নিক্ষিপ্ত হইলে জলভার পূর্ণ হয়, সেইরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। হে রাম! চিত্রকর যেরূপ চিত্র করিবার সময় মনোমধ্যে যাদৃশ আকার ভাবনা করে, তদনুরূপ রেখা অঙ্কিত করে, সেইরূপ ঐ কুণ্ডলিনী রসপূর্ণ হইয়া পূর্ব্বসংহৃত পার্থিব ভাগকে যে আকারে রচনা করিতে ভাবনা করে, যোগশক্তিবশতঃ সত্বরই তাহা করিয়া থাকে। মাতৃগর্ভস্থিত কললসমূহে জরায়ুতে অতিসূক্ষ্ম বীজশক্তি যদি হস্ত পাদাদি অঙ্কুর যেমন অবস্থান করে, সেইরূপ ঐ কুণ্ডলিনী তাহার পর দৃঢ়ভাবনাবশতঃ অন্তরে অস্থি আদি ভাব ধারণ করে। ৭—১২। হে রাঘব! জীবশক্তি যে স্বেচ্ছানুসারী সুমেরু হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত আকার ধারণ করিয়া থাকে, ইহা অপ্রমাণ নহে। হে রাম। তুমি এই যোগসাধ্য অণিমাদি অর্থসাধন শ্রবণ করিলে, এক্ষণে জ্ঞপ্তি-ময়ূর জ্ঞানসিদ্ধিতে ভবৈকলক্ষ্য কি? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সংসারে শুদ্ধ অলক্ষিত সৌম্য একমাত্র চিন্ময়পদার্থ বর্ত্তমান আছেন। তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং শান্ত, তিনি জগৎও নহেন বা জগৎক্রিয়াও নহেন (এবং তদভাবেও এই জগৎ বা জগৎক্রিয়া কিছুই থাকিতে পারে না)। বালক যেরূপ কল্পিত বহ্নভূতাদিদর্শনে ভীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মূঢ় জীবই সঙ্কল্পের অর্থাৎ বাসনায় ভ্রমে পতিত হইয়া এই মিথ্যাময় শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে ও তাহাতে ঐ মিথ্যাময় স্থূলশরীর দেখিয়া থাকে, তাহাই উহার স্থূলভাব। আর যখন জীবের জ্ঞানদীপে সম্যক্ প্রকারে আলোক বিকীর্ণ হইবে, তখন শরৎকালের মেঘের ন্যায় জীবের সঙ্কল্পমোহ অর্থাৎ বাসনাজনিত মোহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে রাঘব! ঐ সঙ্কল্পসমূহের ক্ষয় হইলে, তৈল নিঃশেষ হইলে দীপের ন্যায় এই দেহ শান্তি পাইয়া থাকে। ১৩—১৯। নিদ্রার অপগমে যেমন স্বপ্নদর্শন হয় না, সেইরূপ সত্য সাক্ষাৎকার ঘটিলে জীবের আর এই দেহ দর্শন হয় না। অতত্ত্বে তত্ত্বভাবনা করিয়াই জীব এই দেহাবৃত হইয়া বর্ত্তমান। সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব ভাবনা করিলেই জীব দেহহীন শ্রীমান্ ও সুখী হইতে পারে। হে রাম! যাহা বাস্তবিক আত্মা নহে, সেই অনাত্ম দেহাদিতে যে আত্মভাবনা, তাহাই হৃদয়ের দারুণ তমঃ, এই দৃশ্যমান সূর্য্যালোকাদিও তাহা দূর করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত আত্মাতে আত্মভাব আশ্রয় করিয়া আমিই "নির্ম্মল নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী চিৎ-স্বরূপ" এইপ্রকার জ্ঞান উদয় হইলে সেইজ্ঞানসূর্য্যই হৃদয়গুহাগত তমোনাশ করিতে সমর্থ হন। (ঐ জ্ঞানসিদ্ধি দৃঢ় হইলে জীব মুক্ত হইতে পারা যায়, তখন সেই জীবন্মুক্তাবস্থায় বিলোকের জন্য ইচ্ছামত স্থূল সূক্ষ্ম প্রাতিভাসিক দেহকল্পনাও সিদ্ধ হয়) কারণ যাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষেরা যাহা ভাবনা করেন, দৃঢ় ভাবনা দ্বারা আশু তাহাই প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন। হে রাঘব। দৃঢ় ভাবনায় মূঢ় বিষকীটাদিও বিষকে অমৃত জ্ঞান করে, আর অমৃত ও অমৃতবৎ দুগ্ধ প্রভৃতিকে বিষমিশ্রিত বলিয়া দৃঢ়ভাবনা করিলে তাহাও বিষ হইয়া যায়। ইহা ভূয়োভূয়ঃ দেখা গিয়াছে ও যায়। যাহা দৃঢ় আকারে ভাবনা করা যায়, শীঘ্রই তাহাই হইয়া থাকে। ২০—২৬। সত্যভাবনায় দেখিলে এই দেহ দেহই থাকে, আর মিথ্যাভাবনায় ভাবিলে এইদেহ ব্রহ্মাকাশে পরিণত হয়। হে রামচন্দ্র! অণিমাদি প্রাপ্তিবিষয়ে জ্ঞানযুক্তি অর্থাৎ জ্ঞানযোগের কথা তোমাকে বলিলাম, তুমি সাধুপথের পথিক, এক্ষণে তোমাকে অঙ্গযোগের কথা (অর্থাৎ পরদেহে প্রবেশ করিয়া ভোগপ্রাপ্তি-বিষয়ক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন বাহ্যপবনসংক্রান্ত পুষ্পসৌরভ আকর্ষণ দ্বারা ঘ্রাণে যোজিত হয়, সেইরূপ রেচক অভ্যাসযোগে জীবকে বহির্গত করিয়া যখন পরদেহে যোজিত করিতে পারা যায়, তখন এই দেহ, কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ স্পন্দহীন হইয়া

পরিত্যক্ত হয়। সিদ্ধগণকর্ত্তৃক পরকীয় ভোগসম্পাদাদি ভোগ করিবার জন্ত জীব পরকীয় দেহে জীবে ও মতিতে জীব বিনিবেশিত হইয়া থাকে, এবং যেমন জলসেচনকারী ব্যক্তি করস্থিত কুম্ভের জলধারা ইচ্ছামত যে তরুকে ইচ্ছা, সে তরুতে সাদরে জলসেচন করিতে পারে ও করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমতানুসারে স্থাবর-জঙ্গমাদি যে দেহে ইচ্ছা, তাহাতেই ইচ্ছাপূর্ব্বক আদর দেখাইয়া প্রবেশ করিয়া থাকে। বৎস রাম। এইরূপে যোগিগণ পরদেহে সিদ্ধি শ্রীভোগ করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বদেহ থাকিলে তাহাতেই পুনরায় প্রবেশ করেন। কিংবা ইচ্ছা হইলে অন্তান্ত দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক অভিমত সময় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। কিংবা যোগিগণ পরদেহে প্রবেশপূর্ব্বক তত্তদ্দেহে ভোগ সমাপন করিয়া অনন্তর অন্তঃকরণের বিস্তার সম্পাদনে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেহাদিকে (অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বদেহাদি) প্রতিবিম্ব উপাধি ও তৎপ্রতিবিম্ব জীব, তৎবিম্বোপাধি সত্ত্বাদিগুণ এবং তদবচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ বিম্বসমুদয়, ইত্যাদি সমস্তব্যাপিনী সংবিৎকর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করেন। যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন জীব চিৎপ্রকাশ (অর্থাৎ চৈতন্ত প্রকাশ পাইলে জীব) সদা অভ্যুদিত সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত স্বপ্রকাশ স্বতন্ত্র বিদিত হইয়া যাহা যাহা পাইবার ইচ্ছা করেন, অচিরে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই জন্তই তত্ত্ববিদ্গণ অণিমসিদ্ধির আদর করেন না, কিন্তু নিরাবরণতত্ত্বকেই নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ সম্যক্ পদ বলিয়া থাকেন। ২৭—৩৪।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই রাজমহিষী চূড়ালা উক্তরীতি-অনুসারে প্রাণ ধারণাদি দৃঢ়তর অভ্যাসগুণে অণিমাদি গুণৈশ্বর্য্যসম্পন্না হইলেন। তখন তিনি কখন বা আকাশপথে গমন ও কখন বা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং নির্ম্মলা শীতলা গঙ্গার স্তায় মোহমালিন্ত ও ত্রিতাপের উপশম হওয়া অমলা শীতলা অর্থাৎ শান্তিময়ী হইয়া বসুধাপীঠে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই চূড়ালা (কায়ব্যূহাদি কল্পৈশ্বর্য্য বলে) লক্ষ্মীর স্তায় স্বামীর বক্ষঃস্থল ও মন হইতে বিযুক্ত হইতেন না, অথচ সকল রাজ্যে এবং জগন্মণ্ডলে বাস করিতেন। বিদ্যুদ্রঞ্জিতা শ্যামমেঘমালার স্তায় বিদ্যুৎ প্রকাশকল্প শোভমান অলঙ্কারে বিভূষিতা শ্যামা সেই ললনা ব্যোমবিহারিণী হইয়া কখন গিরিমালায় কখন বা ভূতলে ভ্রমণ করিতেন। সূত্র যেমন মুক্তায় প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ চূড়ালা (নিজ ঐশ্বর্য্যবলে) কখন কাষ্ঠে, তৃণে, উপলে, প্রাণি-শরীরে, গগনতলে, অনলে, অনিলে ও কখন বা সলিলে সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতেন। সেই চূড়ালা কখন মেরুর উপরিস্থিত শৃঙ্গসকলের উপর, কখন বা লোকপালপুরসমূহে, এবং দিক্ ও আকাশের উদরে যে সকল ভুবনরত্ন আছে, সেই সকলে বা কখন মনঃসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে তিনি সর্ব্বভূতেরই ভাষা বুঝিতে পারিতেন, তাহাতেই তিনি তির্য্যগ্জাতি, ভূতপিশাচাদির সহিত সুর, অসুর ও নাগগণের সহিত এবং বিদ্যাধর, অপ্সর ও সিদ্ধগণের সহিত সম্ভাষণাদি ব্যবহার করিতেন। ১—৭। চূড়ালা বহুবার স্বীয় স্বামীকে আত্মজ্ঞানামৃত উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী শিখিধ্বজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বুঝিলেন, আমার এই গৃহিণী মুগ্ধা কলাভিজ্ঞা বালিকা মাত্র। রাজা চূড়ালাকে এইরূপ মাত্রই জানিয়াছিলেন। বালক যেমন বেদাদি বিদ্যা কি, তাহা বুঝিতে পারে না, সেইরূপ রাজা শিখিধ্বজ এতদিনেও সেই এবংবিধ গুণশালিনী চূড়ালারও প্রকৃত স্বরূপের অনুধাবন করিতে পারিলেন না, শূদ্রকে যেমন যজ্ঞক্রিয়া দেখাইতে নাই, তাহার স্তায় চূড়ালা সেই রাজাকে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মগত বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে সিদ্ধিশ্রী প্রদর্শন করিতে সমর্থা হন নাই। রাম কহিলেন,—রাজা শিখিধ্বজ তাদৃশী মহতী সিদ্ধযোগিনী চূড়ালার উপদেশপ্রয়াসেও যখন প্রবোধ পাইলেন না, তখন অন্যে কিরূপে প্রবুদ্ধ হইবে? ৮—১২। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুকুল-নন্দন রাম! বিজ্ঞানলাভের জন্ত গুরুকরণ প্রয়োজন, ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থামাত্র পালনই গুরুকৃত উপদেশক্রম, তাহা কখন অনধিকারীর বলপূর্ব্বক জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। হে রাম! সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন পবিত্রাত্মা শিষ্যের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই জ্ঞপ্তির প্রতি অর্থাৎ জ্ঞানলাভের প্রতি কারণ। শাস্ত্রে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-বিরহিত শাস্ত্রজ্ঞানে, পুণ্যে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি যাহার অঙ্গ নহে, তাদৃশ কাম্যকর্ম্মসমূহেও পরোক্ষ শব্দমাত্রজ্ঞান ব্রহ্মরূপ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না, সর্প যেমন নিজের পদ নিজেই অবগত হয়, সেইরূপ আত্মাই আত্মাকে জানিতে পারে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান আত্মসাধ্য (তাহা বিচারে চরমসাক্ষাৎকার বৃত্তিতে আরূঢ় আত্মা দ্বারাই হইয়া থাকে।) তাহা শুনিয়া রাম কহিলেন—হে মুনে! জগতের স্থিতি যদি এইরূপই হইল, তবে কিরূপে গুরুর উপদেশক্রম আত্মজ্ঞানের প্রতি কারণ। বশিষ্ঠ বলিলেন,—বহু-পরিবারবেষ্টিত হইলে ব্রাহ্মণের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহার স্তায় (বিন্ধ্যকচ্ছে) বিন্ধ্যকক্ষে (বিন্ধ্যাটবীর সীমান্তদেশে বা বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক পার্শ্বে) ধনধান্তশালী অতি কৃপণস্বভাব এক বণিক্ বাস করিত। হে রাম! একদা ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার তৃণগুচ্ছপরিপূর্ণ বিন্ধ্যকাননমধ্যে একটী কপর্দ্দক পতিত হয়। স্বীয় কৃপণস্বভাব-নিবন্ধন সেই বণিক্ ঐ একটী মাত্র কপর্দ্দকের জন্ত তিন দিন যত্নসহকারে সমস্ত তৃণ-তুষাদি পরিষ্কার করিতে থাকে। তাহার অনুসন্ধানের প্রতি কারণ যে, সেই বণিক্ চিন্তা করিয়াছিল, যদি এই কপর্দ্দকটী পাই, তাহা হইলে ইহাতে কোন বস্তু কিনিয়া তাহা বিক্রয় করিলে চারিটী কপর্দ্দক হইবে, এইরূপে তাহা হইতে আটটী এবং কালক্রমে তাহা হইতে শতসহস্র হইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়াই সেই বনে দীনভাবে রাত্রিন্দিব আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়া অন্বেষণ করিতে থাকে, লোকে উপহাস করিলেও তাহা সে বুঝিতে পারিল না, বা লক্ষ্যই করিল না। অনন্তর তিন দিন পরে বণিক্ সেই জঙ্গল হইতে এক পূর্ণচন্দ্রবিম্ব-সদৃশ মহাচিন্তামণি প্রাপ্ত হয়। ১৩—২১। তাহা পাইয়া সেই বণিক্ পরিতুষ্টহৃদয়ে পরম সুখে গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তাহাতে তাহার সংসারের যাবতীয় ভোগ লাভ হয় এবং দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হয়, সুতরাং সে শান্তাত্মা হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে। এই প্রকার ঐ কিরাট (বণিক) অহোরাত্র অক্লান্তিবোধে কপর্দ্দকের অন্বেষণ করিতে করিতে যেরূপ জগন্মূল্য (অমূল্য) চিন্তামণিরত্নলাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ গুরুর উপদেশ-ক্রমে শাস্ত্রনিরূপণ দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ

করা যায়; গুরূপদেশক্রমে এক শব্দে পরোক্ষজ্ঞানের অন্বেষণ করিতে করিতে অন্য অপরোক্ষ নিজজ্ঞানেরও লাভ ঘটিয়া থাকে। ২২—২৫। হে অনঘ! ব্রহ্ম সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত, আর শাস্ত্রাদি শব্দশ্রবণ ও তৎশব্দে বোধাদি ইন্দ্রিয়প্রযোজ্য সংবিৎ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি, গুরুর উপদেশে শাব্দবৃত্তিই উৎপন্ন হয়, সেই শাব্দবৃত্তির মধ্যে যে অত্যন্ত স্বচ্ছতম চরমবৃত্তি, তাহাতে শিষ্য অপরোক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তিবিষয়ে শিষ্ট বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও ব্রহ্মস্বভাব এই উভয়ই প্রয়োজক,; অতএব হে অনঘ! উপদেশে আত্মতত্ত্ব লাভ কিছুতেই হইতে পারে না, সুতরাং গুরূপদেশ তাহার প্রতি কারণ নহে। এরূপ হইলেও গুরুর উপদেশ বিনা আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জন্মে না, কারণ কপর্দ্দক অন্বেষণ ব্যতিরেকে কে কোথায় চিন্তামণি লাভ করিয়াছে বল, আর ঐ বণিক্ চিন্তামণির অন্বেষণ করিয়াছিল বলিয়াই ত চিন্তামণি লাভ করিতে পারিয়াছিল, যদি তাহার চিন্তামণি অন্বেষণ না হইত, তাহা হইলে কিরূপে চিন্তামণি লাভ ঘটিত, বল? কারণ না হইয়াও যেমন ঐ কপর্দ্দক চিন্তামণির প্রতি কারণ হইয়াছিল, সেইরূপ গুরূপদেশ কারণ না হইলেও ঐ মহার্থ (মহাপ্রয়োজনীয়) আত্মতত্ত্ব লাভের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। হে রাঘব! বিশ্ব-বিমোহিনী মহদ্ব্যক্তিদিগকেও মোহিত করিয়া থাকে। (উহারই প্রভাবে) অন্য বস্তু যত্নপূর্ব্বক অন্বেষণ ও অন্য বস্তুর সমাগম ঘটে। ত্রিজগতে ইহা দেখা যায় ও শুনাও যায় যে, লোকে এক কার্য্য করে, আর তাহার অন্য প্রকার ফল প্রাপ্ত হয়, অতএব আত্মতত্ত্ব লাভের পর প্রারব্ধশেষে উপনীত জগদ্‌ভ্রমের নির্লিপ্ত ভাবে ও অনিচ্ছায় উপেক্ষা দ্বারা অতিবাহিত করাই পরমশ্রেয়.। ২৬—২৯।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৩।

চতুরশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর রাজা শিখিধ্বজ, সন্তানের মৃত্যুতে লোকে যেমন শোকাদি অমোহস্বভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া সংসার অন্ধকারময় দেখে, তাহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিশ্রাম স্থান ব্যতিরেকে মোহাচ্ছন্ন হইলেন। তখন তিনি দুঃখা-ম্বিতে দগ্ধান্তঃকরণ হইলেন, সুতরাং তখন মন্ত্রী প্রভৃতি অভীষ্ট স্বজনবর্গ রত্নাদি বিভূতি নিকটে আনয়ন করিয়া দিলেও তিনি সে সকল অগ্নিশিখার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহাতে আসক্ত হইলেন না। কেবল ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শর হইতে দৈবাৎ রক্ষা পাইয়া মৃগাদি যেমন নির্জ্জন স্থান আশ্রয় করে, তদ্রূপ সেই রাজা শিখিধ্বজ একান্তে, দিগন্তে, নির্ঝরে ও গুহাতে অনুরক্ত হইলেন। হে রাঘব! তখন তোমার ন্যায় সেই মহীপতিকে ভৃত্যগণ আসিয়া অনুনয়-বিনয়ে ও সান্ত্বনা দিয়া প্রবুদ্ধ করতঃ দৈনিক কার্য্যসকল করাইতে লাগিল। তখন সেই নরপতি উৎকট বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পরিব্রাজকের ন্যায় শান্তচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগি-লেন, তখন তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভোগে,—এমন কি, রাজশ্রীতে পর্য্যন্ত বিরক্ত হইলেন, সে সকল ভোগ করিতে তিনি খিন্ন হইতেন। হে মানদ! তদানীং তিনি দেব ব্রাহ্মণ ও স্বজনগণকে গো, ভূমি, সুবর্ণ প্রভৃতি অভিমত দান, দেহমন আদি শুদ্ধির জন্য কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা এবং নদ্যাতীর্থ ও দেবালয়াদিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ রত্নার্থী ব্যক্তি যেস্থলে রত্নের আকর নহে, তাদৃশ ভূমি খনন করিয়া যত্নের খেদ নিবৃত্তি করিতে পারে না, তদ্রূপ রাজা এইরূপভাবেও মনের অণুমাত্রও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ১—৮। তখন সেই মহান্ নরপতি রাত্রিন্দিব চিন্তাগ্নিতে শুষ্ক হইতে লাগিলেন এবং সংসার ব্যাধির ঔষধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই চিন্তাপরবশ দীনভাবাপন্ন নৃপবর শিখিধ্বজ খিন্নান্তঃকরণে নিজের রাজ্য ও সেই অতুল মহাবিভবকে বিষোপম জ্ঞান করিতে লাগিলেন, সে সমস্ত সম্মুখে থাকিলেও তাঁহার তখন দৃষ্টিগোচর হইত না। অনন্তর একদিন রাজা শিখিধ্বজ ক্রোড়ে উপবিষ্টা (বা সমীপবর্ত্তিনী) চূড়ালাকে নির্জ্জনে পাইয়া মধুরবচনে এই কথা বলিলেন। চূড়ালে! আমি বহুকাল রাজ্যভোগ করিলাম ও বহু-বৈভব-পদ ভোগ করিলাম। এখন আমি সে সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছি, ইচ্ছা করিতেছি, বনে গমন করিব। হে ভবতি! দেখ, যিনি বনবাসী, তাঁহাকে কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পৎ, কি বিপৎ কিছুই খণ্ড করিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। দেখ, বনবাসীদিগের দেশভঙ্গে মোহ নাই, সংগ্রামে লোকক্ষয় নাই, এইরূপে আমার বোধ হয়, বনবাসিগণের (আমাদিগের অপেক্ষা) অধিক সুখ। অয়ি বরাননে! এখন ঐ বনরাজী তোমার ন্যায় আমার আনন্দ উৎপাদন করিতেছে, ঐ বনরাজিরও তোমার ন্যায় শোভা। দেখ, পুষ্পস্তবকই উহাদের পয়োধর কোকনদচ্ছবি পল্লবই উহাদের পাণি, চঞ্চল শুভ্র জলদমালাই উহাদের অংশুক। দেখ, তাহাদের স্বীয় তরুজালস্থ পুষ্প-পরাগই উহাদের অঙ্গরাগের কার্য্য করিতেছে, পুষ্পসকল উহাদের অলঙ্কার। উপভোগ্য সুবর্ণশিলাই উহাদের নিতম্বতট, তরঙ্গরূপ মুক্তাগ্রথিত নদীই উহাদের মুক্তামালা, ষট্‌পদশ্রেণীই উহাদের নয়ন, পুষ্পপরিপূর্ণ লতাই ইঁহাদের অঙ্গ, অতিমুগ্ধ মৃগগণই উহাদের পুত্র এবং উহারাও তোমার ন্যায় মঞ্জরীজাল-হারশোভিতা, স্বভাবতঃ অতিসৌগন্ধ্যশালিনী এবং তুমি যেমন মৃগগণকে ফলমূল ভোজন করাও, সেই বনরাজী সকলও তদ্রূপ মৃগদিগকে স্বীয় ফল ভোজন করাইয়া থাকে ও তোমার অধরের ন্যায় তাহাদেরও সুস্বাদু নদীজলস্রোতঃ ও নিষ্যন্দ বর্ত্তমান। দেখ, নির্জ্জনপ্রদেশে যেরূপ মন নির্ম্মল ও নির্বৃত থাকে, চন্দ্রমণ্ডল কি ব্রহ্মধাম কিংবা ইন্দ্রালয় প্রাপ্তিতে সেইরূপ ঘটে না, অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমার এই শুভসঙ্কল্পে বাধা দিও না, পতিব্রতা রমণীগণ স্বপ্নেও স্বামীর ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করে না। ৯—২১। চূড়ালা কহিলেন,—মহারাজ! যে সময়ে যাহা, তাহা করিলেই শোভা পায়, অভিন্ন নহে, দেখুন, বসন্তেই পুষ্পের শোভা, আর তাহার ফল শরৎকালেই শোভা পাইয়া থাকে। জরাজীর্ণ দেহ-প্রাচীনগণেরই বনবাস উপযুক্ত, ভবাদৃশ যুবার বনবাস সঙ্গত নহে; অতএব আপনার বনবাসবিষয়ে আমার অভিরুচি নাই। হে মহারাজ! যে পর্য্যন্ত আমাদিগের যৌবনকাল না অতিক্রম করে, আসুন, সে পর্য্যন্ত আমরা পুষ্পরাজিতে যেরূপ বৃক্ষের শোভা, তাহার ন্যায় আমরা গৃহেই শোভা পাইতে থাকি। যখন আমা-দিগের বার্দ্ধক্য উপস্থিতিতে পলিতকেশবশায় অগ্রে শ্বেতকুসুম-বিরাজিত লতার সহিত সমভাব উপস্থিত হইবে, তখনই আমরা

উভয়ে তাদৃশ লজ্জাসমন্বিত হইয়া হংস যেমন সরোবর পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ আমি এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব। হে নৃপতে! অসময়ে প্রজাপালন পরিত্যাগ করিলে রাজ্যের ছিদ্র হেতু মহৎপাপ হইবে এবং প্রজাগণ অসময়ের কার্য্য করিতে দেখিলে নিবারণ করিবে। কারণ ভৃত্যগণ পরস্পরে প্রভুকে অকার্য্য হইতে নিবারণ করিয়া থাকে (অথবা প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরই পরস্পরকে অকার্য্য হইতে নিবারণ করিয়া থাকে)। তাহা শুনিয়া শিখিধ্বজ কহিলেন,—অয়ি কমলদলনয়নে! আমি তোমার অভীষ্ট স্বামী, অতএব আমার এই বিষয়ে বিঘ্ন করিও না। জানিও, আমি সেই দূরবর্ত্তী বিজন-কাননে গমন করিয়াছি। অয়ি অনবদ্যাঙ্গি! তুমি বালিকা, তোমার বনে গমন করা উচিত নহে, হে কোমলাঙ্গি! (তোমার ন্যায় কোমলশরীরা) স্ত্রীলোকের কথা কি? বনে প্রবেশ করা পুরুষেরও কষ্টসাধ্য। স্ত্রীলোক কঠিন কষ্টসহিষ্ণু হইলেও বনবাসে সমর্থ নহে। দেখ বনজাত পুষ্পমঞ্জরী উপবনজাত পুষ্পমঞ্জরী অপেক্ষা কঠিন হইলেও শস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে পারে না। অতএব প্রজাপালন পরিত্যাগ জন্য যে আশঙ্কা করিতেছ, তুমিই তাহাদিগের পালিকা হইয়া এই উত্তম রাজ্যে অবস্থান কর ও করা উচিত। কারণ স্বামী কোথায় গমন করিলে (বা তাঁহার মৃত্যু হইলে) তাঁহার অভাবে, স্বয়ং কুটুম্বভার বহন করাই স্ত্রীর ব্রত। ২২—৩১। বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই জিতেন্দ্রিয় নরপতি শিখিধ্বজ ইন্দুবদনা স্বীয় দয়িতাকে এইরূপ বলিয়া স্নান করিবার জন্য উত্থিত হইলেন এবং নিত্যক্রিয়া সমাপন করিলেন অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর (সায়ংকাল উপস্থিত হইলে) নিজ কর্ত্তব্য জাগতিক প্রজারক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন, (কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিল না) এদিকে রাজা শিখিধ্বজও সমস্ত প্রজাপালন কার্য্য (কিছুতেই তিনি প্রজাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না) পরিত্যাগ করিয়া নিখিল জন-দুর্গমবনে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় প্রভাও নিজ বিস্তীর্ণ (পরিব্যাপ্ত) রূপ পরিহার করিয়া সূর্য্যের অনুগমন করিল, এ দিকে পতির প্রতি অনুরাগিণী চূড়ালাও স্বামীকে নিজ-গৃহ-হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে উদ্যত দেখিয়া ঐ প্রভার ন্যায় নিজ সৌন্দর্য্যবিলাসাদি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বীয় পতির অনুসরণ করিতে উদ্যতা হইলেন। দেখিতে দেখিতে শ্যামা যামিনী তমঃ-ধূসরিত ভুবনকে পরিব্যাপ্ত করিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন নিজসখী গঙ্গাকে (মস্তকে) ধারণ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণা যমুনা ভস্মলিপ্তাঙ্গ মহাদেবকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যতা হইয়াছে। যমুনার চরিত্র দেখিয়াই যেন মণ্ডলাকারে অবস্থিত দিক্‌রূপ রমণীগণ তমাল বৃক্ষরূপ বালক ক্রোড়ে করিয়া সান্ধ্যমেঘরূপ দন্তপ্রকাশে জ্যোৎস্নারূপ হাস্য বিস্তার করিতেছে। দিনশ্রী ও দিনপতি এই দম্পতিযুগল অপরপারস্থ দিব্যোদ্যানময় সুমেরুপ্রদেশরূপ নিজ-স্থানে বিহার করিতে গমন করিতেছেন। এদিকে ঘর্ম্মোপতাপপ্রদ পাপনিমিত্ত তীক্ষ্ণ কর ও তীব্র আতপবিরহিত সুমেরুর এ পারে নিশা। ও নিশানায়ক চন্দ্রদম্পতি বিহার করিতে আগমন করিতেছেন; এতাদৃশ সময়ে গগনসৌধতলে তারাগণ দৃশ্যমান হইলেন। বোধ হইতে লাগিল, যেন দিগঙ্গনাগণ মঙ্গল লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। চন্দ্ররূপ আননে পরিশোভিতা তিমিরশ্যামা সরোজমুকুলস্তনী যামিনীকামিনী নিজ সখীর অন্বেষণে তাঁহার উদয় প্রতীক্ষায় প্রাপ্ত হইয়া কুমুদাদি কুসুমবিকাশ হাস্য করিতে বসিতে নিজ যৌবনের ফল লাভ করিল। এদিকে রাজা শিখিধ্বজ সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া নিজ প্রিয়া চূড়ালার সহিত সাগরে মৈনাকের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিলেন। অনন্তর নিশীথকাল সমাগত হইলে যখন সমস্ত জনপদ নিঃশব্দ হইল ও সকল জন গাঢনিদ্রা শিলাগর্ভে নিলীন হইল এবং পদ্মে ভ্রমরীর ন্যায় চূড়ালা কোমল বস্ত্রাস্তরণ শয্যায় গাঢ নিদ্রায় আচ্ছন্না হইলেন। সেই সুযোগে রাজা শিখিধ্বজ রাহুমুখ যেমন চন্দ্রের প্রভাকে শনৈঃ শনৈঃ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ নিদ্রিতা দয়িতাকে ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে উত্থাপিত করিয়া, পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মী-কান্তিসমন্বিত উল্লোলকল্লোল ক্ষীর-সমুদ্র হইতে নারায়ণ যেরূপ উত্থিত হন, তদ্রূপ শয়ানা প্রণয়িনীর যে অর্দ্ধ প্রাবরণবস্ত্রশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে উত্থিত হইলেন। ৩২—৪৫। আমি চোর-দুষ্টবর্গকে নিগ্রহ করিবার জন্য রাত্রিতে যাইতেছি, এইরূপ বলিয়া ও সেই কার্য্যে অনুচরবর্গকে নিযুক্ত করতঃ রাজা শিখিধ্বজ পুর হইতে নিস্পৃহ-চিত্তে নির্গত হইলেন। নদ যেরূপ দ্বিতীয়বিরহিত হইয়াও সমুদ্রে প্রবেশ করে, রাজা শিখিধ্বজও "হে রাজ্যলক্ষ্মি! তোমাকে নমস্কার করি" এইরূপ বলিয়া রাজ্যলক্ষ্মীকে নমস্কার করতঃ মণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া ভীষণ অরণ্যানীতে একাকীই প্রবেশ করিলেন। তিনি ক্রমশঃ গাঢ অন্ধকারসদৃশ গুল্মাকীর্ণ ক্ষুদ্র প্রাণিপরিপূর্ণ সেই উগ্র গহন বন ও নিশা উভয়ই ক্রমশঃ অতিবাহিত করিলেন। পরে প্রাতঃকাল হইলে সূর্য্যের সহিত রাজা শিখিধ্বজ গহন বন ও দিন যাপন করিয়া সায়ংকাল উপস্থিত হইলে বনভূমিতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। (সমস্ত দিন অভুক্ত থাকিয়া) দিবাকর অদৃশ্য হইলে তিনি স্নানাদি করিয়া কিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণ করতঃ রাত্রি যাপন করিলেন। পুনর্ব্বার প্রাতঃকাল সমাগত হইলে তিনি অতিশীঘ্র-গতিতে কত পুর, কত মণ্ডল, কত গিরি ও কত নদী অতিক্রম করিলেন, এইরূপে তাঁহার দ্বাদশ রাত্রি অতিবাহিত হইল। অনন্তর মন্দর-পর্ব্বতের তটে যে দুর্গম কানন বর্ত্তমান, যে স্থল হইতে জনপদপুরাদি অতি দূরবর্ত্তী, তথায় উপনীত হইলেন। ৪৬—৫২। সেই কাননে বাপীসকলের জলে পরিপুষ্ট হইয়া বৃক্ষসকল বিশাল স্থূলাকার ধারণ করিয়াছে, সেই সকল বাপীর জল বংশপ্রণালী দ্বারা প্রতিহত হইয়া সশব্দে প্রবাহিত হইতেছে। তথায় পূর্ব্বে দ্বিজগণের যে আশ্রম ছিল, তাহা জীর্ণবেদী ও আলবালদর্শনে জ্ঞাত হওয়া যায়। সিদ্ধসেবিত লতাকুঞ্জসমূহ তথায় বিরাজমান, একটী ক্ষুদ্রপ্রাণীও তথায় নাই। তত্রত্য বৃক্ষলতা প্রাণিগণের প্রাণধারণ-সাধন ফুলফলে পরিপূর্ণ। তিনি তত্রত্য কোন সমতল, সলিলপরিপূর্ণ, শাদ্বলশ্যামল শীতল স্নিগ্ধ সফল বৃক্ষরাজি-বহুল পবিত্র প্রদেশে মঞ্জরীশোভিত লতা দ্বারা এক নিজের আবাস পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। বিদ্যুজ্জালসমন্বিত নীলজলদমণ্ডল দ্বারা বর্ষাকালকৃত পুরন্দরের ন্যায় তাহার শোভা হইয়াছিল। নৃপতি শিখিধ্বজ সেই কুটিকা-মন্দিরে মধুফলাদি, ফলভোজনভাজন, পুষ্পপাত্র, কমণ্ডলু, অক্ষমালা, অর্ঘ্যপাত্র, শীতনিবারণের কন্থা, বসিবার কুশাসন ও মৃগচর্ম্ম, এই সকল সংগ্রহ করিয়া তথায় স্থাপন করিলেন। যেরূপ বিধাতা সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিবিষয়ে নানা-প্রকারক্রম অর্থাৎ ব্যবহারাদি ও তৎসাধনসমূহ (প্রচলিত ও) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনিও তদ্রূপ তথায় তপস্যার উপযোগী

আরও অন্যান্য বস্তু স্থাপিত করিলেন। তদানীং তিনি প্রাতঃকালে প্রথম প্রহরে প্রথমতঃ সন্ধ্যা করিয়া পরে জপ করিতেন, দ্বিতীয় প্রহরে পুষ্পচয়ন ও ফলমূলকুশকাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতেন, তৃতীয় প্রহরে স্নান ও দেবার্চ্চনা করিতেন। পরে কিঞ্চিৎ বনফল কন্দ-মৃণালাদি ভোজন করিয়া জপপরায়ণ হইয়া সেই জিতেন্দ্রিয় শিখিধ্বজ রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মালবাধিপতি শিখিধ্বজ মন্দরগিরি-তটান্তপ্রদেশে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক আত্মায় অবস্থিত থাকিয়া অবিঘ্নহৃদয়ে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকালের জন্যও পূর্ব্বানুভূত নব নৃপতিবিলাস স্মরণ করেন নাই, হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইলে রাজ্যলক্ষ্মী কাহাকে এমন কি কোন্ দরিদ্রকেই বা আকর্ষণ করিতে পারে? বলিতে কি? অতিদরিদ্রও ইন্দ্রপদের প্রার্থী হয় না। ৫৩—৮২

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপে সেই রাজা শিখিধ্বজ বনমধ্যে পূর্ণানন্দময় মঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এ দিকে চূড়ালা গৃহে কি করিলেন, এখন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই নিশীথকালে নরপতি শিখিধ্বজ প্রস্থান করিলে, যখন তিনি অনেক দূর গমন করিয়াছেন, তখন তদীয় মহিষী চূড়ালা, গ্রামে সুপ্তা হরিণীর ন্যায় ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, পতি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, শয্যা শূন্য রহিয়াছে। তাহাতে ভাস্কর ও পূর্ণচন্দ্রবিরহিত গগনমণ্ডলের ন্যায় শয্যার শোভাবিভব তিরোহিত হইয়াছে। কুৎসিত কারকর্দ্দমাদি জলে সিক্ত হইলে মহালতিকার যেমন পত্রাদি ম্লান হইয়া যায়, তাহার ন্যায় সেই চূড়ালারও তখন বদনমণ্ডল ম্লান হইয়া উঠিল; অঙ্গপল্লব নিরুৎসাহে অবশ হইয়া পড়িল, এইরূপে তিনি অতিশয় দুঃখাভিভূতা খিন্ন-হৃদয়া হইলেন। তখন তিনি নীহারধূসরা দিনশ্রীর ন্যায় আকুল, আবিল ও অপ্রসন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় তিনি ক্ষণকাল শয্যায় উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় কি কষ্টের বিষয়! প্রভু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বনে গমন করিয়াছেন। অতএব আর আমি এখানে থাকিয়া কি করিব? আমি তাঁহারই নিকটে যাইব। শাস্ত্রে কথিত আছে, স্বামীই স্ত্রীর প্রথম গতি, (তাঁহার অভাবে পুত্রাদি গতি হইয়া থাকে)। এই প্রকার চিন্তা করিয়া চূড়ালা স্বামীর অনুসরণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন এবং বাতায়নপথে নির্গত হইয়া আকাশ মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই যোগিনী, বায়ুশরীরে, বায়ুর সাহায্যে বা বায়ুর পথ আকাশপথে স্বীয় মুখ দ্বারা সিদ্ধগণের দ্বিতীয় চন্দ্রভ্রম উৎপাদন করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং সেই রাত্রিতে গমন করিতে করিতে বনাগত নিজ পতিকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, তিনি খড়্গ হস্তে একান্তে ভ্রমণ করিতেছেন এবং যে সময়ে বেতালাদিরা ভ্রমণ করে, সেই সময়ে তাহাদের ন্যায় তাঁহারও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পতিকে তাদৃশাবস্থায় দেখিয়া গগনতটে অবস্থান করতঃ স্বামীর অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ পদার্থসমূহ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে রাঘব! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তদীয় পতির যাহা যে প্রকারে যেহেতু যে সময় যে স্থানে যে কার্য্যে ও যে পর্য্যন্ত উদিত হইবে এবং যেরূপে তাঁহার পরা নির্বৃতি লাভ অর্থাৎ ভূমানন্দ বিশ্রান্তি ঘটিবে, তত্তাবৎই তাঁহার চিন্তার গোচর হইল। এইরূপে তিনি সেই স্বামীর অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্য বিষয় ভবিতব্যতা চিন্তা করিয়া যোগবলে তৎসমস্ত অপরোক্ষ বিষয় পুরোবর্ত্তীর ন্যায় অবলোকন করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবার জন্য গমনে বিরত হইলেন, (অর্থাৎ তিনি যোগবলে ভবিষ্যৎ দেখিয়া যাহা হইবার হইবেই বুঝিয়া গমন হইতে বিরত হইলেন)। তিনি তখন বুঝিলেন, আমার আজ গমন থাকুক, কিন্তু অনতিবিলম্বে আমারও উহার পার্শ্বে আসিতে হইবে, ইহা নিয়তির নিশ্চয়ই আছে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া চূড়ালা পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং শর্ব্বরীতে ইন্দুকলার ন্যায় শয্যাতে শয়ন করিলেন। সেই ললনা সকল পৌরজনকে আশ্বাস দিলেন যে, সম্প্রতি রাজা কোন কারণে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন। এইরূপে তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কলমধান্য (শালিধান্য) পক্ক হইলে তৎপালিকা যেরূপ ক্ষেত্রের প্রতি সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার পালন করে, তদ্রূপ সেই চূড়ালাও সর্ব্বত্র সমদর্শিনী হইয়া স্বামীর সেই রাজ্য, যেরূপ ভাবে স্বামী পালন করিতেন, সেই ভাবে পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর মুখাবলোকন-বিরহিতভাবে একের রাজ্যপালন ও অপরের বন রক্ষা করিতে করিতে সেই দম্পতির বহুদিন অতীত হইল। ১৩—১৮। বনবাস অবস্থায় রাজা শিখিধ্বজের ও স্বগৃহে অবস্থানে সেই চূড়ালার বহু দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর বিগত হইল, অধিক আর কি বলিব, বনে রাজার ও নিজ সদনে চূড়ালার অবস্থান করিয়া অষ্টাদশ বৎসর অতীত হইল। বহু বৎসরান্তে তরুকোটরে বাস করিতে করিতে জরাক্রান্ত হইলেন। সেই বনে জরাবিকার অবস্থায় নরপতির যখন বহু বর্ষ অতিক্রম সহকারে বাসনার পরিপাক হইল, চূড়ালা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাহা জানিতে পারিয়া এই আমার সময় বিচার করতঃ মন্দরতটে গমনে ইচ্ছা করিলেন। কারণ, চূড়ালা স্বামীর তত্ত্বজ্ঞান স্বীয় উপদেশপ্রাপ্যই হইবে, তাহা প্রথম হইতেই জানিতেন। তখন তিনি রাত্রিযোগে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন এবং আকাশ-পথে লম্ফ প্রদান করিলেন। অনন্তর বায়ুসাহায্যে আকাশপথে যাইতে যাইতে কল্পবৃক্ষের পত্র-বসনপরিধানা, রত্নস্তবকভূষিতা, নন্দনকাননবাসিনী, কান্তানুরাগিণী, সিদ্ধাভিসারিকা দেখিতে পাইলেন। এবং গমন করিতে করিতে চন্দ্রকলাস্পর্শী তুষার-শীকরবর্ষী বায়ু ভোগ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধাঙ্গনগণের গাত্রস্থিত মন্দারমালা-হরিচন্দনকস্তূরী-আদির সম্পর্কে ঐ বায়ু অলৌকিক সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছিল। এইরূপে যাইতে যাইতে যখন তিনি অম্বরপথের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী হইলেন, তখন চন্দ্র-মণ্ডলরূপ অমৃতসমুদ্রের মহাতরঙ্গপরম্পরারূপ নির্ম্মল জ্যোৎস্না দেখিতে পাইলেন এবং যখন মেঘান্তরালে গমন করিতে লাগিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, বিদ্যুন্মালা মেঘে সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহারা একবারও নিজপতি অম্বুদের সহিত বিযুক্ত হইতেছে না। তদ্দর্শনে সেই চূড়ালা বারংবার তাহাতে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, মনে বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমার বিবেক

সমুদিত হইয়াছে, তথাপি "আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, বুঝিলাম, শরীরিগণের স্বভাব আজীবন অচলভাবে অবস্থিত থাকে। তাহাতেই আমার মনের এরূপ উৎকণ্ঠা হইতেছে যে, কবে সেই প্রণয়াস্পদ শিখিধ্বজ স্বামীকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব? মঞ্জরীমালাবিভূষিতা লতা স্বীয় পতি তরুকে ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করে না। এই জন্যই বোধ হয়, আমার মন বিবেকযুক্ত হইলেও এরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এই সিদ্ধনারীগণ শ্রেষ্ঠ-দৈবযোনিসম্ভবা হইয়াও যেরূপ অভিসারিকা পথে প্রস্থিত হইয়া স্বীয় কান্তাভিমুখে গমন করিতেছে, সেইরূপ কবে আমি আমার প্রাণেশ্বরকে পাইব, ইহাই আমার মনে হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি বিবেকযুক্তা, তথাপি এই মৃদুমন্দ গন্ধবহ, এই সুশীতল চন্দ্রকিরণসমূহ এবং এই বনরাজি, এই সকল আমাকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে। হে জড় চিত্ত! বৃথা কেন তুমি নৃত্য করিতেছ। হে সাধুচিত্ত! কোথায় তোমার সেই আকাশ-নির্ম্মলা বিবেকিতা গমন করিল? অথবা হে সখে চিত্ত! তোমার দোষ নাই, তুমি নিজের ভর্ত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছ। কিংবা তুমি উৎকণ্ঠিতই থাক, তুমি উৎকণ্ঠিত থাকিলে আমার কি ক্ষতি? অনন্তর চূড়ালা আপনার দেহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মুগ্ধে!, যদি তোমার স্বামীর দেহ আলিঙ্গনাদি করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাক, তাহা তোমার বৃথা। কারণ তোমার ভর্ত্তা জরাগ্রস্ত হইয়াছেন, এখন তিনি তোমার প্রতি নির-পেক্ষ হইয়াছেন, আর তোমাতে তাঁহার ঔৎসুক্য নাই। ১৯—৩৬। সম্ভাবনা করি, তিনি এখন তপস্বী হইয়াছেন, তাঁহার শরীর এখন কৃশ, বাসনা আর তাঁহার নাই, আর বোধ হয় রাজ্যাদিভোগে তদীয় মন নির্ম্মূল হইয়াছে,—অর্থাৎ আর তাঁহার রাজ্যাদিভোগে মন বা আসক্তি নাই। বর্ষার নদী যেমন মহানদে মিলিত হইয়া আর পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করে না, তদীয় বাসনালতিকাও বোধ হয় তাদৃশী হইয়াছে, তিনি এখন একান্তে আসক্ত হইয়া একাত্মা নীরস (ইচ্ছাশূন্য) বাসনার উপশমলাভ করতঃ অবস্থান করিতে-ছেন, মনে হইতেছে, এখন তিনি শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি হে চিত্ত! তোমার উৎকণ্ঠার বিষয় কি? আমি বক্ষ্যমাণ উপায়ে স্বামীর মতির উদ্বোধন করতঃ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনপূর্ব্বক প্রারব্ধবোধের ভোগোৎকণ্ঠার অভিভূত করিয়া তোমার সহিত সম্মিলিত করিব। তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না। আমি সেই মুনিপথাবলম্বী ভর্ত্তার কল্পনাবিরহিত নিরঞ্জিত মনের সমীকরণসাধনে রাজ্যে নিযুক্ত করিব এবং আমরা উভয়ে সুখে বাস করিব। অহো! কি সৌভাগ্য! আজ বহু-কালান্তে আমি শুভ মনোরথ-প্রাপ্ত হইলাম। কারণ, আমার স্বামী, তত্ত্ববোধে আমার তুল্য আত্মকার্য্যার্থ চিন্তা করতঃ (আমার তুল্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন)। আজ আমার সমগ্র আনন্দরাশির মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দ ও ইহাই সর্ব্বোপরি বর্দ্ধমান যে, অতঃপর সমান মনোবৃত্তির সঙ্গম আস্বাদন করিব। কারণ, সমান মনোবৃত্তির আস্বাদনসুখই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বোপরিস্থ আনন্দ। এই প্রকার চিন্তাসহকারে চূড়ালা আকাশপথে গমন করিতে করিতে পর্ব্বত, দেশ, মেঘ ও দিগন্ত অতিক্রম করিয়া মন্দরকন্দরে উপনীত হইলেন, এবং আকাশচারিণী হইয়াই অলক্ষিতভাবে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গমনাগমন বায়ুর ন্যায় বৃক্ষ ও লতার স্পন্দনে অনুমিত হইয়াছিল। এইরূপে যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, কোন বনের একদেশে পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদীয় পতি অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া চূড়ালা বুঝিলেন, যেন নিজ পতি দেহান্তর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর যে শরীর হারকেয়ূর-কটককুণ্ডলাদি দ্বারা ভূষিত ছিল, যাহার কান্তি সুমেরুর ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, তাহা এক্ষণে দুর্ব্বল, কৃষ্ণবর্ণ, জীর্ণপত্রের ন্যায় অবস্থিত। ৩৮—৪৭। আজ সেই পতি যেন কজ্জলমিশ্রিতজলে স্নান করিয়াছেন, যেন শিবের দ্বারপাল ভৃঙ্গীশ বিরাজ করিতে-ছেন, পরিধানে তাঁহার চীরাম্বর, নিস্পৃহ ও শান্ত হইয়া একাকী অবস্থান করিতেছেন। আজ তিনি ভূতলে উপবিষ্ট থাকিয়া পুষ্পমাল্য গ্রথন করিতেছেন। জটা তাঁহার আজ মস্তকের মুকুটের কার্য্য করিতেছে। পীবরস্তনী অনবদ্যাঙ্গী (অনিন্দিত-দেহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী) চূড়ালা স্বামীকে তাদৃশাবস্থাপন্ন সন্দর্শনে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া স্বয়ং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! আত্মজ্ঞানাভাবরূপ অজ্ঞান (অর্থাৎ অনাত্মবস্তুকে আত্ম-জ্ঞান করিয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞান না লাভ করা) কি বিষম মূর্খতা! মূর্খতাবশতঃই এবম্প্রকার দশার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, যখন আমার এই লক্ষ্মীবান্ অতিপ্রিয় পতি ঘনমোহ দ্বারা হৃদয়ে অভি-হত হইয়া এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন অদ্য যাহাতে এই উটজে আমার প্রিয় প্রাণনাথ বিদিতবেদ্য হইয়া ভোগ-মোক্ষ-শ্রী প্রাপ্ত হন, তাহা আমি অবশ্যই করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ দান করিবার জন্য আমার এই রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনরূপে তাঁহার সকাশে গমন করি। কারণ "আমার এই পত্নী বালিকা" ইহা ভাবিয়া পাছে উনি আমার বাক্যানুযায়ী কার্য্য না করেন, অতএব তাপসরূপ ধারণ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই উহাঁকে প্রবোধিত করি। ৪৮—৫৪। স্বামী অদ্য বৈরাগ্য বশতঃ বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, অতএব এখন ইহাঁর নির্ম্মল চিত্তে আত্মতত্ত্ব প্রতি-ফলিত হইবে। ইহা মনে করিয়া চূড়ালা ব্রাহ্মণ-বালক রূপ-ধারণ করিলেন। ক্ষণকাল ঈষৎ ধ্যানমাত্রেই স্ত্রী-মূর্ত্তির অন্যথা হইল, জল ও তরঙ্গে বাস্তবিক প্রভেদ না থাকিলেও ব্যব-হারিক ভেদ, তদ্রূপ স্ত্রী-পুরুষে বাস্তবিক ভেদ না থাকিলেও ব্যব-হারিক ভেদ-অনুসারে স্ত্রী-মূর্ত্তি অন্যথা হইয়া পুরুষ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। সেই ব্রাহ্মণপুত্র-রূপধারিণী চূড়ালা বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। মৃদুমন্দ হাস্যে বিকসিতবদনী চূড়ালা স্বামীর সম্মুখীন হইলেন। স্বামী শিখিধ্বজ, সেই ব্রাহ্মণ-বালক রূপধারিণী পত্নীকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিলেন। বুঝিলেন, কাননান্তর হইতে সমাগত সেই ব্রাহ্মণবালক সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী তপস্যা। তাঁহার অঙ্গ-আভা গলিত কাঞ্চনের ন্যায় গৌর, গলদেশে মুক্তামালা, শুক্লবর্ণ যজ্ঞো-পবীত স্কন্ধদেশে দোদুল্যমান, পরিধান শুভ্র বসনযুগল, করে কমণ্ডলু এবং বিতস্তি-পরিমিত দ্বিগুণিত মনোহর রুদ্রবীজ-গ্রথিত অক্ষসূত্র। সেই বালক, মস্তকে নিবিড় কুন্তল ও তৎপ্রদেশ-সমু-দ্ভাসিনী দেহপ্রভায়, ভ্রমরমালাচ্ছাদিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ৫৫—৬২। সেই বালক, কুণ্ডলসমুদ্ভাসিত বদন-মণ্ডলে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় এবং শিখা-গ্রথিত মন্দারপুষ্পে শশাঙ্কশৃঙ্গ উদয়াচলের ন্যায় বিরাজমান। তাঁহার দেহকান্তিও শান্তির লীলাভূমি; সেই ব্রাহ্মণ-বালক, বেশ সতেজ, জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার ললাটে শুভ্র ভস্ম তিলক, সুমেরু-সকাশ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়

মনোহর; তাঁহার অহাতে কতই সৌন্দর্য্য * বাল-সুলভ চাঞ্চল্যভূষিত সেই ব্রাহ্মণবালককে অবলোকন করিয়া, শিখিধ্বজ কোন দেবকুমার আগমন করিতেছেন বোধ করিয়া পাদুকা পরিত্যাগ করত প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং বলিলেন, দেবকুমার নমস্কার করি, এই আসনে উপবেশন করুন, এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে পত্রাসন দেখাইয়া দিলেন ও তাঁহার করতলে পুষ্পরাশি প্রদান করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন চন্দ্র, কুমুদখণ্ডপল্লবে হিমবর্ষণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন,—হে রাজর্ষে! আপনাকে নমস্কার, এই বলিয়া পুষ্পগ্রহণপূর্ব্বক পত্রাসনে উপবেশন করিলেন। শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মহাভাগ দেবকুমার! কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? আপনার দর্শনে আজ আমি দিন সফল মনে করিতেছি। হে মানদ! এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই সকল পুষ্প এবং এই গ্রথিত মাল্য গ্রহণ করুন, আপনার মঙ্গল হউক। ৬৩—৭০। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে অনঘ রাম! শিখিধ্বজ, ব্রাহ্মণ-কুমার-রূপধারিণী নিজ প্রিয়তমা পত্নীকে এই বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্প এবং মাল্য যথাবিধি অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণরূপিণী চূড়ালা বলিলেন, আমি ভূতলে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু আপনার নিকট যেমন অর্চ্চনা প্রাপ্ত হইলাম, সেরূপ অর্চ্চনা আর কোথাও প্রাপ্ত হই নাই। হে অনঘ! আপনার হৃদয়গ্রাহী উপযুক্ত বিনয়দর্শনে বুঝিতেছি, আপনি নিশ্চয়ই অতি চিরজীবী হইবেন। হে সাধো! আপনি ফলসঙ্কল্প দূরে পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে নির্ব্বাণহেতু তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছেন ত? হে সৌম্য! আপনার এই সাম্রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবন্যসেবারূপ শান্তব্রত অসিধারার ন্যায় সাবধানে সেবনীয়। ৭১—৭৫। শিখিধ্বজ বলিলেন, ভগবন্! আপনি দেবতা, আপনি যে সকলই জানিতে পারিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অলোকসামান্য শোভাচিহ্নই আপনার দেবত্বের পরিচয়। আমি বিবেচনা করি—আপনার এই অঙ্গ সকল চন্দ্র হইতেই আবির্ভূত। নতুবা দর্শনমাত্রেই অমৃতাভিষিক্ত করিবার শক্তি আপনার থাকিবে কেন? আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা আছেন, তিনি এক্ষণে আমার সেই রাজ্য পালন করিতেছেন, হে সুন্দর! তাঁহার সকল অঙ্গই আপনার ন্যায় দেখিয়াছি। আপনার এই শান্তিময় কমনীয় বপুঃ শুভ্র জলদজালে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় এই পুষ্প দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনার এই নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্কসন্নিভ কুসুম-দল কোমল কলেবর সূর্য্যতাপে ম্লান হইতেছে। হে দেব! আমি দেবপূজার জন্য এই শুক্লপুষ্প চয়ন করিয়া রাখিয়াছি, আপনার অঙ্গ-সম্পর্কে তাহা সফল হউক। আজ অভ্যাগত ভবাদৃশ মহানুভবের পূজায় জীবন সার্থক হইল। সজ্জনের পক্ষে অভ্যাগত ব্যক্তি দেবতা অপেক্ষাও অধিকতর পূজ্য। হে নির্ম্মল চন্দ্রানন! আপনি কে? কাহার পুত্র, কি উদ্দেশে "আপনার শুভাগমন"? অনুগ্রহ করিয়া সদুত্তর প্রদানে সন্দেহ দূর করুন। ৭৬—৮৩।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চূড়ালা বলিলেন, হে রাজন্! আপনি যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, তদনুসারে সমুদয় বলিতেছি; বিনীত প্রশ্নকর্ত্তাকে কোন্ ব্যক্তি বঞ্চনা করিতে সমর্থ হয়। এই জগন্মণ্ডলে নারদ নামে এক শুদ্ধচিত্ত মুনি আছেন; তিনি পুণ্যলক্ষ্মীর কমনীয় আননের সুন্দর তিলকতুল্য। একদা সেই দেবর্ষি নারদ, সুমেরুগুহায় সমাধিস্থ; সেই হেমময় সুমেরুপ্রান্তে প্রবহমাণা প্রবলতরঙ্গিণী মন্দাকিনী সুমেরুলক্ষ্মীর কণ্ঠলম্বিত সুন্দর হারলতার ন্যায় বিরাজমানা। সমাধি অন্তে মুনিবর মন্দাকিনীতীরে বলয়শিঞ্জনমিশ্রিত লীলাময় কলকলধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক সেই বা কি তাহা জানিবার জন্য যেন কিঞ্চিৎ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরোগণ নদীজলে উন্মগ্ন, পুরুষবর্জ্জিত-প্রদেশ,—নিঃশঙ্ক রমণীগণের অঙ্গে বসন নাই, জলক্রীড়ায় তাঁহারা আসক্ত। সেই অপ্সরোগণ, হেমকমল-কোরকসন্নিভ কুচমণ্ডলে পরস্পর সংস্পৃষ্ট হইয়া ফলভারাবনত বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহারা গলিত সুবর্ণ রসধারায় পূর্ণভাস্কর উরুদেশ দ্বারা যেন মদনমন্দিরের স্তম্ভ-শ্রেণী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার স্বচ্ছসলিলে চন্দ্রের স্বচ্ছ-প্রতিবিম্ব তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিফলিত, সেই আকাশবিহারিণী মন্দাকিনীও অপ্সরোগণের লাবণ্যরসপ্রবাহের নিকট বুঝি লজ্জিত। অপ্সরোগণের নিতম্বদেশ—মদনের দেবোদ্যান-ভ্রমণ রথচক্র-সদৃশ এবম্প্রকার বা সেতুর ন্যায় দৃঢ়ভাবে অবস্থিত, তাহাতে মন্দাকিনীর স্রোত প্রতিহত হইয়া * মার্গান্তরে প্রবাহিত হইতেছে। অপ্সরোগণের দেহ অত্যন্ত স্বচ্ছ, পরস্পরের অঙ্গের প্রতিবিম্ব পরস্পরের অঙ্গে নিপতিত, এইরূপে প্রত্যেক শরীরেই সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকিত হওয়াতে তাঁহারা প্রত্যেকেই কালকল্পতরু-সমুদ্ভূত বিশ্বরূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। সেই যে কাল-রূপী কল্পতরু, সংবৎসর তাহার শাখা, পক্ষ তাহার পল্লব, ষড়ঋতু ক্ষুদ্রশাখানিকর এবং দিনশ্রী তাহার কলিকা, অব্যক্ত আকাশ-রূপী কাননে আলোককুসুম-পরাগে কালকল্পতরুর জন্ম। জলখগ অর্থাৎ চন্দ্র কালশরীরে স্রোত এবং জলখগ নিস্তব্ধ পক্ষিবৃন্দ কল্পতরুশাখায় নিলীন আর সপ্তসমুদ্র কালকল্পতরুর একটী মাত্র আলবাল স্বরূপ। সেই অপ্সরোগণ নিজ নিজ স্তন-স্তবকের সমস্পর্দ্ধী বলিয়া কমলকোরক উৎপাটনপূর্ব্বক মনের আবেগে তাহার দল ছেদন করিতেছিলেন। তাহাদিগের দোদুল্যমান অলকাবলি, কেশ এবং নয়নতারা মধুকরের স্থলাভিষিক্ত। অধিক আর কি বলিব,—সেই অপ্সরোগণ বা রমণীমণ্ডল প্রকৃতপক্ষে রমণী-মণ্ডল নহে; কিন্তু অমৃত-কোষসঞ্চয়ী দেবতাগণ নিরাপদে অমৃত-রক্ষার জন্য সুধাকরমণ্ডলের কলাসমূহকেই এই নির্জ্জন সুমেরু-কন্দরে সর্ব্বভূত দুর্লভ ফুল্লকমলামোদিত পদ্মিনীপল্লবাবৃত জল-প্রক্ষালিত শীতল মন্দাকিনীতীরে একত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন—অর্থাৎ দেবগণের সঙ্গোপনে রক্ষিত চন্দ্র-কলাসমূহই তাঁহারা সেই কমনীয় কামিনীমণ্ডল অবলোকন করিয়া মুনিবরের মন সহসা আনন্দযুক্ত হইল,—চঞ্চল হইল,—কিন্তু বিবেকাংশ আশ্রয়ে সম্পূর্ণ হইল না। স্বচ্ছচেতা মুনিবরের প্রাণবায়ু বিচলিত আনন্দমগ্ন হৃদয়ে তাঁহার মদনস্রোত উপস্থিত হইল। রসপূর্ণ ফল, বর্ষান্তের মেঘ সদ্যশ্ছিন্ন লতাবৃন্ত, তুষার কণিকাবর্ষী হিমকর এবং দ্বিধাভগ্ন

* 'হিমাভ-ভস্ম-তিলক-ভূষিতালিকসুন্দরম্' মূলে এইরূপ পাঠ সঙ্গত। হিমাভভস্মতিলকভূষিতালিকসুন্দরম্। এই পাঠের অনুবাদ;—

তাঁহার শুভ্রভস্মতিলক (ললাট), সৌন্দর্য্য অর্থাৎ দেহ-প্রভায় আলোকমালাও আলোকিত, সেই দেহে সেই তিলক, সুমেরু সানুলগ্ন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর।

* "উৎপথাপিত গঙ্গাম্বু" পাঠ হইবে

মৃণালসূত্রের ন্যায় স্খলিতধাতু হইলেন। শিখিধ্বজ বলিলেন, সেই দেবর্ষি নারদ, সর্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, ইচ্ছা ও অপরাধ বর্জ্জিত, তাঁহার তুলনা নাই, অন্তরে ও বাহিরে তিনি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল; ব্রহ্মন্! তথাপি তিনি কি জন্য মদনস্খলিত হইলেন। চূড়ালা বলিলেন,—হে রাজর্ষি! ত্রিভুবনে সকল জীবেরই এমন কি দেবতাপ্রভৃতিরও দেহ মায়া-স্বভাবে দ্বৈতভাবে অন্বিত। অজ্ঞেরই হউক আর তত্ত্বজ্ঞেরই হউক, যতদিন নিপাত না হয় ততদিন শরীরমাত্রেই জগতে সুখদুঃখময়। দীপের জন্য আলোকের বৃদ্ধি ও চন্দ্রের জন্য সমুদ্রবৃদ্ধির ন্যায় তৃপ্তিপ্রভৃতি কোন কোন কারণে সুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ক্ষুধা প্রভৃতি কোন কোন কারণে মেঘাবরণে অন্ধকারের ন্যায় দুঃখবৃদ্ধি হয়। এ বিষয়ে মায়াস্বভাবই হেতু। নির্ম্মল সত্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব নিমেষমাত্রও বিস্মৃত হইলে, বর্ষার মেঘের ন্যায় স্থূল অলীক প্রপঞ্চের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অনবরত অনুসন্ধানফলে নিমেষমাত্র কালও স্বরূপ-বিস্মরণ যাঁহার না হয়, তাঁহার চিত্তে প্রপঞ্চরূপ পিশাচের আবির্ভাব হয় না। যেমন আলোক ও অন্ধকারে অহোরাত্রের ব্যবস্থা, সেইরূপ সুখ ও দুঃখেই শরীরের ব্যবস্থা। তবে অজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞে এইমাত্র তারতম্য যে, অজ্ঞ ব্যক্তি দেহাত্মভাবপ্রযুক্ত সুখ-দুঃখবসনে কুঙ্কুমরাগের ন্যায়, চিত্তে গাঢ়রূপে লগ্ন, আর তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তে সুখ দুঃখ জ্ঞানপ্রভাবে সংলগ্ন হইতেই পারে না। ৮৪—১১৫। যেমন স্ফটিকে পদ্মরাগ ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতির বর্ণ প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু সংলগ্ন হয় না, তত্ত্বজ্ঞের হৃদয়ে সুখদুঃখের ভাবও অনেকটা ঐরূপ। স্ফটিকে তবু সম্মুখস্থ পদার্থের প্রতিবিম্বপাত হয়, কিন্তু জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞের চিত্তে জ্ঞানপ্রভাবে সুখদুঃখের ছায়াপাতও হয় না। আর অজ্ঞব্যক্তির বুদ্ধি দৃশ্যবস্তুর সম্বন্ধমাত্রেই গাঢ়রূপে রঞ্জিত হয়, এইজন্য সেই দৃশ্যবস্তুর অভাবকালেও বুদ্ধির সেই রঞ্জিতভাব অর্থাৎ সুখদুঃখ দূর হয় না। কুঙ্কুমাক্তবস্ত্র রক্তবর্ণ হয়, কুঙ্কুম নষ্ট হইলেও তাহার রঞ্জন বস্ত্র হইতে দূর হয় না, অজ্ঞানীর বিষয়রাগও এইরূপ। এই বিষয়রঞ্জন ও তাহার অভাবেই বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা। বাসনাক্ষয় মুক্তি আর দৃঢ় বাসনাই বন্ধ। শিখিধ্বজ বলিলেন, হে প্রভো! দূরস্থ বা সন্নিহিত ইষ্ট অনিষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিবশতঃ সুখদুঃখের উৎপত্তি কিরূপে হয় তাহা বলুন। আপনার বাক্য অতি মহৎ, অতি নির্ম্মল এবং ইহার অর্থ অতি মহান্। মেঘশব্দ শ্রবণে ময়ূরের ন্যায় ইহা শ্রবণে আমার আশা মিটিতেছে না। চূড়ালা বলিলেন,—সুখের উৎপত্তি বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে হয়,—প্রথম সন্নিহিত ইষ্ট বস্তুর সম্বন্ধ দেহ বা কর-নয়নাদি-অঙ্গ দ্বারা ও অসন্নিহিত ইষ্টবস্তুর সম্বন্ধ শব্দ বা অনুমানাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়াই সুখের উৎপত্তির কারণ প্রাপ্তি; তাহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত সুখসংবিদের হৃদয়ে উদয় হয়। হৃদয়ের বিক্ষোভনিবন্ধন সেই সংবিদ্ ক্ষোভপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণাধার জীবের প্রতি স্বতই হন।—অর্থাৎ সেই সুখ-চৈতন্য জীব-চৈতন্যে মিলিত হন। ১[illegible]—১২৩। জীব হৃদয়ে অবস্থিত; শরীরে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবের সম্পর্ক নাড়ী-দ্বারা হয়—অর্থাৎ জীবেন্দ্রিয়সংযোজক কতিপয় নির্দিষ্ট নাড়ী আছে। যেরূপ মূলসিক্ত-জল বৃক্ষের শাখাদি অর্দ্ধ অবয়বকে ব্যাপ্ত করে, তদ্রূপ সুখসংবিদ্ দ্বারা বিক্ষুব্ধ জীব, বিষয়সম্মুখোন্মুখ প্রাণবায়ু পূর্ণ নাড়ী সকলকে অধিকার করেন। জীবের সুখানুভবে ও দুঃখানুভবে ভিন্ন ভিন্ন নাড়ী প্রত্যেক শরীরেই আছে। নতুবা সুখানুভব-সময়ে স্বস্থভাব এবং দুঃখানুভব-সময়ে অস্বস্থভাব দেখা যায় কেন? অর্থাৎ জীবের যে নাড়ীর সহিত যোগ হইলে স্বস্থভাব হয়, সে নাড়ীর সহিত যোগে অস্বস্থভাব হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব স্বাস্থ্য হেতু সুখনাড়ী ও অস্বাস্থ্য হেতু দুঃখ নাড়ী বিভিন্ন। মনে কর, সুবেশধারী ধনিগণের মনোহর বিহারপথ এবং কুবেশধারী নীচলোকের পল্লীপথ এক নহে। যে যে সময়ে জীব নাড়ীপথে প্রবিষ্ট না হওয়াতে শান্তভাবে থাকেন, সেই সেই সময়েই ইহাঁকে মুক্ত বলিয়া জানিবে। আর যে যে সময়ে জীবের অধিকতর স্ফূর্তি—বায়ু পূর্ণ নাড়ীর সহিত গাঢ় সম্বন্ধ, সেই সেই সময় ইহাঁকে বদ্ধ বলিয়া জানিবে। সুখ-দুঃখানুভবের জন্য জীবের যে বিক্ষোভ, তাহাই বন্ধন, বন্ধন আর কিছু নহে। সেই বিক্ষোভের অভাবেই মুক্তি, জীবের এই দুই অবস্থা। শঠ ইন্দ্রিয়গণ যতক্ষণ সুখদুঃখ-দশা উপস্থিত না করে, ততক্ষণ জীব স্বরূপানন্দ শান্তভাবে থাকেন। চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের যেরূপ উল্লাস হয়, সুখ দুঃখ দর্শনে জীবেরও সেইরূপ উল্লাস হয়, অজ্ঞের অসীম সমুদ্রের উল্লাসে জলময় মূর্ত্তি স্ফীত হয়, আর অজ্ঞের অসীম জীবের আনন্দ চৈতন্যস্বরূপ উল্লাসে বিক্ষুব্ধ হয়। হে মহারাজ! সুখ বা সুখের উপায় দর্শনে, আমিষ দর্শনে মার্জ্জারের ন্যায় জীব বিক্ষোভপ্রাপ্ত হয়, বিক্ষোভের হেতু সুখাদির প্রতি অনুরাগ। সুখাদির প্রতি অনুরাগের হেতু অজ্ঞতা। আত্মজ্ঞানপ্রভাবে মায়ামলমুক্ত জীব জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সুখদুঃখাদি থাকে না, তাহাতেই জীবের শান্তি—অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। সুখাদি পদার্থ অলীক, অলীক সুখাদির সহিতও আমার সম্বন্ধ নাই, এই আমার এইরূপে অবস্থিতিও মিথ্যা। জীবের এই প্রকার জ্ঞান হইলে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়, তাহাই জীবের শান্তি। সুখাদি অলীক পদার্থ, যাহা আত্মস্বরূপ নহে, তাহাই অলীক, এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান হইলে, জীব সুখানুভবে প্রবৃত্ত হন না, তখন জীবের কেবল শান্তিলাভই হইয়া থাকে। ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নাই সকল পদার্থ ই চিদাকাশ ব্রহ্মসত্তায় পর্য্যবসিত, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইলে, জীব তৈলহীন দীপের ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় সুখাদিস্নেহের অবসানেই জীব-দীপ নির্ব্বাণ হয়। ১২৫—১৩৭। জীব 'একমেব দ্বিতীয়ং নাস্তি' চিন্তা দ্বারা জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে পারিলে, দৃশ্যপদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন হয়, সুতরাং তাহার আর ক্ষোভ থাকে না। জীব কিন্তু বাস্তবিক বন্ধনহীন, তাহার প্রকৃতপক্ষে বিক্ষোভভ্রান্তি অণুমাত্রও হইতে পারে না।* তবে কি না প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভের কল্পনানুসারেই জীবের প্রথম বন্ধমোক্ষ, তদনুসারে অদ্যাপি-বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থা চলিতেছে। শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! সুখানুভবের উপযুক্ত নাড়ীতে জীবের সম্পর্ক হইলেও বীর্য্যস্খলন কিরূপে হয়। চূড়ালা বলিলেন, ক্ষোভপ্রাপ্ত রাজা, আদেশমাত্রে যেমন সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করেন, তদ্রূপ ক্ষোভপ্রাপ্ত জীব, আংশিক চৈতন্য প্রেরণায় প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকেন। যেমন পরিপক্ব পত্রফল-বৃন্তের সহিত বৃক্ষসম্বন্ধের মূলীভূত দ্রাব জলীয়ভাগ পরিত্যাগ করে (নতুবা বৃন্তচ্যুত হয় কেন?) তদ্রূপ ব্যান বায়ু প্রেরণায় বিচলিত মেদের অবসাদ ও মজ্জাশয় হইতে রসের ন্যায় নিত্য অনুবর্ত্তী শুক্র-

* টীকাকারের অর্থে পুনরুক্তি হয়।

আত্মা পরিত্যাগ করে। "যেমন আকাশ-সম্ভূত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলীয়-ভাগ মেঘজনক পবন-বিশেষের দ্বারা মিলিত হইয়া মেঘাদি অবস্থা হইতে বর্ষণ-জলরূপে অধোভাগে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই মেদঃসার ও মজ্জাসার কর্তৃক পরিত্যক্ত অংশ সমুদয় সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমে নাড়ী দ্বারা পরস্পর মিলিত হইয়া অধোদেশে নিপতিত হয়। অনন্তর তাহা শুক্ররূপে দৈহিকনাড়ী-প্রণালী অনুসারে স্বতই বহির্ভাগে আসিয়া থাকে। শিখিধ্বজ বলিলেন, দেবনন্দন! আপনি মহাজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে সাংসারিক পদার্থের ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, আপনার কথাতেই ইহা বুঝা যাইতেছে। পূর্ব্বে যে আপনি স্বভাবের কথা বলিয়াছেন, সেই স্বভাব কাহাকে বলে? চূড়ালা বলিলেন, কল্পের প্রথম সৃষ্টিকালে—যেমন ব্রহ্মই ঘট-পট-গর্ত্ত ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মে প্রকাশিত হইয়াছেন, বর্ত্তমান সময়েও সেই ব্যবস্থা। কিন্তু ব্রহ্মের এই ঘটাদিরূপে প্রকাশ কাকতালীয়-ন্যায়ে জলবুদ্বুদের উৎপত্তিবিনাশ-ন্যায়ে এবং ঘুণাক্ষর-ন্যায়ে হয়,—এইরূপে যে হওয়া পণ্ডিতেরা তাহাকেই স্বভাব বলেন (স্বভাব অর্থে অদৃষ্ট)। এই স্বভাবের সাহায্যে জগতের পরিণতি। বিবিধ বিকারস্বরূপ দেহ এই স্বভাববশতঃই জগতে প্রকাশমান, আবার স্বভাববশতঃই কোন কোন দেহ বাসনাক্ষয়প্রযুক্ত পুনর্জ্জন্মের হেতু হয় না, আবার দৃঢ় বাসনাবশতঃ পুনঃপুনঃ উৎপত্তির হেতুও কত দেহ হইতেছে—ইহার মূলও সেই স্বভাব। ১৩৮—১৪৭।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন,—"এই বিশাল জগৎ আত্মস্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়া বাসনাসূত্রে গ্রথিত হইয়া স্থিতিলাভ করত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বশে অবস্থিত রহিয়াছে। হে মুনে! জীব (জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা) * বাসনার ক্ষয় করিতে পারিলে আর ঐ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বশীভূত হয় না, তাহা হইলে পরে আর জন্মও গ্রহণ করে না, ইহা আমরা অনুভব করিয়া থাকি। শিখিধ্বজ কহিলেন, হে বাগ্মিপ্রবর! আপনি অতি-উদার ও গভীরার্থযুক্ত কথা বলিতেছেন, আপনার এ উপদেশ অতিগূঢ় এবং পরমার্থযুক্ত, আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। হে সুন্দর! অদ্য আপনার এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ যেন অমৃত-পান করিয়া শীতল হইল। এক্ষণে আপনার উৎপত্তি-প্রকার আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন; তাহার পরে আপনার এই জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলি ভাল করিয়া শ্রবণ করিব। ১—৫। কমলযোনির তনয় মহাত্মা সেই নারদমুনি কোথায় বীর্য্য স্থাপন করিলেন, তাহা আমার নিকট যথাযথ বর্ণন করুন। চূড়ালা কহিলেন, তাহার পরে তিনি চিত্তরূপী মত্তমাতঙ্গকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ রজ্জু দ্বারা বিবেকরূপ আলানে বন্ধন করিয়া পার্শ্বস্থিত বিচিত্র স্ফটিকময় কুম্ভে সেই বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন; বোধ হইল যেন, একটী চন্দ্রের উপর আর একটী চন্দ্র রাখিলেন। প্রথমে তাঁর বীর্য্য দেখিতে ঠিক প্রলয়ানলের উত্তাপে বিগলিত সুধাকরের দ্রবতুল্য এবং পারদাদি দ্রব্যপুঞ্জের সদৃশ। সঙ্কল্পনির্ম্মিত সুধারাশি দিয়া বিধাতার সুধাসাগর পূরণের ন্যায় সেই নারদমুনি কমনীয় সুমেরু শৈলের উপরে সঙ্কল্পিত জলীয় (বীর্য্য) দ্বারা যে কুম্ভ পূরণ করিলেন। সেই কুম্ভ চতুঃপার্শ্বে স্থূল, তাহার মধ্যভাগ অতিগভীর; উহা এত সুদৃঢ় যে, উহার আঘাতে পাষাণ পর্য্যন্ত বিদারিত হইতে পারে। ৬—১১। কুম্ভমধ্যে সেই বীর্য্য গর্ভরূপে পরিণত হইয়া অমৃতসাগরে সুধাময় চন্দ্রের ন্যায় প্রতিবিম্ববৎ মনোহর হইয়া একমাস মধ্যে বাড়িয়া উঠিল, সেই গর্ভের স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া মুনিও সেই সময়ে নিজ অগ্নিকার্য্যে শিথিলযত্ন হইয়া পড়িলেন। মাস যেমন যথাসময়ে পূর্ণচন্দ্র প্রসব করে, বসন্ত কাল যেমন পুষ্পরাশি প্রসব করে, তদ্রূপ সেই ঘট যথাকালে কমললোচন একটী গর্ভ প্রসব করিল। সেই গর্ভ অঙ্গসমুদয়ে পূর্ণ হইয়া কুম্ভ হইতে বিনির্গত হইল। বোধ হইল যেন কুম্ভমধ্যবর্ত্তী অন্য একটী ক্ষুদ্র ক্ষীরোদসাগর হইতে অপর একটী ক্ষয়বিহীন পূর্ণচন্দ্র উত্থিত হইল। সেই গর্ভ কতিপয় দিবসের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়া শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় ক্রমে অঙ্গসৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রমে নারদ মুনি সেই সন্তানের যথাযোগ্য সংস্কার-কার্য্য সম্পাদন করিয়া এক ভাণ্ড হইতে ভাণ্ডান্তরে ধন স্থাপনের ন্যায় তাহাতে বিদ্যাধন বিন্যস্ত রাখিলেন, অর্থাৎ তাহাকে আপনার অধীত সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন। ১২—১৬। মুনিবর নারদ অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে নিখিল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া আপনার প্রতিবিম্বের ন্যায় করিয়া তুলিলেন। মুনিনায়ক নারদ, সেই পুত্রের সহবাসে স্ফটিকগিরিতে প্রতিবিম্বিত সন্ধ্যাসমুদিত নক্ষত্রনায়কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই নারদ ঐ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্রও ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিলে, ব্রহ্মা ঐ নারদপুত্রকে (নিজের পৌত্রকে) বেদাদিশাস্ত্র কিরূপ অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া আপনার ক্রোড়ে লইলেন। পরে কমলযোনি, সেই কুম্ভনামা পুত্রকে মন্ত্র আশীর্ব্বাদ করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানে বিশ্রান্ত করিয়া দিলেন। হে সাধো! আমি সেই কুম্ভ, আপনার সম্মুখে রহিয়াছি, আমি কমলযোনির পৌত্র; আমি নারদমুনির পুত্র; আমি কুম্ভ হইতে উৎপন্ন, সেইজন্য আমার নাম কুম্ভ। আমি পিতার সঙ্গে এই ব্রহ্মপুরীতে সুখে অবস্থান করিতেছি। বেদচতুষ্টয় আমার সুহৃদ্, এই বেদসকল আমার ক্রীড়াসহচর, সরস্বতীই আমার মাতা, গায়ত্রী আমার মাতৃস্বসা (মাসী), ব্রহ্মলোকে আমারি গৃহ, তাহাতে আবার ব্রহ্মার পৌত্র হইয়া বেশ সুখে আছি। আমি ইচ্ছামত সমস্ত জগতে বিচরণ করিতে পারি, আমার ঐ জগতে বিচরণ করাও লীলামাত্র, বস্তুতঃ কার্য্যতঃ নহে। ১৭—২৫। আমি এই ভূতলে বিচরণ করিলেও আমার পাদযুগল ধরাতলে সংস্পৃষ্ট হয় না, আমার অঙ্গে রজঃ-সংলগ্ন হয় না, আমার শরীরও গ্লানিযুক্ত হয় না। আজ আমি আকাশপথে যাইতে যাইতে সম্মুখে আপনাকে দেখিতে পাইলাম; এই কারণে এই স্থানে আসিয়া আপনাকে সব বলিলাম। হে বনবাসজনিত চিত্তশুদ্ধির অভিজ্ঞ! এইরূপে আমি জন্মাদিমান্ হইয়া যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা সম্যক্‌রূপে লোকের প্রশ্নের উত্তরদানে বাক্যব্যবহারে সক্ষম, সেই সাধুজন সাধুগণের জিজ্ঞাসিত বিষয়ে সম্যক্ প্রত্যুত্তর না দিয়া থাকিতে পারেন না। (অতএব আ-

যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি)। বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠের এই পর্য্যন্ত কথা শেষ হইতে হইতেই দিবাবসান হইয়া গেল; সূর্য্যদেব সায়ংকৃত্য সমাধা করিবার জন্য অস্তাচলে গমন করিলেন। সভাস্থ সকলে পরস্পর অভিবাদন করিয়া সন্ধ্যাস্নানাদি সমাপনার্থ উত্থিত হইলেন, পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যকিরণের সহিত আবার সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ২৬—৩০।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—যেমন পর্ব্বতোপরি অলক্ষ্যভাবে সঞ্চালিত প্রবল মারুতবেগে মেঘখণ্ড অন্যত্র চালিত হয়, তদ্রূপ সর্গমধ্যে (এই সংসারমধ্যে) দেদীপ্যমান মদীয় পুণ্যচয়েই বোধ হয় আপনি এস্থানে আনীত হইয়াছেন। হে সাধো! যাঁহার বাক্যে সুধাধারা ক্ষরিত হয়, সেই আপনার সহিত সম্মিলিত হওয়ায় আমি অদ্য ধর্ম্মতঃই ধন্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছি—অর্থাৎ পরম ধন্য হইয়াছি। রাজ্যলাভ প্রভৃতি এমন কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্যই আমার চিত্তকে তেমন সুশীতল (পরিতৃপ্ত) করিতে পারে না,—যেমন সাধুসমাগমে পারে। যে সাধুসমাগমে বিষয়রাগপরিশূন্য অপরিসীম ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বসাধারণ্যে বিরাজ করিতে থাকে, সেই (অনির্ব্বচনীয় সুখের হেতু) সাধুসমাগম কাহার না প্রীতিকর হয়? বশিষ্ঠ কহিলেন, শিখিধ্বজ রাজা এইরূপ বলিতে থাকিলে, ঐ মুনিপুত্ররূপিণী চূড়ালা, তাঁহার কথায় বাধা দিয়াই পুনরায় বলিতে লাগিলেন। ১—৫। চূড়ালা কহিলেন, এ কথা এখন থাক, আমি যাহা বলিবার—অর্থাৎ আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই বলিয়াছি, এক্ষণে হে সাধো! আপনি কে? এই পর্ব্বতে কি করিতেছেন? এবং কত দিনই বা এইরূপ বনবাসী থাকিবেন, তাহা আমার নিকট বলুন, আপনি এই অরণ্যে কি উদ্দেশে বাস করিতেছেন, তাহা আমার নিকট সত্য করিয়াই বলিবেন, কারণ তপস্বীরা কদাচ মিথ্যা কথা বলিতে জানেন না। শিখিধ্বজ কহিলেন,—আপনি দেবপুত্র, আপনি নিখিল লোকবৃত্তান্তবিষয়ে অভিজ্ঞ; আপনি যথাযথ বিবরণ সমস্তই জানিতেছেন, আপনার নিকট আমি আর কি বলিব? অথবা হে মহাশয়! যদি চ আপনি সমস্ত অবগত আছেন, তথাপি আপনার নিকট সংক্ষেপে আমার বিবরণ বলিতেছি, হে মহাশয়! আমি সংসারভয়ে ভীত হইয়াই বনমধ্যে বাস করিতেছি, আমি শিখিধ্বজ নামে রাজা। হে তত্ত্বজ্ঞ! আমি সংসারের পুনর্জ্জন্মভয়েই সাতিশয় ভীত হইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া এস্থানে আসিয়াছি। ৬—১০। হে তত্ত্ববিৎ! সংসারমধ্যে থাকিলে বারংবার সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, এ কারণে বনমধ্যে আসিয়া তপস্যা করিতেছি। যেমন যে ব্যক্তি ভাগ্যদোষে দরিদ্র, তাহার একটী নিধিও পাওয়া দুর্ঘট, সেইরূপ আমি এই দিগ্মণ্ডলে বিচরণ করিয়া কঠোর তপস্যা সাধন করিলেও বিশ্রান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। হে সাধো! আমার বহুদুষ্কর ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে; কোন ফলই লাভ করিতে পারিতেছি না; রাজ্যে অবস্থানকালে যে সংসঙ্গ লাভ করিতাম, এক্ষণে আর তাহা ঘটে না, অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। এই বনমধ্যে আমি ঘুণকৃত * বৃক্ষের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছি। আমি সম্যক্‌রূপে এই তপস্যা করিতে থাকিলেও কেবল দুঃখের উপর দুঃখরাশিতে আকুল হইতেছি; অমৃত আমার নিকট গরলে পরিণত হইতেছে। চূড়ালা কহিলেন—আমি এবিষয়ে একদিন পিতামহের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে "হে প্রভো! জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টী ভাল তাহা আমার নিকট বলুন। ১১—১৫। পিতামহ বলিয়াছিলেন,—বৎস! জ্ঞানই পরম উৎকৃষ্ট, কারণ, তাহাতেই কৈবল্যলাভ নিঃসন্দেহে ঘটিয়া থাকে, ক্রিয়া কেবল (স্বর্গাদিভোগ প্রদান দ্বারা) চিত্তবিনোদন করে, তাহাতে কেবল কাল অতিপাত করা হয় মাত্র। হে পুত্র! যাহারা জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিতে না পারে, ক্রিয়া কেবল তাহাদের জন্যই; তাহাদেরই ক্রিয়ার আশ্রয় করিতে হয়, যাহার পট্টবস্ত্র নাই, সে কি কম্বলও পরিত্যাগ করিবে? ফলে যাহার যাহা লাভ হয়, সে তাহাই করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তির বাসনাই সার, এজন্য অজ্ঞব্যক্তি ক্রিয়াফল লাভ করিয়া থাকে। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার কোন প্রকারই বাসনা নাই,—এজন্য নিখিল ক্রিয়াই তাঁহার নিকট নিষ্ফল, কারণ, বাসনার অভাবে সমস্ত ক্রিয়াই জলসেকের অভাবে লতার ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায়। যেমন অন্য ঋতুর আগমনে পূর্ব্ব ঋতুর কোনই চিহ্ন থাকে না, সেইরূপ বাসনার ক্ষয় হইলে ক্রিয়ার ফলও একেবারে বিলুপ্ত হয়। হে পুত্র! বাসনাশূন্যের ক্রিয়া শরতৃণের ন্যায় স্বভাবতঃই নিষ্ফলা কোনকালেই তাহার ফল ধরে না। যক্ষ-ভাবনাকারী বালকই যক্ষ দেখিয়া থাকে, অন্যে নহে, সেইরূপ যাহার দুঃখ বাসনা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই মূঢ় ব্যক্তিই দুঃখ দেখিয়া থাকে, অন্যে নহে। বিকসিত হইয়াও শরলতা যেমন ফল প্রদান করে না (অর্থাৎ তাহাতে ফল ফলে না) সেইরূপ যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার নিকটে বিশাল আরম্ভ শুভ বা অশুভক্রিয়া কোনফলই প্রদান করে না। অজ্ঞদশাতেই যে বাসনা অহঙ্কারাদিরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, তাহা তৎকালেও বাস্তবিক নাই। ঐ বাসনা মূর্খতাবশতঃ মরুভূমিতে মহান্ জলাশয়ের ন্যায় মিথ্যাই উদিত হইয়া থাকে। "সমস্তই ব্রহ্ম" এইরূপ ভাবনাবলে যাহার মূর্খতা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, মরুদেশ বলিয়া যে জানে, তাহার নিকট মরুভূমিতে জলাশয়জ্ঞানের ন্যায় উক্ত মূর্খতামুক্ত ব্যক্তির আর বাসনা উদিত হয় না। ১৬—২৫। একমাত্র বাসনার পরিহার করিতে পারিলেই জীব জরামৃত্যুবিহীন অক্ষয় পদ হইয়া অবস্থান করে, আর জন্ম গ্রহণ করে না। বাসনাযুক্ত মনই জ্ঞেয়, আর বাসনানির্মুক্ত মন জ্ঞানপদবাচ্য হয়, ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞেয়পদ প্রাপ্ত হইলে,—অর্থাৎ স্বয়ং জ্ঞান হইলে জীব আর জন্মগ্রহণ করে না। চূড়ালা (পিতামহের কথিত উপদেশ সবিস্তর কহিয়া পুনরায়) বলিতে লাগিলেন,—হে রাজর্ষে! সেই মহাত্মা পিতামহাদিগণ বলিয়াছেন,—জ্ঞানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব আপনি কি জন্য অজ্ঞানে পতিত রহিয়াছেন। হে রাজন্! এই যে, এই দিকে কমণ্ডলু, এই দিকে দণ্ড, এই দিকে তপস্বীর আসন রহিয়াছে, ইহাও অনর্থপরম্পরা, ইহাতে আপনি কি জন্য অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। ও হে

* এখানে ঘুণশব্দের সচরাচর প্রচলিত যে অর্থ, তাহা নহে, কাঁচা গাছে যে পোকা লাগিলে গাছ শুকাইয়া যায়, তাহাই এ স্থলে ঘুণশব্দে।

রাজন্। আপনি বোধিতেছেন না কেন যে, আমি কে? এই জগৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কিরূপেই বা ইহার লয় হয়? আপনি অজ্ঞের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন কেন? ২৬—৩০। হে রাজন্! আপনি পারাবারবেদী তত্ত্ববিদ্‌দিগের পদানুগত হইয়া কিরূপে বন্ধ ও কিরূপে মোক্ষ হয়, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন না কেন? আপনি এই শৈলগহ্বরে কেন বৃথা তপঃক্লেশে জীবন অতিবাহিত করিয়া কীটবৎ অবস্থিতি করিতেছেন? সমদর্শী সাধুদিগের সঙ্গে বাস, তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া যে বিচারবুদ্ধি লাভ করা যায়, তাহাতেই মুক্তিলাভ হয়। অতএব আপনি এই তপঃক্লেশাদিরূপ বহির্মুখী চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে সাধু ব্যক্তির সঙ্গে অবস্থিত হইয়া ভূগর্ভস্থ কীটের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,। শিখিধ্বজ রাজা দেবরূপিণী ঐ রমণী দ্বারা এইরূপে বোধিত হইয়া অশ্রুপূর্ণবদনে বলিতে লাগিলেন। ৩১—৩৫। হে দেবতনয়! বহুদিনের পরে আমি অদ্য আপনার সাহায্যে প্রবুদ্ধ হইলাম। আমি এত দিন মূর্খতাবশতই সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিয়া আসিতেছি। কি আশ্চর্য্য! অদ্য আমার সমস্ত পাপ দূর হইল, যেহেতু আপনি আসিয়া আজ আমাকে প্রবোধ দিলেন। হে বরানন! আপনি আমার গুরু, আপনি আমার পিতা, আপনি আমার মিত্র, আমি আপনার শিষ্য আপনার চরণযুগলে প্রণাম করিতেছি, আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন। যাহা আপনি অতি-উত্তম বিবেচনা করেন, যাহা জানিলে আর শোক করিতে হয় না, যাহা প্রাপ্ত হইলে আমি নির্ব্বৃত্তি লাভ করি, আমাকে সেই ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ দিন। জ্ঞানসম্বন্ধে "ঘটজ্ঞান" "পটজ্ঞান" ইত্যাদি প্রকার অনেক বিভাগ আছে, এই সমস্ত জ্ঞান-বিশেষের মধ্যে পরম জ্ঞান কি, যাহা দ্বারা এই সংসার-ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়? ৩৬—৪০। চূড়ালা কহিলেন, "হে রাজর্ষে! যদি মদীয় বাক্য উপাদেয় বলিয়া আপনার ধারণা হইয়া থাকে ত শুনুন,—আপনার জিজ্ঞাসিত জ্ঞান যে কিরূপ, তাহা বলিতেছি। যে আমার কথায় আস্থা স্থাপনা করে না, স্থাণুর (মুড়াগাছের) নিকটে কাকের ন্যায় আমি তাহার নিকটে বৃথা বকিতে চাই না। যে ব্যক্তি বক্তার কথা উপাদেয় বলিয়া বোধ করে না, অনাস্থাপূর্ব্বক বক্তাকে (কেবল বকাইবার জন্য) জিজ্ঞাসা করে, তাদৃশ ব্যক্তির নিকটে কোন কথা বলা অন্ধকারে চক্ষুর্দ্দীনের ন্যায় নিষ্ফল। শিখিধ্বজ কহিলেন,—আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি বিচার না করিয়াই বেদবাক্যের ন্যায় উপাদেয় বোধ করিতেছি, আমি ইহা সত্যই বলিতেছি। চূড়ালা কহিলেন, পুত্র যেমন পিতার বাক্যে কোনরূপ কারণের অনুসন্ধান না করিয়াই তাহা গ্রহণ করে, তুমিও সেইরূপ আমার বাক্যে কোনরূপ কারণের অনুসন্ধান না করিয়াই (ইহা কেন বলিলেন, ইহার কারণ কি? এইরূপ কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়াই) চুপ করিয়া শুনিয়া যাও। শ্রবণের পর মনে মনে 'ইহাই শুভ" এইরূপ ভাবনা করিয়া কারণের অনুসন্ধানবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার কথাগুলি শ্রুতিসুখকর গীতির ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমি তোমার নিকট মনোহরভাবে এই বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। এইরূপ উপদেশে বহুদিনের পরে অদ্য উদয়োন্মুখী তবদীয় বুদ্ধির সম্যক্‌রূপ বিকাস হইবে; এই উপদেশে তোমার ন্যায় মন্দমতি অপর লোকেরও বুদ্ধির বিকাস হইয়া থাকে। মহামতিগণ এইরূপ উপদেশ লাভ করিলে সদ্যই সংসারভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৪১—৪৬।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৮৭।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন,—কোন স্থানে একজন শ্রীমান্ পুরুষ বাস করিত। সাগর যেমন পরস্পরবিরোধী বাড়বানল ও জলের আধার, তদ্রূপ পরস্পরবিরোধী গুণসমূহের আধার সেই পুরুষ অস্ত্রবিদ্যায় অভ্যস্ত চতুঃষষ্টিকলায় সুপণ্ডিত এবং ব্যবহারবিষয়ে বিচক্ষণ; সে নিখিল সম্পদের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপদ (ব্রহ্মপদ) প্রাপ্ত হয় নাই। বাড়বানল যেমন সমুদ্রশোষণকার্য্যে প্রবৃত্ত, সেইরূপ সে বহুযত্নসাধ্য চিন্তামণির সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কালক্রমে মহা অধ্যবসায়-সম্পন্ন ঐ পুরুষের বিপুল যত্নে চিন্তামণি সিদ্ধ হইয়াছিল (সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিল)। যাহারা অতি অধ্যবসায়ী, তাহারা (বিপুল যত্নে) কি না সাধন করিতে পারে? যাহার কোন প্রকার সহায়-সম্পত্তি নাই, সে যদি বুদ্ধিসহকারে অখিন্নভাবে চেষ্টা বা উদ্যোগ করে, তাহা হইলে সে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হয়। ১—৫। যেমন উদয়াচলের শিখরস্থিত কোন লোক সেই স্থানে উদিত চন্দ্রকে দূরস্থিত বলিয়া বোধ করে, তদ্রূপ সে চিন্তামণি সম্মুখে হস্তে পাইয়াও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বোধ করিল। যেমন অতি দরিদ্র ব্যক্তি সহসা রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, তাহা পাইলাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না, সেইরূপ সে সকল মণির রাজা চিন্তামণি পাইয়াও পাইব বলিয়া স্থির করিতে পারিল না। নিকটস্থিত সেই মহামণির প্রতি উপেক্ষা করিয়া সে অতিদুঃখে বিস্মিতচিত্তে এই ভাবিতে লাগিল।—"এ কি মণি? না, এ মণি নহে, মণি যদি হইবে, তবে আমার দৃষ্টিগোচর হইবে কেন? তবে কি একবার স্পর্শ করিয়া দেখিব? না না—স্পর্শ করিব না, যদি মণি হয়, তাহা হইলে এ হতভাগ্যের স্পর্শমাত্রেই পলায়ন করিবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কখন এ মহামণি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জীবনান্ত চেষ্টাতেই ঈদৃশ মহামণি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬—১০। আমি অতি দরিদ্র, সেই দারিদ্র্যবশতই ভ্রান্তিসঙ্কুচিত নয়নে অসারলতাময় এই রত্নপ্রভা বিচিত্রবৎ অবলোকন করিতেছি। আমার এত সৌভাগ্য সহসা কোথা হইতে বর্দ্ধিত হইবে যে, এখনই আমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহামণি লাভ করিব। সেরূপ অতি সৌভাগ্যশালী মহাত্মা অতি বিরল, মানুষের অল্প কালেই অভীষ্টশ্রী লাভ ঘটে। আমি অতি অভাগ্যবান্ পুরুষ, আমার তপস্যা অতি অল্প, একমাত্র দুর্ভাগ্যের ভাণ্ডার মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এইরূপ সিদ্ধি কিরূপে সম্ভবে? সেই মূঢ় এইরূপ বিবিধপ্রকার তর্কবিতর্কে সমাকুলিত করতঃ নিজের মূর্খতাবশতঃ মণি লইতে যত্ন করিল না। ১১—১৫। যাহার ভাগ্যে যখন যাহা দুর্লভ, তখন সে তাহা পাইতেই পারে না, এই কারণে ঐ দুর্ব্বুদ্ধি চিন্তামণিকে পাইয়াও হেলায় হারাইল। তৎপরে সে হতবুদ্ধি হইয়া অবস্থান করিলে, সেই মহামণি উড়িয়া চলিয়া গেল; যে অবজ্ঞা করে, সিদ্ধি

(কার্য্যফল) তাহাকে পরিত্যাগ করে (তাহার কাছে যায় না), যেমন পরিত্যক্ত শর, গুণ (জ্যা) পরিত্যাগ করিয়া থাকে, (ধনু হইতে শর ছাড়িয়া দিলে তাহার সহিত আর গুণের সম্বন্ধ থাকে না, সে গুণ ছাড়িয়া লক্ষ্যে গিয়া পড়ে। এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা তাহার সে সময়ে হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ) সিদ্ধি (কার্য্যফল) যখন যাইবার হয়, তখন পুরুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ করিয়াই চলিয়া যায়, আবার যখন আসে, তখন বুদ্ধিশুদ্ধি দিয়াই আসে; (অর্থাৎ বুদ্ধি প্রদান করে)। যে ব্যক্তি উপস্থিত সিদ্ধির উপেক্ষা করে, সিদ্ধি তাহার সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ করিয়া চলিয়া যায়। তাহার পরে সেই পুরুষ মহামণি লাভ করিবার জন্য আবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অধ্যবসায়ী লোকেরা আপনার কার্য্যে কখন ক্লেশ বোধ করে না; (পুনঃপুনঃ বিফলমনোরথ হইয়াও চেষ্টা করিয়া থাকে)। তদনন্তর সে দেখিল সম্মুখে একটী অখণ্ডিত উজ্জ্বল কাচমণি রহিয়াছে, সেই কাচখণ্ড পরিহাস-নিপুণ বঞ্চকগণের দ্বারা অলক্ষিত ভাবে তাহার সম্মুখে আনীত হইয়াছিল, সে তাহা জানিতে পারে নাই। সেই মূর্খ, সেই কাচখণ্ডক "এই চিন্তামণি" বলিয়া উপাদেয় জ্ঞান করিয়াছিল। অজ্ঞলোকে মোহবশতঃ মৃত্তিকাখণ্ডকেও স্থলবিশেষে সুবর্ণ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। ১৬—২১। মোহের এমন ই মহিমা যে মোহবশতঃ লোক আটকে ছয়, শত্রুকে মিত্র, রজ্জুকে সর্প, স্থলকে জল, অমৃতকে বিষ ও চন্দ্রকে বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। সে সেই পোড়া মণি (অখণ্ড কাচ) পাইয়া আপনার পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ সমস্তই পরিত্যাগ করিল, মনে করিল—"এই চিন্তামণি হইতে সমস্তই ঐশ্বর্য্য পাওয়া যাইবে, অতএব অন্য ধনাদি রাখিয়া আমার ফল কি? পাপী লোকে পূর্ণ, রুক্ষ এই দেশ কেবল অসুখকর, ইহাতে কি প্রয়োজন? আমার সেই গতপ্রায় গৃহেই বা কি প্রয়োজন? বন্ধু বান্ধবেই বা আমার প্রয়োজন কি? আমি দূরে যাইয়া এই মণির সাহায্যে যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া ইচ্ছামত সুখে কাল কর্ত্তন করি।" এই স্থির করিয়া সেই মূঢ়, মণি লইয়া এক জনশূন্য অরণ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরে অরণ্যমধ্যে সে সেই কাচখণ্ড লইয়া কিছুকাল পরে নিজ মূর্খতার অনুরূপ কজ্জলগিরির ন্যায় ঘোর মলিন বিষম বিপত্তি (মৃত্যু) দ্বারা আক্রান্ত হইল। মূর্খতা জন্য যে কষ্ট হয়, জরা মৃত্যু প্রভৃতি বিপদেও তাদৃশ কষ্ট হয় না, আপনার শরীরস্থ কেশজালের ন্যায় মলিন মূর্খতা সকল আপদের শিরোদেশে বিরাজমান। ২২—২৭।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৮॥

একোননবতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন,—হে ভূপতে! এক্ষণে আর একটী মনোহর উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে সাধো! এই উপাখ্যান তোমার বুদ্ধি বিকাসের উপযুক্ত (উত্তম) উপায়। (অতএব মন দিয়া শ্রবণ কর)। বিন্ধ্য-বনমধ্যে একটী প্রকাণ্ড যূথপতি হস্তী বাস করে। সেই হস্তীকে দেখিলে বোধ হয় যেন, অগস্ত্য মুনির অনুগ্রহে বিন্ধ্যাচল উক্ত বিশাল হস্তি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার শুভ্র দুইটি দশন অতি দীর্ঘ এবং বজ্রানলশিখার ন্যায়, প্রলয়ের কালানলের ন্যায় ভীষণ; এবং সুমেরু পর্ব্বতের উৎপাটনে সক্ষম। মুনীন্দ্র অগস্ত্য যেমন বিন্ধ্যাচলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, উপেন্দ্র যেমন বলিকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই বিশালকায় হস্তী হস্তিপকের (মাহতের) লৌহ-শৃঙ্খলে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিত। লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ সেই হস্তী, হস্তিপালকের অঙ্কুশতাড়নে পীড়িত হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, এমন কি হরশরানলে দহ্যমান ত্রিপুর যেরূপ ব্যথা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ নিতান্ত ব্যথা পাইত। ১—৫। লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া সেই হস্তী, হস্তিপালকের দূরে অবস্থিতি-নিবন্ধন, তাহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া তিন দিন অতিবাহিত করিল। বন্ধন-ক্লেশে ক্লিষ্ট সেই মাতঙ্গ সেই অবসরে শৃঙ্খলচ্ছেদনের চেষ্টা করতঃ বদনসঞ্চালন দ্বারা কিঙ্কিণীধ্বনিবৎ ধ্বনি করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে এক দিন দুই দন্তের সাহায্যে মুহূর্ত্তদ্বয়-মধ্যেই লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বোধ হইল যেন, দৈত্য আসিয়া স্বর্গদ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার পরে সেই গজের শত্রু হস্তিপক দূর হইতেই হরি যেমন সুমেরু পর্ব্বতের এক প্রান্তে থাকিয়া বলি দ্বারা স্বর্গবিধ্বংস দর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ হস্তীর শৃঙ্খলচ্ছেদন ব্যাপার দেখিল। তাহার পরে শৃঙ্খলভঙ্গ করিয়া ফেলিলে পর হরি সুমেরু-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গদলনকারী বলিকে যেরূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই মাহত তদ্রূপ প্রথমে তালবৃক্ষে উঠিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া সেই হস্তীর মস্তকোপরি পতিত হইল। ৬—১০। পতিত হইয়া সে চরণকমল দ্বারা হস্তীর মস্তক প্রাপ্ত না হইয়া ব্যাকুলভাবে বাতাহত পক্ব ফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তাহাকে সম্মুখে পতিত দেখিয়া সেই মহাহস্তীর দয়ার সঞ্চার হইল, তির্য্যগ্-জাতিতে সদ্গুণশালী সাধু জন্মিয়া থাকে। "পতিত ব্যক্তিকে দলিত করিয়া আমার কি পুরুষকার প্রকাশ হইবে," এই ভাবিয়া সেই হস্তী সেই শত্রু মাহতকে মারিয়া ফেলিল না, কেবল বিপুল জলরাশি যেমন বৃহৎ সেতু ভগ্ন করিয়া অগ্রে ধাবিত হয় তদ্রূপ শৃঙ্খলব্যূহভেদ করিয়া ধাবিত হইল। দিবাকর যেমন আকাশের মেঘরাশি ভেদ করিয়া চলিয়া যান, সেইরূপ সেই হস্তী শৃঙ্খলভেদ করিয়া দয়াপরবশ হইয়া প্রস্থান করিল। গজ চলিয়া গেলে সেই হস্তিপক সুস্থদেহ ও সুস্থচিত্ত হইয়া গাত্রো-খান করিল; তাহার শারীরিক (উচ্চদেশ পতন-জন্য) ও মানসিক (গজ পাছে মারিয়া ফেলে) ব্যথা গজের সহিতই অতিদূরে চলিয়া গেল। ১১—১৬। উন্নত তালতরুর শিখর হইতে পতিত তাহার দেহ ভগ্ন হয় নাই; বোধ হয় দুরাত্মদিগের দেহ এইরূপ দুর্ভেদ্য (অভঙ্গুরই) হইয়া থাকে। বর্ষাপ্রারম্ভে যেমন উত্তরো-ত্তর মেঘজাল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ অসাধুদিগের কুকর্ম্মেই বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই মাহত, তৎকালে (এইরূপ আহত হইয়াও) গমনে অধিকতর উৎসাহিত হইল (হস্তী ধরিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল); কিন্তু তাহার কোন উপায়ই সিদ্ধ হইল না, হস্তী চলিয়া গেল। তৎপরে সেই গজশত্রু মাহত প্রাপ্তনিধি হারাইলে ধনাঢ্যব্যক্তি যেমন দুঃখিত হয়, সেইরূপ সাতিশয় দুঃখিত হইল। তাহার পর রাহু যেমন মেঘজালে সমাচ্ছন্ন চন্দ্রকে গ্রাস করিবার জন্য অন্বেষণ করে, সেইরূপ সে বনমধ্যে অন্তর্হিত গজের অন্বেষণ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে সে এক কাননমধ্যে হস্তীকে

প্রাপ্ত হইল, দেখিল হস্তীটি যেন সঙ্করভূমি হইতে অপক্রান্ত হইয়া তরুতলে বিশ্রাম করিতেছে। অনন্তর যেখানে সেই হস্তী অবস্থান করিতেছিল, সেইখানে গজপ্রার্থী লোকদিগের সাহায্যে গজবন্ধনের উপযোগী সামগ্রী আনয়ন করিয়া সেই হস্তিপালক কাননের চতুর্দ্দিকে সেই গজের বন্ধনার্থ খাতবলয় (চতুর্দ্দিকে গড়) খনন করিল। বোধ হইল, বিধাতা যেন ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবলয় খনন করিলেন। ১৭—২৩। সেই ধূর্ত্ত মাহুত সেই খাতের উপরিভাগ, নব লতাজাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিল, বোধ হইল, শরৎকাল যেন শূন্যতারূপ সূত্রজাল দ্বারা অম্বরতল ঢাকিয়া দিল। কিয়ৎ দিবস অতীত হইতেই সেই হস্তী বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে শুষ্কসাগরে পর্ব্বতের ন্যায় সেই খাতমধ্যে পতিত হইল। পাতালপ্রদেশের ন্যায় ভীষণ বলয়াকৃতি সেই খাতরূপ শুষ্কসাগরের মধ্যে পতিত হইয়া, সেই হস্তী হস্তীপকের গজবন্ধন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া গেল। সেই হস্তী এইরূপে পুনরপি পাতালমধ্যে বলিরাজের ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ হইয়া অদ্যাপি অতিদুঃখে অবস্থান করিতেছে। ২৪—২৭। যদি ঐ হস্তী পূর্ব্বেই ঐ শত্রুকে মারিয়া ফেলিত, তাহা হইলে আর এরূপ খাতবন্ধন-নিবন্ধন ক্লেশ প্রাপ্ত হইত না। যে মানব এই বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী গজের ন্যায় মূর্খতাবশতঃ বর্ত্তমান সুযোগে ভবিষ্যদ্বিপদের প্রতীকার না করিয়া রাখে, সে এইরূপ দুঃখে পতিত হয়। ঐ হস্তী বন্ধনমুক্ত হইয়া ভাবিয়াছিল যে, "আমি শত্রুশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছি" (আমার আর কোন ভয় নাই) এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট ছিল বলিয়াই সে দূরস্থিত হইলেও আবার বদ্ধ হইয়া পড়িল। মূর্খতা কোথায় না অনিষ্টকারী হয়। হে মহাত্মন্। তুমি নিজে বদ্ধ না হইয়াও যে "আমি বদ্ধ" এইরূপ ভাবিতেছ, এইরূপ ভাবনাই মূর্খতা, এই মূর্খতাই পরম বন্ধন। অতএব তুমি এরূপ মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া, মুক্তিলাভের জন্য আত্মার বন্ধনকারণ এই ত্রিজগৎকে আত্মা হইতেই উৎপন্ন এবং আত্মময় বলিয়া জানিও—এইরূপ ধারণা বলবতী হইলে একমাত্র আত্মাই পরিশোধিত হইবেন, তখন আর তিনি বদ্ধ থাকিবেন না; নতুবা মূর্খতাসূত্রে জড়িত থাকিলে আত্মাই সমস্ত বন্ধনাদি-দুঃখের উৎপত্তিক্ষেত্র হইয়া উঠিবেন। ২৮—৩১।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৮৯।

নবতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে দেবতনয়! আপনি মণিসাধকের ও বিন্ধ্যাচলবাসী হস্তীর উপাখ্যান দ্বারা যে কথার সূচনা করিতেছেন—অর্থাৎ ইহাতে মদীয় জ্ঞানলাভের যে উপায় সূচিত করিয়াছেন, তাহা পুনরপি সবিস্তরে বর্ণন করুন। চূড়ালা কহিলেন,—হে রাজন্! আমি তোমার হৃদয়গৃহের চিত্তভিত্তিতে যে কথারূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেছি, তাহা এক্ষণে বিচিত্র ব্যাখ্যারূপ বর্ণদ্বারা উন্মীলিত করিয়া দিতেছি, (পরিস্ফুট করিতেছি) শ্রবণ কর। ঐ যে শাস্ত্রার্থজ্ঞানে সুপণ্ডিত অথচ তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই,—এমন রত্ন সাধকের কথা বলিলাম, হে মহীপতে! তুমিই সেই রত্নসাধক। আদিত্য যেমন সুমেরুতটের চিরপরিচিত বিধায় তৎস্থানের অভিজ্ঞ, তুমিও তদ্রূপ নিখিলশাস্ত্র অবগত হইয়াছ, কিন্তু জলে পাষাণের ন্যায়, তত্ত্বজ্ঞানে বিগলিত (নরম) হইতে পার নাই (বিশ্রান্তি লাভ করিতে পার নাই)। হে সাধো! তুমি যে সর্ব্ব ত্যাগ করিয়াছ, ঐ অকৃত্রিম সর্ব্বত্যাগকেই আমি চিন্তামণি নাম দিয়াছি, কারণ চিন্তামণি নিখিল দুঃখের অন্তকারী, ঐ সর্ব্বত্যাগেও সমুদয় দুঃখ দূর হইয়া থাকে। তুমি বিশুদ্ধবুদ্ধিতে ঐ সর্ব্বদুঃখহর সর্ব্বত্যাগরূপ চিন্তামণিসাধন করিতেছ। হে অনঘ! বিশুদ্ধভাবে সর্ব্বত্যাগ করিতে পারিলে সমস্তই পাওয়া যায়, ঐ সর্ব্বত্যাগই সাম্রাজ্য, চিন্তামণিতে কি লাভ হইয়া থাকে? ১—৬। হে সাধো! তোমার সে সর্ব্বত্যাগসিদ্ধ হইয়াছে, যে সর্ব্বত্যাগ জগতের নিখিল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করে, এবং যে সর্ব্বপরিত্যাগে অধ্যাত্মবিদ্যারূপ নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেন না, তুমি—দারা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব সহিত সমস্ত রাজ্যত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, যেমন ব্রহ্মা আপনার রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে, এই জগৎসৃষ্টিরূপ ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বিনতানন্দন গরুড় যেমন গজকচ্ছপ লইয়া বিশ্রামার্থ পৃথিবীর প্রান্তভাগে গিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি নিজ দেশ হইতে অতিদূর এই মদীয় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। তুমি সর্ব্বত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু শরৎকালীন স্বচ্ছ বায়ু যেমন মেঘনীহারাদি কলঙ্কে জড়ভাব পরিত্যাগ করিলেও আকাশে আপনার সূক্ষ্মসত্তা পরিত্যাগ করে না,—অর্থাৎ আপনার সূক্ষ্মভাব পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমি অহংমতিরূপ অবিদ্যা এখনও পরিত্যাগ করিতে পার নাই, ঐ অহং অভিমানই মন, ঐ মনকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারিলে এই জগৎ পূর্ণ পরমানন্দ ব্রহ্মরূপেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু তোমার এখনও সে ভাব হয় নাই, 'অহং' অভিমান বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ যেমন মেঘজালে স্পৃষ্ট না হইলেও তদ্দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ তুমি ত্যাগ অত্যাগ দুই প্রকার বিকল্পেই জড়িত রহিয়াছ। ৭—১১। ভবৎকৃত এই সর্ব্বত্যাগ মহান্ অভ্যুদয়রূপী পরমানন্দ নহে, সে পরমানন্দ এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ, তাহা বহুদিনের বহু আয়াসসাধ্য। প্রবল বাত্যায় যেমন কাননস্পন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ ভাবনাবলে যখন তোমার সঙ্কল্প আবার ক্রমে (অহং অভিমান) বর্দ্ধিত হইবে, তখন তোমার এই সর্ব্বত্যাগ কোথায় উড়িয়া যাইবে,—অর্থাৎ তখন তুমি আবার সমস্ত রাজ্য সম্পদের অভিলাষী হইবে। যে ব্যক্তি হৃদয়ে অণুমাত্রও চিন্তাকে স্থান দেয়, তাহার সর্ব্বত্যাগিতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সমীরণস্পন্দ যে বৃক্ষে লাগিতেছে, সে বৃক্ষের নিস্পন্দভাব কিরূপে হইবে! পণ্ডিতগণ চিন্তাকে চিত্ত শব্দে অভিহিত করিয়াছেন; সঙ্কল্প উহার আর একটী পর্য্যায়, সেই চিন্তা যতক্ষণ স্ফুরিত হইতে থাকিবে, ততক্ষণ চিত্তত্যাগ কিরূপে সম্ভবে? ১২—১৫। হে সাধো! চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত চিত্তই ক্ষণকালমধ্যে জগত্রয়রূপে প্রকটিত হইয়া থাকে, সেই চিত্ত বিদ্যমান থাকিতে নিরঞ্জন (নিষ্কলঙ্ক) সর্ব্বত্যাগ কিরূপে লাভ করা যাইবে? যেমন গ্রাম্য বিহঙ্গম কাহারও সাড়া শব্দ পাইলে উড়িয়া পলাইয়া যায়, সেইরূপ সঙ্কল্পের গ্রহণমাত্রেই অন্তঃকরণ হইতে এ ত্যাগবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া যায়। চিন্তাশূন্যতাই সর্ব্বত্যাগের ফল এবং সর্ব্বত্যাগের সর্ব্বস্ব তদ্দ্বারা করা হইয়া থাকে। যখন তুমি নিশ্চিন্ততা দ্বারা সর্ব্বত্যাগের সংস্কার করিতে

পার নাই, তখন তোমার সর্ব্বত্যাগও উক্ত নিশ্চিন্ততাবকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। প্রার্থনা করিয়া, আহ্বান করিয়া আনিয়া পূজা না করিলে, কোন্ লোক না দুঃখিত হয়? তুমি যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগকে আনিলে, কিন্তু তাহার সমাদর করিলে না, সুতরাং সে থাকিবে কেন! হে কমললোচন! তোমার সে সর্ব্বত্যাগরূপ চিন্তামণি চলিয়া গিয়াছে; তুমি এক্ষণে সকলনেত্রে তপস্যারূপ কাচমণি নিরীক্ষণ করিতেছ! তুমি জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রে সত্যচন্দ্র বুদ্ধিস্থাপনের ন্যায় দৃষ্টিভ্রমে সমুদিত তপস্যারূপ দুঃখেতেই উপাদেয় বুদ্ধি করিয়া বসিয়া আছ। ১৬—২০। তুমি প্রথমে বাসনাশূন্য অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বত্যাগ লাভ করিবার উপক্রম করিয়াও পরে বাসনাময়ী বৃথা তপস্যা দ্বারা কেবল দুঃখের পথ পরিষ্কার করিতে বসিয়াছ, তোমার ঐ তপস্যা আদি, মধ্য ও অবসানে (সর্ব্বসময়েই) বিষময় ফল প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি অনায়াসসাধ্য অপরিমিত আনন্দের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশসাধ্য পরিমিত বস্তুর সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেই শঠ আত্মহন্তা বলিয়া অভিহিত হয়। তুমি সর্ব্বত্যাগ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াও বনভূমিতে তপস্যা-ক্লেশপ্রদ অজ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া, সে সর্ব্বত্যাগ সাধন করিতে পারিলে না। হে সাধো! তুমি বহুদুঃখপূর্ণ রাজ্যবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বনবাস-নামক দৃঢ়বন্ধনে আবার বদ্ধ হইয়াছ তোমার রাজ্যে যে চিন্তা ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাও শীতবাতাতপাদি ক্লেশচিন্তা (দ্বিগুণ) বেশী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা বনবাস-ক্লেশ কখন অনুভব করে নাই, তাহাদের পক্ষে বনবাস-ক্লেশ সংসারবন্ধন-ক্লেশ অপেক্ষাও অধিক বলিয়া বিবেচনা করি। (এই জন্যই আমি বলিলাম) হে সাধো! তুমি ভাবিয়াছিলে, "আমি চিন্তামণি পাইলাম", কিন্তু (আমি এখন দেখিতেছি) তুমি একখণ্ড স্ফটিক মণিও পাইলে না। হে কমলাক্ষ! আমি তোমার কার্য্যকেই মণিপ্রাপ্তি কথার সমান বলিয়া বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তুমি আমার এই মণিকাচ-দৃষ্টান্তের বিষয় নিজে বিচার করিয়া দেখিয়া, যাহা নির্ম্মল তত্ত্ব বলিয়া বুঝিবে, চিত্তকোষে তাহাই দৃঢ়রূপে গ্রথিত করিয়া রাখ। ২১—২৭।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল! এক্ষণে বিন্ধ্যবাসী অদ্ভুত হস্তিবৃত্তান্ত শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণ করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। হে রাজন্! ঐ যে বিন্ধ্যবনের হস্তীর কথা বলিয়াছি এই স্থানবাসী তুমিই ঐ হস্তী। বিবেক এবং বৈরাগ্য এই দুইটী ঐ হস্তীর শুভ্র দন্ত। ঐ যে হস্তিপালক হস্তীর আক্রমণব্যাপারে তৎপর হইতেছিল, উহা তোমার অজ্ঞান, অজ্ঞানই তোমার আক্রমণে তৎপর হইয়া তোমাকে দুঃখ দিতেছে। হে রাজন্! যেরূপ অতি বলবান্ হস্তীকেও তদপেক্ষা হীনবল হস্তিপক কৌশলে বদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ প্রভূতশক্তিশালী হইলেও তোমাকে তোমা-অপেক্ষা ন্যূনবল মূর্খতায় (অজ্ঞানে) দুঃখের চরমসীমায় উপনীত করিয়া শান্তিনাশ ভীত করিতেছে। ঐ বজ্রসম লৌহ-শৃঙ্খল দ্বারা হস্তী বাঁধা হইল বলিয়াছি, উহা দ্বারা ইহাই বলিয়াছি যে, তুমিই আশাপাশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিপন্ন হইতেছ। ১—৫। আশা লৌহশৃঙ্খল অপেক্ষা বৃহৎ, বিষম এবং কঠিন, (লৌহশৃঙ্খল) বহুদিন ব্যবহৃত হইলে ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আশা তাহা হয় না, আশা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। দূর হইতে গজশত্রু মাহুত অলক্ষিতভাবে গজকে দেখিল যে বলিয়াছি, উহা আর কিছুই নয়, অজ্ঞানই ক্রীড়ার নিমিত্ত তোমাকে একাকী বদ্ধ দেখিল, তাহাই বলিয়াছি। হস্তী শত্রুকৃত শৃঙ্খলবন্ধন যে ছিন্ন করিল বলিয়াছি, তাহাতেও তুমিই ভোগভূমি কণ্টকাকীর্ণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া, নিষ্কণ্টক প্রদেশে আগমন করিলে, ইহাই বলিয়াছি। সাধো! শৃঙ্খলবন্ধন কখন অনায়াসে ছিন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু মনের ভোগতৃষ্ণা নিবারণ করা বড় কঠিন। হস্তীর শৃঙ্খলবন্ধনের ছেদনকালে হস্তিপক পড়িয়া গেল যে বলিয়াছি, তাহার অর্থ তুমি যখন রাজ্যত্যাগ কর, তখন অজ্ঞান পতিত হইল। ৭—১০। পুরুষ বিরক্ত হইয়া যখন ভোগের আশা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন বৃক্ষ ছেদনকালে বৃক্ষবাসী পিশাচের ন্যায়, অজ্ঞান কম্পিত হইতে থাকে, (একেবারে নষ্ট হয় না, কিন্তু দুর্ব্বল নাশোন্মুখ হইয়া পড়ে)। বিবেকী পুরুষ যখন ভোগজাল পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করে, তখন অজ্ঞান, বৃক্ষছেদনের পর বৃক্ষবাসী পিশাচের ন্যায় সে স্থান হইতে পলায়ন করে। বৃক্ষ ছেদিত হইলে যেমন বৃক্ষস্থিত বিহগনীড় (পাখীর বাসা) পড়িয়া যায়, সেইরূপ ভোগরাশি ত্যাগ করিলে অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায়। তুমি যখন বনে প্রস্থান কর, তখন তোমার অজ্ঞান শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু মনের ত্যাগ (তত্ত্বজ্ঞান) রূপ মহাখড়্গ দ্বারা তাহা একেবারে নিহত হয় নাই, অর্থাৎ তখনও তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পার নাই। এইজন্য সেই অজ্ঞান আবার অভ্যুদিত হইয়া তোমাকে পরাভব করিল, বনমধ্যে তোমাকে তপস্যারূপ খাতমধ্যে নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়া দিল। ১১—১৫। যদি তুমি যখন রাজ্যত্যাগ কর, সেই সময়ে উপস্থিত অজ্ঞানকে নিহত করিতে পারিতে, তাহা হইলে অজ্ঞান নিজে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে আর নষ্ট করিতে পারিত না। সেই শত্রু হস্তিপক, হস্তীকে আক্রমণ করিবার জন্য যে খাত-বলয় করিল, তাহার অর্থ,—অজ্ঞান তোমাকে নিখিল তপস্যাক্লেশ প্রদান করিল। হে রাজসত্তম! গজশত্রু সেই সময়ে যে রাজকীয় গজবন্ধনসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সকল অজ্ঞানরাজ্যের অভ্যন্তরেই ছিল। হে সাধো! তুমি গজজাতি না হইলেও নিজে গজেন্দ্র হইয়া অজ্ঞান শত্রুকর্ত্তৃক ভীষণ অরণ্যে বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলে। অভিনব লতাপুঞ্জে আচ্ছন্ন সেই যে খাতবলয়, তাহা শম দম প্রভৃতি সাধুজনের মনোবৃত্তিতে আবৃত তপস্যাক্লেশ, ইহাই দেখাইয়াছি। হে রাজন্! তুমি এইরূপে অদ্যাপি সুদারুণ দুঃখময় তপস্যারূপ খাতমধ্যে পাতালমধ্যে বলির ন্যায় বদ্ধ রহিয়াছ। তুমি নিজে হস্তী, আশা তোমার বন্ধনশৃঙ্খল, মোহ (অজ্ঞান) তোমার শত্রু, খাতবলয় তোমার নিদারুণ বন্ধন, এই ভূতল বিন্ধ্য; এই তোমারই বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যাহা করিতেছ, তাহা কর। ১৬—২২।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৯১।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন,—রাজন্! সেই সময়ে জ্ঞাতব্য-বিষয়ে অভিজ্ঞা, নীতিবিষয়ে নিপুণা,—চূড়ালা তোমাকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে কি জন্য তুমি জ্ঞানার্জ্জন করিতে পার নাই? সেই চূড়ালা তত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রধানা, তিনি যাহা বলেন, বা যাহা করেন, তৎসমুদয় যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যত্নপূর্ব্বক তাহা সকলেরই করণীয়। অথবা হে নৃপ! যদি চূড়ালার কথানুসারেই কার্য্য না করিলে, তবে নিজ বুদ্ধিতে যে সর্ব্বত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলে, তাহাই বা কেন স্থির করিয়া না রাখিলে। শিখিধ্বজ কহিলেন,—আমি কলত্র, বিত্ত, রাজ্য, দেশ সমস্তই ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি "আমার সর্ব্বত্যাগ করা হয় নাই" বলিতেছেন কেন? চূড়ালা কহিলেন, হে রাজন। দারা, গৃহ, ধন, রাজ্য, ভূমি, রাজচ্ছত্র, বান্ধব এ সমুদয় ত তোমার নয়, তবে তোমার এই সমুদয়ের আবার ত্যাগ কি? সর্ব্বত্যাগই বা কি করিয়া করিলে? ১—৫। ফলতঃ তোমার এখনও সর্ব্বত্যাগ হয় নাই, কেন না, সর্ব্বোত্তম বিষয়রাগ তোমার এখনও অপরিত্যক্ত রহিয়াছে। সেই বিষয়রাগ ত্যাগ করিতে পারিলে তবে বিশোকপদ প্রাপ্ত হইবে। শিখিধ্বজ কহিলেন, মহাশয়। রাজ্যই যদি আমার না হয়, কিন্তু এই সমস্ত বন ত আমার, এক্ষণে আমি শৈলবৃক্ষাদিপূর্ণ এই বনও পরিত্যাগ করিলাম। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! জিতেন্দ্রিয় বীর শিখিধ্বজ এই কথা বলিয়াই নিমিষমধ্যেই কুম্ভের কথামত, বর্ষা যেমন নদীতটগত ধূলিজাল ধুইয়া ফেলেন, সেইরূপ সেই কাননের প্রতি আস্থা (আমার বলিয়া অভিমান) মার্জ্জিত (পরিত্যাগ) করিলেন, এবং সেই মত দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শিখিধ্বজ কহিলেন, আমি বৃক্ষ, পর্ব্বত কান্তারসমন্বিত এই কানন হইতে বাসনার উচ্ছেদ করিলাম, নিশ্চয়ই এক্ষণে আমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে। কুম্ভ কহিলেন,—পর্ব্বততট, কানন, কান্তার, জল, বৃক্ষ ইত্যাদিও তোমার নহে, তবে তোমার সর্ব্বত্যাগ কিরূপে সিদ্ধ হইল? ৬—১১। সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিষয়রাগ তোমার এখনও অপরিত্যক্ত রহিয়াছে, এই বিষয়রাগ সম্পূর্ণরূপ ত্যাগ করিতে পারিলে বিশোকপদ প্রাপ্ত হইবে। শিখিধ্বজ কহিলেন, এ সমস্তও আমার নহে, জল, স্থল, পর্ণশালাসমন্বিত এই আশ্রমই আমার; তাহা এক্ষণে আমি পরিত্যাগ করিলাম। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! জিতেন্দ্রিয় বীর সেই শিখিধ্বজ এই কথা বলিয়াই কুম্ভের উপদেশে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া নিমেষমাত্র ধ্যান করিয়া, বায়ু যেমন আপনাতে সংলগ্ন হইয়া স্ফুরিত ধূলিকণা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে আশ্রমের প্রতি আস্থাও পরিত্যাগ করিলেন। ১২—১৫। শিখিধ্বজ কহিলেন, এক্ষণে আমি লতাবৃক্ষপর্ণশালাসমন্বিত আশ্রম হইতে বাসনা নিবৃত্ত করিলাম, এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে। কুম্ভ কহিলেন, বৃক্ষ, স্থল, জল, গুল্ম, লতা, বিজন, পর্ণশালা এসমস্তই তোমার নহে, অতএব তোমার সর্ব্বত্যাগ কিরূপে সিদ্ধ হইল? এ সকল হইতে অতিরিক্ত সর্ব্বোত্তম বিষয়রাগ তোমার এখনও অপরিত্যক্ত রহিয়াছে; এই বিষয়রাগ নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারিলে তুমি পরম বিশোকপদ প্রাপ্ত হইবে। শিখিধ্বজ কহিলেন, মহাশয়! যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই কুটীর ও কুটীরের পত্রভিত্তি এবং কুটীরের দ্রব্য অজিন প্রভৃতি এ সমস্তও আমার নহে, তাহাও আমি ত্যাগ করিলাম। বশিষ্ঠ কহিলেন, বিশুদ্ধচিত্ত শান্ত অমুদ্ধমতি সেই শিখিধ্বজ রাজা এই বলিয়া, আসন হইতে উঠিলেন, বোধ হইল যেন, গিরিশৃঙ্গ হইতে মেঘ উঠিল। ১৬—২০। সূর্য্য যেমন আপনার রথে থাকিয়াই নিখিল লোককার্য্য প্রত্যক্ষ করেন, সেইরূপ সেই কুম্ভ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই রাজার সেই কার্য্য (উত্থান ব্যাপার) দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। "আহা করিতেছে করুক, ইহাই ইহার পরম পবিত্র কর্ম্ম", মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া কুম্ভ মৌনাবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। সাগরের মধ্যবর্ত্তী নিম্নভূমি যেমন উপরের উন্নত ভূমি হইতে বৃষ্টি-জলাদি আহরণ করিয়া একত্র জড় করে, সেইরূপ শিখিধ্বজ রাজা নিজের সমুদয় ব্যবহার্য্য পাত্র (ভাণ্ডাদি) আশ্রম হইতে বাহির করিয়া একত্র জড় করিলেন। সূর্য্য যেমন স্বীয় কিরণ প্রদান করিয়া সূর্য্যকান্ত-মণিকে প্রজ্বলিত করেন, সেইরূপ রাজা সেই দ্রব্যগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। প্রলয়কালে সূর্য্য যেমন আপনার কিরণানলে জগদ্দাহ করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে উপবেশন করেন, তদ্রূপ সেই শিখিধ্বজ সেই দ্রব্যগুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। ২১—২৫। "হে স্বামীভক্তে অক্ষমালিকে, এযাবৎ তুমি আমার কার্য্যকরী ছিলে, তখন পরকে ক্লেশ দিয়া নিজের স্বার্থসাধন করিবার বুদ্ধি আমার যায় নাই, একারণে তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, এক্ষণে আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে, এক্ষণে তুমি আমার আর কোন উপকারে লাগিবে না। আমি চিরকাল মন্ত্রকাননে ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কার্য্যপথে বিহার করিয়া আসিলাম, ধর্ম্মস্থান যাহা দেখিবার সমস্তই আমার দেখা হইয়াছে, হে সখি! এক্ষণে আমি বিশ্রাম করি" এই বলিয়া শিখিধ্বজ নিজ অক্ষমালা অনলে নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হইল যেন, প্রলয়কালের মহাবাত্যা আকাশের নির্ম্মল তারকাশ্রেণী উৎপাটিত করিয়া প্রলয়ানলে নিক্ষেপ করিল। "হে মৃগচর্ম্ম! আমিও একটী নরমৃগ, এই কারণেই বনমৃগ হইতে প্রচ্যুত তোমাকে এযাবৎ অজ্ঞানবশতই আসনরূপে কল্পনা করিয়াছি; তোমার দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি, এক্ষণে যাও, তোমার পথ মঙ্গলময় হউক। ২৬—৩০। তুমি অনলে দগ্ধ হইয়া আকাশরূপে পরিণত হও, নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশও তোমার স্থায়।" এই বলিয়া তিনি সেই মৃগচর্ম্ম অনলে নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হইল যেন, প্রবল বাত্যা আসিয়া সমুদ্র হইতে পর্ব্বতসমূহ উত্তোলন করিয়া দাবানলে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর, "হে সাধু কমণ্ডলো! তুমি সুবৃত্তশালী (গোল অথচ সুচরিত্র), তুমি জলধারণ করিয়া আমার যে উপকার করিয়াছ, আমি তাহার সম্যক্‌রূপ পরিশোধ করিতে পারিলাম না। হে কমণ্ডলো! তুমি আমার পরম সুহৃদ্, তোমাতে মনোহর সৌজন্য স্থিরভাবে বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি সর্ব্ববিধ সাধুতার একাধার। হে বন্ধো! তুমি যে বহ্নিতে দেহ পরিশোধিত করিয়া আমার নিকট আসিয়াছিলে, আবার সেই বহ্নিতেই দেহ শোধন করিয়া গমন কর; তোমার পথে কুশল হউক।" এই বলিয়া সেই কমণ্ডলু অগ্নিতে শোধনপূর্ব্বক কোন শ্রোত্রিয় বিপ্রকে প্রদান করিলেন। ৩১—৩৫। যাহা উৎকৃষ্ট দ্রব্য, তাহা কোন সাধুকে বা অগ্নিকেই দেওয়া উচিত। অনন্তর "হে আসন! মূর্খের বুদ্ধি যেমন শুভ-পাপেই আসক্ত হয়,

সেইরূপ তুমি সর্ব্বদা গুপ্ত অধোদেশে অবস্থান কর (গুহ্যদেশে থাক), অতএব মূর্খবুদ্ধির ন্যায় তোমার দাহতাপ ক্লেশভোগ করা উচিত, তুমি বহ্নিতে ভস্ম হইয়া যাও।” এই বলিয়া তিনি উজ্জ্বল চিদ্ব্রহ্মে অবস্থিতি করিবার জন্য,—শুদ্ধিলাভের জন্য, সেই কোমল আসন খানি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর কুম্ভের প্রতি বলিলেন, মহাশয়! যাহা ত্যাজ্য হয়, তাহা শীঘ্রই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, সে সমস্ত ত্যাজ্য বস্তু রাখিয়া দিলে কেবল উপদ্রবের বস্তুরই বৃদ্ধি করা হয়; এইজন্য আমি এই সমুদয় দ্রব্যজাত শীঘ্রই অনলে প্রক্ষেপ করিতেছি, এক্ষণে অগ্নি একেবারে এই সমস্ত দ্রব্যগুলি যদি দগ্ধ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমি পরম সন্তুষ্ট হই। হে সাধো! আমি নিষ্ক্রিয় হইবার জন্য এই সমুদয় কার্য্যের উপকরণ ত্যাগ করিতেছি, এজন্য মনে কোন কষ্ট করা উচিত হয় না; অনুপযুক্ত বস্তু কে বহন করে? সেই রাজা এই কথা বলিয়া, কাল যেমন জ্বলিত প্রলয়ানলে জগৎ দাহ করেন, সেইরূপ বনবাসীর ব্যবহারযোগ্য সেই সমুদয় ভোজনপাত্রাদি এককালে বহ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৬—৪১।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সেই রাজা আপনার অজ্ঞ মন—কর্ত্তৃক বৃথা সঙ্কল্পবলে কল্পিত সেই শুষ্ক তৃণমন্দিরও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তদ্ভিন্ন তথায় তাঁহার আর যাহা যাহা ছিল, তৎসমুদয় সেই মুনিব্রতধারী রাজা শিখিধ্বজ অক্ষুব্ধ মনে ক্রমে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিতে নিক্ষেপ, ত্যাগ ও ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। আপনার খাদ্যদ্রব্য বসন-ভূষণাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই সন্তুষ্ট মনে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বহ্নি জ্বলিত হইলে, তখন সেই আশ্রমে আর জনপ্রাণীও দৃষ্ট হইল না, সেই আশ্রম বীরভদ্রের বলে বিধ্বস্ত দক্ষযজ্ঞের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যেমন অগ্নিদগ্ধ পুরী হইতে লোকসকল ভয়ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ সেই আশ্রম হইতে মৃগকুল রোমন্থ (ভক্ষিত চর্ব্বণ) পরিত্যাগ করিয়া, (অগ্নিভয়ে) পলায়ন করিল। ১—৫। ভীষণ অনল প্রজ্বলিত হইয়া, শুষ্ক কাষ্ঠের সঙ্গে সেই রাজার দ্রব্য সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সেই ভূপতি সেই দহ্যমান দ্রব্যগুলির প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়া, কেবল শূন্য নগ্নদেহ হইয়া সন্তুষ্ট মনে বলিতে লাগিলেন, ‘হে দেবতনয়! আমি এ সমুদয়ের প্রতি বাসনা ত্যাগ করিয়াছি; আমি এক্ষণে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি, অহো! আমি এতদিনের পরে প্রবুদ্ধ হইয়াছি, আমি শুদ্ধ ও কেবল হইয়াছি। আমি অনায়াসেই বোধপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই সঙ্কল্পিত বস্তুসমূহের মধ্যে ত কিছুই সার নাই! বন্ধের হেতু এই বিবিধ বস্তু যখনই পরিত্যাগ করা যায়, তখনই মন সাতিশয় সুখী হয়। আমি এক্ষণে শান্ত নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হর্ষিত হইয়া জয়যুক্ত হইতেছি; আমার বন্ধসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি সর্ব্বত্যাগ করিয়াছি, আমি এক্ষণে দিগম্বর দিগ্‌ভবন (গৃহশূন্য) ও দিকের সমান (শূন্য) হইয়াছি। হে দেবপুত্র! আমার এই মহাত্যাগে আর অবশিষ্ট কি আছে? (অর্থাৎ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই সমস্তই ত্যাগ করিয়াছি)। ৬—১১। কুম্ভ কহিলেন,—হে রাজন্ শিখিধ্বজ! তোমার এখনও সর্ব্বত্যাগ করা হয় নাই, তুমি সর্ব্বত্যাগজনিত পরমানন্দের বৃথা অভিনয় করিও না, বাস্তবিক তুমি এখনও সর্ব্বত্যাগী হও নাই। তোমার এখনও সর্ব্বোত্তম রাগ (বাসনা) অপরিত্যক্ত রহিয়াছে; সেই রাগ ত্যাগ করিলে তবে তুমি পরম বিশোকপদ প্রাপ্ত হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো কমললোচন রাম! সেই রাজা এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে দেবাত্মজ! সর্ব্বত্যাগ করিলেও তবে এক্ষণে আমার ইন্দ্রিয়সর্পে পূরিত রক্তমাংসময় দেহ অবশিষ্ট রহিয়াছে, অতএব এক্ষণে আমি এই উচ্চদেশ হইতে নিম্নে পড়িয়া দেহ বিনষ্ট করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বত্যাগী হইব।” বশিষ্ঠ কহিলেন, এই কথা বলিয়াই সেই রাজা সমীপস্থিত গর্ত্তে দেহত্যাগ করিবার নিমিত্ত যেমন গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি কুম্ভ বলিলেন, হে রাজন্! তুমি নিরপরাধী দেহকে কি জন্য মহাগর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ? অজ্ঞবৃষভই কুপিত হইয়া আপন সন্তানকে মারিয়া ফেলে। তোমার এই অতিদীন জড়দেহ মূকস্বভাব, ইহার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, অতএব শরীরত্যাগ করিও না। মূকস্বভাব এই দেহ নিশ্চল হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করিতেছে। জলে ভাসমান কাষ্ঠ যেমন তরঙ্গ দ্বারা চালিত হয়, তদ্রূপ এই দেহ অপরের দ্বারা চালিত হয়, (ইহার নিজের কোন কার্য্যই করিবার ক্ষমতা নাই)। ১২—২০। মত্ত তস্কর যেমন (চুরি করিতে গিয়া গৃহস্থের দৃষ্টিগোচরে পড়িলে পলায়ন করতঃ) একপার্শ্বে স্থিত দুর্ব্বল ব্যক্তিকে হস্তে পাইলে প্রহার করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ অন্য একজনই এই দেহকে কষ্ট দেয়, তাহাকেই বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করা উচিত। এই দেহ সুখদুঃখাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া অপরাধী নহে। যেমন ফলবান্ বৃক্ষ বায়ুবেগে স্পন্দমান হইলে ফলপতন জন্য অপরাধে অপরাধী হয় না, কারণ, বাতাসই প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ হইতে ফলপুষ্পাদি নিপাত করে, সুতরাং বাতাসই দোষী, সাধু বৃক্ষের দোষ কি? সেইরূপ দেহ অপরের দ্বারাই সুখদুঃখাদির আস্পদ হয়, সুতরাং তাহার দোষ কি? হে পদ্মলোচন! যদি তুমি শরীরত্যাগ কর, তথাপি তোমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইবে না, বরং তাহা বিষময় ফল প্রদান করিবে। তুমি বৃথাই এই নির্দ্দোষ দেহকে উচ্চ দেশ হইতে পরিত্যাগ করিতে যাইতেছ। তোমার এইরূপ দেহত্যাগে দেহের পীড়নকারীর ত্যাগ করা হইবে না, সে থাকিবেই। ২১—২৫। যেরূপ মত্তহস্তী বৃক্ষকে উৎপাটিত করে, সেইরূপ যে তোমার এই দেহকে নিগ্রহ করিতেছে, সেই পাপীকে যদি ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি বাস্তবিক মহাত্যাগী হইবে। হে ভূপতে! তুমি যদি তাহাকে ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার দেহাদি সমস্তই ত্যাগ করা হইবে। নতুবা এইরূপে দেহাদি বারংবার পরিত্যাগ করিলেও আবার বারংবার উৎপন্ন হইবে। শিখিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুন্দর! এই দেহ কে চালিত করে, এই দেহাদির জন্ম ও কর্ম্মের বীজ কি? কাহাকে ত্যাগ করিলে সমস্ত ত্যাগ করা হইবে, তাহা আমাকে বলুন। কুম্ভ কহিলেন,—হে সাধো! হে রাজন্! দেহত্যাগ, রাজ্যত্যাগ, বা পর্ণশালাদির দাহকরণ এ সকলের কিছুতেই সর্ব্বত্যাগ করা হয় না। যাহা এই সকল স্বরূপ এবং যাহা হইতে এই সমুদয় উৎপন্ন, সেই সর্ব্বময় একটী বস্তু পরিত্যাগ করিলেই

সর্ব্বত্যাগ হইবে ২৬—৩০। শিখিধ্বজ কহিলেন, হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ! যাহা সর্ব্বময় সর্ব্বগত এবং সর্ব্বদা সকলের হেয়, সে সর্ব্ববস্তু কি,? তাহা আমার নিকট (স্পষ্ট করিয়া) বলুন। কুম্ভ কহিলেন,—হে সাধো! আমি চিত্তকেই সর্ব্বময় বস্তু বলিয়াছি। এইচিত্ত সর্ব্ববস্তুতে সম্বদ্ধ। ইহা জড়ও নহে, অজড়ও নহে। এই ভ্রান্ত-চিত্ত জীব, প্রাণ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! তুমি জানিও চিত্তই ভ্রম, তুমি জানিও চিত্তই মনুষ্য, চিত্তই জগজ্জাল, তুমি চিত্তকেই সমুদয় বলিয়া জানিও। হে মহীপতে! বৃক্ষবীজ যেমন বৃক্ষের কারণ, তদ্বৎ মনই রাজ্য, দেহ, আশ্রম প্রভৃতি সকলেরই বীজ বলিয়া জানিবে। সকলের মূলীভূত এই চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে সমস্তই ত্যাগ করা হয়। হে রাজন্! যখন চিত্ত ত্যাগেই সর্ব্বত্যাগ সম্ভবে এবং তাহার অত্যাগে তাহা সম্ভবে না, তখন চিত্ত ত্যাগই সর্ব্বত্যাগের উপায়, ইহা নিশ্চিত। ৩১—৩৫। সমস্ত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, রাজ্য বা কানন, এসকল দুঃখ ভোগ কেবল চিত্তবানেরই ঘটিয়া থাকে, যাহার চিত্ত নাই, সে পরম সুখী। (ক্ষুদ্রতম) বীজ যেমন (বিশাল) বৃক্ষভাব ধারণ করে, সেইরূপ (অতিসূক্ষ্ম) এই চিত্তই জগদ্রূপে দেহাদিরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। বৃক্ষ যেমন বাতাসে চালিত হয়, পর্ব্বত যেমন ভূকম্পে চালিত হয়, ভস্ত্রাযন্ত্র যেমন কর্ম্মকার দ্বারা চালিত হয়, সেইরূপ এই দেহ চিত্তের দ্বারাই চালিত হইতেছে। তুমি জানিবে, এই চিত্তে সকল বিষয়ের ভোগ, জন্ম, জরা, মৃত্যুরূপ দেহধর্ম্ম এবং শম, দম প্রভৃতি মহামুনির ধর্ম্মের সুদৃঢ় পেটিকা (ইহাতে নাই এমন পদার্থ নাই)। এই সর্ব্বময় চিত্তই জগদ্রূপে দেহাদি-আকাররূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। হে মুনিধর্ম্মী রাজন্! এই চিত্ত বিভিন্ন কার্য্য-অনুসারে মন, বুদ্ধি, মহৎ, অহঙ্কার, প্রাণ, জীব ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৩৬—৪১। হে মহীপতে! সর্ব্বময় এই চিত্ত সকল প্রকার আধিব্যাধির চরম-সীমায় উঠিতে পারে, এই চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে সর্ব্বত্যাগ করা হয়। হে ত্যাগবেদীর শ্রেষ্ঠ! চিত্তত্যাগকেই বুধগণ সর্ব্বত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে মহাবাহো! সেই চিত্ত ত্যাগ সাধিত হইলে যাহা সত্য, তাহা অনুভূত হইবে। চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে এই দ্বৈত-প্রপঞ্চ লয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐক্য মাত্র পরিশোধিত হয়, সে ঐক্য পরমশান্তিময়, অতি নির্ম্মল অনাময়। চিত্তই এই সংসারশস্যের ক্ষেত্র; এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রত্ব নষ্ট হইলে শস্যের উৎপত্তি আর কিরূপে হইবে। ৪২—৪৫। জল যেমন তরঙ্গভাবে বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ বিচিত্র চেষ্টাসম্পন্ন চিত্তই ভাব ও অভাবরূপে বিলসিত (বিচিত্র) পদার্থরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। হে ভূপতে! যেমন সাম্রাজ্য লাভ হইলে আর কিছুই লাভ করিতে বাকী থাকে না, সমস্তই লাভ করা হয়, সেইরূপ চিত্তের উচ্ছেদরূপ সর্ব্বত্যাগ করিতে পারিলে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে সর্ব্বত্যাগী রাজন্! তোমার নিকট অন্য ব্যক্তি যেমন সর্ব্বত্যাগের বিষয়—অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগের মধ্যে অন্য ব্যক্তিকে যেমন ত্যাগ করিতেছ, তদ্রূপ অন্য ব্যক্তিও তোমাকে সর্ব্বত্যাগের বিষয় করিতেছে, অর্থাৎ তোমাকে ত্যাগ করিতেছে, তাহা হইলে তুমি ত্যাজ্য (অপরের ত্যাজ্য) আত্মাকে গ্রহণ করিতেছ, সুতরাং তোমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইল কৈ? অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন আত্মার গ্রহণে তোমার এ সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইবে না। যিনি প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী, তিনি মুক্তা যেমন আপনার অভ্যন্তরে সূত্র ধারণ করে, সেইরূপ ত্রিকালেই এই নিখিল জগৎকে আপনার অভ্যন্তরে স্থান দেন; অর্থাৎ তিনি, অপরিচ্ছিন্নভাবে আত্মাকে গ্রহণ করেন। যিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়াছেন, সর্ব্বত্যাগ করিয়া শূন্যস্বরূপ হইলেও তাঁহাতে ত্রিকালবর্ত্তী এই সমস্ত জগৎ সূত্রে মুক্তাবলীর ন্যায় গ্রথিতভাবে বিদ্যমান থাকে। ৪৬—৫০। যিনি তৈলহীন দীপের ন্যায় সব ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি তৈলযুক্ত প্রদীপের ন্যায় সমুদয় প্রকাশিত করেন। যিনি সব পরিত্যাগ করিয়া তৈলহীন দীপের ন্যায় বিলীন হইয়া থাকেন, তিনি তৈলযুক্ত দীপের ন্যায় প্রকাশমান হন। সমুদয় দ্রব্যত্যাগ করিয়া তুমি যেরূপে একক হইয়া রহিয়াছ, সেইরূপ তুমি মৎকথিত সর্ব্বত্যাগ করিতে পারিলে বিজ্ঞানস্বরূপে অবশিষ্ট থাকিবে। হে নৃপ! যেমন সমস্ত বস্তু দগ্ধ হইয়া গেলেও তুমি যাহা তাহাই আছ, অন্য প্রকার হইয়া যাও নাই, সেইরূপ মদনুমতিতে সর্ব্বত্যাগী হইলে তুমিই পরম পুরুষার্থ নির্ব্বাণপদ হইবে, সে পুরুষার্থ তোমা হইতে পৃথক্ হইবে না। সর্ব্বত্যাগই শূন্য আত্মা, নিখিল জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া বিরাজ করেন। আকাশ যেমন সূর্য্য চন্দ্রাদির আস্পদ, তদ্রূপ সেই আত্মাই অনন্ত ও মহান্ জ্ঞানরাশির আস্পদ। ৫১—৫৫। সর্ব্বত্যাগরূপ রসপান করিতে পারিলে (নির্লেপ) আকাশে যেমন কোন বস্তুর প্রতিঘাত হয় না, সেইরূপ সেই সর্ব্বত্যাগীকে কোন প্রকার জরামৃত্যু ভয় আসিয়া বাধা দিতে পারে না। সর্ব্বত্যাগই নির্ম্মল মঙ্গলের কারণ, তুমি যদি এরূপ সর্ব্বত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে অনন্ত অবিনশ্বর জ্ঞানস্বরূপে বিরাজ করিবে। সর্ব্বত্যাগই পরম আনন্দ, তদ্ভিন্ন আর সব সুদারুণ দুঃখ; তুমি এই প্রকার সর্ব্বত্যাগ দৃঢ়রূপে স্বীকার করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর। যে এইরূপ সর্ব্বত্যাগ করিতে পারে তাহার নিকট সব আসিয়া উপস্থিত হয়। জল অগ্নিতেও যেমন প্রবেশ করে, সাগরেও তেমনি প্রবেশ করে। আত্মপ্রসাদকারী যে জ্ঞান, তাহা সর্ব্বত্যাগের মধ্যেই অবস্থিত। (সর্ব্বত্যাগ শূন্যস্বরূপ হইলেও তাহাতেই অজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত) ভাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী যে শূন্যভাগ, তাহাতেই রত্নাদি থাকে। (সুতরাং শূন্যভাগে থাকার বাধা কি)? ৫৬—৬০। সর্ব্বত্যাগের প্রভাবেই শাক্য-মুনি ঘোর কলিকালেও সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান করিয়াছেন। হে মহারাজ! সর্ব্বত্যাগ নিখিল সম্পদের আধার, যে যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করে না, তাহাকেই সব দিতে হয়, (অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নভাবে আত্মাকে যে গ্রহণ করে না, সে অপরিচ্ছিন্ন অনন্তরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়)। অতএব হে ভূপতে! তুমি সব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত সুস্থ আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ হইতে পারিলে, যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপই হইতে পারিবে। হে সাধুস্বভাব ভূমিপাল! তুমি এই ত্যাজ্য বিষয় আগে মনে মনে বিচার করিয়া তাহার পরে ত্যাগ কর, ক্রমে মনকেও "আমি ত্যাগ করিলাম" ইত্যাকার অভিমানবিশিষ্ট অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হও। ৬০—৬৪।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কুম্ভ যখন এই কথা বলিতেছিলেন, সেই সময়ে উদারাশয় রাজা শিখিধ্বজ মনে মনে বারংবার চিত্তত্যাগের বিষয় বিচার করিতে করিতে তাঁহাকে কহিলেন। মহাশয়! আমি হৃদয়াকাশের বিহঙ্গম, হৃদয়রূপ বৃক্ষের মর্কট মনকে ত্যাগ করিতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতেছি, কৈ ত্যাগ করিলেও ত যাইতেছে না, আবার আসিতেছে? ধীবরের মৎস্য-ধারণের ন্যায় আমি এই মনকে ধরিতে (স্বীকার করিতে) জানি; কিন্তু হে উত্তম! ইহাকে মূর্ত্ত দ্রব্যের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে জানিনা। অতএব হে ভগবন্। আগে আমার নিকট চিত্তের স্বরূপ কীর্ত্তন করুন, হে প্রভো। তাহার পরে ইহার ত্যাগ করিবার উপায় বলিবেন। কুম্ভ কহিলেন,—হে মহারাজ। বাসনাই চিত্তের বা মনের স্বরূপ জানিবে, চিত্তশব্দ বাসনারই নামান্তর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই চিত্তের পরিত্যাগ অতিসহজ স্পন্দনমাত্রে সম্পাদিত হইতে পারে, এই চিত্তপরিত্যাগ রাজ্যপ্রাপ্তি অপেক্ষাও অধিক আনন্দপ্রদ, কুসুম অপেক্ষাও মনোরম। (তবে এই চিত্তত্যাগ যে সকলেই করিতে পারে, তাহা নহে)। তবে মূর্খের নিকট ইহা (চিত্ত পরিত্যাগ) অতি নীচলোকের সাম্রাজ্য প্রাপ্তির ন্যায়, তৃণের সুমেরুভাব ধারণের ন্যায় যে দুঃসাধ্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ১—৫। শিখিধ্বজ কহিলেন,—মহাশয়! আপনার কথায় এক্ষণে বুঝিলাম, চিত্ত বাসনাস্বরূপ, তাহা অতি চঞ্চল-স্বরূপ। আমার বোধ হইতেছে, এই চিত্তের ত্যাগ বজ্র অস্ত্রকে গলাধঃকরণ করা অপেক্ষাও কঠিন। মুনিবর! এই চিত্তই শরীররূপ যন্ত্রের পরিচালক, হৃদয়কমলের ভ্রমর, মোহসমীরণের সঞ্চরণস্থান আকাশ, জগৎরূপ কমলের মূলীভূত মৃণাল এবং দুঃখদাহপ্রদ অনলস্বরূপ, চিত্তকুসুমেরই সৌরভ এই সংসার। অতএব যাহাতে অনায়াসে এবংবিধ সর্ব্বানর্থমূল চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারি তাহার উপায় বলিয়া দিন। ৬—১০। কুম্ভ কহিলেন,—হে সাধো! এই চিত্তের সমূলে উচ্ছেদই সংসার-ক্ষয়, দীর্ঘদর্শিগণ এইরূপ সংসারক্ষয়কেই চিত্তত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিখিধ্বজ কহিলেন, মহাশয়! আমারও বোধ হইতেছে, চিত্তত্যাগ অপেক্ষা চিত্তনাশই কার্য্যসিদ্ধির সম্যক্ উপায়। ব্যাধির প্রতি হাজার মমতাত্যাগ করিলেও ব্যাধি বিদ্যমানে তাহার অভাব কিরূপে অনুভূত হইবে? ব্যাধির অভাব অনুভব করিতে গেলে, ব্যাধির একেবারে উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে (চিত্তও একপ্রকার ব্যাধি)। কুম্ভ কহিলেন, এই চিত্তবৃক্ষের বীজ অহন্ভাব (আমিত্ব অর্থাৎ আত্মার অজ্ঞান)। এই চিত্তবৃক্ষ ঐ বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াই শাখাপল্লব ফলশালী হইয়া পড়িয়াছে। তুমি এই চিত্তবৃক্ষকে, সমূলে উৎপাটিত কর, আকাশবৎ শূন্যহৃদয় হও। শিখিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে। চিত্তের মূল কি? অঙ্কুর কি? ইহা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? ইহার শাখা কি? কাণ্ড কি? আর কিরূপেই বা এ চিত্ত-বৃক্ষ উন্মূলিত হয়? (তাহা আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলুন)। কুম্ভ কহিলেন,—এই চিত্ত 'অহংভাব' অর্থাৎ আত্মস্বরূপের অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন, সুতরাং এই চিত্ত অজ্ঞানরূপী। হে মহামতে। ইহাই (অজ্ঞানই) চিত্তবৃক্ষের বীজ জানিবে। ১১—১৫। পরমাত্মা যে মায়ারূপ ক্ষেত্র, তাহাই এই মায়াময় চিত্তের ক্ষেত্র, অর্থাৎ মায়া হইতেই ইহার উৎপত্তি। প্রথম উৎপন্ন এই মায়াক্ষেত্র হইতে 'আমি' ইত্যাকার নিশ্চয়রূপী যে অনুভব, তাহাই ইহার অঙ্কুর। নিশ্চয়াত্মক আকারশূন্য ঐ অনুভব বুদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি নামক ঐ অঙ্কুরের সঙ্কল্পরূপ যে স্থূলভাব ধারণ, তাহা চিত্ত বা মনোনামে অভিহিত হয়। তাহার পরে পরমার্থতঃ নির্ব্বিকারতা বিধায় শূন্যস্বরূপ মিথ্যাচিত্তধর্ম্মের অনুসন্ধানকারী ঐ সাক্ষীভূত চিত্তবৃক্ষ (চিদাভাস) জীবনামে অভিহিত হয়, অস্থিমায়ুরসে রঞ্জিত এই শরীর ঐ চিত্তবৃক্ষের কাণ্ড; মূলস্তম্ভ প্রদেশ হইতে স্কন্ধাগ্রভাগ পর্য্যন্ত অঙ্কুরের উৎপত্তিকালে তৎসমুদয়ের যে স্পন্দ, তাহাই ইহার বাসনা। ইন্দ্রিয়সকল এই চিত্তবৃক্ষের দূর প্রসারিত দীর্ঘ শাখা। ভাব ও অভাব হইতে উৎপন্ন, শুভ অশুভ ফলে পূর্ণ ভোগজাল এই বৃক্ষের অবান্তর শাখাসমূহ; (মধ্যবর্ত্তী ছোট ছোট ডাল)। হে রাজন্! তুমি প্রতিক্ষণে ঈদৃশ চিত্তরূপ অনিষ্ট বৃক্ষের শাখাচ্ছেদন করত ইহার মূলদেশের উৎপাটনে যত্নবান্ হও। ১৬—২১। শিখিধ্বজ কহিলেন, হে মুনে। আমি কিরূপ উপায়ে এই চিত্তবৃক্ষের শাখাদি ছেদনপূর্ব্বক নিঃশেষরূপে মূলোৎপাটন করিব, তাহা বলুন। কুম্ভ কহিলেন,—এই চিত্তবৃক্ষের বাসনারূপিণী ফলভরে নত স্পন্দমান যে শাখা আছে, বিচার-জ্ঞানবলে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক তৎসমুদয়ের ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিলেই তাহা ছেদিত হইয়া যায়। যিনি অনাসক্তচিত্তে মৌন-ভাবে শাস্ত্রবাদের (একমাত্র শান্ত আত্মাই পরিশোধিত, আর কিছুই বাস্তব নহে, ইত্যাকার) বিচার করিতে থাকেন এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক যথাপ্রাপ্ত কার্য্যের সম্পাদন করেন, যিনি আপন পৌরুষবলে চিত্তবৃক্ষের শাখাসমূহ কর্ত্তন করত অবস্থান করিতে থাকেন (শাখাচ্ছেদন করিতে করিতে তৎকর্ম্মে নিপুণ হন), তিনিই ইহার মূলোৎপাটনে সমর্থ হইবেন। ২২—২৫। চিত্ত-বৃক্ষের মূলোৎপাটনই প্রধান কার্য্য, শাখাকর্ত্তন আনুষঙ্গিকমাত্র। (ফলতঃ মূলোৎপাটন করিলেই শাখাচ্ছেদন হইয়া যায়)। অতএব তুমি চিত্তবৃক্ষের মূলোৎপাটনে যত্নবান্ হও। হে মহামতে। প্রধান কর্ম্ম বলিয়া তুমি চিত্তরূপ কণ্টকবনের অগ্রে মূলদেশই দগ্ধ কর, এইরূপ করিলে তুমি চিত্তশূন্য হইবে। শিখিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে। এই অহন্ত্বরূপী চিত্তবৃক্ষের বীজ কি রকম অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, তাহা আমার নিকট বলুন। কুম্ভ কহিলেন,—হে রাজন্! "আমি কে? কিরূপে এইরূপ আকার ধারণ করিলাম" এইরূপ আত্মবিচাররূপ অগ্নিই চিত্তবৃক্ষের বীজ দগ্ধ করিতে পারে। শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মুনে। আমি আপন বুদ্ধিতে অনেক বিচার করিয়া দেখিয়াছি, যে আমি জগৎ নহি, পৃথিবী নহি, বনভাগমণ্ডিত অদ্রিতট নহি, বন নহি, পত্র স্পন্দাদিও নহি, মাংসরক্তাস্থিময় দেহাদিও নহি, কারণ এ সকল জড়পদার্থ, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও নহি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও নহি, মনও নহি, বুদ্ধিও নহি, অহঙ্কারও নহি, কারণ, এ সমুদয়ও জড়পদার্থ, আমি ত জড় নহি, পরে বুঝিয়াছি যে, সুবর্ণে কটকভাব যেরূপ চিন্ময় আত্মাতেই এই 'আমি' 'তুমি' ভাবও সেইরূপ। সেই চিন্ময় আত্মা এই ব্রহ্মাণ্ডাদি জড়বস্তুসমূহের আধার, তিনি এই নিখিল শব্দপ্রভৃতি বিষয়ের আদি (কারণ)। আকাশে যেমন বিশাল-বৃক্ষের অবস্থিতি একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ, তাঁহাতে এই সমুদয় জড়বস্তু ভিন্নভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। ২৬—৩৪। হে

ভগবন্! এইরূপে আমিত্ব-মলের ক্ষালন কল্পিত হয় জানিয়াও, আমি, অন্তরে যিনি একরস প্রত্যক্ষ সাক্ষী চৈতন্য, তাঁহাকে জানিতে পারিতেছি না বলিয়া, হে মুনে! আমি চিরকাল দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া রহিয়াছি। কুম্ভ কহিলেন,—হে মহীপতে! হে নির্ম্মল! তুমি যদি কথিত দেহাদি পদার্থ না হও, কেননা তাহা জড়, তাহা হইলে হে মহীপতে! বল দেখি "তুমি কে?" শিখিধ্বজ কহিলেন, হে বিপ্রবর! আমি সেই নির্ম্মল চিন্ময় আত্মজ্ঞান, যাহার সত্তাতেই এই বাহ্য জড়বস্তুসমূহ অনুভবগোচর হইতেছে এবং ইহা অনিষ্টরূপে বিভক্ত হইতেছে। আমি এবংবিধ হইলেও বিনা কারণে, বা কোন কারণবশতঃ আমাতে নিশ্চয়ই মল সংক্রমিত রহিয়াছে, এইজন্য আমি সেই পরমপদ জানিতে সমর্থ হইতেছি না। হে মুনে! এই অসৎ মল আমার আত্মার নহে, তথাপি ইহাকে ক্ষালিত করিতে পারিতেছি না বলিয়া দারুণ ক্লেশভোগ করিতেছি। কুম্ভ কহিলেন,—মহাবাহো! তোমাতে যে মহামল সংক্রমিত রহিয়াছে এবং সৎই হউক, আর অসৎই হউক, যাহাতে তুমি সংসারী হইয়া রহিয়াছ, তোমার সে মল কি, তাহা আমাকে বল। শিখিধ্বজ কহিলেন, চিত্তবৃক্ষের বীজ যে অহম্ভাব, তাহাই আমার মল, সে মল কিরূপে ত্যাগ করিতে হয়, তাহা আমি জানি না, আমি পুনঃপুনঃ তাহা ত্যাগ করিতেছি, তথাপি তাহা আবার আমার নিকট আসিতেছে। ৩৫—৪১। কুম্ভ কহিলেন, কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি, তাহা সর্ব্বত্রই সত্য হইয়া থাকে। যাহা কারণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহা সত্য নহে, যেরূপ দ্বিচন্দ্র—ফলতঃ দ্বিচন্দ্রের সত্তা কুত্রাপি নাই। অহম্ভাবরূপ কারণ হইতে এই মনঃপ্রভৃতিরূপ যে কার্য্য, যাহা সংসারের অঙ্কুরস্বরূপ,—এইরূপে ইহার (উত্তরোত্তর) কারণ অনুসন্ধান করিয়া বল, অর্থাৎ অহম্ভাব হইতে যেমন মনঃপ্রভৃতির উৎপত্তি, সেইরূপ অহম্ভাবের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা এক্ষণে বল। শিখিধ্বজ কহিলেন, মুনে! "আমি" ইত্যাকার জ্ঞানই এই অহম্ভাবের কারণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, অতএব হে মুনিবর! যাহাতে আমার এবংবিধ (দুষ্ট) জ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তাহার উপায় বলুন। আত্মচৈতন্য চেত্যভাবে ভাবিত হওয়াতেই আমি এই দেহাদিরূপে অবস্থিত হইয়া, কেবল দুঃখেরই কারণ হইতেছি। অতএব হে মুনে! আমার এবংবিধ (দুষ্ট) জ্ঞান নিরাকরণার্থ আপনি চেত্যভাব নিরাকরণের উপায় বলুন। কুম্ভ কহিলেন,—যদি তুমি চিতির চেত্যভাব প্রাপ্তিবিষয়ে চেত্যকেই কারণ বলিয়া স্বীকার কর—অর্থাৎ এইরূপ কারণ যদি জানিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বল, তাহার পরে তোমার কথা শুনিয়া তোমার কথিত ঐ কারণ যাহাতে প্রকৃত কারণ না হয়, তাহা বুঝাইয়া দিব। ৪২—৪৬। যাহা কারণ না হইয়াও তোমার এই জ্ঞেয়জ্ঞানরূপ চেত্যচৈতন্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমার নিকট বল। শিখিধ্বজ কহিলেন,—মুনে! এই দেহাদি (বাহ্য) আধ্যাত্মিক পদার্থের সত্তাই এই জ্ঞেয়জ্ঞানরূপ চেত্যচৈতন্যের কারণ বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইতেছে। যেমন, বায়ু বিদ্যমানেই স্পন্দ হয় বলিয়া বায়ু স্পন্দের কারণ, সেই-রূপ শরীরাদি বস্তু আছে বলিয়াই—অর্থাৎ তাহাদের সত্তাহেতুই অহম্ভাবজ্ঞান দেহাদিরূপে উদিত হইতেছে। তবে ঐ বস্তুসত্তা আবার সময়ে অসত্যরূপে প্রতীয়মান হয় বটে,—অর্থাৎ যখন অমূর্ত্তবস্তুর জ্ঞান হয় তখন। আমার একদিকে অহম্ভাব জ্ঞান, যাহাতে চিত্তবীজ নিবৃত্ত হইতেছে, অপরদিকে আমি দেহাদি বস্তুসত্তার অসত্তাও বুঝিতে পারিতেছি না, যাহাতে তাহা বুঝিতে পারি, তাহার উপদেশ করুন। ৪৭—৫০। কুম্ভ কহিলেন,—যদি দেহাদি বস্তু থাকে, তাহা হইলে তাহার সত্তা হইতে পারে বটে. কিন্তু তাহা ত নাই। অর্থাৎ দেহাদিবস্তু বা তৎসত্তা ত নাই, সুতরাং তাহা আবার বুঝিবে কি? শিখিধ্বজ কহিলেন,—যাহার স্বরূপ স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে, [illegible] সেই বস্তু অসৎ কিরূপে হইবে? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান এই দেহাদির অপলাপ করিতেছেন কিরূপে? অন্ধকার আবার কিরূপে প্রকাশ হইবে? হে মুনে! হস্তপদাদিমান্ প্রত্যক্ষ কার্য্যফলে উল্লাসপ্রাপ্ত সর্ব্বদা অনুভূয়মান এই দেহ নাই আপনি বলিতেছেন কিরূপে? কুম্ভ কহিলেন,—হে ভূমিপাল! যে কার্য্যের কারণ নাই, এ জগতে এমন কার্য্যই নাই, তবে যে সেরূপ কার্য্যের জ্ঞান, তাহা ভ্রান্তি বই আর কিছুই নয়। এই শরীরকার্য্যও কারণ না থাকিলে কদাচ প্রত্যক্ষ হইত না, যাহার বীজ নাই, এমন দ্রব্য কোথায় দেখিয়াছ? কারণ ব্যতিরেকেই যে কার্য্য সদ্রূপে অনুভূয়মান হয়, তাহা দ্রষ্টার ভ্রান্তিবশতঃ,—যেমন মরীচিকাসলিল। ৫১—৫৬। ফলতঃ তুমি ইহা অবিদ্যমান মিথ্যা ভ্রান্তিবশতই বিদ্যমান জানিয়া রাখিও। যে যত্নপূর্ব্বক তথ্যনির্ণয় করিতে চায় না, তাহার নিকটই মরীচিকাসলিল সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয়। শিখিধ্বজ কহিলেন, যাহা একেবারে মিথ্যা, যেমন দ্বিতীয় চন্দ্রবিম্বাদি, তাহার আবার কে কারণ অনুসন্ধান করিতে যায়? কোন্ ব্যক্তি বা বন্ধ্যাপুত্রের সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার-সৌন্দর্য্য দেখিতে যায়? কুম্ভ কহিলেন,—হে রাজন্! এই শরীরাদি অস্থিপঞ্জর,—ইহা কারণ ব্যতিরেকেই কার্য্য, তুমি একার্য্যকে অসত্ত্ববশতঃ অবিদ্যমান বলিয়া জানিও। শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মুনীশ্বর! যে হস্তপদাদিমান্ শরীর সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে, পিতা ইহার কারণ হইতে পারেন না কেন? ৫৭—৬০। কুম্ভ কহিলেন,—হে রাজন্! পিতাই যে আছেন, তাহার (প্রমাণ) কি? যখন কারণ নাই, তখন পিতাও নাই, যাহা অসৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন, তাহাকে অসৎই বলা হয়। কার্য্যপদার্থসমূদয়ের কারণকে বীজ বলা হয়, হে রাজন্! এই জগতে বীজ ব্যতীত অঙ্কুর কদাপি সম্ভাবিত নহে। এই জগতে যে কার্য্যের কারণ-বীজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বীজের অভাবনিবন্ধন সে কার্য্য নাইই বলিতে হইবে, তবে যে তাদৃশ অহেতুক কার্য্যের জ্ঞান হইতেছে, তাহা ভ্রান্তি। কারণহীন কার্য্য যখন বাস্তবিকই নাই, তখন তাহার জ্ঞান ভ্রান্তিব্যতীত আর কি বলা যাইবে? তাদৃশ কার্য্যের অনুভব দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায়, মরুভূমিতে সলিলের ন্যায় এবং বন্ধ্যা-নারীর সন্তানের ন্যায় জানিবে। শিখিধ্বজ কহিলেন,—পুত্র, পিতা, পিতামহ ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পিতামহ অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভ, তিনি এই জগত্রয়ের প্রথমোৎপত্তির প্রতি কারণ না হন কেন? ৬১—৬৫। কুম্ভ কহিলেন,—হে ভূপতে! যিনি সর্ব্ব-প্রথম পিতামহ, তিনিও ত নাই; কারণ না থাকিলে যখন কোন বস্তুরই সত্তা নাই, তখন পিতামহের অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার করিব? কারণ, তাঁহার কারণ ত একেবারেই নাই। তবে এই সৃষ্ট জগতের স্রষ্টারূপে পিতামহ সকলের প্রত্যক্ষ হইতেছেন; তিনি সেই মায়োপাধিক পরমাত্মাই, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহেন। সেই চিন্ময় আত্মা হইতে পৃথক্রূপে যে তাঁহার প্রতীতি, তাহা

মরীচিকাজলের ন্যায়, ভ্রান্তিবশতই বলিতে হইবে এবং তাঁহার যে কার্য্যকারিতা, তাহাও ভ্রান্তিময়। পিতামহের অভ্যন্তরে এই জগতের স্থিতি অর্থাৎ পিতামহ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন, এইরূপ মিথ্যা ধারণা, তোমার বোধ হয় এখন গিয়াছে, অর্থাৎ আমার উপদেশে বোধ হয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছ। সম্প্রতি তোমার অবশিষ্ট যে ভ্রমটুকু আছে, তাহা দূর করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভূপাল। চিদাত্মাই সর্ব্বপ্রধান দেব, এই আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগৎপরম্পরা চিদাত্মরূপে সেই চিদাত্মাতেই প্রকাশমান। এই পদ্মযোনি প্রভৃতি নামকল্পনাও তাঁহারই এবং তাঁহাতেই হইতেছে, এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে এ সমস্তই একমাত্র শান্তভাব ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ৬৮—৭০।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৪

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত এই জগৎ যদি ভ্রান্তিই হয়, তবে কার্য্যকারিতা ইহার কিরূপে আসিল এবং ইহা দুঃখের হেতুই বা কেন হইল? কুম্ভ কহিলেন,—যেমন অত্যন্ত শৈত্য-বশতঃ শিলাভাব প্রাপ্ত হইলে সলিলের কাঠিন্য অনুভূত হয়, সেইরূপ এই জগদ্ভ্রম সত্যরূপে ভাবিত হওয়াতেই সুদৃঢ় সত্য হইয়া কার্য্যকারী এবং দুঃখের হেতু হইতেছে। বুধগণ জানেন যে, এই ঘনীভূত অজ্ঞান (ভ্রান্তি) যখন শিথিল—অর্থাৎ নিবৃত্ত হইতে থাকে, তখন এ জগদ্ভাবও ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। এই অজ্ঞান নিবৃত্ত না হইলে কখনই এই জগদ্ভাবের নিবৃত্তি হয় না। বাহ্যবুদ্ধিবৃত্তিকে ক্ষীণ করিতে পারিলেই এই অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে অজ্ঞান নষ্ট করিয়া পরমপদের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে, এই বাহ্যদৃষ্টির উপশম হইয়া থাকে। লৌকিক ঘটনাতেও দেখা যায় যে, যে বস্তু পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মভাব ধারণ করিতেছে, তাহার পূর্ব্বভাব ক্রমে বিগত হইয়া একবারে লয় হইয়া থাকে। ১—৫। এই রীতিতে অজ্ঞাননাশ করিতে পারিলে, হে নৃপ! তুমি সেই আদিপুরুষ (পূর্ণব্রহ্ম) স্বরূপে অবস্থান করিতে পার, অতএব তুমি এই জগতের অস্তিত্ব মরীচিকা-সলিলের অস্তিত্বের মত জ্ঞান কর। এই ক্ষিত্যাদি ভূতসমূহও পিতামহের অভাবহেতু অসৎ মিথ্যা, যাহা অসিদ্ধ অজ্ঞতা-ভাবগ্রস্ত, তাহা দ্বারা যাহা সিদ্ধ করিতে যাওয়া যায়, তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না। মরীচিকাসলিলের ন্যায় উদিত এই উপ-লভ্যমান ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত বিচার দ্বারা শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায়, বিলীন হইয়া যায়। কারণের অভাবে কার্য্য হয় না, এ নিয়ম সত্ত্বেও যে কার্য্যের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা মিথ্যাজ্ঞানে, নতুবা তাহার স্বরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। মিথ্যাদৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, তাহার কুত্রাপি অস্তিত্ব হইতে পারে না। মরীচিকা-সলিল দিয়া কে ঘট পূর্ণ করিয়াছে, বল দেখি? ৬—১০। শিখিধ্বজ কহিলেন,—অনন্ত, অজ, অব্যক্ত, শান্ত, অচ্যুত, শুদ্ধরূপী ব্রহ্ম কেন আদিস্রষ্টা পিতামহের কারণ না হন? কুম্ভ কহিলেন,—যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাই হেতু, যাহা পরবর্ত্তী, তাহাই কারণ, কিন্তু ব্রহ্মে পূর্ব্বত্ব পরত্ব কিছুই নাই, সুতরাং তিনি কারণও নহেন, কার্য্যও নহেন; তিনি (কূটস্থ অপরিণামী) এ সকলের অতীত। এই ব্রহ্মের কর্তৃত্ব কর্ম্মত্ব কারণত্ব কিছুই নাই, ইহাঁর উপাদান বা নিমিত্ত কারণও কিছুই নাই, ইনি অবিচারণীয় অজ্ঞেয়, ইনি কিরূপে কর্ত্তা হইবেন? সুতরাং এই জগৎ যখন কারণশূন্য বলিয়া কার্য্য হইতে পারিল না, তখন এই জগৎকে তুমি দ্বৈত-রূপ পরিচ্ছেদশূন্য আত্মস্বরূপ দেশকাল-পরিচ্ছেদ-রহিত একমাত্র সৎচিদেকরসব্রহ্মরূপেই সম্ভাবনা কর। যাহা অতর্কণীয়, অজ্ঞেয়, শিব, শান্ত এবং অক্ষয়, সেই ব্রহ্ম কিরূপে কাহার নিকট কর্ত্তা ও ভোক্তা হইতে পারেন? অতএব কিছুই ব্রহ্মের কৃত নহে, এই জগদাদিও কিছু বিদ্যমান নহে, তুমিও কর্ত্তা নহ, বা ভোক্তা নহ। তুমি সেই শান্ত শিব অজ ব্রহ্ম। কারণ নাই বলিয়া এই জগৎ কাহারও কার্য্য নহে, তবে যে কারণ না থাকিলেও ইহাকে কার্য্য বলিয়া অনুমান, তাহা ভ্রান্তিমূলক। কার্য্য নয় বলিয়া জগতের অস্তিত্বও নাই, এইরূপ সৃষ্টিও নাই। যখন এ জগৎ কোন কারণ হইতে সম্ভূত কার্য্য নহে, তখন জগৎনামক পদার্থের অভাবই সিদ্ধ হইল। সুতরাং তাহাকে সিদ্ধরূপে জ্ঞান করিতে কে যায়? (তত্ত্ববিৎ ত যানই না)। অতএব ঈদৃশ জ্ঞান যখন নাই, অর্থাৎ অসিদ্ধবস্তুর সিদ্ধিজ্ঞান (অহম্ভাব. জ্ঞান) যখন অস্তিত্বশূন্য, তখন অহম্ভাবের আবার কারণ কি? (তাহাও নাই)। এক্ষণে বোধ হয় তুমি বিশুদ্ধ হইয়াছ, মুক্ত হইয়াছ, তোমার নিকট এখন বন্ধ মুক্তির কথা কিছুই নহে। শিখিধ্বজ কহিলেন,—ভগবন্! এক্ষণে আমি ঠিক বুঝিয়াছি, আপনি উত্তম যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন। ১১—২০। হে মুনিবর! এক্ষণে বুঝিলাম যে, ব্রহ্ম নিজে কারণ বিহীন বলিয়া কারণ হইতে পারিলেন এবং কর্ত্তা যখন কেহ নাই তখন জগৎ নামক একটা পদার্থও বাস্তবিক নাই এবং (কল্পিত) নামরূপ-দৃষ্টিও সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতএব সেই ব্রহ্ম, চিত্তাদিরও বীজ নহেন, অহম্ভাবাদিও কিছুই নহে, ইহাই ঠিক। আমি এক্ষণে বিশুদ্ধ হইলাম, জ্ঞানবান্ হইলাম, শিবশান্তিময় হইলাম। এক্ষণে আপনার কথায় বুঝিলাম, চিৎসত্তা ব্যতীত চেত্যনামক কিছুই নাই, আমিই সেই চিৎ, অতএব আমাকে নমস্কার। তবৎকথিত যুক্তি-অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় প্রতীয়মান হয় যে, "আমি" প্রভৃতি দৃশ্য সমুদয় অসৎ। কি আশ্চর্য্য! অনেক দিনের পরে, এই দিক্—দেশ, কালে অবচ্ছিন্ন বিভ্রম ক্রিয়াসঙ্কুল এই জগৎপদার্থ আমার নিকট বিলীন হইয়া গিয়াছে, অবিনশ্বর শান্ত একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থিত রহিয়াছেন। আমি শান্ত হইলাম, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলাম, পূর্ণভাবে অবস্থিত হইলাম এবং কোথাও যাইতেছি না, উদিত হইতেছি না, অস্তমিত হইতেছি না, একভাবেই অবস্থিত রহিয়াছি, আপনি যেরূপ চিদেকরস হইয়া একভাবে অবস্থান করিতেছেন, এইরূপেই অবস্থান করুন। আমিও বিশুদ্ধ অবাঙ্মনসগোচর পরম-পুরুষার্থ সুখময় আত্মস্বরূপ হইয়া রহিয়াছি। ২১—২৫।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই শিখিধ্বজ নৃপতি এইরূপে আত্ম-বিশ্রান্তিলাভ করিয়া, শান্তচিত্তে নির্ব্বাতদেশস্থ দীপের ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন। তাহার পরে কুম্ভ যখন দেখিলেন, রাজা নির্ব্বি-

কল্পসমাধিদশায় উপনীত হইয়া মনকে ব্রহ্মভাবে পরিণত করিয়া ব্রহ্মৈকরসে অবগাহন করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন, তখন তাঁহাকে বক্ষ্যমাণপ্রকারে প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) দিতে লাগিলেন। কুম্ভ কহিলেন,—হে রাজন্! তুমি এক্ষণে অজ্ঞাননিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াছ, তুমি এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়াছ, তুমি এক্ষণে না অর্থময় অথবা অন্তময় হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাক। হে রাজন্! তুমি এক্ষণে জীবন্মুক্ত হইয়াছ, তোমার কল্পিত পরিচ্ছিন্নভাব গিয়াছে, তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তুমি সহসা বিকাশপ্রাপ্ত অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণ আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। বশিষ্ঠ কহিলেন,—কুম্ভের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, শিখিধ্বজ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিলেন, এতকাল তিনি মোহপেটিকায় আবৃত ছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সাতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। ১—৫। মুক্তাত্মা বিশ্রান্তবুদ্ধি ঐ শিখিধ্বজ দৃশ্যবস্তুসমূহের অসত্তা অনুভব করিয়া, পুনরায় কুম্ভকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার জ্ঞানদাতা ও আনন্দদায়ী! এক্ষণে আমি প্রায় পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তথাপি সম্যক্‌রূপে জ্ঞানকে দৃঢ় রাখিবার আশয়ে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর দিন। অবিদ্যাবরণে আচ্ছন্ন অভাসবিবর্জ্জিত শান্তশিব আত্মপদে এই দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন নামক বিশ্বের প্রতীতি হয় কেন? কুম্ভ কহিলেন,—হে মহারাজ! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, যদিও তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ণ শোভাধারণ করিয়াছ, তথাপি তোমার এই বিষয় জানিতে এখনও বাকী রহিয়াছে, অতএব এক্ষণে ইহা শ্রবণ কর। স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই যে কিছু দৃষ্ট হইতেছে, এ সমস্তই প্রলয়কালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ৬—১০। তখন এমন এক গভীর নিশ্চলভাব অবশিষ্ট থাকে যে, তাহা না তেজ, না অন্ধকার, কোন প্রকারেই তাহার নিরূপণ করা যায় না। মহাকল্পের অবসানে যে, সেই বিশালভাব, তাহাই সারবস্তু। তাহা নির্ম্মল চিদ্‌বস্তু পরমাকাশ শান্ত দেদীপ্যমান, সে বস্তুতে কোন প্রকার কলঙ্কের লেশমাত্রও নাই, কেবল পরম জ্ঞানময়। সেই অতিনির্ম্মল বস্তুই একমাত্র উদিত শান্ত বিশাল উজ্জ্বল, তাহাই পরমাত্মক তেজঃ, তাহাই নিশ্চল জ্যোতিরূপী। বৈষম্যদোষবিবর্জ্জিত সেই আনন্দিত শিববস্তু কাহারও তর্ক বা জ্ঞানের গোচর নহেন, তাঁহাকেই পূর্ণজ্ঞানে পূর্ণভাবাপন্ন নিশ্চল ব্রহ্ম বলা হয়। তিনি সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতর, অথচ স্থূলতর হইতেও স্থূলতর, গুরুতর হইতেও গুরুতর, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ১১—১৫। আবার তিনি এত সূক্ষ্ম যে, তাঁহার নিকট এই আকাশ, পরমাণুর নিকটে সুমেরুর ন্যায়, অতি স্থূল বলিয়া বোধ হয়। আবার তিনি এত স্থূল যে, তাঁহার নিকটে এই জগৎ পরমাণুর ন্যায় অতিসূক্ষ্মরূপে কোথাও প্রতীত হইতেছে, বা কোথাও একেবারেই প্রতীত হইতেছে না। ঈদৃশ মায়াশবলিত পরমাত্মরূপ অধিষ্ঠানে যে, এই বিশ্বের স্ফুরণ ইহা সেই বিষ্ণুর নাভিকমলজাত ব্রহ্মার অহন্তাবরূপ অজ্ঞানের অধ্যাসই জানিবে, ফলতঃ বিরাট্ আত্মাই এই জগদ্রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বায়ু ও বায়ুস্পন্দ যেমন এক, শূন্যত্ব আকাশত্বের যেমন কোন পার্থক্য নাই, তদ্রূপ চিন্মাত্র ও অহন্তাবেরও পার্থক্য নাই। সকারণ তরঙ্গ যেমন দেশকাল পরিচ্ছিন্ন সলিলমধ্যে অবস্থিত, সেইরূপ কারণহীন জগৎও দেশকালাদিরূপে অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মে অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন কারণবিশিষ্ট দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সুবর্ণের মধ্যে কটক বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য ব্রহ্মে এই কারণহীন জগৎ অবস্থান করিতেছে। ১৬—২১। এই জগদ্রূপরাজ্যের মহারাজস্বরূপ ব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই ব্রহ্মই কেবল অবিনাশী। ইনি দ্বৈতভাববিবর্জ্জিত, নির্ম্মল এবং শান্ত, জগৎ ইঁহার নিকট তৃণবিন্দু। এই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তাতেই এবম্প্রকার জগৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে, এই আত্মরূপী ঈশ্বরের সত্তাজ্ঞানেই এই জগৎসত্তা অনুভূত হইতেছে। হে ভূপতে! এই যে বিশাল জগৎ, ইহার মধ্যে সেই চৈতন্যরূপী আত্মাই একমাত্র সার, এই কমনীয় চিৎসার একক পদার্থ, ইহার দ্বিতীয় আর কেহ নাই। অতএব দ্বৈতকল্পনা নাই, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; এই নির্ম্মল অক্ষয় শান্ত, পূর্ণ, আত্মতত্ত্বই কেবল প্রতিভাত রহিয়াছে। ২২—২৫। এই সর্ব্বময় আত্মতত্ত্বই সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে উদিত ও বিদ্যমান; ইনি অদৃশ্য বলিয়া, অলভ্য বলিয়া কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন, ইনি প্রত্যক্ষাদির অগম্য, অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত পদার্থ, সর্ব্বাত্মক সূক্ষ্ম অনুভবরূপী এই নির্ম্মল আত্মাই সব। যাঁহার আখ্যাবিহীন স্বরূপ ব্যবহারদশায় আখ্যাবান্ হয়, পরমার্থদৃষ্টিতে যিনি আভাসবিবর্জ্জিত প্রভারূপী এবং পরমার্থদৃষ্টিতে সৎ হইলেও ব্যবহারদৃষ্টিতে যিনি অসৎ হন, সেই আত্মতত্ত্ব কিরূপে জগতের কারণ হইবেন? অর্থাৎ আপনার প্রতি আপনি কি কখন কারণ হইতে পারে, জগৎ ত তিনিই)। এই চৈতন্য আখ্যাশূন্য বলিয়াও কাহারও বীজ বা কারণ নহে, এজন্য এই বিশাল আত্মা হইতে কোন প্রমাণাদিরই উৎপত্তি হইতে পারে না। তিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ এ সকলের কিছুই নহেন। তিনি সত্য, অক্ষত, চিদ্‌ঘন, তাঁহার সে অক্ষত আত্মস্বরূপ আভাসশূন্য এবং স্বানুভবস্বরূপ। ২৬—৩০। হে মুনিবৎ-আচারধারিন্! সেই পরমব্রহ্ম হইতে কোন বস্তুই উৎপন্ন নহে, আমি যে, কারণযুক্ত তরঙ্গাদির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি, সে তরঙ্গাদি যেমন জল হইতে পৃথক্‌রূপে লব্ধ হয় না, (অর্থাৎ জলও যে, তরঙ্গাদিও সে) সেইরূপ দেশকালপরিচ্ছেদশূন্য পরব্রহ্ম হইতে এই কারণহীন জগৎ ভিন্ন নহে,—একই। শিখিধ্বজ কহিলেন,—সমস্তই বুঝিলাম, কিন্তু "জলাদিতে যেমন কারণসহ তরঙ্গাদি রহিয়াছে, সেইরূপ পরব্রহ্মে কারণহীন জগৎ অহন্তাবাদি বিদ্যমান", এই বিষয় দৃষ্টান্তের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। কুম্ভ কহিলেন,—হে মহীপতে! এক্ষণে বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ যে, "এই জগৎ বা আমিত্ব" এ সকল কিছুই নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যা। জগৎ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থশূন্য শিবময় একটী জগৎ আছে, সে জগৎ সূক্ষ্মতর আকাশ দ্বারা আকাশেই নির্ম্মিত। আকাশের যেমন শূন্যতা, তেমনি ঈশ্বরে জগৎ। ৩১—৩৫। "এই জগৎ আপনার যথার্থস্বরূপের সমান (চিদ্রূপ) অন্য কোন্ রূপের সমান নহে", এইরূপে এই জগৎকে সম্যক্‌প্রকারে জানিতে পারিলে ইহা শিবময় হয়। সম্যক্‌রূপে জানিলে স্থলবিশেষে বিষও অমৃতের কার্য্য করে। সম্যক্‌জ্ঞানের অভাবেই এই জগৎ দুঃখপ্রদ এবং অমঙ্গলময় হয়। বিষবুদ্ধিতে অমৃত খাইলেও তাহা বিষের ন্যায় কার্য্য করে, সেইরূপ এই চিদীশ্বর, যেরূপ দশায় অবস্থান করিয়া, যেরূপ জ্ঞান করিবেন, জগতি তদ্রূপ ধারণ করিবেন; (অশিবজ্ঞানে অশিবভাব এবং শিবজ্ঞানে শিবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) বহ্নিশিখা যেমন তিমিরাদি নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নিকট বিচিত্র আকারে প্রতীয়মান, এক তিলও স্বরূপের অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, কেবল ভ্রমবশতই

অহাদিগের নিকট ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মসত্তা ভ্রান্তদিগের নিকট পৃথক্ জগৎ-আদিভাবে ভাবিত হইলেও, প্রকৃত তাহা নহেন, প্রকৃত সত্তা যাহা, তাহাই আছে। চিৎস্বরূপে অবস্থিত যে পরব্রহ্ম, তিনি আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, দেহ, দেহী, জগৎ ইত্যাদি প্রকারে লক্ষিত হন। ৩৬—৪০। ফলতঃ তিনি একই প্রকার শিব শান্ত কেবলরূপে বিদ্যমান আছেন, অতএব তাঁহাতে জগৎ অহম্ভাব আদি বিষয় লইয়া প্রশ্ন করাই উচিত হয় না। যাহা বিদ্যমান আছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্নই শোভা পাইয়া থাকে, দৃষ্টিমাত্রেই যাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, তাদৃশ বিষয় লইয়া প্রশ্ন করিয়া ফল কি? সুবর্ণের যেমন আকৃতি ভিন্ন সত্তা নাই, (অর্থাৎ সুবর্ণত্বের সত্তা প্রত্যক্ষগোচর হয় না, সুবর্ণপদার্থের সত্তাই প্রত্যক্ষ গোচর হয়), সেইরূপ ঈশ্বরে জগৎ অহম্ভাব আদি ব্যতীত আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিবার নাই, অর্থাৎ ইহাতে জগৎ আদি বিষয়ই জিজ্ঞাস্য, তদ্ভিন্ন আর জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই। ফলতঃ কারণ নাই বলিয়াই জগৎ নাই, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই এইভাবে বিবর্ত্তিত হন, ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের অস্ফুরণই এই জগৎরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। এই নিখিল ভাবপদার্থ মায়াময় ঈশ্বরেরই অবস্থান্তর, সেই মায়াময় ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হইয়াই, এই ভাব সমুদয় স্ত্রী-পুরুষানুমানের ন্যায় অদ্ভূত পঞ্চভূতের সৃষ্টি দ্বারা এই বিচিত্র ভাবের উৎপাদন করিতেছে। ৪১—৪৫। ফলতঃ মায়িক চিৎপদার্থ দ্বারা আবৃত চিন্মাত্রই কেবল বিবিধপ্রকারে তত্তৎকার্য্যরূপে পরিচ্ছিন্ন হইতেছে। ঐ চিন্মাত্রই জ্ঞানরূপী আপনার দ্বারা ব্যাপ্ত থাকিলে,—অর্থাৎ কেবল অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপে ভাসমান থাকিলে অপূর্ণভাব ধারণ করেন, সেই পূর্ণভাব লইয়াই সকল বাহ্যবস্তু পূর্ণ হইতেছে, এই বাহ্যবস্তু সকল তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিন্ময় আত্মায় কেবল চিৎস্বরূপই প্রতিভাসমান হইতেছে, সেই চিৎস্বরূপের অস্ফুরণই এই সৃষ্টিরূপে অনুভূত হইতেছে। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এই চিৎ নিজস্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই,—সৃষ্টিরূপে উৎপন্ন না হইয়াই, নিজেই নিরাময়, অনন্ত, অনাদি, তেজোময়, মনোরূপ হন। তাহার পরে, স্থূলতাকল্পনায় আভাসিত হইয়া, বিরাটভাব ধারণ করিয়া নিজেই আকার নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার সেই আকার তাঁহার স্বরূপ হইতে অণুমাত্র বিভিন্ন নহে বলিয়া ইহা সৎই, পরে ভাবনাবলে ভূতভাব ধারণ করিয়া ক্ষণকালমধ্যেই দৃশ্যভাব ধারণ করেন। এইরূপে শান্ত স্বভাবতই নামরূপবিবর্জ্জিত অনির্ব্বাচ্য স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপী একমাত্র আত্মতত্ত্বই মায়া-দৃষ্টিরূপ জগদ্রূপে স্ফুরিত হইয়াছেন, এইজন্য তিনি সর্ব্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। ৪৬—৫২।

ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম সর্গ।

কুম্ভ কহিলেন,—দেশকালাদিকৃত পরিচ্ছেদযুক্ত সুবর্ণে যেমন কনকত্ব ভাব রহিয়াছে (কার্য্যকারণ ভাব আছে), ব্রহ্মে ও জগতে তদ্রূপ কার্য্যকারণ ভাব নাই); কেন না,—সর্ব্বদা শান্ত ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তুই জন্মিতেছে না বা তাহাতে কোন বস্তুই লয় প্রাপ্ত হইতেছে না। উক্ত ব্রহ্ম সর্ব্বদা আপন সত্তাতেই অবস্থিত, তিনি কাহারও বীজ নহেন, বা কারণ নহেন তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, তদ্ভিন্ন (বিশুদ্ধ জ্ঞানব্যতীত) তাঁহাতে আর কিছুই নাই, এই যে জগৎ বা অহন্তাবাদি, এ সমস্তই সেই অনন্ত ব্রহ্ম। শিখিধ্বজ কহিলেন, মুনে! এক্ষণে বুঝিলাম বটে যে, শিব শান্তিময় ব্রহ্মে এই জগৎ, অহন্তাবাদি কিছুই নাই, ইহা যদি যথার্থই হয়, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টিবিষয়ের অনুভব থাকিতে পারে, তাহা আমার নিকট সত্বর কীর্ত্তন করুন। কুম্ভ কহিলেন,—অনন্ত বিশাল সেই অধিষ্ঠান চিৎই অধ্যস্ত জগতের সংবিদ্রূপে প্রথিত হইতেছেন, সেই অতিনির্ম্মল চিৎই এই জগদ্রূপ বিশাল আকার ধারণ করিয়াছেন, তিনি বিজ্ঞানময় নহেন, বাহ্য কোন পদার্থ নহেন, শূন্যতাও নহেন। তিনি কেবল জ্ঞানরূপী চৈতন্যই কেবল। সলিলের দ্রবভাব যেমন অকারণ, তদ্রূপ সেই চিতির অচিৎভাবও কারণশূন্য সেই অনন্ত ঈশ্বররূপী। চিৎ আপনাতে সমভাবেই অবস্থান করিতেছেন, কেন না, উহাঁর সত্তা বা স্বচ্ছভাবের ব্যবচ্ছেদক এবং উহাঁর বিরোধী অস্বচ্ছভাবের বা অসত্তার প্রতিযোগীও কেহ নাই। সুতরাং উহাঁতে অস্বচ্ছভাব একেবারে না থাকায় স্বচ্ছভাবই নিয়মিত রহিয়াছে, উহাঁর স্বচ্ছ, চিৎস্বরূপকে অস্বচ্ছ জগদ্ভাবের কারণ বলিয়া কল্পনার যোগ্য হইলে "তিনি কূটস্থ অক্ষয়" ইত্যাদি শ্রুতি এবং তত্ত্ববিদের অনুভববিরুদ্ধ বলিয়া সেরূপ কল্পনা করা হয় না। তিনিই সেই একমাত্র শান্তচিৎ, ইহাই শ্রুতি-সম্মত। ফলতঃ যাঁহাকে কোনরূপে ইঙ্গিত করা যায় না কিরূপ তাঁহার আকৃতি, তাহা বলা যায় না, তিনি কিরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের কারণ হইবেন? অতএব ব্রহ্ম কোন কার্য্যেরই কখনই বীজ বা কারণ হইতে পারেন না, সুতরাং এই সৃষ্টি যে নাই, তাহা স্থির, প্রকারান্তরেও এই সৃষ্টিকে উপপন্ন করা যাইতে পারে না, কারণ, চিৎস্বরূপের অবিদ্যমানে এই জড়সৃষ্টির সত্তাই হইতে পারে না, এই যে কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই চিতির সহিত এতই সম্বন্ধযুক্ত যেন চিদ্ঘন, (চিৎ পূর্ণরূপে) উত্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে পুনঃপুনঃ বলিতেছি যে, এই যে অহম্ভাব এবং জগৎ-শব্দরঞ্জনা, ইহা কখনই কার্য্য নহে, কার্য্য হইলে তাহার কারণ থাকিত, কারণ ত নাই। তবে এই চিত্ত-প্রভৃতি যে চিতির জড় অংশ (জগৎ), ইহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক কল্পনামাত্র। এই জগতের কারণসিদ্ধির জন্য ইহাকে চিদ্রূপ বলা, এবং চিদ্রূপ এই জগতের কারণ ঐ চিৎ, ইহাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে এই জগৎ নিত্য হইয়া যায়; ইহার নাশ আর হইতে পারে না, কারণ, উহার নাশকালেও চিৎ বিদ্যমান থাকেন। যদি কেহ বলে "যে, চিতির নাশ চিদ্রূপ, তাহা অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া হইতেছে না" তাহা হইলে চিদ্রূপ জগতের নাশ চিদ্রূপ, সে কিরূপে আপনার উৎপত্তির বা আপন প্রতিযোগীর প্রকাশকারী হইবে? সাক্ষী চৈতন্য দ্বারা উভয়ের (উৎপত্তি ও নাশ এতদুভয়ের) অনুভব ত হইতে পারে না। কারণ, 'চিৎ চিতের বিষয় হয় না', অতএব উৎপত্তিনাশ-ধর্ম্মিক জগৎ জড় পদার্থ। এইরূপে জগতের জড়ত্বই সিদ্ধ হইলে, ইহার কারণ কেহ না থাকায় সর্ব্বদাই ইহার জন্ম ও নাশ হইতে থাকে; কারণ, তাহার নিবারক কেহ নাই। (কিন্তু এই জগৎ যে এইরূপ) নিজ উৎপত্তিনাশধর্ম্মী, তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং তাহা অনুভবেরও বিরোধী। সুতরাং অনুভববিরুদ্ধ প্রমাণ-

বিবর্জ্জিত এই জগতের নিত্য উৎপত্তিনাশ স্বীকার করা অপেক্ষা, যাহা বিদ্বান্‌দিগের অনুভবসিদ্ধ এবং শ্রুতির অবিরোধী, সেই অখণ্ড চিৎস্বরূপেরই স্বীকার কর না, তাহাতে বাধা কি? তবে যে চিৎ, অচিৎ ইত্যাদি বিবিধভাবের প্রকাশ, তাহা চিত্তেরই বিচিত্র লীলামাত্র। ১—১৫। একমাত্র চৈতন্যসত্তাই বিদ্যমান, দ্বিত্ব বা একত্ব কিছুই একেবারে নাই। অতএব হে ভূপতে! বাহ্য এই জগতের সত্তার একান্ত অভাবই নিশ্চিত, সুতরাং এ বিষয়ে ভাবনা একেবারে অসম্ভব, সে জন্য তোমার 'অহং' ভাবনাও নাই। অহন্তাবনা যখন নাই, তখন চিত্ত আবার কি? তাহাও নাই। এই সকল যুক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'অহং'রূপী চিত্ত নাই, সুতরাং দৃশ্যজ্ঞানরূপ ভেদও নাই, একমাত্র বাসনা-শূন্য শান্তমনা মৌনী পরমাকাশময় চিৎই বিদ্যমান। তিনি দেহ-বান্ বা দেহশূন্য হউন না কেন, তিনি অচলের ন্যায় অচলভাবে সকল পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইরূপে বিশুদ্ধ চিৎই যখন উপলব্ধি হইল, জড় পদার্থের যখন একেবারেই অসিদ্ধি হইল, তদ্বিষয়িণী ভাবনাও যখন অভাব হইল, তখন চিত্তে 'অহং' ইত্যাকার পদার্থ নাই, বেদার্থ চিন্তা করিয়া দেখিলে একমাত্র ব্রহ্মই অনুভূতির বিষয়। সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সুতরাং চিন্তা আবার কোথায় থাকিবে? অতএব তুমিই অকারণ-যুক্ত শাশ্বত অনেক হইলেও এক সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম হইতেছ এই সমুদয় জগৎ অসৎ এবং শূন্যস্বরূপ, অনাদি অনন্ত সেই ব্রহ্মই কেবল যথাস্থিতভাবে অবস্থান করিতেছেন।—১৬—২১।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৯৭।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—মুনে! "চিত্ত যে একেবারেই নাই", এ জ্ঞান আমার এখনও সুদৃঢ়রূপে হয় নাই, অতএব যাহাতে আমার এই জ্ঞান পরিস্ফুটভাবে হয়, তাহার জন্য আরও যুক্তি-নির্দ্দেশ করুন, এখনও আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কুম্ভ কহিলেন,—হে রাজন্! বাস্তবিকই চিত্ত নামক কোন পদার্থ কোথাও নাই, যাহা চিত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা অক্ষয় ব্রহ্ম বলিয়া জানিও।' এই সমুদয় চিত্তাদি জগৎ অজ্ঞানাত্মক, অজ্ঞানের বাধ হইয়া গেলে ইহাদের সত্তাই থাকে না। এইজন্য তাহাতে "আমি" "তুমি" "সে" ইত্যাদিপ্রকার কল্পিত কল্পনা কিরূপে তিষ্ঠিবে? জগৎ নাই, এই যাহা কিছু আছে, তৎ-সমুদয়ই ব্রহ্ম; সুতরাং সেই সর্ব্বময় ব্রহ্ম আবার কাহার বোধগম্য হইবেন? ("আপনি আপনার বোধগম্য" ইহাই বা কিরূপ কথা)। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টিসময়েও এই জগতের বিদ্যমানতা তত্ত্বদর্শীদিগের অস্বীকৃত, অতএব "এই যে চিত্তের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে এবং এই জগৎ" এই বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা কেবল তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত করিয়াছি। ১—৫। উপাদাননিমিত্ত প্রভৃতি কারণের অভাবহেতু এবং নিখিলভাবের (পদার্থের)ই কারণব্যতিরেকে উৎপত্তি অসম্ভবহেতু, অজ্ঞান-বুদ্ধিবিজৃম্ভিত এই জগৎ (বাস্তবিকই) বিদ্যমান নাই। সেই জন্য এই যাহা কিছু ভাসমান, সমস্তই ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তবে যে শ্রুতিতে "যিনি কর্ত্তা, ভোক্তা মহেশ্বর", এইরূপে অনাখ্য অনাকৃতি আত্মদেবের কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহা কেবল অদ্বৈত বোধার্থ একমাত্র তাঁহারই সর্ব্বকর্তৃত্বাদি বলিয়া প্রশংসামাত্র করা হইয়াছে। ফলতঃ তাহা যথার্থ নহে, "তিনি নিষ্ক্রিয় নিষ্কল" ইত্যাদি বলবতী শ্রুতির সহিত তাহার বিরোধ হইয়া পড়ে। ফলতঃ যিনি নামবিহীন আকৃতিশূন্য এবং যাঁহাতে কোনই প্রতিঘাত নাই, সেই ঈশ্বরই এই জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন, এরূপ বলা কেবল উপহাসের হেতু, যাহারা নির্ব্বুদ্ধি, তাহারাই এই কথা বলিয়া থাকে। হে রাজন্! এই সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে, চিত্ত নাই। (অধিক কি) হে সাধো! যখন জগৎই নাই, তখন সেই জগতের অন্তর্গত চিত্তাদি কিরূপে থাকিবে? ৬—১০। বাসনামাত্রকেই চিত্ত বলা হয়, বাসনা আবার যদি বাসনীয় (বাসনার কার্য্য) বিষয় থাকে, তবে সম্ভবে। বাসনীয় জগৎ যখন অসৎ, তখন চিত্তের অস্তিত্ব কিরূপে হইবে বা থাকিবে? এই যাহা প্রতিভাত হইতেছে, এ কেবল আত্মাই আপনাতে আপনি প্রকাশিত হইতেছেন,—মায়োপাধিক সেই আত্মাই আপনার "চিত্ত" "জগৎ" ইত্যাদি নাম কল্পনা করিয়াছেন। এই যে বাসনার বিষয়দৃশ্য জগৎ, ইহাই যখন প্রথমতঃ কারণের অভাবহেতু উৎপন্ন নহে, তখন চিত্ত কোথা হইতে আসিবে? অতএব এই যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, এ সমস্তই চিদাকাশময় পরমাকাশ এবং অনন্তবিস্ফারিত জ্ঞান-স্বরূপ। এই পরমাকাশে যে অল্পমাত্র এই যে কিছু স্ফুরিত হইতেছে, ইহা চিদ্দর্পণে উৎপন্ন হয়, সুতরাং চিত্ত বা জগৎকার্য্য কিছুই নাই। ১১—১৫। "আমি", "তুমি", "জগৎ" ইত্যাকার যে বোধ, তাহা বাস্তব বোধ নহে, নিখিল অনর্থের হেতু এই বোধ আমার নিকট মিথ্যা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। বাসনাকার্য্য জগতের অভাবহেতু বাসনাই যখন নাই, তখন বাসনাময় চিত্ত কি প্রকার এবং কোথা হইতে কিরূপে বা উৎপন্ন হইবে? যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই "চিত্ত, এই দৃশ্যজগৎ" এইরূপ বোধ করিয়া থাকে। আমি দেখিতেছি, এই চিত্ত অসৎ, ইহার কোনই আকার নাই এবং ইহা পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ নাই বলিয়া সৃষ্টি আদিতেও এ জগৎ উৎপন্ন নহে, শাস্ত্রীয়প্রমাণে এবং লোকচক্ষুতে অনুভূত হইতেছে বলিয়া দৃশ্যবস্তুকে অনাদি উৎপত্তি-নাশবিহীন নিত্যবস্তু বলা যাইতে পারে না। আকারবিশিষ্ট স্থূল এবং প্রতিঘাতযোগ্য (অর্থাৎ তত্ত্বদর্শনে যাহার স্বরূপ কিছুই থাকে না) এই জগতের লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রীয়প্রমাণ দ্বারা যে মহাপ্রলয় প্রভৃতি বিকার, তাহারও নিরূপণ করা যায় না,—অর্থাৎ মহাপ্রলয়াদি যে নাই, তাহা বলা যায় না; কারণ এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। ১৬—২০। "শাস্ত্রপ্রমাণ লোকপ্রত্যক্ষ ও বেদার্থসিদ্ধান্ত এই সমস্ত কারণে সিদ্ধ ত্রিবিধ প্রলয় নাই," ইহা কেবল উন্মত্ত ব্যক্তিই বলিয়া থাকে (অর্থাৎ জগৎকে নিত্য বলা উন্মত্ত-প্রলাপমাত্র)। যে ব্যক্তি 'লোকানুভব শাস্ত্র ও বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না, সে অসৎ লোক হইতেও অতি মূঢ়, সাধুলোক তাদৃশ ব্যক্তির সংসর্গে থাকেন না। প্রতিঘাতযোগ্য আকার এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের প্রতি অপ্রতিহত নিরাকার বস্তু কিছুতেই কারণ হইতে পারে না। হে মুনিব্রত! এইরূপে (তত্ত্বদৃষ্টিতে) ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান, এই জগৎ ব্যবহারদশায় মূর্ত্তিমান প্রকার ব্যবহারকার্য্যকারী হইতেপারে, এবিষয়ে কোন বিরোধ নাই। ২১—২৫। অতএব অপ্রতিহত অনন্ত অবয়ব বিভাগশূন্য অনন্ত

নিরাকার শান্ত সর্ব্বময় এই ব্রহ্মের যে স্বতঃপ্রকাশ, তাহাই সৃষ্টি বা প্রপঞ্চ-আকার ধারণ করিয়া থাকে, ঐ ব্রহ্ম আপন শরীরকেই ক্ষণমধ্যে জগদ্রূপে অনুভব করিয়া থাকেন, আবার ক্ষণকালমধ্যে তাদৃশ অনুভব হইতে বিরত হইয়া, নিরাকার ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। এতএব এই সমুদয় প্রপঞ্চ একমাত্র ব্রহ্ম, জগৎ প্রভৃতি বুদ্ধি বাস্তবিক কোথাও নাই, চিত্তাদি কোথায়, দ্বৈত, একত্ব প্রভৃতি কল্পনাই বা কোথায়? চিত্তাদির অভাবই বা কোথায়? (অর্থাৎ চিত্তাদি থাকিলে ত তাহার অভাব অনুভূত হইবে)। এইরূপে জানিতে পারিলে এই জগৎ প্রশান্ত হইয়া যায়, তখন একমাত্র নিরাধার অজ ব্রহ্মই যথাস্থিত হন, অজ্ঞলোকের অনুভূত এই জগৎ একান্ত অসৎ বলিয়া নানা অনানা কিছুই নহে, অতএব তুমি এবম্প্রকার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, যথাযথভাবে লৌকিক ব্যবহারে রত থাকিয়াও (তত্ত্বতঃ) কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল (বাক্যাদি-ব্যাপারশূন্য) হইয়া থাক। ২৬—৩০।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৯৮।

নবনবতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মুনিবর! আপনার অনুগ্রহে আমার মোহ গিয়াছে, স্মৃতিলাভ করিয়াছি, (বিস্মৃত আত্মার সাক্ষাৎকার করিতে পারিয়াছি), আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে, আমি বিশ্রান্ত আত্মবান্ হইয়াছি। আমি যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি, মায়ামহাসাগর পার হইয়াছি, মহামৌন অবলম্বন করিয়াছি, এক্ষণে আমি শান্ত নিরাময় তত্ত্বজ্ঞ হইয়া অনন্তরূপে অবস্থান করিতেছি। আশ্চর্য্য! আমি এতটাকাল কেবল সংসার-সাগরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, সম্প্রতি অচল অক্ষয় স্থান লাভ করিয়াছি। হে মুনে! এক্ষণে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, এই অহন্তাবুদ্ধি ত্রিজগৎ বাস্তবিকই নাই, মূর্খের জ্ঞানে ইহা বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, আমি এ সমুদয়কে একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইতে পারিতেছি। কুম্ভ কহিলেন, যেখানে জগৎই নাই, সেখানে "আমি" "তুমি" এরূপভাবের বিকাস আকাশের উপরে সংসারপাতনের ন্যায় (গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায়) কিরূপে সম্ভবে? (অর্থাৎ একান্ত মিথ্যা)। ১—৫। তুমি এক্ষণে শান্তমনা মৌনী হইয়া যথাযথ লৌকিককার্য্য সম্পাদন করতঃ প্রশান্ত সাগরের অতিধীর আবর্ত্তস্পন্দের ন্যায় অবস্থান কর। এই যাহা কিছু অবস্থিত, সমস্তই একমাত্র শান্ত ব্রহ্মরূপ। "আমি" "এই জগৎ" এই শব্দযুগল দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় (বাস্তবিকই) আকাশের ন্যায় শূন্যময়। নিখিল-সংসার-নামক এই যে কিছু প্রকাশিত রহিয়াছে, এ সকল চিতির বিচিত্রতামাত্র, ফলতঃ আকাশময় অনাদি এবং অনন্ত। বলয়াকার বুদ্ধি তিরোহিত হইলে, স্বর্ণবলয় যেমন মাত্র স্বর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এই জগৎ প্রভৃতি পদার্থের প্রতি তত্তদ্বিশিষ্টবুদ্ধি তিরোহিত হইলে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। সমষ্টিভূত অহন্তাব যেমন আপনা হইতে উৎপন্ন সঙ্কল্পমাত্র, ব্যষ্টিভূত অহন্তাবও সেইরূপ আপনা হইতে উৎপন্ন সঙ্কল্পমাত্র। সমষ্টি ব্যষ্টিভূত বন্ধমুক্তি ও উক্ত অহন্তাবগ্রহণ ও ত্যাগের আয়ত্ত হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ "আমি" ইত্যাকার সঙ্কল্পই অতি অনর্থকর বন্ধের এবং উক্ত সঙ্কল্পের অভাবই বিমল মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। ৬—১১। সত্যরূপে প্রতীয়মান বন্ধ, মুক্তি ও সঙ্কল্পশব্দের প্রতিপাদ্যবিষয়ের স্বরূপ জ্ঞানকে কেবলীভাব বা মুক্তি বলা হয়। "আমি" ইত্যাকার জ্ঞানের অভাবই সিদ্ধি (অভীষ্টলাভ), আর "আমি" ইত্যাকার জ্ঞানই বিপদ্, অতএব তুমি "সেই আমিই আমি নহি" ইত্যাকার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত হও। 'আমিত্ব' জ্ঞানের অভাবরূপ সঙ্কল্পাভাবই সম্যক্ জ্ঞান, এই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলে অসৎরূপী সঙ্কল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। অনিরূপ্য ব্রহ্মস্বরূপে কারণতা (হেতুভাব) থাকিতে পারে না, সুতরাং কারণ না থাকায় কার্য্যপদার্থও নাই। ১২—১৫। কার্য্যপদার্থের অভাব যখন সিদ্ধ হইল, তখন তদ্বিষয়ক জ্ঞানও হইতে পারে না অতএব কারণের অভাবনিবন্ধন অহন্তাব একেবারেই নাই। অহন্তাব যখন নাই, তখন সংসার আবার কাহার এবং কিরূপ? অতএব সংসারও নাই, সমস্তই একমাত্র পরব্রহ্মে পরিশেষিত। এই যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, তৎসমুদয়ই আত্মাতে সৎ-স্বরূপে অবস্থান করিতেছে, পরমব্রহ্মে পরিপূর্ণভাবে যুগপৎ প্রতি-ভাত হইতেছে। সেইজন্য এই সমুদয় প্রপঞ্চ পাষাণখোদিতের ন্যায় তাঁহাতে অচলভাবে বিরাজমান, এই জগৎকে তুমি পরব্রহ্মের রশ্মিজাল বলিয়া অবগত হইও। সঙ্কল্প নষ্ট হইয়া গেলে সঙ্কল্পিত নগরের যেমন কিছুই থাকে না, একেবারে অলীক হইয়া যায় কিছুই থাকে না, সেইরূপ তত্ত্ববোধের সময়ে এই জগৎ আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ সদসন্ময় বলিয়া জানিও। প্রতিবিম্ব পুরুষের ন্যায় স্পন্দমান এই জগতের বাস্তবিক কোন স্পন্দ নাই, ইহা শান্ত ও মননহীন, জগৎশব্দের প্রতিপাদ্য কোন পদার্থই ইহাতে নাই, যিনি এইরূপে জগদ্দর্শন করেন, তিনি প্রকৃত দ্রষ্টা। ১৬—২১। বুধগণ জানেন যে, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে এই বাহ্যরূপ ও অন্তর্ব্বর্ত্তী মনোরূপ সমস্তই অসার হইয়া যায়, তাৎকালিক এ অবস্থা নির্ব্বাণশব্দে অভিহিত হয়। যেমন স্পন্দহীন বায়ু, (দীপের সাহায্যব্যতিরেকে) যেমন আকাশগত প্রকাশ, যেমন বলয়াদি অবস্থানির্ম্মুক্ত সুবর্ণ, এই জগৎও তেমনই ব্রহ্মরূপে সম্ভাবনা করিয়া লয়। অসার অসৎপ্রায় এই যে বাহ্যরূপ ও অন্তর্ব্বর্ত্তী মনোরূপ জগতের প্রত্যয় করিয়া দিতেছে, এই সমস্তই ব্রহ্মের রূপ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন সমুদ্রের নানা তরঙ্গ তরঙ্গশব্দের দ্বারা অভিহিত হয় না, তাহা একমাত্র জলরূপেই প্রতীত হয়, সেইরূপ সৃষ্টিশব্দ দ্বারা অভিহিত না হইলেও ব্রহ্ম সৃষ্টির একমাত্র বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হন। "এই সৃষ্টিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সৃষ্টি", সৃষ্টিশব্দার্থ ব্রহ্মে সংযোজিত না থাকিলে, ইনি শাশ্বতরূপে প্রতীয়মান হন। ব্রহ্মশব্দের অর্থ বুঝিতে গেলে সৃষ্টিশব্দের অর্থ বুঝিতে হয়, আবার সৃষ্টিশব্দের অর্থ বুঝিতে গেলে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বুঝিতে হয়। সমস্ত শব্দ বা শব্দার্থের ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিলে ইনি বিশুদ্ধ চিদাকাশরূপে অবস্থান করেন, তখন ইহাঁকে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা হয়। অথবা জগৎশব্দের এবং ব্রহ্মশব্দের অভিধেয় অর্থযুগলের জ্ঞানের পর যখন অখণ্ড অর্থের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ উভয়ের পৃথক জ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন অজর শান্ত যে ভাব অবশিষ্ট, তাহা বাক্যের অগোচর। হে রাজন্! এই সমুদয় জগতের বরূপ যাহা যথাস্থিত রহিয়াছে, তাহা পাষাণের ন্যায় অচল ব্রহ্মরূপই। অজ্ঞানবশতঃ যখন এই জগৎ সর্ব্বময়।

জ্ঞানস্বরূপ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকে, তখনও ইহা এক আত্মস্বরূপে অবস্থান করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জগতের সত্তা একই, দুইই এক পদার্থ, কদাচ ইহা বিভিন্ন হয় না। ২২—৩০।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৯৯।

শততম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মহামতে! আপনি যেরূপ কহিলেন, তাহাতে আমি বুঝিলাম এই যে, পরম কারণ যেরূপ, কার্য্যও সেইরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্ম কারণ যে প্রকার, তদীয় কার্য্য এই জগৎও সেই প্রকার *। কুম্ভ কহিলেন,—"যে বস্তু কারণ, তাহারই কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাহা আদৌ কারণ নহে, তাহার কার্য্য কিরূপে হইবে? এই ব্রহ্মে ত কোন কারণভাব নাই, সুতরাং ইঁহার কোন কার্য্যই নাই, এই যাহা কিছু বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমস্তই শান্ত অজ। কারণ হইতে উৎপন্ন যে কার্য্য, তাহা কারণের ন্যায় হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যাহা উৎপন্ন নহে, তাহাতে সাদৃশ্য কি প্রকারে আসিবে? যাহার বীজই নাই, বল দেখি, তাহা কিরূপে উৎপন্ন হইবে? যাহার কোন সংজ্ঞা নাই, যাহার স্বরূপ নির্ব্বাচন করা যায় না, তাহা কিরূপে বীজ হইবে? ১—৫ কারণের প্রমাণসিদ্ধ দেশকালাদি নাই বলিয়াই ইহাতে কারণতা নাই, কারণ, দেশকালবশতই কার্য্যসকল কারণসমন্বিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। কর্তৃত্বাদি কোন ধর্ম্মই যাহার নাই, এইরূপ ব্রহ্ম যে প্রমাণের বিষয়, সে প্রমাণ দ্বারা নিমিত্ত বা উপাদান কারণের প্রমাণ কিরূপে করা যাইতে পারে? যিনি কর্ত্তা নহেন, কর্ম্ম নহেন, কারণ নহেন, সেই শান্তিময় ব্রহ্মে কারণতা নাই, অতএব এই জগৎ কারণবর্জ্জিত, এই জগৎশব্দের অর্থ তুমি ব্রহ্মস্বরূপকেই বুঝিও, এবং ইহাই হৃদয়ে ধারণ করিও। এই জগৎ অসম্যক্‌দর্শীদিগের নিকটেই বিশালভাব ধারণ করে। যাহা অজর, শান্ত, একমাত্র চিৎ, তাহাই প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞানের বিষয়) হইয়া থাকে। তাহা দ্বারাই এই জগৎ শান্ত সৎ ব্রহ্ম আকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। চিত্তের কথিত ব্রহ্মস্বভাবের যে অন্যথাভাব, তাহাই নানাশব্দে (ব্রহ্মের স্বরূপহানি শব্দে) অভিহিত হয়, ইহা পণ্ডিতগণের অনুভবসিদ্ধ। ৬—১০। হে মহীপাল! তুমি চিত্তকে নাশ-স্বভাব জানিও, ঐ চিত্ত নাশময় (নাশস্বরূপ); অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের অপ্রতীতিই চিত্ত শব্দের বাচক। এমন কি, ক্ষণকালের জন্য ঘটিত আত্মস্বরূপের নাশও কল্প, চিত্ত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হয়; আত্মস্বরূপের সুস্পষ্ট ভাবে জ্ঞানরূপ সঙ্কল্পাভাব দ্বারাই ঐ অসৎরূপ সঙ্কল্প (যাহাকে চিত্ত বলা হয়) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, অভীষ্ট (মুক্তি) সিদ্ধ করিয়া দিয়া থাকে। নামেই যাহার অভাব, সেই অসৎ ব্রহ্মস্বরূপের অপ্রতীতি যদি বিশ্ব শব্দে অভিহিত হয়, তাহা হইলে হে কমলনয়ন! কিরূপে তাহা বিদ্যমান হইবে। যে দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক স্পষ্টবাক্যে বলিতেছে—"আমি শূদ্র," সে ব্রাহ্মণ হইবে কিরূপে? তাহার ব্রাহ্মণত্ব বা কি প্রকার? সান্নিপাতিক বিকারে কুপিত ধাতু (আসন্নমৃত্যু) হইয়া যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে,—"আমি মরিলাম," সেই ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া জানিও, তাহার তাৎকালিক ক্ষণকাল জীবনও ভ্রমমাত্র জানিবে। ১১—১৫। (ফলতঃ চিত্ত বা জগৎ নামে কোন পদার্থ নাই)। তবে যে এই চিত্তাদি বিদ্যমান দৃষ্ট হইতেছে, তাহা মরীচিকা-সলিলের ন্যায়, দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায়, বালক-কল্পিত বেতালের ন্যায়, আর অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রান্তিময় জানিবে। যাহার স্বরূপ কেবল ভ্রান্তিপুঞ্জ, তাহা কিরূপে সত্য হইবে? বস্তুতঃ অজ্ঞানময় ভ্রান্তিকে চিত্ত নাম দেওয়া হইয়াছে। অজ্ঞানকেই চিত্ত বলা হইয়াছে। সেই অজ্ঞানরূপ চিত্ত অসৎ হইয়াও সৎ হইয়া উঠিয়াছে, আত্মস্বরূপের অস্ফুরণই উক্ত অজ্ঞান, আত্মস্বরূপের স্ফুরণই জ্ঞান। আত্মস্বরূপের স্ফুরণরূপ জ্ঞানলাভ করিলেই উক্ত অজ্ঞানের ক্ষয় হয়। হে সাধো! মরুমরীচিকায় যে জলবুদ্ধি, তাহা মিথ্যা ভ্রান্তি, "ইহা বাস্তবিক জল নহে"—এইরূপ যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলেই, উক্ত ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। এইরূপ "ইহা চিত্ত" এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলে উক্ত অজ্ঞান সুদৃঢ় হইয়া থাকে, কিন্তু 'চিত্ত নাই"—এইরূপ জ্ঞান হইলে পরে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৬—২০। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গবুদ্ধি অজ্ঞানভ্রান্তিসম্ভূত এবং তাহা "ইহা সর্প নয়"—এইরূপ জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলেই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মায় এই চিত্ত অজ্ঞান ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন।—যখন হৃদয়ে "চিত্ত নাই"—এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় হইবে, তখন অজ্ঞানসম্ভূত 'আমি মন, চিত্ত' এ সকল কিছুই থাকিবে না। (বস্তুতই) এই জগতে চিত্ত বা অহঙ্কারাদিযুক্ত দেহ কিছুই নাই। একমাত্র নির্ম্মল চিৎই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই চিৎ বিমূঢ় (মায়া-কলঙ্কিত) হইয়া, এই সকল চিত্তাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার যখন প্রবুদ্ধ হইয়া সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, তখন এই চিত্তাদি সমুদয় ত্যাগ করিয়া থাকেন। ২১—২৫। হে মহাবাহো! সঙ্কল্পবলে যাহা আসিয়া উপস্থিত হয়, উক্ত সঙ্কল্পের অভাবে তাহা বায়ুযোগে দীপশিখার ন্যায় ক্ষণমধ্যে নিবিয়া যায় (তাহার অস্তিত্বপর্য্যন্ত থাকে না)। সমুদয় সাগর যেমন কেবল জলময়, সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ আত্মতত্ত্বপূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মসত্তাময়—ইহাতে ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত আর কিছুই নাই। 'আমি নাই, তুমি নাই, চিত্ত নাই, ইন্দ্রিয় নাই, আকাশ নাই, আর কিছুই নাই,'—আছে কেবল একমাত্র নির্ম্মল আত্মা, একমাত্র আত্মারই কেবল অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই আত্মাই ঘটাদি আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া তত্তদাকারে লক্ষিত হইতেছেন। "ইহা চিত্ত" "ইহা আমি"—এইরূপ কল্পনা আবার কি? ফলতঃ এ কল্পনা অতি অযথা। এই তিন জগতের কোথাও কিছুই উৎপন্ন বা মৃত হইতেছে না, কেবল এই চিতির প্রকাশই সৎ অসৎরূপে ভাবিত হইতেছে। ২৬—৩০। এই সমস্তই আত্মা—পরব্রহ্ম,—যিনি অনন্ত এবং সর্ব্বদা প্রকাশময়, তাঁহাতে দ্বিত্ব একত্ব নাই, ভ্রান্তি নাই এবং মরণাদি ভীতিও নাই। অয়ি সখে! তুমি সমুদয় ইন্দ্রিয়-গ্রামে সর্ব্বত্রই সৎস্বরূপে অনন্তস্বরূপে অবস্থান করিতেছ। হে মহামতে! বাস্তবিক তুমি সংসার-হুতাশনে দগ্ধ নহ এবং কোথাও লিপ্ত নহ,—তুমি নির্লেপ, নির্ব্বিকার। ওহে সখে! তোমার কিছুই নষ্ট হইতেছে না বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না, তুমি নির্ম্মল আকাশরূপী এবং অনন্ত কেবলরূপী। তুমি নিজেই ইচ্ছাশক্তি, অনিচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি। কিরণ ব্যতীত চন্দ্রের

* কুম্ভমুনির পূর্ব্বকথিত "জগৎ ও ব্রহ্মের সত্তা এক" এই কথার উপর নির্ভর করিয়া শিখিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মকারণ হইতে উৎপন্ন জগৎকার্য্য সত্য না হয় কেন?

উপলব্ধি হয় না, সুতরাং চন্দ্রই কিরণস্বরূপ। যিনি অনাদি অনন্ত এবং সর্ব্বদা একভাবে বিরাজমান, যাঁহার জন্ম, বৃদ্ধি, বা বিকার কোন ধর্ম্মই নাই, যাঁহাতে কোনরূপ কলঙ্ক নাই, এই জগৎ যাঁহার আংশিক লীলামাত্র, যিনি সকলের আদি এবং যিনি সৎ-স্বরূপে বিরাজমান, তুমিই সেই আত্মতত্ত্ব। ৩১—৩৫॥

শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০০॥

একাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা শিখিধ্বজ কুম্ভ মুনির এই অকৃত্রিম (যথার্থ) উপদেশ গুলি মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণকাল-মধ্যে সেই আত্মপদে পরিণত হইলেন—আত্মভাব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার নয়ন ও মন, নিমীলিত হইল, বাক্য প্রশান্ত হইল, দেহ-স্পন্দ নিরোধ হইল, বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন প্রস্তর-খোদিত একটী প্রতিমূর্ত্তি। হে মহাবাহু রাম। মুহূর্ত্তকাল এই-রূপ থাকিয়া তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন, নয়নযুগল উন্মীলন করিলেন দেখিয়া কুম্ভরূপিণী চূড়ালা কহিতে লাগিলেন,—রাজন্। তুমি বিশুদ্ধ নির্ম্মল অনন্ত আত্মতত্ত্বশয়নে শয়ান হইয়া নির্ব্বিকল্প সুখলাভ করিলে কি? অন্তরে প্রবুদ্ধ হইয়াছ ত? ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়াছ ত? যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছ ত? এবং যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়াছ ত? শিখিধ্বজ কহিলেন,—"ভগবন্। আমি আপনার প্রসাদে, যাহা সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, যাহা পরম আনন্দের আধার, সেই অনন্ত পদবী দর্শন করিয়াছি। যাঁহারা নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত আছেন, সেই মহাত্মাদিগের সঙ্গ কি অপূর্ব্ব। কি মধুর সুধাময়? কি সারবান্ ফল প্রদান করে। কি মধুর। (তাহা বর্ণনার অতীত)। আমি জন্মিয়া অবধি এত কাল ধরিয়া যে মহাসুধা লাভ করিতে পারি নাই, আজ আপনার সঙ্গলাভ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইলাম, ধন্য সাধু-সঙ্গের মহিমা। হে কমলাক্ষ। আমি এ অপূর্ব্ব সুধাময় অনন্ত আত্মতত্ত্ব পূর্ব্বে যে লাভ করিতে পারি নাই, তাহার কারণ কি, আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলুন। কুম্ভ কহিলেন,—ভোগেচ্ছা-ত্যাগপূর্ব্বক মন যখন উপশম প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভোগবাসনা যখন পূর্ণ হইয়া যায়,—আর কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখনই চিত্তে নির্ম্মল উপদেশাবলী বিশুদ্ধ—পরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্রে কুঙ্কুমরঞ্জনার ন্যায় সংলগ্ন হয়। ১—১০। শরীরসঞ্চিত বাসনাময় অনন্ত ভোগরাশি আজ তোমার পূর্ণ হইয়াছে; তাই আজ তোমার দেহ হইতে (লিঙ্গ দেহ হইতে) সমুদয় মল, বৃক্ষ হইতে পরিপক্ক ফলের ন্যায় বিগলিত হইয়াছে, হে কমললোচন। হে সাধো! গাছের ফল যেমন না পাকিলে পড়ে না, সেইরূপ ভোগবাসনা পরিপাকপ্রাপ্ত পূর্ণ না হইলে দৈহিকমল সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় না। হে সখে। মৃণালের ন্যায় কোমল বস্তুতে যেমন লাগিবামাত্র বাণ বিদ্ধ হয়, সেইরূপ বাসনা পূর্ণ হইয়া গেলে—সব শেষ হইলে মনোমধ্যে নির্ম্মল গুরূপদেশ সহজে প্রবেশ করে, অর্থাৎ কার্য্যকারী হয়। তোমার এক্ষণে কল্যাণকর, অর্থাৎ বাসনাসমূহের পূর্ত্তি হইয়াছে বলিয়াই আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। হে মহামতে তুমিও সেইজন্য বোধ প্রাপ্ত হইলে—তোমার অজ্ঞান বিদূরিত হইল। ১১—১৫। আজ তোমার বাসনা পূর্ণ, আজ তুমি জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত, আজ তুমি ঠিক্ প্রবুদ্ধ হইয়াছ। আজ সাধুসঙ্গব্যপদেশে তোমার নিখিল শুভ অশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হইল। হে রাজন্! আজিকার প্রাতঃকালেই তুমি "আমি চিত্ত" এইরূপ অজ্ঞানে মগ্ন ছিলে, এক্ষণে আমার উপদেশে তোমার সে অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে—তোমার চিত্তক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, হৃদয় হইতে তুমি বাসনাময় চিত্তকে বিদূরিত করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছ। হৃদয়মধ্যে যতক্ষণ সঙ্কল্পময় মন অবস্থান করিতে থাকে, ততক্ষণই অজ্ঞান থাকে, চিত্ত চিত্তরূপে পরিত্যক্ত হইলে আপনিই জ্ঞানের বিকাশ হয়। ১৬—২০। চিত্ত-একত্ব অজ্ঞানই চিত্ত, ইহাই অজ্ঞান, এই চিত্তরূপ অজ্ঞানের যে লয়, অর্থাৎ অভাব, তাহাকে জ্ঞান বা পরমা গতি বলা হয়। হে নৃপ! তুমি চিত্ত ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছ, মুক্ত হইয়াছ, যাহা সত্তা-অসত্তা-উভয়ময় সেই অসৎ (অজ্ঞান) পদ তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ, তুমি এক্ষণে গতশোক আয়াসশূন্য সঙ্গহীন অনন্ত মহোদয় মৌনাবলম্বী মুনি হইয়া নির্ম্মল আত্মস্বরূপে অবস্থান কর। শিখিধ্বজ কহিলেন,—"ভগবন্! যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে পর যে মূর্খ, তাহারই কেবল চিত্ত বা তাহার দ্বারা জনিত ক্রিয়া থাকে, হে প্রভো! যিনি প্রবুদ্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর চিত্ত থাকে না। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তত্ত্ববিদের যদি চিত্ত না থাকে, তবে জীবন্মুক্ত বুদ্ধাদিব্যক্তিগণ লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করিতেছেন কি রূপে? কেননা আপনাদের ত মন নাই ২১—২৫। এই বিষয় আমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন, আপনার এই বিষয়ক উপদেশরূপ জ্যোতি দ্বারা আমার হৃদয়গত এই অন্ধকার দূর করুন। কুম্ভ কহিলেন,—তত্ত্বজ্ঞানী তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক্ বটে, পাষাণে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ জীবন্মুক্তদিগের চিত্ত থাকেই না বটে, কিন্তু আমি এ চিত্ত-শব্দে পুনর্জন্মসম্পাদিকা ঘনীভূত-বাসনাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছি, তত্ত্ববিদের সে বাসনা নাই, কাজেই চিত্তও নাই। তত্ত্ববিদেরা যে বাসনায় লৌকিকব্যবহার সম্পাদন করেন, তুমি জানিও সে বাসনায় পুনর্জন্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। তত্ত্ববিদের সে বাসনা সত্ত্ব-নামে অভিহিত, নিয়তেন্দ্রিয় মহাত্মা জীবন্মুক্ত স্বরূপিণী বাসনার অবলম্বন করিয়া অসঙ্গভাবে লৌকিক-ব্যবহার সম্পাদন করেন, তাঁহারা কদাচ পুনর্জন্মকর চিত্তে অবস্থান করেন না। ২৬—৩০। মোহময় চিত্তকেই চিত্ত বলা হয়, আর প্রবুদ্ধ চিত্তকে সত্ত্ব বলা হয়, যাঁহারা অপ্রবুদ্ধ তাঁহারা চিত্তে অবস্থিত; যাঁহারা প্রবুদ্ধ, তাঁহারা সত্ত্বে অবস্থিত। চিত্ত পুনরায় জন্মায়, সত্ত্ব আর জন্মায় না, হে নৃপতে। অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির বন্ধন আছে; প্রবুদ্ধের তাহা নাই। তুমি এক্ষণে সত্ত্বে অবস্থানপূর্ব্বক মহাত্যাগী হইয়াছ, তুমি সম্পূর্ণরূপে চিত্ত ত্যাগ করিয়াছ, ইহা আমি জানিতে পারিতেছি। হে রাজন্! তুমি এক্ষণে পুনর্জন্মের হেতু বাসনাসমুদয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সম্যক্ শোভিত হইতেছ। হে মুনে! আমার বোধ হইতেছে, তোমার মন আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়াছে, মনে কিছুমাত্র মলা নাই। তুমি এক্ষণে শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি করিতেছ, তুমি পূর্ব্বে যে সর্ব্বত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে, আজ তাহা সুসিদ্ধ হইল। ৩১—৩৫। হে সাধো! উপদিষ্ট বিষয়ের ধারণে সমর্থ মেধাবতী পরম-বোধবতী বুদ্ধিতে যে এইরূপ চিত্ত ত্যাগ, ইহাই সকল তপস্যা দানাদির ফল, এই চিত্ত ত্যাগই স্বর্গ এবং মুক্তি। তপস্যায় কতটুকু সুখলাভ করিতে পারি?

কিন্তু এই চিত্তত্যাগে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই চিত্তত্যাগে যে,—সমতাময় সুখ, তাহার কদাচ ক্ষয় হয় না। এই সুখই সম্যক্, ইহা স্বর্গাদিসুখের ন্যায় বিনশ্বর নহে। স্বর্গাদি বিনশ্বর, তাহারও আবির্ভাব-তিরোভাব আছে, তাহারও ত্রৈকালিক সত্তা নাই, বর্ত্তমানে তাহা কেবল স্বপ্নের ন্যায় দৃষ্ট হয়। স্বর্গ আবার কি আনন্দকর? আনন্দকর হইলেও বা তাহা কয় জনের ভাগ্যে ঘটিতে পারে, ফলে স্বর্গ লাভও সন্দিগ্ধ বিষয়। তবে যাহারা এবংপ্রকারে আত্মলাভে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের পক্ষেই ক্রিয়াকাণ্ড শুভফলপ্রদ। কাজেই তাহাকে সেই ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া থাকিতে হয়, যাহার ভাগ্যে সুবর্ণলাভ ঘটে না, সে তাহার ভাগ্যলব্ধ পিত্তলও পরিত্যাগ করে কি? তাহা করে না, সে পিত্তল লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু তোমার চূড়ালাদির সংসর্গে এইরূপ জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় অনায়াসেই আত্মলাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে; সুতরাং তুমি কি জন্য এই তপস্যারূপ অনর্থকর্ম্মে ব্রতী হইতেছ। ৩৬—৪০। আশ্রমাদি কল্পনায় সম্পাদনীয় এই কুকার্য্যে তোমার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় নাই। এই তপস্যাদি কার্য্যের মধ্যভাগ—যখন ফলভোগ হয়, সেই টুকু মাত্র সুখপ্রদ, নচেৎ এই ফল ভোগের প্রথমাবস্থায় অনেক আয়াস, ফলভোগের পরে আবার দুঃখে আপতিত হইতে হয়, তবে তুমি যে এযাবৎ কাল তপস্যা করিয়াছ, তাহা বিফল হয় নাই, কেননা এই তপস্যাতেই তোমার কষায়পাক—অর্থাৎ ভোগবাসনা পূর্ণ হইয়াছে, এই জন্যই তুমি আত্মলাভে সমর্থ হইয়াছ। তোমার এই তপস্যারূপ বিকল্পনাভাগ ঐই আত্মজ্ঞানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন তোমার আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই, এখন এই আত্মজ্ঞানে স্থির হইয়া থাক, জানিও এই অতিনির্ম্মল চিদাকাশ হইতেই সমুদয় (বাহ্য) ভাবপদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভাব পদার্থসমুদয় তাঁহাতেই দৃষ্ট হইতেছে; আবার (জলবুদ্বুদবৎ) তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। "ইহা কার্য্য" "ইহা কার্য্য নহে" এইরূপ সঙ্কল্প ব্রহ্মসাগরের জলবিন্দু। হে সখে শিখিধ্বজ। তুমি বিফল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। যে রমণী স্বামী লাভ করিতে পারে নাই, সে আপন লব্ধব্য ভাবী স্বামীর নিকটে ইহাও প্রার্থনা করে যে "তুমি আমার ইষ্ট প্রার্থনা কর", এস্থলে সে আপন স্বামীকেই কেবল প্রার্থনা করে না কেন? কারণ সেই স্বামীর প্রাপ্তিতে সেই স্বামি কর্ত্তৃক সম্পাদনীয় সকল বিষয়েরই প্রাপ্তি হইতে পারে, অর্থাৎ পরম প্রেমাধার নিরতিশয় আনন্দরূপী আত্মার নিকট অন্য প্রিয়বস্তু যাচ্ঞা করা অপেক্ষা কেবল আত্মলাভ প্রার্থনা করাই উচিত, কেন না তাহাতে আর কিছুই লাভ করিতে বাকী থাকে না। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মগণ জলবিম্বিত রবির ন্যায় তুচ্ছ সঙ্কল্পরচিত ভাবসমুদয়কে আপদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করেন, (তাঁহারা আত্মভিন্ন আর কিছুই চান না)। স্বর্গ, মুক্তি প্রভৃতি ফলপ্রদ যাহা কিছু কর্ম্ম আছে, তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া তুমি সমভাবে অবস্থান কর। তুমি এই পদার্থসমূহের অসদংশ পরিত্যাগ করিয়া সদংশ গ্রহণপূর্ব্বক বীতস্পৃহ হইয়া নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া অবস্থান কর। কারণ,—যে নিশ্চল নিস্পন্দ, যাহার চিত্ত স্পন্দিত হয় না, তাহার নিকট এ সংসারভাব আসিয়া উপস্থিত হয় না, হে সাধো! স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপ কুপ্রবৃত্তির দ্বারা আনীত বিপদ্, পুরুষের বিবেকবুদ্ধির উদয় হইলে আর থাকে না। হে মহীপতে। এই ত্রৈলোক্যে যতপ্রকার দুঃখ আছে, সমস্তই চিত্তচাঞ্চল্য হইতে উৎপন্ন জানিবে। ৪১—৫০। যাহার চিত্ত চঞ্চলতাবিহীন—কোনরূপ স্পন্দ নাই, একেবারে স্থির শান্ত, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই মহা আনন্দে মগ্ন, সেই ব্যক্তিই সম্রাট্, সাম্রাজ্য সুখ অনুভব করিতেছে। হে তত্ত্বজ্ঞানিন্! তুমি তোমার চিত্তস্পন্দ ও স্পন্দাভাব উভয়কে এক করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মপদে একতা লাভ করিয়া যথাসুখে অবস্থান কর। শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে বিভো! আপনি সর্ব্ববিধ সংশয় দূর করিতে পারেন, অতএব স্পন্দ ও স্পন্দাভাব এতদুভয়ের একতা কিরূপে হয়, তাহা আমার নিকট সম্যক্ কীর্ত্তন করুন, আমি এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছি। কুম্ভ কহিলেন,—সমুদয় জগৎ এক বস্তু, এক চিন্মাত্রই এই সমস্ত; যেমন একমাত্র জলই সাগর, বিশুদ্ধ (নির্ম্মল নিস্পন্দ) বারি যেমন তরঙ্গ সঙ্কলনে স্পন্দিত হয়, সেইরূপ উক্ত চিন্মাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা স্পন্দিত হইয়া থাকে। ঐ নির্ম্মল চিন্মাত্র 'ব্রহ্ম, সত্ত্ব' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়, মূঢ়গণ ঐ চিন্মাত্রকেই জগদ্রূপে দেখিয়া থাকে। ঐ চিন্মাত্রের স্পন্দই এই সৃষ্টির সারসর্ব্বস্ব;—ঐ চিৎস্পন্দ হইতেই এই সৃষ্টসংসার। বিদ্যাদিরূপ পরিস্পন্দ তাঁহার দ্বিতীয় (স্পন্দ) শব্দস্পন্দের ন্যায়। চিতির উক্ত স্পন্দ এবং স্পন্দাভাব এই উভয়কে একরূপে ভাবনা করিতে পারিলে নির্ম্মল শিবময় আত্মাই পর্য্যবসন্ন হন। এই যে সংসার, ইহা উক্ত চিৎস্পন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে; সম্যক্দর্শীর নিকটে ইহা বিলীন হইয়া যায়, আর কিছুই থাকে না। যাহারা অসম্যক্দর্শী, তাহাদের নিকটেই রজ্জুতে ভুজঙ্গভ্রমের ন্যায় ইহা উদিত হয়। স্পন্দবতী চিৎই সৃষ্টিনামে অভিহিত হন; আবার যখন স্পন্দশূন্য হন, তখন অনন্ত বিশাল আকারে বিকাসিত থাকেন। তখন তিনি তুরীয় পদেরও অতীত, এ জন্য, তাঁহার তৎকালীন প্রতিভাসমান স্বরূপ বাক্পথেরও অতীত। শাস্ত্রালোচনা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি উপায়ে সুদৃঢ় অভ্যাসযোগে, চিত্ত যখন চন্দ্রমার ন্যায় নির্ম্মলভাব ধারণ করে, তখনই চিতির উক্ত অনন্ত বিশালতায় সমুদিত হইয়া থাকে। চিতির উক্ত অনন্ত বিশালভাব কেবল আপনার অনুভবগম্য, যাহারা আপনার স্বরূপ অনুভব করিয়া বুঝিয়াছে, তাহাদের আত্ম-অনুভব ইহার উক্ত স্বরূপ বলিয়া দিতে সমর্থ। তুমি আপনার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছ বলিয়াই, সেই অনাদি মধ্য আত্মস্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছ; হে সাধো। তুমি ভেদবিবর্জ্জিত রূপবিহীন মহাচিদাত্মা হইয়াছ, তোমার আর শোক করিবার কিছুই নাই; তুমি এখন হইতে এই ভাবেই বীতশোক হইয়া অবস্থান করিতে থাক। ৫১—৬২।

একাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

কুম্ভ কহিলেন,—হে মহীপাল শিখিধ্বজ! যেরূপে এই বিশ্ব উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, তাহা সমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে মুনিনায়ক! তুমি আমার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থাবধারণপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া যথাসুখে কালতঃ যদৃচ্ছাক্রমে অবস্থান করিতে পার; তোমার এক্ষণে পরম পদ (ব্রহ্ম) প্রাপ্তিই

দেখা হইয়াছে। আমি এক্ষণে দেবসভায় গমন করি; অদ্য পর্ব্বদিবসে সেইখানে ব্রহ্মলোক হইতে নারদমুনির আসিবার কথা আছে; তিনি আসিতেছেন, যদি তথায় আমাকে দেখিতে না পান, তাহা হইলে আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইবেন; শিষ্টজনের গুরুজনকে রাগান্বিত করা উচিত হয় না। (এক্ষণে তোমাকে শেষ কথা বলিয়া রাখি) তুমি হৃদয়ে আর অণুমাত্র সঙ্কল্পের স্থান দিও না, কোন বিষয়ের বাঞ্ছা রাখিও না, সর্ব্বদা এই ভাবেই কালাতিপাত করিবে, যাহা বলিলাম, ইহারই নাম পবিত্র সার কথা। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ইহা শুনিয়া শিখিধ্বজ রাজা পুষ্প হস্তে লইয়া প্রণাম করতঃ যেমন তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে যাইবেন, ইতিমধ্যেই তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন স্বপ্নভঙ্গে আর দেখা যায় না, সেইরূপ রাজা শিখিধ্বজ কুম্ভকে আর সম্মুখে দেখিতে পাইলেন না। কুম্ভ প্রস্থান করিলে রাজা সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে তাঁহাকেই ভাবনা করতঃ চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আরও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বিধির কি আশ্চর্য্য লীলা! বিধিই আজ আমাকে কুম্ভমুনিরূপ ধারণ করিয়া জ্ঞান দান করিয়া গেলেন; যাহা আমি এতকাল অপার পরিশ্রম করিয়াও লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। নতুবা কোথায় বা নারদের পুত্র কুম্ভ! আর কোথায় আমি শিখিধ্বজ,—এখানে আসিয়া কুম্ভমুনির আমাকে উপদেশ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। অতএব আর কিছুই নয়; আজ গুভাদৃষ্টই আমাকে সম্যক্ জ্ঞানদান করিল। ১—১০। দেবনন্দন কুম্ভ আজি কি অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়া গেলেন! কি আশ্চর্য্য! আমি এতদিন মোহনিদ্রায় আকুল ছিলাম, আজ আমি মোহনিদ্রা হইতে সম্যক্‌রূপে প্রবুদ্ধ হইলাম। আমি এতকাল "ইহা কার্য্য, ইহা কার্য্য নয়" এইরূপ মিথ্যা ভ্রান্তিচক্রে নিপতিত হইয়া ক্রিয়াকলাপরূপ কোথাকার কুকর্দ্দমে ডুবিয়া ছিলাম, এতদিনের পর আজ আমি আমার বিশুদ্ধ শীতল পদবীতে আরূঢ় হইয়াছি, এই শান্তিময়ী পদবী যেন রসায়ন হইতে উদ্ভূত হইয়াই আমার বাসনাশূন্য সন্তপ্ত মনকে শীতল করিয়া দিতেছে। আজ আমি শান্ত, আজ আমি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, আজ আমি কেবল সুখী, আমার আর তৃণাগ্র লইবারও বাসনা নাই; আমি যথাস্থিতভাবেই অবস্থিত থাকি। রাজা শিখিধ্বজ এইরূপ চিন্তা করিয়া বাসনাশূন্য হইয়া পাষাণখোদিত মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল-ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শিখিধ্বজ তাহার পরে সেই প্রকার নির্ব্বিকল্প নিরালম্বন সমাধিতে মগ্ন হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইরূপ সমাধিতে তিনি নির্ম্মল আত্মভাবপ্রাপ্ত, সমরস ও চিরদিনের জন্য বিশ্রান্তবুদ্ধি হইয়া অচিরমধ্যে বীতভয় অখণ্ড আত্মস্বভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ১১—১৭।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০২॥

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা শিখিধ্বজ এইরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় অনেককাল অবস্থান করিতে লাগিলেন; এই দিকে চূড়ালার বৃত্তান্ত যাহা ঘটিল, তাহাই এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। চূড়ালা এইরূপ কুম্ভবেশে ভর্ত্তা শিখিধ্বজকে প্রবুদ্ধ করিয়া (জ্ঞান দান করিয়া) তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া দ্রুতগতিতে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া মায়া-কল্পিত দেবপুত্রের আকার ত্যাগ করিলেন। সুন্দর মনোমোহন রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আকাশ-গতিতে আপনার রাজ-ধানীতে গমন করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ক্ষণকাল মধ্যেই তথায় সর্ব্বলোকের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। পরে আবার তিন দিনের পরেই আকাশে অদৃশ্য-ভাবেই আসিয়া যোগবলে কুম্ভের আকার ধারণ করিলেন। এবং শিখিধ্বজের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কাননমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজা নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়া কৃত্রিম (খোদিত) বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মনে মনে বারংবার আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইনি এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে আত্মপদে বিশ্রান্ত হইয়া স্বচ্ছ, সম, শান্ত হইয়া রহিয়াছেন, আমি এক্ষণে ইঁহাকে এই সমাধি হইতে বোধিত করি, এখনই ইনি দেহত্যাগ করিবেন। কেন? (যদি না সমাধিভঙ্গ করি, তো সত্বরই মরিবেন, তাহা এক্ষণে উচিত নহে), রাজ্যেই থাকুন, আর বনেই থাকুন—কিছু কাল ইনি দেহধারী হইয়া থাকুন। পরে আমরা দুই জনে এক সময়েই দেহত্যাগ করিয়া কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইব। ১—৫। আরও এক কথা ইঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছি, তাহাতে ইনি সপ্তমভূমিকা পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইবেন না, হয়ত ইহার মধ্যেই দেহত্যাগ করিয়া ফেলিবেন, জীবন্মুক্তিজনিত সুখ আর ভোগ করিতে পারিবেন না, অতএব ইঁহাকে অভ্যাসযোগে আবার প্রবোধিত করি। চূড়ালা এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া সেই স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিকট সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই ঘোর-সিংহনাদ বনবাসীদিগের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপ বারংবার সিংহনাদ করিলেও সেই মহারাজ শিখিধ্বজ যখন বৃহৎ পর্ব্বতশিলার ন্যায় অণুমাত্রও চালিত হইলেন না, তখন তিনি কর দ্বারা তাঁহার শরীর চালিত করিতে লাগিলেন; যখন সেই রাজা চালিত এবং ভূমিতে পাতিত হইলেও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন না, তখন সেই কুম্ভরূপিণী চূড়ালা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! সাধুস্বভাবাপন্ন মদীয় স্বামী আত্মপদে পরিণত হইয়া ভগবান্ হইয়াছেন, ইঁহাকে প্রবুদ্ধ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কি উপায়ে এখন ইঁহাকে প্রবুদ্ধ করি। অথবা এই মহাত্মাকে প্রবুদ্ধ করিয়াই বা ফল কি? ইনি এইরূপে ক্রমে বিদেহমুক্তিলাভ করিয়া যথাসুখে অবস্থান করুন। আমিই আমার এ নারী দেহ ত্যাগ করিয়া একেবারে চির-কালের মত পরমব্রহ্মে লীন হইয়া সমতা প্রাপ্ত হই। ৬—১০। মহাবুদ্ধিমতী চূড়ালা এই ভাবিয়া দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন, অথবা সহসা দেহত্যাগ করিব না, একবার দেখি, এই রাজার দেহে হৃদয়ের মধ্যে যদি বাসনা-সংস্কারের অণুমাত্র কণিকা থাকে, ত যথাসময়ে (সেই সংস্কার কণিকার উদ্বোধসময়ে) প্রবোধ হইতে পারে; যেমন বসন্তকাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষের মূলভাগে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত পুষ্পভাবের ক্রমে স্পষ্ট প্রকাশ হয়, তদ্রূপ। তাহা হইলে পরে জীবন্মুক্তের ন্যায় বিহার করিতে থাকিবেন। আর যদি নিজাত্মই প্রবুদ্ধ না হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন; তাহা হইলে তখন

আমিও ত ইঁহার সহিত সমভাবাপন্ন হইতে পারিব। ১১—২০। এইরূপ চিন্তা করিয়া সুন্দরী চূড়ালা পতিকে স্পর্শ করিয়া বাহ্য-চৈতন্যের কারণ সত্ত্বশেষ (বাসনার কণিকা) রহিয়াছে জানিতে পারিলেন। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! যাহার চিত্ত একেবারে প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, যে কাষ্ঠ পাষাণের ন্যায় জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, চৈতন্য একেবারে নাই, সেই ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির সত্ত্বশেষ আছে, ইহা কিরূপে জানা গেল? বশিষ্ঠ কহিলেন,—বীজ-মধ্যে পুষ্পফলের ন্যায় হৃদয় মধ্যেই সত্ত্বশেষ বিদ্যমান থাকে, ঐ সত্ত্বশেষ পরমাণুর ন্যায় দুর্লক্ষ্য, উহাতেই প্রবোধ হইয়া থাকে, চিত্ত স্পন্দবিহীন, যাহার দ্বিত্ব একত্ব-আদি কোন প্রকার বিকাশ নাই, যাহার চৈতন্যই একমাত্র সত্ত্ব এবং স্পন্দবিহীন, তাদৃশ-যোগির শরীর যাবৎকাল সমভাবে অবস্থান করে, হৃষ্ট বা ম্লান কিছুই হয় না, না অস্তমিত না উদিত সমভাবেই অবস্থান করে, তাদৃশ ব্যক্তির সত্ত্বশেষ (বিশুদ্ধ বাসনা কণিকা) আছে বা থাকে, ইহা অনুমান করা যায়। যে ব্যক্তি দ্বিত্ব একত্ব প্রভৃতি বিকল্প-ভাবনায় কলুষিত, তাহার মন স্পন্দিত হয়, সে ব্যক্তির দেহও (কালক্রমে) অন্তভাব ধারণ করে, যাহার সেইরূপ স্পন্দ নাই, চিত্ত যাহার নিস্পন্দ, তাহার কিছুই হয় না, তবে যতদিন তাহার বিশুদ্ধ বাসনাকণিকার ভোগাবসান না হয়, ততদিন সেই বর্ত্তমান একভাবেই থাকিয়া যায়। হে রাম! বসন্তকাল যেমন নানাবিধ কুসুমের আকর বা কারণ, সেইরূপ চিত্তস্পন্দই এই নিখিল জগৎ-স্থিতির কারণ। হে রঘুবংশতিলক! এইজন্য যতদিন পুনর্জন্মের বীজ থাকে, ততদিন চিত্ত এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করিবে, এবং তাহার অজনিত যে হর্ষ বা কোপাদি বিকার, তাহাও থাকিবে, কিছুতেই সে বিকারসমুদয় বশে আনা যাইবে না। (মানসিক বিকারসমুদয় প্রশমিত হইলে কায়িক বিকারও প্রশমিত হয়) চিত্ত যখন প্রশমিত হয়, তখন দেহ বাসনাহীন চিত্তের দ্বারাও পরিত্যক্ত হয়, তখন সে দেহে আকাশে বস্তু প্রতিঘাতের ন্যায় কোন বিকারই লগ্ন বা প্রতিঘাতপ্রাপ্ত হয় না। ২১—৩০। জল স্থির নিস্পন্দ হইয়া সমভাবে অবস্থান করিলে তাহাতে যেমন তরঙ্গাদির আবির্ভাব হয় না, সেইরূপ সত্ত্বসমূহ ঐরূপ সদ্ভাব ধারণ করিলে চিত্তে কোন প্রকার ক্রোধাদি বিকার লক্ষিত হইবে না। যতদিন প্রারব্ধ ভোগবাসনার অবসান না হয়, ততদিন দেহ সেইভাবেই থাকে; যখন প্রারব্ধভোগের বিশুদ্ধ বাসনাকণিকা ধীরে ধীরে সমাপিত হইয়া যায়, তখন দেহও একেবারে পরি-ত্যক্ত হয়, সে বাসনা-কণিকার অবসান না হইলে বিশুদ্ধসত্ত্বের উপলব্ধি হইবে না। হে রাম! যে দেহে চিত্ত নাই এবং সত্ত্ব ও চৈতন্য নাই, সেই দেহ আতপযোগে হিমের ন্যায় পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া যায়। শিখিধ্বজ রাজার ঐ দেহে চিত্ত নাই বটে, কিন্তু সত্ত্ব আছে, সেই জন্যই দেহ তেজঃপুঞ্জে পরিপুষ্ট রহিয়াছে এবং কোন প্রকার গ্লানি প্রাপ্ত হইতেছে না। সুরমণী চূড়ালা স্বামীর দেহ তদবধি দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলেন না; ভাবি-লেন "ইঁহার হৃদয়গত বিশুদ্ধ সর্ব্বব্যাপী চিৎতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া তথায় তদ্ভাবে অবস্থিতা হইয়া এখনই ইঁহাকে প্রবোধিত করি; তাহা হইলে প্রবুদ্ধ হইবেন; আর এখন যদি ইঁহাকে প্রবুদ্ধ না করি, তাহা হইলে ইনি বহুকালের পরে আপনি প্রবুদ্ধ হইবেন; ততকাল আমাকে একাকী থাকিতে হইবে; কিন্তু আমি তাহা পারিব না, অতএব ইঁহাকে আমি প্রবুদ্ধ করি।"—এই ভাবিয়া চূড়ালা আপনার দেহপঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অনাদি অনন্ত স্বামীর-চিত্তত্ত্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি সত্ত্বমাত্রে অবস্থিত স্বামীর চৈতন্যস্পন্দ * করিয়া দিয়া পক্ষিণী যেমন আপনার নীড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ আপন দেহে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। তাহার পরে তিনি কুম্ভের আকার ধারণপূর্ব্বক কুসুমকাননে অবস্থান করতঃ মধুকরের ন্যায় গুণ গুণ রবে আস্তে আস্তে সামগান করিতে লাগিলেন। ৩১—৪০। বসন্তকালে শিশিরহত পদ্মিনীকুল যেমন আবার জাগিয়া উঠে, সেইরূপ সেই বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্ত্বগুণশালিনী বিশুদ্ধচিৎ রাজার শরীরে আবার জাগিয়া উঠিল। তৎপরে শিখিধ্বজ ভূপতি আপন সত্ত্ব-সম্পত্তি (চৈতন্য) প্রাপ্ত হইয়া আদিত্যদেব কমলিনীকে যেমন বিকশিত করেন, সেইরূপ আপনার দৃষ্টি উন্মীলিত করিলেন, দেখিলেন, সম্মুখে কুম্ভ সামগান করিতেছেন, বোধ হইতেছে, যেন মূর্ত্তিমান্ দ্বিতীয় সামবেদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 'আহা কি আনন্দের দিন! মুনিবর কুম্ভ আজি স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" এই বলিয়াই রাজা কুম্ভের উদ্দেশে পুষ্পা-ঞ্জলি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—"ভগবন্! আজি আমাদের কি সৌভাগ্য! যেহেতু আমি আজি আপনার পবিত্র চিত্তপথের পথিক হইলাম। অথবা মহাত্মাদিগের স্বভাবই এই যে, পরের প্রতি অনুগ্রহ করা, সেইজন্যই আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। আপনার আসিবার কারণ আমাকে পবিত্র করা, নতুবা আর কি কারণ থাকিতে পারে? তাহা আমার নিকট বলুন। কুম্ভ কহিলেন,—হে আনন্দিত! আমি যে অবধি তোমার নিকট হইতে গিয়াছি, সেই অবধি আমার চিত্ত তোমার সঙ্গেই অবস্থান করিতেছে, সেই অবধি আমি আর রমণীয় স্বর্গে থাকি না; তোমার নিকটেই থাকি,—কারণ চিত্ত যে বিষয়ের প্রতি অভি-লাষী হয়, তাহা সর্ব্বদাই তাহার নিকটে উপস্থিত থাকে এবং সমুদয় রমণীয় বস্তুর সার বলিয়া বোধ হয়। এই জগতে আমার, তোমার ন্যায় বিশ্বাসী বন্ধু, আত্মীয়, সুহৃৎ, সখা বা শিষ্য আর কেহই নাই; ইহাই আমি মনে করি। শিখিধ্বজ কহিলেন,— "প্রভো! আজি আমার কুশলপর্ব্বতে বহুদিনজাত সুকৃতবৃক্ষে ফল ধরিয়াছে, যেহেতু আপনি সঙ্গাভিলাষী না হইলেও (অনা-সক্ত হইলেও) আমার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন, হে প্রভো! এই বন, এই বৃক্ষ, এই আজ্ঞাকারী ভৃত্য আমার করি তেছে, যদি আপনার স্বর্গে থাকা অভিরুচিত না হয়, ত এই খানেই থাকুন। ৪১—৫১। হে সাধো! আপনি আমাকে যে যোগযুক্তি দিয়াছেন, তাহাতে আমি যেরূপ বিশ্রাম লাভ করিয়াছি, বোধ হয় এইরূপ বিশ্রামসুখ স্বর্গেও নাই। আপনিও এই প্রকাশময়ী স্বচ্ছ-বিশ্রান্তি অবলম্বন করিয়া স্বর্গে বা ভূতলে যেখানে ইচ্ছা সর্ব্বত্রই একভাবে বিহার করিতে পারেন। কুম্ভ কহিলেন,—"হে রাজন্! তুমি মহানন্দময় পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছ ত? এই ক্লেশ-ময় দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছ ত? আপাতরমণীয় সঙ্কল্পজাল হইতে তোমার অনুরক্তি গিয়াছে ত? রাজন্! এই বিষয়ভোগ তোমার নিকট নীরস ও অসার বলিয়া বোধ হইয়াছে ত? তোমার মন

* তাঁর চিদাভাসসম্বলিত বুদ্ধি বাহ্যতে পৃথক্ হইয়া পড়ে; এইরূপ স্পন্দ। তৎকালে তাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ-চৈতন্য-মিলিত রহিয়াছে।

এক্ষণে হেয় উপাদেয় দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শান্ত সমভাবে অবস্থিত হওত যথাপ্রাপ্ত বিষয়ে অনুদ্বিগ্নভাবে প্রবর্ত্তিত হইতেছ ত? শিখিধ্বজ কহিলেন,—"ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি দৃশ্যাতীত বিষয় দর্শন করিয়াছি, সংসারসীমার অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, লব্ধব্য বিষয়ের নিশ্চয়ও লাভ করিয়াছি। আমি আজ বহু দিনের পর বিশ্রান্ত অনাময় হইয়াছি। যাহা লব্ধব্য, তাহা সমস্তই পাইয়াছি, চির দিনের পরে পরিতৃপ্ত হইয়াছি, আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই। এক্ষণে আমাকে আর উপদেশ দিবারও কিছুই নাই, সব বিষয়েই আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি, আমি বিগতজ্বর হইয়াছি,—ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, যাহা ত্যাগ করিবার তাহা ত্যাগ করিয়াছি, যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি, তত্ত্ব, পরত্ব, সত্ত্ব, যাহা কিছু সমস্তই আমার, আমার নিকট আর কিছুই পরকীয় নাই, আমি সংসার হইতে বহির্গত, মোহভয় আমার বিগত হইয়াছে। কোন বিষয়েই আমার অনুরাগ নাই, আমি নিত্য উদিত, আমি সর্ব্বত্রই সমভাবে সর্ব্বময়রূপভাবে শান্তভাবে অবস্থান করিতেছি, আমি নিজেই সর্ব্বময়; আমাতে কোন প্রকার সঙ্কল্পের লেশমাত্রও নাই, আমি আকাশকোষের ন্যায় বিশদ সমভাবে সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছি। ৫২—৬১।

ত্র্যধিকশততম সর্গ। ১০৩।

চতুরধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম। কাননমধ্যে বিদিতবেদ্য সেই কুম্ভ ও শিখিধ্বজ ইঁহারা দুইজনে পরস্পর এইরূপ বিচিত্র আধ্যাত্মিক কথাবার্ত্তায় তিন মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিলেন। তাহার পরে তাঁহারা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গিরিপ্রস্থে, সারসনিনাদিত সরোবরে, নন্দনকাননে এবং অন্যান্য বনস্থলীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজন বনে বনে ভ্রমণ করতঃ পরস্পর বিচিত্র আধ্যাত্মিক কথাবার্ত্তায় আট দিন অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর একদিন কুম্ভ বলিলেন চল, আমরা অন্য এক পর্ব্বতের বনস্থলীতে গমন করি, শিখিধ্বজ রাজাও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বিবিধ কানন, জঙ্গল, নদীতট, সরোবর, লতাকুঞ্জ, গিরিশৃঙ্গ, নিবিড় গহন, নদী, গ্রাম, দেশ, নগর, নানা জন্তুর নিনাদে মুখরিত গিরিসমূহ, কুঞ্জ, তীর্থ ও দেবায়তন প্রভৃতি নানাস্থানে পরস্পর সমানস্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই সমান-সত্ত্ব সমান-উৎসাহ ও সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।। ১—৫। হে রাঘব! তদবধি তাঁহারা দুইজনে সমবুদ্ধি হইয়া, একত্র পিতৃগণের ও দেবগণের পূজা করিতেন এবং একত্র আহার করিতে লাগিলেন, কি আতপতাপিত, কি তুষারশীতল প্রদেশ, সর্ব্বত্রই তাঁহারা অবিমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্নিগ্ধহৃদয় সেই দম্পতিযুগল পরস্পর সুহৃদের ন্যায় একত্র হইয়া তমালকাননে বা মন্দারগহনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে রাম! প্রবলবাত্যা যেমন সুমেরু পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারে না; সেইরূপ "এই বাড়ী" ইহা "বাড়ী নহে"—এইরূপ বিকল্প কথা তাঁহাদের মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ৬—১০। সেই বন্ধুযুগল কোথাও ধূলিধূসর হইয়া, কোথাও চন্দনচর্চ্চিত হইয়া, কোথাও বা ভস্মবিলিপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোথাও বা দিব্য বসন পরিধান করিতে লাগিলেন, কোথাও বা বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করেন, কোথাও বৃক্ষত্বক্ পরিধান করিয়া কাল কাটান; কোথাও কুসুমমণ্ডিত হইয়া থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাজা শিখিধ্বজ সমচিত্ত ও সত্ত্বপূর্ণ হইয়া কুম্ভের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর মানবতী চূড়ালা শিখিধ্বজকে ক্রমে দেব-কুমারের ন্যায় শোভমান দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন। "এই আমার স্বামী অদীনভাবে অবস্থান করিতেছেন, এই রমণীয় বনস্থলী, এক্ষণে আমাদের এই ভাবে যে অবস্থিতি (জীবন্মুক্ত দশা), ইহা অনায়াস সিদ্ধ, ইহাতে কামের প্রতারণা নাই। কিন্তু যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহারা যথাপ্রাপ্ত (প্রারব্ধ বাসনার অনুসারে আনীত) ভোগসমূহ অনুভব করিয়া থাকেন, উপস্থিত ভোগেও বিরাগ দেখান,—এটী তাঁহারা মূঢ়তার কার্য্য বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু যখন যেরূপ প্রারব্ধবশে যেরূপ ভোগ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাই তখন উপভোগ করা উচিত। উদারমতি এই শিখিধ্বজ রাজা আমার নিজ পতি, ইনি এক্ষণে আধিশূন্য এবং এখনও ইঁহার নবীন বয়স, আর এই পুষ্পমণ্ডিত ভবন, এরূপ অবস্থায় যে নারী আপন পতির প্রতি কামবতী না হয়, সে জীবন্মুক্ত হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের অবহেলনরূপ অপকর্ম্মে যে দূষিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোনরূপ দুঃখ যাহার নাই, এবংবিধ নারী এইরূপ পুষ্পলতাময় গৃহে আপনার স্বামী পাইয়াও তাঁহাতে আপন মনোরথ পূর্ণ করে না, সেই নিন্দিত কামিনীকে ধিক্। যে সাধ্বী রমণী—নির্জনপ্রদেশে আপনার বিবাহিত সুন্দর পতিকে পাইয়া অভীষ্টসিদ্ধি না করে, সেই কুকামিনীকে ধিক্। আর অনিন্দনীয় আপন ভোগ ত্যাগ করিয়াই বা ফল কি? ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞানী—যিনি বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তাঁহার আপন প্রারব্ধ কর্ম্মফলে উপনীত বিষয়ভোগ করা উচিত। ১১—২০। অতএব আমার এই সম্মানকারী ভর্ত্তা যাহাতে এই কাননে আমাতে রতি সুখলাভ করেন; আপনার প্রজ্ঞাবলে আমি সেইরূপ উপায় করি।" কুম্ভবেশধারিণী চূড়ালা এই ভাবিয়া সেই বনকুঞ্জে অবস্থান করিয়া কোকিলপত্নী যেমন কোকিলকে বলে, সেইরূপ পতিকে বলিলেন, অদ্য চৈত্রমাসের শুক্লা প্রতিপৎ, এই শোভনদিবসে স্বর্গপুরীতে দেবরাজের এক বিরাট্ সভা হইবে, সেইখানে আমাকে পিতার নিকট উপস্থিত থাকিতে হইবে, অতএব অদ্য আমাকে তথায় যাইতে হইবে; যথাস্থিত নিয়ম লঙ্ঘন করা ত কখনই উচিত নয়, আজ তথায় যাওয়া আমার নিরতিসিদ্ধ; সুতরাং তাহা কিরূপে লঙ্ঘন করি। তুমি নবকুসুমিতা এই বনস্থলীতে উদ্বিগ্নচিত্তে ক্রীড়া করতঃ আমার প্রতীক্ষা করিতে থাক, আমি সায়ংকালে নিশ্চয়ই আবার তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব; স্বর্গে থাকা অপেক্ষাও তোমার নিকটে থাকাতে আমার অধিক প্রীতি হয়। এই কথা বলিয়া, কুম্ভ স্বীয় সুহৃৎকে পারিজাত কুসুমমঞ্জরী প্রীতি-উপহার দিলেন, বোধ হইল যেন নন্দনকাননের প্রতি তাঁহার যে প্রীতি আছে, তাহাই উপহার দিলেন। তৎপরে রাজা—"আবার শীঘ্রই আসিবেন" এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি সেই কাননভূমি হইতে শারদীয় মেঘের ন্যায় দ্রুতবেগে নভোমণ্ডলে আরোহণ করিলেন। আকাশে যাইতে যাইতে পুষ্পমালা হইতে পুষ্পাঞ্জলি

বিকিরণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন তুষারময় মেঘ বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ তুষার বিকিরণ করিতে লাগিল। তখন রাজা শিখিধ্বজ ময়ূর যেমন উৎফুল্লনয়নে মেঘ দর্শন করে, সেইরূপ যতদূর দেখিতে পাইলেন, ততদূর উৎফুল্লনয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমানের সঙ্গ পরিত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠে। ২১—৩০। পরে চূড়ালা শিখিধ্বজের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া নভোমণ্ডলেই কুম্ভদেহ পরিত্যাগ করিয়া, আবর্ত্তভাব শান্ত হইলে জলশ্রী যেমন নিজ শান্ত মধুর মূর্ত্তি ধারণ করে, সেইরূপ নিজ কমনীয় রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তৎপরে সেই আকাশপথ দিয়াই, মঞ্জরিত কল্পতরুর ন্যায় সুন্দর পতাকাশোভী স্বর্গবৎ রমণীয় আপন পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বসন্তশ্রী যেমন অলক্ষিতভাবে পুষ্পলতামণ্ডিত তরুকাননে আসিয়া অধিষ্ঠান করে, সেইরূপ অদৃশ্যভাবেই তিনি ললনাকুলশোভী অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে সমুদয় রাজকার্য্য ঝটিতি সম্পাদন করিয়া শিখিধ্বজের নিকটে বৃক্ষ হইতে ফলপুষ্পের ন্যায় হঠাৎ আসিয়া পতিত হইলেন। রাত্রি যেমন কমলকে ম্লান করে, শীতকালের নিশায় চন্দ্র যেমন নীহারময় হইয়া কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া পড়েন, সেইরূপ সেই চূড়ালা স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুখ ম্লান করিলেন। শিখিধ্বজ তাঁহাকে তদবস্থায় উপস্থিত দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং খিন্নমনা হইয়া সমাদরপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে দেবতনয়। আপনাকে নমস্কার, আপনাকে আজ বিমনা দেখিতেছি কেন? আপনি যে কুম্ভ, আপনার এইরূপ বিষণ্ণভাব ত ভাল নয়, আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া এই আসনে উপবেশন করুন। যাঁহারা জ্ঞাতব্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন সেই সাধুগণ, পদ্ম যেমন সলিলার্দ্র হয় না, সেইরূপ হর্ষবিষাদজনিত বিকারে আক্রান্ত হন না। বশিষ্ঠ কহিলেন,—'মহীপতি এই কথা বলিলে কুম্ভ আসনে উপবেশন করিয়া বিশীর্ণ বেণুধ্বনির ন্যায় ভগ্নস্বরে কহিতে লাগিলেন, "যে সকল তত্ত্ববিদেরা দেহের অবস্থিতি পর্য্যন্ত সমচিত্ত থাকিয়াও যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়চেষ্টার সফলতা সাধন না করে, তাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী নহে, তাহারা শঠ, (অভিপ্রায় এই যদি চিত্তসমতার ব্যাঘাতকর না হয়, তাহা হইলে যথাপ্রাপ্ত বাহ্য বিষয় ভোগ করা কর্ত্তব্য, তাহা না করা শঠতার কার্য্য)। ৩১—৪০। হে রাজন্! যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী নহে অর্থাৎ মূঢ়, তাহারাই সমচিত্ততার অভাবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানিরা তাহা অনায়াসে করিতে পারেন, এইজন্য বাহ্যদশাতে ও বিষয়ভোগ দশাতেও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। তিলমাত্রেই তৈল আছে, দেহমাত্রেই বাহ্য কার্য্যদশা আছে, যে দেহদশা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ দেহধারীর কার্য্যসম্পাদন করে না, সে অসি দ্বারা আকাশকর্ত্তন কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। চিত্তের সমতালাভ করিয়া দৈহিক কার্য্যদশায় কোন কষ্ট বোধ না করাই তত্ত্বজ্ঞানীর কার্য্য। কষ্ট বোধ না করিয়া দৈহিককার্য্য সম্পাদনে দোষ কি? সমতালাভও ব্রহ্মবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা-নিবন্ধন হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহে নহে, সুতরাং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদনে সমতার কোন ক্ষতি নাই। যত দিন দেহ না যায়, তত দিন কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারাই যথাসময়ের যথাযথ ব্যবহার সম্পাদন করিতে হইবে; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে। হিরণ্যগর্ভ-প্রভৃতি নিখিল তত্ত্বজ্ঞানীই দৈহিক কার্য্য দশার প্রতিপালন করিয়া থাকেন, ইহা নিয়তিসিদ্ধ। জল যেমন সাগরের দিকেই ধাবিত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী বা অতত্ত্বজ্ঞানী এবং এই সমগ্র দৃশ্যপ্রপঞ্চ সমস্তই নিয়তির পথে ধাবিত,—অর্থাৎ সকলই নিয়তির অধীন। তত্ত্বজ্ঞানীরা যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অন্তরে সমবুদ্ধি থাকিয়া (কেবল বাহ্য তদ্বিষয়মনা না হইয়া) বাহ্য হস্তপদাদি সঞ্চালনব্যাপারে অখণ্ডিতভাবে এই নিয়তির আদেশ পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞ, তাহারা একেবারে সুখদুঃখদশায় জর্জ্জরিত হইয়া কেবল তদ্গতচিত্তে নিয়তির আদেশ পালনে যত্নবান্; এজন্য তাহাদের নিকট নিয়তি এরূপ হইতে পারে না, খণ্ডবিখণ্ডিত হয়, তাহারাও উত্তরোত্তর লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করিতে থাকে। অয়ি রাজন্! জীবগণ জানিয়া থাকে যে, সুখদশায় এইরূপে থাকিতে হয় এবং দুঃখদশায় এইরূপে থাকিতে হয়, ইহা অলঙ্ঘনীয় নিয়তির লীলা জানিবে। এই নিয়তির লীলা কি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ সকলের উপরেই সমানভাবে আধিপত্য করিতেছে (বুধগণ্ তাহাতে একবারে আন্তরিক মগ্ন হন না, তাই তাঁহাদের কোন ক্লেশ থাকে না, মূঢ়েরা কেবল তাহাই জীবনের সার মনে করে, এইজন্যই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে)। ৪১—৫৯।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মহাভাগ! হে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রধান! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আপনার উদ্বেগের কারণ কি প্রতিপন্ন হইল, আপনি উদ্বিগ্ন হইলেন কেন, তাহা আমাকে বলুন। কুম্ভ কহিলেন,—হে ভূপাল! শ্রবণ কর, তোমার নিকট আমার মনের কথা সমস্তই খুলিয়া বলিতেছি। আজ স্বর্গপুরীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সমস্তই বলিতেছি। কারণ সুহৃদের নিকট দুঃখের কথা জানাইলে জলবর্ষণে জলদের ন্যায় দুঃখের অনেকটা লাঘব হইয়া থাকে। আর এইরূপ দুঃখের কথা সুহৃদ্ যদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহে, তাহাতেও চিত্ত কতক ফলসংযোগে সলিলের ন্যায় নির্ম্মলভাব ধারণ করে, দুঃখের লাঘবই হয়, (অর্থাৎ তোমার এই প্রশ্নে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি) আমি আপনাকে পুষ্পমঞ্জরী প্রদান করিয়া এস্থান হইতে আকাশপথ অতিক্রম করিয়া স্বর্গপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় ইন্দ্রসভায় আমার পিতা উপস্থিত থাকিয়া যথারীতি সম্পাদনাগ্রে আমাকে বিদায় দিলেন। আমি তথা হইতে আকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আদিত্যদেবের অশ্বের সঙ্গে বায়ুপথে চলিতে লাগিলাম। অনন্তর সূর্য্যদেব কিছু দূর আমার সঙ্গে আসিয়া অন্যপথে গিয়া পড়িলেন, আমিও আর এক পথ দিয়া আকাশপথে যেন সাগরে ভাসিতে ভাসিতে আসিতে লাগিলাম, আসিতে আসিতে সম্মুখে দেখিলাম, জলপূর্ণ মেঘমণ্ডলীর মধ্য দিয়া অতিবেগে দুর্ব্বাসা মুনি আসিতেছেন। তিনি মেঘবসন পরিধান করিয়া বিদ্যুৎরূপ বলয় করে ধারণ করিয়া আসিতেছেন, মেঘযুক্ত সলিলে তাঁহার গাত্রচন্দন ধৌত হইয়া যাইতেছে, ঠিক যেন অভিসারিকা রমণীর ন্যায় আসিতেছেন; তিনি ভুজঙ্গাঙ্কিতা পাদপচ্ছায়াসমন্বিতা ভাগীরথীর দিকে সন্ধ্যা-বন্দনার্থ ধাবিত হইতেছেন; বোধ হইতেছে যেন তাহার প্রিয়া তপোলক্ষ্মীর দিকে ধাব-

মান হইয়াছেন। ১—১১। আমি আকাশে যাইতে যাইতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, হে মুনে! আপনি নীলবসন পরিধান করায় আপনাকে ঠিক অভিসারিকা নারীর ন্যায় বোধ হইতেছে। হে মান্যের মানদায়িন্! সেই দুর্ব্বাসা মুনি আমার এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করিলেন। যাও, তুমি যেমন আমাকে এই কটু পরিহাস উক্তি প্রদান করিলে,—এই অপরাধে তুমি রাত্রিকালে লম্বকেশী পীনস্তনী হাবভাববিলাসবতী রমণী হইবে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে এই অশুভ কথা শ্রবণ করিয়াই আমি (হত বুদ্ধি হইয়া) ভাবিতে লাগিলাম,—ইত্যবসরে তিনি তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে সাধো! আমি এই জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আসিয়াছি এই তোমার নিকট সব কথা বলিলাম, আমি রাত্রি কাল উপস্থিত হইলে নারী হইব, নারী হইয়া কিরূপে রাত্রিযাপন করিব এই আমার ভাবনা, আর আমি রাত্রিকালে স্তনবতী নারী হইব, ইহা পিতার নিকটেই বা কিরূপে ব্যক্ত করিব। আমি এক্ষণে যুবাদিগের লোভনীয় পদার্থ হইয়া পড়িলাম। হায়! দৈবের কি বিচিত্রা গতি! হায় কি কষ্ট! আমাকে লইয়া এখনই দেবকুমার-গণ কামাতুর হইয়া কলহ করিতে আরম্ভ করিবে। হায়! আমি রাত্রিকালে কামিনী হইয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ বা গুরুজনের নিকটে লজ্জাপরবশ হইয়া কিরূপে অবস্থান করিব। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে রাঘবোত্তম! সেই চূড়ালা এই বলিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, পরে আবার ধৈর্য্যবলে চিত্ত সমাধান করিয়া (চিত্ত স্থির করিয়া) বলিতে লাগিলেন,—অথবা আমি মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় শোক করিতেছি কেন? আমার আত্মার ইহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে, হইলামই বা স্ত্রী, তাহা ত এই দেহেরই পরিবর্ত্তন, দেহ ত আমা হইতে পৃথক্, অতএব দেহ যেরূপ হইতে চাহে হউক, আমার কোন ক্ষতি নাই। ১২—২১। শিখিধ্বজ কহিলেন,—আপনি পরে যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, হে দেবনন্দন! তাহাই ঠিক, দৈহিক অবস্থাপরিবর্ত্তনের অনুশোচনায় ফল কি? দেহের উপরে যাদৃশ অবস্থা পড়িতে ইচ্ছা করে, পড়ুক, তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই, আত্মা তাহাতে লিপ্ত নহেন। এই যে যত কিছু সুখ বল বা দুঃখ বল, সমস্তই কেবল দেহের উপরে আপতিত হইতেছে, দেহীর ইহাতে কিছুই ক্ষতি করিতেছে না। এই সমস্ত ঘটনায় আপনার খেদ করা উচিত নয়, আপনি যদি ইহাতে খেদ করেন, তাহা হইলে আর কে লোকের এরূপ খেদের শান্তি করিয়া দিবে, আর কেই বা শাস্ত্রতত্ত্ব অনুশীলীদিগের অগ্রে বিরাজ করিবে? ফলতঃ আপনার এ খেদ, প্রকৃত খেদ নহে, লোকাচারের অনুসরণ,—লোকে এই বিষম দশায় আপতিত হইলে খেদ করে, তাই আপনিও করিলেন, ইহা আপনার বাহ্যিক, আন্তরিক নহে। যাহা হউক এক্ষণে আপনি সমতা প্রাপ্ত হইয়া অখিন্নভাবে যেমন ছিলেন, তেমনি থাকুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, "কাননমধ্যে সেই বন্ধুযুগল পরস্পর খিন্ন হইয়া এইরূপে পরস্পরকে আশ্বস্ত করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর জগতের প্রদীপস্বরূপ সূর্য্যদেব কুম্ভের রমণীত্ব সম্পাদনের জন্যই যেন অস্তাচলে গমন করিলেন, বোধ হইল যেন স্নেহ ক্ষয় হওয়ায় (তৈল ফুরাইয়া যাওয়ায়) দীপ নির্ব্বাণ হইল। মনুষ্যদিগের কার্য্যের সহিত সরোবরের কমল সকল সঙ্কোচভাব ধারণ করিল অর্থাৎ দিবাবসান হওয়ায় জনগণ স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে বিরত হইল, কমল মুদ্রিত হইল; পথসকল পথিকের সহিত অদৃশ্য হইতে লাগিল,—অর্থাৎ ক্রমে অন্ধকারে পথ দেখা যাইতে লাগিল না, পথিকগণও পথ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামার্থ কোন স্থানে আড্ডা গাড়িতে লাগিল, যে সকল পথিকেরা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিল না, তদীয় বিরহিণীগণের হৃদয় গাঢ়শোক-অন্ধকারে পূর্ণ হইল। ব্যাধ যেমন চতুর্দ্দিক্ হইতে পক্ষিসকল ধরিয়া এক সঙ্গে বাঁধিয়া লয়, সেইরূপ তারকারূপ রত্ন-রাজিমণ্ডিত জগৎ, তৎকালে ইতস্ততঃ বিচরমাণ বিহগকুল এক স্থানে জড় করিল—অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হওয়ায় বিহগকুল আপন আপন কুলায়ে আসিয়া আশ্রয় লইল। সরোবরে কুমুদকুসুম, আকাশে নক্ষত্ররাজি যুগপৎ বিকসিত হওয়ায় উভয়ে যেন পরস্পরকে উপহাস করিতে লাগিল। ভ্রমরকুল মধুলোভে কুমুদবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, চক্রবাকমিথুন পরস্পর বিযুক্ত হইয়া দুঃখে চীৎকার করিতে লাগিল। ২২—৩০। চন্দ্র উদিত হইল, সেই সময়ে সেই বন্ধুযুগল গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার করিয়া লতাগহনমধ্যে বসিয়া আপন আপন জপকার্য্য সমাধা করিলেন। তাহার পর কুম্ভ শনৈঃ শনৈঃ স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে পুরোবর্ত্তী শিখিধ্বজকে বলিতে লাগিলেন। রাজন্ বোধ হয় আমি এখন স্ত্রী হইয়া পড়িলাম, হায় আমি লজ্জায় মরিলাম! আমি পড়িলাম, আমার অঙ্গযষ্টি যেন গলিত হইয়া যাইতেছে। রাজন্! এই দেখ, আমার কেশকলাপ সন্ধ্যাকালের অন্ধকারপটলের ন্যায় বাড়িয়া উঠিল; রাত্রিকালে অন্ধকারের মধ্যে যেমন গ্রহনক্ষত্রাদি তারকানিচয় দেদীপ্যমান হইতে থাকে, আমারও কেশকলাপে তেমনি মুক্তামালা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। এই দেখ, আমার বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয় উত্থিত হইতেছে বোধ হইতেছে, যেন বসন্তকালে দুইটী পদ্মকোরক আকাশমুখ হইয়া উঠিতেছে। এই দেখ, রমণী-দেহের ন্যায় আমার বসন ক্রমে পায়ের গুল্ফ পর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিল। অয়ি সখে! এই দেখ আমার অঙ্গ হইতে বৃক্ষকুসুমের ন্যায় নানাবিধ ভূষণ, রত্ন, মাল্য, আদি বহির্গত হইতেছে। এই দেখ, আমার মস্তকোপরি আজ চন্দ্রকিরণবৎ উজ্জ্বল পর্ব্বতস্থ নীহারের ন্যায় বিধৌত পট্টবস্ত্র শোভা পাইতেছে। হে মানদ! সমুদয় রমণীচিহ্ন আজ আমার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, হায় কি কষ্ট! কি দুঃখের বিষয়, হায় আমি কি করিব! আমি আজ রমণী হইয়া পড়িলাম। হে সাধো! আমি অন্তরেও বাস্তবিক নিতম্বদ্বয়ের গুরুভারবহন-ক্লেশ অনুভব করিতেছি, আমার চৈতন্য এক্ষণে আপনাকে নারী-মূর্ত্তি ভাবিতেছে। ৩১—৪১। বনমধ্যে কুম্ভ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, রাজাও তাঁহার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া খিন্ন হইলেন, ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিয়া পরে শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন,—কি কষ্ট! সেই মহাসত্ত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ আজ সুন্দরী রমণী হইলেন, হে সাধো! আপনি বিদিতবেদ্য,—আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, আপনি নিয়তির গতি অবগত আছেন, অতএব অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্য আর খেদ করিবেন না, ইহা আপনার নিয়তির লিখন, আপনি কি করিবেন। সেই সেই ঘটনা বা অবস্থা তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কেবল দেহের উপরেই আসিয়া, পড়িয়া থাকে, চিত্তের উপরে নহে; এজন্য তাঁহারা ইহার জন্য শোক বা হর্ষ প্রাপ্ত হন না; যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, তাঁহাদের এই দশাসকল একবারে চিত্তে গিয়া সংলগ্ন হয়, কেবল দেহে নয়। এজন্য তাহারা একান্ত অধীর

হইয়া পড়ে। কুম্ভ কহিলেন,—"তুমি যেরূপ কহিলে তাহাই করি, রাত্রিকালে রমণী হইয়া অখিন্নমনে কালযাপন করি, নিয়তির লঙ্ঘন কে করিতে পারে? নিয়তির নিয়ম আমাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্তের পর তাঁহারা পরস্পর মনের কষ্টের লাঘব করতঃ এক শয্যায় শয়ন করিয়া উৎকণ্ঠায় দীর্ঘতরস্বরূপ অনুভূয়মান সেই রজনী যাপন করিলেন। অনন্তর রাত্রিপ্রভাত হইলে যুবতি স্ত্রীমূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কুম্ভ পূর্ব্ববৎ কুচকুম্ভবিহীন পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই বরবর্ণিনী রাজমহিষী চূড়ালা দিবাভাগে কুম্ভরূপে ও রাত্রিকালে রমণীরূপে স্বামীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি রাত্রিভাগে কুমারীরূপিণী ও দিবাভাগে কুম্ভরূপিণী হইয়া সেই স্বামীর সহিত বন্ধুভাবে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই চূড়ালা রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বামীর সহিত বন্ধুভাবে কৈলাস, মন্দর, সুমেরু ও সহ্য পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে যথেচ্ছরূপে বিচরণ করিলেও তাঁহার যোগসম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। ৪১—৫০।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৫॥

ষড়ধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে কুম্ভরূপধারিণী চূড়ালা স্বামীকে কহিলেন,—হে পদ্মপত্রাক্ষ! হে রাজন্! আমার একটী কথা শ্রবণ করুন। আমি প্রতিদিনই রাত্রিকালে রমণীরূপে অবস্থান করি; এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে, রমণীর ধর্ম্ম:ক সফল করি, অতএব কোন উপযুক্ত ভর্ত্তাকে আত্মসমর্পণ করি। এই ত্রিজগতের মধ্যে আপনাকেই উপযুক্ত ভর্ত্তা বলিয়া বোধ করি, অতএব আপনি রমণীকালে আমাকে বিবাহ করিয়া ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন। হে সাধো! প্রিয়সুহৃৎ! আপনার সহিত আমি অনায়াসলব্ধ স্ত্রীসুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি ইহাতে বাধা দিবেন না। সৃষ্টিপ্রারম্ভ হইতে পর্য্যায়ক্রমে প্রকৃত সাধনায় মনোহর সুখ যদি স্বতঃই (বিনা আয়াসে) আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহা ভোগ করিতে দোষ কি? আমরা সকল বস্তুতেই ইচ্ছা অনিচ্ছা দুইই ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ইচ্ছা অনিচ্ছা এই উভয়ের বশবর্ত্তী না হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি। শিখিধ্বজ কহিলেন, হে সখে! এইরূপ কার্য্য করাতে শুভ অশুভ কিছুই দেখিতেছি না, অতএব হে মহামতে! আপনার অভিমত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। আমি সমতাপ্রাপ্তচিত্তে এই ত্রিজগৎকেই এক আত্মস্বরূপে দর্শন করিতেছি। অতএব আপনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা করিতে পারেন। কুম্ভ কহিলেন,—"হে মহীপাল! যদি তাহাই হয়; তাহা হইলে অদ্যই শুভলগ্ন উপস্থিত; অদ্য শ্রাবণী পূর্ণিমা (বিবাহের উপযুক্ত দিন) ইহা আমি পূর্ব্বদিন গণনা করিয়া রাখিয়াছি। ১—১০। হে মহাবাহো! পূর্ণচন্দ্রোদয়ে অদ্যকার রাত্রেই আমাদের দুইজনের (শুভ) বিবাহ, হইবে। আসুন, আমরা বিবাহের জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বতের সুরম্য শৃঙ্গদেশে এক মণিময় কন্দরে যাই; সেই মণিময় কন্দরই বিবাহের উপযুক্ত স্থান, তথায় সর্ব্বদা রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছে; এবং তাহার বাহিরে সর্ব্বদা পুষ্পফলভরে অবনত উত্তুঙ্গ তরুশ্রেণী বিরাজ করিতেছে, এবং বনকুসুমশোভিনী লতাকামিনীগণ নৃত্য করিতেছে। হে আকর্ণ বিস্তৃতনয়ন মহারাজ! আমরা রাত্রিকালে সেই স্থলে বিবাহার্থ উপস্থিত হইলে গগনচারিণী তারকাবলী স্বীয় পতি পূর্ণচন্দ্রের সহিত একত্র হইয়া আমাদের বিবাহমহোৎসবের পরিদর্শিকা হইবেন। হে রাজন্! এই বনমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করুন, আসুন, আমরা বিবাহের জন্য কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্রব্যের সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব মণিরত্নাদিরও সংগ্রহ করিয়া লইব। এই বলিয়া কুম্ভ সেই ভূপতির সমভিব্যাহারে পুষ্পচয়ন ও রত্নাদিসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত শোভমান পর্ব্বতপ্রস্থে পুষ্পচয়ন করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা রাশি রাশি পুষ্প তুলিয়া ফেলিলেন। সেই পর্ব্বতের অন্তস্তটে মণি, মাণিক্য, বসনভূষণহার প্রভৃতি দ্রব্যরাশি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিলেন। বোধ হইল যেন কামদেব, পুণ্যফললব্ধ সৌভাগ্যপুঞ্জ একত্র সংগৃহীত করিলেন। পরস্পর সাতিশয় মিত্রভাবাপন্ন সেই কুম্ভ ও শিখিধ্বজ বিবাহদ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক তাহা সুবর্ণকন্দরে রক্ষিত করিয়া দুইজনে মন্দাকিনীনদীতে স্নান করিতে চলিলেন। তথায় গিয়া কুম্ভ গজকুম্ভের ন্যায় বিশাল স্কন্ধযুক্ত মহারাজ শিখিধ্বজকে বহু আদরপূর্ব্বক স্নান করাইলেন। ১১—২০। ভাবী পতি শিখিধ্বজও ভাবীপত্নী সেই চূড়ালাকে স্নান করাইলেন, স্নান সমাপনান্তে উভয়ে ক্রিয়াফল বা ক্রিয়াত্যাগ দুইয়েতেই ইচ্ছাশূন্য হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও মুনিগণের পূজা করিলেন। পরে সর্ব্বদা জ্ঞানরসে পরিতৃপ্ত সেই তাপসদ্বয় জাগতিক নিয়মের বশে আপন আপন যোগবলে কল্পিত সুস্বাদু আহার্য্য দ্রব্য ভোজন করিলেন। তাঁহারা দুইজনে ফলমূল ভোজনান্তে কল্পবৃক্ষজাত শুভ্র দুকূল বস্ত্র পরিধান করিয়া বিবাহস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত সেই বন্ধুযুগলের প্রীতিসাধনার্থ যেন দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাসময় উপস্থিত হইলে, তাঁহারা নিজ নিজ অঘমর্ষণ জপাদি সমাধা করিলেন। তাঁহাদের বিবাহ দেখিবার নিমিত্তই যেন ক্রমে নক্ষত্র পুঞ্জ আসিয়া আকাশে দেখা দিলেন, পরস্পরসঙ্গত স্ত্রীপুরুষের প্রীতিদায়িনী সখীভূতা রজনী কুমুদনিকরবিকাসরূপ হাস্য করতঃ তুষারবিন্দু বিকিরণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা যেমন গগনতলে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রদীপের ন্যায় দিয়া থাকেন, সেইরূপ কুম্ভ সেই পর্ব্বতপ্রস্থে রত্নপ্রদীপ আনিয়া স্থাপন করিলেন। রাত্রিকাল সমাগত হওয়ায় কুম্ভ রমণীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম, কর্পূর প্রভৃতি বিলেপন দ্রব্যে ভূষিত করিলেন। তিনি রাজাকে (মনের সাধে) হার, কেয়ূর, মাল্য, শিরোভূষণ, কল্পলতাজাত পট্টবস্ত্র, বিবিধ পুষ্পের মাল্য কল্পলতার পুষ্পগুচ্ছ, পারিজাত, মন্দারপ্রভৃতি পুষ্পগুচ্ছ, চন্দ্রাকার চূড়ামণি এবং বহুবিধ মণিমাণিক্যাদি অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিলেন। এবং নিজে ক্ষণকালমধ্যে পীনস্তনভারনতা বিলাসবতী বধূ হইয়া পড়িলেন। ২১—৩২। বধূ হইয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; "আমি এক্ষণে বধূ হইলাম, এক্ষণে আমার কাম চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ইঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, অতএব এ সময়ের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করা যাউক"; "আমি বধূ, তোমার কান্তা হইলাম, তুমি আমার ভর্ত্তা হইলে, অতএব আমাকে গ্রহণ কর, "হে কাম! তুমি আমার নিকটে আইস, হে হৃদয়েশ্বর! এই তোমার আসিবার

সময়” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সম্মুখস্থ বনভাগে অবস্থিত। উদ্যদাদিত্যের ন্যায় কমনীয় ভর্ত্তার নিকটে কামের নিকটে রতির ন্যায় গমন করিলেন এবং বলিলেন, “হে মানদ। আমি তোমার ভার্য্যা, আমার নাম মদনিকা, আমি প্রেমসহকারে তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি।” অনবদ্যাঙ্গী সেই কামিনী এই বলিয়া লজ্জায় অবনতমস্তকে আনন্দে উৎফুল্ল পতিকে নমস্কার করিলেন, নমস্কারকালে তদীয় মস্তকে অলকাবলী ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল।” এবং বলিলেন, “হে নাথ। তুমি আমাকে ভূষণদানে ভূষিত কর, এবং অগ্নি জ্বালিয়া—অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর। হে রাজন্! তুমি এক্ষণে সাতিশয় শোভাধারণ করিয়াছ, আমাকে কামাতুরা করিতেছ, রতির সহিত বিবাহকালে কামদেব যেরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া রতির আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তুমি তদপেক্ষা সমধিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া আমাকে সাতিশয় আনন্দিতা করিতেছ। হে রাজন্! তোমার এই মাল্যগুলি চন্দ্রকিরণের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তোমার বক্ষঃস্থলস্থিত হার আকাশগঙ্গার প্রবাহের ন্যায় অতিস্বচ্ছ দেখা যাইতেছে। ৩৩—৪০। হে নৃপ। তোমার কুন্তলে মন্দার-কুসুম গ্রথিত হওয়ায় তুমি সর্ব্বাঙ্গে পরাগমাখা চঞ্চল মধুকরের সহবাসে কনককমলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছ। হে প্রভো! তুমি অঙ্গবিন্যস্ত রত্নের কিরণে কুসুমের সৌন্দর্য্যে, শরীরের নৈসর্গিক শোভায় তেজে ও ধৈর্য্যগুণে রত্নাকর সুমেরুকেও পরাভূত করিয়া অবস্থান করিতেছ।” সেই ভাবী নবদম্পতি পরস্পর এইরূপ কথোপকথনে সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বদাম্পত্যপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল; (নূতন দাম্পত্যের সঞ্চার হইল)। মহারাজ শিখিধ্বজ মণিকাঞ্চনময় পালঙ্কে উপবেশন করিয়া নূতন ‘মদনিকা’ নামধারিণী মহারাজ্ঞীকে নিজে বিবিধ মণি, রত্নালঙ্কার, বিচিত্র পুষ্পমাল্য, পুষ্পবিলেপনদ্রব্য, শিরোভূষণ ও বসনাদি দ্বারা বিভূষিত করিতে লাগিলেন। পতিকর্ত্তৃক বিবিধভূষণে ভূষিতা সেই কৃশাঙ্গী মদনিকা শিখিধ্বজকে মদনোন্মাদী করতঃ বিবাহের জন্য উৎকন্ঠিতা সাক্ষাৎ গিরিরাজকন্যা পার্ব্বতীর ন্যায়, কামকান্তা রতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ মহারাজ্ঞীকে ভূষণে ভূষিত করিয়া কহিলেন,—অয়ি মৃগনয়নে। আজ তুমি নবোদ্গত লক্ষ্মীর ন্যায় শোভিত হইতেছ। যেমন শচীর ইন্দ্রের সহিত শুভবিবাহ হয়, যেমন লক্ষ্মীর নারায়ণের সহিত শুভবিবাহ হয়, যেমন গৌরীর সহিত শম্ভুর শুভবিবাহ হয়; তদ্রূপ তোমার আমার সহিত শুভবিবাহ হউক। কমলাঙ্কুরের ন্যায় কোমলহৃদয়া তুমি অদ্য বিলোল নীলোৎপলনয়নে দৃষ্টিপাত করতঃ ভ্রমরঝঙ্কারশালী সুগন্ধি পদ্মিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছ। তোমাকে বহুফলদায়িনী কামকল্পবৃক্ষের লতা বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার আলোহিত করযুগল রক্তবর্ণ পল্লবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, তোমার স্তন দুটী পুষ্পস্তবকের শোভা ধারণ করিয়াছে। ৪১—৫০। তোমার কোমল অবয়ব তুষারের ন্যায় শীতল ও নির্ম্মল। তোমার সুমধুর হাসি যেন চন্দ্রিকা বিকিরণ করিতেছে, তোমার দর্শনেই আজ পূর্ণচন্দ্রের শোভা সন্দর্শনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দ হইতেছে। অয়ি সুন্দরি! গাত্রোত্থান কর, বিবাহবেদীতে আসিয়া উপবেশন কর। বশিষ্ঠ কহিলেন, (এই বলিয়া তাঁহারা বিবাহবেদিকোপরি আরোহণ করিলেন,) সেই বেদীর চতুঃপার্শ্বে গঙ্গাজলপূর্ণ কলস স্থাপিত রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে চারিটী নারিকেল ফল রাখা হইয়াছে, বিবিধ পুষ্পলতা আনীত হইয়াছে; ফলগুচ্ছের ন্যায় দর্শনীয় মণিরত্নশোভিত পুষ্পস্তবকোপম মুক্তাসকল এক পাত্রে বিন্যস্ত রহিয়াছে। দেখিলে অপূর্ব্ব কুসুম বলিয়া মনে হয়, সেই বেদীতে উপবেশন করিয়া তাঁহারা সেই বেদিমধ্যে চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা বহ্নি স্থাপন করিলেন। প্রজ্বলিত অনলের শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত গতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, সেই সুন্দর নবদম্পতি সেই প্রজ্বলিত অনলকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নির সম্মুখে পল্লবাসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে শিখিধ্বজ কান্তাকর দ্বারা উঠিয়া উঠিয়া অগ্নিতে লাজ ও তিলের আহুতি প্রদান করিলেন, অনন্তর শঙ্কর শঙ্করীর ন্যায় সুশোভমান সেই নবদম্পতি অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে দম্পতি পরস্পর আনন্দের ঈষৎ হাস্যে বদনশোভা বর্দ্ধিত করতঃ পরস্পরের জ্ঞান, সর্ব্বস্ব সুদৃঢ় হৃদয় প্রেমময় করিয়া পরস্পরকে প্রদান করিলেন, এবং অনলে পুনরায় লাজাহুতি প্রদানপূর্ব্বক তিন বার বহ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই বরবধূ যুক্তকর হইয়া এইরূপে পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা করিয়া উভয়ের করত্যাগ করিলেন। এবং সম্ভোগকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া উভয়েই পরমাহ্লাদিত হইয়া স্মিতবদনে নবোদিত চন্দ্রযুগলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদের বদনদ্বয় যেন দুইটী চন্দ্র নব-উদিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ৫১—৬০। তৎপরে পূর্ব্বেই সজ্জিত অভিনব কুসুম-শয্যার গিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ সময়ে নিশাকর উহাদের সৌন্দর্য্য দর্শনমানসেই যেন আকাশের চতুর্ভাগে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন। চঞ্চলমতি চন্দ্র সেই সময়ে রমণীর গাঢ়ব্যাপার দেখিবার নিমিত্তই যেন সেই লতাগৃহের অভ্যন্তরে কিরণ দৃষ্টি সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের কিরণে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত, কান্ত নবদম্পতি সেই সময়ে সেই সেই বিচিত্র অভিনব মধুর সম্ভাষণে মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পূর্ব্বেই যে কাঞ্চনময় কন্দরে গুপ্তশয্যা কল্পিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই গুপ্ত ভবনে গিয়া প্রবেশ করিলেন, সেই গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অভিনব কুসুমশয্যা সজ্জিত রহিয়াছে, তাহার চতুঃপার্শ্বে স্বর্ণকমলরাশি খোদিত করা রহিয়াছে, রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছে চতুর্দ্দিকে মন্দার পারিজাত প্রভৃতি বড় বড় পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, সে সকল দিব্যপুষ্প কদাচ ম্লান হয় না। রাজ্ঞী চূড়ালার সত্য সঙ্কল্পবলে কল্পিত এক একটী শয্যাপ্রমাণ সুবৃহৎ পুষ্প তথায় দীর্ঘ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় সুশোভমান রহিয়াছে, সেই কমনীয় পুষ্পগুলি তুষারময় স্থানের ন্যায় অতি শীতল। তাঁহাদের সেই পুষ্পশয্যা ক্ষীরোদসাগরের জলধারার ন্যায় সম্পিণ্ডিত (একত্র জড় করা) জ্যোৎস্নার ন্যায় অতি মনোহর,—দেখিলে বোধ হয় যেন ভিত্তিপ্রদেশে প্রতিবিম্বিত কন্দর্পের প্রতিমূর্ত্তি। সেই বন্ধুদ্বয় বহুদিনের পর পূর্ব্বাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পুষ্পগন্ধে সুবাসিত রমণীয় নবদম্পতি হইয়া সেই নির্ম্মল পুষ্পশয্যায় উপবেশন করিলেন, বোধ হইল যেন মন্দরাচল আপনার অনুরূপ সুবিস্তৃত সুন্দর ক্ষীরোদসাগরে মগ্ন হইল। সেই কান্ত নবদম্পতি কুসুম-শয্যায় শয়ন করিয়া তৎকালের উচিত বিচিত্র প্রণয়মধুর সম্ভাষণ এবং পরস্পর প্রণয় উপহার প্রদান করতঃ সেই সুখরজনী মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সুখে অতিবাহিত করিয়া দিলেন। ৬১—৭০।

ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"অনন্তর এই ভুবনমণ্ডল সূর্য্যরূপ রঞ্জন দ্রব্যে রঞ্জিত হইলে অর্থাৎ প্রভাত হইলে শিখিধ্বজকামিনী মদনিকা আবার কুম্ভভাব ধারণ করিলেন, সেই কুম্ভ ও শিখিধ্বজ উভয়ে বিবাহিত দেবদম্পতি হইয়া প্রতিদিন এইরূপে সেই মহেন্দ্র পর্ব্বতের গুহার মধ্যে অবস্থান করিতেন, এবং পুষ্পপল্লবশোভিত পক্বফলসমন্বিত বিচিত্র বনরাজিতে বিচরণ করিতেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকিয়া দিনের বেলায় বন্ধুভাবে এবং রাত্রিভাগে প্রিয়দম্পতিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, দীপ ও তদীয় প্রভা যেমন ক্ষণকালও বিশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ তাঁহারা কদাপি বিশ্লিষ্ট থাকিতেন না। তাঁহারা বনকুঞ্জ, পর্ব্বতের গুহা, তমালগহন, মন্দারকানন এবং সহ্য, দর্দ্দুর, কৈলাস, মহেন্দ্র, মলয়, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য ও লোকালোকাদি পর্ব্বতের তটে বিহার করিতে লাগিলেন। চূড়ালা তিন চারি দিবস অন্তরে যখন স্বামী নিদ্রা যাইতেন, সেই সময়ে আপনার নগরে গিয়া রাজকার্য্য করিয়া আবার আসিতেন। রাত্রিকালে দম্পতিভাবাপন্ন সেই কুম্ভ ও শিখিধ্বজ দিবাভাগে পরস্পর বন্ধুভাবে বিবিধ কুসুমমালাপরিহিত হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতেন। সেই দেবদম্পতি সেই মহেন্দ্র পর্ব্বতের সুরম্য সরল তরুসঙ্কুল রত্নভিত্তি গুহারূপভবনে দেবকিন্নরগণের নিকট পূজিত হইয়া একমাস অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর হস্তপ্রাপ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমোঘফলশালী মন্দার-পাদপে পরিপূর্ণ শুক্তিমান্ পর্ব্বতের কল্পলতাময় ভবনে এক পক্ষ যাপন করিলেন। ১—১০। তাহার পরে পক্ষবান্ পর্ব্বতের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী তটপ্রদেশে পারিজাত কাননের মধ্যে দেবভোগ্য এক পুষ্পস্তবকমণ্ডপে দুই মাস অতিবাহিত করিলেন। তাহার পরে সুমেরুপর্ব্বতের প্রচণ্ড পর্ব্বতে (তৎসন্নিহিত ক্ষুদ্র পর্ব্বতে) জম্বুনদীর তটে সুবর্ণময় এক জম্বুবনতটে জম্বুফলের রসমধু পান করিয়া একমাস কাটাইলেন। হে মহাভাগ! সেই বন্ধুযুগল এই রাত্রিকালে দম্পতি, দিবাভাগে বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া উত্তর কুরুদেশে দশ দিবস এবং উত্তর কোশলদেশে সপ্তবিংশতি দিবস এবং অন্যান্য পর্ব্বতের বিচিত্র রমণীয় স্থানসমূহে কতিপয় দিবস করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় মাস অতীত হইলে সেই চূড়ালা দেবপুত্ররূপ ধারণ করিয়া একদিন মনে মনে চিন্তা করিলেন। এই শিখিধ্বজ মহারাজের বিষয়ভোগে প্রকৃত আসক্তি আছে কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহাতে যদি ইঁহার আসক্তি একেবারে নাই দেখি, তাহা হইলে (বুঝিব) ইনি (প্রকৃততত্ত্ব লাভ করিয়াছেন)। আর কখনও বিষয়-ভোগে আসক্ত হইবেন না।—এইরূপ চিন্তা করিয়া চূড়ালা বন-মধ্যে মায়াবলে দেবগণ ও অপ্সরোগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে উপস্থিত করিয়া দেখাইলেন। বনবাসী শিখিধ্বজ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। শিখিধ্বজ কহিলেন,—দেবরাজ! আপনি কি জন্য বহুদূর হইতে এস্থানে আগমন জনিত ক্লেশ স্বীকার করিলেন (কষ্ট করিয়া আসিলেন), তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিতে হইবে। ১১—১৯। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! বনবিহারী পক্ষী যেমন তাহার হৃদয়ে লম্বমান সূত্র জড়িত থাকিলেও আকাশে উঠিতে গিয়া সূত্রের আকর্ষণে আবার সেই বনের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইরূপ তোমার গুণরাশিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা স্বর্গলোক হইতে এই স্থানে আসিয়াছি। অতএব উঠ, স্বর্গে যাইবে আইস, স্বর্গে দেবাঙ্গনাগণ তোমার অপূর্ব্ব গুণরাশি শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মনা হইয়া রহিয়াছে। তোমার স্বর্গে যাইবার জন্য এই পাদুকা, গুটিকা, বসনাদিসাধন রহিয়াছে, তুমি এই সাধনসমূহের অন্যতম সাধনের সাহায্যে (যাহা তোমার ইচ্ছা) স্বর্গে চল। তুমি সুরলোকে গমনপূর্ব্বক এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিয়াই বিবিধ ভোগরাশি উপভোগ করিবে, সেই জন্য আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার ন্যায় সাধুরা কদাচ উপস্থিত সম্পদের অবমাননা এবং অপ্রাপ্তবিষয়ের বাঞ্ছাও করে না, (অতএব উপস্থিত সম্পদ্ ত্যাগ করিও না)। হরি যেমন এই ত্রিলোকী পবিত্র করিতেছেন, সেইরূপ তুমি অদ্য নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গলোকে বিহার করতঃ স্বর্গলোক পবিত্র কর। শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে দেবাধিপতে! আমি সমস্তই স্বর্গবৎ দর্শন করিতেছি, আমি সর্ব্বত্রই স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছি, আমার নিকট সর্ব্বত্রই স্বর্গ, "এই স্থানেই স্বর্গ, অন্যত্র ইহা নাই" এরূপ আমি বোধ করি না। হে প্রভো! আমি সর্ব্বত্রই সন্তুষ্ট হইতেছি, আমি সর্ব্বত্রই সুখে বিহার করিতেছি, আমার মনে কোনরূপ বাঞ্ছা না থাকায় আমি সর্ব্বত্রই আনন্দ অনুভব করিতেছি। হে শক্র! এক স্থানে নিয়ত অবস্থিত তুচ্ছ একটীমাত্র যে—স্বর্গ, যথায় আপনি যাইতে বলিতেছেন, আমি সে স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করি না, অতএব আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইলাম না। ইন্দ্র কহিলেন,—হে সাধো! যদিও বিদিতবেদ্য পূর্ণবুদ্ধি মহাত্মাদিগের বিষয়ভোগ করা না করা উভয়ই সমান, তথাপি আমার মনে হয়, তাঁহাদের প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য বিষয়ভোগ করাই উচিত। "(ভোগদ্বারাই বাসনাক্ষয় করা কর্ত্তব্য)"। দেবরাজ এই কথা বলিলে, রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তখন ইন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ স্থান হইতে যাইতে ইচ্ছা করিতেছ না কেন?" শিখিধ্বজ কহিলেন," আমি অদ্য যাইতে পারিলাম না সময়ান্তরে যাইব। * তৎপরে দেবরাজ কহিলেন,—হে কুম্ভ! তোমার মঙ্গল হউক, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যেমন সাগরের বায়ু প্রশান্ত হইয়া গেলে উপরে ভাসমান ফেনা ও মকর সর্পপ্রভৃতি জলজন্তুসহ তরঙ্গকল্লোলরাশিও প্রশান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবগণও সকলে ক্ষণকালমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ২১—৩২।

সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—চূড়ালা সেই ইন্দ্রসমাগমরূপ মায়ার উপ-সংহার করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমেই এই নরপতি ভোগবাসনায় আকৃষ্ট হইলেন না, ইনি ইন্দ্রসমাগমেও

---

* টীকাকার এই স্থলে ভাব লিখিয়াছেন, যখন আমি আবার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইব, সেই সময় আপনার শত্রুবধের সাহায্য করিবার জন্য স্বর্গে যাইব, এক্ষণে যাওয়ায় কোন প্রয়োজন নাই।'

অর্থাৎ ইন্দ্রের ঐরূপ বিষয়লোভকর প্ররোচনাবাক্যেও শান্ত সম্পূর্ণভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময়েও ইনি অচঞ্চলভাবে উপেক্ষা বুদ্ধিতে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। (যাহা হউক) আমি আর একবার ইহাঁকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব; অনুরাগবিদ্বেষময় বুদ্ধিমোহকারী অপূর্ব্ব ঘটনা উত্থাপিত করিয়া ইহাঁকে পরীক্ষা করিয়া দেখি।—এইরূপ চিন্তা করিয়া চূড়ালা রাত্রিকালে চন্দ্রোদয় হইলে বনমধ্যে রমণীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক (শিখিধ্বজ রাজার) মদনিকা নাম্নী বাস্তা সাজিলেন। তৎকালে বিকসিত নানাজাতীয় কুসুমের সৌরভ বহন করিয়া মন্থ্‌রভাবে সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল, শিখিধ্বজ নদীতীরে বসিয়া জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই মদনিকা মদগর্ব্বিতা হইয়া নিবিড়ভাবে পুষ্পগুচ্ছে সমাচ্ছন্ন সন্তানকলতানির্ম্মিত বনদেবীদিগের অন্তঃপুর ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া কুসুমমালা ধারণপূর্ব্বক সঙ্কল্পনির্ম্মিত কমনীয় একটী উপপতি কণ্ঠে লইয়া কল্পিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করিলেন। এদিকে শিখিধ্বজ জপ সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই লতাকুঞ্জমধ্যে আসিয়া দেখিলেন, মদনিকা সুন্দর এক উপপতিকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। সেই পুরুষটির স্কন্ধদেশ মদনিকার কুন্তলে বেষ্টিত রহিয়াছে, তাহার গাত্র চন্দনে বিলিপ্ত, শয্যায় পরিবর্ত্তনজনিত সংঘর্ষে সেই পুরুষটীর শিরোভূষণ পুষ্পমাল্যাদি সমুদয় বিপর্য্যস্ত (আলুথালু) হইয়া গিয়াছে। সেই পুরুষটীর শ্রবণদেশ, কপোলদেশ, অপাঙ্গ ও কুন্তল মদনিকার সুবর্ণকান্তি দ্বিগুণিত বাহুরূপ উপাধানের (বালিসের) উপরে স্থাপিত রহিয়াছে, উভয়েরই বদনমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য, দেখিলেন—কামলঅবসনপরিহিত সেই যুবকযুবতী উভয়ে উভয়ের মুখে মুখার্পণ করিয়া কামাতুরভাবে শয়ন করিয়া আছে। উভয়ের অঙ্গবিলোড়নে কণ্ঠমাল্য ও শয্যা পরিম্লান হইয়া গিয়াছে, অঙ্গসংশ্লেষচ্ছলে পরস্পর পরস্পরকে যেন আত্ম-অনুরাগ প্রদান করিতেছে, উদ্দামমদমত্থর সেই স্ত্রীপুরুষদ্বয় পরস্পর মুখোমুখি হইয়া পরস্পর পুষ্পপ্রহার ও পরস্পরের বক্ষোদেশে আঘাত করিতেছে। ১—১০। রাজা শিখিধ্বজ নির্ব্বিকারচিত্তে ইহা অবলোকন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন; এবং মনে মনে বলিলেন,—"আহা! এই মিথুন দুইটী বেশ সুখে শয়ন করিয়া আছে।" তৎপরে তাহারা ইহাঁকে দেখিয়া ভীত হইলে ইনি তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন,—"হে ষিড়ুগদ্বয়! (কামুকযুগল) তোমরা আপন ইচ্ছামত সুখে অবস্থান কর, আমি তোমাদের কোনই বিঘ্ন করিতেছি না।" তৎপরে মুহূর্ত্তমধ্যেই মদনিকা সেই মায়া-প্রপঞ্চের উপসংহার করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং সেই সম্ভোগবিপর্য্যস্ত শরীরেই স্বামীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী শিখিধ্বজ রাজা এক পার্শ্বে সুবর্ণময় শিলাতলে বসিয়া সমাধিস্থ রহিয়াছেন, তাঁহার নয়নযুগল ঈষৎ বিকাসপ্রাপ্ত (অর্দ্ধোন্মীলিত অবস্থায়) রহিয়াছে। সেই কামিনী মদনিকা সেই স্থান আগমন করিয়া প্রথমে লজ্জাকনত মুখে কিয়ৎক্ষণ খিন্নভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর ক্ষণকালমধ্যেই শিখিধ্বজ রাজার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি অক্ষুব্ধভাবে অতি মধুরবচনে তাঁহাকে কহিলেন,—"হে কৃশাঙ্গি! তুমি হঠাৎ আনন্দে বাধা দিয়া আসিলে কেন? এই জগতে সকল জীবই আনন্দলাভের জন্য যত্নবান্ হইতেছে, তুমি কেন প্রাপ্ত আনন্দের উপেক্ষা করিয়া আসিলে? যাও আবার সেই কান্তকে প্রণয়ব্যাপারে সন্তুষ্ট কর। এই ত্রিলোকমধ্যে পরস্পরের অভিলষিত প্রেম বড়ই দুর্লভ। হে মানবতি! আমি তোমার এরূপ কার্য্যে কোন প্রকারই উদ্বেগ প্রাপ্ত হই নাই, জ্ঞানবান্ পুরুষ নিজের অভীষ্টতম বস্তুমাত্রকেই এইরূপ পরের ভোগ্য করিয়া দেন; অতএব হে ক্ষীণাঙ্গি! তুমি দুর্ব্বাসার শাপজনিত কামিনী মূর্ত্তিতে যাহা অভিলাষ, তাহাই করিতে পার; পরন্তু আমার নিকট তুমি যে কুম্ভ, সেই কুম্ভই আছ, আমি জানি, আমি যেমন বীতরাগ, তুমি কুম্ভও সেইরূপই বীতরাগ হইয়া আছ, (এই ব্যাপারে তোমার বীতরাগতা বিষয়ে আমার অণুমাত্রও দ্বিধা ভাব হয় নাই। মদনিকা কহিলেন, মহাভাগ! স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে এইরূপই চঞ্চলতা, (শাস্ত্রেও লেখা আছে) স্ত্রীলোকের কাম অষ্টগুণ, অতএব আপনি কুপিত হইবেন না; আপনি যখন সন্ধ্যা জপ করিতেছিলেন, তখন আমি অন্ধকার রাত্রিতে ঐ নিবিড়বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছিলাম, এমন সময়ে ঐ ব্যক্তি আসিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিল, আমি অবলা বরাকী (বেচারী) কি করি, সম্মত হইলাম। রমণী ভর্ত্তৃপরতন্ত্রা, (বিবাহিতা). বা অনূঢ়া (কুমারী) হউক না কেন, সে নির্জ্জনে জার প্রাপ্ত হইলে তাহার ইচ্ছাপূরণে বাধা দেয় না, যদি হঠাৎ বাঞ্ছিত বিষয়ে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, বরং তাহা হইলে সে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়ে। যতদিন পর্য্যন্ত পুংসমাগম 'পুরুষের সহিত দেখাসাক্ষাৎ) না হয়, ততদিনই স্ত্রীলোক শুচি থাকে, নতুবা স্বামীর ক্রোধ নিষেধ বা তাড়না কিছুতেই স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা হয় না, (পরপুরুষের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করাই স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষার উপায়)। ১১—২০। আমি বিবেকহীনা অবলা নারী, আমি মোহবশতঃ আপনার নিকট নিতান্ত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। হে নাথ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন; সাধুগণের ক্ষমাই স্বভাবসিদ্ধ। শিখিধ্বজ কহিলেন,—"হে বালিকে! আকাশে যেমন বৃক্ষ জন্মায় না, সেইরূপ আমার মনে কদাচ ক্রোধের উদয় হয় না, তবে সাধুগণের আচারবিরুদ্ধ বলিয়া তোমাকে বধূরূপে স্বীকার লইতে ইচ্ছা করি না। হে ভামিনি! তুমি বন্ধুরূপে পূর্ব্বে যেমন আমার সহচর ছিলে, সেইরূপই থাক, বন্ধুভাবে আমরা সেইরূপই বীতরাগ হইয়া সর্ব্বদা সুখে বিচরণ করিতে থাকি। ২১—৩০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"শিখিধ্বজ এই কথা বলিয়া তথায় পূর্ব্ববৎ সমভাবে অবস্থান করিলেন, চূড়ালাও তাঁহার ভোগবাসনা ও রাগদ্বেষাদির তাদৃশ ঐকান্তিক অভাব দেখিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! ইনি পরমসমতা লাভ করিয়া ভগবান্ হইয়াছেন, ইহাঁর কিছুমাত্র বিষয়ে অনুরক্তি নাই, একেবারে ক্লেশশূন্য জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, বিষয়ভোগ, মহতী সিদ্ধি, সুখ, দুঃখ, আপদ্ সম্পদ, কিছুতেই, ইনি আকৃষ্ট হইতেছেন না। আমার বোধ হইতেছে, ভাবনামাত্রে সকল প্রকার সমৃদ্ধিই দ্বিতীয় নারায়ণের ন্যায় ইহাঁর নিকট উপস্থিত, (নারায়ণ যেমন ভাবনামাত্রেই সমুদয় সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, ইঁনিও তদ্রূপ ভাবনা দ্বারা সমুদয় সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমি এক্ষণে ইহাঁকে নিখিল আত্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিই, এই কুম্ভরূপ পরিত্যাগ করিয়া আমি এক্ষণে চূড়ালাই হই। এইরূপ চিন্তা করিয়া চূড়ালা মদনিকাশরীর ত্যাগ করিয়া আপনার অক্ষত চূড়ালাশরীর প্রদর্শন করিলেন। তিনি মদনিকাশরীর হইতে আপন চূড়ালাদেহ নির্গত করিয়া বহিষ্কৃত

বজ্রর স্থায় যোগধারণাবতী থাকিয়াই সম্পুটক হইতে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। শিখিধ্বজ দেখিলেন, সেই মদনিকাই প্রণয়-মধুরা অনবদ্যাঙ্গী প্রিয়তমা চূড়ালারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজা তৎকালে নিজ প্রিয়তমাকে 'বসন্তকালের কমলিনীর ন্যায়, ভূতলোখিত লক্ষ্মীর ন্যায়, রত্নপেটিকা নিঃসৃত রত্নকান্তির' ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩১—৩১।

অষ্টাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৮॥

নবাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—'অনন্তর প্রিয়তমাকে নিরীক্ষণ করিয়া শিখিধ্বজ বিস্ময়ে উৎফুল্লনেত্র হইয়া বিস্ময়বিকৃতস্বরে বলিলেন, হে উৎপলপত্রাক্ষি! হে সুন্দরি! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই খানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতেছ? এবং কি জন্যই বা এখানে রহিয়াছ? তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব ব্যবহার, স্মিতপ্রকার ও বিনয়ভঙ্গী ঠিক্ আমার পত্নীর ন্যায়, তোমাকে ঠিক্ আমার পত্নীর অংশ বলিয়া বোধ হইতেছে। চূড়ালা কহিলেন,—"হে প্রভো! আপনি যাহা অনুমান করিতেছেন, তাহা যথার্থ, আমি আপনার পত্নী চূড়ালা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাকে চূড়ালা বলিয়াই জানিবেন, এতদিনের পর আজ আমি স্বীয় অকৃত্রিম শরীরে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমি তোমাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই কুম্ভ প্রভৃতি দেহরচনা করিয়াছিলাম, তোমাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই অরণ্যমধ্যে এত কাণ্ড করিয়া ফেলিলাম, তুমি যে দিন মোহবশতঃ তপস্যা করিবার জন্য রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক বনে আসিয়াছ, আমি সেই দিন হইতেই তোমাকে বোধপ্রদান করিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়াছি। এই কুম্ভদেহেই আমি তোমাকে বোধিত করিয়াছি, আমার এই কুম্ভাদি দেহ নির্ম্মাণ কেবল তোমাকে বোধ দিবার জন্যই। হে মহীপতে! এই যে কুম্ভাদি দেহ সমস্তই মায়া-কল্পিত, ইহাতে কিছুমাত্র সত্যাংশ নাই, একণে তুমি বিদিতবেদ্য হইয়াছ, ধ্যানবলে সমস্তই দেখিতে পার, অতএব হে তত্ত্বজ্ঞ! তুমি ধ্যানবলে ঝটিতি সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া দেখ। চূড়ালাকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া রাজা ধ্যানোপযোগী আসনবন্ধাদি করিয়া ধ্যানবলে সমুদয় আত্মবৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন। রাজ্য ত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই চূড়ালার দর্শন পর্য্যন্ত যে কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে,—মুহূর্ত্তকালের চিন্তায় সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া লইলেন। রাজ্যত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ক্ষণের ঘটনা পর্য্যন্ত কিছুই আর তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। ১—১১। ভূপতি সমুদয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সমাধি হইতে বিরত হইলেন, সমাধি হইতে বিরত হইয়া আনন্দোৎফুল্লনয়নে পুলকোজ্জ্বল বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া গাঢ়স্নেহে হর্ষবাষ্পাকুললোচনে ইচ্ছাস্ফূর্ত্তি করিয়া কান্তাকে আলিঙ্গন করিলেন, 'বোধ হইল যেন একটী নকুল নকুলীকে আলিঙ্গন করিল। আলিঙ্গনকালে তদীয় অঙ্গ যেন আনন্দে গলিয়া গেল। তাঁহাদের আলিঙ্গনসময়ে পরস্পরের হৃদয়ে যে ভাব সমুদিত হইয়াছিল, সে (অনুরাগ ভাব) বাসুকিও সহস্র মুখে বর্ণন করিতে পারেন না।' তাঁহারা পরস্পর আশ্লিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, যেন অমাবস্যাদিবসে চন্দ্র-সূর্য্য একত্র মিলিত হইয়াছেন, যেন দুইটী পর্ব্বত একত্র উৎকীর্ণ হইতেছে, উভয়ের অঙ্গ যেন পঙ্কসংযোগে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধ করা হইয়াছে। অনন্তর মুহূর্ত্তকালের পর তাঁহারা পুলকের উদ্গমহেতু স্বভাবাপন্ন ঘর্ম্মাক্ত স্ব স্ব বাহুযুগল ধীরে ধীরে ঈষৎ শিথিল করিলেন। পরস্পরের অপূর্ব্ব সমাগমে অমৃতপূর্ণ-হৃদয় সেই দম্পতি পরস্পরের সংশ্লিষ্টবাহু উন্মুক্ত করিয়া অলক্ষ্য-স্মিতনয়নে শূন্যহৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরপতি ক্ষণকাল ঘন আনন্দে প্রগাঢ়প্রণয়ে মৌনভাবে অবস্থান করিয়া কান্তার চিবুকদেশে করার্পণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—হে তন্বঙ্গি! তুমি কুলরমণীদিগের বাঞ্ছিত অমৃতাপেক্ষা অতি মধুর পবিত্র অনুরাগরস কত যে ছড়াইয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই (অর্থাৎ আমার প্রতি তোমার ঈদৃশ অনুরাগবাহুল্য কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব)। হে ভামিনি! তুমি বাল-শশাঙ্কবৎ কোমলাঙ্গী হইয়াও স্বামীর জন্য দারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়াছ। (তোমার গুণের পরিসীমা নাই), তুমি যে বুদ্ধিতে আমাকে দুস্তর সংসার-গহ্বর হইতে উদ্ধার করিলে, তোমার সেই অতিতীক্ষ্ণ অতি পবিত্র বুদ্ধির উপমা কাহার সহিত দিব? হে তন্বি! তোমার এ অপূর্ব্ব গুণরাশির বলে তোমার নিকটে অরুন্ধতী, শচী, গৌরী, গায়ত্রী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইঁহারা দাঁড়াইতেই পারেন না। হে সুন্দরি! এক কথায় তুমিই মূর্ত্তিমতী বুদ্ধি, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, মূর্ত্তিমতী কান্তি, মূর্ত্তিমতী ক্ষমা, মূর্ত্তিমতী মৈত্রী, মূর্ত্তিমতী দয়া, এবং সৌন্দর্য্যাংশেও রমণীয়াকৃতি যত রমণী আছে, তন্মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠা। ১২—২৩। তুমি পরম অধ্যবসায়সহকারে আমাকে প্রবুদ্ধ করিলে, একণে কিরূপ প্রত্যুপকার করিলে তোমার মন সন্তুষ্ট হয়, তাহা বল। কুলরমণীগণই পরম অধ্যবসায়বলে অনাদি অনন্ত মোহকাননে পতিত ভর্ত্তাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। স্নেহবতী কুলকামিনীগণ যেরূপ ভর্ত্তাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, (আমার একণে বিশ্বাস হইয়াছে যে) গুরূপদেশ, শাস্ত্রচর্চ্চা বা মন্ত্রাদিসাধনেও সেরূপ উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে না। কুলকামিনীগণ একাই ভর্ত্তার সখা, ভ্রাতা, সুহৃৎ, মিত্র, ভৃত্য, গুরু, ধন, শাস্ত্র ও গৃহের যে কার্য্য, তাহা সমুদয় সম্পাদন করিয়া দিয়া থাকে। অতএব কুলাঙ্গনাদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে পূজা করা উচিত, যাহাদিগের উপরে উভয় লোকের সুখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিন্তু তুমি সংসারসাগর পার হইয়াছ, কোন বিষয়েই তোমার আর ইচ্ছা নাই, সুতরাং তোমার এ উপকারের প্রত্যুপকার কি করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি তোমাকেই সর্ব্বমান্যা কুলাঙ্গনা বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তুমি একণে নিজগুণে নিখিল কুলাঙ্গনাকে পরাজয় করিয়াছ; এখন হইতে রমণীর সৌজন্যাদি গুণবিচারে তুমিই সর্ব্ব প্রথম নির্দ্দেশ্যা হইবে। আমার বোধ হয়, বিধাতা তোমাকে গুণসমূহের দ্বারা অপর নারীবর্গের বিজেত্রীরূপে নির্ম্মাণ করায় তিনি অরুন্ধতী প্রভৃতি বিখ্যাত রমণীগণের কোপভাজন হইয়াছেন। হে রূপসৌজন্যপ্রমুখ গুণরাশির পেটিকারূপিণি! তুমিই সতী, আমি তোমার গুণে তোমাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হইয়াছি, আইস আবার আমাকে আলিঙ্গন কর। ২৪—৩২। চূড়ালা কহিলেন, "দেব! তুমি যখন আকুল হইয়া (জ্ঞানহারা হইয়া) বারংবার নীরস কর্ম্মজালে ব্যাপৃত হইতে থাকিলে, তখন আমি তোমার জন্য বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। সেইজন্য আমি

তোমারই জ্ঞান তোমাকে প্রদান করিয়াছি, সে জ্ঞান ত আমারও স্বার্থ, হে দেব। আমি এ বিষয়ে কি করিলাম যে, তুমি আমার এত গৌরব করিতেছ। শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে বরারোহে! তুমি যেরূপ পতিস্বার্থসম্পাদন করিলে, সমগ্র কুলাঙ্গনা এখন হইতে সেইরূপ স্বার্থসম্পাদন করুক। চূড়ালা কহিলেন,—হে কান্ত! তুমি এক্ষণে বোধযুক্ত হইতেছ, হে বিভো। তুমি এক্ষণে জগৎরূপ জালের তটে (চরমসীমায়) গিয়া বিশ্রান্ত হইয়াছ। এখন আর তোমার সে পূর্ব্বতন মোহ আছে কি? "ইহা করিতেছি, ইহা প্রাপ্ত হইতেছি না,, এই প্রকার বুদ্ধির দশাবিশেষ চাঞ্চল্যকে এক্ষণে মনে মনে উপহাস করিতেছ ত? হে দেব। সেই তুচ্ছ তৃষ্ণা সেই সংকল্পরূপ কুকল্পনা—সে সমস্ত তোমাতে আকাশে পর্ব্বতস্থিতির ন্যায় অদ্য আর লক্ষিত হইতেছে না ত? আমি নাথ। অদ্য তুমি কি প্রকার হইয়াছ, কাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছ, কি ইচ্ছা করিতেছ, হে বিভো। পাশ্চাত্য দৈহিক চেষ্টাক্রমই বা কিরূপ দেখিতেছ,—অর্থাৎ পরে তোমার দেহদশা কিরূপ হইবে ভাবিতেছ? ৩৮—৪০। শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মধ্যে মধ্যে শ্বেতকুসুমপূর্ণ নীলকমলমালাবৎ নয়নযুগলধারিণি। তুমিই যাহার যাহার অন্তরে প্রকাশকরূপে অবস্থান করিতেছ, আমিও তাহার তাহার অন্তরে প্রকাশরূপে অবস্থান করিতেছি। আমি এক্ষণে নিরীহ হইয়াছি, নিরংশ হইয়াছি, আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়াছি. আমাতে আর কোনও প্রকার মলা নাই, কোন প্রকার ইচ্ছা নাই। আমি এক্ষণে শান্ত পরমার্থ সংস্বরূপ হইয়াছি, আমি আজ বহু দিনের পরে আমি হইয়াছি। আমি এক্ষণে সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, হরি হরাদিও যে দশার উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন না, আমি প্রত্যক্‌প্রবণ একমাত্র চিত্তপথেই অবস্থিত। আমি কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্মাত্ররূপে পরিনিষ্ঠিত হইতেছি না, হে ভ্রমরোপমনীলনয়নে। আমি ভ্রমক্রমেই সংসার হইতে মুক্ত হইলাম মনে করিতেছি, ফলতঃ আমি সর্ব্বদাই এক মাত্র স্বস্থ হইয়া রহিয়াছি *। হে সুন্দরি। আমি না তুষ্ট, না খিন্ন, না ইহা, না তাহা, না স্থূল, না সূক্ষ্ম, এক কথায়—আমি সত্যস্বরূপ হইতেছি। আমি তেজোমণ্ডল হইতে মাত্র নির্গত হইয়াছি—ভিত্তিতে পতিত হই নাই, এখন নিরালম্বন অক্ষয় আলোকের সমান। আমি শান্ত, আমি জগতের বিষমতা দূর করিয়া সমতার সংস্থাপক, আমি স্বস্থ ও বিগতাশয় (মনঃশূন্য)। হে পতিব্রতে! আমি পরিনির্ব্বাণ, আমি এক্ষণে তোমার অনুরূপ হইয়াছি, আমি যাহা, তাহাই আছি, তদ্ভিন্ন যে অন্য কিছু হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। হে তরঙ্গবৎ চঞ্চলাপাঙ্গি। হে বিশালাক্ষী! আমি তোমার অনুগ্রহেই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অতএব তুমি আমার গুরু, তোমাকে আমি নমস্কার করি। আমি বহুবার অনলে পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায় আর মলকলুষিত হইতেছি না, আমি এক্ষণে শান্ত, স্বস্থ, মৃদু, বীতরাগ, নিরংশবুদ্ধি হইয়াছি। ৪৭—৫০। আমি এক্ষণে আকাশের ন্যায় সর্ব্বগামী ও সর্ব্বাতীত হইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে যত্ন করিতেছি। চূড়ালা কহিলেন,—হে মহাসত্ত্বসম্পন্ন। হে হৃদয়প্রিয়প্রাণেশ্বর! যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে হে মহামতে। হে প্রভো। এক্ষণে তোমার রুচিকর কি? তাহা বল। শিখিধ্বজ কহিলেন, হে কৃশাঙ্গি! আমি এক্ষণে প্রতিষেধও জানি না, এবং ইচ্ছা করিতেও জানি না, তুমি যাহা করিতেছ, আমি তাহা তদ্রূপই জানিতেছি, হে প্রিয়ে। তোমার এক্ষণে যাহা যাহা অভিমত তাহাই হউক (কিছুতেই আপত্তি নাই)। আমি আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ; হে সুন্দরি তোমার যাহা ইচ্ছা যাহা জানিতেছ, তাহাই কর। আমিও মণি-কর্ত্তৃক প্রতিবিম্ব গ্রহণের ন্যায় তাহাই ধারণ করিব (তোমার কৃত বা ক্রিয়মাণ কার্য্যই করিব), আমি এক্ষণে বাসনানির্ম্মুক্তচিত্তে যথাপ্রাপ্ত অনিন্দ্য বিষয়ের প্রশংসাও করি না, নিন্দাও করি না, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। ৫০—৫৫। চূড়ালা কহিলেন,—"হে মহাবাহো! যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমার কি মত, তাহা শ্রবণ কর, তৎপরে হে জীবন্মুক্ত-আত্মন্। তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমরা এক্ষণে মূর্খতানাশী যে সর্ব্বত্র একতাবোধ, তাহা লাভ করিয়া ইচ্ছা ত্যাগপূর্ব্বক আকাশের ন্যায় বিশদ হইয়াছি। আমাদেরও যে প্রকার ইচ্ছা, সেই পরমাত্মারও সেই প্রকার ইচ্ছা, আমাদের এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের স্ব স্ব বিষয়ে অনিচ্ছাতেও পরমাত্মার কোনরূপ বৃদ্ধি নাই, সেই পরমাত্মা সর্ব্বভাবেই সমভাবে অবস্থিত, সুতরাং নিষ্ক্রিয় অসঙ্গ. চিন্মাত্রপরমাত্মরূপী তত্ত্ববিদের বিষয়ভোগ অভ্যসনীয় নহে। অতএব হে পুরুষোত্তম! আমরা বিষয়ভোগের আদি, মধ্য ও অবসানে যেরূপ আছি, সেইরূপ থাকিয়া কেবল শেষটুকু পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছি। হে প্রভো। এক্ষণে আমাদের অবশিষ্ট জীবনকাল বর্ত্তমান রাজ্যভোগেই অতিবাহিত করিয়া ক্রমে যথাসময়ে বিদেহ মুক্তি লাভ করি। ৫৬—৬০। শিখিধ্বজ কহিলেন, অয়ি তরলে। "আমরা আদি, মধ্য ও অবসানে কিরূপ আছি," তাহা বল, আর "অবশিষ্টটুকু পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছি" ইহারই বা অর্থ কি? চূড়ালা কহিলেন,—হে রাজসত্তম! আমরা আদি, মধ্য ও অবসান ও কোন কালেই রাজা নহি (অর্থাৎ সর্ব্বদাই রাজ্যভোগে উদাসীন অসঙ্গ আত্মস্বরূপেই অবস্থান করিতেছি) পূর্ব্বে (আমরা রাজা) এইরূপ মোহই কেবল আমাদের বেশী ছিল, সেই মোহমাত্র ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎই রহিয়াছি। তুমি স্বনগরে রাজা হইয়া নিজ আসনে উপবেশন কর, আমি তোমার রমণীরত্নস্বরূপা মহিষী হই। পতাকাপরিশোভিত আমাদের রাজপুরী তূর্য্যনিনাদে প্রতিধ্বনিত হউক, চতুর্দ্দিকে পুষ্প বিকীর্ণ হইতে থাকুক, অধিবাসিগণ আনন্দে মত্ত হউক, সুন্দরী নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে থাকুক। এবম্প্রকারে আমাদের রাজপুরী পুষ্পোপরি মধুকরগুঞ্জনাঢ্য মঞ্জরী-শোভিত অভিনবলতাবিতানশোভিত বসন্তলক্ষ্মীর সুষমা ধারণ করুক। ৬১—৬৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, "চূড়ালাকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বিগতজ্বর শিখিধ্বজ রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া অমূঢ়ভাবে মধুরবচনে কহিলেন,—অয়ি বিশালাক্ষি। যদি এইরূপই হইল, তবে স্বর্গলোকে সিদ্ধগণের যে ভোগসম্পত্তি, তাহা আমাদের আয়ত্তীভূত, তাহা ভোগ করিতে ক্ষতি কি? হে প্রিয়ে! তাহাই কেন করি না? চূড়ালা কহিলেন, "হে রাজন্। ভোগেও আমার আস্থা নাই, ঐশ্বর্য্যেও আমার কামনা নাই, কেবল স্বভাবের বশে যথাপ্রাপ্ত বিষয় লইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। আমার নিকট স্বর্গও সুখকর নহে, রাজ্যও সুখকর নহে, কোন কার্য্যই আমার সুখকর নহে। আমি

* আমার চিন্মাত্র-পরিনিষ্ঠা বা সংসার-মুক্তি কিছুই নূতন হইল না।

স্বস্বচেষ্টিত হইয়া যথাস্থিত ও অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে চাই। "ইহা সুখ" "ইহা সুখ নহে" এইরূপ দ্বন্দ্ব (বিরোধ) আমার নাই, আমি শান্ত পরমপদে যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। ৬৬—৭০। শিখিধ্বজ কহিলেন,—অয়ি বিশালাক্ষি! তুমি সমবুদ্ধিতে ঠিক যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছ, আমাদের রাজ্যত্যাগেই বা কি? গ্রহণেই বা কি? কিছুতেই ক্ষতি নাই। আমরা সুখদুঃখদশার ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বেষশূন্য হইয়া যথাস্থিত স্বস্বভাবেই অবস্থান করিতেছি। সেই প্রাচীন দম্পতিদ্বয়ের এইরূপ কথা বার্ত্তায় দিবাবসান হইয়া গেল, অনন্তর তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াও অনুৎকণ্ঠিতভাবে * যথাপ্রাপ্ত দিবসব্যাপার শেষ করিলেন। কার্য্যান্তে পূর্ণচিত্ত জীবন্মুক্ত সেই দম্পতিদ্বয় স্বর্গভোগেও অবহেলা করিয়া একশয্যায় শয়নপূর্ব্বক সেই সেই প্রণয়চেষ্টায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রণয়ীদিগের বুদ্ধির উৎকণ্ঠাদায়িনী সেই দীর্ঘ রজনী তাঁহারা প্রণয়মধুর ভোগ মোক্ষ সুখের কথায় মুহূর্ত্তকালের মত অতিবাহিত করিয়া দিলেন। ৭১—৭৬।

নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সূর্য্যদেব উদিত হইলে নভোমণ্ডল অন্ধকারশূন্য হইল, জগৎপ্রকাশক মণিস্বরূপ সূর্য্যদেব এতক্ষণ যেন পেটিকামধ্যে সংস্থাপিত ছিলেন, এক্ষণে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। সুপ্তজনগণের চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে কমলাকর উন্মীলিত হইল। কার্য্যব্যাপৃত জনগণের সঙ্গে সূর্য্যরশ্মিও চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই সময়ে সেই দম্পতিযুগল গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক সুবর্ণকন্দরের মধ্যে কোমল স্নিগ্ধ এক পত্রাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর চূড়ালা উঠিয়া সঙ্কল্পবলে সম্মুখোপনীত রত্নকলসকে সঙ্কল্পবলেই সপ্ত সাগরের সলিলে পূর্ণ করিলেন। তৎপরে সেই চূড়ালা এক পার্শ্বে পূর্ব্বমুখে অবস্থিত স্বামীকে সেই মঙ্গলকলসের সলিলে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১—৫। দেবরূপিণী কৃশাঙ্গী চূড়ালা ভর্ত্তাকে সঙ্কল্পবলে আনীত সুবর্ণময় সিংহাসনে বসাইয়া কহিলেন,— [illegible] এক্ষণে মুনিগণের উপযুক্ত শান্ত তেজঃ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে অষ্ট লোকপালের তেজঃ ধারণ করিতে হইবে।" চূড়ালাকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া রাজা শিখিধ্বজ "এইরূপই (তুমি যাহা বলিলে তাহাই) করিতেছি"—এই বলিয়া অরণ্যমধ্যে মহারাজ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর দ্বারপালপদে অবস্থিত মানবতী চূড়ালাকে কহিলেন,—"আজ তোমাকে দেবীপদে অভিষিক্ত করি"—এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সরোবরে স্নান করাইয়া মহাদেবীপদে অভিষেককরণপূর্ব্বক সেই নিজ প্রিয়তমাকে পুনরায় বলিলেন। ৬—১০।—হে কমলদললোচনে! হে প্রিয়ে! তুমি সঙ্কল্পবলে ক্ষণকালমধ্যে মহান্ ঐশ্বর্য্য সম্ভার সহ প্রবল সৈন্যদল সংগ্রহ কর। বরবর্ণিনী চূড়ালা স্বামীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বর্ষাঋতু যেমন মেঘজাল বিস্তার করে, সেইরূপ ক্ষণকালমধ্যে সঙ্কল্পবলে সৈন্যসৃষ্টি করিলেন। তৎপরে তাঁহারা দেখিলেন, হস্তী অশ্বসঙ্কুল একদল সৈন্য কাননমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বজপটে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করত আসিয়া উপস্থিত। সৈন্যগণকৃত তূর্য্যনিনাদে শৈলগুহা, বনমধ্যকোটরসকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহাদিগের মৌলিস্থিত রত্নকিরণে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণিত হইয়া যাইতেছে। তৎসময়ে সেই নৃপদম্পতি মণ্ডলাকার ভূগতিতে (ঘুরিতে ঘুরিতে) সমুপস্থিত হৃষ্টসামন্তগণরক্ষিত এক মদমত্ত গন্ধদ্বীপে (গন্ধপ্রধান হস্তীতে) আরোহণ করিলেন। ১১—১৫। অনন্তর প্রবলপরাক্রমশালী রাজা শিখিধ্বজ প্রিয়তমা মহিষী চূড়ালাসঙ্গে পদাতিরথসঙ্কুল সৈন্যদল লইয়া চলিতে লাগিলেন। সেই বনভূমি হইতে সেই পর্ব্বতবৎ বিশাল সৈন্যদল লইয়া প্রবলবাত্যায় যেন শৈল ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলেন। সেই মহেন্দ্রাচল হইতে প্রস্থিত হইয়া সেই মহীপতি পথিমধ্যে নানা পর্ব্বত, দেশ, নদী, গ্রাম ও জঙ্গল দর্শন করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন এবং প্রিয়াকে আপনার বৃত্তান্তসকল শুনাইতে শুনাইতে অল্পকালমধ্যে স্বর্গবৎ শোভমান নিজ রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সামন্তরাজগণ তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া মহাসমাদরে আনন্দে জয়শব্দ করিতে করিতে বহির্গত হইল। তৎপরে তারস্বরে তূর্য্যনিনাদকারী সেই সৈন্যদলদ্বয় (তাঁহার সঙ্গী সৈন্য ও রাজধানী হইতে নির্গত সৈন্য) একত্র হইলে সেই দুই সৈন্যদল সমভিব্যাহারে রাজা নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৬—২১। পুরীপ্রবেশকালে পুরবাসিনী রমণীগণ তাঁহার উপরে লাজ ও কুসুমাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি পথের দুই পার্শ্বে বণিক্‌দিগের অতিমনোহর বিপণিশ্রেণী দেখিতে দেখিতে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন ধ্বজপতাকাসঙ্কুল মুক্তামালায় মনোহর সেই রাজভবন নর্ত্তকীদিগের নৃত্যগীতে আরও মনোহর হইয়া উঠিল। ধ্বজপতাকাশোভী সেই রাজভবন তৎকালে কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় উন্নত ও সুশ্রী বোধ হইতে লাগিল। প্রজাবর্গ রাজভবনে রাজার আগমনকালীন উপযোগী যথাযথ মঙ্গল দ্রব্যসকল সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া প্রণত প্রজাবর্গের সমাদর করিলেন। পুরীমধ্যে প্রবেশানন্তর রাজা সাত দিন মহান্ উৎসব করিয়া নিজ অন্তঃপুরে গমন করতঃ রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। হে রাম! শিখিধ্বজ তাহার পরে ভূমণ্ডলে দশ সহস্রবৎসর রাজ্য করিয়া চূড়ালার সঙ্গে একত্র হইয়া দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হে রাম! তৎপরে মহামতি শিখিধ্বজ দেহত্যাগ করিয়া তৈলহীন দীপের ন্যায় একেবারে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাকে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হইল না। দশ হাজার বৎসর তিনি সমদৃষ্টি হইয়া চূড়ালার সঙ্গে সুখে বিহার ও রাজ্যপালন করিয়া চূড়ালার সঙ্গেই একেবারে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই আর্য্য শিখিধ্বজ ভয়বিষাদশূন্য অভিমানবিদ্বেষবিহীন ও অনাসক্তবুদ্ধি হইয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া কেবল যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ দশসহস্র বৎসর পৃথিবীর একাধিপত্য করিলেন। তিনি সত্ত্বমাত্রে অবশিষ্ট হইয়া পৃথিবীর বিবিধ ভোগসমূহের আস্বাদনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল নিখিল রাজার চূড়ামণি হইয়া অবস্থান করিয়া পরম মোক্ষপদপ্রাপ্ত হইলেন। হে রাম! তুমিও এইরূপ যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুসরণ করতঃ গতশোক হইয়া সমাধিতে অবস্থান কর—অথবা ভোগ, মুক্তি ও জ্ঞানাদির অনুসরণ করিয়া ব্যুত্থিত হইয়া থাক, তোমার সমাধি ও ব্যুত্থান। ২২—৩০।

দশাধিকশততম-সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

* পরস্পরের অভিলষিত ভোগের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াও বাসনা নাই বলিয়া উৎকণ্ঠাশূন্য।

একাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম। তোমার নিকট এই শিখিধ্বজের উপাখ্যান সমস্তই বলিলাম, যদি এই শিখিধ্বজ উপাখ্যান-কথিত পথে চলিতে পার, তাহা হইলে আর তোমাকে কদাচ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। রাগদ্বেষবিনাশিনী এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তুমি সর্ব্বদা দৃঢ়রূপে সেই পরম পদ অবলম্বনপূর্ব্বক অনাসক্ত বুদ্ধিতে অবস্থান কর। শিখিধ্বজ যেরূপে রাজ্যপালন করিলেন, হে রাম। তুমিও এইরূপে রাজকর্ম্ম করত ভোগী ও মুক্ত উভয়াত্মক হইয়া থাক। হে রাঘব। বৃহস্পতিতনয় কচ এই শিখিধ্বজের পদ্ধতিতে যেরূপে বোধ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপে বুদ্ধ হও। রাম কহিলেন,—ভগবান্ বৃহস্পতির পুত্র ভগবান্ কচ যেরূপে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন, হে ভগবন্। তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, "হে রাজন্। শ্রবণ কর, দেবগুরুনন্দন শ্রীমান্ কচও শিখিধ্বজ রাজার মতই—তাঁহার অবলম্বিত উপায়েই পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ১—৫। শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া কচ পদ ও পদার্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া সংসার হইতে উদ্ধার বাসনায় বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্। আপনি সকল ধর্ম্ম অবগত আছেন, অতএব বলুন দেখি, এই যে সংসারপিঞ্জর, ইহা হইতে জীব কিরূপে আপনার জীবনসূত্র ছিন্ন করিয়া নির্গত হইতে পারে? বৃহস্পতি কহিলেন,—বৎস। সর্ব্বত্যাগ করিতে পারিলেই জীব এই অনর্থরূপ মকরের (জলজন্তুর) আস্পদ এই সংসার-সাগর হইতে নিরুদ্বেগে উত্তীর্ণ হইতে পারে। বশিষ্ঠ কহিলেন, "কচ পিতার এই পরম পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজনকাননে গমন করিলেন। ৬—১০। পুত্রের এইরূপ বনগমন দেখিয়া বৃহস্পতি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না, কারণ মহতেরা সংযোগ-বিয়োগ (সম্পদ্-বিপদ্) উভয় অবস্থাতেই অচলের ন্যায় স্থির থাকেন। হে অনঘ। অনন্তর চারি পাঁচ বৎসর পরে কচ কোন নিবিড়বনমধ্যে গিয়া পিতার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। দেখিবামাত্র পিতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক পূজা করিলেন, পিতাও পুত্রকে (সস্নেহে) আলিঙ্গন করিলেন; অনন্তর কচ বাগীশ্বর পিতাকে বিনয়মধুর বাক্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতঃ। আজ আমি প্রায় আট বৎসর হইল সর্ব্বত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু কৈ বিশ্রান্তি ত অদ্যাপি লাভ করিতে পারিলাম না। বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৃহস্পতি বনমধ্যে কচের এইরূপ কাতর-বাক্য শ্রবণ করিয়া 'সব ত্যাগ কর' এই কথা বলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ১১—১৫। বৃহস্পতি চলিয়া গেলে কচ শরীর হইতে বল্কলাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন, বল্কলাদি ত্যাগ করিয়া, তিনি একদিকে চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপর দিকে সূর্য্য উদিত হইতেছেন এইরূপ শারদাকাশের ন্যায় * শোভা ধারণ করিলেন। তাহার পরে কোন কাননমধ্যে গিয়া এক গুহার অভ্যন্তরে আশ্রয় করিয়া শারদাকাশের ন্যায় মেঘবর্ষাদি পরিহার করিতে লাগিলেন। শূন্যা-কৃতি-শান্তি সেই কচ কখন কখন দিগন্তে অবস্থান করিয়া বিশ্রান্তি-লাভ না হওয়ায় দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেন, একদিন খিন্ন-মনে উপদেষ্টা সেই পিতার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা পুত্রকে দেখিবামাত্র আলিঙ্গন করিলেন,—কচও ভক্তিপূর্ব্বক পিতার পূজা করিয়া বিষাদস্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতঃ। আমি সব পরিত্যাগ করিয়াছি, এমন কি, গাত্রের কন্থা ও বংশযষ্টি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছি; তথাপি আমি স্বপদে বিশ্রান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, আমি এক্ষণে কি করি বলুন। ১৬—২০। বৃহস্পতি কহিলেন,—বৎস! আমি যে তোমাকে সর্ব্বত্যাগ করিতে বলিয়াছি, সে সর্ব্বশব্দের অর্থ চিত্ত, তুমি সেই সর্ব্বময় চিত্তকে যদি ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে প্রকৃতত্যাগী হইয়া সুস্থ হইতে পারিবে, সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা চিত্তত্যাগকেই সর্ব্বত্যাগ বলিয়া জানেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৃহস্পতি পুত্রকে এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে আকাশপথে গমন করিলেন। তাহার পর কচ চিত্ত ত্যাগ করিবার জন্য অখিন্নবুদ্ধিতে চিত্তের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পরে যখন বহু চিন্তা করিয়াও কাননমধ্যে চিত্তের দেখা পাইলেন না, তখন আবার পিতাকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, চিত্ত কি প্রকার বস্তু? এই যে পরিদৃশ্যমান পদার্থসমূহ, ইহাকে ত চিত্ত বলা যায় না, এই যে হস্তপদাত্মক দেহ ইহাকেও ত চিত্ত বলে না, অতএব এই নিরপরাধী দেহকেই বা ত্যাগ করি কিরূপে? যাহা হউক, পিতার নিকটে আবার গিয়া জানি, চিত্ত মহারিপু কে? তাহার পরে জানিয়া ঝটিতি চিত্তত্যাগ করিয়া বিগতজ্বর হইতে পারিব। বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই কচ স্বর্গলোকে গমন করিলেন, তথায় গিয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পিতার চরণবন্দনা করিয়া প্রণাম করিলেন। এবং একান্তে তাঁহাকে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; ভগবন। আপনি যে চিত্তত্যাগের কথা বলিলেন, সে চিত্তের স্বরূপ কি? চিত্ত কাহাকে বলে, তাহা আমার নিকট বলুন, তাহার পরে আমি তাহা ত্যাগ করিব। বৃহস্পতি কহিলেন,—"চিত্তবিৎ পণ্ডিতেরা নিজ অহঙ্কারকেই চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবের অন্তরে যে 'অহংভাব' আমি (এই [illegible] দেহই আমি) ইত্যাকার যে জ্ঞান বা অভিমান, তাহাকেই চিত্ত বলা হয়। কচ কহিলেন, "হে ত্রিংশৎকোটি দেববৃন্দের গুরু, মহামতি। পিতঃ। এই অহঙ্কারই চিত্ত, ইহা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া বলুন (এই অহঙ্কার ত আত্মা, ইহা ত্যাগ করিলে ত আত্মত্যাগ করা হয়, সেই আত্মাই ত আমি, আমি আত্মাকে কিরূপে ত্যাগ করিব?) এই চিত্তের ত্যাগ করা বড়ই কঠিন বলিয়া বিবেচনা করি। বোধ হয়, ইহা কেহই করিতে পারে না। হে যোগিবর! এই চিত্তকে কিরূপে ত্যাগ করা যায়? ২১—৩০। বৃহস্পতি কহিলেন, এই অহঙ্কারের ত্যাগ অতি সহজ, এমন কি, একটা সামান্য কুসুম ছিন্ন করিয়া ফেলা অপেক্ষাও সহজ, চক্ষু মুদ্রিত করা অপেক্ষাও সহজ; এই অহঙ্কার ত্যাগে কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। হে তনয়। যেরূপে এই চিত্তত্যাগ করা যায়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। একমাত্র অজ্ঞান হইতে যে বস্তু উৎপন্ন, তাহা উক্ত অজ্ঞানের অভাবে অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হইলে আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। হে পুত্র! এই যে অহঙ্কারের কথা বলিলাম, উহা বাস্তবিক নাই, উহা মিথ্যা ভ্রান্তি অলীক। উহা একান্ত মিথ্যা হইলেও বালককল্পিত বেতালের ন্যায় সত্য হইয়া উঠিয়াছে। রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্পভ্রান্তি জন্মে, মরু-

* শারদাকাশে মেঘ বা তদীয় জল বৃষ্টির সম্পর্ক করিয়া যায়; সেইরূপ তিনি মেঘবৃষ্টির সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ গায়ে জল পড়িবার ভয়ে গুহায় থাকিতে লাগিলেন।

ভূমিতে যেমন মিথ্যা জলভ্রান্তি হয়, সেইরূপ অহঙ্কারও মিথ্যা-ভ্রান্তির বিলাস। যেমন চক্ষুর দোষ ঘটিলে একমাত্র চন্দ্রকেও দুইটী বলিয়া জ্ঞান হয়, ফলতঃ তাহা যেমন ভ্রান্তি, সেইরূপ এই অহঙ্কার ভ্রমক্রমে প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক অহঙ্কার সৎও নহে, অসৎও নহে। একমাত্র অনাদি অনন্ত চৈতন্য সত্য, আর সবই মিথ্যা; সেই চৈতন্য অতি নির্ম্মল, আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল এবং জ্ঞানস্বরূপে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। যেমন বিলোল উর্ম্মিমালায় সর্ব্বত্রই একমাত্র জল, সেইরূপ একমাত্র চৈতন্যই সর্ব্বদা নিখিল জন্তুতে প্রকাশরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাতে অহন্তাবই বা কি? এবং তাহা কোথা হইতেই বা উত্থিত হইবে? জলে কোথায় বা ধূলি উত্থিত হইয়া থাকে? অনলেই বা কোথায় জল উত্থিত হইয়াছে? অতএব হে পুত্র! "আমি সেই এই (দেহ)" ইত্যাকার ভ্রমবিলাস পরিত্যাগ কর। এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান অতি তুচ্ছ পরিমিত এবং দিক্ ও কালের বশীভূত; এই জ্ঞান কদাচ বাস্তব নহে। বাস্তবপক্ষে তুমি দিক্-কালাদি-রূপে অপরিচ্ছিন্ন, স্বচ্ছ, নিত্য উদিত, বিশাল, সর্ব্বময় ও একমাত্র নির্ম্মল চৈতন্য। চতুর্দ্দিকস্থ ফল, কুসুম ও পল্লবের একীভাবাপন্ন রস যেমন মধু, সেইরূপ তুমি সর্ব্বদাই এই জগৎসমূহের সার নিরতিশয় আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত, তুমিই সর্ব্বদা নির্ম্মল-তর অনন্ত চিদাত্মা, হে কচ! তুমি সত্তাস্বরূপী, তোমার এই অহন্তাব-জ্ঞান আবার কি? ৩১—৪১।

একাদশাধিকশততম সর্গ। ১১১।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেবগুরুতনয় কচ পিতার নিকট এইরূপ উৎকৃষ্ট উপদেশরূপ পরমযোগ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিলেন। হে রাম! প্রশান্তবুদ্ধি কচ যেরূপে মোহগ্রন্থি ছেদন করিয়া নির্ম্মম ও অহঙ্কারশূন্য হইয়াছেন, তুমিও সেইরূপ হইয়া নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান কর। তুমি এই অহঙ্কারকে অসৎ বলিয়া জানিও এবং অসৎ জানিয়া এই অহঙ্কারকে একেবারেই আপনাতে স্থান দিও না, ফলতঃ অহঙ্কারের ত্যাগই হইতে পারে না, অসৎ শশশৃঙ্গের আবার ত্যাগই বা কি, আর গ্রহণই বা কি? অহঙ্কার যখন একেবারে অসম্ভব (অলীক), তখন তোমার জন্ম-মৃত্যুই বা কোথায়? আকাশক্ষেত্রে বীজবপন করিয়া কে তাহার ফলভোগ করিতে পায়? তুমি নিরংশ, সঙ্কল্পশূন্য, সর্ব্ব-ভাবময়, বিশাল অথচ পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম চৈতন্যস্বরূপ। ১—৫। যেমন জলের তরঙ্গভাবপ্রাপ্তি, যেমন সুবর্ণের কটকাদি-ভাবপ্রাপ্তি; সেইরূপ উক্ত চৈতন্য অহন্তাবভাবনায় উক্ত অবস্থা হইতে ভিন্ন প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া পড়েন। অজ্ঞানবশতই এই সমুদয় জগৎ মায়াময়রূপে অবস্থান করিতেছে। হে অনঘ! জ্ঞানের উদয় হইলে এ সকল (জগদাদি) ব্রহ্ম হইয়া যায়। অতএব তুমি দ্বিত্ব-একত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যমাত্রে অবশিষ্ট হও, সুখে থাক; তুমি মিথ্যা পুরুষের ন্যায় বৃথা দুঃখিত হইও না। অতিতুচ্ছ এই যে সংসারমায়া বলীভূত হইয়া উঠিয়াছে; ইহা জ্ঞানবলে শরৎকালের আবির্ভাবে মিহিকার ন্যায়, (দিকসমূহের মেঘাচ্ছন্নভাবের ন্যায়) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। রাম কহিলেন,—অনাবৃষ্টিভয়ে আকুল চাতক যেমন সহসা ধারাবর্ষা প্রাপ্ত হইলে পরম আনন্দিত হয়, সেইরূপ আমি আপনার উপদিষ্ট জ্ঞান-সুধা পান করিয়া অন্তরে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছি। ৬—১০। আমার অন্তঃকরণ যেন সুধাসিক্ত হইয়া শীতল হইতেছে। আমি নিখিল অতুলসম্পদের অধিকারী হইয়া সর্ব্বোপরি অবস্থান করি-তেছি। চকোর যেমন বারংবার চন্দ্রিকা পান করিয়াও সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর কেবল তাহার পিপাসাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেইরূপ আপনার এই অমৃতোপম উপদেশ বাক্য বারংবার শুনিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না, এখনও আমার শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে,—অথবা হে ঈশ্বর! পরিতৃপ্ত হইয়াও আবার আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি, পরিতৃপ্ত হইয়াও কে অগ্রস্থ চন্দ্রের সুধা পান করিতে বিরত হয়? হে মুনিবর! আপনি যে মিথ্যা পুরুষের কথা বলিলেন, ঐ মিথ্যাপুরুষ কে? যে বস্তুকে অবস্তু করিল এবং অবস্তু জগৎকে বস্তু করিয়া তুলিল, ইহা আমার নিকট সত্বর বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, "রাঘব! তোমাকে ঐ মিথ্যাপুরুষ যে কে? তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত একটী মনোহর গল্প বলিতেছি,—শ্রবণ কর, এই গল্প তত্ত্ববিদগণের হাস্যজনক। ১১—১৫। হে মহাবাহো! মায়াযন্ত্রময় এক পুরুষ আছে, সে বালকের ন্যায় কোমল বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং অতিমূর্খ। সে এক শূন্যস্থানে উৎপন্ন হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করে; আকাশে যেমন কেশগুচ্ছ, মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা, সেই স্থানে তেমনি সেই পুরুষটী। সে যে স্থানে বাস করে, সে স্থানে তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, যাহা আছে, (যাহা প্রতীয়মান হইতেছে) তাহা সেই,—সেই দুর্ম্মতি। তথায় আর যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা ভ্রান্তি, (ফলতঃ তাহার দৃষ্ট যাহা কিছু, তাহাও সে, কেবল ভ্রান্তিক্রমে সে তাহা পৃথক্ দেখিতেছে)। সেই স্থানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার এই স্থির সঙ্কল্প হইল যে, "আমি আকাশের, আমি আকাশ, আমার আকাশ, আমিই আকাশকে রক্ষা করি। আমার প্রিয় বস্তু আকাশকে আমি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করি"—এইরূপ চিন্তা করিয়া সে আকাশ রক্ষা করিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিল। ১৬—২০। গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের মধ্যে সে মনে করিল, "আমি আকাশ রক্ষা করিয়াছি, এই গৃহমধ্যবর্ত্তী আকাশ আমার আর যাইবে না।"—হে রঘুনন্দন! এইরূপে সে গৃহাকাশ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া রহিল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে তাহার সেই গৃহ শারদীয় বায়ুতে আকাশমধ্যচারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের ন্যায় নষ্ট (বিলীন) হইয়া গেল। তখন সে গৃহাকাশের জন্য শোক করিতে লাগিল, হায় আমার গৃহাকাশ! তুমি নষ্ট হইয়া গেলে, হায়! তুমি ক্ষণকালমধ্যে কোথায় গেলে, হায় হায়! নির্ম্মল আকাশ তুমি ভগ্ন হইয়া গেলে।"—এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া সেই দুর্ম্মতি আকাশ রক্ষা করিবার জন্য একটি কূপ নির্ম্মাণ করিল। কূপ নির্ম্মাণ করিয়া সেই কূপাকাশ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া রহিল। অনন্তর কালক্রমে তাহার সে কূপও বিনষ্ট হইয়া গেল; কূপাকাশ গেলে সে আবার সেইরূপ শোকাকুল হইল; বিলাপ করিতে লাগিল; কূপাকাশের জন্য বিলাপ করিয়া শীঘ্র একটী কুম্ভ নির্ম্মাণ করিল। কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া সেই কুম্ভাকাশ লইয়া সন্তোষের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিল। হে রঘূত্তম! কালক্রমে তাহার সে কুম্ভও নষ্ট হইয়া গেল, হতভাগ্য যে দিকেই যায়;

তাহার সেই দিকেই বাজ পড়ে। তাহার পরে কুম্ভাকাশের জন্য বিলাপ করিয়া সে আকাশ রক্ষার্থ একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিল। এবং সেই কুণ্ডাকাশ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিল। কিছুকাল পরে তাহার সে কুণ্ডও নষ্ট হইয়া গেল, যেন তেজ আসিয়া অন্ধকারকে গ্রাস করিল। তখন সে কুণ্ডাকাশের জন্য শোক করিল। কুণ্ডাকাশের জন্য শোক করিয়া সেই আকাশ-রক্ষার্থ তথায় একটী সভাকার মহাগৃহ নির্ম্মাণ করিল, সেই গৃহটীর চারিদিকে চারিটী ঘর। তাহার পরে সে সেই গৃহমধ্য-বর্ত্তী আকাশ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিল। ২৬—৩০। বায়ু যেমন জীর্ণপত্র-নিপাত করেন, সেইরূপ প্রজানাশী কাল তাহার সে গৃহও সঙ্গে কবলিত করিলেন। সে তাহার জন্য শোকে আকুল হইল। চতুঃশাল গৃহের নিমিত্ত শোক করিয়া সে আকাশ রক্ষার জন্য একটী মেঘাকৃতি কুশূল * নির্ম্মাণ করিল, এবং সেই কুশূল লইয়া আকাশ রক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর বায়ুবশে মেঘের ন্যায় কালবশে তাহার সে কুশূলও বিলীন হইয়া গেল; তাহার পর সে কুশূলনাশহেতু শোকে অত্যন্ত পরিতপ্ত হইল। এইরূপে সে কুম্ভ, কুণ্ড, চতুঃশাল, গৃহ ও কুশূল লইয়া সময় অতিপাত করিতে লাগিল। সেই মূর্খ এইরূপে গৃহ, কূপ, প্রভৃতি উপায়ে গুহামধ্যে আকাশ গ্রহণ করিয়া তাহার গমনে আগমনে (সেই গৃহাদির স্থিতি নাশে) বিমূঢ় হইয়া কখন ঘনতর দুঃখে দুঃখিত হইতেছে, কখন বা সুখী হইতেছে। ৩১—৩৪।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১২॥

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

শ্রীরাম কহিলেন,—"প্রভো! আপনি মিথ্যাপুরুষের কথা-প্রসঙ্গক্রমে মায়াপুরুষের কথা বলিলেন কেন? আকাশ রক্ষাই বা কাহাকে বলিতেছেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"রাম! তোমার নিকটে এক্ষণে মিথ্যাপুরুষের যথাযথ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রঘুনন্দন! এই যে মায়াযন্ত্রময় পুরুষের কথা বলিলাম, তুমি ইহাকে শূন্য-আকাশে উৎপন্ন-অহঙ্কার বলিয়া জানিও। হে সখে! যে আকাশকোষে এই জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ আকাশ অনন্তশূন্য অসৎ ছিল। তবে ঐ আকাশ যে অধিষ্ঠানশূন্য, তাহা নহে ব্রহ্ম অব্যক্তভাবে উহার অধিষ্ঠানরূপে অবস্থান করিতেছেন। বায়ু হইতে যেমন স্পন্দ উৎপন্ন হয় এবং আকাশ হইতে যেমন শব্দ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঐ আকাশ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কার আত্মা না হইয়াও ভ্রান্তিবশে আত্মভাবে ভাবিত ও আকাশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কল্পনাসহস্রে "ইহা আমার ইষ্ট, ইহা আমার ইষ্ট নহে"—এইরূপ ভাবনা করিতে থাকে। তৎপরে কল্পিত "আমি" ইত্যাদি নামে ইষ্ট, অনিষ্টের প্রাপ্তি,—পাইবার বিষয়ে যত্নবান্ হয়। ঐ অহঙ্কার আত্মা না হইয়াও এইরূপে আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ দেহ ধারণ করে এবং অজ্ঞদেহের বিনাশে আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ঐ অহঙ্কারই মায়াপুরুষ, উহাই মিথ্যাপুরুষ, ঐ অহঙ্কার মায়াবলে বৃথা উদিত হইয়াছে। ঐ অহঙ্কার আকাশো-পরি কূপ, কুণ্ড, চতুঃশাল, কুম্ভ প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া মনে মনে ভাবে,—"আমি আমার আত্মরক্ষা করিলাম।" হে রাঘব! তুমি সেই অহঙ্কারের নামগুলি শ্রবণ কর, ঐ অহঙ্কার জগদাকারে বিলসিত,যে সকল নামে সকলকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া রাখি-য়াছে। ১—১০। জীব, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, মায়া, প্রকৃতি, সৃষ্টি, কল্পনা, কাল, কলা ইত্যাদি বহুবিধ নাম ইহার বিখ্যাত হইয়া। কল্পিত বহুবিধ আকারে এই অহঙ্কার সহস্ররূপে বিহার করে। এই যে বিস্তৃত ভূতাকাশ, ইহাতে এই জগৎ ভিত্তি হীন (অমূলক), ইহা নিশ্চিত। ঐ মিথ্যাপুরুষ বৃথাই সুখদুঃখ অনুভব করিতে থাকে। ঐ মিথ্যাপুরুষ আকাশে আত্মাশঙ্কা করিয়া ঘটাকাশাদি রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ ক্লেশ পায়, হে রাম! তুমি যেন সেইরূপ ক্লেশে না পতিত হও। যিনি আত্মা সূক্ষ্ম হইলেও আকাশ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ, সেই বিশুদ্ধ, শিব, শান্তিময় আত্মাকে কেই বা গ্রহণ করিতে পারে? কেই বা রক্ষা করিতে পারে? অতএব জীবগণ শরীররূপ গৃহের বিনাশ হইল "আত্মা নষ্ট হইল" বলিয়া বৃথাই শোক করে। যেমন ঘটাদি নষ্ট হইয়া গেলে তদন্ত-র্গত আকাশ অখণ্ডিতভাবে থাকে, তাহার কিছুই নষ্ট হয় না, সেই-রূপ দেহ নষ্ট হইলে দেহীর কিছুই নষ্ট হয় না, দেহী সর্ব্বদা নির্লেপ হইয়া অবস্থান করিতে থাকে। যিনি আত্মা বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ, তিনি আকাশ অপেক্ষাও অণু, তিনি আপনার অনুভূতিস্বরূপ, হে রাম! আকাশের ন্যায় তাঁহার নাশ নাই। ফলতঃ কোথাও কিছুই উৎপন্ন বা মৃত হইতেছে না, কেবল ব্রহ্মই এই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। তুমি একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য, শান্ত, অনাদি, অনন্ত, ভাব-অভাব হইতে নির্ম্মুক্ত জানিয়া সুখী হও। তুমি তত্ত্বজ্ঞানবলে নিখিল বিপদের আধার অনিত্য, অপবিত্র, আসন্ন-নিপাত, বিবেকশূন্য, অনার্য্য, অজ্ঞ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পরি-শেষে সুদৃঢ়ভাবে বিশুদ্ধ চিন্মাত্রে অবস্থান করতঃ উত্তমভাব প্রাপ্ত হও। ১১—২১।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৩॥

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"পরব্রহ্ম হইতে প্রথম উৎপন্ন মন। সেই ব্রহ্ম মননাত্মক। ঐ মন বিশাল পরব্রহ্মে থাকিয়াই স্থিতি লাভ করিয়াছে। হে রাঘব! পুষ্পমধ্যে যেমন সৌরভ, সাগরে যেমন তরঙ্গ, সূর্য্যে যেমন কিরণজাল তেমনি পরব্রহ্মে জগৎ রহিয়াছে। আত্মতত্ত্ব সেই মনের অদৃশ্য হওয়ায় বিস্মৃত হইয়াছে, আত্ম-তত্ত্বের বিস্মৃতি ঘটাতেই জগৎ স্থিতিলাভ করিয়াছে। হে রাম! এই জগৎ রজ্জু সর্পের ন্যায় অন্য কোন স্থান হইতে আগত নহে; ইহা পরমাত্মাতেই ভ্রান্তিবশে উপস্থিত। হে রাঘব! যে ব্যক্তি সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া (সূর্য্যভাবনা না ভাবিয়া) ইহা রশ্মি (এইরূপ) পৃথক্ জ্ঞান করে তাহার নিকট রশ্মি সূর্য্য হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া বোধ হয়। যে ব্যক্তি কেয়ূরে কনকবুদ্ধি পরি-ত্যাগ করিয়া "ইহা কেয়ূর" এইরূপ পৃথক্ বস্তুরূপে ভাবনা করে, তাহার নিকট তাহা কেয়ূররূপেই প্রতীয়মান হয়; সুবর্ণরূপে নহে। আর যে ব্যক্তি কিরণজালকে সূর্য্য হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করে; তাহার নিকট কিরণজাল সূর্য্যরূপেই প্রতীয়মান

* কুশূল ধান্য রাখিবার স্থান (মরাই)

হয়, তখন রশ্মিভেদ বিকল্প থাকে না।১—৬। যে ব্যক্তি তরঙ্গে জলবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তরঙ্গ একটা পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া ভাবনা করে, তাহার নিকটে তাহা তরঙ্গরূপেই প্রতীত হয়, কদাচ জলরূপে প্রতীত হয় না। যে ব্যক্তি তরঙ্গকে জলরূপে ভাবনা করে, তাহার নিকট উহা (তরঙ্গ) জলসামান্য এইরূপ জ্ঞান হয়; সে জ্ঞান নির্ব্বিকল্প। যে ব্যক্তি কেয়ূরকে কনকরূপে ভাবনা করে, তাহার নিকট কেয়ূর কনকরূপেই প্রতীয়মান হয়, সেরূপ প্রতীতিকে নির্ব্বিকল্প প্রতীতি বলা হয়, বহ্নিশিখায় বহ্নিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শিখারূপে ভাবিলে তাহা শিখারূপেই প্রতীয়মান হয়, তাহাতে আর বহ্নিবুদ্ধি থাকে না। ৭—১০। বুদ্ধিবৃত্তি যাদৃশ আকার ধারণ করিবে, ঠিক সেইরূপ অবস্থাই প্রাপ্ত হইবে। যদি বহ্নিশিখার আকার ধারণ করে ত বহ্নিশিখাভাব ধারণ করিবে, মেঘমালার আকার ধারণ করে ত মেঘমালাভাব ধারণ করিবে অর্থাৎ বুদ্ধি বহ্নিশিখাদিগত চলন ঊর্দ্ধগমনাদি যে ধর্ম্ম তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বহ্নিশিখাকে বহ্নিরূপেই ভাবনা করে, তাহার নিকট তাহা একমাত্র বহ্নিরূপেই প্রতীয়মান হইবে, ইহাকেই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান বলে। যে ব্যক্তি ঐ নির্ব্বিকল্প-ভাবাপন্ন অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহক দ্বিবিধ বিকল্পই যাহার নাই, সেই ব্যক্তিই মহান্; সেই ব্যক্তির বুদ্ধিই অক্ষয় ও মহত্ত্বসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি আর কখনই বৈকল্পিক পদার্থে (সত্যবুদ্ধিতে) আসক্ত হয় না। অতএব হে রাম! তুমি নিখিল ভিন্নভাব পরিত্যাগ করিয়া সংবেদ্যনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ চিত্তে অবস্থিত হও। বায়ু যেমন আপনা হইতেই স্পন্দশক্তির উৎপাদন করে, সেইরূপ আত্মা নিজেই প্রকাশময় আত্ম-শক্তিতেই সঙ্কল্পনাম্নী শক্তির উদ্ভাবনা করেন। ১১—১৫। সঙ্কল্পশক্তির আবির্ভাব হইলে আত্মা যেমন পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইয়া সঙ্কল্প-কল্পনাময় মনোরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া আপনার আকার ভাবনা করিতে থাকেন। ঐ সঙ্কল্পাত্মক চিত্ত এই জগৎকে যেরূপ সঙ্কল্প করে; সঙ্কল্পবলে ক্ষণকালমধ্যে তাহাই হইতে পারে। সঙ্কল্পবলে মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, জীব, চিত্ত ইত্যাদি নাম ধারণ করতঃ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং সুমেরু হইতে আরম্ভ করিয়া মরু-ভূমিতে পর্য্যন্ত পরিণত হইতে পারে। চিত্ত সঙ্কল্পবশতই দ্বিত্ব একত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগৎস্থিতি বিস্তার করে এবং সেই জগৎস্থি-তিতে নিজেই বিভিন্নভাব ধারণ করে। ফলতঃ এই যে বিশাল জগৎ, ইহা সঙ্কল্পময়রূপে দৃষ্ট হইতেছে, ইহা না সত্য, না মিথ্যা, ঠিক স্বপ্নপরম্পরার ন্যায়। ১৬—২০। জীবের মনঃকল্পিত রাজ্য যেমন বিবিধ রাজ্যোপযোগী আড়ম্বরে আরও উজ্জ্বল হয়, পর-ব্রহ্মের বিশাল মনোরাজ্যও তদ্রূপভাবে বিরাজমান হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে এ সকল যথাস্থিত ব্রহ্মরূপেই পর্য্যবসন্ন হয়; তখন আর এ সকল কিছুই থাকে না। পরমার্থদৃষ্টিতে দেখিলে ইহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; অলীক (ভ্রান্ত) দেখিলেই বোধ হয়, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ শতশাখা বিস্তার করিতেছে। যেমন একমাত্র সলিলরাশিই আবর্ত্ত তরঙ্গাদিরূপ ধারণ করতঃ সমুদ্রাকার ধারণ করে, (সেইরূপ উক্ত মনও বিবিধ সঙ্কল্পবলে বিবিধ আকার ধারণ করিতেছে)। সহস্র কর্ম্ম করিলেও লোক চিদাভাসযুক্ত মনের স্পন্দ ব্যতিরেকে কোন প্রকারই বিকার প্রাপ্ত হয় না। অতএব তুমি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া গমনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, ঘ্রাণে, কথোপকথনে ব্যবহারে, নিদ্রায় সকল অবস্থাতেই "আত্মাতে কোন প্রকার বিকার নাই, একমাত্র আত্মাই সত্য" এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক যাহাই করিবে, তাহাই তুমি নির্ম্মল বিশাল চিন্মাত্র বলিয়া জানিবে। ২১—২৬। ব্রহ্ম বিশালাকার, সেই বিশালাকার ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। জগতের সমুদয় পদার্থের সার যখন একমাত্র সংবিৎ, তখন এই সমগ্র জগৎ সংবিৎই, ইহাতে আর কোন কল্পনা নাই। এই জগজ্জাল সেই সংবিদেরই স্ফুরণমাত্র। সুতরাং "ইহা অন্য একটী পদার্থ, ইহা আর একটী পদার্থ" এইরূপ মিথ্যা ভাবনা কেন? পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থের মধ্যে একমাত্র সংবিৎই যখন প্রমাণ সিদ্ধ সত্য বস্তু, তখন ইহাতে সংবেদ্য আবার কি? বন্ধ, মোক্ষই বা কোথা হইতে আসিবে? অতএব রাম! তুমি "ইহা মোক্ষ, ইহা বন্ধন" ইত্যাকার নিষ্ফল ভাবনা সমূলে উৎপাটন করিয়া মৌনী, জিতেন্দ্রিয়, অভিমানগর্ব্বশূন্য, অহঙ্কারশূন্য মাহাত্মা হইয়া কার্য্য করিতে থাক। ২৭—৩০।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১১৪।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—হে অনঘ! হে রামচন্দ্র! তুমি সমুদয় আশঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মহাকর্ত্তা, মহাভোক্তা ও মহাত্যাগী হইয়া থাক। রাম কহিলেন,—প্রভো! মহাকর্ত্তা কাহাকে বলে, মহাত্যাগী কাহাকে বলে, মহাভোক্তাই বা কাহাকে বলে, তাহা আমার নিকট সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এই (মহাকর্ত্তা ইত্যাদি), ব্রতত্রয় পূর্ব্বে চন্দ্রার্দ্ধমৌলি মহাদেব, ভৃঙ্গীশকে বলিয়াছিলেন, ভৃঙ্গীশ তদবধি বিজ্বর হইয়া অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্বে একদিন ভগবান্ শশিশেখর সুমেরুপর্ব্বতের উত্তরদিগ্বর্ত্তী অনন্যোপম উজ্জ্বল এক শৃঙ্গে সমগ্র পরিবারবর্গ লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে আত্ম-জ্ঞানবিষয়ে অসমর্থ মহাতেজাঃ ভৃঙ্গীশ কৃতাঞ্জলিপুটে উমাপতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে দেবদেবেশ! হে ভগবন্ পরমেশ্বর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এইজন্য আপনার নিকট আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া সত্বর তাহার উত্তর প্রদান করুন। ১—৬। হে নাথ! আমি এখনও তত্ত্ববিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি নাই, আমি তরঙ্গবৎ চঞ্চলা সংসাররচনা দেখিয়া সাতিশয় বিমূঢ় হইয়াছি, আমি এই জগদ্রূপ জীর্ণভবনে কিরূপ ধারণা সুদৃঢ় করিয়া বিজ্বর ও সুস্থ হইয়া থাকিতে পারি? (তাহা বলুন)। ঈশ্বর কহিলেন,—তুমি সমুদয় শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক শাশ্বত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মহাভোক্তা, মহাকর্ত্তা, মহাত্যাগী হইয়া থাক। ভৃঙ্গীশ কহিলেন,—প্রভো! মহাকর্ত্তা কাহাকে বলে, মহাভোক্তা কাহাকে বলে, মহাত্যাগীই বা কাহাকে বলে, তাহা সুস্পষ্টরূপে আমাকে বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি শঙ্কাশূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম দুইই করিতে পারে, সেই ব্যক্তি মহাকর্ত্তা। যে ব্যক্তি অপেক্ষাশূন্য হইয়া রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ফল ও অফল (ইষ্ট, অনিষ্ট) একভাবে সম্পাদন-পূর্ব্বক সহ করিতে পারে, তাহাকেই মহাকর্ত্তা বলে। যে ব্যক্তি মৌনী অহঙ্কারশূন্য বিদ্বেষবর্জ্জিত ও উদ্বেগশূন্য হইয়া কার্য্য করে,

তাহাকে মহাকর্ত্তা বলে। যাহার বুদ্ধি শুভকর্ম্মে ধর্ম্ম ও অশুভ কর্ম্মে অধর্ম্ম, এইরূপ কুশঙ্কাযুক্ত নয়, সেই ব্যক্তিই মহাকর্ত্তা। সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য ও ইচ্ছাশূন্য হইয়া কার্য্যে যে উদাসীনভাবে অবস্থান করে, তাহাকেই মহাকর্ত্তা বলে। যাহার উদ্বেগ বা আনন্দ কিছুই নাই, যাহার বুদ্ধি সর্ব্বত্র সমান ও স্বচ্ছ এবং যাহার কিছুতেই অবসাদ বা প্রসাদ নাই, তাহাকেই মহাকর্ত্তা বলে। যাহার বুদ্ধি যথার্থবিষয়ে (পরব্রহ্মে) স্ফূর্ত্তিমতী হইয়াছে, যাহার কিছুতেই আসক্তি নাই, এবং উপস্থিত কর্ম্মের অনুরূপ চেষ্টা করে, তাহাকে মহাকর্ত্তা বলা হয়। যে ব্যক্তি উদাসীনভাবে থাকিয়া অন্যের প্রেরণায় কর্ত্তা হইয়া সমবুদ্ধিতে কর্ম্ম অকর্ম্ম দুইই সম্পাদন করে এবং অন্তরে সমভাবাপন্ন থাকে, তাহাকে মহাকর্ত্তা বলা হয়। যে ব্যক্তি স্বভাবতই শান্তভাবাপন্ন থাকিয়া শুভ অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ সমতা ত্যাগ করে না, তাহাকে মহাকর্ত্তা বলে। যাহার মন জন্ম স্থিতি, বিনাশ বা উদয়, অন্য সকল অবস্থাতেই সমভাবাপন্ন, তাহাকে মহাকর্ত্তা বলা হয়। ৭—২০। যে ব্যক্তি কোন বিষয়েরই দ্বেষ করে না এবং কোন বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষা করে না, যথাপ্রাপ্ত সকল বিষয়েরই ভোগ করে, তাহাকে মহাভোক্তা বলে। যে ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াও গ্রহণ করে না, কার্য্য করিয়াও কার্য্য করে না, বিষয়ের ভোগ করিয়াও ভোগ করে না, (অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক কিছুই করে না), তাহাকে মহাভোক্তা বলা হয়। যে ব্যক্তি অবিমবুদ্ধি ও ইচ্ছাশূন্য হইয়া সাক্ষীর ন্যায় সমুদয় লোকব্যবহার অবলোকন করে, তাহাকে মহাভোক্তা বলে। যাহার বুদ্ধি সুখ, দুঃখ, জয়, পরাজয়, ভাব, অভাব—কিছুতেই বিচলিত হয় না। তাহাকেই মহাভোক্তা বলে। যে ব্যক্তি জরা, মৃত্যু, বিপদ্, রাজ্যলাভ এবং দারিদ্র্য—সমস্তই রমণীয় বলিয়া জানে, তাহাকে মহাভোক্তা বলা হয়। সাগর যেমন নানাস্থানের নানাপ্রকার জল (কি ভাল কি মন্দ সকল রকম জলই), নির্ব্বিকারভাবে গ্রহণ করে, সেইরূপ যে মহাসুখ বা মহাদুঃখ সমস্তই সমভাবে (নির্ব্বিকারভাবে) গ্রহণ করে, তাহাকে মহাভোক্তা বলে। যেমন চন্দ্রমণ্ডল কিরণশূন্য হয় না, সেইরূপ অহিংসা, সমতা ও তুষ্টি যাহার নিকট হইতে একেবারে যায় না,—অর্থাৎ যে অহিংসা, সমতা ও তুষ্টিমান্, তাহাকেই মহাভোক্তা বলে। যে ব্যক্তি কি কটু, কি তিক্ত, কি অম্ল, কি লবণ, কি মধুর, কি উত্তম, কি অপকৃষ্ট সকলপ্রকার খাদ্যই সমান আস্বাদে আহার করে, তাহাকেই মহাভোক্তা বলে। যে সাধু ব্যক্তি কি সরস কি নীরস, কি সুক্রীড়া, কি কুক্রীড়া সমস্তই সমানভাবে দেখিয়া থাকে, তাহাকে মহাভোক্তা বলা হয়। যে ব্যক্তির কি লবণাক্ত দ্রব্য, কি সুরস শর্করাদিনির্ম্মিত খাদ্য, কি শুভ বা কি অশুভ, সর্ব্বত্রই সমানরুচি, তাহাকেই মহাভোক্তা বলা হয়। ২১—৩০। "ইহা খাদ্য, ইহা অখাদ্য," এইরূপ কল্পনা ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি নিস্পৃহ হইয়া সকলপ্রকার খাদ্যই আহার করে; তাহাকে মহাভোক্তা বলা যায়। যে ব্যক্তি, কি আপদ্, কি সম্পদ্, কি আনন্দ, কি মোহ, কি দুঃখ—সমস্তই সমভাবে সহ্য করে, তাহাকে মহাভোক্তা বলা যায়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু এ সকলের প্রতি মিথ্যাবোধ হওয়ায় আস্থাহীন, তাহাকে মহাত্যাগী বলা হয়। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে ইচ্ছা, সকল বিষয়ে শঙ্কা, সকলপ্রকার চেষ্টা ও সকলপ্রকার নিশ্চয় বুদ্ধিপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে মহাত্যাগী বলা হয়। যে ব্যক্তি দৈহিক ও মানসিক দুঃখের সহিত দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সত্তা পরিত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ এ সকলকে মিথ্যা বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছে, তাহাকে মহাত্যাগী বলা যায়। যে ব্যক্তির অন্তরে "দেহ আমার নয়, জন্মও নাই, যুক্ত অযুক্ত কর্ম্মও আমার নাই", এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে, তাহাকে মহাত্যাগী কহে। যে ব্যক্তি অন্তঃকরণ হইতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, মনে মনন বা চেষ্টা সমস্তই ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে মহাত্যাগী কহে। এই দৃশ্য কল্পনা যাহা দেখা যাইতেছে, ইহা যিনি সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে মহাত্যাগী বলা যায়। হে অনঘ! দেবদেব শঙ্কর ভৃঙ্গীশকে পূর্ব্বে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, হে রাম! তুমি এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া গতজ্বর হইয়া থাক। নিত্য উদিত নির্ম্মল অনন্ত আদ্য ব্রহ্মই বিদ্যমান, তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ কল্পনাই নাই, তুমি সর্ব্বদা এইরূপই ভাবিতে থাক; ইহাতে তোমার নিখিল বৃত্তি শান্ত ও নির্ম্মলভাব ধারণ করিবে, এইরূপে তুমি নিরঞ্জনভাব প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণলাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৩১—৪০। পরমাত্মরূপী এই অনাময় ব্রহ্মই সকল কল্পপ্রসিদ্ধ, সমুদয় কার্য্যসমূহের মূলকারণ, সেই ব্রহ্ম বিবিধ সৃষ্টিভেদে বিভিন্ন বিশালভাব ধারণ করিলেও বস্তুতঃ তিনি বিকল্পপরিশূন্য আকাশই। অর্থাৎ যাহা কিছু প্রতিভাত দেখিতেছ, সমস্তই আকাশবৎ জানিবে। হে সাধো! "এই ব্রহ্মে অন্য কিছুই (সৎই হউক আর অসৎই হউক), কখনই সম্ভবে না" অন্তরে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান কর। তুমি অন্তঃকরণের ব্যাপারগুলি সর্ব্বদা অন্তর্ম্মুখ রাখিয়া সমুদয় বাহ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাক, দেখিবে কিছুইতেই খিন্ন হইবে না, বরং ইহাতেই তোমার অহঙ্কার দূর হইবে। ৪১—৪৩।

পঞ্চদশাধিকতম সর্গ সমাপ্ত। ১১৫।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! অহঙ্কার নামক চিত্ত বিগলিত হইলে বা বিগলনোন্মুখ হইলে মনের বাসনাক্ষয়ের লক্ষণ কিসে অনুমান করা যাইবে? বশিষ্ঠ কহিলেন, জল যেমন কমলের গাত্রে সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ লোভ মোহ প্রভৃতি দোষসকল অপরে উৎপাদন করিয়া দিলেও তাহা নির্ম্মলচিত্তে সংলগ্ন হয় না। অহঙ্কারময় চিত্ত বিগলিত হইলে, দুষ্কৃত একবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যোগীর মুখে, মুদিতাদিশোভা * সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, বাসনাগ্রন্থি সেই সময়ে ছিন্ন হইতে থাকে, ক্রোধ ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত, মোহও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া যায়। তখন কামনা ক্লান্ত হইয়া পলায়ন করে, লোভও কোথায় পলাইয়া যায়। ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যবৃত্তিতে উৎকলিত হয় না, অন্তরে আর কোনরূপই ক্লেশ থাকে না। দুঃখ আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখও আর হৃদয়ে আসিয়া অধিকার করিয়া নৃত্য করিতে থাকে না। মৈত্রীপ্রদর্শিনী (সমগুণপ্রকাশিনী) সর্ব্বত্র সমতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। তাদৃশ অবস্থাপন্ন যোগীর কখন বাহিরে সুখদুঃখাদি দেখা যায়, তথাপি তুচ্ছ বলিয়া তাহা অন্তরে লিপ্ত হয় না। চিত্ত বিগলিত হইলে যোগী

* মৈত্রী, মুদিতা, করুণা প্রভৃতি যোগীর, লক্ষণ, মুদিতা—হর্ষ।

দেবগণেরও স্পৃহণীয় হইয়া থাকেন ; তখন তাঁহার অন্তরে শীতলা সমতারূপিণী চন্দ্রিকার উদয় হয়। তাঁহার শরীর উপশান্ত কান্ত সেব্য ও পরের ইচ্ছার অব্যাঘাতক হয় এবং নির্ম্মল ও বিনীত হয় ; তাদৃশ ব্যক্তির আকার দেখিলেই দূর হইতে মহৎ বলিয়া অনুমান হয়। কখন বিভব, কখন দারিদ্র্য এইরূপ বিরুদ্ধভাবে বিষম বিচিত্র সংসারভ্রম, সাধুদিগের আনন্দ বা খেদ কিছুরই কারণ হয় না। যে ব্যক্তি, মোহবশতঃ একমাত্র জ্ঞানালোকে লভ্য বিপদের আশঙ্কাশূন্য এই আত্মবস্তু লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ না হয়, সেই নরাধমকে ধিক্। অয়ি রাম! যে ব্যক্তি সমুচিত চিরবিশ্রান্তিলাভের জন্য এই দুঃখাগার জন্মসাগরের পার হইতে ইচ্ছা করে, "আমি কে? এই জগৎ কিরূপে আসিল? ইহার অবসানেই বা কি? বিষয়ভোগেই বা কি লাভ? ইত্যাকার বিবেকবতী বুদ্ধিই তাদৃশ ব্যক্তির পরম উপায়। ১—১২।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—"হে ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব! তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষ ইক্ষ্বাকু ভূপতি যেরূপ মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইক্ষ্বাকু রাজা আপন রাজ্য পালন করিতেছিলেন, একদিন নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার মনে চিন্তা হইতে লাগিল,—"এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ, যাহাতে অহরহ জরা মৃত্যু সংক্ষোভ ও সুখ দুঃখ আসিতেছে ও যাইতেছে, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের হেতু কি?"—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিজে অনেক ভাবিয়াও জগতের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর একদিন ভগবান্ প্রজাপতি মনু ব্রহ্মলোক হইতে তাঁহার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইক্ষ্বাকু তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! হে দয়াসাগর! আপনার এ অনুগ্রহই আজ আমাকে ধৃষ্টতা প্রদান করিয়া আপনার নিকট প্রশ্ন করিবার জন্য আমাকে বাচাল করিতেছে—অর্থাৎ আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া আমার প্রশ্রয় বাড়াইলেন বলিয়াই আমি নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি। ভগবন্! এই যে সৃষ্ট জগৎ, ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহার স্বরূপ কি প্রকার? ইহার পরিমাণ কতটা? ইহা কাহার? কে ইহার সৃষ্টি করিল? ঘন বিস্তীর্ণ জালে বদ্ধ বিহঙ্গমগণ যেমন কোন উত্তম উপায় পাইলে জালবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ আমি কিরূপ উপায়ে এই বিষম সংসার-ভ্রান্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি? (তাহা বলুন)। ১—৭। মনু কহিলেন,—"অহো! বহুদিনের পর আজ তোমার বিবেকোদয় হইয়াছে, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, ইহার উত্তর শুনিলে তুমি বৃথা অনর্থসঙ্কট হইতে মুক্ত হইবে। হে নৃপ! এই যে কিছু দৃষ্ট হইতেছে, ইহা বাস্তবপক্ষে কিছুই নহে,—অলীক। ইহা ঠিক গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, মরুভূমিতে প্রতীয়মান সলিলের ন্যায় ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। (সাংখ্যবাদীদিগের মতে) কার্য্য উপাদানে পরম সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে; পরে নিমিত্তবশে তাহা পরিস্ফুট হয়, কিন্তু তাহাও সঙ্গত নয়, কেননা,—তাদৃশ সূক্ষ্মভাবে—অলক্ষিতভাবে অবস্থিত কার্য্য, সাক্ষী বা ইন্দ্রিয় কাহারই দৃষ্ট নহে, সুতরাং তাহা আছে বলিব কি করিয়া? মনোরূপ ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন পদার্থই নাই। তবে আছে বটে, একমাত্র অবিনাশী এক সত্য বস্তু, যাহাকে আত্মা বলা হয়। হে রাজন্! এই যে সর্ব্ব দৃশ্যপূর্ণ সৃষ্টি-পরম্পরা, ইহা সেই আত্মরূপ মহাদর্পণের প্রতিবিম্ব, সে আত্মবস্তু ইহার কারণ নহে। সেই আত্মার স্ফুরণশক্তি প্রকাশস্বভাবে উৎপন্ন হইয়া কতক ব্রহ্মাণ্ডভাব ধারণ করে, কতক ভূতভাব ধারণ করে। ব্রহ্মের সেই স্ফুরণশক্তি (চিদাভাস) প্রথমে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাব ধারণ করিয়া পুনরপি তাহা সে ভিন্নভাব (জগদ্ভাব) ধারণ করে, এইরূপেই জগতের উৎপত্তি। ফলতঃ সেই ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নিরাময় (নির্ব্বিকারভাবে) অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই, একত্ব বা দ্বিত্ব তাহাও নাই, আছে কেবল সংবিৎসার (ব্রহ্মচৈতন্য) যেমন একমাত্র জলই তরঙ্গ আবর্ত্ত প্রভৃতি নানা আকারে স্ফুরিত হয়। সেইরূপ একমাত্র চিৎই এইরূপ নানা আকারে স্ফুরিত হইতেছে, সেই চিদ্ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। অতএব তুমি বন্ধমোক্ষকল্পনাকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া সংসারভয়শূন্য স্বস্থ হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান কর। ৮—১৫।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১১৭।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

মনু কহিলেন,—"হে ভূপতে! ঐ বিশুদ্ধ চৈতন্যের অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য সকলবিষয়ে উন্মুখ হয়, সেই প্রতিবিম্ব চৈতন্যই জলের তরঙ্গভাব ধারণের ন্যায় জীবভাব ধারণ করিয়া থাকে। সেই চিৎপ্রতিবিম্বসম্ভূত জীবসকল এই সংসারে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এই সংসার তাহার অগ্রেই উদিত হয়, সুতরাং জীবগত যে সুখ দুঃখাদি মোহ, তাহা ঐ চিৎপ্রতিবিম্ব মনেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। যেমন রাহু অন্য সময়ে অদৃশ্য হইলেও চন্দ্রগ্রহণকালে দৃশ্য হয়, সেইরূপ অনুভবরূপী আত্মা (বাস্তবিক) দৃশ্য না হইলেও অন্তঃকরণরূপ দৃশ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি পরমেশ্বর আত্মা, তিনি কি শাস্ত্রচর্চ্চা, কি গুরূপদেশ, কিছুতেই দৃষ্ট হন না ; যখন বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় "আমি, আমার" এইরূপ ভাব বুদ্ধি হইতে তিরোহিত হয়, তখনই তিনি আপনা হইতে দৃষ্ট হন। লোকে যেমন পথিককে রাগদ্বেষবিহীন বুদ্ধিতে দেখে—অর্থাৎ নিঃসম্পর্ক পথিকের প্রতি যেমন অনুরাগও হয় না, বিদ্বেষও হয় না, সেইরূপ আপন ইন্দ্রিয়বর্গকে রাগদ্বেষবিহীন বুদ্ধিতে দেখিতে হইবে ; (তবেই আত্মদর্শন ঘটিবে)। ১—৫। সাধুব্যক্তি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রতি আদরও করেন না এবং তাহাদের (উপবাসাদি দ্বারা) উৎপীড়নও করেন না। সাধু ব্যক্তি মনে করেন,—ইন্দ্রিয়বর্গ সকল পদার্থেই একভাবে আবিষ্ট হইয়া যথাসুখে অবস্থান করুক, অর্থাৎ কষ্টকর বিষয়েও যেমন, সুখকর বিষয়েও তদ্রূপ ভাবে সমান সুখে অবস্থান করুক। অতএব দেহ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ পদার্থকে বুদ্ধিপূর্ব্বক দূরে পরিহার করিয়া শীতলান্তঃকরণে সর্ব্বদা আত্মময় হইয়া থাক। "আমি দেহ" ইত্যাকার বুদ্ধিই সংসারবন্ধনের হেতু ; মুমুক্ষুগণ কদাচ এরূপ বুদ্ধি করেন না (উচিতও নহে) "আমি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম চিন্মাত্রস্বরূপ,"—এইরূপ যে শাশ্বতী বুদ্ধি, তাহা সংসারবন্ধনের হেতু নহে। যেমন সাগরের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই জল, সূর্য্যের তেজ যেমন সর্ব্বত্রই পতিত হইতেছে,

সেইরূপ আত্মা সকল বস্তুতেই অবস্থান করিতেছেন। ৬—১০। সুবর্ণের কেয়ূরাদি অলঙ্কারভাব যেমন সন্নিবেশ-বৈচিত্র্যমাত্র, সেইরূপ এই জগদাদিও আত্মার সন্নিবেশবৈচিত্র্যমাত্র। প্রাণি-রূপ তরঙ্গমালায় পূর্ণ এই জগৎরূপ তটিনীসমূহ মৃত্যুরূপ বাড়বানল-বিশিষ্ট ভীষণ কালসাগরে * গিয়া মিশিতেছে। হে রাজন্। এই-রূপে জগৎসমূহ গ্রাস করিয়া এখনও অপূর্ণ ঐ কালসাগরকে যিনি পান করিয়া থাকেন, তুমি সেই আত্মরূপী মহান্ অগস্ত্য মুনিকে সর্ব্বদা চিন্তা কর। আত্মভিন্ন দেহাদি দৃশ্য বস্তুতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বাসনাশূন্য হইয়া যথাসুখে অবস্থান কর। -জনগণ কি অদ্ভুত মোহগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন অনেক স্থলে দেখা যায়, মূঢ় জননী আপনার ক্রোড়মধ্যগত পুত্রের বিস্মরণে "পুত্র কোথায় গেল" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে, সেইরূপ জগতের লোকসকল এই আত্মার জন্য আত্মা কোথায় গেল বলিয়া, রোদন করিয়া বেড়ায়, মোহবশতঃ জানে না যে—নিজেই আত্মা। ১১—১৫। অজর অমর এই আত্মাকে জানিতে না পারিয়াই মূঢ় লোক দেহাপ-গমের সময়ে "হায়! আমি মরিলাম, হায় আমি অনাথ, আমার কেহ নাই" ইত্যাদি প্রকারে রোদন করিয়া থাকে। যেমন জল স্পন্দবশতঃ (বায়ুসংযোগে চঞ্চল হইয়া উঠিলে) নানা আকারে লক্ষিত হয়, সেইরূপ চৈতন্যরূপী ব্রহ্ম সঙ্কল্পবশতঃ নানাভাবে বর্দ্ধিত হইয়া পড়েন। হে বৎস! তুমি সঙ্কল্পকলঙ্ক শোধনপূর্ব্বক তাহাকে আত্মাতে সন্নিবেশিত করিয়া, উপশান্ত হইয়া কেবল লোক-ব্যবহারসিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে স্পন্দিত হইয়া অস্পন্দব্রহ্মবৎ সুখে অবস্থান করত রাজ্য পালন কর। ১৬—১৮।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

মনু কহিলেন, "বিভু এই পরমাত্মা (অজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে) উৎপত্তিধর্ম্মিণী অবিদ্যাশক্তিবলে সৃষ্টিরূপ স্পন্দনে বালকের ন্যায় ক্রীড়া করেন। (জ্ঞানীর নিকটে) সংহারাত্মিকা শক্তিবলে সমুদয় সৃষ্টি আপনাতে সংহার করিয়া লইয়া অবস্থান করেন। ইঁহার সৃষ্টিশক্তি যেমন আপনা হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ ইঁহার সংহার-শক্তিও আপনা হইতে উৎপন্ন। চন্দ্র, সূর্য্য, তপ্ত লৌহ, রত্ন প্রভৃতির কিরণের ভেদ যেরূপ কল্পিত, বৃক্ষের পত্র-শাখাদি প্রভেদ যেমন কল্পিত, নির্ঝর সলিলের ইতস্ততঃ নিঃসৃত বিন্দুরাশি যেমন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া কল্পিত, বিশাল ব্রহ্মে এই জগৎও সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি দ্বারা কল্পিত। অজ্ঞানীদিগের নিকট ইহা সেই ব্রহ্ম হইলেও তদ্ভিন্ন পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইয়া দুঃখপ্রদ হয়। বৎস! একবার দেখ, কি অদ্ভুত মায়া বিশ্ব বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে, যে হেতু আত্মা (মায়ামূঢ়জীব) আপনার সর্ব্বাঙ্গে সংলগ্ন আত্মাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। ১—৫। যে ব্যক্তি "এই সমস্ত জগৎই চিদ্দর্পণময়" এইরূপ ভাবনা করত নিস্পৃহ হইয়া অবস্থান করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই (মোহবাণে অভেদ্য) ব্রহ্মকবচ ধারণপূর্ব্বক সুখে অবস্থিত হয়। 'আমি' ইত্যাকার অর্থশূন্য অভাবরূপ ভাব দ্বারা আর কিছুই নাই—এইরূপ ধারণা দ্বারা সমস্তই শূন্য কেবল (আলম্বনশূন্য চিৎস্বরূপ) এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। "ইহা রমণীয়, ইহা রমণীয় নহে" ইত্যাকার হেয়োপাদেয় জ্ঞানই দুঃখসমূহের কারণ, সমতারূপ অনলে উক্ত জ্ঞানকে দগ্ধ করিতে পারিলে দুঃখ আর কোথায়? হে রাজন্! নিজ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া সমাধির অভ্যাসবলে সমুদয় দৃশ্যের বিস্মৃতিরূপ অস্ত্র দ্বারা "ইহা রমণীয়, ইহা রমণীয় নহে" ইত্যাকার বৈষম্য কল্পনাকে অন্তর হইতে ঝটিতি উচ্ছেদ কর। হে রাজন্! বাহ্যবস্তুর অভাবনরূপ সমাধি দ্বারা বাহ্য বস্তুর ভাবনাপ্রযোজক কর্ম্মরূপ বনকে উন্মূলিত করিয়া পরমাকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইয়া বীতশোকে থাক। ৬—১০। হে বৎস! তুমি প্রথমে বিবেক-শোভিত হইয়া সমাধিবলে বাহ্যবস্তুর ভাবনা পরিত্যাগ কর তাহার পরে পূর্ণ আত্মস্বরূপে বিশাল ভুবনব্যাপী হইয়া অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দলাভে সংসারপীড়াশূন্য ও অখণ্ড ব্রহ্মের সহিত একতাপন্ন হইয়া কিছুকাল পঞ্চমী ষষ্ঠী ভূমিকায় অবস্থান কর, পরে সপ্তমী ভূমিকায় উপনীত হইয়া বিক্ষেপ-বিষমতার একান্ত অভাবহেতু পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় স্বচ্ছ শুভ্র অভ্র চিদাকারে অবস্থান কর। ১১—১২।

একোনবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১১৯।

বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

মনু কহিলেন,—"প্রথমে সৎসংসর্গে থাকিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিষ্কার করিয়া বর্দ্ধিত করিবে, ইহাই যোগীর যোগের প্রথমা ভূমিকা। তাহার পরে বিচারণা-নাম্নী দ্বিতীয়া ভূমিকা, তাহার পরে অসঙ্গ আত্মার যে ভাবনা, তাহাকে তৃতীয়া ভূমিকা বলা হয়। তৎপরে বাসনাবিলয় দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া অজ্ঞানাদি প্রপঞ্চের যে বাধ, সেই অবস্থাকে চতুর্থী ভূমিকা বলে। তাহার পরে বিশুদ্ধ চিন্ময় আনন্দরূপা যে অবস্থা, তাহাকে পঞ্চমী ভূমিকা বলে। ঐ অবস্থায় যোগী অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধপ্রবুদ্ধের ন্যায় হইয়া জীবন্মুক্তরূপে অবস্থান করে। তাহার পরে সহজেই ব্রহ্মাকারের অনুভব হইলে তাদৃশ অনুভববৃত্তি ষষ্ঠী ভূমিকা শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। যে সময়ে সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় আনন্দঘনাকারে অবস্থান হয়। তাহার পরে যখন তাদৃশ বৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া গিয়া একমাত্র ব্রহ্মই পূর্ণ স্বপ্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকেন, তখন জীবিতাবস্থায় যে অবস্থিতি, তাহাকে সপ্তমী ভূমিকা বলা হয়। ১—৫। ঐ সপ্তমী ভূমিকার অবস্থাকে তুরীয়াবস্থা বলে; ঐ তুরীয়াবস্থার অতীত যে অবস্থা, তাহা পরমনির্ব্বাণস্বরূপা সপ্তমী ভূমিকার চরম অবস্থা তাদৃশ অবস্থা জীবিত ব্যক্তির হয় না। এই সাত প্রকার ভূমিকার মধ্যে প্রথম তিনটী ভূমিকা ঠিক জাগ্রৎ অবস্থা; চতুর্থী ভূমিকা ঠিক স্বপ্নাবস্থা, কারণ সে অবস্থায় এই জগৎ স্বপ্নের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। তাহার পরে যে পঞ্চমী ভূমিকা, তাহা ঠিক সুষুপ্তি অবস্থা কারণ সে অবস্থায় সুষুপ্তি-কালের ন্যায় সব আনন্দময় বোধ হয়। ষষ্ঠী ভূমিকায় আর কিছুরই জ্ঞান হয় না, সে অবস্থাকে তুরীয়াবস্থাও বলা হয়। ঐ তুরীয়াবস্থার পরবর্ত্তী অবস্থাকে সপ্তমী ভূমিকা বলা হয়, যে অবস্থায় আত্মা স্বপ্রকাশ হন। আত্মার তাৎকালিক স্বপ্রকাশ

* মূলে "কামসাগরম্" এইরূপ পাঠ আছে, তাহা লিপিকর-প্রমাদ, মূলপাঠ "কালসাগরম্" এইরূপ হইবে।

অবস্থা বাক্য-মনের অগোচর। তৎকালে সমুদয় দৃশ্য আত্মাতে বিলীন হওয়ায় চেত্যজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয়, সব সমান বলিয়া বোধ হয়, ঐরূপ অবস্থাপন্ন যোগীকে নিঃসন্দেহে মুক্ত বলা যাইতে পারে। ৬—১০। সে সময়ে যোগীর বুদ্ধি পরিপূর্ণ হইয়া ভোগসুখে বা দুঃখে কিঞ্চিন্মাত্রও আকুলিত হয় না, সে অবস্থায় যোগীর শরীর থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। তৎকালে যোগী "আমি না মৃত, না জীবিত, আমি না সৎ, না অসৎ" এরূপ ভাবাপন্ন এবং আত্মারাম হইয়া অবস্থান করেন, তাদৃশ অবস্থাকেই মুক্তি বলা হয়। সে সময়ে জীব ব্যবহারদশায় থাকুক বা সমাধিমগ্ন থাকুক, পরিবারবেষ্টিত হইয়াই থাক, আর একাকী থাক, সকল অবস্থাতেই "আমি অন্য কিছুই নহি, আমি একমাত্র চিৎ" এইরূপ জ্ঞান করেন, সেজন্য কদাচ শোকাকুল হন না। তখন বুঝিতে থাকেন,—"আমি নির্লেপ রাগশূন্য বাসনাশূন্য অজর নির্ম্মল চিদাকাশ", তখন জানিতে থাকেন—"আমি অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, শান্ত সমসমাঞ্জস চিৎস্বরূপ", এজন্য তৎকালে তিনি কিছুতেই শোকাকুল হন না। ১১—১৫। "দেবতা, মনুষ্য, হস্তী, সূর্য্য, আকাশ ও তৃণাগ্র প্রভৃতি সকল বস্তুতেই যিনি রহিয়াছেন, আমি সেই নিত্য চিদ্বস্তু",—এইরূপ জ্ঞান করিয়া যোগী তখন আর শোকাকুল হন না। "যাহার বিলাসের অন্ত নাই, সেই চিতির মহত্ত্ব আমার ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে" এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলে কে আর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়? বাসনাসহকারে যে বিষয়ভোগ করা যায়, তাহা ভোগকালে সুখকর হয়, আবার তাহার অভাব হইলে দুঃখের হেতু হয়, এইরূপে সুখ ও দুঃখের বাসনা-সহাবস্থিতিই প্রসিদ্ধ, বাসনা ক্ষীণ করিয়া অথবা একেবারে বাসনাশূন্য হইয়া বিষয়ভোগ করিলে তাহা সুখকর হয় না এবং বিষয়ের বিনাশকালেও দুঃখের হেতু হয় না। অতএব হে অনঘ! যে কর্ম্ম করিবে, তাহা বাসনাশূন্যবুদ্ধিতে করিবে। তাহা হইলে পরে দগ্ধবীজের ন্যায় সে কর্ম্মে আর বাসনাঙ্কুর উৎপন্ন হইবে না। দেহ-ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, সুতরাং এক্ষেত্রে দেহাদির সহিত আত্মার অভেদ কল্পনা করিলে আমি এতৎসমুদয়ের কর্ত্তা, ভোক্তা এইরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু আমি যখন দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র, তখন আমি দেহাদিকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা হই কিরূপে? ১৬—২১। তত্ত্বজ্ঞানী দেহ-ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ হইতে আমিত্ব জ্ঞান দূর করিয়া শশাঙ্কের ন্যায় শীতল পূর্ণতেজে আদিত্যবৎ দেদীপ্যমান হয়। দেহ শাল্মলিবৃক্ষস্বরূপ, কৃত বা ক্রিয়মাণ কর্ম্মসকল তাহার তুলস্বরূপ, জ্ঞান-মারুতে চালিত হইলে ঐ তুল কোথায় উড়িয়া যায়! জীবের সকল প্রকার জ্ঞানই অনভ্যাসে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু এই আত্মজ্ঞান একবার জন্মিলে আর নষ্ট হয় না, বরং সুক্ষেত্রে রোপিত ধান্যের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন কূপ, সরোবর, নদী, সমুদ্র সর্ব্বত্রই একমাত্রই নির্ম্মল সলিল, সেইরূপ সকল বস্তুতেই এই বিশ্বরূপী আত্মাই একমাত্র স্ফুরিত হইতেছেন। অতএব হে বৎস! ভ্রান্তিবশে প্রতীয়মান এই সঙ্কল্পজনিত বহু বৈচিত্র্য এ সকল কিছুই নাই, এই জগৎকে আত্মসত্তার একাংশ বলিয়াই জানিও। ২২—২৬।

বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

মনু কহিলেন,—"যত দিন বাসনা—অর্থাৎ বিষয়-ভোগের আশা থাকে, ততদিনই আত্মা জীব পদবাচ্য হন। ঐ যে বিষয় ভোগের আশা, উহাও বাস্তবিক নহে, বিবেকের অভাবনিবন্ধনই উহা উৎপন্ন হয়। বিবেকবশে ঐ আশা যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন আত্মা জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া নিরাময় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তুমি ঊর্দ্ধ, অধঃ, তাহার অধঃ অথবা আবার ঊর্দ্ধে গমন করিতে ইচ্ছা কর? তাহা কর, কিন্তু দেখিও যেন এই সংসাররূপ আরঘট্ট যন্ত্রের চিন্তারূপ রজ্জুতে ঘটবৎ বদ্ধ হইয়া থাকিও না। যাহারা মোহবশতঃ "ইহা আমার, আমি ইহার, ঈদৃশ ব্যবহাররূপ গাঢ় ভ্রান্তিতে মগ্ন হয়, সেই ধূর্ত্তগণ অধোদেশেরও অধোদেশে গমন করে। "ইহা আমার, আমি ইহার" এই দেহই আমি",—এই প্রকার মোহকে যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহারা ঊর্দ্ধদেশের ঊর্দ্ধদেশে গমন করে। ১—৫। হে রাজন্! তুমি অবিলম্বে স্বপ্রকাশ নিজ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া এই জগৎকে চিদাকাশপূর্ণ দর্শন কর। চিতির ঈদৃশ অখণ্ড-স্বরূপ যখনই জ্ঞাত হওয়া যায়, জীব তখনই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমেশ্বর হইয়া উঠে। "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ যাহা যাহা করিয়া থাকেন, চিদাকাশ দেহ আমিও তৎসমুদয় করিতেছি," এইরূপ ভাবনা করা উচিত। যে যে দর্শনে যে যে কথা বলা হইয়াছে, হে বৎস! (আত্মসত্তায়) তৎসমস্তই সত্য হইতে পারে, কারণ,—চিদ্রূপী আত্মার লীলা অনন্ত নিরঙ্কুশ (নিয়মিত নহে, সকলই সম্ভবে)। চিত্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্মাত্রভাবাপন্ন মৃত্যুঞ্জয়ী যোগীর যে পরমানন্দ হয়, তাহার উপমা কোথায়? ৬—১০। তুমি এই জগৎকে "না শূন্য, না অশূন্য, না চিন্ময়, না অচিন্ময়, না আত্মরূপ, না অন্যরূপ",—এইরূপে ভাবিতে থাক। এই আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃতি প্রশান্ত হইয়া যায়, ফলতঃ মোক্ষনামক কোন দেশ কোন কাল বা কোনরূপেই স্থিতি নাই। অহঙ্কারমোহের ক্ষয় হইলেই এই বাহ্য-বিষয় ভাবনানাম্নী প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, এবংবিধ প্রকৃতিলয়ই মোক্ষনামে অভিহিত। এইরূপে আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারিলে জীবের শাস্ত্রার্থের বিচারচপলতা, বিবিধরসময় কাব্য কৌতুক এবং সমস্ত বিকল্পকল্পনা সব দূরে যায়, তখন কেবল সম শান্ত স্বরূপ হইয়া সুখে অবস্থান করে। ১১—১৪।

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

মনু কহিলেন,—"পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন যোগী যেরূপ বস্ত্র পরিধান, যেরূপ খাদ্য ভোজন বা যে কোন স্থানে শয়ন করুন না কেন, তিনি সর্ব্বদা সম্রাটের ন্যায় বিরাজ করেন। তাদৃশ যোগী, প্রবল সিংহ যেমন পিঞ্জরভেদ করিয়া নির্গত হয়, সেইরূপ সংসারজাল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছেন, এজন্য তিনি বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমভেদ, (১)শাস্ত্রনিয়ম প্রভৃতি সকল নিয়মের বহির্ভূত। তাঁহার

(১) মূলে—"শাস্ত্রযন্ত্রেণ যোজ্বিতঃ",—এইরূপ পাঠ আছে, তাহা অশুদ্ধ; মূল পাঠ—"শাস্ত্রযন্ত্রণযোজ্বিতঃ", এইরূপ হইবে।

কোনরূপ বিষয়াশা থাকে না, তিনি অনির্ব্বিচনীয় আনন্দ উপভোগ করেন এবং শারদনভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেন। তিনি প্রার্থনীয় [illegible]দের ন্যায় গম্ভীর অথচ প্রসন্ন (নির্ম্মল)। তিনি পরমানন্দরসে আপূর্ণ হইয়া আপনিই আপনাতে রমণ করেন, তিনি সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী সর্ব্বদা সন্তুষ্ট আলস্যশূন্য হইয়া অবস্থান করেন; তিনি পাপ, পুণ্য কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ১—৫। স্ফটিক মণিতে যেমন কোন বস্তুরই চিহ্ন সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তঃকরণ কর্ম্মফলসুখে বা দুঃখে আক্রান্ত হয় না। তিনি জনসমাজে বিহার করত কোনপ্রকারে শরীরের কোন স্থানে কর্ত্তিত হইলে ক্লেশবোধ অথবা নিজে কোন স্থানে পূজিত হইলে তজ্জন্য হর্ষবোধ কিছুই করেন না, ঠিক প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির ন্যায় সর্ব্বভাবে সর্ব্বকালে সমান হইয়া থাকেন। তিনি পূজ্য বলিয়া যদি কেহ তাঁহার পূজা করে, তাহা হইলে তিনি পূজকের প্রশংসা বা তাহার প্রতি সমধিক প্রীতিও প্রকাশ করেন না। যদি কেহ পূজা না করে, তাহাতেও তিনি নির্ব্বিকার অর্থাৎ তাহার প্রতি অণুমাত্রও অসন্তুষ্ট হন না। সর্ব্বপ্রকার আচার ও সর্ব্বপ্রকার নীতি পরিত্যাগ করিয়াও তিনি পরিত্যাগ করেন না—অর্থাৎ অনাসক্তভাবে অবুদ্ধিপূর্ব্বক যথাপ্রাপ্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মের পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহই উদ্বিগ্ন (আশঙ্কিত) হয় না, তিনিও কাহাকেও কোনরূপ শঙ্কা করেন না। তাঁহার আসক্তি, দ্বেষ, ভয় ও আনন্দ থাকিয়াও নাই। নিপুণবুদ্ধি কোন লোকেই সেই মহাত্মার অগাধ মহিমার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, অথচ তিনি এমনই সরলপ্রকৃতি যে, সামান্য বালকেরও বশীভূত হইয়া পড়েন। ৬—১০। হে রাজন্! তাদৃশ যোগী তনুত্যাগ করুন বা না-ই করুন, কিংবা কোন পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া দেহত্যাগ করুন অথবা চণ্ডালের বাড়ীতে দেহত্যাগ করুন না কেন, তিনি সেই প্রথম জ্ঞানলাভ হইতেই মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার সে প্রাপ্তমুক্তির কিছুতেই ব্যাঘাত হইবে না। কেননা, বন্ধের হেতু 'আমি",—ইত্যাকার ভ্রান্তির উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি, তাহা ত অগ্রেই হইয়া রহিয়াছে। যিনি ঐশ্বর্য্য-সুখ কামনা করেন, তিনি তাদৃশ মহাত্মাকে পূজা করিবেন, অভিবাদন করিবেন, ভক্তিপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া নমস্কার করিবেন। হে রাজন্! সংসাররোগমুক্ত জীবন্মুক্তগণ জ্ঞানমার্গ দ্বারা যে পরম পবিত্র পদ প্রাপ্ত হন, তাহা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থযাত্রা কিছুতেই পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবান্ মনু, মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, ইক্ষ্বাকুও তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিয়া স্থির অর্থাৎ মুক্ত হইলেন। ১১—১৫।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২২॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"হে আত্মবিদ্বর! হে ভগবন্! আপনি যেরূপ জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলিলেন, তাহাতে বিশেষ অপূর্ব্ব আর একটা কি বলিলেন? অর্থাৎ মণিমন্ত্রাদিসিদ্ধ ব্যক্তির যেমন খেচরত্বাদি সিদ্ধিরূপ বিশেষত্ব লাভ হয়, তদ্রূপ জীবন্মুক্তের বিশেষত্ব কি লাভ হইল? বশিষ্ঠ কহিলেন,—তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি মণিমন্ত্রাদিসিদ্ধ ব্যক্তির অপেক্ষা কোন অংশে বিশিষ্টতা লাভ করে—অর্থাৎ অন্য মণিমন্ত্রাদিসিদ্ধ ব্যক্তি আত্মতত্ত্বের কাছে পৌঁছিতে পারেন না; কিন্তু তত্ত্ববিৎ সেই আত্মতত্ত্বে সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত ও প্রশান্তভাবে অবস্থিত হন। বহু লোকেই তপস্যা, তন্ত্র ও মন্ত্রাদিবলে আকাশগমনাদিবিষয়ে সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা আর একটা অপূর্ব্ব বিষয় কি? তত্ত্ববিদ্ যে নিত্য নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর। অপূর্ব্বশব্দে যদি অন্য লোকে যাহা পায় নাই,—এরূপ অর্থ ধর, তাহাতেও মণিমন্ত্রাদিজনিত যে অণিমাদি সিদ্ধি, তাহা অপূর্ব্ব বলা যায় না, কেননা, তাহা পূর্ব্বেও অনেকে সাধন করিয়াছে, আর সকলের আত্মভূত তত্ত্বদর্শীর তাহা সাধন করিতে বাকী থাকে না, তত্ত্ববিদ্ যেহেতু সকলেরই আত্মস্বরূপ, এজন্য তত্ত্ববিদের তাহা অপরের প্রযত্নেই সিদ্ধ হইয়া যায়, তবে অন্য মণিমন্ত্রাদি সাধক হইতে তত্ত্ববিদের বিশেষ এই যে, তত্ত্ববিৎ কুত্রাপি আস্থা স্থাপন করেন না, তাঁহার মন বিষয়াসক্তিশূন্য ও নির্ম্মল, তিনি মূঢ়বুদ্ধির ন্যায় বিষয়ে আসক্ত হন না, তাঁহার মহতী বুদ্ধি কদাচ তুচ্ছবিষয়ে আকৃষ্ট হয় না। এক কথায়—তত্ত্ববিদের বিশিষ্টতা এই যে, তত্ত্ববিদের এই সংসাররূপ চিরন্তন ভ্রম একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে, সে জন্য তিনি সর্ব্বদা সুখী, তাঁহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ভয় প্রভৃতি বিপদ্ একেবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার মূর্ত্তি নিখিলধর্ম্মশূন্যব্রহ্মচিন্ময়ী, ইহাই তত্ত্ববিদের লক্ষণ। ১—৬।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৩।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন কোন (দুর্ম্মতি) ব্রাহ্মণ শূদ্রাসহবাসরূপ কুকর্ম্মে আসক্ত হইয়া ক্রমে নিজ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শূদ্রভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরও (আত্মাও) বুদ্ধ্যাদি সঙ্গনিবন্ধন ভোগাশাপ্রযুক্ত নিজ বিশুদ্ধ আনন্দময় পূর্ণ স্বভাব উপেক্ষা করিয়া জীবভাব অঙ্গীকার করিয়া বসেন। উপাধিপ্রাধান্যবশতঃ ভোগ্য ও উপহিতের প্রাধান্যবশতঃ ভোক্তা এই দ্বিবিধ ভূতই (ভোগ্য ও ভোক্তা এই দুই প্রকার ভূত) মায়া-বশোৎপন্ন দ্বিবিধ সংস্কারের অনুযায়ী হিরণ্যগর্ভরূপ আত্মার প্রথম স্পন্দ হইতে (গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায়) আবির্ভূত হইয়াছে, ফলতঃ উহা মিথ্যা, উহার বাস্তব কোন কারণই নাই। ভূতসকল ঈশ্বর হইতে আগত হইয়া আপন আপন দেহকৃত কর্ম্মের অনুসারেই পুনঃপুনঃ জন্মান্তর ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য জন্ম (দেহধারণ) ও কর্ম্ম পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবে গ্রথিত, তবে পরমপদ ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বপ্রথমে জীবসকলের যে আগমন, তাহা কারণশূন্য। পরে তাহাদের সুখ বা দুঃখ যাহা হয়, তাহার প্রতি কারণ তাহাদের স্ব স কর্ম্ম। কর্ম্মের প্রতি কারণ আত্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সঙ্কল্প। ১—৫। এইরূপে কারণপরম্পরার পর্য্যালোচনা করিলে সঙ্কল্পই সংসারবন্ধনের কারণ হইয়া পড়ে; অতএব তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর;—সঙ্কল্পশূন্যতাই মোক্ষ, এজন্য সঙ্কল্প যাহাতে না হয়, তাহার উপায় অভ্যাস করিতে থাক। সঙ্কল্পত্যাগের উপায় গ্রাহ্যগ্রাহকভেদত্যাগ; অতএব যাহাতে গ্রাহ্যগ্রাহকভেদ-ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হও। প্রতিনিয়ত যে সঙ্কল্পদশা চলিতেছে, ক্রমে তাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্রাহ্য বা

গ্রাহক এই দুই প্রকার ভাবনা হইতেই বিমুক্ত হও, অর্থাৎ না গ্রাহ্য, না গ্রাহক,—এইরূপ হইয়া থাক। ফল কথা—তুমি হৃদয়ে কোন প্রকার ভাবনা না রাখিয়া সব পরিত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তৎস্বরূপ হইয়া থাক। হে অনঘ! ইন্দ্রিয় অনবরত যে যে বিষয়ে নিপতিত হইতেছে, তাহাতেই অনুরাগ করিয়া আবদ্ধ হইতেছে, দৈবাৎ তাহাতে বিরক্ত হইলে, তাহা হইতে মুক্ত হইতেছে। এই সংসারমধ্যে তোমার কোন বস্তু প্রীতিকর যদি থাকে, ত তুমি বদ্ধ হইয়াই থাকিবে, না থাকে ত মুক্তই হইবে। ৬—১০। অতএব এই সংসারে তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবশরীর পর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক যত পদার্থ আছে, ইহার কিছুই তোমার প্রীতিকর—আসক্তিকর না হউক। তাহা হইলে পরে তুমি যাহা করিবে, যাহা আহার করিবে, যাহা হবন করিবে বা যাহা দান করিবে, প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কিছুরই কর্ত্তা বা ভোক্তা হইবে না, তুমি শান্ত, মুক্ত হইয়া থাকিবে। সাধুদিগের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা অতীতের জন্য অনুশোচনা করেন না ভাবী বিষয়েরও চিন্তা করেন না, কেবল উপস্থিত গ্রহণ করেন, (তাহাও বুদ্ধিপূর্ব্বক, ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে)। হে রাম! তৃষ্ণা, মোহ, মদপ্রভৃতি ভাবসমুদয় মনেতেই গ্রথিত থাকে অতএব তুমি জ্ঞানবান্ মন দ্বারা তাদৃশ অজ্ঞান মনকে উচ্ছেদ কর। তুমি অতিতীক্ষ্ণ লৌহ দ্বারা লৌহের ন্যায় বিবেকতীক্ষ্ণীকৃত মন দ্বারা উক্ত অজ্ঞ মনকে ছেদন কর, তাহা হইলে সমুদয় ভ্রান্তির একেকালে শান্তি হইয়া যাইবে। ১১—১৫। যাঁহারা মলক্ষালনে নিপুণ, তাঁহারা মল দ্বারাই মলক্ষালন করিয়া থাকেন। অস্ত্র দিয়া অস্ত্র নিবারণ, বিষ দিয়া বিষনিবারণ, এইরূপ সজাতীয় বস্তুর দ্বারা স্বজাতীয় বস্তুর নাশ যথেষ্ট দেখা গিয়া থাকে। জীবের রূপ ত্রিবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরম, তন্মধ্যে প্রথম দুইটি পরিত্যাগ কর, চরম যে পরম রূপ, তাহাই গ্রহণ কর। এই যে হস্তপদাদিমান্ দেহ, ইহা কেবল ভোগের জন্যই নৃত্য করিতেছে, ভোগের নিমিত্তই জীব এই স্থূলরূপ (দেহ) ধারণ করিতেছে। হে রাম! সঙ্কল্পময় আকারে জীবের যেরূপ অসংসার হইয়া আসিতেছে, তুমি সেই রূপকে চিত্ত বা আতিবাহিক দেহ বলিয়া জানিও। আর যাহার আদি অন্ত কিছুই নাই, নির্বিকল্প সত্য চিন্মাত্র বিশ্বের সত্তাস্ফুরণকারী, জীবের সেই রূপকে তুমি তৃতীয় পরমরূপ বলিয়া জানিও। ১৬—২০। জীবের এইরূপই বিশুদ্ধ ও তুরীয়পদ নামে অভিহিত। হে রাম! তুমি পূর্ব্বরূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, দেখিও যেন পূর্ব্বরূপদ্বয়ে আত্মবুদ্ধি করিয়া বসিও না। রাম কহিলেন,—'হে মুনিনায়ক! আপনি যে তুরীয়াবস্থার কথা বলিলেন, ঐ তুরীয়াবস্থা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থায় থাকিলেও তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, অতএব উহা আমি বুঝিতে পারি নাই, আপনি উহা আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিন।" বশিষ্ঠ কহিলেন, "অহন্তাব (জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিক্ষেপ) ও অনহন্তাব (সুষুপ্তি-দশায় তাহার মূলীভূত বিক্ষেপ) অর্থাৎ ব্যষ্টিভূত জীবোপাধিদ্বয় এবং সমষ্টিভূত জীবোপাধিদ্বয় (যাহা সৎ ও অসৎ নামে বিখ্যাত) পরিত্যাগ করিলে অসক্ত সম স্বচ্ছ যে বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই তুরীয় বা তুর্য্য বলা হয়। জীবন্মুক্তের যে অবস্থায় স্বচ্ছ শান্ত সমতা উদিত হয় এবং ব্যবহারদশায় যাহাতে সাক্ষীভাবে অবস্থিতি হয়, তাহাই তুরীয়াবস্থা। এই তুরীয়াবস্থা জাগ্রৎও নহে, স্বপ্নও নহে, কেন না ইহাতে সঙ্কল্প থাকে না, সুষুপ্তি অবস্থাও বলা যাইতে পারে না, কারণ সুষুপ্তি অবস্থাকালীন যে জড়তা (অজ্ঞান) তাহাও এ তুরীয়াবস্থায় থাকে না। ২১—২৫। এই তুরীয়াবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, যথাস্থিত এই জগৎ শান্ত জ্ঞানবাধিত হইয়া যায়; এইরূপ জগতের বিলয়াবস্থা জ্ঞানীদিগেরই হইয়া থাকে, অজ্ঞানীদিগের নিকট জগৎ স্থির থাকে। যখন অহঙ্কার-কলার ত্যাগ হয়, চিত্ত বিশীর্ণ (১) হইয়া যায়, সমতা আসিয়া উদিত হয়; সেই সময়েই এই তুরীয়াবস্থা উপস্থিত হয়। হে বিবুধোপম! এই বিষয়ে তোমার নিকট একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর। এই দৃষ্টান্তের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে তুমি বোধপ্রাপ্ত হইবে।—একদা এক বিজনকাননে কোন মুনি বাহ্যচেষ্টাশূন্য হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যাধ, বাণবিদ্ধ হইয়া পলায়মান মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মুনিবর! আমার নিক্ষিপ্ত শরে বিদ্ধ হইয়া একটী মৃগ এইদিকে আসিয়াছে, সেই মৃগটী এস্থান দিয়া কোনদিকে গেল, বলিতে পারেন?" মুনি তাহাকে উত্তর দিলেন, "হে সাধো! আমারা সর্ব্বত্র সমান ব্যবহারকারী বনবাসী। যাহাতে আমরা বাহ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, এরূপ অহঙ্কার আমাদের নাই,—অর্থাৎ বাহ্য কার্য্য আমাদের এক্ষণে অনভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। হে সখে! আমাদের মনই এক্ষণে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকে। অহঙ্কারময় মন আমাদের একেবারে গিয়াছে, এক্ষণে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি-নামক কোন দশাই জানি না, তুরীয়াবস্থায় অবস্থান করিতেছি। সে অবস্থায় কোনও দৃশ্য বস্তু নাই।" হে রাঘব! সেই ব্যাধ মুনিনাথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অভিমতস্থানে গমন করিল। হে মহাবাহো! এই জন্যই বলিতেছি, তুরীয়দশা ভিন্ন আর কোন দশাই নাই, নির্বিকল্পা চিতিকেই তুরীয়দশা বলা হয়, সেই তুরীয়দশাই সত্য, অপর সব মিথ্যা। চিত্তের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয়কে যথাক্রমে ঘোর, শান্ত ও মূঢ় বলা হয়। তন্মধ্যে জাগ্রন্ময় চিত্তকে ঘোর, স্বপ্নময়কে শান্ত ও সুষুপ্তিভাবাপন্ন চিত্তকে মূঢ় বলা হয়। এই ত্রিবিধ অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারিলে চিত্ত মৃত হয়। ঐ মৃতচিত্তে সত্ত্ব নামে যে সম এক বস্তু থাকে, সকল যোগীরাই সেই বস্তুকে পাইবার নিমিত্ত যত্ন করেন। ভেদজ্ঞানবিহীন মহাত্মা মুনিগণ সর্ব্বদা মুক্ত হইয়া যে অবস্থায় অবস্থান করেন, তুমি নিখিল সঙ্কল্পবিলাসনির্ম্মুক্ত সেই তুরীয়পদে নিরাময় হইয়া অবস্থান কর। ২৬—৩১।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৪॥

(১) তুরীয়াবস্থাতেও জীবের দেহ থাকে, তৎকালে জীব জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়, তখনও সে জাগ্রৎ ও ব্যবহারদশা-গ্রস্ত থাকে; সুতরাং তখন চিত্ত বিশীর্ণ হয় কিরূপে? এই সন্দেহ নিবারণার্থ বশিষ্ঠ পরে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তই এই যে, নিখিল বস্তুই শূন্যভ্রান্তি; অবিদ্যাও নাই, মায়াও নাই, আছেন কেবল শান্ত ব্রহ্ম; সর্ব্বশক্তিমান্ স্বচ্ছ সমসমাত্মা একমাত্র শান্তব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কেহ কেহ ইহাতে আবার "কিছুই নাই, সব শূন্য," এইরূপে শূন্য বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন, একমাত্র "বিজ্ঞানই বিদ্যমান, আর সব মিথ্যা।" কেহ বা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন।—এইরূপ নানা মত অবলম্বন করিয়া বাদীরা পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে। হে অনঘ! তুমি এ সমুদয় ছাড়িয়া দিয়া মননবর্জ্জিত প্রশান্তবুদ্ধি ক্ষীণচিত্ত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া মহামৌনী হও। তুমি আপনাতে আপনি পূর্ণধী হইয়া, মূক, অন্ধ, বধিরের ন্যায় সর্ব্বদা অন্তর্মুখবৃত্তিযুক্ত শান্ত হইয়া আত্মাতেই অবস্থান কর। ১—৫। হে রাঘব! তুমি জাগ্রদবস্থাতেই সুষুপ্তিস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, অন্তরে সর্ব্বপরিত্যাগী হইয়া বাহিরে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম সম্পাদন কর, চিত্তের সত্তাই পরম দুঃখ, চিত্তের অসত্তাই পরম সুখ, অতএব তুমি অভাবনবলে চিত্তকে ক্ষয় করিয়া একমাত্র চিন্ময়াত্মা হও। বাহ্য রমণীয় বস্তু অরমণীয় জ্ঞান করিয়া ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাক। এইরূপে তোমার আত্মচেষ্টাতেই সংসারজয় সিদ্ধ হইবে। সুখ, অসুখ বা সুখাসুখ কিছুই চিন্তা করিবে না। এইরূপ আত্ম-যত্নেই তুমি দুঃখ নাশ করিতে পারিবে।" তত্ত্ববিৎ অন্তরে পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় অমৃতময় হইয়া পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন। তিনি ত্রিভুবনের সারবস্তু আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করত বাহ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াও করেন না (অর্থাৎ তাহার অনুভব করেন না)। ৬—১০।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"ভগবন্! আপনি যে সপ্তপ্রকার যোগ-ভূমিকার কথা বলিলেন,—উহার অভ্যাস হয় কিরূপে? এবং ঐ প্রত্যেক ভূমিকায় যোগীর লক্ষণ কিরূপ হইতে থাকে? তাহা আমাকে বিশদ করিয়া বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—প্রথমতঃ পুরুষ দুই প্রকার, প্রবৃত্ত এবং নিবৃত্ত, যে স্বর্গলাভের জন্য ব্যগ্র, সে প্রবৃত্ত, যে মোক্ষাভিলাষী, সে নিবৃত্ত; ক্রমে ইহাদের লক্ষণ পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। "মুক্তি আবার কি? ভোগপূর্ণ এই সংসারই আমার বহুমত"—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যে নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম করিতে থাকে, তাহাকে প্রবৃত্ত বলা হয়। প্রচণ্ড বাত্যায় উদ্বেল সাগরজলের মধ্যবর্ত্তী কূর্ম্ম যেমন অভিভয়ে ঘন ঘন গ্রীবাদেশ উদরমধ্যে প্রবিষ্ট ও নির্গত করিয়া থাকে, সেইরূপ (সেই কূর্ম্মগ্রীবার ঘন ঘন প্রবেশ ও নির্গমের ন্যায়) বহুজন্মের পরে (অনেকবার সংসারে গতায়াতের পর) পুরুষ বিবেকবান্ হইয়া স্থির বুদ্ধিতে ভাবিতে থাকে, "এই সংসার অসার, ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই; পর্য্যুষিত (যাহা পূর্ব্বে অনেকবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে) কর্ম্মসকলেই বা আমার কি প্রয়োজন? তাহাতে কেবল বৃথা দিনক্ষয় করা হয়। যাহাতে কর্ম্মের ফল-স্বরূপ উৎপত্তি মৃত্যু প্রভৃতি বিকার নাই, এমন পরম বিশ্রান্তি কি আছে? অর্থাৎ সেইরূপ বিশ্রান্তি এক্ষণে আমার আবশ্যক হইয়াছে, যে পুরুষ বিবেকবলে অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করিতে পারিয়াছে, তাহাকে নিবৃত্ত বলা হয়। ১—৫। সাধুবুদ্ধি বিবেকী মানব যখন "আমি বৈরাগ্যবান্ হইয়া কিরূপে সংসার-সাগর পার হইব?" এইরূপ বিচার করিতে থাকে, তখন হইতেই সে দিন দিন ভোগচিন্তা হইতে বিরত হইতে থাকে, যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, এইরূপ সৎকর্ম্ম (শৌচ সৎসঙ্গ ঈশ্বরোপাসনাদি) করিতে থাকে, এইরূপ সৎকর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় তৃষ্ণাক্ষয় হইলে দিন দিন পরম সন্তোষলাভ করিতে থাকে। তাদৃশ ব্যক্তি গ্রাম্য জড়চেষ্টাকে সর্ব্বদা ঘৃণা করেন, পরের মর্ম্মোদ্ঘাটন করেন না, সর্ব্বদা পুণ্যকার্য্য করিতে থাকেন। যাহাতে মনের কোন প্রকার উদ্বেগ না হয়, এরূপ মৃদু অর্থাৎ অল্পায়াসসাধ্য কর্ম্ম (যমনিয়মাদি) করিতে থাকেন, পাপকার্য্য হইতে সতত ভীত হন, বিষয়ভোগের অপেক্ষা একেবারেই করেন না। ৬—১০। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া, যাহাতে কাহারও উদ্বেগ বা কোন কষ্ট না হয়, এইরূপ স্নেহ ভালবাসাপূর্ণ উচিত কথা, লোককে বলিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত সাধু—প্রথম ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে, তিনি কায়মনোবাক্যে সাধুজনের সেবা করেন। তিনি যে কোন স্থান হইতে সেই সাধুদিগের সেবানুকূল ধনাদি আনিয়া তদ্দ্বারা সাধুদিগের সেবা করত তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞানশাস্ত্রের কথা শ্রবণ করেন। সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার আশয়ে যিনি এইরূপ বিচারবান্ হইয়াছেন, তিনিই যোগভূমিকায় পদার্পণ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অপরে যদি অধ্যাত্মশাস্ত্রের কথা লইয়া থাকে, ত তাহাকে লোক ঠকাইয়া স্বার্থসাধনকারী প্রতারক বলিয়া জানিবে। (এই প্রথমা ভূমিকার শুভেচ্ছা, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।) তাহার পরে বিচারনাম্নী দ্বিতীয় যোগভূমিকায় উপনীত হইয়া, শ্রুতি, স্মৃতি, ও সদাচার, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কর্ম্মসমূহের ব্যাখ্যাকর্ত্তা সৎপণ্ডিতের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ১১—১৫। তাদৃশ সুপণ্ডিতের নিকটে থাকিয়া পদ ও পদার্থ-শাস্ত্রসমূহের মর্ম্ম ও বিভাগ অবগত হইয়া তাঁহার নিকট শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিয়া নূতন গৃহস্থ যেমন কোন গৃহস্থের নিকট হইতে গৃহস্থালীকর্ম্ম সমুদয় জানিয়া লয়, সেইরূপ কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য তাহার নির্ণয় করিয়া লন। আন্তরিক মদ, মান, মাৎসর্য্য, লোভ প্রভৃতি ও পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছেন, তবে লোকমর্য্যাদা রক্ষার্থ (লোক ব্যবহারার্থ) বাহিরে যাহা কিছু ছিল (উক্ত মদ-মানাদি), তাহাও ক্রমে অহির বাহত্বকের ন্যায় পরিত্যাগ করেন। এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তিনি শাস্ত্র, গুরু ও সজ্জনের সেবা করত সমুদয় শাস্ত্রের যথাযথ মর্ম্মার্থ অবগত হন। তাহার পরে কাণ্ড যেমন কোমল পুষ্পশয্যায় (সুখে) শয়ন করে, সেইরূপ অসংসঙ্গ-নাম্নী তৃতীয়া যোগভূমিকায় অনায়াস প্রাপ্ত হন। তাহার পরে শাস্ত্রার্থে (শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সত্যবস্তুতে) যথাযথ নিশ্চলভাবে বুদ্ধি স্থাপন করিয়া শিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক তপস্বীর আচারে থাকিয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলাপে সংসারের নিন্দায় ও বৈরাগ্য-অভ্যাসে বিশাল আয়ুঃ ক্ষেপণ করিতে থাকেন। ১৬—২১। এইরূপ রীতিযুক্ত

হইয়া বনবাসবিহারে চিত্তের উপশমহেতু শোভমান অসঙ্গ সুখে কালযাপন করেন। এইরূপে সাধুশাস্ত্রের অভ্যাসে ও পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে জীবের বস্তুদৃষ্টি (আত্মদর্শনশক্তি) নির্ম্মল হইয়া উঠে। এই তৃতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ববিৎ দুইপ্রকার অসংসঙ্গ অনুভব করিতে থাকেন, দুইপ্রকার অসংসঙ্গ কি কি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।—অসংসঙ্গ সামান্য ও শ্রেষ্ঠভেদে দ্বিবিধ। "আমি কর্ত্তা নহি, ভোক্তা নহি, (কাহারও) বাধ্য নহি. কাহারও বাধক নহি" ইত্যাকার ধারণা করিয়া বাহ্য বস্তুতে যে অনাসক্ত তাহাকে সামান্য অসংসঙ্গ কহে। ২২—২৫। 'সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু হয়, সমস্তই প্রাক্তন কর্ম্ম কর্ত্তৃক কৃত এবং ঈশ্বরের অধীন। এবিষয়ে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, এই বিপুল ভোগরাশি, ইহা একটা সঙ্কট রোগস্বরূপ, সম্পদ্‌ও বিষম আপৎস্বরূপ। এই যে আত্মীয়জনের মিলনজনিত সুখ, ইহাই আবার বিয়োগদুঃখের হেতু, সুতরাং ইহাকে সুখ বলা যায় না, ইহা বুদ্ধির এক প্রকার পীড়া, অথবা মনোব্যাধা। কাল সমুদয় বস্তুকে সতত আপনার কবলে আনিবার জন্য চেষ্টিত হইতেছে।"—এই প্রকার ধারণায় অনিত্যবোধে সমুদয় বিষয়ের প্রতি অনাস্থাপূর্ব্বক যে ভাবনাত্যাগ, তাহাকে সামান্য অসংসঙ্গ বলা হয়। ঈদৃশ ভাবনাকালে যোগীর মন শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সত্যবস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাতেই লগ্ন থাকে। অসাধুসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসংসর্গে এইরূপ ক্রমিক যোগাভ্যাসে থাকিয়া শ্রবণমননাত্মক আত্মজ্ঞানোপায় প্রয়োগ করিতে হইবে। ২৬—৩৪। আপনার চেষ্টাসাধ্য নিয়ত এইরূপ অভ্যাসযোগে আত্মবস্তু করস্থ আমলকী ফলের ন্যায় সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়েন, সংসারসাগরের পরপারবর্ত্তী পরমকারণ সারবস্তু আত্মতত্ত্ব এইরূপে আপনার প্রত্যক্ষ হইয়া পড়েন। তৎপরে "আমি কর্ত্তা নহি, ঈশ্বরই কর্ত্তা, পূর্ব্বকৃত বা ইদানীং ক্রিয়মাণ কোন কর্ম্মই আমার নাই"—এই প্রকার শব্দার্থভাবনাও দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত মৌন (বাক্য মন আদির চেষ্টাশূন্য)-ভাবে যে অবস্থান তাহাকে শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ কহে। যখন চিত্ত কি অন্তরে, কি বাহিরে, কি ঊর্দ্ধদেশে, কি অধোদেশে, কি কোন দিকে, কি আকাশে, কি কোন পদার্থে, কি কোন অপদার্থে, কি জড়ে, কি চিদাভাসে কোন বিষয়েই অবস্থিত থাকে না, কেবল শান্ত কান্ত স্বপ্রকাশ আকাশের ন্যায় প্রকাশাবরণশূন্য চিদ্রূপে অবস্থান করে, তখনকার সেই অবস্থাকে শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ বলা হয়। সন্তোষ যাহার সৌরভ, সৎকর্ম্ম যাহার নির্ম্মলপত্র, চিত্তরূপ নালাগ্রে যাহার অবস্থিতি, বিঘ্ন যাহার নালসংলগ্ন কণ্টক, সেই বিবেকরূপ কমল অন্তঃকরণে উৎপন্ন হইয়া বিচারসূর্য্যের উদয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে এই অসংসঙ্গনাম্নী তৃতীয়ভূমিকারূপ ফল ধারণ করিয়া থাকে। ৩৯—৩৭। শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সহবাসে পুণ্যকর্ম্মের সঞ্চয়ে কাকতালীয়যোগে প্রথম যোগভূমিকার আবির্ভাব হয়। সুধার অঙ্কুরের ন্যায় আবির্ভূত হইবামাত্রই ঐ যোগভূমিকাকে বিবেক-সলিলের দ্বারা সিঞ্চন করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়। শুভেচ্ছানাম্নী প্রথমা ভূমিকা সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে যে সাধনের সাহায্যে আবির্ভূত হয়, কৃষীবল যেমন জলসেকে বৃক্ষাদির অঙ্কুরকে বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ বিচারবলে সেই সাধনকেই অগ্রে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইরূপে একটা ভূমিকা বর্দ্ধিত হইলে ক্রমে অন্যান্য ভূমিকাসকল আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। চেষ্টা এইরূপ সমভাবে থাকিলে প্রথম ভূমিকা হইতে তৃতীয় ভূমিকায় আপনিই আরূঢ় হওয়া যায়। পূর্ব্বে যে শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গের কথা বলিলাম, উহা এই তৃতীয় ভূমিকাতেই হইয়া থাকে। এই ভূমিকায় অধিরূঢ় পুরুষ সমুদয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে। রাম কহিলেন,—ভগবন্। তাহা হইলে পরে যে ব্যক্তি অসৎকুলজাত মূঢ় এবং যোগিসঙ্গ লাভ করিতে পারে নাই, তাহার উদ্ধারের উপায় কি? হে ভগবন্! আমার আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে, যদি প্রথম ভূমিকায়, দ্বিতীয় ভূমিকায় বা তৃতীয় ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ গতি হয়? বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে ব্যক্তি মূঢ় অসৎকুলজাত দোষী, তাহারও সাধুসংসর্গ না ঘটিলেও আপনা-আপনি বিচারবলে বৈরাগ্যের উদয় হইলে ক্রমে ভূমিকায় আরোহণ হইতে পারে। বৈরাগ্যোদয়ই ভূমিকাপ্রাপ্তির হেতু, যাহার শত জন্ম ধরিয়া আত্মবিচার ও সাধুসঙ্গেও বৈরাগ্যের উদয় হয় না, সে মূঢ় ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় নাই, সে চিরকাল সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের উদয় হইলে অবশ্যই ভূমিকাপ্রাপ্তি ও তদ্দ্বারা সংসারনাশ হইবেই, ইহা শাস্ত্রের সারমর্ম্ম। ৩৮—৪৬। আর যে ব্যক্তি যোগভূমিকায় আরূঢ় হইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে সে যতটুকু ভূমিকায় আরূঢ় হইয়াছিল, তদনুসারে তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষয় হয়, সেই পাপক্ষয়ের ফলে সে স্বর্গবাসী হইয়া অপ্সরার সহিত বিমান, লোকপালপুরী, সুমেরু-পর্ব্বতস্থ উপবন কুঞ্জ প্রভৃতি রমণীয় স্থানে বিহার করিয়া বেড়ায়। এইরূপে তাহার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম, সুকর্ম্ম ও ভোগজাল সমুদয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, মর্ত্যলোকে শ্রীমান্ গুণবান্ পবিত্রাত্মা সাধুজনের ভবনে যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৪৭—৫০। এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত যোগই অবলম্বন করে, পূর্ব্বজন্মে যে কয় ভূমিকা অভ্যস্ত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া যথাক্রমে তৎপরবর্ত্তী ভূমিকায় অধিরূঢ় হইতে থাকে। হে রাম! এই প্রথম ভূমিকাত্রয়কে জাগ্রৎ বলা হয়, উহাকে জাগ্রৎ বলার কারণ এই যে, ঐ সময়ে বাহ্যবস্তুর যথাযথ ভেদজ্ঞান থাকে। উহাতে কেবল যোগীদিগের আর্য্যভাব সমুদিত, যে আর্য্যভাব সন্দর্শন করিয়া মূঢ়বুদ্ধিরাও মুমুক্ষু হইতে ইচ্ছা করে। যিনি পর্য্যাপ্তভাবে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, অকর্ত্তব্য কার্য্য একেবারে করেন না অথচ সামান্য লোকের ন্যায় ব্যবহারী হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আর্য্য বলা হয়। যিনি শাস্ত্র ও নিজ কুলাচারের অনুসরণ করিয়া আপনার মনোমত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে আর্য্য বলা হয়। ৫১—৫৫। প্রথম ভূমিকায় যোগীর আর্য্যভাবের অঙ্কুর দেখা যায়, দ্বিতীয় ভূমিকায় তাহা বিকাস প্রাপ্ত, তৃতীয় ভূমিকায় তাহা ফলে পরিণত হয়। যে যোগী ঈদৃশ আর্য্যভাবসম্পন্ন হইয়া মৃত হন, তিনি আপনার শুভসঙ্কল্পসঞ্চিত ভোগ সকল বহুদিন ভোগ করিয়া পুনরায় যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। *প্রথম ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাসে অজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানের উদয় হয়, চিত্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পূর্ণস্বচ্ছভাব ধারণ করে। তাহার পরে চতুর্থী ভূমিকায় উপনীত যোগীগণ সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ বিভাগশূন্য অনাদি অনন্ত এক বস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন। তখন তাঁহাদের নিকট দ্বৈতভাব একেবারে দূরে যায়, অদ্বৈত ভাব আসিয়া স্থিরতর হইয়া উঠে, চতুর্থ ভূমিকারূঢ় যোগিগণ লোকসমূহকে স্বপ্নের ন্যায় অবলোকন করেন।

* প্রথম ভূমিকাত্রয়কে জাগ্রৎ বলা হইয়াছে, এই

চতুর্থী ভূমিকাকে স্বপ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কারণ সে অবস্থায় সব স্বপ্নবৎ দেখা যায়। পরে শরৎকালের মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান সে স্বপ্নবৎ ভাবও বিলীন হইয়া গেলে, যোগী ক্রমে মেঘনির্ম্মুক্ত শারদাকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ চিন্মাত্র স্বভাব প্রাপ্ত হন। এইরূপে পঞ্চ ভূমিকায় উপনীত যোগী চিৎসত্তামাত্রে অবশিষ্ট হন। ঐ পঞ্চমী ভূমিকাকে সুষুপ্তিদশা নামে অভিহিত করা হয়; কারণ তৎকালে নিখিল ভেদজ্ঞান প্রশান্ত হইয়া যাওয়ায় যোগী মাত্র অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হন, দ্বৈতভাব বিগলিত হওয়ায় যোগী তখন অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। পঞ্চম ভূমিকাপ্রাপ্ত যোগী সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় আনন্দঘন হইয়া অবস্থান করেন। তিনি বাহিরের কর্ম্ম করিতে থাকিলেও সর্ব্বদা অন্তর্বৃত্তি হইয়া থাকেন। তিনি পরিশান্তভাবে অবস্থান করায় সর্ব্বদা নিদ্রালু ব্যক্তির ন্যায় লক্ষিত হন। এই ভূমিকাতেই তিনি অভ্যাসবলে বাসনাক্ষয় করেন। ৬১—৬৫। তাহার পরে তিনি ষষ্ঠী ভূমিকায় অধিরূঢ় হন, সেই ভূমিকার নামান্তর তুরীয়, যে ভূমিকায় "আমি না সৎ, না অসৎ, না আমি, না অনহঙ্কার"—এইরূপ জ্ঞান হয়। সে অবস্থায় মননক্ষয় হওয়ায় দ্বিত্ব একত্ব বিভাগ হইতে নির্ম্মুক্ত হন। তৎকালে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ও সমুদয় সংশয় অপনীত হয়, সব ভাবনা দূরে যায়, যোগী তখন জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি একেবারে নির্ব্বাণ না হইলেও সর্ব্বদা পটচিত্রিত প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া থাকেন, তৎকালে তিনি আকাশস্থিত শূন্য কলসের ন্যায় ভিতরেও শূন্য বাহিরেও শূন্য হইয়া থাকেন, আবার সাগরের অন্তর্নিমজ্জিত পূর্ণ কলসের ন্যায় ভিতরেও পূর্ণ ও বাহিরেও পূর্ণ হইয়া অবস্থান করেন। তখন তিনি যেন কি একটা অভূতপূর্ব্ব বস্তু হইয়া পড়েন অথচ কিছুই হন না। এইরূপে ষষ্ঠ ভূমিকায় অবস্থান করিয়া যোগী ক্রমে সপ্তমী ভূমিকায় আরোহণ করেন, সপ্তমী ভূমিকায় অধিরূঢ় হইয়া একেবারে বিদেহমুক্ত হন। ৬৬—৭০। এই সপ্তমী ভূমিকার অবস্থা বাক্যের অগম্য (কথায় ইহা প্রকাশ করা যায় না) এই অবস্থা সংসার ভূমির সীমা। এই অবস্থাকে কেহ শিব বলিয়া থাকেন, কেহ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, কেহ প্রকৃতিপুরুষের একীভাবে অবস্থিতি বলিয়া থাকেন, এইরূপ অপরেও নিজ নিজ কল্পনা অনুসারে অন্য অন্য প্রকারে অভিহিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ এই অবস্থা কোনরূপে কথায় বুঝান যাইতে পারে না, তবে যে কোন প্রকারে লোককে বুঝান হয় মাত্র। হে রঘুত্তম! তোমার নিকটে এই সপ্তপ্রকার ভূমিকার কথা বিশ্লেষ করিয়া বলিলাম। এই ভূমিকাসকল ক্রমে অভ্যস্ত হইলে আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। মৃদুমন্দগামিনী অতিমদমত্তা এক করিণী আছে, তাহার দন্তদ্বয় অতিবৃহৎ, সে সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে উদ্যত। যুদ্ধ করিয়া সে ঘোর অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, নর যদি সেই করিণীকে বধ করিতে পারে, তাহা হইলে এই সমগ্র ভূমিকার জয়ী হইতে পারে। ৭১—৭৫। সেই মদমত্তা করিণীকে যে পর্য্যন্ত বলে জয় করা না যায়, সে পর্য্যন্ত কে সংগ্রাম ভূমিতে সুযোদ্ধা বলিয়া পরিচিত হইতে পারে? রাম কহিলেন,—"ভগবন্! ঐ করিণী কে? ঐ সংগ্রাম ভূমিই বা কি? আর ঐ করিণীকে কিরূপেই বা নিহত করা যায়? কোথায় বা ঐ করিণী ক্রীড়া করে, তাহা আমাকে খুলিয়া বলুন।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! "ইহা আমার হউক", এইরূপ ইচ্ছাকেই আমি করিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, ঐ ইচ্ছাকারিণী উন্মত্ত হইয়া, শরীরকাননমধ্যে বিবিধ প্রকারে উল্লাস করিয়া বেড়ায়। মত্ত ইন্দ্রিয়সকল উহার শাবক; সুমধুর বাগ্‌ভঙ্গী উহার বৃংহিত, শুভ অশুভ কর্ম্ম উহার দশনযুগল, সর্ব্বতঃপ্রসারী বাসনাসমূহ উহার মদ, ঐ মদমত্তকরিণী মনোরূপ গহনকাননে সংলীন হইয়া থাকে। ৭৬—৮০। হে রাম! এই পরিদৃশ্যমান সংসার ঐ করিণীর সংগ্রামভূমি, নরগণ এই সংগ্রামভূমিতেই পুনঃপুনঃ জয় পরাজয় লাভ করিয়া থাকে। এই ইচ্ছারূপিণী হস্তিনী অধম জীবসমূহকে বিদলিত করিতেছে, চিত্তকোষগত বাসনা, চেষ্টা, মন, চিত্ত, সঙ্কল্প, ভাবনা ও স্পৃহা এগুলি ঐ করিণীর নামান্তর। ধৈর্য্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে, অবলীলাক্রমে বিচরণকারিণী এই সর্ব্বময়ী ইচ্ছাকরিণীকে সর্ব্বপ্রকারে পরাজয় করা উচিত। "ইহা এই বস্তু, ইহা, অন্য বস্তু," এইরূপ ভেদজ্ঞান যতদিন অন্তরে বিরাজমান থাকে, ততদিন এই বিষম কুসংস্কাররূপ বিসূচিকা বিদ্যমান থাকে। "আমার ইহা হউক", এইরূপ বাসনাময় মন যত দিন থাকিবে, এই সংসার ততদিন থাকিবে। এই মনের উপশান্তি হইলেই মোক্ষ, অধ্যাত্মশাস্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ৮১—৮৫। ইচ্ছাশূন্য নির্ম্মল মনেই দর্পণে তৈলবিন্দুর ন্যায়, নির্ম্মলতাসম্পাদিকা নির্ম্মলা উপদেশবাণী কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বাহ্যবিষয়স্মৃতি রহিত করিলেই ইচ্ছারূপ সংসারাঙ্কুর নষ্ট হইয়া যায়, পুনর্ব্বার যদি কখন ইচ্ছা অঙ্কুরিত হয় অমনি তখনই ঐ অনর্থকারিণী ইচ্ছাকে ছেদন করিয়া ফেলিবে। বাহ্যবস্তুর অভাবনরূপ অস্ত্র দ্বারা বিষাঙ্কুরসম ঐ ইচ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তন করা উচিত। ইচ্ছারঞ্জিত জীব কখনই দীনভাব হইতে মুক্ত হয় না। ভিতরদিকে চিত্তের তূষ্ণীম্ভাবে (ব্যাপারশূন্য হইয়া) যে অবস্থান, তাহাই অসংবদনের চেষ্টা—অর্থাৎ চিত্তকে এইরূপ নির্ব্ব্যাপার করিতে পারিলে বাহ্যবস্তুর বিস্মৃতি আপনিই ঘটে। চিত্তের এবম্বিধ অবস্থা প্রথমে অবহিত হইয়া সাধন করিতে হয়, পরে তাহা অভ্যস্ত হইয়া গেলে অবধানের প্রয়োজন হয় না, তখন স্বতঃই মৃতদেহের ন্যায় চিরনিদ্রিত হইয়া যায়। হে রাম! তুমি প্রত্যাহাররূপ বড়িশ দ্বারা ইচ্ছারূপিণী মাতঙ্গিনীকে বন্ধন কর, সাধুগণ "ইহা আমার হউক," এইরূপে বিষয়ের দিকে চিত্তের অনুধাবনকেই কল্পনা বলিয়াছেন। ৮৬—৯০। বাহ্যবস্তুর অভাবনই কল্পনাত্যাগ নামে অভিহিত হয়। হে রাম! তুমি স্মৃতিকেই সঙ্কল্প ও অস্মৃতিকেই শিব বলিয়া জানিও, তবে সঙ্কল্প ও স্মৃতিতে বিশেষ এই যে, স্মৃতি পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের হয়, আর পূর্ব্বে যাহা অনুভূত নহে, তাহারই সঙ্কল্প হয়। হে মহামতে! তুমি অনুভূত স্মৃতি ও অননুভূত সঙ্কল্প এই দুইটাই বিস্মৃত হইয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। এই যে আমি বাহু উত্তোলন করিয়া এত চীৎকার করিতেছি, বোধ হয়, ইহা কেহই শুনিতেছে না, (শুনিলে অবশ্যই ফললাভ করিত) আমি ভূয়োভূয় সকলকে বলিয়া রাখিতেছি যে, সঙ্কল্প না করাই পরম মঙ্গল; অতএব সঙ্কল্পত্যাগ বিষয়ে লোকে চেষ্টা করিতেছে না কেন? সঙ্কল্পত্যাগ আর কিছুই নহে, তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেই তাহা সিদ্ধ হয়, তূষ্ণীভূত হইয়া সঙ্কল্পত্যাগ করিলেই সেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে রাম! সেই পরমপদ প্রাপ্তির নিকটে সাম্রাজ্যলাভ তৃণের ন্যায় বৎ সামান্য। ৯১—৯৫। সঙ্কল্পত্যাগে যে দেহস্পন্দও লোপ করিতে হয়, তাহা নহে, পথিকের বিদেশ-গমনকালে যে পদস্পন্দ, তাহাতে যেমন কোন সঙ্কল্প নাই, সেইরূপ

আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে যে শরীরস্পন্দ, তাহা সঙ্কল্প না থাকিলেও হইতে পারে। অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, সঙ্কল্পই পরম বন্ধন, সঙ্কল্পশূন্যতাই মোক্ষ। অতএব হে রাম! তুমি সমস্তই শান্ত, অজ, অনন্ত, ধ্রুব, অব্যয়, যথার্থ চিদ্রূপ জ্ঞান করিয়া শান্তভাবে যথাসুখে অবস্থান কর। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাদৃশ সমস্ত ভেদ-বিস্মৃতই জীবব্রহ্মের একতারূপযোগ বলিয়া জানেন। অতএব তুমি বাসনাশূন্য হইয়া ঈদৃশ যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে থাক। যদি সমাধিমগ্ন হও, ত কর্ম্ম করিও না। বুধগণ বাহ্যবস্তুর বিস্মৃতিপূর্ব্বক যথার্থ চিত্তক্ষয়কেই যোগ বলিয়া জানেন। অতএব তুমি অত্যন্ত তন্ময় (ব্রহ্মময়) হইয়া যেরূপ হও, তাহাই থাক। হে রাম! শিব, শান্ত, সর্ব্বগত, অজ,বোধাত্মক, এক ব্রহ্ম ভাবনাকেই সর্ব্বত্যাগ বলা হয়, তুমি সর্ব্বদা অন্তরে তাদৃশ ব্রহ্মভাবনা করতঃ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাক। চিত্তমধ্যে "আমি" "আমার" জ্ঞান রাখিলে দুঃখ মুক্ত হওয়া যায় না, "আমি" "আমার" জ্ঞান দূর করিতে পারিলে, দুঃখমুক্ত হওয়া যায় (সব কথাই পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, এক্ষণে) তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। ৯৬—১০২।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

এই বলিয়া বাল্মীকি চুপ করিলেন। ভরদ্বাজ কহিলেন,—হে গুরো! নির্ম্মলমতি রঘুকুলধুরন্ধর শ্রীমান্ রামচন্দ্র মহামুনি বশিষ্ঠের নিকট নিরন্তর প্রসিদ্ধ এই জ্ঞানসার শ্রবণ করিয়া কি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? না ইহাতেই সমসুখপরিপূর্ণ পূর্ণবোধস্বরূপ হইয়াছিলেন। (যদি বলেন "তোমার নিজের অনুমানে বুঝিয়া দেখ না কেন? রামের অন্য কোন জিজ্ঞাস্য আছে কিনা?" তাহার উত্তরে ইহাই বলিতেছি যে, রাম যদি আমার ন্যায় লোক হইতেন, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম যে, রামের কোন জিজ্ঞাস্য আছে কিনা। কিন্তু রাম ত আমাদের সমকক্ষ লোক নহেন, তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চপথে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি পরম যোগী, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই,—তিনি তাহা জয় করিয়াছেন, তিনি দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ এবং জগতের পূর্ব্ব। তিনি নিখিল গুণাধার, লক্ষ্মীর সহচর, তিনি এই ত্রিজগতের উন্নতি, রক্ষা ও অনুগ্রহের কর্ত্তা, সুতরাং তাঁহার আর জিজ্ঞাস্য আছে কিনা, ইহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য; তবে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে "তাঁহার কোন জিজ্ঞাস্যই নাই", অনুমান করিতে পারি)। বাল্মীকি কহিলেন,—"কমললোচন রাম বশিষ্ঠের নিকট এই বেদান্তসংগ্রহ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত বিজ্ঞান অবগত হইলেন। তাঁহার অখণ্ড ব্রহ্মাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তিতে নিত্য নিরতিশয় আনন্দময় আত্মতত্ত্বের আবির্ভাব হইল, তাঁহার অবিদ্যাসম্পুট উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, তখন তিনি নির্ম্মল চিদ্‌ঘন হইয়া পড়িলেন। তখন আর তাঁহার প্রশ্ন বা উত্তরের কথিত বা অকথিত অংশের বিবেচনা করিবার চেষ্টা থাকিল না, তাঁহার প্রাণ তখন আনন্দসুধায় পূর্ণ হইল, গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। তখন তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপ সত্তামাত্রে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বব্যাপী চিৎস্বরূপে অবস্থিত হইলেন। তখন তিনি অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য তৃণপ্রায় জ্ঞান করিয়া তদ্বিষয়ে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তিনি শিবপদে পরিণত হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; আর কোন কথাই বলিলেন না। ভরদ্বাজ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! রাম ইহার মধ্যেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিনায়ক! আমাদের কিরূপে এ পরমপদ প্রাপ্তি হইবে? আমাদের উপায় কি, কোথায় বা মাদৃশ অজ্ঞ পাপী। আর কোথায় বা ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয় দুর্লভ রামের ন্যায় অবস্থিতি, আমাদের ভাগ্যে কি এইরূপ অবস্থিতি ঘটিবে? হে মুনীশ্বর! হে গুরো! কিরূপে আমি বিশ্রাম লাভ করিব? কিরূপে এই দুষ্পার সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইব, তাহা সত্বর বলুন। বাল্মীকি কহিলেন, অয়ি তত্ত্বজ্ঞানের যোগ্যপাত্র! তুমি আদি হইতে শেষপর্য্যন্ত এই রাম-বশিষ্ঠ সংবাদ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া—অর্থাৎ বশিষ্ঠ রামকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া বিচার করিতে থাক, আমিও তোমাকে এইরূপেই কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। ১—১০। এই যে অবিদ্যাপ্রপঞ্চ, বুধগণ ইহাতে অণুমাত্র সত্যাংশ নাই বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু অবিবেকীরা ইহা লইয়া বিবাদ করিয়া মরে। সংবিত্তিন্ন কোন বস্তুই নাই, অতএব তুমি কেন এই বৃথা অবিদ্যাপ্রপঞ্চে রুদ্ধ হইতেছ? হে সখে! তুমি এ বিষয়ের (বশিষ্ঠোক্ত গূঢ় রহস্যের) এবং আমি যে গূঢ় রহস্যের উপদেশ দিব, তাহা অভ্যাস করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হও। এই অবিদ্যাপ্রপঞ্চ-বিষয়াবৃত্তি জাগ্রৎ হইলেও ইহাকে নিদ্রা (স্বপ্ন) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। প্রবুদ্ধ ব্যক্তি এই অবিদ্যাতিমিরের মধ্যবর্ত্তী নিরঞ্জন চিৎপ্রদীপস্বরূপ। হে সখে! এই জগৎপ্রপঞ্চের মূলও শূন্য (মিথ্যা অজ্ঞান) অগ্রেও শূন্য, মধ্যেও শূন্য ইহার, সবই শূন্যময়; কিছুই ইহাতে সার নাই, এই জন্যই সাধু মনীষিগণ ইহাতে আস্থা করেন না। বহু বিলাসসম্পন্ন এই সংসার অসৎ হইলেও অনাদি বাসনার দোষে সৎরূপে দৃষ্ট হইতেছে। তুমি চৈতন্যরূপিণী মঙ্গলময়ী পীযূষলতা উপেক্ষা করিয়া বাসনাময়ী বিষলতায় আরোহণপূর্ব্বক মোহমগ্ন হইতেছ কেন? নিরালম্ব-সংবিৎ যোগিগণ জানেন যে, চিত্তস্থিরতাসম্পাদক নিরালম্বজ্ঞান অবলম্বন করিলে প্রথমেই (অজ্ঞানাবস্থাতেই) এই জাগ্রদ্ভাব দূরীভূত হয় *। তৎপরে তুরীয় দশায় শুধু জাগ্রৎ কেন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনি অবস্থাই থাকে না। কৃতিগণ যতদিন এই অমৃতরসময়ী চৈতন্যরূপিণী মহানদীতে আত্মরূপে অবগাহন না করিতে পারেন, ততদিনই উহা ভীষণ দুস্তরঙ্গময় গভীর বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে একবার অবগাহন করিলেই কিরূপ সুখ, তাহা অবগত হওয়া যায়। হে সখে! যে বস্তু প্রথমেও নাই, শেষেও নাই, সে বস্তু মধ্যেও নাই জানিবে; সে বস্তু—সে জগদ্রূপ বস্তু স্বপ্নোপম মিথ্যা জ্ঞান করিবে। অবিদ্যাসম্ভূত এই বিভিন্ন বস্তু সকল ক্ষণকাল বুদ্‌বুদের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া জ্ঞানসাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ১১—২০। তুমি ইহার মধ্যে শীতলতোয়া চৈতন্যরূপিণী নদী অবগত হইয়া তাহাতে অবগাহন কর, অসুখদায়ী বহির্ভ্রান্তিরূপী নিদাঘ তোমার নিকট হইতে দূরে যাউক। এক অজ্ঞানসাগরই স্ববিকারভূত জগৎ আপ্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে; ইহাতে "আমি"

* মূলে "জাগ্রদেতন্ন পতিতম্" এই পাঠ আছে, এস্থলে "জাগ্রদেতন্নিপতিতম্" এইরূপ পাঠ হইবে। টীকাকারেরও এই মত।

ইত্যাকার জ্ঞানই এই অজ্ঞানসাগরের প্রথম তরঙ্গ, সে তরঙ্গ অবিদ্যারূপ-মারুতের সঞ্চলনে উত্থিত হইয়া থাকে। চিত্তের তত্তদ্বিষয়ে স্খলন ও আসক্তি প্রভৃতি ইহার আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আছে; মমতা ইহার আবর্ত্ত, এ আবর্ত্ত স্বতই উৎপন্ন হইতেছে। আসক্তি দ্বেষ ইহার অভ্যন্তরবর্ত্তী কুম্ভীর; এ কুম্ভীর যদি তোমাকে আসিয়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে তোমার অনর্থরূপ পাতালে প্রবেশ অনিবার্য্য—হইবেই হইবে। অতএব তুমি এ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কেবলরূপী অমৃতসাগরে নিমগ্ন হও, সে অমৃতসাগরের সুধাময় তরঙ্গ সর্ব্বদাই শান্ত; তুমি এমন অমৃতসাগর ছাড়িয়া দ্বৈতজ্ঞানরূপ লবণসাগরের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছ কেন? ২১—২৫। কেই বা আছে, কেই বা গিয়াছে, কিই বা কাহার আসিয়াছে? ফলতঃ "আসিল" 'গেল' ইহা মোহ ব্যতীত আর কিছুই নয়, তুমি এইরূপ মায়ামোহে নিমগ্ন হইতেছ কেন? তুমি বিবেকী হও, বিবেকী হইয়া মায়ামোহে আর নিপতিত হইও না। "এই সমুদয় জগৎ যখন একমাত্র আত্মাই" ইহা সকলেরই মত, তখন হে বৎস! তোমার কি গিয়াছে যে, তুমি তাহার জন্য শোক করিবে। পরব্রহ্মের এই যে জগদাকারে বিবর্ত্তন, ইহা বালকের নিকটে, যাঁহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহারা জানেন, "আনন্দময় ব্রহ্ম সর্ব্বদাই অবিবর্ত্তী একরূপে অবস্থিত।" অবিবেকী লোকই শোক করে, ইষ্টবস্তু পাইলে হঠাৎ হর্ষ বোধ করে, কিন্তু তত্ত্ববিৎ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তবে তত্ত্ববিদের কখন কখন মোহ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা অজ্ঞচেষ্টার অনুকরণমাত্র বাস্তবিক নহে। সেই আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য তাহা অবিদ্যাচ্ছন্ন হইলে অজ্ঞলোকের নিকট জলে স্থলভ্রমের ন্যায়, মরুস্থলে জল ভ্রমের ন্যায় বিপরীত দেখা যায়। ২৬—৩০। যখন পৃথিব্যাদি মহাভূত হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ একমাত্র ব্রহ্ম, তখন গিয়াছে বলিয়া শোক করিবে কাহার জন্য? যাহা অসৎ, তাহার ও অভাবই হইতে পারে না, হে সখে! আবির্ভাব ও তিরোভাব ইহা কেবল মায়াকল্পিত বস্তুরই হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা মায়িক হইলেও পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যরূপ পুরুষত্ববলেই বিষবৎ অনর্থকর হইয়াছে, পূর্ব্বতন পাপপুণ্যের নাশ হইয়া গেলে, এই মায়িক জগৎ ইন্দ্রজালক্রিয়ার ন্যায় অলীক হইয়া যায়। তোমার এখনও পূর্ব্বকৃতকর্ম্ম (পাপ পুণ্য) যায় নাই, সেইজন্য তোমাকে বারংবার উপদেশ দিলেও তুমি বুঝিতে পারিতেছ না; অতএব প্রাক্তন পাপকর্ম্মের ক্ষয়ের নিমিত্ত জগদ্ব্যাপী জগদ্গুরু পরমেশ্বরের ভজনা (সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা পাপ ক্ষয়) কর। অদ্যাপি তোমার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় নাই, সেইজন্যই তুমি এরূপ বদ্ধ রহিয়াছ, দেবদেব পরমেশ্বর এই কর্ম্মপাশ দিয়াই জীবপশুদিগকে বন্ধন করিয়া রাখেন। তুমি প্রথমতঃ সাকার ঈশ্বরের উপাসনা কর, তাহার পরে (সাকার উপাসনা দ্বারা) তোমার চিত্তশুদ্ধি হইলে নিরাকার পরমতত্ত্বে সহজে স্থিতি লাভ করিবে। ৩১—৩৫। সাকার ঈশ্বরের উপাসনাজনিত চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তুমি প্রবল অজ্ঞানান্ধকারের এই ব্যামোহশক্তি পরাজয় করিয়া বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ইন্দ্রিয়সংযমন যোগের পন্থা অনুসরণ কর। তৎপরে তুমি ক্ষণকাল সমাধি অবলম্বন করিলেই আপনা আপনিই প্রত্যক্ আত্মার দর্শন লাভ করিবে। তাহা হইলে পরে তোমার তমসাবৃত এই বুদ্ধিরজনী প্রভাত হইয়া যাইবে। কেবল পুরুষকার বা কর্ম্মে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। মহেশ্বরের অনুগ্রহ হইলেই লোক প্রাপ্যবিষয় প্রাপ্ত হইতে পারে, ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভ ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে হয় না। হে সখে! যতদিন প্রবল প্রাক্তন কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, আভিজাত্য, চরিত্র, নীতি বা বিক্রম, কিছুতেই কিছু হয় না, এজন্য শাস্ত্রে কেবল প্রাক্তন কর্ম্মেরই প্রাবল্য বলা হইয়াছে। তাই বলিয়া কেবল ঈশ্বরোপাসনায় যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহা নহে, যম নিয়মাদিও করিতে হইবে। এই যমনিয়মাদিজনিত যে জ্ঞান, সে জ্ঞান লাভ করিতে আশঙ্কা করিতেছ কেন? তাহা সাধন করিতে কোন ভয় নাই, কোন কষ্ট নাই। যমনিয়মাদি অভ্যাস করিতে করিতে অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে জ্ঞান লাভ না করিলে কিছুতেই নির্ব্বাণ লাভ হইবে না। ঈশ্বর হস্ত দিয়া ললাটলিপি মুছিয়া দিতে পারেন না, ঈশ্বরোপসনা, সঙ্গে সঙ্গে যমনিয়মাদি অভ্যাস করিতে করিতে ললাটলিপি অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মের ক্ষয় হইলে তবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। ৩৬—৪০। এ বিষয়ে ঈশ্বরেচ্ছারূপিণী নিয়তিশক্তির সর্ব্বথা জয় বলিতে হইবে, নতুবা অবাঙ্মনসগোচর অখণ্ড চৈতন্যের বোধকর্ত্তা গুরুই বা কোথায়? আর সেই দুরূহ গুরূপদেশ বুঝিবার শক্তিই বা কোথায়? আর এই মোহবল্লরীই বা কোথায়?—অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছারূপিণী অচিন্তনীয় নিয়তি না থাকিলে কিছুতেই এ সকলের সঙ্ঘটন হইতে পারে না। হে ভরদ্বাজ! তুমি তোমার মোহকে বিবেকবলে একেবারে নিহত কর, তাহা হইলে তুমি এক্ষণেই অসাধারণ জ্ঞানলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবলশালী রাজা মহাসমর উপস্থিত হইলেও সাতিশয় উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন, আর যাহার বল অল্প, সে সামান্য বিপদেও শোকাকুল হইয়া পড়ে, (কিন্তু তুমি মহাবলশালী তোমার বিবেকবল বিলক্ষণ আছে, তুমি শোক করিতেছ কেন?) বহু জন্মের পরে পুণ্য কর্ম্মেই তত্ত্বজ্ঞান হয়, ইহা জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনুমান করিয়া পুণ্য-সম্ভার অর্জ্জনে যত্ন করিতে হয়, একেবারে হইবে না—এরূপ নিরাশ হইয়া বসিয়া থাকা ভাল নয়। হে বৎস! যে কর্ম্ম শত্রু হইয়া তোমাকে এইরূপ বদ্ধ করিয়াছে, সেই কর্ম্মই আবার মিত্র হইয়া তোমাকে মুক্তি প্রদান করিবে—অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া পুণ্য কর্ম্ম কর, নিশ্চয়ই মোক্ষ পাইবে। ৪১—৪৫। যেমন বর্ষার জল ধারা দাবানল নির্ব্বাণ করিয়া দেয়, সেইরূপ সাধুদিগের পুণ্য কর্ম্মই প্রাক্তন পাপনাশ করিয়া ত্রিতাপ শান্তি করিয়া দেয়। হে সখে! যদি তুমি এই সংসার ভ্রম দূর করিতে চাও, তাহা হইলে কৃতপুণ্যকর্ম্মফল পরব্রহ্মে অর্পণ করিয়া তাঁহাতে আসক্ত হও। যতক্ষণ বাহ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি, ততক্ষণই এই বিকল্প কল্পনা, জল উদ্বেল হইলে সাগরও প্রতিকূল—অর্থাৎ তীরাভিগামী হয়, জলনিশ্চল হইলে সাগরও স্থির থাকে। তুমি বিবেকদৃষ্টির আচ্ছাদনকারী শোককে অবলম্বন করিতেছ কেন? তুমি এক্ষণে শোকান্ধ, এজন্য অভঙ্গুর প্রজ্ঞাযষ্টি অবলম্বন কর। তীরস্থ তৃণ যেমন চঞ্চল তরঙ্গমালা দ্বারা অপহৃত হয়, সেইরূপ যাহারা শোক হর্ষের বাধ্য হয়, তাহারা কখনই মহত্ত্বের গণনায় গণ্য হয় না। ৪৬—৫০। হে সখে! এই জগতের সমুদয় জীব অহোরাত্র শোকহর্ষাদি-দশাদোলায় আরূঢ় রহিয়াছে। কাল কামাদি ষড়্বিধ দোলাযন্ত্রে বসিয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে, অতএব ইহার জন্য খিন্ন হইতেছ কেন? ক্রীড়াকৌতুকী কাল বিবিধপ্রকারে এই

জগৎকে সৃজন করিতেছেন, সংহার করিতেছেন, আবার সৃজন করিতেছেন, আবার সংহার করিতেছেন। কালরূপভুজঙ্গ সমুদয়-বস্তুকে আক্রমণ করিয়া আহার করিতেছেন, ইতর বিশেষ কিছুই রাখিতেছেন না, সকলকেই সমানভাবে ভক্ষণ করিতেছেন। যখন দেবগণও এই কালের করালকবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না, তখন সামান্য নিমেষমাত্র ক্ষণস্থায়ী মনের কথা আর কি বলিব? তুমি বিপত্তিকালে অধীর হও এবং সম্পৎকালে হৃষ্ট হইয়া নৃত্য কর কেন? একবার ক্ষণকালের জন্য নিশ্চল হইয়া এই সংসারনাটকের অভিনয় দর্শন কর। ৫১—৫৫। হে ভরদ্বাজ। মনস্বী (বিবেকী) ক্ষণভঙ্গুর বহুতরঙ্গসঙ্কুল এই জগতের জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও বিষণ্ণ হন না। তুমি অমঙ্গলের হেতু শোক পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল চিন্তা কর, চিদানন্দঘন স্বচ্ছ আত্মাকে ভাবনা কর। যাঁহারা দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা করে এবং শাস্ত্র মানিয়া চলে, তাঁহাদের প্রতি মহেশ্বর আপনিই অনুগ্রহ করেন"। ভরদ্বাজ কহিলেন, গুরো! আপনার অনুগ্রহে আমি সমস্তই বুঝিলাম, বুঝিলাম,— বৈরাগ্য অপেক্ষা পরমবন্ধু আর নাই, এবং সংসার অপেক্ষাও পরম শত্রু আর নাই। এ যাবৎ সম্পূর্ণ গ্রন্থে বশিষ্ঠ যে সকল উপদেশ দিলেন, আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার সারভাগ শুনিতে ইচ্ছা করি। ৫৬—৬০। বাল্মীকি কহিলেন,—"ভরদ্বাজ! এক্ষণে তোমার নিকট মুক্তিপ্রদ এই মহাজ্ঞানের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর, (কারণ) ইহা শ্রবণ করিলে তুমি সংসারসাগরে আর নিমগ্ন হইবে না। যিনি এক হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারভেদে অনেকরূপে অবস্থান করেন, সেই সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকে আমি নমস্কার করি। এই জগৎ প্রপঞ্চ লয় প্রাপ্ত হইলে যে প্রকারে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হন, শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট রীতির অনুসরণ করিয়া তোমার নিকট সংক্ষেপে সেই উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার ত পূর্ব্বাপর বিচারবিষয়ে বিলক্ষণ সূক্ষ্মবুদ্ধি ছিল, তাহা নষ্ট হইল কিরূপে? তোমার সে বুদ্ধি থাকিলে যাহা বলা হইয়াছে, ইহাতেই করস্থ আমলকী ফলের ন্যায় অনায়াসে সব জানিতে পারিতে। আপনা আপনিই মনে মনে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে হয় না। সৎসঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা ও বিবেক এই তিনের সাহায্যে বৈরাগ্যযুক্ত মনে ইহা বারংবার চিন্তা করা উচিত। ৬১—৬৫।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৭।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—"প্রথমে কাম্য-নিষিদ্ধ-কর্ম্মবর্জ্জন করিয়া বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্প্রয়োগবশতঃ যে সুখ, তাহা হইতে উপরত হইয়া শান্ত, দান্ত ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইবে। তাহার পরে কোমল আসনে সমাসীন হইয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারোধপূর্ব্বক যতক্ষণ মনের নির্ম্মলতাসাধন না হয়, ততক্ষণ প্রণব জপ করিবে। তাহার পরে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত প্রাণায়াম করিবে। পরে ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে তত্তদ্ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইহাদিগের মধ্যে যেটীর যাহা হইতে জন্ম, তাহা অবগত হইয়া ইহাদিগকে তাহাতেই বিলীন করিবে। প্রথমে "আমি বিরাট্" এইরূপ ভাবনায় প্রণবের অকারার্থ বিরাট্ আত্মায় অবস্থান করিয়া পরে উকারার্থ সূক্ষ্ম লিঙ্গসমষ্ট্যাত্মক হিরণ্যগর্ভে সেই বিরাট্ভাবের লয় করিয়া অবস্থান করিবে। তাহার পরে মকারপ্রতিপাদ্য ত্রিগুণাত্মক মায়োপাধিক অব্যাকৃত ব্রহ্মে তাহার (পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যগর্ভের) লয় করিয়া ঐ অব্যাকৃত ব্রহ্ম-ভাবে অবস্থান করিবে। তাহার পরে অর্দ্ধমাত্রালক্ষিত সকলের মূল কারণ বিশুদ্ধ ব্রহ্মে সেই অব্যাকৃত ভাবকেও বিলীন করিয়া ঐ বিশুদ্ধ ব্রহ্ম হইয়া অবস্থান করিবে। শরীরের মাংসাদি পার্থিব অংশ পৃথিবীতে লীন করিবে, রক্তাদি জলীয় ভাগ জলে ও তৈজস ভাগ তেজে নিক্ষেপ করিবে। বায়ু-অংশ মহাবায়ুতে, আকাশাংশ আকাশে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রাণাদি ইন্দ্রিয়-বর্গকে তদীয় কারণ পৃথিব্যাদিতে বিলীন করিবে। কর্ত্তার ভোগসিদ্ধির জন্য কর্ণভাবাপন্ন দিক্‌কে দিকে বিলীন করিয়া আপনার কর্ণ ও ত্বক্ বিদ্যুতে বিলীন করিবে। চক্ষুকে সূর্য্যমণ্ডলে, জিহ্বাকে জলে, প্রাণকে বায়ুতে, বাক্‌কে অগ্নিতে ও হস্তকে ইন্দ্রে বিলীন করিবে। বিষ্ণুতে আপনার চরণদ্বয়, সূর্য্যে পায়ুদেশ কশ্যপে উপস্থভাগ ও চন্দ্রে মনকে বিলীন করিবে। ১—১০। বুদ্ধিকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাতে বিলীন করিবে। এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়দেবতায় বিলীন করিবে। শ্রুতিবাক্যের অনুসরণ করিয়াই অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ইন্দ্রিয়ব্যপদেশে অবস্থান করিতেছেন বলা হইয়াছে, স্বকপোলকল্পিত কল্পনায় নহে। এইরূপে আত্মদেহ বিলয় করিয়া 'আমি বিরাট্' এইরূপ চিন্তা করিবে। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভুরূপে (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাটের হৃদয় পদ্মমধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিত এবং ব্রহ্মবিদ্যা যাহার অর্দ্ধনারী-মূর্ত্তি) অবস্থিত, সর্ব্বভূতের আধার সেই অব্যাকৃত ব্রহ্ম জগতের কারণ বলিয়া অভিহিত হন। তিনি জগদ্বাসী সকলের পিতা বলিয়া সকলের জীবিকোপায়ে অবস্থান করত হবিঃ ও বৃষ্ট্যাদি যজ্ঞসৃষ্টিরূপে অবস্থান করিতেছেন। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের আবরণে এই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে দ্বিগুণ পৃথিবী, তাহার বাহিরে দ্বিগুণ জল, জলের পর দ্বিগুণ তেজ, তেজের পরে দ্বিগুণ বায়ু, বায়ুর পরে দ্বিগুণ আকাশ এইরূপে পর পর ক্রমে প্রত্যেকটীতে ব্যস্ত সমস্তভাবে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। (ব্যস্ত অপঞ্চীকৃত, সমস্ত পঞ্চীকৃত) ইহার মধ্যে পার্থিবাংশ জলে নিক্ষেপ করিয়া জলীয়াংশ অনলে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে তৈজসাংশ বায়ুতে, বায়ু অংশ আকাশে, আকাশাংশ সকলের উৎপত্তি-কারণ মহদাকাশে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে যোগী ক্ষণকাল লিঙ্গশরীরে সেই মহদাকাশে অবস্থান করিবে। বাসনা, সূক্ষ্মভূত, কর্ম্ম, অবিদ্যা, দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এতৎসমষ্ট্যাত্মক শরীরকে বুধগণ লিঙ্গশরীর বলিয়া থাকেন (?)। এইরূপে স্থূলোপাধি বিলয় করিয়া অর্দ্ধভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গমনপূর্ব্বক (আমি বিরাট্ এইরূপ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক) সূক্ষ্ম ভূতাত্মক সমষ্টি ভূত লিঙ্গশরীরে আমি আত্মা হিরণ্যগর্ভ এইরূপ চিন্তা করিবে। বুদ্ধিমান্ যোগী এইরূপে সূক্ষ্মভূতাত্মক সমষ্টি লিঙ্গশরীরে চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত হইয়া পরে সে সমষ্টি লিঙ্গশরীরকেও অপঞ্চীকৃত ভূতাপেক্ষাও সূক্ষ্ম উপাধি-আকারে অব্যাকৃত মায়াংশে উপহিত চিদাকারে অব্যক্ত আত্মায় বিলীন করিয়া ফেলিবে। ১১—২০। যে অবস্থায় যাহাতে এই

জগৎ নামরূপনির্ম্মুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তাহাকে স্ব স্ব তর্কবলে কেহ প্রকৃতি বলেন, কেহ মায়া বলেন, কেহ অবিদ্যা বলেন, আবার কেহ অণু বলিয়া থাকেন। প্রলয়কালে সমুদয় পদার্থ সেই অব্যাকৃত স্থানে বিলীন হইয়া পরস্পর সম্বন্ধশূন্য ভোগ্যতারূপাস্বাদশূন্য হইয়া অব্যক্তরূপে অবস্থিত হয়। যতদিন পুনঃসৃষ্টি না হয়, ততদিন তৎস্বরূপে (অব্যাকৃত স্বরূপে) অবস্থান করে। সৃষ্টি হইবার হইলে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি হয়, সৃষ্টির সংহারকালে আবার তাহা সৃষ্টির বিপরীত ক্রমে সংহার হইয়া যায়। এইরূপে বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত-নামক স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ সমষ্টিভূত অবস্থাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া অবায় তুরীয় পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত সেই তুরীয় পদের ধ্যান করিবে। এই-রূপে লিঙ্গশরীরের লয় করিয়া পরমানন্দরূপী ব্রহ্মে লীন হইবে। ভূত (সূক্ষ্ম ভূত) ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, বায়ু, এই সমুদয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যখন অজ্ঞানাবরণে অব্যাকৃত থাকেন, তখনই লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত, এজন্য লিঙ্গশরীরেরও মূল ঐ অজ্ঞান, (কাজেই অজ্ঞানে বিলয়ে লিঙ্গশরীরেরও বিলয় হয়)।" ভরদ্বাজ কহিলেন,—প্রভো। এক্ষণে আমি লিঙ্গশরীররূপ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমি এক্ষণে চিদংশ বলিয়া চৈতন্যরূপ অমৃতসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আমি সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়াছি। আমি কূটস্থ সর্ব্বব্যাপী কেবল চিৎস্বরূপ হইয়াছি, আমি চিৎশক্তিমান্ নহি। ঘট ভঙ্গ হইলে ঘটাকাশ বা কলসাকাশ ক্রমে যেমন এক মহাকাশ হইয়া যায়, সেইরূপ বহু শ্রুতিতেই যত্নপূর্ব্বক উক্ত চিৎস্বরূপ একই বলিয়া গিয়াছেন। যেমন অগ্নিতে অগ্নি প্রক্ষেপ করিলে দুই অগ্নিই এক হইয়া যায়, পার্থক্য জ্ঞান আর থাকে না। (লোকেও) তন্ময়রূপেই উহা গৃহীত হয় বিশেষরূপে নহে। যেমন ক্ষার ভূমিতে তৃণাদি প্রক্ষেপ করিলে তাহা লবণ হইয়া যায়, সেইরূপ অচেতন এই জগৎ চৈতন্যে নিক্ষেপ করিলে ইহাও সেই চৈতন্যময় হইয়া যায়। ২১—৩০। যেমন লবণ বা সৈন্ধব সমুদ্রে মিশ্রিত হইলে লবণ বা সৈন্ধবনাম ও তদ্রূপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সমুদ্র-ভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন জলে জল, ক্ষীরে ক্ষীর, ঘৃতে ঘৃত মিশিলে এক হইয়া যায়, যাহা মিশ্রিত করা হইল বিনষ্ট না হইলেও যেমন তাহা পৃথক্‌রূপে গৃহীত হয় না, সেইরূপ আমিও সর্ব্বভাবে চৈতন্যে প্রবিষ্ট হইয়া চৈতন্য হইয়া গিয়াছি। সর্ব্বজ্ঞ পরম কারণ নিত্যানন্দ পর ব্রহ্মে আমি নিত্য সর্ব্বগত শান্ত অনিন্দ্য নিরঞ্জন নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ পরব্রহ্ম হইতেছি, অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই। আমিই হেয় উপাদেয় ভেদনির্ম্মুক্ত নিরিন্দ্রিয় সত্যসকাম সত্যরূপী বিশুদ্ধ কেবল পরব্রহ্ম হইতেছি। আমি পাপ পুণ্য হইতে নির্ম্মুক্ত জগতের পরম কারণ অব্যয় আনন্দময় অদ্বিতীয় পরম জ্যোতীরূপী ব্রহ্ম। এইরূপ গুণযুক্ত সত্ত্বরজ-আদিগুণবর্জ্জিত সকল বস্তুর অন্তরে অবস্থিত পরব্রহ্মকে শ্রবণমননগুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্মে তৎপর হইয়া ধ্যান করিতে হয়। এইরূপ ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে পুরুষের মন অস্তমিত হয়,—পরব্রহ্মে লীন হয়। মন অস্তমিত হইলে আত্মা স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া পড়েন। আত্মপ্রকাশ হইলে নিখিল দুঃখ দূর হয় এবং আপনাতে এক অনির্ব্বচনীয় সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে যোগী নিজেই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন; তাঁহার অন্তরে আত্মপ্রকাশ হইলে তিনি অবিদ্যে থাকেন,—আমা ভিন্ন আর কেহ চিদানন্দময় ব্রহ্ম নহে, আমিই একমাত্র পরব্রহ্ম। ৩১—৪০। বাল্মীকি কহিলেন,—"সখে। যদি তুমি সংসারভ্রম দূর করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সমুদয় কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া তাঁহাতে প্রণয়ী হও;" ভরদ্বাজ কহিলেন —"হে গুরো। আপনি যে জ্ঞানের কথা কহিলেন, আমি তৎসমস্তই অবগত হইয়াছি। আমার বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে, সংশয়ও ঘায় যায়, হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই, এক্ষণে আর একটু জানিতে ইচ্ছা করি যে,—অর্থাৎ লব্ধজ্ঞান হইলে কিরূপ ভাবে চলিবে, জ্ঞানীর কর্ম্ম কি প্রকার? হে প্রভো। কাম্য বা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল সে সময় করিতে হইবে কিনা, তাহাও বলুন।" বাল্মীকি কহিলেন, "যে কর্ম্ম করিলে উপস্থিত-কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না, মুমুক্ষুগণ তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন। তবে নিষিদ্ধ বা কামনা-পূর্ব্বক কোন কার্য্য কর্ম্ম একেবারে করিতে পারিবেন না। জীব যখন ব্রহ্মগুণসম্পন্ন হইবেন, তখন নিখিল মনোগুণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রামের ব্যাপার শূন্য করিয়া সর্ব্বগামী হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিরও যিনি অতীত,—সেই পরব্রহ্মকে "সেই পরব্রহ্মই এই আমি" ইত্যাকারে ধ্যান করিবেন, তাহা হইলে মুক্তি লাভ করিবেন। জীব যখন কর্ত্তা, কার্য্য, করণ ইত্যাদি ভাবশূন্য হইয়া নিখিল উপাধিশূন্য সুখদুঃখশূন্য হইয়া পড়েন, তখনই মুক্ত হন। যখন জীব সকল ভূতে আপনাকেও আপনাতে সকল ভূতকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তখনই মুক্ত হন। যখন জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি-নামক অবস্থাত্রয় ত্যাগ করিয়া তুরীয় আনন্দপদে প্রবেশ করিয়াছেন, তখনই মুক্তিলাভ করেন। জীবের পরমাত্মায় তুরীয়নামে যে অবস্থিতি, যাহাতে জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থার বীজস্বরূপ বাসনা, কর্ম্ম বা অজ্ঞান কিছুই নাই, সেই চিৎসুখময়ী অবস্থাই জ্ঞানযোগের চরমসীমা, সেই চিৎসুখময়ী অবস্থাই পরম সুখানুভব স্বরূপ। ৪৬—৫১। পুরুষের মন অস্তমিত হইলে আর কিছুই উপ-লব্ধি হয় না, একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। হে ভরদ্বাজ! যাহার সুধাময় কল্লোল সর্ব্বদা প্রশান্ত, তুমি সেই কৈবল্যরূপী সুধাসাগরে মগ্ন হও, দ্বৈতজ্ঞানরূপ লবণাম্বুবিতরঙ্গে মগ্ন হইতেছ কেন? তুমি জগতের বিশালতাপূরণকারী জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরকে ভজনা কর। হে বৎস। বশিষ্ঠ যেরূপ জ্ঞানমার্গে—যেরূপ যোগমার্গে রামকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট সমুদয় বর্ণন করি-লাম। এক্ষণে হে মহামতি ভরদ্বাজ! তুমি গুরুবাক্যের অর্থবোধ-পূর্ব্বক এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিচার করিলে নিশ্চয়ই সমুদয় জানিতে সমর্থ হইবে। অভ্যাসেই সকল কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা বেদের আজ্ঞা; অতএব তুমি সব ত্যাগ করিয়া মনকে দৃঢ়ভাবে অভ্যাসে নিযুক্ত কর।" ভরদ্বাজ কহিলেন,—'হে মুনে! রাম উপাধি ত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ংই আত্মাতে একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এহেন দশাপন্ন রামকে বশিষ্ঠদেব কিরূপে আবার ব্যবহারদশায় আনিলেন,"—ইহা জানিয়া আমি সেইরূপ অভ্যাসের নিমিত্ত যত্ন-বান্ হই, যাহাতে ব্যুত্থান সময়ে আমারও সেইরূপ ব্যবহারদশা থাকিতে পারে।" ৫২—৫৮। বাল্মীকি কহিলেন,—"যে সময়ে মনস্বী সাধু রাম স্বস্বরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষিসত্তম বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, হে মহাভাগ ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ। আপনি প্রকৃতই মহান্। আপনার গুরুত্ব (শিষ্যের উদ্ধার বিষয়ে শক্তি) আজ সত্যই দেখাইলেন। যিনি কৃপা করিয়া উপদেশ প্রদান, স্পর্শন, এমন কি, দর্শনমাত্রেই শিষ্যকে?

শাস্তব-ভাব সমাবেশ করিয়া দিতে পারেন, অর্থাৎ শিষ্যকে গুরুর ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। রামও * আপনার একজন সৎশিষ্য। রাম অগ্রে নিজেই সংসারবিরাগী বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বিশ্রান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন, সেই জন্যই উপদেশমাত্রেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল যে গুরূপদেশে জ্ঞানোদয় হয়,তাহা নহে, এ বিষয়ে শিষ্যেরও বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্টরূপে থাকা আবশ্যক। শিষ্য কাম, কর্ম্ম ও বাসনারূপ মলত্রয় শোধিত না হইলেই বা কিরূপে বুঝিবে? গুরু শিষ্য উভয়েই উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলেই ঈদৃশ সুফল লাভ ঘটিয়া থাকে; উপযুক্ত গুরুশিষ্যের সংযোগে শিষ্যের ঈদৃশ জ্ঞান লাভ অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে। হে মুনে! এক্ষণে কৃপা করিয়া রামকে ব্যুত্থিত করুন (সমাধি ভঙ্গ করিয়া দিন),' রামের দ্বারা আমার কার্য্য রহিয়াছে, আর ঈদৃশ কার্য্যে (রামের ব্যুত্থান বিষয়ে) আপনিই সমর্থ হইবেন, যেহেতু আপনি পরমপদে পরিণত রহিয়াছেন (ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন)'। ৫৯—৬৫। হে বিভো! আমি যে কার্য্যের উদ্দেশে আসিয়াছি, বোধ হয়, আপনার তাহা মনে আছে এবং সে কার্য্যের জন্য রাজা দশরথকে অতিকষ্টে প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছি, তাহাও বোধ হয়, আপনার স্মরণ আছে। হে মুনে! আপনি বিশুদ্ধমনা, আপনি আমার উদ্দেশ্য বিফল করিবেন না। কেবল যে আমার স্বার্থ-সাধনের জন্য বলিতেছি তাহা নহে, রাম অনেক দেব কার্য্যও সাধন করিবেন, রাম অবতারের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, আমরা মাত্র ইহাঁর সহায়তা করিব। রামকে আমি সিদ্ধাশ্রমে লইয়া যাইব, রাম তথায় গিয়া রাক্ষস বধ করিবেন, অহল্যাকে মুক্ত করিবেন, এবং ধনুর্ভঙ্গ করিয়া তাহার পণস্বরূপ জনকনন্দিনীকে বিবাহ করিবেন, বিবাহের পর পথিমধ্যে রাম জামদগ্ন্যের পরলোকমার্গ রোধ করিয়া দিবেন। তাহার পরে বীতস্পৃহ হইয়া পিতামহাদি ক্রমে অধিকৃত রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভয়ে বনে বাস করতঃ দণ্ডকারণ্যবাসী প্রাণিগণের উদ্ধার করিবেন, বিবিধ তীর্থ স্থান পবিত্র করিবেন। তাহার পরে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ-প্রযুক্ত দুর্গতিচ্ছলে রাবণাদি বধ করিয়া স্ত্রীসঙ্গীদিগের কতদূর শোচনীয় দশা ও অস্বাস্থ্য হয়, তাহাও দেখাইবেন। যুদ্ধমৃত ঋক্ষ বানরাদির জীবন দান করিবেন। ৬৬—৭০। নিজে জীবন্মুক্ত, অতএব নিস্পৃহ হইলেও কর্ম্মকাণ্ডপরায়ণ হইয়া সীতার চরিত্রশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া শিষ্টাচারপদ্ধতির পালন করিবেন। জ্ঞান যেমন মুক্তির কারণ, কর্ম্মও সেইরূপ মুক্তির কারণ, ইহা ইনি নিজে জ্ঞান ও কর্ম্মের পালন করিয়া লোককে শিক্ষা দিবেন। যাহারা ইহাঁর দর্শন, নামস্মরণ, গুণশ্রবণ এবং ইহাঁর চরিত্রের অনুকরণ করিবে, এবং ইহাঁকে ভক্তি করিবে; ইনি সে সমস্ত লোক যেরূপ অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিবেন। মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে আমার এবং নিখিল ত্রিলোকবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন। ৭১—৭৫। হে নিখিল জনগণ! তোমরা এই রামচন্দ্রকে নমস্কার কর, তাহা হইলে তোমরা সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিবে, আমি আশা করি, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ রামের ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া চিরসুখী হইবে। বাল্মীকি কহিলেন, বিশ্বামিত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া তথাস্থিত বশিষ্ঠ প্রভৃতি যোগীন্দ্রগণ ও অন্যান্য সকলে রামের ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল অবগত হইয়া রামচন্দ্রের চরণকমলের রজোগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ রামচন্দ্রের বিষয় যাহা শুনিলেন, তাহা শুনিয়া পূর্ণতৃপ্তি প্রাপ্ত হইলেন না, আরও শুনিবার জন্য স্পৃহা রহিল। তৎপরে ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি গুণনিধি রামচন্দ্রের গুণরাশি শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহার বর্ণন করতঃ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন। "হে মুনে বিশ্বামিত্র! কমললোচন রাম, জন্মান্তরে কে ছিলেন—দেবতা না মনুষ্য?। ৭৬—৮০। বিশ্বামিত্র কহিলেন, "হে মুনে! আপনি এই রামকে ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া বিশ্বাস করুন, ইনিই সেই পরম পুরুষ, ইনি জগতের হিতের জন্য সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন, ইহাঁর নিগূঢ় তত্ত্ব গভীরাকার উপনিষদ্ ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না, ইনিই পূর্ণানন্দময় শ্রীবৎসলাঞ্ছিত পর ব্রহ্ম। ইনি প্রসাদিত হইলে নিখিল প্রাণীর সমুদয় পুরুষার্থ সাধন করিয়া দিতে পারেন। ইনিই মিথ্যাভূত এই জগতীয় মিথ্যা পদার্থনিচয়ের সৃজন করেন, কুপিত হইয়া আবার নষ্ট করেন, ইনি বিশ্বের আদি, বিশ্বের জনক, ধাতা, ভর্ত্তা ও সকলের মহাবন্ধু। যাঁহারা বিচারবলে অসার মিথ্যা এই সংসারবন্ধন খণ্ডন করিয়া জগৎকে ফাকি দিয়াছেন, (জগতের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন) সেই বীতরাগ মুনিগণই ইহাঁর মহিমা অবগত আছেন। ইনি কোথাও আত্মপ্রতিষ্ঠিত মুক্তরূপে অবস্থিত, কোথাও তুরীয়পদ নামে অবস্থিত, কোথাও প্রকৃতিরূপে অবস্থিত, কোথাও বা প্রকৃতিস্থ পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ৮১—৮৫। ইনিই ত্রয়ীময় বেদ, ইনি ত্রৈগুণ্যরূপগহন অতিক্রম করিয়াছেন, নিখিল বেদের পরমার্থসার-স্বরূপ এই অদ্ভুত পুরুষই শিক্ষাকল্পাদি ষড়্বিধ অঙ্গে অঙ্গযুক্ত হইতেছেন, ইনিই চতুর্ব্বাহু পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, ইনিই বিশ্বস্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ইনিই সংহারকর্ত্তা ত্রিলোচন মহাদেব। ইনি অজ হইয়াও মায়া শক্তিবশে জাত হইয়া থাকেন; ইনি সর্ব্বদা জাগরূক (মোহ নিদ্রায় কদাপি আবৃত হন না), এই ভগবান্ রাম রূপবিহীন হইয়াও বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া সকলকে পালন করিতেছেন। বিক্রম যেমন অবশ্যম্ভাবী বিজয় বহন করে, তেজ যেমন প্রকাশ ধর্ম্ম বহন করে, শাস্ত্র যেমন বুদ্ধির উৎকর্ষ বহন করে (অর্থাৎ বিক্রমে যেমন অবশ্য জয়, তেজ যেমন সর্ব্বদা প্রকাশ এবং শাস্ত্রালোচনায় যেমন বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজনা নিশ্চিত হয়) সেইরূপ বিনতানন্দন গরুড় ইহাঁকে বহন করে। ধন্য এই দশরথ! যাহার পুত্র পরমপুরুষ, ধন্য সেই দশানন! এই রাম যাহাকে প্রতিযোদ্ধারূপে চিন্তা করিবেন। ৮৬—৯০। হা স্বর্গ! তুমি এক্ষণে এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে বঞ্চিত আছ; হায় অনন্তদেবও পাতাল হইতে আসিয়া লক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁদের আগমনে মধ্যম লোক (মর্ত্ত্যলোক) আজ সকলের শ্রেষ্ঠ হইল। অর্ণবশায়ী মহাপুরুষ আজ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই রাম চিদানন্দঘন অব্যয় আত্মা, নিয়তেন্দ্রিয় যোগীরা রামের তত্ত্ব অবগত আছেন, আমরা ইহাঁর প্রকৃততত্ত্ব কিছুই জানিনা, আমরা ইহাঁকে অপকৃষ্টরূপেই দেখিতে জানি। আমরা শুনিয়াছি; ভগবান্ রঘুবংশ পবিত্র করিবার জন্যই ভূতলে এই বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে বশিষ্ঠ! এক্ষণে আপনি রামকে ব্যবহারপরায়ণ করুন।" বাল্মীকি কহিলেন,—

* মূলে পাঠ আছে "রামেহপ্যায়ং" তাহা অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ "রামোহপ্যায়ং"।

মহামুনি বিশ্বামিত্র এই বলিয়া বিরত হইলে মহাতেজাঃ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন। ৯১—৯৫। "হে মহাবাহো। চিন্ময়। মহাপুরুষ! রাম রাম। উঠ, তোমার এখন আত্মবিশ্রান্তি লাভের সময় নহে, তুমি (ব্যবহার দশায় থাকিয়া) লোকের প্রীতি বর্দ্ধন কর, যতদিন তোমার আপনার কর্ত্তব্য লৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়; ততদিন যোগীর ন্যায় সমাধিমগ্ন হইয়া থাকা সমুচিত নহে, লৌকিক কার্য্য সম্পাদন করা অগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব হে বৎস। তুমি কিছুকাল রাজ্যাদি বিষয় সকল ভোগ করিয়া তাহার পরে সমাধিমগ্ন হইও, এক্ষণে দেবকার্য্যাদি সম্পাদন কর, সুখী হও।" বাল্মীকি কহিলেন,—পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত রাম এইরূপে অভিহিত হইয়াও যখন কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন বশিষ্ঠ সুষুম্নানাড়ী দিয়া আস্তে আস্তে রামের হৃদয়পুণ্ডরীকে প্রবেশ করিলেন। ইহার পরে বশিষ্ঠদেবের প্রক্রিয়াবলে প্রথমে প্রাণাদির বীজস্বরূপা আধারশক্তিতে প্রাণের ও মনের আবির্ভাব হওয়ায় তাহাতে চিদাভাসরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া -রামনামক জীব প্রাণ দ্বারা সমুদয় নাড়ীরন্ধ্রে প্রবেশপূর্ব্বক নিখিল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল পরিপুষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলেন। তৎপরে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা কি বলেন, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিজে কৃতকৃত্য হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কোন প্রকার ইচ্ছা বা "ইহা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য" ইত্যাদি প্রকার বিচারণাশক্তিও ছিল না; এজন্য নিজে কোন কথাই বলিলেন না। ৯৬—১০০। তৎপরে বশিষ্ঠ পুনরপি রামকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্ববৎ উত্থানের কথা বলিলে ভগবান্ রামচন্দ্র গুরুবাক্য বলিয়া তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন,—"প্রভো! আপনার অনুগ্রহে আমি নিষেধ বা বিধি কিছুই জানি না; অর্থাৎ কোন্ কার্য্য করিতে হইবে কোন কার্য্য করিতে হইবে না, এ সকল কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না, তথাপি আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। যেহেতু হে মহামুনে! বেদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে গুরুবাক্যই বিধি ও তদ্বিপরীত কার্য্য নিষেধ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে।" সর্ব্বাত্মা দয়ানিধি রাম এই বলিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠদেবের চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন,—"হে সভাসদ্‌গণ! আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, ইহাতে আপনাদিগের মঙ্গল হইবে ইহা সুনিশ্চিত; আপনারা জানুন যে, তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর নিকট হইতে আত্মজ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর নাই।" ১০১—১০৫। সিদ্ধপ্রমুখ সকলে উত্তর করিলেন, "রাম! আমাদের সকলের মনেই এই ধারণা আছে, এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে এই ধারণা আরও সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। হে মহারাজ রামচন্দ্র। তুমি সুখী হও, তোমাকে নমস্কার, এক্ষণে বশিষ্ঠদেবের অনুমতিক্রমে আমরা যথাস্থানে গমন করি।" বাল্মীকি কহিলেন, এই বলিয়া সকলে রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন; রামচন্দ্রের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হে ভরদ্বাজ। তোমার নিকটে রামচন্দ্রের আত্মবিশ্রান্তি কথারূপ অমৃতসমুদয় বর্ণন করিয়া বলিলাম, তুমিও এইরূপ ক্রমযোগে সুখী হও। তোমার নিকট বশিষ্ঠদেবের বিচিত্র উপদেশাবলিরূপ রত্নমালা যাহা প্রকাশ করিলাম, রঘুনাথ রামচন্দ্র যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলেন, এই বিচিত্র উপদেশাবলি নিখিল কবিকুলের ও নিখিল যোগীর সেব্য, পরমগুরুর কৃপাকটাক্ষে ইহা মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই রামবশিষ্ঠসংবাদ শ্রবণ করে, সে যে কোন অবস্থার লোক হউক না কেন, শ্রবণমাত্রেই মুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে। ১০৬—১১১।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

নির্ব্বাণপ্রকরণে পূর্ব্বভাগ সমাপ্ত

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

-০*০-

নির্ব্বাণ-প্রকরণ।

উত্তরভাগ।

প্রথম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"ব্রহ্মন্! দেহাদির উপরে অহংভাব-কল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদয় কর্ম্ম ত্যাগ করিলে ত দেহীর দেহই থাকে না, অতএব জীবদ্দশায় কল্পনাত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন জীবদ্দশাতেই ত কল্পনাত্যাগ, যাহার জীবন নাই, তাহার আবার কল্পনাত্যাগ কি? হে রাম! এই কল্পনা ত্যাগের যথার্থ অর্থ তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই, (এই জন্যই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে,) এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর,—শ্রবণ করিয়া ইহা কর্ণের অলঙ্কারস্বরূপ করিয়া রাখ। কল্পনাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা অহংভাবকেই কল্পনা বলিয়া থাকেন, সেই অহংভাবকে—আকাশ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা-কেই সঙ্কল্পত্যাগ বলে। বাহ্য পদার্থের অনুভবকেই কল্পনা-তত্ত্ববিদেরা কল্পনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই অনুভবকে আকাশরূপে ভাবনা করাই কল্পনাত্যাগ। সাধুগণ দেহাদি দৃশ্য-বস্তুর প্রতি আত্মাভিমানকেই কল্পনা বলেন, সেই অভিমানকে অপরিচ্ছিন্ন শূন্য ব্রহ্মভাবে ভাবনাই সঙ্কল্পত্যাগ শব্দে অভিহিত হয়। যেমন প্রত্যক্ষজ্ঞান—অর্থাৎ বর্ত্তমান দৃশ্যের ভাবনাকে সঙ্কল্প বলা হয়, সেইরূপ তুমি অপরোক্ষজ্ঞান স্মৃতিকেও সঙ্কল্প বা কল্পনা বলিয়া জানিও, সাধুগণ উক্ত স্মৃতির অভাবকেই শিব ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। অতীত ও অনাগত বিষয়ের ভাবনাকেই স্মরণ বলা হয়। হে মহামতে! তুমি উক্ত প্রকার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বিষয়ের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া, সমুদয় দৃশ্যবস্তু একেবারে ভুলিয়া গিয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর। তুমি সমুদয় বস্তুর অস্মৃতি-স্বরূপ হইয়া অর্দ্ধসুপ্ত শিশুর স্পন্দের ন্যায় অযত্নপূর্ব্বক কেবল উপস্থিত অভ্যস্ত নিত্যকার্য্য ব্যবহার করত অবস্থান কর। কুলালচক্র (অচেতনতাবিষয়ে) কোন সঙ্কল্প না থাকিলেও অভ্যাসবশে ঘূর্ণিত হয়। হে অনঘ! তুমিও তদ্রূপ সঙ্কল্প না রাখিয়া অভ্যাস—অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ উপস্থিত নিত্যকর্ম্ম করিতে থাক। বাস্তবিক তোমার চিত্ত নাই, বাসনাশূন্য চিত্তের সংস্কারমাত্রই কেবল তোমাতে অবস্থান করিতেছে; সেই সংস্কার-বেগে যে সমস্ত কর্ম্ম তোমাতে আসিয়া লাগিবে, কেবল তাহাতেই স্পন্দিত হইও। ১—১০। আমি হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক এই যে উচ্চ চীৎকার করিতেছি, এই যে এত হিতকথা বলিতেছি, বোধ হয়, ইহা কেহ শুনিতেছে না, কাহারও ভাল লাগিতেছে না; তথাপি আমি বলিতে ছাড়িব না; আরও বার বার বলি,—সঙ্কল্প-ত্যাগ করাই পরম শ্রেয়ঃ, অতএব যাহাতে সঙ্কল্পত্যাগ হয়, সেইরূপ ভাবনা কেহ করিতেছে না কেন? (বুঝিয়াছি, মোহ বশতঃ সেরূপ ভাবনা কেহ করিতেছে না।) মোহের কি অদ্ভুত মহিমা! সর্ব্বদুঃখহারী বিচারনামক চিন্তামণি হৃদয়মধ্যে থাকিতেও সকলে তাহা হেলায় হারাইতেছে। হে রাম! তোমাকে বার বার বলিতেছি যে, তুমি অসঙ্কল্পময় অভাবনাময় (বাহ্যবস্তুর ভাবনাশূন্য) হইয়া অবস্থান কর। যাহা বলিলাম,—ইহাই পরম শ্রেয়ঃ কি না, তাহা একবার নিজে অনুভব করিয়া দেখ। হে রাম! যাহার নিকট সাম্রাজ্যও তুচ্ছ তৃণের ন্যায় অসার, কেবলমাত্র চুপ করিয়া থাকিলেই যদি সেই পরম পদ পাওয়া যায়, তাহা না করিবে কেন? কোন এক দেশে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প পথিকের পথোপরি পদসঞ্চালনে (পদস্পন্দে) যেমন কোন সঙ্কল্প নাই, তাহার সঙ্কল্প কেবল সেই অভীষ্ট দেশে উপস্থিত হওয়া, সেইরূপ তুমি সঙ্কল্পশূন্য হইয়া পথিকের পদসঞ্চালনের ন্যায়, কর্ম্ম কর। ১১—১৫। তুমি সমুদয় কর্ম্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সংস্কার-বশে কেবল উপস্থিত কর্ম্মমাত্রই করিবে, কিন্তু তাহাতে বুদ্ধি রাখিবে না, বুদ্ধি স্থাপন করিবে সেই অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশে। যেমন বাসাদির আপনা হইতে কোন চেষ্টা বা স্পন্দাদি নাই, কেবল বস্তুান্তরের সংযোগে বা বায়ুসঞ্চালনে সঞ্চালিত হইয়া স্পন্দিত হয়, সেইরূপ তুমি সঙ্কল্প না করিয়া, সুখ দুঃখ ভাবনা না করিয়া অবুদ্ধিপূর্ব্বক সংস্কারবশে কেবল উপস্থিত কর্ম্মেই স্পন্দিত হও। যেমন অপরের কৌতুক উৎপাদনের জন্য নৃত্যকারী কাষ্ঠপুত্তলিকার নটের ন্যায় রসবোধ হয় না; (কেননা তাহার চেতনা নাই,) সেইরূপ তোমারও উক্তরূপ কর্ম্ম-করণসময়ে (কাষ্ঠপুত্তলিকার নৃত্যদর্শক) মূর্খ লোকের মত রসবোধ—কৌতুক বোধ যেন না হয়। তোমার সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি হেমন্তকালের লতার মত নীরস এবং আকারমাত্রে পরিলক্ষিত হউক।

শীতকালে সৌরতাপে বৃক্ষ যেমন রসশূন্য লতায় জড়িত ও নিজেও রসশূন্য হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও জ্ঞানভাস্করের উত্তাপে রসশূন্য প্রাণাদি ষড়্বর্গের সত্তামাত্রে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্পন্দিত হইয়া অবস্থান কর। ১৬—২০। হেমন্ত-ঋতু যেমন বাহ্যরসশূন্য অন্তঃসরস তরুসকল ধারণ করে, সেইরূপ তুমিও অন্তরে আবরণশূন্য ইন্দ্রিয়সকলকে চিদ্রসে রসিত করিয়া ধারণ কর। যদি তুমি ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্যরসে রসিত করিয়া রাখ, তাহা হইলে কোন কর্ম্ম কর আর না-ই কর, তোমার সংসাররূপ অনর্থরাশি কিছুতেই উপশান্ত হইবে না। যদি তুমি বায়ু, অগ্নি ও সলিলাদি অচেতনপদার্থের ন্যায় সঙ্কল্পশূন্য হইয়া স্পন্দিত হইতে পার, তাহা হইলে তুমি অনন্ত শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হইবে। বাসনাশূন্য হইয়া অভ্যাসবশে নিজ ব্যবহার-কর্ম্মে যে কর্তৃতা, ইহাই পরম ধৈর্য্য, এই ধৈর্য্য দ্বারাই জন্মজর নিবারিত হয়। বাসনাশূন্য—সঙ্কল্পশূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুসরণ করত কুলালচক্রের ভ্রমণের ন্যায় স্বীয় নিত্য কর্ম্মে স্পন্দিত হইও। ২১—২৫। কর্ম্মফলের দিকে বুদ্ধি রাখিও না; কর্ম্মত্যাগ করাতেও কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না, ফল কথা, ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করা বা না করা, উভয়ই সমান, ফলাকাঙ্ক্ষা যদি ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপই করিতে পার। অধিক আর কি বলিব, সংক্ষেপে সার কথা বলিয়া রাখি যে, সঙ্কল্পই মনোবন্ধন, আর সঙ্কল্পের অভাবই মুক্তি। এই সংসারে কর্ম্ম বা অকর্ম্ম কিছুই নাই, আছে কেবল একমাত্র শিব শান্ত অজ সর্ব্বময় অনন্ত আত্মা। অতএব তোমাকে নূতন কিছুই হইতে হইবে না, তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক। তুমি কর্ম্মকে অকর্ম্মতত্ত্বরূপে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মরূপে এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মভাবকেই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে জ্ঞান করত যথাস্থিত চিদ্রূপেই যথাসুখে অবস্থান কর। সাধুগণ দৃশ্যবস্তুর অভাবনাকেই চিত্তক্ষয় এবং অকৃত্রিম যোগ (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির মুখ্য উপায়) বলিয়া থাকেন। অতএব তুমি একাগ্রভাবে তন্ময় (দৃশ্যবস্তুর ভাবনা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময়) হইয়া থাক। ২৬—৩০। যখন সম শান্ত শিব একত্ব-দ্বিত্ব-পরিশূন্য বিশুদ্ধ অনন্ত আত্মতত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন কে আর কি জন্য খেদ করিবে? মরুভূমিতে অঙ্কুরের ন্যায় তোমাতে সঙ্কল্পের উদয় না হউক; পাষাণগর্ভে লতার ন্যায় তোমাতে ইচ্ছার উদয় না হউক, তুমি যখন দৃশ্যবস্তুভাবনাশূন্য শান্ত ব্রহ্ম, তখন তুমি জীবিতই থাক, আর অজীবিতই থাক, তোমার কোন কার্য্যেই প্রয়োজন নাই এবং কর্ম্ম না করাতেও কোন প্রয়োজন নাই। ৩১—৩৩। যখন তুমি কর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়েরই বাধাত্মক এবং শাশ্বত অভেদরূপী, তখন তুমি প্রাতিভাসিক কর্ম্মস্বরূপ হইলেও বাস্তবিক তোমাতে কর্ম্মতা নাই এবং কর্ত্তারূপে বিবর্ত্তিত হইলেও বাস্তবিক তোমাতে কর্তৃত্ব নাই। যথার্থ কথা বলিতেছি, 'আমি' 'আমার'—এইরূপ জ্ঞান তোমার যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ তুমি দুঃখমুক্ত হইতে পারিবে না, যখন তোমার 'আমি' 'আমার' জ্ঞান বিদূরিত হইবে, তখনই তুমি দুঃখমুক্ত হইবে; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। যথার্থ ই "আমি" "আমার" বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, আছে কেবল, একমাত্র পরাৎপর শিব পরম আত্মা; সেই শান্তিময় আত্মা হইতেই এই প্রাতিভাসিক দৃশ্যবস্তু; কিন্তু এই দৃশ্যের কোন স্বরূপ নাই; ইহা অলীক। জগৎ-নামক এই যে এক দৃশ্য দেখা যাইতেছে, ফলে ইহা সুবর্ণের বলয়ত্বের ন্যায় শিবময় আত্মা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নহে। ইহাকে পৃথক্-রূপে না জানাকেই সাধুগণ ইহার ক্ষয় বলিয়া থাকেন। ইহার ক্ষয় হইয়া গেলে, একমাত্র সত্য সেই পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ৩৪—৩৭।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—"রাম। যাহা অদ্বৈত, যাহা একতা, একমাত্র শান্ত, মননশূন্য, পরমার্থদৃষ্টিতে তাহাই আত্মস্বভাবে অবস্থিত। পুত্তলিকা-সৈন্য যেমন কর্দ্দমময়—কর্দ্দমেরই রূপান্তর; এই জগৎও তেমনি ঐ শান্ত শিব আত্মারই বিবর্ত্ত। মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি প্রভৃতিরূপ চিত্তও আত্মময়, ঐ শিব-আত্মাতেই এই সমস্ত কাল, ক্রিয়া, আকার শব্দশক্তি প্রভৃতি মালার ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে। বাহ্যরূপ, আলোক, মন প্রভৃতি সমস্তই ঐ শিবময় আত্মপঙ্কেরই বিকার। এজন্য এই রূপাদিও তন্ময় ও অনন্ত। অতএব ইহার অনুভবকারী আর কে কিরূপে হইতে পারে? প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, দেশ, কাল, দিক্, ভাব, অভাব, বিবর্ত্ত প্রভৃতি সমস্তই ঐ শিব-আত্মময়। অতএব ঐ সর্ব্বসার আত্মরূপী পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ 'আমি আমার'-নামক আর কিছুই নাই। অতএব তুমি অনাসক্তচিত্ত হইয়া পাষাণের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। ১—৫। রাম কহিলেন,—প্রভো! যিনি "আমি" "আমার" ইত্যাকার অসৎ ভাবনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের কর্ম্মকরণেই বা কি অশুভ আর কর্ম্মত্যাগ করাতেই বা কি শুভ হইতে পারে? আমার বোধ হয়, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ ও করণ দুইই সমান। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! আপাততঃ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি জান ত বল দেখি, তুমি কর্ম্ম কাহাকে বল? কর্ম্মের বিস্তারই বা কি? তাহার মূলই বা কি প্রকার? সেই মূলেরই যদি বিনাশ করিতে হয়, তাহা হইলে বল দেখি, কিরূপে সেই মূলের বিনাশ হয়? রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! যাহা নাশ্য, তাহা ত সমূলেই বিনাশিত হইতে পারে, তাহার আর শাখাদি কর্ত্তন করিয়া বিনাশ করিতে হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শুভাশুভাত্মক নিজ কর্ম্ম সমূলেই বিনাশিত করিতে পারেন, আর সে কর্ম্ম সহজে একবারে নষ্টও হইতে পারে। হে ব্রহ্মন্! কর্ম্মবৃক্ষের মূল কি,—তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন, সেই মূলসকল উৎপাটিত করিতে পারিলে ঐ কর্ম্মবৃক্ষ আর অঙ্কুরিত হইতে পারে না। হে ব্রহ্মন্! এই যে দেহ, ইহাকেই আমি কর্ম্মবৃক্ষ বলিয়া বুঝিয়াছি, এই বৃক্ষ সংসারকাননে জন্মিয়া থাকে। হস্তপদাদি অঙ্গনিচয় ইহার শাখা। ৬—১২। প্রাক্তন কর্ম্ম এই দেহবৃক্ষের বীজস্বরূপ; সুখ-দুঃখ ইহার ফলনিকর, ক্ষণকালের জন্য এই বৃক্ষ যৌবনশোভায় মনোহর হইয়া উঠে; বার্দ্ধক্যকুসুমে ইহা বিকসিত হইয়া থাকে। প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহা কালরূপ উদ্ধত মর্কটের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়; নিদ্রারূপ হেমন্ত ঋতুতে

ইহার স্বপ্নরূপ পত্রসকল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যরূপ শরৎকাল উপস্থিত হইলে, এই দেহবৃক্ষের পর্ণসকল ঝরিয়া যায়। জগৎরূপ জঙ্গলমধ্যে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, কলত্ররূপ পরগাছা এই বৃক্ষকে জড়াইয়া থাকে। হস্তপদাদি ইহার রক্তবর্ণ পল্লব, ঈষৎ রক্তবর্ণ সুরেখাসমন্বিত হস্তপদ-তল এই বৃক্ষের চঞ্চল পত্র। অন্তরে স্নায়ু ও অস্থি দ্বারা লিপ্ত কোমল মসৃণ মূর্ত্তি, কমনীয় অঙ্গুলীসকল ইহার সমীরণসঞ্চালিত কোমল পল্লব। মসৃণ তীক্ষ্ণাগ্র দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় দর্শনীয় কোমল নখপঙক্তিই ইহার কলিকা (কোরক)। এই কলিকাগুলি পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও ছিন্ন হইয়া থাকে। ১৩—১৮। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই এই দেহবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়, ইহার মূল—কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল। ঐ মূলগুলির মধ্যে যে গুলির ছিদ্র আছে, সে গুলি কামাদিসর্পের বাসস্থান হইয়া দুষ্ট হইয়া যায়। যে গুলির ছিদ্র নাই, সে গুলির গ্রন্থি আছে। ইহার মধ্যে কোন কোন মূল সুদৃঢ় অস্থিরূপ গ্রন্থি দ্বারা সম্বদ্ধ, কোনগুলি পঙ্কময় অর্থাৎ অন্নরস-পরিপূর্ণ। উহার রক্তরূপ রসপ্রবাহ বাসনা দ্বারা পীত হইয়া যায়। বাসনাবশে কর্ম্ম করিয়া দেহীরা দেহের রক্ত শুকাইয়া ফেলে। উহার মধ্যে কোন কোন মূল গুল্ফযুক্ত (চরণদ্বয়), কোন মূল বেশ সুদৃঢ়। কোন কোন মূল সুন্দর ত্বকে আবৃত এবং কোমল। ভগবন্! আমি ঠিক করিয়াছি যে, ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ মূলগুলিরও আবার জ্ঞানেন্দ্রিয় নামে কতকগুলি মূল আছে। ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ মূলসকল সুদূরবর্ত্তী বিষয়ে উৎপন্ন হইলেও (দূরবিসারী) হইলেও (দেহের বাহিরে গেলেও) উহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারা যায়, ঐ ইন্দ্রিয়মূলগুলি চক্ষুর্গোলকাদি পঞ্চবিধ স্থানে আশ্রয় করিয়া থাকে।—বাসনাকর্দ্দমে ডুবিয়া থাকে, ঐ মূলগুলি বেশ সরস এবং বৃহৎ। ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ মূলগুলিরও আবার মূল আছে,—সে মূল জগত্ত্রয়ব্যাপী মন, এই মন বিশাল স্তম্ভাকৃতি। ঐ মনোরূপ বৃহৎ মূল জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ শিরার সাহায্যে অনন্ত রূপাদিরস আকর্ষণপূর্ব্বক উপভোগ করিয়া আবার পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ মনেরও আবার মূল আছে, সে মূল জীব, চেত্যভাব-উন্মুখ চিদাত্মাই ঐ জীব-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ চেতনই নিখিল মূলের একমাত্র কারণ,—সমস্ত চেত্যের একমাত্র কারণ। ঐ যে চেতন—যাহাকে চেত্যোন্মুখী চিৎ বলা হয়, তাহাও মূল-শূন্য নহে, তাহারও মূল আছে, সে মূল ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্মের আর মূল নাই,—ব্রহ্ম নির্ম্মূল, কেননা, ঐ ব্রহ্মই অনাদি অনন্ত অনাখ্য বিশুদ্ধ সত্যস্বরূপ। এইরূপে চেত্যোন্মুখী চিৎই নিখিল কর্ম্মের বীজস্বরূপ, ঐ বীজ প্রথমতঃ আপনাকে 'অহং'রূপে ভাবনা করিয়া ক্রিয়াত্মক স্পন্দরূপে উৎপন্ন হয়। হে মুনে! এইরূপ প্রণালীতে আমি বুঝিয়াছি যে, চেত্যোন্মুখী চিৎই নিখিল কর্ম্মের প্রধান বীজস্বরূপ। ঐ বীজ থাকিলেই দেহরূপ বিশাল-শাখ শাল্মলীবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ জীব চৈতন্য অহ-ঙ্কারাদি সম্মিলনে কর্ত্তা হইয়া "অহং" ইত্যাকার ভাবনাক্রান্ত হইলেই উহা কর্ম্মের বীজস্বরূপ হয়, নতুবা উহা সেই পরমব্রহ্মস্বরূপে বিরাজমান থাকে। চৈতন্য, চেত্যাকার ভাবনা দ্বারা আক্রান্ত হই-লেই কর্ম্মবীজ হইয়া উঠে, তাহা না হইলে যে পরমপদ, সেই সর্ব্বাদ্য পরমপদই বিদ্যমান, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। হে মুনীশ্বর! দেহাদি অহন্তাবাকার জ্ঞান যে, কর্ম্মের কারণ, ইহা আপনিও আমাকে বলিয়াছেন; আমি যাহাকে কর্ম্মমূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, আপনিও আমাকে তাই বলিয়া দিয়াছিলেন। ১৯—৩০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! এই চেত্যোন্মুখী চিৎ-স্বরূপ সূক্ষ্মকর্ম্ম, দেহের অবস্থিতি পর্য্যন্ত ইহার ত্যাগই-বা কি আর অনুষ্ঠানই বা কি? ঐ চিৎ অন্তরে বা বাহিরে যেরূপ অনুভব করে, তাহা অসত্য হইলেও ভ্রান্তিবশে আকারে দৃশ্য হইয়া থাকে, অমনি তাহা সত্য হইয়া উঠে। যদি তাদৃশ অনুভব না রাখে, তাহা হইলে আর ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয় না, চিত্তির এই যে ভ্রান্তি, ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার আবশ্যক করে না। কেননা, এই চিৎই উক্ত ভ্রান্তিরূপে বিকাস-প্রাপ্ত হয়, বাসনা, ইচ্ছা, মন, কর্ম্ম, সঙ্কল্প ইত্যাদি উহার নামান্তর। দেহীর দেহগৃহ যতদিন থাকিবে, ততদিন সে প্রবুদ্ধই হউক আর অপ্রবুদ্ধই হউক, তাহার চিত্ত থাকিবেই, কিছুতেই তাহাকে ত্যাগ করা যাইবে না। ৩১—৩৫। আর এক কথা, চিত্ত লইয়াই ত জীবন, অতএব জীবদ্দশাতেই বা কিরূপে তাহার ত্যাগ হইতে পারে? তবে "আমি অসঙ্গ অদ্বিতীয় কূটস্থ চৈতন্য" আমি নিষ্ক্রিয়—কিছুই করিতেছি না। এইরূপ ভাবনায় কর্ম্মশব্দপ্রতিপাদ্যবিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিলে কর্ম্ম ও কর্ম্মরূপ বিকল্প পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে নিজেই অজ আত্মরূপে পর্য্যবসিত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কর্ম্মত্যাগ করা সম্ভাবিত নহে; অন্য রকম উপায়ে কর্ম্মত্যাগ করিতে গেলে তাহার কিছুই করা হয় না। দৃশ্যপ্রতিভাসের যখন আপনা আপনিই বাধ হইয়া যায়, তখনই এই জগতের অত্যন্ত অসত্ত্ব অনুভূত হয়, তখনই প্রকৃত চিত্তত্যাগ হয়, সাধুগণ সেই ত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ এবং মোক্ষ বলিয়া থাকেন। অনুভবনীয় দৃশ্য বস্তু থাকিলেই তাহার অনুভব হয়, নতুবা হয় না, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই অনুভবনীয় বস্তুর জ্ঞান একে-বারেই ছিল না। অতএব অনুভবনীয় বস্তুর বিলয়ের পর তাহার অনুভব (জ্ঞান) আবার কোথায় থাকিবে? সুতরাং জ্ঞানের জ্ঞেয়োন্মুখীভাব পরিত্যাগ করিলে তাহার যে স্বরূপ থাকে, তাহা জ্ঞানও নহে, কর্ম্মও নহে, তাহাকে শান্ত ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা হয়। ৩৬—৪০। চিদাভাসাত্মক যে চেতন, তাহাকেই ক্রিয়া বলা হয়, কারণ তাহারই বুদ্ধ্যাদি উপাধিকারী ব্যাপারে জল-প্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায় অলীক এবং জগৎনামক মিথ্যাপ্রপঞ্চ উদিত হয়। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া বলিতে হইলে মোক্ষকে জ্ঞানস্বরূপ বলা যায় না, তত্ত্বজ্ঞানীরা মোক্ষকে অচেত্য স্বরূপ বলিয়াই জানেন। অতএব যতদিন দেহ থাকে, ততদিন কিছুতেই কর্ম্মত্যাগ হইতে পারে না। যাহারা কর্ম্মকে সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহারা কিছুতে কর্ম্মের মূল ত্যাগ করিতে পারে না, বাসনাত্মক মনের যে চিদাভাসসংবিৎ, তাহাই কর্ম্মের মূল। প্রকৃত-তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে দেহস্থিতি পর্য্যন্ত উক্তসংবিৎ ত্যাগ করিতে পারা যায় না, হে রাম! এই সংবিৎই বাসনা প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মমূল উৎপাদন করিয়া দেয়; এবং উক্ত কর্ম্মের কর্তৃত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দৃশ্য দর্শনরূপা সূক্ষ্মা চিৎ আপনার যত্নসাধ্য অসংবিত্তি—অর্থাৎ অনুসন্ধান না করিলেই ইহাকে উন্মূলিত করা যায়। সংবিদের অনুসন্ধান না রাখিলে সংবিৎ আপনিই যায়। সংসারবৃক্ষের সমূলে উৎপাটনও তদ্দ্বারা সহজে হইয়া উঠে। যাহাতে চিদাভাস নাই, যাহাতে দৃশ্য-সজাতীয়

কোন প্রকার ভেদ নাই, একমাত্র সেই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সেই আকাশকেই অনাময় নিখিল-চেতনের সারস্বরূপ বলিয়া জানেন। ৪১—৪৭।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় সর্গ।

রাম কহিলেন, "হে মুনিবর! বেদনকে কিরূপে আবেদন করা যায়, তাহা আমাকে বলুন, কারণ অসতের সত্তা ও সতের অসত্তা ত কখনই হইতে পারে না।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—"রাম! যখন অসতের সত্তা ও সতের অসত্তা হইতে পারে না, তখন বেদনের অবেদনত্ব-প্রাপ্তিও সহজে হইতে পারে। এই যে বেদনশব্দ এবং ইহার অর্থ ইহাকে তুমি রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় মরীচিকায় জলবুদ্ধির ন্যায় অসত্য বলিয়া জানিও। ইহার অজ্ঞানই শ্রেয়ঃ, ইহার জ্ঞানই দুঃখের কারণ, অতএব হে রাঘব। তুমি সং অর্থাৎ কূটস্থ আত্মরূপকেই জানিতে চেষ্টা কর, কদাচ অসং দৃশ্যকে আত্মরূপে বুঝিও না। বেদনশব্দের অর্থবোধ করাই জীবের দুঃখহেতু, অতএব তুমি এই বেদনশব্দের (জ্ঞান এই শব্দের) অর্থবোধ পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থিতভাবে অবস্থান কর। সমুদয় দৃশ্যবস্তুর বোধরূপ ব্যবহারদশাতে উক্ত অর্থবোধের উচ্ছেদ করিতে হইলে ব্যবহারিক জ্ঞপ্তিশব্দের অর্থকে কূটস্থ চিংস্বরূপে ভাবনা করিয়া এবং তাঁহাতেই মুক্তির উদয়, ইহা স্থির করিয়া বিক্ষেপশূন্য হইয়া ব্যবহারী হও। বিবেকবান্ হইয়া শুভাশুভাত্মক নিজ কর্ম্মকে নাশ করা অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাও নাস্তি ইত্যাকারবোধে (তত্ত্বজ্ঞান হইলে) আপনিই সিদ্ধ হইয়া যায়। কর্ম্মের মূল সমূলে উন্মূলিত হইলেই সংসারশান্তি হইয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ না হয়, ততক্ষণ তত্ত্ববিচার করা উচিত। বিল্বের অভ্যন্তরগত মজ্জা, অভ্যন্তরে যে বীজাদি উৎপাদন করে, সেই বীজাদি যেমন বিল্ব হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ চিৎরূপে আত্মা আপনাতে যে চিত্তাত্মক ত্রিপুটী রচনা করেন, সেই ত্রিপুটী তাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। ভূর্লোকের অন্তর্গত জম্বুদ্বীপাদি বিভাগ যেমন ভূর্লোক হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ আকাশের অন্তর্গত পৃথিব্যাদি পদার্থও পরমাত্মা হইতে অণুমাত্রও পৃথক্ নহে। ১—১০। যেমন জল ও জলের অন্তর্গত দ্রবত্ব পরস্পর অবিভিন্ন পদার্থ, সেইরূপ চিন্ময়ত্ব ও চিত্ত একই পদার্থ। জলে যেমন দ্রবত্ব ও তেজে যেমন আলোক বিদ্যমান থাকে। সেইরূপ পরব্রহ্মেও চিদ্ভাব ও চিত্তভাব দুইই বিদ্যমান আছে। দৃশ্যপ্রকাশ করাই চিতির কর্ম্ম, সেই কূটস্থ চৈতন্য হইতে ঐ দৃশ্য, ভ্রমপ্রতীয়মান যক্ষের ন্যায় বৃথাই উদিত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা তাহা উদিত নহে, অতএব কর্ম্ম নাই—ইহা স্থির। যখন চিতির দৃশ্যপ্রকাশ অহেতুক বলিয়া বায়ু ও বায়ুস্পন্দের ন্যায় অপৃথক্, সেইরূপ জাগ্রং, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিদশায় প্রতীয়মান পদার্থনিচয়ও আত্মা হইতে অপৃথক্,—আত্মাই। দেহই ঐ কর্ম্মসমূহের বিস্তারস্বরূপ, মূলদেশ উহার অহংভাব, সংস্কার উহার পল্লবিত শাখা, চিদাভাসাত্মক ক্রিয়ার (বাধরূপ) সমূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেই স্পন্দহীন বায়ুর ন্যায় উহা শাখাসহ শান্ত (অস্তিত্বশূন্য) হইয়া যায়। এইরূপে চিদাভাসের উচ্ছেদ করিতে পারিলে তত্ত্ববিৎ অনন্ত আত্মা পাষাণের ন্যায় অটল হইয়া থাকেন। অতএব হে রাম! শূকর যেমন বিশাল দন্ত দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া গুলকচুর মূলোত্তোলন করে, সেইরূপ তুমি সংসারের মূল উত্তোলন করিতে থাক। এইরূপে মূলোত্তোলন করিতে পারিলেই কর্ম্মবীজের সমূলোচ্ছেদ করিতে পারিবে, অন্য কোন উপায়ে ইহা করিতে পারিবে না, হে রাঘব! এইরূপ চেষ্টায় তোমার অন্তরে সর্ব্বদা অবস্থিত দৃশ্যবস্তুর অনুভূতিরূপ কর্ম্মবীজ একেবারে নিবৃত্ত হইয়া যাউক। এই কর্ম্মবীজ পরিত্যক্ত হইলে জীবের ব্রহ্মভাবাতিরিক্ত চিদাভাসাত্মক দৃশ্যপ্রপঞ্চ লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন আর তত্ত্ববিদের গ্রহণীয় বা ত্যাজ্য কিছুই থাকে না, তখন তত্ত্ববিৎ শান্তভাবে অবস্থান করেন, ত্যাগ বা গ্রহণ কাহাকে বলে, তাঁহাও তিনি তখন বুঝিতে পারেন না, আকাশের ন্যায় শূন্যহৃদয় হইয়া যথাস্থিতভাবে অবস্থান করেন। কেবল যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের আচরণ করেন, তাহাও এত অনবহিত হইয়া করেন যে, পরক্ষণেই করেন নাই বলিয়া বোধ করেন। ১১—২০। যেমন নদীপ্রবাহে নিপতিত তৃণকাষ্ঠাদি নিজের চেষ্টা-ব্যতিরেকেই স্পন্দিত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল মনোবিকার-ব্যতিরেকেই স্পন্দিত হয়, অর্থাৎ বাহ্যকর্ম্মকরণসময়ে তাঁহাদের মনোগতি স্থির থাকে, মন কিছুই জানিতে পারে না যে, তিনি কি করিলেন। যখন নির্ব্বাসন অর্থাৎ বিষয়রহিত নিরতিশয় আনন্দ-রস লব্ধ হয়, তখন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি সেই আনন্দভোগের নিমিত্ত ধাবিত হইলেও রাগশূন্য হওয়ায় স্ব স্ব বিষয়প্রকাশে অসমর্থ হইয়া কিছুই বুঝিতে পারে না। ঈদৃশ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্থানই কর্ম্মত্যাগ, যাহা—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে স্বতই উৎপন্ন হয়। তখন তাঁহাদের শরীর স্পন্দরূপ কর্ম্ম করা না করা সমান হয়—অর্থাৎ তাহার কিছুই প্রয়োজন থাকে না। বাহ্যজ্ঞান-জ্ঞেয়শূন্য হইয়া, বাসনাশূন্য হইয়া, কৃতাকৃত কর্ম্মের অনুসন্ধান না রাখিয়া শান্তভাবে যে অবস্থান, তাহাকে কর্ম্মত্যাগ কহে। কর্ম্মসমূহের চিরবিস্মৃতি লাভ করিয়া, কর্ম্মকে আর না স্মরণ করিয়া জড়মধ্যের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দভাবে যে অবস্থান, তাহাকেই কর্ম্মত্যাগ বলা হয়। ২১—২৫। যাহারা বিপরীত বুঝিয়া, অত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া ধারণা করে, সেই সকল অজ্ঞ পশুদিগকে কর্ম্মত্যাগরূপ পিশাচী আসিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলে। যাহারা সমূলে কর্ম্মচ্ছেদ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান কিছুতেই প্রয়োজন নাই। তত্ত্বজ্ঞানীরা কর্ম্মের সূক্ষ্মবীজকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া একমাত্র পরব্রহ্মে সমাহিত হইয়া যথাসুখে অবস্থান করুন। তত্ত্বজ্ঞানীরা প্রবাহপতিত (অভ্যস্ত যথাপ্রাপ্ত) কর্ম্মে সামান্যমাত্র-স্পন্দিত হইয়া (অবুদ্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া) ফলে তাহাতে "আমার কার্য্য" এইরূপ অভিমানশূন্য হইয়া থাকেন। তাঁহারা যখন মোক্ষলক্ষ্মীরূপিণী কামিনীর ক্রোড়ে অধিরূঢ় হন, তখন পরমানন্দে উন্মত্ত হওয়ায় বোধ হয়, যেন তাঁহারা মদিরারসপানে উন্মত্ত হইয়াছেন, ক্রমে পরমানন্দে এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে, বোধ হয়, যেন তাঁহাদের দেহাদির অস্তিত্বজ্ঞান একেবারেই নাই (১)। তখন তাঁহারা অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় হইয়া

(১) ইহা জীবন্মুক্তদিগের কথা।

যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় ভূমিতে উপনীত হন। যাহা সমূলে পরিত্যক্ত হয়, তাহাই প্রকৃত ত্যক্ত, মূলোচ্ছেদ না করিয়া যে ত্যাগ, তাহা ত শাখা ছেদনমাত্র। কর্ম্মবৃক্ষের শাখা হইতে মূল পর্য্যন্ত সমস্ত, সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে তাহা আবার সহস্র শাখা বিস্তার করিয়া বাড়িতে থাকে। ২৭—৩১। হে রাম! কথিতপ্রকার বেদনত্যাগেই কর্ম্মত্যাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে নহে, অতএব তুমি কথিতরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর। যাহারা এইরূপে কর্ম্মত্যাগ না করিয়া অন্য কর্ম্ম করিতে যায়,—অর্থাৎ অত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাই করিতে যায়, তাহারা আকাশ মারণকর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে কর্ম্মত্যাগ আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। ইচ্ছাশূন্য জীবন্মুক্তেরা মহারম্ভে কোন কর্ম্ম করিলেও তাহা অক্রিয়াস্বরূপ, কেননা তাহাতে কর্ম্মবীজ বাসনা নাই। তাঁহাদের সে কর্ম্মে কোন ফলই নাই, ভোগেচ্ছায় বুদ্ধিপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই সফলক্রিয়া, এজন্য তাহাকে ক্রিয়া বলা যাইতে পারে, কুরজ্জু দ্বারা বেষ্টিত কূপঘটী জলোত্তোলন করিয়া শস্যক্ষেত্রে সেচনপূর্ব্বক শস্যোৎপাদন করিতে পারিলেই তাহা সফল—অর্থাৎ যথার্থ কর্ম্ম বলিয়া বোধ করিতে হইবে, নতুবা বৃথা কায়চেষ্টারূপ স্পন্দ নিষ্ফল। ৩২—৩৬। তত্ত্বজ্ঞানে কর্ম্মত্যাগ হইলে, সেই বাসনা-রহিত জীবন্মুক্ত পুরুষ, গৃহে বা অরণ্যেই অবস্থান করুন, অথবা দরিদ্রতা প্রাপ্ত হউন বা ধনী হউন, তিনি যে 'শম' তাহা অবধারিত। শমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে গৃহই নির্জ্জন সুদূর কাননের স্থলাভিষিক্ত, আর যাঁহার শম-প্রাপ্তি হয় নাই, নির্জ্জন গভীর অরণ্যও তাহার পক্ষে জনতাপূর্ণ নগরীর তুল্য। শান্তচেতা তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয়েই মনোহর নির্ম্মল বিশাল বনভূমি, সে বনভূমি স্বপ্নেও মানবের প্রবেশগম্য নহে। যাঁহার দৃশ্যপ্রপঞ্চ জ্ঞানানলে ভস্মীভূত ও জ্ঞানাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের সমগ্র জগৎই শূন্যময় নিস্পন্দ মহারণ্য, সংসারের কোন পদার্থের সহিতই সে অরণ্যের সম্বন্ধ থাকে না। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন মূঢ়, বিশ্বব্যাপার তাহার হৃদয়ে অবস্থিত, অনন্ত সঙ্কল্পই তাহার মূল, সসাগরা ধরা তাহারই হৃদয়ে বিরাজমান। অজ্ঞান দীনজনের হৃদয়েই বিবিধ দ্বন্দ্বপূর্ণ আড়ম্বরময় বিবিধ গ্রামমণ্ডলী অবস্থিত। পাষাণগর নগরমণ্ডল শৈলসঙ্কুলা বিবিধ কার্য্য-জনিত বিবিধ বিকারপূর্ণা বিমলা ধরণী, অজ্ঞানী জনের মলিন হৃদয়েই নির্ম্মল দর্পণতল প্রতিবিম্বিতের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ৩৭—৪৩।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—জ্ঞানস্বরূপ আত্মার তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদয় জড়পদার্থের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তৈলাভাবে প্রদীপের ন্যায় লয় প্রাপ্তি হয়, এইরূপে যে ত্যাগ, তাহাই প্রকৃত, প্রকারান্তরে ত্যাগ হয় না। কর্ম্মত্যাগ, ত্যাগই নহে, জগৎ-স্ফুরণ-সৃষ্ট, অহঙ্কারাদি নিখিল জড়পদার্থের অতিরিক্ত অবিনশ্বর বোধস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মাই ত্যাগ পদার্থ—অর্থাৎ আত্মাই মুক্তির স্বরূপ। দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, আর জগতের বস্তুকে যে আত্মার ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান, তাহা তৈলহীন দীপের ন্যায় সমূলে উন্মূলিত হইলে, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অবশিষ্ট থাকেন, ইহাই পরম নির্ব্বাণ অবস্থা। দেহে আত্মবুদ্ধি ও জগতে মমত্বজ্ঞান যাহার উন্মূলিত না হয়, তাহার জ্ঞান, শান্তি, ত্যাগ এবং নির্ব্বৃতি কিছুই হয় না। দেহে আত্মবুদ্ধি ও জগতে মমত্ব-জ্ঞানের যে অপগম, তাহাই জ্ঞান ও শিব-স্বরূপ আত্মরূপে পর্য্যবসান, তাহাতেই আশার অন্ত হয়, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে 'আমি' 'আমার' এই ভাব বিনষ্ট হইলে, জগতে মমত্ববুদ্ধিও দূর হয়, তখন জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, নির্ব্বাণঘন চিৎস্বরূপে জগৎ অবস্থিত হয়, তাহার কিছুই কোন অংশেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। নিরহঙ্কারভাবের ভাবনা হইতেই অহঙ্কারের নির্ব্বিঘ্নে ক্ষয় হয়, ইহাই মুক্তির উপায়, এতৎসম্বন্ধে বহু পরিশ্রম-ক্লেশের প্রয়োজন কি? অহংবুদ্ধি ও নিরহঙ্কার-বুদ্ধি উভয়ই ভ্রান্তি, বাস্তবিক চিৎস্বভাবাতিরিক্ত প্রকৃত সত্তা উহার নাই, চিৎস্বরূপ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সুতরাং ভ্রমের অস্তিত্ব কোথায়? ভ্রম, ভ্রমহেতু, ভ্রমকার্য্য এবং ভ্রমকর্ত্তা কিছুই নাই, এ সমস্তই অজ্ঞানমাত্র, তত্ত্বজ্ঞান হইলে এ সব তোমার কিছুই থাকিবে না। সমস্তই চিৎস্বরূপ, সেই সত্য-চিৎই অসৎস্বরূপ প্রতীয়মান হন, অতএব তুষ্ণীম্ভাবে থাক, প্রকৃতপক্ষে সত্য চিৎস্বরূপ বলিয়া সমস্তই নির্ব্বাণের রূপ। ১—১০। যে নিমেষে অহংবুদ্ধি উপস্থিত হয়, সেই নিমেষেই নিরহঙ্কার-বুদ্ধি উপস্থিত হইলেই শোকের কারণ থাকে না। এইরূপ সাবধানে সতত উপস্থাপিত নিরহঙ্কারভাবের মহিমায় অহংবুদ্ধিকে আকাশকুসুমের স্থলাভিষিক্ত করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-শরীরের ন্যায় অপরাভূতভাবে ব্রহ্মপদ দৃঢ়াবলম্বনপূর্ব্বক অবিনশ্বর স্থিতি প্রাপ্ত হও। তুমি অহংবুদ্ধিকে এইরূপ আকাশকুসুমের ন্যায় ভাবিবে এবং কোন ভাবেই বিচলিত হইবে না; এইরূপে ভবসমুদ্র পার হও। যাহার স্বীয়-স্বভাব-বিজয়ে বীরতা নাই, সেই পশু উত্তম পদ লাভ করিবে, বল,—এমন কথা কি বলিতে আছে? যে সুপণ্ডিত প্রথমে স্বয়ং কামাদিষড়্বর্গ জয় করেন, তিনিই পরম ফলের অধিকারী হন, কামাদি-জয়ে অশক্ত মানব গর্দ্দভতুল্য, পরম ফলের অধিকার তাহার নাই। যিনি স্বীয় অন্তঃকরণ-সামর্থ্যে মনোবৃত্তিজয়ে নিযুক্ত, অথবা জয় করিয়া বসিয়া আছেন, তিনিই বিবেকের আশ্রয় লইয়া প্রকৃত পুরুষপদবাচ্য হইয়া থাকেন। সমুদ্রে পাষাণের ন্যায় যে যে বিষয় তোমাতে প্রক্ষিপ্ত হইবে, আত্মার নির্লেপভাব চিন্তা করিয়া তত্তাবৎ হইতে স্বয়ং দূরে থাকিবে। যুক্তি বিচারে অহংভাব-নিবৃত্তি হইলে, চিৎস্বরূপ সুখ উপলব্ধ হয়, তখন মোহগ্রস্ত হইবার কারণই থাকে না। সুবর্ণভাব ব্যতীত বলয়াদি অলঙ্কারের যেমন পৃথক্ সত্তা নাই, তদ্রূপ অজ্ঞান ব্যতীত দৃশ্যপদার্থেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তোমার সেই অজ্ঞাননাশ—দৃশ্যপদার্থের স্মরণত্যাগেই হইবে। বায়ুতে চাঞ্চল্যের ন্যায় তোমার অন্তরে যে যে ভাবের উদয় হইবে, অহংভাব-বর্জ্জনরূপ জ্ঞানপ্রভাবে তত্তাবতের আশ্রয় বিনষ্ট কর। ১১—২০। যে ব্যক্তি প্রথমে লোভ, লজ্জা, মদ এবং মোহ জয় করিতে পারে নাই, অধ্যাত্মশাস্ত্রের চর্চ্চা তাহার পক্ষে নিরর্থক। পবনে স্পন্দন-শক্তির ন্যায় এক্ষণে তোমাতে যে অহংভাব বর্ত্তমান, তুমি পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইলে, স্পন্দনশক্তি বায়ু হইতে যেমন বাস্তবিক পৃথক্ নহে—তদ্রূপ অহংভাবও তোমা হইতে পৃথক্ থাকিবে

না। কূটস্থ চিন্মাত্রের প্রভাবে জগৎসৃষ্টি পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়; বিলীন ভ্রান্ত সর্পের ন্যায় আশ্রয় স্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। এইরূপ উৎপত্তি ও বিলীনভাব যে অদ্বৈতভাবের বিরোধী, তাহা নয়, কেননা, পরমাত্মার উদয় অস্ত কদাচ নাই। অথচ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই নাই। অতএব ভাব আর অভাব অর্থাৎ উৎপত্তি আর লয় কি আছে? তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বিলীন হইলে, পূর্ণ শান্ত শিব পরমতত্ত্ব (যাঁহাকে তুমি বলা যায়) সেই পূর্ণ শান্ত শিব পরমতত্ত্বে অবস্থিত বুঝা যায়। তত্ত্বজ্ঞান,—যাহা আছে, তাহাই অভ্রান্তভাবে দেখায়, নূতন কিছু প্রসব করে না। ২১—২৫। নিশাসম্বন্ধহীন সূর্য্যে নিশাসম্বন্ধ যেরূপ ভ্রমকল্পিত, নির্ব্বাণহীন ব্রহ্মে নির্ব্বাণ-সম্বন্ধও তদ্রূপ, অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ, কিন্তু ধর্ম্ম বা ফল নহে। শান্ত ব্রহ্মে শান্তিপ্রাপ্তিও নূতন নহে, পরমানন্দরূপী ব্রহ্মে আনন্দপ্রাপ্তিও নূতন নহে, সকলই ব্রহ্মের স্বরূপ, আকাশ প্রভৃতি পদার্থও সত্য নহে, অতএব অসত্য-বন্ধনের অপগমরূপ যে নির্ব্বাণ তাহা আবার নির্ব্বাণ কি? শস্ত্রাঘাত, রোগের যন্ত্রণা, এ সব সহ্য হয়, কেবল অহন্তাবনিবৃত্তিমাত্র সহ্য করিতে কি এতই ক্লেশ। অহন্তাব জগৎপদার্থের অঙ্কুর, সেই ভাব নির্ম্মূল হইলে জগৎই নির্ম্মূল হয়। অসার বাষ্প যেমন সারসম্পন্ন পদার্থের ন্যায় আদর্শ মলিন করে, আবার তাহা অপগত হইলে আদর্শ সুপ্রসন্ন হয়, তদ্রূপ অসার অহঙ্কার সারপদার্থের ন্যায় জীবকে মলিন করে, অথচ অহঙ্কার দূর হইলে আত্মাও প্রসন্ন হন। পরমাত্মরূপী পবনে অহন্তাবই স্পন্দনশক্তি, অহন্তাবরূপ স্পন্দনশক্তি অপগত হইলে অনির্দ্দেশ্য, অনাভাস, অজ, অব্যয়, অনন্ত, (অদ্বিতীয় অথচ আকাশ) মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ২৬—৩০। অহন্তাবই প্রথমে চিদাত্মায় দ্রব্যপ্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করে, অহন্তাব দূর হইলে চিৎশক্তি আভাসহীন অজ অনন্ত অব্যয়রূপেই অবস্থিত হন। পরমার্থরূপী নির্ম্মল শারদ নভোমণ্ডল অহন্তাব রূপী জলদজালের অপগমে পরম নির্ম্মল অনন্ত শোভায় শোভিত হন। হে রাম! ব্রহ্ম সুবর্ণস্বরূপ, চিরকাল অহন্তাবরূপ তাম্রমলের (তামার কসের) সংসর্গে জীবভাবে তাম্রভাব প্রাপ্ত, তাঁহার স্বরূপ তিরোহিত, কিন্তু অহঙ্কার-তাম্রমল (সিল্‌টি) ছুটিয়া গেলে তিনি পরম উজ্জ্বল কান্তিসম্পন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হন। পদের শক্তি তিরোহিত হইলে, অর্থমাহাত্ম্য অলক্ষ্য হয় সেইরূপ অহন্তাব-তিরোধানে চিৎশক্তিও ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ অনির্দ্দেশ্যভাব প্রাপ্ত হন। অহন্তাবে অবস্থিত ব্রহ্মেরই পদার্থান্তরের ন্যায় নাম-সম্বন্ধ থাকে, যেমন বিলীন তরঙ্গও কারণরূপে পর্য্যবসিত হইয়া জলনামে নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তিনিও নামবিশেষে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩১—৩৫। বাসনার অভাবে জগতের মূল অহন্তাব যদি বিনষ্ট হয় তবে তুমি, আমি, জগৎ এবং বন্ধন ইত্যাদি বিচার নিরর্থক। যেমন ঘটাকারে পরিণত হইলে তাহার উপাদান মৃত্তিকা কি ধাতু তাহারও বিস্মৃতি হয়, তদ্রূপ অহন্তাবের উদয়ে সত্তাত্মা ব্রহ্মভাব, শিবভাব এবং আত্মভাব অজ্ঞানসাগরে ডুবিয়া হয়। অহন্তাবরূপ বীজ হইতে সত্তারূপিণী বিষলতা উঠিয়া থাকে, গমনাগমন-শীল অনন্তজগৎ ইহার ফলস্বরূপ। অহন্তাবরূপ মরিচবীজের অভ্যন্তরে বিচিত্র ব্যাপার, ভূধর, সাগর, ধরণী নদী, বহিরিন্দ্রিয় মন, এবং রূপদর্শন ও কামনা প্রভৃতি সবই সেই বিষলতার ফল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, বায়ু-আকাশ, গিরি, নদী, দিঙ্মণ্ডল-সমগ্রই অহন্তাবরূপী বিকসিত উগ্রকুসুমের সৌরভ মাত্র। ৩৬—৪০। দিন-প্রবৃত্তি যেমন রূপদর্শনের ও চেতনার হেতু তদ্রূপ অহন্তাব-বিস্তারই জগৎসৃষ্টির হেতু। দিন-প্রবৃত্তি হইলে যেমন পদার্থ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ অহন্তাব হইতেই অসৎজগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-সলিলে অহন্তাব-তৈলবিন্দু নিপতিত হইয়া যে ঝটিতি বিস্তৃত হয়, তাহাই ত্রিজগৎ-চক্র। অহন্তাব—নয়নদৃষ্টির ন্যায় উন্মেষমাত্রেই জগৎ অবলোকন করেন, অসত্যকে চিরসত্য বোধ করেন, কিন্তু নিমেষমাত্রেই তাহার ব্যতিক্রম হয়। অহন্তাববিস্তারে সংসারের অনুভব, আর তাহা তিরোহিত ও পরিক্ষীণ হইলে, নয়নতারকাযুগলের ন্যায় দৃষ্টি-গোচর হয় না। ৪১—৪৫। নিত্য-জ্ঞানপ্রভাবে অহন্তাব-নির্ম্মূল হইলে এই যে সংসার-মরীচিকা তাহা সম্পূর্ণরূপে অপগত হয়। এই প্রার্থনীয় প্রধান বস্তু আত্মচৈতন্য ভাবনা মাত্রে লভ্য এবং ইহা নিত্যসিদ্ধ, ইহার জন্য খেদ বা মোহে অভিভূত হইও না। হে অনঘ রামচন্দ্র! সহায়প্রভৃতি সাধনশূন্য, অথচ স্বীয় যত্নমাত্র-সাধ্য অহন্তাববর্জ্জন হইতে অধিকতর শ্রেয়স্কর কার্য্য তোমার আর কিছু দেখিতেছি না। হে রাম! প্রথমে তুমি ব্যষ্টি-অহঙ্কার বিস্মৃত হইয়া—ক্ষিতি-আকাশ-শৈল-সাগর-বায়ুমার্গরূপে অখিল-বিশ্ব-পূর্ণ করত এইরূপ সর্ব্বপ্রসিদ্ধ পরম মহান্ সমষ্টিভাবে থাকিবে, অনন্তর সমস্ত-ব্যস্ত চরাচর জগৎ,—ব্রহ্মই, এই ভাবনায় প্রপঞ্চ-বর্জ্জিত, করণহীন, নির্ম্মল, অখণ্ড চিদাত্মরূপে স্বস্থ, শান্ত ও বীত-শোক হইয়া থাক। ৪৬—৫১।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে ব্যক্তি প্রথমে মন ও ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব জয় করিয়া বিবেকপ্রবৃত্ত হয়, তাহার সকলই শীঘ্র সিদ্ধ হয়। যে বুদ্ধিহীন ব্যক্তি, অন্তঃকরণের স্বভাবমাত্র-জয়ে অকৃতী, বালুকা-নিষ্পীড়নে তৈলের ন্যায় তাহার পক্ষে উত্তমপদপ্রাপ্তি দুর্ঘট। শুদ্ধহৃদয়ে অল্প উপদেশও নির্ম্মল বস্ত্রাদিতে তৈলবিন্দুর ন্যায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, কিন্তু মনোবৃত্তি বহির্ম্মুখী—অর্থাৎ অশুদ্ধ থাকিলে, দর্পণতলে মুক্তার ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ তাহাদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না। এ বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস প্রচলিত আছে,—পুরাকালে সুমেরু-শিখ এই ইতিহাস আমার নিকট, কীর্ত্তন করেন। আমি একদা সুমেরুশিখর-কোটরস্থিত ভুসুণ্ডকে নির্জ্জনে কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, 'হে ভুসুণ্ড! মূঢ়মতি আত্মজ্ঞানহীন কোন দীর্ঘজীবী তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে কি? হে রাম! আমি এইরূপ প্রশ্ন করিলে ভুসুণ্ড আমাকে বলিলেন, পুরাকালে লোকালোক পর্ব্বতের শৃঙ্গে এক বিদ্যাধর বাস করিতেন। চিত্তবিক্ষেপ-প্রযুক্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে দুঃখভোগ করিতে হইত। তিনি সদাচারসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক' তাঁহার হয় নাই। তিনি বিবিধ তপস্যা, যম ও নিয়মে দেহ শুষ্ক করিয়া-ছিলেন, তপঃপ্রভাবে আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়াছিল, চারিকল্প তিনি জীবিত থাকিয়া সেইরূপ তপস্যাদি করিতে লাগিলেন। তথাপি তাঁহার আত্মজ্ঞান হইল না। (যতদিন ইন্দ্রিয়জয় অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের জয় না করা যায়, ততদিন আত্মজ্ঞান ত হইবার

যো নাই, তপস্যা যমনিয়মেও তাঁহার অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য দূর না হওয়াতেই আত্মজ্ঞান উদয় হয় নাই)। কিন্তু চতুর্থ কল্পের শেষে মেঘের শব্দে বিদূরভূমি হইতে বহির্ভূত মনির ন্যায় সহসা তাঁহার বিবেক উৎপন্ন হইল। এত কালের তপস্যায় বিবেক উৎপন্ন না হইলে লোকের তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে কেন। (এই বিদ্যাধর প্রথমে অজিতেন্দ্রিয়, তাহার পর, যম-নিয়ম অবলম্বনে বহিরিন্দ্রিয় জয় করেন, কিন্তু মনের বিক্ষেপ অর্থাৎ চাঞ্চল্য দূর হয় নাই। যতদিন চাঞ্চল্য দূর না হইল, ততদিন এত তপস্যা-শ্রমেও তাঁহার 'বিবেক' হইল না; ক্রমে অতিদীর্ঘকাল যমনিয়মাদির অভ্যাসে মনের বিক্ষেপ পর্য্যন্ত দূর হইল, তখন 'বিবেক'-বুদ্ধি উপস্থিত হইল। মনের বিক্ষেপ দূর না হইলে কদাচ আত্মজ্ঞান হয় না)। তখন বিদ্যাধর ভাবিলেন, এই জন্ম ত হইয়াছে, জরা উপস্থিত, ইহার পর মৃত্যু হইবে, তাহার পর আবার জন্ম, আবার জরা, এইরূপ ধারাবাহিক যাতায়াতে প্রয়োজন নাই, আমি এই সব যতই ভাবিতেছি, ততই কৃতকর্ম্মের জন্য লজ্জিত হইতেছি, শাশ্বত সনাতন বিকারহীন একমাত্র কি আছেন? তাহা জানিবার জন্য বিদ্যাধর আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার স্থূল দেহ ও সূক্ষ্মদেহের প্রতি মমতা দূর হইয়াছে, সংসারে বিতৃষ্ণা হইয়াছে, আত্মার বৈরাগ্য উপস্থিত। বিদ্যাধর আমার নিকট উপস্থিত হইয়া যথোচিত প্রণামাদি করিলেন, আমিও তাঁহার অর্চ্চনা-অভ্যর্থনা করিলাম। অনন্তর উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া এই উত্তম কথা বলিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরের উক্তি—"ইন্দ্রিয়রূপী শত্রু—আপাততঃ মৃদু (অর্থাৎ সুখকর), কিন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ, প্রস্তরের ন্যায় দুর্ভেদ্য (অর্থাৎ অজেয়), ছেদন ও ভেদনে দক্ষ, (ছেদ ভেদ-সমস্তই ত ইন্দ্রিয়ের জন্য) এবং আত্মার নিপাত এই শস্ত্র দ্বারাই হইয়া থাকে *। ইন্দ্রিয়গণ হৃদয়ের অন্ধকারময় অরণ্য সদৃশ, কামাদি মর্কটকুল-পরিব্যাপ্ত, দুঃখরূপ-পবনবেগে তরঙ্গায়িত ভীষণ এবং দাবানলযোগে বিপৎসঙ্কুল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। এ দাবানলে—ইন্দ্রিয় অরণ্য দগ্ধ হয় না, কেবল শম দমাদিগুণের কদাচ উৎপন্ন অঙ্কুর হয়, অজ্ঞানরূপ-ধূমান্ধকারে পরিব্যাপ্ত এই ইন্দ্রিয়নিকর জয় করিতে পারিলে, প্রকৃত সুখলাভ হয়, ভোগ দ্বারা প্রকৃত সুখলাভ হয় না, অতএব আমার এ সকল বিদ্যাধর-ভোগে প্রয়োজন কি?" ৫—১৪।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

বিদ্যাধর বলিলেন,—"হে ভুষুণ্ড? আমি ত্রিতাপে কাতর, বিলম্ব সহনে অসমর্থ, পরমপাবন নিত্য নির্দ্দোষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দপদ যাহা আছে—তাহা আমাকে শীঘ্রই বলুন, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমি এতাবৎকাল সুপ্ত হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থান করিয়াছি, হে মুনে! এক্ষণে আমি আত্মার প্রসাদে প্রবুদ্ধ হইয়াছি। হে মুনিবর! আমি 'আমি' ইত্যাকার মোহ-বশে চিত্তের মহারোগ কাম দ্বারা উত্তপ্ত হইতেছি, আমি দুর্ব্বাসনায় বিলুব্ধ ও দুরুচ্ছেদ্য কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে উদ্ধার করুন। বিশাল পত্র গুণবান্ কমলের উপরেও যেমন তুষারপাত হয়, সর্ব্ববিদ্যায় সিদ্ধি প্রভৃতি গুণগ্রামবিভূষিত ব্যক্তিকেও তেমনি দুঃখপ্রদ কামাদি দোষ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, এই জন্য সর্ব্ববিদ্যায় সিদ্ধ হইলেও আমাতে উক্ত দোষসকল আশ্রয় লইয়াছে এবং আমাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। কমলের অভ্যন্তরে মশকনিকরের ন্যায় কত যে জীর্ণ জন্তু বার-বার উৎপন্ন ও মৃত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই; অথচ তাহারা না ধর্ম্ম, না সুখ, কিছুরই অধিকারী হইতেছে না। তদ্রূপ তুচ্ছ অসার বিষয় ভোগের লালসায় বারবার কেবল ক্লেশই পাইয়াছি, বারবার কেবল সেই সমুদায় বিষয়ের কাছে প্রতারিত হইয়াছি। ১—৫। এতাবৎকাল নশ্বর ভোগের আশায় অবিশ্রান্ত গতিতে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, মরুভূমির ন্যায় এই সংসারমার্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি ইহার অন্ত বা স্থিরতা প্রাপ্ত হই নাই। এই যে সংসারস্থ ভোগসামগ্রী, ইহা আপাত-মধুর ক্ষণবিনাশী,—পুনঃ পুনঃ সংসার ক্লেশের হেতু; আপাততঃ মধুর বোধ হয় বটে, কিন্তু ক্ষণকাল-মধ্যে বিকৃত হইয়া আবার ভীষণ হইয়া উঠে। হে মাননীয়! পোড়া বিদ্যাধর-রাজ্যে আমার অণুমাত্র স্পৃহা নাই, আমার ধারণা হইয়াছে, উহা অতি জঘন্য; উহাতে কেবল 'আমি বড়, অপরে আমা অপেক্ষা অতিনিকৃষ্ট'—ইত্যাকার অভিমানই বাড়িতে থাকে, ইত্যাকার দুরভিমান যাহাদের আছে, তাহাদের নিকটে ইহা অতিমধুর বলিয়া বোধ হয়। বিষয়ভোগ করিতে আমার বাকী নাই, আমি কুসুম-কোমল চত্ররথ কানন দর্শন করিয়াছি। তথায় দেখিয়াছি, কল্পবৃক্ষগণ সমস্ত বৈভব প্রদান করিতেছে। সুমেরুকুঞ্জে, বিদ্যাধরভবনে, সুরম্যবিমানে, প্রবহ বায়ুমার্গে ইত্যাদি কত রমণীয় স্থানে বিহার করিয়াছি। অনেক সময়ে সুরসেনার সঙ্গে বিশ্রাম করিয়াছি, আবার অনেক সময়ে, সুরম্য পুরীমধ্যে গলে কমনীয়-হার-ভূষিতা কান্তার বাহু-লতায় বিশ্রাম করিয়াছি। হে তাত! এক্ষণে সে সমস্তই আমার মানসীব্যথারূপে বিষতাপে দগ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে বুঝিয়াছি, তৎসমুদয় ভোগজাত অসারদারু-ভস্ম। কান্তার কমনীয় রূপরাশি দর্শন-লালসায়, তাহার বদন-সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষায় উৎসুকনয়নে কাল কাটাইয়া কেবল দুঃখই ভোগ করিয়াছি। তখন বুঝি নাই যে, এই কান্তার বসনভূষণাদি সৌন্দর্য্য আপাততঃ দৃষ্টি-হারী, ইহার রক্তমাংসাদিতে কিছুমাত্র কমনীয়তা নাই। তখন ঈদৃশ বিবেক না থাকিতে চক্ষু সেই দিকে ধাবমান হইত। অনর্থ-চেষ্টায় ব্যাকুল চিত্ত যতক্ষণপর্য্যন্ত নানাবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আপদের বশীভূত না হয়, ততক্ষণ সে অনর্থ-চেষ্টা হইতে কিছুতেই বিরত হয় না। ৬—১৬। হে তাত! আমার এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনর্থলাভের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, উদ্দাম অশ্বের ন্যায়, কিছুতেই ইহার গতিরোধ করিতে পারিতেছি না। কিছুতেই ইহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না। যেমন কোনও লোক অতিদুষ্ট শত্রুকর্ত্তৃক বশীভূত হইয়া তদীয় প্ররোচনায় পথের দুর্গন্ধ-জলবাহী জলপ্রণালীতে নীত হয়। (সেই স্থানে গলহস্তিকা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়), সেইরূপ আমি এই দুষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয়-কর্ত্তৃক দুর্গন্ধ-জলময় প্রণালীতে (গর্ত্তে) নীত হইতেছি। নীতি-বিবর্জ্জিতা এই রসনা-কর্ত্তৃক আমি অনেক সময়ে হস্তী শৃগালের আবাসভূমি

* স্বশস্ত্রাণি—ইহার অর্থ—'আত্মার নিপাত এই শস্ত্র দ্বারা হয়'। টীকাকার বলেন,—'শরীর-প্রবিষ্ট শরপ্রভৃতি শস্ত্র—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং শরীরপ্রবিষ্ট শরাদি সমান।'

দুঃখময় পর্ব্বতে নীত হইয়া আঘাত-প্রাপ্ত হইয়াছি। আদিত্য-দেবের বৃদ্ধি প্রাপ্ত নৈদাঘতাপের ন্যায় ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শলোলুপতা আমি কিছুতেই রোধ করিতে পারিতেছি না। যেমন হরিণের তৃণভোজন বাঞ্ছাই হরিণকে অতি দুর্গম কান্তারে লইয়া যায়, সেইরূপ, হে মুনিবর। আমার শ্রবণেন্দ্রিয় শুভ-শব্দাস্বাদলোলুপ হইয়া আমাকে বিষম পথে লইয়া যাইতেছে। বিষয়সমূহ দুর্লভ বলিয়া যে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছি, তাহা নহে, তাহারা আমার দুর্লভ নহে, আমার নিকটে প্রণত হইয়া আসিয়া আমার প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে যত্নবান্ হইতেছে, বিনীত ভৃত্যের ন্যায় তাহারা সর্ব্বদাই আমার চরণতলে নত হইয়া রহিয়াছে, গীতবাদ্যরবমিশ্রিত তাদৃশ কত সুরম্য শব্দ আমি শ্রুতিগোচর করিয়াছি। বিত্তধরমণীয়া মণিভূষণঝঙ্কারকারিণী রমণীসম্পদ্ পর্ব্বততট, সমুদ্রতীর প্রভৃতি কত রমণীয় পদার্থ দর্শন, স্পর্শন ও উপভোগ করিয়াছি। বিনীত কান্তাদিগের দ্বারা আনীত সুস্বাদু সুরম্য ষড়বিধ রস বহুকাল ধরিয়া আস্বাদন করিয়াছি। ১৭—২৪। প্রশস্ত অট্টালিকায় বসিয়া আমি কত সময়ে নির্ব্বিঘ্নে পট্টবস্ত্র, কামিনী, হার, কুসুম, দুগ্ধফেননিভ-শয্যা ও মন্দসমীরণ ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করিয়াছি। হে মুনে! আমি মন্দমারুতসঞ্চালিত বধূমুখগন্ধ, চন্দন উশীরাদির গন্ধ, কর্পূর কুঙ্কুমাদির গন্ধ ও কুসুম-গন্ধ স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিয়াছি। আমি পুনঃপুনঃ বিষয়সকল শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, উপভোগ ও আঘ্রাণ করিয়াছি, এক্ষণে তৎসমুদয় আমার নিকট শুষ্ক নীরস হইয়াছে। এক্ষণে তৎসমুদয় বান্ত-ভোজনের ন্যায় বোধ করিতেছি, আর তাহা কি উপভোগ করিব? আমি সহস্র বর্ষ ধরিয়া আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগন্মণ্ডলে যত কিছু ভোগ্য আছে, সমস্তই ভোগ করিয়াছি, তথাপি পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। বহুদিন ধরিয়া সসাগরা ধরায় একচ্ছত্রাধিপত্য করিয়া, বধূদিগকে উপভোগ করিয়া, শত্রুদলকে বিদলিত করিয়া লাভ যে কি হয়, তাহা ত বুঝি না, ফলতঃ কিছুই লাভ নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। যাঁহারা ত্রিজগতের আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের বিনাশসম্ভাবনা ছিল না, তাঁহারাও এককালে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছেন। ২৫—৩০। অতএব যাহা প্রাপ্ত হইলে আর কোন বিষয়ই পাইতে বাকী থাকে না, সেই বস্তু পাইতে যত্ন করা বিধেয়। কষ্টকর বিষয়ভোগ চেষ্টায় কোন ফল নাই। যাহারা চির-দিন সুরম্য ভোগ্যসকল ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন কেহই দৃষ্ট হয় না, যাহার মস্তকে কল্পতরুর আবি-র্ভাব হইয়াছে, সেই কল্পতরুর প্রসাদে তাহার মনস্কাম চিরকালের জন্য একেবারে পূর্ণ হইয়াছে এবং তাদৃশ ভোগীর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই নাই যে, সে চিরকালের মত ব্যোমযান পাইয়া সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। দুষ্ট বালক যেমন শান্ত শিশুকে প্রতারণা করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গ আমাকে এই দুর্গম বিষয়কাননে প্রতারণা করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। এই ইন্দ্রিয় সকল যে আমার শত্রু প্রবঞ্চক, তাহা আমি এতাবৎকাল জানিতে পারি নাই, আজ জানিতে পারিলাম, ইহারা আমার বিষমশত্রু; এতাবৎকাল আমাকে পুনঃপুনঃ বঞ্চনা করিয়া কষ্ট প্রদান করি-য়াছে। শঠ ইন্দ্রিয়রূপ ব্যাধেরা এইরূপেই হতভাগ্য মানবমৃগকে প্রতারণা করিয়া শূন্য সংসারজঙ্গলে লইয়া গিয়া, বাহিরে বার বার আশ্বাস প্রদান করিয়া অবকাশ পাইলে একেবারে নিহত করিয়া ফেলে। ৩১—৩৫। এই বিষম বিষয়-ইন্দ্রিয়রূপ বিষধরগণ কর্ত্তৃক দষ্ট বা দৃষ্ট হয় নাই, ঐরূপ লোক জগতে অতি বিরল। যাহার শরীররূপ-নগরের সীমান্ত পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া অবস্থিত, দুষ্ট ইন্দ্রিয়সৈন্যগণকে পরাজয় করিয়া উঠিতে পারে, তাহারা প্রকৃত যোদ্ধা, কেননা, এই ইন্দ্রিয়সৈন্য অতি প্রবল, অহঙ্কার ইহার পালক, শীতোষ্ণাদি ইহার রথ। ভীষণভোগহস্তী এই সৈন্যদলের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তৃষ্ণা ইহাদের বাগুরা অস্ত্র, ইহাদের হস্তে লোভরূপ ভীষণ অসি বিরাজ করিতেছে। ক্রোধরূপকুন্তাস্ত্রে ইহারা আরও ভীষণ, ইহার চতুর্দ্দিক চেষ্টারূপ তুরঙ্গমে আকীর্ণ; এই সৈন্যদলে সর্ব্বদাই কামকোলাহল হইতেছে। মত্ত ঐরাবত হস্তী-গণ্ডস্থল ভেদ করা যদিচ সহজ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বিপথগামী ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগ্রহ করা (আপনার বশে আনয়ন করা) অতি কঠিন। ৩৬—৪০। হে সাধো! তত্ত্বজ্ঞানীদিগেরও ইন্দ্রিয়জয় করাই মহত্ত্ব, বীরত্ব, পুরুষকার ও বিশ্রাম সম্পদের পরাকাষ্ঠা। পুরুষ যখন আর নিন্দিত ইন্দ্রিয়-বর্গ-কর্ত্তৃক বিষয়ের দিকে তৃণের ন্যায় আকৃষ্ট না হয়, সেই সময়েই সে দেবতাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়। মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন যে সকল লোক জিতেন্দ্রিয়, তাহারাই পৃথিবীমধ্যে প্রকৃত পুরুষ, তদ্ভিন্ন আর সকলকে আমি স্পন্দশীল মাংসযন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করি। হে মুনে! এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনোরূপ সেনা-পতির সৈন্য, এই ইন্দ্রিয় সৈন্য জয় করিবার যদি কোন উপায় থাকে ত বলুন, আমি জয় করিয়া ফেলি। আমার বোধ হয়, ভোগাশা পরিত্যাগ না করিতে পারিলে এই ইন্দ্রিয়রূপ মহা-রোগের শান্তি, কি ঔষধ, কি তীর্থপর্য্যটন, কি মন্ত্র কিছুতেই হইবে না। ৪১—৪৫। যেমন তস্করেরা পথিমধ্যে একাকী কোন পথিককে পাইলে তাহাকে ভীষণ অরণ্যে লইয়া গিয়া উৎপীড়িত করে, সেইরূপ এই ইন্দ্রিয়গণ সংসারকাননের গভীর-ভাগে লইয়া গিয়া আমাকে বড়ই কাতর করিয়া তুলিয়াছে। এই ইন্দ্রিয়রূপ পল্বল (ক্ষুদ্রজলাশয়) পঙ্কময় অপ্রসন্ন (অনির্ম্মল পল্বল পঙ্কে আবিল) দুর্গন্ধ শৈবালে পরিপূর্ণ, মহান্ দুর্ভাগ্যের আকর। এই ইন্দ্রিয়রূপ জঙ্গল লোকের আতঙ্ক উৎপাদন করে; ইহা নীহারজালে (জড়তা, পক্ষান্তরে তুষাররাশি) অতি গহন, এই জন্য এই জঙ্গল অতিক্রম করা অতি কঠিন। এই ইন্দ্রিয়রূপ পঙ্কজাত মৃণাল ছিদ্রযুক্ত গ্রন্থিময়; ইহার অন্তর্গত গুণ (সূক্ষ্ম বাসনা পক্ষান্তরে সূত্র) অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দুর্লক্ষ্য। ইহা জড়ময়। এই ইন্দ্রিয়রূপ ক্ষার সলিল (লবণাম্বু) রুক্ষ, তরঙ্গ-সঙ্কুল, ভীষণ, নক্রাদিজলজন্তু এই সলিলমধ্যে অবস্থান করায় ইহা অতি ভীষণ মোহ রজনীতে এই লবণাম্বু রত্নের ন্যায় চক্‌চক্ করিতে থাকায় জনগণের নিকট রত্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের রত্নলোভ উৎপাদন করে। ৪৬—৫০। এই ইন্দ্রিয় সকল মৃত্যু স্বরূপ, কেন না মৃত্যুতে যেমন বন্ধুবর্গ উদ্বিগ্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ অকার্য্য সাধন দ্বারা বন্ধুদিগের উদ্বেগ উৎপাদন করে। মৃত্যু হইলে যেমন আবার দেহ উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ পুনর্দ্দেহ লাভের হেতু,—অর্থাৎ বাসনা বিলয় না হইলে আত্যন্তিক দেহ লয়ও হয় না, অথচ ইন্দ্রিয় থাকিতে বাসনার বিলয় হয় না, এই জন্য ইন্দ্রিয়ই পুনরায় দেহলাভের হেতু। মৃত্যুতে যেমন আত্মীয় স্বজন করুণ-স্বরে ক্রন্দন করে এবং মৃত্যু হইবে বলিয়া মুমূর্ষু ব্যক্তিও করুণ-স্বরে ক্রন্দন করে, সেইরূপ এই ইন্দ্রিয়ও অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া লোককে করুণস্বরে কাঁদাইয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয় ভীষণ কানন-

স্বরূপ, এ কাননের অন্ত নাই; অবিবেকীদিগেরই ইহা শত্রু, বিবেকীদিগের ইহা মিত্র (কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারে না)। ভয়ানক মেঘ এবং ইন্দ্রিয়নিচয় উভয়েই সমান, কেননা উভয়েই ঘনাস্ফোট (গর্জ্জনশীল অথচ নিরন্তর চঞ্চল) অসার, মলিন, জড় (জলময় অথচ চেতনপ্রকাশ) এবং বিদ্যুৎপ্রকাশী (বিদ্যুৎযুক্ত অথচ বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক সুখের হেতু)। ইন্দ্রিয়নিচয় এবং গর্ত্তবহুল ভূমি উভয়েই তুল্য, কেননা, উভয়েই ক্ষুদ্র প্রাণীর আশ্রয় (বিষয়াসক্ত জীব ক্ষুদ্র প্রাণী, অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু) প্রধান জীবগণের পরিত্যক্ত এবং রজস্তমঃপরিব্যাপ্ত (রজোগুণ ও তমোগুণে ব্যাপৃত, রাগ-দ্বেষ-বিষাদ-মোহের হেতু, অথচ ধূলি ও অন্ধকারময়)। পুরাতন বিবরদ্বার এবং ইন্দ্রিয় উভয়েই সমান, কেননা—পতিত করিবার ক্ষমতা উভয়েরই আছে, দোষ-ভুজঙ্গে উভয়েই পূর্ণ, লক্ষ লক্ষ কর্কশ-কণ্টকে উভয়েই আচ্ছন্ন (কণ্টক—কাঁটা অথচ দুঃখের মিশ্রণ, ইন্দ্রিয়-সুখে দুঃখমিশ্রিত কিনা)। রাক্ষস এবং ইন্দ্রিয় দুইই সমান, কেননা আত্মম্ভরিতা, অনার্য্যতা, সাহসিকতা এবং তমঃপ্রিয়তা উভয়েরই ধর্ম্ম। ৫১—৫৬। জীর্ণ বাঁশ আর ইন্দ্রিয়—সমান, কেননা—উভয়েই শূন্য গর্ভ, অসার, বক্র (অসরল অথচ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিকূল) গ্রন্থিযুক্ত (গ্রন্থি—গাঁট অথচ বন্ধন-সামর্থ) এবং কেবল দাহ করিবার উপযুক্ত। ইন্দ্রিয় এবং অসজ্জনপূর্ণ নগর উভয়েই তুল্য, কেননা, মোহান্ধ জনগণের অপকৃষ্ট কার্য্য—উভয়েরই সঙ্গী, উভয়েই দুষ্কূপ-গহন, (ইন্দ্রিয়ের কূপ অর্থাৎ দ্বার বা ছিদ্র দেহবিকারে পূর্ণ, অপকৃষ্ট, এইজন্য ইন্দ্রিয়—দুষ্কূপ, আর তাহার উচ্ছেদসাধন করা যায় না বলিয়া তাহা গহন, এই কারণে ইন্দ্রিয়—দুষ্কূপ-গহন, আর কু-নগরের কূপ অপরিষ্কৃত, স্থানে স্থানে গহন অর্থাৎ বন, এই কারণে অসৎ-নগর দুষ্কূপ গহন) এবং নিতান্ত তুচ্ছ। কুলালচক্র ও ইন্দ্রিয় সমান, কেননা, উভয়েই ঘটাদি বিবিধ পদার্থের কারণ, এবং ভ্রম ও পঙ্কসম্বন্ধ উভয়েই বিদ্যমান। (ইন্দ্রিয়বৃত্তি না থাকিলে, ঘটাদি থাকে না, সুষুপ্তিকালে জীবের পক্ষে ঘটাদি নাশ হয়, আবার ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইলে ঘটাদি উৎপন্ন হয়, এইজন্য ইন্দ্রিয়কে ঘটাদির মূলীভূত বলা হইয়াছে। ভ্রমজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের কল, আর পঙ্ক অর্থাৎ পাপসম্বন্ধও ইন্দ্রিয় হইতেই হয়, এইজন্য ভ্রম ও পঙ্কসম্বন্ধ তাহাতে আছে। আর কুলালচক্র ঘটের কারণ ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ভ্রম—অর্থাৎ ঘূর্ণন এবং পঙ্ক অর্থাৎ কর্দ্দম-সম্বন্ধ তাহাতে আছে)। হে বিপন্ননিস্তারণ! আমি এইরূপ ইন্দ্রিয়-বিপৎসাগরে নিমগ্ন, অকিঞ্চন, দয়া করিয়া জ্ঞানোপদেশ দ্বারা আমাকে আপনি উদ্ধার করুন। সকল শাস্ত্রেই আছে, ভবাদৃশ পরমোৎকৃষ্ট জ্ঞানিগণের সংসর্গই সংসারশোক বিনাশের উপায়। ৫৭—৬০।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অনন্তর আমি তাঁহার এই বিশুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রশ্নানুসারে সুস্পষ্টবাক্যে উত্তর করিলাম,—হে বিদ্যাধর-প্রবর! সাধু সাধু! তোমার ভাগ্য প্রসন্ন, তোমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে, বহুকাল পরে সংসাররূপ অন্ধকূপের গর্ত্ত হইতে যে উত্থিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হইবে। অনল দগ্ধ সুবর্ণরেখার ন্যায় তোমার এই বিবেক-বিশুদ্ধ স্থির বুদ্ধি বড়ই শোভা পাইতেছে। নির্ম্মলতা সুন্দর তৃতীয় অন্তঃকরণ অনায়াসে উপদেশ বাক্যার্থ গ্রহণে সমর্থ হইবে. নির্ম্মল দর্পণে দ্রব্যের প্রতিবিম্ব সহজেই পড়িয়া থাকে। আমি যাহা যাহা বলিতেছি, তৎসমস্তই স্বীকার করিয়া লইবে, তর্ক করিও না, আমরা বহুদিন তর্ক-বিতর্কাদি করিবার পর—এই সারসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার অন্তঃকরণে যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা আত্মা নহে, অন্তঃকরণে চিরকাল অন্বেষণ করিলেও আত্মাকে পাইবে না, আত্মা এ সকল পদার্থের অতীত। আত্মসম্বন্ধে যে ভ্রম ধারণা আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমার উপদিষ্ট আত্মজ্ঞানে নিরত হও। যদি তোমার নিশ্চয় হয়—তুমি নাই, আমি নাই, জগৎ নাই, তখন তোমার সকলই থাকিবে, অথচ তাহা দুঃখের মূল হইবে না, প্রত্যুত সুখ ও মঙ্গলের কারণ হইবে। অজ্ঞান হইতে জগতের উৎপত্তি কি জগৎ হইতে অজ্ঞানের উৎপত্তি—বিচার করিয়াও ইহা স্থির করিতে পারি নাই, কেননা অজ্ঞান ও জগৎ একই বস্তু। মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মেই জগদ্‌ভ্রম হয়, ভ্রম বিষয় পদার্থ বস্তুত্বহীন, সুতরাং ভ্রান্ত-দৃষ্টির বিষয় হইয়া সত্যবৎ প্রতিভাত হইলেও তাহা অসত্য। এই অসত্য জগৎ কিছুই নহে অথবা কিছু বৈ কি, ইহা ত ব্রহ্মই বটে। মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রম হয়, কিন্তু তাহা জল নয়, পরন্তু মৃগতৃষ্ণা—এইরূপ ব্রহ্মে জগৎভ্রম হয়, 'তুমি-আমি,—এইরূপ ভ্রম হয়, কিন্তু তাহা জগৎ বা তুমি আমি নয়—পরন্তু ব্রহ্ম। যাহাতে জগৎ নাই, এই জ্ঞান হয়, তাহাতে জগতের প্রতিভাসও (ভ্রমজ্ঞানও) হইতে পারে না। (এখানে ঘট নাই এইরূপ জ্ঞান হইলে, তখন ঘট আছে, এমন ভ্রমও হয় না)। ১—১০। তুমি জানিবে অহন্তাবই জগতের বীজ, তাহা হইতেই, সাগর-ভূধর নদ-নদী ভূমণ্ডলময় জগদ্রূপ প্রকাণ্ড বনস্পতির উৎপত্তি। সূক্ষ্ম অহন্তাব বীজ হইতে প্রকাণ্ড জগৎ পাদপের উৎপত্তি। বিবরসমূহ পাতালাদি অধোভুবন সেই বৃক্ষের মূল। অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র—সেই বৃক্ষের প্রধান কলিকা, অন্যান্য নক্ষত্রসমূহ তাহার কোরকসমূহ, প্রাণিগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম সেই বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছ, আর পূর্ণচন্দ্র ফলগুচ্ছ। স্বঃ মহঃ-জনঃ-প্রভৃতি স্বর্গলোকসমূহ—বৃক্ষশাখাস্থ বিশাল কোটর, আর সুমেরু মন্দর এবং সহ্যপ্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ সেই বৃক্ষের পত্ররাজি, সপ্তসমুদ্র সেই বৃক্ষের আলবাল, পাতাল মূল-কোটর, সত্যত্রেতাদি যুগ—বৃক্ষের ঘুণ, বৎসর মাসাদি তাহার শাখাদি পর্ব্ব, অজ্ঞান তাহার উৎপত্তি-ভূমি এবং জীবগণ পক্ষিসমূহ, ভ্রান্তিজ্ঞান তাহার মধ্য স্তম্ভ (গুঁড়ি) এবং নির্ব্বাণ লাভই তাহার দাবানল। বহিঃপ্রত্যক্ষ এবং সঙ্কল্পাদি মনোবৃত্তি সেই বৃক্ষরাজের কুসুমসৌরভ, বিপুল সূক্ষ্ম আকাশ এই বৃক্ষের বনভূমি, আর নিখিল ভক্তিশ্রেণী এই বৃক্ষের প্রথম আবরণ তরুত্বক্ (আঁশ)*। ১১—১৭। ঋতুসকল এই বৃক্ষের বিবিধ শাখা, দশদিক্ ইহার উপশাখা, জ্ঞানরূপরসে ইহা পরিপুষ্ট এবং পবন এই বৃক্ষের সতত স্পন্দন। চন্দ্র সূর্য্যের কিরণমালাই এই

* টীকাকার বলেন, 'জীবদেহের নেত্রপুত্র ও ওষ্ঠাধর, এই বৃক্ষের পুষ্পরস্ত।'—ভক্তিজাল শব্দ হইতে যে কষ্টে পুষ্পরস্ত আনিতে হইয়াছে, তাহা না বলাই ভাল।

বৃক্ষের নয়নোন্মদকারীল রমণীর কুসুমমঞ্জরী এবং অন্ধকারই এই তরুরাজের কুসুমলোভভ্রান্ত ভ্রমরবৃন্দ। এই অসত্যবৃক্ষ আকাশ পাতাল দিগ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া সত্যবৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত, অহন্তাবরূপ সেই বৃক্ষবীজ, অনহন্তাবরূপ অনল দ্বারা দগ্ধ হইলে, সেই বৃক্ষের বিবর্ত্তোপাদান সংব্রহ্ম হইতেও পুনরুৎপত্তির আশঙ্কা থাকে না। ১৮—২০।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

ভুসুণ্ড কহিলেন,—হে বিদ্যাধর! পাতাল প্রভৃতি সপ্ত লোকাশ্রিত এই ভূলোক যাহার মূলদেশ, লোকালোক পর্ব্বতের গুহা প্রদেশ যাহার আলবাল স্থানীয়, এবং দিগন্তরে ও অন্তরীক্ষে বিবিধ শাখাপল্লবাদির বিস্তারে যাহা অতি চঞ্চল হইতেছে, সেই দৃশ্যমান সংসারপাদপ অহঙ্কাররূপ অঙ্কুর হইতেই জন্মিয়া থাকে ঐ বীজকে যিনি জ্ঞানরূপ অনলে দগ্ধ করেন, তাঁহার নিকট এই বিশ্বের প্রকাশ হয় না। সম্যক্ বিচারবলে পরীক্ষা করিলে পরীক্ষকের নিকট তুমি, আমি, এ সকল কখনই থাকিতে পারে না, ইহার নাম তত্ত্বজ্ঞান, ইহারই সাহায্যেই সংসারবীজ দগ্ধ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত তোমার অহংজ্ঞান বিদূরিত না হইবে, তাবৎ সংসারবীজের ধ্বংস নাই এবং এই অহংজ্ঞানের অভাব হইলেই তুমি আমি এ সমুদয় কিছুই থাকিবে না, এই জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ কহে। আর যখন এই বিশ্বের উৎপত্তিই কোন প্রকারে ঘটিতেছে না, তখন কোথায় আমি কোথায়ই বা তুমি আর একত্ব দ্বৈতাদির বিবেচনাই বা কি, সকলই ভ্রম জানিবে। যাহারা প্রথমে গুরূপদেশ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক অতিশয় যত্নসহকারে তদনুসারে অখিল সঙ্কল্প ত্যাগের জন্য উদ্যোগী হন, তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন, কারণ যেমন সূপকার পাকশাস্ত্রের অভ্যাস করতঃ অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক পাককার্য্যে নৈপুণ্য দেখাইয়া উত্তম পাক করত রাজসম্মানাদি পাইয়া থাকে, তেমনি অধিকারী ব্যক্তি যত্ন করিলেই বিবেকিতা লাভ করিতে পারেন, নচেৎ সম্ভব নাই। হে মহাভাগ! এই সংসারকে ইন্দ্রজালের ন্যায় চিচ্চমৎকারমাত্র জানিবে, সুতরাং অন্তরে বাহিরে কি দিগন্তে কোথাও ইহার অবস্থান নাই ও এই জগদ্রূপ চিত্ত বাসনার বিকাশেই অবলোকিত হয় ও তাহার পরেই চিত্রকরের চিত্রপটে চিত্রিত চিত্রের ন্যায় নিমেষমধ্যেই লয় পাইয়া থাকে। হে বিদ্যাধর! এই সংসার একটী বহুলক্ষ-যোজনবিস্তৃত কাঞ্চনময় মুক্তামণিখচিত মণ্ডপের স্বরূপ; উহা সুমেরুসদৃশ বহুসংখ্যক মণিময় স্তম্ভে আবৃত ও অসংখ্য ইন্দ্রায়ুধে বিরাজিত থাকায় কল্পান্ত-সন্ধ্যাকালীন মেঘমালার ন্যায় পরম সুন্দর হইয়াছে এবং ঐ মণ্ডপের নানাস্থানে নিয়ত বাসকারী বালবৃদ্ধ স্ত্রীজনের ক্রীড়াসাধন স্বর্গ পাতালাদি লোক, সমুদয়লক্ষণ সমুদ্গক (পেটরা) সকল স্থাপিত আছে। যে সকল সমুদ্গক-অন্তরে নদী পর্ব্বত বনাদির অবস্থানে সুন্দর এবং জীবসত্ত্বরূপ বীজ সমূহে পরিপূর্ণ ও অন্ধকারনাশক চন্দ্র সূর্য্যাদির ব্যবহারে শব্দায়মান হইয়া কোন স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন কোথাও বা তেজঃসম্পর্কে সমুজ্জ্বল হইতেছে। এবং যে ক্রীড়াকৌতুকাগার মণ্ডপে স্ত্রীজনের অলঙ্কারসাধন কল্পবৃক্ষসমুদয় রক্ষিত আছে, যাহাদের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইয়া থাকে, যথায় কুলাচল সমুদয় যত্রতত্র শিশুজনের ক্রীড়াসামগ্রী কন্দুকের স্থান অধিকার করতঃ তাহাদের অতিলঘু নিঃশ্বাস পবনসম্পর্কেও চালিত হইতেছে এবং যথায় সন্ধ্যাকালীন মেঘমালা কর্ণভূষণের, শরতের মেঘ চামরের ও প্রলয়কালীন বারিধরেরা তালবৃন্তের পদ অধিকার করিয়াছে ও এই ভূতল যথায় দ্যূতক্রীড়ার উপযোগী চিত্রিত পত্র ও নক্ষত্রমালায় সুশোভিত অন্তরীক্ষ যাহার বিতান হইয়াছে, সেই মণ্ডপের আকাশ লক্ষণ পরিষ্কৃত চত্বরমধ্যে গৃহী জনেরা জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবের জ্ঞানকে পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে ও সেই ক্রীড়ায় অসংখ্য প্রাণিগণের অবিরত জন্ম মরণাদিই শারিকা সমুদয়ের পুনঃপুনঃ প্রত্যাবৃত্তি হইতেছে এবং চন্দ্র সূর্য্যাদি নব গ্রহেরাই তথায় নব সংখ্যক শারিকার স্থান অধিকার করিতেছে। হে মহাভাগ! এই প্রকার সকল যেমন সঙ্কল্পকারীর অন্তরে নিয়ত ভাবনার সাহায্যে সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তেমনি চিচ্চমৎকাররূপী এই বিশ্বের স্বরূপলক্ষণ মণ্ডপও সঙ্কল্পবলে চিত্রকরের চিত্তে চিত্রিত চিত্রের ন্যায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকলই মিথ্যা প্রকাশ পাইতেছে ও প্রতিভাসবলে রহিয়াছে ও পরমার্থরূপে কিছুই নাই, আকস্মিক উদ্ভূত মায়াকৃত হস্ত্যশ্বাদির ন্যায় অসদ্রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১—২০। যেমন সুবর্ণে কটককেয়ূরাদি সকলই থাকে, তেমনি একমাত্র চিচ্চমৎকার-মধ্যে এই অখিল সংসার আছে, এই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞদিগের একান্ত স্বাধীন, সুতরাং যেরূপে যত্ন করিতে অভিলাষী হইবে, তাহাই কর। যে ব্যক্তি ঐহিক অন্নপানাদি ও পারত্রিক যজ্ঞ দানাদি যাবৎ কার্য্যেরই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার এই জন্মই শেষ, আর তাঁহাকে জন্মিতে হইবে না, কারণ তিনি কর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার কোন বন্ধনই থাকে না। হে পুণ্যাত্মন্! তুমি অধঃপতনসাধনী অবিবেকপদবীকে অতিক্রম করিয়া এক্ষণে ত্রিজগৎপাবন দ্বিতীয় বিবেকমার্গে উপস্থিত হইয়াছ, তোমার চিত্তের পবিত্রতা দর্শনে বিবেচনা করিতেছি যে, তুমি আর অধঃপতিত হইবে না; সুতরাং এক্ষণে চেষ্টাশূন্য অমল চিন্ময়পদ অবলম্বন করত মন প্রভৃতি যাবৎ দৃশ্যকেও পরিত্যাগ কর। ২১—২৩।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

ভুসুণ্ড কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি চেত্য ও চিৎস্বরূপের সম্যক্ না জানিলেও সলিলমধ্যে পতিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় তাপশূন্য হইয়াই শান্তভাবে অবস্থান কর, আর যেমন অনল বাড়বদর্শনে নিজের সম্পূর্ণ অসদৃশ হইলেও সলিলরাশিতে অবস্থান করে, তদ্রূপ এই চেত্য আপাত দর্শনে অচেতন হইলেও বস্তুতঃ চেতন বলিয়াই চেতন চিন্মাত্রের মধ্যেই অবস্থিত আছে। এবং একমাত্র বায়ু যেমন অনলশিখার উৎপাদক ও বিনাশক, সেইরূপ একা চিৎশক্তিই চেতনাচেতন দ্বিবিধবৃত্তিরই কারণ হইতেছে। অতএব "আমি আছি" এই প্রকার তোমার অহংজ্ঞানাদ্যাত্মক সচেতনাংশ চিন্মাত্রেই অবস্থিত হউক, তদবস্থায় যাদৃশ হওয়া উচিত তুমি তদবস্থ হইয়া থাক। যেমন সলিলমিশ্রিত দুগ্ধ, সলিলের সর্ব্বত্রই থাকে, তেমনি তখন চিৎস্বরূপ তুমি সকল ভাবেরই কি বাহিরে কি অন্তরে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিবে। আর যদি

তোমার অহংজ্ঞান পরিত্যক্ত চিত্তাব চিতির সহিত একতা-প্রাপ্ত হয়, তবে ব্রহ্মরূপী তুমি কাহার দ্বারা উপমিত হইবে, তখন তোমা ভিন্ন কিছুই থাকিবে না। ১—৬। এই সুরাসুরাশ্রিত স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালাত্মক সংসারস্থানও কালবিশেষে হর্ষ, বিষাদ, জয়, পরাজয়, পলায়ন, অনুসরণাদি নানাভাবে পটে চিত্রিত হইলেও যেমন বাস্তবিক উহা মুনিদেহের তাদৃশ সমুদয় ব্যাপারেই অসম্পৃক্ত থাকে, তদ্বৎ মায়াবশে দৃশ্যমান সংসারও শুদ্ধচিদাকাশে অদ্বয় ব্রহ্মের অভেদেই অবস্থান করিতেছে, জগৎস্বরূপে নহে। যখন এই মিথ্যা জগদ্রূপ ও চেতন সত্যব্রহ্মস্বরূপ উভয়ই চিৎস্বরূপে প্রতিবিম্বিত হইবে, তখন তোমার চেতনাচেতনের মধ্যে যাহাতে আস্থা হয়, তাহাই স্বীকার করিবে। কারণ মরুপ্রদেশে সূর্য্যকিরণ দেখিয়া অনভিজ্ঞ লোকেরা মহানদীরূপে জ্ঞাত হইয়া উত্তরণোপায় না পাইয়া কূলদেশে অবস্থান করে, কিন্তু যাহারা সূর্য্যেরই কিরণ জানে, তাহাদের নিকট ঐ স্থান প্রতিবন্ধকবিহীন হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট এই সংসারভাব বিস্ময়কর হইলেও সত্যস্বরূপে প্রতীত হয় না এবং যাহাদের দৃষ্টি অন্ধকারে আক্রান্ত আছে, তাহারা যেমন আকাশে কেশে (কাশপুষ্প) দেখিয়া থাকে, তেমনি সংসারেই মগ্ন মূঢ়ব্যক্তিদের নিকটই এই অবাস্তব জগদ্রূপ বিলাস পাইয়া থাকে। হে মহাভাগ। 'তুমি আমি' এই প্রকার বৃথা জ্ঞানময় জগৎ ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব মাত্র, জ্ঞানীরা এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই, যাহারা অজ্ঞ, তাহাদেরই কল্পিতমাত্র। যেমন মরীচিকায় অবাস্তব গন্ধর্ব্বনগরাদির প্রকাশ হয়, তাহারই ন্যায় এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে. ইহাতে সত্য কিছুই নাই। ৭—১২।

নবমসর্গসমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

ভুসুণ্ড কহিলেন,—হে বিদ্যাধর। এই জগৎ অচেতন হইলেও চেতন ব্রহ্ম হইতেই ইহার স্ফূর্ত্তি হইতেছে, সুতরাং চেতন বলিয়াই জানিবে। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত বহ্নি জল হইতে পৃথক্ নহে, তেমনি এই জগতেরও চৈতন্য ভিন্ন জড়তা কিছুই নাই, সুতরাং তুমি চেতনাচেতনে অভেদ জ্ঞান রাখিয়া চিত্রকরের চিত্তচিত্রিত চিত্রের ন্যায় ও আকাশে গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় বুঝিয়া অসীম হইয়া অবস্থান কর এবং দৃশ্যমান সাগরসলিলে ভাবী ফেনবিন্দু যেমন থাকে, তেমনি প্রলয়সময়ে জগতের সূক্ষ্ম অচিদ্রূপে ব্রহ্মে অবস্থানসূচক বেদবাদাদি থাকিলেও জগতের চিদ্রূপতার খণ্ডন হইতেছে না এবং কোন কারণ ব্যতীত যেমন নির্ম্মল সলিলে ফেনবিন্দুর প্রকাশ হয় না, তেমনি কারণ না থাকিলে কেমনে ব্রহ্ম হইতে এই জড় সৃষ্টির প্রকাশ পাইবে? আর এই অহেতুক সর্গব্যাপারে কিছুই কারণ নাই; সুতরাং এই জগদাদি কিছুই জন্মাইতেছে না ও কাহারও বিনাশ নাই এবং কারণের অত্যন্ত অভাব বশতই এই দৃশ্য কিছুই জন্মিতেছে না ও মরুপ্রদেশে সলিলের ন্যায় এই জগৎ সম্মুখে দৃষ্ট হইলেও কিছুই নহে। হে মহাভাগ। একমাত্র অজ অনন্ত প্রশান্ত ব্রহ্মই আছেন, কারণাভাবে সর্গব্যাপার না থাকায় অখণ্ড ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হইতেছেন, সুতরাং তুমি শিলাসদৃশ আকাশতুল্য ও ব্রহ্মস্বরূপী বলিয়া অজ হইতেছ, এক্ষণে তুমিই একমাত্র জ্ঞানের আধার, সুতরাং নিঃশঙ্ক হইয়া অবস্থান করিয়া অচেতন চিদাভাসে আপনি স্বয়ংই উপশান্ত হও। এবং ব্রহ্ম নিত্যানন্দময় বলিয়া তাঁহার কার্য্যকারী কোন কারণ নাই, সুতরাং সৃষ্ট্যাদির নিতান্ত অসম্ভবে অজ অনাদি শিবই রহিয়াছেন। কিন্তু যাহারা নিজ মূর্খতার বিলাসে একমাত্র চিন্ময় অজের সত্তা বুঝে না, সৃষ্টির অভাবে তাহাদের কিরূপ বন্ধন-দশা হইবে তাহা কি বুঝিতেছ না? যথায় যথায় পরমব্রহ্ম, সেই সেই স্থানেই এই জগৎ রহিয়াছে, এবংবিধ জ্ঞানীরাও অর্দ্ধমুক্ত সন্দেহ নাই। তাঁহাদের বিবেচনায় তৃণে কাষ্ঠে জলে সর্ব্বত্রই পরমব্রহ্ম রহিয়াছেন, অথচ সর্ব্বত্রই সৃষ্টিব্যাপার পরস্পর অন্তরে গ্রথিত আছে। হে মহাত্মন। অনন্ত পরমব্রহ্মে স্বত্ব ও অস্বত্ব অর্থাৎ স্বীয় ব্যাবর্ত্তকধর্ম্ম ও অপরিচ্ছেদক ধর্ম্ম উভয়েরই অভাবপ্রযুক্ত তদীয় স্বভাবনিরূপণ নিতান্ত অযুক্ত, আরও যে তাঁহাতে অভাববিরোধী ভাবের একান্ত অসম্ভব বলিয়াই তাঁহাতে স্বভাবাদি দুষ্ট বাগ্জাল আশ্রয় করিতে পারে না—অর্থাৎ তদীয় স্বভাবনিরূপণ অযৌক্তিক। এইরূপে নিত্য অনন্ত ব্রহ্মে অস্বত্ব ও অভাবের নিতান্ত অসম্ভব ও স্বত্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং স্বভাবশব্দপ্রয়োগ কিছুতেই থাকিতে পারে না। হে সাধো। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে এ সংসারে তত্ত্ববুদ্ধিতে অহন্তাব নিতান্ত দুর্লভ, সুতরাং উহা বালকের নিকট যক্ষ-সংবাদের ন্যায় সকলই মিথ্যা, অতএব পরমপদ অহংশব্দের সম্পর্কবিহীন হইলেও লাভ করা যায়, আর অহন্তাবে পরিপূর্ণ এই দৃশ্যজাত সম্যক্ অনুভবে সুপরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হইলেই বিলীন হয়। জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ের ভেদাভেদ পর্য্যায়ক্রমে শব্দেরই বিলাস মাত্র, যেমন প্রাক্তন হেম ও পরভূত কটক উভয়ের বাস্তবিক ভেদ নাই, তদ্রূপ উহাদেরও ভেদ সঙ্কল্পমাত্র কথিত হইয়াছে, বাস্তবিক নহে। ১—১৯।

দশম সর্গ সমাপ্ত। ১০

একাদশ সর্গ।

ভুসুণ্ড কহিলেন,—হে বিদ্যাধর! যিনি অনাবৃত দেহে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও তরুণীর স্তনাদি অবয়বের সংস্পর্শে অনুভব করিয়াও নির্ব্বিকার মনে অবস্থান করেন, তিনিই পরপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সেই কাল পর্য্যন্ত পুরুষ যত্নসহকারে অভ্যাস করিবে, যাবৎ তাহার কান্তাদি বাহ্যপদার্থ হইতে বিকার বিদূরিত ও সুখপ্রাপ্তিরূপিণী সুষুপ্তি সমাগতা না হইবে এবং যেমন পদ্ম সলিলমধ্যগত হইলেও উহাতে সলিল সংলগ্ন হইতে পারে না, তেমনি যিনি যথার্থ স্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কোনপ্রকার ক্লেশই অগ্রসর হইয়া কিছুমাত্র আক্রমণ করিতে পারে না। যে অজ্ঞ, তাহারই বিবেচনা হয় যে, স্বদেহে অস্ত্রাদি সংলগ্ন হইতেছে, কিন্তু তদবস্থায় যে শান্তচিত্ত ব্যক্তি অস্ত্রাঙ্গাদি সমুদয় অসংলগ্ন বলিয়া দর্শন করেন (অর্থাৎ জানেন, তাঁহাকেই সাক্ষাদ্দ্রষ্টা—অর্থাৎ চরম-জ্ঞানবান্ বলা যায়। এবং বিষ যেমন অন্তরে স্বয়ং ঘুণাকারে পরিণত হইলেও স্বরূপপর্য্যালোচনায় বিষ ব্যতীত ঘুণতা কোন বিশিষ্টপদার্থ নহে, তেমনি ব্রহ্মও বাস্তবিক স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া জীবভাবে অধিষ্ঠান করেন মাত্র। আপাতত দর্শনে ঐ জীবভাব তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী হইলেও বস্তুত নহে। সেই বিষ অমরণধর্ম্মা হইয়াও যেমন মরণধর্ম্মা ক্ষুদ্র ঘুণজীব হয়, তেমনি

ব্রহ্মের চিৎশক্তিও স্ব-স্বভাব ত্যাগ না করিয়াই জড়রূপ আশ্রয় করে এবং যেমন ঘুণ বিদ্ধ ভিন্ন হইলেও তদ্ভিন্নের ন্যায় প্রতীত হইয়াই কোথায় উঠিতেছে, তেমনি সংসারও ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মস্থিত হইয়াও তদিতর ও তথায় অবিদ্যমানের ন্যায় দৃষ্ট হয়। হে মহাভাগ! যেমন বিষ, যখন বিষত্ব ত্যাগ না করে, তদীয় স্বভাবদৃষ্টে তখন জন্ম-মরণের সম্ভব হয় না ও অন্তরের কৃম্যাদি দেহিস্বভাব দৃষ্টে জন্ম-মরণ অবশ্য থাকে, তেমনি জীবের যখন ব্রহ্মস্বভাব দেখা যায়, তখন তাহার জন্ম বা মরণ একান্ত অসম্ভব; কিন্তু উহাতে জীবস্বভাবে ঐ জন্ম-মরণ সর্ব্বথা রহিয়াছে। যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির বিষয় বস্তুতে অহং-মমতাদিবোধে কোনরূপে নিমগ্ন নহেন, তিনিই ভবসাগর পার হন, নচেৎ কেবল দৈবমুখাপেক্ষী হইলে উহা ঘটে না, অতএব হে মহোদয়! যে পূর্ণব্রহ্মে সমুদয় প্রিয়ভাবের আন্তরিক সুখময়ী সর্ব্বাতিশায়িনী শীতল অবস্থা রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মের কেন অবহেলা করিবে? আর যখন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপে জগৎপদার্থের সত্তার জ্ঞান হইবে, তখন নির্ম্মল আত্মায় মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি প্রভৃতি কলঙ্ক স্পর্শিতে পারে না, যেমন তুমি দৃষ্টিপ্রসারে আপাততঃ ঘট পটাদি দেখিয়া থাক, তেমনি শরীরকে দেখিবে, কিন্তু অহম্ভাব বা মমতাদি-বুদ্ধিসহযোগে কদাচ দেখিবে না, তখন সর্ব্বসাক্ষী হইয়া বাহিরে জাগতিক বস্তুজাত ও অন্তরে মনোবুদ্ধি প্রভৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া স্বাভাবিক সংস্থানে বিচরণ কর; তাদৃশ অবস্থানে সম্পদ্ ও বিপদ্ প্রযুক্ত সুখ বা দুঃখহেতু কাহারও কখনই কোনরূপ গুণ বা দোষ হয় না। যেহেতু,—তখন বিবেকীর কিছুতে কর্তৃত্ব থাকে না বলিয়াই তিনি কিছুরই ভোক্তা হন না। ১—১৫।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

ভুসুণ্ড কহিলেন,—হে বিদ্যাধর! আকাশে অন্য আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, এই কল্পনা যেমন ভ্রান্তিমূলক, অদ্বয় আত্মাতে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চস্বরূপ অহম্ভাবের কল্পনাও তদ্রূপ ভ্রমমাত্র এবং আকাশে দ্বিতীয় আকাশ জন্মিতেছে, এই ভ্রমের আমিই যেমন সম্পাদক, তেমনি আমিই অবিদ্যায় আবৃত হইয়া এই অসদ্রূপে প্রসৃত বিশ্বকে সদ্রূপে ব্যবহার করিতেছি। আকাশে যেমন অদ্বয় আকাশাত্মাই আছে, দ্বিতীয় আকাশ সঙ্কল্পিতা পুরুষেরই কল্পনা আকাশ-শরীরে প্রতিভাসিত হয় তেমনি আমিও অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মাকে কল্পনা করিয়াই 'আমি নহি' ইত্যাদি প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকি। অতএব যেমন পরমাণুমধ্যে সুবৃহৎ সুমেরুর অধ্যাহার হয়, তেমনি পরমসূক্ষ্ম চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকেই সমুদয় স্থূল কল্পনার অধিষ্ঠান বলিয়া জানিবে এবং অজ্ঞান-লক্ষণ চিদ্ঘনই আকাশ হইতে সূক্ষ্ম চৈতন্যকেও অহন্ত্বাদির অধ্যাস করিয়া, উত্তরোত্তর স্থূলভাব কল্পনায় অবগত হন এবং আত্মচৈতন্যের অহন্তাবাদির আশ্রয়েই পাঞ্চভৌতিক জগতের সৃষ্টি হইতেছে। যেমন জলের বিস্তার হইতে আবর্ত্তাদি বেষ্টনব্যাপার হইয়া থাকে, প্রশান্ত জলরাশির ন্যায় অচিদ্রূপ জগতের যখন বিশ্রান্তি—অর্থাৎ প্রলয় হয়, তখন উহা নিস্পন্দ বায়ু ও চিদাকাশের সহিত উপমিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেশকালাত্মক জগতের প্রকাশবিষয়ে ঘন, শূন্য, নিরাভাস চিন্মাত্রের প্রকাশই একমাত্র কারণ; এই চিন্মাত্র যখনই আকাশে, কালে, যানে, জলে, স্থলে, নিদ্রায়, জাগরণে ও স্বপ্নদশায় অভিমুখ হয়, তখনই দৃশ্যমান ক্ষেত্রের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতিনির্ম্মল নির্ব্বিকার চিদাকাশ হইতে প্রসরণ বা অপ্রসরণ কিছুই সম্ভবে না। ১—১০। তত্ত্ববিৎ সুখদুঃখাদিভোগ অনুভব করেন না এবং আপনাকে 'আমি'নামক এক স্বতন্ত্র জীব বলিয়াও জ্ঞান করেন না; দ্রবত্ব যেমন সলিলে, সেইরূপ তিনি কূটস্থ পরব্রহ্মে অবস্থিতি করেন। তিনি সঙ্কল্পশূন্য, এইজন্য অন্ধকারে যেমন সর্পের গমনচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ তিনি বুদ্ধি, লজ্জা, হর্ষাত্মিকা মনোবৃত্তি, ভীতি, স্মৃতি, কীর্ত্তি, ইচ্ছা ইত্যাদির বিষয় সকলকে দেখিতে পান না। ব্রহ্মরূপ চন্দ্রমণ্ডল হইতে নির্গতজীবচৈতন্যরূপ জ্যোৎস্না ও তাহার অংশ চাক্ষুষাদি জ্ঞানরূপ অমৃতের দ্রবময় এই যে সৃষ্টি, ইহা ঈশ্বর (ব্রহ্ম) হইতে অতিরিক্ত নহে। পরমেশ্বর ব্রহ্ম এইরূপে আপনা হইতে অভিন্ন জগদাকারে স্ফুরিত হইলেও যথার্থপক্ষে যখন সচ্চিদানন্দরূপে দীপ্যমান আছেন, তখন দেহাদিতে আত্মাভিমানী অহঙ্কাররূপী অপর যাহা স্ফুরিত হয়, যাহা সমুদয় জগৎ, জীব ও জীবের বন্ধনমুক্তি কল্পনারূপে জলে তরঙ্গাবর্ত্তাদির ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহা আর কিছুই নয়, কল্পিত চিত্তমাত্র। এই যে সৃষ্টিরূপিণী তরঙ্গাবর্ত্তময়ী নদী জীবনিচয়ের মজ্জন ও উন্মজ্জনজনিত কলকল শব্দে নিরন্ত বহিয়া যাইতেছে, ক্ষণকালমধ্যেই আবার ইহা তত্ত্বসাক্ষাৎকারে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। ১১—১৫। জল যেমন আবর্ত্তাকারে প্রতীয়মান হয় ধূম যেমন মেঘাকারে পরিণত হয়, ব্রহ্ম ও মন হইতে পৃথক্ প্রতীয়রূপে প্রতীয়মান এই জড়াত্মক সৃষ্টিও সেইরূপ ব্রহ্ম ও মন হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ফলতঃ ইহাও ঐ ব্রহ্ম মনঃ প্রভৃতি হইতে পৃথক্ নহে। করপত্র দ্বারা (করাত দ্বারা) কর্ত্তিত কাষ্ঠখণ্ড (তক্তা) যেমন বৃক্ষকাণ্ড হইতে ভিন্ন না হইলেও তদ্ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ দিক্‌কালাদি হইতে অতীত সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এই সৃষ্টি তাঁহা হইতে ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। মৃদু হইলেও পাষাণের ন্যায় সুদৃঢ় এই সংসাররূপ কদলীকাণ্ড আগাগোড়া সমান হইলেও সঙ্কল্পরূপ পল্লবনিচয়ে কিঞ্চিৎ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সঙ্কল্প পত্র কাটিয়া ফেলিলে বিবেকদৃষ্টিতে ইহা সমান লক্ষিত হয়। এই জগৎ ঠিক যেন একখানি চিত্রলিখিত বড় রাজ্য, ইহা দেখিতে অতি সুন্দর, সহস্র খুর, সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন, সহস্র মুখ ও সহস্র হস্তের ব্যাপার এই চিত্রখানিতে সম্পন্ন হইতেছে। ইহাতে কত সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও নাগ অবস্থিতি করিতেছে, বিবিধ পর্ব্বত, বহুবিধ শরীর, নানা দেশ ও নদী প্রাদেশপ্রমাণের ন্যায় ইহার অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে কেমন স্থান সঙ্কুলান করিয়া রহিয়াছে। ইহা বিবিধ রূপে রঞ্জিত, বিরাগ (বৈরাগ্য, পক্ষান্তরে বিরুদ্ধবর্ণ) আসিয়া ইহার কোন অংশ মার্জ্জনা করিয়া প্রোঞ্ছিত করিয়া দিয়াছে, (১) ইহা জড়স্বরূপ পবন দ্বারা স্পন্দিত হয়, ইহা অন্তঃশূন্য অসার (চিত্রপক্ষে হালকা, জগৎপক্ষে কিছুই নয়); এই জগচ্চিত্র বেশী উপমর্দ্দসহ নহে (চিত্রপক্ষে,—চিত্র বেশী ঘাটা-ঘুঁটি

---

(১) চিত্রপক্ষে,—একটা বর্ণের উপরে আর একটা উজ্জ্বলবর্ণ (রঙ) পড়িয়া সে বর্ণটাকে লোপ করিয়া দিয়াছে। জগৎপক্ষে,—বৈরাগ্য দ্বারা মলমার্জ্জনা হওয়ায় কাহারও কাহারও ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে।

সহিতে পারে না, বেশী ঘাটিলে নষ্ট হইয়া যায়; জগৎপক্ষে বিচারসহ নহে,—বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ইহার কিছুই থাকে না।) মনোহর বিকল্পে (কল্পনায়) ইহা অতি সুন্দর; ইহার দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা চেতন (ব্রহ্ম)। ১৬—২২। যেমন জলে তৈলবিন্দু পড়িলে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ সংবিৎ বিকল্পাত্মক অসত্য মনোমধ্যে প্রতিবিম্বভাবে নিপতিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মনোমধ্যে প্রতিবিম্বিত উক্ত সংবিৎ হৃদয়ক্ষোভকারী কামনা-বাসনা প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পুত্র-কলত্রাদির প্রতি স্নেহ ও মিথ্যা বিষয়সমূহের আস্বাদন করত স্ফীত হইতে থাকে। আদি সংবিৎ এইরূপে "আমি" ইত্যাকার বিকল্পে বহির্মুখী হইলেও প্রকৃতপক্ষে জলত্ব হইতে বারিত্বের ন্যায় পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে (জলত্ব ও বারিত্ব যেমন একই পদার্থ, সেইরূপ জীবভাবাপন্ন সংবিৎ ও ব্রহ্মসংবিৎ একই পদার্থ)। চিৎসূর্য্যরূপী আত্মা নিজেই প্রথমে "আমি" হইয়া সৃষ্টিরূপে অভি-হিত হইয়া থাকেন, অতএব সৃষ্টি বা স্রষ্টা তাহা হইতে পৃথক্ নহে। ২৩—২৫। জলদ্রব যেমন নিজ স্পন্দাত্মক সত্তায় অস্পন্দ (অর্থাৎ জল স্পন্দিত হইতেছে এস্থলে জলকে স্পন্দরূপে বুঝিলে স্পন্দনের কর্তৃত্ব তাহাতে হইতে পারে না, এজন্য বলিতে হয়, জল স্পন্দ নহে, কল্পনায় ইহা বুঝিতে হয়, প্রকৃত পক্ষে জলদ্রব হইতে অতিরিক্ত স্পন্দ একটী পদার্থ নহে)। সেইরূপ চিদাত্মা আকাশাদিপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণকালে আকাশত্বরূপে অবস্থিতও হন না, আকাশের কর্ত্তাও হন না বা অপরেরও আকাশাদিভাব-জ্ঞান হইতে সমর্থ হন না, আমরা যখন চিদাত্মাতে আকাশাদি বিকল্প বর্ণনা করি, তখন কল্পনাবলে আগে দেশকালাদি বিভাগ করিয়া লই, সুতরাং এই চিদাত্মার জলদ্রবের সহিত দৃষ্টান্ত অসম্ভব নহে। ফল কথা এই যে—মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছ, ইহাকে তুমি অবিদ্যা (অজ্ঞান) বলিয়া জানিও। চেষ্টা করিলে এই অবিদ্যাকে ঝটিতি বিনষ্ট করা যায়। এই অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ শাস্ত্রবিদের সহিত কথাবার্ত্তায়, তাহার পরে কিছু অংশ শাস্ত্রতত্ত্ববিচারে, অবশিষ্ট অংশ আত্ম-সাক্ষাৎকারে বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ক্রমে এককালে সম্পূর্ণভাবে অবিদ্যার ক্ষয় হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা নামরূপবর্জ্জিত সৎস্বরূপ। ২৬—৩০। রাম কহিলেন,—"ব্রহ্মন্! অবিদ্যার সাধুসম্ভাষণে অর্দ্ধেক, শাস্ত্রার্থবিচারে কিয়দংশ ও আত্ম-সাক্ষাৎকারে অবশিষ্ট অংশ বিনষ্ট হয় কিরূপে? তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন। হে মুনিনাথ! আর যে আপনি ক্রমে এককালে এই একটা কথা বলিলেন, ইহা কি? আমি বুঝিতে পারিলাম না, আর সেই নামরূপবিবর্জ্জিত সৎই বা কি? অসদংশই বা তাহাতে কি ছিল? আমাকে বুঝাইয়া বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, অবিদ্যানাশ করিতে হইলে প্রথমে সংসারে বিরক্ত হইয়া সংসার হইতে উদ্ধারপ্রার্থী সজ্জনের সহিত এবং আত্মবিৎ পণ্ডিতের সহিত এই সংসারটা কি? তাহা বিচার করিতে হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি যে কোন স্থান হইতে সংসারবিরাগী বিবেকশূন্ত আত্মবিৎ সাধুর অন্বেষণ করিয়া লইয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিবেন। ৩১—৩৫। হে তত্ত্ববিদের অগ্রণী রাম! এইরূপে সাধু-সহবাস সুসম্পন্ন হইলে শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় আরোহণ করিতে পারিলে অবিদ্যার অর্দ্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় জানিবে। সজ্জনসংসর্গে অবিদ্যার অর্দ্ধেক নষ্ট হয়, চারিভাগের এক ভাগ শাস্ত্রবিচারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ আপনার যত্নে যায়। মুক্তি-বিষয়ে ইচ্ছা হইলে পুরুষ বিষয়ভোগ হইতে বিরত হয়, এমন কি, বৈরাগ্যভোগেও বাঞ্ছা থাকে না, তখন সে আপন চেষ্টাতেই অবিদ্যার অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে সাধুসমাগম, শাস্ত্রার্থবিচার এবং নিজ যত্নে অবিদ্যারূপ মলের ক্ষয় হইয়া থাকে, উক্ত কারণত্রয় যথাক্রমে প্রাপ্ত হইলে ক্রমে বিনষ্ট হইবে। এককালে যদি কারণত্রয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এককালেই অবিদ্যা নষ্ট হইবে। অবিদ্যাক্ষয়ের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরব্রহ্ম নামরূপ-বিবর্জ্জিত এজন্য অসৎ হইলেও সৎ। ইনি অজর অনাদি অনন্ত এক ঘন ব্রহ্ম। ইহাঁতে সঙ্কল্পস্ফূর্ত্তি কিছুই থাকে না, হে রাম! তুমি ঈদৃশ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ করিয়া প্রমাণ প্রমেয় মোহশূন্য নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া বিশোকভাবে অবস্থান কর। ৩৭—৪১।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

ভুসুণ্ড কহিলেন,—"আকাশে যেমন যুগপৎ বিকীর্ণ সূর্য্যা-লোকের ধারণের জন্য কোন স্তম্ভ বা আধার নাই এবং হইতেও পারে না, সেইরূপে মায়াবশে প্রসূত এই জগতেরও ধারণ করিবার জন্য পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ কোন দেশ বা ইহার সীমাব্যবচ্ছেদক কোন কালও হইতে পারেনা (যখনই জগৎকল্পনা, দেশকালাদি কল্পনাও অমনি সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে)। এই জগদ্ভ্রমও মনের সঙ্কল্প ব্যতীত আর কিছুই নহে, এই জন্য ইহা বায়ুর অভ্যন্তরসঞ্চারী সৌরভকণার ন্যায় অতিলঘু, অতিস্বচ্ছ, ও শান্ত। হে সাধো! চিতির বৈচিত্র (রূপান্তর) এই জগদণুর নিকটে বায়ুমধ্যসঞ্চারী গন্ধকণাও সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় বিশাল, কারণ বায়ুমধ্যসঞ্চারী গন্ধকণা অপরে আঘ্রাণ দ্বারা অনুভব করিতে পারে, কিন্তু জগদণুর তাহা সম্ভবে না। যেমন আপনার দৃষ্ট স্বপ্ন লোকে আপনিই দেখিতে পায়, অপরে তাহা দেখিতে পায় না, যেমন মনোরথকল্পিত পদার্থ—যে কল্পনাকারী তাহার চক্ষেই কেবল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই জগৎও যাহার নিকটে উদ্ভূত, সে-ই কেবল অনুভব করিতে পারে, কিন্তু গন্ধকণা সর্ব্বসাধারণেই অনুভব করিতে পারে (এইজন্য এই জগৎ অতিসূক্ষ্ম।) এই বিষয় লইয়া লোকে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করে, যে ইতিহাসে ত্রসরেণুর মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের এক ঘটনা উল্লিখিত আছে। ১—৫। কোন সময়ে কোন এক কল্পবৃক্ষের এক খুগল শাখায় একটী উডুম্বর ফল হয় (সে উডুম্বর জগৎ)। সুরাসুরাদি প্রাণিগণ সেই উডুম্বরমধ্যে থাকিয়া মশকের ন্যায় গুণগুণ শব্দ করে। শৈলসম্বন্ধ থাকায় সুদৃঢ় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল উক্ত উডুম্বরের ভীষণ কপাট। চিতির বৈচিত্র্যে ঐ ফলটী অতি হয়, ঐ বিশাল ফলটী বাসনারসে পূর্ণ। বিবিধ অনুভব ঐ ফলটীর সৌরভ; চিত্ত উহার মধুর আস্বাদ। ব্রহ্মরূপ বিশাল ঐ উডুম্বরবৃক্ষে যে সকল সূক্ষ্ম জগৎসত্তারূপ (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবিজগতের কারণরূপ) শাখাসমূহের মধ্যে ঐ ফলটী বিদ্যমান রহিয়াছে, অহঙ্কার উহার বৃহৎবৃন্ত (বোঁটা), সমান আলোকে (সাক্ষী-চৈতন্যে) উহা সমুজ্জ্বল। জ্ঞান উহার বিকসিত মুখ

(অগ্রে); ঐ সাগর ও নদীরূপ শিরায় পরিব্যাপ্ত। পঞ্চতন্মাত্র-কোষে উহা আবৃত; উপরে ভাসমান তারকানিকর উহার অঙ্গনিঃসৃত নীহারবিন্দু। উহাতে অনেক কাক-কোকিল বসে, মহা-কল্পের অবসানে উহা পাকিয়া পড়িয়া যায়। উহা যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন নির্ব্বাসন ব্রহ্মভাবে পরিণত হইয়া যায়। ৬—১১। সুরা-সুরাদি মশকপূর্ণ ঐ উডুম্বরমধ্যে ত্রিভুবনের অধিপতি সুররাজ ইন্দ্র বাস করেন। দেখিলে বোধ হয়, যেন মধুকলসের মুখে মধুমক্ষিকা-দিগের রাজা বসিয়া আছেন। গুরূপদেশ অভ্যাস করিয়া উহাঁর কত্তকটা আবরণ (অবিদ্যাবরণ) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ মহাত্মা ইন্দ্র, সকলপ্রকার কল্পনার সীমাস্বরূপ আত্মাকে ভাবনা করিয়াছেন, পূর্ব্বাপরবিচারে তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। কিছুদিন পরে এক সময়ে বীর্য্যশালী নারায়ণাদি দেবগণ কোন স্থানে নিভৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে সেই ইন্দ্রের প্রবলপরাক্রমী অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গেল, যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরগণ অস্ত্র-বহ্নিজ্বালা বর্ষণ করিতে লাগিল, তৎপরে ইন্দ্র মহাবীর্য্যশালী ঐ অসুরদিগের নিকট পরাজিত হইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিলেন, দৈত্যগণও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইল, অধম (পাপী) লোক যেমন কুত্রাপি সুখ পায় না, সেইরূপ ইন্দ্র অতিবেগে ছুটিয়াও তাহাদের হাত ছাড়াইয়া কোথাও বিশ্রামস্থান পাইলেন না। তাহারা—(শত্রুরা) পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া যখন কিঞ্চিৎ দিগ্‌ভ্রম প্রাপ্ত হইল, তখনই অমনি ইন্দ্র সেই অবকাশে শরীরসঙ্কল্প (স্থূলশরীরসঙ্কল্প)—আপনাতে প্রশান্ত করিয়া (পরিত্যাগ করিয়া) সূর্য্যকিরণের অভ্যন্তরস্থ এক ত্রসরেণু-মধ্যে সংবিদ্রূপে প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল যেন পদ্মকোষের মধ্যে মধুকর প্রবেশ করিল। ১২—১৮। সেইখানে প্রবেশ করিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর আশ্বস্ত হইলেন, তাহার পরে তিনি ভূতপূর্ব্ব সংগ্রামের ঘটনা একবারে ভুলিয়া গিয়া নিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, আর কোথাও যাইলেন না। অনন্তর তিনি সেইখানে কল্পনাবলে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে গৃহমধ্যে অবস্থিত মনে করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে আপন সিংহাসনে বসিয়া যেমন আনন্দ অনুভব করিতেন, সেইরূপ, সেই কল্পিতগৃহমধ্যে কল্পিত পদ্মাসনে বসিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই গৃহস্থ ইন্দ্র সেইখানে এক কল্পিত নগর নিরীক্ষণ করিলেন। সেই নগরের প্রাচীর ও মন্দির সকল মণি, মুক্তা, প্রবালাদি দ্বারা নির্ম্মিত। তৎপরে সেই নগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনপদ দেখিতে পাইলেন, সেই জনপদমধ্যে নানাবিধ পর্ব্বত, অরণ্য, গ্রাম, পুরী, গোশালা প্রভৃতিতে সুশোভিত। তাদৃশ সঙ্কল্পসমন্বিত ইন্দ্র ক্রমে সেইখানে জগৎ দর্শন করিলেন; সেই জগৎও বহু পর্ব্বত, নদী, সাগর-বিরাজিত, বৎসর-মাসাদি কাল, যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া সমস্তই সেই জগতে চলিতে লাগিল। তৎপরে ক্রমে সেই ইন্দ্র সঙ্কল্পবলে সেইখানে তিন জগৎ কল্পনা করিয়া ফেলিলেন,—দেখিলেন—পাতাল, মর্ত্ত্য, আকাশ, স্বর্গ, চন্দ্র, সূর্য্য সমস্তই বিদ্যমান। সেই ত্রিজগতের মধ্যে একচ্ছত্রাধিপতি সুররাজ হইয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার পরে তাঁহার কুন্দনামে এক অতি বীর্য্যশালী পুত্র জন্মিল; এইরূপে প্রশংসার সহিত রাজ্যভোগ করিয়া ইন্দ্র আয়ুঃশেষ হইলে, দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্নেহশূন্য প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৯—২৬। তাহার পরে কুন্দই ত্রৈলোক্যের রাজা হইয়া একটী পুত্র উৎপাদন করিয়া যথাকালে জীবনের অবসানে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন, কুন্দপুত্রও সেইরূপে রাজ্যপালন করিয়া পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক দেহাবসানে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে সুন্দর! এইরূপে সেই রাজ্যে ইন্দ্রের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সহস্র পুরুষ অতীত হইয়াছে, এখনও সেই রাজ্যে তাঁহারই বংশধর রাজ্য করিতেছে। অদ্যাপি সেই সঙ্কল্পিত ত্রসরেণুর মধ্যবর্ত্তী জগতে সেই ইন্দ্রের বংশধরই ইন্দ্রপদপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যপালন করিতেছে। আকাশমধ্যে সূর্য্যকিরণ-পবিত্র সেই ত্রসরেণু ক্ষত-বিগলিত হইয়া গেলেও—একেবারে নষ্ট হইয়া গেলেও সেই ইন্দ্ররাজ্য নষ্ট হইয়া যায় নাই। ২৭—৩০।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ সর্গ

ভুশুণ্ড কহিলেন,—সেই ত্রসরেণু-মধ্যগত জগতে সেই ইন্দ্রের বংশোৎপন্ন সদ্‌গুণসম্পন্ন এক সুরাধিপতি ছিলেন। তাঁহার শরীর-পরিগ্রহ সেই শেষ সেই শরীরের অবসানে আর জন্মগ্রহণ করিবেন না একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। বৃহস্পতির নিকট উপদেশে তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। অনন্তর বিদিতবেদ্য আজ্যভোজী দেবগণের অধিপতি ঐ ইন্দ্রবংশীয় রাজা কেবল যথাপ্রাপ্ত (আবশ্যকীয়) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত ত্রিজগতের রাজ্য করিতে লাগিলেন। একদা দানবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন, তৎপরে অজ্ঞান হইতে সমুত্তীর্ণ ঐ সুরপতি এক শত যজ্ঞ করিলেন। তাহার পরে কোন কার্য্যের অনুরোধে মৃণালদণ্ডের সূক্ষ্ম তন্তুমধ্যে বাস করিলেন। সেই সূক্ষ্মতন্তুমধ্যে অবস্থান করিয়াও তিনি যুদ্ধে জয়-পরাজয়াদি বহুবিধ ঘটনা অনুভব করিলেন। পরমজ্ঞানী ঐ দেবরাজের এক সময়ে ইচ্ছা হইল যে, 'আমি যথাবিধি ধ্যানাসক্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব নিরীক্ষণ করি।' তৎপরে একান্তে অবস্থান করিয়া ধ্যানবলে দেখিতে লাগিলেন বাহ্য ও অভ্যন্তর-বিক্ষেপহেতু সকল (চিত্তচাঞ্চল্যের কারণনিচয়) পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্তবুদ্ধি হইয়া সর্ব্বশক্তিময় সর্ব্ববস্তুময় পরব্রহ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, "পরব্রহ্মই সর্ব্বময় সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে অবস্থান করিতেছেন, সর্ব্বত্র তাঁহার অসংখ্য হস্তপদ, সর্ব্বত্র তাঁহার অসংখ্য মস্তক, মুখ ও নয়ন সকল দিকেই তাঁহার অসংখ্য শ্রবণেন্দ্রিয়। তিনি সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ১—৯। তাঁহাতে কোন ইন্দ্রিয়ের কোন রূপাদি বিষয়-গ্রহণশক্তি নাই, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রূপাদি বিষয়-গ্রহণশক্তি তাঁহাতেই বিদ্যমান। তিনি কুত্রাপি আসক্ত নহেন, অথচ তিনি সকলকে ধারণ করিতেছেন, তিনি নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা। তিনি চরাচরভাবে নিখিল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না, তিনি দূরস্থিত হইলেও নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। চন্দ্রসূর্য্যরূপে তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছেন, পৃথিবীরূপে তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। পর্ব্বতরূপে তিনি সকল স্থানেই রহিয়াছেন, সমুদ্ররূপে তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত। সর্ব্বত্র তিনি সাররূপে অবস্থিতি করিতেছেন: আকাশরূপে তিনি সর্ব্বত্র রহিয়াছেন; সর্ব্বত্র তিনি সংসাররূপে, জলরূপে অব-

স্থিতি করিতেছেন। ১০—১৩। সর্ব্বত্র তিনি মোক্ষরূপে, সর্ব্বত্র তিনি আদ্যচিদ্রূপে, সর্ব্বত্র তিনি সর্ব্ববস্তুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, অথচ তিনি সর্ব্ববর্জ্জিত—অর্থাৎ এ সকলের কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি ঘটে, পটে, অনিলে, অনলে, বৃক্ষে, পর্ব্বতে, শকটে, বানরে, আকাশে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন।" এইরূপে সেই দেবরাজ সেই সূক্ষ্ম পরমাণুতেই বিবিধপ্রাণিসঙ্কুল বিবিধ চেষ্টাসঙ্কুল স্বর্গনরকাদিবিশিষ্ট জগত্রয় দর্শন করিলেন। যেমন মরীচের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণতা (ঝাল), যেমন আকাশের মধ্যে শূন্যতা, সেইরূপ আবির্ভাবতিরোভাবকালাত্মক চিন্ময় আত্মার অভ্যন্তরেই ত্রিজগৎ রহিয়াছে। ১৪—১৭। ইন্দ্র জীবভাববিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানে এইরূপ ব্রহ্ম দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ধ্যানমগ্ন হইলেন। উদারবুদ্ধি মহাত্মা ইন্দ্র ধ্যানবলে সমুদয় একত্র (ব্রহ্মে) দর্শন করতঃ মনে করিতে লাগিলেন যে, আমারই এই সৃষ্টি। এইরূপ মনে করিয়া, এইরূপ দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ পাতাল হইতে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানে (মনে মনে) ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে দেখিয়া আপনার ইন্দ্র—অহন্তাব সংস্কার উদ্বোধিত হইয়া নিজে ইন্দ্রভাব প্রাপ্ত হইলেন, ইন্দ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া বহুঘটনাশোভিত ত্রৈলোক্য রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ১৮—২০। হে বিদ্যাধরকুলপতে! পূর্ব্বতন ইন্দ্রের বংশে উৎপন্ন সেই দেবরাজ অদ্যাপি সেইরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার পরে, তিনি হৃদয়মধ্যে বীজরূপে (সংস্কাররূপে) অবস্থিত। জ্ঞানযোগের অভ্যাসবশে তাঁহার সেই মৃণালসূত্রে অবস্থান বৃত্তান্ত মনে হইল। ত্রসরেণুর মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্রের কথা যাহা বলিলাম, মৃণালসূত্রের মধ্যবর্ত্তী তদীয় বংশজ ইন্দ্রের কথা যাহা বলিলাম এই আকাশ মধ্যে সেইরূপ শত সহস্র ইন্দ্রের সেই রকম শত সহস্র ঘটনা অতীত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও হইতেছে। ২১—২৪। যখন ভূমিকাসকল ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া যাইতে থাকে, ব্রহ্মপদ অর্দ্ধপ্রথিত—অর্দ্ধসাক্ষাৎকৃত অবস্থায় উপস্থিত হইতে থাকেন, দৃশ্যতরঙ্গচঞ্চলা অতিদীর্ঘা এই মায়ানদীও এদিকে তখন সেই ব্রহ্মপদের অনুভবের দিকে উন্মুখী হইয়া ক্রমে সত্যস্বরূপের পূর্ণালোকে একেবারে বিলীন হইয়া যায়। হে অনঘ! মায়ার এবংবিধ আত্মদর্শনে বিনাশপ্রাপ্তি বিশেষ বিস্ময়ের কথা নহে, মায়ার উৎপত্তিও আকস্মিক দেখা গেল, কারণ মায়া নাই, অথচ হঠাৎ যে কোন সময়ে যে কোন স্থান হইতে মায়া উৎপন্ন হইল, উৎপন্ন হইবামাত্রই ইহা দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, সেইরূপ ঐ মায়া অহন্তাবরূপ বৈচিত্র্য হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আতপযোগে নীহারকণিকার ন্যায় (আত্মসাক্ষাৎকার হইলে) দেখিবামাত্রই (ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত তত্ত্বদৃষ্টি স্বরূপনির্ব্বাচন করিতে যাইবামাত্রই) ইহা বিনষ্ট হইয়া যায়। সকলের সাক্ষিভূত ব্রহ্ম যেহেতু পরমার্থদৃষ্টিতে সকল প্রকার বিকল্পশূন্য, এই জন্য ইহাতে অহঙ্কারবশে বিস্তৃত মানসবিকল্প ও ইন্দ্রিয়বিকল্প কিছুই এইস্থানে নাই। ইহা জাগ্রদবস্থাপরিশূন্য, বাসনাময় স্বপ্নপদার্থও কিছুই নাই; এইরূপে বিচারবলে সমুদয় শেষ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও সমুদয় আকাশমাত্র ও চিদাভাসরূপী। ২৫—২৯।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ সর্গ।

ভুষুণ্ড কহিলেন,—যেখানে 'আমি' 'তুমি' ভাব, সেখানে জগৎ পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য পরমাণুমধ্যে ও ত্রসরেণুর ভিতরেও ইন্দ্রের জগৎ উৎপন্ন হইল। আকাশের নীলিমাবর্ণের ন্যায় উৎপন্ন এই জগদ্ভ্রমের মূল অহন্তাব, অহন্তাবাভিমানী আত্মাই এই জগদ্ভ্রমের মূলকারণ বলিয়া অভিহিত হন। ব্রহ্মপর্ব্বতের আকাশকাননে বাসনারসে সিক্ত অহন্তাবরূপ সূক্ষ্মবীজ হইতেই এই জগৎবৃক্ষের উৎপত্তি। নক্ষত্রনিচয় ঐ বৃক্ষের পুষ্পরাশি, মেঘনীহারিকাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা ঐ বৃক্ষের পল্লব। নদীসমূহ ইহার শিরা (ডাঁটা); বাসনামূলক ভোগসমূহ ঐ বৃক্ষের ফল। এই জগৎ অহন্তাবরূপ সলিলের স্পন্দ; চিত্তির চমৎকারিতা (বৈষয়িক সুখ) ইহার মাধুর্য্য, উত্তরোত্তর বাসনাবিস্তৃতি এই অহন্তাবসলিলের স্পন্দস্বরূপ জগত্তরঙ্গের দ্রব। ১—৫। তারকানিচয় ইহার জলবিন্দু, অনন্ত আকাশ ইহার অনন্তখাত (আধার,) আবির্ভাব তিরোভাব এই অহন্তাব-জলাশয়ের মহান্ আবর্ত্ত; গিরিসকল ইহার তরঙ্গবুদ্বুদ; জগদ্বাসী জীবগণ ইহার আলেখ্যচিহ্নের ন্যায় রেখা, চন্দ্র সূর্য্যাদির আলোক ইহার ফেনা, ব্রহ্মাণ্ড এই অহন্তাবজলাশয়ের বুদ্বুদ। এই জলাশয়ে মোক্ষ-প্রবেশনিবারক বিশাল মোহ-সেতু বিরাজ করিতেছে। এই ভূমণ্ডল ইহার কর্দ্দমপিণ্ড। চিদাভাসাত্মক জীবসকল এই জলাশয়ের জলকাক। এই অহন্তাব ঠিক পবনস্পন্দনের ন্যায় কখন প্রতীয়মান হয়, কখন বা অলক্ষ্য, এই অহন্তাবকেই তুমি জগৎ বলিয়া জানিও। এই অহন্তাবরূপ কমলের সৌরভকে তুমি জগৎ বলিয়া অবগত হও। ৬—১০। যেমন পবন ও তদীয়স্পন্দ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে, সেইরূপ এই অহন্তাব ও জগৎ পরস্পর ভিন্ন নহে, একই পদার্থ। যেমন জলের দ্রবত্ব, অগ্নির উষ্ণত্ব, তেমনি অহন্তাবের এই জগদ্ভাব। অহন্তাবের মধ্যেই জগৎ, জগতের মধ্যেই অহন্তাব। পরস্পরের সাহায্যে আবির্ভূত এই অহন্তাব ও জগৎ ঠিক আধার ও আধেয়রূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বাহ্যবস্তুর অভাবের সাহায্যে জগতের বীজস্বরূপ অহন্তাবের মার্জ্জনা করিতে পারেন, জলের দ্বারা চিত্র ধৌত করার ন্যায় তিনি জগদ্রূপ মলকে ক্ষালিত করিতে পারেন। ফলতঃ হে বিদ্যাধর! 'আমি' 'তুমি' নামে কোন বস্তুই নাই, এই "আমি" "তুমি" কিছুই নহে। ইহা অবস্তু,—শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক। ব্রহ্ম অতিবিস্তৃত অনন্ত, তাঁহাতে সঙ্কল্পের লেশ মাত্র নাই, তাঁহাতে অহন্তাবের কোন কারণ নাই, সুতরাং এ অহন্তাব সত্য নহে; মিথ্যা। ১১—১৫। লৌকিক ঘটনাতেও সম্ভবপর হইলেও কারণ—যাহা অবস্তু মিথ্যা—তাহাতে থাকিতে পারে না, কিন্তু এস্থলে কারণও সম্ভব নহে; যাহার কারণ বলিতে যাইব, তাহারই মূলে অস্তিত্ব নাই, কারণ,—এই অহন্তাব বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক। ইহা কুত্রাপি নাই। অহন্তাব যখন নাই, তখন জগৎও নাই। জগতের যখন অভাব সিদ্ধ, তখন যাহা কিছু অবশিষ্ট, তাহা চিন্ময় নির্ব্বাণ; অতএব তুমি শান্ত হইয়া সুখে অবস্থান কর। এইরূপ যুক্তিতে অহন্তাব ও জগতের অভাবই সুসিদ্ধ হইল, অতএব বাহ্য রূপ, মন প্রভৃতি কিছুই তোমার নাই। যাহা নাই, তাহা ত নাইই, অবশিষ্ট তুমিই শান্তভাবে অবস্থান করিতেছ। তুমি সম্যক্রূপে জ্ঞান লাভ

করিয়াছ, দেখিও আর যেন অমূলক ভ্রান্তি অর্জ্জন করিও না। তোমাতে কল্পনাকলঙ্ক একেবারে নাই, তুমি বিশুদ্ধ শান্ত মঙ্গলময় নিত্য ঈশ্বর। অধ্যারোপে এই আকাশ পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া পড়ে, অপবাদে এই জগৎ পরমাণু-স্বরূপ আকাশের ন্যায় হইয়া পড়ে। ১৬—১৮।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—"আমি এইরূপ বলিতে বলিতেই দেখিলাম সেই বিদ্যাধররাজ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সমাধিমগ্ন হইলেন; তাহার পরে আমি বারবার প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল, তিনি পরম নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, তাঁহার দৃষ্টি বাহ্যদৃশ্যে নিপতিত হইল না। ভাবমাত্র উপদেশেই তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জন্য আমাকে আর অধিক চেষ্টা পাইতে হইল না"। ১—৩। (বশিষ্ঠ রামকে সম্বোধিয়া কহিলেন) রাম! এই জন্যই আমি বলিয়াছি, জলে তৈলবিন্দুর ন্যায়, বিশুদ্ধ চিত্তে উপদেশ ছড়াইয়া পড়ে (সহজে কার্য্যকারী হয়)। 'অহং'নামে কোন বস্তুই নাই, অতএব অন্তরে মিথ্যা অহম্ভাবনা করিও না, শান্তিলাভের জন্য যত্নবান্ হও, এতদ্ব্যতীত তোমাকে আর উপদেশ করিবার কিছুই নাই, ইহাই সাধু উপদেশ। মসৃণ দর্পণের উপরে নির্ম্মল মুক্তা রাখিলে তাহা যেমন গড়াইয়া পড়িয়া যায়, সেইরূপ এই সাধু উপদেশ অজ্ঞব্যলোকের চিত্তে পতিত হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কোন কার্য্যসাধন করিতে পারে না। সূর্য্যকিরণ যেমন সূর্য্যকান্তমণিতে পতিত হইলে প্রদীপ্ত হইয়া বহ্নি উদ্গিরণ করে, সেইরূপ ভব্য মনুষ্যের চিত্তে পতিত হইলে এই উপদেশ তাঁহার অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সুদৃঢ়ভাবে লগ্ন হইয়া বিচারনাম্নী মোহদাহিকা উদ্গিরণ করিতে থাকে। ৪—৭। অহং ভাবনাই দুঃখরূপ শাল্মলীবৃক্ষের বীজ, তদ্রূপ মমত্বভাবও দুঃখশাল্মলীর মূল-স্কন্ধাদি, তাহা হইতে অনুরাগাদি শাখার উৎপত্তি। বীজরূপে অহম্ভাব ও বৃক্ষরূপে মমত্বের অস্তিত্ব, শত শত অনর্থহেতু ও সংসারভাবের কারণ ইচ্ছা (শাখারূপে) উৎপন্ন। রাম কহিলেন,—হে মুনিবর বশিষ্ঠ! এবংবিধ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিও দীর্ঘজীবী হয়, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই যে দীর্ঘায়ুর হেতু এমন নিয়ম নাই। যাঁহারা চিরন্তরকাল অভ্যাস দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, স্বল্প উপদেশ মাত্রেই তাঁহারা অভয়প্রদ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই জীবন্মুক্ত পক্ষিরাজ ভুশুণ্ড আমাকে এই বিবরণ বলিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে (মতঙ্গ-শাপভীত) জলদাবলীর ন্যায় তূষ্ণীম্ভূত হইলেন। হে রাম! আমি সেই জীবন্মুক্ত ভুশুণ্ড এবং যথাস্থানস্থিত সেই বিদ্যাধরের সহিত বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া মুনিমণ্ডলমণ্ডিত স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলাম। হে রাম! বিদ্যাধরের শীঘ্র উপদেশজনিত তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ ভুশুণ্ড কাকের উক্তি ক্রমে অদ্য তোমাকে বলিলাম। এই ভুশুণ্ড কাকের সহিত আমার যে সময়ে সাক্ষাতাদি হয়, সে সময় হইতে এখন একাদশ দিব্যযুগ অতীত হইয়াছে। ৮—১৪।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ সর্গ।

শুভাশুভফলদায়িনী সংসার-ফলপ্রসবিনী ইচ্ছা, অহম্ভাব পরিত্যাগ হইলে অন্তরেই উপশম প্রাপ্ত হয়। অহম্ভাবের অভাব-জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে লোষ্ট্র পাষাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞান হয়, অনন্তর সংসারপীড়া দূর হইয়া থাকে, পুনরায় তাহাকে সংসারক্লেশ পাইতে হয় না। অহম্ভাব যেন বন্দুকের নল, পরমাত্মবোধ তন্মধ্যস্থ অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ, তাহা ব্রহ্মরূপ অনলে সম্মিলিত হইলে, তাহার বলে অহং প্রভৃতি দৃশ্যবস্তুনিচয়রূপ বারুদের সহিত মিলিত প্রস্তরখণ্ড (পাথুরেগুলি) নিক্ষিপ্ত হইয়া জানি না সহসা কোথায় পতিত হয়*। দৃশ্যবস্তুনিচয়ের মধ্যে শরীরযন্ত্রও এই প্রস্তরখণ্ড স্বরূপ (ইহা বলাই বাহুল্য), তাহা ঐ অহম্ভাবরূপ নলমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া সহসা কোথায় গমন করে, তাহা বলিতে পারি না। ১—৫। অহম্ভাবরূপ হিম-জাল অহম্ভাবের অভাবভাবনাপ্রতিফলিত চৈতন্যজ্যোতির প্রভাবে কোথায় যেন উড্ডীন হইয়া ঝটিতি বিলীন হয়, তাহার গমনস্থান অবগত হওয়া যায় না। অহম্ভাবের অভাবভাবনা-প্রতিফলিতচৈতন্য-তেজে অহম্ভাবরস বিলীন হয়, তখন শরীর রূপ পত্র বিবর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই রস তখন সহসা কোথায় যে যায়, তাহা জানিতে পারা যায় না। অহম্ভাবের অভাবভাবনা-রূপ সূর্য্য-কিরণ,—অহম্ভাবরূপ রসকে শরীরপত্র হইতে বিশুষ্ক করিলে, অহা পরভাগ (ব্রহ্ম বা সূক্ষ্মরূপ) প্রাপ্ত হয়। শয্যা, কর্দ্দম, পর্ব্বত, গৃহ, আকাশ, জল, স্থল, যেখানেই অবস্থিত হউক না কেন এবং স্থূল, সূক্ষ্ম, নিরাকার, রূপান্তরে পরিণত, সুপ্ত অথচ নিদ্রিত (বিলম্বে ফলজনক) প্রবুদ্ধ (জাগ্রৎ, অথচ ফলোন্মুখ) ভস্মভাবপ্রাপ্ত (ভস্মীভূত অথচ ভস্মমিশ্রিত) গৃহীত, স্থানান্তরে নীত, বিমর্দ্দিত, দূরস্থ বা নিকটস্থ যে ভাবেই থাকুক না কেন, শরীর-রূপ বটবীজ অহম্ভাবরূপাঙ্কুর অন্তরে রাখিয়া তাহা হইতে সংসাররূপ শাখাজাল ক্ষণমধ্যে প্রকাশিত করে। ৬—১০। অহম্ভাবকেও বটবীজ বলিলে হয়, এই বটবীজের অন্তরে দেহরূপ বৃহৎ বনস্পতি বিরাজমান, তাহাই যথায় তথায় সংসাররূপ শাখানিবহ বিস্তার করিয়া থাকে। শত শত শাখাপত্রপুষ্প-ফলসমৃদ্ধ-বনস্পতি যে বীজগর্ভে নিহিত থাকে, তাহা ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, আর নিখিল দৃশ্য প্রপঞ্চজ্ঞানসম্বলিত দেহ যে সূক্ষ্ম অহম্ভাবের অন্তরে নিহিত থাকে, তাহা জ্ঞানিগণের জ্ঞাননেত্রের গোচর। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, চিদাকাশই যাঁহার স্বরূপ বলিয়া অবধারিত, তাঁহার দেহ বর্ত্তমান থাকিলেও অহম্ভাবের সত্তা (দেহাদ্যভিমান) থাকে না,—সেই জীবন্মুক্ত এবং বিদেহমুক্ত পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান-মহানল-দগ্ধ অসত্য অহম্ভাববীজের গর্ভ হইতে আর সংসারবৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। ১১—১৪।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত। ১৭।

* চতুর্থ শ্লোকের যে অংশে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা তৃতীয় শ্লোকের অনুবাদমধ্যেই যোজনা করিলাম, নতুবা ৩য় ও ৪র্থ শ্লোক দুইটাই প্রায় সমান। সম্পূর্ণ অনুবাদে পুনরুক্তিভ্রম হয়।

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! মূঢ় ব্যক্তিরাই বলিয়া থাকে, মৃত্যু হইলে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা কখনই হয় না। মনীষিগণ বলেন, পূর্ব্বভাব বিস্মরণ সহকারে যাবৎকাল না তত্তৎ ভোগাদৃষ্ট ক্ষয় হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত যে সঙ্কল্পান্তরের দৃঢ়রূপে অবস্থিতি, তাহাই মৃত্যু। তুমি দেখ, জলপ্রতিবিম্বিত শৈলরাজির ন্যায় তোমার সম্মুখেই মেরু মন্দর প্রভৃতি ঐ পর্ব্বত সকল অবাস্তব হইলেও যেন দিগ্‌বায়ু দ্বারা চতুর্দ্দিকে চালিত হইতেছে। যাহাদিগের ভোগাদৃষ্ট একরূপ, তাহাদিগের অন্তরে অনন্ত সংসার-পরম্পরা কদলীত্বকের ন্যায় উপর্য্যুপরি পরস্পর সমভাবে মিলিত, আর যাহাদিগের ভোগাদৃষ্ট ভিন্ন প্রকার, তাহাদিগের ওরূপ মিলিত নহে কিন্তু বাস্তবিক ঐ সংসার-পরম্পরা কিছুই নহে, উহা শূন্যমার্গে শূন্যরূপেই অবস্থিত। ১—৩। রাম কহিলেন, মুনিবর! আপনি যে বলিলেন দেখ 'ঐ মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতপুঞ্জ, তোমার সম্মুখে যেন বায়ু দ্বারা চালিত হইতেছে'' আপনার এই অমোঘ বাক্যের তাৎপর্য্য ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তৎশ্রবণে বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বীজাভ্যন্তরে তরুবরের ন্যায় প্রাণের মধ্যে চিত্ত ও চিত্তের মধ্যে এই বিবিধাকার বিশাল জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বভাবতঃ তরল নদীজল যেমন জলধিজলের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ জীব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তদীয় প্রাণবায়ুও আকাশস্থ মহাবায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। আকাশ-বায়ু দ্বারা পরিচালিত ঐ প্রাণবায়ু সকলের অভ্যন্তরে সঙ্কল্পাত্মক জগৎসমূহও ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ হইতেছে। রাম! আমি জ্ঞাননেত্রে দেখিতেছি, সমস্ত দিঙ্মণ্ডলই সঙ্কল্পাত্মক জগৎসমূহে পরিব্যাপ্ত প্রাণবায়ু-পূর্ণ আকাশবায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমি যেমন দেখিতেছি, সেইরূপ তুমিও জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক অবলোকন কর দেখিবে, ঐ সঙ্কল্পময় জগৎসমূহে মেরুমন্দরাদি গিরিবর সকল পরিচালিত হইতেছে। তিলমধ্যে তৈল যেমন গাঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট থাকে, তদ্বৎ আকাশবায়ুর মধ্যে মৃত জীবগণের প্রাণবায়ু এবং প্রাণবায়ুর মধ্যে মন ও ঐ মনের মধ্যে জগৎসমূহ বিরাজমান জানিবে। ব্যোমতুল্য মনোময় প্রাণবায়ু যেমন ব্যোম-বায়ু দ্বারা চতুর্দ্দিকে চালিত হইতেছে, তদ্রূপ তাহার অঙ্গ-স্বরূপ জগৎপুঞ্জও পরিচালিত হইতেছে জানিও। স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধ-প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ, আকাশ ভূম্যাদিযুক্ত জগত্রয় বস্তুতঃ কোন বস্তু না হইলেও ভ্রান্ত দৃষ্টিতে পুষ্পাদির গন্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিকেই সঞ্চরমাণ বোধ হইয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! সঙ্কল্পাত্মক ঐ জগৎসমূহ যে স্বীয় স্বপ্নদৃষ্ট নগরনিচয়ের ন্যায় অলীক, ইহা জ্ঞানদৃষ্টিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, বহির্দৃষ্টিতে হয় না। ৪—১৩। আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম ঐ জগৎসমূহ, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু ঐ জগৎপুঞ্জ কল্পনামাত্র-সম্ভূত বলিয়া কিছুই নহে, এজন্য বস্তুতঃ অণুমাত্রও চালিত হয় না। রাঘব! সমীরণাঙ্গে অবস্থিত শূন্যময় সৌরভ যেমন ইতস্ততঃ চালিত হয়, সেইরূপ শূন্যময় জগৎসমূহও পরিচালিত হইতেছে। ঘটাদিপাত্র স্থানান্তরিত হইলেও তন্মধ্যবর্ত্তী আকাশের যেমন কোন ব্যতিক্রম হয় না, সেইরূপ ত্রিজগদ্‌ভ্রান্তি-পূর্ণচিত্তের স্পন্দনাদি হইলেও আত্মা নিশ্চলভাবেই অবস্থিতি করিতেছেন; মৃতব্যক্তিদিগের জগৎ যেমন কেবল সঙ্কল্পময় বলিয়া অলীক, তদ্রূপ তুমি যে জগৎ দেখিতেছ, উহাও মিথ্যা জানিবে। জগৎ বলিয়া কেবল অলীক ভ্রান্তিই উদিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভ্রান্তিরও বস্তুতঃ উদয় বা লয় কিছুই নাই, জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে ঐ ভ্রান্তিই আবার ব্রহ্মরূপিণী বলিয়া বিবেচিত হইবে। ১৪—১৯। যদিচ বাহ্য-দৃষ্টিতে ঐ ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিময় জগৎকে উদিত ও আকাশ বায়ু দ্বারা পরিচালিত বোধ হয়, তথাপি, নৌকার মধ্যবর্ত্তী আরোহীগণ যেমন, নৌকার চলন অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ জীবগণ পৃথিবীতে অবস্থিত থাকিলেও উহার স্পন্দনাদি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। চিত্রকার্য্যে যত্নশীল চিত্রকর, সামান্য কাষ্ঠস্তম্ভে যোজনায়ত প্রাসাদ চিত্রিত করিলে, যেমন উহার ক্ষুদ্রতা কল্পনাবশতঃ উহা ক্ষুদ্র বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ সূক্ষ্মতম পরমাণুমধ্যেও বৃহৎ কল্পনায় বৃহৎ জগৎ বোধগম্য হইয়াছে। রত্নাগার প্রবিষ্ট মূষিকগণ যেমন রত্নাপেক্ষা অঙ্গুলি পরিমিত ধান্যাদিকেই সমাদর করে এবং বালকগণের যেমন স্বর্ণালঙ্কারাদি অপেক্ষা মৃণ্ময় পুত্তলিকাতে অধিক আদর হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিই অতিক্ষুদ্র বস্তুকেও বৃহৎ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। অজ্ঞানাবৃত জীবাত্মার অলীক জগদ্‌ভ্রান্তি বশতই চিত্তের ইহকাল, পরকাল এবং ধর্ম্মাধর্ম্মফল ভাবনা হইয়া থাকে। ২০—২৪। ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, ইত্যাদি জ্ঞানই অন্তরের অজ্ঞতা, সর্ব্বজ্ঞ হইলেও যাবৎকাল ঈদৃশ ব্যবহারজনক প্রারব্ধ ক্ষয় না হয়, তাবৎকাল তাহার যৎকিঞ্চিৎ মূঢ়তা থাকিবেই থাকিবে। এইজন্য সচেতন দেহাত্মরূপ লৌকিক পুরুষ যেরূপ স্বীয় অবয়বনিচয়কে দৃষ্টিগোচর করে, সেইরূপ সমষ্টিজীবরূপ হিরণ্য-গর্ভাখ্য পুরুষ, স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাসত্ত্বেও অন্তরে বিশাল জগত্রয় সন্দর্শন করিয়া থাকেন। শুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মাকাশ অনন্ত, অজ ও অব্যয়। তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হওয়াতেই এই জগৎ সকল, সেই আত্মাকাশেরই অবয়বস্বরূপ প্রকাশমান হইতেছে। লৌহপিণ্ড যদি চৈতন্যলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে যেমন স্বীয় অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ক্ষুর ও সূচ্যাদি বস্তুকে দর্শন করিবে, তদ্রূপ জীবও স্বীয় অভ্যন্তরীণ সংস্কার বশতঃ ভ্রান্তিময় ত্রিজগৎ সন্দর্শন করিতেছে। বাহ্যদৃষ্টিতে অচেতন এবং জ্ঞানদৃষ্টিতে অখিল বস্তুরই আত্মময়ত্ব হেতু সচেতন মৃৎপিণ্ড যেমন, শরাবাদিকে স্বীয় অঙ্গ বলিয়া মনে করে, সেইরূপ জীবও জগৎকে নিজ অঙ্গরূপে বিবেচনা করিতেছেন। ঐরূপ সচেতন বা অচেতন অঙ্কুর যেমন, নিজদেহে বৃক্ষশব্দার্থযুক্ত বৃক্ষত্বকে নিরীক্ষণ করে এবং তাদৃশ সচেতন বা অচেতন দর্পণ যেমন, স্বীয় অঙ্গে বাহ্যদৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত ও অন্তর্দৃষ্টিতে অপ্রতিবিম্বিত নগরকে ভ্রান্তদৃষ্টিতে অনুভব ও অভ্রান্তদৃষ্টিতে অননুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রহ্মই জগত্রয় সন্দর্শন করিতেছেন। রাম! জগত্রয় যেমন কেবলমাত্র অলীক দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যময়, আমিত্বও সেইরূপ, বস্তুতঃ উভয়ই আত্মা, আত্মা ভিন্ন কিছুই নহে, এজন্য আত্মস্বরূপ আমিত্ব ও জগৎ এই উভয়ের অণুমাত্রও পার্থক্য নাই। ২৫—৩২। কল্পিত সচেতন মৃৎপিণ্ডাদি উপমা দ্বারা আমি যে তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, ইহাতে উপমানের একদেশের সহিতই উপমেয়ের সাম্য জানিবে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে এই জগৎ দেখিতেছ, ইহা বস্তুতঃ ব্রহ্মভাবে অতি সূক্ষ্ম জীবেরই শরীর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, অতএব জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে

জানিবে যে, সর্ব্বপ্রকার বিবর্ত্তজ্ঞান-বিহীন, বিশুদ্ধ আত্মপ্রসরপ্রদ পরম বস্তুতে অন্তবস্তুর সংসর্গ-শূন্য নির্ম্মল হীরকোপলের মধ্য-ভাগের ন্যায় অণুমাত্র বিভিন্নতা নাই। মূঢ়মতি ব্যক্তিগণ, যে কোন কারণে যেস্থানে যে সময় যে ভাবেই যেরূপ বিকল্পজ্ঞান উৎপাদিত করিয়া দেয়, চিন্ময় আত্মা সেই ভাবেই তৎকালে তথায় তদ্রূপে বিরাজমান হইয়া থাকেন। মনের চৈতন্য না থাকায় আকাশে যেমন অঙ্কুরোদগম অসম্ভব, সেইরূপ মনেও আপনা হইতে সঙ্কল্পের উদ্ভব হয় না। সুতরাং মনে চৈতন্যময় আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হইলেই তাঁহাতে সঙ্কল্পের উদয় হইয়া থাকে জানিবে। অজ্ঞান-তিমিরাবৃত অন্তঃকরণে যে যে প্রকারই বিকল্পবোধ সমুদিত হয় সমস্তই অসৎ এবং চিদাকাশ অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তৎসমুদয়ই চিদাকাশের জানিবে, মনের নহে, কিন্তু অন্তরে জ্ঞানোদয় হইলে আর কোন প্রকার বিকল্প বোধই তাহাতে প্রস্ফু-রিত হইতে পারে না। সঙ্কল্প-কল্পিত অলীক অখিল বস্তুই যে, কখন কল্পনীয় অলীক বস্তুকে বোধগম্য করিতে পারে না, ঈদৃশ বালকাদি-হৃদয়েও সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা স্বপ্নলব্ধ-দ্রব্যবৎ সত্যরূপে অনুভূত হইলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ কি কেহ কখন প্রাপ্ত হয়? ৩৩—৪০। সঙ্কল্প, বাসনা ও জীব, এই পদার্থত্রয়কেই সত্য-কূটস্থ আত্মা আপনাতে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং স্বপ্নার্থ যেমন স্বপ্ন পুরুষেরই বাহন হয়, সত্য পুরুষের নহে, সেইরূপ চিত্রিত অসত্য জীব, ঐ চিত্রিত সঙ্কল্পময় অলীক সংসারকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করিলেও বাস্তবিক উহা অসত্য এবং ঐ সংসার যে অসত্য জীবের, সত্যকূটস্থ আত্মার নহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাম। সত্য সনাতন ব্রহ্ম তত্ত্ববোধের পূর্ব্বে যেমন জগদ্রূপে জগতে স্বীয় সত্যতা বিস্তার করতঃ সত্য নাম ধারণ করেন, তদ্রূপ আবার তত্ত্বজ্ঞান হইলে তদীয় জগৎরূপতা বিলীন হওয়ায় অসত্য নামে অভিহিত হন এবং যদিচ তিনি অবিদ্যাবশে আত্মহারা হইয়া সংসারপাশে বদ্ধ, তথাপি তিনি নিত্যমুক্ত। কারণ আতিবাহিক দেহের সহিত একমাত্র অবিদ্যা বিলুপ্ত হইলেই সেই জীবরূপী আত্মা, পূর্ণরূপে প্রকাশমান হইয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করতঃ শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্যই বলিয়াছি, যে, কল্পনা বশতই জগতের অস্তিত্ব, বাস্তবিক উহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নহে। অজ্ঞান দৃষ্টিতেই বোধ হইয়া থাকে যে, গগনাঙ্গনে জগৎ-সমূহ শাল্মলি-তূলবৎ বায়ু-প্রবাহে চালিত হইতেছে, কিন্তু জ্ঞাননেত্রে অবলোকন করিলে বুঝিবে যে, উহাই আবার বিশাল শিলাবৎ অচলভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তাই বলিতেছি অখিল পদার্থের ভাণ্ডস্বরূপ সুবিস্তৃত এই শূন্যময় আকাশে অবিদ্যাবশেই অনন্ত জগৎসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি জীবের ভোগাদৃষ্টের তুল্যতাহেতু কতিপয় জগতের সাম্য আছে, আর ভোগাদৃষ্টের অসাম্য জন্য কতকগুলির একতা নাই। রাম। নিজের অন্তরস্থিত, নিখিল ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ সুরপুরাদির তুল্য, বিবিধকার্য্যে ব্যাপৃত দিগ্‌দিগন্তস্থ জনগণে পরিব্যাপ্ত ঐ জগৎসমূহ, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াই অনন্তরূপে বিকাশ পাইতেছে এবং উহাদিগকে বদ্ধমূল বলিয়া বোধ হইলেও উহারা চঞ্চল-সলিল-মধ্যবর্ত্তী প্রতিবিম্ববৎ নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। চিন্ময় মহাসাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় প্রকাশমান, ঐ জগৎ সকল, চিরস্থায়ী বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ বিনশ্বর, জাগ্রৎ অবস্থায় উন্মীলিত হইলেও ফলতঃ নিমীলিত এবং ব্রহ্মজ্যোতিতে আলোকিত থাকিলেও অজ্ঞানতিমিরে সমাবৃত। নদীনিচয়ের সলিল যেমন নদীসমূহে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত থাকিলেও জলনিধিতে সম্যক্ মিশ্রিত এবং গগনমণ্ডলে সমকালে উদিত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-দ্যুতি যেমন বিশেষরূপে সম্মিলিত হইয়াও ফলতঃ অমিলিত, তদ্রূপ ঐ জগৎ সকল জানিবে। ৪১—৪৭।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে মুনে। জীবের স্বরূপ কি? তিনি কি প্রকারে স্থূলশরীর কল্পনা করেন? এবং যেরূপে তাঁহার পরমাত্মতা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ ও তিনি যে উপায়ে বাহ্য-ব্যবহার করেন, আপনি তত্তদ্বিষয় কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম। যিনি স্বীয় সঙ্কল্পবশে চেত্য নামে অভিহিত, যাঁহার অপর নাম চিৎ, সেই অনন্ত চেতনাকাশস্বরূপ ব্রহ্মকেই মনীষিগণ জীবনামে কীর্ত্তন করেন। তিনি পরম সূক্ষ্মও নন, স্থূলও নন, তিনি শূন্যও নহেন এবং শূন্যান্তর্গত আকাশও নহেন, সেই একমাত্র চিৎস্বরূপ সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্ম, স্বীয় অনুভব দ্বারাই প্রকাশমান হয়েন। তিনি অখিল সূক্ষ্মবস্তু হইতে সূক্ষ্মতম অথচ যাবতীয় স্থূল পদার্থ হইতেও স্থূলতম। তিনি কোন বস্তুস্বরূপ না হইয়াও নিখিল বস্তুস্বরূপ, জ্ঞানিগণ অবস্থাভেদে তাঁহাকেই জীব বলিয়া থাকেন। হে রাঘব। যে যে পদার্থের যে যে বিভিন্ন রূপাদি দেখিতেছ, একমাত্র সেই ব্রহ্মই আপনাকে তত্তদ্রূপে জ্ঞান করতঃ আপনিই তত্তদ্রূপে প্রকাশমান হইতেছেন জানিও। রাম। সেই জীব-ব্রহ্ম, যে সময়ে যে ভাবে যে যে বস্তু ভাবনা করেন, তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে সঙ্কল্পাত্মক তত্তদ্ বস্তুরূপেই বিরাজমান হইয়া থাকেন। জীবের স্বরূপ বায়ুর স্পন্দনের ন্যায় নিজের অনুভব দ্বারাই নির্ণেয়, শিশুদিগের অনুভূত যক্ষের ন্যায় উহাকে বুঝাইয়া দিতে আমি সমর্থ নই। বায়ু সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও স্পন্দন ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব যেমন বিলুপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তদ্রূপ মুক্তি বা সুষুপ্তি সময়েও বাহ্য বস্তুর অনুভব না থাকায় ঐ জীবের জীবত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তিনি ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হন। জীব, স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানময়ত্ব হেতু স্বীয় ইচ্ছানুসারেই অহংজ্ঞান বশতঃ দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য এবং তত্তৎশক্তির সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং বিকাশমান হইতে থাকেন। তখন তিনি আপনাতেই দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যসমূহে পরিব্যাপ্ত অথচ বস্তুতঃ তত্তৎশূন্য অসত্য হইলেও সত্যবৎ প্রকাশমান তত্তদ্দেশ কালাদি শরীর-সম্পন্ন স্বীয় সমষ্টিচিত্ততাকে অবলোকন করেন। উক্ত সমষ্টি-চিত্ত, বস্তুতঃ অসংখ্য না হইলেও হিমকণার ন্যায় অসংখ্যরূপে প্রকাশমান হয়। জীবন-সত্ত্বেও যেমন স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় মৃত্যু অনুভূত হয় এবং ঐ স্বপ্নসময়ে কখন আপনাকে ব্যাঘ্রাদি বলিয়া বোধ হইলে আপনার অঙ্গ সকলও যেমন ব্যাঘ্রাদির অঙ্গের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে, জীবের সমষ্টি চিত্তজ্ঞানও সেইরূপ অসত্য জানিবে। জীব, স্বীয় বিশুদ্ধ চিন্ময়তাকে বিস্মরণপূর্ব্বক তাদৃশী অবস্থা ভাবনা করতঃ তৎক্ষণাৎ তাদৃশাবস্থা প্রাপ্ত হন। ১—১৫। অনন্তর তাদৃশ জীব, আপনাকে স্থূল সমষ্টিস্বরূপ বিরাড়াত্মারূপে স্ফীত বলিয়া

বিবেচনা করতঃ আপনাকেই মনঃসমষ্টিস্বরূপ দ্রবময় চন্দ্রবিম্বের ন্যায় অবলোকন করেন। এইরূপে আত্মা চন্দ্রবিম্বস্বরূপ হইলে কাকতালীয়বৎ বিভিন্নরূপে সমুদিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে স্বয়ংই বোধ করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই জীব আপনা হইতেই সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের রূপরসাদি ভোগের দ্বারস্বরূপ রন্ধ্রময় পঞ্চস্থানাত্মক পঞ্চ অঙ্গের কল্পনা করেন। অতঃপর সেই নিরময় অব্যক্ত আত্মা এইরূপে পঞ্চবিধ অবয়বান্বিত হইয়া স্বীয় অনন্ত আকার বোধ করতঃ পূর্ণবিরাট্ পুরুষরূপে বিরাজমান হন। আকাশবৎ সুবিমল নিত্য আনন্দ ও জ্যোতির্ম্ময়, শান্ত সেই আত্মা এবম্প্রকারে মনঃসমষ্টি কল্পনা করতঃ মনোময়রূপে সেই পরব্রহ্ম হইতেই প্রথমে বিকাশমান হইয়া থাকেন, অতএব স্থূলসমষ্টিরূপ সেই বিরাড়াত্মা যে, সেই অদ্বিতীয় পরমপুরুষ পরমেশ্বর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি পঞ্চভূতাত্মক না হইয়াও যেন পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া অনুভূত হন। তিনি স্বয়ংই আবির্ভূত ও স্বয়ংই তিরোভূত এবং স্বয়ংই প্রসৃত ও স্বয়ংই সঙ্কুচিত হন। কল্পাদি অসংখ্য কল্পকাল তাঁহার স্বীয় সঙ্কল্পবলেই সৃষ্ট হয়, এবং তিনি যদৃচ্ছাক্রমেই কখন ঐ অনন্ত কল্পকাল ও কখন ক্ষণকালমাত্র প্রকাশমান হইয়া আবার তিরোহিত হন। এইরূপে পুনঃপুনঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া পুনঃপুনঃ বিলীন হইতেছেন। ১৬—২২। মনোময় ঐ বিরাট্ পুরুষই সকলের মূলকারণ ঈশ্বরের দেহস্বরূপ, বুধগণ তাঁহাকেই আতিবাহিক দেহ বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনিই অখিল জীবগণের পুর্য্যষ্টক, এবং আকাশস্বরূপ ও অসীম। তিনি সূক্ষ্ম ও স্থূল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকলের বাহ্য অন্তর যাহা কিছু সকলই তিনি। যদিচ তিনি কিছুই নন অথচ যেন তিনি কিছু, বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। রাম! পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ প্রাণ ও অহঙ্কার এই আটটি তাঁহার প্রধান অঙ্গ এবং ভাবাভাবময় সমস্তই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জানিবে। শব্দ ও শব্দার্থের কল্পনা সহকারে তিনিই এই চতুর্ব্বেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তিনিই যেরূপ মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন অদ্যাপি তাহা অবিচলিত ভাবেই চলিতেছে। অনন্ত ঊর্দ্ধাকাশ তাঁহার মস্তক, পৃথিবী পাদদল, স্বর্গ ও মর্ত্তের অন্তরাল উদর, ব্রহ্মাণ্ড শরীর, অন্যান্য লোক সকল পার্শ্বদেশ, সলিল রক্ত, পর্ব্বতপুঞ্জ মাংসপেশী, নদীসকল সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শিরানিচয়, মার্ত্তণ্ডমণ্ডল প্রচণ্ড চক্ষুঃ, বাড়বাগ্নি পিত্ত এবং শশাঙ্কমণ্ডল তাঁহার জীব, শ্লেষ্মা শুক্র, বসা, বল, ও সঙ্কল্পাগার মনঃস্বরূপ, আর পরব্রহ্মই তাঁহার প্রকৃত আত্মা। অন্নাদিরূপে আনন্দের কারণ উক্ত মনোময় ইন্দুমণ্ডল শরীররূপ বৃক্ষের মূল, এবং কর্ম্ম বৃক্ষের বীজস্বরূপ। ২৩—৩০। অখিল পদার্থই ঐ মন হইতে উৎপন্ন হয়। মনীষিগণ শরীর, কর্ম্ম ও খণ্ড মনঃসমূহের হেতুভূত ঐ মনোময় ইন্দুমণ্ডলকেই বিরাট্ জীব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঐ বিরাট্ জীব ইন্দুমণ্ডল হইতে ত্রিজগতে যাবতীয় জীব, যাবতীয় মনঃ, যাবতীয় কর্ম্ম, যাবতীয় সুখ ও যাবতীয় মোক্ষই প্রসূত হইতেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি তাঁহারই কল্পনাময়চিত্র এবং সুরাসুরাদি সমস্তই তাঁহার চিত্তের চমৎকারময় বিকার মাত্র। চিন্ময় বিরাট্ আত্মা প্রজাপতি, উক্ত চন্দ্রমণ্ডলে স্বয়ং সাক্ষীরূপে অতিসূক্ষ্ম হিমকণানিচয়ের ন্যায় সূক্ষ্মতম অমৃতকলাংশসমূহ অনুভব করতঃ সৃষ্টি প্রারম্ভে যখন দেবতাদির আকার কল্পনা করেন, তখন স্বয়ং তত্তদ্রূপে প্রকাশমান হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। অতএব হে রঘুদ্বহ! ঐ চন্দ্রমণ্ডলকেই জীবসমষ্টিরূপ বিরাট্ জীবের স্থান এবং পঞ্চাবয়বযুক্ত শরীর বলিয়া সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন জানিও। চন্দ্রমণ্ডলাত্মক বিরাট্ জীব হইতেই ওষধিনিচয়ে যে অমৃতকণা নিপতিত হয়, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহীদিগের জীবনের উপকরণ সকল সেই অন্ন হইতে জায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ঐ সকল জীবনোপকরণই সজীব দেহিগণের দেহে জীবরূপে অবস্থিত এবং উহাই বিবিধ জন্ম ও কর্ম্মের হেতুভূত মনঃস্বরূপে বিকাশ পাইয়া নানাপ্রকারে সচেষ্ট হইতেছে। ঐরূপ সহস্র সহস্র বিরাট্ জীব ও শত শত মহাকল্প অতীত হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতেও কত সহস্র হইবে এবং বর্ত্তমান সময়েও নানাপ্রকার রহিয়াছে। রাম! ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সমষ্টিও ব্যষ্টিদেহরূপ অনন্ত ও মহৎ অবয়বে অন্বিত, সঙ্কল্পাত্মক সেই মহা-বিরাট্ পুরুষ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। ৩১—৩৯।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রঘুকুলতিলক! সঙ্কল্পাত্মক পঞ্চভূতময় বিরাট্ জীব, যে বস্তুকে যেরূপে কল্পনা করেন, স্বয়ং ব্রহ্মাকাশই সেইরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। রাম! এই নিমিত্ত বিদ্বদ্গণ, অখিল জগৎকেই তাঁহার সঙ্কল্পস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই ব্রহ্মই সৃষ্টিপ্রারম্ভে পূর্ব্ববাসনানুসারে পঞ্চভূতময় বিরাট্‌রূপে প্রকাশমান হইয়া ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতাত্মক বিষয়োপভোগে প্রবৃত্ত হন। ঐ বিরাট্ পুরুষই, জাগতিক নিখিল পদার্থের কারণ জানিবে, সুতরাং কার্য্যমাত্রেই যখন কারণের তুল্যগুণ প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ বিরাট্ জীবও যেমন জগৎ সৃজনে সমর্থ, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবও যে, আপনাতে সর্ব্ববিষয়ক সৃষ্টিক্ষম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যখন, মনোবৃত্তি অনুসারে নিজজ্ঞানই বাহ্য ও আন্তরীণ বিবিধ বিষয়রূপে বিকাশ পাইলে বিরাটের ন্যায় ব্যষ্টি জীবও তত্তদ্বস্তুকে তত্তদ্রূপে অনুভব করিয়া থাকেন, কোন বিষয়ই তাঁহার অবোধ থাকে না, তখন প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টিজীব ও সমষ্টিজীব উভয়ই তুল্য। অতিক্ষুদ্র বীজকোষমধ্যে গিরিবরের ন্যায় প্রকাণ্ড তরুবর যেমন অবস্থিতি করে, সেইরূপ সরীসৃপ হইতে মহেশ্বর পর্য্যন্তের অন্তরে এই বিশাল জগদ্ভ্রম বিদ্যমান। ১—৬। ঐরূপ ভ্রান্তিবশতই সরীসৃপ হইতে রুদ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবই অতিক্ষুদ্র অন্তরে, অজ্ঞানে নহে, স্বীয় অনন্তজ্ঞানবলে অনন্তবিষয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। বস্তুতঃ এই জগৎসংসার বিরাড়াত্মাতেও যেরূপ বিস্তৃতভাবে অবস্থিত, সেইরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অখিল ব্যষ্টিজীবেই বিস্তৃতভাবে বিরাজমান জানিবে, কিন্তু যথার্থরূপে বিবেচনা করিলে দেখিবে, জগৎ স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে, ফলকথা উহা কিছুই নহে, একমাত্র ভ্রান্তিই, উহাকে যেখানে যেরূপ বিস্তারিত করে, সেখানে তদ্রূপই অনুভূত হইয়া থাকে। রাম! যে মনের কল্পনাতে এই জগৎ, ঐ মন চন্দ্রমা হইতে এবং চন্দ্রও এই মন হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; এইরূপ ব্যষ্টিজীবও সেই বিরাট্ সমষ্টি জীব হইতে উৎপন্ন জানিবে; অথবা কেহই কাহারও

উৎপত্তির কারণ নহে, উভয়ই এক। বাস্তবিক স্থল ও জলের অঙ্গ যেমন একই বস্তু, ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবও সেইপ্রকার। বিদ্বদ্গণ, শুক্রকেই জীবের সারভাগ কহিয়াছেন। ঐ জীব হিমকণার ন্যায় সূক্ষ্ম এবং ঐ শুক্রসারবৎ জীব হইতেই পিতামাতার সম্ভোগকালে অচল পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মের আনন্দকলা প্রসূত হইয়া থাকে। ঐ শুক্রসারবৎ জীব-চৈতন্য শুক্রতন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া তন্ময়রূপেই আপনি আপনাতে যে ব্রহ্মাভাসরূপ আনন্দ উপভোগ করেন এবং আপনা হইতেই যে পঞ্চভূতময় দেহরূপতা প্রাপ্ত হন, প্রকৃত-পক্ষে এবিষয়ে কার্য্যকারণভাব কিছুই নাই। ৭—১২। জীবের স্বভাবই ঐরূপ, কিন্তু স্বভাব বলিয়া এরূপ মনে করিও না যে, "স্বভাব ত কিছুতেই যাইবার নহে, সুতরাং মুক্তি কিরূপে হইবে" কারণ স্ব (জীব) ও স্বভাব (জীবত্ব) এই উভয়শব্দের মধ্যে স্ব-শব্দের অর্থ যদি আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম ভিন্ন যখন কিছুই নাই, তখন স্ব ও স্বভাব একই বস্তু, উভয়ের মধ্যে কোনটীই ভেদক বা ভেদ্য নহে এবং ভেদ পদার্থও নহে সুতরাং স্বশব্দার্থ ভিন্ন স্বভাব শব্দের প্রকৃত অন্য অর্থ নাই। আর যদি স্বশব্দার্থ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীব হয়, তাহা হইলে স্বভাব শব্দের অর্থ জীবত্ব এবং স্বীয় জীবত্ব হেতুই তিনি যখন তখন আপনা হইতেই জীব ও জীবত্ব এক হইতেছে, সুতরাং প্রকৃতরূপে স্ব ও স্বভাব শব্দের কি আভ্যন্তরিক, কি বাহিক কোন প্রকারেই ভেদ লক্ষিত হয় না, এজন্য বায়ু সতত সঞ্চরণক্রিয়াত্মক হইলে বিকল্প বুদ্ধিতে তাহার সঞ্চরণক্রিয়া হইতে ভেদ কল্পনা করতঃ তাহার সহিত "সঞ্চরণ করিতেছে" এইরূপ ক্রিয়ার যোগ করা যায়, সেইরূপ বিকল্প জ্ঞান বশতই স্ব ও স্বভাব শব্দের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, নতুবা বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। জন্মান্ধ, যেরূপ মার্গ দর্শনে অক্ষম, তদ্রূপ বিমল চৈতন্যময় ব্রহ্মই অবিদ্যারূপ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হওয়াতেই আত্মদর্শনে অসমর্থ হইয়া প্রাণে-ন্দ্রিয়াদিরূপ জড়ময়তা প্রাপ্ত হন এবং বিবিধ বস্তু জ্ঞান করিয়া থাকেন। স্পন্দনশক্তিযুক্ত বায়ু যেমন স্পন্দন হইতে অভিন্ন হইলেও জনগণের নেত্রে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই জগৎপ্রকাশক অবিদ্যাশক্তিতে আকৃত হইয়া একমাত্র আপনা-কেই দ্রষ্টৃ ও দৃশ্যভেদে দ্বিবিধ কল্পনাপূর্ব্বক তাহাতেই অভি-নিবিষ্ট থাকিয়া আপনাকে অবলোকন করিতে অসমর্থ। এই নিমিত্ত মনীষিগণ, অহংজ্ঞানরূপ ভ্রান্তিময় অলীক মহা অজ্ঞান গ্রন্থির ছেদনই মোক্ষ বলিয়াছেন। অতএব হে রাম। তুমি অজ্ঞানরূপ মেঘাবরণ অপসারণ-পূর্ব্বক মূর্ত্তামূর্ত্ত অখিল বস্তুকে অলীক বোধ করতঃ অহংজ্ঞানশূন্য হইয়া আপনাকে নিরুপাধি নির্ম্মল ঘন চৈতন্যময় জ্ঞানে সতত সুখে অবস্থান কর। ১৩—১৮।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! সর্ব্বদা জ্ঞানী হইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখন জ্ঞানবন্ধু হইবে না। আমি বোধ করি অজ্ঞানীও বরং শ্রেষ্ঠ, তথাপি জ্ঞানবন্ধুতা ভাল নয়। রাম কহিলেন, হে মুনিবর! কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে জ্ঞানবন্ধু এবং কাহাকেই বা জ্ঞানী বলে? আর জ্ঞানবন্ধুতে ও জ্ঞানিতেই বা কি ফল? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখসম্ভোগার্থ অভিনেতার ন্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যা বা শাস্ত্র পাঠ করে, কিন্তু কদাপি শাস্ত্রবিহিত কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হয় না, বিদ্বদ্গণ তাহাকেই জ্ঞানবন্ধু বলেন। শাস্ত্রাভ্যাস জন্য শাস্ত্রবোধ, যাহার কেবল ভোগেই নিয়োজিত থাকিয়া বৈরাগ্যাদিফলে বঞ্চিত, তাহার সেই তত্ত্বকথায় পরকে বঞ্চনা করিবার চাতুরীবোধরূপ শিল্পকার্য্যই উপজীবিকা বলিয়া তাহাকে জ্ঞানবন্ধু বলিয়াছেন। যাহারা শাস্ত্রপাঠ করিয়া পরিচ্ছদ ও খাদ্যাদি লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেই শাস্ত্রালোচনার ফল বলিয়া বিবেচনা করে, নটাদির ন্যায় সেই সকল শাস্ত্রার্থের অভিনেতৃগণকে জ্ঞানবন্ধু বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি, স্বীয় বর্ণোচিত বেদবিহিত কুলাচারাদির অবিরুদ্ধ নিষ্কাম অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মকার্য্যেই সতত প্রবৃত্ত, মনীষিগণ তাহাকেও জ্ঞানবন্ধু বলেন, কিন্তু তাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হইলেই অনতিকালমধ্যে তাহার তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইবার সম্ভব বলিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানবন্ধুতা অপেক্ষা ঈদৃশ জ্ঞানবন্ধুতা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও উহা গ্রাহ্য বটে। মনীষিগণ, আত্মজ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানকে জ্ঞানাভাস কহিয়া থাকেন। কারণ অন্যান্য জ্ঞানে প্রকৃত সারপদার্থ ব্রহ্মানন্দরস হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাহারা আত্মজ্ঞানরস আস্বাদন না করিয়াই কণামাত্র বৃথা অন্য জ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া সতত অসীম ক্লেশকর কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহা-দিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞানবন্ধু বলিয়া জানিবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির যাবৎকাল পর্য্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়াদি ভেদজ্ঞান উপশমিত না হয়, অর্থাৎ যতদিন না ব্রহ্মের সহিত একতা হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া বিধেয় নহে, অতএব রাম! তুমি তাদৃশ জ্ঞানবন্ধু হইয়া বিষয়ভোগরূপ ভবরোগে সন্তুষ্ট হইও না। ইহ সংসারে যিনি মোক্ষলাভে অভিলাষী হইবেন, তাঁহার পরিমিত পথ্য ও পবিত্র আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহার্থই অনিন্দনীয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য এবং প্রাণধারণের জন্য আহার, তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত প্রাণধারণ ও যাহাতে পুনরায় সংসারক্লেশে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্যই তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। ১—১০।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব। যিনি জ্ঞানের পরিপাকবশতঃ ব্রহ্মতন্ময়তা হেতুক শব্দাদিবিষয় ও চিত্তকে অসদ্বস্তু, উহা কেবল সঙ্কল্পাদিরই পরিণাম বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং যাহার হৃদয়ে কর্ম্ম-ফল স্থান পায় না, পণ্ডিতগণ তাহাকেই জ্ঞানী বলিয়া থাকেন। যিনি অন্তঃকরণের ভোগ্য বিষয়সমূহের চাক্ষুষাদি জ্ঞানবিষয়ে সাক্ষীরূপে অবস্থিত, অদ্বিতীয় চিন্ময় ব্রহ্মকে সম্যক্প্রকারে অবগত হইয়া নিখিল দৃশ্যবস্তুকেই বাসনামাত্ররূপেও অবস্থিত বলিয়া বোধ করেন না, তিনিই জ্ঞানী। অকৃত্রিম একমাত্র আত্মতত্ত্ব-লাভে যিনি শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার অখিল ব্যবহারকার্য্যে শীতলতা লক্ষিত হয়, তিনিই জ্ঞানী বলিয়া কথিত। যাহা দ্বারা পুনর্জন্মরূপ বন্ধন উচ্ছিন্ন হয়, ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদ বাচ্য, আর অন্যপ্রকার জ্ঞান কেবল পরিচ্ছদ ও খাদ্যাদি ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া থাকে, এজন্য উহা ইতর শিল্প তুল্য জীবিকামাত্র।

প্রকৃত জ্ঞানশব্দের প্রতিপাদ্য নহে। যিনি কামনাশূন্য হইয়া শারদীয় গগনমণ্ডলের ন্যায় আবরণবিহীন বিমল-হৃদয়ে ধারাবাহিক ব্যবহার কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই সকলে পণ্ডিত বলেন। ১—৫। অখিল বস্তুই যখন ভ্রান্তিমূলক, কিছুই নহে, তখন উহার আর উৎপত্তিই বা কি আর উৎপত্তির কারণই বা কি, উহা বিনা কারণেই বস্তুতঃ উৎপন্ন না হইলেও যেন উৎপন্ন এবং বস্তুতঃ বিদ্যমান না থাকিলেও যেন বিদ্যমান বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি দৃশ্যমান হইলেও বীজকে অঙ্কুরের কারণ মনে করিও না। কারণ প্রলয়কালে যখন উভয়ের কিছুই থাকে না, তখন সৃষ্টিপ্রারম্ভে বীজ কিরূপে আসিল? সুতরাং ভ্রান্তিজ্ঞানে বীজাদি ভাবপদার্থের যে আবির্ভাব, উহাই উৎপত্তি ও তিরোভাবই বিলয়, ঐরূপ যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি ভ্রম হয়, তাহাকেই তাহার কারণ বলিয়া ব্যবহার করি। ঈদৃশ কারণ ব্যবহার বশতঃ বীজাদি ভাবপদার্থ পশ্চাৎ পরস্পর কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অলীক শশশৃঙ্গ ও মরীচিকাজল প্রত্যক্ষ দৃশ্যবস্তু হইলেও যখন ভ্রান্তিজ্ঞান বিদূরিত হইলেই আর উহার সত্তা থাকে না, তখন উহা যে সম্পূর্ণ অসত্যবস্তু তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং উহাদের আবার প্রকৃত উৎপত্তি বা উৎপত্তির কারণ কিরূপ? যাহারা শশশৃঙ্গাদির কারণ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাও বন্ধ্যার পুত্র-পৌত্রের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বন্ধ্যার পুত্রাদি স্কন্ধে আরোহণ যেমন নিতান্ত ভ্রান্তির কার্য্য, শশশৃঙ্গাদির কারণান্বেষণও তদ্রূপ। সত্যরূপে বিকাশমান অসত্য বীজাদির যদি নিতান্তই কারণ-কল্পনা করিতে হয়, তবে অজ্ঞানই উহার কারণ জানিবে, যেহেতু জ্ঞানোদয় হইবা মাত্রেই উহাদিগের বিলয় হইয়া থাকে। ৬—১০। জীব আপনাকে বুদ্ধি চিদাভাসাদিবিহীন অদ্বিতীয় কূটস্থ চিন্ময় আত্মরূপে বুঝিতে পারিলেই স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া থাকেন, আর বুদ্ধিপ্রভৃতিকে আত্মরূপে জ্ঞান করিলে যে জীব, সেই জীবই থাকেন। আম্রবৃক্ষ যেমন হেমন্তে সুপ্তপ্রায় থাকিয়া বসন্তাগমে রসসঞ্চার হওয়ায় পুনরায় পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া যেন জাগ্রদবস্থা লাভ করত সহকার নামে কথিত হয়, তদ্রূপ অচেতন স্বপ্নাবস্থাপন্ন জীবও পরমাত্মরস-সঞ্চারে বিমলভাবে শোভমান ও জাগরূক হইয়া পরমাত্মা নাম প্রাপ্ত হন। জীব ইন্দ্রিয়াদিকে আত্মজ্ঞান করত জীবরূপেই অবস্থিত থাকিয়া বিবিধ যোনিতে বারংবার জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক অশেষপ্রকার ক্লেশ-পরম্পরায় জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। রাম! সলিলরাশির যেমন দৃশ্য দর্শনজ্ঞান ও আমি করিতেছি বলিয়া অভিমানাদি না থাকায় নিম্নদিকে গমনাদি কার্য্য স্বভাবের কার্য্য ব্যতীত তাহার কার্য্য বলিয়া গণ্য নহে, সেইরূপ যাঁহারা তত্ত্বদৃষ্টিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও যে কিছু কার্য্য করেন, তত্তৎ কার্য্যে তাঁহাদিগেরও মননাদি অভিমানের অভাব বশতঃ অচেষ্টা চেষ্টার মধ্যেই পরিগণিত হয় না, অর্থাৎ তাঁহারা কর্ত্তব্য বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইলেও বস্তুতঃ নিশ্চেষ্ট বলিয়া জানিবে। যাঁহারা দৃশ্যবস্তুর সৌন্দর্য্যের মূলসীমা দর্শন করিয়াছেন, সেই সকল তত্ত্বদর্শীদিগের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য অখিল পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহাদিগের পক্ষে না থাকা স্বরূপ জানিবে। কারণ তাঁহারা তত্তৎপদার্থনিচয়কে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যপদার্থ বলিয়া জানেন না। ফলতঃ তত্তদ্রূপে জ্ঞান না থাকায় জল স্পন্দিত হইলেও তাহার সেই স্পন্দন যেমন অস্পন্দনের তুল্য তদ্রূপ যাঁহাদিগের ব্রহ্মভিন্ন জ্ঞান নাই, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহাদিগের কার্য্যচেষ্টা প্রকৃত অচেষ্টার মধ্যে গণ্য। যাঁহাদিগের "ইহা আমার কার্য্য, আমি করিতেছি" ইত্যাদি অভিমান তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহারা উৎকৃষ্ট বৃষবৎ সংসার-বন্ধনকে অতিক্রম করিয়াছেন; সমীরণ যেমন বৃক্ষপত্রাদিকে পরিচালিত করিলেও পত্রাদির সহিত লিপ্ত নহে, সেইরূপ সেই জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহারা তাহাতে লিপ্ত হন না। ১১—১৭। নদীতীরবাসী ব্যক্তি যেমন কূপের প্রশংসা করে না, তদ্রূপ যাঁহারা প্রথম দৃষ্টিলাভ করিয়া সংসার-সাগরের পার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও কখন পারত্রিক স্বর্গাদি-জনক কার্য্যের প্রশংসা করিবেন না। হে অনঘ! যাহাদিগের অন্তঃকরণ বাসনাজালে জড়িত, সেই মূঢ় ব্যক্তিগণই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং প্রকৃত বোধ না থাকাতেই তাহারা শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তত্তৎ কর্ম্মফল উপভোগ করে। শকুন পক্ষী যেমন অধঃপতিত আমিষের উপর পতিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-নিচয়ও স্ব স্ব গ্রাহ্য রূপাদি বিষয়ের উপর সবেগে পতিত হইয়া থাকে, এজন্য যোগী ব্যক্তির স্বীয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে আবদ্ধ করত ব্রহ্মেতে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক তন্ময় হইয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য। ১৮—২০। রাম! কোন প্রকার গঠন সন্নিবেশশূন্য স্বর্ণ যেমন প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎসন্নিবেশশূন্য নহেন সত্য, তথাপি যিনি, ব্রহ্মতন্ময়তা লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই শিবময় ব্রহ্মকে সর্গাদি শব্দার্থ-বিহীন জগৎসন্নিবেশশূন্য বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। একমাত্র গভীর অন্ধকারময় প্রলয়কালে যেমন কোনরূপ বিভাগাদি ব্যবহার হয় না, কেবল মাত্র ঘন চিন্ময় পরব্রহ্মেও সেইরূপ জানিবে। বায়ুচালিত মেঘখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী অংশ যেমন মেঘখণ্ড হইতে অবিভক্ত হওয়ায় নিশ্চল হইলেও দিগ্‌ভাগানুসারে সচল বলিয়া অনুভূত হয়, প্রলয়কালে ভূতগণের স্বীয় জ্ঞানাত্মিকা ঐশ্বরী সত্তাও সেইরূপ বস্তুতঃ অচল হইলেও সচল বলিয়া সম্ভব করিতে হইবে। নিশ্চল তড়াগাদি জলমধ্যে কিয়দংশ জলের স্পন্দন হইলে ঐ স্পন্দিত জলাংশ যেমন নিঃস্পন্দ জলাংশ হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নরূপে প্রতীত হওয়ায় বস্তুতঃ ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা বচনাতীত, সেইরূপ ব্রহ্ম সংবিদাত্মা জীবাভাসও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও যেন ভিন্ন। দিগ্‌ভাগানুসারে ভিন্ন অথচ ফলে অভিন্ন, এক গগনতলে যেমন বহুল গগনাংশের প্রতীতি হয়, সেইরূপ বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীত অবয়ববিহীন পরমব্রহ্মেও কল্পনাবশে বিবিধ অবয়বান্বিত অপূর্ব্ব জগৎসৃষ্টি প্রতিভাত হইতেছে। ঐরূপ ভ্রান্তবোধেই কদলীদল-পীঠবৎ জগতের মধ্যে অহঙ্কার ও অহঙ্কারের মধ্যে জগৎ পরস্পর সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। হিমালয়াদি পর্ব্বত যেমন স্বীয় রন্ধ্র হইতে নির্গত স্বদেহ-মধ্যবর্ত্তী সলিল-রাশিকে আপনা হইতে ভিন্ন মানসসরোবরাদিরূপে দর্শন করে, তদ্রূপ অহঙ্কারময় জীবও বাহ্য ও মানস দৃশ্য দর্শনাভিমান বশতঃ ইন্দ্রিয়রন্ধ্র দ্বারা যেন বহির্নির্গত স্বীয় অন্তর্গত জগৎকেই বাহ্যবস্তুরূপে অবলোকন করিয়া থাকে। একমাত্র সুবর্ণপিণ্ডে কটকাদি পর্য্যালোচনা দ্বারা অতীত বা ভবিষ্যৎ কটকাদিরূপ দেখা যায়, কিন্তু কেবল সুবর্ণরূপে দর্শন করিলে আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না, সেই প্রকার অহঙ্কারান্বিত জীবও ভ্রান্তিবশে অকারণ আপনাকেই জগৎরূপে দর্শন করিয়া থাকে। অতএব যাঁহারা জগতের

প্রকৃত অবস্থা দেখিয়াছেন, সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ, জীবিত থাকিলেও জীবিত নন, মৃত হইয়াও মৃত নন। এবং বিদ্যমান থাকিলেও বিদ্যমান নহেন। যে গোপ, গোষ্ঠস্থিত ভাণ্ডেতেই আসক্ত চিত্ত, সে গৃহে অবস্থানকালে গৃহকর্ম্ম করিলেও যেমন তাহার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মাসক্তচিত্ত তত্ত্বজ্ঞপুরুষ অখিল কর্ত্তব্য কার্য্য করিলেও তত্তৎকার্য্য দর্শনে অক্ষম। ২১—৩০। ব্রহ্মাণ্ডময় বিরাট্ পুরুষের হৃদয়ে বিরাট্ জীবচন্দ্র যেমন অবস্থিত, সেইরূপ প্রতি ব্যষ্টিদেহতেই রেতোময় হিমকণাকার ব্যষ্টিজীব অবস্থিতি করিতেছে, ঐ জীব স্থূলদেহে স্থূলরূপে ও সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মরূপে বিরাজমান জানিবে। পিতৃহৃদয়ে রেতোরূপে অবস্থিত অহঙ্কারাত্মা জীব, প্রথমে মাতার জননেন্দ্রিয় দ্বারে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে তদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কল্পনাপূর্ব্বক অহংজ্ঞান বশতঃ ক্রমে অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতিভাসিত আত্মশরীর অনুভব করিতে থাকে। অহঙ্কারাত্মা জীব, কুসুমে সৌরভের ন্যায় এইরূপে প্রথমে মাতৃগর্ভে বিবিধ কর্ম্মের ভাণ্ডস্বরূপ শুক্রসারময় দেহে অবস্থিতি করিয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডলস্থিত জ্যোৎস্না যেমন অখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে প্রসৃত হয়, সেইরূপ সেই শুক্রস্থ অহংজ্ঞানই গর্ভস্থ জীবের আপাদ-মস্তক নিখিল অঙ্গেই প্রসৃত হইয়া থাকে। পরে অন্তঃকরণময় বাহ্যজ্ঞানরূপ উদক, ইন্দ্রিয়-রন্ধ্ররূপ প্রণালী দ্বারা বহির্নিস্সৃত হইয়া ধূম যেমন মেঘরূপে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে, তদ্রূপ ত্রিজগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। যদিচ সমুদয় দেহমধ্যেই অন্তরে ও বাহিরে অহংজ্ঞান আছে বটে, তথাপি হৃদয়স্থিত শুক্রে ঐ জ্ঞান বিশেষরূপে অবস্থিত। সঙ্কল্পাত্মক জীব, হৃদয়মধ্যে যেরূপ সঙ্কল্পান্বিত হইয়া অবস্থিত করেন, ত্বরায় তাদৃশ সঙ্কল্পানুরূপ দেহ ধারণপূর্ব্বক বহির্নির্গত হইয়া থাকেন। সমাধি পরিপাক বশতঃ চিত্তের স্থিরতর ব্রহ্মাকার অবস্থিতিরূপ নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই অহং ইত্যাকার ভ্রম বিদূরিত হইবার নহে। অতএব হে রাম! ঐ অহং ইত্যাকার ভ্রমকে শান্তি করিতে হইলে শান্তির উপায় মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সতত চিন্ত্যমান ব্রহ্মচিন্তাকে ক্রমে নির্ব্বিকল্প সমাধিবলে তোমার অম্বরতুল্য সম্পাদন করিতে হইবে,—অর্থাৎ তুমি যখন ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপক অকাশরূপে ভাবনা করিতে পারিবে, যখন ব্রহ্মভিন্ন কোন বস্তুই তোমার অনুভূত হইবে না, তখনই তোমার অহংজ্ঞান অপহৃত হইবে জানিও। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মানবগণ, এই জগতে বাহ্যিক ও মানসিক দৃশ্য বস্তুর দর্শনাভিমান ও বাহ্যচিন্তনীয় বিষয়ের চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার শূন্য হইয়া অবস্থিতি করেন। ৩১—৪০। যাঁহার ব্রহ্মভিন্ন কোন বিষয়েই ভাবনা নাই, তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত, তিনি সততই জীবিত ও আকাশবৎ শুদ্ধ চিত্ত; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি কোনরূপ শৃঙ্খলাদি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। রাম! পূর্ব্বেও বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি যে, শুক্রস্থিত অহংজ্ঞানই অখিলব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহের সর্ব্বাংশেই পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। একমাত্র শুক্রস্থ জীব-চৈতন্যই, দর্শনেন্দ্রিয় ও নেত্রগোলক, আস্বাদনেন্দ্রিয় ও জিহ্বা এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রুতিবিবররূপে আপনাকে ভাবনা করত আপনিই তত্তদ্রূপে প্রকাশমান এবং আপনিই দর্শনাদি পঞ্চপ্রকার বাসনাজাল বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে নিমগ্ন ও বদ্ধ হইয়া থাকেন। ভূমিতলে ব্যাপক ভূমিরস যেমন কিয়দংশ হইতে মধুমাসে অঙ্কুর রূপে উদ্ভূত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানাবৃত হওয়ায় বিপরীত ভাব হেতু প্রথমে মনোরূপে উদ্ভূত হইয়া পরে কিয়দংশ হইতে ইন্দ্রিয়রূপে উদিত হয়। এজন্য যে ব্যক্তি, এই সংসার-দেহাদিভাব বস্তুতে অভাবরূপতা চিন্তা করিতে অক্ষম, মোক্ষসাধনে যত্নবিহীন, সেই মূঢ়মতির অনন্তদুঃখ কখনই উপশমিত হয় না। আর যিনি অখিল বস্তুকে ই ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, তিনি যে কোন প্রকার বস্ত্রই পরিধান করুন, যে কোন বস্তুই ভোজন করুন ও যে কোন স্থানেই শয়ন করুন, অন্তরে নির্ম্মল আনন্দরসে পরিতৃপ্ত থাকিয়া সম্রাটের ন্যায় বিরাজ করিয়া থাকেন। তাদৃশ ব্যক্তি পূর্ণতম ব্রহ্মময় বাসনাযুক্ত হইলেও তাঁহাকে বাসনাবিহীন বলিয়া জানিবে। তাঁহার অন্তর, আকাশের ন্যায় শূন্যময় হইলেও অশূন্যময় এবং তিনি আকাশবৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি বায়ুক্রিয়াযুক্ত। মননক্রিয়া নির্ব্বাণ হওয়ায় কেবলমাত্র ব্রহ্মানন্দরসে সন্তুষ্ট হৃদয় সেই মহাপুরুষ, কি উপবেশন, কি শয়ন, কি গমন যে কোন কার্য্যেই অবস্থিত থাকুন না কেন, গভীর নিদ্রাভিভূতব্যক্তির ন্যায় বহুযত্নেও তাঁহাকে বাহ্যবিষয়ে উদ্বোধিত করা যায় না; একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ জীবপুরুষ, সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও পদ্মকেশরে গন্ধের ন্যায় শরীরস্থ শুক্রমধ্যে দৃঢ়রূপে অবস্থান করেন। মনীষিগণ, অখিল প্রাণীকেই একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ৪১—৫০। ঐ জ্ঞানের বাহ্য প্রসরণই ভ্রান্তিময় জগৎ এবং উহা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেই জগদ্ভ্রান্তির বিনাশ হইয়া থাকে, ইহাই সারভূত উপদেশ জানিও। রাম! ব্রাহ্মানন্দরূপ অনুপম ঐশ্বর্য্যলাভার্থ স্বীয় হৃদয়কে পাষাণবৎ দৃঢ় ও ছিদ্রশূন্য করিয়া, বিভবাদি অখিল বাহ্য বস্তুতেই যাহাতে বিতৃষ্ণ হইতে পার তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হও। হে সদাশয় রাঘব! এতাবৎকাল তোমার যে হৃদয় চিদাত্মজ্ঞানে বঞ্চিত ছিল, আজ সেই হৃদয়ের অজ্ঞান বশতঃ স্ফটিকোপলের মধ্যস্থলে কল্পিত শূন্যময় ছিদ্রবৎ, বস্তুতঃ অলীক অভিলাষরূপ ছিদ্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দরসে পরিপূর্ণবৎ প্রকাশ পাউক। যিনি ইত্যাদি প্রকার জগত্তত্ত্ব বিদিত আছেন ও যে ব্যক্তি কিছুই বিদিত নয়, সেই উভয়ের অখিল ভাবাভাবময় কার্য্যে সত্যতাজ্ঞানের অভাব ব্যতীত অপর কিছুই বিশেষ নাই, অর্থাৎ যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহার তত্তৎকার্য্যে সত্যতাজ্ঞানের অভাব ও যিনি অজ্ঞ তাঁহার সত্যতা জ্ঞান, এইমাত্র বৈষম্য জানিবে। এমতে স্ফটিকোপলে দ্রষ্টা দৃষ্টির ন্যায় চৈতন্যসত্তাই বাসনা দ্বারা উন্মেষিত হইলে জগৎরূপে ও বাসনার অভাব বশতঃ নিমেষিত হইলে আখ্যাশূন্য অপরিচ্ছিন্ন পরমতত্ত্বরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। অখিল দৃশ্য বস্তুই পুনঃপুনর্ব্বার বিনষ্ট ও জায়মান হয়, এজন্য উহা অসৎ, যাহা বিনষ্ট বা উৎপন্ন কিছুই হয় না, তাহাই সৎ এবং তুমিই সেই সৎ। এই জ্ঞানে জগতের মূলকারণ অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই জগদ্ভ্রান্তি নির্ম্মূল হইয়া থাকে, তখন তাহাকে অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায় না, মরীচিকা যেমন জল দান করিতে পারে না, সেইরূপ সে তখন আর জগতের অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ প্রকৃত-তত্ত্ব দর্শন দ্বারা অহং-জ্ঞান ছিন্ন হইলে দগ্ধ বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ, সেইরূপ সেই ছিন্ন অহম্ভাবনা দৃষ্ট হইলেও অন্তরে সংসারাঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে না। কোন বিষয়ে অনুরাগ না থাকায় যাঁহার চিত্ত বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে, যিনি ব্রহ্মানন্দরসে সুস্থতা লাভ করিয়াছেন, সেই নিত্য মুক্ত পুরুষ, কোন কার্য্য

করুন বা নাই করুন, সতত ব্রহ্মেতেই বিরাজ করিয়া থাকেন। অতএব চিত্তের শান্তি হইলেই প্রকৃত শান্তি বলা যায়, নতুবা কেবল শমাদি যুক্ত হইলেই যোগিগণকে শান্ত বলা যায় না, কারণ চিত্তই যখন ভোগবাসনার আকর, তখন চিত্তশান্তি ব্যতীত ভোগবাসনা কিছুতেই নির্ম্মূল হয় না। জীব, জ্ঞানলাভে চিত্ত-দেহাদিরূপ মূর্ত্তিশূন্য হইলেই অপরাহ্নকালীন মেঘাবরণশূন্য দিবাকরের ন্যায় বিমল জ্ঞানালোকময় হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি সেই ব্যক্তি হইলেও অন্য ব্যক্তির ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। এতাদৃশ স্থিতি পুরুষের দেহ হইতে তদীয় চিত্ত, যৎকালে দূরবর্ত্তী চন্দ্রমণ্ডলাদিতে চক্ষুরাদি দ্বারা গমন করে, তৎকালে সেই পুরুষ ও চন্দ্রাদিমণ্ডলের অন্তরালস্থিত আলোকময় যেরূপ, উহা পরমাত্মারই রূপ জানিবে। কর্পূরবৎ সুবিমল, অনন্ত, অব্যক্ত, মনোহর, চিদাকাশ, আপনাতে যে মায়াবশে চমৎকারিত্ব অনুভব করেন, তিনি সেই স্বীয় চমৎকার-কেই জগৎরূপে প্রতীতি করিয়া থাকেন। এই জগৎ, তত্ত্বজ্ঞজনের নিকট ভ্রান্তি-বিদূরিত হওয়ায় উপেক্ষিত দীপবৎ জগদ্রূপে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত দেদীপ্যমান অবিনাশী ব্রহ্মরূপে প্রকাশমান হইলেও অজ্ঞ-জনের নেত্রে ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত বিবিধ নিয়তি-প্রথা ও ভোগা-নন্দে পরিপূর্ণ এবং শূন্যমার্গে অবস্থিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। ৫১—৬১।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—রাম! তুমি বৈরাগ্যাদিলক্ষণাক্রান্ত বিপ্রবর মঙ্কির ন্যায় বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক অখিল ভবভাবনা পরিত্যাগ করিয়া পরিদৃশ্যমান সংসারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতঃ উত্থিত হইয়া ব্রহ্মপদে গমন কর। পূর্ব্বকালে মঙ্কি নামে কোন এক সংশিত-ব্রত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া কিরূপে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, শ্রবণ কর। কোন সময় আমি তোমার পিতামহকর্ত্তৃক তাঁহার কোন প্রয়োজন বশতঃ নিমন্ত্রিত হইয়া সপ্তর্ষিলোক হইতে ধরাতলে আগমনপূর্ব্বক তদীয় পিতামহের আলয়ে আগমনার্থ ভূতলে গমন করিতে করিতে কোন এক মরু দেশমধ্যবর্ত্তী প্রখর সূর্য্যকিরণে ভীষণ উত্তাপময় সুদীর্ঘ মহা অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হই। ঐ স্থানের বালুকা সকল অতিশয় উত্তপ্ত এবং উহার চতুর্দ্দিক্ ধূলিপটলে ধূসরিত। রাম! সেই অরণ্য এমত দীর্ঘ যে, তাহার সীমা লক্ষিত হয় না। উহার কোন কোন প্রান্তে দুই একটী কুৎসিত গ্রামমাত্র আছে। ঐ স্থানে আকাশমণ্ডল সতত ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় অবিরত ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এবং দিবাকরের প্রখর উত্তাপে ভূভাগ নিরতিশয় উত্তপ্ত বলিয়া স্থানে স্থানে মরীচিকাজল প্রাণীদিগকে সন্তাপ প্রদান করায় শান্তির লেশমাত্র নাই। তথায় পথিকগণকে অতি ক্লেশে পথসঞ্চারে প্রয়াস পাইতে হয়। ঐ শূন্যময় স্থান, এরূপ সুবিস্তৃত যে, ব্রহ্মের ন্যায় বিশ্বব্যাপক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবিদ্যা যেমন মোহময়ী মরীচিকায় পরিব্যাপ্ত, দিগ্‌ভ্রমরূপ হিমানীমালায় সমাকীর্ণ শূন্য ও জড়রূপিণী এবং সুবিস্তৃত, সেইরূপ ঐ প্রদেশও মরীচিকাময়, দিগ্‌ভ্রান্তিজনক, শূন্য, জড়প্রায় ও অতীব বিস্তৃত। আমি সেই অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছি, এমত সময়ে এক পরিশ্রান্ত পথিক আমার সম্মুখে দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন এবং তাঁহার তৎকালীন কাতরোক্তিও আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ১—৮। তিনি বলিতেছিলেন, হায়! পাপজনক দুর্জ্জন সংসর্গ যেমন সন্তাপপ্রদ, মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড দিবাকরও তাদৃশ ক্লেশকর। ওঃ! আমার মর্ম্মস্থান যেন গলিত হইতেছে, প্রখর কিরণ-মালার মধ্যে যেন অগ্নি স্ফুরিত হইতেছে। বনরাজির পল্লব-স্বরূপ শিরোভূষণ সকল আতপতাপে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে; অতএব এক্ষণে সম্মুখবর্ত্তী গ্রামমধ্যে প্রবেশ করা যাউক। ঐ স্থানে বিশ্রামপূর্ব্বক ত্বরিতগমনে পথ অতিক্রম করিব। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত সম্মুখবর্ত্তী এক কিরাত গ্রামে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলে আমি তাঁহাকে কহিলাম, হে মিত্র! তোমাকে কল্যাণাকৃতি বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তুমি সংসার-বিরাগান্বিত ব্যক্তিগণের উপযুক্ত পথ পরিজ্ঞাত নহ, হে মরু-ভূমিস্থ মহারণ্য-পথিক! তোমার এই স্থানে আগমন শুভজনক হউক। হে অজ্ঞপথিক! এই পৃথিবীতে পথিমধ্যে যে গ্রাম দেখিতেছ, উহার মধ্যে সম্যক্ অতিথিসৎকার করে, এমত কেহই নাই। আর এক কথা, তুমি তথায় অন্নপানাদি দ্বারা শ্রান্তি অপ-নয়ন করিলেও প্রকৃত বিশ্রামসুখ প্রাপ্ত হইবে না। নিশ্চয় জানিও কামক্রোধাদির বশীভূত পামর জনগণের আবাসস্থল গ্রামমধ্যে প্রকৃত বিশ্রাম সুখ নাই। লবণাম্বু পানে যেমন তৃষ্ণা নিবারিত না হইয়া বরং পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিষয়োপভোগ সুখে বিশ্রামের পরিবর্ত্তে শ্রান্তিই ভোগ করিতে হয়। সম্মুখে যে গ্রাম দেখিতেছ, ঐ গ্রামের অধিবাসী পুলিন্দজাতীয় বন্য মানব-গণ, কুরঙ্গগণের ন্যায় মনুষ্যের পদসঞ্চার শব্দ সহ্য করিতে পারে না এবং উপযুক্ত পথে বিচরণ করে না। উহারা অতীব দুরাচার, পাষাণ প্রতিমার ন্যায় উহাদিগের হৃদয় কিছুতেই ভীত নহে। উহাদিগের কোন বিষয় বিচার নাই, উহাদিগকে জ্ঞানের কথা বলিতে যাইলে উহারা প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। জলভারাবনত সুশীতল মেঘমালার যেমন মরুভূমিতে বিশ্বাস হয় না, তদ্রূপ কৌলিন্যশালিনী উদারবুদ্ধিও উহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারে না। ফল কথা, অন্ধকারময় গিরি-গুহা-মধ্যে সর্প হইয়া অবস্থান করাও ভাল, প্রস্তরমধ্যে কীটরূপে বাস করাও উৎকৃষ্ট এবং মরুভূমিতে পঙ্গু কুরঙ্গদেহে অধিষ্ঠান করাও উত্তম, তথাপি গ্রাম্য জনগণের সংসর্গ কদাপি প্রশংসনীয় নহে। মধুমিশ্রিত বিষকণা যেরূপ নিমেষমাত্র আস্বাদন বিষয়ে মধুর এবং আস্বাদনের ক্ষণ-কাল পরেই শরীরের বিকৃতি অবস্থা সম্পাদন করত আস্বাদকারীর জীবন সংহার করিয়া থাকে, গ্রাম্যজনগণও তদ্রূপ জানিবে। গ্রাম্য অধার্ম্মিক জনরূপ প্রচণ্ড সমীরণ, ধূলিপটলে ধূসরিত কলেবর হইয়া সংশীর্ণ বাসভবনাদিতে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তৃণপর্ণাদি পরিব্যাপ্ত বন ভূমিতে ব্যগ্রভাবে প্রবহমাণ হইয়া থাকে। হে অনঘ! আমি সেই পথিককে এইরূপ কহিলে তিনি আমার কথায় যেন অমৃতায়মান সুশীতল সলিলে স্নান করত সুস্থ ও আশ্বাসাম্বিত হইয়া কহিলেন,—ভগবন্! আপনাকে আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে; অধিক কি আপনি পূর্ণ আত্মস্বরূপ, অতএব বলুন আপনি কে? পথিক ব্যক্তি যেমন ঔৎসুক্যাদিশূন্য অব্যাকুল-চিত্তে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে গ্রামোৎসব সন্দর্শন করে, আপনিও তদ্রূপ উদাসীনভাবে অব্যাকুল হৃদয়ে সকল লোককে

নিরীক্ষণ করিতেছেন। আপনি কি অমৃত পান করিয়াছেন? অথবা আপনি কি অখিল লোকের ঈশ্বর? আপনার কিছুমাত্র সহায় সম্বল না থাকিলেও পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভমান হইতেছেন। ১—২৫। হে মুনে! আপনি যেন শূন্যময় হইয়াও সর্ব্ববস্তুতেও পরিপূর্ণ এবং যেন আনন্দে ঘূর্ণ্যমান হইয়াও স্থিরতম। আপনি যেন পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহের মধ্যে কোনটীই নন, অথচ যেন সকলই; আপনি যেন কিছুই নন, অথচ যেন অনির্ব্বচনীয় কি বস্তু, আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে উপশমান্বিত অথচ পরম কমনীয় নিরতিশয় প্রদীপ্ত অথচ সুখদৃশ্য, সর্ব্ববিষয়ে নিবৃত্ত, অথচ যেন উৎসাহ-তেজঃ-সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়, অতএব বলুন, কিরূপে আপনার ঈদৃশভাব হইল? আপনি ভূর্লোকে অবস্থিত হইলেও বোধ হইতেছে যেন, আপনি অখিল লোকের উপরে শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনাকে সংস্থিত অথচ যেন অসংস্থিত, সর্ব্ববিষয়ে আস্থা বিহীন অথচ যেন মাদৃশ জনগণের উদ্ধারবিষয়ে প্রগাঢ় আস্থাযুক্ত দর্শন করিতেছি। ভবদীয় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, বিমল চন্দ্রমণ্ডলবৎ অমৃতময় হইলেও চন্দ্রামৃতবৎ কোন বস্তুতেই লিপ্ত না ওষধি প্রভৃতি কোন পদার্থস্বরূপে অবস্থিত নহে। আপনি অমৃতরূপ রসায়ন পূর্ণ কলাবান্ সুশীতল পূর্ণচন্দ্রবৎ বিবেকরূপ রসায়নান্বিত চতুঃষষ্টিবিদ্যাকলাযুক্ত ও শীতলতাময় হইলেও নিষ্কলঙ্ক ও প্রদীপ্ত সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভবদীয় আত্মাতে আমি যেন অঙ্কুরমধ্যে প্রকাণ্ড কাণ্ডফলাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় সংসারমণ্ডলকে অবস্থিত এবং আপনার ইচ্ছাতে ভাবাভাবময় অখিল বস্তুই যেন সন্দর্শন করিতেছি। বস্তুতঃ হিরণ্যগর্ভের ন্যায় আপনি যেন ইচ্ছা করিলেই আপনা হইতে সমুদয় সৃষ্টি করিতে পারেন। হে মহাভাগ! আমি শাণ্ডিল্যকুলজাত ব্রাহ্মণ, আমার নাম মঙ্কি, আমি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বহুদূর গমনপূর্ব্বক বহুল তীর্থ সন্দর্শন করিয়া বহুকালের পর সম্প্রতি আত্মীয়গণের নিকট, গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু এই ভূমণ্ডলমধ্যে অখিল প্রাণিপুঞ্জকেই বিদ্যুৎবৎ ক্ষণস্থায়ী দেখিয়া, আমার সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছে, এজন্য আমার আর গৃহগমনে প্রকৃত অনুরাগ নাই। হে ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া সত্যরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করুন। আমি জানি, সাধুগণের চিত্তসরোবর, অতিশয় গম্ভীর ও প্রশান্ত। যাঁহারা দর্শনমাত্রেই সকলকে সূর্য্যবৎ মিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন, এবংবিধ সাধুজনরূপ সরোবর সন্নিধানে অখিল প্রাণিগণই কমলনিচয়ের ন্যায় বিকসিত আশ্বাসিত হইয়া থাকে। মহাত্মন্! মদীয় চিত্ত, মোহবশতঃ স্বয়ং কিছুতেই সংসারভ্রান্তিজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে, ইহা আমি স্থির করিয়াছি, অতএব আপনি দয়া করিয়া জ্ঞানোপদেশ দানে আমার সেই দুঃসহ দুঃখ নিবারণ করুন। ২৬—৩৭। তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! আমি গগনতলবাসী মুনি বশিষ্ঠ, অজনামক রাজর্ষির কোন প্রয়োজনবশতঃ ভূর্লোকে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আর খেদ করিও না, মনীষিগণ যে পথে গমন করেন, তুমি সেই পথেই আগমন করিয়াছ, এজন্য সংসার-সাগরের পরপারে প্রায় উপনীত হইয়াছ জানিবে। অমহাত্মা ব্যক্তির এবংবিধ বৈরাগ্যশালিনী উদারমতি, ঈদৃশ বচনাবলী ও এতাদৃশ শক্তিপূর্ণ আকৃতি কখনই সম্ভবে না; সুতরাং তুমি যে মহাত্মা তাহাতে সংশয় নাই। সামান্য শাণঘর্ষণেই মণি যেমন বিমলভাব ধারণ করে, তদ্রূপ বৈরাগ্যরূপ রঞ্জনযোগেই চিত্ত বিবেকযুক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি কি নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছ? এবং কোন্ বিষয়ই তোমার জানিতে ইচ্ছা বল। কারণ, আমার বিবেচনায় গুরু যাহা শিষ্যকে উপদেশ করেন, শিষ্য পুনঃপুনঃ প্রশ্নাদিকার্য্য দ্বারা গুরূপদিষ্ট স্বীয় জিজ্ঞাস্য বিষয় সফল করিয়া থাকেন। শিষ্য, রাগ-দ্বেষাদিশূন্য ও বৈরাগ্য বিবেকাদিযুক্ত হইলেই গুরুজনের উপদেশপ্রভাবে শান্তিময় পরমপদ প্রাপ্ত হন। আমি সম্ভাষণরূপ পরীক্ষা দ্বারা তোমাকে জানিয়াছি যে, তুমি উপদেশের যোগ্যপাত্র এবং তুমি যথার্থই জন্মাদিদুঃখ হইতে উত্তরণেচ্ছু বলিয়াই এইরূপ কহিতেছি। ৩১—৪৩।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—আমি এই কথা বলিলে সেই বিপ্রবর মঙ্কি মদীয় পদদ্বয় প্রণিপাতপূর্ব্বক আনন্দ বিস্ফারিতনেত্রে পথিমধ্যে আমাকে বহনকরতঃ কহিল, ভগবন্! আমি চঞ্চল-দৃষ্টির ন্যায় বহুবার দশদিক্ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু আমার সংশয় নিরাকরণ করিতে পারেন এরূপ কোন সাধুকেই প্রাপ্ত হই নাই। অদ্য আমি ভবদীয় কৃপায় জ্ঞানলেশ প্রাপ্ত হওয়ায় সমুদয় দেবাদিদেহের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ যে ব্রাহ্মণদেহ, সেই ব্রাহ্মণদেহের মধ্যেও নিজদেহকে সার বলিয়া জ্ঞান করিতেছি এবং আজ দেহধারণের ফল হইল বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ভগবন্! মানবগণের সংসার-দোষপ্রদ বিভীষিকা সন্দর্শন করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছি। এই সংসারে জীবগণের বারংবার জন্ম, বারংবার মৃত্যু ও সততই সুখদুঃখের ভ্রান্তি হইতেছে সত্য, কিন্তু সমুদয় সুখকর কার্য্য বাস্তবিকই পরিণামে দুঃখপ্রদ বলিয়া প্রকৃতপক্ষে দুঃখময়, এজন্য হে মুনে! আমার বিবেচনায় সুখের অবস্থা হইতে দুঃখাবস্থা বরং ভাল। হে সৌম্য! দুঃখ যেমন আমার সুখ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেইরূপ আমার সমস্ত সুখই পরিণামে ভীষণ দুঃখময় বোধে আমাকে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। আমার বয়ঃক্রম, দন্ত, লোম ও অস্ত্রাদির সহিত শিথিলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উত্তরোত্তর ভোগ্যবিষয়ে আসক্ত বুদ্ধি কিছুতেই মোক্ষসাধনে বশবর্ত্তী নহে এবং অন্তঃকরণও উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান বিষয়ানুরাগে জড়িত ও কুসঙ্কল্পবশে বিবেকশূন্য হইয়া কিছুতেই জ্ঞানপ্রভায় আলোকিত হইতেছে না। আমার মন সততই অশ্বত্থাদিবৃক্ষের শুষ্ক পত্রাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত কুৎসিত গ্রামবৎ নানাপ্রকার জঞ্জালে জড়িত এবং মদীয় জীবিকা সর্ব্বাঙ্গে পূতিগন্ধযুক্ত আমিষলোভী শকুন পক্ষীবৎ বাসনারূপ দুর্গন্ধপূর্ণ বিষয়ামিষলোলুপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরন্তর পাপময়ী। আমার বুদ্ধি, কণ্টকাকীর্ণ লতার ন্যায় কুটিল ও ভীষণাকৃতি। জীবগণের দর্শনেন্দ্রিয় নেত্র যেমন দীপাদি আলোকশূন্য হইয়া অন্ধকারময় রাত্রিযোগে বৃথা কালক্ষেপ করে, সেইরূপ আমার আয়ুঃও অজ্ঞান তমোময়ী আয়াসশালিনী অসীম বৃথা চিন্তায় ক্রমশঃ বৃথা ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইতেছে। ফল-পুষ্পহীন শুষ্কপ্রায় লতার ন্যায় মদীয় বিষয়তৃষ্ণা কিঞ্চিন্মাত্রও রসগ্রহণ করিতে না পারায় বিনষ্টপ্রায় হইয়াও সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হইতেছে না। নিত্য নৈমিত্তিকাদি

যাহা কিছু কার্য্য করিয়াছি, তৎ সমস্তই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত দুষ্কর্ম্মরাশিতে কিয়ৎ পরিমাণে দুষ্কর্ম্ম ক্ষয় করতঃ বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাসনানামক কর্ম্মবীজ কিছুতেই বিনষ্ট না হইয়া উত্তরোত্তর অনর্থের নিমিত্ত সততই আমাকে কাম্য ও নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তিবশতঃ জীবনও জীর্ণ হইল, কিন্তু সংসারসাগর পার হইতে পারিলাম না। সংসার-যন্ত্রণাদায়িনী ভোগাশা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, অর্থোপার্জ্জন-জন্য বিপুল প্রয়াসরূপ মহা আপদ্, বিষয়োৎপন্ন কণ্টক বৃক্ষসদৃশ পুত্রকলত্রাদিতে কখন পরিপূর্ণ ও কখন অপরিপূর্ণ অবাসগৃহেই চিন্তাজ্বরে বিকারগ্রস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে অবস্থিত ভুজঙ্গের ফণামণিদ্বারা উদ্ভাসিত অন্ধকারময় সর্পবিবর যেমন রত্নলোলুপ দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিকে প্রতারিত করে, সেইরূপ ধনবাসনাও অকৃতধনাঢ্য ব্যক্তিকে প্রতারণাপূর্ব্বক বিবিধবিপদে নিপতিত করতঃ স্বয়ং বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অসীম আশারূপ কল্লোলমালায় পরিব্যাপ্ত থাকায় মলিন ও নিষ্ফল চিত্ত শুষ্কসাগরের ন্যায় কিছুতেই পূর্ণ হইবার নয় বলিয়া নিতান্ত ভাগ্যহীন। বিবেকিগণ আমাকে ইন্দ্রিয়পরবশ জানিয়া স্পর্শ করেন না। শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ যেমন কণ্টকাকীর্ণ ও অমেধ্যস্থানে অবস্থিত থাকে তদ্রূপ আমার মনও সতত কণ্টকসদৃশ বাসনাজালে ব্যাপ্ত ও অমেধ্যবিষয়ে আসক্ত, উহা বস্তুতঃ অসৎ হইলেও উহার আড়ম্বর অতিমহান্ এবং শরীরস্থ রোগান্তর্গত অর্জ্জুনবাতবৎ সতত চঞ্চল। আমি বহুবার মৃত হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার মন কিছুতেই মৃত হয় না। উহা অভিলষিত বস্তুশূন্য হইয়া কেবল দুঃখদানের নিমিত্তই জীবিত রহিয়াছে। মদীয় অজ্ঞানযামিনী কিছুতেই প্রভাতা হইতেছে না। অহঙ্কাররূপ যক্ষ নিরন্তর ঐ রাত্রিতে সুখে বিচরণ করিতেছে; শাস্ত্র ও সাধুজনের সংসর্গরূপ চন্দ্রতারা উদিত হইলেও বিবেকসূর্য্যের উদয় ভিন্ন উহার প্রগাঢ় তমোজাল কিছুতেই তিরোহিত হইবার নহে। প্রভো! অজ্ঞানান্ধকাররূপ মদমত্ত মাতঙ্গের দমনকারী কেশরীসদৃশ কর্ম্মজালরূপ তৃণপুঞ্জের দহনকারী অনলস্বরূপ বাসনাময়ী রজনীর ভ্রান্তিময় অন্ধকারের বিনাশক বিবেকসূর্য্যও কোন প্রকারেই প্রকাশ পাইল না। আমি ঐ রজনীর অন্ধকারে প্রকৃত দৃষ্টিবিহীন হইয়া নিয়ত অবস্তুকেই বস্তু বলিয়া বোধ করিতেছি, মদীয় চিত্তমাতঙ্গ সদাই উন্মত্ত রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ, সতত আমাকে ছেদনবৎ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে; জানি না অদৃষ্টে আরও কি ঘটিবে? আমার অদৃষ্টদোষে শাস্ত্রদৃষ্টিও প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ সংসার হইতে নিস্তারলাভার্থ যে অজ্ঞানদৃষ্টিকে দূরে পরিহার করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় আমাকে অন্ধ করিয়া বাসনাজালে জড়িত করিতেছে। অতএব হে তাত! ঈদৃশ মোহময় বিপদে যাহা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে পরিণামে কল্যাণ হয়, আমি তদ্বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া বলুন। প্রভো! আমি জানি, সাধুগণ বলিয়াছেন, সাধুসংসর্গ হইলে মোহরূপ মিহিকাজাল ছিন্ন হইয়া যায় এবং শরৎকালীন দিঙ্মণ্ডলের অখিল মনোরথ রাগাদিদোষশূন্য হওয়ায় বিমলতাপ্রাপ্ত হয়, অতএব হে মহর্ষে! আপনি আমাকে সংসারশান্তিপ্রদ উপদেশদানে সাধুগণের মুখনিঃসৃত সেই বাক্য সত্য করুন। ১—২২।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বিপ্র! ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়োপভোগরূপ সংবেদন, অতীত বিষয়ে পুনঃপুনঃ চিন্তারূপভাবন এবং তাদৃশ চিন্তাজন্য চিত্তে তদাকার দৃঢ়বাসনা ও তন্নিবন্ধন মরণাদিকালেও ভাবীদেহাদির স্মৃতি এই চতুর্ব্বিধ পদার্থই বস্তুতঃ মিথ্যাভূত হইলেও এই সংসারে বিবিধ অনর্থের হেতু। উহারাই জন্মান্তরাদির মূল কারণ। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সংবেদন ও ভাবন শেষোক্ত দুইটী অপেক্ষা অধিকতর সর্ব্বদোষের আকর, আবার ঐ দুইটীর ভিতরেও সর্ব্বপ্রথমটী আরও গুরুতর। বসন্তকালীন ভূমিরসে লতা যেমন অনুদ্ভূতরূপে অবস্থিতি করে, সেইরূপ ঐ প্রথমোক্ত সংবেদন মধ্যেই অখিল আপদ্ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছে। যাহারা বাসনারূপ পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক অতিগহন সংসারমার্গে বিচরণ করে, অতীত বৃত্তান্ত সকল বিচিত্র আড়ম্বরে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি বিবেকী, তাঁহার বসন্তাপগমে ভূমিরসের ন্যায় অখিলবাসনার সহিত সংসারভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বসন্তকালীন ভূমিরস যেমন কদলী প্রভৃতির পরিপুষ্টি সম্পাদন করে, সেইরূপ বাসনা দ্বারাই সংসাররূপ সল্লকীনামক কণ্টকময় গুল্মের স্ফীততা হইয়া থাকে। একমাত্র মধুমাসরস যেরূপ ভূতলে বিবিধ তরুলতাদিপূর্ণ বনরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ বাসনারসই জীবচৈতন্যে নানা প্রকার বস্তুপূর্ণ অলীক সংসাররূপে উদিত হইয়া থাকে। অসীম মহাশূন্য মধ্যে শূন্যতা ব্যতীত অপর কিছুই নাই, সেইরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই শূন্যময় সুবিমল ব্রহ্মচৈতন্য ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই। চৈতন্যময় ব্রহ্ম পূর্ব্বোক্ত সংবেদন স্বরূপ নহে, তিনি পৃথক্ এইরূপ যে অনাদি স্থিরতর প্রতীতি, ইহাই অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি এবং ঐ অবিদ্যাভ্রমই বিশাল সংসাররূপে প্রকাশমান হইতেছে। সুতরাং বালক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান বেতালের ন্যায় বস্তুতঃ অসৎ হইলেও সদ্রূপে প্রকাশমান এই সংসার যখন অজ্ঞানান্ধকারেই প্রাদুর্ভূত তখন জ্ঞানালোক দ্বারাই ক্ষণমধ্যে উহার ধ্বংস হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত অখিল সরিজ্জল যেমন সাগরে মিলিত হইয়া সাগরের ও পরস্পরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানবলে সমুদয় দৃশ্য বস্তুর যখন পার্থক্য বিনষ্ট হয়, তখন আর, ইহা অমুক ইহা 'অমুক নহে,—এরূপ বোধ হয় না, তখন সমস্তই জ্ঞানময়, আত্মরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সুতরাং সকলই এক হইয়া যায়। মৃন্ময়ভাণ্ড যেমন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ নিখিল জ্ঞায়মান পদার্থই জ্ঞানময় ব্রহ্মভিন্ন প্রতীত হয় না। ১—১৮। বিজ্ঞগণ, বোধ-বোধিত বস্তুকে বোধস্বরূপ বলিয়া থাকেন। কারণ, বোধ ও জড়ের যদি পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধভাব থাকে, তাহা হইলে বোধময় আত্মা কখন বোধশূন্য জড়বস্তুকে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইত না; সুতরাং যাহাকে তুমি জড় বলিয়া বিবেচনা করিতেছ সেই জড় ও বোধের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। কি দ্রষ্টা, কি দর্শন ও কি দৃশ্য, প্রত্যেক্যেই বোধস্বরূপতা একমাত্র সার, অর্থাৎ সকলই জ্ঞানময়, এজন্য আকাশ-কুসুমবৎ বোধভিন্নতা পদার্থ নাই। জলের সহিত জলের ন্যায় সজাতীয় বস্তু সজাতীয় বস্তুর সহিত মিলিত হইলেই একতা প্রাপ্ত হয়, এজন্য স্বীয় অনুভবাত্মক জগতের সহিত স্বীয় অনুভবেরও পরস্পর একত্ব আছে নিশ্চয় জানিও। কাষ্ঠ উপলাদির যদি বোধময়তা না হয়, তাহা

হইলে অসত্য শশশৃঙ্গাদির ন্যায় উহাদিগেরও সর্ব্বদা অনুভব হইত না। দৃশ্যবস্তু সকল, একমাত্র বোধস্বরূপ বলিয়াই বস্তুতঃ বোধ হইতে অভিন্ন হইলেও ভ্রান্তিবশে অন্য বস্তুবৎ অনুভূত হয়, কিন্তু বোধময় না হইলে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা কখন উহা পরিজ্ঞাত হইত না। বায়ু যেমন একমাত্র স্পন্দনস্বরূপ, অর্ণব যেমন একমাত্র জলস্বরূপ, এই অখিল বিশাল জগদ্গত দৃশ্যবস্তুই সেইরূপ একমাত্র বোধস্বরূপ। এই জগতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি যত কিছু পদার্থ দেখিতেছ, তৎসমস্তই একবস্তু, জ্ঞানোদয় হইলেই উহাদের ঐক্য অনুভূত হইয়া থাকে। পরস্পর সংশ্লিষ্ট জতু কাষ্ঠের মিশ্রণ যেমন প্রকৃত জ্ঞানাভাব বশতঃ বহির্দৃষ্টিতেই লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলে উহারা পরস্পর সংযুক্ত ভিন্ন প্রকৃত মিশ্রিত বলিয়া বিবেচিত হয় না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদির মিশ্রণ সেরূপ সংযোগ মাত্র নহে, উহারা অজ্ঞান দৃষ্টিতে জতু কাষ্ঠাদির ন্যায় সংযোগজন্য মিশ্রিত হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে জতু কাষ্ঠাদির ন্যায় উহাদিগের ভেদ থাকে না, তখন এক হইয়া যায়। আধারদ্বয়ে অবস্থিত সলিল ও আধারদ্বয়ে অবস্থিত ক্ষীরের যেমন পরস্পর এক বস্তুতারূপ একতা অনুভবসিদ্ধ, সেইরূপ দৃষ্টি ও দৃশ্য বস্তুরও একতা জানিবে, নতুবা জতু কাষ্ঠের ন্যায় সংযোগমাত্র রূপ একতা নহে। দ্বিজবর! অখিল পদার্থই যখন একমাত্র চৈতন্যময় ব্রহ্মস্বরূপ তখন তুমি আমি কে? সকলেই নিত্যমুক্ত সেই সনাতনব্রহ্ম, তবে ত্বদীয় অহং ইত্যাকার জ্ঞানই ভব-বন্ধনের হেতু এবং অহংজ্ঞানের বিলোপই মুক্তির কারণ জানিবে সুতরাং ঈদৃশ ভববন্ধন যখন নিজের আয়ত্ত, মনে করিলেই অহঙ্কার পরিহার করিয়া মুক্ত হইতে পার, তখন সে বিষয়ে আর তোমার অক্ষমতা কি আছে। হায় কি আশ্চর্য্য! কি জন্য যে, অসত্য অহঙ্কার বস্তুতঃ অনুৎপন্ন হইয়াও দুষ্টনেত্রে দৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় এবং মরীচিকা জলের ন্যায় উৎপন্ন বলিয়া প্রতীত হয় জানি না। ১১—২০। যখন ইহা আমার, ইহা আমার নহে ইত্যাদি প্রকার ভ্রমজ্ঞানই সংসার-বন্ধের কারণ এবং আমি কিছুই নই, আমার কিছুই নাই, সকলই সেই ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞানেই মুক্ত হওয়া যায় তখন এরূপ উপায়ও আপনার অধীন, সুতরাং এরূপ স্বাধীন উপায় থাকিতে যে অসীম সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা কি সামান্য মূর্খতা! এরূপ মনে করিও না যে, ক্ষুদ্র বদরী ফল যেমন কুম্ভমধ্যে পতিত হইলে তাহার অনুভব হয় না, সে কুম্ভ দ্বারা তিরোহিত হয় এবং ঘটাকাশ যেমন ঘট দ্বারা মহাকাশ হইতে পৃথক্কৃত হয়, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্রকাশময় আত্মচৈতন্য ও অহঙ্কার দ্বারা অদৃশীকৃত বা পৃথক্কৃত হইয়া থাকে। কারণ, পূর্ণ আত্মচৈতন্যের এরূপ কোন সম্বন্ধই নাই, যাহা দ্বারা বদরী ফলের ন্যায় তিরোধান বা ঘটাকাশের ন্যায় অবচ্ছেদ হইতে পারে। অবিদ্যাপ্রভাবেই অদ্বিতীয় আত্মার ভিন্নরূপে কল্পনা কল্পনাসিদ্ধ মাত্র, সুতরাং প্রকৃত আত্ম-চৈতন্য ও জীবচৈতন্যের পরস্পর জ্ঞান হইলেই উভয়ের একাত্মতা অনুভূত হইয়া থাকে। জৈমিনী মতাবলম্বী যাঁহারা, তাঁহারা বলেন যে, জড় ও অজড় উভয়েরই ঐক্য আছে, তাঁহা-দিগের সেই একতা, পরস্পর সম্যক অপরিজ্ঞানজন্যই সংঘটিত জানিবে; কারণ, জড়াংশগত যাহা কিছু, তৎসমস্তই যখন জড়, তখন জড়াংশগত যে ঐক্য উহাও জড়, সুতরাং জড়রূপ ঐক্যের কিরূপে স্ফূর্ত্তি হইবে এবং চৈতন্যাংশ যখন চৈতন্যই হয়, তখন চৈতন্যাংশভুক্ত একতাও চৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং চৈতন্যময় ঐক্যের বিষয় কিছু চক্ষু হইতে পারে না, এজন্য উহাদের একতা কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? অপিচ অংশগত হইলেও জড় বা অজড় কোনটাই স্বীয়রূপ পরিত্যাগ করে না; একারণ অংশী ও অংশের উভয় রূপতাও কদাচ সম্ভব পর নহে। যে বস্তুর যে স্বভাব তাহা কিছুতেই যাইবার নয়, এজন্য বস্তুতঃ অজড় পদার্থ স্বীয় স্বভাববলে নিজের অজড়তা রূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোন প্রকারেই জড়তা প্রাপ্ত হয় না। তবে যে চৈতন্যময় দৃশ্য অজড় বস্তুকে জড়রূপে অবলোকন করিতেছ, ইহার কারণ, উহাতে দ্বৈতভ্রম আছে বলিয়াই ও রূপ বোধ হয়, নতুবা জড় ও অজড়ে বস্তুতঃ একতা নাই, যাহাতে অজড়কে জড় বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। মানসিক অসংখ্য কুৎসিৎ বিকার বশতঃ বিবিধ প্রকার বাসনা ও অভিমানে জড়িত হইয়াই উক্ত প্রকার অসাধু দৃষ্টিতে ব্রহ্মতত্ত্ব সমন্বয় করতঃ অনেকে শৈল্যচ্যুত শিলা খণ্ডের ন্যায় ক্রমশঃ অধিকতর অধঃপতিত হইয়া থাকে। মানবরূপ তৃণনিচয় বাসনাবায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে যে সকল দুঃখ উপভোগ করে তাহা বচনাতীত। লোক সকল বিষয়রসে রঞ্জিত হইয়া রমণীগণের করতলাহত কন্দুকবৎ নিরতিশয় ভ্রমণপূর্ব্বক দেহাবসানে নিরয়ে পতিত হয় এবং তথায় অনন্তক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া পুনরায় আবার অন্যপ্রকার দেহ ধারণ করে। ২১—২৮।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ব্রহ্মন্! বর্ষাগমে কীটগণের ন্যায় দুর্গম সংসারমার্গে পতিত মানবগণের পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মে উপযুক্ত লক্ষ লক্ষ ক্লেশপ্রদ ব্যাপার সকল পুনরায় উপস্থিত হইয়া থাকে। অটবী মধ্যস্থিত উপলখণ্ডসমূহের ন্যায় পরিদৃশ্যমান পুত্রদারাদি বস্তু সকল পরস্পর সম্বন্ধ না থাকিলেও একমাত্র ভাবনাই শৃঙ্খলার ন্যায় পরস্পরকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। বসন্তসময়ে ভূমির রসসঞ্চারহেতু কাননভূভাগ যেমন তরু লতাদিতে অগম্য ও অন্ধকারময় হয়, তদ্রূপ মানবগণের চিত্তক্ষেত্রও বিষয়-রসসঞ্চারে নানা ঘটনাবলীরূপ তরুনিচয় দ্বারা নিবিড় ও তমোবৃত হইয়া থাকে। হায় কি আক্ষেপের বিষয়! প্রাণিগণ একমাত্র বাসনাবশে অবশ হইয়া বিবিধ জন্মে অসংখ্য বিচিত্র সুখ দুঃখ উপভোগ করিতেছে। হায়! বাসনা কি বিষম বস্তু! অখিল জনগণ প্রকৃত রূপে নিজ সত্তা না থাকিলেও কেবল বাসনাবশেই অন্তরে এই সংসার ভ্রম অনুভব করে। বস্তুতঃ অপার আনন্দ ও অমৃতময় শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ অখিল পদার্থে সুশীতল আত্মা ও চন্দ্রমণ্ডলে কিছু-মাত্র প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই তুচ্ছ যৎকিঞ্চিৎ বস্তুতে অভিলাষী সেই মর্য্যাদাবিহীন মূঢ় ও বালকে কি প্রভেদ? মৎস্য যেমন শুভাশুভ বিচার না করিয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত বড়িশ গ্রথিত আমিষ পরিত্যাগ করে না সেইরূপ যে মূর্খ শুভাশুভ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমরণান্ত লব্ধ বিষয়ামিষ পরিত্যাগে সমর্থ নহে, তাহাতে আর কীটজাতি মৎস্যে কি বিশেষ আছে? দেহ ও স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি সমুদয় বস্তুই বালুকানির্ম্মিত শুষ্ক শরীরবৎ

নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। শান্তিগুণ ব্যতীত আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত শত শত যোনিতে আকল্প ভ্রমণ করিলেও কিছুতেই চিত্তের শান্তি হইবে না। ১—১০। পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক গমন করিলে পথের বন্ধুরতা যেমন পথিকের ক্লেশদানে সমর্থ হয় না, সেইরূপ তত্ত্বপথ বিচার করিলেই সংসারবন্ধনে ক্লিষ্ট হইতে হয় না। পিশাচ যেমন, সাবধান ও জাগরূক ব্যক্তির কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারেনা, তদ্রূপ ত্বদীয় চিত্ত, বিবেক বিষয়ে অবস্থিত হইলে বাসনা আর তাহাকে কবলিত করিতে পারিবে না। চক্ষুঃপ্রসরণে যেমন রূপের অবলোকন হয়, সেইরূপ চৈতন্ময় আত্মার প্রসরণেই অহঙ্কারপূর্ণজগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে কামাদিরিপুনাশন। নেত্র নিমীলনে অখিলরূপ দর্শনের উপশমের ন্যায় জীব চৈতন্য নিমীলিত হইলেই সমুদয় দৃশ্য বস্তুর উপশম হইয়া থাকে। এই অহঙ্কারময় জগৎ বস্তুতঃ অসৎ, একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মাই অবিবেক বশতঃ ঈষৎ প্রসৃত হইয়া বায়ু যেমন গগনাঙ্গনে স্পন্দন বিস্তার করে, সেইরূপ আপনিই শূন্যময় আপনাতে ঐ অসত্য জগৎকে প্রসৃত করিতেছেন। সুবিমল ব্রহ্ম চৈতন্য, বস্তুতঃ কিছু না করিয়াও অন্তরে মৃত্তিকা বা স্বর্ণাদি দ্বারা কল্পিত অপৃথক্‌কুল্য কুম্ভের ন্যায় ফলতঃ অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান এই জগৎরূপে আপনিই প্রকাশমান হইতেছেন। গগনমণ্ডল যেমন শূন্যমাত্র, অনিল যেমন স্পন্দন মাত্র, উর্ম্মিমালা যেমন জলমাত্র, এই জগৎও সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য মাত্র। সলিল-স্থিত সলিলাভিন্ন পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার ন্যায় এই জগত্রয়ই সেই নিরবচ্ছিন্ন নির্বিভাগ শান্ত ব্রহ্মাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয় জানিও। যাঁহার অখিল বাসনা নির্ব্বাণ হইয়াছে, সেই শান্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অন্তরে ঈদৃশ শীতলতা সমুৎপন্ন হয় যে, যাহাতে প্রদীপ্ত অনলবিন্দুসদৃশ সাংসারিক তাপ সকল চন্দ্রের ন্যায় শীতলভাব ধারণ করে। অখিলজগৎ, নিরতিশয় শান্ত সর্ব্বব্যাপক কল্যাণময় আত্মরূপে প্রকাশ পাইলে কিরূপে কি কার্য্য বা কি সাধন দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কি বস্তু উৎপাদিত হইতে পারে? একমাত্র সেই ব্রহ্ম সত্তাই সমস্ত পদার্থের নিজ নিজ স্বরূপ, যে পদার্থে ব্রহ্মসত্তার স্ফুরণের কোন বাধা নাই, তৎসমস্তই অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১১—২০। অজ্ঞলোকের অনুভব সিদ্ধ যে তত্তৎ পদার্থতা ও উৎপত্ত্যাদি বিকার, উহাতেই বাধা অনুভব হয়, কিন্তু আমিও সম্যক্‌রূপে পরিদর্শন করিয়াও সেই বাধক তত্তৎ পদার্থেত্বের প উপত্ত্যাদির বিকারের সত্তা উপ-লব্ধি করিতে পারিতেছিনা। আমি জানিতেছি, উহা আকাশ পুষ্পের ন্যায় কিছুই নহে। হে দ্বিজ। যাহা কিছু বাধক দেখিতেছ, তৎসমস্ত মনঃকল্পিত, মনের বিনাশে উহারাও বিনষ্ট হইবে, অতএব তুমি চিত্তকে পরিহার করতঃ জ্ঞানী হইয়া মহা উপলের ন্যায় শান্তভাবে অবস্থান কর। ইহাতে এরূপ শঙ্কা করিও না যে, "মনের বিলোপে রূপাদি মনন ও রূপাদি-প্রকাশক চক্ষুরাদিও বিলুপ্ত হয়, সুতরাং জ্ঞানীরও বিলোপ হইবে, তবে কিরূপে মন শূন্য হইয়া অবস্থান করিব? কারণ, এ জ্ঞানী সেরূপ চিত্তশূন্য নহে, এ জ্ঞানী, সেই অনন্ত অজ অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে। হে বিপ্র! চিত্ত পরিহারপূর্ব্বক আকাশকল্প আত্মভাবে অবস্থিত ব্যক্তির নাম-রূপেরই অননুভব হয়। কারণ, তাদৃশভাবে অবস্থানের দৃঢতর অভ্যাস না থাকায় সমস্তই স্বপ্ন বিকারের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভাখ্য জগতের নির্ম্মাতা, অপর কেহই কর্ত্তা বা অন্য কিছুই কার্য্য নাই। তাঁহার চিত্রকার্য্যের কোন প্রকার রঞ্জনদ্রব্য ও তুলিকাদি না থাকিলেও শূন্যমার্গে স্বীয় সঙ্কল্পবলে অখিল জগৎ চিত্রিত করিতেছেন। মনঃ যে সময় যাহা কল্পনা করে, সেই সময়েই একমাত্র সেই চিন্ময় আত্মাই মনঃকল্পিত সেই বস্তুতে তদাভাসরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এজন্য যখন আত্মাতিরিক্ত দৃশ্য কিছুই নাই, তখন যে কোন দৃশ্যকে আত্মভিন্ন বোধ করিতেছ, তৎসমস্তই অসত্য, ফলকথা কোন্ ব্যক্তি, কিরূপে কোথায় কি করিবে? আমি সুখী' এইরূপ বোধই সুখ এবং 'আমি দুঃখী' এইরূপ বোধই দুঃখ, নতুবা কোন বস্তুই সুখদুঃখের কারণ নহে। কারণ, যাহা কিছু পার্থিব পদার্থ দেখিতেছ, সমস্তই সেই ব্যোমময় আত্মা এবং সমস্তই সেই আত্মভাবেই অবস্থিত। বস্তুতঃ চিদাকাশস্বরূপ অখিল পার্থিব বস্তুরই স্বপ্নদৃষ্ট শৈলাদির ন্যায় মিথ্যা পার্থিবত্ব জানিবে। ২১—৩০। অহঙ্কার বশতই উহাদিগের ভ্রমাত্মক অস্তিত্ব এবং অহঙ্কারের বিলোপ হইলেই শান্তিময়ী ব্রহ্মস্বরূপতা অনুভূত হয়। সুবর্ণের বলয় যেমন বস্তুতঃ বিভিন্ন না হইলেই বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান-বলয়রূপতা আছে, তদ্রূপ তোমারও অসত্য অহন্তাব জানিবে, এজন্য যিনি শান্তিমার্গে অধিরূঢ, সেই শান্তচিত্ত মহাত্মার অহন্তাব থাকে না। শমগুণান্বিত জ্ঞানী ব্যক্তি শূন্যময় হইলেও ব্রহ্মানন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার হৃদয় সুশীতল এবং মানসিকবৃত্তি সকল নির্ব্বাণ হওয়ায় তিনি নির্ম্মনাঃ। তিনি সকল কার্য্যেই উদাসীন, এজন্য তিনি কোন কার্য্য করিলেও অকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার কোন প্রকার বাসনা না থাকায় তিনি চেষ্টাভিমানশূন্য, সুতরাং তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, পাষাণপ্রতিমা, এজন্য তিনি কোন প্রকার ব্যবহার করিলেও বোধ হয় না, যেন কিছু করিতেছেন, যেন সমভাবেই অবস্থিত বলিয়া বিবেচনা হয়। দোলামঞ্চ দোদুল্যমান হইলেও তাহাতে সুপ্ত শিশুর অঙ্গ যেমন স্পন্দিত হইলেও তৎকার্য্যে তাঁহার আত্মাভিমান না থাকায় তিনি যেন নিস্পন্দভাবেই অবস্থিতি করেন। যিনি, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হওয়ায় পূর্ণজ্ঞানময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার কোন বিষয়ে আশা, চেষ্টা, মমতা বা শুভকামনা নাই, তাদৃশ ব্যক্তির সেই শান্ত অনন্ত আত্মময়তা হেতু কিরূপে আত্মাভিমান সম্ভবিতে পারে? যাহার দ্রষ্টা, দৃশ্য বা দর্শন কিছুরই জ্ঞান নাই, সুতরাং যিনি একপ্রকার নিরাকার, সেই নিরপেক্ষ ব্যক্তি কোন বিষয় অবলোকন করিলেও কিরূপে তাঁহার আত্মাভিমান হইবে? সর্ব্ববিষয়ে অপেক্ষাই দৃঢ় সংসার বন্ধন এবং সর্ব্ব বিষয়ে উপেক্ষাই সংসারমুক্তি জানিবে। এজন্য যিনি তাদৃশ উপেক্ষার অভ্যন্তরে বিশ্রাম করেন, তিনি আর কোন্ বস্তু নিরীক্ষণ করিবেন? বস্তুতঃ তিনি দেখিয়াও দেখেন না। এই শরীরের পার্থিবতা যখন ভ্রমাত্মক স্বপ্নাঙ্গবৎ অসত্য, তখন কোন্ ব্যক্তির কি জন্য কাহার প্রতি অপেক্ষা থাকিতে পারে? এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি, সমুদয় চেষ্টা, সমুদয় কৌতুক ও সমুদয় ক্লেশ পরিহার করতঃ কেবল জ্ঞানময় হইয়া অবস্থান করেন। হে রাম। সেই মঙ্কি, এবংবিধ বাক্যশ্রবণে স্বীয় সুবিস্তৃত মহামোহজাল ভুজঙ্গের কঞ্চুক ত্যাগের ন্যায় নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি, এইরূপে মোহশূন্য হইয়া শতবর্ষকাল বাসনাবিহীন হৃদয়ে ধারাবাহিক কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শতবর্ষ পরে কোন নির্জ্জন পার্ব্বতীয়

প্রদেশে সমাধি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। সেই যোগিবর যদি, ইন্দ্রিয়জ্ঞানশূন্য এজন্য পাষাণের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া অদ্যাপি তথায় অবস্থিত আছেন, অতিক্লেশে প্রবোধিত করিলে তবে তিনি কদাচিৎ প্রবুদ্ধ হন। হে রাঘব! তুমিও এইরূপ উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমুদ্যতচিত্ত হইয়া বিবেকবলে আত্মানন্দে বিহারার্থ শান্তি অবলম্বন কর, তোমার মতি যেন, বিষয়ভোগে অনুরাগিণী ও বিবেকশূন্য হইয়া শরৎকালীন নীরস মেঘমালার ন্যায় ক্ষণমধ্যে দীনতা প্রাপ্ত না হয়। ৩১—৪২।

ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে সৌম্য! তুমি বাহ্য-অভ্যন্তরীণ যাবতীয় বৃত্তিশূন্য হইয়া শান্তচিত্ত ও যথোপস্থিত কার্য্যের অনুসারী হও, স্ফটিকমণি-নির্ম্মিত পুত্তলিকা যেমন সৎ হইলেও অসৎ সদৃশ প্রতীয়মান হয়, তুমি তাদৃশ হইতে চেষ্টা কর। যে চিদাকাশ এক হইলেও অখিলরূপে প্রসৃত বলিয়া অনুভূত হন এবং প্রবোধোদয় হইলে যাঁহাকে এক বা সমুদয় বলিয়া অর্থাৎ ব্যষ্টি বা সমষ্টি কিছুই বলিয়া বোধ হয় না, তাদৃশ আত্মাতে আর কি প্রকারে নানাত্ব কল্পনা হইতে পারে? আদ্যন্ত রহিত সমুদয় শূন্যমার্গই পরমাত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ, এজন্য ভ্রমাত্মক শরীরের উৎপত্তি বা নাশ দর্শনে সেই অধিকারী আদ্যন্তরহিত পূর্ণ পরমাত্মার আর বিকার বা খণ্ডত্বাদি কিরূপে সম্ভবপর? মনের চাঞ্চল্যবশতই জড়বস্তুর সৃষ্ট্যাদি কার্য্য স্ফুরিত হয় এবং মনের চাঞ্চল্য তিরোহিত হইলেই সলিলে তরঙ্গমালার ন্যায় ঐ সকল বস্তু পরমাত্মাতেই অভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। শুভ্র জলদজালে বসনাশঙ্কার ন্যায় দেহে অহংজ্ঞানও নিতান্ত নিষ্ফল ও অসত্য, অতএব তুমি অসত্য বস্তু দেহাদিতে অহংজ্ঞান করতঃ নিমগ্ন হইও না। ঐরূপ জ্ঞানবশতই বারংবার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় এজন্য অনন্ত সুখ ও ঐশ্বর্য্য লাভার্থ সেই পরমকল্যাণময় সর্ব্বাদিভূত পরম বস্তুকেই ভাবনা কর। এই জগতে সতত সমভাবাপন্ন চিদাকাশময় সেই ব্রহ্মই একমাত্র পরমবস্তু, তাঁহার অন্ত বা ইয়ত্তা কিছুই নাই, ত্বদীয় অন্তঃকরণ সেই পরম পদার্থ লাভেই তৎপর হউক। এইরূপ নিশ্চয়বান্ হইলে তুমিও সেই নিরঞ্জন পরমাত্মরূপে বিরাজ করিবে। ধ্যানকর্ত্তা, ধ্যান ও ধ্যেয় বস্তু বলিয়া যাহা বুঝিতেছ, উহা কিছুই সত্য নহে, ধ্যাতা বা ধ্যেয় কিছুরই পার্থক্য নাই, সকলই সেই ব্রহ্ম। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, সকলই সেই চিদ্বিভূতিমাত্র, যাহা তুমি জড়বস্তু বলিয়া বোধ করিতেছ, উহাও সেই চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, বস্তুত সকলই চৈতন্যময় একমাত্র ব্রহ্ম। ধ্যান ও ধ্যেয়াদি সমস্তই ভ্রম, ধ্যেয়বস্তু যে ব্রহ্ম, তিনি ধ্যান ব্যতীতও সতত সমভাবেই প্রকাশমান। ১—৯। রাম! সেই চিন্ময় আত্মা সততই শান্তিময় ও সমভাবাপন্ন, প্রতিপচ্চন্দ্রই উদিত হউক আর প্রলয়ানিলয়ই বহমান হউক, সমুদ্র যেমন তাহাতে ক্ষুব্ধ ও শুষ্ক হয় না, আত্মতত্ত্ব সেরূপ ক্ষুব্ধ বা শুষ্ক হইবার নহে। যে ব্যক্তি তরণী আরোহণে গমন করে, তাহার নেত্রে যেমন তীরস্থিত তরুশৈলাদি সচল বলিয়া প্রতীত হয় এবং শুক্তিতে যেমন রজতজ্ঞান হয়, তদ্রূপ চিত্তের ভ্রান্তিবশতই একমাত্র ব্রহ্মেই দেহাদি ও দেহাদির সচলতা অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে চিত্তের যেমন দেহাদি ও দেহের যেমন চিত্তকল্পিত পদার্থ, সেইরূপ জীবও দেহ ও চিত্ত উভয়েরই কল্পিত জানিবে, সুতরাং সেই পরম বস্তুতে আর দ্বৈতভাব কিরূপে সম্ভবপর? যাহা কিছু দর্শনাদি করিতেছ, তৎসমস্তই সেই একমাত্র শান্তিময় ব্রহ্ম, তিনি অতি বৃহৎ জ্ঞানময় বলিয়াই সকলে তাহাকে ব্রহ্ম বলেন। ঐ ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ-আদি কিছুই নাই, এমন কি ভ্রান্তিও তাঁহা হইতে অন্য পদার্থ নহে। যেমন আকাশে অরণ্য, বালুকাময় স্থানে জল এবং চন্দ্রমণ্ডলে বিদ্যুৎ থাকিতে পারে না, সেইরূপ তত্ত্বদৃষ্টিতেও দেহাদির অস্তিত্ব থাকে না। হে সত্যবিদাংবর! অসত্য এই জগদ্ভ্রমে ভীত হইও না, আমি তোমাকে যেরূপ কহিলাম, ইহাই পরমসত্য জানিও। জগৎই সত্য, বিদ্যমান ব্রহ্মের অস্তিত্ব অসত্য, পূর্ব্বে যে তোমার এই ভ্রান্তি হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ সদুপদেশে তিরোভূত হইয়াছে, অতএব অন্য আর কি সংসারবন্ধনের কারণ আছে? স্থালী ও কুম্ভাদি যেমন মৃত্তিকামাত্র, সেইরূপ এই জগৎও চিন্মাত্র জানিবে, বিচার করিয়া দেখিলেই জগতের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া থাকে। রাম! তুমি শান্তিময় মদীয় উপদেশে অহঙ্কারশূন্য হইয়া সম্পৎসময়ে ও বিপৎসময়ে এবং উন্নতি ও অবনতির সময়ে হর্ষ-বিষাদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সমভাবে অবস্থান কর, আমার উপদেশ বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একতা ভুলিয়া থাকিও না। হে রঘুবংশচন্দ্র রাম! তুমি যদি ব্রহ্মের সহিত নিজ একতা সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে চিত্তসন্তাপক হর্ষ-শোকাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অথবা উদাসীন ভাবে তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া সুখে অবস্থিতি কর। ১০—১৯।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে বিভো! আপনি অদৃষ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট বীজ, অঙ্কুর, পুরুষ ও কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব পুনরায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! এই জগতে অদৃষ্ট, পুরুষ পুরুষের কার্য্য ও ঘট ঘটত্বাদি যাহা কিছু বুঝিতেছ, সমস্তই সেই চিন্ময়ের স্পন্দন মাত্র, নতুবা বস্তুতঃ কেহই কাহার উৎপাদক বা উৎপাদ্য নহে। চিন্ময়ের স্পন্দন ব্যতীত পুরুষ বা পুরুষকর্ম্ম ঘট-পটাদি কিরূপে উৎপন্ন হইবে? ঐ চিৎস্পন্দন দ্বারাই জগতের সৃষ্টি। ঐ চিৎস্পন্দন বাসনাযুক্ত হওয়াতেই প্রপঞ্চময় জগৎ প্রাদুর্ভূত হইতেছে, কিন্তু বাসনাবিহীন হইলেই সংসার তিরোহিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই মনীষিগণ বলিয়াছেন, স্পন্দনময় তরঙ্গ, আবর্ত্তাদি দ্বারা সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উহা যেমন সস্পন্দ হইয়াও স্পন্দশূন্য প্রতীত হয়, তদ্রূপ চিৎস্পন্দ বাসনাবিহীন হইলেই উহা অস্পন্দনের মধ্যে গণ্য। রাম! নিশ্চয় জানিও চিৎস্পন্দনময় পুরুষ ও কর্ম্মের সৃষ্টিবিষয়ে কল্পনাংশ ভিন্ন অণুমাত্র প্রভেদ নাই। জল ও তরঙ্গের ন্যায় চিৎস্পন্দনময় পুরুষ ও কর্ম্মের কল্পনাবশেই দ্বিত্ব জ্ঞান হয়, উহা বাস্তব নয়। রাম! হিম ও শৈত্য যেমন অভিন্ন, সেইরূপ কর্ম্মেরই পুরুষতা ও পুরুষেরই কর্ম্মতা জানিবে। বস্তুতঃ যেমন যে হিম, সেই শৈত্য এবং যে শৈত্য, সেই হিম, তদ্রূপ যে কর্ম্ম,

সেই পুরুষ এবং যে পুরুষ সেই কর্ম্ম। অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও মনুষ্যাদি সমস্তই সেই চিন্ময়ের স্পন্দনরূপ রসের পরিণাম, নতুবা বস্তুতঃ কর্ম্মাদি কিছুই পৃথক্ নহে। একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই স্পন্দনহেতু জগতের বীজস্বরূপ, স্পন্দনের অভাব হইলে উহার আর বীজত্ব থাকে না এবং ঐ বীজই অভ্যন্তরে অঙ্কুররূপে অবস্থিত বলিয়া অঙ্কুরস্বরূপ। ১—১১। উক্ত ব্রহ্ম চৈতন্যের স্বভাবই এইরূপ যে, মহাসাগর যেমন কখন কোন স্থানে স্পন্দনময় ও কখন কোন স্থানে নিঃস্পন্দভাবে অবস্থিত, সেইরূপ কখন স্পন্দিত ও কখন নিস্পন্দ। বাসনাযুক্ত চিৎস্পন্দন, অকারণ বীজরূপী হইয়া দেহাদি অঙ্কুরের কারণ হয় এবং ঐ চিৎস্পন্দই তৃণ-গুল্ম-লতাদির অভ্যন্তরীণ যথাযথ কার্য্যের বীজ, উহার আর বীজ কিছুই নাই। বস্তুতঃ অগ্নিও উষ্ণতার ন্যায় বীজ ও অঙ্কুরের বিভিন্নতা নাই। পুরুষ ও কর্ম্মের ন্যায় যে বীজ, সেই অঙ্কুর এবং যে অঙ্কুর সেই বীজ জানিও। জল যেমন স্পন্দিত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্মাদি বুদ্বুদ উৎপাদন করে, সেইরূপ একমাত্র চিৎই ভূমধ্যে স্পন্দিত হইয়া বিবিধ প্রকার স্থাবরাঙ্কুর প্রকাশিত করিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, চিৎব্যতীত অতি কোমল ভূমধ্য হইতে বজ্রতুল্য কঠিন অঙ্কুরনিচয় নিঃসারণ করিতে আর কে সক্ষম হইতে পারে? লতাদির অভ্যন্তরীণ রস যেমন নিজ ভাবান্তর মাত্র পুষ্পফল বিস্তার করে, তদ্রূপ প্রাণিগণের শুক্ররসের অভ্যন্তরস্থ চিৎই অখিল অঙ্গরূপে বিস্তৃত হইতেছে। সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত সেই চিৎ যদি বলবতী না হয়, তবে কে আর সুরাসুরাদির উদ্ভাবনে সমর্থ হইতে পারে? সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মের বিস্ফুরণই অখিল স্থাবর-জঙ্গমের আদি বীজ, তাঁহার আর কেহ বীজ নাই। বীজ ও অঙ্কুর, অদৃষ্ট, পুরুষ ও কার্য্য এবং ঊর্ম্মি, বীচি ও তরঙ্গের যেমন পরস্পর কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভেদ নাই, যেহেতু মনুষ্য ও কর্ম্মে এবং বীজ ও অঙ্কুরে দ্বিত্ববোধ হয়, সেই মহানুভব বিজ্ঞ পশুকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণের বীজস্বরূপ বাজ-চৈতন্যের অন্তরে যে বাসনা-রস অবস্থিত থাকে, ঐ রসই দেহাদি অঙ্কুর উল্লসিত করে, এজন্য অসঙ্গরূপ অগ্নি দ্বারা তাহাকে দগ্ধ কর। মানব, যে কোন কার্য্য করুক বা নাই করুক, শুভাশুভ কার্য্যে যে চিত্তের অনাসক্তি উহাকেই বুধগণ অসঙ্গ বলিয়া থাকেন। ১২—২৪। অথবা বাসনার উৎপাদনই অসঙ্গ জানিবে, যাহাই হউক তুমি যে কোন উপায়ে অন্তরে বাসনাকে উৎসাদিত কর। কিংবা তুমি পুরুষকার দ্বারা হঠযোগাদি যে কোন প্রকারে বাসনাক্ষয় সুকর বলিয়া মনে কর, তাহাই করিয়া বাসনাঙ্কুর নির্ম্মূল করিতে সচেষ্ট হও, উহাই পরম কল্যাণপ্রদ। অহন্তাবই বাসনার মূল, অতএব তুমি পুরুষকার দ্বারা অথবা যদি কোন অন্য উপায় তোমার পরিজ্ঞাত থাকে তদ্দ্বারা অহন্তাবকে তিরোহিত কর, ঐ অহন্তাবের নিবারণেই বাসনাক্ষয় জানিবে। অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক বাসনা-ক্ষয় না করিতে পারিলে কিছুতেই নিস্তার নাই, সুতরাং যাহাতে অহঙ্কার ও বাসনা দূরীভূত হয়, এরূপ পুরুষকার ব্যতীত সংসার-পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর কোনই উপায় দেখি না। একমাত্র আত্মচৈতন্যই অখিল জগতের আদি এবং তিনিই বীজ, তিনিই অঙ্কুর, তিনিই অদৃষ্ট, তিনিই পুরুষ ও তিনিই শুভাশুভ নিখিল কর্ম্ম। সর্ব্বপ্রথমে বীজ, অঙ্কুর, দৈব, কর্ম্ম ও মানবাদি কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সেই অনাদি অনন্ত চৈতন্যময় আত্মাই প্রকাশমান ছিলেন। হে সাধো! বস্তুতঃ এই বিশ্বমণ্ডলে বীজ বা অঙ্কুর এবং পুরুষ বা কর্ম্মাদি কিছুই নাই, নট যেমন সুরাসুরাদি বিবিধ বেশ পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান বিবিধাকারে বিরাজমান হইতেছেন। হে অনাময়! তুমি এইরূপ নিশ্চয় করত বৃথাপুরুষকর্ম্মাদি বিচার-শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসনাশূন্য ও সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মরূপে যথেচ্ছ অবস্থান কর। হে রাম! সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ ও শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ ব্রহ্মরূপে অবস্থান কর এবং সফলমনস্কাম ও নির্ভয় হইয়া শান্তিপূর্ণহৃদয়ে ব্রহ্মানন্দরসে পরিতুষ্ট হও। ২৫—৩৩

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তুমি বাসনাশূন্য ও বীতরাগ হইয়া অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র অখিল বস্তুকে সেই সুবিমল শান্ত চিন্মাত্ররূপে দর্শন করত অবস্থান কর। তুমি আকাশবৎ বিমলভাবাপন্ন, প্রাজ্ঞ, অদ্বিতীয় ঘন চিদ্রূপে অবস্থিত, সতত সমভাবান্বিত, সৌম্য, সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে সম আনন্দময়, মহাশয়, ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সামান্যই হউক আর মহৎই হউক উপস্থিত শোক বা আপৎকালে অথবা ঘোর সঙ্কটাদিসময়ে অন্তরে দুঃখানুভব না করিয়া দেশকালাদি অনুসারে বাষ্পবর্ষণ ও ক্রন্দনাদি করতঃ লৌকিক-আচারানুযায়িক মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিবে এবং শীত-গ্রীষ্মাদি জন্য বস্ত্রাদি ও চন্দনাদি-ব্যবহার সুখেও বাহ্যিক বিরত থাকিবে না। সর্ব্বদা সাধুস্বভাব থাকিয়া বাসনা দ্বারা আক্রান্ত মূঢ়ব্যক্তির ন্যায় প্রিয় ব্যক্তি বা প্রিয়বস্তুর সমাগমে, উৎসবে ও অভ্যুদয়ে বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ করিবে। রাঘব! তুমি আত্মাভিমানশূন্য হইয়া বাস্তত বাসনাবশীভূত অজ্ঞলোকবৎ দাবানল যেমন তৃণনিচয়কে দগ্ধ করে, সেইরূপ মৃত্যুকার্য্য সংগ্রামাদিতে বিপক্ষ প্রাণীদিগকে দগ্ধ কর এবং ক্রমোপস্থিত অর্থোপার্জ্জনকর কার্য্যে অশূন্য হৃদয়ে বকবৎ একাগ্রচিত্তে অর্থোপার্জ্জন করিতে থাক। হে অরিনিসূদন! সমীরণ যেমন জলশূন্য জলদজালকে বিদলিত করে, তদ্রূপ তুমিও ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত ও বিকল্পনাশূন্য হইয়া বাসনাভিভূত মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় অশেষ অরিবৃন্দকে বলপূর্ব্বক বিদলিত করিবে এবং দায়ার্হ ব্যক্তিদিগের প্রতি উদার ভাব দেখাইবে। তুমি আনন্দকর কার্য্যে বাহিরে আনন্দিত এবং দুঃখজনক ব্যাপারে বাহিরে দুঃখিত হইবে, দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া করিবে এবং বীরগণের নিকট বীরতা প্রকাশ করিবে। ১—১০। যে ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ উদার হৃদয়ে অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক সদানন্দ হইয়া আত্মসুখে বিহার করত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, হে অনঘ! তিনি যেমন, কার্য্য করিয়াও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ তুমিও আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহা কিছু করিবে, তাহাতে তোমার কর্ম্মলেপের সম্ভব নাই। হে সাধো! তুমি আত্মচিন্তা দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি হইলে, ত্বদীয়গাত্রপতিত বজ্রধারও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি, সর্ব্ব-সঙ্কল্প-বিরহিত আকাশ-স্বরূপ পরমাত্মাতে যথেচ্ছ অবস্থিতি করেন, তিনিই আত্মারাম ও তিনিই মহেশ্বর। কোন

প্রকার অস্ত্রশস্ত্র তাহাকে বিদলিত করিতে পারে না, হুতাশন দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না এবং জলরাশি আর্দ্র ও মারুত শুষ্ক করিতে সক্ষম হয় না। অতএব তুমি নিত্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ জরা-মরণাদিশূন্য অনাদি অনন্ত ব্রহ্মময় স্বীয় আত্মাকে, সুদৃঢ় স্তম্ভযুক্ত মন্দিরবৎ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে স্থিরভাবে অবস্থান কর। জগৎরূপ বৃক্ষের পদার্থসমূহরূপ কুসুমনিচয়ের সৌরভস্বরূপ সারভূত ব্রহ্মচৈতন্যকে আশ্রয়পূর্ব্বক অখিল বাহ্যবস্তুকে অবিনাশী ব্রহ্মরূপে ভাবনা করত সুখে অবস্থিত থাক। যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি সহকারে দ্বৈতবোধবিহীন হইয়া বাহিরে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা জীবিত থাকিলেও পাষাণের ন্যায় তাঁহাদিগের কোন প্রকার বাসনাই উদিত হয় না। রাম। তুমি কূর্ম্মাঙ্গবৎ অন্তরে ও বাহিরে বৃত্তিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করত মনকে প্রসরণশূন্য ও অন্তঃসুপ্ত করিয়া রাখ। ১১—১৮। এইরূপে অন্তর্বৃত্তিবিহীন অথচ বহির্বৃত্তিমৎ সুতরাং সুপ্ত ও প্রবুদ্ধপ্রায় চিত্তে যাহা কিছু কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। তুমি অন্তরে বাসনাহীন হইয়া বালকাদিবৎ কর্ত্তব্য কার্য্য করিলে ত্বদীয় চিত্ত আকাশবৎ কিছুতেই লিপ্ত হইবে না। হে রাঘব। তুমি সর্ব্বদা নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাস করত চিত্তকে বিলীনপ্রায় অন্তরে প্রসুপ্ত ও বাহিরে কিঞ্চিন্মাত্র পরিস্ফুট রাখিয়া সুখে অবস্থান কর। হে অনঘ। জ্ঞানবশে চিত্তকে বিনষ্ট করিয়া সঙ্কল্পরূপ কলঙ্কবিরহিত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া কোন কার্য্য কর বা নাই কর, কিছুতেই তোমার প্রত্যবায় নাই। তুমি জাগ্রদবস্থায় গমনাদি করিয়াও সুষুপ্তভাবে থাকিয়া কিছুই গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিও না। যদি তুমি জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্তপ্রায় এবং সুষুপ্ত অবস্থাতেও জাগ্রদবস্থ হইতে পার, তাহা হইলে জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার সেই একতা জন্য তুমি নিরাময় হইয়া সেই সর্ব্বাতীত পরমবস্তুরূপে বিরাজ করিবে। হে রাম। তুমি এইরূপ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই আদ্যন্তরহিত, সর্ব্ববস্তুর অতীত পরমপদ প্রাপ্ত হইতে যত্নশীল হও। জগতের বিভিন্নতা বা একতা কিছুই নাই, এইরূপ স্থির নিশ্চয় করত আকাশবৎ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া পরম বিশ্রামসুখ অনুভব কর।১৯—২৬। রাম কহিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূল। যদি এইরূপই হয়, তবে আমিই বা কে, কিরূপে আপনিই বা আমাকে রাম বলিয়া বুঝিতেছেন? এবং বশিষ্ঠ নামক আপনিই বা কিরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন? বাল্মীকি কহিলেন,—রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে বাগ্মিপ্রবর বশিষ্ঠ মুহূর্ত্তার্দ্ধকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন. মহর্ষি বশিষ্ঠ মৌনাবলম্বন করিলে সমুদয় সভ্য মহাজনগণ, "একি!" ভাবিয়া সংশয়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন,—হে ভগবন্। আপনি আমার ন্যায় মৌনী হইয়া কি জন্য অবস্থিতি করিতেছেন? ত্রিজগন্মধ্যে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক উত্থাপনীয় এরূপ ত কোন তর্কই দেখি না, যাহা গুরুজনের উত্তরযোগ্য নহে। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে অনঘ। এরূপ মনে করিও না যে, আমার আর বুঝাইবার ক্ষমতা নাই বলিয়া যুক্তি ফুরাইয়াছে, তবে তোমার প্রশ্ন চরম সীমায় উপনীত বলিয়া মৌনাবলম্বনই উহার প্রকৃত উত্তর জানিবে। প্রষ্টা দুই প্রকার,তত্ত্বজ্ঞ ও অজ্ঞ, তন্মধ্যে যে অজ্ঞ তাহাকে অজ্ঞতাপূর্ণ ও যে জ্ঞানী তাহাকে জ্ঞানপূর্ণ উত্তর দেওয়াই কর্ত্তব্য। হে মহামতে। তুমি এতাবৎকাল অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিলে, এজন্য তোমাকে বিবিধ বিকল্প-জ্ঞানময় প্রত্যুত্তর দিয়াছি। এক্ষণে তুমি পরমপদে বিশ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছ, সুতরাং তুমি আর সবিকল্প প্রত্যুত্তরের উপযুক্ত নহ। ২৭—৩৪। হে বদতাংবর। সূক্ষ্মার্থ ই বল, পরমার্থই বল এবং বহুই বল আর অল্পই বল, যত কিছু বাক্য আছে, হে সাধো! গবাক্ষবিবরাদি দ্বারা গৃহপ্রবিষ্ট সূর্য্যকিরণ যেমন অসীম ত্রসরেণু দ্বারা পরিপূর্ণ, সেইরূপ অখিল বাঙ্ময় অভিলাপেই প্রতিযোগী, ব্যবচ্ছেদ, সংখ্যা ও পরমার্থাদি ভ্রম বিলসিত হইতেছে। হে সুন্দর। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে ভ্রম-কলঙ্কাঙ্কিত উত্তর দেওয়া উচিত নহে এবং এরূপ বাক্যই নাই, যাহাতে ভ্রমকলঙ্ক অবিদ্যমান, সুতরাং তুমি যখন তত্ত্বজ্ঞতর হইয়াছ, তখন তোমাকে বাঙ্ময় উত্তর দেওয়া আমার অবিধেয়। তুমি আমার জ্ঞানী শিষ্য, তোমাকে আমার যথার্থ উত্তর দেওয়াই কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে কাষ্ঠবৎ মৌনভাবকেই নির্দ্দোষ যথার্থ উত্তর বলিয়াছেন এবং তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যাবৎকাল না তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয়, তাবৎকাল অজ্ঞান বশতই পরম বস্তুকে বাক্যের বিষয় ও জ্ঞানোদয় হইলেই বাক্যের অগোচর বলিয়া বোধ হয়। অতএব তুমি যখন জ্ঞানলাভ করিয়াছ, তখন মৌনভাব দ্বারাই তোমাকে সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়াছি। রাম। বক্তা যদ্বস্তুস্বরূপ, সেইরূপই বলিয়া থাকে। আমি যখন সেই তত্ত্বজ্ঞানগম্য নির্ব্বিকল্পবস্তুস্বরূপ, তখন নিশ্চয়ই বাক্যের অগোচর, সুতরাং কিরূপে বাক্যরূপ মলকে গ্রহণ করিব? বাক্যমাত্রই সঙ্কল্প দ্বারা কলঙ্কিত, এজন্য আমি আর অবাচ্য বিষয় বলিতে চাহি না। ৩৫—৪১। রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্। বাক্যের প্রতিযোগী ব্যবচ্ছেদাদি যে সকল দোষ আছে, তৎসমুদয় পরিহারপূর্ব্বক বলুন আপনি কে? তখন বশিষ্ঠ বলিলেন—হে তত্ত্ববিদাংবর রাঘব। এমন যদি হয়, তবে যথার্থ কথা শ্রবণ কর, তুমিই বা কে? আমিই বা কে? এবং এই জগৎই বা কি? কিছুই নহে। হে তত। এই আমি সর্ব্বসঙ্কল্পাদিবিরহিত নিরাময় চিদাকাশমাত্র, আর কিছুই নহি। কি আমি, কি তুমি, কি এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই সেই বিশুদ্ধ চিদাকাশমাত্র। সর্ব্বব্যাপী সুবিমল জ্ঞানময় সেই পরমাত্মামধ্যে তুমি আমি সকলেই সেই নির্ম্মল জ্ঞানময় আত্মামাত্র, তাঁহা হইতে আমাদিগের আর পৃথক্ত্ব নাই। আত্মাভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। বিদ্বদ্গণ, শিষ্যগণের সংসার-মুক্তির জন্যই চেষ্টমান হইয়া স্বপক্ষের উদ্ভাবন করত অহংত্ব প্রকাশ করেন এবং একমাত্র সেই পরম বস্তুকেই বিবিধ প্রকারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শান্তিপূর্ণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, সতত কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও সর্ব্ববিষয়ে ঔদাসীন্যহেতু শবের ন্যায় যে অবস্থান করেন, তাঁহার সেই অহঙ্কারশূন্য, অন্য বস্তুতে ভেদজ্ঞানরহিত সুখ-দুঃখ-বিকার-বিহীন অবস্থানই মঙ্গলময় পরমপদ জানিবে। অহঙ্কারই মুক্তির অভাবস্বরূপ, এজন্য হৃদয়ে অহংজ্ঞান থাকিলে কিছুতেই মুক্তিচিন্তা হইতে পারেনা। ৪২—৫২। যিনি অহংজ্ঞান দ্বারা মুক্তি অন্বেষণ করেন, জন্মান্ধের চিত্রদর্শন-প্রয়াসের ন্যায় তাঁহার সেই চেষ্টাও বিফল! বস্তুতঃ জড় না হইলেও যাহাতে শরীর চালিত হয়, ও যাহাতে হয় না, এরূপ উভয়বিধ কার্য্যেই যাঁহার চিত্ত জড়পদার্থ পাষাণের ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিত থাকে, তাঁহার সেই অবস্থানকেই জরামরণাদিশূন্য নির্ব্বাণপদ জানিও। লৌকিকভোগেচ্ছাবিহীন জ্ঞানিগণ যেমন নিজ জ্ঞানিত্ব আপনাতেই অনুভব করেন, অন্যে অনুভব করিতে পারে না, সেই প্রকার জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও স্বয়ংই

সেই নির্ব্বাণপদ অনুভব করিয়া থাকেন, অপরে বুঝিতে সক্ষম হয় না। ঐ কল্যাণময় নির্ম্মল নির্ব্বাণপদ, কেবল একমাত্র ব্রহ্ম-ময়তা, উহাতে আমিত্ব তুমিত্ব বা আমিত্ব-তুমিত্বের বিভিন্নতা কিংবা অন্য প্রকারও কিছুই নাই। বুধগণ চৈতন্যময় আত্মার জ্ঞেয় জ্ঞানকেই চৈতন্য বলিয়াছেন এবং উহাই সংসার ও উহাই অনন্ত ক্লেশের নিদান বন্ধন। আর জ্ঞেয় বস্তুর অবোধই অচেতনত্ব ও তাহাই শান্তিময় অব্যয় পরম মোক্ষপদ জানিবে। পরম শান্তি-ময় আত্মায় দিক্কালাদি দ্বারা ব্যবচ্ছেদ না থাকিলেই জ্ঞেয় বস্তুর সম্ভব নাই, সুতরাং তখন কে আর কোন্ বস্তুর জ্ঞান করিবে? হে ভূপগণ! স্বপ্ন দৃশ্য জগতে জ্ঞানান্তর্গত বাসনানুসারী সঙ্কল্প যেমন জ্ঞানময় হইলেও স্বীয় জ্ঞানময়তা পরিহারপূর্ব্বক অন্যরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ এই বহির্গত জগতেও বুঝিবে। বস্তুতঃ মনোবুদ্ধ্যাদি সমস্তই জ্ঞানমাত্রের অনুসারী, জ্ঞানময় হইয়াও বহির্জ্ঞান বশতঃ উহারা জড়প্রায় বিভিন্ন বস্তু বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ৫১—৫৮। যিনি বাহ্য ও অন্তরে সতত সমভাবে বিরাজমান, যিনি নির্ম্মল একমাত্র চৈতন্যময় ও যাঁহাতে অণুমাত্র ভেদ নাই, ঈদৃশ আত্মাতে ভেদবুদ্ধি যে কি অনর্থের নিমিত্ত, তাহা বলা যায় না। যাহাতে কোন প্রকার দৃশ্যবস্তুরই প্রতীতি হয় না, এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শূন্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এরূপ মনে করিও না, উহাদিগের যে প্রভেদ তাহা বুধগণই পরিজ্ঞাত আছেন উহা বাক্যের অগোচর। গভীর অন্ধকারমধ্যে চক্ষুঃপ্রযত্নে যেমন অনির্ব্বচনীয় সদসদ্রূপ আভাস লক্ষিত হয়, সেইরূপ সুবিমল ব্রহ্মেও এই জগৎ প্রতিফলিত হইতেছে। রাম! আমি যেমন বাসনাবিহীন হইয়া "এই আমিই সেই চিদাকাশময়" এই জ্ঞানে সংসারমুক্ত হইয়াছি, তদ্রূপ তুমিও যদি বাসনা পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তুমিও সেই চিদাকাশরূপে অবস্থিত হইয়া মুক্ত হইবে। যিনিই "বাসনা শূন্য হইয়া, আমিই সেই চিদাকাশ" এইরূপ অন্তরে স্থির করিতে পারিবেন, তিনিই ব্যবহারে অজ্ঞসদৃশ ও বিদ্যমান হইলেও স্বয়ং অবিদ্যমানবৎ ও চিন্ময় হইয়া সংসার-ক্লেশ হইতে শান্তিলাভ করেন। জীবগণের অবিদ্যারূপ অনল "আমি অজ্ঞ" ঈদৃশ অজ্ঞানবায়ু দ্বারা প্রজ্বলিত হইলেও "আমি ব্রহ্ম" এবংবিধ জ্ঞানে উহা প্রশমিত হইয়া থাকে। সংসারযুক্ত ব্যক্তিগণের বস্তুতঃ অজড় হইলেও জড়ের ন্যায় যে বাহ্য বিষয়ে অবোধ, বিদ্বদ্গণ, তাহাকেই অক্ষয় অধিকারী পরম মোক্ষপদ বলিয়াছেন। মানব, নিজ জ্ঞান দ্বারাই নিজ জ্ঞানিত্ব অনুভব করত মুনি হইয়া থাকে এবং অজ্ঞতাহেতু সবিশেষ অজ্ঞতা লাভ করতঃ পশুবৃক্ষত্বাদি প্রাপ্ত হয়। "এই আমি ব্রহ্ম-এই জগৎ" ইত্যাদি জ্ঞান অবিদ্যাজনিত অলীক ভ্রমমাত্র। দীপা-লোক দ্বারা যেমন অন্ধকার দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানালোকেও ঐ জগৎ লক্ষিত হইয়া থাকে না। অখিল সঙ্কল্পবিরহিত শান্তমতি জ্ঞানী ব্যক্তি, ইন্দ্রিয়গ্রামসম্পন্ন হইলেও অন্তরে বা বাহিরে কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। ৫৯—৬৮। সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় সমাধিকালে আত্মজ্ঞানোদয় হইলে সমুদয় বাহ্য দৃশ্যবস্তুরই বিলয় হইয়া থাকে, সমাধিভঙ্গে পুনরায় যাহা দেখা যায়, তখন তৎসমস্তই আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। গগনমণ্ডলে নীলত্বের ন্যায় ব্রহ্মেতেও ক্ষিত্যাদিবোধ ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, আকাশ ও ব্রহ্ম উভয়ই সমান। যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকেই অসত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনি সমুদয় বাসনা দ্বারা পরিবৃত হইলেও তাঁহাকে বাসনাশূন্য বলিয়া জানিবে। হে ভব্য! স্বপ্ন, মায়া ও ইন্দ্রজালাদিতে যেমন অলীক অদ্ভুত বিষয় সকল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ একমাত্র সঙ্কল্পেই এই অদ্ভুত সংসার প্রকাশমান হইতেছে, সুতরাং উহা দৃষ্ট হইলেও উহাতে আবার আস্থা কি? ফল কথা সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য কিছুই নাই, উহা সমস্তই অসম্ভব, কেহই উহার কর্ত্তা বা ভোক্তা নাই এবং কাহারই কিছু নষ্ট হয় না। সমস্তই শূন্যময় ও নিরালম্ব, মমতা ও প্রত্যয়াদি সকলই নেত্রদোষজনিত দ্বিতীয় চন্দ্র ও স্বপ্নদৃশ্য বস্তুবৎ অসত্য। যে অহঙ্কার জন্য মমতাদি উৎপন্ন হয়, সেই অহঙ্কারও কিছুই নয়। মানব অখিল দ্বৈতজ্ঞানশূন্য বা তত্ত্বজ্ঞগণের ব্যবহারস্থ কিংবা কাষ্ঠ-পাষাণাদিবৎ অচলভাবে সমাধিস্থ হইয়া কাষ্ঠাদিবৎ মৌনাবলম্বীই হউক সর্ব্ব-প্রকারেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। রাম! অদ্বিতীয় নির্ব্বি-কার ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশমান হইলেও কি প্রকারে যে তাঁহার নিশ্চলতা, সর্ব্বচিত্তময়তা, নানারূপতা ও সাবয়বতা সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি ভিন্ন অপর আর যুক্তি কিছুই নাই। ব্রহ্মের স্বভাবই যে ঐরূপ বিচিত্র, তাহাও বলা যায় না, কারণ তিনি যখন নির্ম্মল সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত, তখন কিরূপে অন্য পদার্থের সহযোগে তাঁহার সেইরূপ স্বভাবের সম্ভব হয় এবং তিনিই যখন সর্ব্বময় তখন তাঁহার স্বীয় স্বভাব বলিলেও সকল পদার্থেরই সেইরূপ বিচিত্র স্বভাব হইত, সুতরাং ব্রহ্মে স্বভাবের সত্তারই উল্লেখ হইতে পারে না এবং নাস্তিকদিগের কুতর্কপূর্ণ বাক্যে জ্ঞানময় আত্মাতে যে জ্ঞানের অসদ্ভাব আছে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ তাহা হইলে কেহই দৃষ্টির গ্রাহ্য বা গ্রাহক হইতে পারে না, এজন্য তাঁহাতে যে অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হে রাঘব! যে ব্রহ্মরূপ পরমবস্তু সতত সমভাবাপন্ন ও নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিরবধি যাহার সেবা করেন, যাহা কেহ অপহরণ করিতে পারে না ও যাহার ক্ষয় নাই, তুমি সেই পরমার্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাক এবং যথেচ্ছ বিহার ও পান-ভোজন-আদি করিয়া সুখী হও কিছুতেই তোমার সংসারবন্ধন হইবে না, কারণ, বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে তোমার পৃথক্ সত্তা নাই। ৬৯—৭৯।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! অহংজ্ঞানই পরম অবিদ্যা, উহাই মুক্তিপথের বিরোধী, এজন্য যে সকল অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি অহং-জ্ঞানেই মুক্তি অনুসন্ধান করে, তাহাদিগের সেই কার্য্য উন্মত্তের কার্য্য। প্রকৃত অজ্ঞানতানিবন্ধন যে অহংজ্ঞান, উহাই অজ্ঞতার নিদর্শন। শান্তচিত্ত তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির "আমি, আমার" এজ্ঞান নাই। জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, অহঙ্কাররূপ মল পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বাণ পদবীতে আরূঢ় হইয়া দেহ ধারণ করিয়াই হউক, আর বিদেহ হইয়াই হউক সতত সর্ব্বক্লেশশূন্য হইয়া অবস্থান করেন। জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয় যেমন নির্ম্মল, শরৎকালের আকাশও সেরূপ নহে, যেমন নিশ্চল, স্তিমিত সাগরও সেরূপ নহে এবং যেমন কান্তিপূর্ণ ও সুশীতল, পরিপূর্ণ হিমাংশুমণ্ডলের মধ্যভাগও

সে প্রকার নহে। চিত্রাঙ্কিত সংগ্রামতৎপর সন্তগণের ক্ষুব্ধতা প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক যেমন তাহারা অক্ষুব্ধ, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও বস্তুতঃ নিশ্চল। মুক্তি-সর্গাধিরূঢ় জ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তের নিশ্চলতা বশতঃ যাহা কিছু বাসনা বলিয়া বুঝিতেছ, উহা বাসনার মধ্যেই গণ্য নহে, দগ্ধ বসনাদির তন্তুমালার ন্যায় উহা কেবল দৃশ্যমাত্র। তরঙ্গমালায় সমাকুল মহাসাগরের তরঙ্গসকল পৃথক্‌রূপে পরিদৃশ্যমান হইলেও ঐ সাগর ও তরঙ্গনিচয় যেমন জল ভিন্ন কিছুই নহে, সেইরূপ অখিল বস্তুই বিভিন্নরূপে দৃষ্টিগোচর হইলেও উহা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহে। শান্তিমার্গাধিষ্ঠিত যাহার চিত্ত বাহিরে সংসারতরঙ্গে ক্ষুব্ধবৎ প্রতীতহইলেও সাগরের ন্যায়বস্তুতঃ অন্তরে অক্ষুব্ধ ও সতত প্রসন্ন। তাঁহাকেই মনীষিগণ মুক্তপুরুষ বলিয়া থাকেন। ১—৮। সলিলময় সাগরে একমাত্র সলিলই যেমন বিবিধরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জ্ঞানময় পরব্রহ্মেতে একমাত্র জ্ঞানই অহংত্বরূপে ও দৃশ্যমান বিবিধপ্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। বস্তুতঃ নানাপ্রকারতা আবার কি? গগনমণ্ডলে প্রসৃত নীহারধূমের যেরূপ গজরথাদির আকৃতি প্রকাশ পায়, কিন্তু উহা যেমন সেই ধূম ভিন্ন কিছুই নয়, একমাত্র ব্রহ্মেতে এই অখিল দৃশ্যবস্তুই সেইরূপ বিভিন্নভাবে লক্ষিত হইতেছে। হে সমাগত অভিজ্ঞগণ! এতাবৎকাল মদীয় উপদেশে তোমাদিগের যখন অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তখন সংসারক্লেশের জন্য বিষণ্ন হইবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তোমরা "এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ভ্রান্তিময়" এইরূপ বিচার করত ভ্রান্তিশূন্য হইয়া উৎকর্ষ লাভ কর। অঙ্কুর যেমন স্বীয় অন্তরে বৃক্ষ পত্র ও ফলরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ অজ্ঞানাবৃত জীবও অহঙ্কারমধ্যে বিচিত্র জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ভ্রাম্যমাণ জ্বলৎকাষ্ঠাদির অগ্নিশিখাতে ভ্রান্তিবশে যেমন দণ্ডচক্রাদির জ্ঞান হয়, সেইরূপ বাহিরে দৃশ্যবস্তুর সত্তা ও অন্তরে মনঃসত্তা সত্যরূপে প্রতীত হইলেও কামুককল্পিত ললনার ন্যায় বাস্তবিক উহা সম্পূর্ণ অলীক। অতএব হে শ্রোতৃবৃন্দ! এই জগৎ যেরূপে উদিত, যেরূপে বিলয়প্রাপ্ত, যেরূপে কার্য্যকারী এবং যে প্রকারে উহাতে সুখ-দুঃখের অনুভব হয় ও যে প্রকার উহার দেশকাল, বহুধা উল্লিখিত মদীয় যুক্তি দ্বারা তদ্বিষয় বিচার করত উহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ইহা বুঝিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে শান্তভাবে অবস্থান কর। শববৎ শান্তচিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, ইষ্টানিষ্ট-বিষয়ে যথোচিত কার্য্য করিলেও অন্তরে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই অনুভব করেন না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ, জীবিতই থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁহাদিগের মনোবাসনা-বিহীন অহংজ্ঞান যে জগৎ দর্শন করে এবং তাঁহাদিগের সে জীবচৈতন্য তদুভয়ই কেবলমাত্র জ্ঞানময়, উহাতে জড়ভাবের লেশমাত্র নাই, উহাই পরমপদ জানিবে। ৯—১৬। সাগরে জলের অস্তিত্বই যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ অর্ণবযানের ক্লেশকর ভারবহনের হেতু, সেইরূপ সংসারশৃঙ্খলাবদ্ধ মানবগণের জড়ভাবই অনন্ত ক্লেশভার বহনের নিদান। মরণান্তে প্রাপ্য স্বর্গভোগাদি যেমন জীবিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করে না, তদ্রূপ মুক্তিও অজ্ঞাত.পরাধেই যেন অজ্ঞকে আশ্রয় করিতে পরাঙ্মুখ। যে কিছু স্বর্গাদিফল সঙ্কল্পসিদ্ধ, তৎসমস্ত সঙ্কল্পবশেই বিনশ্বর, সুতরাং যাহাতে সঙ্কল্প নাই, তাহাই সত্য অক্ষয় মোক্ষপদ জানিও। হে রাম! ব্রহ্মভিন্ন আমি বা অন্য কোন বস্তুই নাই, এইরূপ ধারণা করত নির্ভয় হও অনভিজ্ঞব্যক্তি স্বীয় অনভিজ্ঞতাহেতু অমৃতকে বিষবৎ উপেক্ষা করিলেও অভিজ্ঞলোকের নিকট যেমন তাহা আদৃত হয়, সেইরূপ মদীয় বচনাবলী অজ্ঞলোকের হেয় হইলেও তাদৃশ অভিজ্ঞের নিকট অবশ্যই সত্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। দেহাদি চিত্তপর্য্যন্ত সমস্ত শরীর জড় বলিয়া বিচারসিদ্ধ হইলেই যখন অহংজ্ঞানের অসদ্ভাব দেখা যায়, তখন আমি যে ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। বিচার দ্বারা যাহাদিগের অখিল ভেদজ্ঞান প্রশমিত হয়, তাঁহারাই মুক্ত হন, তাঁহাদিগের সেই মুক্ততাতে একমাত্র অহংজ্ঞানেরই বিনাশ হইয়া থাকে, নতুবা বস্তুতঃ অপর কিছুই বিনষ্ট হয় না। মুক্তিবিষয়ে বিষয়ভোগাভিলাষপরিত্যাগ, তত্ত্ববিচার ও মনোনিগ্রহ ভিন্ন অপর কোন উপযুক্ত উপায় নাই, অতএব হে মোক্ষাভিলাষি অজ্ঞগণ! তোমরা তত্ত্ববিচারাদি দ্বারা ভ্রান্তি পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মময় স্বীয় আত্মারই শরণ লও। বিদ্বদ্গণ, সর্ব্ববাসনাবিরহিত মানসিক ব্রহ্মভাবকেই মোক্ষ বলিয়াছেন, ঐ মোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কদাপি কিছুতেই হয় না। জ্ঞানময় আত্মাতে একবার জগদ্‌ভ্রান্তি সমুদিত হইলে, কোন প্রকারেই এরূপ বিশ্বাস হয় না যে, জগৎ কিছুই নয়, সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই নিমিত্তই অনন্তকালের মত সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে। জগৎ ও আমি কিছুই নহে, ঈদৃশ বুঝিয়া বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পদ্ ও শরীরের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া জীব যখন চৈতন্যময় হয়, তখনই সে মুক্ত হইয়া থাকে, অন্যথা কিছুতেই মুক্তি নাই। ১৭—২৫।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ৩০।

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! অন্তরে অসত্য-বস্তু বা অবস্তু, যাহাই অনুভূত হয়, চিদাভাসে তাহারই অনুভূতি হইয়া থাকে এবং তাহাই প্রথমে অভ্যাসবশতঃ বাহ্যবিষয় অনুভব জন্য বাহ্য পদার্থরূপে প্রকাশ পায়, এই বিষয়ে নিজ স্বপ্নবৃত্তান্তই নিদর্শন জানিবে। ফলকথা পরিদৃশ্যমান অখিলবস্তুই চিৎস্বরূপ, ঐ চিৎ গগন অপেক্ষাও স্বচ্ছ,—একমাত্র চিৎই যখন জগদ্‌বেশ গ্রহণ করে, তখন সমস্তই যে চিন্ময়, কোথাও অন্য কিছুই নাই, ইহাতে আর সংশয় কি হইতে পারে? কোন পদার্থেরই প্রকৃত পক্ষে নাশ, অনর্থ, জন্ম, মৃত্যু, শূন্যতা বা নানাত্বাদি কিছুই নাই, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুই নাই। তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে জগৎ ও অহংত্বাদির বিনাশ হইলেও বস্তুতঃ কিছুরই বিনাশ হয় না; অলীক স্বপ্নাদির ধ্বংস হইলে যেমন কোন বস্তুরই প্রকৃত পক্ষে ধ্বংস হয় না, তদ্রূপ অসত্য অহংত্বাদির বিলোপে আর কি বিলুপ্ত হইবে? মিথ্যা প্রতীয়মান সঙ্কল্প-নগরাদির আবার নষ্টতা কি? উহার নাশ যেমন অসম্ভব, সেইরূপ অসত্য অহংত্বাদিরও প্রকৃতপক্ষে আর নাশ কি? উহা যখন অসত্য, তখন উহার নাশই নাই বুঝিবে। যদি বল, জগৎ অসত্য বলিয়া তদ্বিষয়ক কোন প্রকার নিন্দাবাদ বা নির্ণয় কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কারণ, যেমন অলীক আকাশকুসুমের আবার নিন্দা বা নির্ণয় কি? সেইরূপ উহা যখন অলীক, তখন উহার আবার নির্ণয় কি? তাহা হইলে বুঝিও যে, বস্তুতঃ তুমি শাস্ত্রাদির অনুযায়িক কার্য্য-পরায়ণ হইয়া নানাপ্রকার ভাবনা না

করিলেই যে, পাষাণবৎ অবস্থিত এবং স্বীয় ব্রহ্মময়তা সিদ্ধির জন্যই যে জগৎ অসৎ হইলেও সৎরূপে কল্পনাপূর্ব্বক তাহার নিন্দা দ্বারা বৈরাগ্যাদি উৎপাদনের উপায় কল্পিত হইয়াছে, উহাই নির্ণয় জানিবে। ১—৯। এরূপ মনে করিও না যে, আত্মতত্ত্বেরই যেন নির্ণয় হইল, কিন্তু ভ্রান্তিময় স্বর্গাদি জগত্তত্ত্বের নির্ণয় কি হইবে? কারণ, ত্বদীয় সংসারিক পুরুষার্থান্বিত সঙ্কল্পাত্মক জগৎ যখন ক্ষণকালমধ্যেই নিঃশেষরূপে উপশমিত হইয়া থাকে, তখন স্বর্গাদি জগদ্ভ্রান্তি বিষয়ে ইহাই নির্ণয়। ইহাও বোধ করিও না যে, প্রলয়াদিতে যখন জগৎ স্বয়ংই বিলীন হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যক কি? কারণ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যে, সৃষ্টির বিলোপ হয়, উহা চিরদিনের জন্য, কিন্তু প্রলয়াদিতে যে বিলোপ, উহা সেরূপ নহে। প্রলয়কালে জগতের বীজ উন্মূলিত হয় না, কেবল উহার কার্য্যই তৎকালে থাকে না, এই মাত্র। কারণ, কার্য্য সকল সঙ্কল্পমূলক, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা উহার মূলোচ্ছেদ না হইলে কিছুতে চিরকালের নিমিত্ত সৃষ্টির নাশ হয় না, পুনরায় সৃষ্টি-প্রারম্ভে আবার প্রাদুর্ভূত হইবেই হইবে, এইজন্যই প্রলয়াদিতেও কার্য্য সকলের সত্তা আছে জানিবে। ফল কথা, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের ন্যায় বস্তুতঃ অসত্য যে সকল ব্যক্তি জগৎসৃষ্টি সন্দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের সেই সৃষ্টি, প্রকৃত পক্ষে মরীচিকা-জলের তরঙ্গমালার ন্যায় কেবল ভ্রান্তিময় মাত্র। বন্ধ্যাপুত্রবৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই জগদ্বস্তুনিচয়কে যাহারা সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগের তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম। দ্রষ্টৃ ও দৃশ্যাদি জ্ঞানবিহীন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে পরিপূর্ণ সাগরোপম এক অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দ-পূর্ণতা সততই বিরাজ করিতেছে। তত্ত্ববিদ্‌গণ কোন কার্য্যে আসক্ত থাকুন বা নাই থাকুন, তাঁহারা বিশাল ধরাধরের ন্যায় ও নির্ব্বাত-স্থানস্থিত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল ও সমভাবে দেদীপ্যমান হইয়া স্বস্থচিত্তে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। তাঁহাদিগের অন্তরে সলিলপূর্ণ সাগরের ন্যায় অভাবনীয় আনন্দপূর্ণতা ও অচিন্তনীয় শীতলতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ১০—১৫। এই সংসারে অজ্ঞপুরুষগণই বাসনাময়, কিন্তু কেহই সেই বাসনাকে নিরীক্ষণ করিতে পারেন না, ঐ বাসনা হইতেই সংসার সমুৎপন্ন। আলোকের অসদ্ভাবেই যাহা দৃষ্ট হয়, আলোকের সদ্ভাব হইলেই তাহা আর থাকে না। বিস্ময়প্রদ বিবিধ কার্য্যকর যক্ষাদিই উহার দৃষ্টান্ত, সুতরাং অজ্ঞানদৃষ্ট-জগৎ জ্ঞানোদয়েই বিনষ্ট হইয়া যায়। দেহ-মাংসাদি সমস্তই ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি মাত্র, উহা অসদ্ভ্রান্তিময় জড়পদার্থ এবং বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত সকলই তত্তদ্ মহাভূতের বিকারমাত্র, অন্য কিছুই নয়। অতএব বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের ভূতাদিময়তাবোধ পরিহারপূর্ব্বক চিন্ময়তারূপে যে দৃঢ়াবস্থান, উহাই মুক্ততা জানিবে। আত্মচিৎ, লিঙ্গোপাধির সহিত মিলিত হইলেই চেত্যোন্মুখতা হেতু বাসনার অস্তিত্ব, নতুবা মুক্ততার উদয় হইলে আর কিংরূপা বাসনা কোথা হইতে কিরূপে সংঘটিতে পারে? যাঁহার এই অসৎ সংসারভ্রম সমুদিত হয়, তত্ত্বজ্ঞান সমুদ্ভূত হইলেই তিনি আর মরীচিকা-জলবৎ অসত্য সেই সংসার দেখিতে পান না, তখন কাহার সংসার, সংসার কিরূপ, কোথা হইতেই বা সংসার, কিছুই জ্ঞান থাকেনা। পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইলেও চিত্তের বিষয় স্মৃতিই পুনরায় সংসাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, অতএব সাংসারিক সমুদয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আকাশবৎ নির্লিপ্তভাবে অবস্থান কর। সংসারক্লেশ-শান্তিবিষয়ে বিষয়নিচয়ের অস্মরণই পরম মঙ্গলদায়ক, এজন্য যাহাতে সর্ব্ববিষয় বিস্মৃতি হইতে পারে, এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এ জগতে কেহই দ্রষ্টা বা ভোক্তা নাই, এমন কি সংসারের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নাই; সমস্তই সেই একমাত্র শান্তিময় ব্রহ্মে অবস্থিত, একমাত্র তিনিই জলধির ন্যায় নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছেন। "অখিল দৃশ্য জগৎই সেই অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানোদয় হইলেই চিদাভাস ও উপাধি উভয়ের বিলোপ হয়, তখন জলরাশির শুষ্কতা বশতঃ সাগরাভ্যন্তরের ন্যায় সেই শিবময় ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশ পাইতে থাকেন। ৬—২৫। যাঁহার চিত্ত সেই পরমতত্ত্বে বিশ্রাম করিতেছে এবং যিনি সমদর্শী, তিনি সমাধি অবস্থাতেই থাকুন আর কোনরূপ কার্য্যই করুন, সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে রাগদ্বেষাদিশূন্য দেখা যায়। অথবা সেই মুক্ত পুরুষের একমাত্র শান্তিভাবই অবশিষ্ট থাকে বলিয়া কিছুতেই রাগদ্বেষাদি লক্ষিত হয় না, বস্তুতঃ বাসনাবিহীন মুনি কিরূপে সাধারণ লোকের ন্যায় রাগাদির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিবেন? যতদিন না ব্রহ্মৈকাগ্রতা সপ্তমভূমিকাতে অধিরূঢ় হয়, তাবৎকালই রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের পালন করিয়া থাকেন। সপ্তম ভূমিকাধিরূঢ় শান্তচিত্ত মুনি, রাগ, ভয় ও ক্রোধাদিবিহীন হইয়া বস্তুতঃ প্রস্তর না হইয়াও নিয়ত প্রস্তরখণ্ডবৎ অবস্থিতি করেন। পদ্মবীজের কোষমধ্যে যেমন সম্পূর্ণাবয়বান্বিত পদ্মলতা বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ আত্মাতেই এই অদ্ভুত স্বপ্নবৎ জগদ্ভ্রান্তি বিরাজমান জানিবে, উহা বাহ্যবস্তু কিছুই নহে। সেই পরম বস্তুর বাহ্যতাভাবনাতেই বাহ্য বস্তুর প্রতীতি হইতেছে এবং আত্মতা ভাবনা দ্বারাই তিনি আত্মরূপে প্রকাশমান। সমস্তই সেই পরম পদার্থের ভাবনামাত্র জানিও। অন্তরে যে স্বপ্নাদি ভ্রান্তি, উহাই তাঁহার বাহ্যতা, নতুবা ভাণ্ডদ্বয়ে অবস্থিত হইলেও উভয় দুগ্ধের যেমন পার্থক্য নাই, তদ্রূপ তাঁহারও অণুমাত্র বিভিন্নতা নাই। জল ও জলতরঙ্গের আধারতা ও আধেয়তাও যেমন ভ্রান্তিমাত্র, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের স্থৈর্য্য ও স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের অস্থৈর্য্যও ভ্রান্তিময়মাত্র। স্বপ্নাদিতে আত্মার ভিন্নতা জ্ঞানবশতই উপলব্ধি হয়, কিন্তু তখন বিভিন্নতা বোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন আর উহার বিভিন্নতা থাকেনা। আত্মার সর্ব্বসঙ্কল্পাদি বিরহিত শান্তরূপই ব্রহ্ম ভাবনাহেতু ব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, আর ব্রহ্মভাবনার অভাব হইলেই ব্রহ্মময় হইতে পারেনা। স্বপ্নাদি বোধপ্রশমিত হইলে আত্মার যে বিশুদ্ধরূপ প্রকাশ পায়, উহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কিছুই নাই বলিলেও হয়, উহা বাক্যের অগোচর। আত্যন্তিক ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে যিনি ব্রহ্মতন্ময়তা প্রাপ্ত হন, সেই মুক্ত পুরুষই স্বীয় স্বরূপ অবগত হন, নতুবা কোন বিশ্বব্যক্তিরই তাহা উপদেশের বিষয় নহে; অতএব হে রাম! সকলেরই অহংজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়, মান, বিষাদ, লোভ, মোহ, দেহ, মনন, ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও জড়তাদি শূন্য, শান্ত, অক্ষয়, অখিলভেদবিহীন, অজ, অদ্বিতীয় নির্ব্বাণ ব্রহ্মময় হইয়া সমাধিতে অবস্থান করাই বিধেয়। ২৬—৩৮॥

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—স্পন্দন হইতে বায়ুর ন্যায় চিৎপ্রসরণ কালেই অসত্য অহংজ্ঞান ও জগৎ প্রসৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ জগদ্‌ভ্রম উদিত হইলেও ব্রহ্মরূপতা জ্ঞান হইলে আর ক্লেশের কারণ হয় না, কেবল ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জগৎ ভাবনা বশতই উহা বিষম অনর্থের হেতু হয়। যেমন চক্ষুর প্রসরণ জন্য রূপের অনুভব হয়, কূটস্থ চৈতন্যেরও তদ্রূপ প্রসরণ হেতু জগৎ ভ্রান্তি উদিত হইতেছে। কিন্তু ঐ চিৎ যে প্রসৃত হয়, উহা ব্যর্থ, কারণ বস্তুতঃ যখন চেত্যবস্তু কিছুই নাই, তখন উহার চেত্য বস্তুতে প্রসরণ নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। দেখ বন্ধ্যার পুত্রের নৃত্য যেমন অসঙ্গত, তদ্রূপ অসৎপ্রসরণও যে নিরতিশয় অসৎ, তাহাতে আর সংশয় কি? উক্ত চিৎপ্রসরণ, বালকের যক্ষাকার জ্ঞানের ন্যায় অবিদ্যা বশতঃ বৃথা জগৎ জ্ঞান করিয়া থাকে এবং প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইলে আর সে জ্ঞান হয় না। অহং ইত্যাকার চিৎপ্রসরণ জন্যই অহং-ভাবের উৎপত্তি, এই অহং জ্ঞানবশেই নিদারুণ সংসার বন্ধন ক্লেশ সহ্য করিতে হয় এবং অহংভাব বিদূরীত হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। এজন্য সংসার-বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই নিজের অধীন। মনোবুদ্ধ্যাদির পাষাণাদিবৎ নিশ্চল জড় পদার্থের ন্যায় যে অবস্থান উহাই ব্রহ্মচিন্তা এবং উহাই ব্রহ্মসমাধি বা মুক্তি, উহাতেই চির-শান্তি ও উহাতেই সংসারক্লেশ চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া থাকে। হে সভাস্থ বিবুধগণ। তোমরা অজ্ঞের ন্যায় বৃথা দ্বৈতাদি নানা বিকল্প জটিল বাক্যসন্দর্ভ দ্বারা সংশয়াম্বিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ও কণ্ঠশোষাদি বিষাদগ্রস্ত হইও না। ১—৮। দৃঢ় বাসনা-ন্বিত জীব, স্বীয় সঙ্কল্পরচিত স্বপ্নপ্রায় অসৎ রূপাদি দর্শনবৎ সতত অসৎ দুঃখনিচয়ও উপভোগ করে। কিন্তু বাসনাবিহীন ব্যক্তি, সতত নিদ্রাভিভূত প্রায় থাকিয়া সঙ্কল্পরচিত রূপাদি দর্শনবৎ প্রকৃত দুঃখেরও অধীন হন না। অতএব বাসনার অপচয় হইলেই মুক্তি। দেশকাল ক্রিয়াযোগে বাসনা ক্রমশঃ অতিশয় ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই বিলীন হইয়া যায়। গগনাঙ্গনে মেঘমালাদি যেমন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে হইতে পরিণামে পরমাণুবৎ হইয়া একেবারেই তিরো-হিত হয়, তদ্রূপ বাসনাও ক্রমে অতি ক্ষীণ হইয়া সত্তাবিহীন হইয়া থাকে। জ্ঞানিগণের সংসর্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্যাস হেতু মূঢ়তাই যেমন ক্রমে পাণ্ডিত্যরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার, আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনা দ্বারা জ্ঞানোদয় হইলে বাসনা, ক্রমে সূক্ষ্মতর হইয়া মুক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। মদীয় যুক্তি অনুসারে "আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আমি কিছুই নই" জীবিত বা স্বর্গাদি গত ব্যক্তির অন্তরে যে ঈদৃশ শান্তিময় নিশ্চয়, উহাই মুক্তির উপযোগী প্রকৃত জ্ঞান। বায়ুতে দ্রব্য ও ক্রিয়া এই উভয় রূপতা প্রতীতির ন্যায় একমাত্র ব্রহ্মেই এই জগৎ ও জীব প্রকাশ পাইতেছে। আমি কে? এই সমস্তই বা কি প্রকার? এব-ম্প্রকার বিচারণা বলেই ঐ জগৎ ও জীবভ্রান্তি বিলীন হইয়া যায়। "আমি কিছুই নই" এই জ্ঞানই নির্ব্বাণ, কিজন্য এ বিষয়ে মূঢ়তা হইতেছে? সাধুসঙ্গ ও বিচার দ্বারা ত্বরায় এই বিষয় অব-গত হইতে পারা যায়। আলোক দ্বারা তিমির ও দিবস দ্বারা [illegible]রজনী বিনাশিত হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সংসর্গেও অহং ইত্যাকার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ৯—১৭। আমি কে? এই দৃশ্যনিচয়ই বা কি? কিরূপে হইল? জীবই বা কে? জীবনই বা কি? তত্ত্বজ্ঞ সহবাসে যাবজ্জীবন এইরূপ বিচার করা কর্ত্তব্য। তত্ত্বজ্ঞরূপ সূর্য্যের প্রভায় যখন অখিল জগৎ উজ্জীবিতবৎ প্রকাশ পায়, অহংজ্ঞানরূপ তিমিরজাল বিচ্ছিন্ন হয় এবং ক্ষণমধ্যে বস্তুতত্ত্ব প্রকাশমান হইতে থাকে, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ দিবাকরেরই আরা-ধনা কর। প্রকৃত জ্ঞানী নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইলে, যে যে ব্যক্তি তোমাপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী, তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই পৃথক্ রূপে আরাধনা করিবে, কারণ এক সময়ে সকলের সেবা করিতে থাকিলে তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে তর্করূপ পিশাচিকা উদ্ভূত হইতে পারে এবং তর্কযক্ষের প্রকাশ হইলেই জ্ঞানী ব্যক্তিরও বালকের ন্যায় 'অহং' ইত্যাকার ভ্রান্তিকেই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে এই জন্যই বলিতেছি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, নির্জ্জনে এক এক করিয়া প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকেই সেবা করিবেন, এককালে অধিক জ্ঞানীর আরাধনায় কুফল হয়। অনন্তর ধীশক্তিকে উত্তে-জিত করিবার জন্য নিজ বুদ্ধি অনুসারে তাঁহাদিগের উল্লিখিত অর্থ সকল চিত্তপটে মিলিত করিয়া বিচার করিবে। তাহা হইলেই ক্রমে সর্ব্বসঙ্কল্পবিরহিত সেই যে নিত্য বস্তু পরব্রহ্ম, তাহাতেই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইবে। রাম। বিপশ্চিদ্‌গণের সহবাসে স্বীয় বুদ্ধিকে সতীক্ষ্ণ করিয়া অজ্ঞানলতিকাকে কণাকারে ছিন্ন করিয়া ফেল। আমি যে মুক্তির উপায় বলিলাম, ইহাই যুক্তিতে সম্ভব-পর এবং ইহা নিজের অনুভবসিদ্ধ, সেই জন্য এইরূপ বলিতেছি, ইহা জানিও যে, আমরা অসম্বদ্ধপ্রলাপী বালক নহি। মেঘাদি উদয়ে মহাকাশের এবং তরঙ্গবিকাশে মহাসাগরের যেমন কিছু-মাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ মননশূন্য জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরও কিছু-তেই ইষ্ট বা অনিষ্ট নাই। এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সেই সর্ব্বব্যাপী নিশ্চল নিরাময় ব্রহ্মেতেই মরীচিকাবৎ অসত্য বিলসিত হইতেছে। বিচার দ্বারাই জানা যায় যে, অহংবস্তু কিছুই নাই, সুতরাং সঙ্কল্পাদি কিরূপে কোথা হইতে কোথায় সম্ভবিতে পারে? ১৮—২৭।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকার ও সাধুসংসর্গে প্রমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারেন, তাঁহার আর অভিজ্ঞতালাভের উপায়ান্তর নাই। বিষ, মৃত্যুর হেতু হইলেও রাসায়নিক উপায় কল্পনা দ্বারা যেমন তাহা স্বীয় বিষত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অমৃতের কার্য্যকারী হয়, তদ্রূপ অখিল কল্পিত বস্তুই স্বীয় শাস্ত্রীয় উপায় প্রতিকল্পনাবলে সংসার-বন্ধনের হেতুতা পরিহারপূর্ব্বক মুক্তির উপযোগী হইয়া থাকে। যাবৎকাল কল্পনার বিনাশ না হয়, তাবৎকাল উল্লিখিত প্রতিকল্পনা কর্ত্তব্য এবং কল্পনার বিরামই মুক্তি। বিষয়ভোগ পরিত্যাগেই কল্পনার শান্তি হয়, নতুবা কিছুতেই নহে। যিনি বাক্য ও মনের দ্বারাও পদার্থের চিন্তা করেন না, তাঁহারই ক্রমশঃ কল্পনাশান্তি দৃঢ় হইয়া থাকে। অহংজ্ঞান ভিন্ন আর অপর অবিদ্যা নাই। ঐ অহংজ্ঞান উপশমিত হইলে যে, পদার্থ চিন্তা তিরোহিত হয়, উহাই মোক্ষ, মোক্ষ উহা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নহে। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরেও যদি পূর্ব্বজন্মানুভূত জগৎ ও জীবভাবে

কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ যুক্ত হইয়া অণুমাত্র দেহাদি অহম্ভাব আশ্রয় কর, তাহা হইলেই অপার দুঃখে নিপতিত হইবে, আর উহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই চিরশান্তি ও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। পরমতত্ত্বের অজ্ঞানবশতই এই অখিল দৃশ্যবস্তু বস্তুতঃ অসৎ হইলেও সৎরূপে দেদীপ্যমান হইতেছে। প্রস্তরবৎ বাহ্যজ্ঞানবিহীন হইয়া যাহার ঐ অসৎ-জ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, আমরা সেই মহাত্মাকে নমস্কার করি। পাষাণের ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যিনি নিরত পরব্রহ্মেই নিবিষ্ট থাকিয়া সেই চিন্ময়েরই ভাবনা করেন, তাঁহার তাদৃশ অন্তর্দৃষ্টিহেতু বহির্দৃষ্টি না থাকায় এই নিখিল দৃশ্যবস্তুই বিলয়প্রাপ্ত হয়। এই দৃশ্যবস্তু সকলের সত্তা থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তরে উহা দৃষ্ট হইলেই দুঃখভোগের নিমিত্ত হয় এবং দৃষ্ট না হইলেই সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাহ্যজ্ঞানের অভাব হইলেই উহা আর দৃষ্ট হয় না। দেহিগণের ইহলোক ও পরলোক এই দুইটী বিষম ব্যাধি আধ্যাত্মিকাদিভাবে জড়িত দেহীগণ ঐ ব্যাধিদ্বয় জন্যই ঘোরতর দুঃখ-পরম্পরা উপভোগ করিয়া থাকে। ১—১০। অজ্ঞ জীবগণ আজীবন যথাশক্তি বিষয়ভোগরূপ কুৎসিত ঔষধসমূহ দ্বারা ইহ-লোকরোগের প্রতিকারে যত্নবান এবং পরলোকরোগের চিকিৎ-সায় একেবারেই বিরত, যাঁহারা সৎপ্রকৃতি, সেই সকলপুরুষই শান্তি, সৎসঙ্গ ও তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃতকল্প ঔষধনিচয় দ্বারা পরলোক-রূপ মহাব্যাধির চিকিৎসায় যত্নশীল। যাঁহারা পরলোকরোগের চিকিৎসায় সাবধান হন, তাঁহারা স্বীয় শান্তিবলে মুক্তিমার্গের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারেন। যিনি এই জীবনেই নরকরোগের চিকিৎসা না করেন, তিনি রোগগ্রস্ত হইয়া ঔষধশূন্য পরলোকে গমন করিয়া আর কি করিবেন? হে অজ্ঞ মানবগণ! তোমরা বৃথা ভোগরূপ ইহলোকরোগের চিকিৎসা দ্বারা অকারণ জীবন অতিবাহিত করিও না, আত্মজ্ঞানরূপ ঔষধসেবনে পর-লোকের চিকিৎসা কর। বায়ুচালিত পত্রখণ্ডে অবস্থিত জল-কণার ন্যায় আয়ুঃ অতি ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং অবিলম্বে যত্নপূর্ব্বক পরলোকরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হও। ত্বরায় যত্নসহ-কারে পরলোকরূপ মহাব্যাধি চিকিৎসিত হইলেই ইহলোকব্যাধি আপনা হইতেই উপশম হইবে। বিদ্বদ্গণ অখিল জন্তুগণকেই ব্রহ্ম-চৈতন্যমাত্র বলিয়া বিদিত আছেন। ঐ চৈতন্য প্রসরণই জগৎ, এজন্য পরমাণুর মধ্যেও শত শত শৈলমালা-পরিবেষ্টিত জগৎ বিদ্য-মান রহিয়াছে। উক্ত ব্রহ্মচৈতন্য প্রসরণই রূপাদিবাহ্যবস্তু ও মনঃপ্রভৃতি আভ্যন্তরীণ পদার্থনিচয় জানিবে, সুতরাং একমাত্র চিদাকাশেই অখিল পদার্থ অনুভূত হইতেছে, এজন্য জগদ্ভ্রম নিতান্তই অসত্য। সহস্র সহস্রবার প্রলয় হইলেও দৃশ্যজগতের ভ্রান্তি দূর হয় না, উহা প্রলয়কালেও যেমন, সৃষ্টিপ্রারম্ভেও সেই-রূপ; ফলকথা উহা মিথ্যা ভ্রান্তিময় বলিয়া প্রলয়কালেও উহা বিনষ্ট বা সৃষ্টিসময়েও উৎপন্ন হয় না। বিষয়ভোগরূপ পঙ্কার্ণবে নিমগ্ন আত্মাকে যদি নিজ পুরুষকার দ্বারা পরিত্রাণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আর উপায় নাই। ১১—২১। সাগর যেমন জলরাশির আধার, তদ্রূপ অজিতেন্দ্রিয় ভোগপঙ্কনিমগ্ন মূঢ়ব্যক্তিও আপৎসমূহের পাত্র হয়। জীবনের প্রথম অবস্থা যেমন বাল্য, সেইরূপ বিষয়ানুরাগের শান্তিপ্রদ বিষয়ভোগ বিসর্জ্জনই নির্ব্বাণের প্রথম অবস্থা। তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির জীবন-নদী, জলাকুল হইলেও চিত্রাঙ্কিত নীরস নদীর ন্যায় নিশ্চল ও সম-ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আর অজ্ঞলোকদিগের জীবন-নদী-সকল, ভীমনিনাদান্বিত, আবর্ত্তবহুল ও তরঙ্গমালায় আকুল; ঐ নদীসকল অজ্ঞজীবগণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবহিত হয়। যাহা কিছু বাহ্য সৃষ্ট পদার্থ বোধ করিতেছ, তৎসমস্তই ব্রহ্ম চৈতন্যের প্রসরণ লেশমাত্র। উহারা নেত্রদোষজন্য দ্বিতীয় চন্দ্র, বালক দৃষ্ট বেতাল, মরীচিকা ও স্বপ্নবৎ নিতান্তই ভ্রান্তিময়। ব্রহ্ম-চৈতন্যরূপ জলের তরঙ্গমালা স্বরূপ সহস্র সহস্র যে সৃষ্টবস্তু দৃষ্টিমার্গে ভ্রমণ করি-তেছে, প্রকৃত বিচার করিতে পারিলেই উহারা অসত্য, আর ভ্রান্তিপূর্ণ অনুভবেই সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দেখ, চৈতন্য প্রসরণে ভ্রান্তিবশে গগনাঙ্গনেরও গন্ধর্ব্বনগারাদি জগতের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা অসত্য, সেইরূপ সমস্ত প্রত্যক্ষ জগৎও জানিও। এই সৃষ্টিভ্রম, ব্রহ্ম-চৈতন্যের বিকাশরূপ জলের বুদ্বুদ্‌স্বরূপ, অহং ইত্যাকারাদি বিকৃতভাবই উহার আকাররূপ। চৈতন্যের নির্ব্বাণই জগতের বিলয় এবং উন্মীলনই জগৎ, বস্তুতঃ জগৎ অন্তরেও নাই, বাহিরেও নাই, দৃশ্যমান সমস্তই না সত্য, না অসত্য, ফলে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। জীব নিজেই সেই গগন অপেক্ষা নিশ্চল, স্বভাব ও ভাবত্ব বিরহিত অব্যয়, অব্যক্ত, অনাদি, অদ্বিতীয় চিন্ময় ব্রহ্মকেই নানারূপে দর্শন করেন। বায়ুর স্পন্দনের যেমন কারণ নির্দ্দেশ হয় না, তদ্রূপ স্বভাব শূন্য ব্রহ্মেরও আপনা হইতে যে সৃষ্টিজ্ঞান জন্মায়, উহারও মূলকারণ যুক্তিতে বুঝান যায় না, এই সৃষ্টিপরম্পরা ব্রহ্মময় সাগরের স্বপ্নানুভূত পদার্থবৎ ভ্রান্তিপূর্ণ তরঙ্গমালা-স্বরূপ। বস্তুতঃ ব্রহ্মে স্বপ্নভ্রান্তি বা সৃষ্টি কিছুই নাই। এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সেই একমাত্র চিত্তশূন্য, অভাসবিহীন, সতত সমতাপন্ন, চিন্ময় ব্রহ্ম, তাঁহার দ্বিতীয় নাই, তাঁহার ক্ষয়ও নাই। তিনি সৎও নন, অসৎও নন এবং তিনি সদসৎ উভয়রূপীও নন, ফলে তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যিনি ব্রহ্মভাবে অবস্থিত, যাঁহার বাহ্যবিষয়ে অনুভবরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রসরণ উপশমিত হইয়াছে, তাঁহাকেই মনীষিগণ মুনি বলিয়া উল্লেখ করেন। ২২—৩১। যিনি জীবন সত্ত্বেও মৃতবৎ অবস্থাপন্ন, যাঁহার অহংজ্ঞানের সহিত অখিল জগদ্ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছে, সকলে তাঁহাকে মুনিসত্তম বলিয়া থাকেন। সঙ্কল্পের অভাব হইলেই যেমন সঙ্কল্পনগর তিরোহিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেতে ভ্রান্তিজ্ঞানজনিত অহংজ্ঞানসমন্বিতদৃশ্য জগৎ ও বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইলেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বভাবরূপিণী মূল অবিদ্যা ব্যতীত অপর সমুদয় নাম-রূপাদিরূপ শব্দার্থেরই কোন না কোন হেতু আছে। কিন্তু স্বভাবের যে হেতু, তাহা পরিজ্ঞাত হইলেই মুক্তিলাভ করা যায়। বস্তুতঃ এই জগতে কোন পদার্থেরই কোন প্রকার স্বভাব নাই, উহা অবিদ্যা মাত্র। সর্ব্ববিধ অনুভবই, সেই মহাচিন্ময় ব্রহ্ম-বারির দ্রবতা স্বরূপ জানিও। পদার্থনিচয়ের যে কিছু অনুভব হইতেছে, তৎসমস্ত মহাচিৎরূপ অনিলের স্পন্দন ও মহাচিৎরূপ ব্রহ্মাকাশের শূন্যতা মাত্র বুঝিবে। বায়ু ও বায়ুর স্পন্দনের ন্যায় ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় মরণের ন্যায় নিজ ভ্রান্তি-বশেই উহার অসত্য বিভিন্নতা প্রতীত হইয়া থাকে। যতদিন পরিস্ফুটরূপ তত্ত্ববিচার না করা যায়, তাবৎকালই ঐরূপ ভ্রান্তি হয়, আর যখন উত্তমরূপ বিচারশক্তি উদিত হয়, তখন ঐ ভ্রান্তও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ, উক্ত ভ্রান্তি, অসত্যবস্তু, এজন্য তত্ত্ববোধ হইলে শশশৃঙ্গবৎ উহার অস্তিত্ব আর

লক্ষিত হয় না; সুতরাং সেই নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন; অতএব হে রাম! যাঁহার আদি মধ্য অন্ত কিছুই নাই, যিনি নিরতিশয় নির্ম্মল, সতত সমভাবাপন্ন, পরম কল্যাণময় এবং নিত্য ও অদ্বিতীয়, তুমি সর্ব্বপ্রকার জরা-মোহ-বিকারাদি ভ্রান্তি পরিহারপূর্ব্বক সেই ব্রহ্মাকাশের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হও। ৩২—৪৪।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যিনি উপস্থিত সুখ-দুঃখাদিতে অভিভূত হইয়া বিনষ্ট হন, তিনিই নিয়ত বিনাশ প্রাপ্ত হইতে থাকেন, কিন্তু যিনি তাহাতে নষ্ট না হন, তিনি অবিনাশী, তাঁহার আর কোন কালে নাশ নাই। উক্ত সুখ-দুঃখাদির কারণ ইচ্ছাদি সুতরাং যাঁহার ইচ্ছাদি আছে, তাঁহার অবশ্যই সুখাদি ঘটিয়া থাকে, যদি সুখ-দুঃখাদির চিকিৎসা করিতে হয়, তবে অগ্রে ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। ফলে সেই পরমপদে আমি এবং এই জগৎ ঈদৃশ ভ্রান্তি নাই। পরিদৃশ্যমান এই সমস্তই, সেই শান্ত, অনালম্ব, নির্ব্বাণ, অব্যয় একমাত্র ব্রহ্ম। জানি না কে, সেই সর্ব্বময় সুবিমল ব্রহ্মাকাশে অহংব্রহ্ম ও জগৎ ইত্যাদি ভ্রান্তিপূর্ণ শব্দ বিন্যাস কল্পনা করিয়াছে। সেই ব্রহ্মাকাশে অহং বা জগৎ কিছুই নাই, এমন কি প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাদি শব্দও তাঁহাতে প্রযোজ্য নহে। সেই শান্ত, অদ্বিতীয় অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মই যখন সর্ব্বময়, তখন এই সংসারে কিরূপে কে কর্ত্তা বা ভোক্তা হইতে পারে? এস্থলে এরূপ বুঝিও না যে, সমস্তই যখন অসত্য তখন উপদেশাদিও অসত্য, সুতরাং ব্রহ্মোপদেশের উপায় নাই। কারণ, অসত্য অখিল পদার্থেরই অসত্যতা সম্পাদন করিলেও উপদেশ্য সেই সত্য সনাতন একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন বলিয়াই সকল পদার্থেরই অপহ্নব করা হইয়াছে। যেমন ভ্রান্ত পুরুষের সম্মুখবর্ত্তী পিশাচাদির ভীষণ কার্য্যেও ভ্রান্তিশূন্য ব্যক্তি দেখিতে পায় না এবং যেমন এক শয্যায় শয়ান পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একের অনুভূত স্বপ্নসম্ভূত মেঘগর্জ্জন অপরে অনুভব করিতে পারেনা, তদ্রূপ যাহার জগৎভ্রান্তি বিগলিত হইয়াছে, সে আর ভ্রান্তদৃষ্ট-জগৎ দর্শন করে না, সুতরাং তাহার পক্ষে অখিল দৃশ্যেরই তিরোভাব হইয়া থাকে। যাহা নিজ জ্ঞানে অবস্থিত, তাহাই সকলে অনুভব করিয়া থাকে, এইরূপই স্বভাবপ্রসিদ্ধ আছে, এজন্য পিশাচাদির কার্য্যে স্বীয় জ্ঞানে সর্ব্বদা নাই বলিয়াই সহসা সকলে তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না, যখন জ্ঞানের উদয় হয় তখনই দেখে। ঐ জ্ঞানও আত্মস্বরূপ; কারণ সমস্তই যখন সেই জ্ঞানের বিকারমাত্র, এজন্য কি অহংজ্ঞান, কি অপর অখিল জগৎ, সমস্তই সেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। সকল ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় সর্ব্বাবস্থাতেই নিরবয়ব একমাত্র জল যেমন বিবিধ অবয়বান্বিত ঊর্ম্মিমালারূপে বিরাজ করে, সেইরূপ একমাত্র নিজজ্ঞানই নানা অবয়বশূন্য হইয়াও নানা অবয়বসম্পন্ন জগৎরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। ১—১০। একমাত্র আত্মাই ভ্রান্তিবশে জগৎজ্ঞানের উদয়ে যেন নানারূপে বিকাশ পাইতেছেন, কিন্তু ঐরূপ জ্ঞানোদয় বস্তুতঃ অবস্তু বলিয়া তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হইলেও উহার উপলব্ধি হয় না। অবয়ববিহীন কোন জীব যেমন স্বপ্নাদি অবস্থায় স্বীয় অবয়বনিচয় কল্পনা করত আপনাকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ সেই নিত্য নিরবয়ব, নিশ্চল অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই বিবিধ অবয়বযুক্ত জগৎরূপে প্রকাশমান হইতেছেন। চিৎরূপী কুলালই, অন্তরে লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডস্বরূপ বিবিধ বস্তু সৃজন করিতেছে, সে জগদাদি যাহা কিছু মনে করে, তৎসমস্তই তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। সাগর যেমন স্বীয় দ্রবরূপতাহেতু আপনাকে তরঙ্গাদিরূপে জ্ঞান করে, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মই নিজ চিদ্রূপতানিবন্ধন আপনাকেই জগৎরূপে অনুভব করিতেছেন। তিনি রূপবিহীন হইলেও অন্তরে যেরূপ জ্ঞান করেন, আপনাকে সেই রূপেই নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, আর যাহা জ্ঞান করেন না, তাহা দেখেন না। মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমৎ বলিয়া কি চেতন, কি অচেতন সকলই তাঁহার মায়াকল্পদেহে অবস্থিত, আমি যে এই চেতনাচেতনাদির কথা উল্লেখ করিলাম, ইহা কেবল উপদেশার্থেই জানিবে, বস্তুতঃ উহা সম্যক্ সমীচীন নহে, ফলকথা—জগৎ সৎ বা অসৎ কিছুই নয়। চিন্ময় আত্মা যেরূপ ভাবনা করেন, তাহাতে সেইরূপেই প্রকাশ পায়, কিন্তু তাঁহার ভাবনা ভিন্ন কিছুরই প্রকাশ হয় না, সুতরাং আমাদিগের এ বিষয়ে আর চেতনাচেতনের কিরূপ অর্থগ্রহ হইতে পারে। চেতন ও অচেতন (তত্তদ্‌রূপে অনুভব ও অননুভব) আত্মার স্পন্দও অস্পন্দনবৎ। নিশ্চল স্ফটিকমণির মধ্যবর্ত্তী বিম্বনিচয়ের স্পন্দন বা অস্পন্দন যেমন তাহার আয়ত্ত বা যত্নাদিসাধ্য নহে, আত্মার ঐ স্পন্দন ও অস্পন্দনরূপ চেতন ও অচেতন (তত্তদ্‌রূপে অনুভব ও অননুভব) তদ্রূপ। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে যাহার অস্তিত্ব আধার বা কারণ কিছুই লক্ষিত হয় না, জানি না অহংজ্ঞানরূপ সেই যক্ষ কিরূপে কোথা হইতে উত্থিত হইয়াছে। অহংরূপ যে যক্ষের বস্তুতঃ সত্তা নাই, হায়, কি আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা তোমরা প্রভৃতি সকলেই কিনা তাহারই বশীভূত। ১১—২০। দিগ্‌ভ্রান্তিকালে অম্বরতলে যেমন বস্তুতঃ অম্বর হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীয়মান কেশোণ্ডুক প্রকাশ পায়, একমাত্র ব্রহ্মেতেও সেইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ বস্তুতঃ অভিন্ন আকস্মিক অহংভাব প্রকাশমান হইয়া থাকে। আমি ও অখিল জগৎ, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম, ইহার আবার নাশ বা উৎপত্তি কি? অতএব এই জগতে হর্ষ বা বিষাদের কারণ কি হইতে পারে? ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা আছে বলিয়া তাঁহার ভাবনানুযায়িক এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। তিনি জগৎ ভাবনা না করিলে আর জগতের অস্তিত্ব থাকে না, এজন্য বলিতেছি, রাম! তোমার জগৎ ভাবনা তিরোহিত হউক। জগতের চিদ্রূপতা হেতু সেই ব্রহ্মাকাশই স্বপ্নদৃষ্টবস্তু ও সঙ্কল্পনগরবৎ জগৎরূপে প্রকাশ হন, অতএব জগৎ সেই ব্রহ্ম হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারে? নিশ্চল সলিলরাশিমধ্যে যেমন তরঙ্গাদি, অনুৎকীর্ণ বৃক্ষ কাষ্ঠে যেমন কাষ্ঠময় পুত্তলিকা এবং ভূমিতে যেমন ঘটাদি অপ্রকাশরূপে বর্ত্তমান থাকে, ব্রহ্মেতেও জগৎ তদ্রূপ জানিবে। নিরাকার, নিরাধার নির্ম্মল ব্রহ্মে যাহা অনুভূত হয়, তাহা বুদ্ধি অনুসারে সেই ব্রহ্মই; অতএব আমি জগৎ কখনই বিভিন্ন বস্তু নহে। বায়ুর বিচিত্র স্পন্দন যেমন পৃথক্‌রূপে বুধ্যমান হইলেও বায়ুমাত্র, সেইরূপ অহমাদি ও জগদাদি সমস্তই সেই স্বভাববিহীন একমাত্র ব্রহ্মেরই স্বরূপ জানিও। মেঘের মধ্যে যেমন বৃক্ষ, গজ, অশ্ব ও মৃগাদির আকার লক্ষিত হয়, তদ্রূপ সেই নিরাধার নিরাকার

ব্রহ্মেও অহংভাব ও জগৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অখিল সৃষ্টবস্তুই সেই শিবময় ব্রহ্মে অবয়বরূপে বিরাজ করিতেছে। কারণরূপ বীজাদি মধ্যে কার্য্যরূপ বৃক্ষপত্রাদি যেমন অবয়বরূপে প্রতিভাত হয়, উহার উপমাও সেইরূপ জানিবে। রাম! মৎপ্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে ব্রহ্ম হইতে জগতের পার্থক্য অসম্ভব হেতু তুমি অন্তরে নিশ্চল, আয়াসশূন্য, উপাধিবিহীন ও ভ্রান্তিবিবর্জ্জিত হইয়া আকাশবৎ সতত সমভাবে অবস্থান কর। বস্তুতঃ কি তোমরা, কি আমরা, কি অখিল জগৎ এবং কি আকাশাদি, কিছুই নাই। সমস্তই সেই নিশ্চল একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান রহিয়াছেন। অশেষ পদার্থেতেই বিশেষবোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভের নিমিত্ত ত্বরায় আমিই সেই সর্ব্ববিধ বৈশিষ্টবিহীন সত্য চিৎস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতে থাক। পার্থক্য বোধকে বন্ধন ও অপৃথক্ বোধকেই মোক্ষ জানিবে। অতএব তুমি জ্ঞানিদিগের নিয়মাদি অনুসারে পার্থক্য জ্ঞানবিহীন হইয়া শান্তভাবে অবস্থিতি কর। ২১—৩৩। দ্রষ্টা কখন দৃশ্যতা এবং জ্ঞান কখন জ্ঞেয়তা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং জ্ঞেয়বস্তুর অভাব হেতু জগতের অস্তিত্ব নাই, এজন্য কিরূপে কে, কি জ্ঞান করিবে? এইরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভাব জন্য সুষুপ্তি অবস্থায় যেমন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেইরূপ জানিবে। রাম! তুমি তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া শরৎকালীন নির্ম্মল আকাশবৎ অবস্থান কর। বায়ুর স্পন্দন ও বায়ু যেমন অভিন্ন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের চিৎরূপতাও সেই প্রকার একই বস্তু। সমস্ত বস্তুতে চিদ্জ্ঞানের অভাবেই জগৎ ও তাদৃশ জ্ঞানেই মুক্তি। ব্রহ্মরূপ বায়ুর চিৎ, স্পন্দন স্বরূপ, ঐ স্পন্দনেই জগদ্দর্শন হইয়া থাকে। ঐ চিৎস্পন্দনের যে অভাব, উহাকেই মনীষিগণ নির্ব্বাণ বলিয়াছেন। বীজ যেমন স্বীয় অন্তরে আত্মরূপ পল্লবাদি দর্শন করে, তদ্রূপ সেই মহাচিৎই অভ্যন্তরস্থ নিজরূপ সৃষ্টি, অনুভব করিতেছেন। বীজ যেমন আপনার পত্রাদি অবয়ব ভাবনা করত পত্রাদিরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ সেই মহাচিৎও জগৎ ভাবনা সহকারে জগদাকারে বিকাশ পাইয়া থাকেন। বৃক্ষাদি ভাবপদার্থের যেমন ক্রমিক বিবিধ বিকার প্রকাশ পায় এই সৃষ্টিপরম্পরাও তদ্রূপ একমাত্র চিত্তেরই নানা প্রকার বিকার জানিবে, এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার বীজই দৃষ্টান্ত, ফলে বৃক্ষাদি যেমন বীজের বিকার বলিয়া উহা বীজের স্বরূপ, সেইরূপ জগৎ ও চিদ্বিকার বলিয়া চিৎস্বরূপ বুঝিও। নিশ্চয় জানিবে, এই অখিল জগৎই সেই নির্ব্বিকার নিরাময় আদ্যন্তরহিত পরব্রহ্মময়। ৩৪—৪১। সঙ্কল্পনগরবৎ জগতের এই দ্বৈতাদ্বৈতবিকার, নিজ সঙ্কল্পবশেই উৎপন্ন ও সঙ্কল্পবশেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি শূন্যত্ব ও আকাশের ভেদ যেমন বুঝিয়াছ, ব্রহ্ম ও জগতের তাদৃশ অসত্য বিভিন্নতা জানিবে। ব্রহ্মের যে মহাচিদ্রূপিণী নিশ্চলসত্তা উহাই আমি তুমি প্রভৃতি সমস্ত। স্বীয় অজ্ঞানবশতই আমি মানব এইরূপ বোধ হইতেছে। জগৎরূপী সেই ব্রহ্মে, জলে তরঙ্গবৎ কোন বস্তু উৎপন্ন বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ উৎপন্ন নহে এবং বিনষ্ট হইলেও বস্তুতঃ বিনষ্ট হয় না। অবয়বে যেমন অবয়বী, আকাশে যেমন আকাশ এবং জলে যেমন জল বিরাজ করে, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মই পদার্থ-ব্রহ্মরূপে আপনাতেই আপনি বিরাজ করিতেছেন। নিমেষার্দ্ধ মধ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তরে অবস্থিতি করিবার সময়ে যেটুকু অন্তরালকাল, তন্মধ্যে জীবচৈতন্যের যে কুত্রাপি অবস্থানরূপ অবস্থা, উহাই ব্রহ্মভাব, উহারই উপাসনা কর। রাম! শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সেই চৈতন্যময় ব্রহ্মকে সংক্ষুব্ধ, যাহা অজ্ঞদিগের অনুভবসিদ্ধ বিবর্ত্তময় এবং অক্ষুব্ধ, যাহা নির্ব্বিবর্ত্ত কূটস্থ পূর্ণানন্দস্বরূপ, এই দ্বিবিধরূপসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে তুমি যেরূপ নিজ মঙ্গল বোধকর, তাহাতেই একাগ্রচিত্ত হও, বৃথা বিবেকবিহীন হইও না। ৪২—৪৮।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! আমি ইতিপূর্ব্বে যে বলিয়াছি, জীবচৈতন্যের ক্ষণকালমধ্যে একদেশ হইতে দূরবর্ত্তী দেশে গমন কালে যতক্ষণ পূর্ব্বস্থান ত্যাগান্তে অন্য স্থান প্রাপ্তি না হয়, সেই মধ্যকালে যে তাঁহার নির্ব্বিষয় নির্ম্মলরূপ প্রকাশ পায়, উহাই আত্মার পরমরূপ, তুমি কি গমন, কি শ্রবণ, কি স্পর্শন, কি আঘ্রাণ, কি উন্মেষণ, কি নিমেষণ এবং হাস্যাদি সকল অবস্থাতেই চিরশান্তিলাভার্থ সতত তাদৃশ আত্মরূপময় হও। তুমি জীবন্মুক্তগণের উপযোগী ও স্বীয় কুলাচারের অনুরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও যদি তাদৃশ বাসনাবিহীন, জীবাভাসশূন্য সত্য আত্মনিষ্ঠা হইতে বিচলিত না হও, তাহা হইলেই তোমার তন্নিষ্ঠতারূপ বিদ্যা সুমেরুর ন্যায় অচল থাকিবে। আর অবিদ্যার রূপ ঈদৃশ যে, অবিদ্যার প্রতি প্রকৃত দৃষ্টি করিলেই তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে যাহার সত্তা প্রমাণিত হয়, তাহা সেই পরবিদ্যার রূপ জানিও। উল্লিখিত অবিদ্যার সত্তাহেতুকই অনুভূত ও অনুভূতির উৎপত্তি, নতুবা বিচার করিলে বুঝিবে যে, কোন্ ব্যক্তি কোথায় কিরূপে কোন্ বস্তুর অনুভব করিবে? তখন অন্তরে আপনা হইতেই শান্তির উদয় হইবে। ফল কথা, ব্রহ্ম ও জগৎ একই বস্তু, সেই এক বস্তুই অবিদ্যাবশে অনেকবৎ প্রকাশ পাইতেছে। সেই একমাত্র ব্রহ্মই, সর্ব্বময় হইয়াও অসর্ব্ববৎ এবং নির্ম্মল হইয়াও মলিনবৎ বিরাজমান হইতেছেন। তিনি অশূন্য হইয়াও শূন্যবৎ এবং শূন্যপ্রায় হইয়াও অশূন্যবৎ, ব্যাপক হইয়াও অব্যাপকবৎ ও অব্যাপকবৎ হইয়াও ব্যাপকবৎ, অনুভূত হন। বস্তুতঃ তাঁহার কোনপ্রকার বিকার না থাকিলেও অবিদ্যাহেতু যেন বিকারী এবং সতত সমভাবাপন্ন ও নিশ্চল হইলেও যেন অনিশ্চল। তিনি সৎ হইলেও অসদ্বস্তুবৎ অদৃশ্য এবং অদৃশ্য হইলেও যেন দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তাঁহার বিভাগ বা জড়তা না থাকিলেও তিনি বিভাগযুক্ত ও জড়বৎ অনুভূত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি জ্ঞানগম্য না হইয়াও যেন জ্ঞানগম্য এবং নিরবয়ব হইয়াও যেন অবয়ব দ্বারা শোভমান হইতেছেন! ১—৯। প্রকৃতরূপে তাঁহার অহংবোধ না থাকিলেও তাঁহাকে যেন অহংজ্ঞানযুক্ত, বিকাশ না থাকিলেও যেন বিকাশী, কোন প্রকার কলঙ্ক না থাকিলেও যেন কলঙ্কী এবং ইন্দ্রিয়গোচরতা না থাকিলেও অবিদ্যাবশতঃ যেন ইন্দ্রিয়গোচর বলিয়া বোধ হয়। তিনি সম্পূর্ণ আলোকময়, অথচ গাঢ় অন্ধকারবৎ পুরাতন অথচ নববৎ, পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম, অথচ তদীয় অভ্যন্তরে অখিল ব্রহ্মাণ্ড, তিনি সর্ব্বময় হইলেও ক্লেশকর প্রভূত বজ্র দানাদিও শ্রবণ-

মননাদি দ্বারা তাঁহাকে দৃশ্যবস্তু হইতে অতীত বলিয়া জ্ঞান হয়। তিনি সংসারজালে জড়িত না হইয়াও অবিদ্যাবশে তাহাতে জড়িত এবং অনেকধা বিরাজমান হইলেও অদ্বিতীয়। রাম! মহোদধি যেমন সলিলরাশির আধার, সেই ব্রহ্মকেও তদ্রূপ জ্ঞানসমূহের আকর এবং মায়াশূন্য হইলেও মায়ারূপ অংশুমালার প্রকাশক সুবিমল ভাস্করস্বরূপ জানিও। তিনি তূলক অপেক্ষা লঘু হইলেও অখিল জগৎ-রত্নের মহাভাণ্ডস্বরূপ এবং দৃষ্টিগোচর না হইলেও মায়ারূপ মরীচিমালান্বিত শশধরস্বরূপ। তিনি অনন্ত, তাঁহার পার নাই, অথচ তিনি কুত্রাপি অবস্থিত নহেন। তিনি আকাশে বিবিধ বনরাজি-বিরাজিত এবং অশেষ শৈলসমূহশোভিত জগজ্জাল নির্ম্মাণ করিতেছেন। তিনি অখিল সূক্ষ্মতম হইতেও সূক্ষ্মতম, স্থূলতম হইতেও স্থূলতম, গুরুতম হইতেও গুরুতম এবং শ্রেষ্ঠতম হইতেও শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার কেহ কর্ত্তা নাই, তিনিও বস্তুতঃ কিছু করেন না এবং তাঁহার করণ বা কারণ কিছুই নাই। তিনি শূন্যপ্রায় হইলেও তাঁহার অন্তর নিরন্তর পরিপূর্ণ। তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার হইয়াও সতত শূন্যময় অরণ্যপ্রায় এবং অনন্ত শৈলের ন্যায় কঠিন হইয়াও আকাশখণ্ড অপেক্ষা কোমল। তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্ববস্তুস্বরূপ, তিনি কোমলতম এবং পুরাণ অথচ সতত নবভাবাপন্ন, তিনি আলোকময়, অথচ অন্ধকারস্বরূপ এবং তিমিরপ্রায় অথচ সর্ব্বব্যাপক আলোকস্বরূপ। ১০—১৯। তিনি প্রত্যক্ষ হইলেও দৃষ্টির বহির্ভূত এবং সম্মুখস্থ হইলেও দৃষ্টির দূরবর্ত্তী। তিনি চিন্ময় হইলেও জড় এবং জড় হইয়াও চিন্ময় বস্তুতঃ তাঁহাতে অহংভাব না থাকিলেও অহংভাবযুক্ত এবং অহংভাবযুক্ত হইলেও প্রকৃতরূপে অহংভাববিহীন। "আমি" এই জ্ঞান সেই ব্রহ্ম হইলেও অন্য বস্তুর ন্যায় এবং অন্যবৎ হইলেও তৎস্বরূপ জানিবে। সেই পরিপূর্ণ অর্ণবরূপ ব্রহ্মের অভ্যন্তরে দ্রবস্বভাবাপন্ন ত্রিভুবনরূপ ঊর্ম্মিমালা প্রস্ফুরিত হইতেছে। তুষারের শুক্লতা ধারণের ন্যায় একমাত্র তিনিই স্বীয় অঙ্গস্থিত অখিলবস্তুকে ধারণ করিতেছেন এবং তুষার দ্বারা যেমন শুক্লতা প্রকাশ পায়, সেইরূপ তাঁহা দ্বারাই এই অখিলসৃষ্টি প্রতিভাত হইতেছে। সেই দেব, দেশকাল ও অবয়বাদিবিহীন হইয়াও জল যেমন তরঙ্গাবলী বিস্তার করে, সেইরূপ নিরন্তর অসত্যময় জগজ্জাল বিস্তার করিতেছেন। এই বিশাল শূন্যময় কাননে পঞ্চভূতময় পঞ্চ পল্লবান্বিত জগৎসমূহরূপ জীর্ণ মঞ্জরী সকল বিকাশ পাইতেছে। অতীব বিমলমূর্ত্তি সেই পরমাত্মাই, স্বপ্রতিবিম্ব দর্শনাভিলাষে স্বয়ংই দর্পণরূপ ধারণ করিতেছেন। অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র সেই ব্রহ্মতেই গগনবৃক্ষের কল্পকল্প ব্রহ্মাণ্ডের স্বেচ্ছাকল্পিত ত্রৈলোক্যরূপ অঙ্গে দেদীপ্যমান চন্দ্রসূর্য্যাদি ও চন্দ্রসূর্য্যাদি হইতে উৎপন্ন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয় জীবের দর্শনাদি বিষয়ে চিত্তকে চমৎকৃত করিতেছে। ২০—২৯। সেই পরমাত্মা, অভ্যন্তরবর্ত্তী বাসনাময় প্রপঞ্চ ও বহিঃস্থিত ভুবনরূপে অন্তরে ও বাহিরে দীপ্যমান হইতেছেন। তিনি জাগ্রৎ অবস্থায় নানারূপ ও সুষুপ্তি অবস্থায় অনানারূপ ভাবাভাবময় আকারে নিয়তই প্রকাশমান। জিহ্বা যেমন নিজরূপ মুখবিবরে নিজেই রসাস্বাদন করত নিজেই চমৎকৃত হয়, সেই প্রকার, ব্রহ্মরূপিণী পদার্থশোভা ব্রহ্মেরই ইচ্ছায় ব্রহ্মের জন্যই ব্রহ্মেতেই বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সেই ব্রহ্মরূপ জলের দ্রবতাস্বরূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন। ভূর্লোকাদি সকল উহার আবর্ত্ত এবং রূপরসাদি উহার অঙ্গ, জীবরূপী ব্রহ্মই ঐ রূপাদিকে স্বাদুবিবেচনায় সমাদর করিয়া থাকেন। উজ্জ্বল চন্দ্রসূর্য্যাদির রূপাদি-সৌন্দর্য্য প্রলয়াদিকালে উজ্জ্বলতম ঐ ব্রহ্মতেই উপশমিত হয় এবং জাগ্রৎস্বপ্নাদি অবস্থায় তেজঃস্বরূপ আলোক যেমন তেজ হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন রূপাদিশোভাও ঐ ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ পায়। তুহিনজালমধ্যে শুভ্রতাবৎ চিদ্রূপ ব্রহ্মের দৃশ্যমান অখিল জগৎ প্রতিভাত হইতেছে এবং দৃশ্যমান পদার্থশোভাও চন্দ্র হইতে অংশুমালার ন্যায় তাঁহা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইতেছে। সেই নিরবয়ব ব্রহ্মরূপ রঞ্জনদ্রব্য হইতে এই জগচ্চিত্র যখন উৎপন্ন, তখন বস্তুতঃ ঐ জগতের জন্মমরণাদি বিকার নাই, উহা নিশ্চল ব্রহ্মময় জানিবে। গগনাঙ্গনে ঐ ব্রহ্মরূপ বনতরু হইতে জগজ্জালরূপ গুল্মমালাজড়িত ব্রহ্মময় দৃশ্যশাখা সকল প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ব্রহ্মরূপ অচলপর্ব্বতে নানাত্বরূপ অনন্তকুসুমনিচয়ে পরিশোভিত হ্রাসবৃদ্ধিময়ী দৃশ্যনদী সতত প্রবাহিত হইতেছে। এই ব্যোমাত্মক রঙ্গালয়ে নিয়তিরূপিণী নর্ত্তকী নিয়তই জগতের অভিনয় করত নৃত্য করিতেছে। ঐ নিয়তি নর্ত্তকী, মায়াপ্রপঞ্চময় ব্রহ্ম-রঙ্গালয়ে কালস্বরূপ শিশুকে বারংবার প্রসব করত বারংবার অভিনয় করাইতেছে। জগৎনিচয়ের কোটি কোটি মহাকল্প ও খণ্ডকল্প সকল ঐ বালকের নেত্রের উন্মেষণ ও নিমেষণ স্বরূপ। শত শত প্রতিবিম্বের উদয় হইলেও মুকুর যেমন ইচ্ছাদিবিকারশূন্য থাকে, তদ্রূপ নিরন্তর শত শত জগৎ প্রকাশ পাইলেও ঐ কাল, বিকারশূন্য হইয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত যেমন ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতময় বস্তুর কারণ, সেইরূপ ঐ কালকে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সৃষ্টিসমূহের আদি কারণ জানিও। উহার উন্মেষেই জগৎ সৌন্দর্য্য ও নিমিষেই প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রকৃতরূপে উহার উন্মেষ বা নিমেষ কিছুই নাই, উহা সতত সমভাবে আত্মাতেই অবস্থিত। যে সকল মহামহা ব্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্গত যে সকল পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও জন্মমরণাদি বিবিধ দশা প্রকাশমান হইতেছে, তৎসমস্তই স্পন্দন যেমন একমাত্র বায়ুস্বরূপ, তদ্রূপ সেই অপার চিদাকাশস্বরূপ, বুঝিয়া সতত নিশ্চলভাবে অবস্থিতি কর। ৩০—৪১।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! এই জগতে যত কিছু পদার্থ দেখিতেছ, সমস্তই জলে আবর্ত্তের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া প্রথমে চিত্তকে চমৎকৃত করিয়া পরিণামে বিষম রাগ, দ্বেষ ও নরকাদি অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। তরঙ্গ যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও জলোপরি ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ, অখিল বস্তুই একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও বিভিন্নাকারে প্রতীত হইতেছে। মহাকাশতাই এই অখিল বিশ্বের রূপ, উহা সমুদয় বিভিন্নপ্রকার জ্ঞেয় বস্তুর সারস্বরূপ বুঝিবে, সমাধিরূপ পরম উপশম দ্বারাই উহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। গগনাঙ্গনে বালকগণের চিত্তকল্পিত যক্ষাদি যেমন বালকগণের সম্মুখবর্ত্তী থাকিলেও আমাদিগের

নেত্রে উহা কিছুই নয়, তদ্রূপ এই বিশ্বও তত্ত্বদৃষ্টিতে কিছুই নহে, কেবল শিশু ও শিশুবৎ অজ্ঞলোকের চিত্তেই উহা সত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আকাশ ও পুত্তলিকা চৈত্রের ন্যায় বস্তুতঃ এই বিশ্বের রূপ বা মননাদি কিছুই নাই, অজ্ঞদৃষ্টিতেই উহার যেমন রূপ-মননাদি প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই বিশ্বেরও জানিবে; সুতরাং কলে এই বিশ্বের আবার বিশ্বতা কি? চিন্ময় ব্রহ্মভিন্ন রূপাদির সার আর কিছুই লভ্য হয় না, সুতরাং উহাতে বিশ্বতা আর কি আছে। অপর ব্যোমবৎ বিশ্বতা অলীক পদার্থমাত্র; জগদ্‌বোদ্ধা পুরুষের বোদ্ধৃত্বই জগদ্‌ভ্রান্তি এবং জগদ্‌বিষয়ে অনুদ্‌বোধই অভ্রান্তি, সুতরাং স্মৃতি ও অস্মৃতিবৎ উক্ত বোদ্ধৃত্ব ও অবোদ্ধৃত্বও তোমার আয়ত্ত। সেই বিশ্বব্যাপক চিদাকাশময় ব্রহ্ম মহাকাশ-স্বরূপ বলিয়া কখনই কোন প্রকার স্বভাবের ব্যত্যয় সম্ভব নহে। জ্ঞানদৃষ্টিতে বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিলেও যখন এই ব্রহ্মময় বিশ্বের স্বভাবের বিকার লক্ষিত হয় না, তখন কি প্রকারে তাহা ঘটিবে? তুমি আমি সমস্তই সেই চিদাকাশ, তাঁহাতে বিকারাদি কিছুই নাই, এজন্য আমি ত কুত্রাপি ব্রহ্মব্যতিরিক্ত দেখিতে পাই না। সমস্তই নিশ্চল নির্ম্মল পরম কল্যাণময় একমাত্র ব্রহ্ম, শিলাময়জাত কাননের ন্যায় আমিও কোথাও ত্বমহমাদি ভ্রান্তি দেখিতে পাই না। মদীয় বাক্যাবলীকেও তুমি সেই চিদাকাশরূপ শূন্যত্ব জানিবে। কারণ, ইহা মদীয় চিদাকাশময় আত্মাতেও স্বয়ং অবস্থিত আছে। ১—১১। পাষাণময় বা চিত্রিত পুরুষের ন্যায় ইচ্ছাদি বিহীন হইয়া যে অবস্থান, মনীষিগণ উহাকেই নিত্য পরমপদ বলিয়া থাকেন। যিনি, ইচ্ছাদিশূন্য হইয়া অব্যাকুলচিত্তে কাষ্ঠময় মানবের ন্যায় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত প্রশান্তচিত্ত ও মৌনী। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জীবিত থাকিলেও তাঁহার জীবন, বেণুদণ্ডের ন্যায় অন্তর ও বাহিরে শূন্যময়, তাহাতে কোনপ্রকার রস বা বাসনা নাই, তিনি, অখিল জগৎকেই উক্ত বেণুদণ্ডবৎ অন্তর্ব্বহিঃশূন্যময় ও বিরস বলিয়া বিবেচনা করেন। যাঁহার হৃদয়ে দৃশ্য বা অদৃশ্য কিছুই প্রীতিজনক নহে, তাঁহার বাহিরে ও অন্তরে চিৎশান্তি বিরাজমান; তিনি সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ। হে রাম! তুমি, যাহাতে প্রারব্ধশেষমাত্র ক্ষয় হয়, এবংবিধ বক্তব্যাতিরিক্ত বাক্যব্যবহার পরিহার পূর্ব্বক দেহাদিতে অহংমমতাদি সম্বন্ধরহিত হইয়া মধুর স্বরে বংশীবৎ বাসনাশূন্য হৃদয়ে বক্তব্যবিষয়ে বাক্যাবলী উচ্চারণ করিবে। বেশ্ম দির কুটাগারবৎ বাসনা, ইচ্ছা ও মননাদি বিহীন হইয়া অমূঢ়ভাবে উপস্থিত স্পর্শনীয় বিষয় স্পর্শ করিবে। দর্ব্বীবৎ ভয়, অনুরাগ ও অভিলাষাদি শূন্যহৃদয়ে আস্বাদনীয় ষড়্‌রস আস্বাদন করিবে। চিত্রিত নেত্রবৎ বাসনা, অনুরাগ, মান ও গর্ব্বাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক উপস্থিত দৃশ্যবস্তু সকল পুনঃপুনঃ দর্শন করিবে, এবং উল্লিখিত প্রকার বাসনাদিবিহীন হইয়া বনবায়ুর ন্যায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়লভ্য গন্ধ-পুষ্পাদির গন্ধ আঘ্রাণ করিবে। ১১—২২। রাম! উক্ত প্রকারে অন্যুক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষয়েও পূর্ব্ববৎ তুচ্ছতা বোধ করত যদি বিষয়ভোগ-রোগের চিকিৎসা না করিতে পার, তাহা হইলে শান্তিলাভের আর কথাই হইতে পারে না। যে ব্যক্তির বিষয়ভোগবিষ আস্বাদন করিয়া দিন দিন তাহাতে অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, সে নিজ দেহে প্রজ্বলিত অনলে অজস্র তৃণগুচ্ছ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বেদবিদ্‌গণ ইচ্ছাত্যাগকেই শান্তির প্রধান উপায় বলেন। বস্তুতঃ মন, ইচ্ছাশূন্য হইলে যেরূপ শান্তিলাভ করে, শত শত উপদেশেও তাদৃশ শান্তির সম্ভব নাই। ইচ্ছার উদয় যেমন দুঃখের কারণ, ইচ্ছার শান্তি সেইরূপ সুখকর। ইচ্ছোদয়ে যেরূপ দুঃখ অনুভূত হয়, নরকেও সেরূপ নহে এবং ইচ্ছার শান্তিতে যে সুখ হয়, ব্রহ্মলোকেও সেরূপ সুখ অনুভূত হয় না। জ্ঞানিগণ ইচ্ছামাত্রকেই চিত্ত এবং ইচ্ছার শান্তিকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। কি শাস্ত্রনিচয়, কি তপস্যা, কি নিয়ম, কি যম, এতৎ সমস্তই ইচ্ছার শান্তিবিধানপূর্ব্বক মোক্ষফল প্রসব করিয়া থাকে। প্রাণীদিগের যাবৎ পরিমাণে ইচ্ছা উদিত হয়, তাবৎ পরিমিত দুঃখরূপ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে এবং ঐ ইচ্ছা বিবেকবলে যে পরিমাণে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, দুঃখ-চিন্তারূপ বিসূচিকাও তৎপরিমাণে উপশমিত হইয়া থাকে। আর বিষয়ানুরাগবশতঃ লোকের ইচ্ছা যে পরিমাণে ঘনতা প্রাপ্ত হয়, দুঃখ-চিন্তাময় বিষয়-তরঙ্গমালাও তাবৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ২১—২৮। স্বীয় যত্নরূপ ঔষধ দ্বারা যদি ইচ্ছারোগের চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে এই রোগের আর কোন যে উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে, তাহা বিবেচনা হয় না। যদি সম্যক্‌রূপে ইচ্ছার শান্তিতে কেহ যত্ন করিতে না পারে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়াও তাহার শান্তিবিধানে যত্নশীল হইবে। কারণ একবার সৎপথে পদার্পণ করিলে আর তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ইচ্ছারোগের উপশম বিষয়ে যত্নবান্ না হয়, সে নিতান্ত নরাধম, সে দিন দিন স্বীয় আত্মাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। একমাত্র ইচ্ছাই অশেষ-দুঃখফলশালিনী সংসারলতার বীজ, অতএব জ্ঞানানলে তাহাকে সম্যক্‌রূপে দগ্ধ করিতে পারিলেই সে আর অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ইচ্ছামাত্রকেই সংসার এবং ইচ্ছার অভাবকেই নির্ব্বাণ জানিবে। এজন্য, যাহাতে ইচ্ছা উৎপন্ন না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন কর, বৃথা-ভ্রান্তিপূর্ণ যত্নান্তরের প্রয়োজন কি? যদি ইহাতে সন্দিহান হও, তবে শাস্ত্রোপদেশ ও শাস্ত্রোপদেষ্টাদিগকে কি বৃথা জ্ঞান করিতেছ? যদি নিতান্তই ইচ্ছাদমনে অসমর্থতা বিবেচনা কর, তবে কি জন্য চিত্তসমাধি অবলম্বন না করিতেছ? সমাধি অবলম্বন করিতে পারিলেই আর ইচ্ছার অনুসন্ধান পাইবে না। বিবেকবলে যাঁহার ইচ্ছাদমনে সামর্থ্য না হয়, তাঁহার পক্ষে কি গুরূপদেশ, কি শাস্ত্রাদি সমস্তই নিরর্থক ব্যাঘ্রাদি-হিংস্রজন্তুপূর্ণ জঙ্গলে হরিণীর জন্ম যেমন মৃত্যুর নিমিত্ত হয়, সেইরূপ, ইচ্ছা বিষবিকারময় অনন্ত দুঃখের আকর সংসারে মানবগণের উৎপত্তিও কেবল মরণের জন্য জানিবে। ২৯—৩৮। ইচ্ছা যদি মানবকে বালকবৎ চপল করিয়া না তুলে, তবেই আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ যত্ন হইয়া থাকে। নতুবা কিছুতেই হয় না। অতএব ইচ্ছাকেই উপশমিত করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই আত্মজ্ঞান লব্ধ হইবে। নিশ্চয় জানিও, ইচ্ছাশূন্যতাই নির্ব্বাণ ও ইচ্ছাধীনতাই বন্ধন, এজন্য, যথাশক্তি ইচ্ছাকে জয় করিতে চেষ্টা করিবে, ইহাতে আর দুষ্করতা কি আছে। ইচ্ছাকেই জন্মমৃত্যু-জরাদিরূপ করঞ্জ ও খদিরাবলির বীজ জানিও, অতএব অন্তরে শমরূপ অনলে সর্ব্বদা সেই ইচ্ছাবীজকে দগ্ধ করিবে। যে যে উপায় হইতে ইচ্ছার বিলোপ হয়, সেই সেই উপায় হইতেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এজন্য যাহাতে বিবেক-বৈরাগ্যাদি উপায় লাভ করা যায়, এইরূপ উপায়ে যথাসাধ্য হৃদয়োত্থিত ইচ্ছাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পাইবে। আর, যে যে উপায়েই ইচ্ছার উৎপত্তি, সেই সেই উপায়েই

সংসারবন্ধনের পাশ উদ্ভূত হয়, ঐ পাপপুণ্যময় বন্ধনপাশই অশেষবিধ দুঃখপ্রদ। যিনি সাধু, তাঁহার ক্ষণকালও যদি ইচ্ছার বিনাশসাধন ভিন্ন বৃথা অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে দস্যুগণ-কর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারও আর্ত্তনাদ করা কর্ত্তব্য। সাধু পুরুষের অন্তরে যে পরিমাণে ইচ্ছা উপশম প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণেই তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিবেকবিহীন আত্মার যে ইচ্ছা-পূরণ, উহাই সংসার বিষবৃক্ষের জলসিঞ্চনস্বরূপ জানিবে। হৃদয়বৃক্ষজাত তীক্ষ্ণাগ্র ভীষণ অগ্নিশিখা, স্বীয় আশ্রয়ভূত হৃদয়ে পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান-জনিত শক্রভাবশতই যেন জীবপশুকে পাতিত করিয়া তদীয় সুখ-দুঃখরূপ কুবীজের কোষ দগ্ধ করিয়া থাকে। ৩১—৪৫।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি ইচ্ছারূপ বিষবিকারের শান্তির নিমিত্ত পুনরায় ভ্রমবিয়োগকর পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযোগের বিষয় শ্রবণ কর। রাঘব! যদি আত্মভিন্ন কোন পদার্থ থাকে, তবে তুমি তাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে আর আত্মভিন্ন কি ইচ্ছা করিবে? চিন্ময় ব্রহ্মের ভাগ বা অবয়ব কিছুই নাই, তিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম ও শূন্যতর। আমি ও অখিল জগৎ তাঁহারই প্রতিভাসমাত্র, সুতরাং তোমার ইচ্ছা করিবার বিষয় কি আছে? সেই ব্যোমরূপ ব্রহ্মই জ্ঞাতা, জ্ঞেয়ও নিখিলজগৎরূপে প্রকাশমান হইতেছেন; এজন্য কি জ্ঞাতা, কি জ্ঞেয় কি জগৎ, সমস্তই সেই ব্যোমব্রহ্মময়, সুতরাং ইচ্ছার বিষয় আর কি হইতে পারে? কে বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং গ্রাহকই বা কে? সুতরাং তাহাদিগের আবার সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব, এজন্য অন্যবাদি শান্তচিত্তের আর সে সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, এবং যাহাদিগের তাদৃশ জ্ঞান আছে, তাদৃশ জনগণেরও অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। গ্রাহ্যগ্রাহক-সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে উহাতে দেখিতে পাই না, বস্তুতঃ অলীক কৃষ্ণবর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় অসত্য সেই সম্বন্ধের কিরূপে উপলব্ধি হইবে? ফল কথা, অজ্ঞানই গ্রাহকাদির সত্তা, অজ্ঞদৃষ্টিতেই উহার সত্যতা প্রতীত হয়, এজন্য, জ্ঞানোদয় হইলে গ্রাহ্যগ্রাহকাদি যে কোথায় অন্তর্হিত হয়, তাহার অনুসন্ধান থাকে না। তত্ত্বদৃষ্টির স্বভাবই ঈদৃশ যে, তাহার উদয়ে অসত্য অহংতা আত্মাতেই বিলীন হইয়া থাকে এবং সেই অহংজ্ঞানের বিলোপেই অখিল দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, উহাই নির্ব্বাণ ঐরূপ শান্তিময় নির্ব্বাণে দৃশ্যাদি জ্ঞান নাই এবং যেখানে দৃশ্যাদি জ্ঞান, সেখানে শান্তি নাই। ছায়া ও আতপের ন্যায় একদা দৃশ্যাদি ও শান্তির অনুভব হয় না। যদি এককালে উভয়েরই অনুভব হয়, তাহা হইলে উভয়ে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ, তখন নিশ্চয় ঐ উভয়ই অসত্য এবং অসত্য হইলে উহাতে শান্তির সম্ভাবনা কি? আর নির্ব্বাণ যে সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত, জরা মরণাদি ক্লেশশূন্য পরমশান্তিময়, তাহা জ্ঞানি মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। দৃশ্যাদি অখিল বস্তুই ভ্রান্তিময় অসত্য, উহা কখন সুখপ্রদ নহে, এজন্য তদ্ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বাণপদে অধিরূঢ় হও। জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে উহার সত্তা যখন উপলব্ধি হয়, তখন সত্য সত্যই উহা ভ্রান্তি-জনিত শুক্তিকা-রৌপ্যবৎ অলীক জানিবে, বস্তুতঃ দৃশ্যাদি মধ্যে এমত কোন বস্তু নাই, যাহা প্রকৃত-পুরুষার্থ সম্পাদন করিতে পারে; অতএব উহাতে আর কৌতুক কি আছে? ঐ দৃশ্যাদিকে সৎপদার্থ বোধ করিলেই দারুণ দুঃখ ও অসৎবোধেই পরম সুখ। উপদেশাদি-জনিত উহাদের অসত্তাবোধ প্রথমে মনন ও পরে নিদিধ্যাসন বশতঃ ক্রমে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে অধম শ্রোতৃবৃন্দ! তোমরা সর্ব্বপ্রকার বিকারশূন্য সেই পরমবস্তু, শাস্ত্রোপদেশাদি দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রকাশমান হওয়াতেও কি জন্য অদর্শন প্রাপ্ত হইতেছে? তোমরা কি আত্মার বৃথা বন্ধন নিমিত্তই দৃশ্য কৌতুক পরিহার করিতেছ না? কার্য্যকারণভাবাদি সমস্তই যখন একমাত্র ব্রহ্ম, তখন জ্ঞানমাত্রাত্মক এই বিশ্বব্যাপক দৃশ্যসমূহে যে একমাত্র ব্রহ্মরূপতা বিরাজমান, তাহাতে আর সংশয় কি? অতএব ব্যোমরূপ সর্ব্বময় অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, পূর্ণরূপে বিরাজ বুঝিয়াও যাহারা কার্য্যকারণভাব লইয়া ব্রহ্ম-নিরূপণার্থ উপায় অন্বেষণ করে, তাদৃশ পশুতুল্য শিষ্যগণে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। আমি এ বিষয়ে কার্য্য-কারণতাদিবোধক বাক্যেরই ব্যবহারক্রম বুঝি না। যদি একান্তই হেতু নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে জানিও যে, বায়ুর স্পন্দনে, সলিলের দ্রবত্বে এবং আকাশের শূন্যত্বে যে হেতু, চিদাত্মার দৃশ্যাদিরূপত্বে সেই হেতু,—অর্থাৎ অবিদ্যাবশেই জগতের উৎপত্তি জানিও। যখন কার্য্য-কারণতাদি সমস্তই সেই ব্রহ্ম, তখন ব্রহ্মে যে সৃষ্টির কারণতা-নির্দ্দেশ, উহা স্বীয় বিলজ্জতা মাত্র। এই অখিল জগৎই সেই শান্ত শিবময়, ইহাতে সুখ-দুঃখ কিছুই নাই, ইহা সেই চিন্ময়ের চিন্মাত্র ভিন্ন কিছুই নহে, সুতরাং ইহাতে আবার কিরূপে ইচ্ছার উদয় হইবে? মৃদ্ধসজ্জায় সজ্জিত মৃন্ময় পুত্তলিকাতে যেমন মৃন্ময়তা ভিন্ন কিছুই নাই, তদ্রূপ অখিল দৃশ্য জগৎ ও অহংতাদিতে ব্রহ্মেতর কোন সত্তাই অবস্থিত নহে। ১—২০। রাম কহিলেন, মুনীশ্বর! এমন যদি হয় তবে কোন বিষয়ে ইচ্ছার উদয় হউক আর নাই বা হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহাও সেই ব্রহ্মই, তবে ইচ্ছাসম্বন্ধে বিধি বা নিষেধের প্রয়োজন কি? রামের ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সত্যই কহিয়াছ, যথার্থ বিধি-নিষেধের প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহাও জানিও যে, প্রবোধোদয় হইলেই ইচ্ছা ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়, তখন আর উহা অন্য বস্তু বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং তৎপূর্ব্বে যে উহা অনর্থকর হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যেরূপে মানবকে প্রবোধযুক্ত বলিয়া জানা যায়, সেই লক্ষণ যে কিরূপ, আমি তদ্বিষয়ে সত্য বলিতেছি শ্রবণ কর। সূর্য্যোদয়ে যামিনীর ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই ইচ্ছা কল্পনা হইতেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানোদয়ে ইচ্ছাদি একবার বিলীন হইলে আর তাদৃশরূপে প্রকাশ পায় না। তৎকালে দ্বৈতবোধ ও বাসনা যখন বিলুপ্ত হয়, তখন কিরূপে আর ইচ্ছার উদয় হইবে? ২১—২৫। নিখিল দৃশ্যবস্তুতেই নীরসতা জ্ঞানে যাহার কিছুতেই কোন বিষয়ে ইচ্ছার উদয় হয় না, তাহারই অবিদ্যা উপশমিত হইয়া যায় এবং নির্ম্মল মুক্ততা উদিত হইয়া থাকে। তৎকালে তাহার দৃশ্যবস্তুতে বিরাগ বা অনুরাগ কিছুই থাকে না, কেবল স্বভাবতই তাহার দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদি শোভা ভাল লাগে না। তাদৃশ জীবমুক্ত পুরুষের কদাচিৎ যদি পর_

প্রেরণায় কোন বিষয়ে কাকতালীয়বৎ ইচ্ছার উদয় হয় বা অনিচ্ছা হয়, তথাপি তাহার সেই ইচ্ছা ও অনিচ্ছা যে একমাত্র ব্রহ্মময়, তাহাতে আর সংশয় নাই। ফলে জ্ঞানি-ব্যক্তির অভিনব ভোগ্যবিষয়ক ইচ্ছা ত জন্মায়ই না, আর যদি পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ কদাচিৎ কিঞ্চিৎ জন্মায়, তথাপি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। জীবের একবার যদি বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছা একেবারেই বিলীন হইয়া যায়, কারণ, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান ও ইচ্ছার কিছুতে একত্র অবস্থিতি হয় না। ২৬—৩০। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কখন বিধি-নিষেধের অধীন নহেন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণভাবে প্রশমিত তিনি কোন বিষয়েরই অন্বেষণ করেন না, সুতরাং কে আর কি জন্য তাঁহাকে কোন বিষয় পালন করিতে কহিবেন? ইচ্ছার আত্যন্তিক অভাব ও অভয়দান দ্বারা জীবগণের সন্তোষ-সাধনই তত্ত্বজ্ঞানের চিহ্ন, অথবা তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া যে সকলের অনুভব হয়, সেই অনুভবই চিহ্ন। যৎকালে বিরসবোধে দৃশ্যবস্তু কদাপি রুচিজনক না হয়, তৎকালেই ইচ্ছা আর প্রকৃত হইতে পারে না, তখনই জীবন্মুক্ততা উদিত হইয়া থাকে। যিনি, বোধোদয় হেতু দ্বৈত বা ঐক্যজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া শান্তভাবে অবস্থিতি করেন, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাদি সর্ব্বপ্রকার মানসিক ভাবই তাঁহার ব্রহ্মময়। দ্বৈত বা অদ্বৈতবোধ এবং ঐক্য বা অনৈক্য জ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় যিনি কোন বিষয়েই ব্যগ্র না হইয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে নিশ্চলভাবে আত্মাতেই অবস্থিত, তিনি এই সংসারে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এবং কোন প্রাণী হইতেই তাঁহার কোন প্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধির আবশ্যক থাকে না। ৩১—৩৬। কি ইচ্ছা, কি অনিচ্ছা, কি সৎ, কি অসৎ, কি আপনি, কি অন্য ব্যক্তি, কি জীবনধারণ, কি মরণ, সকলই তাঁহার পক্ষে সমান, কিছুতেই তাঁহার লাভালাভ নাই। তাদৃশ জীবন্মুক্ত জ্ঞানী পুরুষের কিছুতেই ইচ্ছার উদয় নাই, যদিও কদাচিৎ হয়, তবে সেই ইচ্ছাও সত্য-সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে। যিনি, "সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই, অখিল জগৎই সেই শান্ত অজ শিবময়" অন্তরে ঈদৃশ জ্ঞান করত শিলাবৎ নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করেন, বুধগণ, তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জগৎতত্ত্ব নিশ্চয় করত যিনি বিষকে অমৃতের ন্যায় দুঃখকেই সুখ বলিয়া ভাবনা করিতে পারেন, সেই ধীরপ্রকৃতি মানবই তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। ৩৭—৪০। ব্রহ্মে যে জগৎ অবস্থিত, উহা ব্রহ্মেই ব্রহ্ম, আকাশেই আকাশ, সতেই সৎ ও শূন্যেই শূন্য অবস্থিত জানিবে। যিনি জ্ঞানাকাশময় হইয়াও বিষয়জ্ঞানবিহীন, যিনি সতত সমভাবাপন্ন, নিশ্চল, পরমকল্যাণময়, সৌম্য ও বিশ্বব্যাপী, বস্তুতঃ যাঁহাতে বিশ্বাদি কিছুই নাই, তাদৃশ একমাত্র ব্রহ্মই যখন অবস্থিত, তখন বিনশ্বর অহংজ্ঞান যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহাতে আর সংশয় কি? যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎ অবলোকন করিতেছ, তৎসমস্তই অজ্ঞের চিত্তকল্পিত নগরবৎ নিতান্ত অলীক, উহা সেই নিশ্চল চিদাকাশমাত্র। অপরের চিন্তাসম্ভূত নগরমধ্যে তুমি যেমন নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে পার, কেহ তোমাকে বাধা দেয় না, তদ্রূপ স্বদীয় অন্তরে স্থিত ভ্রান্তিময় এই জগতেও বস্তুতঃ কেহ কাহারও কোন কার্য্যে বাধা দিবার নাই। তৃষ্ণার্ত্ত শ্রান্ত দ্রষ্টার দর্শনেন্দ্রিয় যেমন শূন্যময়প্রদেশে স্বচ্ছই মরীচিকা-জলতরঙ্গবৎ সাগররূপে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ শূন্যতর আত্মাতে স্বীয় অন্তঃকরণই সাগর, আকাশ, পৃথিবী, নদী ও শৈলাদিরূপে শোভমান হইয়া থাকে। ৪১—৪৫। স্বপ্ননির্ম্মিত নগর ও বালকদৃষ্ট বেতালাদিবৎ নিতান্ত অলীক দৃশ্য জগতে অসত্যতা ভিন্ন আর আছে কি? অহং পদার্থ অসত্য হইয়াও ভ্রান্তিবশে সত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ কেহ ভ্রান্তিমান্ না থাকিলেও ভ্রান্তি প্রস্ফুরিত হইতেছে এবং ঐ ভ্রান্তিও নিতান্ত অসত্য জানিবে। এই ভ্রান্তি সৎও নহে, অসৎও নহে এবং সদসৎও নহে; গন্ধর্ব্ব-নগরাদি আকার দ্বারা অবস্ফুভিত আকাশের ন্যায় ইহা বচনাতীত অতীন্দ্রিয় এক অদ্ভুতরূপে প্রকাশমান জানিবে। এই জগতে বিষয়জ্ঞান-বিহীন তত্ত্বপুরুষের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা যদিও সমান, তথাপি আমার বিবেচনায় ইচ্ছার অনুদয়ই মঙ্গলকর। বায়ুর স্পন্দনের যেমন কারণ নাই, তদ্রূপ বিনা কারণেই চিদাকাশে চিদাকাশময় আত্মার 'অহং' ইত্যাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ চিদাকাশময় আত্মার যে চেত্যবস্তুতে উন্মুখতা, উহারই নাম চিত্ত, উহারই নাম সংসার এবং উহারই নাম ইচ্ছা। আর উহাতে যে বিমুখতা, তাহাতেই মুক্তি জানিবে। এইরূপ যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ কর। এই জগতে যখন আত্মভিন্ন অপর কিছুই নাই, তখন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, সৃষ্টি বা প্রলয় যাহাই হউক, কিছুতেই কাহারও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তত্ত্বজ্ঞরূপ চিদাকাশে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সৎ-অসৎ, ভাব-অভাব, এবং সুখ-অসুখ ইত্যাদি কোন প্রকার কল্পনারই সম্ভব নাই। ৪৬—৫৩। বিবেক শান্তিতে চিত্তের তৃপ্তিসাধন হওয়ায় যাহার ইচ্ছা দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, মনীষিগণ তাহাকেই মোক্ষভাগী বলেন। ইচ্ছারূপ ক্ষুরধার দ্বারা নির্ভিন্ন হৃদয়েই শোকাদি শূলবেদনা প্রাদুর্ভূত হয়, কোন মণি-মন্ত্রৌষধাদিই ঐ বেদনা নিবারণে সক্ষম হয় না। বিধাতা, প্রাণিগণের দুঃখ-নিবারণার্থ যত কিছু মন্ত্রৌষধাদি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, আমি পূর্ব্বে বহুবার যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যাহার হৃদয়ে মিথ্যা ভ্রান্তি প্রবল, তাহার পক্ষে কোনটীই কার্য্যকারী নহে। ফল কথা যদি ভ্রান্তিময় অসত্যবস্তু দ্বারা সংসার-দুঃখরোগের চিকিৎসা ব্যবহার করিতে পারি, তবে কল্পনাবলে মুখব্যাদনপূর্ব্বক কেন অপরের চিত্তকল্পিত পর্ব্বতকে কবলিত করিতে না পারিব। ৪৬—৫৭। তত্ত্ববোধ উদিত হইবামাত্র যাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, ঈদৃশ ভ্রান্তিমূলক অসত্য উপায়ে যদি অপরের দুঃখাদি বিনষ্ট করা যায়, তাহা হইলে কেনই বা না শশশৃঙ্গ দ্বারা গগনতল আচ্ছাদিত করা যাইবে? একমাত্র চিদাকাশই অহংভাব বশতঃ জড়তাময়নিবন্ধন ক্ষণকালমধ্যে জলের শিলাকারতা প্রাপ্তির ন্যায় মনন জন্য দেহাদি আকারতা অধিগত হইয়া থাকে। জীব, স্বীয় চিদ্রূপতা হেতুই স্বপ্নে স্বীয় মরণবৎ অসত্য এই দেহিতা অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু চিৎশক্তি সততই অক্ষত জানিবে। আকাশে নীলিমা যেমন বস্তুতঃ কোন বস্তু নহে বলিয়া প্রকৃতরূপে অসত্য হইলেও ভ্রান্তিজ্ঞানে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরেও এই বিশ্ব সৃষ্টি না অসৎ, না সৎরূপ বুঝিবে। শূন্যত্ব ও আকাশের এবং স্পন্দন ও বায়ুর ন্যায় সৃষ্টবস্তু ও ব্রহ্মেরও কিছুমাত্র ভেদ নাই, উভয়ই এক বস্তু, এই সংসারে জগদাদি কিছুই উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না, নিদ্রাগত ব্যক্তির স্বপ্নবৎ কেবল উহা

প্রতিভাসমাত্র। পৃথিব্যাদি সমস্তই যখন ব্রহ্মের প্রতিভাসমাত্র, তখন বস্তুতঃ উহা অবিদ্যমান, এজন্য চিদাকাশময় সৃষ্টবস্তুর আদান-প্রদানে আবার অভিনিবেশ কি? দেহ ও ভূম্যাদি আদান-প্রদানের কারণ কিছুই নাই, উহা ব্রহ্মের প্রতিভাস-মাত্র। আপনাতে ও অখিলবস্তুতে কেবল এক ব্রহ্মচিত্তেরই সত্তা জানিবে। বুদ্ধ্যাদি ও বুদ্ধ্যাদিপ্রতিভাসক ব্রহ্মচৈতন্যের ভেদাভেদের অসত্ত্ববশতঃ ইনি ইহা করিতেছেন, এরূপ ব্যবহারের কারণতাও অসৎ, কেবল একমাত্র পরম বস্তুই যে সৎ, তাহাই সম্ভবপর। স্বপ্নাবস্থায় ক্ষণকালমধ্যে যেমন অদীর্ঘ-কালস্থায়ী জন্মমরণাদি অনুভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেতেই কল্প ও কল্পকার্য্যাদি সকল কোন হেতু ও ক্রমব্যতীত প্রকাশ পাইতেছে। ৫৮—৬৭। চিদাকাশ যখন আপনিই আপনাতে জগৎ অনুভব করেন, তখন পৃথিবী, শৈল, লোক ও স্পন্দনাদি সমস্তই সেই চিদাকাশমাত্র ব্যোমময় ভিত্তিতে চিন্ময়রঞ্জন দ্রব্যে চিত্রিত জগচ্চিত্র বিরাজমান, এজন্য বস্তুতে জগৎ উৎপন্ন, বিনষ্ট, উপশমিত বা ক্লিষ্ট কিছুই হয় না। ফলে, জগদ্রূপ উত্তাল তরঙ্গমালায় সমাকুল দ্রবময় চিৎসলিলে কবে কিরূপে কোন্ বস্তু উদিত বা বিনষ্ট হইবে? পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃশ্যাদি বস্তুরই যখন অসম্ভব, তখন জগৎ যে শূন্যময় অলীকবস্তু, উহার যে অস্তিত্ব নাই, ইহা নিঃসন্দেহ, সুতরাং সেই জগৎশূন্যতাময় মহা চিদাকাশেরই বা জগৎরূপে কি প্রকারে উদয় বা অস্ত সম্ভবিতে পারে? ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়ে বিচিত্র বাসনানুযায়ী সঙ্কল্পবশতঃ কখন পর্ব্বতশ্রেণীও গগনবৎ এবং গগনও পর্ব্বতবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। এই জন্যই যোগিগণ সংবিৎরূপ সিদ্ধৌষধচূর্ণের বলে নিমেষার্দ্ধ মধ্যেই জগৎকে আকাশ ও আকাশকে ত্রিজগৎ-রূপে পরিণত করিতে পারেন। ৬৮—৭১। মহাকাশমধ্যে যেমন সিদ্ধগণের সঙ্কল্পজনিত অসংখ্য নগর প্রকাশ পায়, সেইরূপ ব্রহ্মেতে সহস্র সহস্র জগৎ প্রকাশমান হইতেছে, কিন্তু সমস্তই সেই চিদাকাশমাত্র জানিবে। মহাসাগরে আবর্ত্ত সকল যেমন পরস্পর মিশ্রিত হইলেও পৃথক্‌রূপে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহারা জল ভিন্ন যেমন কিছুই নহে, তদ্রূপ সেই মহাচিন্ময় ব্রহ্মেই মহাসর্গ সকল পরস্পর মিলিত একবস্তু হইয়াও বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে, কিন্তু জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ করিলেই জানা যায়, উহারা সেই চিদাকাশ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন সিদ্ধ যোগিগণ যেরূপে যোগবলে একলোক হইতে দূরবর্ত্তী লোকান্তরে গমন করেন, সেইরূপেই লোকান্তর দর্শন হইয়া থাকে। আকাশে যেমন শূন্যময় বিবিধ বস্তু দেখা যায়, তদ্রূপ সেই অবিনাশী পরম-ব্রহ্মেই জগৎ ও ভূতনিচয় অবস্থিত। চিদাকাশের জগদ্ভ্রান্তি সহজ নিজ আমোদস্বরূপ সুতরাং উহারা স্ফটিকমণির অভ্যন্তরে প্রতীয়মান রেখাবৎ অলীক জানিবে, এজন্য জগৎ বা ভূতনিচয় উদিতও হয় না এবং বিলীনও হয় না। পুষ্পামোদ যেমন পরস্পর মিলিত থাকিলেও অমিলিতবৎ, সেই প্রকার ব্যোমময় জগৎনিচয়ের পরস্পর মিলনসত্ত্বেও সিদ্ধভূমির ন্যায় যেন অমিলিত বলিয়া প্রতীতি হয়। অখিল জগৎই সঙ্কল্পাকাশময়, এজন্য যে যে ভাবে অনুভব করে, জগৎ সেইরূপেই অবস্থিতি করিয়া থাকে, এ নিমিত্ত যে সকল যোগিগণের সংকল্প ও মোহ ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা যে জগৎকে সুষুপ্তসম বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহাদিগের সেই কথাই সত্য। কিন্তু হে শ্রোতৃবৃন্দ! বস্তুতঃ বিজ্ঞানমাত্র পরমার্থবাদ ও দুঃখপ্রদদৃষ্ট দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থবাদও সত্য নহে, ঐরূপ অনুভব কেবল তোমাদিগের নিজ নিজ সঙ্কল্পানুসারেই ফলিত হইয়া থাকে। স্বকীয় অন্তরে চিদ্‌ব্রহ্মের যে প্রকাশনশক্তি, তাহাই জগৎ-রূপে প্রকাশমান, এজন্য জল ও জলের তরলতার ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র বিভেদ দেখি না। রাম! কাল, ব্রহ্মাণ্ড, চতুর্দ্দশ-ভুবন, আমি, তুমি, ইন্দ্রিয়নিচয়, শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য ও ভোগ্যবস্তুর উপভোগ, ইত্যাদি সমস্তই সেই অজ অব্যয় ঈশ্বর চিদাকাশময়, সুতরাং বিষয়ানুরাগাদি কিছুই নহে, কিরূপে ঐ রাগাদি সম্ভবপর হইতে পারে। ৭৪—৮৪।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ঐন্দ্রজালিক মায়াঞ্জনসিক্ত চক্ষু যেমন আকাশে মহাশৈল ও তদন্তর্গত গহ্বরাদি সন্দর্শন করে, তদ্রূপ চিৎব্রহ্মই অলীক স্বীয় ভ্রান্তি দ্বারা বিবোধিত হইয়া জগৎ দর্শন করিয়া থাকে। ভ্রান্তিকল্পিত এই বাহ্যব্রহ্মজগৎ ও চিত্তবৃত্তি অনুসারে চিত্রিত জগৎ, এই উভয়ই বস্তুতঃ পরমার্থস্বরূপ ও অক্ষুব্ধ, এজন্য উভয়ই সমান জানিবে। ভিত্তিপটে অঙ্কিত চিত্রময় জগৎ যেমন বস্তুতঃ ভিত্তি হইতে অভিন্ন হইলেও ভ্রান্তিময় অনুভবে ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়, তদ্রূপ এই বাহ্য জগৎও বস্তুতঃ জ্ঞানরূপত হেতু জ্ঞান হইতে অভিন্ন হইলেও ভ্রান্তিময়-অনুভববশতই জ্ঞানবহির্ভূত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ জ্ঞান যখন সত্যরূপ, তখন জগতের জ্ঞান-বহির্ভূতরূপতাও যে জ্ঞানময়তাহেতু সত্য, তাহা জানিবে। সকলই যখন জ্ঞানরূপ এবং কখনই কোন প্রকার অসদ্‌বস্তুর সত্তা উপলব্ধি হয় না, তখন আমাদিগের মতের সহিত বিজ্ঞান-বাদ ও বাহ্যার্থবাদেরও প্রকৃতপক্ষে ঐক্য আছে, অতএব ভ্রান্তি জ্ঞানে ক্ষুব্ধবৎ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ চিদ্রূপে অক্ষুব্ধ শান্তিময় আকাশ, অনল, তেজঃ, সলিল ও ক্ষিতিরূপে শোভমান শূন্যময় একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছে। সত্য-সনাতন সেই ব্রহ্মই সর্ব্বময়, এজন্য যাহা কিছু দেখিতেছ, সৎসমস্তই তিনি, তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তাহা হইতেই সমস্ত, অতএব সেই সর্ব্বরূপী ব্রহ্মকে নমস্কার। দৃশ্যবস্তু, স্বীয় চিন্ময়তাহেতু যখন দ্রষ্টার (চিত্তের) সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তখনই দৃশ্যবস্তু অঙ্গভূত দ্রষ্টৃচিৎ দৃশ্যবস্তুকে অনুভব করিয়া থাকে। দৃশ্য যদি চিন্ময় না হইত, তাহা হইলে চিৎ, কখন তাহার পরিজ্ঞানে সমর্থ হইত না, কারণ, চিৎও জড়ের একত্র সমাবেশ কদাচ সম্ভবপর নহে। যৎকালে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন চিন্মাত্র রূপময়, তৎকালেই অখিল জগতের অনুভব পরমার্থরূপে ফলিত হইয়া থাকে। আর যদি বস্তুতঃ চিদাত্মক দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভ্রান্তিবশে এক না হয়, উভয়ের যদি পার্থক্য জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে প্রস্তর যেমন ইক্ষুদণ্ড দর্শন ও মর্দ্দন করিয়াও তাহার রসাস্বাদনে অনভিজ্ঞ, তদ্রূপ সেই অজ্ঞদ্রষ্টাও দৃশ্যবস্তু দর্শনাদি করিয়াও তাহার প্রকৃত রসগ্রহণে বঞ্চিত। জল, যেমন জলরাশিতে নিমগ্ন হইয়া মিশাইয়া যায়, দৃশ্য বস্তুও সেইরূপ দ্রষ্টার চিন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া উভয়ে একতা লাভ করে বলিয়াই তাহার অনুভব হইয়া

থাকে, নতুবা পরস্পর সন্নিকট কাষ্ঠদ্বয়ের ন্যায় কেহ কাহাকে অনুভব করিতে পারিত না। ১—১০। কাষ্ঠখণ্ড, যেমন কাষ্ঠরূপে ঐক্য থাকিলেও চিদংশে ঐক্য না থাকায় অপর কাষ্ঠখণ্ডকে অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ দৃশ্যবস্তুও যদি চিদংশশূন্য সর্ব্বথা জড়বস্তু হইত, তাহা হইলে চিদ্রূপী দর্শক কখনই তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিত না। এরূপ মনে করিও না যে, কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় হইতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের জড়ত্ববিষয়ে কিছু বিশেষ আছে বলিয়া কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে অনুভব করিতে পারে না। কারণ, সকলেই জানেন, কাষ্ঠ যেরূপ অচেতন জড়বস্তু, অপর অচেতন জড়বস্তুও ঠিক্ তদ্রূপ, উহাদের যে তারতম্য আছে, তাহা ত কেহই জানে না, এজন্য অখিল দৃশ্যবস্তুই, চিদ্রূপী দর্শকের সহিত সমান চিদাত্মক বলিয়াই দর্শক তাহা দর্শন করিতে সমর্থ। এইরূপ দ্রষ্টা ও দৃশ্য, যখন সমান চিদাত্মক হইল, তখন দৃশ্যান্তর্গত সলিলানিলাদি এবং সলিলাদি পঞ্চভূতময় দেহে অবস্থিত বুদ্ধিপ্রাণাদি সমস্তই যে, সেই মহাচিদ্ব্রহ্মময়, কিছুই বিভিন্ন নহে, তাহাতে আর সংশয় কি? প্রাণাদিরূপে ভাবনা বশতই প্রাণবুদ্ধ্যাদির সত্তা এবং ঐ ভাবনা চিত্তের চমৎকারিতামাত্র, আবার ঐ চমৎকারিতা স্বতই উদিত হইয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই জাগ্রৎস্বপ্ন ও সুষুপ্তিময় জগদ্রূপে বিরাজমান। শুক্র ও বটাদিবীজের ন্যায় আত্মাও প্রসবশক্তি দ্বারা আক্রান্ত জানিবে, এজন্য যত কিছু দেখিতেছ, সমস্তই ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র, সুতরাং বস্তুনিচয়ের ভেদকল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সারভাগযুক্ত সূক্ষ্ম বটাদি-সমুদয়-বীজমধ্যে সূক্ষ্মতম সারভূত যে যে অংশ আছে, সেই সেই অংশই কাণ্ডশাখাদি ও পুনরায় তত্তৎশাখাদি হইতে তাদৃশ বীজরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু তত্তৎ সমুদয় সারাংশ একমাত্র ব্রহ্মেতেই অবস্থিত জানিবে। যাহা হইতে যে অংশ সূক্ষ্ম, তাহাই সেই স্থূলের কারণরূপে এবং যাহা স্থূল, তাহাই কার্য্যরূপে প্রসিদ্ধ। কারণরূপে প্রসিদ্ধ ঐ সূক্ষ্মাংশই সূক্ষ্মতম ব্রহ্মময় আত্মা, ঐ সূক্ষ্মতম আত্মা হইতেই তত্তৎ স্থূলবস্তুর উৎপত্তি, সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মই অখিল বস্তুরূপে বিরাজমান। ঘটাদি বস্তু যেমন আমূলাগ্র বস্তু ভিন্ন কিছুই নহে, তদ্রূপ আমূলাগ্র অখিল জগৎকে যে যেরূপেই দর্শন করুক, উহা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন বস্তুই নহে। শত শত প্রকার আকারে গঠিত সুবর্ণে যেমন সুবর্ণত্ব ভিন্ন অপর কিছুই নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মময় তুমি-আমি-প্রভৃতি অখিল জগদ্বস্তুতেও একমাত্র ব্রহ্মত্ব ব্যতীত অপর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ১১—১৯। তোমার একপার্শ্বে নিদ্রিত ব্যক্তি, স্বপ্নে যে জলদজাল অবলোকন করে, সেই জলদাবলীর সহিত তোমার যেমন কোন সম্বন্ধই থাকে না, তদ্রূপ শূন্যাত্মক সৃষ্টি, প্রলয়াদির সহিতও ব্রহ্মরূপ আমারও কোন সম্বন্ধ নাই বুঝিবে,—অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বময় হইলেও বিবর্ত্তের সহিত সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত। আকাশে যেমন মলিনতা ও গন্ধর্ব্বসেনানী কল্পনামাত্র, বস্তুতঃ আকাশ ভিন্ন কিছুই নহে, তদ্রূপ জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, তৎসমস্তই সেই একমাত্র ব্রহ্মাকাশ ভিন্ন অপর কিছুই নহে; অপর রূপ সমস্ত কল্পনামাত্র। অবনীতলে জলসিক্ত বটবীজ যেমন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভ্রান্তিময় সঙ্কল্প অন্তরে পুষ্পরূপে অবস্থিতি করত পরে বিশাল জগৎ-কল্পরূপ ধারণ করে। যিনি, অহংজ্ঞানবিহীন এবং ব্রহ্মের সহিত একতাপ্রাপ্ত, তাদৃশ ব্রহ্মানন্দ পূর্ণজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও তৃণবৎ-তুচ্ছপদার্থ। ত্রিলোকমধ্যে সুরাসুরাদি এমন কোন বস্তুই দেখি না, যাহা মহাত্মার লোভোৎপাদন করিতে পারে, মহাত্মা পুরুষ, অখিল বিশ্বকে একগাছি লোমের অংশ স্বরূপ বোধ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি যেখানে সেখানেই অবস্থান বা গমন করুন, কুত্রাপি তাঁহাদিগের দ্বৈত-সঙ্কল্পনিচয় উদিত হয় না। যাঁহার জ্ঞানে অখিল বিশ্বমণ্ডলই ব্রহ্ম, সেই আত্মহারা মহাত্মার আর কিরূপে কোথা হইতে ইচ্ছাদি উৎপন্ন হইবে? যিনি, সকল বিষয়েই নিশ্চেষ্ট, যাঁহার কিছুতেই ইতর বিশেষ জ্ঞান নাই এবং যিনি ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যকে একই মনে করেন, তাদৃশ মহাত্মার মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? সর্ব্বত্র সমদর্শী, নির্ম্মল জ্ঞানাকাশময় মহাপুরুষের কোন প্রকার মৃত্যুকারণ দ্বারাই আত্মীয়াদির মৃত্যু এবং কোন প্রকার জীবন হেতুতেই কাহারও জীবন হয় না, ফলে কি আত্মীয়ের বিনাশ বা কি আত্মীয়ের জীবন কিছুতেই তাঁহার বিষাদ বা হর্ষ দেখা যায় না। অজ্ঞলোকের ভ্রান্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভ্রান্তি বশতই মরীচিকাময় নদীকূলদ্বয়বৎ অলীক জন্ম মৃত্যুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়াছি, তখনই আমাদিগের ভ্রান্তি বিঘটিত হইয়াছে, এবং তখনই বুঝিয়াছি বস্তুতঃ এ জগতে প্রকৃত পরীক্ষক নাই, জন্ম-মৃত্যু নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক, সমস্তই একমাত্র নিশ্চল অবিনাশী ব্রহ্মময়। ২০—৩০। যিনি দৃশ্য হইতে বিরামলাভ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই আত্মারাম মহাপুরুষই ভবসাগরের পরপারে উপনীত, তিনি বিদ্যমান হইলেও অবিদ্যমানবৎ। যাঁহার মনোবেগ অস্তমিত, যিনি আপনাতেই পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মানন্দপূর্ণ নির্ম্মলচিত্ত সাধুকেই মনীষিগণ, নির্ব্বাণদীপবৎ নির্ব্বাণ পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করেন। অখিল দৃশ্য জগৎ যাঁহার প্রীতি উৎপাদনে অসমর্থ, যিনি আকাশবৎ নিশ্চল, সাধুগণ তাঁহাকেই মুক্ত পুরুষ বলেন। ফলকথা, বিচারের অভাব বশতই অহংপদার্থের অস্তিত্ব, আর বিচার করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে, অহংবস্তু কিছুই নাই, সুতরাং বিচার দ্বারা যদি অহংবস্তুরই অভাব হয়, তবে আর জগৎই বা কি, আর সংসারই বা কি? একমাত্র চিদাকাশই স্বীয় চৈতন্যের অন্য প্রকার অনুভব হেতু বুদ্ধ্যাদি আকারবিশিষ্ট হইয়া দৃশ্যাদি বস্তুপূর্ণ জগৎ অনুভব করিয়া থাকেন। তৃতীয় মন, যদি সর্ব্বপ্রকার পদার্থ হইতে বিরত হইতে পারে, তাহা হইলে তুমি সকলই আত্মময় দর্শন করিতে পার, তখন তুমি সর্ব্বদা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্তই তোমার কল্যাণময় ব্রহ্মস্বরূপ হইবে। রাম! তুমি যাহা করিতেছ, যাহা খাইতেছ, যাহা আহুতি দিতেছ, যাহা দান করিতেছ এবং যাহা কিছু তপস্যাদি করিতেছ, সমস্তই সেই অব্যয় শিবময়, বস্তুতঃ তুমি, আমি, দিক্, কাল, ক্রিয়া, আকাশ, লোক, আলোক ও পর্ব্বতাদি দেখিতেছ, তৎসমুদয়ই সেই শিবময় চিদাকাশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে জানিবে। ৩১—৩৯। কি দৃশ্য বস্তুর সন্দর্শন, কি মনন, কি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়, কি জগৎ এবং কি জরামরণাদি, সমস্তই সেই শিবময় মহাচিদাকাশমাত্র। রাঘব! তুমি সংশয়, অভিপ্রায়, ইচ্ছা ও মননাদি পরিহারপূর্ব্বক অহংজ্ঞানবিরহিত নির্ব্বাণ-পদারূঢ় মুনি হইয়া যেমন অবস্থান করিতেছ, সেইরূপই অবস্থিত কর। রাম! তুমি যাহা কিছু কার্য্য করিবে, তৎসমস্তই ইচ্ছা-মননাদি শূন্যান্তঃকরণে করিবে, তাহা হইলে অনিল যেমন স্পন্দন ও

অস্পন্দন দ্বারা বিবিধ কার্য্য করিলেও কর্ম্মলেপশূন্য, তদ্বৎ তুমিও কর্ম্মলেপবিহীন হইবে। যন্ত্র দ্বারা খোদিত কাষ্ঠময়ী প্রতিমার যেমন বাসনাদি কিছুই থাকেনা, তদ্বৎ তোমারও চেষ্টা, শাস্ত্ররূপ যন্ত্রবাহ উপায় দ্বারা শোধিত হইয়া বাসনাদিবিহীন হউক এবং বাসনাদিশূন্যহৃদয়ে চেষ্টানুরূপ কার্য্য করিতে থাক। হে রাম! পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের বাহ্য দর্শনে তোমার যেন অনুরাগ বা অননুরাগ কিছুই থাকে না, চিত্রিত দীপবৎ তুমি এরূপভাবে অবস্থিত করিবে যে তোমার স্বজন দর্শনের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব যেন কেহ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ না হয়। বর্ত্তমান বিষয়-ভোগে অনুরাগবিহীন এবং ভাবী বিষয়ভোগে নিশ্চেষ্ট বাসনাশূন্য সাধুব্যক্তির সংশাস্ত্র ব্যতীত স্বীয় সুখ বিশ্রামের হেতু আর কি আছে? এজন্য জ্ঞানপূর্ব্বক ব্যবহারকার্য্যে অভিসন্ধিবিহীন, নির্ম্মলচেতাঃ সাধুপুরুষের সংশাস্ত্রের অনুসরণই সাধুত্বের প্রকৃত লক্ষণ। ৪০—৪৪।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! যাঁহার সংসারভ্রান্তি-নিরাসক অকৃত্রিম ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাঁহার শাস্ত্রীয় ব্যবহারেও কোন প্রকার সঙ্কল্প থাকে না, কারণ তিনি, সঙ্কল্পকেও হৃদ্গম্য করিতে অসমর্থ এজন্য তাঁহার যে সঙ্কল্প তাহাও অসৎ। দর্পণে শ্বাস-জনিত মলিনতার ন্যায় ভ্রান্ত পুরুষেরই ভ্রান্তিজনিত অহন্তারূপ মালিন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের সেই অহংজ্ঞান, বিনা উপায়েই বিনষ্ট হইয়া যায়, বিশেষ অনুসন্ধানেও তাহার উপলব্ধি হয় না। যাঁহার চিন্তাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যিনি সর্ব্ববিষয়েই চেষ্টাবিহীন, তাঁহার আত্মা, সততই ব্রহ্মামৃতরসে পরিপূর্ণ, তিনি নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দরূপেই বিরাজ করিয়া থাকেন। পূর্ণচন্দ্র যেমন গগনমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে, তদ্রূপ, যাঁহার অন্তঃকরণ জ্ঞানজ্যোতিতে প্রদীপ্ত, যিনি সর্ব্বপ্রকার সন্দেহরূপ গভীর অন্ধকারময় মিহিকাজালের নিরাসকারী প্রচণ্ড সমীরণ-স্বরূপ, তাঁহা দ্বারাও তদধিষ্ঠিত স্থান উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। যাঁহার সংসার ও সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে যাঁহার কোন প্রকার চিন্তাবরণ নাই এবং যিনি ব্রহ্মজ্যোতিলাভ করিয়াছেন, সেই শরদাকাশবৎ নির্ম্মলচেতাঃ জ্ঞানিব্যক্তিকে সাক্ষাৎ আত্মা বলিয়া সকলে জানেন। সেই সর্ব্ব সঙ্গম-বিহীন, নিরাধার, শান্ত, শীতলান্তঃকরণ জ্ঞানী পুরুষ, ব্রহ্মলোকাগত বায়ুর ন্যায় সকলকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র করেন। ভ্রান্তিময় অসদ্জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, তাহাতে স্বপ্নাবস্থায় বন্ধ্যার পুত্র দর্শনের ন্যায় স্বর্গাদি জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জগৎ বস্তুতঃ অসত্য হইলেও ইহার যে অনুভূতি হইতেছে, ইহা কেবল অসদ্ভ্রান্তি জ্ঞানেরই স্বভাব জানিবে। এই অসত্য সংসারে বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন সত্যবস্তু কিরূপে সম্ভবিতে পারে? জগৎ ও মুক্তিবোধক শব্দদ্বয়ই বন্ধ্যার পুত্র সমান নিতান্ত অলীক। ব্রহ্মরূপেই জগতের সত্যতা, বস্তুতঃ জগৎ কাহারও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে, উহা অচিন্তনীয় ও নিরাধার। ১—১০। জগতের ব্রহ্ম-রূপতা না হইলে আমিই বা কে, আর কিরূপেই বা জগতের উপলব্ধি হইবে? আর স্বীয় সৎ আত্মরূপে বিশ্রামের স্বভাব এই যে, উহাতে অহংজ্ঞান জগৎ ও দুঃখাদি সমস্তই তিরোহিত হইয়া যায়, কেবল একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই প্রকাশমান থাকেন। ক্ষণকালমধ্যে একস্থান হইতে লক্ষ যোজন দূরবর্ত্তী স্থানে চক্ষুঃ দ্বারা গমন কালে মার্গমধ্যে বিশ্বব্যাপক ব্রহ্ম চৈতন্যের যে নিস্পন্দ বায়ুর সদৃশ, অনন্ত আকাশকোষপ্রতিম, লতা বিকাশোপম, বুদ্ধির অগোচর, শান্ত, প্রকাশমান, সুবিমল চিন্ময়রূপ সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ, উহাই সেই সংব্রহ্মের স্বভাব বলিয়া বুধগণ উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহার চিত্ত, সেই ব্রহ্মেতে অবস্থিত, তাদৃশ বিবেকী পুরুষের জগদ্ভ্রান্তি বিগলিত হইয়া থাকে। সকলেরই পরি-জ্ঞাত আছে যে, সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্ন বোধ এবং স্বপ্নাগত ব্যক্তির সুষুপ্তি বোধ থাকে না, ঐ সুষুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থায় যেমন সুষুপ্তি ও স্বপ্নবোধের বিপর্য্যয় ঘটে না, সর্গভ্রান্তি ও নির্ব্বাণভ্রান্তিও তদ্রূপ, অর্থাৎ যাহার জগদ্জ্ঞান থাকে, তাহার নির্ব্বাণজ্ঞান এবং যে নির্ব্বাণ পদবীতে আরূঢ়, তাহার জগদ্বোধ কিছুতেই হইতে পারে না। ফল কথা স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সর্গ বা নির্ব্বাণ কিছুই নহে, উহারা কেবল ভ্রান্তি স্বভাবস্বরূপ, বস্তুতঃ সমস্তই একমাত্র সেই সত্য সনাতন শান্তিময় ব্রহ্ম। ভ্রান্তি নিতান্ত অসত্য বস্তু, কারণ তত্ত্ব-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেই উহার আর উপলব্ধি হয় না, ফলে যাহা শুক্তিকারৌপ্যবৎ অলীক, তাহা কিরূপেই বা পাওয়া যাইবে, যাহা পাওয়া যায় না, তাহার অস্তিত্ব যখন নাই বলিয়া প্রসিদ্ধ তখন ভ্রান্তির সদ্ভাব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কারণ প্রকৃতরূপে দর্শন করিলে ভ্রান্তিরও উপলব্ধি হয় না, বস্তুত যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তদ্ভিন্ন কিছুই কেহ অনুভব করিতে পারে না। কেবল বস্তুর স্বভাবই সকলেরই রুচিজনক হয়, একমাত্র ব্রহ্মরূপ বস্তুর স্বভাবই বিবিধ প্রকার না হইয়াও বিবিধরূপে বিকাশ পাইতেছে, জানিবে, এ বিষয়ে বৃথা তর্ক-বিতর্কে ফল কি? 'যাহা কিছু দেখিতেছি, তৎসমস্তই সেই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বভাবমাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেই পরম শান্তি, অন্যথা ভীষণ সংসার ক্লেশ" আত্ম-বুদ্ধিতে অন্তরে এইরূপ বিচার করিয়া যাহা ভাল বোধ হয় কর। ১১—২০। সূক্ষ্ম বীজমধ্যে স্থূল দ্রুম বৃক্ষবৎ সূক্ষ্মতম অমূর্ত্ত ব্রহ্মে যে মূর্ত্তজগৎ আছে, মনীষিগণের এই কথাই উত্তম কথা। সলিলে দ্রবত্ববৎ রূপ, আলোক, মনন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি সমস্তই ব্রহ্মেতে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত বুঝিবে, বস্তুতঃ রূপাদি সকলই সেই ব্রহ্মাকাশময়। মূর্ত্তিমন্ত যেমন স্বস্বরূপ অবয়বনিচয় দ্বারা বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, সৎচিদাকাশও তদ্রূপ স্বস্বরূপ ভূত-নিচয় দ্বারা নানা কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ কিছুরই কর্ত্তা নহেন। বাদকপুরুষের চেষ্টা পরিচালিত হইলেই যেমন জড় বাদ্য যন্ত্র হইতে শব্দ নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ তুমি-আমিও চিদাত্মা-ধিষ্ঠিত বলিয়াই আমাদিগেরও অর্থ ভাবাদিযুক্ত অহমিত্যাদি শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। আপাততঃ প্রকাশমান থাকিলেও তত্ত্ব-দৃষ্টিতে যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহার কখনই সত্তা নাই, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রতীয়মান হইলেও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে যখন জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন প্রতীত হয় না, তখন অখিল জগৎই যে ব্রহ্মময়, তাহার সংশয় কি? এজন্য একমাত্র ব্রহ্মই ব্রহ্মেতে অবস্থিত। যাহারা জগৎস্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছে, তাদৃশ স্বপ্নপুরুষগণের কদাপি আত্মাতে অস্তিত্ব নাই, এজন্য তাহারা আকাশ-কুসুমবৎ ব্রহ্মভূত অস্মদাদির আত্মায় কোনক্রমেই অবস্থিত নহে জানিবে। ২১—২৬।

বায়ুতে স্পন্দনবৎ সেই সকল স্বপ্ন পুরুষ, স্বস্বরূপ নিজ নিজ ভত্তৎ ব্যবহারের সহিত অস্মদাদিতে চিদংশে অবশ্যই অবস্থিত, কেবল জড়াংশেই তাহাদিগের খপুষ্পবৎ অস্তিত্বের অভাব, কারণ তাহারা ও তাহাদিগের তত্তদ্‌ব্যবহার উভয়ই শান্ত ব্রহ্মাকাশময়, সুতরাং প্রত্যগাত্মস্বরূপ আমাতে নিঃসন্দেহ সেই ব্রহ্মের সত্তা আছে। তদ্বৎ স্বপ্নবৎ পুরুষের স্বপ্নবৎ ভ্রান্তিজ্ঞানে বশিষ্ঠরূপী আমিও ব্রহ্ম ব্যতীত অপর সত্য পদার্থ, কিন্তু আমি তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিতেছি, তাহারা আমার নিকট সুষুপ্তব্যক্তির স্বপ্ন সদৃশ নিতান্ত অসত্য, ব্রহ্ম ব্যতীত তাহাদিগের অপর সত্তা নাই। তাহাদিগের সহিত আমার যে কোন কার্য্য ব্যবহার, তাহা আর কিছুই নহে, তাহা ব্রহ্মেতেই ব্রহ্ম অবস্থিত জানিবে, অর্থাৎ তাহারা, আমি ও ব্যবহার সকলই ব্রহ্মময়। তাহারা জগৎ যেরূপেই দর্শন করে করুক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, আমি স্থির দেখিতেছি, আমি বশিষ্ঠরূপে ব্রহ্মে আমার সত্তা নাই, অখিল জগৎই একমাত্র ব্রহ্মসত্তা, তাঁহাতে বশিষ্ঠ রামাদির পৃথক্ সত্তা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। তবে যে আমি বশিষ্ঠরূপে তোমায় উপদেশ দিতেছি, উহা কিছুই নহে, বস্তুত আমার বশিষ্ঠরূপতা ও এই উপদেশ বাক্য, ব্রহ্মেরই বিবর্ত্তমাত্র, তোমারই উপকারার্থ যেন উহা তোমার নিকট পৃথক্‌রূপে সমুদিত হইতেছে। যিনি দুঃখাদি অখিল বিরুদ্ধ বস্তুকেই অবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন,—অর্থাৎ যাহার সুখদুঃখাদি কিছুই নাই, যাঁহার আত্মা শুদ্ধ সংবিন্ময়, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে ভোগেচ্ছা বা মোক্ষেচ্ছা কিছুই স্ফুরিত হয় না। ২৭—৩১ মানবগণের যে সংসার বন্ধনরূপ ও মোক্ষবিষয়ক ক্রমাভ্যাসরূপ কদর্থনা উহাও ব্রহ্মভাব ভিন্ন কিছুই নহে, মোহবশতই তোমার ঐরূপ বিভিন্ন বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ তোমার ঐ ভ্রান্তি, গোষ্পদে মহাসাগর-ভ্রান্তিবৎ নিতান্ত অসত্য। সংসার-ক্লেশের শান্তিপ্রদ, স্বীয় ব্রহ্মভাবের সাধক-মোক্ষবিষয়ে কি বিপুল ঐশ্বর্য্য, কি বন্ধুবান্ধব, কি যাগ-যজ্ঞাদি কার্য্য, কিছুই কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে। উচ্চস্থান হইতে জলপতিত তৈলবিন্দু যেমন নানাবর্ণের চক্রাকার ধারণ করে, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মচিৎই চেত্যবস্তুর সংকল্পবশতই ত্বরায় জগৎরূপে প্রকাশমান হইতে থাকে। জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিলে উহা যেমন হাস্যোদ্দীপক অলীক বলিয়া বিবেচিত হয়, বিবেকবান্ পুরুষের নিকট অহংত্ব ও জগজ্জালও সেই প্রকার। পূর্ব্বোক্ত ভূমিকাভ্যাস যোগ দ্বারা ঐ জগজ্জাল এরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যে, তখন আর আমি বা সংসার কিছুই থাকে না, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। স্বীয় ব্রহ্মভাবরূপ অর্ক, যেরূপ উদিত হয়, ভোগান্ধকারও সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়া থাকে। তখন আর কোন প্রকার অসদ্‌বস্তুই অনুভূত হয় না। এইরূপে ভোগবাসনারূপ তিমিরজাল তিরোহিত হইলে বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়নিচয়ও মোহ ও স্থূল দেহাদির অধ্যাসশূন্য হইয়া থাকে এবং প্রদীপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানে এরূপ স্ফুরিত হইতে থাকে যে, সমুজ্জ্বল দীপ হইতে প্রসৃত আলোকবৎ সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মভাবে দেদীপ্যমান হয়। ৩১—৩৮।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পণ্ডিতগণ রূপজ্ঞান, মনোবৃত্তি, ভাবনা, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ্ঞানকেই এই কৃত্রিম বাহ্য আভ্যন্তর নিখিল বস্তুর স্বরূপ বলিয়া জ্ঞাত আছেন। ঐ পরিচ্ছিন্ন অকৃত্রিম স্বরূপ (জ্ঞান) যখন নিজসত্তার তিরোধানকারী অবিদ্যারূপ অকৃত্রিম শরীরে (পরিচ্ছিন্নভাবে) প্রকাশিত হন, তখনই এই সৃষ্টি ভ্রান্তির স্থায় প্রতীত হইয়া থাকে। আবার যখন এই পরিচ্ছিন্নভাব হইতে অপসৃত হইয়া শান্তিময় নিজ স্বভাবে স্থিত হন, তখনই এই জগৎরূপ দৃশ্য সুষুপ্তিদশায় স্বপ্নের স্থায় প্রশান্ত হইয়া যায়। হে রাম! বিষয়ভোগ একটা সংসারের মহৎরোগ, বন্ধুরাই দৃঢ় বন্ধন স্বরূপ, অর্থ কেবল অনর্থই ঘটায়, এইরূপ আপনা আপনি বিচার করিয়া পরব্রহ্মে বিলীন হও। আত্মার অস্বাভাবিক অবস্থাই সৃষ্টি, স্বাভাবিক অবস্থাই বিশুদ্ধ চৈতন্য। হে রাম! তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইয়া পরমাকাশ হও। শান্তিলাভ কর, বৃথা কষ্টভোগ করিও না। ১—৫। তুমি ভাবিতে থাক "আমি আপনাকে বুঝিতে পারিতেছি না, দৃশ্য জগদ্‌ভ্রমও দেখিতে পাইতেছি না, আমি শান্তিময় ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতেছি, আমি নিজেই নিরাময় ব্রহ্ম। হে রাম! তুমি দেখিতেছ সবই তুমি, কেবল 'তুমি' শব্দেরই ছড়াছড়ি, কিন্তু আমি দেখিতেছি সব শান্তিময়, কেবল পরম কাশ, ইহাতে তুমি আমি ভেদকিছুই নাই। তুমি, অনিলে স্পন্দধর্ম্মের স্থায়, পরমাকাশরূপী ব্রহ্মেই এইরূপরসাদি মনোময় বিভ্রম সকল দেখিতেছ, বোধ করিতেছ উহা যথার্থ, ফলে উহা কিছুই নহে। যিনি আপনাকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করেন, তিনি এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অনুভব করেন না। যিনি আপনাকে সৃষ্টিময় ভাবেন, তিনি ব্রহ্ম জানিতে পারেন না। সুষুপ্তি দশাগ্রস্ত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতে পান না সুপ্ত ব্যক্তিও সুষুপ্তদশা অনুভব করিতে পান না। যিনি প্রশান্তবুদ্ধি ও প্রবুদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার স্থায় ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপকে একমাত্র প্রকাশরূপে অনুভব করেন। ৬—১০। যিনি প্রকৃতজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি সমস্তই একমাত্র আত্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন। বিশুদ্ধাত্মা যোগী শরৎকালে মেঘমালার স্থায় ক্রমে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। যেমন স্মৃতি বা কল্পনাপথে বর্ত্তমান যুদ্ধ ব্যাপার উদ্দীপক হইলেও ফলে কিছুই নয়, ভ্রমমাত্র, সেইরূপ তুমি আমি ইত্যাদি জাগতিক ঘটনাও ভ্রান্তি বলিয়া জানিও। পরিদৃশ্যমান এই মায়া, ইহা আত্মাতেও নাই, ইহার দ্রষ্টাও কেহই নাই, ইহা শূন্যও নহে, অশূন্যও নহে, এমন এক অদ্ভুত প্রকার ভ্রান্তি।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ৪০

একচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে রাম! তুমি আমি ইত্যাদি প্রকার আত্মার অস্বাভাবিক অবস্থাকে আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত করিয়া নির্ব্বাণ করিয়া দাও। ইহাকে নির্ব্বাণ করা প্রবুদ্ধবুদ্ধিরই কার্য্য, কারণ প্রবুদ্ধবুদ্ধি যেখানে, বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যও সেইখানে, সূর্য্য যেখানে, আলোকও সেইখানে; বিষয়ের বৈরাগ্য

হইতেই আত্মার অস্বাভাবিক অবস্থায় নির্বৃত্ত হইয়া থাকে। এই জগৎ একটী অদ্ভুত চিত্র, ইহার আধার নাই, কর্ত্তা নাই, সংগ্রহণীয় উপকরণ নাই, কারণ নাই; দ্রষ্টা নাই, দৃশ্যরূপও নাই, অথচ ইহা আপনা আপনিই প্রতীয়মান হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে ইহা কিছুই নহে, কিছুই প্রতীয়মান হইতেছে না, অনাময় অব্যয় পরব্রহ্মই শান্তিময় নিজসত্তায় অবস্থিত করিতেছেন। আকাশে চিদ্বৈচিত্র্যরূপ জীবগণের কল্পনারূপ নৃত্যমণ্ডপে নানারঙ্গে রঞ্জিত কত যে জগৎরূপ চিত্রপুত্তলী নৃত্য করিতেছে, তাহা কে গণনা করিয়া উঠিতে পারে? আকাশরূপী ঐ জগদ্রূপ চিত্রপুত্তলিকা সকল পরমাণুপ্রায় আকাশমধ্যে নানারস ভাব বিকার দেখাইয়া নূতনভাবে নৃত্য করিতে থাকে। ব্রহ্মলোক ঐ চিত্রপুত্তলিকার গ্রীবাদেশ, দিঙ্মণ্ডল উহার ভুজলতা, পাতাল উহার চরণ, নিখিল ঋতু (ঋতুর কুসুমনিচয়) উহার শিরোভূষণ কুসুমমালা। চন্দ্র সূর্য্য উহার চঞ্চল নয়ন,—সর্ব্বদা ঘূর্ণিত হইতেছে, নক্ষত্রনিচয় উহার গাত্রলোম, সপ্ত লোক উহার দেহলতা, নির্ম্মল অম্বর উহার বসন, সমুদ্র উহার বলয়, লোকালোক পর্ব্বত উহার কাঞ্চীদাম, ভৌতিক শরীর রক্ষার নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবমান জীবগণ উহার নিঃশ্বাস-বায়ু, বন উপবন উহার হার-কেয়ূরভূষণ, বেদ পুরাণ উহার বাক্য, সৎ ও অসৎ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ উহার বিলাস। ১—১০। সম্মুখে এই যে জগদ্রূপ পুত্তলিকার নৃত্য দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ব্রহ্মরূপ বারির দ্রব, ব্রহ্মরূপ বায়ুর স্পন্দন। নিদ্রাবস্থায় সুষুপ্তি না হওয়া যেমন স্বপ্নের কারণ, সেইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত চিৎকেই ঐ নৃত্যের কারণ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব হে রাম! তুমি চিতির প্রকৃত-স্বভাব চিন্তা করত জাগ্রৎ অবস্থাতে ও অজ্ঞানের বিনাশ হওয়ায় অসুপ্ত এবং নিখিল দ্বৈতভাবের উপশম হওয়ায়, সুষুপ্ত হইয়া অব্যগ্রভাবে অবস্থান কর, কখন আর এই স্বপ্ন দেখিও না। তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায় জাগ্রদবস্থাতেও বাসনাও বিষয়ানুরাগশূন্য হইয়া সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় যে অবস্থান তাহাকেই তত্ত্ববিদ্গণ আত্মার স্বভাব বলিয়া থাকেন, সেই স্বভাবই আত্মার মুক্তি (বন্ধন মোচন)। সেই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে জগদ্রূপে অবস্থিত ব্রহ্ম কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, রূপ, আলোক ও অনল এই সকল ভাব হইতে শূন্য বিশুদ্ধ কেবল রূপে অবস্থিত আছেন বলিয়া বোধ হইবে। ১১—১৫। তখন বোধ হইবে দ্বিত্ব-একত্ববিবর্জ্জিত পূর্ণ কমনীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্মে দ্বিত্ব একত্ববিবর্জ্জিত পূর্ণ কমনীয় ব্রহ্মই অখণ্ডভাবে বিরাজ করিতেছেন। সৃষ্টিস্বরূপে অবস্থিত সত্য বস্তু এক্ষণে সত্য আত্মস্বরূপেই অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি পাষাণ-বিবরের ন্যায় অতি কঠিন, আকাশ-বিবরের ন্যায় প্রকাশময় (অনাবৃত), বৃক্ষের মধ্যভাগের ন্যায় ঘন (কঠিন) হইলেও আকাশের ন্যায় আকাশময়। জলাদিতে চন্দ্রাদির প্রতিবিম্বের ন্যায় (জগদ্ভাবে পরিণত হইয়া) ক্ষুব্ধ হইলে অক্ষুব্ধ, অসৎ (অপ্রত্যক্ষ) হইলেও (সৎ নিত্য বস্তু)। তখন চিত্ত তাঁহাতে মিশিয়া যাইবে, জগৎ তখন কল্পনার বস্তু বলিয়া বোধ হইবে। বাস্তবিকও সঙ্কল্পনগর যেমন সঙ্কল্প হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই জগদ্রূপ আভাস (প্রতিবিম্ব) ঐ পরমার্থ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এই জগৎ চতুরস্র (চৌক) সুবর্ণ পীঠের ন্যায় সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সুবিস্তৃত আকারে লক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই নহে, যথার্থ দেখিতে গেলে ইহা সেই অব্যয় শান্তিময় পরব্রহ্ম। উৎপত্তি-বিনাশরহিত অজর অনাময় একরূপ ঐ ব্রহ্মই (ভ্রান্তিবশে) সর্ব্বদা উৎপত্তি-বিনাশ-সঙ্কুল উজ্জ্বল বিভিন্ন কাল্পনিক জগদ্রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকেন। হে রাম! তত্ত্বজ্ঞান হইলে আকাশে প্রতীয়মান কেশগুচ্ছের ন্যায় এই সমস্ত প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়, তখন কেবল ব্রহ্মই স্বকীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রশান্ত ঘন চিদাকাশরূপে প্রতীত হইতে থাকেন। ১৬—২৩।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—শান্তিময় কূটস্থ আত্মায় প্রথমে যে চিত্তবৎ প্রকাশ (সৃষ্টির প্রারম্ভে যে চিত্তভাবস্ফুরণ), তাহা প্রকাশময় চিদাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, তাহাতে নামরূপ উপাধি কিছুই নাই; তাহা পরব্রহ্মের ন্যায়ই নির্ম্মল, এইজন্য চিত্তের অধীন এই জগৎও উক্ত চিৎ হইতে পৃথক্ নহে, সুতরাং সৃষ্টি প্রভৃতির সম্ভাবনাই বা কোথায় হইবে? চিত্তরূপ আদিত্যের অস্তগমনে কূটস্থ প্রত্যক্ আকাশে মরীচিকা ভ্রমের ন্যায় এই যে বাহ্যরূপাদি সংবিদ্ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা উক্ত চিত্তরূপ সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তগমন করিয়া থাকে। যতক্ষণ চিত্ত, ততক্ষণ এই জগৎ, সুতরাং চিত্ত ব্রহ্ম হইলে জগৎকেও ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। বায়ুর স্পন্দ কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজেই হইতে থাকে। সূর্য্যাদির প্রভা যেমন কাহারও সাহায্যাপেক্ষী না হইয়া আপনিই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ এই জগৎ পরব্রহ্মে আপনা আপনিই প্রতীয়মান হইতেছে। জলের যেমন দ্রবত্ব, আকাশের যেমন শূন্যত্ব, বায়ুর যেমন স্পন্দত্ব, তদ্রূপ এই জগৎ ঐ আত্মারই অপূর্ব্ব বিবর্ত্তন। অখণ্ড চৈতন্যরূপ অখণ্ড আকাশে এই যে জগৎ প্রতীত হইতেছে, মণির নির্ম্মলতার ন্যায় চৈতন্যেরই চৈতন্যভাব স্ফুরিত হইতেছে। ১—৫। জলে যেমন দ্রবত্ব, আকাশে যেমন শূন্যত্ব, বায়ুতে যেমন স্পন্দ, মহাচৈতন্যে তেমনিই এই জগৎ। বায়ু যেমন স্পন্দকে আপনার স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করে, সেইরূপ ঐ চিৎ জগৎকে আত্মস্বরূপ বলিয়াই অনুভব করেন। ইহাতে একত্ব দ্বিত্ব প্রভৃতি পার্থক্য কিছুই নাই। যখন বিবেক থাকে না তখন এই জগৎ উজ্জ্বল বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন বিবেকের আবির্ভাব হয়, তখন ইহা ভঙ্গুর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই জগতের সত্তা কিছুই থাকে না, তখন একমাত্র অবিনাশী আত্মসত্তাই পরিশোষিত হয়। মহাচৈতন্যরূপী অনাদি অনন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, ইহা ভালরূপে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে; এই মহাচৈতন্যকেই কেহ শান্ত শিব, কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম, কেহ শূন্য, কেহ বা জ্ঞপ্তিস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ অনন্ত আত্মচৈতন্য আপনাকে চেত্যরূপে ভাবনা করিয়া নিজ স্বভাবে অবস্থিত থাকিয়াই অজ্ঞ-জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই যে অধ্যস্ত (কল্পনাসম্ভূত) বস্তুসমূহ চৈতন্যবলেই ইহার স্ফূর্ত্তি, এইজন্য চিৎসত্তা ব্যতীত ইহার পৃথক্‌সত্তা নাই। স্পন্দের কারণ বায়ু ব্যতিরেকে যেমন আর কিছুই নাই, সেইরূপ চিতির সত্তা ব্যতিরেকে চিত্তেরও চিত্ততা নাই।

সৃষ্টিভ্রান্তিতে যে সত্তা প্রতীত হয়, তাহাও ঐ ব্রহ্মসত্তারই অধীন। পরব্রহ্মের সত্তাতেই এই জগদ্ভ্রমের সত্তা, তাঁহার সত্তা হইতে বিচ্যুত হইলে, ইহা অসৎ, শাস্ত্রেও এই কারণে জগদ্ভ্রমকে সৎ অসৎ দুইই বলা হইয়াছে। যদি চিতির একত্ব ও জড় পদার্থের দ্বিত্ব উক্ত চিতির সত্তায় স্বতঃই স্ফুরিত না হইত, তাহা হইলে কূটস্থ অদ্বয়চিদাকাশে একত্বদ্বিত্ব কে কল্পনা করিত? কে স্বকীয় সত্তা প্রদান করিয়া প্রকাশ করিত? কারণ জড়পদার্থের মধ্যে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা দ্বারা ঐরূপ একত্ব দ্বিত্বপ্রতিপাদন সম্ভবপর হয়। ফলতঃ বিশ্ব ও পরমাকাশ চৈতন্যের প্রভেদ কেবল নামমাত্র, বাস্তবিক নহে, স্পন্দ ও বায়ুর পার্থক্য যেমন কেবল স্পন্দ ও বায়ু এই শব্দভেদে, অর্থতঃ পার্থক্য নাই, অর্থতঃ বায়ু ও স্পন্দ একই, সেইরূপ এই বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর পরমাত্মার প্রভেদ বাস্তবিকই অসৎ। একমাত্র মহাচৈতন্যই সৎ, তাহাতে দ্বিতীয়ভাব একেবারেই অসম্ভব। এই মহাচৈতন্যই বিশ্বের ন্যায় প্রতিভাত হইয় থাকেন, বাস্তবিক বিশ্বনামে কোন পদার্থই নাই। সুবর্ণে যেমন কটকভাবের পার্থক্য কখনই কোন স্থলেই সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না, সেইরূপ পরব্রহ্মে দেশকালের অনুরোধেই বিশ্বের পার্থক স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং জগৎ ও পরব্রহ্মের দ্বিত্ব একত্ব যখন অসম্ভাবিত, তখন ইহাতে কার্য্যকারণভাবও কিরূপ হইবে? ১৩—১৮। যদি কার্য্যকারণভাব থাকে ত তাহা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়, আকাশের যেমন শূন্যত্ব এবং জলের যেমন দ্রবত্ব, আকাশ ও জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ঐ কার্য্যকারণভাব উক্ত পরমব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। আকাশের নীলিমা যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মও যেরূপ, জগৎও সেইরূপ, ইহাতে আবার দ্বিত, একত্ব কোথায়? আকাশের নীলিমা যেরূপ, ব্রহ্মের জগদ্ভাবও তদ্রূপ, একমাত্র বিস্তৃত সর্ব্বময় চিদাকাশে এই নিখিল প্রপঞ্চই শূন্য। পাষাণময় পুত্তলিকায় যেমন পাষাণত্ব, এই জগৎ প্রপঞ্চেও তেমনি চিদ্ভাব। ফলতঃ এই উভয়ের কার্য্য-কারণ ভাববৈচিত্র্য কিছুতেই সম্ভাবিত নহে। আকাশে অনাকাশভাব কি কখন সম্ভবপর হয়? মহাচৈতন্যে এই জড়সৃষ্টি ভ্রান্তিবশতঃ প্রতিভাত হয় মাত্র, বাস্তবিক সত্য নহে। হে সাধো। পাষাণের উপরে খোদিত পুত্তলিকা যেমন পাষাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ এই বিশ্বকে ঐ যথাস্থিত পরব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলে উহা (বিশ্ব) বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। চক্ষু মুদ্রিত করিলে যেমন বাহ্যবস্তু কিছুই দেখা যায় না, সেইরূপ কাষ্ঠ-পাষাণবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া সমাধিমগ্ন হইলে ব্রহ্ম এই সংসারভাব বিলুপ্ত করিয়া নিজস্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন বলিয়া বোধ হইবে। ২১—২৫। স্বপ্নদশায় দৃষ্টবস্তু সকল জাগ্রদবস্থায় যেমন অলীক হইয়া যায়, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবনাবলে দৃষ্টবস্তু যেমন চক্ষু উন্মীলিত করিলে সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায় না, অলীক বলিয়া বোধ হয়, এই বাহ্যপ্রপঞ্চ সেইরূপ অলীক বলিয়া ভাবনা করিয়া সেই ভাবনাও পরিত্যাগপূর্ব্বক পাষাণের ন্যায় অচল হও, এবং অন্তরে চিদেকরস হইয়া স্বস্বভাবে সমভাবে অবস্থান কর। এইরূপে বিবেকরূপ উপহার দিয়া, যেরূপ উপকরণ জুটিবে, তাহাই উৎসর্গ করিয়া পরমেশ্বর আত্মাকে পূজা করিবে। স্বীয় আত্মা বিবেক দ্বারা পূজিত হইলে অপূর্ব্ব আনন্দরূপ বর প্রদান করিয়া থাকেন। এই আত্মপূজার কাছে রুদ্র-ইন্দ্র-প্রভৃতির পূজা জীর্ণ তৃণকণার ন্যায় অতিতুচ্ছ (কোন কাজেরই নহে)। হে সাধো! পরমেশ্বর আর কেহই নহেন, নিজ আত্মাই পরমেশ্বর, এই আত্মরূপী পরমেশ্বরকে বিবেক, সৎসঙ্গ ও শমরূপ পুষ্পোপহার দ্বারা পূজা করিতে পারিলে ইনি সদ্য মোক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ২৬—৩০। যথার্থবস্তু চিনিতে পারিলেই—দেখিতে পাইলেই এই আত্মদেবের পূজা করা হয়, সেই পূজাতেই ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যেখানে আত্মেশ্বর বিরাজমান, কোন্ মূঢ় সে স্থানে অন্যদেবতা স্থাপন করিয়া পূজা করিতে যায়। যে ব্যক্তি, সৎসঙ্গ, সন্তোষ ও শান্তি দ্বারা আত্মদেবের পূজা করিতে পারিয়াছে, তাহার নিকটে সর্পবিষ, অনল ও অস্ত্র শিরীষকুসুমের ন্যায় কোমল,—অর্থাৎ এ সকল বিপত্তিতে তাহার কিছুই হয় না। যাহাদের বিবেক নাই, তাহারা দেবার্চ্চনা, তপস্যা, তীর্থযাত্রা ও দানাদি সৎকর্ম্ম করিলেও তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। একমাত্র বিবেক থাকিলে ঐ সমস্ত সৎকর্ম্মের সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব যথার্থ বস্তু অবগত হইয়া বাসনার হ্রাস করত বিবেক সেবা করিতে এত কুণ্ঠিত হয় কেন? কি অদ্ভুত মোহ! ৩১—৩৫। নিষ্কামভাবে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া চিত্তকে প্রসন্ন করিতে পারিলে বিবেক নামক সত্ত্ব পুরুষ আপনিই হইয়া থাকে। অন্তঃকরণে বিবেকের উদয় হইলে সেই উদিত বিবেককে "শান্তিসুধা" দ্বারা বর্দ্ধিত করা কর্ত্তব্য। যাহাতে বাহ্য-ভোগবিলাসের প্রলোভনে উদীয়মান বিবেক শুষ্ক হইয়া না যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পরমার্থ বস্তুদর্শন করিয়া দেহের সত্তার প্রতি অনাস্থা করিবে, একমাত্র আত্মার সত্তাতেই আস্থাবান হইবে। লজ্জা, ভয়, বিষাদ, ঈর্ষ্যা, সুখদুঃখ সমস্তকেই এককালে পরাজয় করিবে। দেহের সত্তার আস্থাশূন্য হইতে হইলে এইরূপ ভাবিতে হইবে, জগৎপ্রভৃতি ও শরীর প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থ প্রথমেই যখন ছিল না, তখন আজ আবার তাহা কোথা হইতে আসিবে? যদিচ কারণমাত্রেরই কার্য্য আছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন কারণরূপে বিদ্যমান, তখন ইহার কার্য্য জগৎও সিদ্ধ আছে, তথাপি তাহা ত উক্ত কারণ হইতে ভিন্ন নহে, উহা ঐ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। উহা সেই নির্ম্মল ব্রহ্মেরই প্রকাশ, ঘটাদি বস্তু যেমন জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইলে অজ্ঞায়মান অবস্থায় থাকিলে অসৎ হইয়া পড়ে (অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রকাশ পায় না)। সেইরূপ এই জগৎও জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইলে আর প্রকাশিত না হওয়ায় অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং নিখিলজগৎ ঐ প্রকাশ-চৈতন্য (চিদাভাস) মাত্র। ঐ প্রকাশচৈতন্যও যথার্থ বিশুদ্ধ চৈতন্য নহে, উহা আত্মতত্ত্বের প্রতিবিম্ব মাত্র; বিশুদ্ধ প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে পরিজ্ঞাত হইলে উহাও প্রশান্ত হইয়া যায়। ৩৬—৪০। এইরূপে জ্ঞেয়বস্তুর অভাব হইলে প্রতিবিম্ব হইতে পৃথক্কৃত হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ চিৎই বিদ্যমান থাকেন; সেই বিশুদ্ধ চিৎই অখণ্ড নিত্যবস্তু; তাঁহার শরীরাদি কিছুই নাই, তিনি শান্তিময় তাঁহাতে জ্ঞান—জন্ম-জন্ম কিছুই নাই। তিনি পাষাণের ন্যায় অচল। হে সভ্যগণ! তোমরা সকলেই শান্তচিত্ত স্বস্থ হইয়া সেই বিশুদ্ধ চিদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত হওত পাষাণময়ী পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে থাক; যদি কেহ তোমা-

দিগকে চালিত করে, তবে চলিত হইও। নতুবা একভাবেই থাকিও। তোমাদের জ্ঞানময় সত্তা আকৃতি অপরের অজ্ঞেয় হউক। তোমরা সৎ অসৎ উভয়ের স্বরূপে অবস্থান কর। তোমরা সংসারভূমি স্পর্শ না করিয়া আকাশকোষের ন্যায় বিশদ হইয়া অবস্থান কর। যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানী, তাঁহারা এইরূপই হইয়া থাকেন। তাঁহারা আবশ্যকীয় নিত্যকর্ম্মমাত্র সম্পাদন করেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক কোথাও গমন বা কোথাও অবস্থিতি করেন না। আবশ্যকীয় উপস্থিত নিজকর্ম্মের জন্য যে টুকু গতি-বিধি করিতে হয়, তাহাই করেন। অথবা হে সভাসদ্গণ! তোমরা সব ত্যাগ করিয়া প্রশান্তচিত্তে চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় নির্জ্জনে সমাধিমগ্ন হইয়া অবস্থান কর। ৪০—৪৫। সমাধি সময়েই হউক আর ব্যবহারদশাতেই হউক, যখন পুরুষ অবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তখন তাহার নিকটে এই জগৎ সঙ্কল্পপুরীর ন্যায় এবং স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া ক্রমে একেবারে অস্তমিত হইয়া যায়। তাহার পরে আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া যোগী চক্ষুষ্মান্ লোকের জ্ঞানের ন্যায় প্রত্যক্ষভাবেই পূর্ণানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তি কেবল কতিপয় মোক্ষপ্রতিপাদক বাক্য শুনিয়াই "আমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছি" এই বলিয়া মূঢ়লোকের নিকটে অন্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক রূপ বর্ণনের ন্যায় মোক্ষের কথা বর্ণন করত অন্তরে মান অপমানাদি দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় শান্তিসুখ কদাপি প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন অজ্ঞলোক তাহার উপদেশকে যথার্থ জ্ঞানগর্ভ মনে করিয়া সেই অসৎ উপদেশেও কৃতার্থ (সকলমনোরথ) হইয়া থাকে। বাস্তবিক কৃতার্থ না হইলেও মূর্খতাবশতঃ কৃতার্থ হইলাম বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ফলে কিছুক্ষণ পরেই সেই অজ্ঞলোকের উপদেশ মত সুফল না পাইয়া বাস্তবিক যে কৃতার্থ হই নাই, তাহা বুঝিতে পারে। মূর্খলোকের কল্পিত উপদেশে লোকে কৃতার্থ হইবেই বা কেন? বুধগণ—কল্পিত উপাস্যকে উপাস্যই বলেন না, কারণ তাহাতে নিমেষমধ্যে ভাব-অভাব ভ্রান্তিনিবন্ধন দুঃখ আরও বাড়িতে পারে। জগৎকে ভ্রমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া নিখিলবিষয় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া অবস্থান করাকেই বুধগণ নির্ব্বাণ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। ৪৬—৫১। হে রাম! আমি তোমাকে এযাবৎ যাহা উপদেশ করিয়া আসিলাম, ইহা যদি গল্পের ন্যায় কল্পিত মনে কর; তাহা হইলে চিদ্রূপ-সলিলের সন্ধানই পাইবে না, সম্মুখে জগদ্রূপ মরীচিকাই দেখিতে পাইবে। যদি আমার উপদেশ একাগ্রভাবে শুনিয়া যথার্থ মনে করিয়া, প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে অজ্ঞেয় নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎ করিতে পার, তবেই ঠিক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। জন্মান্ধ ব্যক্তির কেবল উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞানই নহে, কেননা প্রত্যক্ষ বস্তুকে পরোক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিলে তাহাকে ত ভ্রান্তিই বলিতে হয়। অতএব তুমি তাদৃশ জ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়া যাহাতে সেই অব্যয় পরমপদ সাক্ষাৎ করিতে পার, তাহারই চেষ্টা কর। তুমি নিজেই সেই অনাদি অনন্ত উৎপত্তিনাশবিহীন জ্ঞানস্বরূপ হও; সেই জ্ঞানস্বরূপ হওয়াই তোমার মুক্তি।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে অহন্তাব, জগৎ ও নিখিল ভোগ্য বস্তু সমস্তই অসত্য হইয়া যায়। মূঢ়গণ ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পর সম্বন্ধ অনুভব করিয়া মোহবশতঃ সেই অনুভবকর্ত্তা বলিয়া ভোক্তাকেই আত্মা বলিয়া থাকে। যথার্থ জ্ঞানে তাহাকে আত্মা বলে না, ফলতঃ (বাস্তব জ্ঞানে) আত্মা ভোক্তা নহেন, ব্রহ্মই আত্মা। যখন দেখিবে ভোগসলিল ভাল লাগিতেছে না, তখনই বুঝিবে অজ্ঞানজ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, অন্তঃকরণ জ্ঞানে শীতল হইয়াছে। বাচ্যবাচক ভ্রম লইয়া আলোচনা করাতে কোন ফল নাই, যাহা প্রকৃত নির্ব্বাণ, তাহাতে অহংজ্ঞান একেবারে নাই, অতএব বাচ্যবাচক (নাম রূপ বিষয়) পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণেরই ভাবনা করিতে থাক। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসকল স্বপ্ন বলিয়া জানিতে পারিলে, যেমন আনন্দপ্রদান করিতে সমর্থ হয় না, এমন কি অস্তিত্বই থাকে না, সেইরূপ যখন পরমার্থস্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন এই অহংজ্ঞান ও জগৎ রুচিকর বলিয়া বোধ হয় না, অসত্য বস্তু বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। মায়াবী যক্ষ যেমন মায়াবলে আপনার অধিষ্ঠিত বৃক্ষের উপরে অসত্য আত্মীয়স্বজন ও গৃহ দর্শন করে, সেইরূপই জীব এই সংসার দর্শন করিতেছে। ১—৫। ভ্রান্তিকল্পিত যক্ষ ও যক্ষপুরী যেমন কল্পনাকারীর নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও মিথ্যা, এই জগৎ ও অহন্তাবও সেইরূপ মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিবে। অন্ধকারে উন্মুক্ত প্রান্তরে যেমন ভ্রান্তিময় যক্ষ দৃষ্ট হয় সেইরূপ আবরণশূন্য অনন্ত পরমপদে চতুর্দ্দশ ভুবনের চতুর্দ্দশ প্রকার জীব অজ্ঞানবশে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ৬—৮। উন্মুক্ত প্রান্তরে ভ্রান্তিবশেই যক্ষের প্রতীতি হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারিলে যেমন আর যক্ষ দেখা যায় না, অলীক হইয়া যায়, সেইরূপ অহংজ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলে, চিত্তও যথার্থ চিৎস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। হে রাম! তুমি এই কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ইচ্ছা হইতে বিরত হইয়া আদান-বিসর্জ্জন বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত চিৎস্বরূপে অবস্থান কর। যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দৃশ্য একেবারে অলীক, যাহাকে মূঢ়লোকে দৃশ্য বলিয়া মনে করে, তাহা দ্রষ্টাও নহে, দ্রষ্টা সেই নির্ম্মল চৈতন্য, বৃথা কেন একটা অলীকদৃশ্য বলপূর্ব্বক সিদ্ধান্তে আনিতেছ। দৃশ্য বাস্তবিকই নাই; যেরূপ বসন্তঋতুর সরসভাবই বাসন্তিক ফল, পুষ্প, পল্লবভাব ধারণ করে, সেইরূপ একমাত্র নিজস্বভাবে পূর্ণ চিৎই সৃষ্টিভাব প্রাপ্ত হন। জগৎ নামে যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, ইহা বিশুদ্ধ চিন্মাত্রেরই অনুভবমাত্র। ইহাতে দ্বিত্বই বা কি? আর একত্বই বা কি? এ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তুমি নির্ব্বাণ হইয়া অবস্থান কর। চিন্ময় আকাশ হও, পরম রস আস্বাদন কর, নির্ব্বাণরূপ আনন্দদায়ী নন্দনকাননে নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান কর। হে ভ্রান্তবুদ্ধি মানবমৃগগণ! তোমরা এই শূন্য সংসারকাননে কেন বিচরণ করিতেছ? তোমরা অলীক আশায় দূষিতাশয় হইয়া ত্রৈলোক্যরূপ মরীচিকা-সলিলে প্রতারিত হইও না, অন্ধ হইয়া ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইও না। ৯—১৫। হে মুগ্ধ হরিণজাতীয় মানবগণ! তোমরা অলীক বিষয়ভোগরূপ মরীচিকা-সলিল পান করিয়া বৃথা আয়ুঃক্ষয় করিও না। জগদ্রূপ গন্ধর্ব্বনগরের অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া, বৃথা গর্ব্বে মত্ত হইও না;

তোমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করিতেছ। তাহা বাস্তবিক সুখ নহে,—তাহা দুঃখ। দেখ, সে সুখ তোমাদিগকে অধঃপতিত করিতে বসিয়াছে। ব্রহ্মচৈতন্যরূপ মহাকাশের নালিকাস্বরূপ এই জগৎকে আকাশের ভ্রান্তিবশে প্রতীয়মান কেশগুচ্ছের ন্যায় জানিও, কদাচ ইহাকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করিও না। এ সকলের প্রতি দৃক্‌পাতঃ না করিয়া, যথার্থস্বরূপে পরিণত হও। ১৬—১৮। হে মানবগণ। তোমরা এই সংসাররূপ গর্ত্তশয্যায় শয়ন করিও না, কারণ এই গর্ত্তশয্যায় শয়ান মানবশরীর সমীরণ-সঞ্চালিত পত্রপতিত নীহার-বিন্দুর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইয়া রহিয়াছে।; তাই বলি, তোমরাও যেন ভ্রান্তিবশে এই দশাপ্রাপ্ত না হও। তোমরা অনাদি অনন্ত অখণ্ড-স্বভাবে অবস্থান কর, অস্বাভাবিক যে দৃশ্য দ্রষ্টৃ দশা, ইহা হইতে বিচ্যুত হও। অজ্ঞলোকের নিকটে প্রতীত যে সংসার, তাহা বাস্তবিক অসৎ। তাহার কিছুই বিদ্যমান নাই; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা নামরূপবিবর্জ্জিত। হে রাম। তুমি শালী পশুরাজ সিংহের ন্যায় তৃষ্ণারূপ লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সংসারপিঞ্জর ভেদ করিয়া যথেচ্ছভাবে সকলের উপরে বিচরণ কর। 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার ভ্রান্তির নিবৃত্তিই মুক্তি, সে মুক্তি যোগীর আত্মসত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ মুক্তিই চরম বাসনাবিলয়, উহা সংসারপথে পরিশ্রান্ত ব্যক্তির বিশ্রামা-গার, উহাতে আধিভৌতিকাদি ত্রিতাপ-ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। ১৯—২৪। এই যে জগদ্রূপ পদার্থ, ইহা অনির্ব্বচনীয়ভাবে পরিপূর্ণ, কারণ, মূর্খলোকে ইহা হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানি-লোকে তাহা (দুঃখরাশি) প্রাপ্ত হয় না: জ্ঞানলোকে যাহা প্রাপ্ত হন, মূর্খলোকে তাহা (পরমানন্দ) প্রাপ্ত হয় না, গঙ্গা গোদাবরী প্রভৃতি বিভিন্ন জলময়ী মূর্ত্তি যেমন মহাসাগরে মিলিত হইয়া একতাপ্রাপ্ত হইলে আর উপলব্ধি হয় না। সেইরূপ ভ্রমনিবৃত্তি হইলে, এই জগদ্ভাবও পরব্রহ্মে মিলিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, আর পাওয়া যায় না। ভ্রম বিদূরিত হইলে প্রবুদ্ধ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটে এই জগদ্ভাব একেবারে বিলীন হইয়া যায়। দগ্ধতৃণের ভস্ম যেমন বাতাসে অদৃশ্য হইয়া যায়, নিজস্বভাবে বিশ্রান্ত (মুক্ত) সাধুর নিকটে এই জগৎ, সেইরূপ অদৃশ্য হইয়া যায়। নির্ব্বিকল্প স্বপ্রকাশ নিরতিশয় আনন্দই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ, পরিবর্ত্তনশীল জগৎ উহার মুখ্যার্থ নহে, জগৎশব্দের মুখ্যার্থ ঐ ব্রহ্মশব্দের দ্বারা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। কারণ যাহা গতিশীল পরিবর্ত্তনশীল, তাহাই জগৎশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়ে লভ্য-অর্থ। ব্রহ্মশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় লভ্য-অর্থ যাহা সর্ব্বব্যাপক অনন্ত অপরি-চ্ছিন্ন, তাহা ঐ নিরতিশয় আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অজ্ঞ অতি শিশুর নিকটে, এই প্রপঞ্চ যেরূপ অনুভূত হইয়া থাকে, (শিশুরা যেমন আত্মীয়, পর, ভাল, মন্দ, ভেদাভেদ দেখিয়া স্থির করিতে পারে না)। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে ইহা সেইরূপ অনুভূত হইয়াছে। (তত্ত্বজ্ঞানীও বালকের ন্যায় সব সমান দেখিয়া থাকেন)। ২৫—৩০। সর্ব্বভূতের যে রাত্রি, তাহাতে সংযমী জাগিয়া থাকেন; আর যাহাতে সর্ব্বভূত জাগ্রৎ, তাহাই আত্মজ্ঞ মুনির রাত্রি। অর্থাৎ নিখিল অজ্ঞলোক অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত বলিয়া যাহাতে সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করে, সেই আত্মতত্ত্বে যোগিগণ জাগ্রৎ হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়সকল যাহা মূঢ়দিগের জাগ্রৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা তত্ত্বজ্ঞানীর সমক্ষে চিত্রিত বস্তুর ন্যায় বিদ্যমান থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞানী তাহাকে দেখিতে পান না। জন্মান্ধ ব্যক্তির নিকটে চাক্ষুষ বস্তু সকল যেরূপ অননুভূত হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে এই জগৎ সেইরূপ বোধ হইয়া থাকে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, তাহা ভ্রান্তির ন্যায় অসৎ বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে।৩১ – ৩৩। এই জগৎ অজ্ঞদিগেরই বিষয়, অজ্ঞ-দিগেরই ইহা দুঃখপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত, প্রবুদ্ধব্যক্তির ইহার সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। স্বপ্নদৃষ্ট সুখভোগ যেমন স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান হইলে আর ভাল লাগে না, সেইরূপ এই জগৎ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির রুচিকর হয় না। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির বিভাগজ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, কুত্রাপি বিরোধ থাকে না তাঁহার অন্তঃকরণ সদাই শান্তিসুখে পরি-তৃপ্ত। তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্ত বিষয়ভোগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পারত্যক্ত হইলে পরক্ষণেই ধ্যান ব্যতিরেকে সমভাবেই অবস্থিতি করিতে পারে। জলের গতি যেমন নিম্নদিকে, তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তগতি তেমনি পরব্রহ্মের ধ্যানের দিকে; এইজন্য গতি ফিরাইয়া আবার ছাড়িয়া দিলে স্বতই সেই পরব্রহ্মের ধ্যানের দিকেই ধাবিত হয়। যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানে বাহ্যবস্তুজ্ঞানেরই বাধা হওয়ায় বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই নিরুদ্ধ হউক, অন্তরিন্দ্রিয় মনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় কিরূপে, তাহার উত্তরে বলি, মনও বাহ্যবস্তু ছাড়া নহে, বাহ্যবস্তু লইয়াই মন; বাহ্যবস্তু দ্বারাই মনের রঞ্জন, এই মনই বাহ্যবস্তু সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য জলাশয় পর্য্যন্ত সমস্ত জলধারের জল যেমন একত্র সম্পিণ্ডিত হইলে সাধারণ জলস্বরূপেই প্রতীত হয়। সেই-রূপ বাহ্য আভ্যন্তর নিখিল পদার্থই একমাত্র মনোরূপেই স্ফুরিত হইতে থাকে। মনই এই বাহ্যবস্তুরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে থাকে। যেমন জল ও তরঙ্গের বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই, সেই-রূপ বাহ্য আন্তর বস্তু ও মনের কোনই পার্থক্য নাই। যেমন পবন ও স্পন্দ এতদুভয়ের একটীর শান্তিতে অপরটীর শান্তি সেই সঙ্গে স্বতই হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত মন ও বাহ্যবস্তু এই দুইয়ের একটীর অভাবে আর একটীর অভাব (ক্রিয়ালোপ) আপনিই হইয়া যায়। পরমার্থ বস্তুর (আত্মচৈতন্যের) কাছে অতি অসার ঐ মন ও বাহ্যবস্তুর মধ্যে একের শান্তি হইলে অপরের শান্তির জন্য কোনই ক্লেশ পাইতে হয় না। ৩৪—৪১। দৃশ্য পদার্থ ও মন একই বস্তু বলিয়া একের নাশে উভয়ের নাশ অনিবার্য্য, এই জন্য যখন নষ্ট হয়, তখন দুইই নষ্ট হয়। যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি কখনই সঙ্কল্পময় অর্থের বাসনা করিবেন না, তজ্জন্য চেষ্টাও করিবেন না। ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞান হইলে ঐ অর্থ ও মনঃ (বাহ্যবস্তু বিষয়ক বিবৃত্তি) আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায়; ঐ অর্থ ও মনের নাশও স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রবধের ন্যায় অনষ্ট নশ্বর নশ—অর্থাৎ মূলেই যাহার অস্তিত্বের অভাব, তাহার আবার নাশ কি? তাহার নাশ ত ত্রৈকালিকই রহিয়াছে; কেবল ভ্রান্তিবশে মধ্যে মধ্যে অস্তিত্বের অনুভব হয় মাত্র। অন্ধকার রাত্রিতে পথিমধ্যে যাইতে যাইতে পথের পার্শ্বে কোথাও মৃন্ময়-পুত্তলিকা দেখিলে, দস্যু দাঁড়াইয়া আছে মনে করিয়া অনভিজ্ঞ লোকে যেমন ভয় পায় এবং দস্যুবুদ্ধিতে তাহাকে মারিতে যায়, পরে যখন তাহাকে যথার্থ মৃন্ময়-পুত্তলিকা বলিয়া জানিতে পারে, তখন তাহার প্রতি শত্রুভাব ও ভয় যেমন আর থাকে না; এবং ঐ মৃন্ময় পুত্তলিকা তাহার নিকটে যেন যথার্থস্বরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই বাহ্য-প্রপঞ্চ ও মন তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিই এই নিখিল প্রপঞ্চের ভোক্তা, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে ইহা পরমার্থ চিদানন্দ

ব্রহ্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এক ঘরে দুই ব্যক্তি রহিয়াছে, একজন সুপ্ত, আর একজন জাগ্রৎ, সুপ্ত ব্যক্তি যে স্বপ্ন দেখিতেছে, সে স্বপ্ন জাগ্রৎ ব্যক্তি যেমন দেখিতে পায় না, বালকের নিকটে প্রতীয়মান যক্ষ যেমন সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীন পুরুষে দেখিতে পায় না। সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে প্রতীয়মান এই জগৎ ধীর ব্যক্তির নিকটে পিশাচ-প্রতীতির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে প্রতীত হওয়ায় অলীক বলিয়া বোধ হয়।৪২—৪৬। অজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানীকে অজ্ঞ বলিয়া ভাবনা করে, ফলতঃ মূর্খতানিবন্ধন তাহাদের সে ভাবনা বন্ধ্যার পুত্র-পৌত্রাদি ভাবনার ন্যায় নিতান্তই অযৌক্তিক। তত্ত্ব-বিদ্‌গণ জ্ঞাতশব্দের অর্থ জ্ঞান বিষয় না ধরিয়া সমস্তই জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানেন। সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী অনাদি অনন্ত নির্ব্বিকার জ্ঞানকেই তাঁহারা সত্য বলিয়া জানেন। সে জ্ঞানের ভিতরে মনঃকল্পিত কোন পদার্থ নাই, বিভাগ ও অন্ত ইহাতে কিছুই নাই। নির্ম্মল জ্ঞানবারিই মন ও বুদ্ধিরূপ তরঙ্গে যেন আকুলিত হয়; ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাহ্যপ্রপঞ্চ ও মন একেবারে অসম্ভবপর বস্তু হইয়া পড়ে, ইহা যে কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই যে জগদ্‌ভ্রান্তি, ইহার কোন অর্থই নাই, ইহা বৃথা। শরৎকালের বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্যোতিঃ যেমন নির্ম্মল আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত হয়, সেইরূপ তুমি নির্ম্মল স্বভাব পরমচিদাকাশকেই আশ্রয় করিয়া থাক। ৪৭—৫০। হে রাম! তুমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাভেদে বিভিন্নতাপ্রাপ্ত নিখিল জ্ঞেয় প্রপঞ্চ পরিহার করিয়া সর্পাধ্যাস হইতে বিমুক্ত রজ্জুর ন্যায় স্বীয় অনাময় স্বভাবে অবস্থিতি কর। একমাত্র ক্ষুদ্র বীজই যেমন শাখাফলাদি-সমন্বিত বিশাল বৃক্ষভাব ধারণ করে, সেইরূপ একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রপঞ্চভাব ধারণ করিতেছে। অতএব ইহ মনের ও প্রপঞ্চের পৃথক্ অস্তিত্ব আর কোথায় স্বীকার করিব, তাহা বল। জ্ঞেয় বস্তু যখন বাস্তবিকই অলীক, এখন একমাত্র জ্ঞানই অনন্তপদ। সেই অনন্তপদই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব, তাঁহাতে ভেদপ্রপঞ্চ কিছুই নাই। বাস্তবিক মনোবৃত্তিই (উক্ত মহাচৈতন্য রূপ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিবিম্বই—চিদাভাসই) বাহ্য প্রপঞ্চরূপে প্রতীত হয়, ফলতঃ সে প্রতীতি ব্রহ্মতত্ত্বের অভাব জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ৫১—৫৪। মনই বাহ্যবস্তুরূপে পরিণত হয়, মনও সর্ব্বাত্মক অজ চিদাত্মারই অভাবাত্মক ভ্রান্তিমাত্র। বাস্তবিক মনের কোন কারণ নাই। এই বাহ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও ভ্রান্তিবশে অস্তিত্ববান্ বলিয়া প্রতীত হয়। বাহ্যপ্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত এই মনও বিনা কারণেই প্রতিভাত হয়। ঐ মন বিদ্যুতের প্রকাশবৎ ক্ষণস্থায়ী। তুমিও ঐ মনোরূপী হইয়াই এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। যদি নিজের প্রকৃত স্বভাব অবগত হইতে পার, তাহা হইলে আর ঘুরিয়া বেড়াইবে না, ভ্রমেও আর পতিত হইবে না। মনঃকল্পিত এই সংসার আত্মজ্ঞান হইলেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। শুক্তিকায় রৌপ্য ভ্রমের ন্যায় ভ্রমে পড়িয়া লোক বৃথাই কষ্ট পায়। তত্ত্বজ্ঞান—যাহা যথার্থজ্ঞান তাহা হইলে আর এ ভ্রম থাকে না, তখন এ সংসারও আর থাকে না। নির্ব্বাণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা স্বীকার করাই ভ্রম, সেই ভ্রম—অর্থাৎ আমি ইত্যাকার ভ্রম, ইহা কেবল দুঃখের জন্যই হইয়া থাকে কারণ অহংজ্ঞান-মরীচিকা সলিলের ন্যায় বর্দ্ধিত করিয়া জীবকে অপার কষ্টে ফেলে, জীব আপনার ভ্রমেই এইরূপ কষ্টে পড়ে কারণ অহংজ্ঞান ঐ মরীচিকা-সলিলের নিতান্ত অলীক।৫৫—৬০

আত্মজ্ঞান হইলে অহংজ্ঞান আর থাকেই না। কারণ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম আপনাকে দৃশ্য পদার্থরূপ জ্ঞান করিয়া নিজেই সর্ব্বজ্ঞ হিরণ্যগর্ভ হইয়া স্বীয় সঙ্কল্প অনুসারে যে নিখিল বাহ্য-আভ্যন্তর প্রপঞ্চরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজের স্বরূপের কোন হানি হয় নাই; তিনি যাদৃশ তাদৃশই আছেন। জল যেমন তরঙ্গভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপই তিনি জগদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত সমগ্র বৃক্ষের সত্তা যেমন এক, (মূলের সত্তা, শাখার সত্তা ইত্যাদি পৃথক্ সত্তা যেমন স্বীকৃত হয় না।) সেইরূপ জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়াত্মক একই সত্তা এই জগতে নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সে সত্তা, একমাত্র জ্ঞানেরই; (আর কাহারও সে সত্তা নয়) যেমন একমাত্র আকাশই লক্ষযোজনব্যাপী হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, সেইরূপ একমাত্র জ্ঞানই সর্ব্বব্যাপী অখণ্ডস্বরূপে দীপ্তিপ্রাপ্ত হইতেছে। একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান প্রভৃতি সকল অবস্থাতে নির্ম্মলস্বরূপে একভাবে বিরাজ করিতেছে। ঘৃতাদি দ্রবপদার্থ যেমন ঘনীভূত হইয়া পাষাণের ন্যায় কঠিন হয়, সেইরূপ উক্ত ব্রহ্মচৈতন্য চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে চিত্তরূপে পরিণত করেন। ৬১—৬৫। দেশ কালের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বোধরূপ নিজতত্ত্বের অজ্ঞান বশতঃ ঐ আত্মা চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া যান, ফলতঃ শ্রুতিপ্রদর্শিত যুক্তিতে ঐ আত্মা এক-মাত্র জ্ঞানস্বরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। যদিও এই বিশুদ্ধ চিদাত্মায় অজ্ঞানের স্থিতি কোন ক্রমেই সম্ভবে না, তথাপি অজ্ঞান অবস্থায় মূঢ় লোককে বুঝাইবার জন্য তাঁহাতে অজ্ঞান কল্পনা করিতে হয়। এই জন্যই যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন মহাত্মা যোগী পুরুষেরা অজ্ঞানের লয় হইলে ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্যের কাঠিন্যের ন্যায় দাহাতেই গলিত হন—অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দপূর্ণ ব্রহ্মভাবে পরিণত হইয়া ভ্রান্তিশূন্য হওত সর্ব্বদা সমাধিমগ্ন হইয়া থাকেন (বাহ্য বস্তু কিছুই দেখিতে পান না)। ৬৬—৬৮।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসিলেন,—হে মুনিবর! সমাধিবৃক্ষ যেরূপে উৎপন্ন হইয়া পত্র-কাণ্ডশাখা-প্রশাখাদি বিস্তারপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়া বিবেকিজীবনরূপ ফল ধারণ করিয়া চিত্তরূপ মৃগকে ছায়া দান করত তাহার শ্রমদূর করে; তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তুমি সমাধিবৃক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করা সকলেরই উচিত, উন্নত পুষ্পফলসমন্বিত ঐ বৃক্ষের ছায়ায় বসিতে পারিলে সকল শ্রম দূর হয়, ঐ বৃক্ষ বিবেকিমনুষ্যরূপ কাননের মধ্যেই উৎপন্ন হয়, ঐ বৃক্ষের বিষয় তোমার নিকট আমূল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এ সংসারকাননে বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া অথবা প্রাক্তন শুভাদৃষ্টবলে স্বতই ঐ সংসারকাননের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়, বুধগণ সেই বিরাগকেই এই সমাধিবৃক্ষের বীজ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকৃত শুভ কর্ম্মরূপ হল দ্বারা কর্ষিত, সুকৃতশালী দ্বারা সর্ব্বদা সিক্ত, নিঃশ্বাসবায়ুর অবাধসঞ্চারে সুপরিষ্কৃত উন্মুক্ত চিত্তকেই বুধগণ এই সমাধিবৃক্ষের উৎপত্তি-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সংসারের প্রতি বৈরাগ্যরূপ

সমাধিবীজ বিবেকি-লোককাননের পবিত্র চিত্তক্ষেত্রে আপনিই গিয়া পড়িয়া থাকে। মহাবুদ্ধি (বিবেকবান্) যখন আপনার চিত্ত-ক্ষেত্রে এই সমাধিবীজ পতিত হইবে, তখন অখিন্ন হইয়া (কাম-ক্রোধাদির বেগ সহ্য করিয়া) যত্নপূর্ব্বক পবিত্র স্নিগ্ধ আপনার হিতকারী স্বচ্ছ সুধার ন্যায় মধুর শীতল সৎসঙ্গ ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের চর্চ্চারূপ সলিল সেক করিবেন। ঐ সলিল সংসাররোগ-শান্তিকারক চন্দ্রের সুধার ন্যায় সুশীতল অতি উপাদেয় পদার্থ। উহার সেক ব্যতিরেকে চিত্তক্ষেত্রে সমাধিবীজ অঙ্কুরিত হওয়া সুকঠিন। ১—৮। সংসার-বৈরাগ্য-ধ্যানবীজ চিত্তক্ষেত্রে পতিত হইলে যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায়, যত্নপূর্ব্বক সেইরূপ রক্ষা করা উচিত। সে সময়ে তপস্যা, (গুরু-দেব-দ্বিজাতির পূজা) দান-ক্রোধলোভাদিপরিত্যাগ, তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি সৎকর্ম্ম করিতে হয়। এইরূপ উপায়ে যখন বীজ অঙ্কুরিত হইবে, তখন সেই অঙ্কুর রক্ষা করিবার জন্য মুদিতা নাম্নী প্রিয়ার সহিত অন্বিত সন্তোষকে নিযুক্ত করিবে, কারণ সন্তোষই ঐ অঙ্কুর রক্ষণ করিতে সুনিপুণ। ৯—১১। তাহার পরে আশা, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি অনুরাগ ও কামক্রোধাদি-রূপ বিহঙ্গমকুল আসিয়া যাহাতে ঐ অঙ্কুর না ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ সন্তোষরূপ রক্ষক দ্বারা ঐ সমস্ত আশাদি-পক্ষী আসিলে তাড়াইতে হইবে। প্রাণায়ামাদি সৎ-ক্রিয়ারূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা ঐ ক্ষেত্রের রজঃ (ধূলি) মার্জ্জনা করিতে হয়, অচিন্ত্য আলোকপ্রদ বিবেকরূপ আতপ প্রবেশ করাইয়া ঐ ক্ষেত্রের তমঃ (অজ্ঞানরূপ ছায়া) দূর করিতে হয়। (যেখানে ছায়া বেশী, সেখানে গাছ ভাল হয় না) দুষ্কৃতরূপ মেঘ হইতে উহাতে সম্পদ্ ও প্রমদারূপ অশনিপাত হইয়া থাকে, এইজন্য প্রবণার্থ চিন্তামগ্ন হইয়া ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, দয়া ও জপ-তপ, স্নানাদি উপায়ে ঐ সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে ধ্যানবীজ সংরক্ষিত হইলে তাহা হইতে অতি সুন্দর বিবেকনামক নব অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। বিবেক-অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে চিত্তভূমি ক্রমে সুশোভিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রোদয়ে আকাশের ন্যায় শোভিত হইয়া থাকে। তাহার পরে সেই অঙ্কুর হইতে প্রথমে দুইটী পত্র নির্গত হয়, একটী পত্র অধ্যাত্মশাস্ত্রের চর্চ্চা, অপর পত্র সাধুসঙ্গ। ক্রমে বৈরাগ্যরসে সিক্ত হইয়া ঐ দ্বিপত্র অঙ্কুর কাণ্ডভাব ধারণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত ও দৃঢ় হইয়া থাকে, সন্তোষরূপ ত্বকে আবৃত হয়। তাহার পরে অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরূপ বর্ষাকালের আবি-র্ভাবে ঘন ঘন বৈরাগ্যসলিলে সিক্ত অল্পদিনের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ১৬—২০। এইরূপে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা, সাধুসঙ্গ ও বৈরাগ্যরূপ সলিলে পরিপুষ্ট হইয়া সুদৃঢ় হইতে ঐ বৃক্ষ বিষয়াসঙ্গ ও ক্রোধরূপ বানরের আন্দোলনেও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। অনন্তর বিজ্ঞানশোভিত ঐ ধ্যানবৃক্ষ হইতে এই সমস্ত সরস ও বিস্তৃত শাখা নির্গত হইতে থাকে। আত্ম-তত্ত্বের স্ফুটীভাব, একমাত্র আত্মতত্ত্বেরই সত্যতাজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব-স্বরূপে অবস্থিতি নিশ্চলীভাব, নির্ব্বিকল্পভাব, সমতা, শান্তি, মৈত্রী, করুণা, কীর্ত্তি ও উদারতা এই সমস্ত ঐ বৃক্ষের শাখা, শমাদিগুণরূপ পত্র ও যশোরূপ কুসুমে সুশোভিত ঐ সকল শাখায় বেষ্টিত হইয়া ঐ বৃক্ষ যোগীর নিকটে পারিজাত বৃক্ষের শোভা ধারণ করে। এইরূপে শাখাপত্র-পুষ্পসমন্বিত হইয়া ঐ সমাধিবৃক্ষ প্রতিদিন উন্নতিলাভ করিয়া সাধককে জ্ঞানফল প্রদান করিয়া থাকে। যশঃ উহার কুসুমগুচ্ছ, শমাদিগুণ উহার পল্লব, প্রজ্ঞা উহার মঞ্জরী। বৈরাগ্যসলিলে ঐ বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় ঐ বৃক্ষ সকল দিক্ শীতল করে। চন্দ্র যেমন শীতল কিরণ দিয়া লোকদিগের দিনের বেলার আতপতাপ বিদূরিত করেন, সেইরূপ ঐ বৃক্ষ সাংসারিক তাপ নিবারণ করে। মেঘ যেমন ছায়া প্রদান করে, সেইরূপ ঐ বৃক্ষ শান্তিরূপ ছায়া প্রদান করে। বায়ু যেমন আকাশের মেঘ সরাইয়া দিয়া আকাশকে নির্ম্মল করে, সেইরূপ ঐ সমাধিবৃক্ষ-প্রদত্ত শান্তিচ্ছায়া চিত্তমল বিদূরিত করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া দেয়। কুলপর্ব্বত যেমন সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া অটল হইয়া থাকে, সেইরূপে ঐ বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া স্বয়ংই বদ্ধমূল হইয়া সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করে, তখন আর তাহাকে উন্মূলিত করা যায় না। উপরে মুক্তিফলের স্তবক ধারণ করে, এইরূপে বিবেকরূপ কল্পতরু দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, যোগীর হৃদয়কানন ছায়া-সমাবৃত হইয়া সুশীতলভাব ধারণ করে। ২১—৩০। সেই ছায়ায় হৃদয়ের সমস্ত তাপ বিদূরিত হইয়া হৃদয় শীতল হয়। তুষারের ন্যায় শীতল (শান্তিভূষিত) বুদ্ধিরূপ সুরম্য শাখা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। চিরদিন সংসারপ্রান্তরে পরিশ্রান্ত চিত্তহরিণ ঐ ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া পরম সুখ অনুভব করে। ঐ চিত্তহরিণ জন্মাবধি সংসারকাননে পর্য্যটন করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, পথিমধ্যে যদি কখন সুপথ পায়, তাহা হইলে বাদীদিগের কোলা-হলে ব্যাকুল হইয়া সে পথ হারাইয়া ফেলে। কামাদি ব্যাধগণ ঐ চিত্তহরিণের দেহচর্ম্ম খুলিয়া লইবার জন্য যে সময়ে উহার অনুসন্ধান করিতে থাকে, তখন ঐ দুর্ব্বোধ হরিণ অসার শরীর-রূপ কণ্টকাকীর্ণ গহনে লুক্কায়িত হইতে গিয়া কণ্টকবিদ্ধ ও জর্জ্জরপ্রায় হইয়া ঊর্দ্ধমুখে তাকাইতে থাকে। ঐ হরিণ সংসার-কাননে বহমান বাসনারূপ সমীরণে চালিত হইয়া অহংজ্ঞানরূপ মরীচিকানদীর দিকে ধাবিত হইয়া বিষজর্জ্জরিতবৎ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ভোগবিষয়ে নিতান্ত আসক্ত ঐ হরিণ হরিতবর্ণ শষ্পপ্রায় নব নব বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। পুত্রপৌত্রাদির প্রতিপালনব্যাপারে ত্রিবিধ তাপরূপ দাবানলে তাপিত হইয়া ঐ হরিণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনর্থগর্ত্তে গিয়া পতিত হয়। চিত্তহরিণ সম্পদ্রূপ লতাজালে জড়িত হইয়া অনেক সময়ে দস্যুতস্করাদিরূপ কিরাতের হস্তে পীড়িত হইয়া থাকে। তৃষ্ণানদী ধরিতে গিয়া তরঙ্গাহত হয়, ব্যাধিরূপ দুষ্ট ব্যাধের নিকটে তাড়িত হইয়া অনেক সময়ে ঐ চিত্তহরিণকে পলায়ন করিতে দেখা গিয়া থাকে। দৈববিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কিনা, অজ্ঞতাবশতঃ তাহা না বুঝিয়া অনেক সময়ে ঐ চিত্ত সহসা একটা অকার্য্য করিয়া পরিশেষে প্রতিকূল ফলপ্রাপ্ত হইয়া, যেন ব্যাধ আসিতেছে দেখিয়াই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে (কি করা উচিত তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না)। ৩১—৩৭। ঐ হরিণ আপনার ভোগ্যবস্তু হইতেও অনেক সময়ে বিপদ্প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কাকুল হইয়া পড়ে। পাছে কোন শত্রু আসিয়া আক্রমণ করে, এই ভয়ে ঐ হরিণ সর্ব্বদাই আকুল, উহার শরীরে ভূতপূর্ব্ব প্রহারচিহ্নও অনেক সময়ে দেখা যায়, (পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুঃখের অনুভব সংস্কার উহাতে বিদ্যমান থাকে)। বন্ধুর-ভূমিতে পড়িয়া ঐ হরিণ অনেক সময়ে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে থাকে। কাম-ক্রোধাদি-বিকাররূপ পাষাণখণ্ড দ্বারা ঐ হরিণ প্রায়ই আহত হইয়া থাকে। তৃষ্ণারূপ কণ্টকাকীর্ণ লতাগহনে প্রবেশ করিয়া কত সময়ে

ক্ষতবিক্ষত হইয়া নির্গত হয়, ঐ হরিণ আপনার বুদ্ধি অনুসারেই যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে। পরের কপট ব্যবহার বুঝিতে উহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। ৩৮—৪০। ইন্দ্রিয়গ্রামে আসিয়া ঐ হরিণ আবার পলায়ন করিতে থাকে। কামরূপ দুর্জ্জয়-গজের বিষম পদতলে পড়িয়া ঐ হরিণ কত সময়ে দলিত হইয়া যায়। বিষয়রূপ বিষধর সর্পের বিষময় ফুৎকার-মারুতে ঐ হরিণ একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কামুক হইয়া আসক্তিবশতঃ অনেক সময়ে কামিনীরূপ শঙ্কময় প্রদেশে প্রোথিত হইয়া পড়িয়া থাকে, (সতঃ আর উঠিতে সমর্থ হয় না), উহার পৃষ্ঠদেশ ক্রোধরূপ দাবানলে দগ্ধ হইয়া শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়। বিষয়ের দিকে সর্ব্বদা আকৃষ্ট হইয়া ঐ হরিণ অনেক সময়ে সাতিশয় বিপদাপন্ন হয়। ৪১—৪৩। অভিলাষরূপ দংশ-মশকাদি উহার গাত্রে বসিয়া উহাকে দংশন করিয়া উৎখাত করিয়া তুলে, অনেক সময়ে ঐ চিত্তহরিণ বিষয়ভোগ-জনিত আমোদরূপ শৃগালের নিকট হইতেও তাড়িত হইয়া দূরে পলায়ন করে। নিজের কুকর্ম্মের ফল অনেক সময়ে ঐ চিত্তহরিণ দারিদ্র্যরূপ শার্দ্দূলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পড়ে। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তিরূপ মোহে অন্ধ হইয়া যেখানে সেখানে ছুটাছুটি করিতে গিয়া গর্ত্তমধ্যে পতিত হয়। মানরূপ সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া ঐ হরিণ ভয়ে আকুল হয়। মৃত্যু-রূপ ব্যাঘ্র উহাকে আপনার নখচ্ছেদ্য পুষ্পের ন্যায় জ্ঞান করে, (অক্লেশে মারিতে পারে), গর্ব্বরূপ অজগরসর্প উহাকে গিলিবার জন্য জনশূন্য মহারণ্যে উহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেই-খানে যাইলেই গর্ব্বরূপ অজগর উহাকে গিলিয়া ফেলে *। অতি-লোভী ঐ হরিণ যবাঙ্কুর খাইবার জন্য সর্ব্বদাই মুখব্যাদান করিয়া থাকে। কামিনীসম্ভোগে শক্তিপ্রদান করে বলিয়া যৌবনের সহিত ঐ চিত্তহরিণ বন্ধুত্বস্থাপন করে, কিন্তু যৌবনরূপ বন্ধু উহার চিরসহচর হয় না, ক্ষণকালের জন্য আলিঙ্গন করিয়া (সদ্ভাব দেখাইয়া কাছে থাকিয়া) পরিত্যাগ করে। (আর কাছে আসে না), ইন্দ্রিয়রূপ ঝঞ্ঝাবায়ু কুপিত হইয়াই যেন উহাকে বিষম কান্তারে (নরকে) বারংবার নিক্ষেপ করিতে থাকে। ৪৪—৪৮। হে ভাবী মহারাজ রামচন্দ্র। শীতকালের নিশায় শীতক্লিষ্ট প্রাণি-কুল যেমন সূর্য্যোদয় হইলে সূর্য্যতাপে শান্তিবোধ করে, সেইরূপ এই যে চিত্তহরিণের কথা বলিলাম, এই হরিণ যদি ঐ সমাধিতরুর আশ্রয় পায়, তাহা হইলে শান্তিলাভ করে, প্রকৃত সুখপ্রাপ্ত হয়। হে শ্রোতৃবর্গ। মূঢ় জনগণ তালতমালবকুলাদি বৃক্ষের ছায়ার ন্যায় রমণীয় প্রাসাদে অবস্থানপূর্ব্বক ভোগবিলাস চরিতার্থ করিয়া যে সুখের কণামাত্রও লাভ করিতে সমর্থ হয় না. তোমাদের চিত্ত-হরিণ যদি সমাধিপাদপের ছায়া আশ্রয় করে তাহা হইলে সেই পরম সুখ অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে। ৪৯।৫০।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

* চিত্তপক্ষে জনশূন্য আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক যেখানে নাই; এইরূপ আপনার সমকক্ষ বা আপনা অপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তি না থাকিলেই মূর্খলোকে গর্ব্ব করিবার সুবিধা পায়। মনে করে আমিই বড় লোক; আমা অপেক্ষা আর কে বড় আছে? "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে পরন্তপ! এই চিত্তহরিণ বিশ্রামার্থ সমাধিপাদপের ছায়া প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া সেই খানেই চিরস্থিতি করে, আর কুত্রাপি যাইতে চাহে না। তাহার পরে সেই সমাধিতরু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আপনার পুষ্পস্তবকের (পঞ্চকোষের) মধ্যবর্ত্তী পরমার্থরূপ ফল শনৈঃ শনৈঃ প্রকাশ করিতে থাকে। অধঃস্থিত চিত্তহরিণ বৃক্ষশাখায় যখন ঐ সুরম্য পবিত্র ফল দেখিতে পায়, তখন সেই হরিণ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ঐ ফল আস্বাদন করিবার জন্য বৃক্ষে আরোহণ করিতে থাকে। অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাতিশয় যত্নসহকারে তখন ঐ ফল লইবার জন্যই ব্যস্ত হয়। আরোহণ করিবার সময়ে প্রথমে সমাধি-বৃক্ষের উপরে এক পদ উত্তোলনপূর্ব্বক ভূতলস্থিত অপর পদের ভূতলসংস্পর্শ (আমি আমার ইত্যাদিভাব) পরিত্যাগ করিয়া উপরে আরোহণ করে। উপরে আরোহণ করিয়া অধোদিকে আর দৃষ্টিপাত করে না, (যদি পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়), এই আশঙ্কায় পক্ষান্তরে বাহ্যপ্রপঞ্চের দর্শন হইতে একেবারে বিরত হয়, বাহ্যপদার্থ কিছুই দেখিতে পায় না)। ১—৫। সমাধি-বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক উক্ত পরমার্থ ফল ভোজন করিয়া সর্প যেমন পুরাতন কঞ্চুক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ প্রাক্তন সংস্কারসমূহ (বাসনা) পরিত্যাগ করে। (ভূতপূর্ব্ব ঘটনা আর কিছুই স্মৃতি-পথে আনিতে পাবে না সুমধুর ফলের রসাস্বাদনে একেবারে বিহ্বল হইয়া যায়)। যদি কখনও পূর্ব্বতন অবস্থা মনে হয়, উচ্চপদে আরূঢ় আত্মারদিকে দৃষ্টিপাত করত, "এযাবৎ আমি কি মূঢ় ছিলাম", এই বলিয়া পূর্ব্বতন অবস্থাকে উপহাস করে। লোভরূপ হিংস্রজন্তুর ভয় হইতে মুক্ত হইয়া সে ঐ বৃক্ষের করুণাপ্রভৃতি অন্যান্য শাখায় বিচরণ করত সম্রাটের ন্যায় পূর্ণকাম হইয়া বিরাজ করে। ক্রমে তাঁহার তৃষ্ণা ক্ষয় হইয়া যায়, যে তৃষ্ণা সদ্বুদ্ধিরূপ চন্দ্রের পক্ষে অমানিশা, দুঃখরূপ চন্দ্রের কাছে তিমিররোগ (অর্থাৎ তিমির নেত্ররোগ) হইলে এক চন্দ্র যেমন বহুচন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ তৃষ্ণার প্রভাবে দুঃখ সমধিক হইয়া উঠে) সেই লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় প্রাণিবর্গের বন্ধনের তৃষ্ণা তাঁহাকে দিন দিন পরিত্যাগ করিতে থাকে। তখন তিনি প্রাপ্ত-বিষয়ের উপেক্ষা করেন না, অপ্রাপ্তবিষয়ের বাঞ্ছাও করেন না। চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া সকল অবস্থাতেই অন্তঃকরণে শীতলভাব ধারণ করিয়া থাকেন, কিছুতেই উত্তপ্ত হন না। তখন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শমদমাদিগুণ-রূপ পল্লবের উপরে অবস্থান করিয়া অধোদেশে উন্নত অবনত (বিষম) জগতের গতি নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। এ যাবৎ যে বিষবল্লীর বিষময় পুষ্পনিকরে সমাকীর্ণ বিষম পথে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে আপনার সেই দৈন্যদশাকে উপহাস করিয়া থাকেন। ৬—১২। ক্রমশঃ তিনি ঐ সমাধিবৃক্ষের উচ্চতর শাখায় আরোহণ করিয়া যথেচ্ছভাবে সেই বৃক্ষে বিচরণ করত রাজার ন্যায় শোভা পাইতে থাকেন। তখন তাঁহার ভূতপূর্ব্ব স্ত্রী, পুত্র, ধন, মিত্র প্রভৃতির সহিত সমাগম, জন্মান্তরের ঘটনা অথবা স্বপ্নাবস্থার ঘটনা বলিয়া মনে হইতে থাকে। তাহার চিত্ত তখন শান্তিপূর্ণ ও নির্ম্মল। এজন্য লৌকিক ব্যবহার দশায় তাহার কৃত্রিম অনুরাগ, দ্বেষ, ভয়, মোহ প্রভৃতি বৃত্তিসকল অভিনয়কালের নটের হাবভাবাদির ন্যায় মর্ম্ম-

স্পর্শী হয় না, বাহিরেই কেবল দেখা যায় মাত্র। তখন সম্মুখবর্ত্তী তরঙ্গভঙ্গীময় সংসারনদীর গতিসকল নিরীক্ষণ করিয়া, উন্মত্ত ব্যক্তির চেষ্টার ন্যায় মনে করিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। তিনি অপূর্ব্ব পরমপদে বিশ্রাম লাভ করিয়া জীবদ্দশাতেও শবের ন্যায় হইয়া থাকেন,—অর্থাৎ বাহ্য স্ত্রীপুত্রধনাদি বিষয় সকল কিছুই দেখিতে পান না, কেবল সেই বিশুদ্ধ পরমোন্নত জ্ঞানময় ফলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পঞ্চমভূমিকারূপ অত্যুচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া থাকেন। ভূতপূর্ব্ব সাংসারিক বিপত্তি সকল বারংবার মনে হইলে সন্তোষরূপে সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া সুস্থভাবে অবস্থিতি করেন, এবং অর্থরূপ অনর্থের বিনাশ হইলেই সমধিক সন্তোষলাভ করেন। ১৩—১৯। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া দিলে সে যেমন সাতিশয় বিরক্তিবোধ করে, সেইরূপ তিনি সমাধিমগ্ন হইলে যদি কেহ তাঁহাকে বাহ্যবিষয় ভোগের ন্যায় ব্যবহার কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করে, তাহা হইলে অতিশয় বিরক্ত হন। বহুদিন ধরিয়া পদসঞ্চারণে দেশবিদেশে ভ্রমণ করিবার পরে একটু বিশ্রামলাভ করিতে অবসর পাইলে শীঘ্র আর পরিশ্রম করিতে যেমন প্রবৃত্তি হয় না, সর্ব্বদাই বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ কথিত যোগী এযাবৎ মোহবশতঃ সংসারঘটনায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ সমাধিবৃক্ষে বিশ্রামলাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ আর আর পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করেন না, সদাই ঐরূপ বিশ্রামলাভ করিয়া থাকিতে চাহেন। যেমন ইন্ধনশূন্য অগ্নি সমীরণ দ্বারা সঞ্চালিত হইলেও আর প্রদীপ্ত হইতে পারে না, ক্রমে আপনা আপনিই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ ঐ যোগী বাহ্যনিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে সাধারণ মানবের ন্যায় লক্ষিত হইলেও ভিতরে অহংজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় পূর্ণস্বভাবে শান্ত হইয়া যান। ক্রমশঃ অভ্যাসবশে বাহ্য পদার্থের উপরে তাঁহার যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, ভোগস্খলিত দৃষ্টির ন্যায় তাঁহা আর কিছুতেই নিরস্ত করিতে পারে না (আর কখনই তাঁহার ভোগবাসনা উদিত হয় না)। সেই পরমার্থ ফলপ্রদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথে আরূঢ় হইয়া যোগী যে ভূমিকায় (ষষ্ঠভূমিকায়) উপনীত হন, সে ভূমিকা কিরূপ তাহা কথায় বলা যায় না। ২০—২৪। জ্ঞানবান্ পথিক যেমন মরুভূমিতে যাইতে ইচ্ছা করেন না, সেইরূপ ঐ যোগী নিজের ভোগের চেষ্টা করেনই না, যদি অপরের চেষ্টায় তাঁহার সম্মুখে কোন ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিরক্ত হইয়া সেই ভোগের অভিমুখে গমন করেন না। অন্তরে পূর্ণমনা (সর্ব্বপ্রকার অভাব হইতে বিবর্জ্জিত চিদানন্দময়) ঐ যোগী সাংসারিক ব্যাপারে নিদ্রিত এবং মদবিহ্বল ব্যক্তির ন্যায় সদানন্দ হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক এক অভূতপূর্ব্ব স্থিতি লাভ করেন। পক্ষী যেমন অনায়াসে বৃক্ষাগ্রে উঠিতে পারে, সেইরূপ ঐ যোগী ঐরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া ক্রমশঃ ঐ পরমার্থফলের নিকটবর্ত্তী হন। তখন সমস্ত বাসনাবৃদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া আকাশের ন্যায় হইয়া সেই পরমার্থফলেরই কেবল আস্বাদন করেন এবং আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ঐ যে পরমফল প্রাপ্তির কথা বলিলাম, উহা আর কিছুই নয়, উহা সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ স্বভাবের অবস্থিতি। যখন ভেদজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, কেবল অভেদই অবশেষ হইয়া যায়, তখন সেই অভেদকেই বুধগণ অনাদি অনন্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ২৫—৩০। বুধগণ স্ত্রী পুত্র ধন জন প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ঐ পরমপদেই বিশ্রামলাভ করিয়া থাকেন। পরমার্থ (শোধিত দৃশ্য জড়সত্তা), ও চিৎ শোধিত দ্রষ্টৃত্ব চৈতন্য, এতদুভয় যখন অখণ্ড একতারূপ পরমানন্দে পরিণত হয়, তখনই তাপসংযোগে তুষারবিন্দুর ন্যায় ভেদবুদ্ধি বিলীন হইয়া যায়। অধিজ্য ধনুককে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই অবস্থিতি করে, আকর্ষণনিবন্ধন বক্রভাবের আধিক্য আর থাকিয়া যায় না, সেইরূপ যোগীও তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করার পর যদি কখন সাংসারিক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হন, তাহা হইলে সেই বিক্ষেপ বিষয়ে আবার যে তত্ত্বসাক্ষাৎকারেই ধাবিত হন, সেরূপ অবস্থায় কোমল পুষ্পমাল্যের ন্যায় সরল বা বক্র যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে স্থাপিত করা কোনক্রমেই সম্ভবে না। থামের গাত্রে অঙ্কিত পুত্তলিকা যেমন থামের পৃথক্ সত্তায় অসত্য ও থামের সত্তায় সত্য। এই বিশ্বও তেমনি পরব্রহ্মে সত্য ও অসত্য দুইই বলা যাইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মকে সপ্রপঞ্চ, অপ্রপঞ্চ দুইই বলা যায়, কিন্তু সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়, নিষ্প্রপঞ্চ স্বভাবের জ্ঞান হয় না। এজন্য নিষ্প্রপঞ্চ স্বভাবের ধ্যান করিতে পারা যায় না। যখন সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়, তখন ত জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াই অবস্থান করে; তখন ধ্যান করিবে কিরূপে? ৩১—৩৫। যাহার বাহ্য দৃশ্যের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, সে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির আদরের বস্তু দৃশ্যকে ত্যাগই কেবল করিতে পারে, তদ্ভিন্ন ধ্যান (চিন্তা) আবার কাহার করিবে? অতএব সমাধি শব্দের অর্থ চিন্তা নহে; দৃশ্য প্রপঞ্চকে সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে যথার্থস্বরূপে সমাহিত অর্থাৎ স্থাপিত করার নামই সমাধি। যখন দ্রষ্টা সাক্ষী চৈতন্য ও দৃশ্য (জগৎ) এতদুভয়ের একতাসম্পাদক জ্ঞান মনের মধ্যে দৃঢ় হয়, তখন জীব সেই জ্ঞানস্বরূপে সমাহিত হইয়া বিশ্রাম লাভ করে। দৃশ্য প্রপঞ্চের জড়ত্ব দুঃখাদির বিরোধী যে চিদানন্দসত্তা, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানীর স্বভাব। দৃশ্যপ্রপঞ্চের সত্তা স্ফূর্ত্তিই সাধুগণ অতত্ত্বজ্ঞানীর ধর্ম্ম বলিয়াছেন। যিনি অতত্ত্বজ্ঞ, বাহ্য বিষয় কেবল তাঁহারই রুচিকর হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর নহে। যিনি অমৃত পান করিয়াছেন, কটু খাদ্য তাঁহার কখনই ভাল লাগে না। ৩৬—৪০। যদি ধ্যানশব্দের অর্থ নিজ স্বরূপের পুনঃপুনঃ অনুসন্ধানকে বল, তাহা হইলে ত তাহা তত্ত্বজ্ঞানীর স্বভাবসিদ্ধ, কারণ তত্ত্বজ্ঞানী, ত্রিবিধ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বিতৃষ্ণ হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই আত্মনিষ্ঠ, তিনি ইচ্ছা না করিলেও (জাগরিত ব্যক্তির জাগ্রৎ স্বরূপের জ্ঞানের ন্যায়) তাঁহার উক্ত ধ্যান আপনা হইতেই হইবে। স্বরূপের অনুসন্ধানরূপ ধ্যান তৃষ্ণাদিকারণেই বিচ্যুত হইয়া যায়, যাহার তৃষ্ণা একেবারেই নাই, সে স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় থাকিবে? সে ত সর্ব্বদাই স্বস্বরূপে অবস্থিতি করিবে। অথবা বাহ্য প্রপঞ্চ বিষয়ে তৃষ্ণাশূন্য জ্ঞানীর আবার যে তৃষ্ণা উদিত হয়, সে তৃষ্ণা অনন্ত অপরিচ্ছেদ্য। কারণ সে নিজে অপরিচ্ছিন্ন আত্মস্বরূপে উদিত হইয়াছে। তোমাদের ন্যায় এই বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান যতটুকু হয়, এই জ্ঞান সমস্তই তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যবহারে লইয়া যাও, দেখিবে ইহাতে তাঁহার তৃষ্ণাপূরণ কোনরূপেই হইবে না। এই জন্যই সে বাহ্য বিষয়ে তৃষ্ণা করে না, কারণ বাহ্য বিষয়ের তৃষ্ণার বিষয় অতি অল্প, যোগীর যে অপরিচ্ছিন্ন তৃষ্ণা, তাহার বিষয় অনেক। অনন্ত তৃষ্ণার বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কে সামান্য তৃষ্ণার

বিষয় লইতে যায়? (যাহার দশ টাকা পাইবার আশা আছে, সে কি কখন দশ টাকার আশা পরিত্যাগ করিয়া তিন পয়সার জন্য ধাবিত হয়?) সুতরাং বাহ্য তৃষ্ণার বিক্ষেপ না থাকাতে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের একত্র অবস্থিতির ন্যায় যোগীর ধ্যান (নিজ স্বরূপ চিন্তা) আপন হইতেই হয়। এই জন্য যতদিন ঐরূপ বিশুদ্ধ বোধের উদয় না হয়, ততদিনই সমাধির জন্য যত্ন করিতে হয়। যখন বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা সাক্ষাৎকৃত হন, তখন আর সমাধির জন্য যত্ন করিতে হয় না, কারণ সে সময়ে সমাধিযত্ন থাকিতেই পারে না। তাহাতে জালরূপে জলন্ত অগ্নিতে ঘৃত বিন্দু কখনই থাকিতে পায় না, তখনই দগ্ধ হইয়া যায়। ৪১—৪৫। বিষয়ের প্রতি সাতিশয় বৈরাগ্যই সমাধিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, যিনি সেই বিষয় বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, তাঁহাকে নমস্কার করি। ঐ বিষয়-বৈরাগ্য ক্রমে সুদৃঢ় হইয়া গেলে, ইন্দ্রাদি দেবতা ও অসুরগণ যোগীর কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। বিষয়ের প্রতি অভিলাষ একেবারে না থাকাই বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় ধ্যান (সমাধি) যাহাতে ঈদৃশ সমাধি-লাভ করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইলে আর কোন ধ্যানেরই আবশ্যকতা থাকে না বিশ্বশব্দের অর্থ মূর্খলোকের নিকটেই বিদ্যমান, যাঁহারা বিদ্বান, তাঁহারা বিশ্বশব্দকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করেন না, এমন কি, ইহা তাঁহাদের চক্ষেও পতিত হয় না। হে বুধগণ! তত্ত্বজ্ঞানী এবং অজ্ঞ, বিশ্ব ও বিশ্বপতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান এই সকল যাহাতে এক হইয়া প্রকাশ পায়, তোমরা সেই বিবেকীদিগের জ্ঞানমার্গে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম লাভ কর। ৪৬—৫০। এই জ্ঞানমার্গে আত্মাতিরিক্ত সত্তা, বা অসত্তা, দ্বিত্ব বা একত্ব কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির প্রথম উপায় শাস্ত্রচর্চ্চা, দ্বিতীয় উপায় সাধুসঙ্গ, তৃতীয় উপায় ধ্যান, এই উপায়ত্রিতয়ের মধ্যে পর পর কথিত উপায়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত উপায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশাল দেহ (অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ) এই অপরোক্ষ ব্রহ্মচৈতন্য জীব নামক আপন প্রতিবিম্বের আদর্শস্বরূপ অন্তঃকরণরূপ উপাধিবশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ ব্রহ্মচৈতন্য স্ব স্ব কর্ম্মের বৈচিত্র অনুসারে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সম বিষম সকল শরীরেই সমভাবে উদিত হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে যাহার ভাগ্য উৎকৃষ্ট, তিনিই জ্ঞানযোগ্য পবিত্র জন্ম প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও সৎসঙ্গাদি উপায়ে জগৎরূপ কন্দুকক্রীড়ার পূর্ব্বাপর সমস্ত তত্ত্ব অবগত হন, তিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্য এতদুভয়ের একতর সিদ্ধি করিলেই উভয়েরই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। এই জগদ্রূপ তুলা, জ্ঞানরূপ অনলে দগ্ধ হইয়া উত্তরোত্তর বুদ্ধিরূপ বাতাসে উড্ডায়িত হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা জানি না। ফলে পরব্রহ্মেই মিশিয়া যায়। জগদ্রূপ ভ্রান্তি অমূলক হইয়াও যাঁহার নিকটে বিলীন নহে, অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষগোচর করেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান চিত্রিত অনলের ন্যায় জড়তা (অজ্ঞান অনলপক্ষে শৈত্য) দূর করিতে পারে না। ৫১—৫৫। অজ্ঞব্যক্তি জগদ্ভাবে অভিনিবিষ্ট বলিয়া তাহার জগদ্‌জ্ঞান যেমন আরও বাড়িতে থাকে, সেইরূপ যিনি জ্ঞানী, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট ঐ জগদ্‌জ্ঞান স্ফুরিত হয় না। অজ্ঞব্যক্তির নিকটে যথার্থরূপে প্রতীয়মান এই জগৎজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে চিত্রিত বলিয়া প্রতীত হয়, অজ্ঞ ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করে; তত্ত্বজ্ঞানী ইহাকে চিত্রিত বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া ইহা হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা করেন না। তাঁহার চিত্তে এই জগৎ শূন্যময় অথবা নিদ্রিতাবস্থায় দৃষ্টবস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হয়, জ্ঞানী মানব যখন পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন, তখন তাঁহার কাছে অহম্ভাব বা জগৎ কিছুই প্রতিভাত হয় না। তখন যাঁহার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব স্ফুরিত হইতে থাকে। যিনি অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ সম্পূর্ণরূপ তত্ত্বলাভ করিতে পারেন নাই, তাহার চিত্ত জ্ঞান অজ্ঞান-উভয়াত্মক হইয়া অর্দ্ধশুষ্ক অর্দ্ধ আর্দ্র কাষ্ঠের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ৫৬—৬০। তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই জগৎ এক বলিয়া বোধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে ইহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, যত দিন অজ্ঞান, ততদিনই লোক বিবাদ করিয়া মরে, যখন জ্ঞান লাভ করে, তখন সকলেই মিত্রতা করে, কাহারও সহিত আর বিবাদ করে না। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, তিনি জগতের সত্তা বা অসত্তা কিছুই বুঝিতে পারেন না, কারণ তখন তিনি সর্ব্বদা তন্ময়ই হইয়া থাকেন। সপ্তম ভূমিকায় আরূঢ় ব্যক্তি যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহার কোন প্রভেদ দেখিতে পান না, সবই একরূপ দেখেন, সেইরূপ ঐ যোগীও জগতের সত্ত্ব অসত্ত্ব কিছুরই পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন না। চিত্তহরিণ সমাধিবৃক্ষে উঠিয়া পরমার্থফল লাভ করিল, এই কথাপ্রসঙ্গে যে চিত্তনাশের কথা বলিলাম, সে চিত্তকে তুমি বাসনা বলিয়া বুঝিবে, কারণ বাসনাই নষ্ট হইল, আত্মা বাসনারূপ নিগড়বদ্ধ হইয়া সমাধিবৃক্ষে উঠিয়াছিলেন, তাহার পরে তাঁহার সে বাসনানিগড় ভগ্ন হওয়ায় তিনি মুক্ত হইলেন, নতুবা চিত্তনাশশব্দে আত্মনাশ বলিলে ত মোক্ষই হয় না, নিজেই যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার আর থাকিবে কি? সে যে মুক্ত হইয়া যাইবে। ধ্যানপাদপ এইরূপে বর্দ্ধিত হইয়া বহুদিনের পরে যে স্বয়ং উৎপন্ন জ্ঞানরূপ ফল ধারণ করে, মুমুক্ষুচিত্তহরিণ সেই জ্ঞানরূপ সুরস ফল আস্বাদন করিয়া বাসনাশৃঙ্খলের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ৬১—৬৫।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"এইরূপে পরমার্থ ফলরস সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে ঐ ফল ক্রমে মুক্তিরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন সেই পরমার্থফলের সাক্ষাৎকারাত্মিকা চিত্তবৃত্তিও বাধিত হইয়া যায়, চিত্তহরিণ নিজেই ঐ পরমার্থ হইয়া যায়। তাহার সে হরিণত্ব ক্ষীণস্নেহ প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়। তখন কেবল ঐ পারমার্থিক দশাই বিদ্যমান থাকে। সে দশায় কেবল অনন্ত অপরিচ্ছিন্নভাবেরই স্ফুরণ হইয়া থাকে। মনঃ ধ্যানবৃক্ষের ফল প্রাপ্ত হইয়া নিজ বোধস্বরূপ হইলে ছিন্নপক্ষ অচলের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে স্থিতিলাভ করে। তখন তাহার মনোভাব কোথায় চলিয়া যায়; কেবল বাধশূন্য বিনাশবিহীন সর্ব্বময় নির্ম্মল জ্ঞান-স্বরূপই বিদ্যমান থাকে। চিত্তের সত্তা তখন সুপবিত্র হইয়া জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাঁহার সেই অনাদি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ নির্ম্মল প্রকাশরূপ ফল প্রদান করিতে থাকে। ১—৫। তখন সকল প্রকার বাসনা বা সঙ্কল্প একেবারে বিদূরিত হইয়া

অনাদি অনন্ত অনায়াস ধ্যানই কেবল অবশিষ্ট হয়। যতদিন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, পরমপদে বিশ্রান্তিলাভ না করা যায়, ততদিন মন বিষয়ের অনুসন্ধান করে, ধ্যানলাভ করিতে পারে না। মনঃ পরমার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কোথায় যে চলিয়া যায়, তখন বাসনা, কর্ম্ম, হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জানি না। তখন কেবল দেখা যায়, যোগী একমাত্র ধ্যানমগ্ন হইয়া পক্ষহীন পর্ব্বতের ন্যায় বজ্রবৎ দৃঢ়ভাবে স্থির হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। যোগী ঐরূপে পরমাত্মায় রমণ করিতে থাকিলে তাঁহার নিখিলভোগ বিদূরিত হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল প্রশান্ত হইয়া যায়। নিখিল দৃশ্য নীরস বলিয়া বোধ হয়। ৬—১০। ক্রমে তাঁহার বৃত্তি সকল একেবারে প্রশান্ত হওয়ায় যখন তিনি অনায়াসেই পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করেন, তখন তাঁহার সমাধি স্বতঃসিদ্ধ, কে তাহা নিবারণ করিতে পারে। মহাশয় ব্যক্তিগণ যতদিন চিত্রিত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া ভোগ সকলকে অদৃশ্য করিতে না পারেন, ততদিনই বিষয়বৈরাগ্য ভাবিতে থাকেন। যখন আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া বাসনা-বিবর্জ্জিত হইয়া জগৎপদার্থসমূহকে আর দেখিতে পান না, তখন বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় সমাধিকে কে যেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আনিয়া দেয়, ফলে তাঁহার জন্য কিছুমাত্র কষ্ট করিতে হয় না। বর্ষাকালের নদী-প্রবাহের ন্যায় সমাধি যখন বলপূর্ব্বক আসিয়া তাঁহার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে, তখন তাঁহার মন সেই সমাধি অবলম্বন করিয়া আর বিচলিত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানবলে বিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাকেই সমাধি বলে, অন্য কাহাকেও নহে। ১১—১৫। সুদৃঢ় বিষয়-বৈরাগ্যকেই ধ্যান বলা হয়, সেই বিষয়বৈরাগ্য ক্রমে পরিপক্ব হইয়া বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় হইয়া যায়। এই বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যই অঙ্কুরিতাবস্থ ধ্যান। সাক্ষাৎকার বৃত্তিতে আবির্ভূত ব্রহ্মই অবিদ্যার উচ্ছেদে জ্ঞানস্বরূপ, নিখিল বাসনার উচ্ছেদে ধ্যানস্বরূপ এবং নিখিলদুঃখের উচ্ছেদে আনন্দরূপে নির্ব্বাণস্বরূপে পরিণত হন। যদি ভোগবৈরাগ্য উপস্থিত হয়, অন্য ধ্যানের কোনই আবশ্যক নাই; যদি ভোগ-বিতৃষ্ণা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে ধ্যান করিয়া কি ফল হইবে? যিনি সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, দৃশ্য পদার্থের আস্বাদ যাহার একেবারে নাই, নির্ব্বিকল্প সমাধি তাঁহার অবিরতই হইতে থাকে। দৃশ্যবস্তু যাহার আর রুচিকর হয় না, তাঁহাকেই বুদ্ধ বলে। যখনই ভোগসকল বিরক্তিকর হয়, তখনই সম্যগ্‌জ্ঞান উদিত হয়। যিনি স্বস্বভাবে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর ভোগের আবশ্যকতাই নাই। আপনার নিজ স্বভাবপ্রাপ্ত না হওয়াই ভোগের কারণ, তাহা প্রাপ্ত হইলে আবার ভোগ কি। শাস্ত্রচর্চ্চা ও জপাদির পরে সমাধি-নিরত হইবে। যখন সমাধিবিরত হইয়া বিশ্রান্তি লাভ করিবে, তখনও শাস্ত্রপাঠ এবং জপ করিতে হয়। সমস্ত শঙ্কা দূর করিয়া সমস্ত কষ্ট পরিহার করিয়া শরৎকালের মেঘের ন্যায় নির্ম্মল সুষুপ্তসমান শান্ত ও শম হইয়া নির্ব্বাণস্বরূপে অবস্থিতি করিবে। ১৬—২৫।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! যাঁহারা সংসারভারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মরণাদি সঙ্কটে শরীরপাত করতঃ বিশ্রামের বাসনা করেন, তাঁহাদের গুণপ্রকর্ষ লাভের কথা শ্রবণ কর। প্রথমে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবশতঃ যজ্ঞদানতপস্যাদির অনুষ্ঠানে বা জন্মান্তরীয় সুকৃতবলে যখনই স্বহৃদয়মধ্যে বিবেক-কণা জন্মিয়া থাকে, তখনই তাপতপ্ত ব্যক্তি যেরূপ শ্রমহারী মার্গমধ্যস্থ বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করে, তদ্রূপ সেই জীবগণ সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিখ্যাত ভ্রান্তিনাশক গুণরাশির আশ্রয় লইয়া থাকে এবং পথিক যেমন আপতিত যজ্ঞচিহ্ন যূপকে দূরে পরিহার করে, তেমনি তিনিও অজ্ঞদিগকে পরিত্যাগ করেন ও দেবতা-পরায়ণ হইয়া স্নান দান যজ্ঞ প্রভৃতি তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। চন্দ্রমণ্ডল যেরূপ অমৃতকে ধারণ করিতেছে, তেমনি তিনি তখন লোচনলোভনীয় আহ্লাদকর অকৃত্রিম স্বযোগ্য কোমল ব্যবহার ধারণ করিয়া থাকেন এবং কোন সুশীল ব্যক্তি পরের চিত্তের অনুসরণ করতঃ পরের প্রয়োজন সাধন করিয়া সকলের প্রিয় হন ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে নিতান্ত অনুরাগী থাকায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হন। ১—৬। এবং নবনীত মণ্ডের ন্যায় নির্ম্মল এবং শীতল সুকোমল ও মনোহর সেই সাধুর নবসঙ্গম-সঙ্গত ব্যক্তিকে সাতিশয় সুখিত করিয়া থাকেন, কারণ বিবেকী ব্যক্তির ব্যবহার চন্দ্রকিরণের ন্যায় অতি শীতল ও পবিত্র বলিয়াই সাধারণকে শীতল করিয়া থাকে। বিবিধ মনোহর কুসুমাকীর্ণ উদ্যান সমূদয়েও তাদৃশ বিশ্রামসুখ পাওয়া যায় না, সাধুসমাগমে যে প্রকার নির্ভয়ে বিশ্রাম হয়। স্বর্গগঙ্গার বিশুদ্ধ সলিলের ন্যায় (বিবেকীদিগের সহিত সঙ্গতি) পাপরাশি প্রক্ষালন করিয়া পবিত্রতা সম্পাদন করে। সংসারে বিরক্ত হইয়া তাহার উত্তরণেচ্ছুক বিবেকিজনের সম্পর্কে লোকের চিত্ত হিমগৃহ-সম্পর্কীয় ন্যায় শীতল হইয়া থাকে। বিবেকিজনে যেরূপ মহতী অমরতা আছে, তাহা দেবগন্ধর্ব্বকন্যার বা মানবী জনে মিলে না। হে রাম! ক্রমশ নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাসে বুদ্ধির নির্ম্মল্য হইয়া থাকে, দর্পণে যেরূপ সন্নিহিত ভূমি প্রতি-বিম্বচ্ছলে প্রবেশ করে, তেমনি গুরুমুখ হইতে শাস্ত্রার্থ সমুদয় হৃদয়ে প্রবেশ করে। ৭—১৩। মহারণ্যে কদলী যেরূপ মূল প্ররোহাদির বিস্তারে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, সৎপ্রজ্ঞাও তদ্রূপ বিবেকিজনের স্থানেই আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রার্থরূপ রসসম্পর্কে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তখন সেই প্রজ্ঞাশালী সুনির্ম্মল বিবেকিহৃদয় দর্পণের মত স্বস্বরূপে প্রতিবিম্বিত যাবদ্বস্তুরই সর্ব্বপ্রকারে অনুভব করিয়া থাকে। সাধুসহবাসে ও শাস্ত্রার্থের অবধারণে যাহার আত্মার শুদ্ধি হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি অগ্নিসংযোগে মলবিহীন ও ক্ষণমাত্র অগ্নি হইতে উদ্ধৃত বস্ত্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া শোভা পান ও সুবর্ণের ন্যায় কমনীয় ও আলোককারী সূর্য্য দ্বারা যেমন ত্রিভুবন প্রকাশিত হয়, বিবেকী ব্যক্তি তদ্রূপ স্বীয় আত্মপ্রকাশক আন্তরিক আলোকেই সর্ব্বদা উদ্ভাসিত থাকেন। ১৪—১৭। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রের ও সাধুসমাগমে সেই প্রকারে অভ্যাস ও সেবাদি দ্বারা অনুসরণ করিয়া থাকেন, যে প্রকার সম্পর্কে উক্ত দ্বয়ের অনুভব করিতে পারেন। শাস্ত্রার্থের

স্থানে ভারাক্রান্ত বিবেকী ক্রমশ সজ্জন হইয়া ভোগ-সামগ্রী সমুদয় উপেক্ষা করতঃ পঞ্জর-নিষ্ক্রান্ত পার্থাদির স্বাধীন হৃদয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন ও ভোগাভিমুখে গমনরূপ দৌর্ভাগ্যকে প্রতিদিন পরিহার করিয়া আত্মবংশকেই সমুজ্জল করিয়া থাকেন, যেমন একচন্দ্র হইতেই নক্ষত্র সমুদয় দীপ্তিশালী হয়। চন্দ্র রাহুগ্রাস হইতে নির্গত হইলে যেরূপ শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ বিবেকীর মুখমণ্ডলও তখন ভোগসম্পর্কশূন্যা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকে। স্বর্গপুরে কল্পবৃক্ষ যেরূপ দেবগণের প্রশংসনীয়, তিনিও তদ্রূপ জ্ঞানীদিগের নিতান্ত প্রশংসা-ভাজন হন। ১৮—২২। তিনি অন্বেষী হইয়াও প্রাপ্তভোগের প্রতি দ্বেষ করিয়া স্বয়ং অন্তরে লজ্জিত হন সত্য; কিন্তু ভোগসাধনের অভাব হইলে সমধিক সন্তুষ্ট থাকেন। জাতিস্মর চণ্ডালাদি যেমন সময়ে স্বীয় জাতির প্রতি উপহাস করে, তেমনি তিনিও পূর্ব্বানুভূতা রাগাদিরূপিণী তরলা স্বীয় নারীকে বর্ত্তমান দশায় স্মরণমাত্র করিয়াও অনুতাপে স্মিতমুখ হইয়া উপহাস করেন। অন্যান্য সিদ্ধব্যক্তিরা ভূমিতে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় সেই মহাত্মাকে প্রণয়-বশে দেখিবার বাসনায় নয়নযুগল বিস্তার করিয়া আগমন করেন। তিনি উচিত বুদ্ধি দ্বারা নিত্যই ভোগের প্রতি অনাদর করতঃ সিদ্ধজন সন্নিধানে লব্ধ-সিদ্ধ্যাদি ভোগকেও স্বীকার করেন না। আত্মজ্ঞানীর অন্তরে প্রথমেই সংসারবৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে যেমন শরৎকালে পাদপের শৈত্যপ্রকাশের পূর্ব্বেই নীরসতা হয়। স্বাস্থ্যকাম ব্যক্তি যেরূপ বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি তিনিও পরিণাম মঙ্গলের জন্য স্বয়ংই সজ্জনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া থাকেন ও তাহাতেই সেই মহাত্মা মার্জ্জিতমতি হইয়া নির্ম্মল সরোবরে মহাগজের ন্যায় শাস্ত্রসাগরে নিমগ্ন হন। হে রাম। সাধুজন সন্নিহিত বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন ও সূর্য্য যেমন স্বপ্রভা-মধ্যে সকলকে প্রবেশিত করেন, তেমনি তিনিও সম্পদে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। বিবেকিজনের সর্ব্বাগ্রে পরস্বামিক বস্তুর প্রতিগ্রহে বৈমুখ্য হইয়া থাকে, তিনি স্বস্বামিক সামান্য বস্তুতেই মহাসন্তুষ্ট থাকেন, বিবেকী ব্যক্তি পরধন প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ ও সদা সন্তুষ্ট থাকিয়া ক্রমশঃ নিস্পৃহ হইয়া স্বার্থ মাত্রেই উপেক্ষা করিতে অভিলাষী হন এবং যাচকদিগকে সামান্য বস্তু শাকের কণামাত্রও প্রদান করিতে লজ্জিত না হইয়া তাদৃশ অভ্যাসের সম্পর্কে পরিণামে স্বীয় দেহমাংস পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন ধাবমান ব্যক্তির নিকট গোষ্পদ-পরিমাণ স্থান অতি অল্প অনুভূত হয়, তেমনি যাহারা বিবেকের অনুসরণে চিত্তকে আয়ত্ত রাখিয়াছে, তাহাদের নিকট স্বীয় মূর্খতা অতি সামান্য বিবেচনা হয়। সাধু ব্যক্তি প্রথমে পরকীয়বস্তু গ্রহণে নিবৃত্তিকে অতিযত্নে অভ্যাস করিয়া স্বীয় বৈরাগ্যবলে স্বার্থ-বিষয়েও বিরক্তভাবকে সংগ্রহ করিবেন, অনন্তর ভোগপরিত্যাগের সহিতই সার্থকে ত্যাগ করিবেন, কৃতী জন পরম শ্রান্তির নিমিত্তই এই প্রকার ক্রমিক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এ সংসারে অসংখ্য নরক মধ্যেও তাদৃশ দুঃখ অনুভূত হয় না, যাহা যাবজ্জীবন অর্থোপার্জ্জনপ্রয়াসে ঐহিক পারত্রিক দুঃখরাশির তুল্য হইতে পারে। যদিও মূঢ়দিগের পারলৌকিক দুঃখের স্মরণ হয় না, তথাপি তাহারা শয়ন, উপবেশন, গমন, ভ্রমণ, রমণ প্রভৃতি যে কিছু কার্য্য করে, তৎসমুদয়েই যাতনায় ও মনো-বেদনায় আক্রান্ত হইয়া সেই দুঃখরাশিকে সততই অনুভব করিয়া থাকে। হে রাম। অর্থের রাজ-চৌরাদি হইতে সতত অনর্থ সম্ভব বলিয়া অর্থ অনর্থময় এবং সম্পদ্ নিত্য আপদ্‌সঙ্কুল ও সংসারের ভোগ সমুদয় মহারোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে সত্য, কিন্তু মূঢ়েরা মোহ বশতঃই এ সকলকে অন্য প্রকারে সদ্বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া থাকে। হে রঘুনাথ! পুরুষ যে পর্য্যন্ত অনর্থময় অর্থের প্রার্থনা না করিবে, তাবৎ সংসারে তাঁহাকে বিষয় চিন্তা-জাল সন্তপ্ত করিতে পারিবে না এবং যে পুরুষের মুক্তিলক্ষণ পরম পুরুষার্থ অভিমত হইবে, সে ব্যক্তি অর্থকে সংসাররূপ তৃণের শিখা বিবেচনায় অবলোকন করুন ও স্বয়ং শান্তি লাভ করুন। হে রাম। অর্থ অন্য কিছু নহে, কেবল এই শোক-মোহাদি বিকার-সম্ভূত জরা-মরণ প্রভৃতি কর্শ্যের ও দৈন্য-দৌরাত্ম্য প্রভৃতি অপ্রিয় ভাবেরই রাশি মাত্র বলিয়া জানিবে। এই সংসারে জরামরণধর্ম্মা জীবগণের একমাত্র সন্তোষই জরামরণনিবারক সর্ব্বদুঃখাপহারী মহৌষধি। বসন্ত ঋতু, নন্দন-কানন, পূর্ণচন্দ্র ও অপ্সরাগণ এ সমুদয় একত্র হইলেও এক-মাত্র সন্তোষামৃতই ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। বর্ষাসঙ্গমে সরোবরের ন্যায় সন্তোষসম্পর্কে সাধু-হৃদয়ের পূর্ণতা হইয়া থাকে ও সাধু ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিলে, শীতলা হৃদয়-গ্রাহিণী সুরসা প্রসন্না তেজস্বিতাকে লাভ করিয়া সমধিক-শোভা-প্রাপ্ত হন,—যেমন বসন্ত সমাগমে বৃক্ষসমুদয় পুষ্পভরে পূর্ণ হইয়া শোভিত হয়। এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট হইয়া অর্থের আকাঙ্ক্ষা করে, সে ব্যক্তি পাদুকা দ্বারা নিষ্পিষ্ট কীটের ন্যায় দুর্ব্বলাত্মা হইয়া চেষ্টামাত্র করে ও সতত দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করে এবং সেই ধনার্থীরা উদ্বেল সমুদ্রমধ্যে নিপতিত তরঙ্গাঘাতে বিবশজনের ন্যায় কুৎসিত আকার লাভ করিয়া কুত্রাপি সুখে অবস্থান করিতে পায় না। হে রাম। আরও বলি শুন, সংসারে প্রমদারূপ সম্পদ্ অতি ভয়ঙ্কর, পণ্ডিত ব্যক্তি কেহই অজগরের ফণার ছায়ার ন্যায় সেই নারীতে আসক্ত হন না এবং যে মূঢ় অর্থের অর্জ্জন রক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে এই প্রকার অনর্থ জানিয়াও তাহার অভিলাষী হয়, সেই নরাকৃতি পশুকে স্পর্শ করাও অনুচিত। যে ব্যক্তি নিস্পৃহতারূপ দাত্র দ্বারা মনের বাহ্য ও আন্তরিক উদ্বেগলক্ষণ,—অর্থাৎ সমুদয় অভীষ্টরূপ তরুরাজিকে ছেদন করেন, তাঁহারই জ্ঞানরূপবীজের উৎপত্তি ক্ষেত্রস্বরূপ হৃদয়ে প্রকাশ পায়,—অর্থাৎ নির্ম্মল হয়। প্রথমে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য রাখিয়া সাধুসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তত্ত্বার্থের দৃঢ় চিন্তাপূর্ব্বক ভোগসমুদয় পরিত্যাগ করত বাসনা-বিহীন হইয়া বিবেকী পরমপদ প্রাপ্ত হন। ২৩—৫৩।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। সাধু ব্যক্তির অন্তরে প্রথমে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে পর তিনি সাধুসমাগম লাভ করিয়া নিজ বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রের অভিপ্রায় অবগত হন ও ভোগের প্রতি নিস্পৃহ হইয়া সজ্জনপদবীতে অধিরোহণ করেন। তখন তাঁহার হৃদয় স্বপ্রকাশ হইয়া পরম পদের অভিমুখ হয়

তিনি ধনরত্নাদি বস্তুসকলের অন্ধকারের ন্যায় তুচ্ছ বিবেচনায় বাসনা করেন না, প্রত্যুত যেমন উচ্ছিষ্ট ও শুষ্ক পত্রাদিকে গৃহ হইতে নিরাকরণ করে, তেমনি অর্থের সঙ্গমাত্রেই পরিত্যাগ করেন। হে রাম। ভারবাহী পথিক যেমন ক্রমশঃ শ্রান্ত ও অসমর্থ হইয়া ভার দ্রব্যের এক একটীকে আত্মশক্তি ও দ্রব্যের গৌরব অনুসারে পরিত্যাগ করে, তেমনি বিবেকী ব্যক্তিও স্ত্রীপুত্রাদি স্বজনরূপ ইন্দ্রিয়-ভোগ্যদিগকে ভারভূত বিবেচনা করেন ও যথাকালে শক্ত্যনুসারে ক্রমিক তাহাদের সঙ্গত্যাগ করেন। তদীয় চিত্ত শান্তিময় বলিয়া ভোগমাত্রেরই অনুভব করেন না। অধিক কি বিবেকীরা নির্জ্জনে, দিগন্তরে, সংসারে, অরণ্যে, উদ্যানে, পুণ্যতীর্থে, নিজগৃহে, সুহৃজ্জনের ক্রীড়াসভায়, অরণ্যভোজে কিংবা শাস্ত্রীয় তর্কাদির বিচারে এ সমুদয়ের কিছুতেই স্থিরভাবে অবস্থান করেন না। সেই বিজ্ঞানবাদী জ্ঞানী ব্যক্তি তখন শমদমাদি গুণোপেত হইয়া মৌনভাবে আত্মাতেই স্ফূর্ত্তি পাইয়া সেই দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্বেষণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার অন্বেষণের অভ্যাসবশে সহজেই বিবেকী ব্যক্তি পরমপদে বিশ্রাম করেন। হে রাম। আত্মবোধ ব্যতীত অপর কোন অর্থেরই বোধ নাই বা কিছুই নাই, এই প্রকার স্বীয় অনুভবশালী পরমপদ অন্তরেই অবস্থিত বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন। সকল বস্তুজাতের অভেদজ্ঞানের সহিত যাহা আত্যন্তিক সম্বন্ধে পরিণত থাকায় যাহার বোধতা বা শূন্যতা নাই, তাহাকেই পরমপদ জানিবে। যেমন অচেতন প্রস্তরের ক্ষীর প্রস্রুত হয় না, তেমনি যাহারা স্বসংবিদ্ মাত্রে বিশ্রাম করেন, সেই মনঃশূন্য সজ্জনদিগের কদাচ বিষয়ভাব বিদিত হয় না, তখন সেই আত্মপরায়ণ সাধু বিষয়নিরোধী পদে উপস্থিত হইয়া মনোবিহীন মৌনভাব ধারণপূর্ব্বক চিত্র লিখিতের ন্যায় স্বভাবেই অবস্থান করেন এবং সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞের মন সর্ব্বার্থসম্পন্ন হইয়াও অর্থবিহীন অতিমহৎ হইলেও পরমাণু তুল্য ও পূর্ণ হইলেও শূন্যস্বরূপ হইয়া থাকে, এজন্য তিনি তখন মনঃশূন্য হন। বিশেষ তাঁহার তুমি, আমি, দিক্ ও কাল প্রভৃতির জ্ঞান চিন্মাত্ররূপে থাকিলেও তাঁহাতে স্বস্বরূপে অবস্থান করে না বলিয়াই দীপ যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি তিনি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপে থাকিয়া আন্তরিক অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে ও বাহ্য রাগদ্বেষ ভয়াদিকে দূর করিয়া থাকেন। ১—১৭। অতএব যাহাতে রজোগুণ স্পর্শ করিতে পারে না ও যেখানে তমঃপ্রকাশের নিতান্ত অসম্ভব, যিনি সত্ত্বগুণের পরে অবস্থিত, সেই ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপী নরসূর্য্যকে প্রণাম করিবে এবং ভেদবুদ্ধির লয়সহকারে যাহার চিত্ত তিরোহিত হয় সেই জ্ঞানবানের তাৎকালিক অবস্থা বাক্যের দ্বারা বর্ণনা হয় না। হে মতিমন্। পরমেশ্বরকে দিবারাত্র ভক্তিযোগে আরাধনা করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া ভক্তকে এই প্রকার নির্ব্বাণপদ প্রদান করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিবর। আপনি সমুদয় তত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আপনার অবিদিত কিছুই নাই, এক্ষণে বলুন, ঈশ্বর কে এবং কিরূপেই বা ভক্তিযোগে তাঁহাকে প্রসন্ন করা যায়। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে বুদ্ধিমন্। ঈশ্বর তোমার সন্নিধানেই আছেন ও তাঁহাকে সুখেই পাওয়া যায়। হে রাম। নিজ মহা জ্ঞানময় আত্মাই পরমেশ্বররূপে কথিত হন। সেই পরমেশ্বর হইতেই সমুদয়, তাঁহাতেই সকল ও তিনিই সর্ব্বস্বরূপী হইয়া সর্ব্বস্থানে আছেন এবং তিনি সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী সর্ব্বময়, এক্ষণে সেই সর্ব্বস্বরূপ বিভুকে নমস্কার করি। ১৮—২৩। বায়ু হইতে গমনাদি শক্তির ন্যায় সেই কারণ-পুরুষ হইতেই এই সৃষ্টি-স্থিতি-বিকারাদি প্রকাশ পাইতেছে এবং স্থাবর জঙ্গম অখিল সংসার অভিমত প্রদানে তাঁহারই নিরন্তর পূজা করিয়া থাকে। তিনি ভক্ত কর্ত্তৃক বহুজন্ম ভক্তি সহকারে পূজিত হইয়াই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই চিন্ময় মহাপ্রভু পরমাত্মা জীবের পূর্ব্বসুকৃতবলে প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ পবিত্র দূতকে শীঘ্র প্রেরণ করেন। রাম কহিলেন,—হে মুনে। পরম প্রভু পুণ্যাত্মা ভক্তের নিকট কাহাকে দূত করিয়া প্রেরণ করেন এবং সেই দূত কিরূপেই বা ভক্তের উদ্বোধন করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে বৎস! পরমাত্মা বিবেক নামক দূতকেই পাঠাইয়া থাকেন, সেই বিবেকই আকাশে চন্দ্রের ন্যায় জীবের হৃদয়রূপ গুহামধ্যে আসিয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন। ২৪—২৯। বিবেকই বাসনাবদ্ধ জীবকে ক্রমশঃ বুঝাইয়া থাকেন এবং এই দুরুত্তর ভবসাগর হইতে অবিবেকীকে উত্তারিত করেন। ঐ প্রসিদ্ধ জ্ঞানাত্মাই অন্তরাত্মা, উনিই পরম ও পরমেশ্বর, ইঁহারই বেদসম্মত নামান্তর ওঁকার। দেব, দানব, নাগ ও মনুষ্যগণ, জপ, হোম, তপস্যা, দান, বেদপাঠ ও যজ্ঞ প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিরন্তর তাঁহাকেই প্রসন্ন করিতেছে। তাঁহার বৈশ্বানররূপের মস্তক স্বর্গ, চরণদ্বয় পৃথিবী, রোমাবলি নক্ষত্রনিচয়, অস্থিনিচয় জীবসঙ্ঘ ও হৃদয় আকাশস্বরূপ হইয়াছে। পরমেশ্বর চিদাত্মা বলিয়াই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা যাইতেছেন, জাগ্রৎ আছেন ও নিরীক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং বিশ্বরূপের হস্তপদ চক্ষু কর্ণাদি সর্ব্বদিকে সর্ব্বদা স্বকার্য্যতৎপর হইয়া রহিয়াছে। বিভু বিবেকদূতকে উদ্বোধিত করিয়া জীবের চিত্তরূপ পিশাচকে ধ্বংস করেন, অতঃপর জীবকে অনির্ব্বচনীয় আত্মপদবীতে উপনীত করেন। ৩০—৩৫। অতএব আত্মা নিজ শক্তিতে সমুদয় বিকল্প ও বিকার সমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই প্রসন্ন হউন, কারণ এই কামক্রোধাদিরূপ মেঘনিচয়ে আচ্ছন্ন সংসাররূপ রাত্রির অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে মনে সদা ভ্রমণ করিতেছে, উহাতে নিজ জ্ঞানময় আত্মাই পূর্ণচন্দ্র স্বরূপে বিদ্যমান। এই সংসাররূপ দুরন্তসাগর বাসনারূপ তরঙ্গে সমাকুল, মনোরূপ প্রচণ্ড বায়ুতে আলোড়িত, মরণরূপ অগাধ আবর্ত্তে ঘূর্ণমান, ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্টগণের আশ্রয় ও জড়রূপ অনন্ত জলের আধার, ইহার পারে যাইবার সাধন, বিবেকই একমাত্র প্রধান নৌকা। পরমাত্মা প্রথমে অভিমত পূজনাদি পাইয়া প্রসন্নতা লাভ করিলে এ সংসারে বিবেকরূপ দূতকে পরামর্শ করিয়া প্রেরণ করেন, পরে সৎসঙ্গ শাস্ত্রচর্চ্চাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া জীবকে নির্ম্মল অদ্বয় পরমপদে আনয়ন করেন। ৩৬—৪০।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যাঁহারা বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেকের পুষ্টি করিয়াছেন, সেই মহৎদিগের অসামান্য মহত্ত্বই জন্মিয়া থাকে। সেই মহৎদিগের ঔদার্য্যবতী গাম্ভীর্য্যশালিনী

মহতী বুদ্ধিকে চতুর্দ্দশ ভুবনের সম্পদ্‌ও জন্তরা প্রলোভন দেখাইতে পারে না। এবং দৃশ্যমান সংসার চিত্তের ভ্রমমাত্র এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলেই বাহ্য ও অন্তশ্চারী চক্ষু, কর্ণ, মনপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রামরূপ হিংস্রজন্তু ও তন্মূলীভূত অজ্ঞান দূরিত হইয়া থাকে। বিশেষ আকাশে চন্দ্রযুগলের ন্যায়, মরুভূমিতে সলিলের ন্যায়, এবং অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় এই জগৎই যদি নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রকাশ পাইল, তখন আর বাসনা কিরূপে কোথায় থাকিবে, এবং বাসনা যদি না থাকিল, তবে এক আকাশই অবশিষ্ট রহিল, কিন্তু এই বাসনাশূন্যা অবস্থা মনের সত্তা না থাকিলেই হইয়া থাকে। ঐ দশাকে বিবেকী কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না।১—৫। জাগ্রদাদি এই অবস্থাত্রয়ই অতি প্রসিদ্ধ, পুনশ্চ যে অবস্থা এই তিন অবস্থায় অসংপৃক্তা—অর্থাৎ বাস্তব্যবহারে বাধ থাকিলেও বাহ্যব্যবহারকারিণী সেই অবস্থাকেই পরমা কহে। হে রাম! ঐ পরমাবস্থাপন্নের নিকট বিচিত্র রত্নরাজির প্রভাপুঞ্জের ন্যায় বহুরূপ এই জগৎ আত্মা, মন, বা পার্থিব কিছুই অনুভূত হয় না, কেবল চিদাভাসমাত্র লক্ষিত হয়। যেমন আকাশে বিচিত্র রত্ননিচয়ের কিরণজাল লক্ষিত হয়, তেমনি এ জগতের রূপদর্শন শূন্যমাত্র, এ সংসারে ভূতপ্রপঞ্চ, জগৎ কিছুই সত্য নহে, কেবল ইহা ব্রহ্মসংজ্ঞক মহারত্নের প্রভাপুঞ্জই প্রকাশ পাইতেছে এবং সৃষ্টিব্যাপার না থাকায় নানাত্ব নাই ও প্রলয় নাই, সুতরাং বিনাশ অসম্ভব, কেবল রূপবিহীন কল্পনাময় সূর্য্যাংশু-জালই ঘনীভূত হইয়া প্রতিভাসিত হইতেছে, সঙ্কল্পশরীরের ঘনীভূত পিণ্ডভাব নাই, তাহাতেই কল্পনাকৃত আকাশে অদ্ভুতাদির ন্যায় মানসরাজ্যে কেবল শূন্যত্বেরই আপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল কারণে শূন্যত্বই যদি কোন বস্তু না হইল, তবে তাদৃশ আধার বাসনাদিভাবের অবস্থান কোনমতেই সম্ভব না। কোন পক্ষী কি কল্পনাময় ভাবী আকাশবৃক্ষে বিশ্রাম করিতে পারে? ৬—১২। এইরূপেই চরাচরের পিণ্ডভাব নাই, অথচ শূন্যতাও নাই, সুতরাং যে এক সৎই তখন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহার কোনরূপে বিচলন নাই। সম্যগ্‌জ্ঞানবানের ভাসমান নানাত্ব সন্মাত্রে লীন থাকে বলিয়া, নানারূপ হইলেও নানাভিন্নের ন্যায় অবস্থান করেন,—যেমন সুবর্ণপিণ্ডের মধ্যে কটককেয়ূরাদি নানা আকার নিহিত থাকে। হে রাম। সাধারণের বুদ্ধি সর্ব্বদা উত্তমাধম-বিষয়ে ধাবমান হয় বলিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, সুতরাং তাদৃশ বুদ্ধি এই সত্যস্বরূপের আশায় ধাবিত হইয়াও ক্লেশই কেবল পাইয়া থাকে, তবে উহার প্রাপ্তির উপায় একমাত্র অভ্যাস যোগ যে অবিকারী ব্যক্তি এই ভূত-ভবিষ্যদ্ বর্ত্তমান জগতের উৎপত্তিকে বিশেষ বিচারণা দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্মপ্রপঞ্চে বিরহিত সন্মাত্র অখণ্ড বোধস্বরূপে অবগত হন, তাঁহাকেই তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ও সেই দ্বৈতভাবশূন্য শান্তিপূর্ণ আত্মজ্ঞের নিকট এই সংসারপ্রপঞ্চ থাকে না। ১৩—১৫। হে রাম! সৎপুরুষের নিকট হিত কথার ন্যায় এই সমুদয় উপদেশবাক্য তত্ত্বজ্ঞের স্বতঃই অনুভূত হয় বলিয়া এ সকল তাঁহারাই বিশেষণ, তাঁহার নিকট ভূতপ্রপঞ্চের পিণ্ডতা নাই ও প্রত্যক্ষতাদির শূন্যতাও নাই, সুতরাং এতদুভয়াশ্রয়ি মনও নাই। কেবল সন্মাত্র পারমার্থিকরূপে অবশিষ্ট আছে এবং অন্তরে চেতন এই পরমাত্মার চেত্যবিষয়ে উন্মুখতাই চৈতন্য—অর্থাৎ সংসারভাবের জ্ঞান, কিন্তু ঐ জ্ঞানের প্রকাশ নিতান্ত অনর্থকর ও অপ্রকাশই কল্যাণকর হইয়া থাকে। কারণ ঐ জ্ঞান উদিত হইলে প্রথমে বাহ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া স্থূলতা পায়,—যেমন সলিল অতি শীতল হইলে জড়তাবশতই স্থূল করকাদির আকার ধারণ করে। চিদাত্মা নিজ অজ্ঞানের সহিত মিলিত হইলেই স্বপ্নানুভূত বিষয়ের ন্যায় স্থূলভাবপ্রাপ্ত হন, তখনই চিত্ত তাহার জ্ঞাপক হইয়া স্বদেশের অবতারণা করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল অবস্থাতেও চিদাত্মার বস্তুতঃ রূপান্তর হয় না, তবে যে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহা কেবল বিভিন্নশব্দে কল্পিতমাত্র। হে রাম! স্বপ্নদর্শন হইলে মন যেমন অন্তর্ভাবে ও বহির্ভাবে জড়িত হইয়া বিকৃত হয়, বোধাত্মার কিন্তু তদ্রূপ অন্তরে ও বাহিরে বস্তু দর্শনে মুগ্ধতা হইলেও বিকৃতি হয় না। কারণ বোধাত্মা আকাশ বলিয়া তদীয় আকারও আকাশ এবং কালাদির ন্যায় কদাচ বিকৃত হয় না। সুতরাং স্বপ্নের মত ঐ আকাশেরও অর্থস্বরূপে পরিণতি নাই, ঐরূপ বাহ্যবিষয় কদাচ বোধবশে অন্তর্ভাবকে প্রাপ্ত হন। যেহেতু বোধত্ব কখনই অত্যন্ত বিসদৃশ জড়রূপ পাইতে পারে না। বোধাত্মা কখনই দৃশ্যদশাপন্ন হয় না, যদিও তদবস্থায় উপনীত হন, তথাপি পূর্ব্ববৎ অবিকৃতই থাকে না বা কিছুমাত্র অন্যরূপও হয় না, একমাত্র বিশুদ্ধজ্ঞানে পরিণত আত্মা সম্যক্ প্রকাশমান হইলে, বোধ ও অবোধ এই উভয়ার্থক বেদবাক্যেরও বিলোপ হইয়া থাকে এবং আতিবাহিক-শরীরী মনেরও স্বীয় সুদৃঢ় ভাবনাবশেই মহাভূতান্তর্ভাবে অবস্থিতির জ্ঞান হয়। কিন্তু যেমন নটেরা স্বরূপে মিথ্যাকল্পিত পিশাচতার প্রকাশ করে, তেমনি আকাশনির্ম্মল আতিবাহিক চিত্তও তখন মিথ্যা আধিভৌতিকতার কল্পনা করিয়া থাকে। ১৬—২৮। হে রাম! যেমন আমি উন্মত্ত নহি, এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে উন্মত্তের উন্মত্ততা দূর হয়, তেমনি অভ্রমণের অভ্যাসেই ভ্রান্তি সম্যক্ পরিজ্ঞাতা হইলেই উহার উপশম হইয়া থাকে, ভ্রান্তির স্ব-স্বরূপে সম্যক্ জ্ঞান হইলে বাসনারও উচ্ছেদ হয়। স্বপ্নকে স্বপ্নকালে স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলে কাহারও কি কোনরূপ ভাবনা থাকিতে পারে? ঐ বাসনার ক্ষয়ে সংসারভাবেরও উপশম হয়, কারণ বাসনাকে দুষ্টা যক্ষিণী বিবেচনায় পণ্ডিতেরা উহার উচ্ছেদে যত্নবান্ হন এবং পুরুষের অজ্ঞানজনিত উন্মত্ততা যেমন অভ্যাসবশেই দূরীকৃতা হয়, তেমনি জ্ঞানাভ্যাসে ঐ উন্মত্ততার কালে উপশম হইয়া থাকে। যেমন আতিবাহিক-দেহকে তত্ত্বজ্ঞেরা জ্ঞানাভ্যাসের অনুগ্রহে আধিভৌতিকতায় উপ-স্থাপিত করেন, তেমনি আতিবাহিক দেহই জীবস্বরূপতালাভ করিয়া, দৃঢ় জ্ঞানাভ্যাসে ব্রহ্মসারূপ্যে উপনীত হয়। হে রঘুনাথ! প্রথমে জগৎকারণ পরমেশ্বরের স্বরূপ বোধের একতা বুঝিয়া তৎ-কালপর্য্যন্ত অখণ্ডাদ্বয়ভাব অবগত হইবে, যাবৎকাল অখণ্ডবৃত্তির সম্যক্‌পরিণতি না বুঝিবে। চিত্তের বাহ্য ও অভ্যন্তর উপশান্ত হইলে স্বস্বরূপতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, অতএব সেই আকাশো-পম সুশীতল স্বস্বরূপকে অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তিময় হও। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানযজ্ঞে ব্রতী হইয়া সংসার জয় করিয়া সর্ব্বত্যাগরূপ দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞান্তে ধ্যানরূপ যূপ নিখাত করত সর্ব্বোৎ-কৃষ্টে অবস্থান করেন। যদি তপ্তাঙ্গার বর্ষণ হইতে থাকে, কি প্রলয়পবন বহিতে থাকে কিংবা ভূতল কম্পিত হয়, তথাপি সেই জ্ঞানী আত্মাতেই শান্তিলাভ করেন, কদাচ আত্মবিচ্যুত হন না। তদীয় মানস তখন বাসনাশূন্য হয় ও তিনি প্রাণাদির সম্যক্ নিরোধ করিয়া অসাধারণ অবস্থানে অবস্থিতি করেন।২৯—৪০। হে রাঘব! বাহ্যবিষয়ে নিতান্ত বাসনাশূন্য হইলে, চিত্ত যেরূপ সহজে উপশম

হয়, শাস্ত্রালোচনা, গুরূপদেশ, তপস্যা ও দমপ্রভৃতি উপায়ে সেরূপ শান্তিসাধন হয় না। জ্ঞানীর নিকট সম্পদ্ সমুদায় একান্ত বিপদ্, এইরূপ ভাবনা হইলে মনোরূপ তৃণরাশিতে সর্ব্ববিষয়ে নিঃস্পৃহতা-লক্ষণ অগ্নি সর্ব্বত্যাগরূপ অনিলসম্পর্কে প্রবাহিত হয় এবং তখন আন্তরিক বাহ্যিক অজ্ঞানলক্ষণ যে মোহান্ধকার, ব্রহ্মাণ্ডের ভূতভৌতিকরূপলক্ষণ যে পিণ্ডভাব ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে যে শব্দার্থজ্ঞান, এ সমুদয় এই চিদাত্মাই অন্বয়রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে বলিয়া বিবেচিত হয়। যেমন মণি স্বদেহে বিম্বিত বস্তু আত্ম-স্বরূপেই প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি চিদাত্মাও ঐ সকল প্রতিবিম্ব ধরিতেছেন মাত্র, বস্তুতঃ উহারা তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। ৪১—৪৭। যেমন ধূম আকাশে মেঘাকারে লক্ষিত হয়; তেমনি অখণ্ডা চিতিই দেব-দানব-নাগ-মনুষ্য-গৃহ-পর্ব্বত-গহ্বরাদি নানা মূর্ত্তরূপে প্রসৃতা হইতেছে এবং এই জড় ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে সমুদয় বস্তুই চিদ্বিবর্ত্তের নদীস্বরূপিণী, উহা প্রাণ সম্পর্কে সরসা। ঐ নদীতে চিদাকাশরূপ সলিলে জীবসজ্ঞরূপ শফরী মৎস্যগণ বিচরণ করত সর্ব্বদা অজ্ঞানরূপ জাল দ্বারা বদ্ধ হইতেছে ও সেই হেতুকই নিজের স্বস্বরূপে অবস্থিতি বিস্মৃত হইয়াছে। ঐ চিৎই স্বরূপলক্ষণ আকাশের প্রাঙ্গণে ঘনরূপে ঘনীভূত মেঘের মত থাকিয়া পৃথিব্যাদি নানা আকারে আপনাতেই বিলাস পাইতেছে। হে রাম! বাসনা ব্যতীত অপর সমুদয় অংশেই সমস্ত জীব তুল্য স্বভাবসম্পন্ন, কেবল বাসনার বৈচিত্র্য বশতই শুষ্ক পত্রের ন্যায় উঠিয়া বিবিধ স্বর্গ-নরকাদিতে পড়িয়া থাকে ও সকলেই জড় বলিয়া, বংশীধ্বনি যেমন অঙ্গুলিনিবেশবিশেষে বিশিষ্টধ্বনি প্রকাশ করে, তেমনি বাসনাধীন বলিয়া পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়। হে রাঘব! তুমি প্রথমে শ্রবণমননাদি সাধনচতুষ্টয়ে সম্পন্ন হইয়া (ধ্যানের বিঘ্নভূত আলস্যকে) প্রাণায়ামাদির অভ্যাসে—দূর করত বাসনাজাললক্ষণ সংসাররূপ সুদৃঢ় পিঞ্জরকে অতিশীঘ্র তত্ত্বসাক্ষাৎকার রূপ উপায়ে ভাঙ্গিয়া পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে উদিত হও, কদাচ সংসারী অজ্ঞের ন্যায় হইবে না। ৪৮—৫৩।

একোনপঞ্চাশৎ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশৎ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। এই যে সমুদয় দেব দানব নাগ-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্যাদিলক্ষণ জীব লক্ষিত হইতেছে, ইহাদের মধ্যে কাহারা স্বপ্ন-জাগর, কাহারা বা সঙ্কল্পজাগর, কেহবা কেবল জাগরমাণ, অপর কেহ চির জাগ্রতে অবস্থিত, অন্য সকল ঘন-জাগ্রতে অবস্থিত, কেহবা জাগ্রৎস্বপ্ন এবং কাহারা বা ক্ষীণজাগর। এই জীবের সপ্তবিধ ভেদই নির্দ্দেশ আছে। রাম কহিলেন,—হে প্রভো! সাগরভেদে ক্ষীরাদ্যাকার সলিলের ন্যায় এই সপ্তবিধ জীবের যেরূপ পার্থক্য আছে, তাহা আমার সম্যগ্‌জ্ঞানের নিমিত্ত বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! কোন পুরাতন কল্পে কোন ভুবনে যে কতকগুলি জীব জীবদ্দশাতে নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্নাবলোকন করিতেছিল, তাহাদের নিকট এই জগৎ স্বপ্নভাবে প্রতীত হয়, সেই জীবগণকেই স্বপ্নজাগর সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট জানিবে। অথবা কোথায় সুপ্তজীবগণের স্বয়ং উদিত যে স্বপ্নপ্রপঞ্চ যখনই আমাদের গোচর হইবে, তখন আমরা তাঁহাদের স্বপ্ন-মনুষ্য হইব ও তাঁহাদের চিরন্তন বলিয়া জাগ্রদ্ভাবকে প্রাপ্ত, সুতরাং তাঁহারাই স্বপ্নজাগর জীব। আমরা যে তাঁহাদের স্বপ্ননর, তাহার কারণ, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বস্বরূপে আছেন বলিয়াই স্বপ্নবানদিগের অন্তঃকরণে বাসনা স্বরূপে আমরা আছি। ১—৯। রাম কহিলেন,—হে দেব! তাঁহারা যেসকল কল্পে জন্মিয়াছিলেন, এক্ষণে যদি সে কল্পের কল্পনাক্ষয় হইয়াছে, তবে কেমনে বর্ত্তমান কল্পে তাঁহাদের অবস্থান হইতে পারে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যেমন স্বপ্ন ভ্রমের পর লোকে নিদ্রাশূন্যতা পাইয়া থাকে, তেমনি জীব সঙ্কল্প-বশে সংস্কারানুসারে অন্য দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং সেইমত কল্পিত অপর কল্পের জগৎকেও দেখিয়া থাকেন। কারণ, কল্পনাময় আকাশ নিত্য বাধাশূন্য ও সুগম আছে। সেই স্বপ্নজাগর জীবগণকে সঙ্কল্পময় জগৎলক্ষণ পরিপক্ক উডুম্বরের কীটস্বরূপ জানিবে, এক্ষণে সঙ্কল্প-জাগরের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন পুরাতন কল্পে কোন জগতে কোন স্থানে সঙ্কল্পপরায়ণেরা নিদ্রাবিহীন হইয়া অবস্থান করিতেন। ১০—১৪। অথবা যাঁহারা ধ্যান হইতে বিচলিত হইয়া মনোরাজ্যের অধীন হন ও পূর্ব্বাব-স্থানের অনুধ্যান বিলুপ্ত হওয়ায় সঙ্কল্পের বৃদ্ধি করেন এবং যাঁহাদের সঙ্কল্পই চির জাগরের অভিমানবস্তু হওয়ায় সমুদয় মানসব্যাপার সঙ্কল্পেই অস্তমিত হয়, তাঁহারাই সঙ্কল্প জাগর জীব। তাঁহারা স্বসঙ্কল্পের বিরাম হইলে প্রাক্তন ব্যবহারকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই আমরা সকলে সঙ্কল্পের ন্যায় উৎপন্ন বলিয়া সঙ্কল্পপুরুষরূপে প্রতীত হই। ইহাদিগকেই সঙ্কল্পজাগর বলে, ইহাঁরা সঙ্কল্পেই শয়ান আছেন এবং দৃশ্যমান অস্মদাদি লোকসমুদয় ইহাঁদেরই সঙ্কল্পময় জীবনে প্রবেশ করিয়াছি জানিবে। এক্ষণে কেবল জাগরদিগের কথা বলি-তেছি শ্রবণ কর। তাঁহারা প্রথমে পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে এই কল্পে শরীর লাভ করিয়াছেন ও তাঁহাদের পূর্ব্বে কোনরূপ উৎপত্তি-বিকাশ নাই বলিয়া তৎস্বরূপ স্বপ্ন শূন্য, সুতরাং তাঁহারাই কেবল জাগর। ১৯—২১। ইহাঁদেরই আবার উত্তরোত্তর জন্মে স্বপ্ন-জাগররূপ কার্য্যের নিদান সুষুপ্তিতে সঞ্চরণ করিয়া উৎকর্ষলাভ করিলে চিরজাগর সংজ্ঞায় অভিহিত হন এবং সেই চির-জাগরেরাই নিজ দুরদৃষ্টানুসারে জাগ্রদ্দশাতে অজ্ঞানাবৃত হইয়া জড়ভাব আশ্রয় করিলে ঘন জাগ্রৎসংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট পঞ্চম বদ্ধজীব। যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা ও সাধু সঙ্গাদি উপায়ে সম্যক্ প্রবুদ্ধ হইয়া জাগ্রদ্ভাবকে স্বপ্নের মত দর্শন করেন, সেই বিলক্ষণ জীবেরাই জাগ্রৎস্বপ্ন হন এবং যাঁহারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া সপ্তম ভূমিকায় অধিরূঢ় হইয়া পরমপদে বিশ্রাম করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষীণ জাগ্রজ্জীব কহে। হে রাম! এই তোমাকে জীবগণের সমুদ্রের মত সপ্তবিধ ভেদ বলিলাম, তুমি ইহা সম্যক্ অবধারণ করিয়া উত্তরোত্তর কল্যাণ লাভ কর। হে রাম! তুমি জগতের বস্তুবিচারলক্ষণ ভ্রম পরিত্যাগ কর, কারণ এক্ষণে বিলক্ষণ জ্ঞানরূপ ঘনভাব তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে; অতএব তুমিই শূন্যত্বে ও অশূন্যত্বে বিবর্জ্জিত সন্মাত্র আদি মুক্ত শরীর লাভ করিয়াছ। ২২—২৫।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

শ্রীরাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আকাশে বৃক্ষের মত কেমনে সেই পরমব্রহ্ম হইতে অহেতুক কেবল জাগরভাবের বিকাশ হয়, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে! কোন কার্য্যেরই কারণ ব্যতীত উৎপত্তি হয় না, সুতরাং এ সংসারে কেবল জাগর ভাবের সম্ভব হয় না, তাহার অসম্ভব বশতই অন্য সমুদয় জীব-সঙ্কুল সংসারভাবও কারণের অভাবে হইতে পারে না। এই ভ্রান্তিদৃশ্যজালে কিছুই জন্মাইতেছে না ও কিছুই বিনষ্ট হইতেছে না, তবে উপদেশ্যের প্রতি উপদেশের জন্যই শব্দাদির আড়ম্বর হইতেছে জানিবে। রাম কহিলেন,—হে দেব! মনোবুদ্ধি প্রভৃতির সম্পর্কে চেতন করিয়া কোন্ পুরুষ এই মূর্ত্ত শরীর সম্পাদন করিতেছে এবং কেবা স্নেহানুরাগাদি বন্ধন দ্বারা জীব-গণকে মোহিত করিতেছে, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! কেহ কখনই এই শরীর বিধান করে না ও কেহই কখন প্রাণিগণকে মোহিত করিতেছে না, তবে একমাত্র সলিল যেমন তরঙ্গাবর্ত্তাদি নানা আকারে দৃষ্ট হয়, তেমনি অনাদি অনন্ত বোধাত্মাই আত্মায় অবস্থিত হইয়া নানা বস্তুর আকারে লক্ষিত হন এবং বাহ্য বলিয়া বিশিষ্ট বস্তু কিছু নাই, সেই অনন্ত বোধাত্মাই বাহ্য বস্তুরূপে স্ফুরিত হইতেছেন, যেমন ভূমধ্যবর্ত্তী বীজ বাহিরে বিশালবৃক্ষের আকারে উৎপন্ন হয়, তেমনি আন্তরিক বোধহৃদয়ই বাহ্যবস্তুর আকারে লক্ষিত হইতেছে। হে রঘুনাথ! অথবা যেমন স্তম্ভের মধ্যে খোদিত বিশাল পুত্তলিকাদি স্তম্ভ হইতে পৃথক্ নহে, তেমনি এই অখিল সংসার বোধাত্মার-মধ্যেই তৎস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে এবং বাস্তব অনুসন্ধান করিলে ঐ বোধাত্মার বাহ্য অভ্যন্তর কিছুই নাই, উহা দেশ কালানুসারে অনন্ত, পুষ্পাদির আমোদের ন্যায় উহাতেই বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ জগতের কল্পনা করিবে। তবে যে ব্রহ্ম-লোকাদি দূরবর্ত্তীরূপে প্রসিদ্ধ আছে, উহা কেবল বাসনাবশেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং বাসনাক্ষয় হইলে পণ্ডিতদিগের কোন বাসনাই দূরবর্ত্তী লোকাদিতে গমন করে না, তখন সমগ্র জগৎই স্বস্বরূপে নিতান্ত সন্নিহিত হইয়া থাকে। যদিও এক বোধাত্মাই দেশ-কালাদি প্রতিপাদ্য বলিয়া দেশ, কাল, ক্রিয়া, লোক, রূপ, চিত্ত ও আত্মা এ সমুদয় স্বস্বগ্রাহক শব্দার্থে বিহীন হন, তথাপি কোন পদার্থই শূন্য নহে। ১—১২। হে রাঘব! শূন্য নহে বলিয়াই ঐ সমুদয় পদে দৃশ্যদর্শনবিহীন পদবিদ্ দ্রষ্টা-দিগেরই জ্ঞানের প্রসার হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যক্তির উহা হয় না, কারণ যাঁহারা অস্থির অহংভাবরূপ গভীর গর্ত্তে নিপতিত আছেন, তাঁহারা কখনই সেই অখণ্ডালোক দেখিতে সমর্থ হন না। হে রাম! এই বিশ্ব সৃষ্টিতে চতুর্দ্দশ প্রকার অনন্ত ভূতগ্রাম-রূপ ঘূণরাশি রহিয়াছে, ইহা তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট স্বদেহের অবয়বের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে যাঁহারা অন্য কিছু দেখেন না। হে রাম! কারণের অভাব হেতুক সৃষ্টির উদয় নাই, বিরামও নাই অথবা ব্যবহার-দর্শনে যাদৃশ কারণ হইবে, কার্য্যও তদ্রূপ হইয়া থাকে যেমন সহজ প্রশান্ত সাগরের মধ্যে তরঙ্গাবর্ত্তাদি আছে, তেমনি অচঞ্চল ব্রহ্মে জগৎচিত্ত প্রভৃতি পদার্থ সমুদয় রহিয়াছে এবং যেমন অন্তর্গত নানা ভাণ্ডাদি হইলেও মৃৎপিণ্ড একই ও অন্তরে কটককেয়ূরাদির রূপ সম্পন্ন হইলেও সুবর্ণপিণ্ড একই, তেমনি অমল ব্রহ্ম বিশ্বাধার হইয়াও কেবল অখণ্ড। যেমন পিণ্ডাবস্থায় ঘট পিণ্ডরূপী ও ঘটাবস্থায় পিণ্ডও ঘটরূপী হয়, তেমনি এই সামান্য এক বস্তুর দৃষ্টিতে এই প্রপঞ্চেরও স্বপ্নকালে জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্ন এবং জাগ্রৎকালে স্বপ্নাবস্থাও জাগর, এইরূপেই তত্ত্ববিদেরা জগৎকে বুঝিয়া থাকেন। জাগ্রৎকালেও জাগ্রৎ চিত্তমাত্র-রূপে বিবেচিত হইলে মৃগতৃষ্ণা-সলিলের ন্যায় অবস্থান করে ও বিচারবলে উহাকে আয়ত্ত করিলে স্বপ্নতুল্যতা পাইয়া থাকে। বর্ষাকাল অতীত হইলে মেঘেরা যেমন ঘন তুষারভাব বিমোচন করে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞের নিকট সম্যগ্ জ্ঞানের প্রকাশ থাকায় ভূতসঙ্ঘও জ্ঞানীর দেহাভিমানের সহিত মূর্ত্তভাব পরিবর্জ্জন করেন এবং মেঘ যেমন বারিমোচন করিতে থাকিয়া শেষ আকাশত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সত্যের যাথার্থ্যজ্ঞান হইলে জ্ঞানীর নিকট এই পিণ্ডিত জগৎ অহঙ্কারের সহিত ক্রমশ উপশান্ত হইয়া থাকে। তখন জ্ঞানীর নিকট দৃশ্যতা শরতের মেঘের মত ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্রমশ মৃগতৃষ্ণা-সলিলের ন্যায় মিথ্যাভূত হয়, তাহাতেই জ্ঞানযোগে উহা দূরোৎসারিত হয়। ১৩—২৪। হে রাম! প্রজ্বলিত অগ্নিতে সুবর্ণ, ঘৃত কিংবা কাষ্ঠ নিহিত হইলে অগ্নির সহিতই যেমন একরূপতা লাভ করে, তেমনি বিশিষ্ট জ্ঞানের উদয়ে সংসার ও চিত্ত ঐ বোধের সহিতই সরূপতা প্রাপ্ত হয়। যেমন শিশুর শৈশব অতীত হইলে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানের উদয়ে গৃহমধ্যেও পূর্ব্বানুভূত পিশাচভয় বিদরিত হয়, তেমনি এই ত্রিভুবনে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে মূর্ত্তাদি আকার-কল্পনাও ক্রমশ ক্ষয় পাইয়া থাকে। বস্তুত অনন্ত নিরাকার বোধাত্মার নিকট জগৎ, চিত্ত ও তন্মূলক অজ্ঞান এই তিনটী অকারণই প্রতিভাত হইয়া থাকে, সুতরাং একপ বোধে পিণ্ড-গ্রহের সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ এই জগৎ চিত্তের ন্যায়ই বোধাত্মায় অবোধ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই অবোধ যদি সম্যক্ বোধসম্পর্কে বিদূরিত হয়, তবে তখন কিরূপে পিণ্ড কল্পনার অস্তিত্ব থাকিবে? হে রাম! সুবর্ণ যেমন অগ্নি-সম্পর্কে গলিত হইলে সাতিশয় কোমলতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি জাগ্রৎই স্বপ্নের অবরোধে মূর্ত্তাদ্যাকার কল্পনারূপ স্থূলপ্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এইরূপে জাগরাবস্থা বিচারবলে স্বপ্ন-দশার ন্যায় তুচ্ছবোধে অবজ্ঞাত হইয়া থাকিলে ভোগানুরাগাদি শরৎকালাবসানে সলিলের ন্যায় নিতান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং এই দৃশ্য সম্পৎসমুদয় স্বপ্নের ন্যায় পরিজ্ঞাত হইলে নিতান্ত হেয়ত্ব লাভ করে, তখন উহারা বর্ত্তমান থাকিয়াও বিবেকীকে নিজাস্বাদনের জন্য বাধ্য করিতে পারে না, কারণ আত্মসুখ-তৃপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়াস্বাদনের বহুদূরে অবস্থিত আছেন, যদি তাহারাও বিষয়াস্বাদনে অভিমুখ হন, তাহা হইলে জাগ্রতে ও সুষুপ্তে একতা সম্ভবে এবং ভ্রান্ত ও জ্ঞানীতে কোন প্রভেদই থাকে না, ভ্রমলক্ষণ এই সংসার চিত্তরূপে পরিণত হইয়া স্বপ্নস্বরূপে অবস্থান করিলে হাস্য-রোদনাদি পদার্থ হইতে সত্যতাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ, হে মতিমন্! মৃগতৃষ্ণা-সলিলের ন্যায় একান্ত মিথ্যাভূত এই দৃশ্যজাত কোন মতেই বিবেকীর আস্বাদন-বস্তু হইতে পারে না। হে রঘুনাথ! শান্তমতি জ্ঞানী ব্যক্তির জগতের প্রতি সত্যজ্ঞানের অভাব হইলে তিনি জগৎকে গবাক্ষবিবরে নিপতিত দীপকিরণজালের ন্যায় নিরাকার আকাশস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। এইজন্যই

চিত্ত ভ্রমাত্মক প্রকৃটন্দনাদির ভ্রান্তময়ী আস্বাদন কল্পনাকে জাগরপুরুষ পরমার্থতঃ শূন্যরূপে বুঝিয়াই তাহা হইতে নিবৃত্ত হন, বিশেষ যাহাতে কোনরূপ বস্তুতা নাই, তদ্বিষয়ে গ্রাহ্যতা কোনরূপেই সম্ভবে না, কেহ কি, স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলে স্বপ্নদৃষ্ট-কনকের প্রত্যাশায় ধাবমান হয়? এই দৃশ্য স্বপ্নের ন্যায় অকিঞ্চনরূপে পরিজ্ঞাত হইলে, কখনই ইহাতে অনুরাগ থাকে না, বিশেষ দ্রষ্টার দৃশ্য-দশারূপ দোষের মূলগ্রন্থির বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং কৃতী ব্যক্তির অহঙ্কার ও মনন বিলুপ্ত হয় ও স্বজনাদিতে স্নেহ থাক না, সেই জ্ঞানবান্, রাগ ও আয়াশে বিরহিত হইয়া অবস্থান করত শান্তি লাভ করেন। ২৫—৪০। হে রাম! যেমন শিখার অভাব হইলে দীপের কিরণ থাকে না, তেমনি অনুরাগ বন্ধন ত্রুটিত হইলে বাসনারও লোপ হইয়া থাকে এবং অজ্ঞানদশায় গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় ভ্রান্তিরূপ এই নিখিল সংসার জ্ঞানোদয়ে দীপের আংশুমালার ন্যায় প্রকাশস্বভাব শূন্য আকাশ মাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞপুরুষ আত্মাকে দেখেন না, আকাশ অথবা শূন্যও দেখেন না, কারণ তিনি চরমোন্নতিতে—অর্থাৎ সপ্তম ভূমিকায় থাকিয়া কেবল সেই পরমপদ দর্শন করেন। যেখানে আত্মা নাই যাহা শূন্য নহে, জগৎ কল্পনাও নহে ও যে স্থানে চিত্ত বা দৃশ্য-দর্শনবুদ্ধি যায় না, কেবল সমুদয় যথাবৎ অবস্থিত আছে। এবং অজ্ঞের নিকটই এই ভূম্যাদি মূর্ত্তিমৎ বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু জ্ঞানীর জ্ঞানোদয়ে ভূম্যাদির আকার শূন্য স্বরূপতা পাইয়া বিদ্যমান হইয়াও থাকে না। ৪১—৪৫। হে রাম। যিনি অখণ্ডোপাধি হইয়া আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হন, সেই পুরুষ নিঃসঙ্গরূপে অবিদ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন এবং সেই নিত্য যোগীর মানস অস্তগত হওয়ায় তিনি কর্ম্মবন্ধন উচ্ছেদ করত সংসারসাগরের পারে নিত্য অবস্থান করেন। হে রঘুনাথ। স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধ শরীর, তদাধার ভুবন, তদাধার গগন, পর্ব্বত-নিচয় ও অন্যান্য সাধন সমুদয়, এই সকল দৃশ্য বস্তুর একমাত্র অজ্ঞানই মূল উপাদান কারণ, অতএব জ্ঞানসম্পর্কে ঐ মূলাজ্ঞানের উপশম হইলে এই দৃশ্যজাত বিদ্যমান হইয়াও অসদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীর হৃদয় এই প্রণালীতে বিকল্পবিহীন থাকায় শান্তিযুক্ত হয় ও সেই বিদ্বান্ তখন স্বস্বরূপে থাকিয়া আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত হন এবং নির্ব্বাধ হইয়া অবস্থান করেন। ৪৬—৫১।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে মুনে। ঐ বোধাত্মা অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য, যে প্রকারে জগদ্রূপে প্রতিভাত হন, আপনি এ উভয়ের পার্থক্য খণ্ডনের দ্বারা আমাকে উহা সবিস্তারে বুঝাইয়া বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! মূলস্কন্ধপত্রপল্লবাদি নানাকারে ঘটিত পাদপের ন্যায় অজ্ঞ আত্মারও যে জগদ্রূপ হয়, উহা দর্শনসম্পর্ক থাকিলেই আছে, স্বচিত্তে এই প্রকারই প্রসিদ্ধ, অন্যরূপ নহে ও যাহা দৃষ্টিবহির্ভূত, তাহা অন্যমতির স্মরণপথাতীত বলিয়া অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি পূর্ব্বাপর শাস্ত্রানুমত বস্তুরই দর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু যাহা দৃষ্টিবিষয় হইলেও শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহ ভোগ্য বলিয়া দর্শন করেন না ও তাহার সম্পাদনও করেন না। সুতরাং আমি শাস্ত্রীয় দৃষ্টির অনুসারেই যাহা বলিতেছি, তুমি শাস্ত্রনিরত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া আমার সেই কর্ণসুখকর উপদেশ-সকল শ্রবণ কর। হে রাম! মরুদেশে কল্পিত নদীতে সলিলের ন্যায় জগতের বাস্তবিকতা নাই বলিয়াই এই দৃশ্য সমুদয়রূপ ভ্রম অবিদ্যাসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। হে রাম। শাস্ত্রোপদেশের জন্যই আমার অনুরোধে সেই অবিদ্যাকে মুহূর্ত্তের জন্য সত্যবিশ্বাসে অবলম্বন করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। যখন তোমার মদুপদিষ্ট ফলের সিদ্ধি হইবে, তখন এই অবিদ্যা কোথা হইতে কেনই বা হইতেছে, তদ্বিষয়ক সন্দেহ থাকিবে না, প্রত্যুত অবিদ্যা কিছুই নহে ও উহার সত্তা নাই, এবংবিধ জ্ঞানেরই বিকাশ হইবে। হে রাম! এই স্থবিরজঙ্গমাত্মক যে কিছু সংসার দেখা যাইতেছে, এ সমুদয় মহাপ্রলয়কালে সর্ব্বপ্রকারেই বিনষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং যেমন ঘটমধ্যস্থিত সলিলের বিন্দুপরিমাণে পৃথক্করণ হইলে ক্ষয় হইয়া থাকে, তেমনি এই জগতেরও ভূম্যাদিরূপ অবয়বের বিশ্লেষণ করিলে অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যায়। যেমন শাখাদি অবয়বের নাশে বৃক্ষ নাশ হয়, তেমনি এবম্প্রকার বস্তুর ক্ষয় হইলে জগদবয়বী ব্রহ্মেরই অনন্তত্ব ও অস্তিত্ব খণ্ডিত হইয়া যায় ও তাঁহার সত্তব পর্য্যন্ত বিদূরিত হয়, ইহা দেখিয়া চার্ব্বাকের ন্যায় আমরা মদশক্তিকে মদিরাবয়বের ন্যায় জ্ঞানকেই ব্রহ্মের অবয়ব বলিতে পারি না, যেহেতু মাদৃশ আস্তিক জনের মতে বিজ্ঞানাধীন দেহ স্বাপ্নদেহের ন্যায় কদাচ সত্য হইতে পারে না। ১—১১। তবে জগতের নাশেও যে জগদবয়বী ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে তাহার কারণ এই যে, দৃশ্য শোভা যে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইয়াও বিলীন হইতেছে, সে কেবল অনির্ব্বচনীয়া অবিদ্যার কার্য্য, আর যে যাইতেছে, সে যে আবার ফিরিতেছে, ইহাও বলা যায় না। তদ্রূপে অন্যই আসিতেছে, ইহাই স্থির, যেহেতু আমরা অনুভবের অনুগামী এবং সেই মূর্ত্তভাব প্রলয়ে আকাশরূপ ছিল, এ বাক্য নিতান্ত অসৎ। যদি আকাশেই ছিল, তবে তাহার আবার নাশ কি? তবে এ বিষয়ে জগদাদি কার্য্য ও অবিদ্যারূপ কারণের একতা দেখিয়া আমাদের সিদ্ধান্তে উভয়ের স্বারূপ্যই স্থির। বিশেষতঃ সকল দর্শনের সিদ্ধান্তেই উভয়ের পার্থক্য নাই, সুতরাং পরমার্থস্বরূপ বস্তুতে আমাদের বিবাদ নিষ্প্রয়োজন জানিবে। হে রাম! যে কিছু দেখা যায়, এ সকল অনাদি অনন্ত শান্ত বোধস্বরূপ চিন্ময় আকাশ, ইহাই অনুভূতিপ্রমাণে স্থির হইতেছে, এক্ষণে যেরূপে এই সমুদয় ইন্দ্রিয়গোচর হইলেও অনুভূত হয় না ও যেরূপে ইহাই ব্রহ্মাভেদে সিদ্ধ হয়, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি। হে রাম! মহাপ্রলয়সময়ে ক্ষুদ্র তৃণাবধি মহাদেব পর্য্যন্ত সমুদয় দৃশ্য-বস্তু বিনষ্ট হয় বলিয়া বুদ্ধির বা মনের কোনরূপ কার্য্যই থাকে না। সেই অনাদিকালে আকাশেরও উপশম হইলে ক্রমশ বায়ু, তেজ, সলিল ও অন্ধকার একান্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এইরূপে সমুদয় শব্দবিষয়ই সাতিশয় বিনষ্ট হইলে তখন একমাত্র সচ্ছন্দপ্রতিপাদ্য নিরাময় শান্ত বোধাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহার আদি ও ধ্বংস না থাকায় তিনি চিরন্তন অব্যয় এবং ইন্দ্রিয়গোচর বা বাক্য দ্বারা প্রকাশ্য নহেন বলিয়া তাঁহার কোন নাম নাই। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়াও স্বয়ং শূন্য এবং উহাই সদসৎনির্দ্দেশ্য পরম পদ। সুতরাং উহা বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন বা শূন্য এ সকলের কিছুই নহেন, তবে সর্ব্বস্বরূপ অজ্ঞ চিন্ময় আকাশ

মাত্র। যিনি তাঁহাকে সম্যক্ জানিয়া তৎপদে অবস্থিত হইয়াও তদ্বিহীন হন, তিনি তাঁহাকে সম্যক্ অনুভব করিয়া থাকেন, অপর সাধারণেরা কেবল শাস্ত্র দ্বারা তাঁহার বর্ণন মনে করিয়া থাকেন। যে উহা কাল, মন, আত্মা, সৎ, অসৎ, দেশ ও দিক্ এ সমুদয়ের কিছু নহে, কিংবা কালদেশের মধ্যবর্ত্তী বা অন্তঃপাতী নহে, তবে যাঁহারা জ্ঞানের উচ্চসীমায় আছেন ও সংসারভাব উপশম হওয়ায় যাঁহারা সংসারপারে গিয়াছেন, সেই চিন্ময় পুরুষেরাই ইঁহাকে কোন প্রকার অনির্ব্বচনীয় অবাঙ্মনস গোচর স্বচ্ছভাবরূপেই অবগত হন। হে রামচন্দ্র! শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারা ঐ বোধাত্মায় যে ভাব সমুদয় নিষিদ্ধ হইয়াছে, আমি নিজবুদ্ধিবলে সাগরে তরঙ্গের ন্যায় সে সমুদয়ের নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং উচ্চস্তম্ভে খোদিত না হইলেও নানাবিধ কৃত্রিম পুত্তলিকা যেরূপ সর্ব্বস্থানেই থাকে, তেমনি সেই বোধাত্মায় সমুদয় জগদ্ভাবই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, এইরূপে জগদ্ব্যাপার সমুদয় তাঁহাতে থাকিলেও তথায় জ্ঞানদশায় থাকে না, সুতরাং আত্মা সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বস্বরূপ নহেন। যোগিজনেরা বোধাত্মাকে সর্ব্বভাববিহীন দেখিয়াও স্বেচ্ছাবশেই তথায় সর্ব্বভাবের পরিণাম দর্শন করিয়া থাকেন। ১২—৩৫। এবং সেই সর্ব্বস্বরূপ পদ সর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ অথচ সর্ব্বার্থবিহীনরূপে লক্ষিত হয়। হে বুদ্ধিমন্! যে পর্য্যন্ত সমাধিকাল না হইবে, তাবৎ তোমার সর্ব্বভাবে শান্তিলক্ষণ সমাগ্জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না, কারণ তোমার আত্ম-সন্দেহই তখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। হে রাম! যে ব্যক্তি দৃশ্য সমুদয়ের আভাসে বিহীন চরম সাক্ষাৎকারকে প্রাপ্ত হন, সেই বিমলচিত্ত শান্তিময় পুরুষই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মভাবকে অবলোকন করিয়া থাকেন। এবংবিধ ব্রহ্মস্বরূপেও যে, তুমি আমি ইত্যাকার ত্রৈকালীন জগদ্ভ্রম দেখা যায়, সে কেবল এক সুবর্ণপিণ্ডমধ্যে অনেক রৌপ্য খণ্ডের ন্যায় কল্পনার সাহায্যেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু হেমপিণ্ডে যেমন কল্পয়িতার কল্পিত রৌপ্য ভাণ্ডাদি সদ্রূপে লাভ হয়, সেই মত পারমার্থিক সদ্রূপী ব্রহ্ম হইতে এই কল্পিত জগতের পার্থক্য লাভ করা যায় না। ৩৬—৪০। হে রাম! সেই বোধাত্মা জগৎ হইতে নিতান্ত পৃথগ্ভূত বলিয়াই তিনি জগদ্দ্বৈতভাব সম্পন্ন আছেন, সুতরাং দেশাদিশব্দের নিমিত্তীভূত জাতিগুণক্রিয়াদির সম্পর্ক-বিহীন দেশকালক্রিয়ার স্বরূপ সমুদয় তাঁহাতে পূর্ব্ববৎ থাকিলেও কার্য্যত সে সমস্ত কিছুই নাই এবং চিত্রকর যেমন চিত্রমধ্যে মিথ্যা তরঙ্গসঙ্কুলা তরঙ্গিণীকে চিত্রিত করে, সেই মত কল্পয়িতাও ব্রহ্মে জগতের কল্পনা করে মাত্র ও মৃত্তিকাপিণ্ডে যেমন কল্প্যমাণ ভাণ্ডরাশি নিহিত থাকে, তেমনি পরব্রহ্মেও এই জগদ্ভাব নিহিত রহিয়াছে, সুতরাং সংসার তথায় না থাকিলেও রহিয়াছে ও তাহা হইতে পৃথক্ না হইলেও স্বভাবতঃ তাঁহা হইতে নিত্য বিভিন্ন কেবল একমাত্র নিত্য নির্ম্মল প্রশান্ত আত্মা তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে প্রশান্ত স্বস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। এবং এই ত্রিভুবনরূপ কৃত্রিম পুত্তলিকা-সমুদয় ব্রহ্মরূপ দারুতে অনুৎকীর্ণ হইয়াই শোভা পাইতেছে, অথবা অধিকারী আত্মায় এই সৃষ্টিব্যাপার সমুদয় তরঙ্গের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকে। হে রাম! সাতিশয় আনন্দ জলে পরিপূর্ণ চিন্ময়-সরোবরে চিদ্ঘন নিঃসৃত অমৃতবৃষ্টির তুল্য এই সৃষ্টি দর্শন বিভাগবিহীন ও অবিকারী আত্মাতে বিভাগাবস্থায়ও বিকৃত হইয়াও অপ্রকাশে প্রকাশমান হইয়াছে। এই সংসারমণ্ডল প্রত্যেক পরমাণুতে দৃঢ়ব্যাপারে সম্পৃক্ত থাকিলেও তথায় কিছুই কোনরূপে দীপ্তি পায় না। হে রঘুনাথ! সেই অশরীরী আত্মার অঙ্গ বলিয়া যে কাল আকাশ বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা নিতান্ত মিথ্যারূপেই আরোপ হইয়াছে। কারণ, উহাদেরও কোন অবয়ব নাই এবং সেই অবিনাশী আত্মতত্ত্ব, সমুদয় ভাবের বিকারে বিহীন হইলেও শ্রুতিগণ তাঁহাকেই সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৪১—৪৯।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে দেব! সমুদয় সৃষ্টিবিষয়ে যেরূপে তদীয় ভাব রহিয়াছে এবং যে প্রকারে কালে কালতা, আকাশে আকাশত্ব, জড়ে জড়ত্ব, বায়ুতে বায়ুত্ব, ভূতভবিষ্যদ্বিষয়ে তত্তদ্ভাব, স্পন্দস্বরূপে স্পন্দভাব, মূর্ত্তস্বরূপে তদ্ভাব, পৃথগ্বিষয়ে পৃথগ্ভাব, অন্তবিহীন অনন্ততা, অধিক কি যেরূপে এই দৃশ্য বস্তুতে দৃশ্যতা ও সৃষ্টিমাত্রেই সৃষ্টিত্ব রহিয়াছে, হে বাগ্মিবর! আপনি এই সমুদয় বস্তুর অসাধারণ ভাব সকলের অবস্থানের বিষয় সদুপায় ক্রমে নির্দ্দেশ করুন, যেরূপ পূর্ব্বাপরসহিত বর্ণন করিলে মূঢ়মতিরাও সহজে বুঝিতে পারে। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল অনন্ত চিদাকাশ পরব্রহ্মই বিলাশ পাইতেছেন সেই চিদ্রূপী অজ্ঞেয় শান্তিময় আত্মা অদ্বয়ভাবে অবস্থিত তাঁহাতেই বস্তুর ভাবের অধ্যাস হইতেছে। ১—৫। হে রাঘব! মহাপ্রলয়-সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতির সহিত নাম সকল ও রূপসমুদয় তিরোভূত হয়, তখন যে শুদ্ধসত্ত্ব অবশিষ্ট থাকেন উহাই পদার্থনিচয়ের ভাব এবং মায়া মোহ ও ভ্রম প্রভৃতি যে সমুদয় সৃষ্টির কারণরূপে নির্ণীত, সে সকল কিছুই সেই সদাত্মায় নাই, সুতরাং তাঁহার লয় হয় না, সেই নিত্য শান্ত সুনির্ম্মল আদ্যন্ত-বিরহিত সন্মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। যখন তিনি চিন্ময়বপু ধারণ করেন, তখন এ কথা বলা যায় না যে, তিনি নাই, আর যখন তিনি নির্ম্মলরূপে প্রতীত হন, তখন আছেন এ কথা বলাও নিতান্ত অযুক্ত এবং আত্মসংবিদ্ নিমেষমধ্যে শতযোজন প্রাপ্ত হইলে তাৎকালিক তাহার যে রূপ, সেই নির্বিষয়রূপই তৎপদের জানিবে। এই প্রকার যাহার বাহ্য ও অভ্যন্তর বাসনাজাল ও বিষয়মোহ বিদূরিত হইয়াছে, সেই যোগিবর অর্দ্ধরাত্রে জাগরিত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সমাধিতে অবস্থান করিয়া যে রূপ অনুভব করেন, তাহাই তৎপদের রূপ জানিবে এবং সুখে বা দুঃখে অসংস্পৃষ্ট জ্ঞানীর যে শান্তিময় অচঞ্চল চিত্তস্বরূপ, তাহাই তৎপদের স্বরূপ, অথবা তৃণগুল্ম তরুলতা প্রভৃতির উৎপত্তিবিষয়ে তদনুগত যে সাধারণ সত্তার বিকাশ হয়, তাহাই তৎপদের স্বরূপ ও বক্ষ্য মাত্রেরই ভাব। সেই সাধারণ সত্তাস্বরূপে এই ঘটপটাদির আকারে জগদ্রূপ সুব্যক্ত দেখা যাইলেও উহা যে আগন্তুক বলিয়া কারণ শুক্তের ন্যায় ও নানা আকারে স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে, এ সমুদয়ই, মিথ্যা সুতরাং কারণের অভাবেই এ সমুদয় কিছু উৎপন্ন হয় নাই ও কোনরূপে উহার সত্তা নাই। যেহেতু যাহার কারণ নাই, তাহার সত্তা অনিশ্চিত। এ বিষয় সকলে নিত্য স্বয়ং প্রত্যক্ষাদি

দ্বারা অনুভব করিতেছে, সুতরাং ইহাকে লুকাইবার শক্তি কাহারও নাই, আর শূন্যও জগতের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু শূন্যের আদি অন্ত না থাকায় সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুর সত্তা সিদ্ধ হইত এবং ব্রহ্মের মূর্ত্তি নাই বলিয়া তিনিও এই মূর্ত্তিমৎ অব্রহ্মস্বরূপ জগতের কারণ কোনমতেই হইতে পারেন না। সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মে যে জগদ্রূপ প্রতিভাত হইতেছে উহাও ব্রহ্ম। সেই চিদাকাশ স্বয়ংই দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তবে জগতের চিদ্ব্রহ্মভাব হইতে যে পৃথক্ দৃশ্যত্ব লক্ষিত হয়, উহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, এই কারণে সর্ব্ববস্তুই সেই অনাময় অজ অব্যয় ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নহে। এস্থলে শ্রুতি বলেন,—পূর্ণ হইতেই পূর্ণের বিকাশ হইয়াছে, পূর্ণেতেই পূর্ণ বিরাজ করেন ও পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণেতেই উদয় পাইয়া পূর্ণব্রহ্মরূপে অবস্থিত আছেন। হে রাম! যাহার কার্য্যোদয় নাই, যিনি নিরাকার স্বচ্ছ শান্ত ও অব্যয় চিদাকাশস্বরূপ হইয়া সদসৎ উভয়েতেই একরূপে উদিত আছেন ও যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বস্বরূপ, সেই উত্তম জ্ঞানময় ব্রহ্মই অবশিষ্ট, উহাই আদি ও উহাই নির্ব্বাণ, এ ভিন্ন বস্তুভাবাদি কিছুই নহে। ৬—২১।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই জগৎ আকাশের ন্যায় বিমল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তথায় বস্তুর ভাবাত্মক ব্রহ্মই অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ঘটপটাদি বস্তুস্বরূপ চিদাকাশই আকাশে দীপ্তি পাইতেছেন, সুতরাং জগৎ শব্দের যে অর্থ তাহাও কার্য্য-কারণবিহীন অজ স্বরূপ, তুমি আমি জগৎ ইত্যাদি শব্দের অর্থস্বরূপ শান্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মেতেই অপৃথক্ ভাসমান হইয়া অবস্থিত আছেন, কিন্তু পৃথক্রূপে নাই, আর সমুদ্র পর্ব্বত মেঘ তরঙ্গ প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্য তৎসমুদয়াত্মক জগৎ অচল দারুর ন্যায় ব্রহ্মরূপেই রহিয়াছে। হে রঘুনাথ! দ্রষ্টা ব্যক্তি স্বস্বরূপে থাকিয়া প্রকৃতির বশেই দৃশ্যের দ্রষ্টা হইতেছেন, ঐরূপ কর্ত্তাও কর্ত্তৃত্ব পাইতেছেন, কিন্তু কার্য্যকারণের অভাববশতই জ্ঞত্ব, কর্ত্তৃত্ব, জড়ত্ব, ভোক্তৃত্ব, শূন্যত্ব, বস্তুত্ব এ সমুদয় জগতে নাই, কেবল সত্য চিদ্ঘন অনাদি অনন্ত সর্ব্বস্বরূপ শান্ত ও বিধি-নিষেধে একরূপ অব্যয় ব্রহ্মই বিস্তৃত আছেন, সুতরাং জীবন মরণ, সত্য মিথ্যা, শুভ অশুভ এ সমুদয়ের জ্ঞান আকাশনদীর তরঙ্গসঙ্কুল সলিলের ন্যায় নিতান্ত ভ্রমাত্মক, কেবল এক ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ জানিবে। ১—৭। যেমন জীব স্বপ্নকালে ব্যাবহারিক পুরাদিতে অসংস্পৃষ্ট থাকিয়া প্রাতিভাসিক গৃহক্ষেত্রাদিগত হয়, তেমনি এক ব্রহ্মই জীবভাবে বিভক্ত হইয়া দৃশ্যতা ও দর্শকত্ব প্রাপ্ত হন, ইহা কল্পনামাত্র, এই যে জগৎ স্বপ্নানুভূত গৃহাদির ন্যায় চিদাকাশে রহিয়াছে, উহা অন্য কিছুই নহে, কেবল নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই জীবাত্মার সহিত বিভাগ প্রাপ্ত হইয়া জগদ্ভাবে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং এই সর্ব্বস্বরূপ জগদ্রূপ প্রথমে যেরূপে দৃশ্যবিহীন ছিল, এখনও তাদৃশ সদ্রূপে আছে জানিবে। যেমন যে ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল দ্বারা চন্দ্রকে দেখিতেছে তাহার নিকট চন্দ্রের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনের ব্যবহিত স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় না, তেমনি প্রমাতার নিকট জগতেরও 'পরিচ্ছেদ নাই। যেমন আবর্ত্ততরঙ্গাদি আকারে সলিলই লক্ষিত হয়, তেমনি চিদাকাশে জগদ্রূপও চিদাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং যাহা প্রকাশ পায় ও প্রকাশমান আছে অর্থাৎ কার্য্যরূপও যাহা উদয় হয় না ও যাহা উদিত নাই অর্থাৎ কারণরূপ; এতদুভয় অর্থাৎ ব্রহ্ম ও দৃশ্যজাত অধিকারীর নিকট ভিন্ন নহে, সুতরাং এই সৃষ্টিব্যাপারের কারণ শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক, সেই কারণে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেও কিছুই কারণ পাওয়া যায় না। হে রাম! যাহার কারণ নাই, তাহার বিকাশ নিতান্ত ভ্রমাত্মক স্বীকার করিতে হইবে ও মিথ্যাভ্রমের সত্য-স্বরূপতা কিছুতেই বলা যায় না, বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই থাকিতে পারে না। ঐ সে কার্য্য অপুত্রকের সংপুত্রদর্শনের ন্যায় ভ্রমমাত্র উহাতে সদ্রূপত্ব নাই। ৮—১৫। বিশেষ যাহা কারণবিহীন হইয়া বিরাজ করে, তাহা সর্ব্বপ্রকারে সঙ্কল্পিত গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় দ্রষ্টার স্বভাব (অর্থাৎ স্বরূপশূন্য চিদ্‌ই) বিলাস পাইয়া থাকে এবং ইহাও নির্ণীত আছে যে, বোধাত্মাই বস্তুস্বরূপে বিলসিত হন, কিন্তু তিনি চিদাকাশ হইতেও অতি সূক্ষ্ম এ বিষয়ে স্বপ্নদৃষ্ট সঙ্কল্পময় পর্ব্বতই দৃষ্টান্ত স্বরূপে অনুভূত আছে। রাম কহিলেন, হে মুনিবর! যেমন ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে ভাবী বিশালবৃক্ষ নিহিত থাকে, তেমনি ক্ষুদ্র পরমাণুতে এই বিশাল জড়সৃষ্টি কেন থাকিবে না তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রঘুনাথ! যথায় বীজ আছে, তথায় ভাবী বিশাল শাখাপল্লবোপেত পাদপ নিহিত থাকে সত্য, কিন্তু উহা ভূমিজলাদিরূপ সহকারী কারণবলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে জানিবে। কিন্তু মহাপ্রলয়ে সর্ব্ব বস্তুর ধ্বংস হইলে এই জগৎ-সৃষ্টির কারণীভূত কোনরূপ সাকার বীজের সম্ভাবনা হয় না ও তাহা হইতে জগদুৎপত্তিবিষয়ে কোন সহকারী কারণও থাকে না, আর পরব্রহ্মকে জগৎকারণও বলিতে পার না; যেহেতু তাঁহার আবার আকারকল্পনা কোথায়? কারণ তাঁহাতে পরমাণু-সম্পর্কও নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাতে জগৎকারণতা থাকিল না। হে রাম! এই সকল কারণেই সত্যাসত্যস্বরূপ জগতের কারণাত্মক বীজের নিতান্ত অসম্ভব হেতু কেহই কোথাও কোনরূপ জগৎসত্তা প্রাপ্ত হয় না। বিশেষত ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে বিশাল সংসার আছে এরূপ বলাও নিতান্ত অসঙ্গত। যেমন ক্ষুদ্র সর্ষপকণার মধ্যে প্রকাণ্ড সুমেরু আছে বলিয়া অজ্ঞেরা অসম্ভবই কল্পনা করে। ১৬—২৪। বীজ থাকিলেই কার্য্যকারণ-ব্যাপার ঘটিতে পারে, কিন্তু জগতের আকার নাই বলিয়া বীজেরও অসম্ভব, সুতরাং জন্যজনকরূপ কার্য্যকারণভাবও নাই, অতএব যাহা পরমপদার্থ সেই ব্রহ্মই জগতে পর্য্যবসিত হইতেছেন, সুতরাং এ ক্ষেত্রে কিছুই বিকাশ পাইতেছে না ও কিছু ধ্বংস পাইতেছে না। তবে যে কিছু দেখা যায়, তৎসমুদয় চিদাকাশ, উহাই চিদাকাশে ভ্রান্ত জগদ্রূপে লক্ষিত হয় ও অশুদ্ধে অশুদ্ধের ন্যায় শুদ্ধে শুদ্ধের ন্যায় দেখা যায় এবং বায়ুতে স্পন্দনের ন্যায় তদীয় আকাশরূপ প্রতিভাসিত হইতেছে সুতরাং এ বিষয় কোন প্রকার সৃষ্টিশব্দের বিষয় কল্পনা থাকে না। এবং যেমন আকাশে শূন্যতা ও সলিলে দ্রবত্ব আছে, তেমনি আত্মাতে স্ববিবর্ত্তরূপী বিশুদ্ধ পার্থক্যই সৃষ্টিভাবে সমবেত আছে, বাস্তবিক ভিন্নতা নাই; সুতরাং আমাদিগের নিকট ভাসমান ব্রহ্মই জগদ্রূপে বিতত আছেন, উহার আদি অন্ত নাই বলিয়া ঐ নিত্য সত্যরূপ ব্রহ্মের উদয় নাই ও লয়ও হয় না। যেমন প্রমাতার দেহ ক্ষণমধ্যে দেশান্তরগমনবিষয়ে শূন্যাত্মক বলিয়া বারংবার নির্ণীত

হইয়াছে, তেমনি এই জগৎও আকাশস্বরূপে অবস্থিত আছে এবং বায়ুতে স্পন্দন, জলে দ্রবত্ব ও আকাশে শূন্যতা স্বধর্ম্ম বলিয়া সমবেত আছে, তেমনি এই জগৎও বস্তুান্তরসম্পর্কশূন্য হইয়া আত্মাতেই অভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। হে রাম। এই জগৎ পরমার্থস্বভাবে অবস্থিত সংবিন্মাত্র; যদিও উহার অস্তোদয় নাই ও সূর্য্যসম্পর্কবিহীন বলিয়া উহা শূন্যনভ সংজ্ঞার যোগ্য, তথাপি তাদৃশনভ নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ। কারণ সর্ব্ব-দৃশ্যজাতের চিৎস্বভাব তাদৃশ আকাশের অঙ্গ কিরূপে হইতে পারে? সুতরাং তুমিও সমুদয় দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশ-স্বরূপে অবস্থান কর। ২৫—৩৩।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যদি জগতের ব্রহ্মাদ্বৈতই প্রতিপন্ন হইল, সুতরাং কারণ ব্যতীত সৃষ্টিব্যাপারে ভাব ও অভাবের স্বীকার ও পরিত্যাগরূপ স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর বিশ্ব পূর্ব্ব হইতেই উৎপন্ন হয় নাই জানিবে। বিশেষ এ কথা বারংবার বলা হইয়াছে যে মূর্ত্তিমান বৃক্ষাদির কারণীভূত বীজের ন্যায় কখনই নিরাকার আত্মা সৃষ্টিব্যাপারের কারণ হইতে পারেন না সুতরাং অনুভবসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী কল্পনাময় সংসারকে চিৎস্বভাব-রূপেই অবগত হইয়া সত্ত্বস্বরূপে অবস্থান করেন। এবং যিনি যাদৃশ ভাবনা করেন, তিনি তদনুরূপ তৎফল পাইয়া থাকেন। যেমন মদিরাসম্পর্কে ক্ষুব্ধ আত্মা তদনুসারে মত্ততাই প্রাপ্ত হয়, তেমনি অজ্ঞ আত্মা চিন্তাতার স্বভাব ভাবনানুরূপ সৃষ্টিব্যাপারেরই অনুগত হইয়া থাকেন। হে রাম! সেইরূপ যখন দেখিতেছ সমুদয় উৎপত্তি শূন্য বলিয়া কিছুই নাই, তখন একমাত্র সদসতে তুল্য ও শান্ত ব্রহ্মকেই অবগত হও এবং সলিলে সলিলদ্রবের ন্যায় চিদাকাশেই যে চিদাকাশ রহিয়াছে ও সেই চিন্ময়তা নিবন্ধন যে জগৎ বিলাস পাইতেছে, সেই কারণেই ব্রহ্ম আপনাকে জগদাকারে করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ আছে। বস্তুত ঐ জগৎ স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অনুভূত হইতেছে কিংবা কাচাবৃত চক্ষুর দৃষ্টিতে আকাশের বৈরূপ্যের ন্যায়ই সৃষ্টিস্বরূপে ভাবিত চিদাকাশে এই বিচিত্র আদিযুক্ত জগৎ বিলাস পাইতেছে; সুতরাং এই জগৎ অজ্ঞের নিকট কাচাবরণে দর্শন বা স্বপ্নানুভবের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে, বস্তুত চিদাকাশই কেবল অবস্থান করিতেছে জানিবে। হে রাম! সৃষ্ট্যারম্ভকালে যেরূপ নদীর তরঙ্গনিচয় প্রবাহিত ছিল, আজিও সেই ভাবে আছে, এই প্রকার সমস্ত পদার্থ-রচনাই দৃষ্টি-বিবর্ত্তনী; আরও যেমন নদীর তরঙ্গশোভা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে, তেমনি জগতেরও চিদাকাশে চিদ্বীজসত্তার অতিরিক্ত কোনই সৃষ্টিব্যাপার নাই। ১—১১। আর মৃত্যু-দর্শনে অত্যন্ত নাশ কি বলিয়া স্বীকার করিবে? কারণ উহা তাহার সুষুপ্তিদশায় পরমানন্দরূপে প্রসিদ্ধ সুখবিশেষ, ঐরূপ পুনরায় দেহাদিস্বরূপে যে সংসারের উদয় দেখিতেছ, উহাও তাহার নূতন সংসারসুখমাত্র। সুতরাং জন্মমরণেও সুখভিন্ন সত্তা না থাকায় কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই। আর যদি দুষ্কর্ম্ম সমুদয় মৃতের নরকসম্পাদক বলিয়া তাহা হইতে ভয় হয়, তাহা হইতে ঐ ভয় জীবিত ও মৃতের পক্ষে সমান। কারণ নরকাদিও ব্রহ্ম-ভিন্ন সত্তার স্বীকার নাই। আর দুঃখ ও সুখরূপেই অবস্থিত এরূপে পৃথক্ ভয় কেমনে থাকিতে পারে? হে রাম! জীবন ও মরণ এতদুভয়ের স্থিতিরূপিণী সত্তাও ব্রহ্মসুখাত্মিকা বুঝিয়া যাহার চিত্ত চিরবিশ্রাম অনুভব করে, তিনিই শীতলান্তঃকরণ বলিয়া অভিহিত হন এবং তখন তাঁহার সমুদয় দৃশ্যদর্শন বিদূরিত হওয়ায় যে সংবিদ্ প্রকাশ পায়, তিনি সেই সংবিন্ময় হন বলিয়া মুক্তসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। বিশেষ সমুদয় দৃশ্যের অত্যন্তাভাব থাকায় যে কোনরূপ পর-সম্ভাবনে সৃষ্টিব্যাপারের অস্তিত্ব বা অভাব থাকিলেও যে দৃশ্যজাতের জ্ঞান নির্ব্বিষয় হয়, তাহাই তাঁহার মুক্তত্বের সাধক। হে রাঘব! যাহা চৈত্য নহে, তাহা চিতিক্রিয়ার রূপ হইতে পারে না, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞেরা চিতিভাবের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া ব্যবহারে শান্ত থাকেন ও চিদ্রূপ কাচের বারংবার যে বিলাস, উহাই জগৎসংজ্ঞায় কথিত হয়। কারণ অতি বিমল পরমাকাশে বন্ধন বা মুক্তির সম্পর্ক কোন রূপেই থাকা সম্ভব নহে, এবং চিদাকাশের স্পন্দন বা সঙ্কল্পই জগতের স্বরূপ, উহা পৃথিব্যাদি পৃথক্ ভূতময় কখনই নহে এ স্থলে দেশ কাল দ্রব্য ক্রিয়া আকাশ এ সকল কিছুই নাই। তবে প্রতিভাসমাত্রে সমুদয় সত্তের ন্যায় বিলসিত হইলেও বাস্তবানুসন্ধানে নিতান্ত অসৎ, ইহা কেবল পরমার্থত চিদ্ঘনই দীপ্তি পাইতেছে ও ইহা শূন্য না হইলেও শূন্য ও আকাশ হইতে সমধিক সুনির্ম্মল এবং ইহার আকার দৃষ্ট হইলেও আকারবিহীন ও অসৎ হইলেও অতি দীপ্তিসম্পন্ন এবং অতি শুদ্ধ একমাত্র চিৎস্বরূপ। হে রাম! চিদাকাশের কলুষ যে রূপ তাহাই জগৎ ও অকলুষ স্বচ্ছ যে রূপ তাহাই যে পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাণরূপে সংজ্ঞিত আছে, উহা সর্ব্বত্রই প্রসৃত হইয়াছে এবং আকাশে শূন্যত্বের ন্যায় সাগরে দ্রবত্বের ন্যায় ঐ জগৎ ভিন্ন নহে, এক জানিবে। ১২—২৪।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৫॥

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যেমন আকাশে শূন্যত্ব স্বচ্ছতার হানিকর হয় না, তদ্রূপ চিন্ময় আকাশে সর্ব্বদা সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম স্বচ্ছভাবেই রহিয়াছেন। দৃশ্যশ্রী তাঁহার স্বচ্ছতা দূর করিতে পারে না। যেখানে চিৎশক্তি, তথাই সৃষ্টিব্যাপার থাকিলেও পদার্থ-সমুদয় চিন্ময় বলিয়াই কুত্রাপি চিন্তাবের সম্ভাবনা নাই। যেমন স্বপ্নদশায় শৈলাদি পদার্থসমুদয় চিদাকারেই দৃষ্ট হয়, তেমনি জাগরণকালেও পদার্থের প্রকাশ অন্বয় চিন্ময় পরাকাশরূপেই অনু-ভূত হইতেছে জানিবে। হে রাম! এ বিষয়ের সম্পূর্ণ ভ্রান্তিরোগের ঔষধিরূপ পাষাণোপাখ্যান তোমায় বলিতেছি, পূর্ব্বে আমিই এই যে ভাবে প্রকৃতিচিত্র দেখিয়াছিলাম শ্রবণ কর।—একদা আমি সর্ব্বতত্ত্ব অবগত হইয়া পূর্ণকাম ছিলাম, তখন আমার এই ভ্রম-সঙ্কুল লোকব্যবহার পরিত্যাগ করিবার বাসনা হওয়ায় চির-বিশ্রামের জন্য নির্জ্জনাভিলাষে কোন দেবালয়ে বসিয়া সংসারভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যানে তন্ময় হইয়া, বক্ষ্যমাণ চিন্তা করিতে থাকিলাম।—দেখিতেছি যে, এই সাংসারিক ব্যাপার নিতান্তই নশ্বর ও এই আপাত মনোরমা লোকস্থিতিরও পরিণাম নিতান্তই দুঃখকর। কাহারও পক্ষে কোন দেশে বা কালে কোন উপায়েই

উহা সুখকর নহে। বিশেষত এই দৃশ্যদর্শনে দ্রষ্টার উন্মাদাত্মক ফল উৎপন্ন হয় ও দুরন্তবেগে খিন্নতা হয় বলিয়া, উদ্বেগও উৎপাদন করিয়া থাকে। তবে আর কি দেখিতেছি; তুমি ও আমিই বা কে? সমুদয়ই সেই অনাদি চিদাকাশরূপ সংসার চিন্ময় আত্মাতেই অবস্থিত আছে। ১—৯। সুতরাং এই সিদ্ধ-বিদ্যাধর-দৈত্য-দানবগণে নিতান্ত দুর্গম স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এ অপেক্ষা কোন উত্তম স্থানে, এই নিজদেহ অন্তর্ধানাদি উপায়ে গোপনভাবে রাখিয়া আমি সর্ব্বভূতের অদৃশ্য থাকিয়াই সম সুনির্ম্মল শান্তিময় পরমপদে নির্ব্বিকল্পক সমাধির সাহায্যে গমন করিয়া, বেদনাশূন্য হইয়া অবস্থান করিব। এক্ষণে সেরূপ সাতিশয় শূন্যপ্রদেশ কোথায় পাইব, যেখানে যাইলে পঞ্চভূতের সম্পর্কজনিত বেদনা অনুভব করিতে হইবে না। পর্ব্বত সমাধি-স্থান হইবে না, কারণ, শব্দকারী কানন, সলিল, মেঘ ও প্রাণিসঙ্ঘে সমাকুল বলিয়া নিতান্ত চঞ্চল। গিরিগণ অন্তকেও চঞ্চল করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহারা আমার প্রতিকূল বলিয়া শত্রু, ঐরূপ পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশ কিরাতপ্রভৃতি নীচলোকে বেষ্টিত বলিয়াও সমাধির প্রতিকূল ও জনপদ মাত্রেই বিষরূপ সর্পে সঙ্কুল। সুতরাং আমার পক্ষে বিষময় হইয়াছে। ১০—১৫। যেমন নগরসমুদয় সংক্ষোভকারী নাগরিকজনে পূর্ণ থাকায় আমার ত্যাজ্য আছে, তেমনি সাগরের অভ্যন্তর স্থানও অসংখ্য জলচর জীবে পরিপূর্ণ আছে বলিয়া প্রতিকূল হইতেছে। ঐরূপ সমুদ্রের তীরভূমি বা লোকপালদিগের আবাসস্থান এবং পাতালগর্ত ও গিরিশৃঙ্গসমুদয় অসংখ্যপ্রাণিসঙ্কুল বলিয়া আমি পরিত্যাগ করিতেছি। যদিচ গিরিগুহা নির্জ্জন বটে, তথাপি উহাতে সিংহ-সর্পাদি বাস করে এবং তত্রত্য লতাসমুদয় বায়ু-নিনাদচ্ছলে গান করে ও পুষ্পবিকাশরূপ হাস্য প্রকাশ করিয়া পল্লবরূপ কর-বিস্তারে অবিরত নৃত্য করিতে থাকে বলিয়া সমাধির প্রতিকূল এবং যদিও দক্ষিণাপথে সরোবরসমুদয় সমাধিস্থান বলিয়া কথিত হয়, তথাপি তথায় মৎস্যাদির আঘাতে ও স্নানকারী মুনি-দিগের করস্পর্শে কমলসমুদয় নিতান্ত চঞ্চল হইলে জলের আবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া সমাধির বিঘ্নকর শব্দের উৎপত্তি হয়, তখন আমি মৌনী থাকিব সুতরাং তাহার নিবারণে অসক্ত হওয়ায় ঐস্থান আমার কোনমতেই মনোমত নহে। ১৬—১৯। নির্ঝরভূমিও বায়ুসম্পর্কে উড্ডীয়মান তৃণরাজি ও ধূলিনিচয়ে সঙ্কুলা হইয়া বায়ুরবচ্ছলে শব্দ করে বলিয়া আমার সমাধির যোগ্য নহে, সুতরাং আকাশ সর্ব্ববিধ বিক্ষেপক-কারণশূন্য বলিয়া উহারই সুদূর কোন প্রদেশে আমি সুখপ্রদ যোগোপায় অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিব, উহারই কোন এক কোণে কল্পনার সাহায্যে কুটীর রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে বজ্রের মত সুদৃঢ় হইয়া বাসনা পরিহারপূর্ব্বক বাস করিব। হে রাঘব! আমি এই প্রকার চিন্তা করিয়া সুনির্ম্মল আকাশেই গমন করিলাম। তথায় যাইয়া দেখি যে, সমুদয় স্থানই সর্ব্বত্র সহস্র বিক্ষেপ-কারণজালে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, কোন স্থানে সিদ্ধগণ ভ্রমণ করিতেছে; কোথায় মেঘজাল গর্জ্জন করিতেছে, কোন স্থান বা বিদ্যাধরদিগের আবাস; কোথায় বা যক্ষেরা গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছে, কোন স্থানে শ্রেষ্ঠপুর রহিয়াছে; কোন স্থানে যুদ্ধ হইতেছে, কোনস্থানে বৃষ্টি হইতেছে, কোথায় বা যোগিনীগণ উন্মত্ত হইয়াছে; কোন স্থানে বা দৈত্যালয়ের সমীপে দেবালয়সংযুক্ত গন্ধর্ব্বনগর রহিয়াছে; কোথাও বা গ্রহগণ ভ্রমিতেছে, কোন স্থান বা নক্ষত্রমালায় সমাকুল আছে, কোন স্থানে খেচরেরা বিচরণ করিতেছে, কোন স্থানে পবনদেব কুপিত হইয়া প্রবলভাবে প্রবাত হইতেছেন, কোন স্থান নানা উৎপাতজালে সঙ্কুল আছে এবং কোন স্থান মেঘমণ্ডপে বিরাজিত রহিয়াছে, কোন স্থানে বা অদৃষ্টপূর্ব্ব পিশাচেরা বিচরণ করিতেছে, কোনস্থানে বিবিধ অসংখ্য নগরসমুদয় নিবেশিত আছে, কোন স্থানে বা সূর্য্যের রথ রহিয়াছে, কোন স্থান চন্দ্রাদি গ্রহদিগের রথে আক্রান্ত আছে, কোন স্থানে অসহ্য সূর্য্যসন্তাপে জীবগণ মরিতেছে, কোথাও বা সুশীতল চন্দ্রকিরণ বিলাস পাইতেছে, কোন স্থান ভূতপ্রেতাদি দেবযোনিবিশেষে আকুল থাকায় ভীষণ হইয়াছে; কোন স্থান বা ভয়ানক অগ্নিসম্পর্কে দুর্গম হইয়াছে, কোথাও বেতালেরা নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা পক্ষিরাজ গরুড় বিরাজ করিতেছে, কোন স্থানে মহাপ্রলয়কালীন বারিদগণ ও কোথাও প্রলয়কালীন বায়ু রহিয়াছে। আমি এই সমুদয় অতিক্রম করিয়া ক্রমশ অতি দূরে উপস্থিত হইলাম ও তথায় অতিবিস্তৃত শূন্যময় নির্জ্জন স্থান পাইলাম। সেই স্থানে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে এবং স্বপ্নেও সে স্থানে কোন প্রাণীরই সমাগম সম্ভবে না ও কোনরূপ শুভ বা অশুভ চিহ্ন তথায় নাই দেখিয়া সেই স্থানটী সংসারের নিতান্ত অগম্য বলিয়াই বুঝিলাম। ২০—৩২। তখন আমি তথায় এক অতি বিস্তৃত কুটীর কল্পনায় নির্ম্মাণ করিলাম, উহা কমল-কলিকার আবরণে এমনই সুন্দর হইল যে, দেখিবামাত্র বিবেচনা হয়, যেন পূর্ণচন্দ্রের মধ্যভাগ ঘুণ-কাটে ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছে, উহাতে কহ্লার, কুমুদ ও মন্দার প্রভৃতি পুষ্পের কলিকাসমুদয় নিতান্ত শোভা পাইতে লাগিল। তখন আমি মনে মনে ঐ প্রদেশকে সমস্ত প্রাণীর অগম্য বিবেচনা করিয়া, সেই স্থানেই পদ্মাসন করিয়া অত্যন্ত মৌনভাব ধারণপূর্ব্বক শতবর্ষান্তে পুনরায় আত্মার অভ্যুত্থান স্থির রাখিয়া নিদ্রাসুখা-সক্তের ন্যায়, শান্তচিত্তে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে বসিলাম। তখন আমি আকাশে যোদিতের ন্যায়ই, নির্ম্মল আকাশে সমভাবে থাকিলাম। হে রাম! চিত্ত বহুক্ষণ যাহার অনুসন্ধান করে, ত ক্ষণেই তাহা দেখিয়া থাকে, সুতরাং সমাধির পূর্ব্বক্ষণে যে শতবর্ষ সমাধিকালরূপে নির্ণয় করিয়াছিলাম, সেই শতবর্ষ আমার হৃদয়ে বোধবীজ নিশ্বাসবায়ুর ন্যায় বিস্তৃত থাকিয়াও আচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহার বিকাশের কাল আসিল। সেই বোধবীজ প্রবুদ্ধ হইলেন এবং শীতসম্পর্কে শুষ্যমাণ পাদপের বসন্তাগমে রসোদয়ের ন্যায় তাঁহারও তখন বাহ্যবেদনার অনুভব হইতে লাগিল। ৩৩—৪০। সেই শতবর্ষকাল আমার নিকট নিমেষের মত অতীত হইয়াছে। তাহার কারণ একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সুদীর্ঘ সময়ও অল্পক্ষণের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। অনন্তর বৃক্ষের বসন্তসমাগমজন্য আন্তরিক আনন্দরস বাহিরে পুষ্পরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আমার বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কার্য্য-সমুদয় বাহ্য বিকাশকে প্রাপ্ত হইল এবং তখন আমাতে প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের ও ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সমাগমে আমি জীবনকেও পাইলাম, তদ্দর্শনে ইচ্ছারূপিণী পিশাচী কর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত অহঙ্কাররূপ পিশাচ কোথা হইতে আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিতে লাগিল। যেমন অত্যুন্নত বৃক্ষকে প্রবল বায়ু কোথা হইতে অতর্কিতভাবে আসিয়াই অবনমিত করিয়া থাকে। ৪১—৪৩।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে দেব! আপনার জ্ঞানের মূলীভূত নির্ব্বাণের উদয় হইলেও তখন কি প্রকারে আপনাকে সেই অহঙ্কাররূপ পিশাচ আক্রমণ করিল, এ বিষয় আমার সন্দেহ নিরাকরণের জন্য যথাযথ বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! কি জ্ঞানী কি অজ্ঞ কাহারই দেহ অহঙ্কার ব্যতীত থাকিতে পারে না। কারণ আধেয় বস্তুর কখনই আধারবিরহিত হইয়া অবস্থান সম্ভবে না, এ বিষয়ে যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর। যাহা শ্রবণ করিলে তোমার অহঙ্কারপিশাচ শান্তি পাইবে, এই অহংভাবরূপ পিশাচ অবিদ্যমান হইলেও অজ্ঞানরূপ বালক অন্তরে উহার কল্পনা করিয়াছে, সেই অজ্ঞানবশেই উহা হৃদয়ে বাস করে, কিন্তু যেমন দীপসম্পন্ন পুরুষের নিকট অন্ধকারের স্বরূপ থাকে না, তদ্বৎ জ্ঞানীর নিকট ঐ অজ্ঞানই নাই, কারণ সম্যক্ অনুসন্ধানে যাহাকে পাওয়া যায় না, তাহার অস্তিত্ব কোথায়? এই অজ্ঞতারূপিণী পিশাচীকে যতই বিচার করিয়া দেখিতে যাইবে, ক্রমশই উহার লয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। যেমন রাত্রিতে আকারবিহীনা যক্ষী প্রভৃতির বিলাস হয়, তেমনি প্রথমে অবিদ্যার বিলাস হইলেই নিত্যা অজ্ঞতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেমন দ্বিতীয় চন্দ্র থাকিলেই দ্বিতীয় কলঙ্ক মৃগ থাকিতে পারে ঐ অবিদ্যা আবার সৃষ্টিব্যাপার থাকিলেই সম্ভূতা হইয়া থাকে, নচেৎ কোথাও হয় না। এই সৃষ্টিব্যাপারও অজ্ঞজনের বিদিত হইলেও অনুৎপন্ন বলিয়া উহার অস্তিত্ব নাই ও আকাশপাদপের ন্যায় কারণাভাব-প্রযুক্তই পূর্ব্বেও ইহা জন্মায় নাই। যখন শূন্যরূপা আদিসৃষ্টি পরমাকাশের মধ্যে রহিয়াছে, তখন ক্ষিত্যাদির জ্ঞানবিষয়ে আর কারণ কিরূপে সম্ভবে? বিশেষতঃ মনোরূপ ষষ্ঠেন্দ্রিয় নিরাকার, সুতরাং উহা কখনই সাকার ঘটপটাদির কারণ হইতে পারে না। হে রঘুনাথ! কারণরূপ বীজ হইতে অঙ্কুরের জন্ম নিশ্চিত আছে, কিন্তু যেখানে বীজ নাই, তথায় কেমনে অঙ্কুর থাকিতে পারে? যেহেতু কারণ ব্যতীত কখনই কোনরূপ কার্য্য জন্মাইতে পারে না। কেহ কি কখন আকাশে প্রকাশমান বৃক্ষ দেখিতে পায়? তবে যেমন আকাশে কল্পনাবশে যে বৃক্ষাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে বাস্তব বস্তুভাব না থাকায় সঙ্কল্প ভিন্ন উহা কিছু নহে, তেমনি সৃষ্টিব্যাপারে যে অব্যাহতা সৃষ্টির অনুভব হইয়া থাকে, তাহা আকাশে শূন্য বৃক্ষাদির ন্যায় সঙ্কল্পময় জানিবে এবং ঐ সৃষ্টিস্বরূপে যে অবিকৃত চিদাকাশ আত্মাতে বিলাস পাইতেছে, উহা চিন্ময় বলিয়া ঈশ্বরেরই স্বভাব। আমরা প্রত্যহ স্বপ্নে যে পর্ব্বতনগর প্রভৃতির অনুভব করিয়া থাকি এ বিষয়ে সেই স্বপ্নসৃষ্টিই অবিকল দৃষ্টান্ত হয়। যেমন চিৎস্বভাব স্বপ্নে সৃষ্টিব্যাপার উপস্থিত হইয়া অসৃষ্টিতে সৃষ্টির ন্যায় প্রতিভাত হয়, তেমনি সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন মহাকাশে শূন্যের ন্যায় এক অব্যয় ব্রহ্ম প্রতিভাসিত হন, তেমনি সৃষ্টিকালেও আমাদিগের নিকট তাদৃশ সৃষ্টিরই উপস্থিতি হইয়া থাকে। কিন্তু বৎস! এ ব্যাপারে সৃষ্টি নাই ও পৃথিব্যাদির সম্পর্কও নাই, সমুদয় সেই শান্ত নিরাধার ব্রহ্মই ব্রহ্মেতে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই সর্ব্বশক্তিস্বরূপী ব্রহ্ম যাদৃশ সুনির্ম্মল রূপ বিস্তার করেন, তাহা সেই প্রকারই হইয়া থাকে। ১—১৯। যেমন জীবের স্বপ্নানুভূত পুরনগরাদি চিন্মাত্রের বিজৃম্ভণ ভিন্ন কিছুই নহে, তেমনি আদি সৃষ্টিকালে সৃষ্টিব্যাপারও শুদ্ধচিন্মাত্রেরই বিলাস, আর কিছু নহে এবং স্বচ্ছ চিদাকাশে যে চিদাকাশ আছে, উহাই ব্রহ্মের স্বভাবরূপ সৃষ্টি-ব্যাপার, এরূপ স্থির থাকিতে কোথায় সৃষ্টি, কোথায় বিদ্যা, কোথায় বা অজ্ঞতা ও অহঙ্কারাদিই বা কোথায় থাকিবে? সমুদয়ই সেই শান্তিপূর্ণ ঘন ব্রহ্মস্বরূপ। হে রাম! এই তোমাকে অহংভাবের শান্তির কথা বলিলাম, ঐ অহংভাব সম্যক্ নিরীক্ষিত হইলে কল্পিত পিশাচের ন্যায়ই লয় পাইয়া থাকে। আমি যখনই এই অহংভাবকে সম্যক্ জানিতে পারিলাম, তখন উহা আমাতে থাকিলেও শরৎকালীন মেঘের মত নিশ্চলাবস্থান হইয়াছিল। ২০—২৭। যেমন চিত্রিত অগ্নিদাহ, দাহ্য বস্তুতে স্বকার্য্যকারী হয় না, তেমনি অহংভাব ও সৃষ্টিব্যাপার সম্যগ্ জ্ঞাত হইলে নিস্ফলই হইয়া থাকে। হে রাঘব! যখন সমাধিকালে অহঙ্কারের ত্যাগে ও ব্যবহারকালে তদ্বিষয়ে অনুরাগে আমার সমভাব আছে, তখন আমি আকাশের ন্যায় সৃষ্টিব্যাপারে ও তদ্ভিন্ন বিষয়ে এক ভাবেই রহিয়াছি জানিবে। বিশেষত আমি অহঙ্কারের কেহ নহি ও অহঙ্কারও আমার কিছুই নহে, সুতরাং এই প্রপঞ্চকে সাতিশয় ঘন চিদাকার বলিয়াই জানিবে। যেমন আমার তেমনি অন্যান্য জ্ঞানীদিগেরও এ বিষয়ে চিত্রিত অগ্নিতে অগ্নিবোধের ন্যায় কদাচ এ প্রকার অজ্ঞানজন্য ভ্রম নাই। আমি নাই, অন্য কেহ নাই, অধিক কি সমুদয়ই নাই এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে তুমি প্রকৃত ব্যবহারী হইয়া শিলার ন্যায় মৌনী হইয়া অবস্থান কর। হে রাম! তুমি আকাশকোষের ন্যায় শুভ্রবপু হইয়া শিলার ন্যায় সর্ব্বভাব দূর করিয়া চিরকাল অবস্থান কর। আমি সৃষ্টিকালে ও সৃষ্টির পূর্ব্বকালেও সমস্তই চিন্ময় রহিয়াছে, কোন প্রকার দৃশ্যই নাই, সুতরাং সমুদয়কে ব্রহ্মস্বরূপে মঙ্গলময় বলিয়া অবগত হও। ২৮—৩৩।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আমার কল্যাণের জন্যই অতি বিমল বিস্তৃত উদার যে ভূয়োদর্শনের কথা বলিলেন, তাহা অতি বিস্ময়জনক হইয়াছে। সমুদয় পদার্থ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপ্রকারে আত্মানুভাবে সম সদ্রূপে অবস্থিত আছে সত্য, কিন্তু প্রভো! আমার একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, পাষাণাখ্যান বলিয়া যে পূর্ব্ব ব্যাপারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কেমনে ঘটিল, সে বিষয়ে আমার সংশয় দূর করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! সর্ব্বপদার্থ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে রহিয়াছে, ইহাই সমর্থন করিবার জন্য আমি তোমাকে পাষাণাখ্যান দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। অতিঘন নিশ্ছিদ্র পাষাণের অভ্যন্তরেও ব্রহ্মের অধিষ্ঠান থাকায় সমস্ত জগতের সংস্থান সম্ভব হইতেছে, এই বিষয়ই প্রস্তুত কথায় দেখাইতেছি, অথবা আকাশের ন্যায় নিতান্ত শূন্য মহদাকার চিদাকাশে সমুদয় সৃষ্টি রহিয়াছে, ইহাই প্রস্তুত প্রসঙ্গে বলিতেছি এবং তৃণ লতা বীজাদির ও প্রাণী বায়ু সলিল ও তেজঃ প্রভৃতির অন্তরেও সমুদয় সৃষ্টিব্যাপার রহিয়াছে, ইহাই প্রস্তুত বর্ণনা দ্বারা দেখাইতেছি। রাম কহিলেন,—হে মহাশয়! যদি ঘটপটাদির মধ্যেও সৃষ্টিব্যাপার রহিয়াছে বলিতে-

ছেন, তবে কেন ঐ সৃষ্টিসমুদয় শুদ্ধ চিদাকাশে দেখা যাইবে না, তাহা বলুন। ১—৮। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! আমি তোমার নিকট সত্যস্বরূপেই উহা বর্ণনা করিলাম। যে সৃষ্টি দেখা যাইতেছে, তাহা চিদাকাশ, চিদাকাশেই অবস্থিত আছে। বাস্তব দর্শনে ঐ সৃষ্টি প্রথমে হয় নাই, আজিও বর্ত্তমান নহে, তবে যে দৃশ্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মেতেই অবস্থিত জানিবে, কিন্তু আরোপিত দৃষ্টিতে এমন অণুপরিমাণ ভূমিও নাই যাহা সৃষ্টিব্যাপারে পূর্ণ নহে—অথচ কোথাও সৃষ্টি নাই, সকলই চিদাকাশরূপী ব্রহ্ম, ঐরূপ তেজের অণুপরিমাণও সৃষ্টিব্যাপারে পূর্ণ থাকিলেও কোথাও সৃষ্টিসম্পর্ক নাই, সকলই সেই চিদাকাশ ব্রহ্মস্বরূপ। ঐ প্রকার বায়ুরও অণুপরিমাণ আকার ও সৃষ্টি-ব্যাপারে পূর্ণ থাকিলেও কোথাও সৃষ্টি নাই, সকলই সেই চিদাকাশ ব্রহ্ম এবং অণুপরিমাণ আকাশও নাই। যাহা সৃষ্টিব্যাপারে পূর্ণ নহে,—অথচ কোথাও সৃষ্টিসম্পর্ক নাই, সকলই সেই চিদাকাশরূপ ব্রহ্ম এবং এরূপ পঞ্চ মহাভূতই নাই, যাহা সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত নহে,—অথচ কুত্রাপি সৃষ্টিসমাবেশ নাই কেবল সেই চিদাকাশ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৯—১৫। এবং পর্ব্বত সমুদয়ের এমন অণুপরিমাণ ভাগ নাই, যাহা সৃষ্টিসম্পর্কে ঘন না আছে—অথচ কুত্রাপি সৃষ্টিব্যাপার নাই, সমুদয়ই সেই চিদাকাশ ব্রহ্ম, ঐরূপ ব্রহ্মের অনুমানও সৃষ্টিবিহীন না হইলেও কোথাও সৃষ্টি সম্পর্ক নাই, সকলই চিদাকাশ ব্রহ্ম এবং সৃজনব্যাপারের এমন অণুভাগ নাই, যাহা সর্ব্বদা ব্রহ্মস্বরূপ নহে, সুতরাং ব্রহ্ম ও সৃষ্টি এই উভয় কথায় ভিন্ন মাত্র, বাস্তবিক উভয়ের পার্থক্য নাই। হে রাম! সৃষ্টিসমুদয় পরম ব্রহ্ম ও পরম ব্রহ্মই সৃষ্টির কার্য্য, যেমন সূর্য্যের ও অগ্নির সন্তাপ একই, তেমনি এতদুভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে এই সৃষ্টি ও ইহা ব্রহ্ম, এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ না থাকিলেও যে ভিন্নরূপে প্রতীতি হইতেছে, সে কেবল কুঠারাহত কাষ্ঠের উত্তরোত্তর জায়মান শব্দের ন্যায় ভিন্নার্থবিহীন হইয়াও অবাস্তব পৃথক্ বিলাস পাইতেছে মাত্র। অজ্ঞের ব্যবহারে এতদুভয়ের দ্বৈতভাব থাকিলেও ঐ ব্রহ্ম ও সৃষ্টিশব্দের অর্থ কেমনে প্রকাশ পাইবে ও জ্ঞানীর নিকট উভয়ের একতা থাকায় ঐ শব্দদ্বয়ার্থ কেমনে কাহার ন্যায় দীপ্তি পাইবে? ১৬—২১। হে রাম! অতএব তত্ত্বজ্ঞের ব্যবহারকালেও এই দৃশ্যজাত অনাদি অনন্ত শান্তিময় স্বচ্ছ আকাশরূপেই প্রতীত হয়, সুতরাং এই তুমি, আমি, পর্ব্বতনিচয়, দেব, দানব প্রভৃতি সমুদয় দৃশ্যজাতকে চিদাকাশময় নির্ব্বাণ বলিয়া অবগত হও, এবং যেমন জীবের চিত্তে স্বপ্নদৃষ্ট ব্যবহারসমুদয় জাগরকালে স্মৃতিবিষয় হইয়াও স্বস্বরূপই অবশিষ্ট থাকে, তেমনি তুমি এই জগদ্ব্যাপারকে আত্মস্বরূপে দর্শন কর। ২২।২৩।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি আকাশকোণে সঙ্কল্পময় কুটীরমধ্যে শত বৎসর পরে সমাধি হইতে বিরত হইলে কি ঘটিয়াছিল, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! আমি তখন সমাধিভঙ্গে প্রবুদ্ধ হইয়া তথায় অস্পষ্ট-বাক্যযুক্ত মনোহর শব্দমাত্র শ্রবণ করিলাম; কিন্তু সেই বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি সেই শব্দের কোমলতা ও মধুরতা শ্রবণে ইহা প্রতীতি হইল যে, উহা স্ত্রীকণ্ঠনিঃসৃত ও অস্থিরবন্ধনই অনুচ্চ বলিয়া দূর হইতে শুনা যাইতেছে না। এবং ভ্রমর-রবের ন্যায় মনোহর ও বীণাধ্বনির ন্যায় অনুরাগসম্পাদক ঐ শব্দ বালকের রোদনের ন্যায় নহে ও যুবার অধ্যয়নের মতও নহে বলিয়া বোধ হইল। আমি সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই শব্দানুসারে দশদিক্ অবলোকন করত এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম।—সিদ্ধবিদ্যাধরদিগের সঞ্চার-বিহীন লক্ষ-যোজন শূন্য স্থান অতিক্রম করিয়াই আকাশের এই ভাগ অবস্থান করিতেছে, সুতরাং সর্ব্বথা শূন্যময় এস্থানে ঈদৃশ শব্দের কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও শব্দের কারণ দেখিতেছি না। আমার পুরোবর্ত্তী আকাশ অনন্ত অতি নির্ম্মল ও নিতান্ত শূন্য, সুতরাং এখানে বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক দেখিয়াও প্রাণীর সমাগম সম্ভব বলিয়া দেখিতেছি না। যখন আমি এইরূপ বারংবার চিন্তাপূর্ব্বক দেখিয়াও শব্দকারীকে দেখিতে পাইলাম না, তখন বক্ষ্যমাণ চিন্তা করিতে থাকিলাম, যে,—আমি প্রথমে উপাধিত্যাগকালে আকাশ হইয়া যে আকাশের সহিত একতা পাইয়াছি, সেই কারণে আমিই আকাশমধ্যে বর্ত্তমান আকাশগুণ শব্দ ও শব্দার্থকে করিতেছি। ১—১০। এক্ষণে আমি বর্ত্তমান দেহাকাশকে পুনরায় সমাধিবলে এই স্থানে রাখিয়া জলবিন্দু যেমন অধিক জলের সহিত একতা পাইয়া থাকে, তেমনি চিদাকাশবপু হইয়া আকাশের সহিত একতা প্রাপ্ত হইব। আমি ইহা চিন্তা করিয়া পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া পুনরায় দেহ ত্যাগ করিবার বাসনায় সমাধি করিবার জন্য নয়নযুগল মুদ্রিত করিলাম ও তখন ইন্দ্রিয়সম্বন্ধি বাহ্যবিষয়সম্পর্ককে ইন্দ্রিয়-নিরোধ দ্বারা ও অন্তঃকরণবিষয়ক মন্তব্যাদিকে মননাদি উপায় দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া সংবিন্ময় ও স্পন্দময় চিদাকাশ হইলাম। ক্রমশ তাহাও ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বপদে উপনীত হইলাম, তাহাও ত্যাগ করিয়া বাস্তব চিদাকাশে অবস্থানপূর্ব্বক জগদাকার প্রতি-বিম্বের একটী দর্পণস্বরূপ হইলাম এবং সামান্য সলিল যেমন সমুদ্রসলিলের সহিত ও গন্ধ গন্ধের সহিত মিলিত হয়, তেমনি আমিও তখন সেই স্বভাবের সহিত আকাশরূপেই উপনীত হইলাম। ১১—১৫। তখন আমি নিরাকার হইয়াও মহাকাশ ব্যাপিয়া অনন্ত সর্ব্বব্যাপী হইলাম ও নিজের আধার না থাকিলেও আমি সমস্ত জগতের আধার হইলাম। আমি সেই স্থানে অসংখ্য ত্রৈলোক্য, বহুশত সংসার ও লক্ষাধিক অগণিত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলাম; কিন্তু ঐ সমুদয় পরস্পর দর্শনে আকাশরূপ শূন্যাত্মা ভিন্ন কিছুই নহে। এবং সেই জগৎসমুদয় পরস্পর এক সময়ে প্রসুপ্ত ব্যক্তিদিগের স্বপ্নস্বরূপের ন্যায় ব্যবহারদর্শনে মহাব্যাপার হইলেও অপর দৃষ্টিতে অসম্পৃক্ত বলিয়া শূন্য অথচ অশূন্য এবং উহারা জন্মাইতেছে, লয় পাইতেছে, বারংবার বর্দ্ধিত হইতেছে এবং অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ে সর্ব্বদা উহাদের সম্ভব হইতেছে এবং বহুতর চিত্র ভিত্তিতে থাকিলেও ভিত্তিরূপ আধার-বিহীন হইয়া আছে,—যেন জনসমুদয় মনঃসঙ্কল্পে বহুতর রাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং কতকগুলি নিরাবরণস্বরূপ হইয়াও একটী-মাত্র আবরণে সংযুক্ত রহিয়াছে ও পাঁচটী তন্মাত্ররূপ আবরণে সঙ্গত ও ছয়টী একটীমাত্র আবরণে জড়িত আছে। ১৬—২২। হে

রাম! পঞ্চীকৃতের পাঁচ ও অপঞ্চীকৃতের পাঁচ এই দশটী আবরণ চিত্ত, ইহার সহিত তন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি এই চারিটী মিশিয়া সাংখ্য কল্পনায় ষোড়শাবরণ হইয়াছে। ইহারা তত্ত্বগণনায় চতুর্বিংশতি প্রকার আবরণ হইয়াছে। ও কাহার মতে ছত্রিশ প্রকার আকাশকল্প আবরণে আবৃত আছে। এই সমুদয় অসংখ্য জীবসঙ্কুল পঞ্চভূতময় হইয়াও শূন্যস্বরূপ ও কতকগুলি পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়োপেত, অন্য কতকগুলি পৃথিব্যাদি তিন ভূতে আবৃত ও কতক বা পৃথিব্যাদিভূতদ্বয়োপেত। এইরূপে দিক্ ও কালকে লইয়া সপ্ত মহাভূতই একস্বভাবসম্পন্ন হইলেও কোন স্থানে ভবদ্বিধজনের অনুভবক্ষেত্রে উহার মধ্যস্থিত জীবাদির সূক্ষ্মতা পরিণাম ও বৈচিত্র্য প্রভৃতি ভেদ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। ঐ সমুদয় সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাশকবস্তুবিহীন বলিয়া নিত্যান্ধকারময় এবং প্রলয়েরও সুষুপ্তির ন্যায় সতত একমাত্র হিরণ্যগর্ভদেব কর্ত্তৃক নিত্য অধিষ্ঠিত হইলেও কোথাও বিশিষ্ট প্রজাপতিগণের অংশদেবগণের নানাবিধ আশ্চর্য্যব্যাপারে পরিপূর্ণ এবং শাস্ত্রসম্পর্কবিহীন হইলেও কোথাও বৈরাগ্যপ্রতিপাদক শাস্ত্রে পরিপূর্ণ ও ক্ষুদ্র কীটের মত ব্যবহারশীল দেবতা প্রভৃতি প্রাণিগণে সঙ্কুল রহিয়াছে। ২৩—২৮। কোন স্থানে বা কলিপ্রবেশে বেদ বিলুপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণাদির পরম্পরাক্রমে সঙ্কেতিত আচারমাত্র রহিয়াছে, কোনস্থান প্রজ্বলিত অগ্নিময়, কোন স্থান বা স্বতই নিত্য প্রকাশমান। ঐ চিদাকাশের কোন স্থান একমাত্র জলে পরিপূর্ণ, কোন স্থান বা একমাত্র পবনে পূরিত আছে এবং উহার কোন ভাগ নিশ্চল, কোন ভাগ বা নিরন্তর অস্থির, কোন স্থান প্রকাশ পাইয়া বাড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কোন স্থানের চতুর্দ্দিক্ সর্ব্বভোগ্যে পরিপূর্ণ হইলেও উহা অন্যত্র ধাবমান হইতেছে। ঐ চিদাকাশের কোন স্থান কেবল দেবতাদিগের সৃষ্টিতে পূর্ণ, কোথায় কেবল মনুষ্য, কোন স্থান কেবল দানবগণে পরিপূর্ণ, কোন ভাগ বা কীটগণে নিবিড় হইয়াছে এবং সেই চিৎকোষে কদলীদলের ঘনভাবের ন্যায় পরমাণুতেও অন্তরের অন্তর তাহার অন্তর জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে এবং যেমন সৈনিকদিগের স্বপ্নসমুদয় পরস্পরের দৃষ্ট নহে, তেমনি ঐ মহাভূতসমুদয় থাকিয়াও পরস্পরের দৃষ্টিবহির্ভূত ও পরস্পরের অনুভবের বিষয় নহে এবং উহারা নানারূপ হইলেও সুনির্ম্মল অনন্ত আকাশস্বরূপ ও পরস্পর তুল্যাবস্থানে থাকিয়াও পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহারশালী হইতেছে। ২৯—৩৫। এবং কতকগুলিতে পৃথক্ শাস্ত্রের অনুশীলন দৃষ্ট হইতেছে ও কোন কোন স্থান পরস্পর ভিন্ন হইলেও পরস্পরে বড়ই মিশ্রিতের ন্যায় সন্নিহিত আছে এবং একস্থানবাসীরা মৃত্যুর পর অপরত্র যাইতেছে বলিয়া পরস্পর পরস্পরের পরলোক ও পরস্পরের নিকট অন্তর্ধানশক্তিযুক্ত থাকায় সকলই সিদ্ধনগরের ন্যায় হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই ভিন্ন ভিন্ন মহাভূত ও ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বত রহিয়াছে, এবং সমুদয় স্থান পুরোবর্ত্তী হইলেও ভবাদৃশ ব্যক্তির চেষ্টা ও যত্নের অবিষয় বলিয়াই মাদৃশ জনের কথায় উহাদিগকে নিতান্ত অসম জানিবে এবং কতকস্থান মোক্ষসাম্রাজ্যের লক্ষ্মীদেবীর কুণ্ডলোপম স্বচ্ছাকাশে কিরণজালের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে চিৎ সূর্য্যমণ্ডলের সূক্ষ্ম অণুর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। কতকগুলি স্থান সেই পূর্ব্বরূপেই উৎপন্ন হইতেছে এবং কতক স্থান পরস্পরত্ব নিবন্ধন বিসদৃশ হইলেও সদৃশের ন্যায় আছে ও তন্মধ্যে কতকগুলি কিছুকাল সদৃশ থাকিয়া পৃথক্রূপ হইতেছে; কিংবা উহারা পরমার্থবস্তুস্বরূপ বিশাল পাদপের অনন্ত ফলস্বরূপ বলিয়াই উহাদের পরস্পর ভেদকল্পনা হইতেছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি কিছুকালস্থায়ী ও কতক বা দীর্ঘকাল থাকে। কতকগুলি কাল, দেশ, ও স্বভাবের নিয়মে থাকিয়া বহুপরিমাণ হইতেছে। কতকগুলির বা তাদৃশ নিয়ম থাকিয়াও বহুল পরিমাণ হইয়াছে এবং কতকগুলি স্থানে সূর্য্যাদি না থাকায় কালনির্ণয় হইতেছে না, উহারা যদৃচ্ছাক্রমে জন্মাইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে ও অতি স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ সমুদয় শূন্যাকার, পরমাকাশে কবে জন্মিয়াছে, তাহার কোনরূপ নিরূপণ নাই এবং আকাশ সূর্য্য ও সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ এই সমস্ত স্থান চিত্তবিস্ময়কর চিদাকাশে স্বপ্নসমূহের শোভা পাইতেছে এবং এই পৃথিব্যাদি বস্তুর এবম্বিধ অনুভব নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও ইহাদের প্রকাশবিষয়ে কোন কারণও নাই, সুতরাং এই সমুদয় জগৎ অধিষ্ঠান স্বরূপে থাকিলেও বাস্তবরূপে বিদ্যমান নহে এবং যদিও ইহারা অনুভূতিস্থানে সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে, তথাপি মরীচিকাসলিলের ন্যায় ও চন্দ্রদ্বয়ের ও আকাশের বর্ণের মত ইহারা থাকিলেও নিতান্ত মিথ্যাময়। হে রাম! ঐ সমুদয় জগৎ চিদাকাশে কল্পনাবলে বহু পরিমাণে উদ্ভাসিত ও বাসনারূপ বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়া নিজ নিজ ব্যবহারেই প্রবৃত্ত হইতেছে। ব্রহ্মস্বরূপ উদুম্বর বৃক্ষে (ডুমুর গাছে) দেব দানব নাগ ও মনুষ্যেরা মশকের তুল্য হইয়াছে ও ভোগসুখাদি রসপূর্ণ তদীয় ফলস্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড সমুদয় চিন্ময়পবনে ঘূর্ণিত হইতেছে অথবা সৃষ্টিসম্পাদক জ্ঞাতস্বভাব কেবল চিত্তত্ত্ব লক্ষণ বালকেরই কল্পনাময় এই সমুদয় নগরের আকাশে উৎপত্তি হইয়াছে। যেমন পদ্মমগ্ন ক্রীড়নদ্রব্য সূর্য্যকিরণসম্পর্কেই প্রকাশিত হয়, তেমনি এ সমুদয়ও তুমি, আমি, সে, এই এবম্বিধ অভিমান-বুদ্ধিতেই এবম্বিধ সুদৃঢ়রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে, কিংবা যেমন বসন্তকালীন রসসম্পর্কে কাননসমুদয় বিবিধ কটকষায় ফলসমূহে পূর্ণ হয়, তেমনি নিত্য তৃপ্তিশালিনী অনুরাগবতী অবশ্যম্ভাবিঘটনাই ইহাদিগকে এইরূপে প্রকাশ করিতেছে। এবং সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যাদির আলোচনায় জানা যায় যে, ইহাদের ব্রহ্মস্বরূপ কর্ত্তা আছেন অথচ অনাদিত্বের পরিচায়ক শ্রুতিদর্শনে ইহাদের কেহ কর্ত্তা নাই বলিয়া ইহারা চিদাকাশে স্বতই এইরূপে উৎপন্ন ইহাই স্থির হয়। ৩৬—৫৪। এই জগৎসমুদয় বাস্তবরূপে প্রকাশমান হইলেও পরমপদার্থস্বরূপ, সুতরাং ইহারা লাভের বস্তু হইলেও তাহা নহে ও বিদ্যমান থাকিলেও নহে এবং যাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবন, দশবিধ দেবযোনি ও এক মনুষ্যজাতি বিলাস করিতেছে, সেই জগৎসমুদয়ের অভ্যন্তরেও তাদৃশ জগদাকার রহিয়াছে। বাহিরে অন্যান্য প্রকারও দৃষ্ট হইতেছে এবং ইহারা স্বর্গ, নরক, পাতাল, বন্ধু ও মিত্রাদির সম্পর্কে নানাচেষ্টাময় হইলেও বাস্তবিক শূন্য ব্যতীত কিছুই নহে। যেমন ক্ষীরসাগরের সলিলের স্নেহ অর্থাৎ দ্রবীভূতই সার ও তরঙ্গভঙ্গিতে অন্তরে ও বাহিরে পুনঃপুনঃ গতাগতি করিয়া থাকে, তেমনি এই জগৎসমুদয়ও আনন্দরূপসাগরে পুলকিত বারংবার প্রকাশ ও লয় দ্বারা আপনাদের নশ্বরত্ব খ্যাপন করিতেছে এবং সূর্য্যকিরণের ন্যায় আভাসমাত্ররূপী জগৎসমুদয় বায়ুর স্পন্দনের মত স্বভাবতই উৎপন্ন হইয়াছে। এবং স্বপ্নে সুপ্ত-

দিগের অসদ্রূপদর্শনের স্থায় বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তরূপ পত্রে সঙ্কুল কল্পনাময় বৃক্ষস্বরূপ এই জগৎসমুদয় সাধারণের নিকটও সত্যস্বরূপে বর্ত্তমান নাই। এখানে বেদপুরাণাদি প্রসিদ্ধ কর্ম্মের নিশ্চিত ফলের কল্পনারূপ নিদ্রাবেশে গাঢ়নিদ্রিত থাকিয়া সকলেই মৃতের স্থায় হইয়া শবপ্রায় আছে। এবং অতি নিবিড় পরব্রহ্মস্বরূপ দুর্গম কাননে চিদ্রূপ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহের স্থায় এই জগৎসমুদয় সূর্য্যরূপ দীপসম্পর্কে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। হে রাম! আমি সেই সমাধিসময়ে অনন্ত চিদাকাশে অকারণোৎপন্ন ও অকারণেই বিনশ্বর জগৎসমুদয়কে অন্ধকারাবৃত চক্ষুর নিকট মিথ্যাভূত কেশরাজিদর্শনের স্থায় ভ্রান্তি-বশে দেখিয়াছিলাম। ৫৫—৬১।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৯॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! অনন্তর আমি পূর্ব্বোক্ত শব্দের কারণ অন্বেষণ করত চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বহু সময় ব্যাপিয়া অসীম চিদাকাশরূপ প্রাপ্ত হইলাম, তখন আমি সেই শব্দকে বীণাধ্বনির স্থায় শুনিলাম, ক্রমশ উহার বর্ণপদ সুব্যক্ত হইল, পরে ঐ শব্দ আর্য্যাচ্ছন্দের আকারে পঠিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইল। আমি শব্দানুসারে তৎপ্রদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, এক নারী প্রভাজাল বিস্তারে আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া আমার পার্শ্বে স্থিরভাবে রহিয়াছে, বায়ুসম্পর্কে তাহার মাল্য ও বসন কম্পিত হইতেছে, নয়নযুগলে কুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে ও কেশবন্ধন শিথিল হইয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আসিয়াছেন এবং কাঞ্চনের স্থায় গৌরবর্ণা নব-যৌবনসম্পন্না সেই নারীর বনদেবীর স্থায় সুন্দর সর্ব্বাবয়ব হইতে অসাধারণ সৌরভ ছুটিতেছে। তাহার পূর্ণচন্দ্রের স্থায় বদন যৌবনসমাগমে বিশেষ প্রফুল্ল হইয়া পুষ্পরাশিরূপ হাস্যকে ধারণ করিয়াছে এবং চন্দ্রের স্থায় কান্তিশালিনী সেই আকাশবাসিনী সুন্দরী মুক্তাহারসম্পর্কে নিতান্ত কমনীয়া হইয়াছে। তখন সেই সুন্দরী আমার অনুসরণ করত পার্শ্বে আসিয়া মৃদু মৃদু হাস্য-সংযোগে মধুরস্বরে এই আর্য্যাটী পাঠ করিল।—হে মুনিবর! আপনার চৈতন্য খলদিগের স্থায় রাগদ্বেষাদি দোষে দূষিত নহে এবং সংসাররূপ সাগরে ভাসমান ব্যক্তিদিগের আপনিই একমাত্র তটজাত বৃক্ষস্বরূপ অবলম্বন বস্তু; সুতরাং আমি আপনাকেই বারংবার প্রণাম করিতেছি। ১—৯। আমি তখন সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেখিলাম যে, একটী স্ত্রী রহিয়াছে, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া তাহাকে আদর না করিয়াই গমনে উদ্যত হইলাম। অনন্তর জগৎস্বরূপিণী মায়াকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াই তাহাকেও আদর না করিয়া চিদা-কাশে বিহার করিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম এবং আমি তখন তজ্জনিত চিন্তাকে বিশেষরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশস্থিতা জগন্মায়াকে সম্যক্ অনুভবের জন্য চিদাকাশস্বরূপ হইলাম। তখন দেখিলাম, সেই সমুদয় ভয়াবহ জগৎ শূন্য আকাশে অবস্থান করিতেছে। যেমন স্বপ্নে কল্পনাও বাক্যে অবস্থান করে ঐ জগৎ সমুদয় শূন্যস্বরূপ বলিয়াই কখনও কিছু দেখে, বস্তুত কিঞ্চিৎ দেখে না কিছু শ্রবণও করে না, সুতরাং কল্পে, মহাকল্পেও সৃষ্টি-বিষয়ে উহাদের সকলেরই একভাব এবং যে কল্পান্তকালে পুষ্করা-বর্ত্ত প্রভৃতি মেঘগণ উন্মত্ত হইয়া বর্ষণ করে, উৎপাতবায়ু প্রবল-ভাবে বহিতে থাকে ও স্বভাবতঃ বিদীর্ণ হিমালয়ের ঘোররব ব্রহ্ম-মণ্ডপকেও বিকম্পিত করে ও প্রজ্বলিত অগ্নির সম্পর্কে কুবেরবাস পর্য্যন্ত ধ্বনিত হয় এবং যে সময়ে দ্বাদশ কন্দুকের স্থায় দ্বাদশসূর্য্য আকাশে ভ্রমণ করেন ও পতনোন্মুখ দেবালয়ের ভীষণ পতনশব্দ দিঙ্মণ্ডলকে ব্যাপ্ত করে, সমুদয় পর্ব্বতের মধ্যদেশ ত্রুটিত হইয়া ঘোররবে পতিত হয় এবং যখন প্রলয়াগ্নির সম্পর্কে দহ্যমান বংশাদির স্ফোটনহেতুক অব্যক্ত পটপটাশব্দ হইয়া থাকে ও আকাশরূপ সমুদ্র তখন আত্মার স্বরূপ ভ্রমবশতই ক্ষুব্ধ দেবগণরূপ যাদোগণে নিতান্ত ক্ষোভিত হইয়া থাকে এবং দেব, দানব,—নাগ ও মনুষ্য ইহাদের গৃহের ভীষণ রোদনশব্দে অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সপ্তসমুদ্রের স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রসৃত সলিলপ্রবাহে সূর্য্যের ও চন্দ্রের মণ্ডল পূরিত হয়, এতাদৃশ কল্পান্তকালকে এই জগৎসমুদয় পরস্পরে সম্যক্ বুঝিতে পারেনা, যেমন এক গৃহে নিদ্রিত বহু-জনেরা স্বপ্নকালীন রণবেগকে বুঝিতে পারেনা। হে রাম! আমি তখন সেই সমুদয় জগতে সহস্র রুদ্র, শতকোটি ব্রহ্মা, লক্ষ বিষ্ণু ও অসংখ্য কল্প দেখিলাম এবং উহার কোন স্থান সূর্য্য-বিহীন বলিয়া তথায় দিবারাত্রির বিভাগ নাই ও কল্প যুগ বর্ষ ইহাদেরও সীমা নাই, সুতরাং তথাকার জন্ম ও উদয় যুক্তি দ্বারা নির্ণয় হয় না। ১০—২২। চিৎশক্তিতেই সমুদয় রহিয়াছে, তাহা হইতেই সকল হইয়াছে, সমুদয়ই চিন্ময় ও সমুদয় হইতেই চিতের প্রকাশ এবং চিৎই সৎ ও সর্ব্বস্বরূপিণী, ইহাই আমি তথায় দেখিলাম। হে রাম! তুমি ঘটপটাদি যে কিছু চিন্তা করিয়া বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করিবে, তখন সেই তোমার কথনীয় নাম-রূপাত্মক চিৎস্বরূপেরই উদয় হয় ও তত্তদ্বস্তুর নামরূপ যখন আকাশ হইতেও শূন্যরূপেও অবগত হয়, তখন সেই নামরূপ কথনাত্মক চিত্তেরই নাশ হইতেছে জানিবে। ঐরূপ আকাশ শব্দ-রূপী বলিয়া নামরূপ কল্পনায় নির্দ্দিষ্ট জগৎ শব্দে আকাশই পরিস্ফুট হইতেছে, ক্রমশঃ সেই শব্দাত্মা আকাশ চিদাকাশে পরিণত হইতেছে। হে রঘুনাথ! আমি তখন সমুদয় দৃশ্য-দর্শনকে আকাশসম্ভূত বৃক্ষের মঞ্জরীর স্থায় ভ্রমমাত্র বুঝিয়া অবশিষ্ট চিদাকাশই আনন্দময় জানিয়া তথায় অনুভব করিলাম। ২৩—২৭। আমি তখন পরম পুরুষ সাক্ষাৎকাররূপ অনন্ত চিদাকাশে অসীম হইয়া তৎস্বরূপ্য লাভ করত সেই সমাধিদশায় এবম্প্রকার সঙ্কল্পভাব অনুভব করিলাম যে, ব্রহ্মাণ্ডে সমুদয় অন্তর্গত দশদিক্ অন্তর্গত দেশ কাল দ্রব্য ক্রিয়া এ সকলই সেই ব্রহ্মলক্ষণ চিদাকাশেই অবস্থিত আছে এবং সেই সঙ্কল্পিত সংসারসমূহে আমার স্থায় জ্ঞানবান্ ও বশিষ্ঠ-নামক বহুতরই ব্রহ্মপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে দেখিলাম এবং দ্বাসপ্ততি-সংখ্যক শ্রীরামাবতার-সহিত ত্রেতাযুগের ভেদ ও শত সত্যযুগ শত দ্বাপরযুগ দেখিলাম, পৃথক্ পৃথক্ বাসনার প্রকাশেই এই সমুদয় দৃষ্ট হইল, কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে ব্রহ্মস্বরূপ চিদাকাশ ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মতে নাই ও কখনই রহিয়াছে। এ কেবল দৃষ্টিভেদেই অনুভব হয়। কারণ সমুদয় দৃশ্যই সেই অনাদি অনন্ত অজ ব্রহ্মেরই পদ। হে রাম! কাহারই নাম বা রূপ নাই, সকল পাষাণের স্থায়

নিশ্চল মৌনশালী, সুতরাং যে কিছু দীপ্তিমৎ হইয়াছে, সকলই সেই ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। তবে স্বপ্নানুভূত বিষয়ের ন্যায় নিরাকারা চিৎশক্তিই বাস্তব চেত্য ব্যতিরেকেও আত্ম-সত্তাকেই নিরাকার আকাশে কল্পনাময় চেত্য জগদ্রূপে প্রতিভাসিত করিতেছেন। ২৭—৩৪। হে রাম! আলোক যেমন প্রকাশ করে, অথচ নিজের অতিরিক্ত কোন প্রকাশ না থাকায় প্রকাশ করে না, তেমনি সমুদয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও তদিতর প্রকাশস্বরূপ হইতেছে। জগৎসমুদয় চিদাকাশস্বরূপ হওয়ায় কোন ব্রহ্মাণ্ডে তদ্বাসিলোকেরা সন্তাপকর চন্দ্রবিম্ব ও সুশীতল সূর্য্যসমুদয়কে দেখিয়া থাকেন। যেমন পেচকেরা অন্ধকারেই দেখিয়া থাকে, আলোকে দেখিতে পায় না, তেমনি তাহা-দিগের বিপরীত দর্শনাদি ব্যবহার হইতেছে জানিবে এবং কেহ পুণ্য করিয়াও স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে, কেহ বা পাপ করিয়াও স্বর্গে যাইতেছে, কেহ বা বিষপানেও জীবিত আছে অথচ কেহ অমৃতপান করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এ বিষয়ে যিনি হিতাহিত বলিয়া যেমন বুঝিতেছেন ও যাহার জ্ঞানে যেরূপ স্বতই প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার নিকট সৎ বা অসৎ সেইরূপেই অদৃষ্টবশে শীঘ্র ব্যক্ত হইতেছে। এই সংসার-রূপ কানন চিদাকাশে নানাপাদপশোভিত হইয়া ঘুরিতেছে, ইহাতে তিলসমুদয়, যন্ত্র-নিষ্পেষিত হইয়া তৈল ক্ষরণ করিতেছে ও কাষ্ঠে প্রস্তরে ভিত্তিতে চঞ্চল পুত্তলিকারা দেবনারীদের সহিত গান করিতেছে ও আলাপ করিতেছে এবং জীবগণ বিস্তৃত বসনের ন্যায় উন্নত মেঘকে পরিধান করিতেছে ও ব্রহ্মাণ্ড ভেদে বৃক্ষসমুদয়ে প্রত্যেক বৎসর নূতন নূতন ফল উৎপন্ন হইতেছে। ৩৫—৪৩। এবং কতিবিধ প্রাণীদের অবয়বসমুদয় অযথাস্থানে নিবিষ্ট রহিয়াছে ও তাহারা মস্তক দ্বারা ভূতলে গমনাগমন করি-তেছে, কোন ব্রহ্মাণ্ডে বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাচার দেখা যাই-তেছে। কোন কোন অধোলোক পশ্বাদি জীবমাত্রে পরিপূর্ণ আছে, কোন কোন জগতের কাম-বিষয়ে কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকায় কেহই স্ত্রীজন হইতে জন্মাইতেছে না বলিয়া তত্রত্য প্রাণীদের হৃদয় পাষাণের ন্যায় নিতান্ত রসবিহীন। কোন স্থান সর্পবহুল ও তথাকার লোক লোষ্ট্রে ও রত্নে তুল্য বুদ্ধি রাখায় ধনাদির ব্যব-হার জানে না, সুতরাং তাহাদের লোভ বা গর্ব্ব কিছুই নাই। কোথাও অহংভাবের তাদাত্ম্যে সর্ব্বদেহেতেই এক আত্মার দর্শন হইতেছে, পৃথক্ আত্মাকে পাইতেছে না, সুতরাং সেই জগৎ স্বেদজাদি ভেদে বহুবিধপ্রাণিসঙ্কুল হইলেও একবিধ জীবেই ব্যাপ্ত আছে। যেমন নখ-কেশাদি ছিদ্যমান হইলেও একই, তেমনি জীব পৃথগাধারে থাকিয়াও সর্ব্বভূতে আপনার মত বুঝিয়াই পৃথক্ জীবেরও একাত্মাবধারণ করিয়া থাকেন। কোথাও বা বাসনা না থাকায় অনন্ত অপার শূন্য মাত্রই আছে, তবে তথায় চিৎশক্তিই সংস্কারবিষয়ের আবির্ভাব করিয়া সেই শূন্যরূপের অবসানে পুন-রায় জগদ্রূপ পাইতেছেন। ৪৪—৫০। এবং ব্রহ্মস্বভাবদর্শীদের নিকট এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড নিতান্ত অলীকের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে বলিয়া তদিতর দৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণিসজ্ঘ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় চেতনরূপেই লক্ষিত হয়। কোন জগতে নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থের মণ্ডল না থাকায় সময়-নিরূপণ দুর্ঘট হইতেছে ও কোন স্থানে জীবের শ্রবণশক্তি না থাকায় পরস্পর পশুদের ন্যায় হস্তপদাদির সঙ্কেতেই সমস্ত ব্যবহার নির্ব্বাহ হইতেছে। ঐরূপ কোন স্থানের জীবদিগের দর্শনেন্দ্রিয় না থাকায় চাক্ষুষ জ্ঞানের অভাব আছে সুতরাং তাহাদিগের নিকট সূর্য্যাদি তেজঃ-পদার্থ নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে। এবং কোথাও বা ঘ্রাণশক্তি-বিহীন জীবগণের নিকট বস্তুর সৌরভ বৃথা হইতেছে ও কোন কোন জীবের বাক্‌শক্তি না থাকায় উহারা পরস্পর মূক হইয়াও সঙ্কেতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, কাহাদিগের বা ত্বগিন্দ্রিয় না থাকায় প্রস্তরের ন্যায় স্পর্শশক্তিবিহীন হইয়া রহিয়াছে। কতক-গুলি স্থান মনোরাজ্যের বিলাস বলিয়াই বুঝিলাম এবং কোন কোন লোকের জীবেরা ব্যবহারক্ষেত্রে থাকিলেও পিশাচাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইতেছে, কোন স্থান একত্র রাশীকৃত মৃত্তিকা-ময়রূপে দৃষ্ট হইল, কতক জলময় ও কতক বা অগ্নিপূর্ণ দেখিলাম। ঐরূপ কোন ব্রহ্মাণ্ড বায়ুপূর্ণ, কোন স্থান বা সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্বকার্য্যক্ষম বস্তুজাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হে রাম! সেই চিদাকাশে জগৎসমুদয় চিদাকাশময় হইলেও বিশিষ্ট সিদ্ধি-সম্পন্ন মদীয় মানসের কল্পনায় তখন এইরূপে বিলাস পাইতে লাগিল। ৫১—৫৮। যে ব্রহ্মাণ্ড কেবল মৃত্তিকাস্তূপে পরিপূর্ণ বলিলাম, তাহাতে দেহিগণ ভূগর্ভমধ্যে ভেকদিগের ন্যায় অবস্থান করিতেছে ও একমাত্র সলিলে পূরিত জগতের পর্ব্বত অরণ্য প্রভৃতি স্থানে চঞ্চল জলচরের ন্যায় প্রাণিগণ নিয়ত ভ্রমণ করি-তেছে এবং যাহা কেবল অগ্নিতে পরিপূর্ণ আছে, তথাকার জীবেরা জলবিহীন হইয়া অগ্নিময় অঙ্গারের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে এবং যে প্রদেশ বায়ুমাত্রে পূর্ণ আছে, তথাকার জীবেরাও বায়ুময় সমু-দয় অবয়ব ধারণ করত অর্জ্জুননামক বায়ুযোনের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। যে আকাশই ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ, তথায় প্রাণিগণ আকাশরূপী হইয়াও সৃষ্টিব্যাপারে দর্শনগোচর হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে রাম! সেই চিদাকাশের দিঙ্মণ্ডলে যে সকল পাতালাভিমুখী অম্বরস্থিত ও চঞ্চল ও সুস্থির জগৎ রহিয়াছে, সেই সমুদয় (চিৎসমুদ্রের বুদ্বুদস্বরূপ) বিবিধ ব্রহ্মাণ্ডে এরূপ কিছুই নাই, যাহা তখন আমার দর্শনগোচর হয় নাই। ৫৯—৬৪।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০॥

একষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ! এই যে সকল প্রাণসংজ্ঞক জীবেরা জলে জলবেগের ন্যায় চিদাকাশে চিৎস্বভাবসম্পন্ন হইয়া বাসনাসম্পর্কে উদ্ভাসিত হইতেছে, ইহারাই সঙ্কল্পাদির সম্পর্কে মন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদিগের সেই আকাশের ন্যায় বিশদ চিত্ত সমুদয়ই স্বান্তর্গত বাসনার বিকাশে অনন্ত জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। রাম কহিলেন, হে দেব! মহাপ্রলয়াব-সানে সর্ব্বভূতের মোক্ষ হইলে সংসারবীজ অজ্ঞানাদি না থাকায় কেমনে পুনরায় সৃষ্টিব্যাপার হইয়া থাকে, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রঘুনাথ! মহাপ্রলয়শেষে ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের ধ্বংস হইলে ব্রহ্মা হইতে সামান্য কীট পর্য্যন্ত জীবজগৎ মুক্ত হয়, তখন যেরূপে এই জগতের অনুভব হয়, তাহা শ্রবণ কর। তখন যাহাকে মুনিরা ব্রহ্মচিন্মাত্র কহেন, সেই চিন্ময় ব্রহ্মই থাকেন, তাঁহাকে কোনরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। এই জগৎ তাঁহারই হৃদয় বলিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন

নহে। সেই পরমব্রহ্ম নিজ হৃদয়কে কৌতুকবশে বদ্ধদৃষ্টিতে জগদ্রূপে অনুভব করেন, মুক্তদৃষ্টিতে তাদৃশ অনুভব হয় না। আমরাও বাস্তবরূপে এ জগতের কোনরূপ সত্তার অনুভব করি না, সুতরাং এ জগতের নাশ কোথায়? কেমনেই বা উৎপন্ন হইবে? এইরূপে যদি পরম কারণের নিত্যত্ব স্থির হইল, তখন তদীয় হৃদয়ভূত জগৎও অবিনাশী। তবে যে মহাকল্প প্রভৃতি উহারা তাহারই অবয়বমাত্র। ঐরূপে অবিনাশী কল্পভেদ, সৃষ্টিবিকাসাদিরূপ অবয়বে জড়িত আছে, সুতরাং পুনঃপুনঃ কল্পাবসানে সৃষ্টিভেদরূপ বস্তুও উত্তমরূপে পর্য্যালোচিত হইলে পাওয়া যায় না।১—১০। হে রাম! পূর্ব্বোক্তকারণে কখনই কাহার কিছুই বিনষ্ট হয় না ও উৎপন্ন হয় না। সেই একমাত্র শাশ্বত ব্রহ্মই দৃশ্যরূপে অবস্থিত আছেন। এবং চরমবিশাল আকাশে ও অতিক্ষুদ্র পরমাণুর সহস্র ভাগে যে শুদ্ধচিন্মাত্রের সত্তা আছে, এই জগৎ সেই মহাচিতির শরীরস্বরূপ, সুতরাং সেই সত্তার নাশ না হইলে কেমনে জগতের নাশ সম্ভব? ঐ সত্তারও কখন বিনাশ নাই; যেমন স্বপ্নদশায় সংবিদের হৃদয় জগদ্রূপে ভাসমান হয়, তেমনি চিদাকাশই আদি সৃষ্টিসম্পর্কে প্রকাশ পাইতেছেন, যেহেতু সৃষ্টিব্যাপার চিদাকাশের অবয়ব। উহার ক্ষয়োদয় যেরূপ তাহা বলিলাম, সকলই সেই চিদাকাশ, সুতরাং কাহার ধ্বংস ও কাহার বা প্রকাশ সম্ভবে না। এবং এই পরমার্থ সংবিদকে ছেদন, দহন ও শোষণ করা যায় না, উহা অজ্ঞদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না. উহার হৃদয় যেরূপে দেখা যাইতেছে. উহা ঐরূপই, যখন ঐ সংবিদের নাশ নাই, তখন তদন্তর্গত জগদাদির অনুভবও জন্মাইতেছে না, নষ্ট হইতেছে না, তবে কেবল স্মরণ ও বিস্মরণরূপ স্বভাববশেই অনুভব ও অননুভব-রূপ সুখ-দুঃখের কল্পনা করিতেছেন। ১১—১৫। কারণ যে যে বস্তু যৎস্বরূপ হয়, সেই সেই বস্তু তাহার বিনাশ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, সুতরাং সমুদয় দৃশ্য ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মের স্থায়ই নিত্য বলিয়া অবিনাশী জানিবে। এবং মহাপ্রলয়াদি সমস্ত সেই মহাকালরূপ ব্রহ্মেরই অবয়ব। বিশেষত সেই চিন্ময় পরমাকাশে উৎপত্তি ও বিনাশ কিরূপে সম্ভবে? কেমনেই বা সেই নিরাকার আকাশে প্রলয়াদি ভাবের বিকার সম্ভব হইবে? সুতরাং এই মহাপ্রলয়াদি ভাবসমুদয়াত্মক জগৎসমুদয় সংবিদ্রূপ ব্রহ্মেতে ব্রহ্মসরূপেই অবস্থিত আছে। মানসসঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন যক্ষাদিও যেমন, তেমনি সঙ্কল্পসম্ভূত জগৎ নিরাকার নির্ম্মল চিন্ময় কিছুই নহে এবং যেমন বৃক্ষরূপ দেহীর শাখা পল্লব ফল পুষ্প প্রভৃতি অবয়ব, তেমনি আকাশ বিশদ অনির্দ্দেশ্য, পরমার্থভূত ব্রহ্মেরও প্রলয়, মহাপ্রলয়, নাশ, উৎপত্তি, ভাব, অভাব, সুখ, দুঃখ, জনন, মরণ, সাকার-নিরাকারত্ব প্রভৃতি অংশভূত অবয়বই জানিবে। যেমন এই ব্রহ্মরূপ অবয়বী অবিনাশী তেমনি উহার অবয়বেরও নাশ নাই, কোনরূপে ব্যক্তও হন না। এই অবয়বাবয়বী-ভূত দৃশ্যসমুদয়ও ব্রহ্ম, স্বরূপত এক বলিয়া উভয়ের কখনই কোন-রূপে পার্থক্য নাই। ১৬—২০। যেমন বৃক্ষের সত্তাই বৃক্ষের মূল, তেমনি পরমার্থভূত ব্রহ্মেরও সংবিদ্‌ই মূল; সুতরাং উভয়ের কথঞ্চিৎ সারূপ্য থাকায় ঐ পরমার্থপাদপের কোনস্থানে সৃষ্টিরূপ স্তম্ভ অর্থাৎ মধ্যকাণ্ড, কোথাও লোকান্তররূপ স্থূল স্কন্ধ, তথায় জম্বুদ্বীপাদির ব্যবস্থারূপ শাখা, নদী-পর্ব্বতাদি পদার্থরূপ পল্লব, চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রকাশরূপ পুষ্প, অন্ধকাররূপ হরিতবর্ণ পত্রাবলির শ্যামতা, অকাশরূপ কোটর, প্রলয়রূপ গুল্ম, কোথাও বা মহাপ্রলয়রূপ গুল্ম, কোন স্থানে বা হরিহরাদি দেবতালক্ষণ গুচ্ছ, কোথাও বা জাড্য-স্বরূপ ত্বক্ এবম্প্রকারে নিরাকার চিদাকাশই আকারভেদে সংবিদ্রূপ ব্রহ্মে ব্রহ্মসদৃশ ভাব হইতে ভিন্ন না হইয়াই অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং এখানে ভাবী পদার্থ, এখানে অতীত ও বর্ত্তমান পদার্থ, এই সৃষ্টি, এই ধ্বংস এ সমস্তই স্বীয়ভাবরূপ আত্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই অচলভাবে অবস্থিত আছেন। অতএব এতাদৃশ পরমব্রহ্মলক্ষণ চিদাকাশে চন্দ্রমণ্ডলে বিমলতার ন্যায় সৃষ্টিলয়াদি স্বরূপ কোন প্রকার রঞ্জনভাব নাই, কারণ বিমল পরমাকাশে ভাব বা অভাবের প্রসর কোথায়? কোথায় বা তাহার আদি, অন্ত ও মধ্যের কল্পনা, আর কেমনেই বা তাহাতে লোক-বিশেষের বিলাস সম্ভবে। ২১—২৯। তবে যে তদ্বিষয়ে ভ্রমরূপ একটী দোষ রহিয়াছে, উহা আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে সম্যক্ দৃষ্ট হইলেই উপশমিত হইয়া থাকে। যেমন অগ্নি যাহা হইতে প্রজ্জ্বলিত হয়, সেই বায়ুর সম্পর্কেই নির্ব্বাণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞান দৃশ্য-দর্শনে জন্মিয়া সেই দৃশ্যেরই অবাস্তব রূপদর্শনে বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ অজ্ঞান স্বস্বরূপে সম্যক্ জ্ঞাত হইলে "ছিলনা" বলিয়াই পরিজ্ঞাত হয় তখন বন্ধ ও মুক্তি উভয়ে অসংস্পৃষ্ট একমাত্র ব্রহ্মই জ্ঞাত হন। হে রাম। আমি মুক্তিবিষয়ে পূর্ব্বোক্তপ্রকার জ্ঞানাদি উপায় আত্মবোধানুসারেই কহিলাম। সর্ব্বদা বিচারশীল অধিকারীই এই সমুদয় উপায় লাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন তিনি 'এই অনাদি জগৎ কখন হয় নাই, তবে ব্রহ্মলক্ষণ স্ব-স্বরূপ বস্তুই প্রতিভাত হইতেছে' এইরূপ দেখিয়া বিচারবতী দৃষ্টিতে অণিমাদি অষ্টগুণশালী ঈশ্বরভাবকেও তৃণের মত বিবেচনা করিয়া "আমিই আনন্দময় ব্রহ্ম" ইহা নিশ্চয় করত আত্মাতেই পূর্ণকাম হইয়া অবস্থান করেন। ৩০—৩৫।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে মুনিবর। আপনি কি অসীম চিদাকাশ-স্বরূপ হইয়া এই সমুদয় দেখিয়াছিলেন, অথবা চিদাকাশের এক ভাগে পক্ষীর মত ভ্রমণ করিতে থাকিয়াই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! আমি তখন অনন্ত সর্ব্বব্যাপক চিদাকাশ স্বরূপ হইয়াছিলাম। আমার সেই পূর্ণাবস্থায় কোনরূপ গমনাগমনই ঘটিতে পারে না, তখন আমি বহুস্থানে থাকিয়াও কোনরূপ গতিশক্তিমান্ হই নাই, সুতরাং এই আমি, এই আমাতেই তখন সমুদয় দেখিয়াছিলাম এবং যেমন দেহাত্মরূপী হইয়া মস্তকাবধি চরণ পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকি, তেমনি তখন চিন্ময়দেহে নয়নেন্দ্রিয়হীন হইলেও আমি চিন্ময় নয়নেই উহা দেখিয়াছিলাম। সেই সমাধিকালে আকারবিহীন হইয়া শুদ্ধ বিমল চিদাকাশস্বরূপে অবস্থিত ছিলাম, তখন জগৎসমুদয় তদ্রূপে অবয়ব হইয়াছিল, যাহাতে বাস্তবিকতা না হইলেও বাস্তবিকতার নাশ হয় নাই। ১—৫। এ বিষয়ে তোমার স্বপ্নদৃষ্ট জগদ্ব্যাপারই প্রমাণস্বরূপ,—অর্থাৎ যেমন স্বপ্নে যে দৃশ্যের অনুভব হয়, উহা কিছুই নহে, সকলই শূন্য, এইরূপ আমার দৃষ্টমাত্রই আকাশ এবং বৃক্ষ, অর্থাৎ বৃক্ষদেহী জীব যেমন নিজ

পত্র-পুষ্প-ফলাদি অবলোকন করে, আমিও তেমনি আত্মজ্ঞানময়-নেত্রে সমস্ত দেখিলাম, কিংবা অসীমসাগর যেমন সমুদয় জলচর-দিগকে ও তরঙ্গবুদ্‌বুদ্‌ ফেনসমুদয়কে স্বস্বরূপেই অবগত হয়, আমিও তদ্রূপেই জ্ঞাত হইলাম এবং অবয়বী মাত্রেই যেমন অবয়বসমুদয়কে স্বস্বরূপে জানিয়া থাকে, আমিও তখন সৃষ্টি-সমুদয়কে আমারই বলিয়া বুঝিলাম। হে রঘুনাথ। এখনও আমি জ্ঞানময় হইয়াই সেই সৃষ্টিসমুদয়কে দেহে, আকাশে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্রই পূর্ব্ববৎ দেখিতেছি এবং জ্ঞানময় হইয়াই আমি পুরোবর্ত্তী বিশ্বের অভ্যন্তর ও বহির্দ্দেশকে জগদ্ব্যাপারে পূর্ণ আছে বলিয়াই বুঝিতেছি। যেমন জলাধিষ্ঠাতা দেব দ্রবতাকে, হিমাধিষ্ঠাতা শীতলতাকে, পবনাধিষ্ঠাতা স্পন্দনকে আপনার বলিয়াই বুঝিতেছেন, তেমনি শুদ্ধ বোধময় আত্মা সমুদয়কে আত্মস্বরূপেই জানিতেছেন। অধিক কি বলিব, যিনি বিবেকী হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত একতা পাইয়া-ছেন, তাঁহাদের সহিত আমারও একতা হইয়াছে, কারণ আমি তাদৃশ আত্মাকেই অনুভব করিতেছি। এবং উঁহাদিগের সম্যগ্দর্শন হইয়াছে ও উঁহারা বিজ্ঞানের সহিত স্বারূপ্য পাইয়াছেন বলিয়া জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও বিষয় জ্ঞান এই বিষয়ত্রয়াত্মিকা বুদ্ধি তাঁহাদের কোনরূপেই হয় না। দিব্যদর্শন পর্ব্বতবাসী ব্যক্তিকে কোটিযোজনান্তরের অন্তর্গত ও বহির্গত দিব্য ভৌম্যাদি ভাবসমুদয়কে সহজেই বুঝাইয়া থাকেন, আমি তখন তাহাই বুঝিয়াছিলাম এবং ভূমণ্ডলে তৎস্বরূপাভিমানী ব্যক্তি যেমন ধাতুরসাদি নানাভাব অবগত হয়, আমিও তেমনি অন্যের অগোচর আত্মভাবকে বুঝিয়াছিলাম। রাম কহিলেন, হে দেব। কমললোচন। আপনি স্ববর্ণিত দশায় উপনীত হইলে সেই আর্য্যা-শ্লোকপাঠিনী রমণী তখন কি করিয়াছিল, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। তখন সেই রমণী আর্য্যা পাঠ করত নিতান্ত বিনয়সহকারে আমার নিকট আকাশে আকাশবপু হইয়া অবস্থান করিল। তখন আমি যেরূপ আকাশ-দেহী, সে নারীও তেমনি আকাশবপু হইয়াছিল, আমি সমাধির পূর্ব্বে আর কখন তাহাকে দেখি নাই, তথায় আমি আকাশবপু, রমণী আকাশদেহা ও চিদাকাশস্বরূপ জগজ্জাল, ইহাই অবস্থিত ছিল। ৬—২০। রাম কহিলেন, হে মহাশয়। যদি দেহাবয়ব জিহ্বা তালু প্রভৃতির যত্নে প্রাণবায়ু হইতে উচ্চরিত বর্ণই বাক্য-প্রকাশ করে, তবে কেমনে সেই আকাশময়ী নারীর বাক্যোচ্চারণ সম্ভবিল, আর কেমনেই বা আত্মরূপী হইলেও আপনার রূপ দর্শন-ব্যাপার ঘটিল? এ বিষয় নিশ্চিত তথ্য আমার নিকট বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম। রূপদর্শন ও শব্দোচ্চারণাদি ব্যাপার যেমন স্বপ্নে প্রতীত হয়, তেমনি সেই চিদাকাশে তদ্ব্যবহার ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাৎকালিক দৃশ্য পরমার্থত আকাশস্বরূপেই ছিল। সেই মনোগোচর তাৎকালিক দৃশ্যই যে কেবল আকাশ স্বরূপ তাহা নহে, সমুদয় এই ভ্রান্তিকল্পিত জগজ্জাল সুনির্ম্মল আকাশমাত্র। হে রঘুনাথ। চিৎস্বভাবের চিন্ময় দেহ জগদাস্পনায় সমাচ্ছন্ন থাকিলেও জ্ঞেয়সম্পর্কে বিহীন ও পরমার্থরূপ—মহা-ধাতুসম্পন্ন হওয়াই নিশ্চিত বিলাস পাইতেছে ও চিন্ময়দেহে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের অস্তিত্ববিষয়েও ভ্রমাত্মক জ্ঞান আছে, সুতরাং স্বপ্নে যেমন দেহাদির অবস্থান, আমার চিৎশরীরও তাদৃশ জানিবে। যেমন স্বপ্নে অসদ্বস্তু সদ্রূপে ও সদ্বস্তু অসদ্রূপে জ্ঞাত হয় ও স্বপ্নে আকাশই ভূমিতে কর্ষণাদি পথে গমনাদি ব্যবহারের বিষয় হয়, তেমনি তুমি, আমি, সে এই, সমুদয়ই চিদাকাশ। এবং স্বপ্নে যেমন দানবদিগের যুদ্ধ-কোলাহলাদি ব্যাপার মিথ্যাস্বরূপ হইলেইও অনুভূত হয়, তেমনি আমারও সমাধিকালে রূপদর্শনাদি ব্যাপার হইয়াছিল। যদি বল যে স্বপ্ন-দশায় দৃশ্যদর্শনাদি-ব্যাপার কিরূপ কারণ হইতে ঘটিতেছে, তোমার এবংবিধ বাক্য নিতান্ত অনুচিত, যেহেতু এ বিষয়ে স্বানুভব ব্যতীত কারণান্তর নাই। ঐরূপ এই জগৎস্বপ্নদর্শনও অবিদ্যাচ্ছন্ন চিদাত্মার স্বভাবমাত্র। জিজ্ঞাসা করিবে যে, স্বপ্ন কেন দেখা যায়, তাহার প্রতি এই উত্তরই নিশ্চিত যে, তুমি দেখিতেছ, ইহাই স্বপ্নদর্শনের কারণ। সুষুপ্তির ন্যায় প্রলয়ের পরে প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া স্বপ্নদৃষ্ট জীবের ন্যায় কল্পনাময় বিরাট্ আত্মাই পরম্পরাপেক্ষী হইয়া চিদাকাশে বিলাস পাইতেছেন। হে রাম। আমি তোমাকে বুঝাইবার জন্যই স্বপ্নশব্দ দ্বারা তুলনায় জগতের ব্যবহার করিতেছি মাত্র, বস্তুতঃ এই দৃশ্য সৎ নহে, অসৎ নহে, স্বপ্নও নহে, কেবল ব্রহ্মমাত্র। হে রাঘব। আমি তখন শ্লোকপাঠিনী কান্তাকে তদীয় অভিপ্রায় জানিবার বাসনায় জিজ্ঞাসা করিলাম, এ বিষয়ে তুমি বিস্মিত হইও না। স্বপ্নে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিদের সহিত ব্যবহার হইয়া থাকে, আমারও তখন সেই রমণীর সহিত তদ্রূপ প্রশ্নাদি ব্যবহার ঘটিয়াছিল। হে রাম। যেমন স্বপ্নগত ব্যবহারসমুদয় শুদ্ধ আকাশ, তেমনি আমার সমাধিকালীক প্রশ্নকে, আমাকে ও এই জগৎকে আকাশরূপেই অবগত হও এবং স্বপ্নজগতের রূপের ন্যায় এই জগৎ আকাশমাত্র ও জাগরদশার ন্যায় সৃষ্টির আদিতেও জগতের উৎপত্তি স্বপ্নমাত্র। এই জগদ্ব্যাপার স্বপ্নই বল কিংবা উহা কিছুই নহে, কেবল নির্ম্মল বোধলক্ষণ সন্মাত্র রহিয়াছে, তবে স্বপ্নের দ্রষ্টা তোমরা আকারসম্পন্ন হইয়া আছ, কিন্তু এই জগৎ স্বপ্নের দ্রষ্টা একমাত্র চিদাকাশই জানিবে, যেমন এ ক্ষেত্রের দ্রষ্টা অমল আকাশ, দৃশ্যও তেমনি এই স্বপ্নরূপ জগতে অমল আকাশই জগৎস্বরূপে আছে। এবং চিদাকাশের নিরাকার হৃদয়ে যে স্বপ্ন স্বভাবতঃ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, তাহার আবার জন্ম কোথায়? সুতরাং কেমনেই বা তাহার আকার ঘটিতে পারে, যখন দেহী হইলেও তোমাদিগের স্বপ্নজগৎ নির্ম্মল আকাশ ভিন্ন কিছুই নহে, তখন নিরাকার চিদাকাশরূপী ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপ স্বপ্ন কেন আকাশ না হইবে, সুতরাং চিদাকাশের কোনরূপ কারণ নাই, কোন আধারও নাই এবং ইনি জগৎ-স্বপ্নকে প্রণয়ন করিয়াও অকৃতের ন্যায় দেখিয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মরূপ ব্রাহ্মণ অতিকোমলা চিদাকাশরূপিণী মৃত্তিকা দ্বারা ইন্দ্রিয়ছিদ্ররূপ গবাক্ষ-সম্পন্ন দেহাদিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াও করেন নাই। হে রাম। তুমি এ সংসারে কর্তৃত্ব নাই, ভোক্তৃত্ব নাই, জগজ্জাল নাই, কিছুই নাই, এই প্রকারে সমুদয় পরিহারপূর্ব্বক জ্ঞানী হইয়া অন্তরে পাষাণের মত মৌন থাকিয়া বাহিরে প্রবহানুসারে বিচরণ কর, তাহা হইলে প্রারব্ধ ক্ষয়ে এ দেহ থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইবে না। ২১—৪৬।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত। ৬২।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাম বলিলেন,—মুনিবর! আপনার দেহ কল্পনামাত্রে পরিণত, সুতরাং অবয়বাদিবিহীন, এ অবস্থায় সেই রমণীর সহিত আপনার দৈহিক সম্বন্ধ কিরূপে হইল? আর দেহ ব্যতীত ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণই বা উচ্চারিত হইল কিরূপে? বশিষ্ঠ বলিলেন,—বর্ণোচ্চারণে দেহ কারণ নহে, শবদেহ কোন প্রকারেই শব্দ উচ্চারণে সমর্থ নহে, ইহা ত সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেইরূপ—বর্ণ উচ্চারণ কেহই করে না, বর্ণের উৎপত্তি নাই, ইহা তত্ত্বজ্ঞানিগণের মত। বর্ণোচ্চারণ যদি সত্য-সত্যই হইত, তবে স্বপ্নাবস্থায় যে বর্ণ উচ্চারণ হয়, স্বপ্নদ্রষ্টার অর্থবোধও হয়—সুপ্তব্যক্তির পার্শ্বস্থ জাগ্রৎ ব্যক্তি তাহা শুনিতে পায় না কেন? অতএব স্বপ্নে যেমন কিছুই থাকে না, একমাত্র জ্ঞানই কেবল সত্য বিদ্যমান আর সবই মিথ্যা ভ্রান্তি, তেমনি পরম আকাশেও একমাত্র চিদাকাশই প্রদীপ্ত রহিয়াছেন; আকাশে চিদাকাশের বিকাশই কেবল স্বভাবসিদ্ধ, সুতরাং যাহার চক্ষে তিমির রোগ হইয়াছে, তাহার নিকটে চন্দ্রের যেমন কৃষ্ণবর্ণতা অনুভূত হয়, সাধারণ মূঢ় লোকের নিকটে আকাশের নীলিমামূর্ত্তি যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, পাষাণে গান করিতেছে ভ্রান্তিক্রমে স্থলবিশেষে ইহাও যেরূপ প্রতীত হয়, সেইরূপ চিদাকাশই প্রাতিভাসিক (ভ্রান্তিপ্রতীয়মান) অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া, বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হওত প্রতিভাত হইতে থাকে, স্বপ্নে শরীরে যে শব্দাদি বিষয়জ্ঞান তাহাও এই চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আকাশের যে সাকাররূপে প্রকাশ, তাহা যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ স্বপ্নে যে চিদাকাশপ্রকাশ জগদাকার ধারণ করে, তুমি সেই জগদাকারকে ঐ চিদাকাশ বলিয়াই বুঝিবে। অতএব স্বপ্ন ও জাগ্রৎ যখন এক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইল, তখন সম্মুখে যে বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, এবং সমাধি অবস্থায় যাহা দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই সেই একমাত্র চিদাকাশ। এইজন্য এই জগৎ সত্যবৎ স্থিরবৎ প্রতীয়মান হয়, (চিদাকাশের সত্তায় ইহার সত্যতা) পরন্তু ইহা সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মরূপেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। রাম জিজ্ঞাসিলেন—"ভগবন্! এই জগৎ যদি স্বপ্নই হয়, তবে ইহা জাগ্রৎ হইল কিরূপে? স্বপ্ন, মিথ্যা, জাগ্রৎ, সত্য, যাহা একেবারে মিথ্যা, তাহা সত্য হইবে কিরূপে? ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জগৎ কিরূপে স্বপ্নময় হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, সত্যও নহে, স্থায়ীও নহে (স্বপ্নভঙ্গে আর থাকে না বলিয়া), সেইরূপ এই জগৎও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, পৃথক্‌রূপে ইহা সত্যও নহে এবং স্থিরও নহে। এইরূপ বীজরাশির অভ্যন্তরে বীজের ন্যায় আকাশমধ্যে সমান অসমান আরও জগৎ অনুভূত হইয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক জগতের ভিতরেই বিবিধ প্রকার জগৎ সকল পরস্পর অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ১—১০। সেই সকল জগৎ পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না, কুসুলের (গোলার) মধ্যে রাশীকৃত বীজ হইতে যেমন দুই একটা বীজ ভিতর হইতেই গলিয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ জগৎসকল যে জগতের ভিতর দৃষ্ট হয়, সেই স্থান হইতেই বিগলিত (অদৃশ্য) হইয়া যায়। বিগলিত হইলেও উহারা চেতনস্বরূপ বলিয়া উত্তপ্ত স্থালীতে নিপতিত জলবিন্দুর ন্যায় একবারে শুষ্ক হইয়াছে, আমাদের ন্যায় পরস্পর কাহাকে কেহই জানিতে সমর্থ হয় না, অজ্ঞানাবৃত চেতনরূপী বলিয়া ঐ সকল জগৎ সর্ব্বদা যেন সুপ্ত থাকিয়া কেবল স্বপ্নই দেখিতে থাকে। এই জগতে জীবসকল রাত্রিকালে সুপ্ত হইয়া স্বপ্নময় আর এক জগতে অবস্থিতি করত দিন কল্পনা করিয়া দিনের কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। দৈত্যগণ দেবগণ কর্তৃক নিহত হইয়া স্বপ্নজগতেই অবস্থিতি করিয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা উপায় নাই। কেননা, তাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়াই হঠাৎ নিহত হয়, এজন্য মুক্তিও পায় না, জড়ভাবও প্রাপ্ত হইতে পারে না (যেহেতু তাহারা চিদাভাসরূপী)। এবং তাহাদের জাগ্রৎ অবস্থার দৃশ্য-দেহও থাকে না, সুতরাং স্বপ্নজগৎ ব্যতীত আর কোথায় তাহাদের অবস্থিতি হইতে পারে বল? অধিক কি, সকল জীবই সুপ্ত বাসনারূপে স্বপ্ন-জগতেই অবস্থিত, অন্যের দ্বারা নিহত হইয়া তাহারাও ঐ অসুরাদির ন্যায় স্বপ্নজগতেই অবস্থিতি করে। কারণ তাহারাও জ্ঞানাভাবে সহসা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না, হঠাৎ মৃত্যু হইলে শরীর না থাকায় জাগ্রৎ জগতে অবস্থিতিও সম্ভবে না, সুতরাং বাসনাময় চৈতন্যস্বরূপে তাহারা স্বপ্নজগৎ ব্যতীত আর কোথায় থাকিবে বল? রাক্ষসেরাও এইরূপ দেবগণ কর্তৃক নিহত হইলে স্বপ্নজগতে গিয়া অবস্থান করে। হে রাম! এইরূপে যাহারা নিহত হয়, তাহারা নিতান্তই অজ্ঞ, মুক্তিলাভ তাহাদের ভাগ্যে কদাপি ঘটে না, সচেতন বলিয়া তাহারা পাষাণের ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না, অতএব স্বপ্নজগতে অবস্থিতি ব্যতীত—অর্থাৎ স্বপ্নকল্পনার ন্যায় জগৎ কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত জগতে অবস্থিতি ব্যতীত আর কি করিবে বল? সাগর, পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি-সমন্বিত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ আমরা যেমন চিরকাল সত্যরূপে অনুভব করিয়া আসিতেছি, ঐ অসুরাদিগণও সেইরূপ কল্পিত স্বপ্নদৃশ্য অনুভব করিয়া থাকে। আমাদের জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-ব্যবস্থা যেরূপ পরিপাটীতে হইয়া থাকে, উহাদের কল্পিত স্বপ্নজগতেও ঠিক্ সেইরূপই হইয়া থাকে। আমরা যে জগৎ দর্শন করিতেছি, সেই জগৎ ও আমাদিগকে যদি উহারা দর্শন করে, তাহা হইলে আমাদের এই জগৎ তাহাদের নিকটে ও আমরা তাহাদের নিকটে স্বপ্নপুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হই। স্বপ্নপুরুষ নিজের অনুভবেও যেরূপ প্রতীত হয়, অন্যের অনুভবেও ঠিক্ সেইরূই প্রতীত হইয়া থাকে, সুতরাং অনুভববলে তাহা সত্য হওয়া বিচিত্র নহে, সত্য হইবার কথা, কারণ, সত্যতার কারণ যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য, তাহা সর্ব্বগামী সকলেই সমভাবে অবস্থিত। ১১—২৪। অতএব সেই সমস্ত স্বপ্নপুরুষ যেমন সত্য, সেইরূপ প্রতিস্বপ্নে আমরা যে সকল পুরুষ দর্শন করিতেছি, তাহাও সত্য, তুমি স্বপ্নে যে সকল পুরুষ দর্শন করিতেছ, তাহাও সত্য, কারণ সর্ব্বময় ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মসত্তায় সকলেরই সত্তা হইতে পারে। জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্নে পদার্থ অদৃশ্য হইয়া গেল; ইহা যেমন অনুভব হয়, সেইরূপ স্বপ্নকালে তৎসমুদয়ের সত্তা অনুভব হইয়া থাকে, অতএব অনুভববলেও তাহার সত্যতা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। ব্রহ্মসত্তা

স্বীকার করিলে ত কোন কথাই নাই, কেননা, সমস্তই তাহাতে সত্য হইতে পারে। সমস্ত জগৎই যখন আকাশেরই কার্য্য, তখন সমস্তই আকাশ, সর্ব্বময় আকাশ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে, কুত্রাপি তাহার ক্ষয় নাই। সেই আকাশই অনাদি অনন্ত নিরবকাশ পূর্ণ পরব্রহ্ম, তাঁহার ক্ষয় বা উদয় কিছুই নাই। সেই পরমাকাশরূপী পরব্রহ্মে অসংখ্য চিত্ত, সেই অসংখ্য চিত্তে অসংখ্য জগৎ। সেই অসংখ্য জগতের প্রত্যেক জগতের প্রত্যেক শূন্য আকাশভাগে প্রত্যেক লোকে, প্রত্যেক দ্বীপে, প্রত্যেক পর্ব্বতে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক গৃহে, প্রতিযুগে, প্রতিবর্ষে যত-জীব মরিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না, সেই তত জীবেরই প্রত্যেক একটী একটী স্বপ্নসংসার পৃথক্‌ভাবে কল্পিত হইয়া থাকে। ২৫—৩২। সেই সমস্ত সংসারের (জগতের) প্রত্যেকের ভিতরে আবার অসংখ্য মানব, সেই মানবদিগের প্রত্যেকের মনের ভিতরে আবার জগৎ রহিয়াছে, সেই জগতের ভিতরে আবার মনুষ্য, সেই মনুষ্যের মনে আবার জগৎ, এইরূপ এই দৃশ্য জগন্ময় ভ্রান্তির অবধি নাই। যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনি ত ইহার অবধি একেবারেই পাইবেন না, কারণ তিনি জানেন, সমস্তই ব্রহ্ম। হে রাম! জলে, স্থলে, আকাশে, পাষাণে, ভিত্তিতে সর্ব্বত্রই যে চিৎস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই আমাদের এই সমস্ত বিশ্ব বা জগৎ। এই জন্য সর্ব্বত্রই কত যে জগৎ প্রতীয়মান হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যিনি তত্ত্ববিৎ তাঁহার নিকটে সমস্তই এক ব্রহ্ম; যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের মনেই কেবল এই দৃশ্য জগৎপ্রপঞ্চ। ৩৩—৩৫।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"তাহার পরে সেই কামিনী উৎপলের ন্যায় কটাক্ষবিক্ষেপ করিয়া ভৃঙ্গচালিত মালতী-মালার ন্যায় চঞ্চলনয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—হে কমলোদরসদৃশি! তুমি কে? তুমি আমার নিকটে কি জন্য আসিয়াছ? তুমি কাহার (কন্যা বা ভার্য্যা)? আমার নিকটে কি প্রার্থনা করিতেছ? তোমার বাসস্থান কোথায়? বিদ্যাধরী কহিলেন, মুনিবর! আমি যখন বিপন্ন হইয়া আপনার করুণা লাভের জন্য আসিয়াছি, তখন আপনি আমাকে অশঙ্কিত-ভাবে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমিও আমার সমুদয় বৃত্তান্ত আপনার নিকটে নিঃশঙ্কভাবে বলিতেছি শ্রবণ করুন। পরমাকাশের কোন এক কোণে আপনাদের জগৎ নামে একটী গৃহ আছে; সেই গৃহটীর তিনটী প্রকোষ্ঠ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল। বিধাতা হিরণ্যগর্ভ সেই গৃহে মায়াবলে কল্পনানাম্নী এক কুমারী সৃজন করিয়াছেন। ঐ গৃহের বলয়াকারে দ্বীপ ও সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত পাটলবর্ণ ভূভাগ জগৎ-লক্ষ্মীর যেন কর-প্রকোষ্ঠবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ১—৫। সপ্ত দ্বীপ ও সাগরের বাহিরে চারিদিকে দশসহস্র যোজন ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড সুবর্ণময়ী ভূমি আছে। সেই ভূমি দিবারাত্রি সমভাবে স্বতই উজ্জ্বল তেজে ভাস্বর হইতেছে। লোকের সঙ্কল্পফল প্রদান করে ঐ ভূমির উপরিভাগ চিন্তামণি দ্বারা গ্রথিত, উহা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, রজোভাগ উহাতে কিছুমাত্র নাই। ঐ ভূমি নিজকান্তি দ্বারা অক্লান্ত লোক স্বর্গ প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া বিরাজ করিতেছে। দেবগণ ও সিদ্ধগণ অপ্সরাদিগের সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে বিহার করিয়া থাকেন। ঐ ভূমিতে সঙ্কল্পমাত্রেই সকল প্রকার ভোগবাসনা চরিতার্থ করা যায়। ঐ ভূভাগের বহিঃপ্রান্তে লোকালোক নামে এক পর্ব্বত, জগৎলক্ষ্মীর প্রকোষ্ঠবৎ প্রতীয়মান ঐ ভূভাগের বলয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ লোকালোক পর্ব্বতের অর্দ্ধভাগ মূর্খলোকের হৃদয়ের ন্যায় সর্ব্বদা গাঢ় তমঃ (অজ্ঞান পক্ষান্তরে অন্ধকার) দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অপর অর্দ্ধভাগ সাত্ত্বিক লোকদিগের চিত্তের ন্যায় সর্ব্বদা প্রকাশময়। ঐ পর্ব্বতের কোন অংশ সাধুসমাগমের ন্যায় আহ্লাদজনক, কোন অংশ মূর্খসমাগমের ন্যায় উদ্বেগকর। ৬—১২। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চিত্তে যেমন সকল বিষয় স্পষ্ট প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ঐ পর্ব্বতের কোন স্থান আলোকময় বলিয়া তথাকার সকল বস্তু প্রকাশিত হইতে থাকে। কোন স্থান মূর্খ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের চিত্তের ন্যায় অতি গভীর। কোন স্থানে চন্দ্রের কিরণ একেবারে প্রবেশ করে না, কোথাও সূর্য্যের কিরণ একেবারে যায় না। কোন স্থান লোকে পরিপূর্ণ, কোথাও কিছুই নাই—চতুর্দ্দিক্ শূন্য। কোন স্থানে দেবপুরী, কোন স্থানে দৈত্যপুরী, কোন স্থান পাতালের ন্যায় অতি গভীর, কোন স্থানে উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ, দেখিলে বোধ হয় লোকালোক পর্ব্বত যেন গ্রীবা উত্তোলিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও কেবল গর্ত্ত, সেই গর্ত্তমধ্যে শকুনি-পেচকাদি পক্ষিগণ বাস করে, কোথাও মনোহর সানুদেশ, কোথায় বা উন্নত শৃঙ্গ উঠিয়া বিধাতার পুরী স্পর্শ করিয়াছে। কোথাও বা শূন্য মহারণ্য, সেই মহারণ্যে কেবল সতত প্রলয়বায়ু বহিতেছে। কোন স্থানে রমণীয় কুসুমকানন, তথায় বিদ্যাধরীগণ গান করিয়া থাকে। কোন স্থানে পাতালের ন্যায় গভীর গুহা, সেই গুহামধ্যে কুষ্মাণ্ড নামে এক প্রকার ভয়ঙ্কর পিচাশ বাস করে। কোথাও বা নন্দনকাননের তুল্য মনোহর ঋষিদিগের আশ্রম। কোথাও বা মেঘমালা সর্ব্বদা অবস্থিত থাকিয়া উন্মত্তভাবে গর্জ্জন করে। কোথাও বা মেঘমালা অত্যন্ত বিরল, কোন স্থানে কেবল গুহাময়, সেইজন্য অতিভীষণ। কোন স্থানে লোকগণ জনপদধ্বংস উপস্থিত হওয়ায় স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া বনের মধ্যে আসিয়া ভূত-প্রেতের বাসা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। কোন স্থানে অধিবাসী জনগণের সৌজন্যে দেবগণও পরাজিত। ১৩—২০। কোন স্থানে সর্ব্বদা প্রবলবেগে এত বায়ু বহিতেছে যে, তথায় স্থাবর-জঙ্গম কোন জীবই তিষ্ঠিতে পারে না। কোথাও স্থাবর-জঙ্গম জীবজাতি উপদ্রবশূন্য হইয়া চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। কোথাও ভীষণ মরুভূমি, ভোঁ ভোঁ শব্দে কেবল প্রচণ্ড বায়ু বহিতেছে। কোথাও কমল-কাননে সারসপক্ষীরা সুমধুর কূজন করিতেছে। কোথাও জলতরঙ্গের মেঘগর্জ্জনের ঘর্ঘরধ্বনি কর্ণবিবর আপূরিত করিতেছে। কোথাও অপ্সরোবৃন্দ মত্ত হইয়া দোলায় দোদুল্যমান হইতেছে, তাহা দেখিয়া দর্শকবৃন্দের স্মর-বিকার উপস্থিত হইতেছে। ঐ পর্ব্বতের কোন কোন দিক্ কুষ্মাণ্ড পিশাচাদিতে পরিপূর্ণ। কোথাও বা নদীর তীরে বসিয়া সিদ্ধগণ বিদ্যাধরী সমভিব্যাহারে নৃত্য ও গীত করিতেছে। কোথাও বা জলবর্ষী মেঘনিচয়ের প্রবল বারিধারা নদীপ্রবাহরূপ বাহু বিস্তার করিয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। কোথাও বা সদাগতি বায়ু

নানা স্থান হইতে বিবিধ মেঘরূপ বস্ত্র আনিয়া রাশীকৃত করিতেছেন। কোথাও বা কমলিনী মুদ্রিত কমলের ভ্রমর রুদ্ধ হইয়া থাকায় ভৃঙ্গনেত্র মুদ্রিত করিয়া যেন ধ্যান করিতেছেন। কোথাও বা স্বর্গকামিনী অপ্সরোগণ ও সিদ্ধকামিনী তাম্বূলচর্ব্বণ করত বদনের শোভা বিস্তার করিতেছে। ২১—২৬। ঐ লোকালোক পর্ব্বতের অর্দ্ধভাগে সূর্য্যদেব তাপ দিয়া থাকেন, এবং তথায় জনগণের ব্যবহার সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়; অপর ভাগে ঘোর নৈশ অন্ধকার, লোকসমাগম একেবারে নাই, কেবল নিশাচর-দল মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, কোথাও সর্ব্বদা বিপ্লব-বিপত্তিতে লোকধ্বংস হইতেছে। কোথাও বা সমৃদ্ধিসম্পন্ন সৌরাজ্য, লোকগণ তাহাতে উন্নত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। কোনস্থান একেবারে শূন্য; কোন স্থান বা বহু লোকের আবাসভূমি। কোথাও গভীর গুহা, কোন স্থান পাতালের ন্যায় অতিভীষণ। কোথাও বৃহৎ কল্পবৃক্ষ। কোথাও বা জল একেবারে নাই, প্রাণিগণ জলাভাবে হাহাকার করিতেছে। কোথাও বড় বড় হস্তী বাস করিতেছে, কোথাও মত্ত সিংহ অবস্থান করিতেছে। ২৭—৩০। কোথাও জনপ্রাণী নাই, অথচ প্রচুর বৃক্ষলতাদি রহিয়াছে, কোথাও উন্মত্ত নিশাচরকুল বিরাজ করিতেছে। কোথাও করঞ্জবন, কোথাও বা ঘন ঘন তালতরুর বন। কোথাও আকাশের ন্যায় স্বচ্ছতোয় সরোবর, কোথাও বা দীর্ঘ মরুভূমি। কোথাও কেবল ধূলি উড়িতেছে, লতাপত্রাদি কিছুই নাই, কোথাও বা সকল ঋতুর শ্রী শোভা পাইতেছে। সেই লোকালোক পর্ব্বতের শিখরদেশে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল রত্নময় যে সকল শিলা আছে, সেই সমস্ত শিলাই এক একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত, সেই সকল শিলাখণ্ডের উপরে কল্পান্ত মেঘনিচয় সুস্থির ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। দুগ্ধের ন্যায় স্বচ্ছ সলিলের ন্যায় ও সূর্য্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সেই সমস্ত শিলাখণ্ডের উপরে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণ পুত্র-পৌত্র লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে। সেই শিলাখণ্ডগুলির উত্তরদিকে পূর্ব্বদিক্-স্থিত এক শিলাখণ্ডের মধ্যে আমি বাস করি। আমি যাহার ভিতরে বাস করি তাহা বজ্রের ন্যায় কঠিনত্বক্ একটী সাধারণ যন্ত্র, বিধাতা আমাকে তাহার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। হে মুনিবর! আমি সেই শিলাখণ্ডে রুদ্ধ থাকিয়া বহুসংখ্যক-যুগ অতিবাহিত করিয়াছি। ৩১—৩৬। সেই শিলাখণ্ডে বদ্ধ আমি যে কেবল আছি তাহা নহে, আমার স্বামীও সেই শিলাখণ্ডে সায়ংকালে কমলমুকুলে ষট্‌পদ যেমন বদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ বদ্ধ হইয়া আছেন। আমি সেই স্বামীর সহিত সেই সংকীর্ণ শিলাগহ্বরে থাকিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছি, অদ্যাপি নিজের একটী মাত্র দোষে (কামনা-দোষে) মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমরা উভয়ে মমতাগ্রস্ত হইয়া চিরদিন অবস্থান করিতেছি, সেই পাষাণসঙ্কটে কেবল আমরা দুই জনেই যে বদ্ধ আছি তাহা নহে, আমাদের সমস্ত পরিজনও সেই স্থানে বদ্ধ রহিয়াছে। ৩৭—৪০। সেই পুরাণ-পুরুষ আমার পতি দ্বিজন্মা সেই স্থানে বদ্ধ রহিয়াছেন, একস্থান হইতে এক অঙ্গুলিও নড়েন না, সেই স্থানে থাকিয়াই শতযুগ জীবিত রহিয়াছেন। আমার পতি আবাল্য ব্রহ্মচারী, সর্ব্বদা বেদপাঠে রত হইয়া একাকী নির্জ্জনে অলসের ন্যায় বসিয়া আছেন। তিনি অতি সরলপ্রকৃতি; ইন্দ্রিয়চাপল্য তাঁহার কিছু মাত্র নাই। হে দেববিদ্‌দিগের শ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহারই ভার্য্যা হইলেও ঘোর বিষয়াসক্তা। আমি নিমেষকালও তাঁহার অভাবে জীবন ধারণ করিতে পারি না। হে ব্রহ্মন্! আমি তাঁহার ভার্য্যা, আমাকে তিনি কিরূপে সৃজন করিলেন এবং আমাদের উভয়ের এই অকৃত্রিম স্নেহ কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৪১—৪৫। আমার স্বামী শৈশবকালে যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তখন এক দিন নির্জ্জন আত্মভবনে অবস্থান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, "আমি যেরূপ স্বাধ্যায়শীল, আমার তদনুরূপ ভার্য্যা কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে?" হে কমল-লোচন! সেই বিধাতা এইরূপ চিন্তা করিয়াই, চন্দ্র যেমন নির্ম্মল-জ্যোৎস্না প্রসব করে; সেইরূপ মনে মনে অনিন্দ্যাঙ্গী এক কামিনী সৃষ্টি করিলেন, সেই কামিনী তাঁহার মানসী, মন্দার কুসুম সেই কামিনীর কবরীতে। হে ঋষিপ্রবর! আমিই সেই কামিনী। তাহার পরে আমি বসন্তকালে পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলাম। আমি আকাশের ন্যায় সহজ-অম্বরপরিহিত। (আকাশ পক্ষে অম্বরপরিহিত আকাশময়, পক্ষান্তরে অম্বর বস্ত্র) নির্ম্মল নেত্রতারকা পূর্ণেন্দুমুখী সুন্দরী হইয়া ক্রমে ক্রমে লোক-মনোহারিণী হইয়া উঠিলাম। আমার পয়োধর-যুগল পুষ্পকলিকার ন্যায় উন্নত হইয়া উঠিল, করপল্লব-শোভিনী ও সমগ্রগুণ-শালিনী হইয়া আমি উদ্যানের নবলতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলাম। আমার নয়নযুগল হরিণী-নয়নের ন্যায় সুশ্রী হইল। ক্রমে আমি যৌবনে পদার্পণ করিয়া নিখিল লোকের কন্দর্পোন্মাদ-কারিণী হইয়া মনোহরণ করিতে লাগিলাম। আমি হাব ভাব বিলাস ও সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত করত সর্ব্বদা গীতবাদ্যে আসক্ত হইয়া পড়িলাম, ক্রমে তাহাতে এতই আসক্ত হইলাম, কিছুতেই তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি নিজে সৌভাগ্যবতী, তথাপি আমাকে যিনি কল্পনায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি সমদর্শী, সেইজন্য আমিও সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইলাম। কি সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য, সবই একরূপ দেখিতেছিলাম। আমি মোহ-জালে জড়িত হইতাম না, এই জন্য কি সম্পদ্, কি আপদ্ উভয় দশাতেই অখিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছি। আমি কেবল স্বামীর গৃহই রক্ষণ করিতেছি, এমন নহে, এই নিখিল ত্রৈলোক্যরূপ গৃহই আমাতে ধারিত রহিয়াছে। ৪৬—৫৪। আমি তাঁহার কুলরক্ষিণী ভার্য্যা, আমা হইতেই তাঁহার রক্ষা হয়, আমি তাঁহার পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করি। এবং ত্রৈলোক্যরূপ গৃহের সমস্ত আসবাব আমি একাই বহন করি। তাহার পরে ক্রমে আমি পূর্ণযুবতি হইয়া পড়িলাম। আমার স্তনযুগল অভ্যুন্নত হইল। ফলপুষ্পশোভিনী গুলুচ্ছলতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলাম। আমার পতি সর্ব্বদা স্বাধ্যায় ও তপস্যায় রত ও দীর্ঘসূত্রী, এই কারণে এবং আরও নিগূঢ় কোন কারণ বশতঃ অদ্যাপি আমাকে বিবাহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমার ইচ্ছা,—তাহার সহিত যৌবনের ভোগবিলাস চরিতার্থ করি, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে না, এই জন্য আমি অনলোপরি নিপতিত নলিনীর ন্যায় তাঁহার বিরহে সাতিশয় দগ্ধ হইতেছি। শীতলবাতাস-সঞ্চালিত কমল-দলের উপরে বসিয়া আমি জ্বলন্ত অঙ্গারে উপবেশনজনিত ক্লেশ অনুভব করি; আমার অঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যায়। নানাজাতীয় কুসুমনিচয়ে পরিপূর্ণ উদ্যানভূমি আমার নিকটে উত্তপ্ত সৈকত-ভূমি অথবা মরুভূমি বলিয়া মনে হয়। ৫৫—৬০। চারিদিকে

কমল, কহ্লার ফুটিয়াছে, মন্দ মন্দ মারুত-সঞ্চালনে তরঙ্গমালা খেলিতেছে; সারসপক্ষী মনোহর কূজন করিতেছে; এমন রমণীয় সরোবর আমার নিকটে নীরস (শুষ্ক মরুভূমি) বলিয়া মনে হয়। আমি মন্দার, পদ্ম ও কুমুদ-কুসুমের মাল্য গলে পরিয়া মনে করি, যেন কণ্টকের উপরে পতিত হইয়াছি, গাত্রে যেন কে জ্বলন্ত অঙ্গার বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। আমি গাত্রজ্বালা নিবারণার্থ কমল, কহ্লার, কুন্দ ও কদলীপত্র দ্বারা শয্যা-রচনা করি; কিন্তু আমার গাত্র-স্পর্শ হইতে হইতেই সে শীতল সরস-শয্যা শুষ্ক মর্ম্মর হইয়া একেবারে ভস্ম হইয়া যায়। কোন রমণীর বিচিত্র মনোহর বস্ত্র দেখিলে আমার মনে দারুণ যন্ত্রণা হয়, তখন আমার নয়ন-যুগল অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়া উঠে। ৬১—৬৫। আমার নয়নযুগল হইতে দরদরিতধারে বিগলিত উত্তপ্ত বাষ্পবিন্দু গলার কমল ও উৎপলের মালার উপরে পড়িয়া উত্তাপনিবন্ধন কমল-উৎপল শুষ্ক করিয়া পরে নিজেও শুষ্ক হইয়া যায়। যখন সন্তাপ বাড়িয়া উঠে, তখন উদ্যানমধ্যে গিয়া কদলী-কাণ্ডের উপরে পল্লবনির্ম্মিত দোলায় দোদুল্যমান হইয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে থাকি। তুষারনিকরে আকীর্ণ কদলী-দল-নির্ম্মিত ভবন আমার নিকটে অতি-উত্তপ্ত খদির-কাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ভীষণ বলিয়া বোধ হয়। পদ্মিনীনালে সারস-সারসী ক্রীড়া করিতেছে দেখিলে আমার মনে সাতিশয় কষ্ট হয়, তখন আমি অবনতমুখে আপনার যৌবনের নিন্দা করিতে থাকি। রমণীর বস্ত্র দেখিলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়, তখন আর না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না, অর্দ্ধ-রমণীয় বস্ত্র যখন আমার নয়ন-গোচরে পতিত হয়, তখন একরূপ ভাল থাকি, শোক বা হর্ষ কিছু হয় না। মন্দ বস্ত্র দেখিলেই আমার মনে আনন্দ হয়। কষ্টের সময় আমি মূর্চ্ছাকেই পরমাদরে আহ্বান করিতে থাকি, কারণ মূর্চ্ছাবস্থায় আমার শোক-দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে হয় না। মন্দার, কুন্দ ও কুমুদ কুসুম দেখিলে আমার মনে হইত, যেন কামানলদগ্ধ বিরহীদিগের গাত্রভস্ম ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি এইরূপ কহ্লার কুমুদ, কুন্দ, উৎপল, মৃণাল, মালতী ও কদলীপত্রনির্ম্মিত শীতল-শয্যাকে উত্তপ্তগাত্র-সংস্পর্শে বিশুষ্ক করত নূতন যৌবনকাল বৃথাই অতিবাহিত করিয়াছি। ৬৬—৭১

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বিদ্যাধরী কহিলেন,—"অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে শরৎকালের অবসানে পল্লব যেমন নীরস হইয়া যায়, সেইরূপ আমার সে অনুরাগ (ভোগবাসনা) ক্রমে বৈরাগ্যে পরিণত হইল। আমার বৃদ্ধ স্বামী সরলচিত্ত নির্জ্জনে একাকী থাকিতেই তিনি ভাল বাসেন। তিনি আমার প্রতি স্নেহশূন্য অরসিক হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন। মনে হয়, আমার জীবন বৃথা। (বাঁচিয়া থাকায় আমার কোন ফল নাই।) যাহার স্বামী এরূপ অরসিক, তাহার সে স্বামী থাকা অপেক্ষা বিধবা হওয়া ভাল, মরিয়া যাওয়া ভাল, ব্যাধিগ্রস্ত বা অন্য কোন প্রকারে বিপন্ন হইয়া থাকাও সহস্রগুণে ভাল। যদি রমণীর যুবা স্বামী রসিক ও মধুরব্যবহারী হয়, তবে সে রমণীর সৌভাগ্য অক্ষত থাকে, জন্মও সার্থক হয়। যাহার স্বামী অরসিক, সে অতি দুর্ভাগ্যবতী, যাহার বুদ্ধি সংস্কারাপন্ন নহে, তাহার বুদ্ধি বৃথা। দুষ্ট লোকের ভোগ্য যে সম্পদ্, তাহা বিফল এবং যাহার জাতিকুল লজ্জা বেশ্যা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে, সেই অধম পুরুষ বৃথা (তাহাকে ধিক্)। ১—৫। সাধুর হস্তে নিপতিত যে সম্পদ্, সেই সম্পদই সম্পদ্, শমদমাদিগুণসম্পন্ন ও সরলবুদ্ধিই বুদ্ধি, সমদর্শিতাই সাধুতা, সেইরূপ স্বামী যে রমণীর অনুগত, সেই রমণীই সৌভাগ্যবতী। দম্পতিযুগল পরস্পর অনুরক্ত হইলে কি আধি কি ব্যাধি, কি আপদ্ কি ঈতিভয় কিছুতেই তাহাদের মনে ক্লেশের উদয় হয় না, সকল রকম ক্লেশেই তাহারা মনের আনন্দে কালাতিপাত করে। যাহাদের স্বামী নাই, অথবা যাহাদের স্বামী মন্দস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ পত্নীর উপর বিরক্ত, সেই অভাগ্যবতী নারীদিগের নিকটে প্রফুল্ল কুসুম-কানন এমন কি নন্দনকাননও মরুভূমি বলিয়া বোধ হয়। পতি মন্দ হইলে তাহাকে ত্যাগ করাও রমণীর কর্ত্তব্য নহে, কারণ শাস্ত্রে আছে, জগতের সকল বস্তুই মনের অনুকূল না হইলে (গুণহীন হইলে) পরিত্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু রমণী কিছুতেই পতি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। হে মুনিবর! আমি এই জন্যই এ যাবৎ এত দুঃখভোগ করিয়া আসিলাম, পতি বিরক্ত হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই, আমার দুর্ভাগ্য কতদূর, তাহা আপনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। তুষারপাতে নলিনীর রস যেমন ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ আমার অনুরাগ পতিসঙ্গ-অভাবে ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্যে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে আমার বৈরাগ্যবাসনা হইয়াছে, তথাপি বিষয়ানুরাগ সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হয় নাই, এই জন্য হে মুনে! এক্ষণে আপনকার উপদেশ অনুসারে বিষয়ানুরাগশূন্য হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করি। ৬—১২। যাহারা সংসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে পারে নাই, পরন্তু মুক্তি-পথেরও পথিক হইতে পারে নাই, তথাবিধ জীবগণ মৃত্যু-প্রবাহে ভাসমান, তাহাদের জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। রাজা যেমন অপর রাজার সাহায্যে শত্রুরাজাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ আমার স্বামী এক্ষণে দিবারাত্র কিসে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া একমাত্র মনের সাহায্যেই মনকে জয় করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট আছেন। হে ব্রহ্মন্! আমার সেই স্বামী ও আমার যাহাতে অজ্ঞান নাশ হয়, আপনি তাহার জন্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া আমাদের আত্ম-জ্ঞান করিয়া দিন, আমরা আত্মাকে ভুলিয়া আছি, আপনি স্মরণ করাইয়া দিন। ১৩—১৫। যে সময় হইতেই আমার স্বামী আমার অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া আত্ম-নির্ভর করিয়া অব-স্থিতি করিতেছেন, আমারও সেই সময় হইতে এই জগৎ নীরস বলিয়া বোধ হইয়াছে। সেই অবধি আমি সংসারবাসনার আবেগ পরিত্যাগ করিয়া আকাশসঞ্চরণ হেতু তীব্র খেচরী-বিদ্যা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছি। সেই খেচরী-বিদ্যাবলে আমি আকাশপথে ভ্রমণ করিতে শিখিয়াছি। আকাশবিহারশক্তি আমার এক্ষণে বেশ অভ্যস্ত হইয়াছে। এই শক্তিবলে আমি সিদ্ধগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে সমর্থ হই। তাহার পরে আমি ভাবনাবলে আপনার আবাসভূমি ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বাপর

সমস্তই নিরীক্ষণ করত হৃদয়ে তাদৃশভাবনা সুদৃঢ় করিলাম, ক্রমে সে ভাবনাশক্তিও আমার সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ এক্ষণে আমি ভাবনাবলে করস্থ আমলকীফলের ন্যায় সমস্ত জগৎ দেখিতে পাইতেছি। তৎপরে জগতের মধ্যভাগ সমস্ত দর্শন করিয়া তাহার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, লোকালোক পর্ব্বতের বৃহৎ শিলা রহিয়াছে, সে শিলার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১৬—২০। হে মুনে! এত দিনের মধ্যে আমাদের উভয়ের কাহারই ব্রহ্মাণ্ডের পারদর্শনেচ্ছা হয় নাই, অদ্য ইচ্ছা হইয়াছে। আমার স্বামী কেবল বেদার্থের চিন্তাতেই মগ্ন, তাঁহার কোন বিষয়ে ইচ্ছা নাই, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন ঘটনাই তিনি অবগত নহেন। সেই কারণে আমার স্বামী বিদ্বান্ হইয়াও পরমপদ লাভ করিতে পারেন নাই। আজ আমরা দুই জনেই যত্ন করিয়া পরমপদ লাভ করিবার বাসনা করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমার প্রার্থনা, যাহাতে পরমপদ লাভ করিতে পারি, অতএব আপনাকে আজ আমার প্রার্থনা সফল করিতে হইবে। মহতের নিকট অর্থী হইয়া আসিয়া কেহই কখনও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় না। হে মানদ! আমি সিদ্ধগণের মধ্যে অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের অজ্ঞান দূর করিতে সমর্থ আপনা ব্যতীত আর কেহই নাই। হে ব্রহ্মন্! হে করুণাসিন্ধো! সাধুগণ বিনা কারণেই (উপকারের আশা না করিয়াই) অর্থিগণের বাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন। আমি আপনার শরণগত, আমাকে উপেক্ষা করা আপনার উচিত হয় না। আপনিই আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। ২১—২৬।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"সেই ব্রহ্মাণ্ডগগনে কল্পিত আসনে সমাসীনা বিদ্যাধরীর এই কথা শ্রবণ করিয়া, সেই আকাশেই কল্পিত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বালে! আপনার ত মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিতেছি এবং আপনি যে পাষাণবিবরের কথা বলিলেন, তাহাতে ত সূক্ষ্ম কেশাগ্রও থাকিতে পারে এমন স্থান নাই, অতএব সেই শিলামধ্যে আপনি থাকেন কিরূপে? তথায় গতায়াতই বা করেন কিরূপে? এবং কি জন্যই বা সেই স্থানে অবস্থিতি করেন, তাহা আমাকে বলুন। বিদ্যাধরী কহিলেন,—মুনিবর! আপনাদের এই জগৎ যেরূপ বৃহৎ, সেই শিলামধ্যে আমাদের তদ্রূপ বিশাল জগৎ রহিয়াছে; তাহাও একটী বৃহৎ সংসার। সেখানেও পাতাল আছে, পাতালে নাগনিচয় আছে, পৃথিবী আছে, পর্ব্বত আছে, জল আছে। আকাশে বায়ু বহিতেছে। অগাধসলিল সাগর শোভা পাইতেছে। প্রজাবর্গও তথায় গতিবিধি করিতেছে। ভূতগণ সর্ব্বদা জন্মিতেছে ও মরিতেছে, বায়ু বহিতেছে, জলতরঙ্গ ছুটিতেছে, আকাশে দেবগণ বিরাজ করিতেছেন। বৃক্ষ আছে, আকাশে গ্রহনক্ষত্রের উদয় আছে; রাজগণ পৃথিবী পালন করিতেছেন নদীসকল যেমন আসমুদ্রগামিনী, সেইরূপ সেখানে দেব, দানব, মানবদিগের আচার-ব্যবহার আকল্প (জগতের অবস্থিতি পর্য্যন্ত) চলিয়াছে। ১—৭। সেখানকার ভূর্লোকরূপ সরোবরের মেঘরূপ চঞ্চল ভঙ্গযুক্ত দিবসরূপ কমলসকল সকল সময়ে সকল স্থানে বিকসিত হইতেছে। সেখানেও চন্দ্র চন্দ্রিকারূপ চন্দন দ্বারা চতুর্দ্দিক্ লেপন করিয়া রজনী ও রোহিণীদেবীর হৃদয়স্থিত তম (রজনীপক্ষে তম—অন্ধকার, রোহিণী পক্ষে তম—শোক) দূর করিতেছেন। সেখানেও আকাশে দিঙ্মণ্ডলরূপ বর্ত্তিকা হইতে নীহাররূপ স্নেহক্ষয়কারী সূর্য্যরূপে প্রদীপ বায়ুযন্ত্র দ্বারা সঞ্চালিত হইয়াই ভূতল ও গগনরূপগৃহে (আলোক দান দ্বারা) শোভা করিয়া আছেন। ৮—১০। সেখানেও দ্যাবাভূমি (আকাশ ও ভূতল) ঘরট্টযন্ত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আকাশে সর্ব্বদা ভ্রমিত গ্রহনক্ষত্রচক্র ঘরট্টযন্ত্রের উপরিতন ঘূর্ণিত পাষাণখণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে। ঐ যন্ত্র বায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। ব্রহ্মা ঐ যন্ত্র সঙ্কল্পবলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ধ্রুবনক্ষত্র ঐ ঘরট্টযন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী কীলক (খোঁটা)। ঐ ঘরট্টযন্ত্র সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নিয়তি দ্বারা ঘূর্ণিত হইতেছে; ঐ যন্ত্রে ভূতসমূহরূপ তণ্ডুল পিষ্ট হইতেছে। দ্যাবাপৃথিবীর কপাটরূপী জলধরের গর্জ্জন ঐ ঘরট্টযন্ত্রের ঘর্ঘরধ্বনি। সে জগতেও ভূমণ্ডল সাগর, দ্বীপ ও পর্ব্বতমালায় আকীর্ণ, আকাশ বিমানরূপ নগরীতে পূর্ণ। পাতালপ্রদেশ দৈত্য দানব ও নাগগণে পরিপূর্ণ। সেখানেও নীলবর্ণ ভূমণ্ডল চপলা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর মণিময় কুণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইতেছে। সেখানেও স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবজাতি বুদ্ধিবৃত্তিশূন্য বাহ্য বায়ুস্পন্দের ন্যায় অন্তরে সূক্ষ্ম প্রাণরূপ স্পন্দসংবিদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। সেখানেও ঋষিগণ স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছেন। পৃথিবী যথাস্থানে সলিলে পূর্ণ রহিয়াছে, সমীরণ বানরের চপলতা করিতেছেন। আকাশ অবকাশযুক্ত (ফাঁকা) রহিয়াছে। তেজ আপনার দীপ্তিক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। সে জগতেও খেচর, ভূচর, জলচর, বনচর, প্রাণিগণ জাত ও মৃত হইতেছে। পশুপালক যেমন সযত্নে পশুপালন করে, সেইরূপ সেখানেও কাল-কল্প-যুগ ও বৎসরাদি নিজ বাহু-নিচয়ের বলে সুরাসুর-গন্ধর্ব্বাদি প্রজাবর্গের পালন করিতেছেন। সেই সমস্ত প্রজাবর্গও অনন্ত অগাধ গভীর কালসাগরে আবর্ত্তের ন্যায় বারংবার উৎপতিত ও বিলীন হইতেছে। চতুর্দ্দশ প্রকার জীবরূপ ধূলিরাশি বায়ুসঞ্চালিত হইয়া শরৎকালের ন্যায় অব্যাকৃত (অধিষ্ঠানভূত নির্ব্বিকারচিৎ) আকাশে বিলীন হইতেছে। ১১—২০। উজ্জ্বলনক্ষত্রচয়রূপ ভূষণধারিণী অম্বরবসনা স্বর্গদেবী চন্দ্রসূর্য্যের কিরণরূপ চামর বীজন করিয়া প্রসুপ্ত জগৎকে প্রবোধিত করিতেছেন। অতি সহিষ্ণু দিক্‌সকল, বাত্যা, ভূকম্প, মেঘাড়ম্বরাদিজনিত ক্লেশ স্বস্থানে থাকিয়াই সহ্য করত যেন স্তম্ভিত হইয়াছে। সেখানেও ভূকম্প, উল্কাপাত, অনাবৃষ্টি, বাত্যাপ্রভৃতি উপদ্রব হইতেছে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সে সমস্ত উপদ্রবের সূচনা পূর্ব্বেই লোকদিগকে বলিয়া দিতেছেন। কাল যেমন কল্পসৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ভূতসমূহ গ্রাস করিতেছেন, সেইরূপ বাড়বানলও সেখানে প্রজ্বলিত হইয়া সপ্তসাগরের জল পান করিয়া ফেলিতেছে। সে জগতেও ঠিক্ তোমাদের জগতের ন্যায় পাতালবাসিগণ পাতালে, গগনচারিগণ গগনে, ভূতলবাসিগণ ভূতলে অবস্থিতি করিতেছে। বায়ুর গতি অনুসারে পর্ব্বত, মহাসাগর ও দ্বীপনিচয়ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ২১—২৫।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

বিদ্যাধরী কহিলেন,—"হে মুনে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদের জগতে আসুন। আমি জানি, মহতেরা অদ্ভুত ঘটনা দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলী হইয়া থাকেন (সেই জন্যই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি শিলামধ্যে আমাদের জগৎ কিরূপে রহিয়াছে, তাহা একবার প্রত্যক্ষ করুন)।" সেই বিদ্যাধরী আমাকে এই কথা বলিলে পর, নিরাকার গন্ধকণা যেমন বাত্যার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতভাবে শূন্যে উঠে, সেইরূপ আমি শূন্যরূপে সেই শূন্যরূপিণী বিদ্যাধরীর সহিত আকাশে চলিতে লাগিলাম। অনন্তর আমি তাহার সমভিব্যাহারে যাইতে যাইতে সুমধুর আকাশপথ অতিক্রম করিয়া নভশ্চারী দেবাদি জীবের আবাস-ভূমিতে উপনীত হইলাম। সে স্থান অতিক্রম করিয়া অনেকক্ষণের পরে শ্বেতমেঘমণ্ডিত লোকালোক পর্ব্বতের শিখরাকাশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার পরে সেই বিদ্যাধরী উত্তরদিকের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত চন্দ্রবৎ শুভ্র মেঘমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া আমাকে সেই তপ্তকাঞ্চনকান্ত উন্নত শিলার নিকটে লইয়া গেলেন। ১—৫। সেখানে গিয়া দেখিলাম, রৌপ্যময় শুভ্র পাষাণই কেবল জলাক্রান্ত পর্ব্বততটের ন্যায় শোভা পাইতেছে, আর কিছুই সেখানে নাই। (সেই বিদ্যাধরী কথিত) জগৎও সেখানে দেখিতে পাইলাম। তখন আমি সেই রমণীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি যে জগতের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কোথায়? আপনি যে সূর্য্য, অগ্নি, রুদ্র ও নক্ষত্রাদির কথা বলিয়াছিলেন তাহা কোথায়? সপ্তলোকই বা কোথায়? সমুদ্র, আকাশ ও দিক্‌সমুদায় কোথায়? প্রাণিবর্গের জন্মমৃত্যু কোথায়? প্রকাণ্ড মেঘাড়ম্বরই বা কোথায়? নক্ষত্রনিচয়মণ্ডিত আকাশই বা এখানে কোথায়? পর্ব্বতশ্রেণী কোথায়? মহাসাগর-শ্রেণী কৈ? সপ্তদ্বীপ কোথায়? তপ্তকাঞ্চনময়ী অবনি কোথায়? কালের ক্রিয়াই বা কোথায়? ভূত ও জগৎভ্রমই বা কোথায়? বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব, নর, মুনি, ঋষি, রাজা প্রভৃতিরাই বা কোথায়? সুনীতি, দুর্নীতি, পুণ্য, পাপ, স্বর্গ, নরক, এ সমস্তই বা কোথায়? দিবা, রাত্রি, প্রহর, মুহূর্ত্ত, প্রভৃতি কাল-বিভাগই বা এখানে কৈ? দেব-দানবের শত্রুতা, ও অন্যান্য জীবগণের ভালবাসা ও বিদ্বেষ এখানে কোথায়? আপনি যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, কৈ তাহার ত কিছুই এখানে দেখিতে পাইতেছি না। ৬—১০। আমার এই কথা শুনিয়া সেই ভৃঙ্গলোচনা বরবর্ণিনী বিস্মিতভাবে সেই শিলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে কহিলেন, হে মুনে! আমি আপনার নিকট যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তৎসমস্তই আমি দর্পণপ্রতিবিম্বের ন্যায় দৃষ্টিগোচর করিতেছি। এখনও যে আমি ইহা দেখিতে পাইতেছি, তাহার কারণ নিত্য অনুভব, আপনি আর ত ইহা অনুভব করেন নাই; আপনার হৃদয়পটে এই জগতের ছায়া ত আর অঙ্কিত নাই, এই কারণেই আপনি ইহা একেবারেই দেখিতে পাইলেন না। আর এক কথা, আমরা অনেক দিন হইতে অদ্বৈত বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত আছি; এই জন্য যাহার্থ গ্রহণক্ষম আতিবাহিক দেহ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এ জগৎ আমার নিজের; ইহা আমার অনেকদিনের অভ্যস্ত, তথাপি আমার কাছেই ইহা আকাশে পরিণত হইয়াছে; আমিই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। পূর্ব্বে এই জগৎ আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম, সেইজন্যই যাহা হউক আদর্শপ্রতিবিম্বের ন্যায় অস্ফুটভাবেও দর্শন করিতে পাইতেছি। আপনি একেবারেই দেখেন নাই, সুতরাং আজ দেখিবেন কিরূপে? প্রভো! অনেকক্ষণ বৃথা কথাবার্ত্তায় কালাতিপাত করিয়াছি, সেই কারণে বিশুদ্ধ আতিবাহিক স্বরূপের সহিত দেহান্তরতা যাহাতে অনন্ত বিশুদ্ধভাব বিরাজিত, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। বিশুদ্ধ চিদাকাশের বারবার আস্বাদন করিয়া অন্তরে যে একটা অভ্যাস (সুদৃঢ় সংস্কার) উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে, অন্তঃকরণও ঠিক্ তন্ময় হইয়া যায়, ইহা আবালবৃদ্ধ সকলেরই হইয়া থাকে। অভ্যাসবলে সিদ্ধ হয় না, এমন কার্য্যই নাই। যাঁহার অভ্যাস নাই, তাঁহার এক অবিচার সৎশাস্ত্র শ্রবণ বা তদর্থভাবনা সবই বৃথা। ১১—২১। আমি আপনার জগতের অনুভবরূপ ভ্রমে পতিত থাকিলেও আপনার জগতে গিয়া আপনার সহিত কথোপ-কথনরূপ ভ্রম আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, অর্থাৎ আপনার সহিত কথোপকথন অনেকক্ষণ আচরিত হওয়ায় এক্ষণে তাহাই আমার হৃদয়ে সংস্কাররূপে জাগরূক হইতেছে, এই জন্যই আমার নিজ জগতের অনুভব-সংস্কার তিরোহিতপ্রায় হইয়াছে। তাহার কারণ অতীত ঘটনা ও বর্ত্তমান ঘটনা এতদুভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান ঘটনারই প্রভাব অধিক। হে মুনে! যাহারা আপন আপন অভীষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা অভিজ্ঞ লোকদিগের উপদিষ্ট উপায়ে সেই কার্য্যের জন্য বারবার চেষ্টা না করিলে কিছুতেই তাহার ফললাভ করিতে পারে না। (এক কথায় কেহই কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না।) এই যে আমার আমি ইত্যাকার অজ্ঞানভ্রান্তি হৃদয়ে দৃঢ়রূপ গ্রথিত ছিল, জ্ঞান-চর্চ্চায় তাহা এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, অভ্যাসের মহিমা কতদূর, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ২২—২৪। আমি আপনার শিষ্যতুল্যা অবলা নারীজাতি হইয়াও এই শিলার উপরে জগৎ দেখিতে পাইতেছি, আর আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও দেখিতে পাইতেছেন না, ইহার কারণ কেবল অভ্যাসই জানিবেন। অভ্যাসবলে অজ্ঞ বিজ্ঞ হয়, পর্ব্বত চূর্ণ করিতে পারা যায়, বাণ দ্বারা সুদূরস্থিত লক্ষ্যও বিদ্ধ করিতে পারা যায়, সবই অভ্যাসেরই মহিমা জানিবেন। মিথ্যাজ্ঞানরূপিণী বিসূচিকা যে এইরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সত্যরূপে সুদৃঢ় হইয়া যায়; তাহাও বিচারের অভ্যাসে (বারংবার তত্ত্ব বিচার করিতে করিতে) বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। হে মুনে! অভ্যাসগুণেই কটুদ্রব্য মিষ্ট লাগিয়া থাকে। বোধ হয়, দেখিয়াও থাকিবেন যে, কাহারও নিম্ব ভাল লাগে, কাহারও মধু ভাল লাগে (অভ্যাসের গুণে)। সর্ব্বদা নিকটে থাকারূপ অভ্যাসের গুণে অনাত্মীয়ও আত্মীয় বন্ধু হইয়া যায়, আবার সর্ব্বদা দূরে থাকারূপ অভ্যাসবলে আপনার প্রিয়বন্ধুর প্রতিও ভালবাসা কমিয়া যায়। বিশুদ্ধ চিদাকাশ যে আতিবাহিক দেহ বলিয়া জ্ঞান হইতে হইতে ক্রমে আধিভৌতিক বলিয়া ধারণা সুদৃঢ় হইয়া যায়, তাহাও অভ্যাসের গুণে জানিবেন। ২৫—৩০। ঐ আধিভৌতিক দেহই আবার ধারণা অভ্যাসের গুণে পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড়িয়া থাকে; অভ্যাসের কি অদ্ভুত মহিমা, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখুন! পুণ্যও বিফল হইয়া যায়, অষ্টবিধ যোগসিদ্ধিও বিফল হইতে পারে, ভাগ্যও বিফল (বিপরীত) হইয়া থাকে; কিন্তু অভ্যাস কখনই বিফল হয় না। অভ্যাসের এমনই গুণ যে, (অভ্যাসবলে)

দুঃসাধ্য কার্য্যও সাধিত হয়, শত্রুও মিত্র হইয়া যায়, বিষও অমৃত হইয় উঠে। যিনি অভীষ্ট কার্য্যে অভ্যাস ত্যাগ করেন, তিনি অধম।- বন্ধ্যার যেমন সন্তান হয় না, সেইরূপ তিনি কখনই কার্য্যসিদ্ধ করিতে পারেন না। ৩১—৩৪। বারংবার অভ্যাসে যে সমস্ত লৌকিক সৎ কর্ম্ম আপনার অভিমত প্রিয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে সমুদয় কর্ম্মও সহসা পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। তবে পুনঃপুনঃ বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া সেই সমস্ত কর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া যোগিগণ যেমন মৃত্যু পর্য্যন্ত আপনার জীবন রক্ষা করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তবে যোগ দ্বারা জীবন পরিত্যাগ করে; সেইরূপ ক্রমে যুক্তিপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অভীষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পুনঃপুনঃ যত্ন না করে, সে নরাধম। সে অনিষ্ট কার্য্যের জন্য পুনঃপুনঃ যত্ন করিয়া, কেবল অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়,—ঘোর নরকে পতিত হয়। যাঁহারা আত্মবিচারবিষয়ে অভ্যাস পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারাই সংসারকে অসার বলিয়া বুঝিতে পারিয়া গভীর মায়া-নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ৩৫—৩৭। অন্ধকার রাত্রিতে যে ঘট দেখিতে ইচ্ছুক, প্রদীপের আলোকই তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে ঘট দেখাইতে পারে, সেইরূপ অভ্যাসই অভিমত বস্তু প্রকাশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রদান করিয়া থাকে। কল্পবৃক্ষ যেমন যাচকের মনোমত ফল দান করে, চিন্তামণি যেমন অভীষ্ট ফল বিতরণ করে, শরৎকাল যেমন শস্যফল প্রদান করে, অভ্যাসও তদ্রূপ অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকে। অভীষ্ট বস্তুর (আত্মজ্ঞানের) পুন পুনঃ দৃঢ় অভ্যাসরূপ সূর্য্য জনগণের অন্তঃকরণ এইরূপভাবেই আলোকিত করে যে, তাহাদিগকে কখনই আর দেহ-ভূমিতে ইন্দ্রিয়নাম্নী মোহনিদ্রাদায়িনী রজনীর মুখ দেখিতে হয় না। একমাত্র অভ্যাসরূপ সূর্য্যই সকল জীবের হৃদয়ে সকল প্রকার বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ অভ্যাস ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না।) এই যে চতুর্দ্দশ প্রকার জীবজাতি; ইহাদের মধ্যে কেহই অভ্যাস ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এক কার্য্য পুনঃপুনঃ করাকেই অভ্যাস বলে, সেই অভ্যাসই পুরুষার্থ. সেই অভ্যাস ব্যতীত অভীষ্টকার্য্যসিদ্ধির আর কোন উপায় নাই। নিজের বিবেক-বুদ্ধিতে যাহা অভিমত বলিয়া বোধ হইবে, তাহা সাধন করিতে হইলে দৃঢ়অভ্যাসনামক যত্ন করিতেই হইবে, নতুবা কিছুতেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। জিতেন্দ্রিয় পুরুষের হৃদয়ে অভ্যাসসূর্য্য সতত উদিত থাকিলে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা সে সিদ্ধ করিতে পারে না। একমাত্র অভ্যাসের গুণেই ভীরু লোক ঘোর সাহসী হইয়া হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ ঘোর কাননে, পর্ব্বতগুহায় সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। ৪১—৪৫।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

বিদ্যাধরী কহিলেন,—"মুনিবর! এক্ষণে আমাদের সমাধিরূপ সুদৃঢ় অভ্যাস না করিলে দেহাদিতে আধিভৌতিক বুদ্ধি নিবৃত্ত হইবে না, আতিবাহিকভাবও সমুদিত হইবে না; তাহা না হইলেও সাক্ষীরূপে অপরজগতের প্রত্যক্ষ দর্শন করা যাইতে পারিবে না, অতএব আমরা এক্ষণে সমাধিরূপ ধারণাবলে প্রাচীন আতিবাহিকভাবের অভ্যাস করি · তাহা হইলে পরে শিলার অন্তর্গত জগৎ প্রকাশ হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন, বিদ্যাধরীর ঈদৃশ বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া আমি সেই সেই পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশে পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া সমাধি করিতে লাগিলাম। তখন আমি নিখিল বাহ্যার্থের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র চিৎ-স্বরূপে ভাবিত হইতে লাগিলাম। সেই ভাবনাবলে ক্রমে আমি পূর্ব্বকথিত আধিভৌতিক-ভাবনাজনিত আধিভৌতিক-সংস্কাররূপ মলা পরিত্যাগ করিলাম। অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইলে আকাশ যেমন নির্ম্মলভাব ধারণ করে, সেইরূপ আমি চিদাকাশ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া পরাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইলাম। তাহার পরে সেই চিন্ময়ী ভাবনা সত্যরূপে সুদৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত হওয়াতে আমার দেহের উপরে আধিভৌতিক ভ্রম একেবারে অস্তমিত হইল, তখন আমার ভাবনাস্থলে কেবল স্বচ্ছ মহাচিদাকাশভাব উদিত হইল, সেই মহাচিদাকাশভাবে অস্ত উদয় কিছুই লক্ষিত হইল না। ঐ ভাব সর্ব্বদা স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। অনন্তর নিজ সাক্ষীস্বরূপের নির্ম্মল তেজে দেখিলাম, সম্মুখে আকাশ ও শিলা কিছুই নাই। কেবল পরমতত্ত্বই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তখন বুঝিলাম, সেই পরমার্থঘন পরম-তত্ত্বই আমার আত্মা, সেই আত্মাই পাষাণময়ী ভাবনায় পাষাণ দর্শন করিয়াছে। স্বপ্নকালে যেমন গৃহমধ্যে বৃহৎশিলা রহিয়াছে বলিয়া দেখা যায়, (স্বপ্নকালে আত্মা যেমন শিলাভাব ধারণ করে) সেইরূপ সেই বিশুদ্ধ নির্ম্মল চিদাকাশই ঐ শিলা-ভাবে পরিণত হইয়াছিল। এই যে শিলাভাব দর্শন, ইহা স্বপ্ন, যদি বল, ইহাকে জাগ্রৎ অবস্থায় ব্যবহার বলিয়া বোধ হয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছি শ্রবণ কর, বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে যে, স্বপ্নেও লোকে অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে,— এখন আমি প্রবুদ্ধ রহিয়াছি এইরূপ বোধ করিয়া, নিজে অন্য সুপ্ত পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ হইয়াছি, এই স্বপ্ন দেখিয়া নিজে প্রবুদ্ধ আছি, যাহা দেখিতেছি, করিতেছি ইহা আমার জাগ্রৎ অবস্থার কার্য্য, এই বলিয়া মনে করে, সেইরূপ ঐ শিলাভাবদর্শনরূপ স্বপ্নও দীর্ঘকালব্যাপী হইলে জাগ্রৎ বলিয়া বোধ হয়। ১—১০। সুপ্ত হইয়া স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যাহাদের মস্তক কর্ত্তিত হয়—অর্থাৎ নিহত হয়, তাহাদের সেই স্বপ্নেই জাগ্রৎসংসারের কার্য্য হইয়া যায়, কারণ আর জাগরিত হইতে পারে না; স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিয়া প্রাণত্যাগ করে; সুতরাং সে স্থলে স্বপ্নই তাহাদের জাগ্রদ্ভাবে পর্য্যবসিত হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দৃশ্যপ্রপঞ্চের মূলীভূত অজ্ঞাননিদ্রার উচ্ছেদ হইলেই বোধ হয়, তাহাকেই প্রকৃত জাগ্রৎ বলা উচিত; সে জাগ্রদ্ভাব মহামোহগ্রস্ত ব্যক্তি-দিগের ভাগ্যে বহু আয়াসে অনেককালের পরে ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে অন্য বস্তু যখন আর কিছুই নাই, তখন তোমরা যাহা কিছু দেখ, সমস্তই সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মাকাশ; আমিও সেই বিশুদ্ধ চিদ্‌ঘন ব্রহ্মাকাশকেই শিলাকারে দর্শন করিয়াছিলাম। সেখানে পৃথ্যাদি নামে বাস্তব কোন পদার্থই দর্শন করিতে পারি নাই। ক্ষিত্যাদি ভূতের সৃষ্টি পূর্ব্বে পারমার্থিক যে আকার ছিল, তত্ত্ববিদ্‌গণ জ্ঞান দ্বারা তাহাই লাভ করেন। পরব্রহ্মের যে আকার, তাহাই আদিম ভূতের পারমার্থিক-

আকার, সেই আকারই ক্রমশঃ মনোরাজ্য ও সঙ্কল্প নামে পর্য্যবসিত হইয়া মূঢ় লোকদিগের নিকটে জগৎ বলিয়া অভিহিত হয়। মায়াশবলিত ব্রহ্মের জগৎ-সংস্কার-সম্বলিত যে সত্তা, তাহাকেই আতিবাহিক দেহ বলে। বাস্তবিক তাহা পরব্রহ্মই, পরব্রহ্ম হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। নিত্য প্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ চিদংশই ঐ আতিবাহিক দেহস্বরূপে প্রকাশিত হয়। ১১—১৬। ব্রহ্মের যে সত্তা আতিবাহিক দেহ বলিয়া উল্লেখ করিলাম, ঐ সত্তা সৃষ্টির পূর্ব্বে চিদাভাসাত্মক জীবের প্রথম আতিবাহিক দেহ, উহা প্রথম সমষ্টিরূপে অবস্থিত থাকে, হিরণ্যগর্ভ ঐ দেহের নামান্তর ঐ আতিবাহিক দেহ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সমষ্টিভাব বিস্মৃত হইয়া ব্যষ্টিভাবে পরিণত হইলে সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ মন নাম ধারণ করে। সমষ্টিভাবে উহা কেবল যোগীদিগেরই প্রত্যক্ষ, ব্যষ্টিভাবে উহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়, ফলতঃ উহা একই চিৎস্বরূপ, বৃথাই কেবল বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। ১৭—২০। এই এক্ষণে যাহা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, সর্ব্বসাধারণের হইলেও উহা বাস্তবিক মিথ্যা। হে রাম। যোগীদিগের যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই ঠিক প্রত্যক্ষ তাহাই প্রকৃত প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিও। কি আশ্চর্য্য মায়া। যাহা প্রথমে প্রত্যক্ষ ছিল, সম্প্রতি তাহা একেবারে পরোক্ষ হইয়া গিয়াছে। যাহা কোন কালে প্রত্যক্ষ হয় নাই (একেবারে মিথ্যা) তাহাই আজ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এ কেবলই মায়ার খেলা। আতিবাহিক দেহ—যাহা প্রথমে উত্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকেই তুমি সত্য ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জানিও। আর এই আধিভৌতিক দেহ, ইহা কেবল মায়া। স্বর্ণে বলয়ভাব অনুভূত হইলেও তাহা যেমন নাই, সেইরূপ আতিবাহিকে আধিভৌতিকভাব কিছুই নাই, বিচারশক্তি—বিবেকশক্তি না থাকাতেই জীব ভ্রান্তিকে অভ্রান্তি ও অভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া বোধ করে। কি আশ্চর্য্য মোহ! বিচার করিয়া দেখিলে আধিভৌতিক দেহ কুত্রাপি পাওয়া যায় না, পরন্তু আতিবাহিক দেহ কি ইহলোকে কি পরলোকে সর্ব্বত্রই অক্ষয় রহিয়াছে। মরুভূমিতে যেমন মিথ্যা বারিবুদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আতিবাহিক দেহে বৃথা আধিভৌতিক ভাবনা দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। ২১—২৫। স্থাণুতে যেমন পুরুষ-ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিক জ্ঞান দেহ-দর্শনজনিত ভ্রান্তিমাত্র। ভ্রান্তিবশে শুক্তিকায় যেমন রৌপ্যভাবের জ্ঞান, মরীচিকায় জলজ্ঞান ও চন্দ্রে দ্বিত্বজ্ঞান হয়, সেইরূপ আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিক জ্ঞান মায়াবশেই হইয়া থাকে। জীবের অবিবেকজনিত মোহের এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, যাহা মিথ্যা, তাহাই সত্য হইয়া উঠিয়াছে, যাহা সত্য, তাহা মিথ্যা হইয়াছে। যোগীদিগের প্রত্যক্ষ (চিৎপ্রকাশ) ও মানসস্পন্দ ইহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার কর; মাত্র এই প্রকাশ ও স্পন্দদ্বারা উভয় লোকের ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারিবে। যে ব্যক্তি প্রথম প্রত্যক্ষ (যোগপ্রত্যক্ষ) পরিত্যাগ করিয়া অসত্য বিষয়কে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থিতি করে, সে ব্যক্তি নিজের মোহচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত মরীচিকা-সলিল পান করিয়া সুখে অবস্থিতি করে। তত্ত্ববিদ্‌গণ ভোগসুখকে দুঃখ বলিয়াই জানেন, এই সুখ যে ক্ষণ-বিনাশী, তাহা তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকেন। এবং যে সুখ অকৃত্রিম; যাহার আদি ও অন্ত নাই, তাহাকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া জ্ঞান করেন। অতএব প্রকৃত প্রত্যক্ষ কি তাহা বিচার করিয়া দেখ। যাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেই সাক্ষী-স্বরূপ চিৎসত্তাকেই প্রত্যক্ষরূপে দর্শন কর। যাহাতে লোকত্রয়ের অনুভব হয়, সেই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি মায়াময় ঐহিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করে, সে অতি মূঢ়। ২৬—৩৪। অতএব নিখিলভূতের আতিবাহিক আকারই সত্য, তাহাতে আধিভৌতিক জ্ঞান পিশাচদর্শনের ন্যায় অলীক। যাহা মিথ্যা সঙ্কল্পময়, তাহা প্রত্যক্ষ ও সত্য হইবে কিরূপে? যাহা নিজেই মিথ্যা, তাহা কার্য্যকারীই বা হইবে কিরূপে? যেখানে প্রত্যক্ষই অসৎ, সেখানে সত্যই বা কিরূপ হইবে? অসিদ্ধ বস্তু দ্বারা সাধিত বস্তু কোথায় সত্য হইতে পারে? আধিভৌতিকের প্রত্যক্ষ যখন অসিদ্ধ হইল, তখন অনুমানাদি কিরূপে যথার্থ হইবে? যেখানে হস্তী গতায়াত করে, সেখানে যে মেষ গতায়াত করিবে, তাহার আর কথা কি? অতএব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ দৃশ্যবস্তু কুত্রাপি নাই। যাহা রহিয়াছে, তাহা সেই চিদ্‌ঘন ব্রহ্ম। স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টার গৃহের আকাশেই যেমন পর্ব্বত প্রতীত হয়, অপরের গৃহাকাশে তাহা হয় না, সেইরূপ আমরা শিলাভাবনাবিশিষ্ট হওয়াতে আমাদের চিৎই শিলা হইয়াছিল। আমাদের আত্মা তখন 'এই পর্ব্বত, এই আকাশ, এই জগৎ' এইরূপ ভাবনাময় হইয়াছিল বলিয়াই আকাশ তখন তাদৃশ বিচিত্রভাব ধারণ করিয়াছিল। যিনি প্রবুদ্ধ, তিনিই ইহা বুঝিতে পারেন, যিনি প্রবুদ্ধ নন, তিনি কখনই তাহা বুঝিতে পারেন না। যে কথা শ্রবণ করে, সে-ই তাহার অর্থ বুঝে, যে শ্রবণ করে নাই, সে বুঝিবে কিরূপে? অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকটে এই ভ্রান্তি সত্য হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষ পর্ব্বত এক স্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেও উন্মত্ত ব্যক্তির নিকটে বৃক্ষ পর্ব্বত নৃত্য করিতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। যাহারা যোগী-দিগের প্রত্যক্ষ পূর্ণানন্দস্বরূপ বুঝিতে পারিয়াও অন্য তুচ্ছ চক্ষুরাদিপ্রত্যক্ষাত্মক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা তৃণের ন্যায় অসার, সেই শঠদিগের দ্বারা কোনই প্রয়োজন নাই। ৩৫—৪৩।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিলে, জগৎসকল যাহার অঙ্গবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই অদৃশ্য-সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ-পদার্থেরও অবিষয়, নিরাময় ব্রহ্মই ঐ শিলাদিরূপ দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই মহাকাশ ব্রহ্মরূপ মহাদর্পণে শৈল নদী পর্ব্বত প্রভৃতি নিখিল ভ্রম প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই যথেচ্ছ-ব্যবহারিণী বিদ্যাধরী সেই শিলামধ্যবর্ত্তী জগতে প্রবেশ করিলেন; সঙ্কল্পরূপে আমিও তাহার সমভি-ব্যাহারে সেই জগতে প্রবিষ্ট হইলাম। সেই পরমসুন্দরী বিদ্যা-ধরী ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক আমাকে কহিলেন,—'হে মুনিবর! ইনি আমার স্বামী, বিবাহ করিবার জন্যই আমাকে ইনি সঙ্কল্পবলে সৃজন করেন, এ যাবৎ ইনি আমাকে ভরণ-পোষণ করিয়া আসিতেছেন। ইনি নিজেও জরাগ্রস্ত পুরাণ-পুরুষ, আমিও এক্ষণে জরাগ্রস্ত হইয়াছি; এই জন্য ইনি আর আমাকে বিবাহ করিলেন না; সেই জন্য আমি

বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছি, ইনিও বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, যেখানে দ্রষ্টৃভাব, দৃশ্যভাব ও শূন্যভাব কিছুই নাই, সেই পরম-পদে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।" যে সময়ে সেই রমণী আমাকে এই কথা বলিতেছেন, সেই সময়ে জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার পর সেই রমণী আবার বলিলেন,—"সম্প্রতি ইনি ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন, কাষ্ঠ-পাষাণাদির ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন। ১—৮। অতএব হে মুনীশ্বর! তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ইঁহাকে এবং আমাকে বোধিত করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলীভূত ব্রহ্মনামক পরমপথে উপনীত করুন। বিদ্যাধরী আমাকে এই কথা বলিয়া সেই ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"নাথ! এই মুনিবর অদ্য আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এই মুনি আর এক জগদ্‌গৃহের ব্রহ্মার তনয়, সংপ্রতি ইনি আমাদের গৃহাগত অতিথি। গৃহস্থ ব্যক্তির যেরূপ অতিথি-সংকার করিতে হয়, ইঁহারও সেইরূপ আতিথ্য করুন। পাদ্যার্ঘ্য দিয়া এই মুনিপুঙ্গবের পূজা করুন। ভবাদৃশ মহাত্মগণই সাধুদিগের অর্চ্চনা করিয়া সুকৃত অর্জ্জনের জন্য ইচ্ছুক হইয়া থাকেন। সেই বিদ্যাধরীর এই কথার পরে সেই মহামতি ব্রহ্মা, জলময় সাগরে যেমন আবর্ত্ত উঠে, সেইরূপ নিজ জ্ঞানময়-স্বরূপ হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিশির-ঋতুর অবসানে বসন্তঋতু যেমন ভূমণ্ডলে সুকুমরূপ নেত্র উন্মীলিত করে, সেইরূপ সেই নয়জ্ঞ ব্রহ্মা ধীরে ধীরে নয়নযুগল উন্মীলিত করিলেন। বসন্তকালের নূতন লতাপল্লব যেমন আপনাতে নূতন রসের সঞ্চার করে, সেইরূপ তদীয় অঙ্গসকল ধীরে ধীরে বাহ্যচেতনা প্রকাশ করিল,—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইল। ১১—২০। প্রভাত হইলে হংসাদি বিহঙ্গগণ যেমন প্রফুল্লকমল-সরোবরে গিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই সময়ে দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর বিধাতা সম্মুখে আমাকেও ঐ বিলাসিনীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সুমধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন,—হে জ্ঞানরূপ সুধার মহাসাগর! আপনি সংসাররূপ অসার পদার্থের সারভূত আত্মাকে করস্থিত আমলকী-ফলের ন্যায় দর্শন করিয়াছেন, হে মুনে! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি বহুদূর হইতে আগমন করিয়াছেন, আপনার পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব এই আসন, ইহাতে উপবেশন করিয়া শ্রান্তিদূর করুন।—এই বলিয়া তিনি দৃষ্টিপাত দ্বারা আমাকে আসন দেখাইয়া দিলেন; আমি "হে ভগবন্! আপনাকে অভি-বাদন করি" এই বলিয়া সেই মণিময় পীঠাসনে উপবেশন করিলাম। ১৬—২০। অনন্তর সেই সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব, মুনি ও বিদ্যাধরগণ সকলেই তাঁহাকে যথাযোগ্য স্তব, স্তুতি, প্রণতি ও পূজা করিলেন,—তৎপরে মুহূর্ত্তকালমধ্যে সকলের প্রণামব্যাপার শেষ হইলে আমি সেই ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"হে ভূত ভবিষ্যৎ জগৎপ্রপঞ্চের ঈশ্বর! এই রমণী আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া আগ্রহসহকারে আমাকে যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতে বলিলেন, ইহার কারণ কি? দেব! আপনি ভূতেশ্বর, আপনি নিখিল-জ্ঞানের পারগ; আপনার উপদেশের আবশ্যকতাই দেখি না, হে জগৎপতে! তবে ইনি কি জন্য মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় আমাকে এইরূপ উপদেশ দিতে বলিলেন? হে দেব! আপনি ইঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উৎপন্ন করিয়া বিবাহ করিলেন না কেন? ইঁহাকে এইরূপ দুঃখিতা করিলেন কি জন্য? তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।" আমার ঈদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া অন্য জগতের ব্রহ্মা আমাকে কহিতে লাগিলেন। হে মুনে! শ্রবণ করুন, আপনার নিকট আমূল সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করিতেছি, কারণ সাধু ব্যক্তির নিকটে কোন কথাই গোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে,—সব কথাই খুলিয়া বলিতে হয়। জন্মজরাবিহীন কোন এক সত্ত্ব সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি সর্ব্বদা একভাবে বিদ্যমান সেই সত্ত্ব—অর্থাৎ চিৎ প্রকাশ হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকি। আমি আকাশরূপে সর্ব্বদা আত্মাতেই অবস্থিত। ভাবী সৃষ্টিতে আমার নাম স্বয়ম্ভূ হইবে। যথার্থ কথা বলিতে হইলে আমি জাত নাহি, আমি কিছুই দেখিতেছি না, আমি অনবৃত-চিদাকাশরূপী হইয়া চিদাকাশেই অবস্থিত করিতেছি। এই যে আপনি আমার অগ্রে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি আপনার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছি, পরস্পর কথোপকথন করিতেছি, এ সমস্তই তরঙ্গে তরঙ্গে আহত হইয়া শব্দ হইতেছে বলিয়া বোধ করিতেছি। ফলতঃ এ সকলই সেই অজ অজর শান্তব্রহ্ম। ২১—৩০। কালক্রমে স্বরূপবিস্মৃত হইয়া আমার যখন মালিন্য উপস্থিত হয়, তখন সমুদ্র হইতে তরঙ্গভাবের ন্যায় চিদাকাশরূপী আমার অন্তরে 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার বাসনার উদয় হয়, সেই বাসনা এই কুমারী; তুমি বা অপর ব্যক্তির নিকটে পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইলে আমার কাছে তাহা আপনার চৈতন্যস্বরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয় না। অপরের চক্ষে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও আমার নিকটে এই বাসনা অনুৎপন্ন বলিয়াই বোধ হয়। আমি জানি, আমি অবিনশ্বর সত্তাস্বরূপ, আমার ক্ষয় বা উদয় নাই। আমি আত্মা, আমি নিজস্বরূপ হইতে অবিচ্যুত হইয়া আত্মাতেই অবস্থিতি করিতেছি। আমি নিজস্বরূপেই পরমানন্দে বিভোর হইয়া আছি, আমি নিজেই প্রভু। আমার উপরে প্রভু কেহই নাই। 'আমি' ইত্যাকার ভ্রান্তিরূপিণী যে বাসনা, যাহা জগদ্রূপে পর্য্যবসিত হয়, সেই বাসনা হইতেই এই রমণীর উৎপত্তি। এই রমণী ঐ বাসনারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এ আমার গৃহিণীও নহে বা গৃহিণী করিবার জন্য ইহাকে আমি সৃজনও করি নাই। এ নিজেই বাসনার আবেশবশে "আমি ব্রহ্মার গৃহিণী" এইরূপ ভাবনা করিয়া নিজের দোষে বৃথা দুঃখপ্রাপ্ত হইতেছে, কারণ নিজেই এ বাসনার মধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৩১—৩৬।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম সর্গ।

অন্য জগতের ব্রহ্মা কহিলেন,—"এক্ষণে আমার সঙ্কল্পকল্পিত আয়ুর পরিমাণ শেষ হওয়ায় আমি চিদ্বিবর্ত্ত চিদাকাশস্বরূপ হইতে অন্য (নির্ব্বিকার আনন্দময় ব্রহ্মরূপ) আকাশস্বরূপ গ্রহণ করিতেছি; এইজন্য এই জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। হে মুনীন্দ্র! এই মহাপ্রলয়ের সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ইহাকে আমি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি; সেই জন্যই এ এইরূপ বিরসভাব ধারণ করিয়াছে।

(এই রমণীও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে)। আমি যখনই এই চিত্তাকাশভাব পরিত্যাগ করিয়া আর্য্য ব্রহ্মাকাশ হই, তখনই মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, এবং বাসনারও ক্ষয় হইয়া যায়। সেই জন্যই এই বাসনাদেবী বিরসভাব প্রাপ্ত হইয়া মদীয় পথের অনুসরণ করিতেছে। কোন্ উদারমতি না নির্ম্মাতার অনুসরণ করিবে? (বুদ্ধিমান্মাত্রেই জনকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকেন)। অদ্য কলিযুগের শেষ;—চতুর্যুগের আজ পরিবর্ত্তন হইবে মনু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও অপরাপর প্রজাগণ সকলেরই আজ অন্তদিন। অদ্যই এই জগৎপ্রপঞ্চের অবসান, অদ্যই মহাপ্রলয়, অদ্যই আমার বাসনাশেষ, অদ্যই আমার আকাশদেহের অবসান হইবে। হে ব্রহ্মন্! এই জন্যই এই বাসনাদেবী ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছেন। কমলাকর শুষ্ক হইয়া গেলে (কমলের অভাবে) গন্ধকণা আর কোথায় থাকিবে বল? যেমন জড় সাগর হইতে চঞ্চল তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, সেইরূপ জড় এই বাসনা হইতেই বিনা কারণে বৃথাই ইচ্ছা উদিত হইয়া থাকে। দেহাভিমানবতী এই বাসনার স্বতঃই আত্মদর্শনের ইচ্ছা হইয়া থাকে। এই বাসনা দেবী ধ্যানধারণার অভ্যাসযোগে আত্মতত্ত্ব দেখিতে দেখিতে চতুর্ব্বর্গ সাধনতৎপর প্রজাবর্গে পরিপূর্ণ ভবদীয় ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছে। এই বাসনা আকাশে সঞ্চরণ করিতে করিতে পর্ব্বতের উপরে শিলা সন্দর্শন করিয়াছে, নিজ ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপে ঐ শিলার দর্শন করিয়াছে, আমরা কিন্তু ঐ শিলাকে আকাশরূপেই দেখিতেছি। যেখানেই এই আকাশ, সেইখানেই জগৎ, সেইখানেই পর্ব্বত। এই যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডনিচয়, ইহার মধ্যে আরও অনেক জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভেদজ্ঞানে (ব্যুত্থান দশায় থাকায়) আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। যখন আমরা সমাধিবলে জ্ঞানময় হই, তখনই যোগদৃষ্টিতে সেই সকল জগৎ দেখিতে পাই। ঘটে পটে, অনিলে, অনলে, জলে, স্থলে, শিলায় সর্ব্বত্রই অসংখ্য জগৎ রহিয়াছে। এই যে জগৎ, ইহা বৃথা ভ্রান্তিমাত্র, ইহা স্বপ্নদৃষ্ট নগরীর ন্যায় যেখানে সেখানে হইতে পারে? এই জগন্মায়াও মিথ্যা, ঐ মিথ্যা ভ্রম কোথায় থাকিতে পারে। যদি থাকে ত একমাত্র অধিষ্ঠান-চৈতন্যই আছে, নতুবা কিছুই নাই। এই জগদ্ভ্রান্তি যাহারা বুঝিতে পারিয়া চিদাকাশের সহিত একতাপ্রাপ্ত জ্ঞান করিয়াছে, তাহারা আর ভ্রমে পতিত হয় না; তদ্ভিন্ন আর সকলেই ভ্রমান্ধ। হে মুনে। এই বাসনাদেবী নিজ বৈরাগ্যহেতুক আপনার অভিলষিত সিদ্ধি করিবার জন্য ধ্যান ধারণাদি প্রভাববলে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনি অন্তর্হিত থাকিলেও আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না বলিয়া এ তোমার কাছে গিয়াছিল। এই বাসনাই এইরূপ অজ্ঞজনের নিকটে মায়ার ন্যায় মায়িক উপাধির অনুসরণ করত জীবের চিৎশক্তিরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞদিগের নিকটে ইহা ব্রহ্মশক্তি অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তত্ত্বজ্ঞ জানেন, এই জগতে কোন কার্য্যই হইতেছে না বা কোন কার্য্যই নষ্ট হইতেছে না। একমাত্র চিতিই দ্রব্য, কাল, ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই আপনি উক্ত চিদ্রূপ শিলার অবয়ব বলিয়া জানিবেন। এজন্য ইহার অস্ত উদয় নাই সর্ব্বদাই একভাবে বিরাজ করিতেছে। ১—২০।

এই চৈতন্যই শিলাকারে অবস্থিতি করিতেছে। স্পন্দ যেমন বায়ুর অঙ্গ, সেইরূপ জগৎসমূহ এই চৈতন্যের অঙ্গ। এই বিজ্ঞানঘন আত্মাকেই মূঢ়লোকে জগৎ বলিয়া বুঝিয়া থাকে। ঐ চৈতন্য অনাদি অনন্ত হইলেও সাদি ও শান্ত হইয়া পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করেন। এই চৈতন্যশিলা অনাদি অনন্ত হইয়াও ভ্রান্তিজ্ঞানে সাদি ও সান্ত হইয়া থাকেন। নিরাকার হইলেও সাকার হইয়া থাকেন,—জগৎ ইহার অঙ্গ হইয়া পড়ে। স্বপ্নকালে চৈতন্যই যেমন নিজ আকাশময় রূপকে নগর-গৃহাদি রূপে জ্ঞান করে, সেইরূপ চৈতন্যই নিজস্বরূপকে পাষাণ ও জগৎ বলিয়া জ্ঞান করেন। বাস্তবপক্ষে এই চিদাকাশই কেবল সর্ব্বত্র একভাবে বিরাজমান, ইহাতে নদীও বহিতেছে না, চক্রের ন্যায় কিছুই পরিবর্ত্তিত হইতেছে না, কোন বস্তুরই বিপর্য্যয় ঘটিতেছে না,—সবই চিদাকাশ। জলমধ্যে পৃথক্‌ভাবে জল থাকা যেমন সম্ভবে না, সেইরূপ এই চিদাকাশে জগৎ ও প্রলয়াদি কিছুই পৃথক্‌রূপে সম্ভাবিত হয় না। সুতরাং অধ্যারোপ-দৃষ্টিতে (ভ্রমচক্ষে) সর্ব্বত্রই অনন্ত অসংখ্য জগৎ রহিয়াছে। অপবাদ-দৃষ্টিতে (যথার্থ জ্ঞাননেত্রে) একমাত্র সর্ব্বময় শান্ত চৈতন্যই সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইহাতে জগৎ কোথাও নাই। মহাকাশমধ্যে যেমন ঘটাকাশাদি মহাকাশের সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে, পৃথক্ সত্তায় নহে, সেইরূপ জগৎসকল শূন্যস্বরূপ হইলেও চিৎসত্তায় সত্য হইতে পারে। হে মুনি বশিষ্ঠ। এক্ষণে তুমি স্বীয় জগতে গমন করিয়া নিজ কল্পিত সমাধি-আসনে উপবেশন করিয়া শান্তি লাভ কর। মৎকল্পিত এই জগৎসকল এক্ষণে পরমপদে লীন হউক, আমরা এক্ষণে অনন্ত ব্রহ্মপদে গমন করি। ২১—২৮।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"ভগবান্ ব্রহ্মা এই বলিয়া নিখিল ব্রহ্মলোকবাসিজনের সহিত পদ্মাসনে আসীন একান্তে সমাধিমগ্ন হইলেন। প্রণবের শেষার্দ্ধ অর্দ্ধমাত্রাত্মক যে নাদবিন্দু, তাহার শান্তাখ্য অংশে চিত্তবিলয় করিয়া তিনি বাসনা দমন করিলেন বাসনা শান্তি করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; বাসনাদেবীও তাঁহার ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইয়া নিজের কোন অংশ (স্মৃতির বীজাদি) আর অবশিষ্ট না রাখিয়া শান্ত আকাশময় হইলেন। এইরূপে লোকপিতামহ সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত হইয়া ক্রমে ক্ষীণভাব ধারণ করিলে আমি সর্ব্বগামী অনন্ত চিদাকাশরূপে অবস্থিতি করিয়া দেখিলাম, ক্ষণকাল-মধ্যেই তাঁহার সমস্ত কল্পনা বিশুষ্ক হইতে আরম্ভ করিল। সাগর, পর্ব্বত ও দ্বীপমালাসমন্বিত পৃথিবী এবং পৃথিবীর তৃণ-গুল্মাদি-উৎপাদিকা শক্তি সমস্তই ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইতে লাগিল। সেই পৃথিবী বিরাট্‌দেহ সেই ব্রহ্মার শরীরের একাংশ মাত্র। এইজন্য চৈতন্য লোপে দেহীর দেহের যাদৃশ অবস্থা হয়, ব্রহ্মার চৈতন্য বিলুপ্ত হওয়ায় সেই পৃথিবীও তদ্রূপ চেতনাশূন্য ও অতিজীর্ণ হইয়া বিকৃতভাব ধারণ করিল। হেমন্তকালের অবসানে বৃক্ষলতা যেরূপ বিশুষ্ক-হতশ্রী হইয়া যায়, সেই পৃথিবীও তখন তদ্রূপ হতশ্রী হইয়া গেল। ১—৮। চৈতন্যলোপ হইলে

আমাদের অঙ্গসকল যেমন বিরসভাব ধারণ করে, সেইরূপ বিরিঞ্চির চৈতন্য বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হওয়ায় ধরাতল হতশ্রী হইতে লাগিল, চারিদিকে যুগপৎ নানা উপদ্রব হইতে আরম্ভ হইল। পাপানলে দগ্ধ হইয়া মানবগণ নরকের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। পৃথিবী দুর্ভিক্ষ, আকস্মিক দস্যু-তস্করের উপদ্রব, রাজার অত্যাচার, রোগ, শোক ও দৈন্য দারিদ্র্যাদি বিপত্তিতে পরিপূর্ণ হইল। কামিনীগণ দুশ্চরিত্রা হইয়া উঠিল, মানবগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কুকর্ম্মপরায়ণ হইল। ৯—১১। সূর্য্যদেব ধূলি ও নীহারিকায় আচ্ছন্ন হইয়া ধূসরবর্ণ ধারণ করিলেন। লোকসকল রোগ, শোক ও শীতাতপাদি ক্লেশে মহাব্যাকুল হইয়া পড়িল। অগ্নিকাণ্ডে, জল প্লাবনে ও যুদ্ধে দেশরাষ্ট্র উৎসন্ন হইয়া গেল। একেবারে বৃষ্টিবন্ধ হওয়ায় অন্নকষ্টে জনগণ পাপকর্ম্ম করিতে লাগিল। আকস্মিক প্রবল ব্যাতাদি-উৎপাতে পর্ব্বত, নগর প্রভৃতি সব বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কোথাও বা কেহ পুত্রবিয়োগ হইয়াছে বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, কেহ বা অনুষ্ঠানাপন্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে রোদন করিতে লাগিল, কোথাও বা মুনি ঋষি প্রভৃতি হিতৈষী সাধুর প্রাণবিয়োগ হওয়ায় জনগণ কাতর হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। জলাভাবে মানবগণ যেখানে সেখানে নির্ভয়ে কূপখনন করিতে লাগিল, জাতিবিচার না করিয়া রাজা ও অপরাপর জনগণ যাহার তাহার কন্যা বিবাহ করিতে লাগিল, তাহাতে বর্ণসঙ্কর হইতে লাগিল,—বিশুদ্ধ বর্ণ প্রায় রহিল না। জনগণের মধ্যে কেহ কেহ অন্নবিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল, কেহ কেহ চতুষ্পথে দেবতা প্রতিমা স্থাপন করিয়া তাহা দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কামিনীগণ বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিল। আপনার জীবিকার জন্যই প্রজাবর্গের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে লাগিল, লোকের জীবন কেবল দুঃখময় হইয়া উঠিল। নিখিল প্রজা কেবল ক্লেশই ভোগ করিতে লাগিল, নারীগণের কেবল অধর্ম্মের দিকেই মতি হইল। লোকেশ্বরগণ সুরাসেবী হইয়া ঘোর অত্যাচারী হইল। চতুর্দ্দিক কেবল অধার্ম্মিক লোকে পরিপূর্ণ হইল, বেদাদিশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জনগণ কেবল কুশাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিল। দুষ্ট-লোকের উন্নতি ও সাধু-লোকের অবনতি হইতে লাগিল। ভূপালগণ অসাধু হইয়া পড়িল, পণ্ডিতগণ তাহাদের নিকটে অবজ্ঞার পাত্র হইলেন। পৃথিবী কেবল লোভ, দ্বেষ, বিষয়ানুরাগ, ক্রোধ, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লোপ ইত্যাদি অনর্থে পরিপূর্ণ হইল। জনগণ স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মগ্রহণ করিতে লাগিল। পাষণ্ডগণ ব্রাহ্মণের প্রতি উৎপীড়ন অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। ঘোর পামরগণ সর্ব্বদা কেবল দুর্ব্বলের পীড়ন করিতে লাগিল। ১২—২০। দেব, দ্বিজের অধিষ্ঠিত গ্রাম ও পুরী সকল দস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। বিবেকহীন মানবগণ আপাতমধুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে অশেষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন লোকসকল ঘোর অলস হইয়া পড়িল। সকল প্রকার বিপত্তি আসিয়া ক্রমে সব উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। পুর ও গ্রামসকল ভস্মাবশেষ হইয়া গেল; জনাকীর্ণ নগর একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল। সর্ব্বত্র নভোমণ্ডলে সশব্দে ভস্মময় বাত্যা বহিতে লাগিল। হতভাগ্য প্রজাগণ বিপন্ন হইয়া গগনভেদী হাহাকার রব করিতে লাগিল। অন্নাভাবে প্রায় সকলেই চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ করিল। লোক পীড়ন করিয়া স্বীয় উদর পূরণ করিতে আরম্ভ করিল। সমস্তদেশ শুষ্ক হইয়া গেল। বসন্তাদি ঋতুর শোভা কুত্রাপি আর লক্ষিত হইল না। ব্রহ্মা বাহ্য-চৈতন্য উপসংহার করিয়া সমাধিমগ্ন হইলে পৃথিবীতে উক্তপ্রকার দুরবস্থা ঘটিল। মহাপ্রলয় আসন্ন, সকলেরই আসন্নমৃত্যু, অনেকে তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বিধাতা জলভাগ হইতে নিজ সংবিৎ সংহার করিয়া লইলেন, একারণে সাগরসকল মহাক্ষুভিত হইয়া উদ্বেল হইয়া উঠিল। সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া তীরে উঠিতে লাগিল, উত্তাল তরঙ্গমালা আন্দোলিত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ঘনগর্জ্জন করিতে করিতে সাগর সকল তীরস্থিত বনরাজি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। ২১—২৮। উত্তাল তরঙ্গমালা তীরে উঠিয়া আবর্ত্তের ন্যায় উদ্বর্ত্তিত হইতে লাগিল। উত্তুঙ্গ তরঙ্গসকল ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল আক্রমণপূর্ব্বক বড় বড় মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল উত্তাল তরঙ্গ ও আবর্ত্তের উচ্চ শব্দ গিরিগুহায় গিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে ঘন ঘন বারিবিন্দুবর্ষী মেঘনিচয়ে পর্ব্বতসকল আবৃত করিয়া ফেলিল। মকরাদি দুর্দ্দান্ত জলজন্তুগণ বেগচলিত তরঙ্গমালার উপরে বীরদর্পে পর্য্যটন করিতে লাগিল। তরঙ্গমালার উপরে ভাসমান মকরাদি জলজন্তুগণ গভীর অরণ্যমধ্যে বিশাল বৃক্ষরাজির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সিংহের গুহামধ্যে সমুদ্রের জলপ্রবাহ প্রবেশ করায় সিংহগণ বহির্গত হইয়া সম্মুখাগত কুম্ভীরাদি জলজন্তুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তরঙ্গবেগে আকাশের উপরে উৎক্ষিপ্ত রত্নরাজি নক্ষত্রনিচয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার সঙ্গে মকরাদি জলজন্তুগণ আকাশে উত্থিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী মেঘের উপরে উঠিয়া খেলা করিতে লাগিল। উচ্ছৃঙ্খল ঝটিকায় সমুদ্রের তরঙ্গমালার পরস্পর আঘাতে ঘোর শব্দ হইতে লাগিল। জলময় হস্তী সকল বিষম তরঙ্গাঘাতে মগ্নোন্মগ্ন হইয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, বড় বড় ঊর্ম্মি সকল প্রবল বায়ুবেগে অত্যুচ্চ গগনে উত্থিত হইয়া সূর্য্যদেবকে ধৌত করিয়া দিতে লাগিল। উচ্ছলিত সমুদ্রের খরস্রোতে সন্নিহিত পর্ব্বতসকল চূর্ণিত হইয়া গেল। ২৯—৩৪। সমুদ্র সকল তরঙ্গরূপ কর দ্বারা তটস্থ পর্ব্বতসকল অপহরণ করিতে লাগিল। সমুদ্রের জলপ্রবাহ উন্মত্ত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে গিরিগুহারূপ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভূপালগণ যেমন শত্রুপুরী আক্রমণ করিয়া শত্রু নিপাত করে, সেইরূপ সাগরের উত্তাল-তরঙ্গান্বিত জলপ্রবাহ তীরসন্নিহিত কানন আক্রমণে দাবানল প্রশমিত করিয়া দিল। উত্তালতরঙ্গমালা গভীর-গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশে উত্থিত হইয়া নভশ্চরগণের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে লাগিল। তীরসন্নিহিত কাননের বৃক্ষলতাদি স্রোতোবেগে উন্মূলিত হইয়া, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার সহিত আকাশে উঠিয়া, আকাশকেও কাননময় করিয়া তুলিল। উত্তাল তরঙ্গমালা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় আকাশ আচ্ছন্ন করিল। ঊর্দ্ধে উত্থিত বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গমালা মহাশব্দকারী বায়ু দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া অচলের ন্যায় চালিত হইতে লাগিল। গৈরিকাদি ধাতুর প্রভায় তীরের শোভাবর্দ্ধনকারী তীরস্থ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত হইতে তরঙ্গাঘাতে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড খসিয়া জলে পড়ায় ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। ভীষণ আবর্ত্তে পতিত মকরাদি জলজন্তুগণ

তরঙ্গাঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তীর হইতে নিপতিত পর্ব্বতসকল অতল জলধিতলে নিমগ্ন হইয়া গেল। ৩৫—৩৯। জলপতিত পর্ব্বতের গুহামধ্যে অনিয়ত তরঙ্গসংঘর্ষ হইতে থাকায় গুহামধ্যে স্ফটিকাদি মণি বহির্গত হইয়া সাগরের সহাস্যবদনের দন্তের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তরঙ্গাহত জলজন্তুসকল নিমগ্ন পর্ব্বতের দীর্ঘশৃঙ্গ ও গুহাবিবর আশ্রয় করিয়া সুস্থির হইতে লাগিল। সমুদ্রের কচ্ছপ সকল তীর সন্নিহিত জলপ্রবাহে পতিত পাদপনিচয়ের শাখাকুঞ্জমধ্যে নিলীন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। যমের মহিষ, ইন্দ্রের ঐরাবত ও দিগ্‌গজগণ সমুদ্রগর্ভে পর্ব্বতপতনশব্দে ভয়বিহ্বল ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। জল পতিত হইয়া মগ্ন-উন্মগ্ন পর্ব্বতের উপরে মৎস্য উঠিয়া খেলা করিতে লাগিল। ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বিপর্য্যস্ত কাননের মধ্যে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিয়া সে স্থান অতি শীতল করিয়া তুলিল। সমুদ্রগর্ভে বাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কাননের বৃক্ষনিচয় সাগরসলিলে গিয়া পতিত হওয়ায় ইন্ধনাভাবে দাবানল নির্ব্বাণ হইয়া গেল। জলমগ্ন পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া জলহস্তী সকল স্থলহস্তীর সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিল। সমুদ্র সকল সে সময়ে তরঙ্গান্দোলিত জলমগ্ন পর্ব্বতসমূহের সঙ্ঘর্ষণে উচ্ছলিত হইয়া উত্তালতরঙ্গভঙ্গী করত যেন নৃত্য করিতে লাগিল। ৪০—৪৫। বিশাল পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে যে সকল বনভূমি আছে, সেইখানে গিয়া প্রাণিগণ আশ্রয়-গ্রহণ করিল। উত্তাল তরঙ্গমালা জলে ভাসমান মৃত হস্তীর দেহরূপ বাদ্যবাদিত করিয়া পাতালমধ্যে অসুরগণের ন্যায় উদ্ভট-ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তৎপরে সেই বিক্ষুব্ধ সাগরে পতিত হইয়া দিগ্‌গজনিচয় শুণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক গগন-ভেদী বৃংহিত ধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাদের সেই অতি গভীর চীৎকারশব্দে পাতালরূপ তালু বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দিগ্‌গজ-সকল পৃথিবীধারণরূপ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সাগরে পতিত হইলে পৃথিবীর সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতরূপ স্তম্ভসকল উচ্চলিত হইল, ক্ষণকালমধ্যে পৃথিবীও স্বস্থানচ্যুত হইয়া বসিয়া পড়িল, চারিদিক্ হইতে সমুদ্রপ্রবাহ পৃথিবীর উপরে উঠিতে লাগিল। তখন পৃথিবী সেই সাগরোপরি শৈবাল-লতার ন্যায় ভাসিতে লাগিল। নভোমণ্ডলে তখন পুষ্করাবর্ত্তকাদি প্রলয় মেঘ গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সেই গর্জ্জনধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। আকাশ হইতে আবর্ত্তাকারে ধূমকেতু পতিত হইতে লাগিল। সেই ধূমকেতু সকল সুবর্ণ রত্নময়, দেখিতে ঠিক্ সিন্দূরলিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, সেই ধূমকেতুর ন্যায় আরও বিবিধ উৎপাতনিচয় উজ্জ্বল শিখা বিস্তারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিয়া আকাশ হইতে, দিক্ হইতে ও ভূমি হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। ৪৬—৫১। বিধাতা কর্ত্তৃক সঙ্কল্প সংহার করিয়া এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া পৃথ্যাদি ভূতসকল ও অসুরাদি ভূতসকল সাতিশয় বিক্ষোভিত হইল। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি ও যম ইহাদের প্রভাব ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মার শরীরে মিলিত হইল। এইজন্য ঐ চন্দ্রাদি দেবগণ পরস্পর কোলাহল করত পতনোন্মুখ হইলেন। ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হওয়ায় বৃক্ষসকল কটকট-শব্দে নিপতিত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। পর্ব্বতসকল ভূমিতে অধিষ্ঠান করিয়া দোলায় অধিরোহণজনিত আন্দোলন অনুভব করিতে লাগিল। ভূমিকম্পে কৈলাস, মেরু, মন্দর, প্রভৃতি বড় বড় পর্ব্বতসকল স্থানচ্যুত হইয়া গেল। কল্পবৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ পুষ্প-স্তবক বর্ষণ হইতে লাগিল। পর্ব্বত, সমুদ্র, নগর, কানন প্রভৃতি সমস্তই জীর্ণ-শীর্ণ ও প্রচণ্ড উৎপাতবাত্যায় আহত জনগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ মহাদেবের নেত্রানলে নিপতিত ত্রিপুরাসুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৫২—৫৬।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"বিরাট্‌দেহ ব্রহ্মা প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিতে (আপনার হৃদয়ে উপসংহার করিতে) আরম্ভ করিলে বাতস্কন্ধে অবস্থিত বায়ু (প্রবহবায়ু) গ্রহনক্ষত্রাদি ধারণরূপ স্থিতি পরিত্যাগ করিল। কারণ সেই বাতস্কন্ধরূপে অবস্থিত প্রবহাদি বায়ুই ঐ স্বয়ম্ভুর প্রাণ, সেই প্রাণবায়ু যখন তিনি আকর্ষণ করিয়া লইলেন, তখন কাহার সাধ্য গ্রহনক্ষত্রাদি ধারণ করিয়া রাখে। ব্রহ্মার প্রাণবায়ু ঐ বাতস্কন্ধ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলে গ্রহনক্ষত্রাদি ধারণা শক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সমতাপ্রাপ্ত হইয়া বিক্ষোভিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি যেমন উপরে উত্থিত হইয়া আবার নিম্নে পড়িতে থাকে, সেইরূপ আকাশের নক্ষত্রনিচয় আধারশূন্য হইয়া বৃক্ষ হইতে পুষ্পনিকরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে পবনাধার প্রশান্ত হইলে জগৎক্ষেত্রে উৎপন্ন সুকৃতরূপ শস্যের ভোগভূমি বিমানসকল কালক্রমে কর্ম্মক্ষয় হওয়াতে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। ১—৫। ব্রহ্মার সঙ্কল্পরূপ ইন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় খেচরদিগের গতি প্রশমিত হইয়া গেল। তাহারা (খেচরেরা) আপনাদের শক্তিলোপ হওয়ায় সেই প্রলয়-সমীরণে আকাশপ্রদেশে তুলারাশির ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে নিঃশব্দে ভূপতিত হইতে লাগিল। ভূমিকম্পে বিধূনিত হইয়া সুমেরুশৃঙ্গ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আবাসভূমি ও কল্পবৃক্ষসমস্তই ভূপাতিত হইতে লাগিল। ৬—৮। রাম কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনার উপদেশে বুঝিলাম, ব্রহ্মা চিৎসঙ্কল্পাত্মক মনঃস্বরূপ হইয়াই ব্রহ্মাণ্ড-শরীরে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে আমার মনে মহান সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। এই যে ভূর্লোকাদি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর রহিয়াছে, ইহা কি উক্ত সঙ্কল্পরূপী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মের অঙ্গ? আমার ত বোধ হয়, অঙ্গ হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম অমূর্ত্ত মনোময়, এই ভূর্লোকাদি মূর্ত্তিমান্ (মূর্ত্তিহীনের অঙ্গ কিছু মূর্ত্তিমান্ হয়তে পারে না, যদি অঙ্গ হয় ত কোন্ অঙ্গ? স্বর্গই বা কোন্ অঙ্গ? পাতালই বা কোন্ অঙ্গ? এবং কিরূপেই বা ইহা সঙ্কল্পময় ব্রহ্মার অঙ্গ হইল? আর এক কথা, যদি তিনি বিরাট্‌দেহ হন, তাহা হইলে তাঁহারই শরীরভূত এই ব্রাহ্মণ্ডের এক কোণে সত্যলোকে তিনি কিরূপে থাকিলেন? আমার ত ধারণা হইয়াছে যে, ব্রহ্মা নিরকার সঙ্কল্পময়, আর এই জগৎ সাকার। এই জন্যই এইরূপে সন্দিহান হইয়াছি। যদি ইহা অন্যকোন্ প্রকার হয়, তাহা হইলে আপনি তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ৯—১১। বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রথমে ত ইহা, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, ছিলেন কেবল একমাত্র সর্ব্বব্যাপী নিরাময় চিদ্রূপী

পরমাকাশ। সেই পরমাকাশই স্বীয় আকাশভাবকে এই দৃশ্যরূপে ভাবনা করেন তিনি চিন্ময়ত্বনিবন্ধন আপনার স্বরূপত্যাগ না করিয়াই (সর্ব্বদা আপনার স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই) চেতন হন। হে রাম। তুমি জানিবে, সেই চেতনই ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া জীব ও মনোরূপে পরিণত হন। এইরূপে সমস্তই যখন চিদাকাশে অভ্যাসবশতঃ উৎপন্ন, তখন সাকার কিছুই হইতে পারে না। সেই বিশুদ্ধ চিদাকাশ এখনও সেই পূর্ব্বের ন্যায় আপনার স্বরূপেই অবস্থিতি করিতেছেন। এই যে দৃশ্য-প্রপঞ্চ প্রতিভাত হইতেছে ইহা উক্ত শান্তিময় চিদাকাশ হইতে ভিন্ন নহে। ১২—১৫। অনন্তর সেই নিশ্চল অক্ষয় আকাশই সঙ্কল্পাত্মক হইয়া 'অহং' ভাবনা করত মনোরূপ ধারণ করে। সেই সঙ্কল্পময় চিদাভাস 'আমি' ইত্যাকারে ভাবিত হইয়া, সর্ব্বদা আকাশে আকাশরূপে অবস্থিতি করিয়াও ক্রমে মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চ অনুভব করিতে থাকে। ভাবনাবলে সেই আকাশ-আকার দর্শন করে, সুতরাং সে আকারও সঙ্কল্পাত্মক শূন্যই জানিবে। তুমি যেমন শূন্যকেই সঙ্কল্পবশে নগররূপে ভাবনা কর, সেইরূপ অজ চিদাকাশ আকাশে আকাশকেই দেহদর্শন করেন, দেহ বলিয়া অনুভব করেন। চৈতন্য নির্ম্মলস্বরূপ বলিয়া যতদিন তাঁহার এইরূপ ভাবনা থাকে, ততদিন দেহাদি অনুভব করিয়া আবার স্বেচ্ছাক্রমে ভাবনার বিলয় করিয়া আপনা আপনি লয়প্রাপ্ত হন। ১৬—২০। যখন আমাদের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান হইবে, তখন তুমি এই সংসারকে শূন্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে। যথার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে বাস।শান্ত হইয়া যায়। অহঙ্কারশূন্য অদ্বৈত পরব্রহ্ম মোক্ষরূপে অবশিষ্ট হইয়া যায়। হে রাম। এইরূপে যিনিই ব্রহ্মা, তিনিই জগৎ হইতেছেন। হে রাম! এই জগৎ এইরূপে বিরাট্দেহে ব্রহ্মার দেহ হইয়াছে। সঙ্কল্পময় চিদাকাশের যে ভ্রান্তি, তাহাই জগৎ, তাহাই ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কথিত হয়। সঙ্কল্পময় যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই সেই চিদাকাশ। বস্তুতঃ ইহাতেই জগৎ, তুমি আমি কিছুই নাই। ২১—২৫। নির্ম্মল চিন্ময় আকাশে কিরূপেই বা জগৎ থাকিবে? কিরূপেই বা উৎপন্ন হইবে? এ বিষয়ে সহকারী কারণই বা কে হইবে? অতএব যাহাকে জগৎ বলিয়া দেখিতেছ, তাহা অলীক, যাহা আস্বাদন করিতেছ, যাহা তোমার রুচিকর বোধ হইতেছে, যাহা দেখিতেছ, সমস্তই অলীক, সমস্তই শূন্য। বস্তুতঃ চৈতন্যই নিজে অজ্ঞলোকদিগের নিকটে জগদাদিরূপে আস্বাদমান হইতেছেন। বায়ু যেমন স্পন্দরূপে অনুভূত হয়, সেই আত্মা এই দ্বৈতরূপে অনুভূত হইতেছেন। দ্বৈতভাব বর্জ্জন করিলে এই প্রপঞ্চকে কিছু (সত্য) বস্তু বলা যাইতে পারে, দ্বৈত-বর্জ্জন না করিলে—দ্বৈতভাব স্বীকার করিলে ইহা কিছুই নহে। ফলতঃ তুমি অচ্ছ নিরাময় শূন্য চিদাকাশকেই জগৎ বলিয়া জানিও। হে রাঘব! আমার ন্যায় তুমিও যথার্থ-(চৈতন্য) জ্ঞানে সৎ, অযথার্থ-(দেহাদি) জ্ঞানে অসৎ। তোমাতে কোন প্রকার বিশেষত্ব নাই, অতএব তুমি এসকল দেহাদির প্রতি মমতাশূন্য হইয়া অবস্থান কর। ২৬—৩০। তুমি বাসনাবিবর্জ্জিত শান্তমনা, চাঞ্চল্যশূন্য ও মৌনী হইয়া কেবল উপস্থিত আবশ্যকীয় নিজকর্ম্ম সম্পাদন কর, অথবা তাহা করিও না। যদি কর ত একেবারেই আসক্ত হইও না। যিনি অনাদি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, তিনিই দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান হন; তদ্ভিন্ন দৃশ্য বলিয়া আর কোন বস্তুই নাই। সেই অনাদি নিত্য বস্তুর যথার্থস্বরূপ জ্ঞান হইলে ইহা স্পষ্টই বোধ হয়; যতদিন তাহা না হয়, ততদিন এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ হৃদয়পটে সুদৃঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে। সেই ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞানই এই দৃশ্য-বিস্তারের কারণ। ৩১।৩২।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭২।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! আপনার উপদেশে আমি এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, বন্ধন, মুক্তি ও জগৎ এ সকল প্রভেদশূন্য নহে, সৎও নহে (আত্মসত্তায় অসৎ নহে, এবং পৃথক্ সত্তাস্বীকারে সৎও নহে) এবং সকলের আদি যে আত্মা তিনি অনির্ব্বচনীয় বস্তু, তাঁহার অন্তও নাই, উদয়ও নাই। তথাপি হে মুনিবর! আর একবার আমার নিকটে ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন। আপনার অমৃতোপম উপদেশ-বাক্য বারবার শুনিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। হে বিভো! এই যে সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপার দর্শন এবং শূন্যতাদি জ্ঞান এ সকলের কিছুই সত্যও নহে, অসত্যও নহে। যাহা সত্য, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তথাপি আর একবার আপনি সৃষ্টির অনুভব কি প্রকার, তাহা বর্ণন করিয়া আমার উক্ত প্রকার বোধ সুদৃঢ় করিয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! এই দেশ-কাল-ক্রিয়াদি-বিশিষ্ট স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছুই দৃষ্ট হইতেছে, ইহার নাশ—মহানাশ অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতির শেষ অবস্থাবিপর্য্যয়—মহাপ্রলয় নামে অভিহিত হয়, এই মহাপ্রলয় হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই শান্ত অতিনির্ম্মল অজ অনাদি ব্রহ্ম, সে ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া কিরূপে সম্ভবে? সুমেরু-পর্ব্বত যেমন সর্ষপের কাছে অতিস্থূল, সেইরূপ শূন্য আকাশ তাঁহার নিকটে অতিস্থূল। আমরা ত্রসরেণুকে যেরূপ পর্ব্বত অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া বিবেচনা করি, সেইরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা অপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম, মহাপ্রলয়ের পরে সেই অনুভবরূপী আদ্যশান্ত পরমাকাশে থাকিয়া দিক্ বা কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সঙ্কল্পশূন্য মহান্ চিদাকাশ স্বপ্নের ন্যায় অতীত-জগতের একটা সুদৃঢ় সংস্কার পরমাণুভাব যেন অনুভব করিতে থাকেন। স্বপ্নের ন্যায় আপনার অভ্যন্তরে ঐ অসত্য পরমাণুভাব পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রহ্ম-শব্দের বিশাল চিদ্রূপ অর্থ ভাবনা করেন। ঐ চিৎস্বরূপই চিন্ময়ত্বনিবন্ধন অন্তরে আপনার চিদণুত্ব ভাবনা করেন। তাহার পরে সেই ভাবনা করিতে করিতে তিনি দ্রষ্টার ন্যায় হইয়া পড়েন। লোকে স্বপ্নে যেমন আপনাকে নিজেই মৃত দর্শন করে, সেইরূপ ঐ অণু-প্রমাণ চৈতন্য আপনাতে আপনিই দ্রষ্টা হন। তাহার পরে ঐ চিৎস্বরূপে এক হইলেও আপনাতে দ্বিত্ব দর্শন করিয়া আপনাতেই দৃশ্য ও দ্রষ্টা উভয়রূপ হইয়া অবস্থিতি করেন। উক্ত চৈতন্য-শূন্য—অত্যন্ত নিরাকার হইলেও আপনার অণুপ্রমাণ শরীর দর্শন করিয়া দৃশ্যরূপে উদিত হন, এবং সেই দৃশ্য সূক্ষ্ম শরীরের দ্রষ্টাও হইয়া উঠেন। তাহার পরে ঐ অণুপ্রমাণ স্বীয় রূপকে প্রকাশময় দর্শন করিয়া সেই অনুভব-বলে অঙ্কুরভাবপ্রাপ্ত বীজের ন্যায় উচ্ছূনভাব (স্ফীতভাব) অনুভব করিতে থাকেন। ১—১৭। সেই সঙ্গে সঙ্গেই তখন দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, দ্রষ্টা ও দর্শন

অব্যক্তস্বরূপ প্রকাশিত হয় না, সে সময়ে বাক্যাদি ব্যবহার আবির্ভূত না হওয়ায় ঐ দেশাদি অব্যক্ত অর্থাৎ নাম-বিবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করে। ঐ অণুপ্রমাণ চৈতন্ত যে স্থানে প্রকাশ হয়, তাহাকে দেশ বলে, যে ক্ষণে প্রকাশ পায়, তাহাকে কাল বলে, ঐ প্রকাশকে ক্রিয়া বলে। ঐ প্রকাশ দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকে দ্রব্য বলে, ঐ উপলব্ধির কর্ত্তা যে তাহাকে দ্রষ্টা বলে, এবং ঐ উপলব্ধিকে দর্শন বলে। দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াদি কল্পনার আধার বলিয়া ঐ উপলব্ধ-বিষয়কে দ্রব্য বলা হয়। এইরূপে আকাশেই আকাশরূপী অসত্য দেশকালাদি পরিচ্ছিন্ন অথবা অনন্ত উচ্ছৃনভাবে (উপচয়) ক্রমে উদিত হইয়া থাকে। ঐ সূক্ষ্ম চৈতন্যরূপী জীবের প্রকাশ যে ছিদ্র দ্বারা দেখা যায় সেই ছিদ্র দেহবর্ত্তী হইলে চক্ষু হয়। এইরূপে পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। ঐ ইন্দ্রিয়পঞ্চকের বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমে যে বিষয়টী উৎপন্ন হয়, এবং যতক্ষণ তাহার নাম না হয়, ততক্ষণ তাহা তন্মাত্র-নামে অভিহিত হয়, সেই বিষয়টী আকাশরূপী,—অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম। এইরূপ উক্ত চিদণুর প্রকাশরূপ আকাশই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া পরিপুষ্ট দেহ হয়। সেই দেহ (আতিবাহিক দেহ) রূপাদির অনুসন্ধান করিয়া ইন্দ্রিয়পঞ্চক অনুভব করে। উক্ত চিদণু এইরূপে দৃশ্যশব্দাদির বারংবার অনুভব করিয়া পরিপুষ্ট হয়, সেই পরিপুষ্ট অবস্থাকে গৃহীত বিষয়সকলের স্মরণাবস্থায় জ্ঞান (চিত্ত) বলা হয়, নিশ্চয়কর অবস্থাকে বুদ্ধি বলা হয় এবং সঙ্কল্পবিকল্প দশায় তাহাকে মন বলা হয়। পরে সেই মনঃ অহঙ্কারপদে আরূঢ় হইয়া আপনা আপনিই আপনার দেশকাল-কৃত পরিচ্ছেদ স্বীকার করে। উক্ত চিদণুর শব্দাদি-বিষয়জ্ঞান প্রথম যখন উৎপন্ন হয়, তাহার পরবর্ত্তী জ্ঞানের সময়ে সেই অতীত জ্ঞানসময় পূর্ব্ব নামে অভিহিত হয়। তাহার পরে জ্ঞানে তাহা ঊর্দ্ধনামে অভিহিত হয়। উক্ত চিদণু এইরূপ ক্রমে দিক্-সকলের নাম কল্পনা করিয়া থাকে। উক্ত চিদণু আকাশের ন্যায় বিশদ হইলেও নিজেই দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও শব্দের অর্থজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ আকাশরূপী চিদণু আপনার আকাশস্বরূপেই উক্তরূপ অনুভব করিতে করিতে আতিবাহিক দেহ হইয়া পড়ে। ১৮—৩০। আতিবাহিক দেহ হইয়া উক্ত চিদণু বহুকাল ভাবনা করিতে করিতে আপনাকে আধিভৌতিক বলিয়া নিশ্চয় করে। এইরূপে নির্ম্মল আকাশে আকাশই ঈদৃশ বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে, ফলতঃ ইহা মরীচিকা-নদীর সলিলের ন্যায় অত্যন্ত অসৎ। তৎপরে আকাশময় ঐ চিদণু আপনার শরীরের কোথাও মস্তক কল্পনা করে, কোথাও চরণ কল্পনা করে, কোথাও বক্ষঃকল্পনা করে, এইরূপে সমুদয় অবয়ব কল্পনা করিয়া, ভাব, অভাব, আদান, বিসর্জ্জন, ইত্যাদি ভেদজ্ঞানের আধারস্বরূপ দেশকালাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিপুষ্ট আকার কল্পনা দ্বারা নিশ্চয় করিয়া লয়। ক্রমে তাহার সেই আকার ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। অনন্তর সেই চিদণু আত্মকল্পিত হস্তপদাদিমান্ আকৃতি প্রত্যক্ষ করে। এইরূপে উক্ত চিদণু ব্রহ্মা হয়, বিষ্ণু হয়, মহাদেব হয়, কৃমি হয়, অথচ কিছুই হয় না;—যেমন তেমনই থাকে, শূন্য শূন্যেই বিদ্যমান থাকে, জ্ঞান জ্ঞানেই বিদ্যমান থাকে। ঐ যে ব্যষ্টিভূত কল্পিত চিদণু, উহার সমষ্টিভূত চিদণু—যিনি ব্রহ্মা, তিনি ব্যষ্টিভূত শরীরের আধার, ত্রৈলোক্যরূপ লতার বীজ, তিনিই মুক্তিদ্বারে সৃষ্টিরূপ অর্গল (খিল) প্রদান করিয়া থাকেন। তিনিই সংসাররূপ বারিধারার মেঘস্বরূপ, তিনি নিখিল কার্য্যের কারণ, কালক্রিয়া প্রভৃতির নেতা, তিনিই সকলের আদি পুরুষ। তিনি বাস্তবিকই উৎপন্ন নহেন, তথাপি উৎপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাঁহার ভৌতিক-দেহ নাই, তাঁহার শরীরে অস্থিও নাই, কেহই তাঁহাকে মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নকালে মেঘ-গর্জ্জন, সাগরগর্জ্জন, সিংহগর্জ্জন প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া উত্তেজিত হইলেও বাস্তবপক্ষে নিঃশব্দ হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ তিনি এই বিরাট্‌বপুঃ হইয়াও স্বীয় প্রপঞ্চহীন সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন জাগরিত ব্যক্তির নিকটে স্বপ্নে দৃষ্ট যোদ্ধাদিগের কোলাহল স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকায় অসৎও বোধ হয় না, সৎ বলিয়াও বোধ হয় না, সেইরূপ এই জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহার নিকটে সৎও নহে, অসৎও নহে। ৩১—৪৩। তিনি বহুলক্ষযোজন-পরিমিত বিশালদেহ হইলেও তাঁহার লোম-মধ্যে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করিলেও তিনি পরমাণুর মধ্যে প্রতিভাত হন। ঐ অজ ব্রহ্মা কুলপর্ব্বত রূপগুণ দ্বারা বদ্ধ জগৎসমূহাত্মক হইলেও আবার এত সূক্ষ্ম যে, বটবীজপ্রমাণ সূক্ষ্ম ছিদ্রও পূর্ণ করিতে পারেন না। তিনি শতকোটি জগৎরূপে বিস্তীর্ণ হইলেও যে অণুপ্রমাণ, সেই অণুপ্রমাণই রহিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় কোন স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত নহেন। উহাঁকেই স্বয়ম্ভূ বলা হয়, ইনিই বিরাট্ বলিয়া কথিত হন, ঐ ব্রহ্মাই ব্রহ্মাণ্ডরূপী ও জগৎশরীর বলিয়া কথিত হন, অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি আকাশময়। তাঁহাকেই সনাতন বলে, তাঁহাকেই রুদ্র বলে, তিনিই ইন্দ্র উপেন্দ্র, বায়ু মেঘ প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। প্রথমে তিনি অণুপ্রমাণ সূক্ষ্ম চৈতন্য, তাহার পরে তেজোময় চিত্তস্বরূপ হইয়াছিলেন, পরে তিনি ক্রমে এই বিরাট্ দেহ ধারণ করিয়া 'এই ব্রহ্মাণ্ডই আমি' ইত্যাকার অনুভব করিতে থাকেন। সেই ব্রহ্মা স্পন্দসঙ্কল্প করিয়া স্পন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই অনুভূয়মান স্পন্দ বায়ু নামে বিখ্যাত হইয়া ক্রমে বাতস্কন্ধ অর্থাৎ আবহ প্রভৃতি সপ্তপ্রকার বায়ুচক্ররূপে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ বাত-স্কন্ধই তাঁহার প্রাণ ও অপানবায়ুর স্পন্দ। উহা তিনি সঙ্কল্পবলে প্রথমে স্পন্দরূপেই অনুভব করেন। বালকে যেমন পিশাচ কল্পনা করে, (কল্পনাবলে পিশাচ দর্শন করে) সেইরূপ তিনি চিত্তে যে অসত্য তেজঃকণা কল্পনা করেন, তাহাই এই আকাশের সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইয়াছে। তাঁহার জঠর হইতে যে প্রাণ-অপান বায়ু বহিতেছে, সেই বায়ুর গতায়াতরূপ দোলাই ঐ বাতস্কন্ধ নাম ধারণ করিয়াছে। জগৎ ঐ ব্রহ্মার বিশাল বক্ষঃস্থল। প্রত্যেক জীবগত বাসনায় যে ব্যষ্টিভূত শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যাহা হইতেছে, এ সকলেরই আদি বীজ ঐ ব্রহ্মা। ৪৪—৫৪। ঐ ব্রহ্মাই নিখিল ব্যষ্টিভূত জীবের বাসনাস্বরূপ, এইজন্য তাঁহা হইতে বাসনাময় ব্যষ্টিদেহসকলও উৎপন্ন হইয়া তাঁহারই অন্তরে অবস্থিতি করিতেছে। সেই আদিবীজের চৈতন্য আদি বীজেও যেমন ছিল, অদ্যাপি প্রত্যেক জীবেও সেইরূপ অবস্থিতি করিতেছে, সেই হিরণ্যগর্ভের বাস্থিত চৈতন্যই সর্ব্বত্র একভাবে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্র সেই ব্রহ্মার শ্লেষ্মা, সূর্য্য তাঁহার পিত্ত,

বায়ু তাঁহার বায়ু, গ্রহনক্ষত্র, তাঁহার নিষ্ঠীবন শ্লেষ্মবিন্দু, পর্ব্বতসমূহ তাঁহার অস্থি, মেঘসমূহ তাঁহার মেদোমাংস, ব্রহ্মাণ্ডকটাহের ঊর্দ্ধকপালখণ্ড তাঁহার মস্তক, অধোবর্ত্তী কপাল-খণ্ড তাঁহার চরণ, এই ব্রহ্মাণ্ডের যে আবরণ আছে, বহু দূরে আছে বলিয়া আমরা তাহা দেখিতে পাই না, সেই আবরণ তাঁহার চর্ম্ম। হে রাম। তুমি এই জগৎকে সঙ্কল্পময় ঐ বিরাট্‌দেহ ব্রহ্মারই কল্পনাত্মক শরীর বলিয়া জানিবে। অতএব আকাশ, পর্ব্বত, পৃথিবী, সাগর প্রভৃতি সমস্তই চিদাকাশ, অতএব সবই শান্ত। ৫৫—৫৯।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম। সেই পাষাণের মধ্যে ব্রহ্মার কল্পনায় যে জগৎ দেখিয়াছিলাম, সেই জগদ্রূপ ব্রহ্মশরীরের অঙ্গ-সন্নিবেশবৈচিত্র্য কি প্রকার?—অর্থাৎ কিরূপ ব্যবস্থায় কোন্‌টী তাঁহার কোন অঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরম যে চিদাকাশ, তাহাই ঐ বিরাট্‌রূপ ব্রহ্মার শরীর, ঐ শরীরের আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, এই জগৎরূপ শরীর তাঁহার ঐ চিদাকাশ শরীরের কাছে অতি লঘু। কারণ এই ব্রহ্মাই আপনার কল্পনাসম্ভূত ব্রহ্মাণ্ড শরীরের বাহিরে সঙ্কল্পহীন অবস্থায় ফাঁকা চিদাকাশরূপে অবস্থান করিয়া আপনার কল্পনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া থাকেন। পরমার্থ-দৃষ্টিতে তাহা আকাশস্বরূপই। এই ব্রহ্মা প্রথমে তৈজসাকার হইয়া পরিপুষ্ট হওত আপনার সঙ্কল্পময় তৈজস অণ্ডকে পক্ষীর অণ্ডের ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ঐ অণ্ডের দূরস্থ আকাশময় এক ভাগকে তিনি ঊর্দ্ধভাগ বলিয়া মনে করেন, নিম্নবর্ত্তী পৃথিবীরূপ ভাগকে তিনি অধোভাগ বলিয়া মনে করেন, ঐ দুই ভাগই তাঁহার আত্মস্বরূপ,—পৃথক্ নহে। ১—৭। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মাণ্ডভাগ ইঁহার মস্তক, অধোবর্ত্তী-ভাগ ইঁহার চরণ, এবং মধ্যভাগ (আকাশ) ইঁহার নিতম্ব। দূরাবস্থিত ঐ ঊর্দ্ধ ও অধোভাগদ্বয়ের মধ্যভাগকে লোকে অতিবিস্তৃত অনন্ত শ্যামবর্ণ আকাশরূপে দর্শন করিয়া থাকে। স্বর্গ ইঁহার তালুদেশ, নক্ষত্রনিচয় ইঁহার রুধিরবিন্দু। দেব, দানব ও নরগণ ইঁহার দেহস্থিত বুদ্ধি ও প্রাণবায়ুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তি (স্পন্দ)। ভূত, প্রেত ও পিশাচ উহাঁর দেহমধ্যবর্ত্তী কৃমি, সূর্য্যলোক, চন্দ্র-লোক ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ উহাঁর দেহস্থিত ছিদ্র। ব্রহ্মাণ্ডের অধোবর্ত্তী খণ্ডের তলদেশ ইঁহার পাদতল। পৃথিবীর অধোবর্ত্তী পাতালবিবর ইঁহার জানুবিবর। জলপ্রবাহে চঞ্চলায়মান, সমুদ্র ও দ্বীপরূপ কাঞ্চীসূত্রে পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল উহাঁর শরীরের মধ্যবর্ত্তী জঘন ও নিতম্বমণ্ডল। কলকল শব্দে জলবাহিনী নদী-সকল উহাঁর দেহমধ্যবর্ত্তী শিরা, সেই নদী সকলের জল ঐ শিরাসকলের মধ্যবর্ত্তী রস। জম্বুদ্বীপ উহাঁর হৃৎপদ্ম, সুমেরু ঐ হৃৎপদ্মের কর্ণিকা। শূন্য দিক্‌সকল উহাঁর উদর। পর্ব্বত সকল উহাঁর শরীরমধ্যবর্ত্তী যকৃৎ ও প্লীহাদি। বজ্রখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান কোমল স্নিগ্ধ মেঘসকল উহাঁর মেদোমাংস। চন্দ্র-সূর্য্য উহাঁর লোচনদ্বয়, ব্রহ্মলোক উহাঁর মুখ, সোমরস উহাঁর শুক্র, হিমালয় পর্ব্বত উহাঁর শ্লেষ্মা, অগ্নিলোক ও বাড়বানল উহাঁর পিত্ত। বাতস্কন্ধ নামে প্রসিদ্ধ আবহ, নিবহ প্রভৃতি মহা-বায়ুসকল উহাঁর হৃদয়ের প্রাণ-অপানাদি বায়ু। ৮—১৫। কল্প-বৃক্ষের বন ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য কানন ও উপবনসকল এবং সর্পসমূহ উহাঁর শরীরের রোমাবলী, ঊর্দ্ধবর্ত্তী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড ইহাঁর বিশাল মস্তক। ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডের মধ্য হইতে যে, প্রদীপ্ত জ্যোতি নির্গত হইতেছিল, তাহাই উহাঁর মস্তকের শিখা। ইনি নিজেই মন, এইজন্য ইহাঁর আর স্বতন্ত্র মনের কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। ইনি নিজেই কল্পিত মনঃ, সেই মনঃই এই সমস্ত ভোগ করিতেছে, নতুবা আত্মা কোথায় কাহার ভোক্তা হইয়াছে বল দেখি? ইনি নিজেই ইন্দ্রিয়বর্গ, তদ্ভিন্ন ইহাঁর পৃথক্ ইন্দ্রিয় কিছুই নাই। কারণ ইন্দ্রিয়গণও তাঁহার কল্পনামাত্র, মনও যাহা, ইন্দ্রিয়ও তাহা, অবয়ব ও অবয়বীর ন্যায় ইন্দ্রিয় ও মনের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, উহা একই। স্বপ্নেও ত দেখিয়াছ যে, একমাত্র মনঃই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে। স্বপ্নকালে বাহ্যইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয়-অবস্থায় থাকে, একা মনঃই সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ ধারণ করিয়া কাল্পত বস্তু দর্শন করে। ১৬—২০। জগতের যাবতীয় লোকের কার্য্য,—সমস্তই তাঁহার কার্য্য, কারণ তাঁহার সঙ্কল্পই ব্যষ্টিভূত। সমস্ত পুরুষের বেশে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। তাই বলিয়া আমাদের জন্ম-মৃত্যুতে যে তাঁহার জন্ম-মৃত্যু হইবে তাহা নহে, জীব-সমষ্টিভূত জগতের জন্মমৃত্যুই তাঁহার জন্মমৃত্যু বলিয়া জানিবে, তদ্ভিন্ন ইহার অন্য আর জন্ম-মৃত্যু নাই। কারণ এই জীবসমষ্টিরূপ জগৎও আমাদের সঙ্কল্পরূপী সেই ব্রহ্মা, তিনি ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই নাই। তাঁহার সত্তাতেই জগতের সত্তা, তাঁহার মৃত্যুতেই জগতের মৃত্যু। বায়ু ও তদীয় স্পন্দের সত্তা যেমন এক, জগৎ ও ব্রহ্মার সত্তাও তদ্রূপ একই। জগৎ যাহা, সেই বিরাট্ ব্রহ্মাও তাহা, যিনি বিরাট্, তিনিই জগৎ। জগৎ, ব্রহ্মা ও বিরাট্,—এই তিন শব্দ একার্থক, ইহা বিশুদ্ধ চিদাকাশেরই সঙ্কল্প। ২১—২৫। রাম কহিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! সেই বিরাট্ ব্রহ্মা আকাশরূপী হইয়াও সঙ্কল্পবশে সাকার হইতে পারেন, ইহা এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেই ব্রহ্মা আপনার দেহের মধ্যে ব্রহ্মলোকে কিরূপে থাকিলেন, ইহা এক্ষণেও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আপনি এই বিষয় আমাকে আর একবার শুনাইয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম। ধ্যান করিবার সময় তুমি যেমন আপনার দেহমধ্যে অবস্থিতি কর, আমাদের সঙ্কল্পরূপী পিতামহও সেইরূপ দেহমধ্যে অবস্থিতি করেন। যাঁহারা বিবেকী পুরুষ, তাঁহারা স্পষ্ট অনুভবই করিয়া থাকেন যে, দেহের-(স্থূলশরীরের) মধ্যে এই দেহের প্রতিবিম্বের ন্যায় আর একটী দেহ অবস্থিতি করে (সে দেহ অতিবাহিক)। অতএব যখন তুমিও নিজদেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতে পার, তখন আমাদের পিতামহ সঙ্কল্পময় ব্রহ্মা নিজদেহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারিবেন না কেন? স্থাবর জীবও যখন আপনার বীজ দেহমধ্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়, তখন ব্রহ্মা ও কল্পনাত্মক চৈতন্য আপনার দেহে থাকিবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? ২৬—৩০। সুতরাং ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডাকারে সাকারই হউন, আর আকাশরূপে নিরাকারই হউন, তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছেন। তিনি বাহিরে বিরাট্-ব্রহ্মাণ্ডরূপে অন্তরে (ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে) 'আমি' 'তুমি' ইত্যাদি ব্যষ্টি-

সমষ্টি ভৌতিকরূপে, এবং আত্মার (স্বরূপে) আত্মারাম হইয়া, কাষ্ঠের ন্যায় মৌনী ও পাষাণের ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। কেবল যে ব্রহ্মাই এইরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা নহে, তত্ত্ববিদ্ মাত্রেই এইরূপে অবস্থিতি করিতেছেন,—তত্ত্ববিদ্ অপরের অপরাধ এতই সহ্য করেন যে, যদি কেহ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আবার ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবেই অবস্থিতি করেন, তাহাতে কিছুমাত্র কুপিত হন না। জলপ্রবাহের ন্যায় যদি তাঁহাকে কেহ নিরুদ্ধ করে, বা অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া দেয়, তাহা হইলেও তিনি যেরূপভাবে অবস্থিত, সেইরূপ ভাবেই থাকেন। তিনি বিবিধ কার্য্যজালে জড়িত হইলেও অন্তরে পাষাণের ন্যায় অটল ও সুস্থির হইয়া অবস্থিতি করেন। হর্ষ, ক্রোধ বা বিষাদাদি দ্বারা কিছুমাত্র বিকৃত হন না। ৩১—৩৩।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হইলে, আমি ব্রহ্মলোকের সম্মুখে অবস্থান-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, পশ্চাংভাগে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রখরতেজাঃ, অন্য একটী সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। বোধ হইল যেন, দিঙ্মণ্ডলে দিগ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে, পর্ব্বতস্থ অরণ্যে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে, আকাশে যেন বহ্নিলোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সাগরে যেন বাড়বাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার পরে আবার দেখিলাম, নৈর্ঋতকোণে এক জ্বলন্ত সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। ক্রমে দেখিলাম, দক্ষিণদিকে সূর্য্য, অগ্নিকোণে সূর্য্য, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য, ঈশানকোণে সূর্য্য, উত্তরদিকে সূর্য্য, বায়ুকোণে সূর্য্য, পশ্চিমদিকে সূর্য্য, এইরূপ সকলদিকে সূর্য্য দেখিয়া আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তাহার পরে, এইরূপ দুর্দ্দৈবের বিষয় বিচার করিয়া দেখিতেছি, এমত সময়ে সমুদ্র হইতে বাড়বানলের ন্যায় ভূতল হইতে এক সূর্য্য উঠিলেন। ১—৬। তাহার পর দিক্সমূহের অন্তরালদেশেও ঐ সমস্ত সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় আরও তিনটী সূর্য্য উদিত হইলেন। ঐ সূর্য্য সকলের মধ্যস্থলে উদিত, ঐ সূর্য্যত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিতয়াত্মক রুদ্রেরই আকৃতি। সেই সূর্য্যসমূহাত্মক রুদ্রশরীরের তিনটী লোচন, ঐ তেজোমূর্ত্তি দ্বাদশটী সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছে। দাবানলে যেমন শুষ্ক অরণ্য দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ সেই দ্বাদশ দিবাকর চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগতের রসভাগ একেবারে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, দারুণ গ্রীষ্ম উপস্থিত হইল। অগ্নি নাই, অঙ্গার নাই, অথচ ঝটিতি অগ্নিদাহ হইতে লাগিল। হে পদ্মপলাশলোচন! সেই অগ্নিশূন্য অগ্নিদাহে (সূর্য্যকিরণসন্তাপে) আমার অঙ্গ অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন দাবানল দ্বারা দগ্ধ হইয়া গেল। পরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া সবেগে নিক্ষিপ্ত কন্দুকের ন্যায় একেবারে দূরবর্ত্তী (ঊর্দ্ধ) আকাশে গিয়া উঠিলাম। দূরতর আকাশে উঠিয়া দেখিলাম, প্রচণ্ডতেজাঃ দ্বাদশ সূর্য্য একেবারে দশদিকে উদিত হইয়া ঘোরতর তাপ প্রদান করিতেছেন। ৭—১২। দিঙ্মণ্ডলব্যাপী বহ্নিশিখার ন্যায় আকাশের নক্ষত্রনিচয় পিণ্ডীভূত হইয়া যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সপ্তসাগর ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে, সমস্ত জগৎ ও সমস্ত পুরী যেন শিখাসমন্বিত অঙ্গারে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বহ্নিশিখারূপ রক্তবর্ণ পটসমূহে দিক্সকল সিন্দূরায়মান হইয়া উঠিয়াছে। প্রজ্বলিত দিক্পালভবনে বিদ্যুৎপুঞ্জ পটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ১৩—১৫। গৃহসমূহ কটকট চটচট শব্দে বহ্নি-দগ্ধ হইতেছে। ভূতল হইতে উত্থিত শিলার ন্যায় ঘন দণ্ডাকার ধূমপটলে এই জগদ্রূপ গৃহ যেন সহস্র সহস্র কাচময় স্তম্ভে শোভিত হইতেছে, দহ্যমান প্রাণিসমূহের গগনভেদী উচ্চ চীৎকারে চতুর্দ্দিক্ অতি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে দহ্যমান প্রাণিবর্গ ও গৃহ, বৃক্ষ, প্রস্তরাদি পতিত হওয়ায় অধোবর্ত্তী পদার্থনিচয় চটচট শব্দে স্ফুটিত হইয়া যাইতেছে। যে খানেই দৃষ্টিপাত করি, দেখি,—দহ্যমান জনগণ ছুটাছুটি করিতেছে। ঊর্দ্ধদেশ হইতে নক্ষত্রনিচয়ের নিপাত-জনিত আঘাতে ধরাতলস্থিত রত্ননিকর চূর্ণিত হইয়া যাইতেছে, চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি মৃত-প্রাণী পড়িয়া চটচট শব্দে বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের পূতিগন্ধে তত্তৎস্থান একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। মহাসাগরের জলও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, জলচর জন্তুসকল কিয়ৎক্ষণ ছটফট করিয়া জ্বালা জুড়াইতেছে। সর্ব্বদিগ্ব্যাপী বহ্নিদাহে পুরীসমূহের মধ্যস্থ লোকসমূহের চীৎকার একেবারে শান্ত হইয়া যাইতেছে। ১৬—২০। দিগন্তর্ব্বর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ দগ্ধ হইয়া নিপতিত দিগ্গজের দন্তরূপ স্তম্ভের সাহায্যে ধৃত হইতেছে,—অর্থাৎ বহ্নিদাহে বিশীর্ণ হইলেও সমুদ্রমগ্ন হইতেছে না। পর্ব্বতের গুহা হইতে কুণ্ডলাকারে ধূমরাশি নির্গত হইতেছে। পতিত পর্ব্বতের ভারে পুরীসকল একেবারে পিসিয়া যাইতেছে। বড় বড় পার্ব্বত্য হস্তী পচপচ শব্দে দগ্ধ হইতেছে। তাপতপ্ত প্রাণিসমূহের সন্নিপাতে সাগর ও পর্ব্বতসমূহ যেন জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। দহ্যমান বিদ্যাধরকামিনীগণ বিদীর্ণহৃদয় হইয়া নিপতিত হইতেছে। বহ্নি-দগ্ধ কোন কোন অমর যোগিগণ রোদন ও চীৎকারে পরিশ্রান্ত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রভেদপূর্ব্বক মস্তকপথ দিয়া নিঃসৃত হইতেছে। পাতালমধ্যেও বহ্নিরাশি জ্বলিত হইয়া ভূতল পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। শুষ্ক সাগরমধ্যে নক্র প্রভৃতি ভীষণ জলজন্তুনিচয় বহ্নিতাপে একেবারে সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহাদের রূপেরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতেছে। বাড়বানল জলরূপ ইন্ধনের অভাবে সহস্রভাবে বিভক্ত হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। দ্বাদশ সূর্য্যের প্রখর শিখাপুঞ্জে নৃত্য করিতে করিতে গগনচারিণী অপ্সরাদিগকেও আক্রমণ করিতেছে। তাহার পরে দেখিলাম, প্রলয়ানল উজ্জ্বল শিখারূপ রক্তবস্ত্রধারী তরঙ্গস্ফুলিঙ্গরূপ মালাপরিহিত হইয়া নটের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে এবং উদ্দাম যোদ্ধার ন্যায় বিকট চীৎকার করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। উদ্গত শিখাসমূহ উহার ঊর্দ্ধ বাহুর ন্যায় এবং ধূমপটল কেশকলাপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঐ নট জগদ্রূপ জীর্ণভবনে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ২৪—২৭। সমস্ত বন, জঙ্গল, দ্বীপ, মণ্ডল, জল, স্থল, পুরী, নগরী, জ্বলিতে লাগিল। পাতালাদি-ভূবিবর, ভূমির ঊর্দ্ধ মহাকাশ, দশ দিক্, এমন কি স্বর্গ পর্য্যন্ত সকল স্থানই অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। পুরী, সৌধ, রমণীয় বাণিজ্য স্থান একেবারে শূন্য হইয়া গেল। সাগর, পর্ব্বত, শৃঙ্গ ও পর্ব্বতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধগণ পর্য্যন্ত বহ্নি-দগ্ধ হইয়া লয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। ২৮—৩০। নদ, নদী, সরোবর, দেব,

দৈত্য, নর, উরগ, ও দিক্‌সমুদয় বহ্নিশিখায় শন্‌শন্ শব্দে দগ্ধ হইতে লাগিল। বহ্নিশিখারূপ উজ্জ্বল-কেশধারিণী দিক্‌সকল ভম্ ভম্ ইত্যাকার ভীষণ শব্দে ইতস্ততঃ ভস্মনিচয় নিক্ষেপ করত ধূলি-ক্রীড়ারতা কুরাঙ্গনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। গুহাময় স্থানসমূহের গুহামুখ হইতে বহ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, তৎ সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হইয়া রক্তভাবাপন্ন গুহোদরবর্ত্তী জন্তুসকলও বাহির হইতে লাগিল। কালানল-দাহে হতশ্রী সেই সেই দিক্‌সকল, সদ্যোনিঃসৃত রক্তের ন্যায় লোহিত বর্ণ বহ্নিশিখায় স্থলপদ্মের মধ্যগত শোভাধারণ করিল। ৩১—৩৪। জগদ্ব্যাপী বহ্নিশিখাসমূহ ধক্‌ধক্ শব্দে রক্তবস্ত্রের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল,—বোধ হইল যেন নভোমণ্ডল সান্ধ্য জলদপটলে আবৃত হইল। বিকশিত কিংশুককানন যেন উড়িয়া আকাশদেশ আবৃত করিয়া ফেলিল, আর মনে হইতে লাগিল, যেন বাড়বানল সমুদ্রের উপরে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিল, যেন অশোককানন বিকসিত হইল, যেন সমস্ত জগন্মণ্ডল স্থলপদ্মময় হইয়া উঠিল। জগৎ যেন বালসূর্য্যের কিরণপুঞ্জে আবৃত হইয়া উঠিল। কাননমধ্যে হুতাশন নানাবর্ণের জ্বলন্ত শিখাসমূহ ও ধূমপটল রূপ বেশবিন্যাস করিয়া যুবা পুরুষের ন্যায় উদ্ধতভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্ত দেব সহস্র ফণামণি বিস্তার করিয়া উঠিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সূর্য্যের উদয়াস্ত না হউক, বিন্ধ্যপর্ব্বতের এই প্রকার ইচ্ছা তখন ফলবতী হইল। দক্ষিণদিক্‌স্থিত সহ্যপর্ব্বতের উপরিস্থ কানন বহ্নিশিখায় দগ্ধ হইল। বৃক্ষশাখা বহ্নিদগ্ধ হইয়া অঙ্গারবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সহ্যপর্ব্বতে হুতাশনের এত উপদ্রব যে, সহ্য তখন অসহ্য হইয়া উঠিল। সমস্ত নভোমণ্ডল অগ্নিময়, মধ্যে মধ্যে ধূমরূপ ভ্রমরনিচয়ের কালিমা ও বহ্নি-শিখাসমূহরূপ রক্তকমল লক্ষিত হওয়ায় আকাশ যেন সভ্রমরকমল সরোবরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বহ্নিশিখারূপ জ্বালামালায় সুশোভিত ধূমরূপ কেশশালিনী মৃত্যুরূপ নর্ত্তকীগণ পর্ব্বতের গুহায়, পর্ব্বতের শৃঙ্গে, আকাশে সর্ব্বত্রই নৃত্য করিতে লাগিল। পৃথিবীর তলদেশে অগ্নি জ্বলিতেছে, উপরে প্রাণিসমূহ তপ্ত ধান্যের ন্যায় ফুটিয়া এদিক্ ওদিক্ পড়িয়া যাইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন পৃথিবী একখানি ভ্রাষ্ট্রপাত্র (ভাজাখোলা)। সেই প্রলয়সময়ে আরও বোধ হইল, এই পৃথিবীখানি যেন বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক রোদনকারিণী জগদ্রূপিণী লক্ষ্মীর প্রকোষ্ঠসংলগ্ন নানা বর্ণের মণি দ্বারা শোভিত কঙ্কণশ্রেণী। তখন হুতাশন-দগ্ধ শৈলসকল চটচট শব্দে, বৃক্ষসকল কট কট রবে, দেশসকল হল হল রবে ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। ৩৫—৬৪। হুতাশনদগ্ধ সাগরসকল, ফেনরাশি বমন করত সূর্য্যপ্রতিবিম্বিত নিজ মুখে তরঙ্গরূপ করের আঘাত করিয়া যেন রোদন করিতে লাগিল। যেমন মূর্খ লোকেরা যাহার প্রতি রাগিয়াছে, তাহাকে মারিবার উপায় কিছুই না পাইলে মৃত্তিকা শিলাদি দংশন করে, সেইরূপ সাগর সকল দগ্ধ হইয়া জলশূন্য সমতল প্রদেশে পরিণত হওয়ায় (অভ্যন্তরস্থ পর্ব্বতাদি সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া যাওয়ায়) বোধ হইল, যেন পর্ব্বতাদি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত সাগর শূন্যময় হইয়া যাওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন সাগর আকাশসমূহ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সাগরসমূহের মধ্যবর্ত্তী গুহাসমূহ হইতে নির্গত গুহ গুহ ইত্যাকার শব্দকে পবনদেব যেন অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে লোকপালগণের পুরী বহ্নিদগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল; তাহার উত্তপ্ত অঙ্গাররাশিতে পরিপূর্ণ দিঙ্মণ্ডল ও অভ্রস্থ পর্ব্বতশিখর একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। সুমেরুপর্ব্বতের সুবর্ণসকল অগ্নির উত্তাপে গলিয়া গেল, সেই গলিতসুবর্ণে অভ্রভ্য বৃক্ষ, গুহা, প্রত্যন্তপর্ব্বত সমস্তই পূর্ণ হইয়া গেল, আতপে বরফের ন্যায় গলিতসুবর্ণে সুমেরু অতি কমনীয় শোভা ধারণ করিল। তুষারময় হিমাচলও অনলসম্পর্কে ক্ষণকালমধ্যে দুর্জ্জনের নিকট হইতে শীতলান্তঃকরণ বিশুদ্ধহৃদয় সাধুর ন্যায় দ্রুত (পলায়িত পক্ষে গলিত) হইল। হিমাচল ঠিক্ গলিত লাক্ষার ন্যায় হইয়া গেল। সেই বিষম বিপত্তিতেও মলয়াচল নির্ম্মল সৌরভ বিস্তার করিতেছিল। মহাত্মারা বিপদের সময়ে নিজ অসামান্য গুণরাশি পরিত্যাগ করেন না। মহাত্মা ব্যক্তি যেমন মৃত্যুমুখে পতনোন্মুখ হইলেও লোকের সন্তুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন, কদাপি কাহারও দুঃখের হেতু হন না, সেইরূপ মলয়পর্ব্বতস্থ চন্দনবৃক্ষ দগ্ধ হইয়াও সৌরভদানে জীবগণের আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। উত্তম বস্তু কদাপি অবস্তু হইয়া যায় না (খারাপ হয় না), যেহেতু সুবর্ণ প্রলয়কালানলে দগ্ধ হইয়াও নষ্ট হয় নাই, যেমন তেমনিই ছিল। সেই প্রলয়ানলে সুবর্ণের ও আকাশের কিছুই নষ্ট হয় নাই। ৪৫—৫৪। সমস্ত বস্তু নষ্ট হইলেও সুবর্ণ ও আকাশের নাশ হয় নাই বলিয়া সুবর্ণ ও আকাশ অতি শ্লাঘনীয় পদার্থ হইয়াছিল। আকাশের নাশ না হওয়ার কারণ আকাশ বিভু,—অর্থাৎ সকলের অপেক্ষা অধিকস্থান-ব্যাপী, যেখানে কোন বস্তু নাই বা থাকিতে পারে না, সেখানেও আকাশ। সুবর্ণের কোনরূপ মলাদি দোষ নাই, শোধিত বলিয়া সুবর্ণ অক্ষয়। এই জন্যই রজঃ ও তমোগুণকে নিকৃষ্ট বলে এবং সত্ত্বগুণকে বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ বলে। ধূমাচ্ছন্ন শিখা-সম্ভারে উজ্জ্বল বহ্নিরূপ মেঘ, সাগর ও পর্ব্বত দগ্ধ করিয়া বায়ুচালিত কাননের ন্যায় বিধ্বস্তভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রলয়ানলের উত্তাপে চতুর্ব্বিধ জীবজাতি শুষ্কপ্রায় পত্রের ন্যায় হইয়া গিয়া পরে একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল, সজল মেঘমালা পর্য্যন্ত প্রলয়ানলে দগ্ধ হইয়া গেল। তত্ত্বজ্ঞানীর দোষের ন্যায় কোথাও কিছুমাত্র ভস্মও দেখা গেল না। নিম্নবর্ত্তী ভীষণ বহ্নি জ্বলিত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই রুদ্রদেব কুপিত হইয়া নয়নানল দ্বারা কৈলাসপর্ব্বত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। বৃক্ষ ও বড় বড় শিলাসমূহ দগ্ধ হইয়া চটচট শব্দে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইল যেন পর্ব্বতসকল ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। পর্ব্বতোপরি ভীষণ বহ্নিজ্বালা সশব্দে আলোড়িত হইয়া দূরস্থ ব্যক্তির চক্ষে পর্ব্বতের শিরোভূষণবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। ৫৫—৬১। বোধ হইতে লাগিল, অন্তরীক্ষে যেন রক্তকমলকানন বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে জগৎ একেবারে শূন্য হইয়া গেল, সে জগৎ যেন আর নাই, তাহা কেবল লোকের স্মৃতিগোচর রহিল। এই জগৎ যে অসৎ,—মূর্খ লোকেরা ঐ ভীষণ প্রলয়ানল দেখিয়া তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিল। ভীষণ তাপময় বহ্নি এইরূপে লোকবিধ্বংস করিয়া জগতের সত্তা লোপ করিতে আরম্ভ করিলে তখন বাস্তবিকই জগৎ অসৎ বলিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইল। বজ্রপাতে প্রাণিসকল উৎপীড়িত হইতে লাগিল, সেই প্রলয়-সময়ের ভীষণ বায়ু চতুর্দ্দিকে বড় বড় অঙ্গার বর্ষণ করায় নিম্নস্থল শূন্যময় বলিয়া

বোধ হইতে লাগিল। দেবগণ পর্য্যন্ত সেই ভীষণ বায়ুবেগে বিদলিত হইয়া গেলেন। বোধ হইল, বহ্নিমধ্য হইতে যেন সেই ভীষণ বায়ু উত্থিত হইয়া সমস্ত গ্রাস করিতে লাগিল। অনল-সংলগ্ন বৃক্ষসকল দগ্ধ হইয়া সশব্দে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ু অন্তরীক্ষে সেই ভস্মরাশি বিকীরণ করিয়া আকাশকে মেঘময় করিয়া তুলিল। আকাশে অঙ্গাররাশি উড়িতে লাগিল, তৎকালে এমন কোন স্থান ছিল না, যথানে অঙ্গারময় গৌরবর্ণ জ্বালা দেখা যায় নাই। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় স্তূপাকার বহ্নিপুঞ্জ তদুপরি কজ্জলযুক্ত শিখাপুঞ্জে শ্যামরক্তবর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড বায়ুর এত বেগ যে, ক্ষণকালমধ্যে সেই বায়ুর বেগে সকল স্থানে একেবারে বহ্নি ছড়াইয়া পড়িল, এইরূপে প্রচণ্ড অগ্নির সহিত প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। ৬২—৬৫।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"তৎপরে পর্ব্বতসমূহ বিকম্পিত করিয়া কল্পান্তবায়ু বহিতে লাগিল। নভোমার্গে সাগরকল্লোল প্রবলবেগে উত্থিত হইয়া আবর্ত্তাকারে আলোড়িত হইতে লাগিল। সমুদ্রের জল উপরে উত্থিত হওয়ায় সমুদ্র শূন্য হইয়া গেল, এতদিন সমুদ্র যে ধনে ধনী ছিল, তৎকালে সেই সলিলধনে বঞ্চিত হইল, সমস্ত জলময় হইয়া পৃথিবীর জলাভাব ক্লেশ একেবারে বিদূরিত হইল। দেখিলাম,—ভূমণ্ডল অরাজক, জনপ্রাণিশূন্য এবং প্রচণ্ড কালানলে সমস্ত ভর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। কালবশে রসাতলও একেবারে রসাতলে গিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই। ১-৫। স্বর্গের চিহ্নমাত্রও নাই, সমস্ত সৃষ্টি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, সমস্ত জগৎ সৌরালোকময় হইয়াছে, দিঙ্মণ্ডল যেন শোক-সাগরে মগ্ন। এমন সময়ে পুষ্কর, আবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘমালা বলোন্মত্ত দানবদলের ন্যায় সবেগে নভোমণ্ডল আক্রমণ করিয়া অতিগম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই গম্ভীর গর্জ্জন শুনিয়া বোধ হইতে লাগিল, ব্রহ্মা আপনার অন্তর্ভিত্তি ভেদ করিলেন, সেই জন্যই এইরূপ বিকট শব্দ হইল। উচ্ছলিত সাগর-মালা পরস্পর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ গর্জ্জন করে, সেইরূপ ঘোর গর্জ্জন হইতে লাগিল। মর্ত্ত্যলোকে পৃথ্বীমধ্য সাগরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সেই মেঘধ্বনি ভীষণ হইয়া উঠিল। দহ্যমান কুলপর্ব্বতসমূহের ঘোর চটপটশব্দের সহিত মিশায় ঐ শব্দ আরও ভয়ানক হইয়া পড়িল। ৬—১০। ঐ শব্দ ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ শঙ্খের মধ্যপ্রদেশ পরিপূর্ণ করিয়া তাহার ভিত্তিপ্রদেশে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলের প্রতিধ্বনির সহিত মিশিয়া, যেন শাখাসমন্বিত হইয়া (আরও বাড়িয়া) উত্থিত হইতে লাগিল সেই ভীষণ শব্দ সমস্ত দিগ্‌ভিত্তিতে প্রতিহত হইয়া তত্তৎস্থান আকর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ শব্দ, সপ্ত সাগরের সম্মিলনে যে অপূর্ব্ব এক পানীয় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াই যেন চতুর্দ্দিকে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইল মনে হইতে লাগিল,—মহাপ্রলয়স্বরূপ দেবরাজ যেন দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহারই ঐরাবত-হস্তী যেন গর্জ্জন করিতেছে। আরও মনে হইতে লাগিল, মেঘরূপ সাগরসকল ঐ মহাপ্রলয়ে আলোড়িত হইয়া যুগপৎ ঘোর নিনাদ করিতে লাগিল। আরও মনে হইতে লাগিল মহাপ্রলয়ে বিক্ষুব্ধ ক্ষীরোদ-সাগরের আলোড়নে এই মহান্ শব্দ উত্থিত হইয়াছে, অথবা ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটীযন্ত্রে ফোয়ারা ছুটিয়াছে। তাহারই জলধারা নির্গমনে এই শব্দ হইতেছে। আমি ঐরূপ গর্জ্জন শ্রবণপূর্ব্বক মেঘ-মালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করিলাম, এই সর্ব্বব্যাপী প্রলয়ানলে মেঘ আসিল কিরূপে, তাহার পরে চতুর্দ্দিকে ভালরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, কোন দিকেই মেঘ নাই, আকাশে কেবল অঙ্গারবৃষ্টি হইতেছে; আকাশময় কেবল ভীষণ অগ্নি। সেই অগ্নির উত্তাপে শতকোটি-যোজন-দূরস্থিত পদার্থসমূহও ভস্ম হইয়া যাইতেছে। তাহার পরক্ষণেই কিছু দূরে গিয়া অনুভব করিলাম, ঊর্দ্ধদিকের বায়ু শীতল, নীচের বায়ু অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত। যে স্থানের বায়ু শীতল সেই স্থানে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রলয় মেঘসকল অবস্থান করিতেছে, সে সমস্ত মেঘে কিছুমাত্র অগ্নি তাপ লাগিতেছে না, সে সমস্ত মেঘ নিম্নবর্ত্তী লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তাহার পর পশ্চিম দিক্ হইতে ভীষণ কল্পবায়ু বহিতে লাগিল, সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি বড় বড় পর্ব্বত সেই বায়ুতে তৃণের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। ১১—১৫। সেই প্রবল বাতাসে বহ্নিজ্বালারূপ পর্ব্বতসকল অগ্নিকোণের দিকে তৎক্ষণাৎ ছড়াইয়া পড়িল। সেই বহ্নিজ্বালারূপ পর্ব্বতের পার্শ্বে অঙ্গাররূপ পক্ষ উড়িতে লাগিল, তাহার মধ্যে জ্বলন্ত কাষ্ঠসমূহ অরণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অঙ্গাররূপ মেঘমালা সান্ধ্যমেঘের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। আকাশে ভস্মরাশিরূপে মেঘ ও বায়ুশোভিত অঙ্গারের ধূলি উড্ডীন হইতে লাগিল। অগ্নিকোণ হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার বহন করিয়া প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল, বোধ হইল, যেন পক্ষবান স্বর্ণাচল (সুমেরু) আসিয়া উড়িয়া পড়িতেছে। ধরামণ্ডল ও পর্ব্বতনিচয় অঙ্গার-রাশিতে পূর্ণ হইয়া গেল। দ্বাদশ সূর্য্যের তেজ এককালে যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ১৬—২০। কোন সাগরেই জল নাই, কেবল অগ্নি, যদি কোথাও জল মিলে, তাহাও অগ্নিময় অতি উত্তপ্ত। বনে বৃক্ষপত্র একেবারে নাই, সব ভস্ম হইয়াছে, বৃক্ষসকল আগুনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ব্রহ্মলোকে অবস্থিত ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুরী, তত্রত্য অন্যান্য দেবগণ বালক, বৃদ্ধ ও অঙ্গনাগণ সমস্তই অগ্নিদগ্ধ হইয়া আকাশে আসিয়া পড়িতে লাগিল। পরব্রহ্মরূপ অপাষাণ সরোবরে উৎপন্ন প্রলয়া-নলরূপিণী পদ্মিনী অঙ্গাররূপ বীজ, স্ফুলিঙ্গরূপকেশর ও জ্বালারূপ পল্লবসমন্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ২১—২৫। বড় বড় হস্তী, বড় বড় বৃক্ষ বায়ুদ্বারা আহত হইয়া বিস্তৃত অঙ্গার-কর্দ্দমে পতিত হইয়া পাতাল পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইতে লাগিল। এমন সময়ে কজ্জলশ্যামল প্রলয় মেঘমালা ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে জলবাহী উষ্ট্রসৈন্যের ন্যায় ভূতলনিকটবর্ত্তী নভোমণ্ডলে দ্বলক্ষ্য-গণ্ডিতে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই মেঘমালার মধ্যে কল্পান্ত বহ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান বিদ্যুৎপুঞ্জ পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ঐ মেঘমালার এক কোণেই সপ্ত সাগরের জল অসঙ্কোচে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ ভিত্তির ন্যায় রাশীভূত নীহারপুঞ্জে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই মেঘমালার গভীর গর্জ্জনে ব্রহ্মাণ্ডের সুদৃঢ় ভিত্তি যেন বিদীর্ণ

হইয়া যাইতে লাগিল। সেই মেঘমালা গোলাকার মণ্ডলে দ্বাদশ সূর্য্য বেষ্টন করিয়া তড়িৎসহচর হইয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশে উদিত হইল। ঈদৃশ ঘোর প্রলয়দশায় সমুদ্র সকল বিক্ষুব্ধ হইয়া গেল। বোধ হইল, শীতলকিরণ নিশানাথ পূর্ব্বের ভীষণ উত্তাপে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ শীতলতায় অন্য এক আকার ধারণ করিয়াছেন। ২৬—৩০। ঐ মেঘমালা সুবর্ণসদৃশ তড়িৎগুণ দ্বারা নিজ জলসমূহ স্তম্ভিত করিয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল করিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইল যেন তুষার-সমাচ্ছন্ন হিমাচল পর্ব্বত আপনার উদরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডবিদারণকারী কঠিন বজ্রনিনাদে নভোমণ্ডলকে তুমুল করিয়া ফেলিতেছে। আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি তুষার বর্ষণ হইতে লাগিল, বনমধ্যে বিদ্যুতের আলোক প্রবিষ্ট হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, বনমধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মেঘসমূহের গভীর গড়গড় শব্দে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ঝমঝম্ শব্দে বৃষ্টি হইতে লাগিল, শীতল তুষার-ধারায় আকাশমণ্ডল যেন প্রাচীরময় হইয়া গেল। ৩১—৩৫। স্থূল স্থূল জলধারা স্বর্গমর্ত্ত্যরূপ মণ্ডপের বন্দনাম্বিময় স্তম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল, সেই স্থূলজলধারার আঘাতে ধরামণ্ডল যেন, শৈলধারা প্রহার করিলে যে বেদনা হয়, সেই বেদনাই অনুভব করিতে লাগিল। জ্বলন্ত অঙ্গারসমূহে জলধারা পড়িয়া চট্‌পট্ শব্দ হইতে লাগিল। ভীষণ মেঘগর্জ্জনে লোকসকল মূর্চ্ছিত, পতিত ও ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। বৃষ্টিদেবী অনল-সন্তাপিত পৃথিবীর জ্বালা দেখিয়া অঙ্গারময় জগদ্রূপ গৃহে উপস্থিত হইয়া যেন বাষ্পবসন-ব্যপদেশে পৃথিবীকে প্রত্যুদ্গম করিল তথনও জলধারাবিদ্ধ নভোমণ্ডলের মধ্যে মধ্যে বহ্নিশিখা জ্বলিতে থাকায় আকাশমণ্ডল স্থলকমল শোভিত কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল: সেই বহ্নিশিখার উপরিভাগে শীতল সলিলশীকররূপ পক্ষ প্রসারিত করিয়া জলধরনিচয় স্থলকমলে ভ্রমরপঙ্‌ক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তৎকালে চট্‌পট্‌শব্দে দিঙ্মণ্ডলপূরণকারী সেই ভীষণ মেঘ ও বহ্নিজ্বালার সম্মিলন দুর্ব্বারণীয় শত্রুসমূহের বিষময় অস্ত্রনিচয়ের পরস্পর কাটাকাটি ও ঝন্ ঝনানিতে অতি ভীষণ প্রবল সংগ্রামের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ৩৬—৩৯।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়ের দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হইলে ত্রৈলোক্যের যাদৃশ অবস্থা ঘটিল, ক্রমে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আকাশে মেঘপটল ভস্মলিপ্ত হইয়া উড্ডীয়মান তমাল-কাননের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধূমরাশি মহাসাগরের মহাবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। আর্দ্র বস্তুর উপরে সেই সুনীল ধূমায়মান বহ্নিশিখা টিম্‌টিম্ শব্দে জ্বলিতে লাগিল। সকল জগৎ ধূমময় মেঘে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেই সময়কার ছমছম্ ইত্যাকার দীর্ঘশব্দ যেন বৃষ্টিধারার জয়ঘোষণকারী পটহধ্বনি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভস্মমাখা মেঘমালায় আকাশ ধূসরবর্ণ হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে বৃহৎকায় মেঘসকল উড়িতে লাগিল। ভয়ঙ্কর মেঘমালা যেন বাষ্প ব্যপদেশে জলবিন্দু উদ্গারণ করিতে লাগিল। শন্‌শন্ শব্দে বায়ু উঠিয়া ব্রহ্মাণ্ডভিত্তিতে গিয়া প্রতিহত হইতে লাগিল। এবং সেই বায়ুভরে ঊর্দ্ধদিকে উড্ডীন বহ্নিজ্বালায় লোকপালগণের পুরীসকল দগ্ধ হইয়া গেল। জল, বায়ু ও অগ্নির দারুণ সঙ্ঘর্ষে বিদীর্য্যমাণ পাষাণখণ্ডের টঙ্কারধ্বনিতে লোকের কর্ণবিবর বধির হইয়া উঠিল। আকাশের স্তম্ভদণ্ডের ন্যায় স্থূলস্থূল জলধারার বর্ষণে প্রলয়বহ্নি আলোড়িত হইয়া ছম্‌ছম্ শব্দ হইতে লাগিল। গঙ্গা যাহাদের ক্ষুদ্র তরঙ্গস্বরূপ, সেই বিশালকায় নদীসমূহই যেন ভীষণ মেঘরূপে আকাশে উঠিয়া সমস্ত জগৎকে জলপ্লাবিত একার্ণবাকার করিয়া ফেলিল। দেদীপ্যমান দ্বাদশ আদিত্য ঐ কল্পান্ত মেঘমালার উপরে জ্বলিতে থাকায়, তমালপত্রের উপরে ফুটন্ত কুসুমগুচ্ছ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পর্ব্বত, দ্বীপ, নগর প্রভৃতি উচ্চতর স্থানসকল প্রবহমাণ গিরিনদীসমূহে প্লাবিত হইয়া গেল। প্রলয়কালের বিষম বাত্যায় ও দারুণ বর্ষাতে পর্ব্বতসকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। পরস্পর আহত হইয়া আবর্ত্তাকারে পতিত বিপর্য্যস্ত গ্রহনক্ষত্রগণ আকাশে উড্ডীয়মান অঙ্গাররাশিকে আরও দ্বিগুণ করিয়া তুলিল। ১—১২। চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত প্রচণ্ড সমীরণে আহত জলমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল তরঙ্গমালার সঙ্ঘর্ষণে জলমধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুদ্যুক্ত বাষ্পবর্ষী বিশাল কল্পান্ত জলধরে সূর্য্যের কিরণ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দিকের সেই নিবিড় অন্ধকারে পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। ভূমণ্ডল বিশীর্ণ ও খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। পৃথিবীর চতুঃপার্শ্ব ভাঙ্গিয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়া গেল, তীরস্থিত শৈলসমূহ সেই সঙ্গে সাগরে পতিত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল; তাহাতে সাগর ভীষণ আকার ধারণ করিল। সেই সময়ে জল তুলিয়া লইবার জন্য যে সকল মেঘমালা সাগরে আসিয়া জলসংলগ্ন হইয়া জল লইতেছিল। তাহারা তরঙ্গাঘাতে উৎক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড শিলার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। জলস্থিত মেঘমালা হইতে উত্থিত বজ্রধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া সেই সাগরের তরঙ্গধ্বনি আরও ভীষণ হওয়াতে দিক্‌তট যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। প্রলয়মেঘমালারূপ কল্পপাদপের শাখাবাহুর আস্ফালন-জনিত ঘোরনিনাদে তাহার কট্-টঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ডভিত্তির মধ্যপ্রদেশ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল খণ্ড খণ্ড হইয়া একত্র মিশিয়া গেল, মিশ্রিত সেই খণ্ডসকল মরুভূমির পর শুষ্ক নীরস হইয়া আকাশে উড়িয়া আকাশদেশ আবৃত করিয়া ফেলিল। বায়ুবেগে চালিত হইয়া পরস্পরে সঙ্ঘর্ষপ্রাপ্ত দেবদানবগণ পরস্পরকে প্রহার করিবার জন্য অস্ত্র ঘুরাইতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে কেহ সেই প্রলয়ানলে একেবারে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কেহ অৰ্দ্ধমৃত হইল, কেহ বা দগ্ধশরীর হইয়া পলাইয়া গেল। কল্পান্ত বাতবেগে উড্ডীয়মান ভস্মরাশি অর্দ্ধুনবাতরোগগ্রস্ত (১) রোগীর ন্যায় আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, ছিন্ন-ভিন্ন প্রাণিগণ সেই

(১) একরূপ উৎকট বায়ুরোগ।

ভস্মের মধ্যে পলিত জীর্ণ পত্রের ন্যায় উড়িতে লাগিল। ১৩—২০। ঊর্দ্ধস্থিত লোকালয়সকল অন্তরীক্ষে উহ্যমান শিলাসমূহের আঘাতে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া ভীষণ শব্দসহকারে নিম্নে নিপতিত হইতে লাগিল। কোথাও বা চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবল বায়ু আসিয়া মিলিত হইয়া গভীর ভয়ঙ্কর শব্দে গিরিগুহায় প্রবেশ করিতে লাগিল। কোথাও বা বায়ুবেগে উৎপাটিত লোকপালগণের পুরীসমূহ আবর্ত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রবল ঝটিকা অসুরদিগের ন্যায় কর্কশ শব্দ করিয়া বহিতে লাগিল, ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান বনসমূহ বায়ুবেগে গৃহের গবাক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দেব-দানবগণ, নাগগণ, দ্বাদশ সূর্য্য, ও অগ্নিদগ্ধ পুরসকল আকাশে মশকশ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন দেখা গেল, প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া পর্ব্বতের বিশালতা কমিয়া গিয়াছে, দেবালয়সকল ভগ্ন হইয়াছে, উপরে জল, নীচে অনল, উপরে অধোমুখপ্রবাহী জলপ্রবাহের ঘোর গম্ভীর শব্দ হইতেছে। ঘোর বারিবর্ষণে ও ভগ্ন পর্ব্বতের নিপাতনে দিক্‌পালপুরী একেবারে চূর্ণিত হইয়া যাইতেছে, দেব-দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্বদিগের গৃহ সকল পড়িয়া যাইতেছে। পর্ব্বত সকল অগ্নিদাহে অঙ্গারে পরিণত হইয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রবল ঝটিকাবায়ু ধূমের ন্যায় পদার্থসমূহকে একেবারে অসার করিয়া ফেলিতেছে। তৎপরে, দেবাদানবদিগের রত্নময় অসার গৃহসকল গলিত-ভিত্তি হইয়া নবরত্নসাগর সলিলের ন্যায় রত্নের ঝনঝন শব্দে পূর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধস্থিত সপ্তলোক হইতে জলসমূহ অধোদেশে পতিত হইতে লাগিল, সেই সপ্তলোক হইতে নিপতিত গৃহ ও জলসমূহে গগনতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল। ঊর্দ্ধ হইতে নিপতিত দেবগণ সাগরের ন্যায় আবর্ত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধ হইতে অর্দ্ধদগ্ধ বিশীর্ণ পদার্থনিচয় প্রবল বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ইতস্ততঃ উড্ডীন হইতে লাগিল। ২২—৩০। সুবর্ণময় বৈদূর্য্য মণিময় স্ফটিক মণিময় দেবালয়সকল ঊর্দ্ধ হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দে পতিত হইতে লাগিল। ভস্মধূমময় মেঘসকল উপরে উঠিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে বারিধারার প্রবাহ ছুটিল,—তরঙ্গমালা উঠিতে লাগিল। ভূতল ও পর্ব্বতনিচয় সেই জলে ডুবিয়া গেল। বৃহদাকার পর্ব্বতসমূহ জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়া সাগরপতিত পর্ণনিচয়ের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। হতাবশিষ্ট দেবগণ আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কোথাও বা মুমূর্ষু প্রাণিগণ ছটফট করিতে লাগিল। শত শত ধূমকেতু আকাশে উদিত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে জগৎ একেবারে ভীষণ দৃশ্য হইয়া উঠিল। ৩১—৩৪। দূর হইতে জীর্ণপর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান মৃত ও অর্দ্ধমৃত জনসমূহ বায়ুচালিত হইয়া আকাশে উত্থিত হওয়াতে আকাশতল অবকাশ-শূন্য (সঙ্কীর্ণ) হইয়া গেল। গিরিশৃঙ্গের ন্যায় স্থূল জলধারা সমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। ভূতলে শত শত নদী বহিতে লাগিল, গৃহ ও পর্ব্বতসকল সেই নবজাত নদীসমূহে ভাসিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে ঘোর হুতাশন সহস্র শাখা বিস্তারপূর্ব্বক শম-শম শব্দে জ্বলিতে ছিল, ঐ দারুণ বর্ষাতে তাহা একেবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। বড় বড় পর্ব্বতসমূহের উপর দিয়া খরতরবেগে সাগরস্রোত বহিতে লাগিল। নদীস্রোতে নিপতিত তৃণরাশি যেমন খণ্ডখণ্ড হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ভীষণ সম্বর্ত্তে জগৎ একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একার্ণবাকার হইয়া গেল, যে জগৎ চিদাকাশের তেজে ক্ষণকালমধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জগতের ঈদৃশ দারুণ প্রলয়ে একেবারে লয় হওয়া বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ৩৫—৩৮। দারুণ বর্ষায় অগ্নি প্রশান্ত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে ভস্ম উড়িতে লাগিল, সেই ভস্মের সহিত দেবগণও চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিলেন। জগতের অস্তিত্ব লোপ হইয়া গেল, জগৎ তখন ভূতপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া গেল, জগতের ব্যাপার তখন কার হতাবশিষ্ট জীবগণের কেবলমাত্র স্মৃতিপথে বিরাজ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শূন্যময়-প্রবল ঝঞ্ঝায় অনবরত কেবল একটা সাঁ সাঁ শব্দ হইতে লাগিল, জগতের লোপ হওয়ায় সব শান্তিময় হইয়া গেল। সংসত্যই এবারে সৃষ্টি লোপ হইয়া গেল, রহিলেন কেবল একমাত্র পরমাত্মা, তদ্ভিন্ন সৃষ্টিনামক কোন পদার্থ আছে বলিয়া আর বোধ হইল না। বাস্তবিকও সৃষ্টিনামক কোন পদার্থই নাই, পবনই কেবল এই বিপর্য্যাস ঘটাইতেছেন, বীজরাশির ন্যায় তিনিই কোথা হইতে এই জগৎনামক একটা অলীক পদার্থ উড়াইয়া আনিয়া ফেলিতেছেন, আবার যখন ইচ্ছা হইতেছে, তখনই আবার কোথায় বিলীন করিতেছেন। তাহার পরে অন্ত-রীক্ষস্থিত জলন্ত অঙ্গারসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সুবর্ণচূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায় আকাশমণ্ডল স্বর্ণকূটারময় হইয়া গেল। এদিকে ভূমণ্ডলরূপ বিশালখণ্ড অন্যান্য দ্বীপও সাগরের সহিত স্থানভ্রষ্ট হইয়া সপ্তম পাতালে গিয়া পতিত হইল, অন্য পাতাল-সমূহও সেই স্থানে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম পাতাল পর্য্যন্ত সমুদয় ভূতল পর্ব্বতাদি একার্ণবাকার হইয়া প্রলয়কালীন ঘোর ঝঞ্ঝায় আকুল হইয়া গেল। যেমন ক্রোধ মূর্খচিত্তে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ তরঙ্গমালাসঙ্কুল সহস্র সহস্র নদীপ্রবাহে সেই একার্ণব ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সেই ভীষণ প্রলয়ের বারিধারা প্রথমে মুষলের ন্যায়, তাহার পরে এক একটা থামের ন্যায়, তাহার পরে এক একটা তালবৃক্ষের ন্যায়, তাহার পরে নদীপ্রবাহের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল, সেই সময়ে ভীষণ মেঘমালা সপ্তদ্বীপসহ সমুদয় ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। যেমন শাস্ত্রালোচনা ও সজ্জনসংসর্গে আপদ্ বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ঘোর বারিবর্ষে দাহকারী সেই বহ্নি প্রশান্ত হইয়া গেল। ঊর্দ্ধ ও অধোবর্ত্তী পদার্থসমূহ পরিবর্ত্তিত (ঊর্দ্ধের বস্তু নিম্নে, নিম্নের বস্তু ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল) হইতে লাগিল। চূর্ণিত শৈল-খণ্ড পরস্পর আহত হইয়া খন্ খন্ শব্দে জলমগ্ন হইয়া গেল, দুষ্ট বালকের ক্রীড়াসামগ্রী হইলে পক্ব বিল্বফলের যেরূপ দশা হয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাও তখন ঠিক সেইরূপ হইল। ৩৯—৪৯

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপ প্রবল ঝড়-বৃষ্টিসময়ে বড় বড় বরফরাশি পতনে ধরাতল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কলিকালের ভূপতির ন্যায় জলের বেগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, আকাশ-গঙ্গার প্রবাহে ও বৃষ্টিজলধারা প্রবাহে সেই একার্ণব ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিল, সেই একার্ণবের উপর দিয়া সহস্র সহস্র নদী প্রবাহিত



হইতে লাগিল, মেরু মন্দরাদি পর্ব্বত সেই জলমধ্যে পতিত হইয়া মগ্নোন্মগ্ন হইতে লাগিল। মূর্খ অধিপতির স্থায় সেই একার্ণব ক্রমে এত স্ফীত হইয়া উঠিল যে, সেই জলপ্রবাহে ভাসমান পর্ব্বতনিচয়ের শৃঙ্গসকল সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া ঠেকিল। ১—৪। জলমগ্ন মেরু, মন্দর, কৈলাস, বিন্ধ্য প্রভৃতি বড় বড় পর্ব্বতসকল সেই একার্ণবের জলজন্তু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তাদি নাগরাজগণ গলিতভূমির কর্দ্দমমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কর্দ্দমমগ্ন মৃণালের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। জলোপরি ভাসমান অর্দ্ধদগ্ধ বৃক্ষসকল শৈবালবনের স্থায় অনুমিত হইতে লাগিল। দগ্ধ জগতের ভস্মরাশিতে সেই একার্ণব কর্দ্দমকলুষিত হইয়া গেল। উদীয়মান দ্বাদশটী ভাস্কর সেই একার্ণবে পদ্মের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। নভোমণ্ডল সেই সূর্য্যকমলের নালের স্থায় এবং কিরণপুঞ্জ উহার মৃণালের স্থায় হইতে লাগিল। জলপ্রবাহে উন্মগ্ন হইয়া ভাসমান পর্ব্বতের প্রান্তদেশে অবস্থিত মেঘমালা উন্মত্ত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ ও পুরপত্তন-নিচয় ঊর্দ্ধ হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই একার্ণবপ্রবাহে আসিয়া পড়িতে লাগিল। এক সময়ে যাঁহারা জগতের মধ্যে প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন, সেই দেবদানবগণ তখন সেই জলপ্রবাহে কাষ্ঠবৎ ভাসিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই জলপ্রবাহ স্ফীত হইয়া উপরে উঠিয়া সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করিল। গভীর গর্জ্জনকারী জলধরবৃন্দের অতিস্থূল বারিধারা-পতনে সেই প্রবাহে যে সমস্ত সুদীর্ঘ বুদ্বুদ উঠিতে লাগিল, দর্শকবৃন্দের চক্ষে সেই বুদ্বুদসকল জলে ভাসমান পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ৫—১০। কল্পান্তসময়ের সেই বারিদমালা এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবাহোপরি ভ্রমমাণ, সেই বুদ্বুদের উপরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, সেই একার্ণব সেই সমেঘ বুদ্বুদরূপ নেত্রদ্বারা সন্নিহিত অপর মেঘসকলকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সেই মহাপ্রবাহের ভীষণ নিনাদে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আকাশের সহিত কুলাচলনিচয় সেই প্রবাহে নিমগ্ন হইতে লাগিল। সেই উন্মগ্ন কুলপর্ব্বত-সকলের উপরে প্রচণ্ড বায়ুবেগে জলরাশি উত্থিত হওয়ায় তৎসমুদয় একেবারে ডুবিয়া গেল। সেই প্রবাহের মহাস্রোতঃ ঘর্ঘরধ্বনিতে আরও তুমুল হইয়া উঠিল। সেই একার্ণবপ্রবাহে খণ্ডখণ্ড ভাবাপন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্ত্তিত ও উদ্বর্ত্তিত হইতে থাকায় লক্ষযোজন স্থান বক্রভাবে বিস্তৃত ও ঊর্দ্ধদিকে উন্নত হইতে লাগিল। পর্ব্বতসকল সেই উত্তাল তরঙ্গমালায় তৃণের স্থায় ঘূর্ণিত হইতে থাকায় আদিত্যমণ্ডল উহার শিলাসঙ্ঘর্ষণে চূর্ণবিচূর্ণ হইতে লাগিলেন। একার্ণবে নিমগ্ন পর্ব্বতসমূহকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সেই একার্ণব প্রবাহরূপ ব্যাধ, যেন ব্রহ্মাণ্ডরূপ কুলায়স্থিত পর্ব্বতসমূহ রূপ দ্রোণকাকদিগকে (দাঁড়কাকগুলিকে) জলরূপ জালে আবদ্ধ করিতেছে। সেই জলপ্রবাহে মৃত অর্দ্ধমৃত অসংখ্য প্রাণী মগ্ন ও উন্মগ্ন হইতে লাগিল। উত্তাল তরঙ্গমালায় সেই প্রাণিনিচয় মকরাদি জলজন্তুর স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধ হইতে নিপতিত মৃতাবশিষ্ট (জীবিত) দেবগণ জলপ্রবাহে সন্তরণপূর্ব্বক পরিশ্রান্ত হইয়া উন্মগ্ন ফেনময় পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া অবস্থান করত মশকের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। ১১—১৮। ইদানীন্তন আকাশ যেরূপ বিস্তৃত দেখা যাইতেছে, তৎকালে একার্ণব ইন্দ্রের সহস্রলোচন ধারণের স্থায় সেইরূপ বিস্তৃত অসংখ্য বুদ্বুদ ধারণ করিল। দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল,—"সেই জলপ্রবাহ যেন শরদাকাশের স্থায় বিশাল বুদ্বুদরূপ নয়ন দ্বারা নদীর স্থায় ধারাবাহী জগদ্ব্যাপী মেঘমালা নিরীক্ষণ করিতেছে। সেই একার্ণব পক্ষবান্ পর্ব্বতের স্থায় উত্থিত উত্তাল তরঙ্গমালারূপ বাহু দিয়া পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘসকলকে যেন আলিঙ্গন করিতে লাগিল। সেই একার্ণব এই ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত হওত অদ্রিরূপবলয়ধারী উত্তাল তরঙ্গমালারূপ বাহুমণ্ডল বিস্তার করিয়া ঘর্ঘরস্বরে যেন গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই একার্ণব প্রবাহের-উপরে নদীর স্থায় ধারাবর্ষী মেঘমালা, মধ্যস্থলে দগ্ধ পর্ব্বতনিচয় অধোদেশে পঙ্কমধ্যে ভূমণ্ডলধারী অনন্তাদি ভুজঙ্গগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। জলধারারূপ নদী গঙ্গাপ্রবাহ অনবরত নিপতিত হইতে থাকায় পর্ব্বতশৃঙ্গরূপ ফেনবুদ্বুদ কখন মগ্ন, কখন উন্মগ্ন হইয়া ভাসিতে লাগিল। ১৯—২৪। স্বর্গপুরী বিখণ্ডিত হইয়া সেই জলপ্রবাহে ভাসিতে থাকায় স্বর্গবাসী নভশ্চরগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ সেই জলপ্রবাহে পদ্মিনীর স্থায় ভাসিতে লাগিল। চূর্ণ-বিচূর্ণ ত্রৈলোক্যমণ্ডল সেই একার্ণবের পর প্রবাহে ঘর্ঘর শব্দে ভাসিতে লাগিল। হায়। হায়! সে সময়ে সকলেই তরঙ্গমালায় আপ্লুত, কাহাকেও রক্ষা করে এমন কেহই ছিল না। সেই কালের করালগ্রাস হইতে কে কাহাকে পরিত্রাণ করে? সে সময়ে আকাশও ছিল না, দিনান্তও ছিল না, ঊর্দ্ধও ছিল না, সৃষ্টি ছিল না, কোন প্রাণীই ছিল না, ছিল কেবল জল,—সবই জলময় জলাকার। ২৫—২৮।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—" অনন্তর আমি আকাশমণ্ডলে অবস্থান করিয়া প্রভাতকালে সূর্য্যপ্রভার স্থায় প্রকাশময় ব্রহ্মলোকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, সেখানে ব্রহ্মা প্রধান পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন, দেখিলে বোধ হয়, যেন পাষাণময়ী একটী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। দেবগণ, মুনিগণ, শুক্র, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, অনিল, অনল ও অন্যান্য দেবগণ আত্মধ্যাননিরত হইয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতিগণ, সকলেই ধ্যান-পরায়ণ হইয়া চিত্র-লিখিতের স্থায় নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সকলেই পদ্মাসনে যেন নির্জীব হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহার পরে দেখিলাম, সেই দ্বাদশটী সূর্য্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহারাও তাঁহাদের স্থায় পদ্মাসনে আসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্টবস্তু আর দেখিতে পায় না, সেইরূপ তাহার পরে সেই কমলযোনিকে আর দেখিতে পাইলাম না; তত্ত্বজ্ঞানীর বাসনার স্থায় ব্রহ্মার সেই লোকজনকেও আর দেখিতে পাইলাম না। তখন ব্রহ্মার সেই সঙ্কল্পসিদ্ধ নগর অরণ্যের স্থায় শূন্য হইয়া গেল। যেরূপ আকস্মিক বিপ্লবে হঠাৎ নগর সকল বিধ্বস্ত হইয়া গেল, সেইরূপ সেই ব্রহ্মনগরও বিধ্বস্ত

হইল। ক্রমে ক্রমে সেই মুনি, ঋষি দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাহার পরে আমি আকাশে অবস্থান করিয়াই অবহিতচিত্তে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বাসনাক্ষয় হওয়ায় তাঁহারা আত্মস্বরূপে পরিণত হইয়া প্রবুদ্ধ (জাগরিত) ব্যক্তির নিকট স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এই যে দেহ, ইহা আকাশাত্মক, বাসনাবলে ইহা পরিস্ফুট (দৃশ্য) হয় বাসনার ক্ষয়ে ইহা জাগরিত ব্যক্তির নিকট স্বপ্নের ন্যায় আর প্রকাশিত হয় না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় আকাশে দেহ দর্শন হয়, সেইরূপ আকাশেই বাসনাবশে এই দেহের আবির্ভাব হয়, বাসনাবিলয়রূপ জাগ্রদবস্থায় আর ইহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। বাসনার ক্ষয় হইলে জাগ্রদ্দশাতেও কি আতিবাহিক কি আধিভৌতিক কোন দেহই আর লক্ষিত হয় না। ১—১৫। এই দেহদর্শন বিষয়ে স্বপ্নদর্শনই দৃষ্টান্ত, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই ইহা অনুভবসিদ্ধ, শাস্ত্রেও তাহাই স্মৃত হইয়াছে। যে শঠ নিজে এইরূপে অনুভব করিয়াও গোপন করে—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু প্রভৃতিকেও সত্য বলিতে চায়, সে ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দাও, তাহাকে কোন উপদেশ দিতে নাই, সে ব্যক্তি ছল-সুপ্ত, তাহাকে কে জাগরিত করিতে পারিবে? যদি বল, এই দেহ পিতামাতা দি কর্ত্তৃক উৎপাদিত, পিতামাতার দেহ হইতে উৎপন্ন। স্বপ্ন দেহ ত সেরূপ নহে, স্বপ্নদেহ একবারেই মিথ্যা। তাহার উত্তরে আমি বলি, সৎকর্ম্ম দ্বারা যে স্বর্গদেহ লাভ করা যায়, তাহার ত উৎপাদক কেহ নাই, সে দেহ স্বয়ংই উৎপন্ন হয় তোমার মতে তাহাও মিথ্যা, তোমার মতে তাহা হইলে পরলোক নাই, ফলতঃ তাহা বলিলে তুমি নাস্তিক হইয়া পড়। পিতামাতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত দেহ ব্যতীত আর দেহ নাই, ইহা স্বীকার করিলে পূর্ব্বকল্পের অবসানে সমুদয় দেহের ক্ষয় হইয়া গেলে পরবর্ত্তী কল্পের প্রারম্ভে আতিবাহিক দেহ সমষ্ট্যাত্মক হিরণ্যগর্ভেরও অসত্তা হইয়া পড়িত, কেননা, হিরণ্যগর্ভের কেহ উৎপাদক নাই, হিরণ্যগর্ভের অসত্তা স্বীকার করিলে বর্ত্তমান কল্পও হইত না, অথচ বর্ত্তমান কল্প সর্ব্বদাই রহিয়াছে, সকলেই ইহা দেখিতেছে। স্থূল পদার্থমাত্রই নশ্বর, তাহার অবয়ব আছে, অবয়বের সংযোগ বিয়োগ হয়, সেই সংযোগ বিয়োগ হইতেই স্থূল জগতের নাশ অবশ্যম্ভাবী, অতএব যাঁহারা বলেন জগৎ চিরকালই সমান, কখনই তাহার বিনাশ হয়না, তাঁহাদের মত যুক্তিযুক্ত নহে। আর এক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি বল, জগতের ত নাশ নাই, পরন্তু পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয় হইতেই জড় জীবময় জগৎ, জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতিও দেহেরই গুণ। পৃথিব্যাদির পরস্পর সংযোগ ফলেই জ্ঞানের উদয়, গুড় তণ্ডুল প্রভৃতির যোগে যেমন মাদকতা শক্তি রাসায়নিকসংযোগের ফল, জ্ঞানও ঠিক তদ্রূপ। তবে তাহার উত্তরে বলি, এইরূপ হইলে বেদ, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসে বর্ণিত প্রলয়বার্ত্তা মিথ্যা হওয়াতে শাস্ত্র মিথ্যাবাদী হইয়া পড়েন। হে মহামতে। শাস্ত্রকেই যদি অপ্রমাণ বলিয়া মনে কর, তবে শাস্ত্র হইতে অনেকগুণে নিকৃষ্ট তোমাদের বাক্যে প্রামাণ্য জ্ঞান "বন্ধ্যা শত পুত্র প্রসব করিতেছে" এইরূপ বাক্যে প্রামাণ্য জ্ঞানের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব ও উপহাসাস্পদ নহে কি? আর কোন বুদ্ধিমান্ লোকই বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য লোপ করিতে ইচ্ছা করেন না, কেননা, তাহা হইলে ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতির বিশৃঙ্খলায় জগৎ উৎসন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন তোমার মতের বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে, তাহা এক্ষণে থাক অপর আর একটী দোষ দিতেছি শ্রবণ কর। জ্ঞান যদি মাদকতাশক্তির ন্যায় জড় বস্তু-সংযোগের ফল হয়, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির পিশাচদেহ প্রাপ্তি অসম্ভব হয়, অথচ মৃত্যুর স্থান হইতে দূরতর দেশেও এইরূপ পিশাচভাব উপলব্ধি-গোচর হইয়া থাকে। ১৬—২৫। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি সম্ভব এবং ঐতিহ্য প্রমাণই নহে ইহাই চার্ব্বাকের মত, এ মতে সুতরাং পিশাচাদির প্রত্যক্ষ ভ্রমমাত্র। যখন পিশাচদিগকে চক্ষে দেখা যায় না, তখন ভ্রমভিন্ন আর কি বলিব? আর এক কথা এই যে, পিশাচের ক্রিয়া দেহের উপরেই হইয়া থাকে, তাহা যে সান্নিপাতিক বিকারের কার্য্য নহে, ইহা কে বলিল? চার্ব্বাকের এই কথার উত্তরে আমরা বলি, হে চার্ব্বাক। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ না থাকিলে এইরূপ কথা বলিতে পার বটে কিন্তু তাহা ত নয়, প্রত্যক্ষ ভিন্নও যে প্রমাণ আছে, অনুমানাদিও যে প্রমাণ, নতুবা তোমার সকল কথাই অপ্রমাণ হইয়া উঠে, তুমি যাহা বলিতেছ, লোকে তাহা বিশ্বাস করিবেন কেন? তোমার কথা যে বিশ্বাসযোগ্য এ বিষয় কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে? কথার অর্থ লোকে বুঝে, অর্থজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, সেই অর্থজ্ঞানকে অভ্রান্ত বলিতে হইলে অনুমানাদিকেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে হয় অতএব তোমাকেও অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, অনুমানাদিও প্রমাণ এমন যদি হইল, তবে পরলোক, স্বর্গ, নরক, সত্যরূপে সিদ্ধ না হইবে কেন? আর পর-দেহস্থিতপিশাচের সত্যতা যদি অস্বীকার কর, তবে মাদক দ্রব্যের মত্ততাশক্তিতেই বা বিশ্বাস কর কেন? তাহাও ত পরকায় দেহের বিকার দর্শনে স্থির করিতে হয়। পিশাচগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি এমন অনেক অমানুষিক কার্য্য করে যে, তদ্দর্শনে—পরের মত্ততাদর্শনে মাদক দ্রব্যের মাদকতাশক্তির ন্যায় পিশাচের অস্তিত্ব তোমাকে অবশ্যই মানিতে হইল, সুতরাং মৃত ব্যক্তির যে পরলোক আছে, তাহা বিশ্বাস না করিবে কেন? যদি কাকতালীয় ন্যায়ে আকস্মিক পিশাচাবেশে পরের কার্য্য দ্বারা পিশাচের অস্তিত্ব স্থির করিলে, তবে শাস্ত্রমূলক পরলোকের সত্যতায় সন্দেহ কেন? জীব অন্তরে যেরূপ অনুভব করে, বাহিরেও সেইরূপ দেখিয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত রজ্জু সর্প; প্রথমে মনে সর্পের উদয়, তার পর বাহিরে রজ্জুতে সত্য সর্পভ্রম, যখন রজ্জুতে সর্পের অভাব জ্ঞান হয়, তখন সর্পের অসত্যতা অনুভূত হয়, তবেই দেখ, পদার্থের অস্তিত্বই বল আর তাহার অভাবই বল, দুইই অনুভবমূলক, পরলোকের অস্তিত্ব যখন অনুমানমূলক, তখন তাহার অপলাপ করিবার যো নাই। পরলোকের স্বপক্ষে বেদ সাক্ষী, মৃত ব্যক্তির পরলোক আছে এ জ্ঞান জীবিতাবস্থায় বেদাদি শাস্ত্র হইতে উদ্ভূত, মৃত্যুর পরেও সে জ্ঞানের সংস্কার থাকে, এক্ষণে বল দেখি জীবিতাবস্থায় যাহা সত্য বলিয়া অনুভূত, মৃত্যু কি তাহাকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে? তাহা যদি পারে, তবে জীবিতাবস্থায় যাহা অসত্য বলিয়া অনুভূত; মৃত্যু তাহাকে সত্য বলিয়া স্থির করিয়া দিতেই বা না পারিবে কেন? অতএব হে রাম! জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা স্বতঃই নিত্যসিদ্ধ স্বীয় জ্ঞানশক্তি প্রথমে অনুভব করেন, অনন্তর বাসনার মূলীভূত আতিবাহিক দেহ অনুভব করিয়া দেহাদি ভ্রমের বশবর্ত্তী হন।

সেই বাসনাক্ষয়ে দ্রষ্টা, দৃশ্য, এবং দর্শনরূপ ত্রিপুটী ব্যাধি দূর হয়, আর সেই বাসনা থাকিলেই সংসারনাম্নী পিশাচীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রথমে ব্রহ্মের জগৎ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা হইয়া থাকে, পরে সেই পর্য্যালোচনার মূলীভূত যে বাসনা, তাহাই জগদ্রূপে প্রকাশ পায়, অতএব বাসনাশান্তিকেই নির্ব্বাণ বলিয়া জানিবে আর বাসনার অস্তিত্বকেই সংসার বলিয়া জানিবে। সেই বাসনা প্রলয়ে বা পূর্ব্ব সৃষ্টিতে ব্রহ্ম হইতে যে উৎপন্ন, তাহা নহে, কেননা নির্লেপ পরব্রহ্মে বাসনাসম্বন্ধ অসম্ভব, অতএব বাসনার অভ্যাস সম্বন্ধ পরব্রহ্মে স্বীকার করিতে হয়। আর সেই বাসনা—যতদিন জ্ঞানোদয় না হয়, ততদিন কারণান্তরে উৎপন্ন বলিয়া মানিতে হয়, পরিশেষে বাসনার পর্য্যবসানও ব্রহ্মেতেই জানিবে। এই পর্য্যন্ত যে জ্ঞান, তাহাকেই পণ্ডিতেরা নির্ব্বাণমুক্তির মূল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। হে রাঘব! এ বিষয়ের অপরিজ্ঞানই সংসারবন্ধন জানিবে। এই বিজ্ঞানঘন আত্মাই জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ, ইনি নিজেই জ্ঞানরূপে স্ফুরিত হন, আবার নিজেই অজ্ঞানভাবে তিরোহিত থাকেন। চৈতন্যাংশ মাত্র নির্গুণস্বরূপ আত্মার বন্ধ-মোক্ষজ্ঞানই ক্লেশ, কিন্তু মোক্ষসাধনে পরিশ্রম ত একেবারেই নাই, কেননা আপনাকে চিনিতে পারিলেই মুক্তি, চৈতন্যরূপ আত্মার বিষয়জ্ঞান হইলেই বন্ধন, এবং তাহা একেবারে বিনষ্ট হইলেই মুক্তি, এই যে অসত্য-জগৎ সত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে তাহার মূলও ত সেই বিষয়জ্ঞান। স্বপ্রকাশ চৈতন্য সুষুপ্ত অর্থাৎ বিষয়গ্রহণে বিরত হইলেই মুক্তিনামে অভিহিত হন, তিনি প্রবুদ্ধ হইলেই বন্ধপদবাচ্য হন, এই বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে যাহা তোমার অভীষ্ট তৎসম্পাদনে যত্নবান হও। হে নির্ম্মলাশয় রাম! অনন্ত অনাদি নির্ম্মল একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে বাসনা, যন্ত্রণা, শঙ্কা, ঐক্য ও শূন্যভাব পরিবর্জ্জন করত শান্তিতে অবস্থান কর। ২৩—৫২।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"এইরূপে ব্রহ্মলোকবাসী সেই সকল দেবগণ বর্ত্তিকার ক্ষয়ে প্রদীপের ন্যায় ধীরে ধীরে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মভাব (আত্মাতে লয়) প্রাপ্ত হইলে পর সেই দ্বাদশ আদিত্য অগ্নির ন্যায় জলন্ত কিরণপুঞ্জে জগৎকে যেরূপে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রহ্মলোকও দগ্ধ করিলেন। ব্রহ্মলোক দগ্ধ করিয়া তাঁহারাও ব্রহ্মার ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং বর্ত্তিকা ও তৈল পুড়িয়া গেলে প্রদীপের ন্যায় ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মলোকও একার্ণব হইয়া গেল, রাত্রিকালে প্রগাঢ় অন্ধকার যেমন ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তরঙ্গমালায় সুভীষণ সেই একার্ণবও সেইরূপ ব্রহ্মলোককে জলপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। ১—৪। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ জলপ্লাবিত হইয়া সুপক রসময় দ্রাক্ষাফলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই কল্পান্তের মেঘমালা, একার্ণবের উত্তাল তরঙ্গমালা, জলে ভাসমান পর্ব্বতশ্রেণী ও মৃত দেবশরীরের সঙ্ঘর্ষণে বিশীর্ণ ও চূর্ণিত হইয়া সেই একার্ণবসলিলে বিলীন হইয়া গেল। ঐ সময়ে আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কল্পান্তমেঘের ন্যায় অনন্তনভোব্যাপী ভয়ানক এক মূর্ত্তি নয়নগোচর করিলাম; তথাবিধ ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ ভীতও হইলাম, দেখিয়া মনে হইল, আকল্পসঞ্চিত সমস্ত নৈশ অন্ধকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতে লাগিল, সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মূর্ত্তিটী এক লক্ষ বালসূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছে, সেই মূর্ত্তির মুখমণ্ডল আদিত্যত্রয়ের ন্যায় উজ্জ্বল তিনটী নয়নে আরও ভীষণদর্শন হইয়াছে; সেই লোচনত্রয় হইতে সর্ব্বদা যেন বহ্নিশিখা উদ্গীর্ণ হইতেছে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন বিদ্যুৎ স্থিরপ্রভা (অচঞ্চলা) হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ক্রমে দেখিলাম, সেই মূর্ত্তির তিনটী নয়ন, পাঁচটী বদন, দশটী বাহু এবং হস্তে শূলঅস্ত্র শোভা পাইতেছে। সেই আকৃতি অনন্ত আকাশের অপেক্ষাও বিস্তৃত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দেখিয়া ভাবিলাম, চিন্ময় আত্মাই বুঝি ঘনশ্যাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ৫—১১। সেই কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তিটী একার্ণবে পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বহিরাকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল, দেখিয়া বোধ হইল, আকাশ যেন হস্তপদাদি-সংযুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার নাসাবিবর-নিঃসৃত সমীরণে সেই বিশাল অনন্ত একার্ণব আলোড়িত হইয়া তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, অমৃতমন্থনকালে নারায়ণ যেন ভুজ দ্বারা ক্ষীরোদ-সাগরকে আলোড়িত করিলেন। মনে হইতে লাগিল, সেই মহাপ্রলয়ের জলরাশি যেন পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উত্থিত হইল, শিথিল অহঙ্কার যেন একত্র সমষ্টিভূত হইয়া কারণশূন্য সেই কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল, বৃহদাকার কুলাচলসমূহ যেন সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক উড়িবার উপক্রম করিল। ১২—১৫। আমি সেই মূর্ত্তির ত্রিনয়ন ও ত্রিশূল দেখিয়া দূর হইতেই মহেশ্বর রুদ্রদেবের মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়া নমস্কার করিলাম। রাম কহিলেন,—"ভগবন্! রুদ্রদেবের মূর্ত্তি ওরূপ কৃষ্ণবর্ণ ও বিশাল কেন? তাঁহার পাঁচ মুখ কেন? বাহুই বা কিজন্য দশটী? তাঁহার নয়ন তিনটী কেন? তাঁহার আকৃতি এরূপ ভীষণ হইল কেন? হে মুনে! তিনি কাহার আদেশে কি প্রয়োজনে একাকী আবির্ভূত হইলেন? তখন কি কার্য্যই বা করিলেন? তাঁহার পশ্চাতে যে ছায়া দেখিতে পাইলেন, তাহাই বা কাহার? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে কাকুৎস্থ! অহঙ্কার হইতেই যেন ঐ রুদ্র নামা দীর্ঘ মূর্ত্তি উত্থিত হইয়াছেন, বিষম অভিধানাত্মক ঐ রুদ্রদেবকে দূর হইতে আমি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল আকাশ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। আকাশের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ সেই ভগবান্ রুদ্রমূর্ত্তি চিদাকাশময় বলিয়া আকাশাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বগামী সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই সমষ্টিভূত অহঙ্কাররূপী রুদ্রদেবের শরীরসংলগ্ন পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে তত্ত্ববিদ্গণ তাঁহার পাঁচ মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় তাঁহার দক্ষিণদিগের পাঁচটী হস্ত, পাঁচ প্রকার বিষয় তাঁহার বামদিকের আর পাঁচটী বাহুরূপে শোভা পাইতে লাগিল, এইরূপ দেখিয়া বুঝিলাম, তাঁহার দশ খানি হস্ত। ১৬—২২। ঐ মূর্ত্তি চতুর্ব্বিধ জীবজাতির সহিত মায়াসম্বলিত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত চতুর্মুখ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যখন পরিত্যক্ত হয়, তখন ঐ রুদ্রমূর্ত্তি আকাশমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া কারণস্বরূপে অবস্থিতি

করেন। সেই রুদ্র সমুদয় কার্য্যের বিলয়ে অবশিষ্ট কারণের একাংশরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; আমি যে তাঁহার আকৃতি বর্ণন করিলাম যথার্থপক্ষে উহা মিথ্যা, তবে ভ্রান্তিবশে ঐরূপ আকারবান্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন মাত্র। বায়ু যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই অবস্থিত, সেইরূপ ঐ সর্ব্বশক্তিমান্ রুদ্র অনন্ত চিদাকাশে, ভূতাকাশে ও সকল ভূতের শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। ২৩—২৫। তৎকালে তিনি নিজস্বরূপ হইতে নিখিল ভূতভাব তিরোহিত হওয়ায় আকাশস্বরূপ হইয়া কংকালের জন্য সমস্ত বিক্ষুব্ধ করিয়া ক্রমে একেবারে ক্ষীণ হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, প্রণবের অক্ষরত্রয় এবং বেদত্রয় (তিন বেদ) তখন ঐ রুদ্রদেবের নয়নত্রয়রূপে পরিণত হইয়াছিল, তিনি তৎকালে এই ত্রৈলোক্যকে ত্রিশূলে করিয়া, করে ধারণ করিয়াছিলেন। ২৬—২৮। যখন নিখিল ভূতে তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন তিনিই সর্ব্বভূতের দেহস্বরূপে অবস্থিত বলিতে হইবে। (১) তিনি নিজসৃষ্ট নিখিলসত্ত্বের উপলব্ধিস্বরূপ, তাঁহার এই সৃষ্টিকরণে প্রয়োজন—তাঁহার স্বভাবই, নিজস্বভাববশতঃই তিনি নৃত্য করেন, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর চিদাকাশ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সৃষ্টি করেন। আবার যখন তৎকর্ত্তৃক প্রলয়ের জন্য চালিত হন, তখন সমুদয় জগৎ গ্রাস করিয়া শিবরূপে অবস্থান করেন। ক্রমে সেই শিবরূপও পরিত্যাগ করিয়া আনন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠারূপ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঐ রুদ্র নির্ম্মল আকাশরূপী বলিয়া কৃষ্ণ। উনি এই জগৎনির্ম্মাণের পরে, আবার ইচ্ছা হইলে একেবারে সমুদয় একার্ণবাকার করিয়া সমস্ত পান করিয়া ফেলেন, সমুদয় পান করিয়া যাহাতে আর আসিতে না হয়, এইরূপ ভাবে একেবারে শান্তি লাভ করেন। তাহার পরে দেখিলাম,—তিনি নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা সেই মহার্ণব আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন, অনন্তর নিশ্বাসবায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, সেই মহাসাগর বাড়বানলের ন্যায় বহ্নিশিখাপুঞ্জপরিব্যাপ্ত তদীয় বিস্ফারিত বদনে প্রবিষ্ট হইল। জগতের অবস্থিতিদশায় সমুদ্রে যে বাড়বানল দেখিতে পাও তাহাও তিনি, সেই অহঙ্কারাত্মক রুদ্রই বাড়বানল হইয়া, যতদিন জগৎ থাকে, ততদিন সাগরে নিত্য নিত্য বর্দ্ধমান সলিল পান করিয়া থাকেন, পরন্ত প্রলয়ের সময় উপস্থিত হইলে একেবারে সমুদয় পান করিয়া ফেলেন। আর কিছুই অবশেষে রাখেন না। উচ্চভূমিস্থ সলিল যেমন অনায়াসে (কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া) গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সর্প যেমন অনায়াসে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে, প্রাণবায়ু যেমন অনায়াসে মুখমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই একার্ণবের জলরাশি সমস্তই সবেগে তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিল। সাধুসঙ্গ যেমন দোষসমূহ নষ্ট করে, সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ সেই কৃষ্ণকায় রুদ্রদেব মুহূর্ত্তমধ্যে সেই জলরাশি পান করিয়া ফেলিলেন। পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সব শূন্য হইয়া গেল, আকাশে ধূলি, ধূম, সাগর, বায়ু কোন পদার্থই রহিল না, সব সমান হইয়া গেল। সেই সময়ে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল,—স্পন্দহীন চারিটী পদার্থ কেবল দৃষ্ট হইয়াছিল। হে রঘুনন্দন! সেই পদার্থ কি কি? তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ পদার্থচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ ঐ রুদ্রদেব, উনি আধারশূন্য হইয়া আকাশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, উঁহার শরীর নীলবর্ণ আকাশের ন্যায়। ৩৫—৩৯। উনি আকাশে স্পন্দহীন সৌরভকণার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, দ্বিতীয় পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডগৃহের একাংশ,—দেখিতে পৃথ্যাকাশের ন্যায়, ঐ পদার্থ (দ্বিতীয় পদার্থ) বহু দূরে সপ্তপাতালেরও নিম্নপ্রদেশে অবস্থিত। পর্ব্বতাদি-সমন্বিত পাতাল ভূতলও আকাশের পঙ্কময় পার্থিবাংশে পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, ঐ পদার্থটী প্রথম পদার্থ অপেক্ষা স্থূল। তৃতীয় পদার্থ ঊর্দ্ধবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডের একাংশ, ঐ তৃতীয় পদার্থ বহু দূরে অবস্থিত, দৃষ্টিশক্তি তদ্দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় না; এ কারণে আমি তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারি নাই, কেবল আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ দেখা গিয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ডের দূরবিশ্লিষ্ট যে অধঃখণ্ড ও ঊর্দ্ধখণ্ড, যাহাকে আমি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার মধ্যবর্ত্তী যে অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের ন্যায় নির্ম্মল বিস্তৃত আকাশ, তাহাকেই আমি চতুর্থ পদার্থ বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। এই চারি পদার্থ ভিন্ন, আর কোন পদার্থই তখন ছিল না। ৪০—৪৫। রাম কহিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! ঐ ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের (১) বাহিরে কি ছিল? ঐ ব্রহ্মাণ্ড কটাহের বাহিরে কতগুলি কি কি আবরণ ছিল, তাহা আমাকে বলুন?" বশিষ্ঠ কহিলেন,—"ঐ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডদ্বয়ের বাহিরে ছিল দশগুণ জল। সেই জল অনন্ত, উহা ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডদ্বয়ের সন্ধিস্থলের আকাশের বাহিরে বিস্তৃত হইয়া অবস্থিত। এ জন্য উহা বিশ্লিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডখর্পরদ্বয়ের ভিতরে আসিতে পারিল না। সেই দশগুণ জলের বাহিরে, বহ্নিজ্বালাময় দশগুণ তেজ, তাহার পরে দশগুণ নির্ম্মল বায়ু, তাহার পরে দশগুণ নির্ম্মল আকাশ, তাহার পরে অনন্ত স্বচ্ছ ব্রহ্মাকাশ। অপরাপর সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মাণ্ডের পরে মায়াশবল ব্রহ্মের স্বরূপাকাশে যে অন্যান্য প্রকার আবরণ কল্পনা, তাহা শ্রুতিসম্মত নহে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। ৪৬—৫০। রাম কহিলেন,—"হে মুনিবর! ব্রহ্মাণ্ডখর্পরের উপরে ও নিম্নে যে বিস্তৃত জলাদি রহিয়াছে, উহার ধারণকর্ত্তা কে? কোন্ আধারে ঐ সমস্ত পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন—পার্থিব পদার্থের অংশভূত ঐ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড যেরূপ ভাবে পদ্মপত্রের ন্যায় অবস্থিত, তৎবাহিঃস্থিত জলাদিও ঠিক ঐরূপ, বা উহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। বানরশাবক যেমন মাতার উদরদেশ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকিয়া, মাতার সঙ্গে সঙ্গেই লম্ফ প্রদান করে, ঐ জলাদিও সেইরূপ, ঐ ব্রহ্মাণ্ডখর্পর অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জলের দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্য জলাদি পদার্থ সন্নিহিত ব্রহ্মাণ্ডনামক বিশাল আকৃতির অনুগামী (আশ্রিত) বাহিরের জলাদি পদার্থ ঐ ব্রহ্মাণ্ডের অবয়বের ন্যায়, ঐ ব্রহ্মাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া (ধরিয়া) থাকায়, স্ব স্ব স্থানচ্যুত হয় নাই। ৫১—৫৪। রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! কথিত ব্রহ্মাণ্ডখর্পরদ্বয়ই বা কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে? ঐ ব্রহ্মাণ্ডখর্পরের আকার কিরূপ? কেই

(১) অহঙ্কারাত্মক রুদ্রদেবের ধ্যানেই সকলের দেহাত্মাভিমান, এই জন্য তাঁহাকে সকলের দেহরূপী বলা হইয়াছে।

(১) ব্রহ্মাণ্ড একটী গোল ডিম্বের ন্যায়; ডিম্বের ভিতরের রসমাংস বাহির হইয়া গেলে যেমন দুইখানি খোলা, সেইরূপ হইয়াছিল।

বা ঐ খর্পর ধরিয়া রহিয়াছে? কেনই বা উহা নষ্ট হয় না? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"রাম! এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা স্বপ্নদৃষ্ট পুরীর ন্যায় অলীক, এ জন্য ইহার ধারক কেহ না থাকিলেও ইহা ধৃত হয়, ইহা পতনোন্মুখ হইলেও অপতিত রহিয়া থাকে; নিরাকার হইলেও সাকার হয়। ইহা মূলেই যখন মিথ্যা; তখন ইহার পতিতই বা কি হইবে আর ধৃতই বা কি হইবে? জ্ঞানময় ব্রহ্মের স্ফুরণই ঈদৃশভাবে অবস্থিত। আকাশে যেমন কেশগুচ্ছ, আকাশে যেমন শূন্যতা, পবনে যেমন স্পন্দ, তেমনি চিদাকাশে এই জগৎ। চিন্ময় পরমাত্মায়, এই ব্রহ্মাণ্ড একটী সঙ্কল্পিত নগর। ইহা আর কিছুই নহে, আকাশে আকাশ, আকারশূন্য হইলেও নিয়ত আকারবান্ লক্ষিত হয়, যদি বোধ করা যায়, ইহা পড়িতেছে, তাহা হইলে বোধ হইবে সর্ব্বদাই ইহা পড়িয়া যাইতেছে, ইহা স্থিতিশীল নহে। যদি গতিশীল জ্ঞান করা যায় ত বোধ-হইবে, ইহা সর্ব্বদাই গতিমান্। যদি ইহাকে স্থিতিশীল জ্ঞান করা যায় ত বোধ হইবে, ইহা রাত্রিদিনই একভাবে অবস্থিতি করিতেছে; যদি বোধ করা যায়, ইহা উর্দ্ধে উঠিতেছে, তাহা হইলে বোধ হইবে, ইহা উর্দ্ধদিকেই উত্থিত হইতেছে। যদি ইহার বিনাশজ্ঞান করা যায় ত বোধ হইবে, ইহা বিনষ্ট হইতেছে, যদি উৎপন্ন হইতেছে জ্ঞান করা যায় ত বোধ হইবে, ইহা আকাশে সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতেছে, যেরূপ জ্ঞান করিবে, সেইরূপই হইবে। শরদাকাশে মিথ্যা-দৃষ্টিতে উদিত মুক্তানিকর যেমন ভ্রান্তিবশে সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আকাশে ভ্রান্তিবলে কত যে জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? ৫৫—৬৩।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব। তাহার পরে দেখিলাম, সেই মহাকাশে বিশালদেহ রুদ্রদেব মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, দশদিগ্ব্যাপী ঘনশ্যাম বিশাল আকাশ মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বীয় সর্ব্বব্যাপিত্ব ত্যাগ করিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, ও বহ্নি তাঁহার নয়ন, দিক্‌সমূহ তাঁহার বসন, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল শ্যামলকান্তিপুঞ্জ স্তম্ভ ঘনপ্রভা বিস্তার করিতেছে। তাঁহার দৃষ্টিত্রয় বাড়বানলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার বিলোল বাহুযুগল তরঙ্গমালার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বোধ হইল, সেই একার্ণব হইতে জলরাশি মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। ১—৪। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে ছায়ার ন্যায় এক মূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে নির্গত হইল, প্রথমে সেই মূর্ত্তিটী ছায়া ধারণা হওয়াতে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল;—এখন আকাশে কেবল গাঢ় অন্ধকার,—সমস্ত সূর্য্য এককালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ অন্ধকারে ছায়া আসিল কোথা হইতে? তাহার পরে ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম—ছায়া নহে, একটি ত্রিলোচনা রমণীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। সেই রমণী কৃষ্ণবর্ণা, কৃশা, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শিরা পরিব্যাপ্ত। তাঁহার বিশাল দেহ জীর্ণ, তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে সতত বহ্নি-জ্বালা নির্গত হইতেছিল। তিনি বাসন্ত বনরাজির ন্যায় পুষ্পপল্লব-রমণীয় শেখর ধারণ করিয়াছিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, অঞ্জনের ন্যায় গাঢ় এই অন্ধকারে শ্যামলা কৃষ্ণা বিভাবরী যেন আকৃতি পরি-গ্রহ করিয়া শোভা পাইতেছেন। অন্ধকারলক্ষ্মী যেন দেহ ধারণ করিয়াছেন, আকাশের নীলকান্তি যেন সাকার হইয়াছে। করাল-মুখী অতি দীর্ঘাঙ্গী ঐ রমণী যেন আকাশ পরিমাণ করিবার জন্য উর্দ্ধে উঠিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘবাহু ও দীর্ঘ জানু দেখিয়া বোধ হইল যেন, দিঙ্মণ্ডলের পরিমাণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ঐ রমণী দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার আকার এত কৃশ যে, দেখিলে বোধ হয়, যেন বহুকাল উপবাস করিয়া আছেন। কজ্জলশ্যামল তদীয় বিশাল দেহ বায়ুজনিত মেঘমালার ন্যায় নত হইয়া পড়িল। ৫—১১। তিনি এত কৃশা যে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থা; এই জন্য যেন বিধাতা সুদীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু দ্বারা তাঁহার পতনোন্মুখ বিশীর্ণ দেহ একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি এত দীর্ঘ লম্বমান, যে তাঁহার মস্তক ও চরণ-নখ, দেখিবার জন্য আমাকে একবার অতি উর্দ্ধে, একবার অতি নিম্নে গমনাগমন করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শিরা ও অস্ত্রতন্ত্রী দ্বারা গ্রথিত। খদির প্রভৃতি কণ্টকবল্লীর ন্যায় মূল হইতে শাখাপর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত শরীর সূত্র দ্বারা বিজড়িত। ১২—১৪। সূর্য্যাদি দেব ও দানবগণের বিবিধ বর্ণের মস্তক কমলমালা দ্বারা মালাগ্রন্থন করিয়া সেই মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে বায়ুসন্ধুক্ষিত উজ্জ্বলশিখাসম্পন্ন বহ্নির সংযোগে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার লম্বমান কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল, নরমুণ্ড দ্বারা তিনি কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল স্তনদ্বয় বিশুষ্ক দীর্ঘ অলাবু ফলের মত লম্বমান উরু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার খট্টাঙ্গমণ্ডলে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূরপুচ্ছ ও ব্রহ্মার কেশজালে বিশোভিত ইন্দ্রাদিদেবগণের মস্তক ঝুলিতেছিল, তাঁহার দন্তপংক্তিরূপ চন্দ্রশ্রেণী হইতে নির্ম্মলকিরণপুঞ্জ বিনিঃ-সৃত হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল, যেন অন্ধকার সাগরের একটা উর্দ্ধরেখা উঠিয়াছে। তিনি শুষ্ক অলাবু-বল্লীর ন্যায় আকাশ ভর (আশ্রয়) করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ বিলোল বায়ুভরে পট পট শব্দ করিতেছিল। বিশাল তরঙ্গের ন্যায় বায়ু উৎক্ষেপ করিয়া শ্যাম প্রভা বিস্তারপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছিলেন, মনে হইতে লাগিল, যেন একার্ণবের তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ১৫—২০। দেখিলাম, তিনি কখন একবাহু হইতেছেন, কখন বহুবাহু হইতেছেন, কখন অনন্ত বিশাল বাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন; তাঁহার বাহুসমূহের উৎ-ক্ষেপণে এই জগৎরূপ নৃত্যমণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিতেছে। কখন তিনি একমুখী, কখন বহুমুখী, কখন বা অনন্ত ভয়ঙ্কর মুখ দেখাইতেছেন, কখন বা একেবারে মুখবিহীনা হইতেছেন। কখন একপদে অবস্থান করিতেছেন, কখন বহুপদ বাহির করিতেছেন, কখন অনন্তপদা হইতেছেন, কখন বা একেবারে পদশূন্যা হইতেছেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমি তাঁহাকে কালরাত্রি বলিয়া অনুমান করিলাম, মনে মনে বলিতে লাগিলাম, সাধুগণ ইহাকেই ভগবতী কালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২১—২৪। অরঘট্ট যন্ত্রের সম্মুখবর্ত্তী কাষ্ঠের গর্ত্তত্রয় বহ্নিশিখায় পূর্ণ হইলে তাঁহার

নক্ষত্রের সমান হইতে পারে। তাঁহার ললাটদেশ দেখিতে ঠিক মধ্যস্থলে জলন্তবহ্নিযুক্ত ইন্দ্রনীলমণিময় পর্ব্বতের তুল্য। তাঁহার বিশাল গণ্ডদ্বয় লোকালোক পর্ব্বতের ইন্দ্রনীলমণিময় মধ্যে সগর্ত্ত প্রদেশের স্থায় মধ্যভাগে নিমগ্ন। বাতস্কন্ধরূপ প্রবহ নামক স্থিরবায়ুরূপ সূত্রে গ্রথিত তারকানিচয় তাঁহার মুক্তাহার। ২৫।২৬। নৃত্যকালে তিনি বাহুলতা উৎক্ষেপ করিতেছিলেন, এজন্য করস্থ পুষ্পনিচয় আকাশমার্গে বিকীর্ণ এবং করসঞ্চালনে বিনিঃসৃত নখকিরণের স্থায় শুভ্র মেঘখণ্ড ইতস্ততঃ প্রসারিত হওয়াতে আকাশে যেন শত চন্দ্র উদিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কল্প-মেঘের স্থায় ভ্রাম্যমাণ তদীয় বাহুমণ্ডল নখপ্রভা বিস্তার করিয়া দিঙ্মণ্ডল আক্রমণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ বাহুবৃক্ষের দ্বারা নিখিল আকাশ কাননময় করিয়া তুলিতেছেন। নখপ্রভা ঐ বাহুবৃক্ষের পুষ্প, অঙ্গুলিনিচয় উহার লতাজাল। বিলোল জঙ্ঘাসংঘ দ্বারা তিনি দগ্ধ খর্জ্জুরাদি মহাবনে বেষ্টিত তমাল-তালবৃক্ষপ্রমাণ উন্নত ভূমিখণ্ডের অনুকরণ করিতেছেন। অনন্ত মহাকাশে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কেশকলাপে তিনি আকাশমধ্যে অন্ধকার-হস্তীর সঞ্চরণ করাইয়া দিতেছেন। তাঁহার প্রবল নিঃশ্বাসপবনে সুমেরু পর্ব্বত সকল উৎপাটিত হইয়া যায়। সেই নিঃশ্বাসবায়ুর শব্দে চতুর্দ্দিক্ উদ্ঘোষিত হইতেছে। তাঁহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস-বায়ুর শব্দ ঠিক সুকণ্ঠ নটের উচ্চ গীতধ্বনির স্থায় বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার শরীর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আমি সেই অনন্তগগনে অবস্থিত হইয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম মলয়, কৈলাস, মেরু, মন্দর, সহ্য প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী মালার স্থায় তাঁহার গলদেশে দোদুল্যমান হইতে লাগিল। প্রলয়কালের জগদ্ব্যাপী মেঘমালা তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় অঙ্গে এই ত্রিজগৎ দর্পণের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ২৭—৩৭। তাঁহার এক কর্ণে হিমালয়পর্ব্বত রৌপ্যকুণ্ডলের স্থায় আর এক কর্ণে সুমেরু-পর্ব্বত স্বর্ণকুণ্ডলের স্থায় দুলিতে লাগিল। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিকোলাহল তাঁহার মেখলার ঝঙ্কারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কুলপর্ব্বত সকল তাঁহার গলে দোদুল্যমান পুষ্পমালা, পর্ব্বতের শৃঙ্গ ও তদুপরিস্থ বন সাগরাদি ঐ মালার মধ্যস্থিত স্তবকের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। জীর্ণ নগর ও কাননাদি ঐ মালার মধ্যস্থ কোমল পল্লবের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দেখিলাম, তাঁহার অঙ্গেই পুর, নগর, ঋতু, মাস, দিন, রাত্রি প্রভৃতি সমস্ত জগতের পদার্থনিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীসকল তাঁহার গলে মুক্তাহারের স্থায় ঝুলিতেছে। ধর্ম্ম অধর্ম্ম তাঁহার কর্ণযুগলের অলঙ্কার ও চারি বেদ তাঁহার চারিটি স্তনরূপে প্রতীত হইতেছে। সেই স্তনচতুষ্টয় হইতে সর্ব্বদা ধর্ম্মরূপ ক্ষীর ক্ষরিত হইতেছে। ঋক্, যজুঃ সাম, অথর্ব্ব, এই চারিটী বেদবিভাগ উক্ত পয়োধরচতুষ্টয়ের অগ্র(চুচুক) শোভা ধারণ করিতেছে। ৩৮—৪২। তিনি ত্রিশূল, পট্টিশ, প্রাস, শক্তি, শর, মুষ্টি, তোমর, প্রভৃতি অস্ত্রনিচয়ের মাল্য করিয়া গলদেশে ধারণ করিতেছেন, সেই অস্ত্রমাল্য হইতে আরও ভূরি ভূরি অস্ত্র নির্গত হইতেছে। দেবাদি চতুর্দ্দশ প্রকার প্রাণী তাঁহার শরীরস্থিত লোমাবলীর স্থায় প্রকাশ পাইতেছে। তাহার দেহমধ্যে অবস্থিত নগর, গ্রাম, গিরি প্রভৃতিও যেন পুনরায় জন্মলাভে আনন্দিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। এইরূপ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ তখন তাঁহার শরীররূপ লোকান্তরে অবস্থান করত জঙ্গম (স্পন্দশীল) হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সেই ভগবতী কালীরূপিণী ময়ূরী সমস্ত জগৎরূপ বিষধর ভুজঙ্গ সকল গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত ও আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনন্ত বিশাল শরীরে অবস্থিত জগৎও পূর্ব্বকল্পীয় জগতের স্থায় হইয়াই দর্পণে বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্বের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৪৩—৪৮। বাস্তবিক কালী যে নৃত্য করিতেছিলেন, তাহা নহে, শৈলকাননাদিসমবেত সেই পূর্ব্বতন জগৎই মহা-প্রলয়ের (লয়ের) পরে বিবিধ বিশাল আকৃতি ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছিল। আমি বহুক্ষণ ধরিয়া তদীয় দেহদর্পণে সেই জগতের নৃত্য দেখিতে লাগিলাম, দেখিলাম, সেই পূর্ব্ব জগৎই অবিকল অক্ষতভাবে যেন অবস্থিতি করিতেছে। ৪৯।৫০। তাঁহার শরীরে যে সকল জগৎ নৃত্য করিতেছিল, নৃত্যবেগে সেই সকল জগতের তারকানিকর বিচলিত হইতে লাগিল, পর্ব্বত-সমূহ ঘুরিতে লাগিল; দেব-দানবগণ মশকনিকরের ন্যায় বায়ুস্তরে ইতস্ততঃ চালিত হইতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে বিপক্ষের প্রক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত চক্রাস্ত্রের স্থায় ঘূর্ণায়মান দ্বীপ ও সাগরে আকাশ-মণ্ডল আবৃত হইয়া গেল। পর্ব্বতনিচয় তখন বায়ুবেগে উপরে তরঙ্গসমীরণ তৃণের স্থায় উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। বায়ুবেগে আকাশে নীলবর্ণ মেঘসকল আন্দোলিত হওয়াতে আকাশে একটা ঘুম্‌ঘুম্ শব্দ হইতে লাগিল। ভূতলে কাষ্ঠ অস্থি প্রভৃতি পদার্থজাল পরস্পর সঙ্ঘট্টিত হওয়াতে তৎসমুদয়ের সন্ধিস্থলের বিশ্লেষ হইয়া পটপট শব্দ হইতে লাগিল। পরস্পর-সঙ্ঘর্ষে জগতের পদার্থনিচয় দর্পণের স্থায় মিলিত অমিলিত দ্বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মূর্ত্তিমতী বিভীষিকার স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৫১—৫৫। সুমেরু পর্ব্বত, মেঘ-বসনে কল্পবৃক্ষ-রূপ শরীর আবৃত করিয়া উচ্চ কুলাচলরূপ বিশাল বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। তাদৃশ অবস্থাতেও সমুদ্রকুল তীরের অনতিক্রমরূপ মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে পারে নাই (অর্থাৎ তীরের উপরে উঠে নাই)। বৃক্ষসকল ভূতল হইতে আকাশে আবার আকাশ হইতে ভূতলে পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, পুরসকল অধোদেশে ঘর্ঘরশব্দে লুণ্ঠিত হইতেছে। গৃহ অট্টালিকা প্রভৃতি সমস্তই লুণ্ঠিত হই-তেছে। সেই ভগবতী কালরাত্রি নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে তাঁহার হস্তসঞ্চালনজন্য নখপ্রভা নিঃসৃত হইতে লাগিল, সেই নখপ্রভার মধ্যে দিন, রাত্রি, চন্দ্র কাঞ্চনসূত্রের স্থায়ও সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থসকল সুবর্ণসূত্রের স্থায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। সেই সময়ে মেঘ হইতে নিপতিত জলধারা, সেই নীলমেঘবসনপরিধায়িনী নীহারহারবতী ভগবতী কালরাত্রির ঘর্ম্মবিন্দুরূপে শোভা পাইতে লাগিল। অনন্ত আকাশ তাঁহার লম্বমান কেশপাশ, পাতাল তাঁহার চরণযুগল, ভূমণ্ডল তাঁহার উদর এবং দিক্চতুষ্টয় তাঁহার বাহু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ৫৬—৬০। সাগরমধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকল তাঁহার ত্রিবলি, পর্ব্বতসমুদয় তাঁহার পার্শ্বদেশ, আকাশরূপ অট্টালিকার দোলায়িত প্রবহাদি বায়ু ও প্রাণ আপন প্রভৃতি বায়ুসকল তাঁহার দোলা। তাঁহার নৃত্যকালে আরও দেখিলাম, হিমালয়, সুমেরু, সহ্যপ্রভৃতি পর্ব্বতনিচয় তাঁহার শরীরে আন্দো-

লিত হইতেছে; পর্ব্বতরূপ মঞ্জরীযুক্ত যে সমস্ত জগদ্রূপ মাল্য তিনি পরিধান করিয়াছিলেন, নৃত্যকালে সেই সমস্ত মাল্য আন্দোলিত হওয়ায় মনে হইল, নৃত্যচ্ছলে আবার বুঝি তিনি জগৎপ্রলয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরীর, দেব-দানবগন্ধর্ব্ব-নাগাদি জীবগণরূপ রোমসমূহে আকীর্ণ, সেই বিশাল শরীর নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে না পারাতেই যেন চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। ৬১—৬৫। তিনি কর্ম্মফল বিভব, কর্ম্মের অনুষ্ঠানের হেতু জ্ঞান ও কর্ম্ম যজ্ঞ এই তিন সূত্রের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন। আকাশমণ্ডলে নৃত্য করিতে করিতে তিনি ঘনঘোর স্বরে বেদঘোষণা করিতেছেন। তাঁহার সেই নৃত্যক্রিয়ায় জগতের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও ভূতল আকাশে ও আকাশ ভূতলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় পরস্পর সমান হইয়া যাইতেছে, সেই জন্য আকাশকে ভূতল এবং ভূতলকে আকাশ বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল। তাঁহার বিশাল নাসিকাবিবর হইতে অতিবেগে বিকটরবে নিঃশ্বাস-বায়ু বহিতে লাগিল। নৃত্যকালে তাঁহার ঘূর্ণায়মান বাহুচতুষ্টয় বহু-বাহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই বাহুচতুষ্টয় বাতোৎক্ষিপ্ত পল্লবরাশির আকাশদেশ ব্যাপিয়া ফেলিল, আমার ধীর দৃষ্টিও সে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যের ন্যায়, তাঁহার অঙ্গস্থিত জগৎরূপ বস্তুর সহিত ঘূর্ণিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,—অর্থাৎ আমি স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতে করিতে ক্রমে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। নৃত্যনিবন্ধন তাঁহার দেহ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকায় দেহসংলগ্ন শৈলসকল যন্ত্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। গগনচরগণ পড়িয়া গেল, স্বর্গের দেবালয়সকল ভূমিতে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সুমেরু ও মলয়পর্ব্বত বায়ুবিকম্পিত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। হিমালয়-পর্ব্বত তুষার-বিন্দুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুসকল গজভগ্ন মৃণালদণ্ডের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তাঁহার নৃত্যকালে বিন্ধ্য ও সহ্য-পর্ব্বত রাজহংসের ন্যায় আকাশে উড়িতে উড়িতে বিদ্যাধরদিগের ন্যায় পৃথিবীর অপর প্রান্তে গিয়া পড়িল। তাঁহার দেহসরোবরে দ্বীপসকল তৃণের ন্যায়, সমুদ্রসকল বলয়ের ন্যায়, মেঘগৃহসকল কমলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নীলিম-আভায় নির্ম্মল আকাশের ন্যায়, স্বপ্নদৃষ্ট কজ্জলময় নগরের ন্যায় এবং একত্র রাশীভূত সমগ্র সূর্য্যের মিশ্রিত প্রতাপপুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান তদীয় বিশালতম শরীরে স্বর্ণগিরি সুমেরুর অন্তঃপাতী সহ্য, বিন্ধ্য এবং কৈলাস-মলয়, মহেন্দ্র, ক্রৌঞ্চ; মন্দর, গোকর্ণ, বিদ্যাধর নগরাদি ও সমগ্র বসুমতী যেন জঙ্গম-ভাবাপন্ন হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ৬৬—৭৫। সমুদ্র পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, পর্ব্বতও অত্যুচ্চ গগনে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, আকাশ চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত ভূমণ্ডলের অধঃপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তাহার পরে দেখিলাম, আকাশে যে স্থানে চন্দ্রসূর্য্য অবস্থিতি করেন, সেইস্থানে পাহাড়-পর্ব্বতসহ বনজাল উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া জগৎ, সাগরস্রোতে নিপতিত তৃণের ন্যায়, নৃত্যবেগে দিক্‌প্রান্তে গিয়া ঘুরিতে লাগিল। প্রবল বায়ুবেগে তৃণরাশি যেমন স্বস্থান হইতে নানাস্থানে নীত হইয়া ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ কালরাত্রির নৃত্যকালে পর্ব্বত আকাশে উঠিয়া, সাগর সকল দিক্‌প্রান্তে গিয়া, নদী, সরোবর, পুরনগর প্রভৃতি অন্যান্য স্থানসকল ও স্ব স্ব আধার ছাড়িয়া অপর স্থানে পতিত হইয়া, ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অগাধজলসঞ্চারী মৎস্যের দল জলাশয়-সমভিব্যাহারে মরুভূমিতে নীত হইয়া সমুদ্রে যেমন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে, সেইরূপ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। নগরসকল ভূতলে যেমন স্থির হইয়া থাকে, আকাশে উঠিয়াও সেইরূপ স্থিরভাবে রহিল। পর্ব্বতসকলও আকাশে উঠিয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল, প্রবল বাত্যায় আন্দোলিত হইয়া পর্ব্বতের উপরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। আকাশ হইতে নক্ষত্রনিকর রত্ননিকরের ন্যায় ভূমণ্ডলে পতিত হইয়া সহস্র সহস্র দীপমালার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন, দেব-গন্ধর্ব্বগণ আনন্দে পরস্পরের উপরে পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছেন। দেখিলাম, সেই ভগবতীর দেহমধ্যেই সৃষ্টি, সংহার, দিবারাত্রি বিভাগ সমস্তই রজতবিন্দুর ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে। শুক্লকৃষ্ণ-পক্ষগুলি তাঁহার শরীরে শুক্লকৃষ্ণ মণিময় দর্পণ-মালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ৭৬—৮০। আরও দেখিলাম, চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল তাঁহার শরীরের রত্নাভরণ-স্থানীয় হইয়াছেন। নক্ষত্রনিচয় কণ্ঠদেশের সুরম্য রত্নহার হইয়াছে। স্বচ্ছ অম্বর (আকাশ) তাঁহার পরিধেয় নির্ম্মল অম্বর (বস্ত্র) হইয়াছে। সেই অম্বরের মধ্যে মধ্যে জাজ্বল্যমান বিদ্যুতাগ্নি তাঁহার পরিধেয় বসনের উজ্জ্বল রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহার নৃত্যরূপ কল্পান্তসময়ে জগত্রয় সশব্দে বিলুণ্ঠিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার চন্দ্র-সূর্য্যরূপ মণিময় ভূষণনিচয়ের ঝঙ্কারধ্বনি হইতেছে এবং উক্ত ভূষণনিচয়ের কান্তি ঐ ঝঙ্কারের সহিত ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে প্রসৃত হইতেছে। সেই সময়ে দিবসরণমত্ত যোদ্ধার খড়্গকান্তির ন্যায় শ্যামবর্ণ হইয়া গেল। সূর্য্যদেবের অধঃপতনে তেজঃপুঞ্জ অন্তর্হিত হইয়া গেল। অধিষ্ঠানব্রহ্মচৈতন্যের স্থিরতা-নিবন্ধন সুস্থির থাকিলেও জনগণ তৎকালে ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল, দেখিলাম চতুর্দ্দিকে কেবল অন্ধকার। ৮১—৮৩। সেই সময়ে ব্রহ্মা ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, বহ্নি, রবি, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর বিভক্ত হইয়া বাতাবধূত মশকের ন্যায়, তড়িতের বিলাসের ন্যায় অস্থিরভাবে গতায়াত করিতে লাগিলেন। জগতের সুস্থকালে সৃষ্টি, সংহার, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি, নাশ, চেষ্টা, অচেষ্টা, নিষেধ, বিধি, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ভাবসকল পরস্পর বিরোধী বলিয়া সর্ব্বদা পৃথক্‌ভাবেই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বিপত্তিসময়ে সবই পরস্পর বিরোধ ত্যাগ করিয়া একত্র সম্বদ্ধ (মিলিত) হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে তাঁহার শরীররূপ চিদাকাশে কত যে শূন্যময় মিথ্যা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, বিপৎ, সম্পৎ, পৃথিবী ইত্যাদি ভ্রান্তি প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ৮৪—৮৬। তাঁহার শরীরে উৎপত্তি, শান্তি, মৃত্যু, উৎসব, যুদ্ধ, সাম, অনুরাগ, বিদ্বেষ ও ভয়, বিশ্বাস প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল একাধারে রত্ননিচয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরের মধ্যে বিরুদ্ধ সৃষ্টিপরম্পরাও যে কত দেখা গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তদীয় শরীর পরমার্থ-দৃষ্টিতে চিদাকাশময়; অপরমার্থ দৃষ্টিতেই তদীয় শরীরের অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনভিমত স্বভাবতঃই উৎপন্ন মায়ারূপ আবরণের অনুভূয়মান জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার তিমির রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে আকাশে কেশগুচ্ছের ন্যায় স্ফুরিত হইতে লাগিল। নিশ্চল অধিষ্ঠান-সত্তায় অবস্থিত এই জগৎ

বাস্তবিক চঞ্চল না হইলেও দর্পণপ্রতিবিম্বে অচল পর্ব্বতের ন্যায় চঞ্চল দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার নৃত্যের আবেশে মায়ার অভ্যন্তরে উৎপন্ন জগৎসকল বালকসঙ্কল্পিত সৃষ্টির ন্যায় প্রতিক্ষণে এক স্থিতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ স্থিতি গ্রহণ করিতে লাগিল। ৮৭—৯০। দেখিলাম, তাঁহার শরীরমধ্যে কখনও ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা জগৎরূপ মুদগররাশি একত্র সংগৃহীত হইতেছে, আবার পরক্ষণেই তৎসমুদয় আপনিই বিলীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ক্রিয়াশক্তিরূপিণী ঐ দেবী কখন লক্ষিত হন, আবার কখনও বা কিছুই লক্ষিত হন না। কখন তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেখা যায়, কখন বা তিনি আকাশব্যাপিনী অনন্তমূর্ত্তিতে লক্ষিত হইয়া থাকেন। সেই ভগবতী কালরাত্রিই আমাদের জগৎময়ী সংবিৎ-শক্তি। তিনি অনন্তা বিশুদ্ধপরমাকাশরূপিণী। ৯১—৯৩। সেই দেবীই কালত্রয়ে অবস্থিত জগত্রয়ের অন্তর্গত চিৎস্বরূপা। এই জন্য প্রাক্তন বাসনানুসারে পুরুষের মনে যে সংসারজাল উদিত হয়। ঐ ভগবতীই তাহার উপাদান হন। চিতির ঈদৃশ পরিবর্ত্তন বড়ই অদ্ভুত। ঐ দেবীই অবিদ্যাবৃত চিৎস্বরূপা, এজন্য উনিই নিখিল সংসারের চিত্ররূপে দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। যখন বিদ্যাবলে উহার অবিদ্যামালিন্য বিদূরিত হয়, তখন উনি প্রশান্ত আকাশরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। এইরূপ ঐ দেবী সংসারি-দৃষ্টি ও মুক্ত যোগীর দৃষ্টি উভয়ের গম্য অবিদ্যাক্রান্ত বিদ্যাক্রান্ত দ্বিবিধ আকারই ধারণ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হইবে, তিনি অনন্ত অনাদি চিদাকারই কেবল ধারণ করিতেছেন। দেবীর অনন্ত চিন্ময় শরীরে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ স্ফটিক শিলার উপরে পদ্ম-চক্রাদি রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, ফলতঃ সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় ঐ সমস্ত দৃশ্য আকাশরূপিণী দেবীর আকাশরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে। এইরূপে বিশালশরীরা ভৈরবী দেবী অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া সেই ভৈরবাকৃতি কল্পান্তরুদ্রের পুরোভাগে অবস্থানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই কল্পান্তরুদ্রের ললাটস্থিত বহ্নিতে বনভূমি দগ্ধ হইয়া স্থাণুমাত্রাবশেষ হইয়া গেল। নৃত্যাবেশে সেই দেবী প্রলয়ের প্রবল ঝঞ্ঝায় বিঘূর্ণিত অরণ্যশ্রেণীর ন্যায় আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। কুদ্দাল, উদূখল, চর্ম্মাসন, ফল, কুম্ভ, মুষল, উদকেশ (কূপ হইতে জল তুলিবার পাত্র) ও স্থালী এই সমস্ত বস্তু তাঁহার মাল্যমধ্যে গ্রথিত। তিনি ঈদৃশ মালা ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি এবংবিধ মাল্য হইতে কুসুমনিকর চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্ধত নৃত্যব্যাপারে সেই কুসুমনিকর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ৯৪—১০০। দেখিলাম, নৃত্য করিতে করিতে তিনি আকাশের ন্যায় ভীষণদেহ সেই রুদ্রদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন, রুদ্রদেবও তাঁহার ন্যায় বিশালশরীরে নৃত্য করিতেছেন। হে শ্রোতৃবর্গ! মস্তকে গরুড়-পক্ষনির্ম্মিত শিখায় বিভূষিতা, গলদেশে মুণ্ডমালাধারিণী ভগবতী হস্তে যম-মহিষের বিশাল শৃঙ্গ লইয়া পরমানন্দে 'ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ ঝম্বা ঝম্ব্য' 'ইত্যাকার তাল-শব্দে নৃত্য করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেই কালভৈরবের নৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। হে শ্রোতৃবর্গ! সেই কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান সেই কালরুদ্র তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ১০১।১০২।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে যেরূপ প্রলয়ের বর্ণনা করিয়াছিলেন; তাহাতে ত বুঝিলাম, সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিছুই নাই, তবে আবার সেই ভগবতী কোথা হইতে আসিয়া কোথায় কিরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন? আর শূর্প, ফল, কলসাদি বস্তুও ত কিছুই নাই, তবে তিনি তৎসমুদয়ের মাল্য কোথায় পাইলেন? ত্রিজগৎ লয় প্রাপ্ত হইল, এই কথাই ত আমাকে বলিলেন, আবার ভগবতী কালীর দেহে তাহা কোথা হইতে আসিল? সমস্তই যখন নির্ব্বাণ, কিছুই নাই, তখন তিনিই বা কোথা হইতে আসিয়া নৃত্য করিলেন? ইহার গূঢ় রহস্য আমাকে ব্যক্ত করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যিনি নৃত্য করিতেছেন বলিলাম, উনি না পুরুষ, না স্ত্রী, তাঁহার নৃত্যও বাস্তবিক কিছুই নহে, তাঁহারাও কিছুই নহেন, ঐ অবস্থায় তাঁহাদের আকৃতির বিষয় যাহা বর্ণন করিলাম, তাহাও কিছুই নহে। নিখিল কারণের কারণ অনাদি অনন্ত যে চিদাকাশ, সেই বিশাল প্রকাশময় শিবরূপী চিদাকাশই ভৈরবাকারে লক্ষিত হইতেছে। জগতের লয়ের পরে সেই পরমাকাশরূপী চিদাকাশই ঐরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। যেমন নিরাকার সুবর্ণ দেখা যায় না, সেইরূপ উক্ত পরমাকাশ চেতনস্বরূপ বলিয়া উক্তবিধ স্বভাব (কালী ও রুদ্রমূর্ত্তি) ব্যতীত থাকিতে পারে না, অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত চিদাকাশের আকার স্বীকার করা হইয়াছে, সে আকার ঐ কালী ও রুদ্রমূর্ত্তি। ১—৬। হে সুধীবর! বল দেখি, চেতন ব্যতিরেকে কেবল চৈতন্য থাকিতে পারে কি? তিক্ততাশূন্য মরিচ কি কোথাও দেখিয়াছ? বলয়াদি আকৃতি ব্যতিরেকে সুবর্ণ থাকিতে পারে কি না, ইহা একবার আলোচনা করিয়া দেখ দেখি? নিজস্বরূপবিহীন পদার্থ কিরূপেই বা সম্ভবে? মাধুর্য্যবিহীন ইক্ষুরস কিরূপে সম্ভবে বল? মাধুর্য্যশূন্য যে ইক্ষুরস তাহা ইক্ষুরসই নহে। অচেতন (চেতন শূন্য) যে চৈতন্য তাহাকে চৈতন্যই বলা যাইতে পারে না। অথচ চিদাকাশের নাশ ইহাও সম্ভবপর নহে। ৭—১০। চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জগতের উক্ত ব্রহ্মসত্তা হইতে অতিরিক্ত রূপ হইতেই পারে না; তবে তিনি আপনাতে আপনার অতিরিক্ত বহুরূপ স্বীকার করিবার জন্যই প্রথমে আকাশরূপে উৎপন্ন হইয়া আপনাকে আকাশভিন্ন করিয়াছেন। অতএব সেই চিন্ময় ব্রহ্মের অক্ষুব্ধ যে সত্তামাত্র, সেই অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিময় সত্তামাত্রই এই ত্রিজগৎ-সৃষ্টি-সংহার। আকাশ, ভূ, দিক্, নাশ, উৎপত্তি, নাম, শূন্য, জন্ম, মৃত্যু, মায়া, মোহ, মান্দ্য, বস্তু, অবস্তু, বিবেক, বন্ধ, মোক্ষ, শুভ, অশুভ, বিদ্যা, অবিদ্যা, বিদেহতা, দেহবত্তা, ক্ষণ, চির, চাঞ্চল্য, স্থৈর্য্য, তুমি, আমি, অপর, সৎ, অসৎ, মূর্খতা, পাণ্ডিত্য, দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য প্রভৃতি কল্পনা, রূপ, আলোক, মন, কর্ম্ম, জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, অগ্নি, আকাশ ইত্যাদিরূপে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই সমগ্র দৃশ্য প্রপঞ্চই ঐ বিশুদ্ধ নিরাময় চিদাকাশ, ঐ চিদাকাশ স্বীয় আকাশভাব পরিত্যাগ না করিয়াই এই সমস্ত প্রপঞ্চরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে। ১১—১৮। ফলতঃ এই সমুদয় প্রপঞ্চ নির্ম্মল-আকাশমাত্র, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বপ্নাদি এ বিষয়ের অখণ্ড দৃষ্টান্ত। আমি যাঁহাকে চিন্ময় পরমাকাশ বলিয়াছি, তিনিই এই শিব; তিনিই সনাতন। তিনিই

হরি হইয়া থাকেন, তিনিই চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের ও অনল হইয়া থাকেন। তিনিই বায়ু, তিনিই মেঘ, তিনিই সাগর, অন্য যে বস্তু ছিল বা ছিল না, তাহাও তিনি। ফলতঃ যাহা কিছু স্ফুরিত হয়, তৎ সমুদয়ই তিনি,—সেই চিন্ময় আকাশের ক্ষুদ্র অণুকণা। বৃথা ভাবনাবলেই তিনি ঈদৃশ বিবিধ সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হন। স্বভাবমাত্রবোধে তিনি যাহা, তাহাই থাকেন। অজ্ঞদৃষ্টিতে তিনি জড় জগৎরূপে অবস্থিত, তত্ত্বদৃষ্টিতে তিনি নিজ বোধস্বরূপে অবস্থিত, অতএব জানিয়া রাখ, সবই শান্ত, দ্বিত্ব, একত্ব কিছুই নাই। জীব যে পর্য্যন্ত পরস্বভাব জানিতে সমর্থ হয় না, সেই পর্য্যন্তই সংসারসমুদ্রের তরঙ্গমালায় আপ্লুত থাকে, যখন জানিতে পারে, তখন তন্ময় হইয়া সেই নিরাময় পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে তখন আর তাহার তরঙ্গ, সমুদ্র, এভাব থাকে না, একার্য্যে সব প্রশান্ত হইয়া যায়। তখন থাকে কেবল একমাত্র সেই অনন্ত চিদাকাশ। ১৯—২৭।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৮২

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"এই যে তোমাকে চিন্মাত্র পরম আকাশের কথা বলিলাম, ইহাকেই আমি ঐ শিব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, ইনিই তৎকালে রুদ্র হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। হে তত্ত্বজ্ঞ-প্রবর। তাঁহার যে সেই আকৃতির কথা বলিয়াছি; তাহা বাস্তবিক আকৃতি নহে, চিদ্‌ঘন আকাশই তাদৃশ আকারে প্রতি-ভাত হন মাত্র। আমি তখন শান্ত আকাশকেই সেই আকৃতি-রূপে দর্শন করিয়াছি। আমি বলিয়াই তাহা জানিতে পারিয়া-ছিলাম, অন্য হইলে কিছুই দেখিতে পাইত না। সেই কল্পান্ত, সেই রুদ্র, সেই ভৈরবী, সমস্তই মায়া, ইহা আমি বেশ জানিতে পারিয়াছিলাম।১—৫। পরম শূন্য চিদাকাশই তাদৃশ আকারসন্নিবেশে লক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই চিদাকাশই ঐ ভৈরব আকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তখন কল্পনা-দৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা কল্পনাদৃষ্টি অর্থাৎ বাচ্যবাচক সম্বন্ধ কল্পনা ব্যতীত বর্ণনা করা যায় না, এই জন্যই আমি যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ (কল্পনার অনুরূপ) বর্ণনা করিয়া বলিলাম। হে রাম। এই জগতে চিরাভ্যাসবশে যে সমুদয় আধিভৌতিক প্রপঞ্চ কল্পনাময় জড় হইয়াছে, তাহাতে লোকের ক্ষণকালমধ্যেই সত্যতাভ্রম হয়; কিন্তু এ ভ্রম যাহাতে সত্বর অপহৃত হয়, তাহা করা উচিত। তিনি ভৈরবী নহেন, ভৈরবও নহেন, কল্পান্তও নহেন, ফলতঃ তৎসমুদয়ই ভ্রান্তিমাত্র, কেবল চিদাকাশই প্রতিভাসমান রহিয়াছেন। ৬—৮। ঐ চিদাকাশ হইতে স্বপ্নদৃষ্ট পুরীর ন্যায়, সঙ্কল্পকৃত সংগ্রামবেগের ন্যায়, কেবলমাত্র বাক্যজালে রসানুভবের ন্যায় এবং মনঃকল্পিত রাজ্যবিলাসের ন্যায় এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি। স্বপ্নে যেমন নগরী দৃষ্ট হয়, নির্ম্মল আকাশে যেমন ভয়ে মূর্ত্তিদর্শন হয় এবং সুনীল আকাশে যেমন কেশগুচ্ছ দেখা যায়, তেমনি চিদ্‌ঘন আত্মাতে অচিৎ অর্থাৎ চিতির ইতর জড় বস্তুর প্রতীতি হয়। চিন্মাত্র স্বচ্ছ আকাশ আপনস্বরূপেই আপনি প্রদীপ্ত রহিয়াছেন। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রতিভাত হইতেছে, বুঝিবে ইহা আত্মাই জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। চিদাকাশে যেমন স্ব আত্মা দেদীপ্য-মান রহিয়াছেন, সেইরূপ পটেও তিনি দীপ্তিমান্ আছেন। ৯—১১। প্রলয়কালের সেই ভীষণ বহ্নির নর্ত্তনেও তিনি আছেন। হে রাম। শিব ও শিবার আকৃতি নিরাকার, তাহা তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। (বোধ হয়, তাহা বুঝিয়াছ।) এক্ষণে তাঁহার নৃত্য কি? তাহার তত্ত্বনিরূপণ করিব, শ্রবণ কর। যেমন শুক্তিকাদিতে ভ্রান্তি হইলে,—শুক্তিকাদির যথার্থ জ্ঞান, তিরোহিত হইলে শুক্তিকাদি অন্য একটা বস্তু (রজ-তাদি) বলিয়া বোধ হইয়াই থাকে, তাহা কিছুই নহে। অবস্তু এইরূপ জ্ঞান ভ্রান্তিতে হয় না, সেইরূপ চেতনাপদার্থের চেতনও স্পন্দ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। তাহার স্বভাবই হইতেছে স্পন্দ, সুবর্ণ যেমন আপনার আকৃতিসঙ্ঘটনমাহাত্ম্যে রূপ্যকরূপে অবস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাও আপনার স্পন্দস্বভাববশে রুদ্ররূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন। ১০—১৫। যাহা চেতন, তাহা স্বভাবগুণে অবশ্যই স্পন্দধর্ম্মী হইবে, কারণ স্বভাব হইতেই বস্তুর আকৃতিসন্নিবেশ। চিদ্‌ঘন ঐ শিব আত্মার যে স্পন্দ, তাহাই আমাদের নিকট নিজ বাসনার আবেশবশে নৃত্যরূপে বিরাজ করে। অতএব কল্পান্তসময়ের ভীষণাকৃতি রুদ্র-দেব যে নৃত্য করেন, তাহাকে চিদ্‌ঘনের নিজ স্পন্দ বলিয়া জানিও। রাম কহিলেন,—"তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের ত সত্তাই থাকে না, সে মতে আমার জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই, তবে অতত্ত্বদর্শীর দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই যে প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান দৃশ্যপ্রপঞ্চ, কল্পান্তসময়ে ইহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, কিছুই থাকে না, সে কল্পান্ত হওয়ার পরে মহাশূন্য এই পরমাকাশে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই ত্রিপুটীভাব একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন চিদ্‌ঘন চেতনের চেত্যানুভব কিরূপে অসম্ভব হয়, অর্থাৎ তৎকালে রুদ্র ও ভগবতী কালরাত্রির নৃত্য কিরূপে সম্ভবে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"রাম। যদি তোমার সংশয় হইয়া থাকে, দ্বৈত-ঐক্যের সন্দেহসাগর নিবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে ত শ্রবণ কর। এই যে চিন্মাত্র আকাশ, ইহাতে চেত্যভাবে কিছুই নাই। তিনি কখনই কোন বিষয়ের অনুভব করিতেছেন না, সর্ব্বদাই পাষাণের ন্যায় অচল অটল বিজ্ঞানঘন আকাশরূপে বিরাজ করিতেছেন। যাহা কিছু অনুভব করিতেছ, ঐ সমস্তই চিতির স্বভাব, চিতির স্বভাবই ঐ কালরাত্রিনৃত্যরূপে প্রথিত হই-তেছে, অথচ প্রশান্ত চিৎস্বভাব আপন সত্তাতেই অবস্থিত, তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। যেমন স্বপ্নকালে চিৎই পুরনগরাদির ন্যায় অন্তরে প্রকাশমান হয়, অথচ তাহা বাস্তবিক পুরনগরাদি নয়, তাহা বিজ্ঞানময় আকাশই, সেইরূপ চিন্ময় আত্মা সৃষ্টিপ্রারম্ভ হইতে আপনাতে জ্ঞেয়প্রপঞ্চ অনুভব করতঃ নিজে প্রকাশময় হইয়াই থাকেন, তাঁহার নিজ স্বরূপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না, উক্ত চিৎ আপন স্বভাবরূপ আকাশবিবরে নিজে প্রকাশিত হইয়া নিজ কল্পনায় আপনাতে ক্ষণ, কল্প, জগৎ ইত্যাকার ভ্রম ধারণ করিয়া থাকেন। ১৬—২৬। চিদাকাশ আপনার অন্তরে স্বরূপই স্ফুরিত-প্রভাময় হইয়া স্বভাবাকাশে "আমি তুমি" ইত্যাকার কল্পনা করিয়া থাকেন। অতএব প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতও নাই, একতাও নাই, শূন্যতাও নাই, চেতন, অচেতন, মৌন প্রভৃতি কিছুই নাই। কোথাও কেহই চেত্যরূপে কিছুরই অনুভব করিতেছেন না;

অতএব অনুভবকর্ত্তাও কেহই নাই, কেবল মৌনই অবশিষ্ট থাকিতেছে। নির্ব্বিকল্প সমাধিই সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, নির্ব্বিকল্প সমাধিও পাষাণের ন্যায় নিশ্চলীভাব, অতএব তূষ্ণীম্ভাবে নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। হে রাম! তুমিও ঈশ্বরের অলৌকিক দৃষ্টিতে অভ্যাসক্রমে যথাপ্রাপ্ত নিজ রাজ্যপালনাদি কার্য্য করত পরম দৃষ্টিতে নিশ্চল মদ-মান-মোহপরিশূন্য হইয়া শরীর-জীবাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশের ন্যায় বিশদ শান্তভাবে অবস্থান কর। ২৭—৩১।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"হে মুনিবর! ভগবতী কালী নৃত্য করেন কি নিমিত্ত? আর তিনি ঐরূপ শূর্প, ফল, কুদ্দাল মুষলাদির মাল্য ধারণ করেন কেন? ইহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই ভৈরব, যাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া উল্লেখ করিলাম, তাঁহার যে মনোময়ী স্পন্দশক্তি তাঁহাকেই তুমি ঐ মায়া (কালী) বলিয়া জানিবে, ঐ মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন, পবন ও পবনস্পন্দ যেমন একই পদার্থ, উষ্ণতা ও অনল যেমন একই পদার্থ, সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দশক্তিও (ঐ মায়াও) সর্ব্বদা এক, কদাচ পৃথক্ নহে। স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়, উষ্ণতা দ্বারা যেমন বহ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ ঐ শিবনামক নির্ম্মল শান্ত চিদাত্মাও ঐ স্পন্দশক্তি মায়া দ্বারা লক্ষিত হন, অন্য কোন উপায়ে নহে। ঐ শান্ত শিব চিন্মাত্রকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। স্পন্দশক্তি তাঁহার ইচ্ছা, ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্যপ্রকাশ করিয়া থাকে, সাকারমানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনানগর নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ ঐ নিরাকার শিবের ইচ্ছা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থীদিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্য নামে, সৃষ্টির প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ বলিয়া প্রকৃতি নামে দৃশ্যাভাসে অনুভূত উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া ক্রিয়া নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বাড়বাগ্নিজ্বালার ন্যায় দৃশ্যমান আদিত্যমণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া শুষ্কা নামে অভিহিত হন। উৎপলবর্গ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি চণ্ডিকা নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান (সর্ব্বত্র জয়লাভ করেন বলিয়া) ইহাঁর নাম জয়া; সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রয় বলিয়া ইহাঁর নাম সিদ্ধা; সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া বলে। ইহাঁকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না বলিয়া ইহাঁর নাম অপরাজিতা; ইহাঁর মহিমা কেহ গ্রহণ করিতে (বর্ণন করিতে) পারে না বলিয়া ইহাঁর নাম দুর্গা। প্রণবের সারাংশশক্তিও ইনি, এইজন্য ইহাঁর নাম উমা (উ, ম, অ)। গায়ক অর্থাৎ ইহাঁর নামজপকারীদিগের ইনিই পরমার্থস্বরূপ, এজন্য ইহাঁর নাম গায়ত্রী; সর্ব্বজগতের প্রসব করেন বলিয়া ইহাঁর নাম সাবিত্রী, স্বর্গ মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানবৃষ্টিধারা ইহাঁ হইতে প্রবাহিত বলিয়া ইহাঁর নাম সরস্বতী। ইনি গৌরাঙ্গী বলিয়া গৌরী নামে অভিহিতা; যখন শিব-শরীরে অনুষঙ্গিনী হন, তখনই গৌরী নামে অভিহিত হন। ইনি সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে অনাহত নাদরূপে আকারাদি মাত্রাত্রিতয়শূন্য শব্দ-ব্রহ্মাত্মক প্রণবের নাদভাগের সর্ব্বদা উচ্চারণ ইহাঁ দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং হৃদয়-পদ্মের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ছিদ্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত দহরনামক শিবের মস্তকের ভূষণ বিন্দুরূপা ইন্দুকলা বলিয়াও ইহাঁর নাম উমা। উক্ত কাল ও কালী আকাশস্বরূপা বলিয়া উহাঁদের বর্ণ কাল। তাঁহারা সর্গসঙ্কল্পময়ী দৃষ্টিতে আকাশকেই মাংসময় শ্যামবর্ণ শরীররূপ দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে আপনাদের আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। আকাশ যেমন আকাশেই অবস্থিত, তাহার আর ভিন্ন আধার নাই, সেইরূপ তাঁহাদের কল্পিত শরীরও আকাশেই অবস্থিত। ১—১৫। আকাশের যেমন কোন মূর্ত্তি নাই, সেইরূপ তাঁহাদের কোন মূর্ত্তি নাই; তাঁহারা ঠিক আকাশের ন্যায়ই স্বচ্ছ, দেখিলে বোধ হয়, আকাশের যেন দুইটী অগ্রজ। এক্ষণে তাঁহাদের হস্ত, পদ, মস্তক, মুখ প্রভৃতির বিভিন্নতা বা বহুবিধ প্রকার হল, শূর্প প্রভৃতির মালা ধারণ কিরূপ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই পরিস্পন্দরূপিণী ভগবতী কালী অনাদি অনন্ত চিতিশক্তিরূপিণী হইলেও নিজ ইচ্ছাতেই সমস্ত বেদোক্ত ক্রিয়াস্বরূপ হন, এইজন্য "স্নান করিবে, দান করিবে, হোম করিবে" ইত্যাদি বেদবাক্যবিহিত স্নানদানাদিক্রিয়াই ইহাঁর শরীর, এই কারণে ইহাঁর বিবিধ অভিনয় সহিত নৃত্য ব্রহ্মার কর্ম্মফলস্বরূপ এবং নিখিল প্রাণীর সৃষ্টি, স্থিতি, জরা, মৃত্যু প্রভৃতিরূপে পর্য্যবসিত হয়। ঐ দেবী ক্রিয়ারূপিণী, ক্রিয়াও নিরবয়বা হয় না, এই কারণে (ক্রিয়াত্ব বজায় রাখিবার জন্য) আপনার শরীরমধ্যে হস্ত-পদাদি অবয়ব ধারণ করেন এবং তৎসমুদয় অবয়ব স্পন্দিত করিয়া ক্রিয়ারূপে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের ধারণকারিণী কালীরূপিণী কমলিনী আপনার অঙ্গভূত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। অথচ ঐ চিন্ময়ী দেবীর আকৃতিনির্দ্দেশ কুত্রাপি হইতে পারে না। বিচার করিয়া দেখিলে শিবত্ব ব্যতিরিক্ত আর কিছুই তাঁহাতে দৃষ্ট হইবে না। হে রাম! আকাশের অঙ্গ যেমন শূন্যতা, বায়ুর অঙ্গ যেমন স্পন্দ, চন্দ্রিকার অঙ্গ যেমন কুমুদবিকাস, সেইরূপ চিতির অঙ্গ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও চিতির ক্রিয়া অর্থাৎ স্পন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলতঃ সেই চিতিকে নিষ্ক্রিয়, নির্ম্মল, শান্ত, অব্যয়, শিব বলিয়া জানিও। তাঁহাতে কিঞ্চিন্মাত্র স্পন্দধর্ম্ম অথবা নিশ্চলতা-ধর্ম্ম দুয়ের কিছুই নাই; তবে তাঁহার যে ক্রিয়ারূপতা, তাহা কেবল অজ্ঞানদশায় জানিবে। ১৬—২৫। যখন প্রকৃত বোধ হওয়ায় ক্রিয়াস্বভাব হইতে নিবৃত্ত হইয়া বাস্তবস্বভাবে অবস্থান করেন, তখন উক্ত চিতিকে শিব বলা হয়। যখন কূটস্থ চৈতন্যের চিতিশক্তিরূপিণী দেবীর অবিদ্যাবশে প্রতিকূল স্পন্দভাবে অবস্থিত হয়, তখন সেই অবস্থাকেই ক্রিয়া বা ভগবতী কালী বলা হয়। লোকসমূহসম্ভূত এই সৃষ্টিসকল, ঐ কল্পিতদেহধারিণী বিশালমূর্ত্তি চিতিশক্তিরূপিণী দেবী কালীরই অঙ্গ। সপ্তদ্বীপ-সমন্বিতা পৃথ্বী, বনস্থলী ও উপত্যকাভূমি-সমন্বিত পর্ব্বতসমূহ, অঙ্গ ও উপাঙ্গযুক্ত বেদত্রয়, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা, যাহাতে বিধি ও নিষেধার্থ বিদ্যমান, যাহা শুভাশুভ কর্ম্মের নির্দ্দেশক, যাহাতে পুরোডাশ প্রভৃতি হোমের বিষয় উল্লিখিত, যাহা রাজা, উদূখল, দ্রুসী (চর্ম্মাসন); শূর্প ও যূপকাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা উপলক্ষিত, এবম্ভূত দক্ষিণাদি প্রভৃতি হোমবিষয়ক যজ্ঞসকল, ভীষণ অস্ত্রসকলের আকর

শূল, শক্তি, শর, ভূষুণ্ডী, গদা, প্রাস (তীক্ষাগ্র অস্ত্রবিশেষ) অশ্ব, হস্তী ও যোদ্ধৃবর্গ দ্বারা ভীষণ ও উজ্জ্বল রণস্থল; সুরগন্ধর্ব্ব প্রভৃতি চতুর্দ্দশ লোকের জীবগণ (১), চতুর্দ্দশ মহাসমুদ্র, দ্বীপ, ভুবন ও লোক,—এই সকলই সেই ভগবতী কালীর অঙ্গ। রাম জিজ্ঞাসিলেন,—"ভগবন্! প্রলয়কালেও রুদ্র-কালীরূপিণী চিতির সমক্ষে যে অতীত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিসমূহ ছিল, এই যে আপনি বর্ণন করিলেন, তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করি, তৎকালে যে সৃষ্টিসমূহ ছিল, তাহা কার্য্যকরণসমর্থ সৎস্বভাবে ছিল, না,—মিথ্যা মরীচিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল? বশিষ্ঠ কহিলেন,—"রাম! সত্যসঙ্কল্পবতী চিৎশক্তি দ্বারা বস্তু সঙ্কল্পিত হয়, সত্যসঙ্কল্পা চিতি দ্বারা তাহা সত্যরূপেই প্রতীয়মান হয় (সত্য বলিয়াই বোধ হয়;) চিতির বাহিরে দেখিতে গেলে তাহা একান্ত মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়; নিখিল বস্তুই এইরূপ চিতির সত্তাতেই বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যেমন দর্পণস্থিত মুখ-প্রতিবিম্ব, সম্মুখস্থিত মুখের সত্তাতে ঠিক মুখের ন্যায় সত্য বলিয়া বোধ হয়, এই বাহ্যপ্রপঞ্চ তদ্রূপ চিতির সত্তাতে সত্য বলিয়া বোধ হয়। চিৎস্বরূপের প্রকৃতস্বরূপ অজ্ঞাত থাকাতেই তাহাতে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সঙ্কল্পনগরের ন্যায় সত্য বলিয়া বোধ হয়। আবার যখন দৃঢ়ধ্যানবলে চিতি বিশুদ্ধ হন, তখন আর বাহ্যপ্রপঞ্চ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। আমার ধারণা দর্পণে স্বপ্নকালে, বা সঙ্কল্পে যেখানেই যাহা প্রতীয়মান হইয়া কার্য্যকারী হইবে, তাহাকেই সত্য বলা উচিত। কেননা, তৎসমস্তই কার্য্যকারী ত হইয়া থাকে। যদি বল দর্পণাদি-প্রতিবিম্বিত বস্তু কার্য্যকারী হয় কৈ? তাহাতে ত আর জলাদি আহরণ করা যায় না? তাহার উত্তরে বলি,—দর্পণের ভিতরে যে বস্তু রহিয়াছে, তাহা দ্বারা বাহিরের কার্য্য কিরূপে হইবে? তুমি যদি বিদেশে থাক, তাহা হইলে তুমি বাটীর কোন কার্য্য করিতে পার কি? যদি পার, তাহা হইলে তোমারও দেশান্তরে সত্তা মিথ্যা, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ২৬—৩৮। যেমন যে দেশের গ্রাম, সেই দেশেরই তাহা কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ দর্পণ-প্রতিবিম্বাদিও দর্পণাদির কার্য্যকারী হইবে। স্বপ্নে দৃষ্ট নগরাদি স্বপ্নকালে যে দ্রষ্টার কার্য্য সাধন করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপ সকলেরই তত্তৎ কালবিশেষে তত্তদ্ভাবাপন্ন বস্তুর দ্বারা কার্য্য সাধন হইয়া থাকে। যাহা নিজের যথার্থ কার্য্যকারী হইবে, তাহা নিজের নিকটে অবশ্যই সত্য বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু অন্যের নিকট তাহা বোধ হইবে না, অন্যে তাহা অসত্য বোধ করিতে পারে; অতএব চিৎশক্তির অভ্যন্তরে অবস্থিত সমুদয় সৃষ্টি-পরম্পরাকে যে আত্মা—অর্থাৎ আপনার বলিয়া জানিতে পারে, তাহার নিকটে তাহা সত্য বলিয়া অনুভূত হয়; যে সেইরূপ জ্ঞান করে না, তাহার নিকট এই সমুদয় প্রপঞ্চ কিছুই নয়। এইরূপে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেই অবস্থিতিশীল এই সঙ্কল্পিত সত্য বলিতেই হইবে, তাহা না বলিলে আত্মাকে সর্ব্বময় বলা হয় না; কেননা, (তাহা হইলে) সবই যখন অসত্য—একেবারে নাই; আত্মাতে আবার সর্ব্বময়তা কোথা হইতে আসিবে। যেমন অজ্ঞ দেশের গ্রামপর্ব্বতাদি চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ না করিয়া লোকের কথায়ই সকলের সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাহারা গিয়াও দেখিলে সত্য বলিয়া বোধ করিতে পারে; সেইরূপ যিনি যোগসিদ্ধ আত্মদর্শী, তিনি আবার যখন সৃষ্টিভাবাপন্ন হইয়া চিন্তা করেন, তখন তিনিও সেই সৃষ্টিপরম্পরাকে সত্য বলিয়া বোধ করিতে থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি গাঢ়নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতে থাকিলে যদি কেহ তাহাকে নড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি নড়ে না বটে, কিন্তু তাহার বোধ হয় যেন "নড়িল" সেইরূপ সৃষ্টিভাবাপন্ন চিতিশক্তি, সৃষ্টিভাব হইতে চালিত (বিচ্যুত) হইলে তখন তাহার নিকট এই জগৎও চলিত (বিনষ্ট) হইল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দর্পণপ্রতিবিম্বের ন্যায় তাহা বাস্তবিক চলিত হয় না, কেননা এই ত্রৈলোক্যরূপ বিরাট্ ব্যাপারটা সত্য বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক কিছুই নহে,—ভ্রমমাত্র। যাহা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহার আবার চলনই বা কি? আর অচলনই বা কি তাহা বল দেখি। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নগরী কখন সত্য বলিয়া বোধ হয়, কখন বোধ হয় কিছুই নহে, কখন বোধ হয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, কখন বোধ হয় রহিয়াছে,—অথচ তাহা সব সময়েই কেবল ভ্রান্তি। এই পরিদৃশ্যমান দৃশ্যপ্রপঞ্চও সেইরূপ জানিবে। হে রাম। তুমি এই দৃশ্যপ্রপঞ্চকে অবাস্তব ভ্রান্তি বলিয়া জানিও। কল্পনায় দৃষ্টবস্তু, আশাকৃত মনে মনে রাজ্য, স্বপ্ন অবস্থায় কথোপকথন এবং ভ্রান্তিদৃষ্ট বস্তুর অনুভব যেরূপ, এই ত্রৈলোক্যকেও সেইরূপ অনুভব করিবে। চিতির ভিতরে 'আমি', 'জগৎ' ঈদৃশভাবে একেবারেই নাই, ফলতঃ "আকাশ-কুসুম" কথা যেমন ভ্রান্তিমূলক, এই জগৎ ও আমিও ভ্রান্তি; ভাল করিয়া জানিতে পারিলে এই ভ্রান্তি আর থাকে না। ৩৯—৫০।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"এইরূপে সেই দেবী পরিস্পন্দময় দীর্ঘ বাহুমণ্ডল দ্বারা আকাশ নিবিড় কাননময় করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। উঁহার তত্ত্ব অবগত হইলে বুঝিতে পারিবে, উনি এই চিতিশক্তিই ক্রিয়ারূপে নৃত্য করিতেছেন। শূর্প, কুদ্দাল, শর, শক্তি, গদা, প্রাস, মুষল প্রভৃতি অস্ত্র, শিলাদি পদার্থ, ভাব-অভাব পদার্থ, কাল, কল্পাদি ক্রম, এই সমস্ত উঁহার অলঙ্কার। কল্পনা যেমন হৃদয়মধ্যে এক নগরী আনিয়া উপস্থিত করে, সেইরূপ উক্ত চিতির স্পন্দই আপনাতে এই জগৎ ধারণ করিতেছে; অথবা কল্পনাই যেমন পুরী, সেইরূপ সেই চিতিই জগৎ হইতেছেন। পবনের যেমন স্পন্দ, তেমনি এই স্পন্দই শিবময় চিতির ইচ্ছার; বায়ুর স্পন্দ যেমন কখনও কখনও প্রশান্ত হইয়া যায়, একেবারে থাকে না, সেইরূপ ঐ শিবময় আত্মার ইচ্ছারও কখনও কখনও প্রশান্ত হইয়া থাকে। ১—৫। যেমন মূর্ত্তিহীন পবনস্পন্দ আকাশে মূর্ত্তিমান্ শব্দাড়ম্বর বিস্তার করে, সেইরূপ ঐ শিবময় আত্মার ইচ্ছা মূর্ত্তিমতী না হইলেও মূর্ত্তিমান্ জগতের নির্ম্মাণ করিতেছে। অনন্তর সেই দেবী নৃত্য করিতে করিতে কাকতালীয়-ন্যায়ে সত্ত্ববশে আকাশের ন্যায় অতি বৃহৎ আবরণ

(১) মূলের "জ্ঞাতয়" এই পাঠের পরিবর্তে "জাতয়" এই পাঠ হইবে।

উন্মোচন করিয়া নিকটস্থ শিবের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন। তরঙ্গলেখা যেমন নৃত্য করিতে করিতে (বহিতে বহিতে) আত্ম-নাশের জন্যই বাড়বাগ্নিতে গিয়া সংলগ্ন হয়, (বাড়বানলে লাগিবামাত্রই বিলীন হইয়া যায়), সেই তিনিও আত্মনাশের জন্যই সেই শিবকে স্পর্শন করিলেন, কেননা পরম কারণ সেই শিবকে স্পর্শ করিবামাত্রই তিনি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে (স্বস্বভাবে ঐ শিব-আত্মভাবে পরিণত হইতে) আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই অনন্ত আকার পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বত-প্রমাণ হইলেন, পর্ব্বতপ্রমাণ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া নগরপ্রমাণ হইলেন। পরে নগরপ্রমাণ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া লতাপ্রমাণ হইলেন, এইরূপে সেই লতাপ্রমাণ-ভাব হইতে আকাশভাবে পরিণত; আকাশভাবে পরিণত হইয়াই, শান্তবেগা হইয়া নদী যেমন মহার্ণবে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই শিবের আকারে গিয়া মিশিলেন। তখন শিব একই হইয়া পড়িলেন, শিব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন; তখন সেই মহাকাশে একমাত্র সংহারকর্ত্তা শিবই বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৬—১২। রাম কহিলেন,—ভগবন্! শিবের সংস্পর্শমাত্রেই সেই পরমেশ্বরী শিবা কি কারণে শান্ত হইয়া গেলেন, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! তিনিই পরমেশ্বরী প্রকৃতি, তাঁহাকেই লোকে শিবেচ্ছা বলিয়া থাকে; ঐ অকৃত্রিমা স্পন্দশক্তিই জগন্মায়া নামে বিখ্যাতা। আর সেই আত্মাকেই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পবিত্র পুরুষ বলে, শারদাকাশের নির্ম্মল শান্ত ঐ পুরুষই শিবরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপিণী চিৎশক্তি স্পন্দময়ী হইয়া ভ্রমময়ী হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিত্য-তৃপ্ত অনাময় অনাদি অনন্ত অদ্বয় অজর শিবকে দেখিতে না পান, ততক্ষণ পর্য্যন্তই ভ্রমণ করেন। জ্ঞান কেবল তাঁহার ধর্ম্ম, এইজন্য জ্ঞানময়ী ঐ দেবী কাকতালীয়ন্যায়ে জ্ঞানময় দেবের স্পর্শ পাইলেই তন্ময়ী হইয়া যান। নদী যেমন সমুদ্রে পড়িলে সমুদ্রভাবাপন্ন হইয়া যায়, নদীর আর পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ ঐ প্রকৃতি (উক্ত জ্ঞানময়ী দেবী) পুরুষের (জ্ঞানময় আত্মার) স্পর্শ পাইয়া তন্ময় হইয়া নিজ প্রকৃতিভাব পরিত্যাগ করেন। সমুদ্র যেমন জলময়, সেইরূপ নদীও জলভিন্ন আর কিছুই নহে, এইজন্য সমুদ্রে মিশিলে নদীও সেই সমুদ্র হইয়া যায়; নদী যখন সমুদ্রে গিয়া পড়ে, তখন সেই সমুদ্রেই বিলীন হইয়া যায়। ১৩—২০। লৌহের তীক্ষ্ণধার যেমন যে প্রস্তরঘর্ষণে উৎপন্ন হয়, আবার সেই প্রস্তরে আঘাত লাগিলে কুণ্ঠিত হইয়া যায় (নষ্ট হয়), সেইরূপ শিবের ইচ্ছা শিব-চিন্ময় হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার সেই দেহকে প্রাপ্ত হইলে বিলীন হইয়া যায়। বৃক্ষাদির ছায়ায় উপবিষ্ট পুরুষের ছায়া যেমন বৃক্ষের ছায়াতে প্রবিষ্ট হয় (মিশিয়া যায়), সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হইলে তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। চিৎ আপনার পুরুষনামক সনাতনভাব জানিতে পারিলে আর সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায় না, তন্ময় ভাবাপন্ন হইয়া যায়। চোরের নিকট সাধুর বাস ততদিন সম্ভবে, যতদিন না সাধু তাহাকে চোর বলিয়া জানিতে পারেন, চোর বলিয়া জানিতে পারিলে আর তাহার নিকটে অবস্থান করেন না। চিতিও তদ্রূপ যতদিন না স্বীয় পরমভাব জানিতে পারেন, ততদিনই এই অসত দ্বৈতপ্রপঞ্চে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ান, যখন নিজ স্বরূপ দেখিতে পান, তখন তন্ময় হইয়া অবস্থান করেন। চৈতন্যমাত্রই নির্ব্বাণ শান্ত আনন্দস্বরূপ, এইজন্য চৈতন্যও স্বীয় কূটস্থভাব প্রাপ্ত হইলে নদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রভাবাপন্ন হয়, সেইরূপ সেই কূটস্থভাব প্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত মোহবশতঃ চিতি আপনস্বরূপ দেখিতে পান না, সেই পর্য্যন্তই অনন্ত জন্মদশাগ্রস্ত বিষয়-সংসারে আসিয়া উপস্থিত হন, নিজস্বরূপ দেখিতে পাইলে, ভৃঙ্গ যেমন মধু পাইলে তাহাতে বসিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া মধুর হইয়া মধুপান করিতে থাকে, সেইরূপ পরমানন্দে সেই নিজস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। হে রাম! যাহাতে জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ঘনীভূত দুঃখ সকল প্রশান্ত হয়, সেই আত্ম-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া কে তাহাকে ত্যাগ করে, রসায়নের আস্বাদ একবার পাইলে কে তাহা ত্যাগ করিতে পারে? ২১—২৮।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"রাম! সেই রুদ্র যেরূপে মহাকাশে অবস্থিতি করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ রুদ্রও দেহ-ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া পরে উপশান্ত হইয়া যান। আমি তখন দেখিতে লাগিলাম, সেই রুদ্র ও ব্রহ্মাণ্ডের খণ্ডদ্বয় (দুই খানি ভগ্ন খর্পর) চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক মুহূর্ত্তমধ্যে সেই রুদ্র আকাশমধ্যে সূর্য্যরূপ নয়ন দ্বারা স্বর্গমর্ত্ত্য নিরীক্ষণের ন্যায়, সেই ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডদ্বয় (ব্রহ্মাণ্ডের খর্পর দুই খানি) নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পরে মুহূর্ত্তকালমধ্যেই নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা সেই খণ্ডদ্বয় আকর্ষণ করিয়া লইয়া পাতালের ন্যায় গভীর মুখের ভিতরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই অনন্ত আকাশে তিনি একাই অবস্থান করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের সেই দুই বিশাল খণ্ড উদরস্থ করিয়াছেন। তৎপরে মুহূর্ত্তকালমধ্যে তিনি আকাশের ন্যায় লঘু হইয়া গেলেন। তাহার পরে যষ্টি প্রমাণ হইলেন। তাহার পরে দেখিলাম প্রাদেশ প্রমাণ হইলেন, ক্রমে প্রাদেশ প্রমাণ হইতে সূক্ষ্ম কাচখণ্ডের ন্যায় হইলেন, তাহার পরে আমি আকাশ হইতে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলাম, তিনি অণু অণুর পর পরমাণু হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, দেখিলাম, তিনি শরৎকালের মেঘ-খণ্ডের ন্যায় একেবারে বিলীন হইয়া গেলেন। এত বড় যে বিকট আকৃতি, দেখিতে দেখিতে আমার সমক্ষে তাহা একেবারে কোথায় গেল। ক্ষুধার্ত্ত হরিণ যেমন বৃক্ষতলপতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র পর্য্যন্তও ভোজনকরিয়া ফেলে, সেইরূপ তিনি আবরণের সহিত ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন, আকাশ নির্ম্মল শান্ত কেবল ব্রহ্মভাবে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। এইরূপে দেখিলাম, শিলাখণ্ডমধ্যে দর্পণ-প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই জগৎ মহাভ্রান্তির মহাপ্রলয় হইয়া গিয়া তাহা অনাদি অনন্ত সম্বিদাকাশে পরিণত হইয়া গেল। পল্লীস্থ লোক যেমন রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, সেইরূপ তখন আমি সেই নারীমূর্ত্তি (বিদ্যাধরীকে) সেই পাষাণ-মূর্ত্তি ও সেই বিলাস মনে মনে স্মরণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। ১—১৩। তাহার পরে আর এক স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সেই কলধৌতময়ী শিলা, ভগবতী কালীর

অগ্রে সৃষ্টিনিচয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; জ্ঞাননেত্রে বা দিব্যচক্ষুতে দেখিলে তাহা কিছুই প্রতীয়মান হইবে না। চর্ম্ম-চক্ষুতে দেখিলে সর্ব্বত্রই সব দেখা যাইতে পারে, সেই শিলাও দূর হইতে চর্ম্ম চক্ষুতে দেখিলে একমাত্র শিলা বলিয়া বোধ হইবে, সৃষ্টিপ্রভৃতি কিছুই প্রতীয়মান হইবে না। দেখিলাম, সান্ধ্যমেঘের ন্যায় রমণীয় কলধৌতময় কেবল নিবিড় শিলা অবস্থান করিতেছে। তাহার পরে আমি বিস্মিত হইয়া বিচার করিয়া দেখিলাম, সেই শিলার আর এক ভাগ জগতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দূর হইতে শূন্য প্রদেশে যেমন বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত বিচিত্র পদার্থসমূহ (ভ্রমে) প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আমি আর একটী রমণীয় স্থান নিরীক্ষণ করিলাম, তাহাতেও সৃষ্টিব্যাপার জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপে আমি সেই শিলার যে যে ভাগ দৃষ্টিগোচর করিলাম, তাহাই দর্পণপ্রতিবিম্বের ন্যায় নির্ম্মল জগদ্রূপে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। তাহার পরে আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া সেই পর্ব্বতের সমুদয় শিলা, অন্যান্য ভূমিভাগ ও তৃণ-গুল্মাদি সমুদয় স্থান তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। দেখিলাম, সর্ব্বত্রই সেইরূপ অনেক জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈদৃশ জগৎসমূহ কেবল বাসনাক্রান্ত জ্ঞাননেত্রেই দৃষ্ট হয়, আমিও সেইরূপে সেই-খানে অনেক জগৎ নিরীক্ষণ করিলাম। ১৪—২২। কোথাও দেখিলাম, কেবল মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে, প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়া চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহনক্ষত্র, দিন, রাত্রি, ঋতু ও বৎসর কল্পনা করিতেছেন। কোথাও কোথাও দেখিলাম, ভূপৃষ্ঠে জনগণ বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোথাও দেখিলাম, সাগর খনন অদ্যাপি হয় নাই। কোথাও দেখিলাম, দৈত্যগণ মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দেবগণের জন্ম হয় নাই। ২৩—২৫। কোথাও দেখিলাম, সত্যযুগের আচার-বান্ কেবল সাধুই অবস্থান করিতেছেন। কোথাও বা কলিযুগা-চারে ব্যাপৃত কেবল দুর্জ্জনগণ অবস্থান করিতেছে। আবার কোথাও অসুরগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। কোথাও বা অগ্নিশ্রেণী সমগ্র ভূমিই ব্যাপিয়া ফেলিয়াছে, কোথাও বা কোন জগতের সৃজন কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, কেবল ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে; কোথাও দেখিলাম তত্রত্য মানবগণ জরা-মৃত্যুবিহীন। কোথাও বা চন্দ্রের সৃজনাভাবে হরমৌলি চন্দ্রকলাশূন্য রহিয়াছে, আবার দেখিলাম, কোথাও তখন ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনকার্য্য সম্পন্ন না হওয়াতে তত্রত্য দেবগণ মৃত্যুর অধীন হইয়া রহিয়াছেন, তখনও অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, ধন্বন্তরি বৈদ্য, কামধেনু, লক্ষ্মী ও কালকূট বিষও উৎপন্ন হয় নাই এবং তথায় শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী নামে মহাবিদ্যার্জ্জনে তপস্যামগ্ন থাকায় দেবগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার তপস্যাভঙ্গে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কোথাও দেখিলাম, ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গর্ভবিনাশে উদ্যত হইয়াছেন। ২৬—৩১। দেখিলাম, কোথাও বর্ণধর্ম্মে মালিন্য প্রবেশ করে নাই, মানবগণ সকলেই তত্ত্ব-জ্ঞানী। কোথাও বা পদার্থসমূহের পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেখিলাম, কোন জগতে বেদশাস্ত্রের রীতিমত চর্চ্চা হইতেছে, সকলেই বেদোক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। কোনও জগৎ যেন মহাপ্রলয় আসিতেছে বলিয়া কিঞ্চিৎ বিপর্য্যস্ত হইতেছে। কোন জগতে দেখিলাম, দৈত্যগণ দেবপুরী লুণ্ঠন করিতেছে। কোন জগতের নন্দন-কাননে গন্ধর্ব্বকিন্নরগণ গান করিতেছে। কোন জগতে মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন করিবার জন্য দেবগণ অসুরগণের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতেছেন। মহাবিস্ময় মায়াশবল চিদাত্মায় আমি এই রকম অনেক ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জগৎ-আড়ম্বর দৃষ্টিগোচর করিলাম; কোন জগতে দেখিলাম, মহাপ্রলয়ের উপক্রম হইয়াছে, পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘসকল আকাশে আসিয়া উঠিতেছে। এক জগতে দেখিলাম, নিখিলপ্রাণী প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতেছে। আর এক জগতে দেখা গেল, নিখিল সুরাসুর-নর সকলেই বিক্ষুব্ধ, দেখিলে বোধ হয় যেন, ছোট খাট এক প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। কোন এক জগতে দেখিলাম, সূর্য্য নাই, সব গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আর এক জগৎ দেখিলাম, সমুদয় স্থান বহ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত, কোথাও অন্ধকার নাই,—অতি উজ্জ্বল। আর এক স্থানে দেখিলাম, জগৎ হয় নাই, হইবার উপক্রম হইয়াছে, পদ্মনালে মধুকৈটভ দৈত্য শুইয়া আছে। আর একস্থানে দেখিলাম, পদ্মকোটরে কমলযোনি শুইয়া আছেন। আর একস্থান দেখিলাম, সব একার্ণবাকার,—কিছুই নাই, কৃষ্ণ জলে ভাসমান বৃক্ষের পত্রের উপরে অবস্থিতি করিতেছেন। আর এক জগতে দেখিলাম, কল্পরাত্রি উপস্থিত, সর্ব্ব-দিক্ আলোকশূন্য গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ৩২—৪০। আর এক স্থানে দেখিলাম, শিলার উদরের ন্যায় নিস্পন্দ বিশাল আকাশই রহিয়াছে, সুষুপ্ত ব্যক্তির জঠরের ন্যায় অজ্ঞাত সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় কিছুই জানা যাইতেছে না। আর এক জগতে দেখিলাম,—পক্ষ-বান্ পর্ব্বতসমূহ কাকের ন্যায় আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর এক জগতে দেখিলাম, বজ্রাঘাতে পর্ব্বতসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেখিলাম, এক জগতের সাগরশ্রেণী জলোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালাদ্বারা তীরস্থ পর্ব্বত ও তীরভূমি আত্মসাৎ করিতেছে। কোন জগতে দেবতাদিগের সহিত ত্রিপুরা-সুর, বৃত্রাসুর, অন্ধকাসুর ও বলি দানবের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কোন জগতে দিগ্‌গজসকল উন্মত্ত হওয়াতে বসুন্ধরা কম্পান্বিত হইয়াছে। কোন জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়ায় মেদিনী বাসুকির মস্তকচ্যুত হইয়া জলে লুণ্ঠিত হইতেছে। আরও দেখি-লাম, কোন জগতে রাম শৈশব অবস্থায় রাবণ-রাক্ষসকে বধ করিলেন। কোন জগতে রাক্ষস সীতাহরণ করিয়া রামচন্দ্রকে বঞ্চিত করিল। সীতাকে হরণকালে রাবণের মস্তকদেশ সুমেরু-পর্ব্বতের উপরে এবং চরণদ্বয়মৃত্তিকাতে স্থাপন করিয়া বিশাল দেহে অবস্থান করিতেছিল। দেখিলাম, কোন জগতের স্বর্গপুরে কালনেমি নামক অসুর রাজ্য করিতেছে, দেবগণকে তাড়াইয়া দিয়া অসুরগণ তথায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। কোন জগতের স্বর্গলোকে দেবগণ অসুরকুল বিতাড়িত করিয়া রাজ্য পালন করি-তেছে। দেখিলাম, কোনও জগতে ভারতযুদ্ধ হইতেছে, কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ পরস্পর অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত করিয়া ফেলিয়াছে। রাম কহিলেন,—ভগবন্! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার অগ্রে মীমাংসা করিয়া দিন। আমি পূর্ব্বকল্পে উৎপন্ন হইয়াছিলাম কেন? হইয়াছিলাম যদি, ত এইরূপ আকারেই কেন হইলাম? তাহা আমাকে বলুন। ৪১—৫০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! সমুদয় পদার্থই পুনঃ-পুনঃ বিবর্ত্তিত হইতেছে। কলসীপূর্ণ মাষকলায় যেমন কলসী ঘুরিতে থাকিলে, এক-পার্শ্বের মাষকলায় অপরপার্শ্বে পরিবর্ত্তিত হয়, এই নিখিল জগৎ তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কোন কোন পদার্থ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় বার বার স্ফুরিত হইতেছে;

"তুমি" "আমি" এই সমুদয় জনগণ সকলেই বার বার গতায়াত করিতেছি। তথাচ জ্ঞাননেত্রে দেখিলে বোধ হইবে, এ সকল কিছুই নয়; সমুদ্র হইতে তরঙ্গের ন্যায় কিছুই পরব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন নহে। কিছুই উৎপন্ন হইতেছে না, ভ্রান্তিবশেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সংসারভ্রমে দেখা যায়, অনন্ত জীব আসিতেছে ও যাইতেছে। পূর্ব্বে যাহা একবার গিয়াছে, ঠিক্‌ তাহাই আবার আসিতেছে অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। তুমি নিখিল ভূতকে জগৎরূপসাগরের কণা বলিয়া জানিও। ইহাতে কোন কোন প্রাণী পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি, বন্ধুবর্গ, ধন সম্পত্তি-সমন্বিত হইয়াই বার বার জন্ম গ্রহণ করে। কাহার কাহারও বা পূর্ব্বদেহের সহিত অর্দ্ধেক সাদৃশ্য থাকে, কাহারও বা চতুর্থাংশের একাংশ সাদৃশ্য থাকে। কাহারও বা পূর্ব্বসাদৃশ্য একেবারেই থাকে না,—সম্পূর্ণ বিসদৃশ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কালবশে কেহ কেহ সমান ও কেহ কেহ বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সাগরে যেমন চক্রাকারে জলপ্রবাহ বহিতে থাকে, এই সংসারসাগরেও তেমনি জীবসলিলের প্রবাহ বহিতেছে, কখন উপর দিকে ছুটিতেছে, কখন নীচের দিকে ছুটিতেছে, কখন সমান ভাবে চলিতেছে, কখন বা একরূপে যাইতে যাইতে অন্যরূপ হইয়া যাইতেছে। কখন পরস্পর সঙ্ঘর্ষে আহত হইয়া চলিয়াছে, অসংখ্য চলিয়াছে, সংখ্যা করে কাহার সাধ্য। ৫১—৫৯।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"সেই শিলাদির উপরে বিচিত্র সৃষ্টি দর্শন করিবার পর আমি চিদাকাশ সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্ত নিরাময় হইলেও আপনার শরীরেই আবার দেখিলাম, কুসূলের মধ্যে—জলসিক্ত ধান্যবীজের মধ্যে যেমন অঙ্কুর দেখা যায়, সেইরূপ আমার নিজ শরীরেই অঙ্কুরিত সৃষ্টি বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা যে আমি কেবল নূতন দেখিলাম তাহা নহে, জলসেকে স্ফীত বীজমাত্রেরই ভিতরে যেমন অঙ্কুর থাকে, সেইরূপ সাকার-নিরাকার, চেতন-অচেতন সকল বস্তুতেই জগৎ রহিয়াছে। সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নে চিন্ময় পুরুষের চৈতন্যে যেমন স্বপ্নদৃশ্যসকল উদিত হয়, স্বপ্নভঙ্গের পর আবার সেই চৈতন্যেই যেমন জাগ্রৎপ্রপঞ্চ দৃশ্য হয়, সেইরূপ হৃদয় মধ্যেই অনুভূতিস্বরূপ আত্মচৈতন্যেই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের (জগতের) উদয় হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রতীয়মান প্রপঞ্চ আকাশস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে।" ১—৫। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পরমাকাশরূপিন্! আপনি যখন চিদাকাশ, তখন আপনাতে সৃষ্টি কিরূপে হইল? তাহা আমাকে পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমার হৃদয়ের সন্দেহ দূর করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আমি তখন যে স্বয়ম্ভূ হইয়া (অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তৃত্ব আপনাতে কল্পনা করিয়া) স্বপ্নপুরীর ন্যায় অসৎ এই জগৎকে আপনার শরীরমধ্যে সত্যরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেই মহাপ্রলয় ব্যাপার দর্শন করার পরে আমি আকাশরূপে অবস্থান করিয়াই আপনার শরীরের একাংশে জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত করিলাম। আমার নির্ম্মল জ্ঞানদৃষ্টি যখনই উন্মীলিত হইল, তখনই আমি সেই স্থানে আকাশভাব দর্শন করিলাম। হে রাম! স্বপ্নাবস্থাতে যে সকল পদার্থ দর্শন কর, তাহা যেমন তোমার আত্মচৈতন্যেই অনুভব করিয়া থাক, তাহার আধার যেমন তোমার আত্মচৈতন্য, আমি তৎকালে যে জগদ্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার আধারও আত্মচৈতন্য জানিবে। ৬—১০। আকাশই আপনাতে শব্দ পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্তরূপ ধারণ করে। তাহার পরে সেই আকাশ "আমি" ইত্যাকার জ্ঞান অহঙ্কার নাম ধারণ করে, সেই আকাশ আরও ঘনীভূত হইলে বুদ্ধিনামে অভিহিত হয়, সেই বুদ্ধি আরও ঘনীভূত হইলে মনোনাম ধারণ করে, তাহার পরে সেই মন আপনাতে শব্দতন্মাত্র ও অন্যান্য তন্মাত্র অনুভব করিয়া থাকে, ক্রমে তাদৃশ অনুভবে পরিপুষ্ট হইয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হয়। সুষুপ্তদশা হইতে স্বপ্নদশাতে উপনীত হইলে লোক যেমন কল্পিত দৃশ্যবস্তুর দর্শন করিয়া থাকে, সৃষ্টির প্রারম্ভেও সেইরূপ নিমেষমধ্যেই এই দুঃখকর জগতের এককালেই উদয় হইয়া থাকে, ফলে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ আকাশাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি বলে, কেহ বলে তাহা নয়,—একবারেই সংপূর্ণ জগতের উৎপত্তি। যাহা হউক, আমি কল্পনাবলে তখন নির্ম্মল চিদাকাশকেই সেই সূক্ষ্ম পরমাণুকণার মধ্যে জগদ্রূপে অনুভূত করিয়াছিলাম। ১১—১৫। যেমন নির্ম্মল গগনে স্বভাবতই সর্ব্বদা বায়ু বহিতেছে, সেইরূপ চিত্তের স্বভাবই এই যে সর্ব্বত্রই আকার দর্শন করে। পরমা চিৎশক্তি আপনাতে যাদৃশ রূপের জ্ঞান করে, বহুযত্নেও তাহার আর অন্যথা করিতে পারা যায় না। তাহার পরে আমি (অপরিচ্ছিন্ন হইলেও) যখনই চিন্ময়তা নিবন্ধন (পরিচ্ছিন্ন) অণুস্বরূপ হইয়াছি,—জ্ঞান করিলাম, তখনই ভাবনাবলে সেইরূপই হইলাম। তাহার পরে আমি আপনার রূপকে সূক্ষ্ম তেজঃকণারূপে ভাবনা করিলাম, তখনই যেন স্থূল হইয়া পড়িলাম। তাহার পরে যখন আমার সেই স্থূলরূপ সম্যক্‌রূপে দর্শন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলাম, তখনই তাহা দর্শন করিতে লাগিলাম। ১৬—২০। হে রঘুবংশধুরন্ধর! সেই সময়ে যাহা কিছু হইয়াছিল, তোমাদিগের দ্বারা সে সকলের যে যে নাম কল্পিত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যে ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে চক্ষু বলে; যাহা দেখিলাম, তাহাকে দৃশ্য বলে; উভয়ের সংযোগে যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাকে দর্শন বলে। যখন আমি দেখিলাম, তাহাকে কাল বলে; যেরূপ দেখিলাম, তাহাকে ক্রম বা প্রৌঢ় (প্রবল) নিয়তি বলে, যাহার উপরে দেখিলাম, তাহাকে আকাশ বলে; যেখানে অবস্থান করিতে ছিলাম, তাহাকে দেশ বলে। তখন ক্রমে আমার উক্তপ্রকার কল্পনা গাঢ় হইয়াছিল। তখন আমার কেবলমাত্র চৈতন্যের উদ্ভব হওয়ায় আমি তন্মাত্র কারণরূপে অবস্থান করিতেছিলাম। তাহার পরে 'আমি দেখিতেছি' ইত্যাকার বোধও অল্পমাত্রায় উদিত হইল। তৎপরে আমি ছিদ্রদ্বয় দ্বারা যাহা দেখিলাম, তাহা আকাশ হইতে বিভিন্ন একটী মূর্ত্তিমান্ পদার্থ হইল; আমি যে ছিদ্র-যুগল দ্বারা দেখিলাম, তাহা এই নয়নদ্বয়। অনন্তর আমার "কিছু শুনিতেছি" ইত্যাকার জ্ঞানের উদয় হওয়ায় আমি একটা ঝঙ্কার শুনিলাম, সেই ঝঙ্কারশব্দ শব্দধ্বনীর ন্যায় আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইল। যে ছিদ্রদ্বয় দ্বারা আমি সেই শব্দ শুনিলাম, তাহা এই শ্রবণবিবর; তাহার পরে

আমার কিঞ্চিৎ স্পর্শজ্ঞান হইতে লাগিল ; যাহা দ্বারা আমি স্পর্শ করিলাম, তাহাকে ত্বক্ বলে। তৎকালে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন কোন পদার্থ আসিয়া অঙ্গস্পর্শ করিল, যাহা দ্বারা আমার অঙ্গস্পৃষ্ট হইল, তাহা সত্যসঙ্কল্পরূপী বায়ুনামে অভিহিত। ২১—৩০। ঈদৃশ অনুভব করিতে থাকিলে আমাতে স্পর্শতন্মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরে আমাতে যে আস্বাদসংবিদ্ হইল, সেই আস্বাদ-সংবিদ্বয় দ্বারা রসেন্দ্রিয়ের আস্বাদ করিলে আকাশাত্মক আমার আঘ্রাণসঙ্কল্পে আকৃষ্ট প্রাণ হইতে ঘ্রাণতন্মাত্র উদিত হইল। এইরূপে আমার সমস্তই হইল—অথচ কিছুই হইল না। এইরূপে পঞ্চ ইন্দ্রিয় তন্মাত্র আমাতে অবস্থিতি করিলে ক্রমে তৎসমুদয়ের অনুভববলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, উদিত হইল। ঐ শব্দাদির বাস্তবিক কোন আকার না থাকিলেও ভ্রান্তি-বশে সেইরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবনা করত আমি যাহা আশ্রয় করিয়া রহিলাম, তাহাকে তোমরা এখন, অহঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাক। ৩১—৩৫। ঐ অহঙ্কার ঘনীভূত হইলে বুদ্ধিনামে অভিহিত হয়। সেই বুদ্ধি ঘনীভূত হইলে তাহাকে মন বলে। এইরূপে অন্তঃকরণভাব প্রাপ্ত হইয়া আমি চিদাকাশরূপী আতিবাহিক দেহে অবস্থান করিতে লাগিলাম, ফলতঃ আমি শূন্যাকৃতি আমাতে ঐ অহন্তাবাদি কিছুই নাই, আমি কেবল আকাশরূপী। আমি কল্পিত কোন পদার্থেরই বোধ করি না। অনন্তর এইরূপ ভাবনাবিশিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে করিতে আমার "আমি দেহী" ইত্যাকার জ্ঞান হইতে লাগিল। স্বপ্নকালে উড্ডীন হইয়া পুরুষ যেমন শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ আমি শূন্যস্বরূপ হইলেও ঐ 'অহং'-জ্ঞান বলে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ৩৬—৪০। আমি সেই শৈশব অবস্থাতেই 'ওম্' এইরূপ যে শব্দ করিলাম তাহাই ওঙ্কার বা প্রণবরূপে প্রসিদ্ধ হইল। তাহার পরে স্বপ্ন মনুষ্যের ন্যায় যাহা কিছু বলিলাম, তাহা পরে বাক্য বলি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে বাক্য বলিয়াই জান। এইরূপে আমি সৃষ্টিকর্ত্তা জগদ্গুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইয়া পড়িলাম। তাহার পরে মনোময় হইয়াই আমি সৃষ্টি কল্পনা করিলাম। এইরূপে আমি একটী উৎপন্ন বস্তু হইলাম—অথচ আমি জন্ম গ্রহণ করিলাম না। ব্রহ্মাণ্ড দেখিলাম, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত দেখিতে পাইলাম না। এইরূপে আমার মনোময় জগৎ উৎপন্ন হইল বটে, বাস্তবপক্ষে কিন্তু কিছুই হইল না, যে সকল শূন্য আকাশ, তাহাই রহিল। যাহা রহিল, তাহা একমাত্র জ্ঞানাত্মক কেবল আকাশ,—ইহাতে পৃথ্ব্যাদি ভাব একেবারেই নাই। ৪১—৪৬। আত্মচৈতন্যে চৈতন্যই এই জগদ্রূপ মরীচিকাসলিলের আকারে স্ফুরিত হইতে লাগিল। বহিরাকাশেও কোনই বাহ্যবস্তু নাই, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই একমাত্র আকাশ। মরুভূমিতে যেমন সলিল না থাকিলেও ভ্রমাত্মক জ্ঞানে আছে বলিয়া বোধ হয়, স্পষ্ট যেন দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সংবিদ্ ও (আত্মচৈতন্যও) বিনা-কারণে ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাতে ঐরূপ দীর্ঘজগদ্ভ্রম অনুভব করে। পরব্রহ্মে বাস্তবিক জগৎ নাই। সংবিদ্ ভ্রান্তিবশে ঐরূপ দর্শন করিয়া থাকে। সংবিৎস্বভাব অজ্ঞানাবৃত হইলেই ঈদৃশ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। হৃদয়মধ্যেই সঙ্কলিত মনো-রাজ্যের ন্যায় স্বপ্নদৃষ্ট পুরাদির ন্যায় অসৎ এই জগৎ, বিশাল আকারে প্রতিভাত হইতে থাকে। ৪৭—৫০। পার্শ্বস্থ সুপ্ত-ব্যক্তি কি স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহা যেমন তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ (১) না করিলে জানিতে পারা যায় না, সেইরূপ এই জগৎকল্পনার আধার চিদ্রূপ শিলার মধ্যে প্রবেশ না করিতে পারিলে—অর্থাৎ চৈতন্যের স্বরূপ অবগত হইতে না পারিলে, এই জগৎ যে কি বস্তু, তাহাও জানা যায় না। দর্পণপ্রতিবিম্বের ন্যায় বাহির হইতে দেখিলে ইহার কিছুই দেখা হইবে না, অলীক বলিয়া বোধ হইবে। এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা যদি দেখা যায়, তাহা হইলে ইহার কিছুই দেখা যাইবে না,—দেখা যাইবে কেবল বাহিরের লোকালোক পর্ব্বত, সেই লোকালোক পর্ব্বতের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই দেখা যাইবে না। যদি আতিবাহিক দেহে জ্ঞাননেত্রে দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে,—এই সৃষ্টি নির্ম্মল পরমাত্মাই। জ্ঞানচক্ষুতে দেখিলে সর্ব্বত্রই সৃষ্টির নির্ব্বাণ উপশমই লক্ষ্য হইবে। দেখা যাইবে কেবল ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হইবে না। ৫১—৫৫। বিশুদ্ধ মন শূন্য বুদ্ধিতে যাহা দেখা যায়, তাহাকে যুক্তি বিচার বলে ; বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে যে দর্শন, সেই দর্শন মহাদেবের তিন চক্ষুতে অথবা ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুতেও হইতে পারে না। যোগীদিগের দৃষ্টিতে আকাশ যেমন সৃষ্টি পরিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আমারও তখন মনে হইতে লাগিল যে, এই পৃথিবীই সৃষ্টি পরি-ব্যাপ্ত, পৃথিবীতেই সৃষ্টি বোধ করিতে লাগিলাম, তখন আমি পৃথিবী ভাবিতে ভাবিতে পৃথিবীরূপ ধারণ করিয়া ফেলিলাম। চিদাকাশ দেহ ত্যাগ না করিয়াই আমি অচিরকালমধ্যে যেন সম্রাট্ হইয়া পড়িলাম। পৃথিবীভাবনায় আমি বুদ্ধিতে পার্থি-বাভিমানী জীবের সমান হইয়া আপনাকে পর্ব্বতদ্বীপাদি দেহময় বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। ৫৬—৫৯। ক্রমে আমি ভূমণ্ডল হইয়া গেলাম, বিবিধ কানন আমার শরীরের রোমের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। বিবিধ নগর আমার অলঙ্কারের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, আমি বিবিধ রত্নরাশিতে পরিবেষ্টিত হই-লাম। গ্রাম নিম্নভূমি আমার অঙ্গুলিপর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পাতালবিবর আমার উদরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কুলপর্ব্বত আমার বাহু, সেই বাহু সাগররূপ বলয়ে আশ্লিষ্ট। তৃণপুচ্ছ আমার শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম। গিরিখণ্ড আমার শরীরস্থ গুল্ম। আমার এই পার্থিবশরীর দিগ্গজের গণ্ডস্থলের উপরে অনন্ত দেবের সহস্র ফণার উপরে অবস্থিতি করিতেছিল। হস্তী-সৈন্য-সমন্বিত মহীপালগণ যুদ্ধ করিয়া আমার এই পার্থিব-শরীর অপহরণ করিয়া লইয়া থাকে, মাংসাশী প্রাণিগণ আমার অঙ্গ ভোজন করিয়া থাকে। ক্রমে আমার সেই শরীর বাড়িতে লাগিল। ৬০—৬৩। হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্ব্বত আমার বিশাল স্কন্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সুমেরুপর্ব্বত সুদীর্ঘ গ্রীবার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। গঙ্গাদিনদী আমার মুক্তাহারস্বরূপ হইল। গুহা, গহন, কচ্ছাদিসমন্বিত সাগর দর্পণমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মরুভূমি ও উষরক্ষেত্র আমার ধবল বসনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমার শরীর ভূঃপূর্ব্ব মহাসাগরে পরিপূর্ণ ছিল, তখন যেন সেই মহাসাগরের সলিল হইতে ধৌত হইয়া নির্গত হইল। আমার

(১) যাঁহারা "পরশরীরপ্রবেশবিদ্যা" শিখিয়াছেন, তাঁহারাই মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারেন।

শরীর কুসুম-কাননে অলঙ্কৃত চন্দনবৎ রজোরাশিতে অলঙ্কৃত। কৃষকেরা আমার শরীর নিত্য কর্ষণ করে, উহা কখন শীতল অনিলে বীজিত, কখন উত্তপ্ত তপনে তাপিত এবং কখন বর্ষা-সলিলে সিক্ত হইয়া থাকে। ৬৩—৬৭। উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তর এই শরীরের বক্ষঃস্থল, পদ্মাকর এই শরীরের চক্ষুঃ, শ্বেত, সুনীল মেঘমালা উহার মস্তকস্থিত উষ্ণীষ। দশদিকের মধ্যভাগ উহার থাকিবার গৃহ। লোকালোক পর্ব্বতের সমীপে যে বিশাল খাত আছে, সেই মহাখাত এই শরীরের উত্তমাঙ্গ, তাহা দেখিতে অতি ভীষণ। অনন্ত ভূতসমূহের স্পন্দ উহার চৈতন্য, উহার ভিতরে বাহিরে বিবিধ প্রাণিগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহার বাহিরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব-গণ, অভ্যন্তরে অপরাপর প্রাণিকীটগণ অবস্থিতি করিতেছে। ইহার পাতালরূপ ইন্দ্রিয়বিবরে অসুর ও নাগগণরূপ কৃমি বাস করিতেছে। উহার সপ্তসাগর কোণে নানাজাতি জলচরগণ অবস্থান করিতেছে। আমার ঈদৃশ শরীরমধ্যে নানাবিধ জন্তুর আবাস ভূমি নদ, নদী, সমুদ্র, দিক্, শৈল, দ্বীপ, জঙ্গল প্রভৃতি প্রদেশ অবস্থিত, ইহার অভ্যন্তরভাগে বিবিধ পর্ব্বত ও বিবিধ জনগণ অবস্থিত। নদী, লতা, শস্যগণ ও কমলসরোবরে ইহা পরিব্যাপ্ত। ৬৮—৭২।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে মনুবংশতিলক! আমি এইরূপে এক ভূমণ্ডলস্বরূপ হইয়া আপনার শরীরে নদ-নদী প্রভৃতি পদার্থসকল জ্ঞানগোচর করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কোথাও রমণীগণ আত্মীয়জনের মরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। কোথাও যৌবনমদমত্ত রমণীকুল আনন্দে মহা উৎসব করিতেছে। কোথাও জনগণ দারুণ দুর্ভিক্ষে অনাহার-ক্লিষ্ট হইয়া হাহাকার করিতেছে, প্রবলে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। কোথাও বসুন্ধরা ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা। বানরসকল পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কোথাও চিতানলে শবরাশি দগ্ধ হই-তেছে, কোথাও গ্রামনগর জলপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে। কোথাও তরলমতি (দুষ্টপ্রকৃতি) সামন্তগণ পরস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে। কোথাও উদ্দাম রাক্ষস ও পিশাচগণ দৌরাত্ম্য করিতেছে। কোথাও জলে পরিপূর্ণ জলাশয়ের তীরোত্থিত সলিল দ্বারা সিক্ত শস্যক্ষেত্রের শস্যরাশি বর্দ্ধিত হইতেছে। কোথাও গিরিকন্দর হইতে সবেগে উত্থিত ঝাপটা বাতাসে অদূরবর্ত্তী মেঘসকল অপসারিত হই-তেছে। কোথাও বা জনগণ সুখের সংবাদ পাইয়া আনন্দে রোমা-ঞ্চিত হইতেছে। জলপ্রবাহে উত্তাল তরঙ্গমালা খেলিতে থাকায় জল উন্নতোন্নত পরিদৃষ্ট হইতেছে। স্থানে স্থানে খদ্রপ্রদেশে শিলাখণ্ড শৃঙ্গের ন্যায় পতিত থাকায় তাহা ভীষণ দর্শনীয় হই-য়াছে। কোথাও বা নগরবাসী জনগণের সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে ধরণী কম্পিত হইতেছে। কোথাও সংগ্রামস্থলে সামন্তগণ যুদ্ধক্লিষ্ট সৈন্যগণের সংহার-সাধন করিতেছে। কোথাও বা নিশ্চিন্ত সামন্তগণ শান্তভাবে সুখে অবস্থান করিতেছে। ১—৯। কোথাও শূন্য গহন, দূর হইতে কেবল বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ শুনা যাইতেছে। কোথাও কৃষকেরা জঙ্গলের শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে; কোথাও বা শস্য বপন করিতেছে। কোথাও শস্যপূর্ণক্ষেত্র সুশোভিত হইতেছে, কোন প্রদেশে বা হংস-সারস-পক্ষীতে বেষ্টিত সরোবর কমল-কুসুম বিকসিত হইয়া শোভা পাইতেছে। কোথাও মরুভূমি, সেই মরুভূমিতে ধূলিধূসর-বাত্যায় গগনোপরি ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে, সেই উড্ডীন ধূলি রাশি স্তম্ভের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। কোথাও ঘর্ঘরশব্দে নদনদীপ্রবাহ ছুটিয়াছে, কোথাও কৃষকগণ কর্ত্তৃক জলদ্বারা সিক্ত উপ্তবীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্গম হইতেছে। কোথাও বিষম-সঙ্কটে পতিত অধম মানব—"হে দেব বশিষ্ঠ! আমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কোথাও বট প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষসকল ভূতল-সংলগ্ন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘনশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা বৃক্ষসকল মূলদেশ ও শিখরদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে শাখা ধারণ করিতেছে। কোথাও সাগরতীরে ঘন সন্নিবিষ্ট পর্ব্বতশিলার ন্যায় নিবিড় বৃক্ষসকল দিগন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিয়া সমুদ্রতরঙ্গে আহত হইয়া সঞ্চালিত হইতেছে। ১০—১৫। কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষসমূহ দ্বারা ভূতলে সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ নিরুদ্ধ হওয়ায় সূর্য্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বৃক্ষসমূহের পত্ররস আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন, তাহাতে শুষ্ক পল্লবগণ সঙ্কু-চিত হইয়া যাইতেছে। কোথাও গিরিশৃঙ্গবাসী মাতঙ্গের দন্তরূপ অশনির আঘাতে বৃক্ষসকল ভূতলশায়ী হইতেছে। কোথাও সমাধিমগ্ন যোগিগণ নিমীলিতনয়নে পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন, তাহাদের সেই পরমানন্দে আমিও পরমানন্দ বোধ করিলাম আমার শরীরও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আরও আমার বোধ হইতে লাগিল, কোথাও মশক, মক্ষিক, যূকা (উকুন) রহিয়াছে, কোথাও কুসুমকোরকশায়ী ভৃঙ্গনিকরের শত্রু (ক্ষরিত মদের উপরে বসিয়া উপদ্রব করে বলিয়া) হস্তিগণ বপ্রক্রীড়া করিতেছে। ১৬—১৯। কোন স্থান অতিশীতল দারুণশীতে গাত্রচর্ম্ম শিথিল ও জীর্ণ হইয়া যায়, জল পাষাণ হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা প্রচণ্ড বায়ু বহিতেছে। কোথাও ক্ষত অঙ্গে পোকা পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কোথাও বৃক্ষমূলাদি উন্নত হইয়া রহিয়াছে, কোথাও বা মনে হইল জলে ডুবিতেছে। কোথাও বা বৃষ্টি পড়ায় নিজের অঙ্গে জল পড়িতেছে অনুভব করিয়া শৈত্য-যোগে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলাম, তাহাতে কিঞ্চিৎ সুখও অনুভব করিলাম। কোথাও বা বৃষ্টিজলে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া উঠিল। কোথাও মৃদুমন্দ পবন-সঞ্চালিত নলিনীদলে আচ্ছন্ন সরোবর আমার গাত্রে সংলগ্ন থাকায় অতিশয় পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলাম। ২০—২৩।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোননবতিতম সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসিলেন,—"গুরুদেব! আপনি জগৎ দর্শন করি-বার উদ্যত হইয়া পৃথিবীজ্ঞানে যে ভূর্লোক হইলেন, উহা কি আমাদের সত্য দৃশ্যমান ভূর্লোক? না আপনার মনঃকল্পিত?" বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে রাম! যদি কল্পনাদৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেও ত এই মৃৎ-পাষাণময় পরিদৃশ্যমান ভূতল সত্য হয়

না, কেননা ইহা ত মনঃকল্পনাসম্ভূত, তত্ত্বদৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তোমার এই পরিদৃশ্যমান ভূতলও কিছুই নহে, আমি যে ভূতল হইলাম, তাহাও কছুই নহে; বস্তুতঃ আমি যাহা, তাহাই আছি, মনঃকল্পনাসম্ভূত নহে। ঈদৃশ ভূমণ্ডল কুত্রাপি নাই, যাহা দেখিতেছ, ইহাও মনঃকল্পনা-সম্ভূত। যাহাকে সৎ কিংবা যাহাকে অসৎ বলিয়া জানিতেছ, তাহাও তোমার মনোময়, আমি ত বিশুদ্ধ চিদাকাশ, সেই চিদাকাশরূপী বিশুদ্ধ পরমাত্মা আমার যে চৈতন্যস্ফূর্ত্তি, তাহাই সঙ্কল্প, তাহাই মন, তাহাই ভূমণ্ডল, তাহাই পিতামহ ব্রহ্মা, চিদাকাশে চিত্তাকাশ সঙ্কল্পকল্পিত পুরীর ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। অতএব তুমি জানিও, আমার সঙ্কল্পই মনঃ, সেই মনই ধারণাভ্যাস-পরিপুষ্ট হইয়া বিশাল ভূমণ্ডলাকারে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা ভূমণ্ডল নহে, ইহা সেই মনঃ,—মনোময় পদার্থ, চিদাকাশের বিকাস, চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি, প্রকৃত পক্ষে ইহাতে চেত্যভাব কিছুই নাই। সেই মানসকল্পনা সর্ব্বদা আকাশরূপে (অমূর্ত্তরূপে) অবস্থিত, তবে যখন ইহাতে ইদম্প্রত্যয় (এই পৃথিবী ইত্যাকার জ্ঞান সমুদিত) হয়, তখন ইহা মানসভাব পরিত্যাগ করিয়া মূর্ত্ত স্থূলভাব ধারণ করে। তখন চিদাকাশেই এই স্থির কঠিন বিশাল ভূমণ্ডল ইত্যাকার জ্ঞান অভ্যাসবশে সুদৃঢ় হইয়া যায়। বাচারম্ভণ শ্রুতিতে প্রদর্শিত যে ন্যায়, তদনুসারে দেখিলে বোধ হইবে এই ভূমণ্ডল কিছুই নহে, ইহা মনোময় সৃষ্টির সূক্ষ্ম স্বরূপমাত্র। স্বপ্নকালে আত্মচৈতন্যই যেমন পুরাকারে প্রতিভাত হয়, সৃষ্টিকালে চিৎই তদ্রূপ এই জগৎ-আকারে অবস্থান করিতেছে। ৭—১১। এই যে দৃশ্য ভূতলাদি জগত্রয়, ইহাকে তুমি চৈতন্যরূপ বালকের মনোরাজ্য বলিয়া জানিও। চিদ্রূপ আত্মার সঙ্কল্প চিদ্রূপ হইতে অন্য নহে, এই জগৎও ঐ সঙ্কল্প হইতে পৃথক্ নহে। অথচ এই জগৎ না সত্য-আত্মময়, না জড়পিণ্ডময় না উভয়। যতদিন সম্যক্‌জ্ঞান লব্ধ না হয়, ততদিনই এই দৃশ্যবস্তুর অস্তিত্ব, এখন সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায়, তখন ইহার কিছুই থাকে না। আমি এতদিন যে উপদেশ করিয়া আসিতেছি, এই উপদেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই তোমার সম্যক্ জ্ঞান হইবে। আবার সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর,—এই প্রশান্ত সর্ব্বময় চৈতন্য আপনিই আপনাতে স্ফুরিত হইতেছেন, ইহাতে ভূমণ্ডলরূপ, দৃশ্যরূপ. দ্বিক একত্ব কিছুই নাই। বৈদূর্য্যাদি মণি যেমন শুক্ল-পীতাদি কান্তির উৎপাদনে কোন যত্ন না করিলেও তাহার আপনা হইতেই ঐ শুক্লপীতাদি বর্ণ উদিত হয়, চিদাকাশ হইতেও সেইরূপ জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। চিদাত্মা কিছুই করেন না, নিজের স্বরূপও পরিত্যাগ করেন না, সুতরাং মনঃ-কল্পিত পদার্থও কিছুই নাই, এই যে ভূমণ্ডল, ইহাও কিছুই নহে। এ চিদাকাশই সর্ব্বদা ভূমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। এই যে অনন্ত অমল অচল আকাশ, ইহা আত্মাতেই অবস্থিত। ঐ চিদাকাশের স্বভাবমাত্রের স্ফুরণ যে প্রকার, সেই প্রকারই আছে, তবে ক্ষণে ক্ষণে অন্তহিত হওয়ায় এই অত্যচ্ছ আকাশই জগদ্রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ভূমণ্ডল এবং আমার তৎকালের ধারণাকল্পিত ভূমণ্ডল দুইই মহাচিতির স্বরূপ, ইহা তোমারই স্বপ্নদৃষ্ট পুরীর ন্যায় জগদ্রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তোমাদের এই ভূমণ্ডলও আকাশ-স্বরূপ, এবং আমার সেই ভূমণ্ডলও আকাশস্বরূপ। অজ্ঞানোপ-হিত আত্মার জ্ঞানেই এই জগদ্ভাবের স্ফুরণ, প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইলে এই ভূমণ্ডল বা আমার ধারণাস্থ সেই ভূমণ্ডল কিছুই থাকে না। কালত্রয়ভাবী ত্রৈলোক্যবর্ত্তী জীবনিচয়ের ভ্রান্তি বা স্বপ্নসঙ্কল্প মনোরাজ্য দশাতেই হইয়া থাকে। হে রাম! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যত ভূমণ্ডল, সমস্তই সত্তাসমাষ্ট, চিৎসত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমিই সেই ভূমণ্ডল এবং তাহাদের অন্তর্গত যে ভূমণ্ডল, তাহাও আমি। এই জন্যই আমি সেই ভূমণ্ডলসকল দেখিয়াছি—অনুভব করিয়াছি। হে রাম! এই পরমাত্মাই অজ্ঞানদশায় আপনার বিশুদ্ধ স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই যথাস্থিত এই জগৎকে সদ্রূপ করিয়া ধারণ করেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কিছুই ধারণ করিতেছেন না। ১২—২৫।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্রহ্মন্! আপনি যে সমস্ত জগতের কথা বলিলেন, উহাদের ভিতরে আরও জগৎ দেখিয়াছেন কি না, তাহা আমাকে বলুন।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে রাম! আমি পরমাত্ম-রূপী হইলেও ভূমণ্ডল ধারণায় জাগ্রদ্ভূমণ্ডলরূপী ও স্বপ্নভূমণ্ডল-রূপী হইয়া হৃদয়মধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অনুভব করিতে লাগিলাম—সর্ব্বত্রই জগৎসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, দৃশ্যপ্রপঞ্চ শান্তশূন্য হইলেও দ্বৈতস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। সর্ব্বত্র অসংখ্য জগৎ রহিয়াছে, সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম অবস্থিত রহিয়াছেন, এই নিখিল বাহ্য-আড়ম্বর, সবই শূন্য শান্ত পরব্রহ্ম। এই পৃথ্যাদি স্থূল পদার্থ সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, অথচ তাহা কিছুই নহে,—সমস্তই চিদাকাশ, বস্তুতঃ এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নপুরীর ন্যায় অবগত বস্তু। ১—৫। যাহাতে নানা, অনানা, নাস্তিত্ব, অস্তিত্ব ও আমি কিছুই নাই, তাহাতে এই জগৎপ্রপঞ্চ কোথা হইতে আসিবে? "আমি" ইত্যাদি দৃশ্যপ্রপঞ্চ (ভ্রান্তিবশে) সত্যরূপে অনুভূত হইলেও বস্তুতঃ ইহা নাই, যদি আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে একমাত্র অনাময় অজ ব্রহ্মই আছেন, ইহা স্বীকার করা উচিত, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তখন (সৃষ্টির পরে) চিদাকাশে প্রতীয়মান এই জগৎকে স্বপ্ন-পুরীর ন্যায় অলীক বলাই উচিত। ইহার কোন কালেই যখন অস্তিত্ব নাই, তখন ইহাকে নাস্তিও বলা যাইতে পারে না, কেননা যাহার অভাব হইবে, আগে বা পরে তাহার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। আমি পৃথিবীরূপ ধারণ করিয়া যেমন সেই জগৎ-নিশ্চয় দর্শন করিয়াছিলাম। জলরূপ ধারণ করিয়াও সেইরূপ জলদর্শন করিয়াছিলাম। অজড় হইলেও জলধারণায় (জল-ভাবনায়) জড় জলস্বরূপ হইয়া সমুদ্রের ভিতরে গিয়া অনেক কাল গুলগুলশব্দ করিয়াছি। তোমাদের গাত্রে যেমন অলক্ষিত-ভাবে ক্ষুদ্র কীট উঠিলে তোমরা তাহা জানিতে পার না, জলরূপী আমি সেইরূপ অলক্ষিতভাবে মৃন্ময়পদ্ধতিতে তৃণ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির অন্তরে স্তম্ভে আরোহণ করিয়াছি। কর্ণাহি (কেন্ন) যেমন অলক্ষিতভাবে আস্তে আস্তে কর্ণের ভিতরে প্রবেশ করে, সেইরূপ

জলরূপী আমিও মৃদুগতিতে তৃণ-াতাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তৎসমুদয়ের ভিতরে বলয়াকার ছিদ্র করিয়া দেই। ৬—১২। জলরূপী আমি লতা ও তমাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষের পল্লবে ও ফলে রসরূপে অবস্থান করিয়া কালক্রমে পরিপুষ্ট সেই সেই পত্রাদি আকারে থাকিয়া তৎসমুদয়ের রেখা রচনা করিয়া দিয়াছি। আমি জলরূপে জলপানকালে প্রাণিদিগের মুখমার্গ দিয়া হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া বসন্তাদি ঋতুভেদে তাহাদের ধাতু-বৈষম্য করিয়া দিয়াছি; বাতু, পিত্ত ও কফাত্মক ধাতুত্রয় কখন তাহাদের শরীরে সুস্থির করিয়া রাখিয়াছি, কখন বিষম করিয়া দিয়াছি, জঠরানল দ্বারা কতক পরিপক্ক করিয়া দিয়াছি, কতক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছি। আমি হিমকণারূপে অবিঘ্ন হইয়া সকল স্থানে সকল দিকে এক কালে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়াছি। ১৩—১৫। আমি নদ, নদী হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ের ভিতরে জলরূপে অনবরত প্রবাহিত, ক্বচিৎ কখন কখন সেতুসুহৃদের প্রাসাদে বিশ্রামও করিয়াছি। আমি চৈতন্যরূপ দ্বারা অচৈতন্য জড় অংশকে বিষয় করত কেবল সেই বিষয়াংশরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃত চিৎ-স্বরূপের সন্ধান লই নাই, জড় হইয়া কেবল জড়াশয়েই (জলাশয়েই) ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি। আমি জলপ্রবাহরূপে পর্ব্বত-শিখর হইতে পাপকারীর ন্যায় শ্বভ্রদেশে পতিত হইয়া শতধা বিচূর্ণিত হইয়াছি। আমি আর্দ্রকাষ্ঠ হইতে ধূমরূপে নির্গত হইয়া গগনসাগরে সুনীলবর্ণ নক্ষত্ররূপ মণির অভ্যন্তরগত রত্নকণা হইয়া অবস্থান করিয়াছি। আমি মেঘরূপে ঘনকজ্জলের ন্যায় নীলবর্ণ হইয়া অনন্তনাগের শরীরে ভগবান্ নারায়ণের ন্যায় বিদ্যুৎ-কান্তার সহিত মেঘমণ্ডলে অবস্থান করিয়াছি। ১৬—২০। ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বস্বরূপে সকল পদার্থের অন্তরেই অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ আমি পরমাণুময় সৃষ্টিতে পিণ্ডাকার নিখিল পদার্থের ভিতরেই অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিয়াছি। মধুরাদিরসরূপে আমি জিহ্বারূপ অণুর সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বোত্তম রসাস্বাদ অনুভব করিয়াছি। সে অনুভব আত্মার বা দেহের নহে, সে অনুভব কেবল জ্ঞানের। আর যে চেত্য বিষয়, তাহা আমি (অধিষ্ঠান চৈতন্য) আস্বাদকারী পুরুষদেহ অথবা অন্য কোন জীবকর্ত্তৃকই আস্বাদিত হয় না, কেন না, তাহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই; এজন্য তাহা আস্বাদনের অযোগ্য, চিত্তি কেবল জীবদিগের মোহ উৎপাদনের জন্যই অন্তরে ঐ চেত্যকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি সকল দিকেই সকল ঋতুর রসরূপ হইয়া বিবিধ সুগন্ধি কুসুমরস উপভোগ করিয়াছি, এবং ভ্রমরকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়াছি। কল্পনায় আমি জড় হইলেও বস্তুতঃ জড় চেতন, এই চেতনস্বরূপে আমি নিখিল প্রাণীর অঙ্গে অবস্থান করিয়াছি। আমি জলকণা-রূপে বায়ুরথে আরোহণ করিয়া সৌরভকণার ন্যায় বিমল আকাশ-পথে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইয়াছি। ২১—২৫। হে রাম! আমি সেই অবস্থায় প্রত্যেক পরমাণুতে জগৎ আছে বলিয়া অনুভব করিয়াছি। আমি অজড় হইলেও সেই সময়ে জলভাবনায় জড় হইয়া নিখিল পদার্থের অভ্যন্তরে জ্ঞাত-অজ্ঞাতরূপে অবস্থান করিয়াছি। আমি সেই সময়ে কদলীপত্রের ন্যায় উৎপত্তি-বিনাশ-শীল লক্ষ লক্ষ জগৎ দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। আমার এই সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ বা অজগৎ, সাকার বা নিরাকার যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই সেই চিদাকাশ; সেই চিদাকাশ আকাশ অপেক্ষাও অধিক নির্ম্মল। তুমিও কিছুই নও, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও কিছুই নয়, যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, তৎসমস্তই একমাত্র পরম বোধস্বরূপ। সেই পরম বোধ এই দৃশ্য স্বরূপও নহে, অদৃশ্যস্বরূপও নহে। তুমি অনন্ত চিদাকাশরূপেই বিকাশপ্রাপ্ত হও। ২৬—৩১।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—“তাহার পরে আমি উজ্জ্বল তেজোভাবনায় চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি বিচিত্র অবয়বে অংকিত তেজঃ হইলাম। আমি সর্ব্বদা সত্ত্বপ্রধান হইয়া প্রকাশরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম; অন্ধকার-নিচয় তখন সেই নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া চোরের ন্যায় পলায়ন করিলে আমি প্রবলপ্রতাপ রাজার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলাম। রাজা যেমন বিবিধ বেশভূষায় পরিশোভিত চর দ্বারা পৃথিবীর প্রত্যেক বাড়ীর সমস্ত ঘটনা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ রাখেন, সেইরূপ আমি বর্ত্তিকাশত-বিশোভিত স্নিগ্ধ প্রদীপাদির সাহায্যে তেজোরূপে নিখিল জগৎ প্রত্যক্ষ করিলাম। সমস্ত জগৎ দর্শন করিয়া হৃষিত (পুলকিত, পক্ষে আনন্দিত) চন্দ্র-সূর্য্যাদির কিরণরূপ মদীয় রোমের উপরে আকাশরূপ নীলবসন উদ্ধান্ত হইয়া (উঠিয়া) রহিল, আমার গাত্রে দৃঢ়সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারিল না। অন্ধকার সমস্ত রূপাদির দর্শন রোধ করে, এইজন্য সেই তেজঃকর্ত্তৃক অন্ধকার দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। সমুদয় জগৎ তেজোময় হইয়া সাতিশয় আলোকিত হইল। সেই তেজঃ অন্ধকাররূপ তমালবৃক্ষের ছেদনকারী কুঠারস্বরূপ, পরম শুদ্ধিকর দ্রব্য, সুবর্ণ, মণি, মাণিক্য মুক্তা প্রভৃতিরূপ তেজোময় মানবের জীবনস্বরূপ। ঐ তেজ জ্যোৎস্নাদেবীর উৎসঙ্গশায়ী শুক্ল-কৃষ্ণ শ্বেত-পীতাদি বর্ণরূপ পুত্রের উৎপাদক পিতা। ঐ তেজ পৃথিবীর প্রতি সাতিশয় স্নেহকারী, যেহেতু ঐ তেজ পৃথিবীকে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করে; (ভাবার্থ এই, অগ্নি সব একবারে দগ্ধ (ভস্মসাৎ) করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীকে একেবারে ভস্ম করিতে পারে না।) ঐ তেজ সাতিশয় প্রীত হইয়া প্রত্যেক গৃহে প্রদীপরূপ পুত্র স্থাপিত করিল। অন্ধকারময় পাতাল মধ্যেও ঐ তেজ অল্প অল্প দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভূতগণে আকীর্ণ ধূলিময় ভূতলে অর্দ্ধ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ তেজ সত্ত্বগুণাত্মক ব্যক্তির মহাপ্রকাশরূপে, দেবগৃহের নিত্যতারূপে (১) জগৎরূপ জীর্ণভবনের প্রদীপরূপে জল ও অন্ধকারের অন্তর্গ্রাসী (২) মহান্ কূপরূপে, দিগ্বধূদিগের নির্ম্মল দর্পণরূপে নিশারূপ তুষারের বায়ুরূপে, চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নির সত্ত্বরূপে (৩) এবং আকাশের কুঙ্কুমলেপনরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। ১—১১।

(১) তেজই দেবভবনের অনশ্বর উপাদান।

(২) অন্তর্গ্রাসী—জল ও অন্ধকারকে গ্রাস করিয়া ভিতরে রাখিয়া দেয়, যে কূপের ভিতরে জল ও অন্ধকার স্থিরভাবে থাকে, এইজন্য বোধ হয় যেন, কূপ তাহা গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে।

(৩) সত্ত্ব জীবন-সর্ব্বস্ব।

ঐ তেজ দিবসরূপ শস্তের ক্ষেত্রস্বরূপ, অন্ধকারে আবৃত রূপরাশির প্রকাশক বলিয়া যেন তাহার মূর্ত্তিমান অনুগ্রহস্বরূপ আকাশরূপ বৃহৎ কাচপাত্রের প্রক্ষালনকারী সলিলস্বরূপ। ঐ তেজঃ নিখিল পদার্থের সত্তা প্রদান করে এবং প্রকাশ করে বলিয়া চিন্মাত্ররূপ পদার্থের যেন সহোদর ভ্রাতা। ক্রিয়ারূপিণী পদ্মিনীর (১) (প্রকাশক) ভানুস্বরূপ, ভূতলের জীবনস্বরূপ। ঐ তেজঃ চৈতন্যের স্থায় চাক্ষুষ-রূপ প্রত্যক্ষ ও মানসিক প্রত্যক্ষের হেতু।১২—১৪। সেই তেজঃ ঐ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ খাতের মধ্যবর্ত্তী মহাসাগরের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আকাশতলস্থিত অসংখ্য নক্ষত্র সেই মহাসাগরের মণিনিচয়রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। দিন, ঋতু, বৎসর, রূপ, স্ফীত বাড়বানলাদি জনিত বিক্ষোভে ঐ মহাসাগর সর্ব্বদা ফেনিল হইতে থাকিল। চন্দ্র-সূর্য্যাদিরূপ তদীয় উর্ম্মিমালার মধ্যে ধূলিনিকর নিপতিত হওয়ায় উক্ত মহাসাগর জল বিনা পঙ্কিল হইয়া উঠিল। সেই তেজ এইরূপে অক্ষয় মহাসাগররূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই তেজই সুবর্ণাদির বর্ণ, মনুষ্যাদি জীবের বল, রত্নাদির চাকচিক্য ও বর্ষাদির প্রকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঐ তেজ ব্যোমাদেবীর লাঞ্ছনানেত্রশোভী চন্দ্র-মুখের ক্ষরিত স্নেহসুধা ও হাস্তরূপে স্ফুরিত হইতে থাকিল। ঐ তেজ কামিনীগণের কপোল-নয়নাদি উজ্জ্বলকারী সহজ বিলাস-স্বরূপ হইয়া স্পর্দ্ধাসহকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। অপিচ আমি উক্তরূপ তেজোরূপ হইয়া, যাহারা ত্রিভুবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করে, যাহাদের চপেটাঘাতে প্রবল শত্রু নিহত হয়, তাদৃশ বীরপুঙ্গব-দিগের মস্তকে বজ্রপ্রহাররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলাম। সিংহাদি বলবান্ জন্তুদিগের চিত্তে বলস্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিলাম। ১৫—২০। কঠিন কবচভেদী খড়্গাসমূহের প্রহারজনিত টঙ্কার-শব্দে যাহারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে, তাদৃশ উদ্ধত যোদ্ধৃবর্গের আমি উদ্ভট গতিরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগি-লাম। তেজঃস্বরূপ হইয়া আমি দেবগণের দেবত্ব, দানবগণের দানবত্ব, স্থাবরাদির ঔন্নত্য ও নিখিলভূতের বলরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলাম। হে পদ্মপলাশলোচন রাম! অনন্তর আমি সেই ভাবনা-কল্পিত জগতের আকাশকোষে, তোমাদের যেমন মরুস্থলীতে জলভ্রম উৎপাদন করে, সেইরূপ জলভ্রমকর মরুভূমির স্থায় দীপ্যমান হইয়া অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলাম, সূর্য্যদেব দশদিকে প্রসারিত কিরণজাল (কিরণরূপ পাশ দ্বারা) জগৎরূপ পক্ষী ধরিতেছেন, পর্ব্বতসমূহ ঐ জগৎপক্ষীর অঙ্গবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, ভূভাগ অঙ্গই দেখা যাইতেছে। ঐ সূর্য্য-চন্দ্র কামিনী কুমুদিনীর কোষচক্র (বন্ধনহেতু) অন্ধকার সাগরে ব্রহ্মাণ্ডরূপগৃহের প্রদীপ; দিনরূপ ফলনিচয়ের বৃক্ষ। অনন্তর ভাবনাবলে আমি চন্দ্র হইলাম, যে চন্দ্র অমৃতের হ্রদ, আকাশের বদন, নিশারূপিণী অভি-সারিকা কামিনীর হাস্ত, রজনীচরদিগের স্ফূর্ত্তি, জগতে যত কিছু সুন্দর বস্তু আছে, সকলেরই উপমাস্থল, রজনী, রোহিণী ও কুমুদিনীর প্রিয় স্বামী এবং নিখিল লোকের মুখ ও চক্ষুর আহ্লাদকারী পরম প্রিয় হইয়া বিরাজ করেন। তাহার পরে আমি আমাকে নক্ষত্রনিচয়রূপে ভাবনা করিতে লাগিলাম। যে নক্ষত্রনিচয় আকাশরূপ লতার কুসুমনিকর ও স্বর্গের মণকসমূহ হইয়া শোভা পাইতে থাকে।২১—২৮। তৎপরে আমি ভাবনা-বলে রত্ন হইলাম, যে রত্ন বিপণিতে বণিক্‌দিগের তুলাদণ্ডের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে; যাহা সমুদ্রকর্ত্তৃক তরঙ্গহস্ত দ্বারা আন্দোলিত হয়। তৎপরে ভাবনাকালে আমি সমুদ্রের জলপায়ী বাড়বানল হইয়া আমা হইতে ভীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শফরী প্রভৃতি মৎস্তের পরিভ্রমণকৌতুক দেখিতে লাগিলাম। তাহার পরে মেঘের বজ্রাগ্নি ও পর্ব্বতের দাবাগ্নি হইয়া আমি নিজ শরীরে জ্বালা (শিখাপ্রকাশ) অনুভব করিতে লাগিলাম। তৎপরে ভাবনাবলে সামান্ত অগ্নি হইয়া কাষ্ঠনিচয়দাহকারী কাষ্ঠফাটন দ্বারা কঠিন শব্দকারী সর্ব্বতঃপ্রসারী বহ্নিস্বগুণ অনুভব করিতে লাগিলাম। যজ্ঞের অনল হইয়া আমি আমার শরীরে ঘৃতদাহ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি অনলভাব প্রাপ্ত হইয়া, কত ধনাগার দগ্ধ করিয়া দিয়াছি, দেখায় একত্র বহু বাচালমূর্খের বাদ-বিতণ্ডায় প্রকৃত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য যেমন তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ ধনাগারে দাহসময়ে মদীয় তেজঃ মণিমাণিক্যাদির উজ্জ্বল কান্তিকেও পরাভূত করিয়া দিত। ভাবনাবলে আমি মুক্তার হার হইয়া দেব-দানব গন্ধর্ব্বকামিনীগণের স্তনমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়াছি। ভাবনাবলে খদ্যোত হইয়া আমি মার্গসঞ্চারী জন-গণের পদতলে পড়িয়া চূর্ণিত হইয়াছি; আবার কখনও কামিনী মুখে তিলক হইয়াছি। রাম! দেখ উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কিরূপ অস্থিরতা। সমুদ্রে যেমন শফরী মৎস্ত লাফাইয়া বেড়ায়, সেইরূপ আমি কখন বা বিদ্যুৎ হইয়া মেঘের উপরে দাঁড়াইয়াছি। কখনও বা চম্পককলিকার স্থায় সুন্দর সুকোমল অন্তঃপুরের দীপকলিকা হইয়া কামিনীদিগের সুরতক্রীড়া অবলোকন করিয়াছি।২৯—৩৬। কখন বা সেই দীপকলিকার বর্ত্তিকায় কজ্জলপাত হওয়ায় হীন-প্রভ হইয়া আমি কচ্ছপের স্থায় সঙ্কুচিতগাত্র হইয়া অবস্থান করিয়াছি। কোন সময়ে আমি প্রলয়ের মহাবহ্নি হইয়া নিখিল জগতে ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে মেঘের বিদ্যুতের স্থায় কজ্জলবৎ শ্যামবর্ণ আকাশে লীন হইয়াছি। কোনও সময়ে আমি বাড়বানল হইয়া আকল্প পর্য্যন্ত সমুদয় জলপান করিয়া যখন দেখি সমস্ত জগৎ ও জলরাশি আকাশের স্থায় শূন্য হইয়া গিয়াছে, তখন আকাশে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি। হে দয়াদিগুণরাশির আধার! কখনও বা অঙ্গার-দন্ত, জ্বালা-বাহু, বিলোল ধূম কুন্তল ঈদৃশ প্রখর অগ্নিরূপে সমস্ত জন্তু গ্রাস করিয়া সমুদয় জল শুষ্ক করিয়া কাষ্ঠাদি নিখিল পদার্থ মদীয় খাদ্য করিয়া লইয়াছি।৩৭—৪১। কখনও বা আমি কর্ম্মকারভবনে লৌহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মকারের লৌহমুদ্গর ও পাষাণ দ্বারা আহত বহ্নিকণা উদ্গিরণ করিয়াছি। আবার কখনও বহুমূল্যের মণি হইয়া বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ভিতরে অবস্থান করিয়া নিখিল-প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া শতযুগ অতিবাহিত করিয়াছি। রাম জিজ্ঞাসা-লেন,—"হে মানদ! ঋষি প্রবর! আপনি যে সময়ের কথা বলিতে-ছেন, সেই সময়ে আপনি সুখ বা দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন, বলিয়া আমার জ্ঞান বর্দ্ধিত করুন।" ৪২—৪৪। বশিষ্ঠ কহিলেন,—মনুষ্য যেমন নিদ্রিত হইয়া, সচেতন হইয়াও জড় হয়, চিদাকাশও সেইরূপ দৃশ্যভাবাপন্ন হইলে আপনাকে জড়ভাবাপন্ন জ্ঞান করেন। যখন ঐ চিদাকাশ

(১) অন্ধকারে কেহ কোন কাজ করে না, সূর্য্যের আলোকেই লোকে কাজ করে; এইজন্ত ঐ আলোক (তেজঃই) কার্য্যের প্রকাশক।

ব্রহ্ম আপনাকে পৃথ্যাদির স্থায় জ্ঞান করেন, তখন তিনি সুপ্ত হইয়া জড় ব্যক্তির স্থায় অবস্থান করেন, অন্যথা তিনি যাহা তাহাই থাকেন। তাহার আকাশ-পৃথ্যাদিরূপ প্রকৃতপক্ষে সৎ নহে,—অসৎ। ব্রহ্ম দ্রষ্টা ও দৃশ্যের প্রতিভাত হইলেও সর্ব্বদা অবিকৃতভাবেই অবস্থিত। যাহার ঈদৃশ সত্যজ্ঞান হইয়াছে, তাহার নিকট এ সমস্তই এক, তাহার নিকট পঞ্চভূত বা দ্রষ্টা, দৃশ্য ভ্রান্তি কিছুই নাই। (আমার ঈদৃশ সত্যজ্ঞান থাকায়, ভেদ জ্ঞান না হওয়ায় সে সময়ে কোন দুঃখেরই অনুভব হয় নাই) আমি তখন বিশুদ্ধ ব্রহ্মরূপে থাকিয়াই ঐ সমস্ত করিয়াছিলাম। (ভাবনাবলে পৃথিব্যাদি হইয়াছিলাম)। ব্রহ্মরূপে অবস্থিত না হইতে পারিলে ভাবনাবলে এ সমস্ত করিতে পারা যায় না। যখন সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিরাময় আত্মাই এত নিখিল দৃশ্যরূপে পরিণত হইতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে, আমি তৎকালে ব্রহ্মপদে অবস্থান করিয়া আত্মাকেই দর্শন করিয়াছিলাম। ৪৫—৫০। যদি আমি পঞ্চভূতভাবনায় জড়ই হইয়া যাই, যদি আমার চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে আমি এইরূপ (পৃথিব্যাদি) হইয়াছিলাম বলিয়া অনুভব করিতে পারিতাম না। সুষুপ্তিকালে আমি নিদ্রিত হইলাম ইত্যাকার জ্ঞান বিদ্যমান থাকাতে সুষুপ্ত ব্যক্তি চেতন হইলেও নিদ্রাজনিত অজ্ঞানরূপ জড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু স্বপ্রকাশ অনির্ব্বচনীয় কোন এক বস্তুর অনুভব সে সময়ে থাকেই। (তাহা না থাকিলে সুষুপ্তিকালে অননুভূত নিদ্রা অজ্ঞানাদির পরে স্মরণ হইবে কিরূপে?)। যে ব্যক্তি জ্ঞানোদয় হওয়ায় প্রবুদ্ধ, তাহার এক আধিভৌতিক দেহ শান্ত হইয়া যায়, ক্রমে তাহার জ্ঞানময় আতিবাহিক দেহ উদিত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানময় আতিবাহিক দেহকে যোগী ইচ্ছামত কখন সূক্ষ্ম কখন বা বিশাল করিতে পারেন, তাদৃশ আতিবাহিক দেহদশায় যোগী জীবন্মুক্তরূপে অবস্থান করেন। ৫১—৫৫। ঐ জ্ঞানময় দেহে অতিদুর্ভেদ্য কঠোর শিলামধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার তথা হইতে ঝটিতি নির্গত হওয়া যায়, ঐ জ্ঞানদেহ আকাশ পাতাল সর্ব্বত্রই গতাগত করিতে পারে। হে রাম! আমি সেই সময়ে জ্ঞানময় দেহে ঐ সমস্ত করিয়াছিলাম, অনন্তর চিদাকাশময় দেহে ঐ সমস্ত কথিত ঘটনা অনুভব করিয়াছিলাম। তদবধি চিন্ময় শরীরে আকাশ-পাতাল, পাষাণ এমন কি বজ্রের উপরও গতায়াত করিলে কোনরূপ বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানময় শরীরে সেই চিদাকাশ জড় অজড় সকল পদার্থেই সমভাবে অবস্থিত। (ঈদৃশ জ্ঞানশরীরে দুঃখ পাইবার ত কোন সম্ভাবনাই নাই, কেন না। চিদাত্মার ঈদৃশ গতায়াত আপনার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে)। যে ব্যক্তি আপনার ইচ্ছায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার কি কোন ক্লেশ হয়? যদি ক্লেশ অনুভব হইবে, তবে বেড়াইবে কেন? বুধগণ কেবল জ্ঞানকেই অক্ষয় আতিবাহিক দেহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হে রাম! তুমিও এক্ষণে সেই জ্ঞানময় আতিবাহিক দেহেরই অনুভব করিতেছ। ৫৬—৬০। তত্ত্ববিদ্‌গণ ইচ্ছা করিলেই "আমি একমাত্র চিৎ" ইত্যাকার ভাবনায় পৃথ্যাদি অখিল জগৎ অস্তমিত করিয়া আত্মস্বরূপে সৎ ও জগদ্রূপে অসৎ হইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন। ৬১—৬৫ যেমন জাগ্রৎ পুরুষে যে জগৎকে বিদ্যমান বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাহা অবিদ্যমান হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় সত্যরূপে প্রতীয়মান যে জগৎ, তাহা যেমন জাগ্রদ্দশায় অলীক হইয়া যায়, সেইরূপ তত্ত্বদৃষ্টিতে সত্যরূপে প্রতীয়মান এই জগৎ জ্ঞানীর নিকটে অলীক বলিয়া বোধ হয়, যেমন কোন ব্যক্তি মনোরাজ্যে কল্পিত অঙ্গার নদীর জ্বলন্ত শিখাময় তরঙ্গ কল্পনাকারীর গাত্রে সংলগ্ন হইলে তাহার কোন ক্লেশ বোধ হয় না, পরন্তু কৌতুকপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আপনার ইচ্ছায় পাষাণাদি ভাবপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত চিদাকাশ কোনই ক্লেশ অনুভব করেন না। হে রাম! তৎপরে আমি বহ্নিভাবনায় বহ্নি হইয়া কজ্জলরূপ ভ্রমর নিচয়ে সুশোভিত বহ্নিজ্বালা কিংশুককুসুম বিকসিত করিয়া সমস্ত কানন বহ্নিময় করিয়াছিলাম। হে রঘুনন্দন! আমি এইরূপে প্রদীপ্ত খল সম্পদের ন্যায় চঞ্চল বহ্নি জ্বালারূপে উদিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে হঠাৎ একেবারে সেভাব হইতে তিরোহিত হইলাম। হে রাম! আমি বহ্নিরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এইরূপে অনেক জগৎ দেখিয়াছি, আমার দৃষ্ট সেই সকল জগৎ ও তোমাদের এই জগৎ চিদাকাশ হইতে ভিন্ন নহে। এ বিষয়ে তোমাদের স্বপ্নদৃষ্ট পুরী পর্ব্বতাদিই সাধু দৃষ্টান্ত। ৬৬—৭০।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৯১।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"অনন্তর আমি জগৎ দেখিবার কৌতূহল বশতঃ ধীরভাবে বায়বী ধারণা করিয়া বায়ু ভাবনা করিয়া অনন্ত বায়ু হইয়া পড়িলাম। আমি যে বায়ু হইলাম, সে বায়ু লতাকামিনীর নৃত্যশিক্ষক, কমল, উৎপল, কুন্দ প্রভৃতি কুসুমের সৌরভকণাবাহী অবলীলাক্রমে নীহারবিন্দুহরণে তৎপর। সুরতক্লান্ত সর্ব্বাঙ্গের স্ফূর্ত্তি সম্পাদনে পটু। সে বায়ু তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতিকে নৃত্য শিক্ষা দেওয়াতে বিশেষ পণ্ডিত। লতা, ওষধি ও কুসুমাদির সৌরভে আমোদিত। যখন শুভসময় উপস্থিত হয়, তখন বায়ু প্রশান্ত শীতল সুগন্ধি হয়, আবার যখন উৎপাতকাল প্রলয় উপস্থিত, তখন ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল। পর্ব্বতসমূহ তাহাতে তৃণের ন্যায় ভাসিতে থাকিল। ঐ বায়ু নন্দনকাননের পারিজাতাদি কুসুমের মকরন্দপরাগে অরুণবর্ণ। আবার ঐ বায়ুই নরকের অঙ্গাররাশিসংবলিত ভীষণ নীহারসন্নিপাতে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। ১—৫। সাগরে ঐ বায়ু মৃদুমন্দ তরঙ্গসঞ্চালন করিয়াছিল, ঐ বায়ুই আকাশের মেঘ সরাইয়া চন্দ্ররূপ দর্পণকে আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিয়াছিল। ঐ বায়ু নক্ষত্রচক্ররূপ সৈন্যের বেগগামী রথ। ঐ বায়ুই ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ আকাশযান বহন করিয়া থাকে। ঐ বায়ু মনের ন্যায় বেগগামী, যেন মনের একটী সহোদর। আমি ঐ বায়ুরূপী হইয়া নিরাকার হইলেও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নন্দনকাননের চন্দনতরুকে কম্পিত করিতাম। বায়ুতে ভাসমান তুষারবিন্দুজালে আমার বৃদ্ধদশার পক্ক গাত্রলোম হইয়াছিল; উহার সৌরভ আমার যৌবনমদ হইয়াছিল! মুনির মৃদুতাধর্ম্ম আমার শৈশব হইয়াছিল। আমি নন্দনকাননে ঐ বায়ুরূপে সৌরভ বহনপূর্ব্বক মধুরভাবে সঞ্চরণ করিতাম। কুবেরের চৈত্ররথ কানন হইতে বাহিয়া আসিতাম। কান্তার রতিশ্রম দূর

করিতাম। বহুক্ষণ ধরিয়া গঙ্গার তরঙ্গমালা আন্দোলিত করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম। পরিশ্রম কাহাকে বলে, তাহা জানিতাম না, অথচ লোকের বহু পরিশ্রম দূর করিতাম। বায়ুরূপে আমি বিলোল পল্লবহস্তা অলিনয়না পুষ্পভারে অবনতা লতাকামিনীদিগকে স্পর্শ করিয়া চপল করিয়া দিয়াছি। আমি চন্দ্রমণ্ডলের সুধা আস্বাদন করিয়া মেঘশয্যায় শয়ন করিয়াছি, কমলকানন বিধূনিত করিয়াছি, কামুকদিগের রতিশ্রম অপনীত করিয়াছি। আমি (বায়ু হইয়া) আকাশগামী তুরঙ্গ হইয়াছি, ধূলিরাশি উড়াইয়াছি, অন্য হস্তীর মদগন্ধ প্রদান করিয়া তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী অপর গজকে ক্রোধে উন্মত্ত করিয়াছি। বিদ্যুৎরূপ গোপদিগের বংশী লইয়া তাহার শব্দ করিয়া আমি-মেঘরূপ গো-মহিষাদি পশু পালন করিয়াছি। সলিলবিন্দুরূপ মুক্তার সূত্ররূপে অবস্থান করিয়াছি, ধূলিবিনাশী জলবিন্দুকে শুষ্ক করিয়া দিয়া তাহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছি। আমি আকাশ-কুসুমের সৌরভ, নিখিলশব্দের সহোদর, নিখিলপ্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গচালক এবং ঐ প্রাণীদিগের শরীরস্থ নাড়ীরূপ প্রণালীমধ্যে সলিলরূপে অবস্থান করিয়াছি। মর্ম্মস্থলের কর্ম্মকারদিগের আমি একমাত্র আত্মাস্বরূপ, (নিখিল-ভূতের প্রাণস্বরূপ) হৃদয়রূপ গুহাবাসী সিংহস্বরূপ, এবং অগ্নির বলবিৎ—অর্থাৎ অগ্নি দেখিলেই কোনটী দুর্ব্বল কোন্‌টী বলবান্, তাহা বুঝিতে পারি। যাহাকে দুর্ব্বল দেখি, তাহাকে নির্ব্বাণ করিয়া দিই, যাহাকে প্রবল দেখি, তাহাকে আরও বাড়াইয়া দিই। আমি সর্ব্বদাই পথিক (সঞ্চরণশীল)। আমি বায়ুরূপে সৌরভরূপ রত্ন লুণ্ঠন করিয়াছি, আকাশযানরূপ নগর ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, তাপরূপ অন্ধকারের চন্দ্র হইয়াছি, শৈত্যরূপ চন্দ্রের উৎপত্তি স্থান ক্ষীরসাগর হইয়াছি, অর্থাৎ আমি সকলকে শীতল করিয়া দিয়াছি। প্রাণ ও অপানবায়ুরূপ সূক্ষ্ম রজ্জু দ্বারা প্রাণিদিগের দেহযন্ত্র চালিত করিয়াছি, নিখিল দ্বীপের শত্রুতা ও মিত্রতা উভয়ই আচরণ করিয়াছি,—অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে কোন কোন দ্বীপ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি, কোন দ্বীপ বা ধূলির জমাট বাঁধিয়া বাড়াইয়া দিয়াছি। সমস্ত দ্বীপেই সঞ্চরণ করিয়াছি। সম্মুখবর্ত্তী হইলেও আমি সকলের অদৃশ্য মনোরাজ্যের ন্যায় হইয়া কালাতিপাত করিয়াছি, তালবৃন্তরূপে স্পন্দরূপ দন্তীর আলান (বন্ধন স্তম্ভ) হইয়াছি, তিলে তৈল হইয়াছি। গঙ্গাপ্রবাহ যেমন বিবিধ বর্ণরূপ তরঙ্গ মালাকে ধূলিমিশ্রিত করিয়া এক করিয়া দেয়, সেইরূপ আমি প্রলয়বাত্যারূপে ক্ষণকালমধ্যেই নিখিলপর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া একত্র রাশীকৃত করিয়াছি। ১৩—২২। আমি ধূম, মেঘ, ধূলি ও জলের আলোড়নকারী প্রবল বায়ু হইয়াছি, আকাশ-গঙ্গাপ্রবাহ যাহার মকরন্দ, সেই আকাশরূপ উৎপলের আমি ভ্রমর হইয়াছি। আমার বাত্যারূপ শরীর দ্বারা বেষ্টন হইতে মুক্ত জীর্ণ পত্রসমূহকে আমি মন্দ মন্দভাবে বিক্ষিপ্ত করিয়াছি—অর্থাৎ অগ্রে বাত্যাময় শরীরে জীর্ণপত্র উপরে তুলিয়া, আবার আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দিয়াছি। স্পন্দরূপ কমলকাননের বিকাসকারী সূর্য্য হইয়াছি, শব্দরূপ বৃষ্টির আমি মেঘ হইয়াছি। আমি বায়ুরূপে আকাশ-কাননে মাতঙ্গ, শরীররূপ গৃহে সর্ব্বদা শব্দকারী ঘণ্টাযন্ত্র, ধূলিকদম্ব ও বনশ্রেণীরূপ নায়িকার আলিঙ্গনে নায়ক হইয়াছি। আমি হিম ও ঘৃতাদির পিণ্ডীকরণ, কর্দ্দমাদির সংশোষণ, মেঘাদির ধারণ, তৃণাদির স্পন্দন, সৌরভের আহরণ, শৈত্য-সম্পাদন, ইত্যাদি বিবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্যেও বিশ্রাম লাভ করিতে পারি নাই। তেজঃ যেমন রসাকর্ষণ করে, সেইরূপ তেজের সহোদর ভ্রাতার ন্যায় রসাকর্ষণে ব্যস্ত হইতাম। আমি হরণগ্রহণাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা হস্তাদি অবয়বের চালনা করিয়া দিতাম। আমি নাড়ীপথ দিয়া শরীরনগরে নির্ব্বিঘ্নে গতায়াত করিতাম। অন্নরসময় দেহভাণ্ডে আমি প্রাণ ও অপানাদিরূপে পরিণত হইয়া আয়ুরূপ মণির রক্ষণ ও ব্যয়ে যথেচ্ছব্যবহারী মহাবণিক্ (বড় মহাজন) হইতাম। শরীরনগরী কখন ভাঙ্গিতাম, কখন বা নির্ম্মাণ করিতাম। অন্নরস, মল, দেহের সূক্ষ্মতর সারভাগ,—রক্তমজ্জাদি ও বাতপিত্ত, কফ ধাতুকে পৃথক্ করিবার কৌশলও বেশ শিখিয়াছিলাম। আমি বায়ুভাব প্রাপ্ত হইয়াও প্রত্যেক অণুতে বহু জগৎ দর্শন করিয়াছি, সেই সমস্ত জগতেও আবার পৃথিব্যাদি রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ আমার অনন্ত বিশাল চিদাকাশরূপ চিরদিন একভাবে বিরাজমান, তাহার অন্যথা কোন কালেও হয় নাই। কল্পনাদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক পরাণুতেই সৃষ্টিপরম্পরা চলিতেছে; পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হইবে, বাস্তবিক কিছুই নাই, শূন্যাকারে থাকিবেই বা কিরূপে? প্রত্যেক পরমাণুতে যে সকল জগৎ দেখিয়াছি, তাহাতেও চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, নাগ, সাগর, গিরি, দ্বীপ, মহাসাগর, দিগন্তর, লোকান্তর, লোকপতি, ক্রিয়া, কাল, কলা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ভাব, অভাব, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই থাকে। হে রাম! আমি এইরূপে ত্রৈলোক্যরূপ কমলের মধ্যে কথিত পঞ্চভূতরূপে বিহার করিয়াছি। ২৩—৩৫। আমি প্রাণি সমূহের মৃত্তিকা, জল, বায়ু, ও তেজের সমষ্টিরূপ বৃক্ষের শরীরে বাস করতঃ মূলদেশ দ্বারা ভূমিরস পান করিয়াছি,—অনুভব করিয়াছি। সুধাপূর্ণ চন্দন দ্রবের ন্যায় শৈত্য শুক্লতাদি গুণশোভী তুষারশয্যার ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলে শয়ান হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছি। চতুর্দ্দিকে সকল ঋতুতে কাননমধ্যে থাকিয়া আমি বিবিধ সুগন্ধি কুসুমরস পান করিয়াছি, পীতাবশিষ্ট রস ভ্রমরকেও দিয়াছি। আকাশ-প্রাঙ্গণে আস্তীর্ণ বিস্তৃত উন্নত শুভ্র, কোমল নবনীতময় ভূমিসদৃশ মেঘমালায় শয়ান হইয়াছি। আমি কামবাসনা না থাকিলেও শিরীষকুসুমের ন্যায় কোমল সুনীল কেশগুচ্ছে বিশোভী সুরসুন্দরী ও গন্ধর্ব্ব-সুন্দরীদিগের অঙ্গে একেবারে কুভাব পরিবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করিয়াছি। ৩৬—৪০। কুমুদ কহ্লার কমল প্রভৃতি জলজ কুসুমশোভিত পদ্মসরোবরে গিয়া আমি কলহংসীর সহিত কলরব করিয়াছি। আমি ব্রহ্মাণ্ড হইয়া নদীসমূহকে শিরার ন্যায়, জীবসমূহকে রোমের ন্যায়, পর্ব্বতসমূহকে অস্থির ন্যায় স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়াছি। জগতে যে সমস্ত পর্ব্বত বিখ্যাত রহিয়াছে, সেই সমস্ত পর্ব্বত, দীর্ঘ নদীরূপসূত্র ও সমুদ্র আমার অঙ্গে প্রতিবিম্ব সমন্বিত দর্পণের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিল। অতীত সিদ্ধ বিদ্যাধর প্রভৃতি সচেতন প্রাণিবর্গ আমার শরীরে উকুন ও মশকের ন্যায় অবস্থিতি করিয়াছে। শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত, হরিত রক্তবর্ণের আকারধারী সূর্য্য প্রভৃতি বস্তুনিচয় আমার অনুগ্রহেই অবস্থিতি লাভ করিয়াছিল। ৪১—৪৫। সপ্তদ্বীপ সপ্ত সমুদ্র আমার বাহুপ্রকোষ্ঠে বলয়ের ন্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। আমি অদৃশ্যভাবে বিদ্যাধররমণীদের অঙ্গযষ্টি স্পর্শ করিয়া তাহাদের আনন্দ-জনিত রোমাঞ্চ উৎপাদন করিয়া দিয়াছি।

নদীরূপ শিরাসমন্বিত, সলিলরূপ মজ্জাসমন্বিত, সচ্ছিদ্র জগৎ সকল আমার শরীরের অস্থিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। গগন-সঞ্চারী অসংখ্য ঐরাবত প্রভৃতি গজ উডুম্বরের ভিতরে মশকের ন্যায় আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়াছে। হে রাম। আমি ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। নিখিল পাতাল আমার চরণ হইয়াছিল, ভূতল হইয়াছিল উদর, আকাশ মস্তক। তথাপি আমি পরমাণুভাব পরিত্যাগ করি নাই। ৪৬—৫০। আমি সর্ব্বদিকে সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে সকল কার্য্য করিলেও অসর্ব্ব ও শূন্যরূপে অবস্থিত ছিলাম। আমি কিঞ্চিত্ত্ব, অকিঞ্চিত্ত্ব, সাকারত্ব, নিরাকারত্ব, জড়ত্ব, চেতনত্ব সমস্তই অনুভব করিয়াছি। সাগরের মধ্যে মৈনাকের ন্যায় অন্যান্য পর্ব্বতসকল গিয়া অন্তর্জীর্ণ হইলে সাগরের মধ্যবর্ত্তী তত্তৎস্থানসকল যেমন এক একটী জগতের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ বহু সৃষ্টি (জগৎ) প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছি। দর্পণ যেমন আপনার মধ্যে প্রতিবিম্বপুরী ধারণ করে, সেইরূপ আমিও আমার শরীরে প্রকট অপ্রকট অনেক জগৎ ধারণ করিয়াছি। স্বপ্নকালে চৈতন্য যেমন বিবিধ বস্তুর সৃজন করে, সেইরূপ আমি আকাশরূপে অবস্থান করিয়াও আপনাতে এইরূপ মায়াবশে জল, বায়ু, অগ্নি ও ভূমির সৃজন করিয়াছি। ৫১—৫৫। সে সময়ে আকাশমধ্যে প্রত্যেক পরমাণুতে আমি অসংখ্য জগৎ দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। স্বপ্নদৃষ্টপুরীর মধ্যে যেমন আবার স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের মধ্যে যেমন আবার স্বপ্ন, সেইরূপ পরমাণুর মধ্যে যে জগৎ দেখিলাম, সেই দৃষ্টজগতের মধ্যবর্ত্তী পরমাণুর মধ্যেও আবার জগদ্দর্শন করিতে লাগিলাম। আমি নিজেই দ্বীপকুণ্ডলসমন্বিত ভূমণ্ডল হইয়াছি, অথচ সর্ব্বস্বরূপে কিছুই পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি নাই, সবই আমার একাংশে হইয়াছিল। আমি পুরুষাদি শরীর ধারণ করিয়াই তৃণলতাদির অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া ভূতল হইতে রসাকর্ষণ করিয়াছি। যখন আমি নিখিল দ্বৈতভাবের সংহারকারী জ্ঞানকাল প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছি, তখন আমাতে এই যে লক্ষ লক্ষ জগৎ—ইহার কিছুই ছিল না বা থাকেও না। ৫৬—৬০। চিতির মধ্যে যে সকল আত্মচমৎকৃতি বিদ্যমান থাকিয়া আপনা হইতেই আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপ চমৎকারভাব জগতে আরোপিত করিয়া প্রকাশ করে, তাহাই এই সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। এই যে এত কষ্ট অনুভব করিয়াছি, ফলে ইহা কিছুই নয়, পরমার্থ-(চিৎ)-চমৎকার ব্যতীত আর কিছুই ইহার মধ্যে নাই। অধ্যারোপে আত্মাই বিশ্বরূপ ও সর্ব্বকর্ত্তা, অপবাদে তিনি বিশুদ্ধ বোধরূপ, ফলে যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই ব্রহ্মময়। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বময় আত্মাই সর্ব্বত্র সর্ব্বের আশ্রয় ও সর্ব্বগামী, অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকটে তিনি যে কি, তাহা আমি জানিই না। আকাশগর্ভের ন্যায় স্বচ্ছ চিদাত্মায় এই যে সৃষ্টিপরম্পরা দীপ্যমান হইতেছে, ইহা তাপের অন্তরে উষ্মার ন্যায় পৃথক্ জ্ঞান করিবে, ফলে ইহাতে পার্থক্য কিছুই দেখা যায় না, বা নাই; আছে কেবল একমাত্র অনন্ত সৎ। ৬১—৬৫।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"এইরূপে ভাবনাবলে জগৎদর্শনের পরে উক্তবিধ কৌতুক দর্শন হইতে বিরত হইয়া আমি আমার প্রাক্তন সমাধিস্থান সেই আকাশ মধ্যবর্ত্তী কুটীরমধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম; সেই কুটীরমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার নিজশরীর কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। কেবল দেখিলাম, সম্মুখে অপর একটী সিদ্ধ সমাধিমগ্ন অভীষ্ট পদ-প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চলভাবে সমাসীন রহিয়াছেন। বীরাসনে উপবেশন করিয়া সমাধিবশে নিশ্চল শান্তভাবে উপবেশন করিতেছেন, অচিরোদিত বাল-সূর্য্যের ন্যায় দগ্ধকাষ্ঠ (সবকাষ্ঠ পুড়িয়া গিয়াছে এমন) অনলের ন্যায় অনুগ্র ও নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন। বীরাসনে উপবেশন করাতে তাঁহার অণ্ড-কোষটীসংশ্লিষ্ট পায়ের দুই গোড়ালির মধ্যভাগে অবস্থিত। বিশাল স্কন্ধযুগল ঈষৎ আনমিত এবং গ্রীবা সরলভাবে অবস্থিত হইলেও শঙ্খের ন্যায় বন্ধুরভাবাপন্ন। তাঁহার মন বাহ্য বিষয় হইতে অতীত উদার পরম বস্তুতে সংলগ্ন। মুখমণ্ডল প্রসন্ন, মস্তক উন্নত, পাণিযুগল নাভিসন্নিকটে উত্তান ভাবে অবস্থিত। পাণিপদ্ম হইতে কান্তিচ্ছটা স্ফুরিত হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন, হৃদয়পদ্ম হইতে তেজ বাহিরে আসিয়া নির্গত হইতেছে। পক্ষ্মগুলি (চোকের পাতা) পরস্পর যুক্ত হইয়া রহিয়াছে, নয়নযুগল অর্দ্ধনিমীলিত,—এই জন্য, বাহ্য বস্তুর দর্শনশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, দেখিতে ঠিক রাত্রিকালে সরোজনেত্র-নিমীলিত নিবাত নিষ্কম্প সুপ্ত সরোবরের ন্যায় হইয়াছেন। অন্তঃকরণে কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, উৎপাতশূন্য আকাশের ন্যায় প্রশান্ত অন্তঃকরণকে ধীরভাবে সুস্থির রাখিয়াছেন। নিজের শরীর দেখিতে না পাইয়া ঈদৃশ মুনিকে সম্মুখে দেখিয়া আমি অবহিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে আমি যেমন বিচার করিয়া বিশ্রামলাভের আশায় তপস্যা করিয়াছিলাম, এখানেও দেখিতেছি, সেইরূপ তপস্যা করিবার জন্য কোন মহাসিদ্ধ অবস্থান করিতেছেন। আমার বোধ হয়, এই ব্যক্তি "আমি সমাধিযোগ্য নিজস্থান পাইব কি?" এই ভাবিয়া ভাবিয়া সেই সত্য ভাবনাবলে এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ১—১২। তাহার পরে আমি যখন মনে করিলাম, আমার এই সৃষ্টি কিছুই নয় মিথ্যা, তখনই আমার সে সঙ্কল্প ক্ষয় হইয়া গেল, সঙ্কল্পক্ষয় হওয়ায় সেই মহাসিদ্ধের স্থানও গেল, থাকিল কেবল একমাত্র আকাশ। স্বপ্নসংকল্পের নিবৃত্তি হইলে স্বপ্নকল্পিত পুরী যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ সেইস্থান নষ্ট হওয়ায় সেই সমাধিমগ্ন মহাসিদ্ধ আধারাভাবে নিম্নতলে পড়িতে লাগিলেন। আমার সঙ্কল্প ক্ষয় হওয়ায় সেই স্থান যেমন নষ্ট হইল সেই ধ্যানমগ্ন ব্রাহ্মণও অমনি মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় নিম্নে পড়িতে লাগিলেন। যেন প্রলয়কালে চন্দ্রমণ্ডল খসিয়া পড়িতে লাগিল; আকাশ হইতে মেঘ যেন নিম্নে পড়িতে লাগিল। ক্রমে সেই ব্রাহ্মণ নষ্টপুণ্য বৈমানিকের ন্যায়, ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ও আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। 'যতক্ষণ আমি এখানে, এই কুটীও ততক্ষণ এইখানে থাক্,' ইত্যাকার মদীয় সত্যকল্পনা যাই ভ্রান্ত হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে কুটীক্ষয় ও সেই ব্রাহ্মণের অধঃপতন হইতে লাগিল। তাহার পরে আমি ঐ ব্রাহ্মণকে মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিবার জন্য পতমান ঐ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আতিবাহিক

দেহে আকাশ হইতে ভূতলে গমন করিলাম। সেই ব্রাহ্মণ, প্রবহ-নামক বায়ুযানের মধ্যপ্রবিষ্ট জল যেমন আবর্ত্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ, ঘুরিতে ঘুরিতে সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্রের পরপারে দেবতাদিগের এক ক্রীড়াভূমিতে গিয়া পড়িল। তাহার প্রাণ ও অপানবায়ু তখন ঊর্দ্ধগামী ছিল বলিয়া আকাশ হইতে পড়িতে পড়িতে পদ্মাসন বন্ধনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল। সেইরূপ বিক্ষোভপ্রাপ্ত হইয়াও সে প্রবুদ্ধ হইল না, অচেতন পাষাণের ন্যায় অচল হইয়া তুলার ন্যায় লঘু বা পাষাণের ন্যায় ভারবান্ হইয়া রহিল। আমি তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য সেইরূপ সত্যসঙ্কল্পবলে আকাশের মেঘ হইয়া জলবর্ষণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিলাম। যে স্থানে সেই মুনি পড়িয়া তপস্যা করিতে ছিল, আমি সেই শিলাবৃষ্টি বজ্রপাত করিলে, বর্ষাকালে ময়ূর যেমন জাগিয়া উঠে, সেইরূপ সেই মুনি প্রবুদ্ধ হইল। তাহার অঙ্গশ্রী উৎফুল্ল হইল, নয়নযুগল উন্মীলিত হইল। জলধারায় পরিব্যাপ্ত সেই মুনি বর্ষাকালে কমলাকরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ১৩—২৫। তাহার আত্মসাক্ষাৎকরী মনোবৃত্তি প্রশান্ত হইলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত প্রবুদ্ধ সেই মুনিকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে মুনিবর! তুমি কোথায় রহিয়াছ, কি করিতেছ? তুমি কে? তুমি এই যে এত দূর হইতে পড়িলে, তাহা বুঝিতে পারিলে না কেন? আমি এই কথা বলিলে পর, সেই মুনি আমার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নিজের পূর্ব্বতন অবস্থা স্মরণ করিয়া, চাতক যেমন জলধরের নিকট মধুর শব্দ করে, সেইরূপ মধুস্বরে আমাকে কহিল, "মহাশয়! আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, আমি অগ্রে আমার সমুদয় ঘটনা স্মরণ করিয়া লই, তাহার পরে আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমুদয় বলিতেছি" এই বলিয়া সেই মুনি চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ দিনের ঘটনা যেমন সেই দিনের সন্ধ্যার সময়ে চিন্তা করিয়া দেখিলে সবই স্মৃতিপথে উদিত হয়, সেইরূপ সমস্ত স্মরণ করিয়া জানিল। তাহার পরে চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল আহ্লাদনকারী সুখকর অনিন্দ্যবচনে কহিল,—"হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, আপনাকে নমস্কার করি। প্রথমে দেখিয়াই ত আপনাকে নমস্কার করি নাই, তজ্জন্য যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন ক্ষমাই ত সাধুগণের স্বভাব। হে মুনে! ষট্‌পদ যেমন মধুলোভে পদ্মে পদ্মে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমিও সেইরূপ ভোগসুখমোহে মোহিত হইয়া অনেক দিন দেবকাননে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি। তাহার পরে যখন বুঝিলাম যে, আমি এই দৃশ্যরূপ নদীর কিনারায় আমোদে সাঁতার দিতে দিতে তরঙ্গমালার সঙ্গে একেবারে অগাধ আবর্ত্তে গিয়া পড়িয়াছি, তখন উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—"আমি এক্ষণে আর উদ্বেগ না করিয়া কেবল চিদাকাশে অবস্থান করিতে থাকি, তাহা হইলে আর কোন উদ্বেগের আশঙ্কাই থাকিবে না। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই, সামান্য এইরূপ-রসাদিতে আর কেন মজিয়া থাকি? সমস্তই ত একমাত্র চিদাকাশ বা চৈতন্য, অতএব মূঢ়মতির ন্যায় অসদাকার এই দৃশ্যপ্রপঞ্চে আর কেন থাকি? ২৬—৩৮। শব্দস্পর্শাদি বিষয়, বিষের ন্যায় ভয়ানক, রমণীগণ কেবল কাম মোহ উৎপাদন করে; অনুরাগ-অনুরক্ত পুরুষকেও সময়ে সময়ে বিরক্ত করিয়া তুলে। মন্দবুদ্ধি না হইলে আর কে এই বিষয়াদিতে মজিবে? জরারূপিণী বৃদ্ধ বকী জীবনরূপ জম্বালমধ্যে বুদ্ধিরূপ শফরী মৎস্য ধরিবার জন্য শরীরে আসিয়া আশ্রয় লয়; এহেন শরীর ত ক্ষণভঙ্গুর সাগরের জলবুদ্বুদের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয়। দূর হইতে দেখিতে দেখিতেই দীপশিখার ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়। হায়! হায়! এই উত্তপ্ত জীবননদী বড়ই ভীষণ, ইহাতে উত্তাল তরঙ্গমালা ও আবর্ত্ত খেলিতেছে। জন্ম মৃত্যু ইহার দুই পার্শ্বের বিশাল তট। সুখ দুঃখ ইহার তরঙ্গ। যৌবনবিলাস ইহার পঙ্ক; বার্দ্ধক্য ধবলিমা ইহার ফেনপুঞ্জ। কাকতালীয় ন্যায়ে কখন কখন সুখ এই নদীর বুদ্বুদের ন্যায় দেখা যায়। লোকব্যবহার ইহার খরস্রোত। অজ্ঞদিগের প্রলাপবাক্য ইহার জলকলকল শব্দ। রাগ-দ্বেষরূপ মেঘ ইহার জল শোষণ করিয়া লয়। ভূতলে এই নদী খরস্রোতে প্রবাহিত। লোভ মোহ ইহার ভীষণ আবর্ত্তের আলোড়ন। দূর হইতে শব্দ শুনিয়া এই নদীকে শীতল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, বাস্তবিক ইহা অতি উত্তপ্ত। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্মিলন ও ঐশ্বর্য্য সংসারনদীর জলের ন্যায় এক চলিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে। যে সমস্ত পদার্থ আসিয়া চলিয়া যায়, সেই ক্ষণস্থায়ী পদার্থে প্রয়োজন কি? আর নূতন যে সমস্ত ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই বা আস্থা কিরূপে হইবে? কারণ তাহাও ত স্থায়ী নহে, ক্ষণকাল পরেই কোথায় চলিয়া যাইবে। অন্য সকল নদীর জল চলিয়া গেলে আবার আসে। কিন্তু দেহনদীর জল-বায়ু একবার গত হইলে আর আসে না। এই সংসারসাগরের নিখিল পদার্থই কুলালচক্রে আরূঢ় ঘটাদির ন্যায় প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। চক্ষুর ইন্দ্রিয়রূপ চোর বিষম বিষয়রূপ শত্রু চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, বিবেক সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইতেছে। অতএব জাগিয়া থাকি, নিদ্রিত থাকিব না, তাহা হইলে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইবে। আয়ু খণ্ড খণ্ড হইয়া পুনঃপুনঃ গলিত হইয়া যাইতেছে; দিন সকলও কালকর্ত্তৃক বিনাশিত হইতেছে, কেহই তাহা জানিতে পারিতেছে না। কি আশ্চর্য্য! আজ আমার এই হইল, এই রহিল, এই গেল, ইহা আমার, ইত্যাকার ভাবনায় আকুল হওয়ায়, আয়ু ক্ষয় হইতেছে, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, ইহা কেহই জানিতে পারিতেছে না। যথেষ্ট বিষয় ভোগ করিয়াছি, অনন্ত বনভূমিতে ভ্রমণ করিয়াছি, সুখ দুঃখ অনেক দেখিয়াছি, এই সংসারে সাধনীয় আর আমার কোন কার্য্যই নাই। বারবার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া বারবার বিবর্ত্তিত হইয়া, সংসারের নিখিল বস্তু অনিত্য বুঝিয়া এক্ষণে আমি ভোগোৎকণ্ঠাশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছি। নিখিল ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়াছি, সংসারের নিখিল বস্তুর অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কুত্রাপি বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হই নাই। ৩৯—৫৫। আমি সুমেরুর উত্তুঙ্গ শিখরে নন্দন-কাননে লোকপালগণের পুরীতে বিহার করিয়াছি, কোথাও চির-স্থায়ী কোন বস্তুই পাই নাই। সকল স্থানেই কাষ্ঠময় বৃক্ষ, মাংস ময় জীব, মৃণ্ময় পৃথিবী, দুঃখ ও অনিত্যতা বিদ্যমান; সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কিরূপে আশ্বস্ত হইয়া থাকি বলুন। ধন বলুন, মিত্র বলুন, সুখ বলুন বা বান্ধব বলুন, কালের করালগ্রাসে নিপতিত জীবকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। ধূলিরাশির ন্যায় অস্থায়ী জীব গিরি কন্দরে প্রবিষ্ট মেঘ সলিলের জন্য প্রতিক্ষণেই ক্ষীণ ও

অন্তঃসার-শূন্য হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। আমি কামকে মনোরম বলিয়া জ্ঞান করি না; ঐ আমার নিকট অতি বিরস বলিয়া বোধ হয়, আমি জানি, এই জীবন যৌবনমত্তা কামিনীর অপাঙ্গ দৃষ্টির ন্যায় চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী। ৫৬—৬০। হে মুনে! ক্রূর কৃতান্ত অদ্যই বা কল্যই মস্তকে আপদ্‌-ভার নিক্ষেপ করিবেন, তাহার অন্যথা নাই, সুতরাং আশ্বস্ত হইয়াই থাকি কিরূপে? শরীর জীর্ণপত্রের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, জীবন ক্ষণস্থায়ী; এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, মধুরাদি ষড়্‌রস আমার নিকট নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে। এতাবৎকাল নীরস বিষয়-ভোগে কালাতিপাত করিয়া আসিয়াছি, অপূর্ব্ব পুরুষার্থ কিছুই সাধন করিতে পারি নাই; সে বিষয়ে কিছুই চেষ্টা করি নাই। এক্ষণে আমার সে মোহ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছে, দেহের প্রতি বিষয়ভোগের প্রতি আমার আর আস্থা নাই; এক্ষণে আমার ধারণা হইয়াছে যে, বিষয়ের প্রতি অনাস্থাই উত্তম অবস্থা, জীবন ও বিষয়ের প্রতি আস্থাই অতি নিন্দনীয় মন্দ অবস্থা। ৬১—৬৪। সর্ব্বদাই মনে করা উচিত যে, মোহকারিণী বিপদ্ এই আসে, এই আসে, এইরূপ মনে করিয়া কদাচ আর সংসারে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। নিম্নোন্নত ভূমিতে জল যেমন ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, সেইরূপ মানবগণ নিত্য অনিত্য বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা ইতস্ততঃ বৃথাই চালিত হইতেছে। বিষয়রূপ বিষময় সমীরণ চিত্তরূপ কুসুম হইতে বিবেকরূপ সৌরভ অপহরণ করিয়া তাহাতে মোহবিষ ঢালিয়া জগৎকে কেবল মূর্চ্ছিত করিতেছে। যেমন সদ্‌বস্তু কোন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকিলে অসৎ নাই বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বিষয়রূপ অলীক পদার্থ সৎ বলিয়া ধারণা করায় সৎ হইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ইহা সৎ নহে—অসৎ। সমুদ্রপত্নী নদীগণ যেমন উভয় তটভূমিতে নিজ অঙ্গ হেলাইয়া দুলাইয়া গমন করিতে করিতে সাগরে গিয়া পড়ে, তেমনি মোহমগ্ন জনগণ মদমত্ত হইয়া অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে। চিত্তরূপ বাণ একবার নিক্ষেপ করিলেই বিষয়রূপ লক্ষ্যে গিয়া পড়ে, অথচ কৃতঘ্ন ব্যক্তি সৌহার্দ্দের স্পর্শও করে না। কি উপকারী, কি অনুপকারী, কাহারও সহিত সদ্ভাব করে না, সেইরূপ চিত্তবাণ বিষয়ের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইলে আর গুণস্পর্শ (বিবেক বৈরাগ্যাদি গুণ পক্ষান্তরে গুণ-জ্যা) করে না, (বাণপক্ষে আর আসিয়া ছিলায় সংযুক্ত হয় না)। ৬৫—৭০। এক্ষণে আমার ধারণা হইয়াছে যে, আয়ু উৎপাত বায়ুর ন্যায় বড়ই কষ্টকর, বাঁচিয়া থাকায় কোনই সুখ নাই, যাহাদের মিত্র বলিয়া জানিতাম, তাহারা মিত্র নহে,—শত্রু। বন্ধুসকল বন্ধন-বিশেষ, তাহাদের মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া কেবল বদ্ধ থাকিতে হয়, অর্থ—যত অনর্থের মূল। যাহাকে সুখ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি, তাহা প্রকৃত সুখ নহে, বিষম দুঃখ, সম্প্রতি বিষম আপদ্ স্বরূপ। বিষয়ভোগ সংসারে একটী মহারোগ-দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, এই বিষয়ভোগবাসনাব্যাধি একবার যাহাকে আক্রমণ করে, তাহাকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন। বিষয়ে রতিকে (আসক্তিকে) আমি এক্ষণে মহা অরতি (উদ্বেগ) বলিয়া বুঝিয়াছি। নিখিল সম্পদই বিপদ্‌স্বরূপ, সুখ কেবল দুঃখেরই কারণ, জীবন ও মরণেই পর্য্যবসিত হয়; অহো! কি অদ্ভুত মায়ার বিলাস। লোকসকল কালপরিবর্ত্তন, ইষ্ট, অনিষ্ট, সুখ, দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদ ক্লেশ দেখিয়া শুনিয়া নিজে অনুভব করিয়া জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ৭১—৭৪। বিষয়ভোগকে বিষধর সর্প বলা যাইতে পারে; যেহেতু উহাস্পর্শ-মাত্রেই লোককে দংশন করে, দেখিতে গেলে অদৃশ্য হইয়া যায়। অনায়াসসাধ্য পরমপদের প্রাপ্তি চেষ্টা না করিয়া পরিণামে বিরস দারুণ কষ্ট চেষ্টাতেই লোকে আয়ুক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। উপ-বাসাদি দ্বারা কৃশ করিয়া যেমন বন্যহস্তীকে বন্ধন করা যায়, সেই-রূপ ভোগের আশায় বদ্ধ তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিদিগের পদে পদে অপমান হইয়া থাকে। সম্পদ্ এবং কামিনী তরঙ্গের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সর্পফণার ছত্রের ন্যায়, আপাতত শীতলচ্ছায় সেই সম্পদ্‌-প্রভৃতিতে অনুরক্ত হইবে। কাম ও ঐশ্বর্য্য সত্য সত্যই যদি রমণীয় হয়, তথাপি তাহাতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কয়-দিন তাহা ভোগ করা যাইবে? কারণ জীবন যৌবনমত্তা কামিনীর কটাক্ষপাতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। যাহারা আপাতরমণীয় বিষয়সমূহে মজিয়া থাকে, তাহাদিগকে পরিশেষে পরিণামবিরস ঘোরনরকে বাস করিতে হয়। ৭৫—৮০। অর্থ অভব্যদিগেরই সেব্য, আমি উহাকে কোনরূপেই তুষ্টির কারণ বলি না, কারণ একে ত উহাকে সংগ্রহ করিতে কত যে শীতাতপাদি ক্লেশ সহিতে হয়, তাহা বলা যায় না। যদি চ কষ্টসৃষ্টে সংগৃহীত হয়, অমনি আবার ক্ষণকালমধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ক্ষণভঙ্গুর লক্ষ্মী আপাততঃ মধুর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অসহ্য দুঃখ প্রদান করে, আপাতমাত্র লোককে কেবল বিমোহিত করে মাত্র। অর্থ অসাধুসংসর্গের ন্যায় আপাতমধুর, পরিণামে বিষম বিপাকে ফেলিয়া দেয়; পর্য্যালোচ-নায় উহা অতি জঘন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। যৌবন শরৎ-কালের মেঘচ্ছায়ার ন্যায় ক্ষণধ্বংসী, ভোগ্য বিষয়সকল আপাত-মাত্র মধুর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে বিষম ব্যথাদায়ক। এমন কোন মহাত্মাই নাই, যাঁহাকে কৃতান্তের হস্তে পড়িতে না হয়, কৃতান্ত, কি মহৎ কি ক্ষুদ্র সকলকে করালকবলে তুলিয়া লইয়া থাকে। দেহীদিগের আয়ু বৃক্ষশাখাগ্র-লগ্ন জলবিন্দুর ন্যায় অতি অল্পক্ষণস্থায়ী। ৮১—৮৫। বার্দ্ধক্যদশাগ্রস্ত জীবের কেশ, দন্ত সবই জীর্ণ হয়, কেবল এক তৃষ্ণাই জীর্ণ হয় না, পরন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। অসীম-ভোগরাশিতে অতিগহন, সমুদয় দেহ-কাননে একমাত্র তৃষ্ণারূপিণী, বিষয়মঞ্জরীই দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। শৈশব যৌবনের ন্যায় চলিয়া যায়, যৌবন ও শৈশবকালের ন্যায় চলিয়া যায়, ক্ষণধ্বংসিতা বিষয়ে শৈশব ও যৌবন দুইই পরস্পর পরস্পরের উপমানস্বরূপ। অঞ্জলিধৃত জল যেমন অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া রাখিতে রাখিতেই পলাইয়া যায়, সেই-রূপ জীবনও আশু গলিত হইয়া থাকে। নদীস্রোত যেমন যে দিকে চলিয়া যায়, সেইদিক হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না, সেইরূপ জীবনও চলিয়া গেলে আর ফিরে না। ঝাপটাবাতা-সের ন্যায় দেহ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু অচিরেই আবার তরঙ্গ, মেঘ ও প্রদীপের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যায়। ৮৬—৯০। যাহা পূর্ব্বে রমণীয় বলিয়া অনুভব করিয়াছি, তাহাতে আবার অরমণীয়তা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; যাহা স্থির বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাই আবার অস্থির হইয়া গিয়াছে। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাতেই আবার অসত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এই সমস্ত কারণে আমি সাংসারিক সকল বিষয়েই তৃষ্ণাশূন্য হইয়াছি। মন সত্ত্বভাবাপন্ন হইলে, আত্মবিশ্রান্তিতে যে সুখ, সে সুখ, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালের কোন ভোগ্যবস্তুতেই নাই।

চিত্রিত কুসুমিত লতা যেমন ভ্রমরকে আকৃষ্ট করিতে পারে না; সেইরূপ নিখিল বিষয়ের ভোক্তা পাঁচটী ইন্দ্রিয় একত্রিত হইলেও, আমাকে আর বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। আমি দীর্ঘকালের পর অদ্য অহঙ্কারশূন্য হইয়াছি। আমার স্বর্গলাভে বা মুক্তিলাভেও ইচ্ছা নাই; আমি একান্তে চিরবিশ্রাম লাভ করিবার জন্য, আপনার ন্যায় এই পরমাকাশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। আসিতে আসিতে আপনার কল্পিত কুটী দেখিতে পাইলাম, তখন বুঝিতে পারি নাই যে, উহা আপনার কল্পিত কুটী, আপনি ঐখানে আসিতেছেন। আজ সব বুঝিতে পারিয়াছি, তখন আমি অনুমানে বুঝিয়াছিলাম,—কোন সিদ্ধপুরুষ ঐ কুটীতে ছিল, দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। হে ভগবন্! এই ত আমার ঘটনা, আমি এক্ষণে এইস্থানে রহিয়াছি, এক্ষণে আমার বিষয় আপনাকে সমস্তই বলিলাম, আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করুন। হে মুনে! ভবাদৃশ সিদ্ধপুরুষগণও যে পর্য্যন্ত অবহিত হইয়া, বিচার করিয়া না দেখেন, সে পর্য্যন্ত ত্রৈকালিক ঘটনার আমূল কিছুই জানিতে পারেন না। এমন কি, কমলযোনি ব্রহ্মাপ্রভৃতিও ধ্যানদৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা না করিয়া আপাতদৃষ্টিতে সবিশেষ ঘটনা জানিতে সমর্থ হন না। আমরা ত কোন ছার, অতএব আপনাকে জানিতে না পারায়, আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন। ৯১—৯৩।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৩॥

চতুর্নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সপ্তসাগরবেষ্টিত সপ্তদ্বীপের বাহিরে অবস্থিত আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ সেই সুবর্ণময় স্থানে অবস্থান করিয়া আমি সেই সিদ্ধকে বন্ধুত্ব সহকারে মিষ্টবাক্যে বলিলাম। হে মহাতপস্বিন্! সে সময়ে যে কেবল আপনিই বিচার করিয়া দেখেন নাই, এমন নহে, আমিও বিচার করিয়া দেখি নাই, নিখিল বিষয়েতেই ভালরূপে প্রণিধান না করিলে ভূতভবিষ্যৎ ঘটনা কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সেই সময়কার ঘটনায় আমিও আপনার নিকটে অপরাধী। আমি যদি সে সময়ে জানিতে পারিতাম যে, আপনি আমার সঙ্কল্পিত স্থানে আসিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনাকে আর পড়িয়া যাইতে হইত না, আমি সত্য সঙ্কল্প বলে সেই কল্পিত কুটীকে অনায়াসে স্থির করিয়া রাখিতাম, নষ্ট করিতাম না। আপনিও তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে তাহাতে স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন, এক্ষণে গাত্রোত্থান করুন, আসুন আমরা সিদ্ধলোকে গিয়া অবস্থান করি, আপনার আপন স্থানে থাকাই অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান উপায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আমরা ক্ষেপণীযন্ত্র হইতে উর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডের ন্যায় নক্ষত্রবেগে সেই স্থান হইতে যুগপৎ আকাশের দিকে ছুটিলাম। তাহার পরে আমরা উভয়ে পরস্পরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম; তিনি আপনার গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন, আমিও আমার অভিমত স্থানে গমন করিলাম। হে রাঘব! এই পাষাণোপাখ্যান ও সিদ্ধের বৃত্তান্ত সমস্তই তোমার নিকট বলিলাম। তুমি সংসারে কি অদ্ভুত ঘটনা বৈচিত্র্য, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। ১—৫।

রাম জিজ্ঞাসিলেন,—"ভগবন্! আপনার সঙ্কল্পিত পুরী ও আপনার দেহ তখন ত পৃথিবীতে বিলীন হইয়া পরমাণু হইয়া গেল, তাহার পরে সিদ্ধলোকে ভ্রমণ করিলেন কোন্ শরীরে, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হাঁ এতক্ষণের পরে মনে হইয়াছে, তাহার পরে এই জগদ্গৃহে সেই সিদ্ধলোকে লোকপালদিগের পুরীতে বিচরণ করিতে করিতে আমার যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহার পরে সেই সিদ্ধলোক হইতে বহির্গত হইয়া আমি ইন্দ্রপুরীতে উপস্থিত হইলাম, সে সময়ে আমার ভৌতিক দেহ ছিল না, আমি আতিবাহিক দেহে অবস্থান করিতেছিলাম, এজন্য আমাকে তথাকার কেহই দেখিতে পায় নাই। আমি তখন না আধার, না আধেয়, কেবল মাত্র চিদাকাশরূপে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমি কিছুরই গৃহীতা ছিলাম না বা ভবাদৃশ স্থূলদর্শীদিগের গ্রাহ্যও ছিলাম না। হে রাম! আমি তখন আকাশাকৃতি ছিলাম, কুত্রাপি দেশকালের সহিত সম্বন্ধ ছিল না। কেবল মনঃসঙ্কল্পরূপে অবস্থান করিতেছিলাম। আমাতে পৃথ্যাদিভাব কিছুই ছিল না। আমি সঙ্কল্পময় একটী পুরুষ হইয়াছিলাম; তখন কোন বস্তুরই স্পর্শ করি নাই বলিয়া কাহারও বোধক হই নাই। পদার্থনিচয়ের দ্বারা আবদ্ধও হই নাই। স্বপ্নকালীন মনের ন্যায় কেবল স্বীয় অনুভব দ্বারা ব্যবহারপরায়ণ ছিলাম। ৬—১০। হে রাম! স্বপ্নকালের অনুভবই এ বিষয়ের চরম দৃষ্টান্ত, স্বপ্ন দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে, অধিক করিয়া আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, তবে যাহারা স্বপ্নকালের অনুভবকে অপলাপ করে, স্বীকার করে না, তাহাদের কথায় কাজ নাই, তাহারা অতিমূর্খ। গৃহমধ্যে নিদ্রিত পুরুষ যেমন স্বপ্নে নানাস্থানে বিচরণ করে, সেইরূপ আমি তখন স্বর্গবাসীদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইলেও তাঁহারা আমাকে দেখিতে পান নাই। আমি অপর সকলকে স্থূলপার্থিব দেহধারী দেখিয়াছিলাম, আমি আতিবাহিক দেহধারী বলিয়া আমাকে কেহই দেখিতে পায় নাই। রাম কহিলেন, "আপনি দেহশূন্য আকাশ শরীর বলিয়া যদি কাহারও দৃষ্টিগোচর নহেন, তাহা হইলে সেই স্বর্ণময় প্রদেশে সেই সিদ্ধ আপনাকে কিরূপে দর্শন করিলেন।" বশিষ্ঠ কহিলেন, মাদৃশ যোগী ব্যক্তি সত্যসঙ্কল্পবলে সবই করিতে পারেন, অদৃশ্য আকারও দৃশ্য করিতে পারেন, সঙ্কল্প ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারেন না। বিমলাত্মা যোগী পুরুষ লৌকিক ব্যবহারে মগ্ন হইলে ক্ষণকালমধ্যেই নিজের আতিবাহিক দেহ ভুলিয়া গিয়া থাকেন। "এই ব্যক্তি আমাকে দেখুক" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম বলিয়াই সেই সিদ্ধ আমাকে দর্শন করিয়াছিল। যাহার ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তিনি সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ যাহা সঙ্কল্প করিবেন, তাহাই করিতে পারেন। যাহার ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয় নাই, পরন্তু দৃঢ়ীভূত হইয়া রহিয়াছে, তিনি সঙ্কল্পবলে কিছুই করিতে পারেন না। তবে যদি এইরূপ যে একজন সিদ্ধ যোগী অপর একজন সন্নিহিত যোগীকে লক্ষ্য করিয়া সঙ্কল্প করিতেছেন যে, "আমি ইঁহাকে দেখি" কিন্তু অপর যোগী সঙ্কল্প করিতেছেন যে, ইনি আমাকে দেখিতে যেন না পারেন, এস্থলে এইরূপ বিরুদ্ধ বিষয়ে সঙ্কল্পকারী সিদ্ধপুরুষদ্বয়ের মধ্যে যিনি অধিক বিশুদ্ধ স্বভাব, তাঁহার সঙ্কল্পই সিদ্ধ হইবে। ১১—২৩। আমি সিদ্ধ সৈন্যদিগের মধ্যে ও লোকপালদিগের আলয়ে বিচরণ করতঃ নানা ব্যবহারে

জড়িত হওয়ায় নিজের আতিবাহিক ভাব বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। আমি সেই মহাকাশে অপরের সঙ্গে ইচ্ছামত যখন তখন ব্যবহারে (সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনাদি ব্যবহারে) প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে কেহই যখন তখন ইচ্ছামাত্রই দেখিতে সমর্থ হয় নাই। হে অনঘ! সুপ্তপুরুষ স্বপ্নে চীৎকার করিলেও অপরে যেমন তাহার সে চীৎকার শুনিতে পায় না —সেইরূপ সেই সুরলোকে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেও আমার চীৎকার শব্দ কেহই শুনিতে পায় নাই। সে সময়ে কেহ পড়িয়া যাইতেছে, দেখিয়া আমি তাহাকে ধরিতে যাইলাম, কিন্তু ধরিলাম না, তাহার কারণ, ধারণোপযোগী হস্তাদি ত আমার ছিল না, আমি মনের সঙ্কল্পরূপে অবস্থিতি করিতেছিলাম। হে রঘুনন্দন! অধিক কি বলিব, আমি সে সময়ে সেই সুরলোকের পিশাচ হইয়া পড়িলাম, দেবালয়ের পিশাচ ধর্ম্ম আপনাতে অনুভব করিতে লাগিলাম। (পিশাচেরা যেমন অদৃশ্যভাবে বেড়ায়, তাহার কার্য্য বা আকৃতি অপরে দেখিতে পায় না, আমিও ঠিক তাহাই হইলাম)।২৪—২৮। রাম কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে দেবলোকের কথা বলিলেন, তাহা কিরূপ? সে পিশাচের আকৃতি, জাতি, আচার-ব্যবহার কিরূপ? তাহারা কোথায় থাকে? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,— "দেবলোকে যাদৃশ পিশাচ অবস্থিতি করে, তাহাদের বিষয় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রসঙ্গক্রমে যখন পিশাচের কথা উঠিয়াছে, তখন তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, প্রসঙ্গক্রমে যে কথার অবতারণা হয়, তাহা না বলিলে অসভ্যতা প্রকাশ হয়। কোন কোন পিশাচ আকাশের ন্যায়, কোন কোন পিশাচের দেহ অতিসূক্ষ্ম মনোময়, তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় মনের কল্পনাবলে হস্তপদাদিমান্ হইয়া তোমার ন্যায় আকৃতি সন্দর্শন করিয়া থাকে। ঐ পিশাচেরা মনুষ্যশরীরে মনুষ্যদিগের চিত্ত-ভ্রমরূপী ভয়প্রদ প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশ করিয়া তাহাদের চিত্ত আক্রমণ করতঃ তাহাদের দুঃখদায়ী বাসনা উদ্বোধিত করিয়া দিয়া থাকে। যাহাদের সত্ত্বল অল্প, তাদৃশ অধম মানবগণকেই উহারা নিহত করে, শরীরের মাংস ভোজন করে, রক্ত পান করে, বল ক্ষয় করে, এইরূপে চিত্ত আক্রমণ করিয়াই উহারা জীবহিংসা করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কোন কোন পিশাচ আকাশের ন্যায় কোন কোন পিশাচ নীহারিকার সদৃশ, কোন কোন পিশাচ স্বপ্ন মানবের ন্যায়, উহারা কল্পনায় আকার ধারণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে আকাশময়। কোন কোন পিশাচ দেখিতে মেঘখণ্ডের ন্যায়; কোন কোন পিশাচের দেহ বায়ু। কোন কোন পিশাচ যে পুরুষকে আক্রমণ করে, তাহার ভ্রান্তিকল্পিত দেহ ধারণ করিয়া থাকে। ফলতঃ সকল পিশাচই মনোময়। উহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না, উহারাও কাহাকে ধরিতে পারে না, উহারা আকাশের ন্যায় শূন্যাকৃতি হইলেও আপন আপন আকৃতি নিজে অনুভব করিয়া থাকে। শীতাতপাদি নিমিত্ত যে সুখ দুঃখ, তাহাও অনুভব করিয়া থাকে। উহারা বাহ্য জলাদি পান অন্নাদি ভোজন এবং কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না।২৯—৩৭। উহাদের ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি সমস্তই আছে। মন্ত্রবলে ঔষধগুণে, তপোবলে ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবলে উহাদিগকে বশীভূত করা যাইতে পারে। যোগবলে, যন্ত্রবলে, বা মন্ত্রবলে উহাদিগকে কেহ কেহ দেখিতেও পায়, ধরিতেও কেহ কেহ পারে। উহারা দেবযোনিবিশেষ, এইজন্য দেবতাদের ধর্ম্মও উহাদিগের দেখা গিয়া থাকে অর্থাৎ ইচ্ছামত উহারা যাহা তাহা হইতে পারে। উহাদের মধ্যে কেহ মনুষ্যের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন, কেহ কেহ সর্পের ন্যায়, কেহ কেহ শৃগাল কুক্কুরের ন্যায়। উহারা গ্রামে, জঙ্গলে, জলাশয়ে, বিষ্ঠাগারে, পথে, নরকের ন্যায় অপবিত্র স্থানেই বাস করে। ইহাদের আকার ও বাসস্থানের পরিচয় ত তোমাকে দিলাম, ইহাদের আচার ব্যবহারও বলিলাম। এক্ষণে ইহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে তাহা বলিব। প্রথমে মায়াশবল ব্রহ্মের জীবভাবপ্রাপ্তি ও মনঃআদি উপাধির সৃষ্টি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাম! চেত্যভাবশূন্য চিন্ময় সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম যিনি স্বভাবে অবস্থিত, তিনি চেত্য সঙ্কল্প করতঃ পুরুষের ন্যায় জ্ঞানরূপে অবস্থিত হইলে জীব নামে অভিহিত হন, সেই জীব ক্রমশঃ অভিমানে পরিপুষ্ট হইয়া অহঙ্কার নাম ধারণ করেন। সেই অহঙ্কার ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে মনঃসংজ্ঞা প্রদান করেন। সেই মনোরূপী জীবকেই সমষ্টিরূপে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মা সঙ্কল্প গগনস্বরূপ। আকারশূন্য ঐ অসত্য মনঃই এই অসত্য জগতের বীজ। এইরূপে সিদ্ধান্ত করা গেল যে, ঐ মনঃই ব্রহ্মা, তিনি দেহবান্ হইলেও নির্ম্মল আকাশস্বরূপ। তিনি সৎ হইলেও যথার্থ পক্ষে স্বপ্ন মানবের ন্যায় অলীক।৩৮—৪৬। তাহার পার্থিবাদি মূর্ত্তি নাই, তিনি আতিবাহিক দেহবিশিষ্ট। আকাশে সঙ্কল্পিত পুরুষের আবার পৃথ্বাদি আকার কোথা হইতে সম্ভবে? তোমার মন যেমন কল্পনার আকাশে নগর দর্শন করে, সেইরূপ উক্ত মন আপনাতে বিরিঞ্চিভাব কল্পনা করিয়া দেখিয়া থাকে। এইরূপে মন বিরিঞ্চিভাবাপন্ন হইয়া আপনার কল্পিত বিষয়কে সদ্রূপে অনুভব করেন, সাক্ষাৎ দেখেন। যাহাকে জীব বলিলাম, সেই জীবও ত সেই সত্যচিন্ময় জ্ঞানশক্তিও তাঁহার বিদ্যমান আছে, সুতরাং তাহার দর্শনশক্তি না থাকিবে কেন। সেই শূন্য নিরাকার মনোরূপী ব্রহ্মা আকাশে অথবা ব্রহ্মে শূন্যকে যে ব্রহ্মাণ্ড আকারে দর্শন করেন, তাহাই জগৎ। তাঁহার তাদৃশ ধারণা বহুদিনের সত্যভাবনায় ঘনীভূত পরিপুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় অতি সুন্দর হইয়া উঠে। আতিবাহিক দেহী ব্রহ্মার তাদৃশ চিরভাবনায় অনন্ত চিন্ময় ব্রহ্মই বহু সৃষ্টিরূপে অনুভূত হয়। দৃঢ়ভাবনায় পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহার ঐ আতিবাহিক দেহ ক্রমে আধিভৌতিক ভাব ধারণ করে। আধিভৌতিক ভাব ধারণ করিলে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারে সমুজ্জ্বল জগৎ জগৎরূপে পরিণত হয়। ব্রহ্মা—চৈতন্যরূপী, সেই ব্রহ্মা সর্ব্বদাই অজাত অবস্থায় অবস্থিত (কখনও জাত নহে), শূন্যত্ব ও আকাশের ন্যায় অত্যন্ত অভিন্ন, পবন ও পবনস্পন্দের ন্যায় অভিন্নরূপে অবস্থিত সেই জীব ও জগৎকে (পার্থিবাদ) ভূতময় জ্ঞান করেন, তাঁহার যে ভূতময় জ্ঞান সম্ভব নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমি যেমন সঙ্কল্পময় পুরুষ অসত্য হইলেও তাহাকে পার্থিবাদি ভূতময় সত্য পুরুষের ন্যায় দেখিয়া থাক, উহাও তদ্রূপ জানিবে। সেই ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডাত্মক নিজ শরীরের দ্রব-কাঠিন্যাদি বিভিন্ন অংশকে জল, পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, ঐ পঞ্চবিধ ভাগ চিতি দ্বারা পরিপুষ্ট হইলেই জগৎ। যেমন অসত্যসঙ্কল্পও অজ্ঞাতভাবে ভাবনায় তোমার নিকট কখন কখন সত্য বলিয়া

বোধ হয়; সেইরূপ ঐ ব্রহ্মা আত্মসঙ্কল্পকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি নিজে চিন্ময় আকাশস্বরূপ, তাঁহার সে সঙ্কল্পও চিদাকাশ। সুতরাং নিখিল জগৎ ও তাহার উৎপত্তি বিনাশকে স্বপ্ন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তোমার ঐ মন যেমন সত্য, এবং তোমার মনের বৃত্তি সকল যেমন সত্য, উক্ত ব্রহ্মার নির্ম্মিত প্রভৃতিও সেইরূপ সত্য বলিয়া জানিবে। ৪৭—৬০। সিদ্ধান্তে যখন এইরূপই প্রতিপন্ন হইল, তখন এই জগৎপ্রপঞ্চকে মনোরাজ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে, সে মনোরাজ্যও আর কিছুই নহে, চৈতন্যে শূন্য নিরালম্বন আকাশের স্বয়ংপ্রকাশ। স্বপ্নপুরীও যেমন আকাশ, সঙ্কল্পদৃষ্ট পদার্থও যেমন আকাশ, উক্ত ব্রহ্মার কল্পিত জগৎও তদ্রূপ নিরাকার স্বচ্ছ আকাশই। নির্ম্মল চিদাকাশই এইরূপ জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছে, ফলতঃ এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশও মিথ্যা ভ্রান্তিমাত্র। হে অনঘ! এইরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই চিদাকাশ তুমি, আমি বা জগৎ কাহারই কিছুই জাত বা বিনষ্ট হইতেছে না। অতএব অনর্থের হেতু বৃথা রাগদ্বেষ ভয়াদি কি জন্য তোমার মনোমধ্যে উদিত হইল, তাহা বল। হে রাম! বাস্তবিকই সৃষ্টির কারণ, সৃষ্টি বা সৃষ্টির অভাব কিছুই নাই। আছে কেবল একমাত্র সর্ব্বদা প্রকাশময় চিদাকাশ, তাহাই ঈদৃশভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অনন্ত বিশালশূন্য চৈতন্যজলপূর্ণ চিদাকাশক্ষেত্র অজ্ঞানকল্পনারূপ কর্দ্দমে পঙ্কিল হইলে তাহাতে আকাশরূপ বীজ হইতেই নির্ম্মল ভূতসৃষ্টিরূপ শিলাসমূহের উৎপত্তি হইতেছে, হইবে ও হইয়াছে। অথচ (কল্পনাপঙ্কের নিরাসে ক্ষেত্রও কোথাও নাই, বপন করাও কিছুই কোথাও হইতেছে না, বীজও কুত্রাপি নাই)। চিদাকাশই সর্ব্বদা একভাবেই অবস্থিতি করিতেছে। কল্পনাপঙ্কময় ঐ চিদাকাশক্ষেত্রে যে সকল ভূতরূপ শিলা উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে যে গুলি উজ্জ্বলকান্তি রত্নস্বরূপ, তাহারা প্রবুদ্ধমতি দেবতা ও ঋষিজাতি। তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রস্তরে অর্দ্ধ উজ্জ্বল, তাহারা নর হস্তী প্রভৃতি জাতীয়। যেগুলি ধূলিমাখা ও মলিন, তাহারা কৃমি ও স্থাবরজাতীয়। যেগুলি দেখিতে বৃহৎ উজ্জ্বলতা কিছুই নাই, শূন্যাকার জীর্ণ ক্ষত অর্দ্ধমূর্ত্তি বা মূর্ত্তিহীন, তাহারাই পিশাচজাতীয়। সঙ্কল্পকর্ত্তার ইচ্ছাও সকল সময়ে স্বাধীন নহে, সৃষ্ট জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে, এইজন্য ব্রহ্মার ইচ্ছা ঐ মানব দেব পিশাচাদি উত্তম মধ্যম অধম সকল প্রকার জীবের সৃজন করিয়াছিল। নতুবা ইচ্ছা করিলে তিনি কেবল উত্তম জীবেরই সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কথিত সমস্ত ভূতই চিদাকাশরূপী আতিবাহিক দেহে অবস্থিত পৃথগ্ভাবে কিছুমাত্র উহাতে নাই। দীর্ঘকালের অনুভবে স্বপ্ন যেমন সময়ে সময়ে জাগ্রদ্দশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ উক্ত আতিবাহিক দেহী ভূতগণ চিরন্তন অভ্যাসবলে আধিভৌতিক ভাবনাপ্রাপ্ত হয়। ঐ পিশাচাদি অধম ভূতজাতি আধিভৌতিক ভাবাপন্ন হইয়া আপন মনে সন্তোষ সহকারে সংসারে বিহার করিয়া থাকে, অপর উত্তম জীবের নিকট তাহাদের অবস্থা কষ্টপ্রদ কুৎসিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহাদের নিকট উত্তম বলিয়া বোধ হয়, এইজন্য তাহারা উহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এক গ্রামবাসী ব্যক্তিগণ যেমন পরস্পর মিলিত হইয়া আহার ব্যবহার করে, একজনের স্বপ্নে প্রতীয়মান লোকসমূহ যেমন মিলিত হইয়া কার্য্য ব্যবহার করে, সেইরূপ উহাদের মধ্যেও কোন কোন পিশাচ পরস্পর মিলিত হইয়া আহার বিহার দেখা সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধারণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া থাকে। কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বপ্ন লোকের ন্যায় নানাস্থানে দূরদেশে অবস্থিত, এজন্য পরস্পর দেখা সাক্ষাৎও প্রাপ্ত হয় না। ৬১—৭৮। জগতে পিশাচ প্রভৃতি কুৎসিৎ জাতিও যেমন অনেক আছে, তেমনি কুষ্মাণ্ড, যক্ষ, প্রেত প্রভৃতি জাতিও যথেষ্ট আছে। যেখানেই নিম্নভূমি, সেইখানেই জল থাকে, সেইরূপ যেখানেই এই পিশাচজাতি সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে তমঃ অবস্থিত থাকে। মধ্যাহ্নকালে প্রখর রৌদ্রের সময় প্রাঙ্গণে যদি পিশাচ আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোর অন্ধকারও সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, সে অন্ধকার সূর্য্যদেবের অবিনাশ্য, অপর কেহ তাহা দেখিতে পায়না, কেবল সেই পিশাচেই তাহা দেখিতে পায়। দেখ একবার কি অদ্ভুত মায়া। চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল ও অগ্নি যেমন তেজোময় সেইরূপ ঐ পিশাচাদির মণ্ডল (আবাস) তেজোময়। পেচকজাতি আলোকে যেমন অন্ধকার দেখে, অন্ধকারে যেমন আলোক প্রাপ্ত হয়, উক্ত পিশাচগণও আলোকে অন্ধকার দেখে, অন্ধকারেই প্রবল হইয়া উঠে। হে রাম! আমি সেই সুরপুরে পিশাচের ন্যায় হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম, এই কথার প্রসঙ্গে তুমি আমাকে যে পিশাচজাতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তোমাকে তাহা সমস্তই বলিলাম। এক্ষণে আমার নিজের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৭৯—৮৫।

চতুর্নবতিতমসর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"অনন্তর আমি সেই আকাশে পঞ্চভূতবিবর্জ্জিত চিদাকাশ শরীরে পিশাচের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, হরি, হর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরোগণ—কেহই আমাকে দেখিতে পাইলেন না। আমি তাঁহাদের আক্রমণ করিলেও তাঁহারা আমাকে আক্রমণ করিতে পারিলেন না। আমার কথাও কেহ শুনিতে পাইলেন না। এইরূপে আমি অপরের নিকটে বিক্রীত সাধুর ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে আমি চিন্তা করিলাম,—আমি সত্যসঙ্কল্প, আমার সত্যসঙ্কল্পতাবলে এই দেবগণ আমাকে দর্শন করুন।" আমার ঈদৃশ ভাবনার পরক্ষণই সেই দেবগণ সকলেই আমাকে দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রজালক্রীড়ায় প্রদর্শিত বৃক্ষের ন্যায় হঠাৎ আমি তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলাম। তৎপরে সেই দেবভবনে আমি একজন লোকব্যবহারসম্পন্ন পুরুষ হইয়া নিঃশঙ্কভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। ১—৭। যাঁহারা প্রথমে আমাকে চত্বর হইতে উত্থিত দেখিলেন, তাঁহারা আমার পূর্ব্বাপর ঘটনা কিছুই জানেন না; পরন্তু তাঁহারা আমাকে পৃথিবীসম্ভূত বশিষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। গগনচর যে সমস্ত ব্যক্তিগণ আমাকে আকাশে সূর্য্যরশ্মি হইতে দর্শন করিলেন, তাঁহারা আমাকে তৈজস রাশি সিদ্ধান্ত করিলেন। গগনচর সিদ্ধগণ দেখিলেন, আমি বায়ু হইতে উৎপন্ন হইতেছি, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে বায়ুসম্ভূত (বায়ুময়) বশিষ্ঠ

বলিয়া স্থিরীকৃত হইলাম। যে সমুদয় মুনীশ্বরগণ আমাকে জল হইতে দর্শন করিলেন, তাঁহারা আমাকে জলময় স্থির করিলেন। সেই সময় হইতে আমি কোথাও পার্থিব, কোথাও জলময়, কোথাও তেজোময়, কোথাও বায়ুময় বলিয়া বিখ্যাত হইলাম। অনন্তর কালক্রমে আমার সেই আতিবাহিক দেহেই আধিভৌতিক ভাবসিদ্ধ হইয়া গেল। ৮—১২। ফলতঃ কি আতিবাহিক, কি আধিভৌতিক দুইই এক আকাশ, দুইই এক বস্তু; একমাত্র চিতিই এই দ্বিবিধভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে আকাশাদি ভূতরূপে অবস্থিত হইলেও আমি পরম চিদাকাশরূপে অবস্থিত, আমার কোনরূপই আকার নাই, তবে তোমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্ম সাকার হইয়া থাকি। ব্যবহারী জীবন্মুক্তও যেমন প্রকাশস্বরূপ, বিদেহমুক্তও তেমন ব্রহ্মাকাশ স্বরূপ। ফলকথা সেইরূপ ভৌতিক ব্যবহারেও আমার ব্রহ্মভাব অব্যাহতই ছিল, আমাতে উক্ত ব্রহ্মভাবের অন্তপ্রকার একান্ত অসম্ভব, তোমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্তই আমি (ব্রহ্ম) আমি (বশিষ্ঠ) হই। অজ্ঞব্যক্তির যেমন অজাতনিরাকার স্বপ্ন মানবে আধিভৌতিকতাবুদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদেরও সেইরূপ আধিভৌতিকবুদ্ধি হইয়া থাকে, (আমি ভূতময় ইত্যাকার বুদ্ধি হইয়া থাকে)। এইরূপ ব্রহ্মাদিশরীরও অপরের চক্ষে আধিভৌতিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, স্ব স্ব দৃষ্টিতে তাহারা জাত নহে, (অজ্ঞাতবশতঃ কাহারও কাহারও জন্মভ্রম হয় মাত্র)। ১৩—১৮। সেই আকাশবশিষ্ঠ আজ তোমাদের নিকটে, তোমাদের বুদ্ধির অনুবর্ত্তী ভৌতিক শরীরপ্রাপ্ত হইয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার নিখিল সৃষ্টিই পর্য্যালোচনায় মনোমাত্র বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হয়। এই আমি তুমি প্রভৃতি সৃষ্টি, অজ্ঞানদোষেই বালকের নিকটে বেতালের স্থায়, তোমাদের নিকটে বজ্রের অচল অটল, নশ্বর, কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিলে, বাসনাক্ষীণ হইলে, অল্পকালমধ্যেই ইহা চিরপ্রবাসী বন্ধুর প্রতি স্নেহের স্থায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নে দৃষ্টনিধির প্রতি উপাদেয়তাবুদ্ধি যেমন স্বপ্নভঙ্গ হইলে আর থাকে না। সেইরূপ মোহ উপশান্ত হইলেই এই অহঙ্কারাদি স্থূলভাবও উপশান্ত হইয়া যায়। মরুভূমিতে জলবুদ্ধি যেমন, যে মরুভূমি বলিয়া জানিতে পারে, তাহার নিকট থাকে না, সেইরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, এই নিখিল দৃশ্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। ১৯—২৪। এই মহারামায়ণের সদৃশ শাস্ত্রের আলোচনামাত্রেই এই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ ত অতি সহজ। সংসার-বাসনাবশে যাহার বুদ্ধি অভাবরূপ (যাহা বাস্তবিক নাই তাদৃশ), দেহাদিতে আসক্ত মোক্ষবিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। সে ব্যক্তি অপবিত্র কুকুর বা সামান্য কীটস্বরূপ জানিবে। হে রাম! তুমি একবার বিচার করিয়া দেখ—যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কিরূপ ভোগ্যবস্তুর উপভোগ করেন, আর মূর্খব্যক্তিই বা কিরূপ ভোগ্য উপভোগ করে। মূর্খলোক যাহা অপবিত্র, তাহাই ভোগ করে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিদানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের ভোগ্যবস্তুতে অগ্নির স্থায় প্রখর তৃষ্ণাদি সন্তাপের উদয় হয়, আর যাঁহারা এই মহারামায়ণের সদৃশ শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে সন্তাপ থাকে না; তাঁহাদের অন্তঃকরণ শীতল হয়। চিত্তের শীতলতাই মোক্ষ, চিত্তের সন্তাপই বন্ধন। জনগণের কি অদ্ভুত মোহ, যেহেতু তাহাদের অনায়াসে ইহা বুঝিবার শক্তি থাকিলেও, তাহা বুঝিয়া অন্তঃকরণের শীতলতা লাভ করিতে চেষ্টা করে না। এই যে জনগণ স্বভাবদোষে বিষয়াকৃষ্ট হইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া ধনসম্পত্তি অর্জ্জনে যত্ন করিতেছে, যদি ইহারা এই মোক্ষশাস্ত্র যোগবাশিষ্ঠের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আর ঐরূপ মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে না, চিরদিনের তরে সুখশান্তি লাভ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালাতিপাত করিতে পারে। বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠের এই পর্য্যন্ত কথাশেষ হইলেই দিবাবসান হইল; সূর্য্যদেব সায়ংকৃত্য সমাধানার্থ অস্তাচলে গমন করিলেন। সভাস্থ সকলে সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া পরস্পর অভিবাদন করিয়া, সায়ংকৃত্য-সমাধানার্থ গাত্রোত্থান করিলেন। রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে আবার সূর্য্যকিরণের সহিত সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৫—৩১।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে কর্ত্তব্যতৎপর! কর্ত্তব্যবিজ্ঞ! তোমার নিকটে পাষাণোপাখ্যান সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যানের মর্ম্মার্থ অবগত হইলে সমস্তই চিন্ময় বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হয়, এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ তখন চিদাকাশে অবস্থিত হইবে। কোন কালেই কোথাও কিছুই নাই, আনন্দ ব্রহ্মে ব্রহ্মই কেবল যথাস্থিতভাবে অবস্থিত। উক্ত ব্রহ্মকে চিন্মাত্র বলিয়া জানিও, ঐ চৈতন্যই স্বপ্নদর্শনকালে নগর হইয়া থাকে, পরন্ত উহা নিজ স্বরূপ হইতে কখনই পৃথক্ হয় না। ঐ চিদাকাশ ব্রহ্ম কি জীবসমষ্টিরূপ স্বয়ম্ভুভাবপ্রাপ্তি, কি স্থূল দৃশ্যভাবপ্রাপ্তি, সকল অবস্থাতেই নিজরূপ পরিত্যাগ করেন না, নিজে যে আজ চিদাকাশ, তাহা থাকেনই, অণুমাত্রও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। কি স্বয়ম্ভু, কি জগৎ কি স্বপ্নপুরী এ সকল কিছুই নাই। পরমার্থদৃষ্টিতে একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই বিরাজ করিতেছেন। ১—৫। অখণ্ডভাবে অবস্থিত চৈতন্যই সৃষ্টি প্রারম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তোমার স্বপ্নে অনুভূয়মান নগরীর স্থায় জগদ্রূপে অবস্থিত করিয়া থাকে। সুবর্ণ ও সুবর্ণপ্রস্তরের, স্বপ্ননগর ও চেতনের যেমন পার্থক্য একেবারেই সম্ভবে না, চৈতন্য ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চেরও সেইরূপ কোন পার্থক্য নাই। ফলতঃ একমাত্র চৈতন্যই সত্য, সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অলীক; সুবর্ণই যথার্থ, অঙ্গুরীয়ক একটা আরোপিত ভ্রান্তিমাত্র। স্বপ্নে যে পর্ব্বতের প্রতীতি হয়, তাহাতেও একমাত্র চৈতন্যই সত্যরূপে বিদ্যমান থাকে, পর্ব্বতভাব তাহাতে কিছুমাত্র নাই। নির্ব্বিকার চৈতন্য যেমন স্বপ্নে শৈলের স্থায় প্রতীয়মান, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মই সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হন, অন্ত কিছুই নহে। এই যে অনন্ত অজ অক্ষয় চিদাকাশ, সহস্র কল্পেও ইহার ক্ষয় বা উদয় নাই। চিদাকাশই পুরুষ, তুমিও চিদাকাশ, আমিও অজয় চিদাকাশ, এই ত্রিজগৎও চিদাকাশ, চিদাকাশ পরিত্যাগ করিলে এই শরীর শব নির্জীব হইয়া যায়, ঐ চিদাকাশকে দগ্ধ করা যায় না, ছিন্ন করা যায় না, চিদাকাশ কখনও নষ্ট হয় না। ৬—১২। অতএব সমস্তই যখন চিন্ময়, তখন কিছুই মরে না, কিছুই জন্মে না, কেবল চিৎপ্রকাশই জগৎ

ইত্যাকারে অনুভূত হয় মাত্র। চিন্ময় পুরুষের (আত্মার) মৃত্যুই যদি হইত, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুতে পুত্রেরও নিশ্চিতই মৃত্যুই হইত, (কারণ পুত্র পিতার আত্মা) শ্রুতিতে আত্মাকে এক বলা হইয়াছে, সুতরাং আত্মার মৃত্যু হয় বলিলে একজনের মৃত্যুতে সকল লোকই মরিয়া যাইত, ভূমণ্ডল একেবারে শূন্য হইয়া যাইত। হে রাম! অদ্যাপি কাহারও ত চৈতন্যকে মরিতে দেখা যায় নাই, ভূমিও ত শূন্য থাকে নাই, চিন্ময় পুরুষ অক্ষয় অবিনাশই দেখিয়া আসা যাইতেছে। “উক্ত অবিনশ্বর চিন্মাত্রই আমি, আমার এ শরীরাদি আমি নাই” এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারিলে আবার জন্ম মৃত্যু কোথায়? যাহারা “নির্ম্মল চৈতন্যই আমি,” ইত্যাকার আত্ম-অনুভবকে নষ্ট অর্থাৎ কুতর্ক করিয়া খণ্ডন করে, তাহারা আত্মঘাতী, তাহারা বিপদ্‌সাগরে মগ্ন হয়। আমি আকাশ অপেক্ষা নির্ম্মল অনন্ত নির্ব্বিকার নিত্য চৈতন্য-স্বরূপ, আমার জীবনই বা কি মরণই বা কি? সুখই বা কি? দুঃখই বা কি? আমি চিদাকাশস্বরূপ, আমার আবার শরীরাদি কি? ইত্যাকার তত্ত্বজ্ঞানীর অনুভবকে যে ব্যক্তি অপলাপ করে, সে আত্মঘাতী, তাহাকে ধিক্। ১৩—২০। “আমি নির্ম্মল চিদাকাশ” ইত্যাকার স্পষ্ট অনুভব যাহার হৃদয় হইতে অস্তমিত, সেই মূঢ়জীবকে পণ্ডিতগণ শব বলিয়া জ্ঞান করেন। “আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমার আবার দেহই বা কি? ইন্দ্রিয়ই বা কি? এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া যে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছে, সেই নির্ম্মলাত্মা ব্যক্তিকে বিপদে কিছুই করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিন্ময় আত্মাকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, কঠিন পাষাণে যেমন বাণবিদ্ধ হয় না, সেইরূপ মনোবেদনা আসিয়া তাহাকে বিদ্ধ অর্থাৎ আক্রমণ করিতে পারে না। যাহারা নিজের চিন্ময়তা ভুলিয়া গিয়া শরীরের প্রতি আস্থা করে, শরীরকে আত্মবোধে পালন করে, বস্তুতই তাহারা সুবর্ণ ফেলিয়া দিয়া ভস্ম কুড়াইয়া লয়। “এই দেহই আমি” ইত্যাকার ভাবনায় বল, বুদ্ধি, তেজঃ সবই নষ্ট হয়, ‘আমি চৈতন্য’ ইত্যাকার ভাবনায় ঐ সমস্ত আবার পুনরুদিত হইয়া থাকে। ২১—২৫। আমি বিশুদ্ধ চিদাকাশ আমার আবার জন্ম মৃত্যু কি? এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে লোভ মোহাদি আর কোথায় থাকিবে। যে ব্যক্তি চিদাকাশ পরিত্যাগ করিয়া দেহকেই সারাত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, সেই মূঢ় ব্যক্তিকেই লোভ মোহাদির আধার বলা যাইতে পারে। “আমি কিছুতেই ছিন্ন হই না, দগ্ধ হই না, আমি বজ্রের ন্যায় কঠিন চিৎস্বরূপ, আমি দেহধারী ইত্যাকার ধারণা যাহার বলবতী হইয়াছে, মৃত্যু তাহার নিকট তৃণ বলিয়া বোধ হয়। কি আশ্চর্য্য। জ্ঞানী পণ্ডিত-দিগের মোহ দেখা যায়। যেহেতু তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই শরীর খণ্ডের নাশে নষ্ট হইলাম বলিয়া ভীত হইয়া থাকেন। আমি চিদাকাশই এইরূপ সত্য ধারণা সুদৃঢ় হইলে বজ্রপাত, প্রলয়ানল-দাহ পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আত্মা নষ্ট হইলেও “আমি অমর চৈতন্য নহি, আমি দেহ, আমি বিনষ্ট হইলাম” এইরূপ চিন্তা করিয়া যে রোদন করে, বিবেকীদিগের দৃষ্টিতে তাহা নটের রোদনবৎ পরিহাস ক্রীড়াবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ‘এই চৈতন্য আমি, দেহাদি আমি নহি” যাহার অন্তরে ঈদৃশ নিশ্চয় হইয়াছে, সে কখনই মোহমগ্ন হয় না। আমি চিদাকাশস্বরূপ, আমার বিনাশ নাই, এই জগৎ কেবল চিদাকাশেই পরিপূর্ণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে মহামূঢ় জনগণ। তোমরা চৈতন্য—চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছু কি কোথাও পাইয়াছ? যদি পাইয়া থাক ত বল? আমি বোধ করিতেছি, কিছুই প্রাপ্ত হও নাই, বৃথাই আত্মার অপলাপ করিতেছ। ২৬—৩৪। চৈতন্য যদি মৃত হয়, তাহা হইলে ত সকল লোক প্রত্যহই মরিয়া যায়; চৈতন্য মরিলে তোমারাও কি মর না? চৈতন্যের মৃত্যু স্বীকার করিলে, তোমাদিগের নিত্যই মৃত্যু স্বীকার করিতে হয়। চৈতন্য সবই ত এক; মৃত্যু প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও হইতেছে। অতএব বাস্তবিক কিছুই মৃত হইতেছে না, কিছুই জীবিত হইতেছে না, “আমি জীবিত, আমি মৃত,” ইহা চৈতন্য অনুভব করিতেছেন মাত্র। বাস্তবিক তিনি মৃত বা জীবিত হইতেছেন না। চৈতন্য যাহা অনুভব করেন, তাহাই ঝটিতি দর্শন করেন, আবালবৃদ্ধ সকলেরই ইহা অনুভবসিদ্ধ, পরন্তু চৈতন্য নিজে কুত্রাপি বিনষ্ট হইতেছেন না। তিনি সংসার (বন্ধন) দেখিতেছেন, মুক্তিও দেখিতেছেন, সুখ দুঃখও জানিতে-ছেন, কিন্তু নিজজ্ঞানস্বরূপ হইতে কদাপি বিচ্যুত হইতেছেন না তিনি যখন নিজস্বরূপ অজ্ঞাত হন, তখনই নিজে মোহনাম ধারণ করেন, যখন নিজস্বরূপ পরিজ্ঞাত হন, তখন মুক্তিনামে অভিহিত হন। সমস্তই যখন আকাশবৎ স্বচ্ছ চৈতন্য, তখন অস্তোদয় কাহারও যে নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই চিদাকাশময় জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা সত্য হইতে পারে না। আবার এমন কিছুই নাই যাহা মিথ্যা হইতে পারে, সত্য মিথ্যা ইহা ভাবনাবলেই হইয়া থাকে। যে যাহা যেরূপে ভাবনা করিবে, তাহার নিকটে তাহা সেইরূপই হইবে। চিদাত্মা যেরূপে যাহা ভাবনা করেন, তাহা তদ্রূপেই অনুভব করিয়া থাকেন, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। যেমন অমৃতজ্ঞানে বিষও অমৃত হয়, বিষজ্ঞানে অমৃতও বিষ হয়, সেইরূপ জগতের সমস্ত পদার্থই দেশকাল-পাত্রভেদে ভাবনার অনুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞানের অনুসারী নহে, এমন কোন বস্তুই জগতে নাই। ৩৫—৪২।

ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—“হে রাম! পরমাত্মার স্বপ্নভূত এই জগৎকে পরমার্থ সত্য ব্রহ্মাকাশরূপে জ্ঞান করিলে এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই ব্রহ্ম; সুতরাং সকলেই এই জগৎকে সত্যরূপে অনুভব করিতে পারে। যদি বল, ব্রহ্মরূপে ইহার সত্যতা হইতে পারে; কিন্তু ভ্রমপ্রতীতিরূপে ইহার সত্যতা হয় কিরূপে? কারণ রজ্জুসর্পভ্রান্তিস্থলে রজ্জুই ত সত্য, সেই রজ্জুতে অধ্যস্ত সর্প ত আর সত্য নয়, তাহার উত্তরে বলি, রজ্জুসর্পস্থলে সর্প সত্য না হইতে পারে, কারণ রজ্জুও দৃশ্যবস্তু, সর্পও দৃশ্যবস্তু, কিন্তু উভয়ের দর্শন ত আর এককালে হইবে না; দর্শন একটিরই মাত্র হইবে, যখন রজ্জু দর্শন হইবে (রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হইবে,) তখন আর সর্পদর্শন অর্থাৎ সর্পজ্ঞান হইবে না; এজন্য উহাকে মিথ্যা বলিতে পারে, কিন্তু জগদ্ভ্রম স্থলে ভ্রমই কেবল দৃশ্য দেখা যায়; মহাচিতি ত আর দৃশ্য নয়; তবে মহাচিতি ঐ দৃশ্য জগদ্ভ্রমের কারণ বলিয়া ঐ কার্য্য দ্বারা উহার সত্তার অনুমান

হইতেছে, এইজন্ত চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ মহাচিতির কার্য্য এই জগদ্‌-ভ্রমকে সত্য বলাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, স্থূলকথা এই যে, আপন আপন অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া সত্য ও মিথ্যার ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপে অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া জগদ্‌ভ্রমকে সত্য বলিলে পরমার্থ সত্য বস্তু আত্মাকেও অসত্য বলা যাইতে পারে, বদ্ধদশায় নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চের বিনাশরূপ মোক্ষ হয়না, মোক্ষ না হইলেও আবার আত্মার প্রতীতি সম্ভব হয়না, মোক্ষ হইলেও প্রতীতি কর্ত্তা জীবের অভাব হওয়ায় আত্মার অনুভব (চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ) কি বন্ধ, কি মোক্ষ কোন কালেই ঘটিয়া উঠে না। এই সমস্ত কারণে পরমার্থ সত্য বস্তুকে শূন্য বলাও যুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে স্ব স্ব অনুভব অনুসারে সত্য অসত্য নিরূপণ করিলে সকল সম্প্রদায়ের মতই সত্য হইতে পারে কপিল মুনির মত 'সুখদুঃখসঙ্কুল এই জগৎ, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে মহৎ অহঙ্কার ইত্যাদিক্রমে আবির্ভূত। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই, তিনি সাক্ষি-স্বরূপ' কপিলমুনির এই মতও তাঁহার অনুভব অনুসারে সত্য হইতে পারে। "জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত" ইত্যাকার বেদান্তী সম্প্রদায়ের মতও সত্য। কারণ পর্য্যালোচনায় এইরূপই অনুভব সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। আর এক সম্প্রদায়ের মতে পরমাণু-সমষ্টিই জগৎ এইরূপ কল্পনাও তাঁহাদের অনুভবে সত্য। ১—৬। এই জগৎ কি ইহলোকে কি পরলোকে যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা সেইরূপই, ইহা না সৎ, না অসৎ ইত্যাকার দৃষ্ট সৃষ্টিবাদীর কল্পনা তাঁহাদের অনুভবে সত্য। আর যাহারা (চার্ব্বাকেরা) বলে 'এই বাহ্য প্রত্যক্ষগোচর পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ই সত্য, এ ভিন্ন আর কিছুই নাই।" তাহারাও সত্যবাদী, কারণ তাহারা আপন শরীরমধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তুই প্রাপ্ত হয় না। প্রতিক্ষণেই পদার্থসমূহের পরিবর্ত্তন দেখিয়া যাহারা বলে সমস্তই ক্ষণিক ক্ষণভঙ্গুর, সেই ক্ষণিকবাদীদিগের মতও সত্য, সত্য হওয়া অসম্ভবও নহে, কারণ সেই পরমপদ সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহাতে সবই সম্ভবে। যেমন ঘটের মধ্যে অবরুদ্ধ চটক পক্ষী ঘটের মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া দিলে বাহিরে উড়িয়া যায়, সেইরূপ দেহমধ্যে পরিচ্ছিন্ন জীব কর্ম্মরূপ আবরণের অপসারণ হইলে উড়িয়া পরলোকে যায়,—ইত্যাকার অর্হতদিগের কল্পনাও সত্য। এইরূপ ম্লেচ্ছ যবনদিগের মতে ঈশ্বরের উৎপাদিত দেহাকার জীব, ঐ জীব যে মৃত্যুর পরে যেস্থলে দেহ নিখাত করা যায়, সেই-খানেই থাকে, তাহার পরে ঈশ্বর তাহাদের আপন ইচ্ছামত মোচন, উচ্ছেদসাধন, স্বর্গ নরকে প্রেরণ করিয়া থাকেন," ইত্যাকার কল্পনাও তাহাদের অনুভবে সত্য হইতে পারে। ৭—১০। জন্ম মৃত্যু, যুবা, মরণ প্রভৃতি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ ও ভিন্নকালজাত হইলেও যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, একমাত্র সত্যবস্তুতেই দৃষ্টিকারী (সবই সত্য দেখে যাহারা) তত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট সমান সর্ব্বদা সত্য বলিয়া যে প্রতীতি হয়, তাহাও মিথ্যা নহে, কারণ ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও সর্ব্বময়। যাহারা স্বভাববাদী অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ স্বভাব হইতেই স্বয়ংই উৎপন্ন এবং স্বভাবতঃই (স্বয়ংই) বিনষ্ট হয়, ইহার উৎপত্তি বিনাশের কর্ত্তা আর কেহই নাই, এইরূপ মত প্রচার করিয়া থাকে, তাদৃশ স্বভাববাদী চার্ব্বাক-দিগের মতও যুক্তিযুক্ত। ঘট পটাদির সচেতন কর্ত্তা দেখা যায় বটে, কিন্তু সকল বস্তুর কর্ত্তা ত দেখা যায় না, অকালবৃষ্টি, সুক্ষেত্রে কৃষকের সাহায্য ব্যতিরেকেই শস্যাদির উৎপত্তি, ইত্যাদি কার্য্যের কর্ত্তা অন্বেষণ করিয়াও ত পাওয়া যায় না। যাহারা বলে "ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের কর্ত্তা এক" তাহাদের মতও সত্য, কারণ তাহারাও তাদৃশ মত সত্যজ্ঞানে সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকে। যাহারা আস্তিক, তাহারা ইহলোক ও পরলোক দুইই মানে, এইজন্য পরলোকপ্রার্থী হইয়া তাহারা যে তীর্থস্নানাদি করে, তাহাও নিষ্ফল হয় না, অতএব তাহাদের তাদৃশ ভাবনাও সত্য, সমস্তই শূন্য ইত্যাকার বৌদ্ধমতও সত্য, কেন না তাহারাও বিচার করিয়া দেখিয়া কিছুই না পাইয়াই ত সব শূন্য বলিয়াছে। হে রাম! আমি এই যে সকল সম্প্রদায়ের মতকেই সত্য বলিয়াছি, তাহার প্রধান যুক্তি এই যে, চিতি কল্পবৃক্ষের ন্যায়,—চিন্তামণির ন্যায়, আপনার যাহা ঈপ্সিত, তাহাই ঝটিতি সম্পাদন করিতে পারে। অথচ চিতি নিজে আকাশময়ী। যাহারা বলে এই এ জগৎ শূন্যও নয়, অশূন্যও নয়, তাহাদের মতও অসত্য নহে। কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মার মায়া অতি-অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয়, সেই মায়া শক্তি শূন্যও নহে অশূন্যও নহে। সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের বিচিত্র মায়াবলে যে যেরূপ অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করে, সেই তাহা হইতেই ফললাভ করে। যদি মূঢ়তা বশতঃ চেষ্টা হইতে বিরত না হয় (১), তাহাই বলিয়া যে সে লোকের সিদ্ধান্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াও ভাল নহে; বুদ্ধিমান্ লোকে পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহাই গ্রহণীয়, তদনুসারেই কার্য্য করা উচিত। যিনি ভালরূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সদাচার প্রতিপালন করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত, সেইরূপ পণ্ডিতেরই আশ্রয়ে থাকা উচিত। ১১—২০। যিনি শাস্ত্রার্থ লইয়া বাদ-বিতণ্ডাকারী শাস্ত্রের মর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে শাস্ত্রার্থের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া আনন্দ উৎপাদন করেন ও নিজে শাস্ত্রনিষিদ্ধ গর্হিত আচরণ করে না, তিনিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁহার সংসর্গে থাকা উচিত। জল যেমন নিম্নদিকেই ধাবিত হয়, সেইরূপ সকল জীবই নিজ নিজ অভিলষিত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন পথে ধাবিত হইয়া আপন আপন রুচি ও সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই সেই পথকে হিতকর ও যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করে, সেই সমস্ত বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কোন উপায়ে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, তাহা জানিবার জন্য সংশাস্ত্র ও গুরুর আশ্রয় করিতে হয়। সংসারসাগরের তরঙ্গমালায় ভাসিয়া ভাসিয়া জনগণ তৃণাগ্রসংলগ্ন জলবিন্দুর ন্যায় অলক্ষিত ভাবে দিবসসকল অতিবাহিত করিতেছে। রাম জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! আপনি যেরূপ পণ্ডিতের কথা বলিলেন, সেরূপ পণ্ডিত এখন ত অতি দুর্লভ, এখন সকলের ভোগ-তৃষ্ণা ব্রহ্মাকাশের জগদ্রূপবৃক্ষে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া লতার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন, পূর্ব্বাপর বিচারে সার অসারের পার্থক্য বুঝিয়া প্রকৃত পরমার্থ বুঝিয়া লয়, এমন লোক আছে কি? বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম। সেরূপ পণ্ডিত লোক যে অতি দুর্লভ, তাহার সন্দেহ কি? তবে একেবারে যে পাওয়া যায় না, এমন

(১) তাৎপর্য্য এই—যতদিন আত্মজ্ঞান না হয়, ততদিনই কথিত বিভিন্ন মত সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, আত্মজ্ঞান হইলে বোধ হইবে আত্মই সত্য, আর সব মিথ্যা।

নহে, দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্যাদি জাতির ভিতরে দু'এক জনকে সেরূপ পণ্ডিতপদবাচ্য করা যাইতে পারে। সূর্য্যদেবের ন্যায় তেজোময় তাদৃশ মহাত্মা দু'এক জন আছেন বলিয়াই (তাঁহাদের জ্ঞানালোকেই) দিন চলিতেছে। তাদৃশ দু'একজন মহাত্মা ছাড়া আর সকলেই মোহসাগরে তৃণের ন্যায় ভাসিতেছে। দেবাদি সকল জাতিতেই মোহমগ্ন অজ্ঞেরই সংখ্যা অধিক। স্বর্গে দেবতাদের মধ্যেও এমন সব অজ্ঞ আছে, যাহাদের কিছুমাত্র আত্মজ্ঞান নাই, দাবানলে পর্ব্বতস্থ বৃক্ষরাজির ন্যায় কেবল ভোগবহ্নিতেই প্রজ্বলিত হইতেছে। দৈত্য জাতির মধ্যেও এমন সকল অজ্ঞ আছে, যাহাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই, উদ্ধত ঘোর অত্যাচারী, তাহারা আননবিহীন বন্যগজের ন্যায় জগতের ঘোর অত্যাচার করিবার জন্য উৎপন্ন, দেবতাগণ তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্য নারায়ণ—রূপ গ প 'ত করিয়া থাকেন। অজ্ঞগন্ধর্ব্বগণে বিবেকের গন্ধও দেখা যায় না, তাহারা হরিণের ন্যায় কেবল গানরসে মত্ত হইয়া বেড়ায়। বিদ্যাধরগণ আপনাদিগকে বিদ্যার আধার বলিয়া জ্ঞান করেন; সেই গর্ব্বে বিমোহিত হইয়া তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় হতাদর, তাঁহারা কেবল ভোগবিদ্যাতেই রত থাকেন। অজ্ঞ যক্ষসকল অত্যাচারে ভূমণ্ডল বিক্ষুব্ধ করতঃ নিজেরা চিরকালই অক্ষত থাকিব ভাবিয়া অসহায় বালক, বৃদ্ধ, আতুর ব্যক্তির নিকটেই আধিপত্য দেখাইয়া থাকে। হে রাম! সিংহ যেমন মদমত্ত হস্তী বধ করে, সেইরূপ তুমিও অনেক উদ্ধত রাক্ষস বধ করিয়াছ এবং পরেও অনেক রাক্ষস বধ করিবে। অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতাহুতি যেমন সধূম বহ্নিশিখায় দগ্ধ হয়, সেইরূপ পিশাচগণ কেবল প্রাণিভোজন চিন্তায় দগ্ধ হইতে থাকে তাদৃশ অজ্ঞজীবের বিবেকলাভের আশা একেবারেই নাই নাগসমূহ মৃণালের ন্যায় ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়া বৃক্ষমূলের ন্যায় জড়ভাবেই কাল অতিবাহিত করে। বিবরবাসী ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় বিবরই যাহাদের আশ্রয়, (পাতালবাসী) সেই অসুর-দিগের বিবেকলাভের ত কথাই হইতে পারেনা। মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবগণের কথা আর কি বলিব; তাহারা পিপীলিকার ন্যায় সামান্য আহার করিবার জন্য রাত্রিদিন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ সমস্ত জীব জাতিই বৃথা দুরাশায় ব্যগ্র হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপেই তাহারা দিনপাত করে। ২১—৩৭। অগাধ জলে নিমগ্ন ব্যক্তির গাত্রে যেমন ধূলি লাগে না, সেইরূপ নির্ম্মল বিবেক প্রায় কোন লোককেই স্পর্শ করিতে পারেনা যেমন কৃষকদিগের শূর্পবাতাসে অসার ধান্য সকল ধান্যাধার হইতে অপসারিত হয়, সেইরূপ দেহাত্মাভিমানরূপ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া জীবগণ অক্রোধাদি নিয়ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধাদিরিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে। তান্ত্রিক যোগিনীগণ সুরারক্তমাংসাদিরূপ কর্দ্দমপূর্ণ দুর্গন্ধ পল্বলে নিপতিত হইয়া অপবিত্র (রক্ত মাংসাদি ভোজন করিয়া) পিশাচের ন্যায় জীবনাতিপাত করে। ৩৮—৪০। কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, বরুণ, যম, চন্দ্র,সূর্য্য, বৃহস্পতি, শুক্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ দক্ষ, কশ্যপ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, নারদ সনকাদি ঋষিগণ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেব-কুমারগণ, দৈত্যজাতির মধ্যে হিরণ্যাক্ষ, বলি, প্রহ্লাদ, ময়, বৃত্র, অন্ধ, নমুচি, কেশিপুত্র, মুর, প্রভৃতি দৈত্যগণ, বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, প্রভৃতি রাক্ষসগণ, নাগজাতির মধ্যে শেষ, তক্ষক কর্কোটক, মহাপদ্ম প্রভৃতি নাগগণ মুক্তস্বভাব বিবেকী জীবন্মুক্ত বলিয়া বিখ্যাত। ব্রহ্মলোকে, বিষ্ণুলোকে, ইন্দ্রলোকে এইরূপ আরও জীবন্মুক্ত মহাত্মা আছেন। হে রঘূত্তম! সিদ্ধ সাধ্য লোকে মনুষ্যলোকের মধ্যে জীবন্মুক্ত রাজা, ব্রাহ্মণ ও মুনি আরও দু একজন আছেন; কিন্তু তাহা অতি বিরল। হে রাম! চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট জীব বাস করে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন জীব অতি বিরল। ফলপল্লবযুক্ত বৃক্ষ অনেক আছে বটে, কিন্তু কল্পবৃক্ষ খুব কমই থাকে। ৪১—৫০।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"যাঁহারা বিবেকবলে সংসার-বিরক্ত হইয়া পরমপদে বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের লোভ মোহাদি রিপুসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা কুপিত হন না, হৃষ্ট হন না, কোন বিষয়ে আসক্ত হননা, ভোগ্যবস্তুর সঞ্চয় করেন না, কোন লোকের নিকট ভয় প্রাপ্ত হননা, বা কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না। নাস্তিক্যবুদ্ধিতে কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করেন না, আস্তিক বুদ্ধিতে অতি ক্লেশসাধ্য কোন কর্ম্মেও ব্যাপৃত হননা। সর্ব্বথা উদাসীনভাবেই অবস্থান করেন, তাহাদের ব্যবহার অতি মধুর, সকলেরই সহিত কোমল মধুরভাবে আলাপ করেন। চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল আহ্লাদকর তাদৃশ মহাত্মার সংসর্গে মনের বড়ই আনন্দ হয়। তাঁহাদের সংসর্গে কোন উদ্বেগের আশঙ্কা নাই, কোন কর্ম্মে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সুচতুর বন্ধুর ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দিয়া থাকেন। বাহিরে তাঁহারা সমস্ত লোকব্যবহার পালন করেন, অন্তরে সর্ব্বদা শীতল-শান্ত ভাবে অবস্থান করেন। ১—৫। তাঁহারা শাস্ত্রার্থের অভিজ্ঞ, শাস্ত্রার্থের রসাস্বাদনে লোলুপ, পূর্ব্বাপর লোকবৃত্তান্ত জানিয়াছেন, কোন্‌টী হেয়, কোন্‌টী উপাদেয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ; যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুবর্ত্তী, ইচ্ছায় কোন কর্ম্মই করেন না। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কর্ম্মই করেন না, সদাচারে সুরসিক। উৎফুল্ল পদ্ম যেমন সৌরভ ও রসদানে ভ্রমরকে অভিনন্দিত করে, সেইরূপ তাঁহারা সর্ব্বদাই আনন্দে উৎফুল্ল থাকিয়া সমাগত ব্যক্তিকে উপদেশ দ্বারা জ্ঞান-দানে আশ্রয়-দানে অন্নদানে আপ্যায়িত করেন। গুণগ্রামে লোক-সমূহকে বাধ্য রাখেন, লোকসমূহের সন্তাপ দূর করেন। তাঁহারা শীতল স্নানের ন্যায় স্নিগ্ধ। বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় তাঁহারা রাজ্য-বিপ্লব ও দেশবিপ্লবের হেতুভূত দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিপদ্ তপোবলে নিবারণ করিয়া দেন। পর্ব্বতের ন্যায় ভূকম্প নিবারণ করিয়া দেন, বিপদের সময়ে উৎসাহিত করেন, সম্পদের সময়ে সুখী করেন। ৬—১০। তাঁহারা চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় সুস্নিগ্ধ, পতি-ব্রতা রমণীর ন্যায় মাধুর্য্য প্রেমাদিগুণের আকর। তাদৃশ সাধুগণ বসন্ত ঋতুর ন্যায় যশঃকুসুমে চতুর্দ্দিক্ সুশোভিত (নির্ম্মল) করেন। পুংস্কোকিলের ন্যায় মধুর আলাপ করেন, তাঁহারা ভাবী সৎফলের হেতু (অর্থাৎ বসন্তকালে যেমন নানা তরুলতা কুসু-মিত হইয়া ভাবী ফলের সূত্রপাত করে, সেইরূপ সাধুগণ তপো-বলেই হউক, উপদেশ-দানেই হউক, লোককে সুফল প্রদান করেন)। তাঁহারা তটস্থপর্ব্বতের ন্যায়, মোহরূপ জলজন্তুর আকর

দুঃখরূপ আবর্ত্ততরঙ্গসঙ্কুল ক্রোধরূপ পবনহিল্লোলে তীরবর্ত্তী জলাশয়-সমূহের আলোড়নকারী (উদ্বেগকর) লোকচিত্তরূপ মহাসাগরকে নিরুদ্ধ করিতে (যাহাতে বেলাতিক্রম না করে অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল না হয় তাহা করিতে) সমর্থ হইয়া থাকেন। বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিলে, বিষম সঙ্কট ও দারুণ বিপত্তি হইলে তাদৃশ সাধুগণই গতি। সংসারপথে বিচরণ করিয়া পরিশ্রান্ত জীবকে কথিত ঐ সমস্ত লক্ষণ দ্বারা অবগত হইয়া বিশ্রাম লাভের নিমিত্ত তাদৃশ মহাত্মা সাধুর আশ্রয়ে অবস্থান করিতে হয়, কারণ, সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না, অত্যন্ত বিষম সংসার সাগর উক্ত সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন পোতের সাহায্যে "বিচার করিয়া আর কি হইবে যাহা হইবার তাহা হইবে" এইরূপ ধারণ করিয়া গর্ত্তমধ্যগত কীটের ন্যায় অনবহিত হইয়া থাকা কোনক্রমে সঙ্গত নহে। সাধুর যে সমস্ত সদ্গুণের কথা তোমার নিকটে নির্দ্দেশ করিলাম, উহার একটী গুণও যাহার আছে, অন্য কর্ম্ম পরিহার করিয়া তাহার আশ্রয়ে থাকা উচিত, সাধুর সম্পূর্ণ গুণ তাহাতে নাই, কিছুতেই তাহার অনাদর করা উচিত নয়। বাল্যকাল হইতেই যাহাতে গুণদোষ বিচার করিবার ক্ষমতা হয়, তাহার জন্য যথাসম্ভব শাস্ত্রচর্চ্চা ও সজ্জন সহবাস করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত করা আবশ্যক। সামান্য দোষ থাকিলেও তাহা উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বদা সাধুজনের সেবা করিবে, বিষয়াসক্ত ঘোরমোহ-গ্রস্ত পরিজনের সঙ্গ ক্রমে ক্রমে একবারে ত্যাগ করিবে। কারণ তাদৃশ মোহগ্রস্ত লোকের সংসর্গে রমণীয় বস্তু অরমণীয় হইয়া যায়, স্থায়ী বস্তু অস্থায়ী হইয়া যায়, সাধুও অসাধু হইয়া যায় আমি ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষও করিয়াছি। সাধুর দুষ্টভাব প্রাপ্তি (অসাধু হওয়া) বিষম অনর্থকর। এমন কি, দেশশুদ্ধ লোকের অনর্থ হইতে পারে, দেশ কালবশে ঈদৃশ অসাধু সঙ্গেই বিষম বিপত্তি হইতে দেখা গিয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাধুসংসর্গে বাস করিবে, সাধুসংসর্গে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, অথচ উভয় লোকের হিত সাধন হয়। কখনই সাধুসঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইবে না, বিনীতভাবে সাধুজনের সেবা করিবে। সাধুদিগের শমদমাদি গুণরূপ পুষ্পপরাগ, যাহারা তাঁহাদের সমীপগত হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করে অর্থাৎ সাধু-সংসর্গে থাকিলে সাধুর গুণলাভ করা অনায়াসেই হইয়া থাকে। ১১—২৪।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৯৮॥

নবনবতিতম সর্গ।

রাম কহিলেন,—'ভগবন্! আমরা মনুষ্যজাতি, আমাদের ঐহিক আমুষ্মিক দুঃখনাশের জন্য শাস্ত্র, সৎসঙ্গ, মন্ত্র, ঔষধি, তপস্যা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি যথেষ্ট উপায় আছে, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি তির্য্যগ্ ও স্থাবর জাতির দুঃখ নাশের উপায় কি? আর দুঃখনাশ না হইলেই বা তাহারা কিরূপে জীবিত থাকে, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, এই জগতে স্থাবর জঙ্গম নিখিল ভূতই স্ব স্ব ভোগোচিত সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। সামান্য অণুপ্রমাণ কীট পতঙ্গাদিরও আমাদের ন্যায় ভোগবাসনা বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে আমাদের ভোগবাসনায় আস্থা অতিশয়, এজন্য আমাদের পরমার্থ লাভে বিঘ্নও অল্প, কীট পতঙ্গাদির ভোগাস্থা বড় বেশী, এজন্য তাহাদের পরমার্থ সাধনে বিঘ্নও প্রচুর। বিরাট্দেহ হিরণ্যগর্ভও যেমন আপন অধিকার নির্ব্বাহের জন্য স্বীয় ভোগে প্রবৃত্ত হন, কেশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্মদেহ কীটাদিও সেইরূপ নিজ নিজ ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহারা কেশমুষ্টির ছিদ্রের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র স্থানেই আপন আপন ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইতেছে, দেখ একবার অহঙ্কারের প্রভাব কতদূর। ঐ গগনবিহারী কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট নিরাধার আকাশে জন্মিতেছে ও মরিতেছে, তাহাদের শূন্য-প্রদেশে অবস্থান। ক্ষণকালের নিমিত্তও তাহাদের চেষ্টার বিচ্ছেদ হয় না, সর্ব্বদাই তাহারা আপন ভোগসিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। ১—৮। সামান্য পিপীলিকা নিজ নিজ আত্মবর্গের সমভিব্যাহারে সামান্য আহার করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, আমাদের একদিনেও তাহাদের সে অভীষ্টসিদ্ধির সময় সঙ্কুলন হয় না, ঐরূপ কার্য্যে আমাদের দিবস তাহাদের এক ক্ষণের ন্যায় বোধ হয়। তিমি নামে এসরেণুপ্রমাণ একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, দেখা যায়, তাহারা গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগতিতে আকাশে গতাগত করিয়া বেড়ায়, তাহা তাহাদের ভোগবাসনায় পরিতৃপ্তির জন্যই বলিতে হইবে। প্রণয়াসী মানবগণ যেমন "আমি এই আমার গৃহ, এই আমার পুত্র পরিবার" এইরূপ আমার আমার কল্পনায় দিনপাত করে, সামান্য কৃমিকীটও সেইরূপ করিয়া থাকে। ক্ষতস্থানের উপরে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মে, তাহারাও আমাদের ন্যায় দেশ, কাল, বিবেচনা করিয়া এই আমার বাসস্থান, এই সময় এই করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান করিয়া কার্য্যে ব্যগ্র হইয়া জীবনাতিপাত করিয়া থাকে। ৭—১০। স্থাবর বৃক্ষসকলেরও কিঞ্চিৎ বোধ এবং জীবনীশক্তি আছে। পাষাণাদির তাহা একেবারেই নাই, তাহারা একেবারে অচেতন। কৃমি কীটাদি জন্তু মনুষ্যের ন্যায় নিজ নিজ কার্য্যকরণে শক্তিসম্পন্ন, তাহাদেরও মনুষ্যের ন্যায় স্বপ্ন ও জাগরণ আছে, জাগ্রদ্দশায় কার্য্য করে, স্বপ্নদশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। এই কীটাদি জন্তুর যতক্ষণ শরীর স্থিতি, ততক্ষণই সুখ, আমাদের ন্যায় শরীরনাশে তাহারা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। আমাদের ন্যায় তাহারা যতদিন জীবিত থাকে, ততদিনই সুখী। দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত ব্যক্তি যেমন তথায় উপস্থিত হইবামাত্র বিস্মিত হইয়া তথাকার বস্তুসকল উদাসীনভাবে দর্শন করে, ভয়ে ভয়ে চারিদিকে কেবল দেখিতে থাকে, যতক্ষণ না কাহারও সহিত পরিচয় হয়, ততক্ষণ নিজস্ব করিতে পারে না। পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্জাতিও আমাদের ভোগ্য দ্রব্যসকল সেইরূপ দেখিতে থাকে। এই সংসারে আমাদেরও যেমন সুখ দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়, উহাদেরও সেইরূপ সুখ দুঃখ দুইই ভোগ করিতে হয়, তবে আমাদের ভাল মন্দ বিচারশক্তি আছে, উহাদের তাহা নাই। দেশান্তরে বিক্রীত মানব যেমন আত্মীয় স্বজন ও রক্ষাকর্ত্তার কাছে নিজের দুঃখ দূর করিতে বা নিজের অবস্থা কাহাকেও বলিতে পারে না, সেইরূপ বলীবর্দ্দ প্রভৃতি পশুগণ কৃষকগণকর্ত্তৃক নাসারন্ধ্রে রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইলে নিজেরা তাহার কোন প্রতীকার করিতে বা কাহাকেও নিজ-দুঃখ জানাইতে সমর্থ হয় না, পরদেশে বিক্রীত মানবের ন্যায় ঠিক পশুজাতি। কোমলত্বক আমাদের যেমন নিদ্রাবস্থাতে শীত গ্রীষ্মাদি ও মশা ছার-

পোকাদি দংশন-ক্লেশ অনুভব হয়, বৃক্ষ-গুল্ম-কীট-পতঙ্গাদিরও সেইরূপ দুঃখানুভব হইয়া থাকে। দেশবিপ্লব উপস্থিত হইলে আমরা যেমন কণ্টকাকীর্ণ বন, খাত, উত্তপ্তবালুকা প্রভৃতি শঙ্কা-সঙ্কুল স্থান লক্ষ্য না করিয়া বিশৃঙ্খলগতিতে, যে দিকে সত্বর যাওয়া যায়, সেই দিকেই পলায়ন করি, পলায়ন করিবার পথ অপথ বিবেচনা করিবার অবসর পাই না; সর্প-পক্ষ্যাদিও সেইরূপ ভয়াকুল হইলে পথ অপথ লক্ষ্য না করিয়া উচ্ছৃঙ্খল-গতিতে গমন করে। এই বাহ্যবিক্ষেপবিমুক্ত সামান্য কীটও যে, দেবরাজ ইন্দ্রও সে,—অর্থাৎ স্বরূপানন্দ উভয়েরই সমান। বাহ্যবিষয়েও আহার, নিদ্রা ও মৈথুন-সুখ ইন্দ্রেরও যেরূপ, কীটেরও তদ্রূপ। কিন্তু বাহ্যবিক্ষেপ বিকল্প অতিক্রম করিবার আশক্তি উভয়ের সমান। ১১—১৮। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, আসক্তি, দ্বেষ-জনিত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুক্লেশ দেবরাজ ইন্দ্রেরও যেমন, সামান্য তির্য্যগ্‌জাতিরও তেমনি, কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। শাস্ত্রবোধ্য পুণ্যপাপ ব্রহ্মতত্ত্বাদি ও অতীত ভবিষ্যৎ ঘটনার জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞান শৃগাল, সর্প, নকুল প্রভৃতি জীব ও মনুষ্য সকলেরই একরূপ। পাষাণাদি স্থাবর জীবসকল সুষুপ্তিদশায় অবস্থিত বৃক্ষের সত্তা ও নিজের সত্তামাত্র অনুভব করিয়া থাকে,—অর্থাৎ তদুপরি অবস্থিত পাদপের সত্তা নিজে অনুভব করিয়া থাকে। হিমালয় সুমেরু প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ পর্ব্বতসকল অখণ্ডিত চিদাকাশের অনুভব করত সমাধিতেই অবস্থান করিতেছে। এইরূপ পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, বৃক্ষাদি জীবের দৃষ্টিতে এই জগৎকল্পনা অনুভূত হয় না, তাহার কারণ তাহারা গাঢ়নিদ্রিত, অনুভব শক্তি তাহাদের কিছুমাত্র নাই। পর্ব্বতাদি জীবজাতির দৃষ্টিতে জগৎকল্পনা অনুভূত হয় না, কারণ তাহারা নিজ সত্তামাত্রই অনুভব করে, অন্য কিছু অনুভব করিতে পায় না, জঙ্গম-জীব-জাতির মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ত জগৎকল্পনার অনুভব হয়ই না, কারণ, তাঁহারা মাত্র চিদাকাশেরই অনুভব করিয়া থাকেন। কেবল কতিপয় অজ্ঞ জঙ্গম-জীব দ্বারাই এই জগৎকল্পনার অনুভব হয় বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা জগৎসত্তা যথার্থরূপে প্রমাণিত করা যাইতে পারে না। অতএব পর্ব্বতাদির সত্তা, বৃক্ষাদির সত্তা ও জগতের সত্তা সমস্তই একমাত্র অখণ্ড চিদাকাশ। ইহাতে দ্বৈতভাব কিছুই নাই। ১৯—২৩। যতক্ষণ নিজ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হওয়া যায়, ততক্ষণই এই জগৎ, নিজ তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে তুমি, আমি, সত্তা, অসত্তা কিছুই আর প্রভেদ থাকে না। পাষাণের ন্যায় কঠিন সৎ চিদাকাশই অজ্ঞ লোকের নিকটে স্বপ্নের ন্যায় জগদ্রূপ বৈচিত্র্যরূপে কল্পিত হয়। চিদা-কাশের কিছুই পরিবর্ত্তন হইতেছে না, চিদাকাশ সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি রহিয়াছে, পরেও সেইরূপ থাকিবে। আত্মত্ব, পরত্ব, জগত্ত্ব, শূন্যত্ব, মৌনিত্ব, মৌনত্ব, কিছুই ইহাতে নাই। তুমি যেরূপ আছ, সেইরূপই থাক, আমিও যেরূপ আছি, সেইরূপই থাকি; কারণ, শান্ত পরমাকাশে সুখ বা অসুখ কিছুই নাই। বল দেখি, স্বপ্নাবস্থায় যে নগর দর্শন করিয়া থাক, তাহাতে পরমাকাশত্ব ছাড়া আর কি আছে? তোমার সেই স্বপ্ননগর নির্ম্মল অনাময় পরমাকাশই। অজ্ঞানই ঈদৃশ ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাক; পরমাকাশস্বরূপ জ্ঞাত হইলে আর এ ভ্রান্তি থাকিবে না। এই জগৎস্বপ্ন পরিজ্ঞাত হইলে যখন ইহার কিছুই সত্তার উপলব্ধি হয় না, তখন ইহার প্রতি এত আগ্রহ কেন বন্ধ্যা-পুত্রের প্রতি আবার স্নেহ কি? স্বপ্নের সময়ে এই জগৎ-স্বপ্ন প্রত্যেক পরমাণুতেই হইতে পারে? জাগ্রদ্দশায় ইহার কিছুই থাকে না, সুতরাং ইহার প্রতি আবার আস্থা কি? যদি আপত্তি কর যে, প্রবোধকালে এই জগৎস্বপ্ন অসৎ হউক, স্বপ্ন-কালে সত্য হইতে ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে বলি, স্বপ্ন ও প্রবোধ উভয়ই নাই, স্বপ্নসময়ে এই জগদ্ভাবদর্শনকে অজ্ঞতা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে, তাৎপর্য্য এই,—স্বপ্ন ও প্রবোধ এইরূপ প্রভেদই যখন মিথ্যা, তখন স্বপ্নদশায় সত্য ও প্রবোধ-কালে মিথ্যা আবার কি? সবই সমান একমাত্র চিদাকাশ। যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগিয়া তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেলে জলের কোনই ক্ষতি হয় না, সেইরূপ, দেহে দেহে আঘাত লাগিয়া দেহ নষ্ট হইলে (অর্থাৎ শত্রু দ্বারা দেহ নষ্ট হইলে) চিদাত্মার কোনই ক্ষতিই নাই। ২৪—৩৫। চিদাকাশে 'আমি' ইত্যাকার ভ্রমজ্ঞানেই দেহ, এই ভ্রমজ্ঞানরূপ দেহের বিনাশে চিতির কি নষ্ট হইবে? প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকটে এই জগৎ চিদাকাশেরই স্বপ্ন, ইহাতে বাস্তবিক পৃথ্যাদিভূত কিছুই নাই, সুতরাং এই জগতকে তুমি স্বপ্ন বলিয়াই স্থির কর। সৃষ্টিপ্রারম্ভে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাক্রান্ত চিৎ স্ব স্ব সংস্কার বাসনা অনুসারে পৃথ্যাদি বস্তুর জ্ঞান করিয়া থাকে, সে জ্ঞান স্বপ্নের ন্যায় সুতরাং পৃথ্যাদিবস্তু ও স্বপ্নপদার্থ ইহাতে সত্যতাভ্রান্তি কেবল কল্পনাব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এই যে অনাদি প্রবাহ জগৎস্বপ্ন চলিয়াছে, ইহা সম্পূর্ণরূপে অসত্য হইলেও মূঢ় ব্যক্তিগণ ইহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে। ঐ জগৎ স্বপ্নরূপ ভ্রম মিথ্যা হইলেও অজ্ঞদিগের চক্ষে অত্যন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহা যথার্থ সত্য, তাহা অতি নির্ম্মল, তাহা জড়তায় কলুষিত নহে। ৩৬—৪০। বস্তুতই বিস্তৃত চিদ্‌ব্রহ্মই বিদ্যমান রহিয়াছেন। পৃথ্যাদিনামক সত্য বস্তু কোন কালেই যখন ছিল না, তখন তাহার স্মরণকর্ত্তা বা বিস্মরণকর্ত্তা কিরূপ হইবে? বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ অপরিজ্ঞাত থাকাতেই জগতের উপরে সত্যতাজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়, যখন চিৎস্বরূপের জ্ঞান হয়, তখন এই ভ্রান্তিরূপ কপাটের উদ্ঘাটন (উন্মোচন) হইয়া যায়। অজ্ঞানের বাধ হইলে চিন্মাত্রই পরিশেষিত হয়, তখন আর পৃথ্যাদির সত্তা কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না, তখন দ্রষ্টা বা দৃশ্য সমস্তই একমাত্র শিব হইয়া যায়। বাহ্য বস্তু থাকিলেই দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু এই জগৎ চিদ্দর্পণে স্বতই প্রতিবিম্বরূপে পতিত হয়, যেহেতু ইহাতে আর কোন বাহ্য বস্তু নাই। দর্পণের প্রতিবিম্ব যেমন উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে গেলে কিছুই থাকে না, চিদাকাশগত প্রতিবিম্ব এই বিশ্বও সেইরূপ দেখিতে গেলে কিছুই থাকে না। ৪১—৪৫। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রমাণ করিয়া দেখিতে গেলে একমাত্র চিৎই পরমার্থ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন এই যে ভ্রান্ত প্রতীতি জগৎ, ইহা কোন কালেই হয় নাই, সুতরাং ইহা সৎ হইবে কিরূপে? তবে যে ইহাতে আমাদের ব্যবহার চলিতেছে, তাহার কারণ এই যে, ভ্রমাত্মক কার্য্যও কোন কোন স্থলে প্রকৃত কার্য্যকারী হইয়া থাকে;—যেমন স্বপ্নে কামিনীসম্ভোগ, তাহা বাস্ত-বিক মিথ্যা হইলেও প্রতীতিক্ষণে যথার্থ শুক্রক্ষরণাদির হেতু হয়। ইহাই 'আমি' ইত্যাদি জগৎশ্রী ইহা প্রতীতিমাত্র, এই প্রতীতির স্ফুরণও কথিত আত্মস্বরূপের প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 'তুমি' 'আমি' দৃশ্যদশা বাস্তবিক কিছুই নহে। হে রাম! কথিত

জ্ঞানমূর্ত্তিতে তুমি চৈতন্যস্বরূপ; তখন তুমি মরিয়া আবার উৎপন্ন হইলেও (এক দেহনাশের পর দেহান্তর উৎপন্ন হইলেও) তোমার কোনই ক্ষতি নাই; যদি একেবারেই মুক্তিলাভ কর, তাহা হইলে ত একেবারেই শান্তি। ফল কথা, কোন পক্ষেই তোমার দুঃখের কোন কারণই নাই। তবে যে মূর্খলোকে জন্ম-মৃত্যুতে দুঃখ অনুভব করে, তাহার কারণ তাহারাই জানে, আমরা তাহার কিছুই জানি না (দেখিনা)। যে ব্যক্তি মরীচিকাসলিলের মৎস্য হয়, সেই জানে, মরীচিকানদীর তরঙ্গমালার আন্দোলন কিরূপ। তত্ত্ববিদ্ জানেন, চিদাকাশই অন্তরে বাহিরে চিদাকাশ হইয়া, 'তুমি' 'আমি' 'জগৎ' ইত্যাদি সর্ব্বাত্মক হইয়া একরূপেই স্ফুরিত হইতেছেন। চিদাকাশময় আত্মাই যেমন সঙ্কল্পকল্পিত শাখাপত্রফলপুষ্পময় দেহবৃক্ষ হইয়া মনোরাজ্যে স্ফুরিত হয়, 'তুমি' 'আমি' 'জগৎ' ইত্যাদিভাবও তদ্রূপ জানিবে। ৪৬—৫১।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৯॥

শততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"ব্রহ্মন্! আমার আর একটী প্রশ্ন আছে, শুনিয়া আপনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিন। তাহারা বলে, যতদিন বাঁচিবে, সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে, মৃত্যু ত আর কেহ চক্ষে দেখিতে পায় না, সুতরাং তাহা ভাবিয়া আর কষ্ট পাওয়া কেন? মৃত্যু হইলেই সব ফুরাইল, আর যে আসিতে হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে আবার তাহা কোথা হইতে আসিবে, এইরূপ যাহাদের মত তাহাদের দুঃখ-শান্তির উপায় কি? আর তাহাদের এই মত ত সমগ্র আস্তিক-সমাজের বিরোধী, কিন্তু আপনি ইহাকে সত্য বলিলেন কিরূপে?। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"ঐরূপ মত সত্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কেননা সংবিৎ অন্তরে যেরূপ নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে, অনুভবও ঠিক্ সেইরূপই করিবে, ইহা সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ফলে, এই বহিরাকাশ যেমন সর্ব্বগামী ও শান্ত, চিদাকাশও সেইরূপ সর্ব্বগামী, চার্ব্বাকাদি-কল্পিত দেহাত্মবাদদ্বৈত ও বেদান্তী পণ্ডিতদিগের অনুভবসিদ্ধ ঐক্যও সেই চিদাকাশ, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই সম্ভবপর হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্ব অবস্থায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ মহাপ্রলয়-দশাতেও উক্ত চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না; তাহার কারণ এই, চিদাকাশের কোন কারণ নাই, চিদাকাশ বিশাল ব্রহ্মরূপে সর্ব্বকালেই অবস্থিত। তবে যাহারা এ সমস্ত মানে না, বেদশাস্ত্রের অবমাননা করে, মহাপ্রলয়াদির বিষয় স্বীকারই করে না, তাহারা অতিমূঢ়, সেই সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অতিমূঢ়দিগকে আমরা মৃত বলিয়া জ্ঞান করি, তাহাদিগকে কোন উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না, তাহারা উপদেশের যোগ্যও নহে। ১—৫। যাহাদের মন নিখিল ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহারে নিয়োগকারী প্রত্যগাত্ম চৈতন্য-ভাবাপন্ন "সমস্তই ব্রহ্ম" ইত্যাকার সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ধারণায় পূর্ণকাম ও কৃতার্থ হয়, তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়ার আমরা আবশ্যক বোধ করি না। মনোমধ্যে সর্ব্বদা যাদৃশ অনুভবের উদয় হয়, পুরুষ ঠিক্ সেইরূপই হইয়া থাকে। দেহ থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—অর্থাৎ চার্ব্বাকের অভিমত দেহাত্মবাদ বিষয়ে তাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয়াত্মক অনুভবই কারণ; দেহ কারণ নহে। এই জন্যই আত্মা আনন্দময় হইলেও তাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয়াত্মক অনুভববলে পুরুষ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; জীব দৃঢ়ভাবনাবলে তন্ময় হওয়াতেই আত্মস্বভাবের বিরোধী দুঃখাদি জ্ঞান হইয়া থাকে। তাদৃশ দেহাত্মবাদীদিগেরও উদ্ধার সিদ্ধি হইতে পারে, যদি তাহারা এই দুঃখময় জগৎকে নিরতিশয় আনন্দময় চিদ্রূপে ভাবনা করিতে পারে। কূটস্থ অব্যয় চিদাকাশ ভাবনা করিতে করিতে তাহারা যখন চিদাকাশ হইয়া যাইবে, তখন তাহাদের আর দুঃখানুভব হইবে কিরূপে? তাহারা ত তখন আনন্দময়ই হইয়া যাইবে। যাঁহারা একাগ্রভাবনায় একমাত্র চিদাকাশকে দৃঢ়-নিশ্চয়ে অনুভব করিতেছেন, আকাশে ধূলি-জালের ন্যায় তাঁহাদিগেতে সুখ দুঃখ কিছুই সংলগ্ন হয় না। অনুভব সত্য হউক বা মিথ্যা হউক না কেন, আপাততঃ একটা নিশ্চয় ত সত্য মিথ্যা দুইয়েরই অনুভবের কারণ হইয়া থাকে। নিজের অনুভবের বিরুদ্ধ অবলম্বন করিয়া অনুভব আপনার করা ত যুক্তিযুক্ত হয় না। যে, যে পথে যাউক না কেন, অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে। চার্ব্বাকদিগের অভিমত দেহ, সাংখ্যমতানুমোদিত পুরুষ, মীমাংসকদিগের অভিমত ভোক্তা জীব উক্ত অনুভব হইতে পৃথক্ করিতে গেলে কিছুই থাকে না, এইজন্য অনুভবই সকলের কল্পনাস্থল, অনুভবই সব; অনুভব (চৈতন্যই) এই জগৎ অনুভব করিতেছে। ৬—১৩। যে অনুভব দ্বারা জগতের সত্তা স্থিরীকৃত হয়, সে অনুভব সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, সেই অনুভব দ্বারাই স্বপ্নে, আকাশে, পাতালে, জলে, স্বর্গে সর্ব্বত্রই নিজকল্পনার অনুরূপ দেহেরও প্রতীতি হইয়া থাকে। সেই জ্ঞান সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, ফলে পুরুষও সেই জ্ঞানমাত্রস্বরূপ, সেই জ্ঞানের নিশ্চয়তা হইয়া গেলে, তাহা (কল্পিত বস্তু) সত্য বলিয়াই নিশ্চয় হয়। এই অনুভবের নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিয়াই আমি সকল মতকে সত্য বলিয়াছি, একমাত্র অনুভব জ্ঞানকেই আমি নিখিল সিদ্ধান্তের সার বলিয়া মনে করি। চৈতন্যে যে অবিদ্যা আছে, সেই অবিদ্যা—অর্থাৎ অজ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুভবরূপে পরিণত হয়। যখন উহা (অবিদ্যা) বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন উহা বিশুদ্ধ চিদাকার হইয়া মোক্ষফলের পাত্র হয়। পবিত্র দেশে পবিত্রকালে স্নান-দানাদি ক্রিয়া, মণিমন্ত্রৌষধাদি ও কর্ম্মশাস্ত্র-প্রতিপাদিত যাগাদি-রূপ ক্রিয়ায় উক্ত অবিদ্যার ঘনীভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, যে বিশুদ্ধ সংবিদের উদয় হয়, তাহা কদাপি বিনষ্ট হয় না ঐ অবিদ্যা ক্ষীণ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে আবার যদি আবির্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিন্ময় জীবের দুঃখশান্তি আর কোন প্রকারেই হয় না। মনুষ্যদিগের অবিদ্যাক্রান্ত চৈতন্যই জীব, সেই জীব দৃঢ়-ভাবনাবলে সুস্থ হইলে সুখী বা দুঃখী হইয়া পড়ে, ইহা নিশ্চয়ই। যদি প্রত্যক্ আত্মচৈতন্য তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইলে সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তত্ত্বজ্ঞদিগের তাদৃশ বিশুদ্ধ চৈতন্যের জ্ঞানই সংসার-উচ্ছেদের একমাত্র উপায়। ঐ জ্ঞান না হইলে পুরুষের পাষাণের ন্যায় জড়ভাব ও অন্ধভাব চিরকালই থাকিয়া যায়। ১৪—২১। পুরুষ ঐ স্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও, নিদ্রা সময়ে যেমন কেবল জড়তার (অজ্ঞানের) অনুভব

হয়, সেইরূপ উক্ত নিজস্বরূপের অজ্ঞান বশতঃই এই বাহ্য-প্রপঞ্চের উপলব্ধি করে, কাজেই যতদিন তাহার নিজস্বরূপের বিকাশ না হয়, ততদিন তাহার উক্ত অজ্ঞান-অন্ধতাই অবশেষ হইয়া থাকে, আর কিছুই থাকে না। কারণ অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই তখন সম্বল নাই। রাম জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! যে ব্যক্তি "এই সংসার অনন্ত, ইহার কদাপি ক্ষয় নাই, ইহা সর্ব্বদাই সত্য" এইরূপ ভাবনাবলে জগতের উপরে নশ্বরত্ব-বুদ্ধি একেবারে ত্যাগ করিয়াছে, এই জগৎ যে বিজ্ঞানঘন চৈতন্য-স্বরূপ, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, যথাস্থিত এই জগৎকেই কেবল দেখিতেছে, তাদৃশ মোহান্ধ জীবের দুঃখনাশের উপায় কি, তাহা আমাকে বলুন। হে ব্রহ্মন্! আমার এই বিষয়ে মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে, আপনি আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়া আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে রাম! এইরূপ নাস্তিক মানবের কথা পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি যে, ইহাদের বিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই; ইহারা ঘোর পাষণ্ড, ইহাদের কথাই তুলিতে নাই, তবে অনেক আয়াসে ইহাদের মতিগতির পরিবর্ত্তন যদি ঘটে, তবে ইহাদের উদ্ধার না হইবে এমন নহে, ইহাদিগকে পথে আনিবার উপায় আছে, সে উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যে মানবের দুঃখনাশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কি দেহাতিরিক্ত চৈতন্যকে আত্মা বলে, না আতিবাহিক দেহকে আত্মা বলে, না স্থূলদেহকে আত্মা বলে, অথবা বিশুদ্ধ সংবিৎকে আত্মরূপে দর্শন করে, কিংবা অজ্ঞানাবৃত চিৎকে আত্মা বলে, না সংবিদের কথা একেবারেই উড়াইয়া দেয়? যদি দেহাতিরিক্ত চৈতন্যকে আত্মা বলিয়া দেখে, তাহা হইলে ত সে নিজেই চৈতন্য, নিজেকেই চৈতন্যরূপে অনুভব করিতে পারিবে। তাহার কারণ, মৃত্যুর পরে সে দেহাদি-উপাধির লয়ে পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যাইবে, সে সময়ে অন্ততঃ অনুভব হইবেই। যদি বিনাশী অন্ন-রসময় শরীরকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে আপনার বিনাশ-আশঙ্কায় দুঃখ হইবেই; অবিনাশী চৈতন্যকে আত্মা বলিলে আর তাহা হইবে না, এইরূপে বুঝাইতে পারিলে তাদৃশ নাস্তিকও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। যদি স্থূল-শরীরকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, (আমার বোধ হয়, স্থূল শরীরের বিনাশ হয়, এইরূপ বিচার না করিয়াই ঐরূপ জ্ঞান করে,) তাহা হইলে তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, স্থূল-শরীরমাত্রই সাবয়ব, যাহার অবয়ব আছে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু আত্মার ত বিনাশ নাই। এইরূপ বুঝিতে পারিলে, দেহ হইতে যে ভিন্ন আত্মা আছে, তাহা আপনিই বুঝিতে পারিবে। তুমি যাহার কথা বলিলে যে যদি বিশুদ্ধ চৈতন্যকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে সে ত জীবন্মুক্ত, সর্ব্বদা লীলাচ্ছলে জগদ্-দর্শন করিলে মৃত্যুর পরে বিদেহমুক্তি লাভ করিবে, সংসার আর দেখিবে না। আর যদি সে অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যকে আত্মা বলে, তাহা হইলে সে চিরদিন সংসারী হইয়াই থাকিবে, কারণ অজ্ঞানাবৃত চৈতন্য জ্ঞানদ্বারা ধৌত না হইলে ত আর সংসার বিমুক্তি হইবে না, তবে সংসারে বিচরণ করিতে করিতে যদি কখনও তাহার জ্ঞানোদয় হয়, তাহা হইলে তাহার মুক্তি হইতে পারে। তোমার কথিত ব্যক্তি যদি সংবিৎ নাই বলিয়াই মনে করে বল, তাহা হইলে সে ত মানুষ নহে; সে অচেতন পাষাণাদির ন্যায় জড় পদার্থ। ২২—৩১। তাদৃশ মূর্খ মৃত্যু পর্য্যন্ত সেইরূপ ধারণাতেই কালাতিপাত করিয়া দেহাবসানের পর একেবারে সুষুপ্তকল্প হইয়া যায়; সুখ-দুঃখ কিছুই জ্ঞান থাকে না। তাহার পরোক্ষ সেই মৃত্যুই তখন শ্রেয়ঃ। যাহারা শূন্যবাদী, আত্মা নাই, এইরূপ নিশ্চয় যাহাদের সুদৃঢ়, তাহাদের বিশুদ্ধ চৈতন্যলাভের সম্ভাবনা নাই; তাহারা শরীরের অবসানে জড়ভাবাপন্ন হইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধতমসে আবৃত অসূর্য্যনামক লোকে অবস্থান করে। যাহারা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী, তাহারা জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণিক-জ্ঞানময় জ্ঞান করে; এই জগৎ অপরের নিকটে যেরূপ সুখ-দুঃখকর, তাহাদের নিকটেও ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে। যাহারা জগৎকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করে, তাহারাও যেমন সুখ-দুঃখ ভোগ করে,—ঐ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীরাও (সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর; প্রতিক্ষণেই সকল বস্তুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে, এইরূপ ধারণা যাহাদের) সেইরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। স্থিরতা বা অস্থিরতা-জ্ঞানে সুখ-দুঃখের তারতম্য কিছুই হয় না। তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মেরা এই পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ ক্ষণিক কি অক্ষণিক তাহার বিচার আদৌ করেন না, তাহা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবেন, তাহারা জানেন, অজ্ঞানাবৃত অনন্ত চৈতন্যই এই পৃথিব্যাদি ভূতরূপে প্রতিভাত হইতেছে। চৈতন্য কিছুতেই ক্ষণিক হইতে পারে না। যাহারা ভ্রান্তযুক্তিবলে চৈতন্যকে ক্ষণিক করিয়া চৈতন্য হইতে পৃথক্ জগতের অঙ্গীকার করে, তাহারা মূর্খ, তাহাদের সহিত আলাপ করিতে নাই। যাঁহারা চৈতন্য হইতে শরীরের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তথাবিধ সাধুগণ সকলের বন্দনীয়। যাহারা বলে, শরীর হইতে চৈতন্য, তাহারা পুরুষাধম, তাহাদের কথায় কাজ নাই। জীবের বীজ চৈতন্য-স্বরূপ, সেই চৈতন্যস্বরূপ বীজসমূহ হিরণ্যগর্ভ আকাশে উড্ডীয়মান মশকাদির ন্যায় ভাণ্ডাদিতে পূর্য্যমাণ জলের বিন্দুনিচয়ের ন্যায় ঊর্দ্ধে অধোদেশে অন্তরালদেশে সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। সৃষ্টিপ্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভরূপী চিদাভাস আপনাকে (বীজ-সমূহরূপী আত্মাকে) বিভিন্ন (ব্যষ্টিভূত) কর্ত্তারূপে জ্ঞান করেন, ক্রমে তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া স্বীয় হৃদয়মধ্যে নিজেই বিভিন্ন কর্ত্তৃ-স্বরূপ অনুভব করিয়া বিকীর্ণ হইয়া সংসাররূপে পরিণত হন। ৩২—৪০। সেই অবধি চৈতন্যরূপী জীব যেরূপ অনুভব করে ঝটিতি তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহা আবালবৃদ্ধ সর্ব্বত্রই অব্যাহত, কুত্রাপি ইহার ব্যভিচার নাই। আকাশে যেমন ধূম, মহাসাগরে যেমন জল, বিচিত্র আবর্ত্তাকারে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, চিদাকাশে এই সংসারও সেইরূপ বিচিত্র গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। স্বপ্নকালে চিদাকাশই যেমন সুপ্তমানবের নিকটে পুরী হয়, সেইরূপ ঐ চিদাকাশই সৃষ্টির আদি হইতে জগৎ হইয়া রহিয়াছে। স্বপ্নকালে নগরাদি নির্ম্মাণের যেমন অন্য কোন সহকারী কারণ নাই, সেইরূপ সৃষ্টিপ্রারম্ভে এই জগৎ পৃথিব্যাদি ভূতের সাহায্য ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হইয়াছে। স্বপ্নদর্শনের সম্পূর্ণ বিকাশ যতক্ষণ না হয় (যতক্ষণ স্বপ্নদর্শন সুস্পষ্ট না হইতে থাকে), ততক্ষণ স্বপ্ননগরের অবয়ব সকল অপরিপুষ্ট থাকে, স্বপ্নদর্শন যখন ভালরূপে হইতে থাকে, তখন যেমন স্বপ্ননগর সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া উঠে, জগৎরূপ স্বপ্ননগরের পদার্থনিচয়ও সেই রূপ ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়াছে। ৪১—৪৫। ফলতঃ নিখিল লোকেই চিদাকাশ, ইহাতে দ্বৈত্য একত্ব কিছুই নাই। আকাশে আবার রঞ্জন-লেপন কি? আকাশে যাহা আছে তাহা আকাশই।

শীতল, অতএব আহ্লাদকারিণী চিদ্রূপিণী চন্দ্রিকা চতুর্দ্দিকে চৈতন্যালোক বিকিরণ করিতেছে, তদীয় চৈতন্যালোকেই এই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। সৃষ্টিপ্রারম্ভ হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত এযাবৎ শূন্যস্বভাব চিদাকাশেই সৃষ্টিদর্শন হইতেছে, ফলতঃ তাহা চিদাকাশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ নহে, ব্রহ্মাকাশই পরিচ্ছিন্ন জগদ্রূপে স্বপ্নের ন্যায় উদিত হইতেছে, অপরিচ্ছিন্নরূপে বিলীন হইয়া অস্তমিতও হইতেছে। শ্রুতি-প্রসিদ্ধ সেই চৈতন্যরূপ সমস্ত যে প্রকার অনুভব করিবেন, ক্ষণকালমধ্যে তাহাই হইবেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, যাহা আছে, তাহা সমস্তই বিশুদ্ধ চৈতন্য, ইহাতে আর কিছুই নাই। পরমপদে প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ হৃদয় শান্ত চৈতন্যরূপী সাধুগণ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এবং চৈতন্য হইতে পৃথক্‌রূপে অসৎ হইলেও চিৎস্বরূপে সর্ব্বদা সৎ হইয়া রহিয়াছেন। সেই সাধুগণ সঙ্গ-দোষবিবর্জ্জিত মানমোহশূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করত নিরাময় হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক লোক-ব্যবহারপরম্পরা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ৪৬—৫১।

শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, "একমাত্র চৈতন্যই পুরুষ, চৈতন্যই এই জগৎ ও পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। উক্ত চৈতন্য হইতে পৃথক্ করিলে আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই চৈতন্যও আর কিছুই নহে, বিশুদ্ধ আকাশই ঐ চৈতন্য. এই দ্রষ্টৃভাবও ঐ চৈতন্যময়, এই জগৎও উক্ত চৈতন্যময়, অতএব ইহাতে হেয় উপাদেয় জ্ঞান কিরূপে হইবে? যে ব্যক্তি বৃহস্পতি-মতাবলম্বী— অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী, তাহার মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই, সুতরাং তাহার মতে আসক্তি বা বিদ্বেষের বিষয়েও ত কিছুই দেখি না; তাহাকেও চৈতন্য ব্যতীত অপর কিছুই সার বলিয়া স্বীকার করা উচিত নহে (১)। হে রাম! এই যে জগৎ-নামক স্বপ্ন, ইহা ত চিদাকাশময়, ইহাতে ইষ্ট-অনিষ্ট অনুরাগ বা দ্বেষের বিষয় কি আছে, তাহা বল. আমি ত দেখিতেছি সবই সমান। চিদাকাশ কল্পনাবশেই আপনাতে ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, এইরূপ জ্ঞান করিতেছেন; আমি কিন্তু নির্ম্মল চিদাকাশে নির্ম্মল চিদাকাশই রহিয়াছে, দেখিতেছি, হেয় উপাদেয় জ্ঞানের বিষয় ত ইহাতে কিছুই নাই। ১—৫। সুর, নর, নাগ, প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভাব-অভাবসকল পদার্থই একমাত্র সংবিৎ; সংবিৎসাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় ভেদদর্শীর নিকটে পৃথক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আমিও ঐ সংবিদাকাশ, আমরা কখনই মৃত হই না; সংবিৎ কি কখন মরিয়া থাকে? সংবিদের সংবেদ্যও কিছুই নাই; সংবিদ্ নিজেই সংবেদ্য হইয়া থাকেন। হে বিশালাক্ষ! এই জগতে সংবিদ্ (জ্ঞান) হইতে পৃথক্ দ্বিত্ব একত্ব কোথায় আছে? বিচার করিয়া দেখ, কোথাও পাইবে না। উক্ত সংবিদ্ব্যতীত আর নিত্য বস্তু কি আছে বল দেখি; আর বল দেখি, সেই সংবিৎ যদি মৃত হয়, তাহা হইলে অদ্য আমরা জীবিত আছি কিরূপে? সৌগত, লোকায়তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়গণ উক্ত সংবিদাকাশ ছাড়িয়া আর কি স্বীকার করিয়া থাকে? তাহা বল, (ফলে তাহাদিগকেও সংবিদাকাশ স্বীকার করিতেই হইবে)। এই সংবিদাকাশকেই কেহ ব্রহ্ম বলে, কেহ জ্ঞান বলে, কেহ শূন্য বলে, কেহ গুড়তণ্ডুলসংযোগে মত্ততাশক্তির ন্যায় পদার্থের শক্তি বলে, কেহ পুরুষ বলে, কেহ চিদাকাশ বলে, কেহ শিব আত্মা বলে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উহা ভিন্ন ভিন্নরূপে উক্ত হইলেও চিন্মাত্রই থাকে, কখনই তাহার অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না। সেই চিৎ নিজে আপনাকে একবারেই জানিতেছেন। ৬—১৩। আমার অঙ্গসকল বিচূর্ণিতই হইয়া যাউক, অথবা সুমেরুর ন্যায় দৃঢ় হইয়া থাকুক, যাহাই হউক, আমার তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই; আমি চিদাকাশ শরীর। পিতামহ প্রভৃতি সকলেই মরিয়াছেন, কিন্তু চিৎ মরেন নাই; যদি মরিতেন তাহা হইলে, আমাদেরও চিৎ মরিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমাদেরও আর জন্ম হইত না। চিদাকাশ অক্ষয়, তিনি মরেনও না, জন্মও গ্রহণ করেন না। আকাশের ক্ষয়ই বা কি হইবে বল? জগদ্রূপে প্রকাশিত ঐ চিৎ অবিনাশী, তাঁহার উদয়াস্ত কিছুই নাই, তিনি আপনাতেই কেবলরূপে অবস্থান করিতেছেন চিদাকাশরূপ স্ফটিকাচল আপনাতে জগদ্ভার ধারণ করিয়া, আবার আপনিই তাহাকে দগ্ধ করিতেছেন, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, অবধি নাই, তিনি স্বচ্ছভাবে আপনাতেই অবস্থিতি করিতেছেন। ১৪—১৮। রাত্রিকালে অন্ধকারে যেমন, মেঘমণ্ডলের ন্যায় একটা জগতের আবরণ প্রতিভাত হইতে থাকে, প্রভাত হইলে সেই অন্ধকারকৃত আবরণ যেমন দেখিতে দেখিতেই নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ এই বিশ্বও আত্মাতে উদিত হইয়া আবার দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যায়। সমুদ্র যেমন নিজেই আবর্ত্ত-তরঙ্গাদি ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ পুরুষও চিন্মাত্র আকাশের ন্যায়, তাহারও কখনই নাশ নাই। অতএব নষ্ট হইলাম বলিয়া শোক করা বিফল। তবে দেহের পরিবর্ত্তন আছে, সে দেহ-পরিবর্ত্তন ত সুখের কথা, সে ত মহোৎসব, কেননা জীর্ণদেহ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন দেহ পাওয়া যাইতেছে। হে মূঢ়গণ! মৃত্যু ত তোমাদের আনন্দের বিষয়, তাহার জন্য শোক কর কেন? আর মরিয়া যদি আর না জন্মিতে হয়, তাহাও ত মহা অভ্যুদয়, তাহাতে বিষাদের কোনই কারণ নাই, ভাব-অভাবনিবন্ধন যে একটা পীড়া, তাহা আর থাকে না। অতএব সুখ দুঃখ যখন কিছুতেই নাই, তখন জীবন ও মরণ একই কথা। ফলতঃ তাহাও নাই, কেবল চিদাকাশই এইরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। ১৯—২৪। মৃত ব্যক্তির যদি দেহ লাভ হয় তবে তাহা ত একটা নূতন উৎসব বলিতে হইবে। কারণ, মৃত্যু-শব্দে ত দেহ-নাশকেই বলা হইয়াছে, সে মরণ ত পরম সুখ। অত্যন্ত নাশই যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আরও ভাল, কারণ, তাহাতে সংসাররূপ রোগ একেবারে আরোগ্য হইয়া যায়। আর যদি নূতন দেহ লাভ হয়, তাহা হইলে তাহা ত একটা মহোৎসব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং মৃত্যুতে ভয়ের কারণ নাই; তবে

(১) রাজপুত্র ও অসুরদিগের মোহ-উৎপাদনার্থ বৃহস্পতি বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে।

যদি কুকর্ম্মকারীরা মৃত্যুর পরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে" এই ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে ভয় ত তোমাদের ইহলোকেও আছে? কেবল মৃত্যুর পরে কেন? ইহলোকেও যাহারা কুকর্ম্ম করে, রাজা তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন, সে ভয় যদি থাকে, তাহা হইলে কুকর্ম্ম করিও না। উভয় লোকেরই মঙ্গল হইবে। মরিব মরিব নিশ্চয়ই মরিব, এইরূপ বলিয়া বেড়াইতেছ, কৈ জন্মগ্রহণ করিব জন্মগ্রহণ করিব, (মৃত্যুর পরে নূতন দেহ ধারণ করিব) ইহা বলিতেছ না, ইহা দেখিতেছ না, মৃত্যুর পরে আবার নূতন হইবে ইহাও ত দেখা উচিত, তাহাতেও আনন্দের বিষয় আছে। ২৫—২৮। বস্তুতঃ জন্মমৃত্যু কোথায়? জন্মমৃত্যুর আধারই বা কোথায়? সর্ব্বত্রই ত চিদাকাশ, আকাশ আকাশই রহিয়াছে। 'হে রাম। তুমি ঐ চিদাকাশরূপী, অতএব এই সংসারের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া পানাহার-শয়ন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ কর। সাধু ব্যক্তি সর্ব্বদা দেশ-কাল-নিয়মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য পবিত্র নিত্যকর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া থাকেন। উপস্থিত পবিত্র ভোগ্যবস্তু নির্ভয়ে ভোগ করিয়া থাকেন। দেশকালবশে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত দুর্ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়, অবজ্ঞা সহকারে সে সকলের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করেন। মৃত্যুতেও দুঃখবোধ করেন না, মরণেও সুখবোধ করেন না সুখের বাসনা বা দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ কিছুই করেন না, সর্ব্বদা বাসনাশূন্য হইয়া অবস্থান করেন। তত্ত্বজ্ঞানী সাধু ব্যক্তি জন্মমৃত্যুরূপ জীর্ণতৃণকে তুচ্ছরূপে গণ্য করত ইচ্ছাবিবর্জ্জিত বাসনানির্ম্মুক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ হইলেও অন্ধের ন্যায় নির্ভয়ে ও অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ২৯—৩৭।

একাধিকসততম সর্গ। ১০১।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্রহ্মন্! অনাদি অনন্ত পরম বস্তু পরিজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানী পুরুষপ্রবর কিরূপ হইয়া থাকেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"জ্ঞাতজ্ঞেয় পুরুষ-প্রবর কিরূপ হইয়া থাকেন, যাবজ্জীবন কিরূপ আচারে থাকেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তাদৃশ জ্ঞানী নির্জ্জন বনমধ্যে অবস্থান করিয়াও জনপূর্ণ সুরম্যভবনে রহিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, বনে থাকিয়া তিনি পাষাণকে মিত্র জ্ঞান করেন। বন-বৃক্ষকে বন্ধু জ্ঞান করেন, অরণ্যবাসী মৃগশাবকগণকে স্বজন বলিয়া জ্ঞান করেন। শূন্যস্থান তাঁহার নিকট জনাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, বিপদ্ অতিসম্পদ্ বলিয়া বোধ হয়, বধবন্ধনাদি বিপদ্ উপস্থিত হইলে, তিনি মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। ফলতঃ তিনি মহারাজ্যে থাকিয়াও যেরূপ, মহারণ্যে থাকিলেও সেইরূপ, কিছুতেই তাঁহার ভাবান্তর নাই। তাঁহার অসমাধিও মহাসমাধি, দুঃখই মহাসুখ, ব্যবহারদশায় থাকাই মৌনাবলম্বন, তাঁহার কর্ম্মও নিষ্কর্ম্মতা। ১—৫। তিনি জাগ্রৎ হইয়াই সুষুপ্তিস্থ, জীবিত থাকিয়াই মৃতোপম, তিনি সমুদয় লোকব্যবহার সম্পাদন করিলেও (বাস্তবপক্ষে) কিছুই করেন না। তিনি রসিক হইলেও অরসিক, বন্ধুবৎসল হইলেও স্নেহশূন্য, অতিশয় দয়ালু হইলেও নির্দ্দয়, তৃষ্ণাতুর হইলেও বিতৃষ্ণ। সকলে তাঁহার সাধুব্যবহার দেখিয়া প্রশংসা করিতেছে, কিন্তু তিনি মনে করিতেছেন, আমি কিছুই করিতেছি না, নিশ্চেষ্ট হইয়া আছি। তিনি শোকভয়-ক্লেশশূন্য হইলেও (অজ্ঞদিগের দুঃখে অনুশোচনা করায়) শোকাতুর বলিয়া লক্ষিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ ভয় করে না, তিনিও কাহাকে দেখিয়া ভয় করেন না। কিন্তু তিনি সংসারের রস আস্বাদন করিয়াও (সংসারকে) বড়ই ভয় করেন। তিনি প্রাপ্তবিষয়ের অভিনন্দন করেন না, অপ্রাপ্ত বিষয়ের বাঞ্ছাও করেন না, কেবল অনুভূয়মান (যথাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান বিষয়ে), হর্ষ-বিষাদশূন্য হইয়া অবস্থান করেন। ৫—১০। তিনি সুখ-দুঃখের নিকট অপরাজিত থাকিয়া, (অর্থাৎ সুখদুঃখ সমভাবে সহ্য করিয়া) দুঃখীর দুঃখে দুঃখী, সুখীর সুখে সুখী হইয়া, সকল অবস্থাতেই একভাবে কালাতিপাত করেন। তিনি পুণ্যকর্ম্ম ব্যতীত আর কোন কর্ম্ম করিতে ভাল বাসেন না, কারণ অশাস্ত্রীয় (পাপ) কর্ম্ম হইতে বিরত থাকাই মহত্তের স্বভাব। তিনি কুত্রাপি রসিকতা অবলম্বন করেন না, কোথাও অরসিকতাও করেন না। উপযাচক হইয়া কোন কার্য্য করিতে যান না, তিনি বীতরাগ হইয়াও সরাগ—অর্থাৎ আসক্তভাব দেখাইয়া থাকেন। তিনি সাংসারিক সুখে ও দুঃখে অস্পৃষ্ট থাকিয়া, কেবল শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করিয়া থাকেন। তাহাতেও হর্ষ বা বিষাদভাব কিছুই প্রকাশ করেন না। তিনি কখন কখন সংসারনাটকের অভিনয় প্রদর্শনব্যপদেশে দুঃখিত বা সুখিত লক্ষিত হন বটে, কিন্তু তাহা আন্তরিক নহে, সাধ করিয়া সংসারীর অনুকরণ করেন মাত্র, ফলে তিনি একই স্বভাবে অবস্থিত। ১১—১৫। তত্ত্বদর্শীরা, মিথ্যা পুত্র-পরিবারাদি ও অন্যান্য তাঁহার ব্যবহ্রিয়মাণ দ্রব্যাদি সমুদয় জলবুদ্বুদের ন্যায় (ক্ষণ-স্থায়ী) জ্ঞান করিয়া, সে সকলের প্রতি স্নেহ বা আসক্তি কিছুই দেখান না। তত্ত্ববিৎ এইরূপে (প্রকৃতপক্ষে) অন্তরের স্নেহশূন্য হইলেও, বাহিরে গাঢ় স্নেহে আর্দ্রহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় বাৎসল্য-ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন। যাহারা অজ্ঞ, তাহারা আত্মার দৈহিক সত্তা স্বীকার করা রূপ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া (কামাদিসন্তাপ নিবা-রণার্থ) একেবারে বিষয়ের অভ্যন্তরে অবগাহন করে। কিন্তু উত্তপ্ত বৈতরণী নদীর প্রবাহমধ্যস্থ নারকিগণ যেমন জলের উপরে উন্মুখবদন হইয়া কিঞ্চিৎ বায়ুস্পর্শ করে, সেইরূপ তাহারাও বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র অংশ বৃথা স্পর্শ করিয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপে বিষয়ভোগ করিয়া বিশ্রান্তিলাভ তাহাদের ভাগ্যে একেবারেই ঘটে না। তত্ত্বজ্ঞানী বাহিরে সকল ব্যবহার সম্পাদন করিলেও অন্তরে সর্ব্বদা শীতলভাব ধারণ করায়, অন্তরে সর্ব্বদা বাহ্যবস্তুর প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়াও বাহিরে আসক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন। রাম কহিলেন, "হে মুনিনায়ক। আপনি যে তত্ত্ববিদের লক্ষণ বলিলেন,—ইহা কি যথার্থ না, দাম্ভিকাদির কল্পিত অসত্য, ইহার নিরূপণ করিবার উপায় কি? কারণ অজ্ঞ দাম্ভিকও আপনাতে এরূপভাব (ভবৎকথিত জীবন্মুক্ত লক্ষণ), বাহ্যক্রিয়া দ্বারা দেখাইতে পারে। ১৬—২০। হে মুনে! এমন দেখাও গিয়াছে যে, ভণ্ডেরা আপনাকে একটা তপস্বিরূপে খাড়া করিবার জন্য অবিশুদ্ধচিত্ত না হইলেও, অন্যের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর ভাব দেখায়।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে রাম! আমি তোমার নিকট তত্ত্বজ্ঞানীর যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলাম, ইহা যথার্থই হউক, আর কল্পিত (ভণ্ডামিকৃত) হউক, এইরূপ-ভাবই যে সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ভণ্ডামি করিয়া

এরূপভাব প্রদর্শন করাও ভাল, কেননা হয় ত, ক্রমে তাহা অভ্যাস দ্বারা স্বভাবে দাঁড়াইতে পারে, ফলে আমি তোমাকে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলাম, উহা তত্ত্ববিদ্দিগের স্বভাব-অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া যাহা ঠিক্ হয়, তাহাই বলিয়াছি (ভণ্ডামির কথা বলি নাই)। তত্ত্বজ্ঞানীরা সংসারে আসক্তিশূন্য, এজন্য ক্রিয়াফলেও আগ্রহশূন্য হইলেও (স্থানে স্থানে যথাপ্রাপ্ত, ব্যবহারের অনুরোধে সংসারাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় লক্ষিত হন। তাঁহারা স্বভাবতঃই দয়ার্দ্রহৃদয়, তাঁহারা সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতায় হাস্যশূন্য হইলেও, অজ্ঞজনের ব্যবহারে হাস্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা চিত্তরূপ দর্পণে প্রতিফলিত সমুদয় দৃশ্যবস্তুই স্বপ্নে হস্তগত সুবর্ণের ন্যায়, মিথ্যা কল্পনার দৃষ্ট, সুরম্য অট্টালিকার ন্যায় অসৎ বলিয়া জ্ঞান করেন। যেমন চন্দনতরুর সৌরভ লোকে দূর হইতেই আঘ্রাণ দ্বারা জানিতে পারে, সেইরূপ ইঁহাদের অন্তঃশীলতা দূর হইতে দেখিলেই অনুমান করা যায়। যাঁহারা জ্ঞাত, জ্ঞেয়, পবিত্রাশয়, তাদৃশ তত্ত্ববিদ্গণ ত তাঁহাদের দেখিবামাত্র জানিতে পারিবেই, যেমন সর্পের পদ, সর্পেই জানে। (সাপের পা অন্যে দেখিতে পায় না, কিন্তু সাপে দেখিতে পায়)। ২১—২৬। দাম্ভিকেরা আপনার তাদৃশ ভাব লোকের কাছে দেখাইয়া বেড়ায়, কিন্তু প্রকৃততত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মারা তাহা করেন না, তাঁহারা তাহা গোপন করিয়া রাখেন (তাঁহারা নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না), যে দ্রব্য গ্রামের সাধারণ লোকের ক্রয় করিবার সাধ্য নাই, সেই অমূল্য চিন্তামণি কি কখন দোকানদারেরা দোকানে সাজাইয়া রাখে? তত্ত্বজ্ঞানীদিগের আপন গুণ গোপন করিয়া রাখার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা দাম্ভিকের মত অপরের নিকট খ্যাতিমান প্রভৃতির আশা রাখেন না, তাহার কারণ তাঁহাদের বিষয়বাসনা নাই। রাম! তাঁহারা অপরের অবজ্ঞা, অপূজা ও নিজের দারিদ্র্যদশায় যেমন সুখী হন, মহাসম্পত্তি লাভ বা লোকের নিকট মহাসম্মানাদিতেও তেমন সুখী হন না। তাঁহাদিগের স্বানুভবরূপ যে জ্ঞাতজ্ঞেয়তা তাহা অপরকে দেখাইতে চান না, এমন কি তত্ত্ববিৎ নিজেও তাহা দেখিতে পান না। অপরে আমার গুণ জানুক, আমার পূজা করুক, এরূপ ইচ্ছা অহঙ্কারীদিগেরই হইয়া থাকে, মুক্তচেতা যোগীদিগের নহে। হে রাঘব! আকাশগমনাদি ফলসাধন (খেচরী প্রভৃতি সিদ্ধি) মন্ত্রৌষধিবলে অজ্ঞলোকেও করিতে পারে। কি প্রবুদ্ধ, কি অজ্ঞ, যে যেরূপ আয়াস করিতে পারে, সে অবশ্যই সেইরূপ ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে। চন্দনের সৌরভ যেমন চন্দনকাষ্ঠের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ, সেইরূপ স্পন্দনের অর্থাৎ বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল সকলেরই হৃদয়ে (অপূর্ব্বরূপে) বিদ্যমান থাকে; কালে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দৃশ্যবস্তুতে যাহার অহম্ভাব, বাসনা, দ্বৈতভাব এবং বাস্তববুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই আকাশ-গমনাদি ক্রিয়াফল সাধন করিতে পারে। ২৭—৩৫। যিনি জানেন এসকল কিছুই নয়, ভ্রান্তি বা শূন্য, সেই বাসনাশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী কিরূপে ক্রিয়াফল সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি কোন কার্য্য করা বা না করা—কিছুতেই প্রয়োজন দেখেন না। তিনি নিখিল ভূতের কোন ভূতের সহিতই সম্পর্ক রাখেন না। তত্ত্বজ্ঞানীর উদার মন যাহাতে লুব্ধ হয়, এমন কোন বস্তু, কি পৃথিবী, কি স্বর্গ, কি দেবগণের নিকটে কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহার নিকটে এই সমগ্র জগৎই তৃণ বা ধূলিস্বরূপ (হেয়); তাঁহার নিকটে কোন্ বস্তু আদরের হইবে? যিনি জগতের সকল কার্য্য (লৌকিক ক্রিয়া সকল) নির্ব্বাহ করিয়াছেন, সেই পরিপূর্ণমনা মুনি যথাস্থিতভাবেই অবস্থান করেন, যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মেরই যথাযথ অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা শীতল, মন সত্ত্বভাবাপন্ন, আকার পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় পূর্ণভাবাপন্ন, আশয় গভীর—অথচ প্রকট। তিনি সর্ব্বদাই মৌনী থাকেন। ৩৮—৪১। অমৃতপূর্ণ হ্রদের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, তিনি সর্ব্বদাই আপনাতে আনন্দ ধারণ করেন এবং অন্যেরও আনন্দ উৎপাদন করেন। কারণ জ্ঞানীলোকে যেরূপ অপরের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে, পারিজাতমঞ্জরী নির্ম্মিত রমণীর দেবতাদিগের কুঞ্জকাননেও তত সুখ হইতে পারে না। বিবেকী তত্ত্বজ্ঞানী (সারাংশগ্রহণে) নিদাঘের চন্দ্রমণ্ডল, সৌরভশালী কুসুমকাননের বসন্ত, তিনিই রাগাদি দ্বারা অকৃত বা অদূষিত উদার আশয়কেই সাররূপে গ্রহণ করেন। এই ইন্দ্রজালময় অসত্য বিশ্ব, ইহা ভ্রান্তিমাত্র, এইরূপ দৃঢ়ধারণা হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয় হইতে বিশ্ব-বিষয়ক-সঙ্কল্প দিন দিন অপসৃত হইতে থাকে। ৪২—৪৫। তত্ত্বজ্ঞানী অবজ্ঞাসহকারে দেখেন বলিয়া, তাঁহার নিকট নিজ দেহগত শীতাতপাদি ক্লেশ অপরের শরীরস্থ বলিয়া বোধ করেন, অর্থাৎ নিজে কিছুই তাহা অনুভব করিতে পান না। সংসারবিষয়ে বিরক্ত তত্ত্ববিৎ করুণ উদার লতাবৃত্তিতে (লতা যেমন এক মাত্র বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই বৃক্ষ হইতে যে জল পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, সেইরূপ) জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় যথাপ্রাপ্ত ব্যবহার সম্পন্ন করিলেও চরাচর নিখিল ভূতের উপরে অবস্থিত। তিনি বুদ্ধিরূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার পক্ষে অনুশোচনার বিষয় কিছুই নাই, তিনিই কেবল লোকের জন্য অনুশোচনা করেন শৈলস্থ ব্যক্তি ভূতলস্থ ব্যক্তিবর্গকে যেরূপ দর্শন করে, তিনিও সকল লোককে সেইরূপ (আপন অপেক্ষা অনেক অধোবর্ত্তী) দেখিয়া থাকেন। তিনি সংসারভ্রমরূপ সাগরের পরপারে উপস্থিত হইয়া তরঙ্গাঘাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, পরম বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন। ৪৬—৫০। তিনি শান্ত-মনে জগতের পূর্ব্বগুণ (অজ্ঞদশায় যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা) অবস্থা সন্দর্শন করিয়া উপহাস করেন। তিনি ভ্রমান্ধ জনবর্গকেও অন্তরে উপহাস করিয়া থাকেন। তিনি দিগ্‌ভ্রমের সঙ্গে উপমিত অসতী এই সংসারদৃষ্টি পূর্ব্বে আমাকে মোহিত করিয়াছিল, এই ভাবিয়া অন্তরে বিস্ময়াপন্ন হন। "অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য এক্ষণে আমার নিকটে তৃণোপম" এইরূপ জ্ঞান করিয়া বাহ্য ঐশ্বর্য্যের প্রতি উপহাস করিলেও উপশান্তবৃত্তি বলিয়া অন্তরে কিছুমাত্র গর্ব্বভাব ধারণ করেন না। ইঁহাদের অবস্থিতির একটা নিয়ম নাই। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপভাবেই কালযাপন করেন। কেহ ভিক্ষুকের বেশে, কেহ নির্জ্জন তপস্বীর বেশে, কেহ মৌনব্রতধারী হইয়া, কেহ ধ্যান-পরায়ণ হইয়া, কেহ পণ্ডিতের বেশে, কেহ শ্রুতিস্মৃতির শ্রোতারূপে, কেহ রাজবেশে, কেহ ব্রাহ্মণবেশে, কেহ অজ্ঞবেশে, অবস্থান করেন, কেহ বা গুটিকাদি সিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় আকাশগামী হইয়া, কেহ বা শিল্পকলানিপুণ হইয়া, কেহ পামর বেশে, কেহ বা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেশে অবস্থান করেন, কেহ বা আচারভ্রষ্ট হইয়া যথেচ্ছাচরণ করিয়া থাকেন।

কেহ বা উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, কেহ বা পরিব্রাজকের বেশে বিচরণ করেন। ৫১—৫৫। পুরুষ, শরীরাদিও নহেন, ও চিত্তাদি কোন পদার্থই নহেন, তিনি চৈতন্যরূপী, কদাপি তাহার নাশ নাই। তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য পদার্থ, তিনি সর্ব্বগত স্থাণুর ন্যায়, অচল সনাতন বস্তু। যে ব্যক্তি এইরূপ বোধে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যেখানে যেরূপভাবে ইচ্ছা, সেইরূপ ভাবে থাকিতে পারেন, তাঁহার অবস্থিতির কোন নিয়মই নাই। তিনি পাতালে প্রবেশ করুন, আকাশ লঙ্ঘন করিয়া গমন করুন, দিগ্‌গুলে ভ্রমণ করুন অথবা শিলা-সংপিষ্ট হউন না কেন, কিছুতেই তাঁহার অন্যথা ভাব নাই, তিনি অজর চৈতন্যরূপী, কুত্রাপি তাঁহার বিনাশ নাই। তিনি আকাশ-কে.যের ন্যায় শান্ত শিব অজ নিত্যবস্তু। ৫৬—৬০।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"ঐ যে চৈতন্যরূপী পুরুষের কথা বলিলাম" উনি প্রত্যগাত্মার প্রকাশরূপ বিষয়ের প্রকাশরূপে সকলেতেই ভাসমান হইতেছেন। উক্ত অনাদি অনন্ত চিত্তি কিরূপে নাশ হইতে পারে? আমি ঐ চিন্মাত্রকেই পুরুষশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছি, উক্ত পুরুষের কদাপি বিনাশ নাই। যদি বল তাঁহার বিনাশ আছে, তাহা হইলে আর জন্ম (সৃষ্টি) হইতে পারে না, (সৃষ্টির একজন ত সাক্ষী চাই)? যদি বল একটী চৈতন্যের জন্ম হয়, তাহার পরে সৃষ্টি হয়, তাহাও বলিতে পার না। কেননা চিৎ একটী ব্যতীত দ্বিতীয় চিৎ আর নাই, চিত্তির ভিন্নতা কেহই স্বীকার করে না, চিতিজ্ঞান বা অনুভব পদার্থ সকলেরই এক। হিম শীতল, অগ্নি উষ্ণ, জল মধুর, ইহা সকলেই স্বীকার করে, তেমনি বিশুদ্ধ চিন্মাত্রের একতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে। ইহার আবার ভিন্নতা কি প্রকার? যদি শরীরের নাশে চিন্মাত্রেরও নাশ হইয়া যায়, এই বল (১) তাহা হইলে ত আনন্দের বিষয়, সংসার-ক্ষয়রূপ যে মরণ, তাহাতে দুঃখের বিষয় কি? ফলতঃ শরীরের নাশে চিদাকাশের নাশ হয় না, কেননা শরীর নষ্ট হইয়া গেলে শরীরাধিষ্ঠাতার পিশাচভাবপ্রাপ্তি তদীয় বন্ধু অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১—৫। শরীর নাশে চিত্তির নাশ, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক কথা। কারণ, মৃত্যুর পরে শরীর যতক্ষণ অখণ্ড থাকে, ততক্ষণ শব স্পন্দিত হয় না কেন? তবেই বল, চৈতন্য থাকে না বলিয়াই স্পন্দিত হয় না, যদি বল, পিশাচ দর্শন ধর্ম্মই নিকৃষ্ট জীবের, তাহাতে বলি, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নিকৃষ্ট জীব সর্ব্বদাই পিশাচ দেখে না কেন? বন্ধুর মৃত্যুর পরে দেখে কেন। যদি বল, জীবধর্ম্মমাত্রই যে পিশাচ দর্শন করা, তাহা নহে, বন্ধুমরণ জ্ঞানবিশিষ্ট যে জীব, তাহারই পিশাচ দর্শন হয়, তাহাও বলিতে পার না। কেন না, দেশান্তরে বন্ধু মরিয়াছে, এ কথা যদি কেহ মিথ্যা করিয়া বলে, সে স্থলেও তাহার বন্ধুর মরণজ্ঞান হইয়াছে, সে স্থলেও ত পিশাচ দর্শন হইতে পারে, তাহা হয় না কেন? অতএব এই চৈতন্য সর্ব্বময়; এই চিৎ বস্তুকৃত পরিচ্ছিন্ন-ভাবে নিয়ন্ত্রিত নহে,—ফলতঃ তিনি (চৈতন্য) যথায় যে যে বস্তু জ্ঞান করেন, তাহাতে আত্মাকেই সেই সেই বস্তুস্বরূপে জ্ঞান করেন, (নতুবা জ্ঞেয় বস্তু পৃথক্ নহে)। ৭—১০। অবাধিত একাকারে ঘনীভূত চিৎ (সঙ্কল্পবশে) যে প্রকার হইয়া পড়েন, অনুভবও ঠিক তত্তৎপ্রকারে হইয়া থাকে। তাঁহার স্বভাবই সৃষ্টি বিষয়ে কারণ, তদ্ভিন্ন আর কোনই কারণ দেখা যায় না। যদি বল, তদ্ভিন্ন অন্য কারণ আছে, তাহা হইলে বল, সে কারণ কি? ও কি প্রকার কি রূপেই বা হইল? ফলতঃ এই জগদাকার বিকল্প কল্পনা, ইহার সৃষ্টির পূর্ব্বে উৎপন্ন বা বিদ্যমান ছিল না, কেবল চিদাকাশই এতদাকারে আভাসমান হইতেছে। কথিত এই দৃশ্য আকারে যাহা বদ্ধ হইতেছে, তাহা চৈতন্যেরই বিবর্ত্ত, বস্তুতঃ "দৃশ্য" ইত্যাকার বোধ না থাকিলে দৃশ্যভাবও থাকিতে পারে না।—অর্থাৎ চিদাকাশ নিজ চমৎকার চাতুরীকেই দৃশ্যইত্যাকার জাগ্রৎ স্বপ্নবোধে বোধ করিয়া থাকে সুষুপ্তিকালে সে বোধ (দৃশ্য বোধ) থাকে না বলিয়া, উক্ত দৃশ্য তৎকালে বুদ্ধ হয় না। ১১—১৫। অতএব উক্ত বোধ ও অবোধ ইহা চিদাকাশেরই স্বরূপ, চিদাকাশরূপে তাহা একই, এ বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল কথায়। অতএব দৃশ্যভাব নাই। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের (তত্ত্বজ্ঞানের আগে) যে দৃশ্যভাব, তাহা আর কিছুই নহে, তাহা অবিচারণা, ইহাই জানিও। সেই অবিচারণা তাঁহাদের এক্ষণে বিচারবলে বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব কোথায় তাহা দৃশ্য হইবে। এই আত্মজ্ঞান-বিচার-বিষয়ে বুদ্ধির যে চেষ্টা, সেই চেষ্টাতেই আত্মজ্ঞানের পরম অভ্যাস হয়, সেই অভ্যাসবলেই উভয়-লোকের সিদ্ধি হইয়া থাকে। হে সাধো! তোমাদের অবিদ্যার উপশম হইয়া গেলেও অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহা দৃঢ়রূপে সিদ্ধ (জীবন্মুক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত) হইতে পারিবে না। শমদমাদি সাধনসম্পন্ন পুরুষ আলস্যাদি উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন প্রতিক্ষণে উভয় লোকহিতকর এই অধ্যাত্মশাস্ত্র বিচার করুক। ১৬—২০। বহুসৌভাগ্যশালী তোমরা যদি মিলিয়া মিশিয়া আত্মজ্ঞান বিচার অভ্যাস না করিতে পার, তাহা হইলে এই আত্মজ্ঞান বিজ্ঞাত হইলেও অবিজ্ঞাত হইয়া যায়। যে, যে বিষয়ের প্রার্থনা করে এবং তাহার নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, সে অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হয়, নতুবা পরিশ্রান্ত হইয়া (না পাইলে) নিবৃত্ত হয়। অতএব তোমরা অসৎ-শাস্ত্রের চর্চ্চা হইতে বিরত হও, সৎশাস্ত্রের চর্চ্চা কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংগ্রাম হইতে জয়লক্ষীর ন্যায় শান্তি প্রাপ্ত হইবে। এই মনো-রূপিণী নদী বিবেক ও অবিবেক দুই দিকেই বহিতেছে, যত্নপূর্ব্বক যে দিকে বহন নিয়মিত করিয়া দেওয়া হইবে, সেই দিকেই স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। এই যে অধ্যাত্ম শাস্ত্র যাহা বলি-

---

(১) তাৎপর্য্য,—চার্ব্বাক বৈশেষিকাদির মতে সুখদুঃখের অনুভবরূপ বিশেষজ্ঞান ব্যতীত, আর স্বতন্ত্র চিন্মাত্র বা চিৎসামান্য স্বীকার করে না। তাহাদের মতে ঐ বিশেষ জ্ঞানের প্রতি অব চ্ছেদকতা সম্বন্ধে শরীর কারণ, সুতরাং তাহারা জ্ঞানের কারণীভূত শরীর নাশে আর জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেনা, সেইমত স্বীকার করিলেও মৃত্যুতে দুঃখের কারণ নাই; বরং আনন্দেরই বিষয়; কারণ সুখদুঃখজ্ঞানকেই আমরা সংসার বলি; সে সুখ-দুঃখ-জ্ঞান যদি মৃত্যুতেই লয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেত সহজেই মুক্তি, ইহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি?

তেছি, ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর আর কিছুই হয় নাই, হইবেও না। অতএব পরম বোধ লাভ করিবার জন্য এই শাস্ত্রেরই বিচার কর। ২১—২৫। নিজে বিচার করিয়া দেখিলেই সংসারমার্গের পরিশ্রমনাশী পরম বোধ অনুভব করিয়া দেখা যায়, নতুবা বর বা শাপের ন্যায় এ বোধ সহসা উৎপন্ন হয় না। তোমার পিতা, মাতা বা তোমার যে পুণ্য কর্ম্ম, তোমাদের যে কল্যাণ-সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা সাধিত হইতে পারে। হে সাধো! সংসারবন্ধনময়ী এই দীর্ঘ বিসূচিকা, ইহা বড় বিষম, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে ইহা কোনরূপেই শান্ত হয় না। "আমি" ইত্যাকার মহামোহময়ী মিথ্যা মায়া হইতে যে দারুণ শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়, শাস্ত্রার্থ-ভাবনা দ্বারা (শাস্ত্রে যাহা বলে তাহা করিয়া) সে শোচনীয় দশা হইতে সত্বর মুক্ত হও। হে সাধুগণ! ক্ষুধিত সর্প যেমন নীরস বায়ু ভক্ষণ করে, সেইরূপ তোমরা আপাতমধুর শূন্য বিষয় সকল আস্বাদন করিয়া আকাশরূপিণী সংসার-মায়ায় আবদ্ধ হইও না। ২৬—৩০। কি কষ্ট! এই দিন সকল তোমাদের অজ্ঞাতসারেই চলিয়া যাইতেছে, অতএব এক্ষণ হইতে যতদিন মৃত্যু না হয়, ততদিন শুভকর্ম্মে থাকিয়া তাহার প্রতীক্ষা কর। হে সংসারভীরু সাধুগণ! ততদিন শাস্ত্রালোচনাদি উপায়ে আশ্বস্ত হইবার সুবিধা আছে মৃত্যুকাল আসিয়া পড়িলে আর কিছুই করিতে পারিবে না। মৃত্যু আসিয়া পড়িলে কষ্টের অবশেষে পড়িবে, তখন তোমাকে নিজ অঙ্গকর্ত্তনক্লেশ গাত্রে চন্দনলেপন-বৎ অনায়াসে সহ্য করিতে হইবে। গাঢ় ভ্রমান্ধ মূর্খ লোকেরা প্রাণ দিয়াও ধন-মানাদি ক্রয় করিতে যায় (যুদ্ধাদিস্থলে), তাহারা (নিতান্ত মূঢ়ভাবশতঃই) শাস্ত্রোক্ত বিবেক-বৈরাগ্যাদির অভ্যাসে তত্ত্ববোধবতী পবিত্র বুদ্ধি দ্বারা (অনায়াসলভ্য) অদ্রব্য পদক্রয় করে না। যাহারা চেষ্টা করিলে চিদাকাশে পদক্ষেপ করিতে পারে, তাহারা কি জন্য নিজ মস্তকোপরি অজ্ঞানশত্রুর পদক্ষেপ সহ্য করে। ৩১—৩৫। হে জনগণ! তোমরা মান, মোহ পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় বিবেক অবলম্বনপূর্ব্বক মুক্তিমার্গের পথিক হও, অধমা সংসারগতি প্রাপ্ত হইও না। বিবেকবলে স্বাত্মবোধ লাভ করিতে পারিলেই সমস্ত বিপদের সমূলে বিনাশ সাধিত হয়। এই দেখ, আমি তোমাদের জন্যই রাত্রিদিন বকিয়া মরিতেছি একবার দয়া করিয়া আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া দেহাদি পরিচ্ছন্ন আত্মভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হও। যে মূঢ় এখনি মৃত্যুরূপ আপদের চিকিৎসা করিতে পারিল না, সে মৃত্যু উপস্থিত হইলে কি করিবে, তিলের দ্বারাও যেমন তৈলার্থী লোকের অভিলষিত বিষয় পূরণ হয়, সেইরূপ, এই গ্রন্থের দ্বারা আত্মজ্ঞানার্থীর অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে, এই গ্রন্থ অপেক্ষা (যোগবাশিষ্ঠ) আত্মজ্ঞানের উপযোগী গ্রন্থ আর নাই। প্রদীপ যেমন, বস্তু প্রকাশ করিয়া দেয়, সেইরূপ এই শাস্ত্র আত্মজ্ঞান বিকাশ করিয়া দেয়। এই শাস্ত্র, পিতার ন্যায় লোককে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করে, কান্তার ন্যায় মনোরঞ্জন করিতে পারে। ৩৬—৪০। আত্মরূপ জ্ঞান নিত্য প্রাপ্ত হইলেও মোহ বশতঃ আচ্ছন্ন, অতএব অপ্রাপ্ত থাকাতে শাস্ত্রান্তরের সহায্যে পাওয়া যাইতেছে না, এই গ্রন্থের সাহায্যে সেই দুর্ব্বোধ জ্ঞান অনায়াসে লব্ধ হয়। তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী যত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই গ্রন্থের সাহায্যে সহজে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, অথচ ইহা নীরস নহে, বেশ সুরস (মধুর)। ইহাতে অতিরঞ্জিত বিষয় কিছুই নাই, যাহা আছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়া থাকে, ঠিক তাহাই যথাযথ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি চিত্ত-বিনোদনচ্ছলে এই গ্রন্থের অন্তর্গত বিচিত্র উপাখ্যানভাগ বুঝিয়া পাঠ করে, সে পরমাত্মজ্ঞান লাভ করে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ অদ্যাপি যে তত্ত্ববোধ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, সে তত্ত্ববোধ এই গ্রন্থের মর্ম্মার্থবিচারে সুবর্ণাকরস্থিত সৈকতভূমির ক্ষালনে সুবর্ণ-লাভের ন্যায় অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি বল, এই গ্রন্থের রচয়িতা যেরূপে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছে, আমরাও সেইরূপে করিব, এই গ্রন্থের সাহায্যে প্রয়োজন কি? তাহাতে বলা যায় এই, যখন যুক্তিসহস্রপূর্ণ এই শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞানোদয় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—অর্থাৎ ইহার সাহায্যে জ্ঞানলাভ অপরে করিয়াছে এবং করিবার সম্ভাবনাও আছে, তখন এতৎ-শাস্ত্রকর্ত্তার জ্ঞান কিসে হইল? তাহার অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? সে পথে যাইবার আবশ্যক কি? ইহারই মর্ম্মার্থ বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য কর না কেন? ৪১—৪৫। যাহারা অজ্ঞান, দ্বেষ বা মোহ বশতঃ বিচার না করিয়া এতৎশাস্ত্রের অবজ্ঞা করে, তাহারা আত্মহত্যাকারী, তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তাদৃশ ব্যক্তির সংসর্গে থাকা কদাচ উচিত নহে। হে রাম! এই শ্রোতৃবর্গ কিরূপ গুণসম্পন্ন, তুমি কিরূপ গুণসম্পন্ন এবং আমিই বা কিরূপ গুণসম্পন্ন, তাহা সমস্তই আমি বুঝি, (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তির সংসর্গে থাকা উচিত নয়, এই শ্রোতৃবর্গ এখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই, সুতরাং আমার এ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, তাহা বুঝি), তথাপি তোমাদের প্রতি কৃপাবশতঃ আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেই আসিয়াছি। আমার স্বভাবই এই রকম (তোমাদের হিতের চেষ্টা করাই আমার স্বভাব)। অথবা আমি যে তোমাদের নিকটে আসিয়াছি, সে আমি আর কিছুই নহি, সে আমি তোমাদেরই বিশুদ্ধ সম্বিৎ আত্মা, তোমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য প্রবৃত্ত হইতেছি। তাহা ছাড়া আমি আর কিছুই নহি, আমি না নর, না গন্ধর্ব্ব, না দেব, না রাক্ষস। আমি তোমাদেরই জ্ঞানস্বরূপ, তোমরাও বিশুদ্ধসম্বিৎরূপ, তোমাদেরই বিশুদ্ধ নির্ম্মল আত্মজ্ঞান তোমাদের পুণ্যবলে এই বশিষ্ঠ-রূপে অবস্থান করিতেছি, তদ্ভিন্ন আমি অন্য কিছুই নহি। অতএব আমি তোমাদেরই পরম প্রেমাস্পদ আত্মা, আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, যে পর্য্যন্ত তোমাদের মলিন মৃত্যুদিন আসিয়া উপস্থিত না হয়, তন্মধ্যে বাহ্যবস্তুর প্রতি বৈরাগ্যরূপ সার সঞ্চয় কর। ৪৬—৫০। যে ব্যক্তি এই স্থানেই ঔষধ থাকিতে নরকব্যাধির চিকিৎসা করিয়া উঠিতে পারিল না, সে ঔষধবিহীন স্থানে পীড়িত হইয়া গিয়াই বা কি করিবে? যতদিন সমুদয় বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, ততদিন এই সংসার-ভাবনা ক্ষীণভাব ধারণ করিবে না। হে মহাবুদ্ধে! বাসনা ক্ষীণ না করিতে পারিলে আত্মার উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই, কদাচ পাইবে না। যদি এই বাহ্য বস্তুসকল যথার্থ সত্য হইত, তাহা হইলে ইহাতে বাসনা রাখিতে পারিতে, কিন্তু ইহা ত সত্য নহে, ইহা শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অলীক। অবিচারবশতঃই এই বাহ্য বস্তুসকল সত্য ও মনোহর

হইয়া উঠিয়াছে, বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে ইহার কিছুমাত্র সত্তা উপলব্ধি হইবে না, অলীক হইয়া যাইবে, প্রমাণসহকারে বিচার করিয়া দেখিলে এই জগদ্‌ভাব বাস্তবিক নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। যদি উহার সত্তা স্বীকার কর, তবে কিরূপ উহার স্বরূপ? বল দেখি। আমরা ত দেখিতেছি, এই নিখিল জগদ্‌ভাব আদৌ উৎপন্ন নহে, তাহার কারণ, ইহার উৎপত্তির কারণাভাব। যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, সমস্তই সেই এক মাত্র পরমপদ। সেই পরমপদ নিখিল ইন্দ্রিয়ের অতীত, মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরও অতীত। অতএব তিনি ইহার কারণ হইতে পারেন না। মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও এই ভাবসকলের কারণ নহে, কেননা এ ভাবসকলও মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়াত্মক, আর সেই আত্মবস্তু অনাখ্য, তাঁহার কোন আখ্যা বা নাম নাই, এই ভাবসমূহ বিবিধ আখ্যায় আখ্যাত, সুতরাং আখ্যাযুক্তের কারণ কিছু আখ্যাহীন বস্তু হইতে পারে না, কার্য্য কারণে সাদৃশ্য থাকা চাই, কারণ একরূপ কার্য্য অন্যরূপ হইতে পারে না। বস্তুতে অবস্তুতা, আকাশে আকাশভিন্নতা হইতে পারে কি? সাকার বস্তুর কারণ সাকারই হইতে পারে, যেমন বটবীজ। নতুবা নিরাকার হইতে উৎপন্ন বস্তু কিরূপে সাকার হইবে। যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও আকৃতিবিশিষ্ট বীজ নাই, তাহা হইতে সাকার বিশ্বের উৎপত্তি, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। ৫১—৬০। সেই পরমপদে কার্য্যকারণভাব প্রভৃতি কিছুই নাই। তবে যে লোকে তাঁহার নাম কল্পনা করে, তাহা মূর্খতানিবন্ধন বাগাড়ম্বরমাত্র। সহকারী ও নিমিত্ত কারণ না থাকিলে কেবল সমবায়ী কারণে যে কোন প্রকারে কার্য্য নিষ্পন্নই হয় না, ইহা বালকেরাও বুঝিয়া থাকে। জগতের জ্ঞান স্বরূপ বলিয়াও চিতি জগতের কারণ হইতে পারে না (ঘটজ্ঞান কি কখন ঘটের কারণ হয়?), ফলতঃ চৈতন্যে তদিতর জগৎ থাকিতেই পারে না, বল দেখি, আতপে কি ছায়া থাকে? কেহ কেহ বলে পরমাণুসমষ্টি একত্র হইয়া জগৎ হয়, তাহাও যথার্থ নহে। কারণ পরমাণু অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবে? অজ্ঞানবশতঃ আকাশে ধনুরাকারে প্রতীয়মান কান্তিকে লোকে শশশৃঙ্গ বলিয়া থাকে, উক্ত শশশৃঙ্গ যেমন অলীক, এই জগৎও সেইরূপ অলীক। আর যদি পরমাণুসমূহই মিলিত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিত, তাহা হইলে ঐ পরমাণুসকল আবার যদৃচ্ছাক্রমে যখন তখন আকাশে বিশীর্ণ হইয়া যাইত, এবং এই জগতের অন্তর্ভূত সূক্ষ্ম ধূলিকণা প্রতিদেশে, প্রতিগৃহে, প্রতিদিন, একটু একটু করিয়া উঠিতে থাকিলে তাহা কোন স্থানে রাশীকৃত হইয়া হয়ত স্তূপাকার হইয়া যাইত, কোন স্থানে বা ধূলি উড়িয়া উড়িয়া খাত হইয়া যাইত। সমান কুত্রাপি থাকিত না। নিরবয়ব পরমাণুও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, স্বীকার করিলেও তাহা দ্রব্য হইতে পারে না, কেননা সংযোগার্হতা তাহাতে নাই, দ্রব্য মাত্রই সংযোগ, অবয়বহীনের সংযোগ সম্ভবে না, কারণ সংযোগ একদেশবৃত্তি। অপিচ অতীন্দ্রিয় পরমাণু সকলের সংযোগে যে জগৎরচনা, ইহার কর্ত্তা কে? সংসারী না অসংসারী? সংসারী বলিতে পার না, কেন না তাহার সে সামর্থ্য নাই, অসংসারী ঈশ্বরের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। তিনি নিত্য মুক্ত, কি জন্য তিনি জগৎ রচনা করিবেন, তবে পরমাণু নিজে কর্ত্তা, ইহাও বলিতে পার না। কেননা পরমাণু জড়পদার্থ, জড়পদার্থের ঈদৃশ সামর্থ্য সম্ভবে না। ফলতঃ হে রাম! বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহারই এ কার্য্য করা সম্ভবে না, এমন কে উন্মত্ত আছে যে, বুদ্ধিপূর্ব্বক (জানিয়া শুনিয়া) বৃথা কার্য্য করিবে? বায়ু দ্বারাও একার্য্য করা সম্ভবে না, কারণ বায়ু জড়—তাহারও বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টা নাই। বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টা ব্যতীরেকেও পরমাণুসংযোগ হইতে পারে না, এতদ্ভিন্ন অন্য কর্ত্তাও আর দেখি না। ৬১—৭০। আমরা সকলেই একমাত্র চিদাত্মা, যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই চিদাকাশ, তথাপি স্বপ্নে যেমন তোমরা লোক-জন নিরীক্ষণ করিয়া থাক, সেইরূপ এই সকল ভিন্ন দেখিতেছ, স্বপ্নমানবের ন্যায় পৃথক্ একটা বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইতেছি। বাস্তবিক বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে না, বিদ মানও নহে, একমাত্র নির্ম্মল চিদাকাশই আপনাতে আপনি প্রকাশমান হইতেছে। বায়ুতে যেমন স্পন্দ, জলে যেমন দ্রবত্ব, আকাশে যেমন শূন্যতা, সেইরূপ একমাত্র চিদাকাশেই এই বিশ্বাকাশ বিভ্রান্ত রহিয়াছে। নিমেষমধ্যে এক দেশ হইতে অতিদূর দেশান্তরে যাইতে হইলে, মধ্যে সংবিদের যে আকার প্রতীয়মান হয়, তাহাকেই চিদাকাশের শরীর বলিয়া জানিও। বস্তুতঃ চিদাকাশই সকল পদার্থের স্বরূপ, সকল পদার্থই চিদাকাশময়, অতএব এই বিশ্বও আকাশরূপী। ৭১—৭৫। ঐ চিদাকাশ প্রকৃত স্বভাব হইতে বিভিন্ন না হইয়া যে বিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই বিবর্ত্তিতই জগৎ। অতএব জগৎ ও চিদাকাশের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। উভয়ের রূপ, পবন ও তদীয় স্পন্দেরই রূপের ন্যায় একই, কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। মনোমধ্যে এক দেশের অনুভবের পর অন্য দেশের অনুভবের উদয়ের মধ্যে জ্ঞানের যে আকার ভাসমান হয়, সেই আকার যাহাতে কোনরূপ বিশেষ নাই, তাহাকেই চিতির মুখ্য স্বরূপ বলিয়া জানিও। তাহাই নিখিল ভূতের স্বভাব, পণ্ডিতগণ যাহাতেই অবস্থিত, হরিহরাদি প্রধান যোগিগণ সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যান করিতেছেন, সেই নিত্য ধ্যানময় চিতিস্বরূপ হইতে তাঁহারা অণুমাত্র বিচলিত হন না। এই বিশ্ব চিদ্দর্পণের প্রতিবিম্বিত আকাশই এই বিশ্বের প্রকাশ ও উক্ত চিদ্দর্পণের প্রকাশ আভামাত্র জানিবে, ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞানীরা জানেন, এই জগতের কোনই আকার নাই। ইহা অব্যয় চিৎস্বভাবই, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ৭৬—৮০। ফলতঃ কিছুই জন্মিতেছে না বা মরিতেছে না, অথবা হইয়া আবার কুত্রাপি পুনঃ হইতেছে না। শূন্যতা যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই জগৎও চিদাকাশ হইতে অন্য নহে। বিশ্ব বাস্তবিক নাই, ছিলও না, পরেও হইতেছে না; যাহা কিছু আভাসমান হইতেছে, তাহা আর কিছুই নহে, চিদাকাশই পরমাত্মায় প্রতিভাত হইতেছে। ঐ চিন্মাত্র স্বপ্নে যেমন নগরীভাব ধারণ করেন, সেইরূপ এই জাগ্রৎনামক স্বপ্নেও জগদ্‌ভাব ধারণ করিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে এই বাহ্যবস্তু সকলের সত্তা ছিল না, সুতরাং শরীর কোথায়? এ শরীর চিদাকাশের স্বপ্ন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। "স্বয়ম্ভূ" নামক শরীর, উক্ত মহাচিতির প্রথম স্বপ্ন, তাহার পরে এক স্বপ্ন হইতে, স্বপ্নান্তরের ন্যায় সেই স্বয়ম্ভূশরীর হইতেই আমরা উত্থিত হইয়াছি। ৮১—৮৫। আমরা গলগণ্ডের উপরে উৎপন্ন বিস্ফোটকস্বরূপ, আমাদের ভ্রম বড় বেশী, আমাদের চিত্ত সাতিশয় চেষ্টাতেও হঠাৎ পরব্রহ্মে লয় হইতেছে না। (গলগণ্ড, বিস্ফোটকের ন্যায়) ব্রহ্মই অসত্য পুরুষ হইয়া তদ্রূপ সত্যের ন্যায় অনুভূত হন; যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম এই

জীবভাব ধারণ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই এই অলীক জগৎ বিশাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত এই জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নে প্রতীয়মান মিথ্যাবস্তু যেমন স্বপ্নভঙ্গে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ এই জগৎও আশুবিনাশী। চিদাকাশই যেমন স্বপ্নে জগদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া (স্বপ্ন ভঙ্গে) বিনষ্ট হন, সেইরূপ জাগ্রৎ-নামক স্বপ্নে জগদ্ভাব প্রাপ্ত না হইয়াই তদ্ভাবে প্রকটিত হইতেছেন। আত্মচৈতন্য যেমন স্বপ্নে মিথ্যা নগরাদিরূপে উদিত হয়, সেইরূপ মিথ্যা এই জগৎ অলীক (মিথ্যা) হইলেও অনুভূত এবং সত্যের ন্যায় অবস্থিত হইতেছে। ৮৬—৯০। উক্ত চৈতন্য পরমাণুর ন্যায় আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইলেও (নিরাকার হইলেও) জগৎভাব প্রাপ্ত হইয়া যেন সাকার হইয়া উঠিয়াছেন। ফলতঃ আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্মতারূপ ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই তবে যে তাঁহাকে আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে ইহা কেবল "জগতের স্থূল আকার তাঁহাতে থাকিতে পারে না" ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত। "ইষ্টকাদি হইতে বাড়ীর উৎপত্তির ন্যায়" জগৎ হইতে জগান্তর উৎপত্তিও বলা যাইতে পারে না, কেন না, সৃষ্টির অগ্রে জগদাদি কিছুই ছিল না; সুতরাং জগৎ হইতে জগৎ, ইহাও হইতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে যেমন ইষ্টকাদি ব্যতিরেকেও পুরাদিনির্ম্মাণ হয়, সেইরূপ জাগ্রৎনামক স্বপ্নে চিদাকাশে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন শূন্য ও আকাশের কোন ভেদ নাই, সেইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত ও চিদাকাশের কোনই ভেদ নাই। চিদাকাশও যাহা, স্বপ্নপুরীও তাহা, উভয়ের যেমন কোন পার্থক্য নাই, স্পন্দ-অস্পন্দরূপী বায়ু যেমন ঠিক আকাশের ন্যায়, (আকাশ হইতে ভিন্ন নহে), সেইরূপ চিদাকাশই এই জগদাকারে লক্ষিত হইতেছে, সবই শূন্য, সবই আলম্বনশূন্য চিৎসূর্য্যেরই প্রভা। ৯১—৯৫। (তত্ত্বদৃষ্টিতে) এই জগদাদি সমস্তই শান্ত—অন্য উদয় কিছুই নাই, আছেন কেবল পাষাণের ন্যায় দৃঢ় অমল অনন্ত অনাময় চিদ্বিকাস। তাঁহাতে এই বাহ্য ভাব সকল কিরূপে কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? ভাববুদ্ধিই বা কোথায়? দ্বৈতই বা কোথায়? একত্বই বা কোথায়? ভাবই বা কোথায়? ভাবনাই বা কোথায়? ফলতঃ কিছুই নাই। হে রাম! তুমি ব্যবহারী হইলেও একত্ব-দ্বিত্ব-সংখ্যাননির্ম্মুক্ত নিত্য উদিত নির্ব্বিকার অন্তরে অতিশীতল নিরাময় বিশুদ্ধ বোধের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ-ভাবে অবস্থিত হও; দেখিবে, বাস্তবিকই এ সকল ভব নাই (অলীক)। ৯৬—১০০।

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"শব্দতন্মাত্র আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র বায়ু, এতদুভয়ের সাতিশয় সংঘর্ষে উৎপন্ন যে রূপতন্মাত্র, তাহাকে তেজ বলা হয়; ঐ তেজের শান্তি অর্থাৎ উষ্ণতা, রুক্ষতার উপশমদ্বারা শৈত্য দ্রবত্বপ্রাপ্তি, তাহাকে রসতন্মাত্র বা জল বলা হয়। এই সকলের সম্মিলনে যে গন্ধতন্মাত্র উদিত হয়, তাহাকে পৃথিবী বলা হয়, এইরূপে চৈতন্য হইতেই জগদাকারের ভাণ হইতেছে, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আকাশের ত মূর্ত্তি নাই, অতএব নিরাকার আকাশ হইতে এই মূর্ত্তি (পৃথিব্যন্ত আকার) কিরূপে উৎপন্ন হইল? যদি বল, "অনুভববলে কল্পনা করিলাম; অনুভবাত্মিকা ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীই আমাদের সমুদয় বিরোধভঙ্গ করিয়া দিতেছে, অনুভববলেই নীরূপ আকাশ হইতে বায়ুাদিক্রমে রূপাদির উৎপত্তি," তাহা হইলে বলি, যদি বহুদূর গমন করিয়া শেষে জ্ঞপ্তিদেবীরই (অনুভবেরই) শরণাপন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞপ্তিদেবী স্বপ্নসম্ভ্রমের ন্যায় জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন, ইহা বলিতে দোষ কি? নিখিল দোষনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল ব্রহ্মেই এই সকল বিবর্ত্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ত ভাল হয়। অতিনির্ম্মলা জ্ঞপ্তিই আত্মস্বরূপে প্রতি-ভাত হইতেছেন, ঈদৃশভাণই জগৎ, পরমার্থ মুক্তিতে সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম; ইহাই সিদ্ধান্তের গূঢ় রহস্য। বাস্তবিকই আকাশ-নগরীবৎ পঞ্চভূত কুত্রাপি নাই, উহা একান্ত অসৎ, তবে যে অনুভূত হইতেছে, এ অনুভব স্বপ্নদশার ন্যায় অনুভব বলিতে হইবে। ১—৫। নির্ম্মল স্বভাবই জাগ্রৎ অবস্থাতেই স্বপ্ন-পুরীর ন্যায় জগতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে (১)। একমাত্র চিদাকাশই আমি, এবং জগৎ আকারে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং 'আমি ও জগৎ" ইহা এক শিলাঘন আকাশই, তদ্ভিন্ন ইহাতে আর কিছুই নাই। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সমস্তই একমাত্র নিরাকার আকাশ, সমভাবে অবস্থান করিতেছে, এত পরিবর্তন অনুভূত হইলেও চিদাকাশ সমভাবেই বিরাজ করিতেছে। নির্ম্মল আত্ম-স্বভাব জ্ঞাত হইতে পারিলে, দুঃখবর্জ্জিত যে সুখময় অবস্থা হয়, তাহাই মোক্ষ, তাদৃশ মোক্ষ (দেহ থাক্, বা যাক্—সব সময়েই) সমান, তুমি ঈদৃশ মোক্ষ—অর্থাৎ পূর্ণ বিশ্রান্তি লাভ কর এবং তাহাতেই চরিতার্থ হইয়া থাক। ৬—৯।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১০৪

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"চৈতন্যস্বভাব আত্মা স্বতঃ নিজ স্বভাবকে স্বপ্নের ন্যায় জগদাকারে অনুভব করিতে থাকেন, ফলতঃ কল্পনা-নামক এই জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন পৃথক্ বস্তু নহে। এই জাগ্রৎ দশা জগদ্ভাবে ভাবিত থাকিয়াই সুষুপ্ত—অর্থাৎ অজ্ঞান, ইহার মূলভাগ শিলার ন্যায় কঠিন, অধিষ্ঠানাংশে ইহা শূন্য আকাশ। ইহা ঠিক স্বপ্নদৃষ্ট একটী উজ্জ্বল পুরী, এই জগৎ কিছুই না হইলেও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় সৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ যেমন অলীক, সেইরূপ জাগ্রৎ-দশায় প্রতীয়মান এই জগৎ অলীক জানিবে, ইহাতে অণুমাত্র সত্যাংশ নাই। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন—কোন দশাতেই জগৎ শব্দার্থ সম্ভবপর নহে, বস্তুতঃ চিদাকাশের ভাবই জগদ্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ১—৫। স্বয়ম্ভূ চিদাকাশই তমোবৃত আত্মাকাশে পর্ব্বতাদিরূপ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব আত্মবিবর্ত্ত তমঃকেই জাগ্রৎস্বপ্নে জগৎরূপে জ্ঞান করিতেছেন। এই জগৎ কিছুই নহে, চিত্তির রূপও কিছুই নাই।

---

(১) (৬) শ্লোকের মূলের শেষ চরণে "বস্তু তৎস্বরূপম্" পাঠ অশুদ্ধ, "বস্তুতস্তু খম্" এইরূপ পাঠ হইবে।

এই যে চিদাকাশ ও জগৎ ইহা বৃথাই আভাসমান হইতেছে, জাগ্রদ্দশায় আভাসমান এই ত্রৈলোক্য স্বপ্নদশায় যেমন কিছুই থাকে না, শূন্য হইয়া যায়, সেইরূপ জাগ্রদ্দশাতেও নিরাকার হইয়া রহিয়াছে, কিছুই ইহার স্বরূপ নাই। হে মহামতে! নানা-নির্ম্মাণ-শালা স্বপ্নাবস্থায় আরম্ভসকল অনারম্ভ ও অসৎ, সৎ হইয়া যায়। যাহা আকাশ নহে, তাহাই অনন্ত বিশাল আকাশরূপে পরিণত হয়। আকাশ বিবিধ পুরীসম্পন্ন পর্ব্বত-শ্রেণীরূপে পরিণত হয় ৬ ১০। অপিচ স্বপ্নাবস্থায় মেঘগর্জ্জন, সাগরের কলকলনিনাদ মৌন হইয়া যায়, এমন কি পার্শ্বস্থ নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হইয়াও তাহা জানিতে পারে না, মেঘগর্জ্জনাদি হইয়াছিল কি না, কেহ না বলিলে আপনি কিছুতেই জানিতে পারে না। অজাত বন্ধ্যাসন্তান স্বপ্নাবস্থায় হইয়া থাকে (স্বপ্নে এমনও দেখা যায় যে, কোন বন্ধ্যানারীর সন্তান হইল)। এইরূপ মরিয়া জন্মিলেও পুরুষ আপনার মরণ বিস্মৃত হওয়ায় মনে করে, আমি জাত হই নাই, আমি সেই একই আছি। স্বপ্নকালে শয়নস্থান যেমন অনুভূত হয় (আমি কিসের উপর শুইয়া আছি, তাহা বোধ হয় না)? সেইরূপ সৎও অসৎ হইয়া যায়। রাত্রি, দিন হইয়া যায়, দিন, রাত্রি হইয়া যায়, যাহা অসম্ভব, তাহা সম্ভব হয়, এইরূপ স্বপ্নদশায় সব বিপরীত হইয়া যায়। এমন কি অতি অসম্ভব যে নিজ মৃত্যু দর্শন, স্বপ্নে তাহাও সম্ভব হইয়া যায়। আকাশে জগতের ভাণবৎ অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যায়। যাহারা দিবাতে নিদ্রা যায় (পেচক), তাহাদের নিকট আলোকই অন্ধকার, অন্ধকারই মহান্ আলোক। স্বপ্নকালে যখন গর্ত্ত-পতনাদির অনুভব হয় (আমি গর্ত্তে পড়িতেছি অনুভব করে) তখন পৃথিবীই তাহার নিকট গর্ত্ত-আকাশ বোধ হয়। ১১—১৬। স্বপ্নে যেমন জগতের স্থায় কেবল অসত্য-বিষয়ই প্রতিভাত হয়, জাগ্রৎও সেইরূপে প্রতিভাত হইতেছে, এ বিষয়ে অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। যেমন পূর্ব্বদিনের সূর্য্য ও অদ্যকার সূর্য্য ভিন্ন নহে, একই, যেমন দুইটি মনুষ্য দেখিতে একই (উভয়েরই হস্ত-পদাদি একরূপ), সেইরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন একই, ইহাতে অণুমাত্রও পার্থক্য নাই। রাম কহিলেন আপনি যে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকে একরূপ বলিলেন, কিন্তু আমার ত উহা ভিন্নই বোধ হইতেছে, কারণ স্বপ্নে যাহা অনুভূত হয়, পরক্ষণেই স্বপ্নভঙ্গে তাহার বাধ হইয়া যায়, সুতরাং তাহা অলীক, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জাগ্রদ্দশায় অনুভূত বিষয়ের বাধ কখন হয় না, অতএব তাহা জাগ্রতের সমান হয় কিরূপে? বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নজগতে স্বপ্নদৃষ্ট বহুজনের সহিত মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নজগতে মৃত হইলে স্বপ্নজন্তর বিরহে দুঃখিত হয়, তাহার পরে প্রবুদ্ধ হইলে তাহাকে নিদ্রামুক্ত বলা হয়। দ্রষ্টা এইরূপে স্বপ্নজগতে দিবারাত্রির বিপর্য্যয়ে কত সুখ দুঃখ দশার অনুভব করিয়া মৃত হয়। তাহার পরে নিদ্রাভঙ্গে সে জগৎ হইতে মুক্ত হয়। তখন তাহার জ্ঞান হয় যে, এই স্বপ্নজগৎ সত্য নহে। ১৭—২৫। এইরূপে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নময় সংসারে যেমন মৃত্যুপ্রাপ্ত হইল, সেইরূপ অন্য জাগ্রৎস্বপ্ন দেখিবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করে, তারপরে জাগ্রৎদ্রষ্টা জাগ্রৎসংসারে মৃত হইয়া আবার অন্য জাগ্রন্ময় স্বপ্ন দেখিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে। জাগ্রৎ অবস্থায় মরিয়া অন্য অবস্থায় জন্মগ্রহণপূর্ব্বক "পূর্ব্ব জাগ্রদ্দশায়" দৃষ্ট-বিষয় সত্য বলিয়া মনে করে, সেইরূপ এক স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বস্বপ্নও জাগ্রতের স্থায় সত্য বলিয়া বোধ করে। মূঢ়বুদ্ধি-মানব এইরূপে স্বপ্নে জাগ্রৎবুদ্ধি স্থাপন করিয়া তাহাতেও আবার স্বপ্নান্তর সন্দর্শন করে। পুনঃ স্বপ্নান্তর ঘটিলে সে স্বপ্নকেও জাগ্রৎরূপে অনুভব করে। এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন উভয় অবস্থায় জীব বাস্তবিকই মৃত বা জাত হইতেছে না। কেবল জন্তুৎ দেহাভিমানের ত্যাগ ও গ্রহণে মৃত ও জাতরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে মৃত হইলে—অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গ হইলে তাহাকে প্রবুদ্ধ বলা হয়; আর জাগ্রৎ-অবস্থায় মৃত হইলে—স্বপ্নে তাহাকে প্রবুদ্ধ বলা হয়; এইরূপে জাগ্রৎ স্বপ্ন উভয়েরই সমতা রহিয়াছে (১)। এক স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে উপনীত হইলে দ্বিতীয় স্বপ্ন পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান বলিয়া তাহা প্রকৃষ্ট দর্শন এবং জাগ্রৎশব্দে অভিহিত কর হয়, এইরূপে জাগ্রৎ অবস্থার মৃত্যুর পর স্বপ্নে জাগ্রতের মধ্যে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির পূর্ব্ব জাগ্রতের স্বপ্ন অবশ্যই হইয়া থাকে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দুইই পূর্ব্বতন ঘটনার কীর্ত্তনাত্মক (অর্থাৎ যে ঘটনা ঘটিয়াছে, প্রায়ই তাহারই আলোচনায় (২)। এবং পরস্পর উপমান উপমেয়ভাবাত্মক। ২৬—৩৫। এইরূপে স্বপ্ন জাগ্রতের স্থায়, জাগ্রৎ ও স্বপ্নের স্থায় হইয়া থাকে, ফলতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুইটীই অসৎ মিথ্যা; একমাত্র চিদাকাশই সত্য বিকাসমান রহিয়াছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল ভূতগণের মধ্যে চিন্মাত্র ব্যতিরেকে আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। মৃণ্ময় ভাণ্ড যেমন মৃত্তিকাশূন্য হইলে কিছুই থাকে না, সেইরূপ চিদ্বৈচিত্র্যাত্মক কাষ্ঠ-পাষাণাদি চিৎশূন্য হইলে কিছুই থাকে না। এই নিখিল বস্তু স্বপ্নাবস্থাতেও যেমন, জাগ্রৎ অবস্থাতেও তেমনি দৃষ্ট হয়, জাগ্রতে যেরূপ পাষাণ দেখিয়া থাক, স্বপ্নে কখন কি তাহার অন্যথা দেখিয়াছ? হে প্রাজ্ঞ! এই বিষয়ে তুমি বিদ্বানের সহিত যুক্তি করিয়া একবার বিচার করিয়া দেখ যে, চিদ্বৈচিত্র্য পরিত্যাগ করিলে এই বস্তুসকলের কি থাকে। চিদ্ভিন্ন ইহাকে কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পার। বিচারে অবশ্যই প্রতিপন্ন করিবে যে, চিৎই কেবল থাকে, আর কিছুই নাই, স্বপ্নে যাদৃশ আকার দেখ, জাগ্রতেও ঠিক সেইরূপ বা তাই অখণ্ড দেখিতে পাও। অতএব চিন্ময় ব্রহ্মই জগদাকারে বিভক্ত হইয়াছেন, ইহা অধ্যারোপে, অপবাদে জানা যায় যে, সমস্তই চিন্মাত্র ব্রহ্ম। মৃণ্ময় ভাণ্ড যেমন মৃত্তিকাশূন্য পাওয়া যায় না, সেইরূপ চিন্ময় চেত্য চিৎশূন্য পাওয়া যায় না। পাষাণময় ভাণ্ড যেমন পাষাণশূন্য পাওয়া যায় না, সেইরূপ চিন্ময়চেত্য চিৎশূন্য পাওয়া যায় না। দ্রবরূপ জল যেমন দ্রবশূন্য পাওয়া যায় না, সেইরূপ চিন্ময় চেত্য চিদ্ভিন্ন পাওয়া যায় না। ৩৬—৪০। উষ্ণরূপ বহ্নি যেমন উষ্ণতাশূন্য পাওয়া যায় না, চিন্ময় এই চেত্য জগৎ চিৎশূন্য হইলে কিছুই থাকে না। স্পন্দময় বায়ু যেমন স্পন্দভিন্ন পাওয়া যায় না, সেইরূপ চিন্ময় চেত্য চিদ্ভিন্ন পাওয়া যায় না। যে বস্তু মৃণ্ময় সে বস্তু তদ্ব্যতীত কিরূপে লব্ধ হইবে, অশূন্য আকাশ কোথায় পাওয়া যায়? মূর্ত্তিহীন পৃথিবী কোথায় পাওয়া যায়। এই ঘটপটাদি নিখিল পদার্থই চিদাকাশময়, সুতরাং কি স্বপ্ন-

(১) স্বপ্নাবস্থায় মৃত্যু স্বাপ্ন-শরীরত্যাগ, জাগ্রৎ অবস্থায় মৃত্যু জাগ্রৎ-শরীরত্যাগ—অর্থাৎ স্বপ্ন।

(২) ৩১ শ্লোকের ১ম চরণের পাঠে, টীকাকার বলেন, "ইতীহাসময়াদেব ইতি পাঠঃ সাধুঃ।"

জগদাদি যাহা কিছু প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা পরমাত্মার কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ সকল অবস্থাতেই নিখিল পদার্থ চিদাকাশাত্মক প্রতিপন্ন হইবে। হে সুভগ! এই নগরপর্ব্বতাদি নিখিল পদার্থ স্বপ্নেও যেমন চিদাকাশ, জাগ্রতেও সেইরূপ চিদাকাশময়। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ, এ কল্পনাদ্বয় প্রশান্ত হইলে একমাত্র চিৎই পরিশিষ্ট থাকেন। ইহাতে বিবাদের বিষয় কিছুই থাকে না। ৪১—৪৫।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! আপনি যে চিদাকাশের কথা বলিলেন এবং যাহা পরব্রহ্ম হয়, ঐ চিদাকাশ কি প্রকার, তাহা আবার বলুন, আপনার অমৃতময় উপদেশবাক্য বারংবার শুনিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন যমজ সন্তানদ্বয়ের নাম লোকব্যবহারার্থ ভিন্ন দুইটী রাখা হয়, সেইরূপ অখণ্ড চিন্ময় স্ফটিক-শিলাজলের প্রতিবিম্বপ্রায় এই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ নামদ্বয়ও ভিন্ন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পাত্রদ্বয়স্থিত দুগ্ধ যেমন একই পদার্থ, সেইরূপ এই জাগ্রৎ ও স্বপ্ন একই পদার্থ, ইহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এই দুইটীই একমাত্র নির্ম্মল চিদাকাশ। নিমেষমধ্যে একদেশ হইতে অন্য দূরদেশে গমনকালীন সম্বিদের যে আকার প্রতীয়মান হয়, তাহাকেই চিদাকাশ বলা হয়। মূল-দেশ দ্বার পার্থিব রস আকর্ষণকারী সেইরূপ পাদপের যাদৃশ হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য (আহ্লাদ) ভাব হয়, চিদাকাশও স্বচ্ছভাবাপন্ন জানিবা। যাহার নিখিল ইচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে, তাদৃশ শান্তচেতাঃ পুরুষের যে প্রকার ভাব হয়, চিদাকাশও সেইরূপ জানিও। ১—৫। নিদ্রার প্রারম্ভে বিষয়সমূহ হইতে বিরত মনের যে স্বস্থভাব, তাহাকেই চিদাকাশ বলে। বর্ষা বা শরৎকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লতাগুল্মাদির যে আনন্দভাব তাহাকেই চিদাকাশ বলে। বাহ্যরূপের মননশূন্য নির্ম্মনা হইয়া জীবিত পুরুষের শারদাকাশের ন্যায় যে বিশদভাব, তাহাই চিদাকাশ। পর্ব্বত, শিলাকাষ্ঠ প্রভৃতির যে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থিতি, সেই স্বাভাবিক অবস্থিতি যদি সচেতন জীবের সত্তারূপে পরিণত হয়, সেই স্বরূপ স্থিতিকে চিদাকাশ বলা হয়। ৬—১০। দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন এই তিনটী যাঁহা হইতে উদিত হইয়া আবার যাঁহাতেই লীন হইতেছে, তাঁহাকেই তুমি অনাময় চিদাকাশ বলিয়া জানিও। এই নিখিল বিচিত্র পদার্থের অনুভব যাঁহা হইতে উদিত হইয়া যাঁহাতেই পরিণত হইয়া যাইতেছে, তাঁহাকেই চিদাকাশ বলা হয়। যাঁহাতে সমুদয়, যাঁহা হইতে সমুদয়, যিনি সমুদয় এবং সমুদয় হইতে যিনি, সেই সদা সর্ব্বময় দেবকে চিদাকাশ বলা হয়। যিনি সমনামে স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, সকলের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বিভাত হইতেছেন, সেই প্রকাশময় দেবকে চিদাকাশ বলা হয়। সুদৃঢ়সূত্রে মাল্যের ন্যায় যে নিত্যবস্তুতে এই সদসদাত্মক বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে এবং এই বিশ্ব যাঁহার অঙ্গ, তাঁহাকে চিদাকাশ বলা হয়। এই নিখিল সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, ক্রিয়া যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং যাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে, এবং এই নিখিল প্রপঞ্চ যন্ময়, তাঁহাকেই চিদাকাশ বলা হয়। বিক্ষেপশক্তিবশে সুষুপ্তি-প্রলয়রূপ নিদ্রার অবসানে যাঁহা হইতে এই জাগ্রৎ-স্বপ্নরূপী বিশ্ব আবির্ভূত হয়, এবং বিক্ষেপশক্তির শান্তিতে তিরোহিত হইয়া যায়, তাঁহাকে চিদাকাশ বলা হয়। যাঁহার উন্মেষ (প্রকাশ হইলে এই জগৎসত্তার লয় হয় এবং যাঁহার নিমেষ (তিরোধান) ঘটিলে এই জগৎসত্তার উদয় হয়, আপনার অন্তরে আপনি অবস্থিত স্বানুভবাত্মক সেই দেবকে চিদাকাশ বলিয়া জানিও। "ইহা তিনি নহেন, ইহা তিনি নহেন" ইত্যাকার বিচারে যখন সমস্তই কিছুই না হইয়া পড়ে, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই চিদাকাশ বলা হয়। এক দেশ হইতে মনের অন্য দেশ গমন হইলে সেই সময়ের মধ্যে সংবিদের যে আকার লক্ষিত হয়, সেই অর্দ্ধনিমেষমধ্যে লক্ষিত সম্বিদাকারকে চিন্মাত্র শরীর বলা হয়। ১১—২০। এই বিশ্ব যেরূপে যে প্রকারে অবস্থিত থাকুক না কেন, ইহা সর্ব্বদাই তন্ময়—অর্থাৎ চিন্ময়। রূপ, আলোক ও মনোভাবে ভাবিত থাকিলেও ইহা ঐ চিদাকারময়। কিন্তু এই বিচিত্র বিশ্ব চিদাকাশের ঈষদুন্মেষেই অন্য রূপ না হইলেও যেন অন্যভাব ধারণ করে, তখন নির্ম্মল সত্য চিদাকাশই অবশিষ্ট থাকে। এই জগতের ভিন্নতাভ্রান্তি বাসনাবশেই হয়। অতএব তুমি বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবস্তুর দ্রষ্টা হইয়াও নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ চিদেকঘন হইবে, অতএব তুমি বাসনানির্ম্মুক্ত হইয়া তাদৃশ সুষুপ্তিদশায় অবস্থান কর। তুমি নির্ব্বাসন ও শান্তচিত্ত হইয়া গমন, আহরণ বা কথোপকথন যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তাহাতে তোমার কোনই ক্ষতি হইবে না, তুমি সর্ব্বদা চিদেকঘন মৌনী হইয়া পাষাণের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিবে। তুমি সম্মুখে যে দৃশ্য দর্শন করিতেছ, বাস্তবিক ইহা মরীচিকা-সলিলের ন্যায় দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় একান্ত অসম্ভব। কারণ নাই বলিয়া ইহা প্রথমেই উৎপন্ন নহে, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য ত কখনই হইতে পারে না। ২১—২৬। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই সেই অকারণ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। ফলতঃ সেই ব্রহ্ম যথাস্থিতভাবেই আছেন, তাহার অন্যথাভাব নাই, তবে যে এই সমুদয় লক্ষিত হইতেছে, ইহা বাস্তবিক নহে, ভ্রান্তিবশে কেবল উৎপন্ন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। ফলতঃ ইহা যথাস্থিতভাবে একরূপেই অবস্থান করিতেছে, যেমন চন্দ্রমণ্ডল এক হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ দুই বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ইহাও একমাত্র চিদাকাশরূপী হইলেও ভ্রমক্রমে তদ্ভিন্নরূপে লক্ষিত হইতেছে। ইহাতে যে ইদংপ্রত্যয় "এই জগৎ" বলিয়া জ্ঞান রূঢ় হইতেছে, ইহা ঠিক স্বপ্নদৃষ্ট রমণীর ন্যায় অলীক, তথাপি (স্বপ্নদৃষ্ট রমণীর ন্যায়) কার্য্যকর হইতেছে, অতএব প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য উৎপন্ন হয় নাই, হইতেছে না, হইবেও না। নষ্ট হইতেছে না, যাহা একেবারেই নাই, তাহার আবার কি নষ্ট হইবে। ২৭—৩০। ফলতঃ সেই পরম শান্ত চিদাকাশই স্বরূপ হইতে অচ্যুত হইয়া স্বস্থভাবে স্বরূপে অবস্থান করিয়া যেন জগদ্রূপে (ভ্রান্ত চক্ষে জগদ্রূপে) উদিত হইতেছে। সম্মুখে যাহা দেখা যাইতেছে, এই দৃশ্য বাস্তবিক সৎ নহে, ইহার দ্রষ্টাও নাই, দৃষ্টার্থেরই যখন অভাব, তখন দ্রষ্টৃত্ব কিরূপে হইবে? রাম কহিলেন,—হে বাগ্মিপ্রবর! হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, যদি তাহা যথার্থ হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টাও দৃশ্যের প্রতীতি হয় কেন? আর সম্মুখেই বা এ কি প্রতিভাত হইতেছে? ইহা আমার নিকট আবার বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"কারণের অভাব হেতু এই অসত্য দৃশ্য একেবারে অসম্ভবী, তবে যে ইহাকে দৃশ্য বলিয়া নির্দেশ কর, তাহাও প্রৌঢ়োক্তি, স্বতঃসম্ভবী নহে। এই যে দ্রষ্টৃদৃশ্য ভ্রমাত্মক

পরমরূপ বলিয়া জানিও। স্বপ্নে যেমন আত্মচৈতন্যেই আকাশ-কানন অবস্থান করে—অর্থাৎ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ চিন্মাত্রই আপনাতে জগদ্রূপে প্রতিভাত হয়। ৩১—৩৫। সৃষ্টির আদি হইতে এপর্য্যন্ত কুত্রাপি জগতের কোনই উপাদান কারণ দেখা-যাইতেছে না, কেবল ব্রহ্মই এইরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। আত্মাতে আপনা আপনি যে চিদাকাশের স্ফুরণ হইতেছে ইহাই জগদাকার ধারণ করিতেছে। যেমন ভাবের ভাবত্ব, শূন্যের শূন্যত্ব ও যে আকারবানের আকারবত্ব, সেইরূপ চিদাকাশের জগৎ। তুমি জানিও, সৈন্ধববৎ একরসীভূত পরমার্থঘন চিদ-কাশই মায়াবশে স্বয়ং এইরূপ ত্রিপুটী (দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন) হইয়া অবস্থান করিতেছে। ৩৬—৪০। বস্তুতঃ (মায়াত্যাগ করিলে) দ্বয়ের অভাব হইয়া যায়, দ্বিতীয় প্রতীতি আর থাকে না, তখন তাহা সৎ কি অসৎ তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। অনি-র্দ্দেশ্য একমাত্র পরম বস্তুই বিদ্যমান থাকে। রাম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে এই কার্য্যকরণাদি ভেদ কিরূপে হইল? কিরূপেই বা সত্য হইয়া উঠিল? বশিষ্ঠ কহি লেন, চৈতন্যময় স্বয়ম্ভুরূপী ঈশ্বর প্রাণীদিগের কর্ম্ম বা বাসনার উদ্বোধনানুসারে সত্য সঙ্কল্পভাবলে যেরূপ ভাবনা করেন, তুমিও সেইরূপই দেখিয়া থাক, সেইরূপই অনুভব করিয়া থাক। এই যে কার্য্যকরণভাব (যাহার বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিলে) ইহাও সেই চিদাকাশ, ঘটের উপাদান যেমন মৃত্তিকা, ইহার উপাদানও তেমনি চিদাকাশ। মোহ ইহার নিমিত্ত কারণ। এই চিদাকাশ যখন আত্মাকারে পরিজ্ঞাত হন, তখন আর মোহমগ্ন থাকেন না। লোক যেমন নিদ্রিত হইলে মোহমগ্ন হয়, আবার নিদ্রাভঙ্গে মোহত্যাগ করে, ইনিও সেইরূপ প্রবুদ্ধ হইলে মোহ-ত্যাগ করেন। এবিষয়ে ইহাঁর নিকটে অনুযোগই বা করে কে যে, "আপনি এইরূপ মোহমগ্ন হন কেন?" একভাব হইতে অন্য-ভাব প্রাপ্তির মধ্যসময়ে সম্বিদের যে আকার থাকে, তাহাকে চিদাকাশ বলা হয়, সেই চিদাকাশই নিখিল বস্তুরূপে বিভাবিত হন (১)। ৪১—৪৫। ঈশ্বর যেমন জীবভাবের কল্পনা করি-লেন, এইরূপ এই জীবও আপনার অবিদ্যাবলে কার্য্যকরণাদি-ভাবের কল্পনা করিয়াছে, এ কল্পনাকারী আত্মার প্রতি কে অনুযোগ করিবে যে, তুমি এইরূপ কর কেন? এ বিশ্বের কর্ত্তা, দ্রষ্টা বা ভোক্তা যদি অপরে কেহ হইত, তাহা হইলে এই দৃশ্য কেন কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? তাহার অনুযোগ করা যাইত; ফলে তাহা ত নয়, আত্মাই এতৎ সমুদয়ের কল্পনাকারী। প্রকৃত-পক্ষে যেখানে স্বপ্নে আভাসশূন্য বিশুদ্ধ এক হইয়াই ও অনেক-স্বরূপ চিদাকাশই বিরাজমান, অন্য কিছুই নাই, সে স্থলে কোথায় অনুযোগ করা যাইবে? স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া যাব-তীয় সৃষ্টি সমস্তই চিন্মাত্রে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহার তত্ত্বানু-সন্ধান করিতে যাইলে ইহা তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ম হইয়া যায়। অপরি-জ্ঞাত থাকিলে ইহা ভ্রান্তি, মায়া, জগৎ, বিদ্যা, দৃশ্য ইত্যাদি নামে বর্ণিত হয়। ৪৬—৫০। বালক যেমন মিথ্যা বেতালকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, সেইরূপ চিৎস্বভাব চিদাকাশ হইতে অপৃথক্ হইলেও চিদাকাশের প্রকাশে তাহা পৃথক্ দৃশ্য পিশাচরূপে অনু-ভূত হয়। স্বপ্নে যেমন মিথ্যা পুরী পর্ব্বতাদি সত্যরূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ এই জগদ্ভাব অসত্য হইলেও চিদাকাশ দ্বারা সত্য সাবয়বরূপে অনুভূত হয়। চিৎ স্বপ্নে যেমন পর্ব্বত-নগরাদির অনুভব করেন, সেইরূপ আকাশে আমি পর্ব্বত, আমি সমুদ্র, আমি বিরাট্, আমি ক্ষুদ্র ইত্যাকার অনুভব করিয়া থাকেন। মূর্ত্ত কোন কারণ না থাকায় বাস্তবিক কোন কার্য্যই উৎপন্ন হই-তেছে না। ফলতঃ মহাপ্রলয়রূপ চিদাকাশে চিৎই এইরূপে বিনা কারণে চিদাত্মায় এই অবয়বশূন্য চিন্ময় আকাশকে জগদ্রূপে অনুভব করিতেছে। ৫১—৫৫। দর্পণ যেমন আপনার অভ্যন্তরে বিবিধ চেতনমূর্ত্তি (প্রতিবিম্ব) ধারণ করিলেও আপনার জড়ত্ব ঘুচাইতে পারে না, আপনি যে জড়, সেই জড়ই থাকে, সেইরূপ নিখিল জন্তুই বিচারাভাবে আপনার স্বরূপ নিরূপণ করিতে না পারায় জড় হইয়া বৃথা জীর্ণ হইয়া যায়। তবে যে বিচার করিতে সমর্থ, চিন্ময় প্রত্যগাত্মা তাহার করস্থ। অতএব তদ্‌বিভিন্ন স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে মাত্র চিদাকাশরূপে ভাবনা করিয়া চিদেকঘন হইয়া পাষাণের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিবে। মায়িক দেহাদির প্রতি আস্থা করা একেবারে উচিত নয়। জল যেমন আপনাকে ঘূর্ণাদি ব্যাপারে স্পন্দিত করিয়া আবর্ত্ত-তরঙ্গাদিরূপে অবস্থান করে, এই চিৎও সেইরূপ আপনাতে চেতনকর্ত্তৃত্বাদি ব্যাপার কল্পনা করিয়া জগদ্রূপে অবস্থান করেন। কল্পবৃক্ষ এবং চিন্তামণি যেমন ভাবনামত অভীষ্ট পূরণ করিয়া দেয়, এই চিৎও অন্তরে যেরূপ ভাবনা হয়, ক্ষণকালমধ্যে তাহার পূরণ করেন। আকাশরূপিণী চিতি চিন্তামণির ন্যায় কল্পবৃক্ষের ন্যায় ঝটিতি আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করেন। মনের এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমনকালে মধ্যে চিতির যাদৃশ আকার অবশিষ্ট থাকে, এই দৃশ্যও তদাকারময়। সুতরাং দ্বিত্ব, একত্ব-ভ্রান্তি কোথায়? অনন্ত উজ্জ্বল নির্ম্মল চিৎকান্তিই আকাশের নীলিমার ন্যায় শূন্যময়ী হইলেও জগদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। ফলিতার্থ এই যে, সহকারী কারণের অভাবনিবন্ধন, চিতির বিসদৃশ অর্থাৎ জড় কার্য্যের অনুভবই হইতে পারে না, তবে যে এই দৃশ্য দেখা যায়, ইহা আদ্যা চিৎই স্বপ্নের ন্যায় দৃশ্য হইতেছেন। ৫৬—৬৩।

ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১০৬।

সপ্তাধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—'এই বিশ্ব চেত্য নহে, চিন্ময়, চতুর্দ্দিকে আর কিছুই নাই, কেবল চিদাকাশই প্রতিভাত হইতেছে। চেতয়িতা, চেত্য, চেতন (জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান) এ সকলই (ত্রিপুটী চিন্ময় সমস্তই) বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। অতএব জীবিত থাকিলে সকলে মৃত—অর্থাৎ নাই। আমি, তুমি, উনি সকলেই জীবিত থাকিয়াও মৃত। ব্যবহারদশায় অবস্থিত হইয়াও (ব্যাপারবান্ হইয়াও) সকলে কাষ্ঠ-পাষাণবৎ নির্ব্যাপার—নিশ্চেষ্ট, তাহার কোন সন্দেহ নাই। অথবা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থই আকাশের ন্যায় মূর্ত্তিহীন (নিরাকার)। এই যাহা কিছু বিস্তৃতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, সমস্তই আকাশের, কাচের ও কেশের নীলিমার ন্যায়, ফলতঃ তাহা কিছুই নহে

(১) টীকাকারমতে মূলের পাঠ "সর্ব্বংবাস্তুতি নেতরৎ" আমরাও তাহারই অনুসরণ করিলাম, মূলের পাঠ অসংলগ্ন।

জানিবে, চিদাকাশেই বা কিরূপে কি বস্তু থাকা সম্ভবে। ফলতঃ যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা আকাশে প্রতীয়মান কেশগুচ্ছ, নদী, ধূম বা মুক্তাদির ন্যায় অলীক জানিবে। যাহা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে আকাশই; ইহাতে অন্য কিছুরই বাস্তব অনুভব হইতেছে না। ১—৫। যাহা অনুভূত হইতেছে, তাহা জগন্নামক চিদাকাশ তাহাও শূন্য, ইহাতে আস্থা করিবার বিষয়ই বা কি আছে। ভ্রান্তিবশে আকাশে উদীয়মান এই যে পৃথ্যাদি, ইহা ত চিৎ শক্তির (অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যের) কল্পনা, বাস্তবপক্ষে ইহা শূন্য নিরর্থক কিছুই নহে। হে বালকবৃন্দ! তোমরা এই নিরর্থক মিথ্যা বিষয় লইয়া "আমি আমার" করিয়া আস্থাস্থাপন করিতেছ কেন? তাহা বল। অহো বুঝিতে পারিয়াছ, তোমরা অদ্যাপি বালক আছ, তাই এরূপ আস্থা করিতেছ, বালকের সঙ্কল্পিত বিষয় লইয়া বালকেই ক্রীড়া করে। ওহে মূঢ়গণ! এই পৃথ্যাদি অসৎ বস্তু লইয়া থাকিলে তোমাদের জীবন বৃথাই অতিবাহিত হইবে। আকাশক্ষালনের ন্যায় বৃথা অসম্ভব কর্ম্মে কালক্ষেপ করিবে, প্রকৃত বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিবে না। সহকারী প্রভৃতি কারণের অভাব হেতু যাহা কখন উৎপন্ন হয় না, আজ তাহা কিরূপে উৎপন্ন হইবে। ৬—১০। যাহারা অজ্ঞ ত অসত্য বস্তু আকাশকে লইয়া কার্য্য করে, সেই মূঢ়েরা অজাত অথবা জন্মের পর মৃত সন্তানের প্রতিপালন করে,—অর্থাৎ অতি অসম্ভব কার্য্য করে। এই পৃথ্যাদি কি? কোথা হইতে কাহার দ্বারা কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? ফলতঃ ইহ কিছুই নয়, একমাত্র চিদাকাশ আপনিই আপনাতে এইরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যাহারা কার্য্য, কারণ, কাল ইত্যাদি কল্পনায় আকুলচিত্ত, সেই বালকদিগের নিকটে এই পৃথ্যাদি সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তাদৃশ অজ্ঞ বালকের আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। স্বপ্নে দৃষ্ট পৃথ্যাদিশূন্য জগৎ আর জাগ্রৎ অবস্থার পৃথ্যাদিময় জগৎ সমস্তই চিদাকাশাত্মক, স্বপ্নদশার ন্যায় চিদ্মণিই আকাশ হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হন। আত্মানুভব (নিজের অনুভবই) যাহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে সেই চিদাকাশের আকারশূন্য অবয়ব, তাহাই এই পৃথ্যাদি-স্বরূপে বেদ্য নামে (দৃশ্যবস্তুরূপে) প্রতীয়মান হইতেছে। ১১—১৫।

সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে মুনে! এই চিদাকাশের স্বপ্ননগরীরূপিণী অবিদ্যা শূন্যরূপিণী হইলেও যে পুরুষের নিকটে অশূন্যরূপে বিদ্যমান থাকে, ঐ অবিদ্যার স্বরূপ কি? পরিমাণ কত? কত কালই বা তাহার নিকট এইরূপভাবে থাকে? ইহা আমার নিকটে পুনরপি কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পরব্রহ্মের যেমন দেশতঃ বা কালতঃ পরিচ্ছেদ নাই, সেইরূপ যাহাদের নিকটে এই অবিদ্যা বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই অজ্ঞেরা ইহাকে দেশতঃ কালতঃ অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই জানে, তাহারা জানে, অবিদ্যা অনাদি অনন্ত এই বিষয়ে একটী উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চিদাকাশের এক কোণের কোন এক প্রদেশে এই জগতেরই ন্যায় একটী ত্রিজগৎ ঠিক এই জগতের ব্যবস্থামত অবস্থিত আছে। তাহার মধ্যে যে জম্বুদ্বীপাখ্য ভূভাগ, তাহার উপরি তাহার অলঙ্কারস্বরূপে অবস্থিত নানাজীব নিচয়পূর্ণ এক সমতল ভূভাগে তত্তমিতি নাম্নী এক পুরী আছে। ১—৫। সেই পুরীতে বিপশ্চিৎ নামে এক রাজা বাস করে, নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহার নাম বিপশ্চিৎ। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ বলিয়া তিনি সুসভ্য, সভায় উপস্থিত হইলে সমধিক শোভা ধারণ করেন (লোকে তাঁহাকে বড়ই সম্মান করে)। সভামধ্যে তিনি সকমল-সরোবরে রাজহংসের ন্যায়, নক্ষত্রচক্রের মধ্যভাগে চন্দ্রের ন্যায় ও শৈল-সমূহের মধ্যে সুমেরুর ন্যায় শোভিত হন। তিনি এতগুণসম্পন্ন যে, কবিরা তাঁহার গুণবর্ণন করিতে গিয়া তাঁহার অনন্ত গুণ বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া বিরত হয়েন, তথাপি তিনি কবিগণের সম্মান রক্ষণ ও যশোবর্দ্ধন করেন বলিয়া কবিরা তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, যথা সাধ্য তাঁহার গুণবর্ণন করিয়া থাকেন। যেমন প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিকসিত চতুর্দ্দিক্-সমুজ্জ্বলকারী কমল হইতে প্রতাপজনিত শ্রী—অর্থাৎ সৌরাতপসম্পর্ক-জনিত শোভা সমুদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দিন দিন বিকাশপ্রাপ্ত প্রতাপবলে চতুর্দ্দিক্-উজ্জ্বলকারী সেই রাজার প্রতাপজনিত শ্রী—অর্থাৎ সম্পৎ সর্ব্বদাই সমুদিত থাকে। ব্রাহ্মণদিগের হিতকারী সেই মানী নরপতি একমাত্র বহ্নিকেই দেবতাজ্ঞানে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতেন, অন্য কোন দেবতা মানিতেন না। ৬—১০। যেমন চারিদিকে চারিটী মহাসাগর, সেইরূপ তাঁহার মন্ত্রিবর্গের মধ্যে চারিজন প্রধান মন্ত্রী, সেই প্রধান মন্ত্রিগণ সর্ব্বদা মহাসাগরের ন্যায় মৎস্য, মকরগ্রাহ ও আবর্ত্ত-চক্র-গ্রাহ সমন্বিত, গজবাজিগণে বেষ্টিত, সৈন্যতরঙ্গে ভীষণ, রণক্ষেত্রে অচল সৈন্য-সামন্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মর্য্যাদা-রক্ষণে নিরত অর্থাৎ কদাপি অন্যায় যুদ্ধ করেন না, লোকের সম্মান রক্ষণ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ মন্ত্রিবর্গবেষ্টিত নরপতি অখিল দিঙ্মণ্ডলের (দিঙ্মণ্ডলস্থ লোকের) আশ্রয় এবং সুদর্শনচক্রের ন্যায় শত্রুগণের অজেয় ও নিজে সকল বিজয়ী ছিলেন। একদা পূর্ব্বদিক্ হইতে একটী চতুর চর আসিয়া কালস্রোতের ন্যায় দ্রুত ও বিকটস্বরে কহিল,—"হে দেব! আপনি পৃথিবীরূপিণী গাভিকে নিজ ভুজপাদপে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, আপনি ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় লোক-বিজেতা। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। ১১—১৫। আপনি পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিবার জন্য যে মন্ত্রীকে নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি জ্বররোগে মরিয়াছেন, আমার বোধ হয়, শত্রুবিজয়ী আপনাকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ার্থ নিযুক্ত হইয়া তিনি যমরাজকে জয় করিবার নিমিত্ত যমলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আপনার দক্ষিণাংশে নিযুক্ত মন্ত্রী পূর্ব্ব-দক্ষিণদিক্ জয় করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূর্ব্ব-দক্ষিণদিক্ হইতে শত্রু আসিয়া সবলে তাঁহাকে কৃতান্ত-ভবনের অতিথি করিয়াছে। দক্ষিণদিক্‌স্থ মন্ত্রীর মৃত্যুর পরে পশ্চিমদিকের নিযুক্ত মন্ত্রী সদলবলে যেমন পূর্ব্বদক্ষিণদিক্ আক্রমণ করিতে যাইবেন, অমনি পূর্ব্বদিকের শত্রুগণ দক্ষিণদিকের শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া পথিমধ্যেই যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছে।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই চর এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে আর একটী চর প্রলয়কালের জলপ্রবাহের মত অতি ত্বরায় সেই স্থানে আসিয়া কহিল "দেব! আপনার উত্তরদিকের

সেনাপতি শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া সেতুভঙ্গে জলপ্রবাহের ন্যায় অতিবেগে সবলে এই দিকে আসিতেছেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কালক্ষেপ করা উচিত নহে ভাবিয়া সেই শোভন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কহিলেন,—ওহে কর্ম্মচারিগণ! রাজগণ, সামন্তগণ ও মন্ত্রিগণকে যুদ্ধে সজ্জিত করিয়া আনয়ন কর। অস্ত্রগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, ভীষণ অস্ত্রসমূহ তথা হইতে আনয়ন করিয়া আমাকে দাও, যোদ্ধৃবর্গ সকলে গাত্রে বর্ম্ম পরিধান কর, পদাতিগণ আসিয়া উপস্থিত হউক, কতগুলি সৈন্য আছে, তাহা গণনা করিয়া তাহাদিগকে সজ্জিত কর, সৈন্যাধ্যক্ষগণকে সজ্জিত হইতে বল। যুদ্ধের উদ্‌যোগ কর, চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ কর। ১৬—২৫। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরিতস্বরে এইরূপ আদেশ করিতেছেন, এমন সময় প্রতীহারী সসম্ভ্রমে আগমন করিয়া প্রণত হইয়া কহিল,—"দেব! আপনি উত্তরদিকে যে সেনাপতিকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তিনি দণ্ডায়মান থাকিয়া পদ্ম যেমন সূর্য্যদর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ দেব-দেবের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।" রাজা কহিলেন,—"অবিলম্বে গমন করিয়া ইঁহাকে লইয়া আইস, চতুর্দ্দিকে কি কি ব্যাপার ঘটিল, তাহা ইঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিব।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজার এই আদেশ পাইয়া প্রতিহারী উত্তরদিকের সেনাপতিকে ঝটিতি রাজসমীপে উপস্থিত করিল, সেনাপতি উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল। রাজা দেখিলেন,—"তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, সকল অঙ্গ শরবিদ্ধ রহিয়াছে, মুখে রক্ত উঠিতেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে। তৎপরে সেনাপতি ধৈর্য্যবলে আপন গাত্রবেদনা সহ্য করিয়া (অর্থাৎ গাত্রবেদনাজনিত আক্রন্দন থামাইয়া) দীর্ঘ উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করত প্রণাম করিয়া ত্বরিতস্বরে কহিল,—দেব! তিন দিকের অধ্যক্ষই বহু-সৈন্য সমভিব্যাহারে যেন যমরাজকে জয় করিবার নিমিত্ত এককালে যমপুরীতে গমন করিয়াছে। আমি একাকী তাহাদের স্থানসকল রক্ষা করিতে পারিলাম না, আর ঐ দেখুন, বহু শত্রু-ভূপতি আমাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আপনার রাজ্যমধ্যে অসংখ্য শত্রুসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি ইহাদিগকে নিরস্ত করিয়া দিন। আপনার নিকট দুর্জ্জেয় ত কিছুই নাই। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কাতর সেই বলাধ্যক্ষ এইরূপ বলিতেছে, এমত সময়ে আর একটী পুরুষ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিল—"হে নরেশ্বর! ঐ দেখুন অসংখ্য লোক আপনার রাষ্ট্র-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্তমস্তকাদি-সঞ্চালনে সামান্য বায়ুবেগে অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায় ফুর ফুর করিতেছে। আপনার রাজধানীর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রুসৈন্য আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। রাজপুরীর বাহিরের স্থানসকল লোকালোকাচলের তটদেশের ন্যায় বিপুল শত্রুসৈন্যে আকীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের চক্র, গদা, কুন্ত প্রভৃতি অস্ত্রের প্রভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত। ঐ দেখুন, বাহিরে অস্ত্র, পতাকা ও যোদ্ধৃবর্গে পরিপূর্ণ রথ সকল উড্ডীয়মান ত্রিপুরসমূহের ন্যায় অন্তরীক্ষে ধাবমান হইতেছে। ঐ, দেখুন, হস্তিবৃন্দ শুণ্ডদণ্ড উন্মীলিত করত আকাশে যেন মাংস-বৃক্ষের বন করিয়া তুলিতেছে, আর বর্ষাকালে মেঘবৃন্দের ন্যায় গভীর বৃংহতিধ্বনি করিতেছে। অসমতল ভূভাগে অশ্বগণ অসম গতিতে বিচরণ করত প্রবল বায়ুবেগে কলকল্লোলনিনাদী সাগরের ন্যায় গভীর হ্রেষারব করিতেছে। ফেন-উদ্গিরণকারী আবর্ত্তের ন্যায় মণ্ডলাকার গতিবিশিষ্ট অশ্বগণ লবণসমুদ্রের তরঙ্গবৎ গভীর শব্দ করিতেছে। ২৬—৪০। আকাশের ন্যায় নির্ম্মল কান্তিবিশিষ্ট বর্ম্ম ও অস্ত্রজালে সুসজ্জিত সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে প্রলয়কালীন সাগর-প্রবাহের ন্যায় ক্রমে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। ইহাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র ও মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কারনিচয়ের কান্তিপুঞ্জ যেন আপনার প্রতাপানলের শিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। মৎস্যমকরব্যূহ-সমন্বিত চক্রাবর্ত্তাকার গতিবিশিষ্ট সৈন্যসকল সাগরতরঙ্গের ন্যায় ক্রমে যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের কুন্তপ্রভৃতি অস্ত্রজাল পরস্পর সংঘর্ষে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঝিকিমিকি ও ঝন্‌ঝন্ করত যেন ক্রোধে জ্বলিত হইয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছে। হে দেব! আমার প্রভু (আপনার রাষ্ট্রসীমারক্ষক বলাধ্যক্ষ) আমাকে আপনার নিকট এই ব্যাপার জানাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তিনি এক্ষণে রাষ্ট্রসীমা হইতে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যদলের সম্মুখীন হইয়াছেন। হে দেব! আমিও অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার নিকট গমন করি। আমি আপনার নিকট সমস্তই জানাইলাম, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনিই জানেন। ৪১—৪৫। বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই বলিয়া সেই পুরুষ রাজাকে প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল, বোধ হইল যেন সাগর-তরঙ্গ কিয়ৎক্ষণ গুল্ গুল্ রব করিয়া শান্ত হইল। তখন রাজ-গৃহে কি রাজা, কি মন্ত্রী, কি যোদ্ধা, কি ভৃত্য, কি হস্তী, কি অশ্ব, সকলেই ভয়-সম্ভ্রান্ত, দলে দলে সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সজ্জিত হইতে লাগিল তৎকালে রাজভবন প্রবল মারুত-চালিত মহা-কাননের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৪৬—৪৮॥

অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥১০৮॥

নবাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"দৈত্যগণ নভোমণ্ডল আক্রমণ করিলে গগনচারী মুনিগণ যেমন ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হন, সেইরূপ এই ব্যাপার শুনিয়া মন্ত্রিগণ রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন,—"হে দেব! আমরা বিচার করিয়া দেখিলাম, এই শত্রুগণকে সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে দমন করা যাইবে না। ইহাদের উপরে দণ্ডপ্রয়োগ করাই আবশ্যক হইয়াছে। ইহাদের সহিত সদ্ভাব করা বা নিজপক্ষীয় লোক-দিগকে ইহাদের অভ্যন্তরে "শরণাগত হইলাম" এই ছলে প্রবেশ করাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে বিনাশের চেষ্টা কখনই করা হয় না, সুতরাং এক্ষণেও সেরূপ উপায় অবলম্বন করা কখনই বিধেয় নহে। পাপাচারী ধনাঢ্য নানাদেশীয় বহুশত্রু মিলিত হইয়া রন্ধ্র পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সামাদি উপায়ে কোন কাজই হইবে না। অতএব এক্ষণে সাহসের উপর ভর দিয়া রণক্ষেত্রে অবতরণ ব্যতীত আর কোন প্রতীকার দেখি না, অতএব শীঘ্রই রণের উদ্‌যোগ করা হউক। ১—৫। বীরদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হউক, অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া সামন্ত-বর্গকে আহ্বান করা হউক, রণদুন্দুভি বাদিত করা হউক, যোদ্ধৃবর্গ সুসজ্জিত হইয়া রণভূমিতে গমন করুক। প্রলয়মেঘের

ন্যায় গাঢ় কালবর্ণ মত্ত গজসৈন্যে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করুক। ধনুক সকল আস্ফালিত হউক, জ্যানিনাদে গগন ফাটিয়া যাউক, চতুর্দ্দিক্ অর্দ্ধমণ্ডলাকার ধনুকে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ হইয়া উঠুক। বীরগণরূপ মেঘজাল জ্যা-রূপ বিদ্যুতের আলোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া গম্ভীরগর্জ্জন করত নারাচ-অস্ত্ররূপ বারিধারা বর্ষণ করিতে থাকুক। রাজা কহিলেন, শীঘ্র সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা কর, উপস্থিত সময়ে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সকলে সম্পাদন কর। আমি স্নানান্তে অগ্নিদেবের পূজা করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি। ৬—১০। এই বলিয়া নরপতি মনে মনে যেন কোন মহৎকার্য্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষণকাল-মধ্যে ঘটে করিয়া গঙ্গাজলে স্নান করিয়া লইলেন, স্নানান্তে তিনি বর্ষাসলিলসিক্ত নূতন উদ্যানের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর রাজা অগ্নিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে যথাবিধি অগ্নিদেবের পূজা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমি অনায়াসে বিবিধ ভোগবিলাসে কাল কাটাইলাম, প্রজাবর্গকে অভয় দিলাম, আসমুদ্রপৃথিবী শাসিত করিলাম, ভূমণ্ডল আক্রমণকারী প্রবল শত্রুবর্গকে চরণতলে বিদলিত করিয়াছি (তাহাদের মাথায় পা দিয়াছি), আমার শাসনে দশদিক্স্থিত লোক ফল-ভরে লতার ন্যায় নত হইয়া আছে। প্রজাহ্লাদস্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলে ধবল যশঃ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি (প্রজাগণ সর্ব্বদা আমার যশোগান যশোধ্যান করিতেছে), ভূতলে কীর্ত্তিরূপিণী ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা সংস্থাপিত করিয়াছি। সুহৃৎ, মিত্র, বন্ধু ও অপরাপর সাধুজনকে কোষাগারের ন্যায় রত্নরাশিতে ভরিত করিয়াছি। দিগ্বিজয় করিয়া সমুদ্রতীরে বসিয়া নারিকেল ফলের রসমধু পান করিয়াছি। ভেকের কণ্ঠত্বকের ন্যায় শত্রুবর্গের প্রাণ কাঁপাইয়া তুলিয়াছি। দ্বীপান্তরস্থ কুলাচলসমূহ মদীয় শাসনমুদ্রায় অঙ্কিত হইয়াছে। দিক্প্রান্তের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে সিদ্ধাঙ্গনাগণের সহিত বিহার করিয়াছি, অনেক সময়ে লোকালোক পর্ব্বতের শিখরে মেঘের ন্যায় বিশ্রাম করিয়াছি। তখন বোধ হইয়াছে, যেন একান্ত সমাহিত জ্ঞানপূর্ণ বুদ্ধিতে পরব্রহ্মে বিশ্রাম করি-তেছি। প্রজাবর্গের হিতকারী হইয়া অক্ষতভাবে কত রাজ্য হস্তগত করিয়াছি, দুর্ব্বিনীত রাক্ষসদিগকে ঘন-(কঠিন) শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছি। হ্রাসবৃদ্ধিবিবর্জ্জিত অখণ্ডিত ধর্ম্ম, অর্থ, কামের সেবায় (সমানভাবে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ সেবা করিয়া) বয়ঃক্রম অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে আমি শ্বেতবর্ণ যশঃপান করিয়াই যেন জরাধবল হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আমার কেশকলাপে শস্পোপরি হিমবিন্দুর ন্যায় ধবলিমা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিখিল ভোগবাসনার হ্রাসকারী বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার উপরে আবার চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবলশত্রুবর্গ আসিয়া রণপ্রার্থনা করিতেছে। বিজয়লাভও এক্ষণে সন্দেহের বিষয়, অতএব আমি এক্ষণে উদ্যমসহকারে জয়প্রদ এই অগ্নিদেবকে আমার মস্তকাহুতি প্রদান করি। তৎপরে রাজা অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে দেব। কৃশানো! পূর্ব্বে যেমন আপনাতে যজ্ঞীয় পুরোডাশ আহুতি প্রদান করিয়াছি, তেমনি এক্ষণে আমার এই মস্তক আহুতি প্রদান করিতেছি; হে দেবেশ! যদি আমার এই কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, হে ভগবন্! আপনি (বর প্রদান করুন যে) আপনার কুণ্ড হইতে নারায়ণভুজের ন্যায় সুন্দর ও বলবান্ আমার দেহ চতুষ্টয় উত্থিত হউক। আমি সেই দেহ-চতুষ্টয়ে চতুর্দ্দিকে গমন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে শত্রুবর্গ নিপাত করি। হে বিভো! আপনার দর্শন লাভের জন্য আমি আপনাকে স্মরণ করিতেছি, আপনি আমাকে দেখা দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই মহীপাল এই বলিয়া খড়্গ লইয়া বালকে যেমন অবলীলাক্রমে কমল দ্বিখণ্ড করে, সেইরূপ আপনার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহার পরে ছিন্নমস্তক যেমন অগ্নিতে আহুতি দিবেন, অমনি আপনার শরীরসহ অগ্নিতে গিয়া পড়িলেন। অনন্তর বহ্নি তাঁহার আহুত সেই দেহ ভোজন করিয়া চতুর্গুণ প্রদান করিলেন, মহৎ ব্যক্তিরা যাহা লইয়া থাকেন, তাহা সদ্য বাড়িয়া থাকে, (মহতের স্বভাবই এই যে অপরের দ্রব্য লইয়া তাহা বাড়াইয়া দিয়া থাকেন)। ১১—৩০। অনন্তর রাজা তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমান চারি মূর্ত্তিতে সাগর হইতে নারায়ণের ন্যায় অগ্নি হইতে উত্থিত হইলেন। উজ্জ্বলকান্তি তদীয় দেহচতুষ্টয় অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল, সেই দেহের সঙ্গে সঙ্গে পরিহিত বসন, উত্তম শিরোভূষণ ও অস্ত্র লইয়া উঠিলেন। দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, শিরোরত্ন, কটক, অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল প্রভৃতি ভূষণসম্ভার উত্থিত হইল। চারিটী দেহই ঠিক একরূপ, এক অবয়বসম্পন্ন এবং চারিটী দেহই উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় চপল চারিটী হয়-রত্নে আরূঢ। চারিটী মূর্ত্তিই সুবর্ণময় তূণীরে সুবর্ণময় শর ধারণ করিতেছেন, সকলের ধনুর্ব্বাণ ঠিক এক রকম। সকলেই মহাশয়। ৩১—৩৫। ঐ মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের আর একটী অসাধারণ গুণ এই যে, তাঁহারা কি নরযান, কি অশ্ব, কি হস্তী, কি রথ যাহাতেই আরোহণ করেন, তাঁহাদের অধিষ্ঠিত সেই বাহন, শত্রুরা কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে না। অগ্নি হইতে দেহচতুষ্টয় উত্থিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, বাড়বানল চতুঃসাগর পান করিয়া তাহা ধারণ-পূর্ব্বক পুরুষাকারে পরিণত করিয়াছিল, পরে অগ্নিকুণ্ডে আনিয়া তাহা প্রক্ষেপ করিল। চারিটী অশ্বরত্নে আরূঢ সেই কুসুম-মালাশোভী মূর্ত্তিচতুষ্টয় ইন্দুকিরণোপম সুহাস্যে চতুর্দ্দিক্ উদ্-ভাসিত করত আতত সেই অনল হইতে যেন চারিটী বিষ্ণুমূর্ত্তি, চারিটী মূর্ত্তিমান সাগর অথবা যেন মূর্ত্তিমান চতুর্ব্বেদ উত্থিত হইল। ৩৬—৩৮।

নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এদিকে নগরের নিকটের চতুর্দ্দিকে শত্রু-গণের সহিত দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। গ্রাম নগর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, প্রজাগণ মহাব্যাকুল হইয়া উঠিল, শত্রুকৃত অগ্নিদাহে প্রজাদের গৃহসকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, ধূমপটল মেঘের ন্যায় উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। শরজাল-রূপ মহাধূমে আদিত্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়ায় চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধ-কার হইল, সূর্য্যমণ্ডল ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। বহ্নিদাহ-জনিত দারুণ উত্তাপে বনের লতাপত্রাদি সব উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, আগ্নেয়াস্ত্রের লক্ষাকর অঙ্গার, শূল, মুসল, পাষাণ প্রভৃতিতে আকাশদেশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রজ্বলিত বহ্নির প্রতিবিম্ব

পড়ায় নিক্ষিপ্ত স্বচ্ছ অস্ত্রসমূহের কান্তি আরও সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যুদ্ধমৃত মহীধরগণ স্বর্গে গমন করিয়া অপ্সরোদিগের অধরসুধা পান করিতে লাগিল। ১—৫। যুদ্ধলোলুপ বীরগণ মদমত্ত হস্তিনিনাদ শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূষুণ্ডী, প্রাস, শূল, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রজাল বৃষ্টি হইতে লাগিল। দুর্ব্বল বীরগণ প্রবল মহাবীরের হুঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় মরিয়া যাইতে লাগিল। ধূলিপটলরূপ শুভ্র মেঘ উঠিয়া স্বর্গপথ রোধ করিয়া দিল। আহত সামন্তগণ মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে বজ্রাগ্নি নিপতিত হইয়া প্রজাকুল বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। অগ্নিদগ্ধ গৃহসকল ভূপতিত হইতে থাকিলে তথা হইতে অগ্নিকণবর্ষী ধূম্রজাল মেঘের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। অসংখ্য শরধারারূপ মেঘ উত্থিত হইয়া বিপক্ষপক্ষের মৃত্যু ঘটাইয়া দিয়া স্বপক্ষের আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। তুরঙ্গসকল তরঙ্গের ন্যায় চলিত হইয়া সাগরতরঙ্গকেও পরাজিত করিল। হস্তিদন্তের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণজনিত বিকট উচ্চ নিনাদে সেই স্থান অতি কর্কশ হইয়া উঠিল। ৬—১০। বড় বড় যোদ্ধগণ দুর্গের পার্শ্ববর্ত্তী কুটীরের ভিত্তিতে কণ্টকের ন্যায় শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। বহ্নিদগ্ধ অতএব চটচটায়মান এবং সঙ্কোচভাবাপন্ন গৃহসমূহের শিখরদেশে বহ্নিশিখা প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। যোদ্ধবর্গের নিক্ষিপ্ত পট্টিশ অস্ত্র সকল তদ্বহিরে পথিমধ্যে গতায়াত বরত লোক চলাচল বন্ধ করিয়া দিল। উপরি উত্থাপিত ধ্বজ পটসমূহ পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকার ছাদে সংলগ্ন হইয়া বায়ুভরে পট পট শব্দ করিতে লাগিল। হস্তীদিগের দন্তকান্তিবিকাসে অশ্রসমূহের পাষাণের উপরি সঙ্ঘর্ষণে এবং বীরবর্গের উচ্চ হুঙ্কারে বোধ হইতে লাগিল যেন, দিক্‌হস্তিগণ যুদ্ধকরণোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সংগ্রামস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আকাশরূপ মহাসাগর প্রবাহিত শরনদীসমূহে পরিপূর্ণ হইল। চক্র, কুন্ত ও তরবারিসমূহ তথায় মকরের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিল। উচ্চনিনাদী যোধবর্গের গাত্রসঙ্ঘর্ষণহেতু গাত্রসংলগ্ন বর্ম্মনিচয়ের ঝন্ ঝন্ রবে সমুদয় দ্বীপমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ১১—১৫। রক্তাক্ত শরসমূহ ভূতলে নিপতিত, তাহাতে আবার সেই আর্দ্রস্থান পদদলিত হওয়ায় কর্দ্দমময় হইয়া গেল। স্থানে স্থানে রক্তনদীর প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, তাহাতে হস্তী ও রথসকল ভাসিতে লাগিল; পট্ট, পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রনিচয় পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় পতিত উৎপতিত হইতে লাগিল। এ পক্ষের অস্ত্ররূপ জলজন্তুসকল অপর পক্ষের বাণরূপ তরঙ্গাঘাতে ভগ্ন হইয়া গেল। হেতি-অস্ত্রসমূহের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে বহ্নিশিখা উত্থিত হইয়া আকাশদেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। যুদ্ধনিহত বীরগণ আপনার বার্দ্ধক্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থির যৌবন দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উঠিতে লাগিল। আকাশে উড্ডীয়মান পাণ্ডুবর্ণ ধূলিজালরূপ মেঘের উপরে উজ্জ্বল চক্রাস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। হেতি-অস্ত্রসমূহে পরিব্যাপ্ত নভোমণ্ডলে এক বিন্দু স্থান থাকিল না, অস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ যুদ্ধভূমিও পরস্পর যুদ্ধ করণের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিল। শরবর্ষী প্রবল যোদ্ধবর্গের সগর্ব্ব আক্রোশে ক্রুদ্ধ প্রতিযোদ্ধারা বিকট চীৎকারে সেই স্থান ভীষণ করিয়া তুলিল। কোন কোন স্থানে শবশ্রেণীর সঙ্ঘর্ষে রথচক্র পিষিয়া যাওয়ায় রথসকল গতিহীন হইয়া ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কোথাও কবন্ধ নৃত্য করিতেছে, কোথাও বেতাল বেড়াইতেছে, কোথাও শত্রুদল আস্ফালন করিতেছে কোথায় বা বেতাল আসিয়া শবদেহের হৃদয়পদ্ম হইতে মাংস তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, এই সমস্ত ব্যাপারে সেই রণভূমি একেবারে দুরবগাহ হইয়া উঠিল। ১৬—২০। বীরগণ শত্রুবর্গের শিরার্দ্ধ মস্তক, হস্ত, নখ, উরু, শীর্ণ করিয়া দিতেছে। কবন্ধদিগের বাহুতরু গগনপ্রদেশে ঘূর্ণিত হইতে থাকায় সেই গগনদেশ অরণ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বেতালগণ শবরাশি দেখিতে পাইয়া আনন্দে স্কন্ধপ্রদান করিয়া মুখ নাড়িতে নাড়িতে আপন পেটিকা মধ্যে (পেটিয়ার ভিতর) শবরাশি পূরিতে লাগিল। স্থানে স্থানে বর্ম্মধারী ভীম যোদ্ধাগণ সগর্ব্বে ভ্রূভঙ্গি করিতে লাগিল। শূরগণ "নয় মারিব" "না হয় মরিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা প্রহার করিতে বা অপরের প্রহার সহ্য করিতে অসমর্থ, তাহাদের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিল। কোন কোন শূরবীর ও মত্তহস্তীর মদবারি (মদগর্ব্ব পক্ষান্তরে হস্তীর গাত্রক্ষরিত নির্যাস) বিশুষ্ক হইয়া গেল (যুদ্ধ করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িল), কোন কোন বীর অসংখ্য সৈন্য সংক্ষয় করিয়া কৃতান্তের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। যাহারা মুখে আত্মশ্লাঘা করিতেছে না, অথচ কার্য্যে শৌর্য্যপ্রকাশ করিতেছে, এতাদৃশ মহাবীরগণের জয়ঘোষণা হইতে লাগিল। আর যাহারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, অপরে সেই দুর্ব্বলদিগের অশৌর্য্যের কথা তাহাদের প্রভুর কাছে বলিয়া দিতে লাগিল। যাহারা প্রভূত বাহুবলশালী এবং দুর্ব্বল লোকের আশ্রয়, সেই গুণবান্ বীরগণের বাহুবল সম্যক্ দর্শিত হওয়াতে তাহারা অতিশয় প্রীতিলাভ করিতে লাগিল গজারোহী ও রথারোহীদিগের পরস্পর যুদ্ধ গজারোহীদিগের গজের গণ্ডদেশ রথারোহীদিগের শরাঘাতে বিদীর্ণ হইতে লাগিল, এমন কি, নিখিল মত্ত গন্ধহস্তীর মদবারি একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল। প্রহারভীত মত্তহস্তিগণ আরোহীকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়াই জলমধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিলে আরোহিগণ সারসপক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন যুদ্ধনিপুণ বীর বৃদ্ধ হইয়াও আপনার যুদ্ধকৌশল দেখাইতে ত্রুটি করিল না। কোন কোন স্থলে প্রবল বীরগণ অসংখ্য সৈন্য মৃতপ্রায় করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি সেই মৃতপ্রায় মানবগণ তাহাদের আগমন সম্ভাবনা করিয়া পলায়নপর হওয়ায় পরস্পর পদাঘাতে পিষিয়া যাইতে লাগিল। অভিমানরূপ উন্মাদবায়ুতে উন্মত্ত বীরগণ পদানত ভীরুদিগকেও প্রহার করিতে লাগিল। সেইস্থানটা যেন প্রাণবিক্রয়ের দোকান হইয়া উঠিল। বস্ত্রখণ্ডসম্বদ্ধ পতাকাসমূহ জঙ্গম বাহুবৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই সমস্ত পতাকা রক্তপ্রবাহে লোহিতবর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর প্রবালভূষণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মন্থনকালে মন্দরাদি সঞ্চালনে ফেনায়মান ক্ষীরোদসলিলের ন্যায় সুন্দর ছত্রসমূহে আচ্ছাদিত হেতিঅস্ত্রসমূহ গগনাঙ্গনে ঠিক কুসুমরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দেব, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণ আকাশমার্গে অবস্থান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল বীরগণের যুদ্ধকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল। যোধগণ গগনচারী গন্ধর্ব্বাদির গাত্রপ্রভায় ও হেতিপ্রভৃতি অস্ত্রের প্রভায় ঠিক বলরামের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও আনন্দোন্মত্ত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে

অসংখ্য রাক্ষস আসিয়া অর্দ্ধমৃত যোধগণকে মারিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিয়া নিজ উদরপূর্ত্তির পর অবশিষ্ট যাহা থাকিতেছে, তাহা লইয়া গিয়া পর্ব্বতকন্দররূপ গৃহবাসী বিষবৃক্ষ-প্রায় অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে আহার করাইতে লাগিল। কুন্তধারী বীরগণ নিশিত কুন্তাস্ত্র দ্বারা বিপক্ষদিগের মস্তক ও হস্ত ছেদন করিয়া ছিন্ন মস্তকাদি দ্বারা আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। কোন কোন বীর ক্ষেপণীচক্র দ্বারা অসংখ্য পাষাণখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিক্ ভীষণ করিয়া তুলিল। যোধগণের ভুজাস্ফালনের চটাচট শব্দে বোধ হইতে লাগিল যেন, বড় বড় বৃক্ষ বহ্নিদগ্ধ হইয়া চটাচট শব্দে স্ফুটিত হইয়া যাইতেছে। যাহাদের স্বামী যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেছে, সেই বিধবা রমণীদিগের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনিতে নগর-মন্দির তুমুল হইয়া উঠিল।২১—৩৭। নিক্ষিপ্ত শাণিত অস্ত্রসমূহ আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রজাবর্গ ভয়ে ধন, জন, গৃহ, সব পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। চারিদিকে হেতিঅস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় দর্শকবৃন্দ ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সর্প যেমন গরুড়ের সন্নিকটে আসে না, সেইরূপ ভীরুগণ একেবারে সে স্থানে আগমন করা ত্যাগ করিল। হতাবশিষ্ট যে সকল যোধগণ তথায় ছিল, তাহাদিগকে হস্তিগণ শুণ্ডের ভিতর ফেলিয়া দন্ত দ্বারা পেষিত করিতে লাগিল, সে সময়ে হস্তিগণ—বোধ হইতে লাগিল যেন, যমরাজের মনুষ্যরূপ দ্রাক্ষাফল পেষণ করিবার যন্ত্র। কোন কোন বীর পাষাণযন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বিপক্ষনিক্ষিপ্ত নভোগত অস্ত্রজাল পিষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। যোধগণের সিংহনাদে হস্তিযূথও বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে গিরিগুহা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সেই সমস্ত চীৎকার শব্দ গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। যোধগণ এত কষ্টে অর্জ্জিত প্রাণসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। হেতিঅস্ত্রে আগ্নেয়াস্ত্রে যোধগণ জর্জ্জিত-প্রায় হইয়া গেল, দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও অন্যান্য বহুবিধ যুদ্ধে অসংখ্য জীবক্ষয় হইতে লাগিল। হতাবশিষ্ট সাধুপ্রকৃতি যোধগণ, যাহারা কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরের আধার (১) তাহারা প্রভুর হিতার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে মরণকে জীবন বলিয়া বোধ করে, জীবিত থাকাকে মরিয়া যাওয়া বোধ করে; যাহারা মৃত্যুরও মৃত্যু, সেই সমস্ত উদার-চেতা যোধগণ মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সারস পক্ষীরা যেমন কমলবন ভাঙ্গিয়া সরোবরে উদ্দামভাবে বিহার করে, সেইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত যোধগণ বড় বড় হস্তীকে (কুষ্মাণ্ডবৎ) কর্ত্তন করিয়া বীরদর্পে শোভিত হইতে লাগিল। পাষাণযন্ত্রের নিক্ষেপ শব্দে, সদ্যশ্ছিন্ন আকাশে উড্ডীয়মান মস্তকরাশির ফুৎকার শব্দে, শরধারাবর্ষী সৈন্যগণের সিংহনাদে আকাশে ভ্রম্যমাণ অস্ত্রশস্ত্রের ঝন ঝন্ শব্দে, হস্তী অশ্ব প্রভৃতির ঘোরতর চীৎকার শব্দে তথাকার জনগণের কর্ণবিবর একেবারে বধির হইয়া গেল; বোধ হইল, কে যেন সকলের কর্ণবিবর পাষাণখণ্ড দিয়া বুজাইয়া দিয়াছে। ৩৮—৪৭।

দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"এইরূপে প্রলয়কালের ন্যায় ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। সমরাঙ্গণে সৈন্যগণ পতিত উৎপতিত হইতে লাগিল। ভেরী, তুরী ও মহাশঙ্খের ধ্বনি ও খড়্গের কচাকচ শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, ধনুকের জ্যাশব্দ বীরবৃন্দের উচ্চ হুঙ্কারের ন্যায় তৎসঙ্গে উত্থিত হইতে লাগিল, যোধগণ কটকট শব্দে বিপক্ষদিগের বর্ম্মভেদ করিতে লাগিল। তাহাদের সে কঠোরতর আস্ফালন দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। বিপশ্চিৎপক্ষীয় সেনাগণ রণে আহত হইয়া ছিন্ন লতার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে বিপশ্চিৎ ওদিকে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন, তাঁহার প্রয়াণ-দুন্দুভি বিকটনিনাদে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ করিল। চারিপ্রস্থ দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সে দুন্দুভিনিনাদ এত ভীষণ হইল যে, সর্ব্বত্র প্রলয়-মেঘমালার গভীর নিনাদের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। ১—৫। বোধ হইল যেন, এককালে সমুদয় কুলপর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সেই দুন্দুভির চটচটা শব্দ চতুর্দ্দিক্ স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। মহীপতি বিপশ্চিৎ লোক-পালগণের ন্যায় নারায়ণের বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় চারি মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া অট্টালিকামণ্ডল হইতে অতিকষ্টে বাহিরে নির্গত হইলেন। বাহিরে নির্গত হইয়া দেখিলেন,—আপনার সৈন্য শূন্য, নাই বলিলেই হয়, প্রবল শত্রুমণ্ডল ভয়ানক যুদ্ধে উদ্ধত অর্ণবের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে। শত্রুগণ—কেহ কেহ মকরব্যূহ, কেহ হস্তিব্যূহ, কেহ অশ্বব্যূহ, কেহ চক্রব্যূহ, কেহ বা আবর্ত্তব্যূহ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে, শরধারা বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। আরও দেখিলেন, সেই সৈন্যসাগরের মধ্যভাগ তরঙ্গা-য়িত, রথসমূহ আবর্ত্তের ন্যায় চলিয়াছে, ছত্রসমূহ ফেনরাজির ন্যায় শোভা পাইতেছে। অশ্বের হ্রেষারব যেন সমুদ্রজন্তুর চীৎকারধ্বনি বলিয়া বোধ হইতেছে। হেতিঅস্ত্রসমূহ সেই সমুদ্রের জলধারা বলিয়া অনুমিত হইতেছে। চঞ্চল মাতঙ্গ ও তুরঙ্গনিচয় তরঙ্গমালার ন্যায় ছুটিতেছে; অস্ত্ররূপ সলিলে পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছেরা কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে দ্রবিড়দেশীয় যোধগণ গুলুগুলুরবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ৬—৩। সেখানে পর্ব্বতগুহা-বিদারণকারী প্রলয় বাত্যা ঘুমুঘুমু শব্দে বহিয়া যাইতেছে, বড় বড় হস্তিসকল কখন নত, কখন উন্নত হইতেছে। সেই সকল হাতীর আকার দেখিলে অনুমান হয় যে,—ইহারা ইচ্ছা করিলে, বড় বড় পর্ব্বতকেও ডুবাইতে ও উঠাইতে সমর্থ হয়। তথায় সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণ বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত পর্ব্বতসমূহকেও অবলীলাক্রমে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। তথাকার অগণ্য সৈন্যরাশি তরঙ্গায়মান জলরাশির

(১) যোগপক্ষে বিশুদ্ধ,—প্রভুকে যাহারা বঞ্চনা করে না, ঈশ্বরের আধার, হৃদয়ে—অর্থাৎ যাহারা প্রভুগতপ্রাণ; সর্ব্বদা প্রভুকেই ধ্যান করে. কৈলাস পক্ষে বিশুদ্ধ পবিত্র, ঈশ্বরের মহাদেবের আধার আলয়।

ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সেই ভীষণ রণস্থল যেন অসময়ে প্রলয়কালিক অবস্থার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে, একমাত্র রক্তের মহাসাগর দ্যাবাপৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ আক্রমণ করিয়া চলিয়াছে। উজ্জ্বল অস্ত্রসমূহ চতুর্দ্দিকে রত্নরাজির ন্যায় উত্থিত হইয়া সংগ্রাম-মধ্যভূমি আবৃত করিতেছে, চলিত সৈন্যব্যূহমধ্যে যন্ত্র পাষাণ চলিত ও ক্ষেপণ-পাষাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। যোধগণের গাত্রস্থ বর্ম্ম ও রত্নের প্রভাপুঞ্জ মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে ঠিক সান্ধ্যজলদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, কোথাও বা ধূলিরূপ মেঘজালে অস্ত্রসলিল পান করিয়া ফেলিতেছে,—অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। এইরূপ সংগ্রামসাগর অবলোকন করিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন, "আমি এই সাগরের অগস্ত্যমুনি হইয়া (এই সংগ্রামসাগর পান করিয়া ফেলি)" এই স্থির করিয়া তিনি সেই রণ সাগর পান করিবার জন্য বায়ব্য অস্ত্রস্মরণ করিলেন, ত্রিপুরবধের সময়ে ভগবান্ পিনাকপাণি যেমন সুমেরু পর্ব্বতরূপ ধনুতে শরসন্ধান করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী সেই বায়ব্যাস্ত্র ধনুতে যোজনা করিলেন। ১৪—২০ সেই রণসাগর প্রশান্ত করিয়া আত্মীয় সৈন্য রক্ষার নিমিত্ত তিনি অগ্নিদেবকে, নমস্কার ও তদীয়মন্ত্রজপ করিয়া সেই ভীষণ বায়ব্যাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তৎপরক্ষণেই শত্রুরূপ আগুন নিবারণার্থ সেই বায়ব্য অস্ত্রের সাহায্য করিতে মহাস্ত্র মেঘাস্ত্র ত্যাগ করিলেন চতুর্দ্দিকে দুইটী দুইটী করিয়া অস্ত্রধারা, অতএব অষ্টমূর্ত্তি তদীয় ভীষণ ধনুঃ হইতে দিঙ্মণ্ডলব্যাপী অস্ত্রনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী তাঁহার সেই ধনুক হইতে বাণ, ত্রিশূল, শক্তি, ভুশুণ্ডি, মুদ্গর, প্রাস, তোমর, চক্র পরশু, ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের নদী বহিতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ু বহিয়া জনগণের হৃদয়ে প্রলয়কালের আশঙ্কা উৎপাদন করিয়া দিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে বজ্র, বিদ্যুৎ, ও জলধারার নদী বহিতে লাগিল। খড়্গ বর্ষণ হইতে লাগিল। সেই মহাবায়ুভরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বড় বড় সর্পও সেই সঙ্গে নির্গত হইতে লাগিল, সেই সমুদয় ভীষণ সর্প দেখিলে বোধ হয় যেন, ইহারা বড় বড় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অস্ত্রবৃষ্টিবেগে সেই শত্রুসৈন্যসাগর ক্ষণকাল মধ্যে ধূলিরাশির ন্যায় হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্রচণ্ড মারুতের বেগে এবং বজ্র ও সলিলাস্ত্রের বর্ষণে সেই সৈন্যসকল সেতুভগ্ন জলপ্রবাহের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। ২১—৩০। সেই চতুরঙ্গ শত্রু-সৈন্য বিপশ্চিৎ রাজার অস্ত্রবেগে পরাহত হইয়া বর্ষাকালীন গিরিনদীপ্রবাহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজপতাকাসমূহ বায়ুবেগে ছিন্ন হইয়া ছিন্ন পাদপের ন্যায় সেই সৈন্যপ্রবাহে ভাসিতে লাগিল। চঞ্চল অসিগভাবন মরীচ-পুষ্পের ন্যায় বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হওয়ায় পরম শোভা ধারণ করিল। যাহারা পলায়ন করিতে অসমর্থ, তাহারা তথায় পাষাণখণ্ডের ন্যায় ভূ-লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহাদের রক্তে সেই স্থান অতিভীষ হইয়া উঠিল। সেইস্থানে অস্ত্রাহত হইয়া যাহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ঘোর ঘুরঘুরাশব্দ শুনিয়া ভয়ে অন্যান্য ভীরুজনের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সেই সৈন্যসাগরে ভাসমান বৃহদাকার হস্তিসমূহের দন্তবিঘর্ষণশব্দে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ মেঘগর্জ্জন হইতেছে। অস্ত্রসমূহের শিলাঘাতজনিত শব্দ যেন গিরিনদীতীরস্থ কুসুমের উপরে ভ্রমরকুলের ঝঙ্কার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তুরঙ্গ-নিচয় ঠিক নদীতরঙ্গের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। শিলাহত যোধগণ ও রথাদি সমূহের চীৎকার ধ্বনি ঠিক বর্ষাকালের ভেক বিহগাদির চীৎকারের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে মৃত পদাতি, হস্তী, অশ্ব, রথ, শিলা প্রভৃতি রাশীভূত হইয়া পড়িয়া থাকাতে সেস্থান অতি দুর্গম হইয়া উঠিল। ধনুকের কটুটঙ্কারে, আহত লোকগণের চীৎকারে, অশ্বগজাদির ক্রেঙ্কারে এবং মরিলাম, মরিলাম ইত্যাকার করুণ আক্রন্দনে সেই সংগ্রামভূমি ভীষণ হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে পলায়মান সৈন্যসাগরের মধ্যভাগরূপ মহাবর্ত্ত হইতে গুলুগুলুধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডলে রক্তবিন্দু নীহারের ন্যায় পতিত হওয়াতে আকাশ যেন সান্ধ্যমেঘ-বিতানে মণ্ডিত বোধ হইতে লাগিল। আকাশমার্গে নতভাবে চলিত অস্ত্রবৃন্দ ঠিক জলভারনত মেঘবৃন্দের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সৈন্যগণ স্থানে স্থানে রক্তপঙ্কিল ভূভাগের উপরে বালুকাদি প্রদান করিয়া পথ করিতে লাগিল। কুন্ত, শূল, গদা, প্রাস, প্রভৃতি অস্ত্রধারী সৈন্যগণ বেগে পলায়ন করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন, তালবৃক্ষের বন চলিয়াছে। ভীরুজনগণ হরিণীশিশুর ন্যায় করুণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ৩১—৪০। মৃত হস্তী অশ্ব ও যোধগণ স্থানে স্থানে জীর্ণ পর্ণরাশির ন্যায় পড়িয়া রহিল। অস্ত্রক্ষত দেহসমূহ হইতে নির্গত বসা, মাংসরূপ পঙ্কে স্থানে স্থানে কর্দ্দম হইয়া গেল। মৃতকঙ্কালসমূহের অস্থি সমূহ চূর্ণীকৃত ও অশ্বাদি খুরে পিষ্ট হইয়া বালুকারাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই সংগ্রামসাগরে ভাসমান শিলা-পুঞ্জ ও কাষ্ঠরাশির পরস্পর সংঘর্ষে কটৎ কটৎ ইত্যাকার শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। প্রলয়কালের ন্যায় মেঘগর্জ্জন, প্রলয়কালের ন্যায় বায়ুর বহন, প্রলয়কালের ন্যায় জলধারা বর্ষণ এবং প্রলয়কালের মত ভীষণ বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। সমস্ত সংগ্রাম-ভূমি কর্দ্দমময়, জলময় হইয়া গেল, চতুর্দ্দিকে শীতল জলধারা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সমগ্র নগরে গ্রামে, গৃহে, বহ্নি জ্বলিতে লাগিল, হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও অন্যান্য জনগণ ভয়ে ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। ভূতলে রথের ঘড়ঘড়ানি ও আকাশে মেঘের গভীরগর্জ্জনে বিপশ্চিতের চারিটী মূর্ত্তির চারিটী ধনুকের উচ্চটঙ্কারে চতুর্দ্দিক্ ভীষণ হইয়া উঠিল। ৪১—৪৬। মেঘমালা পরস্পর সংঘর্ষপ্রাপ্ত হইয়া গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল, বিদ্যুৎ-পুঞ্জে লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের বৃষ্টি হইতে লাগিল। বিপশ্চিতের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রামে প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষ ভূপতিদিগের অসংখ্য সৈন্য কেহ কেহ পলায়ন করিল, কেহ কেহ মশকরাশির ন্যায় বিনষ্ট হইয়া গেল। বিপক্ষভূপাতের সৈন্যসকল উদ্দাম বহ্নিসংযুক্ত বনের ন্যায় ভীষণ অস্ত্রসমূহের আঘাতে বিদ্যুতানলের লোকবিধ্বংসকারী বজ্রপতনে অতিশয় আকুল হইয়া বাড়বানলের দহ্যমান জলজন্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৪৭—৪৯।

একাদশাধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রমণীয় হাররূপ সর্পজালে বেষ্টিত চেদীদেশীয় যোধগণরূপ চন্দনকানন পরশু-অস্ত্রদ্বারা ছিন্নাঙ্গ হইয়া দক্ষিণসাগরের জলে গিয়া পড়িতে লাগিল। পারসীক দেশীয় যোধগণ অস্ত্রপ্রবাহে পত্রের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে মোহবশতঃ পরস্পরকে প্রহার করিয়া বঙ্কুলাবনে গিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। দরদদেশীয় যোদ্ধারা এইরূপ যুদ্ধে প্রহার খাইয়া দর্দ্দর পর্ব্বতের দুরন্তদরীবিবরে পলায়ন করিল, ভয়ে তাহাদের হৃদয়ের ভিতর যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। শর, প্রাস, অসি, ও পর্শুধারায় বিচূর্ণিত পাষাণ বর্ষাদিরূপ নীহারবিন্দুবাহী সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল, বিদ্যুৎবেষ্টিত বারুণাস্ত্র-বিনির্গত মেঘসকল আকাশে উড়িতে লাগিল। সেই সময়ে হস্তিসকল পরস্পর প্রহারে ভগ্নদন্ত রক্তাক্তদেহ যমরাজের উদরপূরণকারী রাশি রাশি গ্রাস পিণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ১—৫। দরদদেশীয় কতকগুলি সৈন্য ভীষণ তোমর অস্ত্রে বিতাড়িত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ রৈবতক পর্ব্বতমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে তথায় আর তাহাদের অবস্থান করিতে হইল না, মায়াবিনী পিশাচীগণ আসিয়া তাহাদের অঙ্গবিকর্ত্তনপূর্ব্বক ভাগ করিয়া খাইয়া ফেলিল। দশার্ণদেশীয় বীরগণ জীর্ণ জঙ্গলমধ্যে তমালতালীবনে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু তথায় অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না, অমনি সিংহ আসিয়া গলদেশে পদার্পণপূর্ব্বক চড়িয়া মারিয়া ফেলিল। যবনেরা পশ্চিমসমুদ্রের তীরস্থ নারিকেল বনে পলায়ন করিলে সমুদ্র হইতে মকরসমূহ উঠিয়া তাহাদিগকে গিলিয়া খাইয়া ফেলিল। শকদেশীয় যোদ্ধগণ একনিমেষও কৃষ্ণবর্ণ নারাচ-অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা নারাচদ্বারা আহত হইয়া বজ্রাহত কমলকাননের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শ্রবণানক্ষত্রের ন্যায় বিশাল শৃঙ্গত্রয়শোভী মহেন্দ্রাচল আকাশপথে পলায়মান নীলবর্ণ যোধগণে পরিপূর্ণ হইয়া মেঘজালবেষ্টিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৬—১০। নানাস্বর্ণালঙ্কারভূষিত বঙ্গদেশীয় সেনাগণ রণে ভঙ্গদিয়া পলায়ন করত পথিমধ্যে চোর কর্ত্তৃক অপহৃতসর্ব্বস্ব হইয়া এমন কি বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিশূন্য হইয়া পরিশেষে বিজনকাননে রাক্ষসের কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময়ে সংগ্রামভূমি অগ্নিময় অস্ত্রজালে নক্ষত্রজালে আকাশের ন্যায় শোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে অন্তরীক্ষপ্রদেশ ভূমণ্ডলে মেঘের প্রতিধ্বনিব্যপদেশে যেন মৃদঙ্গ বাদ্য করিয়া বিপশ্চিতের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল। যেমন মৎস্যের বিহারস্থল শৈবলপল্বল জলহীন হইলে মৎস্য ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ দ্বীপান্তরবাসী অনেক বীরপুঙ্গব চক্রাস্ত্রের আঘাতে জর্জ্জর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। যবদ্বীপবাসী যোধগণ অস্ত্রাহত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া সহ্যপর্ব্বতে গুপ্তভাবে সপ্তরাত্রি অবস্থান করিয়া চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। গান্ধারদেশীয় বীরপুঙ্গবগণ প্রাণভয়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতের পুন্নাগ বনমধ্যে পলায়নপূর্ব্বক বিদ্যাধরকুমারীদিগের আশ্রয়ে প্রাণ রক্ষা করিল। এদিকে বিপশ্চিৎ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত চক্রাস্ত্রসমূহ অনুকূল বায়ুভরে সবেগে গমন করিয়া হূন, চীন ও কিরাতদেশীয়দিগের মস্তকমণ্ডল কমলনিকরের ন্যায় খণ্ড করিয়া ফেলিল। নিলীপদেশীয় যোধগণ বিপশ্চিতের ভয়ে পলায়ন করিয়া পদ্মনালে কণ্টকের ন্যায় বৃক্ষে বৃক্ষে বৃক্ষময় হইয়া (মিশিয়া গিয়া) অবস্থান করিতে লাগিল। বিপশ্চিতের দূরগামী শরনিপাতে চতুর্দ্দিকস্থ মৃগপক্ষীর বিহারভূমি শৈলকানন পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া গেল। কণ্টকের ন্যায় কর্কশ কণ্টকদেশীয় যোধগণ ভয়ে দস্যুদিগের আবাসভূমি অতি নিভৃত করঞ্জগহনে গিয়া পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিল। ভীত পারসীকগণ প্রলয়কালে প্রচণ্ড বায়ুনিপতিত নক্ষত্ররাজির ন্যায় সবেগে ছুটিয়া গিয়া সন্তরণ দ্বারা সমুদ্র পার হইতে লাগিল। প্রলয়কালের ন্যায় প্রচণ্ড পবনও সেই সময়ে শিলাসমূহের উৎপাটনে পর্ব্বতসমূহ পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত, চতুর্দ্দিকের বনভূমি চূর্ণ-বিচূর্ণ, সাগরসমূহকে উদ্বেল করত বহিতে লাগিল। ১১—২২। দশ দিক্ প্রচণ্ড বায়ুবিক্ষিপ্ত অস্ত্রজালে ও ধারাসারে পঙ্কিল জলময় হইয়া যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। শব্দকারী বায়ুবেগে ছপ ছপ শব্দে নীহারপাত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন, সমুদ্রপ্রবাহ আসিয়া ভূতলে উঠিতেছে। দূরদেশস্থিত রথারোহিগণ প্রবল বাতাহত হইয়া তরঙ্গের ন্যায় চীৎকার করত পদ্ম হইতে ষট্‌পদের ন্যায় রথ হইতে সরোবর সলিলে পড়িতে লাগিল। সেই রথারোহীদিগের পদাতিসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র থাকিতেও বিপশ্চিতের চক্রাস্ত্রের আঘাতে এমনি কাতর হইয়া পড়িল যে, জলধারাপতনে ধূলিজালের ন্যায় পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। কেবল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। হূনদেশীয় বীরগণ ভয়ে উত্তরসাগরের সৈকতময়প্রদেশে আমস্তক নিমগ্ন ও পঙ্ক-কর্দ্দমে ক্লিন্ন হইয়া পঙ্কনিমগ্ন লৌহশূলের ন্যায় কর্দ্দমাক্তকলেবরে মলিনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। বিপশ্চিৎ রাজা শকদেশীয় যোদ্ধাদিগকে পূর্ব্বসাগরের তীরস্থিত এলাবনে লইয়া একদিন বদ্ধ করিয়া রাখিয়া পরে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, একারণে আর তাহাদিগকে যমের বাড়ীতে যাইতে হইল না। মদ্রদেশীয় ভটগণ মহেন্দ্রপর্ব্বতের উন্নত শিখরে গিয়া তথা হইতে পতিত হইলে তথাকার মুনিগণ আসিয়া তাহাদিগকে আশ্রমমৃগের ন্যায় সান্ত্বনা (সুস্থ) করিতে লাগিলেন। কতকগুলি যোদ্ধা সহ্যপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া দৈবাৎ তাহার শিখরমধ্যে সুরবিলনামক এক ভীষণ গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া (অত্রত্য মৃৎশ্বিকানাম্নী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া) দুইটী বর লাভ করিল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে কাকতালীয় ন্যায় ক্বচিৎ অনর্থ হইতেও ইষ্টলাভ ঘটিয়া থাকে। দশার্ণদেশীয় বীরগণ দর্দ্দুপর্ব্বতের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া না জানিতে পারিয়া বিষফল খাইয়া সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিল। হৈহয়দেশীয় যোধগণ হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বিশল্যকরণী খাইয়া কাকতালীয় যোগে বিদ্যাধর হইয়া বাড়ীতে গমন করিল। বঙ্গদেশীয় বীরেরা পৃষ্ঠদেশে ম্লান কুসুমের মালা ধারণ করিয়া কেবল ধনু লইয়া (বাণ সকল ফুরাইয়া গিয়াছে) আপন গৃহে গিয়া প্রবেশ করিল, তদবধি তাহারা আর বাহিরে নির্গত হইল না। পিশাচের ন্যায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। অঙ্গদেশীয় ভটগণ সৌভাগ্যক্রমে এমন এক বস্তুফল ভোজন করিল যে, তাহাতে বিদ্যাধর পদ প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি স্বর্গে বিদ্যাধরগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। পারসীকগণ তালীতমালবনে প্রবেশ করিবামাত্রই শত্রুগণের দ্বারা চূর্ণিতাঙ্গ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইল, সেই মোহপ্রাপ্তির পর হইতে তাহারা বিমানচারীর ন্যায় সর্ব্বদা "ঘুরিতেছে" মনে করিতে লাগিল। ২৩—৩৫। হে রাম!

কলিঙ্গদিগের চতুরঙ্গসৈন্য পথিমধ্যে অঙ্গদেশীয়দিগের দ্বারা আহত হইয়া বেগে ছুটিয়া তঙ্গনদেশীয়দিগের বাটীর অঙ্গনে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। সাগ্নদেশীয়গণ যাইতে যাইতে শত্রুগণ আসিয়া পথিমধ্যে আক্রমণ করিলে আপনাদিগের প্রভুর সহিত শর-নামক এক পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী এক জলাশয়ে গিয়া প্রবেশপূর্ব্বক ভয়ে পাষাণ-প্রতিমার স্থায় নিশ্চল হইয়া রহিল। এইরূপে অসংখ্য মানব চতুর্দ্দিকে পলায়ন করত উত্তালতরঙ্গ সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে ভীষণ সৈন্যগণ সাগর, নদী, পর্ব্বত, অটবী, ক্ষেত্র, নদীতট, প্রপাত, নগর, দেশ, গ্রাম, কূপ, তড়াগ, পর্ব্বত, গুহা, লোকালয় প্রভৃতি কত স্থানে যে পলায়ন করিতে লাগিল, কাহার সাধ্য, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠে। ৩৬—৩৯।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"সেই চারিজন বিপশ্চিৎও এইরূপে পলায়মান শত্রুসৈন্যদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে করিতে বহুদূরে গিয়া পড়িলেন। সকলেই (বিপশ্চিতের চারিটী মূর্ত্তিই) এইরূপ সর্ব্বশক্তিময়, সকলের হৃদয়ে অবস্থিত চিন্ময় ঈশ্বরের নিয়োগ অনুসারেই একরূপ আশয়ে দিগ্বিজয় করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত নদীপ্রবাহের স্থায় বিপক্ষবলের অনুগমন করিলেন। সমুদ্রের তীরে গিয়াই এতদূর অবিশ্রান্তভাবে গমন করিয়া আসায় তাঁহারাও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, স্বকীয় এবং পরকীয় সৈন্যসামন্তও সমস্ত কুনদীর (ক্ষুদ্র স্বল্পসলিলানদীর) জলের স্থায় ক্ষীণ হইয়া আসিল (নদী পক্ষে ক্ষীণ, কমিয়া যাওয়া, সৈন্যসামন্তপক্ষে ক্ষীণ দুর্ব্বল, ফলতার্থ পরিশ্রান্ত)। এত দূর বেগে দৌড়িয়া আসাতে স্বকীয় এবং পরকীয় সৈন্যসমূহ মুমুক্ষুর পাপপুণ্যের স্থায় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া এবং আপনাদিগের কৃতকৃত্য অস্ত্রসমূহ দাহ্য বস্তুর অভাবে বহ্নিজ্বালার স্থায় নিজেই শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিপক্ষদিগের প্রতি আক্রমণ হইতে বিরত হইলেন। ১—৫। বিহঙ্গগণ যেমন দিনের বেলায় চড়িয়া বেড়ায়, দিবাবসান হইলে আপন আপন কুলায়ে আসিয়া নিদ্রা যায়, সেইরূপ তাঁহাদের অস্ত্রসমূহ, রথ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির উপরে আপন আপন তূণীরাদিতে নিদ্রিত অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তরঙ্গ যেমন জলে, নীহার যেমন জলদে, জলদ যেমন বায়ুতে এবং সৌরভ যেমন আকাশে বিলীন হইয়া থাকে, সেইরূপ অস্ত্রসমূহ স্ব স্ব আধারে বিলীন হইয়া রহিল। তখন আকাশরূপ অনন্ত জলধি নির্ম্মল শূন্যতারূপ জলময় ও প্রশান্ত হইয়া গেল; নিক্ষিপ্ত অস্ত্ররূপ জলচর জন্তুসকল তখন শান্তভাব ধারণ করিয়া জলধারা বর্ষণ জনিত পঙ্কতলে লীন হইয়া রহিল। আকাশসাগরে আর নারাচ-নীহার বর্ষণ নাই, শতশত চক্রাবর্ত্তের বিবর্ত্তন নাই, কেবল নির্ম্মল সৌম্যভাব বিরাজমান। মেঘসংরম্ভ, উত্তাল তরঙ্গে জলধারা বর্ষণ কিছুই নাই; নক্ষত্ররূপ রত্নরাজি অন্তরে লীন হইয়া রহিয়াছে; সূর্য্যরূপ বাড়বাগ্নি আকাশসাগরের এক কোণে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬—১০। আকাশমণ্ডল তখন মহতের মনের স্থায় রজোবিরহিত (আকাশপক্ষে ধূলিশূন্য, মনঃপক্ষে রজোগুণ শূন্য) প্রকাশ-গম্ভীর কান্তিযুক্ত বিশাল স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিল। তাহার পরে তাঁহারা বিস্তীর্ণ নির্ম্মলাকৃতি অখিলদিক্তটব্যাপী, আকাশের ছোট ছোট ভাইগুলির স্থায় সমুদ্রশ্রেণী দেখিতে লাগিলেন। সাগরশ্রেণী কল্লোলমালার গুম্ গুম্ গর্জ্জনে আকুল, নীহারবিন্দুবাহী জলদমালা বিচরণ করিতে থাকায় সেই সাগরশ্রেণী অতি সুন্দর দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছে; সেই সাগরশ্রেণী যেন ব্যাধিতাপে তাপিত হওয়াতেই, ভূতলে নিজদেহ প্রসারণ করিতেছে, শ্বসনবায়ুতে কাতর হইতেছে, দেহস্পন্দিত থাকায় যেন বারংবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে, তরঙ্গরূপ মহাবাহুর উৎক্ষেপ করিতেছে। ১১—১৫। সেই সাগরশ্রেণী সংসারের স্থায় বিস্তৃত আবর্ত্তরূপ দশাপরিবর্ত্তনে বিসংষ্ঠুল, কল্লোলমালায় কুটিল ভাবাপন্ন এবং জড় হইলেও স্পন্দময়। তাহাদের তটস্থিত রত্নরাশির কিরণপুঞ্জে উদয়কালীন সূর্য্যদেবের কান্তিপুঞ্জ আরও বর্দ্ধিত হয়; তীরপতিত শঙ্খরাশির ভিতরে বায়ু প্রবেশহেতু শব্দ হয়, যেন তাহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। উত্তালতরঙ্গমালার মেঘবৎ গভীর গর্জ্জনে নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ভীষণ হইতেছে। প্রবালবৃক্ষসমূহ বর্ত্তুলাকার আবর্ত্তমণ্ডলে পতিত হইয়া ঘুরিতেছে। সাগরের ভিতর হইতে মকরসমূহের গভীর গর্জ্জন উত্থিত হইতেছে। বড় বড় মৎস্যের পুচ্ছাঘাতে অনেক তরণী জলমগ্ন হইয়া যাইতেছে, তত্রত্য আরোহিগণ সেই সঙ্গে করুণ চীৎকার করিতেছে। মকর কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তু গ্রীবা উত্তোলনপূর্ব্বক সেই সমস্ত জলমগ্ন আরোহীদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। বিমল তরঙ্গমালার উপরে সূর্য্যের ও তদীয় অশ্বের প্রতিবিম্ব পড়ায় তরঙ্গমালা যেন আকাশের স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রবল বাত্যা উঠিয়া বড় বড় মহাজনী নৌকা জলসাৎ করিয়া দিতেছে। তরঙ্গের উপরে ভাসমান মণিরত্নসমূহ তরঙ্গাঘাতে তীরে গিয়া উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, উৎক্ষেপকালে রত্নরাশির ঝন্ঝন্ শব্দ উত্থিত হইতেছে। স্থানে স্থানে রশ্মি-বিকিরণকারী মণি-মাণিক্যসমূহ ভাসিয়া উঠিতেছে এবং আবার ডুবিয়া যাইতেছে। কোথাও বা ফেনময় আবর্ত্তবিবর্ত্তে মকরসমূহ ভাসিয়া উঠিতেছে, কোথাও বা জলমগ্ন করিসমূহের শুণ্ডগুলি উপরে উন্নত হইয়া উঠিয়া ঠিক বংশবনের স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে। করীদিগের পুচ্ছসমূহ তরঙ্গমালার উপরে লতার স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে। তাহাদের নীলবর্ণ পৃষ্ঠদেশরূপ ভৃঙ্গ-নিচয়ে ফেনপুঞ্জ কুসুমের স্থায় সংলগ্ন থাকায় বোধ হইতেছে যেন, মাধবের (বসন্তকালের) আবির্ভাব হইয়াছে; কোথাও (শ্বেতদ্বীপাদিতে) জলের ভিতরে মাধব (কৃষ্ণ) নিজ পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছেন। কোথাও অসংখ্য দৈত্য বাস করিতেছে, কোথাও বা দেববৃন্দ বাস করিতেছেন। কোথাও বা ফেনপুঞ্জরূপ তারানিকরমণ্ডিত তরঙ্গমালা তারাশোভিত গগনমণ্ডলকে উপহাস করিতেছে। ১৬—২৫। কোথাও বা পক্ষবান্ পর্ব্বতবৃন্দ পক্ষকর্ত্তনভয়ে ভীত হইয়া জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গুহামধ্যে মশকের স্থায় অবস্থান করিতেছে। বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গমালার আঘাতে তীরস্থ পর্ব্বতসকল অতি খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে। বহু সামুদ্রবৃক্ষের রশ্মিসমূহ উত্থিত হইয়া আকাশক্ষেত্রের অঙ্কুরের স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে। কোথাও বা সৈকতরাশির বিশুদ্ধ শুক্তিমুখনির্গত মুক্তারাশি পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থলে সমুদ্রসকল তন্তুবায়ের তন্তুস্থিত

বস্ত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; বিবিধ রত্নের কিরণমাল ঐ বস্ত্রের কৌশেয় সূত্রের ন্যায় বোধ হইতেছে, নদী সকল তুরী-প্রবেশ্যমান তন্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, দিক্‌সমূহ ঐ বস্ত্রের দশা বলিয়া বোধ হইতেছে। কোথাও বা মুক্তাশুক্তিসমূহে বিশোভিত ইন্দ্রনীলমণিময় তটসকল শতচন্দ্রের ন্যায় শোভামান নক্ষত্রপংক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। কোথাও বা কুসুমিত তীরস্থ তালীবন তরঙ্গের উপরে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় রত্নরাজির কিরণজাল বলিয়া ভ্রম হইতেছে। ২৬—৩০। কোথাও বা জলজন্তুগণ এলাবন হইতে এলাদি ফল লইবার জন্য তীরে উঠিতেছে। কোথাও বা তীরস্থ আম্র, কদম্ব, প্রভৃতি বৃক্ষবাসী পক্ষিসকলের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হওয়ায় জলজন্তুগণ বাস্তবভ্রমে তাহা খাইতে আসিয়া প্রতারিত হইতেছে। কোথাও জলজন্তুগণ খেচর কোন বৃহৎ জন্তুর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া সেতুভঙ্গবৎ বিকট শব্দ উৎপাদন করিতেছে। আকাশের ন্যায় নির্ম্মল চারিদিকের চারিটী সাগর হৃদয়মধ্যে জগত্ত্রয়ের প্রতিবিম্ব ধারণ করায় উদরমধ্যে জগত্ত্রয়ধারী মূর্ত্তিহীন নারায়ণ-চতুষ্টয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। অতি গাম্ভীর্য্য, নির্ম্মলতা ও বিস্তারগুণে বোধ হইতেছে যেন, সাগরচতুষ্টয় হৃদয়মধ্যে আকাশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পদ্ম যেমন আপন কোষমধ্যে ভ্রমরধারণ করে, সেইরূপ ঐ সাগরচতুষ্টয় আপনার হৃদয়মধ্যে আকাশশুদ্ধ জলচর বিহঙ্গদিগের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। ঐ সমুদ্রসকলের অন্তর্গত গিরিকন্দরে বায়ুর প্রবেশ নির্গমরূপ উদ্গারে কন্দরে অনন্ত গাম্ভীর্য্য অনুমিত হওয়াতে বোধ হয়, উহার মধ্যে প্রলয়কালে মেঘমালা লুক্কায়িত থাকে। সমুদ্রের কোন কোন স্থান জলমধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের গুহামধ্য হইতে আবর্ত্ত-নিচয়ের গভীর গুলুগুলু ধ্বনি উত্থিত হওয়ায় বজ্রের ন্যায় ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছে। আরও বোধ হইতেছে, যেন বাড়বানলও অগস্ত্য মুনিকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। জলরূপ কানন যেন আকাশে উঠিয়াছে, বহু জলকণা ঐ কাননের পুষ্প, তরঙ্গসমূহ উহার তরু, লহরী উহার মঞ্জরী। উড্ডীয়মান মৎস্যাদি প্রাণি-সমন্বিত তরঙ্গমালা যেন আকাশে উঠিয়াই আকাশ খণ্ড খণ্ড বলিয়া তাহাতে থাকিতে না পারিয়া আবার অধঃপতিত হইতেছে। ঐ বিপশ্চিৎ-সঙ্ঘ এই বর্ণিতপ্রকার সাগরের তীরে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘতীর-ভূমিস্থিত গগনস্পর্শী শৈলশিখরে এলা, লবঙ্গ, বকুল, আমলকী, তমাল, হিন্তাল, তাল-বনের ভ্রমরতুল্য শ্যাম শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। ৩১—৪১।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১১৩।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তী লোকে [illegible] স্ত্রী প্রভৃতিগণ) বিপশ্চিৎ রাজাকে সেই সেই বিচিত্র বন, বৃক্ষ, সাগর, শৈল, মেঘ প্রভৃতি রমণীয় বিষয় দেখাইতে লাগিল। দেব! দেখুন, এই পর্ব্বতের শিখরভূমি কেমন উচ্চ, যেন গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে, এই পর্ব্বতমধ্যদেশ হইতে ক্রমে স্তরে স্তরে প্রস্তরসমূহ উন্নত হইয়াছে। এই দেখুন, বনশ্রেণীমধ্যে কেমন বকুল, নারিকেল, পুন্নাগ প্রভৃতি তরুশ্রেণী রহিয়াছে; বিবিধ সৌরভবাহী মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখুন, সমুদ্রতরঙ্গরূপ দাত্রদ্বারা তীর-স্থিত পর্ব্বতের উপত্যকা, শিলাসমূহ এবং মূল-পর্য্যন্ত ফলপল্লবে পরিব্যাপ্ত বনসমূহ ছেদন করিয়া দিতেছে। আর ঐ দেখুন, বালক যেমন নিজ গৃহ-মধ্যবর্ত্তী ধূমপুঞ্জ বাতাস দিয়া চালিত করে, সেইরূপ সমুদ্র, পবনকম্পিত তরুলতা-বাহু প্রভৃতির অভিনয়ে নৃত্যকারী পর্ব্বতসমূহের অধিত্যকায় বিশ্রান্ত মেঘসমূহ বিধূনিত করিতেছে। ঐ সাগরতটস্থ বৃক্ষসকল পূর্ণিমার সাগরের জলবৃদ্ধিতে সেই জলপ্রবাহের সহিত আগত শঙ্খসমূহ অদ্যাপি শাখায় সংলগ্ন থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, চন্দ্রবিম্বের ন্যায় সুধাময় ফলসমূহশোভী কল্পতরুসকল শোভা পাইতেছে। ঐ দেখুন, তরুগণ লতারমণীসমন্বিত হইয়া বকুলপল্লব পাণিতে রত্নপুষ্পরাশি লইয়া যেন আপনাকে পূজা করিতেছে। ঐ দেখুন, ঋক্ষবান্ পর্ব্বত ঠিক ঋক্ষের (ভল্লুকের) ন্যায় ঘুরঘুর ধ্বনি করিতেছে; উহার পাষাণদশন গুহামুখ, তরঙ্গের সঙ্গে কোন সামুদ্র জন্তু মকরাদি উপরে উঠিলে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে,—অর্থাৎ মকরাদি জলজন্তু তীরস্থিত ঐ পর্ব্বতের গুহামুখে উত্থিত তরঙ্গের সঙ্গে উঠিয়া ঐ গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। এই মহেন্দ্র পর্ব্বত, উপরে গর্জ্জনকারী মেঘসমূহকে গভীর গর্জ্জন দ্বারা তিরস্কার করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন কোন বলবান্ যোদ্ধা তাহার বিপক্ষবর্গকে লক্ষ্য করিয়া ঘোর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে। ঐ দেখুন, চন্দন-চর্চ্চিত শ্রীমান্ মলয়পর্ব্বত-রূপ যোদ্ধা-প্রতিযোদ্ধা সমুদ্রের তরঙ্গ-ভুজাস্ফালন পরাভব করিবার জন্যই যেন উদ্যত হইতেছে। ১—১০। চারিদিকে রত্নযুক্ত তরঙ্গমালায় শোভিত এই সাগরকে গগনবিহারী জনগণ ধরিত্রী-দেবীর রত্নবলয় বলিয়া মনে করে। ঐ বনসমূহপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলি বায়ুবেগে সর্পের ন্যায় উন্নত-নতভাবে স্পন্দিত হইতেছে। সর্পের মস্তকে যেমন রত্ন আছে, ঐ পর্ব্বতগুলির শিখরেও তেমন রত্ন আছে, সর্পের ন্যায় ঐ পর্ব্বতগুলিও বায়ুভুক্,—(সর্ব্বদা বায়ুচালিত)। তরঙ্গরূপ শৃঙ্গের উপরে ভাসমান মকর ও জলহস্তিসমূহ, উচ্ছলিত তরঙ্গরূপ শৃঙ্গ ধরিবার জন্য মুখ বহিষ্কৃত করিয়া ধাবিত হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন, জলবর্ষী মেঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেঘমালা দৌড়িয়াছে। আর ঐ দেখুন, আর একটী হস্তী অগাধ জলমধ্যে দৈবাৎ পতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতেছে; একেবারে জলমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আর মস্তক উত্তোলন করিতে না পারিয়া, শুণ্ড উন্নত করিয়া মরিয়া যাইতেছে। এই সাগরসমূহ যেমন জলপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত থাকায় বিষম এবং নানাবিধ জন্তুপূর্ণ দেখিতেছেন, অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জও এইরূপ জানিবেন। ব্রহ্ম যেমন আপনার অভ্যন্তরে আপনা হইতে অপৃথক্ হইলেও যেন পৃথক্ গ্রহণ করিতে গেলে অসদ্রূপ প্রাপ্ত তরঙ্গের ন্যায় জড় পরিদৃশ্যমান শান্ত হইলেও অনন্ত জগৎসমূহ ধারণ করেন, সেইরূপ এই সাগর আপনা হইতে পৃথক্ হইলেও পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান। গ্রহণ করিতে গেলে অপ্রাপ্য অসৎ তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, শান্ত হইলেও অনন্ত পরিদৃশ্যমান আবর্ত্তমালা ধারণ করিতেছে। এই যে সাগর দেখিতেছেন, ইহাতে পূর্ব্বের সে সমস্ত সারবস্তু আর কিছুই নাই, মন্থনকালে দেবাসুরগণ সমস্তই অপহরণ করিয়া লইয়াছে, কেবল অসুরদিগের নিকট হইতে ইন্দ্রের ন্যায় দেবতাদিগের নিকট হইতে কতকগুলি সূর্য্যকান্তমণি গোপন

করিয়া রাখিয়াছিল ; তাহাই অন্তরে ধারণ করিতেছে। সেই মণিসকল তেজোময় (সূর্য্য) বলিয়া পাতালতল হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সাগর উক্ত মণিসমূহ প্রতিবিম্বচ্ছলে লোকের নিকট অসত্য এই প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়া অন্তরে গোপনে ধারণ করিতেছে, অসত্যপ্রতীতি জন্মাইবার হেতু পাছে কেহ চুরি করিয়া লয়। সেই মণিসকলের মধ্যে প্রতিদিন একটী একটী করিয়া পশ্চিমসাগরে নিক্ষেপ করিয়া রাখা হয়, আমার বোধ হয়, তাহাই প্রতিদিন পূর্ব্বসাগর দিয়া আকাশে উত্থিত হওয়ার দিন হয় (১)। ১১—২০। যেমন কোন উৎসব হইলে চারিদিক্ হইতে কল কল শব্দে নানালোক সমাগম হয়, সেইরূপ, এই সাগরে নানাদিক্ ও নানাদেশ হইতে জলরাশি আসিয়া কল কল শব্দে মিলিত হইতেছে। আমাদের বোধ হয়, যুদ্ধোৎসাহীদিগের মধ্যে জলচর জন্তুই শ্রেষ্ঠ, কেননা, সাগরদ্বয়ের মিলনস্থলে স্রোতোদ্বয়ের প্রতিকূল জলজন্তুগণ গমনহেতু স্রোতোবেগে পরস্পর আহত হওয়ায় তাহাদের যুদ্ধ কখনই নিবৃত্ত হয় না। ঐ দেখুন, যে সকল তিমিপ্রভৃতি মৎস্যগণ তরঙ্গের উপরে আবর্ত্ত ভ্রম-সহকারে নৃত্য করতঃ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, পবনদেব উহাদিগকে জলবিন্দুরূপ মুক্তা পারিতোষিক প্রদান করতঃ এই দিকে আসিতেছেন। ঐ দেখুন, নদীরূপ মুক্তাহারের মধ্যস্থিত মেঘরূপ নায়কমণি সাগরের কণ্ঠদেশে লম্বমান হইয়া (পরস্পরের আঘাতে) খন্ খন্ শব্দ করিতেছে। ঐ দেখুন, সিদ্ধ, সাধ্য প্রভৃতি দেবযোনিগণ গুহারূপগৃহে সমুদ্রজল প্রবেশ করায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতের ঊর্দ্ধবর্ত্তী বায়ুভরে ভাঁ ভাঁ শব্দকারীর উন্মুক্ত তটপ্রদেশে গিয়া সুখে বাস করিতেছে। ঐ মন্দরপর্ব্বত নিজ কন্দর হইতে উত্থিত বায়ুবেগে কম্পিত বনাভোগ হইয়া আকাশের উপরে পুষ্পরূপ মেঘ বিস্তার করিতেছে (চারিদিকে পুষ্পাকীর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন মেঘ উঠিয়াছে), বিদ্যুৎরূপ চঞ্চলনয়নশালী মেঘরূপ হরিণকুল আম্র, কদম্ববৃক্ষে পরিপূর্ণ গন্ধমাদনপর্ব্বতের কন্দরে প্রবেশ করিতেছে। হিমালয় কন্দর হইতে নির্গত মৃদু মৃদু বায়ু লতাসমূহকে নর্ত্তিত করত উপরিস্থ মেঘমালা ও সাগরের তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া চলিয়াছে। আম্র ও কদম্বকুসুমের স্পর্শে সুরভিত গন্ধমাদনপর্ব্বতের বায়ু সমুদ্রকল্লোল আলোড়িত করিয়া চলিয়াছে। (বায়ু) অলকাপুরীর অলকস্থানীয় জলদজালকে বিধূনিত এবং বনভূমির আকাশমার্গে পুষ্পমেঘ বিস্তার করিয়া এই দিকে আসিতেছে। মহারাজ। কুন্দ ও মন্দারকুসুমের মধুর সৌরভে মন্থর অত্রত্য বায়ু কিরূপ তুষারকণবাহী শীতল, তাহা স্পর্শ করিয়া দেখুন। ঐ দেখুন, নারিকেল বৃক্ষে বেষ্টিত মল্লিকাদি লতাসমূহ নাচাইয়া তদীয় সৌরভে সুরভিত মৃদু-মন্দ-বায়ু পারসীক নগরীর দিকে বহিয়া যাইতেছে। মহাদেবের কুসুমিত প্রমদ-কাননের কুসুমকর্পূর-সৌরভে আমোদিত জলদজাল বিকম্পিত করিয়া, কৈলাস পর্ব্বতের কমলাকর বিধূনিত করিয়া কেমন সুমধুর বাতাস বহিতেছে। বড় বড় হস্তীর কুম্ভনির্গতমদে মন্থরমূর্ত্তি, এই বিন্ধ্য কন্দরের বায়ু কেমন সুক্ সুক্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে। এই মলয়পর্ব্বতের বনশ্রেণী নগরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, এই বনমধ্যে ব্যাধগণ সপরিবারে বাস করে, ইহারা বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করে, এই বনে ব্যাধের কৃপায় মৃগপক্ষী বড় একটা নাই, চতুর্দ্দিকে নারাচ অস্ত্র বিকীর্ণ রহিয়াছে। মহারাজ। সাগর, নদী, পর্ব্বত, কানন ও মেঘজালে পূর্ণ এই দিক্প্রান্ত সূর্য্যরশ্মিরঞ্জিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, আপনার অসীম প্রতাপসন্দর্শনে আনন্দে হাস্য করিতেছে। এই প্রদেশের শৈলপার্শ্বস্থ বনবীথিতে বিদ্যাধরমিথুনের বিহার-শয্যার দুই পার্শ্ব অলক্তচিহ্নিত দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে, সুন্দরী কামিনীগণ এই স্থানে পুরুষায়িত ব্যবহার করিয়াছে। ২১—৩৭।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ

পার্শ্ববর্ত্তী জনগণ কহিল,—হে উত্তমাশয়। ঐ দেখুন, ঐ পর্ব্বতের উপরে কিন্নরগণ ক্রীড়াসক্ত স্ব স্ব বনিতা সমভিব্যাহারে পরমানন্দে বিহার করত দিনাত্যয় কখন হইয়া যাইতেছে, তাহা জানিতে পারিতেছে না, উহারা মধ্যে মধ্যে কেমন মধুর গান গাইতেছে এবং প্রিয়তমাদিগের নিকট শ্রবণও করিতেছে। ঐ শ্বেতবর্ণ মেঘবসনে আবৃত হিমালয়, মলয়, বিন্ধ্য, সহ্য, ক্রৌঞ্চ, মহেন্দ্র, দর্দ্দুর, মন্দর, মধুপ্রভৃতি গিরিশ্রেণী বহুদূর হইতে দর্শকবৃন্দের নিকট শুষ্ক পাণ্ডুবর্ণ পত্রে আচ্ছাদিত লোষ্ট্রসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত ঐ কুলপর্ব্বতসমূহের অন্তরাল পথ (মাঝের ফাঁক) দূর হইতে দেখিতে না পাওয়ায় (অর্থাৎ সংলগ্ন বোধ হওয়ায়) ঠিক যেন বড় একটা পুরীর প্রাচীর বলিয়া অনুমান হইতেছে। আর দেখুন নদী সকল সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, প্রবেশকালে বিশীর্ণভাব প্রাপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, বস্ত্রের মধ্যে সূক্ষ্মসূত্র নির্ম্মিত সাদা পাড় বসান রহিয়াছে। হে রাজন্! পর্ব্বতের উপরিভাগে দৃষ্টি করিয়া দেখুন, দশদিক্ কেমন শোভা পাইতেছে, চারিদিকে মেঘে আবৃত, তাহাতে গাঢ় শ্যামবর্ণ হইয়া গিয়াছে, পক্ষী সকল কলরব করিতেছে, লতাবিচ্যুত পুষ্পসমূহে পরিশোভিত, রমণীয় বনশ্রেণী ঐ দিক্শ্রেণীর বাহুলতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, পক্ষীর কলরব উহার আলাপস্বরূপ হইতেছে, বোধ হইতেছে, যেন সুন্দরী দিক্রমণীগণ নিজসৌন্দর্য্যে আপনার অন্তঃপুর-রমণীবর্গকে উপহাস করিতেছে। সাগরের তীরস্থিত তমাল, তালী, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষনিচয়ে আকীর্ণ বিভিন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গ-

---

(১) টীকাকারস্তু "পুনঃ কীদৃশো বায়ুরিতি" পূর্ব্বশ্লোকাদপ্যপরিতনশ্লোকস্থবায়ুপদমাকৃষ্য কষ্টকল্পনয়া ব্যাখ্যাতবান্ "ভাঙ্কারিণ্য অরতিকারিণীঃ। বিভক্তিব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ ভুবঃ প্রাপ্য তত্রারূঢ্যা গুহাগেহেষু রত্যর্থং পরাবৃত্তার্ণবাধ্বনাম্ সিদ্ধানাং সাধ্যানাঞ্চ রতিশ্রমাপনোদেন সুসুখাবহঃ" ইতি, অস্মাভিস্তু তদসমীচীনং মন্যমানৈঃ "গুহাগেহপরাবৃত্তার্ণবাধ্বনাং গুহাগেহে পরাবৃত্তাঃ আভঃ গতাঃ অর্ণবাধ্বা সমুদ্রজলপ্রবেশমার্গাঃ যেষাম্ তথোক্তানাং গুহারূপগৃহে সমুদ্রজলপ্রবেশবৎ তদ্বিগুহতাং সিদ্ধসাধ্যানাং মহেন্দ্রাদ্রেঃ ভাঙ্কারিণ্যঃ বায়ুবশাৎ আরণিতাঃ রমণীয়াঃ। উপরিতনভুবঃ সুসুখাবহঃ অতিপ্রীতিকারিণ্যো ভবন্তু ইতি যাবৎ সুসুখম্ আবহতীতি বিজয়ন্ত সুসুখাবহ ইত্যস্য প্রথমাবহরচনরূপম্, ইত্যেবমর্থো নিরূপিতঃ।

কানন দূর হইতে একাকার বোধ হইতেছে, ঐ কানন তীরাভি-মুখী বিলোল জলধিতরঙ্গে আহত হওয়ায় তীরসংলগ্ন ঘন শৈবালরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ সমুদ্রের একদিকে কেশব শয়ন করিয়া আছেন, অপরদিকে তাঁহার শত্রুবর্গ বাস করিতেছে, অন্যদিকে পক্ষবান্ পর্ব্বতনিচয় পক্ষচ্ছেদভয়ে তাঁহার শরণাগত হইয়া একদিকে অবস্থান করিতেছে; এদিকে বাড়বা-নল, আবার আর একদিকে পুষ্করসংবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘসমূহ আসিয়া জল লইতেছে। এই সিন্ধুর কি অদ্ভুত ক্ষমতা! একেবারে এত ভার সহ্য করিতেছে। (যে বিপশ্চিৎ উত্তরদিকে গিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ সুমেরুপর্ব্বতের জম্বুনদীতট দেখাই-তেছে)। রাজন্! এই জম্বুনদীতট সূর্য্যকিরণ পরিব্যাপ্ত হইয়া কেমন শোভা পাইতেছে, এই জম্বুনদীর তটস্থিত যত গ্রাম, অরণ্য পল্লী, গিরি, তরু, স্থাণু (মুড়াগাছ) দেশ আছে, সমস্তই সুবর্ণময়। ঐ সকল স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে কান্তিপুঞ্জ ফুটিয়া বাহির হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, নভোমণ্ডল অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইতেছে। হে ভূপতে! ঈদৃশ রমণীয় স্থান দেব-গণেরই ভোগ্য, মানবের নহে। এই সুমেরু পর্ব্বতের সূর্য্য-পথগামী অধিত্যকাসকল মেঘসদৃশ কদম্বকাননে আকীর্ণ থাকায় কেমন শোভা পাইতেছে। এই অধিত্যকা সকল আপনার যেন সূর্য্যপথরোধকারী আকাশস্থিত মেঘজাল বলিয়া ভ্রম হয় না। পৃথিবীর ন্যায় ইহাও একটা স্থলপ্রদেশ বলিয়া জানিবেন। (দক্ষিণ দিক্‌গত বিপশ্চিৎকে মলয়পর্ব্বত দেখাইয়া কেহ বলিতেছে) এই যে সম্মুখে একটী পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, ইহার নাম মলয়, এই পর্ব্বতস্থিত রমণীয় লবলীলতায় জড়িত চন্দনতরুর তীব্র সৌরভে অত্রত্য অপরাপর তরুগণও চন্দন হইয়া যায়, এবং দেব, অসুর, মানব—ত্রিবিধ জাতিতেই তাহার তিলক করিয়া থাকে। এই চন্দনের সৌরভেই মহাদেবের নৃত্যকালীন স্বেদবিন্দু কামিনীর রতিশ্রমজাত ঘর্ম্মবিন্দুর ন্যায় শীতল হইয়া যায়। এই পর্ব্বতের সমুদ্রতরঙ্গ-বিধৌত সুবর্ণময় তটপ্রদেশে এই চন্দনবৃক্ষসকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, বৃহৎ সর্প এই চন্দনবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের নিখিল শিলাতট বিদ্যাধরীদিগের মুখকমলের কান্তিপুঞ্জে যেন সুবর্ণময় হইয়াছে। ঐ ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের উপরিভাগে বংশস্তম্বের (বাঁশ ঝাড়ের) কেমন কচকচ শব্দ হইতেছে, তাহার উপরে আবার অন্যান্য নদী গহ্বর শিলা কুঞ্জ প্রভৃতির শব্দ হইতেছে, এই শব্দসমন্বিত ঐ বংশধ্বনি তাললয়-সমেত গীতধ্বনি শ্রবণ করত পুষ্পকুলবাসী ভ্রমরগণ নিঃশব্দে অবস্থান করিতেছে। এই পর্ব্বতের উপরে নৃত্যকারী ময়ূরদিগের কেকারবে ভীত হইয়া বড় বড় ভুজগণ সর্প পুরাতন বৃক্ষসকলে জড়িত থাকিয়াই ঘুরিতেছে। হে রাজন! ঐ শুনুন, ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের তটদেশে, কোমল কনক-লতানির্ম্মিত কুঞ্জমধ্যে কান্তের সহিত ক্রীড়ারত রমণীগণের কেমন মধুর রণরণিঞ্জিত (বালার ঝন্‌ঝনাদি শব্দ) হইতেছে, অনুরক্ত কামিগণ ঐ মধুর শব্দকে কর্ণের সুধা জ্ঞান করে। ঐ দেখুন, সাগরোত্থিত জলকণা হস্তিগণ্ডক্ষরিত মদধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া পরে, আবার বিলোলতরঙ্গ রূপ ভ্রমরবৃন্দ দ্বারা চর্ব্বিত ও বিরক্তীকৃত হইয়া যেন রোদন করিতেছে,—অর্থাৎ সন্ সন্ শব্দে, তরঙ্গ উঠিয়া আবার পড়িতেছে। ১—১০। ঐ দেখুন, মহারাজ! অমৃত-মথনোদ্ভূত নবনীতের ন্যায় কোমল তারাসুন্দরী পরিবেষ্টিত নির্ম্মলাত্মা চন্দ্র ক্ষীরসাগরে প্রতিবিম্ব-পাতচ্ছলে যেন পিতৃক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে। ঐ দেখুন, মলয়পর্ব্বতের নির্ম্মল সানুদেশে অভিনব লতা-সুন্দরীগণ মত্ত কোকিলের কলকূজনচ্ছলে কাকলী করত নৃত্য করিতেছে, ঐ যে বিলোল ভৃঙ্গমালা দেখিতেছেন, উহা ভৃঙ্গমালা নহে, উহা লতাসুন্দরীর নয়নপংক্তি; ঐ লতা-সুন্দরীদিগের পত্ররূপ পাণিতলে নানাবিধ কুসুমরাজি শোভা পাই-তেছে। উহারা সকলেই যেন বসন্তোৎসবের বাহার দিয়া বাহির-হইয়াছে। পর্ব্বতের উপরে বাঁশের ছিদ্রে, সমুদ্রমধ্যে জলাকাঙ্ক্ষী শুক্তির (ঝিনুকের) মধ্যে স্বাতীনক্ষত্রের দিনে যে সকল বর্ষাবিন্দু নিপতিত হয়, তাহা মুক্তা হইয়া থাকে এবং এখানকার গন্ধহস্তীর কুম্ভেও মুক্তা হইয়া থাকে, এইরূপে এইখানে তিন প্রকার মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে প্রভো! এই স্থানে শৈল, সাগর, কানন, ভেক, শিলা ও গজ হইতে নানাবিধ মণিও উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সমস্ত মণি দ্বারা তাপশান্তি, শত্রুদিগের উচ্চাটন, মারণ, জ্বর, ভয় ও ভ্রান্তির উৎপাদন এবং দূরগমনশক্তি, আকাশ-গমনশক্তি, ভূতভবিষ্যৎ দর্শনশক্তি, ব্যাধিদুর্ভিক্ষাদি বিনাশশক্তি প্রভৃতি নানাকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। চন্দ্রোদয়ে এই স্থানের পুরীসকল দ্বারগবাক্ষবিবররূপ মুখ দ্বারা, মন্দর পর্ব্বত নিজ কন্দর-সমুদ্ভূত বেণুছিদ্র দ্বারা অমৃতসিন্ধু শশাঙ্কদেবের যেন স্তুতি করিয়া থাকে। এই হিমাচল হইতে যখন মেঘমালা উঠিতে থাকে তখন অল্পবুদ্ধি সিদ্ধরমণীগণ, বায়ুতে গিরিশৃঙ্গ উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উন্মুখনয়নে চকিত ভাবে মেঘগতি নিরীক্ষণ করিতে থাকে। হে রাজন্! ঐ দেখুন, মহেন্দ্র-পর্ব্বতের তটদেশে কেমন কুসুম ফুটিয়া আছে, বিদ্যাধরগণ ঐ মনোহর শিলাতলে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে, গঙ্গাতরঙ্গের শীতল জলকণা আসিয়া ঐ স্থান কেমন শীতল করিয়া দিতেছে। ১১—২০। এই সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রের বিশাল বনরাজি, কুসুমকানন, উপবন, নগর, জনপদ,বন পুণ্যসলিল সন্দর্শন করিলে দুর্ভাগ্য একেবারে ভয়ে পলায়ন করে—অর্থাৎ সমস্ত পাপ দূর হয়। এই স্থানের পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ পবিত্র সাধুজনের আবাসভূমি, মেঘমণ্ডিত হিমালয় কন্দর, তত্রস্থ কুঞ্জ এবং আকাশের ন্যায় নির্ম্মল সলিল সেতুবন্ধাদি পুণ্যতীর্থ দর্শন করিলে গুরুতর পাপসকল বিদূরিত হয়। হে নৃপ! মলয়পর্ব্বতে রমণীয় চন্দনকানন, বিন্ধ্যপর্ব্বতে মদমত্ত হস্তী, কৈলাসপর্ব্বতে উৎকৃষ্ট সুবর্ণ, মহেন্দ্রপর্ব্বতে চন্দ্র নামক ধাতুবিশেষ ও হিমালয়ে অতি উপাদেয় রত্নসমুদয় থাকিতেও ভাগ্যহীন মানব তাহা দেখিতে না পাইয়া অন্ধ মূষিকের ন্যায় জীর্ণগৃহেই বৃথা অবসন্ন হয়। জলদরূপ তিমিরে আবৃত দিক্ সকল প্রলয়কালে জগৎ যেন জলময় এক তড়াগ-ভাবাপন্ন হইয়া শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে চঞ্চল তড়িৎ ঐ তড়াগের শফরী মৎস্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে শীতল নীহার-ধারাবর্ষী মেঘমালাকে মাতাইয়া সশব্দে বর্ষাবায়ু বহিতেছে, ঐ শীতল বাতাসে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া যাই-তেছে। ২১—২৫। উঃ কি শীতল বায়ু চতুর্দ্দিকে পুষ্প, পল্লব বিকীরণ করিয়া সুনীল জলদমালার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। কুসুমকানন হইতে সঞ্চারিত হওয়ায় অতি সৌগন্ধ্য বিস্তার করিতেছে, চতুর্দ্দিকে শীতল জলবিন্দু বিকীরণ করায় এই বায়ু গ্রীষ্মসন্তপ্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট অতি মনোহর বোধ হইতেছে। এই বায়ু সুরত-পীড়িত কামিনীর নিশ্বাসযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই-

তেছে এবং স্বর্গভ্রষ্ট জীবের প্রাক্তন-বাসনার অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্তির ন্যায় কিঞ্চিৎ সৌগন্ধ্যও প্রাপ্ত হইতেছে। মৃদুমন্দ বায়ু কুবলয়কানন বিকসিত করিয়া, উপবন কাঁপাইয়া কেমন বহিয়া যাইতে, এই বায়ুসঞ্চালনে মেঘবসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, কুসুমসকল বৃন্তচ্যুত হইতেছে। যেমন বিচিত্র কুসুম-রাশি বিকীর্ণ রাজভবনপ্রাঙ্গণে, ভৃত্যগণ, পতিত কুসুমরাশি যাহাতে পদদলিত না হয়, এইরূপভাবে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ আকাশ-প্রাঙ্গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সান্ধ্য মেঘগুলি যাহাতে ছিন্ন ভিন্ন না হয়, এইরূপভাবে বায়ু ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে। পর্ব্বতশিখরবায়ু কোথাও কুসুমগন্ধ, কোথাও কমলগন্ধ বিস্তার করিতেছে, কোথাও সুন্দর বকুলফুল বর্ষণ করিতেছে, কোথাও অপরাপর নানা জাতীয় কুসুম ছড়াইতেছে, কোথাও হিমসংযোগে পাণ্ডুবর্ণ, কোথাও বা গৈরিকাদি বিভিন্ন ধাতু দ্রব্য সংযোগে হরিত, পীত ও শ্যামলবর্ণ হইতেছে এবং কামুকদিগের সুরত-জনিত ঘর্ম্ম বিদূরিত করিয়া দিতেছে। ২৬—৩০। কোথাও বা সূর্য্যদেব, কিঙ্করের ন্যায় আজ্ঞাকারী করসম্পর্কে দহ্যমান সূর্য্য কান্ত মণি হইতে অঙ্গারনিচয় বিকিরণ করিতেছেন। বোধ হইতেছে যেন মূর্খ-সহবাসে থাকাতেই সূর্য্যদেব ঈদৃশ মলিন কর্ম্ম (অঙ্গারবর্ষণ) করিতেছেন। কোথাও বা যুবতি পুরুষরূপ রসাস্বাদ সম্ভোগে পরিতৃপ্ত না হওয়াতে কার্য্যান্তর-বাপদেশে গমনোদ্যত সম্ভোগতৃপ্ত পুরুষের বিদায় প্রার্থনা-বাক্য বিষবৎ অসহনীয় জ্ঞান করিতেছে। কমলসংস্পর্শে সুগন্ধি, চন্দ্রকিরণসম্পর্কে সুশীতল মৃদুমন্দ বন-বায়ু বিরহিণীদিগের নিকট অগ্নিময় উত্তপ্ত বোধ হইতেছে। রাজন্! ঐ দেখুন, পূর্ব্ব সাগরের নিম্নতটে কাংস্যকটকধারিণী অপরিষ্কারপর্ণ-বসনপরিহিতা যৌবনমদোন্মাদিনী শবরকামিনীগণ কিরূপ ভঙ্গীতে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ দেখুন, একটী কামিনী প্রাণকান্তের সহিত নব নব অনুরাগে সম্ভোগনিরত হইয়া পাছে সুখনিশা ফুরাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় চন্দনলতা যেমন আপনার অঙ্গে সর্পালিঙ্গন কদাপি ত্যাগ করে না, সেইরূপ কান্তকে ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করিতেছে না। ৩১—৩৫। ঐ দেখুন, আর এক নারী প্রভাত তূর্য্যনিনাদ-ব্যপদেশে যেন দিবস কর্ত্তৃক তর্জ্জিত হওয়াতেই স্বামীর বক্ষের উপরে লীন হইয়া রহিয়াছে, ভয়ে উঠিতেছে না, বোধ হইতেছে যেন, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণসাগরের তটস্থিত বনশ্রেণীমধ্যে কিংশুক কুসুম বিকসিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন বনভাগ জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং জ্বলিত হওয়াতেই যেন উহা সাগর কর্ত্তৃক জল তরঙ্গ দ্বারা সিক্ত হইতেছে। বাতাঘাতে ঐ কিংশুকতরু হইতে কুসুমনিকর যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। ঐ কানন হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলি যেন ধূমের ন্যায় নিঃসৃত হইতেছে, কৃষ্ণবর্ণ ভৃঙ্গপক্ষিগণ যেন নির্ব্বাণ অঙ্গারের ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ঐ দেখুন, উত্তরদিকের গিরিশৃঙ্গে বনভূমি বাস্তবিকই বহ্নিসংযোগে জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, পবন দেব আবার তাহা দূর হইতে সঞ্চালিত করিয়া দিতেছেন। ঐ দেখুন, মহারাজ! ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের তটদেশে মন্থরগতি মেঘচক্রের গম্ভীর গর্জ্জন শুনিয়া ময়ূরনিচয় নৃত্য করিতেছে। ফল, পুষ্পসমন্বিত কানন ভূমি বর্ষা ও বাত্যায় বিধূনিত হওয়ায় তুমুল বিধ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ৩৬—৪০। ঐ দেখুন, সূর্য্যদেবের রথ অস্তাচলের বিষম স্বর্ণময় শৃঙ্গাগ্রে আহত হওয়ায় উহার সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। চক্র-কুবরাদির উচ্চ শব্দ হইতেছে, পরিশেষে রথ নিম্নদেশে পতিত হইয়া যাইতেছে। জগৎরূপ গৃহের প্রাচীরস্বরূপ ঐ উদয়গিরিশিখরে চন্দ্রমা তেরুক নামক একরূপ বৃক্ষের কুসুমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন, মঙ্গলময় তেরুক-কুসুম অমঙ্গলময় মালিন্যভয়ে ভীত হইয়া তন্নিরাকরণার্থ চতুর্দ্দিকে প্রভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তথাপি বিধির বশে কলঙ্করূপ ভ্রমর আসিয়া উহার উপরে বসিয়াছে; এই জগতে এমন কোন রমণীয় বস্তু নাই, হত বিধাতা যাহা কলঙ্কিত করেন নাই। এই গগনসাগরের চন্দ্রালোক যেন সন্ধ্যা-সময়ে নৃত্যকারী ত্রৈলোক্য-সংহারী রুদ্রদেবের অট্টহাস, কিংবা জগৎরূপ গৃহের সুধাধবলতা অথবা ক্ষীরসাগরের সলিলরাশি বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখুন, সন্ধ্যারূপ গৈরিকাদি ধাতুরাগে বিশোভিত প্রদোষরূপ মন্দরাচলের দ্বারা মথ্যমান চন্দ্ররূপ সাগরের দুগ্ধ-তরঙ্গময় প্রভাপটলে দিঙ্মণ্ডল যেন গঙ্গাপ্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হে অলোক-সামান্য-গুণ-ভূষিত মহারাজ! ঐ দেখুন, গুহ্যকগণ রাত্রিকালে বেতাল-শিশু সমভিব্যাহারে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি মাঙ্গলিক-কার্য্য-বিবর্জ্জিত ভবদীয় হূনদেশীয় শত্রুনগর গ্রাস করিবার জন্য সেইদিকে গমন করিতেছে। ৪১—৪৫। যতক্ষণ বধূবদনচন্দ্রমা গৃহের বহির্ভূত না হয়, ততক্ষণই গগনে পূর্ণ চন্দ্রের শোভা, প্রাঙ্গণাকাশে কামিনীর মুখচন্দ্র উদিত হইলে চন্দ্র আর শুভ্র-মেঘখণ্ডের পার্থক্য কি?—অর্থাৎ শুভ্রমেঘখণ্ডের ন্যায় চন্দ্র তুচ্ছ বস্তু হইয়া যায়। ঐ দেখুন, বিশাল তুষারময় হিমাচলশৃঙ্গ চন্দ্রকিরণরূপ নববস্ত্র পরিধান করিয়াছে, গঙ্গাপ্রবাহে উহার শিলাতল প্রক্ষালিত হইতেছে, ঐ শৃঙ্গোপরি সঞ্জাত দীর্ঘ দীর্ঘ লতাগুলি উহার জটার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ দেখুন, মন্দরপর্ব্বতের মন্দারকাননে অপ্সরাগণ দোলায় বসিয়া গান করিতেছে, পবনদেব উহাদের গীতধ্বনি দূরে প্রসারিত করিয়া দিতেছেন। ঐ মন্দরপর্ব্বতের স্থানে স্থানে বিবিধ মণির কিরণপুঞ্জ বিবিধ চিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ পর্ব্বত এত উচ্চ যে, বোধ হইতেছে উহা যেন আকাশের উপরেই রহিয়াছে। বিকসিত পুষ্পরাশি সমাচ্ছন্ন শিলীন্ধ্র তরুনিচয়রূপ সপুষ্প অর্ঘ্যপাত্র ধারণ করিয়া ঐ যে বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী রহিয়াছে, উহার মেঘগর্জ্জন গম্ভীর তটদেশ, ঠিক নক্ষত্রনিচয়ে সমাকীর্ণ আকাশের শোভা ধারণ করিতেছে। এইদিকে দেখুন, কৈলাসগিরি কেমন শোভা পাইতেছে, এই কৈলাসগিরির শুভ্র কান্তিপুঞ্জ চতুর্দ্দিকের আকাশমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় নভোমণ্ডল শম্ভুতনয় কার্ত্তিকেয়ের সুধাধবলিত ক্রীড়াভবনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তদুপরি চন্দ্রমা যেন ক্ষীরসাগরের মধ্যে রহিয়াছেন বোধ হইতেছে। ৪৬—৫০। ঐ দেখুন মহারাজ! ছিন্ন শাল্মলীবৃক্ষকাণ্ড ও মৃণ্ময় ভিত্তি প্রভৃতি নিম্ন স্থানসকল পরস্পর দূরবর্ত্তী হইলেও বৃষ্টিজলপাত হেতু বৃক্ষকাণ্ড ও নিম্ন ভিত্তি প্রভৃতিতে তৃণাদি অঙ্কুরিত হইয়া বায়ুসম্পর্কে পরস্পর মিলিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, দেবরাজ কৌতুকপরবশ হইয়া উহাদিগকে সংযুক্ত করিয়া দিতেছেন, ঐ বৃক্ষকাণ্ডাদি যেন আপন আপন শিখা উন্মোচন করিয়া রাখিয়াছে। কদম্ব, কুন্দ সৌরভবাহী এই বায়ু মকরন্দবর্ষণে পরিপুষ্ট হওয়ায় ভ্রমরনীল মেঘাকার ধারণ করিয়া, মেঘমণ্ডলে গগনমণ্ডল যেমন লেপিয়া থাকে, সেইরূপ সকলের নাসিকা-

বিবরে সৌরভ লেপন করিয়া দিতেছে। যাহাতে কুসুমকোরক বিকাসোন্মুখ, তাদৃশ বনস্থলীতে, শষ্পশ্যামল সুচ্ছায় ভঙ্গলমধ্যে এবং ফলবান্ বৃক্ষসমূহসমাকীর্ণ গ্রামমধ্যে লক্ষ্মীদেবী বাস করিবার জন্য স্বয়ং গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই গ্রামের ভবনমধ্যে বাতায়নপথ দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্ট কোশাতকী লতায় আবৃত সৌধের মধ্যে নিপতিত কোশাতকী কুসুমকিঞ্জল্কবাহী বায়ু দ্বারা আশুশুষ্কপ্রমাণ মুকুলনিচয় বিকীর্ণ রহিয়াছে। তাহাতে এই গ্রামটী ঠিক বনদেবতার নগর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই পর্ব্বতসমূহের উপরে রমণীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল গ্রাম রহিয়াছে, ঐ গ্রামগুলির মধ্যে কুসুমপূর্ণ চম্পক বৃক্ষের শাখায় দোলা নির্ম্মাণ করিয়া রমণীগণ ক্রীড়া করিতেছে, নির্ঝর হইতে ঝম্ ঝম্ শব্দে জল নির্গত হইতেছে, চতুঃপার্শ্বে বিশাল তালবৃক্ষ সকল খাড়া হইয়া রহিয়াছে, বিকসিত লতামঞ্জরী দ্বারা অলঙ্কৃত লতাগৃহমধ্যে ময়ূরেরা আনন্দে উল্লাস করিতেছে, চারি পার্শ্বের উন্নত তালবৃক্ষে মেঘমালা বিলম্বিত রহিয়াছে। ঐ গ্রামের শষ্পশ্যামল বনস্থলী স্থানে স্থানে বায়ুচঞ্চল পল্লবপত্রশালী লতা-মণ্ডপে আকীর্ণ, স্থানে স্থানে কুক্কুট, চক্রবাক, লাবক প্রভৃতি বিহঙ্গমকুল অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে, কোথাও বা শবর-সীমন্তিনীগণ গান করিতেছে, কোথাও বা গোপসন্তানগণ স্বচ্ছন্দে গোবৎস রক্ষা করিতেছে, কোথাও বা ক্ষীর, দধি, মধু, ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া হৃষ্টপুষ্ট শিশুগণ ক্রীড়া করিতেছে। এতাদৃশ রমণীয় গিরিগ্রামসকল বিধাতার অমৃতপূর্ণ বিশ্রামমন্দির বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ৫০—৫৬।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

অনুচরেরা কহিল,—হে মহাশয়! অবলোকন করুন, এখানে এই সকল যুদ্ধব্যাপৃত রাজগণের সেনানিচয় কেমন যুদ্ধোন্মত্ত হইয়াছে ও তাহাদের পরস্পর অস্ত্রপ্রহারের তুমুল শব্দ গগন-স্পর্শী হইতেছে, এবং এই রণক্ষেত্রে যে সকল বীরেরা প্রতিপক্ষ বীরের প্রহারে প্রাণ হারাইতেছেন, অপ্সরাগণ সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে বিমানে লইয়া স্বর্গাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। আর এই যে পরস্পর বিজিগীষু যোদ্ধৃগণের তুমুল সংগ্রাম দেখিতেছেন, এই যুদ্ধ জীবের যৌবনকালীন সুরত-ক্রীড়ার ন্যায় নিতান্ত ধর্ম্মসম্মত হওয়ায় সমধিক প্রশংসনীয় হইতেছে; যেহেতু সংসারে সদুপায়ে অর্জ্জিত সম্পদ, সম্পদ্-যুক্ত আরোগ্য ও পরের নিমিত্ত ধর্ম্মযুদ্ধ এই কয়টীই জীবনের সার্থক্যসম্পাদক শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যে বীর যুদ্ধকালে প্রতিযোদ্ধাকে সম্মুখে পাইয়া সর্ব্বপ্রকারে স্বযোগ্য বুঝিয়াই ধর্ম্মানুসারে (অর্থাৎ খড়্গীর সহিত খড়্গ দ্বারা) তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, তিনিই কার্য্যত স্বর্গবাসী দেবতা বলিয়া সম্মানিত হন। ১—৫। হে মহাশয়! এই রণস্থল অশ্বাদির খুরোত্থাপিত ধূলিপটলে অন্তরীক্ষ আবৃত হওয়ায় নিশাগম প্রতীত হইতেছে। দেবী জয়লক্ষ্মী স্বয়ম্বরোচিত সময় বুঝিয়াই বীরের অসি রূপ নীলকমল করে ধারণ করত ঐ পুরোবর্ত্তী সমুদ্যত শরাদ্যস্ত্ররূপ ভূষণে বিভূষিত সাহসী বীরকে কেমন সুখে বরণ করিবার জন্য উৎসাহ করিতেছেন, তাহা একবার অবলোকন করুন। আরও দেখুন, এই সমুদয় বীরেরা রণভূমিতে শর, শক্তি, গদা, ভুষুণ্ডি, শূল, অসি, কুন্ত, তোমর, চক্র প্রভৃতি অস্ত্রজালে পরিবৃত থাকিয়া শুষ্ক তৃণগুল্মাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গে দাবানলের ন্যায় বিচরণ করায় শত্রুগণের নিকট সংগ্রামসমুদ্রে ভাসমান বিষধর ফণিগণের ন্যায় বিবেচিত হইতেছেন। হে মহাশয়! এক্ষণে একবার আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করুন, যেমন উহা কোন দিকে সজল জলধররূপ সুনীল সাগরে পরিপূর্ণ হইয়াছে, অপর দিকে চঞ্চল তারকারাজি উহার স্থূল মুক্তাহারের স্থান পাইয়াছে। কোনদিকে বা মাত্র নীলবর্ণ থাকায় সজল জলদোপম শ্যামল অন্ধকারের সহিত উপমিত হইতেছে, অন্যদিকে চন্দ্রকিরণে পরিব্যাপ্ত থাকায় আকাশের কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যই হই-য়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। যে আকাশে সুরাসুরদিগের নিত্য বিহারাশ্রয় বিমান সমুদয়ই তারারূপে পরিগণিত হইতেছে এবং অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র-নিচয়ের ও সর্ব্বোন্নত চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণেরও যে আকাশই নিত্য বিশ্রামস্থান, সেই সর্ব্বথা পরিপূর্ণ থাকিলেও আকাশে অজ্ঞদিগের শূন্য বলিয়া জ্ঞান আজিও লুপ্ত হয় নাই, ইহাতে বুঝিলাম, যখন আকাশ অসীম হইয়াও অজ্ঞদিগের প্রদত্ত অপবাদ মার্জ্জনা করিতে অপারক, তখন সংসারে আর কেহই অজ্ঞদিগের প্রদত্ত লোকাপবাদ খণ্ডাইতে পারে না। এই আকাশে অনিয়ত মেঘসংঘর্ষ, প্রলয়বহ্নিস্পর্শ, পর্ব্বতপক্ষাঘাত, নক্ষত্রসজ্জসম্পর্ক, ও সুরাসুরের সংগ্রাম সম্বন্ধে সম্পাদিত সংক্ষোভ বহুবার হইলেও ঐ মহদাকাশ কিছুমাত্র স্বভাবচ্যুত হয় নাই, ইহাতে জানিলাম যে, মহদাশয় গুণী ব্যক্তির মহিমার অন্ত পাওয়া যায় না। হে সাধুবর! আকাশ! তুমি নিরন্তর তেজোময় সূর্য্য, চন্দ্র ও বিধুকে এবং নিরন্তর দীপ্যমান বিদ্যুদাদি স্বপরিজনকে নিজ অঙ্কমধ্যে ভ্রমণ করাইয়াও যে নীল-লক্ষণ আন্তরিক অন্ধকারকে ত্যাগ কর নাই, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি আছে। ৬—১১। আকাশ! মালিন্যাদি নানাদোষে দূষিত হইলেও সর্ব্বদা একরূপী থাকায় নির্ব্বিকার তত্ত্বজ্ঞানীর সর্ব্ব বিষয় শূন্যত্ব লক্ষণ সুখের ন্যায় তোমারও শূন্যত্বরূপ অসাধারণ গুণ রহিয়াছে। হে উদারমতে! আকাশ! তুমি প্রলয়কালীন মেঘবৃন্দ, পাদপনিচয় ও লতা প্রভৃতির অবকাশ প্রদানপূর্ব্বক উন্নতি বিধান করিতেছ এবং চন্দ্র সূর্য্য মেঘ কিন্নর দেবতা ও দানবদিগকে তুমিই ধারণ করিতেছ, নির্ম্মল স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া তোমার সকল কর্ম্মই অতি রমণীয়, কিন্তু সূর্য্য প্রভৃতি তেজস্বীদিগকে আশ্রয় দিয়া তুমি যে জগতের সন্তাপক হইয়াছ, ইহা আমাদিগের নিতান্ত খেদকর হইতেছে জানিবে। হে আকাশ! তুমি অতি নির্ম্মল ও ভাস্বর এবং স্বয়ং উন্নত বলিয়া দেবতাদিগেরও উৎকৃষ্ট আধার হইয়াছ, কিন্তু এই শিলাবর্ষী মেঘ যে তোমাকে আশ্রয় করিয়া সাধারণকে পীড়া দেয়, এই দোষেই তুমি অতি অপকৃষ্ট হইতেছ। হে আকাশ! তোমাতে স্বর্ণের গুণ থাকায় উহার ন্যায় তোমারও নিকষ-পাষাণেই ঘর্ষণ নিতান্ত উচিত হয়, অন্য কিছুই পরীক্ষাস্থান নাই, যেহেতু তুমি শূন্য হইলেও মেঘবৃন্দ, নক্ষত্র-নিচয়, বিমান সমূহ, চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুকে বহন করিতেছ, অথচ প্রয়োজনবিহীন হইতেছ না; সুতরাং তোমারও গুণপরীক্ষা স্থান উচিত হই-তেছে। হে আকাশ! তুমি দিবসে অতি শ্যামবর্ণ ধারণ কর, সন্ধ্যা সময়ে রক্তবপুঃ হইয়া থাক, রাত্রিকালে কৃষ্ণকান্তি হও অথচ

কখনই কোন সম্বন্ধ বহন কর না বলিয়াই তুমি অখিল পদার্থেই অসংস্পৃষ্ট আছ, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞের ব্যবহারের ন্যায় তোমারও মায়া কেহই বুঝিতে পারে না। যেমন তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বশূন্য হইয়াও সমুদয় কার্য্যই সাধন করেন, তেমনি আকাশ! তুমি অন্তঃশূন্য হইলেও সমুদয় উন্নত বস্তুর উন্নতির কারণ হইতেছ। এই আকাশপথে পথিকের শ্রমনাশক তৃণ বা সলিল নাই গ্রাম তো নাই, রাজগৃহ বা নগরেরও কোন সম্ভাবনা নাই। নিবিড় পল্লবসঙ্কুল পাদপও নাই, একটী পানীয়শালাও নাই, তথাপি সূর্য্যদেব প্রত্যহ ঐ পথে যে একই ভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার কারণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহাত্মারা যাহা করিতে উদ্যত হন, তাহা নিজ-সামর্থ্যে অবশ্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই স্থানে দিবস সূর্য্যের আলোকরূপ নূতন শুভ্র বস্ত্র দ্বারা আপনাকে ভূষিত করিতেছে, রাত্রি অন্ধকাররূপ বসনে আবৃতা হইতেছে, চন্দ্রমা নিজ কিরণরূপ কর্পূররাশি দ্বারা আপনাকে ভূষিত করিতেছে। অন্তরীক্ষ নিশাকালীন নক্ষত্রবৃন্দরূপ পুষ্পনিচয়ে আপনাকে অলঙ্কৃত করিতেছে, ঋতুগণ জলধরের ও তুষারের সলিলরূপ পুষ্পরাশি দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিতেছে ও ইহারা সকলে মিলিয়া কালের অংশরূপী ত্রিভুবননাথ সূর্য্য ও চন্দ্রের ক্রীড়াস্থান এই আকাশকে ভূষিত করিতেছেন। ১২—২০। ধূম, মেঘ, ধূলি, অন্ধকার, সূর্য্য চন্দ্র, সন্ধ্যা নক্ষত্র, বিমান, গরুড়, পর্ব্বত, দেবতা ও দানবদিগের নিয়ত সম্পর্কেও এই আকাশ কিছুমাত্র বিকৃত হয় না ও পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করে না, যেহেতু মহাশয়-দিগের অবস্থান নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়া থাকে। এই ত্রিভুবন একটী পুরাতন গৃহ, দিক্‌সমুদয় ইহার ভিত্তি, অন্তরীক্ষ ইহার উপরিতন ভবন, (ছাত) পৃথিবী নিম্নতল-স্বরূপিণী পিশাচনগর ও পর্ব্বতনিচয় ইহার ভাণ্ডাদি গৃহসামগ্রীর স্থান পাইয়াছে এবং বিদ্যাধর ও নাগ দৈত্যাদি সকলে ঐ গৃহের জালকারী ঊর্ণনাভি কীটস্বরূপ হইয়াছে ও ভূরাদি চতুর্দ্দশ লোকলক্ষণ পিপীলিকা সমুদয়ে পরিপূর্ণ আছে, এইপ্রকার সংসাররূপ গৃহে কাল ও ক্রিয়া এই দম্পতী রম্য উদ্যানে ভোগিদম্পতীর ন্যায় বহুকাল বাস করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যহ এই গৃহের ধ্বংসাশঙ্কা থাকিলেও যে নষ্ট হইতেছে না অর্থাৎ (প্রবাহরূপে রহিয়াছে) ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল ব্যাপার বলিতে হইবে। আমি বিবেচনা করি, এই আকাশই বৃক্ষাদি উন্নত বস্তু সমুদয়ের অধিক উন্নতিকে রোধ করিতেছে, যদিও উহাতে নিরোধকর ব্যাপার নাই সত্য; তথাপি মহদ্ব্যক্তিরা কিছু না করিলেও মহিমাবলে কর্ত্তা হইয়া থাকেন। এবং যে আকাশে লক্ষ লক্ষ জগৎ উৎপন্ন হইতেছে ও লয় পাইতেছে, তাহাকে আবার শূন্য বলিয়া যে নির্দ্দেশ করে, সেই পাণ্ডিত্যকে শতধিক্। যেহেতু সংসার সমুদয় আকাশেই লয় পাইতেছে ও আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং যাহারা আকাশকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করে, তাহারা নিতান্ত উন্মত্ত। এবং যে আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সৃষ্টিব্যাপার সমুদয় নিয়ত গমনাগমন করিতেছে ও উৎপতিত নিপতিত হইতেছে, সেই আদিমধ্যবিহীন কেবল আকাশকেই এই ব্যাপারের কারণরূপেই বিবেচনা করি, ইহার ঈশ্বর-নামক অন্য কারণ নাই। যিনি ত্রিভুবনের যাবৎ শ্রেষ্ঠ বস্তুর আধার হইয়া নিজাঙ্গে সমুদয় বস্তু ধারণ করিয়াছেন ও যাহাতেই এই জগদ্‌ভ্রমের উদয় ও অস্ত হইতেছে, সেই চিন্ময় ব্যোমলক্ষণ পরম ব্রহ্মরূপে আমাকেই আমি জানিতেছি। এবং এই পুরোবর্ত্তী গিরিশৃঙ্গে বনভূমিতে মনোরম পাদপশ্রেণী-মধ্যে কামী হইয়া বনচর সুন্দর গান করিতেছে এবং উহার অধোভাগে বিয়োগী পথিক ঐ গান শ্রবণ করিয়া নিতান্ত রসচঞ্চল হইয়া গায়কের প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় দেখুন, ঐ উচ্চশৃঙ্গের উন্নত বনরাজিকুঞ্জে বিয়োগিনী বিদ্যাধরী প্রিয়তমের উদ্দেশে উৎকণ্ঠিতা হইয়া অস্ফুট সুমধুর যে গান করিতেছে, উহার অধোভাগে ভ্রমণকারী পথিক সেই গান শ্রবণ করিয়া দোলায় দোদুল্যমানের ন্যায় চঞ্চলবুদ্ধি হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে না ও অনুচরেরাও তাহাকে যাইতে বলিতেছে না। ২৬—৩০। ঐ গিরিশিখরে তরুতলে বসিয়া সেই বিয়োগিনী বিদ্যাধরী কাতরতা বশত নয়নবারি মোচন করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্যে গান করিতেছে, হে নাথ! আমি তোমার অঙ্কশায়িনী হইয়া তোমার সহাস্যমুখের চুম্বনরূপ মহৌষধি কতবার যে আস্বাদন করিয়াছি, এক্ষণে তাহাই কেবল স্মরণ করিয়া এই সংবৎসরকাল অতিবাহন করিলাম, এক্ষণে সদয় হও। ঐ বিদ্যাধরীর পূর্ব্বতম যুবা পতি নিজ অপরাধেই কোন মুনির অভিশাপে দ্বাদশবর্ষের জন্য বৃক্ষদশা পাইয়াছে। বিদ্যাধরী সেই বৃক্ষের তলে থাকিয়া ঐরূপে বৎসর গণনা করতঃ বৃক্ষকে নিজ পতি বিবেচনায় গাঢালিঙ্গনাদি সহকারে গান করিতেছে। হে মহারাজ! আমি পথিমধ্যে পথিকদিগের মুখে ইহাও শুনিলাম যে, সেই মুনিবর বিদ্যাধরকে আমার দর্শনমাত্রই শাপের অন্তকাল বলিয়াছেন। অনন্তর আমি তথায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষকে দেখিবামাত্র সেই বৃক্ষরূপী বিদ্যাধর যেন বৃক্ষভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শাখাচ্ছলে বাহু বিস্তার করিয়া পুষ্পপ্রকাশচ্ছলে হাসিয়া কণ্ঠভাগে প্রণয়িনী বিদ্যাধরীকে আলিঙ্গন করিতেছে,—দেখ, আরও দেখ, পর্ব্বতের শৃঙ্গরূপ গজদিগের পাদপরাজিরূপ রোমরাজিতে ঐ কুসুমরাশি কেমন বসন্তকালীন হিমের ন্যায় শোভমান আকাশপতিত নক্ষত্র নিকরের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। এ দিকে দেখ, কাবেরী নদী কেমন কুসুমরাশিরূপ শুভ্রবসন পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছে এবং মৎস্যাদি জলজন্তুদিগের সবেগ উল্লম্ফনে ইহার যে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহাতে মৃগীদের সানন্দক্রীড়নে নদী নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্যা হইয়াছে ও উহার কূল ও সন্নিহিত অল্প সলিল-যুক্ত স্থানসমুদয়ে অসংখ্য মৃগ বিশ্বস্তমনে বিচরণ করিতেছে। ৩১—৩৫। হে মহারাজ! এদিকে দেখ, সুবেল পর্ব্বতের মধ্যপ্রদেশে সমুজ্জ্বলকান্তি সুবর্ণময়ী ভূমি সূর্য্যকিরণসম্পর্কে কেমন শোভাধারণ করিতেছে, যেন সমুদ্রের তরঙ্গরাশিতে ইতস্ততঃ বিস্তারী বাড়বানলের অসংখ্যস্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। এবং এদিকে ঘোষপল্লীস্থিত গৃহসমুদয়ের অপূর্ব্ব শোভা একবার অবলোকন কর, ঐ সমস্ত গৃহ পর্ব্বতের সন্নিহিত বলিয়া বিশাল মেঘনিচয়ে সতত আবৃত ও উহাদের সীমা-স্থানে নবরোপিত তরুসমূহ কুসুমবিকাশে নিতান্ত শোভমান আছে এবং গৃহের উপরিভাগ পলাশ বৃক্ষের শাখাপল্লবে আচ্ছাদিত আছে। পুরোবর্ত্তী পর্ব্বতসন্নিহিত গ্রামসমুদয়ও বড়ই শোভা পাইতেছে; কারণ উহাদের পুষ্পোদ্যানসকল পুষ্পবিকাশে অতিশুভ্র হইয়াছে। পারিজাত বৃক্ষরূপ অসংখ্য পুষ্পাধার (সাজি) বিরাজ পাইতেছে, উহার জলপ্রায় স্থানসমুদয়ে শিখীরা নৃত্য করিয়া থাকে বলিয়া জলপ্রপাতের শব্দরূপ বাদ্যধ্বনি গুহাকে শব্দিত করিয়া সেই নৃত্যের অনুসরণ

করিতেছে ও গায়কেরা ঐ সকল স্থানে স্বর্গ বিবেচনায় সানন্দে গান করিয়া অপূর্ব্ব সুখের অনুভব করিতেছে। এই সকল পার্ব্বত্য গ্রামসমূদয়ে কামোন্মত্ত যোষিদম্পতীরা বিকসিত পুষ্পের অভ্যন্তরে মধুপানমত্ত কূজনকারী মধুপগণ-কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া ক্রীড়া করতঃ যেরূপ আনন্দ পাইতেছে, আমি বিবেচনা করি, নন্দনকাননে ক্রীড়া করিয়া দেবতাদিগেরও তাদৃশ আমোদ হয় না। এবং অত্রত্য কাননসমূদয়ের লতাসকল ভৃঙ্গদিগের ক্রীড়াসাধন দোলাস্থানীয় হইতেছে দেখিয়া ব্যাধবনিতাগণ সানন্দে গান করিতেছে। মৃগীগণ সেই গানে মুগ্ধ হইয়া উহাদের সুন্দর নয়নে নিজ-নয়ন মিশাইয়া আছে, ইহা দেখিয়া ব্যাধেরা সেই মুগ্ধ হরিণীদিগকে নিজ-রমণীদের নয়ন শোভাপহারিণী বুঝিয়া কেমন শত্রুর ন্যায় অকারণ বিনাশ করিতেছে অবলোকন কর। ৩৬—৪০। এই গ্রাম সমূদয়ে নানা জাতীয় পুষ্পের আমোদে নিতান্ত সুরভি বায়ু মৃদু মৃদু লতানিচয় কম্পিত করিয়া পথিকদিগের শ্রান্তি দূর করতঃ অঙ্গ সকল শীতল করিতেছে ও তরঙ্গসম্পর্কে জলবিন্দু সম্পৃক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, ইহাতে গ্রামসকল সৌরভ্য শৈত্য প্রভৃতিগুণে চন্দ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়েছে। এবং অত্রত্য নির্ঝর সমূদয়ের জলরাশি শব্দিত হইতেছে, অত্যুন্নত তাল তরুসকল বিরাজ করিতেছে, বিকসিত কুসুমাকীর্ণ লতাসমূদয় শোভা পাইতেছে, অন্তরীক্ষ ইহাদের চন্দ্রাতপস্বরূপ হইয়াছে এবং সীমান্তে জলদগণ নিতান্ত লম্বমান আছে, সুতরাং এই অতিরমণীয় গ্রামসমূদয় চন্দ্রলোকস্থিত উদ্যানের ন্যায় শোভমান হইয়া নানাগুণে ব্রহ্মলোকের স্থানকেও পরাজয় করিতেছে। এবং ইহারা ময়ূরগণের কোমল পুচ্ছখণ্ডের সম্পর্কে চন্দ্রকান্তমণিময়ের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। ঐ পুচ্ছ সকলকে বিদ্যুদ্‌যুক্ত জলধরদিগের ঘর্ঘর নিনাদ-শ্রবণে নর্ত্তনকারী ময়ূরেরা নব তাণ্ডবকালে ইতস্তত বিক্ষেপ করিয়াছিল। যাহাদের একপার্শ্বে সুন্দর চন্দ্র-মণ্ডলরূপ ভূষণ রহিয়াছে, অপর পার্শ্বে জলভারাক্রান্ত শ্যামল মেঘরূপ গজেরা বিশ্রাম করিতেছে, সেই সকল গিরিতটে বর্ত্তমান গ্রামসমূহের যে শোভা হইয়াছে, উহা নানাগুণসম্পন্ন ব্রহ্মলোকেও নিতান্ত দুর্লভ জানিবে। এই গিরিগহ্বরসমূদয় অতিসুরভি নন্দনবনের ন্যায় রমণীয়, অত্রত্য কুঞ্জনিচয় কল্পপাদপসমূহকেও পরাভূত করিতেছে এবং মধুপসঙ্কুল বিকসিত নিম্ব বৃক্ষসমূদয়ে পরিবৃত আছে, সুতরাং এই সকল স্থানে আমার থাকিতে বাসনা হয়। এই পার্ব্বত্য গ্রামসমূদয় মৃগীদের কর্ণসুখকর নিনাদে রমণীয় ও মনোজ্ঞ হারীতপক্ষিসঙ্কুল থাকায় কামগৃহে জীবের যাদৃশ প্রীতি হয়, এখানে মানবদিগের তাদৃশ অনুরাগই দেখা যাইতেছে। এবং এই গ্রামসমূদয়ের গহ্বরে পর্ব্বত হইতে স্ফটিকমণিময় স্তম্ভের ন্যায় সুদৃশ্য নির্ঝর সলিল পড়িতেছে দেখিয়া ময়ূরীরা কেমন পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে ও উহাদের নৃত্য দেখিয়া পুষ্পভারাবনতা লতারাও বিলাসিনী হইয়াই ঐ নির্ঝর সন্নিহিত কুঞ্জে থাকিয়া কেমন বায়ুকম্পনচ্ছলে নৃত্য করিতেছে। এই গ্রামসমূদয়ের উপবনতরুনিচয়ে হরিতাল পক্ষীরা সুখে বাস করিতেছে। অত্রত্য বাপীসমূদয় হংসসারসাদির মধুর শব্দে শব্দিত হইতেছে, আমি বিবেচনা করি, পর্ব্বতগুহা-সন্নিহিত এই গ্রামসমূদয়ে কামদেব নিজযশের বিস্তারপূর্ব্বক পরমানন্দে বাস করিতেছেন। হে মেঘ! তোমার চরিত্র মহতের ন্যায় অত্যুদার ও স্বয়ং জগৎপালক বলিয়া মহাশয় তোমার আকৃতি আতপনাশিনী, উন্নতা ও গভীরা। হে জলধর! তুমি পর্ব্বতদিগের মস্তকের ভূষণ ও ভূমির প্রধান সম্পত্তিরূপ সলিলেরও তুমি একমাত্র আশ্রয়; এবম্বিধ অসংখ্যগুণশালী হইয়াও যে পরমানন্দে বর্ষণসময়ে উষরক্ষেত্র ও পল্বলাদি নিরর্থকস্থানেও সুক্ষেত্রের ন্যায় জলাদি প্রদান করিয়া থাক, ইহাতেই মহতেরা তোমার সদসদ্বিচারশূন্যতা দেখিয়া অন্তরে বড়ই দুঃখ প্রাপ্ত হন। হে জলধর! তুমি প্রত্যহ গঙ্গাদিতীর্থসমূহের সলিলে স্নান করিয়া থাক ও পর্ব্বতাদিরূপ উচ্চস্থানে বসিয়া সকলকে জলদান করিয়া থাক ও বনভূমিতে মৌনব্রত ধরিয়া বাস কর এবং বর্ষায় অতিশয় দানের পর শরৎসময়ে সর্ব্বস্বহীন হইলেও তোমার দেহের অপূর্ব্ব কান্তি দেখা যায় সত্য, কিন্তু তখন তুমি যে দানের জন্য উঠিয়াও বজ্রপ্রকাশ পুরঃসর কটূধ্বনি করিয়া থাক, এই ক্ষুদ্রজন ব্যবহার তোমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত হইতেছে। সংসারে উত্তম বস্তুও দুষ্টস্থানে পড়িলে মন্দ হইয়া থাকে,ঐরূপ অপকৃষ্টবস্তু উত্তম আশ্রয়ে থাকিলে উত্তমই হয়, সুতরাং আজি নির্ম্মল শুভ্রসলিলে মেঘরূপ মন্দ আধারে যাইয়া কৃষ্ণকান্তির ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ঐ মেঘেরা জলবর্ষণ করিলেই সেই জলে ভূভাগ পরিপূর্ণ হয় ও তাহাতেই ভূমিতে ম্লান শস্যসমূদয় সরস ও পরিশোষিত হয়, যেমন ধনী ধনদানে দরিদ্রবন্ধুকে পোষণ করে। এক্ষণে মূর্খদিগের বর্ণনা করিতেছে। মূর্খদিগের এই যে সকল নিঘৃণতা অস্থিরতা অপবিত্রভাব সর্ব্বদা ভ্রমণকারিতা ও নিন্দনীয়তাদি দোষ দেখা যায়, আমি এখনও জানিতে পারি নাই যে, মূর্খেরা ঐ দোষ সমুদয় কুক্কুরদিগের নিকটে গ্রহণ করিয়াছে কিংবা উহারাই মূর্খদিগের নিকট হইতে শিখিয়াছে। ৪১—৪৫। ঐ সকল কুক্কুরসদৃশ মূর্খেরা বহুতর দোষে দূষিত থাকিলেও শৌর্য্য সন্তোষ ও ভক্তি প্রভৃতি কয়েকটী গুণের আধার বলিয়াই কোন কোন ব্যক্তির আদরণীয় হইয়া থাকে। যাহারা উন্মত্ত ও ক্রোধবশে কূপাদিতে পতনোন্মুখ, মদিরাদিপানে মত্ত, ভূতাবেশে সতত ধাবমান ও অজ্ঞানবশে চরমদশায় উপনীত, সেই ব্যক্তিদিগকে নিতান্তভোগী বিষয়লম্পট মূর্খেরা যে তৃণের মত বিবেচনা করে, হে ক্ষুদ্রভৃণ! তুমিই এ বিষয় বিশেষ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক বিচার কর যে, ঐ মূর্খের ঐ বিবেচনা স্বাভাবিক অথবা মূর্খতা নিবন্ধন, প্রথমকল্পে উহারা কুক্কুরতুল্য দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইলে উন্মত্তাদি হইতেও তুচ্ছ জানিবে। সিংহের ও কুক্কুরের পশুভাব সমান হইলেও মেঘ গর্জ্জনাদি জন্য কোলাহল সিংহের মুদ্রিতনয়নে অবজ্ঞা করে, কুক্কুরেরা কিন্তু ভয়ে নয়ন মেলিয়া শুনিয়া থাকে বলিয়া উভয়ে পার্থক্য আছে, পণ্ডিতে ও মূর্খে তদ্রূপ জানিবে, হে কুক্কুর! তুমি সর্ব্বদা অপবিত্র! তুমি অকারণ সমস্ত সময় পথভ্রমণে অতিবাহন করিয়া থাক। আমি মূর্খের ন্যায় তোমার চিত্তবৃত্তি দেখিয়া বিবেচনা করি যে, তোমাকে কোন মূর্খ ই নিত্যাশুচিতাদি নিন্দগুণরাশির অভ্যাস শিখাইয়াছে। অনুক্ষণ সদৃশ অসদৃশ জগদ্ব্যাপারের নির্ম্মাতা বিধাতা একত্র একজাতীয় বহুবিষয় দেখিবার জন্যই নিজদুহিতা দেবশুনীর পুত্রভূত এই কুক্কুরের স্বনির্ম্মিত গর্ত্তমধ্যে বাস, বিষ্ঠা পূযাদি ত্যাজ্য বস্তুর ভোজন, অতি প্রকাশ্য রাজপথে মৈথুনেচ্ছা এবং সকলের নিন্দনীয় এই কুৎসিত দেহ প্রদান করিয়াছেন। কোন সময় কুক্কুরকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, তোমা অপেক্ষা অধম কে,' তখন কুক্কুর সেই প্রশ্নকারীকে সহাস্যমুখে বলিয়াছিল, যে আমার অপেক্ষা অজ্ঞানকে, অপবিত্র দেহকে ও বিচারশূন্যতাকে যে আশ্রয় করি-

যাছে, সেই আমা হইতে অধিক অধম, কিন্তু বিক্রম, ভক্তি ও ধৈর্য্য এই গুণরাশি মূর্খ ব্যক্তিতে বহু অনুসন্ধানেও মিলে না, সুতরাং আমা অপেক্ষা মূর্খও অধম।৫৫—৬০। কুক্কুর সর্ব্বদা বিষ্ঠাদি অতিজঘন্য বস্তু নিতান্ত স্পৃহাবান্ হইয়া ভক্ষণ করে, জীবিত নকুল ইন্দুরাদি পাইলে বিনা দোষেই তাহাদের ভোজন করে ও দুর্ব্বল ছাগাদিকেও নিরপরাধেই কামড়াইয়া থাকে। যে সময়ে কুকুরীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সকলেই লোষ্ট্রনিক্ষেপে তাড়না করে, দেখিতেছি বিধাতা ঐ যে কুকুরাকার ক্ষুদ্র জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা আজীবন কৌতুকেই কাল কাটাইতেছে। অতঃপর কাক নির্ম্মাল্য ভক্ষণাশায় শিবলিঙ্গোপরি বসিয়া শব্দ করিতে থাকিলে কোন ভাবুক তদীয় শব্দের তাৎপর্য্য বলিতেছেন। এই কাক, বিসর্জ্জিত শিবলিঙ্গের উপরে থাকিয়া আপনাকে এই বলিয়া দেখাইতেছে যে, আজি আমি পাপসমূদয়ের মধ্যে শিবদ্রব্য ভক্ষণরূপ চরম পাপে আসক্ত হইয়াছি, তোমরা অবলোকন কর। হে কুৎসিত কাক! তুমি কটূনিনাদে হংসসারসাদির কর্ণসুখ-কর ধ্বনিকে গ্রাস করিয়া এই সরোবরের কর্দ্দমে ভ্রমণ করতঃ ভ্রমরগুঞ্জনকে যে অন্তর্হিত করিতেছ, সুতরাং তুমি আমার শিরো-বেদনাকর বলিয়া শল্যস্বরূপ হইতেছ। দেখ মিত্রবর। এই কাক মৃণালখণ্ড ছাড়িয়া ঘৃণিত বিষ্ঠাদি যে ভক্ষণ করে, তাহাতে বিস্মিত হইও না, কারণ যাহার যেরূপ অভ্যাস হয়, সে তদনুরূপই ব্যবহার করে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। বিবিধ পুষ্পের পরাগে কাকের শরীর ধবল হওয়ায় উহা প্রথমে হংসের ন্যায়, বিবেচিত হইয়া-ছিল, পরে যখন দেখি, ঐ কাক, গলিত কৃমিকুল খাইতেছে, তখন বুঝিলাম, উহা হংস নহে কাকই। বিশেষতঃ যখন কাক নিজের সদৃশ পক্ষ ও রূপসম্পন্ন কোকিলের সহিত মিলিত হয়, তখন যদি শব্দ না করে, তবে কোনরূপেই উহাকে কাক বলিয়া বুঝা যায় না। নিশীথকালে সমুদয় লোক নিদ্রিত হইলে চতুষ্পথের উন্নতপাদপে আরূঢ় চৌরের ন্যায় ঐ কাক কাননমধ্যে পুরাতন মৃত্তিকাস্তূপে বসিয়া আহারান্বেষী হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া থাকে। এই কাকের দেহ সারসখণ্ডিত পদ্মের মধু সম্পৃক্ত হওয়ায় বড়ই সুন্দর হইয়াছে এবং ঐ কাক ধূলিধূসরিতস্কন্ধ হইয়া কেমন বিহার করিতেছে দেখ। হে মহারাজ! দেখুন একবার যাহার মুখ শিলা প্রহারের উপযুক্ত, সেই দুষ্ট কাক আজি এই পুরোবর্ত্তী-সরোবরে পদ্মদলমধ্যে রাজহংসদিগের সহিত উপবেশন করিয়া নানাভঙ্গীতে. রাজহংসদিগের অনুকরণ করিতেছে, এ অপেক্ষা কষ্টকর আর কি আছে। হে কাক! তুমি কর্কশ ধ্বনিরূপ ক্রকচে (করাতে) চিহ্নিত থাক, তোমার সেই সর্ব্বদা শঙ্কিতভাব কোথায় গেল আর কেন বৃথা এই কোকিল-শিশুকে আত্মজ বিবেচনায় পোষণ করিতেছ, তুমি কি বুঝিতে পার না যে, তুমি ঐ কার্য্যে নিতান্ত উপহাসাস্পদই হইবে। হে দুষ্ট-কাক! তুমি পদ্মবনে কলঙ্কের ন্যায় যে কর্কশ শব্দ করিতেছ, উহা আমার বড়ই অসহ্য হইতেছে; সুতরাং তোমার শব্দ শুনিয়া যাহার চৈতন্য লোপ না হয়, তাহাকেই তুমি নিজ কঠোর শব্দরূপ ক্রকচ দ্বারা বিদারণ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। এই পুরোবর্ত্তী জলাশয়ে বহুতর হিংস্র জন্তু বিচরণ করে, বক-কাকাদি সততই অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে পেচকেরা যদি এখানে আসিয়া কাকদিগের সহিত মিলিত হয়, তবেই সভার পূর্ণতা হইবে বিবেচনা করি। যদিও কোকিল কাকের দলে মিলিত থাকিলে সমানরূপ বলিয়া নিজরূপ জ্ঞাত হয় না, তথাপি সভায় পণ্ডিতের ন্যায় ঐ কোকিল কথা কহিলেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। আর কোমলা কুসুমশালিনী লতা কোকিলকৃত নিজ কোমল পুষ্পাদির দলন অনায়াসে সহিতে পারে, কিন্তু বক কাক শৃগাল কুক্কুটাদির স্পর্শকেও সহে না,—যেমন সাধুর অপরাধ অনায়াসে সহ্য যায়, খলের ব্যবহার কিছুতেই সহ্য যায় না।৬১—৭৪। হে কোকিল! তোমার মধুররব দম্পতীর প্রণয়কলহ দূরীকরণে নিপুণ হইলেও কেহই তোমার শব্দ শুনিতেছে না; যেহেতু ঐ কুঞ্জমধ্যে কাকেরা পেচকদিগের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ করিতে থাকিয়া যে ঘোর শব্দ করিতেছে, তাহাতেই শ্রোতাদিগের কর্ণ বধির হইতেছে,—যেমন মূর্খদিগের বিবাদক্ষেত্রে সাধুর মধুর বাক্য কেহ শুনিতে পারে না। আরও দেখ, ঐ কোকিল-শিশু সাদরে নিজশব্দ শ্রোতাদিগের নিকট কোমল বাক্য দ্বারা অতি চমৎকাররূপে মনোরঞ্জন করিতে যেমন উদ্যোগী হইতেছে, সেই সময়েই হঠাৎ এই দুষ্ট কাক আসিয়া যে, এই আমার পুত্র আমি পোষণ করিয়াছি আমি বাঁচাইয়াছি, এইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া সমুদয় শ্রোতাদের উৎসাহ ভঙ্গ করিতেছে, ইহা অতি দুষ্টের কার্য্য। হে কোকিল! তুমি কেন এত আনন্দে বারংবার অতিক্রান্ত শব্দ করিতেছ. ঐ শব্দ সমূহকে রসনামধ্যে পুনরায় প্রবেশ করাও। তোমার এরূপ ভ্রম যেন আর না হয়, কারণ এ সময় বিবিধ পুষ্পসঙ্কুল ঋতুরাজ বসন্তের রাজ্য নহে, ইহা হেমন্ত ঋতুর প্রকাশ, তাহাতেই হিমরাজি সম্পর্কে বৃক্ষসমুদয় শুষ্ক হইয়াছে জানিবে। সুতরাং তোমার বাক্য এ সময় নিষ্ফল হইতেছে, নবোদ্গত কোমলাঙ্কুরসম্পন্ন চৈত্রমাসে কোন বিরহিণী বলিতেছে যে, হে নিত্যসুন্দর শব্দায়-মান কোকিল! এই চৈত্রমাস কাহার, এই আমার প্রশ্নে তুমি যে নিজ মধুকে পাদপশিখরে বসিয়া তোমার তোমার বলিয়া শব্দ করিতেছ, এ প্রকার দুঃখপ্রদ মিথ্যা বাক্য তুমি কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ, উহা তোমার নিতান্ত ভ্রম, কারণ মধুমাস মাদৃশ বিরহিণীর নহে, তাদৃশ প্রিয়াসহচর ব্যক্তিরই জানিবে। হে মহারাজ! কোকিল কাকদিগের সহিত মিশিয়া নিঃশব্দে অবস্থান করে, উহার বর্ণ ও পক্ষাদি-সঞ্চালন কাকদিগের সমান হইলেও ঐ কমনীয়-মূর্ত্তি কোকিলকে দূর হইতেও জানা যায়। যেমন মূর্খ-সমাজে পণ্ডিতকে সহজেই অবগত হওয়া যায়, কারণ যাহাদের আকারদর্শনে কার্য্য অনুমান হয়, সেই সকল উৎকৃষ্ট ব্যক্তিরা সমানরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও নিজ মহিমায় বিখ্যাত হইয়া থাকেন। হে ভ্রাতঃ! কোকিল! এই যে উন্নততরুনিচয়ের কোটরমধ্যে থাকিয়া কাকেরা শব্দ করিতেছে, ইহাদিগকে দেখিয়া তুমি কেন শব্দ করিতেছ, সম্প্রতি শীতের সময়; বসন্ত ঋতু আসে নাই, এক্ষণে তোমার শব্দে কোন গুণই প্রকাশ পাইতেছে না, সুতরাং পত্রনিচয়ে সমাচ্ছন্ন পাদপ-কোটরে সুখে নিঃশব্দে অবস্থান কর। হে মহাশয়! এই সমুদয়ের মধ্যে প্রথম আশ্চর্য্য এই যে, কোকিলশাবক মাতা কাকীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, দ্বিতীয় সেই কাকীই উহাকে চঞ্চুচরণ দ্বারা স্পর্শ করিতেছে, এইরূপে আমি যেমন চিন্তাকুল হইতেছি, সেই ক্ষণেই ঐ কোকিল-শিশু উৎসাহ করিয়া মাতার ন্যায় বাড়িতে উদ্যোগী হইতেছে, ইহাতেই জানিলাম যে, ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যে দিকেই যায়, সেই দিকই তাহার মহিমা বিস্তার করিয়া থাকে।৭৫—৮১।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।১১৬।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ।

সহচরেরা কহিতে লাগিল, হে মহারাজ। পুরোবর্ত্তী পর্ব্বত-তটে বিচিত্র-সরোবর দর্শন করুন, উহাতে পদ্ম-কুমুদ প্রভৃতি নানা-জাতীয় পুষ্পে বিবিধ পক্ষিরা মধুর শব্দ করিতেছে; দেখিলে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশের প্রতিবিম্ব বলিয়াই বিবেচনা হয়, বিশেষতঃ অতি রমণীয় ঐ সরোবর দর্শকের কামোদ্দীপক বলিয়াই কালের প্রধানভৃত্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহাতে বিকসিত নানাজাতীয় পদ্মসমূহের কোষমধ্যে রাজহংস সমুদয় অতি সুন্দরভাবে অবস্থিত আছে ও উহা ইন্দ্রনীলমণিময় পীঠের ন্যায় শোভমান ভ্রমরপংক্তি ও ব্রাহ্মণেরা বিরাজ করিতেছেন বলিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বিতীয়গৃহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই সরোবর নিজ বিন্দু বিক্ষেপে চতুর্দ্দিক হিমযুক্ত করিয়াছে, প্রফুল্ল কমলের পরাগসম্পর্কে স্বয়ং গৌরবর্ণ ও সর্ব্বদা মধুলাভে আনন্দিত মধুকরদিগের ও ব্রাহ্মণদিগের সুমধুর গানে মুখরিত আছে। এই সরোবরের কোন ভাগে বিশাল তরঙ্গ নিচয় বিলাস পাইতেছে, কোথাও বা মদমত্ত হওয়ায় পরস্পর বিদ্বেষী ভ্রমরেরা নিরন্তর ঝঙ্কার করিতেছে, কোন স্থানে বা অতি-গভীর স্বচ্ছ সলিল থাকায় নিদ্রিতের ন্যায় আছে, কোথাও বা পদ্ম-কুমুদাদি পুষ্পসমুদয়ে সমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সরোবর মুক্তা সদৃশ জল-বিন্দু দ্বারা সাধারণের তাপ দূর করিতেছে ও সিংহ উহার তীরে আসিয়া জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্য সিংহের উপস্থিতি বোধে জলপানে বিরত আছে এবং উহার তরঙ্গ-সম্পর্কে জলপ্রায় দেশসমুদয় ধৌত হইয়াছে, উহার বিস্তৃত কচ্ছ দর্শনে উহাকে ভূতলে অন্তরীক্ষের ন্যায় বিবেচনা হইতেছে। এই সরো-বরের মধ্যভাগ পবনোত্থাপিত পদ্মপরাগসম্পর্কে বিদ্যুদ্বিলসিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং উহার কোন স্থান জলবিন্দুময় কোন স্থান অন্ধকারময় হওয়ায় সন্ধ্যাকালীন আকাশের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছে। মৃণালরূপ গ্রাসবস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার ভারে অবনত হওয়ায় যেন একত্র সঞ্চিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শোভমান হংস শ্রেণীতে পরিব্যাপ্ত এই সরোবর বায়ু বিচ্ছিন্ন খণ্ডখণ্ড মেঘযুক্ত শারদাকাশের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। ১—৭। এবং মধুরসাপ্লুত বায়ুর সম্পর্কে তরঙ্গনিচয় সজল পঙ্কস্থানকে আহত করায় পটপটা শব্দ হইতেছে এবং সেই ধ্বনি শ্রবণে স্তম্ভিত বিহগকুলের স্পর্শে তীরতরু হইতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। তাহাতে বিবেচনা হয় যেন, তরঙ্গেরা সরোবরের বস্ত্রবয়ন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এবং এই সরোবর রাজার মত শোভা পাই-তেছে, যেহেতু চঞ্চল কমলরূপ তালবৃন্ত উহার ব্যজন হইতেছে, মনোহর ফেনা উহার চামর-কার্য্য করিতেছে। এবং মনোহর বর্ত্তুলাকৃতি বলিয়া সদ্বৃত্ত ঐ সরোবরকে ভ্রমর কোকিলাদিরূপ বন্দীরা স্তব করিতেছে ও উহা পদ্মলতারূপ সুন্দরীজনে সতত বেষ্টিত আছে এবং ইহার নিকটে ভ্রমররূপ শ্রেষ্ঠ পাত্রদিগের সুন্দর গীত হইতেছে, উহা পদ্মরেণুর (রণ) অর্থাৎ বিমর্দ্দনরূপ (রণে) অর্থাৎ যুদ্ধে পরিব্যাপ্ত থাকায় পীতবর্ণ সলিল হইয়াছে। কর্পূররাশির মত ধবল পুষ্পখণ্ডে ভূষিত, সুতরাং ইহা এই জলভাগের ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। এই সরোবর সৎসঙ্গমের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কারণ সাধুসঙ্গে হৃদয় কমল বিমল হইয়া আহ্লাদিত হয় ও স্বাদু রসে আপ্লুত হয়, ইহাও নিজ মধ্যভাগে সাধারণে আহ্লাদকর পদ্ম সমুদয়কে ধারণ করিতেছে ও সুমিষ্ট সলিলে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে সৌম্য! এই সরোবর মরুদেশের ন্যায় নির্জ্জল শরদাকাশকে প্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ প্রতিবিম্বগ্রাহী জ্ঞানীদিগের মানসের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ৮—২০। এই সারস-সঙ্কুল সরোবর হেমন্ত সময়ে হিমাবৃত থাকিবে বলিয়া কিঞ্চিৎমাত্র লক্ষ্য হইবে ও ইহার শ্যামলতা দূর হইবে। তখন হিমাবৃত মেঘের মত দেখা যাইবে, যেমন দৃশ্য সমুদয় ব্রহ্মের কোন-রূপ বিকার নহে, সকলই ব্রহ্মস্বরূপ, তেমনি ইহার জলে তরঙ্গ প্রভৃতি পৃথক্ কিছুই নহে, সমুদয়ই একমাত্র জল। হে মহারাজ! সলিল যাহাদিগকে বহন করিতেছে ও উহাই যাহাদের চক্র আবর্ত্ত প্রভৃতি আকার কল্পনা করিতেছে, সেই জলাশয়সমুদয়ের আবার তরঙ্গাদি পৃথক্‌রূপে নির্দ্ধারণ নিতান্ত আশ্চর্য্যকর জানি-বেন। যেমন কূপবাপী সরোবর সমুদ্র ইহাদের বস্তুত পার্থক্য নাই, কেবল আকার ভেদ মাত্র, তেমনি সংসারে স্ত্রীপুরুষাদি জীব সমুদয়ের আকার ভেদ থাকিলেও বস্তুত পার্থক্য নাই। যেমন বারংবার নানাযোনি ভ্রমণে নিতান্ত জীর্ণ জীবের চিত্তের অসংখ্য ইচ্ছাদ্বেষাদি ভাবের পরিবর্ত্তন কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, তেমনি নানা পুষ্পলতাদির নিরন্তর সম্পর্কে জীর্ণ দশাপন্ন এই সরোবরের ধবল কমলনিচয়কেও কেহই সংখ্যা করিতে পারিতেছে না। হে মহারাজ! মূর্খসমাগমের ন্যায় জল সম্বন্ধের বড়ই আশ্চর্য্যকর বিলাস দেখিতেছি। যেহেতু এই পদ্ম স্বয়ং অশেষ গুণালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞকৃত দোষ গোপনের ন্যায় নিজ সৌরভ্যাদি গুণবৃন্দকে অন্তরে মুকুলাবস্থায় কণ্ঠভাগে গোপন করিয়া বাহিরে সাধারণের নিকট নিন্দনীয় কণ্টক রাশিকে প্রকাশ করিতেছে। বিশেষত পদ্মদিগের গুণ অসংখ্য হইলেও মূর্খের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত, অতিসূক্ষ্ম, সতত গোপিত ও সারশূন্য, সুতরাং উহারা নিতান্ত উপেক্ষার পাত্র। যাহারা বংশের মুখপাত্র, তাহাদিগের ন্যায় অশেষগুণাকর ও সৌরভ্য-শালী এবং কূলসন্নিহিত পদ্মদিগের সমুদয় প্রভাব বর্ণন করিতে সহস্রমুখ বাসুকিও সক্ষম হন না। বিশেষত ভগবান্ নারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থিতা ভগবতী কমলা নিজের শোভা বৃদ্ধির জন্য যে কমলকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই কমলের এ অপেক্ষা অন্য প্রশংসার নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। হে মহারাজ! এই সরোবরস্থিত কমল ও কুমুদের আন্তরিক যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতি দ্বেষ-ভাব তুল্য হইলেও উভয়ের আকারগত পার্থক্য দর্শনেই পৃথক্ বলিয়া সহজে প্রতীতি হইতেছে। এই পুরোবর্ত্তী প্রফুল্ল কমল-কাননের অপূর্ব্ব শোভা বিকসিত কাননের সহিত বা সরোবরের সহিত কিংবা নক্ষত্রতারাসঙ্কুল আকাশের সহিত কিংবা অসংখ্য চন্দ্রের সহিতও তুল্য হয় না, একমাত্র নৃত্যকারিণীদের সহাস্য আননের শোভার সহিতই তুলনা না হইয়া থাকে। যে সমস্ত ভ্রমর একাগ্রমনে কুসুমরসের আস্বাদন করিয়া সুদীর্ঘ আয়ু অতিবাহিত করে, সেই ভ্রমরগণই পরম সৌভাগ্যশালী। যে সমস্ত ভ্রমর রসাল পুষ্পের সৌরভ ও অঙ্কুররস আস্বাদন করিয়া বেড়ায়, তাহারাই ধন্য প্রশংসনীয়, তদ্ভিন্ন অপর মধুকরগণ কেবল জাতির সংখ্যাবর্দ্ধনকারী মাত্র। ঐ যে সকল মধুকর মধু-মদে মত্ত হইয়া কমলের উপরে গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা যেন অন্ত মধুরসাস্বাদে পরিতুষ্ট অপর ভৃঙ্গগণকে উপহাস করিতেছে। (অর্থাৎ তাহাদিগের

নিকটে আমরাই বড় বলিয়া গর্ব্ব করিতেছে) যে ভ্রমর এখন শশিগর্ভের ন্যায় কোমল কমলোদরে উল্লাসসহকারে স্বচ্ছন্দভাবে শয়ন উপবেশন করিয়া গুঞ্জন করিল, হায়! সেই ভ্রমর শিশিরঋতু উপস্থিত হইলে নীরস বৃক্ষকুসুমে গিয়া মধুর আশায় বিচরণ করিবে। ঐ দেখুন, অপ্রস্ফুটিত মল্লিকা-মুকুলের অগ্রে যে মধুকর বসিয়া আছে, উহাকে সংহর্ত্তা রুদ্রদেব যেন শূলোপরি আরূঢ় করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। ২১—২৮। কেহ ভৃঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—হে ভৃঙ্গ! তুমি নিখিল শৈলস্থ লতাভবনে ভ্রমণ করতঃ সর্ব্বদা পুষ্পমধু আস্বাদন করিয়া বেড়াইতেছ। তথাপি তোমার আশা মিটিতেছে না, তুমি কেন এরূপ দুরাশাগ্রস্ত হইলে, অথবা বোধ হয়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া এখনও তোমার মনের মত জিনিষ পাও নাই। তাই এত ঘুরিতেছ, আর কেহ বলিতেছে, হে কমলরসাস্বাদনিপুণ মধুকর! তুমি সরোবরে যাও, বদরীকুঞ্জে ঘুরিয়া কমলরসপুষ্ট নিজশরীরকে কেন বৃথা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছ। যেমন পণ্ডিত ব্যক্তি আপনার উপযুক্ত অনুকূল ধনাঢ্য সমাজ না পাইলে বিদ্বান্ ব্যক্তির সংসর্গে থাকিবার আশায় অগত্যা প্রতিকূল ধনাঢ্যের সন্নিধানে গিয়া অবস্থিতি করেন। সেইরূপ হে মধুকর! তুমি হেমন্ত বা শিশির কালে যখন কমল-সংসর্গ না পাইবে, তখন অগত্যা অতসীপুষ্পে, কুবলয়-বনে, বা বিকসিত তমালকুসুমে গিয়া কালযাপন করিবে। হংসশ্রেণী দেখিয়া কোন ভাবুক অনুচর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, হে রাজন্! ঐ দেখুন, হংস-শ্রেণী সামগানের ন্যায় মধুর কূজন করিতে করিতে সুন্দর লতা-পঙ্ক্তির সন্নিধানে চলিয়াছে, কমলকিঞ্জল্ক ভোজন করিয়া উহাদের গাত্রকান্তিও ঠিক কমলকিঞ্জল্কের ন্যায় দর্শনীয় হইয়াছে। (১) ঐ দেখুন, কোন হংস প্রিয়তমা পত্নী হংসীকে হারাইয়া আকাশে তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে কমলদলে অবস্থিত প্রিয়তমার প্রতিবিম্ব দেখিয়া পাছে প্রিয়তমা জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায়, এই আশঙ্কায় দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। মহারাজ! এইরূপ স্ত্রৈণতা যেন কোন পুরুষের না হয়, দেখুন, ঐ স্ত্রৈণ হংস পাছে প্রিয়তমা ডুবিয়া মরে, এই আশঙ্কায় মূর্চ্ছিত হইয়া নিজেই জলে ডুবিয়া মরিয়া গেল। ২৯—৩৪। অপর কেহ বলিতেছেন, রাজন্! ঐ দেখুন, রাজহংস অবলীলাক্রমে যে কল কূজন করিল, বক তাহা শতবর্ষেও শিক্ষা করিয়া উঠিতে পারে না। জন্ম, স্থান, আকার, জাতি, আহার, ব্যবহার সব সমান হইলেও রাজহংসে ও হংসে পার্থক্য অনেক। ঐ দেখুন, শুক্লপক্ষ কুমুদ কুসুমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হংস শুক্লপক্ষের উচিত (পূর্ণ) কুমুদবিকাসী চন্দ্রের ন্যায় লোকের মনোরঞ্জন করিতেছে। ঐ দেখুন, সরোবরে কমলনাল জল ছাড়া হইয়া উপরে উঠিতেছে। কমলনিচয় প্রস্ফুটিত রহিয়াছে. এই কমলিনীনিচয়ের নানারূপ ক
কমল-সরোবরে যে সমস্ত হংস ক্রীড়া করিতেছে, কোন্ পক্ষী উহাদের সহিত শোভায় তুলনীয় হইতে পারে (২)? ঐ দেখুন, সরসী রূপিণী রমণী চারুহংসকযুগলে (হংসক নূপুর, সরোবর পক্ষে হংস) কেমন শোভা পাইতেছে, উড্ডীয়মান ভ্রমর উহার বিলোল অলকাবলী; সারসপক্ষীর কূজন উহার নূপুরধ্বনি; আবর্ত্ত উহার নাভী; চঞ্চল তরঙ্গ উহার নয়ন, বিশীর্ণ সলিলবিন্দু উহার হারস্থ মুক্তা, ঐ সরসীরমণী কুমুদ, কহ্লার উৎপলাদি কুসুমে বিভূষিতা। কেহ হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। হে হংস! তুমি মদ্গু (জলকাক) বক, কাকরূপহিংস্রক পক্ষিপূর্ণ সরোবরে সর্ব্বদা একাকী বাস করিও না, যেহেতু বিপদে পতিত হইয়াও কেহ এরূপ দুর্জ্জনের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করে না, তোমার সমানবয়স্ক, সমানস্বভাব, সমানভাবী আত্মীয়বর্গের (হংসের সহিত বাস করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ) এই যে ভৃঙ্গ এক্ষণে বড় বড় হস্তীর মস্তকে পদার্পণ করিতেছে, কেবল পদ্মাকরেই বাস করিতেছে, পরমানন্দে কহ্লার, উৎপল, কুন্দ, চম্পকাদি বিবিধ কুসুমের রসাস্বাদ করিয়া নিজ সৌভাগ্যের পরিচয় দিতেছে। এই ভ্রমর দৈববশে শীতকাল উপস্থিত হইলে নীরস লোষ্ট্র ও তৃণ আস্বাদন করিয়া করিয়া জীর্ণ শীর্ণ বকের ন্যায় বিচরণ করিবে, হায় কি আশ্চর্য্য! বিপদে পড়িলে মহৎ ব্যক্তিরাও অতিদীন ব্যক্তির ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! হংসপক্ষসঞ্চালনে বিধূত পদ্মনালরূপ গহনে প্রবেশ করিয়া, আমি কমলোদরে অবস্থিত হংস শিশুর উচ্চৈঃস্বরে কূজন শুনিয়া মনে করিলাম,—"হংসশিশু বুঝি পিতাকে বলিতেছে যে, হে পিতঃ! ঐ দেখুন, পদ্মিনী কেমন মুক্তাবৃষ্টির ন্যায় বারিবিন্দুবর্ষণ করিতেছে, মধ্যাহ্নকালেও আমার মস্তকোপরি তুষারবিন্দু রহিয়াছে, আতপে শুষ্ক হইয়া যায় নাই। হে রাজন্! এই সরোবরে চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মলসলিলে নিঃশব্দে যে হংস বিচরণ করিতেছে, ঐ হংসের পক্ষপুটাঘাতে পদ্মিনীনাল বিকম্পিত হওয়ায় ঐ পদ্মিনীর ব্রহ্মার কমলাসনের ন্যায় সুন্দর প্রফুল্ল কমল হইতে যে মধুময় জলবিন্দু ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে, জলচর বিহঙ্গ-মীনাদিগণ তাহা তখনই পান করিয়া ফেলিতেছে। ৩৫—৪৫।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

সহচর সহচরীগণ যথাক্রমে বলিতে লাগিল। মহারাজ! দেখুন, এই নির্গুণ বকপক্ষীর একটীমাত্র গুণ এই যে ইহারা লোককে "প্রাবৃট্" "প্রাবৃট্" এই কথা বলিয়া বর্ষাকাল স্মরণ করাইয়া দেয়। কেহ বককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, হে বক! তুমি দেখিতে ঠিক হংসের মত, অতএব তুমি মদ্গুর সহিত সদ্ভাব, নৃশংস ব্যবহার ও কর্কশ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্টই হংস হও। আর কেহ বলিতেছে, হে সুচতুর! যে সকল মৎস্য-বধদক্ষ মদ্গু, যেখানে মৎস্যাদি জলচর প্রাণি অধিক আছে, তাদৃশ জলের মধ্যে পুনঃপুনঃ অবগাহন করিয়া চক্ষু দ্বারা

(১) ভগবান্ নারায়ণের নাভিকমলের কিঞ্জল্কভোজী স্বয়ং লক্ষ্মীকর্তৃক প্রতিপালিত ব্রহ্মার বাহন হংসশ্রেণী সর্ব্বদা ব্রহ্মার কাছে থাকিয়া সামগান করিতে করিতে সুন্দর লতাপংক্তির ন্যায় চলিয়াছে।

(২) গূঢ়ার্থ—যোগবলে যাহাদের হৃদয়-পদ্মিনীর নাল উর্দ্ধীকৃত, প্রাণায়ামের অভ্যাসে হৃদয়পদ্মিনী বিকসিত। এবং হৃৎপদ্মত্রয় কদলীবৃক্ষের ন্যায় স্তম্ভপূর্ণ হইয়াছে, তাদৃশ হৃদয় পদ্মরূপবনে ত্রিতাপশূন্য হইয়া পরমানন্দে অবস্থিত পরমহংসদিগের জীবমুক্তি-সুখরূপ সাম্রাজ্য দেবতাদিগের মধ্যেই বা কে প্রাপ্ত হয়?

প্রচুর মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল, আজ সেই মদ্গুনিচয় দৈববশতঃ মৃত তিমি মৎস্য খাইতে গিয়া গলা চিরিয়া যাওয়ায় ক্ষুধায় কাতর হইয়াও তীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে, সম্মুখাগত অনায়াসলভ্য মৎস্যও ধরিতে সমর্থ হইতেছে না। এ দিকে তাহাদের চরণও ভগ্ন হইয়াছে। দুর্জ্জন ব্যক্তিরা "আপনার স্বার্থ সাধনের জন্য কিরূপে লোকহিংসা করিতে হয়? সে বিষয়ে মদ্গুই মদ্গুরু, (আমার গুরু)" এই বলিয়া মদ্গুর প্রশংসা করিতেছে। ১—৫। এই বকপক্ষী উদ্‌গ্রীব হইয়া নির্ম্মল মনোহর পক্ষ বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, দূর হইতে দেখিয়া ইহাকে লোকে হংস বলিয়াই মনে করিতেছে; যখন এই পক্ষী অলজল হইতে শফরী ধরিয়া লইয়া উড়িবে, তখনই ইহাকে লোকে বক বলিয়া জানিতে পারিবে। এই সরোবরের তটস্থিত বনিতাগণ, এতাবৎ মৎস্য ধরিবার জন্য ব্যস্ত ও সত্বর বকদিগকে নিশ্চল মৌনব্রত দেখিয়া রাত্রিভাগে কুকর্ম্মকারী, দিবাভাগে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুনিব্রতধারী ধূর্ত্তদিগের চরিত্র স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইতেছে। কোন পথিকবধূ স্বীয় কান্তকে জল হইতে পদ্মপুষ্প-চয়নকারিণী গ্রাম্য কামিনীদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া কহিলেন,—"হে কান্ত! এই যে রমণীগণ কমলচয়ন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমি যদি ইহাদিগের সহিত যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি আর তোমার প্রিয়া নই, সুতরাং আমি আর থাকিয়া কি করিব, আমি যাই।" হে নরদেব! ঐ দেখুন, পথিক কুপিতা কান্তার এবংবিধ কথা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে কুসুমলতাবৃত কেলিবনে বিশ্রামার্থ প্রার্থনা করিতেছে। ঐ দেখুন, মহারাজ! এক বরবর্ণিনী হাব-ভাব সকোপদৃষ্টি ও হাস্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক পথিককে কি বলিতেছে। বক, মদ্গু প্রভৃতি হিংস্র জলচর প্রাণীদিগের মূর্খপণ্ডিতদিগের ন্যায় কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব নাই। খঞ্জন পক্ষীর চঞ্চুর অগ্রে দুর্ভাগ্যপতাকার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, কিট কিট করিতেছে। পল্বলের তীরস্থিত বৃক্ষে বসিয়া চঞ্চল বক পক্ষী যেমন কূজন করিয়া উঠিল, অমনি শফরী কর্দ্দমকলুষিত অল্পজলে ভয়ে গাম্ভীর বক্ষে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া বকের গ্রাস হইতে নিজ দেহ রক্ষা করিল। যখন প্রাণহানিকর মহাবিপত্তি উপস্থিত হয়, তখন প্রাণত্যাগ ব্যতীত আর উপায় কি? বক, অজগর, মদ্গু প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগণ যে সমস্ত প্রাণীকে চর্ব্বণ না করিয়াই গিলিয়া ফেলিতেছে, সেই প্রাণিগণ উহাদিগের উদরে যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আসন্নচর মদ্গু, বক, বিড়াল, গৃধ্র ও সর্প দেখিলে জলচর মৎস্যাদি প্রাণীদিগের মনে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, সে ভয়ের নিকটে বজ্রপাত-ভয়ও অতি তুচ্ছ; ইহা আমাকে কোন জাতিস্মর পণ্ডিত মৎস্য জন্মগ্রহণ করিয়া নিজে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন। কেহ কাহাকে বলিতেছে, ঐ দেখ, সরোবরের তীরস্থ বৃক্ষের তলে কুসুমাকীর্ণ স্থলে যে সকল হরিণ উপবিষ্ট থাকিয়া চতুর্দ্দিকে উৎপল-কেতকাদি কুসুম বিকীরণ করিতেছে, তুমি এখন ভৃঙ্গের শোভা দর্শন রাখিয়া দিয়া তোমার প্রিয়জনকে ঐ হরিণশোভা দর্শন করাও। ময়ূর, উন্নত হৃদয় বলিয়া ইন্দ্রের নিকটে জল প্রার্থনা করিতেছে; মহাত্মা ইন্দ্রও ময়ূরের প্রার্থনা পূরণ করিতে বসিয়া একেবারে নিখিল মহীকে জলপূর্ণ করিতেছেন, এই ময়ূরনিচয় জলধরের স্তনপায়ী শাবকের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে, মলিনের পুত্র মলিনই হইয়াছে, জলধর মলিন, ময়ূরও মরকতমণি-শ্যামল, সুতরাং ময়ূরকে তাহার পুত্র বলিয়া বোধ হইবারই কথা। কোন পথিক হরিণ দেখিয়া দয়িতার নয়ন চিন্তা করত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে, বাহ্য পদার্থের দিকে তাহার একেবারে দৃষ্টি নাই। ময়ূর এদিকে ভূতল হইতে জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেছে না, কিন্তু সর্পগুলিকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া ভোজন করিতেছে, ইহাতে সর্পের দৌরাত্ম্য কি ময়ূরের দৌরাত্ম্য, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। ময়ূর সরোবরের নিকট নত হইয়া জল লইতে হয়, এই আশঙ্কায় সজ্জনের চিত্তের ন্যায় নির্ম্মল অগাধ সরোবর পরিত্যাগ করিয়া মেঘনিঃসৃত সলিল পান করিতেছে। ৬—২০। মহারাজ! ঐ দেখুন, ময়ূরগণ পুচ্ছরূপ মেঘজাল বিস্তার করিয়া পুচ্ছকান্তিরূপ চন্দ্র বিকম্পিত করিয়া বর্ষাঋতুর পুত্রের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। এইস্থানে সমুদ্রই তরঙ্গমালা সঞ্চালনে তীরোপরি মুক্তাজাল উৎক্ষিপ্ত করিয়া চঞ্চলপুচ্ছ ময়ূরদিগকে নৃত্য করাইতেছে।—অর্থাৎ তরঙ্গমালা ও তীরোৎক্ষিপ্ত মুক্তাজাল সন্দর্শন করিয়া তত্রত্য বন-ময়ূরগণ পুচ্ছতরঙ্গ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে চকিত চাতক! তুমি কেন এরূপ নিদাঘসন্তপ্ত হইয়া শুষ্ক কোটরে অভিমান করিয়া বসিয়া আছ, উঠ, তৃণাঙ্কুর ভক্ষণ কর, পল্বলে গিয়া জলপান কর, কদলীকাননে গিয়া বিশ্রাম কর। কেহ ময়ূরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—হে ময়ূর! ঐ যে আকাশে একটা পদার্থ উঠিতেছে দেখিতেছ, উহাকে সমুদ্র-সলিলপূর্ণ জলধর বলিয়া মনে করিও না, উহাকে এই দাবানলদগ্ধ-কানন হইতে উত্থিত ধূমরাশি বলিয়া জানিও না। যে মেঘ শরৎকালেও ময়ূরকে জলদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, সেই মেঘ বর্ষাকালেও সরোবরও পূরণ করিতে সমর্থ হয় না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে ক্ষুদ্র লোকেই এইরূপ করিয়া থাকে। ২১—২৫। ফলতঃ উদারচরিত্র মেঘের দৈবাৎ জলদানে বিমুখতা দেখিয়া দুর্জ্জনে পরিহাস করিলে সজ্জন তাহাতে দুঃখিত হন, এইরূপ চিন্তা করিয়া ময়ূর তৃষ্ণাতুর থাকিয়াই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেছে। পূর্ব্বে মেঘের স্ফটিকনির্ম্মল সলিল পান করিয়াছে বলিয়া ময়ূর তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও অন্য জল পান করিতে ইচ্ছা করে না। কেবল জলধরের স্মরণ করিয়া প্রাণধারণ করে, একেবারে মরিয়া যায় না, যাহারা গুণবানের নিকটে আশা করে, তাহাদের পরিশ্রম বা কষ্টও সুখজনক,—অর্থাৎ তাহারা ভাবী নিশ্চিত আশায় জীবিত থাকে। মূর্খ লোকগণ যেমন গল্প করিয়া দিন কাটায়, সেইরূপ এই বর্ষাকালে পথিমধ্যে পথিকগণ পরস্পর কথাবার্ত্তায় পথশ্রম দূর করিতেছে। রাজন্! ঐ দেখুন, কতকগুলি বালিকা সরোবর হইতে কমল, উৎপল, কুমুদ, মৃণাল, পদ্মপত্র ও শীতল সলিল লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া কোন পথিক জিজ্ঞাসা করিতেছে, তোমরা কিজন্য ইহা লইয়া যাইতেছ? তাহারা উত্তর দিতেছে, হে পথিক! আমরা বিরহজ্বরতপ্তা কোন রমণীর সখী, তাহার বিরহজ্বরের চিকিৎসার জন্যই এ সমস্ত লইয়া যাইতেছি। সেই বালিকাদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পথিকদিগের স্ব স্ব অনুরক্তা স্তনভারাবনতা বিলাসবতী কান্তাগণ স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিতে লাগিল, হায়! আমাদের সেই কান্তাও এই বর্ষাকালে ঘনশ্যামল আকাশ ও অন্ধকারাবৃত গহন দর্শন করিয়া বিরহানল

উদ্দীপ্ত হওয়ায় নিশ্চয়ই এইরূপে সর্বাঙ্গ দ্বারা সেবিত হইতেছে এবং বিলাপ করিতেছে। হায় হায়! কি শীতল বায়ু মধুকরপূর্ণ কমলরূপ পাত্রে করিয়া নলিনীর মধু পান করত যেন মত্ত হইয়া আসিতেছে, তীরস্থিত পাদপরাজির পল্লবদলের নৃত্যের সহিত মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে আমাদের দিকে বহিতেছে; মৃদু-গভীর সাঁ সাঁ শব্দে যেন নিজের শৈত্য মান্দ্য ও সৌরভগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছে। ২৬—৩২।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশাধিকশততম সর্গ।

সহচরগণ কহিল,—মহারাজ! ঐ দেখুন, এক পথিক বহু-দিনের পর প্রিয়াকে পাইয়া প্রিয়ার নিকটে নিজের বিরহকালীন অবস্থা কীর্ত্তন করিতেছে, পথিক বলিতেছে, হে প্রিয়ে! তোমার বিরহ অবস্থায় আমার এক আশ্চর্য্য ঘটনা আজি তোমার নিকটে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি একদিন তোমার নিকটে দূত পাঠাইবার নিমিত্ত "কাহাকে দূত করিয়া পাঠাই" তাহা চিন্তা করিতে করিতে বলিয়াছিলাম। এই প্রলয়কালসম বিরহ-সময়ে, মৎপ্রিয়ার নিকট বার্ত্তা প্রদান করিবার জন্য আমার গৃহে গমন করে, এমন কে আছে? অথবা একপ ব্যক্তিই জগতে দুর্ল্লভ, যিনি সরলতার সহিত পরদুঃখ শান্তির জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকেন। আ,—এই পর্ব্বতশিখরে মদনাপের ন্যায় ক্রম্পামী, পরোপকার-রসজ্ঞ মেঘ, বিদ্যুৎকান্তা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে ভ্রাতঃ! নভঃসঞ্চারিন মেঘ! তুমি স্বীয় উচিত গুণশালী অস্ত্র, মহেন্দ্রচাপ গ্রহণ করিয়া মৎপত্নীসমীপে গমনানন্তর প্রথমতঃ ধারাসিক্ত মন্দ বায়ু দ্বারা তাহাকে আশ্বাসিত কর, মুহূর্ত্তের জন্য দয়াপরবশ হইয়া ধীর শব্দে বার্ত্তা প্রদান করিও। যেহেতু মদ্বিরহে অবিরল বাষ্পসন্ততি-পূর্ণনয়না বালমৃণাল-কোমল-তনু তন্বী, সেই বালিকা তোমার কঠোর শব্দ শ্রবণ সহ্য করিতে পারিবে না। হে পয়োধর! আমি নভাকাশে চিত্রতুলিকা দ্বারা সেই সুন্দরীর আকৃতি লেখন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলাম, কিন্তু জানিনা এক্ষণে তথা হইতে আমার প্রিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। হা প্রিয়ে! মেঘকে এইরূপ বলিতে বলিতে তোমার চিন্তাবশতঃ আমার মতি অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল এবং মনঃপ্রসর অঙ্গপ্রবিষ্ট হওয়ায়, পূর্ব্বাপর সন্ধানসম্পন্ন আমার সেই স্মৃতিও নষ্ট হইয়াছিল। এবং আমার শরীর তৎকালে কাষ্ঠকুড্যের মত নিস্পন্দ হইয়াছিল। হায়! দুর্ব্বিসহ বিরহযন্ত্রণা কি দুঃখজনক, এ জগতে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না। ১—৫। তদনন্তর আমাকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া পান্থসকল সেই স্থলে মিলিত হইলে মার্গগামিনী পথিক-বনিতা স্বীয় বক্ষঃস্থলে করাঘাতপূর্ব্বক, "হা কষ্ট", পথিক মৃত হইল বলিয়া হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিয়াছিল। সেই পথিক-মণ্ডলের মধ্যে কেহ কেহ মেঘকেও তিরস্কার করিয়াছিল। তদনন্তর সেই সকল পান্থগণ, আমার মৃত্যুনিশ্চয় করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শবোচিত গন্ধ, পুষ্প, মাল্য প্রভৃতি রচনা করিতে লাগিল এবং কাষ্ঠ সঞ্চয়পূর্ব্বক আমাকে দগ্ধ করিবার জন্য অতি ভয়ঙ্কর, জলচ্চিতাসকলের পট পট শব্দে শব্দায়মান রৌদ্রভাবপ্রকাশক শ্মশানে উপস্থিত করিয়াছিল। হে কমল-বদনে! আমি সেই শ্মশানে, রোরুদ্যমান, কতিপয় পান্থকর্তৃক চিতাশয়নে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। পরে তত্রস্থ জনসমূহের ন্যায় লেখাবিশিষ্ট, ধূমোদ্গারজটিল, মত্তময়ূর মস্তকস্থিত প্রসিদ্ধ চূড়ামণির ন্যায় অগ্নিরূপ সুবর্ণের কণামাত্র দৃষ্টিগোচর হইলে, কুবলয়লতাবৎ কোমলা, মৃদ্বী, উষ্ণা, কৃষ্ণবর্ণা, দৈর্ঘ্যসঙ্কোচ হেতুক কুব্জা, ধূমলেখা, মকুঃভীতা বালসর্পীর ন্যায় আমার কণ্ঠ ও নাসা-ছিদ্ররূপ ক্ষুদ্র মহীরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। হে প্রিয়ে! যেমন বজ্রকায় অজ, দৃঢ়পতিত কুন্তশ্রেণী কর্তৃক ছিন্ন হয় না, আমিও সেইরূপ তোমার আকাররূপ অমৃতাচ্ছাদিত হইয়া সেই ধূমলেখায় পীড়িত হই নাই। আর ধূমের কথা কি, হৃদয়-গৃহস্থিত তোমার মূর্ত্তিরূপ মদনতরঙ্গিণীতে অবগাহননিবন্ধন আমাকে সেই মর্ম্ম-চ্ছেদী দারুণ অগ্নিরাশিও কিছুমাত্র তাপ দিতে পারে নাই। হে তন্বি! আমি সেই মূর্চ্ছাকালে তোমার সহিত, সুচির কাল ব্যাপিয়া এক অনির্ব্বচনীয় লীলাচঞ্চল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, অমৃত হ্রদে বারংবার উন্মজ্জন দ্বারা অনুভূত সেই সুখের সহিত তুলনা করিলে এই বিশাল রাজ্যসুখকেও মর্ম্ম পীড়ার ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। হে প্রিয়ে! তৎকালানুভূত তোমার সেই সস্মিত মধুর বচন, সেই কটাক্ষ, সেই মণিময় একাবলী, নখক্ষতাদিচেষ্টা, সেই রতিকালীন মধুরশব্দ, সেই চাঞ্চল্যাবেগ হেতুক চিত্তবিক্ষেপ সকল স্মরণ করিয়া অদ্যাপি আমার অন্তঃ-করণ অমৃতরসাহ্লাদে নিমগ্ন হইতেছে। ৬—১৪। হে বালে! তদনন্তর তোমার সঙ্গমে সুরতসুখ-রসায়ন দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্তি-নিবন্ধন শ্রমার্ত্ত হইয়া আমি শরৎকালীন সুশীতল নির্ম্মল চন্দ্রিকা-সম্পন্ন শশাঙ্কবিম্বের ন্যায় কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম। ইত্যবসরে, আমি পঙ্কচন্দন শীতল-দীর্ঘ শশাঙ্কখণ্ড হইতে উৎপন্ন অশনির ন্যায় অসম্ভাব্য ও ক্ষীরাব্ধিস্থিত বড়বানলের ন্যায় নিজ শয্যায় ভীষণ চিতাগ্নি নিরীক্ষণ করিলাম। সহচরগণ কহিতেছে, স্বামীর এই কথা শ্রবণ করিয়া, সেই মুগ্ধারমণী হাহাধ্বনি উচ্চারণপূর্ব্বক, গাঢাবর্ত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিতা হইল। তদনন্তর সেই সুন্দরীকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া তাহার স্বামী তাহাকে শীতল নলিনদল-তালবৃন্ত দ্বারা আশ্বস্তা করিয়া কণ্ঠদেশ ধারণ-পূর্ব্বক এই মন্দরগিরিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তি, স্বপ্রিয়ার চিবুক ধারণ করিয়া যে কথা শেষ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। হে প্রিয়ে! আমি কিঞ্চিৎ শ্রমযুক্ত হইয়া, যাবৎ "হাহা অগ্নি" এই কথা মাত্র বলিয়াছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে সেই প্রহৃষ্ট পান্থগণ ঝটিতি খরতর শব্দে সেই চিতা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তদনন্তর সেই পান্থগণ, আমার পুনর্জ্জীবনে হৃষ্ট হইয়া, আনন্দে চঞ্চল তালবাদ্যের সহিত আমাকে চিতা হইতে উত্তোলন করিল, আমার অঙ্গে মাঙ্গলিক তরুমঞ্জরী প্রদানপূর্ব্বক গাঢালিঙ্গন করিয়াছিল ও সকলে আনন্দের সহিত, কলশব্দে গর্জ্জন, হাস্য, নৃত্য ও উল্লম্ফন দ্বারা সেই স্থান পরিপূর্ণ করিল। অনন্তর, আমি সংহারকারী রুদ্রের শরীরবৎ বিষমবিনাশরূপতাভিমত, ভস্ম, অস্থি ও শব-পরিপূর্ণ শশিধবল কপালসঙ্কীর্ণ, সেই শ্মশান সন্দর্শন করিলাম। ১৫—২২। যে সকল বায়ু, পাংশুবিকীরণপূর্ব্বক, পার্শ্বস্থ বনরাজি সকলের হরিৎকান্তি নষ্ট করিয়াছে ও যে বায়ুর সঞ্চালন দ্বারা কঙ্কালগন্ধ সকল পর্ব্বত পরিব্যাপ্ত হইয়েছে, যে বায়ু ভস্মমিলিত

নীহার সকলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে এবং যে সকল বায়ু সকলের কেশ বিধূননপূর্ব্বক আকাশকোষস্থ শশি-গলিত শরাকার ধারণ করিয়াছে এবং শঙ্করের ভূষণযোগ্য অস্থি-সকলের অভিঘাত শব্দ কর্তৃক যে সকল বায়ু ঘোরারব প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সকল প্রবল ভীষণ বায়ু সেই শ্মশানে অনবরত প্রবাহিত হইতেছিল। আর সেই শ্মশানভূমিতে জলানলসংযুক্ত চিতা হইতে প্রবাহরূপে নির্গত ধূম স্ফুলিঙ্গযুক্ত পবন কর্তৃক, বৃক্ষ সকলের পত্র সকল শুষ্ক হওয়ায়, সেই স্থান অগ্নি, পবন ও ভাস্করের পুত্র সকলের রমণগৃহের অনুকরণ করিতেছে। যে স্থান প্রমত্ত শিবা-বায়স প্রভৃতির শব্দে অতি ভীষণ আর অর্দ্ধদগ্ধ কঙ্কালসম্পন্ন শবপরিপূর্ণহওয়ায়, যে স্থান অতিশয় দুর্গন্ধময় হইয়াছে, আরও দাহনার্থ আনীত শবসমূহের বন্ধুগণের ক্রন্দন শব্দে যে স্থানের দিগন্ত সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং পক্ষি-সকল কর্তৃক অবরুদ্ধ অভ্রাভ্র নিবদ্ধ লতাজাল, যে স্থলে ভয়ঙ্কর আকাশ ধারণ করিয়াছে, আমি সেই ভীষণ শ্মশান সন্দর্শন করিলাম। সেই শ্মশানের কোনও স্থান চিতাসঞ্চালিত শিখা কর্তৃক বিস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন স্থানে মহাকেশ-সমূহ মহামেঘের ন্যায় দেখাইতেছে। কোন স্থান রাত্রিকালীন অস্ত শৈলবৎ পৃথিবীর বিতানরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। ২৩—২৭।

একোনবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৯॥

বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

সহচরগণ কহিল —হে কমললোচন। এই মহৎ মিথুন এই-রূপ আলাপানন্তর উত্তমাসব পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই স্থানে পুষ্পকেশরভূষিত বিবিধ বায়ুসকল, কদলী ও কন্দলী বৃক্ষ-সকলের স্বচ্ছ পুষ্পগুচ্ছসমূহের বিকাস করণানন্তর প্রবাহিত হইতেছে। আরও ঐ বায়ুসকল, বাস্ত বিক্ষিপ্ত ললনালকের বিলাসক হইয়া বিবিধ আমোদপরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং (ললনা-গণের) ঘর্ম্মবিন্দুসকলের শোষণপূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে। দেখুন, লবণার্ণবস্থ বায়ুসকল কুলাচলসকলের গুহাগৃহে প্রবেশ করিয়া, ভ্রমণ হেতুক উদ্যত সিংহসমূহের ন্যায়, অসুরসংরম্ভে মেরু শেখর আক্রমণপূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে। তমাল ও তাল বৃক্ষসকলে তরল শিশুবৎ দোলায়মান জলকল্লোলোত্থিত যে সকল বায়ু বৃক্ষাগ্রসকলে অবলম্বন করিয়াছে, চঞ্চল নব লতোদ্দীর্ণ পুষ্পধূলি কর্তৃক ধূসরবর্ণ সেই মন্দ মারুত উদ্যানে নৃপতির ন্যায় বিহার করিতেছে। আর এই বংশবন বিশ্রান্ত বন বায়ু, হস্তিনা নগরস্থ স্ত্রীলোক দ্বারা শিক্ষিত হইয়াই যেন গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কর্ণিকার বৃক্ষসকল পবনকে তিরস্কার করিয়াছিল বলিয়াই যেন ভ্রমর সকল দূর হইতে তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে। আর এই তালবৃক্ষ স্তম্ভের ন্যায় অবস্থিত বলিয়া যাচকগণকে ফল ও পল্লব প্রদানে অক্ষম হইয়াছে। (সেই হেতুক ইহার এই ঔন্নত্য বৃথা) কেননা, উন্নত আকৃতি হইলেও যাচকাভিলাষপূরণে সেই উচ্চতা নিষ্ফল হইয়া থাকে। হে রাজন্! নির্গুণ জড়াত্মসকলের কেবল রাগই শোভার জন্য হইয়া থাকে। দেখুন, ঐ কিংশুক বৃক্ষ কেবল রাগের দ্বারা নৃপতির মত শোভিত হইতেছে। ঐ বৃক্ষের পুষ্পসকল আগুচ্ছ কর্ণিকার বিশিষ্ট হইলেও ইহা সকলের বিকার-ভাজন ঐ পুষ্প সকল নির্গন্ধ, সুতরাং নির্গুণ জন্তুর ন্যায় ইহার দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না। ১—১১। আর এই অসিত তমালবৃক্ষে বিলোল-মঞ্জরীসকল তড়িদাকারে শোভিত হওয়ায় চাতকদিগের বৃথা অম্বুদভ্রান্তি উৎপাদন করি-তেছে। এই উন্নত বংশ সকল পত্রভূষিত ও দুর্ভেদ্য শ্রেণীবিশিষ্ট হইয়া, স্বকান্তি দ্বারা পর্ব্বত সকলকে আবৃত করায়, গুণবিশিষ্ট মহদ্বংশের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। হেমসানুরূপ আসনোপবিষ্ট বাতব্যাধিগ্রস্ত, উগ্র অসুর সকল, হরির ন্যায় তড়িদাচ্ছাদিত অম্বর ধারণ করিতেছে। আর যে সকল কিংশুকের প্রবেশ ও নির্গমে ব্যাঘ্র পক্ষিসকলের ন্যায়, ভ্রমরলাঞ্ছন বাণসকল উপবিষ্ট রহিয়াছে, সেই কিংশুক যোদ্ধার ন্যায় রক্তাক্ত কলেবর হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। মন্দারমঞ্জরীর কর্তৃক অরুণিত অভ্রোদসম্পন্ন মহেন্দ্র পর্ব্বতের মস্তকে, প্রমত্ত কামী গন্ধর্ব্ব সুপ্ত রহিয়াছে। হে রাজন্! দেখুন, এই পান্থ সিদ্ধবিদ্যাধরসকল কল্পদ্রুম তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করণান্তর বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের দ্বারা মধুরস্বরে গান করি-তেছে। দেখুন, ঐ কল্পবৃক্ষবনে প্রতিপল্লবে বিশ্রান্ত, সুর-সুন্দরী সকল গীত ও হাস্য করিতেছে। এই মৃদুমন্দির মন্দরে সেই উদার মুনি মন্দপালের বাস, যে মুনির সেই প্রসিদ্ধ পক্ষিণী ভার্য্যা হইয়া ছিল। আরও সর্ব্বঋতুতে কুসুমফলদায়ী বৃক্ষ-সম্পন্ন মুনিসকলের আশ্রমশ্রেণী দর্শন করুন, যে স্থলে সিংহ, হস্তী, নকুল, সর্প প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী জন্তুসকল স্বভাবসিদ্ধ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া সুপ্রণয়ে বাস করিতেছে। সমুদ্রতটস্থ বিদ্রুমদ্রুম সংযুক্ত লতাসকলের পল্লবস্থ জলবিন্দুসকলে সূর্য্যদেব প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সেই লতাসকল অতিশয়রূপে শোভিত হইয়াছে। যেমন বিলাসিগণের বক্ষঃস্থলে তরুণীসকল সবিলাসে বিচরণ করে, সেইরূপ রত্নমাণিক্য সকলের আকর স্থানে তরঙ্গ সকল, আবর্ত্তমালা দ্বারা পুনঃপুনঃ ক্রীড়া করিতেছে। ১২—২২। হে রাজন্। নাগলোকস্থ স্ত্রী সকলের গমনাগমন হেতুক উৎপন্ন, দিব্যভূষণ-ঝঙ্কারশব্দ শ্রুত হইতেছে, শ্রবণ করুন। এই স্থান সকল করিগণবিভ্রষ্ট মদোন্মত্ত ভ্রমরীর শব্দ পরিপূর্ণ বলিয়া, ঐরাবতের স্নানভূমি বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে। চন্দ্রের হ্রাসকারী পয়োনিধির কৃষ্ণাক্ত রেখারূপ কৃষ্ণপক্ষে পঙ্ক্তি সকল, বেলাতটে নিবাসভূমির ন্যায়, দেখা যাইতেছে। এই বনরূপা রমণীই ধন্যা। ইহার পরিমল গন্ধই নিশ্বাসের স্বরূপ, ছায়াই শীতলাঙ্গের স্বরূপ, আর একান্ত দর্শিত কুসুম নয়নস্বরূপ, এবং এই রমণী নানাকুসুম শোভাসম্পন্ন আর তাহার বনবিন্যাস সকল ইহাদের বস্ত্রস্বরূপ, নির্ঝর সকল অমলহাস্যের স্বরূপ এবং আস্তীর্ণ পুষ্পসকল আস্তরণস্বরূপ হইয়াছে। উদারবুদ্ধি মনুষ্য সকল নন্দনবনে যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হন, এই নিঃশব্দ শুদ্ধ বনভূমিতেও তাঁহারা সেইরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৩—২৯। রম্য বনভূমি সকল, মুনিদিগের বিষয়বিরক্তি চিত্ত ও বিষয়ার্থিগণের সুরক্তচিত্ত এ উভয়কেই হরণ করিতে পারে। অম্বুধিতটস্থ যে সকল পর্ব্বতের বপ্রসকল, সলিল কর্তৃক ধৌত হইয়াছে, সেই সকল পর্ব্বতের পাদপর্ব্বত সকল নূপুরবৎ রত্নসকল কর্তৃক শোভিত হইয়া শব্দিত হই-তেছে। পুন্নাগ নগবিশ্রান্ত কান্তকাঞ্চনকান্তি-হেমচূড় পক্ষিসকল নভোমণ্ডলে দেবতা সকলের ন্যায়, শোভিত হইতেছে।

আরও দেখুন, ভ্রমর এবং মেঘরূপ ধূমসম্পন্ন ফুল্লচম্পক-কাননযুক্ত পর্ব্বত জ্বলিত বহ্নির ন্যায় বায়ুভরে কম্পিত হইতেছে। দোলা কোকিলা, করবীরের ঊর্দ্ধশাখারূপ দোলাকম্পক কোকিলকে আলিঙ্গন করিয়া গীতালাপ করাইতেছে, লবণসিন্ধুর তটভূমি সকল উপায়নপাণি রাজসকলের কলকলশব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে, দর্শন করুন। হে রাজন্! লবণজলনিধির পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ হইতে রণভূমিতে আগত নৃপতিসকলকে পরাজিত করিয়া স্ববশে আনয়ন করুন। মণ্ডল সকলের প্রতিদিকে, রক্ষার নিমিত্ত ক্ষান্তিপূর্ব্বক অস্ত্র, ও চিরকাল অতুল বিক্রমের সহিত শান্তিপূর্ব্বক শাসন সকল বিস্তার করুন। ৩০—৩৫।

বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২০॥

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর এই সকল বিপশ্চিৎ অর্ণবতট ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া, এই অখিল রাজ্য প্রয়োজনসম্পন্ন করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহারা এই স্থানেই যথাক্রমে বাসভূমি করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ও অক্ষতমণ্ডল মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহাদের অখণ্ড প্রতাপবর্ণনা করিবার জন্যই যেন, সূর্য্যদেব সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাতালে গমন করিলেন। তদনন্তর মেঘলেখার ন্যায় শ্যামা-যামিনীর বিস্তার দর্শন করিয়া তাঁহারা অহর্ব্যাপার সমাপন করিয়া নিজ শয়নে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নদীপ্রবাহসমূহের ন্যায় সমুদ্র পর্য্যন্ত আগত হইয়া বিস্ময়-পরবশচিত্তে নিম্নোক্তরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। অহো! আমরা দেবদেব বহ্নির প্রসাদে ও স্বকীয় দিব্যবাহনসকলের সাহায্যে ও যত্নে এতদূর পর্য্যন্ত আগত হইয়াছি। এই আয়তাদৃষ্ট শ্রী কি পরিমাণ বিস্তীর্ণা! এই দিকে সমুদ্রসকল, তৎপরে দ্বীপভূমি ও তদনন্তর সর্ব্বসমুদ্রাধিপতি অম্বুধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দিকে দ্বীপ, তদনন্তর অম্বুনিধি কি অন্তসীমায় অবস্থিত, না তৎ-পরেও আবার আছে। এতাদৃক্ মায়া কি পরিমাণে ও কিরূপ ইহা বলিতে পারা যায় না। অতএব আমরা দেবহুতাশনকে প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রসাদে অক্লেশে দিক্সকলের সীমাভাগও দর্শন করিতে পারিব। এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া যথাস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সমস্বরে ভগবান্ হুতাশনকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ মূর্ত্তিমান অগ্নি দৃষ্টিগোচর হইয়া,—হে পুত্র সকল! অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর," এই কথা বলিয়াছিলেন। বিপশ্চিৎসকল কহিলেন,—হে সুরেশ্বর! আমরা এই স্থূলদেহ, মন্ত্রদেহ ও মনের অগম্য ও পঞ্চভূতাত্মক দৃশ্যের অন্ত যাহাতে গমন করিতে পারি ও প্রত্যক্ষযোগ্য, অনুমানযোগ্য ও শ্রুতিযোগ্য বিষয় সকল যাহাতে দর্শন করিতে পারি, আমাদিগকে সেই উত্তম-রূপ বর প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। আর যে সকল পন্থা যোগিগম্য ও যে সকল স্থান কেবল মনোমাত্র দৃশ্য, আমারা স্থূল-দেহেই যাহাতে সেই সকল স্থানে গমন করিতে পারি তাহা করুন। অপ্রও যোগগম্য মার্গগমন কালে মৃত্যু আমাদিগকে আক্রমণ না করে, তাহাও করুন। আর দক্ষিণদিকের স্থূলশরীরা-গম্য মার্গে আমাদের মনই গমন করুক। বশিষ্ঠ কহিলেন,—অগ্নি তথাস্তু বলিয়া সত্বর ঔর্ব্বরূপ সমুদ্রগমন করিবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অগ্নি গমন করিলে রজনী উপস্থিত হইল, কিয়ৎকাল পরে সেই রজনীও অতিবাহিত হইল, তদনন্তর সূর্য্যদেব উদিত হইলেন এবং তাঁহাদেরও নীরার্ণব লঙ্ঘনেচ্ছা উপস্থিত হইল। ১—১৭।

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২১॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাঁহারা প্রভাতে পৃথিবীর যথাশাস্ত্র সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া আবিষ্ট দেহের ন্যায় সানুরাগে মন্ত্রিমুখ্য-গণকর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া স্বকল হইতে বিরত হইলেন। তৎপরে শোকাশ্রুবদনে রোরুদ্যমান পরিবার সকলকে নিবারণ করিয়া, স্নেহহীনতা বশতঃ অভিমান, মাৎসর্য্য, লোভ, ইচ্ছা, অভিভব প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক 'আমরা দিগন্ত দর্শন করিয়া সমুদ্রপার দর্শন হইলে ফিরিয়া আসিব" এই কথা বলিতে বলিতে স্বীয় স্বীয় মন্ত্রশক্তি দ্বারা উড্ডয়ন্তা প্রাপ্ত হইলেন ও পাদচারণ দ্বারাই সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই বিপশ্চিৎসকল প্রতিদিকে সমুদ্র-প্রবেশকারী কতিপয় ভৃত্য কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া পদ দ্বারা সমুদ্রতলে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তরঙ্গজলে ও জলমধ্যে পাদবিন্যাসপূর্ব্বক জলমধ্যে চারি চারি জন একৈকতারূপে অবস্থিত ও বিমুক্ত হইয়া গমন করিয়া-ছিলেন। তটাস্থিত ভৃত্যগণ তাঁহাদিগকে সেই সময় পর্য্যন্ত দর্শন করিতেছিল, যাবৎ তাঁহারা পাদচারণে সমুদ্রপ্রবেশ করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা শরন্মেঘের ন্যায় অদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। গমনয়ত্নিশ্চয় হস্তিপক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যেমন গজসকল দ্রুত গমন করে, সেইরূপ তাঁহারাও সমুদ্রে পদ-চালন পূর্ব্বক সেই পথে গমন করিয়াছিলেন। আরোহণ ও অবরোহণ নিবন্ধন পর্ব্বত সমান উন্নতাবনত বারিতরঙ্গ সকলের শোভা হরণ করায় সে সময় তাহারা ভগবৎ মূর্ত্তির মত বিরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা চিরচঞ্চল অভ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট ছত্রের ন্যায় শোভমান আবর্ত্তসকল মধ্যে তৃণমণ্ডলের ন্যায় অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১—৯। মন্ত্রবলপ্রভাবে দুর্জ্জয় শাস্ত্রপাণি সেই বিপশ্চিৎসকল কোনও স্থানে প্রমত্ত মকরগ্রস্ত হইয়াও পুনরায় দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জল-কল্লোলবিভ্রান্ত বায়ুচালিত হইয়া, ক্ষণকালের মধ্যে শত শত যোজন গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জলকল্লোলরূপ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া নিজ রাজ্যস্থ হস্তিসকলের পৃষ্ঠে আরোহণ-শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঊর্ম্মিরূপ শিলাপট্ট সকলের বিদারণ ও অভিকরণ বিষয়ে পটুতা হেতুক জলাম্ভোদ হইতে তাঁহাদের নিষ্ক্রামণ মরুদ্দীপিত বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় বোধ হইয়াছিল। তরল মাতঙ্গবৎ ঊর্ম্মিমালা বিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহারা বেলাতটসমূহের ন্যায় স্বীয় ধৈর্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। মহত্তরঙ্গস্থিত মুক্তা-মণিক্য সকলে তাঁহাদের মূর্ত্তিসকল প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, একটী হইয়াও তাঁহারা পুরস্কারচয়বৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্বেত ফেনপিণ্ড সকলের মধ্যে আরোহণ করিয়া শ্বেতপত্র-

স্থিত রাজহংসের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ঘন বিদ্যুতের ন্যায় ভীষণ বেলাবলনজৃম্ভিত অর্ণবের গভীর নিশ্বাসে সেই পর্ব্বত সমান বিপশ্চিৎসকল কিঞ্চিন্মাত্র ক্লমপ্রাপ্ত হয় নাই। অভ্রংলিহ জলময় পর্ব্বতেন্দ্র সকলের পতন ও উৎপাতন হেতুক তাঁহারা কখন পাতাল ও কখন সূর্য্যমণ্ডল গমন করিয়াছিলেন। আশঙ্কিতরূপে উৎপাতিত বারিপ্রবাহপতনরূপ পটদ্বারা আবৃত হইয়া তাঁহারা উৎপাত নিবন্ধন নিপতিত মেঘ-বিতানয়ুক্তের ন্যায় লক্ষিত হইয়াছিলেন। অভ্ররূপ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অংশুজালসম্পন্ন মাণিক্য-মুক্তাসমূহ কর্ত্তৃক ও অন্তরালস্থ সলিলময় তরঙ্গসকলের শুভ্রজলবিন্দু দ্বারা তাঁহাদের শরীরকান্তি পুষ্পের ন্যায় ভূষিত হইয়াছিল। নক্র-কুলীর-কর্কটাদিব্যাপ্ত আবর্ত্তমধ্যে সমস্তাৎ বিভ্রান্ত, মকরসমুদায় তাঁহাদের সহচর স্বরূপ হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন। ১০—২০।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই সমুদ্রগামী বিপশ্চিৎসকল এইরূপে পাদচারণ দ্বারা, দৃশ্যরূপা অবিদ্যা নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সমুদ্র হইতে দ্বীপ, দ্বীপ হইতে সমুদ্র, গিরিবন সকল ছেদ-ভেদশূন্য হইয়া, লঘুতাহেতুক লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তদনন্তর, পশ্চিমদিগস্থ দর্শনপ্রবৃত্ত বিপশ্চিৎ অমরাভিমানী, বিষ্ণুমীন-হৃদোদ্ভব, বিতস্থানদার বাহনরূপ অতিবেগশালী কোনও মীনকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই বিপশ্চিৎ ক্ষীরোদগমন করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু জীর্ণ করিতে পারে নাই, সেই হেতুক সে ক্ষীরোদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরদিগন্ত গমন করিয়াছিল. আর দ্বিতীয় বিপশ্চিৎ, ইক্ষু রসার্ণবস্থিত যক্ষনগরে বশীকরণপটু কোনও এক যক্ষিণী কর্ত্তৃক বশীভূত হইয়া কামুকতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় বিপশ্চিৎ, পূর্ব্বদিগ্‌গমনে প্রবৃত্ত হইয়া, গঙ্গার সহস্রমুখের নির্ভেদ-দর্শনকালে গ্রাসার্থ আগত কোনও মকরকে, বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া তাহার উদ্ধারের জন্য গঙ্গায় আনয়ন করিলেন ও সেইস্থানে তাহাকে বিদারণ করিলেন। সেই সময়ে তিনি সেই মকরকে গঙ্গায় পরাবর্ত্তিত করিয়া কান্যকুব্জনগরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর চতুর্থ বিপশ্চিৎ, উত্তর কুরুদেশে দেবীর সহিত ক্রীড়মান ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তিনি সেই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির বলে দিগন্তপ্রসৃত মণ্ডল বিষয়ে ভয়শূন্য হইয়াছিলেন। এবং সেই ঐশ্বর্য্যবলে তিনি মকর প্রভৃতি কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও পুনঃপুনঃ স্বদেহ প্রাপ্ত অনেক দ্বীপান্তরস্থিত কূলাকূল সকল অতিক্রম করিয়াছিলেন। সেই পশ্চিম বিপশ্চিৎকে হেমচূড় গরুড়পক্ষী স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া কুশদ্বীপে লইয়া গিয়াছিল ও সেই সময়ে তিনি স্বর্ণময় কুশের ন্যায় কান্তি-প্রাপ্ত হইয়া শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেই পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ ক্রৌঞ্চদ্বীপের কোনও বনস্থ রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহার হৃদয়ান্ত্র বিদারণপূর্ব্বক পুনরপি বহির্গত হইয়া-ছিলেন। আর দক্ষিণ বিপশ্চিৎ, শাকদ্বীপে দক্ষের শাপে যক্ষতা-প্রাপ্ত হইয়া, শতবর্ষের পর মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উত্তর বিপশ্চিৎ, অনেক মহৎ ও ক্ষুদ্রনদী উত্তীর্ণ হইয়া, মহার্ণবস্থ সুবর্ণভূমিতে, সিদ্ধশাপে শিলাকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর, তিনি শত বৎসর পরে অগ্নির প্রসাদে সেই সিদ্ধ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ, পাঁচ বৎসর কাল নালিকের নিবাসিগণের অধিপতি হইয়াছিলেন। তদন্তর কোনও সময়ে পূর্ব্ব স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর তিনি মেরুর উত্তর কল্পবৃক্ষ বনে অপ্সরোগণের সহিত দশ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। বিহঙ্গ সকলের বশীকরণ বিষয়ে তত্ত্ববিৎ পশ্চিম বিপশ্চিৎ পক্ষিকুলায়ে এক পক্ষিণীর সহিত দশ বর্ষকাল বাস করিয়াছিলেন। তদনন্তর, মন্দরী নাম্নী কিন্নরী মন্দরাদ্রির মৃদুলতাবিশিষ্ট, মন্দার তরু নির্ম্মিত গৃহে সেই পশ্চিম বিপশ্চিৎকে একদিন সেবা করিয়াছিল। আর পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ, নারিকেল বন হইতে ক্ষীরোদসমুদ্রের বেলাভূমিতে গমন করিয়া অত্রস্থ কল্পবৃক্ষবনাবলিনিবাসিনী নন্দনদেবতা অপ্সরোগণের সহিত কামাকুলিত ভাবে বিহার করিয়াছিলেন। ১—১৮।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এক চৈতন্যবিশিষ্ট, এ শরীর বিশিষ্ট সেই বিপশ্চিৎচতুষ্টয় পরস্পর একাত্মা হইয়াও কি জন্য নানেচ্ছাসম্পন্ন হইয়াছিলেন।—অর্থাৎ জীবাভেদে ইচ্ছাভেদ কিরূপ সম্ভব হয়? বশিষ্ঠ কহিলেন,—একমাত্র সম্বিৎরূপ ঘনাকাশ, অবস্তসর্ব্বগ হইলেও স্বয়ংই বিবিধত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন আত্মা সুপ্ত হইলে অবিদ্যাবশতঃ চিত্ত বিবিধত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ এক জীবের অবিদ্যাবশতঃ স্বপ্নে যেরূপ নানা-দেহাদি কল্পনা হয় ও সেই কল্পিতদেহে শত্রুমিত্র উদাসীনভাব কল্পনানিবন্ধন নানেচ্ছা দেখা যায়, সেইরূপ সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাভিন্ন জীব জাগরিত থাকিলেও তাদৃশকর্ম্মসত্ত্বে সমস্তই সম্ভব হইতে পারে। যেমন দর্পণোদরাকাশে গিরি-নদ্যাদি সহিত নির্ম্মল মহাকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ সম্বিদ্‌ঘনের স্বচ্ছতা হেতু নানাত্বতার ন্যায় প্রতীয়মান আত্মা স্বকীয় আত্মায় প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, যেমন একজাতীয় লৌহময় আদর্শসকল পরস্পর প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ মায়োপাধির বৈচিত্র্য বশতঃ পারমার্থিক চিৎপদার্থ সকল পরস্পর প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যে যে ভোগ্যপদার্থ যে সময়ে যে চিত্তের—অর্থাৎ অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যের সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন সেই বস্তু দ্বারা সেই চিৎই স্বীয় ভোগ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহা চিদ্ঘনের স্বভাবসিদ্ধ,—অর্থাৎ যদি কোনও বস্তু বুদ্ধিতে প্রতিবিম্ব না হয়, তবে ভোগই সম্পন্ন হয় না। যদি নানাত্বমাত্র নিষিদ্ধ হয়, তবে নিয়ত একরূপই হইয়া থাকে, আর অনানাত্ব ধর্ম্মনিষেধ হেতুক, নানাত্বের সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং বস্তুতঃ নানা না হইলে ব্যাবহারিক বশতঃ নানা বলিয়া প্রতিভাত হয়, অতএব ব্যাবহারিক ও পারমা-র্থিকভেদে বস্তুর উভয়াত্মকতা বিরুদ্ধ নহে। এই হেতুক সেই বিপশ্চিৎ সকলের মধ্যে যে যে বস্তু যাঁহার সমানভাবে পুরোগত হইয়াছিল, তিনি তখন সেই সেই বিষয় দ্বারা বিস্ময়

প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ এক দেশস্থ যোগিগণ সমন্তাৎ ব্যাপিয়া সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন এবং কালত্রয়ের সকল বিষয়ই অনুভব করেন। সেই বিপশ্চিৎ-গণও তদ্রূপ হইয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদনের সমর্থ হইয়াছিলেন। যেমন ঘর্ম্মার্ত্তগণের ক্লেশনাশক মেঘ মহত্ত্বহেতুক, নানানগরে গিরি প্রভৃতি ব্যাপিয়া অবস্থানপূর্ব্বক স্বকীয় অংশের দ্বারা সমকালে সৌধক্ষালন পুটভেদন জলবর্দ্ধন শস্তবর্দ্ধন প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া করে ও তদভিমানী জীবও "আমাকর্ত্তৃক সমুদায় অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া" অনুভব করে, সেইরূপ এস্থলেও উপপত্তি হইতে পারে। অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ, সমকালে অসংখ্য জগজ্জাত কর্ম্মসকল সম্পাদন ও অনুভব করিয়া থাকেন। দেখ, একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু, স্বীয় বাহুচতুষ্টয় ও শরীর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মসম্পাদনপূর্ব্বক জগৎ পালন ও বরাঙ্গনা-সম্ভোগ করিয়া থাকেন। বহুবহুব্যক্তি যে সময় দুই বাহু দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সম্ভাবনা হইলে মিলিত সকল বাহু দ্বারা সতত সংগ্রাম করেন। সেইরূপ সেই বিপশ্চিৎ সকল সংবিন্ময় হইয়াও সেইরূপ সর্ব্বদিকে অবস্থিত হইয়া সেই সেই পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূমিশয্যায় শয়ন, দ্বীপান্তরে ভোজন, বনরাজিমধ্যে বিহার ও মরুভূমিতে বিচরণ করিয়াছিলেন। আরও গিরি সকলে বাস, সাগর কুক্ষিতে ভ্রমণ, দ্বীপরাজি সকলে বিশ্রাম ও মেঘসমূহে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অর্ণবমালা, বাত্যা ও জলবীচি সকলের উপরে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং পর্ব্বত ও সমুদ্রের তটস্থ নগরে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ, যক্ষসম্মোহিত হইয়া শাকদ্বীপোদর, গিরিতটে সপ্তবর্ষকাল বাস করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি সাতিশয় পাষাণাম্বু পানলাভর পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইয়া সপ্ত-জাত্য ভূমির মধ্যে সপ্তসম বর্ষকাল যাপন করিয়াছিলেন। পশ্চিম বিপশ্চিৎ, শাকদ্বীপস্থ অস্ত-গিরিশিখরস্থ অভ্র-গুহাগৃহে, পিশাচাপ্সরা কর্ত্তৃক একমাস কামুকতা প্রাপ্ত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তৎপর, তিনি শান্তভয়াখ্য বর্ষে ভূমিভেদক কোন মুনির শাপে হরীতকী বৃক্ষাকার প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্দ্ধানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ, এই রৈবতকশৈলে শিশির নামক বর্ষে যক্ষ বশীভূত হইয়া দশরাত্রি সিংহাকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই পিশাচমায়া শেষ পর্য্যন্ত এই কাঞ্চনদরীস্থ ভেকের আকার প্রাপ্ত হইয়া দশ বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি হিমাদ্রির উত্তর তটস্থ কৌমার বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শাকদ্বীপস্থ অন্ধ মণ্ডুকাকার হইয়া এক বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। পশ্চিম বিপশ্চিৎ মরীচকবর্ষে বিদ্যাধর-মায়ামোহিত হইয়া বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। আর সুরতক্লিষ্ট মহাদেবের শোভাতিশয় সহকারে চঞ্চল অঙ্গ-লেখার ক্রমোদ্ভূত শীকরসংস্পৃষ্ট এলালতা সঞ্চরণনিবন্ধন অতি সুরভি, বেলাবনস্থ সমীরণই সেই কালে তাহার আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিল। ১১—২৪।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—শান্ত ভয়াখ্যবর্ষে প্রাগুক্ত জলধার মহা-পর্ব্বতে হরীতকী বনে হরীতকী বৃক্ষাকার প্রাপ্ত সেই পূর্ব্ববিপশ্চিৎ কর্ত্তরী যন্ত্র সদৃশ ভূমিমধ্যগত, শিলাসন্ধি পানীয় পান করিতে করিতে, শাকদ্বীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তদনন্তর পাশ্চাত্য বিপশ্চিৎ তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর সেই স্থলে আগমনপূর্ব্বক, শাপপ্রদ মুনিকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন ও নিজ বিদ্যারূপ ক্রকচ কর্ত্তৃক তদীয় বৃক্ষত্ব নষ্ট করিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন; এবং পাশ্চাত্য বিপশ্চিৎ শিশিরাখ্য বর্ষে পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে দক্ষিণ বিপশ্চিৎ গোমাংসাদি প্রয়োগ দ্বারা শাপপ্রদ পিশাচকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। পুনরায় পশ্চিম বিপশ্চিৎ অস্তাচলপারস্থ, শিখবর্ষে, এক বৎসর কাল গোরূপিণী পিশাচী কর্ত্তৃক বৃক্ষাকার প্রাপ্ত হইলে দক্ষিণ বিপশ্চিৎ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই স্থানেই ক্ষেমক-বর্ষে, আম্বিকের গিরিস্থ বৃক্ষে, দক্ষিণ বিপশ্চিৎ যক্ষতা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সেই যক্ষ কর্ত্তৃকই মুক্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানের বৃষকবর্ষে কেশরাখ্য পর্ব্বতে পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ সিংহাকার প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম বিপশ্চিৎ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! যোগিগণ একদেশস্থ হইয়াও কালত্রয়ে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া কিরূপে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহা আমার বোধের জন্য সবিস্তার বর্ণন করুন। ১—৭। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই জগতে অপ্রবুদ্ধগণের চক্ষে যখন ভূতভৌতিকাদি স্থূলবস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন প্রবুদ্ধগণের চক্ষে মনোমাত্র বস্তু, সর্ব্বত্র সর্ব্বার্থক্রিয়া সম্পন্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? দৃশ্যের নাশে ভাববোধে সর্গাসর্গস্থলে ও প্রলয়কালে তত্ত্ববিৎ যোগিগণের চক্ষে চিন্মাত্র বিদ্যমানতা সামান্য ব্যতিরেকে অনাত্মস্বরূপ জগৎ প্রতিভাসিত হয় না।—অর্থাৎ তাঁহারা সমুদায়ই চৈতন্যময় অবলোকন করিয়া থাকেন। নিরন্তর চিন্মাত্র সত্তা সামান্যে অবস্থিত, সর্ব্বেশ্বর ব্যক্তির পক্ষে, এই জগৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্ব ও সর্ব্বাত্মত্ব বোধ হইয়া থাকে। সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মা ব্যক্তি যেখানে যেরূপে যে সময়ে প্রকাশপ্রাপ্ত হন, হে রাম! বল, কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে কোথায় কি প্রকার তাঁহাদের সেই প্রকাশের বাধ করিতে পারে। হে রাম! অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থূল ও অণুপ্রপঞ্চ তত্তৎকালে তত্তৎস্থানে প্রকাশিত আছে। কিন্তু সে সকল কি আমাদের সর্ব্বাত্মায় বর্ত্তমান নাই। সেইরূপ দূর, অদূর, নিমেষ, কল্প ও সেই অতীতাদি প্রপঞ্চসকল সত্তাসামান্যস্বরূপ পরিত্যাগ করেন। দেখ, অজাত, অনিষ্ট যথাস্থানস্থিত মায়া প্রপঞ্চসকল, সেই সর্ব্বাত্ম স্বরূপেই অবস্থান করিতেছে। সেই হেতু এই জগত্রয় বিজ্ঞান ও ঘনস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম আকাশত্ব বাসনা করিয়া—অর্থাৎ নিজসত্ত্ব দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করিয়া, আকাশস্থিত হইয়াছেন। মায়াশবল জগদাত্মা, এই জগতে দ্রষ্টৃদৃশ্যভাবাপন্ন হইয়া জগৎ-রূপে উদিত হইয়াছেন। তিনি এই বিশ্বের আত্মা, দৃক্ ও বপুঃস্বরূপ; এ নিমিত্ত কোনও স্থানে কোনব্যক্তি দ্বারা তাঁহার জ্ঞান নিরোধ হইতে পারে না। ৮—১৬। হে তত্ত্বজ্ঞ! সাধ্য ও অসাধ্যরূপী ব্যক্তির কি অসাধ্য আছে, বল,—অর্থাৎ কিছুই অসাধ্য নাই। সেই হেতু, এক ঈশ্বর চৈতন্যের উপাধির নানাত্ব

বশতঃ একতাবাপন্ন চিত্তের প্রভাবে সেই বিপশ্চিৎ সকলের সকল বিষয়ে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়াছিল। প্রবোধানুগামিনী পরস্পরাপ্রাপ্ত ঈশ্বর চিতি এক হইলেও, তাহাতে সকল বিষয়ে সর্ব্বকার্য্যে সংযোগ হইতে পারে।—অর্থাৎ বোধবল আত্মরূপে কিছুই অসাধ্য নাই। পরম বোধপ্রাপ্ত ঈশ্বরচিতির পদার্থাকুলতা যুক্তই বটে। কিঞ্চিৎ বোধপ্রবিষ্ট সেই চিতির সে সিদ্ধতাও উচিত, এইরূপে সেই বিপশ্চিৎসকল সর্ব্বদিক্ গত হইয়াও, সকলেই পরস্পরের ব্যাপারসকল অবগত হইয়াছিলেন ও পরস্পর দর্শন, অনুভব, সঙ্কটে চিকিৎসা প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদি বোধা-কাশ স্বকীয় রূপ হইতে বিচ্যুত হয়, তবে যথাস্থিত ভাবে সুস্থিত ব্যক্তি স্বচ্ছভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দিক্‌সকলের মধ্যে সেই বিপশ্চিৎসকল প্রবুদ্ধ হইয়াও, কেন সিংহ-বৃষাদিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা মবোধের জন্য যথাযথ বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! আমি প্রসঙ্গ-ক্রমে, বিপশ্চিৎসকলের প্রবুদ্ধত্ব কীর্ত্তন করিয়াছি, কিন্তু বাস্ত-বিক তাঁহারা প্রবুদ্ধ ছিলেন না। হে মহাবাহো! সেই বিপশ্চিৎ-সকল নিপুণরূপে প্রবুদ্ধ হন নাই, তাঁহারা বোধবোধ দর্শনদ্বয়ের মধ্যে দোলায়িতভাবে অবস্থিত ছিলেন, মোক্ষচিহ্ন ও বন্ধচিহ্ন উভয়ই ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই নিত্যধর্ম্ম প্রবুদ্ধ তাঁহা-দের দোলায়িত চিত্ততা বশতঃ ধারণা দ্বারা যোগিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন নাই। ১৭—২৬। তাঁহারা ধারণা দ্বারা যোগিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অবিদ্যাবিহীন প্রকৃত যোগিত্ব প্রাপ্ত হন নাই। হে নলিননয়ন রাম! সেই যোগিগণ কি কখন অবিদ্যা দর্শন করেন? ইঁহারা কেবল ধারণাযোগী; অস্থির যত্নে, সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অবিদ্যা-সংসক্ত ছিলেন বলিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। হে রাম! জীবন্মুক্ত প্রাণিসকলের অপর প্রকার শ্রবণকারী সমাধির পর ব্যুত্থানকালেই তাঁহাদের পদার্থান্তরের জ্ঞান হয় আর চেতোধর্ম্ম মোক্ষ, সর্ব্বদা তাঁহাদের সমাহিতচিত্তে অবস্থান করে, কিন্তু সেই মোক্ষ দেহভাবাপন্ন ব্যুত্থানকালে অবস্থিত হয় না। দেহভাবাপন্ন ব্যবহারে জীবন্মুক্ত শরীর কখনও নিবর্ত্তিত হয় না। (এই নিমিত্ত ব্যুত্থানে পদার্থান্তর জ্ঞান হয়); কিন্তু তাঁহাদের সেই নির্ম্মুক্তচিত্ত পুনরায় আর বদ্ধ হয় না। দেখ, বৃন্তচ্যুত ফলকে পুনরায় কে বদ্ধ করিতে পারে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি-গণের দেহ, দেহ ধর্ম্মদ্বারা গৃহীত হয়, কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত পর্ব্বতবৎ নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে। মোক্ষ, ধারণাদির ন্যায় পরজ্ঞেয় নহে, মধ্বাদি আস্বাদ সৌখ্যের ন্যায়, কেবল আত্ম-সংবেদ্য। স্বানুভূতিপ্রদ আত্মা, মনোধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদি সংযুক্ত হইয়া, স্বয়ং বদ্ধানুভূতিমান্ হন ও সেই মনের মুক্তিতে মুক্তিমান্ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। অন্তঃশীতলচিত্ত ব্যক্তিই মুক্তিমান্ বলিয়া উক্ত হন; সন্তপ্তচিত্তেই বন্ধ অবস্থান করে। ২৭—৩৫। শরীর খণ্ডশঃ ছেদ করিলে অথবা রাজ্যে নিয়োজিত সেই বন্ধ দেখা যায় না—অর্থাৎ বন্ধ চিত্তগত, দেহগত নহে। এই জগতে জীবন্মুক্ত-মতি ক্রন্দন বা হাস্য করিলে দেহপ্রযুক্ত সুখদুঃখ তাঁহাদের অন্তর্গত হয় না। অবচ্ছেদক সম্বন্ধে দেহে সুখদুঃখাদি গ্রহণ করিয়াও, মনুষ্য সকলের, আমি সুখী, আমি দুঃখী, এইরূপ স্বকীয় আত্মার পর্য্যবসিত হয় বলিয়া উক্ত ব্যাপারসমূহ, সেই আত্মাতে ঐরূপ কল্পিত হইয়া থাকে, দেহাদিতে হয় না। অতএব আত্মার অধ্যাস না জানিয়া, দেহাদিতে আত্মাভিমান বশতঃ, রূপান্তর গত চার্ব্বাক্, নৈয়ায়িক, সাঙ্খ্য, বৌদ্ধ, কণাদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, বেদান্তিগণ কর্ত্তৃক পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জীবন্মুক্তগণের দেহাদি কখন স্বভাব বশতঃ হয় না, তাঁহাদের উক্ত দেহাদি মৃত হইয়াও মৃত হয় না এবং ক্রন্দন করিলেও ক্রন্দন করে না। জীবন্মুক্ত মহোদয় হাস্য করিলেও হাস্য করেন না, সেই তত্ত্বদর্শিসকল বীতরাগ হইয়াও সরাগ, অকোপ হইলেও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন, মোহশূন্য হইয়াও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। যেমন নভোমার্গ হইতে দর্পণ অত্যন্ত দূরে অবস্থান করে, সেইরূপ তাঁহাদের নিকট "এই সুখ এই দুঃখ" ইত্যাদিরূপ কল্পনা দূরে অবস্থান করে। যাঁহাদের জগদাত্মা জগৎস্বরূপ ও অজ্ঞানবিহীন এবং সর্ব্বত্র একরস ব্রহ্মমাত্রে বিদ্যামান, সেই সকল জীবন্মুক্তের সুখদুঃখের অস্তিতা আকাশবিটপি-বিটপের ন্যায় অসম্ভব। ৩৬—৪৩। জয়ান্বিত জীবন্মুক্তসকল অশোক হইয়াও শোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই তত্ত্বদর্শিগণের কেবল অচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় আত্মভাবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মহাদেব, স্বীয় নখ-প্রহারে প্রজাপতি ব্রহ্মার অম্বুজের ন্যায় মনোহর, উচ্চৈঃস্বরে সামগান-শীল একটী মস্তক, অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়াছিলেন। আর ব্রহ্মা সেই মস্তকের পুনর্যোজনক্ষম হইয়াও তাহার আর উৎপাদন করেন নাই। প্রজাপতি ব্রহ্মা, আকাশবৎ মিথ্যাভূত অজয় মস্তকের প্রয়োজনশূন্যতা দেখিয়াই তদ্বিষয়ে বিরত হইয়াছিলেন। যে বিষয় যে প্রকারে সম্পন্ন হয়, তাহা সেই প্রকারেই সম্পন্ন হউক, ইতর সাধনে প্রয়োজন কি? যেমন দুগ্ধ সমুদ্র-সুপ্ত অমৃতকলা ধারণ করে, সেইরূপ মহাদেব অনুগৃহীত মদন হইতে হরিণশাবাক্ষী দুর্গাকে অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করেন ও নিগৃহীত মদন হইতে সমাধিকালীন অশ্রু ধারণ করেন। এই উত্তমাশয় মহাদেব সমর্থ হইলেও রাগিতা পরিত্যাগ করেন নাই। মদনদহন-সময়ে তাঁহাতে নারীগত গুণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। (ইহারা জীবন্মুক্ত সুতরাং উক্ত জীবন্মুক্তির ব্যাপারসকল অনধ্যাসভাবে সম্পাদন করেন) জীবন্মুক্ত ব্যক্তির ইহকালে কৃত ও অকৃত বিষয়ে কোনও প্রয়োজন নাই। আরও সর্ব্বপ্রাণিগণ মধ্যেও তাঁহাদের কোনও রূপ প্রয়োজন লাভ নাই। এই জীবন্মুক্তগণ, রাগিতা ও অরাগিতা এই দুই বিষয়েই কোনরূপ প্রয়োজন বোধ করেন না। যাহা যে প্রকারে সম্পন্ন হয়, সে বিষয় সে প্রকারই সম্পন্ন করেন। জনার্দ্দন জীবন্মুক্ত, স্বয়ং কার্য্য করেন, অপরকে কার্য্য সম্পাদন করান। লীলাসম্বরণের জন্য অপরের নিকট মৃত হন ও অজস্র জন্মগ্রহণ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জীবন্মুক্ত সমর্থ হইলেও প্রাণিকর্ম্মবশোপগত আর্জব ও জবীভাব ত্যাগ করেন না। আর এই সকল বিষয়ত্যাগ করিলেই বা তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সেই হেতু নিরস্তবাসন হইয়া অবস্থান করেন। দেখ, ভগবান্ শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপধৃক্ হরি ইচ্ছাশূন্য হইয়াও অবস্থান করেন। সূর্য্য-দেব, জগদ্গৃহের নভোঙ্গনে কালকন্দুকস্বরূপ হইয়া আপনাকে অজস্র নিত্য আন্দোলিত করিতেছেন। সেই আদিত্যদেব, নিরিচ্ছ ও জীবন্মুক্ত হইয়াও স্বকীয়দেহ নিরোধ করিতে না পারিয়া যথাস্থিতভাবে অবস্থিত আছেন। চন্দ্র কল্পান্তাবধি বৃথা অবিনশ্বর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত রহিয়াছেন। তিনি কেবল জীবন্মুক্ততাহেতুক যথাস্থিতভাবে অবস্থিত আছেন। জীবন্মুক্ত অগ্নিও যথাস্থানাবস্থিত হইয়া যজ্ঞীয় হব্য, শিববীর্য্য গ্রাস প্রভৃতি

খেদজাল বহন করিতেছেন। লোকগুরু শুক্র ও বৃহস্পতি জীবন্মুক্ত হইয়াও বহুশঃ বিজীগিষা অবলম্বনপূর্ব্বক কৃপণবৎ অবস্থান করিতেছেন। মহামুনি জীবন্মুক্ত জনক রাজকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক, এই জগতে অনেক উগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে জর্জ্জরতাপ্রাপ্ত হইতেছেন। ৪৪—৫৯। নল, মান্ধাতা, সাগর, দিলীপ ও নহুষ প্রভৃতি রাজগণ জীবন্মুক্ত হইয়াও আকুলিতের ন্যায় বহুকাল রাজত্ব করিয়াছেন। অজ্ঞ ও পণ্ডিত এ উভয়ের ব্যবহার সমান, তবে বাসনা ও নির্ব্বাসনাই ইহাদের বন্ধমোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি, বৃত্র ও অন্ধক প্রভৃতি অসুরগণ জীবন্মুক্ত ও বীতরাগ হইয়াও, সরাগের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতএব জীবন্মুক্তের চিদাকাশের প্রতি লক্ষ্যস্থাপনপূর্ব্বক রাগদ্বেষের ক্ষয়-উদয়ে অথবা সচ্চরিত্রত্ব ও অসচ্চরিত্রত্ব হইলেও আবির্ভূত স্বরূপ মোক্ষের তদ্বিষয়ে কোনও সংস্রব থাকে না। যে সকল জীবন্মুক্ত ব্রহ্মাকাশবৎ শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা জীবসকলকে (স্বগত চিদাভাসকে, অন্বয় ব্রহ্মাকাশ তুল্য করিয়া লাভ করেন, সেই সকল জীবন্মুক্তের ভেদবুদ্ধি কেন উদিত হইবে। যেমন ভাস্বর আভাসমাত্র ইন্দ্রধনু আয়তাকার হইয়া নানাবর্ণময় দেখা যায়, সেইরূপ এই দৃশ্যজগতও জীবন্মুক্তের ভ্রমমাত্র বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন নভোঙ্গনস্থ শক্ররূপে মিথ্যা নানা বর্ণময় দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুসকল মিথ্যা হইলেও প্রকাশ পাইতেছে। যেমন আকাশের শূন্যত্ব অজাত ও অনিরুদ্ধ হইলেও প্রকাশ পাইতেছে, সেইরূপ এই জগৎ অসৎ হইয়াও সদ্বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই জগৎ আদ্যন্তবিশিষ্ট হইলেও আদ্যন্তবিহীন, অশূন্য হইলেও শূন্য, জাত হইলেও অজাত ও অনষ্ট হইলেও বস্তুতঃ নষ্টই। এই জগতের জন্ম ও বিনাশ হউক, কিন্তু ইহা সুচির প্রকাশমান ব্রহ্মাকাশ ব্যতীত অতিরিক্ত নহে, যেমন দারুময় গুণ্ড হইতে তন্নির্ম্মিত পুত্তলিকা অতিরিক্ত নহে। সমাধিকর্ত্তৃক সমস্ত কল্পনোন্মুক্ত হইয়া নিদ্রাবিহীন আত্মতত্ত্বে অবস্থিত হইলে যেরূপ একান্ত চিদাভাস দৃষ্ট হয়, তাহাই জগতের স্বরূপ; এবং অসমাধিকালেও শাখাচন্দ্র দর্শনকালে বুদ্ধিবৃত্তির শাখাদেশ হইতে চন্দ্রদেশ প্রাপ্তির মধ্যে নির্বিষয়স্থান-প্রকাশিত চৈতন্যের স্বরূপই জগৎ। সেইরূপ চিদাত্মায় যে দ্বৈতবিশেষরূপ ঐক্য ও সামান্যরূপ ঐক্য প্রকাশ পায়, তাহা সেই চিদাকাশের স্বভাবতঃ অভাব বলিয়া বিবেচনা করি, এবং কেবল তাহা শূন্য ইহাও নয়, যেহেতু পূর্ণানন্দৈকরসে শূন্যত্বও থাকিতে পারে না। এই জগদাকাশ আত্মার স্বরূপ, অথবা আত্মাতে অবস্থিত—যেমন ভবিষ্যৎপুর দৃষ্ট লইলেও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত হইলেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে আকাশকোষসদৃশ বিশুদ্ধাশয় রামচন্দ্র! এই যে দৃশ্যজাত শিলাঘনের ন্যায়, ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মৌন রহিয়াছে, তাহার স্বকীয় আত্মাই জগৎ এই অভিধান বিধান করিয়া এই সকল জীববৃন্দ মোহিতের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। অহো মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ৬০—৭৪।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৫॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই সকল বিপশ্চিৎ দ্বীপ-সমুদ্র-বন-পর্ব্বতবিশিষ্ট সেই দিগন্তে কি করিতে করিতে অবস্থান করিয়াছিলেন? বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাল-তমালমালা-পরিপূর্ণ দ্বীপ-সমুদ্র-বন প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা কি করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। এক বিপশ্চিৎ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্ব্বতের পশ্চিমতটে কট কর্ত্তৃক, অদ্রিতটে হস্তিদলিত মালার ন্যায় পিষ্ট হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিপশ্চিৎ, রাক্ষসকর্ত্তৃক শূন্যদেশে নীত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন। তদন্তর তিনি বাড়বাগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। তৃতীয় বিপশ্চিৎকে বিদ্যাধরগণ ইন্দ্রসভায় লইয়া গিয়াছিল, তিনি সেস্থলে গমনানন্তর ইন্দ্রকে প্রণাম না করায়, তাঁহার শাপে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। চতুর্থ বিপশ্চিৎ কুশদ্বীপ-গিরিতটে গমনকালে নদীতটস্থিত এক মকর কর্ত্তৃক খণ্ডখণ্ডদেহ হইয়াছিলেন। এইরূপ যেমন কল্পান্তকালে চতুঃপ্রকার লোকপাল সকল বিনাশ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সেই আকুলাশয় চারিজন নৃপতি বিপশ্চিৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর সেই বিপশ্চিৎগণের সংবিৎ প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ ব্যোমস্বরূপা হইয়া পূর্ব্ববৎ অবনীমণ্ডল দর্শন করিয়াছিলেন। যে অবনীমণ্ডলের সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র বলয়স্বরূপ হইয়াছে ও পত্তনসকল ভূষণের ন্যায় হইয়াছে। সুরশৈলের শিখরদেশ যাঁহার আসনস্বরূপ, ও ব্রহ্মলোক যাঁহার শিরোমণির স্বরূপ, চন্দ্র ও অর্কবিম্ব যাঁহার নয়নস্বরূপ হইয়াছে, নক্ষত্রসকল যাঁহার মুক্তাকলাপস্বরূপ, চঞ্চলমেঘ যাঁহার বসনস্বরূপ, এবং নানাবন যাঁহার অঙ্গবলস্বরূপ হইয়াছে, সেই চিদাত্মা সেই ভূমণ্ডল দর্শন করিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সকল বিপশ্চিতের সংবিৎ সেই চতুর্থ দেহকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। যেমন সর্গারম্ভকালে, দ্যুলোক বিস্তৃত দিক্ও সকলকে দর্শন করেন, সেই ব্যোমের ন্যায় চিদাত্মার, আকাশাত্মক বিপশ্চিৎ সকল, মানস-প্রতিভামাত্রের বিষয়ে প্রাতিভাসিক দেহের, আধিভৌতিক দেহজনিত স্থৌল্যভাবসকল, অগ্রে দেখিতে পাইয়াছিল; সেই বিপশ্চিৎ চতুষ্টয় এইরূপ নিশ্চিত দেহের অজ্ঞাত আত্মভাব হইলে পর এই দৃশ্য-পৃথিব্যাদিরূপা, অবিদ্যা কি পরিমাণ, তাহা জানিবার জন্য পুনঃপ্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা দৃশ্য ও দর্শনের মধ্যে উৎকীর্ণমণ্ডলরূপ অনুভবাকৃতি অবিদ্যার অবস্থিতি জানিবার জন্য দ্বীপান্তরসকল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পশ্চিম বিপশ্চিৎ সপ্ত মহাসমুদ্রের সহিত সপ্তদ্বীপ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বনভূমিতে জনার্দ্দনকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই দিগন্তরে সেই পুরুষ হইতে অনুপম জ্ঞানলাভ করিয়াও সেই সমাধানেই পঞ্চ বর্ষানন্তর স্বচিত্তে স্বত্বা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দেহভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তে সন্মাত্ররূপতা প্রাপ্ত্যনন্তর পরম নির্ব্বাণলাভ করিলেন। যেমন তাঁহার প্রাণবায়ু অপূর্ব্ব আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ, স্বীয় শরীরকে পার্ব্বণ-চন্দ্রমণ্ডলপার্শ্বস্থিত বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে, বহুদিনের পর দেহত্যাগপূর্ব্বক চন্দ্রপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ বিপশ্চিৎ, শাল্মলিদ্বীপে, সমস্ত শত্রুমণ্ডল ধ্বংসানন্তর, অদ্যাপি রাজ্য করিতেছেন। তিনি পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করিলেও বাহ্য ব্যাপারসকল বিস্মৃত হন নাই। ১১—১৯। উত্তর বিপশ্চিৎ, তরলাস্ফালিত কল্লোলসম্পন্ন সপ্তম সমুদ্রের মধ্যে স্থিত এক মকরের গর্ভে সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন, তিনি মকরের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মাংসভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই মকরশ্রেষ্ঠ মৃত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি সেই মকরগর্ভ হইতে অব্ধিনির্গত মকরের ন্যায় বহির্গত হইয়াছিলেন। তদনন্তর হিমকল্প জলবিশিষ্ট, স্বাদুসমুদ্রের অবশিষ্ট জগতী

যোজন উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিশালোদরী ধনারণ্য সম্পন্না দশসহস্র যোজনান্তরস্থিতা সুবর্ণনির্ম্মিতা দেবগম্য মহামহী প্রাপ্ত হইয়া লোকালোক পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। যেমন অগ্নি-মধ্যস্থ কাষ্ঠ তৎক্ষণাৎ উত্তমাগ্নিতা লাভ করে, সেইরূপ তিনিও সেই ভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রধান দেবতা হইয়া ভূমণ্ডলরূপ বৃক্ষের আলবালস্বরূপ লোকা-লোক পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। এই লোকালোক পর্ব্বতের প্রথমভাগ পঞ্চাশৎযোজন বিস্তৃত এবং সূর্য্যালোকও মনুষ্য-সকলের আচার-ব্যবহার কর্ত্তৃক সম্পন্ন, ইতর নহে। সেই বিপশ্চিৎ লোকালোক পর্ব্বতের শিখরদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তারকা-মার্গে অবস্থিত হইলে, অধঃস্থিত জনসকলের উচ্চনক্ষত্র বলিয়া ভ্রান্তি হইয়াছিল। হে রাম! সেই মহাগিরির পরভাগ অন্ধকার পরিপূর্ণ আর চতুর্দ্দিকে পরিখাকার গর্ত্ত বিশিষ্ট ও আকাশের ন্যায় শূন্যপ্রাণিশূন্য এবং যোজনবিস্তৃত। তৎপরে এই বর্ত্তুলাকৃতি ভূর্লোক সমাপ্ত হইয়াছে, আর তৎপরস্থান কেবল পরিখাবিশিষ্ট অন্ধকারময় ও আকাশবৎ শূন্য। হে রামচন্দ্র! সেইস্থলে ভ্রমরকজ্জল তমাল বৃক্ষের ন্যায় নভোন্তরালে কেবল নীলবর্ণ অন্ধকারই রহিয়াছে। তথায় মহীও নাই, জঙ্গমাদি প্রাণিজাতও নাই, কোনরূপ আশ্রয়ও নাই এবং কখনও কোনও পদার্থ উৎপন্ন হয় না, ইহা বোধ কর। ২০—৩০।

ষড়বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৬।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন! এই পৃথিবী কিরূপে অবস্থিত আছে, কিরূপে নক্ষত্রসকল গমন করিতেছে? আর লোকালোক পর্ব্বতই বা কি? ইহা আমাকে সবিশেষ বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, যেমন বালকসকলের কল্পিত কন্দুক আকাশে অবস্থান করে, সেইরূপ চিন্মাত্র বালক কর্ত্তৃক কল্পিত এই ভূমি সেইরূপে অবস্থান করিতেছে। তিমিরক রোগাক্রান্ত-নয়ন-ব্যক্তির কেশস্থ চন্দ্রাদিদর্শন যেরূপে নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ সৃষ্টির প্রথমে চিদাকাশেরও পৃথিব্যাদি দর্শন সম্পন্ন হইয়াছিল। যেমন কোনও সঙ্কল্পনগর কোনও আধার কর্ত্তৃক ধৃত বলিয়া দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ চৈতন্যের উর্দ্ধ্যাদ্যভাব কোনও আধার কর্ত্তৃক ধৃত বলিয়া দেখা যায় না। চেতনা স্বভাবতঃ চৈতন্যহেতুক, যখন যে প্রকারে যে পরিমাণ প্রকাশিত হয়, সেই সেই সময়ে চেতনাত্মক পদার্থও সেই সেই রূপে সেই পরিমাণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিমিরা-ক্রান্তনেত্র ব্যক্তির অম্বরে কেশোণ্ড্রক যেরূপ অনুভূত হয়, চিন্মাত্রে যে মহাগোলক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সেইরূপই অবস্থিত আছে। স্বর্গাদিকালে যদি, চৈতন্যে সরিৎ সকলের উর্দ্ধগামিতা, ও হুতাশনের অধোমুখত্ব কল্পিত হইত; তাহা বিপরীত প্রতীতি হইলেও ইদানীন্তন কালে সেইভাবে থাকিত, অসম্ভব হইত না। অতএব বাদিগণের ভূমির অজস্র পতন, উর্দ্ধ চলন, ভ্রমণ, পতনাদি কল্পনা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য সত্তা দ্বারা সত্য হইয়া থাকে, স্বরূপতঃ কিছুই সত্য নহে। সুতরাং বাদিগণের স্ব স্ব বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যভাগানুসারে বিরুদ্ধ নানাত্মকতাও ঘটিয়া থাকে। ১—৮। মহী নিশ্চলভাববিশিষ্ট বলিয়া ধ্রুব ও যে সমস্ত প্রাণিগণের দৃষ্টি দিবা-রাত্রি অপ্রতিহত, তাহাদের দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই প্রকাশবতী, এবং জাত্যন্ধগণের দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই অপ্রকাশ স্বরূপ হইয়া বুদ্ধ্য-বচ্ছিন্ন চৈতন্য অবস্থান করিতেছে। সদসৎ বাদিগণের চিন্তাণা-নুসারে অবিখণ্ডিত তারাচক্র ও মহী সৎ—অসৎরূপে ভাণ পায়, এই মহী লোকালোক পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তদনন্তর নভোরূপ গর্ত্ত আছে, সেই স্থান একার্ণবাকার মহত্তমঃ ব্যাপ্ত, কিন্তু লোকালোকের শৃঙ্গদ্বয়ান্তরালপ্রদেশে ঈষৎ গৌরালোকের প্রবেশও আছে। নক্ষত্রচক্র অত্যন্ত দূরে আছে এবং মহাগিরিও করা-লাকার. সুতরাং একভাগে তমঃ ও অধিতাকা পর্য্যন্ত কোন দেশে তেজও আছে. এই জন্যই ইহার লোকালোক নাম হইয়াছে। লোকালোক পর্ব্বতের পারে স্থিত আকাশমণ্ডল হইতে দশদিকেই সুদূরে ঋক্ষচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই মহাম্বরে পাতাল হইতে দ্যৌপর্য্যন্ত ঋক্ষচক্রই রহিয়াছে। সর্ব্বোর্দ্ধ্ব ধ্রুব ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্তই ভ্রমণ করিতেছে। এই নক্ষত্রমণ্ডল পাতাল সহিত সমুদয় ভূর্লোক প্রদক্ষিণ করিতেছে। সেই প্রদক্ষিণও চিৎকল্পনা হইতে অন্য নহে। লোকালোক ও ভূর্লোকের দ্বিগুণ আকাশ পথের অনন্তর পক্ব আখেট ফলের বীজ সাবাবরণভাগের ন্যায় নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থান করিতেছে। বিশ্বরূপ সদৃশ স্থিতিমান্ দশ দিকে ঋক্ষচক্রের পৃষ্ঠতা—অর্থাৎ অন্তর্দলবিস্তার ভূর্লোক দ্বিগুণ নভো হইতে দ্বিগুণ হইবে। এতাদৃশ সন্নিবেশবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডরূপে যে জগতীস্থিতি হইয়াছে, তাহা শবল ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পাত্মক যাদৃশ কবচকচন হয়, তাহাই। নক্ষত্রচক্র হইতে দ্বিগুণ অন্তনভঃ আছে, তাহারও কোন স্থান প্রকাশাঢ্য, কোন স্থান নিবিড় তমোব্যাপ্ত। সেই নভঃপ্রদেশ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড খর্পর রহিয়াছে, একটী উর্দ্ধে, অপরটী অধোভাগে, মধ্যম স্থানে গগন আছে। শতকোটিযোজন" বিস্তীর্ণ বজ্রবদ্ঢ় ও সংবেদনময়—অর্থাৎ কল্পনা-মাত্ররূপ। পরমার্থতঃ ব্যোম বিকার পঞ্চীকৃত ভূতকার্য্য, ভূত-ব্যোম চিদাকাশই মহাগোলাকার নভোদেশে সমস্ত দিকেই সংখ্য নক্ষত্রজ্যোতিশ্চক্রে অবস্থান করিতেছে। ঐ জ্যোতিশ্চক্রের উর্দ্ধই বা কি অধঃই বা কি, যদি হয়, সমস্তই উর্দ্ধ, সমস্তই অধঃ, সমস্তই উত্তর, সমস্তই দক্ষিণ, সমস্তই পশ্চিম, সমস্তই পূর্ব্ব। সমস্ত বস্তুর পতনোৎপতন, তির্য্যক্‌গমন, একত্রাবস্থান প্রভৃতি যাহা ভাণ পায়, তাহা প্রত্যগাত্মার স্ফুরণ—অর্থাৎ প্রতিভাণমাত্র, বস্তুতঃ পতন বা উৎপতন গমন বা আগমন অবস্থান কিছুই নয়। ৯—২৩,

সপ্তবিংশত্যধিক শততমসর্গ সমাপ্ত॥ ১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—লোকালোক ও জ্যোতিশ্চক্রাদি সংস্থান, অস্মদাদিযোগিগণের প্রত্যক্ষ; আনুমানিক নহে। আমরাও যোগজ্ঞানাভ্যাসজনিত তত্ত্ববোধরূপ সর্ব্বজগতত্ত্ব সাক্ষাৎকার-প্রধান আতিবাহিক শরীরেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আধিভৌতিক—অর্থাৎ স্থূলশরীরে নহে। অস্মদৃষ্ট জগৎ স্বপ্নেই লোকালোকাদি কথিত হইয়াছে; অন্যত্র নহে। অস্মদৃষ্টভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডান্তরলক্ষণ জগৎ স্বপ্নেতেও সামান্যতঃ লোকালোকাদি সংস্থান একই প্রকার, কুত্রচিৎ অন্য প্রকারও আছে। কিন্তু তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন;

কারণ, ধীমানৃগণ অনুপযোগী কথা বলেন না। হে পণ্ডিতগণ। সামান্যতঃ সকল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই সমুদয়দ্বীপ ও সমুদ্রের উত্তরে মেরু ও দক্ষিণে লোকালোক আছে। এই প্রকারে অশেষ ভূতৌঘ যাহাদের জিজ্ঞাসা, তাহাদের অনুমান দূরে থাকুক, অবান্তর বিশেষ অত্রত্য জন্তুগণেরই প্রত্যক্ষ। সকলের উত্তরে মেরু ও দক্ষিণে লোকালোক, ইহা সপ্তদ্বীপনিবাসিগণের পক্ষে, ব্রহ্মাণ্ড বহির্গতের পক্ষে নহে, ইহা নিশ্চয়। হে রামচন্দ্র। এখন প্রকৃত শ্রবণ কর, ব্রহ্মাণ্ড কপাটক—অর্থাৎ প্রাগুক্তখর্পরদ্বয় (প্রাগুক্ত শতকোটিযোজন প্রমাণ) যে প্রমাণ তাহার বাহ্যে দশগুণ জলাবরণ অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন তৃণমণি স্বশক্তি প্রভাবে তৃণকে ধারণ করে, অথবা কল্পতরু যেমন অর্থিগণের বাঞ্ছিত রত্নাদি ধারণ করেন, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডকপাট স্বকীয় আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে নিরাধার জলরাশিকে ধারণ করিয়া আছে। জলের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি না থাকিলেও সর্ব্বত্র পার্থিবাংশের বিদ্যমানতাহেতুক মেঘনির্ম্মুক্ত জলকরকাদি সমুদ্রাদিতেও পড়িয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডাবরণ জলরাশির বাহ্যদেশে আকাশসদৃশ নির্ম্মল ও স্বান্তঃস্বচ্ছজ্বালোদরোপম নিরিন্ধন তেজোরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১—১০। সেই তেজোরাশির বাহ্যদেশে বিস্তীর্ণ বায়ুরাশি সংস্থিত রহিয়াছে। সেই বায়ুর বাহ্যদেশে দশগুণ পরিমিত নির্ম্মল ব্যোম অবস্থান করিতেছে। তাহার পর অনন্ত অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মাকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই অনন্ত ব্রহ্মাকাশে প্রকাশও নাই, তমঃও নাই, তাহা মহাচিদ্ঘন অব্যয়, সেই আদিমধ্যান্তশূন্য সর্ব্বাত্মস্বরূপ লৌহবন্নিচ্ছিদ্র নির্ব্বাণরূপী মহাচিৎসংক্ষক ব্রহ্মমহার্ণব মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাণ্ডের দূরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় পুনঃপুনঃ হইতেছে। বস্তুতঃ সর্ব্বদা অবিকারী সেই ব্রহ্মমহাম্বরে কিছুই হইতেছে না। সেই ব্রহ্মই কেবল অবিদ্যা কর্তৃক জগদাকারে কল্পিত হইতেছে মাত্র। এই তোমার নিকট দৃশ্যের অনুভবক্রম কথিত হইল। এখন লোকালোকপর্ব্বতে বিপশ্চিতের কি ঘটনা ঘটিয়াছিল শ্রবণ কর। সেই বিপশ্চিৎ পূর্ব্বাভ্যস্তদিগন্তদর্শনোদ্যোগ-সংস্কারজনিত নিশ্চয় প্রেরিত হইয়া লোকালোক পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পূর্ব্বোক্ত তমোবিবরে পতিত হইল, তদনন্তর পর্ব্বতশিখর প্রমাণ বিহগ কর্ত্তৃক তাহার স্বকীয় দেবশরীর বিবর্ত্তনপূর্ব্বক ভক্ষিত হইল। তদনন্তর স্বচিন্তিতদিগন্ত দর্শনে তাহার মনোময় দেহ প্রবৃত্ত হইল। সেই দেশের পুণ্যত্বহেতুক তাহার আতিবাহিকদেহে আধিভৌতিকতাবোধ অর্থাৎ স্থূলদেহ-গোচর সংস্কারের উদ্বোধ হইল না, কিন্তু তাবন্মাত্র প্রবোধশালী বিপশ্চিৎ দেহত্রয়াতিরিক্ত শুদ্ধ চিন্মাত্রাত্মগোচর বোধও পাইল না। এইরূপে তাহার দিগন্তদর্শন লক্ষণ কার্য্য অসিতে পর্য্যবসান দেখিয়াও স্বকীয় উপসর্পণস্বভাব প্রকৃতির অনুকূল হইল—অর্থাৎ তৎকার্য্য হইতে তখনও নিবৃত্ত হইল না। ১১—২০। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহর্ষে! দেহশূন্য চিত্তের প্রসার কি প্রকারে হইতে পারে, আর তাহার পূর্ব্ব দেহ হইতে আতিবাহিক দেহের বিশেষই বা কি প্রকার? বশিষ্ঠ কহিলেন যেমন সঙ্কল্পময়পথে অন্তঃপুরবাসীর মন প্রসৃত হয়; সেইরূপ বিপশ্চিতেরও মন সঙ্কল্পপথে প্রসৃত হইয়াছিল। ভ্রমাবস্থায় মনোরাজ্যে, স্বপ্নাবস্থায় মিথ্যাজ্ঞানে এবং কথাশ্রবণে যে প্রকারে মনের প্রসার হয়, সেই প্রকারে তাহারও মন প্রসৃত হইয়াছিল। যে দেহেতে ভ্রম স্বপ্ন প্রভৃতি হয়, তাহাকেই আতিবাহিক দেহ কহে। কালপ্রভাবে আতিবাহিক দেহাভিমান বিস্মৃত হইলে আধিভৌতিক বুদ্ধির উদয় হয়। যেমন রজ্জু-সর্পভ্রমে বিচার করিলে রজ্জুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ আধিভৌতিক দেহও বিচারানন্তর আধিভৌতিক ভ্রম অন্তর্হিত হইলে আতিবাহিক দেহই অবশিষ্ট থাকে, এই আতিবাহিক দেহও নিপুণভাবে বিচার কর, দেখিবে ইহাও চিন্মাত্র ব্যতিরেকে কিছুই নহে। দেশ হইতে দেশান্তর প্রাপ্তি হইলে অন্তরালেও এই চিন্মাত্র অনন্ত একরূপী সংবিদেরই রূপ। সুতরাং কোথায়ই বা দ্বৈত, কোথায়ই বা দেশ, কোথায় বা রাগাদি থাকিবে বল? সমস্তই আদ্যন্তহীন নিত্যবোধাত্মক শিবস্বরূপ। নির্গত মনমননই নির্ম্মল উত্তম বোধ, আতিবাহিক দেহাভিমানী বিপশ্চিৎ তাদৃশ বোধ পাইল না। প্রত্যুত তদ্বিপরীত আতিবাহিকদেহমাত্রাত্মবোধবান্ হইল। এইজন্য গর্ভবাসোপম তমপ্রদেশে গমনকারি মনকে দেখিয়াছিল। তদন্তে কোটিযোজনবিস্তীর্ণ হেমময় ব্রহ্মাণ্ডের কপাটসদৃশ বজ্রসার-খণ্ডভূতল অর্থাৎ সম্পুটবিভাগ সন্ধিভূত স্থান দেখিল। তদুত্তর ব্রহ্মাণ্ডকপাট হইতে অষ্টগুণ সলিলরাশি প্রাপ্ত হইল। আর সেই সলিলরাশি কপাট-ভূমির তুল্য বলিয়া দ্বীপান্তে অর্ণবপৃষ্ঠের ন্যায় স্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ নিরাধার জলের অবস্থান সম্ভাবনা হয় না বলিয়া অণ্ডকপাল খণ্ডকে আশ্রয় করিয়া তাহারই ন্যায় বিভক্তভাবে স্থিত রহিয়াছে। সেই জলরাশি অতিক্রম করিয়া অর্কগণ ভীষণ প্রলয়াগ্নি ঘন জ্বালাপিণ্ড কোটরসদৃশ ভাস্বর তৈজসাবরণ প্রাপ্ত হইল। দাহশোকাদি মুক্ত মনোময় শরীর দ্বারা সেই তৈজসাবরণ উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্ববাসিত বায়ুাবরণে বহন অনুভব করিল, সেই বায়ুাবরণে উহ্যমান হইয়া আতিবাহিক আত্মাকেই জানিয়াছিল, চিত্তমাত্রাত্মা নিজের যেন কিছু উহ্যমান হইতেছে, ইহাও জানিয়াছিল। এইপ্রকার বোধের দ্বারা সেই ধীরাত্মা বিপশ্চিৎ অনিল সাগর তীর্ণ হইয়াছিল। তদনন্তর অনিলার্ণব হইতে দশগুণ বিস্তীর্ণ ব্যোমমণ্ডল পাইয়াছিল। অনন্তর ব্যোমমণ্ডলকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত অবিদ্যাশবল ব্রহ্মাকাশ প্রাপ্ত হইল, যাহা হইতে সমস্তের উৎপত্তি হয় ও যাহা হইতে সমস্তস্থিত ও যাহা অনির্ব্বচনীয়, সেই ব্রহ্মাকাশে মনোময় শরীর দ্বারা ভ্রমণ করিতে করিতে দূর প্রদেশে গমন করিল। সংস্কার বশতঃ সেই বিপশ্চিৎকর্ত্তৃক ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও জগৎ দৃষ্ট হইল; পুনর্ব্বার সংসাররচনা, পুনর্ব্বার স্বর্গ, পুনর্ব্বার দিক্‌সমুদয় পুনর্ব্বার মহীধর সমুদয়, পুনর্ব্বার ব্যোম, পুনর্ব্বার মনুষ্য সমুদয় দৃষ্ট হইল, পুনর্ব্বার পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত ব্রহ্মনির্ঘন, তাহাতে জগৎ সমুদয়, পুনর্ব্বার স্বর্গ দিক্ সমুদয়, পুনর্ব্বার অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্মাকাশ, পুনর্ব্বার স্বর্গ, পুনরন্য অব্যবস্থিত পদার্থ দেখিল। ২১—৩০। এইরূপে দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াও অদ্যাপি সংস্থিত রহিয়াছে। তাহার জগতের চিরাভ্যস্ত সত্যতা নিশ্চয় হেতু অদ্যাপি বিরতি লাভ হয় নাই। এই কারণেই অবিদ্যার অন্ত নাই। সত্যস্বভাব অবিদ্যা ব্রহ্মই বটে। বস্তুতঃ অবিক্রিয়-স্বভাব ব্রহ্মে অবিদ্যা নাই। এই দৃশ্য পদার্থ ই অবিদ্যা। দৃক্‌স্বভাবই আত্মা প্রকাশস্বভাব; কি জাগ্রদাবস্থায়, কি স্বপ্নাবস্থায় ব্রহ্ম পূর্ব্বে যে ভাবে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। সম্প্রতি দৃষ্ট হইতেছেন ও পরে দৃষ্ট হইবেন, ব্রহ্ম সেই ভাবেই নিত্য ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন। ছিল, আছে ও থাকিবে ইত্যাদি ক্রমযুক্ত জগতের প্রতিভা, নিমীলিত-লোচনদ্বয় সম্বন্ধে তৈমিরিক চক্রের ন্যায় আভাত হইতেছে,

সেই ভাগ চিন্ময়াত্মদৃষ্টিতে সৎ নহে, অজ্ঞদৃষ্টিতে অসদাকৃতিও নহে, অতএব উভয় দৃষ্টি প্রামাণ্যে সৎ-অসৎ-বিলক্ষণ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় হইল। হে রাঘব! বনমধ্যে রঙ্কুনামক মৃগ বিশেষের ন্যায় সেই বিপশ্চিৎ অসংবিদিত পরমতত্ত্বনিবন্ধন তদুত্তর বৈধান রোদরমধ্যে পূর্ব্বদৃষ্টও তৎসদৃশ অন্তবিধ জগতে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছে। ৪২—৪৬।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিক শততমসর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক বিপশ্চিৎ বিষ্ণুপ্রসাদে মুক্তিলাভ করিয়াছে ও অপর অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছে,—ইহাও শুনিলাম, এক্ষণে চন্দ্রলোকে শাল্মলি-দ্বীপরাজ্যে ভোগে নিবদ্ধ বিপশ্চিৎদ্বয়ের দিগন্ত-দর্শনরূপে দেববর-সম্বন্ধে কি হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাহার মধ্যে একজন অর্থাৎ দক্ষিণ বিপশ্চিৎ চিরাভ্যস্ত বাসনা বিবশীকৃত হইয়া নানাদেহে দ্বীপসমূহে ভ্রমণরূপ উত্তর বিপশ্চিতের পদবীলাভ করিয়াছিল। উত্তর বিপশ্চিতের ন্যায়ই ব্রহ্মাণ্ডাবরণ ত্যাগ করিয়া পরমাকাশ-কোটরে অনন্তসংসার দেখিতে দেখিতে অদ্যাপি সংস্থিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় অর্থাৎ পূর্ব্ববিপশ্চি চন্দ্রসন্নিধিতে অভ্যস্ত চন্দ্রমৃগস্নেহাতিশয়লক্ষণ সঙ্গনিবন্ধন ভ্রমণযুক্ত দেহোপলক্ষিত মৃগ হইয়া অদ্য শৈলে অবস্থিতি করিতেছে রামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিপশ্চিৎ চতুষ্টয়ের সদা একই বাসনা উদিত হইয়াছিল। কেন তাহারা হীনোত্তম ফললাভ করিল? বশিষ্ঠ কহিলেন, জন্তুগণের, স্বকীয় অভ্যস্ত বাসনা দেশ-কাল-ক্রিয়া-বশতঃ কমল হইলে অন্তত্ব প্রাপ্ত হয় ও সেই বাসনা দৃঢ়ীভূত হইলে অন্ততাপ্রাপ্ত হয় না। এই দেশকাল-ক্রিয়াদির একতা ও বাসনার একতা,—এই উভয়ের মধ্যে যে বলবতী হয়, সেই জয়লাভ করে। এই বিভাগ হেতুক বিপশ্চিৎ চতুষ্টয় ভিন্নরূপে সমবস্থিত হইয়াছিল। দুইজন অবিদ্যাকৃষ্ট হইয়াছিল। একজন মুক্ত হইয়াছিল, আর একজন মৃগ হইয়াছিল। সেই ভ্রান্তি-বুদ্ধি-বিশিষ্ট তিনজন অদ্যাপি অবিদ্যার অন্তলাভ করে নাই। ভ্রান্তিসহস্রের দ্বারা বর্দ্ধিতা এই অবিদ্যা অনন্তা। যেমন সূর্য্যোদয়ে তিমিরশ্রী নিঃশেষ নষ্ট হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানালোক, আগত হইলে অবিদ্যা ক্ষিপ্রই উপশমিত হয়। ১—১০। ইদানীং পশ্চিম বিপশ্চিতের স্ববাসনাকল্পিত জগতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর, সংস্মৃতিভ্রমে সেই স্বাদূদধিপরপারস্থ কাঞ্চনী ভূমিতে ব্রহ্ম মহাব্যোমাধ্যস্ত দৃশ্যমণ্ডলে বস্তুতঃ ব্রহ্মরূপে দৃশ্যতা প্রাপ্ত হইলে সেই পশ্চিম বিপশ্চিৎ শমদমশ্রুতগবদ্ভক্তিপ্রভৃতি-গুণৌঘসঙ্গতিবশতঃ জীবন্মুক্তগণের মধ্যে গণ্য হইয়া দৃশ্যজড়বস্তু সমূহ যথাবৎ জানিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিল। মৃগতৃষ্ণা-জলের ন্যায় অবিদ্যা ও সেই দেহ পরিজ্ঞান হেতুক বাধ প্রাপ্ত হইল; যেহেতু তাহারা রাগতন্ত্রিত। এই তোমার নিকট বিপশ্চিৎ চেষ্টিত সমুদয় স্পষ্টরূপে কথিত হইল। এই অবিদ্যা ব্রহ্মের ন্যায় অনন্তা যেহেতুক অবিদ্যা ব্রহ্মময়ী। যে স্থানে লক্ষ লক্ষবর্ষ অতিবাহিত হয়, সেই সেই স্থানে অবিদ্যা চৈতন্যস্বভাবের কিছু লক্ষিত হইয়াই থাকে। সেই ব্রহ্ম অপরিজ্ঞাত হইলেই মিথ্যা অবিদ্যা বলিয়া কথিত হন। আর পরিজ্ঞাত হইলেই শান্তব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। এই ভেদ, ভেদেই নয়; যেহেতুক ভেদই অবিদ্যাময়। আর সেই ব্রহ্মই চিদাভাস, আর ভিন্নতাও চিদ্রূপ অর্থাৎ চিদ্-অতিরিক্ত; এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের ভ্রমতত্ত্বজ্ঞানশূন্য বিপশ্চিৎ শতযুগেও অবিদ্যার অন্তলাভ করিতে পারে না। ১১—১৯। রামচন্দ্র কহিলেন; সেই বিপশ্চিৎ ব্রহ্মাণ্ডকপাট কি পাইয়াছিলেন? হে বদতাম্বর! আপনিই ত বলিয়াছেন, সে ব্রহ্মাণ্ডকপাট ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্ব্বকালে বিরিঞ্চি উৎপন্ন হইয়াই প্রবিদারিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে দুই হস্তের দ্বারা ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বিভক্ত করিলেন, সেই হেতুক ঊর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ অত্যন্ত দূরে থাকিল। জলাদি-আবরণ সেই ভাগদ্বয়ের ন্যায় বিভক্ত হইয়াই ভাগদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহারা নিজেই তাহাদের আধার। এই দুই অণ্ডকপাটের মধ্যে আকাশ, যাহা এই অপারাবার আনীল বলিয়া লক্ষিত হয়। জলাদি আবরণ তাহাতে লগ্নও হয় না, তাহাতে থাকেও না। নির্ম্মল শূন্যময় সেই আকাশ ইতর ভূতগণের আধাররূপে প্রলয় পর্য্যন্ত কল্পিত হইয়াছে। গৃহীতদীক্ষের ন্যায় অবিদ্যার পরীক্ষার্থে বিপশ্চিৎ মোক্ষপর্য্যন্ত সেই আকাশমার্গে ঋক্ষচক্রের ন্যায় গমন করিয়াছিল। এই অনন্তরূপা অবিদ্যা ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত পদার্থ নহে, যেহেতুক অবিদ্যাই ব্রহ্মময়। অপরিজ্ঞাত হইলে তাহার অস্তিতা ও পরিজ্ঞাত হইলে অস্তিতা থাকে না। এই হেতুকই বিপশ্চিদ্গণ পরাম্বরে দূর হইতে দূরতর প্রদেশে অবিদ্যার জগৎরূপে ভ্রমণ করিতেছে। কেহ মুক্ত হইয়াছে, কেহ মৃগ হইয়াছে, কাহারা বা জন্মান্তরীণ বহুসংস্কার বশতঃ অদ্যাপি ভ্রমণ করিতেছে। ২০—২৯। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনে! যদি আপনার আমার প্রতি কৃপা হইয়া থাকে, তবে কি প্রকার জগতে কতদূরে কোথায় কোন জগতে সেই বিপশ্চিৎগণ ভ্রমণ করিতেছে, বলুন। সেই সংসার কি পরিমাণ পথে আছে, যে সংসারে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মহদ্-আশ্চর্য্য কথা আপনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। স্বপ্নদৃষ্ট অপূর্ব্বগ্রাম এইস্থান হইতে কতদূরে আছে, এই প্রশ্নের ন্যায় রামের প্রশ্ন যোজনসংখ্যাকথনের দ্বারা সমাধানের যোগ্য নয় বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! সেই বিপশ্চিৎদ্বয় যে জগতে রহিয়াছে, তাহা যত্ন করিলেও আমাদের বুদ্ধির বিষয় হইবে না। তৃতীয় বিপশ্চিৎ মৃগযোনি লাভ করিয়া যে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে, তদন্তর্গত সংসারের সহিত সে ব্রহ্মাণ্ড বুদ্ধিগোচরে আইসে না। রাম কহিলেন,—বিপশ্চিৎ মৃগত্ব লাভ করিয়া যে জগতে রহিয়াছে, হে মহাবুদ্ধে! সেই জগৎ কোথায়, তাহা আপনি আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—পরমব্রহ্ম মহাম্বরে মৃগরূপী বিপশ্চিৎ যে জগতে সংস্থিত রহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। এই ত্রিজগৎ, ইহাতেই ঐ মৃগ স্থিত রহিয়াছে। এই সেই পরম ব্রহ্ম মহাকাশ, ইহাতেই পূর্ব্ববিপশ্চিৎজন্মদেশ হইতে দূরে ব্যবস্থিত। রাম কহিলেন,—বিপশ্চিৎ এই জগৎ হইতেই সেই গতিলাভ করিয়াছিল। আবার এই জগতেই মৃগ হইয়া জন্মিয়াছে, কি প্রকারে ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে? ৩০—৩৭। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন অবয়বী অখিল অবয়বকে নিত্যই জানিতে পারে, সেইরূপ আমিও ব্রহ্মাত্মাতে অবস্থিত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকেই জানি; যাহা সম্প্রতি অসঞ্জাত, যাহা পূর্ব্বকালে নিষ্পন্ন ও সংহার সহিত বিচিত্র ও পরস্পর অদৃশ্য এবং অভিন্নচৈতন্যে অবস্থিত

অধ্যাসহেতু পরস্পর প্রোত পৃথিবীবিকারভূত ঘটবস্ত্রাদি স্বরূপে অবস্থিত, সে সমুদয়কেই আমি জানি। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অন্ত কোন মার্গে অবস্থানকালে যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমুদয় এই ব্রহ্মাণ্ডে ঘটিলে যেরূপ হয়, সেইভাবেই আমি আপনাকে বলিয়াছি। বিপশ্চিৎগণ স্বস্ববাসনাকল্পিত অন্তান্তসংসারে তাদৃশদেহের দ্বারা দিগন্তর ভ্রমণ করিয়াছিল। পূর্ব্ববিপশ্চিৎ অনন্ত অম্বরে তাবৎকালে অখিন্নধী থাকিয়া কাকতালীয়যোগের ন্যায় (অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবশূন্তে) ভূরি জগৎ ভ্রমণ করিয়া এই জগতেই কোন গিরিকন্দরে হরিণ হইয়া জন্মিয়াছে। সে দূরে বহুজগৎ ভ্রমণ করার পর যে সর্গে মৃগ হয়, সে সর্গ এই ব্রহ্মাকাশে কাকতালীয়বৎ স্থিত রহিয়াছে। রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এরূপ যদি হয়, তবে কোন্ দিকে, কোন্ মণ্ডলে, কোন্ শৈলে, কোন্ বনে থাকিয়া মৃগ কি করিতেছে, কি প্রকারেই বা শস্তযুক্ত ভূমিস্থ দূর্ব্বা চর্ব্বণ করিতেছে? শিথিলজ্ঞানী মৃগ কবেই বা তাহার সে প্রাক্তন জ্ঞাতি স্মরণ করিবে। ৩৮—৪৫। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ত্রিগর্ত্তাধিপতি তোমাকে যে ক্রীড়ামৃগ দিয়াছেন, সে মৃগ এখন তোমার ক্রীড়ামৃগাগারে রহিয়াছে, তাহাকেই তুমি বিপশ্চিৎ বলিয়া জান। বাল্মীকি কহিলেন, সভামধ্যে রামচন্দ্র এইপ্রকার শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া বালকগণকে মৃগ আনয়নের জন্ম প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পুষ্টিমান্ তুষ্টিমান্ মৃগ আনীত হইয়া বিস্তীর্ণ সভামধ্যে প্রবেশ করিল ও সমস্ত সভ্যগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল। সেই মৃগদেহ বিন্দু দ্বারায় তারাবিন্দুজিত-গগনমণ্ডলকে বিড়ম্বিত করিতেছে। দৃষ্টিপাত-উৎপলাসারের দ্বারা যেন সুন্দরীগণকে পরিতর্জ্জন করিতেছে। শোভাদর্শনে আদর ও অনাদরসূচক সভায় কটাক্ষ করিতেছে। যেন সভাস্তম্ভাদিখচিত মরকত দীপ্তিতে হরিততৃণ ভ্রান্তিপ্রযুক্ত তাহা আদান করিতে ধাবিত হইতেছে, এবং ঊর্দ্ধীকৃত-নয়নগ্রীব সেই মৃগ বেগবশতঃ অস্থির ও অনিবার্য্য। অবস্থানের দ্বারা সভ্যগণকে দর্শনোৎকণ্ঠায় ও আস্কন্দাশঙ্কায় আকুল করিতেছে। তাদৃশমৃগকে দর্শন করিয়া রাজা, মুনি ও মন্ত্রী এবং অন্তান্ত সভাস্থলোক সমুদয়, আহা! অনন্তমায়া এই বলিয়া সকলেই বিষয়াকুল হইলেন। সমুদয়ের অবলোকন লক্ষণনিবিড় উৎপলবর্ষণে নীলীকৃতের ন্যায় স্থিত ও রত্নাংশুজালের দ্বারা পরিষ্কৃত সেই মৃগকে দেখিয়া অদ্ভুত-রসাস্বাদনজনিত-বিস্ময়জড়ীকৃত সর্ব্বলোকান্বিতা সেই সভা চিত্রলিখিত-কমলিনীপ্রায় হইয়াছিল। ৪৬—৫৩।

একোনত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিতেছেন,—অনন্তর রামচন্দ্র কহিলেন, হে মুনে! কি উপায়ে এই বিপশ্চিতের প্রাক্তন দেহলাভ ও বস্তুব আত্মাবির্ভাব হইয়া দুঃখান্ত হইবে? বশিষ্ঠ কহিলেন, যে পুরুষের চিরোপাসিত দৈবত দ্বারায় পুনঃপুনঃ অভিলষিত সিদ্ধি হইয়াছে। সেই পুরুষের সেই দৈবত ভিন্ন অভিলষিত সিদ্ধি হয় না, হইলেও শোভিত হয় না, শোভিত হইলেও পরিণামে সুখদ হয় না, কথঞ্চিৎ সুখপ্রাপ্ত হইলেও পরলোকে কদাচ হিতকারিণী হয় না। বিপশ্চিতের অগ্নিই শরণ—অর্থাৎ রক্ষিতা, কনক যেমন অগ্নিপ্রবেশে নির্ম্মলতা লাভকরে, সেইরূপ এই মৃগ অগ্নিপ্রবেশ করিয়া পূর্ব্বরূপ লাভ করিবে। আমি এই সমস্ত করিতেছি, তোমরা দেখ! আমি তোমাদিগকে দর্শন করাইতেছি, অদ্যই হরিণ অগ্নিপ্রবেশ করিতেছে। বাল্মীকি কহিলেন। শ্রেষ্ঠচেষ্টিত বশিষ্ঠমুনি এই কথা বলিয়া যথান্যায়ে কমণ্ডলু জলে আচমন করিয়া অনিন্ধন জ্বালাপুঞ্জময়াত্মক বহ্নিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্যানহেতু সভামধ্য হইতে জ্বালাজাল সমুত্থিত হইল। সেই অগ্নি অঙ্গাররহিত ইন্ধন-বর্জ্জিত ও স্বচ্ছ এবং বম্ বম্ শব্দকারী ধূমশূন্ত ও কজ্জল রহিত। সেই অগ্নি অতিমুগ্ধ প্রদীপ্তকান্তি হেমমন্দিরের ন্যায়, সুন্দর উৎফুল্ল কিংশুকাকার সন্ধ্যাম্বুদের ন্যায় উত্থিত হইতেছে। সেই প্রজ্বলিত বহ্নিদর্শন করিয়া সভ্যগণ দূরে অপসৃত হইলেন। কিন্তু ক্ষীণপাপ মৃগ প্রাগ্ভবীয় ভক্তিভাবে অগ্নিকে দেখিয়া হর্ষান্বিত হইল। এবং সেই বহ্নিদর্শনানন্তর তাহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে দূরে উৎপতিষ্ণু সিংহের ন্যায় উপস্থিত হইল। ১—১০। ইহার মধ্যে মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠ ধ্যানে মৃগবিষয়ক বিচার করণানন্তর বিলোকন দ্বারা তাহাকে ক্ষীণপাপ করিয়া বহ্নিকে বলিলেন, হে ভগবন্ হব্যবাহন! ইহার প্রাক্তনী ভক্তি স্মরণ করিয়া করুণাপূর্ব্বক এই কমনীয় মৃগকে বিপশ্চিৎ করুন। মুনি এই কথা বলিতে বলিতে বেগনির্ম্মুক্তবাণ যেমন লক্ষ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই মৃগরাজ সভামধ্যে দূর হইতে ধাবিত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। সেই মৃগ অগ্নিপ্রবিষ্ট হইলে আদর্শ প্রতিবিম্বের ন্যায় সন্ধ্যাকালে মেঘের ন্যায় বিভ্রান্ত-শরীর স্পষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিল। আকাশে অভ্রলবের ন্যায় ঐ মৃগ দেখিতে দেখিতে নরত্ব লাভ করিল। অনন্তর বহ্নি মধ্যে কনককান্তিমান্ কমনীয়াবয়ব সুন্দর পাবনাকার অর্কবিম্বে আদিত্যের ন্যায়, চন্দ্রমণ্ডলে উডুপতির ন্যায়, মহাসাগর মধ্যে বরুণের ন্যায়, সন্ধ্যাভ্রে শশীর ন্যায়, চক্ষুঃ কনীনিকা কোষে মুকুরে সলিলে মণিতে প্রতিবিম্বের ন্যায়, ভক্তিমান অর্কাভ পুরুষ দৃষ্ট হইল। অনন্তর সভা মধ্য হইতে সেই বহ্নি অম্বরতলে সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায়, বাতাহত প্রদীপের ন্যায়, উপশমিত হইল। দেবালয় কুটীর ভঙ্গ হইলে তন্মধ্যস্থ দেবপ্রতিমার ন্যায়, পটাপেতালনান্তর নটের ন্যায় এক পুরুষ সেই স্থানে রহিয়াছেন। ১১—২০। তিনি অক্ষমালাধারী শান্ত ও স্বর্ণ যজ্ঞোপবীতবান্ ও অগ্নিশৌচবসনাচ্ছন্ন সদ্য চন্দ্রের ন্যায় উদিত। তাঁহার বেশসম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক 'অহো ভা' উক্তি হেতুক ভাস্বানের ন্যায় বিশালাভ সেইপুরুষ ভাসনামে শব্দিত হইলেন, সেই মূর্ত্তিমান্ আভাস সদৃশ পুরুষ ভাসনামে খ্যাত হইবেন,—এই কথা সভাস্থ কতকগুলি লোকে বলিয়াছিল, সে জন্ত তিনি ভাস বলিয়া কথিত হন। অনন্তর ধ্যানসংস্থিত সেই ভাসশব্দিত পুরুষ সেই স্থানে উপবেশন করিয়া প্রাক্তনাখিলবৃত্তান্ত অশেষরূপে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাজসভাস্থজনসমূহ নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছে। সেই সময়ে ভাস মুহূর্ত্তকাল মধ্যে স্ববৃত্তান্ত অক্ষত জানিয়া ধ্যান হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং উত্থিত হইয়া যথাক্রমে সভাসন্দর্শন করিলেন। অনন্তর হে জ্ঞানার্ক-প্রাণদ ব্রহ্মন্! আপনাকে নমস্কার—এই কথা বলিয়া সহর্ষে বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করিলেন। বশিষ্ঠও স্বকীয় হস্তদ্বয়ের দ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করতঃ বলিলেন, হে রাজন্!

তোমার চিরদৃশ্যমান অবিদ্যা ক্ষয় হউক। অনন্তর রামের প্রতি "জয়োহস্তু" এই কথা বলিয়া নত হইলে রাজা দশরথ আসন হইতে কিঞ্চিদুত্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ভোঃ রাজন! আপনার স্বাগত? এই আসনে উপবেশন করুন। হে অনেক জন্ম সংভারভ্রান্ত! এই স্থানে বিশ্রাম করুন। ২১—৩০। বাল্মীকি কহিলেন, রাজা দশরথ পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলে ভাসনামধারী বিপশ্চিৎ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণকে প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। দশরথ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আলান-বদ্ধ বন্যদন্তীর ন্যায় বিপশ্চিৎ অবিদ্যা হেতুক বহুকাল দুঃখ অনুভব করিয়াছেন। আহা! তত্ত্বজ্ঞানহীনের কি বিষমগতি! অজ্ঞান নির্ম্মল আকাশে সর্গাড়ম্বরসম্ভ্রম দেখাইতেছে। কি আশ্চর্য্য! বিততাত্ম'তে সন্তত এই জগৎসমুদয়ে বিপশ্চিৎ দীর্ঘকাল ভ্রান্ত হইয়াছেন। চিদাত্মবৃত্তিস্বভাব বিভবশালী বস্তুতঃ শূন্যাত্মমায়ার কি মহিমা! ইহাই আশ্চর্য্য, যে নিজে মহিমাশূন্য হইয়াও অম্বর-বৎ অসঙ্গ ব্রহ্মচিদ্ঘনে প্রাগুক্ত বিচিত্র জগদাকারে প্রকাশ পায়। ৩১—৩৫।

ত্রিংশদধিশততম সর্গ সমাপ্ত ১৩০

একত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

দশরথ কহিলেন,—এই বিপশ্চিৎ অবিদ্যার উদ্দেশে যে ক্লেশানুভব করিয়াছে, সে সমুদয় আমি অবিপশ্চিতের চেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করি, যেহেতু মিথ্যাবস্তুতে, অবশ্যই সাধন করিব ইত্যাকার বাতুলাগ্রহ ক্লেশপ্রদ হয়। বাল্মীকি কহিতেছেন, এই অবসরে রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রসঙ্গপতিত বাক্য বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, অপ্রাপ্ততত্ত্বজ্ঞান ব্যক্তিগণের এই প্রকার বিলক্ষণ ভ্রান্তিরূপা বাসনা হইয়া থাকে। অদ্য সপ্তদশ লক্ষ বর্ষ হইল, বটধানারাজপুত্রগণ, এই অবিদ্যাতেই অক্ষীণ-নিশ্চয় হেতুক ভ্রমণ করিতেছে। যেমন প্রবহণ হইতে সরিৎ নিবৃত্তা হয় না, সেইরূপ ভূমির অন্তাবলোকনার্থ প্রবৃত্ত-হইয়া অদ্যাপি অমুদ্বিগ্ন-ভাবে অনিবর্ত্তিত রহিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ পাতালভূরাদি-লোক-ঘটিত ভুবনসমষ্টি আকাশে বর্ত্তুলাকারে সংস্থিত আছে, ইহা হিরণ্যগর্ভ-সঙ্কল্পনিশ্চেতব্য অঙ্গের নিরূপণার্হ নহে। ইহাও বালসঙ্কল্প তরুর ন্যায় অবস্থিত, আকাশে সংরুদ্ধ কন্দুকস্থ পিপী লিকাগণ যেমন দশদিকে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ ভূতগণ তাহার আধারভুবনে নিত্যকাল ভ্রমণ করিতেছে। এই ভূগোলকের অধোভাগে ও উপরিভাগে যে যেখানে বাস করিতেছে, সে স্থানেই ভ্রমণ করিতেছে। অন্তরীক্ষবাহিনী মন্দাকিনী প্রভৃতি সরিৎ ও চন্দ্রার্কাদি ঋক্ষমণ্ডল অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্র বায়ুবন্ধনবশতঃ দূর হইতে ভূর্লোক আশ্রয় করিয়া পরস্পর অসংস্পর্শভাবে ভ্রমণ করিতেছে। সেই জ্যোতিশ্চক্রকে আবেষ্টন করিয়া দ্যুলোক এই ভুবনেই ব্যবস্থিত রহিয়াছে। ১—১০। সমস্ত দিকেই উর্দ্ধে আকাশ ও অধোভাগে মহীতল রহিয়াছে। সেই মহীতলের অধোদেশে যে সমস্ত পদার্থ সঞ্চরণ করে, তাহারা তাহাদের অবয়ব চিত্তৎপ্রদেশে সংযোগ করিয়া সঞ্চরণ করে। যে আকাশে পক্ষিগণ উৎপতনপূর্ব্বক গমন করে, তাহাকেই উর্দ্ধ কহে। হে রাজন্! পূর্ব্বকালে সেই ভূগোলোকের এক দেশে কোন স্থানে বটধানাভিধান দেশে বাতদধীশ্বর ক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিলেন। সেই বংশে তিনটী রাজপুত্র জন্মিয়াছিলেন। সেই রাজ-পুত্রগণ এই বিপশ্চিতের ন্যায় "এই ভূম্যাদি জগতের অন্ত কোথায়, তাহা দেখিব" এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া নির্গমন করিয়া-ছিলেন। দ্বীপ সমুদ্রভেদে পুনঃপুনঃ বারি পুনঃপুনঃ ভূমি ইত্যাদি ক্রমে আক্রমণ ও মধ্যে মধ্যে মরণের দ্বারা নবনব শরীর লাভে তাহাদের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। স্বচ্ছকন্দুক সংলগ্ন কীটের ন্যায় অনবরত ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা ভূমির অন্ত পাইলেন না। দেশান্তর মাত্র জানিতে পারিলেন। ব্যোমস্থ-কন্দুকভ্রান্তপিপীলিকার ন্যায় অদ্যাপি সংস্থিত রহিয়াছেন। হে রাজন্! তাঁহারা খিন্নও হন নাই। এই ভূগোলোকের অধঃস্থান বা পার্শ্বগত যে যে স্থান তাঁহারা পাইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই এই লোকের ন্যায় অনন্ত অধঃ ও উর্দ্ধদিক্‌সমূহ দেখিয়াছিলেন। মহারাজ! আমরাও যদি এই স্থান হইতে প্রাপ্তোদ্যোগ হইয়া অন্তসম্প্রাপ্ত হইলাম না, তথাপি অতঃপর সঞ্চরণ করিব, ইহা তাঁহারা বলিয়াছেন, এই প্রকারে ব্রহ্ম সঙ্কল্পডম্বর, ইহা কিছুই নয় ইহা স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় অনন্ত। চিদাধিষ্ঠানে অজ্ঞান-কল্পিত সঙ্কল্পের চিন্মাত্রই তত্ত্ব। সে সঙ্কল্পও ব্রহ্মাধিষ্ঠানক, চিদ্রূপই ব্রহ্ম। কল্পনা ভিন্ন শূন্যত্বাকাশের ন্যায় এ দুইয়েরও ভেদ নাই। ১১—২০। জলপ্রবাহস্থ আবর্ত্ততরঙ্গ বুদ্বুদাদি যেমন জল হইতে অতিরিক্ত নয়, সেইরূপ চিন্মাত্রকল্পিতও চিৎ হইতে অতি-রিক্ত নহে। তাহার সদৃশ বারি সদৃশ অঙ্গের অত্যন্তাসম্ভব হেতু যাহা যে প্রকারে আভাত হয়, তাহা চিদাভই, অন্যান্য নহে। এই নামরূপ প্রকটিত জগৎ সর্গের আদিতে ছিল না, সুতরাং শূন্য. সেই শূন্য ব্রহ্মাকাশ, সেই ব্রহ্মই স্বয়ং ইদানীং জগদাকারে আভাত হইতেছেন। এইরূপই প্রলয় সর্গ দৃষ্ট হইতেছে। সেই চিদ্রূপ কামকর্ম্মবাসনানুসারে যে ভাবে যে যে কল্পনাকে আলিঙ্গন করিবেন, তাহাতে সেইরূপেই আসক্ত হন। জড় ও চিদ্রূপের অন্যোন্যাধ্যস্ত স্বসংসার যেমন পূর্ব্বেও চিরকাল ছিল, সেইরূপ অগ্রেও চিরকাল থাকিবে। তাহা দৃশ্যাত্মক একরূপ ও অক্ষয়। সেই অজ অক্ষয়রূপ স্বয়ংপ্রকাশ ও অপ্রকাশের ন্যায়ও আভা-পায়। সেই সূক্ষ্মচিন্মধ্যে তত্তদাকার বাসনাবচ্ছিন্ন জগদম্বুহবাণু সমুদায় অবস্থান করিতেছে,—যেমন শৈলোদরে শিলা ও আকাশে স্বচ্ছ আকাশ অবস্থান করে, স্বভাবনিষ্ঠগণই অব্যাকৃত আম্বো-দরে অবস্থান করে, নিরবদ্য পরম চৈতন্যে অবস্থান করে না, যে হেতু তাহাতে ব্যাবর্ত্যরূপান্তর নাই। হে নিপুণাশয়গণ! সেই ব্রহ্ম হইতে অব্যাবৃত্ত যাহা, তাহাই জগৎ, যে হেতু আতত জগৎ ব্রহ্মভারূপী, ইহা পূর্ব্বাপর পরামর্শপূর্ব্বক কথিত হইল। জীব সেই পরমসদন হইতে স্বয়ং বস্তুতঃ অচ্যুত হইয়াও নানাত্ব-বুদ্ধি বশতঃ 'জীবোহহং' এই প্রকারে গ্লানি লাভ করে, ইহাই আশ্চর্য্য। হে বিপশ্চিদপরাখ্য! হে ভাস! হে রাজন্! তুমি কি দৃশ্য দেখিয়াছ? কোথায় বা ভ্রমণ করিয়াছিলে? যদি স্মরণ থাকে সংক্ষেপ করিয়া বল। ২১—৩০। ভাস কহিল,—আমি বহু দৃশ্য দেখিয়াছি, অখিন্নচিত্তে বহু ভ্রমণ করিয়াছি। বহুধা অনুভূত বহু বস্তু এখন আমার স্মরণও হইতেছে। হে রাজন্! সুদূরে বিবিধ শরীরে অনন্তজগতে অব্যাকৃত আকাশে অনন্ত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছি। হে মহাত্মন্! আমি কৃশাগ্র-

বরে দৃঢ়ৈকচিত্ত হইয়া বিচিত্র দেহে জন্মান্তরাবর্ত্তে বিবর্ত্তন ও অনন্ত দৃশ্য অনুভব করিয়াছি। আমি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি জগতে নানা দেহে ভ্রমণ করিয়া প্রাক্তন দৃঢ় নিশ্চয় স্মরণ জন্য দৃশ্যাত্মক পৃথিব্যাদি স্বরূপ অবিদ্যার অন্ত পরীক্ষণার্থ অতিশয় যত্নবান্ হইয়াছিলাম। আমি সহস্রবর্ষ বিটপী হইয়াছিলাম, তাহাতে বহিঃপ্রবৃত্তিশূন্য ও বৃক্ষদেহাভিমানী জীবকর্তৃক সুখদুঃখ ভোগ করিতাম। পূর্ব্বাপর পরামর্শ হেতু চিত্ত না থাকায় পুষ্পফলাদি জনন বিস্তারে কন্দবিশেষের ন্যায় ভৌমরসকালাদিতন্ত্র হইয়াছিলাম। শতবর্ষ ব্যাপিয়া আমি মেরুমৃগ হইয়াছিলাম। তাহাতে আমার সুবর্ণ বর্ণ ও তরুপর্ণকর্ণ হইয়াছিল। দূর্ব্বাঙ্কুর আস্বাদনে ও পানে অত্যন্ত আসক্তি ছিল। বনজাত মৃগের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ অর্থাৎ অল্প দেহ ও অল্পবল, সুতরাং কাহাকেও হিংসা করিতাম না। (মেরু নির্গত করকান্ত নিমিত্ত মরণ প্রসঙ্গ হইলে গিরিশিখর হইতে উৎপতন নিবন্ধন আত্মমৃত্যু হইলে) ক্রৌঞ্চাচলে কাঞ্চনকন্দরে শতার্দ্ধ বৎসর শরভ হইয়াছিলাম। তাহাতে পাদাষ্টকবলিত আত্মপৃষ্ঠ ছিল। কিন্তু করক দর্পাতনিবন্ধন অতি ক্লেশকর আত্মমৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাহার পর বিদ্যাধর যোনি লাভ করিয়া মলয় ও মন্দর পর্ব্বতে মন্দারচন্দনকদম্বলতাগৃহে কালাগুরুদ্রুমলতাবলিত অনিলের সহিত বিদ্যাধরসুন্দরীগণের সুরতাসবকলামৃত পান করিয়াছি, আর বিরিঞ্চিবাহন হংসের পুত্রত্ব লাভ করিয়া পঞ্চদশশতবর্ষ মেরুপর্ব্বতে মন্দাকিনীর তীরান্তরে রমণ বরতঃ হেমারবিন্দমকরন্দপিশঙ্গিতপয়ঃ পান করিয়াছি, আর শতবর্ষ ব্যাপিয়া ক্ষীরোদ বেলা বন গন্ধবাহন বিলোলসলীলালকবল্লরী মাধবসুন্দরীগণের শোকজ্বরাপহারী গীত শ্রবণ করিয়াছি। কালঞ্জরগিরিতে মঞ্জরিত করঞ্জগুঞ্জাবনে জম্বুকত্ব লাভ করিয়া গজপিষ্ট হইয়া স্বদেহ সঙ্কুর্ণিত হইলে অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় সেই হস্তীকেই সিংহকর্ত্তৃক হত হইতে দেখিলাম। সিদ্ধশাপবশতঃ সন্তানকপ্রকরহাসী সহ্যসানুদেশে ইন্দুমুখী সুরস্ত্রী হইয়া কল্পদ্রুমস্তবকগৃহে রুতযুগার্দ্ধে একাকিনী বাস করিয়াছিলাম। ৩১—৪১। তাহার পর অভ্রীন্দ্রের সন্নিধানে জলপ্রায়দেশে প্রফুটকরবীরলতালয়ে সদা রমণশীল বাল্মীক নামক পক্ষিযোনি লাভ করিয়া অশঙ্কচিত্তে শতবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছি। পরে ভার্য্যা পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে দূরস্থ জগতে মহেন্দ্রপর্ব্বতে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া একাকী শেষ আয়ু অতিবাহিত করিয়াছি। এইরূপে জন্মদ্বয়ে সিদ্ধশাপমোক্ষের অনন্তর সিদ্ধ হইয়া মহেন্দ্রগিরি সানুদেশে সচ্ছায় চন্দনবনাবলিতে লতাসমূহে পরিলম্বমান স্ত্রীগণকে দেখিয়াছিলাম। তাহারা যেন সেই লতার ফলের ন্যায় পরিলম্বনাবিলাস আবলিত ছিল। তাহাদিগকে সিদ্ধ পায়ের দ্বারা অপহরণ করিলাম ও ভোগ করিলাম। অবিদ্যা-দর্শ নৈকবস্তুলক্ষণ বিসূচিকা ও চিত্ত, গানমতি অবিবেকী আমি এইরূপে অত্যন্ত নির্ব্বেদ পাইয়া পর্ব্বতনিতম্বকদম্বকচ্ছে তাপস হইয়া দিনাতিবাহিত করিয়াছিলাম। হে মুনে। অন্য একটী অতি আশ্চর্য্য বস্তু আছে, তাহা শ্রবণ কর, যাহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা সম্পূরিত, জলচন্দ্রসমূহের ন্যায় অশেষ দিগন্তস্থিত, ভূতগণ যাহাতে আছে। আর সন্দিগ্ধতেজ, অম্বরবাতাখ্য মহাভূতত্রয়ের সত্তা যাহাতে আছে। জলে প্রতিবিম্ব ভূতাকৃতি মাত্র ভূমি আছে সেই ঈষৎ ব্যাকৃত নাম রূপাবস্থ ব্রহ্মই অতি আশ্চর্য্য। আমি কোনও এক স্থানে একটী বনিতা দেখিয়াছিলাম। তাহার শরীরে সুদর্পণে প্রতিবিম্বিতের ন্যায় আকাশ-শৈলাদি সহিত দিক্ কাল ও প্রাণিগণযুক্ত ত্রিজগৎ প্রকাশ হইতেছে। ৪২—৪৬। অনন্তর সেই বনিতাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। হে বরগাত্রি? তুমি কে? তোমার এই শরীর ত্রিজগৎ ঘটিত কি? তাহার পর তিনি আমাকে বলিলেন, হে অঙ্গ! এই বস্তুসমূহে সর্ব্বাবভাসিকা যে শুদ্ধচিৎ তাহাই আমি। আর এই মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক মহাজগৎ আমার শরীর। হে অঙ্গ। যে প্রকারে আমি বিশ্বৈকশরীরা, সেই প্রকারে সমস্তই সেইরূপ, ইহা বিচিত্র নহে। জনগণ প্রতি বস্তু এই প্রকারে যখন জানিতে পারে, তখন এ ভাব দর্শন করে না। আর যখন প্রতি বস্তুর স্বভাব অবিদিত থাকে, তখন এই ভাবে দর্শন করে, প্রাণিসমুদয় এই দেহান্তর্গত জগতে স্বদেহালয় ভিত্তিভাগে অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ণশষ্কুলি প্রদেশে নিত্যই সর্ব্ববেদ শব্দ শাস্ত্রাদি শব্দ সামান্যরূপ নাদাত্মক অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকে। সেই স্বতঃসিদ্ধ ধ্বনি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও শমদমাদি জ্ঞানসাধন অবশ্য অনুষ্ঠেয় ইত্যাদি সর্ব্ববিধিগর্ভ ও কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না ইত্যাদি সর্ব্ব নিষেধগর্ভও বটে। সেই ধ্বনি শ্রবণে তদন্তর্গতবিধিনিষেধশাস্ত্রের ন্যায় তাহার বাচ্যরূপ জগৎও দেহে আছে, এইরূপ সম্ভাবনা কর। সর্ব্বপদার্থে অনুগতসত্তা যেরূপ শব্দ সামান্যস্বভাব অনাহত ধ্বনিও সেইরূপ। এই জগৎ প্রসিদ্ধভিত্তি অচল প্রভৃতি ব্রহ্মসত্তা যে হেতুক স্বপ্নাদি, প্রসিদ্ধ মায়াবস্থার ন্যায় এখনও তাহারা আমার অগ্রে বাক্য বলিতেছে। এইরূপে অত্যন্ত জড় বলিয়া প্রসিদ্ধ যে বুদ্ধ্যাদি তাহাতেও জগৎঘটিত চেতনত্বের যদি অসমঞ্জ না হয়, তবে চেতনপ্রায় তোমাদের শরীরে সুতরাং অসমঞ্জস হইবে না। আমি কোনও দেশে কোনও কালে স্ত্রীবিহীন জগৎ গত হইয়াও অনন্যকাম দৃষ্টি করিয়াছি। সেখানে বহুভূত নির্গত হইতেছে ও ভূতে প্রবেশ করিতেছে। উৎপাতাদি নিমিত্ত নিরপেক্ষ আকাশে অভ্র দেখিয়াছি। তাহাতে শস্ত্রসংঘট্টন ধ্বনিসদৃশ ঝন্ ঝন্ ধ্বনি হইতেছে। সেই মেঘ হইতে বৃষ্টির ধারা যে বিদ্যুদাদি জলের ন্যায় নিপাতিত হয়, তাহার খণ্ডের দ্বারা মনুষ্যের আয়ুধ হয়। আর এই জগতে যত গ্রাম গৃহাদি আছে, সমস্ত আকাশমার্গে গমন করিতেছে। দূরে দিগন্তে প্রবেশ করিতেছে, সেই তোমাদের গ্রাম এই স্থানেই আছে। কিন্তু সেই গ্রামই আমি অন্যত্র দেখিয়াছি, এই আশ্চর্য্য, এই জগতে যত গ্রাম গৃহ আছে, আমি তিমিরাদ্যুপহতদৃষ্টি হইয়া দেখিতেছি। ৪৭—৫৩। এই নরগণ এই অমরগণ এই অহিসমুদয় ইত্যাদি লোকত্রয়বাসির যে অবান্তর বিভাগ, সে সমস্তই শূন্য, অতএব সকল ভূতই সমান। আকাশ হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইতেছে, আর কালেতে সেই আকাশেই সমস্ত ভূত লয় পাইবে। অচন্দ্র তারার্ক অন্ধকার স্বয়ংপ্রকাশাখিলভূতত্ত্বালোদরান্ত দিনরাত্র মুক্ত অনির্ব্বচনীয় জগতের এক অধিপতিকে স্মরণ করিতেছি। আর অপূর্ব্ব দৈত্যাহিনরামরাদি ভূতসমুদয় অপূর্ব্ব ক্রমপতনসমুদয় অপূর্ব্ব লোকান্তরযুক্ত অনন্ত মহাজগৎ স্মরণ করিতেছি। বাহ্যত্যেনালং। এমন দিক্ নাই, যাহাতে আমার গতি হয় নাই। এমন দেশ নাই, যাহা আমি দেখি নাই। এমন কৌতুক নাই, যাহা আমি অনুভব করি নাই। মদীয় অনুভবরূপ সমরাঙ্গা হইতে ভিন্নাধিষ্ঠান আর কিছুই নাই। ক্ষীরসমুদ্রে মন্থনার্থ যে মন্দরগিরি ভ্রমিত হইয়াছিল, তদীয় রত্নময় শৃঙ্গের তীক্ষ্ণাগ্র-

নির্দলনে মেঘ গর্জ্জনশঙ্কিত ভগবান্ উপেন্দ্রের ভুজাঙ্গদের সিঞ্জিত জনসমূহ কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছিল। সেই আশ্চর্য্যভূত শব্দ স্মরণ করিতেছি। ৫৪—৫৮।

একত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

ভাস কহিলেন,—মন্দরপর্ব্বত মৃদুমন্দারপুঞ্জমন্দিরে মন্দরা ভিধা অপ্সরাকে আলিঙ্গন করিয়া সুপ্ত ছিলাম, এমন সময়ে একটী সরিৎ স্বপ্রবাহপতিত তৃণের ন্যায় আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল, তখন জলব্যাকুলা সেই অপ্সরাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, হে বালে। আমাদিগের এই আকস্মিক নদী প্রবাহে পতনের কারণ কি? তখন সেই ভয়-চপলনয়না অপ্সরা আমাকে বলিল, হে কান্ত! এই প্রদেশে চন্দ্রোদয় হইলে চন্দ্রকান্ত শীলাময় অদ্রিকটকের সন্তানভূত নদীসকল প্রস্রবণ জলের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। যেমন নিশাগমে প্রিয়তম সমাগম হইলে বনিতা সকল কামমত্ত হয়। কিন্তু আমাদের নিদ্রাগমের পূর্ব্বে তোমার সঙ্গমরসাবেশ বশতঃ এই কথা বলিতে আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এই কথা বলিয়া গঙ্গা-কনকপঙ্কজে স্থিত বিহগী যেমন আকাশে উড্ডীন হয়, সেইরূপ সেই অপ্সরা আমাকে লইয়া উড্ডীন হইল। আর সেই জলক্লিন্ন আমি নির্ম্মল মন্দরশৃঙ্গে সাত বৎসর সেই অপ্সরার সহিত বাস করিয়াছিলাম। অন্য জন্মে জ্যোতিশ্চক্র বিবর্জ্জিত কদলীত্বকের ন্যায় পর্ব্বের গর্ভে এক জাতীয় স্বপ্রকাশ অনাবৃত জগৎ দেখিয়াছিলাম। সে স্থানে দিগ্বিভাগ নাই, দিন রাত্রি নাই, শাস্ত্র নাই, বেদবাদ নাই, দৈত্যেও আদিত্যের ভেদ নাই। সেই জগৎ আত্মার দ্বারা প্রকাশমান। অপর জন্মে সমুদ্রতটে মেঘস্পর্শী পর্ব্বতনিতম্ব-কদম্বকচ্ছে বিদ্যাধরামরবিহারবিমানভূমিতে অমর সোমনামে বিদ্যাধর হইয়া চতুর্দ্দশবর্ষ তপস্বী হইয়াছিলাম। অগ্নির বরপ্রভাবে এই জগতে অবিদ্যা দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া কখন পবনের ন্যায় সন্নিবেশ-বিশিষ্ট সুন্দর জাতীয় অশ্ব এবং মেঘের ন্যায় দেহ যাহাদের তথাবিধ জন এবং গজ হরিণ মৃগেন্দ্র বৃক্ষবল্লী ও অন্যান্য মৃগনগপর্ব্বত পন্নগপক্ষী সঙ্কুল অনন্ত ব্যোমগগনে উপস্থিত হইয়া গরুড়ের ন্যায় বেগে অগ্রে প্রসৃত হইয়াছিলাম। সেই জগৎ হইতে পরিনির্গত হইয়া মহার্ণব বিস্তৃত এক নভোদেশে পতিত হইলাম। ১—১১। সে স্থানে তদ্দেশনিবাসি নভোনক্ষত্রগণে বদ্ধ হইয়া দিন রাত্রি মাস ঋতু আদি সময় অনুভব করিয়াছিলাম এবং দিক্‌সমূহে গমনানুভব করিয়াছিলাম। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আকাশে ব্যোমপতনানুভবৈকবৃত্তি আমার পরিশ্রান্তি হওয়ায় অন্তঃকরণে নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাদৃশ সুষুপ্ত শরীরে স্বপ্নাত্মক জাগ্রৎ অবস্থাতে স্বকীয় আত্মাতেই বিশ্বের উপলব্ধি করিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার অক্ষীণবাত-বলবল্লীর দ্বারা ক্ষুদ্র পক্ষী যেমন পরিচালিত হয়, আমিও সেইরূপ দিগন্তভুবনাদি সংসার চঞ্চলতা-নিবন্ধন পরিচাল্যমান হইয়া পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্য পরিচ্ছেদ লক্ষণ জগৎগুহাতে পতিত হইলাম। চক্ষুর যাবৎ পর্য্যন্ত, বিষয় দর্শনাশা প্রসৃত হয়, তাবৎপ্রদেশ পর্য্যন্ত আমি ক্ষণমাত্রেই গমন করিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার সেই প্রকার দর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ দৃশ্যকে পাইয়াছিলাম। এই প্রকারে জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য ও তত্তিন্নাবস্থায় অদৃশ্য এমন বিষয় উদ্দেশ করিয়া গম্য ও অগম্য দেশ বেগে লঙ্ঘন করিলেও বহুবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। যেমন বালক হৃদয়রূঢ় পিশাচরি মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে না; সেইরূপ দৃশ্যাখ্য অবিদ্যার অন্ত আমি পাইলাম না। যদিও আমি ইহা সৎ নয়, ইহা সৎ নয় ইত্যাদি বিচারানুভব করিয়াছি, তথাপি চিরাভ্যস্ত দ্বৈত সংস্কার প্রবলতাবশতঃ এইটী সত্য এইটী সত্য এইরূপ প্রতি বিষয় দুদৃষ্টি নিবর্ত্তিত হয় নাই। দুর্দৃষ্টি বিচারের দ্বারা নিরস্ত হইলেও প্রতিক্ষণেই দেশকালভেদে ইষ্টানিষ্ট জন সমাগমে প্রসক্ত সুখ দুঃখের দ্বারা নদীজলের ন্যায় নূতন আসিতেছে। আমি এক আশ্চর্য্য তালীতমালবকুলাতুলতুঙ্গ উন্মাদ বাতজবসমন্বিত শৃঙ্গ স্মরণ করিতেছি। সেই শৃঙ্গ সূর্য্যাদিশূন্য হইয়াও স্বকীয় কান্তির দ্বারা ভাসমান হন। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার সেই শৃঙ্গের সানুস্থানীয়মাত্র অর্থাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মই সেই আশ্চর্য্য শৃঙ্গ। সেই শৃঙ্গ তত্ত্ববিদ্‌গণের মন হরণ করে, এবং স্বচ্ছ অদ্বিতীয় অথচ অসিত এবং সমস্ত বিকার-শঙ্কারহিত সেই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য—অর্থাৎ দেশকাল ও বস্তুতঃ পরিচ্ছেদশূন্য পদার্থ কোন চারু জগতে—অর্থাৎ ব্রহ্মবিম্বগুলীতে অনুভব করিয়াছিলাম। আর অমর রাজলক্ষ্মীও তাহার তুলায় সমান নন। ১২—২০।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

বিপশ্চিৎ কহিলেন, অন্যত্র কোন অপূর্ব্ব জগতে আমি এক আশ্চর্য্য পদার্থ দর্শন করিয়াছি শ্রবণ কর, যাহা ব্রহ্মহত্যাদি ফলভূত রৌরবাদি নরকবৃত্তান্ত দশার সমান—অর্থাৎ অতি বীভৎস হইলেও বহ্নির বরপ্রভাবে অবিদ্যান্ধ আমার দ্বারা বলপূর্ব্বকই অনুভূত হইয়াছিল। আপনাদিগের অগম্য কোন আকাশে জ্বলন্ত চন্দ্র সূর্য্যাদি সমন্বিত বিচিত্র জগৎ আছে। সেই জগৎ সন্নিবেশতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ হইলেও শূন্যত্ব হেতুক ইহা হইতে অন্য প্রকার। যেমন স্বপ্নকালীন দৃষ্ট নাগরাদি জাগ্রদবস্থাদৃষ্ট নগর সদৃশ হইলেও জাগ্রৎকালে তাহার অভাব হেতু অন্য প্রকার বলিয়াও মনে হয়। সেই জগতে নিবাসকালীন আমার হৃদয়স্থ অর্থ অনুসন্ধানের জন্য যেমন দিঙ্মুখে দৃষ্টি নিহিত করিলাম, অমনি দেখিলাম, ধরাতে এক অলিজালমলিন অচলপ্রতিমা মহতীচ্ছায়া অত্যর্থ ভ্রমণ করিতেছে। এই মহতীচ্ছায়াকর আশ্চর্য্য বস্তু কি হইবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে যেমন জগতের ঊর্দ্ধভাগে দৃষ্টি প্রেরণ করিলাম, অমনি দেখিলাম আকাশেও অদ্রিপরিমাণ ঘূর্ণমাণ এক পুরুষাকৃতি পতিত হইতেছে। এই বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় পতমান গিরিতুল্য গুরু। আকাশপূরক শরীর ব্রহ্মা? না ব্রহ্মাণ্ডশরীর বিরাট্? যাহা দ্বারা পরমাম্বর—অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সূর্য্য আচ্ছাদিত অখিলবাসরশ্রী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে না, আমি এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে কল্পান্তবাত পরিবর্ত্তিত ব্রহ্মাণ্ডোর্দ্ধক পাতালাবপাতের ন্যায় ঘনঘোষযুক্তকেশে আকাশ হইতে বিবস্বান্ পতিত হইলেন, সেই অপরাবার দেহী ভীমরূপ পুরুষাকার বস্তু নিপতিত হইলেই ক্ষণমাত্রেই সপ্তদ্বীপা বসুমতী,

পরিপূর্ণা হইয়া যাইবে; সুতরাং সদ্বীপভুবনের সহিত আমার অবশ্যই নাশ হইবে, এই বিবেচনা করিয়া অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলাম। আমা কর্তৃক জন্মান্তরশতার্চ্চিত ভগবান্ জাতবেদা ইন্দুবৎ সুশীতল হইয়া আমাকে বলিলেন, ভয় নাই। ১—৮। আমিও বলিলাম, হে অগ্নদেব! আপনি প্রতি জন্মেই আমার পরমা গতি. এখন অকালে কল্পান্ত উপস্থিত। প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন, এই কথা বলিলে অগ্নি পুনরায় বলিলেন; হে অনঘ! তোমার ভয় নাই, উত্তিষ্ঠ, চল, আমরা অগ্নিলোকে যাই, এই কথা বলিয়া ভগবান্ অগ্নি তাঁহার স্ববাহন শুকপৃষ্ঠে আমাকে আরোহণ করাইয়া সেই পতমান শব দেহের একদেশ দাহ করিয়া—অর্থাৎ ছিদ্র করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন। অনন্তর নভোদেশ পাইয়া ভয়প্রদ ভূতসম্পাতমধ্যে পাত দেখিতে লাগিলাম। সেই মহাশব বেগে পতিত হইলে সাম্ভোধি-শৈল বনপত্তনজঙ্গলোঘা বসুধা চঞ্চলা হইলেন। স্রবন্তী নদীসমুদয় নিরুদ্ধোদকপ্রবাহ হওয়ায় গিরিনদীর কুলদ্বয়ে মার্গান্তর দ্বারা স্থলপ্লাবন হেতুক ভূগুদ্বয় জলপ্রপাতদ্বয় হইল, সেই পতজ্জল-রাশি ভয়ঙ্করাকার মনুষ্যাদি দেহকৃত ভূবিদারণ জন্য বাপীকূপাদি-বিলক্ষণ গর্ত্ত সকল করিল। (বিধুর দেহ বিভেদকর্ত্তা নীতিপাঠ থাকিলে বসুধাবিসংষ্ঠুল স্বদেহ বিভেদদ্বারা বপ্রাদি কর্ত্তন করিল) পৃথিবী পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকে এবং আকাশ শৈল ও অন্যান্য ভূতগণের সহিত সমস্ত জগৎ প্রলয়সম্ভ্রম জন্য ভীত ত্রস্ত হইয়া যেন উচ্চৈঃধ্বনি ও রোদন করিতে লাগিল। পৃথিবী সেই পতিত শবের ধারণজনিত বিরাবরংহঃ সংরম্ভদ্বারা সমস্ত দিগন্তরকে তর্জ্জিত করিলেন। আকাশ ও নাগারিবৃন্দ ভয়বিদ্রববলপ্রচণ্ডনির্জ্জিতা-খিল শব্দ ঘুং ঘুম ধ্বনি করিতে লাগিল। ৯—১৬। ভূধরদরী দৃঢ় বিদীর্ণ হওয়ায় নির্ঘাত শব্দ উৎপন্ন হইল। তাহাতে শ্রোত্রহৃদয়াদি যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। উৎপাত কর্ত্তৃক ভীমজবে জালবদাকর্ষি যুগান্তপবন সংরব্ধ প্রলয়াম্বুদধ্বনি দ্বারা যেন তর্জ্জন করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। বেগে সেই শব ভূতলে পতিত হইলে পৃথিবী ধ্বনি করিতে লাগিল। ধ্বনি নিম্নমুখে যাওয়ায় শতগুণে অভিঘাত পাইল। তাহাতে কুলাচল তটপ্রদেশ ও হিমাচল শৃঙ্গসমুদয় পাতালদেশে প্রবেশ করিল। সেই মেরুশৈল শিলাকৃতি শবের পতন শৈলশৃঙ্গের দলনকর ও পৃথিবীর বিদারণকর ও জলরাশির ক্ষোভ-মকর অদ্রিগণের ভূতল সমীকরণ সাধন ও সর্ব্বভূতের পীড়াকর ও প্রলয়াগ্নিরুদ্রগণের ক্রীড়াকর হইয়াছিল। তাহার ভূতলে পতন দ্বীপপঙ্ক্তির আচ্ছাদন, আদ্রগণের চূর্ণীকরণ, অবনীমণ্ডলের দলন, দ্বিতীয় ভূপীঠের ন্যায় অপর ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধের ন্যায় ভূতলে পতিত শৃঙ্গের ন্যায় নভশ্চরগণ দেখিয়াছিলেন। আমি দেখিলাম, মাংসময় অঙ্গ পতিত হইতেছে। তাহার একটী অঙ্গ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে ধরিলে না, তাহা দেখিয়া আপনার প্রসাদে সমুপস্থিত হইয়াছি। হে প্রভো! ভগবন্ বহ্নে! একি। মাংসময়দেহ কেন পতিত হইতেছে। তাহার সহিত আকাশ হইতে প্রসিদ্ধ সূর্য্যই বা কেন পতিত হইতেছেন। এই পতিত মাংসময় দেহের স্থান সপর্ব্বত বনাম্বুধি ভূপীঠে হইবে না। ১৭—২৫। অগ্নি কহিলেন; হে পুত্র! তুমি ত্বরাশূন্য হইয়া ক্ষণমাত্র প্রতীক্ষা কর, যাবৎকাল এই পবন দোষ সাকল্যে প্রশমিত হয়, তাহার পর আমি তোমাকে বলিব। অনন্তর ভগবান্ বহ্নি এইরূপ বলিলে দিক্‌সমুদয় হইতে অগজ্জালজাতীয় গগনজ বস্ত্রভূষণমাল্যাদিসম্পন্ন, নভশ্চরগণ সমাগত হইলেন। সিদ্ধ, সাধ্য, অপ্সর, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, কিন্নর, ঋষি, মুনি, যক্ষ, পিতৃ-মাতৃ এবং অমরগণ প্রভৃতি সেই নভশ্চরগণ সকলে ভক্তিনম্রশিরঃকায় হইয়া শরণ্যা সর্ব্বেশ্বরী দেবী কালরাত্রিকে স্তব করিতে লাগিলেন। নভশ্চরগণ কহিলেন; যে দেবী মহাকল্পান্তে সংহৃত পদ্মযোনির কপিল উরুজটামণ্ডল খড়্গাঙ্গশৃঙ্গে বদ্ধ করেন; দৈত্যগণের মস্তক দ্বারা যিনি বক্ষঃস্থলে স্রক্‌বিধান করেন, সংহৃতবৈনতেয়ের পক্ষ দ্বারা যিনি শিরোঽবতংস করেন। যে দেবী বিশ্বসংসার সংহার করিয়া থাকেন, তিনি সাদ্রি-ভূপীঠভূত এই জগৎ সংহার করিতেছেন। জগৎ সংহার করিলেও যিনি নিষ্কলঙ্ক অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বভাবা। তিনি আমাদের অনুগ্রহের জন্য শরীর গ্রহণপূর্ব্বক অবশ্য-পালনীয় আমাদিগকে রক্ষা করুন। ২৬—৩০।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

বিপশ্চিৎ কহিলেন,—যে কালে দেবগণ মহাদেবী কালরাত্রিকে স্তব করিতেছিলেন সেইকালে আমি দেখিলাম, পূর্ব্ববর্ণিত সেই পতনোন্মুখ পুরুষ অখিল ভূপীঠ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছেন ও উহা শবরূপ অর্থাৎ নির্জ্জীব। হে সৌম্য! শবের যে ভাগ দ্বারা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী আচ্ছাদিতা রহিয়াছে; সাকল্যে অপরিমেয় সেই শবের পর্ব্বতোপম মহান্ কুক্ষিসংজ্ঞক ভাগ আমাকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। আমি বহ্নির নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলাম; সেই শবের বাহু উরুশিরোদেশ লোকালোক পর্ব্বতের পরপারে পতিত হইয়াছে, সে স্থান মনুষ্যের অগম্য। সেই ব্যোমবাসী সিদ্ধগণ সাদরে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন। তিনি ব্যোমপ্রদেশেই প্রকটিত হইয়াছিলেন। এবং তিনি স্বয়ংশুষ্কা অর্থাৎ নীরক্তা হইয়াছিলেন। প্রেতবৃন্দ তাহার অনুগমন করিতেছিল। মাতৃমণ্ডল-লালিতা কুষ্মাণ্ড, যক্ষ, বেতালজাল, তারকিতাম্বরা শিরাল দীর্ঘ-দোর্দ্দণ্ড বলীকৃতনভস্থলা সেই দেবী কীর্ণদিগ্দাহরূপ দৃষ্টিপাত দ্বারা দিবাকরকে যেন বিক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। যেন ব্যোমকোটরে ঝনৃঝনৃধ্বনি বিশিষ্ট ক্ষুরমালায়ুধের দ্বারা পঙ্ক্তিগণকে শত খণ্ড করিতে লাগিলেন। দেহজ্বালা ও নেত্রাগ্নি বিশিষ্ট শরীরাবয়ব সমুদয়ের দ্বারা তাহার দেহপ্রভা দীর্ঘ-বেণুবনাকারে কোটিযোজন বিস্তীর্ণ হইতেছে। দন্তকান্তীন্দুবিদ্যোতে দিঙ্মুখসমুদয় দুগ্ধ-স্বপিতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইতেছে। তাঁহার কৃশ ও দীর্ঘ বিস্তীর্ণ শরীর দ্বারা অম্বর যেন পরিপূরিত হইতেছে। সন্ধ্যাকালীন অভ্রমালিকার ন্যায় তিনি লম্বাম্পদা প্রেতাসনসমারূঢ়া হইয়া পরম পদে অর্থাৎ পরমব্রহ্মে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। ১—১০। সন্ধ্যাজলধরা অরুণের ন্যায় স্ফুরৎ-প্রজ্বল-রূপধারিণী সেই মহাদেবী যেন গগনমহাসাগরে বাড়বাগ্নি শ্রী ধারণ করিয়াছেন। শবশবাঙ্গ মুষল কুন্তলতোমর মুদ্গর আসন উদূখল প্রভৃতি দ্বারা যেন চঞ্চল ভ্রূ বিক্ষেপ করিতেছেন। যেমন পার্ব্বতীয় নদী প্রাবৃট্‌কালে উপলখণ্ড সমুদয়কে ঘর্ঘররবে অচলের স্কন্ধে বহন করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই মহাদেবী কট্‌মট্‌শব্দে দন্তধ্বনি করতঃ জনশরীর-

মালা গগনাঙ্গনে বহন করিতেছেন। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি! অম্বিকে! এই শব আমরা আপনাকে উপহার দিতেছি, আপনি স্বপরিবারের সহিত ইহাকে শীঘ্র আহার করুন। সুরগণ এই কথা বলিলে, সর্ব্বপ্রাণ-শক্তিময়ী দেবী প্রাণবায়ু দ্বারা সেই দেহ হইতে রক্তসার আকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, যেমন সন্ধ্যাকালীন মেঘ পর্ব্বতের গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ু দ্বারা আকৃষ্যমাণ রক্তসমুদয় ভগবতীর মুখে প্রবিষ্ট হইল। তিনি আকাশস্থ থাকিয়াই প্রাণাকৃষ্ট সমুদয় রক্ত পান করিলেন। পূর্ব্বে তিনি শুষ্ক ছিলেন, ইদানীং রক্তপানে তৃপ্তা হইয়া পীনা হইলেন। যেমন বর্ষাকালে তড়িৎতরললোচনা রক্তবর্ণা অভ্রমালা অবস্থান করে, সেইরূপ তিনি রক্তপরিপীনশরীরিণী হইয়া অবস্থান করিলেন। লম্বোদরা বিষমাহিবিভূষণারক্তাসবমদোন্মত্তা সমস্তায়ুধধারিণী ভগবতী শরীরার্দ্ধপূরিত আকাশ প্রদেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। লোকালোক-গিরিশিখরস্থিত অমরগণ তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১১—২০। তদনন্তর যেমন মেঘসমুদয় মহাচল আবরণ করে, সেইরূপ পিশাচকুষ্মাণ্ডরূপকাদি মহাগণ সমুদয় শব আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। ঐ শব শৈলের কটিভাগ কুষ্মাণ্ডগণ গ্রহণ করিল। উদররূপিকাবৃন্দ ও যক্ষগণ দন্তবিক্ষত-পার্শ্ব-পৃষ্ঠভাগ গ্রহণ করিল। আর সেই শবের ভুজ উরু কন্ধরাদি অন্য অবয়বসমুদয় ব্রহ্মাণ্ড-খর্পরের পরপার অর্থাৎ জলাদ্যাবরণ-দেশে পড়িয়াছিল। সেইজন্য ভূতসমুদয় দূরে দিগন্তরে স্থিত সেই সমুদয় অবয়ব পায় নাই, তাহা কালে স্বয়ং কলিত হইয়াছিল। চণ্ডিকা আকাশে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে ভূতগণ শবের জন্য ব্যাকুল হইলে দেবগণ অদ্রিপৃষ্ঠে অবস্থান করিলে তৎকালে পিণ্ডাকারে ভক্ষ্যমাণ ও নীয়মান আম এবং দুর্গন্ধি বসা মাংস প্রভৃতি দ্বারা ভুবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মাংস চর্ব্বণ সংরম্ভে শবশবরূপ ধ্বনি হইতেছিল। লতার ন্যায় শিরা ও অস্থির খণ্ডনে আকাশে সুহৎ কটকটা রব উত্থিত হইতেছিল। ভূতসঙ্কট বিশ্লেষবশতঃ ভীষণ নিঃস্বন হইতেছিল। আর হিমাবৎ বিন্ধ্যশৈলপ্রমাণ অস্থিময় অচলে ভুবন আবৃত হইতে ছিল। দেবীর মুখানল-জ্বালা পক্কমাংসাক্ত ভূতল হইতেছিল। রক্তশীকর নীহারবর্ষণে দিকসমুদয় সিন্দূরিত হইতেছিল। সর্ব্বতঃ প্রেক্ষক দেবগণ-কর্ত্তৃক বরণবেষ্টিতের ন্যায় দিগন্তর হইয়াছিল। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা রুধিরৈকার্ণবীভূতা হইয়াছিল। ২১—৩০। সমস্ত অচলমণ্ডল শিখরের সহিত অত্যন্ত অন্তর্হিত হইল। যেন দিগঙ্গনা রক্তপ্রভাভ্রনন্তার-বস্ত্রাবৃতা হইলেন। নভঃস্থল দেবী ও গণগণের রত্নালোলভুজভ্রান্ত আয়ুধচ্ছন্ন হইল। পুরপত্তনমণ্ডল স্মৃতিপথারূঢমাত্র রহিল। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ অত্যন্তাসম্ভবরূপ-বিশিষ্ট হইয়া অনন্ত-কুম্ভাণ্ডরূপিকাদিগণের সমাজরূপে পরিণত হইল। যে ভূতগণ নৃত্যে প্রসক্ত হইয়াছিল, তাহাদের অভিনয়করাকার খগগণের বন্ধনার্থ আকাশে প্রসারিত জালকের ন্যায় অন্য-জগৎ-রচয়িতা বিধাতার মানসূত্রের ন্যায় ভূমি হইতে সৌরমার্গ পর্য্যন্তস্থিত আতান-বিতানবন্ত অন্ত্রতর্পণ তন্ত্র দ্বারা পিশাচগণ-কর্ত্তৃক ত্রৈলোক্য যেন ম্রিয়মাণ হইতে লাগিল। সেই শবের কুৎসিতাঙ্গ দ্বারা অনাক্রান্ত দিবসপ্তকের পর্য্যন্তস্থিত লোকালোক গিরির মূর্দ্ধদেশে অবস্থিত সুরগণ, ভূতপূর্ব্ব মহীপীঠে স্থিত রক্ত দ্বারা অর্ণবীকৃত জগৎ উদ্গাত উপপ্লবে আপ্লুত দেখিয়া খিন্নতর হইলেন। রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে শবের অত্যন্ত দীর্ঘ হস্তপদাদি অবয়ব ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও পড়িয়াছিল, তাদৃশ মহাশবের দ্বারা লোকালোক পর্ব্বতও কেন আচ্ছাদিত হয় নাই। (রাম এই প্রশ্ন সর্ব্বজ্ঞ বশিষ্ঠের নিকটই করিয়াছিলেন। ভাসের নিকট করেন নাই। কারণ তাহার দৃষ্টি লোকালোক পর্য্যন্ত প্রসৃত ছিল না। এই জন্যই বশিষ্ঠ উত্তর করিতেছেন)। ৩১—৩৮। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! সেই শবের উপরোপলক্ষিত মধ্য শরীর দ্বীপসপ্তকের মধ্যেই ছিল। মস্তক ও খুরোপলক্ষিত পাদদ্বয় এবং ভুজাদি অঙ্গসমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের বহির্গত হইয়াছিল; এই ভাসোক্তি সত্য বটে। শবের পাদদ্বয় উরু মধ্য কটি পার্শ্বদ্বয় ও শিরোহংশদ্বয় মধ্য দ্বারা লোকালোকের শৃঙ্গসমূহ আচ্ছন্ন হয় নাই। সুতরাং লোকালোক ঊর্দ্ধে লক্ষিত হইয়াছিল। তাপহেতুক অজল-জলদের ন্যায় সুশুদ্ধকান্তি, লোকালোক-শৃঙ্গমস্তকে উপবিষ্ট দেবগণ লক্ষিত হইয়াছিলেন। মাতৃগণের নৃত্যকালীন প্রসারিতাঙ্ক অধোবক্র পতিত শবভূতসমূহকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। অসৃক্প্রবাহ প্রবাহিত হইল। মেদোগন্ধ বিজৃম্ভিত হইল। তদানীং দুঃখিত দেবগণ প্রত্যেকেই বক্ষ্যমাণরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হা কষ্ট! পৃথিবী কোথায় গেল, জলরাশিই বা কোথায় গেল, জলসঙ্ঘাতই বা কোথায়, ধরণীধরই বা কোথায়, তাদৃক্-চন্দন-কদম্ব-মন্দার-বনমণ্ডিত পুষ্পরসের মণ্ডপসদৃশ মলয় কোথায় গেল। উচ্চ সুবর্ণ বিপুল হিমবদ্ভূমি শুক্রবিষয়ে ক্রোধ করিয়াই যেন রুধিরকর্ত্তৃক স্বীয় কর্দ্দমভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চগিরিতে যে মহান্ কল্পদ্রুম ছিল, যাহার শাখাকান্তি কঙ্কালকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, সেও চূর্ণ হইয়াছে। হে পারিজাতকোমলাচন্দ্রামৃতপতে! ক্ষীরোদার্ণব! হে নবনীতভরিতশিখবিপ্রোদ্ধতবেলাবনদধ্যর্ণব! নালিকের প্রধান গিরিকে! যোগেশ্বরীসেবিতমধ্বর্ণব! তোমরা এখন কোথায়, দেবস্ত্রী ও দিক্‌সমুদয়ের দর্পণকার্য্যকারী স্ফাটিকাদি রত্নশিলা এখন কোথায়? ৩৯—৪৮ হে বিরিঞ্চিহংসনন্দিনী-নিবিড়িতাদিগন্তালবন! কল্পদ্রুমকাঞ্চনামালপতা-নিরুপাধিক-সগন্ধবন্ধাচলক্রৌঞ্চদ্বীপ! কদম্বকাননদরীবিশ্রান্ত-বিদ্যাধরীক্রীড়া-কোবিদ-নাগরামর-গৃহপুষ্করদ্বীপক! তোমরা কোথায়. স্বাদূদক-সমুদ্রের উদগ্রতাপনিরোধক কুসুমচ্ছন্ন মহীপবন সমুদয় গোমেধদ্বীপ তদীয় কল্পবৃক্ষ তত্রত্য কনকলতা তাহার দ্বারা সুন্দর দরীসমুদয় কল্পবৃক্ষবন-কঞ্চুকিত-তৎপুরুষের দ্বারা শুভ্রবর্ণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ সহিত তৎ অচলসমুদয় এই সমুদয় পদার্থের স্মরণ দ্বারা মানবগণের স্বর্গসুখদ পুণ্যের উদয় হয়। মন্দানিলাবলিতপল্লববালবল্লীসংযুক্ত-সন্তানবৃক্ষের দ্বারা সমস্ত দিগন্ত ভাসিত হইত, এমন সমুদয় বনই ধ্বস্ত হইয়াছে। কি কষ্ট! অস্মদাদি জনসমূহ কি প্রকারে চিত্তসমাধান লাভ করিতেছে। জানি না কোন্ সময়ে ইক্ষুসাগরতীরে শিলীভূত শর্করাময় অচলভূষিত ভূমিতে প্রসিদ্ধমাধুর্য্য গুড়মোদক সমুদয় দেখিব এবং কবেই বা আর ক্রীড়ার্থ শর্করা পত্রিকা দেখিব, কবেই বা তালীতমালী-সবনাচলের কদম্বকল্পদ্রুম-শীতল-কনকালয়ে উপবিষ্ট হইয়া চন্দনলিপ্ত অপ্সরাগণের নৃত্য দেখিব; জম্বুবৃক্ষের গজপ্রমাণ অমৃত রসাস্পদ জাম্বুনদ স্বর্ণের হেতুভূত প্রসিদ্ধ ফলসমুদয় স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; কি কষ্ট! যে ফলের রসাম্বু দ্বারা দ্বীপসমুদ্রমেখলা জম্বুদ্বীপরূপা মহী নদী প্রবাহিত করাইত, সুরাসমুদ্রতীরে শিলীন্দ্র নিরন্ধ্র মহীধ্রগুহাতে মধুমত্তামরসুন্দরীগণের

নৃত্যগীত স্মরণ করিয়া প্রভঃকালীন পদ্মের ন্যায় অধুনাতন পৃথিবীর ন্যায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মিত্র! তুমি দেখ; রক্তময় জলরাশিপূর্ণ অভিনব সমুদ্রের উপরিভাগে সূর্য্যোদয়াস্তময় সন্নিহিত ভূমিতে দিঙ্মুখে সন্ধ্যারুণ সুবর্ণময় মেরু শৃঙ্গস্তোকোদিত ইন্দুকলার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। সাগরবারিরাশিবলয়া দ্বীপসমুদায়ালঙ্কৃতা ভূষিতা নদী জঙ্গল-কানন উগ্র নগর গ্রাম ব্রাহ্মণগ্রামাম্বরা তরুপল্লবাদিভূষণবতী মহী সম্প্রতি কোথায় গিয়াছে জানি না। ৪৯—৫৭।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততক সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মত্ত ভূতগণ কর্তৃক ভক্ষিত শবের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে লোকালোক গিরিস্থিত সেন্দ্র দেববৃন্দ পুনরায় কহিলেন, বিদ্যাধরামরবিমানসঞ্চার ভূমি আকাশে যেন উল্ক করিবার জন্য ভূতগণ কর্তৃক পবনচালিতামলাভ্ররঞ্জিতাকাশসদৃশ মেদোময়াস্ত্রজাল আস্তৃত হইয়াছে। দেখ, সপ্তদ্বীপেই ভূতগণ কর্তৃক মেদোজাল বিসারিত হইয়াছে! মাংসভুক্ত হইয়াছে। রুধির পীত হইয়াছে। সম্প্রতি পৃথ্বী কিঞ্চিদ্দর্শনযোগ্য হইয়াছে। সর্ব্বপ্রাণিপ্রমোদকরী পৃথ্বী ইদানীং মেদোরূপ-পটাবৃতাখিলাঙ্গী হইয়া রহিয়াছে, কি দুঃখের বিষয়? বন সমুদয় মেদোময় শারদ মেঘ দ্বারা আবৃত হওয়ায় ধূসর-কম্বল-সংবীত বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই শবের অস্থিতে মহাদ্রিসকল সঞ্জাত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, হিমাদ্রিশিখরের ন্যায় দিক্‌তট আবরণ করিয়া রহিয়াছে। ১—৫। বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবগণ যখন এই সমুদয় আলাপ করিতেছিলেন, তখন ভূতগণ পীতাবশিষ্ট মেদোজাল দ্বারা ধরাকে মেদোলিপ্ত করিয়া মত্তাবস্থায় আকাশে নৃত্য করিতে লাগিল, ভূতবৃন্দ নৃত্যাসক্ত হইলে তাহাদের পীতাবশিষ্ট রক্ত, সঙ্গম প্রসৃত একটী প্রবাহ দ্বারা দেবতারা এক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমুদ্রকেই দেবগণ সঙ্কল্পপূর্ব্বক সুরার্ণব করিলেন। অদ্যাপিও সেই সাগর মদিরার্ণব হইয়া আছে। ভূতগণ আকাশে নৃত্য করিয়া তত্রত্য সুরাপান করতঃ আনন্দ মন্দির আকাশে নৃত্য করিতে থাকিল, সেই ভূতগণের ন্যায় ইদানীন্তন ভূতগণও অদ্যাপি যোগেশ্বরীগণের সহিত মদিরার্ণব হইতে মদিরা পান করে ও আকাশে নৃত্য করে, সেই ভূতগণকর্তৃক বিস্তৃত মেদোজাল ভূতলে শুষ্ক হইয়া থাকাতেই মহী মেদিনীরূপে প্রসিদ্ধ হইল। উক্তক্রমে শবদেহ ক্ষয় হইলে সূর্য্য স্বস্থানে আরোপিত হইলেন, মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতও উদ্ধৃত হইলেন। সুতরাং দিনযামিনী ক্রমে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর প্রজাপতি নতন প্রজাসৃষ্টি করিলেন। এই ভূতলে সেই সৃষ্টি পূর্ব্বের ন্যায় হইল। ৬—১২।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

ষটত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

ভাস কহিলেন,—হে পৃথিবীপতে দশরথ! আমি অগ্নির বাহন শুকের পক্ষকোণে অবস্থান করিয়া সেই মহাদেব পাবককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; হে ভগবন্! সর্ব্বজ্ঞেশ্বর স্বাহাধিপ হুতাশন! এই যে শব দেখিলাম, এ পূর্ব্বে কি ছিল, কি নিমিত্তই বা শব হইল, বলুন। বহ্নি কহিলেন, হে রাজন্! ত্রৈলোক্য ভাস্বর অনন্ত অদ্ভুত শববৃত্তান্ত আমি যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। অদ্বিতীয় অনন্ত নিরাকার চিন্ময় পরমব্যোম আছে। যে চিন্ময়াকাশে অসংখ্য জগৎ পরমাণু অধ্যস্ত হইয়াছে। সেই সর্ব্বগতশুদ্ধ চিন্মাত্র সর্ব্বাত্মক আকাশে কোন কারণবশতঃ (সৃজ্যমান-প্রাণি-কর্ম্মবশতঃ) স্বয়ংসংবেদনময়ী সংবিৎ উৎপন্ন হইল। যেমন তুমি কোন পথিককে চিন্তা করিয়া সুপ্ত হইলে নিজেরই পান্থতা দেখিয়া থাক, সেইরূপ তিনি স্বসঙ্কল্প বশতঃ স্ববিষয় তৈজসপর-মাণুত্বানুভব করিলেন। অজ্ঞানাবৃত চিত্তহেতুক সেই সূক্ষ্মপদার্থ পদ্মজরজস্তুল্য সঙ্কল্পাত্মিকা অণুতা অনুভব করিল। আর সেই ভাসমানা অণুতা সোচ্ছূনতা ভাবনা করিয়া স্বকীয় চক্ষুরাদীন্দ্রিয় অনুভব করিলেন। অনন্তর তাহা স্বতঃ শরীরে লগ্ন হইল অনুভব করিলেন। স্বপ্ন পুরের ন্যায় চক্ষুরাদিও স্বভাববশতঃ অগ্রে শব্দস্পর্শাদি গুণাধারাধেয়বৎ ভূত ময়জগৎ দেখিলেন। বেদনাদি বিবর্ত্ত অধ্যারোপরূপ কার্য্যকারণ সঙ্ঘাত মধ্যে জাতিবিশেষবান্ অসুরনামে কোন প্রাণী ছিল। সে স্বভাবতঃ অত্যন্ত অভিমানী হইয়াছিল। বিদূরথপিত্রাদির ন্যায় তাহার ও অসত্য প্রতিভাসাত্ম পিতৃমাতৃপিতামহ ছিল। দর্পান্বিত হইয়া সে কোন মহামুনির সুখাস্পদ আশ্রম ভগ্ন করিয়াছিল। তখন মুনি তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন। ১—১২। তুমি মহাকায় হইয়া আমার আশ্রম নষ্ট করিয়াছ, অতএব এদেহ ত্যাগপূর্ব্বক অতিক্ষুদ্র মশক হও। যেমন বাড়বানল সমুদ্রজল দগ্ধ করে, সেইরূপ সেই শাপাগ্নি তৎক্ষণাৎ অসুরকে ভস্মসাৎ করিল। আসুর চেতন তখন নিরাকার নিরাধার আকাশবলয়োপম হইয়াছিল। চিত্তসুপ্ত মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়াছিল। অনন্তর সেই অব্যাকৃতরূপ চেতন ভূতাকাশে মিলিত হইল। ভূতাকাশও স্বাপদ বায়ুর সহিত একত্ব লাভ করিল। দেহলাভ হইলে ভবিষ্যতে যাহার প্রাণি নাম হইবে, সেই চেতন- (বায়ু) বান্ আত্মা অপঞ্চীকৃত পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ব্যাপ্ত হইল। যেমন আকাশে বরবীয় অণু স্বভাবতঃ স্পন্দিত হয়, সেইরূপ পঞ্চতন্মাত্র ব্যাপ্ত চিন্মাত্রাণু স্বভাবতঃ স্পন্দনযুক্ত হইল। অনন্তর বর্ষাদিকাল প্রাচ্যবায়ু বর্ষাদি জলসহকারে ভূমিস্থ বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ সেই অনিলস্থ চেতন স্থূলভাবে প্রকটিত হইল। শুদ্ধ মুনির শাপবিষয়ক জ্ঞানবান্ ও প্রাণাগুস্থিত স্বকীয় মশকত্ব জ্ঞানবান্ সেই অসুরসম্বন্ধিচিদাভাস তৎসংস্কার বশতঃ মশকাঙ্গ-পক্ষপাদাদি যুক্ত হইয়া স্বয়ংই মশক হইল। নিশ্বাসমাত্রে যে নিপতিত হইয়া উড্ডীন হয়, এতাদৃশ অল্প শরীরবিশিষ্ট স্বেদজ মশকের দুই দিন মাত্র জীবিতকাল হইল। রাম কহিলেন,—হে প্রভো! জগতের সমস্ত প্রাণীরই কি যোন্যন্তর উৎপত্তি না অন্য প্রকারও আছে। ১৩—২৩। বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তের দুই প্রকারে সম্ভব হয়, এক ব্রহ্মময়, অন্য ভ্রান্তিজ; সেই দুই প্রকারই শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যোজনুভব রূঢ়দেহ তাদাত্ম্য দৃঢ় ভ্রান্তিমূলক তত্তদ্ভূততন্মাত্রে অত্যন্ত আসক্তি হওয়ায় তদাকারে প্রাণীগণের যে সম্ভব হয়, তাহাকে ভ্রান্তিজ কহে। নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের কদাচ জগৎভ্রান্তি হয় না, সর্গাদিকালে তিনি স্বয়ং জিবভাবে প্রকাশিত হন, তাহাকেই ব্রহ্মময় সম্ভব কহে। উহা যোনিজ নহে। হে রাম! সেই ব্রহ্মময় সম্ভব আজন্মসিদ্ধ কপিলাদি

ঋষিগণ অনুভব করিতে পারেন। জ্ঞানহীন মশকের তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং মশক জগৎভ্রান্তি বশতঃই উত্থিত হইয়াছিল ব্রহ্মসম্ভব তাহার হয় নাই। ইদানীং তাহার চেষ্টাক্রম শ্রবণ কর। পৃথিবীতে ইক্ষুগুল্মে বালতৃণে কাসমুঞ্জে মশকগণ অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া থাকে। সেই মশকও তাহার মধ্যে অব্যক্তধ্বনি করতঃ ক্রীড়া করিতে করিতে স্বীয় পরমায়ুর অর্দ্ধ একদিন সম্পূর্ণ ভোগ করিল। দ্বিতীয় দিনে মশিকা তাহার সহিত স্বাবলোদর দোলাতে বাললীলাক্রমে দোলন আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে দোলনশ্রমার্ত্ত হইয়া যেমন বিশ্রাম করিল, অমনি মশকদৃষ্টিতে পর্ব্বতপ্রায় হরিণপদাগ্র দ্বারা চূর্ণিত হইল। সে মরণকালে হরিণানন ভাবিতে ভাবিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সুতরাং মশকদেহ ক্রমেতেই হরিণ হইয়া জন্মিল। পরে হরিণরূপে অরণ্যে বিহার করিতে করিতে এক ব্যাধকর্ত্তৃক ধনুর দ্বারা হত হইল। তদানীং ব্যাধাননদৃষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করায় জন্মান্তরে ব্যাধ হইল। ব্যাধ হইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে এক মুনির কাননে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে সে বিশ্রাম করিল ও সৎসঙ্গ লাভহেতু মুনিকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইল। হে ভ্রান্ত! দীর্ঘ দুঃখের জন্য ধনু দ্বারা মৃগ সকলকে বধ করিতেছ, এ কি? ক্ষণভঙ্গুর জগতে মহাফল অহিংসা, অভয়দানাদি শাস্ত্রমর্য্যাদা কেন রক্ষা করিতেছ না? ব্যাধ কুলাচারপ্রাপ্ত জীবিকা মৃগবধ তাহার ত্যাগে কি প্রকারে জীবন রক্ষা করা হয় ও কি প্রকারে ভোগসিদ্ধি হয়। আয়ু বায়ুবিঘট্টিত অভ্রপটলস্থ চঞ্চল জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, ভোগ সমুদয় মেঘবিতান মধ্যে বিলসৎ-সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল। ভোগ্য যৌবনবিলাস জলের বেগের ন্যায় অস্থির। ভোগায়তন শরীর প্রতিক্ষণেই সম্ভাবিত অপায়যুক্ত। হে পুত্র! এই হেতুই পারলৌকিক ভাবানর্থ-পরম্পরা-লক্ষণ সংসৃতি বশতঃ ত্রস্ত হইয়া অভয়দান ও অহিংসাদি উপায় দ্বারা আত্যন্তিক অনর্থ নিবৃত্তি উপলক্ষিত নিত্য নিরতিশয় আনন্দরূপ নির্ব্বাণব্রহ্ম অনুসন্ধান কর। ২৪—৩৩।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

ব্যাধ কহিল,—হিংসাদি ব্যবহার যদি দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে দুঃখক্ষয়ের প্রতি কর্কশ নয়, মৃদুও নয়, এমন ব্যবহারক্রম কি হইতে পারে? মুনি কহিলেন,—এখনি সায়কের সহিত ধনু পরিত্যাগ করিয়া মৌন আচার অর্থাৎ যমনিয়ম বিচারাদ্যাচার আশ্রয়পূর্ব্বক এই আশ্রমে বাস কর। বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই ব্যাধ মুনি কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া ধনু সায়ক পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনি-সমাচার অযাচিতাসন হইয়া সেই আশ্রমেই বাস করিল। ক্রমে কিছুদিন অতীত হইলে, যেমন পুষ্পমুকুল পরিপাক বিকাশাদি ক্রমোদ্ভবজনিত আমোদ নর-হৃদয়ে প্রবেশ করে, সেইরূপ সৎসঙ্গ বশতঃ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সারাসারবিবেকও তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। হে অরিন্দম দশরথ! কোন সময়ে সেই ব্যাধ মুনিশ্রেষ্ঠের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন্! প্রাণিগণের অন্তঃস্থিত স্বপ্ন জাগ্রতের ন্যায় বাহিরে কেন দেখা যায়, বহিঃস্থিত প্রপঞ্চ স্বপ্ন হইলে অন্তরে কেন দেখা যায়, প্রাণীর অন্তর্গত স্বপ্ন কি উপায়েই বা দেখা যায় এবং অন্তরে ও বাহিরে স্থিত স্বপ্ন প্রপঞ্চ কি প্রকারেই বা দেখা যায়, প্রপঞ্চই যদি স্বপ্ন হয়, তাহা হইলে অন্তর্বহির্ভেদে দুইপ্রকার কেন দেখা যায়? মুনি কহিলেন, হে সাধো! যেমন অকস্মাৎ অম্বরে অভ্রের উদয় হয়, সেইরূপ আমার চিত্তের প্রথমাবস্থায় এই পরিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তদবধি আমি বদ্ধপদ্মাসনে দিদৃক্ষার্থ পরকীয় প্রবেশানুকূল বহিঃকুম্ভক-ধারণপরায়ণ হইয়া সর্ব্বাত্মভরূপে প্রসিদ্ধ সংবিৎস্বরূপে স্থির হইলাম। যেমন সায়ংকালে রবি স্বকীয় মণ্ডলকান্তি দ্বারা আতপকে প্রত্যাহৃত করেন, সেইরূপ আমিও সংবিৎস্বরূপে স্থির হইয়া দূরবিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংবিৎ দ্বারা স্বহৃদয়ে প্রত্যাহৃত করিয়াছিলাম। ১—৮। যেমন কুসুম হইতে সৌরভ বায়ে বহির্গত হয়, সেইরূপ প্রাণের সহিত জীবের বহির্গমনানুকূল যোগশাস্ত্র প্রসিদ্ধ প্রযত্নের দ্বারা জীবোপাধি চিত্তান্বিত প্রাণকে শরীরের বহির্দ্দেশে নিঃসারিত করিয়াছিলাম। অনন্তর বাহ্য ব্যোমস্থ জীবোপাধি চিত্তসম্বলিত প্রাণবায়ুকে আমার পুরোভাগে স্থিত কোন জন্তুর প্রাণের সহিত মিলাইলাম। যেমন জম্বুকগণ গর্ত্তমধ্যে মুখ প্রবেশ করাইয়া আকর্ষণলক্ষণ মুখ-বায়ু দ্বারা স্বকীয় চেষ্টানুসারে নিজের আহারভূত সর্পকে স্বমুখে প্রবেশ করাইয়া হিংসা করতঃ ভক্ষণ করে, সেইরূপ আমিও আমার প্রাণবনিত যে জন্তু হইয়াছিল, তাহার প্রাণ অবলম্বনে তদীয় হৃদয়ে নীত হইলাম। অনন্তর তাহার হৃদয়ে তদীয় প্রাণাশ্বারোহণপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণদ্বয়কে অনুসরণ করতঃ স্বকীয় বুদ্ধিবশতঃ সঙ্কটে পতিত হইলাম। যেমন অখিল বাহ্যদেশ স্থূল-সূক্ষ্ম বহুকুল্যা-পরিবৃত, সেইরূপ সেস্থানও চতুর্দ্দিকে সঞ্চরমাণ রসপূর্ণ বহু নাড়ীপরিবৃত। ভাণ্ডোপস্করণের ন্যায় পার্শ্বাস্থিরূপ পঞ্জরে প্লীহা যকৃৎ রক্তাদি পিণ্ডের দ্বারা জীবগৃহভূত শরীর সঙ্কটময়। নিদাঘ-সন্তপ্ত উর্ম্মিজালে অর্ণব যেরূপ ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ জঠরাগ্নি-সম্ভূত শলশলায় ধ্বনিবিশিষ্ট উষ্ণ অবয়ব ব্যাপ্ত। অনবরত সচিত্ত প্রাণবায়ুকর্ত্তৃক নাসাগ্রপ্রদেশ হইতে জীবনার্থ বহিঃশৈত্যবিশিষ্ট চেতনাত্মক বায়ু উন্নীত হইতেছে। ১—১৬। সে স্থান রক্তকূট অন্নরস শ্লেষ্মবসানিস্রাবজনিত-পিচ্ছিল ও ঘনান্ধকারময় এবং উষ্ণ, সুতরাং নরকোপম সঙ্কটময় হইয়াছে। ঘাসপ্রতি-সহস্র-নাড়ী মধ্যে কোন স্থানে উদয় ও কোন স্থানে অবরবারের নিমিত্ত স্পষ্ট ও অস্পষ্টরূপে প্রাণাদি মরুদ্গণ ক্রীড়া করিতেছে। তাহাতে সপ্তধাতুর স্থিতি ও অন্তের বৈষম্যহেতুক আগামি রোগাদি সূচনা হয়। বিদীর্ণ অপানাদি ছিদ্রমার্গে বাত-নির্গমজনিত শব্দ হইতেছে। -অর্ণববাড়বের ন্যায় হৃদয় পদ্মনাল-ছিদ্র-মধ্যে জঠরাগ্নি জ্বলিতেছে। মিলিত বাসনাময় পদার্থ দ্বারা নিরিভিভিত সবায়ু ইন্দ্রিয়বদ্ধজীব সাক্ষী আত্মস্বরূপে নির্ম্মল ও যেমন রাত্রিতে পুরীসমুদয় চোরকর্ত্তৃক স্থান বিশেষে রুদ্ধ ও অরুদ্ধ থাকে, সেইরূপ চিত্তবৃত্তিভেদে ও প্রদেশভেদে কোথাও সৌম্য, কোথাও রুদ্ধ। শরৎ-বিদ্যাধরসদৃশ কোষ্ঠগত অম্বরস নাদ-পরায়ণ অর্দ্ধমাত্র গীতিবিশিষ্ট সঞ্চরমাণ বাতসমূহ আবৃত। যেমন শ্রেষ্ঠ মানব বহুনরাধরবসম্বাধ নিরবকাশে নরবৃন্দ মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ বিশ্রমান্তর সেই জন্তুর হৃদয়ে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম। যেমন রাত্রিতে সূর্য্যদীপ্তি ইন্দুমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ আমিও হৃদয়াভ্যন্তরে দূরস্থ তেজোধাতু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ১৭—২৩। ত্রিভুবনের অন্তরভাণ হেতু যাহা আদর্শ ভূত ত্রৈলোক্য বিষয়ে দীপবৎ প্রকাশক সর্ব্ব পদার্থের সত্তাস্বরূপ

পরমাত্মা জীব যাহাতে বাস করেন। যদ্যপি সর্ব্বগতাত্মা জীব শরীর-মধ্যে আনখাগ্র-প্রবিষ্ট, তথাপি ওজোধাতুতেই তাহার বিশেষরূপে অবস্থান। যেমন সূর্য্য-প্রকাশিত কুসুমমধ্যে সর্ব্বগত সৌগন্ধ ও শৈত্য কিঞ্জল্কোপলক্ষিত মুখভাগেই আধিক্যে অবস্থিতি করে। সেই জীবাধার ওজোধাতু-মধ্যে অলক্ষিতরূপে প্রবিষ্ট হইলাম। সে স্থান চতুর্দ্দিকে করণাভিমানী দেবগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। যেমন ঘটাদি প্রচ্ছাদিত-দীপ-জ্যোতিঃসূক্ষ্ম-ঘটচ্ছিদ্র-প্রবিষ্ট বায়ুর দ্বারা রক্ষিত হয়। তদনন্তর আমি সাক্ষাৎ জীবোপাধিভূত মনোময় বিজ্ঞানময় কোষ সম্বলিত আনন্দময় কোষে প্রবিষ্ট হইলাম। সুগন্ধ যেমন বায়ুতে ব্যাপ্ত হয়, সূর্য্য-কিরণ যেমন চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করে, জল যেমন মৃৎপাত্রে প্রবেশ-করে, দ্বিতীয় ইন্দুসঙ্কাশ শুক্লাভ্রলবপেলব নবনীত-গুড়প্রখ্য ক্ষীরবুদ্বুদ্ সুন্দর সেই স্থানে বিশ্রাম করতঃ স্বকীয় ওজোধাতুর মধ্যে বসতির ন্যায় সুস্থ হইয়া স্বকীয় স্বপ্নের ন্যায় তদীয় স্বপ্নরূপ অখণ্ডিত বিশ্ব দর্শন করিলাম। ২৪—২৯। সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, সুর, অসুর, মানব, পত্তন, আভোগ. লোকান্তর, দ্বীপ, সাগর, অম্ভোধি, কাল, করণ, গ্রাম, কল্প, ক্ষণ, সমুদয় ঋতুর সহিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বরূপ স্বপ্ন অনাদি প্রবাহ-স্থিত প্রসিদ্ধ জগতেরই ন্যায় দেখিলাম। আমি জাগর অবস্থায় অতিশয় বাস করিলাম, যেহেতুক জাগ্রৎ অবসানে নিদ্রা আসিল না। অনিদ্র অবস্থায়ই কি স্বপ্ন দেখিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞাত হইলাম। এই সমস্তই চিদাত্মার ঐশ্বরিক রূপ, তিনি আকাশাত্মক স্বাত্মাকে ঘট, পট, মঠ, জগৎ বা জীব যাদৃশ-নাম-রূপে ব্যপদেশ করেন, সে স্বয়ংই তত্তৎনামরূপে প্রসিদ্ধ হয়। যে যে স্থানে চিদ্ধাতু অবস্থান করেন, সেই সেই স্থানে জগৎরূপেই নিজের শরীর তিনি দর্শন করেন। শূন্যতা আর থাকে না। ওহো পরিদৃশ্যমান জগতের তত্ত্ব আজ এই প্রকারে বুঝিলাম। ইহাকেই লোকে স্বপ্ন বলিয়া থাকে, ইহা ত চিদ্বিবর্ত্তিতমাত্র। স্বপ্নও চিদ্বিবর্ত্ত, জাগ্রতও চিদ্বিবর্ত্ত, সুতরাং বস্তুত স্বপ্ন জাগ্রৎ দুই প্রকার নহে। জাগ্রৎকালে স্বপ্নও স্বপ্ন অর্থাৎ মিথ্যা, কিন্তু জাগরণও স্বপ্নকালে স্বপ্ন, স্বপ্নও স্বদৃষ্টিতে জাগ্রতই বটে। জাগ্রৎও স্বদৃষ্টিতে জাগ্রত বটে, এই প্রকারই দ্বিধা হইয়াছে। ৩০—৩৮। মরণ নামে কোন পদার্থ ই নাই। যেহেতুক পুরুষ চিন্মাত্র। হে মহাবুদ্ধে! অনেক শত শরীর মৃত হইলেও কোন পুরুষের কোন কালে কোন প্রকারে মৃত্যু সম্ভবে না। সেই চেতন আকাশাকারে অবস্থিত আছেন, তিনি দেহাকারে বিবর্ত্তিত হন। তিনি অনন্ত অবিভাগ-স্বভাব মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাকারে কল্পিত হন মাত্র। (পূর্ব্ব শ্লোকে শরীর স্বীকার করিয়া মরণ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ শরীরও নাই মরণ নাই।) স্বভাবতঃ অমূর্ত্ত নিজ অনন্ত প্রকাশস্বরূপ চিৎ-সংজ্ঞিত সূক্ষ্ম পদার্থের সারই জগৎ, অর্থাৎ ভ্রান্তিবশতঃ জগৎরূপে কল্পিত হইতেছে। চিদাকাশ-মধ্যে জগৎ ভ্রান্ত্যনুভবলক্ষণ অণু প্রকাশ হয়। ৩৯—৪৩। যথা অবরণীতে বিচিত্র অবয়বাণু প্রকাশ পায়। জীব বাহ্যভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবাধার হৃদয়ে অবস্থান করিলে বাহ্যসংস্কারানুরোধিস্বকীয়রূপই স্বপ্ন স্বর্গ, ইহাকে চিদ্বিবর্ত্ত বলিয়া জানিতে হয়। আর যখন চিত্ত বাহ্যোন্মুখ হয়, তখন স্বকীয় রূপই জাগ্রৎশব্দিত হয়। যখন চিত্ত অন্তঃস্থ হয়, তখন এই জীবই স্বকীয় রূপকে স্বপ্ন দেখেন। একাত্মক জীবই বাহিরে ও ভিতরে স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, নদী, দিক্‌সমুদয়-রূপে প্রসৃত হন। যেমন তেজোরাশি সূর্য্য স্ববিম্ব-সংস্থ হইয়া দীপ্তির দ্বারা একস্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ জগদাত্ম জীবও বাহিরে ও অন্তরে অবস্থান করিতেছেন। অন্তরে স্বপ্ন ও বাহিরে জাগ্রৎ এতদুভয় চিদাত্মক আমি ইত্যাকার যথার্থ জ্ঞান হইলে ভূমিকাভেদপরিণামক্রমে বাসনাসমুদয় ধ্বংস হইলে মুক্তি হয়। জীব অচ্ছেদ্য ও অদাহ্য, দ্বৈতসঙ্কল্পবশতঃই অন্যথা বিবেচনা করতঃ শিশুর ন্যায় মুগ্ধ হয়। স্বকীয়াত্মার অন্তর্জ্জগদ্রূপে দর্শন স্বপ্ন ও বহির্জ্জগদ্রূপে দর্শন জাগ্রৎ। অতএব স্বপ্ন জাগ্রৎ উভয়ই তাঁহার স্বরূপ এইরূপ জাগ্রৎ স্বপ্নের তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে সুষুপ্তির স্বরূপ জানিতে বুদ্ধি জন্মিল ও তদনুসারে সুষুপ্তির অংশ অনুসন্ধানে উদ্যত হইলাম। ৪৪—৫০। দৃশ্যদৃষ্টিতে আমার কি ফল হইবে, নিশ্চিন্ত হইয়া চিরকাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিব, এই প্রকার সমরূপা সংবিত্তিই সুষুপ্তি, তদন্য নয়। যেমন এই দেহে নখকেশাদি বিদিত ও অবিদিত, সেইরূপ সুষুপ্তিও চেতনাত্মাতে জড়ও নয় অথচ জড় এমন ভাবে স্ফূর্ত্তি পায়। জাগ্রৎ স্বপ্নভ্রমণে শ্রমার্ত্ত হইয়াছি, বিশেষ সংবিত্তিতে কি প্রয়োজন, কিছুকাল শান্তভাবে থাকিব, এতাদৃশ সঙ্কল্পজনিত গাঢনিদ্রা-কারৈকপরিণামই সুষুপ্তি। জাগ্রৎ পুরুষেও চিন্তা পরিত্যাগ দশাতে এতাদৃশ নিদ্রাঘনাত্মক সুষুপ্তি সম্ভাবনা হয়। এই অবস্থান ঘনতা প্রাপ্ত হইলে নিদ্রাশব্দে কথিত হয়। ঈষদ্বিক্ষেপাকারে কিঞ্চিৎ শিথিল হইলে স্বপ্ন শব্দে কথিত হয়। এইরূপে সুষুপ্তি নিশ্চয় করিয়া পরমবুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা তুরীয় পদার্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। সম্যক্ শুদ্ধবোধ ব্যতিরেকে তুরীয়ের পূর্ণরূপ লাভ হয় না। যেমন তম হইতে প্রকাশ লাভ হয় না। সম্যক্ বোধই তুরীয় দর্শনের উপায়। পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব সম্যক্ বোধে বিলীন হয়, স্বরূপে অবস্থিত হয়, সুতরাং আত্যন্তিক বিলীন হয় না। জগতের সহিত স্বপ্ন জাগরণ ও সুষুপ্তি তুরীয়েতেই আছে, কিন্তু পরিদৃশ্যমানরূপে নাই। কারণ হইতে স্বগৎ উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু সৎ অজ ব্রহ্মাই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এতাদৃশ নিত্যবোধই তূর্য্যতা। জন্ম ও তৎকারণ সমষ্টির অজন্ম ব্রহ্মে সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দ্বিতীয় স্বর্গাত্মক দ্বৈত কিছুই জন্মে না, কিন্তু চিতেই জগদাকার চেতনাকর্ত্তৃক সৃষ্টিসংবিৎ স্বয়ং গৃহীত হয়, যেমন অম্বু নিজেই দ্রবতাকে গ্রহণ করে। ৫১—৬১।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৩৭।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

ভাস কহিলেন,—এইরূপে জাগ্রদাদি, তূর্য্যান্ত অবস্থাতত্ত্ব-বিচারের পর সেই প্রাণীর চিদাভাস লক্ষণ জীবের সহিত একীভূত হইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন পুষ্পিত সহকারসম্বন্ধি-সৌরভ বায়ুর দ্বারা পদ্মাকরে নীত হইয়া পদ্মোদ্ভব বায়ুস্থ সৌরভের সহিত মিলিত হয়। আমি যেমন চিদাভাসে প্রবেশনার্থ ওজো-ধাতু পরিত্যাগ করিলাম, অমনি সমস্ত ইন্দ্রিয় সংবিৎ বহির্ম্মুখ ব্যাপারে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর আমি সেই বাহ্যপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সংবিৎ সমুদয়কে অন্তঃপ্রবণ প্রবত্নসংবিত্তের দ্বারা বল-পূর্ব্বক নিগ্রহ করিয়া অন্তরে প্রসৃত হইলাম; যেমন তৈলবিন্দু জল-মধ্যে প্রসৃত হয়। যেমন আমি উপাধি ব্যাপ্তি দ্বারা তৎসংবিত্তে

পরিণত হইতে লাগিলাম, অমনি তাহার ও আমার উভয়বাসনার অন্তঃপ্রতিভাসহেতুক দ্বিগুণিত বিশ্বসংসার দেখিতে লাগিলাম। দিক্ সমুদয় দ্বিগুণিত হইয়াছে। সূর্য্যদ্বয় তাপ দিতেছে। ভূমণ্ডলদ্বয় হইয়াছে। দুই অন্তরীক্ষ লোক দেখা যাইতেছে,—দর্পণপ্রতিবিম্বিত বদন প্রতিবিম্বদ্বয় যেরূপ দেখা যায়; চিৎ দ্বিগুণোপচিত জগৎও সেইরূপ মিশ্রিত দেখা যাইতেছে। তিলদ্বয়ে তৈলের ন্যায় বুদ্ধিকোষস্থ চৈতন্য প্রকাশ পাইতেছে। তৎসম্বন্ধলিত উপাধিস্থ চিদাভাস দ্বয়ে দ্বিগুণীভূত জগৎ নিঃসৃত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। সংবিদ্দ্বিতয়কোষস্থ উভয় জগৎ মিশ্রিত হইলেও, বাসনার অমিশ্রণ জন্য ক্ষীরজলের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। নিমেষকাল-মধ্যে দর্শনমাত্রেই সেই প্রাণীর চিদাভাস সংবিৎ সংবিতের দ্বারায় পরিচ্ছিন্ন করত অর্থাৎ উপাধিদ্বয়ের ঐক্যসম্পাদন দ্বারা একীভূত করিলাম। যেমন ঋতু ঋত্বন্তরের সহিত এক হয়, অল্পজলাশয় বৃহৎ জলাশয়ের সহিত এক হয়, আমোদলেখা বায়ুর সহিত মিলিত হয়, ধূমলেখা মেঘের সহিত মিলিত হয়। শীঘ্রই বাসনার একীকরণ দ্বারা সংবিদ্দ্বয়ের আত্যন্তিক একতা সম্পাদিত হইলে পূর্ব্বানুভূত দ্বিগুণীভূত জগৎও এক হইয়া গেল। ১—১০। দুর্দৃষ্টি পুরুষের দৃষ্ট চন্দ্রদ্বয় সুদৃষ্টি হইলে যেমন এক হয়। অনন্তর তচ্চিত্তিস্থ আমার স্বকীয় বিবেক ত্যাগ না করায়, সঙ্কল্প অলীভূত হইয়া তদীয় সঙ্কল্পানুসারিণী স্থিতি প্রাপ্ত হইল। আমিও তাহার চিত্তবৃত্তির দ্বারা তাহারই ভোগ্য বাহ্য শব্দাদি বিষয় আলোচন করতঃ তাহার হৃদয় ত্যাগ না করিয়াই জাগ্রৎ ব্যবহার লক্ষণ দিনাচার অনুভব করিতে থাকিলাম। অনন্তর সেই প্রাণী অন্ন জল উপভোগ করিয়া শ্রমযুক্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সায়ংকালীন পদ্মের ন্যায় নিদ্রাকুল হইল। সায়ংকালে রবি যেমন স্বকীয় রুচির উপসংহার করেন, সেইরূপ দিগ্নিকুঞ্জে প্রসৃতরূপালোকক্রিয়াকর চিত্ত উপসংহৃত হইল। চিত্তোপসংহৃত হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিও চিত্তের সহিত ছন্ন হইয়া হৃৎকোষে প্রবেশ করিল। যেমন কূর্ম্মাঙ্গ কূর্ম্মে প্রবেশ করে। চক্ষুরাদি মুদ্রিত হইয়া হৃদয়াকার হইল। কিঞ্চিৎ মৃতের ন্যায় লোষ্টরূপা লিপিকর্ম্মার্পিত অর্থাৎ নির্ব্ব্যাপার হইল। আমিও তচ্চিত্তানুবিধায়িত্বহেতুক তদীয় চিত্তবৃত্তির সহিত ইন্দ্রিয়গোলক পরিত্যাগ করিয়া নাড়ীমার্গদ্বারা তদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম। শয্যা সদৃশ কোমল তেজোহংশুস্থ আনন্দময় কোষে বাহ্যানুভব সংহারপূর্ব্বক ক্ষণকাল শূন্যাত্মক সুসুপ্ত্যনুভব করিলাম। যে সময়ে সচ্ছিদ্র নাড়ী সমুদয়ে অন্নপানবিকার নিরুদ্ধ সমান বায়ু বাহিরে নির্গমন করে না, সূক্ষ্মতর গতিতে অন্তরে সঞ্চরণ করে, সেই সময়ে প্রাণ তদাত্মক অদ্বৈত সম্প্রসন্নাত্মমাত্রপর হইয়া হৃদয়াভ্যন্তরে পুরীতত্তি প্রবেশ করতঃ প্রত্যগাত্মরূপ পরমপুরুষার্থ স্বভাবহেতুক চিত্তকে স্বায়ত্ত করেন। নিরতিশয় আনন্দরূপ স্বার্থসত্তারূপ সুষুপ্তিতে নিরতিশয় আনন্দ বপু শোভা পান বিক্ষেপদোষলেশও থাকে না। ১১—২২। রাম কহিলেন, হে মহামুনে! মন প্রাণায়ত্ত হইয়াই মননাদি করেন। যদি সুষুপ্তিকালে প্রাণায়ত্ত বলিয়াই মনন করেন না? তাহা হইলে জাগ্রৎকালেই বা কি প্রকারে মনন করেন? যেহেতুক প্রাণ হইতে পৃথক্কৃত মনের স্বরূপ নাই; প্রাণবিনির্ম্মুক্ত মন ত কিছুই নহে। অধিষ্ঠান সন্মাত্র হইতে পৃথক্ করিলে দেহ প্রাণাদি জগৎরূপ কিছুই থাকে না। তাহার সহিত অপৃথক্ করণে তাহার সত্তার দ্বারা সকলই সত্তাবৎ হয়। ইহার ভিতর প্রাণ হইতে পৃথক্ করিলে একমাত্র মন থাকে না। ইহাত অল্প আশঙ্কা এই অভিপ্রায়ে বশিষ্ঠ কহিলেন,—স্বপ্নগিরির ন্যায় মন কল্পনা মাত্রই শরীর মন হইতে পৃথক্ করিলে এই স্বানুভূত নিজ দেহও থাকে না। চৈত্যার্থাভাবে সে চিত্তও থাকে না, স্বর্গাদিকালে কারণাভাবে দৃশ্যের উৎপত্তি হয় না। এই হেতুক এই পরিদৃশ্যমান সমুদয়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও সর্ব্বাত্মা, সুতরাং এই বিশ্বও যথাস্থিত আছে। ব্রহ্মবিদ্গণের নিকট সন্মাত্রয় চিত্ত দেহাদি সমুদয় ব্রহ্ম, অব্রহ্মবিদ্গণের নিকট এই চিত্ত দেহাদি যেরূপ, আমাদের নিকটে সেরূপ নহে। হে রাজপুত্র! এই বিবিধাকার ত্রিজগৎ ব্রহ্ম মাত্র, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ২৩—২৮। অমল অনন্ত আকাশরূপরূপী এক চিন্মাত্র পদার্থ আছে; তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বরূপাত্মক জগৎও নয়, দৃশ্যও নয়। আদিবিবর্জ্জিত শুদ্ধবুদ্ধরূপ ত্যাগ না করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ চিন্মাত্রকর্ত্তৃক মনস্তত্ত্বই প্রথম অধ্যারোপিত হইয়াছে। সেই মনের দ্বারা আত্মার যে সঞ্চরণ কল্পিত হইয়াছে, হে বেদবিদাংবর! তাহাকেই প্রাণবায়ু বলিয়া জানিবে। এইরূপ প্রাণতা যেমন মন দ্বারা কল্পিত হইয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রদেহাদি দিক্কাল কলনাদিও মনঃকল্পিত হইয়া অনুভূত হয়। এই প্রকারেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অখণ্ডিত চিন্মাত্র। চিত্তও চিন্মাত্র, যেহেতু পরিদৃশ্যমান সমুদয়ই ব্রহ্মকল্পিত, সুতরাং জগৎ নিরাকার, অনাদি, অনন্ত, অনাময়, অনাভাস, শান্ত, চিন্মাত্র সন্মাত্র ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। সর্ব্বশক্তিমৎ পরব্রহ্ম প্রাথমিক মনঃ-শক্তিদ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধানুভবাহিত হইয়া যেরূপ সঙ্কল্পিত হইয়াছিলেন, সেইরূপেই সর্ব্বত্র স্বপ্নজাগরে স্বরূপভূত জগৎ অনুভব করেন। সঙ্কল্পাত্মক মনই কার্য্যব্রহ্ম, তিনি যেরূপে ভূরাদি লোক ও অন্যান্য বিষয়সঙ্কল্প করেন, সেইরূপেই অনুভব করেন। ইহা এইরূপেই আবালিক প্রসিদ্ধ আছে। হে রাম! শূন্যাত্মক চেতনাত্মা পুরুষ প্রথমে চিত্তের দ্বারা প্রাণবান্ হইলেন, অনন্তর দেহী হইলেন, অনন্তর গিরীকৃত হইলেন, অনন্তর ত্রিভুবনীকৃত হইলেন। এ সমস্তই স্বপ্নকালে স্বদেহে কল্পিত পুরীমধ্যে সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। ২৯—৩৭।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—চিত্তই জগতের কর্ত্রী, তিনি যাহা যেরূপে সঙ্কল্পিত করেন, তাহা সেইরূপ হয়, কোন বিষয় অলীক, কোন বিষয় ব্যাবহারিক, কোন বিষয় প্রাতিভাসিক, চিত্তের সঙ্কল্পবশতঃই হইয়া থাকে। প্রাণ ও চিত্ত সঙ্কল্পিত প্রাণই আমার গতি—অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারনির্ব্বাহক প্রাণ ব্যতিরেকে আমি থাকিতে পারি না। এ সমুদয়ও কল্পিত, এই জন্যই চিত্তকে প্রাণের অধীন বলা হইয়াছে। আমি কতিপয় কাল প্রাণ ব্যতিরেকে থাকিতেও পারি না বা থাকিতে পারি, ইহাও কল্পিত। যে স্থানে মন সংযুক্ত প্রাণের দ্বারা শরীর কল্পিত হয়; সে স্থানে বিস্তীর্ণ মায়াপুরের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে শরীরের উদয় হয়। এইরূপ প্রাণ দেহ কল্পনানন্তর আমি কোনকালে যেন প্রাণ ও দেহশূন্য হই না,—ইত্যাকার দৃঢ় নিশ্চয় জীবের হয়, 'চিন্মাত্রস্বভাব আমার তাদৃশ

নিশ্চয় হয় না। সন্দেহজনিত দোলায়িত চিত্ত দুঃখ লাভ করে। বিপরীত দৃঢ়নিশ্চয়ের যথার্থ নিশ্চয় ব্যতিরেকে নিবৃত্তি হয় না। দৃঢ়তর ভ্রান্তিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানজনিত অনুবিকল্পে নষ্ট হয় না। যাহার অহম্প্রত্যয় আছে, তাহার ভ্রান্তিজ্ঞান নষ্ট হয় না। আত্ম-বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত কোন উপায়েই ভ্রান্তিজ্ঞান নষ্ট হয় না। মোক্ষোপায়বিচরণ ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানও হয় না। ১—৯। অতএব যত্নপূর্ব্বক মোক্ষোপায় বিচরণ কর। অহং-ইদন্তেদে দুই প্রকার অবিদ্যা আছে, মোক্ষোপায় ব্যতিরিক্তি কোন কারণেই ইহা নষ্ট হয় না। প্রাণই আমার জীবিত অর্থাৎ পরম প্রেম বিষয়, এই প্রকার দৃঢ় অভ্যাস থাকায় প্রাণাধীন হইয়া মন রহিয়াছে, এইরূপ দেহাধীনতাও মনের আছে। সুস্থদেহে প্রাণ স্থির থাকিলে মন মনন করিতে পারে, কিন্তু দেহ ক্ষুব্ধ হইলে সেই ক্ষোভ প্রাণাগত করিয়া মন আত্মতত্ত্ব-বিবেক দর্শন করিতে পারে না। যে সময়ে স্বকর্ম্ম-স্পন্দন-নিমিত্ত মন ব্যগ্র হন তখন চিত্তস্থিত ব্যগ্র মন আত্মজ্ঞান উন্মুখ হয় না। এই প্রাণ ও মন পরস্পর রথ ও সারথিস্বরূপ। যেমন রথ ও সারথি পরস্পর অনুবর্ত্তন করে। রথ ও সারথি কে কাহার অনুবর্ত্তন না করিয়া থাকে। এইরূপ পরস্পর অনুবৃত্তিস্বভাব প্রাণ ও মন কর্ত্তৃক পরমাত্মা আদি সর্গে সঙ্কল্পিত হন সেই হেতু অদ্যাপি অবুধগণের নিবৃত্তি নিবৃত্তি হয় না। পরমপদে অরূঢ় অর্থাৎ অনুৎপন্ন মনপ্রাণ শরীরীগণের দেশকাল ক্রিয়া দ্রব্য ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। প্রাণ ও মন যাবৎকাল সাম্যাবস্থায় স্বকর্ম্ম করত অবস্থান করেন, তাবৎকাল জাগ্রতাখ্য সমব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। যে সময় প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তনা হইতে উপরত হইয়া বৈষম্য ভজনা করেন, তখন বিষম ব্যবহার অর্থাৎ স্বপ্নাখ্য মানস ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, মন শান্ত হইলে সর্ববিক্ষেপ শান্ত্যোপলক্ষিত সুষুপ্ততা প্রবর্ত্তিত হয়, যে সময় ভুক্ত-অন্নরসাদি দ্বারা নাড়ীমার্গ রুদ্ধ হয়, তখন পিণ্ডিত প্রাণ জড় অর্থাৎ মন্দ সঞ্চরণ হন। তখন মনের শান্তি হয় ও সুষুপ্তির উদয় হয়। নাড়ীমার্গ অন্নাদিপূর্ণ না থাকিয়া ক্ষীণ হইলেও শ্রম-বশতঃ প্রাণনিঃস্পন্দ ভাবে অবস্থিত করিলে তখনও সুষুপ্তির উদয় হয়। মর্দ্দনাদিজনিত নাড়ী মৃদু হইলে এবং শরক্ষত ব্রণে রুধিরাদি পূর্ণ হইলে প্রাণ লীন অবস্থায় অবস্থান করিলে নিস্পন্দ সুষুপ্তির উদয় হয়। ৯—১৯। তাপস কহিলেন,—আমি যাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, সে আহার-পরিতৃপ্ত হইয়া রাত্রিতে সুষুপ্ত ঘন নিদ্রালু হইয়াছিল। আমার চিত্ত তাহার চিত্তের সহিত একতা প্রাপ্ত হওয়ায় আমি ত্যক্তস্বাতন্ত্র্য হইয়া সুঘনসুষুপ্ত নিদ্রা অনুভব করিয়াছিলাম। অনন্তর সেই প্রাণীর উদরস্থ অন্নাদি জীর্ণ হইলে নৈসর্গিক নাড়ী মার্গস্ফুট হইলে প্রাণও স্পন্দমান হইল। সুতরাং সুষুপ্তও তনুতা পাইল। সুষুপ্ত তনুতা পাইলে হৃদয়োৎপন্নের ন্যায় ভাস্করাদি-যুক্ত ভুবন সন্দর্শন করিলাম। সেই ভুবনও প্রলয়-কালীন ক্ষুব্ধ অর্ণব-উত্থিত মহাজলরাশি পূর্য্যমাণ দেখিলাম। সেই জলরাশিও অধস্ত্যক্ত মুষল-প্রমাণ ধারাবৃষ্টিবিশিষ্ট ও গিরিপ্রমাণ তরঙ্গপ্রবাহবিশিষ্ট আর সঞ্চালিত বনমালারূপ তৃণসমূহযুক্ত পর্ব্বতব্যাপ্ত এবং বৃক্ষ ও পর্ব্বত উন্মূলনকারী বায়ু এবং বহ্নিশিখা কর্ত্তৃক দগ্ধ ত্রিলোকীর আকাশস্থ দেব এবং অসুরদিগের নগর-সম্পন্ন খণ্ড খণ্ড কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ। আমি যে সেইস্থলে কোনও কোনস্থানে নগরস্থ কোনও গৃহে নিজ পত্নীর সহিত অবস্থিত হইয়াছি, তাহাই দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আমি সপত্নীক সভৃত্য সবান্ধব ভাণ্ড এবং উপস্করণ ও গৃহের সহিত সেই প্রলয় জলকর্ত্তৃক প্রবাহিত হইলাম। সেই নগর সেই গৃহ তৎকালে প্রলয়বারি কর্ত্তৃক উহ্যমান হইয়াছিল। এবং বৃক্ষাকার তরঙ্গসকল-কর্ত্তৃক লঙ্ঘিত এবং বারিসকল কর্ত্তৃক পরিপূরিত হইয়াছিল। এবং সেই স্থানে ঘোরতর কলকল শব্দ উত্থিত হওয়ায় যেন সমুদ্রকে তিরস্কার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। তত্রত্য লোক-সকল অতিশয় ক্ষুভিত হইয়াছিল। এবং তথাকার জনের পুত্র-সকল অপেক্ষিত হয় নাই। নগর ও গৃহ চঞ্চল আবর্ত্তসম্পন্ন জল প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রবাহিত হওয়ায় আকুলিত হইয়াছিল। এবং তত্রস্থ অঙ্গনসকল বক্ষঃস্থলে করাঘাতপূর্ব্বক ক্রন্দায়মান জনকর্ত্তৃক অতিভীষণাকারে পরিণত হইয়াছিল। ২০—৩১। এবং তত্রস্থ নগরস্থগৃহের বিদীর্ণ ভিত্তিস্থ শিথিল কাষ্ঠের শঙ্কু-(খিল) সকল কঠোর শব্দে শব্দ করিতেছিল। এবং সেই নগর এবং গৃহের ছাদন ছত্রের গবাক্ষে অঙ্গনা সকলের মুখ সকল অবস্থিত ছিল। আমি তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল ক্ষণকাল দর্শনপূর্ব্বক দীন-ভাবে যখন রোদন করিতে লাগিলাম, সেই সকল তরঙ্গমধ্যস্থ বৃদ্ধ বালা এবং অঙ্গনাপরিপূর্ণ সেই সকল গৃহ লীলাগামী নির্ঝরের ন্যায় চারিভাগে বিদীর্ণ হইয়া শতধা বিভক্ত হইল। তদনন্তর আমি সমস্ত কলত্রাদি চিত্ত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণ-মাত্র-সহায় হইয়া সেই প্রলয় বারিতে প্রবহমাণ হইতে লাগিলাম। সেই সময় আমি যোজন হইতে যোজনান্তর গমনসময়ে তরঙ্গ মালাকর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। আর প্রবাহস্থিত বৃক্ষোত্থপ্রলয় বহ্নিশিখার মধ্যে গমন বশতঃ আমার দেহ অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়াছিল। এবং সেই স্থানের, কাষ্ঠসকলের সঙ্ঘর্ষণ কর্ত্তৃক আমি আস্ফালিত হইয়াছিলাম এবং আবর্ত্তে ভ্রমণকালে পাতাল গমনপূর্ব্বক বহুকালের পর উত্থিত হইয়াছিলাম। এবং চলাচল আগমাপায়ের দ্বারা উত্থিত অব্যক্ত গুরুশব্দ বিশিষ্ট অধিক কল্লোলসম্পন্ন সেই জলে আমি বারংবার মগ্ন এবং উন্মগ্ন হইয়া-ছিলাম। কোনও সময়ে বা পরস্পর ঘর্ষণে ভগ্ন শৈল কর্ত্তৃক পঙ্কিল সলিলে পঙ্কমগ্ন বারণের ন্যায় মগ্ন হইয়া দৈবাৎ আগত কোন জলরাশি-কর্ত্তৃক পুনরায় উত্থিত হইয়াছিলাম। আমি যখন ফেনপুঞ্জস্থ অদ্রিখণ্ডের উপরি আরোহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম, অমনি তৎক্ষণাৎ কল্প-বারিরাশি আসিয়া আমার উপর পতিত হইয়াছিল। অধিক কি বিবিধসঞ্চারী কল্লোল জলরাশি আশ্রয় করিয়া এমন কোন দুঃখই নাই যে, আমি তাহাকে অনুভব করি নাই। অর্থাৎ তৎকালে অতি দুঃখিত আমাকে সকল দুঃখেই আক্রমণ করিয়াছিল। ৩২—৪১। হে তামরসেক্ষণ! আমি তৎকালে সেই স্থলে অবসরে যাবজ্জীবন অত্যন্ত চিত্তের বিমলতা নিবন্ধন পূর্ব্বকালীন স্বকীয় সমাধিময় রূপ স্মরণ করিয়াছিলাম যে, অহো আমি অন্যরূপ জগতে পূর্ব্বে এক তাপস ছিলাম। তদনন্তর কোন অন্য ব্যক্তি স্বপ্ন পরিদর্শন করি-বার নিমিত্ত তদ্দেহে প্রবিষ্ট হইয়া এই সকল ভ্রমদর্শন করিতেছি। বর্ত্তমান স্বপ্নপ্রপঞ্চে দৃঢ়াভ্যাস-প্রযুক্ত স্বকীয় দেহে মিথ্যাজ্ঞান হইলে সেই তরঙ্গ কল্লোল-কর্ত্তৃক প্রবাহিত হইয়াও তৎস্মরণান্তর সুখে অবস্থান করিয়াছিলাম। আর যে সকল প্রলয় বিবর্ত্তনে পর্ব্বত, নগর, গ্রাম, উর্ব্বীখণ্ড, পাদপ, অমর, অহীন্দ্র, নর, নারী, নক্তঞ্চর, লোকপাল গৃহ প্রভৃতি উহ্যমান হইয়াছিল, সেই সকল প্রলয় বিবর্ত্তনকে প্রসিদ্ধ মরুমরীচিকাদির ন্যায় মিথ্যা বর্ণিয়া

দর্শন করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি অগ্নিমিশ্রিত জলকল্লোল-কর্তৃক পর্ব্বতসকলের বিঘট্টনা সকলকে বারংবার পরিদর্শন করণানন্তর এই জগতের বিনাশ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই ত্রিনেত্র মহাদেবও অর্ণবমধ্যে জীর্ণ তৃণের ন্যায় উহ্যমান হইতেছেন; সুতরাং দগ্ধ বিধাতার অ গাধ্য কিছুই নাই। যেমন প্রাতঃকালে জলমধ্যে সূর্য্যের প্রভাসকল বিকাশিত পদ্মসকলকে প্রদর্শন করিয়াই থাকে, সেইরূপ গৃহসকল চতুষ্প্রকার ভিত্তি বিদারণপূর্ব্বক স্বমধ্যস্থ শোভা প্রদর্শন করাইতেছে। আর আশ্চর্য্যের বিষয় তরঙ্গমণ্ডলের মধ্যে গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্য অমর নাগ নারীসকল সমুল্লসিত হইতেছে, আরও অনেক ভ্রমরও আবর্ত্ত-কর্তৃক উপলক্ষিত পরাগধবল ভ্রমরপঙ্ক্তির স্বরূপ হারবাহিনী পদ্মশোভিতা প্রসিদ্ধা নদী সকল অপর নদী হইতে সম্পূর্ণরূপ বিলক্ষণ। সেই হেতু এই জলদ-ক্রোড়ে আশ্চর্য্যরূপে শোভিত হইতেছে। ৪২—৫১। বিদ্যাধরীসকলের ভুজলতাবলিত ইন্দুকান্তমণি সকলের কক্ষ্যা বিতানের ন্যায় ভাসমান মণিজাল নির্ম্মিত গবাক্ষশোভাসম্পন্ন দেবাসুর-নাগলোকের মহাগৃহ সকলের ভিত্তিস্তম্ভ সকল সুবর্ণনির্ম্মিত নৌকা সমূহের ন্যায় এই জলমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। আর দীর্ঘ্যমাণ মণিনির্ম্মিত গৃহগত এই প্রলয় জলভরে সংলগ্ন ইন্দ্র কুঙ্কুমচিহ্নিত মত্ত হস্তিসকলের কুম্ভের ন্যায় বিশালতাবিশিষ্ট পৌলমীর পয়োধরযুগলে রতিপ্রযুক্ত খেদ বশতঃ শ্রান্ত হইয়া তদপনয়নের জন্যই যেন জল-ক্রীড়া-সুখ উদ্দেশে তরঙ্গদোলা সকল সম্পন্ন করিতেছেন। হায়! অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত বারিবেষ্টনে আবলিত হইয়াছে। বায়ু কুসুমপ্রকরের ন্যায় কম্পিত নক্ষত্রমণ্ডল বিক্ষিপ্ত করিতেছে। বিবুধ বিমানসমূহ রত্নসানু মেরুপ্রদেশে পতিত হইতেছে। উদ্যান কোটরপ্রবিষ্ট বায়ু সাক্ষত কুসুমবর্ষণ দ্বারা যেন মঙ্গলাচরণ করিতেছে। আকাশে মুক্তাদ্রি ভীমজলবীচি-শিখা-প্রেরিত মন্ত্রোৎক্ষিপ্ত হেম দৃষদস্বরূপ অম্বু ব্রহ্মলোকে পত্রাবৃত কর্ণিকাস্থ ধ্যানৈকনিষ্ঠ পরমেষ্ঠির আসনভূত সরোজ পর্য্যন্ত পরাবর্ত্তিত হইতেছে। গজ-বাজি-মৃগেন্দ্র-নাগ-বৃক্ষাদি-কানন-মহীতল-তুল্য দেহ, অতিঘন ঘুর্ঘুম ঘোষজনিত স্তনক, কনকময় দেবাসুর পত্তনরূপ বিদ্যুৎ বিশিষ্ট এই বীচিচয় মেঘের ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করিতেছে। অতসী কুসুমসদৃশ শ্রীবিশিষ্ট প্রলয়ার্ণব বীচিমধ্যে যম ও বারিপুরঃ যমান্তর দ্বারা নীত হইতেছেন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে! নিবাসাকর পর্ব্বতগুহাগত বারিপুর বাবর্ত্তনা গুড়গুড় শব্দাতিলক্ষ্যপূরণ লক্ষ নগ ও নগরের সহিত অখিল লোকপাল ও মাগগণ জল-নিমগ্ন হইতেছে। ৫২—৫৮। পাতাল ভূতল নভস্তল দিক্ তটসমূহ দুর্ব্বার বারি কলনা পরিপূরিত হওয়ায় গ্রাম পত্তন বিমান ও নগের সহিত ইন্দ্র, যম, যক্ষ ও সুরাসুরগণ মৎস্যের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। দোহনকালে গো বৎসের মাতৃজঙ্ঘা যেমন বক্ষন-স্থান হয়, সেইরূপ উহ্যমান রুদ্রের অনুরূপিণী তনু বন্ধনস্থান হইল। অহো! অত্যোচ্চ বদনকারী দেবদানবগণের যন্ত্রী জন্য হলাহলধ্বনি ব্যাপ্ত বুড়বুড়া রব ক্রত হইতেছে। কোলাহলাকুল দেবদানব পুরীবক বেগপাতজনিত বিমুক্ত পটলীবলিতাম্বরে ভ্রাম্যমাণ ঘন জলজাল দ্বারা যেন জলময় স্ফুট বুদ্বুদবহন সংলক্ষিত হইতেছে। হা কষ্ট! এই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ সূর্য্য আবর্ত্তমূর্ত্তি পরিবর্ত্তন দ্বারা সুন্দররূপে অকস্মাৎ পতিত হইতেছে। এই কুবের, যম, নারদ, বাসবাদি দেবগণ পয়োভ্রপটলজনিত বিধুর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন। ব্রহ্মেন্দ্রাদি পুরোধগুরুর দ্বারা সকটমর অনুসন্ধানে কটুকুটানদর্শি-দেহাদিতে অহম্ভাবশূন্য তত্ত্ববিদ্গণ প্রশান্ত জড় স্বদেহজাল উহ্যমান দেখিয়া শবের ন্যায় বহন করিতেছেন। (সুতরাং তাহাদের সেই দেহের ছেদভেদাভিঘাতজনিত দুঃখ নাই)। পৃথিবীতে অতিমূর্খ বলিয়া প্রসিদ্ধ এই স্ত্রীগণকে ত্রাণ করিতে কেহই সমর্থ নন। ইহারা অর্দ্ধপরিপিষ্ট হইয়া এই স্থানেই কষ্ট পাইতেছে। অন্তকের দশনে অতিচর্ব্ব্যমাণ এই জনসমূহ পরস্পর রক্ষণে সমর্থ নহে। পর্ব্বতবিদারী সর্পবৎ সর্পণকারী বিপুল জলচরের কল্লোল হইতেছে। সেই কল্লোলমধ্যে দেবপত্তনসমূদয় নৌকার ন্যায় স্বশরীর উন্নমিত করিয়া অনন্তর শীঘ্রই অধোমগ্ন হইতেছে। ত্রিভুবন কালে নির্ম্মূল হইয়া বারিবিলোড়িত দ্বীপ অদ্রীন্দ্র সুরাসুরোরগগণ নরনাগ-অপ্সর-চারণব্যাপ্ত হইয়াছে এবং ছিন্নমূল সপ্তসিন্ধুব্যাপ্ত একার্ণবের ন্যায় হইয়াছে। কি কষ্ট, বহুবিভবসম্পন্ন জগন্নায়ক ইন্দ্রাদি দেবগণ কোথায় গিয়াছেন। ৫৯—৬৭।

একোনচত্বারিংশদধিক শততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকশততম সর্গ

ব্যাধ কহিলেন,—ভগবন্। আপনার মত স্বচ্ছযোগাসক্ত ব্যক্তির পূর্ব্ববর্ণিত বহুপ্রকার প্রলয়জগপ্লবনাদি নানা ভ্রান্তিময় অবস্থায় অতীতানাগত সর্ব্বদর্শনোপায় ধ্যানলক্ষণ যোগাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা সমস্ত ভ্রান্তির উপশম কেন না হইল? মুনি কহিলেন, কল্পান্তকালে অধিষ্ঠান চতন্তে ভ্রান্তিরূপ জগতের নানাপ্রকারে নাশ হইয়া থাকে। কোন কল্পান্তে ক্রমিক নাশ হয়, কোন কল্পান্তে সপ্ত সমুদ্রের একধাতাবাদিলক্ষণ-বিকারহেতু যুগপৎ নাশ হয়। যখন অকস্মাৎ বারিবিকার উপস্থিত হয়, তখন হিরণ্যগর্ভের নিকট নিবেদন জন্য সুরগণ যেমন গমনেচ্ছা করেন, তখনই জলদ্বারা নীত হন। যে অবস্থায় সুরগণেরও প্রমাদ হয়, তখন আমাদের কথা কি বলিব। অথবা হে বিপিনাধীশ ব্যাধ! যে কালে এই কাল সর্ব্বভক্ষণ অর্থাৎ সর্ব্বনাশক হন, তখন অবশ্যম্ভাবি যাহা আছে, তাহা হইবেই, ক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্রই মহদ্ব্যক্তিগণেরও বল, বুদ্ধি ও তেজের বিপর্য্যাস হয়। অথবা হে ব্যাধ! আমি তোমার নিকট যাহা বর্ণনা করিয়াছি, সমস্তই স্বপ্নদৃষ্ট, স্বপ্নে কিছুই অসম্ভব নহে। ব্যাধ কহিল, হে কল্যাণৈকবিদূষিতো! তদ্বর্ণিত বৃত্তান্ত যদি স্বপ্নোপম অসৎ হয়, তবে তাহার বর্ণনে কি প্রয়োজন? মুনি কহিলেন, হে বুদ্ধিমন্! এ বিষয়ে তোমার বোধনাত্মক মহৎ কার্য্য আছে। বর্ণিত প্রপঞ্চসদৃশ দৃশ্যমান প্রপঞ্চও ভ্রমাত্মক জানিবে। পরিশিষ্ট সত্য আমার নিকট শ্রবণ কর। অনন্তর মত্ত একার্ণবমধ্যে সেই অন্তর ওষঃস্থিত ভ্রান্ত আমি স্বপ্নে ভ.ত্ত্ববস্তু সন্দর্শন করিলাম। বিমুক্ত বাহুবিগ্রহ সপক্ষ গিরীন্দ্রবৃন্দের ন্যায় যাবৎকাল আবর্ত্ত-কল্লোলাদির সহিত সেই বারি কোন স্থানে নির্গত হইল। আমিও সেই বারিরাশি-উহ্যমান হইয়া, দৈববশতঃ কোন শিখর-প্রান্তসন্নিত তট পাইলাম। তখন সেই তটকে আশ্রয় করিয়া আমি বাস করিলাম। ১—১২। ক্ষণকালের মধ্যে অশেষ সলিলরাশি নির্গত হইয়া গেল। বীচাগ্রে স্ফুটিত জল-

কপাকার গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক তারকিতাম্বর পাতালগত তারাগণ-কর্ত্তৃক মণিময় উদরের ন্যায়, জরৎ-তৃণসদৃশ পরাবৃত্ত অদ্রি-কর্ত্তৃক আবর্ত্ত-মধ্যে প্রকটিত হেমদ্বীপোপম গীর্ব্বাণ-পুর-মন্দির-ব্যাপ্ত, ভ্রমৎ সুরাঙ্গনালীন-নলিনী-জাল-মালিত, মধ্যোহ্যমান কল্পাভ্রনীল শৈবাল জালক বিদ্যুৎ গোরোচনাম্ভোদ নীল নীরজাতিশয়িত স্ফুরৎ সীকর নীহার মেঘাদ্রিকৃত দিক্তট, উল্লোল বীচি-সন্দিগ্ধ বৃহৎ কল্পদ্রুমসমূহ সলিলরাশি, ক্ষণমধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। অনন্তর একার্ণব খাত শুষ্ক কোটর হইল। কোথায়ও সহ্যাদ্রি গলিত হইতেছে। কোথায়ও শীর্ণমন্দির পর্ব্বত রহিয়াছে। কোথায়ও বা পঙ্কনিমগ্ন ইন্দু যম বাসব ভক্ষক পড়িয়া আছে। কোথাও বা পঙ্কনিমগ্ন অধঃশাখ কল্পদ্রুম, কোথাও বা কমলবৎকীর্ণ লোকপাল-শিরঃকর, কোথায়ও বা পঙ্কজ-বিভ্রান্ত-রুধির-হ্রদ-পাটল, কোথায়ও বা আকণ্ঠ-নিমগ্ন-ক্বণৎবিদ্যাধরীগণ, কোথাও বা স্বপ্নের ন্যায় মৃত হস্তিসদৃশ যমবাহন মহিষাবৃত, কোথাও বা অমরপর্ব্বতসন্ন মহাকায় গরুড়, কোথায়ও বা ভূমি-পতিত যমদণ্ডসদৃশ জল-নিরোধক্ষম মহাসেতু। কোথাও বা প্রসুপ্ত-বিরিঞ্চিবাহন-হংস-সমন্বিত-পঙ্কিল ভূমি, কোথায়ও অমরগণের দেহার্দ্ধ পঙ্কনিমগ্ন রহিয়াছে। অনন্তর ,কোন পর্ব্বতের প্রান্তদেশ পাইয়া কোন মুনির আশ্রমে যখন বিগতভ্রম হইলাম, তখন অত্যন্ত নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাসনান্বিত হইয়া সুষুপ্তোত্তর কাল-প্রাপ্ত নিদ্রান্ত পাইলাম। তখন স্বকীয় ওজোধাতুতে স্থির হইয়া তাদৃশই কল্পান্ত দর্শন করিলাম ও দ্বিগুণ দুঃখে আকুল হইলাম। প্রবুদ্ধ হইয়া সেই প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত সেই স্বপ্ন দর্শন করিলাম। দ্বিতীয় দিনে ভাস্করোদয় হেতু সুন্দর লোক, আকাশ, পৃথিবী, শৈল এবং ভুবন দেখিলাম। যেমন বৃক্ষ হইতে পত্রাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চিত্ত হইতে স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, সরিৎ, দিক্সমুদয় উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই সমস্ত পদার্থ দেখিয়া পূর্ব্বানুভূত বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্মৃতধী হওয়ায় সেই পদার্থ দ্বারা ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ১৬—৩০। অদ্য ষোড়শ বর্ষ হইল জন্মিয়াছি, ইনিই আমার পিতা, ইনিই আমার মাতা, এই আমার গৃহ ইত্যাদি প্রকার অপূর্ব্ব ব্যবহার-প্রতিভার উদয় হইল। কোন গ্রামে ব্রাহ্মণের আশ্রম দেখিলাম, কোন গৃহে কেহ আমার বন্ধু হইয়াছিল, সেই বন্ধুগণের সহিত সেই গ্রামমন্দিরে বাস করত জাগ্রদাদি অবস্থা অনুভব করিতে করিতে বহু অহোরাত্রি অতিবাহিত হইল। আর সেই গ্রামাদিও যথার্থের ন্যায় হইল। অনন্তর কালবশতঃ আমার প্রাক্তন বুদ্ধি নষ্ট হইল, পূর্ব্বোক্ত মৎস্যত্ব প্রাপ্তির ন্যায় গ্রাম বাস্তব্যতা-সম্পন্ন হইল। এই প্রকারে গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ হইল, দেহমাত্রে আস্থাবদ্ধ হইল, বিবেকভূমি দূরীকৃত হইল। শরীরমাত্রে আত্মবুদ্ধি হইল, দারমাত্রে অনুরাগ থাকিল, বাসনামাত্র সার, ধনমাত্রৈকতৎপর হইলাম, ধনের ভিতর জীর্ণ গোমাত্র থাকিল। গৃহাঙ্গনে নিষ্পা-পাদি লতায় দ্বারা বৃতি রোপণ করিলাম। অগ্নি, ক্ষেত্রোপযুক্ত ভূমি, পশ্বাদি প্রাণী ও কমণ্ডলু উপার্জ্জন করিলাম। ৩১—৩৬। চলৎ স্নুহ্যঙ্কে বদ্ধাবহ হইলাম,লোকাচারে সর্ব্বদা রত থাকিলাম। গৃহপার্শ্বগত আনীল শাদ্বলস্থলীতে উপবেশন করিতাম, শাক ও শাকায় আরাম রচনা করত বাসর অতিবাহিত করিতাম। সরিৎ, হ্রদ, নদী ও সরোবরে স্নানতৎপর হইয়াছিলাম। এই আমার কর্ত্তব্য, এইটী আমার নিষিদ্ধ এই প্রকার বিধিনিষেধ-রজ্জুতে নিবদ্ধীকৃত হইয়াছিলাম। এই প্রকারে আমার জীবনের শতবর্ষ অতিবাহিত হইলে, দূর হইতে আত্মবান্ তাপস অতিথি উপস্থিত হইলেন। তিনি পূজিত হইয়া স্নানপূর্ব্বক আমার গৃহে বিশ্রাম করিলেন এবং রাত্রিতে আহারের অনন্তর শয্যা-আরোহণপূর্ব্বক নানা কথার অবতারণা করিলেন। নানাবিধরসাশ্রয় নানা দিগ্দেশ শৈল উর্ব্বী ব্যবহার মনোহর কোন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, পরি-দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই অনন্ত অবিকারী চিন্ময়; চিন্মাত্রই জগৎরূপে কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। এই কথা শুনিয়া আমি বোধিত হইলাম ও বোধপক্ব হইলে ধারণাবশতঃ পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল, আত্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। যাহার উদরে ছিলাম, তাহার বিরাট্রূপ আশঙ্কা করিয়া, তথা হইতে নির্গমনের উদ্যোগ করিলাম। যে প্রাণীর উদরে ভূমি, অব্ধি, অদ্রি ও সরিদ্বৃত বিস্তীর্ণ ভুবনে ভ্রমণ করিয়া, নির্গমদ্বার পাইলাম না, তখন বন্ধুজনাবৃত সেই স্থান পরিত্যাগ না করিয়া, বহির্নির্গমনার্থ তাহার প্রাণ-পবনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। ৩৭—৪৭। অতএব বিরাটের বাহ্যবিরাড়ন্তরোৎপন্ন আভ্যন্তর সমুদয় দর্শন করিব। এতাদৃশ সঙ্কল্পপূর্ব্বক তদনুকূল তৎপ্রাণ অহম্ভাব ধারণাবদ্ধ হইয়া স্বস্থানে থাকিয়া কুসুম হইতে গন্ধের ন্যায় তাহার প্রাণ-পবনের সহিত নির্গমন করিলাম। পবনস্কন্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার মুখকোটর পাইয়া বাতলক্ষণ রথ রোহণপূর্ব্বক বহির্নির্গত একটী পুরী দেখিলাম। বাহ্যে কোন গিরিকন্দরে একটী মুনির আশ্রম আছে। সেই আশ্রম এখন শিষ্যকর্ত্তৃক পালিত হই-য়েছে। সেই স্থানে আমার দেহ প্রাগনুভূতবৎ বদ্ধপদ্মাসনে স্থিত রহিয়াছে। আমার অগ্রভাগে স্থিত মৎসংরক্ষণ কর্ম্ম-পরায়ণ অন্তেবাসিগণের মুহূর্ত্তমাত্র কাল অতীত হইল। আমি যাহার হৃদয়ে সংপ্রবিষ্ট ছিলাম, সে অন্তেবাসীও কোন গ্রামে উৎসবলব্ধ অন্ন দ্বারা তৃপ্ত হইয়া উত্তানভাবে শয়ন করিল। আমি সে আশ্চর্য্য দেখিয়া কাহাকে কিছু বলিলাম না। কৌতুক বশতঃ পুনর্ব্বার তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম। তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে ওজঃপ্রদেশ—অর্থাৎ আনন্দময়াদি কোষত্রয় যেমন পাইলাম, অমনি দারুণ যুগান্তকাল প্রবর্ত্তিত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্ম-ব্যবস্থার সহিত ভুবনের বিপর্য্যাস হইল। দেখিলাম, সে স্থানে অন্য অচল, অন্য বসুধা, অন্য দিক্ ও অন্য প্রকার ভুবনস্থিতি। আমার সেই পূর্ব্ববন্ধুগণ, সেই গ্রাম, সেই ভূভাগ ও সেই দিক্তট-সমুদয় কোথায় গিয়াছে, জানিতে পারিলাম না। বোধ হইল, বাতাসে যেন সমস্ত উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। ৪৮—৫৮। অপূর্ব্ব সন্নিবেশবিশিষ্ট অন্যভাবে অবস্থিত ভুবন যেমন দেখিতেছি, অমনি অন্য ভাবের উদয় হইল। দ্বাদশ আদিত্য তাপ দিতে লাগিল। দশদিক্ জ্বলিতে আরম্ভ করিল। সেতুজনিত দ্রবীভূত অম্বুর ন্যায় শৈল-সব গলিতে আরম্ভ করিল। প্রতিপর্ব্বতে প্রতিদিকে বলপীড়িত জ্বলিতে লাগিল। সমস্ত রত্নভূতি দগ্ধ হইয়া কেবল স্মৃতিপথে রহিল। সমস্ত সমুদ্র শুষ্ক হইয়া গেল। দিক্ সমুদয় হইতে প্রচণ্ড বায়ু উত্থিত হইল। ভূমণ্ডল চূর্ণীকৃত অঙ্গারসদৃশ হইল। প্রথম পাতাল হইতে, অনন্তর ভূতল হইতে, পরে দিক্ সমুদয় হইতে জ্বালা বহির্গত হইতে থাকিল। ক্ষণ-কাল মধ্যে সমুদয় বিশ্ব এক জালাময় মণ্ডল হইল। সন্ধ্যাভ্রের

ন্যায় আরক্ত বর্ণ হইল। সেই জ্বালাময় সমুদ্রমধ্যে হেমপদ্ম-কোষে ভ্রমদ্ভৃঙ্গের ন্যায় আমি প্রবিষ্ট ছিলাম। কিন্তু পদ্মভৃঙ্গের ন্যায় প্রসক্ত দাহাদি বিকারদুঃখ পাই নাই। অনিল ধারণার দ্বারা অনিলাত্ম অর্থাৎ বায়ুপ্রায় আমি জ্বালাময় মহা-অম্বুবাহে বিদ্যুতের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। জ্বালপরিস্পন্দে শরীর বিলোল হইতেছিল। স্থলাব্জ খণ্ডে ভ্রমণকারী ভ্রমরসদৃশ শ্রী হইয়াছিল। ৫৯—৬৫।

চত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ।

মুনি কহিলেন,—আমি স্বস্থানে সর্ব্বতোদহন ব্যাপ্ত হইয়াও দুঃখভাগী হই নাই। অপরিচ্যুত হইয়া ইহাকে স্বপ্ন জানিয়াই দুঃখভাগী হই নাই, নব উড্ডীয়মান জ্বালাজালমণ্ডল অবলম্বন করিয়া অলাতচক্রের ন্যায় অখিল নভঃপ্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তত্ত্ববিদ্ অখিন্নধী আমি অগ্নির তত্ত্ব বিচার করিতে করিতে মারুৎ উপস্থিত হইলেন। সেই পবনে মেঘরবোপম অতি গম্ভীর চীৎকার ধ্বনি হইতে লাগিল। সেই বায়ু উদ্গমান শিলা উল্মুক রজঃ ভস্মাদি জগৎ পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৃহৎ ধূম্র মাবেগবশতঃ অগুণিত অম্বুদপ্রায় হইয়াছিল। এবং পরিবর্ত্তমান দ্বাদশাদিত্যের সহিত মিশ্রিত অলাতচক্রের ন্যায় হইয়াছিল। জ্বালালক্ষণ সন্ধ্যাভ্রনিবহ দ্বারা বৃহৎ অগ্নিময় শত শত নদী প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। শৈলসমুদয় হইতে দ্বিগুণ ভূখণ্ড দানবামর-পত্তন সমুদয় অম্বরকুক্ষিতে ভ্রান্ত ভূত কর্ত্তৃক দ্বিগুণ পাত্রৌঘ হইয়াছিল। অতিশয় দগ্ধ ও অর্দ্ধদগ্ধ পতমান সুরস্ত্রী কর্ত্তৃক অগ্নিশিখালব দ্বিগুণ হইতেছিল। পতদঙ্গার লক্ষণ তদীয় জলধারাসমুদয় ও অগ্নিবাণ লক্ষণ সীকরসমুদয় উন্মত্ত দন্তের ন্যায় বোধ হইতেছিল। অলাত বিদ্যুৎ পূত অঙ্গারমণ্ডলীকে কম্পিত করিতেছিল। ধূমান্ধকারে ঊর্দ্ধদিঙ্মুখম্লান ও আচ্ছাদিত হইতেছিল। ভূমি হইতে ব্যোম ও দিঙ্মুখ হইতে জ্বালা-লক্ষণ সন্ধ্যাবারিদ নির্গত হইতেছিল। যে বারিদের দ্বারা দেবাদির সহিত সপ্তলোক জ্বালা-শৈল সংপিণ্ড-মাত্র হইয়াছিলেন। সেই প্রাগ্বর্ণিত প্রচণ্ড পবন কালাগ্নির ন্যায় নৃত্যক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কোথাও ঊর্দ্ধদেশে উচ্ছলন-জনিতাকীর্ণ-অনলকণা কপিলবর্ণ মূর্দ্ধজাকারে পরিণত হইয়াছিল। কোথাও অধোভাগে পাদাঘাতে কুড্য সমুদয় প্রোড্ডীন হইয়াছিল। সেই পবন দুঃসহ রটনে পটু হইয়াছিল। তাহার অঙ্গ সমুদয় ভস্মাবগুণ্ঠিত হইয়াছিল। কোথাও মধ্যভাগে সম্পতৎ জ্বালাপটল উপসংগ্রহ করায় পরিহিত বস্ত্রের ন্যায় দেখাইতেছিল। ১—১১।

একচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

মুনি কহিলেন,—সেই সম্ভ্রান্ত সশ্রম কষ্টে শ্রমপ্রযুক্ত অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িলাম এবং চিন্তাও করিলাম যে, পরের হৃদয়ে বৃথা দুঃখ-দুঃখ কি দেখিতেছি। এ সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মস্থ হইয়া নিবৃত্তি লাভ করিব। ব্যাধ কহিলেন, স্বপ্নের তত্ত্ব কি, ইহা নির্ণয়ের জন্য পরকায় প্রবেশপূর্ব্বক পরের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এখন স্বপ্নতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন? পরের হৃদয়ে মহার্ণব প্রভৃতি দেখিলেন এ কি? জঠরে কল্পবাত, হৃদয়ে কল্পানল, কি প্রকারে সম্ভব হয়? হৃদয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ, বায়ু, পর্ব্বত, শরীর, দিক্‌সমুদয় কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহার স্বরূপ আমাকে বলুন। মুনি কহিলেন, সৃষ্টির কারণ সম্ভাবনা নাই, কাহারও উৎপত্তি হয় না, সুতরাং সর্গ শব্দ ও অর্থ অজ্ঞান বিষয় মাত্র, বস্তুতঃ সর্গ শব্দ ও অর্থে কিছুমাত্র তাৎপর্য্য নাই। সর্গ শব্দ ও অর্থ পরমাত্মবিষয় অজ্ঞান হইলেই চিৎপ্রতিবিম্ব সমন্বিত হওয়ায় প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে শুভগণ! তোমার অভিপ্রেত স্বপ্নাদি জগৎ-তত্ত্ব বোধ হইলে, মূর্খতার শান্তি হয়। অনাদি অনন্ত পরমপদে থাকিয়া বস্তুতঃ সর্গ শব্দ অর্থ নাই, এই কথা বলিয়াছি। মূঢ় সংবিত্তিতে যে শব্দার্থ ভাণ পায়, তাহা অত্যন্ত অসম্ভব। সুতরাং আমি তাহা জানি না। বোধমাত্র বস্তু অবস্থাকারে আভাত হয়। তাহাতেই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব দেখাইতেছে। বস্তুতঃ কোথায় বা শরীর, কোথায় বা হৃদয়, কোথায় বা স্বপ্ন, কোথায় বা জলাদি, কোথায় বা বোধ, কোথায় বা অবোধ, বিচ্ছিত্তি, কোথায় বা জন্ম, কোথায় বা মরণাদি। ১—১০। এক মাত্র স্বচ্ছ চিন্মাত্র বস্তুই আছেন। তাহা অতি সূক্ষ্ম, যাহা হইতে আকাশও স্থূল বলিয়া গণ্য হয়। যেমন অণুর নিকটে অদ্রি স্থূল, সেই সচ্চিদাকাশ, স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কল্প করেন এবং জগৎকে শূন্য বলিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণ জানিতে পারেন। যেমন স্বপ্নপুরে অদ্বিতীয় চিৎ ভাণ পায়, বস্তুতঃ কোন পুরাদি থাকে না, সেইরূপ আকাশে চিন্মাত্রই জগদ্রূপ ভাণ পায়, এই পদার্থ শান্ত, অনাভাত ও অত্যাজ্ঞ, ইহাতে অন্য কিছুই নাই। যেমন চক্ষু তিমিরোপহত হইলে আকাশে চন্দ্রকাদি দেখা যায়, সেইরূপ অজ্ঞান বশতঃ চিৎপদার্থে নানাকার দেখা যায়। আমাদিগের নিকট অভাবও নাই, প্রাতিভাসিকও নাই, ব্যাবহারিকও নাই, শূন্যও নাই। অনাকার অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় চিদ্ব্যোমই কেবল ভাণ পাইতেছে। স্বপ্নে যে অকারণকের ন্যায় ভাণ পাইতেছে, সে কেবল ত্রিপুটীশূন্য শুদ্ধ দ্রষ্টা, এই নির্ণয় হেতুকই জাগ্রদবস্থায় কারণভাব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জাগ্রদ্দশাতেও দ্রষ্টাদর্শনাদি ত্রিপুটী নাই, নির্ম্মল কোন পদার্থ ভাণ পায়, তাহার অনুভূতি অত্যন্ত স্ফুট হইলেও অনির্ব্বচনীয় ও আদ্যন্তহীন এবং অদ্বিতীয় ও দ্বৈতৈক্য বিবর্জ্জিত। যেমন এক কাল প্রলয় ও সর্গ উভয়াত্মক, যথা বা একই বীজ অঙ্কুর কাণ্ড বৃক্ষশাখা পল্লব ফল পুষ্পান্ত পর্য্যন্ত স্বয়ংই অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বাত্মক হন। যাহা এক ব্যক্তির নিকট মহৎ কুড্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাকেই অন্য ব্যক্তি নির্ম্মল নভঃ বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। ইহা স্থির স্বপ্ন সঙ্কল্প ভ্রম ভূমিতে দেখা গিয়াছে। যেমন আত্মা চিন্মাত্র স্বপ্নেও জাগ্রতের ন্যায় ভাণ পান, সেইরূপ জাগ্রদ্ভ্রম স্বপ্নেও ভাণ পায়। অণুমাত্র স্বপ্ন হইতে জাগ্রতের অন্যথা ভাণ হয় না। সেইরূপ ইদানীং অন্যথা ভাণ হইতেছে না, অতএব আত্মা অদ্বিতীয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়াগ্রাহ্য পবনে যেরূপ তাদৃশ সৌরভ অবস্থিতি করে, তাহা ঘ্রাণজ অনুভবের দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়, সেইরূপ অমূর্ত্ত চিন্মাত্রে অমূর্ত্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। সুষুপ্ত প্রলয়ানুভব পুরুষের অদৃষ্ট হইলেও পুরুষান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত মনন ত্যাগ করিলে যে তুমি অবশিষ্ট থাকিবে, সেই নিরাময় বহিরন্তঃ অনন্ত আত্মা

নিরন্তরই সুস্থিত রহিবেন। ব্যাধ কহিল,—হে ভগবন্! এই সংসারে কাহাদিগের প্রাক্তন কর্ম্ম থাকে? কাহাদিগের বা থাকে না? কর্ম্ম না থাকিলেই বা মনন ও তাহার ত্যাগ কি প্রকারে হয়? ১১—২৩। মুনি কহিলেন, স্বর্গাদি কালে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাদি দেবগণ আবির্ভূত হন তাঁহাদের বিজ্ঞানমাত্র দেহ, জন্ম ও কর্ম্ম নাই এবং সংসার নাই, দ্বৈত নাই, দ্বৈত কল্পনা নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞানময় দেহে সর্ব্বাত্মস্বরূপ সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। সর্গাদিতে প্রাক্তন কর্ম্ম কাহারও থাকে না, সর্গাদিতে ব্রহ্মই সর্গরূপে বিজৃম্ভিত হন। যেমন ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মাদি সর্গাদিতে প্রকাশ পান, সেইরূপ অন্য শত সহস্র জীবও প্রকাশ পায়। কিন্তু জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বকীয় ব্রহ্মত্ব জানিতে পারে না। প্রত্যুত আমি ব্রহ্ম নই, এই প্রকারে ব্রহ্মান্তত্বই বুঝিয়া থাকে। এই প্রকারে যে অসাত্ত্বিক—অর্থাৎ কেবল সত্ত্ব পরিণাম বিলক্ষণ রজস্তমোমিশ্র সত্ত্ব পরিণাম-উদ্ভূত জীব অচিদাখ্য এই দ্বৈতে সত্য বুদ্ধিপূর্ব্বক তদ্বাসনা বাসিত হইয়া পরলোক গমন করে, তাহাদিগেরই উত্তরকালে কর্ম্মের সহিত জন্ম দেখা যায়। যেহেতু তাহারা স্বয়ং অচিদ্বে‍াদি আত্মজ্ঞান বশতঃ পরমার্থ বস্তু বিস্মৃত হইয়া অবস্তুকে আশ্রয় করে। যাহাদের কোন কালেও ব্রহ্মান্তত্ব বোধ হয় নাই, সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হরাদি নিরবদ্য—অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধ রহিত। সর্ব্বাত্মজ্ঞানের নির্ম্মলত্ব স্বাভাবিক ব্রহ্মস্বভাবেই অবস্থিত করেন। কোথাও মলিন উপাধিতে জীবের ন্যায় ভাণ পান। যে স্থানে জীবত্ব হইয়াছে, সেই স্থানেই অবিদ্যা অবস্থান করিতেছে। সে স্থানে আত্মা সংসার নাম রূপ ধারণ করিয়াছে। কালেতে স্বয়ংই আত্মস্বরূপ জ্ঞান হইলে স্বয়ংই স্বরূপাভিন্ন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন। যেমন জলের দ্রবত্ব হেতুক অন্তরে আবর্ত্ত হয়, সেইরূপ অজ্ঞাত ব্রহ্মের সর্ব্বদা ভ্রান্তিস্বভাব হয়। পরমার্থত সর্গ নাই। সর্গই ব্রহ্মভাণ স্বপ্নও নয়, জাগরও নয়, ব্রহ্মের সর্গত্ব বা অন্তত্র কর্ম্ম কি প্রকারে সম্ভবে। ২৪—৩৫। বস্তুতঃ কর্ম্ম নাই, অবিদ্যা নাই, সর্গও নাই, সম্বেদন বশতঃ সমস্তই অসদ্রূপে প্রতীতি হয়। ব্রহ্মই সর্গভূতাত্মা কর্ম্মজন্ম ইত্যাদি কল্পনা স্বয়ং করেন ও তদ্রূপেই ভাণ পান। তিনি বিভু ও সত্যসঙ্কল্প, সুতরাং কল্পিতার্থের আশ্রয় হন, সর্গাদিকালে কোন জীবেরই কর্ম্ম সম্ভাবনা নাই। পশ্চাৎ অবিদ্যা কল্পনা হেতুক দেহাদি দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করত ভোগ করে। বল দেখি, জলাবর্ত্তের দেহই বা কি, কর্ম্মই বা কি? যেমন জলাবর্ত্ত অম্বুমাত্র, সেইরূপ জগৎও ব্রহ্মমাত্র। স্বপ্ন দৃষ্ট নরগণের প্রাক্তন কর্ম্ম থাকে না। সেইরূপ চিন্মাত্র জীবেরও আদি সর্গে শুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহে কর্ম্ম সম্ভবে না। যেহেতুক তাহাদিগের স্বর্গ বুদ্ধিই হয় না। স্বর্গে সর্গবুদ্ধি রূঢ় হইলে কর্ম্ম কল্পনা হয়। পশ্চাৎ কর্ম্মপাশে বশীভূত জীব ভ্রমণ করিতে থাকে। সর্গই ত স্বরূপতঃ সর্গময়। সর্গাকারেই ব্রহ্মাবস্থান করেন। সুতরাং কোথায়ই বা কর্ম্ম, কাহারই বা কর্ম্ম, কর্ম্মের স্বরূপই বা কি হইবে। স্বয়ং পরমাত্মার অপরিজ্ঞানমাত্রই কর্ম্ম বন্ধের কারণ। জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞানরূপ কর্ম্ম বদ্ধ থাকে না। যখনই পণ্ডিতের বিজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই বন্ধরূপ কর্ম্ম নষ্ট হয়। স্বরূপতঃ যাহার সত্তা নাই, তাহার শান্তির জন্য কি কদর্থনা করিবে? পরমার্থ ব্যতিরেকে স্বরূপতঃ কিঞ্চিন্মাত্র বস্তু নাই। যাবৎ পণ্ডিতত্ব হয় না, তাবৎকালই মায়া ভবভয়করী থাকে। পাণ্ডিত্যও তাহাকে বলে, যাহা হইলে পুনর্ব্বার সংসারচক্রে পতিত হইতে হয় না, নতুবা শুষ্ক তর্কাদিপাণ্ডিত্য পাণ্ডিত্য নহে। অতএব অবিরত অমলাত্মক জ্ঞান দ্বারা পাণ্ডিত্যের প্রতি যত্ন করিবে। অন্যথা উপায়ান্তরে ভবের শান্তি হয় না। ৩৬—৪৬।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৪২॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ।

মুনি কহিলেন,—সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবিরুদ্ধ লৌকিক ধর্ম্ম এবং তদুভয়ের ফলভূত ঐহিক আমুষ্মিক সুখের তারতম্য নির্ণয়ে সন্দেহগ্রন্থি ভেদ দ্বারা শ্রোতৃগণের বুদ্ধিবিকাশন পণ্ডিতই সভার মণ্ডন। যেমন পুণ্ডরীকের বিকাসনে মার্ত্তণ্ড নভোমণ্ডল, পতিকোবিদ্ আত্মজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যে গতি লাভ করে, শক্রশ্রী তাহার নিকট জরতৃণের ন্যায় লঘুতর। পাতালে, ভূতলে এবং স্বর্গে এমন সুখ ও ঐশ্বর্য্য নাই, যাহা পাণ্ডিত্যজনিত সুখ হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে। যেমন শুভ্র শরৎ পূর্ণচন্দ্রে চক্ষুর ন্যায়, সচ্ছাস্ত্র বিচারজনিত জ্ঞানবান্ পণ্ডিতের পরমার্থ বস্তুরূপা দৃষ্টি স্বকীয় আত্মাতে প্রসন্ন হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মসম্পন্ন হন ও ক্ষণমাত্রে অগম্য কল্পিত সর্পের ন্যায় দেহাদিশূন্য সমুদায়ে সত্যত্ববুদ্ধি নিবৃত্তি হয়। ব্রহ্মসত্যত্ব জ্ঞান হইলে, ব্রহ্মস্বভাবে অবস্থিত হন, সেই ব্রহ্মরূপ স্বভাবৈকাত্মিকাদেহ স্বর্গক্রিয়াদি সংজ্ঞাসত্যতা, বস্তুতঃ এই স্বর্গ যে ব্রহ্ম নাই, তাহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম অবোধক পদবাক্যাদি রূপাক্ষরমালিকাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? পৃথ্বী প্রভৃতি ভূতের সম্ভাবনা থাকিলে কারণ থাকিত। কিন্তু যাহা স্বরূপতঃ নাই, তাহার কারণ কি প্রকারে সম্ভবে? ব্রহ্মের প্রতিভাসকেই এই জগৎ বলিয়া থাকে। প্রাতিভাসিক বলিয়াই পৃথ্বী প্রভৃতি মিথ্যাও তাহার কারণ নাই। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার দৃষ্ট নরগণের পিত্রাদি কারণ কাল্পনিক হয়, বাস্তবিক থাকে না, সেইরূপ জাগ্রৎরূপে ও স্বপ্নে দৃশ্যসমুদায়ের বাস্তবিক কারণ নাই। যাহা কারণ বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা কাল্পনিক। ১—১০। স্বপ্নকালীন পুরুষের পুত্রাদিভাবে যেমন প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ নহে, সেইরূপ জাগ্রৎও স্বপ্নভাবে ভাসমান দৃশ্যপদার্থেরও প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ। জীবগণ সমুদায় স্বর্গেই পরস্পর নিখিল স্বপ্নার্থদর্শন করে। এ স্বর্গেও বাসনা অনুসারে যে মিথ্যাভূত সর্ব্বব্যবহারসম্পন্ন হয়, তাহাতে প্রাক্কর্ম্মের সত্তা ও বাসনা সমুদায়ই মিথ্যা। জীবগণ ভৃতভৌতিকসৃষ্টির অন্তর দেহলাভ করিলে সংসারে স্বপ্নপদার্থের ন্যায় স্ব স্ব সংবিদ অনুসারে ভাণ পায়, সেই হেতুক স্বপ্ন পদার্থের ন্যায় সংবেদ্যাংশে সৎ ও ইতর অংশে অসৎ। স্বপ্নকালেও সংবেদনানুসারে ভাণ পায় ও আত্মাতে আত্মাতে অবস্থান করে। জাগ্রৎপদার্থের ন্যায় পরস্পর অর্থক্রিয়া সমর্থ হয়, যেমন তোমার স্বপ্নে যথার্থের অভাবে ভোজনাদি সঙ্কল্পসংবিদ পাবকাদি সংবিৎ ক্রমে অগ্রস্থ গ্রাসাদি বস্তুনিষ্ঠ হয়, সেইরূপেই তৃপ্ত্যাদি ফল পায়। এইরূপ জাগ্রৎ সকল সংবিৎ ও অর্থক্রিয়া সমর্থ হয়, তাহার মধ্যে স্বপ্ন অস্ফুট ও জাগ্রৎ স্ফুট। তাবৎ স্বভাবস্থ শুদ্ধ সংবিৎ স্ফুট বা অস্ফুট যে প্রকারেই স্বয়ং ভাণ পান, সেই ভাবেই জাগ্রৎ বা স্বপ্ন লৌকিক সংজ্ঞা হইয়া থাকে। স্বর্গের আদিতে দেহান্তে যে যেমন যে প্রকারে ভাণ পান, মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রবাহরূপে সেই যেমন সেই-

রূপেই থাকে, ইহাকেই স্বর্গ কহে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতে যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদেরও অমূর্ত্ত তৎসংবিদের সহিত পার্থক্য নাই, যেমন প্রকাশ ও আলোকের ভিন্নতা নাই। যেমন অগ্নি ও উষ্ণতায়, বাত ও স্পন্দনে, দ্রব ও জলে, শৈত্য ও অনিলে ভিন্নতা নাই। সমুদয় জগজ্জাত অপ্রতিঘ, শান্ত ও অসদ্বয়, কিন্তু অধিষ্ঠান চিৎস্বরূপে সন্ময়। প্রতিযোগিভাবে অর্থ সংযুক্ত নহে। ১১—২০। ব্রহ্ম জগদাত্মপ্রকারে উৎপন্ন ও প্রলয়াত্মপ্রকারে মৃত, সুতরাং দৃশ্যানুভবরূপী, কিন্তু পারমার্থিক অজয়, শান্ত, অমল অদ্বিতীয় চিন্মাত্ররূপে সংস্থিত। যেমন নগরমধ্যে মৃত্তিকা-কুম্ভাদি পদার্থের কার্য্যকারণভাব পুরুষ কর্ত্তৃক কল্পিত হয়, সেইরূপ গগন-পবনাদি পদার্থেরও কার্য্যকারণভাব কল্পিত হয় ও তাহাই আছে। যেমন তোমার হৃদয়ে স্বপ্নপুরীর কল্পনা, সেইরূপ ব্রহ্মের হৃদয়ে এই স্বর্গ কল্পনা, যেমন স্বপ্নে কার্য্যকারণতা, সেইরূপ সেখানেও কার্য্যকারণতা। সংবিৎ-মনোদয়ে স্বর্গাদিতে কার্য্যকারণতা যে প্রকারে কল্পিত হয়, তাহা এখনও আছে। তোমাকর্ত্তৃক যেমন কল্পনাপুরী সঙ্কল্পিত হয়, তোমার স্বকীয় সঙ্কল্পপত্তনে স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যকারণরূপিণী ব্যবস্থা যেমন সুস্থাপিতা, সেইরূপ চিৎকর্ত্তৃক ও সঙ্কল্পরূপী স্বর্গে কার্য্যকারণরূপিণী ব্যবস্থা সংস্থাপিতা হয়। সঙ্কল্পনগরও তদন্তর্গত ব্যবস্থা চিদাকাশমাত্র কল্পিত স্বানুভবসিদ্ধ এই দৃশ্যমান সর্গও হিরণ্যগর্ভ-সঙ্কল্পজনিত, সুতরাং সঙ্কল্পসর্গেই অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। তোমার হৃদয় সঙ্কল্পপত্তনে চিদাদিত্যের স্বপ্রকাশলক্ষণ অবস্থা সদাই আছে। সেই অবস্থাও এই কার্য্যকারণতার্থজনিত স্বভাব সংসিদ্ধ, তাহা হইতে অণুমাত্র অন্য নহে। সর্গারম্ভকালে হিরণ্যগর্ভহৃদয়স্থ চিৎপদার্থে পৃথিব্যাদি পদার্থে গন্ধকাঠিন্যাদি প্রকারে চিত্তের যে স্ফুরণ হইয়াছিল তাহা এখনও আছে। এবং পৃথিবীর গন্ধকাঠিন্য নিয়তি, জলের দ্রবত্ব নিয়তি, তেজঃ পদার্থের উষ্ণপ্রকাশ নিয়তি, বায়ুর স্পন্দসৌক্ষ্ম্যনিয়তি, ইত্যাদিরূপে অতীতানাগতাদি কালরূপে এবং প্রাচী-প্রতিচ্যাদি দেশরূপে স্থিত, তাহারাই তত্তৎপ্রকার অভিধা হইয়াছে। চেতনাকাশ শূন্যতা যে নামে ও যে প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছেন, সেই প্রকারে সেই বস্তুতেই কার্য্যকারণভাব আশ্রিত হইয়াছে। ভাবনারূপী এই চিৎচমৎকারমাত্র স্বর্গাতে, পূর্ব্বে সঙ্কল্প প্রবর্ত্তিত হয় ও পশ্চাৎ সর্গাভিধা হয়। যেমন পবনের স্পন্দসত্তা পবনাতিরিক্ত স্বরূপশূন্য ও পবনানন্যা, সেইরূপ চিদকাশে ত্রিজগদ্রূপি-শূন্যতাও অনন্যা, যেমন আকাশে সুষিরতা ও নিবিড়ত্ব এবং নীলবর্ণত্বিত আছে, সেইরূপ চিৎপদার্থে চৈতন্য ও নিবিড়তা এবং স্বর্গ উপস্থিত হয়,—অর্থাৎ চিদঘনতাই ভ্রান্তদর্শিদের নিকট জগদাকারে স্ফূর্ত্তিমতী হন। এই সর্গসাধনাভ্যাস বশতঃ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য চিন্মাত্র স্বভাবে স্ফূর্ত্তি পাইলে বিসর্গ হয়। যেমন রজ্জুভুজঙ্গমে রজ্জুরূপ পুনর্ব্বার স্ফূর্ত্তি পায়। মৃত ব্যক্তিও স্বপ্নবৎ পৃথক্ জগৎ দর্শন করে, তাহাও তদন্য পারলৌকিক সমুদয় এবং ইহাও এতদন্য ঐহিক সমুদয় অমূর্ত্ত চিন্ময় মাত্র,—অর্থাৎ ইহলোকের ন্যায় পারলৌকিক সর্গও স্বপ্নোপম্। ২১—৩৪। ব্যাধ কহিল,—এই দেহপাতের পর অন্যদেহ কি প্রকার সম্পাদিত হয়, তাহার উপাদান কি, নিমিত্তই বা কি, সহকারীই বা কি মূর্ত্তদেহাবচ্ছেদে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অপ্রতিঘ নিত্য মোক্ষাখ্যরূপ সম্পাদন করে, ইহা অসমঞ্জস হয়, কারণ জন্যমাত্রই অনিত্য। মুনি কহিলেন, ধর্ম্ম অধর্ম্ম বাসনা কর্ম্মাশয় জীব ইত্যাদি পর্য্যায় শব্দরাশি কল্পিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ অর্থভেদ নাই। দৃশ্য-দেহাদি প্রপঞ্চ আছে। ইত্যাদি চিত্ত কল্পিত, চিদাভাসরূপী জীব কর্ত্তৃক চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মাতেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং তাহার ফলভূত সুখদুঃখাদি নাম কৃত হয়। সঙ্কল্প ও স্বপ্নে যেমন অসৎকে সৎ বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ সংবিদাত্মাও বিজাতীয় মনঃসংযোগ ধ্বংসের পর অসৎকেই সৎ বলিয়া বোধ করেন। বস্তুতঃ তিনি স্বয়ং চিৎপদার্থ, এই হেতুক শূন্যে শূন্যাত্মক দেহ বলিয়াই জানেন। মৃতের পর লোকবুদ্ধি স্বপ্নের ন্যায়ই ভাণ পায়, তাহাকেই সে পরলোকের ন্যায় দেখে। বস্তুতঃ তাহাতে সত্যতা নাই। মৃতকে পুনর্ব্বার অন্য কেহ নির্ম্মাণ করিলে কি প্রকারে স্মৃতি হইতে পারে? আর কি প্রকারেই বা সে এই ইত্যাকর প্রত্যভিজ্ঞান হয়। পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাশ্রয়পূর্ব্বক জাতচৈতন্য শূন্যমাত্র। মরিয়া জন্মলাভ করে না, কিন্তু চিত্তই কেবল জন্মাদি বিক্রিয়াশূন্য। আত্মাতে এখানে এই প্রকারে জাত হইয়াছি ইত্যাকারক মিথ্যা কল্পনা করে। অভ্যস্ত স্বকীয়ভাবই চিরকাল অনুভব করে এবং তাহাতে স্ফুট প্রত্যয়বান্ হয়। এবং বৃথা সত্য বলিয়া বিবেচনা করে। আকাশাত্মা আকাশেই স্বপ্নাভদৃশ্য অধ্যাস করত পুনঃপুনঃ স্বকীয় মরণ ও জন্ম এবং জগৎ অনুভব করে। ব্যষ্টিভাব অবলম্বনপূর্ব্বক জাগ্রৎ স্বসকালে স্বসন্নিধিমাত্রে বিষয় দর্শন করে ও স্বাধ্যস্বকার্য্য কারণকে বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে এবং সুষুপ্তি, প্রলয় ও মোক্ষাবস্থায় সমুদয় অভ্যবহরণ করে। পরমার্থতঃ কেহই কাহার অদনীয় নয়, কেহই কাহার অত্তা নয়। ইত্যাকার কোটি কোটি জগৎ আছে, সেই সমুদয় পরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মও অপরিজ্ঞাত হইলে দৃশ্যমাত্র। ৩৫—৪৬। বস্তুতঃ সেই সমস্ত জগতের দ্বারা কাহারও কিছু আবৃত নয় ও সে জগৎ স্বরূপতঃ অসৎ। তাহার মধ্যে এক একটী জীব এই জগৎ। একমাত্র অন্য নাই বলিয়া জানেন। সেই জগৎ-কোটি মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম তত্তৎ জীবাভিমত হইয়াই অবস্থান করে, বিসদৃশ ভাবে অবস্থান করে না। আর সেই ভূতসমুদয়ও ব্যবহারদৃষ্টিতে সত্য, পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মপদ। বিদিত-বেদ্যের দৃষ্টিতে যাহা সৎ, অজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহা অসৎ। সংপ্রবুদ্ধের দৃষ্টিতে যাহা সৎ, অজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহা অসৎ। অথবা চৈতন্যের যতপ্রকারে ভাণ হয়, সমুদয়ই সত্য, সুতরাং সমগ্র ভূতগ্রামও সদ্রূপ। জগৎরূপ সত্য কিংবা অসত্য ইহা সত্যসম্বিদের দ্বারাই নির্ণয়ের যোগ্য। সেই ভগবতী সম্বিদ সত্যই নিরূপণ করেন, তাহার বৈপরীত্য কেহই করিতে পারে না, যে হেতু সেই সেই বিনির্ণেয়রূপ প্রতিথাভাসহ সম্বিদমাত্র বিনির্ণেয় বস্তুতে তথাত্ব ও অতথাত্বের কি কথা আছে? যে বস্তুসমূহ সম্বিদানুসারে ভাণ পায়, তাহাতে একত্ব দ্বিত্বের কি কথা আছে? এই জ্ঞেয় সেই জ্ঞানমাত্র এই প্রকারে জ্ঞান জ্ঞেয়াভেদ বশতঃ দৃশ্যমান সমুদয়ই জ্ঞানমাত্র হইতেছে, ইহার দ্বারাই সর্ব্ব দৃশ্যের গ্রাস হেতু চিৎ অদ্বৈতের সিদ্ধি হইল। যদি জ্ঞপ্তি অসত্য হইত, তাহা হইলে সেই জ্ঞান এই জ্ঞেয়মাত্র এই প্রকারে দৃশ্যে পরিশেষ হইত; কিন্তু তাহা হয় না, যে হেতুক জ্ঞপ্তি সত্যরূপা অন্যথা নির্জ্ঞপ্তিজ্ঞেয়ের সিদ্ধি হইতে পারে না। জ্ঞানই যদি অর্থ হইল, তবে এই প্রপঞ্চ জ্ঞপ্তি হইতে পৃথক্‌স্থিত নয়, এই প্রকারে সমুদয় অর্থজ্ঞানাকারে স্থিত থাকিলে দ্রষ্টা অজ্ঞান হেতুক স্বকীয় জ্ঞপ্তি স্বভাব হইতে প্রচ্যুত হন। বস্তুতঃ জ্ঞপ্তি নষ্ট হয় না। যাহা জ্ঞান, তাহাই জ্ঞেয়; পৃথক্ জ্ঞেয়ের

সম্ভাবনা নাই, অজ্ঞান জ্ঞানই জেয় জগদাত্মা বিস্তার করেন। ৪৭—৫৫। পৃথগ্‌ভাবে অসংও জপ্তিভাবে সং, এতাদৃশ সর্গ-দর্শনকারী তত্ত্ববিদের দর্শনাদি সাধন চক্ষুরাদি সর্গ ও রূপাদি সর্গ জ্ঞপ্তি ব্যতিরিক্ত নহে। মূর্খের জ্ঞানের বিষয়ীভূত সর্গ আমি জানি না। প্রবোধবন্তের নিকট যাহা এক চিন্মাত্র, তাহা চিজ্জড়স্বজীবের অনেক সম্বিত্তিতে সহস্র। আর একই চিন্মাত্র স্বপ্নে লক্ষাত্মভাবে অবস্থান করেন। পুনরায় সুষুপ্তিকালে সেই লক্ষাত্মই একমাত্র হন। চিদাকাশে যাহা স্বপ্ন সম্বিত্তি, তাহাতেই জগং বলিয়া কথিত হয়, আর সুষুপ্তকে প্রলয় কহে। স্বপ্ন সঙ্কল্পের ন্যায় একই সম্বিং ভোগ্যাত্মরূপে নূলক্ব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অর্থ শূন্যত্বও প্রাপ্ত হন। সমুদয়ই অপ্রতিঘ শুদ্ধ বেদন-মাত্র, যে অবস্থায় যে প্রকারে ভাণ পান, তখন তংসংজ্ঞা বিশিষ্ট হন। স্বর্গসিদ্ধির জন্য সর্গাদিকালে একই সম্বিদ আকাশ, পবন, অগ্নি, অম্বু ও পৃথ্বী প্রভৃতি ভাবং পদার্থাকারে ভাণ পান, যে হেতুক এক আকাশরূপা সম্বিদই পৃথিব্যাদি নামে ভাণ পান, সেই হেতুকই জগং শূন্য। সম্বিং নশ্বর ও অনশ্বররূপে ভাণ পান, বস্তুতঃ সম্বিদের নাশ নাই। যাহা নশ্বর, তাহাও অন্তে বিনষ্ট হইয়া সম্বিদরূপে পরিণত হয়। তুমি মনে মনে পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে চিরকালই গমন করিয়া থাক। আর তত্তংস্থানে দৃষ্ট ও শ্রুত এবং অনুমিত অর্থ সমুদয়কে জানিয়া থাক। সম্বিদ্‌রূপেই তোমার কোন স্থানে প্রতিঘাত হয় না, অতএব সংবিদ সপ্রতিঘ নয় ৫৬—৬৫। যে ব্যক্তি দৃষ্ট এবং সঙ্কল্পিত অর্থ এক-কালীন অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি যদি পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া না আইসে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হয়। আমি পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকে যাইব, ইহা ভাবিয়া যে ব্যক্তি স্থির-নিশ্চয় হয়, সেই ব্যক্তিই সেই দিকে যাইয়া থাকে; অপর ব্যক্তি কিন্তু ইতরদিক্‌ ত্যাগ করিয়া যায় না। আমার দৃষ্ট এবং সঙ্কল্পিত অর্থ সিদ্ধ হইবে বলিয়া যে ব্যক্তির সংবিং অচলভাবে রহিয়াছে, তাহার দুইটাই হয়, কিন্তু অন্য অচলসংকল্পের দুইটী নষ্ট হইয়া যায় এবং দক্ষিণ দিকে অথবা উত্তর দিকে যাইব বলিয়া যাহার সংবিং স্থির হইয়াছে, তাহারও দুইটী হয়, কিন্তু অপর অচলসংবিং ব্যক্তির দুইটী নষ্ট হয়। আকাশে পুররূপ ধারণ করিব এবং পৃথিবীতে পত্তরূপ ধারণ করিব, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পশালী ব্যক্তির দুই হয় এবং দুই বিনষ্ট হয়, প্রবোধ উংপন্ন হইলে সকল বস্তুই আকাশবং সর্ব্বব্যাপী চিন্মাত্র আত্মস্বরূপে প্রতীয়মান হয়। আর যে পর্য্যন্ত প্রবোধ না জন্মে, সেই অবধি সেই এক বস্তুই নানা সংবিংশালী সহস্র সহস্র জড়চৈতন্য মিশ্রিত জীব-স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। জীবের শরীর অনশ্বরই হউক বা নশ্বরই হউক, উহার পক্ষে এই সংসার সর্ব্বাবস্থায়ই স্বপ্ন স্বরূপ। শরীর নষ্ট হইলেও জীবাত্মা যে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে ইহা ম্লেচ্ছদেশে মৃত্যু হেতু পিশাচতা প্রাপ্ত হইয়া আর্য্য-ভূমিতে আগত শত সেই ব্যক্তির জীবাত্মার মুখে স্মরণপূর্ব্বক পূর্ব্বগৃহ-ব্যাপারাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া ভূততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ অনু-ভব করিয়াছেন। যাহারা ম্লেচ্ছদেশে মৃত এবং শ্মশানানলে ভস্মসাং হইয়াছে, তাহারাও আগমনপূর্ব্বক নিজ নিজ বৃত্তান্ত প্রখ্যাপন করিয়া জীবাত্মার অনশ্বরত্ব প্রতিপাদন করে। যদি বল, ভূত-পিশাচাদির কথা সকলই কল্পনা; ভূততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পিশাচাদি দর্শনরূপ একটা ভ্রম জ্ঞান উংপন্ন হয় মাত্র। এ কথা বলিতে পার না, কেন না, ঐরূপ জ্ঞান কেবল মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধেই হইয়া থাকে, বিদেশগত জীবিত ব্যক্তি সম্বন্ধে ত কখন হইতে দেখা যায় না। ৬৬—৭৬। আর একটা কথা বলি, যদি ভূততত্ত্বজ্ঞদিগের তাদৃশ জ্ঞান, ভ্রমই বলা যায়, তাহা হইলে, উহা জীবিত ও মৃত উভয় সম্বন্ধে একরূপ হওয়াই উচিত হয়। কারণ, জীবিত সম্বন্ধে যেরূপ অনুভব, মৃত সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। স্বপ্নের ন্যায় এই জগং প্রকাশ পাইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, কেন না এই বিষয়ে সমুদয় আর্য্যশাস্ত্রের একবাক্যতা দৃষ্ট হয়। চন্দ্রবিম্ব-অবলোকনকারী জনসমূহের দৃষ্টিনিচয় যেমন পরস্পর প্রতিঘাতশূন্য, সেইরূপ জগংকে সং ও অসংরূপে অব-লোকনকারীদিগের মতও পরস্পর প্রতিঘাতশূন্য। চিংশক্তি কেবল সংবস্তুভেদের গ্রাহক, বিশুদ্ধ অনুভবস্বরূপে প্রকাশমান এবং স্বয়ং অর্থশূন্য—অর্থাং উদাসীন হইয়াও সকল পদার্থরূপে স্ফুরিত হয়। চীংরূপ আকাশে যেমন সমুদয় জগং প্রতিঘাতশূন্য, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক এবং অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিত, আত্মার অনুধ্যানে নিরত হইয়া সেইরূপ ভাবে অবস্থান কর। অচল সংবিং যেমন মনকে স্থির করিয়া প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে, তেমনি কোন বস্তু সং, কোন বস্তু অসং এইরূপ জ্ঞানেরও শীঘ্র প্রকাশ হইতে থাকে। শরীর, কর্ম্ম, দুঃখ এবং সুখ ইহারা অদৃষ্ট বশে যেরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেইরূপে হউক বা থাক, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? এইরূপ সমুদয় জগং সংই হউক বা অসংই হউক, তজ্জন্য তোমার হৃদয়ে কোনরূপ সংভ্রম উংপন্ন হওয়া উচিত নয়। তুমি সম্যক্‌ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব অকিঞ্চিংকর ফলাভিবিষয়ে যত্ন পরিত্যাগ কর। আর বৃথা পরিশ্রম করিও না। ৭৭—৮৩।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদাধিকশততম সর্গ।

মুনি বলিলেন,—সর্ব্বপ্রকারে ভাব ও অভাবস্বরূপ, স্বপ্নজ্ঞানাত্মক নিত্য ও প্রতিঘাতশূন্য সমুদয় জগতে বদ্ধই বা কে এবং মুক্তই বা কে? আকাশে দৃষ্টির আভা যেমন নানাবিধ গন্ধর্ব্বনগরাদি স্বরূপে স্ফুরিত হয়, এই জগং সেইরূপ। ইহা অনবরত বিপর্য্যয় ভজনা করিলেও অজ্ঞাননিবন্ধন স্থির বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন কালবশে নগরাদির স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এই আর্য্যাবর্ত্তের যেমন সময়ে সময়ে নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এই জগং সেইরূপ সর্ব্বদাই পরিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে। যে সময় ভূমি, জল, আকাশ এবং শৈলাদিপূর্ণ অসং জগং উংপন্ন হয়, সেই সময় হইতেই পণ্ডিতেরা ক্ষণ, লব, ত্রুটি প্রভৃতি অবয়ব দ্বারা যুগকল্পাদির ভেদ গণনা করিয়াছেন। এই অশেষ জগং অসং হইলেও স্বপ্নের ন্যায় অনুভূত হয়। যংকালে জগতের আস্তিত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে, সেই সময় চিংকেই সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হইবে। আমরা যেমন এই একটা জগতের অনুভব করি, আকাশে এইরূপ অপর-বিধ মনুষ্যাদিগেরও শত সহস্র জগং বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহারা পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করিতে পারে না। সরোবর, সমুদ্র এবং কূপ প্রভৃতি জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপ মণ্ডূকাদি জলজন্তু

দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ সকল জলজন্তুগণ কখন নিজ নিজ আবাস-স্থানের অতিরিক্ত জলাশয়ের সত্তা বুঝিতে পারে না। এক গৃহে শয়ন করত শত ব্যক্তি স্বপ্নে যেমন শত প্রকার নগর দর্শন করে, এক আকাশে সেইরূপ অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান। উহারা স্ব স্ব আশ্রিত ব্যক্তি দ্বারা অনুভূত হয় বলিয়া সৎ এবং অপর দ্বারা অনুভূত হয় না বলিয়া অসৎ। যেরূপ এক গৃহে শয়ান শত মনুষ্য দ্বারা স্বপ্নে দৃষ্ট শত প্রকার নগর শোভা পায়, কিন্তু তাহাদের নাম প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ সৎ ও অসৎরূপ জগৎও আকাশে শোভা পায়। আত্মা চিৎ—অর্থাৎ চেতনাশক্তি কেবল প্রকাশ স্বরূপ, দৃশ্য—অর্থাৎ জগৎ আত্মার অবয়বস্বরূপ এবং উহা চিৎ হইতে অভিন্ন, জগৎ রূপবান আত্মা রূপহীন; জগৎ কারণের সহিত বর্ত্তমান এবং আত্মার কোন কারণ নাই। তৎ দৃশ্যাকারে পরিণত এবং চিদাভাস ব্যক্তি দ্বারা চিৎস্বভাব প্রাপ্ত বুদ্ধিরই সংস্কারাদি কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিপ্রভাবে ক্রিয়াশালিনী জড়স্বরূপ দেহের কোন পৃথক্ সংস্কার হয় না। সঙ্কল্পিত তীর্থের অনুভাব বিষয়ে স্মৃতিই অপূর্ব্বরূপে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় স্বপ্ন হয়। পূর্ব্বজন্মান্তরে অনুভূত সংস্কার বশেই নিজ মৃত্যু প্রভৃতির অনুভব হইয়া থাকে। এই জাগ্রৎ সর্গাত্মক জগৎও সৃষ্টির আদিতে স্বপ্নপ্রতিভার ন্যায় বিজৃম্ভিত হয়। চিৎ কেবল প্রকাশস্বরূপা এবং নির্ম্মলা, তাহার আর কোন নামাদি নাই। শাস্ত্রে ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশিত হন ইহা উক্ত হইয়াছে; এই উক্তি দ্বারা ইহা স্থির হইতেছে যে, এই জগৎ নূতনস্বরূপে প্রতিভাত হয় না—অর্থাৎ পূর্ব্বেও প্রতিভাত ছিল, সুতরাং ইহা ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। সেই পরমাত্মাই কারণ এবং কার্য্যরূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনিই প্রথমে কারণরূপে বর্ত্তমান থাকেন এবং পরিশেষে কার্য্যস্বরূপে পরিণত হন। কার্য্যের সংস্কার দ্বারাই কারণরূপে কার্য্যসম্পাদন করে, এইজন্য সেই পরমাত্মাই কার্য্যানুকূল বস্তুরূপ সংস্কারস্বরূপে অভিহিত হন। ১—১৫। সেই স্বপ্নের আদিতে যে অপূর্ব্ব অর্থাৎ জাগ্রৎ পদার্থ বিলক্ষণ অদৃষ্টাস্বরূপে প্রতিভাত হয়, সেই সূক্ষ্ম অর্থ ই সংস্কার নামে উক্ত হয়, তদ্ভিন্ন আর কোন বাহ্য অর্থ চিত্তে বিদ্যমান নাই। সেই স্বপ্ন অবস্থায় দৃষ্ট সংস্কাররূপ বস্তু জাগ্রৎ অবস্থায় অদৃষ্ট হয় বলিয়াই যে, উহার অভাব জানা উচিত নয়, কারণ উহা চিত্তাকাশে চেতনার ন্যায় সর্ব্বদাই বিদ্যমান। সেই আকাশবৎ নিরাকার আত্মাও স্বপ্নে সাক্ষী স্বরূপে বিদ্যমান থাকে এবং জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্টপদার্থের ন্যায় বিজৃম্ভিত হয়। সেই বেদান্ত প্রসিদ্ধ অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম, পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ দ্বৈতভাব-বিরহিত হইয়া যথাস্থিত স্বস্ব ভাবে বর্ত্তমান হন। এইজন্য পণ্ডিত-গণ পুরুষার্থসিদ্ধির নিমিত্ত শিষ্যদিগকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করেন যে, পূর্ব্ব অজ্ঞাত পরমাত্মাই সংসার এবং বিজ্ঞাত ব্রহ্মই মোক্ষ। স্বপ্নাবস্থায় যে জাগ্রৎ সংস্কার লক্ষিত হয়, উহা জাগ্রদনু-ভবকৃত একটী অপূর্ব্ব বস্তু, এইজন্য তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহাকে অজাগ্রৎ অথচ জাগ্রদাভাস বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু একথা ঠিক নহে, কারণ বায়ুতে যেমন নিসর্গতঃ বেগের সত্তা আছে, সেই চিত্তে ভাব সকল স্বভাবতঃই অবস্থিত। তাহারা স্বপ্নাবস্থায় নিজে নিজেই প্রবৃত্ত হয়, এ বিষয়ে সংস্কারের কর্তৃত্ব আবার স্বীকার করিব কেন? ১৬—২০। এক চিৎই স্বপ্নে লক্ষ স্বরূপে বর্ত্তমান হয়, স্বপ্নে লক্ষরূপ হইয়াও সুষুপ্তি অবস্থায় আবার একই স্বরূপে অবস্থিত হয়। চিত্তরূপ আকাশে যে স্বপ্নজাল, তাহাকেই জাগ্রৎ বলা হয়। সুষুপ্তি প্রলয় নামে উক্ত হইয়াছে, অতএব পরমাত্মাই যে সমস্ত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এক চিৎ-রূপ আকাশ, নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই যে স্বপ্নের ন্যায় অনেকবিধ সাকাররূপ ধারণ করে, উহার নামই জাগ্রৎ। এইরূপ পরমাণুবৎ সূক্ষ্মস্বরূপ চিতির অভ্যন্তরে এই সমুদয় জগৎপদার্থ অবস্থিত। যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় অথবা দর্পণমধ্যে নদ নদী বন ও পর্ব্বতাদি নানা বস্তু প্রতিভাত হয়, সেইরূপ চিতির মধ্যে জগৎও সেইরূপ, ইহা স্বয়ং অপরিণামিনী এবং পরিপূর্ণ এই চিতি আকাশের ন্যায় আতত—অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইহা জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি, মধ্য ও পর্য্যন্তরহিত, ইহাই জগৎ নামে অভিহিত হয়। অতএব এই অনন্ত সর্ব্বব্যাপী চিদাকাশের সহিতই জগতের ভাণ সর্ব্বতোভাবে সম্বদ্ধ, সুতরাং এই জগৎ উহা হইতে ভিন্ন নয়। সমুদয় ভুবন চিৎস্বরূপ এবং তুমি, আমি প্রভৃতি নিখিল জাগতিক পদার্থও চিৎ হইতে অভিন্ন, এইরূপ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে এই জগৎকে অজ এবং পরমাণুর উদরে প্রবিষ্ট অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া জানা যায়। অতএব আমি (আত্মা) পরমাণুস্বরূপ এবং নিখিল জগদাকারে পরিণত। সর্ব্বত্র, এমন কি, পরমাণুর উদরেও অবস্থান করি। চিতিস্বরূপ আমি পরমাত্মা বস্তু অতি সূক্ষ্ম হইলেও আকাশের ন্যায় নিখিল জগদ্ব্যাপী। অতএব আমি সকল অব-স্থাতেই ত্রিভুবনের দ্রষ্টা বা সাক্ষীস্বরূপ। যেমন দুই স্থানের জল একত্র করিলে উভয় এক হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান পরমাণু-রূপী চিৎ পদার্থ অহং পরিশুদ্ধ পরমাণুরূপী চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম এই উভয়ই একত্ব প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আমি তুমি ইত্যাদি সমুদয় পদার্থ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়। তৎ-কালে অঙ্কুর অবস্থায় অবস্থিত পদ্মের মধ্যে যেরূপ বীজ অবস্থান করে, আমিও সেই তেজোময় ব্রহ্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুভবভূত ত্রিজগৎরূপে অবস্থান করি। ২১—৩১। তৎকালে আমি ত্রিজগৎরূপে সেই পরমাত্মার অভ্যন্তরেই অবস্থান করি, তাহার বহিঃস্থিত কোন কোন পদার্থের সহিত আমার কোন কালেই সম্পর্ক থাকে না। স্বপ্ন বা জাগ্রৎ, যে যে অবস্থায় যে যে বাহ্য বা আন্তরীণ দৃশ্য প্রতিভাত হয় ঐ সকল স্বকীয় চিতির ভাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বপ্নাবস্থায় অন্তর যে আতত আনন্দময় জগৎ প্রতিভাত হয়, উহা স্বপ্নাবস্থায় পরিণত অণুস্বরূপ চৈতন্যময় আত্মারই সেইভাবে প্রকাশ মাত্র। ব্যাধ বলিল, যদি এই জগৎ অকারণ হয়, তাহা হইলে উহার সত্তা কিরূপে হইল? (কারণ কখনই অকারণ শশশৃঙ্গাদির সত্তা দৃষ্ট হয় না।) আর যদি উহা অকারণ হয়, তবে স্বপ্নাবস্থায় তৎ তৎ কারণের অভাবেও সৃষ্ট্যাদিবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় কেন? মুনি বলিলেন, প্রথমে বিনা কারণেই সৃষ্টি প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কারণ তৎকালে সৃষ্টিরূপে পরিণত চিদাকাশ ভিন্ন আর কোনকারণই বিদ্যমান থাকে না। ইহসংসারে কারণ ব্যতীত ভাব পদার্থসমূহের অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া কদাচ কোনরূপ অপ্রতিঘ সর্গও সম্ভবপর নহে। স্বভাবতঃ ভাস্বর চিন্ময় ব্রহ্মই এই জগৎরূপে আভাত হন। তিনি আদি ও অন্ত রহিত হইলেও সৃষ্ট্যাদি নামে অভিহিত হন। এই প্রকারে অকারণ ব্রহ্ম সৃষ্টিরূপে পরিণত হইলে, এই মায়াময় জগৎ সেই নিত্য পরমাত্মার অবয়বরূপে প্রতিভাত হইলে বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম নানা অব্রহ্মরূপে বিজ্ঞাত হইলে, সেই কূটস্থ

নিরাকার সাকাররূপে প্রকট হইলে, সেই চিন্ময় রূপত্ব হেতুক স্বপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্মই সাকার বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ গোচরতা প্রাপ্ত হইয়া স্থাবর, জঙ্গম, দেব, ঋষি ও মুনি রূপে প্রকাশিত হন এবং যথাক্রমে নিয়তি, বিধি, নিষেধ, দেশ, কাল ও ক্রিয়াদির সৃষ্টি করেন। ৩১—৪২। ভাব ও অভাব রূপে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত স্থূল-সূক্ষ্মরূপ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থনিচয় সর্ব্বদাই ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাবৎ নিখিল বস্তুর অন্ত না হয়, তাবৎ নিয়তি কখনই ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না। যে পর্য্যন্ত এতাদৃশ নিয়তি কল্পিত হইয়াছে, তদবধি যেমন সৈকত হইতে তৈলোৎপত্তি অসম্ভব, সেইরূপ কারণ ব্যতীত কার্য্যসমূহের উৎপত্তিও অসম্ভব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। নিয়তি এবং নায়ক—অর্থাৎ কণ্টক ভোক্তা জীব ইহারা ব্রহ্মের দুইটী অংশ স্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেরূপ একটী হস্ত দ্বারা অপর হস্তকে নিয়মিত করা হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ ইহাদের একটী দ্বারা অপরকে নিয়মিত করেন। যেমন জলে আবর্ত্ত সকল আপনা আপনি উৎপন্ন হয় সেইরূপ জীবের জাগ্রৎস্বপ্নাদিরূপ ব্যাপারনিচয় কাকতালীয়ের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক এবং অনিচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়। নিয়তির সন্নিবেশ—অর্থাৎ যোজক নিয়ম স্বরূপ, ঐ নিয়তি না থাকিলে কার্য্যের প্রতিঘাত হইয়া পড়ে। ঐ নিয়তি ব্যতীত ব্রহ্মও ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করিতে সমর্থ হন না এবং নিখিল পদার্থের ক্ষয় উপস্থিত হয়। এই হেতু সমুদয় দৃশ্যপদার্থ সর্ব্বদাই স্ব স্ব কারণের সহিত বর্ত্তমান। যে কাল হইতেই যাহার সৃষ্টিতে নিয়তির কল্পনা হইয়াছে, সেই কাল হইতেই নিয়তি তাহার প্রতি প্রভুতা করিতেছে। ব্রহ্মসৃষ্টি স্বরূপ হইলেও অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কারণ শূন্যরূপে প্রতীত হয়। তাদৃশ অজ্ঞের নিকট এই কার্য্যকারণসম্বন্ধজ্ঞান ভ্রম বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ৪৩—৪৯। জগৎ সৃষ্টি কাকতালীয়ের ন্যায় হইলেও ইহা বরাবর এইভাবে চলিয়া আসিত ইহা সেরূপ বরাবর চলিয়া আসিতেছে না, এইরূপ ধারণাকেই নিয়তি বলা হয়। জড়-পদার্থনিচয়ের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম দেখিয়াই উহাদিগকে অবশ্য সকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জাগ্রৎস্বপ্নাদি জ্ঞান কখন অকারণ হওয়া সম্ভব নয়। স্বপ্নে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া জলের সংক্ষোভ দেখিলে যে প্রলয়ভ্রম উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে কারণ শ্রবণ ও অনুভব কর। বুদ্ধিমান্‌দিগের নিখিল বস্তুতেই ব্রহ্ম ও জগৎপ্রপঞ্চের ঐক্য সম্পাদক যুক্তিসকল স্ফটিকমণি ও শুক্তির স্বতই স্ফুরিত হয়। অতএব সকল প্রমাণের জীবিতস্বরূপ, নির্ণয়সমর্থ শাস্ত্রানুসারি যুক্তির ভাবনানুভবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ৫০—৫৩।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

মুনি বলিলেন,—এই জীব বহিঃস্থিত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বাহ্যস্বপ্ন এবং অন্তরস্থ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা আন্তরস্বপ্নের অনুভব করেন। এবং উভয়স্থ অতি তীব্র সংবেগশালী ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা উভয়ের অনুভব করেন। যৎকালে ইন্দ্রিয়সকল বহিঃসমাকুল-ভাবে অবস্থান করে, তখন সংকল্পিতার্থ সকল কিঞ্চিৎ অস্ফুট ভাবে অনুভূত হয়। যৎকালে ইন্দ্রিয়সকল অন্তর্মুখ হইয়া থাকে। তখন জগৎ অতি সূক্ষ্ম বাসনাস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং জীবের ও তদ্বিষয়ে অতি স্পষ্টরূপ অনুভব হইয়া থাকে। বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন জগৎ কখন স্থূলরূপে অবস্থিত হয় না, জীবের জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়াদিকের স্থূলতা কল্পনাহেতু যে স্থূলজ্ঞান হয়, তাহাতেই জগতের স্থূলতা প্রতীত হয়। জীবের নেত্রস্বরূপ—অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয় সকল যখন অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হয়, তখন জীবভাবাপন্ন চিতি, স্থূলাকার বাহ্য জগতের অনুভব করে। ১—৫। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, ঈহিতাত্মক—অর্থাৎ ইচ্ছাপ্রধান অন্তঃকরণ এবং চিদাভাস ইহারা সম্মিলিত হইয়া জীবনামে অভিহিত হয়। আকাশবৎ সর্ব্ব-ব্যাপী চিতির আভাস জীব সর্ব্বদা সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপিয়া অবস্থান করায় সকল সময়েই বাহ্য ও আভ্যন্তর সকলপ্রকার জগতের অনুভব করিতে সমর্থ হন। যৎকালে জীব অতি সূক্ষ্ম নাড়ীর অন্তর্গত হইয়া শ্লেষ্মাত্মক অন্নরস দ্বারা আপূরিত হন, তখন সেই সেই সূক্ষ্ম নাড়ীর অভ্যন্তরেই নানাবিধ বিচিত্র ভ্রমের অনুভব করেন। তখন জীব বিবেচনা করেন, নিজে যেন ক্ষীর-সমুদ্রে উড্ডীন হইতেছেন, আকাশে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে, সরোবরসকল প্রফুল্লপদ্ম এবং কহ্লারে পরিশোভিত হইয়াছে। ঐ সরোবর সকল যেন পুষ্পময় মেঘের প্রতিনিধিরূপে শোভিত এবং ষট্‌পদসমূহে উপনীত বসন্তরাজের অন্তঃপুরসদৃশ জীবাকাশে উদিত হইয়াছে। ৬—১০। তিনি নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্য অন্ন ও পেয়বস্তুসমূহে গৃহাঙ্গণের শোভাবর্দ্ধক ক্রীড়ারত অঙ্গনাগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত অজ্ঞানময় উৎসব সকল অবলোকন করেন। তিনি আরও দেখেন, নানাবিধ জলজপুষ্পে ভূষিত ফেনরূপ হাস্যযুক্ত, চঞ্চল শফরীরূপ নেত্রশালিনী যৌবন মদমত্ত যুবতীর ন্যায় তরঙ্গিণীগণ সবিলাসে সরিৎপতির উদ্দেশে গমন করিতেছে। তিনি আরও হিমালয়সদৃশ ধবলশিখরবিশিষ্ট অতিশয় শীতল, অতএব যেন চন্দ্রময় কুট্টিম পরম্পরায় নির্ম্মিত সুধাধৌত সৌধ সকল অবলোকন করেন। তিনি আরও শিশিরাসার, হেমন্ত এবং বর্ষাকালীন মেঘাচ্ছন্ন, নীলনলিনী লতা ও দূর্ব্বাদল-শ্যামল ক্ষেত্র সকল অবলোকন করেন। তিনি নানাবিধ পুষ্প দ্বারা আকীর্ণরূপ হরিণরূপ পথিকগণের বিশ্রান্তভূমি, সুস্নিগ্ধ পত্র-যুক্ত তরুগণের ছায়া দ্বারা শীতল, নগরের উপবনভূমি সকল দর্শন করেন। কদম্বকুন্দ এবং মন্দারের চন্দ্রবৎ ধবল মকরন্দ দ্বারা ভাসমান অতএব চিত্রবর্ণ আসনের ন্যায় শোভমান পুষ্পস্থলী সকল দর্শন করেন। নলিনীসমূহ শোভিত পুষ্পবন-বহুল মেঘশূন্য স্বচ্ছ আকাশবৎ নীলানবভবশালী, কদলী, কন্দলী, কুন্দ এবং কদম্ববৃক্ষে পরিবেষ্টিত শেখর এবং সুচারু তরুপল্লবে স্নিগ্ধান্ত পর্ব্বতশ্রেণী মৃদুপবনে দোদুল্যমান শাখাশালিনী; অতএব নৃত্যকারিণী যুবতী সদৃশ কৃশাঙ্গী মালতীলতা সমূহ সুন্দর চামর ভঙ্গসায় চন্দ্রাতপসহস্রে পরিশোভিত উৎফুল্ল শ্বেতনলিনীসদৃশ রাজসভা সকল, লতাবলয়ের সবিলাস বিন্যাসে শোভিতাঙ্গী বিশাল কুল্যাজলবিহারি-জলপক্ষিগণের কাকলীপূর্ণ বনশ্রেণী সকল এবং সজলজলদমালা-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতরাজি বিরাজিত, সীকর-নীহাররূপ হাস্যশালিনী দশদিক্ অবলোকন করেন। ১০—২১। যৎকালে জীব পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পিত্তময় রস দ্বারা আপ্লুত হয়, তখন তেজঃপ্রধান সূক্ষ্মস্বরূপে তাদৃশ পিত্তপ্রধান সূক্ষ্ম শিরার মধ্যে

বক্ষ্যমাণ দৃশ্যসকল অবলোকন করেন। পবনকম্পনে সংশুষ্ক কিংশুকদ্রুম সদৃশ শোভমান এবং উজ্জ্বল পদ্মদল তুল্য স্নিগ্ধ অগ্নিশিখাসমূহ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। দিঙ্মুখ সকল সন্তপ্ত বালুকারাশিতে জলসেক নিবন্ধন বাষ্পসমূহে আচ্ছন্ন নদীরূপ শিরাজালে পরিবৃত এবং দাবানলনিকরের শিখা হইতে সমুত্থিত শ্যামবর্ণ ধূমরাশিতে শ্যামলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অগ্নিসদৃশ কর্কশ শাণিত চক্রধারের ন্যায় তীক্ষ্ণপ্রভাসম্পন্ন প্রতাপমণ্ডলসকল জলাশয়-নিচয়কে দাবদাহ বিষয়ের দ্বারা বিশেষরূপে আবৃত করিতেছে, ত্রৈলোক্যমণ্ডল অন্তরস্থিত উষ্মা দ্বারা স্বয়ং খিন্ন হইয়া সমুদ্র-দিগ্মণ্ডলকে উষ্ণ করিয়াছে। এবং বৃক্ষগুল্মলতাদির নিবিড়তায় গহন অরণ্য সকল হইতে যেন ক্ষীর ক্ষরিত হইতেছে, প্রবহমাণ মৃগতৃষ্ণিকার জলে সারসসকল সন্তরণ করিতেছে। বনস্থলী সকল বৃক্ষহীন হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। দূর হইতে পথমধ্যস্থ স্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত বৃক্ষকে অমৃতের মত সম্ভাবনা করিয়া পথিক সবেগে গমন করত উত্তপ্ত ধূলি দ্বারা ধূসরিত হইতেছে। ভুবন অগ্নি পরিবৃত, উত্তপ্ত এবং উত্তাপে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়াছে, দিক্ ও আকাশ মণ্ডলের প্রদেশসকল ধূলিরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে। ২২—৩০। চারিদিকেই গৃহ, গ্রাম, অর্ণব, পর্ব্বত, সাগর, বন এবং আকাশ অগ্নিময় আকার ধারণ করিয়াছে, এবং আকাশে অগ্নিবর্ষ অনন্ত মেঘমালা উদিত হইয়াছে, শরৎ, গ্রীষ্ম এবং বসন্ত ঋতু সূর্য্যের উত্তাপকে প্রখর করিয়াছে; এবং বনভূমি সকল তৃণ, পত্র, লতানিকর, পদ্মরাশি এবং উষ্ম দ্বারা ব্যপ্ত হইয়াছে। অম্বরতল সুবর্ণময় হইয়াছে। ভূতল, দিঙ্মণ্ডল এবং বহু সরোবরপূর্ণ হিমালয়ের প্রদেশ সকলও উত্তপ্ত হইয়াছে। যৎকালে জীব পূর্ব্বোক্ত শ্লেষ্মা ও পিত্তরস বিরহিত নাড়ীপ্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ু দ্বারা আপূরিত হন, তৎকালে তাদৃশ সূক্ষ্মরূপ জীব সেই উল্লাস সূক্ষ্ম নাড়ার মধ্যে বক্ষ্যমাণ দৃশ্য সকল অবলোকন করেন। বায়ু দ্বারা চেতনার বিক্ষোভ হওয়ায় বসুধাতল যেন অদৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। নগর, গ্রাম, শৈল্য, অব্ধি এবং বন-ভূমিসকলও অদৃষ্টপূর্ব্বস্বরূপ ধারণ করে। আপনি যেন উড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে শিলাসমূহ এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশ সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে। সকল স্থান যেন গভীর মেঘগর্জ্জনে পূরিত হইয়াছে এবং বিনাচক্রে ভ্রমণ-করিতেছে। আপনি কখন ঘোড়ার উপর, কখন উষ্ট্রের উপর, কখন গরুড়ের উপর, কখন মেঘের উপর, কখন হংসের উপর চড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অবতরণ করিতেছি। এবং যক্ষ ও বিদ্যাধর প্রভৃতির ন্যায় গমনাগমন করিয়া বেড়াইতেছি। সমুদ্রে যেমন বুদ্বুদ সকল কাঁপিয়া উঠে সেইরূপ পর্ব্বত আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, বৃক্ষ, গ্রাম, নগর, দিঙ্মণ্ডল এবং জঙ্গমস্থ প্রাণিগণের অনবরত কম্প হইতেছে। আপনাকে কখন অন্ধকূপে, কখন বা বিপুল সঙ্কটে পতিত আর কখন বা অত্যুচ্চ নভঃপ্রদেশে বৃক্ষের অগ্রভাগে অথবা পর্ব্বত শিখরে আরূঢ় অবলোকন করে। যৎকালে বাতপিত্তশ্লেষ্মযুক্ত জীব বায়ুবলপ্রাপ্ত শ্লেষ্মাদিরসভাগ দ্বারা আপূরিত হয়, তখন সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ দৃশ্য-সকল অবলোকন করে। ৩১—৪০। আকাশ হইতে পর্ব্বত-বৃষ্টি হইতেছে, এবং শিলাবৃষ্টিজনিত সঙ্কট নিবন্ধন বৃক্ষসকল প্রস্ফুটিত অট্টালিকা বা গিরিকটকের ন্যায় ভীষণ শব্দ করত ভ্রমণ করিতেছে। সিংহ, হস্তী এবং বর্ষাকালীন মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত দিঙ্মধ্যভাগে নিবিড় বনাবলীর ভ্রমণে উৎকট মেঘমালা ভ্রমিতেছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। তালী, তমাল, হিন্তালমালা অনলে আবৃত সেই দিঙ্মধ্যভাগে ঘু-ঘু ভাঁ-ভা এবং ঘর্ঘর ঘর্ঘর শব্দ হইতেছে। করী সকল দলনসময়ে অনিবার্য্য পরস্পরের সংঘট্টনে ঘট্টিত হইয়া সমুদ্রমন্থনসময়ে মন্থনকারী মন্দর-পর্ব্বতের ন্যায় গুরুগম্ভীর শব্দ করিতেছে। পর্ব্বতশৃঙ্গ-দ্বয়ের সংঘট্টসদৃশ ভীষণ রবশালিনী, চক্রবাকাদি বিহঙ্গমের ক্রেঙ্কাররবে কর্কশ নদীসকল মুক্তাসদৃশ সীকারসার দ্বারা নভ-স্তলকে যেন পুষ্পমালায় ভূষিত করিতেছে। ৪১—৪৫। প্রলয়-কালে উদ্বেল মহার্ণব শিলাখণ্ডপূর্ণ জলরাশি দ্বারা অম্বরতল পরিপূর্ণ করিতেছে এবং প্রবাহে প্রবহমাণ বন ও মেঘমালা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সংঘটিত করিতেছে। পরস্পর নিধৌত দশদিকের দর্শনে দন্ত বাহির করিয়া হাস্যকারীর ন্যায় অবস্থিত, দিগন্তপূরক চট্‌চটা-রবে পর্ব্বত কটক সকল স্ফুটিত হওয়ায় যেন টঙ্কাঘাতধ্বনি দ্বারা আকুলিত আকাশপথে প্রবহমাণ বায়ু দ্বারা কম্পিত বনে বাতানু-সারিণী লতাসমূহে সঙ্কুলিত, সশব্দে স্বয়ং আগত প্রস্তর চূর্ণ দ্বারা বিচিত্রবর্ণ পদ্মসমূহ বিশিষ্ট জগত্রয়, যেন সমুদ্র মথনের পূর্ব্বে পরস্পর বিমর্দ্দনকারী দেবাসুর বীরগণের গভীর গর্জ্জনের মত ঘোরতর নিনাদে পরিপূর্ণ হইতেছে। ত্রিধাতু পূর্ণ নাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার কাষ্ঠ, পাষাণ এবং মৃত্তিকাযুক্ত বায়ু দ্বারা স্বপ্নে জড়ীকৃত জীব পরিপীড়িতভাবে অবস্থিতি করেন। ৪৬—৫০। মৃত্তিকার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়, শিলান্তর্গত ভেকের ন্যায় গর্ভস্থ অপরিপক্ব ভ্রূণের ন্যায়, ফলমধ্যস্থিত বীজের ন্যায়, বীজ মধ্যস্থিত অঙ্কুরের ন্যায়, দ্রব্য-পিণ্ডস্থিত পরমাণুর ন্যায় এবং অশ্রান্ত স্তব কোষস্থিত কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় যৎকালে এই জীব পূরীততী নাড়ীপঞ্জরে অবকাশাভাবে প্রাণবায়ুজনিত স্পন্দহীন হইয়া অবস্থান করেন এবং প্রকৃষ্টরূপে উন্নতি প্রাপ্ত পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিরূপ শিলাখণ্ড দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া বিলমধ্যে আবদ্ধের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার ব্যাপার শূন্য হইয়া স্থিত হন, তৎকালে সেই নিবিড় তেজোমধ্যে অন্ধকূপের অভ্যন্তরসদৃশ গভীর গিরিগুহার উদর তুল্য সুষুপ্তির অনুভব করেন। যৎকালে ভুক্ত-অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং অন্নরস দ্বারা প্রবেশমার্গের নিরোধাভাবে পুনর্ব্বার অবকাশ উৎপন্ন হয়, তৎকালে জীব নির্গম বিষয়ে যত্ন পাইয়া এবং প্রাণ দ্বারা অববোধিত হইয়া স্বপ্নের অনুভব করে। ৫১—৫৫। যৎকালে সেই অন্নরস দেহে পরিণত হইয়া জীবের সহিত এক নাড়ীপ্রদেশ হইতে অন্যনাড়ীপ্রদেশে পতিত হয়, তৎকালে পর্ব্বতবর্ষণের অনুভব হয়। বহুতর জাঠরাগ্নিব্যাপ্ত বাতপিত্তাদির সংযোগে বাহিরে এবং অন্তরে বহুবিধ সম্ভ্রম অব-লোকন করে এবং অল্প জাঠরাগ্নি ব্যাপ্ত বাতপিত্ত সংযোগে অল্প সম্ভ্রম অবলোকন করে। এই বাতপিত্তাদি দ্বারা চালিত জীব অন্নরসের দ্বারা ঘনীভূত হইয়া অন্তরে যেরূপ অবলোকন করে, বাহিরে ও উপরে সেইরূপ জ্ঞান এবং প্রবৃত্তি হয়। বাতপিত্তাদি দ্বারা রুদ্ধ অন্নরসের পরিমাণ অল্প হইলে অন্তর এবং বাহিরে অল্প ভ্রান্তিজ্ঞান হয় এবং বাতপিত্তকফাদির সহিত অন্নরসের পরিমাণ সমান হইলে দৃষ্টিরও সমতা হয়। এই জীব কুপিত বাতপিত্তাদি দ্বারা আবৃত হইলে ভূমি, অদ্রি এবং আকাশের কম্প অথবা অগ্নি-রাশি দ্বারা জ্বলন অবলোকন করে। ৫৬—৬০। নিজের আকাশ ভ্রমণ, চন্দ্রোদয়, হিমাচল শ্রেণী, বৃক্ষশৈলের গহন এবং জল-

রাশি দ্বারা আকাশতলের আপ্লবন অবলোকন করে। আরও অনুভব করে যেন সমুদ্রে মজ্জন ও উন্মজ্জন করিতেছে, সুরলোকে সুরতসম্ভোগ করিতেছে এবং শৈল-শিখরস্থিত উপবনে শুভ্রমেঘ নির্ম্মিত পীঠোপরি উপবেশন করিতেছে। কখন কখন বৃহৎ ক্রকচ দ্বারা নিষ্পেষণ এবং নরক যন্ত্রণা অনুভূত হয়, কখন বা অম্বরতলে তালী, তমাল ও হিন্তাল বনের সঞ্চলন দর্শন হয়। কখন চক্রের মত ঘুরে ঘুরে পড়িতেছে, আর কখন বা ঝক্ করে আকাশে উঠিতেছে এইরূপ বোধ হয়, শূন্যে ও জল সম্মর্দ্দ এবং স্থানে সমুদ্রমজ্জন অনুভূত হয়। নানাবিধ বিচিত্র ও বিপরীত ব্যবহার অনুভূত হয়, মহানিশায় দিবার ন্যায় সূর্য্যদর্শন এবং দিবাভাগে রাত্রির ন্যায় অন্ধকার দর্শন হয়। ৬১—৬৫। আকাশতলে অদ্রির সহিত পৃথিবী, নিবিড় প্রাচীরাবৃত স্থানে নিরাবরণ স্থল, গগনতলে কুড্যবদ্ধ এবং শত্রুতে মিত্রভাব অনুভূত হয়। স্বজনে পরতা বুদ্ধি, দুর্জ্জনে সুজন ভ্রম, গর্ত্তে সমতলতা এবং সমতল ভূমিতে গর্ত্ত দর্শন হয়। উষ্ণাতাপে সুস্নিগ্ধ, সুধাধৌত অতি বিচিত্র নবনীত নির্ম্মিতের ন্যায় শ্বেত স্ফটিক বা রজতময় অদ্রি সকল দৃষ্ট হয়। পদ্মে ভ্রমরের ন্যায় কদম্ব, নীপ এবং জম্বীর পত্রস্তবকে রচিত গৃহমধ্যে স্ত্রীগণের সহিত সুখ-বিশ্রাম অনুভূত হয়। শরীরস্থ রস-ধাতুর বৈষম্য নিবন্ধন ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল অন্তরে নিদ্রা-নিমীলিত হইয়া, এই সকল ভ্রান্তি অবলোকন করে, জাগ্রদবস্থায় উন্মীলিত হইয়া বাহিরেও তাদৃশ ভ্রম অনুভব করে। ৬৬—৭০। ধাতুর বৈষম্য নিবন্ধন স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় এইরূপ নানাবিধ দর্শন এবং অনুভব হয়। ধাতুর অসমতা হেতু জীবসকল অন্তর এবং বাহিরে নানাবিধ বিপরীত ও ভীষণ কার্য্যকলাপ দর্শন করে, ধাতুসকল সাম্যাবস্থায় অবস্থিত হইলে, এই জীব স্বয়ং তৈজস নাড়ীর অন্তর্গত হইয়া, এই লোকপ্রসঙ্গ অবিকৃত ব্যবহারস্থিতির অনুভব করে। পুর, গ্রাম, পত্তন ও অরণ্যসমূহ এবং সুন্দর বারি, বৃক্ষচ্ছায়া, দেশ, পথ ও গতাগতি যথাস্থিত অবলোকন করিয়া থাকে। সুখকর আতপযুক্ত অর্ক, ইন্দু, নক্ষত্র এবং অহোরাত্রে ভূষিত এই অসদ্ভূত বিশ্বমণ্ডল যেন সদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়। চিত্ত দৃশ্যবস্তুর উপলব্ধিরূপে পরিণত হইলে, পবনে যেমন স্পন্দনের অনুভব হয়, সেইরূপ অসৎ সত্তের ন্যায় এবং ভিন্ন অভিন্নের ন্যায় অনুভূত হয়। নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই সকল জগৎ উদিত হয়, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপ নয়। অন্যবস্তু সংরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক সৎ নয়। অতএব অনন্ত চিতির আকাশকল্প শরীরে নানারূপ জগৎমাত্র প্রতিভাসরূপে বিভাত হইতেছে। ৭১—৭৭।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম সর্গ।

ব্যাধ বলিল,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ। অনন্তর সেই ভ্রান্তিরূপী তেজের মধ্যে আপনি নামমাত্রে স্থিত হইলে, কিরূপ স্বপ্নদর্শনাদি হইয়াছিল। মুনি বলিলেন,—হে ব্যাধ! আমি তেজোধাতুর মধ্যে নিমগ্ন এবং তাহার জীব দ্বারা আমার নিজ দেহ মিশ্রিত হইলে পর যেরূপ স্বপ্ন দর্শনাদি হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। সেই ঘোর প্রলয়সম্ভ্রম উপস্থিত হইলে, প্রলয়কালীন বায়ু দ্বারা অতি প্রকাণ্ড শৈলেন্দ্র সকল তৃণের মত সঞ্চালিত হইলে এবং আমি সেই তেজোধাতুর মধ্যে বর্ত্তমান হইলে, কোথা হইতে সহসা পর্ব্বতবর্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘের মত বিশাল পর্ব্বতশিখর সকল গ্রাম ও পত্তনের সহিত উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। যৎকালে আমি সেই তেজোধাতুর মধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে নিমগ্ন তাহার জীবাত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে তাদৃশ পর্ব্বতবর্ষণ অবলোকন করিয়াছিলাম। ১—৫। সেই সূক্ষ্ম নাড়ীমধ্যস্থিত অন্নরসের অন্তর্গত অন্নলবরূপ উচ্চ শৈলসমূহে আমার দেহ পিণ্ডীকৃত এবং আমি নিশ্চেষ্ট হইলে পর, আমি অজ্ঞানরূপ অন্ধতা দ্বারা সম্বলিত প্রগাঢ় সুষুপ্তি অনুভূত করিয়াছিলাম। কিছুকাল এইরূপ সুষুপ্তির অনুভব করিয়া উষাকালে পদ্মাকর যেমন প্রবোধোন্মুখ হয়, আমিও ক্রমে ক্রমে সেইরূপ বোধোন্মুখ হইয়াছিলাম। যেরূপ অন্ধকারে দৃষ্টি দীর্ঘকাল নিমীলিত থাকিলে, তেজোময় চক্রাভাসরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ তৎকালে সেই সুষুপ্তি স্বপ্নকালে পরিণত হইয়াছিল, এইরূপে সুষুপ্তির বিশ্রান্তি হইতে আমি স্বপ্ননিদ্রায় প্রবেশ করিলাম এবং সমুদ্র যেমন তরঙ্গ-সহস্রে সঙ্কুল স্বীয় মূর্ত্তি অবলোকন করে, আমিও সেই তেজোমধ্যে সেইরূপ বিক্ষেপসহস্র অবলোকন করিয়াছিলাম। যেরূপ স্থির বায়ুর মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ স্পন্দন সন্নিবিষ্ট, সেইরূপ জগৎ আমার জ্ঞানময়কোষাত্মক হইয়া আমার অন্তরে উপস্থিত হইল। ৬—১০। যেমন অগ্নি প্রভৃতিতে উষ্ণতা, জলাদিতে দ্রবতা, মরিচ প্রভৃতিতে তীব্রাস্বাদ স্বতঃপ্রবিষ্ট, চিদাকাশমধ্যে জগৎও সেইরূপ। তৎকালে সুষুপ্তাত্মক দৃশ্য হইতে বালপুত্রের ন্যায় প্রসূত জগৎরূপ দৃশ্য চিতির স্বভাবের সহিত একরূপে আতত হইয়াছিল। ব্যাধ বলিল, হে বদতাম্বর! আপনি যে সুষুপ্তাত্মক দৃশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই সুষুপ্তদৃশ্য কিরূপ, তাহা আমাকে বলুন। সেই সুষুপ্তাত্মক দৃশ্য বা সুষুপ্তি হইতে ভিন্নবিধ বস্তু উৎপন্ন হয়? অথবা অন্য একটী সুষুপ্তি উৎপন্ন হয়। মুনি বলিলেন, জাগ্রত অবস্থায় ঘটাদি ও জগদাদি প্রতীত ও স্ফুরিত হয়, ইহা দ্বৈতবাদিগণের কল্পনাত্মক প্রলাপমাত্র। জাত এই শব্দটী সৎ—অর্থাৎ বিদ্যমান মাত্রের পর্য্যায়, যদি বল কেন, তাহাও বলিতেছি। জনি-(জন) ধাতুর অর্থ যে প্রাদুর্ভাব, ইহা পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "প্রাদুর্ভাব" এই কথাটীর প্রকৃতি ভূ ধাতু। ভূ ধাতুর অর্থ সত্তা—অর্থাৎ বিদ্যমানতা, সুতরাং বিদ্যমান বস্তুই জাত বলিয়া, অভিহিত হয়, সৃষ্টি হইতে জাত এইরূপ বাক্য দ্বারা সৃষ্টিকেও প্রকারান্তরে সংবস্তু বলা হইতেছে। অস্মৎসদৃশ পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে কোন বস্তুই উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না, সকল বস্তুই শান্ত, সকল বস্তুই অজ (জন্ম রহিত) এবং সকল বস্তুই সৎ। ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার সত্তাস্বরূপ, এবং জগৎও সর্ব্বসত্তাত্মক, এরূপ স্থলে ব্রহ্মে বস্তুদিগের 'অস্তি' এই বিধানের এবং 'নাস্তি' এই নিষেধের অবকাশ কিরূপে হইতে পারে বল? এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে 'অস্তি' ও 'নাস্তি' ইহাদিগের ব্যবহার কোথায় হইবে? ইহার উত্তরে এই কথা বলিতেছি যে, মায়ানাম যে আছে, তাহাতেই 'অস্তি' ও 'নাস্তির' ব্যবহার হইয়া থাকে। কারণ অজ্ঞ পুরুষদিগের সেই মায়াশক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া ভাণ হয়, মায়ার প্রাবল্যহেতু ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বশক্তি ঘটিত বলিয়াই তাহাদের সংস্কার। ১১—২০। যথার্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট জাগ্রৎ,

স্বপ্ন, সুষুপ্তাদি যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধ আছে, তাহার কিছুই নাই, যেরূপ সৃষ্টির আদিতে জগতের কোনরূপই থাকে না, সেইরূপ অনুভবমাত্রে অবস্থিত স্বপ্ন এবং সঙ্কল্পপ্রবাহের বস্তুতঃ কিছুই নাই। প্রাণাদিবিশিষ্ট জীব এই স্বপ্নদৃষ্টির দর্শক হইতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টির আদিতে—অর্থাৎ প্রাণাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে গগন অপেক্ষাও নির্ম্মল শুদ্ধ চিন্মাত্রই অবস্থিত থাকেন। এই জগতে বাস্তবিক দ্রষ্টা বা ভোক্তা কেহই নাই, কারণ এই জগতের সকল বস্তুই চিৎস্বরূপ, যাহা কিছুই নয়, অথচ কিছু এবং বাক্যের অগোচর হইয়াও স্বয়ং নির্ব্বাক্। সৃষ্টির আদিতে কারণের অভাবহেতু সেই চিন্ময়ে, স্বপ্নাবস্থায় কল্পিত নারীর ন্যায় যে বস্তু যেরূপে স্ফুরিত হইয়াছিল, সৃষ্টির পর প্রলয় পর্য্যন্ত সেই বস্তু সেইরূপেই বিদ্যমান থাকে। বালক যেমন স্বকীয় অবস্থিত ব্যাঘ্রাদির চিত্র দেখিয়া ভীত হয়, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক উহাতে ভীত হয় না, সেইরূপ অজ্ঞেরা উক্তরূপ চেতনাত্মক দ্বৈত হইতে ভীত হয়, কিন্তু জ্ঞানীদিগের ভয় নয় না। বস্তুতঃ সেই আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, অদ্বিতীয় শুদ্ধস্বভাব প্রকাশ স্বরূপ অধিকারী ব্রহ্মই মায়াবশে যখন অনন্ত নানা স্বরূপে অবস্থিত, তখন এই সমুদয় জগৎ অশান্তি দ্বারা পূর্ণ হইলেও শান্তিময়। ২১—২৭।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৪৬।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ।

মুনি কহিলেন,—হে মহাবাহো! আমার সুষুপ্তাবস্থা পর্য্যবসিত হইলে, স্বপ্নাবস্থায় এই দৃশ্যজগৎ সহসা যেন সাগর হইতে নির্গত হইল আকাশের অবয়ব হইতে খোদিত হইল, অবনিতল হইতে উৎকীর্ণ হইল, বৃক্ষ হইতে যেমন পুষ্প নির্গত হয়, সেইরূপ চিত্ত হইতে বিকশিত অথবা দৃষ্টি হইতে নির্গত হইল, এইরূপ আমার বোধ হইল। ইহা পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিলেও তৎকালে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইলমাত্র, অথবা প্রবহমাণ জলরাশি হইতে যেমন তরঙ্গমালা উত্থিত, ইহাও দৃষ্টির তথাবিধ তরঙ্গস্বরূপ। ইহা যেন সহসা আকাশ হইতে পতিত হইল, চতুর্দ্দিক্ হইতে নির্গত হইল, পর্ব্বতদিগের অবয়ব হইতে খোদিত হইল অথবা ভূমি হইতে উত্থিত হইল। অথবা আকাশে যেমন মেঘ হয়, বৃক্ষ হইতে যেমন ফল হয় এবং ক্ষেত্র হইতে যেমন শস্য হয়, সেইরূপ আমার হৃদয় হইতে নির্গত হইল। ১—৫। যেন আমারই অবয়ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, অথবা আমারই ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে উৎকীর্ণ হইল অথবা পট হইতে যেমন চিত্র প্রকটিত হয়, মন্দির হইতে যেমন প্রতিমা নির্গত হয়, সেইরূপ কোন অদৃশ্যস্থান হইতে আকাশপথে উড়িয়া আসিয়া পড়িল, কিংবা ইহলোকসঞ্চিত পুণ্য যেমন পরলোকে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আসিয়া উপস্থিত হইল। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ইহা ব্রহ্মরূপ বৃক্ষের একটী পুষ্প স্বরূপ বিকসিত হইল অথবা চিত্তরূপস্তম্ভে খোদকারী ব্যতিত একটী পুত্তলিকা খোদিত হইল। ইহা আকাশরূপ মৃত্তিকা নির্ম্মিত অসংখ্যকুড্য দ্বারা বেষ্টিত শূন্যময় পত্তন, ইহাতে মন মাতঙ্গের ন্যায় বিলাস করিতেছে, জীবের জীবনই মিথ্যা। এই জগৎ শূন্যোপরি, ভিত্তিশূন্য, রসশূন্য একটী অদ্ভুত চিত্রস্বরূপে বিরাজমান হইয়া অবিদ্যারূপ ঐন্দ্রজালিকের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। এই জগৎ মহারম্ভ এবং স্থির হইলেও, দেশ ও কালের ইয়ত্তা বর্জ্জিত, নানাবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ হইলেও অদ্বৈত এবং নানাস্বরূপ হইলেও কিছুই নয়। ৬—১০। এই জগৎ বলিয়া ইহাতে গন্ধর্ব্বনগরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় এবং মিথ্যা হইলেও জাগর অবস্থাতে ইহার উপলব্ধি হয়। ইহা চিত্তের স্ফুরণমাত্র এবং অনারব্ধ হইলেও দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য সৃষ্টি সংহার সংযুত আরব্ধ বস্তুর ন্যায় অবস্থিত। কদলীবৃক্ষের শরীরে যেমন খোলার ভিতর খোলা জড়িত হইয়া অদ্ভুত দৃশ্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ইহাও সুর অসুরাদি উপলক্ষিত ত্রৈলোক্যের গর্ভ এবং তাহার গর্ভে জড়িত আকার অতিবিচিত্ররূপে প্রতীয়মান হয় এবং দাড়িম্ব যেমন ভিন্ন ভিন্ন কোষ সহিত বীজ দ্বারা পরিপূর্ণ, ইহাও সেইরূপ। অনন্তর আমি, নদী, শৈল, বন-আদি ব্যাপক আকাশস্থ নক্ষত্র ও মেঘমণ্ডলে সঙ্কুল, গীত সমুদ্র গর্জ্জন-রণ-বাদ্য এবং বেদপাঠ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ পবনের ঘর্ঘর শব্দে মুখরিত এই সমুদয় দৃশ্যমণ্ডল অবলোকন করিলাম। এই সকল দেখিতে দেখিতে আমার সেই প্রাক্তন আবাস ক্রমে দৃষ্টি গোচর হইল। ১১—১৫। পূর্ব্বানুভূত বয়োবস্থাসম্পন্ন বন্ধুসকল, সেই সকল অপত্য, সেই ভার্য্যা, সেই গৃহ সকলই অবিকল দৃষ্ট হইল। মহার্ণবে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তটস্থ ব্যক্তিকে যেরূপ ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ সেই পূর্ব্বজন্মের গ্রাম্য স্বজাতি দর্শনে উহারা বলপূর্ব্বক প্রাক্তন বাসনাকে আকৃষ্ট করিল। অনন্তর আমি সেই অবস্থায় সেই বাসনার সম্পর্কে সুখী হইলাম, কারণ ঐ বাসনার সম্পর্কে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি সকল একেবারেই বিস্মৃত হইলাম, দর্পণ যেরূপ সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে চিত্তরূপ আদর্শও স্বভাবতঃ সেইরূপ। যে ব্যক্তি সকল বস্তুকেই চিন্মাত্র গগনরূপে জ্ঞান করে, তাহার আর দ্বৈতজ্ঞান থাকে না, সে কেবল একাই অবস্থান করে। ১৬—২১। যাহার নির্ম্মল বোধশালিনী স্মৃতি বিনষ্ট না হয়, তাহাকে এই দ্বৈতরূপ পিশাচ অল্পমাত্রও পীড়িত করিতে পারে না। যাহাদিগের অভ্যাসযোগ এবং সাধু ও সৎশাস্ত্র-সঙ্গমে প্রবোধের উদয় হয়, সেই প্রবোধপ্রাপ্ত বুদ্ধি আপনার উদয়কে কখন বিস্মৃত হয় না। আমার তদানীং সেই প্রবোধপ্রাপ্ত বুদ্ধি অপ্রৌঢ়াবস্থায় ছিল, এই জন্য উহা বাসনা দ্বারা হত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আর দুষ্ট বাসনানিচয় আমার এই প্রবোধপ্রাপ্ত বুদ্ধির বিলোপসাধনে সমর্থ নহে। হে ব্যাধ! তুমি ইহা জানিও যে, তোমার বুদ্ধি সৎসঙ্গবর্জ্জিত, অতএব অতি কষ্টেই এই ক্লেশকর দ্বৈতজ্ঞান হইতে শান্তিলাভ করিবে। ব্যাধ বলিল,—হে মুনে! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, কারণ আপনার ঈদৃশ পবিত্র প্রবোধবাক্যেও আমার বুদ্ধি সৎপদে বিশ্রাম করিতেছে না। নিজের অনুভূত বিষয়েও ইহা এইরূপ, কি এইরূপ নয় এই সন্দেহজালের অদ্যাপি নিবৃত্ত হইতেছে না। অহো এই অভ্যাস দ্বারা সুদৃঢ়ীকৃতা অবিদ্যা বড়ই দুরন্ত, কারণ ইহা শান্ত হইয়াও শান্ত হয় না। সৎশাস্ত্র সাধুদিগের পদ্ধতিবিগ্রহরূপ মনোহর অঙ্গসম্পন্ন সখক্তা দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি প্রবোধপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের অভ্যাস বশতঃ এই জগদ্ভ্রম নিবৃত্তি পায়, তদ্ভিন্ন উহার নিবৃত্তির আর কোন উপায় নাই। ইহাই আমার নিশ্চয়। ২২—২৯।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৪৭।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ।

ব্যাধ বলিল,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ। যদি এইরূপই হয়—অর্থাৎ সকলই স্বপ্নময় হয়, তাহা হইলে, কোন স্বপ্নের সত্যতা এবং কোন স্বপ্নের অসত্যতা হয় কেন? স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে ইহাই এক আমার প্রবল সংশয় রহিয়াছে। মুনি বলিলেন,—দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্য অনুসারে শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা সফলা বলিয়া নির্দ্ধারিত যে স্বপ্নজ্ঞান কাকতালীয়ের ন্যায় ফলযুক্ত হয়, তাহাকেই সত্য স্বপ্ন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (১)। যে স্বপ্নজ্ঞান মণিমন্ত্রৌষধি প্রভৃতির প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া পুরুষ বিশেষে নির্দ্দিষ্ট ফলদায়িনী এবং পুরুষবিশেষে বিফলাও হয় তাহাও সত্য স্বপ্ননামে অভিহিত হয়। লোকে সত্য স্বপ্নের যখন এইরূপই প্রকৃতি, তখন উহার সফলতার প্রতি কাকতালীয় ন্যায় ভিন্ন আর কিছুই কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। প্রাক্তন উপাসনাপ্রভাবে আপনাতে স্থিরনিশ্চয়শালিনী হিরণ্যগর্ভাদির সংবিৎ যেরূপ নিশ্চয় আশ্রয় করে, প্রাক্তন উপাসনা ফল দ্বারা স্বভাবতঃ প্রেরিত হইয়া, উহা সেই সেই আকারে পরিণত হয়। যদি বল, হিরণ্যগর্ভাদির সংবিৎ যে নিশ্চয় করিল উহা তাদৃশ অপর সিদ্ধপুরুষের বিরুদ্ধ সত্যসঙ্কল্প দ্বারা ব্যাঘাত প্রাপ্ত না হয় কেন? ইহার উত্তরে আমি বলিব, যদি হিরণ্যগর্ভীয় সংবিতের সেই নিশ্চয়কে অপরে ব্যাহত করিতে পারিত, তাহা হইলে সেই সৃষ্টির আদিতে "আমি জগতের সৃষ্টি করিব", বলিয়া, তাঁহার যে নিশ্চয় হইয়াছিল, তিনি কখন সেই নিশ্চয়ানুগত ফলভাগী হইতে পারিতেন না—অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন না। অন্তরে বা বাহিরে, কোথাও বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, একমাত্র সংবিৎ যেরূপ যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, জগদন্তর্গত সেই সেই পদার্থরূপে বিরাজমান হইতেছে। এই স্বপ্ন সত্য, অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় হইলে, সংবিৎ ও সেইরূপ হইয়া থাকে এবং সংশয় হইলে সংশয়াত্মিকা সংবিৎ হয়। স্বপ্নের সত্যত্ব কল্পনা বশতঃ অন্য উপায়ে প্রাপ্ত ফলকেও স্বপ্ন দ্বারা সূচিত বলিয়া জ্ঞান হয়। এই ত্রিজগৎ-মধ্যে স্বকীয় সংবিৎ দ্বারা অতিশয় স্থিরীকৃত বস্তু সমুদায়ও কাল, দেশ এবং যত্নবলে বিলম্বে বা অবিলম্বে ব্যভিচারী হয়। ১—১০। সৃষ্টির আদিতে চিদাকাশেই অব্যভিচারী জগৎ প্রতিভাত হয়। অতএব চিতিই স্বেচ্ছানুসারে বস্তুর সত্তা বিস্তার করে। একমাত্র চিৎস্বরূপ ভিন্ন ব্রহ্মের আর সকল প্রকার রূপই সত্য ও অসত্য, নিয়ত এবং অনিয়ত ভাবে অবস্থিত। এক্ষণে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, একমাত্র সৎ ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ। তদ্ভিন্ন আর কিছুই সৎ নাই। তখন সত্যই বা কি? আর অসত্যই বা কি? অতএব অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকটই স্বপ্ন কোন স্থলে সত্য এবং কখন কখন অসত্যরূপে প্রতীত হয়। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট অসৎরূপ স্বপ্ন কখন সৎ বলিয়া প্রতীত হয় না। ভ্রমজ্ঞানই সাকার হইয়া জগৎ নামে প্রতিভাত হয়। সে যখন নিজেই আপনাকে ভ্রম বলিয়া পরিচয় দিতেছে, তখন তাহাতে আবার কিরূপ নিশ্চয় হইতে পারে। চিতিই চিত্তরূপে পরিণত হইয়া সলিলে বুদ্বুদের ন্যায় আত্মাকে যে আভাসের সহিত স্পন্দন করে, উহাই এই জগৎ। যেমন স্বপ্নদর্শনের পর সুষুপ্তির অনুভব হয় সেইরূপ জাগ্রৎ-অবস্থা দর্শনে স্বপ্ন অনুভূত হয়। অতএব হে মহামতে! তুমি জাগ্রৎকে স্বপ্ন এবং স্বপ্নকে জাগ্রৎ বলিয়া জানিও। এক অজই এই দুইরূপে পরিণত হইয়াছেন। অবিদ্যাবৃত্ত চিন্মাত্ররূপ এক ব্যোমই জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তিনামক নামরূপভেদে বিভক্ত হইয়াছে। এই সংসারে নিয়তি নামে কিছুই নাই, অনিয়তিনামেও কিছুই নাই, স্বপ্নজ্ঞানে নিয়তি বা অনিয়তি কিরূপে থাকিতে পারে। যাবৎকাল স্বপ্নে নানা বস্তুর ভাণ হয়, তাবৎকাল বাহ্য বস্তু হইতে চিত্তের নিষ্ক্রমণ হয়, অতএব যিনি সেই স্বপ্নভাণেরও নিয়ম করিতে প্রবৃত্ত, তাহাকেই মুনি বলা যায়। হে অঙ্গ! বাতলেখার ন্যায় অকারণ স্বচ্ছন্দভাবে স্ফুরণকারিণী সংবিদের নিয়ম কাহাকে বলে এবং কি প্রকার। অপিচ আকারাদি যে সংবিদের কারণরূপে কল্পিত হয়, তাহা কারণ নয়, যেহেতু সৃষ্টির প্রতি চিতির কল্প আর কোন কারণই নাই। তবে কি নিয়তি নাই, তাহা নহে, কারণ প্রত্যেক বস্তু যাবৎকাল জ্ঞানে প্রস্ফুরিত হয়, তাবৎ এক স্বরূপে প্রস্ফুরিত হয়, ভিন্নরূপে যে হয় না, তাহার নামই নিয়তি। স্বপ্নে যে কখন কখন সত্যতা এবং কখন কখন অসত্যতা ঘটিয়া থাকে, নিয়তির স্বভাবই উহার কারণ এবং উহাকেই কাকতালীয় বলে। ১১—২৫। মণি-মন্ত্রৌষধের প্রভাবের সত্যতা স্বপ্নেও যেরূপ দৃষ্ট হয়, জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেইরূপ দৃষ্ট হয়, সুতরাং এ স্থলে নিয়তি অবশ্য স্বীকার্য্য। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয়ই চিতির তাদৃশ বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাগ্রৎ অবস্থায় যেরূপ অনুভব হয়, স্বপ্নে তৎসদৃশ অনুভব হইয়া থাকে। নিদ্রাশূন্য আত্মার যাহা জাগ্রৎ অবস্থা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাকে কিরূপে জাগ্রৎ বলা যাইতে পারে এবং জাগ্রৎকেই বা কিরূপে স্বপ্ন বলা যাইতে পারে। যাহা স্বপ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাকেই বা কিরূপে স্বপ্ন বলা যায়, স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ উভয় অবস্থাতেই একরূপ ব্রহ্মের বোধই স্বরূপ। আত্মার কখন জাগ্রৎস্বপ্ন-আদি কোন অবস্থাই হয় না, সদ্রূপা চিতি ভ্রান্ত স্মৃতিজ্ঞানের অনন্তর দৃশ্যবস্তু অবলোকন করে। ২৬—৩০। অনন্তকাল ব্যাপিয়া যে সকল অনবরত শীকরোর্ম্মিসকল উত্থিত হইতেছে, আকাশপথে ভ্রমণকারী একই মেঘ যেমন অন্য বলিয়া প্রতীত হয় এবং দিগ্‌ভ্রমে একই দিক্ অন্যরূপে বিদিত হয়, সেইরূপ তাহারাও ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। শিলা-কোষের অন্তরোপমার ন্যায় অঙ্কুরিত হইলেও একই সৃষ্টি নানারূপে স্ফুরিত হইতেছে; ইহাতে জাগ্রৎস্বপ্নাদির কথা আবার কি? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় এই চতুর্ব্বিধ অবস্থাই আত্মার শরীর, উহা সর্ব্বাকার হইলেও নিরাকার কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সৃষ্টিরূপ শরীরবিশিষ্ট হইয়াও এই আত্মা চিদ্রূপশূন্য দৃশ্যরূপে আকাশরূপ অবকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং স্বয়ং চিন্মাত্র আকাশস্বরূপ, আকাশ হইতে কোনরূপে বিভিন্ন নন। আকাশ, বায়ু, বহ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গাদিলোক এবং অম্ভোধরের সহিত বর্ত্তমান এই দৃশ্যজগৎ সৃষ্টির আদিতে কারণের অনুভব হেতু কেবল চিত্তস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল, তখন উহার কিছুই নাম ছিল না। অনন্তর মনের সাক্ষীভূত জ্ঞানময় আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া মনের লয় হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে অবস্থিতি হয়, সুতরাং ইহা একটা ভিন্ন বস্তু নয়। ৩১—৩৪।

(১) দেশ—যেখানে স্বপ্নাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সান্নিধ্য হয়। কাল—প্রত্যুষাদি সময়। ক্রিয়া—দেবতার আরাধনা, তপশ্চর্য্যা এবং ব্রত প্রভৃতি। দ্রব্য—হবিষ্যান্ন এবং কুশময় শয্যা প্রভৃতি।

একোনপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

ব্যাধ বলিল, হে মুনে! আপনি প্রাণি-দেহে প্রবেশপূর্ব্বক নানাবিধ মহৎ মহৎ ঘটনার সহিত নির্ব্বাণ সংস্মৃতির অনুভব করিয়াছেন, সংসারি-অবস্থায় ভার্য্যা ও বন্ধু প্রভৃতির সহিত সহবাসানন্তর কি ঘটিয়াছিল তাহা বলুন। মুনি বলিলেন, হে কৃতজিজ্ঞাসু সাধো! অনন্তর সেই প্রাণীর হৃদয়রাজ্যমধ্যে যে অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। আমি সেইরূপে তত্রস্থ আত্মচমৎকৃতি বিস্মৃত হইলে ঋতু এবং সংবৎসরাত্মক সময় বর্ত্তমান হইয়াছিল। আমি ভার্য্যানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া আত্মমননশূন্য হইলে গৃহস্থাশ্রমে ষোড়শবর্ষ অতীত হইল। এইরূপে গৃহস্থাশ্রমে সময় অতিবাহিত করিতেছি, এমন সময় কোন দিন মাননীয় মহাবোধসম্পন্ন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ উগ্রতপা নামে এক মুনি অতিথিভাবে আমার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। হে ব্যাধ! সেই মুনি সৎকৃতসৎকারে তুষ্ট হইয়া ভোজন ও শয়ন করিয়া বিশ্রান্ত হইলে আমি তাঁহাকে জনসমূহের সুখ-দুঃখের ক্রম এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। হে ভগবন্! আপনি প্রভূতজ্ঞানসম্পন্ন এবং জগতের গতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, এই নিমিত্ত আপনার ক্রোধ দৃষ্ট হয় না এবং সুখেও আসক্তি নাই। শরৎকালে ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের গৃহে যেরূপ শস্য সকল আগত হয়, সেইরূপ কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের শুভাশুভ কর্ম্মপ্রভাবেই সুখ-দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই প্রজাগণ সকল মিলিত হইয়া একমাসে কি অশুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে যে, ইহাদের সকলেরই উপরে দুর্ভিক্ষাদি আধি এককালে আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল জনসমূহের উপরই দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাত সমকালে পতিত হইতে দেখা যায়, তাহারা সকলেই কি সমান দুষ্কর্ম্মকারী? তিনি এই কথা শুনিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর অন্যমনস্কের ন্যায় ঈষদ্ধাস্য করত অমৃতনিস্যন্দের ন্যায় মনোহর গম্ভীরার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন। সেই আগন্তুক মুনি বলিলেন, হে সাধো! চিদ্বিবেকবিশিষ্ট অন্তঃকরণে এই দৃশ্যের যে কারণ, তাহা সৎ বা অসৎ বলিয়া যে উত্তমরূপে জানিতেছ, তাহা কিরূপে জানিতেছ, তাহা আমায় বল। সম্পূর্ণ আত্মাকে স্মরণ কর, তুমি কে? এই কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছ? আমি কোথায় রহিয়াছি, এই দৃশ্য কি এবং ইহার মধ্যে সারই বা কি? এই সকল বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ। ইহা যে কেবল স্বপ্নমাত্র প্রতিভাত হইতেছে, তাহা তুমি কেন জানিতেছ না? যেহেতু আমি তোমার নিকট একটী স্বপ্নময় এবং তুমিও স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষতুল্য। এই জগৎ নিরাকার, নির্ব্বাচনীয় অনাদি এবং অকম্পিত চিতিরূপ কাচের চাকচিক্যের ন্যায় অবস্থিত। সর্ব্বব্যাপী চিতির ইহাই স্বরূপ যে, ইহা যখন যাহা কল্পনা করে, তখন সেইরূপেই পরিণত হয়। কারণ কল্পনাকারীর নিকট সকল বস্তুই সকারণ, অকারণবাদীর নিকট সকলই কারণশূন্য। আমরা যে প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত, তিনি আমাদের এবং সমুদয় প্রজার একটী বিশাল বিরাট্ আত্মা। সেই বিরাট্ আবার আমাদের চিতির কল্পনাবশেই কল্পিত। ইনি যেমন আমাদের বিরাট্ আত্মা, সেইরূপ অন্য প্রজাদের সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ-আদির কারণ। অপর একটী বিরাট্ আত্মা ভবিষ্যতে হইতে পারে। সেই বিরাট্ আত্মার ধাতুর বিকৃতি অথবা তদীয় শরীরাবয়বের বিকারভাবে স্পন্দনাদি হেতু তদন্তর্গত জনসমূহের এককালে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবিনী। এইহেতু যুগপৎ প্রজাসমূহের উপর দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি এবং প্রলয় অথবা শান্তি উপস্থিত হয়। কারণ এক বিরাটের অন্তর্গত যাবতীয় জীবের এক প্রকার নিয়তিই হইয়া থাকে। হে সাধো! এমনও হইতে পারে যে, কাকতালীয় ন্যায়ে সেই সকল প্রজাদের দুষ্টকর্ম্ম যুগপৎ ফলোন্মুখ হওয়ায়, যেরূপ এককালে কতকগুলি বৃক্ষের উপর বজ্রপাত হয়, সেইরূপ তাহাদের উপরও এককালে দুর্ভিক্ষাদি পতিত হয়। যাহারা কর্ম্মের কল্পনা করে, তাহাদের মতে সংবিৎ নিজকর্ম্মের ফলভাগিনী হয়, যে সংবিৎ কর্ম্ম কল্পনা হইতে উন্মুক্ত, তাহা কর্ম্মফল ভাগিনী হয় না। যাদৃশ যাদৃশ কল্পনা অল্প বা অধিক পরিমাণে সহেতুক বা অহেতু যে যে বিষয়ে উদিত, সেই সেই বিষয়ে সেই ভাবেই অবস্থান করে। সেই স্বপ্নময় নগরে কারণ বা সহকারি-কারণাদি কিছুই নাই, অতএব সেই পরব্রহ্ম অনাদি, অজর, চৈতন্যস্বরূপ এবং মঙ্গলময়। এই স্বপ্নময় ভ্রম, কখন অকারণ, কখন বা সকারণরূপে প্রতিভাত হয়, যেহেতু উহা সদসদাত্মক, অতএব উহা শূন্য—অর্থাৎ মিথ্যাভূত। সকলপ্রকার স্বপ্ন জ্ঞান কাকতালীয়ের ন্যায় প্রকাশ পায়। উহাদের সহিত সমানরূপে প্রতীয়মানত্ব হেতু এই জাতিও উহাদের হইতে পৃথগ্ভূত নয়। যাহা সকারণরূপে প্রসিদ্ধ, তাহাকেই সকারণ বলা যায় এবং যাহা কারণ-শূন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই অকারণ নামে খ্যাত। স্বপ্নে যাহা কার্য্যকারণ ক্রমে উদিত হয়, তৎসমুদয়ই চিতির তথাবিধ ভানমাত্র এবং জাগ্রৎ নামে প্রসিদ্ধ মহৎ—অর্থাৎ স্থূল প্রপঞ্চের স্বভাব ও চিতির ভানমাত্র। এই হেতু ব্রহ্মবিদ্গণ ঐ সমুদয়কে শান্তস্বভাব পরব্রহ্ম বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। হে মহামতে! তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছ, যদি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম সকল পদার্থের কারণ, তাহা হইলে সমুদয় পদার্থ সত্য না হয় কেন এবং সকল পদার্থই ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন কেন? ইহার উত্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি কোন্ কোন্ পদার্থকে সত্য কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছ, সত্যকারণ বস্তু সকল কীদৃক্-স্বভাবসম্পন্ন, আকাশ নামক পদার্থের কারণই বা কি? ১—৩০। পৃথিবী প্রভৃতির পিণ্ডের ঘনত্বাদি সৃষ্টির কারণ কি? অবিদ্যার কারণ কি এবং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মারই কারণ কি? সৃষ্টির আদিতে বায়ু, তেজ এবং সলিল যখন কেবল জ্ঞানস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল, তখন উহাদের কারণ কি কেবল শূন্য না আর কোন পদার্থ? পঞ্চভূতদিগের পিণ্ডরূপ গ্রহণ এবং দেহলাভ বিষয়ে কারণ কি? প্রথমতঃ সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ এইরূপেই প্রবৃত্ত হয়। আকাশে রাশিচক্রাদির ন্যায় জগতে সমুদয় পদার্থ চিরানুভব প্রযুক্ত ভ্রান্তি দর্শনে এইরূপেই প্রবৃত্ত হয় এবং এইরূপেই আবর্ত্তিত হয়। ব্রহ্ম এইরূপেই সৃষ্টিস্বরূপে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ স্বকীয় রূপেরই পৃথিবী-আদি সংজ্ঞা করিয়াছেন। ৩১—৩৫। সৃষ্টি (সৃষ্ট পদার্থ) সকল বায়ুতে স্পন্দের ন্যায় প্রথমে চিদাকাশে আভাসিত হয়। অনন্তর আপনারাই স্ব স্ব দেহের কারণ কল্পনা করে। প্রথমে যে যে বস্তু যাদৃশরূপে কল্পিত হয়, নিয়তি তাদৃশ শরীরই ধারণ করে। যেহেতু উহা তৎতৎরূপে কল্পিত চিতিরই নিজ শরীর। চিতি প্রথমে যাদৃশ যাদৃশ জ্ঞানাত্মকরূপের স্বভাবতঃ আত্মস্বরূপে উদ্বোধ করিয়াছে, সেই সকল অদ্যাপি চিতিতে সেইরূপেই অবস্থিত আছে। সেই চিতিই আবার অন্তর্বিধ উৎকৃষ্ট মহাবস্তু দ্বারা উহাদিগকে অন্য প্রকারে পরিণত করিতেও সমর্থ হয়। যে বিষয়ে কারণ কল্পিত

হয়, সেই বিষয়েই কারণের প্রধানতাও দৃষ্ট হয়। জ্ঞানিপুরুষ যাহাতে কারণের কল্পনা করেন না, তাহার নামই অকারণ। এই অজ্ঞ জগৎ প্রথমে বাত্যার আবর্ত্তের ন্যায় অজ্ঞাত হইয়াছিল এবং ইহা প্রথমে যাদৃশ অসৎরূপে অজ্ঞাত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেইরূপেই আছে। কোন কোন জীব এক সঙ্গে মিলিত হইয়া শুভ বা অশুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা এক সঙ্গেই কর্ম্ম সদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়। আবার গিরির শিখরস্থিত শিলা যেমন বিনা দোষে বজ্রপাতে উৎপীড়িত হয়, সেইরূপ অপর সহস্র সহস্র জীব অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও অকারণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। ৩৫—৪২

একোনপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৪৯।

পঞ্চাশদধিকশততম সর্গ।

মুনি বলিলেন,—তদানীং আমি সেই আগন্তুক মুনি কর্ত্তৃক উক্ত প্রকার যুক্তি দ্বারা সেই প্রকারে বোধিত হইয়াছিলাম, যাহাতে আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল—অর্থাৎ আর কিছুই অজ্ঞেয় ছিল না। তাহার পর আমি আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করি নাই। তিনি আমার বহু প্রার্থনীয়, তিনি, পূর্ব্বে মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম যে আমি, আমার সেই গৃহে বাস করিয়া ছিলেন। যে মুনি কর্ত্তৃক এই চন্দ্রোদয় সদৃশ শুভ বাক্য উক্ত হইয়াছিল। দেখ, এক্ষণে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। জগতের পূর্ব্বাপরজ্ঞ, মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞাদি শুভকার্য্য-জনিত সুকৃতের ন্যায়, আমার মোহবিনাশক এই মুনিই অপ্রার্থিত হইয়া আমার নিকট এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। অগ্নি বলিলেন, সেই মুনির এইকথা শ্রবণ করিয়া ব্যাধ তৎকালে সেই স্বপ্ন স্বর্গের উপদেষ্টা মুনি, সত্য সত্যই কি আমার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন? এই ভাবিয়া বিস্ময়ে আকুল হইল। ব্যাধ বলিল, হে মুনে! ভবতাপাপহারী আপনি আজ আমার নিকট যাহা বলিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে অতিশয় বিচিত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে। স্বপ্নে উপদেষ্টারূপে কথিত মুনির জাগ্রৎ অবস্থায় যে প্রত্যক্ষতা বলিতেছেন এবং আমিও সেই প্রত্যক্ষতার অনুভব করিতেছি। ইহা আমার অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে। হে মুনীশ্বর! বালকেরা যেমন ভূতযোনির প্রত্যক্ষ করে, সেইরূপ সেই মহান্ স্বপ্নপুরুষ কিরূপে জাগ্রৎ অবস্থাও স্থিরীভূত হইলেন। এই অদ্ভুত ইতিবৃত্তের বিষয় আমার নিকট যথাক্রমে বর্ণনা করুন। কি কারণে এই স্বপ্নে পুরুষের দর্শন হইল এবং কাহারই বা ঐ দর্শন ঘটিল, ইহা আমার নিকট অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে। মুনি বলিলেন, হে মহাভাগ! ইহার পর আমার যে কিরূপ বিচিত্র বৃত্ত ঘটিয়াছিল, আমি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর, ব্যস্ত হইও না। ১—১০। সেই সময় ইনিই আমার বোধের নিমিত্ত সেই বৃত্তের বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এই মহাপুরুষের সেই বাক্যে আমিও শীঘ্র প্রবুদ্ধ হইয়াছিলাম। মাঘমাসের অবসানে নির্ম্মল আকাশে যেমন স্বকীয় নির্ম্মলভাব প্রাপ্ত হয়, তাঁহার এই বাক্যে আমারও স্বকীয় পূর্ব্বনির্ম্মল স্বভাব স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছিল। অহো! তৎকালে পূর্ব্বসংস্কারের উদয় হওয়াতে প্রথমে যেরূপ মুনি ছিলাম, সেইরূপ মুনি হইলাম এবং আমার হৃদয় স্ফীত বিস্ময়রসে আর্দ্রীকৃত হইল। পথভ্রমে কাতর অজ্ঞ পথিক ফলার্থী হইয়া যেমন মৃগতৃষ্ণিকায় ধাবিত হয়, আমিও সেইরূপ ভোগার্থী হইয়া এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। হায় কি কষ্ট! বালক যেমন বেতাল কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়, ভ্রান্তিমাত্র স্বরূপ দৃশ্য জগতের জ্ঞান দ্বারা আমি প্রাজ্ঞ হইয়াও ছলিত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বথা অর্থশূন্য এই প্রস্ফুরৎ মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা আমি এই এক কি শোচনীয় পদবীতে নীত হইয়াছি। অথবা এই যে "সোঽহং" সেই আমি ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, ইহাও ভ্রান্তিমাত্র, সৎ নয়। তাহা হইলেও অসৎরূপে যে বিড়ম্বিত হইতেছে, ইহাও কম বিচিত্রতার বিষয় নহে। আমি বলিয়া কোন পদার্থ নাই, আমার এই ভ্রান্তিও নাই, এই জগৎ নাই এবং এতদ্বিষয়ক ভ্রমও নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সকলিই মিথ্যা হইয়াও সদস্তুর ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। আমি এক্ষণে কি করিব? আমার অন্তরে যে বহুভেদকারী অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, উহাও ছেদনীয়; অতএব উহাকেও পরিত্যাগ করি। এ কথা এখন থাকুক, এই অবিদ্যা ব্যর্থরূপা, আমার এই ভ্রান্তিময়ী অবিদ্যার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ আমি অসদ্রূপা ভ্রান্তিকে পরিত্যাগ করিয়াছি। ১৫—২০। এই মুনি এই স্থানে আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এইরূপ বোধও ভ্রান্তির বিলাসমাত্র। দিবা-লোকে যেরূপ অভ্রপুরুষ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই উপদেশক মুনি এবং শিষ্যভূত মদীয়স্বরূপে আভাত হইতেছেন। অতএব যাঁহার নিকট হইতে আমার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সেই মহা-মুনির নিকট আমার বক্ষ্যমাণ অভিপ্রায় প্রকাশ করি। এই রূপ চিন্তা করিয়া আমি সেই মুনিকে এই কথা বলিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সেই নিজ শরীরে গমন করি এবং যাহা দেখিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই শরীর দর্শন করিতেও গমন করি। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই মুনিবর তখন হাসিতে হাসিতে আমায় বলিলেন, তোমার সে দেহদ্বয় এক্ষণে কোথায়? তাহারা এক্ষণে অতিদূরে গমন করিয়াছে। হে ইতিহাসজ্ঞ! অথবা তুমি নিজে গমন করিয়া স্বচক্ষে বৃত্তান্ত অবলোকন কর। যাহা ঘটি-য়াছে, তাহা দর্শন কর, দেখিয়া নিজেই শেষে জানিতে পারিবে। ২১—২৫। তিনি এই কথা বলিলে আমি সেই প্রাক্তন দেহের বিষয় চিন্তা করিয়া তৎকালে যে পার্থিব শরীরকে আপনা হইতে অভিন্ন বোধ ছিল, সেই সংবিৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় জীবকে প্রাণ দ্বারা পবনস্কন্ধে সংযোজিত করিলাম। এবং তাঁহাকে, হে মুনে! যে পর্য্যন্ত আমি প্রাক্তন দেহ অবলোকন করিয়া না ফিরে আসি, সেই পর্য্যন্ত আপনি এই স্থানে থাকিবেন, এই কথা বলিয়া বায়ুমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। অনন্তর বায়ুরূপ রথে আরূঢ় হইয়া পুষ্পের সৌরভের ন্যায় অতি ত্বরিত গতিতে অচিরকাল মধ্যে অনন্ত গগন ভ্রমণ করিলাম। চিরকাল এইরূপ ভ্রমণ করত যখন তাহার (যাহার উদরে প্রবেশ করিয়াছিলাম) গলার ছিদ্র বা নির্গমনার্থ অন্য কোন দ্বার দেখিতে পাইলাম না, তখন তাহার সেই বাতাশয় মধ্যে থাকিয়া অতিশয় খেদ প্রাপ্ত হইলাম এবং পুনর্ব্বার নিজের মঙ্গল-স্তম্ভস্বরূপ এই জগজ্জালে আসিয়া পড়ি-লাম। ২৬—৩০। তখন আমার সেই নিজের গৃহে আসিয়া সম্মুখে সেই সর্ব্বোত্তম মুনিকে প্রাপ্ত হইলাম এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। হে ভূত-ভবিষ্যৎ-জ্ঞানী-দিগের শ্রেষ্ঠ! আপনি উত্তম জ্ঞানময় চক্ষু দ্বারা সমস্তই অবলোকন করিতেছেন, অতএব আপনি আমার এই অজ্ঞান ভঞ্জন করুন।

আমি যাহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার এবং আমার শরীর এক্ষণে কোথায় গিয়াছে, কি হেতু আমি সেই উভয় শরীর লাভ করিতে পারিতেছি না। আমি আত্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত অতি বিশাল সংসার মণ্ডল বহুকাল ধরিয়া ভ্রমণ করিলাম, তথাপি কি নিমিত্ত ইহার নির্গমন দ্বারা প্রাপ্ত হইলাম না। আমাকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মহাশয় মুনি আমাকে বলিলেন, হে পদ্মাক্ষ! তুমি এ রহস্য নিজে নিজে কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে। ৩১—৩৫। যোগজন্য একাগ্রচিত্তে যদি এই সকল বিষয় স্বয়ং ধ্যান কর, তাহা হইলেই করতলগত পদ্মের মত সমুদয় নিঃশেষরূপে জানিতে পারিবে। তথাপি তোমার যদি আমার কথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহাতে আমি সমুদয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। এই তুমি বলিয়া একটী স্বতন্ত্র—অর্থাৎ ব্যষ্টি জীব নাই, কিন্তু সকল জীবের তপস্যারূপ পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ (অর্থাৎ সকল প্রকার সুকৃতের ফলদাতা) কল্যাণরূপ কমলের আকর (অর্থাৎ সমুদয় সুখের আধার) জ্ঞানময় পদ্মস্বরূপ হরির নাভি অর্থাৎ কর্ণিকারভূত তুমিই প্রকৃত—অর্থাৎ তুমি জীব সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভ স্বরূপ। সত্য বটে, কদাচিৎ তুমি ব্যষ্টিভাবরূপ স্বপ্ন দর্শনেচ্ছায় মনোরাজ্যরূপ আলোচনে অবস্থিত হইয়া সেই অবস্থায় পরিপুষ্ট ব্যষ্টিভাব সংবিদ্ অপরের শরীর মধ্যে স্বপ্নাদি কৌতুক কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার জন্য অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলে। তুমি যে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, সেই স্থানেই বিস্তীর্ণ ত্রিভুবন আকাশ ও পৃথিবীর বিপুল অন্তরাল দর্শন করিয়াছিলে। ৩৬—৪০। এইরূপে তুমি পরশরীরান্তর্গত স্বপ্ন দর্শনে বহুকাল ব্যাপিয়া ব্যগ্র হইলে যেখানে তোমার দেহ, তুমি যাহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে, সেই প্রাণীর দেহ এবং তোমার আশ্রম অবস্থিত ছিল, সেই মহাবনে মেঘাচ্ছন্ন অম্বর সদৃশ ধূমরাশিতে ধূম্রবর্ণ হইয়া অগ্নি লাগিয়াছিল, যাহা সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ চক্রাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে সবেগে স্ফুলিঙ্গ সকল উত্থিত হইয়াছিল। নীলবর্ণ আকাশ ও দিঙ্মণ্ডলের আবরক দশাকাশস্থিত ভস্মপূর্ণ ধূমরাশিরূপ কৃষ্ণবর্ণ কম্বল দ্বারা অম্বরতল আচ্ছাদিত হইয়াছিল। দরীরূপ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত সিংহদিগের তর্জ্জন গর্জ্জনে এবং ভীষণ চটচটা শব্দে দিকের মধ্যভাগ সকল যে ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিল। অগ্নিময় বৃক্ষরূপতা প্রাপ্ত তাল ও তমালশ্রেণীর উৎপাত বহ্নি ও মেঘের ন্যায় পতনের ভীষণ কড়কড় শব্দে সেই অগ্ন্যুৎপাত অতিশয় গহন হইয়াছিল। ৭১—৭৫। ঐ অগ্নি দূরস্থিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্থির সৌদামিনীস্বরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল এবং ব্যোমতলকে দ্রবীভূত তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত কুট্টিমতলের ন্যায় দেখাইতেছিল। উহা স্ফুলিঙ্গ দ্বারা আকাশস্থিত তারাগণকে দ্বিগুণ করিয়াছিল, এবং বক্ষঃস্থিত জ্বালারূপ বালবনিতায় কটাক্ষ দ্বারা দর্শকের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিল। জ্বালার ধমধমা শব্দে গগনোদর পরিপূরিত হইয়াছিল এবং বনেচর সকল উদ্বিগ্ন হইয়া দরীগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সিংহ, মৃগ, ব্যাধ এবং বিহঙ্গমগণ অর্দ্ধদগ্ধ শরীরে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সরোবর, সরিৎ এবং স্রোতের জল গরম হইয়া ভীষণ বনেচরদিগকে পক্বপ্রায় করিয়াছিল। প্রবল জ্বালা দ্বারা বালচমরীগণের লাঙ্গুল চুরচুর করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এবং দহ্যমান বনস্থ প্রাণীদিগের মেদোগন্ধে মেঘমালা ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ৪১—৫০। সর্পের ন্যায় কুটিলগতিতে প্রসর্পণকারী কল্পাগ্নি সদৃশ উত্থানকারী সেই বনবহ্নি দ্বারা তোমার আশ্রম দগ্ধ হইয়াছিল। ব্যাধ বলিল, হে মুনে! সেইস্থানে সেইরূপ অগ্নিদাহের প্রাকৃত হেতু কি? সেই বন এবং তত্রস্থ বটুগণ সকলে কেন এককালে নষ্ট হইল। মুনি বলিলেন, যেরূপ সঙ্কল্পকারী পুরুষের মনের স্পন্দন সঙ্কল্পাদির ক্ষয় এবং উদয়ের প্রতি হেতু, সেইরূপ ত্রিজগৎ সঙ্কল্পকারী বিধাতার চিরমনঃস্পন্দনই ত্রিজগৎ এবং ঐ মনের স্পন্দন ত্রিজগতের ক্ষয় ও উদয় বিষয়ে হেতু। যেরূপ হৃদয়ে ভয়াদিজনিত ক্ষোভ বা অক্ষোভের প্রতি স্পন্দই হেতু। সেইরূপ সেই ত্রিজগতের বনান্তে ক্ষোভ বা অক্ষোভের প্রতি অচিরজাত স্পন্দই হেতু। এই জগৎ বিধাতার একটী সঙ্কল্পনগর—অর্থাৎ মনোরাজ্য এবং তাঁহার মনের স্পন্দনই প্রজাদিগের উদয়, ক্ষয়, ক্ষোভ, বর্ষা এবং অবর্ষাদির কারণ। ব্রহ্মাদিরূপ মানস—অর্থাৎ মনঃসমষ্টিও এই জগতের হেতু, ব্রহ্মাদিরূপ মনঃসমষ্টিও অন্য চিৎরূপ অম্বরে কল্পিত, শান্ত স্বরূপ অদ্বিতীয় চিতিরূপ আকাশে এইরূপ অবিশ্রান্তগতি। পণ্ডিতেরা চিতিরূপ আকাশে, চিতিরূপ আকাশের শোভাই দর্শন করেন। মূর্খেরা যেরূপ দর্শন করে, তাহাই সত্য বিবেচনা করে, বাস্তবিক এ জগৎ সৎ নয়। ৫১—৫৫।

পঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৫০ ॥

একপঞ্চাশধিকশততম সর্গ।

অন্ধ মুনি বলিলেন,—সেই অগ্নিতে নগর, গৃহ এবং বৃক্ষ সকল শুষ্ক তৃণের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত হইল। যখন তোমার আশ্রমে অতিশয় উত্তাপে বৃহৎ বৃহৎ শিলা অবধি ফাটিয়া গেল, কাজেই তোমাদিগের দুজনের সেই দুই প্রসুপ্ত শরীর ভস্মসাৎ হইল। সেই অগ্নি সমুদয় কাননকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া, ক্রমে আপনিই শান্ত হইয়া সমুদ্রপানকারী অগস্ত্য ঋষির ন্যায় অদৃশ্য হইল। সেই বহ্নি নির্ব্বাণ হইলে তাহার ভস্মও শীতল হইল। তখন বায়ু পুষ্পরাশির ন্যায় ঐ ভস্মকে বিন্দু বিন্দু করিয়া চারিদিকে বিকীর্ণ করিল। সুতরাং এক্ষণে সেই আশ্রম এবং সেই শরীরদ্বয় কোথায় ছিল, আর বহুজনের আশ্রয় সেই নগরই বা কোথায় ছিল, কিছুই জানা যাইতেছে না। জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ননগরী যেরূপ অন্তর্হিত হয়, উহারাও এক্ষণে সেইরূপ হইয়াছে। ১—৫। তোমাদিগের সেই দুইটী শরীর যেমন অভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভ্রমবশে তুমি নিদ্রিত হইলে তোমার তদ্বিষয়ে সংবিৎ মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে আর তাহার চলাচল কোথায়? সে এক্ষণে বিরাট্ আত্মরূপে বিরাজ করিতেছে। সেই ওজের সহিত বর্ত্তমান সুপ্ত পুরুষের দাহে তাহার ওজোযুক্ত দেহও দগ্ধ হইয়াছে। হে মুনে! সেই হেতুই দেহদ্বয় দেখিতে পাও নাই। তুমি এক্ষণে অনন্ত স্বপ্নময় সংসারে জাগ্রৎ অবস্থায় স্থিতি করিতেছ। অতএব স্বপ্নেই এক্ষণে জাগ্রৎ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। হে সুব্রত! আমরা সকলেই তোমার স্বপ্নময় পুরুষস্বরূপ। আমাদের তুমি যেমন স্বপ্নপুরুষ, সেইরূপ আমরাও তোমার স্বপ্নপুরুষ। এই চিদাকাশরূপ আত্মা সকল অবস্থাতেই স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। ৬—১০। তুমি একটী স্বপ্নপুরুষ হইলেও সেই অবধি জাগ্রৎ-পুরুষ হইয়া গার্হস্থ্যে

নিমগ্ন রহিয়াছে। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিলাম। ইহা আমার অনুভূত, তুমিও এই বৃত্তান্ত ধ্যান দ্বারা দেখিতে পাইবে। আকাশে যেরূপ কাঞ্চনময় আতপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নিজ আবির্ভাবকারিণী শক্তির প্রাদুর্ভাবে চঞ্চল সেই আদিমধ্যরহিত অনন্ত এবং সংবিদঘন সেই চিন্ময় আত্মা আপনাতেই নানারূপে বিকসিত সৃষ্টিস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। ১১—১৩।

একপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ।

মুনি বলিলেন,—আমাকে এই কথা বলিয়া সেই মুনি নিজ শয্যায় তূষ্ণীম্ভাবে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। আমিও বিস্ময়সাগরে ভাসমান হইয়া রহিলাম। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম। হে মুনে। হে বিভো। এইরূপ সকল প্রকার স্বপ্ন আমার নিকট সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। অন্য মুনি বলিলেন,—যদি জাগ্রৎ-বস্তুকে সৎ বলিয়া সম্ভাবনা করা যাইত, তাহা হইলে স্বপ্নকেও সৎ বলিয়া স্থির করিয়া বিস্ময়ান্বিত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইত। কিন্তু যখন জাগ্রতের সত্তা সন্দেহাস্পদ, তখন স্বপ্ন যে মিথ্যা, তাহা কি আর বলিতে হইবে? যেরূপ স্বপ্ন, সেইরূপ প্রথমে এই সৃষ্টিও পৃথিবী আদিরহিত হইয়াও পৃথিবী আদি সহিতই প্রতিভাসিত হইয়াছিল। এইরূপ দৃশ্যমান মদীয় অদ্যতন স্বপ্ন অপেক্ষা জাগ্রৎ সৃষ্টিরূপ স্বপ্ন যে চৈতন্যাত্মক তদ্বিষয় হে ব্যাধগুরো। পদ্মপত্রাক্ষ মুনিবর শ্রবণ কর। ১—৫। এক্ষণে জাগ্রৎ অবস্থায় যে পদ ও তাহার অভিধের প্রত্যক্ষ করিতেছ, রাত্রিকালে নিদ্রিত হইলে তোমার সেই পদ ও তাহার অর্থই স্বপ্নে অনুভূত হয়। এই সৃষ্টিরূপ স্বপ্ন সৃষ্টির প্রথমে চিদাকাশে অনুভূত হইয়াই বিরাজমান থাকে। এইরূপে জাগ্রৎপ্রপঞ্চের যখন অতি মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা হইল, তখন স্বপ্নকে সৎ বলিয়া সন্দেহ করিতেছ কেন? যখন তুমি তোমার গৃহাদিকে সৎ বলিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতেছ, তখন স্বপ্নের মত চিন্তা করিতে উদ্যম করিলে কেন?—অর্থাৎ কোন স্বপ্নদর্শী স্বপ্নাবস্থায় আপনার স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করে না। হে মুনে। যখন স্বপ্নময় জগৎকে ইহয়া এইরূপ বিশাল ইত্যাদি প্রকারে স্পষ্ট সৎরূপে অনুভব করিতেছ, তখন আবার সন্দেহের উদয় হইল কিরূপে? তিনি এইরূপ বলিতেছিলেন, আমি মধ্যে তাঁহার বাক্যের ব্যাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি যে, ব্যাধগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সে গুরুতা কিরূপ, তাহা ব্যক্ত করুন। অন্য মুনি বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ। এক্ষণে এই আর একটী গল্প সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর, কারণ আমার বিস্তারের অন্ত নাই—অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিলে এত বাড়াইয়া বলিতে পারি যে, কথার শেষই হয় না। ৬—১০। আমি দীর্ঘতপা, তুমিও অতি ধার্ম্মিক, তুমি যে পর্য্যন্ত ব্যাধের গুরু না হইবে, তাবৎকাল আমি এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছি। তুমিও আমার সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া এই গৃহেই প্রীতিপ্রাপ্ত হইবে। আমি যাবৎকাল এই স্থানে স্থিতি করিব, তাবৎকাল, তুমিও আমার শুশ্রূষা হইতে বিরত হইবে না। কালেই আমি তোমাদের সহিত এই স্থানে নিশ্চয় বাস করিব। হে মুনে। অনন্তর এই স্থানেই আমার কতিপয় বৎসর অতীত হইলে, দুর্ভিক্ষে তোমার সমুদয় বস্তুর বিনাশ হইবে। সেই কালেই মদোন্মত্ত সিদ্ধান্তরহিত সামন্তদিগের পরস্পর বিগ্রহ নিবন্ধন হতাবশিষ্ট গ্রামবাসী নিখিল প্রাণিবর্গ নিজ নিজ গৃহ হইতে পলায়ন করিবে। তৎকালে আমরা দুজনে কিছু দুঃখবোধ না করত চিরকাল ব্যাপিয়া পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাসিত করত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় শান্তভাবে, সমভাবে সকল বিষয়ে স্পৃহাশূন্য এবং তুল্য আচারবিশিষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডলে চন্দ্র এবং সূর্য্য যেমন অবস্থান করেন, সেইরূপ এই স্থানেই কোন একটী ক্ষুদ্র বনের মধ্যে বাস করিব। ১১—১৫। কিছুকাল গত হইলে এই অরণ্যেতেই শাল, তাল ও লতাজালে নিখিল ভূতল আচ্ছাদিত করিয়া একটী উত্তম বন উৎপন্ন হইবে। সেই অভিনব বনের তালী ও তমালদল বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া দিঙ্মণ্ডলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিবে, তলভাগে প্রফুল্ল পদ্মবনের অবস্থানে এবং প্রফুল্ল পুষ্পচয়ের পতনে, বৃক্ষ সকল যেন অর্চ্চিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে এবং প্রতি নিকুঞ্জে চকোরদিগের চারুকূজন শ্রুত হইবে, ঐ উদ্ভাসি-বন দেখিয়া বোধ হইবে, যেন স্বর্গ হইতে নন্দনবনই স্বয়ং ভূতলে আগত হইয়াছে। ১৬—১৮।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ।

অন্য মুনি বলিলেন,—আমরা দুজনে সেই বনে বহুকাল ব্যাপিয়া তপশ্চরণে নিরত থাকিলে একটী ব্যাধ মৃগানুসরণে পরিশ্রান্ত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইবে। তাহাকে স্বভাবতঃ পবিত্র বচন-পরম্পরা দ্বারা প্রবোধিত করিবে এবং সেও সংসারে বিরক্ত হইয়া সেই স্থানেই তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইবে। অনন্তর তপস্বিচর্য্যা সমূহের অভ্যাসে শমদমাদি-সাধনসম্পন্ন হইয়া আত্মজ্ঞান-লাভেচ্ছু হইয়া সেই ব্যাধ তোমারই কথার মধ্যে স্বপ্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া স্বপ্নকথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে। তুমিও স্বপ্নকথা-প্রসঙ্গে তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিবা, সেও তাহাতে যোগ্যতা লাভ করিবে। এইরূপ প্রকারে তুমি তাহার গুরু হইবে, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে ব্যাধ-গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। ১—৫। এই সংসারভ্রম যেরূপ আমি যেরূপ, তুমি যে প্রকার এবং যাহা তোমার এখানে সংঘটিত হইবে তৎসমুদায়ই আমি তোমায় নিকট বলিলাম। তাঁহা কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বিস্ময়াকুলচিত্তে, তাঁহারই সহিত এই দৃশ্যজাত বিষয়ে আলোচনা করত আরও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর রাত্রি অতীত হইলে প্রভাতে আমি সেই মুনিকে তাদৃশ ভক্তি-সহকারে পূজা করিলাম, অন্তে তাঁহার সেই স্থানেই অধিক প্রীতি উৎপন্ন হইল। অনন্তর আমরা দুজনে সেই বনস্থ গৃহে এবং গ্রামস্থ গৃহে স্থিরচিত্তে এবং পরস্পরের প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। এইরূপ ঋতু ও বৎসরময় সময় চলিতে লাগিল। আমিও এই স্থানে পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল ভাবে দুঃখ ও সুখময় নানারূপ অবস্থা যেরূপ যেমন আসিতে লাগিল তাহাদের মধ্যে কাহাকে পরিত্যাগ আর কাহাকে বা

গ্রহণ করত অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমি মৃত্যুরও কামনা করি না, জীবনেরও কামনা করি না; সকল অবস্থাতেই ক্লেশশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছি। ৬—১০। অনন্তর আমি সেই স্থানেই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বমণ্ডলের বিষয় বিচার করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম ইহার কারণ কি? এবং এই পদার্থ-সমূহ কিছু কি মনে মনে জানিতে পারে? অদ্বিতীয় ব্যোম-স্বরূপ চিত্তিতে এই স্বপ্নদর্শনে প্রতিভাত পদার্থসমূহই বা কি এবং ইহার নিমিত্তই বা কি? স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী এবং দিঙ্মণ্ডল এই সকল আত্মাতে অবস্থিত চিন্মাত্রনভঃস্বরূপ। চিত্তিরূপ চন্দ্রিকা চিদাকাশে চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী যে প্রভা বিস্তার করে, তাহাই এই বিচিত্র অনশ্বর জগৎরূপে আভাত হয়। ১১—১৫ এই পর্ব্বত সকল, এই পৃথিবী, এই আকাশমণ্ডল এবং এই আমি, এই সকল বাস্তবিক কিছুই নহে; এই সকল চিন্ময় আকাশের বিলসন মাত্র। এই পদার্থসমূহের কি কারণ হইতে পারে? অবয়বসমূহের একত্র সম্মিলন বিষয়ে হেতু না থাকিলে পদার্থের উৎপত্তিই বা কিরূপে হইতে পারে? যদি ইহা ভ্রমমাত্রই হয়, তবে সেই ভ্রমের কারণ কি? ভ্রান্তির দর্শক বা বিজ্ঞাতা কে? এবং কি কারণেই বা তাহাদের ভ্রান্তি-দর্শন বা জ্ঞান ঘটে। আমি যাহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়স্থানে সংবিৎরূপে বাস করিতেছিলাম; সে আমার সহিত সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ হইয়াছে। অতএব এই সমুদয় বস্তুজাত অনাদি, অনন্ত, কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং কারণশূন্য, ক্রমবিবর্জ্জিত, জ্ঞানঘনস্বরূপ চিদাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ১৬—২০। এক্ষণে এই কথা জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঘট-পটাদি সমস্ত বস্তু-জাতই যদি চিদাকাশের বিলসন মাত্র হয়, তাহা হইলে ঐ ঘট-পদাদি কিরূপে স্পষ্ট আকারবিশিষ্ট হইল। চিন্মাত্রের এইরূপ বিবিধ আকারে বিলসন হওয়া অসম্ভব, কারণ চিত্তি ব্যোমস্বরূপ মাত্র, তাহার আবার স্ফুরণ কি, উহা কি প্রকার এবং কিরূপ সংঘটিত হয়। আকাশ কখন স্ফুরণ করে না। ইহা চিতিরূপে সমুদ্রের দর্শন স্বরূপ, উহার স্ফুরণ একটা নূতন কথা কি? এই অনন্ত চিদ্ঘন স্বভাবতঃই স্ফুরণশীল। সর্ব্বব্যাপী চিদ্ঘন ব্রহ্ম চিন্মাত্রের বিশুদ্ধ স্ফুরণ মাত্র এবং উহাই জগৎরূপে আভাত হয়, দৃশ্য বা দ্রষ্টা কিছুই নাই; আদি অন্তবর্জ্জিত অমেয়, অনাদিমধ্য, কার্য্যকারণভাববিরহিত সর্ব্বব্যাপক অদ্বিতীয় চৈতন্যই এই সকল ভুবন, শৈল, দিগন্তাদি নানারূপে শোভমান। ২১—২৫।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ।

মুনি কহিলেন,—এই পরিদৃশ্যমান জগতে এইরূপ নির্ণয় করিয়া আমি বীতরাগ, নিঃশঙ্ক, অহঙ্কার এবং ক্লেশমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণমুক্ত অবস্থায় রহিয়াছি। আমি এক্ষণে আধার, আধেয় ও অহঙ্কারশূন্য, রূপবিহীন, স্বভাবস্থ, আপনা হইতে শান্তিপ্রাপ্ত, সর্ব্বপ্রকারে শূন্য দৃষ্ট বস্তুরূপে প্রকাশমান। যাহা না করিলে নয়, তাহাই করিয়া থাকি। কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কার্য্য করি না। যে নিজেই আকাশবৎ নির্ম্মল, তাহার আবার কর্তৃতা কিরূপ। স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বতসকল, নদী-সকল এই সকলই অদ্বিতীয় চিদাকাশের শরীর। আমি এক্ষণে শান্তিপ্রাপ্ত, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, কেবল সুখেই অবস্থান করিতেছি। আমার পক্ষে এক্ষণ বিধি বা নিষেধ কিছুই নাই, আমার বাহ্যও নাই, অন্তরও নাই। ১—৫। এইরূপে এইস্থানে জীবন্মুক্তাবস্থায় অবস্থানকারী আমার সম্মুখে আজ তুমি কাকতালীয় ন্যায়ে আগত হইয়াছ। হে ব্যাধ! আমরা যেরূপ, স্বপ্ন যেরূপ, জগৎ যেরূপ তুমি যেরূপ এবং এই জগৎকে যেরূপ দর্শন করি, তাহা সকলই তোমার নিকট বলিলাম। তুমি দ্রষ্টা যেরূপ, তোমার অন্তর এবং বাহ্যদৃশ্য যেরূপ, ঐ সকল দৃশ্যবস্তুর প্রতি যেরূপ আসক্তি দ্বেষাদি মানসিকভাব হয়, ব্রহ্ম যেরূপ, এবং এই সম্মুখস্থিত জনসমূহ যেরূপ, তাহা সকলই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। হে প্রিয়ানুজক! তুমি এই সকলকে মিথ্যা জানিয়া শান্ত হও। যেহেতু চিন্মাত্র ব্যোমরূপিণী আত্মসত্তা স্বয়ং শান্তস্বভাবা নির্ব্বাণ অথবা অকিঞ্চন-রূপে অজ্ঞাতা হন। ব্যাধ বলিল,—যদি এইরূপ হয়, তা হলে আপনি, আমি এবং দেবতাদি অপর জ্ঞানবান্ প্রাণিগণ ইহারা সকলে কি পরস্পরের পক্ষে সদসদাত্মক স্বপ্ন পুরুষ? মুনি বলিলেন, তাহাই বটে, ইহারা সকলে পরস্পরের পক্ষে স্বপ্ন পুরুষরূপে অবস্থিত। ইহাদের পরস্পরের আপনাতে সৎ এবং অপরে অসৎবুদ্ধির উদয় হয়। যাহার যেরূপ জ্ঞানোদ্রেক হইয়াছে, সে এই জগৎকে সেইরূপই বুঝিয়া থাকে। একটা ঘটরূপ বস্তুকে কেহ কেবল ঘটরূপে দেখিতেছে, কেহ বা কপাল কপালি-কাদি অবয়বভেদে নানারূপে দেখিতেছে। যে একবস্তু বলিয়া দেখিতেছে, তাহার নিকট নানা অসৎ, আবার যে নানাবস্তু দেখিতেছে, তাহার নিকট এক অসৎ, সুতরাং একবস্তু নানাও নয়, একও নয়, সৎও নয়, অসৎও নয় এবং সদসৎরূপও নয়। জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট নগরের ন্যায় উহা কেবল জ্ঞানমাত্র এই জগৎ দূরে দৃশ্যমান অদৃষ্টপূর্ব্ব নগরের সদৃশ। এই তোমাকে সংক্ষেপে সকলই বলিলাম, তুমি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বোধিত হইলে। তুমি স্বয়ং জ্ঞানী, সকলই জানিতেছ, তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় তাহা কর। হে ব্যাধ! তুমি এইরূপে প্রবোধিত হইয়াও জগতের সত্তাতে বুদ্ধি করিতেছ কেন। ১৮—২৫। তোমার বুদ্ধি এইরূপে প্রবোধ হইতে নিবৃত্ত হইলেও পরব্রহ্ম হইতে বিরত নয়। যেরূপ কর্ত্তনাদিক্রিয়া দ্বারা কমণ্ডলু আদিরূপে পরিণত না হইলে কাষ্ঠ জল ধারণে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অভ্যাস ব্যতীত প্রবোধ কখনই মনের মধ্যে অবকাশলাভ করিতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা প্রবোধ মনোমধ্যে দৃঢ় হইলে এবং গুরু ও শাস্ত্রসেবা দ্বারা দ্বৈত ও অদ্বৈত দর্শনের শান্তি হইলে চিত্ত নির্ব্বাণ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষ-রহিত, আত্মানুশীলনে নিরত, নিষ্কাম, এবং সুখ-দুঃখদ্বন্দ্বের অতীত জ্ঞানিগণই সেই অবস্থায় প্রাপ্ত হন। ১৬—১৮।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ।

অগ্নি বলিলেন,—অনন্তর সেই ব্যাধ সেই কন্দমধ্যে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে চিত্রিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। অভ্যাসের অভাবহেতু তাহার চিত্ত স্বপদে বিশ্রামলাভ করিতে

পারিল না। সে সমুদ্রে প্লাবমানের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন, কোন কোন সিদ্ধপুরুষ তপোবলে ঘূর্ণিতবায়ু উদ্ভাবিত করিয়া তাহাকে ঘুরাইতেছে, অথবা চক্র দ্বারা এরূপে আক্রান্ত হইয়াছে যে, আর বলপ্রয়োগের অবসর নাই। মূর্খ যুবা যেরূপ শান্তিলাভে অক্ষম, সেই ব্যাধও নির্ব্বাণ কি, এইরূপই অথবা অন্যরূপ এই প্রকার সংশয়ে আরূঢ় হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিল না। এই জগৎ অবিদ্যাকৃত, এইরূপ চিন্তা করত জগৎই যে অবিদ্যা, তাহা সে মনের মধ্যে ভালরূপে ধারণা করিতে পারিল না। ১—৫। আমি তপোবলে শরীরবিশেষ লাভ করিয়া এই পৃথিবী কতদূর উর্দ্ধে যাইয়া এই দৃশ্যের অবসান হইয়াছে, তাহা দেখিব। এই সজলদাত্মক দৃশ্যের অন্তে যাইয়া আমি নিশ্চয়ই নিত্যসুখে অবস্থান করিব। অতএব যেখানে আকাশও নাই, সেইস্থানেই আমি যাইব। হৃদয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে একটী মূর্খরূপে পরিণত হইল। অভ্যাসের অভাবহেতু তাহাকে যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা বলা হইয়াছিল, সেই সকল ভস্মে ঢালা হইল। ততঃ প্রভৃতি সেই ব্যাধ আপনার ব্যাধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বনে মুনিগণের সহিত তপশ্চরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেইস্থানে সেই মুনিগণের ভাবে সেই মুনিগণের সহিত নিবাস করত বহু সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত অতি মহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এইরূপে তপশ্চরণ করিতে করিতে সেই ব্যাধ কদাচিৎ সেই মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আমার আত্ম-বিশ্রান্তি হইবে? তখন সেই মুনি তাহাকে বলিয়াছিলেন। জীর্ণকাষ্ঠে অল্প পরিমিত অগ্নির ন্যায় তোমাকে যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে বটে, কিন্তু উহা একেবারে প্রজ্বলিত হইতে পারিতেছে না। কারণ অভ্যাস ব্যতীত তুমি শুভজ্ঞানকে স্থির করিতে পারিতেছ না। অভ্যাস দ্বারা কালবশে তুমি অত্যন্ত বিশ্রান্তিলাভ করিবে। এক্ষণে আমি তোমার ভাবী নিশ্চিত ঘটনার বিষয় বর্ণন করিতেছি। সেই শ্রুতিমধুর এবং এই পৃথিবীতে অশ্রুতপূর্ব্বক বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। সেই পণ্ডিতপ্রসিদ্ধ অজ্ঞানসারণা নিবন্ধন জ্ঞানার্থ প্রবৃত্ত হইলেও তোমার আত্মা অনববুদ্ধ, অতএব তোমার জ্ঞান দোলায়মান (চঞ্চল) হওয়াতে তোমাকে মূর্খও বলা যায় না। ৬—১১। এই অবিদ্যাস্বরূপ বিশাল জগৎ কি প্রমাণ হইবে, এইরূপ নিজের মনে মনে তর্ক করিয়া তপস্যা করিতে উদ্যত হইবে। তুমি যুগশত পর্য্যন্ত এইরূপ ভীষণ দীর্ঘ তপস্যার আচরণ করিবে। তাহাতে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া অমরগণের সহিত তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। হে ব্যাধজাতিপ্রবর! সেই ব্রহ্মা বরদানে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি উদ্দামদৌরাত্ম্যহেতু আপনার সন্দেহ নিরাকরণকারী এইরূপ বর প্রার্থনা করিবে। হে দেব! এই আদর্শের সমভাবে পরিদৃশ্যমান অবিদ্যাভ্রমের মধ্যে প্রতিবিম্বরূপ মন দ্বারা পরিত্যক্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ কি কোন স্থানে নাই। আমি দেখিতেছি, পরমাণুরূপ হইলেও এই চিদাকাশরূপ দর্পণ যেখানে যেখানে অবস্থিত, সেখানে সেখানেই এই জগৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। অতএব এই অনর্থকভূত জগৎ কি পরিমাণে অনন্ত এবং এই জগতের সীমার বাহিরেই বা চিদাকাশ বিশুদ্ধরূপে কিরূপ পরিমাণে অবস্থান করিতেছে? ইহা আমি অবশ্য দেখিতে ইচ্ছা করি। হে দেবেশ্বর! আপনি শ্রবণ করুন, আমি এই অর্থ জানিবার জন্যই বর প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আমার সেইরূপ জ্ঞান হয়, সেই বর প্রদান করুন। আমার এই শরীর রোগশূন্য এবং ইচ্ছামৃত্যুযুক্ত হউক এবং গরুড়ের মত বেগে বিস্তৃত আকাশে গমন করিতে সমর্থ হউক। প্রতিক্ষণেই ইহা এক এক যোজন করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক এবং ক্রমে জগতের বাহিরে যাইয়া আকাশরূপে বিরাজ করুক। হে পরমেশ্বর! আমি এই আকাশের সহিত বর্ত্তমান অনন্ত জগতের অন্ত যাহাতে প্রাপ্ত হই, তাহাই আমার শ্রেষ্ঠ বর। ১৬—২৫। হে সাধো! তুমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে সেই স্বর্গাধিপতি দেবদেব ব্রহ্মা দেবগণের সহিত অন্তর্হিত হইলে তপস্যা দ্বারা কৃশীভূত তোমার শরীর চন্দ্রের মত কান্তিশালী হইবে। অনন্তর সেইক্ষণে নমস্কারপূর্ব্বক আত্মাকে সম্ভাষণ করিলে তোমার সেই শরীর মনোগত বস্তুর দর্শনেচ্ছায় আকাশে উড্ডয়ন করিতে আরম্ভ করিবে। তৎকালে তোমার সেই শরীর যেন পূর্ব্বদৃষ্ট চন্দ্রমা ও সূর্য্যের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায়, দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় অথবা অপর একটী বাড়বানলের ন্যায় আকাশে উত্থিত হইয়া শোভা পাইবে অতঃপর দৃশ্যজগৎ ও আকাশমণ্ডলের অন্তলাভার্থ গরুড়বেগে গমন করত নদীসমূহের ন্যায় এই ত্রৈলোক্যের অন্তে তোমার শরীর অনবরত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং কল্পান্তমত্ত অর্ণবের ন্যায় অপার অম্বরতল ব্যাপিয়া অবস্থান করিবে। ২৬—৩১। অনন্তর সেই মহাকাশে বৃদ্ধিলাভ করত সৃষ্ট বস্তু হইতে অপ্রতিবদ্ধ প্রবাহে প্রবহমাণ অনন্তগগন আক্রমণ করিয়া অবস্থিত স্বকীয় বৃহৎ শরীর দর্শন করিবে। এবং সেই সঙ্গে পরমার্থ মহাকাশের শূন্যতানিবন্ধন উৎপন্ন বাত্যা-সমূহের ন্যায় নৈসর্গিক দ্রবতা হেতু উদ্রিক্ত চিৎসমুদ্রের তরঙ্গ সকলও দর্শন করিবে। সংবিদ্বশে স্বপ্নাবস্থায় আকাশাত্মক সুরাদি যেরূপ আভাত হয়, সেইরূপ তোমার দৃষ্টিপথে নিরর্গল সৃষ্টিসমূহ আপতিত হইবে। মহাকাশে স্ফুরিত বায়ু দ্বারা শুষ্কপত্রসমূহ যেরূপ বিস্ফুরিত হয়, স্থিরনিশ্চয় হইয়া তুমিও সেইরূপে বিস্ফুরিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিবে। যেরূপ গবাক্ষমার্গ দিয়া সত্তাস্থিত সত্যরূপ দর্শনকারিণী অন্তঃপুরবাসিনীদিগের পক্ষে গবাক্ষাচ্ছাদক জাল (চিক্ প্রভৃতি) থাকিয়াও না থাকার মত, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জগদাত্মক বৈচিত্র্য সেই চিদাকাশে থাকিয়াও না থাকার মত। পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকে চন্দ্রমণ্ডলের ধূম্রনীহারধূলি প্রভৃতির সমূহ সংলগ্নরূপে দেখিলেও চন্দ্রমণ্ডলবাসীদিগের নিকট উহা অত্যন্ত অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট আত্মভিন্ন অপর দ্বিতীয় বস্তুর বিদ্যমানতা না থাকায় সমুদয় জগৎ অত্যন্ত অসৎ বলিয়াই প্রতীত হয়। এক বিশ্বমণ্ডলের পর বিস্তৃত নভোমণ্ডল, তাহার পর আবার বিশ্বমণ্ডল, তাহার পর আবার নভোমণ্ডল, এইরূপ দেখিতে দেখিতে তোমার দীর্ঘকাল গত হইবে। এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিশ্বমণ্ডল পত্রসমূহে পরিব্যাপ্ত মহৎ বিশাল আকাশমণ্ডলে সঞ্চরণ করত নিজে নিজেই উদ্বেগ প্রাপ্ত হইবে। তখন নিজের তপস্যার ফল অনুভব করত উদ্বেগ প্রাপ্ত হইবে এবং তখন আপনার দেহকে অনন্ত আকাশের পূরকমাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিবে। ৩২—৪০। তখন মনে মনে বিবেচনা করিবে, আমার এই ভারভূত শরীর কেন অবস্থান করিতেছে, ইহা এরূপ বিস্তৃত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ সুমেরু প্রভৃতি ইহার নিকট তৃণবৎ প্রতীয়মান হয়। আমার এই শরীর অপরিমিত হওয়ায় আমি সমুদয় আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া ফেলিয়াছি,

এখনও আকাশমণ্ডল পূরণ করিতেছি, ইহার পর যে কি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হায়, এই অবিদ্যা ঘোরা এবং অনন্তরূপে অনুভূত হইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি কেহই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ বা পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অতএব আমি এই আকাশমণ্ডলবিচরণকারী দেহকে পরিত্যাগ করিব, যেহেতু ইহা দ্বারা কোন প্রকার সাধু এবং সচ্ছাস্ত্রের সঙ্গতি অথবা অন্য কোন প্রকার মোক্ষসাধন বস্তুর লাভ ঘটে না। আমার এই শরীর অনন্তের পার পর্য্যন্ত ব্যাপক নিরালম্ব অম্বরতল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আমার এই শরীর দ্বারা অতিদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সহিত সঙ্গম হইবে। ৪১—৪৫। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাণ-নির্গমকারিনী ধারণা করত পক্ষী যেরূপ ফলের সরসভাগ ভোগ করিয়া শুষ্ক—অর্থাৎ নীরসভাগকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তুমিও সেই শরীর ত্যাগ করিবে। দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণসমন্বিত জীবনরূপে স্থূলবায়ু হইতেও সূক্ষ্মাকারে বায়ুরূপে সেই আকাশ-মণ্ডলে অবস্থান করিবে। এবং তোমার সেই দেহ তৎক্ষণাৎ ছিন্নপক্ষ মহামেরুর ন্যায় পতিত হইবে এবং তাহাতে সমুদয় ভূর্লোক ও পর্ব্বতাদি চূর্ণ হইয়া যাইবে। তৎকালে সেই শুষ্ক-মাংসা ভগবতী কালী মাতৃমণ্ডলের সহিত তোমার সেই দেহ ভক্ষণ করিবেন, তাহাতে পৃথিবী নির্দ্দোষা হইবে। হে সুব্রত। এক্ষণে তুমি নিখিল আত্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে। অতঃপর আজীবন তপশ্চরণ করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা কর। ৪৬—৫০। ব্যাধ বলিল, হে ভগবন, কি কষ্ট, আমার অক্ষয় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। আমি বৃথা অর্থ ভাবিয়া অনর্থ হেতু দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। হে শ্রেষ্ঠ মুনীশ্বর। এ বিষয়ে উদ্ধার হইবার কোন উপায় আছে কি? যদি ইহা অন্যথা না হয়, তাহাও আমাকে বলুন। মুনি বলিলেন, অবশ্যম্ভাবী অর্থ কখনও কাহাকর্ত্তৃক অন্যথা হইবার নয়। উহা বহুযত্নেও করিতে হয় না। বাম, দক্ষিণ শিরঃ এবং পাদ ইহাদিগের বিপর্য্যয় বিধানে—অর্থাৎ বামকে দক্ষিণ করিতে দক্ষিণকে বাম করিতে, শিরকে পদদিকে করিতে এবং পাদকে শিরের দিকে করিতে যেমন কোন পুরুষের শক্তি নাই, সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী বস্তুর অন্যথা করিতেও কাহার শক্তি নাই জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যুৎপত্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ অর্থের জ্ঞান হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর কোন অপূর্ব্ব ঘটনা হয় না। যে সকল পুরুষশ্রেষ্ঠগণ প্রাকৃত সুকৃতদ্বারা অত্যন্ত শমদমাদিসাধন প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভাবে প্রসুপ্ত হয়, সেই সকল মহাত্মারাই প্রাক্তন কর্ম্ম বেদনা সকলকে সমূলে ছেদন পূর্ব্বক জয় করে ৫১—৫৬

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম সর্গ

ব্যাধ বলিল,—হে ভগবন্! অনন্তর মদীয় দেহ অধোবর্ত্তি-ক্ষিতিতলে পতিত হইলে আকাশস্থিত আমার কি দশা হইবে? মুনি বলিলেন, হে ভব্য! তোমার সেই দেহ পতিত হইলে পর সেই মহাকাশে তোমার কি দশা হইবে, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তোমার দেহ পরিভ্রষ্ট হইলে, প্রাণের সহিত তোমার জীবাত্মা সেই বিতত আকাশে বায়ুকণারূপে অবস্থান করিবে। সেই বায়ুকণাকৃতি শরীরের অন্তঃকরণবৃত্তিবাসনাময় বিশাল জগৎ তুমি যেমন স্বপ্নাবস্থায় দর্শন কর, সেইরূপ দর্শন করিবে। অনন্তর চিত্তবৃত্তির মহত্ত্ব হেতু তোমার জীব সঙ্কলিত অর্থভাগী হইয়া ভূপৃষ্ঠে আমি রাজা হইয়াছি এইরূপ বিবেচনা করিবে। ১—৫। সেই অবস্থাতেই তোমার মনে সহসা এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইবে যে, আমি শ্রীমান্ সিন্ধুনামে অতি সম্মানিত রাজা হইয়াছি আমার আট বৎসর বয়ঃক্রম, পিতা বনে যাইবার সময় চতুঃসমুদ্র-পরিবেষ্টিত পৃথিবীরাজ্য আমাকে প্রদান করায় আমি উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু সীমান্তপ্রদেশে বিদূরথ নামে বিখ্যাত নৃপতি আমার শত্রু হইয়াছে, অতিশয় প্রযত্ন ব্যতীত তাহাকে জয় করিতে পারা যাইবে না। এই রাজ্য প্রতিপালন করিতে করিতে আমার একশত বৎসর গত হইয়াছে। এই কাল পর্য্যন্ত আমি পুত্র ও কলত্রবর্গের সহিত সুখেতেই রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহা বড় দুঃখের কথা যে, এক্ষণে ঐ সীমান্তপ্রদেশের রাজা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত আমার দারুণ সংগ্রাম এক্ষণে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। ৬—১০। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তোমার সেই বিদূরথ রাজার সহিত চতুরঙ্গবলের ক্ষয়কারী মহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। সেই মহাযুদ্ধে তুমি বিরথ হইয়াও সেই বিদূরথ রাজার করবাল দ্বারা জঙ্ঘাচ্ছেদ করিয়া তাহাকে যমসদনে প্রেরণ করিবে। তাহার পর তুমি চতুঃসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি-তলে এইরূপ প্রবল রাজা হইবা যে, দিক্‌পালগণও তোমার ভয়ে ভীত হইয়া আদরের সহিত তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। এই তুমি সিন্ধুনামে নরপতিরূপে নিখিল ভূমণ্ডলের অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিত মন্ত্রিগণের সহিত এইরূপ কথা কহিতে থাকিবে—মন্ত্রী বলিবে, হে মহারাজ! আপনি সেই বিদূরথ নৃপতিকে এইরূপে পরাজিত করিয়া যমসদনে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ১১—১৫। তুমি বলিবে—আমি অনিধনশীল এবং কল্পান্তকালীন অর্ণবের ন্যায় আমার বাহুবল প্রবলবেগসম্পন্ন, আমার নিকট বিদূরথ রাজা কি নিমিত্ত সুদুঃসহ শত্রুরূপে পরিগণিত হইবে? মন্ত্রী বলিবে,—ঐ বিদূরথ রাজার লীলানাম্নী একটী সতী ভার্য্যা আছে, সে অতি দুঃসহ তপস্যার আচরণ করিয়া নিরঞ্জনা জগদ্ধাত্রী সরস্বতী দেবীকে মাতৃরূপে আপনার আয়ত্ত করিয়াছে। সেই ভুবনভাবিনী সরস্বতী দেবী ঐ রাজপত্নীকে স্বকীয় কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া তাহার জন্য মোক্ষ প্রভৃতি অতি দুষ্করকার্য্যও অবলীলাক্রমে সাধন করিয়া থাকেন। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে এক কথায় বরদান করিয়া এই জগৎকে অজগৎরূপে পরিণত করিতে সমর্থা, সুতরাং আপনার বিনাশসাধনে তাঁহার অশক্তি বা প্রযত্ন কি? সিন্ধু বলিবে, তুমি ঠিকই বলিয়াছ, যদি এইরূপ হয়, তবে সেই বিদূরথকে এক প্রকার অজেয় জানিতে হইবে, সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার বধসাধন আশ্চর্য্য বটে। ১৬—২০। যদি সেই রাজা এইরূপই ভগবতীর অনুগ্রহপাত্র ছিল, তবে আমার সহিত যুদ্ধে কেন জয়লাভ করিতে সমর্থ হইল না। মন্ত্রী বলিবে, হে পদ্মপলাশনেত্র! সেই রাজা অবিমচিত্তে সর্ব্বদা সেই দেবীর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিত যে, সংসার হইতে আমার মোক্ষ হউক। হে বিভো! সেইহেতু সেই সকল সংবিৎশালিনী দেবী, তাহার সেই অভিলষিত অর্থ সম্পাদন করিলেন এবং সেই হেতুই যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইল। সিন্ধু বলিবে, যদি এইরূপ হয়, তবে আমি ত সেই দেবীকে সর্ব্বদাই পূজা করিয়া থাকি, সেই পরমেশ্বরী আমাকে কি নিমিত্ত

মোক্ষ প্রদান করিতেছেন না? মন্ত্রী বলিবে,—সেই জ্ঞপ্তিস্বরূপাদেবী সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে বাস করেন। সেই চৈতন্যরূপিণীর নিকট যে যেরূপ প্রার্থনা করে, তিনি তাহাই সম্পাদন করেন। সেই আত্মহৃদয়বাসিনীর নিকট যে যে যেমন যেমন প্রার্থনা করে, তিনি অবিলম্বে তাহাদিগকে সেই সেই রূপ ফলই প্রদান করেন, তাহাতেই চিৎশক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয়। হে শত্রুবিমর্দ্দন! তুমি কখন তাঁহার নিকট মোক্ষ প্রার্থনা কর নাই, তুমি সেই স্বকীয় চৈতন্যশক্তির নিকট কেবল শত্রুমর্দ্দনে নিমিত্তই প্রার্থনা করিয়াছ। সিন্ধু বলিবে,—আমি সেই বিশুদ্ধ সংবিৎস্বরূপা সরস্বতীর নিকট কখনই মুক্তি প্রার্থনা করি নাই কেন? হে মন্ত্রিন্! সেই সৎস্বরূপিণী সরস্বতী দেবী আমায় আত্মভূতা হইয়াও আমাকে মুক্তিবিষয়ক ইচ্ছাপ্রদান করিয়া কেনই বা আমার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন না? মন্ত্রী বলিবে,—হে বিভো! আপনার পূর্ব্বজন্মের শুভসংস্কার প্রবল থাকাতেই আপনি শত্রুবিনাশেই ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আপনি সেই দেবীকে নমস্কার করিয়া মুক্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই জন্তু সকল নিজ নিজ বাসনার অনুরূপ স্বভাবসম্পন্ন হয়। বাল্যকাল হইতে যেরূপ সংস্কার দৃঢ় হয়, তাহা কে অন্যথা করিতে পারে? যে পুরুষ নির্ম্মল জ্ঞপ্তি দ্বারা স্বকীয় অন্তঃকরণে অমলাত্মা—অর্থাৎ নির্ম্মলস্বরূপ মোক্ষ অথবা অভ্যাসানুরূপ অন্য যাহা কিছু চিন্তা করে, তাহা সত্যই হউক্ বা অসত্যই হউক, অন্যবিষয়ক অন্য বাসনা বিমর্দ্দন করিয়া সে নির্ব্বিঘ্নে সেইরূপই প্রাপ্ত হয় -৩২।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৫৬।

———

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ।

সিন্ধু বলিবে,—হে আর্য্য! আমি পূর্ব্বে কিরূপ কুৎসিতমতিসম্পন্ন এবং অনার্য্য শরীর হইয়াছিলাম। যাহার প্রভাবে আমার সংসার প্রবর্ত্তক প্রাক্তন কুসংস্কার রহিয়া গিয়াছে। মন্ত্রী বলিবে, হে রাজন্! ক্ষণকাল সাবধানচিত্ত হইয়া রহস্য শ্রবণ কর এবং আমার অনুরোধে আমার সেই অজ্ঞানবিনাশন বাক্য হৃদয়ে ধারণ কর। আদ্যন্তরহিত সদসৎস্বরূপ তুমি আমি ইত্যাদি নানা আকারে বর্ত্তমান ব্রহ্মনামে অভিহিত একটী অনির্ব্বচনীয় বস্তু আছে। সেই ব্রহ্ম অহংচিৎ, অতএব সকল জানিতে পারি, এইরূপ সঙ্কল্পাত্মক সংবিৎপ্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য চিত্তরূপে পরিণত হইয়া সেই সেই চিত্তের উপাধিতে যেন জীবত্ব লাভ করিয়া বিদ্যমান হন এবং উপাধি পরিত্যাগ করেন। চিত্ত গগনবৎ নির্ম্মলাকৃতি, উহাকে আতিবাহিক বলিয়া জান। ঐ চিত্তই বাস্তবিক সৎ, আধিভৌতিকাদি আর কিছুই সৎ নহে। এই চিত্ত নিরাকার হইলেও, পরলোক, ইহলোক, স্বপ্ন, জাগ্রৎ, মরণ, ভোগ, মোক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ সঙ্কল্পহেতু সৎ এবং সাকার জগতের ন্যায় অবস্থিত। যেমন পবন এবং স্পন্দন অভিন্ন, সেইরূপ চিত্ত নিরাকার হইলেও, এই বিশাল সাকার জগতের সহিত অভিন্ন বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। গগন এবং শূন্য যেমন একই বস্তু, জগৎ ও চিত্তও সেইরূপ অভিন্ন। জগদাকার কল্পনায় নিরঙ্কুশ সামর্থ্যযুক্ত, এইচিত্তে ও জগতে অণুমাত্রও ভেদ নাই। এই জগৎ কিছুই না, সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বাসনাস্বরূপ মাত্র, তথাপি বহিঃকিঞ্চিৎরূপে প্রতীয়মান হইয়া অবস্থিত। এই জগৎকে নিরাকারচিত্ত বলিয়াই জ্ঞান করিবেন, বাস্তবিক ইহা একটী স্বাতন্ত্র্য পদার্থ নয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে পরব্রহ্ম হইতে কেবল সত্ত্বময় বস্তুই উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সত্ত্বরূপ বস্তু ক্রমশঃ পরিণতিপ্রাপ্ত হইবে, অদ্য তামস তামসরূপে পরিণত হইয়াছে। ১—১০। সিন্ধু বলিবে, হে মহাভাগ তামস তামস এই শব্দ দ্বারা কি বলিতেছেন, তাহা বলুন? কোন্ ব্যক্তিই বা পূর্ব্ব হইতেই ভাবী বস্তুতে এইরূপ সংজ্ঞাসকল নির্দ্দেশ করিয়াছে? মন্ত্রী বলিবে, সাবয়ব জন্তুর হস্তাদি অবয়ব যেরূপ, নিরবয়ব আত্মার আতিবাহিকতাও সেইরূপ। পরে স্বকীয় আতিবাহিকদেহ আধিভৌতিক নামে পরিণত হইলে, সেই আত্মা নিজেই পৃথিবী-আদি নানারূপ নাম করিবে। স্বপ্নবৎ এই জগতের ভাণ হইলে পর, আত্মা সঙ্কল্পকল্পিত নানারূপে নানাবিধ সংজ্ঞার দ্বারা ব্যবহার করিবে। যেহেতু সেই সময় বিবিধব্যষ্টি-সৃষ্টিকল্পনা বিষয়ে অভিনবরূপে আবির্ভূত, তোমাকে উদ্দেশ করিয়া সেই পূর্ব্বাবির্ভূত সত্ত্বময় আত্মাই লোকে মহাতমস্ক বলিয়া প্রতীত হইবে, সেই জন্যই তোমার সেই আতিবাহিক জাতিই তামসতামসী নামে অভিহিত হইবে। হে প্রভো! স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বিকারিরূপে প্রতীয়মান হইলে, জীবভাবের আবির্ভাব নিবন্ধন, জাতিসকলের বহুবিধ—অর্থাৎ সাত্ত্বিকাদি ত্রয়োদশ প্রকার সংজ্ঞা করা আদিকল্পের প্রথমেই সেই ব্রহ্ম প্রথম জীবরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইলে, সেই জন্মে ঔৎপত্তিক জ্ঞানৈশ্বর্য্যযুক্তবিষয়ভোগকারী সেই জন্মেই মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া সেই জাতিকে সাত্ত্বিক সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। হে মানদ! পরে কিছুকাল অবধি সংসারহেতু অজ্ঞান বর্ত্তমান হইলে, সেই জন্মেই জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রভৃতি সাংসারিকগুণবিশিষ্ট জীবদিগের মুক্তি হইত বলিয়া জাতিবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল জীবজাতি কেবল সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই আদিকল্পে যে সকল জীবজাতি অভিনবরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও বহুজন্ম ব্যাপিয়া বিষয়ভোগের পর মোক্ষপথের পথিক হইয়াছিল, জাতিজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক তাহারা রাজস রাজস বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হে মানদ! এইরূপে সংসারে হেতুভূত অজ্ঞান ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হইলে, বিবেকাদিভাব্য গুণরহিত যে সকল জীবজাতি দশ পাঁচ জন্মের পর মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহারা কেবল রাজস নামে উক্ত হইয়াছে। ১১—২০। যে সকল জীবজাতি সেই আদিকল্প হইতে, স্থাবরকীটাদি অসংখ্য অসংখ্য জন্মের পর মোক্ষভাগিনী হইয়াছিল; তাহারা জাতিজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক তামস তামস নামে অভিহিত হইয়াছে। রক্ষঃপিশাচশূদ্রাদি বহুনিকৃষ্ট জন্মের পর যে সকল জীবজাতি মোক্ষভাগী হইয়াছিল, জাতিবিশারদ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে কেবল তামস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হে মানদ! এইরূপ ক্রমেই জাতিসকলে নানাবিধ ভেদ কল্পনা হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে আপনি তামসতামসী জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে বীর! আপনার নানাবিধ বিচিত্র বহুজন্ম অতীত হইয়াছে; আমি সে সকল জ্ঞাত আছি। কিন্তু আপনি তাহার কিছুই জানেন না। বিশেষ, আপনার এই অনন্ত আকাশগামী মহাশব শরীর দ্বারা অনেককাল বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। আপনি যখন এইরূপ তামস তামস জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তখন সংসারকুহর হইতে মোক্ষলাভ আপনার দুষ্কর। সিন্ধু বলিবে—হে আর্য্য! আপনি বলুন, কিরূপে এই পূর্ব্বতন অধমজাতিকে পরাভব

করিতে সমর্থ হইব? যদি ইহা সংশোধনের কোন পবিত্র উপায় থাকে, তাহা আপনি উপদেশ করুন; আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব। মন্ত্রী বলিবে,—হে মহাবুদ্ধে! এই ত্রিজগতের মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা সুস্থির পুরুষপ্রযত্নে লাভ করা না যায়। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ব্বদিনের নিন্দিত কার্য্য পরদিনের সাধু-কার্য্য দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। অতএব আপনি পূর্ব্বতন অসৎক্রিয়াকে জয় করিয়া সৎকার্য্যপরায়ণ হউন। যে মনুষ্য যাদৃশ বস্তুর কামনা করে এবং তাহার লাভের জন্য যত্নও করে, সে যদি পরিশ্রান্ত হইয়া নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হয়। ২১—৩০। পুরুষ যেরূপ যত্ন করে, তন্ময় হইয়া যেরূপ চিন্তা করে এবং যেরূপ হইতে ইচ্ছা করে, সেইরূপই হইয়া থাকে, অন্য প্রকার হয় না। মুনি বলিলেন, সেই মন্ত্রী কর্ত্তৃক সিন্ধু এইরূপে কথিত হইয়া রাজ্যভার পরিত্যাগের নিমিত্ত বুদ্ধি করিয়া সে তৎক্ষণাৎ সমুদয় রাজ্য পরিত্যাগ করিবে। তাহার পরে সেই সিন্ধু দূরবনে গমন করিবে, মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও সেই শত্রুশূন্য রাজ্য আর গ্রহণ করিবে না। মন্ত্রীর সেই বিবেকবাক্যের প্রভাবে সাধুপুরুষদিগের মধ্যে বাস করিতে করিতে, তাহার পুষ্পসম্পর্কে গন্ধের ন্যায় বিবেক উদিত হইবে। তাহার পর এই জন্ম কিরূপে হইল, এই সংসার কোথা হইতে আসিল, এইরূপ চিন্তা অনবরত করিতে করিতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে। সেই সিন্ধু নিত্য এইরূপ বিচারপরায়ণ হইয়া সৎসঙ্গবশে পবিত্র পদপ্রাপ্ত হইবে। যে মোক্ষপদের নিকট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত্যবধি যাবৎ সম্পৎ বায়ু দ্বারা বিধূয়মান শুষ্কপত্রের ন্যায় অতি তুচ্ছরূপে প্রতীয়মান হয়। ৩১—৩৭।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ।

মুনি বলিলেন,—এই আমি তোমার নিকট ভাবীঘটনাসকল অতীতের ন্যায় কীর্ত্তন করিলাম। হে ব্যাধ! এক্ষণে তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই কর। অগ্নি বলিলেন,—সেই মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই ব্যাধ বিস্ময়াকুলচিত্তে কিছু-কাল চিন্তা করিয়া সেই মুনির সহিত স্নান করিতে গমন করিল। এইরূপে আকস্মিক মিত্রতাপ্রাপ্ত সেই ব্যাধ ও মহামুনি তপঃশাস্ত্র-বিশারদ মুনিবৃন্দের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মুনি অল্পকালের মধ্যেই আপনার নির্দ্দিষ্ট আয়ুর অন্তে দেহ-ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন। অনন্তর আর একশতযুগপরিমিত বহুকাল অতীত হইলে ব্যাধের অভিলষিত বরপ্রদান করিবার নিমিত্ত পদ্মযোনি ব্রহ্মা আগত হইলেন। ১—৫। ব্যাধ নিজের বাসনার আবেশ নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া পূর্ব্বে জানিয়া শুনিয়াও সেই মুনি কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ণনা-নুরূপ বর প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মাও "তথাস্তু" বলিয়া আপনার অভিমতদিকে গমন করিলেন। ব্যাধও তপস্যার ফলভোগ করিবার নিমিত্ত পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডীন করিতে আরম্ভ করিল। সেই ব্যাধ পর্ব্বতের ন্যায় বর্দ্ধমান দেহ দ্বারা জগতের পারস্থিত মহানভঃ অপরিমিতকাল ধরিয়া পূরণ করিতে লাগিলেন। মহাগরুড়ের ন্যায় বেগে তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ এবং অধঃ চারিদিকে আকাশ-পথ রোধ করিতে করিতে বহুতর সময় অতিবাহিত হইল। অনন্তর বহুকালেও সেই ব্যাধ যখন অবিদ্যাজনিত ভ্রমের অন্ত-প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহার মনে মনে উদ্বেগ হইল। ৬—১০। অতঃপর উদ্বেগবশে সে প্রাণ পরিত্যাগক্রম প্রযত্ন বিশেষ দ্বারা আকাশেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার সেই শরীর শবরূপ হইয়া নীচে পড়িল। সেই আকাশমার্গেই তাহার চিত্ত বিদূরথের প্রতিদ্বন্দ্বী অখিল পৃথিবীর পালক সিন্ধুরূপত্ব প্রাপ্ত হইল। শত সুমেরু সমষ্টিতুল্য তাহার সেই দেহ মহাশবরূপে পরিণত হইল। দ্বিতীয় পৃথিবীর তুল্য বিশাল সেই দেহ আকাশ হইতে বজ্রের মত পতিত হইল। ব্রহ্মার কোশোণ্ডকের ন্যায় আভাত কোন জগৎ-ভ্রমে সেই দেহ পতনসময়ে পৃথিবীর অবতরণমার্গের ন্যায় এবং পতিত হইয়া পৃথিবীর আচ্ছাদনের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। হে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ! তাহার আকারে সমস্ত বসুধামণ্ডল পরিপূরিত হইয়াছিল, আমি তোমার নিকট, সেই মহাশবের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। জগতের মধ্যে যে অবনীমণ্ডলে সেই শব পতিত হইয়াছিল, সেই জগৎ আমাদের নিকট স্বপ্ননারীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। সেই শব প্রাপ্ত হইয়া সেই রক্তযুক্ত অন্তভুক্তিত শুষ্কমাংসা মহোদরী চণ্ডিকাদেবী খুব পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিয়াছিলেন। হিমালয় গিরিতুল্য সেই শবের অপূর্ব্ব মেদ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া মেদিনীর মেদিনী নাম সার্থক হইয়াছিল। এইরূপে সেই মহামেদ মৃত্তিকারূপে পরিণত হইল। এবং সময়ে পৃথিবী মৃন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইল। পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে বন সকল উৎপন্ন হইল, নানাবিধ পত্তনের সহিত গ্রাম সকল নির্ম্মিত হইল, পাতাল হইতে পর্ব্বত সকল উত্থিত হইল এবং পুনর্ব্বার বাণিজ্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল। ১১—২০।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৮ ॥

একোনষষ্ট্যধিকশততম সর্গ।

অগ্নি বলিলেন,—হে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সাধো! তুমি আপনার অভিমত দিকে গমন কর। এই ভূমণ্ডল স্থির হওয়ায় ইহাতে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত ব্যবহার চলিতেছে। ভাস বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান্ অগ্নি সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান হইলেন, এবং বৈদ্যুত অনলের ন্যায় নির্ম্মল গগনপথে প্রস্থান করিলেন। এবং আমিও নিজচিত্তে স্বয়ং প্রাক্তন সংস্কার সকল বহন করত পুনর্ব্বার নিজের কর্ম্মনির্ণয় করিবার নিমিত্ত ব্যোমমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলাম। পুনর্ব্বার আকাশে আমিও নানাবিধ গতিতে ভ্রমণ-কারী নানাবিধ আকারবিশিষ্ট জগন্মণ্ডল সকল দর্শন করিলাম। ১—৫। হে নৃপ! দেখিলাম কোনস্থলে ছত্রাকার পদার্থ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতেছে, চৈতন্যযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এবং হৃদয় হরণ করিতেছে। হে রাঘব! কোনস্থলে মৃণ্ময় শরীরবিশিষ্ট পর্ব্বতপ্রমাণ ভূতসকল শোভা পাইতেছে, কোনস্থলে কাষ্ঠময় শরীরবিশিষ্ট প্রাণিসকল শোভা পাইতেছে, কোনস্থলে প্রস্তরময় দেহবিশিষ্ট ভূরি ভূরি প্রাণিগণ অবস্থান করিতেছে। আকাশের কোনস্থলে দেখিলাম, একীভূত উপল-খণ্ডময় দেহবিশিষ্ট প্রাণিসকল বাস করিতেছে, তাহাদিগের বাক্-শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই। মনোমাত্র শরীরবিশিষ্ট আমি.

সুচির কাল এইরূপ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু অবিদ্যার অন্ত না দেখিতে পাইয়া সেই সকল দৃশ্যবিষয়ে আর অভিরুচি রহিল না। অনন্তর আমি কোন নির্জ্জনবনে মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত তপস্যা করিতে উদ্যুক্তহইলে ইন্দ্র আকাশে আমার এই মৃগযোনি প্রাপ্তির কথা বলিবেন। আমি আকাশে নন্দারকাননে পরিভ্রমণ করত পূর্ব্ব সংস্কারের বশীভূত হইয়া স্বর্গভোগ জন্য মোহ প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি এই কথা বলিলে আমি বলিলাম, হে দেব! আমি সংসার হইতে বড়ই খেদযুক্ত হইয়াছি, আমি কিসে শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে পারি? এই কথা শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন। আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অরূপ এবং বিশুদ্ধাত্মা হইব ইহা ত পূর্ব্বেই অগ্নির নিকট হইতে শ্রুত হইয়াছিলাম, এই কথা বলিয়া ইন্দ্র আমাকে অন্তবর গ্রহণ করিতে বলিলেন। আমিও ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্য বর গ্রহণ করিলাম। ইন্দ্র বলিলেন, তোমার চিত্ত মৃগযোনিমধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত বহুকাল ধরিয়া উন্মুখ রহিয়াছে, হে অনঘ! এইজন্য আমি ইহাকে অবশ্য ভবিতব্য বলিয়া বিবেচনা করি। ৬—১৫। মৃগ হইয়া সেই পবিত্র মহাসভা প্রাপ্ত হইবে। এবং সেইস্থানে আমাকর্ত্তৃক সেই অপ্রতিহত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে, অতএব মনোদুঃখে পীড়িত তুমি সংসারক্ষেত্রে মৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ কর, সেইস্থানে তুমি নিখিল আত্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিবে। উহা তোমার স্বপ্নের মত, ভ্রমের ন্যায় অশেষ কল্পনা-প্রসূত-সদৃশ এবং কথাপ্রসঙ্গে পরলোকে অনুভূত বস্তুর স্মৃতির তুল্য প্রতীত হইবে। যৎকালে তুমি মৃগতা হইতে উন্মুখ হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ দেহের অবসানে তোমার হৃদয়স্থিত সমুদয় স্ফুরিত হইবে। তাহাতে তুমি অবিদ্যানামে প্রসিদ্ধ চিরস্থিত ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া স্পন্দশূন্য বায়ুর তুল্য নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবে। সেই দেব এই কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আমি বনে হরিণ হইয়াছি, এইরূপ নিশ্চিত প্রতিভা আমার মনে উদিত হইল। সেই সময় হইতে সেই মন্দারবনের প্রদেশবিশেষস্থিত পর্ব্বতে তৃণ ও দূর্ব্বাঙ্কুর-ভোজী হরিণ হইয়া রহিলাম। অনন্তর একদা আমি মৃগয়ার্থ সমাগত সীমান্ত-প্রদেশের অধিপতিকে সমাগত দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়নপর হইলাম। তাহার পর হে রঘুশ্রেষ্ঠ! সেই সীমান্ত নৃপতি আমাকে ধরিয়া গৃহে লইয়া গিয়া দিনত্রয় রাখিয়া আপনার ক্রীড়ার জন্য এইস্থানে আনয়ন করিয়াছে। হে অনঘ! এই আমি সাংসারিক ইন্দ্রজাল সদৃশ নানাবিধ আশ্চর্য্য-রসান্বিত নিজের বৃত্তান্ত সমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ১৬—২৫। এই অবিদ্যা শাখা-প্রশাখাশালিনী অনন্তরূপা, আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়েই ইহার শান্তি হয় না। বাল্মীকি বলিলেন,—যৎকালে বিপশ্চিৎ এই কথা বলিয়া ক্ষণকালের জন্য তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন অনিন্দ্যমতি রাম তাহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। হে প্রভো! যদি অন্য সঙ্কল্পরূপ মৃগ আমাদের দৃষ্টির গোচর হইল, তাহা হইল, সঙ্কল্পহীন পুরুষও অন্য সঙ্কল্পস্থিত বস্তুসমূহও আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকে, তাহা কিরূপে সম্পন্ন হয়, আপনি তাহা ব্যক্ত করিয়া প্রকাশ করুন। বিপশ্চিৎ বলিলেন,—পূর্ব্বকথিত মহাশব পতিত হইয়াছিল। কোন সময় ইন্দ্র দর্পগর্ব্বে সেই ভূতলে যাইতে যাইতে আকাশ পথে ধ্যানস্থিত দুর্ব্বাসা মুনিকে শবাশু বিবেচনা করিয়া না জানিয়া পদাঘাত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ দুর্ব্বাসা কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দিয়াছিলেন। অরেরে শক্র! ব্রহ্মাণ্ড তুল্য বিশাল মেহাঘোর শবদেহ অচিরকাল মধ্যেই তোমার ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিবে। এই আমাকে শব বিবেচনা করিয়া যেহেতু তুমি অবমানিত করিয়াছ, সেই আমার শাপে তুমি শীঘ্র পৃথিবী প্রাপ্ত হইবে। সেই মুনি ইন্দ্রের মৃগভাবকল্পনাত্মক বাক্য এবং "তথা দেব মৃগশ্চ" ইত্যাদি বচন দ্বারা যেরূপ কল্পনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই কল্পনা সেইরূপে সৎ—অর্থাৎ বহিঃপ্রস্ফুটরূপে বর্ত্তমান হইয়া সেই মুনির কথানুসারেই আপনাদিগের দৃষ্টির বিষয় হইয়াছে। বাস্তবিক ব্যাবহারিক জগৎ সৎ এবং সাঙ্কল্পিক জগৎ অসৎ, এরূপ হইতে পারে না, কারণ, কি সৎ, কি অসৎ, উভয় বিষয়ে তুল্যরূপ প্রতিভা উদিত হয়। অপিচ হে রাঘব! এই যুক্তিপূর্ণ সন্দর্ভের অতিস্ফুট প্রতিপত্তি লাভ করিবার নিমিত্ত তুমি অপর আর একটী যুক্তি শ্রবণ কর। ২৬—৩৫। যাহাতে সকল, যাহা হইতে সকল, যাহা সর্ব্বময় এবং সর্ব্বব্যাপী, হে মহাভাগ! এতাদৃশ ব্রহ্মপদার্থে কি না সম্ভাবিত হইতে পারে? সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মপদার্থে সঙ্কল্পসমূহ পরস্পর মিলিত না হওয়া যেরূপ সম্ভব এবং তাহাদের পরস্পর মিলিত হওয়াও সেইরূপ সম্ভব। সঙ্কল্পসমূহ যে পরস্পর মিলিত হয়, ইহা মৃগদর্শনাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ অবগত হওয়া যাইতেছে, কারণ যাহা সর্ব্বস্বরূপ, তাহাতে ছায়া এবং আতপ এই উভয়ই বিদ্যমান্। যদি বিরুদ্ধবস্তু সকলের পরস্পর সম্মিলন না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপতা কিরূপে সিদ্ধ হয়, কেনই বা সঙ্কল্পময় নগর সকল পরস্পর মিলিত হয়? এইরূপ বাক্য সকল সৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সৎ এবং সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মে বিরুদ্ধ স্বভাব-সম্পন্ন বস্তু সকল পরস্পর নিশ্চয়ই মিলিত হইয়া থাকে, তাঁহার নিকট এমন কিছুই নাই, যাহা মিথ্যা নয়। ৩৬—৪০। যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা সর্ব্বস্বরূপে বিরাজমান, কি আশ্চর্য্য! প্রবলা মায়া তাঁহারও মোহ বিধান করে। যাহাতে বিধি এবং নিষেধ মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই ব্রহ্মপদার্থ আপনা দ্বারা আপনি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সেই ব্রহ্মপদার্থের সত্তাহেতুকই অবিদ্যা সাদি এবং অনাদি উভয়রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। এবং ত্রিভুবনের যাবৎ বিদ্যমানতা থাকে, তাবৎকাল তাহা কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে স্ফুরিত হয় না। তাঁহার সত্তা না থাকিলে মহাকল্পে বিনষ্ট বস্তুসকলের তৎক্ষণাৎ কিরূপে সৃষ্টি হয়, কি প্রকারেই বা অগ্নি, বায়ু এবং ভূমির উৎপত্তি হয়। অতএব তাঁহার স্বভাবস্ফুরণ ভিন্ন এ জগৎ আর কিছুই নহে। যে সকল প্রতিবাদীরা বেদান্তাদিশাস্ত্র এবং বিজ্ঞজনের অনুভবসিদ্ধ দৃষ্টান্ত-সকল প্রমাণরূপে গ্রাহ্য না করিয়া আকল্প পর্য্যন্ত বিবাদ করিয়া আসিতেছে, সেই সকল প্রশান্ত ব্যক্তির সহিত সাধু পুরুষদিগের ব্যবহার করাই অনুচিত। কারণ, চিৎশক্তির এতাদৃশ বিলাসের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেই ক্ষণকালের মধ্যে সবই সপ্রমাণ হইবে। ৪১—৪৬। ব্রহ্মসত্তা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ, এবং আমিই অবিদ্যা এইরূপ জ্ঞান ভিন্ন অন্যবিধ জ্ঞানে কিছু সপ্রমাণ হয় না, পণ্ডিত-গণ ইহা সার বুঝিয়াছেন। স্পন্দন দ্বারা যেমন বায়ুর লক্ষ্মী শোভা পায়, সেইরূপ সেইব্রহ্ম সত্তাই জগৎরূপে স্ফুরিত হয়, এই সংসারে কেহই উৎপন্ন অথবা মৃত হয় না। আমি মৃত এবং ইহা বিদ্যমান, এ সকলই চৈতন্যের প্রতিভামাত্র। যদি অত্যন্ত নাশের নাম মৃত্যু হয়, তবে তাহাও নিদ্রাসুখ সদৃশ। পুনর্ব্বার যদি উহা দৃষ্টিগোচর হয়, তবে উহাকে জীবিত বলা হয়। অতএব

এই সংসারে মরণও কিছুই নাই, জীবনও কিছুই নাই। একের মাত্র স্ফুরণ হয়, দুই বিদ্যমানও বটে, অবিদ্যমানও বটে চেতনার বিলাস হইলে দুইএরই বিদ্যমানতা ঘটে, চেতনার বিলাস ব্যতীত দুইই অবিদ্যমান। একমাত্র চিতিই সর্ব্বদা চেতিত, অতএব তাহার অনন্ত ক্ষেম হউক। চৈতন্য ব্যতিরেকে জীবন আর কি পদার্থ বল দেখি? সেই চিন্মাত্র জীবন স্বভাবতঃ অক্ষয় এবং দুঃখরহিত; অতএব কাহার কোথায় দুঃখ। এই জগতে যতপ্রকার নামরূপ দৃষ্ট হয়, ঐ সকল চিদাকাশের বিলাসমাত্র। ইহা একটী পদার্থ, ইহা আর একটী পদার্থ, এইরূপে একত্ব দ্বিত্বাদির উল্লেখ করা হয়, একত্ব দ্বিত্বাদি কি? জলে যেরূপ আবর্ত্তাদি হইয়া থাকে, পরব্রহ্মরূপ চিতিতেও শরীরাদি সেইরূপ। সেই চিতির সত্তার সন্নিবেশরূপ কারণ ভিন্ন অন্য কারণ না থাকায় সকলই আকাশস্বরূপ। এই অখিল জগৎ চিতির বিলাসমাত্র এবং অব্যগ্র (অদ্রব্য)। ৫৪ ৫৫। যে দ্রব্য যখন ব্যগ্র এবং সপ্রতিঘরূপে অবস্থিত, তাহাই আশ্চর্য্য। এই জগতে অতীতের বিষয়ও কিছুই নাই, বর্ত্তমান অনুভবের বিষয়ও কিছুই নাই। এই বর্ত্তমান অনুভূতিতে শূন্যরূপ আত্মাই জগৎপিশাচরূপে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা জানিও। চিদাকাশ যেমন শূন্য স্বরূপ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎও তাদৃশ শূন্য স্বরূপ, কারণ আমরা সমন্তাৎ যে আকাশ দেখিতে পাই, উহা চিদাকাশেরই স্ফুরণমাত্র। এক স্থানে ভূমি, অন্যস্থানে বায়ু আকাশ প্রভৃতি অপর ভূত সকল, কিন্তু সকলই আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্তের ভাণই জগৎ, ইহাদের মধ্যে ঐক্যও নাই, ভেদও নাই। এই জগতে প্রতিঘতাও নাই, বা অপ্রতিঘতাও নাই। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট সমুদয় দৃশ্যই অপ্রতিঘরূপে স্ফুরিত হয়। এই সংসারে জড়ত্ব এবং অজড়ত্ব এই উভয়কে সৎ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, অসৎ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, কারণ পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হইলে সৎ এবং অসৎ এই দুইই এক হইয়া যায়, অতএব যাবদ্বস্তুই কাষ্ঠমৌন সদৃশ। ৫৬—৬০। এই অনন্ত দৃশ্য ব্রহ্ম স্বরূপ, এবং ব্রহ্মই পরমপদ। অতএব এই সমুদয় জগৎ পরব্রহ্মের বিকাশমাত্র, ইহাই সিদ্ধ হইল। এই চিৎপদার্থের স্বরূপ উক্ত হইল এবং উহা আপনাতেই স্ফুরিত হয়। যে চিদাকাশের স্ফুরণই অপ্রতিঘ জগতের স্বরূপ। সর্ব্বত্র এমন কি প্রত্যেক অঙ্গুলিপরিমিত স্থানেই অসংখ্য সর্গ এবং অসংখ্য মৃত জীব পরস্পর অদৃশ্য এবং অপ্রতিঘরূপে অবস্থান করিতেছে। উত্তরোত্তর সূক্ষ্মস্বরূপ সেই সকল সিদ্ধ লোক স্বীয় স্বীয় সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া যে স্থানে পরস্পর সঙ্গত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মপদার্থে তাহারা প্রোতরূপে অবস্থিত হইয়াও তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পায় না। এই গগনস্বরূপা দৃশ্যশ্রী আত্মাকাশেই প্রকাশিত হয়। ইহা অনন্তদৃষ্টা চিদ্রূপা এবং আপনি আপনার দ্রষ্টা। ৬১—৬৫। নিশাবসানের অন্ধকার-স্বরূপা এই দৃশ্যশ্রী সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলেও যথাস্থিত অবস্থান করে,—অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রে পরিণত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অশেষবিধ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের নিবৃত্তি দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব স্বীকৃত হইলে জগৎ সৎই হউক বা অসৎই হউক অন্তর্হিত হয়। সমুদ্রে জলবিন্দুসমূহের যেমন প্রতিক্ষণে বিশ্লেষ ও সঙ্গম দৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে জীবগণের পরস্পর সেইরূপ বিশ্লেষ এবং সঙ্গম হইয়া থাকে। সৃষ্টির বিলাস স্বপ্নের মত প্রতিভাত হয়, সৃষ্টির আদিতে চিৎ কেবল আকাশময় ছিল। অতএব এই সমুদয় দৃশ্য শান্ত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ইহাই সিদ্ধ হইল। স্বকীয় কর্ম্ম ফলে বিজৃম্ভিত অনন্ত বিভবসম্পন্ন জগৎসমূহ আমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও পরিভুক্ত হইয়াছে, আমি কত যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া দশদিক্ ভ্রমণ করিতেছি, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত এই দৃশ্য-দোষের আর কোন উপায়ে নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ৬৬—৭০।

একোনষষ্ট্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।১৫৯॥

ষষ্ট্যধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—বিপশ্চিৎ এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ সূর্য্য যেন সেই বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিবার আশয়ে স্বকীয় পাদ-(কিরণ ও চরণ) সকল দূরে বিকীর্ণ করত লোকান্তরে গমন করিলেন। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া দিবাবসান-সূচক দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল তাহাতে বোধ হইল দিক্ সকলই যেন তুষ্ট হইয়া জয় জয় নাদ করিয়া উঠিল। রাজা দশরথ সেই বিপশ্চিতের নিমিত্ত রাজ্যানুরূপ বিভব গৃহদারা ও ধনাদির ব্যবস্থা করিয়া সভা হইতে উত্থিত হইলেন। রাম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ও পরস্পরকে যথাক্রমে যথাযোগ্য পূজনান্তে বিদায় দিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। সভ্যগণ স্নান-ভোজন করিয়া নিজ নিজ গৃহে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে পুনর্ব্বার সমবেত হইলেন। পূর্ব্বদিনের মত আবার সেই সভার অধিবেশন হইল। ১—৫। পুনর্ব্বার মুনি, নিজ মুখদীপ্তি দ্বারা, চন্দ্র যেমন অমৃত উদ্গিরণ করেন, সেইরূপ নিজ আভ্যন্তরীণ আহ্লাদ উদ্গিরণ করত সেই পূর্ব্বপ্রস্তুত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! দেখুন, এই অবিদ্যা অসৎ হইলেও সৎরূপে অবস্থান করিতেছেন, আরও দেখুন, এই বিপশ্চিৎ এত যত্ন করিয়াও ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। যাবৎকাল পর্য্যন্ত এই অবিদ্যার স্বরূপ না জানা যায়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত উহা অনন্ত ও চিরস্থায়িনী বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু পরিজ্ঞাত হইলে উহা মৃগতৃষ্ণাসম্ভূত নদীর মত সহসা বিলোপ প্রাপ্ত হয়। হে মহাবুদ্ধে! এই বিপশ্চিৎ ভাসের ইতিবৃত্ত আপনি স্বয়ং এবং আপনার মন্ত্রিগণ দর্শন করিয়াছেন। অতঃপর এই সকল কথা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যার শান্তি হইলে, আপনাদের সদৃশ এই ব্যক্তিও জীবন্মুক্ত হইবে। ৬—১০। ব্রহ্ম আপনাতেই অবিদ্যা জ্ঞানকে সৎরূপে ধারণ করিয়াছেন, এই ভ্রমেই অবিদ্যার রূপ অসৎ হইলেও সৎরূপে লক্ষিত হয়। যাবৎ এই অবিদ্যাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হয়, ততক্ষণ ইহা অপরিজ্ঞাত থাকে, কিন্তু পরিজ্ঞাত হইলেই আর ইহার সত্তা থাকে না। এই মোহরূপ মাধবমঞ্জরী অবিদ্যা অনন্ত নানাবিধ ফলশালিনী জড়রূপা, মনোহারিণী এবং রসময়ী। এই অবিদ্যা, বনজাত বেণুলতার ন্যায় অন্তঃসারশূন্য, গ্রন্থিমতী কোমল স্পর্শযুক্তা, কণ্টকময়, অঙ্কুরপূর্ণা, জড়স্বভাবা, রসময়ী এবং বিস্তৃতা। ইহাতে বৃথা ফলের আশা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ইহা নিষ্ফলা অথচ মনোহারিণী, এবং অসময়জাত পুষ্পমালার ন্যায় ইহা অশুভদায়িনী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ তমোময়ী রজনীর ন্যায় অকিঞ্চিৎরূপিণী হইয়াও নানাভুবনব্যাপিনী ঘনস্বরূপা ভূতাকুলা এবং আলোকশূন্যা। এই অবিদ্যা কেশোণ্ড্রক ভ্রান্তির

ন্যায় নানাবিধ গ্রন্থিসঙ্কুলা, বৃথা দৃশ্যমানা অথবা দৃশ্যমানা হইয়াও অকিঞ্চিৎস্বরূপা। ইহা চিদাকাশে বিচিত্রবর্ণ, গুণশূন্য বিততাকৃতি এবং উৎপাতসূচক ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিরাজমান। ১১—১৮। ঐ অবিদ্যা বর্ষাকালের নদীর ন্যায় বহু জড়-তরঙ্গময়ী (নদীপক্ষে জড় জল, অবিদ্যাপক্ষে মোহ) কলুষিত ফেনযুক্ত চক্রের ন্যায় আবর্ত্তসঙ্কুল ও বিনশ্বর। উহাতে অনবরত শত শত জগদ্রূপ শূন্য মরীচিকা নদী বহিয়া যাইতেছে। ঐ অবিদ্যা শ্মশানভূমির ন্যায় শ্রী রুক্ষ শুষ্ক ধূলিরাশিময়ী। সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্ননগরে ভ্রমণ করিয়া তাহার অন্ত পায় না, সেইরূপ এই জগৎ নামক স্বপ্ননগরেও (জগতে) চিরকাল বিচরণ করিয়া কেহই ইহার সীমা প্রাপ্ত হয় না। যে সকল জীব এক দৃশ্যজগতের দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই জগদাকার ভাবনা সুদৃঢ় করিয়া রাখে, মৃত্যুর পরে নিরাকার হইয়া অবস্থিত সেই জীবগণের সঙ্কল্পজালই আবার অন্য জগৎ ও তত্রস্থ দেহাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। চিদাকাশের কোষস্বরূপ তাহাদের সেই সঙ্কল্প-পরম্পরাই বিমানপুরী ইত্যাদি আকারে নভোমণ্ডলে সিদ্ধলোকরূপে পরিণত হয়, ফলতঃ ঐ সকল সঙ্কল্প বিবর্ত্তস্বরূপ সিদ্ধনগরাদি (তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে) দৃষ্ট না হইলেও (অতত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে) সৎ এবং (অতত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে) সম্যক্ দৃষ্ট হইলেও (তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে) অসৎ হইয়া থাকে। মৃত জীবের সঙ্কল্পবিবর্ত্ত ঐ সিদ্ধনগর ক্রমে সুবর্ণ, মণি, মাণিক্য, মুক্তাদি বিভবে পূর্ণ হইয়া উঠে, ক্রমে উহা ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন-পানাদি, সুধাময় সরোবর, মধু, মদ্য, দধি ক্ষীর, ঘৃত প্রভৃতির নদী, চন্দ্রবৎ সুন্দরী কামিনীবর্গ, সকল ঋতুর ফল, পল্লব, পুষ্প ও সুন্দরীদিগের হাবভাববিলাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই মৃত জীবের সঙ্কল্পমাত্রেই আকাশেই সকল প্রকার বিভবের সমাবেশ হইয়া থাকে। ১৯—২৭। সঙ্কল্পবলে কোন কোন সিদ্ধনগর সহস্র চন্দ্রমণ্ডলে পূর্ণ, কোন কোনটী শত সূর্য্যে শোভমান, কোনটী সুবর্ণময়, কোনটী অমৃতময়, কোনটী বা জলময়, কোনটী অযোময়, কোনটী প্রকাশময়, কোনটী নিত্য আনন্দময়, কোন কোনটী বা তুলরাশির ন্যায় অতিলঘু, বায়ুবেগে স্বেচ্ছামত স্থানে নীত হইতে পারে। কল্পনাবশে কোন কোন নগর উৎপন্ন হইয়া আবার ক্ষণমাত্রেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কোন কোনটী বা দেবগণের আবাসভূমি হইয়া চিরস্থায়ী হয়, তাহাতে অন্নপানীয় বস্তুর প্রচুর সমাবেশ হইয়া পড়ে। সে সকল দেবপুরী বিচিত্র সন্নিবেশে বিচিত্রবিভবে পূর্ণ, সকল ঋতুর গুণনিচয়ে সদাই সুশোভিত, সকল প্রকার কামনার ফলপ্রদ হইয়া উঠে। শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম্ম করিয়া তাহার ফলাকারে—অর্থাৎ তৎতৎভোগ্য ফলাকারে পরিণত হইয়া সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিত মৃতজীবের চিত্ত কিরূপে পূর্ব্বোক্ত স্থূলভাবে পরিণত হইবে? তাহা বল দেখি। মনের মনোরথকল্পিত বস্তুতে যেমন চিন্মাত্র সত্তাই কেবল লক্ষিত হয়, সেইরূপ জগৎ কেবল ব্রহ্মচৈতন্যময় হইলে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সঙ্গত হইতে পারে,—অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যই সঙ্কল্পবলে ভ্রমক্রমে যে জগদ্রূপে বিবর্ত্ত হইতেছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে। তদ্ভিন্ন যদি প্রকারান্তর থাকে ত বল দেখি জগৎ কি প্রকার? সৃষ্টির প্রাক্কালে ত এ জগৎ কিছুই ছিল না এবং তাহার কারণও কিছুই ছিল না, সুতরাং জগৎকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিয়া আর কি বলিতে চাও? আমার যুক্তিতেও তাহা হইলে একান্ত মিথ্যা হইয়া যায়। ফলতঃ জগৎ একান্ত মিথ্যা, কেবল সঙ্কল্পবলেই উহা ব্রহ্মচৈতন্যে আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। সঙ্কল্পবলে সবই প্রতিভাত হইতে পারে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ২৮—৩৫। তবে যদি বল, আমরা সঙ্কল্পবলে ইচ্ছামত দেখিতে বা কার্য্য করিতে পাই না কেন? তাহার উত্তরে বলি, তোমাদের সেরূপ তীব্র বাসনা নাই, তাই সঙ্কল্পবলে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পার না। হে সাধো! সঙ্কল্পের তীব্রবাসনাবেগ থাকিলে, এক্ষণে তুমি বা অন্য যে কেহ ইচ্ছামত আকাশেই নগর নির্ম্মাণ করিতে পার। এবং এই বর্ত্তমান শরীর পরিত্যাগ করিয়া অচিরে সেই কল্পিত নগরের অধিবাসী আর এক দেহী হইয়া তাহা ভোগ করিতে পার। যে ব্যক্তি দৃঢ়সঙ্কল্পবলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধনগর ও আপনার কল্পনার পুরাদি এই দুইয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার অনুগামী হয়, মৃত্যুর পরে সে ঐ কল্পিত সিদ্ধনগরে বাস ও স্বর্গাদি-সুখভোগ অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, সঙ্কল্পবলে সে যাহাই সত্য বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা করিয়া রাখে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। স্বর্গও তথায় সিদ্ধগণ যেরূপ কল্পনাবলে জীবের অন্তরে প্রতিভাত হয়, নরকাদি দুঃখভোগও সেইরূপ কল্পনাবলে প্রতীয়মান হইতে থাকে। সঙ্কল্পবলে মনোমধ্যে যাহা কিছু অঙ্কিত করা যাইবে, দেহ থাকুক বা নাই থাকুক, তাহাই অনুভূত হইবে, কারণ দেহ মনোময়, মনের কল্পনায় দেহ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। ৩৬—৪০। জীব সঙ্কল্পবলে যেমন এক দেহ ভাবনা পরিত্যাগ করে, সঙ্কল্পবলে আবার তদ্রূপই অন্য আর এক দেহ তখনই দর্শন করে, আকাশময়ী ভাবনা শুভা হইলে আকাশকেই শুভলোকরূপে দর্শন ও অনুভব করে, এবং অশুভা হইলে ঐ আকাশকেই অশুভ-লোকরূপে দর্শন ও অনুভব করিতে থাকে। বিশুদ্ধা চিৎ সিদ্ধনগর দর্শন করে ও তথায় অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া বোধ করে এবং অশুদ্ধা চিৎ অশুভ নরক-দুঃখভোগ করিতে থাকে। যাহার অশুদ্ধা চিৎ সে মৃত হইয়া মনে করিতে থাকে,—আমি ঘূর্ণায়মান পাষাণচক্রযুগলের মধ্যে পড়িয়া পিষ্ট হইতেছি, অন্ধকূপে পতিত হইতেছি, আমার আর উদ্ধার নাই। দারুণ শীতে আমার শরীর পাষাণ (বরফ) হইয়া গিয়াছে। পিশাচসঙ্কুল অঙ্গাররাশিসমাকীর্ণ মরুস্থলীতে আমি বিচরণ করিতেছি। আমার গাত্রে ভস্মশূন্য জলন্ত অঙ্গারময় মেঘ হইতে জলন্ত অঙ্গারনিচয় বর্ষণ হইতেছে। আমার গাত্রে উত্তপ্ত নারাচ অস্ত্র বৃষ্টি হইতেছে, পাষাণ, চক্র ও অস্ত্রসমূহ নদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, এমত দুর্গম গগনে আমি সঞ্চরণ করিতেছি। আমার স্কন্ধোপরি মেঘাকৃতি কুঠারের আঘাতে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। উত্তপ্ত লৌহপাত্রে আমি ছম্ ছম্ শব্দে নিপতিত হইয়া ভর্জ্জিত হইতেছি। বিশাল অস্ত্রযন্ত্রে পড়িয়া কটকট শব্দে নিপীড়িত হইতেছি। আমার শরীরে চক্র, বজ্র, গদা, প্রাস, শূল, খড়্গ ও শরধারা বর্ষণ হইতেছে। শাল্মলী বৃক্ষের কণ্টকাকীর্ণ গাত্রে ঘৃষ্ট হইতেছি; পাশ অস্ত্রে বদ্ধ হইতেছি। শত শত কুৎসিত শক্তি অস্ত্রে খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া যাইতেছি। ৪১—৪৯। উত্তপ্ত বালুকারাশিতে পড়িতেছি, পাতালে ডুবিতেছি, দীপবেশধারী উল্কানলে দগ্ধ হইতেছি। ভীষণ জলন্ত অঙ্গাররাশিমধ্যে নিপতিত হইয়া তথা হইতে আর নির্গত হইতে পারিতেছি না। শর, শক্তি, গদা, প্রাস, ভুশুণ্ডী

ও চক্রদ্বয়ে পিষ্ট হইতেছি। আমি প্রেত হইয়াছি, অন্যান্য প্রেতের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষুধার আবেগে পরস্পর গাত্র চর্ব্বণ করিতেছি। তালবৃক্ষ অপেক্ষা অতি উচ্চ প্রদেশ হইতে কঠিন শিলাতলে নিপতিত হইতেছি। অপবিত্র রুধির পঙ্কপূর্ণময় নদীতে পড়িয়া পচিতেছি; শিলাময়, অস্ত্রময়, অশ্ব ও হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইতেছি। আমি জলময় অন্ধকার গর্ত্তপ্রদেশে নিপতিত, পেচক আসিয়া আমার গাত্রমাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। যমদূতগণ আমার গাত্রে মুষলাঘাত করিতেছে। শকুনিকুল আসিয়া আমার মস্তক, কর, চরণাদি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া খাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। আপনার পাপ কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া, সে আরও ভাবিতে থাকে যে, আমি এই কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম বলিয়া এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছি; পূর্ব্বেও অনেকবার আমি এইরূপ কর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। চিত্তাকাশে এইরূপ সচেতন দেহাদি বা অভূতপূর্ব্ব আর যাহা কিছু প্রতিভাত হইয়াছে বা হয় নাই, সমস্তই কল্পনার মহিমায় মন হইতেই হইয়াছে, সমস্তই মনোময়, সঙ্কল্পবলে যাহা অনুভূত হয় ইচ্ছা করিলে সঙ্কল্পবলে তাহাকে একেবারে চিরস্থায়ী করা যাইতে পারে। ৫০—৫৬।

ষষ্ঠ্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ট্যধিকশততম সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসিলেন,—প্রভো! আপনি এই যে শত শত সুখ-দুঃখ-দশাসঙ্কুল মুনি-ব্যাধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন, ইহা কি প্রত্যহ পরিদৃশ্যমান স্বপ্নাদি বৃত্তান্তের ন্যায় স্বতঃসঙ্ঘটিত, না অন্য কোন কারণ বশতঃ সঙ্ঘটিত হইয়াছে? বশিষ্ঠ কহিলেন, আকাশময় ঈদৃশ প্রতিভাণরূপ তরঙ্গ পরমাত্মমহাসাগরে সর্ব্বদা স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যেরূপ স্পন্দরূপী হইতে অবিরত স্পন্দকণা উদিত হইতেছে, সেইরূপ চিদাকাশের চিৎসত্তায় ঈদৃশ প্রতীতি অবিরত হইতেছে। নিখিল পদার্থই যতক্ষণ পর্য্যন্ত অ'কারান্তরে পরিণত না হয়, ততক্ষণই স্বীয় আকারে প্রতিভাত হয়, যেমন মৃত্তিকা ও ঘট। মৃত্তিকা যতক্ষণ ঘটভাব ধারণ না করে, ততক্ষণ উহা মৃৎপিণ্ডাকারে পরিজ্ঞাত হইতে থাকে, যখন ঘট হয়, তখন আর উহা মৃৎপিণ্ড বলিয়া পরিগণিত হয় না। একমাত্র অবয়বী যেমন বিবিধ আকার বা অবয়বসম্পন্ন হয়, চিন্ময় ব্রহ্মই তদ্রূপ এক আকাশময় হইয়াই বিবিধ আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। ১—৫। এই বিবিধ আকৃতির মধ্যে কোনটী কোনটী স্থির কোনটী বা অস্থির বা অস্থায়ী প্রতিভাত হইতেছে, ফলতঃ সমস্তই আকাশময় ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ ঐ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করিতেছে। যেমন স্বপ্নকালে আত্মাতে পুর প্রতীতি হয়, তেমনি এই চিদাকাশে ঈদৃশ বিচিত্র ভাব প্রতিভাত হয়; ফলতঃ ইহাতে সারই বা কি? আর অসারই বা কি? সৎই বা কি, আর অসৎই বা কি হইবে? কারণ এই নিখিল দৃশ্যজগৎ যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হইলে, চিদাকাশরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, সুতরাং ইহাকে সৎই বা বলি কিরূপে, আর অসৎই বা বলি কিরূপে? হে তত্ত্বজ্ঞানিগণ! এই সংসার একমাত্র শান্তিময় ব্রহ্ম, ইহা সর্ব্বদা চিদাকাশরূপেই প্রতিভাত হইতেছে। ইহাতে আস্থা অনাস্থা আবার কি? তোমরা ইহার যথার্থ স্বরূপ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি কর। সাগর হইতে যেমন তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, সর্ব্বদা দেদীপ্যমান এই আত্মা হইতেই তেমনি এই স্বাত্মরূপী বিবিধ বিকার প্রতিভাত হইয়া কার্য্যকারণ ভাবাপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক কার্য্যকারণ ভাবাপন্ন না হইলেও কার্য্যকারণভাবে প্রতিভাত হইতেছে। স্বকীয় স্বপ্নে আকাশই যেমন সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা সঙ্কল্পবশে আপনাকে জগদ্রূপে জ্ঞান করে; ফলতঃ ইহাতে বাস্তব পৃথ্ব্যাদি পদার্থ আবার কি? পরব্রহ্মে এই ভ্রম (জগৎ প্রতিভাত) প্রতিভাত হইতেছে, অথচ কিছুই হইতেছে না, ব্রহ্মে ব্রহ্মই রহিয়াছেন, তিনি নিজেই অবিদ্যা আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন। এই পরব্রহ্মে চিদ্ঘনরূপেই ঘনীভাব অন্য কোন প্রকারে (পৃথ্ব্যাদিরূপে) ঘনীভাব নাই, এই নিখিল জগৎ চিদাকাশই, ইত্যাকার জ্ঞানই পরম জ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান ধারাবাহিক হইলেই মুক্তি। ৬—১৩। চিদাকাশ শূন্যরূপী আকাশের নীলিমারূপের ন্যায় অজ্ঞানরূপ অবলম্বন করিয়াই বিশাল ভ্রান্তিরূপে পরিণত হইয়া জগৎ ইত্যাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ফলতঃ তিনি পরিস্পন্দশূন্য শান্ত। যিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়া দেহ ভাবের উচ্ছেদ করিয়া সাক্ষী চিদ্রূপ ভাবনা করিতেছেন, তাঁহার চিৎস্বরূপ ব্যতীত অন্য জগদ্ভাবদর্শনে শক্তি থাকিতে পারে কি? তাহা আমাকে বল। আকাশরূপী চিৎপদার্থের আকাশভাগ বোধ এবং অবোধ স্বভাববশতঃ যেখানে যেভাবে প্রতিভাত হয়, সেখানে তাহা সেই ভাবেই প্রতীত হয়,—অর্থাৎ অজ্ঞান স্বভাবে জগদ্রূপে ও জ্ঞানস্বভাবে চিদ্রূপে প্রতিভাত হয়। জন্মাবধি তিমির-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষে চন্দ্রযুগল প্রতীতির ন্যায় এই দৃশ্যপ্রাপ্তি আকাশময়ী হইলেও অবিবেকীর নিকটে কিছুতেই প্রশমিত হইবার নহে, (প্রশমিত হইবেই বা কি?), যাহা কিছু দৃশ্য হইতেছে, সমস্তই যখন একমাত্র নিরাময় অনাদি অনন্ত চিদাকাশ, তখন প্রশমিতই বা কি হইবে। ১৪—১৮। নিজ জ্ঞানস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই আত্মার স্বপ্নবৎ দৃশ্যাকারে প্রতিভাণ, তাহাই এই জগৎ। অধ্যাত্মশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচার দ্বারা বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিয়া সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে আত্মাকে সুপ্তবৎ নিশ্চল বিকল্পশূন্য করিতে পারিলেই প্রকৃত চিদ্রূপ বুঝিতে পারা যায়। অব্যভিচারিণী (বিকারশূন্যা নিত্যা) যে সম্বিদ্ তোমাদের নিকটে অবিদ্যা বা জগদাকারে নিরূঢ় হইয়াছে, আমাদের নিকটে তাহার তাদৃশ প্রতিভাণ নদীতে ধূলিরাশির ন্যায় একবারেই নাই। ১৯—২১। স্বপ্নভূমি যেমন স্বপ্নকালে নিজের অনুভূত হইলেও কুত্রাপি নাই, এই দৃশ্যভাবও তেমনি স্বানুভূত হইলেও অসদ্রূপা, কুত্রাপি ইহা নাই। স্বপ্নে যেমন চিদাকাশই বাহ্যবস্তুপ্রকাশক বহ্নিপ্রভার ন্যায় দীপ্যমান থাকেন, জাগ্রৎকালেও তেমনি জাগ্রৎ সাক্ষী চিদাত্মার স্বপ্রাণরূপই লক্ষিত হইতে থাকে। ইহা জাগ্রৎ, ইহা স্বপ্ন, ইত্যাকার যে ভেদপ্রতীতি; তাহা প্রতীতি অংশে একই, সুতরাং সত্যজ্ঞানস্বরূপে উহা (ভেদপ্রতীতি) নাইই। স্বপ্নকালের ঘটনা যেমন জাগ্রদ্দশায় প্রতীয়মান হয় না বলিয়া মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ জাতিস্মর প্রবুদ্ধ যোগী মৃত্যুর পরে অন্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনা সকল তৎকালে বিদ্যমান না থাকায় অপ্রত্যয় মিথ্যা বলিয়া ধারণা হইয়া যায়। ২২—২৫। কেবল কালের অল্পতা ও দীর্ঘতা ভেদেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ইত্যাকার বুদ্ধি ভেদ হইয়াছে, অনুভব

অংশে উভয়ই সমান। জাগ্রদ্ভাব বাহিরে ও স্বপ্ন অন্তরে, এইরূপে স্বপ্ন ও জাগ্রতের পার্থক্যও বলা যাইতে পারে না; কারণ বাহস্থ ও আভ্যন্তরস্থ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই আছে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ইহারা দুইটী যেন যমজ, ঠিক একই প্রকার। ফলতঃ জাগ্রৎও যাহা, স্বপ্নও তাহা, স্বপ্নও যাহা, জাগ্রৎও তাহাই। কালক্রমে জাগ্রৎও স্বপ্ন এই দুয়েরই বাধ হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। ২৬—২৮। যতদিন জীবন থাকে ততদিন যেমন শত শত স্বপ্ন দর্শন ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ অমুক্ত জীবের মহতী অজ্ঞাননিদ্রায় শত শত জাগ্রৎ ঘটনা ঘটিতে থাকে। জাগরিত ব্যক্তি যেমন নিদ্রাবস্থায় উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস-প্রাপ্ত বহু স্বপ্ন স্মরণ করিয়া থাকে, সেই সিদ্ধ যোগিগণ আপনার শত শত পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে থাকেন। এইরূপে অনুভব-রূপী আত্মা যখন সর্ব্বাংশে সমতাপ্রাপ্ত, তখন বৈষম্য আবার কোথায়, সবই এক জাগ্রৎ স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়। স্বপ্নও জাগ্রতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। দৃশ্য ও জগৎ এই দুই শব্দের অর্থ যেমন এক, জাগ্রৎও স্বপ্ন এই দুই শব্দের অর্থও তেমনি এক। বিশাল স্বপ্নপুরী যেমন একমাত্র চিন্ময় আকাশ, এই জগৎও তদ্রূপ চিন্ময় আকাশ। অতএব অবিদ্যা আবার কোথায়? যদি সেই আকাশরূপী ব্রহ্মকেই অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা কর ত কর, তাহাতে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না, আমরা বলি, নিখিল ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে যাহা থাকে, তাহাই আমি, এবং পূর্ব্বে আমাদের নিকটে যে কল্পনা ছিল, তাহাই বন্ধন, এক্ষণে সে সব গিয়াছে। ফলতঃ আত্মা নিত্যমুক্ত কদাপি তিনি বদ্ধ নহেন, অতএব তাহাকে বৃথা বদ্ধ বলিয়া ভাবিও না, নিরাকার নির্ম্মল চিন্ময় আকাশের আবার বন্ধন কি? ২৯—৩৫। এই যে দৃশ্য নামক অবিদ্যা, ইহা সেই চিন্ময় আকাশই প্রতি-ভাত হইতেছেন, অতএব ইহাঁর আবার বন্ধই বা কি আর মোক্ষই বা কি? এবং কোথা হইতেই বা তাহা হইবে? বাস্তবিক অবিদ্যা নামে কিছুই নাই, বন্ধ বা মোক্ষও কাহারই নাই। বিদ্যা বা অবিদ্যা কিছুই নাই। একমাত্র অজ চিৎই প্রতিভাত হইতেছেন। স্বপ্নে যেমন আকাশই নগরাদিরূপে প্রতীয়মান হয়; সেইরূপ চিৎই সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে। একদেশ হইতে অন্যদেশ প্রাপ্তিকাল মধ্যে যে সম্বিদের আকৃতি (নির্ব্বিষয় জ্ঞান) লক্ষিত হয়, তাহাই জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপে দৃশ্যের স্বরূপ, ইহাই স্থির। বাহ্য ও আভ্যন্তর দৃশ্যসমূহের প্রকাশের নিমিত্ত সর্ব্বদা জাগরূক স্বয়ংজ্যোতি আত্মার যে আকৃতি (রূপ) তাহাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন অবস্থার যথার্থ স্বরূপ। ৩৬—৪০। অতএব জাগ্রৎ-স্বপ্ন ভেদজ্ঞানকেই ও উভয়ের সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানিও, কারণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে অনুগত সাক্ষী চৈতন্য ব্যতীত আর কে আছে যে, এইরূপ চিত্তির পার্থক্য দর্শন করিবে সুতরাং ভেদজ্ঞান, অভেদজ্ঞান, দ্বৈত, অদ্বৈত সমস্তই সেই শান্ত অখণ্ড একমাত্র চিদাকাশ। সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্মের সদংশ যেমন বোধ ও বোধগ্রাহ্য-(বোধ্য) রূপে একই; সেইরূপ দ্বৈত ও দ্বৈত-জ্ঞান একই পদার্থ, চিদংশে (জ্ঞানঅংশে) কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কারণ যাহা দৃষ্ট (জ্ঞানবিষয়) হইবে, তাহাকেই দৃশ্য বলা যায়; জ্ঞান বা চিত্তির সহিত অভেদ ব্যতিরিক্ত বিষয়-বিষয়ি-ভাবও কেহ নিরূপণ করিতে পারে না। একমাত্র সদ্বস্তু ব্রহ্মই যখন দ্বৈতরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তখন দ্বৈত অদ্বৈত যাহা কিছু সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম। তাই বলিয়া ব্রহ্মকে দ্বৈত অদ্বৈত সমষ্টিরূপে জ্ঞান করা উচিত নহে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে দ্বৈত অদ্বৈত নিখিল প্রপঞ্চকে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয় করিবে, পরে 'ইহা নয় ইহা নয়" এইরূপে নিখিল দ্বৈতের মার্জ্জনা দ্বারা বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রত্যগাত্মরূপে চিদাকাশে জলগলিত সৈন্ধবের ন্যায় একীভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই আনন্দঘন চিদাকাশেই পাষাণবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিবে। হে সুভগ! এইরূপ চিন্ময় ব্রহ্মে পাষাণবৎ নিশ্চলীভাব প্রাপ্ত সঙ্কল্পশূন্য ও অন্তশ্চেষ্টা-শূন্য হইয়া তুমি যথানিয়মে স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করত আপনার অভীষ্টদেশে গমন, পান, ভোজনাদি যাহা কর্ত্তব্য, সমস্তই করিতে থাক। ৪১—৪৬।

একষষ্ট্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬১॥

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যখন সকল দৃশ্য পদার্থের স্ফুরণ বিষয়ে চিদাকাশই হেতু, তখন এই যথাবস্থিত জগৎ বাহ্যস্বরূপ দর্শনে ও আন্তর জ্ঞানে বাহ্যাভ্যন্তরস্থ দৃশ্যসমূহ লইয়া সেই চিদাকাশই মাত্র, অন্য কিছুই নহে। স্বপ্নদৃষ্ট পুরের প্রতি তদুপভোগ-কারীর চৈতন্য পুররূপ ধারণ করে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না, তদ্রূপ এই জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চও আকা-শের ন্যায় শূন্য মাত্র জানিবে, (শ্রুতিরও তাহা উক্তি যথা) এ সংসার নানা (অর্থাৎ দ্বৈত) কিছুই নাই। স্বপ্নদৃশ্য পুর, আকাশ-পুর, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় এই দৃশ্যমান নানা স্বরূপ অনাত্মাই—অর্থাৎ বাস্তবিক উহার কিছুই স্বরূপ নাই, কেবল স্বীয় সাক্ষিভূত আত্ম-নিবন্ধনই তাহার আত্মা—অর্থাৎ স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং একমাত্র ঐ চিদাভাসই নানা না হইয়াও নানাস্বরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন। সৃষ্টির আদিতে—অর্থাৎ প্রলয়সময়ের ন্যায় এখনও এই জগৎ স্বপ্নাকাশ পুরের ন্যায় আভাত হইতেছে, বাস্তবিক ইহা অসৎ, কিন্তু সত্যের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। কেবল যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্দর্শী প্রাজ্ঞ, তাঁহাদিগের যাহা ঈষৎ জ্ঞাত, মূর্খদিগের তাহা অজ্ঞাত এবং বাহ্যদৃষ্টি অজ্ঞদিগের যাহা ঈষৎ জ্ঞাত, তাহা আবার প্রাজ্ঞদিগের অবিদিত, এইরূপ প্রাজ্ঞ অজ্ঞের অনুভব বিসংবাদ প্রযুক্ত এই জগৎপ্রপঞ্চেরও বিসংবাদ এবং এই সর্গ-শব্দার্থ সত্যাসত্যময় স্বরূপে বর্ত্তমান (এই জন্যই কি প্রাজ্ঞ কি অজ্ঞ, কাহাদিগেরও অনুভব অনুসারে এই প্রপঞ্চের কিছু ব্যবস্থা হইতে পারে না। কারণ তাহাদিগের উভয়ের পরস্পরের অনুভব বিসংবাদ প্রযুক্ত বাস্তবিকত্ব কাহারও বিদিত নহে)। কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞগণ কেবল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও অজ্ঞবর্গ কেবল বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন, ঐ উভয়ের বুদ্ধিবৃত্তির অন্তরালে যাহা অবস্থিত, তাহা তাহারা স্বয়ং বুঝিতে বা তোমাকে বুঝাইতেও সমর্থ নহে। সর্গশব্দার্থ স্ব স্ব বুদ্ধিতে থাকিয়াই স্ফুরিত হয়, অন্যথা নহে, তাহাতে মত্ত অমত্তের ভ্রান্ত অভ্রান্তের পরস্পরের অন্তর্বুদ্ধিগম্য প্রযুক্ত ঐ প্রপঞ্চরূপ অন্তঃস্থ, ইহাই যৌক্তিক প্রসিদ্ধি; তাহার মধ্যে বিদ্বানের বুদ্ধি সর্ব্বদাই স্থিরতায় জাগরূক, এইজন্যই বিদ্বান্ স্থির আত্মতত্ত্ব অবলোকন করেন, আর অজ্ঞানের বুদ্ধি অস্থিরতায় জাগরূক বলিয়া অস্থির বাহ্য বিষয়ই অবলোকন করিয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধিগত যে প্রপঞ্চস্বরূপ তাহা অত্যন্ত অন্তরেও

নহে বা বাহিরেও নহে, এই জন্য তাহা জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই অগোচরে স্থিত, জানিবে। যেমন জল দ্রব বলিয়া তরঙ্গ নদী-জলে অবস্থিত, তদ্রূপ চেতন প্রযুক্ত—অর্থাৎ আত্মসত্তানিবন্ধনই এই সর্গলহরী চিৎস্বরূপে (অন্তরালে) অবস্থিতি করিতেছে। অতএব জগৎ চিৎচমৎকার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; যাহা বস্তুসত্তা কিছুই নহে, ঐ চিৎস্বরূপ বলিয়া তাহা সত্যস্বরূপে—অর্থাৎ কিছু বলিয়া উপলব্ধ হয়, যেমন স্বপ্নপুরাদিতে বাস্তবিক অদৃশ্য ও দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ঐ চিৎস্বরূপ প্রভাবে বাস্তবিক অদৃশ্য ও দৃশ্য—অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিংবা মায়াতে পতিত চিৎ প্রতিবিম্বই জীব জগৎ নামে কথিত। ঘট-পটাদি দ্রব্যের প্রতিবিম্বের যেমন মূর্ত্তি না থ কিলেও মূর্ত্তির উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ ঐ চিৎ প্রতিবিম্বরূপ জীব-জগদাদি বাস্তবিক অমূর্ত্ত—অর্থাৎ বস্তুত মূর্ত্তিবিরহিত হইলেও মূর্ত্তিমান্ বলিয়া বোধ হয়। ১—১০। তন্মধ্যে পিশাচ দর্শনের ন্যায় ভ্রান্তিময় মিথ্যাভূত এই দেহাত্মতা ভ্রান্তিই প্রবল ক্লেশনিদান। যাহা মনোরাজ্যের ন্যায় অসত্য যাহা লম্বমান জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, ও যাহা জ্ঞানী অজ্ঞানীর অনুভাব বিবেচিত হইয়া অসত্তায় উপনীত, তাহাতে আবার আত্মতা প্রসক্তি কিরূপ? যেমন পৃথিবীতে স্থূল বংশ বিদারণ কালে বোধ হয় যেন, তাহার অভ্যন্তরস্থিত শব্দ বহির্গত হইতেছে, বাস্তবিক তাহাতে শব্দ ও থাকে না বা নির্গত ও হয় না ও যেমন জলে তরঙ্গ-নিবহ হইতে বা অগ্নিতে শিখাদি হইতে আকাশে প্রতিধ্বনি শব্দ এবং বায়ু হইতে কণ্ঠতাল প্রভৃতি প্রদেশে বর্ণ, পদ ও বাক্যের স্ফোট নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সেই সমস্ত শব্দ তাহার পূর্ব্বে তাহাতে থাকে না সেইরূপ বাসনাময় অর্থও অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আত্মা হইতে নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক কিন্তু আত্মাতে সে সমস্ত অর্থ থাকে না। সর্গাদিতে স্বাত্মচিৎই স্বপ্নশৈলবৎ প্রতিভাত হন, বস্তুত কিন্তু তাহাতে শব্দ অর্থ বা দৃশ্যতা কিছুই নাই। যাহা এই বর্ত্তমান রহিয়াছে বা প্রতিভাত হইতেছে সে সমস্তই পরমার্থ সত্য, আর সত্যাতিরিক্ত যাহা কিছু সে সমস্ত সৃষ্টির আদিতে কারণাভাব প্রযুক্ত উৎপন্ন হন নাই। অতএব শব্দ-ভেদার্থবিরহিত অর্থিকার্থশূন্য একরূপ সদ্ব্যোম স্বরূপ পরম শান্ত্যাস্পদে লব্ধনির্বৃতি হইয়াছ, এইরূপ আপনাকে অনুভব কর। শুদ্ধবোধৈকরূপী আত্মবিশ্রান্তি লাভ করিয়া জীব প্রসিদ্ধ স্বত উৎপন্ন অসৎ মনোবিক্ষেপের পরিহার কর। কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু, ও আত্মাই আত্মার রিপু; যদি আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার না হইল, তাহা হইলে আর উপায়ন্তর নাই। ১১—১৮। যে পর্য্যন্ত তারুণ্য আছে, তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ নৌকার অবলম্বনে সংসার-পারাবারের অপর পারে গমন কর। যাহা শ্রেয়ঃ ভাগ এখনই কর। বৃদ্ধ হইয়া আর কি করিবে। কারণ বার্দ্ধক্যে নিজেরই গাত্র পর্য্যন্ত ভার বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। শৈশব আর যে বার্দ্ধক্য, ইহা পশুভাবস্থা বা মৃত্যু বলিলেই হয়—অর্থাৎ তাহার দ্বারা জ্ঞান সাধনে অসমর্থ, আর জীবের যে তারুণ্য, তাহা যদি বিবেকশালী হয়—অর্থাৎ তদবস্থায় বিবেক থাকে, তবেই তাহা জ্ঞানসাধক এবং তাহাই জীবের জীবন। বিদ্যুৎসম্পাত-চঞ্চল এই সংসারে আসিয়া জীব সৎশাস্ত্র ও সাধু সঙ্গ দ্বারা কর্দ্দম হইতে শর গ্রহণের ন্যায় মোহকর্দ্দম হইতে সেই সারভূত আত্মার উদ্ধার সাধন করিবে। হায় মানবগণ কি ক্রুর। ইহাদিগের গতিই বা কি হইবে? কারণ ইহাদিগের আত্মা মোহপঙ্কে মগ্ন হইলেও তাহারা উদ্ধারের উপায় (চিন্তা) করে না। যেরূপ অচতুর গ্রাম্য ব্যক্তি মৃন্ময় বেতালসত্তা অবলোকন করত তাহার মৃন্ময়ত্ব না বুঝিতে পারিয়া ভ্রমে পতিত হয় এবং তাহারই যেরূপ ঐ মৃন্ময় বেতালসত্তা ভয়-জরাদি দুঃখের কারণ হয়, কিন্তু যাহার যথার্থ জ্ঞান—অর্থাৎ উহা মৃন্ময় মাত্র, বাস্তবিক বেতাল নহে, এই জ্ঞান হইয়াছে বা যদি ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিরই সেই জ্ঞান হয়, তাহা হইলে, তাহার আর ঐ মৃন্ময় বেতালসত্তা ভয়-জ্বরাদির কারণ হয় না, সেইরূপ এই ব্রহ্মময়ী দৃশ্যলক্ষ্মী অজ্ঞেরই দুঃখাদি ভঙ্গের কারণ, আর ইহার যথাযথ জ্ঞান হইলে একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। জ্ঞান তখন আর দুঃখাদি ভঙ্গ কিছুই থাকে না। কারণ যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে যাহার নিবৃত্তি ছিল না, সেই এই সমস্ত দুঃখাদি হেতু বিষয়াদি নিবৃত্ত হয়, যাহার সত্তা সর্ব্বদা অনুভূত, বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার বিলয় ঘটে, বাস্তবিক তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর দৃশ্য পদার্থ দৃষ্টি পথে থাকিলেও দৃষ্ট হয় না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় স্পষ্ট অনুভূত হইলেও স্বাপ্নজগৎ জাগরণ অবস্থায় অসত্যতাই লাভ করে, সেইরূপ অনুভবে সত্যতা প্রাপ্ত হইলে ও এই সৃষ্টি সংবেদনা তত্ত্ববিজ্ঞান জন্মিলে চিন্ময় অম্বরে শূন্যস্বরূপেই পরিণত হয়। জন্ম জরভূত কামক্রোধাদিরূপ দাবাগ্নিদগ্ধ জীবন-জঙ্গলে বাতমৃগের তৃণ-পর্ণাদি আহরণের কখন প্রাপ্তি ও কখন বা অপ্রাপ্তিরূপ ক্রমে এই যে ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে সেই সকল ইন্দ্রিয়সমূহকে মত্ত মন ও প্রাণাদি বায়ুর বহিঃসঞ্চারের সহিত জয় করিয়া জ্ঞানদ্বারা বিদ্যা জয় লাভ কর, তাহা হইলেই মুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করিতে পারিবে, অতএব তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। ১৯—২১।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—ইন্দ্রিয়জয় ব্যতিরেকে অজ্ঞতার উপশম নাই, অতএব সেই ইন্দ্রিয়জয় কিরূপে সাধিত হয়, হে মুনে। তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—যেমন মন্দদৃষ্টি ব্যক্তির প্রজ্বলিত প্রদীপ সূক্ষ্মবস্তু দর্শনের উপযোগী হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রভূতভোগে আসক্ত, বা স্বীয় পুরুষত্ব প্রদর্শনে—অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধনে নিরত কিংবা জীবনোপায় ধনাদি অর্জ্জনে ব্যসনী, তাহার পক্ষে শাস্ত্রাদি সাধন ব্রহ্মদর্শনের উপযোগী হয় না এবং ইন্দ্রিয় জয়োযুক্তিতেও অনুকূল হয় না। অতএব আমি তোমাকে ইন্দ্রিয়জয় বিষয়ে অবিকল যুক্তি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মৎকথিত যুক্তি অবলম্বন করিলে স্বল্পও সাধন সম্পত্তি মোক্ষফল সিদ্ধিলাভ করে। পুরুষ চিন্মাত্র জানিবে, সেই পুরুষ চিত্তাধীন হইয়া জীবনামে অভিহিত হয়, অতএব সেই জীবনামক—অর্থাৎ চিত্তাধীন পুরুষ চিত্তবৃত্তি দ্বারা যাহা প্রার্থিত করে, ক্ষণকালমধ্যে তন্ময় হইয়া তাহাতে আসক্ত হয়। সুতরাং মানব চিত্তবৃত্তির প্রত্যাহার প্রয়াসে বাহ্যাকারতা রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মাকারতা প্রবোধনরূপ সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশ প্রয়োগে মত্ত মনোমাতঙ্গকে জয় করিয়া ইন্দ্রিয়জয়ী হইতে পারে, নচেৎ নহে। চিত্তই ইন্দ্রিয়গণের নায়ক, সেই চিত্তের জয়ই জয়, দেখ, চর্ম্মপাদুকায় চরণ আবৃত করিলে সমস্ত পৃথিবীই চর্ম্মা-

বৃত হয়, তখন যেমন চর্ম্ম দ্বারা একমাত্র পদ আবরণ করিয়া সমস্ত কণ্টক জয় করিতে পারা যায়, সেইরূপ কেবল চিত্তকেই আবরণ করিলে সর্ব্বজয়ই সিদ্ধ হয়। হৃদয়ে চিত্তাবচ্ছিন্ন সংবিৎরূপ জীবকে আকাশে—অর্থাৎ নির্ম্মল ব্রহ্মে আরোপিত করত একাকারে পরিণত করিয়া অবস্থান করিতে পারিলে মন শরৎকালীন তুষারের ন্যায় স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। উক্তরূপ স্বসংবিৎ যত্ন সংরোধ দ্বারা—অর্থাৎ যত্নদ্বারা জীবসংবিদে ব্রহ্মসংবিদে সংরোধ করিতে পারিলে যেরূপ চিত্ত শান্ত হয়, তপস্যা তীর্থপর্য্যটন, বিদ্যাভ্যাস ও যজ্ঞাদিক্রিয়া সমূহ দ্বারা সেরূপ হয় না। যাহা যাহা স্মরণ করা যায়, সে সমস্ত তত্ত্বদধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মসংবিদে বিলীন কারণরূপ সংবিদ্ দ্বারা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইতে পারা যায়, অর্থাৎ সেই সেই সংস্কারের উচ্ছেদ দ্বারা তাহা আর স্মরণ পথে উদিতই হয় না। অতএব উক্ত উপায়ে এইরূপেই ভোগের জয় হইয়া থাকে। এইরূপে স্বসংবেদন যত্নে বিষয়রূপ আমিষ হইতে সংবিৎকে অহোরাত্র রোধ করিতে পারিলে, তবেই সেই উপায় দ্বারা তত্ত্ববিদ্ বিবুধগণের অনুভব-সিদ্ধ স্বরাজ্যপদলাভ ঘটিল জানিবে। এইরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা ও যাহা স্বতঃ আসিতেছে, তাহা আমার রুচিকর, এইরূপ পদে বজ্রের ন্যায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। তাহা হইলেই বক্তব্য-সিদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়জয় ঘটিবে। যেব্যক্তি স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ দেহযাত্রা সাধন অন্নাদিতে ইচ্ছা পরিহার করিয়া শম ও সন্তোষ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, এজগতে সেই ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয়। ১—১২। যাহার মন সংবিৎ, অন্তরে সংবিৎ, রসিকতায় ও বাহিরে নীরসতায় বিরক্ত হয় না, তাহারই মনঃশান্তি হইয়া থাকে। সংবিৎ প্রযত্নের নিরোধ করিতে পারিলে মন বিষয়ের অনুধাবনরূপ দুর্ব্যসন পরিত্যাগ করে ঐ বিষয়ানুধাবন দুর্ব্যসনই মনের চপলতা, চিত্ত সেই চপলতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে বিবেকের অনুসরণ করে। বিবেকশালী উদারাত্মাই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত। তাদৃশ ব্যক্তিই এই ভবসমুদ্রে বাসনারূপ তরঙ্গের বেগে চালিত হয় না। নিরন্তর সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অবলোকনে এইরূপ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিলে জগতের যাহা সত্যবস্তু, কেবল সেই ব্রহ্মবস্তুরই সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইরূপ সত্যসাক্ষাৎকার ঘটিলে, মরু-ভূমিতে মিথ্যাবস্তু লক্ষ করিয়া ক্রতগমন দুঃখদায়ি-জলভ্রমজ্ঞান যেরূপ সত্যজ্ঞান হইলে বিদূরিত হয়, সেইরূপ সংসার সম্ভ্রমেরও নিবৃত্তি ঘটে। এই জগৎ অচেত্য, চিন্মাত্রই অবস্থিত, যাহার এরূপ সত্যবোধ জন্মিয়াছে, তাহার আর বন্ধন মোক্ষদৃষ্টি কোথায়? যেমন জলশুষ্ক হইয়া মুক্তাকার বিরহিত হইলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এই অকারণ দৃশ্য জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছিন্ন হইলে আর পুনরুৎপন্ন হয় না। কারণ, শূন্যমাত্রেই যেমন স্বীয় অবিদ্যা বশতঃ তুমি আমি ইত্যাদি রূপ ধারণ করে, অতএব স্বাধ্যস্ত আমি তুমি ইত্যাদিস্বরূপ এই জগৎকে জ্ঞানবলে পরিহার করিয়া অধ্যস্ত বিলক্ষণ অধিষ্ঠান মাত্র হইবে। সুতরাং অবিদ্যামাত্র পর্য্যবসিত এই আমি তুমি ইত্যাদি জগৎ মিথ্যাপ্রযুক্ত স্বতঃই শান্ত হইয়া শূন্যমাত্র স্বরূপে চিদাকাশরূপ তাত্ত্বিকরূপে অবস্থিত জানিবে। ১৩—২১। চিদাকাশে চিচ্ছায়াই জগদ্রূপে অবভাসমান হয়, ঐ চিৎই যখন জগৎ, তখন জগৎ শূন্যস্বরূপ, তাহার কারণ, চিৎ শূন্য বলিয়া জগৎও শূন্য, এইরূপে উভয় শূন্য, ইহাই সিদ্ধান্ত এই উভয় শূন্যতা বিষয়ে স্বপ্নদর্শনই দৃষ্টান্ত; কারণ, স্বপ্ন অসময় অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও অনুভূত, অসময় বলিয়া শূন্য ও অনুভূত বলিয়া শূন্যশূন্য, তাহার কারণ যাহা অনুভূত তাহাও অসময়। হে রাম! স্বপ্নের সংবিত্তি ও মাত্রই স্বরূপ; সুতরাং সেই স্বপ্ন যে যে রাজ্য-বিত্তাদিরূপ বহুমত হয়, সে সমস্ত চিত্তিরই স্বরূপ, কারণ সেইরূপ কর্ত্তা কর্ম্ম কারণ কিছুই অপেক্ষা করে না, জাগ্রৎ জগৎও—অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় দৃশ্যমান জগৎও ঐরূপ জানিবে। যাহা যাহা কর্তৃ কর্ম্ম করণ নিরপেক্ষ, তাহাই চিদ্ঘন মাত্রক অহং স্বরূপ, এই স্বসংবেদ্য লক্ষণ জগতেরও সৃষ্টির আদিতে কর্তৃ কর্ম্ম কারণ ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব তুমি অহং স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ হও। যেমন স্বপ্নাবস্থায় মৃত্যু অনুভূত হইলেও তাহার অস্তিত্ব নাই কিংবা যেরূপ মরুভূমিতে ভ্রান্তিবিলোকিত জল তদানীং বিদ্যমান বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব নাই তদ্রূপ ঐ অবিদ্যা প্রতীতি দ্বারা বিদ্যমান আছে বলিয়া বোধ হইলেও জ্ঞানতঃ বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব নাই। চিদাকাশ নিজ শূন্য স্বরূপেই যে এই প্রতিভাস বিস্তার করিয়াছেন, তাহাই জগৎ বলিয়া কথিত; সুতরাং উহা কাকতালীয়বৎ মূল ভিত্তিশূন্য,—অর্থাৎ কিছুই উহার অস্তিত্ব নাই। এই নির্ম্মূল (ভিত্তি শূন্য) জগৎ বাস্তবিক প্রতিভাত না হইলেও প্রতিভাত বলিয়া বোধ হই-তেছে, যে চিৎ প্রকাশ হেতু অপরোক্ষভাবে প্রথিত হইয়াছে, সেই নিত্য অপরোক্ষ বস্তুই পরমপদ বলিয়া কথিত। এবং এই যে জীবাদি বিকাশ প্রতিভাত হইতেছে, তাহাও সেই পরমপদ, যেমন আবর্ত্ত-তরঙ্গাদি বৃত্তিসকল জলই, তদ্রূপ ঐ আকাশ (প্রভৃতি সমস্তই) শূন্যময় জানিবে। যেমন অবয়বীর রূপ এক সাবয়ব হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবাদিরও অবয়ব সেই এক ব্রহ্ম, আর তাঁহার কিন্তু অবয়ব নাই। অথবা জীবাদি সেই ব্রহ্মের অবয়ব, আর সেই এক ব্রহ্ম, তিনিই নিরবয়ব। যেমন স্ফটিক-শিলার অন্তরে গিরি নদী বনাদির প্রতিবিম্ব দ্বারা আভাস দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এই দৃশ্যজালও প্রাভাস মাত্র, সুতরাং তাহাও সেই শান্ত স্বচ্ছ অব্যয় চিন্মাত্র ব্রহ্ম, উহাতে অবস্থাই বা কি? আর যখন চিদ্ব্রহ্মের স্বভাবই জগদ্রূপ ভাসমান, তখন স্বস্বভাবে আর বিচার কি? ২২—৩১। পরমপদে আদি-অন্ত মধ্য কিছুই কল্পনা নাই, এই অবিদ্যা তৎস্বরূপ মাত্র। এই অবিদ্যা বলিয়া অন্যবস্তু কিছুই এ জগতে নাই। জীব স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থাই প্রাপ্ত হউক আর জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায়ই উপনীত হউক, যেমন সেই একই জীব ও একইরূপে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ জগৎও যে ভাবাপন্নই হউক, সমস্ত বৈচিত্র্য জগৎ সেই একই ব্রহ্ম, এইরূপে জগত্তত্ত্ব অবগত হওয়া উচিত। সুষুপ্তাবস্থা—অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত হইয়া আত্মায় স্থিতি ও তুর্য্যাবস্থা শুদ্ধাত্মতা এই অবস্থাদ্বয় ভ্রান্তিকৃত সর্পের অন্তরে অজ্ঞানরজ্জুও কেবল রজ্জুর ন্যায় স্বপ্ন জাগ্রৎ এই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যেস্থিত যাহার বুদ্ধি বুদ্ধ, সে ব্যক্তি জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাকে একই সে তুর্য্য বলিয়া জানেন, (তুর্য্যভাব বুদ্ধবীরই পরিজ্ঞাত)। তত্ত্ববোধীর নিকট জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই অবস্থাত্রয়ই তুর্য্যাবস্থায় বর্ত্তমান, কারণ তত্ত্ববোধীর অবিদ্যার অভাব, সুতরাং তত্ত্ববোধী দ্বয়স্থ হইলেও অদ্বয়, যেহেতু যাঁহারা অবিদ্যার পরে বর্ত্তমান, তাঁহাদের দ্বৈত অর্পিত কি, তুমি আমি ইত্যাদির কল্পনাই বা কোথায়? যাহাদিগের তত্ত্ববোধের উদয় হয় নাই, সেই সকল শিশুমতিগণই দ্বৈত অদ্বৈত আদি ভেদ প্রখ্যাপক বাক্য সন্দর্ভ বিভ্রম লইয়া ক্রীড়া করে, আর তত্ত্ববোধী

প্রবীণগণ তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করেন। তবে যে প্রবুদ্ধ মহাত্মগণ শাস্ত্রাদিতে দ্বৈত বিবাদ পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার প্রতি ইহাই দ্বৈতবিবাদেচ্ছা হৃদয়াকাশ নিহিত মঞ্জরীস্বরূপিণী, শিষ্য প্রবোধই তাহার ফল, বিনা দ্বৈতবিবাদেচ্ছায় কখনই প্রবোধ-রূপ হৃদয়াকাশের নির্ম্মলতা প্রকাশ পায় না। ৩২—৩৮। এই জন্যই আমি সুহৃদ্ভাবে তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তর্ক বিবাদ দ্বৈতাদ্বৈত বিচরণ করিয়াছি, গৃহের মার্জ্জনীর ন্যায় ইহাও হৃদয়মন্দিরের (অবিদ্যারূপ) তমঃ মার্জ্জনা করিবে, জানিবে। এইরূপে অবিদ্যা-তমঃ মার্জ্জিত হইলে অধিকারী হইতে পারা যায়, তখন ব্রহ্মময় চিত্ত ও ব্রহ্মগত প্রাণ হইয়া পরস্পরকে বোধ প্রদান করত নিরন্তর সেই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে করিতে পরম পরিতোষলাভ ঘটে ও সর্ব্বদাই ব্রহ্মানন্দে রমণ হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাকারী ও সতত বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণেরই কালক্রমে ঐ মদুপদিষ্ট বুদ্ধিযোগ দৃঢ় হইয়া উদিত হয় সেই বুদ্ধিযোগ উদিত হইলেই তাঁহাদিগের মোক্ষনামক পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। দেখ, সামান্য তৃণেরও অগ্নি, জল, পশু আদি হইতে রক্ষা করিতে হইলে, যত্ন-সাধিত উপায় অপেক্ষা করে, আর এই ত্রৈলোক্যসমূহের ব্রহ্মীভাব সম্পাদন দ্বারা আত্যন্তিক রক্ষারূপ তত্ত্বজ্ঞান বিনা যত্নে কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? যে নিরতিশয় আনন্দলক্ষণ উত্তম স্থিতির নিকট,—মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্য-গর্ভানন্দ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর শত শত গুণ উৎকৃষ্ট সুখভোগ লাল-সায় চতুর্দ্দশ ভুবনভেদে বিস্তীর্ণ, হৃদয়গত অধমকাম জয়ে অসমর্থ অধ্যাত্মব্যসন (আসক্তি) বিরহিত অখিল জগজ্জীবসমূহ তুচ্ছ-ভোগে আসক্ত বলিয়া উপহাসাস্পদ, সেই সর্ব্বোত্তম স্থিতি কেমনে যত্ন পাইবে? অতএব তৎপ্রাপ্তিবিষয়ে অবশ্যই যত্ন করা উচিত। মনের অঙ্কুরস্বরূপ এই যে রাজ্যাদি সুখ, ইহার ত কথা কি? তত্ত্বজ্ঞান লাভরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম বিশ্রামের নিকট দেবরাজপদও তৃণতুল্য। যেমন অজ্ঞান-নিদ্রাভিভূত দৃশ্যবিষয়ভোগে রত ও তাহাতেই সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ জনগণ এই দৃশ্যপাল দর্শনেই মগ্ন থাকে, তদ্রূপ শান্ত-তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণ দৃশ্যবিষয়ে অনাসক্ত প্রসুপ্ত প্রায় থাকিয়া সেই নিরতিশয় আনন্দপদে প্রবুদ্ধাবস্থায় অবস্থান করত তাহাই দেখিতে থাকেন, ফলে জ্ঞানিগণ যাহাতে সুপ্ত,—অর্থাৎ সুপ্তের ন্যায় দর্শন-পরাঙ্মুখ, অজ্ঞানী তাহাতে প্রবুদ্ধ, আর অজ্ঞানী বিষয়ী যাহাতে সুপ্ত, জ্ঞানিগণ সেই ব্রহ্মপদে সদাই জাগরিত থাকিয়া তদ্দর্শনানন্দভোগে মত্ত থাকেন জানিবে (ক)। এতাদৃশ নিত্যাপরোক্ষ (সদাই অগোচর) নিরতিশয়ানন্দরূপ মোক্ষপদ যত্নাতিশয় বিনা কদাচ সিদ্ধ হয় না; পরমপদ মহান্ অভ্যাস দৃঢ়তারই ফল। আমিও তোমাদিগের অভ্যাস দৃঢ়তার জন্য পুনঃপুনঃ অন্যত্রে বা বৃত্তান্তরে কিংবা কথাখ্যানাদি বাহুল্যে এই একই কথা বহুবার বলিয়াছি বটে, কিন্তু একই কথা অনেক বলিয়া বা সহস্রবার পুনরুক্তি দ্বারা বিস্তারিত করিয়া গ্রন্থ বিস্তারে কি প্রয়োজন? এই অশ্রদ্ধারূপ দুর্মতি অবলম্বন তোমাদের অকর্ত্তব্য; কারণ যাঁহারা বিশেষ জ্ঞানবান্, তাঁহা-দিগেরও মধ্যে দুই এক জনেরই মাত্র অভ্যাসের অপেক্ষা করে না; আর যে অজ্ঞবুদ্ধি, তাহার ত এবংবিধ বিস্তৃত উপদেশ-বাক্যেও এই দুরূহ আত্মতত্ত্ব হৃদয়ে স্থান পায় না। যদি কেহ এই মদুক্ত শাস্ত্রের ভূয়োভূয়ঃ আবৃত্তি করিয়া চিরকাল আস্বাদন করে এবং ইহার শ্রবণ ও কথোপকথন দ্বারা চর্চ্চা (বা ব্যাখ্যা) করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অজ্ঞ হইলেও যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। আর যে ব্যক্তি ইহা একবার দেখিয়াই "দেখা হইয়াছে" বলিয়া পরিত্যাগ করে, অধম (অনধ্যাত্ম) শাস্ত্রনিচয় হইতে তাহাও অধিগত হয় না। এই পুরুষার্থ ফলপ্রদ আখ্যান বেদের ন্যায় সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিবে এবং ব্যাখ্যা ও পূজা করিবে। শাস্ত্রে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সে সকল বেদ হইতেই লব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু এই শাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারিলে বেদের পূর্ব্বক্রিয়াকাণ্ডার্থ ও উত্তরজ্ঞানকাণ্ডার্থ উভয়ই আত্যন্তিক অশুদ্ধি নিবারণরূপ ফলপ্রদ হয়। বেদান্তে যে তাৎপর্য্য নির্ণয়ানুকূল তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপিত আছে, তাহা এই শাস্ত্রজ্ঞানেই উপলব্ধ হইয়া থাকে, বলিতে কি, এই আখ্যানই শাস্ত্রদৃষ্ট মধ্যে উত্তম বলিয়া আখ্যাত। আমি ইহা কপটতা করিয়া তোমাদিগের নিকট বলিতেছি না, কারুণ্যবশতঃই আমার ইহা উক্তি, আর তোমরাও এই দৃশ্যসমূহ যে মিথ্যা মায়া, তাহা অবগত আছ। অতএব তোমরা এই শাস্ত্র বিচার কর। এই শাস্ত্র প্রধান হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে অন্যান্য শাস্ত্র পর্য্যন্ত লবণপ্রদানে ব্যঞ্জনের ন্যায় রুচির হইয়া থাকে। ভোগাসক্তবুদ্ধি জনে এই আখ্যানকে কাব্য বলিয়া আদরণীয় বোধ করত পুনঃপুনঃ মৃত্যুপরম্পরা ভোগ করিয়া আত্মাকে মোহগর্ত্তে পাতিত করত আত্মহন্তা না হউক এবং পুনঃপুনঃ ভবভোগ—অর্থাৎ জন্মযন্ত্রণা ভোগ না করুক। কাপুরুষগণ যেমন দুরভিমান করত সন্নিহিত গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া, "আমার পিতার কূপ থাকিতে অন্যত্র গমন করিব" এই অভিমানে সেই কূপের ক্ষারজল পান করে, তথাপি সন্নিহিত গঙ্গাজল পান করে না, তদ্রূপ আমাদিগের কুলে পিতৃপুরুষগণ তপঃকর্ম্মাদি নিষ্ঠাই অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মীমাংসক, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তার্কিক ছিলেন, অতএব আমরা সেই বংশসম্ভূত, সুতরাং সেই পথই অবলম্বন করিব, অধ্যাত্ম শাস্ত্র তাঁহারা যখন করেন নাই, তখন আমরা কেন করি? ইত্যাদি বিচার অবলম্বন করিও না, তাহাতে পুনঃপুনঃ জন্মপরম্পরা লাভ করিয়া মূর্খতাই লাভ করিবে; অতএব মূর্খতালাভের জন্য যেন পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা এই মদুক্ত শাস্ত্র ত্যাগ করিও না। ৪৫—৫৬।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণ চিদাদিত্যমণ্ডলে যে এই জগৎ স্ফুরিত রহিয়াছে বলিয়াই তাহাতে জীবাণুপুঞ্জরূপ অবয়ব সেই চিদাদিত্য সমান প্রতিবিম্বভিন্নবৎ প্রকাশ স্বভাবে বর্ত্তমান, এই জন্যই চিদচিদভেদের নিরবয়বতা প্রসিদ্ধ। নক্ষত্রেরও এইরূপ সমানপ্রকাশ স্বভাবদর্শনে পরস্পর অভেদ ও নিরবয়বতা হইতে পারে না, তাহার কারণ সকল ভেদের ন্যায়

(ক) গীতায় ভগবানের উক্তি দেখ, "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ"

চিচ্ছজীবের ভেদ নাই, "ঘটাকাশ করকাকাশ-আদির উপাধি অতই জীব ব্রহ্মভেদ, সেই ভেদক বস্তু অন্তঃকরণাদি উপাধিবস্তু সে সমস্তই পরম অখণ্ডাকার অপরোক্ষ অহংব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে নিজের উপাধিরূপ ও স্বকৃত ভেদ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অথবা পূর্ব্বে জীবের অবিদ্যানিবন্ধন পরস্পর বিরুদ্ধভাব প্রকাশিত হইয়া, ব্রহ্মৈকবাক্যতার বিচ্ছেদহেতু ভেদের অভেদের ন্যায় ও অনর্থের ন্যায় প্রতিভাস হয়, বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা-নিরাসে বিরুদ্ধ ধর্ম্মনিরাকরণ দ্বারা পুনরায় ব্রহ্মৈকবাক্যতা সম্পাদিত হইলে আর অবয়ব অবয়বী ইত্যাদি ভাব দ্বারা ভেদক আর অপর কি হইবে? ইহাতে তোমার এ আশঙ্কা যেন না হয় যে, অবিদ্যান্তঃকরণে দেহভেদাদি অবস্থাতে পূর্ব্বে জীব ভিন্নই থাকেন, পরে বিদ্যা অর্থাৎ—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মৈকভাব হয়, কারণ ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞেরই বিষয়, তাহা সর্ব্ব অবস্থায়ই ভেদাদি মলশূন্য একরসই কখনও তাহাতে দ্বৈতভাবরূপ মল নাই। অতত্ত্বজ্ঞের বিষয় অতত্ত্বজ্ঞই জানে, আমরা তাহা অবগত নহি; কারণ আমি, তুমি ইত্যাদি রূপ মলিনবস্তু তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ীভূত নাই এবং উহা কোন বস্তুও নহে। কারণ তত্ত্বজ্ঞের নিকট এই 'সেই আমি এই অজ্ঞ, ইহা সত্য ইত্যাদি বুদ্ধি সম্ভবপর হয় না। দেখ, পিপাসিতেরই মৃগতৃষ্ণিকা প্রসিদ্ধি। আর স্বর্গভূতে সুমেরুতে পিপাসা শ্রমাদি নাই, তথায় আর মৃগতৃষ্ণিকা কোথায়? যেমন ইহা স্থাণুই, ইহা শুক্তিই ইত্যাদি একরূপ দ্রব্যতত্ত্ব নিশ্চয় যাহার আছে, তাহার যেরূপ তদ্বিরুদ্ধ উহা স্থাণু বা পুরুষ ইত্যাদি সংশয় বা ইহা শুক্তি নয় রজত ইত্যাদি ভ্রান্তিজ্ঞান জন্মে না, তদ্রূপ পরম তত্ত্ব নিশ্চিত হইলে আর ভেদভ্রমজ্ঞান থাকে না। ১—৬। এই জগৎ ছিলও না বা উৎপন্নও হয় নাই, ইহা বর্ত্তমানও নাই বা হইবে না, তবে যে এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা সদ্রূপ ব্রহ্মই এইরূপে অবস্থিত; (এইরূপে জগৎব্রহ্মই অবস্থিত জানিবে)। এইরূপ মার্জ্জন দ্বারা গৃহীত চিদাকাশ প্রতিভাস শুদ্ধ ব্রহ্মভাবেই অবস্থিতি করিতেছে, তদ্দশায় জীবন্মুক্তগণ সেই শুদ্ধ ব্রহ্মই জগৎ, এই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবগত হন, তখন জড়বস্তু কিছুই তাঁহাদিগের জ্ঞানগোচর হয় না। যেমন স্বপ্নে ও মনোরাজ্যকল্পিত নগরে এক সেই অমল চিদাকাশ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই, তাহার ন্যায় সম্প্রতি এই জাগ্রদ্ জগতেও চিন্মাত্র ব্যতিরেকে অন্য কিছুই উপাধিস্বরূপ নাই, ও এইরূপ উপাধিবর্জ্জনে স্বরূপ জীবেও কোন রূপান্তর নাই। যথায় সৃষ্টির পূর্ব্বে কি উপাদান কারণ, কি নিমিত্ত কারণ, কিছুই নাই, তথায় আর জগৎরূপ বস্তু বর্ত্তমানের আর কথা কি? অতএব কিছুই উৎপন্ন হয় না; আর যাহা উক্তের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, তাহা অনাদি ব্রহ্মাকাশই চিৎস্বভাব-প্রভাবপ্রযুক্ত স্বয়ংই তাদৃশ আভাত হইতেছেন। অতএব কেহ বা কোন প্রপঞ্চই ইহলোক নাই; আর এই যে অজ্ঞগণবর্ণিত ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত জীব ও জীবোপাধি কিছুই নাই; কিন্তু সেই স্বয়ম্ভূ ও এই প্রপঞ্চ ঐ ব্রহ্মাকাশ হইতে পৃথক্ ও বিস্তীর্ণ চিদাকাশই স্বীয় চিৎপ্রভাবে এথা বিভাত হইতেছেন। ৭—১১।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—(জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি ইহা আবার পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবেশ দ্বারা প্রত্যেকই ত্রিবিধ, যথা জাগ্রৎ-জাগ্রৎ, জাগ্রৎ-স্বপ্ন, জাগ্রৎ-সুষুপ্তি, স্বপ্ন জাগ্রৎ, স্বপ্ন স্বপ্ন, স্বপ্ন সুষুপ্তি, সুষুপ্তি জাগ্রৎ, সুষুপ্তি স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি সুষুপ্তি,) তাহার মধ্যে জাগ্রৎস্বপ্নে মনোরাজ্যে ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিরপেক্ষতা প্রযুক্ত সমগ্র পদার্থ কেবল মনোময় হয় বলিয়া স্বপ্ন তুলনায় স্বপ্নই জাগ্রভাব প্রাপ্ত হয়; স্বপ্নেও এতাবৎকাল আমি নিদ্রিত ছিলাম, এখন আমি জাগরিত হইলাম, এইরূপ প্রতীতি দেখা যায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বপ্নজাগ্রতে স্বানুভবসিদ্ধ জাগ্রৎই স্বপ্নত্ব প্রাপ্ত হয়। যেরূপ স্বপ্ন জাগ্রতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আবার জাগ্রৎ স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ হয় এবং স্বপ্নরূপ জাগ্রৎ হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া জাগ্রৎরূপ স্বপ্নে প্রবেশ করে, এইরূপ পরস্পর অনুপ্রবেশের ন্যায় পরস্পর নিমিত্ততাও দেখা যায়। জাগ্রৎস্বপ্নবান্ সর্ব্বদা স্বপ্ন স্বপ্ন এইরূপ বলিয়া থাকে এবং স্বপ্ন জাগ্রদ্বান্ ও জাগ্রৎ জাগ্রৎ এইরূপ অভিহিত করে, ফলে উভয়ের ব্যপদেশ সাঙ্কর্য্যও পরিদৃষ্ট হয়। সেই স্বপ্নাবস্থায় যে জাগ্রৎ, তাহা এই সাধারণ জাগ্রদবস্থার ন্যায় অনুভব হয় বলিয়া তাহা জাগ্রৎই, স্বপ্ন নহে এবং জাগ্রৎস্বপ্নে মনোরাজ্যে অনুভবকারীর (জাগ্রৎ) স্বপ্নই, জাগ্রৎ কদাচ নহে। (স্বপ্নের অল্প কালতা ও জাগ্রতের দীর্ঘকালতা পরস্পর অনুপ্রবেশে বিপরীত অবধারণ করে, অর্থাৎ—, জাগ্রতে সর্ব্বদাই লঘু কালাত্মক স্বপ্ন, ও স্বপ্নকালে সদাই লঘুকালাত্মক জাগ্রৎ অবস্থিত) ১—৫। এইরূপ পরস্পর সাঙ্কর্য্য দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ইহাদিগের কখন কোন ভেদ নাই, উভয়েরই একে অন্যের প্রবেশ থাকায় পরস্পরানুপ্রবেশ রহিয়াছে, সুতরাং যুক্তি দ্বারা দেখিলে উভয়ই অসময়। তুমি ইহা বুঝিতে পার না যে, স্বপ্নের নিবৃত্তি জাগরণে ও স্বপ্ন দৃষ্ট অর্থ জাগ্রদবস্থায় দৃষ্টমাত্র; কিন্তু জাগ্রতেরও স্বপ্নের ন্যায় নিবৃত্তি নাই বা তদবস্থায় দৃষ্ট পদার্থের অসত্তাও কোন কালে নাই, অতএব স্বপ্ন হইতে জাগ্রদ্-বৈধর্ম্ম্য স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, তাহার কারণ এই যে, জাগ্রৎ-লক্ষণ-স্বপ্ন, তাহাও মৃত্যুকালে যে পরলোক প্রবোধ ও আত্যন্তিক দ্বৈতনাশলক্ষণে তত্ত্ব প্রবোধ তৎকালে তাহার নিবৃত্তি আছে, এবং প্রত্যহ স্বপ্নানুভবরূপ স্বপ্নার্থ বোধকালে ও সুষুপ্তিকালে ও ঐ জাগ্রৎ-শূন্য ভাবেরই হইয়া অবস্থান করে; অতএব সাধর্ম্ম্যই আছে, বৈধর্ম্ম্য নাই। আর তুমি ইহাও বলিতে পার না যে, "অদ্যকার স্বপ্ন দৃষ্ট অর্থের আগামী দিবসের স্বপ্নে অভাব থাকে, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট অর্থ আগামী কল্য জাগ্রৎসময়েও বর্ত্তমান থাকিবে, এ বৈধর্ম্ম্য অনিবার্য্য।" কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জন্মে সেই দৃষ্ট পদার্থের অনুবৃত্তি নাই, দেখ, জীবিতাবস্থায় স্বপ্ন সময়ে মৃত্যু-বোধোদয় ব্যতিরিক্ত পরলোকাত্মক জাগ্রৎ কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ হইলে ঐ অদ্যকার স্বপ্নে জীবনাদি সর্ব্ব স্বপ্নে পদার্থ-শূন্য হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ নানাবস্থাত্মক হইয়া "জীবিত হইলাম" এইরূপ জ্ঞান হইলে আগামী দিবসের ও পূর্ব্বদিনের স্বপ্ন পরলোকাত্মক প্রায় ও সেই পরলোকের কোন পদার্থ এই লোকে আসিতেছে ইহা দৃষ্ট হয় না। যেমন স্বপ্নে এই জগত্রয় চিৎসংস্ফূর্ত্তিমাত্রাত্মক, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায়ও সৃষ্টি হইতে অন্তঃকালে ঐ চিৎসংস্ফূর্ত্তিমাত্রাত্মতা জগত্রয় চিৎসংস্ফূর্ত্তি (বা এই জগত্রয়

মৎকৃতিমাত্রস্বরূপে) প্রতিভাত রহিয়াছে। জাগ্রদবস্থাতেও দৃশ্যমান উর্ব্ব্যাদির আকারবত্তা প্রকৃত প্রকাশ পাইলেও স্বপ্নদৃষ্ট উর্ব্বীর ন্যায় অসত্যস্বরূপে বর্ত্তমান জানিবে। তেজঃপদার্থের আলোকের ন্যায় এই যে জগদাকাশে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে, উহা চিদাকাশেরই স্বভাব। কি গগনে, কি ভিত্তিতে (কুড্যে), কি স্থলে, কি জলে, সর্ব্বত্রই সেই চিতির স্বাভাবিক জগল্লক্ষ্মী চমৎকৃতি সাতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। অতএব যখন কেবল এই শূন্যমাত্র স্বরূপা অসত্যরূপা ভ্রান্তিই সত্য বস্তুবৎ বর্ত্তমান তখন এই ভ্রান্তিতে আর আগ্রহ কি? গ্রহীতা, গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই ত্রিপুটী জগৎরূপ অসত্যই, এই জগৎ অধিষ্ঠান সত্তায় সৎই হউক আর অসৎই হউক, এ বিষয়ে সত্যাসত্যের একতর নির্ণয়রূপ দুরাগ্রহে কি প্রয়োজন? ইহা এইরূপ হউক আর অন্যপ্রকারই হউক অথবা নাই হউক এ বিষয় তোমাদিগের ইতর পক্ষাভিমান-সম্ভ্রম আবার কি? কারণ অজ্ঞান বশতই একতর পক্ষাভিমান হইয়া থাকে, আর যখন তোমরা তত্ত্বতঃ সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছ, তখন তোমাদিগের এতদন্তর্গত ভোগলক্ষণ ও ইহার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করারূপ ইতরজ লক্ষণ তুচ্ছ অসার, ফলে ফল গ্রহ অনুচিত। ৬—১৭।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! বোধ হয়, তোমার ইহা সন্দেহ হইতে পারে, "এই যে চিচ্চমৎকৃতি জগদ্রূপে বিখ্যাত, তন্মধ্যে অখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি ও আত্মখ্যাতি, এই চারিপ্রকার যে বাদিভেদসম্মতা খ্যাতি; তাহার মধ্যে কোন খ্যাতিতে এই চিচ্চমৎকৃতি প্রতিভাত রহিয়াছেন?" তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই যে বাদিভেদসম্মত ভেদচতুষ্টয় সেই সমস্ত ভেদই বিদ্বদ্দৃষ্টিতে শশশৃঙ্গপ্রায় অলীক, আর যে পঞ্চমী অলৌকিকী আত্মখ্যাতি তাহাই সার্থক। সেই বাচ্যার্থসহিতা, অন্যখ্যাতি শব্দবিরহিতা, অখণ্ডার্থক পদদ্বয়লক্ষ্যা আত্মখ্যাতি বক্ষ্যমাণ শিলোদরবৎ নিরন্তরঘনা জানিবে। "আত্মাই খ্যাতি" এই পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য দ্বারা অন্বয় করিলে আত্মাই কি আর খ্যাতিই বা কাহার? এইরূপ আশঙ্কাও তুমি করিতে পার না, কারণ,—আদি সৃষ্টি হইতেই চিদাকাশ এইরূপভাবে বিস্তীর্ণ আছে, সুতরাং আত্মাই আত্মাতে স্বচৈতন্য বলে এই স্বর্গত্ব খ্যাপিত করিয়াছেন বলিয়াই ঐ আত্মাই সর্গতাবিষয়িণী খ্যাতি ইহা সিদ্ধ হইল। এ জগতে নদীও প্রবাহিত হয় না, এবং এ জগতে উন্মজ্জন নিমজ্জনও নাই, (আত্মা অর্থে চিদ্ব্যোমই ও ব্যোম অর্থে শূন্যতা অতএব প্রপঞ্চ ও তাহার খ্যাতিই আত্মা), সেই নিষ্ক্রিয় বিদ্রূপ-ব্যোম ব্যোমস্বরূপেই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই যে আত্মখ্যাতি ইহা কখন বা কে খ্যাতি শব্দ বিরহিত ও সম্পূর্ণভাবকল্পনাশূন্য, জ্ঞানিগণ উহার উত্তর পদ খ্যাতি শব্দ ও তাহার অর্থ ব্যতিরেকে স্বপ্রকাশ আত্মাকেই স্বাত্মক সৃষ্টি প্রখ্যানাত্মক বলিয়া আত্মখ্যাতি বলিয়া থাকেন। যখন এই সমস্ত জগৎ আত্মাই, সেই আত্মা স্বপ্রকাশাত্মাই, সেই স্বপ্রকাশাত্মা আত্মা কদাচ ব্যতিরিক্ত খ্যাতি দ্বারা খ্যাপিত নহে, এইরূপে অখ্যাত এই বাক্যেরই প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ভাবে ক্তিন্ প্রত্যয় বিহিত অখ্যাতি শব্দ সেই আত্মাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না, (অতএব চিন্মাত্ররূপ সর্গে প্রথম কথিত অখ্যাতি প্রভৃতি শব্দের ও অসঙ্গতি তাহার কারণ দেখ, খ্যাধাতুর অর্থ প্রখ্যাভাব, প্রত্যয়ের অর্থ সত্তা, তাহা হইলে খ্যানাত্মিকা সত্তা ইহাই খ্যাতি শব্দের অর্থ হইল; তাহা হইলে আত্মা খ্যাতিই বা কি হইলেন, তদ্বিপরীত অর্থ সমন্বিত "অখ্যাতি" এই বাক্যের যুক্তি তাহাতে অবাস্তবী। আর ণিচ প্রত্যয় করিয়া খ্যাতি অখ্যাতি করিয়া খ্যাপন অর্থ করিলেও সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মার (দীপের দ্বারা দীপান্তরের খ্যাপনের ন্যায়) আর খ্যাপন অখ্যাপন কি সম্ভব হইতে পারে? এইরূপে ইহা দ্বারা অসৎখ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতিও নিরস্ত হইবে। যদি স্বপ্ন মনোরাজ্যাদি দৃষ্টান্তরে সমান অখ্যাতি, অন্য অখ্যাতি ও অসৎখ্যাতি চিন্মাত্ররূপ চিত্ত চমৎকৃতিই ভাসমান (ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদিগের কোন ক্ষতি নাই)। ঐ চিন্মাত্র ব্যোম ভাস্করের (অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গবৎ কল্পিত) চিদংশুনিচয় যখন যেরূপ যেরূপভাবে প্রতীয়মান হয়, তখন সেই সেই রূপই প্রকাশ পাইয়া থাকে। (তাহা হইলে) ঐ আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতি এ সকল চিৎচমৎকৃতি দ্বারা (মদীয়) আত্মখ্যাতির বিভূতি। আত্মখ্যাতি এই পদের অর্থ আত্মখ্যাতি বর্জ্জিত, তাহা আদ্যন্ত বিহীন, নিরুল্লেখ (বর্ণনাতীত) ও এক ঘনাকারে অবস্থিত। ঐ বিষয় এক শ্রুতিমধুরোপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা দ্বৈতদৃষ্টির দূষণ ও বোধ ভাস্করের প্রকাশ-সাধন। ১—১১। এক সহস্রকোটিযোজন পরিমিত নীল গগনকুড্যের ন্যায় কঠিন বিমল ও বিশাল এক শিলা আছে। সেই শিলা সন্ধিবন্ধাদি অবয়ব সংশ্লেষ ঘটনা-বিহীন আকাশের ন্যায় নির্ম্মল নিবিড় বজ্রসার ও বিস্তীর্ণ, তাহার গর্ভ অতিপুষ্ট ও কঠিন। অসংখ্য কল্পনিচয়েও তাহার বিনাশ নাই, দেখিতে ঘনাঙ্গ, মনোহর এবং নির্ম্মলতায় গগনের ন্যায় ভাসমানা। উহার সজাতীয় বস্তুন্তরের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ বিশিষ্ট—অর্থাৎ বিজাতীয় ব্যাবৃত্ত জাতি কাহারও জ্ঞান গোচর হয় না, এবং কোথায় কি প্রকারে অবস্থিত বা উৎপন্ন, এইরূপ দেশ কাল প্রকারও তাহার অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ, উহা সদা একইভাবে অবস্থিত। ঐ যে নিবিড় অনন্ত কঠিন বজ্রসার অবিনাশী শিলা, উহার যে ভূতচতুষ্টয় (ক্ষিত্যপ্তেজোমরুৎ) বিবর্জ্জিত অন্তর্গর্ভ, তাহাতে চিত্রময় স্ফটিকা শিলা গর্ভ চিত্রবৎ, অঙ্গভূত পদ্ম জাল শঙ্খচক্র গদা ও খড়্গাখট্টাঙ্গাদি বর্ত্তমান। ১২—১৭। সেই শিলাজঠরে আকাশ বায়ু ইত্যাদি কিছুই ছিল না, কিন্তু সেই শিলাই তাদৃশ দৃশ্যমান স্বগর্ভগত চিত্রসমূহের আকাশ, বায়ু, জল, তেজ ইত্যাদি নাম করেন এবং দেহ না থাকাতে নিজের জীব এই নাম অর্পণ করেন। রাম কহিলেন,—উহা ত শিলা, তবে উহাতে অচেতন, ইহা ত লোক-প্রসিদ্ধি, তাহার আবার চেতন কিরূপে সম্ভব কলুন, অতএব যদি অচেতনই হইল, তবে কিরূপে স্বগর্ভগত চিত্রের আকাশ বায়ুআদি নাম করিতে সমর্থ হইল? বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই শিলা চেতনও নহে বা জড়ও নহে, উহা দেখিতে বিপুল ও উজ্জ্বল আর অন্য কেই বা আছে? যে উহার জাতি অবগত আছেন। রাম কহিলেন, যদি অন্য কেহ না থাকে, তবে তাহার গর্ভস্থ তবৎ-কথিত আকাশ বায়ু প্রভৃতি লেখাকে অবলোকন করে? আর কেই বা সেই শিলায় টঙ্কাস্ত্র দ্বারা চিত্ররেখা অঙ্কিত

করিল, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই শিলা অতি দৃঢ়া, তাহা অভেদ্য এবং তাহার বেত্তাও কেহ নাই সেই শিলাই নিজ দেহ দ্বারা সমস্ত ব্যাপিয়া আছে। তাহার কোটরে চিত্রময় অনন্ত বৃক্ষ, পর্ব্বতসমূহ ও শত শত নগর পুর বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রতিমার ন্যায় তাহাতে চিত্রাকারে দেব দানব, সূক্ষ্ম অসূক্ষ্ম ও সাকার নিরাকার বিরাজ করিতেছে। তাহাতে অনন্ত-বিস্তীর্ণ এক আকাশনামে চিত্র আছে এবং তাহার মধ্যে চন্দ্র-সূর্য্যাদিনামে বহুতর উপলেখাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! বলুন, সেই শিলাঙ্কিত লেখাসমূহ কে দেখিয়াছে ও সেই দৃষ্টলেখা বা কি প্রকার? এবং সেই অতি শিলাকোষবর্ত্তী লেখাসমূহ কি করিয়া বা দৃষ্টিগোচর হয়? বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব! আমিই ত তাদৃশলেখা নয়নগোচর করিয়াছি, তোমার যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে; তাহা হইলে, তুমিও (সমাধিবলে) দেখিতে পাইবে। রাম কহিলেন,—(আপনিই ত বলিলেন) তাদৃশ সেই শিলাখণ্ড বজ্রময় কঠিন, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহা ভগ্ন করে, তথাপি আপনি তাহার গর্ভে অঙ্কিত লেখা কিরূপে দেখিতে পাইলেন? বশিষ্ঠ বলিলেন হে রাম! আমি বশিষ্ঠই রেখারূপে ঐ শিলাগর্ভে বর্ত্তমান রহিয়াছি, সেই জন্যই আমি তদন্তর্ব্বর্ত্তী সেই অক্ষত লেখাজালে দেখিতে সমর্থ হইয়াছি। বাস্তবিকই বটে, কাহার সাধ্য আছে যে, সেই শিলাকে ভগ্ন করে, আমি তাহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া তাহার অন্তরস্থিত সেই সমস্ত দেখিতে পাইয়াছি। ১৮ ৩০। রাম বলিলেন, হে গুরো! ঐ শিলাই বা কি, আর আপনিই বা কে? এবং কোথায়ই বা আপনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন? আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না আপনি এই শিলার কথা কি বলিতেছেন, বলুন, আপনি কি ঐ শিলাই দেখিয়াছেন? বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—হে রাম! আমি ঐ বাগ্‌ভঙ্গীতে তোমাকে পরমাত্মমহাসত্তা বলিয়াছি, উহা বিপুলা শিলা নহে, জানিবে। পরমাত্মমহাসত্তারূপ শিলার নীরন্ধ্র গর্ভে এই সকল সেই শিলার মাংসের ন্যায় মাংসস্বরূপ হইয়া অবস্থিত করিতেছি। অকাশ, বায়ু (বায়ু প্রভৃতিভূত-চতুষ্টয়) সেই শিলার অঙ্গ। এবং ক্রিয়া, শব্দ, (প্রভৃতি বায়ু আকাশ আদি সর্ব্বভূত ও ভৌতিক ধর্ম্ম) বাসনা, (প্রভৃতি মনোধর্ম্ম), কাল ও কল্পনাও সেই শিলার অঙ্গ। ফলে কি ভূমি, কি জল, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সকলই শিলার অঙ্গ। এই আমরা সকলে সেই পরমাত্ম-মহাসত্তারূপ শিলার মাংসস্বরূপ বর্ত্তমান, আমরা তাহা হইতে ভিন্ন নহে, তবে ভিন্ন বলিয়া আমরা যে বুঝি, তাহা কেবল ভ্রান্তি বশতঃই। এই যে চিন্মাত্রাত্মিকা মহতী শিলা, ইহা ব্যতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে কি আছে, তাহা আমাকে বল। এই যে ঘট-বট-পটাদি, ইহাও শুদ্ধ বেদন মাত্র; জল যেমন উর্ম্মিরূপে পৃথক্, সেইরূপ এ সকলও স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে মাত্র। এই সমস্তই ব্রহ্মঘন, সমস্তই চিন্মাত্রঘন হইয়া বিস্তীর্ণ, সকল দৃশ্যই পরমার্থঘন ও সকলই এক ঘনাকার। সমস্তই সেই মহ-চিৎ শিলার নীরন্ধ্র উদর, উহার আদি অন্ত মধ্য কিছুই নাই, তাদৃশ ব্রহ্মাত্মাই স্বস্বরূপ দ্বারা এই জগৎ ভুবন ইত্যাদি পর্য্যায় নামে প্রসিদ্ধ দৃশ্যনামক কল্পনা স্বীকার করিয়াছেন॥ ৩১—৪০॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত॥ ১৬৬॥

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি ও অন্যথা-খ্যাতি এই সকল শব্দার্থ-দৃষ্টি তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট শশশৃঙ্গের ন্যায় (অলীকভাবে) বর্ত্তমান। হে রাম! জগৎখ্যাতি সত্ত্বেই তাহা কিমাত্মক খ্যাতি কি অসৎখ্যাতি ইত্যাদি বিকল্প হইতে পারে, যখন তাহাই নাই, তখন তাহার চাতুর্ব্বিধ্য হইবে বল? জানিও কখন কোন খ্যাতির সম্ভাবনা নাই, সকলই শান্ত, একমাত্র ব্যপদেশ বিবর্জ্জিতাত্মক খ্যাতি আদি কল্পনামূল চিত্ত চেষ্টাশূন্য জ্ঞানময় আত্মাই বর্ত্তমান। এই যে সকল আত্মখ্যাত্যাদি ভ্রান্তি, ইহা চিন্মাত্র হইতেই উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই চিন্মাত্র পরমার্থতঃ শুদ্ধতর (সর্ব্বকল্পনাশূন্য) ব্যোমস্বরূপ, আমি সকল কল্পনাই চিন্মাত্রী দেখিতেছি। ঐ চিৎস্বরূপে এই আত্মা এই খ্যাতি ইত্যাত্ত কল্পনা ভ্রমসম্ভব পর নহে, অতএব এই সকল শব্দত্যাগ করিয়া পরমার্থভাক্ হও। অতএব এই জগৎগমন স্থিতি ও ভক্ষণ ক্রিয়াশালী হইলেও উহা সর্ব্ব প্রবৃত্তিশূন্য, আকাশবৎ নিস্তব্ধ, নির্ম্মল ও অখণ্ড। উহা নানা মহাশব্দময় হইলেও শিলার ন্যায় মৌনভাবে অবস্থিত, নিরন্তর গমনাগমন করিলেও আকাশের ন্যায় ও শৈলের ন্যায় অচলভাবে বর্ত্তমান, নানাবিধ আরম্ভশালী হইলেও মহাশূন্য ও নিরঙ্ক, পঞ্চভূতময় হইলেও আকাশের ন্যায় শূন্য ও পঞ্চভূতবিবর্জ্জিত সঙ্কল্পনগরের ন্যায় উহা সচেষ্ট হইলেও নিশ্চেষ্ট, আকাশের ন্যায় অতিশূন্য, স্বপ্ন স্ত্রীসঙ্গমের ন্যায় ভ্রান্তিময়। উহা প্রতিবিম্বগত রমণীর ন্যায় অনুভূত হইলেও ব্যর্থ, এবং উহা নানাবিধ অনুভব ও নির্ম্মাণের আপদ হইলেও বস্তুতঃ উহা বস্তু-শূন্য। ১—১০। রাম কহিলেন,—আমার বোধ হয়, এই জাগ্রৎ-স্বপ্নাত্মক জগৎ প্রতিভানের প্রতি স্মৃতিই কারণ, ভ্রান্তি নহে, কারণ ঐ স্মৃতি অধিষ্ঠানদোষে বা সাদৃশ্যসম্প্রয়োগাদি কারণে উৎপন্ন হয় না, উহা অবিদ্যমান অর্থমাত্রগোচরা (অর্থাৎ যে সৎবস্তুর তদানীং স্থিতি নাই, তাহারই স্মরণ হইয়া থাকে) অতএব স্মৃতিবশতই এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে। বশিষ্ঠ বলিলেন,—(অবিদ্যা নিদ্রাদি দোষ হইতে উৎপন্ন বলিয়াও স্বপ্রকাশ চিৎ-স্বরূপে সম্প্রয়োগ অনুপ্রয়োগ নিবন্ধনই এই সেই চিৎ অধিষ্ঠান মূলক ভ্রান্তি, উহা স্মৃতি নহে। আরও দেখ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুভব পরম্পরার তুল্য প্রতিকৃতি দর্শনে স্মৃতি হয়, এই জগতের পূর্ব্বে অনুভব ত অপ্রসিদ্ধ।) যে ঐ ব্যোমাত্ম-সত্তামাত্র চিৎকাচচিক্য (স্ফুরণ) নিবন্ধন ভিত্তিশূন্য কাকতালীয়ন্যায় শরীর প্রতিভাত হয়, তাহাই এই জগৎ। এই নির্নিমিত্ত স্বরূপাত্মক সেই জগৎই সর্ব্বাত্মা হইলেও মহা নির্ব্বাণ, ব্যোমাত্মা হইলেও যাহা আত্ম-বিহীন, তাদৃশ পরাত্মরূপ অধিষ্ঠানে বর্ত্তমান। যাহা যে কোন সময়ে, যে কোন প্রকারে ও যে কোনরূপে অনিয়ত সময়ে ও অনিয়ত স্থানে প্রতিভাত হয় অথচ যাহার ভান বস্তুগত্যা কিছুই নহে, সেই স্বচ্ছস্বভাব ব্রহ্মভানেরই সেই স্বস্বভাব পরিহাররহিত পরমাত্ম-ব্রহ্মই নিজ চতুষ্প্রযুক্ত এই জাগ্রৎ, ঐ স্বপ্ন, এই সুষুপ্ত, ঐ তুর্য্য এবং ঐ ব্রহ্ম ও আত্মা ইত্যাদি নাম স্বাত্মাতে স্বয়ংই করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্বপ্নও নাই, জাগ্রৎও নাই, বা সুষুপ্ত তুর্য্য, কি তুর্য্যাতীত কিছুই নাই; সকলই শান্ত পরম নভোভাব। ১১—১৮। অথবা উহা সকলই, উহা সর্ব্বদাই জাগ্রৎরূপ (কারণ চিৎস্বরূপের কখনও স্বপ্ন নাই) এবং সর্ব্বদাই

স্বপন (কারণ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রান্তিমাত্র) ও উহা সর্ব্বদাই সুষুপ্ত (কারণ উহা অবিদ্যাবরণ মাত্র,) কিংবা সর্ব্বদাই উহা তুর্য্যা, (কারণ সর্ব্বদাই উহা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান) উহা তুর্য্যাতীত, কারণ নির্ব্বিকল্পাবস্থায় সেই শান্তরূপীর "তাহা এই কিনা" এবং শূন্যতারূপ জলময় চিদাকাশরূপ মহার্ণবের মহাগর্ত্তে ইহা কেন কি কিছুই নহে, বুদ্বুদ্ কি কিছুই নহে ইত্যা বিকল্পে কিছুই আমরা বুঝিতে পারি না। সুতরাং এই সকলই সর্ব্বদা জাগ্রদাদি সকল স্বরূপে অবস্থিত। কল্পনাজ্ঞান দৃষ্টিতে যে যাহা জ্ঞানগোচর করে, সে তদ্রূপই অনুভব করিয়া থাকে, আকাশের ন্যায় স্বপ্নে সৎ বা অসৎ যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা সেইরূপ সৎ বা অসৎ হইয়া থাকে। এই সমস্তই সংবিৎকচন (অর্থাৎ সংবিদের স্ফুরণমাত্র) বিস্তৃতাত্মা, চিদ্রূপ গগনে চিদ্ব্যোম যেরূপ ভান হয়, সেইভাবেই বিভাসিত হন। তাহাতেই ঐ সংবিৎকচন ভানানুসারে ভাসমান হইয়া থাকে। ঐ সংবিদ্ আর কিছুই নহে, তাহা চিদ্ব্যোমসম্বন্ধীয় সজ্ঞামাত্র, সেই সংবিৎ সর্ব্বদা এইভাবে বর্ত্তমান, সেই সংবিদেরই অঙ্গ এই জগৎ; অতএব যখন সংবিৎই এই জগৎ, তখন উহার উদয়াস্ত কিছুই নাই। মহাপ্রলয় সৃষ্টি আদি যে কালবিভাগ, তাহার মধ্যে মহাপ্রলয়রূপ যে রাত্রিসমূহ ও সৃষ্টিলক্ষণ যে দিনিনিচয়, তাহা সেই সংবিদেরই কেশনখাদিবৎ অবয়ব। তাহার ভান ও অভান এবং তাম্বর চিদ্রূপ মায়া (১), এ সকল অস্ত কিছুই নহে, উহা স্বভাববৎ বায়ুর ন্যায় মহাচিতির স্পন্দনমাত্র। অতএব জাগ্রৎই বা কি হইবে? আর স্বপ্ন সুষুপ্তিই বা কি হইবে, এবং তুর্য্যাই বা কি, স্মৃতিই বা কি, আর ইচ্ছাই বা কি? এ সমস্ত কিছুই নহে, কেবল কুদৃষ্টিমাত্র। ১৯—২৭। যখন চিৎস্বভাবের অন্তঃসংবেদনই বাহ্যার্থরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তখন দ্বৈতই বা কোথায়, আর অর্থশ্রীই বা কোথায় ও এইরূপ হইতে স্মৃতিও কোথায়? তবে যে এই অখণ্ডস্বরূপে জগৎভাসমান, ইহা ভূতাত্মক নহে, উহা স্বভাব—অর্থাৎ চিতির স্বাত্মক ভানমাত্র, উহা স্বভিন্ন নহে। দেখ, নিরাশ্রয় নভোমণ্ডলে সূর্য্যের ভূতবর্জ্জিত দীপ্তিরূপই ভান, ঐ ভান ভাস্যবস্তুর অপেক্ষা করে না। যদি বাহ্যপদার্থ কোন সদ্রূপ থাকে,—অর্থাৎ যদি বাস্তবিক বাহ্যপদার্থের সত্তা থাকে, তাহা হইলেই তাহার অনুভবসম্ভূত স্মৃতিই এই জগতের সৃষ্টির আদি-কালীন-স্থিতির কারণ হইতে পারে, কিন্তু কোন বাহ্যপদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, কারণ পঞ্চভূতের সৃষ্টির আদিতে কারণ না থাকায় তাহার অস্তিত্ব অত্যন্ত অসম্ভব। যেমন শশকের শৃঙ্গ নাই, যেমন আকাশে (শূন্যে) বৃক্ষ নাই, যেমন বন্ধ্যার পুত্র নাই ও যেমন কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্র নাই,—অর্থাৎ শশশৃঙ্গাদি যেরূপ একান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ সৃষ্টির আদিতে অজ্ঞের নিকট প্রতিভাত এই অহমাদিক-অর্থ তত্ত্বদৃষ্টিতে না দেখিলেই আছে আর তত্ত্ব-দৃষ্টিতে দেখিলে কিছুই নাই, (সকলই অতি অসম্ভব বোধ হয়)। হে রাম! যেমন (অজ্ঞদৃষ্টিসমক্ষে) এই জগৎ মহা-কার পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ বিষয় হইলে ইহার মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত কোনরূপই থাকে না, সেই তত্ত্বজ্ঞগণসমীপে ইহামাত্র অখণ্ড চিদেকঘনই অখণ্ডিতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সংবিদ্ঘন চিদাকাশের সত্তা, যখন যখন যেভাবে প্রকাশ পায়, তখনই ব্যবহারোপচারে উহার উদয় ও অপ্রকাশে অস্ত কল্পিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ বিচার করিলে উহা নিত্যোদিত। ২৮—৩৫। যখন ঐ শূন্যেই অজ্ঞব্যক্তি অলীক পৃথিবী-আদিরূপে অবগত হয়, তখনই ঐ শূন্যই স্বীয় ভানেই পৃথ্বী-আদিকল্পনা ধারণ করেন। ঐ মহাচিতির স্বীয় ভান আকাশমাত্রই, তবে পরে সেই অজ্ঞ মহাচিতি ঐ শূন্যস্বরূপ ভানকেই পৃথ্বী-আদি ব্যপদেশ (নামে) ব্যবহারপথে নীত করেন। বালকের মনোরাজ্য-পুরের ন্যায় ঐ অব্যয় চিন্মাত্রই আকাশনিভ নিজ আত্মাতে "ইহা পৃথ্বী" এইরূপ স্বসংবিদ্ অবলম্বন করেন। "তদীয় চিন্মাত্রই যদি জগদাকার ভান হইল, তাহা হইলে অভান কি? ইহার বিকল্প করিতেছি না কেন," এরূপ আশঙ্কা তোমার হইতে পারে বটে, কিন্তু এ বিকল্প করা অনুচিত, কারণ ঐ ভান ও অভান আকাশে বায়ুর ন্যায় প্রাণশক্তিতে স্পন্দস্বভাব ও চিৎশক্তিতে অস্পন্দস্বভাব জানিবে। ঐ চিদাকাশ বাসনার উদয়ে যেমন যেমন স্ফুরিত হয়, সেই সেই রূপই "এই জগৎ" ইহা ভাসমান হইয়া থাকে, ফলে এই পৃথ্বী-আদির কোন আকার নাই, ইহা শূন্যে শূন্য বর্ত্তমান, এবং উহার সত্তাও নাই। উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে হউক, উহা চিদাকাশস্বরূপ বলিয়া সৎও নহে অসৎও নহে এবং ঐ প্রপঞ্চরূপ কিছুই নহে, কিন্তু উহা অনির্ব্বাচনীয়স্বরূপই। ইহা এই প্রকার বা ইহা এই প্রকার নহে, ইহা সৎ বা অসৎ, যে ভাবে অবস্থিত, তাহা প্রাজ্ঞই জানেন, কারণ লোকপর্য্যায় বৃত্তান্ত প্রাজ্ঞই অবগত আছেন, অপরে নহে। কারণ সেই প্রাজ্ঞই সক-লের হৃদয়াকাশে আত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তদ্রূপেই স্ফুরিত এই দৃশ্য-সংবিৎ-নিবন্ধন এই আন্তর শরীর ও এই বাহ্য ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি ভেদকল্পনার নিষ্প্রয়োজন। (এ জগতে ঐ মহাচিতে বাহ্যই বা কি আর অন্তরই বা কি, এবং দৃশ্যই বা কি ও ঐ মহাচিতের দৃশ্যতাই বা কি? সকলই শিব শান্ত ওঁকারস্বরূপ, এইরূপ অভেদ কল্পনায় সকল বিলীন করিয়া শান্তি লাভ কর। বিচারে সকল অসৎ হইলেও বাচ্যবাচক দৃষ্টি ব্যতি-রেকে শাস্ত্রবিচার সম্পন্ন হয় না; সেই বিচার বিকল্পময় দ্বারা অর্থাৎ বিষয়াদি প্রসিদ্ধ পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সাধিত হইলেই সিদ্ধির উপ-যোগী হয়; যেমন রাত্রিকালে দীপ ব্যতিরেকে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না, তাহার ন্যায় বিনা তাদৃশবিচারে কখনই সিদ্ধি লাভ হয় না। অতএব সম্যক্ বিচার দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল করিয়া তৎসহায়ে অন্তর্বর্ত্তিসঙ্কল্পকল্পনারূপ অনল (গুরুতর) বিকল্প জালের অপ-নোদন কর এবং সেই সকল শাস্ত্রের নিষ্কর্ষসিদ্ধ যথার্থ যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহাতে মনকে লগ্ন করত অভেদনিষ্ঠতা লাভপূর্ব্বক সংসার হইতে উড্ডীন হইয়া উত্তম মোক্ষ পদ লাভ কর। ৩৬—৪৬।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৬৭॥

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেরূপ বৃক্ষ অবুদ্ধিপূর্ব্বক—অর্থাৎ আমি শাখাবিচিত্রতা করিতেছি,—এই বুদ্ধিব্যতিরেকেই শাখাবিচিত্রতা করে, তাহার ন্যায় সেই জন্মাদিবিকারবিরহিত পরমাত্মাই অবুদ্ধি-পূর্ব্বকই আকাশকল্প স্বাত্মাতে শূন্যাত্মক বিচিত্র সর্গাভাস—অর্থাৎ

(১) অস্ত অর্থ,—সেই সংবিদের ভানই চিদ্রূপ ও অভানই মায়া।

প্রপঞ্চাধ্যান করিয়া থাকেন। যেমন সমুদ্র অবুদ্ধিপূর্ব্বক স্বীয় জলেই আবর্ত্তাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ শূন্তাত্মা সর্ব্বেশ্বরও নিজ ব্যোমদেহে জগৎ প্রতিভাস করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই সর্ব্বেশ্বর সৃষ্টির আদিতে জগদাকারপ্রাপ্ত স্বসংবিদের মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার ইত্যাদি বিবিধ নাম স্বয়ংই করিয়াছেন। সমুদ্রের তরঙ্গাদির স্তায় চিতির বুদ্ধ্যাদি সিদ্ধি পর্য্যন্ত দৃশ্তরূপ আরম্ভ অবুদ্ধি পূর্ব্বকই, আর বুদ্ধিসিদ্ধি অনন্তর সঙ্কল্প্যমান যে আরম্ভ, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বকই জানিবে। যেমন সমুদ্র হইতে আবর্ত্ত, কণ, কল্লোল (মহাতরঙ্গ) ও বীচি (সাধারণ তরঙ্গ) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চিন্মাত্র হইতে মনোবুদ্ধি-আদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ চিত্রলিখিত জগৎ ভিত্তিমাত্র, তদ্রূপ চিৎ-স্বরূপে এই আভাসমাত্রক এই আকাশ চিদাকাশমাত্রাত্মকই জানিবে। পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষসমুদ্রাদি ব্যাপারে যেমন অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলেও শাখা-আবর্ত্তাদি আরম্ভনিয়তিনিবন্ধন তুল্য সন্নিবেশ ধারণ করে, তদ্রূপ চিৎস্বরূপেও সর্গাত্মক আরম্ভেরও যে তুল্য সন্নিবেশ হইবে, তাহাতেও বুদ্ধিপূর্ব্বকতায় অপেক্ষা নাই। যেমন অপরেই বৃক্ষে গুচ্ছ-আদির নামান্তর করিয়া থাকে, তাহার স্তায় এই সমষ্টি বুদ্ধি আদির উত্তরকালিক যে চিদ্বৃক্ষের পুষ্পাদি-প্রায় পৃথ্বী-আদি, ইহা বুদ্ধি সমষ্টি-আত্মক ব্রহ্মাদিরূপ অন্তকর্ত্তৃক প্রদত্ত নাম হইয়াছে বুঝিবে। যেমন মহাবৃক্ষের পুষ্পপত্রাদি নাম নামতঃ ভিন্ন হইলেও ভিন্ন নহে, সেইরূপ পরমাত্মা চিদা-কাশের এই পৃথ্বী-আদি ভিন্ন নহে জানিবে। বৃক্ষের অবয়বে অন্ত ব্যক্তিই বিবিধ নাম প্রদান করে, ঐরূপ সেই চিদাত্মাই অন্ত ব্যষ্টি জীবের স্তায় হইয়া চিদাকাশে আকাশস্বরূপ স্বপুত্রাদি ও বৃক্ষাদি সকলেতেই ভিন্ন ভিন্ন বিবিধ নাম করিয়া থাকেন। চিৎতরুর সর্গরূপ পল্লবচিত্রপ্রযুক্তই অস্তিত্ববিহীন, ঐ চিৎতরুই স্বপ্নবৎ স্বয়ং কার্য্য-কারণের স্তায় প্রতিভাত হইতেছেন। ১—১১। হে রাম! যদি তুমি আপত্তি কর যে যদি সর্গাদিই নাই, তবে পরলোকও চিৎকর্ত্তৃক সেই সর্গাদি ব্যর্থ অনুভূত হইতে পারে, ইহা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না, কারণ তাহা হইলে বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মফলের প্রতি অযুক্তি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, অতএব সর্গাদি মিথ্যা কিরূপে হয়? এরূপ যদি বল, তাহা হইলে ভ্রান্তি আদিতে প্রসিদ্ধ রজ্জুসর্প মৃগতৃষ্ণিকাদি অনুভব মধ্যে কাহার ব্যর্থতারূপ অপবাদ—অর্থাৎ অপহ্নব হয়? কারণ সেই অনুভবেরও স্বপ্নে ভোগপ্রদ কর্ম্মফলত্ব নিবন্ধন কোন বিশেষ নাই। (আর যদি ভোগাভাসবিভবনে তাহাতে কর্ম্ম সাফল্য বল, তাহা হইলে প্রকৃত বিষয়েরও তদ্রূপ জানিবে)। সাকারাধ্যাসে তরু-আদি হইতে চিতির ইহাই বিশেষ যে, সাকার তরুতে সাকারকল্পনারূপ অধ্যাস কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু নিরাকার চিৎস্বরূপে এই জগদধ্যাস কল্পনা-কল্পিত হইয়াছে। যেমন পুষ্পে গন্ধাদি, যেমন গগনে শূন্ততাদি ও যেমন বায়ুতে স্পন্দাদি, তদ্রূপ ঐ পরম চিৎস্বরূপে বুদ্ধ্যাদি কল্পিত জানিবে। এবং ঐরূপ পুষ্পে গন্ধাদির স্তায়, গগনে শূন্ততাদির স্তায় ও বায়ুতে স্পন্দাদির স্তায় চিদাত্মায় এই পৃথ্বী-আদি সৃষ্টি কল্পিত আকাশের শূন্ততাদৃক্ বায়ুর স্পন্দদৃক্ ও পুষ্পের গন্ধদৃক্ যেমন অনুভূত হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত শূন্ততাস্বরূপ, সেইরূপ চিৎস্বরূপেও সর্গ-স্থিতিও শূন্ততাস্বরূপ মাত্র জানিবে এবং যেরূপ শূন্ততা আকাশ হইতে পৃথক্ নহে, দ্রবত্ব জল হইতে পৃথক্ নহে, গন্ধ কুসুম হইতে পৃথক্ নহে, স্পন্দন বায়ু হইতে পৃথক্ নহে, উষ্ণতা অগ্নি হইতে পৃথক্ নহে ও শৈত্য হিম হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, তাহার স্তায় এই জগৎও সেই স্বচ্ছ চিদাকাশমাত্রস্বরূপ ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নহে। ১২—২০। সৃষ্টির আদিতে চিদাকাশে ও স্বপ্নে জগতে যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার কোন কারণ নাই, সুতরাং তাহা চিদাকাশ হইতে কিরূপে অন্ত হইবে, আর কারণ ব্যতিরেকে কূটস্থ চিৎ কিরূপেই বা অন্ত হইবে বল। এ বিষয় নিত্য-দৃষ্ট স্বপ্নই দৃষ্টান্ত, তাহাই বিচার কর না কেন? তাহাতে চিন্মাত্র ব্যতিরেকে কি সার আছে বল? তুমি যদি বল স্বপ্ন ত স্মৃতিই, তাহাতে আমি বলি, স্বপ্ন স্মৃতিই বটে, কিন্তু ইহাই বৈলক্ষণ্য নয়, সংস্কারজাত বিষয়শূন্য ইতর-স্মৃতিতে তত্তা অর্থাৎ সেই বস্তু ইহা প্রতিভাত হয়, কিন্তু এই স্বপ্ন স্মৃতিতে নিদ্রাদোষবশে ইদন্তা-গোচরত্বাংশে অর্থাৎ—এই বস্তু অনুভব করিতেছি এরূপ স্থলে) তত্তাংশের (অর্থাৎ সেই বস্তু এই ইহারা লোপ হইয়া ইদন্তারই স্ফুরণ হয়) অতএব এই বুদ্ধিজন্ত সংস্কার দৃষ্ট উভয় (অর্থাৎ স্বপ্নে ও স্মৃতিতে) এক বস্তু ইত্যাদি শঙ্কা সম্ভব পর হইতে পারে না। কারণ তত্তা কিরূপে ইদন্তা প্রাপ্ত হইবে?—অর্থাৎ তাহা কখন ইহা হইতে পারে না। (স্বপ্নে অপরোক্ষে ইদন্তার প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু স্মৃতিতে অসন্নিহিত বস্তু পরোক্ষই) অতএব ইহা কিরূপে হয়, বল। আর তুমি ইহাও বলিতে পার না যে, "স্বপ্ন স্মৃতিকালে তত্তা ইদন্তা হইলে সেই অরণ্যাদিতে দৃষ্ট ব্যাঘ্রাদি এই স্বপ্নপ্রদেশে নিদ্রায় আনীত হইল, তাহা হইলে সেই অরণ্যে ব্যাঘ্রাদিকে তৎকালে অপরে দেখিতে পায় না, সুতরাং একই ব্যাঘ্রকে দুইটী ব্যাঘ্র উভয়স্থলে স্থাপন করিতে হয়, কারণ সেই অরণ্যাদিতে দৃষ্ট ব্যাঘ্রাদি যদি স্বাপ্ন স্মৃতিকালে উদিত, হয়, তাহা কিন্তু তৎ-কালে অনুভূত হয় না, অতএব কাহার দ্বিধাস্থিতি হইবে, বল। অতএব চিৎস্বরূপে এই জগৎ আবর্ত্তবৃত্তিতে কাকতালীয়ের স্তায় প্রতিভাত, তাহাতেই পরে (অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নানুভব সিদ্ধির অনন্তর) এই স্বপ্নাদি কল্পনা হইয়াছে। ঐ অবুদ্ধিপূর্ব্বক সম্পন্ন সৃষ্টিতে তরঙ্গাদির স্তায় এই স্থিত সন্নিবেশ পরে স্বয়ংই সম্পন্ন হয়। ২১—২৫। যাহা বিনা কারণে উৎপন্ন, তাহা উৎ-পন্ন হইলেও অনুৎপন্ন, অতএব যাহা অজাত—অর্থাৎ যাহার উৎপত্তিই নাই, তাহাই আদ্য, তাহাই সম ও তাহাই এক ভাবে স্থিত বা তাহাই নষ্ট—অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত বলিয়া মৃত। যেমন অবুদ্ধিপূর্ব্ব—অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে স্বতই রত্নাদির দ্যুতি উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মসত্তাই এই জগৎপদার্থের সন্নিবেশবেশে স্ফুরিত আছেন জানিবে। যেমন প্রথমতঃ কোন অনির্ব্বচনীয় কোন মায়া কারণবলে এই জগৎ সম্পন্ন হয়, সেইরূপও আবার সমুদ্রে আবর্ত্তের স্তায় তাহা আত্মাতে অর্থ-ক্রিয়ানিয়তিলক্ষণা সত্যতা গ্রহণ করে। এই যে স্বপ্নজালকল্প চিজ্জগৎ, ইহা চিদাকাশে কারণ বিনাই প্রবৃত্ত হয় এবং ইহা শূন্য শূন্যাত্মক হইলেও কারণ বিনাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যে সকল চিরকাল পরম্পর কারণ হইয়া থাকে, তাহাদিগের পদার্থশূন্যাত্মকই ও ঈশ্বরাদিই সেই পদার্থ, কারণ ঈশ্বরেরও মায়া সাপেক্ষ-রূপ। এই জগৎ শূন্তময় হইয়াই উৎপন্ন, শূন্ত স্বরূপেই বৃদ্ধি পায় এবং অত্যন্ত শূন্ততাস্বরূপে অবিদ্যমান হইয়াই বিনষ্ট হয়। শূন্তই অশূন্তবৎ স্ফুরিত হয়, এই অসত্তের কচনে (স্ফুরণে) দৃষ্টান্তভূত

স্বানুভূত স্বপ্নের যে অপলাপ করে, সে ব্যক্তি কুবুদ্ধি মেষপালক হইয়া মহামেষের নিজ সাক্ষাতে বৃক-কর্তৃক গ্রহণের অপলাপ করিয়া থাকে। এই জগৎ অসৎই, ইহা ভ্রান্তিমাত্র ও অতি-কৃত্রিম, আর স্বরূপ মায়াবিনী চিতির আত্মা যাহার স্বরূপ, তাহাই অকৃত্রিম সন্মাত্র, জগৎ নহে। চিন্ময় সঙ্কল্পাত্মক এই প্রপঞ্চ ধাতুই সৃষ্টি প্রলয়বিভ্রম, অন্যে নহে ও তাহার তাত্ত্বিক স্বভাব স্ফুরণই তত্ত্বজ্ঞান এবং ভ্রান্তি আকারে বিজৃম্ভণই অজ্ঞান। দেখ যায় যে, মায়োপবৃত ব্রহ্মাত্মই ঝটিতি দৃশ্যাকার ধারণ করত বিনা কারণে উদিত হন। যেরূপ দৃশ্যশূন্য আত্মাতে সুষুপ্তির পর স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ঐ দৃশ্য কায়ধারি-ব্রহ্মাত্মা পরে অর্থক্রিয়াব্যবস্থার কার্য্যকারণভাবাদি নিয়তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৫—৩৪। যেমন সমুদ্রে আবর্ত্তাদি স্বতঃই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চিত্তপ্রযুক্ত কাকতালীয়ের ন্যায় এই দৃশ্য স্বয়ংই চিৎস্বরূপে প্রকাশ পায়, অন্য নিমিত্তাপেক্ষা করে না, চিৎ-স্বভাবমাত্রই উহার নিবন্ধন। ঐ আকাশমাত্রক চিদ্ধাতুর এমনই স্বভাব যে, ঐ চিদ্বপুঃ এইরূপ জগৎরূপে অকস্মাৎই প্রস্ফুরিত হয় সেই চিদ্রূপীই প্রথমতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক দৃশ্যাকারের প্রতিভাস হইলে দৃশ্যস্বরূপ হইয়া পরে অতীতের ভান হইলে স্মৃতি-আদি কল্পনা-ত্মক সংজ্ঞাকল্পনা করেন এবং "বর্ত্তমান" ইহা প্রতিভাত হইলে পৃথ্বী-আদি ও তদ্বুদ্ধি-আদি সংজ্ঞা কল্পনা করেন, ফলে সেই অবিভক্ত তাৎকালিক প্রতিভাসে ঐ সমস্ত বিভাগই কল্পনামাত্র। রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! যদি স্মৃতি অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা সংবুদ্ধা অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূতবিষয়সম্বন্ধীয় না স্বীকার করেন তাহা হইলেও ভবৎকথিত রীতি অনুসারে জগৎ তাৎকালিক কল্পনামাত্র সিদ্ধান্তে পর্য্যবসিত হইলে "পূর্ব্বোৎপন্ন বুদ্ধির প্রামাণিক অনুভবজাত সংস্কারেই স্মৃতি—অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা হয়" এই নিখিলশিষ্টগণের অনুভবসিদ্ধ নিয়ম কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বলুন। তাহা শুনিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! তুমি যে প্রশ্নে আপত্তি করিয়াছ, আমি এমনই, সিংহ যেমন করীকে খণ্ড খণ্ড করে, তদ্রূপ তোমার আপত্তির খণ্ডন করিতেছি, শ্রবণ কর, ভাস্কর জগতে অন্ধকাররাশি দূর করিয়া যেমন নিজের আলোকের প্রতিষ্ঠা করে, তাহার ন্যায় আমিও আজ (সকল দ্বৈতভ্রান্তিরূপ তিমির-রাশির মধ্যে) অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব স্থাপন করিতেছি। ৩৫—৩৯। হে রাম! তোমার কথিত বিষয়ে দোষ থাকিতে পারে বটে, যদি আমি বলি যে, পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, বা থাকে না, জগৎ ক্ষণিক প্রতিভাসেই উৎপন্ন হইয়া থাকে. কিন্তু আমি তাহা বলিতেছি না, তবে ইহাই বলিতেছি যে, এই জগৎ নিত্য ব্রহ্মসত্তাত্মকই ইহা নিত্য চিদাত্মক প্রতিভাসে সদা প্রকাশযোগ্য হইলেও অবিদ্যারূপ আবরণ বিক্ষেপশক্তির বৈচিত্র্য চমৎকারনিবন্ধন কখন বা আবির্ভূতের ন্যায় কখন বা তিরোভূতবৎ, কখন বা ঘট-পটাদি আকারবিশেষের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও কারণ দ্বারা নির্ম্মিতবৎ, কখন বা অপরোক্ষবৎ, কখন বা একবৎ, কখন বা নানাবৎ, কখন বা ভিন্নাভিন্ন, কখন বা ক্ষণিক, কখন বা স্থায়িবৎ, কখন বা অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যদ্বৎ ইত্যাদি নানাপ্রকার নিয়ত-অনিয়ত সদৃশ-বিসদৃশ, বৈচিত্র্য-চমৎকৃতি দ্বারা অবভাসমান, তাহাতে স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞানাদি সকলই সম্ভব, সেই জন্যই বলিতেছি,— বনস্থ বৃক্ষরাজীতে অনন্ত শালভঞ্জিকা যেমন অনুৎকীর্ণ (ক্ষোদিত না হইয়াও অবস্থান করে তদ্রূপ চিন্মাত্রকোটরে এই অনন্ত জগদাত্মক দৃশ্যজাল (অস্ফুটভাবে) বর্ত্তমান জানিবে। বৃক্ষে যেমন কারুকার্য্যবিৎই কখন ইচ্ছামত আবরণ কাষ্ঠাবয়ব কাটিয়া শালভঞ্জিকা (পুত্তলিকা মূর্ত্তি) প্রকাশ করে, সেইরূপ স্বয়ং চিদ্ ভিন্ন কোনজন ঐ অদ্বিতীয়—অর্থাৎ "কর্ত্তা" প্রভৃতি কারকশূন্য চিৎস্তম্ভে জগৎ শালভঞ্জিকা উৎকীর্ণ করে, সুতরাং ইহা বৃক্ষাদির ন্যায় কারকের অধীন নহে, অতএব দারুপ্রতিমার ন্যায় এই জগৎশালিকার প্রকাশ নহে জানিবে। তবে কি করিয়া হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। স্তম্ভ জড় বলিয়া তাহাতে ক্ষোদিত না করিলে ঐ শালভঞ্জিকার প্রকাশ পায় না, কিন্তু জগৎ-শালভঞ্জিকার অধিষ্ঠান চিৎস্বরূপে আবরণের নিবৃত্তি ঘটিলেই সেই নিরাবরণ চিদ্ঘনেই চন্দ্রের অন্তর্গত রাহুর ন্যায় এই জগৎ-শালভঞ্জিকা চিদাত্মাতে অন্তর্গতভানে স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়। "তাহা হইলে প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে কেন তাহার প্রকাশ নাই" এ আপত্তিও তুমি করিতে পার না, কারণ তখনও তাহার প্রকাশ আছে, তবে ইহাই বিশেষ যে, তখন ঐ জগৎ-শালভঞ্জিকা অনুৎকীর্ণ অবস্থায় শূন্যস্বরূপে চিন্মাত্রস্বরূপ হইতে অচ্যুত হইয়া সত্তাসামান্যাত্মায় থাকিয়া ঐ চিদাত্মাতেই অবস্থান করে। সৃষ্টির আদিতে সেই চিৎ প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্প কল্পনাময়ী হইয়া পরে ভোক্তৃক অদৃষ্টের অনুসারে নিজ শূন্যময় আত্মাতেই উদ্ভূত বিবিধ মনোবিকল্প বিচিত্র সৃষ্টি কল্পনা করিয়া থাকেন এবং সেই পরমাকাশরূপিণী চিৎ স্বীয় আত্মরূপ হৃদয়াকাশে স্বপ্নবৎ অদ্যো-দিত কল্পনার ন্যায় স্বয়ংই এই শালভঞ্জিকা সঙ্কল্প করেন। এই সত্তাসামান্যরূপা জগদ্বীজভূতা ব্রহ্মকলা ঐ স্বস্বরূপ ব্রহ্মকলাতেই চিন্মাত্র কল্পনা হইয়া সদা অনাবৃতস্বভাবপ্রযুক্ত প্রতিবিম্ব চিতি-রূপে বিরাজ করেন, তাহাই প্রাণাদিসম্বলিত হইয়া জীব হন ও তাহাই অভিমান বৃত্তি প্রধান হইয়া অহঙ্কার নামে অভিহিত হন। পরে অধ্যবসায়প্রধান হইয়া বুদ্ধি ও ঐরূপ নিয়মে চিত্ত, কাল, আকাশ, এই সেই আমি, ক্রিয়া, তন্মাত্রপঞ্চক ইন্দ্রিয়বৃন্দ, পুর্য্যষ্টক আতিবাহিক ও পঞ্চীকৃত ভূতময় আধিভৌতিক দেহ, ব্রহ্মা, শঙ্কর, উপেন্দ্র, রবি, এই বাহ্য, এই অন্তর, এই সৃষ্টি, এই জগৎ ইত্যাদি বিশেষ বিভাগ সর্গাদিতে সঙ্কল্পিত করেন। সুতরাং এই সমস্তই কল্পনাজাল যে অতি নির্ম্মল চিদ্ব্যোম, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, অতএব এই অজ্ঞকল্পিত এই জড়পদার্থরাশিই বা কোথায়, স্মৃতিই বা কোথায়? আর দ্বৈত একত্বই বা কোথায়? এইরূপে কারণবিনাই জগৎপ্রপঞ্চখণ্ড সৃষ্টির আদিতে স্বপ্নবৎ ভাসমান জানিবে, উহা শূন্যে শূন্যাত্মাই বিকারি-বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অতএব শূন্যই শূন্যে প্রস্ফুরিত হয়, যখন চিন্ময়স্বরূপ চিন্ময়স্বরূপেই প্রতিভাত, তখন তাহা তৎকর্তৃকই বিদিত, অর্থাৎ এই জগৎও যখন চিন্ময় ও চিন্ময়স্বরূপেই স্বয়ং ইহা অবস্থিত, তখন সেই চিন্ময়স্বরূপই স্বাত্মচিন্ময়স্বরূপ এই জগৎকে জানেন, সুতরাং এই জগতের প্রকৃত জ্ঞান হইলে আর জগৎ কোথায় থাকে? ৩৫—৫২। যদি এক চিদাকাশই স্ফুরিত, তাহা হইলে স্মৃতিই বা কোথায়, আর স্বপ্নই বা কোথায় এবং কাল ও কল্পনাই বা কোথায়? ইহা কেবল একমাত্র শান্ত চিদ্ভানই চিদম্বরে ভাসমান। চিদ্ঘনস্বরূপে অন্তঃসত্তাই বাহিক ভূতাকার ধারণ করিয়াছে, বাস্তবিক উহা চিদ্ঘনের অন্তঃসত্তাব্যতিরেকে বাহ্য কিছুই নহে। হে অজ্ঞবাদিগণ! যাহা নিরবয়ব-আখ্যা-বিরহিত শান্তস্বরূপ হইতে প্রবৃত্ত হয়। সেই অকারণ কুটস্থ

কিরূপে সবিকার হইতে পারে, অতএব যেরূপ পরব্রহ্ম, এই দৃশ্য ও সেইরূপ পরম আত্মবিরহিত চিন্মাত্র স্বভাব, দেখ, যাহা স্বপ্নে চিদাকাশ, তাহাই আবার স্বপ্নপুর হইয়া থাকে। কিছু কিছুই নহে, অল্পমাত্রও এই দৃশ্য নাই, পূর্ণ জলধিতে আর অনার্দ্র রজঃ কোথায়? তদ্রূপ এই জগতেও চিজ্জল দ্বারা অনার্দ্র অণু মাত্রও নাই এবং পরমাকাশে দৃশ্যই বা কোথায়? (অর্থান্তর,) অথবা সেই চিন্মাত্রই এই কিঞ্চিৎস্বরূপে প্রতিভাত, অতএব এই যে কিঞ্চিৎস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা অচেত্য চিন্মাত্র, সুতরাং যাহা অচেত্য, অর্থাৎ দৃশ্যবিরহিত, অপরের অপ্রকাশনীয় অননুভবনীয়, তাহা অচেত্য বলিয়া কিছু প্রকাশ না করিলেও স্বমাত্র প্রকাশ হইয়া অবস্থিত। এই যে পূর্ণস্বরূপে দৃশ্যজাল ভাসমান, ইহা পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অনুদ্ধৃত না হইলেও উদ্ধৃতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিক এই অভানরূপ-(প্রকাশ-স্বরূপ) ও পরমাত্মাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমি নিজে অনুভব করিয়া যে আত্মতত্ত্ব এইরূপ ভাবে বিবাদ করত পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে প্রকটিত করিলেও মন্দাধিকারী জনের মূঢ়তা স্বপ্নপ্রায় এ জগৎ-শরীরে জাগ্রৎ সত্তা প্রতীতি অদ্যাপি ত্যাগ করিতেছে না, আর যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারাও হঠাৎ তাহা ত্যাগ করিতে চাহেন না। হায়! এমনই মোহের প্রবলতা! ৫৩—৭০।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ১৬৮

একোনসপ্তত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—(মন্দাধিকারীর অবোধের কথা তোমাকে ইতি পূর্ব্বে বলিলাম, ঐ মন্দাধিকারীর অবোধনাশ কিরূপে জানা যায় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।) যাহার সুখসাধনবিষয় জাত-সুখের জন্য নহে এবং দুঃখসাধনবিষয় দুঃখের কারণ নহে ও যাহার মতি অন্তর্মুখীন—অর্থাৎ প্রত্যগাত্মাতে আসক্ত, তাহাকেই মুক্ত বলা যায়। যে ব্যক্তির চিদাকাশে অচলস্থিতি জন্মিয়াছে এবং বুদ্ধি অন্ধের ন্যায় এই বিস্তৃত ভোগসমূহে আসক্ত ও অবিচলিত নহে বা ভোগদর্শন-লালসায় চঞ্চল হয় না, সেই পুরুষই মুক্ত বলিয়া কথিত। ফলে যাহার চিত্ত অচঞ্চল হইয়া চিন্মাত্রাত্মাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে ও তাহাতেই রতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ মহাত্মাই জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।—অর্থাৎ যাহার চিত্ত পরমাত্মাতে এরূপ বিশ্রান্ত লাভ করিয়াছে যে আর দুইবার এ দৃশ্য-জালে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রমণ করে না, সেই জনই জীবন্মুক্ত। ১—৫। রাম কহিলেন,—যাহার সুখসাধন বিষয়সুখের কারণ ও দুঃখ দুঃখের কারণ নহে, হে মুনে! সেই মানব ত অচেতন, তাহাকে ত জড়ই বলা যায়,—অর্থাৎ জড় উন্মত্ত মূর্চ্ছিতেরও ত তাদৃশ ভাব হয়, তবে তাহারাও ত জীবন্মুক্ত হইতে পারে। বশিষ্ঠ বলিলেন,—("অন্তর্মুখমতি" এই কথা বলিয়াই ত তোমার ঐ আপত্তির খণ্ডন করিয়াছি, কারণ) যে ব্যক্তি শুদ্ধ বোধাত্মা হইয়া চিদ্ব্যোমে একান্ত নিষ্ঠতা প্রযুক্ত প্রবহব্যতিরেকেই সুখ-অবগত হয় না, সে ব্যক্তিই বিশ্রান্ত বা মুক্ত বলিয়া কথিত। অজ্ঞানই সন্দেহের মূল, সেই অজ্ঞান বিনাশ সহকারে বিবেকের উদয়ে বাস্তবিক যাহার সকল সন্দেহই বিদূরিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতি পরম পদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে। ব্যবহার পথে থাকিয়াও যাহার কোন বিষয়ে কখনই আসক্তি নাই, সেই ব্যক্তিই পরম পদে বিশ্রান্ত জানিবে। যে ব্যক্তির সকল আরম্ভই অভিলাষ-সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত এবং তাদৃশ কাম-সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়াই যিনি যথাপ্রাপ্ত-বিষয়পথে বিহার করিয়া যান, সেই পুরুষই প্রকৃত পক্ষে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন। এই বিশ্রান্তি-বিহীন অবলম্বনশূন্য দীর্ঘ সংসারপথে আত্মাতে চিন্মাত্রতা দর্শনে যাহার আত্মবিশ্রান্তি ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। যাঁহারা চিরকাল বিষয়পথে ভ্রমণ করিয়া ও বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যবহারপরায়ণ হইলেও সুপ্তের ন্যায় পরিলক্ষিত হন। ফলে বিষয়পথে অবধানই মুক্তের লক্ষণ। তাদৃশ পুরুষ দ্রষ্টৃ দৃশ্যবিরহিত স্বচিদাকাশে নিত্য উদিত ভাস্বর—অর্থাৎ শুদ্ধ চিদ্রূপ ভাস্করস্বরূপে বিরাজ করেন, আর তাঁহারা এই সংসারপথে কখন থাকেন না। সেই সকল লব্ধোৎকর্ষ উত্তমগণ দেহ ধারণ করত ব্যবহারপথে থাকিলেও সুপ্তের ন্যায় বা বিদেহের ন্যায় দৃষ্ট হন, দেখিতে তাঁহারা জড় সদৃশ—অর্থাৎ মূঢ়বৎ হন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা জড় নহেন। ৬—১০। শয্যাতে সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় যাঁহারা স্বপ্নলগ্নরে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহারা সুপ্ত বলিয়া কথিত, তাঁহারা নিদ্রার অধীন নহেন; যে পুরুষ দীর্ঘ পথ (বিষয় পথ) পরিভ্রমণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করত বহির্মুখে বাক্য উচ্চারণ করেন না, সেই পুরুষ সুখ-মৌনস্থ বলিয়া কথিত হন, সে পুরুষ জড়াকৃতি নহেন ও যাহারা জড়াকৃতি, তাহার সুখমৌনস্থ হইতে পারে না, অতএব বিশ্রান্তি মৌন দ্বারাই সুপ্তের সহিত সাদৃশ্য। (পেচক প্রায়) অবিদ্যান্ধকারে ব্যবহার-কারী সকল ভূতগণের সেই অবিদ্যা (সূর্য্যের) অস্তময়াত্মিকা যাহা নিশা, তাহাই পরম বোধ ও তাহাই পরম শান্তি, তাহাতেই ঐ মুক্ত সুপ্ত পুরুষ একরস অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। আর যাহাতে ভূতগণ সর্ব্বদা জাগরিত, এই সেই দুঃখসাদৃশ্যে ঐ মুক্ত পুরুষই সুপ্ত, ঐ সুখী পুরুষ তাহা দেখেন না, (এই না দেখাই সুপ্তের বিবরণ।) হে রঘুদ্বহ! যে পুরুষ কর্ম্মসমূহ অনাদর করিয়া স্বাত্মাতে অবস্থান করেন, সেই পুরুষ আত্মারাম বলিয়া কথিত, ঐ পুরুষ জড় নহেন, সেই পুরুষই দুঃখ অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ভবপারাবারের পারে গমন করিয়াছেন ও তিনিই তত্ত্ব্য হইয়া আত্মাতে বিশ্রামসুখ অনুভব করত বর্ত্তমান রহিয়াছেন (এতাদৃশ সর্ব্ব কর্ম্মসন্ন্যাসও সেই সুপ্তের লক্ষণ)। হায়! এই জন্ম-জঙ্গলের (জীব) মৃগ বৃথাই ব্যগ্রতার সহিত বিহার করিতেছে। দেখ না চিরকাল বঞ্চনচতুর বিষয়ের প্রলোভনে দীর্ঘপথে আনীত হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে, অবশেষে ভোগাভাবে আতুর হইয়া পথিমধ্যে ক্রূর দশাবিপ্লবরূপ ভোগসামগ্রী লুণ্ঠনে পলায়নপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং কি না জরারূপ হিমাশনি-পাতে জড় কর্ম্মাক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। যে পথ দুঃখরূপ কণ্টকে দুর্গম ও যথায় সুখরূপ ছায়া একান্ত দুর্লভ, সেই সংসারপথে ঐ পথিক অসহায় হইয়া আপনারই সাহায্যে নিরন্তর চলিয়াছে, পাপই তাহার সেই পথের পাথেয়, সুতরাং প্রতিপদক্ষেপে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে ও ভূতলে পতিত হইয়া লুণ্ঠিতকলেবর হইতেছে। এইরূপে অর্থানর্থময় সঙ্কটপথে ঐ পান্থ একেবারেই বিবশ হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। এইরূপে পরিশ্রান্ত হইয়াও যদি ঐ পথিক সাধনসম্পত্তি দ্বারা বা সৎশাস্ত্রালোচনা কিংবা সদ্গুরুপ্রসাদে তত্ত্বসাক্ষাৎকারলাভে প্রবুদ্ধ হইতে পারে,

তাহা হইলে সংসারসমুদ্রের পারে, গমন করত আত্মবান্ হইয়া শয্যাবিহীন হইলেও সুখে শয়ন করিতে সক্ষম হয়। ১১—২৪। ইহাই আশ্চর্য্য যে, তখন সেই আত্মবান্ পথিক পর্য্যঙ্কাদি রহিত হইলেও প্রাণাদিচেষ্টারহিত অবস্থায় আত্মস্বরূপে জাগরূক থাকিয়া বাহ্যিক নিদ্রানামক বস্তন্তররহিতভাবে স্বপ্নসুষুপ্তি অতিক্রম করত সুখে শয়ন করে। এবং ইহাই বিস্ময়কর যে, তখন সেই আত্মবান্ এ সংসারে জাতিবিহীন হইলেও জাত্যন্ধবৎ কি লোকমধ্যে কি মহারণ্যে সর্ব্বত্র কি অশনে কি শ্বসনে (শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে) কি গমনে, কি কথনে সর্ব্বত্রই সুখ সুপ্ত থাকেন। অথও অশনে গমনে অবস্থানে সর্ব্বদাই নিদ্রা যায়, কেবল সময়েই জাগরিত থাকে। তত্ত্বদর্শীদিগের সেই ঘন নিদ্রা অলৌকিকী, তাহা প্রলয় বারিদগর্জ্জনে বা হস্তিকর্জ্জনেও অপগত হয় না। ঐ তত্ত্বদর্শিগণের সেই ঘন নিদ্রা এমনই অলৌকিক যে, চিন্মাত্রদর্শনে প্রবুদ্ধগণের বাহ্য-ইন্দ্রিয় সকলকে নিমীলিত করে, (কিংবা ব্যবহারে প্রবুদ্ধদিগেরও বাহ্যেন্দ্রিয়গণকে স্বপ্নাদি দর্শনে নিমীলিত—অর্থাৎ আবৃত করে)। অনিমীলিত নেত্রাবস্থায় যাহার বিশ্ব বিলয় ঘটে, সেই আত্মবান্ পরমার্থমদে মত্ত হইয়া সুখে শয়ন করে, তাহার আর মদমত্ততা বা বিষয়মত্ততা ঘটে না। সেই আত্মবান্ পুরুষ নিখিল জগৎ আত্মসাৎ করে ও পরমপূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তি পর্য্যন্ত অমৃত—অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন-আনন্দরসপানে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। যে পুরুষ নিরানন্দ (অর্থাৎ অলীক বিষয়ানন্দ বিহীন) হইলেও মহানন্দ অনুভব করেন (কিংবা যে পুরুষ নিরানন্দে—অর্থাৎ যাহা বিষয়ানন্দের বহির্ভূত, তাহাতেই মহানন্দ অনুভব করেন) যাঁহার অদ্বৈত সুখ সতত বিরাজমান, এবং যাহা আলোকান্তর দ্বারা অপ্রকাশ্য, সেই স্বাত্মাতেই যাঁহার প্রকাশ, তাদৃশ আত্মবান্ই সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। যাঁহার লোভান্ধকারের শান্তি ঘটিয়াছে, যিনি লোকলম্পটতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—অর্থাৎ যাঁহার অখণ্ড পরমলোকে লালসা জন্মিয়াছে, (কিংবা সংসারে আসক্ত থাকিলেও যাহার লোভান্ধকারের শান্তি হইয়াছে) এবং যাঁহার অমূর্ত্ত আনন্দরসের ঘন ঘন আস্বাদন ঘটিয়াছে, সেই আত্মবান্ সুখসুপ্ত জানিবে। ২৫—৩২। এতাদৃশ আত্মবান্ পুরুষ চারিদিক্ হইতে অনন্তদুঃখানুভব হইতে বিরত থাকিয়া (অথচ বর্ণাশ্রমোচিত লোকব্যবহারে লোকসংগ্রহ করিতে নিবৃত্ত না হইয়াই) বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক আন্তরিক সুখভোগ করত সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। ঐ আত্মবান্ পুরুষই আত্মাকে অণু অপেক্ষা অণুতম ও স্থূল হইতে স্থূলতম করত চিদাকাশশয্যায় আত্মাকে শায়িত করত সুখে নিদ্রা যান। তাদৃশ আত্মবান্ জন সূক্ষ্ম বলিয়া অণুকল্পও বিভু বলিয়া স্থূলাকার চিদ্দেহে প্রতি পরমাণুতে অনন্ত জগদ্ধারণসুখে শয়ান থাকেন। ঐ আত্মবান্ পুরুষ সৃষ্টি-সংহারসমূহ করিয়াও কিছু করেন না। কেবল পরমালোকশয্যায় সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। এবংবিধ আত্মবান্ পুরুষ সংসারনিচয়কে স্বপ্নবৎ জ্ঞান করিয়া (বা সংসার নিচয়ের স্বপ্ন অবগত হইয়া) সুষুপ্তিকে পূর্ণ প্রকাশে প্রকটিত দিগ্বৎ দীর্ঘ—অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন করিয়া সুখে শয়ান থাকেন। আত্মবান্ জনই সদ্রূপে সকল জগৎপদার্থের অনুগমনে সত্তাসামান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া আকাশ অপেক্ষা অধিক ব্যাপকভাবধারণ করত সুখে শয়িত থাকেন। যেমন লোকে শয্যায় অম্বর-অর্থাৎ আবরণ বস্ত্র অচ্ছাচ্ছ—অর্থাৎ অতি পরিষ্কার করিয়া এই আচ্ছাদক বলিয়া প্রাবরকস্বরূপ জগৎকেও (মশারী দ্বারা) আচ্ছাদিত করত ঘুর্ঘুরশব্দ ও শ্বাস রহিত হইয়া শয়ন করে, আত্মবান্ জনই সদ্রূপে সকল জগৎপদার্থের অনুগমনে সত্তাসামান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া আকাশ অপেক্ষা অধিকব্যাপকভাবধারণ করত সুখে শায়িত থাকেন। যেমন লোকে সভায় অম্বর—অর্থাৎ আস্তরণ বস্ত্র অচ্ছাচ্ছ—অর্থাৎ অতি পরিষ্কার করিয়া এই আচ্ছাদক বলিয়া প্রাবরস্বরূপ জগৎকেও (মশারী দ্বারা) আচ্ছাদিত করত ঘুর্ঘুরশব্দ ও শ্বাস রহিত হইয়া শয়ন করে, তদ্রূপ আত্মবান্ পুরুষও জগৎকে অগ্রে বিলীন করত আকাশময় করিয়া ও তাঁহারা অব্যাকৃত আকাশ অপেক্ষা নির্ম্মলচিদম্বরতা সম্পাদনে শান্তশব্দ প্রশ্বাস অবস্থায় সুখে শয়ন করেন। আত্মবান্ পুরুষ এই অস্মদীয় জগৎকে প্রত্যগাত্মস্বরূপ চিদাকাশের এক কোণে (স্বপ্ন আকাশ কোণকে এই পাঠে স্বপ্নাভাববৎ) নিরীক্ষণ করিয়া স্বয়ং নির্ম্মল গগন-গর্ভবৎ নির্ম্মলাত্মভাব ধারণ করত সুখে নিদ্রাগত হন। ৩৩—৪০। এবং প্রবাহপতিত ব্যবহাররূপ মনোরম তৃণবিনির্ম্মিত কটরূপ আস্তরণে বিশ্রান্তিলাভ করত আত্মবান্ পুরুষই সুখে সুপ্ত থাকেন। যেমন জাগরিত হইয়া নিদ্রাবস্থায় অনুভূত স্বপ্ন পরম যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করিলে স্মৃতিযোগ্য হয়, তাহার ন্যায় ঐ আত্মবানের অতি কষ্টে স্বীয় পরম প্রযত্নে বা পরযত্নে চিত্ত ঈষৎ বহির্মুখীন হইতে বাহ্য-ব্যবহার-পরিজ্ঞানই দেহাদি ক্ষণিক স্বরূপ ধারণ করে, তখন সেই দেহাদি দ্বারা ঐ আত্মবান্ জীবন ধারণ করেন। যেরূপ আকাশ নিরবকাশে থাকিতে অসমর্থ হইয়া দ্বিতীয় বস্তুর ন্যায় কল্পিত নিজ আকাশ স্বরূপেই অবকাশ লাভ করিয়া সেই আকাশ স্বরূপেই সত্তা লাভ করে, ঐ আত্মবানের পূর্ব্বোক্ত দেহাদি দ্বারা জীবন ধারণও তদ্বৎ জানিবে। ঐ আত্মজ্ঞানবান্ আকাশকল্পস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা অত্যন্তাসত্তানিবন্ধন গগনসদৃশ জীব জগৎলক্ষণ ধর্ম্মসমূহকে প্রযত্নসম্পাদিত স্বীয় জ্ঞাতৃভাবে সম্যক্‌রূপে অবগত থাকেন, প্রবুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এইরূপ অজ্ঞ বিষয়ে সর্ব্বদা প্রসুপ্ত থাকিলেও লোকপ্রসিদ্ধ স্বপ্ন জাগরণে সুপ্ত প্রবুদ্ধ থাকিয়া জাগ্রৎ স্বপ্নার্থে ভোগে সহায়ভূত বক্ষ্যমাণ সুহৃদের সহিত নিরন্তর রমণ নিরণ করে এবং সুষুপ্তাবস্থায় ও সেই সুহৃদের সহিত সুষুপ্ত থাকেন। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ জন্মান্তরে জন্মজন্মান্তরে চিরসহবাস প্রযুক্ত স্নেহাতিশয়েই যেন সর্ব্বস্বপ্রতিকূল ভাব পরিহারী সমচিত্ত, অতএব (বিচিত্র) শম-দম-তিতিক্ষা-বৈরাগ্য-সন্তোষাদি চিত্তানুবৃত্তি দ্বারা মধুর সেই বক্ষ্যমাণ চিরন্তন মিত্রের সহিত বক্ষ্যমাণ রমণ দ্বারা অখিল আয়ুঃ শেষ দিন যাপিত করিয়া পরম নিরতিশয়ানন্দ লক্ষণ বিদেহ কৈবল্যপদে বিশ্রান্তিলাভ করেন। ৪১—৪৫।

একোনসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬৯॥

সপ্তত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। ঐ জীবন্মুক্ত পুরুষ যে সুহৃদের সহিত রমণ করেন, সেই সুহৃৎ কে, তাহা বলুন এবং ঐ জীবন্মুক্তের যে সেই সুহৃদের সহিত রমণ, তাহাই বা কি? উহা কি স্বাত্মস্বরূপে অবস্থিতি বা রম্যভোগ স্থানে বিহার প্রযুক্ত প্রীতিই তাহার স্বরূপ? বশিষ্ঠ বলিলেন,—প্রবাহে হিতকর সহজকর্ম্ম লোকসাধনার্থ প্রায়

হিতকর শাস্ত্রীয় কর্ম্ম, স্বপ্রযত্নাভ্যস্ত শাস্ত্রাভ্যাস, শম-দম তিতিক্ষা, পরমশৌচ, সন্তোষ, ঈশ্বরপ্রণিধান, সংযমাদি স্বকর্ম্ম, এই যে অনিন্দনীয় অনিষিদ্ধ ত্রিবিধ কর্ম্ম. তাহাই ঐ জীবন্মুক্তের অকৃত্রিম মিত্র, উপাধিভেদেই ঐ কর্ম্মের তিন নামে ব্যপদেশ, বাস্তবিক উহা একই, সুতরাং উহা একমাত্র অকৃত্রিম মিত্র। উহা পিতার ন্যায় আশ্বাস প্রদান করে, কলত্রের ন্যায় দুরন্ত সঙ্কটেও অব্যভিচারী ও অকার্য্যবিষয়ে লজ্জানিয়ন্ত্রিত করে। অশঙ্কিতভাবে উহার উপচর্য্যা, সন্তোষ বিধানে ইহার সবিশেষ নিপুণতা এবং ঐ মিত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেও ক্রুদ্ধ না হইয়া সাম-প্রয়োগে ক্রোধ কারণের নিষ্পত্তি করত বিরোধ ভাজনরূপ অমৃত প্রদান করে। দুর্গে দুর্গম-পথে বা দুর্ব্বার বৈরকলহাদি দোষে আসক্তি দেখিলে ঐ মিত্রই তাহা হইতে উদ্ধারসাধনে তৎপর হয়। অনেক বলিয়া ঐ মিত্রই সকল বিশ্বাস-রত্নের কোষ এবং ঐ মিত্র অনেক জন্ম-পরম্পরায় অভ্যাস নিবন্ধন অনুবৃত্ত হইতেছে বলিয়া আশৈশব পোষিত, ঐ আবাল্যসঙ্গিমিত্র, এমন কি একসঙ্গে ধূলিক্রীড়া পর্য্যন্ত করিয়াছে, সকল দুশ্চেষ্টার নিবারণ করিয়াছে, এবং পিতার ন্যায় সর্ব্বদাই রক্ষণোন্মুখ রহিয়াছে। বহ্নির উষ্ণতার ন্যায়, পুষ্পের সৌগন্ধের ন্যায়, সূর্য্যের দিবসের ন্যায় ঐ বিমল মিত্র কখনই বিমুক্ত হয় না। ঐ মিত্র লোকপালনে একপরায়ণ ও সর্ব্ব সঙ্কট-সংঘর্ষণে একমাত্র রক্ষণোদ্যত। অশুচি-স্পর্শনাদি সকল অব-স্থাতেই সুবর্ণের অগ্নির ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ, এবং ইহা হেয়, উহা উপা-দেয় ইহা বিবেচনা করিয়া দর্শনে তৎপর। ঐ মিত্র নাগরের ন্যায় (চতুর নগরাভিজনের ন্যায়) অনিন্দনীয় কথা দ্বারা আহ্লাদক ও সচেষ্টারূপ মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার। সূর্য্য যেমন অন্ধকার বিদূরিত করেন, সেইরূপ ঐ মিত্রও অপ্রিয় বিদূরিত করিয়া থাকে, এবং অনুরক্তা মহিলার ন্যায় সর্ব্বদাই ঐ মিত্র প্রিয়-প্রদর্শন করে। ১—১০। সকল লোককেই ঐ মিত্র প্রিয়ংবদ করিয়া থাকে ও সর্ব্বদা সকলের প্রিয়ানুষ্ঠানে নিরত, ঐ মিত্র কোমলহৃদয়, মধুর স্নিগ্ধ, অপ্রমাদি ও কিছুতেই তাহার ক্ষোভ নাই; সঙ্গত সজ্জনের শুশ্রূষা সর্ব্বদা করিয়া থাকে, সর্ব্বদাই স্মিতপূর্ব্বক বাক্যালাপ করিয়া থাকে, সর্ব্বকাম হইতে বিরত বলিয়া সত্তের রূপের ন্যায় তদীয় রূপ, পরমার্থ ই তাহার (অর্থাৎ জ্ঞানের) একমাত্রকারণও ঐ মিত্র সকলেরই পূজ্য। অজ্ঞান জন হইতে সমুদ্ভূত রণে পূর্ব্বেই প্রহারে উদ্যত; এবং লোকোত্তর ক্রীড়া-হাস্যাদি কৌতূহল জনন দ্বারা ও ক্রীড়াবিলাসাদি দ্বারা বিলাসোৎপাদক। ঐ মিত্র সংস্বভাবের শ্রীর ও কুলের রক্ষক, এবং আধিব্যাধিসমাক্রান্ত চিত্তের উজ্জীবন অমৃত ও রোগহর ঔষধ। বিশেষতঃ ঐ মিত্র বিশিষ্টপাণ্ডিত্য দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রভুগুরুমাহাত্ম্যাদির কৌতুকাবহ, কোথায় কখন বা সমান কুলশীলতা প্রযুক্ত বিভাগ দ্বারা দ্বিধাভাবে অবস্থিত। নৃপ প্রভৃতিকে অনুরক্ত করিয়া সর্ব্বদা সাধুও বদান্য করাই তদীয় নিয়ত কার্য্য ও সদা যজ্ঞ-দান-তপস্যাতীর্থপর্য্যটনে ন্যায়কার্য্য অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। পুত্র দার ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ রমণী ভৃত্য ও বা বন্ধুজন সকলের সহিতই ঐ মিত্র শুভপানভোজনার্হ, ঐ মিত্রহেতু উত্তম ও মহত্তের সহিত সঙ্গ ঘটে, ঐ মিত্র সহায় থাকিলে দুঃখনিদানভোগে বদ্ধ তৃষ্ণা আর থাকে না, সুস্নিগ্ধ আলাপে উহার উদারতা পরিস্ফুট এবং ঐ আশ্বাস প্রদানের এক উত্তম আস্পদ। স্ত্রীপুত্রাদি-পরিবার-বর্গ-সমন্বিত এবংবিধ স্বকর্ম্মনামা মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া ঐ জীবন্মুক্ত সহজ বৃত্তিতেই রমণ করেন, কাহারও প্রেরণায় যে করেন, তাহা নহে। ১১—২০। রাম কহিলেন, হে মুনীশ্বর! ঐ স্ত্রীপুত্রাদিপোষ্যবর্গসমেত মিত্রের স্ত্রীপুত্রাদি কাহারা ও তাহারা কিরূপ?—অর্থাৎ তাহাদের কি গুণ? তাহা আমাকে সংক্ষেপে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে! স্নান দান তপঃ ধ্যান নামে মহাত্মা পুত্রগণ বর্ত্তমান, তাহাদিগের গুণে অখিল প্রজাবর্গ একান্ত অনুরক্ত। আর তাহার ভার্য্যা চন্দ্রলেখার ন্যায় দৃষ্টিতেই লোকের আনন্দদায়িনী, কখনই তাহার সহিত বিযুক্তা হয় না, সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট (১) ও উহার একান্ত-অনুরাগিণী। সেই অব্যভিচারিণী বরস্তাভূতা আনন্দদায়িনী, হৃদয়হারিণী দয়াবশে চারিদিকে ধন বিকিরণ করিয়া থাকে। উহার সেই অভিমতা হৃদয়বল্লভা ভার্য্যার নাম সমতা, সেই সুখদায়িনী ভার্য্যা সর্ব্বদাই অগ্রে বিনীত-বেশে দ্বারপালিকা হইয়া সম্মুখে থাকে। হে সাধো! ধৈর্য্যে ও ধর্ম্মে যে বুদ্ধি অর্পিত হয়, সেই বুদ্ধি ঐ ধুরন্ধর ধন্য ধীর মিত্রের অগ্রে সদাই ধাবমানা। ঐ মহাবল রাজার বিষয় ও অরিজয়ে মন্ত্রণাদায়িনী মৈত্রীনাম্নী অপরা পত্নী সমতার সহিত সর্ব্বদাই স্কন্ধে বেষ্টন করিয়া আছে। যাহার মর্য্যাদা প্রশংসনীয়, সেই চাতুর্য্যশালিনী কার্য্যবিষয়ে উপদেষ্ট্রী সত্যতা ঐ মান্য মিত্রের ধনাধ্যক্ষা। এবংবিধপোষ্যবর্গ-পরিবেষ্টিত মন্ত্রণাদায়ী সুহৃদ্ভূত স্বকর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যবহারপরা-য়ণ থাকিয়া ঐ জীবন্মুক্ত লাভে অলাভে কখন আনন্দিতও হন না বা কুপিতও হন না। ২১—২৯। সেই নির্ব্বাণমনা মুনি নিরন্তর লৌকিক ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিলেও চিত্রলিখিত যোদ্ধাদির যেমন যুদ্ধাদি ব্যবহারপরায়ণতা অঙ্কিত থাকিলেও তাহা এক ভাবেই অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ যথাস্থিত ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। ঐ জীবন্মুক্ত পুরুষ বস্তুশূন্য বাদানুবাদে শিলা-প্রতিমারন্যায় মূক হইয়া অবস্থিতি করেন, নিরর্থক শব্দে একান্ত বধিরভাবে থাকেন, লোকাচারবিরুদ্ধ নিখিল কর্ম্মে মৃতকল্প হইয়া থাকেন, কিন্তু আর্য্য-আচার-বিচারে বাসুকি বা বৃহস্পতি হইয়া থাকেন। পুণ্য-কথায় মৌন পরিত্যাগ করত তদালাপে রত থাকেন, স্বপরকৌটিল্যাদি-দোষের উন্মেষ করিয়া থাকেন, নিমেষমধ্যেই দুরূহসন্দেহ পদের নির্ণয় করিয়া তত্তজ্ঞান করিয়া থাকেন ও শীঘ্রই বহুবিষয় নির্ণয় করিয়া বলিতে সক্ষম এবং সেই নির্ব্বাণমনাঃ মুনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, উদারাত্মা, বদান্য, পেশল, (অর্থাৎ কোমল প্রকৃতি বা চতুর,) স্নিগ্ধ, মধুর—অর্থাৎ মিষ্টভাষী, সুন্দর, পুণ্যশ্লোক (বা পুণ্যকথা-নিরত) ও সংবিভাগবান্ (অর্থাৎ সমবিচারনিপুণ)। এই বর্ণিত গুণগণ প্রবুদ্ধগণের স্বভাবই জানিবে, যত্ন দ্বারা কখন এবংবিধ গুণপুঞ্জ হইতে পারে না; দেখ, চন্দ্র সূর্য্য বা অগ্নি পরের প্রেরণায় বা যত্নে কখন প্রকাশভাব ধারণ করেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের স্বভাবই তাদৃশ। ৩০—৩৫।

সপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৭০।

(১) টীকামতে উহা বিশেষণ; কিন্তু ৫ বাং প্রথমা স্ত্রী, সমতা দ্বিতীয়া, ইহাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ভার্য্যা।

একসপ্তত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সংবিদ্ আকাশের কচনই (স্ফুরণই) জগদ্রূপে প্রতিভাত, বস্তুতঃ জগৎও নাই, জগতের আভানও নাই, শূন্য নাই, বা বৃত্তিসংবিদ্‌ও নাই। এই যে চিদ্ব্যোম জগৎ নামে প্রতিভাত হইতেছেন, তাহা শূন্যত্ব যেমন আকাশ হইতে অন্য নহে, তদ্রূপ অজ্ঞদৃষ্টিতে অন্যস্বরূপে অবস্থিত হইলেও চিদাকাশ হইতে অন্য নহে। নির্বিষয় চৈতন্যের এক বিষয় হইতে অপর বিষয়-প্রাপ্তিকালে অন্তরালে যে সংবিৎ শরীর প্রসিদ্ধ, তাহাই দৃশ্যরূপে প্রতিভাত, অন্য দৃশ্য কিছুই নাই। পূর্ব্বে সন্মাত্র পরিশেষলক্ষণ মহাপ্রলয়সম্পন্ন হইয়া যাইলে পরে পুনরায় আদি সৃষ্টি হয়, ইহাই শ্রুতিসম্মত প্রসিদ্ধি; তদানীং সংই মাত্র থাকে, ইহা (সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা) অবধারিত, সুতরাং অধিকার সেই পর অপেক্ষা অন্য কারণান্তরের অভাব থাকায় কি করিয়া দৃশ্যের সম্ভব হইতে পারে? (শ্রুতিবিরোধ প্রযুক্ত) তখন এমন অণুমাত্রও দৃশ্যবীজ ছিল না, যাহা হইতে পুনরায় এই মূর্ত্তসমূহ প্রবর্ত্তিত বা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। অতএব এই দৃশ্যজগৎ উৎপন্নই নহে (ও শ্রুতিরও তাহা তাৎপর্য্য) সুতরাং এই দৃশ্যবুদ্ধি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় একান্তই নাই জানিবে। তবে যে এই চারিদিকে দৃশ্যজাল বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা নির্ম্মল চিন্মাত্র আকাশস্বরূপ পরম পদই, ইহাই শ্রুতি-তাৎপর্য্যজ্ঞগণের উক্তি। ১—৭। সেই চিন্মাত্র পরমপদ কখন স্বীয় স্বচ্ছ অনাময় স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না, তবে যেমন সুষুপ্ত হইতে স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হইয়া যেমন (ঐ চিৎ) আত্মবৎ অনবস্থিতিপ্রাপ্ত হন, সেইরূপ সৃষ্টির আদিতে ঐ আত্মা আত্মাই ছিলেন, পরে সেই ব্যোমাত্মাই স্বীয় আত্মাতে স্বয়ংই এই দৃশ্যস্বরূপে অবভাসমান হন। যেমন মন সঙ্কল্পমন্থর হইয়া পুর-রূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সৃষ্টির আদিতে ঐ পরম চিদাকাশই দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন। যেরূপ বায়ু স্পন্দিত হইয়া চক্রাবর্ত্তবৎ (বাত্যাবৎ) বেষ্টিত হয়, তাহার ন্যায় ঐ চিদাত্মা সৃষ্টির আদিতে আকাশস্বরূপ থাকিয়া পরে ঐ চিদাকাশ অজ্ঞানতাসারেই আত্মাতে দৃশ্যস্বরূপে অবস্থান করেন। অতএব জ্ঞাত হইলে এই দৃশ্যজগত্রয় আর আভাত হয় না, তখন পরব্রহ্মই প্রতিভাত হন, এবং তিনিই যে স্বাত্মাতে এই ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহার ভান হয়। মূর্ত্ত পৃথ্বী আদি কিছুই কখন নাই, অথবা অজ্ঞদৃষ্টিতে বা প্রাজ্ঞদৃষ্টিতে মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত যাহাই হউক না, এক ব্রহ্মই সেই ভাবে বিরাজমান, ইহাই চরম নির্ণয়। স্বপ্নদৃষ্টপর্ব্বত যেমন জাগরণকালে আকারবিহীন আকাশেই পরিণত হয়, তাহার ন্যায় আত্মবোধ হইলে এই জগত্রয় শান্ত চিন্মাত্র আকাশেই অবশেষে ভাত হয়। এই জগৎ প্রবুদ্ধগণের নিকট বিভাগবিহীন পরব্রহ্ম, এই অপ্রবোধ যে কি ও কিরূপ, তাহা আমরা চিন্তা করিয়াও জানিতে পারি না। এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমনকালে মধ্যে যে (শূন্যময়) সংবিৎবপুঃ দৃষ্ট হয়, তাহাই ভূতগণের স্বস্বভাব ও তাহাই পরম পদ। ঐ দেশ হইতে দেশান্তর প্রাপ্তিতে অন্তরালে যে সংবিদ্বপুঃ প্রকাশ পায়, তাহাই সেই পরমাকাশ ও তাহাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব সকল অধিষ্ঠানও নির্ব্বিষয় চিন্মাত্রই (অধিষ্ঠান স্বরূপ) ঐ পদও যাদৃশ, আর এই (অধ্যাস ভূত) সদসদাত্মক জগৎও তাদৃশ, কারণ,—পঞ্চভূত ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই, অর্থাৎ স্বাতিরিক্ত স্বকার্য্য শূন্যতাই উহার ব্রহ্মসাদৃশ্য। বাহ্যেন্দ্রিয় জন্য বিষয়াভাসভূত রূপ, আলোক ও মনস্কার অর্থাৎ অভ্যন্তর মনোধীন বিষয়াভাস সমস্তই ঐ পরম পদ, এ সকল ঐ পদরূপ মহাসমুদ্রের দ্রবতা-(ও তৎ) সম্ভূত আবর্ত্তনিচয়। এবং দেশ হইতে অন্য দেশ প্রাপ্তিতে মধ্যে যে সংবিদ্বপুঃ বর্ত্তমান থাকে, তাহাই জগৎ, এতদ্ব্যতিরিক্ত কখনও জগদ্ভাব বর্ত্তমান নাই (অতএব নির্ব্বিষয় চিন্মাত্র ব্যতিরেকে জগত্তা নাই জানিবে)। রাগ দ্বেষাদি ভাবও যে ভাবাভাব পদার্থ, এ সকলই ঐ পদের সদ্রূপ, এ সকলেই ঐ পদের সদ্রূপ ও ভানরূপে অপরিহার্য্য অবয়বই বর্ত্তমান। (শাখা-চন্দ্রদর্শনে) পূর্ব্ব কোটি ও অপর কোটি ত্যাগ করিয়া মধ্যে যে সংবিদের নির্ব্বিষয় শরীর প্রসিদ্ধ, তাহাই স্বভাব ও তাহাই জগৎ-রূপ মরুমরীচিকা জলে অধিষ্ঠান সংজ্ঞা ধারণ করিয়াছে। (এই অভিপ্রায় করিয়াই আমি পুনঃপুনঃ জন সাধারণ প্রসিদ্ধি তোমার নিকট উদ্বোধিত করিতেছি যে,) জাগ্রৎ দেশ হইতে স্বপ্ন দেশ প্রাপ্তিতে মধ্যে সুষুপ্তি দশায় যে সংবিদের দেহ, সৃষ্টি দেশ হইতে অপর সৃষ্টি লক্ষণ দেশ প্রাপ্তিতে মধ্যে প্রলয়েতে যে সংবিদ্বপুঃ ইহলোক লক্ষণ দেশ হইতে পরলোক দেশ প্রাপ্তিতে মধ্যে মূর্চ্ছাবস্থায় যে সংবিৎ-শরীর বর্ত্তমান, তাহা সর্ব্বদা সেই ভাবেই থাকে, কূটস্থত্বপ্রযুক্ত স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুতাত্মায় জগৎ এই যে অপর নাম, তাহা অজ্ঞকল্পিত মাত্র। প্রথম সৃষ্টি হইতে দৃশ্য জাল উৎপন্ন হয় নাই, তবে যে ইহা রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা কেবল জগন্মায়াস্বরূপ ঐন্দ্রজালিকের আড়ম্বর মাত্র। বড়ই কষ্টের বিষয় যে, দৃশ্য বাস্তবিকই নাই, তাহারই অস্তিত্ব রহিয়াছে, আর যে পরব্রহ্ম বাস্তবিক রহিয়াছেন, তাহারই অস্তিত্বের অভাব, (ইহা কেবল মূঢ়ের অভাব বশতঃ মণিতে মণি নহে, কাচ রহিয়াছে, এই ভ্রান্তবৎ উহা বৈপরীত্য-ভ্রমমাত্র। আমি কিন্তু ব্রহ্মভাবশূন্য, অতএব বিপরীত জগৎ কোথাও পাই না। আর মূঢ়েরাও যে অসৎ দৃশ্যজালকে সৎ বলিয়া থাকে, তাহাতেও তাহারা ঐরূপে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়, কারণ অসত্যের উপলব্ধি অসম্ভব) (১) 'ব্রহ্মৈবং নাবগম্যতে'—এই পাঠের অর্থ যথা—মূঢ়েরা অসৎ দৃশ্যকে সৎ বলিয়া এই ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। ৮—২৬। কোথায় কোন দৃশ্যই উৎপন্ন নহে এবং কোথায়ও আভাত হয় না। তবে যে এই প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কেবল আকাশ স্বরূপ ব্রহ্মই স্বয়ং স্ফুরিত হইতেছেন ও হইয়া আছেন। যেমন মণি স্বতঃ অব্যতিরিক্ত স্বকীয় দীপ্তিতে স্ফুরিত হয়, চিদ্ব্যোমও সেইরূপ আত্মাভিন্ন সৃষ্টি দ্বারা স্ফুরিত হইতেছেন। এই যে দিবাকর সমস্ত প্রকাশিত ও তাপদান করিতেছেন তাহা সেই শান্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই জানিবে। ঐ দিবাকর সেই সৎ-সামান্যের এক দেশ মাত্র, বাস্তবিক কেবল এক অন্য ভাস্কর নাই। ঐ সূর্য্য তাহাতে থাকিয়াও তাহা প্রকাশ করেন না বা নিশাকরও করিতে সমর্থ নহেন, ঐ দেবই অর্কাদিকে প্রকাশিত করেন, অর্ক (প্রভৃতি) তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন। তাঁহারই দীপ্তিতে সমস্ত দৃশ্যমণ্ডল ভাসমান, চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি প্রভৃতি সকল জ্যোতিঃ-পদার্থেরই সেই চিৎ দেবই দীপক (দীপ্তি-দায়ক), তিনি সাকার নিরাকার এই শব্দার্থ কল্পনা। বিষয়ের অসত্তা প্রযুক্ত

---

* "ব্রহ্মৈবং নাম গম্যতে" এই পাঠের অর্থ ঐরূপ

আকাশকুসুমবৎ অসদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞের নিকট তাহা সম্ভব হইতে পারে না। যেরূপ জীবভূত জগদ্দ্রষ্টা সূর্য্যের তেজে গবাক্ষ মধ্যে এক অণু ভাত হয়, তদ্রূপ সেই অপরিচ্ছিন্ন চিৎপ্রকাশ ব্রহ্মে ঐ সূর্য্যাদি প্রতিভাত, আর প্রতিভাত না হইলেই বা কি ক্ষতি? চিন্মাত্রাকাশের রত্নভূত সেই ব্রহ্মের সূর্য্যাদিসমন্বিত সৃষ্টিরূপ যে প্রভা, তাহা তদ্ব্যতিরিক্ত কিরূপে হইবে বল। ঐ পদ চিন্মাত্রের বিরহিত, শূন্যত্বেরও বিবর্জ্জিত সর্ব্বাত্মরিক্ত—অথচ সর্ব্বার্থসমন্বিত। তাহাতে পৃথ্বী আদি সকল আছে অথচ তাহাতে কিছুই নাই আর তাহাতে কোন জীবও নাই অথচ তাহাতে কোন্ জীবগণই বা না আছে? অবয়বাবয়বঘটনপ্রযুক্ত স্থূলতাকে না ত্যাগ করিয়াই তাহাতে এই সকল সূর্য্যাদি পরমাণু অর্থাৎ নিরবয়ব অনুরূপে বর্ত্তমান। সত্তারূপ স্বরূপ অত্যাগি হইলেও দ্বৈত বা ঐক্য কিছুই উহাতে নাই "কিছুই" ইহা উহাতে কিছুই নহে, আর যাহা কিছু নহে, তাহাতে কিছুই নাই, ফলে "কিছু" বা "কিছুই নহে" ইত্যাদি কলনা উহার নিকট অতিদূরে বর্ত্তমান। একা ও নিরন্তরা অর্থাৎ অবিচ্ছিন্না সনাতনী যে চিন্মাত্র ব্যোমসত্তা, তাহাই আত্মাতে অতিবিস্তৃত জগৎরূপে বর্ত্তমান। এক চেত্য-দৃশ্যাদি ত্যাগ করিয়া অপর চেত্য না পাওয়া পর্য্যন্ত যে চিত্তের রূপ নানাত্মা (হইলেও) এই জগতেরও তাহাই রূপ জানিবে। ২৭—৪১। এই যে জগৎ নানার ন্যায় দৃশ্যমান, উহা অনানাই অর্থাৎ উহা নানা নহে। চিদ্ব্যোমই এই বিস্তীর্ণ জগৎ, যেমন স্বপ্নে জীব চৈতন্য নানাভাব ধারণ করে, তদ্রূপে ঐ চিদ্ব্যোম ভূতপঞ্চকরূপে অবস্থিত। সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নাবস্থা লাভকালে যেমন জীব চৈতন্য সুষুপ্তিতেই থাকিয়া যথাস্থিত অবস্থায় স্বপ্নতা আশ্রয় করে, ঐরূপ চিৎও প্রলয় হইতে এই সর্গতাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হন। সুষুপ্তি ও যেরূপ স্বপ্নতাও সেইরূপ এবং জাগ্রৎ তুর্য্যাও তদ্রূপ, অতএব জগৎ আকাশসদৃশ। জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি এই সমস্ত তুর্য্যাস্বরূপে অবস্থিত, তত্ত্বজ্ঞগণের গোত্র অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়বিষয়ে মূঢ় পামর যাহা জ্ঞাত হয়, তাহা আমার অবিদিত। যে ঈশ্বর জড় জগতের ও অজড় জীবসমূহের অন্তরে থাকিয়া অলক্ষ্যভাবে জগৎ পরিণত করিতেছেন, অথচ যিনি মনঃ-বুদ্ধি-আদি-বিবর্জ্জিত, তিনিই শুদ্ধ জীবচিত্তের পারমার্থিকরূপ, জগৎ-পদার্থ-সকল তন্ময়ই, বাস্তবিক যেসকল জগৎ পদার্থ সৎরূপে নাই, সেই সকলের পারমর্থিক রূপভূত ঈশ্বরই জগদাকারে বর্ত্তমান ইহাই চরম নিষ্কর্ষ। ৪২—৪৬। হে নিষ্পাপ রাম! (তুমি বলিতে পার না যে "যদি পৃথিবী আদি পদার্থ জাত চিদ্রূপই হয়, ও তাহা হইতে পৃথিব্যাদি পৃথক্ নাই, তাহা হইলে অন্তর্যামিরূপে চিত্তের জগতের পরিণামকারিতা কিরূপে হইতে পারে?" কারণ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে—এ জগতে যাহারা পরিণামাদি শব্দার্থদর্শী, তাহাদিগেরই উপদেশের জন্য প্রবৃত্ত উক্তির বাস্তবিক এ জগতে গন্ধও নাই, (অর্থাৎ সে সকল উক্তি লৌকিক পরিণাম অঙ্গীকার করিয়া পরমার্থত তাহার পরিণামার্থপরতা নাই)। প্রথম সৃষ্টি হইতে এক চিন্মাত্র পরমাকাশ মহাসত্তাস্বরূপে আত্মাতে বর্ত্তমান, মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞের প্রপূর্ণাত্মতে অনুভব তাহার প্রমাণ। (তাহাই) সেই চিতি সর্ব্বব্যাপিনীরূপে বর্ত্তমানা এবং সেই চিতিই অজ্ঞের জন্য নিজ আত্মাতে অন্তরে "জগৎ" ইত্যাদি নাম স্থাপন করিয়াছেন। স্বপ্ন প্রবোধ অপ্রবোধবৎ যাদৃশ আত্মা পরিশিষ্ট হয়, তাহা অঙ্গীকার করিলে যাহা যাহা জগৎ কৌতুক অনুভূত আছে, সে সকল সুখ—সুখই। অপ্রবোধে তাহা অনঙ্গীকার করিলে দুঃখাশ্রিত যাহা যাহা অনুভূত হয়, জন্ম মরণ জরাদি তৎসমস্ত দুঃখই হয়। অতএব যে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞ, তাহার গমন অবস্থান শয়ন জাগরণই সর্ব্বাবস্থাতেই দুঃখনিক্ষেপের অভাবনিবন্ধন এক নিত্য সমাধান সুখই বর্ত্তমান থাকে। যে ব্যক্তির ভেদেও অভেদ্যনিষ্ঠা বর্ত্তমান, যাহার দুঃখে সুখের স্থিতি এবং বহিঃ-সংসারে থাকিলে অন্তর্মুক্ত বলিয়া যে পুরুষ আর সংসারে নাই, তাদৃশ প্রাজ্ঞের আর অজ্ঞ কিই বা সাধ্য আর কি বা পরিহার্য্য থাকে? বাহির কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও সে পুরুষ কিছুই ত্যাগ বা গ্রহণ করে না, কেবল হৃদয় অকার্য্য-ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। ঐ প্রাজ্ঞ পুরুষের এবংবিধ স্থিতি হিমের শৈত্যের ন্যায় ও অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবই জানিবে, উহা প্রযত্নসম্পাদ্য গুণ নহে। যাহার এরূপ স্বভাব নাই, সে ব্যক্তি তত্ত্ববিৎ নহে, আত্মাতিরিক্তবিষয়িণী যে ইচ্ছা, তাহাই অজ্ঞতার চিহ্ন। যে ব্যক্তি নিরাবরণ বিদ্বান্, তাহার অন্তঃকরণ আশ্বস্ত হইয়াছে—অর্থাৎ তাহার সমাহিত চিত্ততা লাভ ঘটিয়াছে, শত্রু-মিত্রাদি বিকল্প দূর হইয়াছে, এবং সে ব্যক্তি স্বাত্মসুখসারময় হইয়া পরমশান্তিসুধায় পরিতৃপ্তি লাভ করতঃ অবস্থান করিতেছে। ৪৭—৫৬।

একসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! তোমার আশঙ্কা হইতে পারে যে 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা' ইত্যাদি-শ্রুতি-অনুসারে এই জগৎ সৃষ্ট জাত হওয়া যায়, তবে আপনি কিরূপে ইহা স্বপ্নবৎ চিন্মাত্র কচনমাত্র এরূপ বলিলেন, কিন্তু তুমি এ আশঙ্কা করিতে পার না, কারণ, এইরূপ অনাদি জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রজাপতি বিরাট্ হইলেও নিরাবরণ চিদাকাশই তাঁহাকে আমি মনঃসমষ্টি হিরণ্যগর্ভমাত্র বিবেচনা করি, আর মনঃসঙ্কল্পবৃক্ষের ন্যায় চিৎকালমাত্র প্রসিদ্ধ, এইরূপে ব্রহ্মার চিন্মাত্রত্ব সিদ্ধি হইল। মননাকারকল্পনার পূর্ব্বে চিন্মাত্রই ছিল ও থাকে, পরে মননাকারকলনাতন্ময়, জলে যেমন আবর্ত্তবিবর্ত্তাকারে জলের উত্থানে বিবর্ত্তকলনা, সেইরূপ মন এই নামে অধ্যাস ঐ চিৎকর্ত্তৃক স্বয়ংই কল্পিত হইয়াছে। সত্তামাত্রে যাহার আত্মা, তাদৃশ সত্তামাত্রাত্মতায় বুদ্ধি আদি কোথায়? পৃথ্বী আদি না থাকিলে অনন্ত আকাশের আর ধূলির সম্ভাবনা কোথায়? (অতএব জীব বুদ্ধি আদিও চিন্মাত্র ব্যতিরিক্ত কিছুই নহে)। সেই সত্তামাত্রাত্মার চিত্তাদিও নাই বা বাসনাও নাই, ব্যবহারাভ্যাস নির্ব্বাহের জন্য আপাততঃ সৎ হইলেও পরমার্থতঃ কিছুই নাই। হে প্রাজ্ঞ রাম! সৃষ্টির আদিতে কারণের অভাববশতঃ ঐ সকল কিছু নাই, আর প্রাক্তন প্রজাপতিও পরবর্ত্তীর প্রতি কারণ হইতে পারেন নাই, কারণ সেই প্রাক্তন প্রজাপতির (তদীয় দ্বিপরার্দ্ধ কাল অবসানে মুক্তি হয়; অতএব অভিনব প্রজাপতির জগৎ রচনায় অনুকূল স্মৃতি সর্ব্বথা অসম্ভব, কেন না, সেই (প্রাক্তন) ব্রহ্মার উৎপত্তিরই সম্ভাবনা নাই। ১—৫। সংসারে বর্ত্তমান আবৃত্তিপর-জীবের ন্যায় বিদেহমুক্তগণের সংসার স্মৃতি ও পুনরায় দেহোৎপত্তি হয় না এবং দেশান্তরে

বা কালান্তরেও তাঁহাদিগের পুনরাবৃত্তি নাই। যদি বা সেই প্রজাপতির পূর্ব্বকল্পে বাসনাজন্ত হিরণ্যগর্ভ অহংভাবগোচর সংস্কারবলে সেই প্রকার স্মৃতিতে দেহাদি কিছুর সম্ভাবনা হয়, তাহা কেবল উপাসনাত্মক মনঃ-কল্পনার সংস্কারসম্ভূত বলিয়া কেবল মানস অভৌতিক অতি তুচ্ছ সঙ্কল্পনগরপ্রায় মিথ্যাভূতই হইয়া থাকে, (তাহার সত্যতা কেবল আমাদিগের সিদ্ধান্তে হইয়া থাকে)। অবশ্য তুমি বলিতে পার যে, ' এই ব্রহ্মাণ্ডাত্মক বিরাট্‌দেহে ভৌতিক বলিয়াই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহার ভৌতিকতা অভাব কি করিয়া হয় ?' (তদুত্তর বলিতেছি, শুন) যেমন সঙ্কল্পপর্ব্বতের রূপ দৃষ্টিগোচর হইলেও সেইরূপ পৃথ্বী আদি ভূতসম্পর্ক শূন্য, বিরাট্ শরীরেও তদ্রূপ জানিবে। যদিও "যথাপূর্ব্বমিত্যাদি ও দিবঞ্চ পৃথিবীম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে পৃথ্বী আদি ঘটিততা ও পূর্ব্বতন স্মৃতির আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ প্রজাপতির প্রথমসৃষ্টিতে পূর্ব্বানুভব অভাব নিবন্ধন, কখন কোন স্মৃতির সম্ভবপর হইতে পারে না। তবে যে শ্রুতি বাক্য বুঝা যায়, তাহা কেবল জগৎসত্যদর্শী লৌকিক অজ্ঞগণের বুদ্ধি-ভই, শ্রুতিতে কেবল অনাদি সিদ্ধ-কর্ম্ম-পথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য পরবুদ্ধি অনুসারেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির বুদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি নাই। হে স্মৃতিশালিপ্রধান! তাঁহাদিগের স্মৃতি কেন না সম্ভবপর হয় ? (কারণ ঐ প্রজাপতির পূর্ব্বকল্পে উপাসকতা অবস্থায় পৃথ্বী-আদির অনুভব আছেই, তাহার অভাব হইলে "আমি ; পৃথ্বী-আদি ঘটিত বিরাট্‌শরীরধারী" এরূপ কি করিয়া উপাসনা হয়। তাহার পর ঐ ব্রহ্ম স্বীয় উপাসনাবলেই রচনার সামর্থ্য পাইয়া কল্পাদিতে পৃথ্বী-আদিস্মৃতিনিবন্ধন পৃথ্বী-আদিঘটিত বিরাট্-শরীর তাহার স্মরণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে পারেন ?) সেই স্মৃতির অভাবে বিনা স্মৃতিতে নির্ম্মাণ করিলে, পূর্ব্বকল্পীয় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুণ কিরূপে সিদ্ধ হয়, হে গুণগণাকর! তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, (আমি কল্পনা ভ্রান্তিসংস্কারসম্ভূত নিরর্থক স্মৃতির কথা বলিতেছি না, কিন্তু সত্যার্থ অনুভব স্মৃতির কথা বলিতেছি)। পূর্ব্বকল্পীয় পৃথ্বী আদি দৃশ্যের বস্তুতঃ সত্তা থাকিলে, তবে তাহার ভাবাভাব—অর্থাৎ অন্বয় ব্যতিরেকবশতঃ সম্পন্ন স্মৃতিদ্বারভূতা এই লৌকিক ন্যায় প্রসিদ্ধ কার্য্যকারণতা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু সেই কার্য্যকারণতার দ্বারভূত স্মৃতিরই সম্ভাবনা নাই। কারণ, যখন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কোন দৃশ্যই যথার্থতঃ নাই, তখন কিরূপে কোথায় কিরূপ স্মৃতির সম্ভাবনা হইতে পারে ? (সুতরাং সহজতঃই তত্ত্বজ্ঞ সেই বিরাট্ পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান বাধিত হইয়া সকল প্রপঞ্চই মিথ্যাই হইল। অতএব সেই মিথ্যাপ্রপঞ্চ তাহার যথার্থ স্মৃতি জন্মাইতে বা সেই স্মৃতি দ্বারা সত্য সর্গের প্রতি কারণ হইতে সমর্থ নহে। দৃশ্যবস্তুর পরমার্থতঃ উৎপত্তি হইয়া বিদ্যমানতা থাকিলেই, প্রমাণ দ্বারা তাহা অনুভব করিয়া কালান্তরে যদি স্মরণ করা যায়, তাহাকেই "স্মৃতি" বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। আর যেখানে দৃশ্যই নাই, তখন এ সকল কল্পনা কোথায় ? (ফলে যাহা অসৎ ভ্রান্তি কল্পিত ও তত্ত্ব জ্ঞানে বাধিত হয়, তাহার স্মৃতি হইতে পারে না। সকল দৃশ্যেরই সর্ব্বদা অত্যন্তাভাব, "সকলই ব্রহ্ম" ইহাই সত্য, অর্থ, অতএব স্মৃতির কল্পনা কিরূপে সম্ভবে। ৬—১৪। অতএব প্রজাপতির আদ্যস্মৃতি কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; আর ঐ শুদ্ধ জ্ঞানাত্মার আকারবত্তাই বা কোথায় ? পূর্ব্বজন্মে উপাসনাত্মতা যে নিজের জগৎশরীরত্ব ভাবনা, সেই ভাবনাবশতঃ উপাসনা ফল-সিদ্ধির জন্য "আমি জগৎশরীরাত্মক" ইত্যাকার স্মৃতি তাঁহার অবশ্যম্ভাবীও হইতে পারে, আর যে লৌকিক স্মৃতি—অর্থাৎ সেই আমার মাতা, সেই আমার দুহিতা ইত্যাদি স্মৃতির ন্যায় অর্থ-প্রমাজন্যা স্মৃতি, তাহা তাহার নাই, অস্মদীয় অর্থাৎ লৌকিক স্মৃত্যর্থ মাতৃ-দুহিতৃ-আদিও গৃহাদি বর্ত্তমান থাকে। আর উপাসনা বিষয় স্মৃত্যর্থ মনোরাজ্যবৎ অস্তিত্বশূন্য, ইহাই বৈষম্য, কেন নাই তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। অতীত পদার্থের সংস্কারবশতঃ যে স্মরণ, তাহাই স্মৃতি বলিয়া কথিত, কিন্তু প্রজাপতির পদার্থ কল্পাদিতে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে নাই, ছিল না বা হইবেও না যে, স্মৃতি হইবে। এইরূপে এই সমস্তই আদি-সমাপ্ত-রহিত, কূটস্থ, পরব্রহ্ম, অতএব আর স্মৃত্যাদির সম্ভাবনা সর্ব্বাত্ম বলিয়া ব্রহ্ম স্মৃত্যাত্মকও হউন, ইহা যদি সর্ব্বাত্মদর্শী বলেন ; তাহা হউক না কেন।—এই অভিপ্রায় আমিও "যদি বাপি তাবৎ কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত বাক্যে যে সকল পদার্থস্বরূপে বিব্যোম কচন, যাহা ব্যবহারে উপযোগী হইলেও একান্ত শান্ত, তাহাও স্মৃতি বলিয়া বলিয়াছি। অজ্ঞাত ব্রহ্মস্বভাবের অপরোক্ষভাবে যে কচন, তাহাই স্মরণ, ঐ ব্রহ্মাত্মাই উপাসনাত্মরূপে পুনঃপুনঃ অভ্যস্ত হইয়া উপাসনা ফলীভূত বাহ্য অর্থের ন্যায় উপাসনা করে, সাদৃশ্যে অবভাসমান হন। অজ্ঞানোপহিত ব্রহ্মরূপ জীবকর্ত্তৃক ভ্রান্তিবশতঃ স্মৃতি দ্বারা পরস্পর যাহা যাহা অজ্ঞানোপহিতভাবে স্বীয় জ্ঞান-গোচরীকৃত বা প্রকাশিত হয়, সে সমস্ত স্বভাবই অবলম্বন করতঃ স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া সেই আকারে কালান্তরে যে তত্তাবাশ্লিষ্টবৎ ভাসমান হয়, তাহারই স্মৃতি এই নাম স্বস্বরূপে স্বতঃই প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন ভ্রান্তানুভবে অবিদ্যমান দৃশ্যও প্রতিভাত হয়,সেইরূপ স্মৃতিতেও স্থিতিসকল মৃগতৃষ্ণায় প্রকাশ পাইয়া অবিদ্যমান হইলেও প্রতিভাত হয়। ১৫—২২। সত্যস্বরূপ সর্ব্বাত্মাতে অবস্থিত যে সকল সংবিৎ স্ফুরিত হয়, তাহাই ভ্রান্ত অভ্যাস দ্বারা সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভ্রান্ত্যনুভবে সমানবিষয়ত্বরূপসাদৃশ্যপ্রযুক্ত স্মৃতি বলিয়া কথিত হয়। সেই সর্ব্বাত্মাতে কাকতালীয়বৎ আকস্মিক উদ্বোধকবশে যে সকল সংবিৎ প্রকাশ পায়, সেই যে চিত্তের অঙ্গীভূতবৎ বিষয়তঃ পরোক্ষভাববশতঃ বিকৃত হইলেও স্বতঃ অপরোক্ষতানিবন্ধন অবিকৃতবৎ প্রতীয়মান সংবিৎসকল, তাহাই স্মৃতি বলিয়া কথিত। সেই সর্ব্বাত্মার সৎ (চিৎ) রূপ অনুভবে যৎ যৎ-স্বরূপে স্বতঃস্ফুরিত হয়, তাহাকেই সেই অত্যন্ত অর্থের সহিত সম্যানকারিতার সাদৃশ্যবশতঃ "স্মৃতি" বলিয়া জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন। যেমন পবনস্পন্দন ব্যজনাদিহেতু পাইলেও হয়, আর না পাইলেও তদ্রূপ উদ্বোধক হেতু পাইলেও লব্ধ হউক আর নাই হউক, সংবিৎ সকলের স্ফুরণ হইয়া থাকে, সেই অনুভববৃত্তি উপলক্ষিতই সংবিৎ কালান্তরে স্মৃতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যেরূপ তোমার এই অবয়ব সকল মনঃ তৎপ্রবণ হইলেই স্ফুরিত হয়, আর মন অন্যপ্রবণ হইতে স্ফুরিত হয় না, সেইরূপ উদ্বোধকের কদাচিৎ অবধান বলিয়া কাকতালীয়বৎ ঐ অবয়বভূত সংবিৎ সকল কাকতালীয়বৎ প্রতিভাত হয়। সুতরাং উহার সর্ব্বদা স্ফুরণ নাই, সুধীগণ তাহাদিগেরই স্মৃতি নাম দিয়া থাকেন। যেমন স্বপ্ন ইন্দ্রজালাদিতে মিথ্যাজ্ঞানময় ঘটপটাদি বর্ত্তমান, তাহার ন্যায় আত্মাতে সর্ব্বাত্মিকা সকল সংবিৎ বর্ত্তমান আছে ঐ স্বপ্ন ঐন্দ্র-জালাদিতে যেরূপ ঘটপটাদি মিথ্যাজ্ঞানময়, তাদৃশ ভ্রমাত্মক স্মৃতি-

পদার্থের আর কি বিচারিত হইবে? অতএব দৃশ্যের অভাব-নিবন্ধন, সেই অভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির স্মৃতি নাই জানিবে। ২৩—২৯। সেই তত্ত্ববিৎ স্বীয় দৃষ্টিতে এই জগৎস্থিতি এক ঘন চিদ্ব্যোমমাত্র অবলোকন করেন, সুতরাং সেই তত্ত্ববিৎ নিজেও এক ঘন বলিয়া একই নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করেন। আর অজ্ঞের নিকটে এই দৃশ্য এখন যেমন দেখা যাইতেছে, তদ্ভাবেই অবস্থিত। আমি সেই তত্ত্বজ্ঞগণের স্থিতি বা মোক্ষের উপায় কখন কিছুই জানি না, অতএব সেই অজ্ঞ যদি দৈবাৎ সাধন-চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া সন্দেহবশতঃ (যাবৎ) জিজ্ঞাসুর ন্যায় হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত না উহার দৃশ্য, স্মৃতি, সংস্মৃতি নিবৃত্ত হয়, সে পর্য্যন্ত গুরু মোক্ষকথা বলিবেন ও বলিয়া থাকেন, অজ্ঞগণ যেমন তত্ত্বজ্ঞগণের স্থিতি বিষয়ে কিছুই অবগত নহে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ হইলেও আমরা অবিদ্যা, মূর্খতা ও মোহের অত্যন্ত অসম্ভবতাপ্রযুক্ত অজ্ঞ নিশ্চয় জ্ঞাত নহি, কারণ যাহা যাহার বিষয়ে নাই, তাহা তাহার অনুভূত হয় না, সূর্য্যের রাত্রি অনুভব কি করিয়া হইতে পারে, বল। স্মৃতির হেতু সংস্কার, এখন তাহারই স্বরূপ কি, তাহা প্রথমতঃ অনুধারণ করা উচিত। অন্তঃকরণোপহিত চিন্মাত্রে বাহ্যবস্তু স্বরূপাত্মক যাহা কিছু প্রতিফলিত হইবে, তাহা যদি পুনঃপুনঃ ব্যবহার দ্বারা অভ্যস্ত হয়, তাদৃশ অর্থ সাদৃশ্য হেতু যে বাসিত—অর্থাৎ বাসনাময় চিত্ত, তাহাই সংস্কার বলিয়া কথিত। তাহাতে পরিকল্পনীয় নিখিল বাহ্যপদার্থ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আত্মস্বভাবে পরিণত হইলে বাধিতের অনুবৃত্তি দ্বারা পটন্যায়ে আভাসমান হইলেও বস্তুতঃ তাহার অবস্থিতি থাকে না, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞগণের চিত্তে তাহার সংস্কার মার্জ্জিত হওয়ায় আর স্থান পায় না, অতএব তাহার সংস্কার আর তত্ত্বজ্ঞগণের সম্ভবপর হয় না। এইরূপে কখনই জগৎ পদার্থ কিছুই সম্ভবপর নহে। এতৎ সমস্তই মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরমার্থতঃ নহে, যখন এই অর্থ সিদ্ধান্তসিদ্ধ হইল, তখন স্বপ্নেও সর্গাদিতে সেই স্বাত্মস্বভাবস্থ পরম চিদাকাশই সৃষ্টিপর্য্যায়গত হইয়া এই জগৎরূপে অবভাসমান হয়। সুতরাং সেই চিদ্ব্যোমই এই জগৎরূপে আভাত; তাহা কখনই সৎস্বরূপ হইতে বিচ্যুত নহে। উহা নিজ নিজ স্বরূপেই এইরূপে আভাত, অথবা সর্গাদি স্ফুরিত হইলে মিথ্যা স্ফুরিতবৎ হইলেও এই জগৎ অসৎরূপ, উহা ব্রহ্ম হইয়া অবস্থিত। (অর্থান্তর), সর্গাদি স্ফুরিত হইলে উহা মিথ্যা স্ফুরিতবৎ হইয়া অসৎরূপে সংস্থিত হইলেও উহা সেই সৎস্বরূপই। অতএব কোথায় হেয়াহেয়াদিপ্রতিভাস কিরূপে বা কি কারণে হইবে? এই জগৎ পদার্থ কিছুই সাকার নহে বা শূন্যাত্মকও কখন নহে। কারণাভাব নিবন্ধনই ইহা পরমাত্মার স্বরূপেই প্রতিভাত, শূন্যাত্মকতার প্রত্যাখ্যান এই জন্যই করিতেছি যে, বস্তুর আকার থাকিলে যে দুঃখ, মরণেও তাহা হইয়া থাকে; (স্ত্রী পুত্রাদির মৃত্যু স্মরণেও দুঃখ দেখা যায়)। ৩০—৪১। যখন এই উভয়ই অসৎ, তখন বন্ধন নাইই জানিবে; পঞ্চভূতের অন্যতম আকাশসন্নিভ শূন্যস্বরূপ চিদাকাশে ভুবন অর্ক অচলাদি স্বস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই যথাস্থিতভাবে—অর্থাৎ জীবন্মুক্তগণের ব্যবহারক্রম হইয়া অবস্থিত। এবং এই যথাস্থিত উগ্র দিক্-কালসমন্বিত জগৎ স্বস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া ঐ চিদাকাশে অবস্থিত। স্বপ্নপ্রপঞ্চ দৃষ্টান্তও এ বিষয়ে সুসদৃশ। দেখ, এক স্বানুভব মাত্রই যাহার স্বরূপ, সেই প্রাসাদ-বাগ্নগরও স্বস্বরূপ অপরিহার্য্য চিদাকাশের গর্ভস্থ ঐ চিদ্ব্যোমেরই স্বরূপ। দেখ, তাহাতে পৃথ্বী-আদির অভাবই বা কোথায়? আর পৃথ্বী আদিই বা কোথায়? তাহা কেবল শান্ত চিদাকাশই আত্মাতে বর্ত্তমান। "সর্ব্বাদৌ" পাঠে সকলের আদিতে, আর "সর্গাদৌ" পাঠে সৃষ্টির আদিতে ও স্বপ্নকালে পৃথ্বী আদির সম্ভাবনা কোথায়? ব্রহ্মসত্তা জগৎস্বরূপ হইতে উৎপন্ন হইয়াই যেন নিজেই নিজস্বরূপে পৃথ্বী আদি নাম করিয়া থাকেন, পরে তাহাই সত্যার্থপ্রদ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহা শূন্যাত্মকও নহে বা সাকারও নহে, কারণ পৃথ্বী-আদি একান্তই অসম্ভব। অতএব উহা ভ্রান্তি বা বিবর্ত্তাদি কিছুই নহে, ঐ জগৎ কেবল ব্রহ্মাত্মই জানিবে। এই ব্রহ্মই সুন্দর স্বরূপে স্ফুরিত, সেই জগৎরূপগ্রাহি-ব্রহ্ম সৃষ্টি ও প্রলয়ে আত্মাতে অধিকৃত স্বভাবনিষ্ঠ একই, এই ব্রহ্ম দৃশ্যাত্ম হইয়া প্রতিভাত ও গোচরীভূত হইলেও উহা নির্ম্মল নভঃই, অজ্ঞান বশতঃই উহা অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি-প্রলয়ময়াত্মক হইয়া উদিত জানিবে। ৪২—৪৮।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭২॥

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—যদি স্বপ্রকাশ চিৎচমৎকারই জগৎ, তাহা হইলে সেই সর্ব্বানুভবস্বরূপ অনন্ত সর্ব্বাত্মা আত্মতত্ত্বের সর্ব্বত্রই অহং-ভাবে আগ্রহ হওয়া উচিত, দেহেতেই অহংভাবে কেন অতিশয় অভিনিবেশ আর অন্যত্রই বা কেন নহে, ইহার নিয়ম কিরূপ? যখন চিৎস্বরূপ নিজের চিদ্ভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না ও যখন চিদ্ভিন্নরূপ স্বীকার করা যায় না, তখন কিরূপে চিদ্রূপের স্বপ্নাদিতে চিদিতর পাষাণ-কাষ্ঠাদিভাব গ্রহণ বা তদ্বিষয়ে আগ্রহ হইল? আরও যখন চিদ্রূপ সর্ব্বাত্মক, তখন এই পাষাণ-কাষ্ঠাদিতে কিরূপ অস্তিত্বাভাব উৎপন্ন হইল? কারণ, চিত্তের অপহ্নব সম্ভবপর নহে, আর তাহাতে অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সেই সর্ব্বাত্মক চিত্তের বিরুদ্ধ অচিদ্রূপ (জড়রূপ) পাষাণাদি অস্তিত্ব গ্রহণই বা কিরূপে করিতে সক্ষম হয়? তদ্বিরুদ্ধ স্বীকার করিলে ত আর ঐ চিদ্রূপের সর্ব্বাত্মতা থাকে না। বশিষ্ঠ বলিলেন —(শরীরীর সর্ব্বশরীরে অহংতা প্রথা সমান হইলেও হস্তেই হস্তত্ব ও পাদেই পাদত্ব থাকে, অন্যত্র কখন জাতি কর্ম্ম বা সংস্থানাদির ব্যবস্থাগ্রহ হয় না। ইহা কেবল অনাদি তত্তদাকার-সংস্কারব্যবস্থাতেই হইয়া থাকে, অন্য কোন কারণ নাই) যেমন শরীরীর হস্তে হস্ততারই আগ্রহ, সেইরূপ সেই সর্ব্বাত্মার দেহে দেহভাব—অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন-অহংতার আগ্রহ জানিবে। কেবল যে প্রাণীর, তাহা নহে; বৃক্ষ আকাশাদিতেও অবিনাশি-জীব সন্তানিবন্ধন বৃক্ষের পত্রে পত্রতার আগ্রহ, সেইরূপ সেই সর্ব্বাত্মারও বৃক্ষে বৃক্ষতার—অর্থাৎ বৃক্ষত্বের আগ্রহ জানিবে। আকাশের যেমন শূন্যে শূন্যতার আগ্রহ, তাহার ন্যায় সেই সর্ব্বাত্মার মণিমুক্তা-স্বর্ণাদি (ধন) দ্রব্যে দ্রব্যতার—অর্থাৎ প্রযত্নে উপার্জ্জনীয়তা লক্ষণ দ্রব্যতাতে আগ্রহ বর্ত্তমান। ১—৫। উপা-দানীভূত অরূপ চিত্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া অরূপ হওয়া উচিত হইলেও স্বপ্নপুরে সাকারতায় যেমন স্বপ্নভোক্তার আগ্রহ, ঐ

সর্ব্বাত্মায়ও সেইরূপ স্বপ্ন-জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের আগ্রহ। গিরিরাজপুরে প্রস্তরাদিতে প্রসিদ্ধ আগ্রহের ন্যায় ঐ সর্ব্বাত্মীয় তদভিমানিতা অবস্থায় অদ্রিতায়ও পুরতার আগ্রহ জানিবে। যেমন চেতনরূপে অভিমত শরীরের কোন আদিতে যেমন অচেতনত্ব আগ্রহ, সেইরূপ চিদ্রূপেরও সর্ব্বাত্মা হইলেও কাষ্ঠপ্রস্তরাদিতে অচেতনত্ব আগ্রহ, (চিৎ কখন চিত্ত পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং চিত্তের অচিত্ত পরিগ্রহ অসম্ভব ঘটে, কিন্তু মায়াগত আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা অঘটিতেরও ঘটনা হইয়া থাকে, অতএব আর অসঙ্গতা থাকে না)। স্বপ্নে যেরূপ চিত্তের নিকট হইতে কাষ্ঠপ্রস্তরাদিভাব ঘটে, সৃষ্টির আদিতেও সেইরূপ চিদাকাশের অবয়বাদিভাব হইয়া থাকে। আরও মায়াশবল পুরুষের একই বস্তু, চেতন, অচেতন, এই উভয়াত্মক বলিয়াই তদীয় পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত দেহ আকার ভাস্বর ও নখ কেশ জল আকাশাদি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া উভয় ব্যবহারেই প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে যেমন কোন বিরোধ নাই, তাহা যেমন একই, সেইরূপ সেই সর্ব্বাত্মার একই শরীর—চেতনাচেতনাত্মক হইয়া জঙ্গম-স্থাবরময় হইয়াছে, কিন্তু তাহা নিত্য একই ও কোন কালেই তাহার আকার নাই। যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট, অর্থ সংভ্রম স্বপ্ন জ্ঞান হইলে তাহা আর পুরুষের থাকে না। তাহার ন্যায় সম্যক্ জ্ঞানবানের এই যথাস্থিত জগৎ শান্ত হয়, আর তাহার নিকট এই বিরুদ্ধধর্ম্মাত্মক জগৎ থাকে না। ৬—১২। স্বপ্নদ্রষ্টার প্রাতঃ প্রসিদ্ধ যে প্রবোধ, তাহাই "পৃথক্ আর দ্রষ্টা বা দৃশ্যতা নাই, সমস্তই মৌন চিন্মাত্রাকাশই" এই নির্ণয়ে সমর্থ। সহস্র সহস্র কোটি কল্প সৃষ্টি গমনাগমন করিতেছে, কিন্তু যে সকল চিদাকাশে সমুদ্রে জলাবর্ত্তের ন্যায়—অর্থাৎ এইরূপ সহস্র কোটি অধ্যায়ে অধিষ্ঠানের এক রূপতায় হানি হয় না। সমুদ্রে জল যেরূপ তরঙ্গাদিতে নিজ শরীর নানাবৈচিত্র্য স্ফুরণময় করিয়া থাকে, সেইরূপ চিৎস্বরূপ স্বীয় মায়াশবলই চেতনে এই সৃষ্টি আদি নানা সংজ্ঞা করিয়া থাকেন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে, সেই সকল জন নিশ্চয় ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞের প্রতি এই যথাস্থিত বিশ্ব সর্ব্বদাই অনাময় ব্রহ্ম। তরঙ্গ যদি যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, "আমি তরঙ্গ নহি আমি জলই" তাহার আর তরঙ্গতা কোথায়? যখন ব্রহ্মেরই তরঙ্গত্ববৎ—অর্থাৎ তরঙ্গ সদৃশ জগৎ সদৃশ আভান, তখন কি তরঙ্গতা আর কি অতরঙ্গতা উভয়ই ব্রাহ্মী শক্তি স্থিরতা লাভে অবস্থিত জানিবে। স্বস্বরূপ অপরিহারী চিদাকাশের অন্যান্য ধর্ম্ম বিনিময়ে চেতনাভাব ব্যতিক্রমে যে মনঃ সমষ্টি উপহিত রূপ প্রকাশ পায়, হে রাম! তাহাই মন, ব্রহ্মা, ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়া থাকে, ইহাই পিতামহের নাম। এই রূপ সেই প্রজাপতি আদ্য নিরাকার নিরাময় চিন্মাত্র স্বরূপ সঙ্কল্প নগরবৎ কারণ বিবর্জ্জিত জানিবে। যে হেমাঙ্গদ (সুবর্ণ কেয়ূর) নিজের "অঙ্গদত্ব নাই" ইহা বুঝিতে পারে, তাহার অঙ্গদত্ব কোথায়? শুদ্ধ হেমতাই (সুবর্ণত্ব) বর্ত্তমান থাকে। সেই অজ চিন্মাত্র শূন্যদেহে যে সঙ্কল্পমাত্রাত্মক অহংতা জগৎ আদি প্রতিভাত, সেই ব্যষ্টি অস্মদাদিও সমষ্টির চিন্মাত্রতা নিবন্ধন চিন্মাত্রই; ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। চিদাকাশে যে সকল চিচ্চমৎকৃতি প্রতিভাত হয়, তাহা শূন্যতাই এবং সেই সকলই এই সৃষ্টি সংহার স্থিতি ব্যাপার সংবিৎ (জ্ঞান) জানিবে। চিন্মাত্রগগনের যে স্বয়ং নির্ম্মল কচন (স্ফুরণ) তাহা স্বতঃই স্বপ্নান্ত ইহা চিত্তামাত্র এবং তাহাই এই হিরণ্যগর্ভ প্রপিতামহ। এই আদ্যন্তবিহীন সৃষ্টি প্রলয় বিভ্রম তরঙ্গবৎ সেইরূপে সর্ব্বদাই স্ফুরিত হইতেছে। ১৩—২৪। চিদাকাশের যে কমনীয় কচন, তাহাই বিরাট্ নামে অভিহিত, সেই বিরাটের মনঃ স্বরূপ হিরণ্যগর্ভও যে ভুবন ভূত গ্রামাদি করিবেন, তাহাও স্বপ্ননগরবৎ জানিবে। সেই বিরাট্ই সৃষ্টি ও সেই বিরাট্ই স্বপ্ন, এবং সেই স্বপ্নই জাগ্রৎ ব্যষ্টি-সমষ্টি দেহ। যেমন ঘন সুষুপ্তই নিদ্রাতিশয় লক্ষণ তিমিরভাবে স্বপ্ন সংবেদন (স্বপ্ন জ্ঞান) হয়, সেইরূপ প্রলয় তিমিরাবৃত আত্মাই স্বর্গ সংবেদন হইয়া থাকেন। অবান্তর প্রলয়রূপ যে চতুর্ম্মুখের রজনী, প্রথম বলিয়া তাহাই সেই বিরাট্‌বেশধারী পরমাত্মার কেশরূপে উদিত, প্রকাশ ও তমঃ—অর্থাৎ দিন ও রাত্রি ও কাল ক্রিয়া তাঁহার অঙ্গসন্ধি। অগ্নি তাঁহার আনন, স্বর্গ তাঁহার মস্তক, আকাশ তাঁহার নাভি, পৃথিবী তাঁহার চরণদ্বয়, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার দৃষ্টিযুগল ও পূর্ব্ব পশ্চিম দিক্ তাঁহার কর্ণদ্বয়। এই রীতিতে মনঃকল্পনাই বিরাট্ আকারে বিজৃম্ভিত হইয়াছে। এইরূপে সেই বিস্তৃতাকৃতি বিরাট্ পুরুষ সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হইলে আমাদিগের সঙ্কল্প শৈলসন্নিভ স্বপ্নাকৃতিতে অবস্থিত ব্যোমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হন (সুতরাং প্রপঞ্চশূন্যতাই পরমার্থ জানিবে)। চিদাকাশে যাহা চেতনাত্মক জীবভাবাপন্ন হইয়া স্বতঃ দেদীপ্যমান হয়, তাহাই এই জগৎ, সুতরাং আত্মাই অনুভূত হইয়া থাকেন। বিস্তীর্ণ চিন্ময় আকাশই এইরূপে বিরাট্ স্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন (বা এইরূপে দেখিলে বিরাট্‌স্বরূপ চিন্ময় আকাশই প্রতিভাত হইতেছেন), আর এই যে নগনাগময়াত্মক জগৎ, উহা নগনাগময়াত্মক স্বভাব স্বপ্ননগরমাত্র। স্বপ্নপ্রাপ্ত নট যেমন স্বীয় আত্মাকেই স্বাতিরিক্ত নাট্য দর্শক সমাজে পরিপূর্ণ স্বপ্ন দেশ কল্পনা করিয়া তাহাতে নিজের নাট্য নিজেই অনুভব করে, সেইরূপ অনুভবকারী চিদাত্মাই স্বীয় স্বরূপকে অনুভবৈকরস সত্য স্বাত্মাকেও মায়াবরণে অস্তিত্ববিহীন সত্যের ন্যায় করিয়া সেই স্বাত্মাকেই ইয়ত্তায় পরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চভাবে অনুভব করেন। শুদ্ধ ব্রহ্মপর সর্ব্বজ্ঞেশ্বরপর ও উপাসকপর বৈদান্তিকগণ, দিগম্বর আর্হতগণ, কাপিলযোগি-সাঙ্খ্যগণ, ও সৌত্রান্তিকাদি সৌগতগণ ইহাদিগের যাঁহারা গুরু ব্যাস, অর্হৎ, কপিল, পতঞ্জলি, বুদ্ধ ও পশুপতি বা আগমশাস্ত্রনির্ম্মাতা ভৈরব এবং বৈষ্ণব হিরণ্যগর্ভাদি আগম নির্ম্মাতা বিষ্ণু প্রভৃতি কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের স্ব স্ব আগমে প্রতিপাদিত যে যে দৃক্, তৎসমস্তরূপে অস্মদভিমত ব্রহ্মই আত্মকলায় তত্তদ্ বাসনা লক্ষণ তদাত্মকরূপে নিত্য স্ফুরিত হইয়াছেন। আর সেই সকল বাদিগণের স্ব স্ব নিশ্চয়ানুরূপ স্বর্গ পারলৌকিসুখরূপ এবং অখিল ঐহিক সুখরূপ সকল ফলই তত্ত্ববিদের নিকট ব্রহ্মই হইতেছেন। কারণ তাদাত্ম্যরূপেই সেই সেই ফল হয়, ইহা সেই বাদিগণের অভিপ্রেত, ঐ ব্রহ্মের এইরূপই মহিমা প্রসিদ্ধ, কেন না, ব্রহ্ম এইরূপ মায়শবলস্বরূপ সর্ব্বাত্মক। ২৫—৩৪।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যখন সৃষ্টির আদিতে কেবল চিৎই স্বপ্নবিৎ সংবিত্তিতে জগৎএই অবভাস—অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানেই সত্যের ন্যায় ভান হইতেছে, ইহা সাধিত হইয়াছে, তখন জগন্ময় ব্রহ্মই এই প্রবোধে কৈবল্যসিদ্ধ হইলে সৃষ্টি ব্রহ্মাব্ধির তরঙ্গ, আর সংবেদন তাহাতে দ্রব,—অর্থাৎ অজ্ঞপ্রসিদ্ধ দুঃখাত্মক সর্গ-বোধে তাহা প্রমার্জ্জিত হয়, তবে যে তাহার পরেও জীবন্মুক্তদিগের ব্যবহারের জন্য জগৎ প্রসিদ্ধ, তাহা কেবল আনন্দ সচ্চিদেকরস বলিয়া অন্য সর্গ, তাহা সুখাদিময়, তাহাতে দ্বৈত ঐক্য আদি অন্য অন্য অসুখরূপ কি কারণ হইতে পারে? যেমন স্বপ্নে সুষুপ্তি স্বপ্ন ইত্যাদি ভেদাভাস থাকিলেও তাহাতে নিদ্রেকরসতার হানি নাই, উভয়ই একই নিদ্রাশূন্যময়,—তদ্রূপ বিদেহমুক্তি জীবন্মুক্তি ভেদ-প্রতিভাস হইলেও তাহাতে সুখৈকরসতার হানি নাই, দৃশ্য-অদৃশ্যাংশ সমস্তই চিদাকাশের একাত্মরূপ। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট-নগর যেরূপ বাধিত হয় তাহার ন্যায় এই জগৎ বিবেকি-কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়া বাধিত হইলে আর সেই বিবেকীর ইহাতে কি আস্থা থাকিবে? সুতরাং বিদ্বানের বাধিত বিষয়ে আস্থা নাথাকাই দুঃখাভাবের হেতু। জাগ্রদবস্থায় যেমন বিবিধ স্বপ্ননগর-বাসনা সত্যভাবে জাগরূক থাকিলেও তাহা অসত্য সেইরূপ এই জাগ্রদবস্থায় ভোগাভোগের জন্য আবির্ভূত বাসনাও সত্য হইলেও অসত্য,—অর্থাৎ দগ্ধবস্ত্রের ন্যায় বাসনামাত্রে অবস্থিত ভোগাদি কখন দুঃখের নিমিত্ত হইতে পারে না।

আর তুমি যদি বল যে, "জগতের ভ্রান্তিমাত্র স্বরূপ হইলেই তত্ত্বজ্ঞানে সেই ভ্রান্তিমূল অজ্ঞানের উচ্ছেদে তাহার বাধা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতি পরমাণু-আদি কারণান্তর স্বীকার দ্বারা অন্যথার উপপত্তি করিলেও ভ্রান্তিময়তার কল্পনা না করিলে ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জগৎ বাধিত হইতে পারে না, তাহা হইলে দুঃখ হইবেই" কিন্তু তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ,—) যদি তুমি ঐ প্রকার অন্যথা উপপত্তি দ্বারাই কারণ কল্পনা কর, তাহা হইলে যাহা স্বপ্নজগতে প্রসিদ্ধ ও যাহা লাঘব এবং "বাচারম্ভণম্" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ, সেই শীঘ্রই উপস্থিত হয় বলিয়া অতি সন্নিহিত জগতের ভ্রান্তিমাত্রতাই কেননা কল্পনা করিতেছ। ১—৭। আরও "বাচারম্ভণম্" ইত্যাদি শ্রুতিদর্শিত ন্যায়ে পর্য্যালোচনা করিলে, মৃত্তিকা সূত্রাদির ব্যতিরেকে ঘট-পটাদি দেখা যায় না। সুতরাং স্বপ্নজগতের ন্যায় তদ্বিষয়ে "স্বকীয় এই ভ্রান্তি", ইহা প্রত্যক্ষ অনুভত হইয়াই থাকে। কারণ কিন্তু অনুমান সাধ্য, প্রত্যক্ষ অনুভব অপেক্ষা অনুমান বলবত্তর কোথায় দেখা গিয়া থাকে, যে অনুমানের বলে প্রকৃতি পরমাণু-আদির সিদ্ধ হইবে। আরও জগৎ যে স্বপ্নশৈলবৎ অন্তর্ভ্রান্তিময়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদৃষ্ট কারণীভূত লক্ষণও আছে, কেননা এই জন (স্রষ্টা) আত্মাতে অভিলষিত-পদার্থের সৃষ্টিতে বা অনিষ্টের সৃষ্টি-নিবারণে প্রভুত্ব দেখাইতে পারেন না। তিনি "আমি সমর্থ নহি" ইহাও অনুভব করেন এবং তিনি পূর্ব্বে যাহা নির্ণয় করেন, তাহা তিনি যে নিশ্চিতই দেখেন, তাহা নহে, কারণ অকস্মাৎ যাহা কিছু আবির্ভূত হয়, দেখিতে পান, সৃষ্টি যদি কারণান্তরের অধীন হইত, তাহা হইলে সকলে তাদৃশ কারণসম্পত্তিমধ্যে আপনার অভিলষিতই সৃজন করিতে সক্ষম হইতেন, অনিষ্টেরও নিবারণ করিতে পারিতেন এবং আকস্মিক দৃশ্যও দেখিতেন না, অতএব ঐ ত্রিবিধ লক্ষণের অন্যথা উপপত্তি যখন হয় না, তখন ইহা স্বপ্নশৈলবৎ অন্তর্ভ্রান্ত্যাত্মকই সিদ্ধ হইল। (অতএব জগৎবাধিত না করিয়া নির্ব্বিকল্পসমাধি পর্য্যন্ত ধ্যান মাত্রেই যাঁহারা নিস্তার হইবে মানেন, সেই সকল যোগিগণও নিরস্ত হইলেন, কারণ যোগিগণের আত্মা আনন্দ চিদ্রূপ শূন্যাবস্থায় থাকে, সাক্ষাৎ অনুভূত হইলেও পুরুষার্থবিহীন, অতএব তাহার সাক্ষাৎকার কল্পনে প্রয়োজনের অভাবপ্রযুক্ত নিত্যানুমেয় সেই নিত্যপরোক্ষ ভ্রান্তিজ্ঞানকল্পে জড়তাই অবশিষ্ট থাকে), তাহাতে চিত্তের নির্ব্বিকল্পসমাধি-সম্পন্ন হইলেও তাহা পরম জড়তা মাত্রই, আর সবিকল্প-সমাধিসম্পন্ন হইলেও তাহা ত সংসারই। সুতরাং সেই ধ্যান ও তাহাতে সম্পন্ন সমাধি কোন পুরুষার্থস্বরূপই নহে। সচেত্য (সাকার) ধ্যান সংসার, আর অচেত্য (নিরাকার ধ্যান) জড় শিলার ন্যায় স্থিতিপ্রদ বলিয়া, পাষাণস্থিতি (পাষাণোপম) আর অন্যের (বৈশেষিকাদির) অভিমত মোক্ষপর্য্যবসায়ী যে জ্ঞান, তাহা ত মোক্ষ অর্থাৎ পুরুষার্থ নহে, বিকল্পাত্মক সচেত্য জ্ঞান তদপেক্ষা মোক্ষেতর, তাহাতে আর বন্ধনে কিছুই বিশেষ নাই। জড়শিলাসন্নিভ নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা সাংখ্যাভিমত ভিন্ন অন্য কিছুই অস্মদভিমতলব্ধ হয় না, তাহাতে যদি লাভ করা যায়, তাহা হইলে নিদ্রা দ্বারাও লাভ করা যাইতে পারে, কারণ ঐ উভয় অবস্থাতেই চিত্তচাঞ্চল্য নিবৃত্তি ও অজ্ঞানাবরণ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব সম্যক্ পরিজ্ঞান সকল সৃষ্টি আদিই ভ্রান্তিমাত্র, কারণ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিবেকীর পক্ষে সৃষ্টিঅত্যন্ত অসম্ভব, সেই জ্ঞানে ভ্রান্তিহেতু অজ্ঞান নাশসহকারে উক্ত বিবেকীর যে জীবন্মুক্তার উদয় হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্প-সমাধি, তাহাই অনন্ত নির্ব্বাণ, তাহাই যথাবস্থিত অবিক্ষুব্ধ সর্ব্বভাসন আসন, তাহাই অনন্ত সুষুপ্ত, তাহাই তুরীয়, তাহাই নির্ব্বাণ ও তাহাই মোক্ষ, (ফলে তাহাই সকলের স্মরণ)। ঐ যে সম্যক্ বোধৈকঘনতা, তাহাই ধ্যান বলিয়া কথিত এবং ঐ বোধই "নান্যৎপশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতিসম্মত দৃশ্যবিরহিত (অদৃশ্য) পরম পদ। তাহা গৌতম-কণাদাদি স্বীকৃত মুক্তির ন্যায় শিলাবৎ জড়তা নহে বা হিরণ্যগর্ভ-আদি সম্মত প্রকৃতিপ্রলয়বৎ সুষুপ্ত সদৃশ নহে। কিংবা পাতঞ্জলাদি-কথিত নির্ব্বিকল্পমাত্র নহে, অথবা পঞ্চরাত্র পাশুপতাদির অভিমত মুক্তিবৎ সবিকল্প নহে বা বৌদ্ধগণাভিমত অসৎ—অর্থাৎ নিরাত্মতা লক্ষণ শূন্যও নহে। ৮—১১। তবে তাহা কি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহাতে দৃশ্যের অত্যন্ত অসম্ভব, উহা তাদাত্মক আদ্য বেদন, এবং উহাই "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" এই শ্রুতিসম্মত সমস্ত। আবার উহাই 'নান্যৎ পশ্যতি' ইত্যাদি শ্রুতিকথিত অকিঞ্চিৎ—অর্থাৎ কিছুই নহে। হে রাম! তাহা তদ্বৎই বিদিত আছে, সম্যক্ প্রবোধে তাহা পরম নির্ব্বাণ, আবার তাহাতেই এই যথাস্থিত বিশ্ব বিলীন হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাই সর্ব্ব ও তাহাই অকিঞ্চিৎ—অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহাতে এই নানা-বৈচিত্র্য রহিয়াছে। অথচ তাহাতে এই নানা-বৈচিত্র্য কিছুই নাই, তাহা কিছুই নহে, অথচ তাহাই কিঞ্চিৎ—অর্থাৎ তাহা কিঞ্চিৎ বলিয়া এই জগৎও কিঞ্চিৎ বলিয়া বোধ হয়। সেই বস্তুসমগ্র সদসত্ত্বের চরম সীমায় পর্য্যবসিত। (একখানি বস্ত্রই তাহার দৃষ্টান্ত) দেখ, বস্ত্র সৎ কি অসৎ এইরূপ নির্ণয় করিতে যাইলে সূত্র তাহার

চরমসীমা হয়, আবার সূত্রের সদসদ্ভাব অনুসন্ধানে কার্পাস আসিয়া পড়ে। এইরূপ ক্রমশঃ বীজ, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অন্তরুত করিতে করিতে সেই চিদাত্মাই চরমসীমায় পর্য্যবসিত হন। যাহাতে দৃশ্যজাল অত্যন্ত অসম্ভবপর এবং যাহা নির্ব্বাণ—অর্থাৎ সর্ব্ববিক্ষেপ-বিরহিত তাদৃশ শুদ্ধ বোধোদয়শালী (শুদ্ধ বোধোৎপন্ন) শান্ত নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অবস্থানই পরমপদ—অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ জানিবে। হে পদপদার্থজ্ঞ! এই শাস্ত্র হইতে যাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাদৃশ বোধশালী-পুরুষই সর্ব্বোত্তম জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধবোধ প্রাপ্ত হন; "বোধেন এই পাঠে"। এই শাস্ত্র হইতে বোধ দ্বারা উৎপন্নবুদ্ধি পুরুষ এই শাস্ত্র হইতে ইত্যাদি। সর্ব্বদা এই মোক্ষোপায়াখ্য শাস্ত্র কীর্ত্তন বা শ্রবণ করাইলে অধ্যাত্মশাস্ত্র-জ্ঞানরূপ উপায় লাভ ঘটে, তাহাতেই সর্ব্বোত্তম ধ্যানস্বরূপ শুদ্ধবোধ লাভ ঘটে অন্য কোন উপায়ান্তরে তৎপ্রাপ্তি ঘটে না। তাহা কি তীর্থপর্য্যটনে, কি দানে, কি স্নানে, কি ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্ত বিদ্যায়, কি ধ্যানে, কি যোগে, কি তপস্যা বা কি যজ্ঞ কিছুতেই লাভ করা যায় না। কারণ, এই সমস্ত যে সৎ বলিয়া জ্ঞাত হয়, তাহা ভ্রান্তিমাত্র, ভ্রান্তিবশতঃই অসৎ ও সৎরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। অনিদ্র চিদম্বরে শূন্যই জগদাকার স্বপ্ন, সুতরাং ঐ সকল স্বপ্নকল্প তপস্যা-তীর্থাদি দ্বারা ভ্রান্তি কখন নিবৃত্ত হয় না, তপস্যা-তীর্থাদি দ্বারা স্বর্গাদিলাভই ঘটে, মুক্তি নহে। এ সংসারে মোক্ষোপায়ভূত আত্মজ্ঞানময় শাস্ত্রার্থ সম্যকৃবুদ্ধি দ্বারা অবলোকিত হইলেই, ভ্রান্তি দূর হয়, অন্য কিছুতেই হয় না। আলোককারী (প্রকৃত তত্ত্বপ্রদর্শক) অমল শাস্ত্রার্থেই অখিল ভ্রান্তির একেবারে শান্তি ঘটে, সূর্য্যোদয়েই কৃষ্ণপক্ষের তামসীরাত্রির বিনাশ ঘটে। স্পন্দন যেমন বায়ুতে অবস্থিত এবং দ্রবত্ব যেমন জলে বর্ত্তমান, তদ্রূপ চিদাকাশে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের প্রতিভাস প্রতিভাত জানিবে। বটবীজাদি দ্রব্যের অন্তরে যেরূপ বটবৃক্ষাকার-ধারণ-চমৎকৃতি অবস্থিত এবং বায়ুর অন্তরে যেরূপ স্পন্দন-চমৎকৃতি বর্ত্তমান, বা যেরূপ বটবীজাদি দ্রব্যের অন্তরে বটবৃক্ষাকার ধারণ চমৎকৃতি, বায়ুর স্পন্দন চমৎকৃতির ন্যায় অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ মায়াশবল চিদাকাশের অন্তরে, এই যথাস্থিত জগতের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব অর্থাৎ—স্থিতিও অনন্তরূপিণী হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। ১৮—২০।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"এই সৃষ্টিস্থিতি অনন্তরূপিণী" এই কথা পূর্ব্বে বলায় সৃষ্টি চিত্তের শরীরই, এ আশঙ্কা তুমি করিতে পার না। কারণ, অদ্য চিদাকাশ স্বীয় অবিদ্যাবলে স্বপ্নকল্প হইয়া জীবভাবে সংসরণ করত "আমি দেব, আমি মনুষ্য" ইত্যাদি; দেহতাদাত্ম্যাধ্যাসের কাম, কর্ম্ম, বাসনাদি দ্বারা কারণ জানিবে। আর জীবোপাধি-সিদ্ধির পূর্ব্বে পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ে স্বপ্নাভতা-প্রাতিবিম্বের অন্য দৃশ্যের অসম্ভবতাপ্রযুক্ত নিমিত্তের অসিদ্ধি। সুতরাং সেই সৃষ্টিরূপ দৃশ্য সেই চিদ্ব্যোমের শরীর কি নিমিত্তে হইতে পারে। হে পাপসম্পর্ক-বিরহিত রাম! স্বর্গাদিতে সকল স্বপ্ন সংবিত্তিরূপ ব্যতিরেকে সৃষ্টি বা অন্তলোক দৃষ্টিগোচর হইলেও সিদ্ধ হইতে পারে না; অর্থাৎ স্বপ্নসংবিত্তিরূপেই জীবভাব সময়কালে সৃষ্টি-আদির সিদ্ধি, অন্য নিমিত্তে নহে। আরও চিদাকাশের বাস্তবিক জীবভাব বা জগদ্ভাব নাই, (যাহাতে জগৎ তদীয় শরীর হইবে); অনুভবৈকরস চিদাত্মা এই প্রকার অসৎ জগৎ হইয়া স্বীয় অবিদ্যায় ভাসমান হইয়া থাকেন, উহা স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গবৎ শান্তস্বরূপ কিছুই নহে, কেবল চিদ্ব্যোমমাত্র। যাহা জগদ্রূপে প্রতিভাত সেই জগদ্রূপী শূন্যাত্মাই, তাহা অনাদি-নিধন নির্ম্মল চিদাত্মই এইরূপে বর্ত্তমান (অতএব অনুভব অসৎ নহে)। এই পরমাত্মাই যে পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকেন, সে পর্য্যন্ত অবিদ্যাই মলস্বরূপ, সেই অবস্থাতে সংবরণ করত জীবের ন্যায় পৃথগ্‌বৎ হইয়া থাকেন। আর পরিজ্ঞাত হইলে নির্ম্মল ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হন, কারণ অনাদিনিধন পরম আকাশে আর মল কোথায়ও কিরূপে সম্ভবে? যাহা এই শুদ্ধবেদন, তাহাই স্বপ্ননগর ও তাহাই সর্গাদিতে জগৎ। কারণ সর্গাদিতে আর পৃথ্বী-আদির উৎপত্তি কোথায় বা কিরূপে সম্ভবপর, কারণের অসম্ভবতা-নিবন্ধনই জগতের স্বপ্নের সহিত সমতা। আকাশস্বরূপ চিদ্ব্যোমাত্মার অবভাসেরই এই সৃষ্টিরূপিণী পৃথ্বী-আদি কলনা ও মনোবুদ্ধি আদিভাব বিহিত জানিবে। জলের আবর্ত্তের ন্যায় ও বায়ুর স্পন্দনের ন্যায় চিদাকাশে অবুদ্ধিবশতঃ যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই জগদ্‌ভান, উহার কোনই ভিত্তি নাই। ঐ জগৎভানের পর জীবভাবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করত আমি হিরণ্যগর্ভ জগৎস্রষ্টা এইরূপ ঐশ্বর্য্যশংসী হইয়া বুদ্ধি-আদিও পৃথ্বী-আদি নামরূপ বিভাগরূপ মূর্ত্ত-অমূর্ত্তবহুল সত্য-মিথ্যাসমবেত কল্পনা করেন। ১—৯। যাহা নির্ম্মল অপেক্ষা নির্ম্মলতর, সেই মহাচিতি স্বয়ংই জগদ্রূপে ভাসমান হন, উহারই নাম সর্গ, অতএব জগৎ চিদাকাশই, অন্য নহে। হে রাম! এইরূপ পর্য্যালোচনায় বুঝা যায় যে, পৃথক্ অন্য কিছুই স্ফুরিত হয় না, সেই মহাচিতি সদাই নির্ম্মলা, এক চিন্মাত্ররূপ যে এক বস্তু, তাহারই কলন স্বাত্মায় স্বতই বিস্তৃত। চিদাকাশে চিদাকাশই বিরাজিত, তবে যে এই দৃশ্যের ন্যায় ও চিত্তের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, উহা তদীয় পূর্ণস্বরূপই, কেবল স্বপ্নবৎ চিত্ত দৃশ্যাদির ন্যায় অবস্থিত। (অর্থান্তর) চিদাকাশে চিদাকাশই বিরাজমান, তাহা অজ্ঞাত হইলেই তদীয় স্বীয় স্বমল শরীর বোধ হয়, বা অতিনির্ম্মল বপুঃ অজ্ঞাত হইলেই চিত্ত দৃশ্যাদির ন্যায় বোধ হয়, উহা স্বপ্নবৎ অবস্থিত জানিবে। যখন কোন বাদীই প্রকারান্তরে সৃষ্টির উপপাদনে অসমর্থ, ইহা যখন চরম নিষ্কর্ষ হইল ও যখন সত্যপদার্থ বা কারণান্তরের সত্তা নাই, তখন সর্গাদিতে চিদাকাশ স্বীয় আত্মাকেই স্বপ্নবৎ দৃশ্যরূপে অবলোকন করেন। তাহা স্বপ্নবৎ, ইহা কোন ধর্ম্মাক্রান্তই নহে, এবং উহা চিৎস্বরূপ হইতে ঈষৎ ভিন্নও নহে। অতএব নিশ্চয়ই চিদ্ব্যোমগগনাদিবৎ শূন্যতা মাত্র। যাহা এইরূপ, তাহাই সর্ব্বরূপবিবর্জ্জিত পরব্রহ্ম, তাহাই এক এবং তাহাই এই দৃশ্যরূপ, সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত এবং তাহা একরূপ হইলেও এই সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত। এই যে স্বপ্নে অনুভবগম্য বিষয়, তাহাতে আত্মাই স্বপ্নস্বরূপে ভাসমান; এই যে নানাবোধময় বালত্ব বোধ হয়, তাহা অনানাই, তাহা নির্ম্মল ব্রহ্মই। ব্রহ্মই স্বীয় চিদ্ভাব চৈতন্যপ্রযুক্ত আত্মাতে জীবভাবের ন্যায় কলনাকর ও নিজ নির্ম্মলরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই মনস্তাকে যেন প্রাপ্ত হন। এবং সেই মনঃসমষ্টিরূপে এই সমস্ত প্রপঞ্চ বিস্তার করেন, তাহা শূন্যাত্মক

শূন্যকেই বিস্তার করেন। এবং অবিকারী হইলেও বিকারি-জগৎরূপের ন্যায় হন। সেই মনঃসমষ্টিই স্বয়ং "হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা" বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনিই সর্গের হৃদয়ে অবস্থান করত অবিরত সৃজন করেন এবং অজস্র সংহারও করেন। ১০—১৯। পৃথ্যাদি-রহিত সেই মনোরূপ ব্রহ্মা স্বীয় অঙ্গবর্জ্জিত হৃদয়তেই যে জগৎ হৃদয়ে অবস্থান করেন, স্বপ্নে যেরূপ আত্মায় অন্তভাব গ্রহণ হয়, তাহার ন্যায় তিনিও সেই হৃদয়স্থ জগৎ হইতে স্বস্থ ত্রিজগৎভাব গ্রহণ করত স্বয়ংই প্রতিভাত হন, তাহা বাস্তবিক নিরাকার। নিজ অবিদ্যায় পরাভূত হইয়া সেই একই নিরাকার মন "অহং" আকারে দেহ জগৎরূপে অনন্তাত্মক হইয়া বোধাবোধরূপে অবস্থান করেন, এবং অবস্থান স্বয়ং অনুভব করেন। এ সংসারে পৃথ্বী-আদিও নাই, দেহও নাই আর দৃশ্যভাবও নাই, কেবল সেই একই শূন্যস্বরূপ মন জগৎরূপে দেদীপ্যমান, বিচারপূর্ব্বক দেখিলে এ সকল কিছুই নাই, কেবল একমাত্র অতিঘন চিন্মাত্রই আত্মাতে আপনিই প্রতিভাত হইতেছেন ও হইয়া আছেন। যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হয়, কেবল সেই বাঙ্মনসের অগোচর আনন্দ লাভে নিশ্চলতাই অবশিষ্ট থাকে, সেই নিশ্চলতা ব্যবহার-কালে তদ্বৎ শূন্যস্বরূপে মূকবৎ বর্ত্তমান থাকে। অনন্ত পার পর্য্যন্তবিরহিত চিন্মাত্ররূপ পরম প্রেমাস্পদীভূত নিরতিশয় আনন্দঘনতা স্বয়ংই হইয়া থাকে, এবং এই প্রবুদ্ধ পুরুষোত্তম বিনা কারণে নিঃশব্দভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অবিদ্যাবৃত ব্রহ্মচৈতন্য যেরূপ অজ্ঞান বশতঃই দ্রবজলাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া আবর্ত্তাদি বিকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই ব্রহ্ম-চৈতন্যই অজ্ঞান বশতঃ জড় চিত্তবুদ্ধি-আদি করেন। যেমন অব্যয় স্পন্দন বায়ুরূপী আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ চিদা-ভাসলক্ষণ জীবসমূহ ও প্রত্যগ্রূপ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। হে জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ। অতএব চিদ্ব্যোম, ব্রহ্ম, চিন্মাত্র, আত্মা, চিতি, মহান্ পরমাত্মা, এই যে ব্রহ্মপর্য্যায়, ইহা জীবেরও পর্য্যায় বলিয়া জানিবে। ২০—২৯। অবিদ্যাবৃত ব্রহ্ম চক্ষুর ন্যায় উন্মেষ-নিমেষাত্মক বা বায়ুর ন্যায় স্পন্দাস্পন্দাত্মক। যেরূপ ঐ ব্রহ্মের প্রলয়াত্মক নিমেষ সেইরূপই তাঁহার সৃষ্টি আত্মক উন্মেষই জগৎ জানিবে। সুতরাং দৃশ্যই তদীয় উন্মেষ, আর দৃশ্য-ভাবই নিমেষ, যেমন উন্মেষ-নিমেষের সাধারণ চক্ষুর্গোলক একই অর্থাৎ নিমেষেও যে চক্ষুর্গোলক, উন্মেষেও সেই চক্ষুর্গোলক থাকে, সেইরূপ এই উন্মেষনিমেষের ক্ষয় হইলে এক সেই নিরাকার ব্রহ্মমাত্রই বর্ত্তমান থাকেন। অতএব নিমেষ-উন্মেষের একই পরমরূপ। চিতি হইতেই দৃশ্যের অস্তিত্ব নাস্তিত্বের স্ফুরণ হয় বলিয়া দৃশ্য সদসদাত্মক, চিতি কিন্তু সর্ব্বদাই একরূপে অবস্থিতা। নিমেষ-উন্মেষরূপী সৃষ্টিদেহাত্মক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া ও সেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া নিমেষ উন্মেষ হইতে ভিন্ন নহে বা উন্মেষও নিমেষ হইতে ভিন্ন নহে। অতএব এই যথাস্থিত জগৎ সম্পূর্ণ শান্তরূপ (নীরূপ) জানিবে। ইহার জন্মও নাই বা জরাও নাই। ইহা আকাশবৎ সৌম্য এবং ইহা নিমেষ-উন্মেষ সাধারণ ব্রহ্মরূপে একরস। যেরূপ আকাশ স্ব স্বরূপে অধ্যস্ত নীলরূপে ভাসমান হয়, সেইরূপ এই ব্যোমরূপ চিৎও অচিদাত্মকের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন, সেই চিৎই এই জগৎ নামে প্রতিভাত, সুতরাং এই জগৎ সেই চিদ্রূপেরই দেহ। উহার নাশও নাই বা উৎপত্তিও নাই, বা এই দৃশ্যের অনুভব ও নাই। কেবল সেই একমাত্র চিৎই অন্তরে স্বয়ং চমৎকৃতি করিতেছেন। এই যে দৃশ্যাত্মিকা মহা চিৎস্বরূপ মণির দীপ্তি, ইহা স্বীয় আকারমণি হইতে ভিন্ন না হইলেও ভানুকিরণ হইতে উষ্ণতার ন্যায় ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। সুষুপ্তিই স্বপ্নবৎ ভাসমান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টিবৎ প্রতিভাত হন, সকলই একই শান্তস্বরূপ, সেই একই বস্তু নানার ন্যায় স্ফুরিত রহিয়াছেন। ৩০—৩৮। সৎই হউক, আর অসৎই হউক, যাহা যখন চিৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, চিদা-ভাস তাহাই অনুভব করিয়া থাকে। আর জগতের জড়তার অন্যথায় অনুপপত্তি দ্বারা যদি তদনুরূপ প্রকৃতি-পরমাণু-আদি কারণ কল্পিত হয়, তাহা হইলে স্বপ্নে অভাত যে প্রপঞ্চ, তাহার প্রকৃতি-পরমাণু-আদি দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, সুতরাং আত্মারই জগদ্ভাব ব্যতিরেকে কিছুতেই অন্যরূপে উপপত্তি হইতে পারে না, (এইরূপে আত্মারই জগদ্ভাব স্বীকারে তন্ন্যায়ে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মই জগৎ-বেশ করিয়া থাকেন, আর প্রধান পরমাণু-আদি কল্পনা বিরুদ্ধ মাত্র)। যখন এই বিশ্ব প্রমাতীত পরস্বরূপ হইতেই অপৃথগ্ভাবে উদিত হইয়াছে, তখন ইহাই প্রমাতীত ও তখন কিছুই উদিত নহে, (এইরূপে জগতের অনির্ব্বচ-নীয়তা সিদ্ধ হইতেছে, ও অদ্বৈতভাবের কোন বিরোধই ঘটিতেছে না)। যাহার চিত্ত যাহার রসে মগ্ন থাকে, তাহার সেই বস্তু সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়, যে চিৎ এক ব্রহ্মরসে রসিক হইয়াছে, সে চিত্ত সমস্তই ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোকে সর্ব্বদা যদ্গতচিত্ত ও যদ্গতপ্রাণ হয়, সেই বস্তুকেই বস্তু বলিয়া অবগত হয় এবং তাহাই সম্যক্ জানিয়া থাকে। যে মন ব্রহ্মৈকরসিক হইতে পারে, ক্ষণকাল মধ্যে সেই মন সেই ব্রহ্মই হইয়া যায়, কারণ যাহার চিত্ত যাহার রসে রসিক হয়, তাহার সেই চিত্ত সেই বস্তুকেই সৎ বলিয়া জানিয়া থাকে। যে প্রাণীর চিত্ত দৃঢ়নিশ্চয় দ্বারা যে বস্তুতে উপনীত হইয়া বিশ্রান্ত হয়, তাহার সেই বস্তুই পরমার্থ সৎ হইয়া থাকে, অতএব ব্রহ্মজ্ঞ নাস্তিক স্বনিশ্চিত ব্যতিরিক্ত যে যাগ-দানাদি কার্য্য করে, তাহা কেবল লোকসংগ্রহ জন্য ব্যবহার নিমিত্তই অনিচ্ছুক হইয়া যেন বলপূর্ব্বকই করিয়া থাকে। আর এই মদুক্ত উপায়ে যদি এই জগৎ সম্যক্রূপে (সর্ব্বদা) অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে এই সমস্তই সত্তামাত্র, ইহাই দিষ্ট, এ জগতে দ্বিত্ব-একত্ব-কল্পনা কিছুই নাই। ৩৯—৪৬। অদৃশ্য (ব্রহ্ম) দৃশ্য, সৎ অসৎ, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, এই যাহাদিগের দৃক্, তাহাদিগের এ জগতে কর্ত্তা বা ভোক্তা জীব কেহই কোথায় নাই। আর যে নাই, তাহা ও নহে, কারণ সেই কর্ত্তা ভোক্তাই ত ব্রহ্ম। ঐ অনাদিনিধন-ব্রহ্মই স্বীয় আত্মায় এইরূপ জগৎপর্য্যায় গ্রহণ করত বর্ত্তমান। যেমন অজ্ঞ পথিকের চোরসন্দেহভ্রান্তি-আদির যোগ্য পথে স্থাণু বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ একঘন শান্ত ব্রহ্মই ঐ স্থাণুর ন্যায় আত্মাতে বর্ত্তমান। যাহা এই বুদ্ধিসমষ্টি হিরণ্যগর্ভাদি জগৎ, তাহাই এই নিরঞ্জন ব্রহ্ম, যাহা এই গগন, তাহাই এই শান্ত শূন্য জানিবে। নভোমণ্ডলে যেমন কেশোণ্ড্রকাদি সদসদাত্মক হইয়া বর্ত্তমান, সেইরূপ সেই পরস্বরূপে বুদ্ধি-আদি দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। আকাশে শূন্যতার ন্যায় সেই সর্ব্বসামান্যাত্মক ব্রহ্মে বুদ্ধি-আদি দেহাদি বেদনাদি ও ঘটপটাদির অভাব সমস্ত অনেক হইলেও অনন্তভাবে বর্ত্তমান জানিবে। এক নিদ্রাত্মা ব্যক্তি যখন সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নে গমন করে, তখন সে ব্যক্তি

স্বপ্নে সর্গস্থ হইলেও তাহার যেমন দ্বিত্ব হয় না, অথচ একত্বও থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও জানিবে। হে রাম! এইরূপে মহা-চিতির এই কান্তি (বা অবিদ্যা) প্রকাশ পাইয়া থাকেন ও পাইতেছেন, অথচ কিছুই প্রকাশ পাইতেছেন না (বা স্ফুরিত হইতেছেন না) সদা একই নির্ম্মলভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। চিদাকাশে স্বীয় নির্ম্মল বহু চিদাকাশই স্বপ্নের ন্যায় যথাস্থিত এবং চেত্য-দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। সহস্রবাদিগণেরও যখন সমস্ত অতিরিক্ত বস্তুর উপপাদনে শক্তি নাই, আর যখন সত্যপদার্থও কারণও নাই, তখন চিদ্ব্যোম স্বতঃই আত্মাকে সর্গা-দিতে দৃশ্যরূপে অবলোকন করেন (ইহা সর্ব্বথা সিদ্ধ হইল)। ৫৭—৭০। সর্গাদিতে সেই শূন্যাত্মাই দৃশ্যস্বরূপে প্রতিভাত হন, উহা বাস্তবিক নিরাকার—অর্থাৎ মূর্ত্ত আকার ও তদ্বিশেষ শূন্য, সেই ভান স্বপ্নসংকল্প মিথ্যা-জ্ঞানাদির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সম্যক্ ভ্রম মাত্র। সেই দৃশ্য স্বপ্নবৎ সর্ব্বধর্ম্মবিরহিত চিদ্ব্যোমই কারণ, তাহাতে অল্পমাত্রও ধর্ম্ম নাই (ভিন্নতে পাঠে তাহা ধর্ম্মাক্রান্ত বিকারী হইলেও সেই নির্গুণ হইতে অণুমাত্রও পৃথক্ নহে) পরমার্থবস্তু চিদাকাশের বিকারী ও ধর্ম্মাক্রান্ত-আকার অবিদ্যা-মাত্রই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাহা স্বপনগরসদৃশ প্রতী-তিতে ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও তাহার কোন ধর্ম্মই নাই, অথচ তাহার অধিষ্ঠান যখন সংমাত্র, তখন তাহা অনন্য অর্থ সংস্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে, কেবল অজ্ঞদৃষ্টিতে এইরূপ জগদাকারে নিরন্তর অবস্থিত। এই দৃশ্যস্বপ্ন গিরিবৎ স্বচ্ছ শূন্যমাত্র ইহা স্বীয় অধিষ্ঠান হইতে স্বল্পমাত্রও বিভিন্ন নহে বা হয় না, অতএব এক চিদাকাশমাত্রে পরিশিষ্ট চিদাকাশের গগন (ভূতাকাশ) হইতে সূক্ষ্মতা অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মতাই সিদ্ধ। যে পরব্রহ্ম সর্ব্বরূপ বিব-র্জ্জিত সেই পরব্রহ্মই এই সর্গরূপে অবস্থিত হইলেও সেই সর্ব্বরূপ বিবর্জ্জিতভাবেই স্থিত, (বা সেই এই পরমব্রহ্ম তাদৃশ সর্ব্বরূপ বিবর্জ্জিতভাবেই এই সর্গরূপে অবস্থিত)। "অথ রথান রথযোগান" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে স্বপ্নাবস্থাতেই জীব-কর্ত্তৃক সত্য (অস্তিত্ববিশিষ্ট) পুরাদি বিরচিত হউক না কেন," একথাও তুমি বলিতে পার না, কারণ স্বপ্নে যে এই পুরাদি অনুভূত হয়, তাহাতে আত্মাই ঐ স্বপ্নে পুরাদিরূপে ভাসমান হইয়া থাকেন, তৎকালে আত্মকর্ত্তৃক সৎ পুরাদি রচিত হয় না; ("ন তত্র রথা রথযোগাঃ পন্থানো ভবন্তি, মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেন" ইত্যাদি শ্রুতিসূত্রে স্বপ্নে সৃষ্টির প্রতিষেধই করিয়াছেন ও মায়ামাত্রত্বই প্রতিপাদিত হই-য়াছে।) আর "সেই এই দেবদত্ত" 'এই সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট"আমার গৃহ ইত্যাদি অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারাও স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থ সত্য হইতে পারে না, কারণ স্বপ্নে 'ইহাই সেই, এই প্রত্যভিজ্ঞানের বিষয়ীভূত অর্থের সেই স্বপ্নকালে হৃদয়কণ্ঠনাড়ীছিদ্রাদিদেশে অত্যন্ত অসম্ভবপ্রযুক্ত সেই স্বপ্নকালে প্রত্যভিজ্ঞানও অসম্ভব, আর সেই পদার্থের অসম্ভবতা-নিবন্ধন তদ্গোচর সংস্কারস্মৃতিও যে অসম্ভব হইবে, তাহা ত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সুতরাং স্বপ্নকালে প্রত্যভিজ্ঞান, সংস্কার বা স্মৃতি কাহারও সত্তা নাই, সকলই অসম্ভব। ৫৬—৬২। অসম্ভব বলিয়াই প্রসিদ্ধ স্মৃতি আদি ত্রিতয় পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা-দোষবশতঃ ব্রহ্মসংবিদের যে অন্যথাভান, মূঢ়গণ তাহারই জাগদবস্থায় দৃষ্ট অর্থের সহিত সাদৃশ্য ও অনুভব ব্যবহারাভাসের ন্যায় স্মৃত্যাদি সদৃশ কল্পনা করিয়া স্মৃত্যাদিভাব আরোপ করিয়াছে ও করিয়া থাকে। যেমন যে জলে যেরূপ তরঙ্গ পুনঃপুনঃ উদিত হয়, সেই জলে সেইরূপই হইয়া থাকে—অর্থাৎ সাদৃশ্যবশতঃ সেই এই তরঙ্গ ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞান ভ্রম লোকে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ তরঙ্গ অধিষ্ঠান জল হইতে ভিন্ন নহে, সর্গাদিতে ঐ পরম চিদাকাশ ও জগৎরূপকল্পনা তাহার ন্যায় জানিবে, উহা কল্পনাবিষয়ে ভিন্ন বটে, কিন্তু কল্পনার অধিষ্ঠান চিদাকাশ বিষয় ভিন্ন নহে। কল্পনামাত্রত্ব-প্রযুক্তই ঐ পরব্রহ্মে 'সদাধার পৃথিবীম্' ইত্যাদি জগৎ বিধি আর "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি জগৎ প্রতিষেধ সকলই সর্ব্বদা বিভক্ত হইয়াও মিলিত হইয়া অবিরোধে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব সেই সংব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক, কারণ ঐ ব্রহ্মস্বরূপে কিই বা বর্ত্তমান না আছে, সেই ব্রহ্মসত্তাই সর্ব্বাত্মিকা, অতএব সকল বস্তুই এতদাত্মক—অর্থাৎ সদাত্মক ও সর্ব্বাত্মক। যেরূপ ক্রীড়ার নিমিত্ত ভ্রমণকারী বালকের নিকট বৃক্ষ নদীগিরি-আদি সমস্তবস্তুরই সহিত পৃথিবী ঘূর্ণিত হয়, কিন্তু অন্যের নিকট পৃথিবী যেমন তেমনই থাকে, ঘূর্ণিত বলিয়া বোধ হয় না, (এই উভয়ই সদাত্মক) 'সেই ভ্রমণকালে পৃথিবীও ঘুরিতেছে না' বালক ইহা জানিতে পারি-লেও তাহার যেমন সেই পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতিরেকে পৃথিবীর সেই ভ্রমণদর্শন নিবৃত্ত হয় না, জগদ্ভ্রান্ত দর্শনও ঐরূপ জানিবে। ৬৩—৬৭। এক্ষণে দৃশ্যভ্রান্তির উপযুক্ত কোন অভ্যাস অবলম্বনীয়, তাহা বলিতেছি, তত্ত্বজ্ঞ গুরুকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন ও বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা এই মোক্ষের উপায়ভূত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করাইবে, তাহা শুনিতে শুনিতে যে অভ্যাস বদ্ধমূল হইবে ও হইয়া থাকে, সেই অভ্যাস ব্যতিরেকে অপর কোন অভ্যাসই দৃশ্যশান্তির উপযোগী হইতে পারে না বা হয়ও নাই। যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ চিত্তনিরোধই দৃশ্য-অদর্শনরূপ ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, এ শাস্ত্র অভ্যাসের আবশ্যক কি? এ কথা বলিতে পার না, কারণ, যোগানুশাসনে চিত্তনিরোধ হইতে পারে বটে কিন্তু সেই চিত্ত সংসার হইতে পৃথক্ হয় না বলিয়াই জাগ্রৎ-স্বপ্ন দ্বারা জীবিতই (অর্থাৎ উন্মুখই) থাকুক বা সুষুপ্তি অবস্থায় বিলীন হইয়া মৃতই থাকুক, তাহা যত্নপূর্ব্বক রোধ করিলে ও নিরুদ্ধ হয় না, এই এই শাস্ত্রাভ্যাসাধীন বোধে বাধিত হইলে আর এ সংসার অব-লোকন করে না, অতএব এই শাস্ত্রাভ্যাসই একমাত্র উপায়। যখন চিত্ত সংসৃতি হইতে পৃথক্ হয় না, এইরূপ দৃশ্যরূপ সংসারও চিত্ত-শরীর হইতে সর্ব্বদাই অবিযুক্ত হয় না; সুতরাং চিত্ত দৃশ্য ও শরীর হইতে সর্ব্বদাই অবিমুক্ত থাকে, সেই দৃশ্যশরীর এই শাস্ত্র অভ্যাসে প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহজন্মেই তত্ত্ববোধে প্রশান্ত হয়, আর প্রতিবাদ থাকিলে পরজন্মে প্রতিবাদ ক্ষয় হইলে বোধের উদয়ে প্রশান্ত হইয়া থাকে। পবনস্পন্দন ও তৎপ্রযুক্ত মেঘ-সৈন্য যেমন তৎ প্রয়োজক শুক্রের উদয়-অস্তাদিরূপ কারণের অভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহার ন্যায় চিত্ত, দৃশ্য ও শরীর এই তিনই বোধের উদয় হইলে শান্তি পাইয়া থাকে। ব্রহ্মাত্মাবোধিকা অবি-দ্যাই ঐ চিত্তাদি ত্রয়ের কারণ, সুতরাং যাহাদিগের এই শাস্ত্র বাচন দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও বুদ্ধি সংস্কার ঘটিয়াছে বা ঘটে, তাহাদিগেরই ঐ চিত্তাদি কারণ অবিদ্যার নাশ হইয়া থাকে। যদি বাচন শ্রবণ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহা হইলে বাচনমাত্রেই পদ-পদার্থ জ্ঞান জন্মে এবং উত্তর গ্রন্থ হইতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ বোধগম্য হইয়া থাকে। ৬৮—৭৫। অতএব এই শাস্ত্রেই ভ্রমনাশবিষয়ে উপায় জানিবে, এবং ভ্রমক্ষয় বিষয় এই শাস্ত্রই যে অনন্যসাধারণ,

তাহা অনুভূত হয়। অতএব এই মহাশাস্ত্র হইতে দুইভাগই হউক (অর্থাৎ সম্পূর্ণই হউক) বা এক ভাগ—অর্থাৎ অর্দ্ধাংশই হউক, যথাশক্তি তাহা বিচার করিবে, তাহাতেই দুঃখ ক্ষয় হইবে। এই স্মৃতিরূপ গ্রন্থ ঋষিকৃত, অতএব ইহার মূল শ্রুতিরই বিচার করা যাউক। যদি এই বুদ্ধিতে প্রমাদ বশতঃ এই শাস্ত্র রুচিকর না হয়, তাহা হইলে অন্যশ্রুতিরূপ উপনিষদ্ ভাষ্যাদিরূপ কেবল আত্ম-জ্ঞান মাত্রেই বিচার করিবে, ইহাতেই যে রত থাকিবে, এমন কোন আগ্রহ নাই, ফলে আত্মশাস্ত্র বিমুখ হইবে না। অনর্থ বিচার করিয়া পরমায়ুকে ভস্মে নিক্ষেপ করিও না, শ্রবণাদি উপায়ে বা জ্ঞানসার তত্ত্ববোধ দ্বারা সমস্ত দৃশ্য বাধমুখে আত্মসাৎ (আত্মগ্রসনার্হ) করিবে। স্বর্ণরাশি সহিত অখিল রত্ন দিয়াও আয়ুর এক ক্ষণকালও পাওয়া যায় না, এতাদৃশ আয়ুঃকাল যে বৃথা অতিবাহিত করে, তাহার না জানি কি নিশ্চয়ই প্রমাদ। এই দৃশ্য-জাল প্রত্যক্ষ অনুভূত হইলেও এবং দ্রষ্টা—অর্থাৎ অন্তঃকরণোপ-হিত জীবসমন্বিত থাকিলেও স্বপ্নে দৈবাৎদৃষ্ট নিজ মরণে বান্ধব-গণের চারিদিকে রোদনের ন্যায় সৎরূপে স্ফুরিত হইলেও ইহা সৎ নহে, কেবল মিথ্যামাত্র। ৭৪—৭৯।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম সর্গ

রাম কহিলেন,—দৃশ্য অসৎ বলিয়া দৃশ্যবাধে চিন্মাত্র পরি-শেষই পুরুষার্থ হইল, তাহা হইলে বর্ত্তমান সমূল দৃশ্য জগৎই বাধনের হেতু হইতে পারে, আর যাহা অতীত বা অনাগত, তাহা বাধনের হেতু হইতে পারে না, কারণ তাহাদিগের প্রতীতি যখন হয় না, তখন তাহা বাধনের হেতু হইতে পারে না। এরূপ অসংখ্য জগৎ আছে, যাহা অতীত হইয়াছে বা এখনও হয় নাই, পরে হইবে হে ব্রহ্মন্! তাদৃশ অতীত অনাগত জগৎ কথায় কেন আমাকে প্রবোধ দিতেছেন? বশিষ্ঠ কহিলেন,—তোমার আশঙ্কায় ইহাই নিষ্কর্ষ যে বর্ত্তমান দৃশ্যই উল্লেখযোগ্য হইতে পারে, অতীত বা ভবিষ্যত নহে, কিন্তু তাহা কি করিয়া হইতে পারে দেখ! পদপদার্থ সম্বন্ধব্যাপ্তিগ্রহ ও দৃষ্টান্তসিদ্ধি-আদি ত অতীত ব্যবহারের অধীন, সুতরাং অতীতোল্লেখ ব্যতিরেকে বিচারাত্মক শাস্ত্রপ্রবৃত্তিই হইতে পারে না। অতএব অতীত-অনাগত ব্রহ্মাণ্ড ও বর্ত্তমান অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড যদি শব্দার্থ-সম্বন্ধ-গ্রহাদিতে অনুপযোগী বলিয়া উল্লেখের যোগ্য, এইরূপে যদি তুমি অতীতানাগত বিষয়ে শব্দার্থ-সম্বন্ধ বুঝিয়াই অতীত অনা-গতের উল্লেখ ব্যর্থ বলিয়া আপত্তি করিয়া থাক, তাহা হইলে এই শাস্ত্র শ্রবণাধিকৃতজনের, তাহা বলা ব্যর্থ নহে কি? ব্যর্থই, ও তাহা ব্যর্থই হউক। কিন্তু শব্দ-অর্থের বাচ্যবাচকভাব নিশ্চিত হইলে তাহা দ্বারা যে কথা উক্ত হয়, তাহাই বোধগম্য হইয়া থাকে ও তাহাই ব্যবহারোপযুক্ত হয়, অন্য নহে। আর কেবল লৌকিক বুদ্ধি অনুসারে পর্য্যালোচনা করিলে তোমার আপত্তি যথার্থ হইয়াছে। (তত্ত্বজ্ঞ-প্রসিদ্ধ ত্রিকালামলদর্শন পর্য্যালোচনা কর, তাহা হইলে সর্ব্বত্র নিজেরই দ্রষ্টৃত্ব অনুভব করিতে পারিবে, তখন আর অতীত অনাগত ব্যবহিত দূরবর্ত্তী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ও বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডের অণুমাত্রও বিশেষ দেখিতে পাইবে না, অতএব তখন তোমার এরূপ আক্ষেপও আর উত্থিত হইবে না, সেই জন্যই বলিতেছি) যখন তুমি বিদিতবেদ্য হইয়া ত্রিকালা-মলদর্শন করিবে, তখন তুমিও সেই সকল দেখিতে পাইবে (১)। অতীত অনাগত সর্ব্বসর্গাদিতে আর চিন্মাত্রই স্বয়ং স্বপ্নবৎ জগৎ-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, এই অংশমাত্রই তাহাতে উপযোগী হয়, অন্য তদ্বৈচিত্র্য প্রকৃতোপযোগিরূপে তাহাতে উপপন্ন হইতে পারে না। তাহার কারণ শূন্যস্বরূপ প্রতি অণুতে অসংখ্য জগৎ বর্ত্তমান, তাহাদিগের ব্যবহারসমূহ কে সংখ্যা করিতে পারে? এ বিষয়ে—অর্থাৎ প্রতি অণুতে যে অসংখ্য জগৎ বর্ত্তমান, তদ্বি-ষয়ে আমি আমার পদ্মপরাগাকীর্ণদেহ পদ্মযোনি পিতার নিকট এক আখ্যানে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—৭। পূর্ব্বে আমি আমার পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করি, এই জগজ্জাল কিয়ৎপরিমাণ এবং কোথায়ই বা ইহা ভাসমান, হে পিতঃ! তাহা আমাকে বলুন; তখন পিতা ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন। হে মুনে! ব্রহ্মই এই অখিল জগৎরূপে অবভাসমান, এই জগৎসমূহ জগদ্ভাব—অর্থাৎ গমনরতাপ্রযুক্ত অসৎ হইলেও সেই সৎস্বরূপের সত্তায় ইহার অন্ত নাই। আমার এই আখ্যান অতি শুভ ও শ্রুতিসুখকর। ইহার দুই নাম, এক ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ড, ও অপর ব্রহ্মাণ্ডাখ্যান। আকাশে শূন্যরূপের ন্যায়, অনিলে শুদ্ধ স্পন্দনের ন্যায় চিদাকাশে সেই চিদাকাশ হইতে অপৃথক্-স্বরূপ চিদ্ব্যোম পরমাণু বর্ত্তমান আছে, যেমন বস্তুভূত হইয়াও আকাশ আত্মাকে অসৎ শূন্যরূপ দেখে ও বায়ু দ্বারা যেরূপ আপনাকে স্পন্দনরূপী দেখে, তাহার ন্যায় সেই চিদ্ব্যোম পরমাণু স্বতত্ত্ব-অদর্শনরূপ নিদ্রাবশে স্বপ্নের ন্যায় আত্মায় সমষ্টিজীবভাব অবলোকন করেন। উহা পরিণামী নহে, স্বীয় আকাশরূপ—অর্থাৎ অবিকারিতা অসঙ্গতা পূর্ণতা ও সূক্ষ্মতা স্বভাবত্যাগ না করিয়াই সেই জীব-সমষ্টিভাবাবস্থাতে আকাশপ্রতিম "অহং আমি জীব" এইরূপে আকাশনিভ স্বীয়রূপ অবলোকন করেন, সেই অহঙ্কাররূপী অহং জীব আত্মাতে বুদ্ধি এইরূপ অবলোকন করেন ও যেই বুদ্ধি এক নিশ্চয় নির্ম্মাণময়ী হইয়া অসদর্থ-ভ্রমদায়িতা-প্রযুক্ত মায়ানু-রূপিণী হয়। অনন্তর সেই বুদ্ধি বিকল্পাভাস আরোপণে নিজে নিজ অবিকল্প আত্মাতে নীত করিয়া স্বপ্নে "আমিই মন" এই অসম্ভবরূপ অবলোকন করে। অজ্ঞবুদ্ধি যেমন স্বপ্নে নিরাকার হইলেও ঘনাকার স্বপ্নে বর্দ্ধিত দর্শন করি, তাহার ন্যায় সেই মন পরে স্বপ্নে দেহে ঐরূপ আকারহীন অথচ ঘনাকার পঞ্চেন্দ্রিয় নিরীক্ষণ করে। এইরূপে সেই চিদ্ব্যোম পরমাণু মনোদেহ-সমষ্ট্যাত্মক হইয়া নিজে শূন্যাত্মা হইয়াই স্বীয় শূন্যস্বরূপ ত্রিভুবনা-ত্মক বিরাট্ দেহ দেখিতে পাইলেন, সেই ভিত্তিশূন্য হইলেও ভিত্তিভাস্বর ও বিস্তীর্ণ, তাহাতে অনেক ভূত বেষ্টন করিয়া আছে, বিবিধ স্থাবর-জঙ্গম তাহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহা কলনা-কালকলিত ও তাহাতে অন্যান্য সম্বন্ধও কল্পিত রহিয়াছে। ঐ বিরাট্-দেহস্থ সমষ্টি-জীব স্বপ্নে ব্যষ্টি-জীব হইয়া স্বপ্নের ন্যায় প্রত্যেকই ঐ বিরাট্ দেহেই দর্পণ-প্রতিবিম্বিতবৎ স্থিত এই দ্রষ্টা

---

(১) রামচন্দ্রের তত্ত্বদৃষ্টি থাকিলেও তাহার পর্য্যালোচনার অভাবেই নিষ্ফলতা আপাদন করত বশিষ্ঠদেব পরিহাসপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের অভাব দেখাইয়া বলিলেন, যখন তুমি তত্ত্বজ্ঞানী হইবে। বাস্তবিক রামচন্দ্র যে তত্ত্বজ্ঞ, তাহা তিনি জানিতেন।

দৃশ্য দৃষ্টি ভোক্তা ভোগ্য ভোগ ও কর্ত্তা কার্য্য ক্রিয়া এই নববিধ ত্রিপুটীরঙ্গ মনোহর ত্রৈলোক্যনগর স্বপ্নবৎ অবলোকন করিয়া থাকে। অনন্তর এই বাহ্য জগতে প্রত্যেকে এই নবরঙ্গ মনোহর ত্রিজগৎ স্বীয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত (স্ব স্বরূপের) স্থায় হৃদয়ে অব-গত হইয়া থাকে। ৮—২০। এইরূপ জীবভেদে চিৎপরমাণুর সকলেরই অতি সূক্ষ্ম গর্ভে এইরূপে কল্পিত বিশাল জগৎসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে সকল জীব ঘন দ্বারা ও পৃথ্বী-আদি ঘন দ্বারা ঘনবৎ প্রতীয়মান। এই সমস্ত স্বতত্ত্বের অজ্ঞানলক্ষণা অবিদ্যাই, উহা অবিদ্যাত্ব কর্ত্তৃক চেতিত—অর্থাৎ উদ্ভাসিত, উহা জ্ঞান নিবারিত হইয়া ব্রহ্মত্বে পরিজ্ঞাত হইলে নির্ম্মল ব্রহ্মই পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ ব্রহ্মত্বে পরিদৃষ্ট হইলে জগৎস্বপ্ন-জালের যে দ্রষ্টা, তাহাও "দ্রষ্টা কিছুই নহে" এইরূপ ভাব—অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহাই আসিয়া পড়ে। তখন এজগতে দ্রষ্টাই বা কে আর দৃশ্যই বা কোথায়, দ্বৈতই বা কোথায়, আর কারণই বা কোথায়? ইহাই পরিণত হয়। সুতরাং এই সমস্ত আভাত দৃশ্যজাল শান্তস্বরূপ ভিত্তিশূন্য শূন্যাত্মক, উহা একমাত্র নির্ভেদ (অখণ্ড) ব্রহ্ম স্বস্বরূপে অবস্থিত; সুতরাং সকলই স্বচ্ছ ও আদি-অন্তবিবর্জ্জিত। যেরূপ সমুদ্রে অবারিত বিসারি-তরঙ্গবেগে জল চঞ্চল হইলে তাহার পরমাণুচয় অসংখ্য হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ পরমাত্মাতে যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান নিদ্রা বর্ত্তমানা, সে পর্য্যন্ত পরমাত্মাতে লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকারে অনন্ত হইলেও নিপুণভাবে অন্তবৎ অবস্থান করিয়া থাকে ও অবস্থিত রহিয়াছে। ২১—২৫।

ষট্সপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—স্বপ্ন-সঙ্কল্পাদির ন্যায় যদি এই জগৎ সেই পরমপদ ব্রহ্ম হইতে বিনা কারণেই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অন্য শস্যধান্যাদি বস্তু ও কৃষীবলের কর্ষণ বীজবপনাদি কুত্রাপি কারণ বিনা কেননা উৎপন্ন হইবে? সকল বস্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র না হউক, কোথায় কোন এক বস্তুও কখন কেন না হয়? বশিষ্ঠ বলিলেন, (আমি এ স্থলে বীজাঙ্কুরাদির ব্যবহার ব্যবস্থাপক কাল্প-নিক কার্য্য-কারণভাবের অপলাপন বা তাহার নিরাকরণ করিতেছি না, তবে যাহারা জগতের সত্যতা প্রতিপাদন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বৈয়র্থ্যের উপস্থাপক শ্রুতিবিরুদ্ধ পরমাণু আদি কারণ কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের মত নিরাস করিতেছি) অনাদি ব্যবহারে যে যাহা যেরূপ দৃঢ় অধ্যাসে কল্পনা করিয়া থাকে, সে সেইরূপ কার্য্যকারণ-ভাব দেখিয়া থাকে, অন্যথা—অর্থাৎ ব্যবহারপ্রসিদ্ধ থাকিলেও ব্যাবহারিক নিয়মের অপলাপ করিবেন, তাদৃশ কারণের অভাব-নিবন্ধন আর কোন কল্পনা থাকে না, এইরূপে অভ্যাস পরিহারেই মুক্তি প্রসক্তি (ফলতঃ জগৎ যখন ব্রহ্ম বিবর্ত্তমাত্র, তখন তত্ত্বজ্ঞানে তাহা বাধিত করিলে কি কৈবল্য সিদ্ধি হইয়া থাকে)। অতএব যে কল্পনাকারী, তাহারই বুদ্ধি অনুসারে ব্যবস্থিত যে বস্তু, তাহা অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাতেই এই দৃশ্য যে যেরূপ মনে কল্পনা করিয়া থাকে, সে সেইরূপই জ্ঞাত হয় এবং অন্যেও যেরূপ কল্পনা করে, তদ্রূপও জ্ঞাত হইয়া থাকে। যেমন চেতন পুরুষ কেশ-নখাদি অচেতন ঘটিত প্রতীতিগম্য হয়, সেইরূপ এই জগৎও কল্পনা অকল্পনা এই উভয় ঘটিতাত্মক, তন্মধ্যে অচিদংশ কল্পনা-ত্মক আর চিদংশ অকল্পনাত্মক, আর সেই যে এরূপ কল্পনাত্মক তাহা কেবল ব্রহ্মস্বভাব বশতই। অতএব ইহার অকারণপদার্থতা আর কল্পনাদর্শীর দৃষ্টিতে অকারণ পদা-র্থতা, এইরূপে সর্ব্বশক্ত্যাত্মক বলিয়া ব্রহ্মে ঐ উভয়ই অবি-রোধে বর্ত্তমান। ব্রহ্ম যদি উভয়াত্মকই, তাহা হইলে আমি অকারণ-পক্ষেরই কেন প্রতিষ্ঠা করিতেছি, ইহা তুমি আপত্তি করিতে পার; কিন্তু দেখ; যে ব্রহ্ম হইতে কোথায়ও অন্য কিছু কখন উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ বিকল্প দ্বারা তৎসংযোগ, সেই ব্রহ্মের উৎপন্ন হইতে পারে। আর যাহাতে এই সকল নানাত্মক (বিবিধ বৈচিত্র্যাত্মক) জগৎ-আদি অন্তশূন্য হইয়া ভাসমান, যাহা একাত্মক শান্ত, নানা হইয়াও অনানাত্মক অনাদি-নিধন ব্রহ্ম, তাহাতে আর কে কাহার কারণ হইবে? (তত্ত্ব দৃষ্টিতে দেখিলে) এ জগতে কিছুই প্রবৃত্ত হয় না, বা কিছুই নিবৃত্ত হয় না, কেবল একমাত্র ব্রহ্ম ব্যোমাত্মক আদ্যন্তবিহীন ব্রহ্মই বর্ত্তমান। ফলে তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রয়োজন বশতঃ (তত্ত্বদৃষ্টি-মাত্র পক্ষপাতে অকারণকত্ব পক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি)। ১—৯ বস্তুতঃ দেখিলে কি কাহার কারণ, আর কি জন্যই কোথায় কি বা কাহার দ্বারা উৎপন্ন হইবে এবং কল্পনা দৃষ্টিতে দেখিলে কিই বা কারণ নহে, আর কোথায় কি জন্যই বা কোন বস্তু কাহার দ্বারা না হইবে? এ জগতে শূন্য কিছুই নাই আর অশূন্যও কিছুই নাই, কোন দ্রব্য সৎও নহে, আর কোন দ্রব্য অসৎও নহে, আর কাহার মধ্যতাও নাই, কাল কিছুই বিদ্যমান নাই, সকলই শূন্য অশূন্য এই উভয়বিধ শূন্যমাত্রতা-নিবন্ধন মহা-শূন্যস্বরূপ, অভাবের অভাব ও অভাবের অভাবের অভাব, সর্ব্বই শূন্য। ইহা কিছুই না হউক, আর কিছুই হউক, বর্ত্তমান থাকুক আর নাই থাকুক, এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম জানিবে, কারণ সেই ব্রহ্ম অধ্যারোপে সর্ব্বানুগত আর অপবাদে সর্ব্ব দৃশ্যাদি হইতে ব্যাবৃত্ত সুতরাং সকলই সেই ব্রহ্ম। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তত্ত্বজ্ঞ যেমন অধ্যারোপ অপবাদ অতত্ত্বজ্ঞের বিষয় বলিয়া তাহা বুঝা ইবার জন্য স্বীকার করেন, সেইরূপ প্রধান পরমাণু-আদি-প্রযুক্ত কার্য্যকারণ সম্ভব কেননা স্বীকার করিয়া থাকেন? সুতরাং পৃথিবী-আদি কার্য্য আর তদবয়ব পরস্পরের সূক্ষ্মতার অবধীভূত পরমাণু ও সত্ত্বাদি-গুণরূপ কারণের সম্ভাবনা হইলে কিরূপে জন্য দ্রব্য কারণ শূন্য হয়, আর কেমন করিয়াই বা অদ্বি-তীয় ব্রহ্মই পর্য্যবসিত হন? হে প্রভো! তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপ হইতে পারে, যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রধান পরমাণু-আদির কারক অতত্ত্বজ্ঞ প্রসিদ্ধ থাকিত, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞজনের নিকট অতত্ত্বজ্ঞের নামই নাই, যাহার অস্তিত্বই নাই, তাদৃশ আকাশ-বৃক্ষের আর বিচার কিরূপ বল? না থাকিবার ইহাই কারণ যে, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা এক বোধময় শান্ত বিজ্ঞানঘনরূপী, সুতরাং তাঁহাদিগের অসদ্রূপ-অর্থে আর বিচার কিরূপে হইবে। ১০—১৫। "ব্রহ্ম অতিরিক্ত অতজ্জ্ঞ নাই ইহা কি করিয়া সম্ভাবিত হয়? কারণ তার্কিক ও পামরগণ "আমি ব্রহ্ম নহি ও আমি ব্রহ্মজ্ঞ নহি" এইরূপে অতত্ত্বজ্ঞত্ব ব্রহ্মত্বের প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকে। হে রাম! এরূপ আকাঙ্ক্ষাও তুমি করিতে পার না; কারণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

নিদ্রার অন্তরে নিদ্রাজ্ঞতা প্রাপ্ত কেবল নিদ্রাই, তাহাদের যেরূপ নিদ্রা ব্যতিরিক্ত স্বরূপ নাই, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞগণও বোধপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে অন্তরে সেই ব্রহ্মাজ্ঞস্বরূপেই প্রতিভাত হয়। দেখ, আমি অজ্ঞ এই অনুভবকারি-তার্কিক আত্মাতেও ব্রহ্মত্ব অনিবার্য্য, কারণ অজ্ঞাতা প্রবোধরূপ আত্মাতেই অবগত হয়, ইত্যাদি অনুভব-বলে অতত্ত্বজ্ঞত্ব অব্রহ্মত্ব-আত্মকেরও ব্রহ্মত্ব অক্ষুণ্ণ; আরও দেখ, জ্ঞান স্বভাব আত্মাতে স্বভাববিরুদ্ধ অজ্ঞান আরোপব্যতিরেকে হইতে পারে না, এইরূপে অজ্ঞানাদি জগৎ আরোপের অধিষ্ঠান-ভূত ব্রহ্মত্বের এই অনুভাবেই সিদ্ধি, এই জন্যই অজ্ঞানাদি সর্ব্ব-জগৎ আরোপের অধিষ্ঠান চিন্মাত্রত্বই ব্রহ্ম লক্ষণ। রাম! ইহাতে তুমি বলিতে পার না যে, "অজ্ঞানাদি সর্ব্বজগৎ আরোপের অধিষ্ঠানরূপে সর্ব্বাত্মতাই ব্রহ্মলক্ষণ" ইহা যদি জ্ঞানেই সিদ্ধ, তাহা হইলে অজ্ঞানে ত সমস্তই অব্রহ্ম" কারণ মূর্খ-বোধের জন্যই মূর্খ-বুদ্ধির অনুসরণ করত শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যুৎপাদন নিমিত্ত এই প্রকার সর্ব্বাত্মতা প্রতিপাদনে তটস্থ লক্ষণরূপ মূর্খ নিশ্চয় বলিয়াছি, সেই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ শুদ্ধ নিরাময় আনন্দৈকরসতাই; তাহা অজ্ঞগণের অনুভবপথে আসে না। (অর্থান্তরে তাহা স্বীকার করিয়াও এখন মূর্খ নিশ্চয় বলিতেছি, ব্রহ্ম যখন শুদ্ধ নিরাময়, তখন এই অণুই সর্ব্বাত্মক)। অজ্ঞ-বুদ্ধি অনুসারে কল্পিত জগতের কারণ স্বীকারে মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের মায়াই কারণ ও সেই কারণতা স্বীকারে বাস্তব অদ্বৈততার কোনই হানি নাই, এ জগতে শুক্তি, রজত, মরু, নদী, রজ্জু, সর্পাদি কারণশূন্য ভাবও আছে, আবার অনেক কারণজ-ভাবও বর্ত্তমান আছে, ফলে সংবিৎ যেরূপ কল্পিত হয়, সেইরূপই লব্ধ হইয়া থাকে,—অর্থাৎ সংবিৎ হেতুক কারণরূপে কল্পিতই সকারণভাব হয়, আর তদ্বিপরীত কথিত হইলেই অকারণ হয়। (ইহা কেবল মৃন্ময় গৌরী ও গণপতি-মূর্ত্তিতে মাতৃভাব ও পুত্রভাব-কল্পনাবৎ ব্যবস্থা মাত্র)। আর যে সকল তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি, তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে অখণ্ড অদ্বয় চিন্মাত্রই সর্ব্বদা বর্ত্তমান, অণুমাত্রও কখন বিপরীতভাব নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের সকল কারণ নিবৃত্তিনিবন্ধন আর সৃষ্টির কারণ কিছুই নাই বা কেহ নিরূপণ করিতেও পারে না, অতএব সর্গ (সৃষ্টি) অকারণই। এই স্বপ্নগর মরুমরীচিকাদিপ্রায় জগতে সত্যতা-সাধনে অভিনিবিষ্ট হইয়া বৈশেষিকাদিগণ শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মায়োপহিত ব্রহ্মের অতিরিক্ত তটস্থ ঈশ্বরপ্রধান পরমাণু-আদি কোন কারণ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুতিবিদ্‌গণের অনুভববিরুদ্ধ বলিয়া যুক্তিপরাহত বলিয়াও তিক্ত এবং স্রষ্টা ঈশ্বরের ও ভোক্তা জীবেরও পুরুষার্থ-পর্য্যবসানের প্রতিবন্ধক বলিয়া ব্যর্থ, অতএব তাহ অভিজ্ঞগণের হৃদয়ঙ্গম নহে, বৃথা কণ্ঠশোষক বাগ্‌জালমাত্র এবং তাহা যে প্রবোধে বাধিত হয়, ইহার অন্যথা উপপত্তি হয় না সুতরাং জগৎ স্বপ্নসদৃশই, ঐ স্বপ্ন-কল্পনা ব্যতিরেকে দৃশ্যের স্থূল কারাত্মিকা কোন দৃশ্যতাই নাই, অতএব ইহার জন্য আর কারণ কল্পনার অবকাশ বা প্রয়োজন কি? অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্ন পৃথ্বী আদি অনুভবেই আর কারণ কি? চিৎস্বভাব ব্যতিরিক্ত স্বপ্নার্থ আর কিরূপ ও কি আছেই বা বল? যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যাবৎ-কাল তত্ত্বতঃ অপরিজ্ঞাত থাকে, তাবৎকাল মহামোহের আতিশয্য বিস্তার করে, আর বস্তুতঃ জ্ঞাত হইলে তাহা আর মোহের হেতু হয় না, এই সর্গও তাদৃশ জানিবে। শুষ্কতর্কে বা হঠাবেশ-(অবিবেচনাপূর্ব্বক অভিনিবেশ) নিবন্ধন যাহা কিছু অনুভব-বহির্ভূত কারণ কল্পিত হয়, তাহা কেবল মূর্খতাভিনিবেশমাত্র। ১৬—২৪। অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, অখিল তেজোবস্তুর প্রকাশ শক্তি, এ সকলের একান্ত কারণাপেক্ষাই হয়, অজ্ঞানোপহিত আত্মার অজ্ঞাত ব্রহ্মস্বভাবই কারণ, তদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মনোরথ-কল্পিত নগরবৎ শতশত ধ্যাতৃভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ব্যবস্থিত আকার এক যে ধ্যেয় বস্তু, তাহার সর্ব্ব-সাধারণ এক কারণই বা কিরূপে হইতে পারে? দেখ, ঐ গন্ধর্ব্বনগর, স্বপ্নপুর ও ভিত্ত্যাদিতে আর কাহারই বা কারণতা? পরলোকে ধর্ম্মাদিও এই দেহাদির কারণ হইতে পারে না, কারণ সেই ধর্ম্মাদি অমূর্ত্ত, তাহা কখন মূর্ত্তদেহাদির কারণ হইতে পারে না; তাহাতে (তাহা হইলে) সর্গাদিভোগ-কারী দেহের কারণ কি হইবে বল? (বা তাহাতে এই সর্গাদিই বা এই ভোগী দেহের কি কারণ হইবে বল? আর বিজ্ঞানবাদি-মত-সিদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞানও এই মূর্ত্ত-দেহের কারণ হইতে পারে না। যাহা অনন্ত যাহা যাহার ভিত্তি ও অভিত্তি-অর্থাৎ ভিত্তি বিলক্ষণ পরমাণুই রূপ, ও যাহা মুহুর্মুহুঃ উৎপন্নও হইতেছে, ধ্বংসও পাইতেছে, তাদৃশ অক্ষণিক অনন্ত বস্তুর প্রতি এক ক্ষণিক বিজ্ঞান কারণ কিরূপে হইবে? "অঙ্কুরাদি স্বভাবের কাল ক্ষেত্রে জলাদি সহিত বীজাদি-স্বভাবই কারণ, এইরূপে চার্ব্বাকগণের মতে যে স্বভাবেরই কারণতা, তাহাও বীজ স্বভাব; এই পদদ্বয়ের অর্থভেদের নিরূপণ হয় না ও "স্বভাব" এই পদে ষষ্ঠীর অর্থ যে সম্বন্ধ, তাহারও দুর্লভতা এবং নানার্থক হইলে ঐ পর্য্যায়ত্বনিবন্ধনসহ প্রয়োগের আপত্তি থাকে না, ইত্যাদি কারণে তাহা পর্য্যায়োক্তি কল্পনামাত্র, ঐ উক্তির কোন সার্থকতাই নাই। অতএব সকল ভাব পদার্থ ও তৎকারণ সমগ্রই অজ্ঞের নিকট অকারণ ভ্রান্তিই, আর জ্ঞানীর নিকট সেই সমস্ত কার্য্য সন্মাত্রস্বরূপে বর্ত্তমান এবং তাঁহাদিগের নিকট সেই সন্মাত্র কারণেই চিচ্চমৎকাররূপে আবির্ভূত তিরোভূত হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের নিকট তদ্ব্যতিরিক্ত অণুমাত্রও নাই। স্বপ্নে অনুভূত তস্করের সম্পত্তি অপহরণ ও বন্ধন তাড়ন প্রভৃতি প্রবুদ্ধ হইলে লোকের যেমন তাহাতে অলীকতা উপলব্ধিতে আর যেমন ক্লেশকর হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানীরও তত্ত্বদর্শনের পর আর এই জীবন দুঃখকর হয় না (এবং অজ্ঞকৃত কোটি পীড়ন-অপরাধেও দুঃখ হয় না।) সর্গাদিতে এই দৃশ্যাদি কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, চিদ্‌গণই এই দৃশ্যস্বরূপে স্বপ্নবৎ প্রতিভাত, অতত্রব ইহাতে কিছুই দুঃখনিমিত্ত হইতে পারে না। এই যুক্তিব্যতিরিক্ত অন্য কোন যুক্তিতেই বাদিগণের অন্য প্রকার কোন কল্পনাই উপপত্তিগর্ভরূপে দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এই জগৎকল্পনার অনুভব ব্রহ্মানুভব হইতেই উৎপন্ন। ২৫—৩৩। যেরূপ শুদ্ধজল ঘন সমুদ্রে তরঙ্গ-আবর্ত্ত-দ্রবত্ব-আদি, সেইরূপ (চিদেকঘন) এই সর্গপর্য্যায় জলবৎ ব্রহ্মই এই সমস্তরূপে ভাসমান। নির্ম্মল পবনে যেমন স্পন্দন ও আবর্ত্ত-বিবর্ত্তাদি, সেইরূপ ব্রহ্মপবনে এই সর্গস্পন্দ অবভাসমাত্র। যেমন মহাকাশে অনন্ততা, ছিদ্রত্ব, শূন্যত্ব-আদি বর্ত্তমান, সেইরূপ ব্রহ্ম-চিদাকাশও আসন্ন-বোধাত্মক হইয়া এই পরাপর সর্গ হইয়াছেন, (উহাতে বাস্তবিক অনন্তত্ব-আদি বর্ত্তমান এক) উহা বাস্তবিকই সেই প্রসিদ্ধ সৎস্বরূপ আকাশই, (নসন্নাসন্নবোধাত্ম এই পাঠে সেইরূপ অনন্তত্বাদিসমন্বিত চিদাকাশই, যাহাতে সৎও নহে,

অসংও নহে, তাহাই বোধাত্মকত্বাবহান হইয়া এই পরাপর সর্গ, উহা সংও নহে, অসংও নহে বা বোধাত্মকও নহে)। নিদ্রাদিতে সম্যক্ উপলব্ধি হইলেও এই সমস্ত স্বপ্নলব্ধভাব অসম্ভবই, কারণ তাহা নিদ্রাভিন্নাত্মক নহে, টীকা-সম্মত অর্থান্তর,—নিদ্রাদিতে রীতিমত স্পষ্ট উপলব্ধি হইলেও সেই সকল নিদ্রাদি লব্ধভাব যেরূপ অসম্ভব, তাহার ন্যায় এই সকল ভাবও সং আকাশময়, কারণ ইহা সংস্বরূপ হইতে ভিন্নাত্মক নহে। শুদ্ধ সৌম্য নিদ্রাবান স্বপ্ন সুষুপ্তবৎ সেই চিদ্ঘন সৌম্য আত্মাতে সর্গ-প্রলয়সংস্থানও জানিবে। মানব যেমন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর প্রাপ্ত হইয়া তদাত্মকাবস্থায় অবস্থান করে, তাহার ন্যায় জন্মাদি শূন্য পরমাত্মা স্বয়ং এক সৃষ্টি হইতে অন্যান্য সৃষ্টিতে তদাত্মক হইয়া বিরাজ করেন। ৩৪—৩৯। যেরূপ স্বপ্নানুভবে যাহা যদ্বিশিষ্ট নহে, তাহাও তদ্বিশিষ্টরূপে অনুভূত হয়, তদ্রূপ এই নিরাময় পৃথ্বী-আদি-বিরহিত ব্রহ্মাকাশ সেই পৃথ্বী-আদি-বিশিষ্ট না হইলেও তদ্বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যেমন এই সাম্প্রতিক সর্বদর্শনাত্মাতে ঘটপটাদি শব্দ বর্ত্তমান, তাহার ন্যায় মহা-চিদাত্মাতে এই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সৃষ্টিনিচয় বর্ত্তমান। যেমন পশ্যন্তী—অর্থাৎ সাম্প্রতিক সর্বদর্শনাত্মাতে অভিন্ন হইলেও ভেদোপচারে পশ্যন্তী—অর্থাৎ সর্বদর্শনাত্মা বর্ত্তমান, সেইরূপ অন্য ব্রহ্ম-চৈতন্যে এই শব্দও সেই পদার্থভূত সৃষ্টি ও চিৎতা-বশতঃই বর্ত্তমান, এই আধারাধেয়ভাব ভেদোপচার ঔপচারিকমাত্র। যখন শব্দ ও সর্গ সমস্তই চিন্ময়, তখন (সম্ভাত যখন শব্দ ও সর্গ সমস্তই চিন্ময়, তখন) (সাম্যাভাবনিবন্ধন) তদ্বিষয়ে আর শাস্ত্রই বা কি, আর তাহাতে কথাবিচারেই বা কি প্রয়োজন? কারণ বাসনাশূন্য জীবনই মোক্ষ, ইহাই শাস্ত্রের ফল, তাহা উহাতেই সিদ্ধ হইয়াছে, উক্ত প্রকারে কারণ নাই বলিয়া সর্গও যখন নাই, তখন এই নানা প্রপঞ্চরচনা প্রত্যক্ষ সৎ বলিয়া বোধ হইলেও কোন রচনাই নাই। আর এই যে বাসনা যাহা এ জগতে প্রপঞ্চ-বীজরূপে প্রতিভাত আছে, তাহা স্বপ্নে যেমন এক চিৎই পুরুষাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার ন্যায় নানারূপে প্রতিভাত হইলেও ঐ বাসনা নানাত্ব-রহিতা একই বোধসত্তই প্রতিভাত জানিবে। ৪০—৪৪।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥১৭৭॥

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—ত্রিজগতে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত পদার্থ দ্বিবিধ বর্ত্তমান, কতক সপ্রতিঘ—অর্থাৎ প্রতিঘাত জন্য ও কতক অপ্রতিঘ—অর্থাৎ প্রতিঘাতের অযোগ্য। যাহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় না, সেই কল পদার্থ অপ্রতিঘ বলিয়া কথিত, আর যাহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়, তাহারা সপ্রতিঘ বলিয়া উক্ত। সংসারে সপ্রতিঘ পদার্থেরই অন্যান্য সংশ্লেষ দেখা গিয়া থাকে, আর যে সকল অপ্রতিঘ পদার্থ, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও কোন সংশ্লেষ হয় না। তাহাতে সংবেদন নামে এই যে প্রসিদ্ধ, তাহা অপ্রতিঘ, কারণ চন্দ্রদর্শনকালে পুরুষে এই প্রদেশ হইতে নয়নরশ্মির অনু-সারি-চিত্তের সহিত অবচ্ছিন্ন সংবেদন চন্দ্রমণ্ডলে সংশ্লেষশূন্য হইয়াই পতিত হয়। অতএব ঐ সংবেদন যে অমূর্ত্ত, তাহা সকল চন্দ্রদর্শকই অনুভব করিয়া থাকে। আমার প্রশ্ন শুনিয়া আপনি বলিতে পারেন যে, আমায় এই আক্ষেপপ্রবুদ্ধ-দৃষ্টিতে কি অপ্রবুদ্ধ-দৃষ্টিতে, কারণ প্রবুদ্ধ-দৃষ্টিতে ত মূর্ত্তই অপ্রসিদ্ধ। আর অপ্রবুদ্ধ দৃষ্টিতে অপ্রবুদ্ধ চিৎদেহাদি প্রবর্ত্তিত করেন, ইহাও অপ্রসিদ্ধ, কারণ লৌকিকগণ দেহাদি অহঙ্কারান্ত সমষ্টিকেই আত্মা বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। আমি কিন্তু যাঁহারা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ হইয়া তৃতীয়-চতুর্থ-ভূমিকার অন্তরালে বর্ত্তমান, তাঁহাদিগেরই সঙ্কল্প-বিকল্প দ্বৈতকল্পিত এই জগৎ স্বীকার করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছি, বোধ-দৃষ্টিতে স্থিত চিন্মাত্র স্বীকার করত এরূপ প্রশ্ন করিতেছি না। যদি বা মূর্ত্তদেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণবায়ুই প্রবেশনির্গম-বৃত্তিভেদে ক্ষুব্ধ হইয়া দেহকে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা হইলে কেই বা প্রাণমারুতের ক্ষোভ উৎপাদন করে ও কিরূপেই বা তাহা সিদ্ধ হয়? হে প্রভো! তাহা বলুন, আর যদি বলেন, জীবাত্মক চিদাভাসই সেই ক্ষোভের হেতু, তাহা বা কি করিয়া হয়? কারণ, ভারবাহী যেমন ভার একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়,—তাহার ন্যায় ঐ অপ্রতিঘ বেদনই বা কিরূপে এই প্রতিঘাত্মক দেহকে চালিত করিবে। যদি অপ্রতিঘাত্মকও সংবিত্তিমাত্র প্রাণাদিদেহাস্ত প্রতি-ঘাতককে চালিত করিতে পারে, তাহা হইলে পুরুষের "পর্ব্বত গমন করুক" এইরূপ সঙ্কল্পমাত্রে পর্ব্বত কেন চালিত না হয়? ১—৮। বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন, বাহ্যবায়ুর ভস্ত্রাতে প্রবেশ-নির্গম দ্বারা তাহার চালকতাশক্তি, সেইরূপ প্রাণবায়ুরও কণ্ঠাদিনাড়ী বিলাকাকার সঙ্কোচ-বিকাশ দ্বারা অনুমিত, প্রবেশ-নির্গম দ্বারা তাহার দেহাদি চালকতা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। হৃদয়াদি প্রবেশও এইরূপ জানিবে, এখন তাহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন হৃদয়স্থিত নাড়ী বিকাশ ও সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয় তখন প্রাণবায়ু ছিদ্র দ্বারা গমনাগমন করে,—অর্থাৎ বিকাশকালে গমন করে ও সঙ্কোচকালে নির্গত হয়। ছিদ্রাশ্রয় সর্ব্বদ্রব্যান্তঃসঞ্চার-স্বভাব বাহ্যবায়ু যেমন বাহ্য লৌহকার-ভাস্ত্রায় প্রবেশ করে এবং নির্গতও হয়, হৃদয়ে যে স্পন্দন হয়, তাহাও ঐরূপ জানিবে। রাম কহিলেন, সত্য বটে, বায়ু চালনা করে, কিন্তু লৌহকারই বাহ্য ভস্ত্রাকে সঙ্কোচন-প্রসারণ দ্বারা বায়ু যোজনা করিয়া থাকে,—অর্থাৎ লৌহকারাদি চেতনাধিষ্ঠিত ভস্ত্রাতেই বায়ু সেইরূপ চালক হইয়া থাকে। অতএব চেতনই অচেতনের নিয়ত ব্যবহার-চেষ্টার নিমিত্ত বলিতে হইবে; তাহা হইলে এই আন্তর-চালনাবিষয়ে কোন্ চেতনচালক অন্তরে প্রবেশ করিয়া নাড়ীকে চালিত করে? শ্রুতিতে কথিত আছে, এক শত নাড়ী চারিদিকে প্রসৃত আছে, আবার সেই এক শত নাড়ীর প্রতি শাখায় দ্বিসপ্ততি দ্বিসপ্ততি করিয়া নাড়ী, এইরূপে সহস্র সহস্র নাড়ী; তাহাতে ব্যান-বায়ুর সঞ্চার। তাহাতে সকল নাড়ীতে ব্যান-বায়ু-সঞ্চার দেহাদি চাল-নের নিমিত্ত হইলে সর্ব্বাঙ্গ বিচলিত হয়, তাহা হইলে এক হস্ত-পাদাদির উদ্যম ব্যবস্থা থাকে না। আর এই যাহা কথিত আছে, যে এক অঙ্গের উদ্যমকালে শত নাড়ী এক হয়, আর সর্ব্বাঙ্গ-চালনকালে এক নাড়ী শত হয়। তাহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শত কি করিয়া এক হয়, আর এক কি করিয়া শত হয়? আরও চৈতন্য অমূর্ত্ত, তাহার সংশ্লেষ দেহেও নাই। যাহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে, তাহা কাষ্ঠ-লোষ্ট-প্রস্তরাদিতেও আছে, অত এব তাহাদিগকেও সচেতন বলিতে হয়, তাহাই বা কিরূপে হয়? এইরূপে স্থাবর বৃক্ষ-লতা-কাষ্ঠ-পাষাণাদি বস্তু যদি সচেতনই

হয়, তবে ইহারা স্পন্দনশীল কেন নহে ও দেহের স্থায় ভোগোপযোগে চমৎকৃতই বা কেন নহে, আর উঁহারা কি চালক কুম্ভকারাদি কর্তৃক অধিষ্ঠিত চক্রাদির স্থায় নিয়তকালস্পন্দী জঙ্গম বস্তু ? তাহা বলুন ! রামচন্দ্রের এই প্রশ্ন শুনিয়া বশিষ্ঠদেব "কার্য্যকারণ-নিয়ন্ত্রী ভোক্ত্রী জীবসংবিদের :যাহাতে অনাদিপ্রবাহে উপস্থাপিত কামকর্ম্ম-বাসনাপ্রযুক্ত তাদাত্ম্যের অধ্যাস আছে, তাহার চলনে আধ্যাসিক স্বতাদাত্ম্যশালী প্রাণসংশ্লেষ দ্বারা জীবসংবিদের স্বতন্ত্রতা। আর "অন্যত্র পরতন্ত্রতা ইহাই ব্যবস্থা" এই গূঢ় অভিসন্ধিতে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, যেমন লোহকার বাহিরে ভস্ত্রাকে চালিত করে, সেইরূপ দেহাভ্যন্তরে সংবেদনই নাড়ীসমূহকে চালিত করিয়া থাকে, তদনুসারেই এ জগতে সকলে বাহিরে কার্য্যাদি করত চেষ্টাশীল থাকে। ১—১৪। রাম কহিলেন, হে মুনে। শরীরস্থ বায়ু-অন্ত্র-আদি সকল সপ্রতিঘ, সেই সপ্রতিঘ বস্তুকে অপ্রতিঘাসংবিৎ কিরূপে চালিত করে, তাহা আমাকে বলুন। যদি অপ্রতিঘাকারা সংবিৎ সপ্রতিঘাত্মককে চালিত করিতে পারিত, তাহা হইলে তৃষিত পথিকের ইচ্ছায় দূরবর্ত্তী জলও স্বয়ং নিকটে আসিতে পারিত এবং হইতেও পারে। যদি সপ্রতিঘ অপ্রতিঘ পদার্থের পরস্পর সংশ্লেষ হয়, তাহা হইলে ইচ্ছাই বাহিরে বাক্‌প্রয়োগ ও গ্রহণ-বিহারাদি করিতে সক্ষম হয়, এইরূপে যদি বাহ্য ব্যবহারে সর্ব্বপ্রাণীর ইচ্ছাতেই সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে (ঘটাদি উপকরণ) আর কর্ত্তা-কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির আবশ্যক কি ? যেরূপ সপ্রতিঘ-অপ্রতিঘের বাহিরে সংশ্লেষ নাই, ইহা আমি বিবেচনা করি, অতএব অন্তযুক্তি বলুন, কারণ আপনার পূর্ব্ব সমাধান যুক্তি ত ঐরূপে নিরস্তই হইতেছে। অথবা যোগী আপনি যেমন স্বয়ং এই অমূর্ত্তের মূর্ত্ত-সংশ্লেষে অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ হইলেও যোগবলে যে উপায়ে অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এক্ষণে শ্রুতিসুখকর সকল সন্দেহ বৃক্ষের মূলচ্ছেদক আমার এই বক্ষ্যমাণ বাক্য শ্রবণ কর, তত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বসন্দেহ-বৃক্ষের মূল, আমার এই বাক্য শ্রবণে সকলের একতানুভবরূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অনুভব হইবে, তাহার জন্য তোমাকে আমার বাক্যশ্রবণে অনুরোধ করিতেছি। এজগতে কোথাও কোন সপ্রতিঘ নাই, সকলই সর্ব্বদা শান্ত অপ্রতিঘ বিস্তৃত রহিয়াছে। এই যে পৃথ্বী-আদি পদার্থসমূহ, এ সকল স্বপ্নসঙ্কল্পের পদার্থের স্থায় শান্তশুদ্ধ সংবিন্ময় ও অপ্রতিঘাতক। ইহাদিগের কারণ নাই বলিয়া এই অখিল পদার্থনিচয় কি আদিতে কি অন্তে কোন কালেই নাই, বাস্তবিক (স্ব স্বভাবে) বর্ত্তমানা থাকিলেও স্বয়ং চিৎ স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্তির ভ্রান্ত্যাত্মা হইয়া জগৎরূপে প্রতিভাতা হন। অতএব তত্ত্বজ্ঞগণ স্বীয় বিবেক-বৈরাগ্য ত্যাগ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-আদি প্রযত্নসাধ্য করণসমূহ দ্বারা বাসনাময় মূর্ত্তাকার মার্জ্জিত করিয়া স্বর্গ, ক্ষামা, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী, দিক্‌ ইত্যাদি অখিল জগৎকে অপ্রতিঘ বোধমাত্র জানিয়া থাকেন। অন্তঃকরণ ভূতাদি মৃৎ-কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি সকলই শূন্য অথচ অশূন্য সমস্তই চেতন-(বোধ) মাত্র, অন্য কিছুই নহে। এ বিষয়ে তোমাকে শ্রুতিমনোহর ঐন্দব-উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর, ঐ উপাখ্যান তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে "মনোমাত্র জগৎ" ইহা উৎপত্তি-প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছি, 'এখানে কিন্তু অন্য "চিন্মাত্রই জগৎ" এইরূপ নির্ব্বাণ-নিষ্কর্ষের জন্যই বলিতেছি। ১৫—২৬। পুনরুক্তি হইলে বর্ত্তমান কথিত বর্ত্তমান প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার নিমিত্ত তাহা শ্রবণ কর, তাহাতে তুমি এই পর্ব্বতাদি যে অমূর্ত্ত চিৎই, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। উৎপত্তি-প্রকরণবর্ণিত-প্রকার কোন এক জগৎজালে তপোবেদ-ক্রিয়ার আধার ইন্দু-নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের আকাশের যেমন দশদিক্‌, সেইরূপ তাঁহার দশটী পুত্র ছিল, তাহারা সকলেই মহাত্মা, মহাশয় ও মহৎ ও সত্যের আস্পদ ছিলেন। প্রলয়কালে যেমন একাদশ-রুদ্রের মধ্যে দশ জনকে রাখিয়া এক একাদশরুদ্রই অন্তর্হিত হন, তদ্রূপ সেই দশ পুত্রের পিতা দ্বিজ ইন্দু কালবশে তিরোহিত হইলেন। দিনের সন্ধ্যার স্থায় তাঁহার একতারা-নয়নবিলোচনা অনুরক্তা পত্নী বৈধব্যভয়ে ভীত হইয়া অনুগমন করিলেন। পরলোকগত সেই দম্পতির শোকার্ত্তপুত্রগণ তাঁহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপনান্তে সমস্ত সংসার-ব্যবহার বিসর্জ্জন দিয়া সমাধির জন্য বনে গমন করিল। বনে যাইয়া তাহারা এই চিন্তাপরায়ণ হইল যে, বিষয়াকৃষ্টচিত্তের স্থিরতা সম্পাদন-হেতু ধারণার মধ্যে কোন ধারণা উত্তমসিদ্ধিপ্রদা, যাহাতে আমরা তাহা হইয়া হিরণ্যগর্ভ তুল্য হইতে পারি। এইরূপ চিন্তা করত সেই দশ ভ্রাতাই স্থোর এক শ্বাপদোপদ্রব-শূন্য গুহা-গর্ভে বদ্ধপদ্মাসন হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল যে, "এই যে পদ্মযোনি ব্রহ্মাধিষ্ঠিত অখিলজগৎব্রহ্মাণ্ড, তাহাই আমার' এইরূপ ধারণায় নিশ্চল হইয়া আস্থা করিতে পারিলে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পদ্মজসমন্বিত জগৎস্বরূপ হইয়া পড়িব। ২৭—৩৫। এইরূপ চিন্তা করত তাহারা ব্রহ্মার সহিত সকল জগৎকে ধারণ-পথে আনীত করিয়া চিত্র-লিখিতের স্থায় নিমীলিতনেত্রে বহুকাল অবস্থান করিয়া থাকিল। এইরূপ ধারণা হইতে তাহারা চ্যুত না হইয়া বদ্ধচিত্তাবস্থায় এক বৎসর ছয়মাস কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিল, তখন তাহাদিগের দেহ শুষ্ক কঙ্কলতা-প্রাপ্ত শবদেহবৎ পড়িয়াছিল, মাংসাশী রাক্ষসগণ তাহাদিগের দেহের মাংস ভক্ষণ করায় রৌদ্রে যেমন ছায়ার বিনাশ ঘটে, তাহার স্থায় তাহাদিগের দেহের বিনাশ হইয়া পড়িল। তাহারা তখন দেখিতে লাগিল 'অহংব্রহ্ম' আমরাই ব্রহ্মা, এই জগৎও আমরা এবং ভুবনান্বিত সর্গও আমরা, এইরূপে সর্ব্বত্রই ঐক্য দর্শন করিতে করিতে দীর্ঘকাল অজ্ঞান হইল। ঐরূপ একধ্যানে তাহার পর তাহাদিগের সেই দশ-চিত্ত ধ্যান-পরিপাক-নিবন্ধন পৃথক্‌ দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ জগৎ ও পৃথক্‌ দশ দেহ ধারণ করিল। চিৎই তাহাদিগের ইচ্ছারূপিণী হইয়া জগতে পরিণতা হইয়াছিল। তুমি বলিতে পার যে, তাহাতে চিতের কিছু স্বভাবের হানি হইয়াছিল তাহা নহে, চিৎকেই নিজ স্বভাবে অত্যন্তস্বচ্ছরূপা আকার-বর্জ্জিতাই ছিলেন। অতএব সকল জগৎই যখন "সংবিৎ"-ময়, তখন সেই জগৎসমূহের ভূমিগিরি প্রভৃতি সকলই চিদাত্মক জানিবে, তাহা যদি না হইবে, তবে অন্য কি হইবে বল ? তাহা যদি না হইবে, তবে সেই ইন্দুনন্দনগণের সেই ত্রিজগজ্জাল কিমাত্মক, তাহা তুমি বল ? অতএব তাহা সংবিদাকাশমাত্রই, অন্য কিছুই নহে। তরঙ্গ যেমন জল-ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে বা বর্ত্তমানও নাই, সেইরূপ সংবিৎ তত্ত্বভিন্ন চলনাদি কিছুই নাই। যেমন ঐ ইন্দুতনয়গণের জগৎ কেবল শূন্যে চিন্ময়মাত্রই, সেইরূপ এই দৃশ্যজগৎসমূহ-মধ্যেও কাষ্ঠলোষ্ট-শিলাদি সমস্তই চিন্ময়। ৩৬—৪৫। যেমন ঐ ইন্দুসুতগনের সকলই এই জগদ্ভাবপ্রাপ্ত

হইয়াছিল, তাহার ন্যায় পদ্মযোনির সঙ্কল্পই এই দৃশ্য-জগদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই সকল পর্ব্বত, পৃথিবী, নিবিড় বৃক্ষ (বা মেঘ) ও মহাভূত-সকল সমস্তই চিন্ময়মাত্রই বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এই সকল দৃশ্যমান বৃক্ষ ও চিৎ, পৃথিবী ও চিৎ, স্বর্গও চিৎ, আকাশও চিৎ এবং এই পর্ব্বতনিবহও চিৎ, ঐ ইন্দুজনয়-গণের জগতের ন্যায় কোথাও চিদ্ব্যতিরিক্ততার সম্ভাবনা নাই। চিন্মাত্রাকাশরূপ কুলাল স্বীয় দেহরূপ ঘূর্ণিত চক্রোপরি নিজশরীর-রূপ মৃত্তিকা উপাদানে সর্ব্বদাই এই সর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন, এই সর্গাদি আর কোথায় বল (সকলই মিথ্যা অসত্ত্ব জানিবে)। সঙ্কল্পবিনির্ম্মিত সৃষ্টিতে প্রস্তরাদি যদি চেতন না হয়, তাহাহইলে তাহাতে এই সকল লোষ্ট-শৈলাদি আর কি বল? ৪৬—৫০। অনুভব, স্মৃতি ও স্মৃতিজন্য সংস্কার এবং ইচ্ছাকৃত সংস্কার এই সকল সংবিৎ বিশেষ অর্থগোচর—অর্থাৎ ইহাদিগের অন্তরে অর্থ প্রথিত হয় এবং ইহা নিজ অভ্যন্তরে অভিব্যক্ত চিন্মাত্রকেই ধারণ করিয়া থাকে, জড় অর্থকে নহে, অতএব সকল অর্থই চিদ্রূপ, কারণ পূর্ব্বেই বিচারের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, অর্থশূন্য কল্পনাদির অন্য প্রকার স্থিতি, আর অর্থকলাবিশিষ্ট তত্ত্বাবগাহন চমৎকারশালীর অন্য প্রকার চমৎকৃতি। (অর্থান্তর) লোষ্ট-আদির অনুভব স্মৃতিসংস্কারের একরূপতায় লোষ্টাদি চিদ্রূপ ভিন্নই নিশ্চিত হইয়াছে, তবে কেন আমি সচেতন বলিতেছি, একথা তুমি বলিতে পার না, কারণ ঐ অনুভববাদি লোষ্টশৈলাদির তত্ত্ব-ভূত চিন্মাত্রকেই অন্তরে ধারণা করে, কিন্তু চিন্মাত্রে অবগাহন—অর্থাৎ তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ সেই চিন্মাত্র অর্থকলাশালি-কল্পনাদির উদয়ের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান, ইহা পূর্ব্বে বিচারিত হইয়াছে, অজ্ঞাত বিষয়েই চক্ষুরাদি দ্বারা অনুভব হইয়া থাকে, আর জ্ঞাত বিষয়ে স্মৃতি ও সংস্কারই জ্ঞানের সমান, অতএব তাহাদিগের পূর্ব্বে অজ্ঞাত-বিষয় সিদ্ধি বলিতেই হইবে, আর অচিদ্রূপ হইলে তৃণ-কাষ্ঠাদি অজ্ঞাত-(অজ্ঞানাবৃত) ও বলা যায় না, কারণ জড়ে অজ্ঞানাবরণের প্রয়োজন, অতএব জড় হইতে অন্য ব্রহ্মসত্তাই তৃণাদির তত্ত্ব ও সেই ব্রহ্মসত্তাই অন্যথাবোধ স্মৃতি-সংস্কার দ্বারা ভ্রান্তিবশতঃ জড়রূপে বিতারিত হইয়া থাকেন। আরও এই বক্ষ্যমাণ কারণেও কাষ্ঠ-লোষ্টাদি চেতন বলিতে হইবে, কারণ সেই পরম চিত্তত্ত্বই সর্ব্বাত্মক সংবিৎনিলয়ভূত (১) সমষ্টিব্যষ্টিচিত্তে মণিরাশিতে মণির ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া অন্তরে অবস্থান করত কোন এক তৃণ-কাষ্ঠ-শৈলাদি পদার্থস্বরূপে (তৃণাদি পদার্থের ন্যায়) স্পষ্ট প্রকাশমান হন। এবং এই কারণেও তৃণ-কাষ্ঠাদি চেতন বলিতে হইবে যে, ঐ সকল তৃণ-কাষ্ঠাদি কার্য্য-কারণবিরহিত সেই ব্রহ্মেরই সৃষ্টি, সুতরাং কোথায়ও বা কখনও সেই ব্রহ্ম হইতে ঐতৃণাদি ভিন্ন নহে; সূর্য্যের প্রভাই যেমন সূর্য্যের স্বভাব অপ্রকাশ নহে; সেইরূপ চেতনই ব্রহ্মের সত্তায় অচেতনতা নহে, অতএব সকলই চেতন ব্রহ্মই, ইহা স্থির নিশ্চয়। যেরূপ নিম্নভূমিতে প্রবহমাণ জল কারণান্তর ব্যতিরেকে স্বতই আবর্ত্ত-তরঙ্গাদি-বৈচিত্র্যে বর্ত্তমান থাকে, তাহারই ন্যায় এই চিদ্বারিও নানা বৈচিত্র্যে স্বতই বর্ত্তমান, ইহাতে পরের সাহায্য নাই। যেমন পদ্মকন্দে জগদ্জালের নাভি পদ্ম-লীলাই জগদ্রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেইরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎজাল প্রকাশমান, সুতরাং সেই চিৎব্রহ্ম হইতে ইহা অণুমাত্রও ভিন্ন নহে। অতএব যদি এ জগৎসমূহ সেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই না হইল, তাহা হইলে এই জগৎ আজ অনিরুদ্ধ, চিন্মাত্র, শূন্যাত্মক ব্রহ্ম, এবং ভাবাভাবের নিরাকরণ বশতঃ ভাবা-ভাবমধ্যবর্ত্তী চিৎপ্রভামাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। সুতরাং এই সঙ্কল্পজগতে স্থিত সংবিন্ময় পর্ব্বতাদিকে যাহারা অসৎবিন্ময়—অর্থাৎ অচেতন বলে, সেই সকল মূঢ়গণ বিদ্বদ্বর্গের নিকট উপহাসাস্পদ। যখন এই জগৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন, তখন ইহা মনোরাজ্যের ন্যায় চিন্মাত্রই, এই সকল জগৎই স্বয়ং ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থিত, ইহা শূন্যে শূন্যাত্মক সঙ্কল্পাত্মক বলিয়া জ্ঞাত। এই প্রপঞ্চদৃষ্টি যখন যখন যতশীঘ্র সম্ভব চিদ্দৃষ্টিতে অবলোকিত হয়, তখন তখনই এই দুঃখেরও আশু লয় হইয়া থাকে। ৫১—৫৯। আর যৎযৎকালেই এই জগৎদৃষ্টি চিদ্দৃষ্টিতে বিলম্বেও না দৃষ্ট হয়, তত্তৎকালেই এই ঘন হইতে ঘনতর হইতে থাকে। যাহারা এই দৃষ্টিতে না দেখে, সেই সকল লোক চিরকালের পাপে বিজড়িত মূর্খ, তাহাদিগের নিকট এই সংসার বজ্রসারবৎ দৃঢ় বলিয়া অবস্থিত, কখনও এবং সংসারশান্তি তাহাদিগের ঘটে না। অতএব মহাফলপ্রদ বলিয়া এই দৃষ্টিই দৃঢ় করা উচিত। এ জগতে আকৃতি বা ভবাভব জন্মনাশ-আদি বিকল্প কিছুই নাই, সত্তা—অর্থাৎ দ্বিতীয়ভাববিকার বা তাহার অভাব, তাহাও নাই, কেবল পরম শান্ত ব্রহ্মই স্বীয় পরমার্থ চিৎস্বভাবে এইরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে অথবা ব্রহ্মাতিরিক্ত কচন—অর্থাৎ প্রকাশই অর্থাৎ কচ-ধাতুর প্রবৃত্তি নিবৃত্তই একেবারে নাই। কেবল সেই ব্রহ্ম স্ফটিকস্তম্ভবৎ অন্তরে আকাশসৃষ্টিবিরহিত পুত্তলিকাসমূহ থাকিলেও ইহা আদ্যন্তবর্জ্জিত জন্মনাশবিরহিত অতিস্বচ্ছ অনন্ত চিদানন্দৈকঘনরূপে নিত্যই অবস্থিত, উহাতে এই জগৎলতিকা বা তাহার অগ্র কি মূল, কি নির্ম্মাণ কি সেই লতামূলের মূল ভূমিতে প্রবেশ কিছুই নাই। যখন উহা অনুক্তরূপ, তখন উহার অন্ত-রহিত—অর্থাৎ অসংখ্য বিশ্বব্যাপী হস্তসমূহ ও চারিধারে অসংখ্য নেত্র, কর্ণ, মস্তক, কণ্ঠ, উদর ও পদাদি-অঙ্গ বর্ত্তমান, আর যখন মুক্তরূপ, তখন উহা আত্মাকাশাত্মক উৎকৃষ্ট স্তম্ভরূপ সন্মাত্র অজ মৌনবর্ণিত স্ফটিকস্তম্ভরূপ "ইদমহং" এই আমি ইহাতে পর্য্য-বসিত আর পুনরায় তর্কে নিষ্প্রয়োজন। ৬০—৬৪।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৭৮।

একোনাশীত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অতএব এই জগত্রয় একমাত্র শুদ্ধ-সত্ত্ব চিন্মাত্রই, ইহাতে সপ্রতিঘরূপে মূর্খজনবুদ্বুদভূত সমূহাদি কিছুরই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শরীরাদিই বা কোথায় আর সপ্রতিঘ-বস্তুই বা কোথায়? এই যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অপ্রতিঘ ব্রহ্মই বিস্তৃত রহিয়াছে। শান্ত চিদাকাশে বৈষম্যনির্ম্মুক্ত শান্ত চিদাকাশই বর্ত্তমান, আকাশেই আকাশ বর্ত্তমান থাকে ও জ্ঞপ্তিতে জ্ঞানই, জ্ঞপ্তিই (জ্ঞানই) বিজৃম্ভিত হয়। স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রদবস্থাতেও সকলই সংবিন্ময় শান্ত হইয়া অপ্রতিঘাকারে অবস্থিতি, তৎকথিত সপ্রতিঘাস্থিতি কোথায়? এ জগতে

(১) টীকায় ধামি পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু মূলে "নামি" আছে, তাহা হইলে সর্ব্বদের নামান্তর ব্যষ্টিসমষ্টি চিৎ একই।

দেহাবয়ব কোথায় আর নাড়ী বেষ্টনী বা আঙ্গুপদেরই বা কোথায়, সকলই অপ্রতিঘ ব্যোমস্বরূপ। এই যে দেহ দেখিতেছ, ইহা সপ্রতিঘ স্বপ্ন-দেহোপম (ইহা বরং কথঞ্চিৎ বলিতে পার)। করদ্বয়, সংবিৎই মস্তক আর সংবিৎই এই ইন্দ্রিয়সমূহ, সকলেই শান্ত অপ্রতিঘ, কিছুই সপ্রতিঘ নাই। ১—৬। জগৎ-স্থিতি সম্বন্ধে ব্রহ্মাকাশের স্বপ্নরূপ স্বভাবপ্রযুক্ত * এই সমস্তই প্রমাণসিদ্ধ হইলেও অপ্রমাণ, আর সকারণ হইলেও অকারণ। "কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না।" সুতরাং তত্ত্বদৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্ব্বিকার অদ্বয় বলিয়া কারণান্তরের অভাবপ্রযুক্ত উৎপত্তির অভাবে এই অপলাপই উপপন্ন হয়; আর ভ্রান্তিদৃষ্টিতে সৃষ্টি অনাদি বলিয়া কারণ-পরম্পরার সম্ভাবনা থাকায় ও ব্রহ্মের অপ্রসিদ্ধনিবন্ধন উৎপত্তি-আদি সকলই উপপন্ন হয়, এইরূপে স্বপ্ননির্ণয়ানুসারে উভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে ও হইতে পারে; ফলে সে যাহা নির্ণয় করে, সে তাহাই দেখিয়া থাকে। লৌকিক-দৃষ্টিতে কিন্তু কারণ-ব্যতিরেকে উৎপন্ন—অর্থাৎ সংবিদাত্মক বলিয়া লব্ধ এই এই জগৎ একেবারে অসৎও নহে এবং সৎও নহে, কিন্তু সত্তের ন্যায় ইহা উপপন্ন হয়, কারণ সংবিৎ কর্ত্তৃক যথাভাবিত (অর্থাৎ চিন্তিত অনুসারেই সকল পদার্থই নিঃসন্দেহে লব্ধ হইয়া থাকে)। স্বপ্নে যেমন সকল বস্তুই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে লব্ধ হয়, সেইরূপ চিন্ময়ত্বপ্রযুক্ত জাগ্রদবস্থাতে সর্ব্বাত্মরূপতা হইয়া থাকে। আর মায়াবাদে (অনানন্দক হইলেও) সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম-পদে নাশস্বরূপ নানাত্মাতে অবস্থিত, এবং কার্য্যকারণ ব্যতীত বিরহিতেরও কারণজ্ঞাসত্তা আছে। ঐ পূর্ব্বোক্ত ইন্দুনন্দনগণের সঙ্কল্পজগতের ন্যায় একও সহস্র হয় এবং সঙ্কল্পজগৎসমূহের সহিত লক্ষভূতভাব প্রাপ্তি ঘটে। আবার সংবিৎ সহস্রও এক হয়, দেখ,—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্রাদির সাযুজ্য পূর্ব্বোক্ত বিপশ্চিদুপাখ্যান নিষ্কর্ষে কথিত; সিদ্ধান্তানুসারে উপাধিমেলন দ্বারা ঐক্যাপত্তিতে সৃষ্টির সহিত সমস্তই এক হইয়া যায়। ভিন্নভাবে বর্ত্তমানের যে একীভাব তাহা লোকেও প্রসিদ্ধ। দেখ শত শত নদী ধারায় ভিন্ন হইলেও একই সমুদ্র, ঋতু সংবৎসরসমূহে ভিন্ন হইলেও একই কাল। একই সংবিদাকাশ স্বপ্নবৎ নানা দেহরূপে উদিত, উহা অনুভবে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও স্বপ্নগিরিবৎ নিরাকার।৭—১৫। সেই অনন্যভবাত্মিকা সংবিত্তিই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, অতএব জগৎ এক চিদাকাশকেই জানিবে। যেমন একই নিদ্রা স্বপ্নাবস্থায় বেদনাত্মিকা (অনুভবাত্মিকা) আবার সুষুপ্তি-অবস্থায় অবেদনাত্মিকা, সেইরূপ জগৎও বেদনাবেদনাত্মক একই জানিবে। বায়ুও তাহার স্পন্দের ন্যায় চিৎসংবিৎ ও জগৎ অভিন্নই, অতএব জগৎ এক চিদ্ব্যোমই, উহা একই বস্তু। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন-রূপ ত্রিপুটী এ সকল চিৎস্বরূপের ভানই মাত্র, ঐ সকল পরামর্থ আকাশস্বরূপ শূন্যমাত্র; স্বপ্নের ন্যায় ঐ ত্রিপুটী শূন্যমাত্রে প্রতিভাত, অতএব এই জগৎ এক চিদ্ব্যোমই জানিবে। পরমেশ চিদ্ব্রহ্মে এই জগদ্ভাব অসৎই, ইহা প্রথম সৃষ্টি হইতেই স্বপ্নে ব্যাঘ্রাদিভয়-বৎ ভ্রান্তদৃষ্ট, সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রাদিভয়ের ন্যায় যথার্থ জ্ঞান হইলেই নিবৃত্ত হয়। স্বপ্নে যেমন একই সংবিদের অনেক প্রকারে ভান হয়, তদ্রূপ সর্গাদিতে ব্রহ্মেও নানাপদার্থরূপে ভান হইয়া থাকে। গৃহাভ্যন্তরে অনেক দীপের প্রভা যেমন একের ন্যায়ই প্রতিভাত হয়, তাহার ন্যায় সর্ব্বশক্তির একই যে মায়াশক্তি তাহার অনেক প্রকার ভান হইয়া থাকে। ভ্রান্তিতে যেমন আকাশে বৃক্ষসমূহের স্ফুরণ হয়, তদ্রূপ শিবনামক সমুদ্রে যে জলকণা-স্ফুরণ, তাহাই সৃষ্টি, কিন্তু ইহাই বিশেষ যে, আকাশে বৃক্ষরাজি আকাশের ধর্ম্ম যে শূন্যতা, তদনুবিদ্ধ হইয়া স্ফুরিত হয় না বলিয়া তাহা হইতে ব্যতিরিক্তস্বরূপ, কিন্তু ব্রহ্মাম্বুধিতে স্ফুরিত সর্গবিন্দু ব্রহ্মাম্বুধি হইতে ঈষৎ ব্যতিরিক্তস্বরূপ নহে। ১৬—২২।

একোনাশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭৯॥

অশীত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! সূর্য্যতেজ যেমন জগতের নিখিল ভাবপদার্থের সম্যগ্‌রূপে অনুভবজন্য অন্ধকার নাশ করে, তদ্রূপ আপনিও আমার যথার্থ-বোধ জন্য এই সংশয়োচ্ছেদ করুন। কোন সময় আমি যখন বিদ্যালয়ে বিদ্বৎসমিতিতে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন এক তপস্বী তথায় বিদেহ-দেশ হইতে উপনীত হইলেন। সেই দ্বিজবর যেমন বিদ্বান্ সেইরূপ শ্রীমান্ ছিলেন এবং তিনি মহাতপাঃ, কান্তিমান্ ও দেখিতে দুর্ব্বাসার ন্যায় দুঃসহ ছিলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া সেই দেদীপ্যমান দ্বিজ-সভাকে নমস্কার-পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলে আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তখন আমি সেই স্থানে নিজের বেদান্ত-সাংখ্য-সিদ্ধান্তবাদপাঠ উপসংহার করিয়া সেই তাপসকে সুখাসীন-বিশ্রান্ত দেখিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! বোধ হইতেছে আপনি অনেক পথ আগমনে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন এবং কোন বিষয় জানিবার জন্য যত্নবান্ হইয়া এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছেন, বলুন আপনি আজ কোথা হইতে আসিয়াছেন? ১—৫। আমার প্রশ্ন শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলি-লেন,—হে মহাভাগ! সত্যই বটে, আমি কোন বিষয় জানিবার জন্য যত্নবান্, আমি যে জন্য আসিয়াছি তাহা বলিয়া তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন বৈদেহ নামে একদেশ আছে, বলিতে কি, তাহা স্ফটিকভূমিতে স্বর্গের প্রতি-বিম্বের ন্যায় বিরাজমান। সেই দেশে আমার জন্ম, এবং তথায়ই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি; কুন্দ-কুসুমের ন্যায় শুভ্র দন্ত বলিয়া আমি কুন্দদন্ত নামে বিখ্যাত। অনন্তর আমার বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলাম, গমন-সময়ে শ্রান্তি বোধ হইলে তাহার শান্তির জন্য দেব-দ্বিজ-মুনীন্দ্রগণের নিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা শ্রীপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া পড়ি, তথায় দীর্ঘকালমধ্যে অত্যুগ্র তপস্যা করত বহুকাল বাস করি। তথায় এক তৃণবনাদি-বিহীন অরণ্য আছে, সেই অরণ্যে তেজ কি অন্ধকার কি মেঘ, কিছুই নাই, এমনই তাহা শূন্য যেন ভূতলে নভস্তল। তাহার মধ্যে এক কোমল কিসলয়শালী বহুশাখ-বৃক্ষ বর্ত্তমান; তাহা যে বৃহৎ, তাহা নহে, ঐ বৃক্ষ শূন্য নভোমণ্ডলে মন্দরশ্মি-ভাস্করবৎ অবস্থিত। সেই বৃক্ষের শাখায় এক পবিত্রাকৃতি পুরুষ লম্বমান রহিয়াছেন, তাঁহার চরণদ্বয় নাড্যাধার-রজ্জুতে আবদ্ধ রহিয়াছে; এইরূপে

* "তত্র ত্রয় আবসথা স্রয়ঃ স্বপ্নাঃ" এই শ্রুতিবাক্যই ইহার প্রমাণ।

তাঁহার শরীর সেই বৃক্ষে চারিদিকে রজ্জুতে বদ্ধ, বোধ হইতেছে যেন, সূর্য্য নিজরশ্মিমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। ৭—১৪। তাঁহার মস্তক নিম্নদিকে, আর পাদদ্বয় মৌনদাম-নিবদ্ধাবস্থায় ঊর্দ্ধে রহিয়াছে; বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই মহাপর্ব্বগ্রন্থিশালী শাল্মলী বৃক্ষের লম্বমান পর্ব্বগ্রন্থি রহিয়াছে। কোন সময় আমি সেই বৃক্ষের নিকট গমন করিয়া নিকট হইতে সেই বৃক্ষস্থ কৃতাঞ্জলিপুট-বিপ্রকে দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলাম, এই বিপ্র যাবজ্জীবন এই বৃক্ষে থাকিয়া অক্ষতশরীরে জীবিত রহিয়াছেন, কারণ এখনও ইহাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস হইতেছে, ইনি বোধ হয় কালসম্প্রাপ্ত কি শীত, কি আতপ সকলই সহ্য করিয়া আছেন। এইরূপে লম্বমান সেই পুরুষকে আমি বহুদিন ধরিয়া রৌদ্রভোগক্লেশ সহ্য করত সেবা করিয়া আমার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিলাম। হে ভগবন্! আপনি কে, এবং কি জন্যই বা দারুণ তপস্যা করিতেছেন? হে বিশালাক্ষ! দেখিতেছি আপনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া লক্ষ্যালক্ষ্যাত্ম-জীবন হইয়া পড়িয়াছেন। অনন্তর তিনি আমাকে বলিলেন, হে তাপস! আমার এ সকল বিষয় জানিয়া তোমার কি হইবে? শরীরিগণের ইচ্ছা একপ্রকার নহে, সকলেরই ইচ্ছা অতি বৈচিত্র্যময়ী। সেই তাপস যখন এইরূপ বলিলেন, তখন আমি অতি নির্ব্বেদসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই উত্তর প্রদান করিলেন,—আমার জন্ম মথুরায়, পিতৃগৃহেই আমি বর্দ্ধিত হই, বাল্য-যৌবনের মধ্যাবস্থাতেই আমি শব্দশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করি। নবযৌবন উপস্থিতিতে ভোগার্থী হইয়া আমি শুনিলাম, রাজাই সমগ্রভোগ-সামগ্রীর আশ্রয়, পরে সপ্তমহাদ্বীপবিস্তীর্ণা ধরার অধীশ্বর ও উদারাত্মা হইয়া সকল অর্থী-মনোরথ পূরণ করিতে পারি, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই প্রয়োজনেই আমি এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছি। হে মানপ্রদ! এইখানে আমার দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ১৫—২৫। হে অকারণমিত্র! এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর করিলাম,—সুতরাং তুমি এখন সত্বরগতিতে নিজ অভীষ্টস্থানে গমন কর, আর আমিও যে পর্য্যন্ত না স্বীয় অভিলষিত লাভ করি, সে পর্য্যন্ত এই ভাবেই দৃঢ়স্থিতি অবলম্বনে অবস্থান করি। তিনি এইরূপে আমাকে বলিলে আমি তাঁহাকে যাহা বলিলাম, তাহা শ্রবণ কর। আমার বোধ হয়, তুমি ইহা শ্রবণে ক্লান্তিবোধ করিবে না, কারণ ধীমানেরা আশ্চর্য্যবাক্য শ্রবণে কষ্টবোধ করেন না। আমি বলিলাম, হে সাধো! যে পর্য্যন্ত না আপনি স্বীয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত আমিও আপনার অভীষ্টরক্ষা ও সেবার জন্য এখানে অবস্থান করিব। আমি এইরূপ বলিলে সেই সাম্যাবলম্বী পুরুষ পাষাণমৌনবান্ হইলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইল, বাহিরে আর তাঁহার কোনরূপ ক্রিয়া-কল্পনা দেখিলাম না, সুতরাং তাঁহার দেহ মৃতবৎ রহিল। আমিও সেই কাষ্ঠমৌনীর সম্মুখে ছয়মাস কালকৃত শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতে লাগিলাম। অনন্তর একদিন দেখিলাম, এক সূর্য্যবৎ দেদীপ্যমান পুরুষ সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই প্রদেশে আগমন করিলেন, আমরা উভয়েই কায়মনো-দ্বারা তাঁহার পূজা করিলাম, তখন তিনি সুধাস্তন্দিমনোহর এই বাক্য বলিলেন। ২৬—৩২। হে শাখালম্বিন্ দীর্ঘতাপদ ব্রহ্মন্! তুমি তপস্যার উপসংহার কর, এই অতি মনোহর অভিমত-বর গ্রহণ কর। তুমি অপোষর্গপ্রভাবে এই দেহে সপ্তসহস্র-বৎসর সপ্তসমুদ্র-দ্বীপপরিবৃতা পৃথিবীর পালক থাকিবে। এইরূপ অভীষ্টপ্রদান করিয়া সেই দ্বিতীয় দিবাকর যে সূর্য্যমণ্ডল হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সূর্য্যরূপ সমুদ্রেই প্রবেশ করত তিরোহিত হইলেন। এইরূপে তিনি গমন করিলে শাস্ত্রে যাহার কথা শুনিয়াছিলেন, আজ সেই শ্রেষ্ঠ আদিত্য-পুরুষকে যিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন এবং বরদানব্যবহারে অনুভবও করিলেন, সেই বিবেকী তরুশাখাবলম্বি-তপস্বীকে আমি বলিলাম,—হে ব্রহ্মন্! আপনার তরুশাখাবলম্বনরূপ তপস্যাবলে অভীষ্টবর-লাভ করিতেছেন, অতএব এখন ইহা ত্যাগ করিয়া উপস্থিতমত গৃহে গমনাদি-ব্যবহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বলিবামাত্র তিনি তাহা অঙ্গীকার করিলে তাহার পর আমি বন্ধনস্তম্ভ হইতে করিশাবকের চরণবৎ তদীয় চরণযুগল সেই বৃক্ষ হইতে বন্ধনমুক্ত করিলাম। অনন্তর তিনি স্নান করিয়া পবিত্রহস্তে অঘমর্ষণ সমাপন করত তপঃসিদ্ধিবললব্ধকাল শ্যামার সহিত ব্রতের পারণকার্য্য সমাধান করিলেন। সেই পুণ্যাবলাধিগত ফলসমূহ দ্বারা আমরা উভয়ে তথায় দিনত্রয় নিরুদ্বেগে অনায়াসে বিশ্রাম করিলাম। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ সপ্তদ্বীপসমুদ্র মুদ্রিতদিশা সমগ্র ধরা ভোগলালসে বৃক্ষে লম্বমানকায় ও ঊর্দ্ধপদ হইয়া, তপস্যাকরত সূর্য্য-পুরুষের নিকট অভিমত-বরলাভ করিলেন। অনন্তর তরুতলে তিনদিন বিশ্রাম করিয়া পদে পীড়া নিবৃত্তি হইলে সুহৃৎ আমার সহিত স্বীয় মথুরাস্থ ভবনাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৩—৪১।

অশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥

একাশীত্যধিকশততম সর্গ।

কুন্দদন্ত বলিলেন,—যেরূপ চন্দ্র-সূর্য্য সায়ংকালে নিজ নিলয়-গমন-মানসে ইন্দ্রপুরীপূর্ব্বদিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার ন্যায় আমরাও সায়ংকাল পর্য্যন্ত গমন করিয়া আবাসাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরে যোধনামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া আম্রবন মনোহর অচলে বিশ্রাম করত সেই নগরে দুই দিন বাস করিলাম। পরে আমরা পুলকিতচিত্তে গমন করিতে করিত অনেক পথ অতিক্রম করিলাম। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে বহুতর ভূমিভাগ প্রাপ্ত হইলাম, সেই সকল ভূমিতে শীতল জল, স্নিগ্ধ-চ্ছায়া ও বনতরুনিচয় বর্ত্তমান, নদীতীরস্থ লতা হইতে কুসুম-রাজি পতিত হইয়া সেই ভূমিসমূহকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়াছে, ইতস্ততঃ চঞ্চল তরঙ্গের ঝঙ্কারগানে পথিকগণ আনন্দিত হইতেছে, স্নিগ্ধ তরুবনচ্ছায়ায় মৃগ-বিহঙ্গমগণ রব করিতেছে ও শষ্পশ্যাম-প্রদেশে তৃণরাজির স্থূলস্থূল শাখাগ্রে (দলে) হিমশীকরসমূহ মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই সকল ভূভাগ কোথায়ও বা অরণ্য প্রায়, কোথাও পর্ব্বতসঙ্কুল, কোথায়ও নগরগ্রামবৎ শোভমান, কোথাও বা বিবরাকারে বর্ত্তমান এবং কোথায়ও বা জলপ্রায়। সেই ভূভাগ অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ স্রোত ও সরোবরসমূহ অতিক্রম করিলাম, অনন্তর নিবিড় কদলীকাননে উপনীত হইলাম, পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, তথায় তুষারশীতল কদলীপত্রের শয্যা করিয়া তদুপরি শয়ন করত রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরে

তৃতীয় দিনে এক কমলগুল্মসমূহমণ্ডিত বনে উপস্থিত হইলাম, সেই বন মেঘাবিচ্ছেদবিভক্ত আকাশের স্থায় তৃণকাষ্ঠাদি সঞ্চয়-কারিজনগণ কর্ত্তৃক বিভাগে বিভক্ত রহিয়াছে। সেই স্থলে সেই ব্রাহ্মণ প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে প্রবেশ করিবার সময় আমাকে এই প্রকৃত গৃহগমনকার্য্যের বিঘাতক বাক্য বলিলেন, আমরা আট ভাই, আমাদিগের সকলেরই ঐ পূর্ব্বোক্ত রাজ্যভোগেচ্ছায় অনেক মনোরথ হওয়ায় সকলেই তপস্তা-নিমিত্ত এক সংবিময় ও একরূপ সঙ্কল্পে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছি, সেই জন্যই আমার অপর সাত ভ্রাতাও সেই নিশ্চয় অবলম্বনে এই গৌরী-আশ্রমে আগমন করত বিবিধ তপস্তায় নিষ্পাপ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আমিও পূর্ব্বে তাহাদিগের সহিত এই গৌরী-আশ্রমে বাস করিয়াছিলাম, অতএব যে আশ্রম পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আজ এই সেই আশ্রমই অগ্রে দেখিতে পাইতেছি ও ইহাই যে সেই আশ্রম, তাহা নিশ্চয়। ঐ দেখ, ঐ আশ্রমে পুষ্পশোভিত-বৃক্ষতলে মুগ্ধমৃগশাবক শয়ন করিয়া আছে এবং ঐ দেখ, ঐ আশ্রমের পর্ণশালাপ্রান্তে শুকপক্ষিগণ বিশ্রাম করিতেছে ও তাহারা নানাপ্রকার শাস্ত্রকথা উচ্চারণ করিতেছে; সুতরাং ইহাই যে সেই আশ্রম, তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব এস, এই ব্রহ্মলোকপ্রতিম আশ্রমে শ্রীলাভের নিমিত্ত গমন করি, ঐ স্থলে আমাদিগের চিত্ত পুণ্যপ্রভাবে সর্ব্ব-পাপক্ষয়ে অতি নির্ম্মল হইবে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণমনাঃ, তাঁহাদিগের দর্শন করিতে ধীরমতি বিদ্বান্ তত্ত্ববিদেরও মন ত্বরান্বিত হয়। ১—১৬। তিনি এইরূপ বলিলে আমরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই তাপসেরা মহারণ্যে সংহাররূপে শূন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে বৃক্ষ নাই, পর্ণশালা নাই, গুল্ম নাই, মনুষ্য নাই এবং কি মুনি, কি বালক, কি বেদী, বা কি ব্রাহ্মণ কিছুই নাই। কেবল সেই অরণ্য অনন্ত শূন্যমাত্র, চারিদিক্ তাপে উত্তপ্ত, এমনই শূন্য যেন ভূতলে আকাশ রহি-য়াছে। তাহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ, হায় কি কষ্ট! এ কি দেখিতেছি! এইরূপ বলিতে লাগিলেন। অনন্তর আমরা উভয়ে বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া এক স্নিগ্ধচ্ছবি ঘনচ্ছায় মেঘোপম-শীতল বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। এবং দেখিলাম—তাহার তলে এক বৃদ্ধতাপস সমাধি-অবলম্বনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমরা উভয়ে সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় শাদ্বল-ক্ষেত্রে মুনির সম্মুখে বহুক্ষণ উপবেশন করিয়া থাকিলেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না তাহার পর বহুক্ষণ পরেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না দেখিয়া আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম এবং চঞ্চলস্বভাবপ্রযুক্ত উচ্চৈঃ-স্বরে বলিলাম, "হে মুনে! আপনি ধ্যানভঙ্গ করিয়া চক্ষুঃ উন্মীলন করুন। আমার সেই উচ্চৈঃস্বর শ্রবণে মুনির ধ্যানভঙ্গ হইল, তখন তিনি মেঘধ্বনি শ্রবণে সিংহের ন্যায় আমার সেই শব্দে জৃম্ভণ করত (হাই তুলিয়া) বলিলেন। ১৭—২৪। তোমরা দুই জন সাধু কে? পূর্ব্বের গৌর্য্যাশ্রম কোথায়? কেই বা আমাকে এই শূন্য অরণ্যে আনায়ন করিল? এই কোন্ কালই বা বর্ত্তমান? তিনি এইরূপ বলিলে আমি বলিলাম, 'হে ভগবন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আপনিই জানেন, আমরা জানি না, যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ হইলেও কেন আপনি স্বয়ং জানেন না? আমার এই বাক্য শ্রবণে তিনি পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন ও নিজের ও আমাদিগের সকল বৃত্তান্তই দেখিতে পাইলেন এবং মুহূর্ত্তমাত্রেই ধ্যানপ্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমরা এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ কর; কারণ শ্রবণার্হ তোমরাই এই কার্য্যজ্ঞ। হে সাধুদ্বয়! এই মহাবনে যে স্ত্রীলোকের কেশবেণীবৎ পুষ্পালঙ্কৃত কদম্বতরু দেখিতেছ, উহাই আমার আবাসভূত বলিয়া পুত্রবৎ দয়ার পাত্র। কোন কারণে সতী গৌরী বাগীশ্বরী সরস্বতীরূপে সমস্ত ঋতুর সেবায় সেবিতা হইয়া এই বনে দশ বৎসর বাস করেন। এই জন্যই এই নিবিড় কানন তখন হইতে কুসুমপ্রধান ঋতু-কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়া গৌরীবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এবং সেই অবধিই এই কাননে ভ্রমরীগণের মনোহর গীতাবলী চঞ্চল হইয়া কোকিল-কুল মধুর নিনাদ করিয়া থাকে, পুষ্পবর্ষী মেঘকল্প তরুরাজি দ্বারা গগনরূপ বিতান (চন্দ্রাতপ) শতচন্দ্রশালিবৎ শোভা পাইয়া-থাকে ও পদ্মপরাগকণে দিগন্তরাল পরিব্যাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকে। ২৫—৩২। সেই অবধিই এই বন মন্দারকুন্দকুসুমমকরন্দে দিক্‌সমূহ সুগন্ধিত করিয়াছে, চারিদিকে বিকসিত কুসুমরাশিরূপ চন্দ্রবিম্বসমূহে শোভার পর্য্যাপ্তি দেখা যায়। সন্তানক নামক সুরতরুর স্তবকের হাস্য-বিকাশে এই বন মনোহর হইয়াছে, আমোদিত বায়ুতে সমস্ত লতারূপ অঙ্গনাসমূহ শোভা পাইতে থাকে (বা ঐ বনে সুরভিত দেবলতারূপ অঙ্গনাসমূহ বিরাজ করে।) সেই অবধিই এই পুষ্পাকর বসন্তের নগর সদাই ভ্রমরগণের অভিনবগীতে মুখ-রিত, ভ্রমরীসমন্বিত কুসুমাকর (পুষ্পরাশি বিরচিত) মণ্ডপ-সমূহে বিরাজিত এবং সেই অবধিই এই বনে চন্দ্রকিরণজাল কোমল পুষ্পদোলায় সুরসিদ্ধবধূগণ দোলক্রীড়া করিয়া থাকে। সেই অবধিই এই বনে হারীত, হংস, শুক, কোকিল, কোক, কাক, চক্রকাক, গৃধ্র, ভাসপক্ষী ও চটক (চড়ুই) প্রভৃতি পক্ষিকুল শোভাবর্দ্ধন করে। ভয়ানক কুক্কুট কপিঞ্জল (চাতক বা গৌরবর্ণ তিত্তিরি) ময়ূর, বক প্রভৃতি ক্রীড়া করত রমণীয় করিয়া রাখি-য়াছে। দেখা যায় সেই অবধিই দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ আসিয়া ঐ কদম্বসরস্বতীর চরণ-কমল-কর্ণিকায় প্রণামকালে কিরীট ঘর্ষণ করিয়া থাকেন, সর্ব্বদাই বায়ু বহন করিয়া থাকে বলিয়া নক্ষত্র-লোক ও মেঘ-লোক কনককোমল চম্পকসমূহ হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ বায়ুভরে নক্ষত্রলোক ও মেঘলোক পর্য্যন্ত চম্পকগন্ধ গমন করে,) সেই অবধিই মৃদুমন্দ বায়ুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতারাজি হইতে কোমল কিশলয় পতিত হইয়া থাকে ও সেই লতারাজি বিস্তীর্ণ হইয়া কুঞ্জসকল আরও আবৃত ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সূর্য্যরশ্মিবৎ নিরুদ্ধ হওয়ায় অভ্যন্তরে ঐ বন অতি শীতল। কদম্ব, করবীর, নারিকেল, তাল, তামাল প্রভৃতি বৃক্ষনিবহের পুষ্পপরাগপুঞ্জে সর্ব্বদাই এই বন পীতবর্ণ। সেই অবধিই এই বনে পদ্মের সহিত কুমুদোৎপল-পরিশোভিত পদ্মাকরে চকোর-চক্রবাকসমূহ ও হংসশ্রেণী প্লুত-গতিতে গমন করিয়া থাকে এবং সেই অবধিই এই বনে তাল, গুগ গুল, চন্দন, পারিজাত, কদম্ববৃক্ষ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃক্ষাভ্যন্তরে বিচিত্র সর্ব্বাভিলাষপূরণশক্তি বিরাজমান রহিয়াছে। হরের অর্দ্ধাঙ্গী গৌরী কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ বশতঃ নির্ম্মলচন্দ্রবিম্বমুখী কদম্ব-সরস্বতীরূপে শিবমস্তকে শশিকলার ন্যায় এই বনে বহু-কাল বাস করেন। ৩৩—৩৯।

একাশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮১॥

দ্ব্যশীত্যধিকশততম সর্গ।

বৃদ্ধতাপস কহিলেন,—এবম্বিধ বনে গৌরী স্বেচ্ছাক্রমে দশ বৎসর কদম্বমূলে অবস্থান করিয়া আবার দেব-দেব মহাদেবের বাম-দেহার্দ্ধরূপ নিজ মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করেন, তাঁহারই স্পর্শসুধায় সিক্ত হইয়া এই পুত্রকল্প কদম্ববৃক্ষ, ক্রোড়ে স্থিত বালকের ন্যায় জীর্ণ হয় না। দেবী গৌরী এই বন পরিত্যাগ করিয়া যাইলে তাদৃশ এই মহৎ অরণ্য সাধারণ-জনের ফল-পুষ্প-কাষ্ঠাদি জীবিকার আশ্রয় হইয়া সাধারণ বন হইয়া পড়িল। শলবনামে এক দেশ আছে, আমি তত্রত্য রাজা, কোন সময় রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে উপনীত হই, এখানেও আশ্রমবাসিগণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া এই কদম্বতলে ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকি। কিয়ৎকাল পরে তুমি স্বীয় সপ্ত ভ্রাতার সহিত তপস্যা করিবার জন্য এই আশ্রমে আগমন কর। তোমরা সেই আট জন সেইরূপ তপস্বী হইয়াছিলে, যাহাতে অন্য তপস্বিগণেরও পূজ্য হই-য়াছিলে। ১—৭। অনন্তর কোন সময় তাহাদিগের মধ্যে তুমি একাই শ্রীপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলে, দ্বিতীয় জন তপস্যার জন্য স্বামী কার্ত্তিকেয়ের নিকট গমন করেন, তৃতীয় বারাণসীতে ও চতুর্থ তপস্যার জন্য হিমালয়ে গমন করেন। আর তোমার অপর ধীর ভ্রাতৃচতুষ্টয় এই স্থলেই অতিমাত্র তপস্যা করেন। সকল ভ্রাতারই একই মনোরথ যে, যেন সমস্ত দ্বীপ-সমন্বিতা পৃথিবীর অধীশ্বর হই। অনন্তর দেবতাগণ তুষ্ট হইয়া বরের উপর বরদানে (বরশ্রেষ্ঠ বরদানে) তাহাদিগের অভীষ্ট-পূরণ করেন। ব্রহ্মা যেমন ধর্ম্মপ্রধান কৃতযুগ ভূতলে ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহার ন্যায়—তোমার ভ্রাতৃবর্গ ও তুমি তপস্যা করিতে থাকিলেও তোমার অপেক্ষা না করিয়া তাহারা নিজভবনে গমন করিল। হে সাধো। তোমার সেই ভ্রাতৃগণ স্বেষ্টদেবতাকে বরদানে উদ্যত দেখিয়া যত্নপূর্ব্বক এই বর প্রার্থনা করি-লেন। হে দেবি! আমাদিগের সপ্তদ্বীপেশ্বরতা যাবৎ থাকিবে, তাবৎ সকল প্রজাবর্গ সত্যবাদী হইবে এবং সকল সপ্তদ্বীপ-বাসীই স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্মে থাকিবে। সেই ইষ্টদেবতা পরমেশ্বরী তাহাদিগের সেই অভিলষিত অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ৮—১৫। তাহার পর তাহারা সকলেই এবং তাহাদিগের আশ্রমবাসিগণও স্বগৃহে গমন করিল। একা আমিই কেবল যাই নাই। আমি কেবল একা নির্জ্জন-প্রদেশে ধ্যানগতমনাঃ হইয়া বাগীশ্বরী কদম্বতলে শৈলবৎ অবস্থান করিয়া আছি। অনন্তর এই ঋতুসংবৎসরাত্মককালপ্রবাহ চলিতে থাকিলে এই বনপ্রান্তবাসী জনেরা বনকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এই কদম্বমূলের ম্লানভাব নাই, ইহা একই-ভাবে অবস্থিত, সকল জনেই "বাগীশ্বরীগৃহ" বলিয়া ইহারা সাদরে পূজা করে এবং আমাকেও এই বৃক্ষতলে এক সমাধি-অবলম্বনে ভগ্নগাত্র হইয়া অবস্থিতি করিতে দেখিয়া পূজা করিয়া থাকে। তাহার পর তোমরা দুই জন দীর্ঘতাপস এখানে আসিয়াছ; এই সমস্তই আমি ধ্যানে দেখিয়া তোমাদিগকে বলিলাম। অতএব হে সাধুদ্বয়! তোমরা এস্থল হইতে উত্থিত হইয়া গৃহে গমন কর, তোমার ভ্রাতৃবর্গও পূর্ব্বেই কলত্র-বন্ধুবর্গের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। দেবলোকে অষ্টবসুর ন্যায় মহাত্মা তোমাদিগের আট ভ্রাতারও স্বজনে সমাগম হইবে। সেই বৃদ্ধ তাপস এইরূপ বলিলে সন্দেহবশতঃ আমি এই অদ্ভুত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে অত্রত্য সভ্যগণ! * তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে ভগবন্! জগতে একই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী আছে, অতএব তাহারা এক সময়ে কি করিয়া প্রত্যেক সপ্তদ্বীপে-শ্বর হইতে সক্ষম হইল? কদম্বতাপস কহিলেন,—ইহা অসম্বদ্ধ নহে, কারণ ইহা অপেক্ষা আরও অন্য এক তদপেক্ষা অসম্বদ্ধ ঘটনা আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (অন্ত অর্থ,—যে পর্য্যন্ত না আমি ইহার জন্য কিছু বলিতেছি সে পর্য্যন্ত ইহার সামঞ্জস্য নাই, এখন আর এক অন্য তদপেক্ষা অধিকতর অকস্মাৎ ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ কর)। এই তপস্বী অষ্টভ্রাতা দেহক্ষয় হইলে সকলেই গৃহমধ্যে সপ্তদ্বীপেশ্বর হইবে। এই আট জনই মহাপীঠ-গৃহে সপ্তদ্বীপেশ্বর যেরূপে হইবে, তাহা পরে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাদিগের আট জনেরই অনিন্দিতা অষ্ট ভার্য্যা পূর্ব্বাদি-দিকের অষ্টতারার ন্যায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমানা। তাঁহারা তপস্যার জন্য গমন করিলে উঁহাদিগের ঐ আট ভার্য্যাই অতি দুঃখিতা হইলেন, কারণ স্ত্রীলোকের পতিবিরহ সর্পদংশনবৎ অসহ্য হইয়া থাকে। পতির পুনঃপুনঃ স্মরণে সেই সকল ভার্য্যা শত চান্দ্রায়ণরূপ দারুণ তপস্যা করিলেন, তাহাতে পার্ব্বতী সন্তুষ্টা হন। পূজাবসানে দেবী পরমেশ্বরী অন্তঃপুরগৃহে অদৃশ্যা হইয়া সকলকে পৃথক্ পৃথক্ এই বাক্য বলিলেন,—হে বালিকে। স্বামীর জন্য বা নিজের জন্য বর প্রার্থনা কর, অহো! গ্রীষ্মতাপে মঞ্জরীর ন্যায় বহুকাল তপস্যার ক্লেশ পাইয়াছ। দেবীর এই বাক্যশ্রবণে চিরণ্টিকা দেবীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত নিজ বাসনানু-সারে দেবীর স্তব করিতে করিতে আনন্দমন্থরা হইয়া ময়ূরী যেমন মেঘমালাকে লক্ষ্য করিয়া কেকাধ্বনি করে, তাহার ন্যায় আকাশ-স্থিতা দেবীকে মধুরবাক্যে বলিলেন। ২৫—৩৪। চিরণ্টিকা কহিলেন,—হে দেবি! আপনার যেমন দেবাদিদেব শম্ভুর সহিত প্রেম, আমারও নিজ ভর্ত্তার সহিত সেইরূপ প্রেম হউক এবং আমার পতি যেন অমর হইয়া চিরজীবী থাকেন। দেবী বলি-লেন,—আদিসৃষ্টি হইতে ঈশ্বরীকা-রূপা নিয়তির দৃঢ়তা—অর্থাৎ দুরপনেয়-নিবন্ধন তপস্যা-দানাদি দ্বারা অমরতা লাভ ঘটে না; অতএব হে সুভদ্রে! তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। তাহা শুনিয়া চিরণ্টিকা বলিলেন,—যদি এই বর আমার একান্তই অলভ্য হয়, তাহা হইলে আমার পতির মৃত্যু ঘটিলে যেন তাঁহার জীবাত্মা গৃহমধ্য হইতে ক্ষণকালও বাহিরে না গমন করে, যখন আমার পতির দেহপাত হইবে, তখনই যেন ইহা ঘটে, হে অম্বিকে! অন্ততঃ এই বরও আমাকে প্রদান করুন। দেবী কহিলেন, ইহাই হউক, আরও দেহান্তে তোমার পতি সপ্তদ্বীপাধিপত্য-লাভ করিবেন এবং তুমি তাহার পত্নী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। মেঘধ্বনির ন্যায় গগনগর্ভে জগতের আনন্দ-নিমিত্ত সমুদ্ভূত সেই গৌরীবাক্য এইরূপ উক্তির পরেই বিরত হইল। দেবী গমন করিলে পর, কোন সময় তাহাদিগের প্রতিবর্গও মহাবর লাভ করিয়া দিগন্ত হইতে সমাগত হইলেন। ৩৫—৪১। আজ এদিকে পতি স্ত্রীর নিকট গমন করুক, আজ ভ্রাতৃগণের ও বন্ধুবর্গের পরস্পর সমাগমও হইতে থাকুক। অন্ত

* রামসভার সম্বোধন।

দিকে ইঁহাদিগের আর এক সামাঞ্জস্যবিরহিত সংকর্ষফল ব্যাখ্যক ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইঁহারা তপস্যা করিতে থাকিলে ইঁহাদিগের জনক-জননী পুত্রবধূগণকে লইয়া দুঃখাবিতচিত্তে তীর্থ ও মুনিগণের আশ্রম দেখিবার জন্য গমন করিলেন। শারীরিক সুখভোগের অপেক্ষা না রাখিয়া পুত্রগণের হিতকামনায় তাঁহারা কলাপগ্রাম নামক তীর্থে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা মুনিশ্রেষ্ঠ পথে এক কপিলবর্ণ ঊর্দ্ধকেশ ভস্মামুলিপ্তকায় কপিলবর্ণ সস্ত্রীক পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ পথিক বিবেচনায় সেই মুনির পূজাদি আদর না করত বরং সত্বরগমনে ধূলিকণা উৎক্ষিপ্ত করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সেই মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—হে মহামূর্খ। তুই স্ত্রীর সহিত পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ করিতে যাইতেছিস্, আর আমি দুর্ব্বাসা এখানে বর্ত্তমান, আমাকে নমস্কার না করত অতিক্রম করিয়া যাইতেছিস্। তুই যেমন গমন করিতেছিস্, সেইরূপ তোর পুত্রবধূ ও পুত্রগণের তপস্যার্জ্জিত মহাবর লব্ধ হইলেও বিপরীত—অর্থাৎ দুঃখফলদ হইবে। মুনিকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া সেই অষ্টভ্রাতার পিতা, স্ত্রী ও পুত্রবধূর সহিত যৎকালে সৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখনই সেই মুনি অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে নিজ পুত্রবধূগণসহ হতাশতা বশতঃ দুর্ব্বল হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে ম্লানবদনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এই জন্যই বলিতেছি যে, তাহাদের কোন ব্যাপারই সামঞ্জস্যবিরহিত নহে, কিন্তু গৃহমধ্যে সপ্তদ্বীপরাজ্য কল্পনায় তদন্তর্গত গিরি প্রভৃতি অসামঞ্জস্য লক্ষের কল্পনার অন্তর্গত নহে বলিয়া অসামঞ্জস্য লক্ষেরও প্রসক্তি হইতে পারে, কিন্তু গলে গণ্ড, তাহার উপর স্ফোটক ও তাহা যদি আবার স্ফুটিত হয়, তাহাতে যেরূপ অনিষ্টের উপর অনিষ্ট, আবার তাহার উপর এক অনিষ্ট হয়, ইহাও সেইরূপ জানিবে। যেরূপ একমাত্র শূন্যস্বরূপ আকাশে উৎপাতবশে গন্ধর্ব্বনগর ধূমকেতু উল্কাদিদৃশ্য অন্তঃসন্তপর হয়, তাহার ন্যায় শূন্যমাত্র-স্বরূপ এই চিদ্ব্যোম সঙ্কল্পরচিত মহাপুরে এইরূপ বিচিত্র কোটি কোটি অসামঞ্জস্যের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। ৩২—৩৩।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮২ ॥

ত্র্যশীত্যধিকশততম সর্গ।

কুন্দদন্ত কহিলেন,—তাহার পর আমি সেই গৌর্য্যাশ্রম তাপসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তৎকালে সেই তপস্বীর কেশরাজি পলিত হইয়া তাপশুষ্ক কুশাগ্রবৎ জর্জ্জর হইয়া পড়িয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, যেখানে একই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী আছে, সেখানে তাহারা আট জনই কিরূপে সপ্তদ্বীপেশ্বর হইলেন, আর যে জীব গৃহ হইতে বহির্গত হয় না, তাহারাই বা কিরূপে সপ্তদ্বীপেশ্বররূপে দিগ্বিজয় করিতে সক্ষম, আর বরশাপপ্রদত্ত বরসকলই বা কেন শাস্ত্র দ্বারা অবিরুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়? শীতল ছায়া কিরূপে গ্রীষ্মকালের আতপতাপ পাইয়া থাকে? বিরুদ্ধ বর শাপফলতাবচ্ছেদক শুভত্ব অশুভত্ব ধর্ম্ম এক ধর্ম্মিতে কি করিয়া অশক্যস্থিতি লাভ করে, আর এক ধর্ম্মীতে স্থিতি অসম্ভব হইলে তাহাদের পরস্পর স্বীয় স্বীয়ের আশ্রিতও হইতে পারে না; কারণ, আধারই বা কিরূপে আপনাতে আধেয়ভাব সম্পাদন করিবে? গৌর্য্যাশ্রম তাপস কহিলেন, হে সাধো। ইঁহাদিগের কেন অসামঞ্জস্য দেখিতেছ; তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর, তাহাতেই তোমার প্রশ্নের সমাধান হইবে। তোমরা উভয়ে আজ হইতে অষ্টম দিবসে এইখানেই সেই তোমার বন্ধুবর্গসমন্বিত মথুরা-প্রদেশে উপস্থিত হইবে। এবং সেই খানে বন্ধুবর্গের সহিত কিছুকাল সুখে অবস্থান করিবে। তাহার পর সেই অষ্ট ভ্রাতাই গৃহে ক্রমশঃ মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। পরে বন্ধুগণও তাহাদিগের স্থাপিত অগ্নিতে দাহ-সংস্কার করিবে। তাহাদিগের সেই সংবিদাকাশ-জীব পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র সুষুপ্তজ্ঞ জড়ের ন্যায় অবস্থান করিবে। এই সময়ে তাহাদিগের বর শাপাত্মক কর্ম্মনিচয় ফলের অবশ্যম্ভাব স্বভাবপ্রযুক্ত একত্র-চিত্তাবচ্ছিন্ন-আকাশে সংঘটিত হইবে। ১—১০। সেই সকল কর্ম্ম তত্তৎফলপ্রদ অধিষ্ঠাতৃদেবরূপ হইয়া স্ব স্ব অনুকূলসমূহঘটিত সংপুট পৃথক্ পৃথক্ করিবে এবং সেই সংপুটীভূত বর ও শাপ পৃথক্ পৃথক্ শরীর ধারণ করিবে। তখন সেই সকল বর সুন্দর পদ্মহস্ত, ব্রহ্ম-দণ্ডায়ুধ, চন্দ্রধবলাঙ্গ ও চতুর্ভুজ হইবে, আর শাপ সকল ত্রিনেত্র, শূলপাণি, ভীষণ কৃষ্ণমেঘনিভ দ্বিভুজ ও ভ্রূকুটীমুখ হইবে। তখন বর সকল বলিবে, হে শাপনিবহ! তোমরা দূরে অপসৃত হও, বসন্তাদি ঋতুসময়ের ন্যায় আমাদিগেরও সময় উপস্থিত। অতএব আমাদিগকে অতিক্রম করিতে কাহার সামর্থ্য? তাহা শুনিয়া শাপসমূহও বলিবে, হে বরগণ! তোমারাও দূরে গমন কর, আমাদিগেরও ঋতুর ন্যায় সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কাহার সামর্থ্য আমাদিগকেও অতিক্রম করে? তখন বরগণ পুনরায় বলিবে তোমাদিগের উৎপত্তি মুনি হইতে, আর আমাদিগের দিবাকর সূর্য্যদেব হইতে, মুনিগণ অপেক্ষা দেবগণ শ্রেষ্ঠ,—কারণ বিধাতা মুনিগণের পূর্ব্বে দেবগণকে সৃজন করিয়াছেন। বরগণ এইরূপ বলিলে, শাপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বরগণকে বলিবে, তোমাদিগের সূর্য্য হইতে উৎপত্তি, আর আমাদিগের রুদ্রাংশ হইতে জন্ম; রুদ্র দেবগণ অপেক্ষা অধিক, সেই মুনি রুদ্রাংশসম্ভূত। ইহা বলিয়াই শাপগণ পর্ব্বতের শৃঙ্গ উৎক্ষেপের ন্যায় ত্রিশূলাগ্র উত্তোলন করিল। শাপগণ ত্রিশূল উত্তোলন করিলে সেই সকল বর হাস্য করিয়া শত্রুগণকে অন্তরে প্রমাণপূর্ব্বক সম্যক্ বিচারে অধ্যবসিত স্বার্থ নিশ্চয় স্থির করিয়া বলিবে। ১১—১৫। হে শাপগণ! অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যের পরিণাম বিচার কর, কলহের শেষে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই অগ্রে কর্ত্তব্য, ইহাই বিচার করিয়া দেখ। দেখিতেছি, বিবাদবসানে পিতামহ-ব্রহ্মধাম গমন করিয়াই একটা সিদ্ধান্ত (নিষ্পত্তি) করিতে হইবে; তাহা কেন অগ্রে না বিহিত হয়? শাপগণ বরসমূহের এই বাক্য শুনিয়া তাহাতে অঙ্গীকার করিবে, মূর্খ হইলেও কে না যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করে? তাহার পর শাপগণ বরগণ-সমভিব্যাহারে ব্রহ্মপুরে গমন করিবে, সন্দেহদূরকালে মহানুভবগণই একমাত্র গতি, পরে তাহারা প্রণামপূর্ব্বক পরস্পরে যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বলিবে, তখন ব্রহ্মা বলিবেন,—হে বরশাপাধিপবর্গ! তোমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের শাস্ত্রানুসরণ ও দৃঢ় অভ্যাস এই উভয়কৃত (সংবিদ্ দৃঢ়তাসহকারে) আকার দৃঢ়তা আছে, তাহাদিগেরই অন্তঃসার আছে, তাহারাই

জয় হইবে। এখন তোমাদিগের মধ্যে কাহারা অন্তঃসারশালী, তাহা তোমরা আপনারাই পরস্পর পর্য্যালোচনা কর। ইহা শুনিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরের সারবত্তা দেখিবার জন্য পরস্পর পরস্পরে প্রবেশ করিবে, শাপসমূহ বর-হৃদয়ে প্রবেশ করিবে ও বরগণও শাপ-হৃদয়ে প্রবেশ করিবে—অর্থাৎ পরস্পরের অন্তঃ পর্য্যালোচনা করিবে। ১৬—২০। তাহারা পরস্পর পরস্পরের হৃদয়সার পর্য্যালোচনা করতঃ জ্ঞাত হইয়া সকলেই একমত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিবে। শাপগণ বলিবে, হে প্রজাপতে! আমরা পরাজিত হইয়াছি, কারণ আমাদিগের অন্তঃসার নাই, আর এই এই বরসকল বজ্রস্তম্ভ পর্ব্বতের ন্যায় অন্তঃসারসম্পন্ন ও বজ্রবৎ স্থির। হে ভগবন্! এই আমরা শাপ ও বরগণ সর্ব্বদাই সংবিন্ময়, আমাদিগের স্বরূপ কিছুই নাই। বরদান করা হইয়াছে, এই বরদাতার সংবিৎ বর্ত্তমানা; তাহাই যাচকের নিকট—"আমি বরলাভ করিয়াছি" এই জ্ঞানরূপে বর্ত্তমানা থাকে। আর সেই বরের ফল সুখভোগের আরম্ভন স্বরূপ, তাহাও জ্ঞানমাত্রের কলনাত্মক কচন অর্থাৎ স্ফুরণমাত্র, তাহার পর নির্ম্মিত সংবিৎই (জ্ঞানই) দেহাকারে পরিণত হইয়া দেশকালাদি কল্পনাশত ভ্রমদ্বারা সেই সেই ভোগার্থ অবলোকন করিয়া থাকে, অনুভব করিয়া থাকে, এবং সেই সংবিৎই তাহাতে যাহা খাদ্যরূপে প্রাপ্ত হয়, তাহা ভক্ষণ করিয়াও থাকে, তাহাতে শাস্ত্রীয় তপস্তাকালীন দৃঢ় সঙ্কল্পদ্বারা বশীকৃত সংবিদাত্মা হইতে গৃহীত হইয়া বরকল্পনাবিৎ কালান্তরে—অর্থাৎ ফলকালে যখন পুষ্ট হয়, তখনই তাহারা অন্তঃসারসম্পন্ন হইয়া দুর্জ্জয় হইয়া থাকে, শাপজা সংবিৎ তাদৃশ নহে। ২১—২৫। বরদগণ হইতে যাহারা বরপ্রার্থী, তাহারা যখন বরদগণের বরপ্রদান স্বল্পকাল ধরিয়া অভ্যাস করে তখনই বর অন্তঃসার-সম্পন্ন হয়। তাহার কারণ,—সংবিৎ যাহা বহুকাল ধরিয়া অভ্যাস করে, তাহাই সংবিদের সারাকাররূপে পরিণত এবং শীঘ্রই সংবিৎ, তন্ময়ী হইয়া পড়ে। শাস্ত্রীয় বলিয়া যে সকল শুদ্ধ সংবিৎ, তাহাদিগের মধ্যে যে সংবিৎ অতি শুদ্ধা তাহাই সমধিক প্রবলা হইয়া আবার অশাস্ত্রীয় অশুদ্ধ সংবিৎ মধ্যে অশুদ্ধা সংবিৎই তাহাদিগের মধ্যে কালে প্রবলা হয়, অতএব কলে সমতা নাই। ক্ষণাংশেও যাহা জ্যেষ্ঠ, তাহাই ন্যায়পূরক—অর্থাৎ তাহারই প্রাবল্য, এই জন্য জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন বর সংবিদেরই প্রাবল্য, অন্যায় কার্য্য-বিষয়ে শাপের কোন অংশেই প্রাবল্য সম্পাদনে সমর্থ নহে। অতএব যখন বিরুদ্ধকর্ম্ম বরশাপের প্রমাণাভ্যাসাদি সাম্য হইবে, তখন বরশাপবিলাস দ্বারা দুগ্ধমিশ্রিত জলের ন্যায় শুভাশুভ উভয় কোটিতে বর্ত্তমানমিশ্র-ফলই হইবে, যেমন স্বপ্নে পুরাত্মিকা চিৎ পুরবাসিজনের দেহভেদ যেন বিভক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহার ন্যায় এককালে ভিন্নদেশভোগ্য সম বরশাপও বিপশ্চিৎ উপাখ্যানে কথিত ন্যায়ে উপাধির বিভাগে একই জীবচিৎ যুগপৎ দেহভেদ দ্বারা দ্বিবিধরূপ ধারণ করে ও তাহা স্বয়ংই অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ প্রকাশ করিয়া শাপগণ ব্রহ্মার নিকট তত্ত্বব্যাখ্যান অনুচিত ও তদ্বিষয়ে নিজের প্রগল্ভতা জানিবার জন্য বলিবে, হে প্রভো! যাহা আপনার নিকটেই শিক্ষা পাইলাম, তাহা আপনার নিকট পুনরায় উচ্চারণ করা ধৃষ্টতাসূচক; সুতরাং প্রতিকূলই বলিতে হইবে। অতএব এই ধৃষ্টতা-অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমরা শীঘ্রই স্বস্থানে চলিতেছি। ইহা বলিয়া সেই শাপগণ স্বয়ং আপনাদিগকে বৃথাপ্রয়াসকারী ও নিজমূর্খতাখ্যাপক বলিয়া ধিক্কার দান করত চক্ষুর তিমিররোগ দূর হইলে পূর্ব্বতন আকাশে ভ্রান্তিকৃত কেশোণ্ডুক যেমন আর থাকে না, তাহার ন্যায় কোথায় চলিয়া যাইবে। ২৬—৪০। তাহাদিগের বর শাপও সেইরূপ করিয়াছিল এবং শাপও ঐ ভাবে অন্তর্হিত হইয়াছিল। যেরূপ ব্যাকরণ প্রক্রিয়াতে আদেশ স্থানে স্থানিকে পূর্ণ করে—অর্থাৎ অধিকার করে, তাহার ন্যায় দুর্ব্বলের শাপ অন্তর্হিত হইলে ঐ শাপের ন্যায় এক সময়ে বিরুদ্ধফলপ্রদ সপ্তদ্বীপাধিপত্য-বিরুদ্ধ তাহাদিগের ভার্য্যাগণকে যে সকল বর স্বয়ং দেবী গৌরী তাহাদিগের গৃহ হইতে নির্গমনের নিবারণ জন্য তাহাদিগের ভার্য্যাগণকে দিয়াছিলেন, সেই সকল গৌরীপ্রদত্ত বর আসিয়া ঐ শাপস্থান পূর্ণ করিল,—অর্থাৎ অধিকার করিল। তখন সেই সকল শাপস্থান নিবিষ্ট বর ব্রহ্মার নিকট আসিয়া প্রত্যুত্তর দান করিতে পারিল, হে দেবেশ! শূন্য কূপ হইতে জলের ন্যায় এই সকল ভাবি সপ্তদ্বীপেশ্বররূপে অভিমত জীবগণের শবগৃহ হইতে বহির্গমন কি করিয়া হইবে, তাহা আমরা জানি না, কারণ আমরাই তাহার রোধক। এই সকল বীর ও শ্রেষ্ঠবরগণই সপ্তদ্বীপেশ্বরগণকে গৃহে ও সপ্তদ্বীপে সংগ্রামে দিগ্বিজয় করাইবে। অতএব ইহাতে বিরোধ অনিবার্য্য, সুতরাং যাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, হে সুরেশ্বর! আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তাহা আদেশ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে সপ্তদ্বীপেশ্বর বরগণ ও হে গৃহরোধবরগণ! তোমাদিগের উভয় পক্ষেরই অভিলাষ-সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ তোমরা এ বিষয়ে পরস্পরাপেক্ষী হও। কেন না, তোমাদিগের বহুকাল পরস্পর ইচ্ছাবিরোধ ও অভিলষিতের অভাব ঘটিলেও তাহারা অষ্ট ভ্রাতাই মৃত্যু-পরক্ষণ হইতেই নিজগৃহেই বহুকাল ধরিয়া সপ্তদ্বীপেশ্বর হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহারা দেহপাতপরক্ষণেই নিজগৃহেই সপ্তদ্বীপেশ্বর হইয়াছে, অতএব সকল বরই সিদ্ধ হইয়াছে। তাহা শুনিয়া বরগণ সকলেই বলিল, যদি তাহারা সপ্তদ্বীপেশ্বরই হইয়াছে, তাহা হইলে অষ্টভূমণ্ডলই বা কোথায়, আর সপ্তদ্বীপাষ্টক ও সম্পত্তিই বা কোথায়? কারণ এ জগতে একই ভূপীঠ শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ এবং লোকেও প্রসিদ্ধি ও তাহাই দেখা যায়। আর যদিই বা থাকে, তাহা হইলে ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে কিরূপে ঐ সকল কিরূপেই বা থাকিতে পারে, সূক্ষ্ম পদ্মাক্ষকোষে কিরূপে হস্তী অবস্থিত থাকিতে পারে? বলুন। ৪১—৬৯। ব্রহ্মা কহিলেন,—তোমরা আমরা এই সকল ব্যষ্টি-সমষ্টিসমন্বিত সমস্ত জগৎ-ব্যোমাত্মক হইয়া চিৎপরমাণুমধ্যে বর্ত্তমান, অন্তরে স্বপ্নই অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব ঐ সকলও সেই পরমাণুর অন্তর্ব্বর্ত্তী স্বগৃহমধ্যে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব যাহা পরমাণুর অন্তঃস্থ স্বগৃহমধ্যে পরিমিত হয়, তাহা যদি স্ফুরিত হয়, তাহা আর অপূর্ব্বই বা কি, আর তাহাতে বিস্ময়ই বা কি? মৃত্যুর পরে তৎক্ষণাৎই এই যথাস্থিত জগৎ ঘনাকার হইয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহা চিৎস্বরূপের শূন্যময় আত্মাই অণুর অন্তর্ব্বর্ত্তী গৃহমধ্যে তত্র এই জগৎ পর্য্যন্ত পরিমিত হইয়া থাকে, আর এই সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা যে স্ফুরিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা এই জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই জগত্ত চিৎই আকাশ যেমন শূন্যত্বে প্রতিভাত,

সেইরূপ চিন্মাত্রই এই জগৎরূপে প্রতিভাত, তখন কোথায়ও, এই জগৎ মূর্ত্তরূপে নাই, যাহা দেহে পরিমিত হইবে না। বরপ্রদ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে সেই বহুবিচিত্র সেই পূর্ব্বকল্পিত আধিভৌতিক ভ্রান্তিময় দেহসমূহকে তত্ত্ববিচারে পরিহার করিয়া আতিবাহিক দেহ ধারণ করত ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক যেখানে জল-সকল স্ফুরিত ছিল, তথা হইতে অবিরোধে সকলে মিলিত হইয়া এককালেই ভ্রাতৃবর্গের সেই সেই মনঃকল্পিত সপ্তদ্বীপে তত্তৎ দেবতার গৃহকোষে গমন করিল। সেই অষ্ট ভ্রাতা সকলেই সেই গৃহে অধিষ্ঠিত যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম ও বন্ধুবর্গে পরিপুষ্ট প্রগণ্ডীকত্তকে ব্রহ্মাদিনাষ্টকে আমি মহীভৃজ স্বায়ম্ভুব মনু'র কুলে সপ্ত-দ্বীপাধিনায়ক হইল। তাহারা পরস্পর পরস্পরেরই অজ্ঞাত রহিল, প্রত্যেকেই ভ্রাতৃ-সহিতত্ব কল্পনা দ্বারা পরস্পর বন্ধুভাবে থাকিল, রাজ্যভেদনিবন্ধন সকলে আধিপত্য বিষয়ে অজ্ঞ থাকিল, পরস্পর পরস্পরের ভূমণ্ডলে গমন করিতে লাগিল এবং পরস্পর-হিতে পরস্পর পরস্পরের অভিমত থাকিলেও কেহ কাহারও বিরুদ্ধচেষ্টায় থাকিল না। তাহাদিগের মধ্যে কেহ গৃহ-মধ্যে যৌবনসুন্দর হইয়া মহানগরী উজ্জয়িনী রাজধানীতে সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। কেহ বা শাকদ্বীপবাসী হইয়া পাতাল জয় করিবার বাসনায় সর্ব্বদিগ্বিজয়ে উদ্যত হইল এবং সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করিতে লাগিল। কেহ বা প্রজাদিগের সহিত দিগ্বিজয় করিয়া কুশদ্বীপ রাজধানীতে নিরুদ্বেগে কাণ্ডাবলম্বিত হইয়া সুখে শয়ন করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। কেহ বা শাল্মলিদ্বীপের গিরিরাজ-শিখরস্থ নগরীর ক্রীড়াসরোবরে বিদ্যাধরীগণসহ জল-ক্রীড়ারত থাকিল। কেহ বা ক্রৌঞ্চদ্বীপে সপ্তদ্বীপ সম্পত্তি বৰ্দ্ধিত সুবর্ণপুরে আট দিন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে লাগিল। ৫০—৬৩। কেহ বা দিগ্‌গজগণের উৎপাটিত দন্ত দ্বারা কুলাচল আকর্ষণ করিয়া দ্বীপান্তরচারী রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে পূর্ব্বে ভ্রাতৃগণের মধ্যে অষ্টম—অর্থাৎ সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিল, সেই ভ্রাতা গোমেদদ্বীপবাসী হইয়া কামবশে পুষ্কর-দ্বীপাধিপতির কন্যাকে সেই রাজাকে পরাজিত করত তাহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য সৈন্য দ্বারা শক্রদেশ উৎপীড়িত করিতে করিতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অন্য একজন পুষ্করদ্বীপ-বাসী হইয়া লোকালোক পর্ব্বতের আধিপত্য করত নিখিল আকার দেখিবার জন্য দূতসহ যাত্রা করিয়াছে। ইহাদিগকে এইরূপ স্বগৃহকোষে স্ব স্ব প্রতিভাবিত দ্বীপাধিপত্য করিতে দেখিয়া সেই দ্বিবিধ বর সমূহই সেই আতিবাহিক দেহেও আভিমানিক আকার পরিত্যাগ করিয়া সেই অষ্টভ্রাতার অষ্টজীব সংবিদের সহিতই আকাশের সহিত আকাশের ন্যায় মিলিত হইবে (ও হইয়াছিল) এবং সেই অষ্ট ভ্রাতাও আনন্দময় রাজ্যলাভ করিয়া অভিমত বস্তুপ্রাপ্তিনিবন্ধন বহুকাল পরিতুষ্ট হইবে বা হইয়াছিল। এইরূপে সেই অষ্টভ্রাতার বরলাভনিবন্ধন তাহার ফলস্বরূপ কার্য্যার্থ বিকাশ হওয়ায় তাহারা উক্তপ্রায় সপ্তদ্বীপাধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে (হইয়াছে); ফলে প্রত্যক্-চৈতন্যের অন্তরে দৃঢ় নিশ্চয়াত্মরূপে যাহা স্ফুরিত হয়, তাহাই বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ, অতএব অনুচিত তপস্যাবশাদি কর্ম্ম দ্বারা কে না প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইয়া থাকে। ৬৪—৭০

ত্র্যশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮৩॥

চতুরশীত্যধিক শততম সর্গ।

কুন্দদন্ত কহিলেন,—কদম্বতলতাপস এইরূপ বলিলে আমি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়া সেই সকল গৃহ-মধ্যে অল্প অবকাশে প্রত্যেক পঞ্চাশৎকোটি যোজন-বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল জাত হইল? তাহাতে সেই কদম্বতাপস বলিলেন,—সর্ব্বব্যাপী চিদ্ধাতু এইরূপই যে উহা প্রপঞ্চশূন্য ব্যোমরূপী হইলেও নিজ সর্ব্বগত্ব-নিবন্ধন যেখানে যেখানে অধিষ্ঠান করেন, সেই সেই স্থানেই আত্মাতে স্বয়ংই আত্মাকে নিজ শূন্যাত্মক-স্বরূপের অপরিহারেই সেই সেই ত্রৈলোক্যরূপে বা অজ্ঞ সুষুপ্ত-তুর্য্যরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। তাহা শুনিয়া কুন্দদন্ত কহিলেন,—যাহা বিফল শান্ত শিবস্বরূপ পরম কারণ একমাত্র বস্তু, সেই এক বস্তুতে কি করিয়া স্বভাবসিদ্ধ বাস্তবিকরূপে প্রতীয়মান এই নানাভাব বর্ত্তমান? কদম্বতাপস বলিলেন, এই নানাত্ব বাস্তব নহে। কিন্তু ভ্রান্তিকৃত সকলই শান্ত চিদাকাশ-মাত্র, এ জগতে নানাত্ব কিছুই নাই, জলে আবর্ত্তের ন্যায় উহা স্পষ্ট বিস্তৃতরূপে পরিদৃশ্যমান হইলেও উহা কিছুই নহে ও নাই। এই সকল অসৎ পদার্থে যাহা "পদার্থ" এই নামে ও স্বরূপে প্রতিভাত, তাহা চিদাকাশই স্বপ্ন সুষুপ্তবৎ বিস্মৃত নিজ যথার্থ স্বভাবাত্মক হইয়া বর্ত্তমান,—সেই চিদাকাশের স্বীয় অজ্ঞাত স্বরূপই। স্বপ্নেতে যেমন চিত্ত সম্পন্ন হইলেও নিস্পন্দ থাকে এবং পর্ব্বতাকার প্রাপ্ত বা পর্ব্বতবৎ অচল, হইলেও পর্ব্বতাকার প্রাপ্ত বা পর্ব্বতবৎ অচল থাকে না, সেইরূপ সম্মাত্রাত্মা চিত্তবও কল্পিত অর্থান্তর্গত হইলেও, সেই একই সম্মাত্রাত্মরূপে অবস্থিত, উহা স্পন্দ হইলেও নিস্পন্দ, পর্ব্বতবৎ অচল হইলেও পর্ব্বতবৎ অচল নহে। সর্ব্বাত্মক চিৎস্বভাবের বাস্তবরূপে সর্গাদিস্বভাবও নাই বা সর্গাদিকৃত পদার্থও নাই, তবে সর্গাদিতে যাহা প্রতিভাস-মান হয়, তাহাই সেই ভাবে অবস্থিতি করে। এই কচন বা কচনাভাব পরমরূপ নহে কিংবা দ্রব্যাত্মকও পরমরূপ নহে, বা এই চিদ্ব্যতিরিক্তাত্মাও পরমরূপ নহে, কোন চিদ্ব্যোমই এই ভাবে অবস্থিতি ও তাহা একই ভাবে অবস্থিত। ১—৯। স্বপ্ন-দৃষ্ট সেনাতে একই নির্ম্মলচিৎ যেমন লক্ষজনভাব প্রাপ্তির ন্যায় প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই চিৎস্বরূপের ও পদার্থভাব জানিবে। চিদাকাশ আত্মাতে স্বয়ংই যে স্ফুরিত হন, সেই স্ফুরণেই ঐ চিদাকাশ জগৎরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। যেরূপ স্বপ্নে অগ্নি না থাকিলেও উক্তত্ব ভাসমান হয়, সেইরূপ সংবিৎ-মাত্রাত্মক আকাশে এই পদার্থরাজি না থাকিলেও ইহারা আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাকাশে স্তম্ভ না থাকিলেও যেমন স্তম্ভতাজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ চিৎও নানাভাবে না থাকিলেও নানারূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ঐ নানাত্ব চিদ্‌ভিন্ন না হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অর্থক্রিয়া নির্ব্বত্তির ইহাই কারণ যে, আদি সৃষ্টিতে স্বভাব নির্ম্মল সেই চিদাকাশই পদার্থরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন; (বা আদি সৃষ্টিতে যে পদার্থত্ব, তাহা স্বভাব-নির্ম্মল চিদাকাশই) সেই আদ্য সৃষ্টিতে চিদাকাশ কর্ত্তৃক যাহা যেরূপ বিহিত হইয়া থাকে, তাহা অদ্যাপিও সেইরূপে লব্ধ হইয়া থাকে, যেমন, কি পুষ্পে কি পত্রে কি ফলে সর্ব্বত্র একই বৃক্ষ উক্তাকারে ব্যক্ত থাকে, তাহার ন্যায় এই সকল জগৎ সেই সর্ব্বাত্মক পরম চিদাকাশই বিস্তীর্ণ

জানিবে। পরমার্থাকাশরূপ সমুদ্রে সর্গপরম্পরাই জল, পরমার্থ-মহাকাশে শূন্যতাই সর্গপ্রতিভাস জানিবে। প্রকৃতবোধে পরমার্থ ও সর্গ ইহা তরু ও বৃক্ষের একেরই পর্য্যায়, আর অবোধে এই দ্বৈতজ্ঞান, তাহা কেবল দুঃখেরই কারণ। অধ্যাত্মশাস্ত্র বোধে পরমার্থ ও জগৎ যে একই, ইহা নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেই নিশ্চয়ই মুক্তি। ১০—১৮। সঙ্কল্পকারী চিদাকৃতির সঙ্কল্পের শরীর ব্রহ্মই, তাহাই জগতের রূপ, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মাত্মক। বাক্যাতীত বলিয়া যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্তি হয়, আবার শব্দমাত্রেই তন্নিষ্ঠ বলিয়া নিবৃত্তও হয় না, যাহা হইতে কি বিধি, কি প্রতি-ষেধ বা কি ভাবাভাব (পদার্থ) দৃষ্টি সকলই নিবৃত্ত; যাহা অমৌন মৌন জীবাত্ম-স্বরূপ, যাহা পাষাণবৎ অবস্থিতি-স্বরূপ, যাহা সৎ হইয়াও অসদাভাস স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম। সকলতেই যাহা একমাত্র অভিন্ন, সেই সর্ব্বময় নিরাময় এক ব্রহ্মে ভাবাভাবাদি বস্তুর সৃষ্টিরূপা প্রবৃত্তিই বা কি, আর প্রলয়রূপা নিবৃত্তিই বা কি? যেমন একমাত্র অবিচিত্র নিদ্রাতে চিত্রের ন্যায় নিরন্তর বিবিধ সৃষ্টি প্রলয়-বিভ্রম প্রতিভাত হয়, সেইরূপ অবিচিত্রা এক চিদাকাশ-সত্তাতে এই বহুতর বীজভূত প্রলয় সৃষ্টিপরম্পরা চিত্রের ন্যায় নিরন্তর ভাসমান। যেমন দধি-আদি দ্রব্য শর্করাদি দ্রব্যান্তর মিলিত হইলে প্রত্যেক কার্য্যাপেক্ষা রুচি পুষ্টি পিত্তোপশমাদি গুণান্তর আক্ষিপ্ত করে, (সংঘটিত করে,) তাহার ন্যায় প্রাণিগণের অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত প্রমাতৃ-চিৎসার বাহ্য-বিষয়ে চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত হইয়া ঘটাদি আকার-বৃত্তি সংশ্লিষ্ট হইয়া ঘটপটাদি তত্তদ্-বিষয়ে অন্তরে অধিষ্ঠান চিদাবরণ-বিনাশে পরস্পর অভ্যন্তরে ত্রিপুটী স্ফুরণ আক্ষিপ্ত করে (পর্য্যবসিত করে) অতএব ঘটাদি পদার্থও স্বাধিষ্ঠান চিদধীন-সত্তায় স্ফুরিত হয় বলিয়া ঐ সকল পদার্থও চিৎসার মাত্র ও সদ'ই অপ্রতিম, চিন্মাত্রই উহার একমাত্র আত্মা বলিয়া ঐ সকল ঘটাদি পদার্থ সর্গাদিতেও যেরূপ প্রকাশমান, এখনও তদ্রূপ জানিবে। ১৯—২৬ চিন্মাত্রৈকসার বলিয়া সেই সকল পদার্থের স্থিতিও সংবেদনা-নুসারে জানিবে। সকল দ্রব্যশক্তিরও নিস্পন্দ চিৎ একমাত্র অধিষ্ঠান বলিয়া তাহারা স্বাশ্রয় হইতে চলিত হয় না, বা হ্রাস পায় না, তাহারা কেবল মানস স্বতাকার গ্রহবিরহিত হইয়া স্ফুরিত হয় মাত্র। এই জগৎ যাহা দৃষ্টিগোচর ও অনুভূত হই-তেছে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র সহিত এই সমস্ত জগৎই স্বপ্নবৎ, ইহার বিদ্যমানতা একেবারে নাই জানিবে; কারণ স্বপ্নবৎই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চিৎজলে হর্ষামর্ষ বিষাদোৎপন্ন বিচিত্র স্পন্দরীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। হায়। স্বভাব অর্থাৎ—অজ্ঞাত স্বরূপনিষ্ঠ যে বিক্ষেপশক্তি, তদ্রূপ বায়ু বিকম্পিত (বিচালিত) জগজ্জালরূপ চমৎকৃতিশালী চিদ্দন সত্ত্বগুণাত্মক প্রকাশ কিরণমালীর, রজোগুণাত্মকতায় ধূলিপটলের ও তমোগুণাত্মক জাড্যপ্রাধান্যে মেঘনীহারে স্বরূপাকাশে বিস্তারশালিতা কীদৃশ জননমরণাদি অনর্থ সহস্র কোটিরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। যাহার চক্ষুর দোষ আছে, তাহারই দৃষ্টিতে যেমন আকাশে কেশোণ্ড্রক শোভা পায়। সেই অজ্ঞানাবৃত চিদ্দৃষ্টির স্বাত্মাকাশে এই জগৎভ্রান্তি প্রতিভাত হইয়া থাকে। সেই ভ্রান্তি যে পর্য্যন্ত সঙ্কল্প, সেই পর্য্যন্তই থাকে এবং যেরূপ ভাবে সঙ্কল্পিত হয়, সেইরূপ অনুসারেই ঐ ভ্রান্তিরূপ, ফলে সঙ্কল্পনগর যেরূপ প্রকাশ পায়, জগৎও সেইরূপ সঙ্কল্পানুসারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সঙ্কল্পনগরে যেমন যে পর্য্যন্ত সঙ্কল্পসমূহের স্থিতি, সে পর্য্যন্তই সেই সঙ্কল্পনগরের স্থিতি থাকে, তাহার ন্যায় এই জগদ্ভ্রান্তি প্রকৃত অসদ্রূপা হইলেও অনুভবপথে থাকিয়া সদ্রূপার ন্যায় বর্ত্তমান থাকে। তাহাই বিধাতার সঙ্কল্পরূপা নিয়তি নিয়মা-নুভূতার্থদায়িনী হইয়া অদ্যাপি প্রবহমাণা এবং অগ্রেও প্রবাহিত ছিল ও হইবে; তদনুসারেই স্থাবরাদি-প্রাণিসমূহ যথাক্রমে নিয়ম-বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ২৭—৩৪। তাদৃশী নিয়তি-বলেই স্ফুটজীবন জঙ্গমজীব হইতে জঙ্গম উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্থাবর হইতে স্থাবর উৎপন্ন হইয়া থাকে, জল নিম্নে গমন করে, এবং অগ্নি ঊর্দ্ধগমন করিয়া থাকে। সেই নিয়তি বলেই দেহযন্ত্র বহন করে, জ্যোতিঃপদার্থ তাপ দান করে, বায়ুনিবহন সদাগতি হইয়াছে, ও শৈলাদি স্থিরভাবে অবস্থিত। সেই নিয়তি অনু-সারেই জ্যোতির্ম্ময় কালচক্র দক্ষিণায়নরূপে পরাবৃত্ত হইয়া বর্ষাকালে গগনমণ্ডল ধারাসার ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, ও ঐ কালচক্র যুগসংবৎসরাদি-আত্মকও হইয়া নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। সেই নিয়তিবশেই ভূতলে দ্বীপভেদ বিভিন্ন সমুদ্রসমূহের ও পর্ব্বতের সন্নিবেশ স্থিরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে এবং ভাবাভাব, গ্রহণ পরিত্যাগরূপ দ্রব্যশক্তিও অবস্থিত রহিয়াছে। কুন্দদন্ত কহিলেন, অস্মদাদি সর্ব্বজন ব্যবস্থায় বিধাতার সঙ্কল্পরূপ নিয়তিতে ব্যবস্থিত না হয় হউক, কিন্তু যখন পূর্ব্বানুভব-জন্য সংস্কারাতিরিক্ত হেতুর সম্ভাবনা নাই, তখন বিধাতার পূর্ব্বানুভবের অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন তাঁহার সঙ্কল্পব্যবস্থা কিরূপে সিদ্ধ হয়, কারণ, পূর্ব্বদৃষ্টই স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তাহাই তাহার পর তদনুসারিস্বসঙ্কল্প হইয়া থাকে, ঐ সকল স্বসঙ্কল্প হইতে নিয়মবদ্ধ সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা দ্বিতীয়াদি কল্পসৃষ্টিতে হইতে পারে, কিন্তু প্রথম কল্পসৃষ্টিতে কাহার প্রথম সৃষ্টিপ্রকাশ প্রসিদ্ধ আছে, যাহা বিধাতা জিজ্ঞাসা করিবেন বা স্মরণ করিবেন? তাপস কহিলেন,—বিধাতার সঙ্কল্প স্মরণাধীন নহে, কিন্তু তদীয় দিব্যজ্ঞানে যে অতীতানাগত সর্ব্ববস্তু দর্শন, তাহারই অধীন, সেই প্রথম সৃষ্টিক্ষণে সকল অতীত অনাগত জগৎ পূর্ব্বে না থাকিলেও বিধাতা নিজ দিব্যজ্ঞানবলে দেখিয়া থাকেন, সেই দৃষ্টির অনুসারিণী যে-চিৎ, তদ্বিবর্ত্তরূপা সাঙ্কল্পিকী সৃষ্টি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; তাহাতেই "ইহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি" এইরূপ অধ্যাস হইয়া থাকে, তাহার অভ্যাসেই স্মৃতি হইয়া থাকে। চিত্তপ্রযুক্তই চিদাকাশে জগৎরূপ সঙ্কল্পনগর-প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা সৎও নহে, অসৎও নহে, কারণ উহা চিত্তনিবন্ধন চিদাকাশে কখন স্বতঃ প্রতিভাত হয় এবং কখন হয় না। ৩৫—৪১। যখন প্রসন্নতানিবন্ধন স্বপ্নকল্প মাত্রেই যে চিৎ অনুভূত হয়, সেই শুদ্ধ চিদাকাশ সঙ্কল্পনগর কেননা স্মৃত হইবে, (অর্থান্তর) স্বীয় প্রসন্নতাগুণে চিৎকর্ত্তৃক স্বপ্নে কল্পনা মাত্রেই যাহা আজ অনুভূত হয়; সেই শুদ্ধ চিদাকাশ সঙ্কল্পনগর কেননা স্মৃত হইবে? অতএব গুণদোষাদি অস্মরণ নিবন্ধন হর্ষামর্ষবিরহিত-তত্ত্বজ্ঞগণ কুলাল-চক্রবৎ সুখদুঃখাত্মক (প্রকৃত) প্রারব্ধপথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। নিদ্রাপগমে স্বপ্নগৃহ বিষয় স্মরণে যেমন অধিষ্ঠানভূত চিদাকাশাত্মকতা মাত্রই পরিশেষে পর্য্যবসিত হয়, তাহার ন্যায় ত্রিজগদ্ভ্রম জানিবে। সংবিৎ আভাস মাত্রেই এই জগৎ নামে কথিত, অতএব ঐ জগৎ কেবল সংশান্ত সংবিৎ ব্যোমই, অন্য নহে জানিবে। কারণ চিৎস্বরূপেই সর্ব্বপদার্থই অবস্থিত এবং ঐ চিৎ হইতে সর্ব্ব উৎপন্ন, চিৎই

সর্ব্ব, ও সর্ব্বপদার্থেই চিৎ অধিষ্ঠিত, সর্ব্বপদার্থই সর্ব্বতাপ্রযুক্ত সকল; সুতরাং সেই সংশান্ত চিদাকাশই সর্ব্ব ও সর্ব্বদা অবস্থিত। অতএব এই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সংসার যেরূপ ও যাহা হইবে এবং দৃশ্যেরও যেরূপ ভান, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। অতএব হে ব্রাহ্মণবর! তোমরা উত্থিত হও, ভ্রমরযুগল যেমন প্রাতঃকালে পদ্ম আশ্রয় করে, তোমরাও তদ্রূপ নিজগৃহে গমন কর, এবং তথায় নিজ অভিমত কার্য্য কর। এদিকে আমিও এখন সমাধিভঙ্গে অতি দুঃখে অবস্থিত করিতেছি; সুতরাং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য পুনরায় সমাধিমগ্ন হই। ৪২—৪৮।

চতুরশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততম সর্গ।

কুন্দদন্ত কহিলেন,—সেই জরাতুর মুনিও ধ্যানস্তিমিত-লোচন হইলেন, তখন তিনি চিত্রের ন্যায় নিস্পন্দ প্রাপ্তমনাঃ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা প্রণয়োদারবচনে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলেও তিনি উত্তর প্রদান করিলেন না কারণ তখন তাঁহার বাহ্যবৃত্তি শান্ত হওয়ায় সংসারবিষয়ের অনুসন্ধান ছিল না। অনন্তর আমরা সেই মুনির বিয়োগে উৎকণ্ঠিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, কতিপয় দিবস-মধ্যেই গৃহে উপনীত হইলাম, আমাদের দর্শনেই বন্ধুগণ পুলকিত হইলেন। অনন্তর তথায় কুলদেবতার আরাধনা ব্রাহ্মণভোজনাদি উৎসব করিয়া প্রাচীন কথাদি কহিয়া বহুকাল অবস্থান করিলাম, অনন্তর ক্রমশঃ (যাবৎ) সেই সপ্তভ্রাতা প্রলয়কালে দ্বাদশাদিত্য-তাপে সপ্তসমুদ্রের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হইলেন, অষ্টভ্রাতা একাকী আমার সেই সখাই মুক্ত রহিলেন। তাহারপর সেই সখাও দিনাবসানে অর্কের ন্যায় অস্ত যাইলেন, তখন বন্ধুবিয়োগে অত্যন্ত দুঃখাভিভূত হইয়া অধীর হইয়া পরিলাম। পরে দুঃখিত-চিত্তে পুনরায় সেই কদম্বতরুতাপসের নিকট নিজ দুঃখ দূর করিবার মানসে তৎকর্তৃক পূর্ব্বকথিত আত্মজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিলাম। তিনমাস পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল, তখন আমি প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, আমি সমাধিবিরত হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারি না, অতএব আমি সত্বর করিয়া পুনরায় সমাধিনিষ্ঠ হই, আরও অভ্যাসব্যতিরেকে পরমার্থ উপদেশ তোমাতে সংক্রান্ত হইবে না, অতএব হে নিষ্পাপ! আমি এই পরম-যুক্তি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—১০। অযোধ্যা নামে এক নগরী আছে, তথায় দশরথ নামে এক রাজা আছে, তদীয় পুত্র রামনামে বিখ্যাত। তাঁহার নিকট গমন কর, তাঁহাকে তদীয় কুলগুরু বশিষ্ঠ নামক মুনিশ্রেষ্ঠ সভায় আসীন হইয়া দিব্য মোক্ষোপায় কথা বলিবেন, হে দ্বিজ! তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া আমার ন্যায় পবিত্র পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিবে। ইহা বলিয়াই সেই মুনি সমাধিরূপ অমৃতরসার্ণবসমুদ্রে মগ্ন হইলেন, আমিও আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। এই আমি যেমন শুনিয়াছি, যেমন দেখিয়াছি ও যেমন ঘটিয়াছে সমস্তই যথাযথ বলিলাম। রাম কহিলেন,—বাগ্মী সেই কুন্দদন্ত এইরূপ বাক্য বলিয়া অবধি আমার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সেই কুন্দদন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ আমার নিকট থাকিয়া এই মোক্ষোপায়ময় সংহিতা শ্রবণ করিয়াছেন। এখন ইহার সংশয় দূর হইয়াছে কি না, আপনি জিজ্ঞাসা করুন। ১১—১৮। বাল্মীকি বলিলেন,—রঘুকুলতিলক রাম এইরূপ বলিলে সেই বাগ্মিবর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কুন্দদন্তকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে পাপ-বিরহিত দ্বিজবর কুন্দদন্ত! আমি যে অবশ্য জ্ঞাতব্য পরম মোক্ষ-পদ উপদেশ দিলাম, তাহা তুমি কি বুঝিলে, বল? কুন্দদন্ত বলি-লেন,—এখন আমার চিত্ত সর্ব্বসংশয়বিচ্ছেদী হইয়া সর্ব্বজয়ে সমর্থ হইয়াছে, যখন অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রত্যগ্ ভেদলক্ষণ খণ্ডিতশূন্য ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি, তখন আমার নিখিল সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে। নিখিল জ্ঞাতব্য জানিয়াছি; সুতরাং আমার আর মোহ নাই, এখন আর আমার কিছুই দ্রষ্টব্য বা প্রাপ্তব্য অবশিষ্ট নাই। আমার সমগ্র দ্রষ্টব্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, যাহা পাইবার সমস্তই আমি পাইয়াছি, এখন আমি পরমপদে বিশ্রাম করিতেছি। আপনার প্রসাদে আমি আত্মচিৎ কি, তাহা জানিতে পারিয়াছি, এই সমস্তই সেই পরমার্থঘন বলিয়া ঘন, সেই পরমার্থঘনই স্বীয় অভিন্ন জগৎরূপে স্বাত্মাকাশে বিজৃম্ভিত! ঐ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বরূপীর সর্ব্বাত্মতাপ্রযুক্ত সকলের দ্বারা সকলই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সম্ভবৎপর, তাহা নিঃসন্দেহ। শ্বেত সর্ষপকণার অন্তর্ব্বর্ত্তী অবকাশেও অধিষ্ঠান-চিত্তের সর্ব্বকল্পনাশক্তি পরিপূর্ণভাবে সন্তানিবন্ধন মায়াদৃষ্টিতে তাঁহার অন্তরে জগজ্জাল সম্ভবপর হয়, আর পরমার্থদৃষ্টিতে কোথায়ও সম্ভবপর হয় না? ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আমি জানিতে পারিয়াছি। আর ইহাও জানিয়াছি যে, গৃহের মধ্যে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাও সম্ভবপর হয়, আবার তত্ত্বদৃষ্টিতে গৃহ যে শূন্যেই পর্য্যব-সিত হয়, তাহাও সত্য ও নিঃসন্দেহ। যে যে বস্তু যে সময় যেরূপ-ভাবে উদিতরূপে প্রতিভাত হয়, এ জগতে তাহাই সাধারণের অনুভবগম্য হইয়া থাকে, কারণ তত্তৎবস্তু তৎকালে সর্ব্বঘন আত্মাই সর্ব্বজনসম্বন্ধীয় সার্ব্বকালিক বোধবিষয় সর্ব্বভাবে বর্ত্তমান থাকে, অণুমাত্রও তদ্ভিন্ন কেহ কখন অনুভব করে না। ১৯—২৭।

পঞ্চাশীত্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

ষড়শীত্যধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—কুন্দদন্ত এইরূপ বলিলে পর অনি-ন্দ্যাত্মা ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি এই পরমার্থোচিত বাক্য বলি-লেন,—বড়ই আনন্দের বিষয়, এই মহাত্মার শাস্ত্রশ্রবণ জন্য জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটিয়াছে, এবং এই মহাত্মা করস্থিত আমলকীর ন্যায় এই বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখিতেছেন। "অন্যথা গ্রহরূপ ভ্রান্তিমাত্রাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মই" ইহাই এই মহাত্মার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। কারণ, ভ্রান্তিও যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম যে একমাত্র শান্ত নিরাময় স্বরূপ, ইহাই প্রতিভাত হই-তেছে। সকল ব্রহ্ম নিকর্ষদৃষ্টিতে যাহা ইনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাহার দ্বারা যেরূপ, যাহা যথায় যাহা হইতে যৎকালে যেরূপ বর্ত্তমান, তাহা দ্বারা তদ্রূপ, তাহা তথায় তাহা হইতে তৎকালেই তদ্রূপেই বর্ত্তমান থাকে, ও তাহা যে মায়াবিকার ব্যতিরেকে বৈচিত্র্যপ্রকটনপ্রযুক্ত শুদ্ধ হইতে অবিরুদ্ধ শিব, শান্ত, অজস্র মৌন ও অমৌন অজয় সুশূন্যাশূন্য অন্তর, অনাদিনিধন ধ্রুবই

বিস্তীর্ণ, ইহাও যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও সম্যক্। সংবিৎ—অর্থাৎ মায়াশবল চিৎকর্তৃক যে যে অবস্থায় সঙ্কল্পাতিশয় কৃত হয়, সেই সেই অবস্থাই জলাশক লতার ন্যায় সহস্রশাখত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাণ্ডই পরমাণু, কারণ তাহা চিদাকাশের অন্তরে বর্ত্তমান আর পরমাণুই ব্রহ্মাণ্ড, কারণ তাহারই অন্তরে জগৎ অবস্থিত থাকে। অতএব যদি এতৎসমস্তই আদিমধ্যবিহীন অখণ্ডিত, সৌম্য নির্ব্বাণস্বরূপ চিদাকাশই হইল; তখন তুমি শরীরাদি বৈচিত্র্যরূপ বন্ধনবিহীন ও নিরাময়াত্মা হইয়া যথাস্থিত ব্রহ্ম হইয়া অবস্থান কর। ১—৮। ব্যবহারদৃষ্টিতে ব্রহ্ম স্বয়ংই দৃশ্য ও স্বয়ংই দ্রষ্টা, স্বয়ংই চিত্ত ও স্বয়ংই জড, স্বয়ংই কিঞ্চিৎ ও স্বয়ংই অকিঞ্চিৎ—অর্থাৎ কিছুই নহে, আর পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ আনন্দৈকরস স্বস্বরূপে অবস্থিত। শান্ত ব্রহ্মাকাশ এ জগতে যেখানে যদ্বাসনায় যদাকার হন, সেখানে তিনি স্বস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই আত্মাতেই স্বয়ং সেইরূপেই অবস্থিত থাকেন, যনে তাহাতে তাঁহার আত্মাতে স্বরূপ পরিহার ঘটে না। ব্রহ্ম, মায়ায় দৃশ্যজগৎ হইয়াছেন বলিয়া ইহাতে তাঁহার দ্বৈতভাব মন্তব্য নহে, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যথাস্থিত অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান, শূন্যত্ব আকাশত্বের ন্যায় ব্রহ্ম দৃশ্যের একত্বই জানিবে। দৃশ্যই পরব্রহ্ম, আর পরব্রহ্মই দৃশ্যত্ব, পরব্রহ্ম শান্ত নহে, আর অশান্তও নহেন, তাঁহার নানাকারময়তাও বটে, আর তাঁহার কোন আকারও নাই বটে। দেহাদি প্রতীয়মান হইলেও জাগরিত হইলে স্বপ্নাদি যেমন কিছুই নহে, তদ্রূপ ঐ দেহাদিরও কোন আকার অস্তিত্ব নাই, ঐ দেহাদি সংবিন্মাত্রাত্মক অপ্রতিঘ অনুভবগম্য হইলেও উহা অসন্ময়। যাবতীয় পদার্থ সংবিন্ময়ই যদি হইল, তবে চেতনই সকল হইতে পারে; জড় স্থাবর কিরূপে হইল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন প্রাণী নিদ্রিত হইলে জড়ভাব ধারণ করে, তাহার ন্যায় সংবিৎ জড়ীভূতা হইয়া স্থাবর নাম ধারণ করিয়া থাকে। যেরূপ সুষুপ্তাত্মা জীব শতশত জগৎ কল্পনা দ্বারা স্বপ্ন জাগ্রদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিৎও জড় স্থাবরভাব হইতে জঙ্গমাত্মক চিত্ত—অর্থাৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে—অর্থাৎ চিত্তের স্থাবরভাবের পর জঙ্গমভাবে চিত্তের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না মোক্ষ হয়, সে পর্য্যন্ত জীবের পৃথিবীতে, জলে, বায়ুতে, অনলে ও আকাশে স্বপ্নকল্প শূন্যাত্মক জগৎলক্ষ দ্বারা এইরূপ স্থিতি প্রকাশমানা থাকে, মনুষ্যের নিদ্রা স্থিতি অবস্থায় জড়ভাবৎ চিত্তের যে জড়তা, তাহা অধ্যাসমাত্র; তাহা হইলেও চিত্তের চিদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, ঐরূপ অধ্যস্ত জড়তা হয় বলিয়া চিত্তের চিদ্ভাব জড়তাকে যে গ্রহণ করে, তাহা নহে, চিৎ যেমন জাড্যবেদন বেত্তা জীবের প্রতি স্থাবর শরীর করিয়া থাকেন, সেইরূপ জঙ্গমবেদনবেত্তার প্রতি জঙ্গমশরীর করিয়া থাকেন। এইরূপ হইলেও পুরুষের নখ-পদাদি অঙ্গভেদ যেমন একই শরীর, সেইরূপ ঐ স্থাবর-জঙ্গমাদি-শরীর চিত্তের একই অপ্রতিঘ শরীর, মহাচিত্তের স্বস্বরূপে অধ্যস্ত চেতন অচেতনাদি সমস্তই ঐ নখপদাদি অবয়ববৎ অবয়ব জানিবে। হিরণ্যগর্ভের প্রাথমিক সৃষ্টিহেতু সঙ্কল্পে যে বস্তুর যেরূপ প্রসিদ্ধ পাইয়াছে, তাহা এখনও সেইভাবে রহিয়াছে; অতএব সেইরূপে জগৎ চিত্তেরই রূপ, এইরূপে চিরকাল জড়রূপে থাকিলেও ঐ চিদ্রূপ অপ্রতিঘ শান্ত ও যথাস্থিতভাবেই অবস্থিত, তাহার অপবাদেই সৃষ্টির অন্ত কথিত হইয়া থাকে, ফলে জগতে কিছুই গ্রথিত নাই বা ছিলাম না যখন কিছুই ছিল না, তখন কদাপি কিছুই গ্রথিত নহে, এই জ্ঞানই হিতকর। যেমন সপ্নের প্রপঞ্চের সুষুপ্ত্যাদি প্রবোধান্ততা নিদ্রাকোষ্ঠ মধ্যেই কল্পিত হয়, প্রবোধ-কোষ্ঠ মধ্যে নহে, তাহার ন্যায় চিদ্ঘন নিদ্রায় সুষুপ্তস্বপ্নকোষ্ঠেই সৃষ্টির এই আদি এই অন্ত ইত্যাকার মিথ্যা জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে, বাস্তবিক সৃষ্টির ত্রিকালেই সত্তা নাই, সুতরাং অখণ্ড কল্পনা মিথ্যাই; যখন এক পরমার্থ মনই আদ্যন্তবিহীন হইয়া বর্ত্তমান, তখন মাদৃশ প্রবুদ্ধের নিকট সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের নাম পর্য্যন্তও নাই, সত্তার কথা ত দূরে থাকুক, যথার্থ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কিছুই নাই, চিত্রাঙ্কিত চিত্রবধূ যেমন চিত্র হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। যেরূপ চিত্রকারকর্ত্তব্য চিত্রসেনা সেই চিত্রকারের বুদ্ধিস্থিত কর্ত্তব্য চিত্র হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ এই মূর্ত্তা ও সর্গতাস্রষ্টার চিত্তত্ব নিবন্ধন নানা হইলেও উহা অনানা অর্থাৎ একই। ৯—২৫। বিভাগ রহিত হইলেও চিদ্ঘন নিদ্রা অবিদ্যা বাস্তব স্বরূপভূত মোক্ষ এই ভাগ তাহারও অপলাপ করিয়া থাকে, আর বৈপরীত্যে চিত্তরূপে জাগ্রদ্ভাবও স্বপ্নকে প্রদর্শিত করিয়া থাকে। এই প্রলয়, এই সৃষ্টি, এই স্বপ্ন, এই জাগ্রদ্ভাব, ইহা প্রজ্ঞানঘনতারূপ সুষুপ্তিসম্পন্ন অপ্রতিঘরূপ চিৎসহস্র রুচি আত্ম-সূর্য্যের এবম্প্রকার প্রকাশভেদ তন্মধ্যে চিন্নিদ্রায় উদ্ভূত বাসনাত্মক যে স্বপ্নভাগ, তাহাই উপাধি অংশ প্রাধান্যে চিত্ত বলিয়া কথিত চিদংশ প্রাধান্যে তাহাই জীব ও সেই জীবই দেব অসুরে মনুষ্যাদি অধিকারিগণের শরীর পরিগ্রহ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে নিদ্রার অপনোদন করত মুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই চতুর্থ পঞ্চম ভূমিকায় পরিজ্ঞাত হইলে ষষ্ঠভূমিকায় সুষুপ্তি হইয়া থাকে, আর সপ্তমভূমিকার তাহাই মোক্ষার্থিগণ কর্ত্তৃক মোক্ষ বলিয়া কথিত হয়। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! চিত্ত দেবাসুরাদিভেদে কিয়ৎ-প্রমাণ ও কিয়দাকার, চিন্নিদ্রা ও চিত্তোদরস্থিত জগৎ কিয়ৎ প্রমাণ কিরূপ এবং কিয়ৎকালই বা থাকে, আর স্বাপ্নদর্শনই বা কিরূপ? বশিষ্ঠ কহিলেন,—সুরাসুরনরনারী স্থাবরসর্পাদি পর্ব্বতবৃক্ষাদি পক্ষিকীটাদি ও রাক্ষস সমস্তই চিত্ত জানিবে। তাহার প্রমাণ অনন্ত জানিবে, যাহাতে এই পরমাণু অবধি করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র জগৎ সহস্র সহস্র বার গমন করিতেছে। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যাহা এই আদিত্যপথ হইতে ঊর্দ্ধে ধ্রুবান্ধকারাদিপ্রদেশে চাক্ষুষজ্ঞান-গোচর হয়, ঈষৎ পরিমাণভূতই চিত্ত, তাহার সীমা নাই, ও তাহাই অমলাকৃতি, ইহা সর্ব্বানুভব সিদ্ধ। এই চিৎরূপ দুঃসহ সংসার দুঃখবহুল বলিয়া উগ্র, এই সমষ্ট্যাত্মার অন্তরে ভুবন ঋদ্ধি সকল যখন ব্রহ্মাণ্ড কল্পনায় উপনীত হয়, তখনই সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাই আমরা "চিত্ত হইতে আগত" বলিয়া থাকি। বিধাতার ইচ্ছায় আদ্যন্তবিরহিত বিভু বলিয়াই চিত্ত সর্ব্বদেহে বিরাজমান, আর ব্যষ্টিরূপে দেহ হইতে নির্গত হইলে কোন দেহেই বর্ত্তমান নহে। হে রাম! যেমন নদীপ্রবাহ নিম্নোন্নত ভূভাগ আশ্রয়ও করে, আবার পরিত্যাগও করে, সেই প্রকার মনঃও দেহ আশ্রয় যেমন করে, সেইরূপ ত্যাগও করিয়া থাকে। ২৬—৩৬। যেমন ভ্রম দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হইলে মরুভূমিতে বারিপ্রভায় দূর হয়, সেইরূপ চিত্তেরও আত্মজ্ঞান জন্মিলে এই দেহাদিভ্রম অচিরে নিবৃত্ত হয়। এইরূপে জগৎ গর্ভিত মনের পরমাণুই স্বরূপ দেখ;

যে গবাক্ষপ্রবিষ্ট সূর্য্য-কিরণাদিতে চারিদিকে সূক্ষ্ম অণু দেখা যায়, তাহাই এই প্রসিদ্ধ চিত্তের পরিমাণ ও তাহাই (সেই সৎই) জীব, অতএব জীবসমূহের অন্তরেই জগৎ প্রবিষ্ট। স্বপ্নভূমি-গতবৎ এই যে অখিল দৃশ্য, তাহা চিত্তই ও সেই চিত্তই জীব, অতএব জগৎ ও আত্মার প্রভেদ কি? যখন জীব এবং জগতে ভেদ নাই, তখন এই পদার্থ সমূহ চিৎই, চিদ্ভিন্ন স্বীকার করিলে তাহাতে সত্তাস্ফুরণের অলাভে অলীকতাপত্তি হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সুবর্ণে কটকতাদিবৎ ব্যতিরিক্ত পদার্থতাই নাই, ইহা সিদ্ধ হয়, সুতরাং সুবর্ণে কটকতাদির ন্যায় ব্যতিরিক্ত পদার্থতা, তাহা অলীকমাত্র, তাহা নাই জানিবে। যেমন সমুদ্ররূপ একদেশে রাশি আকারে এক হইয়া অবস্থিত জল পৃথক্ আকারে স্ফুরিত হয়, তাহার ন্যায় ব্রহ্মে চিৎ দৃশ্যাত্মিকা হইয়া পৃথক্‌ভাবে স্ফুরিত হন মাত্র, তাহা অন্য নহে, একই ব্রহ্মে নিত্যাবস্থিত। যেরূপ দ্রবত্বই সমুদ্রে তদ্‌গর্ভগত জল, উহা ভিন্ন বস্তু নহে, সেইরূপ পরব্রহ্মে সংবিদই পদার্থসমূহরূপে স্ফুরিত পদার্থনিচয় তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। এইরূপে যথাস্থিত জগৎলক্ষণ শালভঞ্জিকায় যে আকাশরূপ আত্যন্তিক শূন্যতা, তদ্রূপধারী আদ্যন্তবর্জ্জিত চিৎ-স্তম্ভই নিস্পন্দ অচল হইয়া অবস্থিত। স্বপ্ন-ভূমিগতবৎ এই অখিল বিশ্ব সংবিদাকাশে অবস্থিত শান্ত ও বন্ধনস্বরূপ পরিহার করে না। ঐ অখিল বিশ্ব যে শান্ত, তাহা বিশ্ব ও সংবিদের পরস্পর সমতা, সত্যতা, সত্তা, একতা ও অধিকারিতা এই পাঁচ প্রকার ভেদবিভাবনার অভাবেই, আর পরস্পর আধার-আধেয়-ভাব নিবন্ধন স্তম্ভ শালভঞ্জিকাবৎ ব্যবহারে ঈষৎভেদপ্রতিভাসপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রাতিভাসিক ঈষৎ ভেদ বলিয়াই স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, (এইরূপে) বিশ্ব ও সংবিৎ এই উভয়ের পরস্পর সমতা, সত্যতা, সত্তা, একতা, নির্ব্বি-কারতা ও পরস্পর আধার-আধেয়ভাব। স্বপ্ন সঙ্কল্প সংসারবৎ বরশাপ দ্বারা প্রাতিভাসিক নদীর দেবভাব ও নহুষের সর্পভাবের ন্যায় জগতের বরশাপাদির সরোবর সমুদ্র নদী জলবৎ ব্যবহার সমর্থভেদ, পরমার্থতঃ বিচার করিলে প্রাতিভাসিক ভেদ বস্তুতঃ ভেদ নহে। রাম কহিলেন, যদি নদীর মনুষ্য দেবশরীরের উপা-দানভূত চন্দ্রামৃত ভোগ নাই এবং চন্দ্রামৃত পরিণামোৎপন্ন নহুষের দেবশরীরে সর্প শরীরের উপাদানভূত তাহার অন্নাদিভাবও নাই, তাহা হইলে বরশাপার্থ সংবিত্তিতে কার্য্য কারণতা কিরূপে হইল? কারণ, উপাদান বিনা কোথায়ও কার্য্য হয় না, তবে কিরূপে ঐ উভয়ের দেবসর্পশরীর সিদ্ধি হইল, তাহা বলুন। ৩৭—৪৭। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন সমুদ্রে জলের স্ফুরণ হইলে আবর্ত্তাকার হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট অতি নির্ম্মল চিদাকাশের সত্য সঙ্কল্পের অনুসারি কচন অর্থাৎ স্ফুরণই জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহা আমি বারংবার বলিতেছি। সমুদ্র-জলের শব্দের ন্যায় বিধাতার আত্ম-চিৎস্বরূপে এই যে জগদ্‌ভাবের বিকাশ, তাহা চিদাত্মকতারই ভান, ঐ ভানেরই মনীষিগণ "সোঽকাময়ত"—ইত্যাদি শ্রুতিতে সঙ্কল্পাদি নাম দিয়াছেন। কালবশে অভ্যাসযোগে তত্ত্ববিচার দ্বারা শত্রু-মিত্র-উদাসীনে সমদৃষ্টি দ্বারা কিংবা দেবাদি জাতির সাত্ত্বিকতা নিবন্ধন বা সাত্ত্বিক নির্ম্মলাত্মতা হেতু সম্যক্ জ্ঞানোদয় হইলে সেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রকৃত বস্তুর দৃষ্টি ঘটে, তাহাতে সেই জ্ঞানবানের বুদ্ধি চিন্মাত্ররূপা দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতা, নিরাবরণ (নির্ম্মল) বিজ্ঞানময়ী সংবিৎ প্রকাশমাত্রৈকা দেহাদেহ-(জ্ঞান) বিবর্জ্জিতা চিদ্‌ব্রহ্মরূপিণী হয়। সেই ঐ নিরাবরণ বিজ্ঞান পুরুষ যে সমস্ত সঙ্কল্পরূপে অবলোকন করেন, সে সমস্তই পরমার্থতঃ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার অন্যথা হয় না, কারণ, তাহা (সেই নিরাবরণ বিজ্ঞানের সত্য সঙ্কল্পাবচ্ছিন্ন) শান্ত আত্মপ্রতিভাস মাত্র, (অর্থাৎ তদীয় সত্য সঙ্কল্পাবচ্ছিন্ন চিৎই তত্তৎসঙ্কল্পিত সুরসর্পাদিশরীরে বিবর্ত্তিত হয়)। এবংবিধ হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সঙ্কল্প কল্পিত নগরের ন্যায় বা স্বপ্ন দৃষ্ট মহাপুরের ন্যায় এই জগৎ সঙ্কল্পমাত্র জানিবে। ৪৮—৫৪। এইরূপ অন্যও স্বসঙ্কল্পবর নিরাবরণ আত্মাই, অতএব হিরণ্যগর্ভ ব্যতীত অন্যান্য নিরাবরণাত্মক পুরুষও যেরূপ সঙ্কল্প করেন, তদ্রূপই হইয়া থাকে। বালক যেমন সঙ্কল্পনগরে শিলার উড্ডয়ন অনুভব করিয়া সত্য বলিয়া বোধ করে ও সত্বরই স্বেচ্ছা-ক্রমে তাহার নিরোধ করে, তদ্রূপ এই হিরণ্যগর্ভাদি নিরাবরণ বিজ্ঞান পুরুষের সঙ্কল্পভূত এই ত্রিজগতে যে বরশাপাদি, তাহা সেই হিরণ্যগর্ভাদি আত্মাই, আত্মা ভিন্ন সত্য অবলোকন করেন। বালক যেমন নিজ সঙ্কল্পনগরে সিকতা হইতে তৈল উৎপাদন করে, তাহার ন্যায় ঐ হিরণ্যগর্ভাদি পুরুষের বরশাপাদি অর্থ নিরুপাদান হইলেও জগৎ তদীয় সঙ্কল্পাত্মক বলিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে (তাহার অন্যথা হয় না)। আর নিরাবরণ-জ্ঞান-বিরহিত অজ্ঞ পুরুষের ভেদবুদ্ধি শান্ত নহে বলিয়াই দ্বৈত সঙ্কল্প হইতে বরাদি সিদ্ধ হয় না। নিরাবরণজ্ঞানসম্পন্নগণের যে যে কল্পনা একবার বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা যে পর্য্যন্ত না অন্য কল্পনা আবির্ভূত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তন করে, সে পর্য্যন্ত একই ভাবে থাকে এবং অদ্যাপিও তাহা বর্ত্তমান। যেমন সাবয়ব-তত্ত্বে বিচিত্র অবয়বের ক্রমও বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ সেই নিরবয়ব নিরাবরণ জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মে দ্বিত্ব-একত্বও স্থিরভাবে অবস্থিত; (সুতরাং সেই নিরবয়ব নিরাবরণ জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মেও বিরুদ্ধ বরশাপাদি থাকিবার কোন আপত্তি নাই)। ৫৫—৬১। রাম কহিলেন,—তাহা হইলে নিরাবরণ জ্ঞান-বিরহিত উগ্রতপস্যাচারী তাপসগণের শাপাদি মিথ্যা হইতে পারে, অতএব বলুন, কিরূপে সেই নিরাবরণ-জ্ঞান-বিরহিত কেবল ধর্ম্মচারিগণ শাপাদি প্রদান করেন? বশিষ্ঠ কহিলেন,—সর্গাদিতে ধাতা ব্রহ্মা নিজ ব্রহ্ম-স্বরূপে যেরূপ যেরূপ সঙ্কল্প করেন, সেই সেইরূপই অনুভব করেন বলিয়া তাহার অন্যথা হয় না, (স্বীয় বরশাপাদি সত্য হউক,—এই-রূপ সৃষ্ট্যাদিতে ব্রহ্মার সঙ্কল্প বশতই তাহার অন্যথা হয় না)। ঐ প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্কল্প যে মিথ্যা হয় না, তাহার প্রতি কারণ যে, সেই প্রজাপতি নিজ আত্মাকে ব্রহ্ম-স্বরূপে অবগত হন বলিয়াই জল হইতে দ্রবভাবের ন্যায় তিনিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। সুতরাং প্রথম সেই প্রজাপতি যে নামের সঙ্কল্প করেন, তৎসমস্ত আশু সিদ্ধ, সেইজন্যই এই জগৎ-কল্পনাও তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে। সেই কল্পনায় আধার অবলম্বন কিছুই নাই, উহা ব্যোমাত্মক, দৃষ্টি-দোষান্বিত ব্যক্তির নিকট কেশোণ্ড্রক যেমন মুক্তাবলীর ন্যায় প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ উহা ব্যোমেই বর্ত্তমান। সেই প্রজাপতিই ধর্ম্ম, দান, তপস্যা, জপ, বেদ, শাস্ত্র, ভূতসমষ্টি ও ত্রয়ী, সাংখ্যযোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণবমত এই পঞ্চবিধ বা চতুর্ব্বেদ ও স্মৃতি এই জ্ঞানোপদেশনের কল্পনা করেন। অনন্তর কল্পনা করেন যে, বেদ-বিৎ তপস্বিগণ সহজ বৃত্তিতে কি বাক্ দ্বারা যাহা বলিবেন, সে সকল অবশ্যই হইবে। ৬২—৬৮। অনন্তর সেই প্রজাপতি কল্পনা

করেন যে, ব্রহ্ম চিৎস্বভাব, আকাশ ছিদ্রস্বভাব, বায়ু চেষ্টাস্বভাব, অগ্নি উষ্ণতাস্বভাব, জল, দ্রবস্বভাব, ভূমি কাঠিন্যস্বভাব। এই সকল কল্পনাই প্রজাপতিবেশধারী চিদ্ধাতুরই কল্পনা, শূন্যাত্মা হইলেও এবংবিধ ঐ চিদ্ধাতু যাহা যাহা জ্ঞাত হন, (কল্পনা করেন), সত্যসঙ্কল্প বলিয়া তুমি আমি প্রভৃতির ন্যায় সকলই অনুভব করিয়া থাকেন। স্বপ্নে যেরূপ তুমি আমি প্রভৃতি সদাত্মক হইলেও অসত্য ও অসদাত্মক ও সত্য বলিয়া (কখন) প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ ঐ চিদাকাশ যাহা যাহা অবগত হন, তাহা তাহাই হইয়া থাকে। যেমন সঙ্কল্পনগরে শিলানৃত্যও সত্য হয়, সেইরূপ জগৎসঙ্কল্পনগরে প্রজাপতি ব্রহ্মার অধিকারভোগের জন্য অভিপ্রেত অর্থও সত্য হইয়া থাকে। শুদ্ধচিৎস্বভাব দ্বারা যাহা বুদ্ধ হয় ও তন্নিবন্ধন যাহা যেরূপ ভাব ধারণ করে, অশুদ্ধচিৎস্বভাব ব্যক্তি কীটের ন্যায় তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। আরও কারণ অশুদ্ধচিৎস্বভাব ব্যক্তির স্বতন্ত্র কল্পনাভ্যাসে দৃঢ়তার অভাবনিবন্ধনও সেই শুদ্ধচিৎস্বভাবকর্তৃক কল্পিত অর্থের বিরুদ্ধ কল্পনে স্বতন্ত্রতা নাই, কারণ অধিকতর অভ্যস্তের অন্যথাবলোকন সংবিদের অল্পই ঘটিয়া থাকে, দেখ, জাগ্রদবস্থায় "আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ" এইরূপ দৃঢ়তর সংস্কারবানের স্বপ্নেও শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থা অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে সেই চিদাকাশ নিজস্বরূপ চিদাকাশে সর্বদা এই এক নিজ দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি ত্রিপুটী-আত্মকরূপ প্রকাশিত করিয়াও চিৎস্বরূপের ঔদাসিন্যস্বভাবপ্রযুক্ত সাক্ষিভাবে সদা অবলোকন করিতেছেন,—ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে; তাহার বিপরীত পরিলক্ষিত হইতেছে না। ৬১—৭৫। দ্রষ্টা ও দৃশ্য একই বস্তু; চিদাকাশ যখন সর্ব্বগামী সর্ব্বত্র অবস্থিত, তখন যেখানে যাহা দেখা যায়, সমস্তই সৎ হইতে পারে, (চিদাকাশের সত্তায় সকল পদার্থেরই সত্যতা হইতে পারে)। স্পন্দ যেমন বায়ুর অঙ্গরূপে অবস্থিত, দ্রবত্ব যেমন জলের অঙ্গরূপে অবস্থিত, ব্রহ্মে যেমন ব্রহ্মত্ব রহিয়াছে, সেইরূপ এই জগৎ অজ বিরাট্ ব্রহ্মের অঙ্গরূপে অবস্থিত। আমিই সেই বিরাট্ দেহ ব্রহ্মা; এই জগৎ ও সেই বিরাট্দেহ। শূন্যত্ব ও আকাশের যেমন কোন পার্থক্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের কোন পার্থক্য নাই। যেমন পর্ব্বত হইতে নিম্নে জলস্রোত পতিত হইতে থাকিলে চারিদিকে জলকণা ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে এই বিচিত্র দেশকাল প্রপঞ্চধারা নিপতিত ও উৎপতিত হইতেছে। যেমন উর্দ্ধ হইতে জলপ্রবাহ পতিত হইয়া প্রথমে সহস্র সহস্র কণারূপে বিভক্ত হয়, পরে ভূতলে পতিত হইয়া আবার সব একীভূত হইয়া প্রবাহাকারে বহিতে থাকে; সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে চৈতন্যের কলাসমূহ নির্গত হইয়া সেই ব্রহ্মাকারে প্রতিভাত হয়; প্রথমে যখন ঐ চৈতন্যাকাশ সমূহ নির্গত হয়, তখন তাহাতে মনঃবুদ্ধি প্রভৃতি থাকে না, ঐ চৈতন্যাকাশসমূহ স্ব স্ব শরীরে মনঃবুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনা করিয়া সৃষ্টিকে ভোগ্যরূপে অঙ্গীকার করে। এইরূপে অজ্ঞানপ্রভাবেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আমি যে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন নহি, একারণে আমার নিকটে জগতের কোন কারণই নাই; বাস্তবিক জগৎ-নামে কোন কর্ম্মই উৎপন্ন হয় নাই। একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই শরীরের মৃত (শব) অবস্থায় বুদ্ধি-মনঃ-প্রভৃতি কিছুই থাকে না। শরীরের শবরূপ অবস্থা যেরূপ অনুভব করিয়া থাক, পাষাণাদির জড়সত্তা যেরূপ অনুভব করিয়া থাক, পরমাত্মার সত্তাও ঠিক তদ্রূপ জানিবে,—অর্থাৎ পরমাত্মার সত্তায় মন-বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই নাই। যেমন একমাত্র নিদ্রাতে সুষুপ্তি ও স্বপ্নভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ পরব্রহ্মে সৃষ্টি ও সংহার বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন একই নিদ্রাতে সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এবং তাহাতে যথাক্রমে প্রকাশ ও তমঃ অনুভূত হইয়া থাকে, পরব্রহ্মেও সৃষ্টি ও প্রলয়কে সেইরূপ জানিবে। নিদ্রাবস্থায় মনুষ্য যেমন পাষাণের সত্তা অনুভব করে, পরমাত্মাও সেইরূপ জড়সত্তা অনুভব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া থাকে, তাহার অঙ্গুষ্ঠ কিংবা অঙ্গুলিতে বায়ু আতপ বা ধূলি স্পর্শ করিলে সেই স্পর্শের যে প্রকার অনুভব হয়, পরমাত্মার পাষাণসত্তার অনুভবও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে;—অর্থাৎ অন্যমনস্ক ব্যক্তির অনুভব হইলেও হয় নাই বলিয়া বোধ হয়, পাষাণসত্তার অনুভবও ঠিক সেইরূপ জানিবে। আকাশ, পাষাণ ও সলিলাদির দেহানুভূতি যে প্রকার হইয়া থাকে, প্রলয়ের পরে চিত্তভাবশূন্য আমাদিগের সৃষ্টিকালে চিত্তভাবপ্রাপ্ত হইয়া ঠিক সেইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। অখণ্ড কালপ্রবাহে ব্রহ্মার দিনরূপ কল্পদশায় আমাদের দিন-রাত্রির পার্থক্য-অনুভব যেরূপ হইয়া থাকে, পরমাত্মায় এইরূপ অসংখ্য সৃষ্টিসংহার সংবিদ্ (অনুভব) প্রতিভাত হইতেছে। যেমন জলময় সমুদ্রে স্বভাবতই আবর্ত্ত, তরঙ্গ বুদ্বুদ ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। দর্শন, দৃশ্য-বিষয়ক সঙ্কল্প, তাহার ভোগরূপ অনুভব, তাহাতে অনুরক্তি ও ইচ্ছা প্রভৃতি কিছুই যাহাতে নাই, সেই শান্ত-পরমাত্মাতেও সেইরূপ স্বভাবতই সৃষ্টি-সংহারাদি বিভেদ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ৭৬—৯০।

ষড়শীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৬ ॥

সপ্তাশীত্যধিক শততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"প্রভো! আপনি জাগতিক পদার্থবিষয়ে যেরূপ মীমাংসা করিলেন, তাহাতে জগতের কোন পদার্থে কার্য্য-কারণভাব নিয়মিত আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অথচ দেখিতেছি, সকল বস্তুই কার্য্য-কারণভাব-নিয়মিত, এজন্য আমার সন্দেহ হইয়াছে যে, কার্য্যকারণ-ভাবনিয়ম কোথা হইতে থাকিল? কিরূপেই বা প্রত্যেক পদার্থের এক এক প্রকার স্বভাব (গুণ) নিয়মিত হইল? (যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতা ইত্যাদি) অসংখ্য দেবতার মধ্যে এক সূর্য্যই বা কেন এত উগ্রতেজাঃ হইলেন, এবং দিন সকল কখন দীর্ঘ, কখন বা ক্ষুদ্র হইল কেন? তাহা আমাকে বলুন।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—"সৃষ্টি সময়ে কাকতালীয়ন্যায়ে বিধাতার সঙ্কল্পবশতঃই যেরূপ নিয়মে বদ্ধ হইয়াছিল, পরে তাহা ঠিক সেইরূপে শক্তিমান্ হইয়া সেইরূপেই কার্য্যকারী হইয়াছিল;—অর্থাৎ তাহাই কার্য্যকারণরূপ নিয়মবদ্ধ হইয়া জগৎ-পদবাচ্য হইয়াছে। সেই কার্য্য-কারণভাবরূপ নিয়মকেই নিয়তি বলে; সেই নিয়তির বশবর্ত্তী সকলেই। সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ঈশ্বরের যাদৃশ সঙ্কল্প যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহা সেইরূপেই সত্য হইয়া পড়ে। আমাদিগের স্বপ্ন ও মনোরথ-কল্পিত সংবিদ্ (ভাবনা) অপেক্ষা তাঁহার সংবিদ্ (ভাবনা) সারবান্ বলিয়া কোনপ্রকারেই তাহার অন্যথা হয় না। পরব্রহ্ম চিন্ময়তার হইতে পৃথক্ হইয়া

যেরূপ নিয়মবদ্ধ হইয়া যেরূপে প্রতিভাত হন; তাঁহার সেই প্রতিভান যখন তিনি মায়ার ক্রোড়স্থ হইয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন, তখনই হইয়া থাকে। মায়া-বিচ্যুত হইলে তাঁহার তাদৃশ প্রতিভান আর থাকে না। তাঁহার সেই নিয়মবদ্ধ প্রতিভানকেই *নিয়তি* বলা হয়। ১—৫। ব্রহ্ম নিজেই "ইহা এইরূপ, ইহা এইরূপ" ইত্যাকার যে নিয়মে প্রকাশিত হন, তাঁহার সেই *সৃষ্টি-সংহাররূপী* নিয়মকেই *নিয়তি* বলে। এইরূপ নিয়ম অব্যভিচারী হওয়াও আশ্চর্য্য নহে, চিদ্রূপী ব্রহ্মে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে যে প্রতিভান স্বতঃই হইয়া থাকে, ঐ নির্ম্মল চিদ্রূপ ব্রহ্ম জলের দ্রবত্বের ন্যায় উহা হইতে ভিন্ন নহে। যেমন আকাশে শূন্যতা, কর্পূরে সৌরভ ও আতপে উষ্ণতা অপৃথগ্ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ এই জাগ্রদাদি প্রপঞ্চও চৈতন্যে অপৃথগ্ভাবে রহিয়াছে। যাহার সৃষ্টি-প্রবল-প্রবাহ অনাদি, সেই জগৎপ্রপঞ্চ চিদাকাশাত্মক ব্রহ্মেই অপৃথগ্ভাবে (এক সত্তায়) অবস্থিত রহিয়াছে। এই সৃষ্টি—ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহাও ঐ চিন্ময় ব্রহ্মের ক্ষণিক স্ফুরণ আর এই প্রলয়—ইত্যাকার জ্ঞানও ঐ চৈতন্যের ক্ষণিক স্ফুরণমাত্র। চিতির স্ফুরণ যেরূপ হইবে, কার্য্যপ্রপঞ্চও ঠিক তদনুযায়ী হইবে। ৬—১০। চিতির স্বপ্নবৎ স্বভাবতঃই যে বিকাশ (কল্পনা) উপস্থিত হয়, কাল বল, ক্রিয়া বল, আকাশদেশ বা দেবাদি বল—সমস্তই সেই কল্পনা চিদাকাশে আকারশূন্য চিদ্ভাবের যে বিকাশ হইয়া থাকে, সেই বিকাশই রূপ, আলোক, মন, দেশ, কাল ক্রিয়া ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। ফলতঃ পরব্রহ্মে যে কোন কল্পনা যেরূপভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকেই এই নিয়তি বলে ফলতঃ সমস্ত কল্পনাই আকাশরূপিণী। জগতের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রলয়পর্য্যন্ত নিখিল পদার্থের যে একরূপ বিকাশ স্বভাবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহাকে বস্তু, স্বভাব বলিয়া থাকেন। যেমন একই অগ্নি দেশ, কালভেদে বিভিন্নরূপ হইলেও তাহার নিজের যে উষ্ণতা-স্বভাব, তাহা একই থাকে, সেইরূপ চিদংশ জীবের সর্ব্বানুগত একমাত্র চিৎস্বরূপই হইতেছে স্বভাব। ১১—১৫। চিন্ময় বৃত্তিসমূহেও যে সকল চিদাভাস সংবিদের বিকাশ হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ও স্বভাব। ক্ষিতি সলিল প্রভৃতি বিষয়ে সেই সকল আভাস সংবিদ্ দ্বারা তাহাদের দেহ প্রায় বিভিন্নবৃত্তির মধ্যে যে যে বৃত্তির যে যে আকৃতি কল্পনা হইয়া থাকে, তাহাও সেই চিদাকাশের স্বভাব। পৃথিবী, জল, তেজ, স্পন্দ, শূন্যত্ব, সমস্তই চিৎ, এবং এ সমস্তই আপন আপন কার্য্যের আকর—অর্থাৎ পার্থিবপদার্থ যত কিছু আছে পৃথিবী তৎসমুদয়ে অনুগত (তৎসমুদয়েরই স্বভাব ঐ পৃথিবী)। এইরূপ জলীয় পদার্থ যত কিছু আছে; জল তৎসমুদয় পদার্থেই সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার এই ক্ষিত্যাদি পদার্থের আকর, সেই চিদাকাশ (মায়া-শবলিত ব্রহ্ম) অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি যাবৎপদার্থেই চিদাকাশসম্বন্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কঠিনস্বভাব পার্থিব পদার্থের আকার এই লোকসমূহের আবাসভূমি বিশাল ভূমণ্ডল; এই জন্য এই ভূমণ্ডল সকল পদার্থের রাজার ন্যায় শোভা পাইতেছে। গঙ্গাদি প্রধান প্রধান যত সলিলময় পদার্থ, সমুদ্র তৎসমুদয়ের আকরস্থানীয়, তেজঃপদার্থ যত আছে, এই সূর্য্যদেব সে সকলের আকরস্বরূপ, বায়ু স্পন্দের আকর, আকাশ শূন্যতার আকার, এইরূপ নিয়মে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতও সেই ব্রহ্মচৈতন্য, কারণ ব্রহ্মচৈতন্যই ক্ষিত্যাদিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে অসংখ্য দেবতার মধ্যে সূর্য্যই উগ্রতেজাঃ কেন, তাহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছ; সংবিদ্ বা চিৎ সর্ব্বজ্ঞা ও সর্ব্বরূপিণী ও সর্ব্বগামিনী, এই জন্যই তিনি স্বপ্রকাশতারূপ নিজ মহিমা বলেই সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বভাবময়ী নিয়তিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা অভিজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ১৬—২০। এই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপ বালকও নিজে আকাশময় থাকিয়া আপনার চিদংশের বিকাশরূপ পটবস্ত্র দ্বারা আবৃত পৃথিবীরূপ আকৃতি বিস্তার করিয়া থাকেন। যখন সেই মায়াশবলিত সংবিদ্ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মসংবিদের সহিত স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত প্রপঞ্চের উপসংহার করিয়া থাকেন, তখন, ঐ সর্ব্বজ্ঞ সম্বিদের অঙ্গীভূত চতুর্ম্মুখে সংবিদ্ ও তদীয় অঙ্গীভূত সূর্য্যাদির ভ্রমণস্বভাব ক্ষণমাত্রেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, আর উৎপন্ন হয় না। সূতা-(মাকড়শা) নির্ম্মিত মশকবন্ধনজালের ন্যায় বিধাতা সঙ্কল্পবলে যে জ্যোতিশ্চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই জ্যোতিশ্চক্র উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নপথে সূর্য্যের আবর্ত্তগতিতে দিবসে দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ঐ জ্যোতিশ্চক্রে যে সমুদয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ পদার্থ সকল একরূপ নহে, বিচিত্র প্রকার,—উহার মধ্যে কতক উজ্জ্বল, কতক অল্প উজ্জ্বল, কতক বা একেবারে উজ্জ্বল নহে। এই যে পদার্থসমূহ (যাহাদের বিষয় বলিতেছি) এ সকল বাস্তবিক জগৎ নহে, দৃশ্যও নহে। যিনি তত্ত্ববিৎ, তিনি জানেন, ইহা জগৎ নহে, স্বপ্নকালীন দৃশ্যবস্তুর ন্যায় অলীক, প্রকৃতপক্ষে ইহা চিদাকাশ। চিন্ময় সর্ব্বেশ্বর আত্মাই তুমি আমি ইত্যাকার অখিল দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, পুরুষ যখন মৃত হয়, তখন এ সকল কিছুই থাকে না, কিছুই প্রতীয়মান হয় না; বোধ হয় যেন সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন সব স্বপ্নদর্শনের ন্যায় বোধ হয়, তখন একমাত্র চিদাকাশে চিদাকাশই প্রতিভাত হইতে থাকে, বাস্তবিকও চিদাকাশতা ব্যতীত জগতের আবার রূপ কি? ২১—২৮। চিন্ময় ব্রহ্মে ঘটাদি নশ্বরবস্তু যে পর্য্যন্ত পারমার্থিক সংস্বরূপে বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ ঘটাদি চিদাকাশের সহিত অভিন্নরূপে বিকশিত হয়, সেই বিকাশই স্বভাব, নিয়তি ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মসত্তা আকাশরূপ প্রথমজাত অবয়বের মধ্যে শব্দ-তন্মাত্ররূপে অবস্থিতি করত কুশূলের মধ্যস্থিত ধান্যাদি বীজের মধ্যে ভাবী অঙ্কুরশক্তি যেমন গুপ্তভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপ বায়ু প্রভৃতি জগতের বীজ শক্তিরূপে অনাবির্ভূত হইয়া অবস্থিতি করে, তাহার পর সেই ব্রহ্মসত্তা হইতে বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিব্যাত্মক-জগৎ ক্রমে উৎপন্ন হয়; এই যে কল্পনা ইহা কেবল অজ্ঞদিগের তত্ত্বজ্ঞানার্থমাত্র, শাস্ত্রেও কেবল এই জন্যই এই সৃষ্টিকল্পনার উল্লেখ হইয়াছে; সৃষ্টি কল্পনা সত্য, ইহা প্রতীতি করাইবার জন্য ইহা শাস্ত্রে উল্লিখিত নহে। তাহার কারণ, যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্বের উদয় বা নাই, তাহা সর্ব্বদাই শিলাগর্ভের ন্যায় কঠিন অবকাশশূন্য ও শান্ত এবং নিত্য। এই জগৎ ঐ ব্রহ্মতত্ত্বের সত্তায় সত্য হইলেও নিজের পৃথক্ সত্তায় অসৎ। বাস্তবিকও এই জগতের পৃথক্ সত্তা একবারেই নাই, আমাদের এই আকাশে যেমন আকাশ, তেমনি ব্রহ্মাকাশে এই জগদাকাশ; অতএব ইহার উদয় অস্ত কিরূপে হইবে? সেই অনন্ত প্রকাশরূপী বিতত চৈতন্যরূপ মণি সত্তাস্বরূপের স্বভাবতঃই প্রতি

নিয়ত যে বিকাশ, সেই বিকাশই যে পর্য্যন্ত অগৃহীতস্বরূপ থাকে ; সে পর্য্যন্ত কল্পনার সূচনাকারী হইয়া নিজেই যেন চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩২—৩৬ । কল্পনারূপপ্রাপ্ত আকাশের সূক্ষ্ম সেই পরব্রহ্মের সত্তাবিকাশ ভাবী জগৎপ্রপঞ্চের পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বত্র তাহারও উদ্বোধক (সূচনাকারী) হয়। পরব্রহ্মের সেই বিকাশপ্রাপ্ত পরমা সত্তা ক্রমে পর্য্যালোচিত-বিষয়ের চেতনার (অনুভব) বিষয়ে উন্মুখ হইয়া (যে চেতনা অনুভব করে সে চিৎ এই ব্যুৎপত্তিলভ্য) চিৎ নামের যোগ্য হইয়া পড়ে। পর্য্যালোচিত-বিষয়ের অনুভব ক্রমে ঘনীভূত (সুদৃঢ) হইলে ঐ কল্পনারূপিণী ব্রহ্মসত্তা ভাবী জীবাদি নামে পরিচিত হয় , পরে আবার অধিকারী জন্ম লাভ করিতে পারিলে পরমপদ হইবার অধিকারী হয় (পরম পদ হয়)। সেই কল্পনা জীবভাবে অবস্থিতিকালে স্বকীয় চিদাকাশভাবের আবরণকারিণী অবিদ্যার গর্ভে নিপতিত থাকে বলিয়া তাহার পরমপদ স্বভাবতা অস্ফুট থাকে। সম্প্রতি তোমার ঐ কল্পনা বিশুদ্ধ পরমপদে পরিণত হইয়াছে, এক্ষণে অখণ্ড একতা হইয়া গিয়াছে। ৩৭—৪০। অবিদ্যা দ্বারা আবৃতদশায় সেই কল্পনারূপিণী ব্রহ্মসত্তা আপনা হইতে অভিন্নরূপে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি ভাবনায় উন্মুখ হইয়া আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়ে এবং বৃথা সংসারাভিমানে বদ্ধ হয়। শূন্যরূপিণী ঐ সত্তা শব্দাদিগুণযুক্ত হইয়া সবিকল্প চিত্তির ভাবনারূপ ভ্রমে ভাবী আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি কারণ-অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতরূপে অবস্থিতি করে। তাহার পরে লিঙ্গশরীরের উৎপাদক প্রাণস্পন্দজনিত কাল সত্তার সহিত অহন্তাবের উদয় হয় , সেই অহন্তাবেও কালসত্তা ভাবী জগতের প্রধান বীজ স্বরূপে অবস্থিত হয় , পরমা চিতিশক্তির যে আত্মবিষয়ক অনুভব তাহাই জগৎ ; বাস্তবিক সত্য নহে , তবে তাহাতে চৈতন্যের বিকাশ থাকাতে (জীব-চৈতন্যের যোগ থাকাতে) সত্য হইয়া উঠিয়াছে। ঈদৃশ ভাবনাত্মিকা যে চিৎ, তাহাই সঙ্কল্প বৃক্ষের বীজ ; সেই চিৎই ক্ষণকালমধ্যে আপনার অন্তরে অহন্তাব ভাবনা করিয়া থাকে। ৪১—৪৫। সেই অহন্তাবে ভাবিত চিৎ জীব নামে অভিহিত হইয়া জল যেমন তরঙ্গরূপে জলে লীলা করে, সেইরূপ অস্ত ভাব ও অভাবরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া আত্মপদে (মায়াশবলিত ব্রহ্মে) ভ্রমণ করিতেছে। ঈদৃশ ভাবনাবতী চিৎ আকাশতন্মাত্র ভাবনাকে আপনা অপেক্ষা ঘনীভূত করিয়া ক্রমে আকাশতন্মাত্র অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূত আকাশ তন্মাত্রই শব্দসমূহরূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া ক্রমে ভবিষ্যৎ অর্থরূপে এবং পদবাক্যরূপ প্রমাণপূর্ণ বেদার্থরূপে পরিণত হয়—অর্থাৎ তত্তৎ অর্থের বাচক হইয়া থাকে। সেই আকাশ-তন্মাত্ররূপ শব্দতত্ত্ব হইতেই নিখিল জগৎ উৎপন্ন হয় , যে জগৎ ক্রমে বিভিন্ন শব্দসমূহপ্রতিপাদিত বিভিন্ন অর্থসমূহে পরিণত হইয়া পড়ে। ঈদৃশ বিচিত্র সঙ্কল্পবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই জীব নামে অভিহিত হয় ; এবং ভবিষ্যৎশব্দার্থরূপে পরিণত হওয়ায় প্রথমে নিখিল ভূতরূপে বৃক্ষের বীজস্বরূপ বিকাশ পায়। সেই ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই চতুর্দ্দশ প্রকার জীব জাতির উৎপত্তি হয়। ৪৬—৫১। ঐ ব্রহ্মচৈতন্য যতদিন শাব্দ-ব্যবহার (নাম) ও শারীর-ব্যবহার রূপ না প্রাপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত চিদ্রূপেই অবস্থিতি থাকিয়া কাকতালীয়ন্যায়ে আপনা-আপনি স্পন্দচৈতন্য অনুভব করিতে থাকে। ত্বক্স্পর্শবৃক্ষের বীজস্বরূপ নিখিল ভূতের স্পন্দক্রিয়া বাতস্কন্ধ (প্রবহাদি বায়ুচক্র) ঐ ব্রহ্মচৈতন্য হইতে উৎপন্ন, ঐ ব্রহ্মচৈতন্যের যে প্রকাশবিষয়ক অনুভব, তাহাই রূপতন্মাত্র , ঐ রূপতন্মাত্র ভবিষ্যৎবস্তুনামের কারণ। ঐ ব্রহ্মচৈতন্যের যে প্রকাশবিষয়ক ভাবনা, তাহাই তেজঃ তদ্ভিন্ন তেজোনামে আর কোন পদার্থ নাই। উহার যে স্পর্শ বিষয়ক ভাবনা ; তাহাই স্পর্শ এবং শব্দবিষয়ক ভাবনাই শব্দ , সেই শব্দ আকাশে আকাশ যেমন স্বতঃই অবস্থিত, সেইরূপ স্বতঃই অনুভূত, তদ্ভিন্ন শব্দকর্ত্তা আর কেহই নাই। ৫২—৫৬। সে অবস্থায় শব্দ কর্ত্তাই বা আর কে হইবে ? কারণ, তখন সংবিদ্ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না , সেই সংবিদ্ নিজেই শব্দাদি হইয়া স্বয়ংই যে তত্তদাকারে অনুভূত হইয়াছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে ; নতুবা উপায় নাই, কারণ শব্দাদির অসংবিদ্রূপে সংবিদের একতারূপ তাদাত্ম্য কোন ক্রমে আজও সম্ভবপর হয় নাই। এইরূপ রসতন্মাত্র বা পঞ্চতন্মাত্র সমস্তই উক্ত ব্রহ্মচৈতন্যরূপ সংবিদের সহিত অভেদজ্ঞানে বিষয় নাম ধারণ করিয়াছে , সে অভেদজ্ঞানও ভ্রমমাত্র , ফলতঃ ইহা মিথ্যাই, স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ঘটনার ন্যায় ভ্রান্তিচক্ষে কেবল সত্যরূপে জ্ঞান হয় মাত্র। পূর্ব্বে যে তেজের কথা বলিয়াছি, ঐ তেজ আলোকবৃক্ষের বীজস্বরূপ , ঐ তেজঃ হইতেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিকাশ , ঐ তেজঃ হইতেই রূপ প্রকাশ হইয়া সংসার হয়। আকাশের ন্যায় বিকারশূন্য ঐ ব্রহ্মচৈতন্য হইতে, ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহের যে মাধুর্য্যজ্ঞানস্বরূপ আস্বাদ জন্মে, তাহাকেই রসতন্মাত্র বলা হয়। ৫৭—৬০। ভবিষ্যৎপ্রপঞ্চের সঙ্কল্পরূপী ঐ সমষ্টিভূত-জীব (ব্রহ্মচৈতন্য) সঙ্কল্পরূপে গন্ধাদি-তন্মাত্র অনুভব করিয়া থাকে। ঐ সঙ্কল্পরূপী সমষ্টিভূত-জীবই ভবিষ্যৎ ভূগোলকরূপে পরিণত হয় বলিয়া উহা সকলের আধার এবং ঐ আকৃতিরূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ জীব হইতেই সংসার উৎপন্ন হয়। ঐ যে গন্ধাদি তন্মাত্রগণ, উহা বাস্তবিক উৎপন্ন না হইলেও কল্পনাবশে উৎপন্ন এবং নিরাকার হইলেও (কল্পনাবশে) সাকার বলিয়া বোধ হয়। এই তন্মাত্রনিচয় কাকতালীয়ন্যায়ে নিজেই যে স্থান দিয়া রূপের জ্ঞান করে, তাহা চক্ষু নামে অভিহিত হয় ও যে স্থান দিয়া শব্দ জ্ঞান করে, তাহাকে কর্ণ বলে , যে স্থান দিয়া স্পর্শজ্ঞান করে, তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয় বলে , যে স্থান দিয়া রসজ্ঞান করে, তাহাকে রসনেন্দ্রিয় বলে এবং যে স্থান দিয়া গন্ধজ্ঞান করে, তাহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে। ঐ জীব এইরূপে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন আকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া দিক্ ও কাল কল্পনা করিয়া থাকে। এইরূপ ক্রমে এমনই পরিচ্ছিন্নভাব ধারণ করিয়া অসর্ব্বস্বরূপ হইয়া যায় যে, সকলে ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুদয় রস-গন্ধাদি জ্ঞান করিতে পারে না ; এমন কি, ব্যষ্টিভূত হইয়া সমস্ত শরীর দ্বারাও সমস্ত ভোগ্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই যে অনন্ত জগৎ কল্পনা, ইহা আত্মা হইতে অপৃথক্ ; আত্মারই অন্তর্গত আত্মস্বরূপেই অনুমেয়। বাস্তবিক ইহার অস্ত বা উদয় কিছুই নাই ; ইহা পাষাণের মধ্যভাগের ন্যায় ঘন, কঠিন ও নিস্পন্দভাবেই অবস্থিত। ৬১—৬৮।

সপ্তাশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই যে চিদাভাসাত্মক জীবের কথা বলিলাম, ইহাই আদিম ;—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে যে চিদাভাসাত্মক জীবের উৎপত্তি হয়, তাহাই বলিলাম। কেবল তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্তই এই চিদাভাসাত্মক জীবকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিলাম, বস্তুতঃ ইহা পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কারণ, ইহা পরব্রহ্মেরই ঔপাধিক অকৃত্রিম অঙ্গ-বিশেষ ;—অর্থাৎ তাঁহার চেত্যভাবে উন্মুখ যে আভাসচৈতন্ত, তাহাকেই জীব বলে। হে রঘুনন্দন! চেত্যভাবোন্মুখ চিদাভাস এই জীবের কতকগুলি বিচিত্র আখ্যা হইয়া গিয়াছে, তোমার নিকটে সেই আখ্যাগুলির উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবন—অর্থাৎ প্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের ধারণ এবং চেতন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের ধারণ হেতু ঐ চেত্যোন্মুখ চিদাভাসকে জীব বলা হয়, অতীত ও ভবিষ্যৎ চেত্যবিষয়ে উন্মুখ হয় বলিয়া উহাকে চিত্ত এবং বর্ত্তমান সন্নিহিত চেত্যবিষয়ে উন্মুখ হয় বলিয়া চিৎ বলা হয়। "ইহা এই প্রকারই" ইত্যাকার নিশ্চয়াত্মক ধারণা (জ্ঞান) করাতে উহাকে বুদ্ধি বলে। কল্পনাও তর্ক-বিতর্ক-বিষয়ক জ্ঞানের আধার বলিয়া উহাকে মন বলে। অন্তরে আমি—ইত্যাকার অভিমান হওয়াতে উহাকে অহঙ্কার বলা হয়। সাধারণ অজ্ঞলোকের ব্যবহার অনুসারে উহাকে চিত্ত বলিয়াছি, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ শাস্ত্রতত্ত্ববিচার করিয়া জ্ঞানময় সত্য পরব্রহ্মকেই চিত্ত বলিয়াছেন, চিৎ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, সুতরাং ব্যুৎপত্তি অনুসারে (আত্মাই চিত্ত)। ১—৬। ঐ জীব ক্রমে বিবিধ সঙ্কল্পজালে জড়িত হইয়া পুর্য্যষ্টক নামে অভিহিত হয়। সৃষ্টির বা সংসারের মূলীভূত প্রথম কারণ বলিয়া কেহ কেহ উহাকে প্রকৃতি বলেন। পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান হইলে উহা থাকে না বলিয়া পণ্ডিতগণ উহাকে অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। চিদাভাসাত্মক জীবের এই সকল নাম তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। এই জীবের আদি অন্ত সবই নিরাকার অনাময় পরব্রহ্ম। বুধগণ ইহাকে আতিবাহিক-দেহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এইরূপে এই জীব হইতেই স্বপ্নদৃষ্ট বা সঙ্কল্পকল্পিত পুরীর ন্যায় এই ত্রৈলোক্যরূপ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়াছে, এই ভ্রান্তি ভোগ-মোক্ষরূপ কার্য্যকারী হইলেও নিরাকার শূন্যস্বরূপ, কুত্রাপি ইহার ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে না। ৭—১০। হে দেহিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! এই যে আতিবাহিক দেহের কথা বলিলাম, এই দেহ চিত্ত, ইহা আকাশ অপেক্ষাও শূন্য। যতদিন মুক্তিজ্ঞান না হয়, ততদিন ইহা জগতে অস্তোদয়বিহীন হইয়া অবস্থিতি করে। এই আতিবাহিক দেহই চতুর্দ্দশ প্রকার জীবজাতির একমাত্র উৎপত্তিনিদান। এই দেহেই লক্ষ লক্ষ সংসার কালনিয়মে (যথাকালে) ফলের ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে, পরেও হইবে। এই চিত্তময় শরীরই দর্পণ-প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তরে বাহিরে জগৎনাম ধারণ করিতেছে, অথচ ইহা শূন্য আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১১—১৪। মহাপ্রলয়কালে যখন সমস্ত বস্তু এককালে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন নিরাময় ব্রহ্ম মহাশূন্য-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন ; সেই সময়ে চিন্ময়ব্রহ্মে চিদাবরক অজ্ঞান বশতঃ স্বতঃই যে আত্মার চিৎস্বরূপের বিকাশের একটা ঘনীভাবের বিকাশ হয় ; তাহ'ই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আতি-বাহিক দেহের ন্যায় চেতিত হয়, সেই আহিবাহিক দেহই যৎ-কথিত জীব, উহা আত্মার জগদ্দর্শনরূপ আলোকে প্রতিভাত হয়, শাস্ত্রে ঐ আতিবাহিক দেহের কোন অংশ বিরাট্‌, কোন অংশ সনাতন, কোন অংশ নারায়ণ, কোন অংশ ঈশা এবং কোন অংশ প্রজাপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১৫—১৮। কাকতালীয়-ন্যায়ে ঐ দেহের যে যে ভাগে যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়-সংবিদ্‌ প্রতিভাত হয়, তখনই তাহা যথার্থ হয়। এইরূপে এই অতিবিস্তীর্ণ দৃশ্য-প্রপঞ্চ সম্পন্ন হইলেও বাস্তবপক্ষে কিছুই সম্পন্ন হয় নাই, এক-মাত্র শূন্য আত্মতত্ত্বই কেবল সদা বিরাজমান আছেন। ১৯।২০। অনাদি পরব্রহ্মের আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই, যেহেতু তিনিই অজ্ঞান—অর্থাৎ স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-বিবর্জ্জিত হইয়া সৎ অসৎ উভয়াকারে অবস্থিত হন। সর্ব্বদা কামিনীচিন্তায়-মগ্ন বিরহী ব্যক্তির স্বপ্নকান্তাও যেমন যথার্থ কান্তার ন্যায় কার্য্যকারিণী হয়, সেইরূপ এই জগৎপ্রপঞ্চও ঐ আতিবাহিক দেহের স্বীয়-অনুভবে যথার্থ হইয়া যায়। স্বপ্নে বা সঙ্কল্পে শূন্য নিরাকার স্থান যেমন ঘটাকারে অনুভূত হয়, ঐ আতিবাহিক-দেহও জগৎও সেইরূপ জানিবে। ঐ আতিবাহিক-দেহ আকাশরূপী হইলেও কঠিন পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া স্বপ্নবস্তুর ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ঐ আতিবাহিক-দেহ স্বপ্নের ন্যায় শূন্য নিরাকার ও অসৎ হইলেও ক্রমে আপনা আপনি অনুভব করিতে থাকে। এই আমার স্থূল অস্থি, এই আমার করাদি অবয়ব, এই আমার পৃষ্ঠের শিরা, স্নায়ু, লোম, যথাস্থানে সংযোজিত রহিয়াছে। এই আমি জন্মিলাম, এই আমি কার্য্য করিতেছি, আমার এত বয়স হইল, এই স্থানে এত কাল আমি থাকিলাম, এই বিষয়সমূহ ভোগ করিলাম, এই আমি জরাগ্রস্ত হইলাম, এই আমি মরিলাম, আমার এত গুণ, আমি এই দশদিকে ভ্রমণ করিতেছি ইত্যাদি নানাপ্রকার অনুভব করে। ঐ আতিবাহিক দেহভূত পুরাণ পুরুষ আপনার কল্পিত উক্তরূপ স্থূল-শরীরে ক্ষিতি, জল আকাশ, সূর্য্য, লোকব্যবহার মনুষ্য, পর্ব্বতশিখর ইত্যাদি বিবিধ-রূপে ক্ষিত্যাদিকে নিজের আধার করিয়া এবং নিজে তাহাতে আধেয় হইয়া সর্ব্বদা জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়ভাবাত্মক সংসারস্বপ্ন দর্শন করিতে থাকেন। ২১—২৯।

অষ্টাশীত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥

একোননবত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"সেই আদ্য প্রজাপতির ঐ আতিবাহিক দেহ চিন্ময়ত্বনিবন্ধন কাকতালীয়ন্যায়ে যে যে প্রকারে চেতিত হয়, সেইরূপেই কার্য্যে পরিণত হয় ; হায়! একমাত্র সত্য সঙ্কল্প বশতঃই এই বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে। পরন্তু ইহা সর্ব্বথা মিথ্যা, ইহাতে গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন সমস্তই অসত্য, অথবা ব্রহ্মসত্তায় (এ সবই ব্রহ্ম—ইত্যাকার জ্ঞানেই) সবই সত্য। রাম জিজ্ঞাসিলেন—ভগবান্‌! সেই আদ্য প্রজাপতির আতিবাহিক দর্শন কিরূপে দৃঢ় (সত্য) হইল, স্বপ্ন সত্য হয় কিরূপে, তাহা আমাকে বলুন।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—"প্রজাপতির আতিবাহিক দর্শনভ্রম স্বতঃই সর্ব্বদাই অনুভূত হইতেছে, এই কারণে এই আতিবাহিক

দেহ পরিপুষ্টবৎ (সুদৃঢ়রূপে) প্রতীত হইতেছে। স্বপ্ন যেমন বহুক্ষণ অনুভূত হইলে পরিপুষ্ট হইয়া অত্যন্ত সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ আতিবাহিক ভাবও স্থায়ী অনুভবে স্থিরভাব ধারণ করিয়া থাকে। ঐ আতিবাহিক দেহবিষয়ক অনুভব চিরপ্রথিত হইয়া সুদৃঢ় হইলে তাহাতে মরীচিকাসলিলের স্থায় আধিভৌতিকতা-বুদ্ধি আসিয়া উদিত হয়। এই জগৎ সত্য বলিয়া প্রত্যয় জন্মাইয়া দিলেও স্বপ্নভ্রমের স্থায়, মরীচিকাসলিলের স্থায় অসৎ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আতিবাহিক দেহেই স্বয়ং আধিভৌতিকতা-বুদ্ধি হয়, সে আধিভৌতিকতা একান্ত অসত্য হইলেও অবিবেকিগণ উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই সেই আমি, ইহা আমার, এই পর্ব্বত, আকাশ ও দিক্ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ইত্যাকার বিশাল মিথ্যা ভ্রম স্বপ্নশৈলের স্থায় প্রতিভাত হইতেছে। আদিম সৃষ্টিকর্ত্তার ঐ আতিবাহিক দেহ ভাবনাবলেই আধিভৌতিকভাব ও পৃথিবী-দেহাদিরূপ পিণ্ডাকার দর্শন করিয়া থাকে। ১—১১। চিদাকার "আমি ব্রহ্ম"—ইত্যাকার যথার্থ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া "এই দেহই আমি, এই পৃথ্যাদি আমার আধার" এইরূপ বিপরীতভাব দর্শন করিয়া তাহাতেই আস্থাবান্ হয়। অসত্য বিষয়কে সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া ভাবনাবলে তাহাতেই বদ্ধ হইয়া পড়েন, বারংবার ঐ সত্য বিষয়ের ভাবনা করিয়া অন্তরে নানাত্ব অনুধাবন করেন। প্রথমে বৈদিক ও লৌকিক শব্দ সৃজন করেন, পরে সেই শব্দের অর্থবিষয়ে সঙ্কেত ও শংকা করিয়া দেন, —প্রথমে ওঙ্কারধ্বনি করিয়া বেদরূপ শব্দরাশির সৃজন করেন। তাহার পরে সেই শব্দরাশি দ্বারা লোকব্যবহার কল্পনা করেন। উনি মনঃস্বরূপে যাহা কল্পনা করেন, তাহাই অনুভব করেন। যে যে বিষয়ে আসক্ত, সে তাহা দেখিবে না কেন? (অবশ্যই সর্ব্বদা তাহাই দেখিবে)। অসত্য জগৎভ্রম এইরূপ প্রসিদ্ধ সত্য হইয়া পড়িয়াছে। ১২—১৬। এইরূপ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আতিবাহিক দেহই চিরস্বপ্ন ও ইন্দ্রিয়জালের স্থায় আধিভৌতিকভাবে প্রতিভাত হইতেছে। ফলতঃ আধিভৌতিক নামে পৃথক্ একটা পদার্থ কুত্রাপি নাই। আতিবাহিক সুদৃঢ় অভ্যাস বলে, আধিভৌতিক ভাবনা ধারণ করে। সকলের মূলীভূত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম হইতেই এইরূপ মোহ (মিথ্যাজ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্ত এই জগদ্দর্শনরূপ ভ্রম তত্ত্বজ্ঞানীদিগেরও যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। হে রাম! চিদাত্মার ঈদৃশ দুর্দ্দশা পিণ্ডীভূত হইয়া কোথায় আছে? বস্তুতঃ ইহা কুত্রাপি নাই; ইহা ভ্রান্তি। অথবা পরব্রহ্মই ঈদৃশ আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। এই জগতের কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে একমাত্র শাশ্বত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাকে কারণ বলিবে? যদি ব্রহ্মকেই কারণ বল, তাহা হইলে ব্রহ্মের কারণ কি, তাহা বল, আগে নিজে অন্ত কাহার ও কার্য্য না হইয়া ত অপরের কারণ হইতে পারে না (কার্য্যকারণভাবের নিয়মই এই) ফল কথা অনাময় পরব্রহ্মে কার্য্যকারণভাব কিছুতেই সম্ভবে না; সুতরাং জগৎকে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি বলিব। ১৭—২১।

একোননবত্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্তির" নাম বন্ধন। আর সেই জ্ঞেয়ভাবের নিবৃত্তির নাম মুক্তি।" রাম জিজ্ঞাসিলেন, ব্রহ্মন্! জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব শান্তি কিরূপে হয়? দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত সেই জ্ঞেয়ভাব,—অর্থাৎ বন্ধনবুদ্ধি কিরূপেই বা নিবৃত্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন।" বশিষ্ঠ কহিলেন,—"সম্যগ্ জ্ঞানরূপ প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্তিরূপ ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখনই নিরাকার শান্তমুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।" রাম জিজ্ঞাসিলেন, বোধ ত কেবলীভাব, তাহাতে সম্যগ্ জ্ঞান আবার কি? যে সম্যগ্জ্ঞান দ্বারা নিখিল জীব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, (অর্থাৎ যদি বিশেষ অনেক থাকে, তবে কতকগুলি বিশেষ জানা হইয়াছে, দুই একটী বাকী আছে, সেখানে সম্যগ্জ্ঞান দ্বারা সেই সকল জানা যাইতে পারে, কিন্তু বিশেষ যেখানে সবই এক, সেখানে সম্যগ্জ্ঞান আবার কি? বশিষ্ঠ কহিলেন, জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব নাই, একমাত্র অনির্ব্বচনীয় অক্ষয়জ্ঞানই বিদ্যমান আছেন,—অন্তরে ইত্যাকার যে বোধ হয়, তাহাকেই সম্যগ্জ্ঞান কহে। রাম জিজ্ঞাসিলেন, মুনে! চিদেকরসরূপ জ্ঞানের অভ্যন্তরে চিৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ জ্ঞেয়তা আবার কি? আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে জ্ঞানের কথা বলিলেন, ঐ জ্ঞানশব্দ কোন বাচ্যে নিষ্পন্ন? ভাববাচ্যে না করণবাচ্যে? বশিষ্ঠ কহিলেন, বোধমাত্রকেই জ্ঞান বলে, সে জ্ঞানশব্দ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন, (জ্ঞা ভাবে—অনট্) পবন ও স্পন্দের যেমন কোন পার্থক্য নাই, সেইরূপ সে জ্ঞান ও জ্ঞেয়পদার্থ জ্ঞানেরই মায়িক বিকল্প। রাম কহিলেন, যদি এইরূপ হয় তবে ত এই জ্ঞানজ্ঞেয়াদিবিকল্প শশশৃঙ্গের স্থায় একান্ত অলীক, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কোন কালেই ইহা ব্যবহারযোগ্য হয় না। বশিষ্ঠ কহিলেন, বাহ্যবস্তুরূপ ভ্রান্তি বশতঃই এইরূপ ভ্রমবুদ্ধি হইয়াছে।—অর্থাৎ "ইহা ব্যবহার-যোগ্য" (এইরূপ ভ্রম হয়), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন পদার্থই নাই। রাম জিজ্ঞাসিলেন,—"হে মুনিবর! এই যে, 'তুমি আমি' ইত্যাদি পদার্থনিচয়, ইহা ত সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তবে আপনি ইহাতে নাই বলিলেন কিরূপে? (লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের একেবারে অপলাপ করেন কিরূপে?) তাহা আমাকে বলুন। ১—১০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! সৃষ্টির প্রারম্ভেই যখন বিরাড়াত্মা (হিরণ্যগর্ভ) প্রভৃতি কোন পদার্থই জন্মে নাই, তখন জ্ঞেয়পদার্থের সত্যতা কিরূপ সম্ভবপর হইবে, (অর্থাৎ সৃষ্টি সময়েই মায়া ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা, সুতরাং জগৎকে ভ্রমই বলিতে হইবে, তত্ত্বপ্রদর্শিনী শ্রুতিই এবিষয়ে প্রমাণ; লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নহে। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর! এই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকালত্রয়ে আমরা জগৎকে নিত্যই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি, আপনি ইহাকে একেবারে অলীক বলেন কিরূপে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—তুমি আমি জগৎ স্বপ্নদৃষ্টবস্তুর স্থায়, মরীচিকা-বারির স্থায়, দ্বিতীয় চন্দ্রের স্থায়, সঙ্কল্পকল্পিত বস্তুর স্থায়, আকাশে চক্ষুর দোষে দৃশ্যমান কেশগুচ্ছের স্থায় মিথ্যাই প্রতিভাত (প্রত্যক্ষ গোচর) হয়। রাম কহিলেন, ভগবন্! 'তুমি আমি' ইত্যাদি প্রকার জগৎ যখন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, তখন ইহাকে সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন বলিতে দোষ কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,—

কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি, কারণ না থাকিলে ত আর কার্য্য হইতে পারে না; ইহা নিশ্চয়ই। জগতের উৎপত্তিতে তো কোন কারণ নাই; যখন মহাপ্রলয় হয়, তখন ত সবই যায়, কিছুই থাকে না; সুতরাং জগৎকে উৎপন্ন বলিলে তাহার কারণ হইবে কে? ১১—১৫। রাম কহিলেন,—"মুনে। মহাপ্রলয়ের পরে যে এক অজ অব্যয় ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই কেন সৃষ্টির কারণ হউন না? বশিষ্ঠ কহিলেন,—যাহা কারণ হইবে? কার্য্যও তাহাতে সূক্ষ্মভাবে থাকিবে, পরে তাহা যথাকালে প্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু রাম! ব্রহ্মে ত কার্য্য সূক্ষ্মভাবেও নাই, আর এক কথা ব্রহ্ম সৎ, জগৎ অসৎ, অসৎ বস্তু কোথাও উৎপন্ন হয় না, বিসদৃশবস্তু হইতে বিসদৃশবস্তুর কি কখন উৎপত্তি হয়? ঘট হইতে কি পট জন্মে? রাম কহিলেন,—"মহাপ্রলয় হইয়া গেলে জগৎ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি করে পরে আবার সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইহা বলিলে দোষ কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! হে মহামতে! মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির অস্তিত্ব কে কোথায় অনুভব করিয়াছে? আর তাহাতে আস্থাই বা কিরূপ? রাম কহিলেন,—তবে যদি বলি, মহাপ্রলয়ের পরে যে জ্ঞানময় ব্রহ্ম থাকেন, এই সৃষ্টিও সেই জ্ঞানময়ে মিশিয়া জ্ঞানস্বরূপে স্থিতি করে, একেবারে শূন্য হইয়া যায় না, কারণ যাহ একেবারে শূন্য অসৎ, তাহা কখন সৎ হয় না, ইহা বলায় দোষ কি? ১৬—২০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো! যদি এইরূপ বল, তবে ত জ্ঞানই জগৎ হয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানই জগৎপ্রপঞ্চ ও তদ্গত জীবের দেহ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জন্ম মৃত্যু আবার কি? কারণ সবই নিত্য বস্তু। রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! তবে এই সৃষ্টি আগে ছিল না, এখন কোথা হইতে আসিল? ভ্রান্তিই বা কিরূপে হইল? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"বাস্তবিক যখন কার্য্য-কারণ ভাব নাই, তখন ভাব বা অভাব নামে কোন পদার্থই নাই, তবে এই যে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা লক্ষিত হইতেছে, ইহা সেই আত্মাই (জ্ঞানময় ব্রহ্মই)। রাম কহিলেন,—"তাহা হইলে ত বিপরীত হইল, যিনিই দ্রষ্টা, তিনিই দৃশ্য, চেতনরূপী ঈশ্বর নিজেই জড়দৃশ্য হইলেন। ইহা কি কখন সম্ভবপর হয়? বহ্নি ত দাহকর্ত্তা, কাষ্ঠ তাহার দাহ্য, ইহাই নিয়ম, কাষ্ঠ কোন-রূপেই দাহকর্ত্তা হইয়া বহ্নিকে দাহ্য করিয়া দগ্ধ করিতে পারে না। বশিষ্ঠ কহিলেন,—'বাস্তবিক দ্রষ্টা দৃশ্যভাব প্রাপ্ত হয় না, কারণ দৃশ্যবস্তু ''প্রকারেই সম্ভবপর নহে। কেবল দ্রষ্টাই প্রতিভাত হইতেছেন সর্ব্বস্বরূপে; ইহাতে বৈপরীত্য ত কিছু দেখি না। ২১—২৫। রাম কহিলেন,—"সৃষ্টির প্রারম্ভে অনলভূত জগতের প্রকাশ কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না, সুতরাং বিশুদ্ধ চৈতন্য তখন জগৎকে চেত্যরূপে অনুভব করেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, নতুবা জগতের প্রতীতি হয় না, অতএব চেত্য অসম্ভব কিরূপে, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, কারণ না থাকাতেই চেত্য অসম্ভব পর হইয়াছে, চেত্য যখন চেতন নাই তখন চেতন ব্রহ্ম সর্ব্বদাই মুক্ত ও অনির্ব্বচনীয়। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আত্মা যদি সর্ব্বদাই মুক্ত হন, তাহা হইলে এই অহংভাবাদি আবার কি? কোথা হইতে কিরূপেই বা ইহা উৎপন্ন হয়, জগতের জ্ঞান স্পন্দাদি জ্ঞানই বা কিরূপে হয়? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, "কারণ নাই বলিয়াই কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, অতএব চেত্যসৃষ্টি ভ্রমমাত্র, ইহা কিছুই নহে। রাম কহিলেন, "বাক্যা-তীত স্বপ্রকাশ নিত্য মুক্ত নির্ম্মল পরব্রহ্মে ভ্রমই বা কাহার কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা আমাকে বলুন। ২৬—৩০। বশিষ্ঠ কহি-লেন,—"হে রাম! কারণ না থাকায় পরব্রহ্ম ভ্রমও বাস্তবিক নাই, "তুমি আমি" ইত্যাদি সমস্তই শান্ত, একমাত্র অনাময় ব্রহ্মই সত্য। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! তথাপি যেন ভ্রমে পতিত হই-তেছি, আপনাকে অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না, সম্পূর্ণ-রূপ প্রবুদ্ধও হই নাই; এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাসা করিব। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! যতক্ষণ তোমার হৃদয় হইতে সন্দেহ দূর না হয়, ততক্ষণ তুমি আমাকে বেশ করিয়া জিজ্ঞাসা কর, তাহার পরে যখন তোমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে, তখন তুমি অনির্ব্বচনীয় পরমপদে স্বয়ং বিশ্রামলাভ করিবে। রাম কহিলেন, কারণ না থাকাতে পূর্ব্বেই সৃষ্টি নাই; আপনার এ সিদ্ধান্ত বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি আমার এই চেত্যচেতন বিভ্রম কাহার? এ সংশয় দূরীভূত হইতেছে না; ইহার কারণ কি; বশিষ্ঠ কহিলেন, কারণ না থাকায় সবই শান্ত, জগদ্ভ্রম কুত্রাপি নাই, যদি ইহা বুঝিতেছ, তথাপি অনভ্যাস বশতঃ এখন এ বোধ দৃঢ় হয় নাই, এজন্য পরমপদে বিশ্রান্তিও লাভ করিতে পার নাই। ৩০—৩৫। রাম কহিলেন, প্রভো! অনভ্যাস কেন হয়, অভ্যাসই বা কোথা হইতে হয়? যেখানে জাগ্রদ্ভ্রমেরও কারণ নাই, সেখানে অভ্যাসরূপভ্রান্তিই বা কি কারণে উপস্থিত হয়, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্ত ব্রহ্মে কোন প্রকার ভ্রান্তি নাই সত্য; তথাপি জীবন্মুক্ত যোগীদিগের যেমন সমস্ত বস্তুতেই চিন্ময়জ্ঞানে ব্যবহারপ্রবৃত্তি দেখা যায়, তোমারও সেইরূপ অভ্যাসপ্রবৃত্তি থাকিতে দোষ কি? রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনারা জীবন্মুক্ত, আপনাদের সমুদয় জগদ্ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপদেশ দেওয়ায় এবং পরশরীর-প্রবেশাদি দ্বারা অপরকে প্রবুদ্ধ করার কারণ কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, উপদেশের পাত্র, উপদেশ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ব্যবহারস্বরূপে ব্রহ্মই ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি বোধস্বরূপ হইয়াছেন, যাঁহার কোনরূপ ভ্রান্তি নাই, তাঁহার বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই, ইহা নিশ্চয়। রাম কহিলেন, দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ইত্যাদি ভেদ যখন একান্তই অসম্ভব, তখন জগৎসত্তা কোথা হইতে আসিল? বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্যাদি ভেদজ্ঞানীদিগের অজ্ঞানেই জগৎসত্তা প্রতীতি হয়, তদ্ভিন্ন জগৎসত্তা কখনই নাই। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! কারণ না থাকায় দ্বিত্ব একত্বও যখন অসম্ভব, তখন বোধ্য-বোধক ভাবও নাই; তবে তত্ত্ববোধকে বোধ বলেন কিরূপে? বোধ ত আর অকর্ম্মক হয় না। বশিষ্ঠ কহিলেন, অবুদ্ধ ব্রহ্ম নিজের অবোধ অজ্ঞানক্ষয়-বলের আশ্রয়রূপে বোধের কর্ম্ম হইয়া থাকেন, (অর্থাৎ ব্রহ্মগত অজ্ঞানক্ষয়ই বোধ্য হয়) সেই কারণেই বোধশব্দ সকর্ম্মক হয়, ইহা ত তোমাদের পক্ষে; আমাদের পক্ষে নহে, কেন না আমরা জীবন্মুক্ত, আমাদের জ্ঞান নাই; সুতরাং আমাদের নিকটে বোধের কর্ম্মও নাই। রাম কহিলেন, আমাদিগের পক্ষে নহে; এই কথা দ্বারা আপনারা জীবন্মুক্ত হইলেও আপনাদিগেকে অহম্ভাব দেখাইলেন, সে অহ-ম্ভাবকেও অজ্ঞানের কার্য্য বলা যায় না, অতএব তত্ত্ববোধও

অহম্ভাবে পর্য্যবসিত হয়, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কারণ তখন বোধ ভিন্ন আর ত কিছুই থাকে না, এক্ষণে আমার সন্দেহ এই যে, আপনি অনন্ত নির্ম্মল চিৎস্বরূপ, আপনাতে এ অহম্ভাব কোথা হইতে আসিল?" বশিষ্ঠ কহিলেন,—"বোধরূপী আমাদের যে বোধ, তাহাকেই আমরা অনিলকে স্পন্দ বলার স্থায় অহম্ভাব বলিয়া থাকি, অজ্ঞের স্থায় অহঙ্কার-অভিমানে বলি না। রাম কহিলেন, গভীর জলধিমধ্যে যে তরঙ্গাদি উত্থিত হয়, সেই তরঙ্গাদি ও সলিল যেমন একই পদার্থ, জীবন্মুক্তদিগের বোধ ও বোধ্য অহম্ভাবাদি কি সেইরূপ একই পদার্থ? বশিষ্ঠ কহিলেন, একই পদার্থ বটে, ইহার সিদ্ধান্তও এই বটে, এইরূপ সিদ্ধান্তে যদি উপনীত হও, তাহা হইলে তুমি যে দ্বিত্বাদি-প্রসক্তি-নিবন্ধন অদ্বৈতহানিরূপ দোষের আপত্তি করিয়াছিলে, তাহা আর থাকিবে না। তুমি এইরূপ জ্ঞানকে সুদৃঢ় করিয়া অনন্ত শান্ত পূর্ণ পরমপদে অবস্থান কর। রাম জিজ্ঞাসিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিশুদ্ধ অদ্বৈত পক্ষে যে অনিল স্পন্দের স্থায় "তুমি" "আমি" ভাব উত্থিত হয়, ইহার কল্পনাকারী ও ভোগকারীই বা কে? সেরূপ কল্পনা স্বীকার করিলে আবার অনন্ত জগদ্ভ্রম প্রকাশিত হইয়া পড়ে, বন্ধমোক্ষকল্পনাও আসিয়া পড়ে। বশিষ্ঠ কহিলেন, জ্ঞেয়বস্তু সত্য বলিয়া ধারণা করিলেই আবার বন্ধন-প্রসক্তি হইয়া পড়ে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে জ্ঞেয় ত সত্য নহে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত হওয়ায় তাহা অসত্য বলিয়াই বোধ হয়, প্রারব্ধের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় না হওয়ায় একমাত্র বোধই তাঁহাদের সর্ব্ব পদার্থাকারে প্রতিভাত হয়, সুতরাং তাঁহাদের বন্ধ মোক্ষ আবার কি? রাম কহিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান কিরূপ সর্ব্ববস্তুরূপে প্রতিভাত হইবে? যেমন দীপালোকে নীলপীতাদি বর্ণ প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের জ্ঞানবলে বাহ্য ঘটপটাদি প্রকাশিত হয় মাত্র, অতএব প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ বাহ্যবস্তু তাঁহাদের জ্ঞানবলে ত সত্যই হইবে, আপনি তাহার অপলাপ করিবেন কিরূপে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিনা কারণে উৎপন্ন বাহ্য বস্তুরূপ কার্য্যের যে সত্যতা, তাহা ত ভ্রান্তি, তাহা ত যথার্থ নহে; সেই ভ্রান্তির মূলীভূত অজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নাই, সুতরাং তাঁহাদের নিকটে তাহা অসত্যরূপেই প্রতীত হইবে। রাম কহিলেন, স্বপ্ন সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক; তৎকালে (দর্শনকালে) ত দুঃখ প্রদান করে, সেইরূপ এই জগদ্ভ্রম সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক; ইহার দুঃখদানশক্তি যাইবে কোথায়? ইহার দুঃখদায়িকা শক্তির লোপ কি উপায়ে হয়, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইই বটে, স্বপ্ন ও জগৎ একরূপই বটে, ইহাকে পূর্ব্বাপর সঙ্গত একটী ঘটনা বলিয়া—অর্থাৎ পিণ্ডাকারে বোধ করাই ভ্রান্তি, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রান্তি নিবারণ করিতে পারিলেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের শান্তি হয়। রাম কহিলেন, এইরূপ হইলে পর, ভাল আর কি হইল? স্বপ্নাদি কালে প্রতীয়মান বস্তুসমূহের পিণ্ডরূপতা (সঙ্গত একটী যথার্থ ঘটনা বলিয়া জ্ঞান) কিরূপেই বা নিবৃত্ত হয়? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখিলে পদার্থসমূহের যে পিণ্ডভাব—অর্থাৎ ঘটনার পূর্ব্বাপরসঙ্গতি ও তজ্জনিত সত্যতা-জ্ঞান, তাহা নিবৃত্তি হইয়া যায়। এইরূপ পূর্ব্বাপর বিচার করাতেই স্বপ্নকালের দৃশ্য মার্জ্জিত হয়—অর্থাৎ প্রবুদ্ধ হইলেই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। ৫১—৫৫। রাম জিজ্ঞাসিলেন, পূর্ব্বাপর বিচারে যাঁহার স্থূল জগৎভাবনা ক্ষীণ হইয়াছে, সেই জীবন্মুক্ত যোগী জগৎকে কি প্রকার দর্শন করেন? বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহার ভাবনা বা বাসনা ক্ষীণ হইয়াছে, সে জগৎকে গন্ধর্ব্বনগরের স্থায় বর্ষাজলসেকে প্রোক্ষিত আলেখ্য পটের স্থায় অসৎরূপে প্রতীয়মান দেখে। রাম জিজ্ঞাসিলেন,—বাসনাক্ষয় হইলে বাহ্যবস্তুর পিণ্ডাকার জ্ঞাননিবৃত্ত হইলে জগৎকে স্বপ্নের স্থায় অসত্য বলিয়া ধারণা হইয়া গেলে সেই যোগীর অবস্থা কিরূপ হয়? বশিষ্ঠ কহিলেন,—"ক্রমে তাহার সঙ্কল্পরূপ জগৎস্থিরের বাসনাও ক্রমে বিলীন হইয়া যায়, তখন সেই যোগী বাসনাশূন্য হইয়া ঝটিতি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। রাম কহিলেন,—অনেক জন্ম হইতে সুদৃঢ়ভাবাপন্ন শাখা-পল্লবাদি-শালিনী সংসারবন্ধনকরী ঘোর বাসনা কিরূপে শান্ত হয়? ৫৬—৬০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভ্রান্তিময় এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ যথার্থ পরমার্থ বস্তুজ্ঞানে মিথ্যা হইয়া গেলে প্রারব্ধ শেষ হওয়ায় ক্রমে বাসনাক্ষয় হইয়া থাকে। রাম কহিলেন হে মুনে! এই দৃশ্যচক্র ক্রমে পিণ্ডভাবমুক্ত হইয়া মিথ্যারূপে প্রতীত হইলে আর কি হয়? তখন শান্তিই বা কি প্রকারে সম্ঘটিত হয়? তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, জগতের সত্যতাভ্রম শান্ত হইয়া ক্রমে চিন্মাত্রে পরিণত হইলে যোগীর সংসারের প্রতি আর আস্থা থাকে না। রাম কহিলেন, বালকের সঙ্কল্পরূপ অবিনশ্বর এই জগতেই আস্থাই বা কি, আর তাহার শান্তিই বা কি? আর সেই আস্থাই যদি দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে, অস্থিসঙ্কল্প-বালক দুঃখ অনুভব করে কেন? তাহার ত কোন বিষয়ে আস্থা জন্মে নাই। বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহা সঙ্কল্পমাত্রে সম্পন্ন হয়, তাহা নষ্ট হইলে দুঃখ হইবে কেন? বিচার করিয়া দেখিলে ত দুঃখ না হইবারই কথা। বালক বিচার করিতে জানে না বলিয়াই দুঃখ পায়, অতএব সঙ্কল্পই চিত্ত, ইহা তুমি বিচার করিয়া দেখ। রাম কহিলেন,—"ভগবন্! চিত্ত কি প্রকার, কি উপায়েই বা তাহার বিচার হয়? আর সে বিচারে কি হয়, তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, চিতির যে চেত্যোন্মুখী ভাব, তাহাকেই চিত্ত বলে, আমার নিকটে যাহা শুনিতেছ, ইহাই ইহার বিচার, এই বিচারে বাসনাক্ষয় হয়। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! চিত্তের জীবদ্দশায় চিত্তের নিরোধসাধ্য যে চিতির অচেত্যভাবে উন্মুখীভাব, তাহা কতদিন স্থায়ী হয়? চিত্তের নির্ব্বাণকারী অচিত্তভাবই বা কিরূপে উৎপন্ন হয়?—অর্থাৎ চিত্তনাশ কিরূপে হয়? তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, চেত্য একেবারে সম্ভবপরই নয়, চিৎ কি জন্ম কাহার অনুভব করিবেন? অতএব চেত্য যখন নাই, তখন চিত্তও নাই। রাম কহিলেন, যাহা অনুভূত হইতেছে, সেই চেত্যকে আপনি অসম্ভব বলিলেন কিরূপে? অনুভবের আপনি অপলাপ করেন কি প্রকারে? ৬১—৭০। বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি যে অনুভবের কথা বলিলে, তাহা ত অজ্ঞ ব্যক্তির, অজ্ঞ ব্যক্তির অনুভূত জগৎকে ত আমরা সত্য বলি না। তত্ত্বজ্ঞানীর যাহা বিষয়, সেই অনাখ্য অদ্বয় ব্রহ্মপদই সত্য। রাম কহিলেন, অজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে এই ত্রিজগৎ কি প্রকার? তাহা সত্যই বা হয় না কেন? তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে জগৎ যেরূপ প্রতীত হয়, তাহা কি কথায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না? বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেশকালপরিচ্ছিন্ন বস্তুগত পরিচ্ছেদযুক্ত জগৎ অজ্ঞ ব্যক্তির

নিকটেই প্রতীত হয়, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার নিকটে তাহা নহে, তাঁহার নিকটে জগৎ একেবারে মূলেই উৎপন্ন নহে। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা মূলেই উৎপন্ন নহে, তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, যাহা অসত্য, যাহার প্রকাশ নাই, তাহা অনুভূত হইবে কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন, এই জগৎ জাগ্রদ্দশায় স্বপ্নের ন্যায়, কারণশূন্য অনুৎপন্ন অসৎ হইলেও উৎপন্ন ও সর্ব্বদা প্রতিভাত ও কার্য্যকারী বলিয়া অনুভূত হইতেছে। রাম কহিলেন,—"স্বপ্নাদি ও কল্পনাদি স্থলে যে দৃশ্য অনুভূত হয়, আমার বোধ হয়, তাহা জাগ্রৎ-ব্যবহারের অনুভবে জাগ্রৎ সংস্কারেই হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে রাঘব! স্বপ্নে, সঙ্কল্পে ও মনোরাজ্যে যে দৃশ্য অনুভব হয়, তাহা কি জাগ্রদ্রূপ, না অন্য কোন প্রকার অর্থাৎ স্বপ্নে সংস্কার বশতঃ যে দৃশ্যানুভব, তাহা কি জাগ্রদ্দশায় প্রসিদ্ধ যে দৃশ্য, তাহাই অনুভূত হয় না অন্য কোন প্রকার? ইহা আমাকে বল।" রাম কহিলেন,—স্বপ্নে ও কল্পনাদি মনোরাজ্যে বা ভ্রান্তিস্থলে জাগ্রৎপ্রসিদ্ধ যে অর্থ, তাহাই সংস্কাররূপে প্রতীয়মান হয়। বশিষ্ঠ কহিলেন,—জাগ্রৎই যদি সংস্কারবশতঃ স্বপ্নরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে স্বপ্নে দেখিলে তোমার গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, অথচ প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহা অভগ্ন দেখ কেন? রাম কহিলেন—প্রভো! আপনার উপদেশে এই বুঝিলাম যে, স্বপ্নে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা জাগ্রদ্বস্তু নহে, পরব্রহ্মই স্বপ্নে দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন, তথাপি আমার এখনও সন্দেহ হইতেছে যে, স্বপ্নে পরব্রহ্ম কি অপূর্ব্ব এক জগৎ দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন, না জাগ্রতের মত হন? ৭১—৮০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"স্বপ্নে পরব্রহ্ম অপূর্ব্ববৎ প্রতিভাত হইবেন, ইহাই নিয়ম নহে, তবে যেখানে অননুভূত বস্তু অনুভূত হয়, সেইখানে অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়, যেখানে পূর্ব্বানুভূত বিষয় অনুভূত হয়, সেখানে আর অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয় না, ঐ অনুভব সৃষ্টির আদি, মধ্য অবসান পর্য্যন্ত যে যে আকারে অভ্যস্ত করিবে, তত্তদাকারেই প্রতিভাত হইবে। ঐ অনুভব যদি ব্রহ্মাকারে অভ্যস্ত করিতে পার, তাহা হইলে উহা ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত হইবে। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, জাগ্রৎ জগৎও স্বপ্নরূপে প্রতিভাত হয়। তথাপি এই জগৎ-বন্ধ অতীব ভীষণ দুষ্টগ্রহের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক; কিরূপে ইহার চিকিৎসা করা যায়, তাহা বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই যে সংসার-স্বপ্ন, ইহার কারণ কি? সংসার-স্বপ্নকে কার্য্য বলিলে ইহার কারণ অবশ্যই ইহাতে সংলগ্ন থাকিবে, কার্য্য হইতে কারণ ভিন্ন নহে, ইহা তুমি জান, এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, ইহার কারণ কি। রাম কহিলেন,—চিত্তই স্বপ্নদর্শনের হেতু, সেই চিত্তই বিশ্বাকারে প্রতীয়মান হয়। বিচারদৃষ্টিতে বুঝিতেছি, সেই চিত্তই অনাদি অনন্ত অনাময় ব্রহ্ম। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"হে মহামতে! তুমি যাহা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিক, চিত্তই যে মহাচৈতন্য, তাহার কোন সন্দেহ নাই, তবে স্বপ্নাদি অন্য কিছুই নাই। ৮৩—৮৫। রাম কহিলেন,—স্বপ্নাদি অন্য কিছুই একেবারে নাই বলিবার আবশ্যক কি? বৃক্ষ ও তদীয় শাখা যেমন এক হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে ভিন্ন, সেইরূপ পরব্রহ্ম ও জগদাদি সমষ্টিভূত ও চিত্ত ও স্বপ্নাদি বস্তুগত্যা এক হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে ভিন্ন ইহা বলিলে দোষ কি? বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপ কল্পনা সম্ভবপর নহে; কারণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে জগৎ আদৌ উৎপন্ন নহে। যাহা আদৌ উৎপন্ন নহে, তাহা কল্পনা করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাব স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? অতএব অখণ্ড অজর শান্ত অজ ব্রহ্মই সব, আর কিছুই নাই। রাম কহিলেন,—তবে বোধ হয়, দ্রষ্টৃত্ব ভোক্তৃত্ব সহিত এই যে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ, পরমপদে ইহা কাকতালীয়ন্যায়ে ভ্রান্তি। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ত্রিবিধ দৃষ্টি প্রসিদ্ধ, অজ্ঞ সাধারণের দৃষ্টি, যুক্তিদৃষ্টি আর তত্ত্বদৃষ্টি, তন্মধ্যে সাধারণ দৃষ্টির কথা উল্লেখযোগ্য নহে, যৌক্তিকদৃষ্টি ও তত্ত্বদৃষ্টিই উল্লেখযোগ্য, তন্মধ্যে যৌক্তিকদৃষ্টি যাহা রসজ্ঞ কবিদিগের অভিনব সূক্ষ্মদৃষ্টি আর তত্ত্বদৃষ্টি তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের পরমার্থবিষয়িণী যে দৃষ্টি, এই দৃষ্টিদ্বয় অবলম্বন করিয়া আমি তোমার নিকটে কিয়ৎক্ষণ এই অখিল বিশ্ব বর্ণন করিলাম; ঐ দৃষ্টি ও দৃশ্য-দ্রষ্টা কালত্রয়েই নাই বলিয়া প্রতীতি না হয়, জগতের শূন্যভাও ভ্রান্তি ও না সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, নিত্য প্রত্যক্ষ পরমপদে বিশ্রান্তিও যে পর্য্যন্ত না হইয়াছে (এক্ষণে বোধ হয় আর কিছুই বলিবার নাই)। ৮৬—৮৯।

নবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—মুনিবর! এইরূপ জগৎ যদি পরমাত্মময়ই হয়, তবে ইহা ত সর্ব্বদাই সর্ব্বভাবস্বরূপ, ইহার উদয় বা অস্ত কিছুই নাই, যৌক্তিক দৃষ্টিতে ভ্রান্তিই জগদাকারে প্রতিভাত বলিয়া বোধ হয়, তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহাও বোধ হয় না, তত্ত্ব দৃষ্টিতে কেবল ব্রহ্মসত্তাই দেদীপ্যমান। বশিষ্ঠ বলিলেন,—"ব্রহ্ম কাকতালীয়ন্যায়ে আপনাতে আপনিই যেমন বিকাশ প্রাপ্ত হন; সেই বিকাশ হইতে অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাবলে জীবভাবাপন্ন হইয়া ঐ ব্রহ্ম আপনাকেই জগদ্রূপে অনুভব করেন। রাম কহিলেন,—"মহাপ্রলয়কালে, সৃষ্টির পূর্ব্বে বা মোক্ষসময়ে দিগ্‌বিভাগরূপ অবলম্বনব্যতিরেকে দীপপ্রভার প্রকাশ কিরূপে হইতে পারে, তাহা আপনিই বলুন দেখি? অবলম্বন ব্যতিরেকে দীপাদি প্রভার বিকাশ যেমন অসম্ভব, সেইরূপ চিদাত্মার সত্তা অসম্ভব বলিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"রাম! ইহা অতি আশ্চর্য্য বটে; তুমি একবার ভালরূপে বিচার করিয়া দেখ, অসম্ভব মনে করিও না, সূর্য্যাদিপ্রভা যেমন অন্ধকার-সময়ে আপনা আপনিই আপনাতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই চিতির প্রভা আপনা আপনিই প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্যাদির প্রভাও অবলম্বন ব্যতিরেকেই প্রকাশ পায়, তবে বোধ হয় বটে ভিত্তি অবলম্বন পাইয়াই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। পরন্তু ভিত্তি ও তদীয় প্রভা স্বপ্রকাশতাবলেই সম্পন্ন হয়। ভিত্তিপ্রকাশও তাহার স্বপ্রকাশতাবলেই হইয়া থাকে। যখন ভিত্ত্যাদির সহিত সম্বন্ধের পূর্ব্বেও আকাশে সূর্য্যপ্রভার বিকাশ হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে বা প্রলয়ে এই বক্তা শ্রোতা আত্মাকে নির্ব্বিষয়রূপে দর্শন করিও। ফলতঃ দ্রষ্টা দৃশ্য কিছুই নাই, আছেন কেবলমাত্র অনাময় ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রভা আপনিই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আপনিই প্রকাশ পায়। স্বপ্নাদিতে যেমন চিৎপ্রভাবই দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ একমাত্র

চৈতন্যপ্রভাই দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপে আপনা আপনিই বিরাজ করেন। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে চিৎ প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তাহার পরে তিনিই সৃষ্টির মত হইয়া প্রতিভাত হন। স্বয়ং প্রকাশ চৈতন্য সৃষ্টিসময়ে নিজেই প্রকাশ্য (রূপ) ও প্রকাশ উভয়রূপে প্রকাশ পান। সৃষ্টি প্রারম্ভে চিৎ একাই চেতা, চেতয়িতা ও চেতনস্বরূপ হইয়া সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হন। এই চিতির স্বভাবই এই যে, স্বয়ং প্রতিভাত হওয়া। স্বপ্ন বা সঙ্কল্পনগরে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। এই চিৎপ্রভা প্রথমে উদিত হইয়া এইরূপেই প্রকাশ পায়। ১—১১। এই যে জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা আর কিছুই নহে, আকাশরূপিণী চিৎ আকাশেই প্রকাশ পাইতেছেন সেই চিতির সৃষ্টিরূপে বিকাশই সৃষ্টি, তাঁহার সৃষ্টিরূপে বিকাশের আদিও নাই, অন্তও নাই, চিরকালই হইয়া আসিতেছে। যাহারা অজ্ঞ, তাহাদিগেরই ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়, আমাদের ইহা স্বভাবের উপর দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভাস্য-ভাসকজ্ঞান রূঢ় হইয়া গেলে তত্ত্বানুসন্ধানে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাস্য (প্রকাশ্য) বা ভাসক (প্রকাশক কিছুই ছিল না) অন্ধকার রাত্রিতে স্থাণুতে (মুড়া গাছে) যেমন পুরুষ বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ আত্মায় দ্বৈতের ভান হয় বলিয়া চিত্তেও দ্বৈতভান হয়। ফলতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাস্যও নাই, ভাসকও নাই, কারণ নাই বলিয়া দ্বৈতও নাই। কেবল চিদাকাশে দ্বৈতভানের বাস্তবিক কি কারণ থাকিবে বল দেখি? বাহ্য পদার্থ সৃষ্টি একেবারে নাই; চিৎই এইরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই যে জগদ্‌ভান, ইহা, জাগ্রৎ, না সুষুপ্তি, না, স্বপ্ন, ফল কথা কিছুই নয়, দৃশ্য একেবারে সেই অসম্ভব কেবল ব্রহ্মই প্রতিভাত হইতেছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে চিদাকাশ এইরূপেই দেদীপ্যমান থাকেন। ১২—১৮। আপনার শরীরকেই তিনি জগৎ বলিয়া জানেন, ফলতঃ তাহা জগৎ নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে মাত্র চিদাকাশই বিদ্যমান থাকেন। এই যে জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা আকাশের শূন্যতার ন্যায় জানিবে। আমার এই উপদেশ অনুসারে পরম তত্ত্ব অবগত হইয়া, ক্রমে এই তত্ত্ব সুদৃঢ় ও অনায়াসে অনুভূয়মান হইলে, বিকল্পবিহীন ও পাষাণের ন্যায় নিশ্চলভা'ব নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিবে, অজ্ঞ লোকে যাহা পুনঃপুনঃ ভোগ করিয়া বৈরাগ্যের উদয় হইলে পরিত্যাগ করে, দুষ্ট লোকের পরামর্শে সেই বান্তে বিষয়জাল গ্রহণ করা উচিত নয়। ১৯—২১।

একনবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯১ ॥

দ্বিনবত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এতকাল আমি আত্মতত্ত্ব না জানিতে পারিয়া কেবল অনন্ত সংসারাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এক্ষণে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছি; এক্ষণে আর আমার জগদ্‌ভ্রম নাই, পূর্ব্বেও ছিল না, এ ভ্রম পরেও আর কখনও হইবে না। এক্ষণে আমার নিকট সব শান্ত; আলম্বনশূন্য একমাত্র বিজ্ঞানই কেবল পরিশিষ্ট হইয়াছে। রঞ্জনাশূন্য—কল্পনাশূন্য কেবল মাত্র অনন্ত চিদাকাশই পরিশেষ হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! না জানাতেই এই পরমাকাশেই আমার নিকটে সংসার বলিয়া প্রতীয়মান হই-। এতাবৎকাল এই নির্ম্মল পরমাকাশই আমার নিকট অনির্ম্মল হইয়া এই দৈত, এই লোকনিচয়, এই পর্ব্বতসমূহ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। কি সৃষ্টি, কি পরলোক, কি স্বপ্ন, সর্ব্বত্রই চিৎই চেত্যবৎ প্রতিভাত হন; সুতরাং ইহাতে বাস্তব দৃশ্যবুদ্ধি কোথা হইতে হইবে? "আমি স্বর্গে বা নরকে রহিয়াছি" ইত্যাকার বুদ্ধি হইলে পুরুষের স্বর্গে বাসজনিত সুখ, নরকবন্ধন-ক্লেশও, অমনি সঙ্গেই অনুভূত হইয়া থাকে। কারণ, দৃশ্যমাত্রেই জ্ঞানময়, যেরূপ জ্ঞান হইবে, দৃশ্যও ঠিক তদনুরূপ হইবে। দৃশ্য কিছুই নাই, কেহই নাই, জগৎও কিছুই নাই, জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিসিদ্ধ যাহা কিছু, তৎসমস্তই অসৎ। হে মুনে! যদি আলোচনা করা যায় যে, এই ভ্রান্তি কোথা হইতে আসিল, তাহা হইলে ভ্রান্তির অভাবই অনুভূত হইবে (অর্থাৎ ভ্রান্তি যে একেবারেই নাই, তাহাই বোধ হইবে, দৃশ্যপ্রপঞ্চ একেবারে অস্তিত্বশূন্য হইয়া পড়িবে। নির্ব্বিকার পরমপদে ভ্রান্তি একেবারেই সম্ভবপর নয়। তবে এই যে ভ্রান্তিজ্ঞান, ইহা জ্ঞানই মাত্র। ফলে কিছুই নয়। অন্তরালশূন্য অনাদি অনন্ত আকাশে, পর্ব্বতমধ্যে বা নির্ব্বিকার পরমপদে অন্যবিধ কল্পনা কোথা হইতেই বা আসিবে? স্বপ্নে আপনার মৃত্যু অনুভবের ন্যায় ভ্রম অনুভব একেবারেই মিথ্যা, আর যে পরতত্ত্বের অদর্শন, ইহা দর্শন হইলেই শান্ত হইয়া যায়। ১—১২। মরীচিকা-সলিল, গন্ধর্ব্বনগর, চক্ষুর দোষে প্রতীয়মান চন্দ্রযুগল এবং এই অবিদ্যাভ্রম ইহা বিচার করিয়া দেখিলে পাওয়া যায় না। বালকের নিকটে যেমন বেতালভ্রম হয়, সেইরূপ এই জগদ্‌ভ্রান্তি জাগ্রদ্দশায় প্রত্যক্ষ হইলেও ইহাকে যথার্থ বলা যাইতে পারে না। এই ভ্রান্তি অবিচার বশতই সত্য বলিয়া রূঢ় হইয়া যায়, কিন্তু বিচার করিলেই শান্ত হইয়া যায়। হে মুনে! এই ভ্রান্তি কেন হইল, এইরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হয় না, কারণ, বিচার করিয়া দেখিবার জন্যই ত প্রশ্ন, কিন্তু সে প্রশ্ন এখানে নিষ্প্রয়োজন, এই ভ্রান্তির মূলীভূত অজ্ঞান ত বিচার করিয়া দেখা যায় না, কারণ তাহা অসৎ, বিচার দ্বারা অসত্যের ত লাভ হয় না, সত্যেরই বিচারে নির্ণয় হইয়া থাকে। প্রামাণিক বিচারে দেখিতে গেল যাহা পাওয়া যায় না, সেই জগতের মূলীভূত অজ্ঞান অসৎই এবং সেই অজ্ঞানের অনুভবও ভ্রান্তি বলিতে হইবে। প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচারে যাহা নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, সেই আকাশকুসুম ও শশশৃঙ্গের সহিত তুলনীয় অজ্ঞান কিরূপে লভ্য হইবে, বলুন। চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াও যাহাকে কুত্রাপি পাওয়া যায় না, সেই বন্ধ্যারূপী অজ্ঞানের অস্তিত্ব আবার কি প্রকার? অতএব ভ্রান্তি কখনই কোনরূপেঁ সম্ভবে না, আবরণশূন্য বিজ্ঞানঘন এই অনন্ত আত্মাই কেবল বিরাজমান রহিয়াছেন। আজ আমি জগৎ নামে যাহা কিছু প্রতিভাত দেখিতেছি, ইহা সেই পরব্রহ্ম। নিরতিশয় আনন্দপূর্ণ সেই পরব্রহ্মে কেবল পূর্ণব্রহ্মই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাতে কখনই কিছুই প্রতিভাত হয় না। এই শান্ত স্বচ্ছ ব্রহ্মই এই জগতের আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। এক্ষণে আমি অপরের অহার্য্য সুধীগণসেবিত নিরাময় বিশুদ্ধ অব্যয় সদাবিকাশী সেই পরব্রহ্মই হইয়াছি; আমার অহম্ভাব বিদূরিত হইয়াছে। ১৩—২২।

দ্বিনবত্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯২ ॥

ত্রিনবত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—আদি-অন্ত-মধ্য বিহীন যে পরম পদকে কি দেবগণ, কি ঋষিগণ—কেহই অবগত নহেন, সেই পরম পদ আমার সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। এখন জগৎ কোথায় ? সব গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের দ্বৈত অদ্বৈতের ভেদ লইয়া বাক্-বিতণ্ডার কিছু প্রয়োজন নাই, আমার সব সন্দেহ দূর হইয়াছে। এক্ষণে আদি অনাময় শান্তিময় রূপ আমার পরিস্ফুট হইয়াছে। আকাশে যেমন কেশগুচ্ছ, গন্ধর্ব্বনগরাদির ভান হয়, চিদাকাশে বিশাল ত্রিজগদাকাশের ভানও ঠিক সেইরূপ হইতেছে। আকাশে যেমন আকাশত্ব, পাষাণে যেমন পাষাণত্ব, জলে যেমন জলত্ব, চিদাকাশেও সেইরূপ জগত্ত্ব রহিয়াছে। অহন্তাবাদি দৃশ্য-জগৎপ্রপঞ্চ দিগন্ত গগনব্যাপী হইলেও ইহাকে মহাচৈতন্যের মধ্যেই জানা উচিৎ, ইহা অসংখ্যেয় রূপে বিস্তৃত হইলেও ইহা শূন্যভাবে উদিত আকাশ। যাহার উদয়ের পরিধি নাই, সেই পরম ব্রহ্ম দৃষ্টমাত্রেই জীবের সংসারপিশাচ অন্তর্হিত হয়। তখন জীব ব্যবহারদশায় অবস্থান করত জড় হইয়া থাকিলে ও অজড (জ্ঞানময়) হইয়া যায়, জলে তরঙ্গের ন্যায় ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। ত্রিতাপদায়ী অজ্ঞান সূর্য্য অস্তমিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে সংসারদিবারও অবসান হয়, মোক্ষ সুখ বিশ্রান্তিরূপ রজনী আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন জীব পরমতত্ত্ব অবগত হওয়ায় ভাব-অভাবরূপ কার্য্য, জন্ম, জরা, মৃত্যু ও ব্যবহার-দশাতে থাকিলেও থাকে না। ১—৯। এখন বোধ হয়, অবিদ্যাই ভ্রান্তি, সুখদুঃখ কিছুই নাই, বিদ্যা বা অবিদ্যায় যাহা সুখ, প্রকৃত পক্ষে তাহা সুখ নহে, দুঃখ। একমাত্র নির্ম্মল ব্রহ্মই সুখ-স্বরূপ। এক্ষণে নির্ম্মল সৎ ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি, এক্ষণে বেশ বোধ হইতেছে যে, আমাদের অজ্ঞাত ব্রহ্মেতর কিছুই নাই। আমি এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়াছি, আমার সমস্ত কুদৃষ্টি তিরোহিত হইয়াছে। সেই আমি এক্ষণে জগত্রয়কে শান্ত (স্বতরূপ বৈষম্যবিবর্জ্জিত আকাশরূপে দর্শন করিতেছি। ১০—১২। যেক্ষণ হইতে আমার সম্যগ্‌জ্ঞান হইয়াছে, সেক্ষণ হইতে আমার নিকটে এই জগৎ কেবল ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইতেছে যত দিন আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, ততদিন আমি অন্যপ্রকার ছিলাম, এক্ষণে আত্মজ্ঞান লাভ করায় আমি,—আমি যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। যেমন একমাত্র আকাশই শূন্যত্ব ও নীলত্ব ও একত্বরূপে অবস্থিত হয়, সেইরূপ একমাত্র অজর ব্রহ্মই আমার নিকট জ্ঞান-অজ্ঞান-প্রভৃতি সর্ব্ব-রূপে প্রতিভাত হইতেছেন; অথচ ইহাতে ইহার স্বরূপাতিরিক্ত জ্ঞানাজ্ঞানের বিকাশ নাই। আমি এক্ষণে নির্ব্বাণস্বরূপ লাভ করিয়া নিঃশঙ্ক নিরীহ হইয়া পরম সুখে অবস্থিতি করিতেছি, এক্ষণে যথাস্থিত নিত্য অনন্তরূপে অবস্থিতি করিতেছি; প্রবুদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে আমার ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইবার বাধা কি ? আমি সর্ব্বদাই সর্ব্বস্বরূপ অথবা আমি অতিশান্ত আমাতে কিছুই নাই; আমি একমাত্র ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত অথবা আমি কুত্রাপি নাই; অহো! আমার ' নির্ব্বাণনামক অত্যাশ্চর্য্য শান্তিলাভ হইয়াছে! এক্ষণে আমি যাহা প্রাপ্য, তাহা পাইয়াছি; অপরে যাহা পায় নাই; তাহাও পাইয়াছি; নিখিল বাহ্য বস্তু আমার নিকটে অস্তমিত হইয়াছে। যেখানে উদয়-অস্তের নামও নাই, সেই স্বপ্রকাশ বোধ এক্ষণে আমার উদিত হইয়াছে। ১৩—১৭।

ত্রিনবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯৩॥

চতুর্নবত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—স্বপ্রকাশ চিদাত্মা নিখিল জীবের নিখিল মনোবৃত্তিতে যখন যে ভাবে বিবর্ত্তিত হন, নিজেই তাহা সেই ভাবে অনুভব করেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র পরমসূক্ষ্ম ব্রহ্ম-স্বভাবেই সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে। যেমন, বিবিধ রত্নের কিরণ এক গৃহের মধ্যে অসঙ্কীর্ণভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপে এই ব্রহ্মাণ্ড-সকল পরমব্রহ্মে অসঙ্কীর্ণভাবেই বিরাজ করিতেছে। জগৎসমূহ পরোক্ষ (দেশকাল ব্যবধান থাকায়) ও অপরোক্ষ-(সন্নিহিত থাকা) ভাবে পরমাত্মায় বিবিধ রত্নরাজির কিরণপুঞ্জের ন্যায় অবাধে প্রবেশ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত বিবিধ সৃষ্টির মধ্যে কোন সৃষ্টিতে জীবসমূহের অনুভব পরস্পর সমান হইতেছে, কোন সৃষ্টিতে বা তাহা হইতেছে না। আবর্ত্তের ক্রীড়াভূমি সাগরের প্রত্যেক সলিলবিন্দুতে যেমন রস আছে, সেইরূপ প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণুতে আবার সৃষ্টি রহিয়াছে। সলিলপরমাণুর মধ্যে রসের ন্যায় চিদ্‌ঘন ব্রহ্মে সর্ব্বাঙ্গে কত যে সৃষ্টি রহিয়াছে, কে তাহা সংখ্যা করিয়া উঠিতে পারে ? অঙ্গীর অঙ্গিত্ব যেমন কুত্রাপিই অঙ্গী হইতে ভিন্ন ব্যবহার হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম ও সৃষ্টি এই শব্দভেদ ব্যতীত পর ব্রহ্ম ও সৃষ্টিতে আর্থিক কোন প্রকার ভেদ (পার্থক্য) নাই। এক আত্মারই মায়ায় অনন্তরূপ এই জগতের অধিষ্ঠানভূত যে ব্রহ্ম, তাহায় অন্তও নাই, উদয়ও নাই। সূর্য্যের কিরণ ঘটপটাদি প্রকাশ করিলেও যেমন তাহার প্রকাশের কর্ত্তা নহে, সেইরূপ এই চিতি এই অখণ্ড জ্ঞেয়ভাব সৃষ্টি করিলেও তাহার কর্ত্তা নহেন,—অর্থাৎ অকর্ত্তা থাকিয়াই ইহা করেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিখিলভাবের বাধ হইলে পরব্রহ্ম যখন নিজে দেহাদির প্রতি তাদাত্ম্যাধ্যাস হইতে মুক্ত হন, তখন তাঁহার যে নির্ম্মল-স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই সমাধান বা নির্ব্বাণ বলে। ১—১০। যদি বলেন, ঐ অবশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ পরম পুরুষার্থ হয় কিরূপে ? যাহা বুঝিতে অনুভূয়মান, তাহাকেই পুরুষার্থ বলা যাইতে পারে, যাহার অনুভব হয় না, তাহাকে পুরুষার্থ বলি কি প্রকারে, ইহার উত্তরে বলি, যে বোধকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানিয়াছি, তাহা চরম সাক্ষাৎকারবৃত্তি-বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ সে সাক্ষাৎকারবৃত্তি জড়; তাহার বোধশক্তি নাই; আর এক কথা, বোধ কিছু বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। তবে যদি বলেন, নিদ্রিত রাজাকে বন্দিরা যেরূপে প্রবুদ্ধ করে, সেইরূপ বোধশক্তিমান পরমাত্মাকে প্রবুদ্ধ করুক না কেন ? তাহাতে বলি, বোধের ত বুদ্ধি নাই যে, তাহাকে বুদ্ধ করিবে; আমরাকে যাহাকে পরমপুরুষার্থ পরমাত্মা বলি, তিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ; তিনি বোধের কর্ম্ম হইতে পারেন না। কারণ তিনি নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার। আত্মা স্বয়ংই বোধস্বরূপ, তিনি অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকিয়া সুপ্তবৎ হইলেও ঐ অবিদ্যার প্রক্ষালনে

প্রবুদ্ধ হইয়া মধ্যাহ্নে সৌর আতপের ন্যায় স্বয়ংই প্রকাশমান হন। তাঁহার সেই নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তিই পরম পুরুষার্থ। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া ঐহিক পারত্রিক কর্ম্মফলে বিতৃষ্ণ ও ইচ্ছাশূন্য হইয়াছেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদের নির্ব্বাণ আপনা আপনিই হইয়া যায়। যিনি প্রবুদ্ধ হইয়া ধ্যানমগ্ন কেবল স্বভাবে অবস্থিত, তিনি কোন বিষয়ে আগ্রহ করেন না, বা কোন বিষয়েই অবহেলা করেন না। তিনি মনের ক্রিয়াসম্পাদন করিলেও বাহ্যবিষয়ে অনাশক্তিনিবন্ধন যেন মনের ক্রিয়াশূন্য, অতএব দীপের ন্যায় প্রকাশকারী হইলেও নিষ্ক্রিয়। তিনি যেরূপ অবস্থায় থাকুন না কেন, সকল সময়েই তাঁহার একভাব। তিনি ব্যুত্থানদশায় বিশ্বরূপ এবং সমাধিদশায় পরব্রহ্মরূপ হইয়া অবস্থিতি করেন, সৃষ্টিরূপেই থাকুন আর অসৃষ্টিরূপেই থাকুন; তাঁহার সত্য চিদ্রূপতা সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান। যিনি ব্যুত্থিত হইয়াও সমাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এক অদ্বয় সত্যজ্ঞানস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া সমাধি ও ব্যুত্থানকে একভাবে দর্শন করেন, তিনিই এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। আকাশের যেমন শূন্যতাব্যতীত অন্য কোন সত্তা নাই, সেইরূপ জগতের যাবতীয় পদার্থের এক জ্ঞানপরিনিষ্ঠা ব্যতীত আর কোন সত্তা নাই। যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহাদের কেবল অনন্ত বোধরূপতাই প্রকাশ পায়, ক্রমে সেই বোধরূপতাও পূর্ণস্বভাবে পরিণত হইয়া অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠে। সেই বোধস্বরূপে বিশ্রান্ত হইলে কেবল পরমাসত্তাই অবশিষ্ট থাকে অথবা তাহাও থাকে না। যাঁহারা একেবারে শান্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের যে সত্তা তাহা অবিনশ্বরগোচর। ১১—২০। সত্তাসামান্যের যে পরাকাষ্ঠা—অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" বাক্যের শোধিত "তৎ" পদার্থ, তাহাই বোধের সত্তা, ("ত্বম্" পদের শোধিত অর্থ) সৃষ্টিও তাহাই—অর্থাৎ "আছে দীপ্তি পাইতেছে" এইরূপে সত্তার অনুভব সকলেরই হইতেছে, অতএব সে অনুভবও সত্তাবোধময়। সুতরাং একমাত্র অব্যয় শান্ত ব্রহ্মই সর্ব্বপরিশোধিত দাঁড়াইতেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও বিতৃষ্ণ হইয়া স্বচ্ছ শীতল বোধরূপ নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা ঐ সত্তারই স্পৃহা করিতেছেন, অপরের ত কথাই নাই। সকলেরই স্পৃহণীয় সকল সময়ে সকল দেশে সকল বস্তুরূপে উদিত বিশুদ্ধ চৈতন্যই সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান, ক্ষণকালের জন্যই ইহার নাশ নাই। সংসার অতিশয় উত্তপ্ত, নির্ব্বাণ অতিশয় শীতল; এক্ষণে আমার নিকটে যাহা অতি শীতল, তাহাই রহিয়াছে, যাহা অতি তপ্ত, তাহা আর নাই। অখোদিত অবস্থায় শীলার মধ্যে শালভঞ্জিকা (পুত্তলিকা) যেমন যথেচ্ছ-ভাবে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন ও অখণ্ডভাবে থাকিয়াই এই জগতের আকারে স্ফুরিত হইতেছেন। নিবাত নিষ্কম্প জলপ্রবাহ যেমন বায়ুসংযোগে তরঙ্গমালারূপে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ পঞ্চকোষস্থিত মহাচৈতন্য স্বয়ংই চেত্য হইয়া স্ফুরিত হন। ২১—২৬। অজ্ঞানাবৃত বলিয়া জড়প্রায়, পরমার্থ সম্বন্ধে কৃত্রিম বেশধারী পরিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত অসংখ্য জীবগণ স্বীয় আত্মাকে যেরূপভাবে ভাবনা করে, আত্মাও তাহাদের ভোগ বা মোক্ষ চেষ্টায় সেইরূপভাবেই চিরদিনের মত প্রকাশপান। স্বপ্নে বন্ধুর মৃত্যু দেখিলে, তাহা সত্য ভাবিয়া যেমন শোক হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে মিথ্যা বোধে আর শোক হয় না, সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানীর দৃশ্য-বিষয়ে অসত্যতা-বুদ্ধি হওয়ায় তন্নিমিত্ত শোক-হর্ষাদি কিছুই হয় না। এই যে দৃশ্য দেখা যাইতেছে, সমস্তই সেই শান্ত শিব, অন্তরে ঈদৃশ ভাবনার উদয় হইলে আবার ভ্রান্তি কি? জাগরিত হইলে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের প্রতি যেমন আস্থা থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে এই ভৌতিক দেহভোগ্য বিষয়ের প্রতি আর আস্থা থাকে না, পরন্তু বিতৃষ্ণাই উপস্থিত হয়। বিতৃষ্ণায় বোধের বৃদ্ধি, আর বোধে বিতৃষ্ণার বৃদ্ধি; বোধ আর বিতৃষ্ণা, এই দুইটী ভিত্তিও দীপপ্রভার ন্যায় পরস্পরের সাহায্যে প্রকাশিত হয়, অধিক কি, বোধ যে দিকেই হইবে, তাহারই বৃদ্ধি;—অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তিবোধ যদি বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে তাহাই বর্দ্ধিত হইবে, আর বিতৃষ্ণার প্রতি আগ্রহবুদ্ধি যদি বাড়ান যায়, তাহাও বাড়িয়া উঠিবে; জড়তাও ঐ বোধের অনুসারী, বাহ্য জড়বস্তুর প্রতি আগ্রহবুদ্ধি বাড়াইলে জড়তাও বাড়িবে। তবে যাহাতে বিতৃষ্ণা হয়, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি না থাকে, তাহাই প্রকৃতবোধ। যাহার সাংসারিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে নাই, তাহার পাণ্ডিত্যও মূর্খতার মধ্যে গণনীয়। বিতৃষ্ণা ও বোধ পরস্পর বর্দ্ধিত হইলেও ইহা অসত্য চিত্রিত অনলের ন্যায় কার্য্য-ক্ষম নহে; ইহা মনে করা উচিত নয়। বোধ ও বিতৃষ্ণা চরম-সীমায় উপনীত হইলেও তাহা মোক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই বোধ ও বিতৃষ্ণার চরমসীমারূপ অনন্ত পরমপদে অবস্থিত হইতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না। এক্ষণে আমি যেখানে যাইবার (যাওয়া উচিত) গিয়াছি, যাহা করিবার (করা-উচিত) তাহা করিয়াছি, যাহা দেখিবার তাহা সবই দেখিয়াছি। শান্ত শিব অনাময় একমাত্র ব্রহ্মপদে অবস্থিত হইয়াছি। আমি এক্ষণে বিতৃষ্ণ অহঙ্কারশূন্য আত্মারাম হইয়াছি; আমার স্থিতি এক্ষণে সঙ্কল্পশূন্যা এবং আকাশের ন্যায় নির্ম্মলা। সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে বীর্য্যশালী দুএকজন লোকমাত্র, সিংহের লৌহ-পিঞ্জর ভেদ করিয়া বহির্গত হওয়ার ন্যায়, বাসনাজাল ভেদ করিতে পারে। বাসনাজাল ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতি লাভ করত অন্তরে প্রকাশময় হইয়া শরৎকালের শিশিরবিন্দুর ন্যায় সত্বরই উপশান্ত হয়। ২৭—৪০। যিনি জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞাত হইয়া বাসনাশূন্য ও সঙ্কল্পপরিবর্জ্জিত হইয়াছেন, তিনি সঙ্কল্পাতীতমনাঃ হইয়া বায়ুর ন্যায় ব্যবহারদর্শী থাকিতেও পারেন বা না থাকিতেও পারেন। নিখিল বস্তুকে এক পরমতত্ত্ব জ্ঞান করিয়া তদিতর সমস্তই ভ্রান্তি নিশ্চয় করিয়া আকাশের ন্যায় যে অবস্থান, তাহাকেই নির্ব্বাসনভাবে অবস্থান কহে। যাঁহার অন্তঃ-করণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, নির্ব্বাসনভাব উদিত হইয়াছে, নিখিল দৃশ্য একমাত্র ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেই স্থির-নির্ব্বাণ মতি পুরুষেরই অনন্ত মোক্ষনামে শান্তি (সংসারক্ষয়) উদিত হয়। ৪১—৪৩।

চতুর্নবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব। আজ তুমি সম্যক্‌রূপে প্রবুদ্ধ হইয়াছ; তুমি এক্ষণে এরূপ ভাবে উপদেশ প্রদান করিতে শিখিয়াছ যে, ইহা শ্রবণ করিলে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিরাও নিষ্পাপ হইয়া প্রবুদ্ধ হয়, আর যাঁহারা প্রবুদ্ধ, তাঁহারা ইহা শ্রবণ করিয়া পরমা-

নন্দ প্রাপ্ত হন, এই জগৎ অসৎই, সঙ্কল্প বিনাশেই ইহার শান্তি হয়, এই শান্তিই নির্ব্বাণ, এই নির্ব্বাণই পরমার্থ। স্পন্দ ও অস্পন্দ যেমন বায়ুর রূপ, কল্পনা (বন্ধন) ও অকল্পনা (মোক্ষ) ও তদ্রূপ (যথাক্রমে অপ্রবুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ) ব্রহ্মেরই রূপ, অপরের নহে, ইহাতে দ্বিত্ব-একত্বও কিছুই নাই। প্রবুদ্ধ পুরুষের কি ব্যবহারদশায় কি সমাধি-অবস্থায়—উভয় অবস্থাতেই যে পাষাণের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিতি, তাহাকেই নির্ম্মলা মুক্তি কহে। হে রাঘব! আমরা এই পাপবিনাশক পরমপদে অবস্থিতি করিয়া সমাধি ও ব্যবহার উভয় দশাতেই একভাবে অবস্থিত আছি। ১—৫। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ ব্যবহারদশায় থাকিয়াও সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ ও শান্ত হইয়া এই পরমপদেই অবস্থিতি করিতেছেন। হে রাম! তুমি পাষাণের মধ্যভাগের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দভাবে অবস্থিত ও প্রবুদ্ধ হইয়া আমাদের এই অনাময় পদ অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থিতি কর। রাম কহিলেন,—"এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি, যে, পরব্রহ্মে এই জগৎ অসৎ অনুৎপন্ন অনারম্ভ নিরাকাররূপে প্রতিভাত হইতেছে,—অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হইতেছে না। ইহা এক্ষণে আমার নিকটে মরীচিকাসলিলের ন্যায়, তরঙ্গাকারে পরিণত সলিলের ন্যায়, সুবর্ণে কটকাদির ন্যায় এবং স্বপ্নদৃষ্ট বা সঙ্কল্পকল্পিত পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যদি তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার নিকটে সন্দেহনিরাসেচ্ছু হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার সন্দেহ দূর কর এবং সেই সঙ্গে তোমার বোধও বর্দ্ধিত হইবে। এই যে জগৎ নামে আভাস সকলের মস্তকের উপরে দেদীপ্যমান হইতেছে, সকলেই সর্ব্বদা ইহা অনুভব করিতেছে, অতএব ইহা নাই কিরূপে? (ইহার অস্তিত্বলোপ স্বীকার কর কি বলিয়া?) রাম কহিলেন,—পূর্ব্বেই যখন ইহা কোন কালেই উৎপন্ন হয় নাই, তখন এই জগৎ ত বন্ধ্যানারীর পুত্রের ন্যায় একান্তই অলীক, কল্পনা (ভ্রম) ব্যতীত ইহার সত্তা ত আর দেখি না। এই জগৎভ্রমের কারণই বা এমন কি হইতে পারে, যাহা হইতে এই ভ্রম উৎপন্ন হইবে, আর কারণ ব্যতীতও ত কার্য্য কোথাও সম্ভবপর হয় নাই। নির্ব্বিকার অজর ব্রহ্মও ইহার কারণ হইতে পারেন না; কারণ, বিকারী পদার্থমাত্রেই পূর্ব্বাবস্থার ক্ষয় ব্যতিরেকে সম্ভাবিত হয় না। অতএব বাস্তবিক এই জগতের কোন কারণই নাই। যদি বলেন, নির্ব্বিকার ব্রহ্মই এই প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ হইয়া মায়াবশে জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে জগৎ শব্দের যথার্থ ব্যুৎপত্তি থাকে কই? জগৎ এই শব্দের অর্থ তাহা হইলে মিথ্যা হইয়া যায়, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য হইয়া পড়েন। ৬—১৫। অতএব অনাখ্য সেই পরমপদে প্রথম স্ফুরিত হিরণ্যগর্ভ নামক আংশিক চৈতন্য ক্ষণকাল (দ্বিপরার্দ্ধকাল) বিবর্ত্তরূপ হইয়া যেন আতিবাহিক দেহধারী হন, সেই কারণে তিনিই জগদ্ভ্রান্তির কারণ হইয়া পড়েন। স্বপ্নে যেমন আপনি ক্ষণপরিমিত কালকে বৎসর বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইরূপ তিনি ক্ষণকে বৎসর বলিয়া জ্ঞান করেন। কাকতালীয়ন্যায়ে তাহাতেও আবার চন্দ্রসূর্য্যাদি সন্দর্শন করেন। সঙ্কল্পরূপী সেই হিরণ্যগর্ভের নিকটে আকাশেই দেশকাল-ক্রিয়ান্বিত জগৎ স্বয়ংই প্রতিভাত হয়। এইরূপে মিথ্যা জগৎ সম্পন্ন হইলে সেই মিথ্যা পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) মিথ্যাভূত সৃষ্টিরূপ কার্য্য করত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তিনি আপনার কল্পিত জগতের ভিতরে ব্যষ্টিভূত জীবরূপে পাপফলে কখন ঊর্দ্ধ হইতে অধোদেশ যান, কখন পুণ্যফলে অধোদেশ হইতে ঊর্দ্ধদেশে উত্থান করেন। এইরূপে তিনি অনন্ত অর্থপদার্থনিচয় ভ্রান্তিরূপ কল্পনায় জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার সেই সকল্প কাকতালীয়ন্যায়ে পূর্ব্বেও যেমন হইয়াছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতেছে।—অর্থাৎ পূর্ব্বজনিত ভ্রান্তিবশে সেইরূপই জগৎস্থিতি সম্পাদন করিতেছেন। ফলতঃ পাষাণরমণী নিজ স্বামী বন্ধ্যাপুত্রের দুঃখে আকাশে চূর্ণ লেপন করিয়া দিতেছে ইত্যাদি বাক্যের অর্থ যেমন মিথ্যা, এই জগৎও তদ্রূপ মিথ্যা। যদি বলেন ইহা সত্যই, মিথ্যা কোথা হইতে হইবে? তাহাতে বলি, এই জগৎ সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, পরন্তু ইহা সেই অনন্ত জন্মবিরহিত ব্রহ্ম। অপিচ এই জগৎ আকাশকোষের ন্যায় স্বচ্ছ, পাষাণগর্ভের ন্যায় ঘন, নিশ্চল, শান্ত এবং অক্ষয় ব্রহ্মই। ১৬—২৪। চিদাত্মার মায়াসম্ভূত সঙ্কল্পরূপ যে বিরাট আতিবাহিক দেহ, তাহাতে যে সম্বিদ্‌রূপ আকাশ, তাহাই জগদাকারে ভাসমান হয়। অতএব যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, সমস্তই ব্রহ্ম মহাকাশ, জগতের কথাও কোথাও নাই, সবই সম, শান্ত, অনাদি, অনন্ত এক অদ্বয় ব্রহ্ম। যেমন জলে তরঙ্গমালার উৎক্ষেপণ বা সঙ্কলনে জলের ভাবান্তর হয় না, সেইরূপ এই ভাব-অভাবাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের আবির্ভাব তিরোভাবে পরব্রহ্মের ভাবান্তর হয় না। জলবিন্দু, যেমন জলে মিশিয়া যায়, সেইরূপ কোন কোন তত্ত্ববিৎ এই বিশুদ্ধ পরম পদেই মিশিয়া থাকেন। পর ব্রহ্মে এই যে জগৎ ও জীব (সাধারণের চক্ষে) অপরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, বাস্তবপক্ষে ইহা পরব্রহ্মেরই পর স্বভাব, নির্ম্মল শান্ত পরব্রহ্মে জগৎ বা জগতের ব্যবহার কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ২৫—২৯। স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া, দৃশ্যকে ব্রহ্ম বলিয়া এবং মরীচিকা-সলিলকে সামান্য মরুভূমি বলিয়া জানিতে পারিলে কে আর তাহাতে সত্যতা-বুদ্ধি স্থাপন করে। (অর্থাৎ স্বপ্নাদিকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে)? ব্রাহ্মণ যেমন মদিরার আস্বাদ অবগত নহেন, প্রবুদ্ধ ব্যক্তি সেইরূপ অশুচিভোগ্য প্রপঞ্চের রসাস্বাদ অবগত নহেন। এইরূপ অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিও পরমার্থ ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদ অবগত নহেন।—অর্থাৎ নিজের অনুভব না হইলে কিছুতেই আস্বাদ অবগত হওয়া যায় না। এই নিজ আত্মাকে বাহ্য বস্তু হইতে পরাবৃত্ত করিয়া চেত্যোন্মুখীভাব ছাড়াইয়া সমাহিত করত চরম সাক্ষাৎকার বৃত্তি (ব্রহ্মাকারাকারিতা বৃত্তি) দ্বারা দেখিবে এই আত্মা নিত্যমুক্ত শান্তস্বভাবে আপনিই অবস্থিত হন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন বীজমধ্যে অলক্ষ্যভাবে অঙ্কুর থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ কারণমধ্যে দৃশ্যও অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান থাকে, কালে প্রকাশ পায়, এইরূপে সৃষ্টির সত্তা উপপন্ন হয় না কেন? রাম কহিলেন, অঙ্কুরের উদয়ের পূর্ব্বে বীজমধ্যে যে অঙ্কুর; তাহাকে অঙ্কুররূপে উপলব্ধি হয় না; বীজের অভ্যন্তরে যে সত্তা, তাহাতেও বীজেই হইবে। এইরূপ পরব্রহ্মের অভ্যন্তরে জগদ্‌ভাবের উপলব্ধি হইলেও তাহাকে জগতের সত্তা ত বলিতে পারি না, বলিতে গেলে তাহাকে ব্রহ্মসত্তাই বলিতে হয়। প্রলয়কালে ব্রহ্মের অভ্যন্তরে যদি সেই জগদ্‌ভাবের স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহাকে নির্ব্বিকার ব্রহ্ম ব্যতীত আর

কি বলিবেন ?—যেহেতু তখন তাহা লক্ষ্য হয় না। আর এক কথা, যাহা নির্ব্বিকার নিরাকার, তাহা হইতে বিকার সাকার পদার্থের আবির্ভাব ত আমরা কোথায় দর্শনও করি নাই, শ্রবণও করি নাই। পরমাণুর মধ্যে সুমেরুর স্থিতি যেমন অতি অসম্ভব; সেই নিরাকার পদার্থের ভিতরে সাকার পদার্থ থাকাও ত কোনক্রমে সম্ভবে না। পেটিকার মধ্যে রত্ন থাকার ন্যায় পরব্রহ্মের ভিতরে জগৎ রহিয়াছে, নিরাকার পদার্থের মধ্যে বৃহদাকার বস্তু রহিয়াছে, ইহা ত উন্মত্তের কথা। শান্ত পর ব্রহ্ম সাকার জগতের আধার, ইহা বলা কোনক্রমে সঙ্গত হয় না, সাকার বস্তুর বিনাশ আছে, সাকার বস্তু অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে, ইহা কি কোথাও দেখিয়াছেন ? অপূর্ব্ব স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান আকার বোধই ক্ষণকালের জন্য সাকার হয়, এইরূপ কল্পনাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ অন্য স্বপ্নে জাগ্রদ্দশায় অনুভব দ্বারা যাহা সংস্কারে পরিণত হইয়াছে, তাহাই স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, কিন্তু এ স্বপ্ন অপূর্ব্ব, পূর্ব্বে অননুভূতবিষয়ই ইহাতে অনুভূত হয়, সুতরাং স্বপ্নের ন্যায় বোধকে সাকার বলিয়া বৌদ্ধদিগের কল্পনাও সঙ্গত নহে। ৩০—৪১। যাহাই জাগ্রৎ, তাহাই স্বপ্ন, এইরূপ বৌদ্ধদিগের জাগ্রৎ-স্বপ্নের অভেদকল্পনাও সঙ্গত নহে। কারণ স্বপ্নে যে পুরুষ দগ্ধ হইয়াছে, (জাগ্রদ্দশায়) তাহা প্রাতঃকালে দেখা যায় কেন ? অশরীরের স্বপ্ন হয় না,—অর্থাৎ যাহার স্থূলশরীর নাই, তাহার স্বপ্ন হয় না, এ কথাও সঙ্গত নয়, কারণ স্থূল শরীরবিহীন পিশাচাদি স্বপ্নের ন্যায় অবস্থিতি করে। অতএব এই জগৎপ্রপঞ্চ জ্ঞানময় আত্মায় স্বপ্নের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। নিরাকার পরমাত্মাই এই বিবর্ত্তাকারে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। স্বপ্নে আত্মচৈতন্যই পর্ব্বতাদিরূপে অবস্থিতি করে। আমাদের এই আত্মা নিখিলবন্ধন হইতে মুক্ত ব্রহ্মই, আর এই জগৎপ্রপঞ্চ অজ্ঞান কর্তৃক স্বপ্নের ন্যায় উদ্ভাবিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিতে পারিলে এই প্রপঞ্চে অস্তিত্ব কিছুই অনুভূত হয় না, অনুভবকর্তৃকও অনুভব কিছুই থাকে না, কেবল এক অনির্ব্বচনীয় সত্তামাত্রে ভদীয়মান স্বানুভববেদ্য ব্রহ্মই পরিশিষ্ট থাকেন। ৪২—৪৭। অভাবরূপী ভাব পদার্থ ও ভাবরূপী অভাব পদার্থ সমস্তই তখন পরব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মে ব্রহ্ম, আকাশে আকাশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাকাশে জগদাকারে বৃদ্ধি কোনক্রমেই সঙ্গত হয় না। শান্ত চিদাকাশে এই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দৃষ্টিরূপী অহম্ভাব ও সৃষ্টি প্রভৃতির বিস্তার কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। ৪৮—৫০। যেমন আপনার সঙ্কল্প কল্পিত পুরী ও তত্রস্থ গৃহভিত্তি সত্য নহে, মিথ্যা, সেইরূপ এই জগৎও মিথ্যা, একমাত্র অনাময় ব্রহ্মই সত্য। আমি এক্ষণে এই পূর্ণ শান্ত অখণ্ড অনাদি অনন্ত অজর অজ অবিনশ্বর অনুপাধি নিরাকার স্বপদ (ব্রহ্মপদ) অবগত হইয়াছি।—অর্থাৎ আমিই এক্ষণে এই জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইয়াছি। আমি ইহা শুনা কথায় বলিতেছি না, স্পষ্ট অনুভব করিয়া বলিতেছি; অন্তরে যে প্রকার অনুভব স্ফুরিত হয়, তাহাই বাক্যরূপে পরিণত হয়; পৃথিবীতে যে বীজ লীন হইয়া থাকে, তাহাই অঙ্কুরভাব ধারণ করে। আমি এক্ষণে শুদ্ধ জ্ঞানময় অদ্বয় আত্মা হইয়াছি, আমাতে দ্বিত-একত্বভাব একেবারে নাই; আমি দ্বৈত বা একত্বের লেশমাত্রও অনুভব করিতেছি না। সত্য এই লোকসকল স্বীয় অজ্ঞানে জীবদ্ধ হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানে আমি দেখিতেছি, ইহারা সকলেই মুক্ত, বাহ্যবিষয় হইতে বিরত শান্ত হইয়া আকাশে আকাশভাবের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। আর এই ত্বগাদি ইন্দ্রিয়বেদ্য-জগৎ আকাশভিত্তিতে কৃতাপূর্ব্ব চিত্রের ন্যায়, সঙ্কল্পকল্পিত মনোরাজ্যের ন্যায় শৈল হইতে সহসা উৎকীর্ণ প্রতিমাদির ন্যায়, কথায় বর্ণিত বিষয়ের ন্যায়, ঐন্দ্রজালিককৃত ঘটনার ন্যায় এবং স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আমার এক্ষণে বেশ বোধ হইতেছে যে, এই জগৎ সৃষ্টিকাল হইতেই ভিত্তিহীন এবং স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সুতরাং ইহার আবার সত্যতা কি ? এই জগৎ অজ্ঞলোকের দৃষ্টিতে সত্য, বিবেকীর দৃষ্টিতে মিথ্যা; যিনি সব ব্রহ্মময় দেখেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রহ্ম, এবং যিনি মোক্ষ ভূমিকায় আরোহণ করিতে করিতে পরব্রহ্মে মিশিয়া শান্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে শান্ত পরমাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়। ৫১—৬০। আমি, তুমি, ঘট, পট, ইত্যাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎই তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আকাশই। আমি আকাশ, আপনি আকাশ, চিৎ-আকাশ, জগৎ আকাশ, আকাশ ত আকাশই, এইরূপ জ্ঞান করিয়া চিদাকাশের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া সকলেই আকাশরূপী হও। হে গুরো! আপনি আকাশভাবে অবস্থিত দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, আমি আপনাকে আকাশরূপজ্ঞান পূর্ণানন্দময়ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞানে নমস্কার করি। এই জগৎ চিৎস্বরূপ হইতেই উদিত হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হয়। কিন্তু ইহার কোন কারণ নাই, অতএব ইহা সর্ব্বদাই নির্ম্মল পরমাকাশ। হে গুরো! আপনি এই সর্ব্বপদাতীত নিখিল শাস্ত্রযুক্তির অতীত দ্বন্দ্বহীন ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হইয়া আকাশময় হইয়াছেন। ৬১—৬৫। আমি আমার হস্তপদাদি অঙ্গ, ঘটপটাদি নামে প্রসিদ্ধ বস্তু কিছুই নাই; সমস্তই আকাশ নির্ম্মল সূক্ষ্ম চৈতন্যাকাশ। আমি এই যে আপনার নিকটে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বলোপ করিলাম, তার্কিকেরা ইহা তর্ক দ্বারা দূষিতে যাইতে পারে, তা যাক, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, যাহারা আত্মজ্ঞানী, তাহারা আমার এই কথায় অবশ্যই সমাদর করিবে। এই যে বাহ্যবস্তুর অপহ্নব করিয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চলীভাব লাভ করা, ইহা তর্কে হয় না, তর্কে আত্মজ্ঞান কখনই হয় না। যিনি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, যাঁহার কোনরূপ লক্ষণ (চিহ্ন বা উপাধি) নাই, যিনি স্বানুভববেদ্য, সেই ব্রহ্ম কি কখন তর্কদ্বারা উপলব্ধ হইতে পারেন। নিখিল শাস্ত্রার্থের অতীত অচিহ্ন নির্ম্মল নামরূপবিবর্জ্জিত অজ বিশুদ্ধ একমাত্র চিদাত্মক ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, আপনার অনুভূতিই তাঁহার অস্তিত্বপক্ষে প্রমাণ, তাঁহাতে এই সংসাররূপের অস্তিত্ব সম্ভাবনা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ৬৬—৭০।

পঞ্চনবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥

ষন্নবত্যধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—হে মহামতি ভরদ্বাজ! কমললোচন রাম এই বলিয়া মুহূর্ত্তকাল পরমপদে অবস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন; পরমাত্মায় বিশ্রাম লাভ করিয়া সাতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন; তৎপরে তিনি সমস্ত জ্ঞাত থাকিলেও পুনরপি শ্রবণ-কৌতূহল হওয়ায় মুনিবর বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসিলেন,—“হে ভগবন্! হে মুনীশ্বর! আপনি সংশয়রূপ মেঘের পক্ষে

শরৎকাল (শরৎকালে যেমন মেঘ থাকে না, সেইরূপ আপনার কাছে কোন সন্দেহ তিষ্ঠিতে পারে না,—অর্থাৎ আপনি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন), সম্প্রতি আমার মনে আর একটী ক্ষুদ্রসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে (আপনি তাহা ভঞ্জন করিয়া দিন)। এই রূপে এই মহাজ্ঞান সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন। এই মহাজ্ঞান নিখিল বাক্প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। হে মানদ! স্বানুভববেদ্য এই যে পরব্রহ্ম, ইনি মহৎদিগেরও বাক্যাতীত। এইরূপ হইলে পরে নিখিল সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত স্বসংবিদ্রূপ অবস্থাত্রয়াতীত (তুরীয়) যে স্বপ্রকাশ বস্তু, যাহা অতি দুর্গম (গুরূপদেশ ও শাস্ত্রচর্চ্চারূপ উপায়ে যাহা অগম্য), সেই পরব্রহ্ম প্রতিযোগীর ব্যবচ্ছেদ ও সংখ্যাভেদের অনুসন্ধানকারী-দিগের তুচ্ছ শাস্ত্র দ্বারা (সেই পরব্রহ্ম) কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা বলুন। আমার বিশ্বাস যে, কল্পনাই যাহার সার, তাদৃশ শব্দাড়ম্বরপূর্ণ শাস্ত্র দ্বারা পরম জ্ঞান কিছুতেই উপলব্ধ হয় না, অতএব অনর্থক গুরূপদেশ ও শাস্ত্রাদি কল্পনার আবশ্যক কি? হে ব্রহ্মন্! হে বাগ্মিপ্রবর! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে গেলে গুরূপদেশ ও শাস্ত্রাদির আবশ্য-কতা আছে কি না, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। ১—৯।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি যাহার প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা ঠিক, জ্ঞানের জন্য শাস্ত্রের আবশ্যকতা নাই, ইহা সত্য, কারণ শাস্ত্র নানাবিধ শব্দাড়ম্বরে পূর্ণ, পরব্রহ্মে শব্দাড়ম্বর দূরে থাকুক, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত নাই, তিনি নামরূপবিহীন। হে রঘু-কুলধুরন্ধর! তথাপি এই শাস্ত্র ও গুরূপদেশাদি যেরূপে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোথাও চিরহতভাগ্য বিবধবাহী (বাঁকবহনকারী) কতকগুলি কীরকজাতি বাস করে, তাহারা বিষম দারিদ্র্যদুঃখে, গ্রীষ্মকালে জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দুরন্ত দারিদ্র্যে জীর্ণ কন্থাই কেবল তাহাদের সম্বল, দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া তাহারা শুষ্ক সরোবরে কমল যেমন ম্লান ও শুষ্ক হইয়া যায় সেইরূপ মলিনবদনে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, এ সময়ে আমরা কি উপায়ে উদরপূরণ করি। তাহার পরে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, আমরা প্রতিদিন বনে গিয়া কাষ্ঠভার সংগ্রহ করিয়া তাহাই বিক্রয় করত জীবিকানির্ব্বাহ করি, এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিবিড় কাননমধ্যে গমন করিল, বিপদ্ সময়ে যে কোন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই মঙ্গল। এইরূপে তাহারা কাননে গিয়া কাষ্ঠভার সঞ্চয়পূর্ব্বক তাহা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইত, তদ্দ্বারা দেহধারণ করিতে লাগিল। তাহারা যে বনে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে যায়, সে বনে কাষ্ঠ ছাড়া গুপ্ত অগুপ্ত স্বর্ণরত্নাদিও যথেষ্ট থাকিত। সেই কানন হইতে সেই ভারবাহীর মধ্যে কেহ কেহ স্বর্ণ ও রত্ন পাইত। হে মানদ! সেই কীরকজাতির মধ্যে কেহ চন্দন কাষ্ঠ, কেহ পুষ্প ও কেহ ফল বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কোন কোন হতভাগা আর কিছু না পাইয়া কেবল কাষ্ঠ লইয়া আসিয়া তাহাই বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহারা সকলেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই নিবিড় বনে প্রবেশ করে; কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কেহ কেহ তথায় স্বর্ণরত্নাদি পাইয়া শীঘ্র দারিদ্র্য-ক্লেশ হইতে মুক্ত হইল। এইরূপে তাহারা অনবরত সেই মহাবনে গতায়াত করিতে, দৈবযোগে একদিন তাহারা এক স্থানে চিন্তামণি নামে মণি প্রাপ্ত হইল। সেই চিন্তামণি পাইয়া তাহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া পরমসুখে তথায় অব-স্থিতি করিতে লাগিল। কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া তাহারা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ চিন্তামণি পাইয়া স্বর্গে দেবগণের ন্যায় পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। দেখ একবার, কিরূপ সৌভাগ্য আসিল, তাহারা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ চিন্তামণি পাইয়া বড় মানুষ হইয়া গেল। তাহাদের তখন ভয়, মোহ, বিষাদ, দুঃখ সমস্ত দূরে গেল। পরমানন্দে মোহিত হইয়া তাহারা সর্ব্বত্র সমতাপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ১০—২৬।

ষণ্ণবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৬ ॥

সপ্তনবত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—"হে মুনিবর! হে মানদ! আপনি যে বিবধবাহী কীরকজাতির বৃত্তান্ত বলিলেন, আমি উহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আপনি ঐ উপাখ্যানের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়া বলুন, যাহাতে আমি নিঃসন্দেহে ভালরূপে বুঝিতে পারি। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি ঐ যে বিবধবাহীর কথা বলিয়াছি, উহারা এই পৃথিবীস্থ মানব, আর যে তাহাদের দারিদ্র্যদুঃখের কথা বলিয়াছি, সে দারিদ্র্যদুঃখ তাহাদের অজ্ঞান-জনিত সংসারতাপ। আর যে মহাবনের কথা বলিলাম, সে মহাবন গুরূপদেশ ও শাস্ত্রচর্চ্চাদি। তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চেষ্টিত হইল যে বলিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য মানব "আমার ভোগসমূহ সিদ্ধ হউক" এই ইচ্ছা করিয়া অপর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া শাস্ত্রাদিবিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রালোচনাপূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধনের অভ্যাসবশে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইল। আর যে বলিয়াছি, সার-অসার-বিচারনিপুণ ভারবাহী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মণিলাভ করিল, তাহার তাৎপর্য্য, মানব ভোগসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিল। ১—৬।

শাস্ত্রালোচনায় কি হয় (একবার দেখিই না কেন?) এইরূপ সন্দেহপ্রযুক্ত কৌতূহলে কেহ কেহ শাস্ত্রালোচনে প্রবৃত্ত হয়, পরে উত্তম পদ পাইয়া বসে। মানব পরতত্ত্ব না দেখিতে পাওয়ায় সন্দেহ করিয়া শাস্ত্রালোচিতকর্ম্মে অর্থলাভের জন্য প্রবৃত্ত হয়, পরে কিন্তু সেই পরমতত্ত্বই প্রাপ্ত হয়। মূঢ় মানবগণ বাসনাবশে অজ্ঞভাবে শাস্ত্রালোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ফলে বিবধবাহীরা মণিপ্রাপ্তির ন্যায় অজ্ঞ আর এক আদ্য পরমপদ লাভ করিয়া বসে। যিনি স্বভাবতঃই সর্ব্বদা পরের উপকারে প্রবৃত্ত হন, তিনি সাধু, তাহার প্রমাণ তাঁহার সাধুব্যবহার। ৭—১০।

সেইরূপ সাধু ব্যবহার বশতঃ লোক-ভোগসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রা-লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রেত-বিষয় প্রাপ্ত হয়. অতত্ত্ববিৎ মানব শাস্ত্রের ফলে সন্দিহান হইয়াও ভোগসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হয়; কাষ্ঠার্থী ভারবাহী যেমন কেবল কাষ্ঠের আশায় বনে গিয়া চিন্তামণি লাভ করিল, সেইরূপ ভোগের জন্য শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভোগ ও মোক্ষ দুইই প্রাপ্ত

হইল। বনে কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়া যেমন কেহ চন্দন কাষ্ঠ লাভ করিল, কেহ সামান্য রত্ন পাইল, কেহ বা চিন্তামণি লাভ করিল। সেইরূপ শাস্ত্রচর্চ্চা ও তৎপ্রতিপাদিত কর্ম্ম করিতে গিয়া কেহ কাম, কেহ অর্থ, কেহ ধর্ম্ম, কেহ কামাদিত্রিবর্গ, কেহ মোক্ষ, কেহ বা একেবারে কামাদি-চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হইল। ১১—১৪। হে রাঘব! ধর্ম্ম, অর্থ, কামের উল্লেখ সকল শাস্ত্রেই স্পষ্ট আছে, পরব্রহ্ম প্রাপ্তির বিষয় আধ্যাত্মশাস্ত্রেও স্পষ্ট করিয়া বলা নাই, তাহার কারণ, ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্য; পদ ও বাক্যের মুখ্য বৃত্তিদ্বারা তদ্বিষয়ক উল্লেখ এক প্রকার অসম্ভব, যেরূপ ফল পুষ্পাদি দ্বারা বসন্তাদি ঋতুর আবির্ভাব সূচিত হয় সেইরূপ, শাস্ত্রের সকল বাক্যার্থ দ্বারা সূচিত পরব্রহ্ম কেবল স্বানুভব দ্বারা অবগত হওয়া যায়। রমণীরত্নের লাবণ্য যেমন মণিদর্পণচন্দ্র প্রভৃতি রমণীয় দ্রব্যসমূহ হইতেও স্বচ্ছ। সেইরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানকে নিখিল দৃশ্যবস্তু হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সকল পদাতীত ব্রহ্মজ্ঞান, কি শাস্ত্র, কি গুরূপদেশ, কি দান, কি ঈশ্বরার্চ্চনা কিছুতেই পাওয়া যায় না। হে রাঘব! এই শাস্ত্রাদি পরমাত্মাবিশ্রান্তিলাভের প্রতি কারণ না হইলেও যে তাহার প্রতি কারণ হইতেছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শাস্ত্রালোচনার অভ্যাস চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সত্বর পবিত্র পরমপদ দর্শন হয়। ১৫—২০। এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনায় অবিদ্যার সাত্ত্বিকভাগের পুষ্টি (উৎকর্ষ) হয়। সাত্ত্বিকভাগের পুষ্টিতে তামসিকভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্ররূপ সলিল দ্বারা মলক্ষালন করিয়া পুরুষ অচিন্ত্য শাস্ত্রপ্রভাবে পরমা বিশুদ্ধি লাভ করে। যেমন সূর্য্য সমুদ্রের সন্নিহিত হইলে সমুদ্রসলিলের স্বচ্ছভাববশতঃ সূর্য্যও সমুদ্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বচ্ছ স্বপ্রকাশতাবশে সকলের অনুভবসিদ্ধ বিশাল এক প্রতিবিম্ব পড়ে। সে প্রতিবিম্ব পূর্ব্বে অদৃশ্য ছিল, সেইরূপ মুমুক্ষুও শাস্ত্র—এতদুভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিলেই সমস্ত জ্ঞানপদের অতীত স্বসংবেদ্য আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। ২১—২৫। যেমন সূর্য্যও সমুদ্রকে দেখিলেই বিবেচনা দ্বারা সিদ্ধ হয়, উঁহারা অত্যন্ত বিধর্ম্মী। উঁহার কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই, শাস্ত্রালোচনাজনিত স্বভাবতই দেহ হইতে আত্মা যে সম্পূর্ণ পৃথক্, আত্মার সহিত দেহের কোন সম্বন্ধই নাই। বালকে যেমন লোষ্টে লোষ্টে ঘর্ষণ করিয়া জলে ধুইতে গিয়া লোষ্টক্ষয় করিয়া হস্তেরই কেবল নির্ম্মলতা সাধন করে, সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বীয় বিবেকবশে আত্মতত্ত্ব আলোচনা করত শাস্ত্রবিকল্প দ্বারা বিকল্পসমূহ ক্ষালন করিয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ করেন। যেমন ইক্ষুরস হইতে আপনার অনুভব দ্বারা মধুর আস্বাদ জ্ঞান হয়, সেইরূপ সেই শাস্ত্রাদির সাহায্যে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের সাররসস্বরূপ আত্মজ্ঞান স্বানুভবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। দীপপ্রভা ও ভিত্তি উভয়ের সংযোগে যেমন আলোক অনুভূত হয়, সেইরূপ শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞানের সন্নিকর্ষে আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। যে শাস্ত্র দ্বারা কামাদি ত্রিবর্গসাধন হয়, সে শাস্ত্র মোক্ষের উপযোগী নহে, বহু শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কাছে নিজে শাস্ত্রচর্চ্চা করা কিছুই নয়, যে শাস্ত্র দ্বারা পরম জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই প্রকৃত শাস্ত্র, যে পরমজ্ঞান দ্বারা সমতা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যে সমতা দ্বারা জগদ্দশাতেও সুষুপ্তব্যক্তির ন্যায় অবস্থিতি ঘটে, তাহাই প্রকৃত সমতা। শাস্ত্রাদি হইতে এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, অতএব সকলরকমে শাস্ত্রাদির অভ্যাস করিবে। হে রাম, এইরূপে শাস্ত্রালোচনা গুরূপদেশ, সৎসঙ্গ, নিয়ম ও শম দ্বারা সেই সমস্ত বিশ্বপদের অতীত সর্ব্বেশ্বর অনাদি অথচ আদ্য পরমসুখস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৬—৩০।

সপ্তনবত্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥১৯৭॥

অষ্টনবত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘূত্তম। তোমার বোধ দৃঢ় করিবার জন্য আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে বিষয় তোমাকে বলিব, ইহা পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছি, তথাপি ঐ বর্ণিত প্রবুদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিতেও লক্ষিত হয় বলিয়া তোমাকে উহা ভালরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত পুনরপি বলিতেছি। রাঘব। পূর্ব্বে তোমার নিকটে আমি স্থিতি-প্রকরণ বলিয়াছি, সে স্থিতি-প্রকরণে উৎপন্ন এই জগৎ ভ্রান্তি বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সেই স্থিতি-প্রকরণের পরে উপশম-প্রকরণ বলিয়াছি, সেই উপশম-প্রকরণে বলা হইয়াছে, যে এই জগতে উৎপন্ন হইয়া পরম শান্ত হইবে, এ বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তিও দেওয়া হইয়াছে। সেই উপশম-প্রকরণে উপশম-বিষয়ে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পরম উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়া বিজ্বরভাবে অবস্থিতি করিবে, ইহা বিশেষ করিয়াই বলা আছে, তদ্বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে প্রাপ্তপ্রাপ্য হইয়া তত্ত্ববিৎ সাংসারিক-ঘটনায় কিরূপে চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমার নিকটে তোমার যৎসামান্য শ্রোতব্য আছে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—৫। প্রথমতঃ এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার মত শৈশবকালেই এই জগতে স্থিতি সম্বন্ধে প্রকৃত যাহা, তাহার পরে, হে অনঘ! যাহাতে সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য করিয়া থাকিতে প্রবৃত্তি হয়, সকলকে আশ্বাস প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়, এইরূপ সমতা আশ্রয় করিয়া সংসারে চলিতে হয়। কারণ, সমতারূপস্থলতার ফল অতি পবিত্র, সকল সম্পদের আকর, সকল সৌভাগ্যের বর্দ্ধনকারী। হে রাঘব! যাঁহারা সমতাগুণে সর্ব্বভূতের হিতচেষ্টায় রত থাকিয়া আপনার কার্য্য করেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার ভৃত্যের ন্যায় বাধ্য হয়। সমতাগুণে যে অনির্ব্বচনীয় অক্ষয় আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ রাজ্যলাভেও হয় না, কামিনীসম্ভোগেও সে আনন্দ হয় না। ৬—১০। হে রাঘব! তুমি জানিবে, সমতাগুণ নিখিল দুঃখরূপ আতপের পক্ষে মেঘ, দ্বন্দ্বদুঃখশান্তির চরমসীমা ও ক্রোধরূপ জ্বরের পরম ঔষধ। যে ব্যক্তি সমতারূপ সুধা-মাখা, নিখিল শত্রু তাহার মিত্র হয়, সে যথার্থ বস্তু (ব্রহ্ম) দেখিতে পায়, সেরূপ লোক জগতের মধ্যে দুর্লভ। জনক প্রভৃতি নিখিল মহাত্মগণ প্রবুদ্ধ বুদ্ধ স্বীয় চিত্তরূপচন্দ্রের অমৃতাপায়ী নিষ্কলঙ্করূপ সমতা আস্বাদন করিয়াই জীবিত আছেন। যে ব্যক্তি সমতা অভ্যাস করিয়াছে, তাহার কাছে তাহার নিজের দোষও গুণের ন্যায় হয়, দুঃখও (সর্ব্বদা) সুখের ন্যায় হয়, মরণও জীবনের ন্যায় হয়। যে পুরুষ সমতা-সৌন্দর্য্যে সুন্দর, সেই মহাত্মাকে মুদিতা

মৈত্রী প্রভৃতি কামিনীগণ চিরানুরক্তার ন্যায় হইয়া আসিয়া সেই মহাত্মাকে আলিঙ্গন করে ১১—১৫। যিনি সমতাপ্রাপ্ত, তিনি সর্ব্বদাই অভ্যুদয়গ্রস্ত করিয়া আছেন; যিনি সম, তাঁহার কোন চিন্তা নাই। এমন কোন সম্পদ্ নাই, যাহা সমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হয় না; যিনি সকল কার্য্যে সমান, অপধারী ব্যক্তিতেও ক্ষমাশীল, ত্যাগশীল,—নরগণ, দেবগণ সেই প্রকৃত কর্ম্মকারী ব্যক্তিকে চিন্তামণির ন্যায় বাঞ্ছা করেন। হে রাম! যে ব্যক্তি সদাচারপরায়ণ, সর্ব্বজনের হিতকারী, সর্ব্বত্র সমচেতা হইয়া সদাই আমোদী; সে ব্যক্তি অগ্নিতেও দগ্ধ হয় না, জলেও ভিজে না। যিনি, যাহা যেরূপে করা উচিত, তাহা সেইরূপই করেন এবং যাহা করেন, তাহা হর্ষবিষাদশূন্য হইয়া সমভাবে দর্শন করেন, কে তাঁহার তুলনা দিতে পারে। যিনি কথিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম যথাযথভাবে পালন করেন এবং পরমার্থতত্ত্ব অবগত আছেন, কি শত্রু, কি আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, কি মিত্র, কি রাজা, কি ব্যবহারী, কি মহাজ্ঞানী সকলেই তাঁহাকে বিশ্বাস করে। ১৬—২০। যাঁহারা সমদর্শী তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা অনিষ্টভয়ে পলায়ন করেন না, ইষ্টলাভেও তুষ্ট হন না এবং আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম যথানিয়মে করিয়া যান। হে রাম! যাঁহারা অনিন্দিত উপাদেয় সমস্ত গৃহক্ষেত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া অতুঃখকর সমতাবলে নির্লোভ সন্তোষরূপগুণপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নিরাময় মহাত্মগণ সমস্ত জগৎ উপহাস করেন, এবং সকল জগদ্বাসীকে সদুপদেশ দ্বারা উজ্জীবিত রাখেন। সমহৃদয় মানব যদি পরের হিতের কর্ত্তব্যের অনুরোধে বদনে কোপচিহ্ন ধারণ করেন, তথাপি তিনি সমতা-সুধায় মাখা থাকেন,—অর্থাৎ কাহারও উদ্বেগকর হন না। সমদর্শী ব্যক্তি যাহা করেন, যাহা আহার করেন, যাহার প্রতি আক্রমণ করেন এবং অনুচিত বলিয়া যে কর্ম্মের নিন্দা করেন, সকলেই তাঁহার তত্তৎ কর্ম্মের প্রশংসা করে। ২১—২৫। সমদৃষ্টি-ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা শুভই হউক, আর অশুভই হউক, বহুদিন পূর্ব্বেই হউক, আর সদ্যই হউক, সকলেই সে কর্ম্মের প্রশংসা করে। সমদর্শী ব্যক্তিগণ কি সুখে, কি দুঃখে, কি ভীষণ স্থানে, কি সঙ্কটে, কিছুতেই অণুমাত্র বিরসভাব ধারণ করেন না, শিবি রাজা এই সমদৃষ্টিতাগুণেই কপোতকে পরমানন্দে আপনার গাত্র হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। সমাশয় ভূপতি (যুধিষ্ঠির) আপনার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা কান্তাকে (দ্রৌপদীকে) (সভামধ্যে) আপনার সমক্ষে শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপমানিত দেখিয়াও মোহপ্রাপ্ত হন নাই। ত্রিগর্ত্তদেশের অধিপতি ঐ সমবুদ্ধিতার গুণেই আপনার বহুকামনার লব্ধ পুত্রকে দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়া দিয়া রাক্ষসের হস্তে সমর্পণ করেন। ২৬—৩০। রাজশ্রেষ্ঠ জনকভূপতি কি অলঙ্কৃত নগরী দাহ, কি কোন উৎসব, সকল অবস্থাতেই সমভাবাপন্ন রহিয়াছেন। সমদৃষ্টি সাম্বরাজ ব্রাহ্মণের নিকট স্বভাবতঃ (আপনার ইচ্ছামত দক্ষিণাদির এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ) বিক্রীত আপনার মস্তককে পদ্মপত্রের ন্যায় ঝটিতি কর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহারাজ সৌবীর সমবুদ্ধিতাবশতঃই বৃহদাকার ও ধবল বর্ণ বলিয়া কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় দর্শনীয় (ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া লব্ধ), ঐরাবত হস্তীকে যুদ্ধে ঋত্বিগ্‌দিগের কথায় জীর্ণ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। কুণ্ডপ নামে কোন মাতঙ্গ সমবুদ্ধিতে আপনার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করাতেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গিয়া দেবতা হইয়াছিল। কদম্ব-বনের এক রাক্ষস প্রচুর সমতাগুণ অভ্যাস করিয়াছিল বলিয়াই নিখিলভূতের ভয়করী রাক্ষসীবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল। উদীয়মান পূর্ণশশীর ন্যায় সুন্দর জড়ভরত সমবুদ্ধিতার গুণে ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষাদ্রব্যের সহিত আগত অগ্নিকে গুড়মোদকের ন্যায় ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মব্যাধনামে একজন ব্যাধ প্রথমে অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্মা ছিল, পরে সমবুদ্ধি হওয়াতে সে দেহত্যাগের পরে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। নন্দনকাননে অবস্থিত কপর্দ্দন নামে একজন রাজর্ষি, সুরনারীগণ-অনুরাগিণী হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেও এবং নিজে তিনি তাহাদের সম্ভোগে সমর্থ হইলেও সমবুদ্ধিতাগুণে তাহাদিগের প্রতি লোভ করেন নাই। সেই কপর্দ্দন সমবুদ্ধিতাবশতঃ নিজ রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বতে দুর্গম করঞ্জকাননমধ্যে সমাধিমগ্ন হইয়া চিরবাসী হইয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য কষ্টতপা সুরপূজিত মুনি, ঋষি ও সিদ্ধগণ তপস্যাক্লেশে ও বিষয়ভোগে সমদৃষ্টিবশতঃ কোনপ্রকার কষ্ট অনুভব করেন না। এইরূপ অপরাপর রাজগণ ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি নীচ জাতিগণ সমদৃষ্টিতা অভ্যাস করিয়াই মহৎ ব্যক্তির পূজনীয় হইয়াছেন। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধি-লাভের জন্য পরমপুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা সমদৃষ্টিতেই বিচরণ করেন। সমদর্শী কাহারও হিংসা করেন না; মৃত্যুও বাঞ্ছা করেন না, জীবনও বাঞ্ছা করেন না, কেবল অবশ্য-সম্পাদ্য প্রাপ্তব্যবহার মাত্র সাধন করিয়া চলেন। যিনি সমতা-গুণে দোষগুণ উভয়কেই সমান দর্শন করেন, সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ, সব সমান জ্ঞান করেন, মান অপমানকে সমান বলিয়া বোধ করেন, নিজের অবশ্যকর্ম্মে অনাসক্তভাবে কালহরণ করেন. তিনি জীবন্মুক্ত পবিত্রমূর্ত্তি, তিনি সাধুসমাজে শ্রেষ্ঠ-আসন অধিকার করেন। ৩১—৪৪।

অষ্টনবত্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৮ ॥

নবনবত্যধিকশততম সর্গ।

রাম কহিলেন,—হে মুনে! যাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ ও পরমাত্মায় বিশ্রান্ত হইয়া মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহার হেয় উপাদেয় দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, তাহার কর্ম্মত্যাগেই কি, আর কর্ম্ম সম্পাদনেই বা কি?—অর্থাৎ কিছুতেই তাঁহার প্রয়োজন নাই। এমন কোন কর্ম্ম নাই, যাহা তত্ত্বজ্ঞানীর উদ্বেগকর বলিয়া পরিত্যাজ্য হইবে। আর এমন কোন উপাদেয় কর্ম্ম নাই, যাহা তত্ত্বজ্ঞানীর আগ্রহণীয় হইবে। তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মত্যাগে কর্ম্মকরণে কিছুতেই প্রয়োজন নাই; সে জন্য আপনার বর্ণাশ্রমোচিত যে যে কর্ম্ম তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, তিনি তাহা সম্পাদন করিয়া চলেন। রাম! এই শরীরে, যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন অবশ্যই স্পন্দিত হউক; তাহাতে ক্ষতি কি? স্পন্দত্যাগ করিবারই বা ফল কি? ১—৫। যেমন আপনার গৃহে অবস্থিতি করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে অপর স্থানে থাকিবার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম দুইই যখন সমান, তখন আপনার চির পরম্পরাগত শাস্ত্রবিহিত সদাচার

পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক কি? রাম! সব স্বচ্ছ সর্ব্বদা নির্ব্বিকার বুদ্ধিতে যাহা করা যাইবে, তাহা কখনই দোষের কারণ হইবে না। হে মহাবাহো! এই ভূমণ্ডলে বহুদর্শী সমবুদ্ধি বিচক্ষণগণ সমদর্শিতা বশতঃ অনেক দোষের কর্ম্মও করিয়া ফেলেন। তাহাতে তাঁহাদের পাপ স্পর্শ হয় না। তাঁহারা অনাসক্ত-বুদ্ধিতে যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারে থাকিয়াই গৃহস্থ ব্যক্তির সদাচারই পালন করিয়া থাকেন। হে রাম! তোমার স্থায় বীতরাগ অনাসক্তবুদ্ধি অন্যান্য জীবন্মুক্ত রাজর্ষিগণ বিগতজ্বর হইয়াই রাজ্য পালন করিতেছেন। ৬—১০। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈদিক-বিধি অনুসারে যজ্ঞাবশেষভোজী হইয়া সর্ব্বদা অগ্নি-হোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছেন। কেহ বা স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম ও দেবার্চ্চনা ধ্যান প্রভৃতি বিবিধ সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় অন্তরে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণ হইয়া অজ্ঞব্যক্তির স্থায় কালাতি-পাত করিতেছেন। কেহ কেহ বা, স্বপ্নেও যেখানে লোক-দর্শন হয় না, মুগ্ধ মৃগকুল যেখানে বিচরণ করে, তাদৃশ বনস্থলীতে ধ্যানমগ্ন হইয়া কালাতিপাত করেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী, যেখানে পুণ্যাত্মগণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, যেখানকার লোক-ব্যবহার কেবল শান্তিময়, এমন পবিত্র তীর্থ বা মুনি-তপোবনে থাকিয়া কালাতিপাত করেন। ১১—১৫। কোন কোন সমবুদ্ধি মহাত্মা রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যদেশে গিয়া পরমপদ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিত করেন। কোন পণ্ডিত সংসার উচ্ছেদের জন্য এ-বন ও-বন এ-গ্রাম, সে-গ্রাম, এ-স্থান সে-স্থান, এ-পর্ব্বত সে-পর্ব্বত ঘুরিয়া বেড়ান। হে রাম! বারাণসীপুরী, পবিত্র প্রয়াগ-ক্ষেত্র, শ্রীপর্ব্বত, সিদ্ধপুরী, বদরিকা-শ্রম, মহাপবিত্র শালগ্রামক্ষেত্র, কলাপগ্রাম, পবিত্র মথুরা, কালঞ্জর পর্ব্বত, মহেন্দ্রপর্ব্বতের বনভূম, গন্ধমাদনপর্ব্বতের সানু, দর্দ্দুরপর্ব্বতের তটদেশ, বিন্ধ্যপর্ব্বতের কচ্ছ, মলয়পর্ব্বতের মধ্য, কৈলাসকানন, ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের গুহা, ইত্যাদি অন্যান্য বিবিধ পবিত্রক্ষেত্রে পবিত্রকাননে বহুদর্শী তপস্বিগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১৬—২২। তাঁহাদের কেহ নিজ কুলাচার পরিত্যাগ করিয়াছেন কেহ কৌলিক আচারপরম্পরা প্রতিপালন করি-তেছেন; কোন কোন প্রবুদ্ধমতি সর্ব্বদা উন্মত্তবৎ ঘুরিয়া বেড়াই-তেছেন। কেহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ একেবারে আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক এ-দিকে ও সে-দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ বা একস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। হে মতিমতে! এই মহাত্মাদিগের মধ্যে এবং গগনচারী পাতালবাসী দৈত্য-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরদিগের মধ্যে কোন কোন প্রবুদ্ধব্যক্তি লোকাচার অবগত আছেন, তাঁহারা সমস্ত দৃশ্য দেখিয়াছেন এবং সম্যগ্দর্শন (তত্ত্বদর্শন) হেতু নির্ম্মলচিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তন্মধ্যে অপ্রবুদ্ধ কোন কোন মুমুক্ষু সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সাধুজনের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানগর্ব্বে নিজ সদাচার পরিত্যাগ করিয়া 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট' হইতেছে। ২৩—২৮। হে রাম! এই নিখিল লোক-মধ্যে অনেকেই এইরূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় বহুদর্শী ও সমদর্শী হইয়া রহিয়া-ছেন। সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার কারণ, বন নহে আপনার গৃহে বাস ও কষ্টকর তপস্যাও নহে, কর্ম্ম পরিত্যাগও নহে, কর্ম্ম করাও-সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার কারণ নহে, সৎকর্ম্ম-জনিত পুণ্যরাশিতেও সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, কেবল স্বভাবই (আত্মতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানই) সংসারতরঙ্গের প্রতি কারণ। স্বভাব-প্রাপ্তিও (আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভও) ভোগ্য-বিষয়ে একেবারে আসক্তিশূন্য না হইলে হয় না; অতএব যাহার মন বিষয়ে অনাসক্ত, সেই ব্যক্তিই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ। যাহার মন একেবারে বিষয়াসক্তিশূন্য, সেই মুনি শুভ বা অশুভ কর্ম্মের পরিহার করুন আর অনুষ্ঠানই করুন, সংসারে আর তিনি কখনই আসিবেন না। যাহার মন বিষয়ে আসক্ত, সেই দুর্ম্মতি শঠ, শুভ-অশুভ-ক্রিয়া সকল পরিহার করিলেও সংসারে মগ্ন হইয়া থাকে, কখন উত্তীর্ণ হইতে পারে না। মন একবার বিষয়ের আস্বাদ পাইলে মধুকুম্ভের প্রতি ধাবমান মক্ষিকার স্থায় তাহাকে নিবারণ করিতেও পারা যায় না, মারিতেও পারা যায় না, সে বিষয়-রস আস্বাদন করিয়া দুঃখপ্রদান করিবেই করিবে। ২৯—৩৫। নিজ মনের আত্মদর্শনে প্রবৃত্তি কাকতালীয়ন্যায়ে কদাচিৎ সৌভাগ্যবলে আপনা আপনিই ঘটিয়া থাকে। প্রথমে নির্ম্মলতাপ্রাপ্ত চিত্ত আত্মদর্শনে তত্ত্বলাভ করিয়া বন্ধদুঃখবর্জ্জিত অনাসক্ত নিরাময় ব্রহ্ম হইয়া যায়। রাম! চিত্তকে অচিত্ত করিয়া সত্ত্বরূপে পরিণত করত সম হইয়া পরমাকাশরূপে সুখে অবস্থিতি কর। হে মহাত্মা রঘুনন্দন! তুমি বিষয়াসঙ্গাদি-দোষ-পরিবর্জ্জন করিয়া পরমার্থ লাভ করিয়াছ, সমবুদ্ধি হইয়া আত্মস্বরূপে উদিত হইয়াছ, এক্ষণে বীতশোক হইয়া নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান কর, এক্ষণে তুমিই সেই জন্মমৃত্যুমুক্ত পবিত্র পরমপদ। অপিচ এই জগৎ নির্ম্মল ব্রহ্মরূপী, ইহাতে প্রকৃতরূপ মল, বিকাররূপ উপাধি, ও অবিষয়-বোধরূপ ইচ্ছাদি নাই; একমাত্র অকৃত্রিম ব্রহ্মই স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছেন, হে রাম! তুমি "আমি নিজেই সেই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান করিয়া নিঃশঙ্কভাবে এক হইয়া অবস্থান কর। ৩৬—৪০। হে রাম! তোমার জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত আর অধিক উপদেশ করিবার কিছুই নাই। তোমার সে আদ্য ব্রহ্মজ্ঞান সত্য সত্যই হইয়াছে; হে রাঘব! সম্প্রতি তুমি নিখিল জ্ঞাতব্যই জ্ঞাত হইয়াছে। বাল্মীকি কহিলেন,—বশিষ্ঠের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র নির্ম্মল বুদ্ধিতে বাহ্যবিষয়কজ্ঞানশূন্য হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন, সভাস্থ সকলে যেন ধ্যানমগ্ন হইয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল, প্রথমে কমলনিচয়ের উপরে ঝঙ্কার করিয়া ভ্রমর যেমন নিস্পন্দ হইয়া মধুপান করিতে থাকে, সেইরূপ বশিষ্ঠও তখন মৌনাবলম্বন করিয়া ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদ করিতে লাগিলেন। ৪১—৪২।

নবনবত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৯ ॥

দ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠের বক্তব্য নির্ব্বাণবিষয়ক কথা-সন্দর্ভ শেষ হইলে তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন, এদিকে সভাস্থ সকলেই মুনিবরের ঈদৃশ মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন ও সমতাপ্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের নির্ম্মল চিত্তবৃত্তি শান্ত হইয়া গেল। সেখানে কার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ সকল শ্রোতারাই সংবিত্তত্ত্ব নির্ব্বিকল্প সমাধিবশে

সম্মানের চরমসীমায় উপনীত হইয়া পরম পবিত্র হইল। তৎকালে তথায় সমাগত গগনবিহারী পূর্ব্বেই মুক্তবুদ্ধি সিদ্ধবৃন্দের গগনভেদী উচ্চ সাধুবাদে এবং সভাস্থিত বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তত্ত্ববিৎ মুনিবৃন্দের উচ্চ সাধুবাদশব্দে সেই স্থানে দিগন্তব্যাপী মহান্ কোলাহল হইয়া উঠিল। মারুতসংযোগে বংশের যেমন সুমধুর শব্দ হয়, সেইরূপ সেই সকলেরই সাধুসাধু-বাক্যজনিত কোলাহল সকলেরই অতিমধুর লাগিল। ১—৫। তাহার পরে আকাশে সেই সিদ্ধবৃন্দের সাধুবাদের সহিত হঠাৎ দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সেই দুন্দুভিধ্বনির প্রতিধ্বনি চতুর্দ্দিকে সমগ্র পৃথিবী ও পর্ব্বত পূরিত করিয়া তুলিল। যেমন দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক্ হইতে তুষারবৃষ্টির স্থায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পুষ্পরাশিতে সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। কোলাহলশব্দে গিরিকন্দর পূর্ণ হইয়া উঠিল, পুষ্পপরাগে আকাশ আরক্তবর্ণ ধারণ করিল। সমীরণ পুষ্পসৌরভে সুরভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। সেই সাধুবাদশব্দ, সেই দেবদুন্দুভিশব্দ ও সেই পুষ্পবৃষ্টিশব্দ একত্র মিশিয়া অতিমধুর হইয়া উঠিল। সভ্যগণ ঊর্দ্ধবদন হইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের নেত্ররশ্মিতে নভোমণ্ডল শ্যামল হইয়া উঠিল। হস্তী, অশ্ব, মৃগ প্রভৃতি পশুগণ ও বিহঙ্গমগণ উৎকর্ণ হইয়া সেই কোলাহল শুনিতে লাগিল। বালকগণ ও রমণীগণ সেই অপূর্ব্ব কোলাহল শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে উন্নেত্র হইয়া দেখিতে লাগিল। উপস্থিত অপরাপর রাজগণও বিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। জলধারার স্থায় সেই কুসুমাঞ্জলিবর্ষণের সুমধুরশব্দে দ্যাবা-পৃথিবীর অন্তরাল-দেশ অতি অপূর্ব্বভাব ধারণ করিল। ৬—১০। সেই সভার সন্নিহিত আকাশও পুষ্পবৃষ্টিরূপ সুধায় ক্ষালিত এবং সাধুবাদকারী ভূতগণের পবিত্র রবে পূরিত হইয়া সেই সভাগৃহের সমান হইল। সেই সময়ে সেই সভাগৃহে শতশঙ্খ ধ্বনিত হইয়াছিল। সমস্ত ভুবন কোলাহলশব্দে ভরিত, কুসুমনিকরে মণ্ডিত, সুরবন্দিগণে বেষ্টিত হইয়া মহোৎসবময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রবল পবনসঞ্চালিত সমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন সমুদ্রতীরোপরিস্থ পর্ব্বতে গিয়া লাগে, সেইরূপ, দুন্দুভিশব্দ, সিদ্ধগণের সাধুবাদশব্দ ও পুষ্পপতনশব্দ এককালে আস্তে আস্তে ভূতল ও আকাশের দিগন্তে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই দেববৃন্দের পুষ্পবর্ষণকোলাহল ক্ষণকালের মধ্যে শান্ত হইলে, আকাশে সিদ্ধবৃন্দের এই কথা গুলি সকলের শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। ১১—১৫। সিদ্ধগণ কহিলেন, আমরা জগতের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষোপায়-কথা অনেকবার শুনিয়াছি, নিজেরাও লোকের কাছে তাহার বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু কৈ এরূপ উপদেশ ত আমরা কোথাও শুনি নাই। মুনিবর বশিষ্ঠের এই মধুর উপদেশ শুনিয়া বালক, স্ত্রী, পক্ষী ও হিংস্র-জন্তুগণও পরম তৃপ্তি বোধ করিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ বশিষ্ঠ দৃষ্টান্ত, হেতু যুক্তি প্রভৃতি দেখাইয়া উপদেশ দিয়া রামের প্রতি যেরূপ স্নেহ দেখাইলেন, আপনার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতীর উপরও সেইরূপ স্নেহ দেখান কি না সন্দেহ। এই মোক্ষোপদেশক বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্‌জাতিরাও মুক্ত নিরাময় হইল; মর্ত্ত্যলোকবাসী মনুষ্যের ত কথাই নাই। এই জ্ঞানামৃত শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পান করিয়া আমাদের যেন পূর্ব্বজাত সিদ্ধি নূতন হইল বলিয়া বোধ করিতেছি, বোধ হইতেছে নূতন সিদ্ধিলাভে যেরূপ প্রফুল্ল ভাব হয়, সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়াছি। ১৬—২০। এইরূপ অলক্ষ্য-বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলে বিস্ময়ে উৎফুল্লনেত্র হইয়া কমলকুসুমে সমাকীর্ণ সেই সভার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সভার আস্তরণগুলি মন্দার-প্রভৃতি স্বর্গীয় মনোহরপুষ্পে আকীর্ণ ছিল। প্রাঙ্গণভূমি পারিজাতলতাজালে আচ্ছাদিত রহিয়াছিল। সভাগৃহের ভূতলে পারিজাত-কুসুমে সমাকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছিল, সভ্যদিগের করে ও মস্তকে সন্তানককুসুম বিশাল মেঘখণ্ডের স্থায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ২১—২৫। সভাস্থ ধনিবৃন্দের মৌলিরত্নের উপরে হরিচন্দন শোভা পাইতেছিল, বিকীর্ণ পুষ্পভরে আনত সভার চন্দ্রাতপ জলভরে লম্বমান মেঘমালার স্থায় ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ সভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সভাস্থ লোক সকল সাধুবাদ প্রদান করত তৎসময়ের উচিত প্রশংসাবাক্যে অতিবিনীতভাবে একাগ্রমনে বশিষ্ঠদেবের পূজা করিতে লাগিল। পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণাম করিল। এইরূপে রাজগণ ও অন্যান্য সভ্যগণের প্রণাম করা কিছু নিবৃত্ত হইয়া আসিলে রাজা দশরথ অর্ঘ্যপাত্রহস্তে মুনিকে অর্চ্চনা করিতে করিতে কহিলেন। হে অরুন্ধতীপতে। আপনার অনুগ্রহে আজি আমাদের অন্তঃকরণ একেবারে কলুষশূন্য পরম জ্ঞানময় পরমার্থে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ২৬—৩০। এই ভূমণ্ডলে ও স্বর্গে দেবতাদিগের কাছেও এমন কোন ভাব উপকরণ নাই, যদ্দ্বারা পূজনীয় আপনকার পূজা করি, তথাপি আমার অবশ্যকর্ত্তব্য গুরুপূজনরূপ সদাচার সফল করিবার জন্য আপনাকে কিছু বলিব; আপনি তাহাতে ক্রোধ করিবেন না। আমি সপত্নীক-আত্মা, উভয় লোকে ভোগ করিবার জন্য উপার্জ্জিত সুকৃত, রাজ্য ও ভৃত্যবর্গ আপনাকে প্রদান করিয়া আপনার পূজা করিতেছি। হে বিভো। এই সমুদয় (রাজ্যাদি) আপনার নিজ আশ্রমের স্থায়ই আপনার আয়ত্ত। এক্ষণে আপনি আমাকে যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে ভূপতে। আমরা প্রণামমাত্রে সন্তুষ্ট, ব্রাহ্মণ জাতি প্রণাম পাইলে আমরা সন্তুষ্ট হই, সে প্রণাম ত আপনি করিয়াছেন আর এক কথা, রাজ্য লইয়া আমরা কি করিব, রাজ্য রক্ষা ত করিতে জানি না, আপনি রাজ্যরক্ষা করিতে জানেন, রাজ্য আপনাদেরই শোভা পায়, রাজ্য আপনারই থাক, ব্রাহ্মণকে কোথাও রাজা হইতে দেখিয়াছেন কি? ৩১—৩৫। দশরথ কহিলেন, আপনি আমাদিগের যে পরমপুরুষার্থস্বরূপ মোক্ষ প্রদান করিলেন, ইহার কাছে রাজ্য অতি তুচ্ছ; আপনার এই মহান্ উপকারের বিনিময়ে এই রাজ্য প্রত্যর্পণে সাতিশয় লজ্জিত হইতেছি; হে ঈশ! এ সমস্তই আপনার অধীন, আপনি যাহা জানেন, তাহাই করুন। বাল্মীকিকহিলেন. রাজা দশরথ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, রামচন্দ্র সেই মহাত্মা বশিষ্ঠদেবের চরণকমলে দিবার জন্য পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক প্রণত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন। "ব্রহ্মন্! আপনি মহারাজ পিতৃদেবকে নিরুত্তর করিয়াছেন, প্রভো! কিন্তু আপনার উপদেশানুসারে প্রণামকেই সারজ্ঞান করিয়া আপনার চরণকমলে প্রণাম করিতেছি, এই বলিয়া রাম মস্তক দ্বারা বশিষ্ঠদেবের চরণবন্দন করিয়া, হিমালয়ের উপরিস্থ কানন যেমন হিমালয়ের পাদমূলে তুষারবর্ষণ করে; সেইরূপ

তাঁহার চরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। নয়জ রাম আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে পরমভক্তিসহকারে পুনঃপুনঃ গুরুদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং লক্ষ্মণাদির সমান অপর যে যে কাছে ছিলেন, সকলেই সেই মুনিবরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। দূরস্থিত রাজা, রাজপুত্র ও অপরাপর মুনিগণ স্বস্বস্থানে থাকিয়াই প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। হিমালয়পর্ব্বত যেমন তুষাররাশিতে আচ্ছন্ন থাকে সেইরূপ বশিষ্ঠদেব সেই সময়ে চারিদিক্ হইতে নিপতিত পুষ্প-রাশিতে আবৃত হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। ৪১—৪৪। অনন্তর সকলের প্রণামব্যাপার নিবৃত্ত হইলে সভা কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলে মুনিবর বশিষ্ঠ, "উপদিষ্ট বিষয়" কে কিরূপ বুঝিল, তাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছে কি না? কাহারও রুচিবিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্ম বাহুযুগল দ্বারা সেই কুসুম-রাশি সরাইয়া, শুভ্রবর্ণ মেঘমণ্ডলের মধ্য হইতে চন্দ্রের ন্যায় নিজের মুখ দেখাইলেন। সিদ্ধবৃন্দের প্রশংসাবাদ, দুন্দুভিশব্দ, কুসুমরাশিবর্ষণ ও সভা-কোলাহল শান্ত হইলে, প্রণাম করিয়া সভাস্থ সকলে ও রামাদি স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে, বায়ু-সঞ্চালন থামিলে মেঘের ন্যায় জনগণ নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলে, অনিন্দ্যাত্মা মুনিবর বশিষ্ঠ, সভাস্থ জনগণের সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণকে মৃদুস্বরে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন। ৪৫—৪৯। হে গাধিকুল-কমল! হে বাম-দেব! হে নিমে! হে ক্রতো! হে ভারদ্বাজ! হে পুলস্ত্য! হে অত্রে! হে ঘৃষ্টে! হে নারদ! হে শাণ্ডিল্য! হে ভাস! হে ভৃগো! হে ভারুণ্ড! হে বৎস! আপনারা আমার তুচ্ছ বাক্যগুলি শ্রবণ করিলেন কি? আমি যাহা বলিলাম, ইহার যে স্থান অন্যায় অসঙ্গত বা কদর্থযুক্ত হইয়াছে, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা বলুন। ৫০—৫২। সভ্যগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্! বশিষ্ঠদেবের পরমার্থযুক্তবাক্যে কদর্থ থাকিবে ইহা আজ নূতন কথা শুনিলাম। জন্মে জন্মে আমাদের যে মল ক্ষালিত হয় নাই, অদ্য আপনার উপদেশে আমাদের সেই মল অনলসংযোগে স্বর্ণমলের ন্যায় মার্জ্জিত হইয়া গেল। হে বিভো! চন্দ্রের চন্দ্রিকাসম্পর্কে যেমন কুমুদকুসুম ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ সুধাশীতল ভবদীয় পরব্রহ্মপ্রদর্শক সুমধুর বাক্যে আমাদের জ্ঞানকুসুম ফুটিয়া উঠিল। হে মুনিবর! আপনি সর্ব্বসত্তারূপ মহাজ্ঞান দিয়া আমাদিগের একমাত্র গুরু হইলেন, আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম করি। বাল্মীকি কহিলেন, এই বলিয়া তাঁহারা সকলেই যুগপৎ মেঘের ন্যায় গম্ভীর ও তারস্বরে "নমস্তে" বলিয়া নমস্কার করিলেন। সেই সময়ে আকাশ হইতে সিদ্ধগণ আবার পুষ্পাঞ্জলী বর্ষণ করিলেন, মেঘ সকল যেমন তুষাররাশি দ্বারা হিমালয় পর্ব্বতকে ঢাকিয়া ফেলে, সেইরূপ বশিষ্ঠ-দেব সেই আকাশ হইতে পতিত পুষ্পরাশিতে আবৃত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে যাঁহারা রামকে ভগবান্ নারায়ণের অবতার বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহারা প্রথমে রাজা দশরথের প্রশংসা করিয়া পরে চতুর্দ্দেহধারী ভগবান্ নারায়ণ রামের প্রশংসা করি-লেন। তদন্তরে সিদ্ধগণ কহিলেন, আমরা জীবন্মুক্ত রাজকুমার রামকে ভ্রাতৃবর্গের সহিত প্রণাম করি, যিনি মূর্ত্তিচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ, যেন দ্বিতীয় নারায়ণ। যিনি সসাগরা পৃথিবী পালন করিতেছেন, যাঁহার সুকীর্ত্তি কদাচ বিলুপ্ত হইবে না, সেই রাজা দশরথকে নমস্কার করি। তাহার পরে যিনি মুনিসৈন্যের অধিপতি রাজা সেই অতি তেজস্বী সূর্য্যস্বরূপ বশিষ্ঠকে এবং তাঁহার নিকটস্থিত তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করি। ইঁহাদের প্রভাবে আজ আমরা সকলে সংসারভ্রমনিবারিণী জ্ঞানগর্ভ-উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলাম। বাল্মীকি কহিলেন, এই বলিয়া সিদ্ধগণ আকাশ হইতে আবার পুষ্পবর্ষণ করিলেন। অনন্তর সকলে সেই সভায় আনন্দিতচিত্তে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। আকাশচারী সিদ্ধগণ যেরূপ সেই সভ্যবর্গের প্রশংসা করিলেন, সভ্যগণও তেমনি তাঁহাদিগকে বহু প্রশংসা করিয়া সমাদর করিলেন। নভ-শ্চর মহর্ষি ও দেবগণ, ভূতলবাসী, দ্বিজ, রাজা ও মুনীন্দ্রগণ এইরূপে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সাধুবাদ দ্বারা পরস্পর সকলের সমাদর ও পূজা করিলেন। ৫৩—৬৬।

দ্বিশততমসর্গ সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—"ভরদ্বাজ! অনন্তর সকলের সাধুবাদব্যাপার ক্রমে শান্ত হইল, রাজগণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়া পরম উল্লাস (আনন্দ) প্রাপ্ত হইলেন। জনগণ সংসারভ্রম বিদূরিত হওয়ায় সত্যব্রহ্মের প্রতি অনুধাবিতচিত্তে নিজ নিজ (পূর্ব্ব অজ্ঞদশার) আচরণের নিন্দা করিতে লাগিলেন। সভাস্থ বিবেকী জনগণ প্রত্যক্‌চিত্তে চিদানন্দ-রসাস্বাদন করত যেন ধ্যানস্থ হইয়া রহি-লেন। রামচন্দ্র গুরুদেবের সম্মুখে ভ্রাতৃবর্গের সহিত পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তেজস্বী গুরুদেবের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ যেন ধ্যানমগ্ন হইয়া জীবন্মুক্তের ন্যায় অতিপবিত্রভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১—৫। এমন সময়ে মানদ মুনি বশিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের পূজাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিয়া বিশদবচনে আবার কহিলেন, হে নিজবংশগগনের চন্দ্র, রাজীব-লোচন রাম! এক্ষণে আর কি শুনিবার ইচ্ছা আছে তাহা বল? আজ তুমি কিরূপভাবে অবস্থিতি করিতেছ, আর এই আভাসভূত (ভ্রান্তিপ্রতীত) জগৎকে কিরূপ দেখিতেছ, তাহা বল। মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর রাজকুমার রাম গুরুদেবের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করত স্পষ্ট ও মৃদুস্বরে অব্যাকুলভাবে কহিলেন, প্রভো! আপনার প্রসাদে আমি শারদাকাশের ন্যায় সাতিশয় নির্ম্মলভাব ধারণ করিয়াছি, আমার নিখিল মল ক্ষালিত হইয়াছে। ৬—১০। আমার জন্মমৃত্যুপ্রদ নিখিলভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। আমি বিশুদ্ধস্বরূপ নির্ম্মল আকাশের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি। আমার সংসারগ্রন্থি বিগলিত হইয়াছে; আমার সমস্ত বিশেষণ (উপাধি) লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি স্ফটিকময় গৃহের মধ্যস্থিত স্ফটিক-মণির ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছি। আমার মন এক্ষণে পরম শান্তিলাভ করত সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, আর কিছুই শুনিতে বা করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। হে মুনে! আমার মন এক্ষণে শান্ত হইয়া নিখিল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে। ভোগকৌতূহল গিয়াছে, বিষয়-স্মৃতিও বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ও শান্ত হইতেছি। আমি এই জগৎস্থিতিতে জাগ্রৎ থাকিয়া যেন অসুপ্ত, অজাগ্রৎ হইয়া নিরাময় হইয়া নিদ্রা যাইতেছি—অর্থাৎ

আমার কি মনে মনে, কি বাহ্যেন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ালোচনা রহিত হইয়া গিয়াছে। ১২—১৫। আমি এক্ষণে আমার পূর্ব্বতন আশাবিকশিত শরীরস্থিতিই মনে মনে উপহাস করিতেছি; এবং আপনার সুমধুর উপদেশবাণী মনোমধ্যে সতত উদিত হওয়ায় স্বচ্ছভাবে কালহরণ করিতেছি। আমার এক্ষণে উপদেশ, অর্থ, বন্ধুজন বা শাস্ত্র অথবা এ সকলের পরিবর্জ্জন কিছুতেই প্রয়োজন নাই। আমার এই প্রত্যঙ্মুখী অক্ষয় জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিতিকে অসুরোপদ্রবশূন্য নির্বিঘ্ন স্বর্গরাজ্যের ন্যায় অনুভব করিতেছি। বাহ্যদৃষ্টিতে আমি নয়নাদি অবয়বযুক্ত হইয়াও জগৎকে আকাশ অপেক্ষাও অতিনির্ম্মল চিন্মাত্র বলিয়া দর্শন করিতেছি। "এই জগৎ একমাত্র চিদাকাশই" এইরূপ নিশ্চয় এক্ষণে আমার সুদৃঢ় হইয়াছে। এই দৃশ্য নামক জগৎ এক্ষণে আমার নিকটে ক্ষয় হইয়া আকাশে পরিণত হইয়াছে, আমি এই আকাশে অক্ষয় হইয়া জাগ্রৎ আছি। ১৬—২০। আপনি আমাকে ভবিষ্যৎ-কার্য্য-বিষয়ে যেরূপ ইচ্ছা হইবে, সেইমত কার্য্য করিতে এবং বর্ত্তমান-বিষয়ে যথা-প্রাপ্ত-কার্য্য করিতে এবং অতীত-বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই করিতে যেরূপ উপদেশ দিলেন, আমি ইচ্ছাশূন্য হইয়া নির্বিঘ্নে তাহাই করিতেছি, আমি এক্ষণে তুষ্ট হই না, রুষ্ট হই না, পুষ্ট হই না, রোদনও করি না, অবশ্যকর্ত্তব্য লৌকিক বা বেদোক্ত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করি, আমার সমস্ত ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। এই সৃষ্টি অন্য প্রকার হইয়া যাউক, বা প্রলয়পবন বহিতে থাকুক কিংবা সব শূন্য হইয়া যাক, কিছুতেই আমার ক্ষতি নাই; আমি স্বস্থ হইয়া আমাতেই অবস্থিতি করিব। হে মুনে! আমি এক্ষণে বিশ্রান্ত, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা অলক্ষ্য, মনের দ্বারাও দুর্লক্ষ্য ও নিরাময় হইয়াছি। আকাশকে যেমন মুষ্টিদ্বারা বন্ধন করা যায় না, সেইরূপ এক্ষণে আশা আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। যেমন বৃক্ষস্থিত কুসুম হইতে গন্ধ উড়িয়া গিয়া আকাশে অবস্থিতি করে, সেইরূপ আমি দেহ হইতে অতীত হইয়া সমভাবে অবস্থিতি করিতেছি। যেমন রাজারা কি অপ্রবুদ্ধ কি প্রবুদ্ধ সকলেই স্বস্ব রাজকার্য্যে সুখে বিহার করেন, সেইরূপ আমি আশা-হর্ষ-বিষাদ-শূন্য স্থির ও সমদর্শী হইয়া নিঃশঙ্কভাবে আত্মাতে বিহার করিতেছি। হে প্রভো! আমি এক্ষণে সকল প্রকার সুখাপেক্ষা উচ্চতর সুখে সুখী হইয়াছি, আর কোন সুখের ইচ্ছা আমার নাই, আমি এক্ষণে সকলের প্রতি সমভাবে অবস্থিত আছি; আপনি যথেচ্ছভাবে আমাকে (আপনার সেবাদি কর্ম্মে) নিযুক্ত করুন। হে সাধো! বালকে যেমন নিঃশঙ্কভাবে খেলা করে, সেইরূপ আমি নির্ম্মল একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যাবজ্জীবন নিঃশঙ্কভাবে এই সংসারস্থিতি পালন করিয়া দিতেছি। হে মুনীশ্বর! এক্ষণে আমি আপনার প্রসাদে আশকাশূন্য পান-ভোজন-নিজ কর্ম্ম পালন ও বিশ্রাম করিতে থাকি। ২৩—৩০। বশিষ্ঠ কহিলেন, আজ বড়ই আনন্দের দিন। যেহেতু যাহার আদি মধ্য ও সীমা নাই যেখানে গিয়া উপস্থিত হইলে আর শোক করিতে হয় না, সেই মহাপবিত্র পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছ। আকাশের ন্যায় নির্ম্মল শান্ত সম পরমাত্মায় বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছ। সৌভাগ্যক্রমে আজ তুমি বীতশোক, সৌভাগ্যক্রমে আজ তুমি সম্যক্‌রূপে অবস্থিত; আজি তোমার সৌভাগ্যক্রমে ইহ ও পরলোকের অনিষ্টাশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে। আজ তুমি সৌভাগ্যক্রমে রঘুতনয় নাম ধারণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বংশ-পরম্পরাকে পবিত্র করিলে। হে রাঘব! এক্ষণে মুনিবর বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা পূরণ, পিতৃসমভিব্যাহারে এই পৃথিবী পালন করিতে থাক। হে সুভগ! আজি তোমার সাহায্যে তোমার বন্ধু-বান্ধব, ভৃত্য, পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব সকলেই নিরাময় নির্ভয় স্থিরসম্পদ্‌ ও সর্ব্বদা অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাক। ৩১—৩৭।

একাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ২০১॥

দ্ব্যধিকদ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—"বশিষ্ঠদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত রাজগণ অন্তরে যেন অমৃতধারায় সিক্ত হইয়া শীতল হইলেন (অর্থাৎ সকলের অন্তঃকরণ জুড়াইল)। পদ্মপলাশ-লোচন রাম, পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে ক্ষীরোদসাগরের ন্যায় (আনন্দোৎফুল্ল) বদনচন্দ্রমায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদ বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ সকলে একবাক্য হইয়া পরমাদরে "ভগবান্ বশিষ্ঠ কি অপূর্ব্ব জ্ঞানোপদেশ করিলেন"—এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাজা দশরথের অন্তঃকরণ প্রশান্ত হইল, তিনি পরমানন্দে রোমাঞ্চিতদেহ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিলেন। তখন তত্ত্বজ্ঞানী লোকগণ বশিষ্ঠদেবকে বহু সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। রামের সমস্ত অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, তিনি পুনরায় বশিষ্ঠদেবকে বলিতে লাগিলেন। ১—৫। হে ভগবন্! হে ভূতভব্যেশ্বর! বহ্নিদ্বারা যেমন সুবর্ণের মলা মার্জ্জিত হয়, সেইরূপ আপনি আমার নিখিল অজ্ঞানমল মার্জ্জিত করিলেন। প্রভো! এক্ষণে পূর্ব্বে আমি নিজ দেহকে আত্মা বলিয়া জানিতাম, আজ কিন্তু সমস্ত বিশ্বকে আত্মা বলিয়া দর্শন করিতেছি, আমি এক্ষণে সর্ব্ব ও সম্পূর্ণ হইয়াছি, নিরাময় হইয়াছি, বীতশঙ্ক হইয়াছি, আমি এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া জাগ্রৎ আছি। আমি একেবারে চিরদিনের মত আনন্দিত ও সুখী হইয়াছি, আর কখনই দুঃখিত হইব না। আমার এক্ষণে শাশ্বত পরমার্থের আবির্ভাব হইয়াছে, চিরদিন অক্ষতভাবে অবস্থিতি করিব, আর প্রজ্বলিত হইব না। কি আনন্দ! আজ আপনি পবিত্র শীতল জ্ঞানবারি দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করিলেন। আমি কমলের ন্যায় অন্তরে উৎফুল্ল হইলাম। ৬—১০। আজি আমি আপনার প্রসাদে সেই পদবী (ব্রহ্মৈশ্বর্য্য) লাভ করিয়াছি, যাহাতে অবস্থিত হইয়া সমস্ত জগৎকে অমৃতময় বোধ করিতেছি। আমার বুদ্ধি আজি প্রসন্ন হইয়াছে। সমস্ত শোক অপগত হইয়াছে, অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় আমি নির্ম্মলাশয় আত্মানন্দলাভ করিয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছি, আপনা আপনিই নির্ম্মলতা লাভ করিলাম; আমাকে আমি নমস্কার করি। ১১—১২

দ্ব্যধিকদ্বিশততম সর্গসমাপ্ত॥ ২০২॥

ত্র্যধিকদ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন, মুনিবর বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্র এইরূপে আত্মবিচার করিতেছেন, এমন সময়ে সূর্য্যদেব তাঁহাদের সেই বিচার শুনিবার জন্যই যেন আকাশের মধ্যভাগে উঠিলেন। চতুর্দ্দিকে সৌরাতপ

পদার্থসমূহ বিকাসের (রামের মতিপক্ষে পরিস্ফুট দর্শন, আতপপক্ষে প্রকাশ) নিমিত্ত রামের মহতী বুদ্ধির ন্যায় প্রখর-ভাব ধারণ করিল। সেই সভার সম্মুখে শোভাসম্বর্দ্ধনার্থ যে সকল কমল-সরোবর কল্পিত হইয়াছিল, কমল সকল বিকাসিত হইয়া থাকায় সেই সরোবর সকল, সেই সভায় সমাসীন উৎফুল্ল-হৃদয় রাজাদের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। সেই সভাগৃহের স্ফটিকময় বাতায়নে মুক্তাকলাপ বিলম্বিত রহিয়াছিল; তাহার উপরে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, সেই স্ফটিক-বাতায়ন সূর্য্যের প্রতিবিম্বে ঝকমকায়িত হওয়ায় বশিষ্ঠদেবের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া যেন আনন্দে আকাশে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সূর্য্যের প্রখর দীপ্তি সেই সভাগৃহের পদ্মরাগমণিময়-প্রদেশে নিপতিত হইয়া নির্ম্মল বুদ্ধিতে পতিত (প্রতিফলিত) জ্ঞানগর্ভ উপদেশের ন্যায় আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। উক্তপ্রকারে পরমানন্দিত নিজবংশের কৈরবস্বরূপ রাম মুনিবর বশিষ্ঠের বদনচন্দ্রের আলোকে (দর্শনে) যেন বিকাস-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন,—অর্থাৎ বশিষ্ঠের আননমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করত পরম উল্লাস প্রাপ্ত হইতে থাকিলেন। ১—৬। সূর্য্যদেব বাড়বানলের ন্যায় আকাশসাগরের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া বহ্নিশিখার ন্যায় প্রখর তাপ প্রদান করত (পৃথিবীর) সমগ্র রস পান করিতে লাগিলেন। আকাশ তখন রজঃ—(ধূলি, পক্ষান্তরে পরাগ) শূন্য নীলোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, সূর্য্যদেব সেই নীলোৎপলের কণিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন এবং তদীয় কিরণপুঞ্জ ঐ আকাশরূপ নীলোৎপলের কেশরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আরও মনে হইতে লাগিল, ঐ আকাশরূপ নীলোৎপল যেন জগৎলক্ষ্মীর শিরোভূষণ, যেন ত্রৈলোক্যীর কর্ণকুণ্ডল, উহার মধ্যে (ঐ কর্ণকুণ্ডলের মধ্যে) বিবিধ নক্ষত্ররূপ রত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত, তখন দিগ্বধূগণ বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গরূপ কর দ্বারা দর্পণের সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত জলশূন্য মেঘমালা ধারণ করিয়াছিল। সেই মধ্যাহ্ন-সময়ে সূর্য্যকান্ত-মণিময় ভবনের সন্নিহিত-আকাশ সূর্য্যসন্নিহিত না হইলেও সূর্য্য-কান্তমণি হইতে নির্গত বহ্নিজ্বালায় দ্বিগুণভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে মধ্যাহ্ন-শঙ্খ কল্পান্ত-বায়ু দ্বারা আড়োলিত সাগরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রচণ্ড রৌদ্রসময়ে সভ্যগণের বদনমণ্ডলে কমলে তুষারবিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু এক একটী বিশুদ্ধ মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৭—১৩। বৃষ্টি ও নদীর জল যেমন সাগরকে পূর্ণ করে, সেইরূপ সেই উচ্চ শঙ্খধ্বনি সেই সভাগৃহের ভিত্তিতে প্রতিহত হইয়া প্রতিধ্বনিরূপে পরাবৃত্ত হইয়া সকলের সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান-জনিত কোলাহলশব্দের সহিত মিশিয়া গিয়া আর উচ্চ হইয়া সভ্যগণের কর্ণকুহর আপূরিত করিল। সেই সময়ে পুরস্ত্রীগণ গ্রীষ্মতাপশান্তির জন্য কর্পূর-বারি সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন, বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘে বৃষ্টি ঝরিতেছে। সেই সময়ে রাজা দশরথ, বশিষ্ঠদেব, রাম, অপরাপর রাজগণ, মুনিগণ ও অন্যান্য সভাসদ্গণ সকলেই সভা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। রাজপুত্রগণ মন্ত্রিগণ, ও মুনিগণ ইহারা সকলেই পরস্পর অভি-বাদনাদি করিয়া আনন্দিতমনে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে অন্তঃপুরগৃহের মধ্যে ঘন ঘন তালবৃন্ত ব্যজন হইতে লাগিল। সেই তালবৃন্তের পবনে উড্ডীন কর্পূর-ধূলিরাশিতে গৃহ-মধ্যবর্ত্তী আকাশে যেন নূতন মেঘের উদয় হইল। অনন্তর মধ্যাহ্ন-কালীন তূর্য্যনিনাদ সভা-গৃহভিত্তিতে অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া আরও বর্দ্ধিত হইলে বাগ্মী মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রামকে বলিলেন,—হে রাঘব! তুমি যাহা শুনিবার, তাহা সমস্তই শুনিয়াছ, যাহা জানিবার, তাহা সমস্তই জানিয়াছ, তোমার জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। তুমি আমার উপদেশ যেরূপ শুনিতেছ, শাস্ত্রানুসারে দর্শন যেরূপ করিতেছ, সর্ব্বোত্তম আনন্দ যেরূপ অনুভব করিতেছ, সেইরূপ আমার একটী কথা রাখ। আমি তোমাকে বলিতেছি, হে মহামতে! তুমি এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, আপনার কর্ত্তব্য নিজ কর্ম্ম সম্পাদন কর. এখন আমাদের মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়, আর বসিয়া থাকা উচিৎ নহে, এস এখন যাই। হে ভদ্র! যদি তোমার এখনও শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং আরও যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, ত তাহা আগামী কল্য জিজ্ঞাসা করিও। ১৪—২৩। বাল্মীকি কহিলেন, মুনিনাথ বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর রাজা দশরথ নিজে সভাস্থিত সমস্ত সাধু-গণকে যথাবিধি পূজা করিলেন। অনিন্দিত ধার্ম্মিকপ্রবর দশরথ বশিষ্ঠদেবের উপদেশানুসারে রামের সমভিব্যহারে সভাস্থিত মুনি, বিপ্র ও রাজগণ এবং গগনচারী সিদ্ধগণ সকলকেই মণি, মুক্তা, দিব্য কুসুম, রত্ন ও মুক্তাহার প্রদান করিয়া আসন, বসন, অন্ন-পানীয় ও স্থান দিয়া গন্ধ ধূপ ও মাল্য প্রদান করিয়া প্রণাম করিয়া, যথানিয়মে পূজা করিলেন। ২৪—২৮। অনন্তর সায়ংকালে আকাশ হইতে যেমন চন্দ্রোদয় হয়, সেইরূপ সেই মানদ বশিষ্ঠাদি দেব-গণ সভামধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সভা হইতে গাত্রোত্থান-কাল যেন ত্বরাগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুরগণ কর্ত্তৃক বিকীর্ণ পুষ্পরাশির মকরন্দরসে জানুপ্রমাণ কর্দ্দম সঞ্চিত হইল; সকলের ত্বরিত-গমনবেগে গাত্র-সঙ্ঘর্ষে কেয়ূরস্থিত রত্ন সকল চূর্ণ হইতে লাগিল, সেই রত্ন-চূর্ণ পড়িয়া ভূমিতল অরুণবর্ণ হইয়া গেল। পরস্পর সঙ্ঘর্ষে সকলের হার ছিন্ন হইয়া তাহা হইতে মুক্তাসমূহ ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল, সেই মুক্তা-সমাকীর্ণ ভূতল নিশাকালীন সনক্ষত্র গগনতলকে পরাজিত করিল। পথসকল দেবর্ষি, মুনি, ব্রাহ্মণ ও রাজগণের গমনাগমনে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল। পরিচারিকা ও ভৃত্যগণ ব্যগ্রভাবে পথি-মধ্যে প্রস্থিত ভূপালগণকে চামর দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল। সে সময়ে স্বস্ব কার্য্যত্বরাতেই যে সকল লোক ঠেলাঠেলি করিয়া গিয়াছিল, তাহা নহে, বশিষ্ঠের উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান-চিন্তাতেই সকলে মগ্ন, বাহ্যজ্ঞান কাহারও ছিল না, কেবল অভ্যাসবশতঃ তাড়াতাড়ি যাওয়াতেই এইরূপ পরস্পর গাত্রসঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে সকলেই কাহার গাত্রে গাত্রসঙ্ঘর্ষ ঘটিলে পর-ক্ষণেই অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে আর গাত্রসঙ্ঘর্ষ না ঘটে, গাত্রের সঙ্ঘর্ষে দুর্ব্বল লোকের কষ্ট না হয়, এইজন্য সকলেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গিয়াছিলেন। দশরথ প্রভৃতি রাজগণ ও মুনিগণ সকলেই সভাভূমি ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে পথিমধ্যে পরস্পর মধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে গমন করিলেন। সপ্ত-লোকবাসী দেব-গণ যেমন ইন্দ্রসভা হইতে পরস্পর মধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে স্বস্বলোকে গমন করেন, তেমনি সাধুগণ সন্তুষ্টচিত্তে পরস্পর মধুর আলাপ করিতে করিতে আপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন। সেই সভা হইতে বশিষ্ঠদেবের নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইয়া

সকলেই পরস্পর যথারীতি সম্ভাষণ-নমস্কারাদি করিয়া স্বস্বভবনে গমনপূর্ব্বক দিবসকৃত্য সম্পাদন করিলেন। ২৯—৩৬। অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ, দশরথ প্রভৃতি রাজগণ সকলেই আপন আপন দৈনিক কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমাধা করিলেন। সকলে স্ব স্ব দিবা-কৃত্যও সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন। এদিকে আকাশমার্গের পথিক ভাস্করদেবও অস্তাচলে গমন করিলেন। মহামতি রামের জ্ঞানকথার আলোচনা করত জাগরিত হইয়াই সকলে সেই রাত্রি অতিশীঘ্র অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে দিবাকর অন্ধকাররূপ ধূলি ও তারকাকুসুম অপসারিত করিয়া, জগদ্রূপ গৃহকে পরিষ্কৃত করিয়া সমাগত হইলেন। ৩৭—৪০। সূর্য্যদেব প্রথমে উদিত হইয়াই করবীর ও কুঙ্কুমের ন্যায় লোহিতবর্ণ কিরণপুঞ্জ দ্বারা চতুর্দ্দিক রক্ত-বর্ণ করিয়া গগনসাগরে ঝাঁপ দিলেন। রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী ও বশিষ্ঠপ্রমুখ মুনিগণ সকলেই পুনরায় দশরথের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতিদিন আকাশে যেমন যথাস্থানে যথারীতি গ্রহনক্ষত্রনিচয় উদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সকলেই সেই সভার স্বস্বস্থানে যথারীতি আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠদেব আপন আসনে উপবেশন করিয়াছেন, দশরথ প্রভৃতি রাজগণ ও সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ বশিষ্ঠদেবের প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময়ে কমললোচন ধীমান্ রাম, বশিষ্ঠদেব ও পিতৃদেবের সম্মুখে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন। ৪১—৪৫। ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ আপনি নিখিল জ্ঞানের মহাসাগর, আপনি সর্ব্বপ্রকারসন্দেহচ্ছেদনে কুঠার, আপনি শত্রুদিগেরও শোকভয় নাশ করিয়া থাকেন, আপনাকে অধিক আর কি বলিব; আমার শ্রোতব্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় আর কি আছে? আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, যদি কিছু শ্রোতব্য থাকে ত আপনাকে তাহা অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছ, তোমার শ্রোতব্য আর কিছুই নাই। তোমার বুদ্ধি এক্ষণে প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে, আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমিই নিজে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া বল দেখি, তুমি অদ্য আপনাকে কি প্রকার অনুভব করিতেছ। আর তোমার অবশিষ্ট শ্রোতব্যই বা কি আছে? রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি বোধ করিতেছি, আমি কৃতার্থ হইয়াছি, নির্ব্বাণ ও প্রশান্ত হইয়াছি, আমার আর কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহা শ্রোতব্য, তাহা আপনি সমস্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা সমস্তই আমি জানিয়াছি, আপনার বাণী সফলা হইয়াছেন, এক্ষণে আপনি বিশ্রাম লাভ করুন। যাহা পাইবার, তাহা পাইয়াছি, যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, জীবব্রহ্মের পার্থক্য-বোধ অপসৃত হইয়াছে, সমস্তই এক ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, দৃশ্যভেদে প্রতীতি বিগলিত হইয়াছে; সম্যগ্‌রূপে বিচার করিয়া সংসারের প্রতি আস্থা ত্যাগ করিয়াছি। ৪৬—৫২।

ত্র্যধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৩ ॥

চতুরধিকদ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো! আমার যুক্তিপূর্ণ বাক্য পুনরপি শ্রবণ কর; পুনঃপুনঃ মার্জ্জনা করিলে দর্পণ সমধিক পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। দৃশ্য দ্বিবিধ, রূপ ও নাম, রূপ—অর্থ, নাম—শব্দ, শব্দের অর্থও আবার জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যভেদে চতুর্ব্বিধ। যথা ভদ্রা নামে গরু, সে চঞ্চল, তাহার বর্ণ নীল, গরু শব্দের অর্থ জাতি, ভদ্রা শব্দের অর্থ দ্রব্য, চঞ্চল শব্দের অর্থ তাহার ক্রিয়া এবং নীলবর্ণ বলিতে তাহার গুণ। এস্থলে এই ভেদকল্পনা একই গরুতে হইতেছে, কারণ—এখানে বাস্তবিক চারিটী বস্তু নাই; সুতরাং শব্দের অর্থ আর কিছুই নয়, জ্ঞানের (জানিবার) সঙ্কেতমাত্র; সে জ্ঞানও ভ্রান্তিমূলক, অতএব অর্থ প্রকৃতপক্ষে কিছুই নহে, অর্থ যদি কিছুই না হয়, তাহা হইলে শব্দও সলিলপতনশব্দের ন্যায় নিরর্থক হইয়া একই বস্তুতে পরিণত হইয়া যায়। এইরূপ বিচারে শব্দার্থরূপী নামরূপ মার্জ্জিত হইলে এই দৃশ্য জগৎও চিদাভাসে পরিণত হইয়া, স্বপ্নতুল্য হইয়া যায়। এইরূপে জাগ্রৎ যখন মিথ্যা হইতেছে, তখন তাহাকে স্বপ্নদৃষ্টবিষয়ই বলিতে হইবে,—অর্থাৎ স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হইয়াছিল, স্মরণমুখে তাহাই স্মৃতিরূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়; বাস্তবিক তাহা ভিন্নাকারে প্রতীয়মান হইলেও একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপই। নির্ম্মল চিদাকাশ স্বপ্নপুরীরূপে প্রতীয়মান হইয়া সরূপ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে রূপবিহীন; এই ত্রিজগৎও সেইরূপ জান করিবে। রাম কহিলেন,—প্রভো! এই পৃথিবী কি প্রকারে সম্পন্ন হইল? পর্ব্বত কিরূপে সম্পন্ন হইল? জল কিরূপে সম্পন্ন হইল? পাষাণ কিরূপে সম্পন্ন হইল? তেজঃ কিরূপে সম্পন্ন হইল? ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হইল? বায়ু কিরূপে সম্পন্ন হইল? শূন্য কিরূপে সম্পন্ন হইল? চিদাকাশ কিরূপে সম্পন্ন হইল? তাহা আমি সমস্তই বুঝিয়াছি; তথাপি পুনরপি আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত তাহার পুনরুল্লেখ করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! তথ্য-রূপে বল দেখি, তুমি স্বপ্নে যে পুরী দেখিয়া থাক, তাহাতে পৃথিবী কিরূপে উৎপন্ন হয়? আকাশ কিরূপে উৎপন্ন হয়? জল কিরূপে উৎপন্ন হয়? পাষাণ কিরূপে উৎপন্ন হয়? তেজঃ কিরূপে উৎপন্ন হয়? দিক্ ও কাল কিরূপে উৎপন্ন হয়? ক্রিয়া কিরূপে উৎপন্ন হয়? স্বপ্নপুরীতে এ সকল কিরূপে সম্পন্ন হয়? তাহার কারণই বা কি বল, দেখি। কেই বা তাহা নির্ম্মাণ করে, দগ্ধ করে, আনয়ন করে, কেই বা তাহা উৎপাদন করে, প্রকাশ করে, তাহার স্বরূপ কি, কার্য্যই বা কি? তাহা বল দেখি। রাম কহিলেন,—এই জগতের স্বরূপ কেবল আকাশই, এই জগতের ভূমি-পর্ব্বতাদি এ সকল সৎ নহে; এই জগৎ স্বপ্নস্বরূপ, ইহার আকারও নাই, আস্পদও নাই। এই জগতের যথার্থ স্বরূপ হইতেছে আকাশ, তাহার আকার বা আধার কিছুই নাই; নিরাকার আকাশের আধারেই বা প্রয়োজন কি? বাস্তবিক জগৎ নামে কিছুই সম্পন্ন হয় নাই; এই যে জগদাকারে যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, ইহা চিৎই স্বপ্নের ন্যায় মনোরূপে অবস্থিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মগণ জানেন, এই দিক্, কাল প্রভৃতি, পর্ব্বতাদি, জলাদি ও পাদপাদি সমস্তই চিদাকাশ। জল যেমন দ্রবভাব-হইতে কঠিনরূপে পরিণত হইয়া পাষাণরূপে (বরফরূপে) অব-স্থিত হয়, সেইরূপ সম্বিৎ আকাশভাব প্রাপ্ত হইয়া আকাশরূপে

অবস্থিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ পৃথিবী প্রভৃতি কিছুই নাই, দৃশ্যভাবেও কুত্রাপি নাই, এসমস্তই একমাত্র অনন্ত চিদাকাশ। ১২—১৬। প্রশান্ত-সাগরের দ্রবময় সলিল যেমন এক হইয়াও আবর্ত্ত, তরঙ্গ, ফেনাদিরূপে নানা হয়; পরমাত্মার চিদাকাশও তেমনি এক হইয়াও নানাকারে প্রতিভাত হয়। চিৎ আপনাকে কাঠিন্যজ্ঞানে পর্ব্বতভাব প্রাপ্ত হইয়া কঠিনভাব ধারণ করেন, আবার শূন্যতাজ্ঞানে আপনাকে শূন্য আকাশ বলিয়াই জ্ঞান করেন। দ্রবত্বজ্ঞানে আপনাকে জল বলিয়া জ্ঞান করেন স্পন্দজ্ঞানে আপনাকে বায়ু বলিয়া জ্ঞাত করেন, উষ্ণতাজ্ঞানে আপনাকে বহ্নি বলিয়া জ্ঞান করেন, কিন্তু উক্ত প্রকার বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের সময়ে আপনার চিদ্রূপতা পরিত্যাগ করেন না। ১৭—২০। গগনরূপী এই চিৎপদার্থের স্বভাবই এই যে, ইনি বিনা কারণেই ঈদৃশরূপে প্রকটিত হন। আকাশে যেমন শূন্যতাব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, সমুদ্রে যেমন জল-ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, তেমনি চিদাত্মা ব্যতিরেকে জগতের কিছুই সার নাই। চিদাকাশ ব্যতীত "তুমি" "আমি" ইত্যাদি জ্ঞান কোনরূপেই সম্ভবপর নহে; অতএব শান্তভাবে অবস্থান করাই বিধেয়। আপনি যেমন এই গৃহমধ্যে অব-স্থিতি করিয়া সঙ্কল্পবলে বা স্বপ্নবলে পর্ব্বত ও অগ্নি প্রভৃতি দূরস্থ বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান করিতে পারেন (করিয়াও থাকেন), সেইরূপ নিরাকার চিদাকাশও সঙ্কল্পবলে আকার দর্শন করিয়া থাকেন। সৃষ্টিপ্রারম্ভে চিদাকাশ দেহাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। বাস্তবিক যখন দেহ নাই, তখন চিৎই বিনা কারণে অসত্য অজ্ঞানবশে (ভ্রান্তিবশে) দেহাকারে উদিত হইয়া থাকেন, ইহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। ২১—২৫। মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, ভূত, পর্ব্বত, দিক্, এ সমস্তই একমাত্র চিদাকাশ, সেই চিদাকাশ পাষাণের ভিতরের ন্যায় নিস্পন্দ। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, কিছুই উৎপন্ন বা নষ্ট নহে, চৈতন্যরূপী ব্রহ্মই যথাস্থিত জগদ্রূপে স্বস্বরূপে অব-স্থিতি করিতেছেন। চিতিতে যে বিকাশ—অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ, তাহাকেই জগৎ বলা হইয়াছে, যেমন দ্রবকে সলিল বলা হয়। ফলতঃ এই জগদ্ভান, ইহা ভানই নহে, পরমার্থ-বিচারে ইহা শূন্য চিদাকাশ। অজ্ঞ ব্যক্তির কথা কহিতেছি না, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহার সিদ্ধান্তের কথাই বলিতেছি, তত্ত্বজ্ঞানী জানেন, ইহা শূন্য চিদাকাশ। ২৬—২৯।

চতুরধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততম সর্গ।

রাম কহিলেন, ভগবন্! স্বপ্নে যেমন এই পরমাকাশই দৃশ্য-রূপে প্রতিভাত হন, জাগ্রদ্দশাতেও সেইরূপ পরমাকাশই যে দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু হে ভগবন্! দেহশূন্যচিৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নে দেহযুক্ত হন কি প্রকারে? এই বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিন। বশিষ্ঠ কহিলেন, কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, সকল অবস্থাতেই দৃশ্য আকাশময়, আকাশ হইতে উৎপন্ন, আকাশই ইহার আধার, তদ্ভিন্ন ইহা অন্য কিছুই নহে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিখিল বস্তুর কারণতাশূন্য পরব্রহ্মে সৃষ্টির প্রারম্ভেই কোন ভূতের (ক্ষিত্যাদির) সম্ভাবনা নাই বা হয় না। দেহ ত পৃথ্যাদি পঞ্চভূত-গঠিত হইবে, পৃথ্যাদি পঞ্চভূতই যখন অলীক একেবারে নাই, তখন দেহও নাই। চিদাকাশের স্বরূপই কেবল প্রতিভাত হইতেছে। চিদাকাশের স্বরূপবিকাশই স্বপ্নের ন্যায় এই আকারাভাস দর্শন করিয়া থাকে। তাহাতেই যেন সাকার ও আকুল (মায়াগুণে বিক্ষুব্ধ) হইয়া পড়ে। চিদাকাশের যে বিকাশ, তাহাই স্বপ্নভান, তাহাই জগদা-কার, ফলতঃ তাহা চিদাকাশই. চিদাকাশরূপেই তাহাকে স্বপ্ন-বিবর্ত্ত জগৎ বলা হইয়া থাকে। চিদাকাশের মধ্যে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহারই মধ্যে স্বপ্ন ও জগৎ ইত্যাকার রূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। রূপভেদ-কল্পনাকারী চিদাত্মাই আপনার এই অনন্ত স্বভাব-বিকাশে ক্ষিতি প্রভৃতি পৃথক্ সংজ্ঞা (নাম) কল্পনা করিতেছেন। চিদ্ভানকেই স্বপ্ন ও জগৎশব্দে অভিহিত করা যায়, চিতির ভাবও আর কিছুই নয়, চিতির স্বরূপই চিদ্-ভান, তাহা আকাশস্বরূপ, কদাপি তাহার নাশ নাই। আকাশে যেমন শূন্যতার অবধি নাই, সেইরূপ ব্রহ্মাকাশে বিভিন্ন সৃষ্টি-পরম্পরাও কত যে আছে ও লয় পাইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না, ফলতঃ ঐ সৃষ্টিপরম্পরা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, ব্রহ্মই। ১—১১। রাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি এ অসংখ্য সৃষ্টির কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছেন, তখন বিশেষ করিয়া কোন কোন সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডাকাশের মধ্যে অবস্থিত, কোন কোন সৃষ্টির অন্ত নাই, কোন কোন সৃষ্টি ভূগর্ভের ভিতরে রহিয়াছে, কোন কোন সৃষ্টি আকাশের উপরে অবস্থিত, কোন কোনটী তেজোমণ্ডলের মধ্যে রহিয়াছে, কোনগুলি বা বাতস্কন্ধে অবস্থিত, কোন কোন সৃষ্টির ভূমণ্ডল আকাশের উপর অবস্থিত এবং পিপীলিকার ন্যায় সংলগ্ন ঊর্দ্ধ ও অধোবর্ত্তী দেব-দৈত্য-মানবাদি প্রাণিগণ—সকলেই "আমরা উপরে আছি", "আমরা উপরে আছি" এইরূপ জ্ঞান করিতেছে, কারণ সে সকল সৃষ্টির ভূভাগের নিম্নভাগ উপরের দিকে ও উপরিভাগ নীচের দিকে, এই জন্য দেখিলে বোধ হয়, তথাকার প্রাণিগণ ঊর্দ্ধপদ ও অধোমস্তক হইয়া রহিয়াছে, বন ও পর্ব্বত সকল অধোমুখে ঝুলিতেছে। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিগণ বায়বীয় দেহধারী, কোন কোন সৃষ্টিতে কেবল অন্ধকার—আর কিছুই নাই। কোন কোন ব্রহ্মা-ণ্ডের জীবদেহ আকাশময়, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড কেবল কৃমিকুলে পরিপূর্ণ, কোন কোন সৃষ্টি আকাশ-কোষের মধ্যে অবস্থিত, কোন কোনটী পাষাণকোষের ভিতরে স্থিত, কোন কোনটীকে গৃহমণ্ডপাদিকোষের মধ্যে অবস্থিত বলিয়াছেন, কোন কোনটীকে আকাশে পক্ষীর ন্যায় অবস্থিত বলিয়াছেন। সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড যে প্রকার, হে ভগবন্! হে তত্ত্বজ্ঞানিপ্রবর! আপনি তাহার সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যাহা কখন হয় নাই, যাহা কখন দেখা যায় নাই বা কোথায়ও শ্রবণ করা যায় নাই, তাহাই বর্ণনা করিতে হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হয়; শ্রোতাকেও তাহাই শুনিতে হয়। কিন্তু রাম! এই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় শাস্ত্রে দেবগণ মুনিগণ শত শত বার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তুমি তাহা সমস্তই জ্ঞাত আছ। তুমিও যাহা জান, শাস্ত্রেও তাহাই বর্ণিত আছে, তদ্ব্যতীত অধিক আর কিছুই নাই, সুতরাং ইহা আর কি বর্ণনা করিব?

রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম কিরূপে ব্রহ্মাণ্ডাকারে সম্পন্ন হইলেন? কত কাল বা এইরূপে থাকিবেন, ইঁহার পরিমাণই বা কত? তাহা আমাকে বলুন। ১২—২১। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ব্রহ্মের আদিও নাই, অন্তও নাই, তিনি অব্যয়, তিনি সর্ব্বদাই আছেন। সেই পরমাকাশে (ব্রহ্মে) আদি, মধ্য, অন্ত বা আকার কিছুই নাই। এই যে অনাদি অনন্ত অব্যয় অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকাশ, ইঁহারই বিবর্ত্ত এই বিশ্ব, এইজন্ত বিশ্বের আদি অন্ত নাই। এই পরম চিদাকাশের স্বস্বরূপে স্বতঃই যে বিকাশ, তাহাকেই এই বিশ্ব বলা হয়। সুতরাং তিনি নিজেই বিশ্ব, এ কথা বলা ভ্রম। স্বপ্নে পুরুষের যেমন নগর দর্শন ঘটে, সেইরূপ সেই চিদাকাশের যে নগরবৎ ভান হয়, সেই ভানকেই বিশ্ব বলা হয়। এই চিন্ময় ব্রহ্মে কঠিন পাষাণাত্মক পর্ব্বত, দ্রবময় সলিল, শূন্তময় আকাশ এবং কল্পনাত্মক কাল, এ সকলের কিছুই নাই। এই অব্যয় ব্রহ্ম নিজ চিৎস্বভাবপ্রযুক্ত যে প্রকারে চেতিত হন তাহাই পর্ব্বতাদির স্তায় হইয়া প্রতীয়মান হয়। স্বপ্নে যেমন অশিলাই শিলা বলিয়া প্রতিভাত হয়, অনাকাশই আকাশ বলিয়া বোধ হয়, চিন্ময় ব্রহ্মে দৃশ্যপ্রপঞ্চের অবস্থিতিও তদ্রূপ জানিবে। নিরাকার শান্ত চিৎ স্বপ্রঃৎ আপনার যে চিৎস্বরূপের অনুভব করেন, সেই অনুভবকেই জগৎ বলা হয়, ফলতঃ তাহা নিরাকার। বায়ুর অভ্যন্তরে স্পন্দ যেমন বায়ুরূপেই অবস্থিত, তেমনি ব্রহ্মে এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত, ইহার ক্ষয় বা উদয় কিছুই নাই। ২২—৩০। জলের যেমন দ্রবত্ব, আকাশের যেমন শূন্তত্ব, বস্তুর যেমন বস্তুত্ব, ব্রহ্মেও তেমনি এই জগৎ। কারণ নাই বলিয়া ব্রহ্মে জগতের আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই, অথচ ব্রহ্মপদে এই জগৎ নাই বলাও যায় না, আছে বলাও যায় না। ব্রহ্ম অনন্ত নিরাকার আভাসশূন্য চিদাকাশ, ইনি কখনই সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না। অতএব অবয়বীর অবয়ব যেমন অবয়বী হইতে পৃথক্ নহে, অবয়বীর আত্মস্বরূপই। নিরবয়ব ব্রহ্মাকাশেও তেমনি এই জগৎ আকাশরূপেই অবস্থিত। সমস্তই একমাত্র নিরালম্ব অনাময় শান্ত জ্ঞানস্বরূপ। ইহাতে সত্তা, অসত্তা ও নানা কিছুই নাই। ৩১—৩৫। এই অনাদি অনন্ত অজ অব্যয় শান্ত ব্রহ্মাকাশই সঙ্কল্প-কল্পিত ও স্বপ্নদৃষ্ট নগরের স্তায় সর্ব্বরূপে অবস্থিত। নির্ম্মল কমনীয় পরম চিদাকাশের সারভূত স্বরূপই চিৎস্বভাব হইতে ভ্রান্তিবশে যে যে আকারে প্রতিভাত হন, তাহাকেই আপনার কল্পিত মায়াবশে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জগদ্রূপে জ্ঞান করেন। ৩৬—৩৭।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৫ ॥

ষড়ধিকদ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! বিনা কারণে যে জগদ্ভাব হইতেছে, বাস্তবপক্ষে তাহা কিছুই নহে; ফলতঃ ব্রহ্ম পরমার্থ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন। হে মহামতে! কোন তত্ত্বজ্ঞানী আপনার জ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত (অর্থাৎ বিশদরূপে তত্ত্বার্থ অবগত হইবার জন্ত) এই বিষয়ে আমাকে যে গুরুতর প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকটে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভূমণ্ডলে ত্রিলোকবিখ্যাত কুশদ্বীপনামে এক দ্বীপ বলয়াকারে অবস্থিত আছে; তাহার দুইপাশে দুই সমুদ্র (সুরাসমুদ্র ও ঘৃতসমুদ্র) প্রবাহিত। সেই কুশদ্বীপের পূর্ব্বোত্তর-কোণে ইলাবতী নামে এক সুবর্ণময়ী পুরী আছে; সেই সুবর্ণময়ী পুরীর ভূভাগ হইতে ঊর্দ্ধ দিকে যে দীপ্তিপুঞ্জ নির্গত হইয়া শোভা পাইতে থাকে, দূর হইতে তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন, সুবর্ণস্তম্ভ গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। সেই পুরীর পূর্ব্বভাগে প্রজ্ঞপ্তি নামে খ্যাত এক রাজা ছিলেন, নিখিল জগদ্বাসী লোক সেই রাজার প্রতি অনুরক্ত, অধিক কি, তিনি যেন স্বর্গে দ্বিতীয় ইন্দ্র ছিলেন। ১—৫। প্রলয়কালে আকাশ হইতে বিচ্যুত হইয়া সূর্য্যদেব যেমন ভূতলে পতিত হন, সেইরূপ আমি কোন কারণে আকাশ হইতে সেই রাজার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও পুষ্প দ্বারা আমার পূজা করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! যখন সর্ব্ব সংহার হয়, নিখিল কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, একমাত্র অনির্ব্বচনীয় শূন্ত পরমাকাশ পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তখন পুনঃসৃষ্টি হইবার এমন কি মূলীভূত কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে, এবং তাহার সহকারী কারণই বা কোথায় কি প্রকারে কি কি থাকিতে পারে, তাহা আমাকে বলুন। আর এই জগৎটাই বা কি, আর ইহার সৃষ্টিপ্রলয়াদিই বা কি? এই জগতের মধ্যে কোন প্রদেশ অন্ধকারময়, কোন কোন স্থান আকাশময় আকাশের উপরে সাগর। কোন কোন স্থান কৃমিকীটে পরিপূর্ণ কোন কোন প্রদেশ আকাশকোষের মধ্যে অবস্থিত, কোন কোন প্রদেশ পাষাণের অন্তরে নিহিত, ইত্যাদি বৈচিত্র্যেরই বা কারণ কি? ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত ও তন্ময় চতুর্ব্বিধ জীবজাতিই বাস্তবিক কি? ৬—১১। আর তাহাদের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি প্রভৃতিই বা কেন হয়? এই সমুদয়ের কর্ত্তা কে? দ্রষ্টা কে? ইহাদের মধ্যে আধার-আধেয়তাই কি প্রকার? কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়কাণ্ডাত্মক বেদশাস্ত্রের মতানুসারে জগতের মহানাশ (প্রলয়) কখনই হয় না; পরন্তু তত্তৎ প্রাণিবর্গের পূর্ব্বকৃতকর্ম্মানুসারে সর্ব্বদাই জগদ্ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এইরূপই যদি নিশ্চয় করা যায়, তাহা হইলে ত প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কার (এই যে কর্ম্ম করিলাম, ইহার ফল এইরূপ হইবে ইত্যাকার ভাবনা) যেরূপ হয়, অনুভবও সেইরূপ হইবে, সুতরাং সংস্কারকেই (ভাবনাকেই) দেহাদিকারণ বলিবেন, না, অন্ত কাহাকেও দেহাদির কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন? যদি ভাবনাকেই কারণ বলেন, তাহা হইলে সেই ভাবনাকে (জ্ঞানকে) অনশ্বর নিত্য বলিবেন, না, নশ্বর বলিবেন? যদি অনশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে ত তাহা কূটস্থ চৈতন্তই হইয়া পড়ে, দেহাদিবিকার আর তাহাতে ঘটিতেই পারে না। যদি নশ্বর বলেন, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, উৎপত্তি স্বীকার করিলে সে উৎপত্তিরই বা কারণ কি? তাহাও ত কিছুই দেখা যায় না। অন্ত কিছুকে (মাতাপিতাদিকে) যদি দেহাদির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে হে মুনিবর! এই জম্বুদ্বীপে যে সকল প্রাণী দেহত্যাগ করিল বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত হইল, তাহাদের নরক বা স্বর্গভোগ করিবার জন্ত দেহ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? মৃত্যুর পরে নরক বা স্বর্গভোগের জন্ত যে দেহ হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা ত মাতাপিত্রাদিকৃত নহে; সুতরাং তাহা কোথা হইতে আসিবে? তাহার উপাদান বা নিমিত্ত-কারণই বা কাহাকে

বলিবেন? যদি বলেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই দেহাদি আকারে পরিণত হয়, তাহা কিছু সঙ্গত মনে করিতে পারি না, কারণ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম মূর্ত্তিহীন, তাহা কিরূপে মূর্ত্তিমান্ দেহ হইবে? অদ্রব্য দ্রব্য (পার্থিবাদি) দ্বারা দেহাদিনির্ম্মাণ করে, এইরূপ যুক্তিও একান্ত অসার। মাতাপিত্রাদি নিমিত্তের অভাব বলিয়াই কি স্বর্গ-নরক-ভোগের দেহের প্রতি ধর্ম্ম অধর্ম্মকে কারণ বলিবেন, না, অন্য কোন কারণ বলিবেন? যদি বলেন, মাতাপিত্রাদিই দেহের কারণ, তদ্ভিন্ন দেহ উৎপন্ন হয় না, একথা বলিলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কর্ত্তার পরলোক নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে; আমি বলি সে সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, বর্ত্তমান জন্মই পূর্ব্বজন্মের নিকটে পরলোক বলিয়া গণ্য হইবে। ১২—২৩। নতুবা পরলোক নাই বলিলে সমস্ত বেদ-শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। আরও দেখুন, এক দেশের প্রজা অন্য দূরদেশে অবস্থিত নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টার অবিষয়ীভূত সম্বন্ধশূন্য মূর্ত্তিহীন রাজাদেশ প্রভৃতি দ্বারা বধবন্ধ দণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাতেই বা যুক্তি কি, দেবতাদিগের বরে পাষাণময় স্তম্ভ কণকালমধ্যে সুবর্ণময় হইয়া পড়ে, ইহাতেই বা যুক্তি কি? আর এই যে অচেতন বিধি-নিষেধ সকল প্রয়োজন-সিদ্ধরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকেই প্রবর্ত্তিত হইয়া কতক প্রচারিত কতক অপ্রচারিত হইয়া রহিয়াছে, ইহারই বা কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন। ব্রহ্মন্! এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল, তাহার পরে ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি অর্থবোধিকা শ্রুতিই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? হে মহামুনে! সৃষ্টিপ্রারম্ভে শূন্য আকাশ হইতে কিরূপে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়? যদি বলেন আকাশের ঈদৃশ শক্তি আছে, তাহা হইলে সকল আকাশ হইতে আরও ব্রহ্মা উৎপন্ন হন না কেন? ওষধি সকলের স্বস্ববীজ জননশক্তি, অগ্নি প্রভৃতির দাহাদি স্বভাবই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? ২৪—২৯। হে মুনীশ্বর! আমার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির আপনি যাহা জানেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন, আরও আমার কতক-গুলি জিজ্ঞাস্য আছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন,—একই ব্যক্তির শত্রু বাসনা-ফলপ্রদ প্রয়াগাদি পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া তাহার মৃত্যু-কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, আর সেই সময়েই তাহার বন্ধু উক্ত পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া তাহার জীবন প্রার্থনা করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল। এ স্থলে উক্ত শত্রু ও মিত্র, উভয়েরই উপরে যথাক্রমে এককালে একব্যক্তির মৃত্যু ও জীবন প্রার্থনা সফল হয় কিরূপে, তাহা আমাকে বলুন। আমি "আকাশের পূর্ণচন্দ্র হই" এইরূপ কামনা করিয়া বহু ব্যক্তি এককালে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল, এবং সকলেই তপস্যার ফলে চন্দ্রভাব প্রাপ্ত হইল, সেই স্থলে আকাশ এককালে বহু চন্দ্রযুক্ত হয় না কেন? আরও দেখুন, অনেক ব্যক্তি একটী রমণীকে যদি নিজ পত্নীরূপে ধ্যান করে, তাহা হইলে ধ্যানফলে সেই রমণী তাহাদিগের সকলেরই পত্নী হইবে? কিন্তু সেই রমণী একাধারে নিজ স্বামীর গৃহে নিজ তপস্যায় ব্রহ্মচারিণী, তপস্যা ফলে সেই ধ্যাতাদিগের সকলেরই ধর্ম্মত পত্নী হওয়ায় সাধ্বী ও বহুব্যক্তির ভোগ্যা বলিয়া অসাধ্বী কিরূপে হইবে, একাকিনী কিরূপে ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্নগৃহে তাহাদের পত্নী হইয়া অবস্থিতি করিবে? এ সকল যদি না স্বীকার করেন ত ধ্যানের ফল হয় না, ধ্যান মিথ্যা বলিতে হয়। "আমি গৃহ হইতে নির্গত না হইয়াই সপ্ত-দ্বীপের রাজা হইব" এইরূপ বিরুদ্ধ বাসনা বর বা সাপের ফলে যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে একই গৃহের মধ্যে সপ্তদ্বীপের রাজ্য-ভোগ কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা আমাকে বলুন। দান, ধর্ম্ম, তপস্যা, ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের ফল অদৃষ্ট, সেই অদৃষ্ট যদি কর্ম্মক্ষম প্রদেশে উৎপন্ন হইবে, এইরূপ যদি নিয়ম হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, ইহলোকে ঐ সমস্ত দান-ধর্ম্মাদি করিয়া পরকালে (শূন্যপ্রদেশে) তাহার ফল পায় কিরূপে? আর এক কথা, অদৃষ্ট ত মূর্ত্তশরীরেই ফলপ্রদান করিবে? ইহলোকের মূর্ত্ত-শরীর পরকালে কিছু যায় না, অথচ ইহলোকেও কোন ফল দেখা যায় না, যদি বলেন, ব্যবহারী জীব ও অদৃষ্ট উভয়েই যেখানে সমবেত হয়, সেই খানেই তাহার ফল হয়। ইহকালে ত কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট, পরকালে আসিয়া ব্যবহারী জীবে সমবেত হয়, সেই জন্যই সেখানে ফলভোগ হয়; তাহাতে বলি, যে তাহা হইতে পারে না, কারণ একই মূর্ত্তি ব্যবহারী জীব ইহ ও পর উভয় লোকে থাকিতে পারে না, এদেশের বা এ কালের শরীর ভিন্ন দেশে ভিন্ন কালে থাকিবে কিরূপে? অতএব ইহকালের মূর্ত্তজীবের কর্ম্ম জন্য অদৃষ্টের ফল পরকালে হয় কিরূপে? এই সমস্ত অসঙ্গত ঘটনা সঙ্গত হয় কিরূপে? হে মুনিবর! চন্দ্রমা যেমন কিরণ দ্বারা সান্ধ্য অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ আপনি শান্তিপূর্ণ স্বচ্ছ উপদেশ প্রদান করিয়া আমার উক্ত সংশয়জাল ছেদন করিয়া দিন। হে ভগবন্! পরমাত্মবিষয়ক সন্দেহ সকল বিদূরিত হইলে উভয়-লোকের হিতসাধন করা হয়, আপনি আমার সেই হিতসাধন করিয়া দিন; আমি জানি, সাধুসমাগম কাহারই বিফল হয় না, সেই কারণে আপনার সমাগমে আমি প্রচুর আশা করিতেছি।৩০—৩৪

ষড়ধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ২০৬॥

সপ্তাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজন্! আপনি যাহা কহিলেন, তৎসমু-দয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাহাতে আপনার সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়, সেইরূপ ভাবেই সুস্পষ্ট করিয়া উত্তর প্রদান করিতেছি। ভাবনা বলে এই জগতের নিখিল বস্তুই সর্ব্বদা সৎ ও অসৎ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সত্য ভাবনায় সৎ, অসত্য ভাবনায় অসৎ। "ইহা এইরূপ" ইত্যাকার ভাবনা যেখানে প্রতিফলিত হইবে, তাহা সৎ হউক, আর অসৎই হউক, তাহা সেই ভাবনার অনুরূপ হইবেই। ভাবনার (সংবিদ্ বা জ্ঞানের) স্বভাবই এইরূপ, এই ভাবনা দ্বারাই দেহ ভাবিত হয়। এই ভাবনাবলেই ভোক্তা শরীরসম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত ভাবনা বা সংবিৎ দেহকে আত্মারূপেই ভাবনা করে, তাহার পরে সেই দেহ সংবিদের অভিব্যক্তি অনুভব করে—অর্থাৎ নিজে আত্মা হইয়া সংবিৎকে (ভাবনাকে) আপনার ধর্ম্ম করিয়া ফেলে। এই কারণেই জনগণ স্বপ্ন ও জাগ্রদ্দশায় শরীরকেই জ্ঞাতা বা চেতয়িতা বলিয়া জানেন এবং তদ্ভিন্ন অন্য এক সংবিদ্কে উক্ত চেতনা-কর্ত্তার ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করে, অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভ্রান্তিরূপিণী সংবিদ্ই দেহভাব, তদ্ভিন্ন আর দেহভাব নাই। কোন কারণ না থাকাতে সৃষ্টি প্রারম্ভে জগদ্ভাবে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় নাই, স্বপ্নদ্রষ্টা চিন্ময় আত্মাই জগদ্রূপে প্রতিভাত হন অর্থাৎ জগৎ-স্বপ্ন দর্শন করেন। ফলতঃ এই জগৎ আত্মার স্বপ্নব্যতীত

আর কিছুই নহে। এইরূপ সূক্ষ্মবিচারে প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্ম-নামক যে নির্ম্মল জ্ঞান, তাহাই জগদ্রূপে প্রতিভাত হয়, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়। এইরূপে অধিকারী ব্রহ্মই যে জগদ্রূপে অবস্থিত, ইহা বেদশাস্ত্রে, পণ্ডিতসমাজে ও অপরাপর অধ্যাত্মজ্ঞানবিষয়ক মহাগ্রন্থে প্রমাণিত ও আমাদের সকলেরই অনুভবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহারা, নিখিলপ্রাণীর অনুভবসিদ্ধ মহাত্মাদিগের দ্বারা কথিত জগতের নিত্যজ্ঞানময়ত্ব অপলাপ করিয়া বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ-বিষয়ের অনুভব ও তাহাকে প্রমাণ করত "সংবিৎ (জ্ঞান) নিত্য নহে, জ্ঞান, জড়শরীর হইতে উৎপন্ন, সুতরাং জড়শরীরেরই ধর্ম্ম" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মোহমগ্ন রহিয়াছে; তাহারা অন্ধকূপমণ্ডুকের ন্যায় অজ্ঞ ও উন্মত্ত, তাহাদিগের সঙ্গে আমাদের আলাপ করা উচিত নহে। কারণ তাহারা উন্মত্ত, জ্ঞানী ব্যক্তি উন্মত্ত নহেন, উন্মত্ত ও অনুন্মত্তের আবার কথোপকথন কি? যে তত্ত্ববিদের উপদেশে নিখিল সন্দেহ নিরাস হয়, তাহার সঙ্গে কি কখন মূর্খলোকে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। ১—১২। যে মূঢ়বুদ্ধি কেবল প্রত্যক্ষ-বিষয়েরই স্বীকার করে আর বলে "প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অপ্রত্যক্ষবিষয় প্রমাণ হইতে পারে না, সুতরাং বেদোক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য নহে" সেই ব্যক্তির কথা অভিজ্ঞজনের নিকটে অত্যন্ত কর্কশ ও হেয়, এবং নিতান্ত যুক্তিশূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, নিখিল তত্ত্বদর্শী তাদৃশ মূঢ়বুদ্ধিকে অন্ধকূপমণ্ডুক বলিয়া থাকেন। কারণ, সে পূর্ব্বাপর বিচারবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ-বিষয় লইয়াই থাকে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পায় না। বেদ ও তত্ত্বজ্ঞানী লোকদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারাও আমার মত এই স্বানুভববেদ্য তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া দিবেন, যাহাতে সকল সন্দেহ এককালে বিদূরিত হইয়া যায়। "আদি আত্ম-চৈতন্যই শরীরে পরিণত হয়, তাহা হইলে শবদেহ চেতনাবান্ হয় না কেন?" এইরূপ আশঙ্কা যাহার, সেই মূঢ়বুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যেমন আপনি স্বপ্নে নগর দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার বেশধারী পরব্রহ্ম সঙ্কল্পবলে যে নগর দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই এই জগৎ, ফলতঃ এই জগৎ সর্ব্বদাই সত্য চিৎস্বরূপে অবস্থিত, আপনার স্বপ্নদৃষ্ট নগরে যেমন চেতনভ্রান্তি নাই, তেমনি শবাদি জড়-বস্তুতেও চেতনভ্রান্তি হইতে পারে না। আপনার স্বপ্ননগরেও যেমন দিক্, শৈল ও পৃথ্যাদি অনুভবগোচর হয়, ফলতঃ তাহা সমস্তই চিন্ময় আকাশ, তেমনি বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মার সঙ্কল্পপুরী এই বিশাল জগৎ, ফলতঃ ইহাও সেই চিন্ময় পরমাকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১৩—২০। আপনি যেমন আপনার সঙ্কল্প-কল্পিত পুরীতে যাহা যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই অনুভব করেন, তেমনি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আপনার সঙ্কল্পিত জগতে যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই তাঁহার অনুভবগোচর হয়; আপনার সঙ্কল্প-পুরীতে আপনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই যেমন প্রতীয়মান হয়, ব্রহ্মার সঙ্কল্পনগর এই জগতেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সেই কারণে হিরণ্যগর্ভ জীব ও দেহের স্পন্দ ও মৃতদেহের অস্পন্দ এইরূপ নিয়মে যে স্পন্দ ও অস্পন্দ কল্পনা করিয়াছেন, অদ্যাবধিও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পিত জগৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, তাহার পরে নিখিল কারণের লয় হওয়ায় দ্রব্য পর্য্যন্তও থাকে না। প্রজাপতি ব্রহ্মা বিমুক্ত হইয়া যান, তাঁহার স্মৃতি পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার পরে দ্রব্যহীন ব্রহ্ম কোথায় দ্রব্য পাইয়া তদ্দ্বারা জগৎ-নির্ম্মাণ করেন। এই আপনার প্রশ্ন। আমাদের সিদ্ধান্তে কিন্তু আপনার এ প্রশ্ন আমাদের অনুকূলই হইয়াছে, কারণ আমরা বলি, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মই জগৎ ইত্যাকারে প্রতিভাত হন, তদ্ভিন্ন দ্রব্যরূপ জগৎ আর কিছুই নাই। ২১—২৫। অতএব আকাশরূপী ব্রহ্ম নিজেই প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রতিভাত হইয়া নিজ আকাশরূপকে জগৎরূপে সঙ্কল্পনগর জ্ঞান করেন। যেমন কেবল চিদ্রূপই সঙ্কল্পনগররূপে প্রতিভাত হন, সেইরূপ চিদ্রূপের বিকাশই বিনা কারণে জগদ্রূপে প্রতিভাত হয়। শরীর থাকুক বা না থাকুক, যে যে স্থানেই চিদাকাশ বিদ্যমান, সেই সেই স্থানেই ঐ চিদাকাশ আপনার স্বরূপকে দ্বৈত-অদ্বৈত-ময় জগৎরূপে জ্ঞান করেন। সেই কারণে চিদাকাশ মৃত্যুর পরে স্বপ্নপুরীর ন্যায়, সঙ্কল্পনগরের ন্যায় জগৎ দর্শন করিয়া থাকেন। সৃষ্টিপ্রারম্ভ হইতে কি জীবিত, কি মৃত সকলের নিকটেই এই জগৎ পৃথ্যাদিময় না হইলেও পৃথ্যাদিময়বৎ প্রতিভাত হইতেছে। ২৬—৩০। প্রবুদ্ধ (জাগরিত) ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জাগ্রদ্দশায় স্বপ্নদৃষ্ট দেশকালের যেমন প্রতীতি হয় না, সেইরূপ পরলোকগত ব্যক্তির নিকটে ইহলোকের দেশকাল কিছুই প্রতীয়মান হয় না। আকাশের যেমন কোনই কারণ নাই, সেইরূপ স্পষ্ট অনুভূত হইলেও এই জগৎ প্রবুদ্ধ-ব্যক্তির নিকটে অপ্রতীয়মান (নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত) হয়। সুপ্ত ব্যক্তির নিকটে অবিদ্যমান বস্তু যেমন বিদ্যমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পরলোকগত ব্যক্তির নিকটে চিদাকাশই সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়। পরলোকগত ব্যক্তির নিকটে আকাশ পর্ব্বত ক্রিয়াদিময় না হইলেও যেন পূর্ব্ব হইতে ক্রিয়াদিময় হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মৃত্যুর পরে জীব "আমি মৃত হইয়া নরকাদিভোক্তা শরীরীরূপে উৎপন্ন হইলাম, এই যমলোকে আসিয়া এক্ষণে শুভ অশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি" ইত্যাকার ভ্রমে পতিত হয়। ৩১—৩৫। যাহারা মুক্তির উপায় দেখে না, পরন্তু সে দিকে অবহেলা করিয়া কালাতিপাত করে, তাহাদিগের এ মোহ বিদূরিত হয় না, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বাসনাশূন্য হইয়াছেন, এই মোহ তাঁহাদের নিবৃত্ত হইয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তির বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মবিষয়ে যে অনুভব, তাহাই ধর্ম্মাধর্ম্ম বাসনা, ফলতঃ তাহা আকাশেই আকাশরূপে অবস্থিত, তাহাই আবার জগদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। এই জগৎস্বরূপ শূন্যরূপী হইলেও অসৎরূপ নহে, পরন্তু ব্রহ্মনামক চৈতন্যস্বরূপেই প্রতীয়মান, অজ্ঞান বশতঃই কেবল ইহা অনর্থ-রূপে পরিণত হয়, যিনি ইহার তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে ইহা পরম কল্যাণময় ব্রহ্ম। ৩৬—৩৮।

সপ্তাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজন্! এক্ষণে "প্রজা দূরস্থিত অমূর্ত্ত অসঙ্গত রাজনিদেশে শুভ অশুভ ফলের ভাগী হয় কিরূপে?" আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন ব্রহ্মই দৃশ্যবেশে দৃশ্য ও ব্রহ্মবেশে ব্রহ্ম হইয়া থাকেন, তখন জগৎও সেই

রূপ বোধে ব্রহ্মের সঙ্কল্পনগর হইতে পারে। সঙ্কল্পনগরে যখন যাহা যেরূপে সঙ্কল্পিত হইবে, অনুভবও তখন ঠিক সেইরূপ হইবে, আপনার এই সঙ্কল্পময় গৃহের প্রজাও যেমন আপনার সঙ্কল্পানুসারে সম্পন্ন হইতেছে, ব্রহ্মের সঙ্কল্পসম্পন্ন-জগতেও প্রজা সেইরূপ ব্রহ্মার সঙ্কল্প-অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।—অর্থাৎ আপনার এই সঙ্কল্পপুরীতে আপনি যেরূপ সঙ্কল্প করিতেছেন, সেই প্রকারেই তাহা দেখিতেছেন। ১—৫। তপোবনে মুনিদিগের যেমন বিশুদ্ধ সংবিদ্ বর ও অভিসম্পাত দানে সক্ষম হয়—অর্থাৎ বর ও শাপপ্রদানে সঙ্কল্পে সিদ্ধ হয়, ব্রহ্ম সংবিদও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মের সঙ্কল্প-অনুসারেই তপস্বীদিগের বরও শাপ সঙ্কল্পসিদ্ধ হয়। ব্রহ্মের কল্পনা (সঙ্কল্প) বলেই প্রজাগণ বিহিত নিষিদ্ধকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়। জগৎ পূর্ব্বে দেহীদিগের উপলব্ধিগোচর ছিল না বলিয়াই পূর্ব্বে অসৎ ছিল, পরে উপলব্ধিগোচর হইয়া সৎ হইয়া উঠিয়াছে। চিদ্রূপী ব্রহ্মের সঙ্কল্প-অনুসারেই এই জগৎ সৎ হইয়াছে, চিদ্রূপী ব্রহ্মের বিকাশই সৃষ্টি এবং নিমেষই প্রলয়। ৬—৯। রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই জগৎ ব্রহ্ম-সঙ্কল্পেই যদি সৎ হয়, তাহা হইলে ইহা সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে উপলব্ধ হয় না কেন? জাগ্রৎও সৃষ্টিকালেই বা উপলব্ধি হয় কেন, আর সর্ব্বদা অস্থির বিকারী জগৎ সর্ব্বদা সুস্থির হইয়া প্রতীত হয় কেন? তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, মায়াময় চিদাকাশের সঙ্কল্পপুরীর স্বভাবই এই যে, ইহা স্বপ্ন ও জাগ্রদ্দশায় দেখা দিয়া প্রলয়, সুষুপ্তি বা মোক্ষকালে উপস্থিত হইলে ক্ষণকালমধ্যে অদৃশ্য হয়। চিদাত্মার এই সৃষ্টি-পরম্পরা বালকের সঙ্কল্পকল্পিত পুরীর ন্যায় নীল নভস্তলে প্রতীয়মান কেশগুচ্ছাদির ন্যায় সৎ ও অসদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। আপনি যেমন সঙ্কল্পপুরী নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহার বিনাশ করেন এবং আপনার স্বভাব তখন সেই সঙ্কল্পপুরীর প্রলয় সঙ্কল্পে বা অন্যবিধ সঙ্কল্পে পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। সেইরূপ চিদাকাশের কল্পনাময় পুরীর উন্মেষ ও নিমেষ তাহাকেই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বভাব-বিকাশ বলিয়া জানিবেন। এই কারণে এই ত্রিভুবনাকাশ সংবিদ্‌মনমাত্র হইলেও অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাকাশই হইয়া থাকে। কারণ, সেই ব্রহ্মাকাশ নিজেই জগৎ হইয়াছেন। সেই কারণে ঐ সঙ্কল্পকর্ত্তা যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই অনুভব করেন। ১০—১৫। সেই আবরণশূন্য চিদাত্মার শত যোজন দূরে শতযুগ পূর্ব্বে যে সঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি স্বপ্নের ন্যায় যেন বর্ত্তমানের মত কার্য্যকারী হইতেছে। চিদাত্মা আবরণশূন্য ও এক অদ্বয় বলিয়া ভিন্ন দেশের বা অতীত-কালের ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। যেমন স্বচ্ছ মণিতে অপরবিধ প্রভার সন্নিপতন বা তিরোধান স্পষ্ট অনুভূত হয়,—অর্থাৎ মণির সম্মুখে কোন বস্তু আনিয়া ধরিলে সে বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই মণিরদিকে দৃষ্টিপাত করিলে সম্মুখে কোন বস্তু রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, এবং সম্মুখস্থ বস্তু স্থানান্তরে সরাইলেও সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারা যায়। যেখানে কোন বস্তু নাই, সেইরূপ চিদ্রূপ মণিতে এই জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনুভূত হয়। শাস্ত্রে যে বিধি ও নিষেধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সুনিয়ম দ্বারা সমাজবন্ধন করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, কষ্টের এই ফল, এই কর্ম্মের এই ফল ইত্যাদি নিয়ম সকল জীবগণের ভাবনায় প্রথিত হইয়া থাকায় মৃত্যুর পরে পরকালেও (ভাবনানুসারে) তাহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। চিন্ময় ব্রহ্মের অস্ত বা উদয় কখনই নাই। ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বদাই পরিস্ফুরিত হইয়াছে। ১৬—২০। ঐ চিদাত্মার কল্পনাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্পনগরে পরিণত হওত যখন জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই উহাকে জগৎ বলা হইয়া থাকে। আবার যখন ঐ ব্রহ্মচৈতন্য আপনার ঐ জগদ্ভাব-স্ফুরণের সংহার করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তখন ঐ চিদাকাশরূপে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্যকে শান্ত বলা হয়। যেমন বায়ুর স্বভাব স্পন্দ ও অস্পন্দ, তেমনি জগদ্ভাবে স্ফুরণ ও অস্ফুরণ এ দুইই ঐ আত্মার অক্ষয় নির্ম্মল স্বভাব, আপনার কল্পনাময় পুরীতে যেমন জরা-মৃত্যু নিবারক ওষধি সকল পৃথক্ পৃথক্ স্বভাববিশিষ্ট করিয়া কল্পনা করেন, সেইরূপ ব্রহ্মের সঙ্কল্পনগর ত্রৈলোক্যের মধ্যেও ব্রহ্ম সঙ্কল্পবলে ওষধি প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব নিয়মিত রহিয়াছে। ২১—২৬। হে রাজন্! বালকে যেমন এক একটা ক্রীড়াদ্রব্য একই প্রকারে কল্পনায় স্থির করিয়া রাখে, (ইহাতে এইরূপ ক্রীড়া হয় ইত্যাদি প্রকার), নিত্য নূতন নূতন করিয়া কিছু কল্পনা করে না, যাহা সঙ্কল্প করিবার, তাহা একবারই সঙ্কল্প করিয়া রাখে, প্রতিদিন ক্রীড়াকালে তাহাই বা তজ্জাতীয় অন্য ক্রীড়াদ্রব্য লইয়া ক্রীড়া করে, সেইরূপ সঙ্কল্পনগরের সঙ্কল্প-কর্ত্তাও যাহা সঙ্কল্প করিয়া রাখেন, সেই সঙ্কল্পবলে তাহা একেবারে চিরপ্রথিত হইয়া যায়। চিদ্ঘন ব্রহ্মের স্বভাবই এই যে, যাহা যাহা সঙ্কল্প করিবেন, শীঘ্র তাহাই তদ্রূপে প্রতিভাত হইবে। এইজন্য সঙ্কল্পকল্পিত পদার্থনিচয় এক চৈতন্যময় হইলেও বিভিন্নপ্রকারে বিভিন্ন আকৃতি ও স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সঙ্কল্পকল্পিত নিখিল পদার্থেই ব্রহ্মচৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মচৈতন্য যেখানে যে ভাবে বিদ্যমান থাকেন, তাহা সেই ভাবেই প্রতিভাত হয়। এই আদিমধ্য অন্ত-বিহীন অনন্তবীর্য্য ব্রহ্ম কিছুই না হইলেও কিছু এবং অসত্য হইলেও সদ্রূপে অবস্থিত। সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম নিখিল প্রাণী এবং নিখিল বস্তুতে—যেখানে যদ্রূপে অবস্থিতি করেন, তদ্রূপেই প্রকাশিত হন। ২৭—৩০।

অষ্টাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৮ ॥

নবাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—একই পুরুষের শত্রু ও [illegible] প্রয়াগাদি পুণ্যক্ষেত্রে তাহার মৃত্যু বা জীবন-কামনাপূর্ব্বক [illegible]ত্যাগ করিয়া কিরূপে তাহার ফললাভ করে, আপনার এই [illegible]ের উত্তর এক্ষণে শ্রবণ করুন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সৃষ্টিপ্রারম্ভেই আপনার সঙ্কল্প-নগরে অধিকারী জীবগণের প্রয়াগাদি পুণ্যক্ষেত্রে মৃত্যুতে বা অন্যান্য শাস্ত্রনিয়মিত পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই জন্য যে যেরূপ কামনায় কর্ম্ম করে ফলও ঠিক সেইরূপ পাইয়া থাকে। ব্রহ্মা আপনার সঙ্কল্পনগরে অধিকারী জীবের অভীষ্টসাধন করিবার উদ্দেশে [illegible] প্রয়াগাদি পুণ্যক্ষেত্র ও অন্যান্য স্নানদানাদি পুণ্যকর্ম্মের [illegible]নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বলিয়াই অধিকারী পুরুষ তাঁহার নির্দ্দেশে আস্থা করিয়া যে কর্ম্ম করে:

তাহার সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে। সেই কারণে যে মহাপাপী, সে যদি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রয়াগাদি পুণ্যক্ষেত্রে মরে, তাহা হইলে তাহার সেই পুণ্যক্ষেত্রে মৃত্যুজন্য পুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্যবলে সঞ্চিত পাপ নষ্ট করিয়া দিয়া নিজে নষ্ট হইয়া যায়।—অর্থাৎ অধিকারী নিষ্পাপ ও পুনর্বর্জিত হইয়া যায়। আর যদি তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের ভাগ অল্প ও পুণ্যক্ষেত্রে কৃতকর্ম্মের ফল অধিক হয়, তাহা হইলে তাহার সেই পুণ্য, পাপ নাশ করিয়া নিজে যতটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই সুফল প্রদান করে। ১—৫। হে মহীপতে। যেখানে শাসনীয় পাপীর সঞ্চিত পাপ ও পুণ্যক্ষেত্রে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল পুণ্য সমান সমান হয়, সেখানে পাপ ও পুণ্য উভয়েই তুল্যবল হওয়ায়, কেহ কাহাকেও নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং পাপ ও পুণ্য উভয়েরই ভোগের জন্য সেই অধিকারীর দুইটী শরীর এবং দুইটী শরীরের দুই চিদাভাস ভ্রান্তিজ্ঞানের ন্যায় স্ফুরিত হইতে থাকে। এইরূপে ব্রহ্মের সঙ্কল্পবশেই পাপ ও পুণ্যের ফলসকল উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। আমি ঐ চিৎ-পদার্থকেই ব্রহ্মবলিতেছি, ঐ ব্রহ্মই পদ্মযোনি ব্রহ্মা, তুমি, আমি ইত্যাদি বিবিধ-আকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম যেরূপ অবস্থিত হইবেন,তাঁহার সঙ্কল্পিত এই জগৎও ঠিক সেইরূপ হইবে। পুণ্যের বিপরীত পাপ যাহার আছে, তাহার যেমন নরকাদি-ক্লেশভাবনা উপস্থিত হয়—অর্থাৎ নরকাদি-ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে, সেইরূপ বিধাতার (ব্রহ্মার) সঙ্কল্পানুযায়ী পুণ্যক্ষেত্র-কৃত পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগও স্বপ্নের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া থাকে,—অর্থাৎ জনগণ পুণ্যফল অনুভব করিতে থাকে। যে পাপী, সে ভাবিতে থাকে, এই আমি মৃত হইলাম আমার এই বন্ধুগণ রোদন করিতেছে, আমি এই একাকী পরলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাদের বন্ধুবর্গও বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় সেইরূপই ভাবিতে থাকে। যখন অত্যুৎকট পাপ বা পুণ্য সঞ্চিত হইয়া পড়ে, তখন অধিকারিগণ চিৎকল্পনাবশে অপরের অলক্ষিতভাবে মহাত্মাদিগের নিগ্রহ বা অনুগ্রহদৃষ্টিতে দুষ্ট কুফল বা সুফলপ্রাপ্ত হয়। অত্যুৎকৃট পুণ্য ও পাপবশে যে আপনাকে মৃত ভাবিতেছে, তাহার বন্ধুবর্গও তাহাকে সেইরূপ মৃত অচেতন হইয়া পতিত শবরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে; এবং তাহার জন্য রোদন করে ও বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে লইয়া তাহার দাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। আর একই ব্যক্তির স্নেহভাবনারূপী বন্ধু তাহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিলে সে আপনাকে জরামৃত্যুবিহীন অক্ষুণ্ণ অনুভব করে, সেই উপস্থিত দেহেই আপনার জীবনসত্তা অনুভব করে। আবার সেই ক্ষণেই তাহার শত্রু যদি প্রয়াগে গিয়া তাহার মৃত্যুকামনা করিয়া মরে, তাহা হইলে অমনি তখনই সে পুণ্যক্ষেত্রে তাহার শত্রুকৃত পুণ্যের বলে অদৃশ্য অপর এক শরীরে আপনার মৃত্যু অনুভব করে। তখন সে শত্রুকৃত অভিচার-ক্রিয়ার প্রতীকার ভাবনা না করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায় আপনার মৃত্যুই ভাবিতে থাকে। সে ব্যক্তি অনাবৃতগাত্রে বিবস্ত্রভাবে বসিয়া আছে, নিজে কঞ্চুকাবৃতশরীর হইয়া থাকিলে তাহাকে মারিতে আর ক্লেশ কি? সেই মৃত্যুভাবনাকারী ব্যক্তির বন্ধুগণ কিন্তু তখন তাহাকে মৃত্যুহীন জীবিত বলিয়াই দেখিতে থাকে; এইরূপে একই ব্যক্তি এককালে আপনার জীবিত ও মৃত দ্বিবিধ অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই জগৎই যখন ভ্রান্তিময়, তখন ইহার আভ্যন্তরিক ঘটনাতে আবার বিরোধই বা কি, আর সঙ্গতিই বা কি? জগৎই যখন ভ্রম, তখন ইহার বিরোধী কি না হইতে পারে? ভ্রমের উপরে আরও কত ভ্রম আছে। সঙ্কল্প বা স্বপ্নদশায় যে নগরভ্রান্তি অনুভূত হয়, জাগ্রৎস্বপ্নের এই ভ্রান্তি (জগদ্ভ্রম) তাহা অপেক্ষা নূতন নহে, বরং অধিকই হইবে। রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিরূপে দেহজ্ঞানের প্রতি-কারণ হয়? কারণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মূর্ত্তি নাই, দেহ মূর্ত্ত, অতএব অমূর্ত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম কিরূপে মূর্ত্ত-শরীরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন। ১৬—২০। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মহামতে! ব্রহ্মার সঙ্কল্পনগর এই জগতে এমন কি আছে, যাহা সঙ্গত বা সত্য হয় না, সঙ্কল্পনগরে যেমন অসম্ভব কিছুই নাই, ব্রহ্মার কল্পনাপুরী এই জগতেও তেমনি অসম্ভব কিছুই নাই। সঙ্কল্প বা স্বপ্নপুরীতে এক বস্তুই লক্ষ বস্তু হইয়া পড়ে, নচেৎ একাই স্বপ্নে সৈনিকভাব প্রাপ্ত হয়; তাহাই সহস্র হইয়া আবার এক হয়,—সেই স্বপ্নসেনাই পরে আবার এক সুষুপ্ত হইয়া যায়, সংবিদা-কাশময় অনুভবরূপী এই জগতে সঙ্কল্প বা স্বপ্নকালে যে সঙ্কল্পিত বা স্বপ্নদৃষ্ট-সৈনিক অনুভূত হইয়া থাকে, ইহা সঙ্কল্প বা স্বপ্নভঙ্গের পরেও কে না অনুভব করিয়া থাকে? ২১—২৫। অতএব চিদাকাশের সঙ্কল্পভূত এই জগতেও সম্ভবপরই বা কি, আর অসম্ভবপরই বা কি? সবই সম্ভবপর হইতে পারে; আবার কিছুই সম্ভবপর না হইতেও পারে। ফলতঃ যাহা কিছু দেখিতেছি, বা অনুভব করিতেছি, সমস্তই ভ্রান্তি, সমস্তই একমাত্র উজ্জ্বল আকাশময়। ইহাতে অসৎও কিছুই নাই, সৎও কিছুই নাই। ইহাতে যে প্রকারে যাহা যাহা অনুভূত হইতেছে, তত্ত্বদর্শী প্রবুদ্ধ-ব্যক্তির নিকটে তাহা তদ্রূপেই প্রতিভাত হইতে পারে, তত্ত্বদর্শীর নিকটে আবার অসঙ্গত কি? ইহলোকে ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে স্বর্গে গিয়া সুধাপূর্ণ পর্ব্বত প্রাপ্ত হয়,—অর্থাৎ অসীম সুধাসম ভোগসুখ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ শাস্ত্র নিয়মের উপরে আস্থা করিয়া ঐরূপ ফলবাসনায় যে ধর্ম্মকর্ম্ম করে, সে অবশ্যই স্বর্গে গিয়া সুধাপূর্ণ পর্ব্বত প্রাপ্ত হইবে। যদি প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া অসঙ্গত মনে কর, তাহা হইলে ইহলোকে যে কর্ম্ম করা যায়, পরলোকে তাহার ফলভোগ ইত্যাদি নিয়মও অসঙ্গত ও মিথ্যা হইয়া যায়।—অর্থাৎ যাদৃশ ভাবনা করিবে, সিদ্ধিও ঠিক তদনুরূপ হইবে। ২৬—৩০। যদি জগতের নিখিল বস্তু সত্য হয়, এবং তাহাতে বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলেই ইহা সঙ্গত, ইহা অসঙ্গত, এইরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু নিখিল দ্রষ্টাই যখন সঙ্কল্পবশে চিদ্ভাব হইতে প্রকাশিত হইয়া স্ব স্ব কল্পনায় দৃশ্য হইতেছে, তখন আর সঙ্গতই বা কি, আর অসঙ্গতই বা কি? এই জন্যই (অসঙ্গতি দূর করিবার জন্যই) আমরা স্বপ্ন ও সঙ্কল্পসিদ্ধ বস্তুর অনুভব-অনুসারেই এই জগতের অনুভবের কথা বলিয়াছি কারণ জগতও ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত চিতিরই সঙ্কল্প। তোমার সঙ্কল্পনগরে যেমন অসম্ভব কিছুই নাই, চিদ্রূপী ব্রহ্মের সঙ্কল্পনগরেও সেইরূপ কোন প্রকার অসম্ভব নাই। ব্রহ্মসঙ্কল্পভূত জগতে যাহা যেরূপে কল্পিত হইবে, তাহা স্বভাবতঃই সেইরূপে উপস্থিত হইবে। অনুরক্ত ও কার্য্যতঃ ব্যবহারও ঠিক সেইরূপ হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না, কারণ, যতক্ষণ ভিন্ন কল্পনা (বা ভাবনা) উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ কল্পিতবস্তু পূর্ব্বকল্পনারূপেই বিদ্যমান থাকে;

এই কারণেই যে পর্য্যন্ত মহাপ্রলয় না হয় সে পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি-প্রারম্ভে ব্রহ্মার সঙ্কল্পে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপই থাকে। মহাপ্রলয়ের পরে আবার অন্য প্রকার সঙ্কল্পে অন্য প্রকার হইয়া যায়। প্রতি স্বপ্নে প্রত্যেক জীবের চৈতন্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ননগর স্বয়ংই প্রতীয়মান হয়, এইরূপ প্রতিকল্পে সঙ্কল্পরূপী জগৎ স্বয়ংই প্রতিভাত হয়। এই জগদ্রূপ সঙ্কল্প-নগরে অসত্ত্বপর কিছুই নাই এই জগৎও সঙ্কল্পকারী আদ্যপর-স্বরূপী চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, অতএব রাজন্! এই নিখিল জগৎকে আপনি ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবেন। ৩১—৩৮।

নবাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৯ ॥

দশাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজন্। "অক্ষয় পূর্ণচন্দ্র হইবে"—এই কামনায় ধ্যান করিয়া শত লোকে পূর্ণচন্দ্রভাব প্রাপ্ত হইলে আকাশ শত চন্দ্রময় হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এক্ষণে প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাহারা "আমি চন্দ্র" এইরূপে চন্দ্রবিষয়ক ধ্যান করিতে থাকে, তাহারা ধ্যানবলে চন্দ্রভাব প্রাপ্তিতে অন্যভাব বিস্মৃত হইয়া সুস্থির হয়। এই আকাশে ত আর প্রাপ্ত হয় না বা আকাশের এই চন্দ্রেও প্রবিষ্ট হয় না। সঙ্কল্পবলে আপনাকে চন্দ্র বলিয়া জ্ঞান করে মাত্র। সঙ্কল্পনগরে অভীষ্টলাভ যে সঙ্কল্পকারী, সেই করিয়া থাকে, অপরে নহে; বলুন দেখি, অপরের সঙ্কল্পপুরীতে অন্যে কখন কোথায় প্রবেশ করিয়াছে কি? তাহাদের স্ব স্ব সঙ্কল্পিত চন্দ্রসকল সেই সঙ্কল্পকর্ত্তারই সঙ্কল্প-কল্পিত জগদাকাশে অক্ষয় ও পূর্ণ হইয়া কিরণ প্রদান করিতে থাকে, অপরে তাহা দেখিবে কিরূপে? যদি ধ্যানকর্ত্তা এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ধ্যান করে যে, "আমি এই আকাশের চন্দ্রে প্রবিষ্ট হই" তাহা হইলে সে আত্মদেহসুখবর্জ্জিত হইয়া এই চন্দ্রেই প্রবিষ্ট হয়। "আমি চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে অবস্থিতি করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যে ধ্যান করে, সে অবশ্যই চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া তাদৃশ সুখভাগী হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্যথা সংবিৎ যাদৃশ স্বভাবের অনুবর্ত্তন করে, দৃঢ়নিশ্চয় থাকে ত ঠিক সেইরূপই অনুভব করে। ধ্যানকর্ত্তাদিগের স্ব স্ব সঙ্কল্প-অনুসারে চন্দ্রত্ব যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রতিভাত হয়, স্ব স্ব সঙ্কল্পবলে কামিনী-লাভও ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে। আর যে সাধ্বী রমণী লক্ষ লক্ষ ধ্যানকর্ত্তার ধ্যানবলে ভার্য্যা হয়, সেই কল্পনাসম্ভূত ভার্য্যারূপে অনুভবও ঐরূপ তাহাদের অন্তঃকরণোপহিত সাক্ষি-চৈতন্যই হইয়া থাকে। নিজগৃহ হইতে বহির্গত না হইয়া জীব যে সপ্ত-দ্বীপের রাজা হয়, সেই সপ্তদ্বীপের রাজ্যলাভও তাহার সেই নিজ গৃহাকাশে কল্পনাবশে হইয়া থাকে। ১—১০। যখন এই নিখিল সৃষ্টই সেই আদি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মার কল্পনাসম্ভূত এইজন্য সৃষ্ট প্রতিবন্ধ, শান্ত, তখন কথিত উপাসকদিগের কল্পিত জগৎ কি কখন অন্যরূপ হইতে পারে? ইহাও ঐরূপ কল্পনা; সুতরাং ইহাতে অন্যভিত্তিই বা কি, আর সত্যভিত্তিই বা কি? ইহ-লোকের নিরাকার দান, শ্রাদ্ধ, জপ, জপপ্রভৃতি কর্ম্মের পরলোকে যে সাকার ফল হয়, তাহার কারণ কি, এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহলোকে দানাদি সৎকর্ম করিয়া জীব, সেই কর্ম্মের শুভফল অবশ্যই পাইব, এইরূপ ধারণা [illegible] থাকায় মৃত্যুর পরে নিরাকার হইয়াও চি[illegible] করিয়া স্বপ্নের ন্যায় মূর্ত্ত কর্ম্মফল দর্শন ক[illegible] তাহা কিছুই নহে। মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় [illegible] ভ্রান্তিবশেই চৈতন্য মনের সহযোগে কার্য্য[illegible] যুক্ত হইয়া স্পন্দ ও অস্পন্দরূপী হয়; য[illegible] যায়, তখন নির্ম্মল চৈতন্যই মাত্র অবশিষ্ট [illegible] জীব ইহলোকে অনুষ্ঠিত দানাদি কর্ম্ম ক[illegible] প্রতিভাসকেই তাহার ফলরূপে প্রাপ্ত [illegible] অবশ্যই সিদ্ধ হয়, ইহার অন্যথা হইবার [illegible] নাই। কল্পনাত্মক সংসারে অকৃত্রিম সঙ্কল্পরূপ দান[illegible] ([illegible]) বা অদানফল (দুঃখভোগাদি) পরলোকে যে [illegible] হইবে, তাহাতে বিরোধও ত কিছু দেখি না। হে মহী[illegible] আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয়ের উত্তর দিলাম, পুনর্ব্বার সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, এই নিখিল জগৎ চৈতন্যেরই কল্পনা-মাত্র, ইহাতে প্রতিঘ (প্রতিবন্ধক) কিছুই নাই। রাজা জিজ্ঞাসি-লেন, ভগবন্! দেহবিহীন চৈতন্য কর্ত্তৃক কৃত এই দেহ[illegible] কিরূপে প্রতিভাত হয়? দেহ ব্যতিরেকে চৈতন্যের প্রতিভাসই অসম্ভব, তবে তৎকল্পিত দেহের প্রতীতি হয় কিরূপে? চারিদিকে ভিত্তি না থাকিলে দীপপ্রভার প্রকাশ হয় কিরূপে?—অর্থাৎ ভিত্তিসাহায্য ব্যতিরেকে দীপপ্রভা প্রকাশের ন্যায় চিৎকল্পিত দেহের প্রতিভাস আমার নিকটে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মহামতে! আপনি দেহশব্দের যে অর্থ বুঝিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির নিকটে সে অর্থ আকাশে পাষাণের মূর্ত্ত[illegible] অলীক।—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী উহার ওরূপ অর্থ বুঝেন[illegible]। ব্রহ্মশব্দের যে অর্থ, দেহশব্দেও সেই অর্থ; জল [illegible] দুই শব্দের যেমন অর্থগত কোন পার্থক্য নাই, সেই[illegible] দেহশব্দের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই। স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান ঐ দেহ, বস্তুতঃ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই কেবল আপনাকে বুঝাইবার নিমিত্ত স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান দেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, বাস্তবিক তাহা স্বপ্ন নহে, স্বপ্ন আপনার অনুভূতবিষয়, এইজন্য স্বপ্নদৃষ্টান্ত দিয়া আপনাকে বুঝাইলাম, বাস্তবিক এই জগৎ চিদ্রূপেই প্রতিভাত, স্বপ্নের সহিত ইহার অণুমাত্রও সা[illegible] নাই[illegible]। এই দেহই বা কি? স্বপ্নপদার্থ বা স্বপ্নবুদ্ধিই [illegible]? তত্ত্ববিৎ জানেন, স্বপ্ন ভ্রান্তিমাত্র, অজ্ঞকে বুঝা[illegible] এই ভ্রান্তিদৃষ্টান্তের আবশ্যকতা, চিদ্রূপব্রহ্মে[illegible] সুষুপ্তি কিছুই নাই। যাহা কিছু প্রতিভাত [illegible] আকাশ, সমস্তই প্রণবের তুরীয়াংশে পর্য্যবসিত। [illegible] যে (জগতের) প্রতিভাত হইতেছে, ইহা [illegible] নহে এবং পূর্ব্বে যাহা প্রতিভাত হইয়াছি[illegible] কিছুই নহে, জাগ্রৎ-স্বপ্ন প্রভৃতি কিছুই ন[illegible] ব্রহ্ম। ১১—২৫। জ্ঞানের এক বিষয় হইতে [illegible] করণকালে পূর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ ও পরবিষয় [illegible] এই সময়টুকুর মধ্যে জ্ঞানের যে আকার [illegible] অদ্বৈত যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, সমস্তই [illegible] জ্ঞানস্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে দ্বৈত-অদ্বৈত[illegible] সমস্তই চিন্ময়, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে আকা[illegible] সহিতই ইহার উপমা দেওয়া হইয়া থাকে।

অভাব, দ্বৈত, ঐক্য, সৎ, অসৎ এ সকলই পরম চিদাকাশ-পূর্ণ অপেক্ষাও পূর্ণব্রহ্মই সর্ব্বত্র প্রতিভাত; এই জগৎ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিত; স্ফটিকমণির নিবিড় মধ্যভাগের ন্যায় না প্রতিভাত না অপ্রতিভাত। চিদাকাশই জগৎ, এই কারণে চিদাকাশ অপ্রতিঘ, যেখানে যেখানে চিদাকাশের বিদ্যমানতা, জগৎও সেইখানে। চিদাকাশ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, এই কারণে সমস্তই জগন্ময়। জগৎ বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তাহাও সেই শান্ত ব্রহ্মই। এই কারণে এই বিশ্ব যেরূপে অবস্থিত, সেইরূপেই অনাময় হইয়া চিরস্থিতি করিতে পারে, কেননা অনিন্দ্যস্বরূপ ব্রহ্মই চিৎসকল পুরাকারে প্রতিভাত হইতেছেন। ইহাতে অন্য প্রকার যুক্তি সম্ভবপর নহে, ইহাই সমীচীন যুক্তি। পুরুষার্থলাভেচ্ছু শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে যুক্তি ও অনুভবের বিরুদ্ধ কথা বলা কোনক্রমে সঙ্গতই নহে। লোকে এবং বেদাদি শাস্ত্রে যাহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত যুক্তিযুক্ত ও সুসিদ্ধ বলিতে হইবে। বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মকেই সৎ বলিয়াছে, আর এই দ্বৈতকে অসৎ বলিয়াছে, আমিও তাহাই বলিতেছি, সুতরাং প্রমাণ-যুক্তিসিদ্ধ মদীয় বাক্য কোনমতেই হেয় হইতে পারে না। পূর্ব্বে যাঁহাকে বদ্ধ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, জানিতে পারিলে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াই অবধারণ করিবেন। তখন এই বিশ্ব বিলীন হইয়া ব্রহ্মরূপেই পর্য্যবসিত হইবে। ২৬—৩৫। আপনার নিকটে অদ্য যে যুক্তি প্রদর্শন করিলাম, এই যুক্তিতে জীবন্মুক্ত হওয়া যায় এবং ইহাতে লোক-বেদাদি সমস্ত জগৎ যে ব্রহ্ম ইহা নিশ্চিত হইয়া যায়, এইরূপ যুক্তি পরম পুরুষার্থের উপায় বলিয়া সকলেরই উপাদেয় জানিতে না পারাতেই এই সংসার-পাদপ প্রতিভাত হইতেছে। জানিতে পারিলে ইহা চিদাকাশ হইয়া যাইবে, সেই অপরিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত চিদাকাশই আমি, ত্রিজগৎ, বন্ধন ও মুক্তি এইরূপে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপরিজ্ঞাত অবস্থাতেই ঈদৃশ নাম ভেদ হয়; পরিজ্ঞাত চিদাকাশের কোনই নাম নাই। এই যথাস্থিত দৃশ্য পরিজ্ঞাত হইলে লয়প্রাপ্ত হয়, কিছুই থাকে না। যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার নিকটে এ দৃশ্য নাই; তাঁহার স্বরূপ পাষাণবৎ নিশ্চল নির্ম্মল চিদ্রূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির নিকটে বা বেদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্রে যাহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত, তাহাই স্বানুভববেদ্য, এবং তাহাই পরম পুরুষার্থরূপে কল্পিত হয়। অন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্বানুভববেদ্য চিদাকাশের জন্য একমাত্র করিলে অবশ্যই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বত্রই বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া একমনে যাহার জন্য চেষ্টা করিবে, তাহা অবশ্যই সুসিদ্ধ হয়। ৩৬—৪০। অন্য সকল লৌকিক কর্ম্ম অসত্য; মোক্ষই সত্য এইরূপে মোক্ষ ও লৌকিক কর্ম্মে মহান্ পার্থক্য থাকিলেও সাধনোদ্যোগ ও ফলের অনুভব-বিষয়ে কি মোক্ষ, কি লৌকিক কর্ম্ম কোথাও পার্থক্য নাই, সবই সমান। হে মহাত্মন্! হে মতিমন্! আপনার মহাপ্রশ্নের এই উত্তর করিলাম, মীমাংসা করিয়া দিলাম; আপনি এক্ষণে আমার এই মীমাংসিত পথে গমন করত আবিশূন্য নিরাময় ও ভোগে আসক্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বোন্নত হউন। ৪১—৪২।

দশাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ২১০॥

একাদশাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—"রাম! আমি সেই ইলাবতী রাজধানীতে সেই প্রজ্ঞপ্তি রাজার বাড়ীতে বসিয়া এইরূপ প্রশ্ন-মীমাংসা করিলে পর, সেই রাজা আমাকে যথাযোগ্য পূজা করিলেন; তাহার পরে আমি আমার প্রয়োজনসাধন করিয়া স্বর্গে যাইবার নিমিত্ত আকাশমার্গে চলিলাম। হে বুদ্ধিমান্দিগের অগ্রণি! অদ্য এইখানে বসিয়া সেই কথিত উত্তরগুলি তোমার নিকটে পুনরায় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এই যুক্তিপূর্ণ উপদেশবাক্যের অনুসারে কার্য্য করিলে শান্তচিত্ত আকাশময় হইতে পারিবে। এই অখিল দৃশ্য একমাত্র ব্রহ্ম, আখ্যাশূন্য একমাত্র নির্ম্মল আকাশ। ইহা অজ শান্তিময়, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্যও নাই। ইহা চিতির বিকাশমাত্র, ইহার অন্য প্রকার কোন নাম নাই, কেবল কল্পনাতেই ইহার পরাৎপর ব্রহ্ম এইরূপ নাম করা হইয়াছে, কারণ চিৎ নিজে কূটস্থ নির্ব্বিকার, তাঁহাতে ব্রহ্মের ব্যুৎপত্তিলভ্য বৃদ্ধিশীল অর্থসঙ্গতই হইতে পারে না। এইজন্য তাঁহাকে নামবিহীন পরমপদ বলা হয়। ১—৪। রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সিদ্ধ, সাধ্য, যম, ব্রহ্মা, বিদ্যাধর ও দেবগণের লোক-সকল তবে কিরূপে লোকের আধার হইল। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"সিদ্ধ, সাধ্য, যম, ব্রহ্মা, বিদ্যাধর, দেবতা এবং অন্যান্য অপূর্ব্ব মহাত্মাদিগেরও নিম্নে, সম্মুখে ও পশ্চাতে লোক-সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; যদি তুমি চূড়ালোপাখ্যানে মৎকথিত ধারণা-বিশেষের সাহায্যে দেখিতে পার ত তৎসমস্তই দেখিতে পাইবে। সিদ্ধলোক বিবিধ, তন্মধ্যে মহঃ, জন, তপ, সত্যনামক লোক-সকল অতিদূরে অবস্থিত, আর এই সকল সিদ্ধ লোক-সকল বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই ইহা রহিয়াছে। ধারণাভ্যাস করিলে তুমি বিবিধ লোকই দেখিতে পার, ধারণাভ্যাস নাই বলিয়াই এখন দেখিতে পাইতেছ না। ধারণাভ্যাস করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও কিছুই নাই। কারণ আমাদের কল্পনাসম্ভূত লোকও যেমন, সিদ্ধগণের সঙ্কল্প-লোকও ঠিক তদ্রূপ, সঙ্কল্পসম্ভূত বায়ু যেমন সর্ব্বত্রই অবস্থিত, সঙ্কল্প-লোক-সকলও তেমনি সর্ব্বত্রই অবস্থিত। তোমার সঙ্কল্প বা স্বপ্নসম্ভূত লোক-সকল যেরূপ রাত্রিদিন প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সেই সিদ্ধ-সঙ্কল্পলোক তাদৃশ অন্যান্য লোক-সকলও স্থিরীকৃত হইয়া সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতে পারে। ৫—১০। তুমি যদি তোমার নিজ সঙ্কল্পপ্রাপ্ত লোক-সকলকে ধারণা-স্থিরীকৃত ধ্যানবলে সুস্থির করিতে পার, তাহা হইলে তোমার কল্পিত লোক-সকলও নির্ব্বিঘ্নে স্থির (স্থায়ী) হইবে। এইরূপ সঙ্কল্পকারী মানব ধারণাভ্যাসবশে সিদ্ধগণের ন্যায় আপনার সঙ্কল্প-জগৎকে ইচ্ছামত বিস্তৃত ও ইচ্ছামত সম্পূর্ণ করিতে পারে। সিদ্ধগণ স্বর্গাভিমুখগামী প্রাক্তন পুণ্যসমষ্টিবলে অনায়াসেই আপনাদিগের সঙ্কল্পলোক স্থিরতর করিতে পারেন; অন্য লোকের সঙ্কল্পলোক স্থিরতর করিতে হইলে অনেক আয়াসের প্রয়োজন। অর্থাৎ ধারণাভ্যাস না করিলে কিছুতেই সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারা যায় না; এইমাত্র বিশেষ। নিখিল জগৎ সর্ব্বদাই শান্ত অপ্রতিঘ চিদাকাশরূপে অবস্থিত। ইহাকে যেরূপে দৃঢ় নিশ্চয় করা যাইবে, ইনি তদ্রূপেই প্রতিভাত হইবেন; তাহার অন্যথা হইবে না। সঙ্কল্প না করিলে কিছুই প্রতিভাত হয় না, তখন অস্তি, নাস্তি, এইরূপ তর্কের

বিষয় কিছুই থাকে না; সবই শূন্য অরোধক অপ্রতিঘ শূন্যকাশ-রূপে প্রতিভাত হয়। ১১—১৫। দৃঢ় সঙ্কল্পে যাহা প্রতিভাত হয়, বাস্তবিক তাহা চিৎ-স্বভাবেরই স্ফুরণ। সঙ্কল্প না করিলে চিৎ-স্বভাবের স্ফুরণ কুত্রাপি নাই। যদি বল, কার্য্যকারণভাবে চিৎস্বভাবের স্ফুরণ হউক না কেন? তাহার উত্তরে বলি, যে কার্য্যকারণভাবের কথাই ইহাতে নাই। কেবল অনন্ত আকাশ সর্ব্বত্র দীপ্যমান, ইহাতে কিরূপে আবার কি উৎপন্ন হইবে। তবে যাহা উৎপন্নবৎ প্রতিভাত হয়, তাহা আর কিছুই নহে, তাহা আকাশেই আকাশ প্রতিভাত হইতেছে। তাহাতে বাস্তবিক কোন প্রকাররূপ নাই। সুতরাং একত্ব দ্বিত্ব কল্পনা আবার কি প্রকারে হইবে? সেই বিকারশূন্য আকাশ যে প্রকার ছিল, সেইরূপই আছে। স্বপ্নে আকাশই অচলের ন্যায় প্রতিভাত হয়। সঙ্কল্পে যেমন চিত্তই পর্ব্বতের আকারে উদিত হয়, বাস্তবিক তাহা পর্ব্বতও নহে, আকাশও নহে। ব্রহ্মও ঠিক সেইরূপ জগদ্ভাব ধারণ করেন। মহাজ্ঞানী জীবন্মুক্তগণ ব্যবহারী ব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত—অর্থাৎ তাঁহারা জানেন, আমরা কিছুই করিতেছি না। জলে যেমন তরঙ্গ, আবর্ত্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার বিবর্ত্ত প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মেও সৃষ্টিসকল সেইরূপই (ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌রূপেই) প্রতিভাত হয়। বায়ুর স্পন্দ, আকাশের শূন্যতা যেমন আকাশ হইতে অপৃথক্ এবং অমূর্ত্ত, সৃষ্টিও সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ এবং নিরাকার। সঙ্কল্পনগর যেমন শূন্য নিরাকার হইলেও সাকারবৎ প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মে এই জগৎও সেইরূপ জানিবে। এই ত্রৈলোক্য চিরদিনের অনুভূত এবং কার্য্যকারী হইলেও বাস্তবিক ইহা সঙ্কল্প-নগরের ন্যায় শূন্য ও নিরাকার। ১৬—২৫। যেরূপ চিত্তসঙ্কল্প ও নগর একই পদার্থ, সেইরূপ নির্ম্মলব্রহ্ম ও জগৎ একই কথা। যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তাহাকেই জগৎ বলা হয়। এই জগৎ-পদার্থ সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও স্বপ্নে আপনার মৃত্যুদর্শন করার ন্যায় কিছুই নহে। স্বপ্নে যেমন লোকে মরিয়া আপনার শবদেহ-দাহ দর্শন করে, ফলতঃ সেই দাহদর্শন যেমন অলীক, পরব্রহ্মে পরিদৃশ্যমান জগৎও সেইরূপ অলীক পদার্থ। জগদ্ভাব বা অজগদ্ভাব ইহা পরব্রহ্মেরই নির্ম্মল আকার। বাস্তবিক জগৎ পদার্থ রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় অলীক। হে রাম! এই সিদ্ধ লোকেও তত্রত্য ভোগাদি ফল আমার বর্ণিতানুসারে কল্পনা-মাত্রই হউক, অথবা সত্যই হউক কিংবা কিছুই না হউক, জীবন্মুক্ত যোগী কিন্তু ইহার প্রতি আদর করেন না, জীবন্মুক্ত জানেন ইহা অসার; অতএব তুমিও ইহাকে অসার জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি আগ্রহ (পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা) পরিত্যাগ কর, এই সকল ভোগলাভের জন্য বৃথা পরিশ্রম করিও না। ২৬—৩৪

একাদশাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্মাকাশ নিজেই প্রথমে চিন্ময়ভাব হইতে আপনাকে আমি বলিয়া যে জ্ঞান করেন, তাদৃশ জ্ঞানই হিরণ্যগর্ভতা; তাদৃশ জ্ঞানের মধ্যেই এই জগৎ। এইরূপ হইলে পরে ব্রহ্মা বা জগৎ কিছুই বাস্তবিক বিদ্যমান নাই। অজ পরব্রহ্মই পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থিতভাবে [illegible]
তবে জ্ঞানময় ব্রহ্মে যে জগদ্ভাব প্রতিভাত [illegible]
মাত্র, বস্তুতঃ তাহা মরীচিকাসলিলের [illegible]
হইলেও অসৎ। অতএব এই জগৎ [illegible]
ভ্রান্তিমাত্র, অথবা ভ্রান্তিও নহে; ভ্রান্তিই [illegible]
হইবে? যাহা প্রতিভাত হইতেছে, [illegible]
যেমন জল ও আবর্ত্ত, তেমনি জগৎ ও [illegible]
ইহাতে দ্বিত্ব আবার কি? একত্বই বা কি [illegible]
আবার দ্বিত্ব কোথায়? দ্বিত্ব (পার্থক্য) [illegible]
একত্বই বা কোথায়? আকাশের ন্যায় বিশা[illegible]
ব্রহ্মই চিন্ময়ত্বনিবন্ধন আপনার অন্তরে অব[illegible] "আমি"
বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। ১—৫। বায়ু যেম[illegible] স্পন্দ অনুভব
করে, অগ্নি যেমন আপন উষ্ণতা অনুভব [illegible] পূর্ণচন্দ্র যেমন
আপন শৈত্য অনুভব করেন, সেইরূপ ব্র[illegible] আপনিই আপনার
সত্তা অনুভব করিতেছেন। রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ [illegible]
মুনে! এই অনাদি অনন্ত নিরাবৃত ব্রহ্মচৈতন্য [illegible]
ইত্যাকারে আপন সত্তা কি? পূর্ব্বে অনুভব করেন নাই? [illegible]
সম্প্রতি অনুভব করিতেছেন কি? ইহা আমাকে বুঝাইয়া [illegible]
বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বদাই "আমি" [illegible]
প্রকার অনুভব করিতেছেন বটে, কিন্তু এই [illegible]
ঈদৃশ আমি ইত্যাদি বা শুদ্ধ চৈতন্য[illegible]
কাহারও অপেক্ষা নাই। সৃষ্টি, অসৃষ্টি [illegible] ব্রহ্ম সর্ব্বদা
সর্ব্বত্র অবস্থিত, কি অজ্ঞদৃষ্টি, কি তত্ত্বজ্ঞদৃষ্টি কুত্রাপি [illegible]
সত্তা ও অসত্তানিবন্ধন ঐ ব্রহ্মাকাশের পার্থক্য [illegible],
কল্পনাবশে তত্ত্বজ্ঞানী অতত্ত্বজ্ঞানী উভয়ের [illegible]
প্রতিভাসিত হয়, কল্পনা পরিহার করিলে [illegible]
না। ৬—১০। পবন, স্পন্দ, চন্দ্র ও [illegible]
যেমন এক, সেইরূপ ব্রহ্ম ও অহম্ভাব মিশ্র[illegible]
অনন্ত এই উভয় অবস্থার দৃষ্টিসম্মিলনে) [illegible]
হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মে অহম্ভাব সত্তা [illegible]
ইহার ব্যতিক্রম কখনই হয় না, কারণ [illegible]
ব্রহ্মই জগৎ। হে রাম! তুমি অদ্বয় পরম [illegible]
আমার এই উপদেশশ্রবণরূপ ব্যবহারসিদ্ধির [illegible]
এই মিশ্রদৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মকে যদি জগৎ ও [illegible]
অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা কর ত ক্ষতি নাই, [illegible]
দৃষ্টি অবলম্বন করিতে পার, কিন্তু দেখিও [illegible]
করিও না। মিশ্রদৃষ্টি অবলম্বন করিলে বুঝি[illegible]
সকল বস্তুর অভ্যন্তরে যে জীব অনুভব ক[illegible]
ব্রহ্মই সেই জীবরূপ অনুভব করিতেছেন, [illegible]
সকল দৃশ্য অনুভব করিতেছেন; বিশুদ্ধ ব্র[illegible]
বুঝিতে হয়, কেহই কখন কিছুই অনুভব [illegible]
কেবল বোধরূপে বিদ্যমান। অর্থাৎ বহু ব্যক্তি [illegible]
হয়, ব্রহ্মই ত্রিভুবনাকারে সর্ব্বদা প্রতিভাত [illegible]
বোধ করেন, বৃক্ষপ্রপঞ্চ মালা, অন্যান্য [illegible]
ব্রহ্মই বিদ্যমান। ১১—১৫। যেমন আ[illegible]
পর্ব্বত জন্মায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে [illegible]
না, ইহা জানিয়া পরম [illegible]
সকল সম্পূর্ণরূপে না মিটিতেছে, যথার্থ [illegible]

করিতে পারিতেছ না, সে পর্য্যন্ত আমার উপদেশ শুনিবার নিমিত্ত তুমি ভেদদৃষ্টি অঙ্গীকার করিতে পার। তাহার পরে যখন তুমি প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবে, আর কোন বিষয়েই সন্দেহ থাকিবে না, তখন তোমার নিকটে শাস্ত্র, উপদেশ, ভেদজ্ঞান কিছুই থাকিবে না। এই ভেদজ্ঞান জগৎ সঙ্কল্পরূপী প্রজাপতি হইতেই হইয়াছে। ১৩—১৮। রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ইহা বুঝিলাম, এক্ষণে আপনি আমার নিকটে যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অর্থাৎ অহঙ্কার সমষ্টিনিরূপণ করিবার নিমিত্ত যাহা বলিতেছিলেন, আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত পুনরায় তাহার কীর্ত্তন করুন। সেই পরমপদ ব্রহ্মকে অহম্ভাবে ভাবনা করিলে প্রথমে কি সম্পন্ন হয়? আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং আপনি তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। আমিও আপনার বচনামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতে পারিতেছি না, এজন্ত আমার নিতান্ত শ্রবণাভিলাষ রহিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলিতে আরম্ভ করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—"পরব্রহ্মে অহম্ভাবভাবনার পরে প্রথমে আকাশসত্তা, পরে দিক্‌সত্তা কালসত্তা ও ভেদসত্তা উৎপন্ন হইতে থাকে। এই দেহাদির উপরে যখন 'আমি' ইত্যাকার প্রতীতি হয়, তখন দেহাদিশূন্যস্থলে "আমি এখানে নাই" ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হয়; এইরূপে দেশ, কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছিন্নভাব উদিত হইলে ক্রমে আত্মাই দ্বৈতভাব ধারণ করিয়া সমুদিত হন। এই আকাশময় সত্তানিচয়ের যখন নামরূপাদি-ভেদ কল্পনা হয়, তখনও উহা আকাশরূপেই অবস্থিত থাকে। এইরূপে দিক্‌কালকল্পনাময় নিরাকার আকাশ তন্মাত্ররূপী অহম্ভাব-সম্পন্ন হইলে পরব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হওত, যেন সে ব্রহ্ম হেন, এইরূপ হইয়া পড়েন। অনাদিমধ্য শান্ত অজ একমাত্র ব্র[illegible]কাশ হইয়া আপনাকে জীবভাবে ভাবনা করিয়া আবরণশূন্য আকাশেই আপনার স্বরূপকে বিস্তৃত দৃশ্যরূপে দর্শন করেন। এবং পুনরায় যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনাকে যেন অন্যরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। ১৯—২৬।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ২১২॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অরিন্দম! আজ তুমি আমাকে যে বিষয় যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বে আর একজন্মে তুমি আমার শিষ্য হইয়া আমাকে এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। পূর্ব্বে আর এক কল্পে, তুমি রাম হইয়াছিলে, আমি বশিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তুমি সংসারে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলে, কোন কালমধ্যে গুরুশিষ্যরূপে তোমাতে আমাতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। সেই সময়ে সেইখানে আমি তোমার গুরু হইয়া উত্তর দিতেছিলাম, আর তুমি আমার উদারমতি শিষ্য হইয়া সম্মুখে উপবেশন করত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। শিষ্য কহিল, হে ভগবন্! আপনি আমার এই মহাসংশয় ছেদন করিয়া দিন। এই মহাকল্পে (দৃশ্য প্রপঞ্চে) কোন্ কোন্ বস্তু বিনষ্ট হয়, আর কোন্ কোন্ বস্তু বিনষ্ট হয় না। ১—৬। গুরু কহিলেন। বৎস! স্বপ্নদর্শনের পর সুষুপ্তিদশায় উপনীত হইলে স্বপ্নদৃশ্য যেরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না, এই পরিদৃশ্যমান দৃশ্যও সেইরূপ মহাপ্রলয়কালে বিনষ্ট হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। পৃথিবী, পর্ব্বত, দশদিক্, ক্রিয়া, কাল, সমস্তই বিনষ্ট হয়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নিখিল ভূত নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি আকাশও থাকে না, মহাপ্রলয়কালে এ সকল দৃশ্য-প্রপঞ্চের ভোক্তাই যখন থাকে না, তখন এ ভোগ্যপ্রপঞ্চ থাকিবে কিরূপে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা নিখিল কারণের কারণ, মহাপ্রলয়ের পরে তাঁহাদেরও নাম পর্য্যন্ত থাকে না। চিদ্বস্তু অক্ষয়, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সেই অক্ষয় চিদ্বস্তুর বিবর্ত্ত বলিয়া তখন কেবল চিদাকাশই অবশিষ্ট আছেন—এই বলিয়া অনুমান হয়। আপনার অধ্যস্ত সৃষ্টিপ্রপঞ্চের অনুভবের হেতু চিদাত্মারই অবশেষ তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ তাঁহারও নাশ হয় বলিলে প্রলয় যে হইল তাহার সাক্ষী কে? সাক্ষি-শূন্য প্রলয়ই হইতে পারে না। ৭—১১। শিষ্য কহিল,—প্রভো! যাহা অসৎ, তাহার সত্তা, এবং যাহা সৎ, তাহার অসত্তা ইহা ত কোন মতেই সম্ভবে না। অতএব এই বিশাল বিদ্যমান (প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সৎ) জগৎ যায় কোথায়? গুরু কহিলেন, বৎস! অসত্যের সত্তা ও সত্যের অসত্তা হয় না বটে, কিন্তু তুমি যাহাকে সৎ বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহা (সেই জগৎ) ত সৎ নহে। কারণ ইহার বিনাশ দেখা যাইতেছে। হে রাম! যাহা বাস্তবিক কখনই নাই, এমন অভাবরূপী বস্তু কিছুই নাই। সুতরাং তাহার আবার বিনাশ কি? মরীচিকাসলিল কোথায় আছে? দ্বিতীয় চন্দ্রই বা কোথায় স্থির হইয়া আছে। আকাশে কেশ-গুচ্ছই বা কোথায় যথার্থ আছে, ভ্রান্তি অনুভবই বা কোথায় সত্য হইয়াছে। বৎস! এই নিখিল দৃশ্যই অলীক ভ্রান্তি, স্বপ্নে নগর দর্শনের ন্যায় অলীক প্রতিভাত হয়, অতএব ইহা বিনষ্ট না হইবে কেন। ১২—১৫। যেমন জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন ঘটনার কিছুই থাকে না এবং স্বপ্ন অবস্থাতেও যেরূপ জাগ্রদবস্থার কিছুই থাকে না। সেইরূপ এই নিখিল দৃশ্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শান্ত রহিয়াছে,—অর্থাৎ কুত্রাপি কিছুই নাই। স্বপ্নপুরী যেমন স্বপ্নভঙ্গের পরে কোথায় চলিয়া যায়, জানিতে পারি না, সেইরূপ এই জগদ্দৃশ্য শান্ত হইলে কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জানি না। শিষ্য কহিল,—ভগবন্! দৃশ্য যদি না থাকে, তবে কোন্ বস্তু দৃশ্যবেশে কিছুকাল প্রতি-ভাত হয়? আর জ্ঞানলাভের পরে তাহা তদ্রূপে প্রতিভাত হয় না কেন? এই দৃশ্য কোন্ বস্তুর রূপ? বিশাল চিদাকাশের না অন্য কোন বস্তুর? গুরু কহিলেন,—বৎস! নির্ম্মল চিদাকাশ যে শুক্তিকারজতের ন্যায় স্ফুরিত হইতেছেন, তাঁহার তাদৃশ স্ফুরণই এই জগৎ; তদ্ভিন্ন জগৎ নামে আর কোন পদার্থ নাই। এই অনন্ত চিদাকাশের যে নির্ম্মলরূপ স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া ঈদৃশভাবে প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রতিভানই সৃষ্টি, আর তাদৃশ প্রতিভানের অভাবকেই ক্ষয় বা প্রলয় বলা হয়। যেমন অবয়বীর আকার অবয়বভেদে ভিন্নবৎ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ স্ফুরণ ও অস্ফুরণাত্মক সৃষ্টিও ক্ষয়রূপী আকাশ চিদাকারে বিভিন্নবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে। ১৬—২০। তুমি যেমন স্বচ্ছ সরো-বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বিম্বপ্রতিবিম্বভেদে পৃথক্ হও না, সরোবরে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যেমন একই ছিলে, তখন তেমনি একই থাক; পরেও তদ্রূপ একই থাকিবে, নির্ম্মলস্বরূপ ব্রহ্মও সেইরূপ সৃষ্টিদশায় বা সৃষ্টির ক্ষয়দশায় সকল সময়েই ক্ষয়োদয়-রহিত হইয়া একরূপে বিরাজ করিতেছেন। যেমন স্বপ্নে ও

সুষুপ্তদশায় একমাত্র নিদ্রাই অব্যক্তভাবে বিদ্যমান, সেইরূপ কি সৃষ্টি কি প্রলয়, সকল অবস্থাতেই একমাত্র অব্যয় চিদ্রূপী ব্রহ্মই বিরাজ করিতেছেন। স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ যেমন জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিদশায় প্রশান্ত হইলে আর কিছুই থাকে না, সেইরূপ আমাদের অজ্ঞানদশায় দৃশ্যমান এই জগৎ (জ্ঞানদশায়) শান্ত হইলে আর কিছুই থাকে না। আমাদের স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ বাধিত হইয়া আকাশ হইয়া গেলে তাহা যে অন্যত্র আর বিদ্যমান থাকে না, তবে জ্ঞান দৃষ্টিতে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের স্বপ্ন জগৎ অন্যের জীবাকাশে গিয়া বিদ্যমান থাকাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কারণ আমাদের বাসনাময় জগৎ আমাদের চিদাকাশে থাকিতে পারে, অন্যত্র থাকিবে কি জন্য? আমাদের অজ্ঞান-দশায় অনুভূয়মান জগৎ আমাদের জ্ঞানদশায় যদি অপরের চিদাকাশে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির জ্ঞান-দশায় বিশুদ্ধ চিদাকাশের স্ফুরণ হয় না বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, সেইরূপ কল্পনা করায় প্রমাণ কি? শিষ্য কহিল, এইরূপ যদি চ আমাদের চিদাকাশগত বিষয় পর চিদাকাশে প্রতিভাত হয় না, তথাপি আমার বোধ হয়, স্বপ্নদ্রষ্টা ভিন্ন অন্য জাগ্রৎ ব্যক্তিও যেরূপ দৃশ্যজ্ঞানসম্পন্ন হয়, সেইরূপ অন্যত্র প্রলয় কালেও অন্য পুরুষে জগদাদি দৃশ্যজ্ঞান আছে নিশ্চয়ই। গুরু কহিলেন, হে মহামতে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু জগৎ চিত্তির স্বরূপ নহে বলিয়া সকলের নিকটে একরূপ নহে। চিৎস্বরূপ যেরূপে প্রতিভাত, চিদধ্যস্ত জগৎ সেরূপে প্রতিভাত হয় না, তবে চিৎ প্রতিভাত যেরূপ হয়, সেইরূপ ব্যবস্থানুসারেই জগৎ-স্বরূপ প্রতিভাত হইতেছে। জগৎ সকলের নিকটে সমানরূপে প্রতিভাত হয় না, এজন্য উহা কিছুই নহে। পরন্তু তাহা অতিতুচ্ছ, কিছুতেই তাহা সৎ নহে, ফলতঃ তাহা জীব চিদাকাশেরই বিকাশমাত্র, তাহা সৎ বা অসৎ কিছুই বলিয়া জ্ঞান হয় না। চিদাকাশরূপে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জগৎ সর্বত্র সর্বদা সর্বস্বরূপে বিদ্যমান জগৎ দৃশ্যস্বরূপে চিদাকাশ কিন্তু কোথাও বিদ্যমান নহে। সেই ব্রহ্ম সদসদ্রূপী, এইজন্য জগৎও সদসদ্রূপী চিদাকাশ অবিনশ্বর। এইজন্য চিদাকাশময় জগৎ অবিনশ্বর। ২১—৩৫। যাহা সচ্চিদাকাশ, তাহাই সৃষ্টি প্রলয়রূপী, যতদিন তাহা অপরিজ্ঞাত থাকে ততদিনই তাহা দুঃখের হেতু হয়; পরিজ্ঞাত হইলে তাহা পরম শান্তিতে পর্যবসিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে তাহা সর্বদাই সর্বরূপে বিদ্যমান, অজ্ঞব্যক্তির নিকটে তাহা কখনই বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয় না। এই চিদাকাশ দেবই ঘট, পট, পর্বত, নদী, গর্ত, তৃণ, অগ্নি, অধিক কি, স্থাবর জঙ্গম নিখিল পদার্থই। ইনিই অস্তি, নাস্তি, শূন্য, ক্রিয়া, কাল, আকাশ, পৃথিবী, ভাব, অভাব, জন্ম, মৃত্যু, সম্পদ, বিপদ, ও শুভাশুভ কর্ম্ম পাশরূপে বিদ্যমান। এই চরাচর বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা এই চিদাকাশ নহে; অথচ ইনি আদি, মধ্য ও অন্তে, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ে, অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই এইরূপে বিদ্যমান, অথচ কুত্রাপি বিদ্যমান নহেন। হে রাম! ব্রহ্মভাবে দর্শন করিলে, স্বপ্নকালীন সংবিৎ যেমন নগররূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সর্বময় ব্রহ্ম সর্বস্বরূপে সর্বত্রই বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হন। তাহা হইলে এক তৃণই কর্ত্তা, ভোক্তা ও বিভু হইতে পারে; ঘট একাই কর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্বেশ্বর হইতে পারে। পট একাই কর্ত্তা, ভোক্তা [illegible] পারে। দর্পণই কর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্বে[illegible] পারে। পর্বতই কর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্বেশ্বর হইতে [illegible] কর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্বেশ্বর হইতে পারে [illegible] কি, প্রত্যেক বস্তুই তাহা হইলে কর্ত্তা, [illegible] হইতে পারে। কারণ, নিখিল পদার্থই [illegible] ধাতা ব্রহ্মস্বরূপ। সেই বিভু পরব্রহ্ম [illegible] তৃণ, ঘট, পটপ্রভৃতি পদার্থরূপে প্রতিভাত [illegible], ব্রহ্মের ঐ বিভুতাবলেই জন্ম উদয় প্রতিভাত হইতে[illegible] যাহারা বিজ্ঞা[illegible] নাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ স্বীকার করে, তাহাদের [illegible] বাহ্য পদার্থই কর্ত্তা, ভোক্তা, যাহারা বলে একমাত্র বিজ্ঞানই আছে, তাহাদের মতে বিজ্ঞানই কর্ত্তা ও ভোক্তা। যাহারা শূন্যবাদী, তাহাদের মতে কর্ত্তা, ভোক্তা কেহই নাই। যাহারা পাশুপতমতাবলম্বী, তাহারা কোন অনির্দিষ্টনামা ঈশ্বরকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করে। ফলতঃ সেই সর্বোত্তম ব্রহ্মপদে [illegible] সম্ভবপর হয়, তাহাতে বিধিই বা কি, নিষেধই বা কি? আর [illegible] বা কি? ৪১—৪৫। চিদাকাশ আপনার বিশুদ্ধ আত্মাতেই [illegible] বাসনানুসারে দৃশ্যভাবের প্রকাশ করতঃ নিজেই দ্রষ্টা হইয়া [illegible] স্বরূপকে জগদ্রূপে দর্শন করিতে থাকিলেও বাস্তবিক তিনি [illegible] ময়রূপে অবস্থিতি করিতে পারেন। হে রাম! সমস্ত জীবের [illegible] অনুভবসিদ্ধ পদার্থ দৃষ্টি ও বিধি নিষেধ দৃষ্টি তাহাদের নিজ নিজ সঙ্কল্প, ভাবনা, বাসনা ও কামনা অনুসারে সম্পন্ন হইয়া তাহাদের স্ব স্ব ব্যবহারে তত্তৎ কার্য্যকারী হয়, এইজন্য তৎসমুদয় তাহাদের নিকটে সত্য বলিয়া বোধ হয়, অপরের নিকটে তৎসমুদয় [illegible] মান হয় না, এইজন্য শশশৃঙ্গের মত অলীক বলিয়া বোধ [illegible] কারণ প্রত্যগাত্মা যেরূপ অনুভব হয়, তদ্রূপই [illegible] করেন। হে রাম! পূর্বকল্পে তুমি আমার শিষ্য হইয়া [illegible] নিকটে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলে, কিন্তু তখন তাহা বুঝিতে পার নাই, সেই কারণে তুমি আবার অদ্য অন্য জগতের [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমার নিকটে তাহাই আবার [illegible] করিতেছ। ৪৬—৪৮। এক্ষণে আমার উপদিষ্ট এই [illegible] যাহা সংসাররূপ রজনীর অন্ধকার-বিনাশী চন্দ্রম[illegible], [illegible] সমস্তই শ্রবণ করিয়াছ, অতএব তুমি অজ্ঞান[illegible] । প[illegible] রূপ অভ্যুদয় লাভ করতঃ নির্মল জ্ঞানস্বরূপ [illegible]। [illegible] এক্ষণে তুমি যথাপ্রাপ্তব্যবহারসকল প্র[illegible] কর, [illegible] রাজ্য-পালনাদি যাহা যাহা তোমার নিকট [illegible] হইবে, তাহা অবাধে সম্পন্ন কর। হে রাম! [illegible] দৃশ্য পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া বিমলস্বভাব [illegible] পরমাত্মীয় অবস্থানপূর্বক নিরতিশয় আনন্দে [illegible] কোষের ন্যায় কান্ত (সুন্দর) ও তৃষ্ণাশূন্য হইয়া [illegible] রাজ্যপালন কর। ৪৯।৫০।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত।[illegible]

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—"মুনিবর বশিষ্ঠের উক্ত কথা শেষ হইলে পরে, নভোমণ্ডলে অমৃতপূর্ণ জলধরের ন্যায় অমরদুন্দুভি শব্দিত হইয়া উঠিল; সেই সভাভূমিতে তুষারধারার ন্যায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই পুষ্পবর্ষণকালে দিক্‌সকল সহসা শুক্লবর্ণ হইয়া গেল। আকাশ হইতে পুষ্পরাশি পতনকালে মনে হইতে লাগিল, পুণ্যলক্ষ্মী যেন উৎসব দর্শন করিবার জন্য সন্ধ্যার ন্যায় আরক্তিম কিঞ্জল্করূপ অঙ্গরাগ ধারণ করিয়া বায়ুচালিত শুভ্র কেসররূপ হার পরিয়া পুষ্পরাশি-মধ্য হইতে ঝরিত মকরন্দরসে শীতল হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। আরও বোধ হইল, প্রলয়কালরূপ বানর দ্বারা বিকম্পিত কোষরূপ কল্প-পাদপ হইতে পতিত উজ্জ্বল নক্ষত্রনিচয় যেন সংহাররুদ্র-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। দুন্দুভিধ্বনি ব্যপদেশে কিঞ্জল্কপুঞ্জ-রূপ মেঘগর্জ্জনের সহিত সেই পুষ্পবৃষ্টি হিমের ন্যায় সুন্দর পুষ্প-রাশি দ্বারা নিখিল সভাভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, দর্শকগণ সেই পুষ্পবৃষ্টি দর্শনে পরমানন্দিতহইলেন, ক্রমে পুষ্পবৃষ্টি হওয়া নিবৃত্ত হইল। ১—৪। সেই সভায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে বশিষ্ঠদেব বসিয়াছেন, তাঁহার সন্নিকটে মুনিগণ, মুনিগণের সন্নিকটে দশরথ, রামাদিগণ, তৎপরে মন্ত্রী সামন্তগণ, এইরূপ পশ্চাদ্বর্ত্তী সভ্যগণ সেই দিব্য কুসুম লইয়া বশিষ্ঠচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক বশিষ্ঠদেবকে নমস্কার করিয়া শোক-দুঃখ-বিবর্জ্জিত হইল। (কুসুম-রাশির শৈত্য সৌগন্ধ্যাদিগুণে তাঁহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লেশ বিদূরিত হইল এবং বশিষ্ঠদেবের জ্ঞানোপদেশে জন্মমরণাদি-ক্লেশ বিদূরিত হইল)। দশরথ কহিলেন, "মুনিবর আজ বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, শরৎকালে মেঘনিচয় যেমন পর্ব্বতের উপরে গিয়া বিশ্রাম করে, সেইরূপ আজ আমি সংসাররূপ সুদীর্ঘ কান্তার হইতে বিশ্রামলাভ করিলাম, এত দিন আমি এই জীর্ণকান্তারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ আমি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমূহের চরমসীমায় উপনীত হইলাম, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কৃতকৃত্য হইলাম। আপদের অবধি কতদূর, তাহাও দেখিলাম। জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই জানিলাম। পরমপদে বিশ্রান্তিলাভ করিলাম। হে ভগবন্। ধ্যান-বলে কল্পিত অঙ্গ আকাশে চিরবিহারাদি অনুভবরূপ ভ্রান্তি, ধারণাবলে সর্ব্বাধার ব্রহ্মে বিশ্রান্ত হইয়া দেহ পরিত্যাগ, সঙ্কল্পবলে পুরীনির্ম্মাণ, স্বপ্নে জগৎ দর্শন করিয়া সেই জগতে কষ্ট অনুভব করিয়া, শুক্তিকে রৌপ্য বলিয়া অনুভব, স্বপ্নে আপনার মৃত্যুদর্শন, পবন ও স্পন্দের একতা-প্রতিপাদন, সলিল ও দ্রবের অভেদ প্রতিপাদন, ইন্দ্রজালক্রিয়ার পুরীসন্দর্শন, গন্ধর্ব্ব-নগর দর্শন, মায়াবশে জলপূর্ণ স্থান সন্দর্শন, দ্বিতীয়চন্দ্রোদয়ভ্রম, মত্ততাবশে বিবেক নষ্ট হওয়ায় পুরীস্পন্দ অনুভব, বিনাকারণে ভূকম্পদর্শন, আকাশে কেশগুচ্ছ সন্দর্শন ইত্যাদি সকলেরই অনু-ভব যোগ্য নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আপনি আমার দুষ্টবুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া দিলেন। ৫—১৩। রাম কহিলেন, হে মুনীশ্বর। আপনার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে, পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি এক্ষণে বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া সত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়াছে; আমি ব্রহ্মস্বভাবে অবস্থিত হইয়াছি, আবরণ-শূন্য বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। গাত্রে সুধালেপে যেরূপ সুখ হয় আপনার সুমধুর বাক্যও ঠিক সেইরূপ সুখপ্রদ। আমি কৃতকৃত্য ও শান্ত হইলেও আপনার সুমধুর উপদেশ বারবার স্মরণ করিয়া অধিকতর আনন্দ-লাভ করিতেছি। আজ আমার কার্য্য করাতেও কোন প্রয়ো-জন নাই, না করাতেও কোন প্রয়োজন নাই। ব্যবহার দশায় পূর্ব্বেও যেমন ছিলাম, আজও তেমনিই আছি, বিজ্বর হইয়া সেইরূপেই অবস্থান করিতেছি। আপনার উপদেশে আমি যেরূপ বিশ্রামের উপায় লাভ করিয়াছি, এমন উপায় অন্য কোথায় পাইব না? অন্যপ্রকার দর্শনই বা আর কি আছে? অহো। আজ আমি বিশ্রামসুখের অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত স্থান প্রাপ্ত হই-য়াছি, হায় এই জন্ম-মরণাদি বিবিধ অনর্থসঙ্কুল সংসার-প্রাণি-দিগের কি কষ্টকর হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার নিকটে শত্রু, মিত্র সুজন, দুর্জ্জন কিছুই নাই। এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি, এই আত্ম-চৈতন্যই যতক্ষণ দুর্জ্ঞেয় থাকেন, ততক্ষণ দুঃখপ্রদ জগৎরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। এক্ষণে আত্মচৈতন্য আমার নিকটে সুজ্ঞেয় হওয়াতে শান্ত ও সর্ব্বার্থসুন্দর হইয়াছেন। ভগবন্! আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে এই আত্মচৈতন্য কে বুঝিতে পারে? সেতু বা নৌকা ব্যতিরেকে বালকে কিরূপে সাগর পার হইবে? লক্ষ্মণ কহিলেন,—"মুনিবর বশিষ্ঠদেবের উপদেশাবলি শ্রবণ করিয়া অদ্য আমার বহু জন্মের সংশয় সকল বিদূরিত হইল, শত জন্মের পুণ্যরাশি এককালে লব্ধ হইল। আজ আমার হৃদয়ে বিচার-শক্তির উদয় হইয়াছে, বশিষ্ঠদেবের উপদেশে প্রবুদ্ধ হইয়া আমার হৃদয় এতই শান্ত ও নির্ম্মল হইয়াছে যে, বোধ হইতেছে যেন হৃদয়মধ্যে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। হে মুনিবর! আপনার উপদেশে নিরতিশয় পূর্ণানন্দরূপী ব্রহ্ম (আত্মদর্শন) সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, কি আশ্চর্য্য। তথাপি হতভাগ্য মানবগণ মহতের সেবা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কেবল রাগ, দ্বেষ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ দশায় দগ্ধ হইতেছে। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—আহা! আজি আমাদের কি সৌভাগ্যের দিন! মুনিবর বশিষ্ঠ দেবের মুখে জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিলাম, বোধ হইতেছে যেন আমরা আজি সহস্র গঙ্গায় স্নান করিয়া উঠিলাম। রাম কহিলেন,—"আজ আমি সম্পদ্, বিপদ্, শাস্ত্র, সদুপদেশ ও দেশকাল প্রভৃতির চরমসীমা দর্শন করিলাম। নারদ কহিলেন,—"ভূতলে স্বর্গে, এমন কি ব্রহ্মা লোকেও যাহা কখন শুনে নাই, মুনিবর! আপনার মুখে সেই তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করিয়া অদ্য আমার কর্ণযুগল সাতিশয় পবিত্র হইল। ১৪—২৫। লক্ষ্মণ কহিলেন, মুনিবর! অদ্য আমা-দিগের হৃদয়গত ও বহির্গত বিবিধ তমঃ দূর করিয়া দিয়া আপনি আমাদের নিকট মহা সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন,—"আজ আমি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, নির্বৃত হইয়াছি; কেবল সুখরূপে অবস্থিতি করিতেছি।" দশরথ কহিলেন,—"আজি আমাদের বহুজন্মের পুণ্যফলে এই বীর মুনিবর বশিষ্ঠ দেব মোক্ষশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিলেন।" বাল্মীকি কহিলেন,—রাজার সহিত সভ্যগণ এই কথা বলিলে বশিষ্ঠ অতি পবিত্র এই বাক্যসমূহ বলিতে লাগি-লেন। হে রাজন্ হে রঘুকুলচন্দ্র! আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর, ইতিহাস কথা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য, অতএব তুমি আজ ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ কর। তুমি ইহা নিষ্পন্ন করিলে অক্ষয়

ফল প্রাপ্ত হইবে। সামান্ত দরিদ্র ব্যক্তিরও শক্ত্যনুসারে মুক্তি-দায়িনী কথার সমাপন হইলে দ্বিজগণের পূজা করা উচিত, আর আপনি ত একজন পৃথিবীশ্বর। আপনার ত সর্ব্বতোভাবেই ব্রাহ্মণ পূজা করা উচিত। রাজা মুনিপ্রবরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত দ্বারা দশ সহস্র বেদবিৎ ব্রাহ্মণের আহ্বান করাইলেন। যে সকল ব্রাহ্মণগণ, মথুরা, সুরাষ্ট্র, গৌড়, প্রদেশে বাস করেন, তাঁহাদের দশ সহস্র কুলশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও পূজাপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। তিনি অত্যধিক জ্ঞানী এবং অল্পজ্ঞানী ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণগণের অভিমত ভোজ্যান্নদান ও দক্ষিণা দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন এবং শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃপুরুষের, যজ্ঞাদিদ্বারা দেবগণের ও নানাবিধ রত্নাদি দ্বারা সমবেত নৃপসমূহের তৃপ্তি সাধন করিলেন এবং মন্ত্রী, ভৃত্য, দরিদ্র অন্ধ ও কৃপণ সকলকেই ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। সেইদিনে সংসারের শেষ সীমায় উপনীত দশরথ রাজা সমস্ত বান্ধবগণের সহিত মহোৎসব করিয়াছিলেন সুমেরু পর্ব্বতের স্থায় শোভা-শালী সেই অযোধ্যানগর সেই কৌষেয় মণিকাঞ্চন ভূষিত রাজ-প্রসাদে বিলাসিনী প্রমোদমত্ত কামিনীগণ গৃহে গৃহে নৃত্যগীত করিতে লাগিল। কোথাও অঙ্গনাগণ চিকুরবন্ধনাদি অলঙ্কার-বিশেষ দ্বারা ভূষিত হইয়া কেহ মুরলী, কেহ বাঁশি, কেহ বীণা, কেহ বা মুরজ, মাদল বাজাইতে লাগিল। নৃত্যকালে কামিনীগণ নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীতে ইতস্তত চালিত কর দ্বারা শূন্যে পল্লবশ্রেণীর শোভাবর্দ্ধন এবং সুন্দর অট্টহাস্যকালে বিকসিত দন্ত কিরণ দ্বারা চন্দ্রপ্রভাকে লজ্জা প্রদান করিতে লাগিল। বীররসের অভিনয়-কালে মত্তভাবে উচ্চরব, করুণাদির অভিনয় কালে আর্দ্ররসে অভিভূত কম্পিতস্বরে এবং শৃঙ্গারাদির অভিনয়কালে ভূতলে মন্দমন্দ পদ বিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২৬—৪৭। অভিনয় কালীন বিবিধ অঙ্গভঙ্গীবশে কাহারও কাহারও পুষ্পমাল্য হইতে আকাশচ্যুত নক্ষত্ররাজির ন্যায় পুষ্পনিকর সর্ব্বাঙ্গে নিপতিত হওয়ায় শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল। কাহারও বা নৃত্যবেগে বিচ্ছিন্ন হারলতা হইতে মুক্তানিকর জলধারার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং বিচ্ছিন্ন হারসূত্রে পদস্খলিত হইতে লাগিল কোন কোন সুন্দরী নর্ত্তকী নৃত্যকালে বিলোল বিবিধ অলঙ্কার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া সেই সভাস্থলে যেন মূর্ত্তিমান্ কামদেবকে আনিয়া উপস্থিত করিল—অর্থাৎ তাহাদের বিবিধ হাবভাব বিলাসমন্বিত নৃত্য ক্রিয়া সন্দর্শন দর্শক যুবকগণ মদনাতুর হইতে লাগিল। সুরাপায়ীগণ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া বিবিধ নৃত্য করিতে লাগিল। যাহারা ভোজনপ্রয়াসী, তাহারা বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া বিবিধ ভোজ্যবস্তু দ্বারা অভিলাষ পূরণ করিতে লাগিল। গৃহভিত্তি সকল সেই উৎসবে সুধা (চুণ) ধবলিত, পুষ্পমালা-শোভিত এবং সুগন্ধি ধূম পরিব্যাপ্ত হইল এবং রামচন্দ্রের রূপ লাবণ্যে ইন্দুকিরণোদ্ভাসিত হইয়াছিল। পরিচারক ও পরিচারিকাগণ বিচিত্র বসন পুষ্পালঙ্কার ও সুগন্ধদ্রব্যবিভূষিত হইয়া চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত করতঃ বিচরণ করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ স্ব স্ব দেহযষ্টি যক্ষকর্দ্দমে (১) লিপ্ত করিয়া সুশোভিত সেই সভা প্রাঙ্গণে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। [illegible] ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার সংসার-[illegible] এবং সেই উৎসবে সপ্ত রাত্রি মুক্তহস্তে [illegible] প্রদান, করিয়া মহানন্দে অতিবাহিত করিলে[illegible]

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

(১) কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী ও কক্কোল এই কয়েকটী দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষিত চন্দনকে যক্ষকর্দ্দম বলে।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম

বাল্মীকি কহিলেন,—হে মহামতে ভরদ্বাজ! হে মদীয় প্রধান শিষ্য! রামাদিগণ এইরূপে জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়া শোকশূন্য হইয়াছিল। তুমিও এইরূপ পূর্ণব্রহ্ম দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া, বিষয়াসক্তি-শূন্য প্রশান্তবুদ্ধি জীবন্মুক্ত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যথাসুখে অবস্থান কর। হে অনঘ! গাঢ়মোহমগ্ন বিমূঢ়বুদ্ধিও রামাদির ন্যায় এইরূপ জ্ঞানোপদেশে বিষয়াসক্তি অভ্যাসশূন্য হইলে আর কখনই মোহমগ্ন হয় না। রামাদি রাজপুত্রগণ এবং দশরথ প্রভৃতি রাজগণ এইরূপে মহাসত্ত্ব ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। বৎস ভরদ্বাজ! তুমি নিজেই মুক্তবুদ্ধি হইয়াছ, অদ্য এই মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আরও বিশিষ্টরূপে মুক্ত হইলে। ১—৫। এই পবিত্র মোক্ষশাস্ত্র পূর্ণব্রহ্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করাইয়া দেয়, এই পবিত্রশাস্ত্র শ্রবণ করিলে বালকেও তত্ত্বজ্ঞানী হয়। জ্ঞানীলোকের ত কথাই নাই। হে সাধো! মহাপ্রভাবশালী রঘুবংশীয়গণ বশিষ্ঠদেবের উপদেশে যেরূপে পবিত্র পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া গতশোক হইয়াছেন, তুমিও এইরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া বীত-শোক হইবে। বশিষ্ঠদেবের সঙ্গলাভ করিয়া রাঘবগণ যেরূপ জ্ঞাতব্য লাভ করিয়াছেন, সুধীগণ এইরূপ সাধুসমাগম লাভ করিয়া অপ্রমত্ত [illegible] দের সেবা ও তাঁহাদিগের নিকটে জ্ঞানোপদেশে জ্ঞাতব্য পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৬—৮। বালিকা রমণী যেমন ক্রীড়া[illegible] দিতে আসক্তিনিবন্ধন অরসিকা থাকিয়া কালে যৌবনে [illegible] করিয়া রসিকা হইয়া স্বামীর সহিত একত্রবর্ত্তী হয়, [illegible] অজ্ঞব্যক্তির হৃদয়ে তৃষ্ণারূপ রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তিরূপ গ্রন্থিসকল এই মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনায় পূর্ণব্রহ্মানন্দরসে মিশিয়া যায়। যে তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠগণ [illegible] মহিমান্বিত এই মোক্ষশাস্ত্রের অর্থ অবগত হইতে পারেন তাঁহারা আর কখনই সংসারে আগমন করেন না, [illegible] এ বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মদর্শী যে সকল সাধু পণ্ডিত এই মোক্ষশাস্ত্র গুরুপরম্পরায় অধ্যয়ন করিয়া উপদেশাদি দ্বারা অপরের নিকটে প্রচার করিবেন, তাঁহারা আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেন না, একেবারে [illegible] গুরুপরম্পরায় অধ্যয়ন না করিলে ইহাতে [illegible] অর্থ না বুঝিয়াও যাহারা মাত্র অন্য দ্বারা এই মোক্ষশাস্ত্র [illegible] করাইয়া লিখাইয়া প্রচার করিবে, অথবা বৃত্তি [illegible] ভদ্রসমাজে ইহার বক্তা বা ব্যাখ্যাতা স্থাপন করিবে, [illegible] যদি কামনা করিয়া ঐ কর্ম্ম করে, তাহা হইলে [illegible] ফললাভ করিয়া পুনঃপুনঃ স্বর্গে গমন করিবে, যদি [illegible] ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তবে যাবৎ জীবন্মুক্তি [illegible] তৃতীয় জন্মে একেবারে নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইবে। [illegible] অচিন্ত্যস্বরূপী ভগবান্ ব্রহ্মা এই মোক্ষশা[illegible]

বিচার করিয়া সকলের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কখনই অসত্য হইবে না,—অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন, সত্যবাদী বাল্মীকি, বশিষ্ঠ এবং আমার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না। যে সুধী এই মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, তিনি পাঠসমাপ্তির পরে যত্নপূর্ব্বক উত্তম গৃহদান এবং অভিমত অন্ন পানাদি প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গণের পূজা করিবেন। এবং সেই ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে অথবা আপনার সাধ্যানুসারে দক্ষিণাদি প্রদান করিতে হইবে। এই সাধু কর্ম্ম যিনি শ্রাদ্ধাপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই এই শাস্ত্রানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হইবেন, [illegible] সন্দেহ নাই। হে ভরদ্বাজ! তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবার জন্য বিবিধ উপাখ্যানপূর্ণ দৃষ্টান্ত-যুক্তি-সমন্বিত ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক এই মোক্ষশাস্ত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া কেবল লোকের অনুগ্রহের নিমিত্ত জ্ঞান ও তপস্যার ফলযুক্ত প্রারব্ধ সৎকর্ম্মের ফলভূত অক্ষয় জ্ঞানৈশ্বর্য্য সম্পদ্ লাভ করতঃ আপাতত কিছুদিন দেহধারী হইয়া থাক এবং অন্তিমে একেবারে পূর্ণানন্দ লাভ কর। ৯—১৭।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিকদ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—হে রাজন্! বশিষ্ঠ রামাদির নিকটে যে সুমধুর মোক্ষশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, অগস্ত্যমুনি সুতীক্ষ্ণের নিকটে [illegible]। প্রকাশ করেন, আমি সেই মোক্ষশাস্ত্র আপনার নিকটে কীর্ত্তন ক[illegible]ম। আপনি উপদেশানুযায়ী তত্ত্বমার্গে থাকিয়া নিশ্চয়ই [illegible]পদ প্রাপ্ত হইবেন। রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনার কৃপাকটাক্ষ জীবের সংসারবন্ধনছেদন করিতে সমর্থ, আপনি ঐ কৃপাকটাক্ষ আমার উপরে অর্পণ করিয়াছেন, এই কারণে আমি ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। দেবদূত কহিলেন, রাজা এই কথা বলিয়া বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মধুরবচনে আমাকে কহিলেন, হে দেবদূত! হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার, আপনার মঙ্গল হউক। সাধুগণ বলিয়া থাকেন, যে, বন্ধুতা সাতটীমাত্র কথাতেই সম্পন্ন হয়, আপনি আজ তাহা যথার্থ করিলেন,—অর্থাৎ পরস্পর কথোপকথনেই আমার সহিত মিত্রতা করিলেন। এক্ষণে আপনি দেবরাজ ভবনে গমন করুন। আপনার মঙ্গল হউক, মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আজ আমি পরম সুখী ও পরমানন্দিত হইলাম। ১—৫। আমি এই শ্রুত বিষয়ের ভাবনা করত এইখানে বিজ্বর হইয়া অবস্থিতি করিব। হে ভদ্রে! রাজার নিকট এই কথা শুনিয়া এবং রাজার বিনয়াদি গুণনিচয় দর্শন করিয়া আমি সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। আমি এই অপূর্ব্ব জ্ঞানসার আর কখন শ্রবণ করি নাই, সৌভাগ্য ক্রমে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া তাহা শ্রবণ করিলাম; সেই কারণে আমি এক্ষণে যেন সুধাপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহার পরে আমি বাল্মীকির সহিত বিদায় সম্ভাষণ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম; হে অনঘে! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমস্তই আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি দেবরাজ ভবনে গমন করি। অপ্সরা (সুরুচি) কহিলেন। হে মহাভাগ! দেবদূত! আপনাকে নমস্কার, আপনার নিকটে এই পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি, চরিতার্থ—বীতশোক হইয়াছি, এক্ষণে বিজ্বর হইয়া অবস্থিতি করিব। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি দেবরাজের সন্নিধানে ইচ্ছামত গমন করুন। ৬—১১। অগ্নিবেশ্য কহিলেন,—অনন্তর সেই উত্তমা সুরুচি সেই উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং হিমালয়ের উপরিস্থিত সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বৎস! এক্ষণে বশিষ্ঠের উপদেশ শ্রবণ করিলে ত? এক্ষণে মুক্তির কারণ কেবল জ্ঞান কি কর্ম্ম অথবা জ্ঞান-কর্ম্ম উভয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ, এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। কারুণ্য কহিলেন, পিতঃ! তত্ত্বজ্ঞান লাভ করায় অতীত বিষয়ের স্মরণ এবং বর্ত্তমান বিষয়ের প্রত্যক্ষ দর্শন, এক্ষণে আমার নিকটে জাগ্রৎকালে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ এবং বন্ধ্যাপুত্রের দর্শনের ন্যায় বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমার নিকটে সাংসারিক স্থিতি মরুভূমিতে মরীচিকাসলিলের ন্যায় প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে আমার কর্ম্ম করাতেও প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতেও কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি এক্ষণ হইতে রামাদির ন্যায় ইচ্ছাশূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যবহার সম্পন্ন করিতে থাকি, ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি। ১২—১৭। অগস্তি কহিলেন, "কৃতী অগ্নিবেশ্য-নন্দন কারুণ্য এই বলিয়া যথাকালে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মসকল (স্নান, দান, যজ্ঞাদি ক্রিয়া) সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। হে সুতীক্ষ্ণ! তত্ত্বজ্ঞান লাভের কর্ম্ম করিলে আবার সংসার বন্ধন হয়, এইরূপ সন্দেহ করা কোন মতেই উচিত নহে, এই সন্দেহ করিয়া লোক স্বার্থভ্রষ্ট হয়, সংশয়াকুল হইয়া লোক বিনষ্ট হয়। সুতীক্ষ্ণ, মুনিবর অগস্তির নিকটে নিখিল সাংসারিক বিষয়ের একত্বপ্রতিপাদক জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন মুনিবর! এক্ষণে আমার অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য নষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বোত্তম জ্ঞানলাভ করিয়াছি। যেমন নাট্যশালায় দীপের আলোক সাহায্যেই নট ও নর্ত্তকাদির কার্য্যাবলী প্রবর্ত্তিত হয়, অন্ধকারে কিছুই হয় না, সেইরূপ যে সর্ব্বসাক্ষী নিত্যপ্রকাশ নিষ্ক্রিয় পরমাত্মার প্রকাশ আশ্রয় করিয়া নিখিল ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, সুবর্ণ যেমন কটককুণ্ডলাদিবিবিধ আকারে পরিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ যাঁহা হইতে দৃশ্যপ্রপঞ্চ জলে আবর্ত্ত তরঙ্গাদির ন্যায় স্ফুরিত হয়, সেই পরমাত্মাই এই নিখিল জগৎ। কোন বস্তুই তাঁহা হইতে পৃথক নহে। নিখিল দৃশ্য সেই পূর্ণব্রহ্মে পূর্ণস্বরূপেই অবস্থিত। ১৮—২০। আমি এখন হইতে আপনার উপদেশ অনুসারে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুবর্ত্তন করি, সাধুবাক্য কে লঙ্ঘন করিতে পারে? ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি নিখিলজ্ঞাতব্য জ্ঞাত হইয়াছি, ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আপনাকে নমস্কার করি। শিষ্য কোন্ কর্ম্ম করিয়া গুরুর নিকট ঋণমুক্ত হইতে পারে? অর্থাৎ অন্য কোন কর্ম্মদ্বারা গুরুর ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া শিষ্যের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব, অতএব গুরুর নিকটে শিষ্যের কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদন করাই কর্ত্তব্য, তাহাই গুরুর ঋণমুক্তি, অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারা গুরুর ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, এইকারণে আমি আপনার নিকটে কায়মনোবাক্যে আত্ম-

[illegible]ন করিতেছি, আমি আপনার চিরদাস হইয়া থাকিলাম ; [illegible] শিষ্য আর কি করিবে। হে স্বামিন্! আমি আপনার অনুগ্রহে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিখিল জগদ্ব্যাপী পূর্ণ স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছি, আমার নিখিল সংশয় বিদূরিত হই[illegible]। ২১—২৫।

(যিনি সামবেদের 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি দ্বারা অধিকারী মুমুক্ষুদিগের করতলগত অপরোক্ষ বস্তুরূপে নিরূপিত হইয়াছেন, সেই চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে নমস্কার করি। (যিনি পরম পুরুষের আকাশপথ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের লক্ষ্য সংসারিক সুখদুঃখাদি দ্বন্দের অতীত, কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি, এবং যিনি সাক্ষিস্বরূপ ; সেই ভাবাতীত সর্ব্বান্[illegible] বুদ্ধির নিত্য অক্ষয় নির্ম্মল ব্রহ্মরূপী [illegible] নমস্কার করি।) (১)

যোড়শাধিকদ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

---

(১) এইশ্লোকটী এই গ্রন্থের নহে [illegible] গ্রন্থান্তরে প্রসিদ্ধ এই শ্লোকটিকে কি[illegible] এই স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ।

